"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ॐ৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

২৯।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হ'লে আমি আমাকে সৃজন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ অসাধুগণের বিনাশ আর ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

কপিলরূপ ধারণ ক'রে আমি মাতা দেবহুতিকে আমার ভক্তিযোগ প্রভৃতির উপদেশ করি, ভক্তিযোগই আমার প্রাপ্তির সহজ সুগম উপায়। সাধুগণের দ্বারা মানুষ নির্ম্মল হয়, সাধুসঙ্গ সঙ্গদোষ হরণ করে, সাধুসঙ্গে আমার লীলাগুণ ঐশ্বর্য্যের হৃদয়-কর্ণ-

১১শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৭৯] [তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

সীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহারপরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৫৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক -আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২.৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০.০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯.০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫.০০

কর্ণপর্ব্ব।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণবধস্য সংক্ষিপ্তবিবরণং শ্রুত্বা তৎ সবিস্তরং বর্ণয়িতুং বৈশম্পায়নসমীপে জনমেজয়স্যানুরোধঃ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রোণে হতে রাজন্ দুর্য্যোধনমুখা নৃপাঃ।
ভৃশমুদ্বিগ্নমনসো দ্রোণপুত্রমুপাগমন্ ॥ ১
তে দ্রোণমনুশোচন্তঃ কশ্মলাভিহতৌজসঃ।
পর্য্যুপাসন্ত শোকার্ত্তাস্ততঃ শারদ্বতীসুতম্ ॥ ২
তে মুহূর্ত্তং সমাশ্বস্য হেতুভিঃ শাস্ত্রসম্মিতৈঃ।
রাত্র্যাগমে মহীপালাঃ স্বানি বেশ্মানি ভেজিরে ॥ ৩
তে বেশ্মস্বপি কৌরব্য পৃথীশা নাপ্নুবন্ সুখম্।
চিন্তয়ন্তঃ ক্ষয়ং তীব্রং দুঃখশোকসমন্বিতাঃ ॥ ৪
বিশেষতঃ সূতপুত্রো রাজা চৈব সুযোধনঃ।
দুঃশাসনশ্চ শকুনিঃ সৌবলশ্চ মহাবলঃ ॥ ৫
উষিতাস্তে নিশাং তাং তু দুর্য্যোধননিবেশনে।
চিন্তয়ন্তঃ পরিক্লেশান্ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৬
যৎ তদ্ দ্যূতে পরিক্লিষ্টা কৃষ্ণা চানায়িতা সভাম্।
তৎ স্মরন্তোঽনুশোচন্তো ভৃশমুদ্বিগ্নচেতসঃ ॥ ৭
তথা তু সঞ্চিন্তয়তাং তান্ ক্লেশান্ দ্যূতকারিতান্।
দুঃখেন ক্ষণদা রাজন্ জগামাব্দশতোপমা ॥ ৮
ততঃ প্রভাতে বিমলে স্থিতা দিষ্টস্য শাসনে।
চক্রুরাবশ্যকং সর্ব্বে বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৯

কর্ণপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[কর্ণবধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া জনমেজয়কর্ত্তৃক উহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার জন্য বৈশম্পায়নের নিকট অনুরোধ।]

অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তাকারিণী) দেবী দুর্গা, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (ইঁহার লীলাসমূহের সঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া এই মহাভারতাদি 'জয়' গ্রন্থ পাঠ করিবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর দুর্য্যোধনাদি নৃপগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পড়িলেন। ইঁহারা সকলেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকটে গমন করিলেন ॥ ১

মোহবশতঃ ইঁহাদের বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা দ্রোণাচার্য্যের জন্য বারংবার চিন্তা করিতে করিতে শোকে ব্যাকুল হইয়া কৃপীনন্দন অশ্বত্থামার নিকটে তাঁহার চারিদিকে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২

তাঁহারা শাস্ত্রানুকূল যুক্তিসমূহের দ্বারা মুহূর্ত্তকাল অশ্বত্থামাকে সান্ত্বনাদান করত রাত্রি হইলে পর সেই মহীপতিগণ নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৩

কুরুনন্দন! শিবিরেও তাঁহারা সুখলাভ করিতে পারিলেন না। সংগ্রামে যে ভয়ানক লোকক্ষয় হইয়াছিল, সেই সব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪

বিশেষতঃ সূতপুত্র কর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন এবং মহাবল সুবলনন্দন শকুনি—এই চারিজন সেই রাত্রিতে দুর্য্যোধনের শিবিরেই থাকিলেন এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণকে যে সকল দারুণ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ৬

দ্যূত ক্রীড়ার সময়ে দ্রুপদপুত্রী কৃষ্ণাকে যে সভায় আনা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে যে ক্লেশদান করা হইয়াছিল, সেই সব পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতে করিতেই তাঁহারা শোকমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ৭

রাজন্! এইভাবে পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা যে সমস্ত ক্লেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তৎসমস্তই চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সেই রাত্রি যেন শত বর্ষের ন্যায় অতিকষ্টে অতিবাহিত হইল ॥ ৮

তদনন্তর নির্ম্মল প্রভাতকাল আসিলে পর দৈবের অধীনস্থ হইয়া সমস্ত কৌরবগণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শৌচ, স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি আবশ্যক কার্য্যসমূহ সমাধা করিলেন ॥ ৯

তথা তু স্তিমিতং দৃষ্ট্বা গতসত্ত্বমবস্থিতম্।
বলং তব মহারাজ রাজা দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥ ৬
ভবতাং বাহুবীর্য্যং হি সমাশ্রিত্য ময়া যুধি।
পাণ্ডবেয়াঃ সমাহূতা যুদ্ধং চেদং প্রবর্তিতম্ ॥ ৭
তদিদং নিহতে দ্রোণে বিষণ্ণমিব লক্ষ্যতে।
যুধ্যমানাশ্চ সমরে যোধা বধ্যন্তি সর্বশঃ ॥ ৮
জয়ো বাপি বধো বাপি যুধ্যমানস্য সংযুগে।
ভবেৎ কিমত্র চিত্রং বৈ যুধ্যধ্বং সর্বতোমুখাঃ ॥৯
পশ্যধ্বঞ্চ মহাত্মানং কর্ণং বৈকর্তনং যুধি।
প্রচরন্তং মহেষ্বাসং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহাবলম্ ॥ ১০
যস্য বৈ যুধি সন্ত্রাসাৎ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
নিবর্ততে সদা মন্দঃ সিংহাৎ ক্ষুদ্রমৃগো যথা ॥ ১১
যেন নাগাযুতপ্রাণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
মানুষেণৈব যুদ্ধেন তামবস্থাং প্রবেশিতঃ ॥ ১২
যেন দিব্যাস্ত্রবিচ্ছূরো মায়াবী চ ঘটোৎকচঃ।
অমোঘয়া রণে শক্ত্যা নিহতো ভৈরবং নদন্ ॥ ১৩
তস্য দুর্বারবীর্য্যস্য সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ।
বাহ্বোর্দ্রবিণমক্ষয্যমদ্য দ্রক্ষ্যথ সংযুগে ॥ ১৪
দ্রোণপুত্রস্য বিক্রান্তং রাধেয়স্যৈব চোভয়োঃ।
পশ্যন্তু পাণ্ডুপুত্রাস্তে বিষ্ণু-বাসবয়োরিব ॥ ১৫
সর্ব এব ভবন্তশ্চ শক্তাঃ প্রত্যেকশোঽপি বা।
পাণ্ডুপুত্রান্ রণে হন্তুং সসৈন্যান্ কিমু সংহতাঃ ॥ ১৬
বীর্য্যবন্তঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ দ্রক্ষ্যথাদ্য পরস্পরম্।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ কর্ণং চক্রে সেনাপতিং তদা।
তব পুত্রো মহাবীর্য্যো ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ ॥ ১৭
সৈনাপত্যমথাবাপ্য কর্ণো রাজন্ মহারথঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ প্রাযুধ্যত রণোৎকটঃ ॥ ১৮
স সৃঞ্জয়ানাং সর্বেষাং পাঞ্চালানাঞ্চ মারিষ।
কেকয়ানাং বিদেহানাং চকার কদনং মহৎ ॥ ১৯

মহারাজ! এইভাবে আপনার সৈন্যদিগকে প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন বলিলেন ॥ ৬

বীরগণ! আপনাদেরই বাহুবলের আশ্রয় লইয়া আমি যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিয়াছি এবং সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭

কিন্তু দ্রোণাচার্য্য নিহত হওয়ায় এই সকল সৈন্য যেন বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করিতেছি। রণাঙ্গনে যুদ্ধরত প্রায় সকল যোদ্ধাই শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত বীরের কখনও জয়লাভ হয়, আবার কখনও তাহার বিনাশও হইয়া থাকে। অতএব আপনারা সকলে সর্ব্বদিকে মুখ রাখিয়া উৎসাহ ভরে যুদ্ধ করিতে থাকুন ॥ ৮-৯

দেখুন, মহাত্মা, মহাধনুর্দ্ধর ও মহাধনুর্দ্ধর ও মহাবল সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিজের দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা কিরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে ॥ ১০

যুদ্ধে যাঁহার ভয়ে কুন্তীপুত্র মূর্খ অর্জ্জুন সদা সেইভাবে নিবৃত্ত হয়, যেরূপ সিংহের সম্মুখ হইতে ক্ষুদ্র মৃগ পলাইয়া যায় ॥ ১১

যিনি দশ হাজার হাতীর ন্যায় বলশালী মহাবল ভীমসেনকে মানব যুদ্ধের দ্বারাই সেইরূপ দুরবস্থায় পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ১২

যিনি রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী, দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, বীরবর ও মায়াবী ঘটোৎকচকে নিজের অমোঘ শক্তি দ্বারা বধ করিয়াছেন ॥ ১৩

যাঁহার পরাক্রম নিবারণ করা দুঃসাধ্য, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ কর্ণের অক্ষয় বাহুবল আজ আপনারা সকলে দর্শন করিবেন ॥ ১৪

আজ পাণ্ডুপুত্রগণ ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী দ্রোণসুত অশ্বত্থামা ও রাধানন্দন কর্ণ এই উভয়ের পরাক্রম দেখিতে পাইবে ॥ ১৫

আপনারা সকলে কিংবা প্রত্যেক যোদ্ধাই পাণ্ডুপুত্রদিগকে রণে বধ করিতে সমর্থ। তাহাতে আবার যখন আপনারা সংগঠিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তখন আর কি করিতে না সমর্থ হইবেন? আপনারা সকলে পরাক্রমশালী ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, অতএব আজ আপনারা পরস্পর নিজ নিজ পুরুষার্থ প্রদর্শন করুন ॥ ১৬

সঞ্জয় বলিলেন, নিষ্পাপ রাজন! এই কথা বলিয়া আপনার মহাপরাক্রমশালী পুত্র দুর্য্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণকে সেনাপতি করিলেন ॥ ১৭

রাজন্! সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া মহারথী কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত রণোন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

মাল্যবর! তিনি সমস্ত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কেকয় ও বিদেহসৈন্যগণের বিপুল ক্ষতি করিলেন ॥ ১৯

তস্যোষুধারাঃ শতশঃ প্রাদুরাসন্ শরাসনাৎ।
অগ্রে পুঙ্খে চ সংসক্তা যথা ভ্রমরপঙ্‌ক্তয়ঃ ॥ ২০
স পীড়য়িত্বা পাঞ্চালান্ পাণ্ডবাংশ্চ তরস্বিনঃ।
হত্বা সহস্রশো যোধানর্জুনেন নিপাতিতঃ ॥ ২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

তাঁহার ধনু হইতে শত শত বাণধারা, যাহাদের অগ্রভাগ ও পুচ্ছভাগ পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল, ইহারা ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় প্রকটিত হইতে লাগিল ॥ ২০

তিনি পাঞ্চাল ও বেগশালী পাণ্ডবদিগকে পীড়িত করিয়া সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণকে হত্যা করত শেষে অর্জুনের দ্বারা নিহত হইয়া ভূপাতিত হন ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকঃ, স্ত্রীণাং ব্যাকুলতা চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
শোকস্যান্তমপশ্যন্ বৈ হতং মেনে সুযোধনম্ ॥ ১
বিহ্বলঃ পতিতে ভূমৌ নষ্টচেতা ইব দ্বিপঃ।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ বিহ্বলে রাজসত্তমে ॥ ২
আর্তনাদো মহানাসীৎ স্ত্রীণাং ভরতসত্তম।
স শব্দঃ পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়ামাস সর্বশঃ ॥ ৩
শোকার্ণবে মহাঘোরে নিমগ্না ভরতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
রুরুদুর্দুঃখশোকার্তা ভৃশমুদ্বিগ্নচেতসঃ ॥ ৪
রাজানঞ্চ সমাসাদ্য গান্ধারী ভরতর্ষভ।
নিঃসংজ্ঞা পতিতা ভূমৌ সর্বাণ্যন্তঃপুরাণি চ ॥৫
ততস্তাঃ সঞ্জয়ো রাজন্ সমাশ্বাসয়দাতুরাঃ।
মুহ্যমানাঃ সুবহুশো মুঞ্চন্ত্যো বারি নেত্রজম্ ॥ ৬
সমাশ্বস্তাঃ স্ত্রিয়স্তাস্তু বেপমানা মুহুর্মুহুঃ।
কদল্য ইব বাতেন ধূয়মানাঃ সমন্ততঃ ॥ ৭
রাজানং বিদুরশ্চাপি প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
আশ্বাসয়ামাস তদা সিঞ্চংস্তোয়েন কৌরবম্ ॥ ৮
স লব্ধ্বা শনকৈঃ সংজ্ঞাং তাশ্চ দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপঃ।
উন্মত্ত ইব রাজেন্দ্র স্থিতস্তূষ্ণীং বিশাম্পতে ॥ ৯
ততো ধ্যাত্বা চিরং কালং নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ।
স্বান্ পুত্রান্ গর্হয়ামাস বহু মেনে চ পাণ্ডবান্ ॥ ১০

চতুর্থ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের শোক এবং সমস্ত স্ত্রীগণের ব্যাকুলতা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— মহারাজ! ইহা শুনিয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র ইহা মনে করিলেন যে, অতঃপর দুর্য্যোধনও নিহত হইবে। তিনি নিজের শোকের আর শেষ দেখিতে পাইলেন না। তিনি অচৈতন্য হইয়া হস্তীর ন্যায় ব্যাকুলচিত্তে ভূতলে পতিত হইলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! রাজাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইলে পর অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীগণের নিদারুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

সেই ক্রন্দনধ্বনি সেখানে সমগ্র ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ভরতবংশের স্ত্রীগণ অত্যন্ত ঘোর শোকসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। তখন ইঁহাদের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাঁহারা দুঃখ ও শোকে কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১-৪

ভরতভূষণ! গান্ধারী দেবী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আসিয়া সংজ্ঞাহীনা অবস্থায় ভূপতিতা হইলেন। এই সময় অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীগণেরও এইরূপ অবস্থা হইল ॥ ৫

রাজন্! তখন সঞ্জয় নেত্র হইতে অশ্রুধারা ত্যাগ করিতে করিতে আতুর ও মোহগ্রস্ত হইয়া ভূপতিতা সেই বহুসংখ্যক রমণীগণকে নানাভাবে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন ॥ ৬

আশ্বাস লাভ করিয়াও সেই স্ত্রীগণ চারিদিক্ হইতে বায়ু দ্বারা দোদুল্যমান কদলী বৃক্ষসমূহের ন্যায় কাঁপিতে থাকিলেন ॥ ৭

তাহার পর বিদুর এই সময় ঐশ্বর্য্যশালী কুরুবংশধর প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপর জলসিঞ্চন পূর্ব্বক চেতনালাভ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৮

রাজেন্দ্র! প্রজানাথ! ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিলে পর ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীগণকে সেখানে দেখিয়া উন্মাদের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিলেন ॥ ৯

তদনন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিবার পর তিনি বারংবার

গর্হয়ংশ্চাত্মনো বুদ্ধিং শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
ধ্যাত্বা তু সুচিরং কালং বেপমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১
সংস্তভ্য চ সমো ভূয়ো রাজা ধৈর্য্যসমন্বিতঃ।
পুনর্গাবল্গণিং সূতং পর্য্যপৃচ্ছত সঞ্জয়ম্ ॥ ১২
যৎ ত্বয়া কথিতং বাক্যং শ্রুতং সঞ্জয় তন্ময়া।
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনঃ সূত ন গতো বৈ যমক্ষয়ম্ ॥১৩
জয়ে নিরাশঃ পুত্রো মে সততং জয়কামুকঃ।
ব্রূহি সঞ্জয় তত্ত্বেন পুনরুক্তাং কথামিমাম্ ॥১৪

এবমুক্তোঽব্রবীৎ সূতো রাজানং জনমেজয়।
হতো বৈকর্ত্তনো রাজন্ সহ পুত্রৈর্মহারথঃ ॥ ১৫
ভ্রাতৃভিশ্চ মহেষ্বাসৈঃ সূতপুত্রৈস্তনুত্যজৈঃ।
দুঃশাসনশ্চ নিহতঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
পীতঞ্চ রুধিরং কোপাদ্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রশোকো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজের পুত্রগণের নিন্দা এবং পাণ্ডবদের বহুভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তিনি নিজের এবং সুবলপুত্র শকুনির বুদ্ধিকেও নিন্দা করিলেন। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া নানা চিন্তা করিবার পর তিনি কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১১

পুনরায় মনকে কোনভাবে স্থির করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং গবল্গণের পুত্র সারথি সঞ্জয়কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২

সঞ্জয়! তুমি যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা ত' আমি শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এখন একটি কথা বল। নিরন্তর জয়াভিলাষী আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের জয়লাভে নিরাশ হইয়া যমালয়ে গমন করে নাই ত'? সঞ্জয়! তুমি এই পূর্ব্বে কথিত বৃত্তান্তকে পুনরায় যথার্থরূপে বলিয়া শুনাও ॥ ১৩-১৪

জনমেজয়! তাঁহার এই কথা শুনিয়া সারথি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—রাজন্! মহারথী সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিজের পুত্রগণের দেহের মায়া পরিহার করত যুদ্ধরত মহাধনুর্দ্ধর সূত-জাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত নিহত হইয়াছেন ॥ ১৫

এই সঙ্গে যশস্বী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন রণাঙ্গনে দুঃশাসনকে বধ করিয়াছেন এবং ক্রোধবশতঃ তাঁহার রক্তও পান করিয়াছেন ॥১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনামক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সঞ্জয়েন কৌরবপক্ষস্য নিহত-মুখ্য-মুখ্য বীরাণাং পরিচয়দানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
অব্রবীৎ সঞ্জয়ং সূতং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ১
দুষ্প্রণীতেন মে তাত পুত্রস্যাদীর্ঘজীবিনঃ।
হতং বৈকর্তনং শ্রুত্বা শোকো মর্মাণি কৃন্ততি ॥ ২
তস্য মে সংশয়ং ছিন্ধি দুঃখপারং তিতীর্ষতঃ।
কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ কে চ জীবন্তি কে মৃতাঃ ॥৩
সঞ্জয় উবাচ।
হতঃ শান্তনবো রাজন্ দুরাধর্ষঃ প্রতাপবান্।
হত্বা পাণ্ডবযোধানামর্বুদং দশভির্দিনৈঃ ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সঞ্জয়ের কৌরবপক্ষের নিহত প্রধান প্রধান বীরগণের পরিচয় দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! উপরোক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি নিজের সারথি সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত! নিজের অল্পায়ু পুত্র দুর্য্যোধনের অন্যায়ে সূর্য্যনন্দন কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যে শোক উৎপন্ন হইয়াছে; উহা আমার মর্ম্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছে ॥ ২

আমি এই অপার দুঃখ হইতে নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি আমার এই সন্দেহকে নিবারণ কর যে, কৌরব ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণের মধ্যে কাহারা জীবিত আছে এবং কাহারা নিহত হইয়াছে? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্জ্জয় ও প্রতাপশালী বীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দশ দিনে পাণ্ডব পক্ষের দশ কোটি যোদ্ধাকে সংহার করিয়া নিহত হইয়াছেন ॥ ৪

তথা দ্রোণো মহেষ্বাস: পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
নিহত্য যুধি দুর্ধর্ষ: পশ্চাদ্ রুক্মরথো হত: ॥ ৫
হতশেষস্য ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ মহাত্মনা।
অর্ধং নিহত্য সৈন্যস্য কর্ণো বৈকর্তনো হত: ॥ ৬
বিবিংশতির্মহারাজ রাজপুত্রো মহাবল:।
আনর্তযোধান্ শতশো নিহত্য নিহতো রণে ॥ ৭
তথা পুত্রো বিকর্ণস্তে ক্ষত্রব্রতমনুস্মরন্।
ক্ষীণবাহায়ুধ: শূর: স্থিতোঽভিমুখত: পরান্ ॥ ৮
ঘোররূপান্ পরিক্লেশান্ দুর্যোধনকৃতান বহূন্।
প্রতিজ্ঞাং স্মরতা চৈব ভীমসেনেন পাতিত: ॥ ৯
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ রাজপুত্রৌ মহারথৌ।
কৃত্বা ত্বসুকরং কর্ম গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১০
সিন্ধুরাষ্ট্রমুখানীহ দশ রাষ্ট্রাণি যানি হ।
বশে তিষ্ঠন্তি বীরস্য য: স্থিতস্তব শাসনে ॥ ১১
অক্ষৌহিণীর্দশৈকাঞ্চ বিনির্জিত্য শিতৈ: শরৈ:।
অর্জুনেন হতো রাজন্ মহাবীর্যো জয়দ্রথ: ॥ ১২
তথা দুর্যোধনসুতস্তরস্বী যুদ্ধদুর্মদ:।
বর্তমান: পিতু: শাস্ত্রে সৌভদ্রেণ নিপাতিত: ॥ ১৩
তথা দৌ:শাসনি: শূরো বাহুশালী রণোৎকট:।
দ্রৌপদেয়েন সঙ্গম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ১৪
কিরাতানামধিপতি: সাগরানূপবাসিনাম্।
দেবরাজস্য ধর্মাত্মা প্রিয়ো বহুমত: সখা ॥ ১৫
ভগদত্তো মহীপাল: ক্ষত্রধর্মরত: সদা।
ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ১৬
তথা কৌরবদায়াদো ন্যস্তশস্ত্রো মহাযশা:।
হতো ভূরিশ্রবা রাজন্ শূর: সাত্যকিনা যুধি ॥ ১৭
শ্রুতায়ুরপি চাম্বষ্ঠ: ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধর:।
চরন্নভীতবৎ সংখ্যে নিহত: সব্যসাচিনা ॥ ১৮
তব পুত্র: সদামর্ষী কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদ:।
দু:শাসনো মহারাজ ভীমসেনেন পাতিত: ॥ ১৯

এইরূপ সুবর্ণময় রথযুক্ত দুর্দ্ধর্ষ বীর মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যও পাঞ্চাল-রথী-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া নিহত হইয়াছেন ॥৫

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য জীবিত ছিল, তাহার অর্দ্ধভাগ নিহত করিয়া সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬

মহারাজ! মহাবল রাজকুমার বিবিংশতি রণাঙ্গনে শত শত আনর্ত্তদেশীয় যোদ্ধাগণকে বধ করিয়া নিজে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ॥ ৭

এইরূপ আপনার শৌর্য্যশালী বীর পুত্র বিকর্ণ ক্ষত্রিয়োচিত ব্রত স্মরণ করত বাহন ও আয়ুধসকল নষ্ট হইয়া যাইলেও শত্রুদিগের সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বহুসংখ্যক ভয়ঙ্কর ক্লেশসকল এবং নিজের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া ভীমসেন তাঁহাকে বধ করিয়াছেন ॥ ৮-৯

অবন্তীদেশের মহারথী রাজকুমারদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যমলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১০

রাজন্! যে বীরের শাসনে সিন্ধু সৌবীরাদি দশটি রাষ্ট্র ছিল, যিনি সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞার অধীনে থাকিতেন, সেই পরাক্রমশালী জয়দ্রথকে অর্জুন আপনার একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে পরাজিত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করিয়াছেন ॥১১-১২

দুর্য্যোধনের রণদুর্ম্মদ বেগশালী পুত্র লক্ষণ, যিনি সর্ব্বদা পিতার আজ্ঞার অধীনে থাকিতেন, তাঁহাকে সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু বধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন ॥ ১৩

নিজ বাহুবলে সুশোভিত, রণোন্মত্ত, শৌর্য্যশালী বীর দু:শাসনকুমার দ্রৌপদীর পুত্রের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া তাহার দ্বারা যমলোকে নীত হইয়াছেন ॥ ১৪

যিনি সাগরতীরবর্ত্তী কিরাতগণের অধিপতি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যন্ত আদরণীয় প্রিয় সখা ছিলেন, সদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা ভগদত্তও অর্জুনের সহিত পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করত যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ১৫-১৬

রাজন্! কৌরব-বংশীয় মহাযশস্বী বীরবর ভূরিশ্রবা, যিনি নিজের অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনিও যুদ্ধস্থলে সাত্যকির দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ১৭

অম্বষ্ঠদেশের রাজা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ুও সমরাঙ্গণে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করিতে থাকিয়া সব্যসাচী অর্জুন-কর্ত্তৃক যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ১৮

মহারাজ! যিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, রণদুর্ম্মদ ও সদা অমর্ষপরায়ণ ছিলেন, আপনার সেই পুত্র দু:শাসনকে ভীমসেন বধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন ॥ ১৯

যস্য রাজন্ গজানীকং বহুসাহস্রমদ্ভুতম্।
সুদক্ষিণঃ স সংগ্রামে নিহতঃ সব্যসাচিনা ॥ ২০
কোশলানামধিপতির্হত্বা বহুমতান্ পরান্।
সৌভদ্রেণ হি বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ২১
বহুশো যোধয়িত্বা তু ভীমসেনং মহারথম্।
মদ্ররাজাত্মজঃ শূরঃ পরেষাং ভয়বর্ধনঃ।
অসিচর্মধরঃ শ্রীমান্ সৌভদ্রেণ নিপাতিতঃ ॥ ২২
সমঃ কর্ণস্য সমরে যঃ স কর্ণস্য পশ্যতঃ।
বৃষসেনো মহাতেজাঃ শীঘ্রাস্ত্রো দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ২৩
অভিমন্যোর্বধং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞামপি চাত্মনঃ।
ধনঞ্জয়েন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ২৪
নিত্যং প্রসক্তবৈরো যঃ পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীপতিঃ।
বিশ্রাব্য বৈরং পার্থেন শ্রুতায়ুঃ স নিপাতিতঃ ॥২৫
শল্যপুত্রস্তু বিক্রান্তঃ সহদেবেন মারিষ।
হতো রুক্মরথো রাজন্ ভ্রাতা মাতুলজো যুধি ॥ ২৬
রাজা ভাগীরথো বৃদ্ধো বৃহৎক্ষত্রশ্চ কেকয়ঃ।
পরাক্রমন্তৌ বিক্রান্তৌ নিহতৌ বীর্য্যবত্তরৌ ॥ ২৭
ভগদত্তসুতো রাজন্ কৃতপ্রজ্ঞো মহাবলঃ।
শ্যেনবচ্চরতা সংখ্যে নকুলেন নিপাতিতঃ ॥ ২৮
পিতামহস্তব তথা বাহ্লীকঃ সহ বাহ্লিকৈঃ।
নিহতো ভীমসেনেন মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ২৯
জয়ৎসেনস্তথা রাজন্ জারাসন্ধির্মহাবলঃ।
মাগধো নিহতঃ সংখ্যে সৌভদ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৩০
পুত্রস্তে দুর্মুখো রাজন্ দুঃসহশ্চ মহারথঃ।
গদয়া ভীমসেনেন নিহতৌ শূরমানিনৌ ॥ ৩১
দুর্মর্ষণো দুর্বিষহো দুর্জয়শ্চ মহারথঃ।
কৃত্বা ত্বসুকরং কর্ম গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩২
উভৌ কলিঙ্গ-বৃষকৌ ভ্রাতরৌ যুদ্ধদুর্মদৌ।
কৃত্বা চাসুকরং কর্ম গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৩

রাজন্! যাঁহার অধিকারে বহু হাজার অদ্ভুত হস্তী সৈন্য ছিল, সেই সুদক্ষিণকেও সংগ্রামে সব্যসাচী অর্জুন বিনাশ করিয়াছেন।

কৌশলরাজ বৃহদ্বল শত্রুদিগের বহু সম্মানিত বীরগণকে বধ করিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর সহিত যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন করিতে করিতে যমলোকে নীত হইয়াছেন ২০-২১

যিনি মহারথী ভীমসেনের সহিত কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসি ও চর্ম্ম (ঢাল)-ধারী এবং শত্রুদিগের ভয়বর্দ্ধনকারী মদ্ররাজ শল্যের তেজস্বী বীর পুত্র সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুর দ্বারা ভূপাতিত হইয়াছেন। ২২

যিনি রণাঙ্গনে কর্ণতুল্যই পরাক্রমশালী ছিলেন, শীঘ্রতা সহকারে অস্ত্রচালনা করিতে সমর্থ, সুদৃঢ় বল-বিক্রমসম্পন্ন এবং মহাতেজস্বী ছিলেন, সেই কর্ণপুত্র বৃষসেন অভিমন্যুর বধের কথা শ্রবণ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া কর্ণের সাক্ষাতেই তাঁহার দ্বারা যমলোকে প্রেরিত হন্। ২৩-২৪

যিনি পাণ্ডবগণের সহিত সর্ব্বদা শত্রুতা করিতেন, সেই ভূপতি শ্রুতায়ুকে অর্জুন শত্রুতার কথা শুনাইতে থাকিয়া ধরাশায়ী করিয়াছেন। ২৫

মাননীয় নরেশ! মদ্ররাজ শল্যের পরাক্রমশালী পুত্র রুক্মরথ, যিনি সহদেবের মাতুলপুত্র (মামাত ভাই) ছিলেন, তিনি যুদ্ধে সহদেবের দ্বারাই নিহত হন্। ২৬

বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ এবং কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ইঁহারা উভয়েই অত্যন্ত বলবান্ ও পরাক্রমশালী ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে নিহত হইয়াছেন। ২৭

রাজন্! ভগদত্তের বিদ্বান্ ও মহাবল পুত্রকে যুদ্ধে বাজপাখীর ন্যায় সহসা আক্রমণ করিয়া নকুল ধরাতলে পতিত হইয়াছেন। ২৮

আপনার পিতামহ বাহ্লীকও মহাবলশালী এবং মহাপরাক্রমী ছিলেন। তিনিও ভীমসেনের দ্বারা বাহ্লীক-যোদ্ধাগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। ২৯

রাজন্! জরাসন্ধের মহাবলবান্ পুত্র মগধবাসী জয়ৎসেনকে মহাত্মা সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু যুদ্ধে বধ করিয়াছেন। ৩০

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ ও মহারথী দুঃসহ ইঁহারা উভয়েই নিজেদেরকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহারা উভয়ে ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। ৩১

এইভাবে দুর্ম্মর্ষণ, দুর্বিসহ এবং মহারথী দুর্জয় দুষ্কর কর্ম্ম করিতে করিতে যমালয়ে গমন করিয়াছেন। ৩২

কলিঙ্গ ও বৃষক এই দুই ভ্রাতাই রণদুর্ম্মদ ছিলেন। ইঁহারাও দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া যমলোকে উপনীত হইয়াছেন। ৩৩

সচিবো বৃষবর্মা তে শূরঃ পরমবীর্য্যবান্।
ভীমসেনেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ৩৪
তথৈব পৌরবো রাজা নাগাযুতঃ বলো মহান্।
সমরে পাণ্ডুপুত্রেণ নিহতঃ সব্যসাচিনা ॥ ৩৫
বসাতয়ো মহারাজ দ্বিসাহস্রাঃ প্রহারিণঃ।
শূরসেনাশ্চ বিক্রান্তাঃ সর্বে যুধি নিপাতিতাঃ ॥ ৩৬
অভীষাহাঃ কবচিনঃ প্রহরন্তো রণোৎকটাঃ।
শিবয়শ্চ রথোদারাঃ কালিঙ্গসহিতা হতাঃ ॥ ৩৭
গোকুলে নিত্যসংবৃদ্ধা যুদ্ধে পরমকোপনাঃ।
তেঽপাবৃত্তকবীরাশ্চ নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৩৮
শ্রেণয়োঃ বহুসাহস্রাঃ সংশপ্তকগণাশ্চ যে।
তে সর্বে পার্থমাসাদ্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৯
শ্যালৌ তব মহারাজ রাজানৌ বৃষকাচলৌ।
ত্বদর্থমতিবিক্রান্তৌ নিহতৌ সব্যসাচিনা ॥ ৪০
উগ্রকর্মা মহেষ্বাসো নামতঃ কর্মতস্তথা।
শাম্বরাজো মহাবাহুর্ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ৪১
ওঘবাংশ্চ মহারাজ বৃহন্তঃ সহিতৌ রণে।
পরাক্রমন্তৌ মিত্রার্থে গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৪২
তথৈব রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষেমধূর্তির্বিশাম্পতে।
নিহতো গদয়া রাজন্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ৪৩
তথা রাজন্ মহেষ্বাসো জলসন্ধো মহাবলঃ।
সুমহৎ কদনং কৃত্বা হতঃ সাত্যকিনা রণে ॥ ৪৪
অলম্বুষো রাক্ষসেন্দ্রঃ খরবন্ধুরযানবান্।
ঘটোৎকচেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ৪৫
রাধেয়ঃ সূতপুত্রশ্চ ভ্রাতরশ্চ মহারথাঃ।
কেকয়াঃ সর্বশশ্চাপি নিহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৪৬
মালবা মদ্রকাশ্চৈব দ্রাবিতাশ্চোগ্রকর্মিণঃ।
যৌধেয়াশ্চ ললিত্থাশ্চ ক্ষুদ্রকাশ্চাপ্যুশীনরাঃ ॥ ৪৭
মাবেল্লকাস্তুণ্ডিকেরাঃ সাবিত্রীপুত্রকাশ্চ যে।
প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ মারিষ ॥ ৪৮
পত্তীনাং নিহতাঃ সঙ্ঘা হয়ানাং প্রযুতানি চ।
রথব্রজাশ্চ নিহতা হতাশ্চ বরবারণাঃ ॥ ৪৯

আপনার পরম পরাক্রমশালী বীর মন্ত্রী বৃষবর্ম্মা ভীমসেনকর্ত্তৃক পরাক্রমসহকারে যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ৩৪

এইরূপ দশ হাজার হস্তীতুল্য বলশালী ও মহান্ রাজা পৌরবকে পাণ্ডুনন্দন সব্যসাচী অর্জুন বধ করিয়াছেন ॥ ৩৫

মহারাজ! প্রহারকুশল দুই হাজার বসাতিসৈন্য এবং পরাক্রমশালী শূরসেন—ইঁহারা সকলেই যুদ্ধে ধরাশায়ী হইয়াছেন ॥৩৬

রণাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া অস্ত্র-প্রহার করিতে অভ্যস্ত কবচধারী অভীষাহ ও উদার রথী শিবি—ইঁহারা সকলে কলিঙ্গরাজের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩৭

যাঁহারা সর্ব্বদা গোকুলে পালিত হইয়াছেন, যুদ্ধে অত্যন্ত কুপিত হইয়া সংগ্রামকারী এবং যাঁহারা কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন্ না, সেই গোপাল-সৈন্যগণ অর্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৮

সংশপ্তগণের কয়েক হাজার শ্রেণী ছিল। ইঁহারা সকলেও যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া যমগৃহে গমন করিয়াছেন ॥ ৩৯

মহারাজ! আপনার দুই শ্যালক রাজা বৃষক ও অচল, যাঁহারা আপনার জন্য অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, ইঁহারা অর্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ৪০

যিনি মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন এবং যিনি নামে ও কর্ম্মেও অতিশয় উগ্রকর্ম্মা ছিলেন, সেই মহাবাহু শাম্বরাজকে ভীমসেন ভূতলশায়ী করিয়াছেন ॥ ৪১

মহারাজ! মিত্রের জন্য রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রদর্শনকারী ওঘবান্ ও বৃহন্ত—ইঁহারা উভয়েই একসঙ্গে যমলোকে প্রস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪২

প্রজানাথ! নরেশ্বর! এইরূপে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্ষেমধূর্ত্তিকেও যুদ্ধস্থলে ভীমসেন নিজের গদার আঘাতে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৪৩

রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর ও মহাবল জলসন্ধ রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যদের বিপুলভাবে সংহার করিতে থাকিয়া শেষে সাত্যকির দ্বারা নিহত হন্ ॥ ৪৪

ঘটোৎকচ পরাক্রম করিয়া গর্দভযুক্ত সুন্দর রথবিশিষ্ট রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৪৫

সূতপুত্র রাধানন্দন কর্ণ এবং তাঁহার মহারথী বীর ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত কেকয়-সৈন্যেরা সব্যসাচী অর্জুনের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৬

মালব, মদ্রক, ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের সাবিত্রীপুত্র, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্য, পদাতিসমূহ, দশ লক্ষ অশ্ব, রথসকল এবং প্রধান প্রধান গজরাজগণ অর্জুনের হাতে নিহত হইয়াছে ॥ ৪৭-৪৯

সধ্বজাঃ সায়ুধাঃ শূরাঃ সবর্মাম্বরভূষণাঃ।
কালেন মহতা যত্তাঃ কুশলৈর্যে চ বর্ধিতাঃ ॥ ৫০
তে হতাঃ সমরে রাজন্ পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
অন্যে তথামিতবলাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ৫১
এতে চান্যে চ বহবো রাজানঃ সগণা রণে।
হতাঃ সহস্রশো রাজন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৫২
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কর্ণার্জুনসমাগমে।
মহেন্দ্রেণ যথা বৃত্রো যথা রামেণ রাবণঃ ॥ ৫৩
যথা কৃষ্ণেন নরকো মুরুশ্চ নরকারিণা।
কার্তবীর্য্যশ্চ রামেণ ভার্গবেণ যথা হতঃ ॥ ৫৪
সজ্ঞাতি-বান্ধবঃ শূরঃ সমরে যুদ্ধদুর্মদঃ।
রণে কৃত্বা মহদ্ যুদ্ধং ঘোরং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ৫৫

রাজন্! লালন-পালন করিতে নিপুণ ব্যক্তিগণ যাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া পালন করিয়াছেন; যাঁহারা যুদ্ধে সাবধান থাকিয়া যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত বীর, ইঁহারা সকলেই অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ অর্জ্জুনকর্তৃক ধ্বজ, অশ্ব, অস্ত্র, কবচ, বস্ত্র ও আভরণসমূহের সহিত সমরাঙ্গণে নিহত হইয়াছেন।

মহারাজ! পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী, অসীম বলশালী অন্যান্য যোদ্ধারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রাজন্! ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক নরপতি রণাঙ্গনে নিজ নিজ বাহিনীর সহিত সহস্র সহস্র সংখ্যায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি সেই সমস্তই আপনাকে বলিয়া দিলাম ॥ ৫০-৫২

রাজন্! এইরূপ কর্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধেও প্রভূত লোকক্ষয় হইয়াছে। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে, নরক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নরক ও মুরকে এবং ভৃগুবংশজাত পরশুরাম ত্রিলোকমোহিতকারী অত্যন্ত ঘোর যুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গণে রণদুর্ম্মদ

যথা স্কন্দেন মহিষো যথা রুদ্রেণ চান্ধকঃ।
তথার্জুনেন স হতো দ্বৈরথে যুদ্ধদুর্মদঃ ॥ ৫৬
সামাত্য-বান্ধবো রাজন্ কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
জয়াশা ধার্তরাষ্ট্রাণাং বৈরস্য চ মুখং যতঃ ॥৫৭
তীর্ণস্তৎ পাণ্ডবো রাজন্ যৎ পুরা নাববুধ্যসে।
উচ্যমানো মহারাজ বন্ধুভির্হিতকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ৫৮
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ব্যসনং সুমহাত্যয়ম্।
পুত্রাণাং রাজ্যকামানাং ত্বয়া রাজন্ হিতৈষিণা ॥ ৫৯
আদিতাস্যেব চীর্ণানি তেষাং তৎ ফলমাগতম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

বীরবর কৃতবীর্য্যপুত্র অর্জ্জুনকে তাঁহার জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বধ করিয়াছিলেন, যেরূপ স্কন্দ মহিষাসুরকে ও রুদ্র অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুন যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণকে দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার মন্ত্রী ও বান্ধবগণের সহিত বিনাশ করিয়াছেন।

যাঁহার উপর আপনার পুত্রগণের জয়ের আশা ছিল এবং যিনি এই শত্রুতার মুখ (প্রধান) ছিলেন, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন উঁহাকে পার গিয়াছেন। মহারাজ! পূর্ব্বে আপনার হিতৈষী বন্ধুগণ বলিলেও যাহার দিকে আপনি দৃষ্টিপাত করেন নাই, আজ সেই প্রভূত বিনাশকর সঙ্কটপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজন্! আপনি রাজ্যাভিলাষী আপনার পুত্রগণের হিত কামনা করিয়া সর্ব্বদা সেই পাণ্ডবদিগের নানাভাবে অহিতই করিয়াছেন, আপনার সেই সকল কর্ম্মেরই এখন ফললাভ করিতেছেন ॥ ৫৩-৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণ-পর্ব্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-সৈন্যৈঃ পাণ্ডবানাং নিহত-প্রধান-প্রধানবীরাণাং পরিচয়ঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

আখ্যাতা মামকাস্তাত নিহতা যুধি পাণ্ডবৈঃ।
হতাংশ্চ পাণ্ডবেয়ানাং মামকৈর্ব্রূহি সঞ্জয়॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

কুন্তয়ো যুধি বিক্রান্তা মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
সানুবন্ধাঃ সহামাত্যা গাঙ্গেয়েন নিপাতিতাঃ॥ ২

নারায়ণা বলভদ্রাঃ শূরাশ্চ শতশোঽপরে।
অনুরক্তাশ্চ বীরেণ ভীষ্মেণ যুধি পাতিতাঃ॥৩

সমঃ কিরীটিনা সংখ্যে বীর্য্যেণ চ বলেন চ।
সত্যজিৎ সত্যসন্ধেন দ্রোণেন নিহতো যুধি॥ ৪

পাঞ্চালানাং মহেষ্বাসাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ
দ্রোণেন সহ সঙ্গম্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্॥ ৫

তথা বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধৌ সহসুতৌ নৃপৌ।
পরাক্রমন্তৌ মিত্রার্থে দ্রোণেন নিহতৌ রণে॥ ৬

যো বাল এব সমরে সম্মিতঃ সব্যসাচিনা।
কেশবেন চ দুর্ধর্ষো বলদেবেন বা বিভো॥ ৭

পরেষাং কদনং কৃত্বা মহারথবিশারদঃ।
পরিবার্য্য মহামাত্রৈঃ ষড়্ভিঃ পরমকৈ রথৈঃ॥ ৮

অশক্নুবদ্ভির্বীভৎসুমভিমন্যুনিপাতিতঃ।
কৃতং তং বিরথং বীরং ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতম্॥ ৯

দৌঃশাসনির্মহারাজ সৌভদ্রং হতবান্ রণে।
সপত্নানাং নিহন্তা চ মহত্যা সেনয়া বৃতঃ॥ ১০

অম্বষ্ঠস্য সুতঃ শ্রীমান্ মিত্রহেতোঃ পরাক্রমন্।
আসাদ্য লক্ষণং বীরং দুর্যোধনসুতং রণে॥ ১১

সুমহৎ কদনং কৃত্বা গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্।
বৃহন্তঃ সুমহেষ্বাসঃ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[কৌরব সৈন্যগণকর্তৃক পাণ্ডবদের নিহত প্রধান প্রধান বীর-বৃন্দের পরিচয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত সঞ্জয়! তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবগণকর্তৃক নিহত আমাদের পক্ষের বীরবর্গের নাম বলিলে। এখন আমার যোদ্ধাদের নিহত পাণ্ডব-সৈন্যগণের পরিচয় প্রদান কর॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অত্যন্ত ধীর, মহাবলবান্ ও পরাক্রমশালী কুন্তিভোজ দেশের যে সমস্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগকে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম মন্ত্রী ও অনুচরবর্গের সহিত বধ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন॥ ২

পাণ্ডবগণের উপর অনুরাগযুক্ত যে সমস্ত নারায়ণ ও বলভদ্র নামক শত শত বীর যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগকেও বীরবর ভীষ্ম যুদ্ধে ধরাতলে পাতিত করিয়াছেন॥ ৩

সত্যজিৎ রণাঙ্গনে কিরীটধারী অর্জুনের ন্যায় বল ও পরাক্রম-সম্পন্ন ছিলেন, যাঁহাকে যুদ্ধস্থলে সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণাচার্য্য বধ করিয়াছেন॥ ৪

যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ পাঞ্চালদেশের সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন॥ ৫

মিত্রদের জন্য পরাক্রমকারী বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ নিজ নিজ পুত্রগণের সহিত দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন॥ ৬

যিনি বাল্যবয়সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন এবং সব্যসাচী অর্জুন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বলরাম বলিয়াই যাঁহাকে মনে হইত, যিনি মহারথী বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, সেই অভিমন্যু শত্রুদিগকে সংহার করিতে থাকিয়া ছয় জন প্রধান প্রধান মহারথী যোদ্ধাগণের দ্বারা 'যাঁহাদের অর্জুনের উপর কোনরূপ প্রভাব ছিল না' চারিদিকে পরিবৃত হইয়া নিহত হইয়াছেন।

মহারাজ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে তৎপর বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে রথহীন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল. এরূপ অবস্থায় দুঃশাসনের পুত্র তাঁহাকে বধ করেন।

শত্রুহন্তা শ্রীমান্ অম্বষ্ঠপুত্র নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া মিত্রদের জন্য পরাক্রম করিতেছিলেন। ইনি শত্রুসৈন্যদিগকে বিপুলভাবে সংহার করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বীর পুত্র লক্ষণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়া যমলোকে গমন করিয়াছেন।

অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ রণদুর্মদ মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে দুঃশাসন বিক্রমসহকারে যমলোকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দুঃশাসনেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্।
মণিমান্ দণ্ডধারশ্চ রাজানৌ যুদ্ধদুর্মদৌ ॥ ১৩
পরাক্রমন্তৌ মিত্রার্থে দ্রোণেন যুধি পাতিতৌ।
অংশুমান্ ভোজরাজস্তু সহসৈন্যো মহারথঃ ॥ ১৪
ভারদ্বাজেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্।
সামুদ্রশ্চিত্রসেনশ্চ সহ পুত্রেণ ভারত ॥ ১৫
সমুদ্রসেনেন বলাদ গমিতো যমসাদনম্॥
অনূপবাসী নীলশ্চ ব্যাঘ্রদত্তশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৬
অশ্বত্থাম্না বিকর্ণেন গমিতো যমসাদনম্।
চিত্রায়ুধশ্চিত্রযোধী কৃত্বা চ কদনং মহৎ ॥ ১৭
চিত্রমার্গেণ বিক্রম্য বিকর্ণেন হতো মৃধে।
বৃকোদরসমো যুদ্ধে বৃতঃ কৈকেয়যোধিভিঃ ॥ ১৮
কৈকেয়েন চ বিক্রম্য ভ্রাত্রা ভ্রাতা নিপাতিতঃ।
জনমেজয়ো গদাযোধী পর্ব্বতীয়ঃ প্রতাপবান ॥ ১৯
দুর্মুখেন মহারাজ তব পুত্রেণ পাতিতঃ।
রোচমানৌ নরব্যাঘ্রৌ রোচমানৌ গ্রহাবিব ॥ ২০
দ্রোণেন যুগপদ্ রাজন্ দিবং সম্প্রাপিতৌ শরৈঃ।
নৃপাশ্চ প্রতিযুধ্যন্তঃ পরাক্রান্তা বিশাম্পতে ॥ ২১
কৃত্বা ন সুকরং কর্ম গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ মাতুলৌ সব্যসাচিনঃ ॥ ২২
সংগ্রামনির্জ্জিতাঁল্লোকান্ গমিতৌ দ্রোণসায়কৈঃ।
অভিভূঃ কাশিরাজশ্চ কাশিকৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৩
বসুদানস্য পুত্রেণ ন্যাসিতো দেহমাহবে।
অমিতৌজা যুধামন্যুরুত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৪
নিহত্য শতশঃ শূরানস্মদীয়ৈর্নিপাতিতাঃ।
মিত্রবর্মা চ পাঞ্চাল্যঃ ক্ষত্রধর্মা চ ভারত ॥ ২৫
দ্রোণেন পরমেষ্বাসৌ গমিতৌ যমসাদনম্।
শিখণ্ডিতনয়ো যুদ্ধে ক্ষত্রদেবো যুধাং পতিঃ ॥ ২৬

যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া সংগ্রামকারী রাজা মণিমান্ ও দণ্ডধার মিত্রগণের জন্য পরাক্রম দেখাইতেছিলেন। এই উভয়কেই দ্রোণাচার্য্য সংহার করত ভূতলশায়ী করিয়াছেন।

সৈন্যবাহিনীসহ ভোজরাজ মহারথী অংশুমান্‌কে ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য বিক্রমপ্রকাশ করত যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারত! সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজ্যের অধিপতি চিত্রসেন নিজের পুত্রের সহিত যুদ্ধে আসিয়া সমুদ্রসেনকর্তৃক বলপূর্ব্বক যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন।

সমুদ্রতটবাসী নীল ও পরাক্রমশালী ব্যাঘ্রদত্ত এই দুইজনকে ক্রমশঃ অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন।

বিচিত্র যুদ্ধকারী চিত্রায়ুধ সমরে বিচিত্ররীতিতে পরাক্রম করিয়া কৌরব-সৈন্যদের প্রভূত সংহার করত শেষে বিকর্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন।

কেকয়দেশীয় যোদ্ধাগণে পরিবৃত ও ভীমতুল্য পরাক্রমশালী কেকয়রাজকুমারকে তাঁহার অপর ভ্রাতা কেকয়রাজপুত্র বলপূর্ব্বক বিনাশ করত ধরাশায়ী করিয়াছেন।

মহারাজ! প্রতাপশালী পর্ব্বতীয় রাজা জনমেজয় গদাযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। তাঁহাকে আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ ভূতলে পাতিত করিয়াছেন।

রাজন্! দেদীপ্যমান দুই গ্রহের ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ দুই ভ্রাতা রোচমান, ইঁহারা একই নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারা উভয়ে একসঙ্গে দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক বাণসমূহের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রজানাথ! আরও বহুসংখ্যক পরাক্রমশালী নরপতি আপনার সৈন্যদের সম্মুখীন হইয়া দুষ্কর পরাক্রম করিতে করিতে যমলোকে গমন করিয়াছেন।

পুরুজিৎ ও কুন্তিভোজ ইঁহারা উভয়ে সব্যসাচী অর্জ্জুনের মামা ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা এই দুইজনে সংগ্রামে নিহত বীরগণের প্রাপ্য লোকসমূহে গমন করিয়াছেন।

কাশীরাজ অভিভূ বহুসংখ্যক কাশীবাসী যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। বসুদানের পুত্র যুদ্ধস্থলে ইঁহার দেহত্যাগ করাইয়াছেন।

অমিতৌজা, যুধামন্যু ও পরাক্রমশালী উত্তমৌজা ইঁহারা শত শত বীরগণকে সংহার করিয়া আমাদের সৈন্যদের দ্বারা নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছেন।

ভারত! পাঞ্চালযোদ্ধা মিত্রবর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দুইজনেই মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। ইঁহারাও দ্রোণাচার্য্যকর্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছেন।

ভরতবংশজাত রাজন্! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ সেনাপতি ও শিখণ্ডীর পুত্র ক্ষত্রদেবকে বিনাশ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণেন ততো রাজংস্তব পৌত্রেণ ভারত।
সুচিত্রশ্চিত্রবর্মা চ পিতাপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ২৭
প্রচরন্তৌ মহাবীরৌ দ্রোণেন নিহতৌ রণে।
বার্দ্ধক্ষেমির্মহারাজ সমুদ্র ইব পর্বণি ॥ ২৮
আয়ুধক্ষয়মাসাদ্য প্রশান্তিং পরমাং গতঃ।
সেনাবিন্দুসুতঃ শ্রেষ্ঠঃ শাত্রবান্ প্রহরন্ যুধি ॥ ২৯
বাহ্লিকেন মহারাজ কৌরবেন্দ্রেণ পাতিতঃ।
ধৃষ্টকেতুর্মহারাজ চেদীনাং প্রবরো রথঃ ॥ ৩০
কৃত্বা নসুকরং কর্ম গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্।
তথা সত্যধৃতির্বীরঃ কৃত্বা কদনমাহবে ॥ ৩১
পাণ্ডবার্থে পরাক্রান্তো গমিতো যমসাদনম্। -
সেনাবিন্দুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কৃত্বা কদনমাহবে ॥ ৩২
পুত্রস্তু শিশুপালস্য সুকেতুঃ পৃথিবীপতিঃ।
নিহত্য শাত্রবান্ সংখ্যে দ্রোণেন নিহতো যুধি ॥ ৩৩
তথা সত ধৃতির্বীরো মদিরাশ্বশ্চ বীর্য্যবান্।
সূর্য্যদত্তশ্চ বিক্রান্তো নিহতো দ্রোণসায়কৈঃ ॥ ৩৪
শ্রেণিমাংশ্চ মহারাজ যুধ্যমানঃ পরাক্রমী।
কৃত্বা নসুকরং কর্ম গতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৫
তথৈব যুধি বিক্রান্তো মাগধঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
ভীষ্মেণ নিহতো রাজন্ শেতেঽত্র পরবীরহা ॥ ৩৬
বিরাটপুত্রঃ শঙ্খস্তু উত্তরশ্চ মহারথঃ।
কুর্বন্তৌ সুমহৎ কর্ম গতৌ বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৩৭
বসুদানশ্চ কদনং কুর্বাণোঽতীব সংযুগে।
ভারদ্বাজেন বিক্রম্য গমিতো যমসাদনম্ ॥ ৩৮
(পাণ্ড্যরাজশ্চ বিক্রান্তো বলবান্ বাহুশালিনা।
অশ্বত্থাম্না হতস্তত্র গমিতো বৈ যমক্ষয়ম্ ॥)
এতে চান্যে চ বহবঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
হতা দ্রোণেন বিক্রম্য যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

সুচিত্র ও চিত্রবর্ম্মা এই দুই মহারথী ও মহাবীর পরস্পর পিতা-পুত্র ছিলেন। রণাঙ্গনে বিচরণকারী এই দুইজনকে দ্রোণাচার্য্য বধ করিয়াছেন।

মহারাজ! যেরূপ পূর্ণিমাদি পর্ব্ব দিনে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বৃদ্ধক্ষেমের পুত্রও যুদ্ধে অতিশয় উদ্ধত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু যুদ্ধস্থলে ইহার সমস্ত অস্ত্রভাণ্ডার নষ্ট হইয়া যাইলে ইনি স্বতই প্রাণশূন্য হইয়া চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া গিয়াছেন।

মহারাজ! সেনাবিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুত্র রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে অস্ত্রপ্রহার করিতে করিতে কৌরবশ্রেষ্ঠ বাহ্লীককর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছেন।

মহারাজ! চেদিদেশের শ্রেষ্ঠ রথী বীর ধৃষ্টকেতু ও যুদ্ধে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে করিতে যমভবনে গমন করিয়াছেন।

পাণ্ডবগণের জন্য পরাক্রম করিতে করিতে বীর সত্যধৃতিও রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে সংহার করত যমলোকে উপনীত হইয়াছেন।

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেনাবিন্দুও যুদ্ধে শত্রুগণকে সংহার করিতে করিতে কালকবলিত হইয়াছেন। শিশুপালের পুত্র রাজা সুকেতু যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদিগকে বধ করিয়া স্বয়ংই দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭-৩৩

এইরূপ বীর সত্যধৃতি, পরাক্রমশালী মদিরাশ্ব ও প্রবল পরাক্রান্ত সূর্য্যদত্তও দ্রোণাচার্য্যের বাণসকলের দ্বারা নিধনলাভ করিয়াছেন ॥ ৩৪

মহারাজ! পরাক্রমসহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রেণিমান্ রণাঙ্গনে দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক যমগৃহে গমন করিয়াছেন ॥ ৩৫

রাজন্! এইরূপ শত্রুবীরনাশী ও উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ মাগধবীরও ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া এখন রণভূমিতে শায়িত আছেন ॥ ৩৬

রাজা বিরাটের পুত্র শঙ্খ ও মহারথী উত্তম ইঁহারা উভয়ে যুদ্ধে অতিশয় মহৎ কর্ম্ম করিতে করিতে যমলোকে প্রেরিত হইয়াছেন ॥ ৩৭

বসুদানও যুদ্ধস্থলে অতি ভয়ঙ্কর সংহার কার্য্য করিতেছিলেন, কিন্তু ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য পরাক্রমের সহিত ইঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৩৮

(নিজ বাহুবলে সুশোভিত অশ্বত্থামা বলবান্ ও পরাক্রমশালী পাণ্ড্যরাজকে বধ করিয়া যমলোকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।)

ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক পাণ্ডব-মহারথীরা, যাঁহাদের কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য জীবিত-সৈন্যানাং বর্ণনম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য মূর্চ্ছা চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মামকস্যাস্য সৈন্যস্য হৃতোৎসেকস্য সঞ্জয়।
অবশেষং ন পশ্যামি কুকুদে মৃদিতে সতি ॥ ১

তৌ হি বীরৌ মহেষ্বাসৌ মদর্থে কুরুসত্তমৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা নার্থো বৈ জীবিতেঽসতি ॥২

ন চ মৃষ্যামি রাধেয়ং হতমাহবশোভনম্।
যস্য বাহ্বোর্বলং তুল্যং কুঞ্জরাণাং শতং শতম্ ॥ ৩

হতপ্রবরসৈন্যং মে যথা শংসসি সঞ্জয়।
অহতানপি মে শংস যেঽত্র জীবন্তি কেচন॥ ৪

এতেষু হি মৃতেষ্বদ্য যে ত্বয়া পরিকীর্তিতাঃ।
যেঽপি জীবন্তি তে সর্বে মৃতা ইতি মতির্মম ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

যস্মিন্ মহাস্ত্রাণি সমর্পিতানি
চিত্রাণি শুভ্রাণি চতুর্বিধানি।
দিব্যানি রাজন্ বিহিতানি চৈব
দ্রোণেন বীরে দ্বিজসত্তমেন ॥ ৬

মহারথঃ কৃতিমান্ ক্ষিপ্রহস্তো
দৃঢ়ায়ুধো দৃঢ়মুষ্টির্দৃঢ়েষুঃ।
স বীর্য্যবান্ দ্রোণপুত্রস্তরস্বী
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্ত্বদর্থে ॥ ৭

আনর্তবাসী হৃদিকাত্মজোঽসৌ
মহারথঃ সাত্বতানাং বরিষ্ঠঃ।
স্বয়ং ভোজঃ কৃতবর্মা কৃতাস্ত্রো
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্ত্বদর্থে ॥ ৮

আর্তায়নিঃ সমরে দুষ্প্রকম্প্যঃ
সেনাগ্রণীঃ প্রথমস্তাবকানাম্।
যঃ স্বস্রীয়ান্ পাণ্ডবেয়ান্ বিসৃজ্য
সত্যাং বাচং স্বাং চিকীর্ষুস্তরস্বী ॥ ৯

সপ্তম অধ্যায়।

[কৌরবপক্ষের জীবিত যোদ্ধাগণের বর্ণন এবং ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! প্রধানপুরুষ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণাদি সকলে নিহত হইলে পর আমার সৈন্যদের দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি দেখিতেছি, এখন আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। ১

সেই দুই কুরুশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমার জন্য নিহত হইয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার এই অধম জীবনকে ধরিয়া রাখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই॥ ২

যাহার দুই বাহুতে সমান ভাবে দশ দশ হাজার হাতীর বল ছিল, যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত রাধাপুত্র কর্ণকে নিহত হইতে শুনিয়া আমি এই শোককে সহ্য করিতে পারিতেছি না॥ ৩

সঞ্জয়! যেরূপ তুমি বলিলে আমার সৈন্যদের প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, সেইরূপ ইহাও বল যে, আমার সৈন্যদের মধ্যে কোন কোন বীর নিহত হয় নাই। এই সৈন্যদের মধ্যে যে সব শ্রেষ্ঠ বীর জীবিত আছে, তুমি তাঁহাদের পরিচয় দাও॥ ৪

আজ তুমি মৃত যোদ্ধাদের মধ্যে যে সকলের নাম বলিলে, ইহাদের মৃত্যু হওয়ায় যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদিগেরও আমি মৃত বলিয়াই মনে করি॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যে বীরকে চিত্র (অদ্ভুত), শুভ্র (প্রকাশমান), দিব্য এবং ধনুর্বেদোক্ত চারিপ্রকারের মহাস্ত্র সকল সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি সফল প্রযত্নকারী মহারথী বীর, যাঁহার হস্ত অতিক্রত চালিত হইয়া থাকে, যাঁহার ধনু, যাঁহার মুষ্টিদেশ ও যাঁহার বাণসকল সবই সুদৃঢ়, সেই বেগশালী ও পরাক্রমশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমার জন্য যুদ্ধ কামনা করিয়া রণাঙ্গনে যথাবিধানে অবস্থিত আছেন॥ ৬-৭

সাত্বতকুলের শ্রেষ্ঠ মহারথী, আনর্ত্তবাসী, ভোজবংশী, অস্ত্রজ্ঞ, হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মাও আপনার জন্য যুদ্ধ করিবার বাসনায় দৃঢ়নিশ্চয়ের সহিত অবস্থান করিতেছেন॥ ৮

যাঁহাকে যুদ্ধে বিচলিত করা অতিশয় কঠিন, যিনি আপনার সৈন্যদের প্রথম সেনাপতি এবং বেগশালী বীর, যিনি নিজের বাক্যকে সত্য করিয়া দেখাইবার জন্য স্বীয় ভগিনীপুত্র পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণের তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করত আপনার পক্ষে আসিয়াছেন, সেই বলবান্, দুর্দ্ধর্ষ এবং ইন্দ্রতুল্য

তেজোবধং সূতপুত্রস্য সংখ্যে
প্রতিজ্ঞাত্যাজাতশত্রোঃ পুরস্তাৎ।
দুরাধর্ষঃ শক্রসমানবীর্য্যঃ
শল্যঃ স্থিতো যোদ্ধুকামস্ত্বদর্থে॥ ১০
আজানেয়ৈঃ সৈন্ধবৈঃ পর্বতীয়ৈ-
র্নদীজ-কাম্বোজ-বনায়ুজৈশ্চ।
গান্ধাররাজঃ স্ববলেন যুক্তো
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্ত্বদর্থে॥ ১১
শারদ্বতো গৌতমশ্চাপি রাজন্
মহাবাহুর্বহুচিত্রাস্ত্রযোধী।
ধনুশ্চিত্রং সুমহদ্ ভারসাহং
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামঃ প্রগৃহ্য॥ ১২
মহারথঃ কেকয়রাজপুত্রঃ
সদশ্বযুক্তঞ্চ পতাকিনঞ্চ
রথং সমারুহ্য কুরুপ্রবীর
ব্যবস্থিতো যোদ্ধুকামস্ত্বদর্থে॥ ১৩
তথা সুতস্তে জ্বলনার্কবর্ণং
রথং সমাস্থায় কুরুপ্রবীরঃ।
ব্যবস্থিতঃ পুরুমিত্রো নরেন্দ্র
ব্যভ্রে সূর্য্যো ভ্রাজমানো যথা খে॥ ১৪
দুর্য্যোধনো নাগকুলস্য মধ্যে
ব্যবস্থিতঃ সিংহ ইবাবভাসে।
রথেন জাম্বুনদভূষণেন
ব্যবস্থিতঃ সমরে যোৎস্যমানঃ॥ ১৫
স রাজমধ্যে পুরুষপ্রবীরো
ররাজ জাম্বুনদচিত্রবর্মা।
পদ্মপ্রভো বহ্নিরিবাল্পধূমো
মেঘান্তরে সূর্য্য ইব প্রকাশঃ॥ ১৬
তথা সুষেণোঽপ্যসি-চর্মপাণি-
স্তবাত্মজঃ সত্যসেনশ্চ বীরঃ।
ব্যবস্থিতৌ চিত্রসেনেন সার্দ্ধং
হৃষ্টাত্মানৌ সমরে যোদ্ধুকামৌ॥ ১৭
হ্রীনিষেবো ভারত রাজপুত্র
উগ্রায়ুধঃ ক্ষণভোজী সুদর্শঃ।
জারাসন্ধিঃ প্রথমশ্চাদৃঢশ্চ
চিত্রায়ুধঃ শ্রুতবর্মা জয়শ্চ॥ ১৮

পরাক্রমশালী ঋতায়নপুত্র শল্য আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন।৯-১০

আজানেয়, সৈন্ধব, পর্বতীয় নদীজাত, কাম্বোজ (কাবুল-দেশজাত) ও বনায়ুদেশের বহু সংখ্যক অশ্ব এবং নিজের সৈন্য-বাহিনীর সহিত গান্ধাররাজ শকুনি আপনার জন্য যুদ্ধকামনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন॥ ১১

রাজন্! অনেক প্রকারের বিচিত্র অস্ত্রসকলের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ, গৌতমবংশজাত শরদ্বানের পুত্র মহাবাহু কৃপাচার্য্যও সর্বপ্রকার ভার সহ্য করিতে সমর্থ বিচিত্র ধনু হাতে লইয়া আপনার জন্য যুদ্ধ কামনা করত যথাযথভাবে অবস্থিত আছেন॥ ১২

কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর! মহারথী কেকয়রাজকুমার সুন্দর অশ্বগণযুক্ত ও ধ্বজ-পতাকাসমূহে সুশোভিত রথের উপর আরোহণ করিয়া আপনার জন্য যুদ্ধের ইচ্ছায় অবস্থান করিতেছেন। ১৩

নরেন্দ্র! কুরুকুলের প্রধান বীর আপনার পুত্র পুরুমিত্র অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ রথে আরোহণ করত বিনা মেঘে আকাশকে সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে হইতে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত আছেন। ১৪

হস্তী-সৈন্যদের মধ্যে যিনি স্বীয় স্বর্ণভূষিত রথের দ্বারা উপস্থিত হইয়া সিংহসদৃশ সুশোভিত হইয়া থাকেন, সেই রাজা দুর্য্যোধনও সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিবার জন্য বিধানানুসারে বিরাজিত আছেন॥ ১৫

পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বীর ও কমলদলতুল্য কান্তিমান্ দুর্য্যোধন স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র কবচ ধারণ করত রাজগণের সমুদায় মধ্যে অল্পধূমযুক্ত অগ্নি এবং মেঘমধ্যস্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন॥ ১৬

হস্তে ঢাল-তরবারি ধারণ করত আপনার বীর পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন হর্ষ এবং উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া চিত্রসেনের সহিত বিদ্যমান আছেন॥ ১৭

ভারত! লজ্জাশীল, ভয়ঙ্কর অস্ত্রযুক্ত, শীঘ্রভোজী এবং দেখিতে সুন্দর জরাসন্ধের প্রথম পুত্র রাজকুমার অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, শ্রুতবর্ম্মা, জয়, শল, সত্যব্রত এবং দুঃশল—এই সব শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যুদ্ধের জন্য আপনার সৈন্যদের সহিত অবস্থিত রহিয়াছেন।

শলশ্চ সত্যব্রত-দুঃশলৌ চ
ব্যবস্থিতাঃ সহসৈন্যা নরাগ্র্যাঃ।
কৈতব্যানামধিপঃ শূরমানী
রণে রণে শত্রুহা রাজপুত্রঃ ॥ ১৯
রথী হয়ী নাগপত্তিপ্রয়ায়ী
ববস্থিতো যোদ্ধুকামস্ত্বদর্থে।
বীরঃ শ্রুতায়ুশ্চ ধৃতায়ুধশ্চ
চিত্রাঙ্গদশ্চিত্রসেনশ্চ বীরঃ ॥ ২০
ব্যবস্থিতা যোদ্ধুকামা নরাগ্র্যাঃ
প্রহারিণো মানিনঃ সত্যসন্ধাঃ।
কর্ণাত্মজঃ সত্যসন্ধো মহাত্মা
ব্যবস্থিতঃ সমরে যোদ্ধুকামঃ ॥ ২১
অথাপরৌ কর্ণসুতৌ বরাস্ত্রৌ
ব্যবস্থিতৌ লঘুহস্তৌ নরেন্দ্র।
বলং মহদ্ দুর্ভিদমল্পধৈর্যৈঃ
সমাশ্রিতৌ যোৎস্যমানৌ ত্বদর্থে ॥ ২২
এতৈশ্চ মুখ্যৈরপরৈশ্চ রাজন্
যোধপ্রবীরৈরমিতপ্রভাবৈঃ।
ব্যবস্থিতো নাগকুলস্য মধ্যে
যথা মহেন্দ্রঃ কুরুরাজো জয়ায় ॥ ২৩
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
আখ্যাতা জীবমানা যেঽপরে সৈন্যা যথাযথম্।
ইতীদমবগচ্ছামি ব্যক্তমর্থাভিপত্তিতঃ ॥ ২৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং ব্রুবন্নেব তদা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
হতপ্রবীরং বিধ্বস্তং কিঞ্চিচ্ছেষং স্বকং বলম্ ॥ ২৫
শ্রুত্বা ব্যামোহমাগচ্ছচ্ছোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুহ্যমানোঽব্রবীচ্চাপি মুহূর্তং তিষ্ঠ সঞ্জয় ॥ ২৬
ব্যাকুলং মে মনস্তাত শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্।
মনো মুহ্যতি চাঙ্গানি ন চ শক্নোমি ধারিতুম্ ॥ ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
ভ্রান্তচিত্তস্ততঃ সোঽথ বভূব জগতীপতিঃ ॥ ২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

প্রত্যেক যুদ্ধে শত্রুগণের বিনাশকারী ও নিজেকে বীর বলিয়া মান্যকারী এক রাজকুমার, যিনি দ্যূতক্রীড়াকারীদিগের মধ্যে প্রধান এবং রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সঙ্গে লইয়া গমন করেন, তিনি আপনার জন্য যুদ্ধ কামনা করিয়া বিদ্যমান আছেন।

বীর শ্রুতায়ু, ধৃতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও বীর চিত্রসেন—এই সব প্রহারকুশল স্বাভিমানী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন।

নরেন্দ্র! কর্ণের মাহাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ পুত্র সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কামনা করত অবস্থান করিতেছেন। ইনি ব্যতীত কর্ণের আরও দুইজন পুত্র আছেন, ইঁহারা অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও অতিদ্রুত হস্তচালনা করিতে নিপুণ; এই দুই জনেও আপনার জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা উভয়ে এরূপ বিশাল সৈন্য নিজেদের সঙ্গে রাখিয়াছেন, অল্প ধৈর্য্যযুক্ত বীরগণের পক্ষে যাহাদিগকে ভেদ করা কঠিন ॥ ১৮-২২

রাজন্! ইঁহাদের দ্বারা এবং অন্য অনন্ত প্রভাবশালী শ্রেষ্ঠ ও প্রধান যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন হস্তীদিগের সমূহমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমাদের পক্ষের যে সব জীবিত যোদ্ধা আছে এবং যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদের সকলের তুমি যথাযথরূপে বর্ণনা করিয়াছ। ইহার দ্বারা যাহা পরিণাম ঘটিবে, তাহা অর্থাপত্তি-প্রমাণের দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল জ্ঞানের দ্বারা আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি (যে, আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত) ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিতে বলিতে অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র সেই সময় নিজেদের সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছে, অধিকাংশ সৈন্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে—ইহা শ্রবণ করত মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তিনি অচেতন অবস্থাতেই বলিতে লাগিলেন,—সঞ্জয়! মুহূর্তকাল অপেক্ষা কর, তাত! এই গুরুতর অপ্রিয়-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং আমি স্বীয়দেহের অঙ্গসমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৫-২৭

এইরূপ কথা বলিয়া অম্বিকানন্দন ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র ভ্রান্তচিত্ত (মূর্চ্ছিত) হইয়া পড়িলেন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণ-পর্ব্বে সঞ্জয়ের বাক্যবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ।]

জনমেজয় উবাচ
শ্রুত্বা কর্ণং হতং যুদ্ধে পুত্রাংশ্চৈব নিপাতিতান্।
নরেন্দ্রঃ কিঞ্চিদাশ্বস্তো দ্বিজশ্রেষ্ঠ কিমব্রবীৎ ॥ ১
প্রাপ্তবান্ পরমং দুঃখং পুত্রব্যসনজং মহৎ।
তস্মিন্ যদুক্তবান্ কালে তন্মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা কর্ণস্য নিধনমশ্রদ্ধেয়মিবাদ্ভুতম্।
ভূতসম্মোহনং ভীমং মেরোঃ সংসর্পণং যথা ॥ ৩
চিত্তমোহমিবাযুক্তং ভার্গবস্য মহামতেঃ।
পরাজয়মিবেন্দ্রস্য দ্বিষদ্ভ্যো ভীমকর্মণঃ ॥ ৪
দিবঃ প্রপতনং ভানোরুর্ব্যামিব মহাদ্যুতেঃ।
সংশোষণমিবাচিন্ত্যং সমুদ্রস্যাক্ষয়াম্ভসঃ ॥ ৫
মহীবিয়দ্দিগম্বুনাং সর্বনাশমিবাদ্ভুতম্।
কর্মণোরিব বৈফল্যমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥৬
সঞ্চিন্ত্য নিপুণং বুদ্ধ্যা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
নেদমস্তীতি সঞ্চিন্ত্য কর্ণস্য সমরে বধম্ ॥ ৭
প্রাণিনামিবমন্যেষাং স্যাদপীতি বিনাশনম্।
শোকাগ্নিনা দহ্যমানো ধম্যমান ইবাশয়ে ॥ ৮
বিস্রস্তাঙ্গঃ শ্বসন্ দীনো হাহেত্যুক্ত্বা সুদুঃখিতঃ
বিললাপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥ ৯
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
সঞ্জয়াধিরথির্বীরঃ সিংহ-দ্বিরদবিক্রমঃ।
বৃষভপ্রতিমস্কন্ধো বৃষভাক্ষগতিশ্চরন্ ॥ ১০
বৃষভো বৃষভস্যেব যো যুদ্ধে ন নিবর্ততে।
শত্রোরপি মহেন্দ্রস্য বজ্রসংহননো যুবা ॥ ১১
যস্য জ্যাতলশব্দেন শরবৃষ্টিরবেণ চ।
রথাশ্বনরমাতঙ্গা নাবতিষ্ঠন্তি সংযুগে ॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধে কর্ণ নিহত হইয়াছে এবং পুত্রগণও ধরাশায়ী হইয়াছে, ইহা শুনিয়া অচৈতন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় যখন কিছু চেতনা লাভ করিলেন, তখন তিনি কি বলিলেন? ১

নিজ পুত্রগণ নিহত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় তীব্র দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের মৃত্যু অদ্ভুত ও অবিশ্বনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল। যেরূপ মেরু পর্ব্বত নিজ স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্যত্র গমন করিলে সকল প্রাণীই মোহিত হইয়া পড়ে, পরম বুদ্ধিমান্ ভৃগুনন্দন পরশুরামের চিত্তে মোহ উৎপন্ন হওয়া যেরূপ অসম্ভব, যেরূপ ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী দেবরাজ ইন্দ্রের নিজের শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত হওয়া, যেরূপ মহাতেজস্বী সূর্য্যদেবের আকাশ হইতে ভূতলে পতন এবং অক্ষয় জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রের শুষ্ক হইয়া যাওয়া মনে চিন্তা করাও যায় না, পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সমূহ ও জলের সর্ব্বনাশ হওয়া এবং পাপ পুণ্য এই দ্বিবিধ কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যাওয়া আশ্চর্য্যজনক ঘটনা, সেইরূপ সমরাঙ্গণে কর্ণ-বধরূপ অসম্ভব কর্ম্মকে সম্ভব হইতে শুনিয়া এবং ইহার উপর বুদ্ধির দ্বারা নানারূপ বিচার করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন এই কৌরবগণ আর জীবিত থাকিবে না। কর্ণের ন্যায় অন্য প্রাণিগণেরও বিনাশ হইতে পারে। এই সব চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ইহাতে তিনি যেন তপ্ত ও দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল। মহারাজ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র দীনভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া 'হায়, হায়' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অধিরথের বীর পুত্র কর্ণ সিংহ ও হাতীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিল। তাহার স্কন্ধ বৃষস্কন্ধসদৃশ হৃষ্ট-পুষ্ট এবং তাহার চক্ষু ও গতি বৃষতুল্য ছিল। সে প্রার্থীদিগকে অভীষ্ট বস্তু দান করিত বলিয়া বৃষস্বরূপ ছিল। রণাঙ্গনে বিচরণকারী কর্ণ ইন্দ্রসদৃশ শত্রুর সম্মুখীন হইলেও বৃষের ন্যায় কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইত না। সে যুবক এবং তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে গঠিত ছিল ॥ ১০-১১

যাহার ধনুর গুণের টঙ্কার এবং বাণবর্ষণের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে ভীত হইয়া রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণও যুদ্ধের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১২

যমাশ্রিত্য মহাবাহুং বিদ্বিষাং জয়কাঙ্ক্ষয়া।
দুর্য্যোধনোঽকরোদ্ বৈরং পাণ্ডুপুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥ ১৩
স কথং রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কর্ণঃ পার্থেন সংযুগে।
নিহতঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রসহ্যাসহ্যবিক্রমঃ ॥ ১৪
যো নামন্যত বৈ নিত্যমচ্যুতঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
ন বৃষ্ণীন্ সহিতানন্যান্ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥ ১৫
শার্ঙ্গ-গাণ্ডীবধন্বানৌ সহিতাবপরাজিতৌ।
অহং দিব্যাদ্ রথাদেকঃ পাতয়িষ্যামি সংযুগে ॥ ১৬
ইতি যঃ সততং মন্দমবোচল্লোভমোহিতম্।
দুর্য্যোধনমবাচীনং রাজ্যকামুকমাতুরম্ ॥ ১৭
যোঽজয়ৎ সর্বকাম্বোজানাবন্ত্যান্ কেকয়ৈঃ সহ।
গান্ধারান্ মদ্রকান্ মৎস্যাংস্ত্রিগর্তাংস্তঙ্গণান্ শকান্ ॥১৮
পাঞ্চালাংশ্চ বিদেহাংশ্চ কুলিন্দান্ কাশি-কোসলান্।
সুহ্মানঙ্গাংশ্চ বঙ্গাংশ্চ নিষাদান্ পুণ্ড্রচৌরকান্ ॥ ১৯
বৎসান্ কলিঙ্গাংস্তরলানশ্মকানৃষিকানপি।
(শবরান্ পরহূণাংশ্চ প্রহূণান্ সরলানপি।
ম্লেচ্ছরাষ্ট্রাধিপাংশ্চৈব দুর্গানাটবিকাংস্তথা ॥)
জিত্বৈতান্ সমরে বীরশ্চক্রে বলিভৃতঃ পুরা ॥ ২০
শরব্রাতৈঃ সুনিশিতৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
(করমাহারয়ামাস জিত্বা সর্বানরীংস্তথা।)
দুর্য্যোধনস্য বৃদ্ধ্যর্থং রাধেয়ো রথিনাং বরঃ ॥ ২১
দিব্যাস্ত্রবিন্মহাতেজাঃ কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ।
সেনাগোপশ্চ স কথং শত্রুভিঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥২২
ঘাতিতঃ পাণ্ডবৈঃ শূরৈঃ সমরে বীর্য্যশালিভিঃ।
বৃষো মহেন্দ্রো দেবেষু বৃষঃ কর্ণো নরেষ্বপি ॥ ২৩
তৃতীয়মন্যং লোকেষু বৃষং নৈবানুশুশ্রুম।
উচ্চৈঃশ্রবা বরোঽশ্বানাং রাজ্ঞাং বৈশ্রবণো বরঃ ॥ ২৪
বরো মহেন্দ্রো দেবানাং কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
যোঽজিতঃ পার্থিবৈঃ শূরৈঃ সমর্থৈর্বীর্য্যশালিভিঃ ॥২৫

মহাবাহু কর্ণের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শত্রুদিগকে জয় করিবার আশা পোষণকারী দুর্য্যোধন মহারথী বীর পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে ॥ ১৩

যাহার পরাক্রম শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য ছিল, সেই রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর কর্ণ যুদ্ধস্থলে কুন্তীপুত্র অর্জুনকর্তৃক বলপূর্ব্বক কিভাবে নিহত হইল? ১৪

যে স্বীয় বাহুবলের দর্পে দর্পিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে, অর্জুনকে এবং একত্রে সমবেত অন্যান্য বৃষ্ণিবংশীয়গণকে কোনরূপ গণ্যই করিত না ॥ ১৫

যে রাজ্যলোভী, চিন্তাক্রান্ত, অধোমুখে উপবিষ্ট এবং লোভ-মোহিত আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে সর্ব্বদা এই কথা বলিত যে, আমি একাকীই যুদ্ধস্থলে শার্ঙ্গধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণ ও গাণ্ডীব-ধনুর্ধারী অর্জুনকে তাহাদের দিব্য রথ হইতে একসঙ্গেই উভয়কে বিনাশ করিয়া ভূপাতিত করিব ॥ ১৬-১৭

যে প্রথমে সমস্ত কাম্বোজ, আবন্ত্য, কেকয়, গান্ধার, মদ্র, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, তঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কাশী, কোশল, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চৌরক, বৎস, কলিঙ্গ, তরল, অশ্মক ও ঋষিক—এই সকল দেশ এবং শবর পরহূণ, প্রহূণ ও সরল জাতির লোকসমূহ, ম্লেচ্ছরাজ্যের অধিপতি, দুর্গ ও বনবাসী যোদ্ধাগণকে সমরাঙ্গণে জয় করিয়া করদাতারূপে পরিণত করিয়াছিল ॥ ১৮-২০

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে রাধাপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের জন্য কঙ্কপত্রযুক্ত ও তীক্ষ্ণ ধার বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছে, যে দিব্যাস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ, উত্তম অস্ত্রসকলের জ্ঞাতা এবং আমার সৈন্যদের রক্ষক ছিল, সেই মহাতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিজের বীর ও বলশালী শত্রু পাণ্ডবগণের দ্বারা কিরূপে নিহত হইল? ২১-২২

দেবতাগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে যেরূপ বৃষ বলা হয় (কারণ, তিনি জলবর্ষণ করেন), সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যে কর্ণকে বৃষ বলা হয় (কারণ, সে প্রার্থিগণের উপর ধন বর্ষণ করিয়া থাকে), এই দুইজন ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ত্রিভুবনমধ্যে 'বৃষ' বলা হয়, ইহা আমি শ্রবণ করি না ॥ ২৩

যেরূপ অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা শ্রেষ্ঠ রাজাদিগের মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ এবং দেবতাগণের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ কর্ণকে যোদ্ধাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে ॥ ২৪

যে পরাক্রমশালী, সমর্থ এবং শৌর্য্যশালী নরপতিগণের দ্বারা কখনও পরাজিত হয় না, যে দুর্য্যোধনের সমৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল জয় করিয়াছে, যাহাকে নিজের সহায়করূপে পাইয়া মগধরাজ জরাসন্ধও সৌহার্দ্দবশতঃ শান্ত হইয়া যাদব ও কৌরব-

দুর্য্যোধনস্তু বৃদ্ধ্যর্থং কৃৎস্নামুর্ব্বীমথাজয়ৎ।
যং লব্ধ্বা মাগধো রাজা সান্ত্বমানোঽথ সৌহৃদৈঃ ॥ ২৬
অরৌৎসীৎ পার্থিবং ক্ষত্রমৃতে যাদব-কৌরবান্।
তং শ্রুত্বা নিহতং কর্ণং দ্বৈরথে সব্যসাচিনা ॥ ২৭
শোকার্ণবে নিমগ্নোঽহং ভিন্না নৌরিব সাগরে।
তং বৃষং নিহতং শ্রুত্বা দ্বৈরথে রথিনাং বরম্ ॥ ২৮
শোকার্ণবে নিমগ্নোঽহমপ্লবঃ সাগরে যথা।
ঈদৃশৈর্যদ্যহং দুঃখৈর্ন বিনশ্যামি সঞ্জয় ॥ ২৯
বজ্রাদ্ দৃঢ়তরং মন্যে হৃদয়ং মম দুর্ভিদম্।
জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-মিত্রাণামিমং শ্রুত্বা পরাভবম্ ॥ ৩০
কো মদন্যঃ পুমাঁল্লোকে ন জহ্যাৎ সূত জীবিতম্।
বিষমগ্নিং প্রপাতঞ্চ পর্বতাগ্রাদহং বৃণে ॥
নহি শক্ষ্যামি দুঃখানি সোঢ়ুং কষ্টানি সঞ্জয় ॥ ৩১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

গণকে পরিত্যাগ করিয়া ভূতলের অন্য নরপতিগণকেই কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই কর্ণকে সব্যসাচী অর্জুন দ্বৈরথ-যুদ্ধে সংহার করিয়াছে, এই সংবাদ শ্রবণ করত আমি ভগ্ন নৌকায় সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার ন্যায় শোকসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি ॥ ২৫-২৭

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ধর্ম্মাত্মা কর্ণকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিহত হইতে শুনিয়া আমি সমুদ্রে নৌকাহীন পুরুষের ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ২৮

সঞ্জয়! যদি এরূপ দুঃখ হইতেও আমার মৃত্যু না হয়, তবে আমি ইহাই বুঝিব যে, আমার এই হৃদয় বজ্র হইতেও অধিক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ॥ ২৯

সূত! জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণের পরাভবের এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সংসারে আমি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি আছে, যে নিজের জীবন পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৩০

সঞ্জয়! আমি বিষ খাইয়া, অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া এবং পর্ব্বতের শিখর হইতে নিম্নে পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিব। তথাপি আমি এই কষ্টদায়ক দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[বিলপতা ধৃতরাষ্ট্রেণ সঞ্জয়সমীপে কর্ণবধস্য বিস্তৃত-বৃত্তান্তজিজ্ঞাসা।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রিয়া কুলেন যশসা তপসা চ শ্রুতেন চ।
ত্বামদ্য সন্তো মন্যন্তে যযাতিমিব নাহুষম্ ॥ ১
শ্রুতে মহর্ষিপ্রতিমঃ কৃতকৃত্যোঽসি পার্থিব।
পর্য্যবস্থাপয়াত্মানং মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
যত্র শালপ্রতীকাশঃ কর্ণোঽহন্যত সংযুগে ॥ ৩
হত্বা যুধিষ্ঠিরানীকং পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
প্রতাপ্য শরবর্ষেণ দিশঃ সর্বা মহারথঃ ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[বিলাপ করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সঞ্জয়ের নিকটে কর্ণবধের বিস্তৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সজ্জনগণ এই সময়ে আপনাকে ধন-সম্পত্তি, কুলমর্য্যাদা, তপস্যা এবং শাস্ত্রজ্ঞানে নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় মনে করেন ॥ ১

রাজন্! বেদ ও শাস্ত্রসকলের জ্ঞানে আপনি মহর্ষিগণতুল্য। আপনি আপনার জীবনের সম্পূর্ণ কর্ত্তব্যসমূহের পালন করিয়াছেন, অতএব আপনি নিজের মনকে স্থির করুন, তাহাকে বিষাদগ্রস্ত করিবেন না ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—আমি ত' দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করি। পুরুষার্থ অনর্থক, উহাকে ধিক্! যে পুরুষার্থের আশ্রয় লইয়া শালবৃক্ষতুল্য দীর্ঘদেহ কর্ণও যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ৩

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে এবং পাঞ্চাল রথী বীরবর্গকে সংহার করিয়া যে মহারথী বীর নিজের বাণসমূহের বর্ষণে চারিদিক্ সন্তপ্ত করিয়া দিয়াছিল এবং বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ অসুরদিগকে অচেতন করিয়াছেন, সেইরূপ যে বীর রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্রদিগকে মোহগ্রস্ত

মোহয়িত্বা রণে পার্থান্ বজ্রহস্ত ইবাসুরান্।
স কথং নিহতঃ শেতে বায়ুরুগ্ণ ইব দ্রুমঃ ॥ ৫
শোকস্যান্তং ন পশ্যামি পারং জলনিধেরিব।
চিন্তা মে বর্দ্ধতেঽতীব মুমূর্ষা চাপি জায়তে ॥ ৬
কর্ণস্য নিধনং শ্রুত্বা বিজয়ং ফাল্গুনস্য চ।
অশ্রদ্ধেয়মহং মন্যে বধং কর্ণস্য সঞ্জয় ॥ ৭
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং দুর্ভিদং মম।
যচ্ছ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং হতং কর্ণং ন দীর্য্যতে ॥ ৮
আয়ুর্নূনং সুদীর্ঘং মে বিহিতং দৈবতৈঃ পুরা।
যত্র কর্ণং হতং শ্রুত্বা জীবামীহ সুদুঃখিতঃ ॥ ৯
ধিগ্‌ জীবিতমিদং চৈব সুহৃদ্ধীনশ্চ সঞ্জয়।
অদ্য চাহং দশামেতাং গতঃ সঞ্জয় গর্হিতাম্ ॥ ১০
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামি শোচ্যঃ সর্বস্য মন্দধীঃ।
অহমেব পুরা ভূত্বা সর্বলোকস্য সৎকৃতঃ ॥ ১১

করিয়াছিল, সেই কর্ণ কি ভাবে নিহত হইয়া প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে? ৪-৫

যেরূপ সমুদ্রের পার দেখা যায় না, সেইরূপ আমি এই শোকের অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। আমার চিন্তা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছে এবং মৃত্যুবরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ৬

সঞ্জয়! আমি কর্ণের মৃত্যু ও অর্জ্জুনের জয়লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়াও কর্ণের বিনাশকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়াই মনে করিতেছি ॥ ৭

নিশ্চয়ই আমার হৃদয় বজ্রের সারাংশের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা দুর্ভেদ্য; কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের বিনাশের সংবাদ শ্রবণ করত সে বিদীর্ণ হইতেছে না ॥ ৮

পুরাকালে দেবগণ আমার আয়ুকে অতিশয় দীর্ঘ করিয়া স্থির করিয়াছেন, সেই হেতু আমি কর্ণ-বধের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও এখনও জীবিত আছি ॥ ৯

সঞ্জয়! আমার এই জীবনকে ধিক্। আজ আমি সুহৃদ্‌গণ-শূন্য হইয়া এই ঘৃণিতদশায় উপনীত হইয়াছি ॥ ১০

এখন মন্দবুদ্ধি মানুষ আমি সকলের শোচনীয় হইয়া দীন-দুঃখী মানুষগণের সমান জীবনযাপন করিতে থাকিব। সূত! আমিই পূর্ব্বে সকল লোকের সম্মানের পাত্র ছিলাম, কিন্তু আজ শত্রুগণের দ্বারা অপমানিত হইতে হইতে কি ভাবে জীবন অতিবাহিত করিব? ১১½

পরিভূতঃ কথং সূত পরৈঃ শক্ষ্যামি জীবিতুম্।
দুঃখাৎ সুদুঃখব্যসনঃ প্রাপ্তবানস্মি সঞ্জয় ॥ ১২½
ভীষ্ম-দ্রোণবধেনৈব কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
নাবশেষং প্রপশ্যামি সূতপুত্রে হতে যুধি ॥ ১৩
স হি পারো মহানাসীৎ পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
যুদ্ধে হি নিহতঃ শূরো বিসৃজন্ সায়কান্ বহূন্ ॥ ১৪
কো হি মে জীবিতেনার্থস্তমৃতে পুরুষর্ষভম্।
রথাদাধিরথির্নূনং ন্যপতৎ সায়কার্দিতঃ ॥১৫
পর্বতস্যেব শিখরং বজ্রপাতাদ্ বিদারিতম্।
স শেতে পৃথিবীং নূনং শোভয়ন্ রুধিরোক্ষিতঃ ॥ ১৬
মাতঙ্গ ইব মত্তেন দ্বিপেন্দ্রেণ নিপাতিতঃ।
যো বলং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং পাণ্ডবানাং যতো ভয়ম্ ॥ ১৭
সোঽর্জুনেন হতঃ কর্ণঃ প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্।
স হি বীরো মহেষ্বাসো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ ॥ ১৮

! ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহাত্মা কর্ণের মৃত্যুতে আমার উপর ক্রমান্বয়ে দুঃখ হইতে তীব্র দুঃখ এবং সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে ॥ ১২½

যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণের মৃত্যু হইলে পর আমি নিজ পক্ষের এরূপ কোন যোদ্ধাকেই দেখিতে পাইতেছি না, যে অতঃপর জীবিত থাকিবে। সঞ্জয়! কর্ণই আমার পুত্রগণের যুদ্ধের পরপারে লইয়া যাইবার একমাত্র অবলম্বন ছিল ॥ ১৩½

শত্রুগণের উপর অসংখ্য বাণবর্ষণ করিতে করিতে সেই বীরবর কর্ণ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ব্যতীত আমার আর এ জীবনের কি প্রয়োজন আছে? ১৪½

যেরূপ বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতশিখর ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অধিরথ-পুত্র কর্ণ নিশ্চয়ই রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১৫½

যেরূপ মদমত্ত কোন গজরাজকর্ত্তৃক অন্য এক হস্তী ভূপাতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও রক্তে আপ্লুত হইয়া অবশ্যই পৃথিবীর শোভাবর্দ্ধন করিতে করিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৬½

যে আমার পুত্রগণের বল ছিল, যাহা হইতে পাণ্ডবদের সর্ব্বদা ভয় হইত এবং যে ধনুর্দ্ধর বীরগণের আদর্শস্বরূপ ছিল, সেই কর্ণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ॥ ১৭½

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পর্ব্বত ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বীরগণের অভয়দাতা সেই

শেতে বিনিহতো বীরো দেবেন্দ্রেণ ইবাচলঃ।
পঙ্গোরিবাধ্বগমনং দরিদ্রস্যেব কামিতম্ ॥ ১৯
দুর্য্যোধনঃ চাকৃতং তৃষিতস্যেব বিপ্রুষঃ।
অন্যথা চিন্তিতং কার্য্যমন্যথা তৎ তু জায়তে ॥২০
অহো নু বলবদ্ দৈবং কালশ্চ দুরতিক্রমঃ।
পলায়মানঃ কৃপণো দীনাত্মা দীনপৌরুষঃ ॥ ২১
কচ্চিদ্ বিনিহতঃ সূত পুত্রো দুঃশাসনো মম।
কচ্চিন্ন দীনাচরিতং কৃতবাংস্তাত সংযুগে ॥ ২২
কচ্চিন্ন নিহতঃ শূরো যথান্যে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য বচনং মা যুধ্যস্বেতি সর্বদা ॥ ২৩
দুর্য্যোধনো নাভ্যগৃহ্ণান্মূঢ়ঃ পথ্যমিবৌষধম্।
শরতল্পে শয়ানেন ভীষ্মেণ সুমহাত্মনা ॥ ২৪
পানীয়ং যাচিতঃ পার্থঃ সোঽবিধ্যন্মেদিনীতলম্।
জলস্য ধারাং জনিতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতেন চ ॥ ২৫
অব্রবীৎ স মহাবাহুস্তাত সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ।

প্রশমাদ্ধি ভবেচ্ছান্তির্মদন্তং যুদ্ধমস্তু বঃ ॥ ২৬
ভ্রাতৃভাবেন পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব পাণ্ডুসুতৈঃ সহ।
অকুর্বন্ বচনং তস্য নূনং শোচতি পুত্রকঃ ॥ ২৭
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং বচনং দীর্ঘদর্শিনঃ।
অহং তু নিহতামাত্যো হতপুত্রশ্চ সঞ্জয় ॥ ২৮
দ্যূততঃ কৃচ্ছ্রমাপন্নো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ।
যথা হি শকুনিং গৃহ্য ছিত্ত্বা পক্ষৌ চ সঞ্জয় ॥ ২৯
বিসর্জয়ন্তি সংহৃষ্টাঃ ক্রীড়মানাঃ কুমারকাঃ।
লূনপক্ষতয়া তস্য গমনং নোপপদ্যতে।
তথাহমপি সম্প্রাপ্তো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥৩০
ক্ষীণঃ সর্বার্থহীনশ্চ নির্জ্ঞাতির্বন্ধুবর্জিতঃ।
কাং দিশং প্রতিপৎস্যামি দীনঃ শত্রুবশং গতঃ ॥ ৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবং ধৃতরাষ্ট্রোঽথ বিলপ্য বহুদুঃখিতঃ।
প্রোবাচ সঞ্জয়ং ভূয়ঃ শোকব্যাকুলমানসঃ ॥ ৩২

মহাধনুর্দ্ধর বীর কর্ণ অর্জুনকর্তৃক নিহত হইয়া রণাঙ্গনে শায়িত আছে ॥ ১৮½

যেরূপ পঙ্গু (গমনশক্তিহীন) মানুষের পক্ষে পথে চলা কঠিন, যেরূপ দরিদ্র ব্যক্তির মনোরথ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব এবং যেরূপ জলের কিছু বিন্দু (বুদ্‌বুদ) তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ ইহার পর দুর্য্যোধনের মনোরথ পূর্ণ হওয়া অসম্ভব ॥ ১৯½

কোন কার্য্যকে একভাবে চিন্তা করা হয়, কিন্তু দৈববশতঃ সেই কার্য্য অন্যভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহো! নিশ্চয় দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল এবং কালকেও অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ॥২০½

সূত! আমার দুঃশাসন কি দীনচিত্ত এবং পুরুষার্থহীন হইয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে করিতে নিহত হইয়াছে? তাত! সে যুদ্ধস্থলে কোনরূপ দীনতাপূর্ণ আচরণ করে নাই ত? যেরূপ অন্য ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হইয়াছে, সেইভাবেই কি বীর দুঃশাসন নিহত হয় নাই? ২১-২২½

যুধিষ্ঠির সর্ব্বদা এই কথাই বলিত যে, যুদ্ধ করিও না; কিন্তু মূর্খ দুর্য্যোধন তাহার এই ঔষধের ন্যায় হিতকর বাক্যকে গ্রহণ করে নাই ॥ ২৩

বাণ-শয্যায় শায়িত থাকিয়া মহাত্মা ভীষ্ম যখন অর্জুনের নিকট জল যাচ্‌ঞা করিয়াছিলেন, তখন সেই অর্জুনও তাঁহাকে জলদান করিবার জন্য ভূতল বিদীর্ণ করিয়াছিল। এইভাবে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকর্তৃক উৎপন্ন সেই জলধারাকে দেখিয়া মহাবাহু ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন,—বৎস দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবদের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। সন্ধিদ্বারা শত্রুতার উপশম হইবে, তোমাদের এই যুদ্ধ আমার জীবনের সহিতই সমাপ্ত হউক। তুমি পাণ্ডবদের সহিত ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই পৃথিবীকে উপভোগ কর ॥ ২৪-২৬½

তাঁহার সেই কথা না মানারই ফলে আজ আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই শোক করিতেছে। দূরদর্শী ভীষ্মের এই কথা এখন সফল হইয়া সম্মুখে আসিয়াছে ॥ ২৭½

সঞ্জয়! আমার মন্ত্রী ও পুত্র নিহত হইয়াছে। আমি ত' ছিন্ন পক্ষ পক্ষীর ন্যায় পাশাখেলা হইতে গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছি ॥ ২৮½

সূত! যেরূপ খেলা করিতে করিতে বালকেরা কোন একটি পক্ষীকে ধরিয়া তাহার দুইটি পক্ষকে ছেদন করিয়া থাকে এবং পরে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আবার তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু পক্ষ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সে যেরূপ আর কোথাও উড়িয়া যাইতে পারে না; সেইরূপ আমিও আজ এই ছিন্নপক্ষ পক্ষীরই ন্যায় নিদারুণ বিপদাপন্ন হইয়াছি ॥ ২৯-৩০

আমি শারীরিক দুর্ব্বল, সমস্ত ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত এবং কুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবহীন অবস্থায় শত্রুর বশীভূত হইয়া কোন্‌দিকে গমন করিব? ৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সোঽজয়ৎ সর্ব্বকাম্বোজানম্বষ্ঠান্ কেকয়ৈঃ সহ।
গান্ধারাংশ্চ বিদেহাংশ্চ জিত্বা কার্য্যার্থমাহবে॥ ৩৩
দুর্য্যোধনস্য বৃদ্ধ্যর্থং যোঽজয়ৎ পৃথিবীং প্রভুঃ।
স জিতঃ পাণ্ডবৈঃ শূরৈঃ সমরে বাহুশালিভিঃ॥ ৩৪
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে কর্ণে যুধি কিরীটিনা।
কে বীরাঃ পর্য্যতিষ্ঠন্ত তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ৩৫
কচ্চিন্নৈকঃ পরিত্যক্তঃ পাণ্ডবৈর্নিহতো রণে।
উক্তং ত্বয়া পুরা তাত যথা বীরো নিপাতিতঃ॥ ৩৬
ভীষ্মমপ্রতিযুধ্যন্তং শিখণ্ডী সায়কোত্তমৈঃ।
পাতয়ামাস সমরে সর্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরম্॥ ৩৭
তথা দ্রৌপদিনা দ্রোণো ন্যস্তসর্ব্বায়ুধো যুধি।
যুক্তযোগো মহেষ্বাসঃ শরৈর্বহুভিরাচিতঃ॥ ৩৮
নিহতঃ খড়্গমুদ্যম্য ধৃষ্টদ্যুম্নেন সঞ্জয়।
অন্তরেণ হতাবেতৌ ছলেন চ বিশেষতঃ॥ ৩৯

অশ্রৌষমহমেতদ্ বৈ ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হি সমরে ন হন্যাদ্ বজ্রভৃৎ স্বয়ম্॥ ৪০
ন্যায়েন যুধ্যমানৌ হি তদ্ বৈ সত্যং ব্রবীমি তে।
কর্ণং ন্যস্তসমস্ত্রাণি দিব্যানি চ বহূনি চ॥ ৪১
কথমিন্দ্রোপমং বীরং মৃত্যুর্যুদ্ধে সমস্পৃশৎ।
যস্য বিদ্যুৎপ্রভাং শক্তিং দিব্যাং কনকভূষণাম্॥ ৪২
প্রাযচ্ছদ্ দ্বিষতাং হন্ত্রীং কুণ্ডলাভ্যাং পুরন্দরঃ।
যস্য সর্পমুখো দিব্যঃ শরঃ কাঞ্চনভূষণঃ॥ ৪৩
অশেত নিশিতঃ পত্রী সমরেষ্বরিসূদনঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ বীরান্ যোঽবমন্যে মহারথান্॥ ৪৪
জামদগ্ন্যান্মহাঘোরং ব্রাহ্মমস্ত্রমশিক্ষত।
যশ্চ দ্রোণমুখান্ দৃষ্ট্বা বিমুখানর্দিতান্ শরৈঃ॥ ৪৫
সৌভদ্রস্য মহাবাহুর্ব্যধমৎ কার্ম্মুকং শিতৈঃ।
যশ্চ নাগাযুতপ্রাণং বজ্ররংহসমচ্যুতম্॥ ৪৬

অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে বলিলেন॥ ৩২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যে ব্যক্তি আমার কার্য্যসাধনের জন্য যুদ্ধে সমস্ত কাম্বোজবাসী, অম্বষ্ঠ, কেকয়, গান্ধার এবং বিদেহগণকে জয় করিয়াছিল, ইহাদের সকলকে জয় করিয়া যে বীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে জয় করিয়াছিল, সেই শক্তিশালী কর্ণ স্বীয় বাহুবলে সুশোভিত বীরবর পাণ্ডবগণের দ্বারা সমরাঙ্গণে পরাজিত হইয়াছে॥ ৩৩-৩৪

সঞ্জয়! যুদ্ধস্থলে কিরীটধারী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সেই মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ নিহত হইলে পর কোন্ বীরগণ রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছিল, তাহা আমাকে বল॥ ৩৫

তাত! এরূপ কোন অবস্থা আসে নাই ত' যে, একাকী কর্ণকে পরিত্যাগ করিলে পর সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছে; কারণ, তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ যে, কর্ণ নিহত হইয়াছে॥ ৩৬

সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন না, সেই অবস্থায় শিখণ্ডী নিজ উত্তম বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে রণাঙ্গনে ভূপাতিত করিয়াছিল॥ ৩৭

এইরূপ যখন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধস্থলে নিজের সমস্ত অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, সেই অবস্থায় দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বহুসংখ্যক বাণে আবৃত করিয়া ফেলে এবং তরবারি উত্তোলন করিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করে। সঞ্জয়! এইভাবে এই দুই বীরের সুযোগ পাইয়া বিশেষতঃ ছলনা করিয়া তাঁহাদের বিনাশ করা হয়॥ ৩৮-৩৯

আমি এসংবাদও শুনিয়াছি যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, এই ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্য যদি সমরাঙ্গণে ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করেন, তবে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও যুদ্ধে ইঁহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না॥ ৪০

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যুদ্ধে বহুসংখ্যক দিব্যাস্ত্র বর্ষণকারী ও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বীর কর্ণের মৃত্যু কিভাবে হইল?

যাহাকে দেবরাজ ইন্দ্র দুইটি কুণ্ডলের পরিবর্ত্তে বিদ্যুৎসদৃশ দেদীপ্যমান এবং শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ সুবর্ণভূষিত একটি শক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন, যাহার তূণীরে সর্পসমান মুখ-বিশিষ্ট দিব্য, সুবর্ণভূষিত, কঙ্কপত্রযুক্ত এবং যুদ্ধে শত্রুসংহারক তীক্ষ্ণ বাণসমূহ রক্ষিত থাকিত, যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহারথী বীরগণকেও অবহেলা করিত, যে জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের নিকট হইতে অত্যন্ত ঘোর ব্রহ্মাস্ত্রের শিক্ষালাভ করিয়াছিল এবং যে মহাবাহু বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর বাণসমূহে পীড়িত দ্রোণাচার্য্যাদি বীরগণকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিয়াছিল, যে দশ হাজার

বিরথং সহসা কৃত্বা ভীমসেনমথাহসৎ।
সহদেবঞ্চ নির্জিত্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৪৭
কৃপয়া বিরথং কৃত্বা নাহনদ্ ধর্মচিন্তয়া।
যশ্চ মায়াসহস্রাণি বিকুর্বাণং জয়ৈষিণম্ ॥ ৪৮
ঘটোৎকচং রাক্ষসেন্দ্রং শক্রশক্ত্যা নিজঘ্নিবান্।
এতাংশ্চ দিবসান্ যস্য যুদ্ধে ভীতো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪৯
নাগমদ্ দ্বৈরথং বীরঃ স কথং নিহতো রণে।
সংশপ্তকানাং যোধা যে আহ্বয়ন্ত সদান্যতঃ ॥ ৫০
এতান্ হত্বা হনিষ্যামি পশ্চাদ্ বৈকর্তনং রণে।
ইতি ব্যপাদশন্ পার্থো বর্জয়ন্ সূতজং রণে ॥ ৫১
স কথং নিহতো বীরঃ পার্থেন পরবীরহা।
রথভঙ্গো ন চেৎ তস্য ধনুর্বা ন ব্যশীর্য্যত ॥ ৫২
ন চেদস্ত্রাণি নির্ণেশুঃ স কথং নিহতঃ পরৈঃ।
কো হি শক্তো রণে কর্ণ বিধুন্বানং মহদ্ ধনুঃ ॥ ৫৩
বিমুঞ্চন্তং শরান্ ঘোরান্ দিব্যান্যস্ত্রাণি চাহবে।

হাতীর ন্যায় বলশালী, বজ্রের তুল্য তার বেগগামী অপরাজিত বীর ভীমসেনকে সহসা রথহীন করিয়া দিয়া হাস্যাস্পদ করিয়াছিল, যে সহদেবকে জয় করিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে রথহীন করত ধর্ম্মের বিচারপূর্ব্বক দয়াবশতঃ তাহার প্রাণহরণ করে নাই, যে সহস্র সহস্র মায়া সৃষ্টিকারী বিজয়াভিলাষী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে ইন্দ্রের প্রদত্ত শক্তিদ্বারা বধ করিয়াছে এবং সেইদিন পর্য্যন্ত অর্জ্জুন যাহার ভয়ে ভীত হইয়া তাহার সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে সম্মিলিত হয় নাই, সেই বীর কর্ণ কিভাবে রণাঙ্গনে নিহত হইল? ৪২-৪৯½

সংশপ্তকগণের মধ্যে যে সব বীর সর্ব্বদা আমাকে যুদ্ধে অন্যদিকে আহ্বান করিতেছে, ইহাদিগকে পূর্ব্বে বধ করিয়া পরে রণাঙ্গনে সূর্য্যপুত্র কর্ণকে বিনাশ করিব,—এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন যে সূতনন্দন কর্ণকে যুদ্ধে পরিহার করিয়া চলিল, শত্রুবীরগণের সংহারক সেই বীর কর্ণকে অর্জুন কিভাবে বধ করিল? ৫০-৫১½

যদি তাহার রথ ভাঙ্গিয়া না পড়ে, ধনু খণ্ডিত না হয় এবং অস্ত্রসকল নষ্ট না হইয়া যায়, তবে শত্রুরা কিভাবে তাহাকে নিহত করিল? ৫২½

সিংহসদৃশ বেগশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ যখন নিজের বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে দিব্যাস্ত্রসকল এবং ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময় তাহাকে যুদ্ধে কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? ৫৩-৫৪

জেতুং পুরুষশার্দূলং শার্দূলমিব বেগিনম্ ॥ ৫৪
ধ্রুবং তস্য ধনুশ্ছিন্নং রথো বাপি মহীং গতঃ।
অস্ত্রাণি বা প্রণষ্টানি যথা শংসসি মে হতম্ ॥ ৫৫
ন হ্যন্যদপি পশ্যামি কারণং তস্য নাশনে।
ন হন্মি ফাল্গুনং যাবৎ তাবৎ পাদৌ ন ধাবয়ে ॥ ৫৬
ইতি যস্য মহাঘোরং ব্রতমাসীন্মহাত্মনঃ।
যস্য ভীতো রণে নিদ্রাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৭
ত্রয়োদশ সমা নিত্যং নাভজৎ পুরুষর্ষভঃ।
যস্য বীর্য্যবতো বীর্য্যমুপাশ্রিত্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৮
মম পুত্রঃ সভাং ভার্য্যাং পাণ্ডূনাং নীতবান্ বলাৎ।
তত্রাপি চ সভামধ্যে পাণ্ডবানাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥ ৫৯
দাসভার্য্যেতি পাঞ্চালীমব্রবীৎ কুরুসন্নিধৌ।
ন সন্তি পতয়ঃ কৃষ্ণে সর্বে ষণ্ঢতিলৈঃ সমাঃ ॥ ৬০
উপতিষ্ঠস্ব ভর্তারমন্যং বা বরবর্ণিনি।
ইত্যেবং যঃ পুরা বাচো রূক্ষাশ্চাশ্রাবয়ৎ রুষা ॥ ৬১

নিশ্চয়ই তাহার ধনু খণ্ডিত হইয়াছিল এবং রথ ধরাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল কিংবা তাহার অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ, ইহাতে সে নিহত হইতে পারে ॥ ৫৫

ইহার বিনাশের আমি আর অন্য কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, যে মহাত্মা কর্ণের এই ব্রত ছিল যে, আমি যতক্ষণ না অর্জ্জুনকে বধ করিতে পারিব, ততক্ষণ আমি অন্য কাহাকেও পাদধৌত করিতে দিব না। ৫৬½

রণাঙ্গনে যাহার ভয়ে ভীত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তের বৎসর কাল কখনও ভালভাবে নিদ্রা যাইতে পারে নাই, যে মহাত্মা সূতপুত্র বলবান্ কর্ণের বলের উপর আস্থা রাখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের পত্নী দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক সভার মধ্যে আনাইয়াছিল এবং সেখানে জনপূর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের সাক্ষাতেই সমস্ত কুরুবংশীয়দিগের নিকটে পাঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে দাসপত্নী বলিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে যে তাহাকে সম্বোধিত করিয়া বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণে! তোমার পতিরা এখন আর পূর্ব্বমত নাই, তাহাদিগকে এখন অঙ্কুর জন্মাইতে অসমর্থ তিলের ন্যায় নপুংসক বলিয়া জানিবে। সুন্দরি! এখন তুমি অন্য কোন পতিকে আশ্রয় কর। পূর্বে সূর্য্যপুত্র কর্ণ সভামধ্যে রোষসহকারে দ্রৌপদীকে এই কঠোর বাক্য শুনাইয়াছিল, সেই কর্ণ কিভাবে শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইল? ৫৭-৬১½

সভায়াং সূতজঃ কৃষ্ণাং স কথং নিহতঃ পরৈঃ।
যদি ভীষ্মো রণশ্লাঘী দ্রোণো বা যুধি দুর্মদঃ ॥ ৬২
ন হনিষ্যতি কৌন্তেয়ান্ পক্ষপাতাৎ সুযোধন।
সর্বানেব হনিষ্যামি ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥ ৬৩
কিং করিষ্যতি গাণ্ডীবমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
স্নিগ্ধচন্দনদিগ্ধস্য মচ্ছরস্যাভিধাবতঃ ॥ ৬৪
স নূনমৃষভস্কন্ধো হ্যর্জুনেন কথং হতঃ।
যশ্চ গাণ্ডীবমুক্তানাং স্পর্শমুগ্রমচিন্তয়ন্ ॥ ৬৫
অপতির্হ্যসি কৃষ্ণেতি ব্রুবন্ পার্থানবৈক্ষত।
যস্য নাসীদ্ ভয়ং পার্থৈঃ সপুত্রৈঃ সজনার্দনৈঃ ॥ ৬৬
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য মুহূর্তমপি সঞ্জয়।
তস্য নাহং বধং মন্যে দেবৈরপি স বাসবৈঃ ॥ ৬৭
প্রতীপমভিধাবদ্ভিঃ কিং পুনস্তাত পাণ্ডবৈঃ।
ন হি জ্যাং সংস্পৃশানস্য তলত্রে বাপি গৃহ্নতঃ ॥ ৬৮
পুমানাধিরথেঃ স্থাতুং কশ্চিৎ প্রমুখতোঽর্হতি।

যে আমার পুত্রকে বলিয়াছিল—দুর্য্যোধন! যদি রণশ্লাঘী ভীষ্ম কিংবা যুদ্ধদুর্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাতবশতঃ কুন্তীপুত্রদিগকে বিনাশ না করেন, তবে আমিই তাহাদের সকলকে সংহার করিব। অতএব তোমার মানসিক চিন্তা দূর হউক ॥ ৫৬ ৬৩

গাণ্ডীব ধনু অথবা দুইটি অক্ষয় তূণীর আমার বাণের কি করিবে, যে বাণ স্নিগ্ধ চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শত্রুগণের উপর সবেগে ধাবিত হইতে থাকিবে? যে এরূপ কথা বলিয়াছিল এবং যাহার স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সেই কর্ণকে অর্জুন কিভাবে নিশ্চয়তার সহিত বিনাশ করিল? ৬৪½

সঞ্জয়! যে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের আঘাতকে অল্পও গ্রাহ্য না করিয়া 'কৃষ্ণে! এখন তুমি পতিহীন হইয়াছ' এই কথা বলিতে বলিতে কুন্তীপুত্রদিগের দিকে মুহূর্ত্তকালের জন্যও পুত্রগণসহ পাণ্ডবদিগকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভয় করিত না। তাত! যদি শত্রুপক্ষের দিক্ হইতে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণও ধাবিত হইয়া আসেন, তবে তাঁহাদের দ্বারাও আমি কর্ণের বিনাশ হওয়াকে বিশ্বাস করিতে পারি না, সুতরাং পাণ্ডবগণের কথা আর কি বলিবার আছে? ৬৫-৬৭½

যখন অধিরথপুত্র কর্ণ নিজের ধনুর গুণকে স্পর্শ করিবে অথবা তলত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করিবে, সেই সময় কোন যোদ্ধাই তাহার সম্মুখে থাকিতে সমর্থ হইবে না। এই পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণের প্রকাশ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ হইতে যে কখনও পলায়ন করে না, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের বিনাশ

অপি স্যান্মেদিনী হীনা সোমসূর্য্যপ্রভাংশুভিঃ ॥ ৬৯
ন বধঃ পুরুষেন্দ্রস্য সংযুগেষ্বপলায়িনঃ।
যেন মন্দঃ সহায়েন ভ্রাত্রা দুঃশাসনেন চ ॥ ৭০
বাসুদেবস্য দুর্বুদ্ধিঃ প্রত্যাখ্যানমরোচত।
স নূনং বৃষভস্কন্ধং কর্ণং দৃষ্ট্বা নিপাতিতম্। ৭১
দুঃশাসনঞ্চ নিহতং মন্যে শোচতি পুত্রকঃ।
হতং বৈকর্তনং শ্রুত্বা দ্বৈরথে সব্যসাচিনা ॥ ৭২
জয়তঃ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা কিংস্বিদ্ দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
দুর্মর্ষণং হতং দৃষ্ট্বা বৃষসেনঞ্চ সংযুগে ॥ ৭৩
প্রভগ্নঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং মহারথৈঃ।
পরাঙ্মুখাংশ্চ রাজ্ঞস্তু পলায়নপরায়ণান্ ॥ ৭৪
বিদ্রুতান্ রথিনো দৃষ্ট্বা মন্যে শোচতি পুত্রকঃ।
অনেয়শ্চাভিমানী চ দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭৫
হতোৎসাহং বলং দৃষ্ট্বা কিংস্বিদ্ দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
স্বয়ং বৈরং মহৎ কৃত্বা বার্য্যমাণঃ সুহৃদ্গণৈঃ ॥ ৭৬

কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ৬৮-৬৯½

যে কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনকে নিজের সহায়করূপে পাইয়া মূর্খ ও দুর্মতি দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করাই উচিত বলিয়া মনে করিয়াছিল, আমি মনে করি, আজ বৃষস্কন্ধতুল্য হৃষ্ট-পুষ্ট স্কন্ধবিশিষ্ট কর্ণকে ভূপাতিত ও দুঃশাসনকে নিহত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই শোকমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। ৭০-৭১½

দ্বৈরথ-যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুনকর্ত্তৃক কর্ণকে নিহত হইতে শুনিয়া এবং পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন কি বলিয়াছিল? ৭২½

যুদ্ধে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া, মহারথী পাণ্ডবগণের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া নিজের সৈন্যদের পলায়ন করিতে দেখিয়া, সহায়ক নরপতিগণকে যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে এবং রথী সৈন্যদিগকে ধাবিত হইয়া পলাইয়া যাইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই শোক করিতে লাগিল—ইহাই আমি মনে করি ॥ ৭৩-৭৪½

যে কাহারও শিক্ষা মানে না, যে নিজের বিদ্বত্তার ও বুদ্ধিমত্তার অভিমানে অভিমানী, সেই দুর্মতি অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন নিজের সৈন্যদিগকে হতোৎসাহ হইতে দেখিয়া কি বলিল? ৭৫½

হিতৈষী সুহৃদ্গণ নিষেধ করিলেও যে নিজে পাণ্ডবদের

প্রধনে হতভূয়িষ্ঠৈঃ কিংস্বিদ্ দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ৭৭
রুধিরে পীয়মানে চ কিংস্বিদ্ দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
সহ গান্ধাররাজেন সভায়াং যদভাষত ॥ ৭৮
কর্ণোঽর্জ্জুনং রণে হন্তা হতে তস্মিন্ কিমব্রবীৎ।
দ্যূতং কৃত্বা পুরা হৃষ্টো বঞ্চয়িত্বা চ পাণ্ডবান্ ॥ ৭৯
শকুনিঃ সৌবলস্তাত হতে কর্ণে কিমব্রবীৎ।
কৃতবর্ম্মা মহেষ্বাসঃ সাত্বতানাং মহারথঃ ॥ ৮০
হতং বৈকর্তনং দৃষ্ট্বা হার্দিক্যঃ কিমভাষত।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা যস্য শিক্ষামুপাসতে ॥ ৮১
ধনুর্বেদং চিকীর্ষন্তো দ্রোণপুত্রস্য ধীমতঃ।
যুবা রূপেণ সম্পন্নো দর্শনীয়ো মহাযশাঃ ॥ ৮২
অশ্বত্থামা হতে কর্ণে কিমভাষত সঞ্জয়।
আচার্য্যো যো ধনুর্বেদে গৌতমো রথসত্তমঃ ॥ ৮৩
কৃপঃ শারদ্বতস্তাত ইতি কর্ণে কিমব্রবীৎ।

মদ্ররাজো মহেষ্বাসঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ ॥ ৮৪
দৃষ্ট্বা বিনিহতং কর্ণং সারথ্যে রথিনাং বরঃ।
কিমভাষত বীরোঽসৌ মদ্রাণামধিপো বলী ॥ ৮৫
দৃষ্ট্বা বিনিহতং সর্বে যোধা বা রণদুর্জ্জয়াঃ।
যে চ কেচন রাজানঃ পৃথিব্যাং যোদ্ধুমাগতাঃ ॥
বৈকর্তনং হতং দৃষ্ট্বা কান্যভাষন্ত সঞ্জয় ॥ ৮৬
দ্রোণে তু নিহতে বীরে রথব্যাঘ্রে নরর্ষভে।
কে বা মুখমনীকানামাসন্ সঞ্জয় ভাগশঃ ॥ ৮৭
মদ্ররাজঃ কথং শল্যো নিযুক্তো রথিনাং বরঃ।
বৈকর্তনস্য সারথ্যে তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৮৮
কেঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং সূতপুত্রস্য যুধ্যতঃ।
বামং চক্রং ররক্ষুর্বা কে বা বীরস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৮৯
কে কর্ণং ন জহুঃ শূরাঃ কে ক্ষুদ্রাঃ প্রাদ্রবংস্ততঃ।
কথঞ্চ বঃ সমেতানাং হতঃ কর্ণো মহারথঃ ॥ ৯০
পাণ্ডবাশ্চ স্বয়ং শূরাঃ প্রত্যুদীয়ুর্মহারথাঃ।
সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি বারিধারা ইবাম্বুদাঃ ॥ ৯১

সহিত ঘোরতর শত্রুতা করিয়াছে, সেই দুর্য্যোধন যখন যুদ্ধে নিজের সৈন্যদের অধিকাংশকেই নিহত হইতে দেখিল, তখন সে কি বলিল ? ৭৬½

যুদ্ধস্থলে নিজের ভ্রাতা দুঃশাসনকে ভীমসেনকর্ত্তৃক নিহত হইতে এবং তাহার দ্বারা দুঃশাসনের রক্ত পীত হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন কি বলিল ? ৭৭½

গান্ধাররাজ শকুনির সহিত সভায় দুর্য্যোধন যে এই কথা বলিয়াছিল 'কর্ণ অর্জ্জুনকে বধ করিবে,' তাহার বিপরীত যখন কর্ণই অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইল, তখন দুর্য্যোধন কি বলিল ?৭৮½

তাত ! পূর্ব্বে পাশাখেলার আয়োজন করিয়া পাণ্ডবদিগকে প্রতারণা করিবার পর যাহারা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল, সেই সুবল-পুত্র শকুনি কর্ণ নিহত হইলে কি বলিল ? ৭৯½

সূর্য্যনন্দন কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া সাত্বতবংশের মহাধনুর্দ্ধর মহারথী বীর হৃদিকপুত্র কৃতবর্ম্মা কি বলিল ? ৮০½

সঞ্জয় ! ধনুর্ব্বেদ প্রাপ্ত করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যে বুদ্ধিমান্ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করে, সেই রূপবান্, যুবক, দর্শনীয় ও মহাযশস্বী অশ্বত্থামা কর্ণ নিহত হইবার পর কি বলিলেন ? ৮১-৮২½

তাত ! ধনুর্বেদের আচার্য্য এবং রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৌতমবংশীয় শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য কর্ণ বিনষ্ট হইলে কি বলিলেন ? ৮৩½

যুদ্ধে শোভাসম্পন্ন রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্রদেশের অধিপতি, বলবান্ বীর, মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য নিজের সারথিকার্য্যকালেই কর্ণকে নিধনপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কি বলিল ? ৮৪-৮৫

সঞ্জয় ! ভূমণ্ডলের যে সমস্ত রাজা যুদ্ধের জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সব দুর্জ্জয় যোদ্ধারা সূর্য্যপুত্র কর্ণকে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়া কি কি আলোচনা করিতেছিলেন ? ৮৬

সঞ্জয় ! রথী বীরগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী নরশ্রেষ্ঠ বীরবর দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পর কোন্ কোন্ বীর যোদ্ধারা সৈন্যদের অগ্রভাগ রক্ষা করিতেছিল ? ৮৭

সঞ্জয় ! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথিকার্য্য করিবার জন্য কি ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিল ? তাহা আমাকে বল ॥ ৮৮

যুদ্ধ করিবার সময়ে বীর সূতপুত্র কর্ণের দক্ষিণচক্র রক্ষা কোন্ কোন্ যোদ্ধারা করিতেছিল এবং কাহারাই বা তাহার বাম চক্র রক্ষা ও কাহারা তাঁহার পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিল ? ৮৯

কোন্ বীর যোদ্ধারা যুদ্ধে কর্ণকে ত্যাগ করে নাই এবং কোন্ কোন্ নীচ সৈন্যগণ সেখান হইতে পলাইয়া গিয়াছিল ? তোমরা সকলে যখন একত্রে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন মহারথী কর্ণ কিভাবে নিহত হইল ? ৯০

সঞ্জয় ! যে সময় বীরবর মহারথী পাণ্ডবেরা বৃষ্টিধারা বর্ষণ-

স চ সর্পমুখো দিব্যো মহেষুপ্রবরস্তদা।
ব্যর্থঃ কথং সমভবৎ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২১

মামকস্যাস্য সৈন্যস্য হতোৎসেধস্য সঞ্জয়।
অবশেষং ন পশ্যামি ককুদে মৃদিতে সতি ॥ ২৩

তৌ হি বীরৌ মহেষ্বাসৌ মদর্থে ত্যক্তজীবিতৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা কো স্বর্থো জীবিতেন মে ॥২৪

পুনঃ পুনর্ন মৃষ্যামি হতং কর্ণঞ্চ পাণ্ডবৈঃ।
যস্য বাহ্বোর্বলং তুল্যং কুঞ্জরাণাং শতং শতৈঃ ॥ ২৫

কারী মেঘের ন্যায় নিজেরাই বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় মহাবাণসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিব্য সর্পমুখ বাণ ব্যর্থ কিরূপে হইল? তাহা আমাকে বল ॥২১-২২

সঞ্জয়! সঞ্জয়! এখন আমার সৈন্যদের উৎকর্ষ বা উৎসাহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রধান বীর কর্ণ নিহত হওয়ায় ইহারা আর জীবিত থাকিবে না,—ইহাই আমার বোধ হইতেছে ॥ ২৩

আমার জন্য প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আর জীবিত থাকিবার কি প্রয়োজন আছে? ২৪

দ্রোণে হতে চ যদ্ বৃত্তং কৌরবাণাং পরৈঃ সহ।
সংগ্রামে নরবীরাণাং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥২৬

যথা কর্ণশ্চ কৌন্তেয়ৈঃ সহ যুদ্ধমযোজয়ৎ।
যথা চ দ্বিষতাং হন্তা রণে শান্তস্তদুচ্যতাম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

যাহার বাহুতে দশ হাজার হাতীর বল ছিল, সেই কর্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা নিহত হইয়াছে, এই সংবাদ আমি বারংবার শ্রবণ করিয়া সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫

সঞ্জয়! দ্রোণাচার্য্য নিধনপ্রাপ্ত হইবার পর সংগ্রামে নরবীর কৌরবগণের শত্রুদের সহিত কিরূপ আচরণ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বল ॥ ২৬

শত্রুহন্তা কর্ণ কুন্তীপুত্রগণের সহিত যেরূপ যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিল এবং যেভাবে সে রণাঙ্গনে শান্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি আমাকে বল ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং সেনাপতিং কর্তুমশ্বত্থাম্নঃ প্রস্তাবঃ, সেনাপতিপদে কর্ণস্যাভিষেকশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে দ্রোণে মহেষ্বাসে তস্মিন্নহনি ভারত।
কৃতে চ মোঘসঙ্কল্পে দ্রোণপুত্রে মহারথে ॥ ১

দ্রবমাণে মহারাজ কৌরবাণাং বলার্ণবে।
ব্যূহ্য পার্থঃ স্বকং সৈন্যমতিষ্ঠদ্ ভ্রাতৃভির্বৃতঃ ॥ ২

দশম অধ্যায়।

[কর্ণকে সেনাপতি করিবার জন্য অশ্বত্থামার প্রস্তাব এবং সেনাপতিপদে কর্ণের অভিষেক।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতনন্দন মহারাজ! সেই দিন যখন মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন, মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়া যাইল এবং সমুদ্রতুল্য বিশাল কৌরব-সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময় কুন্তীকুমার অর্জুন

তমবস্থিতমাজ্ঞায় পুত্রস্তে ভরতর্ষভ।
বিদ্রুতং স্ববলং দৃষ্ট্বা পৌরুষেণ ন্যবারয়ৎ ॥ ৩

স্বমনীকমবস্থাপ্য বাহুবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ।
যুদ্ধ্বা চ সুচিরং কালং পাণ্ডবৈঃ সহ ভারত ॥ ৪

নিজের সৈন্যদের ব্যূহরচনা করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১-২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহাকে রণাঙ্গনে অবস্থিত জানিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগকে পরাক্রমসহকারে নিবারণ করিলেন ॥ ৩

ভারত! এইভাবে নিজের সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়া যাঁহারা নিজেদের লক্ষ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য যাঁহারা

লব্ধলক্ষ্যৈঃ পরৈর্হৃষ্টৈর্ব্যায়চ্ছদ্ভিশ্চিরং তদা।
সন্ধ্যাকালং সমাসাদ্য প্রত্যাহারমকারয়ৎ ॥ ৫
কৃত্বাবহারং সৈন্যানাং প্রবিশ্য শিবিরং স্বকম্।
কুরবঃ স্বহিতং মন্ত্রং মন্ত্রয়াঞ্চক্রিরে মিথঃ ॥ ৬
পর্য্যঙ্কেষু পরার্ধ্যেষু স্পর্ধ্যাস্তরণবৎসু চ।
বরাসনেষূপবিষ্টাঃ সুখশয্যাস্বিবামরাঃ ॥ ৭
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সাম্না পরমবল্গুনা।
তানাভাষ্য মহেষ্বাসান্ প্রাপ্তকালমভাষত ॥ ৮
মতং মতিমতাং শ্রেষ্ঠাঃ সর্বে প্রব্রূত মা চিরম্।
এবং গতে তু কিং কার্য্যং কিঞ্চ কার্য্যতরং নৃপাঃ ॥৯
সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্তে নরেন্দ্রেণ নরসিংহা যুযুৎসবঃ।
চক্রুর্নানাবিধাশ্চেষ্টাঃ সিংহাসনগতাস্তদা ॥ ১০
তেষাং নিশাম্যেঙ্গিতানি যুদ্ধে প্রাণান্ জুহূষতাম্।
সমুদ্বীক্ষ্য মুখং রাজ্ঞো বালার্কসমবর্চসম ॥ ১১

অতিশয় হর্ষের সহিত পরিশ্রমপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই বিপক্ষী পাণ্ডবগণের সহিত দুর্য্যোধন নিজ বাহুবল আশ্রয় করত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার পর সন্ধ্যাকাল আসিলে সৈন্যদিগকে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন ॥ ৪-৫

সৈন্যদিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইবার পর নিজ নিজ শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের হিতের জন্য পরস্পর গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৬

এই সময় তাঁহারা সকলে বহুমূল্য আস্তরণযুক্ত মূল্যবান্ পালঙ্ক ও শ্রেষ্ঠ সিংহাসনের উপর বসিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন দেবতারা সুখপ্রদ শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন।৭

সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন সান্ত্বনাপূর্ণ অতিশয় মধুর বাক্যে সেই ধনুর্দ্ধর নরপতিদিগকে সম্বোধিত করিয়া এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণ! তোমরা সকলে শীঘ্র বল, বিলম্ব করিও না, এই অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক কর্ত্তব্য কি ?৮-৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর সিংহাসনে উপবিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই সব নরপতিগণ যুদ্ধের ইচ্ছায় নানাপ্রকার অঙ্গসঞ্চালনাদির চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।১০

যুদ্ধে প্রাণকে আহুতি দিতে ইচ্ছুক সেই সব নরপতিগণের চেষ্টা দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনের প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করত বাক্যবিশারদ, মেধাবী, আচার্য্যপুত্র

আচার্য্যপুত্রো মেধাবী বাক্যজ্ঞো বাক্যমাদদে।
রাগো যোগস্তথা দাক্ষ্যং নয়শ্চেত্যর্থসাধকাঃ ॥ ১২
উপায়াঃ পণ্ডিতৈঃ প্রোক্তাস্তে তু দৈবমুপাশ্রিতাঃ।
লোকপ্রবীরা যেঽস্মাকং দেবকল্পা মহারথাঃ ॥ ১৩
নীতিমন্তস্তথা যুক্তা দক্ষা রক্তাশ্চ তে হতাঃ।
ন ত্বেব কার্য্যং নৈরাশ্যমস্মাভির্বিজয়ং প্রতি ॥ ১৪
সুনীতৈরিহ সর্বার্থৈর্দৈবমপ্যনুলোম্যতে।
তে বয়ং প্রবরং নৃণাং সর্বৈর্গুণগণৈর্যুতম্ ॥ ১৫
কর্ণমেবাভিষেক্ষ্যামঃ সৈনাপত্যেন ভারত।
কর্ণং সেনাপতিং কৃত্বা প্রমথিষ্যামহে রিপূন্ ॥ ১৬
এষ হ্যতিবলঃ শূরঃ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ।
বৈবস্বত ইবাসহ্যঃ শক্তো জেতুং রণে রিপূন্ ॥ ১৭
এতদাচার্য্যতনয়াচ্ছ্রুত্বা রাজংস্তবাত্মজঃ।
আশাং বহুমতীং চক্রে কর্ণং প্রতি স বৈ তদা ॥ ১৮

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলেন ॥ ১১½

বিদ্বান্ পুরুষগণ অভীষ্ট সিদ্ধিকর চারিটি উপায় বলিয়াছেন—১। রাগ (রাজার প্রতি সৈন্যগণের ভক্তি), ২। যোগ (সাধন-সম্পত্তি), ৩। দক্ষতা (উৎসাহ, বল ও কৌশল) এবং ৪। নীতি, কিন্তু এ সমস্তই দৈবের অধীন ॥ ১২½

আমাদের পক্ষে যে সমস্ত দেবতাতুল্য পরাক্রমশালী, বিশ্ব-বিখ্যাত মহারথী বীর, নীতিমান্, সাধনসম্পন্ন, দক্ষ ও অনুরক্ত যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই যদিও নিহত হইয়াছেন, তথাপি আমাদের নিজেদের বিজয়ের প্রতি কোনরূপ নিরাশ হওয়া উচিত নহে ॥ ১৩-১৪

যদি সমস্ত কার্য্য উত্তম নীতি অনুসারে সম্পন্ন করা হয়, তবে তাহার দ্বারা দৈবেরও আনুকূল্যলাভ করা যায়, ভারত! অতএব আমরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকেই সেনাপতিপদে অভিষেক করিব এবং ইহাকে সেনাপতি করিয়া আমরা শত্রু-দিগকে মথিত করিয়া ফেলিব ॥ ১৫-১৬

অত্যন্ত বলবান্, শৌর্য্যশালী বীর, অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, রণদুর্মদ ও সূর্য্যপুত্র এই কর্ণ যমরাজের ন্যায় শত্রুপক্ষের সর্ব্বদা অসহ্য। সুতরাং ইনি রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ১৭

রাজন্! সেই সময় আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিলেন ॥ ১৮

হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণো জেষ্যতি পাণ্ডবান্।
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা সমাশ্বস্ত চ ভারত ॥ ১৯
ততো দুর্য্যোধনঃ প্রীতঃ প্রিয়ং শ্রুত্বাস্য তদ্‌বচঃ।
প্রীতিসৎকারসংযুক্তং তথ্যমাত্মহিতং শুভম্ ॥ ২০
স্বং মনঃ সমবস্থাপ্য বাহুবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ।
দুর্য্যোধনো মহারাজ রাধেয়মিদমব্রবীৎ ॥ ২১
কর্ণ জানামি তে বীর্য্যং সৌহৃদং পরমং ময়ি।
তথাপি ত্বাং মহাবাহো প্রবক্ষ্যামি হিতং বচঃ ॥ ২২
শ্রুত্বা যথেষ্টং কুরু বীর যৎ তব রোচতে।
ভবান্ প্রাজ্ঞতমো নিত্যং মম চৈব পরা গতিঃ ॥ ২৩
ভীষ্ম-দ্রোণাবতিরথৌ হতৌ সেনাপতী মম।
সেনাপতির্ভবানস্তু তাভ্যাং দ্রবিণবত্তরঃ ॥ ২৪
বৃদ্ধৌ চ তৌ মহেষ্বাসৌ সাপেক্ষৌ চ ধনঞ্জয়ে।
মানিতৌ চ ময়া বীরৌ রাধেয় বচনাৎ তব ॥ ২৫

হে ভারত! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর কর্ণ পাণ্ডবগণকে জয় করিবে—এই আশা হৃদয়ে রাখিয়া দুর্য্যোধন অতিশয় সান্ত্বনালাভ করিলেন। মহারাজ! তিনি অশ্বত্থামার তাদৃশ প্রিয় বচন শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তারপর নিজ বাহুবলের আশ্রয় লইয়া মনকে সুস্থির করত দুর্য্যোধন রাধাপুত্র কর্ণকে প্রীতি ও সমাদরের সহিত নিজের পক্ষে হিতকর যথার্থ ও মঙ্গলজনক এই কথা বলিলেন ॥ ১৯-২১

কর্ণ! আমি তোমার পরাক্রম জানি এবং ইহাও অনুভব করি যে, আমার প্রতি তোমার স্নেহও সমধিক বিদ্যমান আছে। মহাবাহ! তথাপি আমি তোমাকে আমার হিতের কথা বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ২২

বীর! আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে তোমার যাহা ভাল লাগিবে, তাহাই করিবে। তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং সর্বদা আমার পক্ষে পরম আশ্রয় ॥ ২৩

আমার দুই সেনাপতি পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ ইঁহারা উভয়ে অতিরথী বীর হইয়া যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এখন তুমি আমার সেনাপতি হও; কারণ, তুমি ইঁহাদের দুইজন অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী ॥ ২৪

সেই দুইজন মহাধনুর্দ্ধর হইলেও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহাদের মনে পক্ষপাত ছিল। রাধানন্দন! আমি তোমার কথাতেই সেই দুই বীরকে সেনাপতি করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলাম ॥ ২৫

পিতামহত্বং সম্প্রেক্ষ্য পাণ্ডুপুত্রা মহারণে।
রক্ষিতাস্তাত ভীষ্মেণ দিবসানি দশৈব তু ॥ ২৬
ন্যস্তশস্ত্রে চ ভবতি হতো ভীষ্মঃ পিতামহঃ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ফাল্গুনেন মহাহবে ॥ ২৭
হতে তস্মিন্ মহেষ্বাসে শরতল্পগতে তথা।
ত্বয়োক্তে পুরুষব্যাঘ্র দ্রোণো হ্যাসীৎ পুরঃসরঃ ॥ ২৮
তেনাপি রক্ষিতাঃ পার্থাঃ শিষ্যত্বাদিতি মে মতিঃ।
স চাপি নিহতো বৃদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নেন সত্বরম্ ॥ ২৯
নিহতাভ্যাং প্রধানাভ্যাং তাভ্যামমিতবিক্রম।
ত্বৎসমং সমরে যোধং নান্যং পশ্যামি চিন্তয়ন্ ॥৩০
ভবানেব তু নঃ শক্তো বিজয়ায় ন সংশয়ঃ।
পূর্বং মধ্যে চ পশ্চাচ্চ তথৈব বিহিতং হিতম্ ॥ ৩১
স ভবান্ ধূর্য্যবৎ সংখ্যে ধুরমুদ্বোঢ়ুমর্হসি।
অভিষেচয় সৈনান্যে স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥ ৩২

তাত! ভীষ্ম পিতামহ ও পৌত্র (নাতী) এইরূপ সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেই মহাসমরে দশ দিন পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ২৬

সেই সব দিনে তুমি নিজ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলে; সেই অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া পিতামহ ভীষ্মকে বিনাশ করিয়াছে ॥ ২৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম অত্যন্ত আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিবার পর তোমার কথাতেই দ্রোণাচার্য্য আমার সৈন্যদের অগ্রগামী নেতা হইয়াছিলেন ॥ ২৮

আমার মনে হয়—ইনিও নিজের শিষ্য বুঝিয়া কুন্তীপুত্রদিগকে রক্ষাই করিয়াছেন। এই বৃদ্ধ আচার্য্যও সত্বর ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ২৯

অমিতপরাক্রমশালী বীর! সেই প্রধান দুই সেনাপতির মৃত্যুর পর আমি বহু চিন্তা করিয়াও সমরাঙ্গণে তোমার সমান অন্য কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩০

আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তুমি পূর্বে, মধ্যে ও পশ্চাতে আমাদের হিতই করিয়াছ ॥ ৩১

তুমি ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় যুদ্ধস্থলে সৈন্যসঞ্চালনের ভার বহন করিবার যোগ্য, সেই জন্য তুমি নিজেই নিজকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করাও ॥ ৩২

দেবতানাং যথা স্কন্দঃ সেনানীঃ প্রভুরব্যয়ঃ।
তথা ভবানিমাং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রীং বিভর্তু বৈ ॥ ৩৩
জহি শত্রুগণান্ সর্বান্ মহেন্দ্রো দানবানিব।
অবস্থিতং রণে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাস্ত্বাং মহারথাঃ ॥ ৩৪
দ্রবিষ্যন্তি চ পাঞ্চালা বিষ্ণুং দৃষ্ট্বেব দানবাঃ।
তস্মাৎ ত্বং পুরুষব্যাঘ্র প্রকর্ষৈতাং মহাচমূম্ ॥ ৩৫
ভবত্যবস্থিতে যত্তে পাণ্ডবা মন্দচেতসঃ।
দ্রবিষ্যন্তি সহামাত্যাঃ পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ হ ॥৩৬
যথা হ্যভ্যুদিতঃ সূর্য্যঃ প্রতপন্ স্বেন তেজসা।
ব্যপোহতি তমস্তীব্রং তথা শত্রূন্ প্রতাপয় ॥ ৩৭

সঞ্জয় উবাচ।

আশা বলবতী রাজন্ পুত্রস্য তব যাভবৎ।
হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণো জেষ্যতি পাণ্ডবান্ ॥৩৮
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা কর্ণমেবং তদাব্রবীৎ।
সূতপুত্র ন তে পার্থঃ স্থিত্বাগ্রে সংযুযুৎসতি ॥ ৩৯

কর্ণ উবাচ।

উক্তমেতন্ময়া পূর্বং গান্ধারে তব সন্নিধৌ।
জেষ্যামি পাণ্ডবান্ সর্বান্ সপুত্রান্ সজনার্দনান্ ॥ ৪০
সেনাপতির্ভবিষ্যামি তবাহং নাত্র সংশয়ঃ।
স্থিরো ভব মহারাজ জিতান্ বিদ্ধি চ পাণ্ডবান্ ॥ ৪১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ ততো দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
উত্তস্থৌ রাজভিঃ সার্দ্ধং দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥ ৪২
সৈনাপত্যেন সৎকর্তুং কর্ণং স্কন্দমিবামরাঃ।
ততোঽভিষিষিচুঃ কর্ণং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৪৩
দুর্য্যোধনমুখা রাজন্ রাজানো বিজয়ৈষিণঃ।
শাতকুম্ভময়ৈঃ কুম্ভৈর্মাহেয়ৈশ্চাভিমন্ত্রিতৈঃ ॥ ৪৪
তোয়পূর্ণৈর্বিষাণৈশ্চ দ্বিপ-খড়্গামহর্ষভৈঃ।
মণিমুক্তাযুতৈশ্চান্যৈঃ পুণ্যগন্ধৈস্তথৌষধৈঃ ॥ ৪৫

যেরূপ অবিনাশী ভগবান্ স্কন্দ দেবগণের সৈন্যসঞ্চালনকারী সেনাপতি ছিলেন, সেইরূপ তুমিও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের এই সৈন্যদিগকে পালন কর অর্থাৎ সেনাপতি হও। ৩৩

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও সমস্ত শত্রুদিগকে বধ কর। যেরূপ দানবেরা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে দেখিয়াই পলায়ন করে, সেইরূপ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধারা তোমাকে রণাঙ্গনে সেনাপতিরূপে উপস্থিত দেখিয়া পলায়ন করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি এই বিশাল কৌরব-সৈন্যদিগকে সঞ্চালন কর ॥ ৩৪-৩৫

(সাবধানতার সহিত) যত্নসহকারে তোমাকে রণাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া মূর্খ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিজ নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পলায়ন করিবে ॥ ৩৬

যেরূপ উদিত সূর্য্য নিজের তেজে সন্তাপিত করিয়া অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও শত্রুদিগকে সন্তপ্ত ও নষ্ট কর। ৩৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মনে এই প্রবল আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর কর্ণ পাণ্ডবগণকে জয় করিবে। সেই আশাই মনে লইয়া সেই সময় তিনি কর্ণকে এই কথা বলিলেন,—সূতপুত্র কর্ণ! অর্জুন তোমার সম্মুখে থাকিয়া কখনও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হয় না। ৩৮-৩৯

কর্ণ বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! আমি তোমার নিকটে পূর্বে এই কথা বলিয়াছি যে, আমি পাণ্ডবগণকে তাহাদের পুত্রবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরাজিত করিব। ৪০

মহারাজ! তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। আমি তোমার সেনাপতি হইব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। এখন পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়াই মনে কর। ৪১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! কর্ণ এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন অন্য সমস্ত নরপতিগণের সহিত সেই ভাবে উত্থিত হইলেন, যেরূপ দেবতাগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র উত্থিত হইয়া থাকেন। ৪২

যেরূপ দেবতারা স্কন্দকে সেনাপতি করিয়া তাঁহার সমাদর করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত কৌরবগণ কর্ণকে সেনাপতি করিয়া তাঁহার সৎকার করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাজন্! জয়াকাঙ্ক্ষী দুর্য্যোধনাদি রাজারা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কর্ণের অভিষেক করিলেন।

অভিষেকের জন্য স্বর্ণ ও মৃত্তিকা নির্মিত কলসসমূহে অভিমন্ত্রিত জল রাখা হইয়াছিল। হাতীর দাঁত এবং গণ্ডার ও বৃষের শৃঙ্গ নির্মিত পাত্রসমূহে পৃথক্ পৃথক্ জল রাখা হইয়াছিল। এই সকল পাত্রে মণি ও মুক্তারাজিও ছিল। অন্যান্য পবিত্র সুগন্ধিত পদার্থ ও ঔষধসকলও রক্ষিত ছিল। কর্ণ যজ্ঞডুম্বুরকাষ্ঠ নির্মিত চৌকীতে, যাহার উপর ক্ষৌমবস্ত্র পাতিত ছিল, উপবেশন

ঔদুম্বরে সুখাসীনমাসনে ক্ষৌমসংবৃতে।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সম্ভারৈশ্চ সুসম্ভৃতৈঃ ॥ ৪৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাশ্চ সম্মতাঃ।
তুষ্টুবুস্তং মহাত্মানমভিষিক্তং বরাসনে ॥ ৪৭
ততোঽভিষিক্তে রাজেন্দ্র নিষ্কৈর্গোভির্ধনেন চ।
বাচয়ামাস বিপ্রাগ্র্যান্ রাধেয়ঃ পরবীরহা ॥ ৪৮
(স ব্যরোচত রাধেয়ঃ সূত-মাগধ-বন্দিভিঃ।
স্তূয়মানো যথা ভানুরুদয়ে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
ততঃ পুণ্যাহঘোষেণ বাদিত্রনিনদেন চ।
জয়শব্দেন শূরাণাং তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ ॥
জয়েত্যূচুর্নৃপাঃ সর্বে রাধেয়ং তত্র সঙ্গতাঃ।)
জয় পার্থান্ সগোবিন্দান্ সানুগাংস্তান্ মহামৃধে।
ইতি তং বন্দিনঃ প্রাহুর্দ্বিজাশ্চ পুরুষর্ষভম্ ॥ ৪৯
জহি পার্থান্ সপাঞ্চালান্ রাধেয় বিজয়ায় নঃ।
উদ্যন্নিব সদা ভানুস্তমাংস্যুগ্রৈর্গভস্তিভিঃ ॥ ৫০

করিলেন। এই অবস্থায় শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সুসজ্জিত সামগ্রীসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সম্মানিত শূদ্রগণ তাঁহার অভিষেক করিলেন এবং অভিষেক কার্য্যসম্পন্ন হইবার পর শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট মহাত্মা কর্ণকে তাঁহারা সকলে স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩-৪৭

রাজেন্দ্র! এইভাবে অভিষেককার্য্য সমাপ্ত হইলে পর শত্রুবীর নাশী রাধানন্দন কর্ণ স্বর্ণমুদ্রা, গো ও ধনদান করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন ॥ ৪৮

সেই সময় সূত, মাগধ ও বন্দীগণের দ্বারা কৃত নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে রাধাপুত্র কর্ণ বেদবাদী ব্রাহ্মণবৃন্দকর্ত্তৃক অভিমন্ত্রিত উদয়কালীন সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তাহার পর পুণ্যাহবাচনের শব্দে, বাদ্যসকলের গম্ভীর ধ্বনিতে এবং বীর যোদ্ধাগণের জয়-জয়কার শব্দের দ্বারা সেখানে চারিদিক্ তুমুল হইয়া উঠিল। সেস্থলে সমবেত সমস্ত রাজারা 'রাধাপুত্র কর্ণের জয়' এইভাবে জয় দিতে লাগিলেন।

বন্দীরা ও ব্রাহ্মণগণ সেই সময় পুরুষ-শ্রেষ্ঠ কর্ণকে আশীর্ব্বাদদান করিতে করিতে বলিলেন,—রাধাপুত্র! তুমি কুন্তীপুত্রদিগকে তাহাদের সেবকগণ ও শ্রীকৃষ্ণর সহিত জয় কর এবং আমাদের জয়লাভের জন্য কুন্তীকুমারগণকে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সহিত

ন হ্যলং ত্বদ্বিসৃষ্টানাং শরাণাং বৈ সকেশবাঃ।
উলূকাঃ সূর্য্যরশ্মীনাং জ্বলতামিব দর্শনে ॥ ৫১
ন হি পার্থাঃ সপাঞ্চালাঃ স্থাতুং শক্তাস্তবাগ্রতঃ।
আত্তশস্ত্রস্য সমরে মহেন্দ্রস্যেব দানবাঃ ॥ ৫২
অভিষিক্তস্তু রাধেয়ঃ প্রভয়া সোঽমিতপ্রভঃ।
অত্যরিচ্যত রূপেণ দিবাকর ইবাপরঃ ॥ ৫৩
সৈনাপত্যে তু রাধেয়মভিষিচ্য সুতস্তব।
অমন্যত তদাত্মানং কৃতার্থং কালচোদিতঃ ॥ ৫৪
কর্ণোঽপি রাজন্ সম্প্রাপ্য সৈনাপত্যমরিন্দমঃ।
যোগমাজ্ঞাপয়ামাস সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি ॥ ৫৫
তব পুত্রৈর্বৃতঃ কর্ণঃ শুশুভে তত্র ভারত।
দেবৈরিব যথা স্কন্দঃ সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণাভিষেকে
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

সেইভাবে সংহার কর, যেরূপ সূর্য্যদেব নিজের উগ্র কিরণাবলির দ্বারা উদিত হইয়াই সর্ব্বদা অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন ॥৪৯-৫০

যেরূপ উলূকেরা সূর্য্যের প্রজ্বলিত কিরণাবলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণশ্রেণীর দিকে শ্রীকৃষ্ণ সহ সমস্ত পাণ্ডবগণ দেখিতেও সমর্থ হইবে না ॥ ৫১

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্রের সম্মুখে দানবগণ অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ সমরাঙ্গণে তোমার সম্মুখে পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৫২

রাজন্! এই ভাবে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইয়া অমিত-তেজস্বী রাধাপুত্র কর্ণ নিজের প্রভা ও রূপে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় অধিক প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৩

কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রাধানন্দন কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া নিজেকে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৫৪

রাজন্! শত্রুদমন কর্ণও সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যোদয়ের সময় সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন ॥ ৫৫

ভারত! সেখানে আপনার পুত্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কর্ণ তারকাময় সংগ্রামে দেবতাগণপরিবৃত স্কন্দের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণের অভিষেকবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণস্য সৈন্যাপত্যেন কৌরব-সৈন্যানাং যুদ্ধায় প্রস্থানম্, মকর-ব্যূহনির্ম্মাণম্, পাণ্ডব-সৈন্যানামর্দ্ধচন্দ্রাকারা ব্যূহরচনা, যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সৈনাপত্যং তু সম্প্রাপ্য কর্ণো বৈকর্ত্তনস্তদা।
তথোক্তশ্চ স্বয়ং রাজ্ঞা স্নিগ্ধং ভ্রাতৃসমং বচঃ ॥ ১
যোগমাজ্ঞাপ্য সেনানামাদিত্যেঽভ্যুদিতে তদা।
অকরোৎ কিং মহাপ্রাজ্ঞস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণস্য মতমাজ্ঞায় পুত্রাস্তে ভরতর্ষভ।
যোগমাজ্ঞাপয়ামাসুর্নন্দিতূর্য্যপুরঃসরম্ ॥ ৩
মহত্যপররাত্রে চ তব সৈন্যস্য মারিষ।
যোগো যোগেতি সহসা প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ ॥ ৪
কল্প্যতাং নাগমুখ্যানাং রথানাঞ্চ বরূথিনাম্।
সংনহ্যতাং নরাণাঞ্চ বাজিনাঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ৫
ক্রোশতাং চৈব যোধানাং ত্বরিতানাং পরস্পরম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবস্পৃক্ সুমহাংস্ততঃ ॥ ৬
ততঃ শ্বেতপতাকেন বলাকাবর্ণবাজিনা।
হেমপৃষ্ঠেন ধনুষা নাগকক্ষ্যেণ কেতুনা ॥ ৭
তূণীরশতপূর্ণেন সগদেন বরূথিনা।
শতঘ্নীকিঙ্কিণীশক্তিশূলতোমরধারিণা ॥ ৮
কার্ম্মুকৈরুপপন্নেন বিমলাদিত্যবর্চসা।
রথেনাভিপতাকেন সূতপুত্রোঽভ্যদৃশ্যত ॥৯
ধ্মাপয়ন্ বারিজং রাজন্ হেমজালবিভূষিতম্।
বিধুন্বানো মহচ্চাপং কার্ত্তস্বরবিভূষিতম্ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা কর্ণং মহেষ্বাসং রথস্থং রথিনাং বরম্।
ভানুমন্তমিবোদ্যন্তং তমো ঘ্নন্তং দুরাসদম্ ॥ ১১
ন ভীষ্মব্যসনং কেচিন্নাপি দ্রোণস্য মারিষ।
নান্যেষাং পুরুষব্যাঘ্র মেনিরে তত্র কৌরবাঃ ॥ ১২

একাদশ অধ্যায়।

[কর্ণের সেনাপতিত্বে কৌরবসৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান, মকর-ব্যূহনির্ম্মাণ এবং পাণ্ডবসৈন্যদের অর্দ্ধচন্দ্রাকার ব্যূহরচনা ও যুদ্ধ আরম্ভ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেনাপতির পদ লাভ করিয়া যখন অতিশয় বুদ্ধিমান্ সূর্য্যনন্দন কর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল এবং যখন স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহপূর্ণ বাক্যে সম্ভাষণ করিল, সেই সময় সূর্য্যোদয়কালে সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিয়া কর্ণ কি করিল? ইহা তুমি আমাকে বল। ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণের মত জানিয়া আপনার পুত্রগণ আনন্দময় বাদ্যসমূহের সহিত সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন। ৩

মাননীয় নরেশ! অত্যন্ত প্রাতঃকাল হইতেই আপনার সৈন্যদের মধ্যে 'প্রস্তুত হও, প্রস্তুত হও' এরূপ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ৪

প্রজানাথ! সজ্জিত শ্রেষ্ঠ হস্তিগণ, আবরণযুক্ত রথসকল, বদ্ধকবচ মনুষ্যগণ ও যোজিত অশ্ববৃন্দের এবং ত্বরান্বিত যোদ্ধাদিগের পরস্পর আহ্বানসূচক অতিশয় তীব্র তুমুল কোলাহল শব্দ আকাশকেও পূর্ণ করিয়া দিল। ৫-৬

তদনন্তর সূতপুত্র কর্ণ নির্ম্মল সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও সর্ব্বদিকে পতাকাশ্রেণীতে সুশোভিত রথের দ্বারা যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন—ইহা দেখা যাইল। তাঁহার সেই রথে শ্বেতবর্ণের পতাকা উড়িতেছিল। বকের ন্যায় শুভ্রবর্ণের চারিটি অশ্ব এই রথে যোজিত ছিল। তাহার উপর এরূপ একটি ধনু রাখা হইয়াছিল, যাহার পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণনির্ম্মিত। এই রথের পতাকার উপরে হস্তির বন্ধন-রজ্জুর চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইহাতে গদার সহিত শত শত তূণ রক্ষিত ছিল। রথের রক্ষার জন্য উপর দিয়া চর্ম্মের আবরণ সংযুক্ত ছিল। এই রথে শতঘ্নী, কিঙ্কিণী, শক্তি, শূল ও তোমর সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এই রথ বহু ধনুতে পূর্ণ ছিল। ৭-৯

রাজন্! কর্ণ স্বর্ণজালে বিভূষিত শঙ্খবাদ্য করিতে করিতে নিজের সুবর্ণসজ্জিত বিশাল ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতেছিলেন।১০

পুরুষশ্রেষ্ঠ মাননীয় নরেশ! রথিগণের মধ্যে মুখ্য মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জয় বীর কর্ণ রথের উপর বসিয়া উদয়কালীন সূর্য্যসদৃশ তম (দুঃখ বা অন্ধকার) নিবারণ করিতেছিলেন। ইঁহাকে দেখিয়া কোনও কৌরব ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও অন্যান্য মহারথী বীরগণের মৃত্যুর দুঃখ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ১১-১২

ততস্তু ত্বরয়ন্ যোধান্ শঙ্খশব্দেন মারিষ।
কর্ণো নিষ্কর্ষয়ামাস কৌরবাণাং মহদ্ বলম্ ॥ ১৩
ব্যূহং ব্যূহ্য মহেষ্বাসো মকরং শত্রুতাপনঃ।
প্রত্যুদ্যযৌ তথা কর্ণঃ পাণ্ডবান্ বিজিগীষয়া ॥ ১৪
মকরস্য তু তুণ্ডে বৈ কর্ণো রাজন্ ব্যবস্থিতঃ।
নেত্রাভ্যাং শকুনিঃ শূরঃ উলূকশ্চ মহারথঃ ॥ ১৫
দ্রোণপুত্রস্তু শিরসি গ্রীবায়াং সর্ব্বসোদরাঃ।
মধ্যে দুর্য্যোধনো রাজা বলেন মহতা বৃতঃ ॥ ১৬
বামপাদে তু রাজেন্দ্র কৃতবর্ম্মা ব্যবস্থিতঃ।
নারায়ণবলৈর্যুক্তো গোপালৈর্যুদ্ধদুর্মদৈঃ ॥ ১৭
পাদে তু দক্ষিণে রাজন্ গৌতমঃ সত্যবিক্রমঃ।
ত্রিগর্ত্তৈঃ সুমহেষ্বাসৈর্দাক্ষিণাত্যৈশ্চ সংবৃতঃ ॥ ১৮
অনুপাদে তু যো বামস্তত্র শল্যো ব্যবস্থিতঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং মদ্রদেশসমুত্থয়া ॥ ১৯

মান্যবর! তদনন্তর শঙ্খধ্বনির দ্বারা যোদ্ধাগণকে ত্বরান্বিত হইবার আদেশদান করত কর্ণ কৌরবদের বিশাল বাহিনীকে শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত করাইলেন। ১৩

তাহার পর শত্রুসন্তাপক মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ পাণ্ডবগণকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিজ সৈন্যবাহিনীর জন্য মকর-ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। ১৪

রাজন্! সেই মকর-ব্যূহের মুখভাগে স্বয়ং কর্ণ রহিলেন, নেত্রদ্বয়ের স্থানে বীরবর শকুনি ও মহারথী উলূক নিযুক্ত থাকিলেন। ১৫

শীর্ষস্থানে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ও গ্রীবাস্থানে দুর্য্যোধনের সমস্ত ভ্রাতৃবৃন্দ অবস্থান করিতে লাগিলেন। মধ্যস্থানে (কটিদেশে) বিশালসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন অবস্থিত রহিলেন। ১৬

রাজেন্দ্র! এই মকর-ব্যূহের বাম-পদের স্থানে নারায়ণীসৈন্যের রণদুর্ম্মদ গোপালগণের সহিত কৃতবর্ম্মা যথাযথভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৭

রাজন্! ব্যূহের দক্ষিণ-পাদের স্থানে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সত্যপরাক্রমী কৃপাচার্য্য রহিলেন। ১৮

বামপদের পশ্চাদ্‌ভাগে মদ্রদেশের বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত স্বয়ং রাজা শল্য উপস্থিত ছিলেন। ১৯

দক্ষিণে তু মহারাজ সুষেণঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বৃতো রথসহস্রেণ দন্তিনাঞ্চ ত্রিভিঃ শতৈঃ ॥ ২০
পুচ্ছে হ্যাস্তাং মহাবীর্য্যৌ ভ্রাতরৌ পার্থিবৌ তদা।
চিত্রশ্চ চিত্রসেনশ্চ মহত্যা সেনয়া বৃতৌ ॥ ২১
তথা প্রয়াতে রাজেন্দ্র কর্ণে নরবরোত্তমে।
ধনঞ্জয়মভিপ্রেক্ষ্য ধর্ম্মরাজোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২২
পশ্য পার্থ যথা সেনা ধার্ত্তরাষ্ট্রীহ সংযুগে।
কর্ণেন বিহিতা বীর গুপ্তা বীরৈর্মহারথৈঃ ॥ ২৩
হতবীরতমা হ্যেষাং ধার্ত্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ।
ফল্গুশেষা মহাবাহো তৃণৈস্তুল্যা মতা মম ॥ ২৪
একো হ্যত্র মহেষ্বাসঃ সূতপুত্রো বিরাজতে।
সদেবাসুর-গন্ধর্ব্বৈঃ সকিন্নর-মহোরগৈঃ ॥ ২৫
চরাচরৈস্ত্রিভির্লোকৈর্যোঽজয্যো রথিনাং বরঃ।
তং হত্বাদ্য মহাবাহো বিজয়স্তব ফাল্গুন ॥ ২৬

মহারাজ! দক্ষিণপদের পশ্চাদ্‌ভাগে একসহস্র রথী ও তিন শত হস্তীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ অবস্থিত রহিলেন। ২০

ব্যূহের পুচ্ছভাগে মহাপরাক্রমশালী দুই ভ্রাতা রাজা চিত্র ও চিত্রসেন স্বীয় বিশাল সৈন্যের সহিত উপস্থিত ছিলেন। ২১

রাজেন্দ্র! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ এইভাবে যাত্রা করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন। ২২

বীর পার্থ! দেখ, এই সময় যুদ্ধস্থলে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সৈন্যরা কিরূপ অবস্থায় রহিয়াছে? কর্ণ বীর মহারথীদিগের দ্বারা এই সৈন্যবাহিনীকে কিভাবে সুরক্ষিত করিয়াছে? ২৩

মহাবাহো! কৌরবগণের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীরগণ ত' নিহত হইয়াছেন। এখন ইহার কিছু সৈন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই সময় ত' ইহাদিগকে আমার তৃণের ন্যায় মনে হইতেছে। ২৪

এই সৈন্যমধ্যে একমাত্র মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণ বিরাজমান আছে, যে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহাসর্প ও চরাচর প্রাণিগণের সহিত ত্রিলোকের সকল যোদ্ধা মিলিত হইয়াও যাহাকে জয় করিতে সমর্থ হন্ না। মহাবাহু ফাল্গুন! আজ সেই কর্ণকে বধ করিয়া তোমার জয়লাভ হইবে এবং আমার হৃদয়ে বার বৎসর ধরিয়া যে শল্য বিদ্ধ

উদ্ধৃতশ্চ ভবেচ্ছল্যো মম দ্বাদশবার্ষিকঃ।
এবং জ্ঞাত্বা মহাবাহো ব্যূহ ব্যূহ যথেচ্ছসি ॥ ২৭
ভ্রাতুরেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবঃ শ্বেতবাহনঃ।
অর্ধচন্দ্রেণ ব্যূহেন প্রত্যব্যূহত তাং চমূম্ ॥ ২৮
বামপার্শ্বে তু তস্যাথ ভীমসেনো ব্যবস্থিতঃ।
দক্ষিণে চ মহেষ্বাসো ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২৯
মধ্যে ব্যূহস্য রাজা তু পাণ্ডবশ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্মরাজস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৩০
চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যূত্তমৌজসৌ।
নার্জুনং জহতুর্যুদ্ধে পাল্যমানৌ কিরীটিনা ॥ ৩১
শেষা নৃপতয়ো বীরাঃ স্থিতা ব্যূহস্য দংশিতাঃ।
যথাভাগং যথোৎসাহং যথাযত্নঞ্চ ভারত ॥ ৩২
এবমেতন্মহাব্যূহং ব্যূহ্য ভারত পাণ্ডবাঃ।
তাবকাশ্চ মহেষ্বাসা যুদ্ধায়ৈব মনো দধুঃ ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা ব্যূঢ়াং তব চমূং সূতপুত্রেণ সংযুগে।
নিহতান্ পাণ্ডবান্ মেনে ধার্তরাষ্ট্রঃ সবান্ধবঃ ॥ ৩৪
তথৈব পাণ্ডবীং সেনাং ব্যূঢ়াং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
ধার্তরাষ্ট্রান্ হতান্ মেনে সকর্ণান্ বৈ জনাধিপঃ ॥ ৩৫
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানক-দুন্দুভিঃ।
ডিণ্ডিমাশ্চাপ্যহন্যন্ত ঝর্ঝরাশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৬
সেনয়োরুভয়ো রাজন্ প্রাবাদ্যন্ত মহাস্বনাঃ।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণাং জয়গৃদ্ধিনাম্ ॥ ৩৭
হয়হ্রেষিতশব্দাশ্চ বারণানাঞ্চ বৃংহতাম্।
রথনেমিস্বনাশ্চোগ্রাঃ সম্বভূবুর্জনাধিপ ॥ ৩৮
ন দ্রোণব্যসনং কশ্চিজ্জানীতে তত্র ভারত।
দৃষ্ট্বা কর্ণং মহেষ্বাসং মুখে ব্যূহস্য দংশিতম্ ॥ ৩৯
উভে সৈন্যে মহারাজ প্রহৃষ্টনরসঙ্কুলে।
যোদ্ধুকামে স্থিতে রাজন্ হন্তুমন্যোন্যমোজসা ॥ ৪০
তত্র যত্তৌ সুসংরব্ধৌ দৃষ্ট্বান্যোন্যং ব্যবস্থিতৌ।
অনীকমধ্যে রাজেন্দ্র চেরতুঃ কর্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ৪১

রহিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইবে। মহাবাহো! তুমি ইহা অবগত হইয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ ব্যূহই রচনা কর ॥ ২৫-২৭

ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্বেতবাহন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সেই কৌরবসৈন্যদের সাক্ষাৎ যুদ্ধ করিবার জন্য নিজের সৈন্যদের অর্দ্ধচন্দ্রাকার-ব্যূহ রচনা করিলেন ॥ ২৮

সেই ব্যূহের বামপার্শ্বে ভীমসেন ও দক্ষিণপার্শ্বে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন। ইহার মধ্যভাগে রাজা যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বিদ্যমান থাকিলেন। ধর্মরাজের পশ্চাতে নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯-৩০

পাঞ্চাল মহারথী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা অর্জুনের চক্ররক্ষক ছিলেন। কিরীটধারী অর্জুনকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ইঁহারা উভয়ে কখনও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই ॥ ৩১

ভারত! অবশিষ্ট বীর নরপতিগণ কবচধারণ করত ব্যূহের বিভিন্ন ভাগে নিজেদের উৎসাহ ও প্রচেষ্টা অনুসারে বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৩২

ভরতনন্দন! এইভাবে মহাব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডব ও আপনার মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা যুদ্ধে মনঃসংযোগ করিলেন ॥ ৩৩

যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক ব্যূহরচনাপূর্বক অবস্থিত আপনার সৈন্যদিগকে দেখিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত দুর্যোধন তখন মনে করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর পাণ্ডবেরা নিহত হইবে ॥ ৩৪

সেইভাবে পাণ্ডবসৈন্যদের ব্যূহ দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও কর্ণসহ আপনার সকল পুত্রকে নিহত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

রাজন্! তদনন্তর উভয় সৈন্যদের মধ্যে চারিদিক্ হইতে মহাশব্দকারী শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, দুন্দুভি এবং ঝাঁঝ প্রভৃতি বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে থাকিল। নাগাড়াসকল বাদিত হইতে ছিল। এইসঙ্গে জয়াভিলাষী বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদও হইতে লাগিল ॥ ৩৬-৩৭

জনেশ্বর! অশ্বগণের হ্রেষারব, হস্তীদিগের চীৎকার এবং রথচক্রসকলের ঘর্ঘর ভয়ঙ্কর শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ৩৮

ভারত! ব্যূহের প্রধানদ্বারে কবচধারণপূর্বক ধনুর্দ্ধর কর্ণকে অবস্থিত দেখিয়া কোনও সৈন্যই দ্রোণাচার্য্যের নিধনজনিত দুঃখ অনুভব করিল না ॥ ৩৯

মহারাজ! এই উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী হর্ষোৎফুল্ল মনুষ্যগণে পূর্ণ ছিল। রাজন্! ইঁহারা বলপূর্বক পরস্পরকে বধ করিতে ও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধস্থলে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪০

রাজেন্দ্র! সেখানে অতিশয় রুষ্ট হইয়া সাবধানতার সহিত পরস্পরকে অবস্থান করিতে দেখিয়া নিজ নিজ সৈন্যমধ্যে কর্ণ ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

নৃত্যমানে চ তে সেনে সমেয়াতাং পরস্পরম্।
তয়োঃ পক্ষপ্রপক্ষেভ্যো নির্জগ্মুস্তে যুযুৎসবঃ ॥ ৪২
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং নর-বারণ-বাজিনাম্।
রথানাঞ্চ মহারাজ অন্যোন্যমভিনিঘ্নতাম্ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ব্যূহনির্মাণে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

সেই উভয় পক্ষের সৈন্যরাই যেন পরস্পর নৃত্য করিতে করিতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইল। যুদ্ধ করিতে অভিলাষী বীর যোদ্ধারা উভয় ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষসমূহ হইতে বাহির হইতে লাগিল ॥ ৪২

মহারাজ! তদনন্তর পরস্পরকে আঘাতকারী মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের মধ্যে তখন মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যূহনির্ম্মাণবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, ভীমসেনেন ক্ষেমধূর্ত্তেৰ্বধশ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।

তে সেনেঽন্যোন্যমাসাদ্য প্রহৃষ্টাশ্ব-নর-দ্বিপে।
বৃহত্যৌ সম্প্রজহ্রাতে দেবাসুরসমপ্রভে ॥ ১
ততো নর-রথাশ্বেভাঃ পত্তয়শ্চোগ্রবিক্রমাঃ।
সম্প্রহারান্ ভৃশং চক্রুর্দেহপাপ্মাসুনাশনান্ ॥ ২
পূর্ণচন্দ্রার্কপদ্মানাং কান্তিভির্গন্ধতঃ সমৈঃ।
উত্তমাঙ্গৈর্নৃসিংহানাং নৃসিংহাস্তস্তরুর্মহীম্ ॥ ৩
অর্ধচন্দ্রৈস্তথা ভল্লৈঃ ক্ষুরপ্রৈরসিপট্টিশৈঃ।
পরশ্বধৈশ্চাপ্যকৃন্তন্নুত্তমাঙ্গানি যুধ্যতাম্ ॥ ৪
ব্যায়তায়তবাহূনাং ব্যায়তায়তবাহুভিঃ।
বাহবঃ পাতিতা রেজুর্ধরণ্যাং সায়ুধাঙ্গদাঃ ॥ ৫
তৈঃ স্ফুরদ্ভির্মহী ভাতি রক্তাঙ্গুলিতলৈস্তথা।
গরুড়প্রহিতৈরুগ্রৈঃ পঞ্চাস্যৈরুরগৈরিব ॥ ৬
দ্বিরদ-স্যন্দনাশ্বেভ্যঃ পেতুর্বীরা দ্বিষদ্ধতাঃ।
বিমানেভ্যো যথা ক্ষীণে পুণ্যে স্বর্গসদস্তথা ॥ ৭
গদাভিরন্যে গুর্বীভিঃ পরিঘৈর্মুসলৈরপি।
পোথিতাঃ শতশঃ পেতুর্বীরা বীরতরৈ রণে ॥ ৮
রথা রথৈর্বিমথিতা মত্তা মত্তৈর্দ্বিপা দ্বিপৈঃ।
সাদিনঃ সাদিভিশ্চৈব তস্মিন্ পরমসঙ্কুলে ॥ ৯

দ্বাদশ অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক ক্ষেমধূর্ত্তিবধ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! সেই উভয়-পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ অতিশয় হৃষ্ট ছিল। দেবতা ও অসুরগণের ন্যায় প্রকাশমান সেই দুই বিশাল সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইয়া অস্ত্রসকলের প্রহার আরম্ভ করিল ॥ ১

তাহার পর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যরা শরীর, প্রাণ ও পাপসকলের বিনাশকর প্রচণ্ড প্রহার করিতে লাগিল ॥ ২

মনুষ্যগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বীরগণ বিপক্ষীয় পুরুষসিংহ বীরগণের মস্তক ছেদন করত ভূপাতিত করিলে তাহাদের দ্বারা ধরাতল আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। উহাদের সেই সব মস্তক পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় কান্তিমান্ এবং কমলদলের ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ছিল ॥ ৩

অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, খড়্গ, পট্টিশ এবং পরশুসকলের দ্বারা যোদ্ধারা যুদ্ধরত অপর পক্ষের সৈন্যগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ৪

হৃষ্ট-পুষ্ট ও দীর্ঘবাহুবিশিষ্ট বীরগণ হৃষ্ট-পুষ্ট এবং দীর্ঘ বাহুধারী যোদ্ধাদের বাহুসকল ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন। তখনও এই সকল বাহু অস্ত্র ও অঙ্গদসমূহে শোভা পাইতেছিল ॥ ৫

যাঁহাদের হস্ততল ও অঙ্গুলিসমূহ রক্তবর্ণ ছিল, প্রস্ফুরিত হইতে হইতে (ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) এই সব বাহু দ্বারা রণভূমির সেইরূপ শোভা হইতেছিল, যেরূপ গরুড়কর্ত্তৃক নিপাতিত ভয়ঙ্কর পঞ্চমুখ সর্পগণ ছট্‌ফট করিতে থাকে ॥ ৬

শত্রুদের দ্বারা নিহত বীর যোদ্ধারা হাতী, রথ ও অশ্বসকল হইতে সেইভাবে পতিত হইতেছিল, যেরূপ স্বর্গবাসী জীবগণ পুণ্য ক্ষীণ হইবার পর সেখানকার বিমানসমূহ হইতে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৭

অন্য বহু বীর শ্রেষ্ঠ বীরগণের দ্বারা ভারী গদা, পরিঘ ও মুসলসমূহে বিধ্বস্ত হইয়া রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৮

সেই তুমুল ব্যাপক যুদ্ধে রথসমূহ রথসকলকে মথিত করিল;

রথৈর্নরা রথা নাগৈরশ্বারোহাশ্চ পত্তিভিঃ।
অশ্বারোহৈঃ পদাতাশ্চ নিহতা যুধি শেরতে ॥ ১০
রথাশ্ব-পত্তয়ো নাগৈ রথাশ্বেভাশ্চ পত্তিভিঃ।
রথপত্তিদ্বিপাশ্চাশ্বৈ রথৈশ্চাপি নর-দ্বিপাঃ ॥ ১১
রথাশ্বেভ-নরাণাং তু নরাশ্বেভ-রথৈঃ কৃতম্।
পাণি-পাদৈশ্চ শস্ত্রৈশ্চ রথৈশ্চ কদনং মহৎ ॥ ১২
তথা তস্মিন্ বলে শূরৈর্বধ্যমানে হতেঽপি চ।
অস্মানভ্যাযযুঃ পার্থা বৃকোদরপুরোগমাঃ ॥ ১৩
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ।
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ দ্রাবিড়ৈঃ সৈনিকৈঃ সহ ॥ ১৪
বৃতা ব্যূহেন মহতা পাণ্ড্যাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ।
ব্যূঢোরস্কা দীর্ঘভুজাঃ প্রাংশবঃ পৃথুলোচনাঃ ॥ ১৫
আপীড়িনো রক্তদন্তা মত্তমাতঙ্গবিক্রমাঃ।
নানাবিরাগবসনা গন্ধচূর্ণাবচূর্ণিতাঃ ॥ ১৬
বদ্ধাসয়ঃ পাশহস্তা বারণ-প্রতিবারণাঃ।
সমানমৃত্যবো রাজন্ নাত্যজন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৭
কলাপিনশ্চাপহস্তা দীর্ঘকেশাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পত্তয়ঃ সাদিনশ্চান্যে ঘোররূপপরাক্রমাঃ ॥ ১৮
অথাপরে পুনঃ শূরাশ্চেদি-পাঞ্চাল-কেকয়াঃ।
কারূষাঃ কোসলাঃ কাশ্যা মাগধাশ্চাপি দুদ্রুবুঃ ॥১৯
তেষাং রথাশ্ব-নাগাশ্চ প্রবরাশ্চোগ্রপত্তয়ঃ।
নানাবাদ্যধরৈর্হৃষ্টা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ ॥ ২০
তস্য সৈন্যস্য মহতো মহামাত্রবরৈর্বৃতঃ।
মধ্যে বৃকোদরোঽভ্যায়াৎ ত্বদীয়ান্ নাগধূর্গতঃ ॥ ২১
সনাগপ্রবরোঽত্যুগ্রো বিধিবৎ কল্পিতো বভৌ।
উদয়াদ্র্যগ্র্যভবনং যথাভ্যুদিতভাস্করম্ ॥ ২২

মদমত্ত হস্তীরা মদমত্ত হস্তীদিগকে ধরাশায়ী করিল এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া ফেলিল ॥৯

রথী যোদ্ধাগণের দ্বারা নিহত পদাতি মনুষ্যরা, হস্তীদিগের দ্বারা বিধ্বস্ত রথ ও রথীরা, পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা নিহত অশ্বারোহী ও অশ্বারোহীদের দ্বারা নিহত পদাতি সৈন্যরা সেই যুদ্ধভূমিতে শয়ন করিয়া রহিল ॥ ১০

গজ ও গজারোহীরা রথারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদিগকে নিহত করিল, পদাতি সৈন্যগণ রথারোহী, অশ্বারোহী ও গজারোহী সৈন্যগণকে বধ করিল এবং রথারোহী যোদ্ধারা পদাতি ও গজারোহী সৈন্যদিগকে বিনাশ করিল ॥ ১১

পদাতি, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং রথারোহী যোদ্ধারা রথারোহী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিসৈন্যদের হস্ত, পদ, অস্ত্র এবং রথসকলের দ্বারা অতিশয় সংহার করিতে লাগিল ॥১২

এইভাবে যখন বীর সৈন্যদের দ্বারা সেই সৈন্যরা নিহতপ্রায় ও নিহত হইতে থাকিল, তখন কুন্তীর পুত্রগণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রাবিড় সৈন্যদের সহিত মহাব্যূহে পরিবেষ্টিত পাণ্ড্য, চোল ও কেরল সৈন্যরা ধাবিত হইলেন।

এই সকল সৈন্যের বক্ষ বিশাল, বাহু ও নয়ন দীর্ঘ ছিল। ইহারা সকলেই উচ্চ ছিলেন। ইহারা নানাপ্রকার শিরোভূষণ ও হার ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের দন্ত রক্তবর্ণের ছিল এবং ইহারা মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পরাক্রমশালী ছিলেন।

ইহার বহুবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ অঙ্গে সুগন্ধিত চূর্ণ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কটিদেশে তরবারি বাঁধা ছিল, ইহাদের হস্তে পাশ ছিল এবং ইহারা হস্তীদিগকেও রুদ্ধ করিতে পারিতেন।

রাজন্! এইসকল সৈন্যই সমানরূপে মৃত্যুবরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই। ইহারা মস্তকে ময়ূরপক্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের হস্তে ধনু শোভা পাইতেছিল। ইহাদের কেশরাজি লম্বা ছিল এবং ইহারা প্রিয়ভাষী ছিলেন। অন্যান্য পদাতি এবং অশ্বারোহী সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ছিলেন ॥ ১৪-১৮

তদনন্তর পুনরায় অপর বীর চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, কারূষ, কোশল, কাশীনিবাসী ও মগধদেশের সৈন্যরাও আমাদের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৯

ইহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তী সর্বোত্তম ছিল। পদাতি সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ইহারা নানাপ্রকার বাদ্যধারী ব্যক্তিগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে নৃত্য ও হাস্য করিতেছিলেন ॥ ২০

সেই বিশাল সৈন্যের মধ্যভাগে হাতীর পৃষ্ঠে উপবেশন করত শ্রেষ্ঠ মাহুতগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন আপনার সৈন্যদের দিকে আসিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর গজরাজকে বিধি অনুসারে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহাতে এই হস্তী সূর্যোদয়ে যুক্ত উদয়াচলের উচ্চতম শিখরসদৃশ সুশোভিত হইতেছিল ॥ ২২

তস্যায়সং বর্ম বরং বররত্নবিভূষিতম্।
তারাব্যাপ্তস্য নভসঃ শারদস্য সমত্বিষম্ ॥ ২৩
স তোমরব্যগ্রকরশ্চারুমৌলিঃ স্বলঙ্কৃতঃ।
শরন্মধ্যন্দিনার্কাভস্তেজসা ব্যদহদ্ রিপূন্ ॥ ২৪
তং দৃষ্ট্বা দ্বিরদং দূরাৎ ক্ষেমধূর্তিৰ্দ্বিপস্থিতঃ।
আহ্বয়ন্নভিদুদ্রাব প্রমনাঃ প্রমনস্তরম্ ॥ ২৫
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং দ্বিপয়োরুগ্ররূপয়োঃ।
যদৃচ্ছয়া দ্রুমবতোর্মহাপর্বতয়োরিব ॥ ২৬
সংসক্তনাগৌ তৌ বীরৌ তোমরৈরিতরেতরম্।
বলবৎ সূর্য্যরশ্ম্যাভৈর্ভিত্ত্বান্যোন্যং বিনেদতুঃ ॥ ২৭
ব্যপসৃত্য তু নাগাভ্যাং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
প্রগৃহ্য চোভৌ ধনুষী জঘ্নতুর্বৈ পরস্পরম্। ২৮
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতরবৈর্বাণশব্দৈস্তু সর্বতঃ।
তৌ জনং হর্ষয়ন্তৌ চ সিংহনাদং প্রচক্রতুঃ ॥ ২৯
সমুদ্যতকরাভ্যাং তৌ দ্বিপাভ্যাং কৃতিনাবুভৌ।
বাতোদ্ধূতপতাকাভ্যাং যুযুধাতে মহাবলৌ ॥ ৩০
তাবন্যোন্যস্য ধনুষী ছিত্ত্বান্যোন্যং বিনেদতুঃ।
শক্তি-তোমরবর্ষেণ প্রাবৃণ্মেঘাবিবাম্বুভিঃ ॥৩১
ক্ষেমধূর্তিস্তদা ভীমং তোমরেণ স্তনান্তরে।
নির্বিভেদাতিবেগেন ষড়্ভিশ্চাপ্যপরৈর্নদন্ ॥ ৩২
স ভীমসেনঃ শুশুভে তোমরৈরঙ্গমাশ্রিতৈঃ।
ক্রোধদীপ্তবপুর্মেঘৈঃ সপ্তসপ্তিরিবাংশুমান্ ॥ ৩৩
ততো ভাস্করবর্ণাভমঞ্জোগতিময়স্ময়ম্।
সসর্জ তোমরং ভীমঃ প্রত্যমিত্রায় যত্নবান্ ॥ ৩৪
ততঃ কুলূতাধিপতিশ্চাপমানম্য সায়কৈঃ।
দশভিস্তোমরং ভিত্ত্বা ষষ্ট্যা বিব্যাধ পাণ্ডবম্ ॥ ৩৫
অথ কার্মুকমাদায় ভীমো জলদনিঃস্বনম্।
রিপোরভ্যর্দয়ন্নাগমুন্নদন্ পাণ্ডবঃ শরৈঃ ॥ ৩৬

তাঁহার লৌহনির্ম্মিত উত্তম কবচ শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া নক্ষত্রগণে পরিবৃত শরৎকালীন আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ২৩

সুন্দর মুকুট ও আভরণসমূহে বিভূষিত হইয়া হস্তে তোমর ধারণ করত শরৎকালে মধ্যাহ্ন সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত সেই ভীমসেন স্বীয় তেজে শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তাঁহার সেই হাতীকে দূর হইতে দেখিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহামনা ক্ষেমধূর্ত্তি মহামনস্বী ভীমসেনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৫

যেরূপ বৃক্ষসমূহে পূর্ণ দুইটি বিশাল পর্ব্বত দৈবেচ্ছায় পরস্পর আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাদৃশ ভয়ানক রূপধারী দুই গজরাজের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৬

যাঁহাদের হস্তিদ্বয় পরস্পর যুদ্ধে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, সেই দুই বীর ক্ষেমধূর্ত্তি ও ভীমসেন সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান তোমর সকলের দ্বারা পরস্পরকে সবলে বিদীর্ণ করিতে করিতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তারপর হস্তিদ্বয়ের দ্বারা পশ্চাদপসরণ করিয়া ইঁহারা উভয়ে মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের উপর বাণপ্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ২৮

গর্জন, বাহুর আস্ফোটন ও বাণসকলের শব্দে চতুর্দিকের যোদ্ধাদিগকে হর্ষপ্রদান করিতে থাকিয়া তাঁহারা সিংহনাদ করিতেছিলেন ॥ ২৯

এই দুই মহাবল ও বিদ্বান্ যোদ্ধা শুণ্ড উত্তোলনকারী উভয় হস্তিদ্বারা যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই সময় ঐ হস্তিদ্বয়ের উপরে স্থাপিত পতাকা বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতেছিল ॥ ৩০

যেরূপ বর্ষাকালে দুই খণ্ড মেঘ জলবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি ও তোমরসকলের বর্ষণে পরস্পর ধনু ছেদন করত তাঁহারা উভয়েই তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

এই সময় ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের বক্ষে তীব্রবেগে একটি তোমরের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তারপর গর্জন করিতে করিতে তাঁহার উপর আরও ছয়টি তোমর প্রহার করিলেন ॥ ৩২

ক্রোধে উদ্দীপ্তদেহ ভীমসেন সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান এবং সরলগামী একটি লৌহময় তোমর নিজ শত্রু ক্ষেমধূর্ত্তির উপর যত্নসহকারে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৪

ইহা দেখিয়া কুলূতদেশের রাজা ক্ষেমধূর্ত্তি নিজ ধনু নত করত দশটি বাণের দ্বারা সেই তোমরকে ছেদন করিলেন এবং ষাটটি বাণ প্রহার করিয়া ভীমসেনকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

তাহার পর গর্জন করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন মেঘগর্জনতুল্য গম্ভীর শব্দকারী নিজের ধনু লইয়া বাণসমূহের দ্বারা শত্রু ক্ষেমধূর্ত্তির হাতীটিকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬

স শরৌঘার্দিতো নাগো ভীমসেনেন সংযুগে।
গৃহ্যমাণোঽপি নাতিষ্ঠদ্ বাতোদ্ধূত ইবাম্বুদঃ ॥ ৩৭
তমভ্যধাবদ্ দ্বিরদং ভীমো ভীমস্য নাগরাট্।
মহাবাতেরিতং মেঘং বাতোদ্ধূত ইবাম্বুদঃ ॥ ৩৮
সন্নিবার্য্যাত্মনো নাগং ক্ষেমধূর্তিঃ প্রতাপবান্।
বিব্যাধাভিদ্রুতং বাণৈর্ভীমসেনস্য কুঞ্জরম্ ॥ ৩৯
ততঃ সাধুবিসৃষ্টেন ক্ষুরেণানতপর্বণা।
ছিত্ত্বা শরাসনং শত্রোর্নাগমামিত্রমার্দয়ৎ ॥ ৪০
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমং ক্ষেমধূর্তিঃ পরাভিনৎ।
জঘান চাস্য দ্বিরদং নারাচৈঃ সর্বমর্মসু ॥ ৪১
স পপাত মহানাগো ভীমসেনস্য ভারত।
পুরা নাগস্য পতনাদবপ্লুত্য স্থিতো মহীম্ ॥ ৪২
তস্য ভীমোঽপি দ্বিরদং গদয়া সমপোথয়ৎ।
তস্মাৎ প্রমথিতান্নাগাৎ ক্ষেমধূর্তিমবপ্লুতম্ ॥ ৪৩
উদ্যতাযুধমায়ান্তং গদয়াহন্ বৃকোদরঃ।
স পপাত হতঃ সাসির্ব্যসুস্তমভিতো দ্বিপম্ ॥ ৪৪
বজ্রপ্রভগ্নমচলং সিংহো বজ্রহতো যথা।
তং হতং নৃপতিং দৃষ্ট্বা কুলূতানাং যশস্করম্।
প্রাদ্রবদ্ ব্যথিতা সেনা ত্বদীয়া ভরতর্ষভ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভরতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ক্ষেমধূর্তিবধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ। ১২

যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া সেই গজরাজ বায়ুদ্বারা উড্ডীয়মান মেঘের ন্যায় মাহুতকর্ত্তৃক রুদ্ধ হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে থাকিতে পারিল না ॥ ৩৭

যেরূপ প্রবল বায়ু উড্ডীয়মান মেঘের পশ্চাতে পশ্চাতে বায়ু-প্রেরিত অপর মেঘসকল গমন করিতে থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের ভয়ঙ্কর গজরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির সেই হাতীর পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিল। ৩৮

সেই সময় প্রতাপশালী ক্ষেমধূর্ত্তি নিজ হাতীকে কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া সম্মুখে আগত ভীমসেনের হাতীকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৯

তাহার পর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত আনতপর্ব্বযুক্ত একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা ভীমসেন শত্রু ক্ষেমধূর্ত্তির ধনু ছেদন করত তাঁহার হাতীকে তীব্রভাবে পীড়িত করিলেন ॥ ৪০

তখন ক্ষেমধূর্ত্তি কুপিত হইয়া রণাঙ্গনে ভীমসেনকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং বহু নারাচের দ্বারা তাঁহার হাতীরও সকল মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪১

ভারত! ইহাতে ভীমসেনের বিশাল গজরাজ ধরাতলে পতিত হইল। ইহার পতনের পূর্ব্বেই ভীমসেন লম্ফপ্রদান করত ভূমিতে অবস্থিত হইলেন ॥ ৪২

তদনন্তর ভীমসেনও স্বীয় গদার দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির হাতীকে বিনাশ করিলেন। তারপর যখন সেই বিনষ্ট হাতী হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তরবারি উত্তোলিত করিয়া ক্ষেমধূর্ত্তি সম্মুখভাগে আসিতে লাগিলেন, তখন ভীমসেন তাঁহার উপরেও গদার প্রহার করিলেন। গদার আঘাতে তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল এবং তিনি তরবারিসহ নিজের হাতীর পার্শ্বেই পতিত হইলেন ॥ ৪৩-৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বজ্রের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পতিত পর্ব্বতের নিকটে বজ্রাহত সিংহ পতিত হয়, সেইরূপ সেই হাতীর নিকটে ক্ষেমধূর্ত্তি ধরাশায়ী হইলেন। কুলূতদেশের যশোবর্দ্ধক রাজা ক্ষেমধূর্ত্তি নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যগণ ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ক্ষেমধূর্ত্তির বধবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলঃ সংগ্রামঃ, সাত্যকিনা বিন্দানুবিন্দয়োর্বধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ কর্ণো মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
জঘান সমরে শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ॥ ১

তথৈব পাণ্ডবা রাজংস্তবপুত্রস্য বাহিনীম্।
কর্ণস্য প্রমুখে ক্রুদ্ধা নিজঘ্নুস্তে মহারথাঃ॥ ২

কর্ণোঽপি রাজন্ সমরে ব্যহনৎ পাণ্ডবীং চমূম্।
নারাচৈরর্করশ্ম্যাভৈঃ কর্মারপরিমার্জ্জিতৈঃ॥ ৩

তত্র ভারত কর্ণেন নারাচৈস্তাড়িতা গজাঃ।
নেদুঃ সেদুশ্চ মম্লুশ্চ বভ্রমুশ্চ দিশো দশ॥৪

বধ্যমানে বলে তস্মিন্ সূতপুত্রেণ মারিষ।
নকুলোঽভ্যদ্রবৎ তূর্ণং সূতপুত্রং মহারণে॥ ৫

ভীমসেনস্তথা দ্রৌণিং কুর্বাণং কর্ম দুষ্করম্।
বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়ৌ সাত্যকিঃ সমবারয়ৎ॥৬

শ্রুতকর্মাণমায়ান্তং চিত্রসেনো মহীপতিঃ।
প্রতিবিন্ধ্যস্তথা চিত্রং চিত্রকেতন-কার্ম্মুকম্॥ ৭

দুর্য্যোধনস্তু রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
সংশপ্তকগণান্ ক্রুদ্ধো হ্যভ্যধাবদ্ ধনঞ্জয়ঃ॥ ৮

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃপেণাথ তস্মিন্ বীরবরক্ষয়ে।
শিখণ্ডী কৃতবর্মাণং সমাসাদয়দচ্যুতম্॥ ৯

শ্রুতকীর্ত্তিস্তথা শল্যং মাদ্রীপুত্রঃ সুতং তব।
দুঃশাসনং মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্॥ ১০

কৈকেয়ৌ সাত্যকিং যুদ্ধে শরবর্ষেণ ভাস্বতা।
সাত্যকিঃ কেকয়ৌ চাপি চ্ছাদয়ামাস ভারত॥ ১১

তাবেনং ভ্রাতরৌ বীরৌ জঘ্নতুর্হৃদয়ে ভৃশম্।
বিষাণাভ্যাং যথা নাগৌ প্রতিনাগং মহাবনে॥ ১২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের তুমুল সংগ্রাম এবং সাত্যকিকর্ত্তৃক বিন্দ ও অনুবিন্দ বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কর্ণ আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে পাণ্ডবসৈন্যদের সংহার আরম্ভ করিলেন॥ ১

রাজন্! এইরূপ ক্রুদ্ধ মহারথী পাণ্ডবগণও কর্ণের সম্মুখেই আপনার পুত্রের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে থাকিলেন॥ ২

মহারাজ! কর্ণের নারাচসমূহ কর্ম্মকারগণের দ্বারা মার্জ্জিত করা হইয়াছিল, সেইজন্য সূর্য্যের কিরণাবলির ন্যায় চকচক করিতেছিল। এই সকল নারাচের দ্বারা তিনিও পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন॥ ৩

ভরতনন্দন! সেখানে কর্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত নারাচসকলের প্রহারে দলে দলে হস্তীরা চীৎকার করিতে, অবসন্ন হইয়া যাইতে, মলিনতাপ্রাপ্ত হইতে এবং দশদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল॥৪

माननीয় নরেন্দ্র! সূতপুত্র কর্ণকর্ত্তৃক সেই মহাসমরে যখন নিজ সৈন্যরা নিহত হইতে থাকিল, তখন নকুল অতিসত্বর কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৫

ভীমসেন দুষ্কর কর্ম্ম করিতে থাকিয়া অশ্বত্থামাকে প্রতিরোধ করিলেন এবং সাত্যকি কেকয়দেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দকে নিবারণ করিলেন॥ ৬

সম্মুখে আগত শ্রুতকর্ম্মাকে রাজা চিত্রসেন প্রতিষেধ করিলেন এবং প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্র ধ্বজবিশিষ্ট ও বিচিত্র ধনুযুক্ত চিত্রকে রুদ্ধ করিলেন॥ ৭

দুর্য্যোধন ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের উপর এবং ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৮

মুখ্য মুখ্য বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধ হইতে অবিচ্যুত কৃতবর্ম্মাকে শিখণ্ডী সম্মুখসমরে প্রাপ্ত হইলেন॥ ৯

মহারাজ! শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের উপর এবং প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১০

হে ভারত! দুই কেকয়রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ যুদ্ধে সমুজ্জ্বল বাণসমূহ বর্ষণ করত সাত্যকিকে ও সাত্যকি কেকয়রাজকুমারকে আচ্ছাদিত করিলেন॥ ১১

যেরূপ বিশাল বনে দুই হাতী নিজ বিরোধী হাতীর উপরে দন্তদ্বয়ের দ্বারা আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর ভ্রাতা বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকির বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ১২

শরসম্ভিন্নবর্মাণৌ তাবুভৌ ভ্রাতরৌ রণে।
সাত্যকিং সত্যকর্মাণং রাজন্ বিব্যধতুঃ শরৈঃ ॥ ১৩
তৌ সাত্যকির্মহারাজ প্রহসন্ সর্বতো দিশঃ।
ছাদয়ন্ শরবর্ষেণ বারয়ামাস ভারত ॥ ১৪
বার্য্যমাণৌ ততস্তৌ হি শৈনেয়শরবৃষ্টিভিঃ।
শৈনেয়স্য রথং তূর্ণং ছাদয়ামাসতুঃ শরৈঃ ॥ ১৫
তয়োস্তু ধনুষী চিত্রে ছিত্বা শৌরির্মহাযশাঃ।
অথ তৌ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্বারয়ামাস সংযুগে ॥ ১৬
অথান্যে ধনুষী চিত্রে প্রগৃহ্য চ মহাশরান্।
সাত্যকিং ছাদয়ন্তৌ তৌ চেরতুর্লঘু সুষ্ঠু চ ॥ ১৭
তাভ্যাং মুক্তা মহাবাণাঃ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
দ্যোতয়ন্তো দিশঃ সর্বাঃ সম্পেতুঃ স্বর্ণভূষণাঃ ॥ ১৮
বাণান্ধকারমভবৎ তয়ো রাজন্ মহামৃধে।
অন্যোন্যস্য ধনুশ্চৈব চিচ্ছিদুস্তে মহারথাঃ ॥ ১৯
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সাত্বতো যুদ্ধদুর্মদঃ।
ধনুরন্যৎ সমাদায় সজ্যং কৃত্বা চ সংযুগে ॥ ২০
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন অনুবিন্দশিরোঽহরৎ।
অপতৎ তচ্ছিরো রাজন্ কুণ্ডলোপচিতং মহৎ ॥ ২১
শম্বরস্য শিরো যদ্বন্নিহতস্য মহারণে।
শোচয়ন্ কেকয়ান্ সর্বান্ জগামাশু বসুন্ধরাম্ ॥ ২২
তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূরং ভ্রাতা তস্য মহারথঃ।
সজ্যমন্যদ্ ধনুঃ কৃত্বা শৈনেয়ং পর্য্যবারয়ৎ ॥ ২৩
স ষষ্ট্যা সাত্যকিং বিদ্ধ্বা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ২৪
সাত্যকিঞ্চ ততস্তূর্ণং কেকয়ানাং মহারথঃ।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৫
স শরৈঃ ক্ষতসর্বাঙ্গঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
ররাজ সমরে রাজন্ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ ॥ ২৬
সাত্যকিঃ সমরে বিদ্ধঃ কৈকেয়েন মহাত্মনা।
কৈকেয়ং পঞ্চবিংশত্যা বিব্যাধ প্রহসন্নিব ॥ ২৭

রাজন্! এই দুই বীরের কবচ বাণসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি দুই ভ্রাতা রণাঙ্গনে সত্যকর্মা সাত্যকিকে বাণসকলের দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! ভরতনন্দন! সাত্যকি হাস্য করিতে করিতেই সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে স্বীয় বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করত এই দুই ভ্রাতাকে প্রতিরোধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৪

সাত্যকির বাণবর্ষণে অবরুদ্ধ ইঁহারা উভয়ে দ্রুত বাণবর্ষণ করিয়া শিনিপৌত্র সাত্যকির রথকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ১৫

তখন মহাযশস্বী সাত্যকি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা সেই দুই ভ্রাতার বিচিত্র ধনু ছেদন করত যুদ্ধস্থলে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৬

তারপর এই দুই ভ্রাতা বিন্দ ও অনুবিন্দ অন্য বিচিত্র ধনু ও উত্তম বাণগ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকিকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে সুন্দর এবং শীঘ্র গতিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত, স্বর্ণভূষিত এবং কঙ্ক ও ময়ূরের পক্ষে সুশোভিত মহাবাণসকল চারিদিক্‌কে উদ্ভাসিত করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৮

রাজন্! সেই মহাসমরে এই দুই বীরের বাণসমূহের দ্বারা সব কিছুই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিন মহারথী বীরই পরস্পর ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১৯

মহারাজ! তাহার পর রণদুর্মদ সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি রণাঙ্গনে অপর একটি ধনু লইয়া তাহাতে গুণ আরোপণ করত একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা অনুবিন্দের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন।

রাজন্! সেই মহাসমরে নিহত অনুবিন্দের কুণ্ডলমণ্ডিত বিশাল মস্তক শম্বরাসুরের মস্তকের ন্যায় ছিন্ন হইয়া পতিত হইল এবং সমস্ত কেকয়-যোদ্ধাদিগকে শোকগ্রস্ত করত ধরাতল প্রাপ্ত হইল ॥ ২০-২২

বীরবর অনুবিন্দকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহার মহারথী বীর ভ্রাতা বিন্দ নিজের ধনুতে গুণযোজনপূর্ব্বক সাত্যকিকে চারিদিকে আবৃত করিলেন ॥ ২৩

তিনি শিলাশাণিত ও সুবর্ণপক্ষযুক্ত ষাটটি বাণের দ্বারা সাত্যকিকে বিদ্ধ করত সবলে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২৪

তদনন্তর কেকয়-মহারথী বিন্দ অতিদ্রুত সাত্যকির দুই বাহু ও বক্ষে কয়েক হাজার বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সমরাঙ্গণে এই সকল বাণে সত্যপরাক্রমী সাত্যকির সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তাপ্লুত হইল এবং তিনি তখন বিকশিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৬

মহাত্মা কেকয়রাজকুমার বিন্দকর্ত্তৃক রণাঙ্গনে আহত হইয়া সাত্যকি হাস্য করিতে করিতে পঁচিশটি বাণের দ্বারা কেকয়-রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭

তাবন্যোন্যস্ত সমরে সংছিদ্য ধনুষী শুভে।
হত্বা চ সারথী তূর্ণং হয়াংশ্চ রথিনাং বরৌ॥ ২৮
বিরথাবসিযুদ্ধায় সমাজগ্মতুরাহবে।
শতচন্দ্রচিতে গৃহ্য চর্মণী সুভুজৌ তথা॥ ২৯
ব্যরোচেতাং মহারঙ্গে নিস্ত্রিংশবরধারিণৌ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে জম্ভ-শক্রৌ মহাবলৌ॥ ৩০
মণ্ডলানি ততস্তৌ তু বিচরন্তৌ মহারণে।
অন্যোন্যমভিতস্তূর্ণং সমাজগ্মতুরাহবে॥ ৩১
অন্যোন্যস্য বধে চৈব চক্রতুর্যত্নমুত্তমম্।
কৈকেয়স্য দ্বিধা চর্ম ততশ্চিচ্ছেদ সাত্বতঃ॥ ৩২
সাত্যকেস্তু তথৈবাসৌ চর্ম চিচ্ছেদ পার্থিবঃ।
চর্ম ছিত্বা তু কৈকেয়স্তারাগণশতৈর্বৃতম্॥ ৩৩
চচার মণ্ডলান্যেব গতপ্রত্যাগতানি চ।
তং চরন্তং মহারঙ্গে নিস্ত্রিংশবরধারিণম্॥ ৩৪
অপহস্তেন চিচ্ছেদ শৈনেয়স্ত্বরয়ান্বিতঃ।
সবর্মা কেকয়ো রাজন্ দ্বিধা ছিন্নো মহারণে॥ ৩৫
নিপপাত মহেম্বাসো বজ্রাহত ইবাচলঃ।
তং নিহত্য রণে শূরঃ শৈনেয়ো রথসত্তমঃ॥
যুধামন্যুরথং তূর্ণমারুরোহ পরন্তপঃ॥ ৩৬
ততোঽন্যং রথমাস্থায় বিধিবৎ কল্পিতং পুনঃ।
কেকয়ানাং মহৎ সৈন্যং ব্যধমৎ সাত্যকিঃ শরৈঃ॥ ৩৭
সা বধ্যমানা সমরে কেকয়ানাং মহাচমূঃ।
তমুৎসৃজ্য রণে শত্রুং প্রদুদ্রাব দিশো দশ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি বিন্দানুবিন্দবধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩

সেই দুই মহারথী বীর যুদ্ধস্থলে পরস্পরের সুন্দর ধনু ছেদন করত অতিক্রত সারথি ও অশ্বগণকেও সংহার করিলেন॥ ২৮

তারপর সুন্দর বাহুবিশিষ্ট দুই বীর বিন্দ ও সাত্যকি রথহীন হইয়া শত চন্দ্রাকারচিহ্নে সুশোভিত ঢাল ও তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক অসিযুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে আসিলেন॥ ২৯

যেরূপ দেবাসুর সংগ্রামে মহাবল ইন্দ্র ও জম্ভাসুর শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধে মহারঙ্গস্থলে শ্রেষ্ঠ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক এই দুই যোদ্ধা বিন্দ ও সাত্যকি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৩০

সেই মহাসমরে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে এবং খড়্গযুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে দেখাইতে এই দুই বীর অতিক্রত পরস্পরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন॥ ৩১

তারপর পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সাত্যকি বিন্দের ঢালকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন॥ ৩২

ভূপতি বিন্দও তখন সাত্যকির ঢালকে ছেদন করিয়া দিলেন। শত তারকাচিহ্নে পূর্ণ সাত্যকির ঢাল ছেদন করত বিন্দ গত ও প্রত্যাগত প্রভৃতি খড়্গযুদ্ধের মণ্ডলাকার রীতিসমূহ অবলম্বন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥

যুদ্ধের সেই বিশাল রঙ্গস্থলে শ্রেষ্ঠ খড়্গধারণ করত বিচরণকারী বিন্দকে সাত্যকি তির্য্যক্‌হস্তে অতিক্রত ছেদন করিলেন॥

রাজন্! এইরূপে মহাযুদ্ধে দুই খণ্ডে ছিন্ন কবচসহ মহাধনুর্দ্ধর বীর কেকয়রাজপুত্র বিন্দ বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন॥

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শত্রুদমন শৌর্য্যশালী সাত্যকি বিন্দকে বধ করিয়া অতি সত্বর যুধামন্যুর রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ৩৩-৩৬

তারপর বিধি অনুসারে সজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করত পুনরায় সাত্যকি নিজ বাণসমূহের দ্বারা কেকয়গণের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

সমরাঙ্গণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কেকয়গণের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধস্থলে শত্রু সাত্যকিকে পরিত্যাগ করত দশদিকে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিল॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে বিন্দ ও অনুবিন্দের বধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদী-পুত্রাভ্যাং শ্রুতকর্ম্ম-প্রতিবিন্ধ্যাভ্যাং ক্রমেণ চিত্রসেন-চিত্রয়োঃ সংহারঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, অশ্বত্থাম্নো ভীমসেনোপরি আক্রমণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুতকর্মা ততো রাজংশ্চিত্রসেনং মহীপতিম্।
আজঘ্নে সমরে ক্রুদ্ধঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ শিলীমুখৈঃ ॥ ১

অভিসারস্তু তং রাজন্ নবভির্নতপর্বভিঃ।
শ্রুতকর্মাণমাহত্য সূতং বিব্যাধ পঞ্চভিঃ ॥ ২

শ্রুতকর্মা ততঃ ক্রুদ্ধশ্চিত্রসেনং চমূমুখে।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন মর্মদেশে সমার্পয়ৎ ॥ ৩

সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ নারাচেন মহাত্মনা।
মূর্চ্ছামভিযযৌ বীরঃ কশ্মলং চাবিবেশ হ ॥ ৪

এতস্মিন্নন্তরে চৈনং শ্রুতকীর্তির্মহাযশাঃ।
নবত্যা জগতীপালং ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ৫

প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং চিত্রসেনো মহারথঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন তঞ্চ বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৬

সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় বেগঘ্নং রুক্মভূষিতম্।
চিত্ররূপধরং চক্রে চিত্রসেনং শরোর্মিভিঃ ॥ ৭

স শরৈশ্চিত্রিতো রাজা চিত্রমাল্যধরো যুবা।
অশোভত মহারঙ্গে শ্বাবিচ্ছললতো যথা ॥ ৮

শ্রুতকর্মাণমথ বৈ নারাচেন স্তনান্তরে।
বিভেদতরসা শূরস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ৯

শ্রুতকর্মাপি সমরে নারাচেন সমর্পিতঃ।
সুস্রাব রুধিরং তত্র গৈরিকার্দ্র ইবাচলঃ ॥ ১০

ততঃ স রুধিরাক্তাঙ্গো রুধিরেণ কৃতচ্ছবিঃ।
ররাজ সমরে বীরঃ সপুষ্প ইব কিংশুকঃ ॥ ১১

শ্রুতকর্মা ততো রাজন্ শত্রুণা সমভিদ্রুতঃ।
শত্রুসংবারণং ক্রুদ্ধো দ্বিধা চিচ্ছেদ কার্মুকম্ ॥ ১২

অথৈনং ছিন্নধন্বানং নারাচানাং শতৈস্ত্রিভিঃ।
ছাদয়ন্ সমরে রাজন্ বিব্যাধ চ সুপত্রিভিঃ ॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[দ্রৌপদীপুত্র শ্রুতকর্ম্মা ও প্রতিবিন্ধ্যকর্ত্তৃক ক্রমশঃ চিত্রসেন এবং চিত্রের সংহার, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন ও অশ্বত্থামার ভীমসেনের উপর আক্রমণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর শ্রুতকর্ম্মা সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া রাজা চিত্রসেনকে পঞ্চাশটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১

হে রাজন্! অভিসার-দেশের রাজা চিত্রসেন আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি বাণের দ্বারা শ্রুতকর্ম্মাকে আহত করিয়া অন্য পাঁচটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

তখন শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদের সম্মুখেই অতিশয় তীক্ষ্ণ একটি নারাচের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৩

মহাত্মা শ্রুতকর্ম্মার নারাচের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া বীর চিত্রসেন মূর্চ্ছিত হইলেন এবং চেতনা হারাইলেন ॥ ৪

ইহার মধ্যে মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি নব্বইটি বাণের দ্বারা ভূপাল চিত্রসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া মহারথী চিত্রসেন একটি ভল্লে শ্রুতকর্ম্মার ধনু ছিন্ন করিলেন এবং তাঁহাকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬

তখন শ্রুতকর্ম্মা শত্রুগণের বেগনাশকারী অপর স্বর্ণভূষিত ধনু ধারণ করত চিত্রসেনকে স্বীয় বাণসমূহের তরঙ্গাবলির দ্বারা বিচিত্ররূপধারী করিয়া তুলিলেন ॥ ৭

বিচিত্রমাল্যধারী নবযুবক রাজা চিত্রসেন সেই বাণসমূহে চিত্রিত হইয়া যুদ্ধের মহারঙ্গস্থলে কণ্টকাকীর্ণ শজারুর ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮

তখন সেই বীরবর চিত্রসেন শ্রুতকর্ম্মার বক্ষে তীব্রবেগে নারাচের প্রহার করিলেন এবং বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৯

সেই সময় নারাচে আহত শ্রুতকর্ম্মা সমরাঙ্গণে সেইভাবে রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ গৈরিকবর্ণে আর্দ্র পর্ব্বত রক্তবর্ণের জলধারা প্রবাহিত করিয়া থাকে ॥ ১০

তাহার পর রক্তে আপ্লুতদেহ বীর শ্রুতকর্ম্মা সমরাঙ্গণে সেই রুধিরে অভিনব শোভাধারণ করত বিকসিত পলাশবৃক্ষের ন্যায় সুশোভিত হইলেন ॥ ১১

রাজন্! শত্রুকর্ত্তৃক এইভাবে আক্রান্ত হইলে পর শ্রুতকর্ম্মা কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি রাজা চিত্রসেনের শত্রুনিবারক ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১২

মহারাজ! ধনু ছিন্ন হইলে পর চিত্রসেনকে আচ্ছাদিত

ততোঽপরেণ ভল্লেন তীক্ষ্ণেন নিশিতেন চ।
জহার সশিরস্ত্রাণং শিরস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪
তচ্ছিরো ন্যপতদ্ ভূমৌ চিত্রসেনস্য দীপ্তিমৎ।
যদৃচ্ছয়া যথা চন্দ্রশ্চ্যুতঃ স্বর্গান্মহীতলম্ ॥ ১৫
রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা তেঽভিসারং তু মারিষ।
অভ্যদ্রবন্ত বেগেন চিত্রসেনস্য সৈনিকাঃ ॥ ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো মহেষ্বাসস্তৎসৈন্যং প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ।
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধঃ সর্বভূতানি প্রেতরাট্ ॥ ১৭
তে বধ্যমানাঃ সমরে তব পৌত্রেণ ধন্বিনা।
ব্যদ্রবন্ত দিশস্তূর্ণং দাবদগ্ধা ইব দ্বিপাঃ ॥ ১৮
তাংস্তু বিদ্রবতো দৃষ্ট্বা নিরুৎসাহান্ দ্বিষজ্জয়ে।
দ্রাবয়ন্নিষুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ শ্রুতকর্মা ব্যরোচত ॥ ১৯
প্রতিবিন্ধ্যস্ততশ্চিত্রং ভিত্ত্বা পঞ্চভিরাশুগৈঃ।
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বিদ্ধ্বা ধ্বজমেকেষুণাপি চ ॥ ২০

করিতে করিতে শ্রুতকর্মা সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট তিন শত নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

তদনন্তর একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা শ্রুতকর্মা মহাত্মা চিত্রসেনের শিরস্ত্রাণসহ মস্তক উড়াইয়াদিলেন ॥ ১৪

তখন চিত্রসেনের এই দীপ্তিশালী মস্তক ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে মনে হইতে লাগিল—চন্দ্র দৈবেচ্ছাবশতঃ স্বর্গ হইতে ভূতলে চ্যুত হইলেন ॥১৫

মাননীয় ভূপাল! অভিসার-দেশের রাজা চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহারা সৈন্যরা তীব্রবেগে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১৬

তদনন্তর ক্রুদ্ধ মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্মা নিজ বাণসমূহের দ্বারা সেই সৈন্যদের উপর সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে যমরাজ কুপিত হইয়া সমস্ত প্রাণিগণের উপর ধাবিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭

যুদ্ধে আপনার ধনুর্দ্ধর পৌত্র শ্রুতকর্মার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতে থাকিয়া সেই সৈন্যগণ দাবানলে দগ্ধ হস্তীদিগের ন্যায় অতিদ্রুত চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ১৮

শত্রুদের উপর জয়লাভের আশা ত্যাগ করত পলায়নরত সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিতাড়িত করিতে করিতে শ্রুতকর্মা অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১৯

অপর দিকে প্রতিবিন্ধ্য পাঁচটি বাণের দ্বারা চিত্রকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করত একটি

তং চিত্রো নবভির্ভল্লৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ প্রসন্নাগ্রৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ ॥ ২১
প্রতিবিন্ধ্যো ধনুশ্ছিত্ত্বা তস্য ভারত সায়কৈঃ।
পঞ্চভির্নিশিতৈর্বাণৈরথৈনং স হি জঘ্নিবান্ ॥ ২২
ততঃ শক্তিং মহারাজ স্বর্ণঘণ্টাং দুরাসদাম্।
প্রাহিণোৎ তব পৌত্রায় ঘোরামগ্নিশিখামিব ॥ ২৩
তামাপতন্তীং সহসা মহোল্কাপ্রতিমাং তদা।
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে প্রতিবিন্ধ্যো হসন্নিব ॥ ২৪
সা পপাত দ্বিধা ছিন্না প্রতিবিন্ধ্যশরৈঃ শিতৈঃ।
যুগান্তে সর্বভূতানি ত্রাসয়ন্তী যথাশনিঃ ॥ ২৫
শক্তিং তাং প্রহতাং দৃষ্ট্বা চিত্রো গৃহ্য মহাগদাম্।
প্রতিবিন্ধ্যায় চিক্ষেপ রুক্মজালবিভূষিতাম্ ॥ ২৬
সা জঘান হয়াংস্তস্য সারথিঞ্চ মহারণে।
রথং প্রমৃদ্য বেগেন ধরণীমন্বপদ্যত ॥ ২৭

বাণে তাঁহার ধ্বজকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

তখন চিত্র কঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত, নির্ম্মল অগ্রভাগবিশিষ্ট এবং স্বর্ণময় পক্ষভূষিত নয়টি ভল্লের দ্বারা প্রতিবিন্ধ্যের দুই বাহু ও বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২১

ভারত! প্রতিবিন্ধ্য স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করত পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণে চিত্রকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

মহারাজ! তদনন্তর চিত্র আপনার পৌত্রের উপর ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখাতুল্য, সুবর্ণময় ঘণ্টাসমূহে সুশোভিত একটি দুর্দ্ধর্ষ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৩

সমরাঙ্গণে মহোল্কাসদৃশ সেই শক্তিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া প্রতিবিন্ধ্য যেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪

প্রতিবিন্ধ্যের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে দ্বিখণ্ডিত হইয়া এই শক্তি প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণের ভীতিজনক বজ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৫

সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া চিত্র স্বর্ণজালে বিভূষিত একটি বিশাল গদা গ্রহণ করত উহা প্রতিবিন্ধ্যের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬

সেই গদা মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের অশ্বগণকে ও সারথিকে বিনাশ করিল এবং রথকেও চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তীব্রবেগে ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৭

এতস্মিন্নেব কালে তু রথাদাপ্লুত্য ভারত।
শক্তিং চিক্ষেপ চিত্রায় স্বর্ণদণ্ডামলঙ্কৃতাম্ ॥ ২৮
তামাপতন্তীং জগ্রাহ চিত্রো রাজন্ মহামনাঃ।
ততস্তামেব চিক্ষেপ প্রতিবিন্ধ্যায় পার্থিবঃ ॥ ২৯
সমাসাদ্য রণে শূরং প্রতিবিন্ধ্যং মহাপ্রভা।
নির্ভিদ্য দক্ষিণং বাহুং নিপপাত মহীতলে ॥ ৩০
প্রতিবিন্ধ্যস্ততো রাজংস্তোমরং হেমভূষিতম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধশ্চিত্রস্য বধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩১
স তস্য গাত্রাবরণং ভিত্ত্বা হৃদয়মেব চ।
জগাম ধরণীং তূর্ণং মহোরগ ইবাশয়ম্ ॥ ৩২
স পপাত তদা রাজা তোমরেণ সমাহতঃ।
প্রসার্য্য বিপুলৌ বাহূ পীনৌ পরিঘসন্নিভৌ ॥ ৩৩
চিত্রং সম্প্রেক্ষ্য নিহতং তাবকা রণশোভিনঃ।
অভ্যদ্রবন্ত বেগেন প্রতিবিন্ধ্যং সমন্ততঃ ॥ ৩৪
সৃজন্তো বিবিধান্ বাণান্ শতঘ্নীশ্চ সকিঙ্কিণীঃ।
তমবচ্ছাদয়ামাসুঃ সূর্য্যমভ্রগণা ইব ॥ ৩৫
তান্ বিধম্য মহাবাহুঃ শরজালেন সংযুগে।
ব্যদ্রাবয়ৎ তব চমূং বজ্রহস্ত ইবাসুরীম্ ॥ ৩৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে তাবকাঃ পাণ্ডবৈর্নৃপ।
বিপ্রাকীর্য্যন্ত সহসা বাতনুন্না ঘনা ইব ॥ ৩৭
বিপ্রদ্রুতে বলে তস্মিন্ বধ্যমানে সমন্ততঃ।
দ্রৌণিরেকোঽভ্যয়াৎ তূর্ণং ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ৩৮
ততঃ সমাগমো ঘোরো বভূব সহসা তয়োঃ।
যথা দেবাসুরে যুদ্ধে বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি চিত্রবধে
চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

ভারত! ইহার মধ্যে রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত প্রতিবিন্ধ্য চিত্রের উপর একটি স্বর্ণময় দণ্ডযুক্তা ও সুসজ্জিতা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৮

রাজন্! মহামনা চিত্র নিজের দিকে আপতিত সেই শক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে পুনরায় প্রতিবিন্ধ্যের দিকে ক্ষেপণ করিলেন ॥ ২৯

এই অত্যন্ত কান্তিমতী শক্তি রণাঙ্গনে বীরবর প্রতিবিন্ধ্যকে যাইয়া আঘাত করিল এবং তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদীর্ণ করত ধরাতলে পতিত হইল। এই শক্তি যেখানে পতিত হইল, সেই স্থান বিদ্যুতের ন্যায় আলোকিত হইয়া উঠিল ॥ ৩০

রাজন্! তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর একটি স্বর্ণভূষিত তোমর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১

এই তোমর তাঁহার কবচ ও বক্ষ বিদীর্ণ করত অতিক্রত ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে মনে হইল—কোন এক বিশাল সর্প গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩২

এই তোমরের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া রাজা চিত্র পরিঘতুল্য স্থূল (মোটা) ও বিশাল বাহুদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন ॥ ৩৩

চিত্রকে নিহত হইতে দেখিয়া আপনার রণশোভী যোদ্ধারা প্রতিবিন্ধ্যের উপর চারিদিক্ দিয়া সবেগে আক্রমণ করিলেন ॥৩৪

যেরূপ মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব যোদ্ধারা নানাপ্রকার বাণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাসমূহের দ্বারা সুশোভিত শতঘ্নীসকল প্রহার করিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র অসুর-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেই সকল অস্ত্রকে নষ্ট করত আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

হে নৃপ! সমরাঙ্গনে পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে আপনার সৈন্যগণ বায়ু কর্তৃক উড্ডীয়মান মেঘের ন্যায় সহসা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

পাণ্ডব-সৈন্যদের দ্বারা প্রহৃত হইতে হইতে আপনার সৈন্যগণ যখন চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল, তখন একাকী অশ্বত্থামা অতিক্রত মহাবল ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮

তাহার পর দেবাসুর-সংগ্রামে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় এই দুই বীর অশ্বত্থামা এবং ভীমসেনের মধ্যে সহসা প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে চিত্রবধবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম-ভীমসেনয়োরদ্ভুতং যুদ্ধম্, উভয়োর্মোহপ্রাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনং ততো দ্রৌণী রাজন্ বিব্যাধ পত্রিণা।
পরয়া ত্বরয়া যুক্তো দর্শয়ন্নস্ত্রলাঘবম্॥ ১
অথৈনং পুনরাজঘ্নে নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সর্বমর্মাণি সম্প্রেক্ষ্য মর্মজ্ঞো লঘুহস্তবৎ॥ ২
ভীমসেনঃ সমাকীর্ণো দ্রৌণিনা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ররাজ সমরে রাজন্ রশ্মিবানিব ভাস্করঃ॥ ৩
ততঃ শরসহস্রেণ সুপ্রযুক্তেন পাণ্ডবঃ।
দ্রোণপুত্রমবচ্ছাদ্য সিংহনাদমমুঞ্চত॥ ৪
শরৈঃ শরাংস্ততো দ্রৌণিঃ সংবার্য্য যুধি পাণ্ডবম্।
ললাটেঽভ্যাহনদ্ রাজন্ নারাচেন স্ময়ন্নিব॥ ৫
ললাটস্থং ততো বাণং ধারয়ামাস পাণ্ডবঃ।
যথা শৃঙ্গং বনে দৃপ্তঃ খড়্গো ধারয়তে নৃপ॥ ৬
ততো দ্রৌণিং রণে ভীমো যতমানং পরাক্রমী।
ত্রিভির্বিব্যাধ নারাচৈর্ললাটে বিস্ময়ন্নিব॥ ৭
ললাটস্থৈস্ততো বাণৈর্ব্রাহ্মণোঽসৌ ব্যশোভত।
প্রাবৃষীব যথা সিক্তস্ত্রিশৃঙ্গঃ পর্বতোত্তমঃ॥ ৮
ততঃ শরশতৈর্দ্রৌণিরর্দয়ামাস পাণ্ডবম্।
ন চৈনং কম্পয়ামাস মাতরিশ্বেব পর্বতম্॥ ৯
তথৈব পাণ্ডবো যুদ্ধে দ্রৌণিং শরশতৈঃ শিতৈঃ।
নাকম্পয়ত সংহৃষ্টো বার্যোঘ ইব পর্বতম্॥ ১০
তাবন্যোন্যং শরৈর্ঘোরৈশ্ছাদয়ানৌ মহারথৌ।
রথবর্য্যগতৌ বীরৌ শুশুভাতে বলোৎকটৌ॥ ১১
আদিত্যাবিব সন্দীপ্তৌ লোকক্ষয়করাবুভৌ।
স্বরশ্মিভিরিবান্যোন্যং তাপয়ন্তৌ শরোত্তমৈঃ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের অদ্ভুত যুদ্ধ এবং উভয়েরই মোহপ্রাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্র-চালনা বিষয়ে নিজের নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে একটি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১

তারপর দ্রুত হস্তচালনায় কুশল যোদ্ধার ন্যায় মর্মজ্ঞ অশ্বত্থামা ভীমসেনের মর্মস্থানসমূহ লক্ষ্য করিয়া পুনরায় তাঁহার উপর নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন॥ ২

রাজন্! অশ্বত্থামার তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সমরাঙ্গণে আচ্ছাদিত হইয়া ভীমসেন কিরণাবলি সুশোভিত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৩

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত এক হাজার বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন॥ ৪

রাজন্! অশ্বত্থামা স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনের বাণসকলকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে সেই পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের ললাটে হাস্য করিয়াই যেন একটি নারাচ প্রহার করিলেন॥ ৫

হে নৃপ! যেরূপ বনমধ্যে বলোন্মত্ত গণ্ডার শৃঙ্গ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন নিজ ললাটে প্রবিষ্ট সেই বাণকে ধারণ করিয়া রাখিলেন॥ ৬

তাহার পর পরাক্রমশালী ভীমসেন রণাঙ্গনে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ অশ্বত্থামার ললাটেও হাস্য করিতে করিতেই তিনটি নারাচ প্রহার করিলেন॥ ৭

ললাটে প্রবিষ্ট এই তিনটি বাণের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা বর্ষাকালে জলসিক্ত তিনটি শিখরবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় অদ্ভুত শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮

তখন অশ্বত্থামা শত শত বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে পীড়িত করিলেন, কিন্তু যেরূপ বায়ু পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তিনিও ভীমসেনকে কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৯

এইরূপ অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও যুদ্ধে শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রহার করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেইভাবে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, যেরূপ জলপ্রবাহ পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে পারে না॥ ১০

এই দুই বলোন্মত্ত মহারথী বীর শ্রেষ্ঠ রথে উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১১

যেরূপ সম্পূর্ণ লোকক্ষয়কারী উদিত দুইটি তেজস্বী সূর্য্য নিজ নিজ কিরণাবলির দ্বারা পরস্পরকে তাপদান করিয়া থাকেন,

ততঃ প্রতিকৃতে যত্নং কুর্বাণৌ তৌ মহারণে।
কৃত-প্রতিকৃতে যত্তৌ শরসম্বৈরভীতবৎ ॥ ১৩
ব্যাঘ্রাবিব চ সংগ্রামে চেরতুস্তৌ নরোত্তমৌ।
শরদংষ্ট্রৌ দুরাধর্ষৌ চাপবক্ত্রৌ ভয়ঙ্করৌ ॥ ১৪
অভূতাং তাবদৃশ্যৌ চ শরজালৈঃ সমন্ততঃ।
মেঘজালৈরিব চ্ছন্নৌ গগনে চন্দ্র-ভাস্করৌ ॥ ১৫
চকাশেতে মুহূর্তেন ততস্তাবপ্যরিন্দমৌ।
বিমুক্তাবভ্রজালেন অঙ্গারক-বুধাবিব ॥ ১৬
অথ তথৈব সংগ্রামে বর্তমানে সুদারুণে।
অপসব্যং ততশ্চক্রে দ্রৌণিস্তত্র বৃকোদরম্ ॥ ১৭
কিরন্ শরশতৈরুগ্রৈর্ধারাভিরিব পর্বতম্।
ন তু তন্মমৃষে ভীমঃ শত্রোর্বিজয়লক্ষণম্ ॥ ১৮
প্রতিচক্রে ততো রাজন্ পাণ্ডবোঽপ্যপসব্যতঃ।
মণ্ডলানাং বিভাগেষু গত-প্রত্যাগতেষু চ ॥ ১৯

সেইরূপ এই দুই বীর নিজ নিজ উত্তম বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন ॥ ১২

সেই মহাসমরে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে যত্নপরায়ণ এই দুই যোদ্ধা অশ্বত্থামা ও ভীমসেন যেন নির্ভর হইয়াই নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরের অস্ত্রসকলের আঘাত-প্রত্যাঘাতের জন্য সচেষ্ট ছিলেন ॥ ১৩

এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর রণাঙ্গনে দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন, ধনুই এই দুই ব্যাঘ্রের মুখ ছিল এবং বাণসমূহই ইঁহাদের দন্ত ছিল। তখন ইঁহারা উভয়েই দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ১৪

আকাশে মেঘমালায় আচ্ছাদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় এই দুই বীর সর্ব্বদিকেই বাণসমূহের দ্বারা আবৃত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৫

তারপর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই মেঘের আবরণে মুক্ত হইয়া মঙ্গল ও বুধ নামক গ্রহদ্বয়ের ন্যায় এই দুই শত্রুদমন বীর পরস্পর পরস্পরের বাণসমূহ নষ্ট করিতে করিতে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৬

এইভাবে প্রবর্ত্তমান সেই যুদ্ধে সেই স্থানেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভীমসেনকে নিজের দক্ষিণ ভাগে করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ভয়ঙ্কর ও শত শত বাণসমূহের দ্বারা সেখানে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ভীমসেন শত্রুর এই বিজয়সূচক লক্ষণকে কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১৮

রাজন্! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনও গত, প্রত্যাগত প্রভৃতি মণ্ডলসমূহের বিভাগের দ্বারা অশ্বত্থামাকে দক্ষিণ ভাগ করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯

বভূব তুমুলং যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
চরিত্বা বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলস্থানমেব চ ॥ ২০
শরৈঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ।
অন্যোন্যস্য বধে চৈব চক্রতুর্যত্নমুত্তমম্ ॥ ২১
ঈষতুর্বিরথং চৈব কর্তুমন্যোন্যমাহবে।
ততো দ্রৌণির্মহাস্ত্রাণি প্রাদুশ্চক্রে মহারথঃ ॥ ২২
তান্যস্ত্রৈরেব সমরে প্রতিজঘ্নেঽথ পাণ্ডবঃ।
ততো ঘোরং মহারাজ অস্ত্রযুদ্ধমবর্তত ॥ ২৩
গ্রহযুদ্ধং যথা ঘোরং প্রজাসংহরণে হ্যভূৎ।
তে বাণাঃ সমসজ্জন্ত মুক্তাস্তাভ্যাং তু ভারত ॥ ২৪
দ্যোতয়ন্তো দিশঃ সর্বাস্তব সৈন্যং সমন্ততঃ।
বাণসঙ্ঘৈর্বৃতং ঘোরমাকাশং সমপদ্যত ॥ ২৫
উল্কাপাতাবৃতং যুদ্ধং প্রজানাং সংক্ষয়ে নৃপ।
বাণাভিঘাতাৎ সঞ্জজ্ঞে তত্র ভারত পাবকঃ ॥ ২৬

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ পরস্পর মণ্ডলাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে নানাবিধ মার্গ দেখাইতে থাকিয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২০

ইঁহারা উভয়েই কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে বধ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২১

উভয়েই যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে রথহীন করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। তদনন্তর মহারথী অশ্বত্থামা মহাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিলেন ; কিন্তু পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সেই সব অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২২½

মহারাজ! তারপর যেরূপ প্রজাগণের (প্রাণিগণের) সংহারের সময় গ্রহসকলের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীরের মধ্যে ভয়ঙ্কর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২৩½

ভারত! এই দুই বীরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণসমূহ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতে করিতে আপনার সৈন্যদের চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৪½

হে নৃপ! সেই সময় বাণসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত আকাশ সেইরূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, যেরূপ প্রজাগণের সংহার

সবিস্ফুলিঙ্গো দীপ্তার্চির্যোঽদহদ্ বাহিনীদ্বয়ম্ ।
তত্র সিদ্ধা মহারাজ সম্পতন্তোঽব্রুবন্ বচঃ ॥ ২৭
যুদ্ধানামতি সর্বেষাং যুদ্ধমেতদিতি প্রভো ।
সর্বযুদ্ধানি চৈতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৮
নেদৃশঞ্চ পুনর্যুদ্ধং ভবিষ্যতি কদাচন ।
অহো জ্ঞানেন সম্পন্নাবুভৌ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ৌ ॥ ২৯
অহো শৌর্য্যেণ সম্পন্নাবুভৌ চোগ্রপরাক্রমৌ ।
অহো ভীমবলো ভীম এতস্য চ কৃতাস্ত্রতা ॥ ৩০
অহো বীর্য্যস্য সারত্বমহো সৌষ্ঠবমেতয়োঃ ।
স্থিতাবেতৌ হি সমরে কালান্তকযমোপমৌ ॥ ৩১
রুদ্রৌ দ্বাবিব সম্ভূতৌ যথা দ্বাবিব ভাস্করৌ ।
যমৌ বা পুরুষব্যাঘ্রৌ ঘোররূপাবুভৌ রণে ॥ ৩২
ইতি বাচঃ স্ম শ্রূয়ন্তে সিদ্ধানাং বৈ মুহুর্মুহুঃ ।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে সমেতানাং দিবৌকসাম্ ॥ ৩৩
অদ্ভুতং চাপ্যচিন্ত্যঞ্চ দৃষ্টা কর্ম্ম তয়ো রণে ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥ ৩৪
প্রশংসন্তি তদা দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
সাধু দ্রোণে মহাবাহো সাধু ভীমেতি চাব্রুবন্ ॥ ৩৫
তৌ শূরৌ সমরে রাজন্ পরস্পরকৃতাগসৌ ।
পরস্পরমুদীক্ষেতাং ক্রোধাদুদ্বৃত্য চক্ষুষী ॥ ৩৬
ক্রোধরক্তেক্ষণৌ তৌ তু ক্রোধাৎ প্রস্ফুরিতাধরৌ ।
ক্রোধাৎ সন্দষ্টদশনৌ তথৈব দশনচ্ছদৌ ॥ ৩৭
অন্যোন্যং ছাদয়ন্তৌ স্ম শরবৃষ্ট্যা মহারথী ।
শরাম্বুধারৌ সমরে শস্ত্র-বিদ্যুৎপ্রকাশিনৌ ॥ ৩৮
তাবন্যোন্যং ধ্বজং বিদ্ধ্বা সারথিঞ্চ মহারণে ।
অন্যোন্যস্য হয়ান্ বিদ্ধ্বা বিভিদাতে পরস্পরম্ ॥ ৩৯
ততঃ ক্রুদ্ধৌ মহারাজ বাণৌ গৃহ্য মহাহবে ।
উভৌ চিক্ষিপতুস্তূর্ণমন্যোন্যস্য বধৈষিণৌ ॥ ৪০

কালে- উল্কাপতিসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া থাকে ॥ ২৫½

হে ভারত! সেখানে বাণসমূহের পরস্পর আঘাতে স্ফুলিঙ্গ ও প্রজ্বলিত শিখাসমূহের সহিত অগ্নি উৎপন্ন হইল। এই অগ্নি তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥২৬½

প্রভো! মহারাজ! সেই সময় সেখানে উড্ডীন হইয়া উপস্থিত সিদ্ধগণ পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন,— এই যুদ্ধ সমস্ত যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক, অন্য সব যুদ্ধ ত' এই যুদ্ধের ষোল ভাগেরও এক ভাগ হইবার যোগ্য নহে ॥ ২৭-২৮

এরূপ যুদ্ধ আর কখনও হইবে না। এই ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা ও ক্ষত্রিয় ভীমসেন উভয়েই অদ্ভুত অস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ॥২৯

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী এই দুই যোদ্ধা অদ্ভুত শৌর্য্যশালী। অহো! ভীমসেনের বল ভয়ঙ্কর এবং ইঁহার অস্ত্রজ্ঞানও অদ্ভুত ॥ ৩০

অহো! ইঁহাদের বীর্য্যের সারতা অনন্যসাধারণ। ইঁহাদের উভয়ের যুদ্ধ নৈপুণ্যও আশ্চর্য্যজনক। ইঁহারা উভয়ে রণাঙ্গনে কালান্তক যমের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৩১

এই দুই ভয়ঙ্কররূপধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে দুই রুদ্র, দুই সূর্য্য ও দুই যমরাজের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৩২

এইরূপ সিদ্ধগণের বাক্য সেখানে বারংবার শুনা যাইল এবং আকাশে একত্রে সমবেত দেবতাগণের সিংহনাদও উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৩

রণাঙ্গনে এই দুই বীরের অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় কর্ম অবলোকন করিয়া সিদ্ধ এবং চারণগণের সঙ্ঘের মধ্যে অতিশয় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল ॥ ৩৪

সেই সময় দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই উভয়েরই প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—মহাবাহু দ্রোণকুমার! তোমায় সাধুবাদ! ভীমসেন! তোমায় সাধুবাদ! ৩৫

রাজন্! পরস্পর অপরাধকারী এই দুই বীরবর সমরাঙ্গণে ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

ক্রোধে তখন ইঁহাদের উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ক্রোধে উভয়ের ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতেছিল এবং ক্রোধবশতঃ উভয়েই দন্তের দ্বারা দন্ত ও ওষ্ঠ পেষণ করিতেছিল ॥ ৩৭

এই দুই মহারথী শস্ত্ররূপ বিদ্যুতের দ্বারা প্রকাশমান মেঘ-দ্বয়ের ন্যায় বাণরূপ জলধারা বর্ষণ করিতে ছিলেন এবং সমরাঙ্গণে বাণবর্ষণ করত পরস্পর পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮

তাঁহারা সেই মহারণাঙ্গনে পরস্পরের ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯

মহারাজ! তদনন্তর এই মহাসমরে কুপিত হইয়া এই দুই যোদ্ধা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় অতিক্রুদ্ধ দুইটি বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪০

তৌ সায়কৌ মহারাজ দ্যোতমানৌ চমূমুখে।
আজঘ্নতুঃ সমাসাদ্য বজ্রবেগৌ দুরাসদৌ ॥ ৪১
তৌ পরস্পরবেগাচ্চ শরাভ্যাঞ্চ ভৃশাহতৌ।
নিপেততুর্মহাবীর্য্যৌ রথোপস্থে তয়োস্তদা ॥ ৪২
ততস্তু সারথির্জ্ঞাত্বা দ্রোণপুত্রমচেতনম্।
অপোবাহ রণাদ্ রাজন্ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ৪৩

হে মহারাজ! এই দুই বাণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই দুইটি বাণই বজ্রতুল্য বেগগামী ছিল। এই দুর্জয় বাণদ্বয় দুই যোদ্ধা অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া উভয়কেই আহত করিয়া ফেলিল ॥ ৪১

পরস্পরের বেগ হইতে নিক্ষিপ্ত সেই বাণদ্বয়ের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া মহাপরাক্রমশালী দুই বীর নিজ নিজ রথের বসিবার আসনে তৎক্ষণাৎ পতিত হইলেন ॥ ৪২

তথৈব পাণ্ডবং রাজন্ বিহ্বলন্তং মুহুর্মুহুঃ।
অপোবাহ রথেনাজৌ সারথিঃ শত্রুতাপনম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থাম-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

রাজন্! তাহার পর সারথি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অচৈতন্য জানিয়া সমস্ত সৈন্যদের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ৪৩

মহারাজ! এইরূপ পাণ্ডুপুত্র শত্রুতাপন ভীমসেনকে বারংবার বিহ্বল হইয়া পড়িতে দেখিয়া তাঁহার সারথি বিশোক রথের দ্বারা ভীমসেনকে যুদ্ধস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া যাইল ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্কে অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[সংশপ্তকৈরশ্বত্থাম্না চ সহ অর্জুনস্য ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
যথা সংশপ্তকৈঃ সার্ধমর্জুনস্যাভবদ্ রণঃ।
অন্যেষাঞ্চ মহীপানাং পাণ্ডবৈস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ১
অশ্বত্থাম্নস্তু যদ্ যুদ্ধমর্জুনস্য চ সঞ্জয়।
অন্যেষাঞ্চ মহীপানাং পাণ্ডবৈস্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ২
সঞ্জয় উবাচ।
শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং সংগ্রামং ব্রুবতো মম।
বীরাণাং শত্রুভিঃ সার্ধং দেহপাপ্মাসুনাশনম্ ॥ ৩
পার্থঃ সংশপ্তকবলং প্রবিশ্যার্ণবসন্নিভম্।
ব্যক্ষোভয়দমিত্রঘ্নো মহাবাত ইবার্ণবম্ ॥ ৪
শিরাংস্যুন্মথ্য বীরাণাং শিতৈর্ভল্লৈর্ধনঞ্জয়ঃ।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রাণি স্বক্ষি-ভ্রূ-দশনানি চ ॥ ৫
সংতস্তার ক্ষিতিং ক্ষিপ্রং বিনালৈর্নলিনৈরিব।
সুবৃত্তানায়তান্ পুষ্টাংশ্চন্দনাগুরুভূষিতান্ ॥ ৬

ষোড়শ অধ্যায়।

[অর্জুনের সংশপ্তকগণ ও অশ্বত্থামার সহিত অদ্ভুত যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সংশপ্তকগণের সহিত অর্জুনের এবং অন্যান্য পাণ্ডবদের সহিত অপরাপর রাজাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমাকে বল ॥ ১

সূত! অশ্বত্থামা ও অর্জুনের মধ্যে যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং অন্য পাণ্ডবগণের সহিত অন্যান্য নরপতিবৃন্দের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, উহা আমার নিকট বর্ণনা কর ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরব-বীরগণের শত্রুদের সহিত যেভাবে দেহ, পাপ ও প্রাণের নাশকারী সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। আপনি আমার নিকট হইতে সেই সমস্ত শ্রবণ করুন ॥ ৩

শত্রুনাশক অর্জুন সমুদ্রসদৃশ অপার সংশপ্তক সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেইভাবে তাহাদের ক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু সাগরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪

ধনঞ্জয় নিজ তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহের দ্বারা বীরগণের সুন্দর নেত্র, ভ্রূ এবং দন্তসকলে সুশোভিত, পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখবিশিষ্ট মস্তকসমূহ ছেদন করত অতিক্রত সেখানকার রণভূমি

সায়ুধান্ সতলত্রাংশ্চ পঞ্চাস্যোরগসন্নিভান্ ।
বাহূন্ ক্ষুরৈরমিত্রাণাং চিচ্ছেদ সমরেঽর্জুনঃ ॥ ৭
ধুর্য্যান্ ধুর্য্যগতান্ সূতান্ ধ্বজাংশ্চাপানি সায়কান্ ।
পাণীন্ সরত্নানসকৃদ্ ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ৮
রথান্ দ্বিপান্ হয়াংশ্চৈব সারোহানর্জুনো যুধি ।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্নিন্যে রাজন্ যমক্ষয়ম্ ॥ ৯
তং প্রবীরাঃ সুসংরব্ধা নদমানা ইবর্ষভাঃ ।
বাসিতার্থমিব ক্রুদ্ধমভিদ্রুত্য মদোৎকটাঃ ॥ ১০
নিঘ্নন্তমভিজঘ্নুস্তে শরৈঃ শৃঙ্গৈরিবর্ষভাঃ ।
তস্য তেষাঞ্চ তদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ॥ ১১
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যদ্বদ্ দৈত্যানাং সহ বজ্রিণা ।
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্বিষতাং সর্বতোঽর্জুনঃ ॥ ১২
ইষুভির্বহুভিস্তূর্ণং বিদ্ধ্বা প্রাণান্ জহার সঃ ।
ছিন্নত্রিবেণুচক্রাক্ষান্ হতযোধাশ্বসারথীন্ ॥ ১৩
বিধ্বস্তায়ুধতূণীরান্ সমুন্মথিতকেতনান্ ।
সংছিন্নযোক্ত্ররশ্মীকান্ বিবরূথান্ বিকূবরান্ ॥ ১৪
বিস্রস্তবন্ধুরযুগান্ বিস্রস্তাক্ষপ্রমণ্ডলান্ ।
রথান্ বিশকলীকুর্বন্ মহাভ্রাণীব মারুতঃ ॥ ১৫
বিস্মাপয়ন্ প্রেক্ষণীয়ং দ্বিষতাং ভয়বর্ধনম্ ।
মহারথসহস্রস্য সমং কর্মাকরোজ্জয়ঃ ॥ ১৬
সিদ্ধ-দেবর্ষিসঙ্ঘাশ্চ চারণাশ্চাপি তুষ্টুবুঃ ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষাণি চাপতন্ ॥ ১৭
কেশবার্জুনয়োর্মূর্ধ্নি প্রাহ বাচাশরীরিণী ।
চন্দ্রাগ্ন্যনিলসূর্য্যাণাং কান্তিদীপ্তিবলদ্যুতীঃ ॥ ১৮
যৌ সদা বিভ্রতুর্বীরাবিমৌ তৌ কেশবার্জুনৌ ।
ব্রহ্মেশানাবিবাজয্যৌ বীরাবেকরথে স্থিতৌ ॥ ১৯

আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল, নালহীন বহু পদ্মের দ্বারা যুদ্ধভূমি শোভিত আছে।

অর্জুন সমরাঙ্গণে নিজ ক্ষুর-বাণসকলের দ্বারা শত্রুদের সেই সব বাহুও ছেদন করিয়াছিলেন, যে সমস্ত বাহু পঞ্চমুখ সর্পের ন্যায় শোভা পাইতেছিল, যাহারা গোলাকার, লম্বা, পুষ্ট, অগুরু ও চন্দনাদিতে সুশোভিত ছিল এবং যে সকল বাহুতে অস্ত্র ও দস্তানা ধৃত ছিল ॥ ৫-৭

পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয় শত্রুগণের রথসমূহে যোজিত ভারবাহী অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, ধনু, বাণ এবং রত্নভূষিত বাহুসকল বারংবার ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮

রাজন্! অর্জুন যুদ্ধস্থলে কয়েক হাজার বাণ প্রয়োগ করত বহু রথ, হস্তী, অশ্ব ও তাহাদের আরোহীদিগকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৯

সেই সময় সংশপ্তক বীরগণ অত্যন্ত রুষ্ট মৈথুনেচ্ছুক গাভীর জন্য সংগ্রামরত মদমত্ত বৃষের ন্যায় গর্জন ও হুঙ্কার করিতে করিতে কুপিত অর্জুনের দিকে ধাবিত হইল এবং যেরূপ বৃষগণ পরস্পর পরস্পরকে শৃঙ্গের দ্বারা প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও পরস্পর অস্ত্রপ্রহার করিতে করিতে অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

অর্জুন ও সংশপ্তকগণের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ত্রিলোক জয় করিতে উদ্যত বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের আরব্ধ সংগ্রামের ন্যায় রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিল।

অর্জুন সর্ব্বদিক্ দিয়া শত্রুগণের অস্ত্রসকলকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত তাহাদিগকে অতিক্রুত বহু বাণে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণহরণ করিলেন।

অর্জুন সংশপ্তকগণের রথসকলের ত্রিবেণু, চক্র ও ধুরসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। যোদ্ধা, অশ্ব ও সারথিদিগকে তিনি বধ করিলেন। অর্জুন সংশপ্তকগণের অস্ত্র ও তূণীরসমূহকে খণ্ড খণ্ড করিলেন, যোক্ত্র ও অশ্বরজ্জুসমুদয় ছেদন করিলেন, রক্ষার জন্য স্থাপিত চর্ম্মময় আভরণ ও কূবরসকল নষ্ট করিয়া দিলেন, রথতল্প ও যুগসমূহ ধ্বংস করিলেন এবং রথের সর্ব্বপ্রকার আসন ও ধুরসকলকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। যেরূপ মহামেঘকে বায়ু ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বিজয়শীল অর্জুন রথসমূহকে খণ্ড খণ্ড করত সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বিস্মিত করিতে করিতে একাকীই সহস্র সহস্র মহারথী বীরের সদৃশ পরাক্রম করিলেন, যাহা শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ১০-১৬

সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সমুদায় এবং চারণগণও অর্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের দুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল, আকাশ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং এইরূপ আকাশবাণী হইল—।

যে দুইজন বীর সর্ব্বদা চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, বায়ুর বল এবং সূর্য্যের তেজ ধারণ করেন, তাঁহারা হইলেন এই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন। একই রথে উপবিষ্ট এই দুই বীর ব্রহ্মা ও ভগবান্ শঙ্করসদৃশ সর্ব্বথা অজেয় ॥ ১৭-১৯

সর্বভূতবরৌ বীরৌ নর-নারায়ণাবিমৌ।
ইত্যেতন্মহদাশ্চর্য্যং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ ভারত ॥২০
অশ্বত্থামা সুসংযত্তঃ কৃষ্ণাবভ্যদ্রবদ্ রণে।
অথ পাণ্ডবমস্ত্রস্থমমিত্রঘ্নকরান্ শরান্ ॥ ২১
সেষুণা পাণিনাহূয় প্রহসন্ দ্রৌণিরব্রবীৎ।
যদি মাং মন্যসে বীর প্রাপ্তমর্হমিহাতিথিম্ ॥ ২২
ততঃ সর্বাত্মনা ত্বদ্য যুদ্ধাতিথ্যং প্রযচ্ছ মে।
এবমাচার্য্যপুত্রেণ সমাহূতো যুযুৎসয়া ॥২৩
বহু মেনেঽর্জুনোঽঽত্মানমিতি চাহ জনার্দনম্।
সংশপ্তকাশ্চ মে বধ্যা দ্রৌণিরাহ্বয়তে চ মাম্ ॥ ২৪
যদত্রানন্তরং প্রাপ্তং শংস মে তদ্ধি মাধব।
আতিথ্যকর্মাভ্যুত্থায় দীয়তাং যদি মন্যসে ॥ ২৫
এবমুক্তোঽবহৎ পার্থং কৃষ্ণো দ্রোণাত্মজান্তিকে।
জৈত্রেণ বিধিনাহূতং বায়ুরিন্দ্রমিবাধ্বরে ॥ ২৬
তমামন্ত্র্যৈকমনসং কেশবো দ্রৌণিমব্রবীৎ।
অশ্বত্থামন্ স্থিরো ভূত্বা প্রহরাশু সহস্ব চ ॥ ২৭
নির্বেষ্টুং ভর্তৃপিণ্ডং হি কালোঽয়মুপজীবিনাম্।
সূক্ষ্মো বিবাদো বিপ্রাণাং স্থূলৌ ক্ষাত্রৌ জয়াজয়ৌ ॥
যামভ্যর্থয়সে মোহাদ্ দিব্যাং পার্থস্য সৎক্রিয়াম্।
তামাপ্তুমিচ্ছন্ যুধ্যস্ব স্থিরো ভূত্বাদ্য পাণ্ডবম্ ॥২৯
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন তথেত্যুক্ত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
বিব্যাধ কেশবং ষষ্ট্যা নারাচৈরর্জুনং ত্রিভিঃ ॥৩০
তস্যার্জুনঃ সুসংক্রুদ্ধস্ত্রিভির্বাণৈঃ শরাসনম্।
চিচ্ছেদ চান্যদাদত্ত দ্রৌণির্ঘোরতরং ধনুঃ ॥ ৩১
সজ্যং কৃত্বা নিমেষাচ্চ বিব্যাধার্জুন-কেশবৌ।
ত্রিভিঃ শতৈর্বাসুদেবং সহস্রেণ চ পাণ্ডবম্ ॥ ৩২

এই দুই বীরই হইলেন ভূতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ। ভারত! এই মহাশ্চর্য্যের বিষয় দেখিয়া ও শ্রবণ করিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় যত্নসহকারে রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন।

তদনন্তর শত্রুনাশক বাণসমূহ নিক্ষেপকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বাণযুক্ত হস্তের দ্বারা আহ্বান করিয়া হাস্যসহকারে অশ্বত্থামা এই কথা বলিলেন।

বীর! যদি তুমি আমাকে এখানে উপস্থিত পূজনীয় অতিথি বলিয়া মনে কর, তবে আজ সর্বপ্রকারে যুদ্ধের দ্বারা তুমি আমার আতিথ্য সৎকার কর।

আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক এইরূপ যুদ্ধ-বাসনায় আহূত হইলে পর অর্জুন নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন।

মাধব! একদিকে সংশপ্তগণকে বধ করা আমার একান্ত আবশ্যক, অপরদিকে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা আমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছেন। অতএব এরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে যাহা প্রথমে করণীয় হইবে, উহা বলুন। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে আপনি উদ্যোগ করিয়া অশ্বত্থামাকে যুদ্ধরূপ আতিথ্য গ্রহণ করিবার সুযোগ দান করুন ॥ ২০-২৫

অর্জুন এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিজয়শীল-রথের দ্বারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার নিকটে সেইরূপে লইয়া যাইলেন, যেরূপ বেদোক্ত বিধি অনুসারে আবাহিত ইন্দ্রকে বায়ু যজ্ঞমধ্যে লইয়া যান ॥ ২৬

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাগ্রচিত্ত অশ্বত্থামাকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন,—অশ্বত্থমান্! তুমি স্থির হইয়া অতিদ্রুত অস্ত্রপ্রহার আরম্ভ কর এবং নিজের উপর পতিত অস্ত্রপ্রহারকে তুমি সহ্য কর ॥ ২৭

কারণ, প্রভুর আশ্রিত হইয়া অবস্থান করত জীবন নির্বাহকারী ব্যক্তিগণের নিজেদের রক্ষকের অন্নকে সফল করিবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ সূক্ষ্ম (বুদ্ধির দ্বারা সাধ্য); কিন্তু ক্ষত্রিয়গণের জয় পরাজয় স্থূল অস্ত্রসমূহের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৮

তুমি মোহবশতঃ অর্জুনের নিকট হইতে যে দিব্য সৎকারের প্রার্থনা করিতেছ, উহা লাভ করিবার জন্য তুমি স্থির হইয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ২৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া কেশবকে ষাট্ ও অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন অর্জুন অত্যন্ত কুপিত হইয়া তিনটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করিলেন; কিন্তু দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর অপর একটি ধনু হাতে লইলেন ॥ ৩১

নিমেষের মধ্যেই এই ধনুতে গুণ আরোপণ করিয়া তিনি অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনশত এবং অর্জুনকে একহাজার বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২

ততঃ শরসহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
সসৃজে দ্রৌণিরায়স্তঃ সংস্তভ্য চ রণেঽর্জুনম্ ॥ ৩৩
ইষুধের্ধনুষশ্চৈব জ্যায়াশ্চৈবাথ মারিষ।
বাহ্বোঃ করাভ্যামুরসো বদনঘ্রাণনেত্রতঃ ॥ ৩৪
কর্ণাভ্যাং শিরসোঽঙ্গেভ্যো লোমবর্মভ্য এব চ।
রথ-ধ্বজেভ্যশ্চ শরা নিষ্পেতুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩৫
শরজালেন মহতা বিদ্ধ্বা মাধব-পাণ্ডবৌ।
ননাদ মুদিতো দ্রৌণির্মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্ ॥ ৩৬
(তৈঃ পতদ্ভির্মহারাজ দ্রৌণিমুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
সঞ্ছাদিতৌ রথস্থৌ তাবুভৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
নিশ্চেষ্টৌ তাবুভৌ চক্রে রণে মাধব-পাণ্ডবৌ ॥
হাহাকৃতমভূৎ সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
চরাচরস্য গোপ্তারৌ দৃষ্ট্বা সঞ্ছাদিতৌ শরৈঃ ॥
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সম্পেতুর্বৈ সমন্ততঃ।
অপি স্বস্তি ভবেদদ্য লোকানামিতি চাব্রুবন্ ॥
ন ময়া তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্বঃ পরাক্রমঃ।
সঞ্জজ্ঞে যাদৃশো দ্রৌণেঃ কৃষ্ণৌ ছাদয়তো রণে ॥
দ্রৌণেস্তু ধনুষঃ শব্দং রথানাং ত্রাসনং রণে।
অশ্রৌষং বহুশো রাজন্ সিংহস্য নদতো যথা ॥
জ্যা চাস্য চরতো যুদ্ধে সব্যং দক্ষিণমস্যতঃ।
বিদ্যুদম্ভোধরস্যেব ভ্রাজমানা ব্যদৃশ্যত ॥
স তদা ক্ষিপ্রকারী চ দৃঢ়হস্তশ্চ পাণ্ডবঃ।
প্রমোহং পরমং গত্বা প্রৈক্ষতাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥
বিক্রমঞ্চ হৃতং মেনে আত্মনস্তেন সংযুগে।
তদাস্য সমরে রাজন্ বপুরাসীৎ সুদুর্দৃশম্ ॥
দ্রৌণেস্তৎ কুর্বতঃ কর্ম যাদৃগ্ রূপং পিনাকিনঃ।
বর্ধমানে ততস্তত্র দ্রোণপুত্রে বিশাম্পতে ॥

তাহার পর দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা যত্নসহকারে অর্জুনকে যুদ্ধস্থলে স্তম্ভিত করিয়া তাহার উপর হাজার, লক্ষ ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ৩৩

মান্যবর! সেই সময় বেদবাদী অশ্বত্থামার তূণীর, ধনু, গুণ, বাহুদ্বয়, হস্ত, বক্ষ, মুখ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক, বিভিন্ন অঙ্গ, রোম, কবচ, রথ ও ধ্বজসমূহ হইতেও বাণ বহির্গত হইতেছিল ॥ ৩৪-৩৫

এইভাবে প্রভূত বাণসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করত আনন্দিত অশ্বত্থামা মহামেঘতুল্য গম্ভীর শব্দে গর্জন করিতে লাগিলেন ৩৬

(মহারাজ! অশ্বত্থামার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্ব-দিকে পতিত সেই বাণসমূহের দ্বারা রথের উপরে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আবৃত হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর প্রতাপশালী ভরদ্বাজকুলনন্দন অশ্বত্থামা শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই নিশ্চেষ্ট করিয়াদিলেন।

চরাচর জগতের রক্ষাকর্ত্তা এই দুই মহাপুরুষকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া সমস্ত স্থাবর জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল।

সিদ্ধ ও চারণগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্ব্বদিক্ দিয়া সেখানে আগমন করিলেন ও বলিলেন—আজ ত্রিভুবনের মঙ্গল হউক।

রাজন্! আমি ইহার পূর্ব্বে অশ্বত্থামার এরূপ পরাক্রম দেখি নাই, যেরূপ পরাক্রম আমি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আচ্ছাদিত করিবার সময় দেখিয়াছি।

হে রাজন্! রণাঙ্গনে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার ধনুর টঙ্কার মহারথী বীরগণেরও ভীতিপ্রদ ছিল। গর্জনকারী সিংহের ন্যায় তাঁহার সিংহনাদ আমি বহুবার শ্রবণ করিয়াছি।

যুদ্ধে বিচরণকারী অশ্বত্থামার ধনুর গুণ বামে দক্ষিণে বাণ-নিক্ষেপ করিবার সময় মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের স্ফুরণের ন্যায় স্ফুরিত হইতে দেখা যাইতেছিল।

ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তাসহকারে বাণক্ষেপণকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জুন সেই সময় অতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া কেবল দেখিতে থাকিলেন (কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হইলেন না)।

যুদ্ধে তাঁহার এরূপ মনে হইতেছিল যে, অশ্বত্থামা আমার পরাক্রম হরণ করিয়া লইয়াছে।

রাজন্! সেই সময় সমরাঙ্গণে তাঁহার এরূপ বোধ হইতেছিল যে, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার শরীর অতিশয় ভীতিকারক হওয়ায় উহার দিকে নিরীক্ষণ করাই কঠিন ছিল। পিনাকপাণি ভগবান্ রুদ্রদেবের যেরূপ রূপ দেখা যায়, ইহারও রূপ এই সময় সেইরূপই হইয়াছে।

হীয়মানে চ কৌন্তেয়ে কৃষ্ণং রোষঃ সমাবিশৎ।
স রোষাগ্নিঃ শ্বসন্ রাজন্ নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥
দ্রৌণিং দদর্শ সংগ্রামে ফাল্গুনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীৎ কৃষ্ণঃ পার্থং সপ্রণয়ং বচঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অত্যদ্ভুতমহং পার্থ ত্বয়ি পশ্যামি সংযুগে।
যৎ ত্বাং বিশেষয়ত্যাজৌ দ্রোণপুত্রোঽদ্য ভারত ॥
কচ্চিত্তে গাণ্ডিবং হস্তে মুষ্টির্বা ন ব্যশীর্য্যত।
কচ্চিদ বীর্য্যং যথাপূর্বং ভুজয়োর্বা বলং তব ॥
উদীর্য্যমাণং হি রণে পশ্যামি দ্রৌণিমাহবে।
গুরুপুত্র ইতি হ্যেনং মানয়ন্ ভরতর্ষভ।
উপেক্ষাং মা কৃথাঃ পার্থ নায়ং কালো হ্যুপেক্ষিতুম্ ॥)
তস্য তং নিনদং শ্রুত্বা পাণ্ডবোঽচ্যুতমব্রবীৎ।
পশ্য মাধব দৌরাত্ম্যং গুরুপুত্রস্য মাং প্রতি ॥ ৩৭

বধং প্রাপ্তৌ মন্যতে নৌ প্রাবেশ্য শরবেশ্মনি।
এষোঽস্মি হন্মি সঙ্কল্পং শিক্ষয়া চ বলেন চ ॥ ৩৮
অশ্বত্থাম্নঃ শরানস্তান্ ছিত্ত্বৈকৈকং ত্রিধা ত্রিধা।
ব্যধমদ্ ভরতশ্রেষ্ঠো নীহারমিব মারুতঃ ॥ ৩৯
ততঃ সংশপ্তকান্ ভূয়ঃ সাশ্ব-সূত-রথ-দ্বিপান্।
ধ্বজ-পত্তিগণানুগ্রৈর্বাণৈর্বিব্যাধ পাণ্ডবঃ ॥ ৪০
যে যে দদৃশিরে তত্র যদ্‌যদ্রূপাস্তদা জনাঃ।
তে তে তত্র শরৈর্ব্যাপ্তং মেনিরেঽঽত্মানমাত্মনা ॥ ৪১
তে গাণ্ডীবপ্রমুক্তাস্তু নানারূপাঃ পতত্রিণঃ।
ক্রোশে সাগ্রে স্থিতান্ ঘ্নন্তি দ্বিপাংশ্চ পুরুষান্ রণে ॥
ভল্লৈশ্ছিন্নাঃ করাঃ পেতুঃ করিণাং মদবর্ষিণাম্।
যথা বনে পরশুভির্নিকৃত্তাঃ সুমহাদ্রুমাঃ ॥ ৪৩
পশ্চাত্তু শৈলবৎ পেতুস্তে গজাঃ সহ সাদিভিঃ।
বজ্রি-বজ্রপ্রমথিতা যথৈবাদ্রিচয়াস্তথা ॥ ৪৪

প্রজানাথ! যখন যে স্থানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং কুন্তীনন্দন অর্জুনের পরাক্রম ব্যাহত হইতে লাগিল' তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় রুষ্ট হইলেন।

রাজন্! তিনি ক্রোধসহকারে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার দিকে এরূপে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি নিজের দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। তারপর ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পার্থ! ভরতনন্দন! আমি এই যুদ্ধে তোমার মধ্যে এই অত্যন্ত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতেছি যে, আজ দ্রোণনন্দন রণাঙ্গনে তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী হইতেছে। তোমার হাতে কি গাণ্ডীবধনু নাই? তোমার মুষ্টি কি শিথিল হইয়া গিয়াছে? তোমার দুই বাহুতে পূর্ব্বের ন্যায় বল ও পরাক্রম আছে ত'? কারণ, এখন আমি দ্রোণপুত্রকে তোমা অপেক্ষা অধিক বর্দ্ধিত হইতে দেখিতেছি।

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইনি আমার গুরুপুত্র, এই কথা মনে করিয়া তুমি তাহাকে সম্মানদানপূর্ব্বক উপেক্ষা করিও না। পার্থ! এখন উপেক্ষা করিবার সময় নহে)।

(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা ও) অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন,—মাধব! দেখুন, এই গুরুপুত্র অশ্বত্থামা আমার উপর কিরূপ দুষ্টতা করিতেছেন। ৩৭

ইনি নিজ বাণসমূহের গৃহাকার বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আমাদিগকে নিহত মনে করিতেছেন। আমি এখনই নিজের শিক্ষা ও বলের দ্বারা ইঁহার মনোরথ নষ্ট করিয়া দিব। ৩৮

এই কথা বলিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণসমূহের প্রত্যেকটিকেই তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন, যেরূপ বায়ু কুজ্ঝটিকাকে উড়াইয়া দিয়া থাকে। ৩৯

তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন পুনরায় অশ্ব, সারথি, রথ, হস্তী, পদাতিসমূহ এবং ধ্বজসকলের সহিত সংশপ্তক সৈন্যদিগকে নিজের ভয়ঙ্কর বহু বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪০

সেই সময় সেখানে যে যে মনুষ্যগণ যে যে রূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেখানে সেই সেই মনুষ্যগণ নিজেকে নিজেই বাণসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ৪১

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নানা প্রকারের বাণসকল রণাঙ্গনে একক্রোশ দূরে অবস্থিত হাতী ও মনুষ্যগণকে বিনাশ করিতেছিল। ৪২

যেরূপ বনমধ্যে পরশু (কুঠার)-দ্বারা ছিন্ন হইয়া অতি বড় বড় বৃক্ষগুলিও ভূপতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে মদধারাবর্ষণকারী গজরাজগণের শুণ্ডদণ্ডসকল ভল্লসমূহের দ্বারা ছিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। ৪৩

শুণ্ড ছিন্ন হইয়া যাইলে সেই পর্ব্বতাকার হাতীরা নিজ নিজ

গন্ধর্ব-নগরাকারান্ রথাংশ্চৈব সুকল্পিতান্।
বিনীতৈর্জবনৈর্যুক্তানাস্থিতান্ যুদ্ধদুর্মদৈঃ॥ ৪৫
শরৈর্বিশকলীকুর্বন্নমিত্রানভ্যবীবৃষৎ।
স্বলংকৃতানশ্বসাদীন্ পত্তীংশ্চাহন্ ধনঞ্জয়ঃ॥ ৪৬
ধনঞ্জয়যুগান্তার্কঃ সংশপ্তকমহার্ণবম্।
ব্যশোষয়ত দুঃশোষং তীক্ষ্ণৈঃ শরগভস্তিভিঃ॥ ৪৭
পুনর্দ্রৌণিং মহাশৈলং নারাচৈর্বজ্রসন্নিভৈঃ।
নির্বিভেদ মহাবেগৈস্ত্বরন্ বজ্রীব পর্বতম্॥ ৪৮

আরোহীদিগের সহিত সেইরূপে ধরাশায়ী হইতে থাকিল, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পর্ব্বতসমূহ পতিত হইয়া থাকে॥ ৪৪

অর্জ্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা সুশিক্ষিত অশ্বগণযোজিত, রণদুর্ম্মদ রথিবৃন্দের দ্বারা সমাশ্রিত (বিধি অনুসারে অবস্থিত), গন্ধর্ব্বনগরের তুল্য আকৃতিযুক্ত ও সুসজ্জিত রথসকলকে খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে শত্রুদিগের উপর পুনঃ পুনঃ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং উত্তমরূপে অলঙ্কৃত অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন॥ ৪৫-৪৬

অর্জ্জুনরূপী প্রলয়কালীন সূর্য্য সংশপ্তক-সৈন্যরূপ শোষণের অযোগ্য মহাসাগরকেও স্বীয় বাণময়ী প্রচণ্ড কিরণাবলিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শুষ্ক করিয়া ফেলিলেন॥ ৪৭

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ প্রচণ্ড বেগশালী বজ্রতুল্য নারাচসকলের দ্বারা অশ্বত্থামারূপ বিশাল পর্ব্বতকে পুনরায় বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪৮

তমাচার্য্যসুতঃ ক্রুদ্ধঃ সাশ্ব-যন্তারমাশুগৈঃ।
যুযুৎসুরাগমদ্ যোদ্ধুং পার্থস্তানচ্ছিনচ্ছরান্॥ ৪৯
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবেঽস্ত্রাণ্যবাসৃজৎ।
অশ্বত্থামাভিরূপায় গৃহানতিথয়ে যথা॥ ৫০
অথ সংশপ্তকাংস্ত্যক্ত্বা পাণ্ডবো দ্রৌণিমভ্যয়াৎ।
অপাঙ্‌ক্তেয়ানিব ত্যক্ত্বা দাতা পাঙ্‌ক্তেয়মর্থিনম্॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামার্জুনসংবাদে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬

তখন ক্রুদ্ধ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা সারথি শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন তাঁহার সমস্ত বাণকেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন॥ ৪৯

তদনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামা পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে সেইভাবে বাণসকল সমর্পণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি যোগ্য অতিথি আসিলে তাঁহাকে গৃহাদি সমর্পণ করিয়া থাকে॥ ৫০

তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সম্মুখে সেইরূপে আসিলেন, যেরূপ দাতা ব্যক্তি পঙ্‌ক্তি ভোজনের অযোগ্য ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিয়া পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণের দিকে গমন করিয়া থাকেন॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের সংবাদবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেনাশ্বত্থাম্নঃ পরাজয়ঃ।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং শুক্রাঙ্গিরসবর্চসোঃ।
নক্ষত্রমভিতো ব্যোম্নি শুক্রাঙ্গিরসয়োরিব ॥ ১
সন্তাপয়ন্তাবন্যোঽন্যং দীপ্তৈঃ শরগভস্তিভিঃ।
লোকত্রাসকরাবাস্তাং বিমার্গস্থৌ গ্রহাবিব ॥ ২
ততোঽবিধ্যদ্ ভ্রুবোর্মধ্যে নারাচেনার্জুনো ভৃশম্
স তেন বিবভৌ দ্রৌণিরূর্দ্ধরশ্মির্যথা রবিঃ ॥ ৩
অথ কৃষ্ণৌ শরশতৈরশ্বত্থাম্নার্দিতৌ ভৃশম্।
স্বরশ্মিজালবিকচৌ যুগান্তার্কাবিবাসতুঃ ॥ ৪
ততোঽর্জুনঃ সর্বতোধারমস্ত্র-
মবাসৃজদ্ বাসুদেবেঽভিভূতে।
দ্রৌণায়নিং চাভ্যহনৎ পৃষৎকৈ-
র্বজ্রাগ্নিবৈবস্বতদণ্ডকল্পৈঃ ॥ ৫
স কেশবং চার্জুনং চাতিতেজা
বিব্যাধ মর্মস্বতিরৌদ্রকর্মা।
বাণৈঃ সুযুক্তৈরতিতীব্রবেগৈ-
র্যৈরাহতো মৃত্যুরপি ব্যথেত ॥ ৬
দ্রৌণেরিষূনর্জুনঃ সংনিবার্য্য
ব্যাযচ্ছতস্তদ্দ্বিগুণৈঃ সুপুঙ্খৈঃ।
তং সাশ্ব-সূত-ধ্বজমেকবীর-
মাবৃত্য সংশপ্তকসৈন্যমার্চ্ছৎ ॥ ৭
ধনূংষি বাণানিষুধীর্ধনুর্জ্যাঃ
পাণীন্ ভুজান্ পাণিগতঞ্চ শস্ত্রম্।
ছত্রাণি কেতূংস্তুরগান্ রথেষাং
বস্ত্রাণি মাল্যান্যথ ভূষণানি ॥৮
চর্মাণি বর্মাণি মনোরমাণি
প্রিয়াণি সর্বাণি শিরাংসি চৈব।
চিচ্ছেদ পার্থো দ্বিষতাং সুযুক্তৈ-
র্বাণৈঃ স্থিতানামপরাঙ্মুখানাম্ ॥ ৯

সপ্তদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের নিকট পরস্পর যুদ্ধরত শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির ন্যায় সেখানে রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শুক্র এবং বৃহস্পতিতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামা ও অর্জুনের যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১

যেরূপ বক্র বা অতিচার গতিতে গমনকারী দুইটি গ্রহ সমস্ত জগতের পক্ষেই ভয়জনক হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর নিজ নিজ বাণময় প্রজ্বলিত কিরণাবলির দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন ॥ ২

তাহার পর অর্জুন একটি নারাচের দ্বারা অশ্বত্থামার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ললাটে প্রবিষ্ট এই নারাচের দ্বারা অশ্বত্থামা উপরের দিকে উত্থিত কিরণাবলি-বিশিষ্ট সূর্য্যসদৃশ সুশোভিত হইলেন ॥ ৩

ইহার পর অশ্বত্থামাও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে নিজ শত শত বাণসমূহের দ্বারা নিদারুণ পীড়িত করিলেন। সেই সময় ইঁহারা উভয়ে স্ব স্ব-কিরণাবলি প্রকাশকারী প্রলয়কালের দুইটি সূর্য্যের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আহত হইয়া পড়িলে অর্জুন একটি এরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহার চারিদিকেই ধার ছিল। তিনি বজ্র, অগ্নি ও যমদণ্ডতুল্য অমোঘ, দাহক এবং প্রাণহারী সেই বাণের দ্বারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাকে আঘাত করিলেন ॥ ৫

তখন অতিশয় ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী মহাতেজস্বী অশ্বত্থামাও উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত তীব্র বেগযুক্ত বহু বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের মর্ম্মস্থান-সমূহে আঘাত করিলেন। এই সকল বাণ এরূপ ছিল যে, ইহাদের আঘাতে মৃত্যুও ব্যথিত হইয়া থাকে ॥ ৬

পরিশ্রম সহকারে বাণ নিক্ষেপকারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার এই সকল বাণকে অর্জুন সুন্দর পক্ষযুক্ত দ্বিগুণ বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিয়া অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সহ একাকী বীর অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া সংশপ্তক সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৭

কুন্তীকুমার অর্জুন উত্তম রীতিতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ এবং সম্মুখে অবস্থিত শত্রুদিগের ধনু, বাণ, তূণীর, গুণ, হস্ত, বাহু, হস্তে ধৃত অস্ত্র, ছত্র, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, ঈষাদণ্ড, বস্ত্র, মালা, অলঙ্কার, ঢাল, সুন্দর কবচ, সমস্ত প্রিয় বস্তু এবং মস্তক—এই সকল ছেদন করিতে থাকিলেন। ৮-৯

সুকল্পিতাঃ স্যন্দন-বাজি-নাগাঃ
সমাস্থিতাঃ কৃতযত্নৈর্নৃবীরৈঃ।
পার্থেরিতৈর্বাণশতৈর্নিরস্তা-
স্তৈরেব সার্দ্ধং নৃবরৈর্নিপেতুঃ ॥ ১০

পদ্মার্কপূর্ণেন্দুনিভাননানি
কিরীটমাল্যাভরণোজ্জ্বলানি।
ভল্লার্দ্ধচন্দ্রক্ষুরকর্ত্তিতানি
প্রপেতুরুর্ব্ব্যাং নৃশিরাংস্যজস্রম্ ॥ ১১

অথ দ্বিপৈর্দেবপতিদ্বিপাভৈ-
র্দেবারিদর্পাপহমভ্যুদগ্রম্।
কলিঙ্গবঙ্গাঙ্গনিষাদবীরা
জিঘাংসবঃ পাণ্ডবমভ্যধাবন্ ॥ ১২

তেষাং দ্বিপানাং নিচকর্ত পার্থো
বর্মাণি চর্মাণি করান্ নিয়ন্তৄন্।
ধ্বজান্ পতাকাংশ্চ ততঃ প্রপেতু-
র্বজ্রাহতানীব গিরেঃ শিরাংসি ॥ ১৩

তেষু প্রভগ্নেষু গুরোস্তনূজং
বাণৈঃ কিরীটী নবসূর্য্যবর্ণৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস মহাভ্রজালৈ-
র্বায়ুঃ সমুদ্যন্তমিবাংশুমন্তম্ ॥ ১৪

ততোঽর্জুনেষূন্ নিষুভির্নিরস্য
দ্রৌণিঃ শিতৈরর্জুন-বাসুদেবৌ।
প্রচ্ছাদয়িত্বা দিবি চন্দ্র-সূর্য্যৌ
ননাদ সোঽম্ভোদ ইবাতপান্তে ॥ ১৫

তমর্জুনস্তাংশ্চ পুনস্ত্বদীয়া-
নভ্যর্দিতস্তৈরভিসৃত্য শস্ত্রৈঃ।
বাণান্ধকারং সহসৈব কৃত্বা
বিব্যাধ সর্বানিষুভিঃ সুপুঙ্খৈঃ ॥ ১৬

নাপ্যাদদৎ সন্দধন্নৈব মুঞ্চন্
বাণান্ রথেঽদৃশ্যত সব্যসাচী।
রথাংশ্চ নাগাংস্তুরগান্ পদাতীন্
সংস্যূতদেহান দদৃশুর্হতাংশ্চ ॥ ১৭

সুন্দরভাবে সুসজ্জিত যে সমস্ত রথ, অশ্ব ও হস্তী ছিল এবং তাহাদের উপর অবস্থিত থাকিয়া যত্ন সহকারে যুদ্ধে নিরত বহু নরবীর উপবিষ্ট ছিল, কিন্তু অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শত শত বাণে আহত হইয়া সেই সব বাহন ও এই সমস্ত নরবীরগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। ১০

যাঁহাদের মুখকমল সূর্য্য ও পূর্ণচন্দ্রসদৃশ সুন্দর, তেজস্বী এবং মনোরম ছিল, যে সকল মুখকমল মুকুট, মালা ও অলঙ্কারসমূহে প্রকাশিত ছিল, এরূপ অসংখ্য নরমুণ্ড ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র এবং ক্ষুর নামক বাণসমূহে ছিন্ন হইয়া নিরন্তর অজস্রধারায় ভূতলে পতিত হইতেছিল। ১১

তাহার পর কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ ও নিষাদ-দেশের বীর যোদ্ধারা দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবততুল বিশাল বহু হস্তীতে আরোহণ করিয়া দেবশত্রুগণের দর্পহারী, প্রচণ্ড বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

কুন্তীকুমার অর্জুন তখন তাঁহাদের হস্তিগণের কবচ, চর্ম, শুণ্ড, মাহুত, ধ্বজ ও পতাকা—এ সমস্তই ছেদন করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহারা সকলে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতশিখর সমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ১৩

এইভাবে ইঁহারা নষ্ট হইয়া যাইলে পর কিরীটধারী অর্জুন প্রভাতকালের সূর্য্যকান্তিতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ বায়ু উদিত ও কিরণযুক্ত সূর্য্যকে মেঘমণ্ডলের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ১৪

তখন দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের বাণসকল নিবারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন এবং আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আবৃত করিয়া বর্ষাকালের মেঘ যেরূপ গর্জ্জন করিতে থাকে, সেইরূপ গম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১৫

তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া অর্জুন সহসা অগ্রসর হইয়া অস্ত্র দ্বারা শত্রুর বাণজনিত অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া দিয়া উত্তম পক্ষবিশিষ্ট স্বীয় বাণসমূহে অশ্বত্থামা ও আপনার অন্য সমস্ত সৈন্য-দিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৬

রথের উপর উপবিষ্ট সব্যসাচী অর্জুন কখন তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করিতেছেন, কখন উহা ধনুতে রাখিতেছেন এবং কখন তাহা নিক্ষেপ করিতেছেন, ইহা দেখা যাইতেছিল না। সকল লোকে ইহাই দেখিতেছিল যে, রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণের শরীর তাঁহার বাণসকলের দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে ও প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে ॥ ১৭

সন্ধায় নারাচবরান্ দশাশু
দ্রৌণিস্ত্বরন্নেকমিবোৎসসর্জ।
তেষাঞ্চ পঞ্চার্জুনমভ্যবিধ্যন্
পঞ্চাচ্যুতং নির্বিভিদুঃ সুপুঙ্খাঃ ॥ ১৮

তৈরাহতৌ সর্বমনুষ্যমুখ্যা-
বসৃক্ স্রবন্তৌ ধনদেন্দ্রকল্পৌ।
সমাপ্তবিদ্যেন তথাভিভূতৌ
হতৌ রণে তাবিতি মেনিরেঽন্যে ॥ ১৯

অথার্জুনং প্রাহ দশার্হনাথঃ
প্রমাদ্যসে কিং জহি যোধমেতম্।
কুর্য্যাদ্ধি দোষং সমুপেক্ষিতোঽয়ং
কষ্টো ভবেদ্ ব্যাধিরিবাক্রিয়াবান্ ॥২০

তথেতি চোক্ত্বাচ্যুতমপ্রমাদী
দ্রৌণিং প্রযত্নাদিষুভিস্ততক্ষ।
ভুজৌ বরৌ চন্দনসারদিগ্ধৌ
বক্ষঃ শিরোঽথাপ্রতিমৌ তথোরূ ॥ ২১

গাণ্ডীবমুক্তৈঃ কুপিতোঽবিকর্ণৈ-
র্দ্রৌণিং শরৈঃ সংযতি নির্বিভেদ।
ছিত্বা তু রশ্মীংস্তুরগানবিধ্যৎ
তে তং রণাদূহুরতীব দূরম্ ॥ ২২

স তৈর্হৃতো বাতজবৈস্তুরঙ্গৈ
র্দ্রৌণির্দৃঢ়ং পার্থশরাভিভূতঃ।
ইয়েষ নাবৃত্য পুনস্তু যোদ্ধুং
পার্থেন সার্ধং মতিমান্ বিমৃশ্য।
জানন্ জয়ং নিয়তং বৃষ্ণিবীরে
ধনঞ্জয়ে চাঙ্গিরসাং বরিষ্ঠঃ ॥ ২৩

নিয়ম্য স হয়ান্ দ্রৌণিঃ সমাশ্বাস্য চ মারিষ।
রথাশ্ব-নরসম্বাধং কর্ণস্য প্রাবিশদ্ বলম্ ॥ ২৪

প্রতীপকারিণি রণাদশ্বত্থাম্নি হৃতে হয়ৈঃ।
মন্ত্রৌষধিক্রিয়াযোগৈর্ব্যাধৌ দেহাদিবাহৃতে ॥ ২৫

তখন অশ্বত্থামা অতি সত্বর নিজ ধনুতে দশটি উত্তম নারাচ স্থাপন করিলেন এবং তাহাদের সকলকেই একটি বাণের ন্যায় এক সঙ্গে নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল নারাচের মধ্যে পাঁচটি সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট নারাচ অর্জুনকে বিদ্ধ করিল এবং অপর পাঁচটি নারাচ শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল ॥ ১৮

এই সকল নারাচে আহত হইয়া সমস্ত মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্র ও কুবেরতুল্য পরাক্রমশালী দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন নিজ নিজ অঙ্গ হইতে রক্ত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। যাঁহার বিদ্যা শিক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, সেই অশ্বত্থামা কর্তৃক এইরূপে পরাভূত হইয়া সেই দুই বীরকে অন্য সকল যোদ্ধারা মনে করিতে লাগিলেন যে, ইঁহারা রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন ॥ ১৯

অনন্তর দশার্হবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! তুমি কি অনবধান হইয়া পড়িয়াছ? এই যোদ্ধাকে সংহার কর। তুমি ইহাকে যদি উপেক্ষা কর, তবে সে আরও দোষ করিতে থাকিবে; তখন সে যে রোগের কোন চিকিৎসা করা হয় নাই, সেইরূপ রোগের ন্যায় অধিক কষ্টদায়ক হইবে ॥ ২০

'আচ্ছা, তাহাই করিব' শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া সতত সাবধানে স্থিত অর্জুন যত্নসহকারে নিজের বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামাকে এবং তাঁহার চন্দনসারচর্চিত শ্রেষ্ঠ বাহুদ্বয়, বক্ষ, মস্তক ও অনুপম জঙ্ঘাকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

কুপিত অর্জুন গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত মেষের কর্ণের ন্যায় অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। অশ্বগণের রজ্জু ছেদন করত তাহাদিগকেও বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে তাহারা অশ্বত্থামাকে রণভূমি হইতে বহু দূরে লইয়া যাইল ॥ ২২

অশ্বত্থামা অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। যখন বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণ তাঁহাকে রণভূমি হইতে বহু দূরে বহন করিয়া লইয়া যাইল, তখন সেই বুদ্ধিমান্ বীর মনে মনেই পরামর্শ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন করত অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। অঙ্গিরা গোত্রজাত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বৃষ্ণিবীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের জয়লাভ সুনিশ্চিত ॥ ২৩

মান্যবর! নিজের অশ্বদিগকে সংযত করিয়া কিছুকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৪

যেরূপ মন্ত্র, ঔষধ, চিকিৎসা এবং যোগের দ্বারা শরীর হইতে রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ যখন প্রতিকূল কার্য্যকারী

সংশপ্তকানভিমুখৌ প্রয়াতৌ কেশবার্জুনৌ।
বাতোদ্ধতপতাকেন স্যন্দনেনৌঘনাদিনা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি অশ্বত্থামপরাজয়ে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

অশ্বত্থামা চারিটি অশ্বের দ্বারা দূরে নীত হইলেন, তখন বায়ুকর্ত্তৃক আন্দোলিত পতাকাযুক্ত এবং জল-প্রবাহ-তুল্য গম্ভীর শব্দকারী রথের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পুনরায় সংশপ্তকগণের দিকে গমন করিলেন ॥ ২৫-২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে অশ্বত্থামার পরাজয়বিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন হস্তিভিঃ সহ দণ্ডধার-দণ্ড-প্রভৃতীনাং বিনাশঃ, তেষাং সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথোত্তরেণ পাণ্ডূনাং সেনায়াং ধ্বনিরুত্থিতঃ।
রথ-নাগাশ্ব-পত্তীনাং দণ্ডধারেণ বধ্যতাম্ ॥ ১
নিবর্ত্তয়িত্বা তু রথং কেশবোঽর্জুনমব্রবীৎ।
বাহয়ন্নেব তুরগান্ গরুড়ানিলরংহসঃ ॥ ২
মাগধোঽপ্যতিবিক্রান্তো দ্বিরদেন প্রমাথিনা।
ভগদত্তাদনবরঃ শিক্ষয়া চ বলেন চ ॥ ৩
এনং হত্বা নিহন্তাসি পুনঃ সংশপ্তকানিতি।
বাক্যান্তে প্রাপয়ৎ পার্থং দণ্ডধারান্তিকং প্রতি ॥ ৪
স মাগধানাং প্রবরোঽঙ্কুশগ্রহে
গ্রহেঽপ্রসহ্যো বিকচো যথা গ্রহঃ।
সপত্নসেনাং প্রমমাথ দারুণো
মহীং সমগ্রাং বিকচো যথা গ্রহঃ ॥ ৫
সুকল্পিতং দানবনাগসন্নিভং
মহাভ্রনির্হ্রাদমমিত্রমর্দ্দনম্।
রথাশ্ব-মাতঙ্গগণান্ সহস্রশঃ
সমাস্থিতো হন্তি শরৈর্নরানপি ॥ ৬
রথানধিষ্ঠায় সবাজি-সারথীন্
নরাংশ্চ পাদৈর্দ্বিরদো ব্যপোথয়ৎ।
দ্বিপাংশ্চ পদ্ভ্যাং মমৃদে করেণ
দ্বিপোত্তমো হন্তি চ কালচক্রবৎ ॥ ৭

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তিগণ সহ দণ্ডধার ও দণ্ড প্রভৃতির বিনাশ এবং তাঁহাদের সৈন্যগণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডব-সৈন্যদের উত্তর ভাগে দণ্ডধার কর্ত্তৃক প্রহৃত হইতে থাকিয়া রথী, হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণের মধ্যে আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল ॥ ১

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়া গরুড় ও বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা বাহিত হইতে হইতে অর্জ্জুনকে বলিলেন ॥ ২

পার্থ! এই মগধবাসী দণ্ডধার অতিশয় পরাক্রমশালী। ইহার নিকটে শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ একটি গজরাজ আছে। সে যুদ্ধবিষয়ে উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং বলশালী। এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য দণ্ডধার পরাক্রমে ভগদত্ত হইতে অল্পও ন্যূন নহে ॥ ৩

অতএব প্রথমে তুমি ইহাকে বধ করিয়া পরে পুনরায় সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দণ্ডধারের নিকট উপস্থিত করিয়া দিলেন। ৪

মাগধ বীরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দণ্ডধার অঙ্কুশ ধারণ করত হাতীর দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের প্রতিযোদ্ধা কাহাকেও রাখেন নাই। যেরূপ গ্রহ সকলের মধ্যে কেশহীন কেতু গ্রহের বেগ অসহ্য, সেইরূপ ইহার আক্রমণও শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য। যেরূপ ধূমকেতুনামক উৎপাত গ্রহ সমস্ত ভূমণ্ডলের পক্ষেই অনিষ্টকারক, সেইরূপ এই ভয়ঙ্কর বীর সেখানে শত্রুসৈন্যদিগকে সর্বতোভাবে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

ইহার হস্তীকে উত্তমরূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল। সে গজাসুরতুল্য বলশালী, মহামেঘসদৃশ গর্জ্জনকারী এবং শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ ছিল। এই হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দণ্ডধার নিজ বাণসমূহের দ্বারা সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, মদমত্ত হস্তী এবং পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। ৬

তাঁহার এই হাতী রথসকলের উপর পা রাখিয়া সারথি ও অশ্বগণ সহ সেই সব রথকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। পদাতি

নরাংস্তু কাঞ্চায়সবর্মভূষণান্
নিপাত্য সাশ্বানপি পত্তিভিঃ সহ।
ব্যপোথয়দ্ দন্তিবরেণ শুষ্মিণা
স শব্দবৎ স্থূলনলং যথা তথা ॥ ৮
অথার্জুনো জ্যাতলনেমিনিঃস্বনে
মৃদঙ্গভেরীবহুশঙ্খনাদিতে।
রথাশ্ব-মাতঙ্গ-সহস্রসঙ্কুলে
রথোত্তমেনাভ্যপতদ্ দ্বিপোত্তমম্ ॥ ৯
ততোঽর্জুনং দ্বাদশভিঃ শরোত্তমৈ-
র্জনার্দনং ষোড়শভিঃ সমার্পয়ৎ।
স দণ্ডধারস্তুরগাংস্ত্রিভিস্ত্রিভি-
স্ততো ননাদ প্রজহাস চাসকৃৎ ॥ ১০
ততোঽস্য পার্থঃ সগুণেষুকার্মুকং
চকর্ত ভল্লৈর্ধ্বজমপ্যলঙ্কৃতম্।
পুনর্নিয়ন্তৄন্ সহ পাদগোপ্তৃং-
স্ততঃ স চুক্রোধ গিরিব্রজেশ্বরঃ ॥ ১১
ততোঽর্জুনং ভিন্নকটেন দন্তিনা
ঘনাঘনেনানিলতুল্যবর্চসা।
অতীব চুক্ষোভয়িষুর্জনার্দনং
ধনঞ্জয়ং চাভিজঘান তোমরৈঃ ॥ ১২
অথাস্য বাহূ দ্বিপহস্তসন্নিভৌ
শিরশ্চ পূর্ণেন্দুনিভাননং ত্রিভিঃ।
ক্ষুরৈঃ প্রচিচ্ছেদ সহৈব পাণ্ডব-
স্ততো দ্বিপং বাণশতৈঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১৩
স পার্থবাণৈস্তপনীয়ভূষণৈঃ
সমাচিতঃ কাঞ্চনবর্মভৃদ্ দ্বিপঃ।
তথা চকাশে নিশি পর্বতো যথা
দাবাগ্নিনা প্রজ্বলিতৌষধিদ্রুমঃ ॥ ১৪
স বেদনার্তোঽম্বুদনিস্বনো নদং-
শ্চরন্ ভ্রমন্ প্রস্খলিতান্তরোঽদ্রবৎ।
পপাত রুগ্নঃ সনিয়ন্তৃকস্তথা
যথা গিরির্বজ্রবিদারিতস্তথা ॥ ১৫

সৈন্যদিগকেও পায়ের চাপে নিষ্পেষণ করিতে লাগিল। হাতীদিগকেও দুই পদের দ্বারা ও শুণ্ডের দ্বারা মথিত করিতে থাকিল। এইরূপে সেই গজরাজ কালচক্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ৭

দণ্ডধার নিজের এই বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ গজরাজের দ্বারা লৌহ কবচ ও উত্তম আভরণধারণকারী অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যদিগকে ভূতলে পাতিত করিয়া প্রোথিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিশালদেহ মনুষ্যদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিতে থাকিলে যেরূপ 'চড় চড়' শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব পদাতি সৈন্যদিগকে ভূমিতে প্রোথিত করিবার সময় শব্দ হইতে লাগিল ॥৮

তদনন্তর যেখানে ধনুর টঙ্কারধ্বনি ও রথচক্রসকলের ঘর্ঘর ধ্বনি হইতেছিল, মৃদঙ্গ, ভেরী ও বহুসংখ্যক শঙ্খধ্বনি হইতেছিল এবং যেখানে রথ, অশ্ব ও হস্তী সহস্র সংখ্যায় পূর্ণ ছিল, সেই সমরাঙ্গণে পূর্বোক্ত গজরাজের নিকটে অর্জুন উত্তম রথের দ্বারা যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯

তখন দণ্ডধার অর্জুনকে বার এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যোলটি উত্তম বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনটি তিনটি করিয়া বাণের দ্বারা তাঁহার অশ্বগণকেও আহত করত তিনি বারংবার গর্জন ও অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০

তারপর অর্জুন নিজ ভল্লসমূহের দ্বারা গুণ ও বাণসহ দণ্ডধারের ধনু এবং সুসজ্জিত ধ্বজ ছেদন করিলেন। তারপর হাতীর মাহুত ও পাদরক্ষকগণকেও বধ করিলেন। ইহাতে গিরিব্রজ দেশের অধিপতি দণ্ডধার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১১

তিনি গণ্ডস্থল হইতে মদধারাবহনকারী, বায়ুতুল্য বেগগামী ও মদোন্মত্ত গজরাজের দ্বারা অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত ক্ষুভিত করিবার ইচ্ছায় তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তোমরসকলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তখন অর্জুন হস্তিশুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) দণ্ডধারের দুই বাহু এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য মনোহর বদনযুক্ত মস্তককে তিনটি ক্ষুরনামক বাণের দ্বারা এক সঙ্গে ছেদন করিলেন। তারপর তাঁহার হস্তীকে এক শত বাণ প্রহার করিলেন ॥১৩

তখন তাহার সর্বাঙ্গে অর্জুনের স্বর্ণভূষিত বাণসকল বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে সুবর্ণময় কবচ-ধারণকারী এই হাতী সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ রাত্রিকালে দাবানলে প্রজ্বলিত ওষধিসমূহ ও বৃক্ষসমূহে পূর্ণ পর্বত প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

এই হাতী তখন বেদনায় পীড়িত হইয়া মেঘসদৃশ গর্জন করিতে করিতে, চারিদিকে বিচরণ করিতে, ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং মধ্যে মধ্যে স্খলিত হইতে থাকিয়া পলাইতে লাগিল।

হিমাবদাতেন সুবর্ণমালিনা
হিমাদ্রিকূটপ্রতিমেন দন্তিনা।
হতে রণে ভ্রাতরি দণ্ড আব্রজ-
জিঘাংসুরিন্দ্রাবরজং ধনঞ্জয়ম্॥ ১৬
স তোমরৈরর্ককরপ্রভৈস্ত্রিভি-
র্জনার্দনং পঞ্চভিরর্জুনং শিতৈঃ।
সমর্পয়িত্বা বিননাদ নর্দয়ং-
স্ততোঽস্য বাহূ নিচকর্ত পাণ্ডবঃ॥ ১৭
ক্ষুরপ্রকৃত্তৌ সুভৃশং সতোমরৌ
শুভাঙ্গদৌ চন্দনরূষিতৌ ভুজৌ।
গজাৎ পতন্তৌ যুগপদ্ বিরেজতু-
র্যথাদ্রিশৃঙ্গাদ্ রুচিরৌ মহোরগৌ॥ ১৮
তথার্ধচন্দ্রেণ হৃতং কিরীটিনা
পপাত দণ্ডস্য শিরঃ ক্ষিতিং দ্বিপাৎ।
তচ্ছোণিতার্দ্রং নিপতদ্ বিরেজে
দিবাকরোঽস্তাদিব পশ্চিমাং দিশম্॥ ১৯

অথ দ্বিপং শ্বেতবরাভ্রসন্নিভং
দিবাকরাংশুপ্রতিমৈঃ শরোত্তমৈঃ।
বিভেদ পার্থঃ স পপাত নাদয়ন্
হিমাদ্রিকূটং কুলিশাহতং যথা॥ ২০
ততোঽপরে তৎপ্রতিমা গজোত্তমা
জিগীষবঃ সংযতি সব্যসাচিনা।
তথা কৃতাস্তে চ যথৈব তৌ দ্বিপৌ
ততঃ প্রভগ্নং সুমহদ্রিপোর্বলম্॥ ২১
গজা রথাশ্বাঃ পুরুষাশ্চ সঙ্ঘশঃ
পরস্পরঘ্নাঃ পরিপেতুরাহবে।
পরস্পরং প্রস্খলিতাঃ সমাহতা
ভৃশং নিপেতুর্বহুভাষিণো হতাঃ॥ ২২
অথার্জুনং স্বে পরিবার্য্য সৈনিকাঃ
পুরন্দরং দেবগণা ইবাব্রুবন্
অভৈষ্ম যস্মান্মরণাদিব প্রজাঃ
স বীর দিষ্ট্যা নিহতস্ত্বয়া রিপুঃ॥ ২৩

অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় সে মাহুতের সহিত ভূতলে পতিত হইল; ইহাতে মনে হইল বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বত ধরাতলে পতিত হইয়াছে॥ ১৫

রণাঙ্গনে নিজ ভ্রাতা দণ্ডধার নিহত হইলে পর দণ্ড শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় হিমতুল্য শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণমাল্য-ধারী এবং হিমালয় শিখরসদৃশ বিশালকায় গজরাজকর্ত্তৃক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৬

তিনি সূর্য্যকিরণ তুল্য প্রভাবিশিষ্ট তিনটি তীক্ষ্ণধার তোমরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে এবং পাঁচটি তোমরের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। তারপর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন এই সময়ে তাঁহার দুইটি বাহুকে ছেদন করিয়া দিলেন॥ ১৭

ক্ষুর-বাণের দ্বারা ছিন্ন, সুন্দর অঙ্গদে বিভূষিত, চন্দনলিপ্ত এবং তোমরসহ সেই বিশাল বাহু দুইটি হাতীর সহিত একত্রে পতিত হইবার সময় পর্ব্বতের শিখর হইতে পতিত দুইটি সুন্দর ও বৃহৎ সর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ১৮

তারপর কিরীটধারী অর্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অর্দ্ধচন্দ্র-বাণের দ্বারা কর্ত্তিত দণ্ডের মস্তক হস্তী হইতে ভূতলে পতিত হইল। সেই সময় রক্তাপ্লুত হইয়া পতিত সেই মস্তক অস্তাচল হইতে পশ্চিমদিকে নিমজ্জমান রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় শোভা ধারণ করিল॥ ১৯

তাহার পর অর্জুন শ্বেতবর্ণের মহামেঘসদৃশ শুভ্রবর্ণ সেই হাতীকে সূর্য্য কিরণতুল্য তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন সে বজ্রাহত হিমালয়ের শিখরের ন্যায় শব্দে ধরাতলে পতিত হইল॥ ২০

তদনন্তর এই হাতীসদৃশ অন্যান্য যে সকল গজরাজগণ জয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই সব্যসাচী অর্জুন সেইরূপ অবস্থায় উপনীত করিয়া দিলেন, পূর্ব্বোক্ত দুইটি হাতীকে তিনি যেরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে শত্রুগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইল॥ ২১

দলে দলে হস্তী, অশ্ব, পদাতি যোদ্ধারা এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে রথসমূহ পরস্পর আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া স্খলিত হইতে হইতে এবং বহুভাবে বিলাপ করিতে করিতে বা বহুবিধ আলাপ করিতে করিতে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল॥ ২২

অনন্তর ইন্দ্রকে পরিবৃত করিয়া দেবতাগণের ন্যায় স্বীয় সৈন্যগণ অর্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিল,—বীর! যেরূপ প্রজাগণ মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরা যাহার নিকট হইতে ভীত হইতেছিলাম, সেই শত্রুকে আপনি বধ করিয়াছেন; ইহা সৌভাগ্যের বিষয়! ২৩

ন চেদরক্ষিষ্য ইমং জনং ভয়াদ্
দ্বিষদ্ভিরেবং বলিভিঃ প্রপীড়িতম্
তথাভবিষ্যদ্ দ্বিষতাং প্রমোদনং
যথা হতেষ্বেষ্বিহ নোঽরিসূদন ॥ ২৪
ইতীব ভূয়শ্চ সুহৃদ্ভিরীরিতা
নিশম্য বাচঃ সুমনাস্ততোঽর্জুনঃ।
যথানুরূপং প্রতিপূজ্য তং জনং
জগাম সংশপ্তকসঙ্ঘহা পুনঃ ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি দণ্ডবধে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শত্রুনাশন! যদি আপনি বলবান্ শত্রুগণকে এইভাবে করিয়া এই সব স্বজনবৃন্দকে ভয় হইতে রক্ষা না করিতেন, তবে শত্রুরা সেইরূপ প্রীতিলাভ করিত, যেরূপ বর্ত্তমানে ইহাদের মৃত্যুতে আমরা প্রীতিলাভ করিতেছি ॥ ২৪

এইরূপে নিজের সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক বারংবার কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন মনে মনে অতিশয় প্রসন্নতালাভ করিলেন। তিনি সেই সমস্ত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করিয়া পুনরায় সংশপ্তকগণকে বধ করিবার জন্য সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে দণ্ডের বধবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন সংশপ্তকসৈন্যানাং সংহারঃ, অর্জুনং যুদ্ধস্থলস্য দৃশ্যং দর্শয়তা শ্রীকৃষ্ণেন তস্য পরাক্রমস্য প্রশংসা, কৌরব-সৈন্যৈঃ সহ নরপতি-পাণ্ড্যস্য যুদ্ধারম্ভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রত্যাগত্য পুনর্জিষ্ণুর্জঘ্নে সংশপ্তকান্ বহূন্।
বক্রাতিবক্রগমনাদঙ্গারক ইব গ্রহঃ ॥ ১
পার্থবাণহতা রাজন্ নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জরাঃ।
বিচেলুর্বভ্রমুর্নেশুঃ পেতুর্মম্লুশ্চ ভারত ॥ ২
ধুর্য্যান্ ধুর্য্যাগতান্ সূতান্ ধ্বজাংশ্চাপাসি-সায়কান্।
পাণীন্ পাণিগতং শস্ত্রং বাহূনপি শিরাংসি চ ॥ ৩
ভল্লৈঃ ক্ষুরৈরর্দ্ধচন্দ্রৈর্বৎসদন্তৈশ্চ পাণ্ডবঃ।
চিচ্ছেদামিত্রবীরাণাং সমরে প্রতিযুধ্যতাম্ ॥ ৪
বাসিতার্থে যুযুৎসন্তো বৃষভা বৃষভং যথা।
নিপতন্ত্যর্জুনং শূরাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৫
তেষাং তস্য চ তদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যাদৃগ্ দৈত্যানাং সহ বজ্রিণা ॥ ৬
তমবিধ্যৎ ত্রিভির্বাণৈর্দন্দশূকৈরিবাহিভিঃ।
উগ্রায়ুধসুতস্তস্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৭

একোনবিংশ অধ্যায়

[অর্জুনকর্ত্তৃক সংশপ্তকসৈন্যগণের সংহার, অর্জুনকে যুদ্ধস্থলের দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার পরাক্রমের প্রশংসা এবং পাণ্ড্য-নরপতির কৌরব-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধারম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ মঙ্গলগ্রহ বক্র ও অতিচার গতিতে গমন করিয়া জগতের পক্ষে অনিষ্টকারী হইয়া থাকে, সেইরূপ বিজয়শীল অর্জুন দণ্ডধারের সৈন্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ১

ভরতবংশধর রাজন্! অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণ বিচলিত, ভ্রান্ত, পতিত, মলিনতাপ্রাপ্ত ও নষ্ট হইতে লাগিল ॥ ২

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্ত নামক বাণসকলের দ্বারা সমরাঙ্গণে প্রতিযোদ্ধা হইয়া যুদ্ধরত বিপক্ষীয় বীরগণের রথসমূহে যোজিত ধুরন্ধর অশ্ববৃন্দ এবং সারথি, ধ্বজ, ধনু, বাণ, তরবারি, হস্ত, হস্তে ধৃত অস্ত্র, বাহু ও মস্তকসকলকে ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ৩-৪

যেরূপ মৈথুনাভিলাষিণী গাভীর জন্য সংগ্রামের ইচ্ছায় বহু বৃষ কোন একটি বৃষের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শত শত, সহস্র সহস্র বীরবর যোদ্ধা অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫

যেরূপ ত্রিলোক জয় করিবার কালে বজ্রধারী ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের রোমহর্ষণকর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই সব যোদ্ধা এবং অর্জুনের এই যুদ্ধ রোমাঞ্চকর ছিল ॥ ৬

সেই উগ্রায়ুধের পুত্র দংশন করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট এতাদৃশ সর্পগণের ন্যায় উগ্র তিনটি বাণের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জুন তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৭

তে অর্জুনং সর্বতঃ ক্রুদ্ধা নানাশস্ত্রৈরবীবৃষন্।
মরুদ্ভিঃ প্রেরিতা মেঘা হিমবন্তমিবোষ্ণগে ॥ ৮
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য দ্বিষতাং সর্বতোঽর্জুনঃ।
সম্যগস্তৈঃ শরৈঃ সর্বানহিতানহনদ্ বহূন্ ॥ ৯
ছিন্নত্রিবেণুসঙ্ঘাতান্ হতাশ্বান্ পার্ষ্ণিসারথীন্।
বিস্রস্তহস্ততূণীরান্ বিচক্ররথকেতনান্ ॥ ১০
সংছিন্নরশ্মিযোক্ত্রাক্ষান্ ব্যনুকর্ষযুগান্ রথান্।
বিধ্বস্তসর্বসংনাহান্ বাণৈশ্চক্রেঽর্জুনস্তদা ॥ ১১
তে রথাস্তত্র বিধ্বস্তাঃ পরার্ধ্যা ভান্ত্যনেকশঃ
ধনিনামিব বেশ্মানি হতান্যগ্ন্যনিলাম্বুভিঃ ॥ ১২
দ্বিপাঃ সম্ভিন্নবর্মাণো বজ্রাশনিসমৈঃ শরৈঃ।
পেতুর্গির্য্যগ্রবেশ্মানি বজ্রবাতাগ্নিভির্যথা ॥ ১৩
সারোহাস্তুরগাঃ পেতুর্বহবোঽর্জুনতাড়িতাঃ।
নির্জিহ্বান্ত্রাঃ ক্ষিতৌ ক্ষীণা রুধিরার্দ্রাঃ সুদুর্দৃশঃ ॥ ১৪
নরাশ্বনাগা নারাচৈঃ সংস্যূতাঃ সব্যসাচিনা।
বভ্রমুশ্চস্খলুঃ পেতুর্নেদুর্মম্লুশ্চ মারিষ ॥ ১৫
অনেকৈশ্চ শিলাধৌতৈর্বজ্রাশনি-বিষোপমৈঃ।
শরৈর্নিজঘ্নিবান্ পার্থো মহেন্দ্র ইব দানবান্ ॥ ১৬
মহার্হবর্মাভরণা নানারূপাম্বরায়ুধাঃ।
সরথাঃ সধ্বজা বীরা হতাঃ পার্থেন শেরতে ॥ ১৭
বিজিতাঃ পুণ্যকর্মাণো বিশিষ্টাভিজনশ্রুতাঃ।
গতাঃ শরীরৈর্বসুধামূর্জিতৈঃ কর্মভির্দিবম্ ॥ ১৮
অথার্জুনং রথবরং ত্বদীয়াঃ সমভিদ্রবন্।
নানাজনপদাধ্যক্ষাঃ সগণা জাতমন্যবঃ ॥ ১৯
উহ্যমানা রথাশ্বৈস্তৈঃ পত্তয়শ্চ জিঘাংসবঃ।
সমভ্যধাবন্নস্যন্তো বিবিধং ক্ষিপ্রমায়ুধম্ ॥ ২০

তখন সেই সংশপ্তক যোদ্ধাগণ কুপিত হইয়া চারিদিক্ দিয়া অর্জুনের উপর নানাবিধ অস্ত্রসকল সেইভাবে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ বর্ষাকালে বায়ুপ্রেরিত মেঘ হিমালয় পর্ব্বতের উপর জলবৃষ্টি করিয়া থাকে ॥ ৮

অর্জুন স্বীয় অস্ত্রসকলের দ্বারা শত্রুগণের সেই সব অস্ত্র নিবারণ করত উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের সাহায্যে সমস্ত শত্রুসৈন্যগণের মধ্যে বহু সৈন্যকেই বিনাশ করিলেন ॥ ৯

অর্জুন এই সময় নিজ বাণসকলের দ্বারা শত্রুদিগের রথসমূহকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল রথের ত্রিবেণুসমূহকে ছেদন করিয়াছিলেন এবং অশ্ব ও পার্শ্বরক্ষকগণকে সংহার করিয়া দিলেন। তখন যোদ্ধাদিগের হস্ত হইতে তূণ শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের রথসকলের চক্র ও ধ্বজসমূহ নষ্ট হইয়াছিল। অশ্বগণের রজ্জু, যোক্ত্র ও রথের ধুরসকল ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং রথের অনুকর্ষ ও যুগসকলও ভগ্ন হইয়াছিল ॥১০-১১

এই সকল বহুমূল্য ও বহুসংখ্যক রথ বিধ্বস্ত হইয়া ভূপাতিত অবস্থায় সেইরূপ শোভা পাইতেছিল, যেরূপ অগ্নি, বায়ু ও জলের দ্বারা নষ্ট ধনবান্‌গণের গৃহসকলের শোভা হইয়া থাকে ॥ ১২

বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য তেজস্বী বাণসমূহে কবচ বিদীর্ণ হইয়া হস্তিগণ বজ্র, বায়ু ও অগ্নিতে নষ্ট পর্ব্বতশিখরসমূহে নির্ম্মিত গৃহসকলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৩

অর্জুনকর্ত্তৃক নিহত বহুসংখ্যক অশ্ব ও অশ্বারোহী ভূতলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পতিত হইল। তখন তাহাদের জিহ্বা ও অন্ত্রসকল বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ইহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল এবং ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই কঠিন ছিল ॥ ১৪

মান্যবর! সব্যসাচী অর্জুনের নারাচসমূহে গ্রথিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ ভ্রমণ করিতে, স্খলিত ও পতিত হইতে, চীৎকার করিতে এবং ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল ॥ ১৫

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীকুমার অর্জুন শিলাশাণিত এবং বজ্র, বিদ্যুৎ ও বিষতুল্য অনেক ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা সেই সংশপ্তক বীরগণকে বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৬

অর্জুন কর্ত্তৃক নিহত সংশপ্তক বীরগণ বহুমূল্য কবচ, আভরণ, নানাবিধ বস্ত্র, অস্ত্র, রথ ও ধ্বজসমূহের সহিত রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিলেন ॥ ১৭

এই সব পুণ্যাত্মা বীরগণ উত্তম কুলে উৎপন্ন ও বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ইহারা অর্জুনের নিকটে পরাজিত হইয়া নিজ নিজ দেহের দ্বারা ধরাতলে পতিত হইলেন, কিন্তু প্রবল উত্তম কর্ম্মসমূহের দ্বারা ইহারা ঊর্দ্ধলোকে গমন করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর আপনার সৈন্যগণ রথিবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। এই সব সৈন্য বিভিন্ন জনপদের অধিপতি এবং নিজ নিজ পরিকরগণে পরিবৃত ও কুপিত ছিলেন ॥ ১৯

রথ, অশ্ব ও হস্তী দিগের উপর আরূঢ় হইয়া এবং পদাতি সৈন্যগণ অর্জুনকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় নানা প্রকার অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে অতিক্রত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২০

তদাযুধমহাবর্ষং মুক্তং যোধমহাম্বুদৈঃ।
ব্যধমন্নিশিতৈর্বাণৈঃ ক্ষিপ্রমর্জুনমারুতঃ ॥ ২১
সাশ্ব-পত্তি-দ্বিপ-রথং মহাশস্ত্রৌঘসম্প্লবম্।
সহসা সংতিতীর্ষন্তং পার্থং শস্ত্রাস্ত্রসেতুনা ॥ ২২
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবঃ পার্থ কিং ক্রীড়সেঽনঘ।
সংশপ্তকান্ প্রমথ্যৈনাংস্ততঃ কর্ণবধে ত্বর ॥ ২৩
তথেত্যুক্ত্বার্জুনঃ কৃষ্ণং শিষ্টান্ সংশপ্তকাংস্তদা।
আক্ষিপ্য শস্ত্রেণ বলাদ্ দৈত্যানিন্দ্র ইবাবধীৎ ॥ ২৪
আদদৎ সন্দধন্নেষূন্ দৃষ্টঃ কৈশ্চিদ্ রণেঽর্জুনঃ।
বিমুঞ্চন্ বা শরান্ শীঘ্রং দৃশ্যন্তে বৈ নরা হতাঃ ॥ ২৫
আশ্চর্য্যমিতি গোবিন্দো ব্রুবন্নশ্বানচোদয়ৎ।
হংসাংশুগৌরাস্তে সেনাং হংসাঃ সর ইবাবিশন্ ॥ ২৬
ততঃ সংগ্রামভূমিঞ্চ বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে।
অবেক্ষমাণো গোবিন্দঃ সব্যসাচিনমব্রবীৎ ॥ ২৭

কিন্তু অর্জুনরূপী বায়ু সংশপ্তক সৈন্যরূপ মহামেঘমণ্ডলের দ্বারা কৃত জলরূপ অস্ত্রসকলের মহাবর্ষণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১

অর্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসমূহে যুক্ত এবং মহাস্ত্রসকলের প্রবাহে পরিপূর্ণ সেই সৈন্য-সাগর স্বীয় অস্ত্ররূপ সেতুদ্বারা সহসা পার হইতে ইচ্ছুক হইলেন। সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে নিষ্পাপ পার্থ! তুমি কি এখন ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছ? এই সংশপ্তকগণকে বধ করিয়া কর্ণকে বিনাশ করিবার জন্য তুমি ত্বরান্বিত হও ॥ ২২-২৩

তখন শ্রীকৃষ্ণকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া অর্জুন দৈত্যগণের সংহারক দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সেই সময় অবশিষ্ট সংশপ্তক সৈন্যগণকে অস্ত্রসকলের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবলে তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

সেই সময় রণাঙ্গনে কেহই ইহা দেখিতে পাইতেছিল না যে, অর্জুন কখন বাণগ্রহণ করিতেছেন, কখন উহা সন্ধান করিতেছেন এবং কখন নিক্ষেপ করিতেছেন। কেবল তাঁহার দ্বারা অতিক্রান্ত নিহত মনুষ্যগণই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ২৫

'আশ্চর্য্য' এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণকে চালনা করিলেন। হংস ও চন্দ্রকিরণতুল্য শুভ্র বর্ণবিশিষ্ট সেই অশ্বরা শত্রুসৈন্যদের মধ্যে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ হংসগণ সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬

এষ পার্থ মহারৌদ্রো বর্ত্ততে ভরতক্ষয়ঃ।
পৃথিব্যাং পার্থিবানাং বৈ দুর্য্যোধনকৃতে মহান্ ॥ ২৮
পশ্য ভারত চাপানি রুক্মপৃষ্ঠানি ধন্বিনাম্।
মহতাং চাপবিদ্ধানি কলাপানিষুধীংস্তথা ॥ ২৯
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈঃ শরাংশ্চ নতপর্ব্বণঃ।
তৈলধৌতাংশ্চ নারাচান্ বিমুক্তানিব পন্নগান্ ॥ ৩০
আকীর্ণাংস্তোমরাংশ্চাপি বিচিত্রান্ হেমভূষিতান্।
চর্মাণি চাপবিদ্ধানি রুক্মপৃষ্ঠানি ভারত ॥ ৩১
সুবর্ণবিকৃতান্ প্রাসান্ শক্তীঃ কনকভূষিতাঃ।
জাম্বূনদময়ৈঃ পট্টৈর্বদ্ধাশ্চ বিপুলা গদাঃ ॥ ৩২
জাতরূপময়ীশ্চর্ষ্টীঃ পট্টিশান্ হেমভূষিতান্।
দণ্ডৈঃ কনকচিত্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধান্ পরশ্বধান্ ॥ ৩৩
পরিঘান ভিন্দিপালাংশ্চ ভুশুণ্ডীঃ কুণপানপি।
অয়স্কুন্তাংশ্চ পতিতান মুসলানি গুরূণি চ ॥ ৩৪

যখন এইভাবে জনসংহার হইতে লাগিল, তখন রণভূমিরই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

পার্থ! দুর্য্যোধনের জন্য ভূমণ্ডলের এই সব রাজাদের এবং ভরতবংশীয় সৈন্যদের মহাভয়ঙ্কর ও গুরুতর ক্ষয় হইতেছে ॥ ২৮

ভরতনন্দন! দেখ, মহাধনুর্দ্ধর বীরগণের এই সব সুবর্ণ-মণ্ডিত পৃষ্ঠভাগযুক্ত ধনু, আভরণ এবং তূণসকল পতিত আছে ॥ ২৯

স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত আনতপর্ব্ববিশিষ্ট এই সকল বাণ এবং তৈলধৌত এই সব নারাচ ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্পগণের ন্যায় মনে হইতেছে। তুমি ইহা লক্ষ্য কর ॥ ৩০

ভারত! দেখ, এই সব সুবর্ণভূষিত বিচিত্র তোমরসকল চারিদিকে বিকীর্ণ আছে এবং এই সকল নিক্ষিপ্ত ঢালও রহিয়াছে, যাহাদের পৃষ্ঠভাগ স্বর্ণমণ্ডিত ॥ ৩১

স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাস, সুবর্ণভূষিত শক্তি, স্বর্ণপত্রশোভিত বিশাল গদা, সুবর্ণনির্ম্মিত ঋষ্টি, স্বর্ণভূষিত পট্টিশ এবং স্বর্ণচিত্রিত দণ্ডের সহিত পরশুসকলও নিক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত আছে, তুমি এই সকলও নিরীক্ষণ কর ॥ ৩২-৩৩

দেখ, এই সকল পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, কুণপ, লৌহনির্ম্মিত কুম্ভ (ভল্ল) এবং ভারী মুসলও পতিত রহিয়াছে ॥ ৩৪

নানাবিধানি শস্ত্রাণি প্রগৃহ্য জয়গৃদ্ধিনঃ।
জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গতসত্ত্বাস্তরস্বিনঃ॥ ৩৫
গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মুসলৈর্ভিন্নমস্তকান্।
গজবাজিরথৈঃ ক্ষুণ্ণান্ পশ্য যোধান্ সহস্রশঃ॥ ৩৬
মনুষ্যগজবাজীনাং শর-শক্ত্যৃষ্টি-তোমরৈঃ।
নিস্ত্রিংশৈঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈর্নখরৈর্লগুড়ৈরপি॥ ৩৭
শরীরৈর্বহুধা ছিন্নৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ।
গতাসুভিরমিত্রঘ্ন সংবৃতা রণভূময়ঃ॥ ৩৮
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈঃ শুভভূষণৈঃ।
সতলত্রৈঃ সকেয়ূরৈর্ভাতি ভারত মেদিনী॥ ৩৯
সাঙ্গুলিত্রৈর্ভুজাগ্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধৈরলঙ্কৃতৈঃ।
হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরূরুভিশ্চ তরস্বিনাম্॥ ৪০
বদ্ধচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
রথাংশ্চ বহুধা ভগ্নান্ হেমকিঙ্কিণিনঃ শুভান্॥ ৪১

জয়াভিলাষী বেগবান্ বীর সৈন্যগণ হস্তে নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করত প্রাণশূন্য হইলেও যেন জীবিত বলিয়াই দৃষ্ট হইতেছিল॥ ৩৫

দেখ, এই সহস্র সহস্র যোদ্ধা হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহের দ্বারা মথিত হইয়াছে। গদাসকলের আঘাতে ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং মুসলসমূহের প্রহারে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে॥ ৩৬

শত্রুসূদন অর্জুন! বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, নখর ও লগুড় সকলের আঘাতে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরসমূহ বহুখণ্ডে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারা সকলে রক্তপ্লুত অবস্থায় প্রাণশূন্য হইয়া পতিত আছে এবং ইহাদের দ্বারা সমস্ত রণভূমি সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে॥ ৩৭-৩৮

ভারত! অঙ্গদ (বলয়াদি বাহুভূষণ) ও সুন্দর আভরণে বিভূষিত, চন্দনলিপ্ত তলত্রাণ (দস্তানা) ও কেয়ূরসমূহে সুশোভিত ছিন্ন বাহুসকলের দ্বারা রণভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছে॥ ৩৯

অঙ্গুলিত্রাণ ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত বহু হস্ত পতিত আছে। বেগবান্ বীরগণের হস্তিশুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) বহু জঙ্ঘা ছিন্ন হইয়া পতিত আছে এবং সুন্দর চূড়ামণি বদ্ধ কুণ্ডলমণ্ডিত যোদ্ধাগণের বহু মস্তকও খণ্ডিত হইয়া এদিকে ওদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে। এই সকলের দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব

অশ্বাংশ্চ বহুধা পশ্য শোণিতেন পরিপ্লুতান।
অনুকর্ষানুপাসঙ্গান্ পতাকা বিবিধান্ ধ্বজান্॥ ৪২
যোধানাঞ্চ মহাশঙ্খান্ পাণ্ডুরাংশ্চ প্রকীর্ণকান।
নিরস্তজিহ্বান্ মাতঙ্গান্ শয়ানান্ পর্ব্বতোপমান্॥ ৪৩
বৈজয়ন্তীর্বিচিত্রাশ্চ হতাংশ্চ গজযোধিনঃ।
বারণানাং পরিস্তোমান্ সংযুক্তানেককম্বলান্॥ ৪৪
বিপাটিতবিচিত্রাশ্চ রূপচিত্রাঃ কুথাস্তথা।
ভিন্নাশ্চ বহুধা ঘণ্টাঃ পতদ্ভিশ্চূর্ণিতা গজৈঃ॥ ৪৫
বৈদূর্য্যমণিদণ্ডাংশ্চ পতিতাংশ্চাঙ্কুশান্ ভুবি।
অশ্বানাঞ্চ যুগাপীড়ান্ রত্নচিত্রানুরশ্ছদান্॥ ৪৬
বিদ্ধাঃ সাদিধ্বজাগ্রেষু সুবর্ণবিকৃতাঃ কুথাঃ।
বিচিত্রান্ মণিচিত্রাংশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতান্॥ ৪৭
অশ্বাস্তরপরিস্তোমান্ রাঙ্কবান্ পতিতান্ ভুবি।
চূড়ামণীন্ নরেন্দ্রাণাং বিচিত্রাঃ কাঞ্চনস্রজঃ॥ ৪৮

শোভা উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪০-২

দেখ, স্বর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টার দ্বারা সুশোভিত রথসকল বহু খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে এবং নানাপ্রকার অশ্ব রক্তে আপ্লুত হইয়া পতিত আছে। অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, পতাকা, নানাপ্রকার ধ্বজ, চারিদিকে বিকীর্ণ পতিত যোদ্ধাগণের বড় বড় শ্বেতবর্ণ শঙ্খসমূহ এবং কত পর্ব্বতাকার হাতী জিহ্বা বাহির করিয়া পতিত রহিয়াছে॥ ৪১-৪৩

কোথাও বিচিত্র বহু বৈজয়ন্তী পতাকা পতিত আছে, কোথাও গজারোহী যোদ্ধাগণ নিহত অবস্থায় পতিত আছে এবং কোথাও বহু কম্বলসমূহে যুক্ত হস্তিগণের বহু ঝালর বিকীর্ণ আছে—ইহা লক্ষ্য কর। হস্তীর পৃষ্ঠে পাতনযোগ্য কত বিচিত্র কম্বল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় অদ্ভুতরূপ ধারণ করিয়াছে। ছিন্ন হইয়া পতিত নানাপ্রকার ঘণ্টাসকল পতিত হস্তিগণের ভারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে॥ ৪৪-৪৫

দেখ, বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত বহু দণ্ড ও অঙ্কুশ ভূতলে পতিত রহিয়াছে এবং অশ্বগণের যুগাপীড় ও রত্নচিত্রিত কবচ এদিক্ ওদিকে পতিত আছে॥ ৪৬

অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের ধ্বজসমূহের অগ্রভাগে হস্তীর সুবর্ণনির্ম্মিত আস্তরণসকল বিদ্ধ রহিয়াছে। অশ্বগণের পৃষ্ঠে পাতনযোগ্য বিচিত্র, মণিযুক্ত ও সুবর্ণভূষিত রঙ্কুমৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত ঝালর ও জীন ধরাতলে পতিত আছে—নিরীক্ষণ কর॥ ৪৭২

নরপতিগণের চূড়ামণি, বিচিত্র স্বর্ণমালা, ছত্র, চামর ও ব্যজনসমূহ পরস্পর যেন গ্রথিত হইয়া পতিত আছে॥ ৪৮২

ছত্রাণি চাপবিদ্ধানি চামর-ব্যজনানি চ।
চন্দ্র-নক্ষত্রভাসৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ ॥ ৪৯
কৢপ্তশ্মশ্রুভিরাকীর্ণাং পূর্ণচন্দ্রনিভৈর্মহীম্।
কুমুদোৎপলপদ্মানাং খণ্ডৈঃ ফুল্লং যথা সরঃ ॥ ৫০
তথা মহীভৃতাং বক্তৈ্রঃ কুমুদোৎপলসন্নিভৈঃ।
তারাগণবিচিত্রস্য নির্মলেন্দুদ্যুতিত্বিষঃ ॥ ৫১
পশ্যেমাং নভসস্তুল্যাং শরন্নক্ষত্রমালিনীম্।
এতৎ তবৈবানুরূপং কর্মার্জুন মহাহবে ॥ ৫২
দিবি বা দেবরাজস্য ত্বয়া যৎ কৃতমাহবে।
এবং তাং দর্শয়ন্ কৃষ্ণো যুদ্ধভূমিং কিরীটিনে ॥ ৫৩
গচ্ছন্নেবাশৃণোচ্ছব্দং দুর্যোধনবলে মহৎ।
শঙ্খদুন্দুভিনির্ঘোষং ভেরী-পণবনিঃস্বনম্ ॥ ৫৪

রথাশ্ব-গজনাদাংশ্চ শস্ত্রশব্দাংশ্চ দারুণান্।
প্রবিশ্য তদ্ বলং কৃষ্ণস্তুরগৈর্বাতবেগিতৈঃ ॥ ৫৫
পাণ্ড্যেনাভ্যর্দিতং সৈন্যং ত্বদীয়ং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ।
স হি নানাবিধৈর্বাণৈরিষ্বস্ত্রপ্রবরো যুধি ॥ ৫৬
প্রাহনদ্ দ্বিষতাং পূগান্ গতাসূনন্তকো যথা।
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং শরীরাণি শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৭
ভিত্ত্বা প্রহরতাং শ্রেষ্ঠো বিদেহাসূনপাতয়ৎ।
শত্রুপ্রবীরৈরস্ত্রাণি নানাশস্ত্রাণি সায়কৈঃ ॥
ছিত্ত্বা তানবধীচ্ছত্রূন্ পাণ্ড্যঃ শক্র ইবাসুরান্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

এখানকার রণভূমি নৃপগণের মনোহর কুণ্ডলযুক্ত, চন্দ্র ও নক্ষত্রসকলের ন্যায় কান্তিমান্ এবং শ্মশ্রুপূর্ণ চন্দ্রসদৃশ মুখসমূহে আচ্ছাদিত আছে ॥ ৪৯২

যেরূপ সরোবরকে কুমুদ (শালুক), উৎপল ও পদ্মসমূহে বিকসিত দেখা যায়, সেইরূপ রাজাদের কুমুদ ও উৎপলসদৃশ মুখসকলে এই রণভূমিকে সুশোভিত দেখা যাইতেছে ॥ ৫০২

তারাগণের দ্বারা যাহার বিচিত্র শোভা হইয়া থাকে এবং যেখানে নির্মল চন্দ্রের প্রভা উদ্ভাসিত হইতেছে, সেই আকাশের ন্যায় এই রণভূমির শোভা দর্শন কর। মনে হইতেছে—এই রণভূমি শরৎকালের নক্ষত্রমাল্যে অলঙ্কৃত আছে ॥ ৫১২

অর্জুন! এই মহাসমরে তুমি যে পরাক্রম করিয়াছ, তাহা তোমারই যোগ্য কিংবা স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের যোগ্য ॥ ৫২২

এইরূপে কিরীটধারী অর্জুনকে সেই রণাঙ্গনের দৃশ্য দেখাইতে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাইতে যাইতেই দুর্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে তীব্র কোলাহল শুনিতে পাইলেন। সেখানে বহু শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভেরী এবং পণবাদি বাদ্যসকলও বাদিত হইতেছে। রথসমূহের অশ্বগণের হ্রেষারবে ও হস্তিগণের চীৎকারে এবং অস্ত্রসকলের পরস্পর আঘাতে উত্থিত ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছে ॥ ৫৩ ৫৪২

তখন শ্রীকৃষ্ণ বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা সেই সৈন্য প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, রাজা পাণ্ড্য আপনার সৈন্যদিগকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছেন। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৫২

যেরূপ যমরাজ আয়ুহীন প্রাণিগণের প্রাণ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা পাণ্ড্য যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬২

প্রহারকারী যোদ্ধাগণের মধ্যে মুখ্য রাজা পাণ্ড্য স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বহু দেহকে বিদীর্ণ করত তাহাদিগকে দেহ এবং প্রাণশূন্য করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫৭২

যেরূপ ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা পাণ্ড্য শত্রুবীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত নানাবিধ অস্ত্ররাশিকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা নষ্ট করত সেই সব শত্রুদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(অশ্বত্থাম্না রাজ্ঞঃ পাণ্ড্যস্য সংহারঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রোক্তস্ত্বয়া পূর্বমেব প্রবীরো লোকবিশ্রুতঃ।
ন ত্বস্য কর্ম সংগ্রামে ত্বয়া সঞ্জয় কীর্তিতম্ ॥ ১
তস্য বিস্তরশো ব্রূহি প্রবীরস্যাদ্য বিক্রমম্।
শিক্ষাং প্রভাবং বীর্য্যঞ্চ প্রমাণং দর্পমেব চ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-দ্রৌণি-কর্ণার্জুন-জনার্দনান্।
সমাপ্তবিদ্যান্ ধনুষি শ্রেষ্ঠান্ যান্ মন্যসে রথান্ ॥ ৩
যো হ্যাক্ষিপতি বীর্য্যেণ সর্বানেতান্ মহারথান্।
ন মেনে চাত্মনা তুল্যং কঞ্চিদেব নরেশ্বরম্ ॥ ৪
তুল্যতাং দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যামাত্মনো যো ন মৃষ্যতে।
বাসুদেবার্জুনাভ্যাঞ্চ ন্যূনতাং নৈচ্ছতাত্মনি ॥ ৫
স পাণ্ড্যো নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
কর্ণস্যানীকমহনৎ পরাভূত ইবান্তকঃ ॥ ৬
তদুদীর্ণরথাশ্বেভং পত্তিপ্রবরসঙ্কুলম্।
কুলালচক্রবদ্ ভ্রান্তং পাণ্ড্যেনাভ্যাহতং বলাৎ ॥ ৭
ব্যশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ বিপ্রবিদ্ধায়ুধ-দ্বিপান্।
সম্যগস্তৈঃ শরৈঃ পাণ্ড্যো বায়ুর্মেঘানিবাক্ষিপৎ ॥ ৮
দ্বিরদান্ দ্বিরদারোহান্ বিপতাকায়ুধ-ধ্বজান্।
সপাদরক্ষানহনদ্ বজ্রেণারীনিবারিহা ॥ ৯
সশক্তি-প্রাসতূণীরানশ্বারোহান্ হয়ানপি।
পুলিন্দ-খস-বাহ্লীক-নিষাদান্ধ্রক-কুন্তলান্ ॥ ১০
দাক্ষিণাত্যাংশ্চ ভোজাংশ্চ শূরান্ সংগ্রামকর্কশান্।
বিশস্ত্রকবচান্ বাণৈঃ কৃত্বা চৈবাকরোদ্ ব্যসূন্ ॥ ১১
চতুরঙ্গং বলং বাণৈর্নিঘ্নন্তং পাণ্ড্যমাহবে।
দৃষ্ট্বা দ্রৌণিরসম্ভ্রান্তমসম্ভ্রান্তস্ততোঽভ্যয়াৎ ॥ ১২

বিংশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামাকর্তৃক রাজা পাণ্ড্যের সংহার।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি পাণ্ড্যকে পূর্ব্বেই লোকবিখ্যাত প্রধান বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ; কিন্তু যুদ্ধে তাহার দ্বারা কৃত বীরোচিত কর্ম্ম বর্ণনা কর নাই। ১

আজ সেই প্রধান বীর পাণ্ড্যের পরাক্রম, শিক্ষা, প্রভাব, বল, প্রমাণ এবং দর্প বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল বীরকে আপনি পূর্ণ বিদ্বান্, ধনুর্বেদে শ্রেষ্ঠ এবং মহারথী বলিয়া মনে করেন, এই সব মহারথী বীরগণকে যিনি নিজের পরাক্রমের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান করেন, যিনি কোনও নরপতিকে নিজের সমান বলিয়া মনে করেন না, যিনি দ্রোণ ও ভীষ্মকেও নিজের সহিত তুলনা করাকে সহ্য করিতে পারেন না এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন হইতে নিজের অল্পও ন্যূনতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, সেই সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপশিরোমণি পাণ্ড্য অপমানিত যমরাজের ন্যায় কুপিত হইয়া সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ৩-৬

যদিও কৌরব-সৈন্যমধ্যে রথ, অশ্ব ও হস্তী অধিক সংখ্যায় ছিল এবং শ্রেষ্ঠ পদাতি সৈন্যগণেও এই বাহিনী পূর্ণ ছিল, তথাপি রাজা পাণ্ড্য কর্তৃক বল পূর্ব্বক আহত হইয়া এই বিশাল বাহিনী কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। ৭

যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা পাণ্ড্যও উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথহীন করিয়াছিলেন। ইহাদের অস্ত্রসকল ও হস্তীদিগকেও তিনি নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ৮

যেরূপ পর্ব্বতহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতসকলের উপর আঘাত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ড্যরাজাও পাদরক্ষকগণের সহিত হস্তী এবং হস্ত্যারোহীদিগকেও ধ্বজ, পতাকা এবং অস্ত্রসকল হইতে বঞ্চিত করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। ৯

শক্তি, প্রাস এবং তূণ সহ অশ্বারোহী যোদ্ধা ও অশ্বগণকে তিনি সংহার করিলেন। পুলিন্দ, খস, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্র, কুন্তল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজদেশীয় রণকর্কশ বীর যোদ্ধাগণকে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা অস্ত্র ও কবচহীন করিয়া দিয়া তাহাদের প্রাণহরণ করিতে লাগিলেন ১০-১১

রাজা পাণ্ড্যকে সমরাঙ্গণে অবিচলিতভাবে নিজ বাণসমূহের দ্বারা কৌরবদের চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা নির্ভয়চিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ১২

আভাষ্য চৈনং মধুরমভীতং তমভীতবৎ।
প্রাহ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স্মিতপূর্বং সমাহ্বয়ন্ ॥ ১৩
রাজন্ কমলপত্রাক্ষ বিশিষ্টাভিজনশ্রুত।
বজ্রসংহননপ্রখ্য প্রখ্যাতবলপৌরুষ ॥ ১৪
মুষ্টিশ্লিষ্টায়তজ্যঞ্চ ব্যায়তাভ্যাং মহদ্ধনুঃ।
দোর্ভ্যাং বিস্ফারয়ন্ ভাসি মহাজলদবদ্ ভৃশম্ ॥ ১৫
শরবর্ষৈর্মহাবেগৈরমিত্রানভিবর্ষতঃ।
মদন্যং নানুপশ্যামি প্রতিবীরং তবাহবে ॥ ১৬
রথ-দ্বিরদ-পত্ত্যশ্বানেকঃ প্রমথসে বহূন্।
মৃগসঙ্ঘানিবারণ্যে বিভীর্ভীমবলো হরিঃ ॥১৭

মহতা রথঘোষেণ দিবং ভূমিঞ্চ নাদয়ন্।
বর্ষান্তে শস্যহা মেঘো ভাসি হ্রাদীব পার্থিব ॥১৮
সংস্পৃশানঃ শরাংস্তীক্ষ্ণাংস্তূণাদাশীবিষোপমান্।
ময়ৈবৈকেন যুধ্যস্ব ত্র্যম্বকেনান্ধকো যথা ॥ ১৯
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা প্রহরেতি চ তাড়িতঃ।
কর্ণিনা দ্রোণতনয়ং বিব্যাধ মলয়ধ্বজঃ ॥ ২০
মর্মভেদিভিরত্যুগ্রৈর্বাণৈরগ্নিশিখোপমৈঃ।
স্ময়ন্নভ্যহনদ্ দ্রৌণিঃ পাণ্ড্যমাচার্য্যসত্তমঃ ॥২১
ততোঽপরান্ সুতীক্ষ্ণাগ্রান্ নারাচান্ মর্মভেদিনঃ
গত্যা দশম্যা সংযুক্তানশ্বত্থামাপ্যবাসৃজৎ ॥ ২২

তারপর সেই নির্ভয় নরপতিকে মধুর বাক্যে সম্বোধন করিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ঈষৎহাস্য সহকারে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে নির্ভীকের ন্যায় বলিলেন ॥ ১৩

রাজন্ কমলনয়ন! তোমার কুল ও শাস্ত্রজ্ঞান সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমার শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়ভাবে সুগঠিত, তোমার বল ও পুরুষার্থও প্রসিদ্ধ ॥ ১৪

তোমার ধনুর গুণ একই সময়ে তোমার মুষ্টিতে সংলগ্ন এবং এবং গোলাকার হইয়া বিস্তৃতরূপে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। যখন তুমি নিজ দীর্ঘ বাহুদ্বয়ের দ্বারা বিশাল ধনুকে আকর্ষণ করিতে এবং উহার টঙ্কার ধ্বনি করিতে থাক, সেই সময় মেঘ-গর্জনের ন্যায় তোমার অতিশয় হইয়া থাকে ॥ ১৫

যখন তুমি নিজ শত্রুদের উপর তীব্রবেগে বাণবর্ষণ কর, সেই সময় আমি ব্যতীত অপর আর এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখীন হইতে পারে ॥ ১৬

তুমি একাকীই বহুসংখ্যক রথ, হস্তী, পদাতিক এবং অশ্বগণকে সেইভাবে মথিত করিয়া থাক, যেরূপ বনমধ্যে ভয়ঙ্কর বলশালী সিংহ নির্ভয়ে মৃগসমূহকে সংহার করিয়া থাকে ॥ ১৭

রাজন্! তুমি নিজ রথের গম্ভীর শব্দে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে শরৎকালে গর্জনকারী শস্যনাশক মেঘের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৮

এখন তুমি নিজ তূণ হইতে বিষধর সর্পগণসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণ-সকল গ্রহণ করত যেরূপ অন্ধকাসুর মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিয়া ছিল, সেইরূপ কেবল আমারই সহিত সংগ্রাম কর ॥ ১৯

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর রাজা পাণ্ড্য বলিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হউক। প্রথমে তুমি প্রহার কর। এইরূপ কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা প্রথমে তাঁহার উপর বাণ প্রহার করিলেন। তখন মলয়ধ্বজ রাজা পাণ্ড্য কর্ণীনামক বাণসমূহের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০

ইহাতে আচার্য্যপ্রবর অশ্বত্থামা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং অগ্নি-শিখাসদৃশ তেজস্বী মর্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা রাজা পাণ্ড্যকে হাস্য করিতে করিতেই বিদ্ধ করিলেন ॥ ২১

তাহার পর অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণাগ্রভাগ বিশিষ্ট অপর বহুসংখ্যক মর্মভেদী নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, যে সকল নারাচ দশ প্রকার* গতির দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ॥ ২২

* মহাভারতের প্রখ্যাত টীকাকার আচার্য্যবর্য্য নীলকণ্ঠ-মহোদয় বাণের নিম্নলিখিত দশ প্রকার গতির কথা বলিয়াছেন—১। উন্মুখী, ২। অভিমুখী, ৩। তির্য্যক্, ৪। মন্দা, ৫। গোমূত্রিকা, ৬। ধ্রুবা, ৭। স্খলিতা, ৮। যমকাক্রান্তা, ৯। ক্রুষ্টা এবং ১০। অতিক্রুষ্টা। উন্মুখী গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ মস্তক, অভিমুখী গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ বক্ষ, তির্য্যগ্ গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ পার্শ্ব ভাগ, মন্দাগতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ গাত্রচর্ম এবং গোমূত্রিকা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাম ও দক্ষিণ দিকে গমন করত কবচ ছেদন করিয়া থাকে। ধ্রুবা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ নিশ্চিত রূপে লক্ষ্য ভেদ করিয়া থাকে। স্খলিত গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। যমকাক্রান্তা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। ক্রুষ্টা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্য বস্তুর যে কোন হস্ত-পদাদি একটি অঙ্গকে ছেদন করিয়া থাকে। অতিক্রুষ্টা গতিতে নিক্ষিপ্ত বাণ শত্রুর মস্তক ছেদন করত তাহার সহিত দূরে যাইয়া পতিত হয়।

তান্ শরানচ্ছিনৎ পাণ্ড্যো নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চতুর্ভিরর্দয়চ্চাশ্বানাশু তে ব্যসবোঽভবন্ ॥ ২৩
অথ দ্রোণসুতস্তেষুংস্তাংশ্ছিত্ত্বা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধনুর্জ্যাং বিততাং পাণ্ড্যশ্ছিচ্ছেদাদিত্যতেজসঃ ॥ ২৪
দিব্যং ধনুরথাধিজ্যং কৃত্বা দ্রৌণিরমিত্রহা
প্রেক্ষ্য চাশু রথে যুক্তান্ নরৈরশ্বান্ হয়োত্তমান্ ॥২৫
ততঃ শরসহস্রাণি প্রেষয়ামাস বৈ দ্বিজঃ।
ইষুসম্বাধমাকাশমকরোদ্ দিশ এব চ ॥ ২৬
ততস্তানস্ততঃ সর্বান্ দ্রৌণের্বাণান্ মহাত্মনঃ।
জানানোঽপ্যক্ষয়ান্ পাণ্ড্যোঽশাতয়ৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ২৭
প্রযুক্তাংস্তান্ প্রযত্নেন ছিত্ত্বা দ্রৌণেরিষূনরিঃ।
চক্ররক্ষৌ রণে তস্য প্রাণুদন্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৮
অথারের্লাঘবং দৃষ্ট্বা মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ।
প্রাস্যদ্ দ্রোণসুতো বাণান্ বৃষ্টিং পূষানুজো যথা ॥ ২৯

কিন্তু রাজা পাণ্ড্য নয়টি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সেই সব বাণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তারপর চারিটি বাণের তাঁহার অশ্বগণকে অত্যন্ত পীড়িত করিলেন, যাহাতে তাহার অতি সত্বর প্রাণশূন্য হইল ॥ ২৩

তাহার পর রাজা পাণ্ড্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামার বাণসকল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া বিস্তৃত ধনুর গুণকে ছেদন করিলেন ॥ ২৪

তখন শত্রুসূদন দ্রোণপুত্র বিপ্রবর অশ্বত্থামা নিজ দিব্য ধনুতে গুণ যোজনা করিয়া ও রথেতে সেবকগণ কর্ত্তৃক অতিক্রুত অশ্ব শ্রেষ্ঠ অশ্ব যোজিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং আকাশ ও দিক্‌সমূহ স্বীয় বাণসকলে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন ॥ ২৫-২৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য বাণনিক্ষেপকারী মহাত্মা অশ্বত্থামার সেই সব বাণকে অক্ষয় জানিয়াও ছেদন করিলেন ॥ ২৭

অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণকে এই ভাবে প্রযত্ন সহকারে ছেদন করত শত্রু রাজা পাণ্ড্য তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার দুইজন চক্ররক্ষককে বিনাশ করিলেন ॥ ২৮

শত্রু পাণ্ড্যের এই নৈপুণ্য দেখিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা নিজ ধনু আকর্ষণ করত মণ্ডলাকার করিলেন এবং যেরূপ পূষার ভ্রাতা কনিষ্ঠ পর্জন্য জল বর্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৯

মান্যবর! আটটি বলদযুক্ত আটটি গাড়ী যত অস্ত্র বহন

অষ্টাবষ্টগবান্যূহুঃ শকটানি যদায়ুধম্।
অহ্নস্তদষ্টভাগেন দ্রৌণিশ্চিক্ষেপ মারিষ ॥ ৩০

যে যে দদৃশিরে তত্র বিসংজ্ঞাঃ প্রায়শোঽভবন্ ॥ ৩১
পর্জন্য ইব ঘর্মান্তে বৃষ্ট্যা সাদ্রিদ্রুমাং মহীম্।
আচার্য্যপুত্রস্তাং সেনাং বাণবৃষ্ট্যা ব্যবীবৃষৎ ॥৩২
দ্রৌণিপর্জন্যমুক্তাং তাং বাণবৃষ্টিং সুদুঃসহাম্।
বায়ব্যাস্ত্রেণ সংক্ষিপ্য মুদা পাণ্ড্যানিলোঽনুদৎ ॥ ৩৩
তস্য নানদতঃ কেতুং চন্দনাগুরুরূষিতম্।
মলয়প্রতিমং দ্রৌণিশ্ছিত্ত্বাশ্বাংশ্চতুরোঽহনৎ ॥ ৩৪
সূতমেকেষুণা হত্বা মহাজলদনিঃস্বনম্।
ধনুশ্ছিত্ত্বার্ধচন্দ্রেণ তিলশো ব্যধমদ্ রথম্ ॥ ৩৫
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য ছিত্ত্বা সর্বায়ুধানি চ।
প্রাপ্তমপ্যহিতং দ্রৌণির্ন জঘান রণেপ্সয়া ॥ ৩৬

করিতে পারে, সেই সব অস্ত্র অশ্বত্থামা সেই দিনের আট ভাগেই নিক্ষেপ করত শেষ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০

যমরাজের ন্যায় ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা সেই সময় কালেরও কালতুল্য প্রতীত হইতেছিলেন। যে যে মনুষ্যগণ তাঁহাকে সেখানে দর্শন করিল, তাহারা সকলেই তখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল ॥ ৩১

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বত ও বৃক্ষসকলের সহিত পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা সেই সৈন্যদের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

অশ্বত্থামারূপী মেঘের দ্বারা কৃত সেই দুঃসহ বাণবর্ষণকে পাণ্ড্যরাজরূপী বায়ু বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন করত আনন্দের সহিত ইহা উড়াইয়া দিলেন ॥ ৩৩

সেই সময় দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা বারংবার গর্জন করিতে করিতে পাণ্ড্যরাজের মলয়াচলসদৃশ উচ্চ ও চন্দন এবং অগুরুলিপ্ত ধ্বজকে ছেদন করত তাঁহার চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন ॥ ৩৪

তারপর একটি বাণে সারথিকে বধ করিয়া মেঘসদৃশ গম্ভীর শব্দকারী তাঁহার ধনুটিকেও অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং তাঁহার রথকে তিল তিল করিয়া চূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৩৫

এইরূপে অস্ত্রসকলের দ্বারা পাণ্ড্যরাজার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করত অশ্বত্থামা তাঁহার সমস্ত অস্ত্রই ছেদন করিয়া দিলেও রণ-কামনাবশতঃ নিজের বশীভূত শত্রু পাণ্ড্যকে বধ করিলেন না ॥ ৩৬

এতস্মিন্নন্তরে কর্ণো গজানীকমুপাদ্রবৎ।
দ্রাবয়ামাস স তদা পাণ্ডবানাং মহদ্বলম্ ॥ ৩৭
বিরথান্ রথিনশ্চক্রে গজানশ্বাংশ্চ ভারত।
গজান্ বহুভিরানর্চ্ছৎ বৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৮
অথ দ্রৌণির্মহেষ্বাসঃ পাণ্ড্যং শত্রুনিবর্হণম্।
বিরথং রথিনাং শ্রেষ্ঠং নাহনদ্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩৯
হতেশ্বরো দন্তিবরঃ সুকল্পিত—
ত্বরাভিসৃষ্টঃ প্রতিশব্দগো বলী।
তমাদ্রবদ্ দ্রৌণিশরাহতস্ত্বরন্
জবেন কৃত্বা প্রতিহস্তিগর্জিতম্ ॥ ৪০
তং বারণং বারণযুদ্ধকোবিদো
দ্বিপোত্তমং পর্বতসানুসন্নিভম্।
সমভ্যতিষ্ঠন্মলয়ধ্বজস্ত্বরন্
যথাদ্রিশৃঙ্গং হরিরুন্নদংস্তথা ॥ ৪১
স তোমরং ভাস্কররশ্মিবর্চসং
বলাস্ত্রসর্গোত্তমযত্নমন্যুভিঃ।
সসর্জ শীঘ্রং পরিপীড়য়ন্ গজং
গুরোঃ সুতায়াদ্রিপতীশ্বরো নদন্ ॥ ৪২
মণিপ্রবেকোত্তমবজ্রহাটকৈ—
রলঙ্কৃতং চাংশুকমাল্যমৌক্তিকৈঃ।
হতো হতোঽসীত্যসকৃন্মুদা নদন্
পরাহনদ্ দ্রৌণিবরাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪৩
তদর্ক-চন্দ্র-গ্রহ-পাবকত্বিষং
ভৃশাভিপাতাৎ পতিতং বিচূর্ণিতম্।
মহেন্দ্রবজ্রাভিহতং মহাস্বনং
যথাদ্রিশৃঙ্গং ধরণীতলে তথা ॥ ৪৪
ততঃ প্রজজ্বাল পরেণ মন্যুনা
পাদাহতো নাগপতির্যথা তথা।
সমাদদে চান্তকদণ্ডসন্নিভা—
নিষূনমিত্রাতিকরাংশ্চতুর্দশ ॥ ৪৫

ইহার মধ্যে কর্ণ পাণ্ডবগণের গজসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। সেই সময় তিনি পাণ্ডবগণের বিশাল গজসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

ভারত! তিনি বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধাকে রথহীন করিয়া দিলেন, গজারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের গজ এবং অশ্বসকল নিহত করিলেন। তারপর আনত পর্বযুক্ত বহু বাণের দ্বারা বহু হাতীকেও পীড়িত করিলেন ॥ ৩৮

অন্যদিকে মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামা শত্রুসংহারক, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যকে রথহীন করিয়াও তাঁহাকে এজন্য বধ করিলেন না যে, তিনি তখনও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী ছিলেন ॥ ৩৯

এই সময় বিধি অনুসারে রণসজ্জায় সজ্জিত শ্রেষ্ঠ ও বলবান্ একটি গজরাজ অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত ধাবিত হইয়া প্রতিধ্বনির অনুসরণ করিতে থাকিয়া সেই দিকে আসিল, তখন তাহার যোদ্ধা ও মাহুত নিহত হইয়াছিল। অশ্বত্থামার বাণসমূহে আহত হইয়া সেই গজরাজ অতিক্রুত পাণ্ড্যরাজের দিকে ধাবিত হইল। এই গজরাজ তখন প্রতিপক্ষের হাতীর গর্জন শুনিয়া তীব্রবেগে সেই দিকে ছুটিয়া যাইল ॥ ৪০

কিন্তু গজ-যুদ্ধবিশারদ মলয়ধ্বজ রাজা পাণ্ড্য পর্বতশিখরতুল্য উচ্চ সেই গজরাজের উপর তাদৃশ দ্রুততার সহিত আরোহণ করিলেন, যেরূপ দৌড়াইতে দৌড়াইতে কোন সিংহ কোন পর্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া থাকে ॥ ৪১

গিরিরাজ মলয়ের অধিপতি পাণ্ড্য দ্রুত অগ্রসর হইবার জন্য সেই হাতীকে পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রপ্রহারের জন্য উত্তম বল, প্রচেষ্টা ও ক্রোধে প্রেরিত হইয়া সূর্য্যকিরণসদৃশ তেজস্বী একটি তোমর ধারণ করত গর্জন করিতে করিতে উহা অতিসত্বর আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪২

সেই তোমরের দ্বারা তিনি উত্তম মণি, শ্রেষ্ঠ হীরক, স্বর্ণ, বস্ত্র, মালা এবং মুক্তাবিভূষিত অশ্বত্থামার মুকুটের উপর বারংবার হর্ষসহকারে 'তুমি নিহত হইলে, তুমি নিহত হইলে' এই কথা বলিয়া আঘাত করিলেন ॥ ৪৩

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও অগ্নিসদৃশ প্রকাশমান এই মুকুট সেই তোমরের প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তীব্র শব্দ সহকারে সেইরূপে ভূতলে পতিত হইল, যেরূপ ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে আহত হইয়া কোন এক পর্বতশিখর তুমুল শব্দের সহিত ধরাতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪

তখন অশ্বত্থামা পদাহত নাগরাজের ন্যায় অত্যন্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ইহাতে তিনি যমদণ্ডের ন্যায় শত্রুগণের সন্তাপদায়ক চৌদ্দটি বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫

দ্বিপস্ত পাদাগ্রকরান্ স পঞ্চভি—
নৃপস্ত বাহূ চ শিরোঽথ চ ত্রিভিঃ।
জঘান ষড়্‌ভিঃ ষড়নুত্তমত্বিষঃ
স পাণ্ড্যরাজানুচরান্ মহারথান্॥ ৪৬
সুদীর্ঘবৃত্তৌ বরচন্দনোক্ষিতৌ
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রভূষণৌ।
ভুজৌ ধরায়াং পতিতৌ নৃপস্ত তৌ
বিচেষ্টতুস্তার্ক্ষ্যহতাবিবোরগৌ॥ ৪৭
শিরশ্চ তৎ পূর্ণশশিপ্রভাননং
সরোষতাম্রায়তনেত্রমুন্নসম্।
ক্ষিতাবপি ভ্রাজতি তৎ সকুণ্ডলং
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশী যথা॥৪৮
স তু দ্বিপঃ পঞ্চভিরুত্তমেষুভিঃ
কৃতঃ ষড়ংশশ্চতুরো নৃপস্ত্রিভিঃ।
কৃতো দশাংশঃ কুশলেন যুধ্যতা
যথা হবিস্তদ্দশ দৈবতং তথা॥৪৯
স পাদশো রাক্ষসভোজনান্ বহূন্
প্রদায় পাণ্ড্যোঽশ্বমনুষ্যকুঞ্জরান্।
স্বধামিবাপ্য জ্বলনঃ পিতৃপ্রিয়—
স্ততঃ প্রশান্তঃ সলিলপ্রবাহতঃ॥ ৫০
সমাপ্তবিদ্যং তু গুরোঃ সুতং নৃপঃ
সমাপ্তকর্মাণমুপেত্য তে সুতঃ।

জিতে বলৌ বিষ্ণুমিবামরেশ্বরঃ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি পাণ্ড্যবধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০

তারপর পাঁচটি বাণে সেই হাতীর চারিটি পদ ও শুণ্ড ছেদন করিলেন। তারপর তিনটি বাণে রাজা পাণ্ড্যের দুইটি বাহু ও মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহার পর অশ্ব ছয়টি বাণে পাণ্ড্যরাজার পশ্চাদ্‌গামী উত্তম কান্তিযুক্ত ছয় জন মহারথী যোদ্ধাকে বিনাশ করিলেন॥ ৪৬

উত্তম, বিশাল, গোলাকার, শ্রেষ্ঠ চন্দনে চর্চ্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকসমূহে বিভূষিত পাণ্ড্যরাজের দুই বাহু ভূতলে পতিত হইয়া গরুড়কর্ত্তৃক নিহত দুইটি সর্পের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল॥ ৪৭

যাঁহার মুখমণ্ডল চন্দ্রতুল্য প্রকাশমান, নেত্র ক্রোধবশতঃ অরুণবর্ণ এবং যাঁহার নাসিকা উচ্চ ছিল, সেই পাণ্ড্যরাজার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ভূতলে পতিত হইয়াও দুই বিশাখা নক্ষত্রের মধ্যভাগে বিরাজমান চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল॥ ৪৮

যুদ্ধকুশল অশ্বত্থামা পাঁচটি উত্তম বাণ প্রহার করিয়া সে হাতীকে ছয় খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন এবং অপর তিনটি বাণে রাজা পাণ্ড্যকেও চারিখণ্ড করিয়াছিলেন। এইভাবে উভয়কে মিলিত ভাবে সেইরূপে দশখণ্ডে ভাগ করিয়া দিলেন, যেরূপ কর্ম্মনিপুণ পুরোহিত দশ হবির্ধান-যজ্ঞে ইন্দ্র প্রভৃতি দশ দেবতার উদ্দেশ্যে হবিস্তকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়া থাকেন॥ ৪৯

যেরূপ পিতৃগণের প্রিয় চিতাগ্নি মৃতদেহকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে এবং প্রজ্বলিত করিয়া শেষে জলের সেচনে উহা শান্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ রাজা পাণ্ড্য অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাদিগকে প্রচুর মাত্রায় রাক্ষসগণকে ভোজনরূপে প্রদান করত শেষে অশ্বত্থামার বাণের দ্বারা চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইলেন॥ ৫০

যিনি বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়াছিলেন, সেই গুরুপুত্র অশ্বত্থামার নিকট সুহৃদ্‌গণের সহিত আসিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার বিশেষভাবে সেইরূপ পূজা করিলেন, যেরূপ দৈত্যরাজ বলি পরাজিত হইলে পর দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে পাণ্ড্যের বধবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(কৌরব-পাণ্ডবোভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করঃ যুদ্ধম্‌।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পাণ্ড্যে হতে কিমকরোদর্জুনো যুধি সঞ্জয়।
একবীরেণ কর্ণেন দ্রাবিতেষু পরেষু চ ॥ ১
সমাপ্তবিদ্যো বলবান্ যুক্তো বীরঃ স পাণ্ডবঃ।
সর্বভূতেষ্বনুজ্ঞাতঃ শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ২
তস্মান্মহদ্ ভয়ং তীব্রমমিত্রঘ্নাদ্ ধনঞ্জয়াৎ।
স যৎ তত্রাকরোৎ পার্থস্তন্মমাচক্ষ সঞ্জয় ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

হতে পাণ্ড্যেঽর্জুনং কৃষ্ণস্ত্বরন্নাহ বচো হিতম্‌।
পশ্যামি নাহং রাজানমপযাতাংশ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৪
নিবৃত্তৈশ্চ পুনঃ পার্থৈর্ভগ্নং শত্রুবলং মহৎ।
অশ্বত্থাম্নশ্চ সঙ্কল্পাদ্ধতাঃ কর্ণেন সৃঞ্জয়াঃ ॥ ৫
তথাশ্বরথনাগানাং কৃতঞ্চ কদনং মহৎ।
সর্বমাখ্যাতবান্ বীরো বাসুদেবঃ কিরীটিনে ॥ ৬
এতচ্ছ্রুত্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভ্রাতুর্ঘোরং মহদ্ ভয়ম্‌।
বাহয়াশ্বান্ হৃষীকেশ ক্ষিপ্রমিত্যাহ পাণ্ডবঃ ॥ ৭
ততঃ প্রায়াদ্ধৃষীকেশো রথেনাপ্রতিযোধিনা।
দারুণশ্চ পুনস্তত্র প্রাদুরাসীৎ সমাগমঃ ॥ ৮
ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুরভীতাঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
ভীমসেনমুখাঃ পার্থাঃ সূতপুত্রমুখা বয়ম্ ॥ ৯
ততঃ প্রববৃতে ভূয়ঃ সংগ্রামো রাজসত্তম।
কর্ণস্য পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ১০
ধনূংষি বাণান্ পরিঘানসিপট্টিশতোমরান্।
মুসলানি ভুশুণ্ডীশ্চ সশক্ত্যৃষ্টিপরশ্বধান্ ॥ ১১

একবিংশ অধ্যায়।

[কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামাকর্তৃক রাজা পাণ্ড্য নিহত হইল এবং আমার পক্ষের অদ্বিতীয় বীর কর্ণ যখন শত্রুসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল, সেই সময় অর্জুন কি করিল? ১

পাণ্ডুনন্দন অর্জুন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে। সে জয়লাভের জন্য উদ্যুক্ত আছে এবং বলবান্ বীর। ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে কৃপাপূর্ব্বক অনুগৃহীত করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রধান ও অজেয় হইবে। ২

সেইজন্য এই শত্রুনাশক ধনঞ্জয়কে আমার অত্যন্ত তীব্র ও মহাভয় হয়। সঞ্জয়! অতএব সেখানে কুন্তীকুমার অর্জুন যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহা আমাকে বল। ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ড্যরাজ নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ত্বরা করিয়া অর্জুনকে এই হিতকর বাক্য বলিলেন,—পার্থ! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইতেছি না। যুদ্ধস্থলে পশ্চাদপসরণকারী অন্য পাণ্ডব সৈন্যদিগকেও আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৪

পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পাণ্ডব-যোদ্ধারা বিশাল শত্রুসৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু অশ্বত্থামার সঙ্কল্পানুসারে কর্ণ সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীর হস্তী, অশ্ব, ও রথসকলের ভয়ঙ্কর বিনাশ সাধন করিয়াছে। ৫-৬

বীর বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনকে এ সমস্ত বিষয়ই বলিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া এবং নিজ ভ্রাতার উপর পতিত এই ঘোরতর মহাভয়কে দেখিয়া পাণ্ডুকুমার অর্জুন বলিলেন,—হৃষীকেশ! আপনি শীঘ্র এই অশ্বগণকে চালনা করুন। ৬-৭

তখন ভগবান হৃষীকেশ যে রথের কোন প্রতিযোদ্ধা নাই সেই রথের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। সেই সময় সেখানে পুনরায় অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ৮

কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধারা পুনরায় নির্ভয় হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। পাণ্ডব-সৈন্যদের প্রধান ছিলেন ভীমসেন, আর আমাদের সৈন্যদের প্রধান ছিলেন সূতপুত্র কর্ণ। ৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় কর্ণের পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত পুনরায় যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, উহা যমরাজ্যেরই শ্রীবৃদ্ধি করিতেছিল। ১০

উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় ধনু, বাণ পরিঘ, খড়্গ, পট্টিশ, তোমর, মুসল, ভুশুণ্ডী, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু,

গদাঃ প্রাসাঙ্কিতান্ কুন্তান্ ভিন্দিপালান্ মহাঙ্কুশান্।
প্রগৃহ্য ক্ষিপ্রমাপেতুঃ পরস্পরজিঘাংসয়া ॥ ১২
বাণজ্যাতলশব্দেন দ্যাং দিশঃ প্রদিশো বিয়ৎ।
পৃথিবীং নেমিঘোষেণ নাদয়ন্তোঽভ্যয়ুঃ পরান্ ॥ ১৩
তেন শব্দেন মহতা সংহৃষ্টাশ্চক্রুরাহবম্।
বীরা বীরৈর্মহাঘোরং কলহান্তং তিতীর্ষব ॥ ১৪
জ্যাতলত্রধনুঃশব্দঃ কুঞ্জরাণাঞ্চ বৃংহতান্।
পাদাতানাঞ্চ পততাং নৃণাং নাদো মহানভূৎ ॥ ১৫
তালশব্দাংশ্চ বিবিধান্ শূরাণাং চাভিগর্জতাম্।
শ্রুত্বা তত্র ভৃশং ত্রেসুঃ পেতুর্ম্মম্লুশ্চ সৈনিকাঃ ॥ ১৬
তেষাং নিনদতাং চৈব শস্ত্রবর্ষঞ্চ মুঞ্চতাম্।
বহূনাধিরথির্বীরঃ প্রমমাথেষুভিঃ পরান্ ॥ ১৭
পঞ্চ পাঞ্চালবীরাণাং রথান্ দশ চ পঞ্চ চ।
সাশ্বসূতধ্বজান্ কর্ণঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৮

গদা, প্রাস, তীক্ষ্ণ কুন্ত, ভিন্দিপাল এবং বড় বড় অঙ্কুশ গ্রহণ করত অতিসত্বর যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হইলেন ॥ ১১-১২

রথী বীর নিজ বাণসহ ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি এবং রথের চক্রসকলের ঘর্ঘর ধ্বনিতে আকাশ, অন্তরিক্ষ, দিক, বিদিক ও ভূতলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে শত্রুদিগের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

কলহের পরপারে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সব বীরগণ এই সমস্ত তীব্র শব্দের দ্বারা হর্ষ ও উল্লাসপূর্ণ হৃদয়ে বিপক্ষ বীরগণের সহিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪

গুণ, হস্তত্রাণ ও ধনুর শব্দ, চীৎকারকারী হস্তীদিগের গর্জন এবং রণাঙ্গনে পতিত পদাতি সৈন্যগণের তীব্র আর্তনাদের তুমুল ধ্বনিতে সে স্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৫

সম্মুখে গর্জনকারী বীর যোদ্ধাগণের তালদানের বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া বহু সৈন্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, বহু সৈন্য ধরাতলে পতিত হইল এবং বহু সৈন্য ম্লান হইয়া যাইল ॥ ১৬

সিংহনাদকারী এবং অস্ত্রসকল বর্ষণকারী শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বহু সৈন্যকে বীর কর্ণ নিজ বাণসকলের দ্বারা মথিত করিলেন ॥ ১৭

তিনি নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাঞ্চাল বীরগণের প্রথমে পাঁচ, তারপর দশ এবং পুনরায় পাঁচ জন রথী যোদ্ধাকে অশ্ব, সারথি ও ধ্বজসকলের সহিত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮

তখন সমরাঙ্গণে পাণ্ডব-পক্ষের শীঘ্রতাসহকারে অস্ত্রচালনা

যোধমুখ্যা মহাবীর্য্যাঃ পাণ্ডূনাং কর্ণমাহবে।
শীঘ্রাস্ত্রাস্তূর্ণমাবৃত্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ১৯
ততঃ কর্ণো দ্বিষৎসেনাং শরবর্ষৈর্বিলোড়য়ন্।
বিজগাহাণ্ডজাকীর্ণাং পদ্মিনীমিব যূথপঃ ॥ ২০
দ্বিষন্মধ্যমবস্কন্দ্য রাধেয়ো ধনুরুত্তমম্।
বিধুন্বানঃ শিতৈর্বাণৈঃ শিরাংস্যুন্মথ্য পাতয়ৎ ॥ ২১
চর্মবর্মাণি সংছিন্নান্যপতন্ ভুবি দেহিনাম্।
বিষেহুর্নাস্য সংস্পর্শং দ্বিতীয়স্য পতৎত্রিণঃ ॥ ২২
বর্মদেহাসুমথনৈর্ধনুষঃ প্রচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
মৌর্ব্যা তলত্রে ন্যহনৎ কশয়া বাজিনো যথা ॥ ২৩
পাণ্ডু-সৃঞ্জয়-পাঞ্চালান্ শরগোচরমাগতান্।
মমর্দ তরসা কর্ণঃ সিংহো মৃগগণানিব ॥ ২৪
ততঃ পাঞ্চালরাজশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
যমৌ চ যুযুধানশ্চ সহিতাঃ কর্ণমভ্যয়ুঃ ॥ ২৫

করিতে সমর্থ মহাপরাক্রমশালী প্রধান প্রধান যোদ্ধারা অতিদ্রুত সেখানে আসিয়া কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯

তদনন্তর কর্ণ নিজ বাণবর্ষণের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে মথিত করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে সেইভাবে প্রবেশ করিলেন, যেরূপ যূথপতি গজরাজ পক্ষিসমূহে পূর্ণ পদ্মশোভিত সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে মথিত করিয়া থাকে ॥ ২০

রাধাপুত্র কর্ণ ক্রমশঃ শত্রুসৈন্যদের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া নিজ উত্তম ধনু কম্পিত করিতে করিতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণের মস্তকসকল ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সেই সময় দেহধারী যোদ্ধাদের চর্ম এবং কবচসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। শত্রুসৈন্যরা কর্ণের দ্বিতীয় বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে পারিতে ছিল না ॥ ২২

যেরূপ অশ্বারোহী কশার দ্বারা অশ্বকে প্রহার করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া কবচ, শরীর ও প্রাণকে মথিত করিতে সমর্থ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগের হস্তত্রাণের উপরেও প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

যেরূপ সিংহ নিজের দৃষ্টির মধ্যে পতিত মৃগগণকে সবলে মর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও নিজ বাণসমূহের সীমা মধ্যে পতিত পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধাগণকে তীব্রবেগে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

মান্যবর! তখন পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ

তেষু ব্যাযচ্ছমানেষু কুরু-পাঞ্চাল-পাণ্ডুষু।
প্রিয়ানসূন্ রণে ত্যক্ত্বা যোধা জগ্মুঃ পরস্পরম্ ॥ ২৬
সুসংনদ্ধাঃ কবচিনঃ সশিরস্ত্রাণভূষণাঃ।
গদাভিঃ মুসলৈশ্চান্যে পরিঘৈশ্চ মহাবলাঃ ॥ ২৭
সমভ্যধাবন্ত ভৃশং কালদণ্ডৈরিবোদ্যতৈঃ।
নর্দন্তশ্চাহ্বয়ন্তশ্চ প্রবল্গন্তশ্চ মারিষ ॥ ২৮
ততো নিজঘ্নুরন্যোন্যং পেতুশ্চান্যোন্যতাড়িতাঃ।
বমন্তো রুধিরং গাত্রৈর্বিমস্তিষ্কেক্ষণায়ুধাঃ ॥ ২৯
দন্তপূর্ণৈঃ সরুধিরৈর্বক্ত্রৈর্দাড়িমসন্নিভৈঃ।
জীবন্ত ইব চাপ্যেকে তস্থুঃ শস্ত্রোপবৃংহিতাঃ ॥ ৩০
পরশ্বধৈশ্চাপ্যপরে পট্টিশৈরসিভিস্তথা।
শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ নখরপ্রাসতোমরৈঃ ॥ ৩১
ততক্ষুশ্চিচ্ছিদুশ্চান্যে বিভিদুশ্চিক্ষিপুস্তথা।
সঞ্চকর্তুশ্চ জঘ্নুশ্চ ক্রুদ্ধা রণমহার্ণবে ॥ ৩২
পেতুরন্যোন্যনিহতা ব্যসবো রুধিরোক্ষিতাঃ।
ক্ষরন্তঃ সুরসং রক্তং প্রকৃত্তাশ্চন্দনা ইব ॥ ৩৩
রথৈ রথা বিনিহতা হস্তিভিশ্চাপি হস্তিনঃ।
নরৈর্নরা হতাঃ পেতুরশ্বাশ্চাশ্বৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৪
ধ্বজাঃ শিরাংসি ছত্রাণি দ্বিপহস্তা নৃণাং ভুজাঃ।
ক্ষুরৈর্ভল্লার্দ্ধচন্দ্রৈশ্চ ছিন্নাঃ পেতুর্মহীতলে ॥ ৩৫
নরাংশ্চ নাগান্ সরথান্ হয়ান্ মমৃদুরাহবে।
অশ্বারোহৈর্হতাঃ শূরাশ্ছিন্নহস্তাশ্চ দন্তিনঃ ॥ ৩৬
সপতাকাধ্বজাঃ পেতুর্বিশীর্ণা ইব পর্বতাঃ।
পত্তিভিশ্চ সমাপ্লুত্য দ্বিরদাঃ স্যন্দনাস্তথা ॥ ৩৭

এবং নকুল, সহদেব, সাত্যকি—ইহারা সকলে একত্রে আসিয়া কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৫

সেই সময় যখন কৌরব, পাঞ্চাল এবং পাণ্ডব যোদ্ধারা পরিশ্রম সহকারে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন, তখন সকল সৈন্যরা নিজ নিজ প্রিয় প্রাণের মমতা পরিহার করত পরস্পরকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬

মাননীয় রাজন্! কটিদেশ (কোমর) ভালভাবে বাঁধিয়া, কবচ বদ্ধ করিয়া, শিরস্ত্রাণ ও আভরণ ধারণ করিয়া মহাবল যোদ্ধারা গর্জন করিতে করিতে, লম্ফ-ঝম্ফ করিতে করিতে এবং পরস্পরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে কালদণ্ড-তুল্য গদা, মুসল ও পরিঘ উত্তোলিত করিয়া পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৭-২৮

তদনন্তর ইহারা পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন, পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং নিজ নিজ দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে ইহাদের মস্তিষ্ক, নেত্র ও অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ২৯

বহু বীরের শরীর অস্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত ও প্রাণশূন্য হইয়া পতিত ছিল; কিন্তু ইহাদের বিস্ফারিত মুখমধ্যে রক্তরঞ্জিত যে সমস্ত দন্ত ছিল, এই সকল দন্তের দ্বারা ইহারা রক্তিম দাড়িম-ফলের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন এবং এতাদৃশ মুখের দ্বারা তাঁহারা জীবিত বলিয়াই প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ৩০

মহানগরতুল্য সেই বিশাল রণস্থলে পরস্পর কুপিত হইয়া অন্যান্য যোদ্ধারা পরশু, পট্টিশ, খড়্গ, শক্তি, ভিন্দিপাল, নখর, প্রাস এবং তোমরসকলের দ্বারা যথাসম্ভব পরস্পরকে ছেদন, বিদারণ, ক্ষেপণ, কর্ত্তন ও হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

যেরূপ রক্ত চন্দন বৃক্ষ ছেদন করিলে উহা হইতে রক্ত বর্ণের রস বহির্গত হয়, সেইরূপ পরস্পরের আঘাতে নিহত যোদ্ধারা স্ব-স্ব-দেহ হইতে নির্গত রক্তে আপ্লুত হইয়া প্রাণহীন অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন ॥ ৩৩

রথসমূহের দ্বারা রথসমূহ, হস্তিগণের দ্বারা হস্তিগণ, পদাতি মনুষ্যদিগের দ্বারা পদাতি মনুষ্যগণ এবং অশ্বসকলের দ্বারা অশ্বসকল নিহত হইয়া রণভূমিতে সহস্র সহস্র সংখ্যায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

ধ্বজ, মস্তক, ছত্র, হস্তিগণের শুণ্ড এবং মনুষ্যদিগের বাহু-সকল—এ সমস্তই ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল ॥ ৩৫

অশ্বারোহী যোদ্ধারা বহু বীর যোদ্ধাগণকে সংহার করিয়া ছিলেন এবং বড় বড় হস্তীদিগের শুণ্ড সকলও ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। শুণ্ড ছিন্ন হইলে পর সেই সব হাতীরা যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক মনুষ্য, হস্তী, রথ ও অশ্বগণকে মর্দ্দিত করিয়া ফেলিল। তাহার পর ইহারা ধ্বজ ও পতাকা সহ চূর্ণ বিচূর্ণ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় ধরাশায়ী হইল ॥ ৩৬½

পদাতি বীরগণের লম্ফ-ঝম্ফ দ্বারা নিহত ও নিহন্যমান বহু হাতী ও রথ আরোহী যোদ্ধাদের সহিত চারিদিকে পতিত ছিল ॥ ৩৭½

হতাশ্চ হন্যমানাশ্চ পতিতাশ্চৈব সর্বশঃ।
অশ্বারোহাঃ সমাসাদ্য ত্বরিতাঃ পত্তিভির্হতাঃ ॥ ৩৮
সাদিভিঃ পত্তিসঙ্ঘাশ্চ নিহতা যুধি শেরতে।
মৃদিতানীব পদ্মানি প্রম্লানা ইব চ স্রজঃ ॥
হতানাং বদনান্যাসন্ গাত্রাণি চ মহাহবে ॥ ৩৯

বহু অশ্বারোহী যোদ্ধা অতিশয় ত্বরা করিয়া পদাতি সৈন্যদের নিকট গমন করত তাহাদের দ্বারা নিহত হইল এবং দলে দলে পদাতি সৈন্যরাও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে চিরকালের জন্য শয়ন করিল ॥ ৩৮

সেই মহাসমরে নিহত যোদ্ধাগণের মুখ ও দেহ মর্দ্দিত পদ্ম এবং অতিশয় ম্লান মালাসকলের ন্যায় শ্রীহীন হইয়া গিয়াছিল ॥৩৯

রূপাণ্যত্যর্থকান্তানি দ্বিরদাশ্বনৃণাং নৃপ।
সমুন্নানীব বস্ত্রাণি যযুর্দুর্দর্শতাং পরাম্ ॥ ৪০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।২১

নরেশ্বর! হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের অত্যন্ত সুন্দর রূপও সেখানে পঙ্কলিপ্ত বস্ত্রসকলের ন্যায় মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করাই অত্যন্ত কঠিন ছিল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(পাণ্ডবসৈন্যোপরি ভয়ঙ্করগজসৈন্যানামাক্রমণম, পাণ্ডবৈঃ পুণ্ড্রস্য পরাজয়ঃ, বঙ্গরাজাঙ্গরাজয়োঃ সংহারঃ, গজসৈন্যানাং বিনাশঃ পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।
হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যয়ুঃ ॥ ১
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ।
অঙ্গা বঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ২
মেকলাঃ কোসলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত ॥ ৩
শর-তোমর-নারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্বে পাঞ্চালবলমাহবে ॥ ৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবসৈন্যদের উপর ভয়ানক গজসৈন্যগণের আক্রমণ, পাণ্ডবদের দ্বারা পুণ্ড্রের পরাজয়, বঙ্গরাজ ও অঙ্গরাজ বধ এবং গজসৈন্যদের বিনাশ ও পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধনের আজ্ঞা লাভ করত বহুসংখ্যক মাহুত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সক্রোধে হস্তীদিগের সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ১

ভারত! পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের শ্রেষ্ঠ গজ-যোদ্ধারা এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্ত, মেকল, কোসল, মদ্র, দশার্ণ ও নিষধ দেশের সমস্ত গজযুদ্ধনিপুণ বীরগণ, কলিঙ্গ যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইয়া জলবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় রণাঙ্গনে পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর বাণ, তোমর ও নারাচসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২-৪

তান্ সম্মিমর্দিষূন্ নাগান্ পার্ষ্ণ্যঙ্গুষ্ঠাঙ্কুশৈর্ভৃশম্।
চোদিতান্ পার্ষতো বাণৈর্নারাচৈরভ্যবীবৃষৎ ॥ ৫
একৈকং দশভিঃ ষড়্ভিরষ্টাভিরপি ভারত।
দ্বিরদানভিবিব্যাধ ক্ষিপ্তৈর্গিরিনিভান্ শরৈঃ ॥৬
প্রচ্ছাদ্যমানং দ্বিরদৈর্মেঘৈরিব দিবাকরম্।
প্রযযুঃ পাণ্ডু-পাঞ্চালা নদন্তো নিশিতায়ুধাঃ ॥৭

এই সকল গজসৈন্য শত্রুদের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে মর্দ্দিত করিতে ইচ্ছুক ছিল। ইহাদিগকে সেই সময় মাহুতগণ পদ, অঙ্গুলি ও অঙ্কুশসকলের প্রহারে বারংবার অগ্রসর হইবার জন্য প্রেরিত করিতেছিল। ইহা দেখিয়া দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদের উপর নারাচনামক বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৫

ভরতনন্দন! ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পর্ব্বতাকার হস্তীদিগের প্রত্যেককেই স্বনিক্ষিপ্ত দশ-দশ, ছয়-ছয় এবং আট-আটটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬

সেই সময় মেঘমণ্ডলের দ্বারা আবৃত সূর্য্যের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে গজসৈন্যদের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৭

তান্ নাগানভিবর্ষন্তো জ্যাতন্ত্রীতলনাদিতৈঃ।
বীরনৃত্যং প্রনৃত্যন্তঃ শূরতালপ্রচোদিতৈঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৮

সাত্যকিশ্চ শিখণ্ডী চ চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্।
সমন্তাৎ সিষিচুর্বীরা মেঘাস্তোয়ৈরিবাচলান্ ॥ ৯

তে ম্লেচ্ছৈঃ প্রেষিতা নাগা নরানশ্বান্ রথানপি
হস্তৈরাক্ষিপ্য মমৃদুঃ পদ্ভিশ্চাপ্যতিমন্যবঃ ॥ ১০

বিভিদুশ্চ বিষাণাগ্রৈঃ সমাক্ষিপ্য চ চিক্ষিপুঃ।
বিষাণলগ্নাশ্চাপ্যন্যে পরিপেতুর্বিভীষণাঃ ॥ ১১

প্রমুখে বর্তমানং তু দ্বিপং বঙ্গস্য সাত্যকিঃ।
নারাচেনোগ্রবেগেন ভিত্ত্বা মর্মাণ্যপাতয়ৎ ॥ ১২
তস্যাবর্জিতকায়স্য দ্বিরদাদুৎপতিষ্যতঃ।

নারাচেনাহনদ্ বক্ষঃ সাত্যকিঃ সোঽপতদ্ ভুবি ॥ ১৩
পুণ্ড্রস্যাপততো নাগং চলন্তমিব পর্বতম্।
সহদেবঃ প্রযত্নাত্তৈর্নারাচৈরহনৎ ত্রিভিঃ ॥ ১৪
বিপতাকং বিযন্তারং বিবর্মধ্বজজীবিতম্।
তং কৃত্বা দ্বিরদং ভূয়ঃ সহদেবোঽঙ্গমভ্যয়াৎ ॥ ১৫
সহদেবং তু নকুলো বারয়িত্বাঙ্গমার্দয়ৎ।
নারাচৈর্যমদণ্ডাভৈস্ত্রিভির্নাগং শতেন তম্ ॥ ১৬
দিবাকরকরপ্রখ্যানঙ্গশ্চিক্ষেপ তোমরান্।
নকুলায় শতান্যষ্টৌ ত্রিধৈকৈকং তু সোঽচ্ছিনৎ ॥ ১৭
তথার্ধচন্দ্রেণ শিরস্তস্য চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ।
স পপাত হতো ম্লেচ্ছস্তেনৈব সহ দন্তিনা ॥ ১৮
অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যয়ুঃ ॥ ১৯

ইঁহারা গুণরূপী বীণার তার ঝঙ্কৃত করিতেছিলেন, বীর যোদ্ধাগণের প্রদত্ত তালের দ্বারা যুদ্ধের প্রেরণা পাইতেছিলেন এবং বীরোচিত নৃত্য করিতে করিতে সেই হস্তীদিগের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি, শিখণ্ডী এবং পরাক্রমশালী চেকিতান—এইসব বীরগণ চারিদিক হইতে সেই গজসৈন্যদের উপর সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮-৯

ম্লেচ্ছগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধী সেই গজ-সৈন্যরা মনুষ্য, অশ্ব ও রথসকলকে নিজ নিজ শুণ্ডের সাহায্যে উত্তোলিত করিয়া নিক্ষেপ করিতেছিল এবং পায়ের চাপে পেষণ করিতেছিল ॥ ১০

বহু সৈন্যকে নিজেদের দন্তের অগ্রভাগের দ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিল এবং বহু সৈন্যকে আবার শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। বহু সৈন্য আবার তাহাদের দন্তের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ভয়ানক অবস্থায় নীচেতে পতিত হইল ॥ ১১

এই সময় সাত্যকি নিজের সম্মুখে উপস্থিত বঙ্গরাজের হাতীর মর্ম্মস্থানসমূহ ভয়ঙ্কর বেগশালী নারাচসকলের দ্বারা বিদীর্ণ করত উহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১২

তখন বঙ্গরাজ নিজের শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া সেই হাতী হইতে লাফাইয়া পড়িতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু সাত্যকি একটি নারাচ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার বক্ষে আঘাত করিলেন, ইহাতে তিনি আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৩

অন্যদিকে পুণ্ড্ররাজ আক্রমণ করিতেছিলেন। তাঁহারও হস্তী যখন চলিতেছিল, তখন তাহাকে পর্ব্বত বলিয়া মনে হইতেছিল। সহদেব যত্নসহকারে নিক্ষিপ্ত তিনটি নারাচের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৪

এইরূপে সেই হাতীকে পতাকা, মাহুত, কবচ, ধ্বজ ও প্রাণহীন করিয়া দিয়া সহদেব পুনরায় অঙ্গরাজের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৫

কিন্তু নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া নিজেই যমদণ্ডতুল্য ভয়ানক তিনটি নারাচের দ্বারা তাঁহার হাতীকে এবং এক শত নারাচের দ্বারা অঙ্গরাজকে পীড়িত করিলেন ॥ ১৬

এই সময় অঙ্গরাজ নকুলের উপর সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী আট শত তোমর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু নকুল ইহাদের প্রত্যেককেই তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন নকুল একটি অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা অঙ্গরাজের শিরশ্ছেদ করিলেন। এইভাবে নিহত হইয়া ম্লেচ্ছজাতীয় অঙ্গরাজ নিজ হাতীর সহিতই ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১৮

গজ-যুদ্ধশিক্ষায় নিপুণ অঙ্গরাজের পুত্র নিহত হইলে পর কুপিত অঙ্গদেশীয় মাহুতগণ হস্তিগণের দ্বারা নকুলের উপর আক্রমণ করিল ॥ ১৯

চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষানমুচ্ছ্রৈঃ।
নির্মদিষস্তস্তরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্বতৈঃ ॥ ২০
মেকলোৎকলকালিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ ॥ ২১
তৈশ্ছাদ্যমানং নকুলং দিবাকরমিবাম্বুদৈঃ।
পরিপেতুঃ সুসংরব্ধাঃ পাণ্ডুপাঞ্চালসোমকাঃ ॥ ২২
ততস্তদভবদ্ যুদ্ধং রথিনাং হস্তিভিঃ সহ।
সৃজতাং শরবর্ষাণি তোমরাংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২৩
নাগানাং প্রাস্ফুটন্ কুম্ভা মর্মাণি বিবিধানি চ।
দন্তাশ্চৈবাতিবিদ্ধানাং নারাচৈর্ভূষণানি চ ॥ ২৪
তেষামষ্টৌ মহানাগাংশ্চতুঃষষ্ট্যা সুতেজনৈঃ।
সহদেবো জঘানাশু তেঽপতন্ সহ সাদিভিঃ ॥২৫
অঞ্জোগতিভিরায়ম্য প্রযত্নাদ্ ধনুরুত্তমম্।
নারাচৈরহনন্নাগান্ নকুলঃ কুলনন্দনঃ ॥ ২৬
ততঃ পাঞ্চাল-শৈনেয়ৌ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ।
শিখণ্ডী চ মহানাগান্ সিষিচুঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৭
তে পাণ্ডুযোধাম্বুধরৈঃ শত্রুদ্বিরদপর্বতাঃ।
বাণবর্ষৈর্হতাঃ পেতুর্বজ্রবর্ষৈরিবাচলাঃ ॥ ২৮
এবং হত্বা তব গজাংস্তে পাণ্ডুরথকুঞ্জরাঃ।
দ্রুতাং সেনামবৈক্ষন্ত ভিন্নকূলামিবাপগাম্ ॥ ২৯
তাং তে সেনাং সমালোড্য পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ।
বিক্ষোভয়িত্বা চ পুনঃ কর্ণং সমভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

তখন এই সব হাতীর উপর পতাকা উড়তেছিল। ইহাদের মুখও অতিশয় সুন্দর ছিল। ইহাদিগকে বাঁধিবার জন্য নির্ম্মিত রজ্জু ও কবচ স্বর্ণময় ছিল। ইহারা প্রজ্বলিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এই সব হাতীর দ্বারা নকুলকে মর্দ্দিত করিবার ইচ্ছা করিয়া মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ এবং তাম্রলিপ্তদেশীয় যোদ্ধারা সত্বর বাণ ও তোমরসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২০-২১

মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় নকুলকে ইঁহাদের দ্বারা আবৃত হইতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমক যোদ্ধারা সত্বর এই সব ম্লেচ্ছ সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ২২

তখন এই সব রথী যোদ্ধাদের সহিত হস্তিগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই রথিগণ ইহাদের উপর সহস্র সহস্র তোমর ও বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

নারাচসকলের দ্বারা অত্যন্ত আহত হইয়া এই হস্তিগণের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিবিধ মর্ম্মস্থানসকল ছিন্ন হইয়াছিল এবং ইহাদের দন্তগুলি উৎপাটিত হইয়াছিল ও আভরণসমূহ বিচ্যুত হইয়াছিল। ২৪

সহদেব ইহাদের মধ্যে আটটি মহাগজকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শীঘ্র বধ করিলেন। ইহারা সকলেই আরোহীদিগের সহিত ধরাশায়ী হইয়াছিল। ২৫

নিজ কুলের আনন্দদায়ক নকুলও বিশেষ যত্ন সহকারে উত্তম ধনু আকর্ষণ করত অনায়াসেই বহু দূরগামী নারাচসকলের দ্বারা বহুসংখ্যক হাতীকে বধ করিলেন। ২৬

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ এবং শিখণ্ডীও সেই গজরাজগণের উপর নিজ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৭

যেরূপ বজ্রসকলের বর্ষণে পর্ব্বতসমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যরূপ মেঘের দ্বারা কৃত বাণসমূহের বর্ষণে আহত হইয়া শত্রুদিগের হস্তিরূপ পর্ব্বতসকল ধরাশায়ী হইল। ২৮

সেইরূপ এই শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব-মহারথীরা আপনার গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া দেখিতে লাগিলেন যে, আপনার সৈন্যবাহিনী তীর ভাঙ্গিয়া প্রবল বেগে প্রবাহিতা নদীর ন্যায় চারিদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ২৯

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই সৈন্যগণ আপনার সেই সৈন্যদিগকে মথিত করিয়া তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করত পুনরায় কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সহদেবেন দুঃশাসনস্য পরাজয়ঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

সহদেবং তথা ক্রুদ্ধং দহন্তং তব বাহিনীম্।
দুঃশাসনো মহারাজ ভ্রাতা ভ্রাতরমভ্যয়াৎ॥ ১
তৌ সমেতৌ মহাযুদ্ধে দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
সিংহনাদরবাংশ্চক্রুর্বাসাংস্যাদুধুবুশ্চ হ॥ ২
ততো ভারত ক্রুদ্ধেন তব পুত্রেণ ধন্বিনা।
পাণ্ডুপুত্রস্ত্রিভির্বাণৈর্বক্ষস্যভিহতো বলী॥ ৩
সহদেবস্ততো রাজন্ নারাচেন তবাত্মজম্।
বিদ্ধ্বা বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ॥ ৪
দুঃশাসনস্ততশ্চাপং ছিত্ত্বা রাজন্ মহাহবে।
সহদেবং ত্রিসপ্তত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ৫
সহদেবস্তু সংক্রুদ্ধঃ খড়্গং গৃহ্য মহাহবে।
আবিধ্য প্রাসৃজত্তূর্ণং তব পুত্ররথং প্রতি॥ ৬
সমার্গণগুণং চাপং ছিত্ত্বা তস্য মহানসিঃ।
নিপপাত ততো ভূমৌ চ্যুতঃ সর্প ইবাম্বরাৎ॥ ৭
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সহদেবঃ প্রতাপবান্।
দুঃশাসনায় চিক্ষেপ বাণমন্তকরং ততঃ॥ ৮
তমাপতন্তং বিশিখং যমদণ্ডোপমত্বিষম্।
খড়্গেন শিতধারেণ দ্বিধা চিচ্ছেদ কৌরবঃ॥ ৯
ততস্তং নিশিতং খড়্গমাবিধ্য যুধি সত্বরঃ।
ধনুশ্চান্যৎ সমাদায় শরং জগ্রাহ বীর্য্যবান্॥ ১০
তমাপতন্তং সহসা নিস্ত্রিংশং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পাতয়ামাস সমরে সহদেবো হসন্নিব॥ ১১
ততো বাণাংশ্চতুঃষষ্টিং তব পুত্রো মহারণে।
সহদেবরথং তূর্ণং প্রেষয়ামাস ভারত॥ ১১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[সহদেব কর্ত্তৃক দুঃশাসনের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া যখন আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দগ্ধ করিতে ছিলেন, তখন ভ্রাতা দুঃশাসন নিজ সেই ভ্রাতা সহদেবের সম্মুখীন হইলেন॥ ১

সেই মহাযুদ্ধে দুই ভ্রাতাকে একত্রে মিলিত হইতে দেখিয়া সেখানে দণ্ডায়মান মহারথী যে দ্বারা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং বস্ত্র দুলাইতে আরম্ভ করিলেন॥ ২

ভারত! সেই সময় কুপিত হইয়া আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র দুঃশাসন স্বীয় তিনটি বাণের দ্বারা বলবান্ পাণ্ডুপুত্র সহদেবের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ৩

রাজন্! তখন সহদেব আপনার পুত্রকে একটি নারাচে আহত করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর তাঁহার সারথিকেও তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪

রাজন্! সেই মহাসমরে দুঃশাসন সহদেবের ধনু ছেদন করত তাঁহার দুই বাহুতে ও বক্ষে তিয়াত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৫

তখন সহদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই মহাসমরে তরবারি উত্তোলন করিলেন ও উহা ঘুরাইয়া অতিক্রত আপনার পুত্র দুঃশাসনের রথের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৬

তাঁহার এই লম্বা তরবারি দুঃশাসনের ধনু, বাণ ও গুণ ছেদন করত আকাশ হইতে চ্যুত সর্পের ন্যায় সেখানে ভূতলে পতিত হইল॥ ৭

তদনন্তর প্রতাপশালী সহদেব অপর ধনু গ্রহণ করত দুঃশাসনের উপর একটি প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ৮

যমদণ্ডতুল্য কান্তিযুক্ত সেই বাণকে আসিতে দেখিয়া কুরুবংশধর দুঃশাসন তীক্ষ্ণধার খড়্গের দ্বারা উহাকে দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। ৯

তাহার পর পরাক্রমশালী দুঃশাসন যুদ্ধস্থলে সত্বর তীক্ষ্ণধার সেই খড়্গটিকে ঘুরাইয়া সহদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্য ধনু গ্রহণ করত পুনরায় তাহার উপর বাণ যোজনা করিলেন। ১০

সহদেব হাস্য করিতে করিতেই নিজের দিকে সহসা আপতিত সেই খড়্গটিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে পাতিত করিলেন। ১১

ভারত! ইহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুঃশাসন সেই মহাসমরে সহদেবের উপর অতিক্রত বাট্টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন॥ ১২

তান্ শরান্ সময়ে রাজন্ বেগেনাপততো বহূন্।
একৈকং পঞ্চভির্বাণৈঃ সহদেবো ন্যকৃন্তত ॥ ১৩
সন্নিবার্য্য মহাবাণাংস্তব পুত্রেণ প্রেষিতান্।
অথাস্মৈ সুবহূন্ বাণান্ প্রেষয়ামাস সংযুগে ॥ ১৪
তান্ বাণাংস্তব পুত্রোঽপি ছিত্ত্বৈকৈকং ত্রিভিঃ শরৈঃ
ননাদ সুমহানাদং দারয়াণো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫
ততো দুঃশাসনো রাজন্ বিদ্ধ্বা পাণ্ডুসুতং রণে।
সারথিং নবভির্বাণৈর্মাদ্রেয়স্য সমার্পয়ৎ ॥ ১৬
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
সমাধত্ত শরং ঘোরং মৃত্যুকালান্তকোপমম্ ॥ ১৭
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং তব পুত্রায় সোঽসৃজৎ।
স তং নির্ভিদ্য বেগেন ভিত্ত্বা চ কবচং মহৎ ॥ ১৮
প্রাবিশদ্ ধরণীং রাজন্ বল্মীকমিব পন্নগঃ।
ততঃ সম্মুমুহে রাজংস্তব পুত্রো মহারথঃ ॥ ১৯
মূঢ়ং চৈনং সমালোক্য সারথিস্ত্বরিতো রথম্।
অপোবাহ ভৃশং ত্রস্তো বধ্যমানঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২০
পরাজিত্য রণে তং তু কৌরব্যং পাণ্ডুনন্দনঃ।
দুর্য্যোধনবলং দৃষ্ট্বা প্রমমাথ সমন্ততঃ ॥ ২১
পিপীলিকপুটং রাজন্ যথা মৃদগন্নরো রুষা।
তথা সা কৌরবী সেনা মৃদিতা তেন ভারত ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সহদেব-দুঃশাসনযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

রাজন্! সহদেব রণাঙ্গনে সবেগে আপতিত সেই বহুসংখ্যক বাণের প্রত্যেকটিকেই পাঁচটি করিয়া বাণ প্রহার করত ছেদন করিলেন ॥ ১৩

এইরূপে আপনার পুত্র দুঃশাসন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই মহাবাণগুলিকে নিবারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে সহদেব তাঁহার উপর বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

আপনার পুত্রও সহদেবের সেই সব বাণের প্রত্যেকটিকেই তিন তিনটি বাণের দ্বারা ছেদন করত পৃথিবীকে যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে তীব্র স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

রাজন্! ইহার পর দুঃশাসন রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন সহদেবকে বাণবিদ্ধ করিয়া সেই মাদ্রীকুমারের সারথির উপরেও নয়টি বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৬

মহারাজ! ইহাতে কুপিত হইয়া প্রতাপশালী সহদেব নিজ ধনুতে মৃত্যু, কাল ও যমরাজসদৃশ ভয়ঙ্কর একটি বাণ যোজনা করিলেন ॥ ১৭

তারপর ধনুটিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া তিনি আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর উহা নিক্ষেপ করিলেন। রাজন্! সেই বাণ দুঃশাসনকে এবং তাঁহার বিশাল কবচকে সবেগে বিদীর্ণ করত বল্মীকের মধ্যে প্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! ইহাতে আপনার মহারথী পুত্র দুঃশাসন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ১৮-১৯

তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে দেখিয়া সারথি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভীতচিত্তে আতঙ্কত রথকে রণাঙ্গন হইতে বহু দূরে লইয়া যাইল। ২০

কুরুবংশীয় দুঃশাসনকে রণাঙ্গনে পরাজিত করিয়া পাণ্ডুনন্দন সহদেব দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদিকে মথিত করিতে লাগিলেন। ২১

ভরতবংশজাত নরেন্দ্র! যেরূপ মানুষ ক্রুদ্ধ হইয়া পিপীলিকার-দলকে মর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সহদেব সেই কৌরব-সৈন্যদিগকে ধূলিতে মিশাইয়া দিতে লাগিলেন। ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সহদেব ও দুঃশাসনের যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-নকুলয়োর্যুদ্ধম্, কর্ণেন নকুলস্য পরাজয়ঃ, পাঞ্চালসৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

নকুলং রভসং যুদ্ধে দ্রাবয়ন্তং বরূথিনীম্।
কর্ণো বৈকর্ত্তনো রাজন্ বারয়ামাস বৈ রুষা ॥ ১
নকুলস্তু ততঃ কর্ণং প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।
চিরস্য বত দৃষ্টোঽহং দৈবতৈঃ সৌম্যচক্ষুষা ॥ ২
পশ্য মাং ত্বং রণে পাপ চক্ষুর্বিষয়মাগতম্।
ত্বং হি মূলমনর্থানাং বৈরস্য কলহস্য চ ॥ ৩
ত্বদ্দোষাৎ কুরবঃ ক্ষীণাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ত্বামদ্য সমরে হত্বা কৃত কৃত্যোঽস্মি বিজ্বরঃ ॥ ৪
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ নকুলং সূতনন্দনঃ।
সদৃশং রাজপুত্রস্য ধন্বিনশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫
প্রহরস্ব চ মে বীর পশ্যামস্তব পৌরুষম্।
কর্ম কৃত্বা রণে শূর ততঃ কত্থিতুমর্হসি ॥ ৬
অযুদ্ধ্বা সমরে তাত শূরা যুধ্যন্তি শক্তিতঃ।
প্রযুধ্যস্ব ময়া শক্ত্যা হনিষ্যে দর্পমেব তে ॥ ৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাহরৎ তূর্ণং পাণ্ডুপুত্রায় সূতজঃ।
বিব্যাধ চৈনং সমরে ত্রিসপ্তত্যা শিলীমুখৈঃ ॥ ৮
নকুলস্তু ততো বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ ভারত।
অশীত্যাশীবিষপ্রখ্যৈঃ সূতপুত্রমবিধ্যত ॥ ৯
তস্য কর্ণো ধনুশ্ছিত্ত্বা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ত্রিংশতা পরমেষ্বাসঃ শরৈঃ পাণ্ডবমার্দয়ৎ ॥ ১০
তে তস্য কবচং ভিত্ত্বা পপুঃ শোণিতমাহবে।
আশীবিষা যথা নাগা ভিত্ত্বা গাং সলিলং পপুঃ ॥ ১১
অথান্যদ্ ধনুরাদায় হেমপৃষ্ঠং দুরাসদম্।
কর্ণং বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ১২

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[নকুল ও কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কর্ণকর্ত্তৃক নকুলের পরাজয় ও পাঞ্চালসৈন্যদের সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধস্থলে কৌরবসৈন্যদিগকে বিতাড়নকারী বেগবান্ বীর নকুলকে সূর্য্যপুত্র কর্ণ রোষসহকারে নিবারণ করিলেন ॥ ১

তখন নকুল হাস্য করিতে করিতে কর্ণকে এই কথা বলিলেন —অতি দীর্ঘকাল পরে দেবতাগণ আমাকে সৌম্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; ইহা আনন্দের কথা। পাপী কর্ণ! আমি তোমার নয়নসম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তুমি ইচ্ছানুসারে আমাকে দর্শন কর। তুমিই এই সমস্ত অনর্থের, শত্রুতার এবং কলহের মূল। তোমারই দোষে আজ কৌরবগণ পরস্পর সংগ্রামে নিরত হইয়া ক্ষীণ (ধ্বংস) হইয়া যাইতেছে। আজ আমি তোমাকে রণাঙ্গনে বধ করিয়া কৃতকৃত্য ও নিশ্চিন্ত হইব ॥ ২-৪

নকুল এই কথা বলিলে পর সূতনন্দন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন, —বীর! তুমি এক রাজপুত্রের বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধর যোদ্ধার যোগ্য কার্য্য করিতে করিতে আমার উপর প্রহার কর। আমি তোমার পুরুষার্থ দেখিব। শূর! প্রথমে রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পরে সেই বিষয়ে প্রশংসাপূর্ণ বাক্য বলিবে ॥ ৫-৬

তাত! শৌর্য্যশালী বীরগণ সমরে কোন কথা না বলিয়া নিজের শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। তুমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি তোমার দর্প চূর্ণ করিয়া দিব ॥ ৭

এই বলিয়া সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন নকুলের উপর অতিক্রত অস্ত্রপ্রহার করিলেন। যুদ্ধস্থলে কর্ণ তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮

ভারত! সূতপুত্র কর্ণ কর্ত্তৃক বাণবিদ্ধ হইয়া নকুলও তাঁহাকে বিষধর সর্পসদৃশ আশীটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৯

তখন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ শিলাশাণিত ও স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলের ধনু ছেদন করত তাঁহাকে ত্রিশটি বাণে পীড়িত করিলেন ॥ ১০

যেরূপ বিষধর সর্পগণ ভূমিকে ভেদ করিয়া জলপান করে, সেইরূপ এই সকল বাণ নকুলের কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া যুদ্ধস্থলে তাঁহার রক্তপান করিতে লাগিল ॥ ১১

তাহার পর নকুল স্বর্ণময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত অপর একটি দুর্জ্জয় ধনু গ্রহণ করত কর্ণকে সত্তর এবং তাঁহার সারথিকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ নকুলঃ পরবীরহা।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন কর্ণস্য ধনুরাচ্ছিনৎ ॥ ১৩
অথৈনং ছিন্নধন্বানং সায়কানাং শতৈস্ত্রিভিঃ।
আজঘ্নে প্রহসন্ বীরঃ সর্বলোকমহারথম্ ॥ ১৪
কর্ণমভ্যর্দিতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রেণ মারিষ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মু রথিনঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ১৫
অথান্যদ্ ধনুরাদায় কর্ণো বৈকর্তনস্তদা।
নকুলং পঞ্চভির্বাণৈর্জত্রুদেশে সমার্পয়ৎ ॥ ১৬
তত্রস্থৈরথ তৈর্বাণৈর্মাদ্রীপুত্রো ব্যরোচত।
স্বরশ্মিভিরিবাদিত্যো ভুবনে বিসৃজন্ প্রভাম্ ॥ ১৭
নকুলস্তু ততঃ কর্ণং বিদ্ধ্বা সপ্তভিরাশুগৈঃ।
অথাস্য ধনুষঃ কোটিং পুনশ্চিচ্ছেদ মারিষ ॥ ১৮
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সমরে বেগবত্তরম্।
নকুলস্য ততো বাণৈঃ সর্বতোঽবারয়দ্ দিশঃ ॥ ১৯
সংছাদ্যমানঃ সহসা কর্ণচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
চিচ্ছেদ স শরাংস্তূর্ণং শরৈরেব মহারথঃ ॥ ২০
ততো বাণময়ং জালং বিততং ব্যোম্নি দৃশ্যতে।
খদ্যোতানামিব ব্রাতৈঃ সম্পতদ্ভির্যথা নভঃ ॥ ২১
তৈর্বিমুক্তৈঃ শরশতৈশ্ছাদিতং গগনং তদা।
শলভানাং যথা ব্রাতৈস্তদ্বদাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ২২
তে শরা হেমবিকৃতাঃ সম্পতন্তো মুহুর্মুহুঃ।
শ্রেণীকৃতা ব্যকাশন্ত ক্রৌঞ্চাঃ শ্রেণীকৃতা ইব ॥ ২৩
বাণজালাবৃতে ব্যোম্নি চ্ছাদিতে চ দিবাকরে।
ন স্ম সম্পততে ভূম্যাং কিঞ্চিদপ্যন্তরিক্ষগম্ ॥ ২৪
নিরুদ্ধে তত্র মার্গে চ শরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ।
ব্যরোচেতাং মহাত্মানৌ কাল-সূর্য্যাবিবোদিতৌ ॥ ২৫
কর্ণচাপচ্যুতৈর্বাণৈর্বধ্যমানাস্তু সোমকাঃ।
অবালীয়ন্ত রাজেন্দ্র বেদনার্তা ভৃশার্দিতাঃ ॥ ২৬

মহারাজ! ইহার পর শত্রুবীর-সংহারকারী নকুল কুপিত হইয়া একটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা কর্ণের ধনু ছেদন করিলেন। ১৩

ধনু ছিন্ন হইলে পর সমস্ত জগতে বিখ্যাত মহারথী বীর কর্ণকে বীর নকুল হাস্য করিতে করিতে তিন শত বাণের দ্বারা আহত করিয়া ফেলিলেন। ১৪

মান্যবর! পাণ্ডুপুত্র নকুল কর্তৃক কর্ণকে এইভাবে পীড়িত হইতে দেখিয়া দেবগণসহ সমস্ত রথী বীরবর্গ আশ্চর্য্য হইলেন। ১৫

তখন সূর্য্যপুত্র কর্ণ অপর একটি ধনু গ্রহণ করত নকুলের কণ্ঠদেশের মধ্যভাগে পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন। ১৬

সেখানে প্রবিষ্ট হইয়া স্থিত সেই সকল বাণের দ্বারা মাদ্রীনন্দন নকুল সেইভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ জগতে প্রভা বিকীরণকারী ভগবান্ সূর্য্য নিজ কিরণসমূহে সুশোভিত হইয়া থাকেন। ১৭

মাননীয় নরেন্দ্র! তদনন্তর নকুল কর্ণকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনুর একটি কোণ পুনরায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১৮

তখন কর্ণ সমরাঙ্গণে অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক নকুলের সর্ব্ব দিক্ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। ১৯

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সহসা আচ্ছাদিত হইয়া মহারথী নকুল অতি সত্বর স্বীয় বাণে তাঁহার এই সকল বাণ ছেদন করিয়া দিলেন। ২০

তাহার পর আকাশে বাণময় জাল বিস্তৃত হইয়াছে—ইহা দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন মনে হইতেছিল—আকাশে যেন বহু জোনাকী পোকা উড়িতেছে। ২১

প্রজানাথ! সেই সময় ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শত শত বাণের দ্বারা আচ্ছাদিত আকাশ পতঙ্গসমূহে পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ২২

বারংবার নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই সুবর্ণভূষিত বাণসকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশে এরূপ শোভা পাইতেছিল যে, যেন বহুসংখ্যক ক্রৌঞ্চ পক্ষী এক সঙ্গে আকাশে উড়িতেছে। ২৩

বাণসমূহের জালে আকাশ ও সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া যাইলে পর অন্তরিক্ষগামী কোন বস্তুই সেই সময় ভূতলে পড়িতেছিল না। ২৪

বাণসমূহের দ্বারা সেখানে সর্ব্বদিকেরই পথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলে, সেই দুই মহাত্মা বীর নকুল ও কর্ণ প্রলয়কালে উদিত দুইটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন। ২৫

রাজেন্দ্র! কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া সোমক-যোদ্ধারা বেদনায় কাতর হইয়া উঠিলেন এবং অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিক্ লুকাইতে আরম্ভ করিলেন। ২৬

নকুলস্য তথা বাণৈর্হন্যমানা চমূস্তব।
ব্যশীর্য্যত দিশো রাজন্ বাতনুন্না ইবাম্বুদাঃ ॥ ২৭
তে সেনে হন্যমানে তু তাভ্যাং দিব্যৈর্মহাশরৈঃ।
শরপাতমপাক্রম্য তস্থতুঃ প্রেক্ষিকে তদা ॥ ২৮
প্রোৎসারিতজনে তস্মিন্ কর্ণ-পাণ্ডবয়োঃ শরৈঃ।
অবিধ্যেতাং মহাত্মানাবন্যোন্যং শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৯
বিদর্শয়ন্তৌ দিব্যানি শস্ত্রাণি রণমূর্ধনি।
ছাদয়ন্তৌ চ সহসা পরস্পরবধৈষিণৌ ॥ ৩০
নকুলেন শরা মুক্তাঃ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
সূতপুত্রমবচ্ছাদ্য ব্যতিষ্ঠন্ত যথাম্বরে ॥ ৩১
তথৈব সূতপুত্রেণ প্রেষিতাঃ পরমাহবে।
পাণ্ডুপুত্রমবচ্ছাদ্য ব্যতিষ্ঠন্তাম্বরে শরাঃ ॥ ৩২
শরবেশ্মপ্রবিষ্টৌ তৌ দদৃশাতে ন কৈশ্চন।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ রাজন্ ছাদ্যমানৌ ঘনৈরিব ॥৩৩

রাজন্! নকুলের বাণসমূহের আঘাত পাইয়া আপনার সৈন্যগণও বায়ুর দ্বারা উড্ডীয়মান মেঘের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন ॥ ২৭

এই দুই বীরের দিব্য মহাবাণসকলের দ্বারা আহত উভয় পক্ষেরই সৈন্যবাহিনী সেই সময় ইঁহাদের বাণপতনের স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন এবং দর্শক হইয়া উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

কর্ণ ও নকুলের বাণ দ্বারা যখন সমস্ত সৈন্যই সেখান হইতে দূরে অপসারিত হইলেন, তখন এই দুই মহাত্মা বীর নিজ নিজ বাণবর্ষণের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥ ২৯

যুদ্ধের সম্মুখে এই দুই বীর দিব্য অস্ত্রসকল প্রদর্শন করাইতে করাইতে পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় সহসা বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

নকুলের বাণসমূহে কঙ্ক ও ময়ূরের পক্ষ সংযুক্ত ছিল। ইহারা তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সূতপুত্র কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া যেভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছিল, সেইরূপ এই মহাসমরে সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আচ্ছাদিত করত আকাশে অবস্থিত রহিল ॥ ৩১-৩২

রাজন্! যেরূপ মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্র দৃষ্টিপথে পতিত হন্ না, সেইরূপ বাণনির্মিত ভবনে প্রবিষ্ট এই দুই বীর কর্ণ ও নকুলের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িল না ॥ ৩৩

ততঃ ক্রুদ্ধো রণে কর্ণঃ কৃত্বা ঘোরতরং বপুঃ।
পাণ্ডবং ছাদয়ামাস সমন্তাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৪
সোঽতিচ্ছন্নো মহারাজ সূতপুত্রেণ পাণ্ডবঃ।
ন চকার ব্যথাং রাজন্ ভাস্করো জলদৈর্যথা ॥ ৩৫
ততঃ প্রহস্যাধিরথিঃ শরজালানি মারিষ।
প্রেষয়ামাস সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৬
একচ্ছায়মভূৎ সর্বং তস্য বাণৈর্মহাত্মনঃ।
অভ্রচ্ছায়েব সঞ্জজ্ঞে সম্পতদ্ভিঃ শরোত্তমৈঃ ॥ ৩৭
ততঃ কর্ণো মহারাজ ধনুশ্ছিত্ত্বা মহাত্মনঃ।
সারথিং পাতয়ামাস রথনীড়াদ্ধসন্নিব ॥ ৩৮
ততোঽশ্বাংশ্চতুরশ্চাস্য চতুর্ভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
যমস্য ভবনং তূর্ণং প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ৩৯
অথাস্য তং রথং দিব্যং তিলশো ব্যধমচ্ছরৈঃ।
পতাকাং চক্ররক্ষাংশ্চ গদাং খড়্গঞ্চ মারিষ ॥ ৪০

তদনন্তর ক্রোধে পূর্ণ কর্ণ রণাঙ্গনে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া চারিদিকে বাণসমূহ বর্ষণ করত পাণ্ডুপুত্র নকুলকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৩৪

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে পর মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় নকুল নিজ মনে অল্পও ব্যথা অনুভব করিলেন না ॥ ৩৫

মান্যবর! তাহার পর সূতপুত্র কর্ণ তীব্রবেগে হাস্য করত পুনরায় সমরাঙ্গণে বাণ-জাল বিস্তার করিলেন। এই সময় তিনি শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

এই মহাত্মা বীর কর্ণের উত্তম বাণসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পড়িলে পর সেখানকার সব কিছুই সেইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল, যেরূপ ঘন মেঘের দ্বারা সূর্য্য আবৃত হইয়া পড়িলে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায় ॥ ৩৭

মহারাজ! অনন্তর হাস্য করিতে করিতে কর্ণ মহাত্মা নকুলের ধনু ছেদন করত তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূপাতিত করিলেন ॥ ৩৮

ভারত! তাহার পর অন্য চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে অতিক্রুত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৯

মান্যবর! ইহার পর তিনি নিজের বাণসমূহের দ্বারা নকুলের সেই দিব্য রথকে তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন এবং পতাকা, পাদরক্ষকগণ, গদা ও খড়্গকেও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। সেই

শতচন্দ্রঞ্চ তচ্চর্ম্ম সর্বোপকরণানি চ ।
হতাশ্বো বিরথশ্চৈব বিবর্মা চ বিশাম্পতে ॥ ৪১
অবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং পরিঘং গৃহ্য ধিষ্ঠিতঃ ।
তমুদ্যতং মহাঘোরং পরিঘং তস্য সূতজঃ ॥ ৪২
ব্যহনৎ সায়কৈ রাজন্ সুতীক্ষ্ণৈর্ভারসাধনৈঃ ।
ব্যায়ুধং চৈনমালক্ষ্য শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ৪৩
আর্পয়দ্ বহুভিঃ কর্ণো ন চৈনং সমপীড়য়ৎ ।
স হন্যমানঃ সমরে কৃতাস্ত্রেণ বলীয়সা ॥ ৪৪
প্রাদ্রবৎ সহসা রাজন্ নকুলো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ।
তমভিদ্রুত্য রাধেয়ঃ প্রহসন্ বৈ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৫
সজ্যমস্য ধনুঃ কণ্ঠে ব্যবাসৃজত ভারত ।
ততঃ স শুশুভে রাজন্ কণ্ঠাসক্তমহাধনুঃ ॥ ৪৬
পরিবেষমনুপ্রাপ্তো যথা স্যাদ্ ব্যোম্নি চন্দ্রমাঃ ।
যথৈব চাসিতো মেঘঃ শক্রচাপেন শোভিতঃ ॥ ৪৭

সঙ্গে শতচন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত তাঁহার ঢাল ও অন্য সব যুদ্ধ-সামগ্রীকেও নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৪০½

প্রজাপালক রাজন্! অশ্ব, রথ ও কবচ নষ্ট হইয়া যাইলে পর নকুল অতিসত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িয়া পরিঘধারণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

রাজন্! তাঁহার হস্তে উত্তোলিত সেই মহাভয়ঙ্কর পরিঘকে সূতপুত্র কর্ণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও দুষ্কর কার্য্যসিদ্ধকর বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ৪২½

তাঁহাকে অস্ত্রহীন দেখিয়া কর্ণ আনতপর্ব্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা আরও আঘাত করিলেন, কিন্তু প্রাণান্তকর বাণ প্রহার করিলেন না ॥ ৪৩½

অত্যন্ত বলবান্ এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী কর্ণকর্তৃক সমরাঙ্গণে আহত হইয়া নকুল সহসা পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৪৪½

ভারত! রাধাপুত্র কর্ণ বারংবার হাস্য করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাঁহার গলদেশে গুণসহ নিজের ধনু নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৫½

রাজন্! কণ্ঠে পতিত সেই মহাধনুর দ্বারা যুক্ত হইয়া নকুল সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ আকাশে চন্দ্রের উপর পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইয়া শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অথবা কোন শ্যাম-বর্ণ মেঘ ইন্দ্রধনুর দ্বারা সুশোভিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬-৪৭

তমব্রবীত্ততঃ কর্ণো ব্যর্থং ব্যাহৃতবানসি ।
বদেদানীং পুনর্হৃষ্টো বধ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮
মা যোৎসীঃ কুরুভিঃ সার্দ্ধং বলবদ্ভিশ্চ পাণ্ডব ।
সদৃশৈস্তাত যুধ্যস্ব ব্রীড়াং মা কুরু পাণ্ডব ॥ ৪৯
গৃহং বা গচ্ছ মাদ্রেয় যত্র বা কৃষ্ণ-ফাল্গুনৌ ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ ব্যসর্জয়ত তং তদা ॥ ৫০
বধপ্রাপ্তং তু তং শূরো নাহনদ্ ধর্ম্মবিত্তদা ।
স্মৃত্বা কুন্ত্যা বচো রাজংস্তত এনং ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৫১
বিসৃষ্টঃ পাণ্ডবো রাজন্ সূতপুত্রেণ ধন্বিনা ।
ব্রীড়ন্নিব জগামাথ যুধিষ্ঠিররথং প্রতি ॥ ৫২
আরুরোহ রথং চাপি সূতপুত্রপ্রতাপিতঃ ।
নিঃশ্বসন্ দুঃখসন্তপ্তঃ কুম্ভস্থ ইব পন্নগঃ ॥ ৫৩
তং বিজিত্যাথ কর্ণোঽপি পাঞ্চালাংস্ত্বরিতো যযৌ
রথেনাতিপতাকেন চন্দ্রবর্ণহয়েন চ ॥ ৫৪

সেই সময় কর্ণ নকুলকে বলিলেন,—পাণ্ডুকুমার! তুমি বৃথা আত্মপ্রশংসাসূচক বাক্য বলিয়াছিলে। এখন বারংবার আমার বাণসকলের প্রহার খাইয়া পুনরায় তাদৃশ হর্ষের সহিত সেই কথা বল ত' দেখি! বলবান্ কৌরবদের সহিত আজ হইতে আর যুদ্ধ করিও না। তাত! যে তোমার সমান, তাহারই সহিত যুদ্ধ করিও। মাদ্রীকুমার! লজ্জিত হইও না। ইচ্ছা হয় ত' গৃহে গমন কর অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রহিয়াছে, সেখানে চলিয়া যাও। মহারাজ! এই কথা বলিয়া সেই সময় কর্ণ নকুলকে ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৪৮-৫০

রাজন্! যদিও নকুল বধযোগ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তথাপি ধর্ম্মজ্ঞ বীর কর্ণ সেই সময় কুন্তীদেবীকে প্রদত্ত নিজ বাক্যের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন না এবং জীবিত অবস্থাতেই ছাড়িয়া দিলেন ॥ ৫১

হে রাজন্! ধনুর্দ্ধর সূতপুত্র ছাড়িয়া দিলে পর পাণ্ডুনন্দন নকুল লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে গমন করিলেন ॥ ৫২

সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক অত্যন্ত জ্বালাপ্রাপ্ত নকুল সন্তপ্ত হইয়া কণ্ঠে মধ্যে আবদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৫৩

এইরূপে নকুলকে পরাজিত করিয়া কর্ণও চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ অশ্ব এবং উচ্চ পতাকাযুক্ত রথের দ্বারা অতিক্রত পাঞ্চালসৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৪

তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে।
দৃষ্ট্বা সেনাপতিং যান্তং পাঞ্চালানাং রথব্রজান্ ॥ ৫৫
তত্রাকরোন্মহারাজ কদনং সূতনন্দনঃ।
মধ্যং প্রাপ্তে দিনকরে চক্রবদ্ বিচরন্ প্রভুঃ ॥ ৫৬
ভগ্নচক্রৈ রথৈঃ কাংশ্চিচ্ছিন্নধ্বজপতাকিভিঃ।
হতাশ্বৈর্হতসূতৈশ্চ ভগ্নাক্ষৈশ্চৈব মারিষ ॥ ৫৭
হ্রিয়মাণানপশ্যাম পাঞ্চালানাং রথব্রজান্।
তত্র তত্র চ সম্ভ্রান্তা বিচেরুর্মত্তকুঞ্জরাঃ ॥ ৫৮
দাবাগ্নিপরিদগ্ধাঙ্গা যথৈব স্যুর্মহাবনে।
ভিন্নকুম্ভার্দ্ররুধিরাশ্ছিন্নহস্তাশ্চ বারণাঃ ॥ ৫৯
ছিন্নগাত্রাবরাশ্চৈব ছিন্নবালধয়োঽপরে।
ছিন্নাভ্রাণীব সম্পেতুর্হন্যমানা মহাত্মনা ॥ ৬০
অপরে ত্রাসিতা নাগা নারাচশরতোমরৈঃ।
তমেবাভিমুখং জগ্মুঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ৬১

প্রজানাথ! কৌরব সেনাপতি কর্ণকে পাঞ্চাল-রথিগণের দিকে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে তীব্র কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ৫৫

মহারাজ! দিবাকর মধ্যপ্রহরে উপনীত হইলে অর্থাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে শক্তিশালী সূতনন্দন কর্ণ চক্রের ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে সেখানে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে অত্যন্ত পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

মাননীয় নরেন্দ্র! আমরা সেই সময় বহু রথী যোদ্ধাদিগকে এরূপ অবস্থায় দেখিলাম যে, তাহাদের রথের চক্রসকল ভাঙিয়া গিয়াছে, পতাকাসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে, অশ্ব ও সারথিগণ নিহত হইয়াছে এবং রথের ধুরসকলও খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সেই অবস্থায় দলে দলে পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধাগণকে আমরা পলায়ন করিতে দেখিলাম ॥ ৫৭½

বহু মদমত্ত হস্তী সেখানে অতিশয় বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হইয়া এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল গভীর বনমধ্যে দাবানল তাহাদের সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া দিয়াছে ॥ ৫৮½

বহু হাতীরই কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু হাতীর শুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, বহু হাতীর পুচ্ছ কর্তিত হইয়াছিল এবং বহু হাতী আবার কর্ণের প্রহার খাইয়া খণ্ডিত মেঘের ন্যায় পৃথিবীর উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯-৬০

অপরে নিষ্টনন্তশ্চ ব্যদৃশ্যন্ত মহাদ্বিপাঃ।
ক্ষরন্তঃ শোণিতং গাত্রৈর্নগা ইব জলস্রবাঃ ॥ ৬২
উরশ্ছদৈর্বিযুক্তাংশ্চ বালবন্ধৈশ্চ বাজিনঃ।
রাজতৈশ্চ তথা কাংস্যৈঃ সৌবর্ণৈশ্চৈব ভূষণৈঃ ॥ ৬৩
হীনাংশ্চাভরণৈশ্চৈব খলীনৈশ্চ বিবর্জিতান্।
চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ তূণীরৈঃ পতিতৈরপি ॥ ৬৪
নিহতৈঃ সাদিভিশ্চৈব শূরৈরাহবশোভিতৈঃ।
অপশ্যাম রণে তত্র ভ্রাম্যমাণান্ হয়োত্তমান্ ॥ ৬৫
প্রাসৈঃ খড়্গৈশ্চ রহিতানৃষ্টিভিশ্চাপি ভারত।
হয়সাদীনপশ্যাম কঞ্চুকোষ্ণীষধারিণঃ ॥ ৬৬
নিহতান্ বধ্যমানাংশ্চ বেপমানাংশ্চ ভারত।
নানাঙ্গাবয়বৈর্হীনাংস্তত্র তত্রৈব ভারত ॥ ৬৭
রথান্ হেমপরিষ্কারান্ সংযুক্তান্ জবনৈর্হয়ৈঃ।
ভ্রাম্যমাণানপশ্যাম হতেষু রথিষু দ্রুতম্ ॥ ৬৮

অপর বহু গজরাজ কর্ণের নারাচ, বাণ ও তোমরসকলের দ্বারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পতঙ্গসমূহের অগ্নি অভিমুখে আগমনের ন্যায় কর্ণের দিকেই চলিয়া আসিতে লাগিল ॥ ৬১

অন্য বহু সংখ্যক বড় বড় হাতী ঝরণাপ্রবাহিতকারী পর্বত-সমূহের ন্যায় নিজেদের দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতেছে—দেখা যাইল ॥ ৬২

বহু অশ্বের বক্ষ-আবরণকারী কবচ ছিন্ন হইয়াছিল। লোম-বন্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কংশনির্মিত আভরণ-সমূহ পতিত হইয়াছিল। অন্য আভরণসকলও বিচ্যুত হইয়া-ছিল, মুখ হইতে লাগামও বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, চামর, আস্তরণ ও তূণ সকল ভূপাতিত হইয়াছিল এবং সংগ্রামে শোভা-প্রাপ্ত তাহাদের শৌর্যশালী বীর আরোহী যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রণাঙ্গনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বহু শ্রেষ্ঠ অশ্বকে আমরা চারিদিকে ঘুরিতে দেখিলাম ॥ ৬৩-৬৫

ভারত! কবচ ও উষ্ণীষ (পাগড়ী)-ধারী অশ্বারোহী বহু যোদ্ধাকে আমরা প্রাস, খড়্গ ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রহীন হইয়া নিহত হইতে দেখিলাম। বহু যোদ্ধা কর্ণের বাণসমূহের প্রহার খাইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং বহু যোদ্ধা নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গসমূহরহিত অবস্থায় যেখানে সেখানে নিহত হইয়া পতিত ছিল ॥ ৬৬-৬৭

বেগশালী অশ্বগণে যোজিত এবং স্বর্ণভূষিত বহু রথ সারথি

ভগ্নাক্ষকুবরান্ কাংশ্চিদ্ ভগ্নচক্রাংশ্চ ভারত।
বিপতাক-ধ্বজাংশ্চান্যান্ ছিন্নেষাদণ্ডবন্ধুরান্ ॥ ৬৯
বিহতান্ রথিনস্তত্র ধাবমানাংস্ততস্ততঃ।
সূতপুত্রশরৈস্তীক্ষ্ণৈর্হন্যমানান্ বিশাম্পতে ॥ ৭০
বিশস্ত্রাংশ্চ তথৈবান্যান্ সশস্ত্রাংশ্চ হতান্ বহূন্।
তারকাজালসংছন্নান্ বরঘণ্টাবিশোভিতান্ ॥ ৭১
নানাবর্ণবিচিত্রাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতান্।
বারণানন্বপশ্যাম ধাবমানান্ সমন্ততঃ ॥ ৭২
শিরাংসি বাহূনূরূংশ্চ ছিন্নানন্যাংস্তথৈব চ
কর্ণচাপচ্যুতৈর্বাণৈরপশ্যাম সমন্ততঃ ॥ ৭৩
মহান্ ব্যতিকরো রৌদ্রো যোধানামন্বপদ্যত।
কর্ণসায়কনুন্নানাং যুধ্যতাঞ্চ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৭৪

ও রথী যোদ্ধারা নিহত হইলে পর সবেগে ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছিল। ৬৮

হে ভারত! বহু রথের ধুর ও কুবর (কাষ্ঠবিশেষ) ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, চক্রসকল ভগ্ন হইয়াছিল, পতাকা ও ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছিল এবং ঈষাদণ্ড ও বন্ধুর (রথকাষ্ঠবিশেষ) সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। ৬৯

প্রজানাথ! সূতপুত্র কর্ণের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা হতাহত হইয়া বহু রথীকে সেখানে এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে দেখা যাইল। বহু রথী অস্ত্রহীন হইয়া এবং বহু রথী সশস্ত্র থাকিয়াই নিহত হইল। ৭০½

নক্ষত্র চিহ্নযুক্ত কবচসমূহে আচ্ছাদিত, উত্তম ঘণ্টাসকলে সুশোভিত এবং অনেক বর্ণের বিচিত্র ধ্বজ পতাকাশ্রেণীতে অলঙ্কৃত হাতীদিগকে আমরা চারিদিকে পলায়ন করিতে দেখিলাম। ৭১-৭২

আমরা আরও দেখিলাম যে, কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা যোদ্ধাগণের মস্তক, বাহু ও জঙ্ঘাসকল ছিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত হইতেছে। ৭৩

কর্ণের বাণসকলের দ্বারা আহত হইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে করিতে যোদ্ধাগণের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইল। ৭৪

তে বধ্যমানাঃ সমরে সূতপুত্রেণ সৃঞ্জয়াঃ।
তমেবাভিমুখং যান্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্ ॥ ৭৫
তং দহন্তমনীকানি তত্র তত্র মহারথম্।
ক্ষত্রিয়া বর্জয়ামাসুর্যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥ ৭৬
হতশেষাস্তু যে বীরাঃ পাঞ্চালানাং মহারথাঃ।
তান্ প্রভগ্নান্ দ্রুতান্ বীরঃ পৃষ্ঠতো বিকিরন্ শরৈঃ ॥ ৭৭
অভ্যধাবত তেজস্বী বিশীর্ণকবচ-ধ্বজান্।
তাপয়ামাস তান্ বাণৈঃ সূতপুত্রো মহাবলঃ।
মধ্যন্দিনমনুপ্রাপ্তো ভূতানীব তমোনুদঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণযুদ্ধে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

সমরাঙ্গণে সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত প্রহৃত হইতে থাকিয়া সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ পতঙ্গসকলের অগ্নিতে পতনের ন্যায় কর্ণেরই সম্মুখে গমন করিতে লাগিল। ৭৫

মহারথী কর্ণ প্রলয়কালের প্রচণ্ড অগ্নির সদৃশ যেখানে সেখানে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইলেন। ৭৬

পাঞ্চাল-যোদ্ধাগণের যে সব মহারথী বীর নিহত না হইয়া অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া তেজস্বী বীর কর্ণ তাহাদের পশ্চাতে বাণবর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। তখন এই সব যোদ্ধাদের ধ্বজ ও কবচ সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। যেরূপ মধ্যাহ্নকালের সূর্য্য প্রাণিগণকে নিজ কিরণাবলির দ্বারা সন্তাপিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাবল সূতপুত্র কর্ণ নিজ বাণসকলের দ্বারা সেই শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। ৭৭-৭৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কর্ণের যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুযুৎস্বুলূকয়োর্যুদ্ধম, যুযুৎসোঃ পলায়নম, শতানীকেন সহ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-শ্রুতকর্মণঃ, সুতসোমেন চ সহ শকুনের্ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ, শকুনিনা পাণ্ডবসৈন্যানাং বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুযুৎসুং তব পুত্রস্য দ্রাবয়ন্তং বলং মহৎ।
উলূকো ন্যপতত্তূর্ণং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১
যুযুৎসুশ্চ ততো রাজন্ শিতধারেণ পত্রিণা।
উলূকং তাড়য়ামাস বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলম্ ॥ ২
উলূকস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্তব পুত্রস্য সংযুগে।
ক্ষুরপ্রেণ ধনুশ্ছিত্ত্বা তাড়য়ামাস কর্ণিনা ॥ ৩
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং যুযুৎসুর্বেগবত্তরম্।
অন্যদাদত্ত সুমহচ্চাপং সংরক্তলোচনঃ ॥ ৪
শাকুনিং তু ততঃ ষষ্ট্যা বিব্যাধ ভরতর্ষভ।
সারথিং ত্রিভিরানর্চ্ছৎ তঞ্চ ভূয়ো ব্যবিধ্যত ॥ ৫
উলূকস্তং তু বিংশত্যা বিদ্ধ্বা স্বর্ণবিভূষিতৈঃ।
অথাস্য সমরে ক্রুদ্ধো ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্ ॥ ৬
সচ্ছিন্নযষ্টিঃ সুমহান্ শীর্য্যমাণো মহাধ্বজঃ।
পপাত প্রমুখে রাজন্ যুযুৎসোঃ কাঞ্চনধ্বজঃ ॥ ৭
ধ্বজমুন্মথিতং দৃষ্ট্বা যুযুৎসুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উলূকং পঞ্চভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে ॥ ৮
উলূকস্তস্য সমরে তৈলধৌতেন মারিষ।
শিরশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন যন্তুর্ভরতসত্তম ॥ ৯
তচ্ছিন্নমপতদ্ ভূমৌ যুযুৎসোঃ সারথেস্তদা।
তারারূপং যথা চিত্রং নিপপাত মহীতলে ॥ ১০
জঘান চতুরোঽশ্বাংশ্চ তঞ্চ বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা প্রত্যপায়াদ্ রথান্তরম্ ॥ ১১
তং নির্জ্জিত্য রণে রাজন্নুলূকস্ত্বরিতো যযৌ।
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব বিনিঘ্নন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[যুযুৎসু ও উলূকের যুদ্ধ, যুযুৎসুর পলায়ন, শতানীকের সহিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র শ্রুতকর্মার তথা সুতসোমের সহিত শকুনির ভয়ঙ্কর সংগ্রাম এবং শকুনি কর্ত্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যদের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অন্যদিকে যুযুৎসু আপনার পুত্রের বিশাল সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উলূক অতিক্রুত সেখানে আসিলেন এবং যুযুৎসুকে বলিলেন,—তুমি দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ১

রাজন্! তখন যুযুৎসু তীক্ষ্ণ ধারাল বাণসমূহের দ্বারা মহাবল উলূককে সেইভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র পর্ব্বতের উপর বজ্র প্রহার করিয়া থাকেন ॥ ২

ইহাতে উলূকের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি যুদ্ধস্থলে একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা আপনার পুত্র যুযুৎসুর ধনু ছেদন করত তাঁহাকে কর্ণী বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

যুযুৎসু তখন ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত অন্য একটি অত্যন্ত বেগশালী ও বিশাল ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি শকুনিপুত্র উলূককে ষাটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে পীড়িত করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে আরও বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫

তখন উলূক রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া স্বর্ণভূষিত বিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করত তাঁহার স্বর্ণময় ধ্বজটিকে ছিন্ন করিলেন ॥ ৬

রাজন্! ধ্বজদণ্ড ছিন্ন হইলে পর যুযুৎসুর সেই বিশাল কাঞ্চন-ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল ॥ ৭

নিজের ধ্বজকে এইভাবে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া যুযুৎসু ক্রোধে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তিনি পাঁচটি বাণে উলূকের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ৮

মাননীয় ভরতশ্রেষ্ঠ! উলূক তৈলধৌত একটি ভল্লের প্রহারে যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৯

সেই সময় যুযুৎসুর সেই সারথির ছিন্ন মস্তক সেইভাবে ভূতলে পতিত হইল, যেরূপ আকাশ হইতে কোন বিচিত্র নক্ষত্র ভূতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১০

তারপর উলূক যুযুৎসুর চারিটি অশ্বকেও বিনাশ করিলেন এবং পাঁচটি বাণে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন। এই বলবান্ বীর উলূককর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া যুযুৎসু অপর রথের উপর আরোহণ করত সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ১১

রাজন্! রণাঙ্গনে যুযুৎসুকে পরাজিত করিয়া উলূক অতিক্রুত পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণের দিকে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

সুতসোমস্ততোঽগচ্ছচ্ছ্রুতকীর্ত্তের্মহারথম্।
সৌবলোঽপি ধনুর্গৃহ্য ঘোরমন্যৎ সুদুর্জয়ম্॥ ৪০
অভ্যায়াৎ পাণ্ডবানীকং নিঘ্নন্ শত্রুগণান্ বহূন্।
তত্র নাদো মহানাসীৎ পাণ্ডবানাং বিশাম্পতে॥ ৪১
সৌবলং সমরে দৃষ্ট্বা বিচরন্তমভীতবৎ।
তান্যনীকানি দৃপ্তানি শস্ত্রবন্তি মহান্তি চ॥ ৪২

তাহার পর সুতসোম শ্রুতকীর্ত্তির বিশাল রথে গিয়া আরোহণ করিলেন। অন্য দিকে শকুনিও অপর একটি অত্যন্ত দুর্জয় এবং ভয়ঙ্কর ধনু ধারণ করত বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যের সংহার করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যদের দিকে গমন করিলেন॥ ৪০-২½

প্রজানাথ! সুবলপুত্র শকুনিকে রণাঙ্গনে নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে তীব্র সিংহনাদ উত্থিত হইতে লাগিল॥ ৪১½

দ্রাব্যমাণান্যদৃশ্যন্ত সৌবলেন মহাত্মনা।
যথা দৈত্যচমূং রাজন্ দেবরাজো মমর্দ হ॥
তথৈব পাণ্ডবীং সেনাং সৌবলেয়ো ব্যনাশয়ৎ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সুতসোম-সৌবলযুদ্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫

মহাত্মা শকুনি গর্ব্বিত ও অস্ত্রধারী সেই বিশাল সৈন্য-বাহিনীকে বিতাড়িত করিলেন। এই সমস্ত কিছুই তখন আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম॥ ৪২½

রাজন্! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যসেনাবাহিনীকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুবলপুত্র শকুনি পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সুতসোম এবং সুবলপুত্র শকুনির যুদ্ধবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যাত্তো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভীতিঃ, কৃতবর্ম্মণা শিখণ্ডিনঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃপো রাজন্ বারয়ামাস সংযুগে।
যথা দৃষ্ট্বা বনে সিংহং শরভো বারয়েদ্ যুধি॥ ১
নিরুদ্ধঃ পার্ষতস্তেন গৌতমেন বলীয়সা।
পদাৎ পদং বিচলিতুং নাশকত্তত্র ভারত॥ ২
গৌতমস্য রথং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নরথং প্রতি।
বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি ক্ষয়ং প্রাপ্তঞ্চ মেনিরে॥ ৩
তত্রাবোচন্ বিমনসো রথিনঃ সাদিনস্তথা।
দ্রোণস্য নিধনান্নূনং সংক্রুদ্ধো দ্বিপদাং বরঃ॥ ৪
শারদ্বতো মহাতেজা দিব্যাস্ত্রবিদুদারধীঃ।
অপি স্বস্তি ভবেদদ্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য গৌতমাৎ॥ ৫
অপীয়ং বাহিনী কৃৎস্না মুচ্যেত মহতো ভয়াৎ।
অপ্যয়ং ব্রাহ্মণঃ সর্বান ন নো হন্যাৎ সমাগতান॥ ৬

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের ভয় এবং কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন! রাজন্। কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া রণাঙ্গনে সেইরূপ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন, যেরূপ বনে শরভ* সিংহকে নিবারণ করিয়া থাকে॥ ১

ভারত! অত্যন্ত বলবান্ গৌতমগোত্রীয় কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না॥ ২

কৃপাচার্য্যের রথকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে নাশপ্রাপ্ত বলিয়াই মনে করিতে লাগিল॥ ৩

সেখানে সকল রথী ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা উদাস হইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যে, নিশ্চয় দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু হইলে পর দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ উদারবুদ্ধি মহাতেজস্বী, নরশ্রেষ্ঠ, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছেন। আজ কি ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্য হইতে নিজের কুশল লাভ করিতে পারিবেন॥ ৪-৫

এই সমস্ত সৈন্যবাহিনী কি মহাভয় (মৃত্যু) হইতে মুক্তিলাভ

*শরভ অষ্টপদযুক্ত একটি পশু। ইহার অর্দ্ধভাগ পশু ও অর্দ্ধভাগ পক্ষী। ভগবান্ নরসিংহের ন্যায় ইহার শরীরও দুই প্রকার আকৃতির সংমিশ্রণে নির্ম্মিত। এই পশু এরূপ প্রবল যে, সে অনায়াসেই সিংহকেও বিনাশ করিয়া থাকে।

যাদৃশং দৃশ্যতে রূপমন্তকপ্রতিমং ভৃশম্।
গমিষ্যত্যদ্য পদবীং ভারদ্বাজস্য গৌতমঃ॥ ৭
আচার্য্যঃ ক্ষিপ্রহস্তশ্চ বিজয়ী চ সদা যুধি।
অস্ত্রবান্ বীর্য্যসম্পন্নঃ ক্রোধেন চ সমন্বিতঃ॥৮
পার্ষতশ্চ মহাযুদ্ধে বিমুখোঽদ্যাভিলক্ষ্যতে।
ইত্যেবং বিবিধা বাচস্তাবকানাং পরৈঃ সহ॥ ৯
ব্যশ্রূয়ন্ত মহারাজ তয়োস্তত্র সমাগমে।
বিনিঃশ্বস্য ততঃ ক্রোধাৎ কৃপঃ শারদ্বতো নৃপ॥ ১০
পার্ষতং চার্দয়ামাস নিশ্চেষ্টং সর্বমর্মসু।
স হন্যমানঃ সমরে গৌতমেন মহাত্মনা॥ ১১
কর্তব্যং ন স্ম জানাতি মোহেন মহতাবৃতঃ।
তমব্রবীত্ততো যন্তা কচ্চিৎ ক্ষেমং তু পার্ষত॥ ১২
ঈদৃশং ব্যসনং যুদ্ধে ন তে দৃষ্টং ময়া কচিৎ।
দৈবযোগাত্তু তে বাণা নাপতন্ মর্মভেদিনঃ॥ ১৩
প্রেষিতা দ্বিজমুখ্যেন মর্মাণ্যুদ্দিশ্য সর্বতঃ।
ব্যাবর্তয়ে রথং তূর্ণং নদীবেগমিবার্ণবাৎ॥ ১৪
অবধ্যং ব্রাহ্মণং মন্যে যেন তে বিক্রমো হতঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো রাজন্ শনকৈরব্রবীদ্ বচঃ॥ ১৫
মুহ্যতে মে মনস্তাত গাত্রস্বেদশ্চ জায়তে।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ সারথে॥ ১৬
বর্জয়ন্ ব্রাহ্মণং যুদ্ধে শনৈর্যাহি যতোঽর্জুনঃ।
অর্জুনং ভীমসেনং বা সমরে প্রাপ্য সারথে॥ ১৭
ক্ষেমমদ্য ভবেদেবমেষা মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
ততঃ প্রায়াম্মহারাজ সারথিস্ত্বরয়ন্ হয়ান্॥ ১৮
যতো ভীমো মহেষ্বাসো যুযুধে তব সৈনিকৈঃ।
প্রদ্রুতঞ্চ রথং দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য মারিষ॥ ১৯

করিতে সমর্থ হইবে? এরূপ যেন না হয় যে, এই ব্রাহ্মণ এখানে সমবেত আমাদের সকলকে বিনাশ করিতে পারেন? ৬

যমরাজের ন্যায় ইঁহার যেরূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিতেছি, ইহাতে মনে হইতেছে, আজ কৃপাচার্য্যও দ্রোণাচার্য্যের পথে গমন করিবেন॥ ৭

কৃপাচার্য্য শীঘ্রতাসহকারে হস্ত চালাইতে পারেন এবং যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে জয়লাভ করিয়া থাকেন। ইঁনি অস্ত্রধারী বা অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, পরাক্রমশালী এবং ক্রোধান্বিত॥ ৮

আজ এই মহাযুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিমুখ হইবেন—ইহা দেখা যাইতেছে। মহারাজ! এইভাবে সেখানে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃপাচার্য্যের যুদ্ধে সম্মিলনবিষয়ে শত্রুগণের সহিত আপনার সৈন্যদের মধ্যে এতাদৃশ বিভিন্ন বাক্যালাপ শুনা যাইতে লাগিল॥৯½

হে নৃপ! তদনন্তর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে পীড়াদান করিতে লাগিলেন॥ ১০½

সমরাঙ্গণে মহাত্মা কৃপাচার্য্যকর্ত্তৃক আহত হইয়াও ধৃষ্টদ্যুম্নের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রহিল না। তিনি অতিশয় মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন॥ ১১½

তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে বলিলেন,—দ্রুপদনন্দন! আপনার কুশল ত'? যুদ্ধে আপনার উপর এরূপ গুরুতর সঙ্কট আসিয়াছে, ইহা আমি কখনও দেখি নাই॥ ১২½

দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য সর্ব্বদিকে আপনার মর্ম্মস্থানসমূহকে লক্ষ্য করিয়া বাণসকল নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু দৈবযোগেই সেই সব বাণ আপনার মর্ম্মস্থানসমূহে পতিত হয় নাই॥ ১৩½

যেরূপ কোন শক্তিশালী পুরুষ সমুদ্র হইতে নদীর বেগকে ফিরাইয়া দিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি আপনার এই রথকে অতিদ্রুত ফিরাইয়া লইয়া যাইব। আমার মনে হইতেছে, এই ব্রাহ্মণ অবধ্য; সেইজন্য আপনার পরাক্রম প্রতিহত হইয়া গিয়াছে॥ ১৪½

রাজন্! এই কথা শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন ধীরে ধীরে বলিলেন,—সারথে! আপনার মন মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং দেহ হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে ও রোমাঞ্চ হইতেছে॥ ১৫-১৬

তুমি যুদ্ধস্থলে ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে পরিহার করিয়া ধীরে ধীরে যেখানে অর্জ্জুন আছে, সেই দিকে চল। সমরাঙ্গণে অর্জ্জুন অথবা ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া আজ আমি কুশলে থাকিতে পারিব—আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে॥ ১৭½

মহারাজ তখন সারথি অশ্বগণকে অতি দ্রুত চালনা করিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিল, যেখানে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন॥ ১৮½

মাতৃবর! ধৃষ্টদ্যুম্নের রথকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য শত শত বাণবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন॥ ১৯½

কিরন্ শতশস্তাস্ত্রৈব গৌতমোঽম্বুযযৌ তদা
শঙ্খঞ্চ পূরয়ামাস মুহুর্মুহুররিন্দমঃ ॥ ২০
পার্ষতং ত্রাসয়ামাস মহেন্দ্রো নমুচিং যথা।
শিখণ্ডিনং তু সমরে ভীষ্মমৃত্যুং দুরাসদম্ ॥ ২১
হার্দিক্যো বারয়ামাস স্ময়ন্নিব মুহুর্মুহুঃ।
শিখণ্ডী তু সমাসাদ্য হৃদিকানাং মহারথম্ ॥ ২২
পঞ্চভির্নিশিতৈর্ভল্লৈর্জত্রুদেশে সমাহনৎ।
কৃতবর্মা তু সংক্রুদ্ধো ভিত্ত্বা ষষ্ট্যা পতৎত্রিভিঃ ॥ ২৩
ধনুরেকেন চিচ্ছেদ হসন্ রাজন্ মহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় দ্রুপদস্যাত্মজো বলী ॥ ২৪
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি সংক্রুদ্ধো হার্দিক্যং প্রত্যভাষত।
ততোঽস্য নবতিং বাণান্ রুক্মপুঙ্খান্ সুতেজনান্ ॥ ২৫
প্রেষয়ামাস রাজেন্দ্র তেঽস্যাভ্রশ্যন্ত বর্মণঃ।
বিতথাংস্তান্ সমালক্ষ্য পতিতাংশ্চ মহীতলে ॥ ২৬
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন কার্মুকং চিচ্ছিদে ভৃশম্।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ভগ্নশৃঙ্গমিবর্ষভম্ ॥ ২৭
অশীত্যা মার্গণৈঃ ক্রুদ্ধো বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
কৃতবর্মা তু সংক্রুদ্ধো মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতঃ ॥ ২৮
ববাম রুধিরং গাত্রৈঃ কুম্ভবক্ত্রাদিবোদকম্।
রুধিরেণ পরিক্লিন্নঃ কৃতবর্মা ব্যরাজত ॥ ২৯
বর্ষেণ ক্লেদিতো রাজন্ যথা গৈরিকপর্বতঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সমার্গণগুণং প্রভুঃ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং বাণগণৈঃ স্কন্ধদেশে ব্যতাড়য়ৎ।
স্কন্ধদেশস্থিতৈর্বাণৈঃ শিখণ্ডী তু ব্যরাজত ॥ ৩১
শাখা-প্রশাখাবিপুলঃ সুমহান্ পাদপো যথা।
তাবন্যোন্যং ভৃশং বিদ্ধ্বা রুধিরেণ সমুক্ষিতৌ ॥ ৩২
(পোপ্লূয়মানৌ হি যথা মহান্তৌ শোণিতহ্রদে।)
অন্যোন্যশৃঙ্গাভিহতৌ রেজতুর্বৃষভাবিব।
অন্যোন্যস্য বধে যত্নং কুর্বাণৌ তৌ মহারথৌ ॥ ৩৩

পঞ্চদমনকারী কৃপাচার্য্য বারংবার শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্র যেরূপ নমুচিকে ভীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীত করিয়া তুলিলেন ॥ ২০½

অপর দিকে দুর্জয় বীর ও ভীষ্মের মৃত্যুস্বরূপ শিখণ্ডীকে কৃতবর্ম্মা পুনঃ পুনঃ যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতেই নিবারণ করিলেন ॥ ২১½

হৃদিকবংশীয়গণের মহারথী বীর কৃতবর্ম্মাকে সম্মুখে পাইয়া শিখণ্ডী তাঁহার কণ্ঠদেশে পাঁচটি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ২২½

তখন মহারথী কৃতবর্ম্মা অতিশয় কুপিত হইলেন এবং ষাট্‌টি বাণের দ্বারা শিখণ্ডীকে আঘাত করত হাস্য করিতে করিতেই একটি বাণে তাঁহার ধেনু ছেদন করিলেন ॥ ২৩½

তাহার পর দ্রুপদের বলবান্ পুত্র শিখণ্ডী অপর একটি ধনু গ্রহণ করত কৃতবর্ম্মাকে সক্রোধে বলিলেন—অরে! দাঁড়াও দাঁড়াও ॥ ২৪½

রাজেন্দ্র! পুনরায় স্বর্ণপক্ষবিভূষিত নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণ তিনি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু এই সব বাণ কৃতবর্ম্মার বর্ম্মতে লাগিয়া তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইল ॥ ২৫½

এই সব বাণকে ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া শিখণ্ডী একটি অতিশয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার ধনুটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬½

ধনু ছিন্ন হইলে পর কৃতবর্ম্মার অবস্থা ভগ্নশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় হইয়া যাইল। এই সময় শিখণ্ডী কুপিত হইয়া তাঁহার দুই বাহুতে ও বক্ষে আশীটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ২৭½

কৃতবর্ম্মা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং যেরূপ জলের কলস হইতে জল নিঃসৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গ হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

রাজন্! রক্তে আপ্লুত কৃতবর্ম্মা সেই সময় জল-বর্ষণে আর্দ্র গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৯½

তদনন্তর শক্তিশালী কৃতবর্ম্মা বাণ ও গুণ সহ অপর একটি ধনু হাতে লইয়া শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৩০½

স্কন্ধদেশে বিদ্ধ সেই সব বাণের দ্বারা শিখণ্ডী সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ কোন এক বৃহৎ বৃক্ষ নিজ শাখা প্রশাখার বিস্তারে বিশালাকার ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৩১½

এই দুই মহাবীর পরস্পরকে অত্যন্ত আহত করিয়া রক্তে সেইভাবে স্নাত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যেন তাঁহারা উভয়ে রক্তের সরোবরে পুনঃ পুনঃ অবগাহন করিয়া আসিতেছেন ॥ ৩২

সেই সময় ইহারা উভয়ে পরস্পরের শৃঙ্গের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত দুইটি বৃষের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। এই দুই মহারথী বীর যোদ্ধা তখন পরস্পরকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা

রথাভ্যাং চেরতুস্তত্র মণ্ডলানি সহস্রশঃ।
কৃতবর্মা মহারাজ পার্ষতং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩৪
রণে বিব্যাধ সপ্তত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ততোঽস্য সমরে বাণং ভোজঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৩৫
জীবিতান্তকরং ঘোরং ব্যসৃজত্ত্বরয়ান্বিতঃ।
স তেনাভিহতো রাজন্ মূর্চ্ছামাশু সমাবিশৎ ॥৩৬
ধ্বজযষ্টিঞ্চ সহসা শিশ্রিয়ে কশ্মলাবৃতঃ।

করিতে থাকিয়া নিজ নিজ রথের দ্বারা সেখানে সহস্র সহস্র বার মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৩½

মহারাজ! কৃতবর্ম্মা শিলাশাণিত, তীক্ষ্ণধার ও স্বর্ণপক্ষভূষিত সত্তরটি বাণে রণাঙ্গনে দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪½

তাহার পর প্রহারকারী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা তাঁহার উপর রণাঙ্গনে ত্বরা সহকারে একটি প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! সেই বাণে আহত হইয়া শিখণ্ডী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত

অপোবাহ রণাত্তূর্ণং সারথী রথিনাং বরম্ ॥ ৩৭
হার্দিক্যশরসন্তপ্তং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ।
পরাজিতে ততঃ শূরে দ্রুপদস্যাত্মজে প্রভো।
ব্যদ্রবৎ পাণ্ডবী সেনা বধ্যমানা সমন্ততঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

হইয়া পড়িলেন। তিনি সহসা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ধ্বজদণ্ডকে আশ্রয় করিলেন ॥ ৩৬½

কৃতবর্ম্মার বাণে সন্তপ্ত হইয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিখণ্ডীকে তাঁহার সারথি অতিক্রত রণাঙ্গন হইতে বাহিরে লইয়া যাইল ॥ ৩৭½

প্রভো! শৌর্য্যশালী বীর দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী পরাজিত হইলে পর সর্ব্বদিক্ হইতে উৎপীড়িত পাণ্ডবসৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন রাজ্ঞঃ শ্রুতঞ্জয়স্য সৌশ্রুতি-চন্দ্রদেব-সত্যসেনাদি-মহারথি-বীরাণাঞ্চ বিনাশঃ, সংশপ্তক-সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্বেতাশ্বোঽথ মহারাজ ব্যধমত্তাবকং বলম্।
যথা বায়ুঃ সমাসাদ্য তূলরাশিং সমন্ততঃ ॥ ১
প্রত্যুদযযুস্ত্রিগর্ত্তাস্তং শিবয়ঃ কৌরবৈঃ সহ।
শাল্বাঃ সংশপ্তকাশ্চৈব নারায়ণবলঞ্চ তৎ ॥ ২
সত্যসেনশ্চন্দ্রদেবো মিত্রদেবঃ শ্রুতঞ্জয়ঃ।
সৌশ্রুতিশ্চিত্রসেনশ্চ মিত্রবর্মা চ ভারত ॥ ৩
ত্রিগর্ত্তরাজঃ সমরে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
পুত্রৈশ্চৈব মহেষ্বাসৈর্নানাশস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৪
তে সৃজন্তঃ শরব্রাতান্ কিরন্তোঽর্জুনমাহবে।
অভ্যবর্ত্তন্ত সহসা বার্য্যোঘা ইব সাগরম্ ॥ ৫
তে ত্বর্জুনং সমাসাদ্য যোধাঃ শতসহস্রশঃ।
অগচ্ছন্ বিলয়ং সর্বে তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বৈব পন্নগাঃ ॥ ৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রাজা শ্রুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চন্দ্রদেব ও সত্যসেনাদি মহারথী বীরগণের বিনাশ এবং সংশপ্তক-সৈন্যসংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অন্যদিকে শ্বেতবাহন অর্জ্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সেইভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিলেন, যেরূপ বায়ু তূলরাশিকে পাইয়া উহাকে চারিদিকে উড়াইতে থাকে ॥ ১

সেই সময় ইঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ত্রিগর্ত্ত, শিবি, কৌরবদিগের সহিত শাল্ব, সংশপ্তকগণ এবং নারায়ণী সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইলেন ॥ ২

ভরতনন্দন! সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শ্রুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন ও মিত্রবর্ম্মা—এই সপ্ত ভ্রাতা এবং নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহের প্রহারে নিপুণ মহাধনুর্দ্ধরগণে পরিবৃত হইয়া ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সমরাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩-৪

এই সব বীর যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে যেরূপ জলপ্রবাহ সমুদ্রের দিকে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

কিন্তু যেরূপ গরুড়কে দেখিয়াই সর্পগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াই বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৬

তে হন্যমানাঃ সমরে নাজহুঃ পাণ্ডবং রণে।
হন্যমানা মহারাজ শলভা ইব পাবকম্॥ ৭
সত্যসেনস্ত্রিভির্বাণৈর্বিব্যাধ যুধি পাণ্ডবম্।
মিত্রদেবস্ত্রিষষ্ট্যা তু চন্দ্রদেবস্তু সপ্তভিঃ॥ ৮
মিত্রবর্মাস্ত্রিসপ্তত্যা সৌশ্রুতিশ্চাপি সপ্তভিঃ।
শ্রুতঞ্জয়স্তু বিংশত্যা সুশর্মা নবভিঃ শরৈঃ॥ ৯
স বিদ্ধো বহুভিঃ সংখ্যে প্রতিবিব্যাধ তান্ নৃপান্।
সৌশ্রুতিং সপ্তভির্বিদ্ধ্বা সত্যসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ॥১০
শ্রুতঞ্জয়ঞ্চ বিংশত্যা চন্দ্রদেবং তথাষ্টভিঃ।
মিত্রদেবং শতেনৈব শ্রুতসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ॥ ১১
নবভির্মিত্রবর্মাণং সুশর্মাণং তথাষ্টভিঃ।
শ্রুতঞ্জয়ঞ্চ রাজানং হত্বা তত্র শিলাশিতৈঃ॥ ১২
সৌশ্রুতেঃ সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ।
ত্বরিতশ্চন্দ্রদেবঞ্চ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্॥ ১৩
তথেতরান্ মহারাজ যতমানান্ মহারথান্।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্বাণৈরেকৈকং প্রত্যবারয়ৎ॥ ১৪
সত্যসেনস্তু সংক্রুদ্ধস্তোমরং ব্যসৃজন্মহৎ।
সমুদ্দিশ্য রণে কৃষ্ণং সিংহনাদং ননাদ চ॥ ১৫
স নির্ভিদ্য ভুজং সব্যং মাধবস্য মহাত্মনঃ।
অয়স্ময়ো হেমদণ্ডো জগাম ধরণীং তদা॥ ১৬
মাধবস্য তু বিদ্ধস্য তোমরেণ মহারণে।
প্রতোদঃ প্রাপতদ্ধস্তাদ্ রশ্ময়শ্চ বিশাম্পতে॥ ১৭
বাসুদেবং বিভিন্নাঙ্গং দৃষ্ট্বা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ক্রোধমাহারয়ত্তীব্রং কৃষ্ণং চেদমুবাচ হ॥ ১৮
প্রাপয়াশ্বান্ মহাবাহো সত্যসেনং প্রতি প্রভো।
যাবদেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্॥ ১৯
প্রতোদং গৃহ্য সোঽন্যত্তু রশ্মীনপি যথা পুরা।
বাহয়ামাস তানশ্বান্ সত্যসেনরথং প্রতি॥ ২০
বিষ্বক্‌সেনং তু নির্ভিন্নং দৃষ্ট্বা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
সত্যসেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বারয়িত্বা মহারথঃ॥ ২১

যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে পুনঃ পুনঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইতে থাকিলেও এই সমস্ত যোদ্ধারা যুদ্ধে পাণ্ডুকুমার অর্জুনকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন না॥ ৭

সত্যসেন তিন, মিত্রদেব তেষট্টি, চন্দ্রদেব সাত, মিত্রবর্ম্মা তিয়াত্তর, সৌশ্রুতি সাত, শ্রুতঞ্জয় বিশ এবং সুশর্ম্মা নয়টি বাণে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৮-৯

এইরূপ রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক যোদ্ধারা আহত হইতে থাকিলেও অর্জুন তাহার প্রতিশোধের জন্য সেই সব নরপতিগণকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। তিনি সৌশ্রুতিকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সত্যসেনকে তিনটি বাণে প্রহার করিলেন॥ ১০

শ্রুতঞ্জয়কে বিশ, চন্দ্রদেব আট, মিত্রদেবকে এক শত, শ্রুতসেন-(চিত্রসেন)-কে তিন, মিত্রবর্ম্মাকে নয় এবং সুশর্ম্মাকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ১১½

তারপর শিলাশাণিত বহু বাণের দ্বারা রাজা শ্রুতঞ্জয়কে বধ করিয়া সৌশ্রুতির শিরস্ত্রাণসহ মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এই সময় অতিসত্বর চন্দ্রদেবকেও নিজবাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন॥ ১২-১৩

মহারাজ! এই ভাবে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ অন্য সব মহারথী বীরগণের মধ্যে প্রত্যেককেই পাঁচটি পাঁচটি করিয়া বাণবিদ্ধ করত নিবারণ করিলেন॥ ১৪

তখন সত্যসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করত একটি বিশাল তোমর নিক্ষেপ করিলেন এবং সিংহসদৃশ গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ১৫

সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এই লৌহনির্ম্মিত তোমর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুকে বিদীর্ণ করত তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল॥ ১৬

প্রজানাথ! সেই মহাসমরে তোমরের আঘাতে আহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে প্রতোদ (অশ্বতাড়ন দণ্ড—চাবুক) ও রশ্মি (অশ্বরজ্জু—লাগাম) পতিত হইল॥ ১৭

শ্রীকৃষ্ণের শরীরে ক্ষত হইতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন॥ ১৮

প্রভো! মহাবাহো! আপনি অশ্বদিগকে সত্যসেনের নিকট উপস্থিত করুন। আমি তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা প্রথমে ইহাকে যমলোকে প্রেরণ করিব॥ ১৯

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপর একটি কশা গ্রহণ করত পূর্ব্ববৎ অশ্বের রজ্জু ধারণ করিলেন এবং সেই রথকে সত্যসেনের রথের নিকটে উপস্থিত করিলেন॥ ২০

কুন্তীপুত্র মহারথী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আহত হইতে দেখিয়া সত্যসেনকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত তীক্ষ্ণধার

ততঃ সুনিশিতৈর্ভল্লৈ রাজপুত্রস্য মহচ্ছিরঃ।
কুণ্ডলোপচিতং কায়াচ্চকর্ত পৃতনান্তরে ॥ ২২

তন্নিকৃত্য শিতৈর্বাণৈর্মিত্রবর্মাণমাক্ষিপৎ।
বৎসদন্তেন তীক্ষ্ণেন সারথিং চাস্য মারিষ ॥ ২৩

ততঃ শরশতৈর্ভূয়ঃ সংশপ্তকগণান্ বলী।
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৪

ততো রজতপুঙ্খেন রাজন্ শীর্ষং মহাত্মনঃ।
মিত্রদেবস্য চিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ ॥ ২৫

সুশর্মাণং সুসংক্রুদ্ধো জত্রুদেশে সমাহনৎ।
ততঃ সংশপ্তকাঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৬

শস্ত্রৌঘৈর্মমৃদুঃ ক্রুদ্ধা নাদয়ন্তো দিশো দশ।
অভ্যর্দিতস্তু তৈর্জিষ্ণুঃ শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ২৭

ঐন্দ্রমস্ত্রমমেয়াত্মা প্রাদুশ্চক্রে মহারথঃ।
ততঃ শরসহস্রাণি প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে ॥ ২৮

ধ্বজানাং ছিদ্যমানানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ মারিষ।
রথানাং সপতাকানাং তূণীরাণাং যুগৈঃ সহ ॥ ২৯

অক্ষাণামথ চক্রাণাং যোক্ত্রাণাং রশ্মিভিঃ সহ।
কূবরাণাং বরূথাণাং পৃষৎকানাঞ্চ সংযুগে ॥ ৩০

অশ্বানাং পততাং চাপি প্রাসানামৃষ্টিভিঃ সহ।
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ শক্তি-তোমর-পট্টিশৈঃ ॥ ৩১

শতঘ্নীনাঞ্চ চক্রাণাং ভুজানাং চোরুভিঃ সহ।
কণ্ঠসূত্রাঙ্গদানাঞ্চ কেয়ূরাণাঞ্চ মারিষ ॥ ৩২

হারাণামথ নিষ্কাণাং তনুত্রাণাঞ্চ ভারত।
ছত্রাণাং ব্যজনানাঞ্চ শিরসাং মুকুটৈঃ সহ ॥ ৩৩

অশ্রূয়ত মহান্ শব্দস্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
সকুণ্ডলানি স্বক্ষীণি পূর্ণচন্দ্রনিভানি চ ॥ ৩৪

শিরাংস্যুর্ব্যামদৃশ্যন্ত তারাজালমিবাম্বরে।
সুস্রগ্বীণি সুবাসাংসি চন্দনেনোক্ষিতানি চ ॥ ৩৫

শরীরাণি ব্যদৃশ্যন্ত নিহতানাং মহীতলে।
গন্ধর্বনগরাকারং ঘোরমায়োধনং তদা ॥ ৩৬

ভল্লসমূহে সৈন্যগণের মধ্যে সেই রাজকুমার সত্যসেনের কুণ্ডল-মণ্ডিত মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১-২২

মাননীয়! সত্যসেনকে বিনাশ করত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা মিত্রবর্মাকে এবং তীক্ষ্ণধার বৎসদন্তের দ্বারা তাঁহার সারথিকে সংহার করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ বলবান্ অর্জুন পুনরায় সহস্র সহস্র ও শত শত সংশপ্তকগণকে বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করত ধরাতলে পাতিত করিলেন ॥ ২৪

তারপর মহারথী বীর ধনঞ্জয় রজতনির্ম্মিত পঙ্খযুক্ত একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা মহাত্মা মিত্ররথের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৫

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অর্জুন এই সময় সুশর্মার কণ্ঠদেশে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তাহার পর সমস্ত সংশপ্তক সৈন্যগণ অতিশয় কুপিত হইয়া দশদিক্‌কে নিজ নিজ গর্জনে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে অস্ত্র-সমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬½

ইঁহাদের দ্বারা পীড়িত হইয়া ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী এবং অপরিমেয় আত্মবলসম্পন্ন মহারথী অর্জুন ঐন্দ্রাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ॥ ২৭

প্রজানাথ! তখন সেখানে সহস্র বাণ প্রাদুর্ভূত হইল। মাননীয় ভারতবংশীয় প্রজাপালক নরেশ! সেই সময় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধ্বজ, ধনু, রথ, পতাকা, তূণীর, যুগ, ধুর, চক্র, যোক্ত্র, অশ্বরজ্জু, কূবর, বরূথ (রথের চর্ম্মময় আবরণ), বাণ, অশ্ব, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, চক্রযুক্ত শতঘ্নী, বাহু সহ জঙ্ঘা, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক (পদক), কবচ, ছত্র, ব্যজন এবং মুকুটসহ মস্তকসকলের পতনের সুতীব্র শব্দ স্থানে স্থানে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২৮-৩৩½

ভূতলে পতিত কুণ্ডল ও সুন্দর নয়নে যুক্ত পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর বহু মস্তক আকাশে তারাসকলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল ॥ ৩৪½

সেখানে নিহত রাজাদিগের সুন্দর হারে সুশোভিত, উত্তম বস্ত্রে পরিবৃত এবং চন্দনচর্চ্চিত শরীরসমূহ ভূতলে পতিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ৩৫½

সেই সময় সেখানে মৃত রাজকুমারগণ এবং মহাবল ক্ষত্রিয়-গণের দেহের দ্বারা সেই যুদ্ধস্থল গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় ভয়ানক মনে হইতেছিল ॥ ৩৬½

নিহতৈ রাজপুত্রৈশ্চ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ মহাবলৈঃ।
হস্তিভিঃ পতিতৈশ্চৈব তুরঙ্গৈশ্চাভবন্মহী ॥ ৩৭
অগম্যরূপা সমরে বিশীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ।
নাসীচ্চক্রপথস্তত্র পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ ভল্লৈর্হস্ত্যশ্বং চাস্ততো মহৎ।
আতঙ্কাদিব সীদন্তি রথচক্রাণি মারিষ ॥ ৩৯
চরতস্তস্য সংগ্রামে তস্মিংল্লোহিতকর্দমে।
সীদমানানি চক্রাণি সমূহুস্তুরগা ভৃশম ॥ ৪০

শ্রমেণ মহতা যুক্তা মনোমারুতরংহসঃ।
বধ্যমানং তু তৎ সৈন্যং পাণ্ডুপুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ৪১
প্রায়শো বিমুখং সর্বং নাবতিষ্ঠত ভারত।
তান্ জিত্বা সমরে জিষ্ণুঃ সংশপ্তকগণান্ বহূন্ ॥ ৪২
বিররাজ তদা পার্থো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৪৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সংশপ্তকজয়ে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

সংগ্রামে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় বিশাল-কায় হস্তী ও অশ্বগণ ধরাশায়ী হইলে পর সেখানকার রণভূমিতে যাতায়াত অসম্ভব হইয়া উঠিল ॥ ৩৭½

নিজের ভল্লসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে এবং তাহাদের হস্তী অশ্বগণের অতিবৃহৎ দলকে নিহত করিয়া ভূপাতিতকারী মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের রথের চক্রসকলের যাইবার আর পথ পাওয়া যাইল না ॥ ৩৮½

মাননীয় রাজন্! সেই সংগ্রামে রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হইল। ইহার উপর বিচরণকারী অর্জুনের রথচক্রসমূহ যেন ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল ॥ ৩৯½

মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণও সেখানে অবসাদগ্রস্ত চক্রসকলকে অতিশয় পরিশ্রম সহকারে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল ॥ ৪০½

ধনুর্দ্ধর পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের অস্ত্রপ্রহার প্রাপ্ত হইয়া আপনার প্রায় সকল সৈন্যরাই রণবিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। তখন কেহই আর সেখানে রহিল না ॥ ৪১½

সেই সময় সমরাঙ্গণে সেই বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী কুন্তীনন্দন অর্জুন ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪২-৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে সংশপ্তকগণের পরাজয়বিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনয়োর্যুদ্ধম্, দুর্যোধনস্য পরাজয়ঃ, উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মর্য্যাদারহিতো ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরং মহারাজ বিসৃজন্তং শরান্ বহূন্।
স্বয়ং দুর্য্যোধনো রাজা প্রত্যগৃহ্লাদভীতবৎ॥ ১

তমাপতন্তং সহসা তব পুত্ত্রং মহারথম্।
ধর্মরাজো দ্রুতং বিদ্ধ্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ২

স তু তং প্রতিবিব্যাধ নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সারথিং চাস্য ভল্লেন ভৃশং ক্রুদ্ধোঽভ্যতাড়য়ৎ॥ ৩

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজন্ স্বর্ণপুঙ্খান্ শিলীমুখান্।
দুর্য্যোধনায় চিক্ষেপ ত্রয়োদশ শিলাশিতান্॥ ৪

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহাংস্তস্য হত্বা মহারথঃ।
পঞ্চমেন শিরঃ কায়াৎ সারথেশ্চ সমাক্ষিপৎ॥ ৫

ষষ্ঠেন তু ধ্বজং রাজ্ঞঃ সপ্তমেন তু কার্ম্মুকম্।
অষ্টমেন তথা খড়্গং পাতয়ামাস ভূতলে॥ ৬

পঞ্চভির্নৃপতিং চাপি ধর্মরাজোঽর্দয়দ্ ভৃশম্।
হতাশ্বাত্তু রথাত্তস্মাদবপ্লুত্য সুতস্তব॥ ৭

উত্তমং ব্যসনং প্রাপ্তো ভূমাবেবাবতিষ্ঠত।
তং তু কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা কর্ণ-দ্রৌণি-কৃপাদয়ঃ॥ ৮

অভ্যবর্তন্ত সহসা পরীপ্সন্তো নরাধিপম্।
অথ পাণ্ডুসুতাঃ সর্বে পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্॥ ৯

অন্বয়ুঃ সমরে রাজংস্ততো যুদ্ধমবর্তত।
ততস্তূর্য্যসহস্রাণি প্রাবাদ্যন্ত মহামৃধে॥ ১০

ততঃ কিল-কিলাশব্দাঃ প্রাদুরাসন্ মহীপতে।
যত্রাভ্যগচ্ছন্ সমরে পাঞ্চালাঃ কৌরবৈঃ সহ॥ ১১

নরা নরৈঃ সমাজগ্মুর্বারণা বরবারণৈঃ।
রথাশ্চ রথিভিঃ সার্দ্ধং হয়াশ্চ হয়সাদিভিঃ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের যুদ্ধ, দুর্যোধনের পরাজয় এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বহুসংখ্যক বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরকে স্বয়ং রাজা দুর্যোধন এক নির্ভীক যোদ্ধার ন্যায় যুদ্ধের জন্য গ্রহণ করিলেন। ১

সহসা সম্মুখে উপস্থিত আপনার মহারথী বীর পুত্র দুর্যোধনকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিক্রুত বাণবিদ্ধ করিয়া বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ২

ইহাতে দুর্যোধনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনিও যুধিষ্ঠিরকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকে একটি ভল্ল প্রহার করিলেন॥ ৩

রাজন্! তখন যুধিষ্ঠির শিলাশাণিত তীক্ষ্ণধার ও স্বুবর্ণময় পক্ষযুক্ত তেরটি বাণ দুর্যোধনের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪

মহারথী যুধিষ্ঠির এই সকল বাণের মধ্যে চারিটি বাণে দুর্যোধনের চারিটি অশ্বকে সংহার করত অপর পাঁচটি বাণে তাঁহার সারথিরও মস্তক দেহ হইতে উড়াইয়া দিলেন॥ ৫

তারপর যুধিষ্ঠির ছয়টি বাণের দ্বারা রাজা দুর্যোধনের ধ্বজ, সাতটি বাণে তাঁহার ধনু এবং আটটি বাণে তাঁহার খড়্গটি ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন॥ ৬

অনন্তর অপর পাঁচটি বাণে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা দুর্যোধনকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সেই অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে নামিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াও সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন (যুদ্ধত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইলেন না)॥ ৭½

তাঁহাকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ রাজা দুর্যোধনকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সহসা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৮½

তাহার পর সমস্ত পাণ্ডবগণও যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইল॥ ৯½

ভূপাল! তদনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র সহস্র বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল এবং সেখানে বীর সৈন্যগণের কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইতে থাকিল। ১০½

এই যুদ্ধে সমস্ত পাঞ্চাল সৈন্যগণ কৌরবদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। পদাতি সৈন্যরা পদাতি সৈন্যদের সহিত, হস্তিগণ হস্তিগণের সহিত, রথী রথীদিগের সহিত এবং অশ্বারোহী যোদ্ধারা অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১১-১২

দ্বন্দ্বান্যাসন্ মহারাজ প্রেক্ষণীয়ানি সংযুগে।
বিবিধান্যপ্যচিন্ত্যানি শস্ত্রবন্ত্যুত্তমানি চ ॥ ১৩
তে শূরাঃ সমরে সর্বে চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ।
অযুধ্যন্ত মহাবেগাঃ পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ১৪
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুর্যোধব্রতমনুষ্ঠিতাঃ।
ন হি তে সমরং চক্রুঃ পৃষ্ঠতো বৈ কথঞ্চন ॥ ১৫
মুহূর্তমেব তদ্ যুদ্ধমাসীন্মধুরদর্শনম্।
তত উন্মত্তবদ্ রাজন্ নির্মর্য্যাদমবর্তত ॥ ১৬
রথী নাগং সমাসাদ্য দারয়ন্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
প্রেষয়ামাস কালায় শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ১৭
নাগা হয়ান্ সমাসাদ্য বিক্ষিপন্তো বহূন্ রণে।
দারয়ামাসুরত্যুগ্রং তত্র তত্র তদা তদা ॥ ১৮
হয়ারোহাশ্চ বহবঃ পরিবার্য্য গজোত্তমান্।
তলশব্দরবাংশ্চক্রুঃ সম্পতন্তস্ততস্ততঃ ॥ ১৯
ধাবমানাংস্ততস্তাংস্তু দ্রবমাণান্ মহাগজান্।
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব নিজঘ্নুর্হয়সাদিনঃ ॥ ২০
বিদ্রাব্য চ বহূনশ্বান্ নাগা রাজন্ মদোৎকটাঃ।
বিষাণৈশ্চাপরে জঘ্নুর্মমৃদুশ্চাপরে ভৃশম্ ॥ ২১
সাশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ বিষাণৈর্বিব্যধু রুষা।
অপরে চিক্ষিপুর্বেগাৎ প্রগৃহ্যাতিবলাস্তদা ॥ ২২
পাদাতৈরাহতা নাগা বিবরেষু সমন্ততঃ।
চক্রুরার্তস্বরং ঘোরং দুদ্রুবুশ্চ দিশো দশ ॥ ২৩
পদাতীনাং তু সহসা প্রদ্রুতানাং মহাহবে।
উৎসৃজ্যাভরণং তূর্ণমবপ্লুত্য রণাজিরে ॥ ২৪
নিমিত্তং মন্যমানাস্তু পরিণাম্য মহাগজাঃ।
জগৃহুর্বিভিদুশ্চৈব চিত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ২৫
তাংস্তু তত্র প্রসক্তান্ বৈ পরিবার্য্য পদাতয়ঃ।
হস্ত্যারোহান নিজঘ্নুস্তে মহাবেগা বলোৎকটাঃ॥

মহারাজ! সেই রণাঙ্গনে অনুষ্ঠিত নানা প্রকারের অচিন্তনীয় অস্ত্রযুক্ত ও উত্তম দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিবার যোগ্য ছিল ॥ ১৩

এই মহাবেগবান্ সমস্ত শৌর্য্যশালী বীরগণ রণাঙ্গনে পরস্পর পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় বিচিত্র, শীঘ্রতাপূর্ণ ও সুন্দর রীতিতে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

ইঁহারা বীর যোদ্ধাদিগের ব্রত পালন করিতে থাকিয়া রণস্থলে পরস্পরকে সংহার করিতেছিলেন। ইঁহারা কোনরূপেই যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন না ॥ ১৫

রাজন্! মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ দেখিতে মধুর ছিল। তারপর সেখানে উন্মত্তের ন্যায় মর্য্যাদাহীন (নিয়ম-শৃঙ্খলহীন) আচরণ আরম্ভ হইল ॥ ১৬

রথারোহী যোদ্ধা হস্তীর সম্মুখীন হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে বিদীর্ণ করিতে করিতে কালের কবলে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭

হাতীরা বহুসংখ্যক অশ্বকে ধরিয়া রণাঙ্গনে এদিক্ ওদিকে নিক্ষেপ করিতে ও বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ইহাতে সেই সময় সেখানে অতিশয় ভয়ঙ্কর দৃশ্য উপস্থিত হইল ॥ ১৮

বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ গজরাজগণকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া এদিক্ ওদিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে করতলের শব্দ করিতে লাগিলেন। ইহাতে যখন সেই বিশালকায় হাতীরা দৌড়াইতে ও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, তখন এই অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ পার্শ্বভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ দিয়া তাহাদের উপর বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

রাজন্! বহু মদোন্মত্ত হাতীও বহুসংখ্যক অশ্বগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে তাহাদিগকে দন্তের আঘাতে বিনাশ করিল অথবা সবেগে পায়ের চাপে পেষণ করিয়া দিল ॥ ২১

বহু হাতী রোষ সহকারে আরোহীর সহিত অশ্বগণকে নিজেদের দন্তের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল এবং অন্য বহু বলবান্ হাতী অশ্বগণকে ধরিয়া সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২২

প্রহারের সুযোগ আসিলে পর পদাতি যোদ্ধারাও চারিদিকে হাতীদিগকে গুরুতর আঘাত দান করিতে থাকিল। ইহাতে তাহারা ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৩

পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধস্থলে নিজেদের আভরণসমূহ ত্যাগ করত অতিক্রুত লম্ফ প্রদান করিতে করিতে সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময় সহসা পলায়মান পদাতি সৈন্যগণের নিক্ষিপ্ত সেই বিচিত্র আভরণসকলকে নিজেদের উপর প্রহারের নিমিত্ত মনে করিয়া গজরাজগণ তাহাদিগকে শুণ্ডের দ্বারা তুলিয়া লইল এবং দন্তের আঘাতে বিদীর্ণ করিতে করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

অপরে হস্তিভির্হস্তৈঃ খং বিক্ষিপ্তা মহাহবে।
নিপতন্তো বিষাণাগ্রৈর্ভৃশং বিদ্ধাঃ সুশিক্ষিতৈঃ॥ ২৭

অপরে সহসা গৃহ্য বিষাণৈরেব সূদিতাঃ।
সেনান্তরং সমাসাদ্য কেচিৎ তত্র মহাগজৈঃ॥ ২৮

ক্ষুণ্ণগাত্রা মহারাজ বিক্ষিপ্য চ পুনঃ পুনঃ।
অপরে ব্যজনানীব বিভ্রাম্য নিহতা মৃধে॥ ২৯

পুরঃসরাশ্চ নাগানামপরেষাং বিশাম্পতে।
শরীরাণ্যতিবিদ্ধানি তত্র তত্র রণাজিরে॥ ৩০

প্রতিমানেষু কুম্ভেষু দন্তবেষ্টেষু চাপরে।
নিগৃহীতা ভৃশং নাগাঃ প্রাস-তোমর-শক্তিভিঃ॥ ৩১

নিগৃহ্য চ গজাঃ কেচিৎ পার্শ্বস্থৈর্ভৃশদারুণৈঃ।
রথাশ্বসাদিভিস্তত্র সম্ভিন্না ন্যপতন্ ভুবি॥ ৩২

সহসা সাদিনস্তত্র তোমরেণ মহামৃধে।
ভূমাবমৃদ্গন্ বেগেন সচর্মাণং পদাতিনম্॥ ৩৩

তথা সাবরণান্ কাংশ্চিত্তত্র তত্র বিশাম্পতে।
রথান্ নাগাঃ সমাসাদ্য পরিগৃহ্য চ মারিষ॥ ৩৪

ব্যাক্ষিপন্ সহসা তত্র ঘোররূপে ভয়ানকে।
নারাচৈর্নিহতাশ্চাপি গজাঃ পেতুর্মহাবলাঃ॥ ৩৫

পর্বতস্যেব শিখরং বজ্ররুগ্নং মহীতলে।
যোধা যোধান্ সমাসাদ্য মুষ্টিভির্ব্যহনন্ যুধি॥ ৩৬

কেশেষ্বন্যোন্যমাক্ষিপ্য চিক্ষিপুর্বিভিদুশ্চ হ।
উদ্যম্য চ ভুজাবন্যো নিক্ষিপ্য চ মহীতলে॥ ৩৭

এইভাবে যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত সেই হাতীদিগকে এবং তাহাদের আরোহিগণকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া মহাবেগশালী ও বলোন্মত্ত পদাতি যোদ্ধারাও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ২৬

বহু পদাতি সৈন্য সেই মহাসমরে সুশিক্ষিত হস্তিগণের শুণ্ডের দ্বারা আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং সেই আকাশ হইতে পতিত হইবার সময় এই হাতীদিগের দন্তাগ্রভাগের দ্বারা অতিশয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ২৭

বহু যোদ্ধা হস্তীদিগের দ্বারা ধৃত হইয়া তাহাদের দন্তের আঘাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ! বহু বিশালকায় গজরাজ সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেক পদাতি সৈন্যদিগকে সহসা ধারণ করত তাহাদের শরীরসকলকে বারংবার নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিল এবং অনেক যোদ্ধাকে পাখাসকলের ন্যায় ঘুরাইয়া বিনাশ করিল। ২৮-২৯

প্রজানাথ! যে সব যোদ্ধা হস্তীদিগের অগ্রে অগ্রে যাইত, তাহারা অপর পক্ষের হস্তীদিগের দেহকে রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিল॥ ৩০

কোন কোন স্থলে পদাতিসৈন্যরা প্রাস, তোমর ও শক্তি অস্ত্রের দ্বারা শত্রুপক্ষের হাতীদিগের উভয় দন্তের মধ্যস্থানে, কুম্ভস্থলে এবং ওষ্ঠের উপর ভাগে আঘাত করত তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া ফেলিল। ৩১

বহু হাতীকে আবার অবরুদ্ধ করিয়া পার্শ্বভাগে অবস্থিত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রথারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা তাহাদিগকে বাণসমূহের দ্বারা বিদীর্ণ করিতে লাগিল, ইহাতে সেই সব হাতীরা ধরাশায়ী হইল। ৩২

সেই মহাসমরে অনেক গজারোহী যোদ্ধা সহসা তোমরের প্রহার করত ঢাল সহ পদাতি যোদ্ধাকে ভূপাতিত করিয়া তাহাকে সবেগে ধরাতলে মর্দিত করিয়া ফেলিল। ৩৩

মাননীয় ভূপাল! সেই ঘোর ও ভয়ানক যুদ্ধে কত হাতী নিকটে আসিয়া নিজেদের শুণ্ডের দ্বারা আবরণযুক্ত বহু রথকে ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করত সহসা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তারপর এই মহাবল হাতীরাও নারাচসমূহের আঘাতে মৃত্যু বরণ করত বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্বতশিখরসকলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ৩৪-৩৫½

বহু পদাতি যোদ্ধা অপর যোদ্ধাদের নিকটে পাইয়া তাহাদের উপর মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল। কত যোদ্ধা পরস্পরের কেশ ধারণ করত আকর্ষণ করিতে থাকিয়া ভূতলে পাতিত করিল এবং ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। ৩৬½

অপর যোদ্ধা নিজ দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া তাহার দ্বারা শত্রুকে ভূমিতে ফেলিয়া দিল এবং এক পদে তাহার বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া 'সে মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলেও বা চাপে ছটফট করিতে থাকিলেও' তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিল॥ ৩৭½

পদা চোরঃ সমাক্রম্য স্ফুরতোঽপাহরচ্ছিরঃ।
পততশ্চাপরো রাজন্ বিজহারাসিনা শিরঃ। ৩৮
জীবতশ্চ তথৈবান্যঃ শস্ত্রং কায়ে ন্যমজ্জয়ৎ।
মুষ্টিযুদ্ধং মহচ্চাসীদ্ যোধানাং তত্র ভারত। ৩৯
তথা কেশগ্রহশ্চোগ্রো বাহুযুদ্ধঞ্চ ভৈরবম্।
সমাসক্তস্য চান্যেন অবিজ্ঞাতস্তথাপরঃ। ৪০
জহার সমরে প্রাণান্ নানাশস্ত্রৈরনেকধা।
সংসক্তেষু চ যোধেষু বর্ত্তমানে চ সঙ্কুলে ॥ ৪১
কবন্ধান্যুত্থিতানি স্যুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
শোণিতৈঃ সিচ্যমানানি শস্ত্রাণি কবচানি চ ॥ ৪২
মহারাগানুরক্তানি বস্ত্রাণীব চকাশিরে।
এবমেতন্মহদ্ যুদ্ধং দারুণে শস্ত্রসঙ্কুলম্ ॥ ৪৩
উন্মত্তগঙ্গাপ্রতিমং শব্দেনাপূরয়জ্জগৎ।
নৈব স্বে ন পরে রাজন্ বিজ্ঞায়ন্তে শরাতুরাঃ ॥৪৪
যোদ্ধব্যমিতি যুধ্যন্তে রাজানো জয়গৃদ্ধিনঃ।
স্বান্ স্বে জঘ্নুর্মহারাজ পরাংশ্চৈব সমাগতান্ ॥ ৪৫
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরৈর্ব্যাকুলং সমপদ্যত।
রথৈর্ভগ্নৈর্মহারাজ বারণৈশ্চ নিপাতিতৈঃ ॥ ৪৬
হয়ৈশ্চ পতিতৈস্তত্র নরৈশ্চ বিনিপাতিতৈঃ।
অগম্যরূপা পৃথিবী ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ৪৭
ক্ষণেনাসীন্মহীপাল ক্ষতজৌঘপ্রবর্ত্তিনী।
পাঞ্চালানহনৎ কর্ণস্ত্রিগর্ত্তাংশ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥৪৮
ভীমসেনঃ কুরূন্ রাজন্ হস্ত্যনীকঞ্চ সর্বশঃ।
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
অপরাহ্নে গতে সূর্য্যে কাঙ্ক্ষতাং বিপুলং যশঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

রাজন্! অপর সৈন্য কোন পতনোন্মুখ যোদ্ধার মস্তক নিজ তরবারির দ্বারা কাটিয়া ফেলিল এবং জীবিত শত্রুর দেহেই নিজের অস্ত্র প্রবেশ করিয়া দিল ॥ ৩৮½

ভারত! সেখানে যোদ্ধাগণের মধ্যে প্রচণ্ড মুষ্টিযুদ্ধ হইতেছিল এবং ভয়ঙ্কর কেশ গ্রহণ ও ভয়ানক বাহুযুদ্ধও চলিতেছিল ॥ ৩৯½

কোন কোন যোদ্ধা অপরের সহিত যুদ্ধে আসক্ত থাকিবার সময়ে অন্যের অপরিচিত অবস্থাতেই নানা অস্ত্রের দ্বারা অনেক প্রকারের যুদ্ধে তাহার প্রাণ হরণ করিতে লাগিল ॥ ৪০½

এইরূপে যখন সকল যোদ্ধারা যুদ্ধে অতিশয় আসক্ত ছিল এবং তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় শত শত ও সহস্র সহস্র কবন্ধ (মুণ্ডহীন দেহ) উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৪১½

শোণিতের দ্বারা সিক্ত অস্ত্র ও কবচসমূহ গাঢ় রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্রসকলের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ৪২½

এই ভাবে অস্ত্রসকলে পরিপূর্ণ সেই মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ বর্দ্ধিত গঙ্গার ন্যায় জগৎকে কোলাহলে পূর্ণ করিতে লাগিল। ৪৩½

রাজন্! বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল নিজের ও শত্রুর যোদ্ধাদিগকে এই সময় চেনা যাইতেছিল না। জয়াভিলাষী রাজারা 'যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য' এই বুঝিয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ৪৪½

মহারাজ! সম্মুখে আগত নিজের ও পর পক্ষের যোদ্ধাদিগকে নিজ পক্ষের যোদ্ধারাই বিনাশ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই বীর যোদ্ধারা তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ৪৫½

রাজেন্দ্র! ভগ্ন রথ, ভূপাতিত হাতী, ধরাশায়ী অশ্ব এবং ভূতলে নিপাতিত পদাতি সৈন্যসকলের দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই সেই রণভূমি দুর্গম হইয়া উঠিল। ৪৬-৪৭

ভূপাল! ক্ষণকালের মধ্যেই সেখানে ভূতলের উপর দিয়া রক্তের নদী প্রবাহিত হইল; কারণ, এই সময় কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যদিগকে এবং অর্জুন ত্রিগর্ত্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতে ছিলেন। ৪৮

রাজন্! ভীমসেন কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ও আপনার গজসৈন্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভাবে সূর্য্যদেবের অপরাহ্ণ কালে উপনীত হইবার সময়েই কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণের মধ্যে বিপুল যশের অভিলাষী বীরবৃন্দের এই বিনাশ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অতিতীব্রাণি দুঃখানি দুঃসহানি বহূনি চ।
শ্রুতোঽহং সঞ্জয়াশ্রৌষং পুত্রাণাং চৈব সংক্ষয়ম্॥ ১

যথা ত্বং মে কথয়সে তথা যুদ্ধমবর্ত্তত।
ন সন্তি সূত কৌরব্যা ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ২

দুর্য্যোধনশ্চ বিরথঃ কৃতস্তত্র মহারথঃ।
ধর্ম্মপুত্রঃ কথং চক্রে তস্য বা নৃপতিঃ কথম্॥ ৩

অপরাহ্ণে কথং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বেন কুশলো হ্যসি সঞ্জয়॥৪

সঞ্জয় উবাচ।

সংসক্তেষু তু সৈন্যেষু বধ্যমানেষু ভাগশঃ।
রথমন্যং সমাস্থায় পুত্রস্তব বিশাম্পতে॥ ৫

ক্রোধেন মহতা যুক্তঃ সবিষো ভুজগো যথা।

(সর্বসৈন্যমুদীক্ষ্যৈব ক্রোধাদুদ্‌বৃত্তলোচনঃ।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মসুতং চাপি সৈন্যমধ্যে ব্যবস্থিতম্॥
শ্রিয়া জ্বলন্তং কৌন্তেয়ং যথা বজ্রধরং যুধি।)

দুর্য্যোধনঃ সমালক্ষ্য ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥ ৬
প্রোবাচ সূতং ত্বরিতো যাহি যাহীতি ভারত।

তত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রং সারথে যত্র পাণ্ডবঃ॥ ৭
ধ্রিয়মাণাতপত্রেণ রাজা রাজতি দংশিতঃ।

স সূতশ্চোদিতো রাজ্ঞা রাজ্ঞঃ স্যন্দনমুত্তমম্॥ ৮
যুধিষ্ঠিরস্যাভিমুখং প্রেষয়ামাস সংযুগে।

ততো যুধিষ্ঠিরঃ ক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ॥ ৯
সারথিং চোদয়ামাস যাহি যত্র সুযোধনঃ।

তৌ সমাজগ্মতুর্বীরৌ ভ্রাতরৌ রথসত্তমৌ॥ ১০
সমেত্য চ মহাবীরৌ সংরব্ধৌ যুদ্ধ-দুর্ম্মদৌ।

ববর্ষতুর্মহেষ্বাসৌ শরৈরন্যোঽন্যমাহবে॥ ১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি তোমার নিকট হইতে আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত তীব্র ও দুঃসহ দুঃখপ্রদ বহু ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি। নিজের পুত্রগণের বিনাশের কথাও আমাকে শুনিতে হইয়াছে। সূত! যেরূপ তুমি আমাকে বলিতেছ এবং যে ভাবে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে যে, এখন কুরুবংশীয়গণ আর জীবিত থাকিবে না। ১-২

শুনিলাম সেই যুদ্ধে মহারথী দুর্য্যোধনকেও যুধিষ্ঠির রথহীন করিয়া দিয়াছিল। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাহার সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল অথবা রাজা দুর্য্যোধনই বা তাহার সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল? ৩

সঞ্জয়! অপরাহ্ণকালে কিরূপে সেই রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল? তুমি ইহা আমাকে যথাযথভাবে বল; কারণ, তুমি এই সব বর্ণনা করিতে নিপুণ। ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে ও আহত হইতে থাকিল, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অপর রথে উপবিষ্ট হইয়া বিষধর সর্পের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ৫½

(সমস্ত সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। সেই সময় রণাঙ্গনে ধর্ম্মপুত্র কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় নিজের দিব্য কান্তিতে প্রকাশিত হইতে থাকিয়া সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।)

ভারত! সেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া দুর্য্যোধন অতি সত্বর নিজ সারথিকে বলিলেন—সারথি! চল, চল, যেখানে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কবচ বন্ধন করিয়া ছত্র ধারণ করত সুশোভিত হইতেছেন, তুমি শীঘ্র আমাকে সেখানে লইয়া চল। ৬-৭½

রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপে প্রেরিত হইয়া সারথি সেই উত্তম রথকে রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে লইয়া চলিল। ৮½

তখন মদস্রাবী হাতীর ন্যায় কুপিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরও নিজ সারথিকে আজ্ঞা দিলেন—যেখানে দুর্য্যোধন আছে, সেখানে চল। ৯½

এইরূপ সেই মহাধনুর্দ্ধর, মহাবীর ও মহারথী রণদুর্ম্মদ বীর ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া সক্রোধে রণাঙ্গনে পরস্পরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ১০-১১

ততো দুর্যোধনো রাজা ধর্মশীলস্ত মারিষ।
শিলাশিতেন ভল্লেন ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে ॥ ১২
তং নামৃষ্যত সংক্রুদ্ধো হ্রবমানং যুধিষ্ঠিরঃ।
অপবিধ্য ধনুশ্ছিন্নং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩
অন্যৎ কার্মুকমাদায় ধর্মপুত্রশ্চমূমুখে।
দুর্যোধনস্ত চিচ্ছেদ ধ্বজং কার্মুকমেব চ ॥ ১৪
অথান্যদ্ ধনুরাদায় প্রাবিধ্যত যুধিষ্ঠিরম্।
তাবন্যোন্যং সুসংক্রুদ্ধৌ শস্ত্রবর্ষাণ্যমুঞ্চতাম্ ॥ ১৫
সিংহাবিব সুসংরব্ধৌ পরস্পরজিগীষয়া।
জঘ্নতুস্তৌ রণেঽন্যোন্যং নর্দমানৌ বৃষাবিব ॥ ১৬
অন্তরং মার্গমাণৌ চ চেরতুস্তৌ মহারথৌ।
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ শরৈস্তৌ তু কৃতব্রণৌ ॥ ১৭
বিরেজতুর্মহারাজ কিংশুকাবিব পুষ্পিতৌ।
ততো রাজন্ বিমুঞ্চন্তৌ সিংহনাদান্ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৮
তলয়োশ্চ তথা শব্দান্ ধনুষশ্চ মহাহবে।
শঙ্খশব্দবরাংশ্চৈব চক্রতুস্তৌ নরেশ্বরৌ ॥ ১৯
অন্যোন্যং তৌ মহারাজ পীড়য়াঞ্চক্রতুর্ভৃশম্।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পুত্রং তব শরৈস্ত্রিভিঃ ॥ ২০
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রবেগৈর্দুরাসদৈঃ।
প্রতিবিব্যাধ তং তূর্ণং তব পুত্রো মহীপতিঃ ॥ ২১
পঞ্চভির্নিশিতৈর্বাণৈঃ স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ততো দুর্যোধনো রাজা শক্তিং চিক্ষেপ ভারত ॥ ২২
সর্বপারশবীং তীক্ষ্ণাং মহোল্কাপ্রতিমাং তদা।
তামাপতন্তীং সহসা ধর্মরাজঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৩
ত্রিভিশ্চিচ্ছেদ সহসা তঞ্চ বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
নিপপাত ততঃ সাথ স্বর্ণদণ্ডা মহাস্বনা ॥ ২৪
নিপতন্তী মহোল্কেব ব্যরাজচ্ছিখিসন্নিভা।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ২৫

মান্যবর! তদনন্তর যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্যোধন শিলাশাণিত একটি ভল্লের দ্বারা ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ১২

রাজা যুধিষ্ঠির এই অপমানকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার ক্রোধ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল এবং তাঁহার নয়নদ্বয় রোষভরে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অন্য একটি ধনু গ্রহণ করিয়া সৈন্যদের সম্মুখেই দুর্যোধনের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ১৩-১৪

তাহার পর দুর্যোধন অপর ধনু গ্রহণ করত যুধিষ্ঠিরকে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই দুই বীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের উপর অস্ত্রসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫

পরস্পরকে জয় করিবার বাসনায় রোষান্বিত সিংহদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে রণাঙ্গনে পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥ ১৬

এই দুই মহারথী বীর পরস্পরের উপর প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে-ছিলেন। মহারাজ! ধনুকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা এই দুই বীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বিকসিত দুইটি পলাশবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৭½

রাজন্! তখন এই দুই নরপতি বারংবার সিংহনাদ করিতে করিতে সেই মহাসমরে তলশব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও উত্তম শঙ্খনাদ করিতে থাকিলেন ॥ ১৮-১৯

মহারাজ! ইঁহারা উভয়ে উভয়কেই অত্যন্ত পীড়াদান করিতেছিলেন। তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রসদৃশ বেগশালী এবং দুর্জয় তিনটি বাণের দ্বারা আপনার পুত্র দুর্যোধনের বক্ষে ক্রোধের সহিত প্রহার করিলেন ॥ ২০½

আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনও শিলাশাণিত ও সুবর্ণময় পঙ্খ-যুক্ত পাঁচটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ লইলেন ॥ ২১½

ভারত! ইহার পর রাজা দুর্যোধন সম্পূর্ণ লৌহদ্বারা নির্মিত একটি তীক্ষ্ণধার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, যাহা সেই সময় অতিশয় ভারী উল্কার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২২½

সহসা নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির তিনটি তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুর্যোধনকেও পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৩½

সুবর্ণময় দণ্ডযুক্তা সেই শক্তি আকাশ হইতে পতিত হইবার সময় ভারী উল্কার ন্যায় অতিশয় প্রচণ্ড শব্দের সহিত পতিত হইতেছিল। সেই সময় উহা অগ্নিসদৃশ প্রকাশিত ছিল ॥ ২৪½

প্রজানাথ! সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্যোধন নয়টি তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২৫½

নবভির্নিশিতৈর্ভল্লৈর্নিজঘান যুধিষ্ঠিরম্।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুতাপনঃ ॥ ২৬
দুর্য্যোধনং সমুদ্দিশ্য বাণং জগ্রাহ সত্বরঃ।
সমাধত্ত চ তং বাণং ধনুর্মধ্যে মহাবলঃ ॥ ২৭
চিক্ষেপ চ মহারাজ ততঃ ক্রুদ্ধঃ পরাক্রমী।
স তু বাণঃ সমাসাদ্য তব পুত্রং মহারথম্ ॥ ২৮
ব্যামোহয়ত রাজানং ধরণীঞ্চ দদার হ।
ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য বেগিতঃ ॥ ২৯
বিবিৎসুঃ কলহস্যান্তং ধর্মরাজমুপাদ্রবৎ।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা দণ্ডহস্তমিবান্তকম্ ॥ ৩০
ধর্মরাজো মহাশক্তিং প্রাহিণোৎ তব সূনবে।
দীপ্যমানাং মহাবেগাং মহোল্কাং জ্বলিতামিব ॥ ৩১
রথস্থঃ স তয়া বিদ্ধো বর্ম ভিত্ত্বা স্তনান্তরে।
ভৃশং সংবিগ্নহৃদয়ঃ পপাত চ মুমোহ চ ॥ ৩২
ভীমস্তমাহ চ ততঃ প্রতিজ্ঞামনুচিন্তয়ন্।
নায়ং বধ্যস্তব নৃপ ইত্যুক্তঃ স ন্যবর্তত ॥ ৩৩
ততস্ত্বরিতমাগম্য কৃতবর্মা তবাত্মজম্।
প্রত্যপদ্যত রাজানং নিমগ্নং ব্যসনার্ণবে ॥ ৩৪
গদামাদায় ভীমোঽপি হেমপট্টপরিষ্কৃতাম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন কৃতবর্মাণমাহবে ॥ ৩৫
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ।
অপরাহ্ণে মহারাজ কাঙ্ক্ষতাং বিজয়ং যুধি ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

বলবান্ শত্রু দুর্য্যোধন কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া শত্রুতাপন মহাবল যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া একটি বাণ গ্রহণ করিলেন এবং উহা ধনুর মধ্যভাগে স্থাপিত করিলেন ।। ২৬-২৭

মহারাজ! তাহার পর পরাক্রমশালী যুধিষ্ঠির সেই বাণকে ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ আপনার মহারথী পুত্র দুর্য্যোধনকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিল এবং পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিল ॥ ২৮½

তদনন্তর ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন সবেগে গদা উত্তোলিত করিয়া কলহের অন্ত করিবার ইচ্ছায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯½

দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় দুর্য্যোধনকে গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া ধর্মরাজ আপনার এই পুত্রের উপর অত্যন্ত বেগশালিনী একটি মহাশক্তি প্রহার করিলেন, যাহা প্রজ্বলিতা মহোল্কার ন্যায় দেদীপ্যমানা ছিল ॥ ৩০-৩১

রথে উপবিষ্ট থাকিয়াই দুর্য্যোধন এই মহাশক্তির দ্বারা বক্ষে বিদ্ধ হইল এবং তাঁহার বর্ম বিদীর্ণ হইল। তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে ভূতলে পতিত হইলেন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ।। ৩২

সেই সময় ভীমসেন নিজ প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—মহারাজ! এই রাজা দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বধ না করিয়াই নিবৃত্ত হইলেন ।। ৩৩

তখন কৃতবর্ম্মা বিপদসাগরে নিমগ্ন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে অতিক্রত উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নপরায়ণ হইলেন ॥ ৩৪

ইহা দেখিয়া ভীমসেনও স্বর্ণ পত্রভূষিত গদা হাতে লইয়া যুদ্ধস্থলে তীব্রবেগে কৃতবর্ম্মার উপরে আক্রমণ করিলেন ।।৩৫

মহারাজ! এইরূপে অপরাহ্ণ সময়ে রণাঙ্গনে জয়াকাঙ্ক্ষী আপনার যোদ্ধাগণের শত্রুদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল ।। ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা সহ কর্ণস্য যুদ্ধম্, অর্জুনেন কৌরব-সৈন্যানাং সংহারঃ, পাণ্ডবানাং জয়লাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ কর্ণং পুরস্কৃত্য ত্বদীয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ।
পুনরাবৃত্য সংগ্রামং চক্রুর্দেবাসুরোপমম্॥ ১

দ্বিরদ-নর-রথাশ্ব-শঙ্খশব্দৈঃ
পরিহৃষিতা বিবিধৈশ্চ শস্ত্রপাতৈঃ।
দ্বিরদ-রথ-পদাতি-সাদিসঙ্ঘাঃ
পরিকুপিতাভিমুখাঃ প্রজহ্নিরে তে॥ ২

শিতপরশ্বধসাসিপট্টিশৈ-
রিষুভিরনেকবিধৈশ্চ সূদিতাঃ।
দ্বিরদ-রথ-হয়া মহাহবে
বরপুরুষৈঃ পুরুষাশ্চ বাহনৈঃ॥ ৩

কমলদিনকরেন্দুসন্নিভৈঃ
সিতদশনৈঃ সুমুখাক্ষিনাসিকৈঃ।
রুচিরমুকুটকুণ্ডলৈর্মহী
পুরুষশিরোভিরুপস্তৃতা বভৌ॥ ৪

পরিঘ-মুসল-শক্তি-তোমরৈ-
র্নখর-ভুশুণ্ডি-গদাশতৈর্হতাঃ।
দ্বিরদ-নর-হয়াঃ সহস্রশো
রুধিরনদীপ্রবহাস্তদাভবন্॥ ৫

প্রহতরথনরাশ্বকুঞ্জরং
প্রতিভয়দর্শনমুল্বণব্রণম্।
তদহিতহতমাবভৌ বলং
পিতৃপতিরাষ্ট্রমিব প্রজাক্ষয়ে॥ ৬

অথ তব নরদেব সৈনিকা-
স্তব চ সুতাঃ সুরসূনুসন্নিভাঃ।
অমিতবলপুরঃসরা রণে
কুরুবৃষভাঃ শিনিপৌত্রমভ্যয়ুঃ॥ ৭

তদতিরুধিরভীমমাবভৌ
পুরুষবরাশ্বরথদ্বিপাকুলম্।
লব-জলসমুদ্ধতস্বনং
বলমসুরামরসৈন্যসপ্রভম্॥ ৮

ত্রিংশ অধ্যায়।

[সাত্যকির সহিত কর্ণের যুদ্ধ, অর্জুন কর্তৃক কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহার এবং পাণ্ডবগণের জয়লাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার রণদুর্মদ যোদ্ধারা কর্ণকে অগ্রে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দেবতা ও অসুরগণের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ১

হস্তী, মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও শঙ্খের শব্দে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া গজারোহী, রথারোহী, পদাতি এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সমুদায় ক্রোধের সহিত পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নানাবিধ অস্ত্রসকল প্রহার করিতে করিতে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল॥ ২

সেই মহাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষগণ বাহনসকল ও তীক্ষ্ণ পরশু, খড়্গ, পট্টিশ এবং অনেক প্রকার বাণসমূহের দ্বারা আরোহী সহ হস্তী, রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে থাকিলেন॥ ৩

সেই নরমুণ্ডসকলে আচ্ছাদিত রণভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছিল। বীরগণের ছিন্ন এই সব মস্তক কমল, সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। ইঁহাদের শুভ্র বর্ণ দন্তগুলি চকচক করিতেছিল। ইঁহাদের মুখ, নেত্র ও নাসিকাসকলও অতিশয় সুন্দর ছিল এবং উঁহারা মনোহর মুকুট ও কুণ্ডলসমূহে সুশোভিত ছিল॥ ৪

সেই সময় পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর ভুশুণ্ডী ও গদাসকলের শত শত আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র হস্তী, মনুষ্য এবং অশ্বগণ রক্তের নদী প্রবাহিত করিল॥ ৫

নষ্ট রথ, মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণে পরিপূর্ণ ও শত্রুদিগের দ্বারা নিহত সেই সৈন্যরা অস্ত্রসকলের আঘাতে অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া প্রলয়কালে যমরাজের রাজ্যের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল॥ ৬

হে নরদেব! তদনন্তর আপনার সৈন্যগণ এবং দেবকুমার-সদৃশ তেজস্বী কুরুকুলভূষণ আপনার পুত্রবৃন্দ অসংখ্য সৈন্যের সহিত রণাঙ্গনে শিনিপৌত্র সাত্যকির উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৭

পদাতি মনুষ্য, শ্রেষ্ঠ অশ্ব, রথ ও হস্তিগণে পূর্ণ এবং লবণ-জল পূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর গর্জনকারী এই সৈন্যবাহিনী

সুরপতিসমবিক্রমস্তত-
ত্রিদশবরাবরজোপমং যুধি।
দিনকরকিরণপ্রভৈঃ পৃষৎকৈ
রবিতনয়োঽভ্যহনচ্ছিনিপ্রবীরম্ ॥ ৯
তমপি সরথ-বাজি-সারথিং
শিনিবৃষভো বিবিধৈঃ শরৈস্তরন্।
ভুজগবিষসমপ্রভৈ রণে
পুরুষপ্রবরং সমবাস্তণোৎ তদা ॥ ১০
শিনিবৃষভশরৈর্নিপীড়িতং
তব সুহৃদো বসুষেণমভ্যযুঃ।
ত্বরিতমতিরথা রথর্ষভং
দ্বিরদরথাশ্বপদাতিভিঃ সহ ॥ ১১
তদুদধিনিভমাদ্রবদ্ বলং
ত্বরিততরৈঃ সমভিদ্রুতং পরৈঃ।
দ্রুপদসুতমুখৈস্তদাভবৎ
পুরুষরথাশ্বগজক্ষয়ো মহান্ ॥ ১২

অতিশয় রক্তরঞ্জিত হইয়া দেবতা ও অসুরবৃন্দের সৈন্যবাহিনীর ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৮

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী সূর্য্যপুত্র কর্ণ যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুর সদৃশ শক্তিশালী শিনি-বংশের প্রধান বীর সাত্যকিকে সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী বাণ-সমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তখন শিনিবংশভূষণ সাত্যকি অতিশয় ত্বরা করিয়া বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত নানাবিধ বাণসমূহের দ্বারা রথ, অশ্ব ও সারথিসহ নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকেও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

সেই সময় আপনার হিতৈষী সুহৃদ্ অতিরথী বীরগণ সেখানে শিনিবংশশ্রেষ্ঠ সাত্যকির বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত মহারথী কর্ণের নিকটে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যের সহিত অতিক্রুত উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি শত্রুরা ত্বরান্বিত হইয়া আপনার সমুদ্রসদৃশ বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন এবং আপনার সৈন্যরাও শত্রুদের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন পুনরায় সেখানে মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তিসকলের ভয়ানক সংহার হইতে লাগিল ॥ ১২

তদনন্তর অপরাহ্ণকালের কৃত্য সমাপন করিয়া বিধি অনুসারে ভগবান্ শঙ্করের পূজা করিবার পর নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ

অথ পুরুষবরৌ কৃতাহ্নিকৌ
ভবমভিপূজ্য যথাবিধি প্রভুম্।
অরিবধকৃতনিশ্চয়ৌ দ্রুতং
তব বলমর্জুন-কেশবৌ সৃতৌ ॥ ১৩
জলদনিনদনিঃস্বনং রথং
পবনবিধূতপতাককেতনম্।
সিতহয়মুপযান্তমন্তিকং
হৃতমনসো দদৃশুস্তদারয়ঃ ॥ ১৪
অথ বিস্ফার্য্য গাণ্ডীবং রথে নৃত্যন্নিবার্জুনঃ।
শরসম্বাধমকরোৎ খং দিশঃ প্রদিশস্তথা ॥ ১৫
রথান্ বিমানপ্রতিমান্ মজ্জয়ন্ সায়ুধ-ধ্বজান্।
সসারথীংস্তদা বাণৈরভ্রাণীবানিলোঽবধীৎ ॥ ১৬
গজান্ গজপ্রযন্তৄংশ্চ বৈজয়ন্ত্যায়ুধ-ধ্বজান্।
সাদিনোঽশ্বাংশ্চ পত্তীংশ্চ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৭
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধমনিবার্য্যং মহারথম্।
দুর্য্যোধনোঽভ্যয়াদেকো নিঘ্নন্ বাণৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ১৮

শত্রুদিগকে বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া অতি দ্রুত আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩

অর্জুনের রথ হইতে মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল, বায়ুর দ্বারা এই রথের পতাকা উড়িতে ছিল এবং ইহাতে উত্তম শ্বেতবর্ণের চারিটি অশ্ব যোজিত ছিল। সেই সময় শত্রুগণ উৎসাহশূন্য হৃদয়ে এই রথকে নিকটে আসিতে দর্শন করিল ॥ ১৪

ইহার পর রথের উপরে যেন নৃত্য করিতে করিতেই অর্জুন গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারিত করিয়া আকাশ, দিক্ ও বিদিক্সমূহকে বাণসকলে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৫

যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ এই সময় অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিমানসদৃশ রথসকলকে অস্ত্র, ধ্বজ ও সারথি সহ নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৬

তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বহু বাণের দ্বারা পতাকা, ধ্বজ ও অস্ত্রসকল সহ গজ ও গজারোহী যোদ্ধা, অশ্ব এবং অশ্বারোহী সৈন্য ও পদাতি সৈন্যদিগকে যমগৃহে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭

এতাদৃশ ক্রুদ্ধ যমরাজসদৃশ অবাধগতিবিশিষ্ট মহারথী অর্জুনের উপর সরলগামী বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে একাকী দুর্য্যোধন তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৮

তস্তার্জুনো ধনুঃ সূতমশ্বান্ কেতুঞ্চ সাত্ত্বকৈঃ।
হত্বা সপ্তভিরেকেন ছত্রং চিচ্ছেদ পত্রিণা ॥ ১৯
নবমঞ্চ সমাধায় ব্যসৃজৎ প্রাণঘাতিনম্।
দুর্য্যোধনায়েষুবরং তং দ্রৌণিঃ সপ্তধাচ্ছিনৎ ॥ ২০
ততো দ্রৌণের্ধনুশ্ছিত্ত্বা হত্বা চাশ্ব-রথান্ শরৈঃ।
কৃপস্তাপি তদত্যুগ্রং ধনুশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ॥ ২১
হার্দিক্যস্ত ধনুশ্ছিত্ত্বা
ধ্বজং চাশ্বাংস্তদাবধীৎ।
দুঃশাসনস্তেষ্বসনং
ছিত্ত্বা রাধেয়মভ্যয়াৎ ॥ ২২
অথ সাত্যকিমুৎস্জ্য
ত্বরন্ কর্ণোহর্জুনং ত্রিভিঃ।
বিদ্ধ্বা বিব্যাধ বিংশত্যা
কৃষ্ণং পার্থং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৩
ন গ্লানিরাসীৎ কর্ণস্ত
ক্ষিপতঃ সায়কান্ বহূন।
রণে বিনিঘ্নতঃ শত্রূন্
ক্রুদ্ধস্তেব শতক্রতোঃ ॥ ২৪
অথ সাত্যকিরাগত্য কর্ণং বিদ্ধ্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
নবত্যা নবভিশ্চোগ্রৈঃ শতেন পুনরার্পয়ৎ ॥ ২৫
ততঃ প্রবীরাঃ পার্থানাং সর্বে কর্ণমপীড়য়ন্।
যুধামন্যুঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ২৬
উত্তমৌজা যুযুৎসুশ্চ যমৌ পার্ষত এব চ।
চেদি-কারূষ-মৎস্তানাং কেকয়ানাঞ্চ যদ্বলম্ ॥২৭
চেকিতানশ্চ বলবান্ ধর্মরাজশ্চ সুব্রতঃ।
এতে রথাশ্ব-দ্বিরদৈঃ পত্তিভিশ্চোগ্রবিক্রমৈঃ ॥২৮
পরিবার্য্য রণে কর্ণং নানাশস্ত্রৈরবাকিরন্।
ভাষন্তো বাগ্ভিরুগ্রাভিঃ সর্বে কর্ণবধে ধৃতাঃ ॥ ২৯
তাং শস্ত্রবৃষ্টিং বহুধা কর্ণশ্ছিত্ত্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
অপোবাহাস্ত্রবীর্য্যেণ দ্রুমং ভঙ্‌ক্ত্বেব মারুতঃ ॥ ৩০
রথিনঃ সমহামাত্রান্ গজানশ্বান্ সসাদিনঃ।
পত্তিব্রাতাংশ্চ সংক্রুদ্ধো নিঘ্নন্ কর্ণো ব্যদৃশ্যত ॥ ৩১

তখন অর্জুন সাত বাণে দুর্য্যোধনের ধনু, সারথি, অশ্বগণ ও ধ্বজকে নষ্ট করিয়া অপর একটি বাণে তাঁহার ছত্রকেও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৯

পুনরায় নবম প্রাণঘাতী বাণ ধনুতে যোজনা করিয়া উহা দুর্য্যোধনের দিকে ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা সেই বাণকে সপ্ত খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ২০

তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করত তাঁহার রথ ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া দিয়া নিজের বাণসমূহের দ্বারা কৃপাচার্য্যের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধনুটিকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

ইহার পর তিনি কৃতবর্ম্মার ধনু ছেদন করত তাঁহার ধ্বজ ও অশ্বগণকেও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিলেন। তারপর দুঃশাসনের ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া রাধাপুত্র কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২২

তদনন্তর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং ত্বরা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকেও বিশটি বাণে আঘাত করিলেন। তাহারপর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে পুনঃ পুনঃ বাণ-বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই সময় কর্ণ ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের ন্যায় রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক বাণ বর্ষণ করিয়া শত্রুদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই কার্য্যে তাঁহার তখন অল্পও ক্লেশ বা শ্রান্তি অনুভব হয় নাই ॥২৪

অনন্তর সাত্যকি আসিয়া কর্ণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করত পুনরায় তাঁহাকে এক শত নিরানব্বইটি বাণে পীড়িত করিলেন ॥ ২৫

তারপর কুন্তীপুত্রগণের প্রধান বীরবৃন্দ কর্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, উত্তমৌজা, যুযুৎসু, নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি, কারূষ, মৎস্ত ও কেকয়দেশের সৈন্তগণ এবং বলবান্ চেকিতান ও উত্তম ব্রতপালনকারী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির—ইহারা সকলে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশকারী রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী এবং পদাতি সৈন্তবাহিনীর দ্বারা রণাঙ্গনে কর্ণকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার উপর নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলেই নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে বলিতে সেখানে কর্ণকে বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৬-২৯

যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া ভূপাতিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের সেই সব অস্ত্রবর্ষণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়া নিজের অস্ত্রবলে তাহা-দিগকে দূরে অপসারিত করিয়াদিলেন ॥ ৩০

অতিশয় ক্রুদ্ধ কর্ণ রথারোহী যোদ্ধা, মাহুতসহ হস্তী, আরোহী

তদ্ বধ্যমানং পাণ্ডূনাং বলং কর্ণাস্ত্রতেজসা।
বিশস্ত্র-পত্র-দেহাসু প্রায় আসীৎ পরাঙ্‌মুখম্ ॥ ৩২
অথ কর্ণাস্ত্রমস্ত্রেণ প্রতিহত্যার্জ্জুনঃ স্ময়ন্।
দিশং খং চৈব ভূমিঞ্চ প্রাবৃণোচ্ছরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৩
মুসলানীব সম্পেতুঃ পরিঘা ইব চেষবঃ।
শতঘ্ন্য ইব চাপ্যন্যে বজ্রাণ্যুগ্রাণি চাপরে ॥ ৩৪
তৈর্বধ্যমানং তৎ সৈন্যং সপত্ত্যশ্বরথদ্বিপম্।
নিমীলিতাক্ষমত্যর্থং বভ্রাম চ ননাদ চ ॥ ৩৫
নিষ্কৈবল্যং তদা যুদ্ধং সংসক্তানাং জয়ৈষিণাম্।
হন্যমানাঃ শরৈরার্ত্তাস্তদা ভীতাঃ প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৩৬
ত্বদীয়ানাং তদা যুদ্ধে সংসক্তানাং জয়ৈষিণাম্।
গিরিমস্তং সমাসাদ্য প্রত্যপদ্যত ভানুমান্ ॥ ৩৭
তমসা চ মহারাজ রজসা চ বিশেষতঃ।
ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপশ্যাম শুভং বা যদি বাশুভম্ ॥ ৩৮
তে ত্রসন্তো মহেষ্বাসা রাত্রিযুদ্ধস্য ভারত।
অপযানং ততশ্চক্রুঃ সহিতাঃ সর্বযোধিভিঃ ॥ ৩৯
কৌরবেষ্বপযাতেষু তদা রাজন্ দিনক্ষয়ে।
জয়ং সুমনসঃ প্রাপ্য পার্থাঃ স্বশিবিরং যযুঃ ॥ ৪০
বাদিত্রশব্দৈর্বিবিধৈঃ সিংহনাদৈঃ সগর্জ্জিতৈঃ।
পরানুপহসন্তশ্চ স্তুবন্তশ্চাচ্যুতার্জ্জুনৌ ॥ ৪১
কৃতেঽবহারে তৈর্বীরৈঃ সৈনিকাঃ সর্ব এব তে।
আশীর্বাচঃ পাণ্ডবেষু প্রাযুঞ্জন্ত নরেশ্বরাঃ ॥ ৪২
ততঃ কৃতেঽবহারে চ প্রহৃষ্টাস্তত্র পাণ্ডবাঃ।
নিশায়াং শিবিরং গত্বা ন্যবসন্ত নরেশ্বরাঃ ॥ ৪৩
ততো রক্ষঃ-পিশাচাশ্চ শ্বাপদাশ্চৈব সঙ্ঘশঃ।
জগ্মুরায়োধনং ঘোরং রুদ্রস্যাক্রীড়সন্নিভম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি প্রথমে যুদ্ধদিবসে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

সহ অশ্ব এবং পদাতিসৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে সকলের দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন ॥ ৩১

কর্ণের অস্ত্রসকলের তেজে পীড়িত পাণ্ডবগণের সৈন্যরা অস্ত্র, বাহন, দেহ ও প্রাণশূন্য হইয়া প্রায় রণাঙ্গন হইতে বিমুখ হইল ॥৩২

তখন অর্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে নিজ অস্ত্রের দ্বারা কর্ণের অস্ত্র নষ্ট করিয়া দিয়া বাণসমূহের বর্ষণে আকাশ, দিক্‌সমূহ ও পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩

ইঁহার বহু বাণ তখন মুসলের ন্যায় পতিত হইতেছিল, কিছু বাণ পরিঘসদৃশ, কিছু বাণ শতঘ্নীতুল্য এবং কিছু বাণ ভয়ঙ্কর বজ্রের সমান শত্রুদের উপর পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

এই সব বাণে হতাহত পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তিসকলে যুক্ত কৌরবসৈন্যরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে ও চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল ॥ ৩৫

সেই সময় অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্যগণের মধ্যে এরূপ যুদ্ধ উপস্থিত হইল যে, যেখানে কেবল মৃত্যুই সুনিশ্চিত ছিল। এই সব সৈন্যদের উপর যখন বাণসমূহের প্রহার চলিতেছিল, তখন তাহারা সকলেই আর্ত্ত ও ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৬

এইরূপে যখন আপনার জয়াভিলাষী সৈন্যরা যুদ্ধে অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িল, তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে উপস্থিত হইয়া নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৭

মহারাজ! সেই সময় অন্ধকার বিশেষতঃ ধূলিতে সব কিছু আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় আমরা কেহই শুভ কিংবা অশুভ কোন বস্তুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩৮

ভারত! এই সব মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা রাত্রিযুদ্ধে ভীত হইতেন, সেইজন্য সমস্ত সৈন্যগণের সহিত তাঁহারা যুদ্ধস্থল হইতে শিবির অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৩৯

রাজন্! দিনের শেষে কৌরবেরা পলায়ন করায় পাণ্ডবগণও জয়লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্তে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি, সিংহনাদ ও গর্জনের দ্বারা শত্রুদিগকে উপহাস এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের স্তুতি করিতে করিতে নিজ শিবির অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪০-৪১

সেই বীরগণের দ্বারা যুদ্ধের উপসংহার হইলে পর সমস্ত সৈন্যগণ এবং নরপতিগণ পাণ্ডবদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

এইভাবে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহৃত হইলে পর অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডবপক্ষীয় নরপতিগণ রাত্রিতে শিবিরে যাইয়া শয়ন করিলেন ॥

তদনন্তর রুদ্রের ক্রীড়াস্থল (শ্মশান)-সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধভূমিতে রাক্ষস, পিশাচ ও দলে দলে হিংস্র জীবজন্তুগণ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে প্রথমদিনের যুদ্ধবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[নিশায়াং কৌরবাণাং পরামর্শঃ, ধৃতরাষ্ট্রেণ দৈবস্য প্রবলতাপ্রতিপাদনম্, ধৃতরাষ্ট্রোপরি সঞ্জয়স্য দোষারোপঃ, কর্ণ-দুর্য্যোধনয়োরালাপশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

স্বেনচ্ছন্দেন নঃ সর্বানবধীদ্ ব্যক্তমর্জুনঃ।
ন হ্যস্য সমরে মুচ্যেদন্তকোঽপ্যাততায়িনঃ॥ ১
পার্থশ্চৈকোঽহরদ্ ভদ্রামেকশ্চাগ্নিমতর্পয়ৎ।
একশ্চেমাং মহীং জিত্বা চক্রে বলিভৃতো নৃপান্॥ ২
একো নিবাতকবচানহনদ্ দিব্যকার্মুকঃ।
একঃ কিরাতরূপেণ স্থিতং শর্বমযোধয়ৎ॥ ৩
একো হ্যরক্ষদ্ ভরতানেকো ভবমতোষয়ৎ।
তেনৈকেন জিতাঃ সর্বে মহীপা হ্যুগ্রতেজসা॥ ৪
ন তে নিন্দ্যাঃ প্রশস্যাস্তে যত্তে চক্রুর্ব্রবীহি তৎ।
ততো দুর্য্যোধনঃ সূত পশ্চাৎ কিমকরোৎ তদা॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

হত-প্রহত-বিধ্বস্তা বিবর্মায়ুধ-বাহনাঃ।
হীনস্বরা দূয়মানা মানিনঃ শত্রুনির্জিতাঃ॥ ৬
শিবিরস্থাঃ পুনর্মন্ত্রং মন্ত্রয়ন্তি স্ম কৌরবাঃ।
ভগ্নদংষ্ট্রা হতবিষাঃ পাদাক্রান্তা ইবোরগাঃ॥ ৭
তানব্রবীৎ ততঃ কর্ণঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
করং করেণ নিষ্পীড্য প্রেক্ষমাণস্তবাত্মজম্॥ ৮
যত্তো দৃঢ়শ্চ দক্ষশ্চ ধৃতিমানর্জুনস্তদা।
সম্বোধয়তি চাপ্যেনং যথাকালমধোক্ষজঃ॥ ৯
সহসাস্ত্রবিসর্গেণ বয়ং তেনাদ্য বঞ্চিতাঃ।
শ্বস্ত্বহং তস্য সঙ্কল্পং সর্বং হন্তা মহীপতে॥ ১০

একত্রিংশ অধ্যায়।

[রাত্রিতে কৌরবদের মন্ত্রণা, ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক দৈবের প্রবলতা প্রতিপাদন, ধৃতরাষ্ট্রের উপর সঞ্জয়ের দোষারোপ এবং কর্ণ ও দুর্য্যোধনের আলোচনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! নিশ্চয় অর্জুন নিজের ইচ্ছায় আমাদের সকল সৈন্যদিগকে বধ করিয়াছে। সমরাঙ্গণে সে যদি অস্ত্র উত্তোলন করে, তবে স্বয়ং যমরাজও তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না॥ ১

অর্জুন একাকীই সুভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছে, একাকীই খাণ্ডববনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছে এবং একাকীই এই ভূমণ্ডলকে জয় করিয়া সমস্ত নরপতিগণকে করদাতায় পরিণত করিয়াছে॥ ২

সে দিব্য ধনু ধারণ করত একাকীই নিবাত-কবচদিগকে সংহার করিয়াছে এবং কিরাতরূপ ধারণ করত দণ্ডায়মান মহাদেবের সহিত অর্জুন একাই যুদ্ধ করিয়াছে। ৩

ঘোষযাত্রার সময়ে একক অর্জুন দুর্য্যোধনাদি ভরতবংশীয়দিগকে রক্ষা করিয়াছিল, একাকী অর্জুন নিজ পরাক্রমে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং এই উগ্রতেজস্বী বীর একাই (বিরাটনগরে) কৌরবদলের সমস্ত মহীপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিল॥ ৪

এই কারণে আমাদের পক্ষের সৈন্যগণ ও নরপতিগণ নিন্দনীয় নহে, পরন্তু প্রশংসার যোগ্য। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল, তৎ সমস্তই আমাকে বল। সূত! সৈন্যরা শিবিরে ফিরিয়া আসিবার পর সেই সময় দুর্য্যোধন কি করিল? ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কৌরবসৈন্যরা বাণসমূহে নিহত, আহত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইলে এবং তাঁহাদের কবচ, অস্ত্র ও বাহন নষ্ট হইয়া যাইলে তাঁহারা দীনস্বর হইলেন। এই সব অভিমানী কৌরবযোদ্ধারা শত্রুগণের দ্বারা পরাজিত হওয়ায় মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন॥ ৬

শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই কৌরবগণ পুনরায় গুপ্তমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ইঁহাদের অবস্থা পদাহত সেইরূপ সর্পগণের ন্যায় হইয়া যাইল, যে সব সর্পের দন্ত উৎপাটিত হইয়াছে এবং বিষ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে॥ ৭

তারপর সেই সময় ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগকারী কর্ণ হস্তের দ্বারা হস্ত পেষণ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌরব-বীরগণকে এই কথা বলিলেন॥ ৮

অর্জুন সাবধান, দৃঢ়, চতুর ও ধৈর্য্যশালী। তাহার উপর যথাসময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তাহাকে কর্ত্তব্যজ্ঞান দান করেন॥ ৯

সেই কারণে সে সহসা অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া আমাদের বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু ভূপাল! আগামী কাল আমি তাহার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট করিয়া দিব ১০

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সোঽন্বজানান্নৃপোত্তমান্।
তেঽনুজ্ঞাতা নৃপাঃ সর্ব্বে স্বানি বেশ্মানি ভেজিরে ॥ ১১
সুখোষিতাস্তাং রজনীং হৃষ্টা যুদ্ধায় নির্যযুঃ।
তেঽপশ্যন্ বিহিতং ব্যূহং ধর্মরাজেন দুর্জয়ম্ ॥ ১২
প্রযত্নাৎ কুরুমুখ্যেন বৃহস্পত্যুশনোমতে।
অথ প্রতীপকর্ত্তারং প্রবীরং পরবীরহা ॥ ১৩
সস্মার বৃষভস্কন্ধং কর্ণং দুর্য্যোধনস্তদা।
পুরন্দরসমং যুদ্ধে মরুদ্গণসমং বলে ॥ ১৪
কার্ত্তবীর্য্যসমং বীর্য্যে কর্ণং রাজ্ঞোঽগমন্মনঃ।
সর্ব্বেষাং চৈব সৈন্যানাং কর্ণমেবাগমন্মনঃ।
সূতপুত্রং মহেষ্বাসং বন্ধুমাত্যয়িকেম্বিব ॥ ১৫

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনঃ সূত পশ্চাৎ কিমকরোত্তদা।
যদ্ বোঽগমন্মনো মন্দাঃ কর্ণং বৈকর্তনং প্রতি ॥ ১৬
অপ্যপশ্যত রাধেয়ং শীতার্ত্তা ইব ভাস্করম্।
কৃতেঽবহারে সৈন্যানাং প্রবৃত্তে চ রণে পুনঃ ১৭
কথং বৈকর্ত্তনঃ কর্ণস্তত্রাযুধ্যত সঞ্জয়।
কথঞ্চ পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে যুযুধুস্তত্র সূতজম্ ॥ ১৮
কর্ণো হ্যেকো মহাবাহুর্হন্যাৎ পার্থান্ সসৃঞ্জয়ান্।
কর্ণস্য ভুজয়োর্বীর্য্যং শক্র-বিষ্ণুসমং যুধি ॥ ১৯
তস্য শস্ত্রাণি ঘোরাণি বিক্রমশ্চ মহাত্মনঃ।
কর্ণমাশ্রিত্য সংগ্রামে মত্তো দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ২০
দুর্য্যোধনং ততো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেন ভৃশার্দিতম্।
পরাক্রান্তান্ পাণ্ডুসুতান্ দৃষ্ট্বা চাপি মহারথঃ ॥ ২১
কর্ণমাশ্রিত্য সংগ্রামে মন্দো দুর্য্যোধনঃ পুনঃ।
জেতুমুৎসহতে পার্থান্ সপুত্রান্ সহকেশবান্ ॥ ২২
অহো বত মহদ্ দুঃখং যত্র পাণ্ডুসুতান্ রণে।
নাতরদ্ রভসঃ কর্ণো দৈবং নূনং পরায়ণম্ ॥ ২৩

কর্ণ এই কথা বলিলে পর দুর্য্যোধন 'তথাস্তু' তাহাই হউক এই কথা বলিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ রাজাদিগকে বিশ্রাম করিবার জন্য অনুমতিপ্রদান করিলেন। অনুমতি পাইয়া সেই সব নরপতিগণ নিজ নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ১১

সেখানে সকলে সুখে রাত্রি যাপন করিলেন। তারপর হৃষ্টচিত্তে তাঁহারা যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইলেন। নির্গত হইয়া সকলে দেখিলেন যে, কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের মতানুসারে যত্নের সহিত নিজ সৈন্যদের দুর্জয় ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ১২½

তদনন্তর শত্রুবীরহন্তা দুর্য্যোধন শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনা করিতে সমর্থ ও বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল স্কন্ধবিশিষ্ট প্রধান বীর কর্ণকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৩½

কর্ণ যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী, মরুদ্গণের ন্যায় বলবান্ এবং কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের তুল্য শক্তিশালী ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের মন তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ১৪½

যেরূপ প্রাণ-সঙ্কটকালে মনুষ্যগণ নিজের বন্ধুদের স্মরণ করে, সেইরূপ সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বীর কর্ণের কথাই তখন দুর্য্যোধনের মনে হইল ॥ ১৫

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! তাহার পর দুর্য্যোধন কি করিল? হায় মূর্খ পুত্রগণ! তোমাদের মন যে সূর্য্যপুত্র কর্ণের দিকে যাইল, ইহার কারণ কি? ১৬

যেরূপ শীতে পীড়িত প্রাণিগণ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, সেইরূপ তোমরাও কি এখন রাধাপুত্র কর্ণের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছ? সঞ্জয়! সৈন্যবাহিনীকে শিবিরের দিকে ফিরাইয়া আনিবার পর রাত্রি শেষে যখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সেই সময় সূর্য্যনন্দন কর্ণ কোথায় কিরূপ করিয়াছিল এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ সূতপুত্র কর্ণের সহিতই বা কি ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল? ১৭-১৮

একাকী মহাবাহু কর্ণ সৃঞ্জয়গণের সহিত কুন্তীপুত্রদিগকে বধ করিতে পারে। যুদ্ধে কর্ণের বাহুবল ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তুল্য। ইহার অস্ত্রসকলও ভয়ঙ্কর এবং এই মহাত্মা বীরের পরাক্রমও অদ্ভুত। এই সব চিন্তা করিয়া রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে কর্ণেরই আশ্রয় লইয়া মদমত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০

কিন্তু সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত পীড়িত হইতে এবং পাণ্ডুপুত্রদিগকে পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া মহারথী বীর কর্ণ কি করিল? ২১

মূর্খ দুর্য্যোধন সংগ্রামে কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত পুনরায় পুত্রগণের সহিত কুন্তীসুতদিগকে ও শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছিল ॥ ২২

অহো! ইহা অতিশয় দুঃখের কথা যে, এতাদৃশ বেগশালী বীর কর্ণও রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণকে পার হইতে পারিল না। নিশ্চয় দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা পরম আশ্রয় ॥ ২৩

অহো দ্যূতস্য নির্ঘ্যৈয়ং ঘোরা সম্প্রতি বর্ত্ততে।
অহো তীব্রাণি দুঃখানি দুর্য্যোধনকৃতান্যহম্ ॥ ২৪
সোঢ়া ঘোরাণি বহুশঃ শল্যভূতানি সঞ্জয়।
সৌবলঞ্চ তদা তাত নীতিমানিতি মন্যতে ॥ ২৫
কর্ণশ্চ রভসো নিত্যং রাজা তং চাপ্যনুব্রতঃ।
যদেবং বর্ত্তমানেষু মহাযুদ্ধেষু সঞ্জয় ॥ ২৬
অশ্রৌষং নিহতান্ পুত্রান্ নিত্যমেব বিনির্জ্জিতান্।
ন পাণ্ডবানাং সমরে কশ্চিদস্তি নিবারকঃ ॥ ২৭
স্ত্রীমধ্যমিব গাহন্তে দৈবং তু বলবত্তরম্।

সঞ্জয় উবাচ।

রাজন্ পূর্ব্বনিমিত্তানি ধর্মিষ্ঠানি বিচিন্তয় ॥ ২৮
অতিক্রান্তং হি তং কার্য্যং পশ্চাচ্চিন্তয়তে নরঃ।
তচ্চাস্য ন ভবেৎ কার্য্যং চিন্তয়া চ বিনশ্যতি ॥২৯
তদিদং তব কার্য্যং তু দূরপ্রাপ্তং বিজানতা।
ন কৃতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিচারণম্ ॥ ৩০
উক্তোঽসি বহুধা রাজন্ মা যুধ্যস্বেতি পাণ্ডবৈঃ।
গৃহ্ণীষে ন চ তন্মোহাদ্ বচনঞ্চ বিশাম্পতে ॥ ৩১
ত্বয়া পাপানি ঘোরাণি সমাচীর্ণানি পাণ্ডুষু।
ত্বৎকৃতে বর্ত্ততে ঘোরঃ পার্থিবানাং জনক্ষয়ঃ ॥ ৩২
তত্ত্বিদানীমতিক্রান্তং মা শুচো ভরতর্ষভ।
শৃণু সর্ব্বং যথাবৃত্তং ঘোরং বৈশসমুচ্যতে ॥ ৩৩
প্রভাতায়াং রজন্যাং তু কর্ণো রাজানমভ্যয়াৎ।
সমেত্য চ মহাবাহুর্দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪

কর্ণ উবাচ।

অদ্য রাজন্ সমেষ্যামি পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
নিহনিষ্যামি তং বীরং স বা মাং নিহনিষ্যতি ॥ ৩৫
বহুত্বান্মম কার্য্যাণাং তথা পার্থস্য ভারত।
নাভূৎ সমাগমো রাজন্ মম চৈবার্জ্জুনস্য চ ॥ ৩৬

অহো! দ্যূতক্রীড়ার এই ঘোর পরিণাম বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। সঞ্জয়! সঞ্জয়! আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমি দুর্য্যোধনের জন্য বহু তীব্র ও ভয়ঙ্কর সেইরূপ দুঃখসমূহ সহ্য করিতেছি, যাহা কণ্টকসকলের ন্যায় দুঃসহ ॥ ২৪২/১

তাত! দুর্য্যোধন সেই সময় শকুনিকে অতিশয় নীতিজ্ঞ বলিয়া মনে করিত এবং বেগশালী বীর কর্ণও নীতিজ্ঞ ছিল, ইহা মনে করিয়া রাজা দুর্য্যোধন তাহারও অনুরাগী হইয়াছিল ॥ ২৫২/১

সঞ্জয়! এইরূপ বর্ত্তমান মহাসমরে আমি যে প্রতিদিন আমার কিছু পুত্রের মৃত্যু সংবাদ এবং কিছু পুত্রের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছি, ইহাতে আমার এই বিশ্বাসই হইয়া গিয়াছে যে, রণাঙ্গনে আমার পক্ষের এরূপ কোন বীর নাই, যে পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে পারে। যেরূপ কোন ব্যক্তি স্ত্রীগণমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবেরা বিনা প্রতিরোধেই যেন আমার সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। অবশ্য এ বিষয়ে দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ ॥ ২৬-২৭২/১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বে আপনি যে দ্যূতক্রীড়াদি ধর্ম্মলজ্ঞক কারণসমূহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, এখন সেই সব আপনি স্মরণ করুন। যে ব্যক্তি অতিক্রান্ত (পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত) কার্য্যকে পরে স্মরণ করে, তাহার সেই কার্য্য সিদ্ধ হয় না; পরন্তু সেই সব চিন্তায় দুঃখিত বা উদ্বিগ্ন হইয়া স্বয়ংই নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ২৮-২৯

পাণ্ডবগণের রাজ্যাপহরণ রূপ কার্য্যে সফলতা লাভ আপনার পক্ষে একান্ত অসম্ভব ইহা জানিয়াও আপনি পূর্ব্বে কোন বিচারই করে নাই যে, ইহা উচিত কি অনুচিত ॥ ৩০

রাজন্! পাণ্ডবগণ ত' বারংবার আপনাকে এই কথাই বলিয়াছিলেন যে, আপনি যুদ্ধ করিবেন না। প্রজানাথ! কিন্তু আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদের কোন কথা মানেন নাই॥৩১

আপনি পাণ্ডবগণের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছেন। আপনারই কারণে আজ এই ভূপতিগণের দ্বারা বিপুল লোকক্ষয় হইতেছে ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সব বৃত্তান্ত ত' হইয়া গিয়াছে, আপনি ইহার জন্য আর কোন শোক করিবেন না। যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি যথাযথরূপে শ্রবণ করুন। আমি সেই ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় বর্ণনা করিতেছি ॥ ৩৩

যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল আসিল, তখন মহাবাহু কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৪

কর্ণ বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি যশস্বী পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। এই যুদ্ধে হয় আমি তাহাকে বধ করিব কিংবা সে আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ৩৫

ভারত! রাজন্! আমার এবং অর্জ্জুনের সম্মুখে নানারূপ বহু কার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাহার সহিত আমার তাদৃশ দ্বৈরথ যুদ্ধ এখনও হয় নাই ॥ ৩৬

ইদং তু মে যথা প্রাজ্ঞং শৃণু বাক্যং বিশাম্পতে।
অনিহত্য রণে পার্থং নাহমেষ্যামি ভারত ॥ ৩৭
হতপ্রবীরে সৈন্যেঽস্মিন্ ময়ি চাবস্থিতে যুধি।
অভিযাস্যতি মাং পার্থঃ শক্রশক্তিবিনাকৃতম্ ॥ ৩৮
ততঃ শ্রেয়স্করং যচ্চ তন্নিবোধ জনেশ্বর।
আয়ুধানাঞ্চ মে বীর্য্যং দিব্যানামর্জুনস্য চ ॥ ৩৯
কায়স্য মহতো ভেদে লাঘবে দূরপাতনে।
সৌষ্ঠবে চাস্ত্রপাতে চ সব্যসাচী ন মৎসমঃ ॥ ৪০
প্রাণে শৌর্য্যেঽথ বিজ্ঞানে বিক্রমে চাপি ভারত।
নিমিত্তজ্ঞানযোগে চ সব্যসাচী ন মৎসমঃ ॥ ৪১
সর্বায়ুধমহামাত্রং বিজয়ং নাম তদ্ধনুঃ।
ইন্দ্রার্থং প্রিয়কামেন নির্মিতং বিশ্বকর্মণা ॥ ৪২
যেন দৈত্যগণান্ রাজন্ জিতবান্ বৈ শতক্রতুঃ।
যস্য ঘোষেণ দৈত্যানাং ব্যামুহ্যন্ত দিশো দশ ॥ ৪৩
তদ্ ভার্গবায় প্রাযচ্ছচ্ছক্রঃ পরমসম্মতম্।
তদ্ দিব্যং ভার্গবো মহ্যমদদাদ্ ধনুরুত্তমম্ ॥ ৪৪
যেন যোৎস্যে মহাবাহুমর্জুনং জয়তাং বরম্।
যথেন্দ্রঃ সমরে সর্বান্ দৈতেয়ান্ বৈ সমাগতান্ ॥ ৪৫
ধনুর্ঘোরং রামদত্তং গাণ্ডীবাৎ তদ বিশিষ্যতে।
ত্রিসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী ধনুষা যেন নির্জিতা ॥ ৪৬
ধনুষো হ্যস্য কর্মাণি দিব্যানি প্রাহ ভার্গবঃ।
তদ্ রামো হ্যদদান্মহ্যং তেন যোৎস্যামি পাণ্ডবম্ ॥ ৪৭
অদ্য দুর্য্যোধনাহং ত্বাং নন্দয়িষ্যে সবান্ধবম্।
নিহত্য সমরে বীরমর্জুনং জয়তাং বরম্ ॥ ৪৮
সপর্বত-বন-দ্বীপা হতবীরা সসাগরা।
পুত্র-পৌত্রপ্রতিষ্ঠা তে ভবিষ্যত্যদ্য পার্থিব ॥৪৯
নাশক্যং বিদ্যতে মেঽদ্য ত্বৎপ্রিয়ার্থং বিশেষতঃ।
সম্যগ্ধর্মানুরক্তস্য সিদ্ধিরাত্মবতো যথা ॥ ৫০

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! আমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় করিয়া এই কথা বলিতেছি, উহা তুমি শ্রবণ কর। আজ আমি রণাঙ্গনে অর্জুনকে বধ না করিয়া ফিরিয়া আসিব না। ৩৭

আমাদের এই সৈন্যবাহিনীর প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছেন। অতএব আমি যখন যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিব, তখন অর্জুন আমাকে ইন্দ্রদত্ত শক্তি হইতে বঞ্চিত জানিয়া অবশ্যই আমার উপর আক্রমণ করিবে। ৩৮

জনেশ্বর! এখন যাহা হিতকর হইবে, সেইরূপ উপায় তুমি শ্রবণ কর। আমার ও অর্জুনের নিকট দিব্যাস্ত্রসমূহের বল সমানই আছে। ৩৯

হাতী প্রভৃতির বিশাল দেহ ভেদ করিতে, শীঘ্রতাসহকারে অস্ত্র চালাইতে, দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্যভেদ করিতে, সুন্দর রীতিতে যুদ্ধ করিতে এবং দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগ করিতে সব্যসাচী অর্জুন আমার সদৃশ নহে। ৪০

ভারত! শারীরিক বল, শৌর্য্য, অস্ত্রবিজ্ঞান, পরাক্রম এবং শত্রুদের উপর জয়লাভ করিবার উপায় অন্বেষণেও সব্যসাচী আমার সমান নহে। ৪১

আমার ধনুর নাম বিজয়। এই ধনু সমস্ত অস্ত্রসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রের প্রিয় করিতে অভিলাষী হইয়া স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ইহাকে ইন্দ্রের জন্যই প্রস্তুত করিয়াছেন। ৪২

রাজন্! ইন্দ্র যে ধনু দ্বারা দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন, যাহার টঙ্কার ধ্বনিতে দৈত্যদের দশদিকের বিষয়ে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই আপনার পরম প্রিয় দিব্য ধনুটিকে ইন্দ্র পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পরশুরাম সেই দিব্য উত্তম ধনু আমাকে প্রদান করিয়াছেন ॥৪৩-৪৪

সেই দিব্য ধনুর দ্বারাতেই আজ আমি বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুনের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ সমরাঙ্গণে সমবেত সমস্ত দৈত্যদিগের সহিত ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৪৫

পরশুরামকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই ভয়ঙ্কর ধনু গাণ্ডীব ধনু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সেই ধনু, যে ধনুর দ্বারা পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়হীন করিয়াছিলেন। ৪৬

স্বয়ং ভৃগুবংশধর পরশুরামই আমাকে এই দিব্য কার্য্যসকল বলিয়াছেন এবং তিনিই এই ধনু আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। আজ আমি সেই ধনুর দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। ৪৭

দুর্য্যোধন! আজ আমি সমরে বিজয়ী পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুনকে বধ করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমাকে আনন্দিত করিব। ৪৮

ভূপাল! আজ সেই বীর অর্জুন নিহত হইলে পর পর্ব্বত, বন, দ্বীপ ও সমুদ্রসকল সহ এই সমগ্র ভূমণ্ডল তোমার পুত্র-পৌত্র পরম্পরাক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে ॥ ৪৯

যেরূপ উত্তম ধর্ম্মে অনুরক্ত মনস্বী পুরুষের পক্ষে সিদ্ধিলাভ

ন হি মাং সমরে সোঢুং সংশক্তোঽগ্নিং তরুর্যথা।
অবশ্যং তু ময়া বাচ্যং যেন হীনোঽস্মি ফাল্গুনাৎ ॥ ৫১
জ্যা তস্য ধনুষো দিব্যা তথাক্ষয্যৌ মহেষুধী।
সারথিস্তস্য গোবিন্দো মম তাদৃঙ্ ন বিদ্যতে ॥ ৫২
তস্য দিব্যং ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গাণ্ডীবমজিতং যুধি।
বিজয়ঞ্চ মহদ্দিব্যং মমাপি ধনুরুত্তমম্ ॥ ৫৩
তত্রাহমধিকঃ পার্থাদ্ ধনুষা তেন পার্থিব।
যেন চাপ্যধিকো বীরঃ পাণ্ডবস্তন্নিবোধ মে ॥ ৫৪
রশ্মিগ্রাহশ্চ দাশার্হঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ।
অগ্নিদত্তশ্চ বৈ দিব্যো রথঃ কাঞ্চনভূষণঃ ॥ ৫৫
অচ্ছেদ্যঃ সর্বতো বীর বাজিনশ্চ মনোজবাঃ।
ধ্বজশ্চ দিব্যো দ্যুতিমান্ বানরো বিস্ময়ঙ্করঃ ॥ ৫৬
কৃষ্ণশ্চ স্রষ্টা জগতো রথং তমভিরক্ষতি।

দুর্লভ হয় না, সেইরূপ আজ বিশেষভাবে তোমার প্রিয় করিবার জন্য আমার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে ॥ ৫০

যেরূপ বৃক্ষ অগ্নির আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ অর্জুনের মধ্যে তেমন কোন শক্তি নাই যে, সে আমার বেগকে সহ্য করিতে সমর্থ হইবে ; কিন্তু যে বিষয়ে আমি অর্জুন হইতে হীন, তাহা আমার পক্ষে তোমাকে অবশ্যই বলা উচিত বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৫১

তাহার ধনুর গুণ দিব্য, তাহার নিকট দুইটি বড় বড় অক্ষয় তূণ আছে এবং তাহার সারথি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, এসমস্তই আমার নিকটে নাই ॥ ৫২

যদিও তাহার নিকট যুদ্ধে অজেয়, শ্রেষ্ঠ, দিব্য গাণ্ডীবধনু রহিয়াছে, তথাপি আমার নিকটেও বিজয় নামে বিশাল, দিব্য ও শ্রেষ্ঠ ধনু বিদ্যমান আছে ॥ ৫৩

রাজন্! ধনুর দৃষ্টিতে ত' আমি অর্জুন অপেক্ষা অধিক ; কিন্তু বীর পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় যে কারণে আমার অপেক্ষা অধিক, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৫৪

সর্ব্বলোকবন্দিত, দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তাহার রথের অশ্বগণের লাগাম ধারণ করিয়া আছেন। বীর! তাহার নিকটে অগ্নির প্রদত্ত সুবর্ণভূষিত দিব্য রথ আছে, যাহাকে কোন রূপেই ছিন্ন করা যায় না। তাহার অশ্বগণ মনের ন্যায় বেগগামী। তাহার তেজস্বী ধ্বজও দিব্য, যাহার উপরে

এভির্দ্রব্যৈরহং হীনো যোদ্ধুমিচ্ছামি পাণ্ডবম্ ॥ ৫৭
অয়ং তু সদৃশঃ শৌরেঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
সারথ্যং যদি মে কুর্য্যাদ্ ধ্রুবস্তে বিজয়ো ভবেৎ ॥ ৫৮
তস্য মে সারথিঃ শল্যো ভবত্বসুকরঃ পরৈঃ।
নারাচান্ গার্ধ্রপত্রাংশ্চ শকটানি বহন্তু মে ॥ ৫৯
রথাশ্চ মুখ্যা রাজেন্দ্র যুক্তা বাজিভিরুত্তমৈঃ।
আয়ান্তু পশ্চাৎ সততং মামেব ভরতর্ষভ ॥ ৬০
এবমভ্যধিকঃ পার্থাদ্ ভবিষ্যামি গুণৈরহম্।
শল্যোঽপ্যধিকঃ কৃষ্ণাদর্জুনাদপি চাপ্যহম্ ॥ ৬১
যথাশ্বহৃদয়ং বেদ দাশার্হঃ পরবীরহা।
তথা শল্যো বিজানীতে হয়জ্ঞানং মহারথঃ ॥ ৬২
বাহুবীর্য্যে সমো নাস্তি মদ্ররাজস্য কশ্চন।
তথাস্ত্রে মৎসমো নাস্তি কশ্চিদেব ধনুর্ধরঃ ॥ ৬৩

সকলকে বিস্মিতকারী স্বয়ং হনুমান্ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫৫-৫৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতের স্রষ্টা। তিনি অর্জুনের সেই রথকে রক্ষা করিতেছেন। এই সব বস্তুসমূহরহিত হইয়া আমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৫৭

যুদ্ধে শোভাশালী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য সারথি কার্য্যে নিপুণ এই শল্য যদি আমার সারথির কার্য্য করেন, তবে তোমার অবশ্যই জয় লাভ হইবে ॥ ৫৮

শত্রুগণ যাহাকে সহজে জয় করিতে সমর্থ হয় না, সেই রাজা শল্য আমার সারথি হউন এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি আমার নিকটে গৃধ্রের পক্ষযুক্ত নারাচসমূহ বহন করিয়া লইয়া চলুক ॥ ৫৯

রাজেন্দ্র! ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম অশ্বগণে যোজিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বহু রথ সর্ব্বদা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন করুক ॥ ৬০

এরূপ ব্যবস্থা হইলে পর আমি গুণসমূহে অর্জুন হইতে অধিক হইব। শল্যও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক এবং আমিও অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১

শত্রুবীরহন্তা দশার্হবংশভূষণ শ্রীকৃষ্ণ অশ্ব বিদ্যার রহস্য যেরূপ অবগত আছেন, সেইরূপ মহারাজ শল্যও অশ্বজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ॥ ৬২

যেরূপ বাহুবলে মদ্ররাজ শল্যের তুল্য অপর কোন ব্যক্তি নাই, সেরূপ অস্ত্রবিদ্যায় আমার সমান আর কোন ধনুর্দ্ধর নাই ॥ ৬৩

রসায়ন কথা হয়, তাহা সেবনে সত্বর মোক্ষমার্গে ক্রমে শ্রদ্ধা রতি ও ভক্তি হ'য়ে থাকে, মানব ইহলোক পরলোকে ধন্য হয়। পশু গৃহ আত্মীয়স্বজন অন্যান্য সমস্ত একেবারে ত্যাগ ক'রে, বিশ্বতোমুখ আমাকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা যারা আমার ভজনা করে, আমি তাদের মৃত্যুর পরপারে নিয়ে যাই। প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর ভগবান্ পুরুষোত্তম আমার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত সর্ব্বভূতের তীব্র সংসার ভয় নিবর্ত্তিত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য তাপ দেয়, ইন্দ্র আমার ভয়ে বারিবর্ষণ করে, অগ্নিদগ্ধ ও মৃত্যু আমার ভয়ে বিচরণ করে, যোগিগণ জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা মোক্ষের জন্য অকুতোভয় আমার পাদমূলে প্রবেশ করে, এই ইহলোকে তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা আমাতে স্থিরভাবে মন অর্পিত করাই মোক্ষের কারণ। মাতাকে তামস রাজস ও সাত্ত্বিক তিন প্রকার সগুণ ভক্তির কথা ব'লে তারপর আমার নির্গুণ ভক্তির কথা বলি। যেমন গঙ্গাজল অবিচ্ছিন্নগতিতে সাগর অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সকল জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত পুরুষোত্তম আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্নভাবে মনোগতি ধাবিত হয়, তাহাই অহৈতুকী নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। এরূপ ভক্ত আমি দিলেও আমার সেবা ভিন্ন সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্য কিম্বা একত্ব অভেদ মুক্তিও চান না। এর নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। যার দ্বারা ভক্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম ক'রে মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। নিত্য হিংসাহীন ক্রিয়াযোগ—আমার বিগ্রহ দর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি, অভিনন্দন, সকল ভূতে আমার ভাবনা। ধৈর্য্য সহকারে লোকসঙ্গ ত্যাগ, মহদ্‌ব্যক্তিগণকে সম্মান, দীনব্যক্তিগণকে অনুকম্পা এবং আত্মতুল্যগণের সহিত মিত্রতা যম-নিয়ম আধ্যাত্মিক শাস্ত্র সকল পুনঃ

পুনঃ শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন সরলতা, সাধুগণের সঙ্গ, অহঙ্কার শূন্যতা, আমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী পুরুষের চিত্ত আমার গুণ শ্রবণ কর্‌বামাত্রই সত্বর যেমন বায়ু পুষ্পাদি হ'তে গন্ধকে নাসার কাছে নিয়ে যায়, তদ্রূপ যোগরত চিত্ত আমাতে সন্নিবিষ্ট হয়, সর্ব্বভূতে আমি অবস্থিত আপনার ও পরের অল্পমাত্র ভেদ করা কর্ত্তব্য নয়। যে আপনার এবং অপরের ঈষদ্‌ভেদ করে, সেই ভিন্নদর্শীর মৃত্যুরূপী আমি ভীতি প্রদান করি। এইজন্য সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে দান, মান, মিত্রতা, সপ্রেম দৃষ্টির দ্বারা পূজা ক'র্‌বে। মনের দ্বারা এই ভূতসমূহকে সম্মান করত অংশরূপে জীবরূপে ভগবান্ ইহাতে প্রবিষ্ট—এইভাবে মনের দ্বারা প্রণাম ক'র্‌বে। আমি তোমায় ভক্তিযোগ এবং যোগ ব'ল্‌লাম। পুরুষ এ-দুটির যে কোনটীর দ্বারা পরম পুরুষকে লাভ করে। আমি এইভাবে মাতা দেবহুতিকে আমার ধর্ম্ম উপদেশ ক'রেছিলাম। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি।
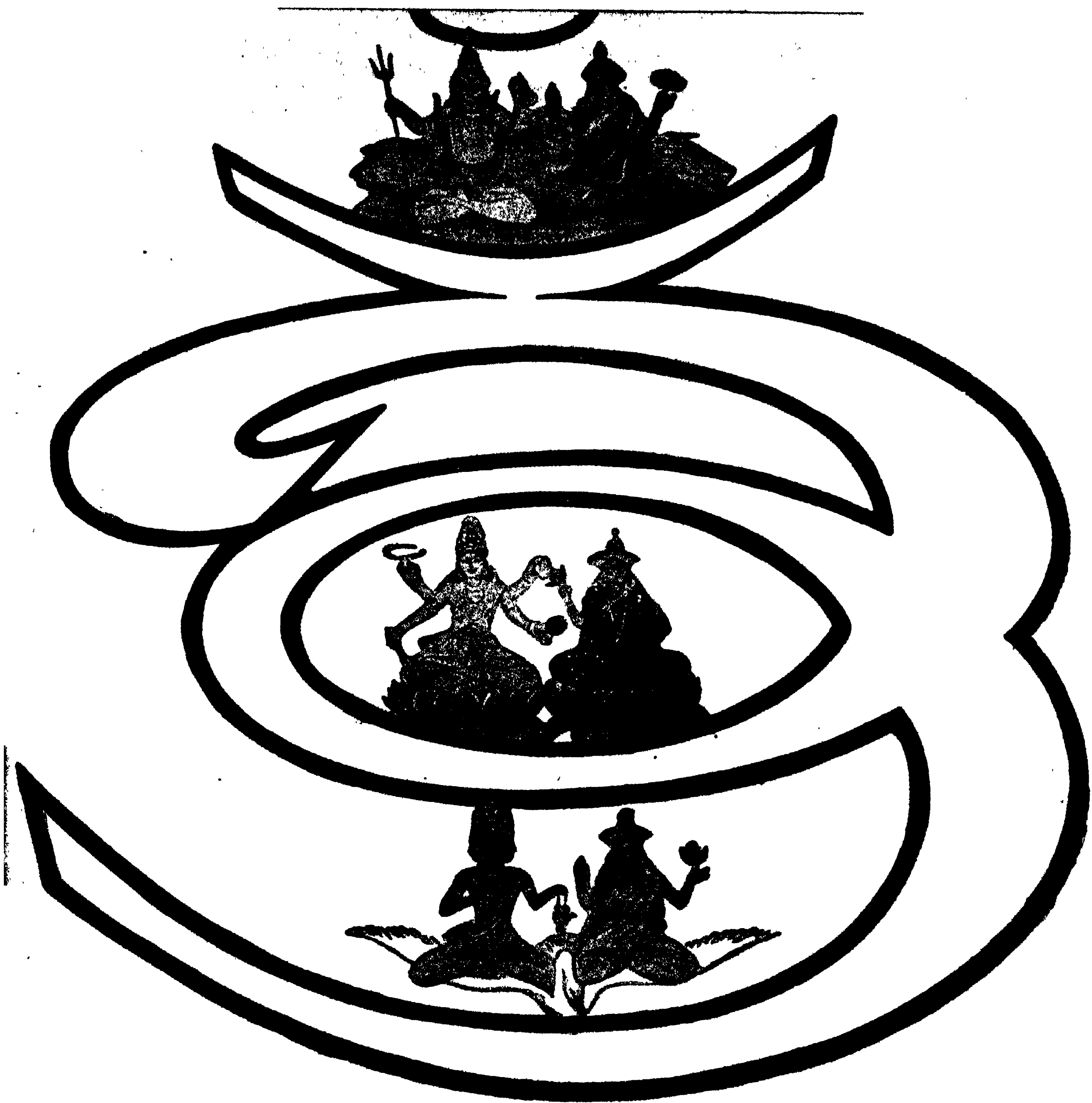
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি. রোড কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শাস্ত্রভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কার মঠ

৩০।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমি আবির্ভূত হই। মনু আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম বেত্তা মনুসংহিতা নামক গ্রন্থে তিনি বিশেষভাবে সকল ধর্ম্মের কথা ব'লেছেন। চতুর্বর্ণ চতুরাশ্রম প্রভৃতির ও নারীধর্ম্মের কথা তাতে কথিত হ'য়েছে। আচার্য্য ব্রহ্মার মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি এবং মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি—তাঁদের নিত্য প্রিয় অনুষ্ঠান ক'রবে, তাঁরা তিনজন সন্তুষ্ট হ'লে সমস্ত তপস্যা করা হয়, তাঁদের শুশ্রূষাই পরম তপস্যা।

১১শ বর্ষ, আশ্বিনমাস, ১৩৭৯] [চতুর্থসংখ্যা—ষাণ্মাসিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩ মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

তথা শল্যসমো নাস্তি হয়জ্ঞানে হি কশ্চন।
সোঽয়মভ্যধিকঃ কৃষ্ণাদ্ ভবিষ্যতি রথো মম ॥ ৬৪
এবং কৃতে রথস্থোঽহং গুণৈরভ্যধিকোঽর্জুনাৎ।
ভবে যুধি জয়েয়ঞ্চ ফাল্গুনং কুরুসত্তম ॥ ৬৫
সমুদ্যাতুং ন শক্ষ্যন্তি দেবা অপি সবাসবাঃ।
এতৎ কৃতং মহারাজ ত্বয়েচ্ছামি পরন্তপ ॥ ৬৬
ক্রিয়তামেষ কামো মে বঃ কালোঽত্যগাদয়ম্।
এবং কৃতে কৃতং সাহ্যং সর্বকামৈর্ভবিষ্যতি ॥ ৬৭
ততো দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে যৎ করিষ্যামি ভারত।
সর্বথা পাণ্ডবান্ সংখ্যে বিজেষ্যে বৈ সমাগতান্ ॥ ৬৮
ন হি মে সমরে শক্তাঃ সমুদ্যাতুং সুরাসুরাঃ।
কিমু পাণ্ডুসুতা রাজন্ রণে মানুষযোনয়ঃ ॥ ৬৯
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্তস্তব সুতঃ কর্ণেনাহবশোভিনা।
সম্পূজ্য সম্প্রহৃষ্টাত্মা ততো রাধেয়মব্রবীৎ ॥ ৭০
দুর্য্যোধন উবাচ।
এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বং কর্ণ মন্যসে।
সোপাসঙ্গা রথাঃ সাশ্বাঃ স্বনুযাস্যন্তি সংযুগে ॥ ৭১
নারাচান্ গার্ধ্রপত্রাংশ্চ শকটানি বহন্তু তে।
অনুযাস্যাম কর্ণ ত্বাং বয়ং সর্বে চ পার্থিবাঃ ॥ ৭২
সঞ্জয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ তব পুত্রঃ প্রতাপবান্।
অভিগম্যাব্রবীদ্ রাজা মদ্ররাজমিদং বচঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণদুর্য্যোধন-সংবাদে
একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

অশ্বসম্বন্ধীয় জ্ঞানেও শল্যের সদৃশ কোন ব্যক্তি এ জগতে নাই। শল্য আমার সারথি হইলে পর আমার এই রথ অর্জ্জুনের রথ হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাইবে॥ ৬৪

এইরূপ ব্যবস্থার পর যখন আমি রথে উপবিষ্ট হইব ; সেই সময় আমি সর্ব্ববিধ গুণে অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিক হইয়া যাইব। কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন এই যুদ্ধে অবশ্যই আমি অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারিব॥ ৬৫

সেই সময় ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণও আমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবেন না। শত্রুতাপন! আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, তোমার দ্বারা আমার মনোমত এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে॥ ৬৬

তুমি আমার এই মনোরথ পূর্ণ কর। এখন তোমাদের এই সময় যেন বৃথায় অতিবাহিত না হয়। তুমি এরূপ করিলে পরই আমার ইচ্ছানুসারে তোমার সমস্ত সহায়তা সম্পন্ন করা হইবে॥ ৬৭

ভারত! সেই সময় আমি সংগ্রামে যাহা কিছু করিব, তাহা তুমি স্বয়ং দেখিতে পাইবে। যুদ্ধস্থলে সমবেত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে আমি অবশ্যই সর্ব্ব প্রকারে জয় করিব॥ ৬৮

রাজন্! সমরাঙ্গণে দেবতা ও অসুরগণও আমার সম্মুখীন হইতে পারিবেন না, সুতরাং সেস্থলে মনুষ্যযোনিতে উৎপন্ন পাণ্ডবেরা আর আমার কি করিতে সমর্থ হইবে? ৬৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত কর্ণ এই কথা বলিলে পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন। তারপর তিনি রাধাপুত্র কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ৭০

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কর্ণ! তুমি যাহা করণীয় বলিয়া মনে করিবে, আমি তদনুসারে অবশ্যই সেই কার্য্য সম্পন্ন করিব। যুদ্ধস্থলে বহু তূণীরে পরিপূর্ণ ও অশ্বযুক্ত রথসমূহ তোমার পশ্চাতে গমন করিবে॥ ৭১

বহু শকট (গাড়ী) গৃধ্রপক্ষযুক্ত নারাচসকলকে তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে বহন করিয়া যাইবে। কর্ণ! আমরা এবং সমস্ত ভূপতিরাও তোমার অনুগমন করিব॥ ৭২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া আপনার প্রতাপশালী পুত্র রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ শল্যের নিকটে গমন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন॥ ৭৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও দুর্য্যোধনের পরস্পর আলাপবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

কর্ণস্য সারথ্যং কর্ত্তুং শল্যসমীপে দুর্য্যোধনস্য প্রার্থনা, শল্যেন তস্য প্রতিবাদঃ, স্বস্য শ্রীকৃষ্ণতুল্যতারূপ-প্রশংসাং শ্রুত্বা তত্র স্বীকৃতিদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রস্তব মহারাজ মদ্ররাজং মহারথম্।
বিনয়েনোপসঙ্গম্য প্রণয়াদ্ বাক্যমব্রবীৎ॥ ১
সত্যব্রত মহাভাগ দ্বিষতাং তাপবর্দ্ধন।
মদ্রেশ্বর রণে শূর পরসৈন্যভয়ঙ্কর॥ ২
শ্রুতবানসি কর্ণস্য ব্রুবতো বদতাং বর।
যথা নৃপতিসিংহানাং মধ্যে ত্বাং বরয়ে স্বয়ম্॥ ৩
তত্ত্বামপ্রতিবীর্য্যাদ্য শত্রুপক্ষক্ষয়াবহ।
মদ্রেশ্বর প্রযাচেঽহং শিরসা বিনয়েন চ॥ ৪
তস্মাৎ পার্থবিনাশার্থং হিতার্থং মম চৈব হি।
সারথ্যং রথিনাং শ্রেষ্ঠ প্রণয়াৎ কর্ত্তুমর্হসি॥ ৫
ত্বয়ি যন্তরি রাধেয়ো বিদ্বিষো মে বিজেষ্যতে।
অভীষুণাং হি কর্ণস্য গ্রহীতান্যো ন বিদ্যতে॥ ৬
ঋতে হি ত্বাং মহাভাগ বাসুদেবসমং যুধি।
স পাহি সর্ব্বথা কর্ণং যথা ব্রহ্মা মহেশ্বরম্॥ ৭
যথা চ সর্ব্বথাপৎসু বার্ষ্ণেয়ঃ পাতি পাণ্ডবম্।
তথা মদ্রেশ্বরাদ্য ত্বং রাধেয়ং প্রতিপালয়॥ ৮
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ভবান্ ভোজশ্চ বীর্য্যবান্।
শকুনিঃ সৌবলো দ্রৌণিরহমেব চ নো বলম্॥ ৯
এবমেষ কৃতো ভাগো নবধা পৃথিবীপতে।
ন চ ভাগোঽত্র ভীষ্মস্য দ্রোণস্য চ মহাত্মনঃ॥ ১০
তাভ্যামতীত্য তৌ ভাগৌ নিহতা মম শত্রবঃ।
বৃদ্ধৌ হি তৌ মহেষ্বাসৌ ছলেন নিহতৌ যুধি॥ ১১
কৃত্বা নসুকরং কর্ম গতৌ স্বর্গমিতোঽনঘ।
তথান্যে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পরৈর্বিনিহতা যুধি॥ ১২
অস্মদীয়াশ্চ বহবঃ স্বর্গায়োপগতা রণে।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথাশক্তি চেষ্টাং কৃত্বা চ পুষ্কলাম্॥ ১৩

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[কর্ণের সারথিকার্য্য করিবার জন্য শল্যের নিকট দুর্য্যোধনের প্রার্থনা, শল্যকর্ত্তৃক উহার বিরোধ এবং শ্রীকৃষ্ণতুল্য নিজের প্রশংসা শুনিয়া পরে উহাতে স্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনীতভাবে মদ্ররাজ মহারথী শল্যের নিকট যাইয়া প্রণয়সহকারে এই কথা বলিলেন॥ ১

মহাভাগ! সত্যব্রত! শত্রুগণের সন্তাপবর্দ্ধন! মদ্ররাজ! রণবীর! বক্তাগণশ্রেষ্ঠ! আপনি কর্ণের কথা ত' শ্রবণ করিলেন। তদনুসারে এই সব রাজগণের মধ্যে আমি স্বয়ংই আপনাকে বরণ করিতেছি॥ ২-৩

শত্রুপক্ষের ক্ষয়কারী, অনুপম শক্তিশালী ও রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ! আমি মস্তক নত করিয়া বিনয়সহকারে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি অর্জ্জুনের বিনাশ ও আমার হিতের জন্য প্রেমের সহিত কর্ণের সারথি-কার্য্য সম্পাদন করুন॥ ৪-৫

আপনি সারথি হইলে পর রাধাপুত্র কর্ণ আমার শত্রুগণকে জয় করিবে। কর্ণের রথের রশ্মিধারণ করিতে আপনি ব্যতীত অপর কেহ সমর্থ নহে। মহাভাগ! আপনি যুদ্ধে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণসদৃশ॥ ৬½

যেরূপ ব্রহ্মা সারথি হইয়া মহাদেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি সর্ব্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন॥ ৭-৮

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, আপনি, পরাক্রমশালী কৃতবর্ম্মা, সুবলপুত্র শকুনি, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং আমি—ইহাই আমাদের বল॥ ৯

ভূপতে! এইরূপে আমার সৈন্যদিগকে নয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এখন এখানে ভীষ্ম ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের ভাগ আর অবশিষ্ট নাই। ইঁহারা উভয়ে তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত ভাগসমূহের দ্বারা অগ্রসর হইয়া আমার শত্রুগণকে সংহার করিয়াছেন॥ ১০½

সেই দুই মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইজন্য যুদ্ধে শত্রুগণের দ্বারা ছলনা পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন। অনঘ! তাঁহারা দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপে অপর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণও যুদ্ধে শত্রুদের দ্বারা নিহত হইয়াছেন॥ ১১-১২

আমার পক্ষের বহুসংখ্যক যোদ্ধা জয়লাভের জন্য শক্তি অনুসারে পূর্ণ চেষ্টা করিয়া রণাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন॥ ১৩

তদিদং হতভূয়িষ্ঠং বলং মম নরাধিপ।
পূর্বমপ্যল্পকৈঃ পার্থৈর্হতং কিমুত সাম্প্রতম্ ॥ ১৪
বলবন্তো মহাত্মানঃ কৌন্তেয়াঃ সত্যবিক্রমাঃ।
বলং শেষং ন হন্যুর্মে যথা তৎ কুরু পার্থিব ॥ ১৫
হতবীরমিদং সৈন্যং পাণ্ডবৈঃ সমরে বিভো।
কর্ণো হ্যেকো মহাবাহুরস্মৎপ্রিয়হিতে রতঃ ॥ ১৬
ভবাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র সর্বলোকমহারথঃ।
শল্য কর্ণোঽর্জুনেনাদ্য যোদ্ধুমিচ্ছতি সংযুগে ॥ ১৭
তস্মিন্ জয়াশা বিপুলা মদ্ররাজ নরাধিপ।
তস্যাভীষুগ্রহবরো নান্যোঽস্তি ভুবি কশ্চন ॥ ১৮
পার্থস্য সমরে কৃষ্ণো যথাভীষুগ্রহো বরঃ।
তথা ত্বমপি কর্ণস্য রথেঽভীষুগ্রহো ভব ॥ ১৯
তেন যুক্তো রণে পার্থো রক্ষ্যমাণশ্চ পার্থিব।
যানি কর্মাণি কুরুতে প্রত্যক্ষাণি তথৈব তৎ ॥ ২০

নরেশ্বর! এইরূপে আমার এই সৈন্যদের অধিকাংশ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্বে যখন আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী উপস্থিত ছিল, তখন অল্পসংখ্যক কুন্তীকুমারগণ এই কৌরববাহিনীকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে! ১৪

ভূপাল! বলবান্, মহাত্মা ও সত্য পরাক্রমশালী কুন্তীপুত্র-গণ আমার অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে যাহাতে নষ্ট করিতে না পারে, সেইরূপ কোন এক উপায় স্থির করুন। ১৫

প্রভো! পাণ্ডবগণ সমরাঙ্গণে আমার প্রধান প্রধান বীর সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছে। এক মহাবাহু কর্ণ সেরূপ আছে, যে সর্বদা আমার প্রিয় ও হিতসাধনে নিরত। ১৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ শল্য! অপর একজন আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বে বিখ্যাত মহারথী বীর হইয়াও আমাদের হিতসাধনে তৎপর আছেন। আজ কর্ণ রণাঙ্গনে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে ॥ ১৭

মদ্ররাজ! নরেশ্বর! তাহার মনে জয়লাভের প্রবল আশা রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রথের অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করিতে আপনি ব্যতীত ভূতলে আর অপর কেহ নাই ॥ ১৮

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ সমরাঙ্গণে অর্জুনের রথের অশ্বগণের রশ্মি-ধারণকারী শ্রেষ্ঠ সারথি, সেইরূপ আপনিও কর্ণের রথের উপর উপবেশন করত উহার রশ্মিধারণ করুন ॥ ১৯

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সংযুক্ত ও সুরক্ষিত হইয়া পার্থ

পূর্বং ন সমরে হ্যেবমবধীদর্জুনো রিপূন্।
ইদানীং বিক্রমো হ্যস্য কৃষ্ণেন সহিতস্য চ ॥ ২১
কৃষ্ণেন সহিতঃ পার্থো ধার্তরাষ্ট্রীং মহাচমূম্।
অহন্যহনি মদ্রেশ দ্রাবয়ন্ দৃশ্যতে যুধি ॥ ২২
ভাগোঽবশিষ্টঃ কর্ণস্য তব চৈব মহাদ্যুতে।
তং ভাগং সহ কর্ণেন যুগপন্নাশয়াদ্য হি ॥ ২৩
অরুণেন যথা সার্ধং তমঃ সূর্যো ব্যপোহতি।
তথা কর্ণেন সহিতো জহি পার্থং মহাহবে ॥ ২৪
উদ্যন্তৌ চ যথা সূর্যৌ বালসূর্যসমপ্রভৌ।
কর্ণ-শল্যৌ রণে দৃষ্ট্বা বিদ্রবন্তু মহারথাঃ ॥২৫
সূর্যারুণৌ যথা দৃষ্ট্বা তমো নশ্যতি মারিষ।
তথা নশ্যন্তু কৌন্তেয়াঃ সপাঞ্চালাঃ সসৃঞ্জয়াঃ ॥ ২৬
রথিনাং প্রবরঃ কর্ণো যন্তৄণাং প্রবরো ভবান্।
সংযোগো যুবয়োর্লোকে নাভূন্ন চ ভবিষ্যতি ॥ ২৭

রণাঙ্গনে যে সকল কর্ম করিয়া থাকে, তৎ সমস্তই আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ॥ ২০

পূর্বে অর্জুন কখনও শত্রুদিগকে এইভাবে বধ করিতে পারে নাই। বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত বিদ্যমান থাকায় তাহার পরাক্রম আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ২১

মদ্ররাজ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনকে প্রতিদিনই আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতে দেখা যায় ॥ ২২

মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! এখন কর্ণ ও আপনার ভাগই অবশিষ্ট আছে, অতএব আপনি কর্ণের সহিত একত্রে অবস্থান করত শত্রুসৈন্যদের সেই ভাগকে এক সঙ্গে নষ্ট করুন ॥২৩

যেরূপ অরুণের সহিত সূর্যদেব অন্ধকারকে নাশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই মহাসমরে কর্ণের সহিত অবস্থান করত কুন্তীকুমার অর্জুনকে বধ করুন ॥ ২৪

প্রাতঃকালীন সূর্যতুল্য কান্তিমান্ কর্ণ ও শল্যকে উদীয়মান দুইটি সূর্যের ন্যায় রণাঙ্গনে দেখিয়া শত্রুসৈন্যদের মহারথীরা পলায়ন করিবে ॥ ২৫

মাননীয়! যেরূপ সূর্য ও অরুণকে দেখিয়াই অন্ধকার নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আপনাদের উভয়কে দেখিয়া কুন্তীপুত্রগণ, পাঞ্চালসকল ও সৃঞ্জয়েরা নষ্ট হইয়া যাইবে ॥২৬

কর্ণ রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আপনি সকল সারথির মধ্যে প্রধান। এ জগতে আজ আপনাদের দুই জনের এই যে

যথা সর্বাস্ববস্থাসু বার্ষ্ণেয়ঃ পাতি পাণ্ডবম্।
তথা ভবান্ পরিত্রাতুং কর্ণং বৈকর্তনং রণে ॥ ২৮
(সারথ্যং ক্রিয়তাং তস্য যুধ্যমানস্য সংযুগে।)
ত্বয়া সারথিনা হ্যেষ অপ্রধৃষ্যো ভবিষ্যতি ॥
দেবতানামপি রণে সশক্রাণাং মহীপতে।
কিং পুনঃ পাণ্ডবেয়ানাং মা বিশঙ্কীর্বচো মম ॥ ২৯
সঞ্জয় উবাচ।
দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা শল্যঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
বিশিখাং ভ্রুকুটিং কৃত্বা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০
ক্রোধরক্তে মহানেত্রে পরিবৃত্য মহাভুজঃ।
কুলৈশ্বর্য্যশ্রুতবলৈর্দৃপ্তঃ শল্যোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩১
শল্য উবাচ।
অবমন্যসি গান্ধারে ধ্রুবঞ্চ পরিশঙ্কসে।
যন্মাং ব্রবীষি বিশ্রব্ধঃ সারথ্যং ক্রিয়তামিতি ॥ ৩২

সংযোগ, উহা কখনও হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবেও না ॥ ২৭

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকল অবস্থায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি রণাঙ্গনে সূর্য্যপুত্র কর্ণকে রক্ষা করুন ২৮

রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার সময় কর্ণের সারথির কার্য্য আপনি সম্পাদন করুন। রাজন্! আপান সারথি হইলে পর এই কর্ণ রণাঙ্গণে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাগণের পক্ষেও অজেয় হইয়া উঠিবে, সুতরাং পাণ্ডবগণের কথা আর কি বলিব? আপনি আমার এই কথার উপরে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করিবেন না ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্য্যোধনের কথা শ্রবণ করিয়া শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজ ভ্রূদ্বয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বারংবার নিষেধসূচক হাত আন্দোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

মহাবাহু শল্যের নিজ কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান এবং বলের অতিশয় অভিমান ছিল। তিনি ক্রোধে বিশাল নেত্রদ্বয়কে ঘুরাইতে থাকিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩১

শল্য বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! তুমি আমার অপমান করিতেছ, নিশ্চয়ই তোমার মনে আমার প্রতি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য তুমি নির্ভয় হইয়া আমাকে এই সারথির কার্য্য করিতে বলিতেছ ॥ ৩২

অস্মত্তোঽভ্যধিকং কর্ণং মন্যমানঃ প্রশংসসি।
ন চাহং যুধি রাধেয়ং গণয়ে তুল্যমাত্মনঃ ॥ ৩৩
আদিশ্যতামভ্যধিকো মমাংশঃ পৃথিবীপতে।
তমহং সমরে জিত্বা গমিষ্যামি যথাগতম্ ॥ ৩৪
অথবাপ্যেক এবাহং যোৎস্যামি কুরুনন্দন।
পশ্য বীর্য্যং মমাদ্য ত্বং সংগ্রামে দহতো রিপুন্ ॥ ৩৫
ন চাপি কামান্ কৌরব্য নিধায় হৃদয়ে পুমান্।
অস্মদ্বিধঃ প্রবর্তেত মা মাং ত্বমভিশঙ্কিথাঃ ॥ ৩৬
যুধি বাপ্যবমানো মে ন কর্তব্যঃ কথঞ্চন।
পশ্য পীনৌ মম ভুজৌ বজ্রসংহননৌ দৃঢ়ৌ ॥ ৩৭
ধনুঃ পশ্য চ মে চিত্রং শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
রথং পশ্য চ মে চিত্রং সদশ্বৈর্বাতবেগিতৈঃ ॥ ৩৮
গদাঞ্চ পশ্য গান্ধারে হেমপট্টবিভূষিতাম্।
দারয়েয়ং মহীং কৃৎস্নাং বিকিরেয়ঞ্চ পর্বতান্ ॥ ৩৯

তুমি কর্ণকে আমা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেছ, কিন্তু আমি রণাঙ্গনে রাধাপুত্র কর্ণকে নিজের সমান বলিয়া গণ্যই করি না ॥ ৩৩

রাজন্! তুমি শত্রুসৈন্যদিগকে অধিক সংখ্যায় আমার ভাগে প্রদান কর, আমি তাহাদিগকে জয় করিয়া যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেই ভাবে চলিয়া যাইব ॥ ৩৪

কুরুনন্দন! অথবা আজ আমি একাকীই যুদ্ধ করিব। তুমি রণাঙ্গনে শত্রুগণকে দগ্ধকারী আমার পরাক্রম দেখিতে থাক ॥ ৩৫

কুরুবংশজাত দুর্য্যোধন! আমার ন্যায় কোন পুরুষ মনের মধ্যে কোন বাসনা রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, অতএব তুমি আমার উপর সন্দেহ করিও না ॥ ৩৬

যুদ্ধে আমাকে কোনরূপে অপমান করা তোমার উচিত হইবে না। তুমি আবার এই স্থূল (মোটা) ও বজ্রতুল্য গ্রন্থিযুক্ত এই সুদৃঢ় বাহুদ্বয়কে দর্শন কর। আমার এই বিচিত্র ধনু ও বিষধর সর্পসদৃশ বিষাক্ত এই বাণসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত কর। গান্ধারীনন্দন! বায়ুসদৃশ বেগশালী উত্তম অশ্বগণে যোজিত ও সুসজ্জিত আমার এই রথ এবং সুবর্ণপত্রভূষিত আমার এই গদার উপরেও দৃষ্টি নিবদ্ধ কর ॥ ৩৭-৩৮½

রাজন্! আমি সমস্ত পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে পারি, পর্ব্বতসকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে পারি এবং স্বীয় তেজে সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারি ॥ ৩৯½

শোষয়েয়ং সমুদ্রাংশ্চ তেজসা স্বেন পার্থিব।
তং মামেবংবিধং রাজন্ সমর্থমরিনিগ্রহে ॥ ৪০
কস্মাদ্ যুনক্তি সারথ্যে নীচস্যাধিরথে রণে।
ন মামধুরি রাজেন্দ্র নিযোক্তুং ত্বমিহার্হসি ॥ ৪১
ন হি পাপীয়সঃ শ্রেয়ান্ ভূত্বা প্রেষ্যত্বমুৎসহে।
যো হ্যভ্যুপগতং প্রীত্যা গরীয়াংসং বশে স্থিতম্ ॥ ৪২
বশে পাপীয়সো ধত্তে তৎ পাপমধরোত্তম্।
ব্রহ্মণা ব্রাহ্মণাঃ সৃষ্টা মুখাৎ ক্ষত্রঞ্চ বাহুতঃ ॥ ৪৩
ঊরুভ্যামসৃজদ্ বৈশ্যান্ শূদ্রান্ পদ্ভ্যামিতি শ্রুতিঃ।
তেভ্যো বর্ণবিশেষাশ্চ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৪৪
অথান্যোন্যস্য সংযোগাচ্চাতুর্বর্ণ্যস্য ভারত।
গোপ্তারঃ সংগৃহীতারো দাতারঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৫
যাজনাধ্যাপনৈর্বিপ্রা বিশুদ্ধৈশ্চ প্রতিগ্রহৈঃ।
লোকস্যানুগ্রহার্থায় স্থাপিতা ব্রাহ্মণা ভুবি ॥ ৪৬

নরেশ্বর! এইভাবে শত্রুদমন করিতে পূর্ণরূপে সমর্থ হইলে পরও তুমি আমাকে এই নীচ সূতপুত্র কর্ণের সারথিকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিতেছ? ৪০½

রাজেন্দ্র! আমাকে নীচকার্য্যে নিযুক্ত করা তোমার উচিত হইবে না। আমি শ্রেষ্ঠ হইয়া অত্যন্ত নীচ পাপী পুরুষ কর্ণের দাসত্ব করিতে পারিব না। ৪১½

যে ব্যক্তি প্রেমবশতঃ নিকটে সমাগত নিজের আজ্ঞায় কোন শ্রেষ্ঠতম পুরুষকে নীচতম পুরুষের অধীন করিয়া দেয়, তাহার উচ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করিবার মহাপাপ হইয়া থাকে। ৪২½

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণকে নিজের মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়দিগকে স্বীয় বাহু হইতে, বৈশ্যগণকে নিজ উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রগণকে নিজের পদযুগল হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। ৪৩½

ভারত! ইনি অনুলোম ও বিলোম ক্রমে বিভিন্ন বর্ণসমূহেরও উৎপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পরস্পরের সংযোগে অন্য জাতিসমূহও উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৪½

ইঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়-জাতি অন্য সর্ব্ববিধ মানুষের রক্ষাকারী, সকল মানুষের নিকট হইতে করগ্রহণকারী এবং দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করাইয়া থাকেন, বেদ অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন এবং বিশুদ্ধ দান গ্রহণ করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করত সম্পূর্ণ জগতের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য এই ভূতলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। ৪৫-৪৬

কৃষিশ্চ পাশুপাল্যঞ্চ বিশাং দানঞ্চ ধর্মতঃ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং শূদ্রা বিহিতাঃ পরিচারকাঃ ॥ ৪৭
ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য বিহিতাঃ সূতা বৈ পরিচারকাঃ।
ন ক্ষত্রিয়ো বৈ সূতানাং শৃণুয়াচ্চ কথঞ্চন ॥ ৪৮
অহং মূর্ধাভিষিক্তো হি রাজর্ষিকুলজো নৃপঃ।
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ সেব্যঃ স্তুত্যশ্চ বন্দিনাম্ ॥ ৪৯
সোঽহমেতাদৃশো ভূত্বা নেহারিবলসূদনঃ।
সূতপুত্রস্য সংগ্রামে সারথ্যং কর্তুমুৎসহে ॥ ৫০
অবমানমহং প্রাপ্য ন যোৎস্যামি কথঞ্চন।
আপৃচ্ছে ত্বাদ্য গান্ধারে গমিষ্যামি গৃহায় বৈ ॥ ৫১

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ।
উত্থায় প্রযযৌ তূর্ণং রাজমধ্যাদমর্ষিতঃ ॥ ৫২

কৃষি, পশুপালন এবং ধর্ম্মানুসারে দান করা বৈশ্যগণের কার্য্য এবং শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের সেবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। ৪৭

সূতজাতিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় সূতগণের সেবক ইহা কোথাও কোনরূপে শ্রবণ করা যায় না। ৪৮

আমি রাজর্ষি-কুলে উৎপন্ন হইয়া মূর্ধাভিষিক্ত নরপতি, বিশ্ব-বিখ্যাত মহারথী বীর, সূতগণের দ্বারা সেব্য এবং বন্দীজনগণের দ্বারা স্তুতিযোগ্য। ৪৯

এরূপ প্রতিষ্ঠিত ও শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়া আমি এখানে যুদ্ধস্থলে এক সূতপুত্রের সারথির কার্য্য কদাপি করিতে পারিব না। ৫০

গান্ধারীনন্দন! আজ আমি এতাদৃশ অপমানভাগী হইয়া কোনরূপে যুদ্ধই করিব না, অতএব তোমার নিকট অনুমতি চাহিতেছি, আমি আজই স্বগৃহের দিকে গমন করিব। ৫১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া রণশোভী শল্য অমর্ষের বশীভূত হইলেন এবং রাজগণের মধ্যেই উত্থিত হইলেন এবং রাজগণের মধ্যেই উত্থিত হইয়া অতিক্রুত চলিয়া যাইলেন ॥ ৫২

প্রণয়াদ্ বহুমানাচ্চ তং নিগৃহ্য সুতস্তব।
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাম্না সর্বার্থসাধকম্ ॥ ৫৩
যথা শল্য বিজানীষে এবমেতদসংশয়ম্।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিৎ তং নিবোধ জনেশ্বর ॥ ৫৪
ন কর্ণোঽভ্যধিকস্তত্তো ন শঙ্কে ত্বাঞ্চ পার্থিব।
ন হি মদ্রেশ্বরো রাজা কুর্য্যাদ্ যদনৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫
ঋতমেব হি পূর্বাস্তে বদন্তি পুরুষোত্তমাঃ।
তস্মাদার্তায়নিঃ প্রোক্তো ভবানিতি মতির্মম ॥ ৫৬
শল্যভূতস্তু শত্রূণাং যস্মাত্ত্বং যুধি মানদ।
তস্মাচ্ছল্যো হি তে নাম কথ্যতে পৃথিবী তলে ॥ ৫৭
যদেতদ্ ব্যাহৃতং পূর্বং ভবতা ভূরিদক্ষিণা।
তদেব কুরু ধর্মজ্ঞ মদর্থং যদ্ যদুচ্যতে ॥ ৫৮
ন চ ত্বত্তো হি রাধেয়ো ন চাহমপি বীর্য্যবান্।
বৃণেঽহং ত্বাং হয়াগ্র্যাণাং যন্তারমিহ সংযুগে ॥ ৫৯

মন্যে চাভ্যধিকং শল্য গুণৈঃ কর্ণং ধনঞ্জয়াৎ।
ভবন্তং বাসুদেবাচ্চ লোকোঽয়মিতি মন্যতে ॥ ৬০
কর্ণো হ্যভ্যধিকঃ পার্থাদস্ত্রৈরেব নরর্ষভ।
ভবানভ্যধিকঃ কৃষ্ণাদশ্বজ্ঞানে বলে তথা ॥ ৬১
যথাশ্বহৃদয়ং বেদ বাসুদেবো মহামনাঃ।
দ্বিগুণং ত্বং তথা বেৎসি মদ্ররাজেশ্বরাত্মজ ॥ ৬২

শল্য উবাচ।

যন্মাং ব্রবীষি গান্ধারে মধ্যে সৈন্যস্য কৌরব।
বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ প্রীতিমানস্ম্যহং ত্বয়ি ॥ ৬৩
এষ সারথ্যমাতিষ্ঠে রাধেয়স্য যশস্বিনঃ।
যুধ্যতঃ পাণ্ডবাগ্র্যেণ যথা ত্বং বীর মন্যসে ॥ ৬৪
সময়শ্চ হি মে বীর কশ্চিদ্ বৈকর্তনং প্রতি।
উৎসৃজেয়ং যথাশ্রদ্ধমহং বাচোঽস্য সন্নিধৌ ॥ ৬৫

তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন প্রণয়সহকারে এবং সমাদরের সহিত তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর স্বরে তাঁহাকে এই সর্ব্বার্থসাধক বাক্য বলিলেন ॥ ৫৩

মহারাজ শল্য! আপনি আপনার বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সেইরূপই; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এবিষয়ে আমার আরও কিছু অভিপ্রায় আছে, আপনি উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৫৪

ভূপাল! কর্ণ আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় এবং আমিও আপনাকে কোনরূপ সন্দেহ করি না। মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য এরূপ কোন কার্য্য করিবেন না, যাহা তাঁহার সত্য-প্রতিজ্ঞার বিপরীত হইবে ॥ ৫৫

আপনার পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং সদা সত্য কথাই বলিতেন; সেইজন্য আপনাকে 'আর্তায়নি' বলা হয়; আমার ইহাই ধারণা ॥ ৫৬

মানদ! আপনি যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের পক্ষে শল্য-(কণ্টক) স্বরূপ; সেই কারণে এ-সংসারে আপনার নাম 'শল্য' হইয়াছে ॥ ৫৭

যজ্ঞসমূহে প্রচুর দক্ষিণাদানকারী ধর্ম্মজ্ঞ মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে আপনি যাহা কিছু বলিলেন, উহা আমার জন্য আপনি পূর্ণ করুন ॥ ৫৮

আপনার অপেক্ষা এই রাধাপুত্র কর্ণ বলবান্ নহে এবং আমিও নহি। আপনি উত্তম অশ্বগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঞ্চালক (অশ্ববিদ্যায় আপনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষজ্ঞ), সেইজন্য এই যুদ্ধস্থলে আপনাকে বরণ করিতেছি ॥ ৫৯

শল্য! আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা অধিক গুণবান্ মনে করি এবং এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনাকে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ৬০

নরশ্রেষ্ঠ! কর্ণ ত' অর্জুন অপেক্ষা কেবল অস্ত্র-জ্ঞানেই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আপনি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অশ্ববিদ্যা ও বল এই উভয়ে শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১

মদ্ররাজকুমার! মহামনস্বী শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অশ্ববিদ্যার রহস্য-সমূহ জানেন, আপনি তাহা হইতেও দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যায় অভিজ্ঞ আছেন ॥ ৬২

শল্য বলিলেন,—কৌরব! গান্ধারীনন্দন! তুমি সমস্ত সৈন্য-গণের মধ্যে আমাকে যে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিলে, ইহাতে আমি তোমার উপর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ৬৩

বীর! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছ, আমি তদনুসারে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ অর্জুনের সহিত যুদ্ধরত যশস্বী কর্ণের সারথিকার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলাম ॥ ৬৪

বীরবর! কিন্তু কর্ণের সহিত আমার একটি শর্ত থাকিবে। আমি ইহার নিকট আমার ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার কথা বলিতে পারিব ॥ ৬৫

সঞ্জয় উবাচ।

তথেতি রাজন্ পুত্রস্তে সহ কর্ণেন ভারত।
অব্রবীন্মদ্ররাজস্য মতং ভরতসত্তম ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যসারথ্যে
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত! রাজন্! ভরতবংশভূষণ! তাহার পর কর্ণের সহিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন 'আচ্ছা, তাহা হইবে' এই কথা বলিয়া শল্যের বাক্য স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শল্যের সারথিকর্ম্মবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[দুর্য্যোধনেন শল্যসমীপে ত্রিপুরস্যোৎপত্তিবর্ণনম্, ত্রিপুরতো ভীতৈরিন্দ্রাদিভির্দেবৈঃ সহ ব্রহ্মণা ভগবতঃ শঙ্করস্য সমীপং গত্বা তস্য স্তবনঞ্চ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

ভূয় এব তু মদ্রেশ যত্তে বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
যথা পুরাবৃত্তমিদং যুদ্ধে দেবাসুরে বিভো ॥ ১
যদুক্তবান্ পিতুর্মহ্যং মার্কণ্ডেয়ো মহানৃষিঃ।
তদশেষেণ ব্রুবতো মম রাজর্ষিসত্তম ॥ ২
নিবোধ মনসা চাত্র ন তে কার্য্যা বিচারণা।
দেবানামসুরাণাঞ্চ পরস্পরজিগীষয়া ॥ ৩
বভূব প্রথমো রাজন্ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ।
নির্জ্জিতেষু তদা দৈত্যা দৈবতৈরিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৪
নির্জ্জিতেষু চ দৈত্যেষু তারকস্য সুতাস্ত্রয়ঃ।
তারাক্ষঃ কমলাক্ষশ্চ বিদ্যুন্মালী চ পার্থিব ॥ ৫
তপ উগ্রং সমাস্থায় নিয়মে পরমে স্থিতাঃ।
তপসা কর্শয়ামাসুর্দেহান্ স্বান্ শত্রুতাপন ॥ ৬
দমেন তপসা চৈব নিয়মেন সমাধিনা।
তেষাং পিতামহঃ প্রীতো বরদঃ প্রদদৌ বরম্ ॥ ৭
অবধ্যত্বঞ্চ তে রাজন্ সর্বভূতস্য সর্বদা।
সহিতা বরয়ামাসুঃ সর্বলোকপিতামহম্ ॥ ৮
তানব্রবীত্তদা দেবো লোকানাং প্রভুরীশ্বরঃ।
নাস্তি সর্বামরত্বং বৈ নিবর্তধ্বমিতোঽসুরাঃ ॥ ৯

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক শল্যের নিকটে ত্রিপুরের উৎপত্তি বর্ণন এবং ত্রিপুর হইতে ভীত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ভগবান্ শঙ্করের নিকট গমন করত তাঁহার স্তুতি।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—মদ্ররাজ! আমি পুনরায় আপনাকে যাহা কিছু বলিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করুন। প্রভো! পূর্ব্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল এবং যাহা মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতাকে শুনাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আমি এখন সবিস্তরে বলিতেছি। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! আপনি একাগ্র মনে উহা শ্রবণ করুন, এবিষয়ে আপনি অন্য কোনরূপ বিচার করিবেন না। ১-২½

রাজন্! পরস্পরকে জয় করিবার বাসনায় দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে প্রথমে তারকাসুরের উদ্বেগজনক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। ৩½

সেই সময় দেবতাগণ দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। রাজন্! দৈত্যেরা পরাজিত হইলেও তারকাসুরের তিন পুত্র তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী উগ্র তপস্যা অবলম্বন করিয়া উত্তম নিয়ম পালন করিতে আরম্ভ করিল। ৪-৫½

হে শত্রুতাপন! এই তিন জনে তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ দেহকে শুষ্ক করিয়া ফেলিল। তাহারা ইন্দ্রিয় সংযম, তপস্যা, নিয়ম ও সমাধিতে সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিত। ৬½

রাজন্! ইহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া বরদায়ক ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে বর দান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তাহারা তিন জনে একত্রে সমবেত হইয়া সমস্ত লোকসমূহের পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ব্বদা সকল ভূতেরই অবধ্য থাকিব। ৭-৮

তখন লোকনাথ ভগবান্ তাহাদের বলিলেন,—অসুরগণ! সকলের পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নহে। তোমরা এই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও এবং অন্য কোন বর তোমাদের ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। ৯½

অন্যং বরং বৃণীধ্বং বৈ যাদৃশং সম্প্ররোচতে।
ততস্তে সহিতা রাজন্ সম্প্রধার্য্যাসকৃৎ প্রভুম্ ॥ ১০
সর্বলোকেশ্বরং বাক্যং প্রণম্যেদমথাব্রুবন্।
অস্মভ্যং ত্বং বরং দেব সম্প্রযচ্ছ পিতামহ ॥ ১১
(বস্তুমিচ্ছাম নগরং কৃত্বা কামগমং শুভম্।
সর্বকামসমৃদ্ধার্থমবধ্যং দেব-দানবৈঃ ॥
যক্ষ-রক্ষোরগগণৈর্নানাজাতিভিরেব চ।
ন কৃত্যাভির্ন শস্ত্রৈশ্চ ন শাপৈর্ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥
বধ্যেত ত্রিপুরং দেব প্রসন্নে ত্বয়ি সাদরম্ ॥
ব্রহ্মোবাচ।
বিলয়ঃ সময়স্যান্তে মরণং জীবিতস্য চ।
ইতি বিত্ত বধোপায়ং কঞ্চিদেব নিশাম্যত ॥)
দৈত্যা উচুঃ।
বয়ং পুরাণি ত্রীণ্যেব সমাস্থায় মহীমিমাম্।
বিচরিষ্যাম লোকেঽস্মিংস্ত্বৎপ্রসাদপুরস্কৃতাঃ ॥ ১২
ততো বর্ষসহস্রে তু সমেষ্যামঃ পরস্পরম্।
একীভাবং গমিষ্যন্তি পুরাণ্যেতানি চানঘ ॥ ১৩
সমাগতানি চৈতানি যো হন্যাদ্ ভগবংস্তদা।
একেষুণা দেববরঃ স নো মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৪
এবমস্ত্বিতি তান্ দেবঃ প্রত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্ দিবম্।
তে তু লব্ধবরাঃ প্রীতাঃ সম্প্রধার্য্য পরস্পরম্ ॥ ১৫
পুরত্রয়বিসৃষ্ট্যর্থং ময়ং বব্রুর্মহাসুরম্।
বিশ্বকর্মাণমজরং দৈত্য-দানবপূজিতম্ ॥ ১৬
ততো ময়ঃ স্বতপসা চক্রে ধীমান্ পুরাণি চ।
ত্রীণি কাঞ্চনমেকং বৈ রৌপ্যং কার্ষ্ণায়সং তদা ॥ ১৭
কাঞ্চনং দিবি তত্রাসীদন্তরিক্ষে চ রাজতম্।
আয়সং চাভবদ্ ভৌমং চক্রস্থং পৃথিবীপতে ॥ ১৮
একৈকং যোজনশতং বিস্তারায়ামতঃ সমম্।
গৃহাট্টালকসংযুক্তং বহুপ্রাকার-তোরণম্ ॥ ১৯

রাজন্! তখন তাহারা একসঙ্গে বারংবার বিচার করত স্থির করিয়া সর্বলোকেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিল—পিতামহ! দেব! আমাদের সকলকে আপনি বর প্রদান করুন ॥ ১০-১১

(আমার ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে সমর্থ, নগরাকার ও সুন্দর বিমান নির্ম্মাণ করত তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করি। আমাদের পুর (নগর) সমস্ত অভীষ্ট বস্তুসমূহে পূর্ণ থাকিবে এবং দেবতা ও দানবগণের পক্ষে অবধ্য হইবে। দেব! আপনি আদরের সহিত প্রসন্ন হইলে পর আমাদের এই তিনটি নগর যক্ষ, রাক্ষস, নাগ এবং নানা জাতীয় অন্যান্য প্রাণীদের দ্বারাও বিনষ্ট হইবে না। ইহাদিগকে কোন কৃত্যাও নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না, অস্ত্রসকল ইহাদিগকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণের অভিশাপের দ্বারা ইহাদের বিনাশ হইবে না।

ব্রহ্মা বলিলেন,—দৈত্যগণ! সময় পূর্ণ হইলে পর সব কিছুরই ধ্বংস হয়। আজ যে জীবিত আছে, তাহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এই কথা তোমরা উত্তমরূপে অবগত হও এবং ত্রিপুরের বিনাশের কোন একটি নিমিত্তের কথা আমাকে শুনাও।)

দৈত্যগণ বলিল,—ভগবন্! আমরা এই ত্রিপুরমধ্যে অবস্থান করত পৃথিবীতে ও জগতে আপনার কৃপাপ্রসাদে বিচরণ করিতে থাকিব ॥ ১২

হে অনঘ! তদনন্তর এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে পর আমরা পরস্পর একত্রে মিলিত হইব। ভগবন্! এই তিনটি পুর যখন একত্র হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় যিনি একটি বাণের দ্বারা এই তিনটি পুরকে নষ্ট করিতে পারিবেন, সেই দেবেশ্বরই আমাদের মৃত্যুর কারণ হইবেন ॥ ১৩-১৪

'এবমস্তু' (ইহাই হউক) এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা নিজ ধামে গমন করিলেন। বর লাভ করত এই অসুরগণ অতিশয় প্রসন্ন হইল এবং পরস্পর পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক তাহারা দৈত্য-দানবগণ পূজিত, অজর-অমর, বিশ্বকর্ম্মা মহাসুর ময়কে সেই তিনটি পুর নির্ম্মাণ করিবার জন্য বরণ করিলেন ॥ ১৫-১৬

তখন বুদ্ধিমান্ ময়াসুর নিজ তপস্যা দ্বারা তিনটি পুরকে নির্ম্মাণ করিলেন। এই তিনটি পুরের মধ্যে একটি স্বর্ণের, একটি রৌপ্যের এবং অপরটি লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল ॥ ১৭-১৮

প্রত্যেক নগরের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একশত যোজন বিস্তার ছিল। সকলের মধ্যে বড় বড় গৃহ ও অট্টালিকাসমূহ ছিল এবং বহু প্রাকার (প্রাচীর) ও তোরণ (ফটক) সুশোভিত ছিল ॥ ১৯

গৃহপ্রবরসম্বাধমসম্বাধমহাপথম্।
প্রাসাদৈর্বিবিধৈশ্চাপি দ্বারৈশ্চৈবোপশোভিতম্ ॥ ২০
পুরেষু চাভবন্ রাজন্ রাজানো বৈ পৃথক পৃথক্।
কাঞ্চনং তারকাক্ষস্য চিত্রমাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ২১
রাজতং কমলাক্ষস্য বিদ্যুন্মালিন আয়সম্।
ত্রয়স্তে দৈত্যরাজানস্ত্রীংল্লোকানস্ত্রতেজসা ॥ ২২
আক্রম্য তস্থুরব্রুংশ্চ কশ্চ নাম প্রজাপতিঃ।
তেষাং দানবমুখ্যানাং প্রযুতান্যর্বুদানি চ ॥ ২৩
কোট্যশ্চাপ্রতিবীরাণাং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ।
মাংসাশিনঃ সুদৃপ্তশ্চ সুরৈর্বিনিকৃতাঃ পুরা ॥ ২৪
মহদৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্তস্ত্রিপুরং দুর্গমাশ্রিতাঃ।
সর্বেষাঞ্চ পুনশ্চৈষাং সর্বযোগাবহো ময়ঃ ॥ ২৫
তমাশ্রিত্য হি তে সর্বে বর্তয়ন্তেঽকুতোভয়াঃ।
যো হি যন্মনসা কামং দধ্যৌ ত্রিপুরসংশ্রয়ঃ ॥ ২৬

বড় বড় বহু গৃহে এই সকল নগর পূর্ণ ছিল। ইহাদের বিশাল রাজপথগুলি সঙ্কীর্ণতাহীন ও বিস্তৃত ছিল। নানাপ্রকার প্রাসাদ ও দ্বারসকল এই নগরের শোভাবৰ্দ্ধন করিতেছিল ॥ ২০

রাজন্! এই তিন নগরের রাজা পৃথক্ পৃথক্ ছিলেন। সুবর্ণময় বিচিত্র নগর মহাত্মা তারকাক্ষের অধিকারে ছিল ॥ ২১

রৌপ্যনির্ম্মিত নগর কমলাক্ষের এবং লৌহনির্ম্মিত নগর বিদ্যুন্মালীর অধিকারে ছিল। এই তিন দৈত্যরাজ নিজ নিজ অস্ত্রসকলের তেজে তিন লোককে অভিভূত করিয়া অবস্থান করিতেছিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল যে, প্রজাপতি কে ?২২½

এই দানবশ্রেষ্ঠগণের নিকট লক্ষ, কোটি এবং অর্ব্বুদ সংখ্যক অতুলনীয় বীর দৈত্য এদিক্ ওদিক্ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩½

ইহারা সকলেই মাংসভক্ষী ও অত্যন্ত অভিমানী ছিল। ছিল। পূর্ব্বকালে দেবতাগণ ইহাদের সহিত বহু প্রতারণা করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্য কামনা করত ত্রিপুর-দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিল ॥ ২৪½

ময়াসুর ইহাদিগের সকলকেই সর্ব্বপ্রকার অপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ প্রাপ্ত করাইতেছিলেন। ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করত সেই সমস্ত দৈত্যগণ নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৫½

উক্ত তিন পুরে নিবাসকারী যে কোন অসুর নিজ মনে মনে যাহা কিছু অভীষ্ট ভোগ চিন্তা করিতেছিল, তাহার জন্য ময়াসুর নিজ মায়ায় তৎক্ষণাৎ সেই ভোগ প্রস্তুত করিয়া দিতেন ॥ ২৬½

তস্মৈ কামং ময়স্তং তং বিদধে মায়য়া তদা।
তারকাক্ষসুতো বীরো হরির্নাম মহাবলঃ ॥২৭
তপস্তেপে পরমকং যেনাতুষ্যৎ পিতামহঃ।
সন্তুষ্টমবৃণোদ্ দেবং বাপী ভবতু নঃ পুরে ॥ ২৮
শস্ত্রৈর্বিনিহতা যত্র ক্ষিপ্তাঃ স্যুর্বলবত্তরাঃ।
স তু লব্ধ্বা বরং বীরস্তারকাক্ষসুতো হরিঃ ॥ ২৯
সসৃজে তত্র বাপীং তাং মৃতানাং জীবনীং প্রভো।
যেন রূপেণ দৈত্যস্তু যেন বেষেণ চৈব হ ॥ ৩০
মৃতস্তস্যাং পরিক্ষিপ্তস্তাদৃশেনৈব জজ্ঞিবান্।
তাং প্রাপ্য তে পুনস্তাংস্তু লোকান্ সর্বান্ ববাধিরে ॥৩১
মহতা তপসা সিদ্ধাঃ সুরাণাং ভয়বর্ধনাঃ।
ন তেষামভবদ্ রাজন্ ক্ষয়ো যুদ্ধে কদাচন ॥ ৩২
ততস্তে লোভ-মোহাভ্যামভিভূতা বিচেতসঃ।
নির্হ্রীকাঃ সংস্থিতাঃ সর্বে স্থাপিতাঃ সমলুলুপন্ ॥ ৩৩

তারকাক্ষের মহাবল পুত্র 'হরি' এই নামে প্রসিদ্ধ ছিল, সে অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়াছিল, যাহার জন্য তাহার উপর পিতামহ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ২৭½

সন্তুষ্ট ব্রহ্মার নিকট সে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমাদের এই নগরসকলের মধ্যে এমন এক একটি দীঘিকা নির্ম্মিত হউক, যাহারা মৃত প্রাণিগণকে জীবন দান করিতে পারিবে। যাহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলে অস্ত্রের আঘাতে মৃত দৈত্যবীরগণ আরও প্রবল হইয়া জীবিত হইবে ॥ ২৮½

প্রভো! এই বরলাভ করিয়া তারকাক্ষের বীর পুত্র হরি সেই সব নগরমধ্যে এক একটি দীঘিকা নির্ম্মাণ করিল ॥ ২৯½

দৈত্যরা যে রূপও যাদৃশ বেশভূষা ধারণ করিয়া থাকিবে, মৃত্যুর পর তাহাকে সেই দীর্ঘিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে, সেই দৈত্য পূর্ব্বোক্ত রূপ ও বেশাভূষাধারণ করিয়াই পুনরায় জন্মলাভ-করিতে পারিবে ॥ ৩০½

এই সরোবরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নব জীবন ধারণ করত সেই সব দৈত্যরা পুনঃ পুনঃ সকল লোকের বাধার সৃষ্টি করিত। রাজন্! কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া এই সব অসুরগণ দেবতা-দিগেরও ভয়বর্দ্ধন করিত। যুদ্ধে কখনও তাহাদের বিনাশ হইত না ॥ ৩১-৩২

এই সব নগরমধ্যে বসতিস্থাপন করত দৈত্যরা লোভ ও মোহের দ্বারা অভিভূত হইয়া বিবেকহীন এবং নির্লজ্জ হইল। তখন তাহারা অতিশয় লোভের বশবর্তী হইয়া পড়িল ॥ ৩৩

বিদ্রাব্য সগণান্ দেবাংস্তত্র তত্র তদা তদা।
বিচেরুঃ স্বেন কামেন বরদানেন দর্পিতাঃ ॥ ৩৪
দেবোদ্যানানি সর্বাণি প্রিয়াণি চ দিবৌকসাম্।
ঋষীণামাশ্রমান্ পুণ্যান্ রম্যান্ জনপদাংস্তথা ॥৩৫
ব্যনাশয়ন্নমর্য্যাদা দানবা দুষ্টচারিণঃ।
(নিঃস্থানাশ্চ কৃতা দেবা ঋষয়ঃ পিতৃভিঃ সহ।
দৈত্যৈস্ত্রিভিস্ত্রয়ো লোকা হ্যাক্রান্তাস্তৈঃ সুরেতরৈঃ ॥)
পীড্যমানেষু লোকেষু ততঃ শক্রো মরুদ্‌বৃতঃ ॥ ৩৬
পুরাণ্যায়োধয়াঞ্চক্রে বজ্রপাতৈঃ সমন্ততঃ।
নাশকং তান্যভেদ্যানি যদা ভেত্তুং পুরন্দরঃ ॥ ৩৭
পুরাণি বরদত্তানি ধাত্রা তেন নরাধিপ।
তদা ভীতঃ সুরপতির্মুক্ত্বা তানি পুরাণ্যথ ॥ ৩৮
তৈরেব বিবুধৈঃ সার্দ্ধং পিতামহমরিন্দম।
জগামাথ তদাখ্যাতুং বিপ্রকারং সুরেতরৈঃ ॥ ৩৯
তে তত্ত্বং সর্বমাখ্যায় শিরোভিঃ সম্প্রণম্য চ।

বরলাভ করায় ইহাদের দর্প বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহারা বিভিন্ন স্থানে দেবতা ও তাঁহাদের অনুচরগণকে বিতাড়িত করিয়া নিজেদের ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৪

স্বর্গবাসীদিগের পরম প্রিয় দেবোদ্যান, ঋষিগণের পবিত্র আশ্রম এবং রমণীয় জনপদসমূহকেও এইসব দুরাচারী ও নিয়মশৃঙ্খলাহীন উদ্ধত দানবেরা নষ্ট করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৫½

এই দেববিরোধী তিন দৈত্য দেবতা ও পিতৃগণ এবং ঋষিদিগকে তাঁহাদের স্থান হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিরাশ্রয় করিয়া দিল। কেবল ইহাই নহে, তিন লোকের অধিবাসী সকল প্রাণীই ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উৎপীড়িত হইতেছিল।

যখন লোকসমূহের সকল প্রাণীই পীড়িত হইতে লাগিল, তখন দেবগণের সহিত ইন্দ্র চারিদিক্ দিয়া বজ্রপাত করিতে করিতে এই তিন পুরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬½

শত্রুদমন নরাধিপ! যখন দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মার বরলব্ধ সেই অভেদ্য পুরসকলকে ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভীত হইয়া তিনি এই পুরত্রয়কে পরিত্যাগ করত দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকটে গমন করত এই সব দৈত্যদের অত্যাচারের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭-৩৯

তাঁহারা মস্তক নত করত ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথভাবে তাঁহার নিকট বলিয়া এই দৈত্যগণের বধের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০

বধোপায়মপৃচ্ছন্ত ভগবন্তং পিতামহম্ ॥ ৪০
শ্রুত্বা তদ্ ভগবান্ দেবো দেবানিদমুবাচ হ।
মমাপি সোঽপরাধ্নোতি যে যুষ্মাকমসৌম্যকৃৎ ॥ ৪১
অসুরা হি দুরাত্মানঃ সর্ব এব সুরদ্বিষঃ।
অপরাধ্যন্তি সততং যে যুষ্মান্ পীড়য়ন্ত্যত ॥ ৪২
অহং হি তুল্যঃ সর্বেষাং ভূতানাং নাত্র সংশয়ঃ।
অধার্মিকাস্তু হন্তব্যা ইতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥ ৪৩
একেষুণা বিভেদ্যানি তানি দুর্গাণি নান্যথা।
ন চ স্থাণুমৃতে শক্তো ভেত্তুমেকেষুণা পুরঃ ॥ ৪৪
তে যূয়ং স্থাণুমীশানং জিষ্ণুমক্লিষ্টকারিণম্।
যোদ্ধারং বৃণুতাদিত্যাঃ স তান্ হন্তা সুরেতরান্ ॥ ৪৫
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ শক্র-পুরোগমাঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা বৃষাঙ্কং শরণং যযুঃ ॥ ৪৬
তপো নিয়মমাস্থায় গৃণন্তো ব্রহ্ম শাশ্বতম্।
ঋষিভিঃ সহ ধর্মজ্ঞা ভবং সর্বাত্মনা গতাঃ ॥ ৪৭

এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা সেই দেবগণকে বলিলেন,—দেবগণ! যে তোমাদের নিকট অপরাধ করে, সে আমার নিকটেও অপরাধ করে ॥ ৪১

এই সব দেবদ্রোহী দুরাত্মা অসুরগণ, যাহারা সর্ব্বদা তোমাদের পীড়িত করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই আমার নিকটেও অপরাধী ॥ ৪২

এবিষয়ে কোন সংশয় নাই যে, সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমানভাব আছে; কিন্তু আমি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি যে, অধার্ম্মিকগণকে আমার বধ করা উচিত ॥ ৪৩

এই তিনটি নগরকে যদি একটি বাণেই বিদ্ধ করা হয়, তবে ইহারা নষ্ট হইবে; অন্য যে কোন উপায়ে ইহাদের ধ্বংস হইবে না। একমাত্র ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোন পুরুষ এই তিনটি পুরকে একই বাণে ভেদ করিতে সমর্থ হইবে? ৪৪

অতএব! অদিতিনন্দনগণ! অনায়াসেই মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ, জয়শীল, ঈশ্বর শঙ্করকেই তোমরা যোদ্ধারূপে বরণ কর। তিনিই এই সব দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৪৫

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া বৃষধ্বজ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৪৬

তপ ও নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করত ঋষিবর্গের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ দেবতাগণ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার শরণাগত হইলেন ॥ ৪৭

তুষ্টুবুর্বাগ্ভিরিষ্টাভির্ভয়েম্বভয়দং নৃপ।
সর্বাত্মানং মহাত্মানং যেনাপ্তং সর্বমাত্মনা ॥ ৪৮
তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্যোগং যো বেদ চাত্মনঃ।
যঃ সাংখ্যমাত্মনো বেত্তি যস্ত চাত্মা বশে সদা ॥ ৪৯
তং তে দদৃশুরীশানং তেজোরাশিমুমাপতিম্।
অনন্যসদৃশং লোকে ভগবন্তমকল্মষম্ ॥ ৫০
একঞ্চ ভগবন্তং তে নানারূপমকল্পয়ম্।
আত্মনঃ প্রতিরূপাণি রূপাণ্যথ মহাত্মনি ॥ ৫১
পরস্পরস্ত চাপশ্যন্ সর্বে পরমবিস্মিতাঃ।
সর্বভূতময়ং দৃষ্ট্বা তমজং জগতঃ পতিম্ ॥ ৫২
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব শিরোভির্ধরণীং গতাঃ।
তান্ স্বস্তিবাদেনাভ্যর্চ্য সমুত্থাপ্য চ শঙ্করঃ ॥ ৫৩
ব্রূত ব্রূতেতি ভগবান্ স্ময়মানোঽভ্যভাষত।
ত্র্যম্বকেণাভ্যনুজ্ঞাতাস্ততস্তে স্বস্থচেতসঃ ॥ ৫৪
নমো নমো নমস্তেঽস্তু প্রভো ইত্যব্রুবন্ বচঃ।
নমো দেবাধিদেবায় ধন্বিনে বনমালিনে ॥ ৫৫
প্রজাপতিমখঘ্নায় প্রজাপতিভিরীড্যতে।
নমঃ স্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় শম্ভবে ॥৫৬
বিলোহিতায় রুদ্রায় নীলগ্রীবায় শূলিনে।
অমোঘায় মৃগাক্ষায় প্রবরায়ুধযোধিনে ॥ ৫৭
অর্হায় চৈব শুদ্ধায় ক্ষয়ায় ক্রথনায় চ।
দুর্বারণায় শুক্রায় ব্রহ্মণে ব্রহ্মচারিণে ॥৫৮
ঈশানায়াপ্রমেয়ায় নিয়ন্ত্রে চর্মবাসসে।
তপোরতায় পিঙ্গায় ব্রতিনে কৃত্তিবাসসে ॥ ৫৯

হে নৃপ! যিনি আত্মস্বরূপে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন এবং যিনি ভয়ের সময় সকলকে অভয় দান করেন, সেই সর্ব্বাত্মা মহাত্মা ভগবান্ শিবের এই দেবতাগণ অভীষ্ট বাক্যসমূহের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

যিনি নানাপ্রকারের বিশেষ তপস্যা দ্বারা মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিসমূহের নিরোধের উপায় জানেন, যাঁহার মধ্যে নিজের স্বরূপ জ্ঞান সর্ব্বদা বিরাজমান, যাঁহার অন্তঃকরণ সদা নিজের বশীভূত, জগতে যাঁহার কোনও তুলনা নাই, সেই নিষ্পাপ, তেজোরাশি, মহেশ্বর ভগবান্ উমাপতিকে এই দেবগণ দর্শন করিলেন ॥ ৪৯-৫০

ইঁহারা এই সময়ে একই ভগবান্ শিবের নিজ নিজ ভাবনার অনুসারে বহু রূপ কল্পনা করিলেন। সেই পরমাত্মা শিবের মধ্যে নিজের ও অন্যদের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করত সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৫১½

সেই সর্ব্বভূতময় অজন্মা জগদীশ্বরকে দর্শন করত সমস্ত দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ মস্তকের দ্বারা ধরাতল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৫২½

তখন ভগবান্ শঙ্কর "তোমাদের কল্যাণ হউক" এই কথা বলিয়া তাঁহাদের সমাদর করিতে করিতে তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিলেন এবং ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—বল, বল; কি প্রয়োজন? ৫৩½

ভগবান্ ত্রিলোচনের আজ্ঞা পাইয়া শান্তচিত্ত দেবগণ এই ভাবে তাঁহার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভো! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার ॥৫৪½

আপনি দেবতাগণেরও অধিদেবতা, ধনুর্দ্ধর ও বনমালাধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন। প্রজাপতিগণও আপনার স্তুতি করিয়া থাকেন। সকলেই আপনার স্তুতি করিয়াছেন; কারণ, আপনি স্তুতির যোগ্য, সেইহেতু বর্ত্তমানেও আপনারই সকলে স্তুতি করেন। আপনি কল্যাণময়, অতএব আপনাকে প্রণাম ॥ ৫৫-৫৬

আপনি বিশেষভাবে লোহিত (রক্ত) বর্ণ, দুষ্ট পাপাত্মাগণকে রোদন করান বলিয়া আপনি রুদ্র, সমুদ্র মন্থনকালীন উৎপন্ন বিষ রাশি পান করিলে আপনার কণ্ঠ নীল বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্য আপনি নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন এবং আপনি হস্তে ত্রিশূল ধারণ করিয়া থাকেন। আপনার দর্শন অমোঘ ফল দান করিয়া থাকে, আপনার নেত্র মৃগের ন্যায় পরম রমণীয় এবং আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করেন, আপনাকে প্রণাম ॥ ৫৭

আপনি সকলের পূজনীয়, স্বতঃশুদ্ধ ও প্রলয়কালে সকলকে সংহার করিয়া থাকেন। আপনাকে নিবারণ করা কিংবা পরাজিত করা সর্ব্বদা কঠিন। আপনি শুক্লবর্ণ, ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মচারী, ঈশান, অপ্রমেয়, নিয়ন্তা ও ব্যাঘ্র-চর্ম্মময় বস্ত্রধারী। আপনি সর্ব্বদা তপস্যায় নিরত আছেন, আপনি পিঙ্গল বর্ণ, ব্রতধারী এবং কৃত্তিবাসা (চর্ম্মবসন)। আপনাকে প্রণাম ॥ ৫৮-৫৯

কুমারপিত্রে ত্র্যক্ষায় প্রবরায়ুধধারিণে।
প্রপন্নার্তিবিনাশায় ব্রহ্মদ্বিট্‌সঙ্ঘঘাতিনে ॥ ৬০
বনস্পতীনাং পতয়ে নরাণাং পতয়ে নমঃ।
গবাঞ্চ পতয়ে নিত্যং যজ্ঞানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৬১
নমোঽস্তু তে সসৈন্যায় ত্র্যম্বকায়ামিতৌজসে।
মনোবাক্‌কর্মভির্দেব ত্বাং প্রপন্নান্ ভজস্ব নঃ ॥৬২

আপনি কুমার কার্ত্তিকেয়ের পিতা ত্রিলোচন, উত্তম অস্ত্রধারী, শরণাগতদুঃখভঞ্জন এবং ব্রহ্মদ্রোহীদিগের সমুদায়কে বিনাশ করেন। আপনাকে প্রণাম ॥ ৬০

আপনি বনস্পতিগণের পালক এবং মনুষ্যগণের অধিপতি। আপনিই গো-গণের স্বামী এবং যজ্ঞসমূহের অধীশ্বর ॥ ৬১

অমিততেজস্বী ত্রিলোচন আপনি সর্ব্বদা সসৈন্যে বিরাজমান থাকেন, আপনাকে প্রণাম। দেব! আমরা মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাদের পালন করুন ॥ ৬২

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্বাগতেনাভিনন্দ্য চ।
প্রোবাচ ব্যেতু বস্ত্রাসো ব্রূত কিং করবাণি বঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ত্রিপুরাখ্যানে
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

তখন ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্নচিত্ত হইয়া স্বাগত-সৎকারের দ্বারা দেবতাগণকে আনন্দিত করিতে করিতে বলিলেন,—দেবগণ! তোমাদের ভয় দূরীভূত হউক। বল, আমি তোমাদের কোন কার্য্য সম্পাদন করিব? ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ত্রিপুরাখ্যানবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধনেন শল্যসমীপে শিবস্য বিচিত্ররথস্য বর্ণনম্, শিবেন ত্রিপুরবধস্য বিবরণম্, পরশুরামতঃ কর্ণস্য দিব্যাস্ত্রলাভবিষয়কথনঞ্চ।)

দুর্য্যোধন উবাচ।
পিতৃদেবর্ষিসঙ্ঘেভ্যোঽভয়ে দত্তে মহাত্মনা।
সংকৃত্য শঙ্করং প্রাহ ব্রহ্মা লোকহিতং বচঃ ॥ ১
তবাতিসর্গাদ্ দেবেশ প্রাজাপত্যমিদং পদম্।
ময়াধিতিষ্ঠতা দত্তো দানবেভ্যো মহান্ বরঃ ॥ ২
তানতিক্রান্তমর্য্যাদান্ নান্যঃ সংহর্ত্তুমর্হতি।
ত্বামৃতে ভূতভব্যেশ ত্বং হ্যেষাং প্রত্যরির্বধে ॥ ৩
স ত্বং দেব প্রপন্নানাং যাচতাঞ্চ দিবৌকসাম্।
কুরু প্রসাদং দেবেশ দানবান্ জহি শঙ্কর ॥ ৪
ত্বৎপ্রসাদাজ্জগৎ সর্বং সুখমৈধত মানদ।
শরণ্যস্ত্বং হি লোকেশ তে বয়ং শরণং গতাঃ ॥ ৫

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক শল্যের নিকটে শিবের বিচিত্র রথের বর্ণন, শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুর বধ বিবরণ এবং পরশুরামের নিকট হইতে কর্ণের দিব্যাস্ত্র লাভের বিষয় কথন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—রাজন্! পরমাত্মা শিব যখন দেবতা ও পিতৃগণ এবং ঋষিগণের সেই সঙ্ঘকে অভয় দান করিলেন, তখন ব্রহ্মা সেই ভগবান্ শঙ্করের সমাদর করিয়া এই লোক-হিতকর বাক্য বলিলেন ॥ ১

দেবেশ্বর! আপনার আদেশে এই প্রজাপতিপদে অবস্থান করত আমি দানবগণকে এক উত্তম বর প্রদান করিয়াছি ॥ ২

সেই বর লাভ করিয়া তাহারা তাহাদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ভূত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যতের অধীশ্বর! আপনি ব্যতীত অপর কেহ আর তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাদিগকে বধ করিতে আপনিই একমাত্র প্রতিপক্ষী শত্রু হইতে পারেন ॥ ৩

দেব! আমরা এই দেবতাগণ সকলেই আপনার শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতেছি। দেবেশ্বর শঙ্কর! আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন এবং এই দানবগণকে সংহার করুন ॥ ৪

মানদ! আপনার কৃপাপ্রসাদে এই সম্পূর্ণ জগৎ সুখের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। লোকেশ্বর! আপনিই একমাত্র সকলের আশ্রয় দাতা, সেই জন্য আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ॥ ৫

স্থাণুরুবাচ

হন্তব্যাঃ শত্রবঃ সর্বে যুষ্মাকমিতি মে মতিঃ।
ন ত্বেক উৎসহে হন্তুং বলস্থা হি সুরদ্বিষঃ ॥ ৬

তে যূয়ং সংহতাঃ সর্বে মদীয়েনার্ধতেজসা।
জয়ধ্বং যুধি তান্ শত্রূন্ সংহতা হি মহাবলাঃ ॥ ৭

দেবা উচুঃ।

অস্মত্তেজো বলং যাবৎ তাবদ্ দ্বিগুণমাহবে।
তেষামিতি হি মন্যামো দৃষ্টতেজোবলা হি তে ॥ ৮

স্থাণুরুবাচ।

বধ্যাস্তে সর্বতঃ পাপা যে যুষ্মাস্বপরাধিনঃ।
মম তেজোবলার্ধেন সর্বান্ নিঘ্নত শাত্রবান্ ॥ ৯

দেবা উচুঃ।

বিভর্তুং ভবতোঽর্ধং তু ন শক্ষ্যামো মহেশ্বর।
সর্বেষাং নো বলার্ধেন ত্বমেব জহি শাত্রবান্ ॥ ১০

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! আমার ইহাই মনে হইতেছে যে, তোমাদের সকল শত্রুকেই বধ করা উচিত; কিন্তু আমি একাকী উহাদিগকে বধ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না; কারণ, এই সব দেবদ্রোহী দানবগণ অতিশয় বলবান্ ॥ ৬

অতএব তোমরা সকলে একত্রে সজ্ঘবদ্ধ হইয়া আমার অৰ্দ্ধতেজে পুষ্টিলাভ করত এই শত্রুদিগকে জয় কর; কারণ, যাহারা একত্রে সজ্ঘবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়, তাহারা অতিশয় বলশালী হইয়া থাকে ॥ ৭

দেবতাগণ বলিলেন,—প্রভো! যুদ্ধে আমাদের সকলের যত তেজ ও বল আছে, উহা হইতে দ্বিগুণ তেজ এবং বল এই দৈত্যগণের আছে, আমরা ইহাই মনে করি; যেহেতু ইহাদের তেজ ও বল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥ ৮

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! যে সকল পাপী তোমাদের অপরাধ করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে বধযোগ্য। আমার তেজ ও বলের অর্দ্ধভাগে যুক্ত হইয়া তোমরা সকলে শত্রুদিগকে সংহার কর ॥ ৯

দেবগণ বলিলেন,—মহেশ্বর! আমরা আপনার অর্দ্ধেক বল ধারণ করিতে সমর্থ নহি; অতএব আপনিই আমাদের সকলের অর্দ্ধেক বলে যুক্ত হইয়া এই শত্রুদিগকে বধ করুন ॥ ১০

ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন,—দেবগণ! যদি আমার বলকে ধারণ করিতে তোমরা সমর্থ না হও, তবে আমি তোমাদের অর্দ্ধেক তেজে পরিপুষ্ট হইয়া এই সব দৈত্যদিগকে বধ করিব ॥ ১১

স্থাণুরুবাচ।

যদি শক্তির্ন বঃ কাচিদ্ বিভর্তুং মামকং বলম্।
অহমেতান্ হনিষ্যামি যুষ্মত্তেজোঽর্ধবৃংহিতঃ ॥ ১১

ততস্তথেতি দেবেশস্তৈরুক্তো রাজসত্তম।
অর্ধমাদায় সর্বেষাং তেজসাভ্যধিকোঽভবৎ ॥ ১২

স তু দেবো বলেনাসীৎ সর্বেভ্যো বলবত্তরঃ।
মহাদেব ইতি খ্যাতস্ততঃ প্রভৃতি শঙ্করঃ ॥ ১৩

ততোঽব্রবীন্মহাদেবো ধনুর্বাণধরো হ্যহম্।
হনিষ্যামি রথেনাজৌ তান্ রিপূন্ বো দিবৌকসঃ ॥ ১৪

তে যূয়ং মে রথং চৈব ধনুর্বাণং তথৈব চ।
পশ্যধ্বং যাবদদ্যৈতান্ পাতয়ামি মহীতলে ॥ ১৫

দেবা উচুঃ।

মূর্তীঃ সর্বাঃ সমাধায় ত্রৈলোক্যস্য ততস্ততঃ।
রথং তে কল্পয়িষ্যামো দেবেশ্বর সুবর্চসম্ ॥ ১৬

তথৈব বুদ্ধ্যা বিহিতং বিশ্বকর্মকৃতং শুভম্।
ততো বিবুধশার্দূলাস্তে রথং সমকল্পয়ন্ ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দেবতাগণ দেবেশ্বর ভগবান্ শিবকে 'তথাস্তু' তাহাই হউক বলিলেন এবং ইঁহাদের সকলের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করত তিনি অধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন ॥ ১২

তিনি এই সব দেবগণের বলের দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী হইলেন। সেই জন্য এই সময় হইতে ভগবান্ শঙ্কর মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ১৩

তাহার পর মহাদেব বলিলেন,—দেবগণ! আমি ধনুর্বাণ ধারণ করত রথে উপবেশন পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে তোমাদের সেই শত্রুদিগকে বধ করিব ॥ ১৪

অতএব তোমরা সকলে আমার জন্য রথ ও ধনুর্বাণের সন্ধান কর, যাহাদের দ্বারা আমি আজ দৈত্যগণকে বিনাশ করত ভূতলে পাতিত করিব ॥ ১৫

দেবগণ বলিলেন,—দেবেশ্বর! আমরা তিন লোকের তেজের সমুদয় মাত্রাকে একত্রিত করিয়া আপনার জন্য অতিশয় তেজস্বী একটি রথ নির্ম্মাণ করিব ॥ ১৬

বিশ্বকর্ম্মার বুদ্ধি অনুসারে নির্ম্মিত এই রথ অত্যন্ত সুন্দর হইবে। তারপর সেই দেবশ্রেষ্ঠগণ উক্ত রথ নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ১৭

বিষ্ণুং সোমং হুতাশঞ্চ তস্মেষুং সমকল্পয়ন্।
শৃঙ্গমগ্নির্বভূবাস্য ভল্লঃ সোমো বিশাম্পতে ॥ ১৮
কুড্মলশ্চাভবদ্ বিষ্ণুস্তস্মিন্নিষুবরে তদা।
রথং বসুন্ধরাং দেবীং বিশালপুরমালিনীম্ ॥ ১৯
সপর্বত-বন-দ্বীপাং চক্রুর্ভূতধরাং তদা।
মন্দরঃ পর্বতশ্চাক্ষো জঙ্ঘা তস্য মহানদী ॥ ২০
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব পরিবারো রথস্য তু।
ঈষা নক্ষত্রবংশশ্চ যুগঃ কৃতযুগোঽভবৎ ॥ ২১
কূবরশ্চ রথস্যাসীদ্ বাসুকির্ভুজগোত্তমঃ।
অপস্করমধিষ্ঠানে গিরী চক্রুঃ সুরোত্তমাঃ ॥ ২২
সমুদ্রমক্ষমসৃজন্ দানবালয়মুত্তমম্।
সপ্তর্ষিমণ্ডলং চৈব রথস্যাসীৎ পরিষ্করঃ ॥ ২৩
গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধুর্ধুরমাকাশমেব চ।
উপস্করো রথস্যাসন্নাপঃ সর্বাশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৪

বিষ্ণু, চন্দ্র ও অগ্নি—এই তিন দেবতাকে তাঁহার বাণরূপে কল্পনা করিলেন। প্রজানাথ! এই বাণের শৃঙ্গ (গ্রন্থি) অগ্নি এবং ভল্ল (ফলক) চন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ১৮

এই শ্রেষ্ঠবাণের অগ্রভাগে ভগবান্ বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত বড় বড় নগরসমূহে সুশোভিতা, পর্ব্বত, বন ও দ্বীপসকলে যুক্তা, প্রাণীদিগের আধারভূতা, পৃথিবী দেবীকে সেই সময় দেবতারা রথ রূপে কল্পনা করি ॥ ১৯;

মন্দরাচল সেই রথের ধুর (কাষ্ঠবিশেষ) ছিল, মহানদী গঙ্গা জঙ্ঘা (ধুরের আধার) ছিলেন এবং দিক্-বিদিক্ সমূহ সেই রথের আবরণ ছিল ॥ ২০;

নক্ষত্রমণ্ডল ঈষাদণ্ড এবং সত্যযুগ যুগের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। নাগরাজ বাসুকি সেই রথের কূবর ছিলেন। হিমালয় পর্ব্বত অপস্কর (রথের পশ্চাদ্ ভাগস্থ কাষ্ঠ) ও বিন্ধ্যাচল তাহার আধার কাষ্ঠ ছিল। উদয়াচল ও অস্তাচল এই দুই পর্ব্বতকে সেই শ্রেষ্ঠ দেবগণ রথচক্রসকলের আধারভূত কাষ্ঠ করিলেন ॥ ২১-২২

দানবগণের উত্তম আবাসস্থান সমুদ্রকে বন্ধনের রজ্জু করিলেন এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল রথের চক্ররক্ষক কাষ্ঠাদিরূপে পরিণত হইলেন ॥ ২৩

গঙ্গা, সরস্বতী ও সিন্ধু—এই তিন নদীর সহিত আকাশ ত্রিবেণু কাষ্ঠযুক্ত ধুরভাগ হইয়াছিলেন। এই রথের বন্ধনাদি সামগ্রী জল ও নদীসমূহ ছিল ॥ ২৪

অহোরাত্রং কলাশ্চৈব কাষ্ঠাশ্চ ঋতবস্তথা।
অনুকর্ষং গ্রহা দীপ্তা বরূথং চাপি তারকাঃ ॥ ২৫
ধর্মার্থকামং সংযুক্তং ত্রিবেণুং দারু বন্ধুরম্।
ওষধীর্বীরুধশ্চৈব ঘণ্টাঃ পুষ্পফলোপগাঃ ॥ ২৬
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কৃত্বা চক্রে রথবরোত্তমে।
পক্ষৌ পূর্বাপরৌ তত্র কৃতে রাত্র্যহনী শুভে ॥২৭
দশ নাগপতীনীষাং ধৃতরাষ্ট্রমুখাংস্তদা।
যোক্ত্রাণি চক্রুর্নাগাংশ্চ নিঃশ্বসন্তো মহোরগান্ ॥ ২৮
দ্যাং যুগং যুগচর্মাণি সংবর্তকবলাহকান্।
কালপৃষ্ঠোঽথ নহুষঃ কর্কোটক-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ২৯
ইতরে চাভবন্ নাগা হয়ানাং বালবন্ধনাঃ।
দিশশ্চ প্রদিশশ্চৈব রশ্ময়ো রথবাজিনাম্ ॥ ৩০
সন্ধ্যাং ধৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স্থিতিং সন্নতিমেব চ।
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিশ্চর্ম চিত্রং নভস্তলম্ ॥ ৩১

দিন, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠ এবং ছয় ঋতু এই রথের অনুকাষ্ঠ (নিম্নভাগস্থ কাষ্ঠ) ছিল। উজ্জ্বল গ্রহ ও নক্ষত্রসকল বরূথ (রথ-রক্ষার জন্য আবরণ) হইয়াছিল ॥ ২৫

ত্রিবেণুতুল্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গকে সংযুক্ত করিয়া রথের আসন প্রস্তুত করিলেন। ফল ও পুষ্পসমূহে যুক্ত ওষধি এবং লতাসকলকে ঘণ্টারূপে কল্পনা করিলেন ॥ ২৬

এই শ্রেষ্ঠ রথে সূর্য্য ও চন্দ্রকে দুই চক্র করিয়া সুন্দর রাত্রি এবং দিনকে সে স্থলে পূর্ব্বপক্ষ ও অপর পক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দশ নাগরাজকেও ঈষাদণ্ডরূপে স্থাপিত করিলেন। দীর্ঘশ্বাসত্যাগী বড় বড় সর্পদিগকে সেই রথের যোক্ত্র করিলেন ॥ ২৮

দ্যুলোককে যুগ ও প্রলয়কালীন সংবর্ত্তক মেঘমণ্ডলকে সেই যুগচর্ম্ম করিলেন। কালপৃষ্ঠ, নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় এবং অন্যান্য নাগসকল অশ্বগণের কেশর বাঁধিবার রজ্জু হইলেন। দিক্ ও বিদিক্সমূহ রথে যোজিত অশ্বগণের রশ্মিরূপ ধারণ করিল ॥ ২৯-৩০

সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি ও সন্নতি সহ আকাশকে, যাহা গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাসমূহে বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল, চর্ম্ম (রথের উপরিভাগের আবরণ) নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ৩১

সুরাসুরপ্রেতবিত্তানাং পতীঁল্লোকেশ্বরান্ হয়ান্।
সিনীবালীমনুমতিং কুহূং রাকাঞ্চ সুব্রতাম্ ॥ ৩২
যোক্ত্রাণি চক্রুর্বাহানাং রোহকাংস্তত্র কণ্টকান্।
ধর্মঃ সত্যং তপোঽর্থশ্চ বিহিতাস্তত্র রশ্ময়ঃ ॥ ৩৩
অধিষ্ঠানং মনশ্চাসীৎ পরিরথ্যা সরস্বতী।
নানাবর্ণাশ্চ চিত্রাশ্চ পতাকাঃ পবনেরিতাঃ ॥ ৩৪
বিদ্যুদিন্দ্রধনুর্নদ্ধং রথং দীপ্তং ব্যদীপয়ন্।
বষট্কারঃ প্রতোদোঽভূদ্ গায়ত্রী শীর্ষবন্ধনা ॥ ৩৫
যো যজ্ঞে বিহিতঃ পূর্বমীশানস্য মহাত্মনঃ।
সংবৎসরো ধনুস্তদ্ বৈ সাবিত্রী জ্যা মহাস্বনা ॥ ৩৬
দিব্যঞ্চ বর্ম বিহিতং মহার্হং রত্নভূষিতম্।
অভেদ্যং বিরজস্কং বৈ কালচক্রবহিষ্কৃতম্ ॥ ৩৭
ধ্বজযষ্টিরভূন্মেরুঃ শ্রীমান্ কনকপর্বতঃ।
পতাকাশ্চাভবন্ মেঘাস্তড়িদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাঃ ॥ ৩৮
রেজুরধ্বর্য্যুমধ্যস্থা জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ।
কৢপ্তং তু তং রথং দৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবতাভবন্ ॥ ৩৯
সর্বলোকস্য তেজাংসি দৃষ্ট্বৈকস্থানি মারিষ।
যুক্তং নিবেদয়ামাসুর্দেবাস্তস্মৈ মহাত্মনে ॥ ৪০
এবং তস্মিন্ মহারাজ কল্পিতে রথসত্তমে।
দেবৈর্মনুজশার্দূল দ্বিষতামভিমর্দনে ॥ ৪১
স্বান্যায়ুধানি মুখ্যানি ন্যদধাচ্ছঙ্করো রথে।
ধ্বজযষ্টিং বিয়ৎকৃত্বা স্থাপয়ামাস গোবৃষম্ ॥ ৪২
ব্রহ্মদণ্ডঃ কালদণ্ডো রুদ্রদণ্ডস্তথা জ্বরঃ।
পরিস্কন্দা রথস্যাসন্ সর্বতোদিশমুদ্যতাঃ ॥ ৪৩
অথর্বাঙ্গিরসাবাস্তাং চক্ররক্ষৌ মহাত্মনঃ।
ঋগ্বেদঃ সামবেদশ্চ পুরাণঞ্চ পুরঃসরাঃ ॥ ৪৪
ইতিহাস-যজুর্বেদৌ পৃষ্ঠরক্ষৌ বভূবতুঃ।
দিব্যা বাচশ্চ বিদ্যাশ্চ পরিপার্শ্বচরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৫

ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের—এই চার লোকপালকে দেবতারা এই রথের অশ্ব করিলেন। সিনিবালী (চতুর্দশীযুক্তা অমাবস্যা), অনুমতি (পূর্ণিমার পূর্বভাগ—চতুর্দশীযুক্তা পূর্ণিমা), কুহূ (প্রতিপদ্‌যুক্তা অমাবস্যা) এবং উত্তম ব্রতপালনকারিণী রাকাকে (প্রতিপদ্‌যুক্তা পূর্ণিমা) যোক্ত্র (যুগরজ্জুজাল)-রূপে স্থাপনা করিলেন ও ইহাদের অধিকারী দেবগণকে অশ্বগণের লাগামের কণ্টক করিলেন। ৩২২

ধর্ম, সত্য, তপ ও অর্থ ইহাদিগকে লাগাম করিলেন। রথের আধারভূমি মন ছিল এবং সরস্বতী দেবী রথের অগ্রবর্তী পথ হইলেন। নানাবর্ণের বিচিত্র পতাকাসমূহ বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া উড়িতেছিল। এই সব পতাকা বিদ্যুৎ ও ইন্দ্রধনুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই দেদীপ্যমান রথের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। বষট্কার অশ্বতাড়ন দণ্ড ছিলেন এবং গায়ত্রী দেবী এই রথের উপরিভাগ-বন্ধনের রজ্জু হইলেন। ৩৩-৩৫

পূর্বকালে মহাত্মা শিবের যজ্ঞে যিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই সংবৎসরই ইহার জন্য ধনু হইলেন এবং দেবী সাবিত্রী এই ধনুর প্রচণ্ড টঙ্কার ধ্বনিকারী গুণ হইলেন। ৩৬

মহাদেবের জন্য একটি দিব্য কবচ নির্মিত হইয়াছিল, যাহা বহুমূল্য রত্নভূষিত, রজোগুণ-রহিত (অথবা ধূলিহীন), অভেদ্য এবং কালচক্রেরও নিবারক ছিল। ৩৭

কান্তিমান্ কনকময় মেরু পর্বত রথের ধ্বজদণ্ড হইয়াছিল। বিদ্যুৎসমূহে সুশোভিত মেঘমণ্ডল পতাকাবলি হইল। এই সকল পতাকা যজুর্বেদী ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে অবস্থিত অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান হইতেছিল ৩৮২

মান্যবর! সমস্ত জগতের তেজোরাশিকে একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া নির্মিত সেই রথকে দর্শন করত দেবগণও বিস্মিত হইলেন। তারপর সেই দেবতারা মহাত্মা শিবকে নিবেদন করিলেন যে, রথ প্রস্তুত হইয়াছে। ৩৯-৪০

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! এইভাবে দেবগণের দ্বারা শত্রুমর্দ্দনকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথ নির্মিত হইলে পর ভগবান্ শঙ্কর তাহার উপর মুখ্য মুখ্য অস্ত্রসকল রাখিয়া দিলেন এবং ধ্বজদণ্ডকে আকাশব্যাপী নির্মাণ করিয়া তাহার উপর স্বীয় বৃষকে স্থাপিত করিলেন। ৪১-৪২

তাহার পর ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, দণ্ড এবং জ্বর—ইহারা সেই রথের পার্শ্বরক্ষক হইয়া অস্ত্র ধারণ করত চারিদিকে অবস্থিত রহিলেন। ৪৩

অথর্বা ও অঙ্গিরা মহাত্মা শিবের রথের চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদ, সামবেদ ও সমস্ত পুরাণসকল রথের অগ্রগামী যোদ্ধা হইলেন। ৪৪

ইতিহাস ও যজুর্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন এবং দিব্য বাণী ও বিদ্যাসমূহ পার্শ্ববর্তী হইয়া বিরাজমান রহিলেন। ৪৫

স্তোত্রাদয়শ্চ রাজেন্দ্র বষট্‌কারস্তথৈব চ।
ওঙ্কারশ্চ মুখে রাজন্নতিশোভাকরোঽভবৎ ॥ ৪৬
বিচিত্রমৃতুভিঃ ষড়্‌ভিঃ কৃত্বা সংবৎসরং ধনুঃ।
ছায়ামেবাত্মনশ্চক্রে ধনুর্জ্যামক্ষয়াং রণে ॥ ৪৭
কালো হি ভগবান্ রুদ্রস্তস্য সংবৎসরো ধনুঃ।
তস্মাদ্ রৌদ্রী কালরাত্রির্জ্যা কৃতা ধনুষোঽজরা ॥ ৪৮
ইষুশ্চাপ্যভবদ্ বিষ্ণুর্জ্বলনঃ সোম এব চ।
অগ্নী-ষোমৌ জগৎ কৃৎস্নং বৈষ্ণবং চোচ্যতে জগৎ ॥ ৪৯
বিষ্ণুশ্চাত্মা ভগবতো ভবস্যামিততেজসঃ।
তস্মাদ্ ধনুর্জ্যাসংস্পর্শং ন বিষেহুর্হরস্য তে ॥ ৫০
তস্মিন্ শরে তিগ্মমন্যুং মুমোচাসহ্যমীশ্বরঃ।
ভৃগ্বঙ্গিরোমন্যুভবং ক্রোধাগ্নিমতিদুঃসহম্ ॥ ৫১
স নীললোহিতো ধূম্রঃ কৃত্তিবাসা ভয়ঙ্করঃ।
আদিত্যাযুতসঙ্কাশস্তেজোজ্বালাবৃতো জ্বলন্ ॥ ৫২
দুশ্চ্যাবচ্যাবনো জেতা হন্তা ব্রহ্মদ্বিষাং হরঃ।
নিত্যং ত্রাতা চ হন্তা চ ধর্মাধর্মাশ্রিতান্ নরান্ ॥ ৫৩
প্রমাথিভির্ভীমবলৈর্ভীমরূপৈর্মনোজবৈঃ।
বিভাতি ভগবান্ স্থাণুস্তৈরেবাত্মগুণৈর্বৃতঃ ॥ ৫৪
তস্যাঙ্গানি সমাশ্রিত্য স্থিতং বিশ্বমিদং জগৎ।
জঙ্গমাজঙ্গমং রাজন্ শুশুভেঽদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫৫
দৃষ্ট্বা তু তং রথং যুক্তং কবচী স শরাসনী।
বাণমাদায় তং দিব্যং সোম-বিষ্ণ্বগ্নিসম্ভবম্ ॥ ৫৬
তস্য রাজংস্তদা দেবাঃ কল্পয়াঞ্চক্রিরে প্রভো।
পুণ্যগন্ধবহং রাজন্ শ্বসনং দেবসত্তমম্ ॥ ৫৭
তমাস্থায় মহাদেবস্ত্রাসয়ন্ দৈবতান্যপি।
আরুরোহ তদা যত্তঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৫৮
তমারুরুক্ষুং দেবেশং তুষ্টুবুঃ পরমর্ষয়ঃ।
গন্ধর্বা দেবসঙ্ঘাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫৯

রাজেন্দ্র! স্তোত্র-কবচাদি, বষট্‌কার এবং ওঙ্কার—ইঁহারা মুখভাগে অবস্থান করত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬

ছয় ঋতুসমূহে যুক্ত সংবৎসরকে বিচিত্র ধনু করিয়া নিজের ছায়াকে ভগবান্ শঙ্কর এই ধনুর রণাঙ্গনে যাহা কখনও নষ্ট হয় না, সেইরূপ গুণ করিলেন ॥ ৪৭

ভগবান্ রুদ্রই কাল, অতএব কালের অবয়ব স্বরূপ সংবৎসরই তাঁহার ধনু হইলেন। কালরাত্রিও রুদ্রেরই অংশ, সেইজন্য তাঁহাকেই ইনি নিজের ধনুর গুণ অক্ষত করিলেন ॥ ৪৮

ভগবান্ বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র—ইঁহারা বাণ হইয়াছিলেন; কারণ, সম্পূর্ণ জগৎ অগ্নি ও চন্দ্রেরই স্বরূপ এবং সারা জগৎ আবার বিষ্ণুময় বলিয়াও কথিত হয় ॥ ৪৯

অমিততেজস্বী ভগবান্ শঙ্করের আত্মাই হইলেন শ্রীবিষ্ণু, সেইজন্য এই সব দৈত্যগণ ভগবান্ শিবের উক্ত ধনুর গুণ এবং বাণের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে নাই ॥ ৫০

এই ভগবান্ মহেশ্বর নিজের অসহ্য ও প্রচণ্ড কোপকে এবং ভৃগু ও অঙ্গিরার রোষ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত দুঃসহ ক্রোধাগ্নিকেও স্থাপিত করিয়া দিলেন ॥ ৫১

তখন ধূম্রবর্ণ, ব্যাঘ্রচর্মধারী, দেবগণের অভয়প্রদ, দৈত্যদিগের ভয়দাতা, সহস্র সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও নীললোহিত ভগবান্ শঙ্কর তেজোময়ী জ্বালমালায় আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫২

যে লক্ষ্য পাতিত করা কঠিন, তাহাকেও পাতিত করিতে সমর্থ, বিজয়শীল, ব্রহ্মদ্রোহীদিগের বিনাশক, ভগবান্ শঙ্কর ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণকারী মনুষ্যগণের সর্ব্বদা রক্ষক এবং পাপী ব্যক্তিদের বিনাশকারী ॥ ৫৩

তাঁহার স্বকীয় উপভোগে স্থিত রথাদি যে সকল গুণবান্ উপকরণ ছিল, উহারা শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ, ভয়ানক বলশালী, ভয়ঙ্কর রূপধারী এবং মন-সদৃশ বেগবান্ ছিল। ইহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫৪

রাজন্! তাঁহার পঞ্চভূতস্বরূপ অঙ্গসকলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অদ্ভুতদর্শন এই সমগ্র চরাচর জগৎ স্থিত এবং সুশোভিত ॥ ৫৫

সেই রথকে যোজিত দেখিয়া ভগবান্ শঙ্কর কবচ ও ধনু ধারণ করত চন্দ্র, বিষ্ণু এবং অগ্নি হইতে উদ্‌ভূত সেই দিব্য বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য উদ্‌যুক্ত হইলেন ॥ ৫৬

রাজন্! প্রভো! সেই সময় দেবগণ পবিত্র সুগন্ধ বহনকারী দেবশ্রেষ্ঠ বায়ুকে তাঁহার বীজন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৫৭

তখন মহাদেব দানবদিগকে বধ করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়া দেবগণকেও ভীত করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে উক্ত রথকে আধার করত তাহার উপর আরোহণ করিলেন ॥ ৫৮

দেবেশ্বর শিব রথের উপর আরোহণ করিতে ইচ্ছুক

ব্রহ্মর্ষিভিঃ স্তূয়মানো বন্দ মানশ্চ বন্দিভিঃ।
তথৈবাপ্সরসাং বৃন্দৈর্নৃত্যদ্ভির্নৃত্যকোবিদৈঃ ॥ ৬০
স শোভমানো বরদঃ খড়্গী বাণী শরাসনী।
হসন্নিবাব্রবীদ্ দেবান্ সারথিঃ কো ভবিষ্যতি ॥ ৬১
তমব্রুবন্ দেবগণা যং ভবান্ সংনিযোক্ষ্যতে।
স ভবিষ্যতি দেবেশ সারথিস্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৬২
তানব্রবীৎ পুনর্দেবো মত্তঃ শ্রেষ্ঠতরো হি যঃ।
তং সারথিং কুরুধ্বং মে স্বয়ং সঞ্চিন্ত্য মা চিরম্ ॥৬৩
এতচ্ছ্রুত্বা ততো দেবা বাক্যমুক্তং মহাত্মনা।
গত্বা পিতামহং দেবাঃ প্রসাদ্যেদং বচোঽব্রুবন্ ॥ ৬৪
যথা ত্বৎকথিতং দেব ত্রিদশারিবিনিগ্রহে।
তথা চ কৃতমস্মাভিঃ প্রসন্নো নো বৃষধ্বজঃ ॥ ৬৫
রথশ্চ বিহিতোঽস্মাভিবিচিত্রায়ুধসংবৃতঃ।
সারথিঞ্চ ন জানীমঃ কঃ স্যাৎ তস্মিন্ রথোত্তমে ॥ ৬৬
তস্মাদ্ বিধীয়তাং কশ্চিৎ সারথির্দেবসত্তম।
সফলাং তাং গিরং দেব কর্তুমর্হসি নো বিভো ॥৬৭
এবমস্মাসু হি পুরা ভগবন্নুক্তবানসি।
হিতকর্তাস্মি ভবতামিতি তৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৬৮
স দেব যুক্তো রথসত্তমো নো
দুরাধরো দ্রাবণঃ শাত্রবাণাম্।
পিনাকপাণির্বিহিতোঽত্র যোদ্ধা
বিভীষয়ন্ দানবানুদ্যতোঽসৌ ॥ ৬৯
তথৈব বেদাশ্চতুরো হয়াগ্র্যা
ধরা সশৈলা চ রথো মহাত্মনঃ।
নক্ষত্রবংশানুগতো বরূথী
হরো যোদ্ধা সারথির্নাভিলক্ষ্যঃ ॥ ৭০
তত্র সারথিরেষ্টব্যঃ সর্বৈরেতৈর্বিশেষবান্।
তৎপ্রতিষ্ঠো রথো দেব হয়া যোদ্ধা তথৈব চ ॥ ৭১
কবচানি সশস্ত্রাণি কার্মুকঞ্চ পিতামহ।
ত্বামৃতে সারথিং তত্র নান্যং পশ্যামহে বয়ম্ ॥ ৭২

হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া মহর্ষি, গন্ধর্ব ও দেবগণ এবং অপ্সরাবৃন্দের সমুদায় তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

ব্রহ্মর্ষিগণের দ্বারা প্রশংসিত বন্দীজনসমূহের দ্বারা বন্দিত এবং নৃত্য করিতে নিপুণ নৃত্যরত অপ্সরাবৃন্দের দ্বারা সুশোভিত বরদায়ক ভগবান্ শঙ্কর খড়্গ, বাণ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে দেবগণকে বলিলেন,—আমার সারথি কে হইবে? ৬০-৬১

এই কথা শ্রবণ করত দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে দেবেশ! আপনি যাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, তিনিই আপনার সারথি হইবেন—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৬২

তখন মহাদেব পুনরায় বলিলেন,—তোমরা নিজেরাই এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া যিনি আমাপেক্ষাও অতিশয় শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকেই আমার সারথি কর, আর বিলম্ব করিও না ॥ ৬৩

সেই মহাত্মা শঙ্করকর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করত এই কথা বলিলেন ॥ ৬৪

দেব! দেবশত্রুদিগকে দমন করিবার বিষয়ে আপনি যেরূপ বলিয়াছেন, আমরা তাহাই নিষ্পাদন করিয়াছি। ভগবান্ শঙ্কর আমাদের উপর প্রসন্ন হইয়াছেন ॥ ৬৫

আমরা তাহার জন্য বিচিত্র অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ একটি রথ প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু সে রথের সারথি হইয়া কে উপবিষ্ট হইবে? ইহা আমরা জানি না ॥ ৬৬

দেবশ্রেষ্ঠ প্রভো! অতএব আপনি কাহাকেও সারথি করিয়া দিন। দেব! আপনি আমাদের পূর্ব্বে যে কথা দিয়াছিলেন, উহা আপনি সফল করুন ॥ ৬৭

ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে আমাদের বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের সকলের হিত করিব, অতএব উহা পূর্ণ করুন ॥ ৬৮

দেব! আমাদের দ্বারা নির্ম্মিত সেই শ্রেষ্ঠ রথ শত্রুগণকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ এবং দুর্দ্ধর্ষ। পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্করকে তাহার উপর যোদ্ধারূপে উপবেশন করাইয়াছি। তিনিও দানবগণকে ভীত করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৬৯

এইরূপে চারিবেদ সেই মহাত্মার উত্তম অশ্ব হইয়াছেন এবং পর্ব্বতসকলসহ পৃথিবীদেবী তাঁহার রথ হইয়াছেন। নক্ষত্রমণ্ডলরূপ ধ্বজযুক্ত ও আবরণে সুশোভিত ভগবান্ শঙ্কর সেই রথের উপর রথী যোদ্ধা হইয়া উপবিষ্ট আছেন; কিন্তু কোন সারথিকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৭০

দেব! সেই রথের জন্য এরূপ সারথির অনুসন্ধান করিতে হইবে, যিনি এই সব অপেক্ষাও বিশিষ্ট হইবেন; কারণ, রথ, অশ্ব ও যোদ্ধা—এই সমস্তেরই প্রতিষ্ঠা সারথির উপরই নির্ভর ॥ ৭১

পিতামহ! কবচ, শস্ত্র ও ধনুর সফলতাও সারথির উপরেই নির্ভর। আমরা সকলে আপনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও সারথি

ত্বং হি সর্বগুণৈর্যুক্তো দৈবতেভ্যোঽধিকঃ প্রভো।
(ত্বং দেব শক্তো লোকেঽস্মিন্ নিয়ন্তুং প্রদ্রুতানিমান্।
বেদাশ্বান্ সোপনিষদঃ সারথির্ভব নঃ স্বয়ম্॥
যোদ্ধুং বলেন সত্ত্বেন বীর্য্যেণ বিনয়েন চ।
অধিকঃ সারথিঃ কার্য্যো নাস্তি চান্যোঽধিকো ভবান্।
স ভবাংস্তারয়ত্বস্মান্ কুরু সারথ্যমব্যয়ম্।
ভবানভ্যধিকস্তস্তো নান্যোঽস্তীহ পিতামহ॥
ত্বং হি দেবেশ সর্বেভ্যো বিশিষ্টো বদতাং বর।)
স রথং তূর্ণমারুহ্য সংযচ্ছ পরমান্ হয়ান্॥ ৭৩
জয়ায় ত্রিদেবেশানাং বধায় ত্রিদশদ্বিষাম্।
(তব প্রসাদাদ্ বধ্যেরন্ দেব দৈবতকণ্টকাঃ।
স নো রক্ষ মহাবাহো দৈত্যেভ্যো মহতো ভয়াৎ॥
ত্বং হি নো গতিরব্যগ্র ত্বং নো গোপ্তা মহাব্রত।
ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে পূজ্যন্তে ত্রিদিবে প্রভো॥)
ইতি তে শিরসা গত্বা ত্রিলোকেশং পিতামহম্॥ ৭৪

দেবাঃ প্রসাদয়ামাসুঃ সারথ্যায়েতি নঃ শ্রুতম্।
পিতামহ উবাচ।
নাত্র কিঞ্চিন্মৃষা বাক্যং যদুক্তং ত্রিদিবৌকসঃ॥ ৭৫
সংযচ্ছামি হয়ানেষ যুধ্যতো বৈ কপর্দিনঃ।
ততঃ স ভগবান্ দেবো লোকস্রষ্টা পিতামহঃ॥ ৭৬
(এবমুক্ত্বা জটাভারং সংযম্য প্রপিতামহঃ।
পরিধায়াজিনং গাঢ়ং সংন্যস্য চ কমণ্ডলুম্॥
প্রতোদপাণির্ভগবানারুরোহ রথং তদা।)
সারথ্যে কল্পিতো দেবৈরীশানস্য মহাত্মনঃ।
তস্মিন্নারোহতি ক্ষিপ্রং স্যন্দনে লোকপূজিতে॥ ৭৭
শিরোভিরগমন্ ভূমিং তে হয়া বাতরংহসঃ।
আরুহ্য ভগবান্ দেবো দীপ্যমানঃ স্বতেজসা॥ ৭৮
অভীষূন্ হি প্রতোদঞ্চ সংপ্রগ্রাহ পিতামহঃ।
তত উত্থাপ্য ভগবাংস্তান্ হয়াননিলোপমান্॥ ৭৯

হইবার যোগ্যরূপে দেখিতে পাইতেছি না। প্রভো! কারণ, আপনি সমস্ত দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন॥ ৭২½

(দেব! আপনিই এ জগতে ধাবিত হইয়া পলায়নপর উপনিষৎসহ বেদরূপী অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ, অতএব আপনি স্বয়ংই সারথি হউন।

বল, ধৈর্য্য, পরাক্রম ও বিনয় এই সমস্ত গুণাবলির দ্বারা যিনি রথী যোদ্ধা হইতে শ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকেই এই রথের সারথি করিতে হইবে। সুতরাং আপনি ব্যতীত অপর আর একরূপ কেহই নাই, যিনি ভগবান্ শঙ্কর হইতেও অধিক হইবেন।

পিতামহ! আপনি অক্ষয় সারথি-কার্য্য সম্পন্ন করুন এবং আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে মুক্ত করুন। আপনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আপনা হইতে বিশিষ্ট অন্য আর কেহই নাই। বাগ্মী-পুরুষগণশ্রেষ্ঠ! দেবেশ্বর! আপনি সর্ব্বাপেক্ষা সকল গুণেই শ্রেষ্ঠ।)

সেইহেতু দেবদ্রোহী দানবগণের বিনাশ এবং দেবতাদিগের জয়লাভের জন্য অতি সত্বর রথে আরোহণ করত এই উত্তম অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করুন॥ ৭৩½

(দেব! আপনার কৃপাপ্রসাদে দেবতাগণের কণ্টকস্বরূপ এই দৈত্যরা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। হে মহাবাহো! আপনি দৈত্যদের মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

ব্যগ্রতাশূন্য মহাব্রতধারী প্রভো! আপনি আমাদের আশ্রয় এবং রক্ষক। আপনার করুণায় সমস্ত দেবগণ স্বর্গলোকে পূজিত হইতেছেন।)

এইরূপে দেবগণ ত্রিলোকেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার অগ্রে মস্তক অবনত করত তাঁহাকে সারথি হইবার জন্য প্রসন্ন করিলেন। এই বৃত্তান্ত আমরা শ্রবণ করিয়াছি॥ ৭৪½

পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন,—দেবগণ! তোমরা যাহা কিছু বলিলে, ইহা মিথ্যা নহে। আমি যুদ্ধ করিবার সময় ভগবান্ শঙ্করের নিয়ন্ত্রণ করিব॥ ৭৫½

তাহার পর সেই জগৎস্রষ্টা ভগবান্ পিতামহ দেব ব্রহ্মা প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া স্বীয় জটাভারকে বন্ধন করিয়া মৃগচর্ম্মের বস্ত্র পরিধান করত কমণ্ডলুকে অন্যত্র স্থাপনপূর্ব্বক হস্তে অশ্বতাড়নদণ্ড (চাবুক) লইয়া তৎক্ষণাৎ সেই রথে আরোহণ করিলেন॥ ৭৬

এইভাবে দেবগণ মহাত্মা শঙ্করের সারথিপদে ব্রহ্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। যখন সেই লোকপূজিত রথের উপর ব্রহ্মা আরোহণ করিলেন, তখন বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণ ধরাতলে মস্তক স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইল॥ ৭৭½

স্বীয় তেজে দেদীপ্যমান ভগবান্ ব্রহ্মা রথে আরোহণ করত অশ্বগণের রশ্মি এবং তাড়নদণ্ড (চাবুক) গ্রহণ করিলেন॥ ৭৮½

তাহার পর বায়ুতুল্য তীব্র গতিযুক্ত সেই অশ্বগণকে

বভাষে চ তদা স্থাণুমারোহেতি সুরোত্তমঃ ।
ততস্তমিষুমাদায় বিষ্ণুসোমাগ্নিসম্ভবম্ ॥ ৮০
আরুরোহ তদা স্থাণুর্ধনুষা কম্পয়ন্ পরান্ ।
তমারূঢ়ং তু দেবেশং তুষ্টুবুঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ৮১
গন্ধর্বা দেবসঙ্ঘাশ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ।
স শোভমানো বরদঃ খড়্গী বাণী শরাসনী ॥ ৮২
প্রদীপয়ন্ রথে তস্থৌ ত্রীঁল্লোকান্ স্বেন তেজসা ।
ততো ভূয়োঽব্রবীদ্ দেবো দেবানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৮৩
ন হন্যাদিতি কর্তব্যো ন শোকো বঃ কথঞ্চন ।
হতানিত্যেব জানীত বাণেনানেন চাসুরান্ ॥ ৮৪
তে দেবাঃ সত্যমিত্যাহুর্নিহতা ইতি চাব্রুবন্ ।
ন চ তদ্ বচনং মিথ্যা যদাহ ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৮৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য বৈ দেবাঃ পরাং তুষ্টিমবাপ্নুবন্ ।
ততঃ প্রয়াতো দেবেশঃ সর্বৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥৮৬

উত্তোলিত করিয়া সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবকে বলিলেন,—এখন আপনি রথে আরোহণ করুন। ৭৯½

তখন বিষ্ণু, চন্দ্র ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন সেই বাণকে গ্রহণ করত মহাদেব নিজ ধনুর দ্বারা শত্রুদিগকে কম্পিত করিতে করিতে সেই রথে আরূঢ় হইলেন। ৮০½

তখন রথারূঢ় এই দেবেশ্বর শিবের মহর্ষিগণ, গন্ধর্বসকল, দেবতাবৃন্দ এবং অপ্সরাসঙ্ঘ স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৮১½

খড়্গ, ধনু ও বাণগ্রহণ করত শোভাপ্রাপ্ত বরদায়ক মহাদেব স্বীয় তেজে তিন লোককে উদ্ভাসিত করিতে করিতে রথের উপর অবস্থিত রহিলেন॥ ৮২½

তখন মহাদেব পুনরায় ইন্দ্রাদি দেবগণকে বলিলেন,—এই বাণ দৈত্যগণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে না, এরূপ মনে করিয়া তোমরা কোনরূপ শোক করিও না। তোমরা অসুরদিগকে এই বাণের দ্বারা নিহত বলিয়াই মনে কর। ৮৩-৮৪

ইহা শুনিয়া দেবগণ বলিলেন,—'প্রভো! আপনার এই কথা সত্য। অবশ্যই এই দৈত্যেরা বিনষ্ট হইবে। শক্তিশালী ভগবান্ যাহা কিছু বলেন, সেই সব বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না' এরূপ চিন্তা করিয়া দেবতারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ৮৫½

রাজন্! তদনন্তর যাঁহার কোন উপমা নাই, সেই বিশাল রথের দ্বারা দেবেশ্বর মহাদেব সমস্ত দেবতাগণে পরিবৃত হইয়া

রথেন মহতা রাজন্নুপমা নাস্তি যস্য হ ।
স্বৈশ্চ পারিষদৈর্দেবঃ পূজ্যমানো মহাযশাঃ ॥ ৮৭
নৃত্যদ্ভিরপরৈশ্চৈব মাংসভক্ষৈর্দুরাসদৈঃ ।
ধাবমানৈঃ সমন্তাচ্চ তর্জমানৈঃ পরস্পরম্ ॥ ৮৮
ঋষয়শ্চ মহাভাগাস্তপোযুক্তা মহাগুণাঃ ।
আশংসুর্বৈ জয়ং দেবা মহাদেবস্য সর্বশঃ ॥ ৮৯
এবং প্রয়াতে দেবেশে লোকানামভয়ঙ্করে ।
তুষ্টমাসীজ্জগৎ সর্বং দেবতাশ্চ নরোত্তম ॥ ৯০
ঋষয়স্তত্র দেবেশং স্তুবন্তো বহুভিঃ স্তবৈঃ ।
তেজশ্চাস্মৈ বর্ধয়ন্তো রাজন্নাসন্ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯১
গন্ধর্বাণাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ ।
বাদয়ন্তি প্রয়াণেঽস্য বাদ্যানি বিবিধানি চ ॥ ৯২
ততোঽধিরূঢ়ে বরদে প্রয়াতে চাসুরান্ প্রতি ।
সাধু সাধ্বিতি বিশ্বেশঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥ ৯৩

সেস্থান হইতে গমন করিলেন। ৮৬½

সেই সময় তাঁহার পার্ষদগণও মহাযশস্বী মহাদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। শিবের এই সব দুর্দ্ধর্ষ পার্ষদগণ নৃত্য করিতে করিতে এবং পরস্পরকে তর্জন করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। এই পার্ষদগণের মধ্যে বহু পার্ষদই (ভূত-প্রেতাদি) মাংসভক্ষী ছিলেন। ৮৭-৮৮

মহাভাগ্যশালী ও উত্তমগুণসম্পন্ন তপস্বী ঋষি, দেবতা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণও সর্বপ্রকারে মহাদেবের জয়লাভের জন্য শুভকামনা করিতে লাগিলেন। ৮৯

নরশ্রেষ্ঠ! লোকসকলের অভয়দাতা দেবেশ্বর মহাদেব এইরূপে প্রস্থিত হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ সন্তুষ্ট হইল এবং দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। ৯০

রাজন্! ঋষিগণ নানাপ্রকার স্তোত্রসমূহ পাঠ করিয়া দেবেশ্বর মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে বারংবার তাঁহার তেজ বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। ৯১

তাঁহার প্রস্থানের সময় সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ও অর্বুদ অর্বুদ গন্ধর্বগণ নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতে থাকিলেন। ৯২

রথে আরূঢ় হইয়া বরদায়ক ভগবান্ শঙ্কর যখন অসুরগণের দিকে গমন করিলেন, তখন সেই বিশ্বনাথ ব্রহ্মাকে সাধুবাদ দান পূর্বক হাস্যসহকারে বলিলেন। ৯৩

যাহি দেব যতো দৈত্যাশ্চোদয়াশ্বানতন্দ্রিতঃ।
পশ্য বাহ্বোর্বলং মেঽদ্য নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ রণে ॥ ৯৪
ততোঽশ্বাংশ্চোদয়ামাস মনোমারুতরংহসঃ।
যেন তৎ ত্রিপুরং রাজন্ দৈত্য-দানবরক্ষিতম্ ॥ ৯৫
পিবদ্ভিরিব চাকাশং তৈর্হয়ৈর্লোকপূজিতৈঃ।
জগাম ভগবান্ ক্ষিপ্রং জয়ায় ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৯৬
প্রয়াতে রথমাস্থায় ত্রিপুরাভিমুখে ভবে।
ননাদ সুমহানাদং বৃষভঃ পূরয়ন্ দিশঃ ॥ ৯৭
বৃষভস্যাস্য নিনদং শ্রুত্বা ভয়করং মহৎ।
বিনাশমগমংস্তত্র তারকাঃ সুরশত্রবঃ ॥ ৯৮
অপরেঽবস্থিতাস্তত্র যুদ্ধায়াভিমুখাস্তদা।
ততঃ স্থাণুর্মহারাজ শূলধৃক্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৯৯
ত্রস্তানি সর্ব্বভূতানি ত্রৈলোক্যং ভূঃ প্রকম্পতে।
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি তত্র সন্দধতঃ শরম্ ॥ ১০০

তস্মিন্ সোমাগ্নিবিষ্ণূনাং ক্ষোভেণ ব্রহ্ম-রুদ্রয়োঃ।
স রথো ধনুষঃ ক্ষোভাদতীব হ্যবসীদতি ॥ ১০১
ততো নারায়ণস্তস্মাচ্ছরভাগাদ্ বিনিঃসৃতঃ।
বৃষরূপং সমাস্থায় উজ্জহার মহারথম্ ॥ ১০২
সীদমানে রথে চৈব নর্দমানেষু শত্রুষু।
স সম্ভ্রমাৎ তু ভগবান্ নাদং চক্রে মহাবলঃ ॥ ১০৩
বৃষভস্য স্থিতো মূর্দ্ধ্নি হয়পৃষ্ঠে চ মানদ।
তদা স ভগবান্ রুদ্রো নিরৈক্ষদ্ দানবং পুরম্ ॥ ১০৪
বৃষভস্যাস্থিতো রুদ্রো হয়স্য চ নরোত্তম।
স্তনাংস্তদাঽশাতয়ত খুরাংশ্চৈব দ্বিধাকরোৎ ॥ ১০৫
ততঃ প্রভৃতি ভদ্রং তে গবাং দ্বৈধীকৃতাঃ খুরাঃ।
হয়ানাঞ্চ স্তনা রাজংস্তদাপ্রভৃতি নাভবন্ ॥ ১০৬
পীড়িতানাং বলবতা রুদ্রেণাদ্ভুতকর্মণা।
অথাধিজ্যং ধনুঃ কৃত্বা শর্বঃ সন্ধায় তং শরম্ ॥১০৭

দেব! যেদিকে দৈত্যরা আছে, সেইদিকে চলুন এবং সাবধান হইয়া অশ্বদিগকে পরিচালনা করুন। আজ রণাঙ্গনে আমি যখন শত্রুসৈন্যকে সংহার করিতে আরম্ভ করিব, তখন সেই সময় আপনি আমার এই দুই বাহুর বল দর্শন করিবেন ॥ ৯৪

রাজন্! তখন ব্রহ্মা মন ও পবনতুল্য বেগগামী অশ্বদিগকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেদিকে দৈত্যদানবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত সেই ত্রিপুর অবস্থিত ছিল ॥ ৯৫

এই লোকপূজিত অশ্বগণ এমন তীব্র গতিতে ধাবিত হইতে লাগিল, যেন তখন তাহারা আকাশকে পান করিয়া ফেলিবে। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর এই অশ্বগণের দ্বারা দেবতাদিগের জয়লাভের জন্য দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিলেন ॥ ৯৬

রথে আরূঢ় হইয়া যখন মহাদেব ত্রিপুরের দিকে প্রস্থিত হইলেন, সেই সময় নন্দী বৃষ সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে পরিপূরিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

এই বৃষভের সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া দেবশত্রু তারক নামক দৈত্যগণ সেখানে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।৯৮

অপর যে সমস্ত দৈত্যগণ সেখানে অবস্থিত ছিল, তাহারা যুদ্ধের জন্য মহাদেবের সম্মুখে আসিল। মহারাজ! তখন ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্কর ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৯৯

ইহাতে সমস্ত প্রাণীই ভীত হইয়া উঠিল। সমগ্র ত্রিভুবন ও পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। যখন তিনি সেখানে নিজ ধনুতে বাণ সন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন তাহাতে চন্দ্র, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের ক্ষোভে অতিশয় ভয়ঙ্কর নিমিত্তসকল আবির্ভূত হইল। ধনুর ক্ষোভে সেই রথ যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল ॥ ১০০-১০১

তখন ভগবান্ নারায়ণ সেই বাণের এক ভাগ হইতে বহির্গত হইয়া বৃষের রূপধারণ করত ভগবান্ শিবের বিশাল রথকে উপরে উত্তোলিত করিলেন। ১০২

যখন সেই রথ অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং শত্রুরা গর্জন করিতে লাগিল, তখন মহাবল ভগবান্ শঙ্কর তীব্রবেগে ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ১০৩

মানদ! সেই সময় তিনি বৃষের মস্তক ও অশ্বগণের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই দানব-নগর ত্রিপুরকে দেখিলেন। তখন তিনি বৃষের খুরকে দুইভাগে বিভক্ত এবং অশ্বগণের স্তনসকলকে ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১০৪-১০৫

রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক। তখন হইতেই গো-সকলের দুইটি করিয়া খুর হইয়াছে এবং অদ্ভুত কর্ম্মকারী বলবান্ রুদ্রের পীড়িত অশ্বগণের আর স্তন সেই সময় হইতেই উত্থিত হয় নাই ॥ ১০৬½

তদনন্তর ভগবান্ রুদ্রদেব ধনুর উপর গুণ আরোপণ করত তাহাতে বাণ স্থাপন করিলেন এবং উহাতে পাশুপতাস্ত্রের দ্বারা সংযুক্ত করত সেই তিনটি পুরকে একত্র হইবার ভাবনা করিলেন ॥ ১০৭½

যুক্ত্বা পাশুপতাস্ত্রেণ ত্রিপুরং সমচিন্তয়ৎ।
তস্মিন্ স্থিতে মহারাজ রুদ্রে বিধৃতকার্মুকে ॥ ১০৮
পুরাণি তানি কালেন জগ্মুরেকতাং তদা।
একীভাবং গতে চৈব ত্রিপুরত্বমুপাগতে ॥ ১০৯
বভূব তুমুলো হর্ষো দেবতানাং মহাত্মনাম্।
ততো দেবগণাঃ সর্বে সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১১০
জয়েতি বাচো মুমুচুঃ সংস্তুবন্তো মহেশ্বরম্।
ততোঽগ্রতঃ প্রাদুরভূৎ ত্রিপুরং নিঘ্নতোঽসুরান্ ॥১১১
অনির্দেশ্যোগ্রবপুষো দেবস্যাসহ্যতেজসঃ।
স তদ্ বিকৃষ্য ভগবান্ দিব্যং লোকেশ্বরো ধনুঃ ॥ ১১২
ত্রৈলোক্যসারং তমিষুং মুমোচ ত্রিপুরং প্রতি।
উৎসৃষ্টে বৈ মহাভাগ তস্মিন্নিষুবরে তদা ॥ ১১৩
মহানার্তস্বরো হ্যাসীৎ পুরাণাং পততাং ভুবি।
তান্ সোঽসুরগণান্ দগ্ধ্বা প্রাক্ষিপৎ পশ্চিমার্ণবে ॥১১৪
এবং তু ত্রিপুরং দগ্ধং দানবাশ্চাপ্যশেষতঃ।
মহেশ্বরেণ ক্রুদ্ধেন ত্রৈলোক্যস্য হিতৈষিণা ॥ ১১৫
স চাত্মক্রোধজো বহ্নির্হাহেত্যুক্ত্বা নিবারিতঃ।
মা কার্ষীর্ভস্মসাল্লোকানিতি ত্র্যক্ষোঽব্রবীচ্চ তম্ ॥১১৬
ততঃ প্রকৃতিমাপন্না দেবা লোকাস্তথর্ষয়ঃ।
তুষ্টুবুর্বাগ্ভিরগ্র্যাভিঃ স্থাণুমপ্রতিমৌজসম্ ॥ ১১৭
তেঽনুজ্ঞাতা ভগবতা জগ্মুঃ সর্বে যথাগতম্।
কৃতকামাঃ প্রযত্নেন প্রজাপতিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ১১৮
এবং স ভগবান্ দেবো লোকস্রষ্টা মহেশ্বরঃ।
দেবাসুরগণাধ্যক্ষো লোকানাং বিদধে শিবম্ ॥ ১১৯
যথৈব ভগবান্ ব্রহ্মা লোকধাতা পিতামহঃ।
সারথ্যমকরোত্তত্র রুদ্রস্য পরমোঽব্যয়ঃ ॥ ১২০
তথা ভবানপি ক্ষিপ্রং রুদ্রস্যেব পিতামহঃ।
সংযচ্ছতু হয়ানস্য রাধেয়স্য মহাত্মনঃ ॥ ১২১
ত্বং হি কৃষ্ণাচ্চ কর্ণাচ্চ ফাল্গুনাচ্চ বিশেষতঃ।
বিশিষ্টো রাজশার্দূল নাস্তি তত্র বিচারণা ॥ ১২২

মহারাজ! এইরূপে যখন রুদ্রদেব ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক বিরাজমান রহিলেন, সেই সময় কালের প্রেরণায় উক্ত তিনটি পুর (ত্রিপুর) একত্রে মিলিত হইল ॥ ১০৮½

যখন তিনটি পুর এক হইয়া ত্রিপুর-ভাব প্রাপ্ত হইল, তখন মহাত্মা দেবগণের মনে অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ১০৯½

সেই সময় সমস্ত দেবতা, মহর্ষি এবং সিদ্ধগণ মহেশ্বরের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ১১০½

তাহার পর অসুরগণের সংহারকারী, অবর্ণনীয় ভয়ঙ্কর রূপধারী, অসহ্য তেজস্বী মহাদেবের সম্মুখে সেই (তিনটি পুরের সম্মিলিত রূপ) ত্রিপুর সহসা প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১১১½

তখন জগদীশ্বর ভগবান্ রুদ্র নিজের সেই দিব্য ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার উপরে স্থাপিত ত্রিলোকের সারভূত সেই বাণকে ত্রিপুরের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১২½

মহাভাগ! সেই সময় উক্ত শ্রেষ্ঠ বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে পর ভূতলে পতনোন্মুখ সেই ত্রিপুরের মধ্যে তীব্র আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। ভগবান্ সেই অসুরগণকে ভস্ম করত পশ্চিমসমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন ॥ ১১৩-১১৪

এইভাবে ত্রিলোকের হিতকামী মহেশ্বর কুপিত হইয়া সেই ত্রিপুরকে এবং তাহার মধ্যে বসবাসকারী অসুরগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১৫

তাঁহার নিজের ক্রোধ হইতে যে অগ্নি উত্থিত হইয়াছিল, তাহাতে ত্রিলোচন 'হা হা' এই কথা বলিয়া নিবারণ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন—তুমি সম্পূর্ণ জগৎকে ভস্ম করিও না ॥

তখন সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণ এবং তিন লোকের প্রাণীরা স্বস্থ হইলেন। সকলে শ্রেষ্ঠ বাক্যসমূহের দ্বারা অতুলনীয় শক্তিশালী মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১১৬-১১৭

তারপর ভগবান্ শঙ্করের আজ্ঞা লইয়া নিজেদের প্রযত্নে পূর্ণকাম প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণ যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে চলিয়া যাইলেন ॥ ১১৮

এইরূপে দেবতা ও অসুরগণের অধ্যক্ষ জগৎস্রষ্টা ভগবান্ মহেশ্বর ত্রিলোকের কল্যাণ করিয়াছিলেন ॥ ১১৯

বিশ্বস্রষ্টা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অবিনাশী পিতামহ ব্রহ্মা যেরূপ রুদ্রের সারথিকার্য্য করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সেই পিতামহ রুদ্রদেবের অশ্বগণের রশ্মি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও অতিসত্বর মহাত্মা রাধাপুত্র কর্ণের অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করুন ॥ ১২০-১২১

নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে, কর্ণ হইতে এবং অর্জুন হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবিষয়ে আর অন্য কোন বিচার-বিবেচনার আবশ্যকতা নাই ॥ ১২২

যুদ্ধে হ্যয়ং রুদ্রকল্পস্তুঞ্চ ব্রহ্মসমো নয়ে।
তস্মাচ্ছক্তো ভবান্ জেতুং মচ্ছত্রূংস্তানিবাসুরান্ ॥ ১২৩
যথা শল্যাদ্য কর্ণোঽয়ং শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
প্রমথ্য হন্যাৎ কৌন্তেয়ং তথা শীঘ্রং বিধীয়তাম্ ॥ ১২৪
ত্বয়ি মদ্রেশ রাজ্যাশা জীবিতাশা তথৈব চ।
বিজয়শ্চ তথৈবাদ্য কর্ণসাচিব্যকারিতঃ ॥ ১২৫
ত্বয়ি কর্ণশ্চ রাজ্যঞ্চ বয়ং চৈব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বিজয়শ্চৈব সংগ্রামে সংযচ্ছাদ্য হয়োত্তমান্ ॥ ১২৬
ইমং চাপ্যপরং ভূয় ইতিহাসং নিবোধ মে।
পিতুর্মম সকাশে যদ্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥১২৭
শ্রুত্বা চৈতদ্ বচশ্চিত্রং হেতুকার্য্যার্থসংহিতম্।
কুরু শল্য বিনিশ্চিত্য মাভূদত্র বিচারণা ॥ ১২৮
ভার্গবাণাং কুলে জাতো জগদগ্নির্মহাযশাঃ।
তস্য রামেতি বিখ্যাতঃ পুত্রস্তেজোগুণান্বিতঃ ॥ ১২৯
স তীব্রং তপ আস্থায় প্রসাদয়িতবান্ ভবম্।
অস্ত্রহেতোঃ প্রসন্নাত্মা নিয়তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৩০
তস্য তুষ্টো মহাদেবো ভক্ত্যা চ প্রশমেন চ।
হৃদগতং চাস্য বিজ্ঞায় দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১৩১
(প্রত্যক্ষেণ মহাদেবঃ স্বাং তনুং সর্বশঙ্করঃ।)
মহেশ্বর উবাচ।
রাম তুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে বিদিতং মে তবেপ্সিতম্।
কুরুষ্ব পূতমাত্মানং সর্বমেতদবাপ্স্যসি ॥ ১৩২
দাস্যামি তে তদাস্ত্রাণি যদা পূতো ভবিষ্যসি।
অপাত্রমসমর্থঞ্চ দহন্ত্যস্ত্রাণি ভার্গব ॥ ১৩৩
ইত্যুক্তো জামদগ্ন্যস্তু দেবদেবেন শূলিনা।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং শিরসাবনতঃ প্রভুম্ ॥ ১৩৪
যদা জানাতি দেবেশঃ পাত্রং মামস্ত্রধারণে।
তদা শুশ্রূষতেঽস্ত্রাণি ভবান্ মে দাতুমর্হতি ॥ ১৩৫

এই কর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে রুদ্রের তুল্য এবং আপনিও নীতিতে ব্রহ্মার সদৃশ; অতএব আপনি সেই অসুরগণের ন্যায় আমার এই শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ ॥ ১২৩

শল্য! আপনি শীঘ্র এরূপ প্রচেষ্টা করুন, যাহাতে এই কর্ণ যাহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে মথিত করিতে পারে ॥ ১২৪

মদ্ররাজ! যেরূপ আপনারই উপরে আমার রাজ্য-প্রাপ্তিবিষয়ক অভিলাষ এবং জীবনের আশা নির্ভর, সেইরূপ আপনি যদি কর্ণের সারথিকার্য্য সম্পাদন করেন, তবে আজ জয়লাভ ও তাহার সফলতা আপনারই উপর নির্ভর ॥ ১২৫

আপনারই উপর কর্ণ, রাজ্য, আমরা এবং আমাদের জয়লাভ —এসমস্তই প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য আজ আপনি এই সংগ্রামে উত্তম অশ্বদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকুন ॥ ১২৬

রাজন্! আপনি পুনরায় আমার নিকট প্রাচীন ইতিহাস শ্রবণ করুন, যাহা কোন এক ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন ॥ ১২৭

শল্য! কারণ ও কার্য্যের দ্বারা সংযুক্ত এই বিচিত্র ঐতিহাসিক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনি উত্তমরূপে বিচার বিবেচনার পর আমার কার্য্য করুন; এবিষয়ে আপনার মনে অন্যথা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১২৮

ভার্গববংশে মহাযশস্বী মহর্ষি জমদগ্নি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার তেজস্বী ও গুণবান্ পুত্র পরশুরাম নামে বিখ্যাত ॥ ১২৯

তিনি অস্ত্রপ্রাপ্তির জন্য মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযমে রাখিয়া প্রসন্নচিত্তে কঠোর তপস্যা করত ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিলেন ॥ ১৩০

তাঁহার ভক্তি ও মনঃসংযমে সন্তুষ্ট, সকলের কল্যাণকারী মহাদেব তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে নিজের দিব্য বিগ্রহ দর্শন করাইলেন ॥ ১৩১

মহেশ্বর বলিলেন,—রাম! তোমার কল্যাণ হউক। আমি তোমার উপর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি কি চাও, তাহা আমি জানি। তুমি হৃদয়কে শুদ্ধ কর। তুমি এই সব কিছুই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩২

যখন তুমি পবিত্র হইয়া যাইবে, তখন তোমাকে আমি আমার নিজের অস্ত্রপ্রদান করিব। ভৃগুনন্দন! অপাত্র ও অসমর্থ পুরুষকে ত' এই অস্ত্র প্রজ্বলিত করত ভস্ম করিয়া দিবে ॥ ১৩৩

ত্রিশূলধারী দেবাধিদেব মহাদেব এই কথা বলিলে পর জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম সেই মহাত্মা ভগবান্ শিবকে মস্তক নত করত প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন ॥ ১৩৪

যদি দেবেশ্বর প্রভু আপনি আমাকে অস্ত্রধারণের পাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে এই সেবককে আপনি দিব্যাস্ত্র প্রদান করুন ॥ ১৩৫

দুর্য্যোধন উবাচ।

ততঃ স তপসা চৈব দমেন নিয়মেন চ।
পূজোপহার-বলিভির্হোমমন্ত্রপুরস্কৃতৈঃ ॥ ১৩৬
আরাধয়িত্তবান্ শর্বং বহূন্ বর্ষগণাংস্তদা।
প্রসন্নশ্চ মহাদেবো ভার্গবস্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৩৭
অব্রবীৎ তস্ত বহুশো গুণান্ দেব্যাঃ সমীপতঃ।
ভক্তিমানেষ সততং ময়ি রামো দৃঢ়ব্রতঃ ॥১৩৮
এবং তস্ত গুণান্ প্রীতো বহুশোঽকথয়ৎ প্রভুঃ।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ সমক্ষমরিসূদন ॥ ১৩৯
এতস্মিন্নেব কালে তু দৈত্যা হ্যাসন্ মহাবলাঃ।
তৈস্তদা দর্পমোহান্ধৈরবাধ্যন্ত দিবৌকসঃ ॥ ১৪০
ততঃ সম্ভূয় বিবুধাস্তান্ হন্তুং কৃতনিশ্চয়াঃ।
চক্রুঃ শত্রুবধে যত্নং ন শেকুর্জ্জেতুমেব তান্ ॥ ১৪১
অভিগম্য ততো দেবা মহেশ্বরমুমাপতিম্।
প্রাসাদয়ংস্তদা ভক্ত্যা জহি শত্রুগণানিতি ॥১৪২
প্রতিজ্ঞায় ততো দেবো দেবতানাং রিপুক্ষয়ম্।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—তদনন্তর পরশুরাম বহু বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্তা, ইন্দ্রিয়সংযম, মনোনিগ্রহ, পূজা, উপহার অর্পণ, হোম ও মন্ত্রজপাদি সাধনসমূহের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিলেন ॥ ১৩৬½

ইহাতে মহাদেব মহাত্মা পরশুরামের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি পার্ব্বতী দেবীর নিকটে তাঁহার গুণগ্রাম বারংবার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দৃঢ়তা সহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী পরশুরাম আমার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ ॥ ১৩৭-১৩৮

শত্রুসূদন! এইরূপ প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ শঙ্কর দেবতা ও পিতৃগণের সমক্ষেই বারংবার প্রসন্নতা সহকারে তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৯

এই সময়ে দৈত্যরাও অতিশয় বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দর্প ও মোহাদির বশীভূত হইয়া সেই সময় দেবগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ১৪০

তখন সমস্ত দেবতাগণ একত্রে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিবার জন্ত নিশ্চয় করত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইহারা তাহাদিগকে জয় করিতে পারিলেন না ॥ ১৪১

তাহার পর দেবতারা উমাবল্লভ মহেশ্বরের নিকটে যাইয়া ভক্তি সহকারে তাঁহাকে (প্রণাম করত) প্রসন্ন করিলেন এবং বলিলেন,—প্রভো! আপনি আমাদের শত্রুদিগকে সংহার করুন ॥ ১৪২

রামং ভার্গবমাহূয় সোঽভ্যভাষত শঙ্করঃ ॥ ১৪৩
রিপূন্ ভার্গব দেবানাং জহি সর্বান্ সমাগতান্।
লোকানাং হিতকামার্থং মৎপ্রীত্যর্থং তথৈব চ ॥ ১৪৪
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ত্র্যম্বকং বরদং প্রভুম্।

রাম উবাচ।

কা শক্তির্মম দেবেশ অকৃতাস্ত্রস্ত সংযুগে ॥ ১৪৫
নিহন্তুং দানবান্ সর্বান্ কৃতাস্ত্রান্ যুদ্ধদুর্মদান্।

মহেশ্বর উবাচ।

গচ্ছ ত্বং মদনুজ্ঞাতো নিহনিষ্যসি শাত্রবান্ ॥ ১৪৬
বিজিত্য চ রিপূন্ সর্বান্ গুণান্ প্রাপ্স্যসি পুষ্কলান্।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং প্রতিগৃহ্য চ সর্বশঃ ॥ ১৪৭
রামঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ প্রযযৌ দানবান্ প্রতি।
অব্রবীদ্ দেবশত্রূংস্তান্ মহাদর্পবলান্বিতান্ ॥ ১৪৮
মম যুদ্ধং প্রযচ্ছধ্বং দৈত্যা যুদ্ধমদোৎকটাঃ।
প্রেষিতো দেবদেবেন বো নিজ্জেতুং মহাসুরাঃ ॥ ১৪৯

তখন কল্যাণকারী মহাদেব দেবগণের সমক্ষে তাঁহাদের শত্রুদিগকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করত ভৃগুনন্দন পরশুরামকে আহ্বান পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন ॥ ১৪৩

ভার্গব! তুমি তিন লোকের হিতের ইচ্ছায় এবং আমার প্রসন্নতার জন্ত দেবগণের সমস্ত সমাগত শত্রুদিগকে বধ কর ॥ ১৪৪

তিনি এই কথা বলিলে পর পরশুরাম বরদায়ক ভগবান্ ত্রিলোচনকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন। পরশুরাম বলিলেন,— দেবেশ্বর! আমি ত' অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী নহি; সুতরাং যুদ্ধস্থলে অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ ও রণদুর্দ্মদ সমস্ত দানবগণকে বধ করিবার শক্তি আমার কোথায়? ১৪৫½

মহেশ্বর বলিলেন,—রাম! তুমি আমার আজ্ঞায় গমন কর। তুমি নিশ্চয়ই দেবশত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। সেই সমস্ত দেবশত্রু দানবগণকে জয় করিয়া তুমি সর্ব্ব গুণসম্পন্ন হইবে ॥ ১৪৬½

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে উহা শিরোধার্য্য করত পরশুরাম স্বস্তিবাচনাদি মাঙ্গলিক কৃত্যসমূহ করিবার পর দানবগণের দিকে প্রস্থিত হইলেন এবং অতিশয় দর্পযুক্ত মহাবল দানবগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৪৭-১৪৮

যুদ্ধমদে উন্মত্ত দৈত্যগণ! আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর। মহাসুরগণ! দেবাধিদেব মহাদেব তোমাদের পরাজিত করিবার জন্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৪৯

ইত্যুক্তা ভার্গবেণাথ দৈত্যা যুদ্ধং প্রচক্রমুঃ।
স তান্ নিহত্য সমরে দৈত্যান্ ভার্গবনন্দনঃ ॥ ১৫০
বজ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ প্রহারৈরেব ভার্গবঃ।
স দানবৈঃ ক্ষততনুর্জামদগ্ন্যো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৫১
সংস্পৃষ্টঃ স্থাণুনা সদ্যো নির্ব্রণঃ সমজায়ত।
প্রীতশ্চ ভগবান্ দেবঃ কর্মণা তেন তস্য বৈ ॥ ১৫২
বরান্ প্রাদাদ্ বহুবিধান্ ভার্গবায় মহাত্মনে।
উক্তশ্চ দেবদেবেন প্রীতিযুক্তেন শূলিনা ॥ ১৫৩
নিপাতাৎ তব শস্ত্রাণাং শরীরে যাভবদ্ রুজা।
তয়া তে মানুষং কর্ম ব্যপোঢ়ং ভৃগুনন্দন ॥ ১৫৪
গৃহাণাস্ত্রাণি দিব্যানি মৎসকাশাদ্ যথেপ্সিতম্।
দুর্য্যোধন উবাচ।
ততোঽস্ত্রাণি সমস্তানি বরাংশ্চ মনসেপ্সিতান্ ॥ ১৫৫
লব্ধ্বা বহুবিধান্ রামঃ প্রণম্য শিরসা ভবম্।
অনুজ্ঞাং প্রাপ্য দেবেশাজ্জগাম স মহাতপাঃ ॥ ১৫৬
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং তদা কথিতবানৃষিঃ।
ভার্গবোঽপি দদৌ দিব্যং ধনুর্বেদং মহাত্মনে ॥ ১৫৭
কর্ণায় পুরুষব্যাঘ্র সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
বৃজিনং হি ভবেৎ কিঞ্চিদ্ যদি কর্ণস্য পার্থিব ॥ ১৫৮
নাস্মৈ হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি প্রাদাস্যদ্ ভৃগুনন্দনঃ। .
নাপি সূতকুলে জাতং কর্ণং মন্যে কথঞ্চন ॥ ১৫৯
দেবপুত্রমহং মন্যে ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্ভবম্।
বিসৃষ্টমববোধার্থং কুলস্যেতি মতির্মম ॥ ১৬০
সর্বথা ন হ্যয়ং শল্য কর্ণঃ সূতকুলোদ্ভবঃ।
সকুণ্ডলং সকবচং দীর্ঘবাহুং মহারথম্ ॥ ১৬১
কথমাদিত্যসদৃশং মৃগী ব্যাঘ্রং জনিষ্যতি।
যথা হ্যস্য ভুজৌ পীনৌ নাগরাজকরোপমৌ ॥ ১৬২

ভৃগুবংশধর পরশুরাম এই কথা বলিলে পর দৈত্যেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ভার্গবনন্দন পরশুরাম সমরাঙ্গণে বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য স্পর্শবিশিষ্ট প্রহারসমূহে সেই দৈত্যদিগকে বধ করিলেন। এই সময় দৈত্যেরাও সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৫০-১৫১

কিন্তু মহাদেবের হস্ত স্পর্শলাভ করত পরশুরামের সমস্ত ক্ষতই তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল। পরশুরামের এই শত্রুবিজয়রূপ কর্ম্মে ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন ১৫২

সেই দেবাধিদেব ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্নতার সহিত মহাত্মা ভার্গবকে নানাপ্রকার বর দান করিলেন ॥ ১৫৩

তিনি বলিলেন,—ভৃগুনন্দন! দৈত্যগণের অস্ত্রসকলের আঘাতে তোমার দেহে যে সমস্ত ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে, উহাতে তোমার মানবোচিত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ তুমি এখন দেবতুল্য হইয়া গিয়াছ), অতএব তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে আমার নিকটে দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ কর ॥ ১৫৪½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—রাজন্! তখন পরশুরাম ভগবান্ শঙ্করের নিকট হইতে সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ এবং নানাবিধ মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করত তাঁহার চরণে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। তারপর এই মহাতপস্বী পরশুরাম দেবেশ্বর শিবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করিলেন ॥ ১৫৫-১৫৬

রাজন্! এইরূপে এই প্রাচীন বৃত্তান্ত সেই সময় ঋষিগণ আমার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! ভৃগুনন্দন পরশুরামও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে মহাত্মা কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৫৭½

ভূপাল! যদি কর্ণে কোনও পাপ বা দোষ থাকিত, তবে ভৃগুনন্দন পরশুরাম ইহাকে দিব্যাস্ত্র সকল দান করিতেন না ॥ ১৫৮½

রাজন্! আমি কোনও রূপেই এই কথায় বিশ্বাস করি না যে, এই কর্ণ সূতকুলে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি ইহাকে ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন দেবপুত্র বলিয়াই মনে করি। আমার ত' এই বিশ্বাস আছে যে, ইহার মাতা নিজের গুপ্ত রহস্য গোপন করিবার জন্য এবং ইহাকে অন্য কুলের বালক বলিয়া বিখ্যাত করিবার জন্যই সূতকুলে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে ॥ ১৫৯-১৬০

শল্য! আমি সর্ব্বতোভাবে এই কথা বিশ্বাস করি যে, এই কর্ণ সূতবংশে জন্মগ্রহণ করে নাই। এই মহাবাহু, মহারথী ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী কবচকুণ্ডলভূষিত পুত্রকে সূতজাতির স্ত্রী কি করিয়া লাভ করিবে? কোন হরিণী কি নিজ উদর হইতে ব্যাঘ্রকে জন্ম দিতে পারে? ১৬১½

রাজেন্দ্র! গজরাজের শুণ্ডের ন্যায় ইহার যেরূপ স্থূল (মোটা) বাহুদ্বয় এবং সমস্ত শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ যেরূপ ইহার বিশাল বক্ষঃস্থল, উহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, পরশু-

বক্ষঃ পশ্য বিশালঞ্চ সর্বশত্রুনিবর্হণম্।
ন হ্যেষ প্রাকৃতঃ কশ্চিৎ কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ।
মহাত্মা হ্যেষ রাজেন্দ্র রামশিষ্যঃ প্রতাপবান্॥ ১৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ত্রিপুরবধোপাখ্যানে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪

রামের এই প্রতাপশালী মহাত্মা শিষ্য ধর্মাত্মা সূর্য্যপুত্র কর্ণ কোন প্রাকৃত পুরুষ নহে॥ ১৬২-১৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ত্রিপুর-বধোপাখ্যানবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শল্য-দুর্য্যোধনয়োঃ কথোপকথনম্, কর্ণস্য সারথ্যং কর্তুং শল্যস্য স্বীকৃতিশ্চ।)

দুর্য্যোধন উবাচ।

এবং স ভগবান্ দেবঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
সারথ্যমকরোৎ তত্র ব্রহ্মা রুদ্রোঽভবদ্ রথী॥ ১
রথিনোঽভ্যধিকো বীর কর্তব্যো রথসারথিঃ।
তস্মাত্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র নিযচ্ছ তুরগান্ যুধি॥ ২
যথা দেবগণৈস্তত্র বৃতো যত্নাৎ পিতামহঃ।
তথাস্মাভির্ভবান্ যত্নাৎ কর্ণাদভ্যধিকো বৃতঃ॥ ৩
যথা দেবৈর্মহারাজ ঈশ্বরাদধিকো বৃতঃ।
তথা ভবানপি ক্ষিপ্রং রুদ্রস্যেব পিতামহঃ॥ ৪
নিযচ্ছ তুরগান্ যুদ্ধে রাধেয়স্য মহাদ্যুতে।

শল্য উবাচ।

ময়াপ্যেতন্নরশ্রেষ্ঠ বহুশোঽমরসিংহয়োঃ॥ ৫
কথ্যমানং শ্রুতং দিব্যমাখ্যানমতিমানুষম্।
যথা চ চক্রে সারথ্যং ভবস্য প্রপিতামহঃ॥ ৬
যথাসুরাশ্চ নিহতা ইষুণৈকেন ভারত।
কৃষ্ণস্য চাপি বিদিতং সর্বমেতৎ পুরা হ্যভূৎ॥ ৭
যথা পিতামহো জজ্ঞে ভগবান্ সারথিস্তদা।
অনাগতমতিক্রান্তং বেদ কৃষ্ণোঽপি তত্ত্বতঃ॥ ৮
এতদর্থং বিদিত্বাপি সারথ্যমুপজগ্মিবান্।
স্বয়ম্ভূরিব রুদ্রস্য কৃষ্ণঃ পার্থস্য ভারত॥ ৯
যদি হন্যাচ্চ কৌন্তেয়ং সূতপুত্রঃ কথঞ্চন।
দৃষ্ট্বা পার্থং হি নিহতং স্বয়ং যোৎস্যতি কেশবঃ॥ ১০

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[শল্য ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন এবং কর্ণের সারথি-কার্য্য করিতে শল্যের স্বীকৃতি দান।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—এইরূপ সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সেখানে সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং রথারোহী যোদ্ধা হইয়াছিলেন রুদ্রদেব॥ ১

বীর! রথের সারথি ত' তাঁহাকেই করিতে হয়, যিনি রথারোহী যোদ্ধা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি যুদ্ধে কর্ণের অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করুন॥ ২

যেরূপ দেবতারা সেখানে যত্নসহকারে ব্রহ্মাকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও বিশেষ চেষ্টার সহিত কর্ণ হইতেও অধিক বলবান্ আপনাকে সারথি-কার্য্য করিবার জন্ম বরণ করিতেছি॥ ৩

মহারাজ! যেরূপ দেবগণ মহাদেব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ব্রহ্মাকে তাঁহার সারথি হইবার জন্য বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও আপনাকে বরণ করিতেছি। মহাতেজস্বী নরেন্দ্র! অতএব আপনি যুদ্ধে রাধাপুত্র কর্ণের অশ্বদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকুন॥ ৪½

শল্য বলিলেন,—ভারত! নরশ্রেষ্ঠ! আমিও ত' দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের এই অলৌকিক ও দিব্য উপাখ্যান বিদ্বান্‌গণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, কিরূপে প্রপিতামহ ব্রহ্মা মহাদেবের সারথি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে একটি মাত্র বাণে সমস্ত অসুরদিগকে ভগবান্ শঙ্কর বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ৫-৬½

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সময় যেরূপে মহাদেবের সারথি হইয়াছিলেন, এই সব পুরাতন বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণেরও অবশ্যই জানা আছে॥ ৭½

কারণ, শ্রীকৃষ্ণও অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন। ভারত! এই বিষয় ভালভাবে জানিয়াই রুদ্রদেবের সারথি ব্রহ্মার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন॥ ৮-৯

যদি সূতপুত্র কর্ণ কোনরূপে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে বধ করিয়া

শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণির্ধক্ষ্যতে তব বাহিনীম্।
ন চাপি তস্য ক্রুদ্ধস্য বাঞ্চের্য়স্য মহাত্মনঃ ॥ ১১
স্থাস্যতে প্রত্যনীকেষু কশ্চিদত্র নৃপস্তব।
সঞ্জয় উবাচ।
তং তথা ভাষমাণং তু মদ্ররাজমরিন্দমঃ ॥ ১২
প্রত্যুবাচ মহাবাহুরদীনাত্মা সুতস্তব।
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণং বৈকর্তনং রণে ॥ ১৩
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং সর্বশাস্ত্রার্থপারগম্।
যস্য জ্যাতলনির্ঘোষং শ্রুত্বা ভয়ঙ্করং মহৎ ॥ ১৪
পাণ্ডবেয়ানি সৈন্যানি বিদ্রবন্তি দিশো দশ।
প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো যথা রাত্রৌ ঘটোৎকচঃ ॥ ১৫
মায়াশতানি কুর্বাণো হতো মায়াপুরস্কৃতঃ।
ন চাতিষ্ঠত বীভৎসুঃ প্রত্যনীকে কথঞ্চন ॥ ১৬
এতাংশ্চ দিবসান্ সর্বান্ ভয়েন মহতা বৃতঃ।
ভীমসেনশ্চ বলবান্ ধনুষ্কোট্যাভিচোদিতঃ ॥ ১৭
উক্তশ্চ সংজ্ঞয়া রাজন্ মূঢ় ঔদরিকো যথা।
মাদ্রীপুত্রৌ তথা শূরৌ যেন জিত্বা মহারণে ॥ ১৮
কমপ্যর্থং পুরস্কৃত্য ন হতো যুধি মারিষ।
যেন বৃষ্ণিপ্রবীরস্তু সাত্যকিঃ সাত্বতাং বরঃ ॥ ১৯
নির্জিত্য সমরে শূরো বিরথশ্চ বলাৎ কৃতঃ।
সৃঞ্জয়াশ্চেতরে সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগমাঃ ॥২০
অসকৃন্নির্জিতাঃ সংখ্যে স্ময়মানেন সংযুগে।
তং কথং পাণ্ডবা যুদ্ধে বিজেষ্যন্তি মহারথম্ ॥ ২১
যো হন্যাৎ সমরে ক্রুদ্ধো বজ্রহস্তং পুরন্দরম্।
ত্বঞ্চ সর্বাস্ত্রবিদ্ বীরঃ সর্ববিদ্যাস্ত্রপারগঃ ॥ ২২
বাহুবীর্য্যেণ তে তুল্যঃ পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
তং শল্যভূতঃ শত্রূণামবিষহ্যঃ পরাক্রমে ॥ ২৩

ফেলে, তবে ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন। তাঁহার হস্তে তখন শঙ্খ, চক্র ও গদা থাকিবে। তিনি তোমার সৈন্যদিগকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্ম করিয়া দিবেন ॥ ১০½

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া যখন অস্ত্র উত্তোলিত করিবেন, সেই সময় তোমার পক্ষের কোন নরপতিই তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। ১১½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্যকে এরূপ কথা বলিতে দেখিয়া আপনার শত্রুদমন মহাবাহু পুত্র দুর্য্যোধন মনের মধ্যে অল্পও দীনতা না দেখাইয়া তাঁহাকে এই উত্তর দান করিলেন। ১২½

মহাবাহো! আপনি রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণকে অল্পও অপমান করিবেন না; কারণ, সে সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের অর্থের পারগামী বিদ্বান্ ॥ ১৩½

এই বীরের ধনুর গুণের অতিশয় ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবসৈন্যরা দশ দিকে পলাইয়া যাইল। ১৪½

মহাবাহো! আপনি ত' ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, কিরূপে সেই দিন রাত্রিতে শত শত মায়ার সৃষ্টিকারী মায়াবী রাক্ষস ঘটোৎকচ কর্ণের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ১৫½

এত দিন পর্য্যন্ত মহাভয়ে আবৃত হইয়া অর্জুনও কোনরূপেই কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১৬½

রাজন্! বলবান্ ভীমসেনকেও সে নিজ ধনুর অগ্রভাগের দ্বারা নিরন্ত করত যুদ্ধের জন্য প্রেরিত করিয়াছিল এবং তাহাকে মূর্খ পেটুক প্রভৃতি নামে উপহাস পূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিল। ১৭

মান্যবর! এই কর্ণ মহাসমরে বীরবর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকেও পরাজিত করত কোন বিশেষ প্রয়োজনকে সম্মুখে রাখিয়া এই দুই জনকে সংহার করে নাই। ১৮½

এই কর্ণ বৃষ্ণিবংশের প্রধান বীর সাত্বতকুলশ্রেষ্ঠ সাত্যকিকে সমরাঙ্গণে পরাজিত করিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক রথহীন করিয়া দিয়াছিল। ১৯½

ইহা ব্যতীতও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমস্ত সৃঞ্জয়-যোদ্ধাদিগকেও এই কর্ণ যুদ্ধস্থলে হাস্য করিতে করিতেই বহুবার পরাভূত করিয়াছে। ২০½

যে বীর কুপিত হইলে পর বজ্রধারী ইন্দ্রকেও সমরাঙ্গণে সংহার করিবার শক্তি রাখে, সেই মহারথী বীর কর্ণকে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কি ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? ২১½

আপনিও অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, সমস্ত বিদ্যা ও অস্ত্রসকলের পারগামী বিদ্বান্ এবং বীর। এই জগতে বাহুবলে আপনার তুল্য আর কোন ব্যক্তি নাই। ২২½

শত্রুসূদন! আপনি পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠেন। তাহাদের পক্ষে আপনি তখন শল্যভূত (কণ্টকস্বরূপ) হইয়া যান বলিয়া আপনাকে সকলে 'শল্য' বলিয়া আহ্বান করে ॥ ২৩½

ততস্তমুচ্যসে রাজন্ শল্য ইত্যরিসূদন।
তব বাহুবলং প্রাপ্য ন শেকুঃ সর্বসাত্বতাঃ ॥ ২৪
তব বাহুবলাদ্ রাজন্ কিং নু কৃষ্ণো বলাধিকঃ।
যথা হি কৃষ্ণেন বলং ধার্য্যং বৈ ফাল্গুনে হতে ॥ ২৫
তথা কর্ণাত্যয়ীভাবে ত্বয়া ধার্য্যং মহদ্ বলম্।
কিমর্থং সমরে সৈন্যং বাসুদেবো ন্যবারয়ৎ ॥ ২৬
কিমর্থঞ্চ ভবান্ সৈন্যং ন হনিষ্যতি মারিষ।
ত্বৎকৃতে পদবীং গন্তুমিচ্ছেয়ং যুধি মারিষ।
সোদরাণাঞ্চ বীরাণাং সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ ॥ ২৭
শল্য উবাচ।
যস্মাং ব্রবীষি গান্ধারে অগ্রে সৈন্যস্য মানদ।
বিশিষ্টং দেবকীপুত্রাৎ প্রীতিমানস্ম্যহং ত্বয়ি ॥ ২৮
এষ সারথ্যমাতিষ্ঠে রাধেয়স্য যশস্বিনঃ।
যুধ্যতঃ পাণ্ডবাগ্র্যেণ যথা ত্বং বীর মন্যসে ॥ ২৯
সময়শ্চ হি মে বীর কশ্চিদ্ বৈকর্তনং প্রতি।
উৎসৃজেয়ং যথাশ্রদ্ধমহং বাচোঽস্য সন্নিধৌ ॥ ৩০
সঞ্জয় উবাচ।
তথেতি রাজন্ পুত্রস্তে সহ কর্ণেন মারিষ।
অব্রবীন্মদ্ররাজানং সর্বক্ষত্রস্য সন্নিধৌ ॥ ৩১
সারথ্যস্যাভ্যুপগমাচ্ছল্যেনাশ্বাসিতস্তদা।
দুর্য্যোধনস্তদা হৃষ্টঃ কর্ণং তমভিষস্বজে ॥ ৩২
অব্রবীচ্চ পুনঃ কর্ণং স্তূয়মানঃ সুতস্তব।
জহি পার্থান্ রণে সর্বান্ মহেন্দ্রো দানবানিব ॥ ৩৩
স শল্যেনাভ্যুপগতে হয়ানাং সংনিযচ্ছনে।
কর্ণো হৃষ্টমনা ভূয়ো দুর্য্যোধনমভাষত ॥ ৩৪
নাতিহৃষ্টমনা হ্যেষ মদ্ররাজোঽভিভাষতে।
রাজন্ মধুরয়া বাচা পুনরেনং ব্রবীহি বৈ ॥ ৩৫
ততো রাজা মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বাস্ত্রকুশলো বলী।
দুর্য্যোধনোঽব্রবীচ্ছল্যং মদ্ররাজং মহীপতিম্ ॥ ৩৬

রাজন্! আপনার বাহুবল প্রাপ্ত হইয়া সাত্বতবংশীয় সকল ক্ষত্রিয়গণই কখনও যুদ্ধে স্থির থাকিতে পারে না। আপনার বাহুবল অপেক্ষা কি শ্রীকৃষ্ণের বল অধিক? ২৪½

যেরূপ অর্জুন নিহত হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে রক্ষা করিবেন, সেইরূপ আপনিও যদি কর্ণের মৃত্যু হয়, তবে আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করিবেন ॥ ২৫½

মান্যবর! বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কি কারণে কৌরব-সৈন্যদিগকে নিবারণ করিবেন এবং আপনি কিজন্য পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বধ না করিবেন? ২৬½

মাননীয় নরেন্দ্র! আমি ত' আপনারই জন্য যুদ্ধে নিহত হইয়া নিজের বীর ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমস্ত রাজাদের (ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় তাঁহাদেরই) পথে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ২৭

শল্য বলিলেন,—মানদ! গান্ধারীনন্দন! তুমি এই যে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা আমার বৈশিষ্ট্য কীর্তন করিলে, ইহাতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ২৮

বীর! আমি পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় যশস্বী রাধাপুত্র কর্ণের সারথি-কার্য্য করিব, যাহা তোমার একান্ত ইচ্ছা ॥ ২৯

বীরবর! কিন্তু সূর্য্যপুত্র কর্ণকেও আমার এক শর্ত পালন করিতে হইবে। আমি ইহার নিকটে আমার ইচ্ছানুসারে সব কিছু বলিতে পারিব ॥ ৩০

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় রাজন্! তখন সমস্ত ক্ষত্রিয়-দিগের নিকট কর্ণ সহ আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন—তাহাই হইবে ॥ ৩১

যখন সারথি-কার্য্য করিতে শল্য স্বীকৃত হইলেন, তখন রাজা দুর্য্যোধন অতিশয় হর্ষের সহিত কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩২

তাহার পর বন্দীজনগণের দ্বারা নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ণকে পুনরায় বলিলেন,—বীর! তুমি রণাঙ্গনে কুন্তীর সকল পুত্রকেই সেইভাবে সংহার কর, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

শল্য যখন অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অর্থাৎ সারথির কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন কর্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় দুর্য্যোধনকে বলিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! এই মদ্ররাজ শল্য অধিক প্রসন্ন হইয়া কোন কথা বলিতেছেন না, অতএব তুমি মধুর বাক্যে ইঁহাকে পুনরায় কিছু বল ॥ ৩৫

তখন সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নিপুণ, পরম বুদ্ধিমান্ ও বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন মদ্রদেশের রাজা ভূপতি শল্যকে সম্বোধিত করিতে করিতে এবং নিজের মেঘগম্ভীর স্বরে সেখানকার সকল দিক্ যেন পূর্ণ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৬½

পূরয়ন্নিব ঘোষেণ মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
শল্য কর্ণোঽর্জুনেনাদ্য যোদ্ধব্যমিতি মন্যতে ॥ ৩৭
তস্য ত্বং পুরুষব্যাঘ্র নিযচ্ছ তুরগান্ যুধি।
কর্ণো হত্বেতরান্ সর্বান্ ফাল্গুনং হন্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৮
তস্যাভীষুগ্রহে রাজন্ প্রযাচে ত্বাং পুনঃ পুনঃ।
পার্থস্য সচিবঃ কৃষ্ণো যথাভীষুগ্রহো বরঃ ॥
তথা ত্বমপি রাধেয়ং সর্বতঃ পরিপালয় ॥ ৩৯

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ শল্যঃ পরিষ্বজ্য সুতং তে বাক্যমব্রবীৎ।
দুর্য্যোধনমমিত্রঘ্নং প্রীতো মদ্রাধিপস্তদা ॥ ৪০

শল্য উবাচ।

এবং চেন্মন্যসে রাজন্ গান্ধারে প্রিয়দর্শন।
তস্মাৎ তে যৎ প্রিয়ং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং করবাণ্যহম্ ॥৪১
যত্রাস্মি ভরতশ্রেষ্ঠ যোগ্যঃ কর্মণি কর্হিচিৎ।
তত্র সর্বাত্মনা যুক্তো বক্ষ্যে কার্য্যধুরং তব ॥ ৪২
যত্তু কর্ণমহং ব্রূয়াং হিতকামঃ প্রিয়াপ্রিয়ে।

শল্য! আজ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি রণাঙ্গনে তাহার অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিবেন। ৩৭½

কর্ণ অন্য সব শত্রুবীরদিগকে বধ করিয়া অর্জুনকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছে। রাজন্! সেইহেতু তাহার অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করিবার জন্য আমি বারংবার আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ৩৮½

যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ও সারথি, সেইরূপ আপনিও সর্ব্বতোভাবে রাধাপুত্র কর্ণকে রক্ষা করুন। ৩৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তখন মদ্ররাজ শল্য প্রসন্ন হইয়া আপনার পুত্র শত্রুসূদন দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করত বলিলেন ॥৪০

শল্য বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! প্রিয়দর্শন নরেন্দ্র! তুমি যদি এরূপ মনে কর, তবে তোমার যাহা কিছুই প্রিয় কার্য্য আছে, তৎসমস্তই আমি সম্পাদন করিব। ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যে কোন স্থানে যে কোন কর্ম্মের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব, সেস্থানে আমি তোমার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সেই কার্য্যভার বহন করিব। ৪২

মম তৎ ক্ষমতাং সর্বং ভবান্ কর্ণশ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৩

কর্ণ উবাচ।

ঈশানস্য যথা ব্রহ্মা যথা পার্থস্য কেশবঃ।
তথা নিত্যং হিতে যুক্তো মদ্ররাজ ভবস্ব নঃ ॥ ৪৪

শল্য উবাচ।

আত্মনিন্দাত্মপূজা চ পরনিন্দা পরস্তবঃ।
অনাচরিতমার্য্যাণাং বৃত্তমেতচ্চতুর্বিধম্ ॥ ৪৫
যৎ তু বিদ্বন্ প্রবক্ষ্যামি প্রত্যয়ার্থমহং তব।
আত্মনঃ স্তবসংযুক্তং তন্নিবোধ যথাতথম্ ॥ ৪৬
অহং শক্রস্য সারথ্যে যোগ্যো মাতলিবৎ প্রভো।
অপ্রমাদাৎ প্রয়োগাচ্চ জ্ঞানবিদ্যাচিকিৎসনৈঃ ॥ ৪৭
ততঃ পার্থেন সংগ্রামে যুধ্যমানস্য তেঽনঘ।
বাহয়িষ্যামি তুরগান্ বিজ্বরো ভব সূতজ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যসারথ্যস্বীকারে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

কিন্তু আমি হিতকামী হইয়া কর্ণকে যে সব প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্য বলিব, তৎসমস্তই তুমি ও কর্ণ ক্ষমা করিও ॥ ৪৩

কর্ণ বলিলেন,—মদ্ররাজ! যেরূপ ব্রহ্মা মহাদেবের এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের হিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন, সেইরূপ আপনিও নিরন্তর আমাদের হিতে নিরত থাকিবেন ॥ ৪৪

শল্য বলিলেন,—নিজের নিন্দা ও প্রশংসা, পরের নিন্দা ও সুখ্যাতি—এই চারিপ্রকার আচরণ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনও করেন না। ৪৫

বিদ্বন্! কিন্তু আমি তোমার বিশ্বাস স্থাপনের জন্য নিজের প্রশংসাসূচক এই কথা বলিতেছি, উহা তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর। ৪৬

প্রভাবশালী কর্ণ! আমি সাবধানতা, অশ্বসঞ্চালন, জ্ঞান, বিদ্যা ও প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহের দ্বারা ইন্দ্রের সারথি-কার্য্যে নিযুক্ত মাতলির ন্যায় সুযোগ্য। ৪৭

নিষ্পাপ সূতপুত্র কর্ণ! যখন তুমি যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে, তখন আমি অবশ্যই তোমার অশ্বদিগকে সঞ্চালন করিব। তুমি এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শল্যের সারথি-কার্য্য করিতে স্বীকৃতিবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধায় কর্ণস্য প্রস্থানম্‌, শল্যেন সহ কথোপকথনঞ্চ।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

অয়ং তে কর্ণ সারথ্যং মদ্ররাজঃ করিষ্যতি।
কৃষ্ণাদভ্যধিকো যন্তা দেবেশস্যেব মাতলিঃ ॥ ১

যথা হরিহয়ৈর্যুক্তং সংগৃহ্ণাতি স মাতলিঃ।
শল্যস্তথা তবাদ্যায়ং সংযন্তা রথ-বাজিনাম্‌ ॥ ২

যোধে ত্বয়ি রথস্থে চ মদ্ররাজে চ সারথৌ।
রথশ্রেষ্ঠো ধ্রুবং সংখ্যে পার্থানভিভবিষ্যতি ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো ভূয়ো মদ্ররাজং তরস্বিনম্‌।
উবাচ রাজন্‌ সংগ্রামেঽধ্যুষিতে পর্য্যুপস্থিতে ॥ ৪

কর্ণস্য যচ্ছ সংগ্রামে মদ্ররাজ হয়োত্তমান্‌।
ত্বয়াভিগুপ্তো রাধেয়ো বিজেষ্যতি ধনঞ্জয়ম্‌ ॥ ৫

ইত্যুক্তো রথমাস্থায় তথেতি প্রাহ ভারত।
শল্যেঽভ্যুপগতে কর্ণঃ সারথিং সুমনাব্রবীৎ ॥ ৬

ত্বং সূত স্যন্দনং মহ্যং কল্পয়েত্যসকৃৎ ত্বরন্‌।
ততো জৈত্রং রথবরং গন্ধর্ব্বনগরোপমম্‌ ॥ ৭

বিধিবৎ কল্পিতং ভর্ত্রে জয়েত্যুক্ত্বা ন্যবেদয়ৎ।
তং রথং রথিনাং শ্রেষ্ঠঃ কর্ণোঽভ্যর্চ্য যথাবিধি ॥ ৮

সম্পাদিতং ব্রহ্মবিদা পূর্ব্বমেব পুরোধসা।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং যত্নাদুপস্থায় চ ভাস্করম্‌ ॥ ৯

সমীপস্থং মদ্ররাজমারোহ ত্বমথাব্রবীৎ।
ততঃ কর্ণস্য দুর্দ্ধর্ষং স্যন্দনপ্রবরং মহৎ ॥ ১০

আরুরোহ মহাতেজাঃ শল্যঃ সিংহ ইবাচলম্‌।
ততঃ শল্যাশ্রিতং দৃষ্ট্বা কর্ণঃ স্বং রথমুত্তমম্‌ ॥ ১১

অধ্যতিষ্ঠদ্‌ যথাম্ভোদং বিদ্যুত্বন্তং দিবাকরঃ।
তাবেকরথমারূঢ়াবাদিত্যাগ্নিসমত্বিষৌ ॥ ১২

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য কর্ণের প্রস্থান এবং শল্যের সহিত কথোপকথন।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কর্ণ! এই মদ্ররাজ শল্য তোমার সারথি-কার্য্য করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলির তুল্য এই শ্রীকৃষ্ণও শ্রেষ্ঠ রথসঞ্চালক ॥ ১

যেরূপ মাতলি ইন্দ্রের অশ্বগণের দ্বারা যোজিত রথের রশ্মি ধারণ করেন, সেইরূপ ইনিও তোমার রথের অশ্বগণের রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবেন ॥ ২

যখন তুমি যোদ্ধা হইয়া রথের উপরে উপবিষ্ট হইবে এবং মদ্ররাজ শল্য সারথিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই শ্রেষ্ঠ রথ নিশ্চয়ই যুদ্ধে কুন্তীপুত্রদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্‌! তদনন্তর দুর্য্যোধন প্রাতঃকালে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর পুনরায় বেগশালী মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪

মদ্ররাজ! আপনি সংগ্রামস্থলে কর্ণের এই শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে সংযত রাখিবেন। আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাধাপুত্র কর্ণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুনকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৫

ভারত! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর শল্য রথ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'তথাস্তু' তাহাই হউক। যখন শল্য সারথি-কার্য্য করিতে পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন কর্ণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া বারংবার নিজের পূর্ব্ব সারথিকে সত্বর বলিলেন-সূত! তুমি আমার রথ সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত রাখ ॥ ৬½

তখন সারথি গন্ধর্ব্বনগরতুল্য বিশাল, বিজয়শীল, শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলকারক রথকে বিধি অনুসারে সুসজ্জিত করিয়া নিবেদন করিল যে, প্রভো! আপনার 'জয়' হউক, রথ প্রস্তুত আছে ॥৭½

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ বেদজ্ঞ পুরোহিতের দ্বারা যাহার পূর্ব্বেই মাঙ্গলিক কৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই রথকে বিধি অনুসারে পূজা এবং প্রদক্ষিণ করিলেন। তারপর যত্নসহকারে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান মদ্ররাজকে বলিলেন—প্রথমে আপনি রথে উপবেশন করুন। ৮-৯½

তদনন্তর যেরূপ সিংহ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাতেজস্বী শল্য কর্ণের দুর্জ্জয়, বিশাল এবং শ্রেষ্ঠ রথের উপর আরোহণ করিলেন ॥ ১০½

কর্ণ নিজের উত্তম রথকে সারথি শল্যকর্ত্তৃক আরূঢ় দেখিয়া স্বয়ংও তাহার উপর সেইরূপে আরোহণ করত অবস্থান করিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের উপর আরূঢ় হইয়া অবস্থিত থাকেন ॥ ১১½

যেরূপ আকাশে কোন এক বিশাল মেঘখণ্ডের উপর একত্র উপবেশনপূর্ব্বক সূর্য্য ও অগ্নিদেব প্রকাশিত হইতে থাকেন, সেইরূপ সূর্য্য এবং অগ্নিসদৃশ তেজস্বী কর্ণ ও শল্য একই রথে আরূঢ় হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১২½

অভ্রাজেতাং যথা মেঘং সূর্য্যাগ্নী সহিতো দিবি।
সংস্তূয়মানৌ তৌ বীরৌ তদাস্তাং দ্যুতিসত্তমৌ ॥ ১৩
ঋত্বিক্‌সদস্যৈরিন্দ্রাগ্নী স্তূয়মানাবিবাধ্বরে।
স শল্যসংগৃহীতাশ্বে রথে কর্ণঃ স্থিতো বভৌ ॥ ১৪
ধনুর্বিস্ফারয়ন্ ঘোরং পরিবেষীব ভাস্করঃ।
আস্থিতঃ স রথশ্রেষ্ঠং কর্ণঃ শরগভস্তিমান্ ॥ ১৫
প্রবভৌ পুরুষব্যাঘ্রো মন্দরস্থ ইবাংশুমান্।
তং রথস্থং মহাবাহুং যুদ্ধায়ামিততেজসম্ ॥ ১৬
দুর্য্যোধনস্তু রাধেয়মিদং বচনমব্রবীৎ।
অকৃতং দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং দুষ্করং কর্মসংযুগে ॥ ১৭
কুরুষ্বাধিরথে বীর মিষতাং সর্বধন্বিনাম্।
মনোগতং মম হ্যাসীদ্ ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ ॥ ১৮
অর্জুনং ভীমসেনঞ্চ নিহন্তারাবিতি ধ্রুবম্।
তাভ্যাং যদকৃতং বীর বীরকর্ম মহামৃধে ॥ ১৯
তৎ কর্ম কুরু রাধেয় বজ্রপাণিরিবাপরঃ।
গৃহাণ ধর্মরাজং বা জহি বা ত্বং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০
ভীমসেনঞ্চ রাধেয় মাদ্রীপুত্রৌ যমাবপি।
জয়শ্চ তেঽস্তু ভদ্রং তে প্রযাহি পুরুষর্ষভ ॥ ২১
পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যানি কুরু সর্বাণি ভস্মসাৎ।
ততস্তূর্য্য-সহস্রাণি ভেরীণামযুতানি চ ॥ ২২
বাদ্যমানান্যরাজন্ত মেঘশব্দো যথা দিবি।
প্রতিগৃহ্য তু তদ্ বাক্যং রথস্থো রথসত্তমঃ ॥ ২৩
অভ্যভাষত রাধেয়ঃ শল্যং যুদ্ধবিশারদম্।
চোদয়াশ্বান্ মহাবাহো যাবদ্ধন্মি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৪
ভীমসেনং যমৌ চোভৌ রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্।
অদ্য পশ্য তু মে শল্য বাহুবীর্য্যং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৫
অস্যতঃ কঙ্কপত্রাণাং সহস্রাণি শতানি চ।
অদ্য ক্ষেপ্স্যাম্যহং শল্য শরান্ পরমতেজনান্ ॥ ২৬
পাণ্ডবানাং বিনাশায় দুর্য্যোধনজয়ায় চ।
শল্য উবাচ।
সূতপুত্র কথং নু ত্বং পাণ্ডবানবমন্যসে ॥ ২৭

সেই সময় এই দুই পরম তেজস্বী বীরকে সকলে স্তব করিতে লাগিলেন, যেরূপ যজ্ঞমণ্ডপে ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেবের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ১৩½

শল্য নিজ হস্তে যে রথের অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করিলেন, সেই রথে উপবিষ্ট কর্ণ স্বীয় ধনু বিস্ফারিত করিয়া সেইভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ নিজ কিরণমণ্ডলের মধ্যে সূর্যদেব শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ১৪½

সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ স্বীয় বাণময়ী কিরণাবলির দ্বারা যুক্ত হইয়া মন্দরাচল শিখরে দেদীপ্যমান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫½

যুদ্ধের জন্য রথের উপর উপবিষ্ট অমিততেজস্বী মহাবাহু রাধাপুত্র কর্ণকে দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন,—বীর! অধিরথনন্দন! যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্মও যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, সেই দুষ্কর কর্ম্ম তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সম্মুখে সম্পন্ন কর ॥ ১৬-১৭½

আমার মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, মহারথী ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুন এবং ভীমসেনকে অবশ্যই সংহার করিবেন ॥ ১৮½

বীর! রাধানন্দন! সেই দুইজনে যে কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, সেই বীরোচিত কর্ম্ম তুমি আজ মহাসমরে দ্বিতীয় বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চয়ই পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৯½

রাধানন্দন! কর্ণ! তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী কর অথবা অর্জ্জুন, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্রদ্বয় নকুল-সহদেবকে বধ কর ॥ ২০½

পুরুষপ্রবর! তোমার জয় হউক এবং কল্যাণ হউক। এখন তুমি গমন কর ও পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে ভস্মসাৎ কর ॥ ২১½

তদনন্তর সহস্রসংখ্যক তূর্য্য ও দশ সহস্র রণভেরী বাজিয়া উঠিল। যাহাদের ধ্বনি আকাশে মেঘ-গর্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ২২½

রথে উপবিষ্ট রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধানন্দন কর্ণ দুর্য্যোধনের সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধনিপুণ রাজা শল্যকে বলিলেন,—মহাবাহো! আমার অশ্বদিগকে চালনা করুন, যাহাতে আমি অর্জ্জুন, ভীমসেন, দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিতে পারি ॥ ২৩-২৪½

শল্য! আজ শত শত ও সহস্র সহস্র কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহ বর্ষণকারী কর্ণ আমার বাহুবল অর্জ্জুন প্রত্যক্ষ করিবে ॥ ২৫½

শল্য! আজ আমি পাণ্ডবগণের বিনাশের জন্য এবং দুর্য্যোধনের জয়লাভের জন্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসকল নিক্ষেপ করিব ॥ ২৬½

শল্য বলিলেন,—সূতপুত্র! তুমি পাণ্ডবদিগকে অবহেলা করিতেছ কেন? কারণ, তাহারা সকলে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসমূহে

সর্বাস্ত্রজ্ঞান্ মহেষ্বাসান্ সর্বানেব মহাবলান্।
অনিবর্তিনো মহাভাগানজয্যান্ সত্যবিক্রমান্ ॥ ২৮
অপি সন্তনয়েয়ুর্যে ভয়ং সাক্ষাচ্ছতক্রতোঃ।
যদা শ্রোষ্যসি নির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ ॥ ২৯
রাধেয় গাণ্ডিবস্যাজৌ তদা নৈবং বদিষ্যসি।
যদা দ্রক্ষ্যসি ভীমেন কুঞ্জরানীকমাহবে ॥ ৩০
বিশীর্ণদন্তং নিহতং তদা নৈবং বদিষ্যসি।
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে ধর্মপুত্রং যমৌ তথা ॥ ৩১
শিতৈঃ পৃষৎকৈঃ কুর্বাণানভ্রচ্ছায়ামিবাম্বরে।
অস্যতঃ ক্ষিপ্রতশ্চারীন্ লঘুহস্তান্ দুরাসদান্।
পার্থিবানপি চান্যাংস্ত্বং তদা নৈবং বদিষ্যসি ॥ ৩২

সঞ্জয় উবাচ।

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং মদ্ররাজেন ভাষিতম্।
যাহীত্যব্রবীৎ কর্ণো মদ্ররাজং তরস্বিনম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যসংবাদে ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

অভিজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর, অতিশয় বলশালী, যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করে না, অজেয় এবং সত্যপরাক্রমী ।। ২৭-২৮

তাহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মনেও ভয় উৎপন্ন করিতে সমর্থ। রাধাপুত্র! যখন তুমি যুদ্ধস্থলে বজ্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় গাণ্ডীব ধনুর গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিবে, তখন আর এরূপ কথা বলিবে না ।। ২৯½

যখন তুমি দেখিবে যে, ভীমসেন গজ-সৈন্যদের দন্ত উৎপাটিত করিয়া তাহাদের সংহার করিতেছে, তখন তুমি এরূপ কথা আর বলিতে পারিবে না ৩০½

যখন তুমি ইহা দেখিবে যে, সংগ্রামে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল-সহদেব এবং অন্যান্য দুর্জয় ভূপতিগণ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত হস্তচালনা করিতেছে, নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আকাশে মেঘের ছায়ার ন্যায় ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা নিরন্তর বাণবর্ষণ করিতেছে এবং শত্রুদিগকে সংহার করিতেছে, তখন তুমি আর এরূপ কথা বলিবার সাহস পাইবে না ।। ৩১-৩২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজকথিত সেই বাক্যকে উপেক্ষা করিয়া কর্ণ বেগশালী মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন,—আচ্ছা, চলুন ।। ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্কে শল্যের সংবাদবিষয়ক ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানাং মধ্যে দুর্লক্ষণানাং প্রকাশঃ, কর্ণস্যাত্মপ্রশংসা, শল্যেন তস্যোপহাসঃ, অর্জুনস্য বল-পরাক্রমবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা কর্ণং মহেষ্বাসং যুযুৎসুং সমবস্থিতম্।
চুক্রুশুঃ কুরবঃ সর্বে হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ॥ ১
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ভেরীণাং নিনদেন চ।
বাণশব্দৈশ্চ বিবিধৈর্গর্জিতৈশ্চ তরস্বিনাম্॥ ২
নির্যযুস্তাবকা যুদ্ধে মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
প্রযাতে তু ততঃ কর্ণে যোধেষু মুদিতেষু চ॥ ৩
চচাল পৃথিবী রাজন ববাশ চ সুবিস্তরম্।
নিঃসরন্তো ব্যদৃশ্যন্ত সূর্য্যাৎ সপ্ত মহাগ্রহাঃ॥ ৪
উল্কাপাতাশ্চ সঞ্জজ্ঞুর্দিশাং দাহাস্তথৈব চ।
শুষ্কাশন্যশ্চ সংপেতুর্ববুবাতাশ্চ ভৈরবাঃ॥ ৫
মৃগপক্ষিগণাশ্চৈব পৃতনাং বহুশস্তব।
অপসব্যং তদা চক্রুর্বেদয়ন্তো মহাভয়ম্॥ ৬
প্রস্থিতস্য চ কর্ণস্য নিপেতুস্তুরগা ভুবি।
অস্থিবর্ষঞ্চ পতিতমন্তরিক্ষাদ্ ভয়ানকম্॥ ৭
জজ্বলুশ্চৈব শস্ত্রাণি ধ্বজাশ্চৈব চকম্পিরে।
অশ্রূণি চ ব্যমুঞ্চন্ত বাহনানি বিশাম্পতে॥ ৮
এতে চান্যে চ বহব উৎপাতাস্তত্র দারুণাঃ।
সমুৎপেতুর্বিনাশায় কৌরবাণাং সুদারুণাঃ॥ ৯
ন চ তান্ গণয়ামাসুঃ সর্বে দৈবেন মোহিতাঃ।
প্রস্থিতং সূতপুত্রঞ্চ জয়েত্যূচুর্নরাধিপাঃ।
নির্জিতান্ পাণ্ডবাংশ্চৈব মেনিরে তত্র কৌরবাঃ॥ ১০
ততো রথস্থঃ পরবীরহন্তা
ভীষ্ম-দ্রোণাবস্তবীর্যৌ সমীক্ষ্য।
সমুজ্জ্বলদ্‌ভাস্করপাবকাভো
বৈকর্তনোঽসৌ রথকুঞ্জরো নৃপ॥ ১১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে দুর্লক্ষণসমূহের প্রকাশ, কর্ণের আত্মপ্রশংসা, শল্যকর্ত্তৃক উঁহার উপহাস এবং অর্জ্জুনের বল-পরাক্রম বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যখন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ যুদ্ধের ইচ্ছায় সমরাঙ্গণে সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন তখন সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া চারিদিকে আনন্দে কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল॥ ১

তদনন্তর আপনার পক্ষের সমস্ত বীরগণ দুন্দুভি ও ভেরী-সমূহের ধ্বনি, বাণসমূহের সন্ সন্ শব্দ এবং বেগশালী যোদ্ধাদের গর্জ্জনের সহিত যুদ্ধের জন্য বহির্গত হইল। তাহাদের মনে এইরূপ নিশ্চয় ছিল যে, এখন একমাত্র মৃত্যুই তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। ২২

রাজন্! কর্ণ এবং কৌরব-যোদ্ধারা আনন্দিত মনে যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল এবং তীব্র স্বরে অব্যক্ত শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ৩২

সেই সময় সূর্য্যমণ্ডল হইতে সাতটি বড় বড় গ্রহকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখা যাইল, উল্কাপাত আরম্ভ হইল, দিক্‌সমূহে অগ্নির উত্তাপ উপস্থিত হইল; বিনা মেঘেই বজ্রপাত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত বহিতে লাগিল। ৪-৫

দলে দলে বহু সংখ্যক মৃগ ও পক্ষী মহাভয়ের সূচনা করিতে করিতে অনেক বার আপনার সৈন্যদের তখন দক্ষিণ দিকে গমন করিতে থাকিল। ৬

কর্ণ যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন, সেই সময় তাঁহার অশ্বগণ ভূতলে পড়িয়া যাইল এবং আকাশ হইতে ভয়ানক অস্থিসমূহ বর্ষিত হইতে থাকিল। ৭

প্রজানাথ! সেই সময় কৌরবদের অস্ত্রসকল জ্বলিয়া উঠিল, ধ্বজসমূহ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং বাহনগণ অশ্রুধারা মোচন করিতে থাকিল। ৮

এই সকল এবং আরও অন্যান্য বহুসংখ্যক উৎপাত সেখানে উপস্থিত হইল, যাহা কৌরবগণের বিনাশেরই সূচনা করিতেছিল। ৯

কিন্তু দৈব কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া পড়ায় সেই সময় কৌরবেরা এ সমস্ত উৎপাতকে গ্রাহ্যই করিল না। সূতপুত্রকর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর সমস্ত রাজারা জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবগণের এরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল যে, অতঃপর পাণ্ডবেরা পরাজিত হইবে। ১০

নরেশ্বর! তদনন্তর প্রকাশমান সূর্য্য এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী, শত্রুবীরগণের সংহার করিতে সমর্থ এবং রথের উপর উপবিষ্ট কর্ণ যখন দেখিলেন যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম

স শল্যমাভাষ্য জগাদ বাক্যং
পার্থস্য কর্মাতিশয়ং বিচিন্ত্য।
মানেন দর্পেণ বিদহ্যমানঃ
ক্রোধেন দীপ্যন্নিব নিঃশ্বসংশ্চ ॥ ১২

নাহং মহেন্দ্রাদপি বজ্রপাণেঃ
ক্রুদ্ধাদ্ বিভেম্যায়ুধবান্ রথস্থঃ।
দৃষ্ট্বা হি ভীষ্মপ্রমুখান্ শয়ানা-
নতীব মাং হ্যস্থিরতা জহাতি ॥ ১৩

মহেন্দ্র-বিষ্ণুপ্রতিমাবনিন্দিতৌ
রথাশ্বনাগপ্রবর-প্রমাথিনৌ।
অবধ্যকল্পৌ নিহতৌ যদা পরৈ-
স্ততো ন মেঽদ্যাপ্যস্তি রণেঽদ্য সাধ্বসম্ ॥১৪

সমীক্ষ্য সংখ্যেঽতিবলান্ নরাধিপান্
সসূতমাতঙ্গরথান্ পরৈর্হতান্।
কথং ন সর্বানহিতান্ রণেঽবধীদ্
মহাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণপুঙ্গবো গুরুঃ ॥ ১৫

স সংস্মরন্ দ্রোণমহং মহাহবে
ব্রবীমি সত্যং কুরবো নিবোধত।
ন বা মদন্যঃ প্রসহেদ্ রণেঽর্জুনং
সমাগতং মৃত্যুমিবোগ্ররূপিণম্ ॥ ১৬

শিক্ষাপ্রমাদশ্চ বলং ধৃতিশ্চ
দ্রোণে মহাস্ত্রাণি চ সন্নতিশ্চ।
স চেদগান্মৃত্যুবশং মহাত্মা
সর্বানন্যানাতুরানদ্য মন্যে ॥ ১৭

নেহ ধ্রুবং কিঞ্চিদপি প্রচিন্তয়ন্
বিদ্যাং লোকে কর্মণো নিত্যযোগাৎ।
সূর্যোদয়ে কো হি বিমুক্তসংশয়ো
ভাবং কুর্বীতাদ্য গুরৌ নিপাতিতে ॥১৮

ন নূনমস্ত্রাণি বলং পরাক্রমঃ
ক্রিয়াঃ সুনীতং পরমায়ুধানি বা।
অলং মনুষ্যস্য সুখায় বর্তিতুং
তথা হি যুদ্ধে নিহতঃ পরৈর্গুরুঃ ॥ ১৯

লোপ পাইয়াছে, তখন তিনি অর্জুনের অলৌকিক কর্মের চিন্তা করিতে করিতে অভিমান এবং দর্পে দগ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি শল্যকে সম্বোধিত করিয়া বলিলেন ॥ ১১-১২

রাজন্! আমি যদি অস্ত্র ধারণ করিয়া রথে উপবিষ্ট থাকি এবং সেই অবস্থায় যদি স্বয়ং বজ্রধারী ইন্দ্রও কুপিত হইয়া উপস্থিত হন, তবে ইহাতেও আমি ভীত হই না। ভীষ্মাদি মহারথী বীরগণকে রণাঙ্গনে শায়িত দেখিয়াও অস্থিরতা (বিভ্রান্তি) আমাকে পরিত্যাগ করিয়াই আছে ॥ ১৩

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য দেবরাজ ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর সদৃশ পরাক্রমশালী, সকলের দ্বারা প্রশংসিত, রথ, অশ্ব ও গজরাজ সকলের দ্বারা মথিত হইবার অযোগ্য এবং অবধ্যতুল্য ছিলেন। যখন ইঁহাদিগকেও শত্রুরা বিনাশ করিয়াছে, তখন আমাকে আর তাহারা কেন গণ্য করিবে? এই বিষয় চিন্তা করিয়াও আজ আমার রণাঙ্গনে ভয় হইতেছে না ॥ ১৪

যুদ্ধস্থলে অত্যন্ত বলবান্ নরপতিদিগকে সারথি, রথ ও হস্তিসকলের সহিত শত্রুগণ কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়াও মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আচার্য্য দ্রোণ রণাঙ্গনে সমস্ত শত্রুদিগকে কেন বধ করেন নাই? ১৫

অতএব মহাসমরে নিহত দ্রোণাচার্য্যকে স্মরণ করিয়া আমি এই সত্য কথা বলিতেছি যে, হে কৌরবগণ! তোমরা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর, আমি ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই রণাঙ্গনে অর্জুনের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না; কারণ সে যুদ্ধের জন্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহার রূপ সাক্ষাৎ মৃত্যুর ন্যায় অতিশয় উগ্র হইয়া উঠে ॥ ১৬

শিক্ষা, অনবধানতা, বল, ধৈর্য্য, মহাস্ত্রসকল ও বিনয়—এ সমস্ত গুণই দ্রোণাচার্য্যে বিদ্যমান ছিল। সেই মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যও যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন অন্যান্য সকল যোদ্ধাকেই ত' আমি মরণাপন্ন বলিয়াই মনে করি ॥ ১৭

আমি নানা ভাবে বহু চিন্তা করিয়া কর্মের অনিত্যতার জন্য এ-জগতে কোন বস্তুকেই নিত্য বলিয়া মনে করি না। যখন দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অপর আর কোন্ ব্যক্তি নিঃসংশয় হইয়া আগামী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারে? ১৮

অস্ত্র, বল, পরাক্রম, ক্রিয়া, উত্তম নীতি কিংবা শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল প্রভৃতিও কোন মানুষকে সুখ দান করিতে পর্য্যাপ্ত নহে; কারণ, এই সব বস্তু থাকিতেও দ্রোণাচার্য্যকে শত্রুরা বিনাশ করিয়াছেন ॥ ১৯

হুতাশনাদিত্যসমানতেজসং
পরাক্রমে বিষ্ণু-পুরন্দরোপমম্।
নয়ে বৃহস্পত্যুশনোঃ সদা সমং
ন চৈনমস্ত্রং তদুপাস্ত দুঃসহম্॥ ২০
সম্প্রাক্রুষ্টে রুদিতস্ত্রীকুমারে
পরাভূতে পৌরুষে ধার্ত্তরাষ্ট্রে।
ময়া কৃত্যমিতি জানামি শল্য
প্রযাহি তস্মাদ্ দ্বিষতামনীকম্॥ ২১
যত্র রাজা পাণ্ডবঃ সত্যসন্ধো
ব্যবস্থিতো ভীমসেনার্জ্জুনৌ চ।
বাসুদেবঃ সাত্যকিঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
যমৌ চ কস্তান্ বিষহেন্মদন্যঃ॥ ২২
তস্মাৎ ক্ষিপ্রং মদ্রপতে প্রযাহি
রণে পাঞ্চালান্ পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ।
তান্ বা হনিষ্যামি সমেত্য সংখ্যে
যাস্যামি বা দ্রোণপথা যমায়॥ ২৩

অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, বিষ্ণু এবং ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ও বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্যের সমান নীতিমান্ এই দ্রোণাচার্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য ইঁহার দুঃসহ অস্ত্রাদি তখন উপস্থিত হয় নাই অর্থাৎ ইঁহাকে রক্ষা করে নাই॥ ২০

শল্য! (দ্রোণাচার্য্য নিহত হইবার পর) যখন চারিদিকে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিল, স্ত্রী ও বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল এবং দুর্য্যোধনের পুরুষার্থ পরাভূত হইল, তখন এরূপ এক দুঃসময়ে দুর্য্যোধনের আমার সহায়তার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিল। আমি আমার এই কর্ত্তব্যকে ভালভাবে জানি, অতএব আপনি শত্রুসৈন্যদের দিকে গমন করুন॥ ২১

যেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছে, যেখানে ভীমসেন, অর্জ্জুন, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, সৃঞ্জয় বীরগণ এবং নকুল ও সহদেব অবস্থান করিতেছে, সেস্থানে আমি ব্যতীত অপর কোন্ যোদ্ধা এই বীরগণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ২২

মহারাজ! সেইজন্য আপনি শীঘ্রই রণাঙ্গনে পাঞ্চাল, পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় বীরগণের দিকে রথ লইয়া চলুন। আজ যুদ্ধস্থলে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া হয় আমি ইহাদিগকে সংহার করিব অথবা স্বয়ংই দ্রোণাচার্য্যের পথে গমন করত যমলোকে গমন করিব॥ ২৩

ন ত্বেবাহং ন গমিষ্যামি মধ্যে
তেষাং শূরাণামিতি মাং শল্য বিদ্ধি।
মিত্রদ্রোহো মর্ষণীয়ো ন মেঽয়ং
ত্যক্ত্বা প্রাণাননুযাস্যামি দ্রোণম্॥ ২৪
প্রাজ্ঞস্য মূঢ়স্য চ জীবিতান্তে
নাস্তি প্রমোক্ষোঽন্তকসংকৃতস্য।
অতো বিদ্বন্নভিযাস্যামি পার্থান্
দিষ্টং ন শক্যং ব্যতিবর্তিতুং বৈ॥ ২৫
কল্যাণবৃত্তঃ সততং হি রাজা
বৈচিত্রবীর্য্যস্য সুতো মমাসীৎ।
তস্যার্থসিদ্ধ্যর্থমহং ত্যজামি
প্রিয়ান্ ভোগান্ দুস্ত্যজং জীবিতঞ্চ॥২৬
বৈয়াঘ্রচর্মাণমকূজনাক্ষং
হৈমত্রিকোষং রজতত্রিবেণুম্।
রথপ্রবর্হং তুরগপ্রবর্হৈ—
র্যুক্তং প্রাদান্মহ্যমিমং হি রামঃ॥ ২৭

শল্য! আমি এই শৌর্য্যশালী বীরগণের মধ্যে যাইব না, এরূপ হীন আমাকে বুঝিবেন না; কারণ, সংগ্রামে পশ্চাদপসরণ করা মিত্রদোহ এবং মিত্রদ্রোহ আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিবে। সেইজন্য আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকেই অনুসরণ করিব॥২৪

বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয় ব্যক্তিরই আয়ু সমাপ্ত হইলে যমরাজ কর্ত্তৃক যথাযোগ্য সৎকার লাভ হইতে মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। বিদ্বন্! অতএব আমি কুন্তীপুত্রদিগের উপর অবশ্যই আক্রমণ করিব। দৈবের বিধানকে কেহই পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৫

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্বদাই আমার কল্যাণসাধনে তৎপর আছেন, সেইজন্য আজ আমি তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির জন্য নিজের প্রিয় ভোগ্য সামগ্রী এবং যাহাকে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, সেই প্রাণকেও আমি ত্যাগ করিব॥ ২৬

গুরুদেব পরশুরাম আমাকে এই উত্তম ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত এবং উত্তম অশ্বগণে যোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে তিনটি সুবর্ণময় কোষ এবং রজতময় ত্রিবেণু সুশোভিত আছে। ইহার অক্ষ ও চক্রসকল হইতে কোন শব্দ উত্থিত হয় না॥ ২৭

ধনূংষি চিত্রাণি নিরীক্ষ্য শল্য
　　ধ্বজান্ গদাঃ সায়কাংশ্চোগ্ররূপান্ ।
অসিঞ্চ দীপ্তং পরমায়ুধঞ্চ
　　শঙ্খঞ্চ শুভ্রং স্বনবন্তমুগ্রম্ ॥ ২৮
পতাকিনং বজ্রনিপাতনিঃস্বনং
　　সিতাশ্বযুক্তং শুভতূণশোভিতম্ ।
ইমং সমাস্থায় রথং রথর্ষভং
　　রণে হনিষ্যাম্যহমর্জুনং বলাৎ ॥ ২৯
তং চেন্মৃত্যুঃ সর্বহরোঽভিরক্ষেৎ
　　সদাপ্রমত্তঃ সমরে পাণ্ডুপুত্রম্ ।
তং বা হনিষ্যামি রণে সমেত্য
　　যাস্যামি বা ভীষ্মমুখো যমায় ॥ ৩০
যম-বরুণ-কুবের-বাসবা বা
　　যদি যুগপৎ সগণা মহাহবে ।
জুগুপিষব ইহৈত্য পাণ্ডবং
　　কিমু বহুনা সহ তৈর্জয়ামি তম্ ॥ ৩১
　সঞ্জয় উবাচ ।
ইতি রণরভসস্য কত্থত—
　　স্তুহত নিশম্য বচঃ স মদ্ররাট্ ।
অবহসদবমন্য বীর্য্যবান্
　　প্রতিষিষেধে চ জগাদ চোত্তরম্ ॥ ৩২
　শল্য উবাচ ।
বিরম বিরম কর্ণ কত্থনা—
　　দতিরভসোঽপ্যতিবাচমুক্তবান্ ।
ক চ হি নরবরো ধনঞ্জয়ঃ
　　ক পুনরহো পুরুষাধমো ভবান্ ॥ ৩৩
যদুসদনমুপেন্দ্রপালিতং
　　ত্রিদশমিবামররাজরক্ষিতম্ ।
প্রসভমতিবিলোড্য কো হরেৎ
　　পুরুষবরাবরজামৃতেঽর্জুনাৎ ॥ ৩৪
ত্রিভুবনবিভুমীশ্বরেশ্বরং
　　ক ইহ পুমান্ ভবমাহ্বয়েদ্ যুধি ।
মৃগবধকলহে ঋতেঽর্জুনাৎ
　　সুরপতিবীর্য্যসমপ্রভাবতঃ ॥ ৩৫

শল্য! তাহার পর তিনি উত্তমরূপে এই রথকে নিরীক্ষণ করিয়া বহুসংখ্যক বিচিত্র ধনু, ভয়ঙ্কর বাণ, ধ্বজ, গদা, খড়্গ, দীপ্ত উত্তম অস্ত্র এবং গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত ভয়ঙ্কর শ্বেত শঙ্খও দান করিলেন ॥ ২৮

এই রথ সকল রথ হইতে উত্তম। ইহাতে পতাকাসমূহ উড্ডীন আছে, শ্বেতবর্ণের চারিটি অশ্ব যোজিত আছে এবং সুন্দর তূণীর ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। গমন করিবার সময় এই রথ হইতে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইয়া থাকে। আমি এই রথের উপর উপবেশন করিয়া রণাঙ্গনে অর্জ্জুনকে সবলে বিনাশ করিব ॥ ২৯

যদি সকলের প্রাণহরণকারী মৃত্যুও সর্ব্বদা সাবধান থাকিয়া সমরস্থলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে থাকে, তবে আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া তাহাকে সংহার করিব অথবা স্বয়ংই ভীষ্মের সম্মুখে যমলোকে গমন করিব ॥ ৩০

অধিক কথা বলিয়া আর কি লাভ হইবে? যদি এই মহাসমরে নিজ সেবকগণের সহিত যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও একত্রে মিলিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক এস্থলে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হন, তথাপি তাঁহাদের সকলের সহিত আমি অর্জ্জুনকে জয় করিব ॥ ৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে অবহেলা করত উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় এরূপ আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বাক্যভাষী কর্ণকে নিষেধ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৩২

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! তুমি বিরত হও, নিজের প্রশংসা বন্ধ কর। তুমি অত্যন্ত উৎসাহে আবেগবশতঃ নিজের শক্তি হইতেও অধিক কথা বলিতেছ। অহো! কোথায় নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আর কোথায় মনুষ্যগণের মধ্যে অধম তুমি ॥ ৩৩

তুমি বল ত'; অর্জ্জুন ব্যতীত অপর আর কোন্ বীর সাক্ষাৎ বিষ্ণুকর্ত্তৃক সুরক্ষিত যদুবংশীয় দ্বারকাপুরী, দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক পালিতা দেবনগরী অমরাবতীই যে পুরীর উপমা হইতে পারে, সেই নগরী মথিত করিয়া পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে অপহরণ করিতে পারে? ৩৪-৩৫

অসুর-সুর-মহোরগান্ নরান্
গরুড়-পিশাচসযক্ষ-রাক্ষসান্ ।
ইষুভিরজয়দগ্নিগৌরবাৎ
স্বভিলষিতঞ্চ হবির্দদৌ জয়ঃ ॥ ৩৬

স্মরসি নন্থ যদা পরৈর্হৃতঃ
স চ ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽপি মোক্ষিতঃ ।
দিনকরসদৃশৈঃ শরোত্তমৈর্যুধি
কুরুষু বহূন্ বিনিহত্য তানরীন্ ॥ ৩৭

প্রথমমপি পলায়িতে ত্বয়ি
প্রিয়কলহা ধৃতরাষ্ট্রসূনবঃ ।
স্মরসি নন্থ যদা প্রমোচিতাঃ
খচরগণানবজিত্য পাণ্ডবৈঃ ॥ ৩৮

সমুদিতবলবাহনাঃ পুনঃ
পুরুষবরেণ জিতাঃ স্থ গোগ্রহে ।
সগুরুগুরুসুতাঃ সভীষ্মকাঃ
কিমু ন জিতঃ স তদা ত্বয়ার্জুনঃ ॥ ৩৯

ইদমপরমুপস্থিতং পুন—
স্তব নিধনায় সুযুদ্ধমদ্য বৈ ।
যদি ন রিপুভয়াৎ পলায়সে
সমরগতোঽদ্য হতোঽসি সূতজ ॥ ৪০

সঞ্জয় উবাচ ।
ইতি বহু পরুষং প্রভাষতি
প্রমনসি মদ্রপতৌ রিপুস্তবম্ ।
ভৃশমভিরুষিতঃ পরন্তপঃ
কুরুপৃতনাপতিরাহ মদ্রপম্ ॥ ৪১

কর্ণ উবাচ ।
ভবতু ভবতু কিং বিকত্থসে
নন্থ মম তস্য হি যুদ্ধমুদ্যতম্ ।
যদি স জয়তি মামিহাহবে
তত ইদমস্তু সুকত্থিতং তব ॥ ৪২

সঞ্জয় উবাচ ।
এবমস্ত্বিতি মদ্রেশ উক্ত্বা নোত্তরমুক্তবান্ ।
যাহি শল্যেতি চাপ্যেনং কর্ণঃ প্রাহ যুযুৎসয়া ॥৪৩
স রথঃ প্রযযৌ শত্রূন্ শ্বেতাশ্বঃ শল্যসারথিঃ ।
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সমরে তমো ঘ্নন্ সবিতা যথা ॥ ৪৪

অর্জুন অগ্নিদেবের গুরুত্ব মান্য করিয়া গরুড়, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা, অসুর, মহানাগ এবং মনুষ্যগণকেও স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা পরাজিত করিয়াছে ও অগ্নিদেবকে অভীষ্ট হবিষ্য প্রদান করিয়াছে ॥ ৩৬

কর্ণ! এ ঘটনা কি তোমার স্মরণ হয় যে, যখন কুরুজাঙ্গল প্রদেশে ঘোষযাত্রার সময় গন্ধর্ব্বগণ শত্রু হইয়া দুর্য্যোধনকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তখন এই অর্জুনই সূর্য্যকিরণতুল্য তেজস্বী উত্তম বাণসমূহের দ্বারা সেই বহুসংখ্যক শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্য্যোধনকে বন্ধনমুক্ত করে ? ৩৭

সেই যুদ্ধে তুমি সর্ব্বপ্রথমেই পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে। সেই সময় পাণ্ডবেরাই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছিল। এ সব কথা কি তোমার স্মরণে আছে ? ৩৮

বিরাটনগরে গোহরণের সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন বিশাল বলবাহনসম্পন্ন তোমাদের সকলকে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্মের সহিত পরাজিত করিয়াছিল। সেই সময় তুমি অর্জুনকে পরাজিত কর নাই কেন ? ৩৯

সূতপুত্র! এখন তোমার বধের জন্য পুনরায় অপর এক উত্তম যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি শত্রুর ভয়ে পলাইয়া না যাও, তবে রণাঙ্গনে উপস্থিত তুমি অবশ্যই নিহত হইবে ॥ ৪০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন মহামনা মদ্ররাজ শল্য এইরূপ শত্রুর প্রশংসামূলক বহু কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তখন কৌরব-সেনাপতি শত্রুতাপন কর্ণ অতিশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শল্যকে বলিলেন ॥ ৪১

কর্ণ বলিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক, কেন শত্রুর প্রশংসা করিতেছ ? এখন ত' আমার এবং তাহার যুদ্ধ উপস্থিতই হইয়াছে। যদি রণাঙ্গনে এস্থলে অর্জুন আমাকে পরাজিত করিতে পারে, তবে তোমার এই প্রশংসা করা উচিত বলিয়া গণ্য হইবে ॥ ৪২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন মদ্ররাজ শল্য 'তাহাই হউক' বলিয়া নীরব রহিলেন। তিনি কর্ণের কথার আর কোন উত্তরদান করেন নাই। তখন কর্ণ যুদ্ধের বাসনায় তাঁহাকে বলিলেন—শল্য! রথ লইয়া চল ॥ ৪৩

তাহার পর শল্য যাহার সারথি ছিলেন এবং যাহাতে শ্বেতবর্ণের চারিটি অশ্ব যোজিত ছিল, সেই বিশাল রথ অন্ধকারনাশী

ততঃ প্রায়াৎ প্রীতিমান্ বৈ রথেন
বৈয়াঘ্রেণ শ্বেতযুজাথ কর্ণঃ।
স চালোক্য ধ্বজিনীং পাণ্ডবানাং
ধনঞ্জয়ং ত্বরয়া পর্য্যপৃচ্ছৎ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণশল্যসংবাদে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

সূর্য্যদেবের ন্যায় শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ॥ ৪৪

তদনন্তর ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত ও শ্বেতাশ্বগণে যুক্ত সেই রথের দ্বারা কর্ণ অতিশয় প্রসন্নতার সহিত প্রস্থিত হইলেন। তিনি সম্মুখে পাণ্ডবদের সৈন্যগণকে দেখিয়া ত্বরা সহকারে অর্জ্জুনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কথোপকথনবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসন্দেশপ্রদানকারিণে নানাবিধ-ভোগ্যসামগ্রীণাম্ ইচ্ছানুসারেণ ধনানাঞ্চ দানং কর্ত্তুং কর্ণস্য ঘোষণা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রযাণে চ ততঃ কর্ণো হর্ষয়ন্ বাহিনীং তব।
একৈকং সমরে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ পর্য্যপৃচ্ছত ॥১

যো মামদ্য মহাত্মানং দর্শয়েচ্ছ্বেতবাহনম্।
তস্মৈ দদ্যামভিপ্রেতং ধনং যন্মনসেচ্ছতি ॥ ২

ন চেৎ তদভিমন্যেত তস্মৈ দদ্যামহং পুনঃ।
শকটং রত্নসম্পূর্ণং যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩

ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জ্জুনদর্শিবান্।
শতং দদ্যাং গবাং তস্মৈ নৈত্যিকং কাংস্যদোহনম্ ॥ ৪

শতং গ্রামবরাংশ্চৈব দদ্যামর্জ্জুনদর্শিনে।
তথা তস্মৈ পুনর্দদ্যাং শ্বেতমশ্বতরীরথম্ ॥ ৫

যুক্তমঞ্জনকেশীভির্যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জ্জুনদর্শিবান্ ॥ ৬

অন্যং বাস্মৈ পুনর্দদ্যাং সৌবর্ণং হস্তিষণ্ডবম্।
তথাপ্যস্মৈ পুনর্দদ্যাং স্ত্রীণাং শতমলঙ্কৃতম্ ॥ ৭

শ্যামানাং নিষ্ককণ্ঠীনাং গীতবাদ্যবিপশ্চিতাম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জ্জুনদর্শিবান্ ॥ ৮

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদদাতাকে নানাপ্রকার ভোগ্য-সামগ্রী এবং ইচ্ছানুসারে ধনদান করিবার জন্য কর্ণের ঘোষণা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! প্রস্থান করিবার সময় আপনার সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে কর্ণ সমরাঙ্গণে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দেখিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ১

যে আজ আমাকে মহাত্মা শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে আমি তাহার অভীষ্ট ধন, যত তাহার মনে চাহিবে, তাহাই প্রদান করিব ॥ ২

যদি সেই ব্যক্তি তাদৃশ ধনে সন্তুষ্ট না হয়, তবে আমি তাহাকে আরও ধনপ্রদান করিব। যে আমাকে অর্জ্জুনের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে আমি রত্নসমূহে পূর্ণ একটি যানপ্রদান করিব অর্থাৎ এক গাড়ী ধন দান করিব ॥ ৩

যে আমাকে অর্জ্জুনকে দেখাইতে পারিবে, তাহাকে আমি প্রতিদিন দুগ্ধদানকারিণী এক শত ধেনু ও কাংস্য দুগ্ধ-পাত্র দান করিব ॥ ৪

কেবল ইহাই নহে, অর্জ্জুনকে যে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে আমি বড় বড় গ্রাম প্রদান করিব এবং যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে অশ্বতরী (খচ্চরী)-সমূহে যোজিত একটি শ্বেত রথ দান করিব; যে রথে কৃষ্ণকেশী বহু যুবতী বাস করিবে ॥ ৫½

যদি অর্জ্জুনের দ্রষ্টা পুরুষ এই ধনকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে অপর একটি স্বর্ণময় রথ প্রদান করিব, যাহাতে হাতীর সমান হৃষ্ট-পুষ্ট ছয়টি বলদ যোজিত ছিল। সেই সঙ্গে বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত এক শত এরূপ স্ত্রী ছিল, যাহারা শ্যামা (ষোল বর্ষবয়স্কা), সুবর্ণময় কণ্ঠহারে অলঙ্কৃতা এবং গানে ও বাদ্যে অভিজ্ঞা হইবে ॥ ৬ ৭½

অর্জ্জুনদ্রষ্টা পুরুষ যদি ইহাকেও মনোমত বলিয়া মনে না করে,

তস্মৈ দদ্যাং শতং নাগান্ শতং গ্রামান্ শতং রথান্।
সুবর্ণস্য চ মুখ্যস্য হয়াগ্র্যাণাং শতং শতান্ ॥ ৯
ঋদ্ধ্যা গুণৈঃ সুদান্তাংশ্চ ধুর্য্যবাহান্ সুশিক্ষিতান্।
তথা সুবর্ণশৃঙ্গীণাং গোধেনূনাং চতুঃশতম্ ॥ ১০
দদ্যাং তস্মৈ সবৎসানাং যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥ ১১
অন্যদস্মৈ বরং দদ্যাং শ্বেতান্ পঞ্চশতান্ হয়ান্।
হেমভাণ্ডপরিচ্ছন্নান্ সুমৃষ্টমণিভূষণান্ ॥ ১২
সুদান্তানপি চৈবাহং দদ্যামষ্টাদশাপরান্।
রথঞ্চ শুভ্রং সৌবর্ণং দদ্যাং তস্মৈ স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ১৩
যুক্তং পরমকাম্বোজৈর্যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥ ১৪
অন্যদস্মৈ বরং দদ্যাং কুঞ্জরাণাং শতানি ষট্।
কাঞ্চনৈর্বিবিধৈর্ভাণ্ডৈরাচ্ছন্নান্ হেমমালিনঃ ॥ ১৫
উৎপন্নানপরান্তেষু বিনীতান্ হস্তিশিক্ষকৈঃ।
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্ ॥ ১৬
অন্যদস্মৈ বরং দদ্যাং বৈশ্যগ্রামাংশ্চতুর্দশ।
সুস্ফীতান্ ধনসংযুক্তান্ প্রত্যাসন্নবনোদকান্ ॥
অকুতোভয়ান্ সুসম্পন্নান্
রাজভোজ্যাংশ্চাতুর্দশ ॥ ১৭
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মাগধীনাং শতং তথা।
প্রত্যগ্রবয়সাং দদ্যাং যো মে ব্রূয়াদ্ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৮
ন চেৎ তদভিমন্যেত পুরুষোঽর্জুনদর্শিবান্।
অন্যং তস্মৈ বরং দদ্যাং যমসৌ কাময়েৎ স্বয়ম্ ॥ ১৯
পুত্রদারান্ বিহারাংশ্চ যদন্যদ্ বিত্তমস্তি মে।
তচ্চ তস্মৈ পুনর্দদ্যাং যদ্ যচ্চ মনসেচ্ছতি ॥ ২০
হত্বা চ সহিতৌ কৃষ্ণৌ তয়োর্বিত্তানি সর্বশঃ।
তস্মৈ দদ্যামহং যো মে প্রব্রূয়াৎ কেশবার্জুনৌ ॥ ২১
এতা বাচঃ সুবহুশঃ কর্ণ উচ্চারয়ন্ যুধি।
দধ্মৌ সাগরসম্ভূতং সুস্বরং শঙ্খমুত্তমম্ ॥ ২২

তবে এক শত হাতী, এক শত ধেনু, পক্ক স্বর্ণে নির্ম্মিত এক শত রথ এবং দশ হাজার অশ্ব প্রদান করিব ॥৮-৯½

যে আমাকে অর্জুনের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে আমি চারি শত সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী দান করিব, যাহাদের প্রত্যেকের শৃঙ্গ স্বর্ণপাতে আবৃত থাকিবে ॥ ১০

যদি অর্জুনদ্রষ্টা পুরুষ এই ধনকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে তাহা হইতেও আমি উত্তম ধন, শ্বেতবর্ণের পাঁচ শত অশ্ব, যাহারা স্বর্ণের সজ্জায় সুসজ্জিত এবং বিশুদ্ধ মণির আভূষণে বিভূষিত থাকিবে ॥ ১১-১২

ইহা ব্যতীত আরও আঠারটি এরূপ অশ্ব প্রদান করিব, যাহারা উত্তমরূপে রথে যোজিত থাকিবে। যে আমাকে অর্জুনের সন্ধান দিতে পারিবে, তাহাকে আমি অতিশয় উজ্জ্বল এবং অলঙ্কারসমূহে সজ্জিত আটটি স্বর্ণময় রথ প্রদান করিব, যাহাতে উত্তম কম্বোজদেশীয় অশ্ব যোজিত থাকিবে ॥ ১৩½

যদি অর্জুনদ্রষ্টা পুরুষ এই ধনকেও তাহার অভিলষিত বলিয়া মনে না করে, তবে তাহাকে আমি আরও শ্রেষ্ঠ ধনদান করিব। নানাবিধ সুবর্ণময় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং স্বর্ণমাল্যে বিভূষিত ছয় শত এরূপ হাতী প্রদান করিব, যাহারা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তের বনে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহাদিগকে হস্তি-শিক্ষকগণ উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিয়াছে ॥ ১৪-১৫½

যদি অর্জুনদর্শী ব্যক্তি ইহাও পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে তাহাকে আরও অন্য শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিব। যাহাদের মধ্যে বৈশ্যগণ বাস করে, এরূপ চৌদ্দটি সমৃদ্ধিশালী ও ধনসম্পন্ন গ্রাম দিব, যাহাদের পার্শ্বে চতুর্দ্দিকে বন ও জলের সুবিধা থাকিবে এবং কোনরূপ ভয়ই থাকিবে না। এই সব গ্রামগুলিই নানা গুণে সুসম্পন্ন ও রাজোচিত ভোগসমূহে পরিপূর্ণ থাকিবে ॥ ১৬-১৭

যে আমাকে অর্জুনের সন্ধান প্রদান করিতে পারিবে, তাহাকে আমি স্বর্ণনির্ম্মিত কণ্ঠহারে বিভূষিত মগধদেশের এক শত নবযুবতী প্রদান করিব ॥ ১৮

যদি অর্জুনদর্শী ব্যক্তি এই ধনকেও নিজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে না করে, তবে তাহাকে আমি অন্য ধনও দান করিব, যাহা তাহার ইচ্ছা হইবে ॥ ১৯

স্ত্রী, পুত্র, বিহারস্থান এবং অপর যে সকল ধন-বৈভব আমার নিকট আছে, ইহাদের মধ্যে যে যে বস্তুকে সে মনের অনুকূলে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তাহা সেই ব্যক্তিকে পুনরায় তাহাই প্রদান করিব ॥ ২০

যে ব্যক্তি আমাকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সন্ধান বলিতে পারিবে, তাহাকে আমি এই দুইজনকে বধ করিয়া সমস্ত ধনই প্রদান করিব ॥ ২১

এই সব কথা বারংবার বলিতে বলিতে কর্ণ যুদ্ধস্থলে সমুদ্র হইতে উৎপন্ন নিজের উত্তম শঙ্খ উচ্চৈঃস্বরে বাজাইতে লাগিলেন ॥ ২২

তা বাচঃ সূতপুত্রস্য তথা যুক্তা নিশম্য তু।
দুর্য্যোধনো মহারাজ সংহৃষ্টঃ সানুগোঽভবৎ ॥ ২৩
ততো দুন্দুভিনির্ঘোষো মৃদঙ্গানাঞ্চ সর্বশঃ।
সিংহনাদঃ সবাদিত্রঃ কুঞ্জরাণাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ২৪
প্রাদুরাসীৎ তদা রাজন্ সৈন্যেষু পুরুষর্ষভ।
যোধানাং সম্প্রহৃষ্টানাং তথা সমভবৎ স্বনঃ ॥ ২৫
তথা প্রহৃষ্টে সৈন্যে তু প্লবমানং মহারথম্।
বিকত্থমানঞ্চ তদা রাধেয়মরিকর্ষণম্।
মদ্ররাজঃ প্রহস্যেদং বচনং প্রত্যভাষত ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণাবলেপে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক কথিত সেই সময়ের বীরত্বসূচক যোগ্য কথাসমূহ শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন নিজ অনুগামিগণের সহিত অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২৩

তাহার পর চারিদিকে দুন্দুভিসমূহের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল, মৃদঙ্গসকল বাদিত হইল, বাদ্যধ্বনির সহিত বীরগণের সিংহনাদ এবং হস্তীদিগের চীৎকারশব্দ সেখানে হইল ॥ ২৪

পুরুষপ্রবর রাজন্! সেই সময় সমস্ত সৈন্যদের মধ্যে হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ যোদ্ধাগণের গম্ভীর গর্জন হইতে লাগিল ॥ ২৫

এইরূপ হর্ষ ও উল্লসিত সৈন্যদের মধ্য দিয়া গমনকারী ও আত্মপ্রশংসাকারী শত্রুসূদন রাধাপুত্র মহারথী কর্ণকে মদ্ররাজ শল্য হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্কে কর্ণের অভিমানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণমুদ্দিশ্য মদ্ররাজ-শল্যস্য ভৃশমবজ্ঞা-পূর্ণোক্তিঃ।]

শল্য উবাচ।

মা সূতপুত্র দানেন সৌবর্ণং হস্তিষড়্গবম্।
প্রযচ্ছ পুরুষায়াদ্য দ্রক্ষ্যসি ত্বং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১
বাল্যাদিহ ত্বং ত্যজসি বসু বৈশ্রবণো যথা।
অযত্নেনৈব রাধেয় দ্রষ্টাস্যদ্য ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
পরান্ সৃজসি যদ্ বিত্তং কিঞ্চিত্ত্বং বহু মূঢ়বৎ।
অপাত্রদানে যে দোষাস্তান্ মোহান্নাববুধ্যসে ॥ ৩
যৎ ত্বং প্রেরয়সে বিত্তং বহু তেন খলু ত্বয়া।
শক্যং বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্যষ্টুং সূত যজস্ব তৈঃ ॥ ৪
যচ্চ প্রার্থয়সে হন্তুং কৃষ্ণৌ মোহাদ্ বৃথৈব তৎ।
ন হি শুশ্রুম সম্মর্দে ক্রোষ্ট্রা সিংহৌ নিপাতিতৌ ॥ ৫
অপ্রার্থিতং প্রার্থয়সে সুহৃদো ন হি সন্তি তে।
যে ত্বাং ন বারয়ন্ত্যাশু প্রপতন্তং হুতাশনে ॥ ৬

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণের প্রতি মদ্ররাজ শল্যের অতিশয় অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি।]

শল্য বলিলেন,—সূতপুত্র! তুমি কোন ব্যক্তিকে হস্তিতুল্য হৃষ্ট-পুষ্ট ছয়টি বলদযোজিত স্বর্ণময় রথ দান করিও না; কারণ, তুমি আজ অবশ্যই অর্জুনকে দেখিতে পাইবে ॥ ১

রাধাপুত্র! তুমি মূর্খতাবশতই আজ এখানে কুবেরের ন্যায় ধনদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আজ অর্জুনকে ত' তুমি বিনা আয়াসেই দেখিতে পাইবে ॥ ২

মূঢ় মানুষের ন্যায় তুমি আজ নিজের বহু ধন দান করিবার যে ঘোষণা করিতেছ, ইহাতে মনে হইতেছে যে, অপাত্রে ধনদানের যে সমস্ত দোষ আছে, সেই বিষয়ে মোহবশতঃ তুমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ৩

সূত! তুমি যে বহু ধন দান করিবার কথা উল্লেখ করিলে, এই সব ধনের দ্বারা তুমি নিশ্চয়ই নানাবিধ বহু যজ্ঞ করিতে পারিতে; অতএব তুমি এই সব ধন-বৈভবদ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান কর ॥ ৪

তুমি যে মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, এই মনোবাসনা ত' তোমার ব্যর্থই হইবে; কারণ, এরূপ কথা আমরা কখনও শুনি নাই যে একটি শৃগাল দুইটি সিংহকে নিহত করিয়াছে ॥ ৫

তুমি আজ এরূপ এক বস্তু কামনা করিতেছ, যাহা আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই কামনা করে নাই। মনে হইতেছে, তোমার সুহৃদ্বর্গ বলিতে কেহ নাই, যাহারা এখন অতি সত্বর আসিয়া তোমাকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতন হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৬

কার্য্যাকার্য্যং ন জানীষে কালপকোঽস্য সংশয়ম্।
বহ্ববদ্ধমকর্ণীয়ং কো হি ব্রূয়াজ্জিজীবিষুঃ॥ ৭

সমুদ্রতরণং দোর্ভ্যাং কণ্ঠে বদ্ধ্বা যথা শিলাম্।
গির্য্যগ্রাদ্ বা নিপতনং তাদৃক্ তব চিকীর্ষিতম্॥ ৮

সহিতঃ সর্ব্বযোধৈস্ত্বং ব্যূঢ়ানীকৈঃ সুরক্ষিতঃ।
ধনঞ্জয়েন যুধ্যস্ব শ্রেয়শ্চেৎ প্রাপ্তুমিচ্ছসি॥ ৯

হিতার্থং ধার্তরাষ্ট্রস্য ব্রবীমি ত্বাং ন হিংসয়া।
শ্রদ্ধৎস্বৈবং ময়া প্রোক্তং যদি তেঽস্তি জিজীবিষা॥১০

কর্ণ উবাচ।

স্ববাহুবীর্য্যমাশ্রিত্য প্রার্থয়াম্যর্জুনং রণে।
ত্বং তু মিত্রমুখঃ শত্রুর্মাং ভীষয়িতুমিচ্ছসি॥১১

ন মামস্মাদভিপ্রায়াৎ কশ্চিদদ্য নিবর্ত্তয়েৎ।
অপীন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য কিমু মর্ত্ত্যঃ কথঞ্চন॥ ১২

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি কর্ণস্য বাক্যান্তে শল্যঃ প্রাহোত্তরং বচঃ।
চুকোপয়িষুরত্যর্থং কর্ণং মদ্রেশ্বরঃ পুনঃ॥ ১৩

যদা বৈ ত্বাং ফাল্গুনবেগযুক্তা
জ্যাচোদিতা হস্তবতা বিসৃষ্টাঃ।
অন্বেতারঃ কঙ্কপত্রাঃ সিতাগ্রা-
স্তদা তপ্স্যস্যর্জুনস্যানুযোগাৎ॥ ১৪

যদা দিব্যং ধনুরাদায় পার্থঃ
প্রতাপয়ন্ পৃতনাং সব্যসাচী।
ত্বাং মর্দ্দয়িষ্যন্নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
স্তদা পশ্চাৎ তপ্স্যসে সূতপুত্র॥ ১৫

বালশ্চন্দ্রং মাতুরঙ্কে শয়ানো
যথা কশ্চিৎ প্রার্থয়তেঽপহর্তুম্।
তদ্বন্মোহাদ্ দ্যোতমানং রথস্থং
সম্প্রার্থয়স্যর্জুনং জেতুমদ্য॥ ১৬

ত্রিশূলমাশ্রিত্য সুতীক্ষ্ণধারং
সর্ব্বাণি গাত্রাণি বিঘর্ষসি ত্বম্।
সুতীক্ষ্ণধারোপমকর্মণা ত্বং
যুযুৎসসে যোঽর্জুনেনাদ্য কর্ণ॥ ১৭

তোমার কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কোন জ্ঞান নাই। নিঃসন্দেহে কাল তোমাকে পক্ব করিয়াছে (অতএব তুমি পক্ব ফলের ন্যায় পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছ); অন্যথা যে ব্যক্তি জীবিত থাকিতে বাসনা করে, এরূপ কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় এতাদৃশ অসম্বদ্ধ বহু বাক্য বলিতে পারে? ৭

যেরূপ কোন ব্যক্তি গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া দুই হস্তে সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে কিংবা পর্ব্বতের শিখর হইতে ভূতলে লম্ফ প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, ঠিক, তোমারও সেইরূপ ইচ্ছা ও চেষ্টা॥ ৮

যদি তুমি নিজের কল্যাণ লাভ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে ব্যূহরচনা করত দণ্ডায়মান সমস্ত সৈন্যগণের সহিত সুরক্ষিত থাকিয়া তুমি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। ৯

দুর্য্যোধনের হিতের জন্যই আমি এই কথা বলিতেছি, হিংসা ভাবে নয়। যদি তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা থাকে, তবে তুমি আমার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর। ১০

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! আমি স্বীয় বাহুবলের আশ্রয় করিয়াই রণাঙ্গনে অর্জুনকে পাইতে চাই; কিন্তু তুমি ত' মুখে মিত্র হইয়া প্রকৃতপক্ষে শত্রুই হইয়াছ, সেইজন্য আমাকে ভয় দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছ। ১১

কিন্তু আজ আমাকে কোন ব্যক্তিই এই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। বজ্র উত্তোলন করিয়া সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এই নিশ্চয় হইতে আমাকে চ্যুত করিতে পারিবেন না; সুতরাং সে স্থলে অন্য কোন মানুষের কথা আর কি বলিবার আছে। ১২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের এই কথা বলা শেষ হইলে পরই মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে অত্যন্ত কুপিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া পুনরায় এই কথা তাঁহাকে বলিলেন। ১৩

কর্ণ! অর্জুনের বেগে যুক্ত হইয়া তাঁহার ধনুর গুণ হইতে প্রেরিত এবং সুশিক্ষিত হস্তে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার কঙ্কপত্রবিভূষিত বাণসকল যখন তোমার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে, তখন তুমি যে অর্জুনের জন্য এই অন্বেষণ করিতেছ, ইহার জন্য অনুতাপ করিতে থাকিবে। ১৪

সূতপুত্র! যখন সব্যসাচী কুন্তীনন্দন অর্জুন নিজ হস্তে দিব্য ধনু ধারণ করত শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে করিতে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তোমাকে মর্দ্দিত করিতে থাকিবে, তখন তুমি স্বীয় কর্ম্মের জন্য পশ্চাত্তাপ করিবে। ১৫

যেরূপ মাতার ক্রোড়ে শয়ান কোন বালক চন্দ্রকে ধারণ করিতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুমিও রথে উপবিষ্ট থাকিয়া তেজস্বী অর্জুনকে মোহবশতঃ আজ পরাজিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। ১৬

কর্ণ! অর্জুনের পরাক্রম অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধারাল ত্রিশূলের ন্যায়। সেই অর্জুনের সহিত আজ তুমি যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছ; ইহারই প্রকারান্তর হইল—আজ তুমি তীক্ষ্ণধার

ক্রুদ্ধং সিংহং কেসরিণং বৃহন্তং
বালো মূঢ়ঃ ক্ষুদ্রমৃগস্তরস্বী।
সমাহ্বয়েৎ তদ্বদেতৎ তবাদ্য
সমাহ্বানং সূতপুত্রার্জুনস্য ॥ ১৮
মা সূতপুত্রাহ্বয় রাজপুত্রং
মহাবীর্য্যং কেশরিণং যথৈব।
বনে শৃগালঃ পিশিতেন তৃপ্তো
মা পার্থমাসাদ্য বিনঙ্ক্ষ্যসি ত্বম্ ॥ ১৯
ঈষাদন্তং মহানাগং প্রভিন্নকরটামুখম্।
শশকো হ্বয়সে যুদ্ধে কর্ণ পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০
বিলস্থং কৃষ্ণসর্পং ত্বং বাল্যাৎ কাষ্ঠেন বিধ্যসি।
মহাবিষং পূর্ণকোপং যৎ পার্থং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ২১
সিংহং কেশরিণং ক্রুদ্ধমতিক্রম্যাভিনর্দসে
শৃগাল ইব মূঢ়ত্বং নৃসিংহং কর্ণ পাণ্ডবম্ ॥ ২২
সুপর্ণং পতগশ্রেষ্ঠং বৈনতেয়ং তরস্বিনম্।
ভোগীবাহ্বয়সে পাতে কর্ণ পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৩
সর্বাম্ভসাং নিধিং ভীমং মূর্তিমন্তং ঝষায়ুতম্।
চন্দ্রোদয়ে বিবর্ধন্তমপ্লবঃ সংতিতীর্ষসি ॥ ২৪
ঋষভং দুন্দুভিগ্রীবং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং প্রহারিণম্।
বৎস আহ্বয়সে যুদ্ধে কর্ণ পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৫
মহামেঘং মহাঘোরং দর্দুরঃ প্রতিনর্দসি।
বাণতোয়প্রদং লোকে নরপর্জন্যমর্জুনম্ ॥ ২৬
যথা চ স্বগৃহস্থঃ শ্বা ব্যাঘ্রং বনগতং ভবেৎ।
তথা ত্বং ভষসে কর্ণ নরব্যাঘ্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৭
শৃগালোঽপি বনে কর্ণ শশৈঃ পরিবৃতো বসন্।
মন্যতে সিংহমাত্মানং যাবৎ সিংহং ন পশ্যতি ॥ ২৮

ত্রিশূল লইয়া তাহার দ্বারা নিজের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ॥ ১৭

সূতপুত্র! যেরূপ বালক, মূঢ় ও বেগবান্ ক্ষুদ্র মৃগ ক্রুদ্ধ বিশালদেহ কেশরযুক্ত সিংহকে আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও আজ এই অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতেছ ॥ ১৮

সূতপুত্র! তুমি মহাপরাক্রমশালী রাজকুমার অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিও না। যেরূপ বনে মাংস-ভক্ষণে তৃপ্ত শৃগাল মহাবল সিংহের নিকটে যাইয়া নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও অর্জুনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ১৯

কর্ণ! যেরূপ কোন শশক (খরগোশ) ঈষাদণ্ডতুল্য দন্তবিশিষ্ট মদস্রাবী গজরাজকে নিজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়কে রণাঙ্গনে আহ্বান করিতেছ ॥ ২০

তুমি যদি ক্রোধে পূর্ণ অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি মূর্খতাবশতঃ গর্ত্তে অবস্থিত মহাবিষাক্ত কৃষ্ণসর্পকে এক খণ্ড কাষ্ঠের দ্বারা আঘাত করিতেছ বুঝিতে হইবে ॥ ২১

কর্ণ! তুমি মূর্খ; যেরূপ কোন শৃগাল ক্রুদ্ধ সিংহকে অনাদর করিয়া স্বয়ং গর্জন করিতে থাকে, সেইরূপ তুমিও মনুষ্যগণ মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ও ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে লঙ্ঘন করিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ২২

কর্ণ! যেরূপ কোন সর্প নিজের পতনের জন্যই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেগশালী বিনতানন্দন গরুড়কে আহ্বান করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমিও নিজের বিনাশের জন্যই কুন্তীনন্দন অর্জুনকে আহ্বান করিতেছ ॥ ২৩

কর্ণ! তুমি চন্দ্রোদয়ে বর্দ্ধিত, জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ এবং উত্তাল তরঙ্গমালায় ব্যাপ্ত অগাধ জলরাশিযুক্ত ভয়ঙ্কর সমুদ্রকে বিনা নৌকাতেই কেবল দুই হস্তের দ্বারা পার হইতে বাসনা করিতেছ ॥ ২৪

বৎস কর্ণ! দুন্দুভির ধ্বনির ন্যায় যাহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, যাহার শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ এবং যে প্রহার করিতে নিপুণ, এরূপ বৃষের ন্যায় পরাক্রমশালী পৃথাপুত্র অর্জুনকে তুমি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছ ॥ ২৫

যেরূপ মহাভয়ঙ্কর মহামেঘের গর্জনের প্রত্যুত্তরে কোন ভেক (ব্যাঙ্) শব্দ করিতে থাকে, সেইরূপ তুমি জগতে বাণরূপ জলবর্ষণকারী মানব-মেঘস্বরূপ অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ২৬

কর্ণ! যেরূপ নিজ গৃহে উপবিষ্ট কোন কুকুর বনমধ্যস্থিত ব্যাঘ্রের দিকে মুখ করিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ তুমিও নরব্যাঘ্র অর্জুনের দিকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতেছ ॥ ২৭

কর্ণ! বনমধ্যে শশকের সহিত বাসকারী শৃগালও যতক্ষণ না সিংহকে দেখিতে পায়, ততক্ষণ নিজেকে সিংহ বলিয়াই মনে করিতে থাকে ॥ ২৮

তথা ত্বমপি রাধেয় সিংহমাত্মানমিচ্ছসি।
অপশ্যন্ শত্রুদমনং নরব্যাঘ্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৯
ব্যাঘ্রং ত্বং মন্যসেঽঽত্মানং যাবৎ কৃষ্ণৌ ন পশ্যসি
সমাস্থিতাবেকরথে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ৩০
যাবদ্ গাণ্ডীবঘোষং ত্বং ন শৃণোষি মহাহবে।
তাবদেব ত্বয়া কর্ণ শক্যং বক্তুং যথেচ্ছসি ॥৩১
রথশব্দধনুঃশব্দৈর্নাদয়ন্তং দিশো দশ।
নদন্তমিব শার্দূলং দৃষ্ট্বা ক্রোষ্টা ভবিষ্যসি ॥ ৩২
নিত্যমেব শৃগালস্ত্বং নিত্যং সিংহো ধনঞ্জয়ঃ।
বীরপ্রদ্বেষণান্মূঢ় তস্মাৎ ক্রোষ্টেব লক্ষ্যসে ॥ ৩৩
যথাখুঃ স্যাদ্ বিড়ালশ্চ শ্বা ব্যাঘ্রশ্চ বলাবলে।
যথা শৃগালঃ সিংহশ্চ যথা চ শশ-কুঞ্জরৌ ॥ ৩৪
যথানৃতঞ্চ সত্যঞ্চ যথা চাপি বিষামৃতে।
তথা ত্বমপি পার্থশ্চ প্রখ্যাতাবাত্মকর্মভিঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণশল্যাধিক্ষেপে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

রাধানন্দন! সেইরূপ তুমিও শত্রুদমনকারী পুরুষসিংহ অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই নিজেকে সিংহ বলিয়া মনে করিতেছ ॥ ২৯

একই রথে উপবিষ্ট সূর্য্য ও চন্দ্রতুল্য সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে তুমি যতক্ষণ না দেখিতে পাইতেছ, ততক্ষণই তুমি নিজেকে ব্যাঘ্র বলিয়া মনে করিতে থাক ॥ ৩০

কর্ণ! এই মহাসমরে যতক্ষণ না তুমি গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি শুনিতে পাও, ততক্ষণ তুমি যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে পার ॥ ৩১

রথের ঘর্ঘর শব্দ ও ধনুর টঙ্কার ধ্বনির দ্বারা দশদিক্ নিনাদিত করিতে করিতে সিংহসদৃশ অর্জ্জুনকে যখন রণাঙ্গনে ধাবিত হইতে দেখিবে, তুমি তখন অতিসত্বর শৃগাল হইয়া যাইবে ॥ ৩২

অরে মূঢ়! তুমি চিরদিনের জন্য শৃগাল, আর অর্জ্জুন চিরকালের জন্যই সিংহ। বীরগণকে দ্বেষ কর বলিয়া তুমি শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ ॥ ৩৩

যেরূপ ইঁদুর ও বিড়াল, কুকুর ও ব্যাঘ্র, শৃগাল ও সিংহ এবং খরগোশ ও হাতী নিজ নিজ দুর্ব্বলতা এবং প্রবলতার জন্য প্রসিদ্ধ, সেইরূপ তুমি নির্ব্বল ও অর্জ্জুন সবল বলিয়া বিখ্যাত ॥ ৩৪

যেরূপ মিথ্যা ও সত্য এবং বিষ ও অমৃত নিজ পৃথক্ পৃথক্ প্রভাব ধারণ করে, সেইরূপ তুমি এবং অর্জ্জুনও নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছ ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণের প্রতি শল্যের নিন্দাসূচক বাক্যকথনবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[শল্যমবমন্যমানেন কর্ণেন মদ্রদেশবাসিনাং নিন্দা, তং হন্তুং ভয়প্রদর্শনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

অধিক্ষিপ্তস্তু রাধেয়ঃ শল্যেনামিততেজসা ।
শল্যমাহ সুসংক্রুদ্ধো বাক্‌শল্যমবধারয়ন্ ॥ ১

কর্ণ উবাচ ।

গুণান্ গুণবতাং শল্য গুণবান্ বেত্তি নাগুণঃ ।
ত্বং তু শল্য গুণৈর্হীনঃ কিং জ্ঞাস্যসি গুণাগুণম্ ॥ ২
অর্জুনস্য মহাস্ত্রাণি ক্রোধং বীর্য্যং ধনুঃ শরান্ ।
অহং শল্যাভিজানামি বিক্রমঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
তথা কৃষ্ণস্য মাহাত্ম্যমৃষভস্য মহীক্ষিতাম্ ।
যথাহং শল্য জানামি ন ত্বং জানাসি তং তথা ॥ ৪
এবমেবাত্মনো বীর্য্যমহং বীর্য্যঞ্চ পাণ্ডবে ।
জানন্নেবাহ্বয়ে যুদ্ধে শল্য গাণ্ডীবধারিণম্ ॥ ৫
অস্তি বায়মিষুঃ শল্য সুপুঙ্খো রক্তভোজনঃ ।
একতূণীশয়ঃ পত্রী সুধৌতঃ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ৬
শেতে চন্দনচূর্ণেষু পূজিতো বহুলাঃ সমাঃ ।
আহেয়ো বিষবানুগ্রো নরাশ্ব-দ্বিপসঙ্ঘহা ॥ ৭
ঘোররূপো মহারৌদ্রস্তনুত্রাস্থিবিদারণঃ ।
নির্ভিন্দ্যাং যেন রুষ্টোঽহমপি মেরুং মহাগিরিম্ ॥ ৮
তমহং জাতু নাস্যেয়মন্যস্মিন্ ফাল্গুনাদৃতে ।
কৃষ্ণাদ্ বা দেবকীপুত্রাৎ সত্যং চাপি শৃণুষ্ব মে ॥৯
তেনাহমিষুণা শল্য বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ।
যোৎস্যে পরমসংক্রুদ্ধস্তৎ কর্ম সদৃশং মম ॥ ১০
সর্বেষাং বৃষ্ণিবীরাণাং কৃষ্ণে লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা ।
সর্বেষাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জয়ঃ পার্থে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১১
উভয়ং তু সমাসাদ্য কো নিবর্ত্তিতুমর্হতি ।
তাবেতৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সমেতৌ স্যন্দনে স্থিতৌ ॥১২

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[শল্যকে অপমান করিতে করিতে মদ্রদেশবাসীগণকে কর্ণের নিন্দা এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার ভয়প্রদর্শন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! অমিততেজস্বী শল্য এইরূপে কর্ণকে নিন্দা করিলে পর রাধানন্দন কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং বাক্যরূপ শল্য (বাণ) নিক্ষেপ করেন বলিয়াই ইঁহার নাম শল্য এরূপ নিশ্চয় করিয়া শল্যকে এই কথা বলিলেন ॥১

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! গুণবান্ পুরুষগণের গুণাবলি গুণবান্ পুরুষই জানিতে পারেন, গুণহীন ব্যক্তি জানিতে পারে না। তুমি সমস্ত গুণ হইতে বঞ্চিত, সুতরাং গুণাগুণ-বিষয়ে তোমার আর কি জ্ঞান থাকিতে পারে? ২

শল্য! আমি মহাত্মা অর্জুনের মহাস্ত্রসকল, ক্রোধ, বল, ধনু, বাণ ও পরাক্রমকে উত্তমরূপে জানি ॥ ৩

শল্য! এইরূপ মহীপতিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে আমি যেরূপ জানি, সেরূপ তুমি জান না ॥ ৪

শল্য! আমি নিজের ও পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের বল-পরাক্রম জানিয়াই গাণ্ডীবধারী পার্থকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি ॥ ৫

শল্য! আমার সুন্দর পক্ষসমূহে যুক্ত এই বাণ শত্রুগণের রক্ত পান করিয়া থাকে। এই বাণ একটিমাত্র তূণীরেই থাকে, উহা অতিশয় স্বচ্ছ, কঙ্কপত্রযুক্ত এবং উত্তমরূপে অলঙ্কৃত ॥ ৬

এই সর্পময় বিষাক্ত বাণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত চন্দনের চূর্ণ মধ্যে রাখিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছে, যে বাণ এককালীন বহু মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণকে সংহার করিতে পারে ॥ ৭

এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘোরস্বরূপ বাণ কবচ এবং অস্থিকেও বিদীর্ণ করিতে পারে। আমি ক্রুদ্ধ হইলে পর এই বাণের দ্বারা পর্ব্বতরাজ মেরুকেও বিদীর্ণ করিতে পারি ॥ ৮

আমি এই বাণকে অর্জুন অথবা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহারও উপর কখনও নিক্ষেপ করিব না। আমার এই সত্য কথা তুমি শুনিয়া লও ॥ ৯

শল্য! আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া এই বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব এবং সেই কার্য্যই আমার যোগ্য হইবে ॥ ১০

সমস্ত বৃষ্ণিবংশের বীরগণের সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং পাণ্ডুর সকল পুত্রগণের বিজয় অর্জুনের উপরেই অবলম্বিত ॥ ১১

সুতরাং এই দুইজনকে একসঙ্গে যুদ্ধে পাইয়া কোন্ যোদ্ধা পশ্চাদপসরণ করিবে? শল্য! এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ একসঙ্গে মিলিত থাকিয়া রথে উপবেশন করত একাকী আমাকে আক্রমণ করিবে, অতএব আমার জন্য কিরূপ উত্তম—উহা লক্ষ্য কর ॥ ১২৲

মামেকমভিসংযাতৌ সুজাতং পশ্য শল্য মে।
পিতৃষ্বসামাতুলজৌ ভ্রাতরাবপরাজিতৌ ॥ ১৩
মণী সূত্র ইব প্রোতৌ দ্রষ্টাসি নিহতৌ ময়া।
অর্জুনে গাণ্ডিবং কৃষ্ণে চক্রং তার্ক্ষ্য-কপিধ্বজৌ ॥১৪
ভীরূণাং ত্রাসজননং শল্য হর্ষকরং মম।
ত্বং তু দুষ্প্রকৃতির্মূঢ়ো মহাযুদ্ধেষ্বকোবিদঃ ॥ ১৫
ভয়াবদীর্ণঃ সন্ত্রাসাদবদ্ধং বহু ভাষসে।
সংস্তৌষি তৌ তু কেনাপি হেতুনা ত্বং কুদেশজ ॥ ১৬
তৌ হত্বা সমরে হন্তা ত্বামদ্য সহবান্ধবম্।
পাপদেশজ দুর্বুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়পাংসন। ১৭
সুহৃদ্ ভূত্বা রিপুঃ কিং মাং কৃষ্ণাভ্যাং ভীষয়িষ্যসি।
তৌ বা মামদ্য হন্তারৌ হনিষ্যে বাপি তাবহম্ ॥ ১৮
নাহং বিভেমি কৃষ্ণাভ্যাং বিজানন্নাত্মনো বলম্।
বাসুদেবসহস্রং বা ফাল্গুনানাং শতানি বা ॥ ১৯
অহমেকো হনিষ্যামি জোষমাস্স্ব কুদেশজ।
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ প্রায়ঃ ক্রীড়াগতা জনাঃ ॥২০
যা গাথাঃ সম্প্রগায়ন্তি কুর্বন্তোঽধ্যয়নং যথা।
তা গাথাঃ শৃণু মে শল্য মদ্রকেষু দুরাত্মসু ॥ ২১
ব্রাহ্মণৈঃ কথিতাঃ পূর্বং যথাবদ্ রাজসন্নিধৌ।
শ্রুত্বা চৈকমনা মূঢ় ক্ষম বা ব্রূহি চোত্তরম্ ॥ ২২
মিত্রধ্রুঙ্মদ্রকো নিত্যং যো নো দ্বেষ্টি স মদ্রকঃ।
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি ক্ষুদ্রবাক্যে নরাধমে ॥ ২৩
দুরাত্মা মদ্রকো নিত্যং নিত্যমানৃতিকোঽনৃজুঃ।
যাবদন্ত্যং হি দৌরাত্ম্যং মদ্রকেষ্বিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৪
পিতা পুত্রশ্চ মাতা চ শ্বশ্রূ-শ্বশুর-মাতুলাঃ।
জামাতা দুহিতা ভ্রাতা নপ্তা যে তে চ বান্ধবাঃ ॥ ২৫
বয়স্যাভ্যাগতাশ্চান্যে দাসীদাসঞ্চ সঙ্গতম্।
পুম্ভির্বিমিশ্রা নার্য্যশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ স্বয়েচ্ছয়া ॥ ২৬

সূত্রমধ্যে গ্রথিত দুইটি মণির ন্যায় প্রেমসূত্রে বদ্ধ এই দুই পিসতুতো ও মামাতো ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কখনও কাহার নিকট পরাজিত হয় না; কিন্তু তুমি আজ ইহাদিগকে আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে দেখিতে পাইবে। ১৩৲

অর্জুনের হস্তে গাণ্ডীব ধনু এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সুদর্শন চক্র আছে। অর্জুন হইল কপিধ্বজ আর শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ধ্বজ। শল্য! এ সমস্ত বস্তুই যাহারা ভীরু, তাহাদেরই ভয়দান করিয়া থাকে, কিন্তু আমার অতিশয় হর্ষবর্দ্ধন করিতেছে ॥১৪৲

তুমি দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন মূর্খ মানুষ। মহাসমর মধ্যে কিরূপে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা তুমি জান না। ভয়ে যেন তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সেইজন্য ভয়ে তুমি নানাবিধ অসঙ্গত কথা বলিয়া ফেলিতেছ। ১৫৲

দুষ্ট ও পাপী দেশে উৎপন্ন, নীচ, ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার, দুর্মতি শল্য! তুমি ইহাদের উভয়কে কোন্ স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্তুতি করিতেছ? আজ আমি এই সমরাঙ্গণে এই দুই জনকে বধ করিয়া বন্ধু-বান্ধব সহ তোমাকেও বধ করিব। ১৬-১৭

তুমি আমার শত্রু হইয়াও বন্ধুরূপে কেন আজ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয় দেখাইতেছ? আজ হয় আমি ইহাদের উভয়কে বিনাশ করিব অথবা ইহারা উভয়ে আমাকে সংহার করিবে। ১৮

আমি নিজের বলকে ভালভাবেই জানি, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে কখনও ভয় করি না। নীচদেশে জাত শল্য! তুমি নীরবে অবস্থান কর। আমি একাকীই সহস্র সহস্র শ্রীকৃষ্ণ ও শত শত অর্জুনকে নিহত করিব। ১৯৲

মূর্খ শল্য! স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ, ক্রীড়াসক্ত মানুষ এবং স্বাধ্যায়কারী মানুষেরাও দুরাত্মা মদ্রদেশবাসী ব্যক্তিগণের বিষয়ে যে সব গাথা গান করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণগণ প্রথমে রাজার নিকটে আসিয়া যথাযথরূপে যাহার বর্ণনা করেন, সেই গাথা-সমূহ তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে শ্রবণ করত নীরবে সহ্য কর অথবা উত্তর প্রদান কর। ২০-২২

মদ্রদেশের অধম মানুষ সর্ব্বদা মিত্রদ্রোহী। যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি অকারণ দ্বেষ করে, সে মদ্রদেশেরই অধম মনুষ্য! ক্ষুদ্রতা (নীচতা)-পূর্ণ বাক্যভাষী মদ্রদেশের অধিবাসীর কাহার প্রতি সৌহার্দ্দ ভাবনা নাই। ২৩

মদ্রদেশবাসী সর্ব্বদা দুরাত্মা, সদা মিথ্যাবাদী ও কুটিল। আমরা শুনিয়াছি যে, মদ্রদেশবাসীরা মরণকাল পর্য্যন্তও দুষ্টতা করিয়া থাকে। ২৪

ছাতু ও মৎস্যভোজী যে অশিষ্ট মদ্রদেশবাসীদের গৃহে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, ভ্রাতা, কন্যা, নাতী, অন্যান্য বন্ধুগণ, সমবয়স্ক মিত্র, অন্য অভ্যাগত অতিথি এবং দাস-দাসী—ইহারা সকলে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে। পরিচিত-অপরিচিত সকল স্ত্রীই সকল পুরুষের সহিত সম্পর্ক স্থাপিত করে এবং গোমাংস সহকারে

যেষাং গৃহেষ্বশিষ্টানাং সক্তু-মৎস্যাশিনাং তথা।
পীত্বা সীধু সগোমাংসং ক্রন্দন্তি চ হসন্তি চ॥ ২৭
গায়ন্তি চাপ্যবদ্ধানি প্রবর্তন্তে চ কামতঃ।
কামপ্রলাপিনোঽন্যোন্যং তেষু ধর্মঃ কথং ভবেৎ॥ ২৮
মদ্রকেষ্ববলিপ্তেষু প্রখ্যাতাশুভকর্মসু।
নাপি বৈরং ন সৌহার্দং মদ্রকেণ সমাচরেৎ॥ ২৯
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি মদ্রকো হি সদামলঃ।
মদ্রকেষু চ সংসৃষ্টং শৌচং গান্ধারকেষু চ॥ ৩০
রাজযাজকযাজ্যে চ নষ্টং দত্তং হবির্ভবেৎ।
শূদ্রসংস্কারকো বিপ্রো যথা যাতি পরাভবম্॥ ৩১
যথা ব্রহ্মদ্বিষো নিত্যং গচ্ছন্তীহ পরাভবম্।
তথৈব সঙ্গতং কৃত্বা নরঃ পততি মদ্রকৈঃ॥ ৩২
মদ্রকে সঙ্গতং নাস্তি হতং বৃশ্চিক তে বিষম্।
আথর্বণেন মন্ত্রেণ যথা শান্তিঃ কৃতা ময়া। ৩৩
ইতি বৃশ্চিকদষ্টস্য বিষবেগহতস্য চ।
কুর্বন্তি ভেষজং প্রাজ্ঞাঃ সত্যং তচ্চাপি দৃশ্যতে॥ ৩৪
এবং বিদ্বন্ জোষমাস্স্ব শৃণু চাত্রোত্তরং বচঃ।
বাসাংস্যুৎসৃজ্য নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো যা মদ্যমোহিতাঃ॥ ৩৫
মৈথুনেঽসংযতাশ্চাপি যথাকামবরাশ্চ তাঃ।
তাসাং পুত্রঃ কথং ধর্মং মদ্রকো বক্তুমর্হসি॥ ৩৬
যাস্তিষ্ঠন্ত্যঃ প্রমেহন্তি যথৈবোষ্ট্রদশেরকাঃ।
তাসাং বিভ্রষ্টধর্মাণাং নির্লজ্জানাং ততস্ততঃ॥ ৩৭
ত্বং পুত্রস্তাদৃশীনাং হি ধর্মং বক্তুমিহেচ্ছসি।
সুবীরকং যাচমানা মদ্রিকা কর্ষতি স্ফিচৌ॥ ৩৮
অদাতুকামা বচনমিদং বদতি দারুণম্।
মা মাং সুবীরকং কশ্চিদ্ যাচতাং দয়িতং মম॥ ৩৯

মদ্য পান করত রোদন, হাস্য ও গান করিতে থাকে এবং অসঙ্গত বাক্য বলিতে বলিতে ও কামভাবে অনুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাহাদের দেশে সকল স্ত্রী-পুরুষই পরস্পরের সহিত কামসম্বন্ধী আলাপ করিয়া থাকে ও যাহাদের পাপ কর্ম্ম সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সেই অহঙ্কারী মদ্রবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে? ২৫-২৮½

মদ্রবাসিগণের সহিত কখনও শত্রুতা করিবে না এবং মিত্রতাও স্থাপিত করিবে না; কারণ, ইহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাবনা নাই। মদ্রবাসীরা সর্ব্বদা পাপাচারী। ২৯½

অরে দুষ্ট! যেরূপ মদ্রবাসিগণের নিকট গচ্ছিত বস্তু ও গান্ধার বাসিগণের মধ্যে শৌচাচার নষ্ট হইয়া যায়, যেখানে ক্ষত্রিয় পুরোহিত, সেই যজমানের যজ্ঞে প্রদত্ত হবিষ্য যেরূপ নষ্ট হইয়া যায় এবং যেরূপ শূদ্রের সংস্কারকারী ব্রাহ্মণ পরাভব প্রাপ্ত হয়, যেরূপ ব্রহ্মদ্রোহী মনুষ্য এই জগতে সদাই তিরস্কৃত হইয়া থাকে, যেরূপ মদ্রদেশবাসীদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া মানুষ পতিত হইয়া যায় এবং যেরূপ তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ ভাবনা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তোমার বিষও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রসমূহের দ্বারা তোমার এই বিষ শান্ত করিয়া দিয়াছি। ৩০-৩৩

এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া অভিজ্ঞ বিষবৈদ্য বৃশ্চিক (বিছা) দংশন করিলে পর বিষের বেগে পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে, সেই কর্ণও তাহার কথাকে সত্য করিয়া দেখাইবেন—ইহা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ৩৪

বিদ্বান্ রাজা শল্য! এরূপ অবগত হইয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর এবং ইহার পর আমি যে কথা বলিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর। যে সকল স্ত্রী মদ্যপান করত উন্মত্তা হইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করত নৃত্য করিতে থাকে, মৈথুন-বিষয়ে সংযম ও নিয়ম বর্জ্জনপূর্ব্বক উহাতে প্রবৃত্তা হয় এবং নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোন পুরুষকে বরণ করিয়া থাকে, তাহার পুত্র মদ্রনিবাসী নরাধম পুরুষ অন্য কাহাকে আর ধর্ম্মোপদেশ করিতে সমর্থ হয়? ৩৫-৩৬

যাহারা উষ্ট্র ও গর্দ্দভগণের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াই প্রস্রাব করিয়া থাকে এবং যাহারা ধর্ম্মভ্রষ্টা হইয়া লজ্জাহীনা হইয়াছে, এরূপ মদ্রদেশবাসিনী স্ত্রীগণের পুত্র হইয়া তুমি এস্থলে আমাকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছ। ৩৭½

যদি কোন পুরুষ মদ্রদেশবাসিনী কোন স্ত্রীর নিকট কাঞ্জিক প্রার্থনা করিয়া থাকে, তবে সে উক্ত পুরুষের কোমরের পশ্চাদ্ভাগে ধরিয়া কর্ষণ করিতে থাকে এবং কাঞ্জিক না দেওয়ার ইচ্ছায় এই কঠোর বাক্য বলিতে আরম্ভ করে "কেহ আমাকে কাঞ্জিক (কাঁজি—মদ্যবিশেষ) প্রার্থনা করিবে না, কারণ, উহা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি আমার পুত্রকে দিয়া দিব, পতিকেও দিতে পারিব; কিন্তু কাঞ্জিক কাহাকেও দিতে পারিব না॥ ৩৮-৩৯½

পুত্রং দদ্যাৎ পতিং দদ্যাং ন তু দদ্যাৎ সুবীরকম্।
গৌর্য্যো বৃহত্যো নির্হ্রীকা মদ্রিকাঃ কম্বলাবৃতাঃ ॥ ৪০
ঘস্মরা নষ্টশৌচাশ্চ প্রায় ইত্যনুশুশ্রুম।
এবমাদি ময়ান্যৈর্বা শক্যং বক্তুং ভবেদ্ বহু ॥৪১
আকেশাগ্রান্নখাগ্রাচ্চ বক্তব্যেষু কুকর্মসু।
মদ্রকাঃ সিন্ধু-সৌবীরাঃ ধর্মং বিদ্যুঃ কথং ত্বিহ ॥ ৪২
পাপদেশোদ্ভবা ম্লেচ্ছা ধর্মাণামবিচক্ষণাঃ।
এষ মুখ্যতমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেতি নঃ শ্রুতম্ । ৪৩
যদাজৌ নিহতঃ শেতে সদ্ভিঃ সমভিপূজিতঃ।
আয়ুধানাং সাম্পরায়ে যন্মুচ্যেয়মহং ততঃ ॥ ৪৪
ন মৈষ প্রথমঃ কল্পো নিধনে স্বর্গমিচ্ছতঃ।
সোঽয়ং প্রিয়ঃ সখা চাস্মি ধার্তরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৫
তদর্থে হি মম প্রাণা যচ্চ মে বিদ্যতে বসু।
ব্যক্তং ত্বমপ্যুপহিতঃ পাণ্ডবৈঃ পাপদেশজ ॥ ৪৬
যথা চামিত্রবৎ সর্বং ত্বমস্মাসু প্রবর্তসে।
কামং ন খলু শক্যোঽহং ত্বদ্বিধানাং শতৈরপি ॥ ৪৭
সংগ্রামাদ্ বিমুখঃ কর্তুং ধর্মজ্ঞ ইব নাস্তিকৈঃ।
সারঙ্গ ইব ঘর্মার্তঃ কামং বিলপ শুষ্য চ ॥ ৪৮
নাহং ভীষয়িতুং শক্যঃ ক্ষত্রবৃত্তে ব্যবস্থিতঃ।
তনুত্যজাং নৃসিংহানামাহবেষ্বনিবর্তিনাম্ ॥ ৪৯
যা গতির্গুরুণা প্রোক্তা পুরা রামেণ তাং স্মরে।
তেষাং ত্রাণার্থমুদ্যুক্তং বধার্থং দ্বিষতামপি ॥ ৫০
বিদ্ধি মামাস্থিতং বৃত্তং পৌরূরবসমুত্তমম্।
ন তদ্ ভূতং প্রপশ্যামি ত্রিষু লোকেষু মদ্রপ ॥ ৫১
যো মামস্মাদভিপ্রায়াদ্ বারয়েদিতি মে মতিঃ।
এবং বিদ্বন্ জোষমাস্স্ব ত্রাসাৎ কিং বহু ভাষসে ॥৫২

মদ্রদেশের রমণীরা প্রায়শঃ গৌরবর্ণা, দীর্ঘদেহা, লজ্জাহীনা, কম্বলের দ্বারা দেহাবরণকারিণী, বহুভোজনা ও অত্যন্ত অপবিত্রা হয়, এরূপ আমি শুনিয়াছি ॥ ৪০½

মদ্রবাসীদিগের কেশাগ্র হইতে নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিন্দার যোগ্য। ইহারা সকলেই প্রায় কুকর্ম্মে আসক্ত থাকে। তাহাদের বিষয়ে আমি এবং অন্যান্যরাও এরূপ অনেক কথাই বলিয়া থাকে ॥ ৪১½

মদ্র এবং সিন্ধু-সৌবীর দেশের মানুষেরা পাপপূর্ণ দেশে উৎপন্ন হইয়া ম্লেচ্ছ হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম কর্ম্মের বিষয়ে কোন জ্ঞানই দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহারা এজগতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর কি কথা বলিবে ? ৪২½

আমরা শুনিয়াছি, ক্ষত্রিয়দের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইহাই যে, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়া মৃত্যুবরণ করত শয়ন করিবে এবং সৎ পুরুষগণের আদরের পাত্র হইবে ॥ ৪৩½

আমি অস্ত্রসকলের দ্বারা কৃত যুদ্ধে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহাই আমার পক্ষে প্রথম শ্রেণীর কাম্য হইবে ; কারণ, আমি মৃত্যুর পর স্বর্গ গমন করিবার অভিলাষী ॥ ৪৪½

আমি ধীমান্ দুর্য্যোধনের প্রিয় মিত্র ; সুতরাং আমার নিকট যাহা কিছু ধন-বৈভব আছে, সেই সমস্ত এবং আমার প্রাণও তাহারই জন্য। পাপ দেশে উৎপন্ন শল্য ! ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পাণ্ডবেরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য তোমাকে নিযুক্ত রাখিয়াছে এবং সেইজন্যই তুমি আমাদের সহিত শত্রুতুল্যই আচরণ করিয়া যাইতেছ ॥ ৪৫-৪৬½

যেরূপ শত শত নাস্তিক মিলিত হইয়াও ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে ধর্ম্ম হইতে বিচলিত করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার ন্যায় শত শত মনুষ্যও আমাকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইবে না।

রৌদ্রের তাপে সন্তপ্ত হরিণের ন্যায় ইচ্ছানুসারে বিলাপ কর বা শুষ্ক হইয়া যাও ; কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে স্থিত আমাকে তুমি কোনরূপেই ভীত করিতে পারিবে না ॥ ৪৭½ ৪৮

পূর্ব্বে গুরুদেব পরশুরাম যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত এবং শত্রুর সম্মুখীন হইয়া প্রাণত্যাগকারী সিংহতুল্য পরাক্রমী বীরগণের জন্য যে উত্তম গতির কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার সতত স্মরণ আছে ॥ ৪৯½

শল্য ! তুমি ইহা অবগত হও যে, আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং রাজা পুরূরবার উত্তম চরিত্রের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া এস্থানে অবস্থান করিতেছি ॥ ৫০½

মদ্ররাজ ! আমি ত্রিভুবনের মধ্যে এরূপ কোন প্রাণীকে দেখি না ; যে আমাকে আমার এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে—আমি ইহাই মনে করি ॥ ৫১½

বিদ্বান্ শল্য ! এরূপ অবগত হইয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর। ভয়বশতঃ কেন বহু কথা বলিতেছ ! মদ্রদেশের নরাধম ! যদি তুমি নীরবে বসিয়া না থাক, তবে তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মাংসভক্ষী প্রাণীদিগকে প্রদান করিব ॥ ৫২½

মা ত্বাং হত্বা প্রদাস্যামি ক্রব্যাদ্ভ্যো মদ্রকাধম।
মিত্রপ্রতীক্ষয়া শল্য ধৃতরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ ॥ ৫৩
অপবাদতিতিক্ষাভিস্ত্রিভিরেতৈর্হি জীবসি।
পুনশ্চেদীদৃশং বাক্যং মদ্ররাজ বদিষ্যসি ॥ ৫৪
শিরস্তে পাতয়িষ্যামি গদয়া বজ্রকল্পয়া।
শ্রোতারস্ত্বিদমদ্যেহ দ্রষ্টারো বা কুদেশজ ॥ ৫৫

কর্ণং বা জঘ্নতুঃ কৃষ্ণৌ কর্ণো বা নিজঘান তৌ।
এবমুক্ত্বা তু রাধেয়ঃ পুনরেব বিশাম্পতে।
অব্রবীন্মদ্ররাজানং যাহি যাহীত্যসম্ভ্রমম্ ॥ ৫৬
ইতি শ্রীমহাভরতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণমদ্রাধিপসংবাদে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ। ৪০

শল্য! এক ত' আমি মিত্র দুর্য্যোধন ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই কার্য্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছি, দ্বিতীয় হইল—নিজের নিন্দাকে আমি ভয় করি এবং তৃতীয় হইল—আমি 'ক্ষমা করিব' বলিয়া বাক্যদান করিয়াছি,—এই তিন কারণের জন্য তুমি এখনও জীবিত আছ ॥ ৫৩½

মহারাজ! যদি তুমি পুনরায় এরূপ কথা বলিবে, তবে আমি আমার এই বজ্রতুল্য গদার দ্বারা তোমার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করত ভূপাতিত করিব ॥ ৫৪½

নীচদেশে উৎপন্ন শল্য! আজ এখানে শ্রোতারা সকলে শ্রবণ করিবে এবং দ্রষ্টা ব্যক্তিরা সকলে দেখিবে যে, "শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিবে অথবা কর্ণই তাহাদের দুইজনকে বধ করিবে ॥ ৫৫½

প্রজানাথ! এই কথা বলিয়া রাধাপুত্র কর্ণ কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই পুনরায় মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন—চল, চল ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও মদ্ররাজের পরস্পর আলাপবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞা শল্যেন কর্ণসমীপে হংস-কাকয়োরুপাখ্যানস্য বর্ণনম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ প্রশস্য তয়োঃ শরণং গ্রহীতুং শল্যস্যোপদেশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
মারিষাধিরথেঃ শ্রুত্বা বাচো যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
শল্যোঽব্রবীৎ পুনঃ কর্ণং নিদর্শনমিদং বচঃ ॥ ১
জাতোঽহং যজ্বনাং বংশে সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্।
রাজ্ঞাং মূর্ধাভিষিক্তানাং স্বয়ং ধর্মপরায়ণঃ ॥ ২
যথৈব মত্তো মদ্যেন ত্বং তথা লক্ষ্যসে বৃষ।
তথাদ্য ত্বাং প্রমাদ্যন্তং চিকিৎসেয়ং সুহৃত্তয়া ॥ ৩

ইমাং কাকোপমাং কর্ণ প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
শ্রুত্বা যথেষ্টং কুর্য্যাস্ত্বং নিহীন কুলপাংসন ॥ ৪
নাহমাত্মনি কিঞ্চিদ্ বৈ কিল্বিষং কর্ণ সংস্মরে।
যেন মাং ত্বং মহাবাহো হন্তুমিচ্ছস্যনাগসম্ ॥ ৫
অবশ্যং তু ময়া বাক্যং বুধ্যতা ত্বদ্ধিতাহিতম্।
বিশেষতো রথস্থেন রাজ্ঞশ্চৈব হিতৈষিণা ॥ ৬

একচত্বারিংশ অধ্যায়

[রাজা শল্যকর্ত্তৃক কর্ণের নিকট হংস ও কাকের উপাখ্যান বর্ণন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাঁহাদের শরণগ্রহণ করিবার জন্য শল্যের উপদেশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় রাজন্! যুদ্ধের অভিনন্দনকারী অধিরথপুত্র কর্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় শল্য তাঁহাকে এই দৃষ্টান্তযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১

সূতপুত্র! আমি যুদ্ধে অনিবৃত্ত, যজ্ঞপরায়ণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং নিজেও ধর্ম্মপরায়ণ ॥ ২

বৃষস্বরূপ (অভিমতফলদানকারী বা মূর্খ) কর্ণ! যেরূপ কোন ব্যক্তি মদ্য পান করিলে মত্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও উন্মত্ত হইয়া গিয়াছ দেখিতেছি, সুতরাং আমি সুহৃৎ বলিয়া তোমার ন্যায় উন্মত্তের আজ চিকিৎসা করিব ॥ ৩

রে কুলাঙ্গার নীচ কর্ণ! আমার দ্বারা কথিত কাকের এই দৃষ্টান্তের কথা শ্রবণ কর এবং শুনিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর ॥ ৪

মহাবাহু কর্ণ! আমার নিজের এরূপ কোন দোষের কথা স্মরণ হইতেছে না, যাহার জন্য তুমি নিরপরাধ আমাকেও বধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পার ॥ ৫

আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিতৈষী এবং বিশেষতঃ সারথি হইয়া রথে উপবিষ্ট আছি; সেইজন্য তোমার হিতাহিত বিষয়ে অবগত হইয়া আমি তোমাকে অবশ্যই উহা বলিয়া দিব ॥ ৬

সমঞ্চ বিষমং চৈব রথিনশ্চ বলাবলম।
শ্রমঃ খেদশ্চ সততং হয়ানাং রথিনা সহ ॥ ৭
আয়ুধস্য পরিজ্ঞানং রুতঞ্চ মৃগ-পক্ষিণাম।
ভারশ্চাপ্যতিভারশ্চ শল্যানাঞ্চ প্রতিক্রিয়া ॥ ৮
অস্ত্রযোগশ্চ যুদ্ধঞ্চ নিমিত্তানি তথৈব চ।
সর্বমেতন্ময়া জ্ঞেয়ং রথস্যাস্য কুটুম্বিনা ॥ ৯
অতস্ত্বাং কথয়ে কর্ণ নিদর্শনমিদং পুনঃ।
বৈশ্যঃ কিল সমুদ্রান্তে প্রভূতধনধান্যবান ॥ ১০
যজ্বা দানপতিঃ ক্ষান্তঃ স্বকর্মস্থোঽভবচ্ছুচিঃ।
বহুপুত্রঃ প্রিয়াপত্যঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১১
রাজ্ঞো ধর্মপ্রধানস্য রাষ্ট্রে বসতি নির্ভয়ঃ।
পুত্রাণাং তস্য বালানাং কুমারাণাং যশস্বিনাম্ ॥ ১২
কাকো বহুনামভবদুচ্ছিষ্টকৃতভোজনঃ।
তস্মৈ সদা প্রযচ্ছন্তি বৈশ্যপুত্রাঃ কুমারকাঃ ॥ ১৩
মাংসৌদনং দধি ক্ষীরং পায়সং মধু-সর্পিষী।
স চোচ্ছিষ্টভৃতঃ কাকো বৈশ্যপুত্রৈঃ কুমারকৈঃ ॥ ১৪

সম ও বিষম অবস্থা, রথী যোদ্ধার প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা, রথীর সহিত অশ্বগণেরও পরিশ্রম এবং কষ্ট, অস্ত্র আছে কি নাই ইহার জ্ঞান, জয় ও পরাজয়সূচক পশু-পক্ষিগণের রব, ভার, অতিভার, শল্যচিকিৎসা, অস্ত্রপ্রয়োগ, যুদ্ধ ও শুভাশুভ নিমিত্ত—এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান থাকা আমার একান্ত আবশ্যক; কারণ, আমিও এই রথের একজন সঙ্গী। কর্ণ! সেইজন্য আমি পুনরায় তোমাকে এই দৃষ্টান্তের কথা বলিব ॥ ৭-৯২

কথিত আছে যে, সমুদ্রের তীরে কোন ধর্ম্মপ্রধান রাজার রাজ্যে এক প্রচুর ধন-ধান্যসম্পন্ন বৈশ্য বাস করিতেন। তিনি যাগ-যজ্ঞকারী, দানপতি, ক্ষমাশীল, নিজের বর্ণোচিত কার্য্যে তৎপর, পবিত্র বহু পুত্রবান্, সন্তানপ্রেমী এবং সমস্ত প্রাণীর উপরই দয়াপরায়ণ ছিলেন ॥ ১০-১১২

তাঁহার যে সমস্ত অল্পবয়স্ক যশস্বী পুত্র ছিল, তাহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী এক কাকও সেখানে বাস করিত ॥১২২

বৈশ্যের পুত্রগণ সেই কাককে সদা মাংস, অন্ন (ভাত), দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, মধু ও ঘৃতাদি ভোজ্য দ্রব্য দান করিত ॥ ১৩২

বৈশ্যের বালকগণের দ্বারা উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া পালিত সেই কাক অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া নিজের সমান এবং নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণকেও অপমান করিতে লাগিল ॥ ১৪২

সদৃশান্ পক্ষিণো দৃপ্তঃ শ্রেয়সশ্চাধিচিক্ষিপে।
অথ হংসাঃ সমুদ্রান্তে কদাচিদতিপাতিনঃ ॥ ১৫
গরুড়স্য গতৌ তুল্যাশ্চক্রাঙ্গা হৃষ্টচেতসঃ।
কুমারকাস্তদা হংসান্ দৃষ্ট্বা কাকমথাব্রুবন ॥ ১৬
ভবানেব বিশিষ্টো হি পতত্রিভ্যো বিহঙ্গম।
(এতেঽতিপাতিনঃ পশ্য বিহঙ্গান্ বিয়দাশ্রিতান্।
এভিস্ত্বমপি শক্তো হি কামান্ন পতিতুং ত্বয়া ॥)
প্রতার্য্যমাণস্তৈঃ সর্বৈরল্পবুদ্ধিভিরণ্ডজঃ ॥১৭
তদ্বচঃ সত্যমিত্যেব মৌর্খ্যাদ্ দর্পাচ্চ মন্যতে।
তান্ সোঽভিপত্য জিজ্ঞাসুঃ ক এষাং শ্রেষ্ঠভাগিতি ॥১৮
উচ্ছিষ্টদর্পিতঃ কাকো বহুনাং দূরপাতিনাম্।
তেষাং যং প্রবরং মেনে হংসানাং দূরপাতিনাম্ ॥ ১৯
তমাহ্বয়ত দুর্বুদ্ধিঃ পতাব ইতি পক্ষিণম্।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহসন্ হংসা যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ২০
ভাষতো বহু কাকস্য বলিনঃ পততাং বরাঃ।
ইদমূচুঃ স্ম চক্রাঙ্গা বচঃ কাকং বিহঙ্গমাঃ ॥ ২১

এই সময় কোন একদিন সেই সমুদ্রের তীরে গরুড়ের তুল্য অতিশয় তীব্র গতিতে উড়িতে সমর্থ, হৃষ্টচিত্ত এবং শরীরের মধ্যে চক্রের চিহ্নযুক্ত বহু রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৫২

সেই সময় এই হংসগণকে দেখিয়া কুমারসকল সেই কাককে বলিল,—বিহঙ্গম! (আকাশচারী পক্ষী)! তুমি সমস্ত পক্ষি-গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (দেখ, এই আকাশচারী হংসগণ আকাশে যাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত উড়িতে সমর্থ; তবে তুমি নিজের ইচ্ছাতেই আজ পর্য্যন্ত তাদৃশ উড়িতে চেষ্টা কর নাই ॥১৬২

এই সমস্ত অল্পবুদ্ধি বালকগণের দ্বারা প্রতারিত সেই কাক মূর্খতা ও দর্পবশতঃ তাহাদের কথাকে সত্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ১৭২

তারপর উচ্ছিষ্ট ভোজনে অহঙ্কারী সেই কাক এই হংসগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে? ইহা জানিবার ইচ্ছায় সে উড়িয়া তাহাদের নিকটে যাইল এবং দূর পর্য্যন্ত উড়িতে সমর্থ সেই পক্ষিগণের যাহাকে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিল, তাহাকে সে আহ্বান করিতে করিতে বলিল—চল, আমরা দুইজনে উড়িব ॥ ১৮-১৯২

এইরূপে বহুভাষী কাকের সেই কথা শ্রবণ করিয়া সেখানে

হংসা ঊচুঃ।
বয়ং হংসাশ্চরামেমাং পৃথিবীং মানসৌকসঃ।
পক্ষিণাঞ্চ বয়ং নিত্যং দূরপাতেন পূজিতাঃ ॥ ২২
কথং হংসং নু বলিনং চক্রাঙ্গং দূরপাতিনম্।
কাকো ভূত্বা নিপতনে সমাহ্বয়সি দুর্মতে ॥ ২৩
কথং ত্বং পতিতা কাক সহাস্মাভির্ব্রবীষি তৎ।
অথ হংসবচো মূঢ়ঃ কুৎসয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
প্রজগাদোত্তরং কাকঃ কত্থনো জাতিলাঘবাৎ ॥ ২৪
কাক উবাচ।
শতমেকঞ্চ পাতানাং পতিতাস্মি ন সংশয়ঃ।
শতযোজনমেকৈকং বিচিত্রং বিবিধং তথা ॥ ২৫
উড্ডীনমবডীনঞ্চ প্রডীনং ডীনমেব চ।
নিডীনমথ সংডীনং তির্য্যগ্‌ডীনগতানি চ ॥২৬
বিডীনং পরিডীনঞ্চ পরাডীনং সুডীনকম্।
অভিডীনং মহাডীনং নির্ডীনমতিডীনকম্ ॥ ২৭
অবডীনং প্রডীনঞ্চ সংডীনং ডীনডীনকম্।
সংডীনোড্ডীনডীনঞ্চ পুনর্ডীন-বিডীনকম্ ॥ ২৮
সম্পাতং সমুদীষঞ্চ ততোঽন্যদ্ ব্যতিরিক্তকম্।
গতাগতপ্রতিগতং বহ্বীশ্চ নিকুলীনকাঃ ॥ ২৯
কর্তাস্মি মিষতাং বোঽদ্য ততো দ্রক্ষ্যথ মে বলম্।
তেষামন্যতমেনাহং পতিষ্যামি বিহায়সম্ ॥ ৩০
প্রদিশধ্বং যথান্যায়ং কেন হংসাঃ পতাম্যহম্।
তে বৈ ধ্রুবং বিনিশ্চিত্য পতধ্বং ন ময়া সহ ॥ ৩১

সমবেত সেই পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকাশচারী বলবান্ হংস-সকল হাসিতে লাগিল এবং কাককে এই কথা বলিল ॥ ২০-২১

হংসগণ বলিল,—কাক! আমরা মানস সরোবরনিবাসী হংস, যাহারা সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকি। দূর পর্য্যন্ত উড়িতে পারি বলিয়া সদা সকল পক্ষীই আমাদিগকে সম্মানিত করিয়া থাকে ॥ ২২

অরে দুর্মতি কাক! তুমি কাক হইয়া দীর্ঘকাল উড়িতে সমর্থ এবং নিজের দেহে চক্রচিহ্নে চিহ্নিত এক বলবান্ হংসকে নিজের সহিত উড়িবার জন্য কেন আহ্বান করিতেছ? কাক! তুমি এখন বল, আমাদের সহিত কিভাবে তুমি উড়িবে? ২৩

হংসদের এই কথা শ্রবণ করত আত্মপ্রশংসাকারী মূর্খ কাক নিজের জাতিগত ক্ষুদ্রতার জন্য বারংবার তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে এইভাবে উত্তরদান করিল ॥ ২৪

কাক বলিল,—আমি এক শত এক প্রকার উড়িতে পারি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ইহাদের মধ্যে উড়িবার প্রত্যেক পদ্ধতিই শত শত যোজন পর্য্যন্ত হয় এবং এই সব পদ্ধতিই বিভিন্ন প্রকারের ও বিচিত্র ॥ ২৫

উড়িবার এই সব পদ্ধতির মধ্যে আমি কিছু সংখ্যকের নাম এখানে বলিতেছি, ১। উড্ডীন (উপরের দিকে উড়িয়া যাওয়া), ২। অবডীন (নীচের দিকে উড়া), ৩। প্রডীন (চারিদিকে উড়া), ৪। ডীন (সাধারণভাবে উড়া), ৫। নিডীন (ধীরে ধীরে উড়া), সংডীন (ললিতগতিতে উড়া), ৭। তির্য্যগ্‌ডীন (তির্য্যগ্‌ভাবে উড়া), ৮। বিডীন (অপরের উড়ে যাওয়ার অনুকরণে উড়া), ৯। পরিডীন (সবদিকেই উড়া), ১০। পরাডীন (পিছনের দিকে উড়া), ১১। সুডীন (স্বর্গের দিকে উড়া), ১২। অভিডীন (সম্মুখের দিকে উড়া), ১৩। মহাডীন (তীব্রবেগে উড়া), ১৪। নির্ডীন (অপরকর্তৃক আন্দোলিত না হইয়াই উড়া), ১৫। অতিডীন (প্রচণ্ডগতিতে উড়া), ১৬। সংডীন-ডীন-ডীন (সুন্দরগতিতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে নীচের দিকে উড়িয়া যাওয়া), ১৭। সংডীনোড্ডীনডীন (সুন্দরগতিতে আরম্ভ করিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে উপরের দিকে উড়িয়া যাওয়া), ১৮। ডীনবিডীন (একপ্রকার উড়িতে উড়িতে অন্যপ্রকার উড়িয়া দেখান), ১৯। সম্পাত (ক্ষণকাল সুন্দরভাবে উড়িয়া পুনরায় পক্ষ আন্দোলন করা), ২০। সমুদীষ (কখনও উপরের দিকে এবং কখনও নীচের দিকে উড়া), এবং ২১। ব্যতিরিক্তক (কোন লক্ষ্যের দিকে উড়িয়া যাওয়া) ২২। অবডীন, ২৩। প্রডীন, ২৪। সংডীন-ডীন-ডীন, ২৫। সংডীনোড্ডীনডীন, ২৬। ডীনবিডীন (২৬ শ্লোকে অবডীন, প্রডীন আছে। পুনরায় ২৮ শ্লোকে অবডীন-প্রডীন থাকায় উহাদের পৃথকত্ব সূচিত হইতেছে বলিয়া এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল। ২৪ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত পদ্ধতিগুলিও দুই প্রকার করিয়া হয় বলিয়া পুনরুল্লিখিত হইল।)

—এই ছাব্বিশ প্রকার উড়িবার পদ্ধতি। এই সকলের মধ্যে 'মহাডীন' ব্যতীত অন্য সব পদ্ধতি 'গত', 'আগত' এবং 'প্রতিগত' এই তিন প্রকার ভেদ (এইরূপে সর্ব্বসাকুল্যে ছিয়াত্তর ৭৬ প্রকার ভেদ) ইহা ব্যতীত পঁচিশ প্রকার নিপাতও আছে। (সুতরাং সকলে মিলিতভাবে এক শত একপ্রকার উড়িবার পদ্ধতি ॥২৬-২৯

আজ আমি তোমাদের সাক্ষাতেই যখন (এই সব উড়িয়া যাইবার পদ্ধতি অনুসারে) উড়িতে থাকিব, তখন আমার বল তোমরা দেখিতে পাইবে। আমি ইহাদের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করত আকাশে উড়িতে পারিব ॥ ২৬-৩০

পাতৈরেভিঃ খলু খগাঃ পতিতুং খে নিরাশ্রয়ে।
এবমুক্তে তু কাকেন প্রহস্যৈকো বিহঙ্গমঃ ॥ ৩২
উবাচ কাকং রাধেয় বচনং তন্নিবোধ মে।
হংস উবাচ।
শতমেকঞ্চ পাতানাং ত্বং কাক পতিতা ধ্রুবম্ ॥ ৩৩
একমেব তু যং পাতং বিদুঃ সর্বে বিহঙ্গমাঃ।
তমহং পতিতা কাক নান্যং জানামি কঞ্চন ॥ ৩৪
পত ত্বমপি তাম্রাক্ষ যেন পাতেন মন্যসে।
অথ কাকাঃ প্রজহসুর্যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৩৫
কথমেকেন পাতেন হংসঃ পাতশতং জয়েৎ।
একেনৈব শতস্যৈষ পাতেনাভিভবিষ্যতি ॥ ৩৬
হংসস্য পতিতং কাকো বলবানাশুবিক্রমঃ।
প্রপেততুঃ স্পর্দ্ধয়া চ ততস্তৌ হংস-বায়সৌ ॥ ৩৭
একপাতী চ চক্রাঙ্গঃ কাকঃ পাতশতেন চ।
পেতিবানথ চক্রাঙ্গঃ পেতিবানথ বায়সঃ ॥ ৩৮
বিসিস্মাপয়িষুঃ পাতৈরাচক্ষাণোহহত্মনঃ ক্রিয়াঃ।
অথ কাকস্য চিত্রাণি পতিতানি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতাঃ কাকা বিনেদুরধিকৈঃ স্বরৈঃ।
হংসাংশ্চাবহসন্তি স্ম প্রাবদন্নপ্রিয়াণি চ ॥ ৪০
উৎপত্যোৎপত্য চ মুহুর্মুহূর্তমিতি চেতি চ।
বৃক্ষাগ্রেভ্যঃ স্থলেভ্যশ্চ নিপতন্ত্যুৎপতন্তি চ ॥ ৪১
কুর্বাণা বিবিধান্ রাবানাশংসন্তো জয়ং তথা।
হংসস্তু মৃদুনৈকেন বিক্রান্তুমুপচক্রমে ॥ ৪২
প্রত্যহীয়ত কাকাচ্চ মুহূর্তমিব মারিষ।
অবমন্য চ হংসাংস্তানিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৪৩
যোহসাবুৎপতিতো হংসঃ সোহসাবেবং প্রহীয়তে।
অথ হংসঃ স তচ্ছ্রুত্বা প্রাপতৎ পশ্চিমাং দিশম্ ॥ ৪৪

হংসগণ! তোমরা যথোচিতরূপে বিচার করিয়া বল আমি কোন্ পদ্ধতিতে উড়িব? পক্ষিগণ! তোমরা সকলে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া আশ্রয়শূন্য আকাশে এই বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক উড়িবার জন্য আমার সহিত চল না। ৩১½

রাধাপুত্র! কাক এই কথা বলিলে পর একটি আকাশচারী হংস হাস্য করত তাহাকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। ৩২½

হংস বলিল,—কাক! তুমি অবশ্যই এক শত এক প্রকার উড়িবার পদ্ধতির দ্বারা উড়িতে পার। কিন্তু আমি ত' কেবল একটিমাত্র পদ্ধতির দ্বারা উড়িতে পারি, যাহা সকল পক্ষীরাই জানে। আমি আর অন্য কোন কিছুই উড়িবার পদ্ধতি জানি না। রক্তবর্ণ নয়নবিশিষ্ট কাক! তুমিও যেভাবে উড়িতে তোমার পক্ষে ভাল বলিয়া মনে কর, সেইভাবে উড়িতে থাক। ৩৩-৩৪½

তখন সেখানে সমবেত অন্যান্য সকল কাকই উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল এবং পরস্পর আলোচনা করিতে থাকিল,—এই হংস মাত্র একটি উড়িবার পদ্ধতিতে কিরূপে এক শত প্রকার উড়িবার পদ্ধতিকে জয় করিবে? এই কাক বলবান্ এবং দ্রুততার সহিত উড়িতে পারে; অতএব শত প্রকারের মধ্যে একটিতেই সে হংসের উড়িয়া যাওয়ার পদ্ধতিকে পরাজিত করিয়া দিবে। ৩৫-৩৬½

তাহার পর হংস ও কাক পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে উড়িতে আরম্ভ করিল। চক্রচিহ্নশোভিত হংস একপ্রকার গতিতেই উড়িতে থাকিল এবং কাক শতপ্রকার গতিতে উড়িতে লাগিল। একদিকে হংস উড়িতে লাগিল, আর একদিকে কাক উড়িতেছিল। ৩৭-৩৮

কাক বিভিন্ন গতিতে উড়িতে থাকিয়া দর্শকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিবার বাসনায় নিজের কার্য্যসকলের প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই সময় বারংবার কাকের বিচিত্র গতি দেখিয়া অন্য কাকগণ অতিশয় আনন্দিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে 'কা কা' করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ৩৯½

তাহারা মুহূর্ত্তকাল পর পর উড়িতে থাকিয়া বলিল—এই দেখ, এই দেখ, কাক কিরূপ উড়িতেছে। এই কথা বলিয়া তাহারা হংসদিগকে উপহাস করিতে লাগিল এবং নানা রূপ কটু বাক্য শুনাইতে থাকিল। সেই সঙ্গে কাকের জয় লাভের জন্য শুভকামনা করিতে করিতে নানাবিধ রব করিতে থাকিয়া কখনও বৃক্ষের শাখাসমূহে হইতে ভূতলে এবং কখন ভূতল হইতে বৃক্ষের শাখাসমূহে নীচে ও উপরে উড়িতেছিল। ৪০-৪১½

আর্য্য! হংস কিন্তু একটি মাত্র মৃদু গতি দ্বারাই উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই জন্য সে মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত যেন হারিয়াই যাইতেছিল। ৪২½

তখন কাকেরা হংসদিগকে অপমান করিয়া এই কথা বলিল—এই যে হংস উড়িতেছে, ইহাতে ত' সে পিছনে পড়িতেছে। ৪৩½

তারপর সেই উড্ডীয়মান হংস কাকসকলের এই কথা শ্রবণ করত তীব্র বেগে মকরালয় সমুদ্রের উপরে উপরে পশ্চিম দিকে উড়িতে আরম্ভ করিল। ৪৪½

উপর্য্যুপরি বেগেন সাগরং মকরালয়ম্।
ততো ভীঃ প্রাবিশৎ কাকং তদা তত্র বিচেতসম্ ॥৪৫
দ্বীপক্রমানপশ্যন্তং নিপাতার্থে শ্রমান্বিতম্।
নিপতেয়ং ক নু শ্রান্ত ইতি তস্মিন্ জলার্ণবে ॥৪৬
অবিষহ্যঃ সমুদ্রো হি বহুসত্ত্বগণালয়ঃ।
মহাসত্ত্বশতোদ্ভাসী নভসোঽপি বিশিষ্যতে ॥ ৪৭
গাম্ভীর্য্যাদ্ধি সমুদ্রস্য ন বিশেষং হি সূতজ।
দিগম্বরাম্ভসঃ কর্ণ সমুদ্রস্থা বিদুর্জনাঃ ॥ ৪৮
বিদূরপাতাৎ তোয়স্য কিং পুনঃ কর্ণ বায়সঃ।
অথ হংসোঽপ্যতিক্রম্য মুহূর্ত্তমিতি চেতি চ ॥ ৪৯
অবেক্ষমাণস্তং কাকং নাশকদ্ ব্যপসর্পিতুম্।
অতিক্রম্য চ চক্রাঙ্গঃ কাকং তং সমুদৈক্ষত ॥ ৫০
যাবদ্ গত্বা পতত্যেষ কাকো মামিতি চিন্তয়ন্।
ততঃ কাকো ভৃশং শ্রান্তো হংসমভ্যাগমত্তদা ॥ ৫১

তং তথা হীয়মানং তু হংসো দৃষ্ট্বাব্রবীদদম্।
উজ্জিহীর্ষুর্নিমজ্জন্তং স্মরন্ সৎপুরুষব্রতম্ ॥ ৫২

হংস উবাচ।

বহূনি পতিতানি ত্বমাচক্ষাণো মুহুর্মুহুঃ।
পাতস্য ব্যাহরংশ্চেদং ন নো গুহ্যং প্রভাষসে ॥৫৩
কিং নাম পতিতং কাক যত্ত্বং পতসি সাম্প্রতম্।
জলং স্পৃশসি পক্ষাভ্যাং তুণ্ডেন চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪
প্রব্রূহি কতমে তত্র পাতে বর্তসি বায়স।
এহ্যেহি কাক শীঘ্রং ত্বমেষ ত্বাং প্রতিপালয়ে ॥ ৫৫

শল্য উবাচ।

স পক্ষাভ্যাং স্পৃশন্নার্তস্তুণ্ডেন চ জলং তদা।
দৃষ্টো হংসেন দুষ্টাত্মন্নিদং হংসং ততোঽব্রবীৎ ॥৫৬
অপশ্যন্নম্ভসঃ পারং নিপতংশ্চ শ্রমান্বিতঃ।
পাতবেগপ্রমথিতো হংসং কাকোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৫৭

এদিকে কাক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য দ্বীপ বা বৃক্ষ পাইল না, অতএব তাহার মনে তখন ভয় উপস্থিত হইল এবং ইহাতে সে যেন অচেতন হইয়া পড়িল ॥ ৪৫ ½

কাক এই সময় চিন্তা করিতে লাগিল, আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে এই জলরাশি মধ্যে কোথায় নামিব? বহুসংখ্যক জলজন্তুর নিবাসভূমি এই সমুদ্র আমার পক্ষে অসহ্য। অসংখ্য মহাপ্রাণীসমূহে উদ্ভাসিত এই মহাসাগর ত' আকাশ হইতেও বৃহৎ ॥ ৪৬-৪৭

সূতপুত্র কর্ণ! সমুদ্রে বিচরণকারী মনুষ্যগণও ইহার গভীরতার জন্য দিক্সমূহে আবৃত এই সমুদ্রের জলরাশির কোন শেষ (থাই) জানিতে পারে না, সুতরাং এই কাক কিছু দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া সেই সমুদ্রের জলরাশির পার কিরূপে পাইবে? ৪৮½

ওদিকে হংস মুহূর্ত্তকাল উড়িয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে কাকের জন্য প্রতীক্ষাবশতঃ আর অগ্রসর হইতে পারিল না ॥ ৪৯½

চক্রশোভিত হংস কাককে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু সে এই চিন্তা করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল যে, সেই কাকও উড়িয়া আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইবে ॥ ৫০½

তদনন্তর সেই সময় অত্যন্ত পরিশ্রান্ত কাক হংসের নিকটে আসিল। হংস দেখিল, কাকের দশা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এখন সে জলে নিমজ্জিত হইয়া পড়িবে। তখন হংস সৎপুরুষগণের ব্রত স্মরণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার বাসনা করত এই কথা বলিল ॥ ৫১-৫২

হংস বলিল,—কাক! তুমি ত' বারংবার নিজের বহুপ্রকার গতির প্রশংসা করিয়াছ, কিন্তু সেই সব উড়িবার পদ্ধতি বর্ণনা করিবার সময় এই গোপনীয় রহস্যযুক্ত উড়িবার পদ্ধতির কথা ত' তুমি বল নাই ॥ ৫৩

কাক! তুমি এখন বল, এ সময় যে ভাবে তুমি উড়িতেছ, তাহার কি নাম? এই পদ্ধতিতে উড়িয়া তুমি নিজের দুই পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা জলকে পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতেছ ॥ ৫৪

বায়স! বল, বল, এই সময় তুমি কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া উড়িতেছ? কাক! এস, শীঘ্র এস। এখন আমি তোমাকে রক্ষা করিব ॥ ৫৫

শল্য বলিলেন,—দুষ্টাত্মা কর্ণ! সেই কাক যখন অত্যন্ত পীড়িত হইয়া নিজের দুই পক্ষ ও চঞ্চু দ্বারা জলকে স্পর্শ করিতে লাগিল, সেই অবস্থায় হংস তাহাকে দেখিল। সে উড়িয়া যাইবার বেগে শ্রান্ত হইয়া শিথিলাঙ্গ হইয়াছিল এবং জলের কোন পার না দেখিয়া নীচের দিকে পতিত হইতেছিল। সেই সময় সে হংসকে এই কথা বলিল ॥ ৫৬-৫৭

বয়ং কাকাঃ কুতো নাম চরামঃ কাকবাশিকাঃ।
হংস প্রাণৈঃ প্রপদ্যে ত্বামুদকান্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৫৮
স পক্ষাভ্যাং স্পৃশন্নার্তস্তুণ্ডেন চ মহার্ণবে।
কাকো দৃঢ়পরিশ্রান্তঃ সহসা নিপপাত হ ॥ ৫৯
সাগরাম্ভসি তং দৃষ্ট্বা পতিতং দীনচেতসম্।
ম্রিয়মাণমিদং কাকং হংসো বাক্যমুবাচ হ ॥ ৬০
শতমেকঞ্চ পাতানাং পতাম্যহমনুস্মর।
শ্লাঘমানস্ত্বমাত্মানং কাক ভাষিতবানসি ॥ ৬১
স ত্বমেকশতং পাতং পতন্নভ্যধিকো ময়া।
কথমেবং পরিশ্রান্তঃ পতিতোঽসি মহার্ণবে ॥ ৬২
প্রত্যুবাচ ততঃ কাকঃ সীদমান ইদং বচঃ।
উপরিষ্টং তদা হংসমভিবীক্ষ্য প্রসাদয়ন্ ॥ ৬৩

কাক উবাচ।

উচ্ছিষ্টদর্পিতো হংস মন্যেঽহমাত্মানং সুপর্ণবৎ।
অবমন্য বহূংশ্চাহং কাকানন্যাংশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ৬৪

ভ্রাতঃ হংস! আমরা ত' কাক। আমরা কেবল বৃথা 'কা কা' শব্দ করিয়া থাকি। আমরা উড়িবার কি জানি? আমি নিজের প্রাণের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে জলের তীর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দাও॥ ৫৮

এই কথা বলিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং পীড়িত কাক দুই পক্ষ ও চঞ্চুর দ্বারা জল স্পর্শ করিতে করিতে সহসা সেই মহাসাগরে পতিত হইল॥ ৫৯

সমুদ্রের জলে পতিত হইয়া অত্যন্ত দীনচিত্ত ও মৃত্যুর নিকট উপস্থিত কাককে হংস এই কথা বলিল॥ ৬০

কাক! তুমি নিজের প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিলে যে, তুমি এক শত এক প্রকার উড়িতে পার। এখন তাহা স্মরণ কর॥ ৬১

এক শত প্রকার উড়িতে সমর্থ তুমি ত' আমা অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্, সুতরাং তুমি কেন পরিশ্রান্ত হইয়া এই সাগরে পতিত হইয়াছ? ৬২

তখন জলে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে থাকিয়া কাক জলের উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করত হংসকে দেখিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই কথা বলিল॥ ৬৩

কাক বলিল,—ভ্রাতঃ হংস! আমি উচ্ছিষ্ট খাইয়া অতিশয় দর্পিত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং বহু কাক ও অন্য পক্ষিগণকে তিরস্কার করত নিজেকে নিজেই গরুড়ের ন্যায় শক্তিশালী মনে করিতে লাগিলাম॥ ৬৪

প্রাণৈর্হংস প্রপদ্যে ত্বাং দ্বীপান্তং প্রাপয়স্ব মাম্।
যদ্যহং স্বস্তিমান্ হংস স্বং দেশং প্রাপ্নুয়াং প্রভো ॥৬৫
ন কঞ্চিদবমন্যেঽহমাপদো মাং সমুদ্ধর।
তমেবং বাদিনং দীনং বিলপন্তমচেতনম্ ॥ ৬৬
কাক কা কেতি বাশন্তং নিমজ্জন্তং মহার্ণবে।
কৃপয়াঽঽদায় হংসস্তং জলক্লিন্নং সুদুর্দৃশম্ ॥ ৬৭
পদ্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন পৃষ্ঠমারোপয়চ্ছনৈঃ।
আরোপ্য পৃষ্ঠং হংসস্তং কাকং তূর্ণং বিচেতনম্ ॥ ৬৮
আজগাম পুনর্দ্বীপং স্পর্ধয়া পেততুর্যতঃ।
সংস্থাপ্য তং চাপি পুনঃ সমাশ্বাস্য চ খেচরম্ ॥ ৬৯
গতো যথেপ্সিতং দেশং হংসো মন ইবাশুগঃ।
এবমুচ্ছিষ্টপুষ্টঃ স কাকো হংসপরাজিতঃ ॥ ৭০
বলবীর্য্যমদং কর্ণ ত্যক্ত্বা শান্তিমুপাগতঃ।
উচ্ছিষ্টভোজনঃ কাকো যথা বৈশ্যকুলে পুরা ॥ ৭১

হংস! এখন আমি নিজের প্রাণের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি আমাকে দ্বীপের নিকটে উপস্থিত করিয়া দাও। শক্তিশালী হংস! যদি আমি কুশলসহকারে নিজের দেশে যাইতে পারি, তবে আর কাহাকেও কখনও কোনরূপ অপমান করিব না। তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর॥ ৬৫½

কর্ণ! এইরূপ কথা বলিয়া কাক যেন অচেতন অবস্থায় দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে এবং 'কা কা' এই শব্দ করিতে করিতে জলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। সেই সময় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল। সে জলে আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। হংস তখন কৃপাপূর্ব্বক তাহাকে পায়ের দ্বারা উঠাইয়া ধীরে ধীরে নিজের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইল॥ ৬৬-৬৭½

অচেতন কাককে নিজের পৃষ্ঠে রাখিয়া হংস অতিক্রত সেই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেস্থান হইতে তাহারা পরস্পর স্পর্দ্ধাসহকারে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল॥ ৬৮½

সেই কাককে পূর্ব্বোক্তস্থানে নামাইয়া দিয়া তাহাকে আশ্বাস-দান করত মনের ন্যায় শীঘ্রগামী হংস পুনরায় নিজ অভীষ্ট দেশে চলিয়া যাইল॥ ৬৯½

কর্ণ! এইরূপ উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পুষ্টদেহ কাক সেই হংস হইতে পরাজিত হইয়া নিজের মহৎ বলপরাক্রমের অহঙ্কার পরিহার করত শান্ত হইল॥ ৭০½

পূর্ব্বকালে সেই কাক যেরূপ বৈশ্যকুলে উৎপন্ন সকল ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পালিত হইয়াছিল, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের

এবং ত্বমুচ্ছিষ্টভৃতো ধার্তরাষ্ট্রৈর্ন সংশয়ঃ ।
সদৃশান্ শ্রেয়সশ্চাপি সর্বান্ কর্ণাবমন্যসে ॥ ৭২

দ্রোণ-দ্রৌণি-কৃপৈর্গুপ্তো ভীষ্মেণান্যৈশ্চ কৌরবৈঃ ।
বিরাটনগরে পার্থমেকং কিং নাবধীস্তদা ॥ ৭৩

যত্র ব্যস্তাঃ সমস্তাশ্চ নির্জিতাঃ স্থ কিরীটিনা ।
শৃগালা ইব সিংহেন ক্ব তে বীর্যমভূৎ তদা ॥ ৭৪

ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা সমরে সব্যসাচিনা ।
পশ্যতাং কুরুবীরাণাং প্রথমং ত্বং পলায়িতঃ ॥ ৭৫

তথা দ্বৈতবনে কর্ণ গন্ধর্বৈঃ সমভিদ্রুতঃ ।
কুরূন্ সমগ্রানুৎসৃজ্য প্রথমং ত্বং পলায়িতঃ ॥ ৭৬

হত্বা জিত্বা চ গন্ধর্বাংশ্চিত্রসেনমুখান্ রণে ।
কর্ণ দুর্যোধনং পার্থঃ সভার্য্যং সমমোক্ষয়ৎ ॥৭৭

পুনঃ প্রভাবঃ পার্থস্য পৌরাণঃ কেশবস্য চ ।
কথিতঃ কর্ণ রামেণ সভায়াং রাজসংসদি ॥ ৭৮

সততঞ্চ ত্বমশ্রৌষীর্বচনং দ্রোণভীষ্ময়োঃ ।
অবধ্যৌ বদতঃ কৃষ্ণৌ সন্নিধৌ চ মহীক্ষিতাম্ ॥ ৭৯

কিয়ৎ ভৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যেন যেন ধনঞ্জয়ঃ ।
ত্বত্তোঽতিরিক্তঃ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যো ব্রাহ্মণো যথা ॥

ইদানীমেব দ্রষ্টাসি প্রধানে স্যন্দনে স্থিতৌ ।
পুত্রঞ্চ বসুদেবস্য কুন্তীপুত্রঞ্চ পাণ্ডবম্ ॥ ৮১

যথাশ্রয়ত চক্রাঙ্গং বায়সো বুদ্ধিমাস্থিতঃ ।
তথাশ্রয়স্ব বার্ষ্ণেয়ং পাণ্ডবঞ্চ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৮২

যদা ত্বং যুধি বিক্রান্তৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ।
দ্রষ্টাস্যেকরথে কর্ণ তদা নৈবং বদিষ্যসি ॥ ৮৩

যদা শরশতৈঃ পার্থো দর্পং তব বধিষ্যতি ।
তদা ত্বমন্তরং দ্রষ্টা আত্মনশ্চার্জুনস্য চ ॥ ৮৪

পুত্রগণের দ্বারা তুমি উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পালিত হইয়াছ,- ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কর্ণ! ইহাতে তুমি নিজের তুল্য ও নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকেও অপমান করিতেছ ॥ ৭১-৭২

বিরাটনগরে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম এবং কৌরব-বীরগণও তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। সেই সময় একাকী পার্থ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাকে তুমি বধ কর নাই কেন ? ৭৩

সেখানে ত' কিরীটধারী অর্জুন পৃথক্ পৃথক্ এবং সকল যোদ্ধার সহিত একত্রে যুদ্ধ করিয়াও তোমাদিগকে সেইভাবে পরাজিত করিয়াছিল, যেরূপ এক সিংহ বহু শৃগালকে পরাজিত করিয়া থাকে। কর্ণ! সেই সময় তোমার পরাক্রম কোথায় ছিল ? ৭৪

সব্যসাচী অর্জুন কর্তৃক সমরাঙ্গণে নিজের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া কৌরব-বীরগণের সমক্ষেই সর্ব্বপ্রথমে তুমি পলাইয়া গিয়াছিলে ॥ ৭৫

কর্ণ! এইরূপ যখন দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময় সমস্ত কৌরবদিগকে পরিত্যাগ করত প্রথমেই তুমি পলায়ন করিয়াছিলে ॥ ৭৬

কর্ণ! সেখানে কুন্তীকুমার অর্জুনই রণাঙ্গনে চিত্রসেনাদি গন্ধর্ব্বগণকে অস্ত্রপ্রহার করিয়া পরাজিত করত স্ত্রীবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে তাঁহাদের নিকট হইতে মুক্ত করিয়াছিল ॥ ৭৭

কর্ণ! পুনরায় তোমার গুরু পরশুরামও সেইদিন রাজসভায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের পুরাতন প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৭৮

তুমি সমস্ত ভূপতিগণের নিকটে দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মকর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলে। ইঁহারা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অবধ্য বলিয়া গিয়াছেন ॥ ৭৯

আমি আর কত কত বাক্য উল্লেখ করিয়া তোমাকে বলিব যে, অর্জুন তোমা অপেক্ষা কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ। যেরূপ ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ অর্জুন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৮০

তুমি এই সময়েই প্রধান রথে উপবিষ্ট থাকিয়াই বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তীকুমার পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে দেখিতে পাইবে ॥ ৮১

যেরূপ কাক উত্তম বুদ্ধির আশ্রয় লইয়া চক্রাঙ্গ হংসের শরণাপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ তুমিও বৃষ্ণিনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের শরণ গ্রহণ কর ॥ ৮২

কর্ণ! যখন তুমি যুদ্ধস্থলে পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে একই রথে উপবিষ্ট দেখিবে, তখন আর এরূপ কথা বলিতে পারিবে না ॥ ৮৩

তখন অর্জুন শত শত বাণের দ্বারা তোমার দর্প চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে এবং তুমি স্বয়ং দেখিবে যে, তোমার ও অর্জুনের মধ্যে কতটা প্রভেদ আছে ॥ ৮৪

দেবাসুর-মনুষ্যেষু প্রখ্যাতৌ যৌ নরোত্তমৌ।
তৌ মাবমংস্থা মৌর্খ্যাৎ ত্বং খদ্যোত ইব রোচনৌ ॥ ৮৫
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যদ্বৎ তদ্বদর্জ্জুন-কেশবৌ।
প্রাকাশেনাভিবিখ্যাতৌ ত্বং তু খদ্যোতবন্নৃষু ॥ ৮৬
এবং বিদ্বান্ মাবমংস্থাঃ সূতপুত্রাচ্যুতার্জ্জুনৌ।
নৃসিংহৌ তৌ মহাত্মানৌ জোষমাস্স্ব বিকত্থনে ॥ ৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্ব্বণি কর্ণশল্যসংবাদে হংসকাকীয়োপাখ্যানে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

যেরূপ জোনাকী পোকা সদা দেদীপ্যমান সূর্য্য ও চন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি দেবতা অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে মূর্খতা বশতঃ অপমান করিও না। ৮৫

যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন। ইহারা উভয়ে স্বীয় তেজে সর্ব্বত্র বিখ্যাত; কিন্তু তুমি ত' মনুষ্যগণ মধ্যে জোনাকী পোকারই তুল্য ॥ ৮৬

সূতপুত্র! তুমি মহাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এতাদৃশ জানিয়া তাহাদের অপমান করিও না। নিজের প্রশংসা না করিয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর ॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের সংবাদান্তর্গত হংস এবং কাকের উপাখ্যান-বিষক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ প্রভাবং স্বীকৃত্য কর্ণেনাভিমানতয়া শল্যস্য তিরস্কারং, তৎসমীপে পরশুরামতো ব্রাহ্মণতশ্চ স্বস্য শাপপ্রাপ্তিবিষয়বর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
মদ্রাধিপস্যাধিরথির্মহাত্মা
বচো নিশম্যাপ্রিয়মপ্রতীতঃ।
উবাচ শল্যং বিদিতং মমৈতদ্
যথাবিধাবর্জ্জুন-বাসুদেবৌ ॥ ১
শৌরে রথং বাহয়তোঽর্জ্জুনস্য
বলং মহাস্ত্রাণি চ পাণ্ডবস্য।
অহং বিজানামি যথাবদদ্য
পরোক্ষভূতং তব তৎ তু শল্য ॥ ২
তৌ চাপ্যহং শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠৌ
ব্যপেতভীর্যোধয়িষ্যামি কৃষ্ণৌ।
সন্তাপয়ত্যভ্যধিকং নু রামা-
চ্ছাপোঽদ্য মাং ব্রাহ্মণসত্তমাচ্চ ॥ ৩
অবসং বৈ ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনাহং
রামে পুরা দিব্যমস্ত্রং চিকীর্ষুঃ।
তত্রাপি মে দেবরাজেন বিঘ্নো
হিতার্থিনা ফাল্গুনস্যৈব শল্য ॥ ৪
কৃতো বিভেদেন মমোরুমেত্য
প্রবিশ্য কীটস্য তনুং বিরূপাম্।
মমোরুমেত্য প্রবিভেদ কীটঃ
সুপ্তে গুরৌ তত্র শিরো নিধায় ॥ ৫

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রভাব স্বীকারপূর্ব্বক কর্ণকর্তৃক অভিমানভরে শল্যকে তিরস্কার এবং তাঁহার নিকট পরশুরাম ও ব্রাহ্মণকর্তৃক নিজের শাপপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্যের এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা অধিরথপুত্র কর্ণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—শল্য! অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ, ইহা আমার জানা আছে ॥ ১

অর্জ্জুনের রথচালনাকারী শ্রীকৃষ্ণের বল এবং পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের মহাস্ত্রসকলের বিষয় আমি এখন যথাযথরূপেই জানি, যাহা তোমার এখনও অপরিচিত আছে ॥ ২

সেই দুই কৃষ্ণ অস্ত্রধারিগণের মধ্যে যদিও শ্রেষ্ঠ, তথাপি আমি নির্ভয় হইয়া ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। কিন্তু আমি পরশুরামের নিকট হইতে এবং এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ হইতে যে শাপ লাভ করিয়াছি, তাহাই আজ আমাকে বিশেষভাবে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৩

বহু পূর্ব্বের কথা, আমি দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া পরশুরামের নিকট বাস করিতে ছিলাম। শল্য! সেখানেও অর্জ্জুনের হিতাকাঙ্ক্ষী দেবরাজ ইন্দ্র আমার কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া দিলেন। একদিন গুরুদেব পরশুরাম আমার জঙ্ঘায় তাঁহার মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। সেই সময় ইন্দ্র একটি কীটের ভয়ঙ্কর শরীরে

উরুপ্রভেদাচ্চ মহান্ বভূব
শরীরতো মে ঘনশোণিতৌঘঃ।
গুরোর্ভয়াচ্চাপি ন চেলিবানহং
ততো বিবুদ্ধো দদৃশে স বিপ্রঃ ॥৬

স ধৈর্য্যযুক্তং প্রসমীক্ষ্য মাং বৈ
ন ত্বং বিপ্রঃ কোঽসি সত্যং বদেতি।
তস্মৈ তদাত্মানমহং যথাব-
দাখ্যাতবান সূত ইত্যেব শল্য ॥ ৭

স মাং নিশম্যাথ মহাতপস্বী
সংশপ্তবান্ রোষপরীতচেতাঃ।
সূতোপধাবাপ্তমিদং তবাস্ত্রং
ন কর্মকালে প্রতিভাস্যতি ত্বাম্ ॥ ৮

অন্যত্র তস্মাৎ তব মৃত্যুকালা-
দব্রাহ্মণে ব্রহ্ম ন হি ধ্রুবং স্যাৎ।
তদদ্য পর্য্যাপ্তমতীব চাস্ত্র-
মস্মিন্ সংগ্রামে তুমুলেঽতীব ভীমে ॥৯

যোঽয়ং শল্য ভরতেষূপপন্নঃ
প্রকর্ষণঃ সর্বহরোঽতিভীমঃ।
সোঽভিমন্যে ক্ষত্রিয়াণাং প্রবীরান্
প্রতাপিতা বলবান্ বৈ বিমর্দঃ ॥ ১০

শল্যোগ্রধন্বানমহং বরিষ্ঠং
তরস্বিনং ভীমমসহ্যবীর্য্যম্।
সত্যপ্রতিজ্ঞং যুধি পাণ্ডবেয়ং
ধনঞ্জয়ং মৃত্যুমুখং নয়িষ্যে ॥ ১১

অস্ত্রং ততোঽন্যৎ প্রতিপন্নমদ্য
যেন ক্ষেপ্স্যে সমরে শত্রুপূগান্।
প্রতাপিনং বলবন্তং কৃতাস্ত্রং
তমুগ্রধন্বানমমিতৌজসঞ্চ ॥ ১২

ক্রূরং শূরং রৌদ্রমমিত্রসাহং
ধনঞ্জয়ং সংযুগেঽহং হনিষ্যে।
অপাং পতির্বেগবানপ্রমেয়ো
নিমজ্জয়িষ্যন্ বহুলাঃ প্রজাশ্চ ॥ ১৩

প্রবেশ করত আমার জঙ্ঘার সমীপে আসিয়া দংশন করিলেন। ইহাতে সেই স্থানে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হইল। এই কার্য্যের দ্বারা তিনি আমার মনোরথের বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। ৪-৫

জঙ্ঘায় ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ায় আমার দেহ হইতে গাঢ় রক্তের প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইল। ইহাতেও গুরুদেবের নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে আমি অল্পও বিচলিত হইলাম না। তারপর যখন গুরুদেব জাগরিত হইলেন, তখন তিনি এই সব কিছু প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ৬

শল্য! তিনি আমাকে এরূপ ধৈর্য্যশালী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—অরে! তুমি ত' ব্রাহ্মণ নও, কে তুমি? ইহা সত্য করিয়া বল। তখন আমি তাঁহাকে আমার যথার্থ সত্য পরিচয় দিতে দিতে এই কথা বলিলাম,—ভগবন্! আমি সূত ॥ ৭

তদনন্তর আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি মহাতপস্বী পরশুরামের চিত্তে ক্রোধের সমাবেশ হইল। তখন তিনি আমাকে শাপ দান করিতে করিতে বলিলেন,—সূত! যেহেতু তুমি ছল করিয়া এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, সেই হেতু প্রয়োজনের সময় তোমার এই অস্ত্র স্মরণ হইবে না ॥ ৮

তোমার মৃত্যু সময় ব্যতীত অন্য সব সময়ে এই অস্ত্র তোমার প্রয়োজনে আসিবে; কারণ, ব্রাহ্মণেতর মনুষ্যগণ মধ্যে এই অস্ত্র সর্বদা স্থির থাকিবে না। সেই অস্ত্র আজ এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামে পর্য্যাপ্ত কার্য্য সাধন করিবে ॥ ৯

শল্য! বীরগণকে আকৃষ্টকারী, সর্ব্বসংহারক এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এই যে প্রবল সংগ্রাম ভরতবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, উহা ক্ষত্রিয়জাতির প্রধান প্রধান বীরবৃন্দকে নিশ্চয়ই সন্তপ্ত করিয়া তুলিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ১০

শল্য! আজ আমি এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর ধনু ধারণকারী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বেগবান্, ভয়ঙ্কর, অসহ্য পরাক্রমশালী এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিব ॥ ১১

সেই ব্রহ্মাস্ত্র ব্যতীত অন্য এক অস্ত্রও আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহার দ্বারা আজ আমি শত্রুবর্গকে বিতাড়িত করিব এবং ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর, অমিততেজস্বী, প্রতাপশালী, বলবান্, অস্ত্রজ্ঞ, ক্রূর, শূর, রৌদ্ররূপধারী এবং শত্রুদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ অর্জুনকেও যুদ্ধে বধ করিব ॥ ১২½

জলপতি, বেগবান্ ও অপ্রমেয় সমুদ্র বহু লোককে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য নিজের প্রবল বেগ সৃষ্টি করে; কিন্তু তীর-ভূমি সেই অত্যন্ত মহাসাগরকেও রুদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ১৩½

মহাবেগং সঙ্কুরুতে সমুদ্রো

বেলা চৈনং ধারয়ত্যপ্রমেয়ম্ ।

প্রমুঞ্চন্তং বাণসঙ্ঘানমেয়ান্

মর্মচ্ছিদো বীরহণঃ সুপত্রান্ । ১৪

কুন্তীপুত্রং যত্র যোৎস্যামি যুদ্ধে

জ্যাং কর্ষতামুত্তমমদ্য লোকে

এবং বলেনাতিবলং মহাস্ত্রং

সমুদ্রকল্পং সুদুরাপমুগ্রম্ ॥ ১৫

শরৌঘিণং পার্থিবান্ মজ্জয়ন্তং

বেলেব পার্থমিষুভিঃ সংসহিষ্যে ।

অদ্যাহবে যস্য ন তুল্যমন্যং

মন্যে মনুষ্যং ধনুরাদদানম্ ॥ ১৬

সুরাসুরান্ যুধি বৈ যো জয়েত

তেনাদ্য মে পশ্য যুদ্ধং সুঘোরম্ ।

অতীব মানী পাণ্ডবো যুদ্ধকামো

হ্যমানুষৈরেষ্যতি মে মহাস্ত্রৈঃ ॥ ১৭

তস্যাস্ত্রমস্ত্রৈঃ প্রতিহত্য সংখ্যে

বাণোত্তমৈঃ পাতয়িষ্যামি পার্থম্ ।

সহস্ররশ্মিপ্রতিমং জ্বলন্তং

দিশশ্চ সর্বাঃ প্রতপন্তমুগ্রম্ ॥ ১৮

তমোনুদং মেঘ ইবাতিমাত্রং

ধনঞ্জয়ং ছাদয়িষ্যামি বাণৈঃ ।

বৈশ্বানরং ধূমশিখং জ্বলন্তং

তেজস্বিনং লোকমিদং দহন্তম্ ॥ ১৯

পর্জন্যভূতঃ শরবর্ষৈর্যথাগ্নিং

তথা পার্থং শময়িষ্যামি যুদ্ধে ।

আশীবিষং দুর্ধরমপ্রমেয়ং

সুতীক্ষ্ণদংষ্ট্রং জ্বলনপ্রভাবম্ ॥ ২০

ক্রোধপ্রদীপ্তং হ্যহিতং মহান্তং

কুন্তীপুত্রং শময়িষ্যামি ভল্লৈঃ ।

প্রমাথিনং বলবন্তং প্রহারিণং

প্রভঞ্জনং মাতরিশ্বানমুগ্রম্ ॥ ২১

যুদ্ধে সহিষ্যে হিমবানিবাচলো

ধনঞ্জয়ং ক্রুদ্ধমমৃষ্যমাণম্ ।

বিশারদং রথমার্গেষু শক্তং

ধুর্য্যং নিত্যং সমরেষু প্রবীরম্ ॥ ২২

সেইরূপ আমিও মর্ম্মস্থল বিদীর্ণকারী, সুন্দর পক্ষযুক্ত, অসংখ্য বীরবিনাশক বাণসকলের প্রয়োগকারী সেই কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের সহিত রণাঙ্গনে সেইরূপ যুদ্ধ করিব, যাহা এই জগতে গুণারোপকারী বীরগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম যুদ্ধ হইবে। ১৪ই

কুন্তীকুমার অর্জ্জুন অত্যন্ত বলশালী, মহাস্ত্রধারী, সমুদ্রসদৃশ দুর্লঙ্ঘ্য, ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সুশোভিত এবং বহু ভূপতিকে নিমজ্জিতকারী, তথাপি আমি সমুদ্রকে রুদ্ধকারিণী তীরভূমির ন্যায় স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা অর্জ্জুনকে সবলে রুদ্ধ করিব এবং তাহার বেগ সর্ব্বতোভাবে সহ্য করিব। ১৫ই

আমি আজ যুদ্ধে যাহার সমান আর অন্য কাহাকেও মনে করি না, যে হাতে ধনু গ্রহণ করত দেবতা ও অসুরগণকেও পরাজিত করিতে পারে, সেই বীর অর্জ্জুনের সহিত আজ আমার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবে; উহা তুমি দেখিতে পাইবে। ১৬ই

অত্যন্ত মানী পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন যুদ্ধের ইচ্ছায় দিব্য মহাস্ত্রসকলের দ্বারা আমার নিকটে আসিবে। সেই সময় আমি আমার অস্ত্রসমূহের দ্বারা তাহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করত যুদ্ধস্থলে উত্তম বাণসকলের সাহায্যে কুন্তীকুমার অর্জ্জুনকে বধ করত ভূপাতিত করিব। ১৭ই

সহস্র কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যতুল্য প্রকাশিত হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে তাপ দানকারী ভয়ঙ্কর বীর অর্জ্জুনকে আমি নিজের বাণসমূহের দ্বারা সেইরূপে অতিশয় আচ্ছাদিত করিয়া দিব, যেরূপ মেঘ অন্ধকারনাশক সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ১৮ই

যেরূপ প্রলয়কালের মেঘ এই জগৎকে দগ্ধকারী, তেজস্বী ও প্রজ্বলিত ধূমযুক্ত শিখাবিশিষ্ট সংবর্ত্তক অগ্নিকে শান্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি মেঘ হইয়া বাণসমূহ বর্ষণ করত যুদ্ধে অগ্নিরূপী অর্জ্জুনকে শান্ত করিয়া দিব। ১৯ই

তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট বিষধর সর্পসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ, অপ্রমেয়, অগ্নিতুল্য প্রভাবশালী এবং ক্রোধে প্রদীপ্ত আমার মহাশত্রু কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে আমি ভল্লসমূহের দ্বারা শান্ত করিয়া দিব। ২০ই

বৃক্ষসমূহ উৎপাটনকারী প্রচণ্ড বায়ুর তুল্য প্রমথনশীল, বলবান্, প্রহারকুশল, ছিন্ন-ভিন্নকারী এবং অমর্ষপরায়ণ ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনের বেগ আজ আমি যুদ্ধস্থলে হিমালয় পর্ব্বতসদৃশ অচল থাকিয়া সহ্য করিব। ২১ই

রথমার্গসমূহে বিচরণ করিতে নিপুণ, শক্তিশালী, সমরাঙ্গণে সর্ব্বদা মহাভার বহন করিতে সমর্থ, জগতের সমস্ত ধনুর্দ্ধারী

লোকে বরং সর্বধনুর্ধরাণাং
ধনঞ্জয়ং সংযুগে সংসহিষ্যে।
অদ্যাহবে যস্য ন তুল্যমন্যং
মন্যে মনুষ্যং ধনুরাদদানম্॥ ২৩
সর্বামিমাং যঃ পৃথিবীং বিজিগ্যে
তেন প্রযোদ্ধাস্মি সমেত্য সংখ্যে।
যঃ সর্বভূতানি সদৈবতানি
প্রস্থেঽজয়ং খাণ্ডবে সব্যসাচী॥ ২৪
কো জীবিতং রক্ষমাণো হি তেন
যুযুৎসেদ্ বৈ মানুষো মামৃতেঽন্যঃ।
মানী কৃতাস্ত্রঃ কৃতহস্তযোগো
দিব্যাস্ত্রবিচ্ছ্বেতহয়ঃ প্রমাথী॥ ২৫
তস্যাহমদ্যাতিরথস্য কায়া-
চ্ছিরো হরিষ্যামি শিতৈঃ পৃষৎকৈঃ।
যোৎস্যাম্যেনং শল্য ধনঞ্জয়ং বৈ
মৃত্যুং পুরস্কৃত্য রণে জয়ং বা॥ ২৬

অন্যো হি ন হ্যেকরথেন মর্ত্যো
যুধ্যেত যঃ পাণ্ডবমিন্দ্রকল্পম্।
তস্যাহবে পৌরুষং পাণ্ডবস্য
ব্রূয়াং হৃষ্টঃ সমিতৌ ক্ষত্রিয়াণাম্॥ ২৭
কিং ত্বং মূর্খঃ প্রসভং মূঢ়চেতা
মমাবোচঃ পৌরুষং ফাল্গুনস্য।
অপ্রিয়ো যঃ পুরুষো নিষ্ঠুরো হি
ক্ষুদ্রঃ ক্ষেপ্তা ক্ষমিণশ্চাক্ষমাবান্॥ ২৮
হন্যামহং তাদৃশানাং শতানি
ক্ষমাম্যহং ক্ষময়া কালযোগাৎ।
অবোচস্ত্বং পাণ্ডবার্থেঽপ্রিয়াণি
প্রধর্ষয়ন্ মাং মূঢ়বৎ পাপকর্মন্॥ ২৯
ময্যার্জবে জিহ্মমতির্হতস্ত্বং
মিত্রদ্রোহী সাপ্তপদং হি মৈত্রম্।
কালস্ত্বয়ং প্রত্যুপযাতি দারুণো
দুর্যোধনো যুদ্ধমুপাগমদ্ যৎ॥ ৩০

যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রধান বীর অর্জুনকে আজ আমি রণাঙ্গনে সহ্য করিব। ২২½

যুদ্ধে যাহার তুল্য ধনুর্দ্ধর আমি অন্য কোন মনুষ্যকে মনে করি না, যে এই সমগ্র ধরণীকে জয় করিয়াছে, আজ আমি রণাঙ্গনে তাহার সহিতই মিলিত হইয়া বলপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব॥২৩½

যে সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডববনে দেবতাবৃন্দ সহ সমস্ত প্রাণীকেই জয় করিয়াছে, তাহার সহিত আমি ব্যতীত অন্য আর কে স্ব-জীবনাকাঙ্ক্ষী মানুষ যুদ্ধ করিবার বাসনা করিবে? ২৪½

শ্বেতবাহন অর্জুন মানী, অস্ত্রজ্ঞ, সিদ্ধহস্ত, দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং শত্রুদিগকে মথিত করিতে অভ্যস্ত। আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা সেই অতিরথ বীর অর্জুনের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিব। ২৫½

শল্য! আমি রণাঙ্গনে মৃত্যু অথবা জয়লাভ করিবার ইচ্ছা পোষণ করত এই ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় এরূপ মানুষ নাই, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত একমাত্র রথের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে পারে? ২৬½

আমি এই যুদ্ধস্থলে ক্ষত্রিয়গণের সমাজে অতিশয় হর্ষ ও উল্লাসের সহিত পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উৎসাহ বর্ণনা করিতে পারি। তোমার চিত্ত ত' মূঢ়তায় পূর্ণ, তাই তুমি মূর্খ। সেই তুমি হঠকারিতাপূর্ব্বক অর্জুনের পুরুষার্থের বর্ণনা কেন আমার নিকট করিতেছ? ২৭½

অপ্রিয়, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রচিত্ত ও ক্ষমাহীন যে মানুষ ক্ষমাশীল পুরুষের নিন্দা করিয়া থাকে, এরূপ শত শত মানুষকে আমি বধ করিতে পারি; কিন্তু কালযোগে ক্ষমাভাবের দ্বারা আমি এই সব কিছু সহ্য করিয়া যাইতেছি। ২৮½

অরে পাপকর্ম্মকারিন্! মূর্খের ন্যায় তুমি পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের জন্য আমার অপমান করিতে করিতে আমাকে অপ্রিয় বাক্য শুনাইতেছ। আমার প্রতি সরলতাপূর্ণ ব্যবহার করা তোমার উচিত ছিল, কিন্তু তোমার বুদ্ধি কুটিলতায় পূর্ণ, অতএব তুমি মিত্রদ্রোহী (বলিয়া নিজের পাপে নিজেই মৃত হইবে)। কাহারও সহিত যদি সাত পদ চলা হয়, তবে ইহাতে তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হয়। (কিন্তু তোমার মনে যে সেই ভাব এখনও উদিত হয় নাই, ইহাতে তোমার পাপাধিক্যই সূচিত হইতেছে।) ২৯

এই অতিশয় দারুণ সময় উপস্থিত হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহার মনোরথ পূর্ণ

অস্যার্থসিদ্ধিং স্বভিকাঙ্ক্ষমাণ-
স্তম্মন্যসে যত্র নৈকান্ত্যমস্তি।
মিত্রং মিন্দের্নন্দতেঃ প্রীয়তের্বা
সন্ত্রায়তেমির্নুতের্মোদতের্বা ॥ ৩১
ব্রবীমি তে সর্বমিদং মমাস্তি
তচ্চাপি সর্বং মম বেত্তি রাজা।
শত্রুঃ শদেঃ শাসতের্বা শ্যতের্বা
শৃণাতের্বা শ্বসতেঃ সীদতের্বা। ৩২
উপসর্গাদ্ বহুধা সূদতেশ্চ
প্রায়েণ সর্বং ত্বয়ি তচ্চ মহ্যম্।
দুর্য্যোধনার্থে তব চ প্রিয়ার্থং
যশোঽর্থমাত্মার্থমপীশ্বরার্থম্ ॥ ৩৩
তস্মাদহং পাণ্ডব-বাসুদেবৌ
যোৎস্যে যত্নাৎ কর্ম তৎ পশ্য মেঽদ্য।
অস্ত্রাণি পশ্যাদ্য মমোত্তমানি
ব্রাহ্মাণি দিব্যান্যথ মানুষাণি ॥ ৩৪

আসাদয়িষ্যাম্যহমুগ্রবীর্য্যং
দ্বিপো দ্বিপং মত্তমিবাতিমত্তঃ।
অস্ত্রং ব্রাহ্মং মনসা যুধ্যজেয়ং
ক্ষেপ্স্যে পার্থায়াপ্রমেয়ং জয়ায়।
তেনাপি মে নৈব মুচ্যেত যুদ্ধে
ন চেৎ পতেদ্ বিষমে মেঽদ্য চক্রম্ ॥ ৩৫
বৈবস্বতাদ্ দণ্ডহস্তাদ্ বরুণাদ্ বাপি পাশিনঃ।
সগদাদ্ বা ধনপতেঃ সবজ্রাদ্ বাপি বাসবাৎ ॥ ৩৬
অন্যস্মাদপি কস্মাচ্চিদমিত্রাদাততায়িনঃ।
ইতি শল্য বিজানীহি যথা নাহং বিভেম্যতঃ ॥
তস্মান্ন মে ভয়ং পার্থান্নাপি চৈব জনার্দনাৎ। ৩৭
সহ যুদ্ধং হি মে তাভ্যাং সাম্পরায়ে ভবিষ্যতি।
কদাচিদ্ বিজয়স্যাহমস্ত্রহেতোরটন্ নৃপ ॥ ৩৮
অজ্ঞানাদ্ধি ক্ষিপন্ বাণান্ ঘোররূপান্ ভয়ানকান্।
হোমধেন্বা বৎসমস্য প্রমত্ত ইষুণাহনম্ ॥ ৩৯

করিতে চাহ; কিন্তু তুমি চাহিতেছ যে, যাহাতে এই কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা কোনরূপেই না হয় ॥ ৩০½

মিদ—স্নেহে, নন্দ—আনন্দে, প্রী—প্রীণনে, ত্রৈ—রক্ষণে, মি—সস্নেহ-দর্শনে, মুদ হর্ষে এই ধাতুসকল হইতে নিপাতন দ্বারা মিত্র শব্দের সিদ্ধি হয়। আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি—এই সমস্ত ধাতুর পরিপূর্ণ অর্থ আমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। রাজা দুর্য্যোধন আমার এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপেই জানে ॥ ৩১½

শদ্—শাতনে (ছেদনে), শাস্—অনুশাসনে, শো—তনুকরণে (ক্ষীণকরণে), শৃ—হিংসাকরণে, সদ—অবসাদনে (শিথিলকরণে) অথবা নানা উপসর্গের সংযোগে সূদ—নিষূদনে (বধকরণে) ধাতু হইতে শত্রু-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আমার প্রতি এই সব ধাতুর সমস্ত তাৎপর্য্যই তোমার মধ্যে বর্ত্তমান ॥ ৩২½

অতএব আমি দুর্য্যোধনের হিত, তোমার প্রিয় এবং নিজের যশ ও প্রসন্নতার জন্য ও পরমেশ্বরের প্রীতিসম্পাদনের জন্য পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যত্নসহকারে যুদ্ধ করিব। আজ আমার এই কর্ম্মকে তুমি দেখ ॥ ৩৩½

আজ আমার উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, দিব্যাস্ত্র ও মানুষাস্ত্রসকল নিরীক্ষণ কর। আমি ইহাদের দ্বারা ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী অর্জ্জুনের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ কোন মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় ॥ ৩৪½

আমি যুদ্ধে অজেয় এবং অসীম শক্তিশালী ব্রহ্মাস্ত্রকে মনে মনেই স্মরণ করত নিজের জয়লাভের জন্য অর্জ্জুনের উপর প্রহার করিব। যদি আমার রথের চক্র কোন বিষম স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া না যায়, তবে এই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অর্জ্জুন রণাঙ্গনে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥ ৩৫½

শল্য! আমি দণ্ডধারী সূর্য্যপুত্র যম, পাশধারী বরুণ, গদাপাণি কুবের, বজ্রধারী ইন্দ্র অথবা অন্য কোন আততায়ী শত্রু হইতে কখনও ভীত হই না,—ইহা তুমি ভালভাবে জানিয়া লও। সেইজন্য অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ হইতেও আমার কোন ভয় হয় না। সেই দুইজনের সহিত রণাঙ্গনে আমার অবশ্যই যুদ্ধ হইবে ॥ ৩৬-৩৭½

হে নৃপ! কোন এক সময়ের কথা, আমি অস্ত্রসকলের অভ্যাসের জন্য বিজয়নামক কোন এক ব্রাহ্মণের আশ্রমের চারিদিকে বিচরণ করিতেছিলাম। সেই সময় ঘোরতর ও ভয়ঙ্কর বাণসকল নিক্ষেপ করিতে আমি না জানিয়া অসাবধানতাবশতঃ সেই ব্রাহ্মণের হোমধেনুর বৎসটিকে এক বাণে বধ করিয়া ফেলি ॥ ৩৮-৩৯

চরন্তং বিজনে শল্য ততোঽনুব্যাজহার মাম্।
যস্মাৎ ত্বয়া প্রমত্তেন হোমধেন্বা হতঃ সুতঃ॥ ৪০
শ্বভ্রে তে পততাং চক্রমিতি মাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
যুধ্যমানস্য সংগ্রামে প্রাপ্তস্যৈকায়নং ভয়ম্॥ ৪১
তস্মাদ্ বিভেমি বলবদ্ ব্রাহ্মণব্যাহৃতাদহম্।
এতে হি সোমরাজান ঈশ্বরাঃ সুখ-দুঃখয়োঃ॥ ৪২
অদাং তস্মৈ গোসহস্রং বলীবর্দাংশ্চ ষট্শতান্।
প্রসাদং ন লভে শল্য ব্রাহ্মণান্মদ্রকেশ্বর॥ ৪৩
ঈষাদন্তান্ সপ্তশতান্ দাসীদাসশতানি চ।
দদতো দ্বিজমুখ্যো মে প্রসাদং ন চকার সঃ॥ ৪৪
কৃষ্ণানাং শ্বেতবৎসানাং সহস্রাণি চতুর্দশ।
আহরং ন লভে তস্মাৎ প্রসাদং দ্বিজসত্তমাৎ॥ ৪৫
ঋদ্ধং গৃহং সর্বকামৈর্যচ্চ মে বসু কিঞ্চন।
তৎ সর্বমস্মৈ সৎকৃত্য প্রযচ্ছামি ন চেচ্ছতি॥ ৪৬
ততোঽব্রবীন্মাং যাচন্তমপরাধং প্রযত্নতঃ।
ব্যাহৃতং যন্ময়া সূত তৎ তথা ন তদন্যথা॥ ৪৭
অনৃতোক্তং প্রজাং হন্যাৎ ততঃ পাপমবাপ্নুয়াম্।
তস্মাদ্ ধর্মাভিরক্ষার্থং নানৃতং বক্তুমুৎসহে॥ ৪৮
মা ত্বং ব্রহ্মগতিং হিংস্যাঃ প্রায়শ্চিত্তং কৃতং ত্বয়া।
মদ্বাক্যং নানৃতং লোকে কশ্চিৎ কুর্যাৎ সমাপ্নুহি॥ ৪৯
ইত্যেতত্তে ময়া প্রোক্তং ক্ষিপ্তেনাপি সুহৃত্তয়া।
জানামি ত্বাং বিক্ষিপন্তং জোষমাস্স্বোত্তরং শৃণু॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৫

শল্য! তখন সেই ব্রাহ্মণ নির্জনপ্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—তুমি অসাবধানতা-বশতঃ আমার হোমধেনুর বৎসটিকে বধ করিয়াছ; সেইহেতু তুমি যে সময়ে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে তীব্র ভয় (মৃত্যুভয়) প্রাপ্ত হইবে, সেই সময় তোমার রথের চক্র গর্ত্তেতে পতিত হইবে। ৪০-৪১

ব্রাহ্মণের এই শাপে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। চন্দ্র যাঁহাদের রাজা, সেই ব্রাহ্মণগণই শাপ বা বরদান দ্বারা অপরকে দুঃখ ও সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। ৪২

মদ্ররাজ শল্য! আমি ব্রাহ্মণকে এক হাজার গো (ধেনু) ও ছয় শত বলীবর্দ্দ (বলদ) দান করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহাতেও সেই ব্রাহ্মণের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিতে পারি নাই। ৪৩

হলদণ্ডতুল্য দন্তবিশিষ্ট সাতশত হাতী এবং এক শত দাস-দাসী দান করিলেও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার উপর কৃপা করেন নাই। ৪৪

শ্বেতবর্ণের বৎস সহ চৌদ্দ হাজার কৃষ্ণবর্ণের গাভী আমি তাঁহাকে দান করিবার জন্য লইয়া আসিলেও সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমাকে করুণা করেন নাই। ৪৫

আমি সমস্ত ভোগসমূহে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী এবং যাহা কিছু ধন আমার নিকট ছিল, তৎ সমস্তই সেই ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক দান করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু তিনি এই সব গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন্ নি। ৪৬

সেই সময় আমি যত্ন সহকারে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সূত! আমি যাহা বলিয়া দিয়াছি, উহা অবশ্যই সফল হইবে, তাহাকে আমি অন্যথা করিতে পারিব না। ৪৭

অসত্যভাষণ প্রজাগণকে নাশ করিয়া থাকে, অতএব আমি মিথ্যা কথা বলিলে পাপভাগী হইব; সেই কারণে আমি ধর্ম্মের রক্ষার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। ৪৮

তুমি (লোভ দেখাইয়া) ব্রাহ্মণের উত্তম গতিকে বিনাশ করিও না। তুমি অনুতাপ এবং দানের দ্বারা সেই বৎস-বধের প্রায়শ্চিত্ত কর। জগতে কেহই আমার কথিত বাক্যকে মিথ্যা করিতে পারিবে না; সেইজন্য আমার শাপ তুমি অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ৪৯

মদ্ররাজ! যদিও তুমি আমার প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিতেছ, তথাপি সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমাকে সমস্ত কথাই বলিলাম। আমি জানি, তুমি এখন নিন্দা করিলেও চলিয়া যাইতে পারিবে না; সেইজন্য নীরবে বসিয়া থাক এবং আমার আরও কিছু বাক্য শ্রবণ কর। ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের আলাপবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বকং কর্ণেন শল্যস্য তিরস্কারঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততঃ পুনর্মহারাজ মদ্ররাজমরিন্দমঃ ।
অভ্যভাষত রাধেয়ঃ সন্নিবার্য্যোত্তরং বচঃ ॥ ১
যৎ ত্বং নিদর্শনার্থং মাং শল্য জল্পিতবানসি ।
নাহং শক্যস্ত্বয়া বাচা বিভীষয়িতুমাহবে ॥ ২
যদি মাং দেবতাঃ সর্বা যোধয়েয়ুঃ সবাসবাঃ ।
তথাপি মে ভয়ং ন স্যাৎ কিমু পার্থাৎ সকেশবাৎ ॥ ৩
নাহং ভীষয়িতুং শক্যো বাঙ্মাত্রেণ কথঞ্চন ।
অন্যং জানীহি : যঃ শক্যস্ত্বয়া ভীষয়িতুং রণে ॥ ৪
নীচস্য বলমেতাবৎ পারুষ্যং যত্ত্বমাত্থ মাম্ ।
অশক্তো মদ্গুণান্ বক্তুং বল্গসে বহু দুর্মতে ॥ ৫
ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভয়ার্থমিহ মদ্রক ।
বিক্রমার্থমহং জাতো যশোঽর্থঞ্চ তথাত্মনঃ ॥ ৬
সখিভাবেন সৌহার্দান্মিত্রভাবেন চৈব হি ।
কারণৈস্ত্রিভিরেতৈস্ত্বং শল্য জীবসি সাম্প্রতম্ ॥ ৭
রাজ্ঞশ্চ ধার্তরাষ্ট্রস্য কার্য্যং সুমহদুদ্যতম্ ।
ময়ি তচ্চাহিতং শল্য তেন জীবসি মে ক্ষণম্ ॥ ৮
কৃতশ্চ সময়ঃ পূর্বং ক্ষন্তব্যং বিপ্রিয়ং তব ।
মিত্রদ্রোহস্তু পাপীয়ানিতি জীবসি সাম্প্রতম্ ॥ ৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[আত্মপ্রশংসাপূর্ব্বক কর্ণ কর্ত্তৃক শল্যকে তিরস্কার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর অরিন্দম (শত্রুদমন) রাধাপুত্র কর্ণ শল্যকে নিবারণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১

শল্য! তুমি দৃষ্টান্তের জন্য আমার প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে, তুমি এই যুদ্ধস্থলে তোমার তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াও আমাকে ভীত করিতে পারিবে না ॥ ২

যদি ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতাগণও আমার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন, তথাপি আমার কোন ভয় হইবে না; সুতরাং সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনের কথা আর কি বলিবার আছে? ৩

তুমি কেবল নানা প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াই আমাকে ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি রণাঙ্গনে যাহাকে ভীত করিতে পারিবে, সেরূপ কোন পুরুষের সন্ধান কর ॥ ৪

তুমি আমার প্রতি যে সব কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, তাহাই কেবল নীচ পুরুষের বল। দুর্মতি শল্য! তুমি আমার গুণসকল বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া এরূপ বহু অপলাপ বাক্য বলিয়া যাইতেছ ॥ ৫

মদ্রবাসী শল্য! কর্ণ এ জগতে ভয়ভীত হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি ত' পরাক্রম প্রদর্শন এবং নিজের যশ বিস্তারের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছি ॥ ৬

শল্য! প্রথম হইল—তুমি আমার সারথি হইয়া সখা হইয়াছ, দ্বিতীয়—সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং তৃতীয়তঃ—মিত্র দুর্য্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধিই আমার মনে জাগরূক আছে—এই তিনটি কারণে তুমি এখনও আমার নিকট হইতে জীবিত আছ ॥ ৭

রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার সমস্ত ভারই আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। শল্য! সেইজন্য তুমি ক্ষণকালও জীবিত আছ ॥ ৮

ইহা ব্যতীত, আমি প্রথমেই এই শর্ত্ত করিয়াছি যে, তোমার অপ্রিয় বাক্যসমূহ ক্ষমা করিব, সুতরাং তোমার মত যদি হাজার শল্যও থাকে, তবে আমি শত্রুদিগকে অবশ্যই জয় করিতে পারিব। মিত্রদ্রোহ মহাপাপ, সেই কারণে তুমি এখনও জীবিত আছ ॥ ৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের সংবাদবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণেন মদ্রপ্রভৃতি-দেশবাসিনাং নিন্দা ।]

শল্য উবাচ ।

নন্বু প্রলাপাঃ কর্ণৈতে যান্ ব্রবীষি পরান্ প্রতি

ঋতে কর্ণসহস্রেণ শক্যা জেতুং পরে যুধি ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

তথা ব্রুবন্তং পরুষং কর্ণো মদ্রাধিপং তদা ।

পরুষং দ্বিগুণং ভূয়ঃ প্রোবাচাপ্রিয়দর্শনম ॥ ২

কর্ণ উবাচ ।

ইদং তু তে ত্বমেকাগ্রঃ শৃণু মদ্রজনাধিপ ।

সন্নিধৌ ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রোচ্যমানং ময়া শ্রুতম ॥ ৩

দেশাংশ্চ বিবিধাংশ্চিত্রান পূর্ববৃত্তাংশ্চ পার্থিবান

ব্রাহ্মণাঃ কথয়ন্তি স্ম ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনে ॥ ৪

তত্র বৃদ্ধঃ পুরাবৃত্তাঃ কথাঃ কশ্চিদ্ দ্বিজোত্তমঃ ।

বাহীকদেশং মদ্রাংশ্চ কুৎসয়ন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫

বহিষ্কৃতা হিমবতা গঙ্গয়া চ বহিষ্কৃতাঃ ।

সরস্বত্যা যমুনয়া কুরুক্ষেত্রেণ চাপি যে ॥ ৬

পঞ্চানাং সিন্ধুষষ্ঠানাং নদীনাং যেঽন্তরাশ্রিতাঃ ।

তান্ ধর্মবাহ্যানশুচীন্ বাহীকানপি বর্জয়েৎ ॥ ৭

গোবর্দ্ধনো নাম বটঃ সুভদ্রং নাম চত্বরম্ ।

এতদ্ রাজকুলদ্বারমাকুমারাৎ স্মরাম্যহম্ ॥ ৮

কার্য্যেণাত্যর্থগূঢ়েন বাহীকেষূষিতং ময়া ।

তত এষাং সমাচারঃ সংবাসাদ বিদিতো মম ॥ ৯

শাকলং নাম নগরমাপগা নাম নিম্নগা

জর্তিকা নাম বাহীকাস্তেষাং বৃত্তং সুনিন্দিতম্ ॥ ১০

ধানা গৌড়াসবং পীত্বা গোমাংসং লশুনৈঃ সহ ।

অপূপ-মাংস-বাট্যানামাশিনঃ শীলবর্জ্জিতাঃ ॥ ১১

গায়ন্ত্যথ চ নৃত্যন্তি স্ত্রিয়ো মত্তা বিবাসসঃ ।

নগরাগার-বপ্রেষু বহির্মাল্যানুলেপনাঃ ॥ ১২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[কর্ণ কর্ত্তৃক মদ্র প্রভৃতি দেশবাসিগণের নিন্দা ।]

শল্য বলিলেন,—কর্ণ ! তুমি অপরের প্রতি যে সকল নিন্দা বাক্য বলিতেছ, তাহা তোমার প্রলাপ মাত্র। তোমার মত যদি হাজার কর্ণ না থাকে, তাহা হইলেও রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে জয় করা যায় ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! এরূপ কঠোর বাক্যভাষী মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণ পুনরায় দ্বিগুণ কঠোরতা পূর্ণ এই অপ্রিয় বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২

কর্ণ বলিলেন,—মদ্ররাজ ! তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কথিত এই সকল বাক্য আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩

একদিন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে বহু ব্রাহ্মণ আসিয়া নানা প্রকারের বিচিত্র দেশসমূহ ও পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপতিগণের বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন ॥ ৪

সেখানে কোন এক বৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাহীক এবং মদ্র-দেশের নিন্দা করিতে করিতে সেই দেশে পূর্ব্বে সংঘটিত এই বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৫

যে প্রদেশ হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের সীমার বাহিরে স্থিত এবং শতদ্রু, বিপাশা, তৃতীয় ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা (যাহাদের বর্ত্তমান নাম—সতলজ, ব্যাস, রাবী, চিনাব ও ঝেলম)—এই পঞ্চ এবং ষষ্ঠ সিন্ধু নদীর মধ্যে স্থিত, তাহাকে বাহীক দেশ বলে। এই দেশ ধর্ম্মবাহ্য এবং অপবিত্র। উহা ধার্ম্মিকগণের পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ৬-৭

গোবর্দ্ধন নামক বটবৃক্ষ ও সুভদ্র নামক চত্বর—এই দুইটি সেখানকার রাজভবনের দ্বারে অবস্থিত—যাহা আমি বাল্যকাল হইতেই স্মরণ করিয়া আসিতেছি ॥ ৮

আমি অত্যন্ত গুপ্ত কার্য্যবশতঃ কিছু দিন বাহীক দেশে বাস করিয়াছিলাম। ইহাতে সেখানকার বসবাসকারিগণের সম্পর্কে আসিয়া আমি তাহাদের আচার-ব্যবহারের বহু বিষয়ই অবগত হই ॥ ৯

যেখানে শাকল নামে একটি নগর এবং আপগা নামে একটি নদী আছে, সেখানে জর্ত্তিকনামে বহু বাহীক বাস করিত। তাহাদের চরিত্র অত্যন্ত নিন্দিত ॥ ১০

তাহারা ধান ও লশুনের সহিত গোমাংস ভক্ষণ করে এবং গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্যপান করত মদ-মত্ত থাকে। অপূপ (পিষ্টক), মাংস ও বিকৃত অন্ন (বা ক্রীত অন্ন) ভক্ষণকারী বাহীক দেশবাসিগণ শীল (স্বভাব) ও আচারহীন ॥ ১১

সেখানকার রমণীগণ বহির্ভাগে মাল্য ও অঙ্গরাগ ধারণ করত

মত্তাবগীতৈর্বিবিধৈঃ খরোষ্ট্রনিনদোপমৈঃ।
অনাবৃতা মৈথুনে তাঃ কামাচারাশ্চ সর্বশঃ॥ ১৩
আহুরন্যোন্যসূক্তানি প্রব্রুবাণা মদোৎকটাঃ।
হে হতে হে হতেত্যেবং স্বামিভর্তৃহতেতি চ॥ ১৪
আক্রোশন্ত্যঃ প্রনৃত্যন্তি ব্রাত্যাঃ পর্বস্বসংযতাঃ।
তাসাং কিলাবলিপ্তানাং নিবসন্ কুরুজাঙ্গলে॥ ১৫
কশ্চিদ্ বাহীকদুষ্টানাং নাতিহৃষ্টমনা জগৌ।
সা নূনং বৃহতী গৌরী সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী॥ ১৬
মামনুস্মরতী শেতে বাহীকং কুরুজাঙ্গলে।
শতদ্রুকামহং তীর্ত্বা তাঞ্চ রম্যামিরাবতীম্॥ ১৭
গত্বা স্বদেশং দ্রক্ষ্যামি স্থূলশঙ্খাঃ শুভাঃ স্ত্রিয়ঃ।
মনঃশিলোজ্জ্বলাপাঙ্গ্যো গৌর্য্যস্ত্রিককুদাঞ্জনাঃ॥ ১৮
কম্বলাজিনসংবীতাঃ কূর্দন্ত্যঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
মৃদঙ্গানকশঙ্খানাং মর্দলানাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ॥ ১৯
খরোষ্ট্রাশ্বতরৈশ্চৈব মত্তা যাস্যামহে সুখম্।
শমীপীলুকরীরাণাং বনেষু সুখবর্ত্মসু॥ ২০
অপূপান্ সক্তুপিণ্ডাংশ্চ প্রাশ্নন্তো মথিতান্বিতান্।
পথি সুপ্রবলা ভূত্বা কদা সম্পততোঽধ্বগান্॥ ২১
চেলাপহারং কুর্বাণাস্তাডয়িষ্যাম ভূয়সঃ।
এবং শীলেষু ব্রাত্যেষু বাহীকেষু দুরাত্মসু॥ ২২
কশ্চেতয়ানো নিবসেন্মুহূর্তমপি মানবঃ।
ঈদৃশা ব্রাহ্মণেনোক্তা বাহীকা মোঘচারিণঃ॥ ২৩
যেষাং ষড়্ভাগহর্তা ত্বমুভয়োঃ শুভপাপয়োঃ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ সাধুরুত্তরং পুনরুক্তবান্॥ ২৪
বাহীকেষ্ববিনীতেষু প্রোচ্যমানং নিবোধ তৎ।
তত্র স্ম রাক্ষসী গাতি সদা কৃষ্ণচতুর্দশীম্॥ ২৫

উন্মত্তা এবং বস্ত্রহীনা হইয়া নগর ও গৃহের চারিদিকে গান ও নৃত্য করিয়া থাকে॥ ১২

তাহারা গাধা ও উটের শব্দ তুল্য নানাবিধ মত্ততাসূচক গান করে এবং মৈথুনের সময় অনাবৃতই থাকে। তাহারা সকলেই প্রায় স্বেচ্ছাচারিণী॥ ১৩

মদে উন্মত্ত হইয়া পরস্পর সরস ও বিনোদনযুক্ত বাক্যে আলাপ করিতে করিতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে 'আরে নিহতে আরে মৃতে ও: পতিঘাতিনি!' ইত্যাদি কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে থাকে এবং নৃত্য করিতে থাকে। পর্ব্ব ও উৎসব আদি সময়ে এই সব সংস্কারহীনা রমণীগণের সংযত ত' সর্ব্বতোভাবে নষ্টই হইয়া যায়॥ ১৪½

তিনি বাহীকদেশীয়া মদমত্তা ও দুষ্টা স্ত্রীগণের সহিত সম্পর্কিত কোন মানুষ সেখান থেকে আসিয়া কুরুজাঙ্গল প্রদেশে নিবাস করিতেছিল। সে অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইয়া এইরূপ গান করিয়াছিল॥ ১৫½

দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা ও সূক্ষ্ম কম্বল বস্ত্রপরিহিতা আমার প্রেয়সী কুরুজাঙ্গল দেশবাসী বাহীক আমাকে নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে শয়ন করিয়া থাকে॥ ১৬½

আমি কখন শতদ্রু ও সেই রমণীয় ইরাবতী নদী পার হইয়া নিজ দেশে গমন করত স্থূল (মোটা) শঙ্খধারিণী সুন্দরী স্ত্রীগণকে অবলোকন করিব? ১৭½

যাহাদের নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ মনঃশিলা আলেপনে উজ্জ্বলবর্ণ উভয় নেত্র ও ললাট বন্ধনে সুশোভিত এবং যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ কম্বল ও মৃগচর্ম্মে আবৃত, সেই গৌরবর্ণা, প্রিয়দর্শনা রমণীগণ মৃদঙ্গ, ঢোল, শঙ্খ এবং মর্দ্দল প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিসহ নৃত্য করিতেছে—ইহা আমি কবে দর্শন করিব? ১৮-১৯

কোন সময়ে আমরা মদোন্মত্তা হইয়া উট, গাধা ও খচ্চরী-সমূহের দ্বারা বাহিত হইয়া সুখকর পথযুক্ত শমী, পীলু ও করীর-বৃক্ষে পূর্ণ বনে সুখের সহিত যাত্রা করিব॥ ২০

পথে ঘোলের সহিত পিষ্টক ও ছাতুর পিণ্ড (ডেলা) ভোজন করিতে করিতে অত্যন্ত প্রবল হইয়া কবে গমনপূর্ব্বক বহু রমণী-গণের বস্ত্র অপহরণ করত উত্তমরূপে তাড়না করিব। ২১½

সংস্কারশূন্য দুরাত্মা বাহীকগণ এরূপ স্বভাববিশিষ্টই হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাদের নিকট কোন্ বিবেকী পুরুষ মুহূর্ত্তকালও বাস করিতে সমর্থ হয়? ২২½

ব্রাহ্মণ নিরর্থক আচার-বিচারপরায়ণ বাহীকগণকে এরূপই বলিয়াছিলেন; যাহাদের পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠ ভাগ তুমিই কররূপে গ্রহণ করিয়া থাক॥ ২৩½

শল্য! সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এই সব কথা বলিয়া উদ্ধত বাহীক-গণের বিষয়ে পুনরায় যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহাও বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর॥ ২৪½

সেই দেশে এক রাক্ষসী বাস করিত, যে সদা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে সমৃদ্ধিশালী শাকল নগরে রাত্রির সময়ে দুন্দুভি বাজাইয়া এইরূপ গান করিত॥ ২৫½

নগরে শাকলে স্ফীতে আহত্য নিশি দুন্দুভিম্ ।
কদা বাহেয়িকা গাথাঃ পুনর্গাস্যামি শাকলে ॥ ২৬

গব্যস্য তৃপ্তা মাংসস্য পীত্বা গৌড়ং সুরাসবম্ ।
গৌরীভিঃ সহ নারিভির্বৃহতীভিঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭

পলাণ্ডুগণ্ডূষযুতান্ খাদন্তী চৈড়কান্ বহূন্ ।
বারাহং কৌক্কুটং মাংসং গব্যং গর্দভমৌষ্ট্রিকম্ ॥ ২৮

ঐড়ঞ্চ যে ন খাদন্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকম্ ।
ইতি গায়ন্তি যে মত্তাঃ সীধুনা শাকলাশ্চ যে ॥ ২৯

সবালবৃদ্ধাঃ ক্রন্দন্তস্তেষু ধর্মঃ কথং ভবেৎ ।
ইতি শল্য বিজানীহি হন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে ॥৩০

যদন্যোঽপ্যুক্তবানস্মান্ ব্রাহ্মণঃ কুরুসংসদি ।
পঞ্চ নদ্যো বহন্ত্যেতা যত্র পীলুবনান্যুত ॥ ৩১

শতদ্রুশ্চ বিপাশা চ তৃতীয়ৈরাবতী তথা ।
চন্দ্রভাগা বিতস্তা চ সিন্ধুষষ্ঠা বহির্গিরেঃ ॥ ৩২

আরট্টা নাম তে দেশা নষ্টধর্মা ন তান্ ব্রজেৎ ।
ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকানামযজ্বনাম্ ॥ ৩৩

ন দেবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি পিতরো ব্রাহ্মণাস্তথা ।
তেষাং প্রণষ্টধর্মাণাং বাহীকানামিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪

ব্রাহ্মণেন তথা প্রোক্তং বিদুষা সাধুসংসদি ।
কাষ্ঠকুণ্ডেষু বাহীকা মৃন্ময়েষু চ ভুঞ্জতে ॥ ৩৫

সক্তুমদ্যাবলিপ্তেষু শ্বাবলীঢ়েষু নির্ঘৃণাঃ ।
আবিকং চৌষ্ট্রিকং চৈব ক্ষীরং গার্দভমেব চ ॥ ৩৬

তদ্বিকারাংশ্চ বাহীকাঃ খাদন্তি চপিবন্তি চ ।
পুত্রসঙ্করিণো জাল্মাঃ সর্বান্নক্ষীরভোজনাঃ ॥ ৩৮

আরট্টা নাম বাহীকা বর্জনীয়া বিপশ্চিতা ।
হন্ত শল্য বিজানীহি হন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে ॥ ৩৮

যদন্যোঽপ্যুক্তবান্ মহ্যং ব্রাহ্মণঃ কুরুসংসদি ।
যুগন্ধরে পয়ঃ পীত্বা প্রোষ্য চাপ্যচ্যুতস্থলে ॥ ৩৯

আমি বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গোমাংস ভোজন করত ও গুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য পান করত তৃপ্ত হইয়া অঞ্জলিপূর্ণ পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) সহ বহু ভেঁড়া পান করিতে করিতে গৌরবর্ণের দীর্ঘাঙ্গী যুবতী স্ত্রীগণের সহিত মিলিত হইয়া শাকল নগরে পুনরায় কবে এরূপ বাহীকদেশের সম্বন্ধযুক্ত গাথাসমূহ গান করিব ॥২৬-২৭½

যাহারা শূকর, কুক্কুট (মুর্গী), গরু, গর্দ্দভ, উট ও ভেড়ার মাংস ভোজন করে না, তাহাদের জন্মই বৃথা ॥ ২৮½

যে সব শাকলবাসী আবাল বৃদ্ধ নর-নারী মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে এরূপ গাথাসমূহ গান করিতে থাকে, তাহাদের মধ্যে আর ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে? ২৯½

শল্য! এই কথাকে তুমি উত্তমরূপে জানিয়া লও। আনন্দের কথা এই যে, ইহার সম্বন্ধে তোমাকে আমি আরও কিছু কথা বলিব, যাহা অন্য এক ব্রাহ্মণ কৌরবসভায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩০½

যেখানে শতদ্রু (সতলজ), বিপাসা (ব্যাস), তৃতীয় ইরাবতী (রাবী), চন্দ্রভাগা (চিনাব) ও বিতস্তা (ঝেলম)—এই পাঁচটি নদী ষষ্ঠ নদী সিন্ধুর সহিত বহিতে থাকে, যেখানে পীলুনামক বৃক্ষসকলের বন আছে, সেই হিমালয়ের সীমার বাহিরে অবস্থিত প্রদেশ 'আরট্ট' নামে বিখ্যাত ছিল। সেখানকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সব দেশে কখনও যাইবে না ॥ ৩১-৩২½

যাহাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সংস্কারহীন, জারজ বাহীকগণ যজ্ঞকর্ম্ম হইতেও রহিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রদত্ত দ্রব্যসকল দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণমণ্ডলী গ্রহণ করেন না, ইহাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি ॥ ৩৩-৩৪

কোন এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সাধুপুরুষগণের সভায় এই কথাও বলিয়াছিলেন যে, 'বাহীকদেশের মানুষেরা কাষ্ঠের কুণ্ডে এবং মৃত্তিকা পাত্রেও যেখানে ছাতু ও মদ্য লিপ্ত থাকে এবং যাহা কুকুরে লেহন করিতে (চাটিতে) থাকে, ঘৃণাশূন্য হইয়া উহাতে ভোজন করিতেই থাকে। বাহীকবাসীরা ভেড়ী, উষ্ট্রী ও গাধার দুগ্ধ পান করিয়া থাকে এবং এই সব দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধি-ঘৃতাদিও ভোজন করিয়া থাকে। ৩৫-৩৬½

এই জারজ পুত্র উৎপাদনকারী নীচ আরট্টনামক বাহীকেরা সকলেরই অন্ন ভোজন করে এবং সমস্ত পশুরই দুগ্ধ পান করে। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহাদিগকে পরিহার করিয়া চলিবেন ৩৭½

শল্য! এই কথা তুমি স্মরণ কর। এখন তোমাকে আরও কিছু কথা বলিব, যাহা কোন এক অপর ব্রাহ্মণ কৌরবসভায় স্বয়ং আমাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৩৮½

যুগন্ধর নগরে দুধ পান করত অচ্যুতস্থল নামক নগরে এক রাত্রি অবস্থান পূর্ব্বক ভূতিলয়ে স্নান করিয়া মানুষ কিরূপে স্বর্গ গমন করিতে সমর্থ হইবে? ৩৯½

তদ্বদ্ ভূতিলয়ে স্নাত্বা কথং স্বর্গং গমিষ্যতি।
পঞ্চ নদ্যো বহন্ত্যেতা যত্র নিঃসৃত্য পর্বতাৎ ॥৪০
আরট্টা নাম বাহীকা ন তেষ্বার্য্যো দ্ব্যহং বসেৎ।
বহিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ ॥ ৪১
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ।
তে কথং বিবিধান্ ধর্ম্মান্ জ্ঞাস্যন্তে হীনযোনয়ঃ ॥ ৪২
কারস্করান্মাহিষকান্ কুরণ্ডান্ কেরলাংস্তথা।
কর্কোটকান্ বীরকাংশ্চ দুর্ধর্মাংশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৪৩
ইতি তীর্থানুসর্তারং রাক্ষসী কাচিদব্রবীৎ।
একরাত্রশয়ী গেহে মহোলূখলমেখলা ॥ ৪৪

আরট্টা নাম তে দেশা বাহীকং নাম তজ্জলম্।
ব্রাহ্মণাপসদা যত্র তুল্যকালাঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫
বেদা ন তেষাং বেদ্যশ্চ যজ্ঞা যজনমেব চ।
ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানামন্নং দেবা ন ভুঞ্জতে ॥ ৪৬
প্রস্থলা মদ্র-গান্ধারা আরট্টা নামতঃ খশাঃ।
বসাতি-সিন্ধু-সৌবীরা ইতি প্রায়োঽতিকুৎসিতাঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে
চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

যেখানে পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বোক্ত শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পঞ্চ নদী বহিতে থাকে, উহাই আরট্টনামে প্রসিদ্ধ বাহীক প্রদেশ। সেখানে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ দুই দিনও বাস করিবেন না। ৪০½

বিপাশা (ব্যাস) নদীতে দুইটি পিশাচ বাস করে। এক জনের নাম বহি এবং অপর জনের নাম হীক। ইহাদের দুই-জনেরই সন্তানের নাম বাহীকা। ব্রহ্মা ইহাদের সৃষ্টি করেন নাই। নীচ যোনিতে উৎপন্ন এই সব মানুষ নানাবিধ ধর্ম্মের কথা কিরূপে বুঝিতে পারিবে ॥ ৪১-৪২

কারস্কর, মাহিষক, কুরণ্ড, কেরল, কর্কোটক ও বীরক—এই সব দেশ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪৩

বিশাল উদূখলের মেখলাধারণকারিণী কোন এক রাক্ষসী কোন তীর্থযাত্রীর গৃহে এক রাত্রিবাস করত তাহাকে এইরূপ বলিল ॥ ৪৪

যেখানে ব্রহ্মার সমকালীন (অত্যন্ত প্রাচীন) বেদবিরুদ্ধ আচারপরায়ণ নীচ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকে, উহাই আরট্ট-নামক দেশ এবং সেখানকার জলের নাম বাহীক ॥ ৪৫

এই সব অধম ব্রাহ্মণগণের বেদসমূহের জ্ঞান, সেখানে কোন যজ্ঞবেদী এবং সেখানে কোন যাগ-যজ্ঞও হয় না। এই সব ব্রাহ্মণ সংস্কারহীন এবং দাসগণের সহিত মৈথুনপরায়ণা কুলটা স্ত্রীগণের সন্তান; অতএব দেবতাবৃন্দ ইহাদের অন্ন গ্রহণ করেন না ॥ ৪৬

প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, খস, বসাতি এবং সৌবীর—এই সব দেশ প্রায়ই অতিশয় নিন্দিত ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের সংবাদবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[কর্ণেন মদ্রাদি-বাহীকদেশবাসিনাং দোষকথনম্, শল্যস্য উত্তরদানম্, উভয়য়োর্দুর্য্যোধনেন নিবারণঞ্চ ।]

কর্ণ উবাচ ।

হন্ত শল্য বিজানীহি হন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে ।
উচ্যমানং ময়া সম্যক্ ত্বমেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ১
ব্রাহ্মণঃ কিল নো গেহমধ্যগচ্ছৎ পুরাতিথিঃ ।
আচারং তত্র সম্প্রেক্ষ্য প্রীতো বচনমব্রবীৎ ॥ ২
ময়া হিমবতঃ শৃঙ্গমেকেনাধ্যুষিতং চিরম্ ।
দৃষ্টাশ্চ বহবো দেশা নানাধর্মসমাবৃতাঃ ॥ ৩
ন চ কেন চ ধর্মেণ বিরুধ্যন্তে প্রজা ইমাঃ ।
সর্বং হি তেঽব্রুবন্ ধর্মং যথোক্তং বেদপারগৈঃ ॥ ৪
অটতা তু ততো দেশান্ নানাধর্মসমাকুলান্ ।
আগচ্ছতা মহারাজ বাহীকেষু নিশামিতম্ ॥ ৫
তত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বাহীকস্ততো ভবতি নাপিতঃ ॥ ৬
নাপিতশ্চ ততো ভূত্বা পুনর্ভবতি ব্রাহ্মণঃ ।
দ্বিজো ভূত্বা চ তত্রৈব পুনর্দাসোঽভিজায়তে ॥ ৭
ভবত্যেককুলে বিপ্রাঃ প্রসৃষ্টাঃ কামচারিণঃ ।
গান্ধারা মদ্রকাশ্চৈব বাহীকাশ্চাল্পচেতসঃ ॥ ৮
এতন্ময়া শ্রুতং তত্র ধর্মসঙ্করকারকম্ ।
কৃৎস্নামটিত্বা পৃথিবীং বাহীকেষু বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯
হন্ত শল্য বিজানীহি হন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে ।
যদপ্যন্যোঽব্রবীদ্ বাক্যং বাহীকানাঞ্চ কুৎসিতম্ ॥ ১০
সতী পুরা হৃতা কাচিদারট্টাৎ কিল দস্যুভিঃ ।
অধর্মতশ্চোপয়াতা সা তানভ্যশপৎ ততঃ ॥ ১১
বালাং বন্ধুমতীং যন্মামধর্মেণোপগচ্ছথ ।
তস্মান্নার্য্যো ভবিষ্যন্তি বন্ধক্যো বৈ কুলস্য চ ॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[কর্ণকর্ত্তৃক মদ্রাদি বাহীক-দেশবাসিগণের দোষকথন, শল্যের উত্তরদান এবং উভয়কে দুর্য্যোধনের নিবারণ ।]

কর্ণ বলিলেন,—শল্য ! পূর্ব্বে যে কথা বলা হইয়াছে, উহা উত্তমরূপে অবগত হও । এখন আমি পুনরায় তোমাকে আরও কিছু বলিতেছি । আমার এই কথিত বাক্য তুমি শ্রবণ কর ॥ ১

পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে আমার গৃহে বাস করিয়াছিলেন । তিনি আমার সেখানে আচার-বিচার দেখিয়া প্রসন্নতা প্রকাশ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ২

আমি একাকী দীর্ঘকাল যাবৎ হিমালয়ের শিখরে বাস করিয়াছি এবং বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু দেশ দর্শন করিয়াছি ॥ ৩

এই সব দেশের লোক কোন কারণেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ হন্ না। বেদসমূহের পারদর্শী বিদ্বান্ পুরুষগণ যেরূপ উপদেশ করিয়া থাকেন, ইঁহারা সকলে সেইরূপই ধর্ম্মকে মান্য করেন ও বর্ণনা করেন ॥ ৪

মহারাজ ! নানা ধর্ম্মসমূহে পরিব্যাপ্ত অনেক দেশে বিচরণ করিতে করিতে যখন আমি বাহীকদেশে আসিতেছিলাম, তখন সেখানে আমাকে অনেকে এরূপ বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়াছিল ॥ ৫

সেই দেশে একই বাহীক প্রথমে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্ষত্রিয় হয় । তারপর বৈশ্য এবং পরে শূদ্রও হইয়া যায় । তাহার পর সে নাপিত হইয়া পরে আবার ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ হইবার পর সে পুনরায় দাস হইয়া যায় ॥ ৬-৭

সেখানে একই বংশে উৎপন্ন কিছু লোক ব্রাহ্মণ এবং কিছু লোক স্বেচ্ছাচারী বর্ণসঙ্কর সন্তান উৎপাদনকারী হইয়া থাকে । গান্ধার, মদ্র এবং বাহীক—এই সব দেশের মানুষ মন্দবুদ্ধি হয় ॥ ৮

সেই দেশে আমি এইরূপ ধর্ম্মসঙ্করকারী বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি । সম্পূর্ণ পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কেবল বাহীকদেশেই আমাকে ধর্ম্মের বিপরীত আচার-ব্যবহার শুনিতে হয় ॥ ৯

শল্য ! এই সব বৃত্তান্ত আমার নিকট ভালভাবে জানিয়া লও । এখন আরও বলিতেছি । অপর একজন যাত্রীও বাহীক দেশবাসিগণের সম্বন্ধে যে কুৎসিত কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ১০

পুরাকালে দস্যুগণ আরট্ট দেশ হইতে কোন এক সতী রমণীকে হরণ করে এবং অধর্ম্ম পূর্ব্বক তাহার সহিত সমাগম করে । তখন সেই রমণী তাহাদিগকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন ॥ ১১

আমি এখন বালিকা এবং আমার ভ্রাতা বন্ধু প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিতেও তোমরা অধর্ম্ম পূর্ব্বক আমার সহিত সমাগম করিয়াছ। সেইজন্য এই বংশের সমস্ত স্ত্রীগণই ব্যভিচারিণী হইবে ।

ন চৈবাস্মাৎ প্রমোক্ষধ্বং ঘোরাৎ পাপান্নরাধমাঃ।
তস্মাৎ তেষাং ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সুনবঃ ॥ ১৩
কুরবঃ সহপাঞ্চালাঃ শাল্বা মৎস্যাঃ সনৈমিষাঃ।
কোশলাঃ কাশয়োঽঙ্গাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা ॥ ১৪
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতম্।
নানাদেশেষু সন্তশ্চ প্রায়ো বাহ্লীলয়াদৃতে ॥ ১৫
আ মৎস্যেভ্যঃ কুরু-পঞ্চালদেশ্যা
আ নৈমিষাচ্চেদয়ো যে বিশিষ্টাঃ।
ধর্ম্মং পুরাণমুপজীবন্তি সন্তো
মদ্রানৃতে পাঞ্চনদাংশ্চ জিহ্মান্ ॥ ১৬
এবং বিদ্বান্ ধর্ম্মকথাসু রাজং-
স্তূষ্ণীংভূতো জড়বচ্ছল্য ভূয়াঃ।
ত্বং তস্য গোপ্তা চ জনস্য রাজা
ষড়্ভাগহর্ত্তা শুভদুষ্কৃতস্য ॥ ১৭
অথবা দুষ্কৃতস্য ত্বং হর্ত্তা তেষামরক্ষিতা।
রক্ষিতা পুণ্যভাগ্ রাজা প্রজানাং ত্বং ত্বপুণ্যভাক্ ॥ ১৮
পূজ্যমানে পুরা ধর্ম্মে সর্বদেশেষু শাশ্বতে।
ধর্ম্মং পাঞ্চনদং দৃষ্ট্বা ধিগিত্যাহ পিতামহঃ ॥ ১৯
ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং কৃতেঽপ্যশুভকর্ম্মণাম্।
ব্রহ্মণা নিন্দিতে ধর্ম্মে স ত্বং লোকে কিমব্রবীঃ ॥ ২০
ইতি পাঞ্চনদং ধর্ম্মমবমেনে পিতামহঃ।
স্বধর্ম্মস্থেষু বর্ষেষু সোঽপ্যেতান্ নাভ্যপূজয়ৎ ॥ ২১
হন্ত শল্য বিজানীহি হন্ত ভূয়ো ব্রবীমি তে।
কল্মাষপাদঃ সরসি নিমজ্জন্ রাক্ষসোঽব্রবীৎ ॥ ২২
ক্ষত্রিয়স্য মলং ভৈক্ষ্যং ব্রাহ্মণস্যাশ্রুতং মলম্।
মলং পৃথিব্যাং বাহীকাঃ স্ত্রীণাং মদ্রস্ত্রিয়ো মলম্ ॥ ২৩
নিমজ্জমানমুদ্ধৃত্য কশ্চিদ্ রাজা নিশাচরম্।
অপৃচ্ছৎ তেন চাখ্যাতং প্রোক্তবাংস্তন্নিবোধ মে ॥২৪
মানুষাণাং মলং ম্লেচ্ছা ম্লেচ্ছানাং শৌণ্ডিকা মলম্।
শৌণ্ডিকানাং মলং ষণ্ঢাঃ ষণ্ঢানাং রাজযাজকাঃ ॥ ২৫

নরাধমগণ! তোমরা এই ঘোরতর পাপ হইতে কখনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। সেই হেতু ইহাদের ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাগ্নীরা হইবে, পুত্রেরা নহে ॥ ১২-১৩

কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশী, অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশের মহাভাগ মনুষ্যগণ সনাতন ধর্ম্মকে জানেন ॥ ১৪½

ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশেও বাহীক নিবাসীদিগকে পরিহার করিয়া প্রায় সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখা যায়। মৎস্য দেশ হইতে কুরু ও পাঞ্চাল দেশ পর্য্যন্ত, নৈমিষারণ্য হইতে চেদিদেশ পর্য্যন্ত যে সব মানুষ বাস করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ ও সাধু পুরুষ এবং সনাতন ধর্ম্মকে আশ্রয় করত জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মদ্র ও পঞ্চনদ দেশেও এইরূপই দেখা যায়। সেখানকার মানুষেরা প্রায়শই কুটিল হইয়া থাকে ॥ ১৫-১৬

রাজন্! শল্য! তুমি এরূপ জানিয়া জড় (মূর্খ) মানুষের ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে বিরত হও। তুমি বাহীক দেশের মনুষ্যদের রাজা ও রক্ষক; অতএব তুমি তাহাদের পুণ্য ও পাপের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিয়া থাক ॥ ১৭

অথবা তুমি তাহাদের রক্ষা না করিয়া কেবল তাহাদের পাপভাগীই হইতেছ। প্রজাগণের রক্ষক রাজাই তাহাদের পুণ্যভাগী হইয়া থাকে; তুমি কিন্তু কেবল পাপভাগই গ্রহণ করিতেছ ॥ ১৮

পুরাকালে যখন সমস্ত দেশেই প্রচলিত সনাতন ধর্ম্মের প্রশংসা করা হইতেছিল, তখন পিতামহ ব্রহ্মা পঞ্চনদবাসীদের ধর্ম্ম দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ধিক্কার' এই ধর্ম্মকে ॥ ১৯

সংস্কারহীন, জারজ ও পাপ কর্ম্মকারী পঞ্চনদবাসীদের ধর্ম্মকে যখন ব্রহ্মা সত্যযুগেই নিন্দা করিয়াছিলেন, তখন তুমি সেই দেশেরই নিবাসী হইয়া জগতে কি ধর্ম্মোপদেশ করিবে? ২০

পিতামহ ব্রহ্মা পঞ্চনদবাসীদিগের আচার-ব্যবহাররূপ ধর্ম্মকে এইরূপে অনাদর করিয়াছিলেন। নিজ ধর্ম্মে অবস্থিত অন্য সব দেশসমূহের তুলনায় ইহাদের তিনি আদর করেন নাই ॥ ২১

শল্য! তুমি এই সব বিষয় ভালভাবে জানিয়া লও। এখন এ বিষয় তোমাকে আরও কিছু কথা বলিব, যাহা সরোবরে নিমজ্জিত হইতে হইতে রাক্ষস কল্মাষপাদ বলিয়াছিল ॥ ২২

ক্ষত্রিয়ের 'মল' হইল ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রাহ্মণের 'মল' হইল বেদাদি শাস্ত্রের বিপরীত আচরণ, পৃথিবীর 'মল' হইল বাহীক এবং স্ত্রীগণের 'মল' হইল মদ্রদেশের স্ত্রী ॥ ২৩

সেই নিমজ্জমান রাক্ষস কল্মাষপাদকে কোন এক রাজা উদ্ধার করিয়া তাহাকে কিছু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষস যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৪

মনুষ্যগণের 'মল' ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছদের 'মল' মদ্যবিক্রয়কারী শুঁড়ি

রাজযাজকযাজ্যানাং মদ্রকাণাঞ্চ যন্মলম্।
তদ্ ভবেদ্ বৈ তব মলং যদ্যস্মান্ন বিমুঞ্চসি ॥ ২৬
ইতি রক্ষোপসৃষ্টেষু বিষবীর্য্যহতেষু চ।
রাক্ষসং ভৈষজং প্রোক্তং সংসিদ্ধবচনোত্তরম্ ॥ ২৭
ব্রাহ্মং পাঞ্চালাঃ কৌরবেয়াস্তু ধর্ম্যং
সত্যং মৎস্যাঃ শূরসেনাশ্চ যজ্ঞম্।
প্রাচ্যা দাসা বৃষলা দাক্ষিণাত্যাঃ
স্তেনা বাহীকাঃ সঙ্করা বৈ সুরাষ্ট্রাঃ ॥২৮
কৃতঘ্নতা পরবিত্তাপহারো
মদ্যপানং গুরুদারাবমর্দঃ।
বাক্‌পারুষ্যং গোবধো রাত্রিচর্য্যা
বহির্গেহং পরবস্ত্রোপভোগঃ ॥ ২৯
যেষাং ধর্মস্তান্ প্রতি নাস্ত্যধর্মো
হ্যারট্টানাং পঞ্চনদান্ ধিগস্তু।

এবং তাঁড়িদের 'মল' হইল নপুংসক এবং নপুংসকদের 'মল' হইল রাজপুরোহিত ॥ ২৫

রাজপুরোহিতগণের যে মল এবং মদ্রদেশবাসিগণের যে মল, তৎ সমস্তই তুমি প্রাপ্ত হইবে, যদি তুমি আমাকে এই সরোবর হইতে উদ্ধার না কর ॥ ২৬

যাহাদের উপর রাক্ষসগণের উপদ্রব হইয়াছে এবং বিষের প্রভাবে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের জন্য এই উত্তম সিদ্ধ বাক্যই রাক্ষসের প্রভাব নিবারণকারী এবং জীবনরক্ষক ঔষধ বলা হইয়াছে ॥ ২৭

পাঞ্চালদেশের মানুষগণ বেদোক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কুরুদেশবাসীরা ধর্ম্মানুকূল কার্য্য করেন, মৎস্যদেশবাসিগণ সত্য-ভাষী হন এবং শূরসেনদেশবাসীরা যজ্ঞপরায়ণ হন। পূর্ব্বদেশের মানুষগণ দাস কর্ম্ম করে, দক্ষিণ দেশবাসীরা বৃষল, বাহীক দেশবাসীরা চোর এবং সৌরাষ্ট্রদেশবাসিগণ বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে ॥ ২৮

কৃতঘ্নতা, অপরের ধনাপহরণ, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমন, কটুবাক্য বলা, গোবধ, রাত্রিকালে গৃহের বাহিরে বিচরণ করা এবং অপরের বস্ত্র উপভোগ করা—এই সব যাদের ধর্ম্ম, সেই আরট্ট ও পঞ্চনদবাসিগণের পক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া কিছুই নাই। ইহাদের ধিক্‌কার ॥ ২৯½

আ পাঞ্চালেভ্যঃ কুরবো নৈমিষাশ্চ
মৎস্যাশ্চৈতেঽপ্যথ জানন্তি ধর্মম্।
অথোদীচ্যাশ্চাঙ্গকা মাগধাশ্চ
শিষ্টান্ ধর্মানুপজীবন্তি বৃদ্ধাঃ ॥ ৩০
প্রাচীং দিশং শ্রিতা দেবা জাতবেদঃপুরোগমাঃ।
দক্ষিণাং পিতরো গুপ্তাং যমেন শুভকর্মণা ॥৩১
প্রতীচীং বরুণঃ পাতি পালয়ানঃ সুরান্ বলী।
উদীচীং ভগবান্ সোমো ব্রাহ্মণৈঃ সহ রক্ষতি ॥ ৩২
তথা রক্ষঃ পিশাচাশ্চ হিমবন্তং নগোত্তমম্।
গুহ্যকাশ্চ মহারাজ পর্বতং গন্ধমাদনম্॥ ৩৩
ধ্রুবঃ সর্বাণি ভূতানি বিষ্ণুঃ পাতি জনার্দনঃ
ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাশ্চ কোশলাঃ ॥ ৩৪
অর্ধোক্তাঃ কুরু-পাঞ্চালাঃ শাল্বাঃ কৃৎস্নানুশাসনাঃ।
পর্বতীয়াশ্চ বিষমা যথৈব শিবয়স্তথা ॥ ৩৫

পাঞ্চাল, কৌরব, নৈমিষ ও মৎস্য দেশবাসিগণ ধর্ম্মকে জানেন। উত্তর, অঙ্গ এবং মাগধ দেশসমূহের বৃদ্ধ পুরুষগণ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করত জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকেন ॥ ৩০

অগ্নি আদি দেবতাগণ পূর্ব্ব দিক্ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন, পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মকারী যমরাজের দ্বারা সুরক্ষিত দক্ষিণ দিকে বাস করিয়া থাকেন, বলবান্ বরুণ দেবতাবৃন্দকে পালন করিতে করিতে পশ্চিম দিক্ রক্ষা করেন এবং ভগবান্ সোম (চন্দ্র) ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! রাক্ষস, পিশাচ ও গুহ্যকগণ গিরিরাজ হিমালয় এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতকে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৩৩

অবিনাশী ও সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ জনার্দ্দন সমস্ত প্রাণিগণকে পালন করেন (কিন্তু বাহীক দেশের উপর কোন দেবতারই বিশেষ অনুগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না)। মগধদেশের মনুষ্যগণ ইঙ্গিতের দ্বারা সব কিছু বুঝিতে পারেন, কোশলবাসীরা নয়নের ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা মনোভাব জানিতে সমর্থ হন্, কুরু ও পাঞ্চাল দেশের অধিবাসীরা অর্দ্ধেক কথা বলিলেই পূর্ণ সব কথাই বুঝিতে পারেন এবং শাল্বদেশের মনুষ্যগণ সব কথা বলিলে পর তবে মর্ম্মার্থ জানিতে পারেন। কিন্তু শিবিদেশের লোকসকলের ন্যায় পর্ব্বতীয় প্রান্তবাসিগণ এই সব হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাহারা পূর্ণ কথা বলিলেও কোন কিছু বুঝিতে পারে না ॥ ৩৪-৩৫

সর্বজ্ঞা যবনা রাজন্ শূরাশ্চৈব বিশেষতঃ।
ম্লেচ্ছাঃ স্বসংজ্ঞানিয়তা নানুক্তমিতরে জনা। ৩৬
প্রতিরব্ধাস্তু বাহীকা ন চ কেচন মদ্রকাঃ।
স ত্বমেতাদৃশঃ শল্য নোত্তরং বক্তুমর্হসি।
পৃথিব্যাং সর্বদেশানাং মদ্রকো মলমুচ্যতে ॥ ৩৭
সীধোঃ পানং গুরুতল্পাবমর্দো
ভ্রূণহত্যা পরবিত্তাপহারঃ।
যেষাং ধর্মস্তান্ প্রতি নাস্ত্যধর্ম
আরট্টজান্ পঞ্চনদান্ ধিগস্তু ॥ ৩৮
এতজ্জ্ঞাত্বা জোষমাস্স্ব প্রতীপং মা স্ম বৈ কৃথাঃ।
মা ত্বাং পূর্বমহং হত্বা হনিষ্যে কেশবার্জুনৌ ॥ ৩৯

শল্য উবাচ।

আতুরাণাং পরিত্যাগঃ স্বদারসুতবিক্রয়ঃ।
অঙ্গে প্রবর্ততে কর্ণ যেষামধিপতির্ভবান্ ॥ ৪০
রথাতিরথসংখ্যায়াং যৎ ত্বাং ভীষ্মস্তদাব্রবীৎ।
তান্ বিদিত্বাত্মনো দোষান্ নির্মন্যুর্ভব মা ক্রুধঃ ॥৪১
সর্বত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্তি সন্তি সর্বত্র ক্ষত্রিয়াঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথা কর্ণ স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যশ্চ সুব্রতাঃ ॥ ৪২
রমন্তে চোপহাসেন পুরুষাঃ পুরুষৈঃ সহ।
অন্যোন্যমবতক্ষন্তো দেশে দেশে সমৈথুনাঃ ॥ ৪৩
পরবাচ্যেষু নিপুণঃ সর্বো ভবতি সর্বদা।
আত্মবাচ্যং ন জানীতে জানন্নপি চ মুহ্যতি ॥ ৪৪
সর্বত্র সন্তি রাজানঃ স্বং স্বং ধর্মমনুব্রতাঃ।
দুর্মনুষ্যান্ নিগৃহ্ণন্তি সন্তি সর্বত্র ধার্মিকাঃ ॥ ৪৫
ন কর্ণ দেশসামান্যাৎ সর্বঃ পাপং নিষেবতে।
যাদৃশাঃ স্বস্বভাবেন দেবা অপি ন তাদৃশাঃ ॥ ৪৬

রাজন্! যদিও ম্লেচ্ছ যবনগণ নানাবিধ উপায়ে সব কিছু জানিতে পারে এবং বিশেষভাবে শৌর্য্যশালী বীর বলিয়া পরিগণিত হয়, তথাপি ইহারা নিজেদের দ্বারা কল্পিত সংজ্ঞার উপরের অধিক আগ্রহ পোষণ করে (বৈদিক ধর্ম্মকে মানে না)। অন্য দেশের মানুষেরা না বলিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু বাহীকদেশের মনুষ্যগণ সমস্ত কার্য্যই বিপরীত করিয়া থাকে (ইহাদের বোধ-শক্তিই বিপরীত) এবং মদ্রদেশের কিছু লোক এরূপই দেখা যায়, আবার কিছু লোক অন্যরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬২

শল্য! তুমিও এইরূপই, এখন আমার কথার আর কোন উত্তর দান করিও না। মদ্রদেশবাসীরা পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই 'মল' বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৭

মদ্যপান, গুরুর শয্যায় শয়ন, ভ্রূণহত্যা ও অপরের ধনাপহরণ —ইহাই যাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের নিকট অধর্ম্ম বলিয়া আর কোন বস্তুই নাই। এতাদৃশ আরট্ট ও পঞ্চনদ দেশবাসীদিগকে নিন্দা করি ॥ ৩৮

ইহা জানিয়া তুমি নীরবে অবস্থান কর। পুনরায় কোন প্রাতিকূল কথা বলিবে না। অন্যথায় প্রথমে তোমাকে বধ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বধ করিব ॥ ৩৯

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! তুমি যেখানকার রাজা হইয়াছ, সেই অঙ্গদেশে কি হইতেছে? নিজের জ্ঞাতি বন্ধুরা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, ইহারা তাহাদের পরিত্যাগ করে এবং নিজেদেরই পত্নী পুত্রগণকে বিক্রয় করিয়া থাকে ॥ ৪০

সেই দিন রথী ও অতিরথী বীরগণকে গণনা করিবার সময় ভীষ্ম তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তদনুসারে তুমি নিজের দোষসমূহ অবগত হইয়া ক্রোধ পরিহার কর, আর ক্রুদ্ধ হইও না ॥ ৪১

কর্ণ! সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণগণ আছেন। এইরূপ সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাস করেন এবং সকল দেশেই উত্তমব্রত পালন-কারিণী পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রীগণ বর্ত্তমান আছেন ॥ ৪২

সকল দেশের মানুষই অপর মানুষের সহিত কথা বলিবার সময় উপহাস করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে এবং স্ত্রীগণের সহিত রমণ করিয়া থাকে ॥ ৪৩

অপরের দোষ বর্ণনা করিতে সকল মানুষই নিপুণ হয়; কিন্তু নিজের দোষসমূহ তাহারা জানিতে পারে না; অথবা জানিয়াও না জানার ভাণ করিয়া থাকে ॥ ৪৪

সকল দেশেই নিজ নিজ ধর্ম্মপালনকারী রাজা আছেন, ইঁহারা দুষ্টদিগকে দমন করেন। সর্ব্বত্রই বহু ধর্ম্মাত্মা মানুষও বাস করেন ॥ ৪৫

কর্ণ! একই দেশে বাস করিতে থাকিলেই সব লোক পাপাচরণ করে না। সেই দেশে মানুষ নিজ শ্রেষ্ঠ শীল-স্বভাবের দ্বারাই এরূপ মহাপুরুষ হইয়া থাকেন যে, ইঁহাদের সাদৃশ্য দেবগণও হইতে পারেন না ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা কর্ণ-শল্যাববারয়ৎ।
সখিভাবেন রাধেয়ং শল্যং স্বাঞ্জল্যকেন চ ॥ ৪৭
ততো নিবারিতঃ কর্ণো ধার্তরাষ্ট্রেণ মারিষ।
কর্ণোঽপি নোত্তরং প্রাহ শল্যোঽপ্যভিমুখঃ পরান্।
ততঃ প্রহস্য রাধেয়ঃ পুনর্যাহীত্যচোদয়ৎ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও শল্য উভয়কেই নিবারণ করিলেন। তিনি কর্ণকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিলেন এবং শল্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবারণ করিলেন ॥ ৪৭

মাননীয়! দুর্য্যোধন নিষেধ করিলে পর কর্ণ কোন উত্তর দিলেন না এবং শল্যও শত্রুদের দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন রাধাপুত্র কর্ণ হাস্যসহকারে শল্যকে রথ চালনা করিবার আজ্ঞা দিয়া বলিলেন—রথ লইয়া অগ্রসর হও ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের পারস্পরিক আলাপবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-সৈন্যানাং ব্যূহরচনা, যুধিষ্ঠিরাদেশেনার্জুনস্যাক্রমণম, শল্যেন পাণ্ডবসৈন্যেষু প্রধানবীরাণাং বর্ণনম্, অর্জুনস্য প্রশংসা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পরানীকসহং ব্যূহমপ্রতিমং কৃতম্।
সমীক্ষ্য কর্ণঃ পার্থানাং ধৃষ্টদ্যুম্নাভিরক্ষিতম্ ॥
প্রযযৌ রথঘোষেণ সিংহনাদরবেণ চ।
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদৈঃ কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ২
বেপমান ইব ক্রোধাদ্ যুদ্ধশৌণ্ডঃ পরন্তপঃ।
প্রতিব্যূহ্য মহাতেজা যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৩
ব্যধমৎ পাণ্ডবীং সেনামাসুরীং মঘবানিব।
যুধিষ্ঠিরং চাভ্যহনদপসব্যং চকার হ। ৪
(তানি সর্বাণি সৈন্যানি কর্ণং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতে।
বভূবুঃ সম্প্রহৃষ্টানি তাবকানি যুযুৎসয়া ॥
অশ্রূয়ন্ত ততো বাচস্তাবকানাং বিশাম্পতে।

সৈনিকা ঊচুঃ।

কর্ণার্জুনমহাযুদ্ধমেতদদ্য ভবিষ্যতি।
অদ্য দুর্য্যোধনো রাজা হতামিত্রো ভবিষ্যতি ॥
অদ্য কর্ণং রণে দৃষ্ট্বা ফাল্গুনো বিদ্রবিষ্যতি।
অদ্য তাবদ্ বয়ং যুদ্ধে কর্ণস্যৈবানুগামিনঃ ॥

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যদের ব্যূহরচনা, যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের আক্রমণ, শল্যকর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রধান বীরগণের বর্ণন এবং অর্জ্জুনের প্রশংসা।]

সঞ্জয় বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর যখন ইহা দেখিলেন যে, কুন্তীকুমার-সৈন্যদের অনুপম ব্যূহ রচিত হইয়াছে, যাহা শত্রু-দলের আক্রমণ সহ্য করিতে সমর্থ ও ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক সুরক্ষিত, তখন শত্রুতাপন যুদ্ধকুশল কর্ণ রথের ঘর্ঘর শব্দ, সিংহতুল্য গর্জন এবং বাদ্যসকলের গম্ভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে কম্পিতা করিতে করিতে এবং স্বয়ংও ক্রোধে কম্পিত হইতে হইতে অগ্রসর হইলেন। এই মহাতেজস্বী বীর কর্ণ শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবার জন্য নিজের সৈন্যদের যথোচিত ব্যূহ-রচনা করত ইন্দ্র যেরূপ অসুর-সৈন্যদের সংহার করেন, সেইরূপ পাণ্ডব-সৈন্যদের সংহার আরম্ভ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও আহত করিয়া তাঁহাকেও দক্ষিণভাগে করিলেন। ১-৪

(প্রজানাথ! সেই সময় আপনার সমস্ত সৈন্যরাই কর্ণকে দেখিয়া যুদ্ধের অভিলাষে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। রাজন্! তখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে কথিত এই সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইল।

সৈন্যগণ বলিলেন,—আজ এই কর্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইবে। আজ আমাদের রাজা দুর্য্যোধনের সমস্ত শত্রুরাই নিহত হইবে।

আজ অর্জ্জুন রণাঙ্গনে কর্ণকে দেখিয়াই পলাইয়া যাইবে। আজ আমরা যুদ্ধে কর্ণের অনুগামী হইয়া সমরাঙ্গনে কর্ণের বাণ-সমূহে পূর্ণ ভীষণ সংগ্রাম দেখিব।

কর্ণবাণময়ং ভীমং যুদ্ধং দ্রক্ষ্যাম সংযুগে।
চিরকালাগতমিদমদ্যেদানীং ভবিষ্যতি ॥
অদ্য দ্রক্ষ্যাম সংগ্রামং ঘোরং দেবাসুরোপমম্।
অদ্যেদানীং মহদ্ যুদ্ধং ভবিষ্যতি ভয়ানকম্ ॥
অদ্যেদানীং জয়ো নিত্যমেকস্যৈকস্য বা রণে।
অর্জুনং কিল রাধেয়ো বধিষ্যতি মহারণে ॥
অথবা কং নরং লোকে ন স্পৃশন্তি মনোরথাঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিবিধা বাচঃ কুরবঃ কুরুনন্দন।
আজঘ্নুঃ পটহাংশ্চৈব তূর্য্যাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
ভেরীনাদাংশ্চ বিবিধান্ সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্।
মুরজানাং মহাশব্দানানকানাং মহারবান্ ॥
নৃত্যমানাশ্চ বহবস্তর্জমানাশ্চ মারিষ।
অন্যোন্যমভ্যযুর্যুদ্ধে যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ ॥
তেষাং পদাতা নাগানাং পাদরক্ষাঃ সমন্ততঃ।
পট্টিশাসিধরাঃ শূরাশ্চাপবাণভুশুণ্ডিনঃ ॥
ভিন্দিপালধরাশ্চৈব শূলহস্তাঃ সুচক্রিণঃ।
তেষাং সমাগমো ঘোরো দেবাসুররণোপমঃ ॥)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং সঞ্জয় রাধেয়ঃ প্রত্যব্যূহত পাণ্ডবান্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ সর্বান্ ভীমসেনাভিরক্ষিতান্ ॥ ৫
সর্বানেব মহেষ্বাসানজয্যানমরৈরপি।
কে চ প্রপক্ষৌ পক্ষৌ বা মম সৈন্যস্য সঞ্জয় ॥ ৬
প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কথং বা সমবস্থিতাঃ।
কথং পাণ্ডুসুতাশ্চাপি প্রত্যব্যূহন্ত মামকান্ ॥ ৭
কথং চৈব মহদ্ যুদ্ধং প্রাবর্তত সুদারুণম্।
ক্ব চ বীভৎসুরভবদ্ যৎ কর্ণোঽয়াদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৮
কো হ্যর্জুনস্য সান্নিধ্যে শক্তোঽভ্যেতুং যুধিষ্ঠিরম্।
সর্বভূতানি যো হ্যেকঃ খাণ্ডবে জিতবান্ পুরা।
কস্তমন্যস্তু রাধেয়াৎ প্রতিযুধ্যেজ্জিজীবিষুঃ ॥ ৯

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু ব্যূহস্য রচনামর্জুনশ্চ যথা গতঃ।
পরিবার্য্য নৃপং স্বং স্বং সংগ্রামশ্চাভবদ্ যথা ॥ ১০

দীর্ঘকাল হইতে যাহার সম্ভাবনা করা হইতেছিল, আজ এই সময় উহা উপস্থিত হইবে। আজ আমরা দেবাসুর-সংগ্রামতুল্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিব।

আজ এখন অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আজ এই রণাঙ্গনে কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে একজনের বা একজনের জয় অবশ্যই হইবে।

নিশ্চয়ই রাধাপুত্র কর্ণ এই মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনকে বধ করিবে অথবা এই জগতে মনোরথসকল কোন মানুষের মন হইতে না উত্থিত হয়।

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন! এইরূপ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে কৌরবসৈন্যরা সহস্র সহস্র পটহ (নাগড়া) ও তূর্য্যধ্বনি করিতে লাগিলেন।

বিবিধ ভেরীনিনাদ হইতে লাগিল এবং সৈন্যরাও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। গম্ভীরকারী ঢোল ও মৃদঙ্গের প্রচণ্ড শব্দ সেখানে চারিদিকে বিস্তৃত হইল।

মান্যবর রাজন্! যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক মানুষ নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

(ইহাদের মধ্যে পদাতিসৈন্যরা চারিদিকে পট্টিশ, খড়্গ, ধনু-বাণ, ভুশুণ্ডী, ভিন্দিপাল, ত্রিশূল এবং চক্র হস্তে ধারণ করত হস্তীদিগের পদসকল রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন সেখানে তাহাদের মধ্যে দেবাসুরসংগ্রামতুল্য ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।)

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—সঞ্জয়! রাধাপুত্র কর্ণ দেবগণের পক্ষেও অজেয় এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক সুরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সম্পূর্ণ মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-বীরগণের প্রতিব্যূহরূপে কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল? আমার সৈন্যদের উভয়পক্ষ ও প্রপক্ষ রূপে কোন্ কোন্ বীরগণ ছিল? ৫-৬

তাহারা কিভাবে যথোচিতরূপে যোদ্ধাগণের বিভাগ করত অবস্থিত ছিল? পাণ্ডবেরাও আমার পুত্রগণের ব্যূহের প্রতি-ব্যূহরূপে কোন্ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল? ৭

এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ কিরূপে আরম্ভ হইল? অর্জ্জুন কোথায় ছিল যে, কর্ণ যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিতে পারিল? ৮

যে অর্জ্জুন পূর্ব্বে একাকীই খাণ্ডব-বনে সমস্ত প্রাণিগণকে পরাজিত করিয়াছিল, সেই অর্জ্জুন সমীপে বিদ্যমান থাকিতে কোন যোদ্ধা যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিতে পারে? রাধাপুত্র কর্ণ ব্যতীত অপর কোন্ বীর আছে যে, জীবিত থাকিতে বাসনা করিয়াও অর্জ্জুনের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়? ৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ব্যূহ-রচনা কিভাবে হইয়াছিল, অর্জ্জুন কোন্ দিকে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল এবং নিজ নিজ

কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ মাগধাশ্চ তরস্বিনঃ।
সাত্বতঃ কৃতবর্মা চ দক্ষিণং পক্ষমাশ্রিতাঃ॥ ১১
তেষাং প্রপক্ষে শকুনিরুলূকশ্চ মহারথঃ।
সাদিভির্বিমলপ্রাসৈস্তবানীকমরক্ষতাম্॥ ১২
গান্ধারিভিরসম্ভ্রান্তৈঃ পর্বতীয়ৈশ্চ দুর্জয়ৈঃ।
শলভানামিব ব্রাতৈঃ পিশাচৈরিব দুর্দৃশৈঃ॥ ১৩
চতুস্ত্রিংশৎসহস্রাণি রথানামনিবর্তিনাম্।
সংশপ্তকা যুদ্ধশৌণ্ডা বামং পার্শ্বমপালয়ন্॥ ১৪
সমন্বিতাস্তব সুতৈঃ কৃষ্ণার্জুনজিঘাংসবঃ।
তেষাং প্রপক্ষাঃ কাম্বোজাঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ॥ ১৫
নিদেশাৎ সূতপুত্রস্য সরথাঃ সাশ্ব-পত্তয়ঃ।
আহ্বয়ন্তোঽর্জুনং তস্থুঃ কেশবঞ্চ মহাবলম্॥ ১৬
মধ্যে সেনামুখে কর্ণোঽপ্যবাতিষ্ঠত দংশিতঃ।
চিত্রবর্মাঙ্গদঃ স্রগ্বী পালয়ন বাহিনীমুখম্॥ ১৭
রক্ষমাণৈঃ সুসংরব্ধৈঃ পুত্রৈঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
বাহিনীং প্রমুখে বীরঃ সম্প্রকর্ষন্নশোভত॥ ১৮
অভ্যবর্তন্মহাবাহুঃ সূর্য্য-বৈশ্বানরপ্রভঃ।
মহাদ্বিপস্কন্ধগতঃ পিঙ্গাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ১৯
দুঃশাসনো বৃতঃ সৈন্যৈঃ স্থিতো ব্যূহস্য পৃষ্ঠতঃ।
তমন্বযান্মহারাজ স্বয়ং দুর্য্যোধনো নৃপঃ॥ ২০
চিত্রাস্ত্রৈশ্চিত্রসন্নাহৈঃ সোদর্য্যৈরভিরক্ষিতঃ।
রক্ষ্যমাণো মহাবীর্য্যৈঃ সহিতৈর্মদ্রকেকয়ৈঃ॥ ২১
অশোভত মহারাজ দেবৈরিব শতক্রতুঃ।
অশ্বত্থামা কুরূণাঞ্চ যে প্রবীরা মহারথাঃ॥ ২২
নিত্যমত্তাশ্চ মাতঙ্গাঃ শূরৈর্ম্লেচ্ছৈঃ সমন্বিতাঃ।
অন্বযুস্তদ্ রথানীকং ক্ষরন্ত ইব তোয়দাঃ॥ ২৩
তে ধ্বজৈর্বৈজয়ন্তীভির্জ্বলদ্ভিঃ পরমায়ুধৈঃ।
সাদিভিশ্চাস্থিতা রেজুর্দ্রুমবন্ত ইবাচলাঃ॥ ২৪

রাজাকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া উভয় পক্ষের যোদ্ধারা কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিল ? সেই সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১০

রাজন্! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, বেগশালী মাগধ বীর এবং সাত্বতবংশী কৃতবর্ম্মা—ইঁহারা ব্যূহের দক্ষিণভাগ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন। মহারথী শকুনি ও উলূক নির্ম্মল প্রাসসমূহে সুশোভিত অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত ইঁহাদের প্রপক্ষস্থলে অবস্থান করত আপনার ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ১১-১২

ইঁহাদের সহিত অবিচলিতচিত্ত গান্ধারদেশীয় সৈন্যরা ও দুর্জ্জয় পর্ব্বতীয় বীরগণ ছিলেন। পিশাচসকলের এইসব সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল এবং পতঙ্গদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে অবস্থিত ছিল। ১৩

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধনিপুণ সংশপ্তক যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না এবং রথী বীর ছিলেন। তখন ইঁহাদের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশ হাজার। ইঁহারা আপনার পুত্রদের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া ব্যূহের বাম পক্ষ রক্ষা করিতেছিলেন। ১৪½

ইঁহাদের প্রপক্ষস্থানে সূতপুত্র কর্ণের আজ্ঞায় রথারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণের সহিত কাম্বোজ, শক এবং যবন সৈন্যরা মহাবল শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে করিতে অবস্থিত ছিলেন। ১৫-১৬

কর্ণও বিচিত্র কবচ, অঙ্গদ ও হার ধারণ করত সৈন্যদের সম্মুখভাগে রক্ষা করিতে করিতে ব্যূহের অগ্রভাগে মধ্যস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৭

সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল কর্ণ রোষাবিষ্ট হইয়া সেনাপতিকে রক্ষা করিতে তৎপর আপনার পুত্রদের সহিত সম্মুখভাগে অবস্থান করত কৌরব-সৈন্যদিগকে নিজের দিকে যেন আকর্ষণ করিতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং শত্রুদের সমীপে অবস্থান করিলেন। ১৮½

ব্যূহের পৃষ্ঠভাগে পিঙ্গলবর্ণের নেত্রযুক্ত প্রিয়দর্শন দুঃশাসন সৈন্যগণে পরিবৃত ছিলেন। তিনি এক বিশাল গজরাজের পৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিলেন। ১৯½

মহারাজ! বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারণকারী সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দ একত্রে উপস্থিত মদ্র ও কেকয়দেশের মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা-গণের দ্বারা সুরক্ষিত সাক্ষাৎ রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। মহারাজ! এই সময় দেবতাগণে পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য তাঁহার শোভা হইতেছিল। ২০-২১½

অশ্বত্থামা, কৌরবপক্ষের প্রধান মহারথী বীরগণ, শৌর্য্যশালী ম্লেচ্ছসৈন্যগণে পরিবৃত মদমত্ত হস্তীরা বর্ষণরত মেঘের ন্যায় মদধারা বর্ষণ করিতে করিতে রথসৈন্যদের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ২২-২৩

এই সব হাতী ধ্বজ, বৈজয়ন্তী পতাকা, দেদীপ্যমান শ্রেষ্ঠ অস্ত্র

তেষাং পদাতিনাগানাং পাদরক্ষাঃ সহস্রশঃ।
পট্টিশাসিধরাঃ শূরা বভূবুরনিবর্তিনঃ॥ ২৫
সাদিভিঃ স্যন্দনৈর্নাগৈরধিকং সমলঙ্কৃতৈঃ।
স ব্যূহরাজো বিবভৌ দেবাসুরচমূপমঃ॥ ২৬
বার্হস্পত্যঃ সুবিহিতো নায়কেন বিপশ্চিতা।
নৃত্যতীব মহাব্যূহঃ পরেষাং ভয়মাদধৎ॥ ২৭
তস্য পক্ষ-প্রপক্ষেভ্যো নিষ্পতন্তি যুযুৎসবঃ।
পত্ত্যশ্বরথমাতঙ্গাঃ প্রাবৃষীব বলাহকাঃ॥ ২৮
ততঃ সেনামুখে কর্ণং দৃষ্ট্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মমিত্রঘ্নমেকবীরমুবাচ হ॥ ২৯
পশ্যার্জুন মহাব্যূহং কর্ণেন বিহিতং রণে।
যুক্তং পক্ষৈঃ প্রপক্ষৈশ্চ পরানীকং প্রকাশতে॥ ৩০
তদেতদ্ বৈ সমালোক্য প্রতিমিত্রং মহদ্ বলম্।
যথা নাভিভবত্যস্মাংস্তথা নীতির্বিধীয়তাম্॥ ৩১

এবং আরোহিগণে সুশোভিত হইয়া বৃক্ষসমূহে যুক্ত পর্ব্বত-সকলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছিল॥ ২৪

পট্টিশ ও খড়্গধারী এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত সহস্র সহস্র বীর সৈন্যগণ সেই সব পদাতি ও হাতীদের পাদরক্ষক ছিলেন॥ ২৫

বিশেষভাবে সুসজ্জিত হাতী, রথ ও অশ্বারোহী সৈন্যগণে পরিপূর্ণ এই মহাব্যূহ দেবতা ও অসুরগণের সৈন্যদলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৬

বিদ্বান্ সেনাপতি কর্ণের দ্বারা বৃহস্পতি কথিত নীতি অনুসারে উত্তমরূপে রচিত এই মহাব্যূহ শত্রুদের মনে ভয় উৎপাদন করিতে করিতে যেন নৃত্য করিতেছিল॥ ২৭

ইহার পক্ষ ও প্রপক্ষ যুদ্ধকামী পদাতি, অশ্বারোহী, রথারোহী ও গজারোহী যোদ্ধারা সেইভাবে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল, যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ আবির্ভূত হইয়া থাকে॥ ২৮

তদনন্তর সৈন্যদের সম্মুখভাগে কর্ণকে অবস্থিত দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুসংহারকারী অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন॥ ২৯

অর্জুন! রণাঙ্গনে কর্ণকর্তৃক রচিত এই মহাব্যূহকে তুমি নিরীক্ষণ কর। পক্ষ ও প্রপক্ষসমূহে যুক্ত শত্রুর এই ব্যূহবদ্ধ সৈন্যরা কিরূপে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে॥ ৩০

অতএব এই বিশাল শত্রুসৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করত তুমি এইরূপ নীতি নির্দ্ধারণ কর, যাহাতে কেহ আমাদের পরাজিত করিতে না পারে॥ ৩১

এবমুক্তোঽর্জুনো রাজ্ঞা প্রাঞ্জলির্নৃপমব্রবীৎ।
যথা ভবানাহ তথা তৎ সর্বং ন তদন্যথা॥ ৩২
যস্ত্বস্য বিহিতো ঘাতস্তং করিষ্যামি ভারত।
প্রধানবধ এবাস্য বিনাশস্তং করোম্যহম্॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তস্মাৎ ত্বমেব রাধেয়ং ভীমসেনঃ সুযোধনম্।
বৃষসেনঞ্চ নকুলঃ সহদেবোঽপি সৌবলম্॥ ৩৪
দুঃশাসনং শতানীকো হার্দিক্যং শিনিপুঙ্গবঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রোণসুতং স্বয়ং যোৎস্যাম্যহং কৃপম্॥ ৩৫
দ্রৌপদেয়া ধার্তরাষ্ট্রান্ শিষ্টান্ সহ শিখণ্ডিনা।
তে তে চ তাংস্তানহিতানস্মাকং ঘ্নন্তু মামকাঃ॥ ৩৬

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তো ধর্মরাজেন তথেত্যুক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ।
ব্যাদিদেশ স্বসৈন্যানি স্বয়ং চাগাচ্চমূমুখম্॥ ৩৭

রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর অর্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভারত! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সেইরূপই। উহাতে অল্পও বৈপরীত্য নাই॥ ৩২

যুদ্ধশাস্ত্রে এই ব্যূহের বিনাশের জন্য যে উপায় কথিত আছে, উহা সম্পাদন করিব। প্রধান সেনাপতির বিনাশ হইলে পরই এই ব্যূহের ধ্বংস হয়, অতএব আমি উহা করিব॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন তাহা হইলে তুমি রাধাপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হও। ভীমসেন দুর্য্যোধনের সহিত, নকুল বৃষসেনের সহিত, সহদেব শকুনির সহিত, শতানীক দুঃশাসনের সহিত, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিবে। আর আমি স্বয়ং কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিব॥৩৪-৩৫

দ্রৌপদীর পুত্রগণ শকুনির সহিত মিলিতভাবে ধৃতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট পুত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ধাবিত হউক। এইরূপে আমাদের বিভিন্ন সৈন্যগণ আমাদের সেই সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করুক॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর অর্জুন 'তথাস্তু' বলিয়া নিজের সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং সেই সৈন্যদের অগ্রভাগে যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩৭

(ধনঞ্জয়ো মহারাজ দক্ষিণং পক্ষমাস্থিতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্বামং পক্ষমুপাশ্রিতঃ॥
সাত্যকির্দ্রৌপদেয়াশ্চ স্বয়ং রাজা চ পাণ্ডবঃ।
ব্যূহস্য প্রমুখে তস্থুঃ স্বেনানীকেন সংবৃতাঃ॥
স্ববলেনারিসৈন্যং তৎ প্রত্যবস্থাপ্য পাণ্ডবঃ।
প্রত্যব্যূহৎ পুরস্কৃত্য ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ॥
তৎ সাদিনাগকলিলং পদাতিরথসঙ্কুলম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখং ব্যূহমশোভত মহাবলম্॥)
অগ্নির্বৈশ্বানরঃ পূর্বো ব্রহ্মোক্তঃ সপ্তিতাং গতঃ।
তস্মাদ্ যঃ প্রথমং জাতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ৩৮
ব্রহ্মেশানেন্দ্রবরুণান্ ক্রমশো যোঽবহৎ পুরা।
তমাদ্যং রথমাস্থায় প্রযাতৌ কেশবার্জুনৌ॥ ৩৯
অথ তং রথমায়ান্তং দৃষ্ট্বাত্যদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচাধিরথিং শল্যঃ পুনস্তং যুদ্ধদুর্মদম্॥ ৪০
অয়ং স রথ আয়াতঃ শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
দুর্বারঃ সর্বসৈন্যানাং বিপাকঃ কর্মণামিব॥ ৪১
নিঘ্নন্নমিত্রান্ কৌন্তেয়ো যং কর্ণ পরিপৃচ্ছসি।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দো যথা মেঘস্বনো মহান্॥ ৪২
ধ্রুবমেতৌ মহাত্মানৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
এষ রেণুঃ সমুদ্ভূতো দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৪৩
চক্রনেমিপ্রণুন্নেব কম্পতে কর্ণ মেদিনী।
প্রবাত্যেষ মহাবায়ুরভিতস্তব বাহিনীম্॥ ৪৪
ক্রব্যাদা ব্যাহরন্ত্যেতে মৃগাঃ ক্রন্দন্তি ভৈরবম্।
পশ্য কর্ণ মহাঘোরং ভয়দং লোমহর্ষণম্॥ ৪৫
কবন্ধং মেঘসঙ্কাশং ভানুমাবৃত্য সংস্থিতম্।
পশ্য যূথৈর্বহুবিধৈর্মৃগাণাং সর্বতোদিশম্॥ ৪৬
বলিভির্দৃপ্তশার্দূলৈরাদিত্যোঽভিনিরীক্ষ্যতে।
পশ্য কঙ্কাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ সমবেতান্ সহস্রশঃ॥ ৪৭
স্থিতানভিমুখান্ ঘোরানন্যোন্যমভিভাষতঃ।
রঞ্জিতাশ্চামরা যুক্তাস্তব কর্ণ মহারথে॥ ৪৮

(মহারাজ! অর্জুন দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত রহিলেন এবং মহাবাহু ভীমসেন বাম পক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিলেন। সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যগণদ্বারা সেই শত্রুসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য নিজ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ সেই প্রবল ব্যূহ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে রাখিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।)

বেদমন্ত্রসমূহে প্রজ্জলিত ও সর্ব্বপ্রথম উৎপন্ন সম্পূর্ণ বিশ্বের নেতা অগ্নিদেব, যিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন এবং এই কারণে দেবগণ যাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন, তিনি অর্জুনের সেই দিব্য রথের অশ্ব হইয়াছিলেন। ৩৮

প্রাচীন কালে ক্রমশঃ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র ও বরুণকে যে রথ বহন করিয়াছিল, সেই আদিরথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শত্রুদের দিকে প্রস্থিত হইলেন॥ ৩৯

দেখিতে অত্যন্ত অদ্ভুত সেই রথকে আসিতে দেখিয়া শল্য রণদুর্ম্মদ সূতপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিলেন॥ ৪০

কর্ণ! তুমি যাহার কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই এই কুন্তীকুমার অর্জুন শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে রথের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অশ্বগুলি শ্বেতবর্ণের, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সারথি এবং সে কর্ম্মসমূহের ফলের ন্যায় তোমার সমস্ত সৈন্যের পক্ষেই সর্ব্বতোভাবে দুর্নিবার্য্য॥ ৪১½

তাহার রথের ভয়ঙ্কর শব্দ সেইভাবে শুনা যাইতেছে, যেরূপ মেঘের প্রচণ্ড গর্জন শুনা যায়। নিশ্চয়ই সেই দুই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আগমন করিতেছে॥ ৪২½

কর্ণ! এই উপরে উত্থিত ধূলিজাল আকাশকে আচ্ছাদিত করিয়া অবস্থিত আছে এবং এই পৃথিবী অর্জুনের রথের চক্রসকলের দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া যেন কাঁপিতেছে॥ ৪৩½

তোমার এই সৈন্যদের চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে বায়ু বহিতেছে, এই সব মাংসভক্ষী পশু-পক্ষীরা রব করিতেছে এবং মৃগগণ ভয়ঙ্কররূপে ক্রন্দন করিতেছে॥ ৪৪½

কর্ণ! এই দেখ, রোমাঞ্চকর ভয়দায়ক, মেঘসদৃশ মহাভয়ঙ্কর, কবন্ধাকার কেতু নামক গ্রহ সূর্য্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত আছে॥ ৪৫½

দেখ, চারিদিকে নানাপ্রকারের পশুগণ এবং বলবান্ ও অভিমানী সিংহ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া আছে॥ ৪৬½

দেখ সহস্র সহস্র ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্র একত্র সমবেত হইয়া সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং পরস্পর রব করিতেছে॥ ৪৭½

কর্ণ! তোমার এই বিশাল রথে বদ্ধ রঙীন ও শ্রেষ্ঠ চামরসকল সহসা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ধ্বজও তীব্রবেগে আন্দোলিত হইতেছে॥ ৪৮½

প্রবরাঃ প্রজ্বলন্ত্যেতে ধ্বজশ্চৈব প্রকম্পতে।
সবেপথূন্ হয়ান্ পশ্য মহাকায়ান্ মহাজবান্ ॥ ৪৯
প্লবমানান্ দর্শনীয়ানাকাশে গরুড়ানিব।
ধ্রুবমেষু নিমিত্তেষু ভূমিমাশ্রিত্য পার্থিবাঃ ॥ ৫০
স্বপ্স্যন্তি নিহতাঃ কর্ণ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
শঙ্খানাং তুমুলঃ শব্দঃ শ্রূয়তে লোমহর্ষণঃ ॥ ৫১
আনকানাঞ্চ রাধেয় মৃদঙ্গানাঞ্চ সর্বশঃ।
বাণশব্দান্ বহুবিধান্ নরাশ্বরথনিস্বনান্ ॥ ৫২
জ্যাতলত্রেষুশব্দাংশ্চ শৃণু কর্ণ মহাত্মনাম্।
হেমরূপ্যপ্রসৃষ্টানাং বাসসাং শিল্পিনির্মিতাঃ ॥ ৫৩
নানাবর্ণা রথে ভান্তি শ্বসনেন প্রকম্পিতাঃ।
সহেমচন্দ্রতারার্কাঃ পতাকাঃ কিঙ্কিণীযুতাঃ ॥ ৫৪
পশ্য কর্ণার্জ্জুনস্যৈতাঃ সৌদামন্য ইবাম্বুদে।
ধ্বজাঃ কণকণায়ন্তে বাতেনাভিসমীরিতাঃ ॥ ৫৫

দেখ, এই তোমার বিশালদেহ, মহাবেগশালী, দর্শনীয় এবং আকাশে গরুড়তুল্য উড়িতে সমর্থ অশ্বগণ কাঁপিতেছে ॥ ৪৯½

কর্ণ! যখন এতাদৃশ দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই আজ শত শত ও সহস্র সহস্র নরপতিগণ নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবেন ॥ ৫০½

রাধানন্দন! সর্ব্বদিকেই শঙ্খ, ঢোল ও মৃদঙ্গসমূহে রোমাঞ্চকর তুমুল ধ্বনি শুনা যাইতেছে ॥ ৫১½

কর্ণ! বাণসমূহের বিবিধ শব্দ, মনুষ্য, অশ্ব ও রথসকলের কোলাহল এবং মহাত্মা বীরগণের ধনুর্গুণ ও দস্তানার শব্দ শ্রুতি-গোচর হইতেছে ॥ ৫২½

রথসমূহের ধ্বজের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত তারকাচিহ্নে চিহ্নিত বস্ত্রসকলের দ্বারা নির্ম্মিত শিল্পিগণকর্ত্তৃক রচিত বহুবর্ণের পতাকাবলি বায়ুর তাড়নায় দুলিতে দুলিতে কিরূপ শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩½

কর্ণ! দেখ, অর্জ্জুনের রথের এই পতাকাশ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণময় চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাচিহ্ন রহিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টাও যুক্ত আছে। রথের উপরে উড্ডীয়মান এই পতাকা-সমূহ মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫৪½

কর্ণ! দেবগণের বিমানের ন্যায় অর্জ্জুনেরও রথের উপরে এই ধ্বজ বায়ুর আঘাতে কড়্ কড়্ শব্দ করিতেছে এবং অতিশয়

বিভ্রাজন্তি রথে কর্ণ বিমানে দৈবতে যথা।
সপতাকা রথাশ্চৈতে পাঞ্চালানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৫৬
পশ্য কুন্তীসুতং বীরং বীভৎসুমপরাজিতম্।
প্রধর্ষয়িতুমায়ান্তং কপিপ্রবরকেতনম্ ॥ ৫৭
এষ ধ্বজাগ্রে পার্থস্য প্রেক্ষণীয়ঃ সমন্ততঃ।
দৃশ্যতে বানরো ভীমো দ্বিষতামঘবর্দ্ধনঃ ॥ ৫৮
এতচ্চক্রং গদা শার্ঙ্গং শঙ্খঃ কৃষ্ণস্য ধীমতঃ।
অত্যর্থং ভ্রাজতে কৃষ্ণে কৌস্তুভস্য মণিস্তুতঃ ॥ ৫৯
এষ শঙ্খ-গদাপাণির্বাসুদেবোঽতিবীর্য্যবান্।
বাহয়ন্নেতি তুরগান্ পাণ্ডুরান্ বাতরংহসঃ ॥ ৬০
এতৎ কূজতি গাণ্ডীবং বিকৃষ্টং সব্যসাচিনা।
এতে হস্তবতা মুক্তা ঘ্নন্ত্যমিত্রান্ শিতাঃ শরাঃ ॥ ৬১
বিশালায়ততাম্রাক্ষৈঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননৈঃ।
এষ ভূঃ কীর্য্যতে রাজ্ঞাং শিরোভিরপলায়িনাম্ ॥৬২

শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৫½

এই মহাত্মা পাঞ্চাল বীরগণের রথসমূহ, ইহাদের উপরেও বহু পতাকা উড়িতেছে। এই দেখ, শ্রেষ্ঠ বানরযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট অপরাজিত বীর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন আক্রমণ করিবার জন্য এদিকে আসিতেছে ॥ ৫৬-৫৭

অর্জ্জুনের ধ্বজের অগ্রভাগে সর্ব্বদিকেই দর্শনযোগ্য ভয়ঙ্কর এই বানর দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে শত্রুগণের দুঃখবর্দ্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫৮

এই বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গধনু ও অত্যন্ত শোভিত হইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৫৯

হস্তে শঙ্খ ও গদাধারণকারী ও অত্যন্ত পরাক্রমশালী বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বায়ুতুল্য বেগগামী শ্বেতাশ্বগণকে চালনা করিতে করিতে এইদিকে আগমন করিতেছেন ॥ ৬০

সব্যসাচী অর্জ্জুনের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই গাণ্ডীবধনুর টঙ্কার-ধ্বনি হইতেছে। তাহার নিপুণ হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া এই সব তীক্ষ্ণ বাণ শত্রুদের প্রাণহরণ করিতেছে ॥ ৬১

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত রাজাদের মস্তকসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে। এই সব মস্তক পূর্ণ চন্দ্রতুল্য মনোহর বদন ও রক্তবর্ণের বিশাল নেত্রসমূহে সুশোভিত আছে ॥ ৬২

এতে সুপরিঘাকারাঃ পুণ্যগন্ধানুলেপনাঃ।
উদ্যতায়ুধশৌণ্ডানাং পাত্যন্তে সায়ুধা ভুজাঃ ॥ ৬৩

নিরস্তনেত্রজিহ্বান্ত্রা বাজিনঃ সহ সাদিভিঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ ক্ষিতৌ ক্ষীণাশ্চ শেরতে ॥ ৬৪

এতে পর্বতশৃঙ্গাণাং তুল্যরূপা হতা দ্বিপাঃ।
সংছিন্নভিন্নাঃ পার্থেন প্রপতন্ত্যদ্রয়ো যথা ॥ ৬৫

গন্ধর্বনগরাকারা রথা হতনরেশ্বরাঃ।
বিমানানীব পুণ্যানি স্বর্গিণাং নিপতন্ত্যমী ॥ ৬৬

ব্যাকুলীকৃতমত্যর্থং পশ্য সৈন্যং কিরীটিনা।
নানামৃগসহস্রাণাং যূথং কেশরিণা যথা ॥ ৬৭

ঘ্নন্ত্যেতে পার্থিবান্ বীরাঃ পাণ্ডবাঃ সমভিদ্রুতাঃ।
নাগাশ্বরথপত্ত্যোঘাংশ্চাবকান্ সমভিঘ্নতঃ ॥ ৬৮

এষ সূর্য্য ইবাম্ভোদৈশ্ছন্নঃ পার্থো ন দৃশ্যতে।
ধ্বজাগ্রং দৃশ্যতে তস্য জ্যাশব্দশ্চাপি শ্রূয়তে ॥ ৬৯

অস্ত্র উত্তোলনকারী যুদ্ধনিপুণ বীরগণের এবং পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) ও পবিত্র সুগন্ধযুক্ত-চন্দনে লিপ্ত বাহুসকল অস্ত্রসহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইতেছে ।। ৬৩

যাহাদের নেত্র, জিহ্বা ও অন্ত্রসকল বহির্গত হইয়াছে, সেই পতিত ও পতনোন্মুখ অশ্বারোহী যোদ্ধাসহ অশ্বগণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছে ।। ৬৪

পর্ব্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ এই সব হস্তী অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থায় পর্ব্বতসমূহের ন্যায় ধরাশায়ী হইতেছে ।। ৬৫

যাহাদের নরপতি নিহত হইয়াছে, সেই গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ বিশাল রথসকল স্বর্গবাসিগণের পুণ্যময় বিমানসমূহের ন্যায় নিম্নে পতিত হইতেছে ।। ৬৬

দেখ, কিরীটধারী অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যদিগকে সেইরূপ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, যেরূপ সিংহ নানাজাতীয় সহস্র সহস্র মৃগগণকে ভীত করিয়া থাকে ।। ৬৭

তোমার সৈন্যরা আক্রমণ করিলে পর এই বীর পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের উপর প্রহারকারী ভূপতিগণকে এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছে ।। ৬৮

যেরূপ সূর্য্য মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকেন, সেইরূপ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থান করায় অর্জুন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; কিন্তু ইহার ধ্বজের অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে এবং গুণের টঙ্কার-

অদ্য দ্রক্ষ্যসি তং বীরং শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
নিঘ্নন্তং শাত্রবান্ সংখ্যে যং কর্ণ পরিপৃচ্ছসি ॥ ৭০

অদ্য তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ লোহিতাক্ষৌ পরন্তপৌ।
বাসুদেবার্জুনৌ কর্ণ দ্রষ্টাস্যেকরথে স্থিতৌ ॥ ৭১

সারথির্যস্য বার্ষ্ণেয়ো গাণ্ডীবং যস্য কার্মুকম্।
তং চেদ্ধন্তাসি রাধেয় ত্বং নো রাজা ভবিষ্যসি ॥ ৭২

এষ সংশপ্তকাহূতস্তানেবাভিমুখো গতঃ।
করোতি কদনং চৈষাং সংগ্রামে দ্বিষতাং বলী ॥ ৭৩

ইতি ব্রুবাণং মদ্রেশং কর্ণঃ প্রাহাতিমন্যুনা।
পশ্য সংশপ্তকৈঃ ক্রুদ্ধৈঃ সর্বতঃ সমভিদ্রুতঃ ॥ ৭৪

এষ সূর্য্য ইবাম্ভোদৈশ্ছন্নঃ পার্থো ন দৃশ্যতে।
এতদন্তোঽর্জুনঃ শল্য নিমগ্নো যোধসাগরে ॥ ৭৫

শল্য উবাচ।

বরুণং কোঽম্ভসা হন্যাদিন্ধনেন চ পাবকম্।
কো বানিলং নিগৃহ্নীয়াৎ পিবেদ্বা কো মহার্ণবম্ ॥ ৭৬

ধ্বনিও শুনা যাইতেছে ।। ৬৯

কর্ণ! তুমি যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছ, যুদ্ধস্থলে শত্রুগণের সংহারকারী, কৃষ্ণসারথি, শ্বেতবাহন ও বীর সেই অর্জুনকে তুমি এখনই দেখিতে পাইবে ।। ৭০

কর্ণ! লোহিত (রক্ত)-লোচন ও শত্রুতাপন পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আজ তুমি একই রথে উপবিষ্ট থাকিতে দর্শন করিবে ।। ৭১

রাধানন্দন! শ্রীকৃষ্ণ যাহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাহার ধনু, সেই অর্জুনকে যদি তুমি সংহার করিতে পার, তবে তুমি আমাদের রাজা হইবে ।। ৭২

এই দেখ, সংশপ্তকগণের যুদ্ধের আহ্বান শ্রবণ করত বলবান্ অর্জুন তাহাদের দিকে গমন করিতেছে এবং এখন সংগ্রামে সেই শত্রুদিগকে সংহার করিয়া যাইতেছে ।। ৭৩

এরূপ বাক্যভাষী মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধসহকারে বলিলেন—এই দেখ, সংশপ্তকগণ তাহার উপর চারিদিক্ দিয়া আক্রমণ করিতেছে ।। ৭৪

এই দেখ, মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় অর্জুনকে ত' আর দেখাই যাইতেছে না। শল্য! অর্জুন এখন নিহত হইয়াছে বলিয়াই মনে কর; কারণ, সে বর্ত্তমানে সৈন্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে ।। ৭৫

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! এমন কে বীর আছে, যে জলের দ্বারা বরুণকে এবং কাষ্ঠের দ্বারা অগ্নিকে নিহত করিতে পারে?

ঈদৃগ্‌ রূপমহং মন্যে পার্থস্য যুধি বিগ্রহম্।
ন হি শক্যোঽর্জুনো জেতুং যুধি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ॥৭৭
অথবা পরিতোষস্তে বাচোক্ত্বা সুমনা ভব।
ন হি শক্যো যুধা জেতুমন্যং কুরু মনোরথম্॥ ৭৮
বাহুভ্যামুদ্ধরেদ্ ভূমিং দহেৎ ক্রুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ।
পাতয়েৎ ত্রিদিবাদ্ দেবান্ যোঽর্জুনং সমরে জয়েৎ॥৭৯
পশ্য কুন্তীসুতং বীরং ভীমমক্লিষ্টকারিণম্।
প্রভাসন্তং মহাবাহুং স্থিতং মেরুমিবাপরম্॥ ৮০
অমর্ষী নিত্যসংরব্ধশ্চিরং বৈরমনুস্মরন্।
এষ ভীমো জয়প্রেপ্সুর্যুধি তিষ্ঠতি বীর্য্যবান্॥ ৮১
এষ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
তিষ্ঠত্যসুকরঃ সংখ্যে পরৈঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ৮২
এতৌ চ পুরুষব্যাঘ্রাবশ্বিনাবিব সোদরৌ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ তিষ্ঠতো যুধি দুর্জয়ৌ॥ ৮৩
অমী স্থিতা দ্রৌপদেয়াঃ পঞ্চ পঞ্চাচলা ইব।
ব্যবস্থিতা যোদ্ধুকামাঃ সর্বেঽর্জুনসমা যুধি॥ ৮৪
এতে দ্রুপদপুত্রাশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
স্ফীতাঃ সত্যজিতো বীরাস্তিষ্ঠন্তি পরমৌজসঃ॥ ৮৫
অসাবিন্দ্র ইবাসহ্যঃ সাত্যকিঃ সাত্বতাং বরঃ।
যুযুৎসুরুপযাত্যস্মান্ ক্রুদ্ধান্তকসমঃ পুরঃ॥ ৮৬
ইতি সংবদতোরেব তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
তে সেনে সমসজ্জেতাং গঙ্গা-যমুনবদ্ ভৃশম্॥৮৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণশল্যসংবাদে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৬

বায়ুকে কে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় অথবা সাগরকেই বা কে পান করিতে পারে? ৭৬

যুদ্ধে আমি অর্জুনের স্বরূপকে এইরূপই মনে করিয়া থাকি, কারণ, রণাঙ্গনে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাগণ এবং অসুরগণের দ্বারাও অর্জুনকে জয় করিতে পারা যায় না॥ ৭৭

অথবা যদি তোমার ইহাতে সন্তোষলাভ হইতে থাকে, তবে কেবল বাক্যের দ্বারাই অর্জুনের বধের চর্চ্চা করিয়া মনে মনে প্রীত হও। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের দ্বারা কেহই অর্জুনকে জয়লাভ করিতে পারে না, অতএব তুমি অন্য কোন মনোবাসনা কর॥ ৭৮

যে রণাঙ্গনে অর্জুনকে জয় করিতে পারিবে, সে নিজের দুই হাতে এই পৃথিবীকে তুলিতে পারিবে এবং ক্রুদ্ধ হইলে পর এই সম্পূর্ণ প্রজামণ্ডলকে (প্রাণিগণকে) দগ্ধ করিতে পারিবে এবং দেবগণকেও স্বর্গ হইতে অধঃপতিত করিতে সমর্থ হইবে॥ ৭৯

এই দেখ, অনায়াসে মহৎকার্য্য করিতে সমর্থ ভয়ঙ্কর বীর কুন্তীকুমার অর্জুন অপর এক মেরুপর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করত প্রকাশিত হইতেছে॥ ৮০

সদা রোষাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শত্রুতার বিষয় স্মরণ করিতে করিতে অমর্ষপরায়ণ পরাক্রমশালী ভীমসেন জয়লাভের অভিলাষ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে॥৮১

শত্রুনগরবিজয়ী, ধার্ম্মিকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রণাঙ্গনে অবস্থান করিতেছে। শত্রুদের পক্ষে ইহাকে পরাজিত করা অতিশয় কঠিন। অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুন্দর দুই ভ্রাতা পুরুষপ্রবর নকুল ও সহদেবও যুদ্ধস্থলে বিদ্যমান আছে। ইহাদিগকে পরাজিত করাও অতিশয় দুঃসাধ্য॥ ৮২ ৮৩

দ্রৌপদীর এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থিত রহিয়াছে। রণাঙ্গনে ইহারা সকলেই অর্জুনের তুল্য পরাক্রমশালী॥ ৮৪

এই সমৃদ্ধিশালী, সত্যজয়ী এবং অতিশয় তেজস্বী দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরগণও যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে॥ ৮৫

এই সম্মুখে সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকি আছে, সে শত্রুগণের পক্ষে ইন্দ্রের সদৃশ অসহ্য এবং ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সম্মুখভাগ হইতে আমাদের দিকে আসিতেছে॥ ৮৬

রাজন্! এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শল্য ও কর্ণ পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী গঙ্গা এবং যমুনানদীর ন্যায় সবেগে পরস্পর মিলিত হইয়া পড়িল॥ ৮৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও শল্যের পারস্পরিক আলোচনাবিষক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[কৌরব-পাণ্ডবানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কর্ণার্জুনয়োঃ পরাক্রমশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু সংসক্তেষু চ সঞ্জয় ।
সংশপ্তকান্ কথং পার্থো গতঃ কর্ণশ্চ পাণ্ডবান্ ॥১
এতদ্ বিস্তরশো যুদ্ধং প্রব্রূহি কুশলো হ্যসি ।
ন হি তৃপ্যামি বীরাণাং শৃণ্বানো বিক্রমান্ রণে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

তদাস্থিতমবজ্ঞায় প্রত্যমিত্রবলং মহৎ ।
অব্যূহতার্জুনো ব্যূহং পুত্রস্য তব দুর্নয়ে ॥ ৩
তৎ সাদিনাগকলিলং পদাতিরথসঙ্কুলম্ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখং ব্যূহমশোভত মহদ্ বলম্ ॥ ৪
পারাবতসবর্ণাশ্বশ্চন্দ্রাদিত্যসমদ্যুতিঃ ।
পার্ষতঃ প্রবভৌ ধন্বী কালো বিগ্রহবানিব ॥ ৫
পার্ষতং জুগুপুঃ সর্বে দ্রৌপদেয়া যুযুৎসবঃ ।
দিব্যবর্মায়ুধধরাঃ শার্দূলসমবিক্রমাঃ ॥ ৬
সানুগা দীপ্তবপুষশ্চন্দ্রং তারাগণা ইব ।
অথ ব্যূঢ়েষ্বনীকেষু প্রেক্ষ্য সংশপ্তকান্ রণে ॥ ৭
ক্রুদ্ধোঽর্জুনোঽভিদুদ্রাব ব্যাক্ষিপন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ ।
অথ সংশপ্তকাঃ পার্থমভ্যধাবন্ বধৈষিণঃ ॥ ৮
বিজয়ে ধৃতসঙ্কল্পাঃ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ।
তন্নরাশ্বৌঘবহুলং মত্তনাগরথাকুলম্ ॥ ৯
পত্তিমচ্ছূরবীরৌঘৈঃ দ্রুতমর্জুনমার্দয়ৎ ।
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তেষামাসীৎ কিরীটিনা ॥ ১০
তথৈব নঃ শ্রুতো যাদৃঙ্ নিবাতকবচৈঃ সহ ।
রথানশ্বান্ ধ্বজান্ নাগান্ পত্তীন্ রণগতানপি ॥ ১১
ইষূন্ ধনূংষি খড়্গাংশ্চ চক্রাণি চ পরশ্বধান্ ।
সায়ুধানুদ্যতান বাহুন বিবিধান্যায়ুধানি চ ॥ ১২

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[কৌরব ও পাণ্ডবদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং অর্জুন ও কর্ণের পরাক্রম ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! যখন সমস্ত সৈন্যদের ব্যূহরচনা সম্পূর্ণ হইল এবং উভয় পক্ষের সৈন্যরা যখন পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন কুন্তীপুত্র অর্জুন সংশপ্তক সৈন্যদের প্রতি ও কর্ণ পাণ্ডব-যোদ্ধাদের প্রতি কিরূপে ধাবিত হইল ? ১

সূত ! তুমি যুদ্ধসম্বন্ধীয় এই বৃত্তান্ত বিস্তার সহকারে বর্ণনা কর ; কারণ তুমি এই কার্য্যে অতিশয় নিপুণ । রণাঙ্গনে বীর যোদ্ধাগণের পরাক্রম শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না ।২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের দুর্নীতির ফলে শত্রুদের বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত জানিয়া অর্জুন নিজ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিলেন । ৩

অশ্বারোহী, হস্তী, রথ ও পদাতিসৈন্যে পরিপূর্ণ সেই ব্যূহের সম্মুখভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন, ইহাতে সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর অতিশয় শোভা হইতেছিল । ৪

পায়রার ন্যায় ধূসর বর্ণবিশিষ্ট অশ্বযুক্ত এবং চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধনুর্দ্ধর বীর দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন সেখানে মূর্ত্তিমান্ কালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ৫

দিব্য কবচ ও অস্ত্র ধারণ করত সিংহতুল্য পরাক্রমশালী সেবকবৃন্দসহ সমস্ত দ্রৌপদী পুত্রগণ যুদ্ধের জন্য উৎসুক হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । ইহাতে মনে হইতেছিল—তেজস্বী শরীরধারী নক্ষত্রগণ চন্দ্রকে রক্ষা করিতেছেন ।। ৬½

এইভাবে সৈন্যদের ব্যূহরচনা সম্পূর্ণ হইলে পর রণাঙ্গনে সংশপ্তক সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করত অর্জুন গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিলেন ।। ৭½

তখন জয়লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করত মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া অর্জুনকে বধ করিতে অভিলাষী সংশপ্তক সৈন্যগণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৮½

সংশপ্তক সৈন্যদের মধ্যে পদাতি সৈন্যগণ এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাদের সংখ্যাই অধিক ছিল । ইহাদের মধ্যে হাতী এবং রথও বহু ছিল । বীর পদাতি সৈন্যদের সেই বিশাল বাহিনী অতিদ্রুত অর্জুনকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন । ৯½

কিরীটধারী অর্জুনের সহিত সংশপ্তক সৈন্যদের সেই সংগ্রাম সেইরূপ ভয়ানক ছিল, যেরূপ নিবাতকবচ দানবগণের সহিত অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি ।। ১০½

তদনন্তর কুন্তীকুমার অর্জুন রণাঙ্গনে সমাগত শত্রুপক্ষের রথ, অশ্ব, ধ্বজ, হস্তী এবং পদাতি সৈন্যসকলকে ছেদন করিলেন । তিনি শত্রুদের ধনু, বাণ, খড়্গ, চক্র, পরশু, অস্ত্রসহ উত্তোলিত

চিচ্ছেদ দ্বিষতাং পার্থঃ শিরাংসি চ সহস্রশঃ।
তস্মিন্ সৈন্যমহাবর্ত্তে পাতালতলসন্নিভে ॥ ১৩
নিমগ্নং তং রথং মত্বা নেদুঃ সংশপ্তকা মুদা।
স পুনস্তানরীন্ হত্বা পুনরুত্তরতোঽবধীৎ ॥ ১৪
দক্ষিণেন চ পশ্চাচ্চ ক্রুদ্ধো রুদ্রঃ পশূনিব।
অথ পঞ্চাল-চেদীনাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ মারিষ ॥ ১৫
ত্বদীয়ৈঃ সহ সংগ্রাম আসীৎ পরমদারুণঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ১৬
হৃষ্টসেনাঃ সুসংরব্ধা রথানীকপ্রহারিণঃ।
কোশলৈঃ কাশ্য-মৎস্যৈশ্চ কারূষৈঃ কেকয়ৈরপি ॥ ১৭
শূরসেনৈঃ শূরবরৈর্যুযুধুর্যুদ্ধদুর্মদাঃ।
তেষামন্তকরং যুদ্ধং দেহপাপ্মাসুনাশনম্ ॥ ১৮
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রবীরাণাং ধর্ম্যং স্বর্গ্যং যশস্করম্।
দুর্য্যোধনোঽথ সহিতো ভ্রাতৃভির্ভরতর্ষভ ॥ ১৯
গুপ্তঃ কুরুপ্রবীরৈশ্চ মদ্রাণাঞ্চ মহারথৈঃ।
পাণ্ডবৈঃ সহ পঞ্চালৈশ্চেদিভিঃ সাত্যকেন চ ॥ ২০
যুধ্যমানং রণে কর্ণং কুরুবীরো ব্যপালয়ৎ।
কর্ণোঽপি নিশিতৈর্ব্বাণৈর্বিনিহত্য মহাচমূম্ ॥ ২১
প্রমৃদ্য চ রথশ্রেষ্ঠান্ যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ।
বিবস্ত্রায়ুধদেহাসূন্ কৃত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ ॥ ২২
যুক্ত্বা স্বর্গযশোভ্যাঞ্চ স্বেভ্যো মুদমুদাবহৎ।
কুরূণাং সৃঞ্জয়ানাঞ্চ দেবাসুরসমোঽভবৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণশল্যসংবাদে সঙ্কুলযুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

বাহুসকল, নানাবিধ অস্ত্রসমূহ এবং সহস্র সহস্র মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ১১-১২½

সৈন্যগণের বিশাল রথকে উহার মধ্যে নিমগ্ন মনে করিয়া সংশপ্তক সৈন্যরা প্রসন্নচিত্তে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

তাহার পর সেই শত্রুদিগকে বধ করিয়া পুনরায় ক্রুদ্ধ অর্জুন উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে আপনার সৈন্যদিগকে সেইভাবে সংহার করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে রুদ্রদেব পাশুদিগকে (জগতের প্রাণিদিগকে) বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ১৪½

মাননীয় ভূপাল! অনন্তর আপনার সৈন্যদের সহিত পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয় বীরগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥

রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রহার করিতে নিপুণ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও সুবলপুত্র শকুনি—এই রণদুর্ম্মদ বীরগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া হৃষ্টচিত্ত সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কোশল, কাশী, মৎস্য, করূষ, কেকয় এবং শূরসেনদেশীয় সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫½-১৭½

ইঁহাদের এই যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বীর সৈন্যদের শরীর, পাপ এবং প্রাণবিনাশক, সংহারকারী, ধর্ম্মসঙ্গত, স্বর্গদায়ক ও যশোবৃদ্ধিকারী ছিল ॥ ১৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত কুরুবীর দুর্য্যোধন কৌরব বীরগণ ও মদ্রদেশীয় মহারথী যোদ্ধাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রণাঙ্গনে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিদেশের বীরগণ এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিতে কারতে কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০½

কর্ণও নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিশাল পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে নিহত করিয়া এবং বড় বড় রথী যোদ্ধাগণকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

তিনি সহস্র সহস্র শত্রুদিগকে বস্ত্র, অস্ত্র, শরীর এবং প্রাণশূন্য করিয়া দিয়া তাহাদিগকে স্বর্গ ও সুযশে সংযুক্ত করিতে করিতে স্বজনদিগকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন ॥ ২২½

মান্যবর! এইরূপ মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের বিনাশকর সেই কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের যুদ্ধ দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণেন বহুভির্যোদ্ধৃভিঃ সহ পাণ্ডব-সৈন্যানাং সংহারঃ, কর্ণপুত্রস্য ভানুসেনস্য ভীমসেনকর্তৃকবিনাশঃ, নকুলেন সাত্যকিনা চ সহ বৃষসেনস্য যুদ্ধম, যুধিষ্ঠিরোপরি কর্ণস্যাক্রমণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যত্তৎ প্রবিশ্য পার্থানাং সৈন্যং কুর্বন্ জনক্ষয়ম্।
কর্ণো রাজানমভ্যেত্য তন্মমাচক্ষ সঞ্জয় ॥ ১

কে চ প্রবীরাঃ পার্থানাং যুধি কর্ণমবারয়ন্।
কাংশ্চ প্রমথ্যাধিরথির্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

ধৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ পার্থান্ দৃষ্ট্বা কর্ণো ব্যবস্থিতান্।
সমভ্যধাবত্ত্বরিতঃ পাঞ্চালান্ শত্রুকর্ষিণঃ ॥ ৩

তং তূর্ণমভিধাবন্তং পাঞ্চালা জিতকাশিনঃ।
প্রত্যুদ্যযুর্মহাত্মানং হংসা ইব মহার্ণবম্ ॥ ৪

ততঃ শঙ্খসহস্রাণাং নিঃস্বনো হৃদয়ঙ্গমঃ।
প্রাদুরাসীদুভয়তো ভেরীশব্দশ্চ দারুণঃ ॥ ৫

নানাবাণনিপাতাশ্চ দ্বিপাশ্বরথনিঃস্বনঃ।
সিংহনাদশ্চ বীরাণামভবদ্ দারুণস্তদা ॥ ৬

সাদ্রি-দ্রুমার্ণবা ভূমিঃ সবাতাম্বুদমম্বরম্।
সার্কেন্দু-গ্রহ-নক্ষত্রা দ্যৌশ্চ ব্যক্তং বিঘূর্ণিতা ॥ ৭

ইতি ভূতানি তং শব্দং মেনিরে তে চ বিব্যথুঃ।
যানি চাপাল্পসত্ত্বানি প্রায়স্তানি মৃতানি চ ॥ ৮

অথ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধঃ শীঘ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্।
জঘান পাণ্ডবীং সেনামাসুরীং মঘবানিব ॥ ৯

স পাণ্ডববলং কর্ণঃ প্রবিশ্য বিসৃজন্ শরান্।
প্রভদ্রকাণাং প্রবরানহনৎ সপ্তসপ্ততিম্ ॥ ১০

ততঃ সুপুঙ্খৈর্নিশিতৈ রথশ্রেষ্ঠো রথেষুভিঃ।
অবধীৎ পঞ্চবিংশত্যা পাঞ্চালান পঞ্চবিংশতিম্ ॥ ১১

সুবর্ণপুঙ্খৈর্নারাচৈঃ পরকায়বিদারণৈঃ।
চেদিকানবধীদ্ বীরঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১২

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[কর্ণকর্তৃক বহুসংখ্যক যোদ্ধার সহিত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার, ভীমসেনের দ্বারা কর্ণপুত্র ভানুসেনের বিনাশ, নকুল ও সাত্যকির সহিত বৃষসেনের যুদ্ধ এবং যুধিষ্ঠিরের উপর কর্ণের আক্রমণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! কর্ণ কুন্তীপুত্রদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া যে জনসংহার করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বল ॥ ১

সেই সময় পাণ্ডবপক্ষের কোন্ কোন্ প্রধান বীরগণ কর্ণকে নিবারণ করিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ যোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া সূতপুত্র কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিয়াছিল? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-বীরগণকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়া অতিসত্বর শত্রুসংহারকারী পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

জয়লাভে উল্লসিত পাঞ্চাল বীরগণ অতিশয় ত্বরা করিয়া আক্রমণকারী মহাত্মা কর্ণের দিকে সেইভাবে গমন করিলেন, যেরূপ হংসদল মহাসাগরের দিকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪

তদনন্তর উভয় সৈন্যদলমধ্যে সহস্র সহস্র শঙ্খ হৃদয়কে কম্পিত করিতে করিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে নিদারুণ ভেরীনাদও হইতে থাকিল ॥ ৫

সেই সময় নানাপ্রকার বাণপতন, হস্তিগণের চীৎকার, অশ্বগণের হ্রেষাধ্বনি, রথের ঘর্ঘর শব্দ এবং বীরগণের সিংহনাদের দারুণ শব্দও সেখানে উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৬

পর্বত, বৃক্ষ এবং সমুদ্র সহ পৃথিবী, বায়ু ও মেঘমণ্ডলের সহিত আকাশ এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত স্বর্গ স্পষ্ট-ভাবে ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৭

এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণ সেই তুমুল নাদ শ্রবণ করিল এবং সকলেই ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল প্রাণী ছিল, তাহারা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল ॥ ৮

তাহার পর যেরূপ ইন্দ্র অসুর-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ কর্ণ অতি দ্রুত অস্ত্রচালনা করিতে করিতে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯

পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করত বাণবর্ষণ করিতে করিতে কর্ণ প্রভদ্রকগণের সাতাত্তর জন প্রধান বীরকে সংহার করিলেন ॥ ১০

তদনন্তর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পঁচিশটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পঁচিশ জন পাঞ্চালকে বধ করিলেন ॥ ১১

বীর কর্ণ শত্রুদের শরীরকে বিদীর্ণকারী সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত নারাচসকলের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র চেদিদেশীয় বীরগণকে বধ করিলেন ॥ ১২

তং তথা সমরে কর্ম কুর্বাণমতিমানুষম্।
পরিবব্রুর্মহারাজ পাঞ্চালানাং রথব্রজাঃ ॥ ১৩
ততঃ সন্ধায় বিশিখান্ পঞ্চ ভারত দুঃসহান্।
পাঞ্চালানবধীৎ পঞ্চ কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ ॥ ১৪
ভানুদেবং চিত্রসেনং সেনাবিন্দুঞ্চ ভারত।
তপনং শূরসেনঞ্চ পাঞ্চালানহনদ্ রণে ॥১৫
পাঞ্চালেষু চ শূরেষু বধ্যমানেষু সায়কৈঃ।
হাহাকারো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং মহাহবে ॥ ১৬
পরিবব্রুর্মহারাজ পাঞ্চালানাং রথা দশ।
পুনরেব চ তান্ কর্ণো জঘানাশু পতৎত্রিভিঃ ॥ ১৭
চক্ররক্ষৌ তু কর্ণস্য পুত্রৌ মারিষ দুর্জয়ৌ।
সুষেণঃ সত্যসেনশ্চ ত্যক্ত্বা প্রাণানযুধ্যতাম্ ॥ ১৮
পৃষ্ঠগোপ্তা তু কর্ণস্য জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো মহারথঃ।
বৃষসেনঃ স্বয়ং কর্ণং পৃষ্ঠতঃ পর্য্যপালয়ৎ ॥১৯
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকিশ্চ দ্রৌপদেয়া বৃকোদরঃ।
জনমেজয়ঃ শিখণ্ডী চ প্রবীরাশ্চ প্রভদ্রকাঃ ॥ ২০
চেদি-কেকয়-পাঞ্চালা যমৌ মৎস্যাশ্চ দংশিতাঃ।
সমভ্যধাবন্ রাধেয়ং জিঘাংসন্তঃ প্রহারিণম্ ॥ ২১
ত এনং বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ শরধারাভিরেব চ।
অভ্যবর্ষন্ বিমর্দন্তঃ প্রাবৃষীবাম্বুদা গিরিম্ ॥ ২২
পিতরং তু পরীপ্সন্তঃ কর্ণপুত্রাঃ প্রহারিণঃ।
ত্বদীয়াশ্চাপরে রাজন্ বীরা বীরানবারয়ন্ ॥ ২৩
সুষেণো ভীমসেনস্য ছিত্ত্বা ভল্লেন কার্ম্মুকম্।
নারাচৈঃ সপ্তভির্বিদ্ধ্বা হৃদি ভীমং ননাদ হ ॥ ২৪
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সুদৃঢ়ং ভীমবিক্রমঃ।
সজ্যং বৃকোদরঃ কৃত্বা সুষেণস্যাচ্ছিনদ্ ধনুঃ ॥ ২৫
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ ক্রুদ্ধো নৃত্যন্নিবেষুভিঃ।
কর্ণঞ্চ তূর্ণং বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ভানুসেনঞ্চ দশভিঃ সাশ্ব-সূতায়ুধ-ধ্বজম্।
পশ্যতাং সুহৃদাং মধ্যে কর্ণপুত্রমপাতয়ৎ ॥ ২৭

মহারাজ! এইরূপ সমরাঙ্গণে অলৌকিক কর্ম্মকারী কর্ণকে পাঞ্চালরথী বীরগণ চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

ভারত! তখন সেই রণাঙ্গনে ধর্ম্মাত্মা বৈকর্ত্তন কর্ণ পাঁচটি দুঃসহ বাণ সন্ধান করত ইহাদের দ্বারা ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেন—এই পাঁচ জন পাঞ্চাল বীরকে সংহার করিলেন ॥ ১৪-১৫

সেই মহাসমরে বাণসমূহের দ্বারা উক্ত শূরবীর পাঞ্চালগণের মৃত্যু হইলে পর পাঞ্চাল-সৈন্যদের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১৬

মহারাজ! পুনরায় দশ জন পাঞ্চাল মহারথী যোদ্ধা আসিয়া কর্ণকে পরিবেষ্টিত করিলেন, কিন্তু কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ১৭

মাননীয় নরেশ! কর্ণের দুই দুর্জয় পুত্র সুষেণ ও চিত্রসেন তাঁহার রথচক্রের রক্ষায় তৎপর হইয়া প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

কর্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারথী বৃষসেন তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক ছিলেন। তিনি স্বয়ংই কর্ণের পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন ॥ ১৯

সেই সময় প্রহারকারী রাধাপুত্র কর্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ভীমসেন, জনমেজয়, শিখণ্ডী, প্রধান প্রভদ্রক বীরগণ, চেদি, কেকয় ও পাঞ্চাল-দেশের যোদ্ধারা, নকুল-সহদেব এবং মৎস্যদেশীয় সৈন্যবৃন্দ কবচে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহার উপর ধাবিত হইলেন ॥ ২০-২১

যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই পাণ্ডব-বীরগণ নিজ সৈন্যদিগের মর্দ্দনকারী কর্ণের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসকল এবং বাণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! সেই সময় নিজের পিতাকে রক্ষা করিতে অভিলাষী প্রহারকুশল কর্ণপুত্রসকল এবং আপনার সৈন্যদের অন্যান্য বীরগণ পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডব-বীরবৃন্দকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

সুষেণ একটি ভল্লের দ্বারা ভীমসেনের ধনু ছিন্ন করত তাঁহার বক্ষে সাতটি নারাচ প্রহার করত ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া উঠিলেন ॥ ২৪

তদনন্তর ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ করত ভীমসেন অপর একটি সুদৃঢ় ধনু ধারণ করিয়া তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন এবং সুষেণের ধনুটিকে ছিন্ন করিলেন ॥ ২৫

সেই সঙ্গে কুপিত হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে ভীমসেন দশটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং কর্ণকেও তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা অতিক্রত বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬

কেবল ইহাই নহে, তিনি হিতকামী সুহৃদ্বর্গের মধ্যে তাঁহাদের সম্মুখেই কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে দশটি বাণের দ্বারা অশ্ব, সারথি, অস্ত্র ও ধ্বজসহ ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৭

ক্ষুরপ্রণুন্নং ততস্তস্য শিরশ্চন্দ্রনিভাননম্।
শুভদর্শনমেবাসীন্নালভ্রষ্টমিবাম্বুজম্ ॥ ২৮
হত্বা কর্ণসুতং ভীমস্তাবকান্ পুনরার্দয়ৎ।
কৃপ-হার্দিক্যয়োশ্ছিত্ত্বা চাপৌ তাবপ্যথার্দয়ৎ ॥ ২৯
দুঃশাসনং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা শকুনিং ষড়্‌ভিরায়সৈঃ।
উলূকঞ্চ পতত্রিঞ্চ চকার বিরথাবুভৌ ॥ ৩০
সুষেণঞ্চ হতোঽসীতি ব্রুবন্নাদত্ত সায়কম্।
তমস্য কর্ণশ্চিচ্ছেদ ত্রিভিশ্চৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৩১
অথান্যং পরিজগ্রাহ সুপর্বাণং সুতেজনম্।
সুষেণায়াসৃজদ্ ভীমস্তমপ্যস্যাচ্ছিনদ্ বৃষঃ ॥ ৩২
পুনঃ কর্ণস্ত্রিসপ্তত্যা ভীমসেনমথেষুভিঃ।
পুত্রং পরীপ্সন্ বিব্যাধ ক্রূরং ক্রূরৈর্জিঘাংসয়া ॥ ৩৩
সুষেণস্তু ধনুর্গৃহ্য ভারসাধনমুত্তমম্।
নকুলং পঞ্চভির্বাণৈর্বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৩৪
নকুলস্তং তু বিংশত্যা বিদ্ধ্বা ভারসহৈর্দৃঢ়ৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদং কর্ণস্য ভয়মাদধৎ ॥ ৩৫
তং সুষেণো মহারাজ বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈঃ।
চিচ্ছেদ চ ধনুঃ শীঘ্রং ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ ॥ ৩৬
অথান্যদ্ ধনুরাদায় নকুলঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সুষেণং নবভির্বাণৈর্বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৩৭
স তু বাণৈর্দিশো রাজন্নাচ্ছাদ্য পরবীরহা।
আজঘ্নে সারথিং চাস্য সুষেণঞ্চ ততস্ত্রিভিঃ ॥ ৩৮
চিচ্ছেদ চাস্য সুদৃঢ়ং ধনুর্ভল্লৈস্ত্রিভিস্ত্রিধা।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় সুষেণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৯
আবিধ্যন্নকুলং ষষ্ট্যা সহদেবঞ্চ সপ্তভিঃ।
তদ্ যুদ্ধং সুমহদ্ ঘোরমাসীদ্ দেবাসুরোপমম্ ॥ ৪০
নিঘ্নতাং সায়কৈস্তূর্ণমন্যোন্যস্য বধং প্রতি।
(সাত্যকির্বৃষসেনং তু বিদ্ধ্বা সপ্তভিরায়সৈঃ।

ভীমসেনের ক্ষুরপ্রবাণে ছিন্ন চন্দ্রতুল্য বদনবিশিষ্ট ভানুসেনের সেই মস্তক নাল হইতে ছিন্ন পদ্মপুষ্পের ন্যায় তখনও সুন্দরই দেখাইতেছিল ॥ ২৮

কর্ণের পুত্র ভানুসেনকে বধ করত ভীমসেন পুনরায় আপনার সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মার ধনু ছেদন করত ভীমসেন ইঁহাদের উভয়কেই গুরুতর পীড়িত করিলেন ॥ ২৯

তিনটি বাণে দুঃশাসনকে ও ছয়টি লৌহ নির্ম্মিত বাণে শকুনিকে আঘাত করত উলূক এবং পতত্রি এই দুই বীরকেও রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৩০

তারপর তিনি সুষেণকে এই কথা বলিতে বলিতে হাতে বাণগ্রহণ করিলেন যে, তুমি নিহত হইলে। কিন্তু কর্ণ ভীমসেনের সেই বাণকে ছেদন করিলেন এবং তাঁহাকে তিনটি বাণে তাড়িত করিলেন ॥ ৩১

তখন ভীমসেন সুন্দর গ্রন্থিযুক্ত ও তেজস্বী ধারবিশিষ্ট অপর বাণ হস্তে ধারণ করিলেন এবং উহা সুষেণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু কর্ণ উহাকেও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩২

পুনরায় পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় কর্ণ ক্রূর ভীমসেনকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহার উপর তিয়াত্তরটি বাণ বর্ষণ করিলেন ॥ ৩৩

তখন সুষেণ গুরুভার বহন করিতে সমর্থ অন্য একটি শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত নকুলের দুই বাহু ও বক্ষে পাঁচটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৪

নকুলও ভার সহ্য করিতে সমর্থ বিশটি সুদৃঢ় বাণের দ্বারা সুষেণকে আঘাত করত কর্ণের মনে ভয় উৎপাদন করিতে করিতে তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

মহারাজ! মহারথী সুষেণ দশটি বাণে নকুলকে বিদ্ধ করত অতিক্রুত একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৩৬

তখন ক্রোধে যেন অচৈতন্য হইয়া নকুল অপর ধনু হাতে গ্রহণ করত সুষেণকে নয়টি বাণ প্রহার করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধস্থলে নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭

রাজন্! শত্রুবীরহন্তা নকুল নিজ বাণসমূহে সর্ব্ব দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা সুষেণ ও তাঁহার সারথিকে আহত করিলেন। সেই সঙ্গে তিনটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সুদৃঢ় ধনু তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮½

তখন সুষেণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অপর ধনু গ্রহণ করত নকুলকে ষাট্ ও সহদেবকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৯½

বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রুত পরস্পরকে বধ করিবার জন্য আঘাত করিতে করিতে বীরগণের সেই নিদারুণ সংগ্রাম দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল ॥৪০½

(সাত্যকি লৌহনির্ম্মিত সাতটি বাণে বৃষসেনকে আঘাত

পুনর্বিব্যাধ সপ্তত্যা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥
বৃষসেনস্তু শৈনেয়ং শরেণানতপর্বণা।
আজঘান মহারাজ শঙ্খদেশে মহারথম্ ॥
শৈনেয়ো বৃষসেনেন পত্রিণা পরিপীড়িতঃ।
কোপং চক্রে মহারাজ ক্রুদ্ধো বেগঞ্চ দারুণম্ ॥
জগ্রাহেষুবরান্ বীরঃ শীঘ্রং বৈ দশ পঞ্চ চ।)
সাত্যকির্বৃষসেনস্য সূতং হত্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪১
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন জঘানাশ্বাংশ্চ সপ্তভিঃ।
ধ্বজমেকেষুণোন্মথ্য ত্রিভিস্তং হৃদ্যতাড়য়ৎ ॥ ৪২
অথাবসন্নঃ স্বরথে মুহূর্তাৎ পুনরুত্থিতঃ।
স রণে যুযুধানেন বিসূতাশ্ব-রথ-ধ্বজঃ ॥ ৪৩
কৃতো জিঘাংসুঃ শৈনেয়ং খড়্গ-চর্মধৃগভ্যয়াৎ।
তস্য চাপততঃ শীঘ্রং বৃষসেনস্য সাত্যকিঃ ॥ ৪৪
বারাহকর্ণৈর্দশভিরবিধ্যদসি-চর্মণী।

করত পুনরায় সত্তরটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং অপর তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! বৃষসেন আনত পর্কযুক্ত একটি বাণে মহারথী সাত্যকির কপালে আঘাত করিলেন।

মহারাজ! বৃষসেনের এই বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বীর সাত্যকি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। রণাঙ্গনে সেই সময় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর বেগ প্রকাশ করিলেন এবং অতি সত্বর পনেরটি বাণ হস্তে গ্রহণ করিলেন।)

এই সকল বাণের মধ্যে তিনটি বাণে সাত্যকি বৃষসেনের সারথিকে সংহার করত একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং সাতটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিলেন। তারপর একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া তিনটি বাণে বৃষসেনের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৪১-৪২

এইরূপে রণাঙ্গনে যুযুধানের (সাত্যকির) দ্বারা সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজহীন বৃষসেন মুহূর্ত্তকাল নিজ রথে অবসন্ন হইয়া বসিয়া থাকিলেন। তারপর উত্থিত হইয়া সাত্যকিকে বধ করিতে অভিলাষ করত ঢাল ও তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৩½

এইভাবে আক্রমণকারী বৃষসেনের তরবারি ও ঢালকে সাত্যকি বরাহকর্ণ নামক দশটি বাণের দ্বারা অতিদ্রুত নষ্ট করিয়া দিলেন ॥৪৪½

দুঃশাসনস্তু তং দৃষ্ট্বা বিরথং ব্যায়ুধং কৃতম্ ॥ ৪৫
আরোপ্য স্বরথং তূর্ণমপোবাহ রণাতুরম্।
অথান্যং রথমাস্থায় বৃষসেনো মহারথঃ ॥ ৪৬
দ্রৌপদেয়াংস্ত্রিসপ্তত্যা যুযুধানঞ্চ পঞ্চভিঃ।
ভীমসেনং চতুঃষষ্ট্যা সহদেবঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৪৭
নকুলং ত্রিংশতা বাণৈঃ শতানীকঞ্চ সপ্তভিঃ।
শিখণ্ডিনঞ্চ দশভির্ধর্মরাজং শতেন চ ॥ ৪৮
এতাংশ্চান্যাংশ্চ রাজেন্দ্র প্রবীরান্ জয়গৃদ্ধিনঃ।
অভ্যর্দয়ন্মহেষ্বাসঃ কর্ণপুত্রো বিশাম্পতে ॥ ৪৯
কর্ণস্য যুধি দুর্ধর্ষস্ততঃ পৃষ্ঠমপালয়ৎ।
দুঃশাসনঞ্চ শৈনেয়ো নবৈর্নবভিরায়সৈঃ ॥ ৫০
বিসূতাশ্ব-রথং কৃত্বা ললাটে ত্রিভিরার্পয়ৎ।
স ত্বন্যং রথমাস্থায় বিধিবৎ কল্পিতং পুনঃ ॥ ৫১
যুযুধে পাণ্ডুভিঃ সার্ধং কর্ণস্যাপ্যায়য়ন্ বলম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততঃ কর্ণমবিধ্যদ্ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৫২

তখন দুঃশাসন যুদ্ধের দ্বারা অতিশয় ব্যাকুল বৃষসেনকে রথ ও অস্ত্রহীন হইতে দেখিয়া দ্রুত নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া রণাঙ্গন হইতে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৪৫½

তদনন্তর মহারথী বৃষসেন অপর রথে উপবেশন করত তিয়াত্তরটি বাণের দ্বারা দ্রৌপদীর পুত্রগণকে, পাঁচটি বাণে যুযুধানকে, চৌষট্টিটি বাণে ভীমসেনকে, পাঁচটি বাণে সহদেবকে, ত্রিশটি বাণে নকুলকে, সাতটি বাণে শতানীককে, দশটি বাণে শিখণ্ডীকে এবং এক শত বাণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজেন্দ্র! প্রজানাথ! মহাধনুর্দ্ধর কর্ণপুত্র বৃষসেন জয়াকাঙ্ক্ষী এই সব বীরগণকে এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগকেও বাণসমূহে পীড়িত করিয়া ফেলিলেন। তারপর সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর বৃষসেন রণাঙ্গনে কর্ণের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৯½

সাত্যকি লৌহনির্ম্মিত নূতন নয়টি বাণে দুঃশাসনকে সারথি, অশ্বগণ ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়া উঁহার ললাটে তিনটি বাণপ্রহার করিলেন ॥ ৫০½

দুঃশাসন বিধি অনুসারে সজ্জিত অপর রথে উপবেশন পূর্ব্বক কর্ণের বলবৃদ্ধি করিতে করিতে পুনরায় পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১½

তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় দ্রৌপদীর পুত্রগণ তিয়াত্তর, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চৌষট্টি,

দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা যুযুধানস্তু সপ্তভিঃ।
ভীমসেনশ্চতুঃষষ্ট্যা সহদেবশ্চ সপ্তভিঃ॥ ৫৩
নকুলস্ত্রিংশতা বাণৈঃ শতানীকস্তু সপ্তভিঃ।
শিখণ্ডী দশভির্বীরো ধর্মরাজঃ শতেন তু॥ ৫৪
এতে চান্যে চ রাজেন্দ্র প্রবীরা জয়গৃদ্ধিনঃ।
অভ্যর্দয়ন্ মহেষ্বাসং সূতপুত্রং মহামৃধে॥ ৫৫
তান্ সূতপুত্রো বিশিখৈর্দশভির্দশভিঃ শরৈঃ।
রথেনানুচরন্ বীরঃ প্রত্যবিধ্যদরিন্দমঃ॥ ৫৬
তত্রাস্ত্রবীর্য্যং কর্ণস্য লাঘবঞ্চ মহাত্মনঃ।
অপশ্যাম মহাভাগ তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৫৭
ন হ্যাদদানং দদৃশুঃ সন্দধানঞ্চ সায়কান্।
বিমুঞ্চন্তঞ্চ সংরম্ভাদপশ্যন্ত হতানরীন্॥ ৫৮
(প্রতীচ্যাং দিশি তং দৃষ্ট্বা প্রাচ্যাং পশ্যাম লাঘবাৎ।
ন তং পশ্যাম রাজেন্দ্র ক নু কর্ণোঽধিতিষ্ঠতি॥
ইষ নেব স্ম পশ্যামো বিনিকীর্ণান্ সমন্ততঃ।
ছাদয়ানান্ দিশো রাজন্ শলভানামিব ব্রজান্॥)
দ্যৌর্বিয়দ্ভূর্দিশশ্চৈব প্রপূর্ণা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অরুণাভ্রাবৃতাকারং তস্মিন্ দেশে বভৌ বিয়ৎ॥ ৫৯
নৃত্যন্নিব হি রাধেয়শ্চাপহস্তঃ প্রতাপবান্।
যৈর্বিদ্ধঃ প্রত্যবিধ্যৎ তানেকৈকং ত্রিগুণৈঃ শরৈঃ॥ ৬০
দশভির্দশভিশ্চৈতান্ পুনর্বিধ্বা ননাদ চ।
সাশ্ব-সূত-রথ-চ্ছত্রাংস্ততস্তে বিবরং দদুঃ॥ ৬১
তান্ প্রমথ্য মহেষ্বাসান্ রাধেয়ঃ শরবৃষ্টিভিঃ।
রাজানীকমসম্বাধং প্রাবিশচ্ছত্রুকর্শনঃ॥ ৬২
স রথাংস্ত্রিশতং হত্বা চেদীনামনিবর্তিনাম্।
রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈস্ততোঽভ্যার্চ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্॥ ৬৩
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ শিখণ্ডী চ সসাত্যকিঃ।
রাধেয়াৎ পরিরক্ষন্তো রাজানং পর্য্যবারয়ন্॥ ৬৪

সহদেব সাত, নকুল ত্রিশ, শতানীক সাত, শিখণ্ডী দশ এবং বীর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক শত বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ৫২-৫৪

রাজেন্দ্র! জয়াভিলাষী এই সব প্রধান বীরগণ এবং অন্যান্য যোদ্ধারাও এই মহাসমরে মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৫৫

রথের দ্বারা বিচরণকারী শত্রুদমন বীর সূতপুত্র কর্ণও ইঁহাদের সকলকেই দশটি দশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ৫৬

মহাভাগ! আমরা সকলে সেখানে মহাত্মা কর্ণের অস্ত্রবল ও নৈপুণ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন সব কিছুই যেন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৫৭

এই সময় কর্ণ কখন তূণ হইতে বাণ গ্রহণ করিতেছিল, কখন ধনুতে যোজনা করিতেছিল এবং কখন ক্রোধসহকারে শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করিতেছিল, এ সমস্ত কেহই তখন দেখিতে পাইতেছিল না। ৫৮

(রাজেন্দ্র! আমরা একই সময়ে কর্ণকে পশ্চিম দিকে দেখিয়া তাঁহার নৈপুণ্যবশতঃ পুনরায় পূর্ব্বদিকে দেখিতে পাইলাম। এই সময়ে কর্ণ কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন, ইহা আমরা দেখিতে পাইলাম না।

রাজন্! কেবল চারিদিক্ হইতে নিক্রান্ত তাঁহার বাণ সকলই আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম, যাহারা পতঙ্গদলের ন্যায় চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছিল।)

দ্যুলোক, আকাশ, ভূমি ও সমস্ত দিক্‌সমূহ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। সেই স্থলে আকাশ অরুণবর্ণের মেঘে আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ৫৯

প্রতাপশালী রাধাপুত্র কর্ণ হাতে ধনু লইয়া যেন নৃত্য করিতেছিলেন। যে যে যোদ্ধারা তাঁহাকে একটি বাণে বিদ্ধ করিলেন, ইনি তাঁহাদের প্রত্যেকই তিন গুণ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৬০

পুনরায় দশটি দশটি বাণে অশ্ব, সারথি, রথ এবং ছত্র সহ সেই সব যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করত কর্ণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর সেই শত্রুরা তাঁহাকে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিলেন। ৬১

শত্রুসংহারকারী রাধাপুত্র কর্ণ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদিগকে মথিত করত রাজা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিনা বাধায় প্রবেশ করিলেন। ৬২

তিনি যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত তিন শত চেদিদেশীয় রথী বীরগণকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। ৬৩

রাজন্! তখন পাণ্ডবগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি রাধাপুত্র কর্ণের নিকট হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৬৪

তথৈব তাবকাঃ সর্বে কর্ণং দুর্বারণং রণে।
যত্তাঃ শূরা মহেষ্বাসাঃ পর্য্যরক্ষন্ত সর্বশঃ ॥ ৬৫
নানাবাদিত্রঘোষাশ্চ প্রাদুরাসন্ বিশাম্পতে।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণামভিগর্জতাম্ ॥ ৬৬

ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুরভীতাঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ।
যুধিষ্ঠিরমুখাঃ পার্থাঃ সূতপুত্রমুখা বয়ম্ ॥ ৬৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

এইরূপ আপনার সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীর যোদ্ধারা রণাঙ্গনে অনিবার্য্য গতিতে বিচরণকারী কর্ণকে চারিদিক্ দিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

প্রজানাথ! সেই সময় নানাপ্রকার রণবাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল এবং গর্জনকারী বীরগণের সিংহনাদও উত্থিত হইতে থাকিল ॥ ৬৬

তদনন্তর পুনরায় কৌরব এবং পাণ্ডব যোদ্ধারা নির্ভয় হইয়া পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। তখন একদিকে যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তী-পুত্রগণ ছিলেন এবং অপর দিকে কর্ণাদি আমরা সকলে ॥ ৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংগ্রামঃ, কর্ণস্য মূর্চ্ছা, কর্ণেন যুধিষ্ঠিরস্য পরাজয়স্তিরস্কারশ্চ, পাণ্ডবানাং সহস্রযোদ্ধৃণাং বধঃ, রক্তনদীবর্ণনম্, পাণ্ডব-মহারথিভিঃ কৌরবসৈন্যানাং বিনাশঃ, তেষাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
বিদার্য্য কর্ণস্তাং সেনাং যুধিষ্ঠিরমথাদ্রবৎ।
রথ-হস্ত্যশ্ব-পত্তীনাং সহস্রৈঃ পরিবারিতঃ ॥ ১
নানায়ুধসহস্রাণি প্রেরিতান্যরিভির্বৃষঃ।
ছিত্ত্বা বাণশতৈরুগ্রৈস্তানবিধ্যদসম্ভ্রমাৎ ॥ ২
নিচকর্ত শিরাংস্যেষাং বাহূনূরূংশ্চ সূতজঃ।
তে হতা বসুধাং পেতুর্ভগ্নাশ্চান্যে বিদুদ্রুবুঃ ॥ ৩

দ্রাবিড়াস্তু নিষাদাস্তু পুনঃ সাত্যকিচোদিতাঃ।
অভ্যদ্রবন্ জিঘাংসন্তঃ পত্তয়ঃ কর্ণমাহবে ॥ ৪
তে বিবাহুশিরস্ত্রাণাঃ প্রহতাঃ কর্ণসায়কৈঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং যুগপচ্ছিন্নং শালবনং যথা ॥ ৫
এবং যোধশতান্যাজৌ সহস্রাণ্যযুতানি চ।
হতানীয়ুর্মহীং দেহৈর্যশসা পূরয়ন্ দিশঃ ॥ ৬
অথ বৈকর্তনং কর্ণং রণে ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
রুরুধুঃ পাণ্ডু-পাঞ্চালা ব্যাধিং মন্ত্রৌষধৈরিব ॥ ৭

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[কর্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সংগ্রাম, কর্ণের মূর্চ্ছা, কর্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও তিরস্কার, পাণ্ডবগণের সহস্র যোদ্ধা বধ, রক্ত নদীর বর্ণন, পাণ্ডব মহারথগণ কর্তৃক কৌরব সৈন্যদের বিনাশ এবং তাহাদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সহস্র রথ, হস্তী, অশ্ব এবং পদাতি সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত কর্ণ সেই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিদারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১

ধর্ম্মাত্মা কর্ণ শত্রুগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকারের হাজার হাজার অস্ত্রসকল ছিন্ন করিয়া সেই সব যোদ্ধাকে শত শত উগ্র বাণসমূহের দ্বারা অবিচলিতচিত্তে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২

সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদের মস্তক, বাহু ও জঙ্ঘাসমূহ ছিন্ন করিলেন। তাঁহারা নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং অন্য সব যোদ্ধারা আহত হইয়া পলাইয়া যাইলেন ॥ ৩

তখন সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া দ্রাবিড় ও নিষাদ দেশের পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে যুদ্ধে বধ করিবার ইচ্ছায় পুনরায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

কিন্তু কর্ণের বাণসমূহে নিহত হইয়া বাহু, মস্তক ও কবচাদি রহিত অবস্থায় ছিন্ন শালবনের ন্যায় তাহারা একত্রে ভূতলশায়ী হইল ॥ ৫

এইভাবে যুদ্ধে নিহত শত, সহস্র ও দশ হাজার যোদ্ধা স্বশরীরে ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু নিজ নিজ যশের দ্বারা তাঁহারা সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলকে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন ॥ ৬

তদনন্তর রণাঙ্গনে কুপিত যমরাজতুল্য সূর্য্যনন্দন কর্ণকে পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধারা নিজ বাণসমূহের দ্বারা সেই ভাবে রুদ্ধ

স তান্ প্রমৃদ্যাভ্যপতৎ পুনরেব যুধিষ্ঠিরম্।
মন্ত্রৌষধিক্রিয়াতীতো ব্যাধিরত্যুল্বণো যথা ॥ ৮
স রাজগৃদ্ধিভী রুদ্ধঃ পাণ্ডু-পাঞ্চাল কেকয়ৈঃ।
নাশকৎ তানতিক্রান্তুং মৃত্যুর্ব্রহ্মবিদো যথা ॥ ৯
ততো যুধিষ্ঠিরঃ কর্ণমদূরস্থং নিবারিতম্।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১০
কর্ণ কর্ণ বৃথাদৃষ্টে সূতপুত্র বচঃ শৃণু।
সদা স্পর্দ্ধসি সংগ্রামে ফাল্গুনেন তরস্বিনা ॥ ১১
তথাস্মান্ বাধসে নিত্যং ধার্তরাষ্ট্রমতে স্থিতঃ।
যদ্ বলং যচ্চ তে বীর্য্যং প্রদ্বেষো যশ্চ পাণ্ডুষু ॥ ১২
তৎ সর্বং দর্শয়স্বাদ্য পৌরুষং মহদাস্থিতঃ।
যুদ্ধশ্রদ্ধাঞ্চ তেঽদ্যাহং বিনেষ্যামি মহাহবে ॥ ১৩
এবমুক্ত্বা মহারাজ কর্ণং পাণ্ডুসুতস্তদা।
সুবর্ণপুঙ্খৈর্দশভিবিব্যাধায়স্ময়ৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪
তং সূতপুত্রো দশভিঃ প্রত্যবিধ্যদরিন্দমঃ।
বৎসদন্তৈর্মহেষ্বাসঃ প্রহসন্নিব ভারত ॥ ১৫
সোঽবজ্ঞায় তু নির্বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ মারিষ।
প্রজজ্বাল ততঃ ক্রোধাদ্ধবিষেব হুতাশনঃ ॥ ১৬
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তো রাজ্ঞো দেহো ব্যদৃশ্যত।
যুগান্তে দগ্ধুকামস্য সংবর্তাগ্নেরিবাপরঃ ॥ ১৭
ততো বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং হেমপরিষ্কৃতম্।
সমাধত্ত শিতং বাণং গিরীণামপি দারণম্ ॥ ১৮
ততঃ পূর্ণায়তোৎকৃষ্টং যমদণ্ডনিভং শরম্।
মুমোচ ত্বরিতো রাজা সূতপুত্রজিঘাংসয়া ॥ ১৯
স তু বেগবতা মুক্তো বাণো বজ্রাশনিস্বনঃ।
বিবেশ সহসা কর্ণং সব্যে পার্শ্বে মহারথম্ ॥ ২০
স তু তেন প্রহারেণ পীড়িতঃ প্রমুমোহ বৈ।
স্রস্তগাত্রো মহাবাহুর্ধনুরুৎসৃজ্য স্যন্দনে ॥ ২১

করিলেন, যেরূপ চিকিৎসকগণ মন্ত্র ও ঔষধ সমূহের দ্বারা রোগকে রুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৭

কিন্তু মন্ত্র ও ঔষধের ক্রিয়াতেও অসাধ্য ভয়ানক রোগের ন্যায় কর্ণ তাঁহাদের সকলকে মর্দ্দিত করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮

রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে অভিলাষী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয় যোদ্ধারা পুনরায় কর্ণকে রুদ্ধ করিলেন। যেরূপ মৃত্যু ব্রহ্মজ্ঞগণকেও লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ কর্ণ এই সব যোদ্ধাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না ॥ ৯

সেই সময় যুধিষ্ঠির ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত শত্রুবীর সংহারকারী ও অদূরে নিবারিত হইয়া অবস্থিত কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

কর্ণ! কর্ণ! মিথ্যাদর্শী সূতপুত্র! আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি সংগ্রামে বেগশালী বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের মতের অনুসরণ করত আমাদিগকে সকল কার্য্যে বাধাদান করিয়া থাক ॥ ১১½

কিন্তু আজ তোমার নিকটে যত বল আছে, যাহা পরাক্রম আছে এবং পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার মনে যত বিদ্বেষ আছে, তৎসমস্তই তুমি আজ মহৎ পৌরুষের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক দেখাও। আজ মহাসমরে আমি তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করিব ॥ ১২-১৩

মহারাজ এই কথা বলিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির লৌহনির্ম্মিত সুবর্ণ-পক্ষযুক্ত দশটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪

ভারত! তখন শত্রুদমন মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণ হাস্য করিতে করিতেই বৎসদন্ত নামক দশটি বাণে প্রতিবিদ্ধ করিলেন ॥ ১৫

মাননীয় নরেশ! সূতপুত্র কর্ণকর্ত্তৃক অবজ্ঞাসহকারে বিদ্ধ হইলে পর পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠির ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ১৬

জ্বালামালাসমূহে পরিবেষ্টিত যুধিষ্ঠিরের শরীর প্রলয়কালে জগৎকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী দ্বিতীয় সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় দেখাইতে ছিল ॥ ১৭

তদনন্তর তিনি স্বীয় স্বর্ণভূষিত বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া তাহার উপর পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ তীক্ষ্ণবাণ যোজনা করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অতি দ্রুত ধনুর গুণ পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া সেই যমদণ্ড-তুল্য ভয়ঙ্কর বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৯

বেগবান্ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র ও বিদ্যুতের তুল্য শব্দকারী সেই বাণ সহসা মহারথী বীর কর্ণের বামপার্শ্বে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল ॥ ২০

সেই প্রহারে পীড়িত মহাবাহু কর্ণ ধনু ত্যাগ করত রথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল ॥ ২১

গতাসুরিব নিশ্চেতাঃ শল্যস্যাভিমুখোঽপতৎ।
রাজাপি ভূয়ো নাজঘ্নে কর্ণং পার্থহিতেপ্সয়া ॥ ২২
ততো হাহাকৃতং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রবলং মহৎ।
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠং কর্ণং দৃষ্ট্বা তথাগতম্ ॥ ২৩
সিংহনাদশ্চ সংজজ্ঞে ক্ষ্বেলাঃ কিলকিলাস্তথা।
পাণ্ডবানাং মহারাজ দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ পরাক্রমম্ ॥ ২৪
প্রতিলভ্য তু রাধেয়ঃ সংজ্ঞাং নাতিচিরাদিব।
দধ্রে রাজবিনাশায় মনঃ ক্রূরপরাক্রমঃ ॥ ২৫
স হেমবিকৃতং চাপং বিস্ফার্য্য বিজয়ং মহৎ।
অবাকিরদমেয়াত্মা পাণ্ডবং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৬
ততঃ ক্ষুরাভ্যাং পাঞ্চাল্যৌ চক্ররক্ষৌ মহাত্মনঃ।
জঘান চন্দ্রদেবঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ সংযুগে ॥ ২৭
তাবুভৌ ধর্মরাজস্য প্রবীরৌ পরিপার্শ্বতঃ।
রথাভ্যাসে চকাশেতে চন্দ্রস্যেব পুনর্বসূ ॥ ২৮

তিনি শল্যের সম্মুখেই অচৈতন্য হইয়া এরূপে পতিত হইলেন, যেন তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের হিত কামনা করিয়া তাঁহার উপর আর কোন অস্ত্র প্রহার করিলেন না ॥ ২২

তখন কর্ণকে সেই অবস্থায় দেখিয়া দুর্য্যোধনের বিশাল-বাহিনীর সকলের মধ্যেই হাহাকার পড়িয়া গেল এবং অধিকাংশ সৈন্যেরই মুখ বিষাদে বিবর্ণ হইয়া যাইল ॥ ২৩

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে সিংহনাদ, আনন্দ কলরব ও কিলকিলা শব্দ হইতে লাগিল ॥ ২৪

তখন ক্রূর পরাক্রমী রাধাপুত্র কর্ণ কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৫

সেই অমেয় আত্মবলসম্পন্ন বীর কর্ণ বিজয়নামক নিজের বিশাল ও স্বর্ণভূষিত ধনু আকর্ষণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

তাহার পর দুইটি ক্ষুরপ্রবাণে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের দুইজন চক্র-রক্ষক পাঞ্চাল বীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ করিলেন ॥ ২৭

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথের নিকটে পার্শ্বভাগে এই দুই প্রধান পাঞ্চাল-বীর চন্দ্রের নিকটে অবস্থিত দুইটি পুনর্বসু নক্ষত্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিলেন ॥ ২৮

যুধিষ্ঠিরঃ পুনঃ কর্ণমবিধ্যৎ ত্রিংশতা শরৈঃ।
সুষেণং সত্যসেনঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ ॥ ২৯
শল্যং নবত্যা বিব্যাধ ত্রিসপ্তত্যা চ সূতজম্।
তাংস্তস্য গোপ্তৄন্ বিব্যাধ ত্রিভিস্ত্রিভিরজিহ্মগৈঃ ॥৩০
ততঃ প্রহস্যাধিরথির্বিধুন্বানঃ স কার্ম্মুকম্।
ভিত্বা ভল্লেন রাজানং বিদ্ধ্বা ষষ্ট্যানদত্তদা ॥ ৩১
ততঃ প্রবীরাঃ পাণ্ডূনামভ্যধাবন্নমর্ষিতাঃ।
যুধিষ্ঠিরং পরীপ্সন্তঃ কর্ণমভ্যর্দয়ন্ শরৈঃ ॥ ৩২
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ যুযুৎসুঃ পাণ্ড্য এব চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৩৩
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ শিশুপালস্য চাত্মজঃ।
কারূষা মৎস্যশেষাশ্চ কেকয়াঃ কাশি-কোশলাঃ ॥৩৪
এতে চ ত্বরিতা বীরা বসুষেণমতাড়য়ন্।
জনমেজয়শ্চ পাঞ্চাল্যঃ কর্ণং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৩৫

ষ্ঠির পুনরায় ত্রিশটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুষেণ ও সত্যসেনকে তিনটি তিনটি করিয়া বাণে তাড়িত করিলেন ॥ ২৯

তিনি শল্যকে নব্বই এবং সূতপুত্র কর্ণকে তিয়াত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। সেই সঙ্গে ইঁহাদের রক্ষকগণকে সরলগামী তিনটি তিনটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

তখন অধিরথপুত্র কর্ণ নিজের ধনুটিকে আন্দোলিত করিতে করিতে হাস্য সহকারে একটি ভল্লের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন এবং তাঁহাকেও ষাটটি বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তদনন্তর অমর্ষপরায়ণ প্রধান পাণ্ডব-বীরগণ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং কর্ণকে নিজেদের বাণসমূহে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, প্রভদ্রকগণ, নকুল-সহদেব, ভীমসেন, শিশুপালের পুত্র এবং করূষ, মৎস্য, কাশী ও কোশলদেশীয় যোদ্ধারা—এই সব বীর সৈন্যগণ অতিসত্বর বসুষেণকে (কর্ণকে) আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩-৩৪½

পঞ্চালবীর জনমেজয়, রথ হস্তী ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সহিত চারিদিক্ দিয়া কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে সংহার করিবার বাসনা করিয়া পরিবৃত করত বাণ, বারাহকর্ণ,

বারাহকর্ণনারাচৈর্নালীকৈর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বৎসদন্তৈর্বিপাঠৈশ্চ ক্ষুরপ্রৈশ্চটকামুখৈঃ॥ ৩৬
নানাপ্রহরণৈশ্চোগ্রৈ রথ-হস্ত্যশ্ব-সাদিভিঃ।
সর্বতোঽভ্যদ্রবৎ কর্ণং পরিবার্য জিঘাংসয়া ।৩৭
স পাণ্ডবানাং প্রবরৈঃ সর্বতঃ সমভিদ্রুতঃ।
উদীরয়ন্ ব্রাহ্মমস্ত্রং শরৈরাপূরয়দ্ দিশঃ। ৩৮
(ততঃ পুনরমেয়াত্মা চেদীনাং প্রবরান্ দশ।
ন্যহনদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ কর্ণো বৈকর্তনস্তদা॥
তস্য বাণসহস্রাণি সম্প্রপন্নানি মারিষ।
দৃশ্যন্তে দিক্ষু সর্বাসু শলভানামিব ব্রজাঃ॥
কর্ণনামাঙ্কিতা বাণাঃ স্বর্ণপুঙ্খাঃ সুতেজনাঃ।
নরাশ্বকায়ান্ নির্ভিদ্য পেতুরুর্ব্যাং সমন্ততঃ॥
কর্ণেনৈকেন সমরে চেদীনাং প্রবরা রথাঃ।
সৃঞ্জয়ানাঞ্চ সর্বেষাং শতশো নিহতা রণে॥
কর্ণস্য শরসঙ্ঘৈস্তু বভূব বিপুলং তমঃ।
নাজ্ঞায়ত ততঃ কিঞ্চিৎ পরেষামাত্মনোঽপি বা॥
তস্মিংস্তমসি ভূতে চ ক্ষত্রিয়াণাং ভয়ঙ্করে।
বিচচার মহাবাহুর্নিদহন্ ক্ষত্রিয়ান্ বহূন্॥)
ততঃ শরমহাজ্বালো বীর্যোষ্মা কর্ণপাবকঃ।
নির্দহন্ পাণ্ডববনং বীরঃ পর্যাচরদ্ রণে॥৩৯
ততস্তেষাং মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
সৃঞ্জয়ানাঞ্চ সর্বেষাং শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
অস্ত্রৈঃ কর্ণং মহেষ্বাসং সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্।)
স সন্ধায় মহাস্ত্রাণি মহেষ্বাসো মহামনাঃ।
প্রহস্য পুরুষেন্দ্রস্য শরৈশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্॥ ৪০
ততঃ সন্ধায় নবতিং নিমেষান্নতপর্বণাম্।
বিভেদ কবচং রাজ্ঞো রণে কর্ণঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৪১
তদ্ বর্ম হেমবিকৃতং রত্নচিত্রং বভৌ পতৎ।
সাবিদ্যুদভ্রং সবিতুঃ শ্লিষ্টং বাতহতং যথা॥ ৪২
তদঙ্গাৎ পুরুষেন্দ্রস্য ভ্রষ্টং বর্ম ব্যরোচত।
রত্নৈরলঙ্কৃতং চিত্রৈর্ব্যভ্রং নিশি যথা নভঃ॥ ৪৩

নারাচ, নালীক, তীক্ষ্ণবাণ, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র, চটকামুখ এবং নানাপ্রকারের অন্যান্য ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের দ্বারা কর্ণকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৫-৩৭

পাণ্ডবপক্ষের প্রধান বীরগণের দ্বারা সর্বদিকে আক্রান্ত হইলে পর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করত বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্-মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥ ৩৮

(ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অপ্রমেয় আত্মবলসম্পন্ন সূর্যপুত্র কর্ণ চেদিদেশের দশজন প্রধান বীরকে পুনরায় বধ করিলেন।

মাননীয় ভূপাল! কর্ণের পতনোন্মুক্ত সহস্র সহস্র বাণ সমস্ত দিক্‌সমূহ পতঙ্গদলের ন্যায় দেখা যাইতেছিল।

কর্ণের নামাঙ্কিত স্বর্ণ পক্ষযুক্ত তেজস্বী বাণসমূহ মনুষ্য ও অশ্বগণের শরীর বিদীর্ণ করত চারিদিকে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

সমরাঙ্গণে একাকী কর্ণ চেদিদেশের প্রধান রথিগণকে এবং সমস্ত সৃঞ্জয়গণের মধ্যে শত শত যোদ্ধাকেও সংহার করিয়া ফেলিলেন।

কর্ণের বাণসমূহে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় সেখানে ঘন অন্ধকার আবৃত হইয়া আসিল। সেই সময় শত্রু-পক্ষের এবং নিজেদের কোন বস্তুই চেনা যাইতেছিল না।

শত্রুদের পক্ষে ভয়ানক সেই ঘোর অন্ধকারে মহাবাহু কর্ণ বহুসংখ্যক রাজপুত সৈন্যকে দগ্ধ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিলেন।)

সেই সময় কর্ণ অগ্নিতুল্য হইয়া গিয়াছিলেন। বাণসমূহই তাঁহার উপরের দিকে উত্থিত জ্বালামালা (শিখাসমূহ) ছিল, পরাক্রমই তাঁহার তাপ ছিল এবং পাণ্ডবরূপী বনকে দগ্ধ করিতে করিতে কর্ণ রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন। ৩৯

(মহারাজ! তখন সম্পূর্ণ সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের শত শত এবং সহস্র সহস্র মহারথী বীর মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের উপরে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন।)

মহাধনুর্দ্ধর মহামনা কর্ণ হাস্য করিয়া মহাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিয়াছিলেন॥ ৪০

তারপর এক নিমেষের মধ্যেই আনত পর্বযুক্ত নব্বইটি বাণ সন্ধান করিয়া কর্ণ এই তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে রাজা যুধিষ্ঠিরের কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন॥ ৪১

তাঁহার এই স্বর্ণভূষিত ও রত্নমণ্ডিত কবচ পতিত হইবার সময় এরূপ শোভা পাইতেছিল, যেন সূর্যের দ্বারা যুক্ত বিদ্যুতের সহিত মেঘ বায়ুর আঘাত পাইয়া নীচেতে পতিত হইতেছিল॥ ৪২

যেরূপ রাত্রিতে বিনা মেঘে আকাশ নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বারা

ছিন্নবর্মা শরৈঃ পার্থো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
(বভাসে পুরুষ শ্রেষ্ঠ উত্থন্নিব দিবাকরঃ।
স শরাচিতসর্বাঙ্গশ্ছিন্নবর্মাথ সংযুগে॥
ক্ষত্রধর্মং সমাস্থায় সিংহনাদমকুর্বত।)
ততঃ সর্বায়সীং শক্তিং চিক্ষেপাধিরথিং প্রতি॥ ৪৪
তাং জ্বলন্তীমিবাকাশে শরৈশ্চিচ্ছেদ সপ্তভিঃ।
সা ছিন্না ভূমিমগমন্মহেষ্বাসস্য সায়কৈঃ॥ ৪৫
ততো বাহ্বোর্ললাটে চ হৃদি চৈব যুধিষ্ঠিরঃ।
চতুর্ভিস্তোমরৈঃ কর্ণং তাড়য়িত্বানদন্মুদা॥ ৪৬
উদ্ভিন্নরুধিরঃ কর্ণঃ ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন ত্রিভির্বিব্যাধ পাণ্ডবম্॥ ৪৭
ইষুধী চাস্য চিচ্ছেদ রথঞ্চ তিলশোহচ্ছিনৎ।
(এতস্মিন্নন্তরে শূরাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
ববৃষুঃ শরবর্ষাণি রাধেয়ং প্রতি ভারত॥

বিচিত্র শোভা ধারণ করে, সেইরূপ নরেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের দেহ হইতে পতিত সেই কবচ বিচিত্র রত্নসমূহে অলঙ্কৃত থাকায় অদ্ভুত শোভা পাইতেছিল। বাণসমূহে কবচ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির রক্তে স্নাত হইয়া পড়িলেন॥ ৪৩½

(সেই সময় যুদ্ধস্থলে পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বাণ-প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত সেখানে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।)

তিনি অধিরথ পুত্র কর্ণের উপর সর্ব্বাঙ্গ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কর্ণ এই শক্তিকে সাতটি বাণের দ্বারা আকাশেই ছেদন করিয়া দিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ কর্ত্তৃক ছিন্ন সেই শক্তি তখন ধরাতলে পতিত হইল॥ ৪৪-৪৫

তাহার পর যুধিষ্ঠির কর্ণের দুই বাহু, ললাট এবং বক্ষে চারিটি তোমর প্রহার করিয়া আনন্দের সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৪৬

কর্ণের শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পুনরায় ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর্ণ একটি ভল্লের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ছেদন করিলেন এবং তিনটি বাণে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার দুইটি তূণীরকেও ছিন্ন করিলেন এবং তাঁহার রথকে তিল তিল করিয়া খণ্ডিত করিয়া দিলেন॥ ৪৭½

সাত্যকিঃ পঞ্চবিংশত্যা শিখণ্ডী নবভিঃ শরৈঃ।
অবর্ষতাং মহারাজ রাধেয়ং শত্রুকর্শনম্॥
শৈনেয়ং তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ কর্ণঃ পঞ্চভিরায়সৈঃ।
বিব্যাধ সমরে রাজংস্ত্রিভিশ্চান্যৈঃ শিলীমুখৈঃ॥
দক্ষিণং তু ভুজং তস্য ত্রিভিঃ কর্ণোহভ্যবিধ্যত।
সব্যং ষোড়শভির্বাণৈর্যন্তারং চাস্য সপ্তভিঃ।
অথাস্য চতুরো বাহাংশ্চতুর্ভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সূতপুত্রোহনয়ৎ ক্ষিপ্রং যমস্য সদনং প্রতি॥
অপরেণাথ ভল্লেন ধনুশ্ছিত্ত্বা মহারথঃ।
সারথেঃ সশিরস্ত্রাণং শিরঃ কায়াদপাহরৎ॥
হতাশ্বসূতে তু রথে স্থিতঃ স শিনিপুঙ্গবঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ কর্ণায় বৈদূর্য্যমণিভূষিতাম্॥
তামাপতন্তীং সহসা দ্বিধা চিচ্ছেদ ভারত।
কর্ণো বৈ ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠস্তাংশ্চ সর্বানবারয়ৎ।

(ভারত! ইহার মধ্যে শৌর্য্যশালী বীর পাণ্ডব-মহারথীরা রাধাপুত্র কর্ণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সাত্যকি শত্রুসূদন রাধাপুত্র কর্ণের উপর পাঁচটি এবং শিখণ্ডী নয়টি বাণ ক্ষেপণ করিলেন।

রাজন্! তারপর ক্রুদ্ধ কর্ণ সমরাঙ্গণে সাত্যকিকে প্রথমে লৌহনির্ম্মিত পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় অপর তিনটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।

ইহার পর কর্ণ সাত্যকির দক্ষিণ হস্তে তিন, বামহস্তে ষোল এবং সারথিকে সাতটি বাণে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন।

তদনন্তর চারটি তীক্ষ্ণবাণে সূতপুত্র কর্ণ সাত্যকির চারটি অশ্বকে অতি সত্বর যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

পুনরায় অন্য একটি ভল্লে মহারথী কর্ণ তাঁহার ধনু ছেদন করত সারথির শিরস্ত্রাণসহ মস্তককে তাহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

যাহার অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইয়াছে, সেই রথেরই উপর দাঁড়াইয়া বৈদূর্য্যমণিভূষিত একটি শক্তি কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

ভারত! ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সহসা তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া দিলেন এবং সেই সব মহারথী বীরবৃন্দকে সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তারপর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন কর্ণ নিজের

ততস্তান্ নিশিতৈর্বাণৈঃ পাণ্ডবানাং মহারথান্।
ন্যবারয়দমেয়াত্মা শিক্ষয়া চ বলেন চ ॥

অর্দয়িত্বা শরৈস্তাংস্তু সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব।
পীড়য়ন্ ধর্মরাজানং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
অভ্যদ্রবত রাধেয়ো ধর্মপুত্রং শিতৈঃ শরৈঃ।)

কালবালাস্তু যে পার্থং দন্তবর্ণা বহন্ হয়াঃ ॥ ৪৮
তৈর্যুক্তং রথমাস্থায় প্রায়াদ্ রাজা পরাঙ্মুখঃ।

এবং পার্থোঽভ্যপায়াৎ স নিহতঃ পার্ষ্ণিসারথিঃ ॥ ৪৯
অশক্নুবন্ প্রমুখতঃ স্থাতুং কর্ণস্য দুর্মনাঃ।

অভিদ্রুত্য তু রাধেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫০
বজ্রচ্ছত্রাঙ্কুশৈর্মৎস্যৈর্ধ্বজকূর্মাম্বুজাদিভিঃ।

লক্ষণৈরুপপন্নেন পাণ্ডুনা পাণ্ডুনন্দনম্ ॥ ৫১
পবিত্রীকর্তুমাত্মানং স্কন্ধে সংস্পৃশ্য পাণিনা।
গ্রহীতুমিচ্ছন্ স বলাৎ কুন্তীবাক্যঞ্চ সোঽস্মরৎ ॥ ৫২

শিক্ষা ও বলের প্রভাবে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা সেই সব পাণ্ডব-মহারথীদিগের গতিকে অবরুদ্ধ করিলেন।

যেরূপ সিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগগণকে পীড়াদান করিয়া থাকে, সেইরূপ রাধাপুত্র কর্ণ সেই মহারথী বীরগণকে বাণসমূহে পীড়িত করত আনতপর্বযুক্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আঘাত করিতে করিতে সেখানে ধর্মরাজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের উপর পুনরায় আক্রমণ করিলেন।

সেই সময় দন্তসমূহের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ পুচ্ছযুক্ত যে অশ্বগণ যুধিষ্ঠিরকে বহন করত, সেই সব অশ্বযোজিত অপর একটি রথে উপবিষ্ট হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির রণভূমি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া শিবিরের দিক গমন করিলেন ॥ ৪৮½

যুধিষ্ঠিরের দুইজন পৃষ্ঠরক্ষক পূর্বেই নিহত হইয়াছিল। তাঁহার মন সেইজন্য অতিশয় বিষণ্ণ ছিল। এই কারণে তিনি কর্ণের সম্মুখেই অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন এবং যুদ্ধস্থল হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৯½

সেই সময় রাধাপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম এবং কমল প্রভৃতি শুভ লক্ষণসমূহে সম্পন্ন গৌরবর্ণ হস্তে তাঁহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য যেন তাঁহাকে সবলে ধরিয়া আনিবার ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার কুন্তীদেবীকে দেওয়া বাক্যের কথা স্মরণ হইল ॥ ৫০-৫২

তং শল্যঃ প্রাহ মা কর্ণ গৃহীথাঃ পার্থিবোত্তমম্।
গৃহীতমাত্রো হত্বা ত্বাং মা করিষ্যতি ভস্মসাৎ ॥ ৫৩

অব্রবীৎ প্রহসন্ রাজন্ কুৎসয়ন্নিব পাণ্ডবম্।
কথং নাম কুলে জাতঃ ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫৪
প্রজহ্যাৎ সমরং ভীতঃ প্রাণান্ রক্ষন্ মহাহবে।
ন ভবান্ ক্ষত্রধর্মেষু কুশলো হীতি মে মতিঃ ॥ ৫৫

ব্রাহ্মে বলে ভবান্ যুক্তঃ স্বাধ্যায়ে যজ্ঞকর্মণি।
মাস্ম যুধ্যস্ব কৌন্তেয় মাস্ম বীরান্ সমাসদঃ ॥ ৫৬
মা চৈতানপ্রিয়ং ব্রূহি মা বৈ ব্রজ মহারণম্।
বক্তব্যা মারিষান্যে তু ন বক্তব্যাস্তু মাদৃশাঃ ॥ ৫৭

মাদৃশান্ বিক্রুবন্ যুদ্ধে এতদন্যচ্চ লপ্স্যসে।
স্বগৃহং গচ্ছ কৌন্তেয় যত্র তৌ কেশবার্জুনৌ ॥ ৫৮
ন হি ত্বাং সমরে রাজন্ হন্যাৎ কর্ণঃ কথঞ্চন।
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থং বিসৃজ্য চ মহাবলঃ ॥ ৫৯

এই সময় শল্যও বলিলেন,—কর্ণ! এই নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিও না; কারণ, ইঁহাকে গ্রহণ করিবামাত্র ইনি বধ করিয়া তোমাকে নিজ ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ৫৩

রাজন্! তখন কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যেন নিন্দা করিতে করিতে বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়া, ক্ষাত্রধর্মে তৎপর থাকে, সেই ব্যক্তি মহাসমরে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করত পলাইয়া যায় কিরূপে? আমার ত' এই বিশ্বাস জন্মিল যে, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্মে নিপুণ নও ॥ ৫৪-৫৫

কুন্তীকুমার! তুমি ব্রাহ্মবল, স্বাধ্যায় ও যজ্ঞকর্মেই কুশল, অতএব আর তুমি যুদ্ধ করিও না এবং বীরগণের সম্মুখেও গমন করিও না ॥ ৫৬

মাননীয় ভূপাল! তুমি বীরগণকে কখনও অপ্রিয় বাক্য বলিও না এবং মহাসমরে গমন করিও না। যদি অপ্রিয় বাক্য বলিতেই হয়, তবে অন্য কোন যোদ্ধাদিগকে বলিও; আমার ন্যায় বীরগণকে উহা বলিও না ॥ ৫৭

যদি আমার ন্যায় বীরগণকে অপ্রিয় বাক্য বলিয়া থাক, তবে তোমাকে এরূপ কিংবা অন্য কোনরূপ কুফলও ভোগ করিতে হইবে। কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি নিজ গৃহে চলিয়া যাও অথবা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন আছে, সেখানে গমন কর ॥ ৫৮

রাজন্! কর্ণ সমরাঙ্গণে কোনরূপেই তোমাকে বধ করিবে না। মহাবল কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া

স্থহনৎ পাণ্ডবীং সেনাং বজ্রহস্ত ইবাস্থরীম্।
ততোঽপায়াদ্ দ্রুতং রাজন্ ব্রীড়ন্নিব নরেশ্বরঃ ॥ ৬০
অথাপযাতং রাজানং মত্বান্বীয়ুস্তমচ্যুতম্।
চেদি-পাণ্ডব-পাঞ্চালাঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৬১
দ্রৌপদেয়াস্তথা শূরা মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ততো যুধিষ্ঠিরানীকং দৃষ্ট্বা কর্ণঃ পরাঙ্মুখম্ ॥ ৬২
কুরুভিঃ সহিতো বীরঃ প্রহৃষ্টঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানাং কার্মুকাণাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ৬৩
বভূব ধার্তরাষ্ট্রাণাং সিংহনাদরবস্তথা।
যুধিষ্ঠিরস্তু কৌরব্য রথমারুহ্য সত্বরম্ ॥ ৬৪
শ্রুতকীর্তের্মহারাজ দৃষ্টবান্ কর্ণবিক্রমম্।
কাল্যমানং বলং দৃষ্ট্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬৫
স্বান্ যোধানব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নিঘ্নতৈতান্ কিমাসত।
ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ৬৬
ভীমসেনমুখাঃ সর্বে পুত্রাংস্তে প্রত্যুপাদ্রবন্।
অভবৎ তুমুলঃ শব্দো যোধানাং তত্র ভারত ॥ ৬৭
রথ-হস্ত্যশ্ব-পত্তীনাং শস্ত্রাণাঞ্চ ততস্ততঃ।
উত্তিষ্ঠত প্রহরত প্রৈতাভিপততেতি চ ॥ ৬৮
ইতি ব্রুবাণা হ্যন্যোন্যং জঘ্নুর্যোধা মহারণে।
অভ্রচ্ছায়েব তত্রাসীচ্ছরবৃষ্টিভিরম্বরে ॥ ৬৯
সমাবৃতৈর্নরবরৈর্নিঘ্নদ্ভিরিতরেতরম্।
বিপতাক-ধ্বজ-চ্ছত্রা ব্যশ্বসূতায়ুধা রণে ॥ ৭০
ব্যঙ্গাঙ্গাবয়বাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ ক্ষীণাঃ ক্ষিতীশ্বরাঃ।
প্রবণাদিব শৈলানাং শিখরাণি দ্বিপোত্তমাঃ ॥ ৭১
সারোহা নিহতাঃ পেতুর্বজ্রভিন্না ইবাদ্রয়ঃ।
ছিন্নভিন্নবিপর্যস্তৈর্বর্মালঙ্কারভূষণৈঃ ॥৭২

দিলেন এবং বজ্রধারী ইন্দ্র যেরূপ অসুর সৈন্যগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি পাণ্ডবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৯½

রাজন্! তখন রাজা যুধিষ্ঠির যেন অতিশয় লজ্জিত হইয়াই অতিদ্রুত রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরকে রণক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চাল বীরগণ, মহারথী সাত্যকি, দ্রৌপদীর বীর পুত্রবৃন্দ এবং পাণ্ডুনন্দন মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেবও নিজ মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৬০-৬১½

তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া হৃষ্ট বীর কর্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন॥ ৬২½

সেই সময় ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও ধনুসকলের ধ্বনি সর্ব্বদিকেই হইতে লাগিল এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৬৩½

কুরুবংশীয় মহারাজ! যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; অতএব তিনি দ্রুত শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ করত কর্ণের পরাক্রম দর্শন করিলেন। ৬৪½

নিজের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুপিতচিত্তে নিজ পক্ষের যোদ্ধাগণকে বলিলেন,—অরে! কেন নীরবে অবস্থান করিতেছ? এই শত্রুদিগকে বিনাশ কর। ৬৫½

রাজা যুধিষ্ঠিরের এই আজ্ঞা লাভ করত ভীমসেন প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডব মহারথী যোদ্ধারা আপনার পুত্রদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৬৬½

ভারত! পুনরায় সেখানে এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি যোদ্ধাদের এবং অস্ত্রসকলের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। ৬৭½

"উঠ, প্রহার কর, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর" এই সব কথা বলিতে বলিতে সকল যোদ্ধাই সেই মহাসমরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ৬৮½

সেই সময় সেখানে অস্ত্রসকলে আবৃত হইয়া পরস্পর আঘাতকারী নরশ্রেষ্ঠ বীর সৈন্যগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণবর্ষণে আকাশে মেঘের ছায়ার ন্যায় উপস্থিত হইল॥ ৬৯½

বহু আহত নরপতি পতাকা, ধ্বজ, ছত্র, অশ্ব, সারথি, অস্ত্র, দেহ এবং তাহার অবয়ব শূন্য হইয়া রণাঙ্গনে পতিত হইলেন॥৭০½

যেরূপ পর্ব্বতশিখরসমূহ খণ্ডিত হইয়া নিম্নদেশকে বিধ্বস্ত করিয়া পতিত হয় এবং যেরূপ বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ পর্ব্বতসকল ধরাশায়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে মৃত হস্তিগণ নিজ নিজ আরোহীসহ ধরাতলে পতিত হইল॥ ৭১½

ছিন্ন-ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত কবচ, অলঙ্কার এবং আভরণসহ সহস্র সহস্র অশ্ব নিজেদের বীর আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইলে পর তাহাদের সহিত ভূতলে পতিত হইল॥ ৭২½

সারোহাস্তুরগাঃ পেতুর্হতবীরাঃ সহস্রশঃ।
বিপ্রবিদ্ধায়ুধাঙ্গাশ্চ দ্বিরদাশ্বরথৈর্হতাঃ ॥ ৭৩
প্রতিবীরৈশ্চ সম্মর্দে পত্তিসঙ্ঘাঃ সহস্রশঃ।
বিশালায়ততাম্রাক্ষৈঃ পদ্মেন্দুসদৃশাননৈঃ ॥ ৭৪
শিরোভির্যুদ্ধশৌণ্ডানাং সর্বতঃ সংবৃতা মহী।
যথা ভুবি তথা ব্যোম্নি নিঃস্বনঃ শুশ্রুবুর্জনাঃ ॥ ৭৫
বিমানৈরপ্সরঃসঙ্ঘৈর্গীত-বাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।
হতানভিমুখান্ বীরান্ বীরৈঃ শত-সহস্রশঃ ॥ ৭৬
আরোপ্যারোপ্য গচ্ছন্তি বিমানেষ্বপ্সরোগণাঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং প্রত্যক্ষং স্বর্গলিপ্সয়া ॥ ৭৭
প্রহৃষ্টমনসঃ শূরাঃ ক্ষিপ্রং জগ্মুঃ পরস্পরম্।
রথিনো রথিভিঃ সার্ধং চিত্রং যুযুধুরাহবে ॥ ৭৮
পত্তয়ঃ পত্তিভির্নাগাঃ সহ নাগৈর্হয়ৈর্হয়াঃ।

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে ॥ ৭৯
সৈন্যেন রজসা ব্যাপ্তে স্বে স্বান জঘ্নুঃ পরে পরান্।
কচাকচি যুদ্ধমাসীদ্ দন্তাদন্তি নখানখি ॥ ৮০
মুষ্টিযুদ্ধং নিযুদ্ধঞ্চ দেহপাপ্যাসুনাশনম্।
তথা বর্ততি সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে ॥ ৮১
নরাশ্ব-নাগ-দেহেভ্যঃ প্রসৃতা লোহিতাপগা।
গজাশ্বনরদেহান্ সা ব্যূবাহ পতিতান্ বহূন্ ॥ ৮২
নরাশ্বগজসম্বাধে নরাশ্বগজসাদিনাম্।
লোহিতোদা মহাঘোরা মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ৮৩
নরাশ্বগজদেহান্ সা বহন্তী ভীরুভীষণা।
তস্যাঃ পারমপারঞ্চ ব্রজন্তি বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৮৪
গাধেন চাপ্লবন্তশ্চ নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্য চাপরে।
তে তু লোহিতদিগ্ধাঙ্গা রক্তবর্মায়ুধাম্বরাঃ ॥ ৮৫

এই সঙ্ঘর্ষে বিপক্ষীয় বীরগণ, হস্তী, অশ্ব ও রথসকলের দ্বারা নিহত সহস্র সহস্র পদাতি-যোদ্ধাগণের দল রণাঙ্গনে ধরাশায়ী হইল। ইহাদের সকলের অস্ত্রসকল এবং শরীরের বিভিন্ন অবয়বসমূহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পতিত ছিল ॥ ৭৩ ॥

যুদ্ধনিপুণ বীরগণের বিশাল, বিস্তৃত এবং রক্তবর্ণ চক্ষু তথা কমল ও চন্দ্রসদৃশ মুখবিশিষ্ট মস্তকে রণাঙ্গনের সর্বত্র আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। ভূতলে যেরূপ কোলাহল হইতেছিল, উহা আকাশেও সকল মানুষই শুনিতে পাইতেছিল। সেখানে বিমানসমূহে উপবিষ্ট দলে দলে অপ্সরাগণ গীত ও বাদ্যসকলের মধুরধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৭৪-৭৫ ॥

বীরগণের দ্বারা সম্মুখ সমরে নিহত লক্ষ লক্ষ বীর যোদ্ধাদিগকে অপ্সরাবৃন্দ বিমানসমূহে বসাইয়া স্বর্গলোকে লইয়া যাইতেছিল ॥ ৭৬ ॥

মহৎ আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ শৌর্যশালী বীর সৈন্যগণ স্বর্গের লিপ্সায় পরস্পরকে অতিদ্রুত বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

যুদ্ধস্থলে রথী যোদ্ধাগণের সহিত রথীরা, পদাতিদিগের সহিত পদাতিরা, হস্তিগণের সহিত হস্তিগণ এবং অশ্বদের সহিত অশ্বসকল বিচিত্র যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

এইরূপ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারকারী সেই সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সেখানকার সমগ্র প্রদেশ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে নিজের ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা নিজেদেরই দলের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে থাকিল ॥ ৭৯ ॥

উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরস্পর পরস্পরের কেশ ধারণ করত আকর্ষণ করিতে, দন্তে দন্তে দংশন করিতে, নখে নখে ছেদন করিতে, মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে এবং পরস্পর মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই যুদ্ধ সৈন্যদের শরীর, প্রাণ ও পাপসমূহ বিনাশকর হইয়াছিল ॥ ৮০ ॥

হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বিনাশকারী সেই সংগ্রাম এইভাবে চলিতে লাগিল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহ হইতে রক্তের নদী বহিয়া চলিল, যে নদী নিজের মধ্যে পতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বহুসংখ্যক শবদেহ বহন করিতেছিল ॥ ৮১-৮২

মনুষ্য, অশ্ব ও হাতিসকলে পূর্ণ যুদ্ধস্থলে মনুষ্য, অশ্ব হস্তী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদের রক্তই এই নদীর জল ছিল। ইহাদের মাংস ও গাঢ় রক্ত উহার কর্দম ছিল। মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহসমূহ বহনকারিণী সেই মহাভয়ঙ্করী নদী ভীরু-মনুষ্যদিগকে ভীত করিতেছিল ॥ ৮৩ ॥

জয়াভিলাষী বহু বীরই যেখানে অল্প রক্তময় জল ছিল, সেখানে পার হইয়া এবং যেখানে অতল জল ছিল, সেখানে নিমজ্জিত ও উন্মজ্জিত হইতে হইতে অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

তাঁহাদের সকলের শরীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। কবচ, অস্ত্র এবং বস্ত্রও রক্তবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ!

সমুত্তস্থাং পপুশ্চান্তাং মম্লুশ্চ ভরতর্ষভ।
রথানশ্বান্ নরান্ নাগানায়ুধাভরণানি চ ॥ ৮৬

বসনান্যথ বর্মাণি বধ্যমানান্ হতানপি।
ভূমিং খং দ্যাং দিশশ্চৈব প্রায়ঃ পশ্যাম লোহিতাঃ ॥ ৮৭

লোহিতস্য তু গন্ধেন স্পর্শেন চ রসেন চ।
রূপেণ চাতিরক্তেন শব্দেন চ বিসর্পতা ॥ ৮৮

বিষাদঃ সুমহানাসীৎ প্রায়ঃ সৈন্যস্য ভারত।
তৎ তু বিপ্রহতং সৈন্যং ভীমসেনমুখাস্তদা ॥ ৮৯

ভূয়ঃ সমাদ্রবন্ বীরাঃ সাত্যকিপ্রমুখাস্তদা।

বহু যোদ্ধা ইহাতে স্নান করিলেন, বহু যোদ্ধা সেই রক্ত মুখদিয়া পান করিয়া ফেলিলেন এবং বহু যোদ্ধা আবার ভয়ে মলিন হইয়া যাইলেন ॥ ৮৫½

নিহত ও মৃতপ্রায় হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য, অস্ত্রসকল, আভরণ, বস্ত্র, কবচ, পৃথিবী, আকাশ, দ্যুলোক এবং সমস্ত দিক্‌মণ্ডল—এই সব প্রায় রক্তবর্ণ দেখাইতেছিল। ৮৬-৮৭

ভারত! সর্ব্বদিকে বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত সেই রক্তরাশির গন্ধ, স্পর্শ, রস, রূপ ও শব্দ হইতেও প্রায় সমস্ত সৈন্যবাহিনীর মনে বিষাদে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৮৮½

ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ বিশেষরূপে বিনষ্ট কৌরবসৈন্যদের উপর পুনরায় তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৯½

তেষামাপততাং বেগমবিষহ্যং নিরীক্ষ্য চ ॥ ৯০
পুত্রাণাং তে মহাসৈন্যমাসীদ্ রাজন্ পরাঙ্মুখম্
তৎ প্রকীর্ণরথাশ্বেভং নর-বাজিসমাকুলম্ ॥ ৯১

বিধ্বস্তবর্মকবচং প্রবিদ্ধায়ুধকার্মুকম্।
ব্যদ্রবৎ তাবকং সৈন্যং লোড্যমানং সমন্ততঃ।
সিংহার্দিতমিবারণ্যে যথা গজকুলং তথা ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ। ৪৯

রাজন্! এই আক্রমণকারী বীরগণের অসহ্য বেগকে দেখিয়া আপনার পুত্রদিগের বিশাল সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলাইয়া যাইল ॥ ৯০½

যেরূপ বনে সিংহপীড়িত হাতীর দল ব্যাকুল হইয়া পলাইয়া যায়, সেইরূপ শত্রুদের দ্বারা চারিদিকে মর্দ্দিত হইতে থাকিয়া মনুষ্য ও অশ্বগণে পরিপূর্ণ আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী পলাইয়া যাইল। তখন তাহাদের রথ, হস্তী ও অশ্বগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, আবরণ এবং কবচ নষ্ট হইয়াছিল ও অস্ত্রসকল এবং ধনুসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিল ॥ ৯১-৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[কর্ণ-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধম্, কর্ণস্য পলায়নঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তানভিদ্রবতো দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাংস্তাবকং বলম্ ।
দুর্য্যোধনো মহারাজ বারয়ামাস সর্বশঃ ॥ ১

যোধাংশ্চ স্ববলং চৈব সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ ।
ক্রোশতস্তব পুত্রস্য ন স্ম রাজন্ ন্যবর্ত্তত ॥ ২

ততঃ পক্ষঃ প্রপক্ষশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ।
তদা সশস্ত্রাঃ কুরবো ভীমমভ্যদ্রবন্ রণে । ৩

কর্ণোঽপি দৃষ্ট্বা দ্রবতো ধার্ত্তরাষ্ট্রান সরাজকান্ ।
মদ্ররাজমুবাচেদং যাহি ভীমরথং প্রতি ॥ ৪

এবমুক্তস্তু কর্ণেন শল্যো মদ্রাধিপস্তদা ।
হংসবর্ণান্ হয়ানগ্র্যান্ প্রৈষীদ্ যত্র বৃকোদরঃ ॥ ৫

তে প্রেরিতা মহারাজ শল্যেনাহবশোভিনা ।
ভীমসেনরথং প্রাপ্য সমসজ্জন্ত বাজিনঃ ॥ ৬

দৃষ্ট্বা কর্ণং সমায়ান্তং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ।
মতিং চক্রে বিনাশায় কর্ণস্য ভরতর্ষভ ॥ ৭

সোঽব্রবীৎ সাত্যকিং বীরং ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ।
যূয়ং রক্ষত রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৮

সংশয়ান্মহতো মুক্তং কথঞ্চিৎ প্রেক্ষতো মম ।
অগ্রতো মে কৃতো রাজা ছিন্নসর্বপরিচ্ছদঃ ॥ ৯

দুর্য্যোধনস্য প্রীত্যর্থং রাধেয়েন দুরাত্মনা ।
অন্তমদ্য গমিষ্যামি তস্য দুঃখস্য পার্ষত । ১০

হন্তাস্ম্যদ্য রণে কর্ণং স বা মাং নিহনিষ্যতি ।
সংগ্রামেণ সুঘোরেণ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১১

রাজানমদ্য ভবতাং ন্যাসভূতং দদানি বৈ ।
তস্য সংরক্ষণে সর্বে যতধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কর্ণ ও ভীমসেনের যুদ্ধ এবং কর্ণের পলায়ন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া দুর্যোধন সর্ব্ব দিকে সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টা করত যোদ্ধাদিগকে রুদ্ধ করিলেন এবং নিজের সৈন্যদিগকেও স্থির করিবার প্রযত্ন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ ! নরেশ্বর ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বহু চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে থাকিলেও পলায়মান সৈন্যরা আর ফিরিয়া আসিল না । ১-২

তদনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষভাগে বিদ্যমান সৈন্যরা, সুবলপুত্র শকুনি এবং সশস্ত্র কৌরব বীরগণ সেই সময় রণাঙ্গনে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন । ৩

অন্যদিকে কর্ণও রাজা দুর্যোধন এবং তাঁহার সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন,—ভীমসেনের রথের নিকটে চল । ৪

কর্ণ এই কথা বলিলে পর মদ্ররাজ শল্য হংসতুল্য শ্বেতবর্ণ যুক্ত শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে সেই দিকে চালনা করিলেন, যেদিকে ভীমসেন বিদ্যমান আছেন । ৫

মহারাজ ! সংগ্রামে শোভাশালী শল্যকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া সেই অশ্বগণ ভীমসেনের রথের নিকটে যাইয়া পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত মিলিত হইলেন । ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! কর্ণকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধযুক্ত ভীমসেন তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য মন স্থির করিলেন । ৭

তিনি বীর সাত্যকি এবং দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন—তোমরা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কোনরূপে প্রাণ সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছেন । ৮½

দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রসন্নতার জন্য আমার সম্মুখেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল । ৯½

দ্রুপদকুমার ! ইহাতে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে ; অতএব এখন আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। আজ রণাঙ্গনে অত্যন্ত ঘোর সংগ্রাম করিয়া হয় কর্ণকে আমি সংহার করিব অথবা এই কর্ণ আমাকে বধ করিবে ; ইহাই আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি । ১০-১১

এই সময় রাজা যুধিষ্ঠিরকে গচ্ছিতরূপে আমি তোমাদের নিকট সমর্পণ করিলাম। তোমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া ইঁহার রক্ষার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করিবে । ১২

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ প্রায়াদাধিরথিং প্রতি।
সিংহনাদেন মহতা সর্বাঃ সংনাদয়ন্ দিশঃ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা ত্বরিতমায়ান্তং ভীমং যুদ্ধাভিনন্দিনম্।
সূতপুত্রমথোবাচ মদ্রাণামীশ্বরো বিভুঃ ॥ ১৪

শল্য উবাচ।

পশ্য কর্ণ মহাবাহুং সংক্রুদ্ধং পাণ্ডুনন্দনম্।
দীর্ঘকালার্জ্জিতং ক্রোধং মোক্তুকামং ত্বয়ি ধ্রুবম্ ॥ ১৫
ঈদৃশং নাস্য রূপং মে দৃষ্টপূর্বং কদাচন।
অভিমন্যৌ হতে কর্ণ রাক্ষসে চ ঘটোৎকচে ॥ ১৬
ত্রৈলোক্যস্য সমস্তস্য শক্তঃ ক্রুদ্ধো নিবারণে।
বিভর্তি সদৃশং রূপং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥ ১৭

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি ব্রুবতি রাধেয়ং মদ্রাণামীশ্বরে নৃপ।
অভ্যবর্ত্তত বৈ কর্ণং ক্রোধদীপ্তো বৃকোদরঃ ॥ ১৮
তথাগতং তু সম্প্রেক্ষ্য ভীমং যুদ্ধাভিনন্দিনম।
অব্রবীদ্ বচনং শল্যং রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥ ১৯
যদুক্তং বচনং মেঽদ্য ত্বয়া মদ্রজনেশ্বর।
ভীমসেনং প্রতি বিভো তৎ সত্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০
এষ শূরশ্চ বীরশ্চ ক্রোধনশ্চ বৃকোদরঃ।
নিরপেক্ষঃ শরীরে চ প্রাণতশ্চ বলাধিকঃ ॥ ২১
অজ্ঞাতবাসং বসতা বিরাটনগরে তদা।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়কামেন কেবলং বাহুসংশ্রয়াৎ ॥ ২২
গূঢ়ভাবং সমাশ্রিত্য কীচকঃ সগণো হতঃ।
সোঽদ্য সংগ্রামশিরসি সংনদ্ধঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ২৩
কিংকরোদ্যতদণ্ডেন মৃত্যুনাপি ব্রজেদ্ রণম্।
চিরকালাভিলষিতো মমায়ং তু মনোরথঃ ॥ ২৪
অর্জুনং সমরে হন্যাং মাং বা হন্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
স মে কদাচিদদ্যৈব ভবেদ্ ভীমসমাগমাৎ। ২৫
নিহতে ভীমসেনে বা যদি বা বিরথীকৃতে।
অভিযাস্যতি মাং পার্থস্তন্মে সাধু ভবিষ্যতি ॥ ২৬

এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন স্বীয় প্রচণ্ড সিংহনাদে সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সূতপুত্র কর্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন ॥ ১৩

যুদ্ধের অভিনন্দনকারী ভীমসেনকে ত্বরান্বিত হইয়া আসিতে দেখিয়া মদ্রদেশের অধিপতি শক্তিশালী শল্য সূতপুত্র কর্ণকে বলিলেন ॥ ১৪

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন মহাবাহু ভীমসেনকে অবলোকন কর, যে দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধকে আজ তোমারই উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছে ॥ ১৫

কর্ণ! অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও পূর্ব্বে কখনও আমি ইহার এরূপ রূপ দেখি নাই ॥ ১৬

এই ভীমসেন কুপিত হইয়া সমস্ত ত্রিলোককে রুদ্ধ করিতে সমর্থ; কারণ, সে প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় তেজস্বী রূপ ধারণ করিয়াছে ॥ ১৭

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নৃপ! মদ্ররাজ শল্য রাধাপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় ক্রোধে প্রজ্বলিত ভীমসেন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

যুদ্ধাভিনন্দী ভীমসেনকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে রাধাপুত্র কর্ণ শল্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯

মদ্ররাজ! প্রভো! আজ তুমি ভীমসেনের বিষয়ে আমার সম্মুখে যে কথা বলিলে, উহা সর্ব্বথা সত্য—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২০

এই ভীমসেন শৌর্য্যশালী বীর, ক্রোধপরায়ণ, নিজের শরীর ও প্রাণের মায়া করেন না এবং অত্যধিক বলশালী ॥ ২১

বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসের সময় সে দ্রৌপদীর প্রিয় করিবার ইচ্ছায় গোপনে যাইয়া কেবল বাহুবলের দ্বারাই কীচক তাহার অনুচরগণের সহিত সংহার করিয়াছিল ॥ ২২½

সেই ভীমসেনই আজ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া কবচ বন্ধন পূর্ব্বক যুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভীমসেন কি হস্তে দণ্ড উত্তোলনকারী সাক্ষাৎ যমরাজের সহিতও যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে উপস্থিত হইতে পারে? ২৩½

আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বাসনা বিদ্যমান আছে যে, সমরাঙ্গনে অর্জ্জুন আমাকে বধ করুক অথবা আমি অর্জ্জুনকে বধ করিব। কদাচিৎ ভীমসেনের সহিত রণাঙ্গনে মিলিত হইলে আমার সেই বাসনা আজই পূর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ২৪-২৫

যদি ভীমসেন নিহত হয় অথবা যদি তাহাকে রথহীন করিয়া দেওয়া হয়, তবে অর্জ্জুন অবশ্যই আমার উপর আক্রমণ করিবে, যাহা আমার পক্ষে ভালই হইবে। তুমি যাহা এ বিষয়ে উচিত বলিয়া মনে কর, তাহা অতি সত্বর আমাকে বল ॥ ২৬½

সত্য ব'ল্‌বে, প্রিয় ব'ল্‌বে, অপ্রিয় সত্য ব'ল্‌বে না, মিথ্যা প্রিয় বলবে না। এই সনাতন ধর্ম্ম।

বেদের অনভ্যাস, আচার ত্যাগ, আলস্য ও অন্নদোষ হ'তেই মৃত্যু ব্রাহ্মণগণকে হিংসা করে, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ, পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ এবং স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিঋণ, এই ঋণ শোধ ক'রে তবে মোক্ষে মনোনিবেশ ক'রবে। ঋণ শোধ না ক'রে মোক্ষ সেবায় অধঃপাত হয়; ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ্‌, যিনি মরণের পরও অনুগমন করেন; অন্য সমস্তই শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়।

মহাভাগা প্রজনার্থ (গর্ভোৎপাদনার্থ) গৃহের শোভাকারিণী নারীগণ সম্মাননীয়া লক্ষ্মী এবং স্ত্রী উভয়ের কোন বিশেষ নাই। কায়মনোবাক্যে যে স্ত্রী ব্যভিচার করেন না, তিনি পতির সহিত পতিলোক প্রাপ্ত হন, সাধুগণ তাঁকে সাধ্বী বলেন। স্ত্রীলোক ব্যভিচার ক'রলে পাপরোগের দ্বারা পীড়িত হয়, জন্মান্তরে শৃগালী হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য যথাকলে অনলস হ'য়ে বেদ অভ্যাস ক'রবেন। ব্রাহ্মণের বেদ অভ্যাসই পরমধর্ম্ম, অন্য সব উপধর্ম্ম। সতত বেদাভ্যাস শৌচ তপস্যা ভূতগণের অদ্রোহের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লাভ হয়, পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করত অজস্র বেদ অভ্যাসের দ্বারা অনন্ত সুখভোগ করেন। অনলস ভাবে ধর্ম্মের মূল সদাচার সেবা ক'রবে, আচারের দ্বারা আয়ু, আচারের দ্বারা বাঞ্ছিত সন্তান, আচার হ'তে অক্ষয় ধনলাভ হয়, অলক্ষণ নষ্ট করে। দুরাচারী পুরুষ জগতে নিন্দনীয় হয়। ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ দশ লক্ষণ ধর্ম্মের কথা মনু ব'লেছেন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এই পাঁচটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম-ইহাও কথিত হ'য়েছে। দেব মানুষ এই সমস্ত সুখের মূল তপস্যা, বেদ-দর্শিগণের দর্শন তপস্যায় অন্ত, ব্রাহ্মণের তপস্যা জ্ঞান ক্ষত্রিয়ের তপস্যা রক্ষা, বৈশ্যের তপস্যা বার্ত্তা বাণিজ্য পশুপালনাদি, শূদ্রের

১১শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৭৯] [পঞ্চমসংখ্যা ৫৩খানী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সংস্ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৮৮০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২·৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫·০০

অত্র যম্মন্যসে প্রাপ্তং তচ্ছীঘ্রং সম্প্রধারয়।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাধেয়স্যামিতৌজসঃ ॥ ২৭
উবাচ বচনং শল্যঃ সূতপুত্রং তথাগতম্।
অভিযাহি মহাবাহো ভীমসেনং মহাবলম্ ॥ ২৮
নিরস্য ভীমসেনং তু ততঃ প্রাপ্স্যসি ফাল্গুনম্।
যস্তে কামোঽভিলষিতশ্চিরাৎ প্রভৃতি হৃদ্গতঃ ॥ ২৯
স বৈ সম্পৎস্যতে কর্ণ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
এবমুক্তে ততঃ কর্ণঃ শল্যং পুনরভাষত ॥ ৩০
হন্তাহমর্জুনং সংখ্যে মাং বা হন্যাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
যুদ্ধে মনঃ সমাধায় যাহি যত্র বৃকোদরঃ ॥ ৩১

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু শল্যস্তত্র বিশাম্পতে।
যত্র ভীমো মহেষ্বাসো ব্যদ্রাবয়ত বাহিনীম্ ॥ ৩২
ততস্তূর্যনিনাদশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ।
উদতিষ্ঠচ্চ রাজেন্দ্র কর্ণভীমসমাগমে ॥ ৩৩
ভীমসেনোঽথ সংক্রুদ্ধস্তব সৈন্যং দুরাসদম্।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্দিশঃ প্রাদ্রাবয়দ্ বলী ॥ ৩৪
স সংনিপাতস্তুমুলো ঘোররূপো বিশাম্পতে।
আসীদ্ রৌদ্রো মহারাজ কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ৩৫
ততো মুহূর্তাদ্ রাজেন্দ্র পাণ্ডবঃ কর্ণমাদ্রবৎ।
সমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য কর্ণো বৈকর্তনো বৃষঃ ॥ ৩৬
আজঘান সুসংক্রুদ্ধো নারাচেন স্তনান্তরে।
পুনশ্চৈনমমেয়াত্মা শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৩৭
স বিদ্ধঃ সূতপুত্রেণ ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ।
বিব্যাধ নিশিতৈঃ কর্ণং নবভির্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৮
তস্য কর্ণো ধনুর্মধ্যে দ্বিধা চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ৩৯
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন সর্বাবরণভেদিনা।
সোঽন্যৎ কার্মুকমাদায় সূতপুত্রং বৃকোদরঃ ॥ ৪০
রাজন্ মর্মসু মর্মজ্ঞো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ননাদ বলবন্নাদং কম্পয়ন্নিব রোদসী ॥ ৪১

অমিতশক্তিশালী রাধাপুত্র কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা শল্য সূতনন্দন কর্ণকে যথোপযুক্ত এই কথা বলিলেন ॥২৭½

মহাবাহো! তুমি মহাবল ভীমসেনকে আক্রমণ কর। ভীমসেনকে পরাজিত করিলে পর নিশ্চয়ই অর্জুনকে তুমি নিজের সম্মুখে পাইবে ॥ ২৮½

কর্ণ! তোমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অভীষ্ট মনোরথ রহিয়াছে, উহা নিশ্চয়ই তোমার সফল হইবে, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ২৯½

তিনি এই কথা বলিলে পর কর্ণ পুনরায় শল্যকে বলিলেন—মদ্ররাজ! আমি যুদ্ধে হয় অর্জুনকে বধ করিব কিংবা অর্জুন আমাকে বধ করিবে। এই উদ্দেশ্যে মন সংযোগ করিয়া যেখানে ভীমসেন আছেন, সেখানেই চল ॥ ৩০-৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! তদনন্তর শল্য রথের দ্বারা অতিক্রত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আপনার সৈন্যদের বিতাড়িত করিতেছেন ॥ ৩২

রাজেন্দ্র! কর্ণ ও ভীমসেনের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইলে পর পুনরায় তূর্য্য ও ভেরীসমূহের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৩৩

বলবান্ ভীমসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া নির্ম্মল তীক্ষ্ণধার নারাচসমূহের দ্বারা আপনার দুর্জ্জয় সৈন্যবাহিনীকে চারিদিকে বিতাড়িত করিতে থাকিলেন ॥ ৩৪

প্রজানাথ! মহারাজ! কর্ণ ও ভীমসেনের সেই যুদ্ধে অতিশয় ভয়ঙ্কর, তুমুল ও ঘোরতর সঙ্ঘর্ষ হইল ॥ ৩৫

রাজেন্দ্র! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন মুহূর্তকালের মধ্যেই কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। তাঁহাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সূর্য্যনন্দন ধর্ম্মাত্মা কর্ণ একটি নারাচের দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। অমিত আত্মবলসম্পন্ন সেই বীর তাঁহাকে স্বীয় বাণবর্ষণের দ্বারা আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সূতপুত্র কর্ণ কর্তৃক বিদ্ধ হইয়া ভীমসেনও তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি তীক্ষ্ণ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৮

তখন কর্ণ ভীমসেনের ধনুর মধ্যভাগে বাণসমূহের দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া দিলেন। ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহার বক্ষে সমস্ত আবরণ-ভেদকারী অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার একটি নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৯½

রাজন্! মর্ম্মজ্ঞ ভীমসেন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত সূতপুত্র কর্ণের মর্ম্মস্থানসমূহে তীক্ষ্ণধার বাণসকলের দ্বারা প্রহার করিলেন এবং পৃথিবী ও আকাশকে কম্পিত করিতে করিতে তিনি তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১

তং কর্ণঃ পঞ্চবিংশত্যা নারাচেন সমার্পয়ৎ।
মদোৎকটং বনে দৃপ্তমুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ৪২
ততঃ সায়কভিন্নাঙ্গঃ পাণ্ডবঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষঃ সূতপুত্রবধেপ্সয়া ॥ ৪৩
স কার্ম্মুকে মহাবেগং ভারসাধনমুত্তমম্।
গিরীণামপি ভেত্তারং সায়কং সমযোজয়ৎ ॥ ৪৪
বিকৃষ্য বলবচ্চাপমাকর্ণাদতিমারুতিঃ।
তং মুমোচ মহেষ্বাসঃ ক্রুদ্ধঃ কর্ণজিঘাংসয়া ॥ ৪৫
স বিসৃষ্টো বলবতা বাণো বজ্রাশনিস্বনঃ।
অদারয়দ্ রণে কর্ণং বজ্রবেগো যথাচলম্ ॥ ৪৬
স ভীমসেনাভিহতঃ সূতপুত্রঃ কুরূদ্বহ।
নিষসাদ রথোপস্থে বিসংজ্ঞঃ পৃতনাপতিঃ ॥ ৪৭
(রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গো গতাসুবদরিন্দমঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজো বৃকোদরম্ ॥

কর্ণ ভীমসেনকে পঁচিটি নারাচ প্রহার করিলেন, ইহাতে মনে হইল কোন মৃগয়াকারী (শিকারী) বনে দর্পযুক্ত মদোন্মত্ত গজরাজের উপর উল্কাসমূহের দ্বারা প্রহার করিল। ৪২

তাহার পর কর্ণের বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রোষ ও অমর্ষে তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার বাসনায় ধনুতে একটি অত্যন্ত বেগশালী, ভারসাধনে সমর্থ, উত্তম এবং পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ বাণ যোজনা করিলেন। ৪৩-৪৪

পুনরায় পবননন্দন হনুমান্ হইতেও অধিক পরাক্রমকারী মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ধনুটিকে সবেগে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত কর্ণকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই বাণকে ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করিলেন। ৪৫

বলবান্ ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য শব্দকারী সেই বাণ রণাঙ্গনে কর্ণকে বিদারিত করিল, ইহাতে মনে হইল বজ্র বেগের সহিত পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছে। ৪৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! ভীমসেনের প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেনাপতি সূতপুত্র কর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় রথের আসনে সবেগে বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৭

(তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়া যাইল। শত্রুদমনকারী সেই বীর যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িল। এই সময়

জিহ্বাং ছেত্তুং সমায়ান্তং সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ।

শল্য উবাচ।

ভীমসেন মহাবাহো যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
বচনং হেতুসম্পন্নং শ্রুত্বা চৈতৎ তথা কুরু ॥
অর্জুনেন প্রতিজ্ঞাতো বধঃ কর্ণস্য শুষ্মিণঃ।
তাং তথা কুরু ভদ্রং তে প্রতিজ্ঞাং সব্যসাচিনঃ ॥

ভীম উবাচ।

দৃঢ়ব্রতত্বং পার্থস্য জানামি নৃপসত্তম।
রাজ্ঞশ্চ ধর্ষণং পাপং কৃতবান মম সন্নিধৌ ॥
ততঃ কোপাভিভূতেন শেষং ন গণিতং ময়া।
পতিতে চাপি রাধেয়ে ন মে মন্যুঃ শমং গতঃ ॥
জিহ্বোদ্ধরণমেবাস্য প্রাপ্তকালং মতং মম।
অনেন সুনৃশংসেন সমবেতেষু রাজসু ॥

ভীমসেনকে কর্ণের জিহ্বা ছেদন করিবার জন্য আসিতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই কথা বলিলেন।

শল্য বলিলেন,—মহাবাহু ভীমসেন! আমি তোমাকে যে যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিব, উহা শ্রবণ কর এবং তাহা পালন কর।

অর্জুন পরাক্রমশালী কর্ণকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সব্যসাচী অর্জুনের সেই প্রতিজ্ঞাকে সফল কর।

ভীমসেন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি অর্জুনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা জানি, কিন্তু এই পাপী কর্ণ আমার নিকটেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়াছে, সেই জন্য আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্য আর কিছুই গণনা করি নাই।

যদিও রাধাপুত্র কর্ণ পতিত হইয়াছে, তথাপি আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। আমি ত' এখন ইহার জিহ্বাকেই উৎপাটিত করিয়া লওয়াই উচিত মনে করিতেছি।

মাতুল! এই নীচ নৃশংস যেখানে বহুরাজা একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, সেই কৌরব-সভায় আমাদের শুনাইতে শুনাইতে বহু কটুবচন বলিয়াছে। রাজন্! আপনি বহু দূরে থাকিলেও নিশ্চয়ই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি ইহার জিহ্বা ছেদন করিব। প্রকৃত পক্ষে আমি এখন ইহার জিহ্বা ছেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

অস্মাকং শৃণ্বতাং কৃষ্ণা যানি বাক্যানি মাতুল।
অসহ্যানি চ নীচেন বহূনি শ্রাবিতানি ভোঃ॥
নূনং চৈতৎ পরিজ্ঞাতং দুরস্থস্যাপি পার্থিব।
ছেদনং চাস্য জিহ্বায়াস্তদেববাকাঙ্ক্ষিতং ময়া
রাজ্ঞস্তু প্রিয়কামেন কালোঽয়ং পরিপালিতঃ।
ভবতা তু যদুক্তোঽস্মি বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্।
তদ্ গৃহীতং মহারাজ কটুকস্থমিবৌষধম্।
হীনপ্রতিজ্ঞো বীভৎসুর্ন হি জীবেত কর্হিচিৎ
অস্মিন্ বিনষ্টে নষ্টাঃ স্মঃ সর্ব এব সকেশবাঃ।
অদ্য চৈব নৃশংসাত্মা পাপঃ পাপকৃতাং বরঃ॥

কেবল রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আমি আজ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়াছি। মহারাজ! আপনি যে যুক্তিযুক্ত কথা আমাকে বলিলেন, উহা কটু ঔষধের ন্যায় আমি গ্রহণ করিয়া লইলাম।

কারণ, যদি অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়া যায়, তবে সে কখনও জীবিত থাকিবে না, সে নষ্ট হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ সহ আমরাও সকলে নষ্ট হইয়া যাইব।

আজ কিরীটধারী অর্জুনের দৃষ্টিমধ্যে পতিত হইলেই পাপাচারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপাত্মা ক্রূর কর্ণ পরাভবপ্রাপ্ত হইবে।

গমিষ্যতি পরাভাবং দৃষ্টমাত্রঃ কিরীটিনা।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপেন পূর্বং দগ্ধো নৃশংসকৃৎ॥
ত্বয়া সংরক্ষিতস্তস্য মৎসমীপাদুপায়তঃ॥)
ততো মদ্রাধিপো দৃষ্ট্বা বিসংজ্ঞং সূতনন্দনম্।
অপোবাহ রথেনাজৌ কর্ণমাহবশোভিনম্॥ ৪৮
ততঃ পরাজিতে কর্ণে ধার্তরাষ্ট্রীং মহাচমূম্।
ব্যদ্রাবয়দ্ ভীমসেনো যথেন্দ্রো দানবান্ পুরা॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণাপযানে
পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫০

এই নৃশংস কর্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ক্রোধে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ আপনি যথোচিত উপায় অবলম্বন করিয়া ইহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করিলেন।)

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামে শোভাশালী সূতপুত্র কর্ণকে অচৈতন্য দেখিয়া রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইলেন॥ ৪৮

তাহার পর কর্ণ পরাজিত হইলে ভীমসেন দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে ইন্দ্র দানবগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণের পলায়নবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ
সমাপ্ত

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য ষণ্ণাং পুত্রাণাং বধঃ, ভীম-কর্ণয়োর্যুদ্ধম, ভীমসেনেন গজসৈন্যানাং সংহারঃ উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

সুদুষ্করমিদং কর্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয় ।
যেন কর্ণো মহাবাহু রথোপস্থে নিপাতিতঃ ॥ ১
কর্ণো হ্যেকো রণে হন্তা পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ ।
ইতি দুর্য্যোধনঃ সূত প্রাব্রবীন্মাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২
পরাজিতং তু রাধেয়ং দৃষ্ট্বা ভীমেন সংযুগে ।
ততঃ পরং কিমকরোৎ পুত্রো দুর্য্যোধনো মম ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

বিমুখং প্রেক্ষ্য রাধেয়ং সূতপুত্রং মহাহবে ।
পুত্রস্তব মহারাজ সোদর্য্যান্ সমভাষত ॥ ৪
শীঘ্রং গচ্ছত ভদ্রং বো রাধেয়ং পরিরক্ষত ।
ভীমসেনভয়াগাধে মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে ॥ ৫
তে তু রাজ্ঞা সমাদিষ্টা ভীমসেনং জিঘাংসবঃ ।
অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধাঃ পতঙ্গাঃ পাবকং যথা ॥ ৬
শ্রুতর্বা দুর্ধরঃ ক্রাথো বিবিৎসুর্বিকটঃ সমঃ ।
নিষঙ্গী কবচী পাশী তথা নন্দোপনন্দকৌ ॥ ৭
দুষ্প্রধর্ষঃ সুবাহুশ্চ বাতবেগ-সুবর্চসৌ ।
ধনুর্গ্রাহো দুর্মদশ্চ জলসন্ধঃ শলঃ সহঃ ॥ ৮
এতে রথৈঃ পরিবৃতা বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৯
তে ব্যমুঞ্চন্ শরব্রাতান্ নানালিঙ্গান্ সমন্ততঃ ।
স তৈরভ্যর্দ্দ্যমানস্তু ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ১০
তেষামাপততাং ক্ষিপ্রং সুতানাং তে জনাধিপ ।
রথৈঃ পঞ্চাশতা সার্ধং পঞ্চাশদহনদ্ রথান্ ॥ ১১
বিবিৎসোস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ।
ভীমসেনো মহারাজ তৎ পপাত হতং ভুবি । ১২
সকুণ্ডলশিরস্ত্রাণং পূর্ণচন্দ্রোপমং তথা ।
তং দৃষ্ট্বা নিহতং শূরং ভ্রাতরঃ সর্বতঃ প্রভো ॥ ১৩

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ভীমসেনকর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের ছয়জন পুত্র বধ, ভীম ও কর্ণের যুদ্ধ, ভীমসেনের দ্বারা গজসৈন্য সংহার এবং উভয়পক্ষের সৈন্যদের ঘোরতর যুদ্ধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! ভীমসেন ত' এই অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া ফেলিল যে, মহাবাহু কর্ণকেও সে রথের আসনে পাতিত করিল ॥ ১

সূত ! দুর্য্যোধন আমাকে বারংবার বলিয়াছিল যে, কর্ণ একাকীই রণাঙ্গনে সৃঞ্জয়গণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২

কিন্তু সেই দিন যুদ্ধস্থলে রাধাপুত্র কর্ণকে ভীমসেনকর্তৃক পরাজিত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি করিল ? ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! সূতপুত্র রাধানন্দন কর্ণকে মহাসমরে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দকে বলিলেন ॥ ৪

তোমাদের কল্যাণ হউক । তোমরা শীঘ্র যাও এবং রাধাপুত্র কর্ণকে রক্ষা কর । সে ভীমসেনের ভয়ে সঙ্কটের অগাধ মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে ॥ ৫

রাজা দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পাইয়া আপনার পুত্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় তাঁহার সম্মুখে গমন করিলেন । ইহাতে মনে হইল—পতঙ্গদল অগ্নির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬

শ্রুতর্বা, দুর্ধর, ক্রাথ (ক্রথন), বিবিৎসু, বিকট (বিকটানন), সম, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চা, ধনুর্গ্রাহ, দুর্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ—এই মহাবল এবং পরাক্রমশালী আপনার পুত্রগণ বহুসংখ্যক রথে পরিবেষ্টিত হইয়া ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৯

ইঁহারা চারিদিক্ হইতে নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে যুক্ত বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন । নরেশ্বর ! ইঁহাদের দ্বারা পীড়িত মহাবল ভীমসেন পঞ্চাশটি রথের সহিত উপস্থিত আপনার পুত্রগণের এই পঞ্চাশ জন রথীকেই অতিসত্বর নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১০-১১

মহারাজ ! তাহার পর কুপিত ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা বিবিৎসুর শিরশ্ছেদ করিলেন । তাঁহার সেই কুণ্ডল ও শিরস্ত্রাণসহ ছিন্ন মস্তক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ১২½

প্রভো ! এই বীরবর বিবিৎসুকে নিহত হইতে দেখিয়া তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দ রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনের উপর সর্ব্বদিকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৩½

অভ্যদ্রবন্ত সমরে ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
ততোঽপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং পুত্রয়োস্তে মহাহবে ॥ ১৪
জহার সমরে প্রাণান্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
তৌ ধরামন্বপদ্যেতাং বাতরুগ্নাবিব দ্রুমৌ ॥ ১৫
বিকটশ্চ সমশ্চোভৌ দেবপুত্রোপমৌ নৃপ।
ততস্তু ত্বরিতো ভীমঃ ক্রাথং নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ১৬
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন স হতো ন্যপতদ্ ভুবি।
হাহাকারস্ততস্তীব্রঃ সম্বভূব জনেশ্বর ॥ ১৭
বধ্যমানেষু বীরেষু তব পুত্রেষু ধন্বিষু।
তেষাং সুলুলিতে সৈন্যে পুনর্ভীমো মহাবলঃ ॥ ১৮
নন্দোপনন্দৌ সমরে প্রৈষয়দ্ যমসাদনম্।
ততস্তে প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ পুত্রাস্তে বিহ্বলীকৃতাঃ ॥ ১৯
ভীমসেনং রণে দৃষ্ট্বা কালান্তকযমোপমম্।
পুত্রাংস্তে নিহতান্ দৃষ্ট্বা সূতপুত্রঃ সুদুর্মনাঃ ॥ ২০

হংসবর্ণান্ হয়ান্ ভূয়ঃ প্রৈষয়দ্ যত্র পাণ্ডবঃ।
তে প্রেষিতা মহারাজ মদ্ররাজেন বাজিনঃ ॥ ২১
ভীমসেনরথং প্রাপ্য সমসজ্জন্ত বেগিতাঃ।
স সংনিপাতস্তুমুলো ঘোররূপো বিশাম্পতে ॥ ২২
আসীদ্ রৌদ্রো মহারাজ কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে।
দৃষ্ট্বা মম মহারাজ তৌ সমেতৌ মহারথৌ ॥ ২৩
আসীদ্ বুদ্ধিঃ কথং যুদ্ধমেতদদ্য ভবিষ্যতি।
ততো ভীমো রণশ্লাঘী ছাদয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ২৪
কর্ণং রণে মহারাজ পুত্রাণাং তব পশ্যতাম্।
ততঃ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধো ভীমং নবভিরায়সৈঃ ॥ ২৫
বিব্যাধ পরমাস্ত্রজ্ঞো ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
আহতঃ স মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ ২৬
আকর্ণপূর্ণৈর্বিশিখৈঃ কর্ণং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ আশীবিষ ইব শ্বসন্। ২৭

তখন ভয়ঙ্কর পরাক্রমসম্পন্ন ভীমসেন সেই মহাযুদ্ধে অপর দুইটি ভল্লের দ্বারা আপনার দুইজন পুত্রের প্রাণহরণ করিলেন ॥

হে নৃপ! এই দুইজনের নাম হইল বিকট ও সম। দেব-পুত্রের ন্যায় সুশোভিত এই দুই বীর প্রবল বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত দুইটি বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪-১৫½

তাহার পর ভীমসেন ত্বরান্বিতভাবে একটি তীক্ষ্ণধার নারাচ প্রহার করিয়া ক্রাথকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। এই রাজকুমার প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬½

জনেশ্বর! তারপর আপনার বীর ধনুর্দ্ধর পুত্রগণ এইভাবে নিহত হইলে পর সেখানে ভয়ঙ্কর হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ১৭½

তাঁহাদের সৈন্যরা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুনরায় মহাবল ভীমসেন সমরাঙ্গণে নন্দ ও উপনন্দকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮½

তদনন্তর আপনার অবশিষ্ট পুত্রগণ রণাঙ্গনে কাল, অন্তক ও যমের ন্যায় ভয়ানক ভীমসেনকে দেখিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইল ॥ ১৯½

আপনার পুত্রগণকে নিহত হইতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি হংসতুল্য শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে পুনরায় সেখানে চালনা করিলেন, যেখানে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন বিদ্যমান আছেন ॥ ২০½

মহারাজ! মদ্ররাজ শল্যকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই অশ্বগণ তীব্রবেগে ভীমসেনের রথের নিকট গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল ॥ ২১½

প্রজানাথ! মহারাজ! যুদ্ধস্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের এই সংগ্রাম তুমুল, ঘোরতর ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ২২½

রাজেন্দ্র! এই দুই মহারথী বীর কর্ণ ও ভীমসেন যখন পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন, সেই সময় এই যুদ্ধস্থলে আমার মনে এরূপ বিচার হইতে লাগিল যে, জানি না এই যুদ্ধ কিরূপ হইবে?

মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধের প্রশংসাকারী ভীমসেন নিজের বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩½-২৪½

তখন উত্তম অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া লৌহনির্মিত ও আনতপর্ব্বযুক্ত নয়টি ভল্লে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৫½

এই সব ভল্লে আহত হইয়া ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন কর্ণকেও কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬½

মহারাজ! তখন বিষধর সর্পসদৃশ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে কর্ণ প্রচুর বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২৭½

শরবর্ষেণ মহতা ছাদয়ামাস পাণ্ডবম্।
ভীমোঽপি তং শরব্রাতৈশ্ছাদয়িত্বা মহারথম্ ॥ ২৮
পশ্যতাং কৌরবেয়াণাং বিননর্দ মহাবলঃ।
ততঃ কর্ণো ভৃশং ক্রুদ্ধো দৃঢ়মাদায় কার্মুকম্ ॥ ২৯
ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
কার্মুকং চাস্য চিচ্ছেদ ভল্লেন নিশিতেন চ ॥ ৩০
ততো ভীমো মহাবাহুর্হেমপট্টবিভূষিতম্।
পরিঘং ঘোরমাদায় মৃত্যুদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৩১
কর্ণস্য নিধনাকাঙ্ক্ষী চিক্ষেপাতিবলো নদন্।
তমাপতন্তং পরিঘং বজ্রাশনিসমস্বনম্ ॥ ৩২
চিচ্ছেদ বহুধা কর্ণঃ শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
ততঃ কার্মুকমাদায় ভীমো দৃঢ়তরং তদা ॥ ৩৩
ছাদয়ামাস বিশিখৈঃ কর্ণং পরবলার্দনম্।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং কর্ণ-পাণ্ডবয়োর্মৃধে ॥ ৩৪
হরীন্দ্রয়োরিব মুহুঃ পরস্পরবধৈষিণোঃ।

মহাবল ভীমসেনও কৌরবগণের সাক্ষাতেই মহারথী কর্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বিকট গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

তখন কর্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া সুদৃঢ় ধনু হাতে লইয়া শিলা-শাণিত ও কঙ্কপত্রযুক্ত দশটি বাণের দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। সেইসঙ্গে একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৯-৩০½

তখন অত্যন্ত বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ড তুল্য একটি ভয়ঙ্কর স্বর্ণপত্রযুক্ত পরিঘ হাতে লইয়া গর্জন করত উহা কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩১½

বজ্র ও বিদ্যুৎতুল্য শব্দবিশিষ্ট সেই পরিঘটিকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা উহাকে বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩২½

তাহার পর ভীমসেন অত্যন্ত সুদৃঢ় ধনু হাতে লইয়া নিজ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যসন্তাপকারী কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩½

তদনন্তর পরস্পর পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক দুইটি সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী কর্ণ এবং ভীমসেনের মধ্যে সেখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৪½

ততঃ কর্ণো মহারাজ ভীমসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৫
আকর্ণমূলং বিব্যাধ দৃঢ়মায়ম্য কার্মুকম্।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ কর্ণেন বলিনাং বরঃ ॥ ৩৬
ঘোরমাদত্ত বিশিখং কর্ণকায়াবদারণম্।
তস্য ভিত্ত্বা তনুত্রাণং ভিত্ত্বা কায়ঞ্চ সায়কঃ ॥ ৩৭
প্রাবিশদ্ ধরণীং রাজন্ বল্মীকমিব পন্নগঃ।
স তেনাতিপ্রহারেণ ব্যথিতো বিহ্বলন্নিব ॥ ৩৮
সঞ্চচাল রথে কর্ণঃ ক্ষিতিকম্পে যথাচলঃ।
ততঃ কর্ণো মহারাজ রোষামর্ষসমন্বিতঃ ॥ ৩৯
পাণ্ডবং পঞ্চবিংশত্যা নারাচানাং সমার্পয়ৎ।
আজঘ্নে বহুভির্বাণৈর্ধ্বজমেকেষুণাঽহনৎ ॥ ৪০
সারথিঞ্চাস্য ভল্লেন প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
ছিত্ত্বা চ কার্মুকং তূর্ণং পাণ্ডবস্যাশু পত্রিণা ॥ ৪১
ততো মুহূর্তাদ্ রাজেন্দ্র নাতিকৃচ্ছ্রাদ্ধসন্নিব।
বিরথং ভীমকর্মাণং ভীমং কর্ণশ্চকার হ ॥ ৪২

মহারাজ! সেই সময় কর্ণ নিজের সুদৃঢ় ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া তিনটি বাণে ভীমসেনকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৩৫½

কর্ণ কর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া বলবান্ বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন একটি ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইলেন, যাহা কর্ণের শরীরে বিদীর্ণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ৩৬½

রাজন্! যেরূপ সর্প বল্মীকের (উইঢিপির) মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণ কর্ণের কবচ ও শরীরকে বিদীর্ণ করত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৩৭½

সেই প্রবল প্রহারে যেন ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া কর্ণ রথের উপরেই সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন, যেরূপ ভূমিকম্পের সময় পর্ব্বত সঞ্চালিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮½

মহারাজ! তখন রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ কর্ণ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের উপর পঁচিশটি নারাচ প্রহার করিলেন। সেই সঙ্গে অন্য বহু সংখ্যক বাণের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন এবং অপর একটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৩৯-৪০

রাজেন্দ্র! অন্য একটি ভল্ল প্রহার করিয়া তাঁহার সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং অতি দ্রুত আর একটি বাণে তাঁহার ধনুও ছেদন করত বিশেষ কোন কষ্ট না করিয়াই হাস্য করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে কর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ভীমসেনকে রথহীন করিয়া দিলেন ॥ ৪১-৪২

বিরথো ভরতশ্রেষ্ঠ প্রহসন্ননিলোপমঃ।
গদাং গৃহ্য মহাবাহুরপতৎ স্যন্দনোত্তমাৎ ॥ ৪৩

অবপ্লুত্য চ বেগেন তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
ব্যধমদ্ গদয়া ভীমঃ শরন্মেঘানিবানিলঃ ॥ ৪৪

নাগান্ সপ্তশতান্ রাজন্নীষাদন্তান্ প্রহারিণঃ।
ব্যধমৎ সহসা ভীমঃ ক্রুদ্ধরূপঃ পরন্তপঃ ॥ ৪৫

দন্তবেষ্টেষু নেত্রেষু কুম্ভেষু চ কটেষু চ।
মর্মস্বপি চ মর্মজ্ঞস্তান্ নাগানবধীদ্ বলী ॥ ৪৬

ততস্তে প্রাদ্রবন্ ভীতাঃ প্রতীপং প্রহিতাঃ পুনঃ।
মহামাত্রৈস্তমাবব্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ৪৭

তান্ স সপ্তশতান্ নাগান্ সারোহায়ুধ-কেতনান্।
ভূমিষ্ঠো গদয়া জঘ্নে বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলান্ ॥ ৪৮

ততঃ সুবলপুত্রস্য নাগানতিবলান্ পুনঃ।

ভরতশ্রেষ্ঠ! রথহীন হইয়া পড়িলে বায়ুতুল্য বলশালী মহাবাহু ভীমসেন গদা হাতে লইয়া হাস্য করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ৪৩

প্রজানাথ! যেরূপ বায়ু শরৎকালের মেঘকে অতি সত্বর উড়াইয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন তীব্রবেগে লম্ফ প্রদান করত সেই গদার আঘাতে আপনার সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ৪৪

শত্রুতাপন ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে কুশল এবং ঈষাদণ্ডতুল্য দন্তবিশিষ্ট সাতশত হাতীকে সহসা সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৪৫

মর্মস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বলবান্ ভীমসেন সেই গজরাজগণের মর্মস্থানসমূহ এবং দন্ত, নেত্র, কুম্ভস্থল ও কপোলসকলের উপর গদায় আঘাত করিতে লাগিলেন। ৪৬

তখন এইসব হস্তীরা ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। তারপর মাহুতগণ যখন তাহাদের ফিরাইয়া আনিল, তখন তাহারা ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিল। ইহাতে মনে হইল—মেঘ সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ৪৭

যেরূপ ইন্দ্র নিজের বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতের উপর আঘাত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভূতলে দণ্ডায়মান ভীমসেন আরোহী যোদ্ধা, অস্ত্র ও ধ্বজসহ সেই সাতশত গজরাজকে গদার আঘাতে বিনাশ করিলেন। ৪৮

তাহার পর শত্রুদমনকারী কুন্তীকুমার ভীমসেন সুবলপুত্র

পোথয়ামাস কৌন্তেয়ো দ্বিপঞ্চাশদরিন্দমঃ ॥ ৪৯

তথা রথশতং সাগ্রং পত্তীংশ্চ শতশোঽপরান্।
ন্যহনৎ পাণ্ডবো যুদ্ধে তাপয়ংস্তব বাহিনীম্ ॥ ৫০

প্রতাপ্যমানং সূর্য্যেণ ভীমেন চ মহাত্মনা।
তব সৈন্যং সঞ্চুকোচ চর্মাগ্ন্যাবাহিতং যথা ॥ ৫১

তে ভীমভয়সন্ত্রস্তাস্তাবকা ভরতর্ষভ।
বিহায় সমরে ভীমং দুদ্রুবুর্বৈ দিশো দশ ॥ ৫২

রথাঃ পঞ্চশতাশ্চান্যে হ্রাদিনশ্চর্মবর্মিণঃ।
ভীমমভ্যদ্রবন্ তূর্ণং শরপূগৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩

তান্ স পঞ্চশতান্ বীরান্ সপতাক-ধ্বজায়ুধান্।
পোথয়ামাস গদয়া ভীমো বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥ ৫৪

ততঃ শকুনিনির্দিষ্টাঃ সাদিনঃ শূরসম্মতাঃ।
ত্রিসাহস্রা ভ্যযুর্ভীমং শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসপাণয়ঃ ॥ ৫৫

শকুনির অত্যন্ত বলবান্ বাহান্নটি হাতীকে (গদার আঘাতে) ভূতলে পোথিত করিয়া ফেলিলেন। ৪৯

এইরূপ সেই যুদ্ধস্থলে আপনার সৈন্যদিগকে সন্তাপ দান করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত সংখ্যা হইতেও অধিক রথ এবং অপর শত শত পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৫০

উপর হইতে সূর্য্য তাপদান করিতেছেন এবং নীচের দিক হইতে মহাত্মা ভীমসেন সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় আপনার সৈন্যবাহিনী অগ্নিতে স্থাপিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমের ভয়ে ভীত আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী সমরাঙ্গণে তাঁহার সম্মুখ পরিহার করিয়া দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ৫২

তদনন্তর চর্ম্মময় আবরণে যুক্ত পাঁচশত রথ ঘর্ঘর শব্দ করিতে করিতে চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে বাণসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ৫৩

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণু অসুরগণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন পতাকা, ধ্বজ ও অস্ত্রসকলের সহিত সেই পাঁচশত রথী বীরগণকে গদার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ৫৪

তদনন্তর শকুনির আদেশে শৌর্য্যশালী বীরগণের দ্বারা সম্মানিত তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা হস্তে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ করত ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫৫

প্রত্যুদ্গম্য জবেনাশু সাশ্বারোহাংস্তদারিহা।
বিবিধান্ বিচরন্ মার্গান্ গদয়া সমপোথয়ৎ ॥ ৫৬
তেষামাসীন্মহান্ শব্দস্তাড়িতানাঞ্চ সর্বশঃ।
অশ্মভির্বিধ্যমানানাং নগানামিব ভারত ॥ ৫৭
এবং সুবল-পুত্রস্য ত্রিসাহস্রান্ হয়োত্তমান্।
হত্বান্যং রথমাস্থায় ক্রুদ্ধো রাধেয়মভ্যয়াৎ ॥ ৫৮
কর্ণোঽপি সমরে রাজন্ ধর্মপুত্রমরিন্দমম্।
স শরৈশ্ছাদয়ামাস সারথিং চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ৫৯
ততঃ স প্রক্রুতং সংখ্যে রথং দৃষ্ট্বা মহারথঃ।
অন্বধাবৎ কিরন্ বাণৈঃ কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৬০
রাজানমভিধাবন্তং শরৈরাবৃত্য রোদসী।
ক্রুদ্ধঃ প্রচ্ছাদয়ামাস শরজালেন মারুতিঃ ॥ ৬১
সংনিবৃত্তস্ততস্তূর্ণং রাধেয়ঃ শত্রুকর্শনঃ।
ভীমং প্রচ্ছাদয়ামাস সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
ভীমসেনরথব্যগ্রং কর্ণং ভারত সাত্যকিঃ।
অভ্যর্দয়দমেয়াত্মা পার্ষ্ণিগ্রহণকারণাৎ ॥ ৬৩
অভ্যবর্তত কর্ণস্তমর্দিতোঽপি শরৈর্ভৃশম্।
তাবন্যোন্যং সমাসাদ্য বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৬৪
বিসৃজন্তৌ শরান্ দীপ্তান্ ব্যভ্রাজেতাং মনস্বিনৌ।
তাভ্যাং বিয়তি রাজেন্দ্র বিততং ভীমদর্শনম্ ॥ ৬৫
ক্রৌঞ্চপৃষ্ঠারুণং রৌদ্রং বাণজালং ব্যদৃশ্যত।
নৈব সূর্য প্রভা রাজন্ ন দিশঃ প্রদিশস্তথা ॥ ৬৬
প্রাজ্ঞাসিষ্ম বয়ং তে বা শরৈর্মুক্তৈঃ সহস্রশঃ।
মধ্যাহ্নে তপতো রাজন্ ভাস্করস্য মহাপ্রভাঃ ॥ ৬৭
হৃতাঃ সর্বাঃ শরৌঘৈস্তৈঃ কর্ণ-পাণ্ডবয়োস্তদা।
সৌবলং কৃতবর্মাণং দ্রৌণিমাধিরথিং কৃপম্ ॥ ৬৮

ইহা দেখিয়া শত্রুহন্তা ভীমসেন অতিশয় বেগে অগ্রসর হইয়া বিবিধ পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের গদার আঘাতে সেই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে ভূতলে পোথিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৬

ভারত! যেরূপ বৃক্ষের উপর প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরূপ গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই অশ্বারোহী যোদ্ধাদের শরীর হইতে চারিদিকে প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫৭

এইভাবে শকুনির তিন হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধাকে নিহত করিয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেন অপর রথে আরোহণ করত সূতপুত্র কর্ণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

রাজন্! কর্ণও সমরাঙ্গণে এই সময়ে শত্রুদমন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন এবং সারথিকে সংহার করত ভূপাতিত করিলেন। ৫৯

তাহার পর মহারথী কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সারথিহীন রথকে এদিক ওদিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া কঙ্কপত্রযুক্ত সরলগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৬০

কর্ণকে রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া বায়ুপুত্র ভীমসেন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আবৃত করিয়া পৃথিবী এবং আকাশকেও বাণসকলে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৬১

তখন শত্রুদমন রাধাপুত্র কর্ণ অতিক্রুত ফিরিয়া আসিয়া সর্ব্বদিকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৬২

ভারত! তাহার পর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সাত্যকি ভীমসেনের রথের দিকে ব্যগ্রতাসহকারে আগমনকারী কর্ণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন; তিনি ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছিলেন। ৬৩

কর্ণ সাত্যকির বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনস্বী পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া নির্ম্মল বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৪½

রাজেন্দ্র! ইঁহারা উভয়েই আকাশে বাণসকলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জাল পাতিত করিলেন, যাহা ক্রৌঞ্চ পক্ষীর পৃষ্ঠভাগের ন্যায় রক্তবর্ণ ও দেখিতে ভয়ঙ্কর ছিল। ৬৫½

রাজন্! সেখানে নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহে না সূর্য্যের প্রভা, না দিক্‌সকল এবং না বিদিক্ (কোণ)-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমরা এবং আমাদের শত্রুগণও তখন কাহাকেও জানিতে পারিতেছিলাম না। ৬৬½

রাজন্! কর্ণ ও ভীমসেনের বাণসমূহে মধ্যাহ্নকালে তাপদানরত সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রচণ্ড কিরণাবলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৭½

সেই সময় শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া পলায়মান কৌরববাহিনী পুনরায় ফিরিয়া আসিল ॥ ৬৮½

সংসক্তান্ পাণ্ডবৈর্দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঃ কুরবঃ পুনঃ।
তেষামাপততাং শব্দস্তীব্র আসীদ্ বিশাম্পতে॥ ৬৯
উদ্বৃত্তানাং যথা বৃষ্ট্যা সাগরাণাং ভয়াবহঃ।
তে সেনে ভৃশসংসক্তে দৃষ্ট্বান্যোন্যং মহাহবে॥ ৭০
হর্ষেণ মহতা যুক্তে পরিগৃহ্য পরস্পরম্।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে॥ ৭১
তাদৃশং ন কদাচিদ্ধি দৃষ্টপূর্বং ন চ শ্রুতম্।
বলৌঘস্তু সমাসাদ্য বলৌঘং সহসা রণে॥ ৭২
উপাসর্পত বেগেন বার্য্যোঘ ইব সাগরম্।
আসীন্নিনাদঃ সুমহান্ বাণৌঘানাং পরস্পরম্॥ ৭৩
গর্জতাং সাগরৌঘাণাং যথা স্যান্নিঃস্বনো মহান্।
তে তু সেনে সমাসাদ্য বেগবত্যৌ পরস্পরম্॥ ৭৪
একীভাবমনুপ্রাপ্তে নদ্যাবিব সমাগমে।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে॥ ৭৫

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ লিপ্সতাং সুমহদ্ যশঃ।
শূরাণাং গর্জতাং তত্র হ্যবিচ্ছেদকৃতা গিরঃ॥ ৭৬
শ্রূয়ন্তে বিবিধা রাজন্ নামান্যুদ্দিশ্য ভারত।
যস্য যদ্ধি রণে ব্যঙ্গং পিতৃতো মাতৃতোঽপি বা॥ ৭৭
কর্মতঃ শীলতো বাপি স তচ্ছ্রাবয়তে যুধি।
তান্ দৃষ্ট্বা সমরে শূরাংস্তর্জমানান্ পরস্পরম্॥ ৭৮
অভবন্মে মতী রাজন্ নৈষামস্তীতি জীবিতম্।
তেষাং দৃষ্ট্বা তু ক্রুদ্ধানাং বপূংষ্যমিততেজসাম্॥ ৭৯
অভবন্মে ভয়ং তীব্রং কথমেতদ্ ভবিষ্যতি।
ততস্তে পাণ্ডবা রাজন্ কৌরবাশ্চ মহারথাঃ।
ততক্ষুঃ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নিঘ্নন্তো হি পরস্পরম্॥ ৮০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি কর্ণ-শল্যসংবাদে সঙ্কুলযুদ্ধে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১

প্রজানাথ! সেই সময়ে ইঁহাদের প্রত্যাবর্তনে অতিশয় তীব্র কোলাহল হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—বর্ষণের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত সমুদ্রের ভয়ানক গর্জন হইতেছে॥ ৬৯॥

সেই মহাসমরে পরস্পরকে দেখিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যবাহিনী পরস্পরকে ধারণ করত অতিশয় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িল॥ ৭০॥

তদনন্তর সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে পর অতিশয় তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এইরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে আমরা কখনও শ্রবণও করি নাই॥ ৭১॥

যেরূপ জলের প্রবাহ সবেগে আসিয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ রণাঙ্গনে এক সৈন্যবাহিনী সবেগে অন্য সৈন্যবাহিনীর সহিত সহসা মিলিত হইল এবং পরস্পরের আঘাতজনিত বাণসমূহের প্রচণ্ড শব্দ সেইভাবে উদ্ভূত হইতে লাগিল, যেরূপ গর্জনকারী সাগরসমূহের গম্ভীর শব্দ হইয়া থাকে॥ ৭২-৭৩॥

যেরূপ দুইটি নদী পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সেই বেগযুক্ত সৈন্যবাহিনী পরস্পর মিলিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হইল॥ ৭৪॥

প্রজানাথ! সুমহৎ যশ লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া কৌরব ও পাণ্ডববাহিনীর মধ্যে পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৭৫॥

ভরতবংশধর রাজন্! সেই সময় গর্জনপূর্ব্বক নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে করিতে শৌর্য্যশালী বীরগণের নানাবিধ বাক্য অবিচ্ছিন্নভাবে শুনা যাইতে লাগিল॥ ৭৬॥

রণাঙ্গনে যাহার যাহা কিছু পিতা, মাতা, কর্ম অথবা স্বভাববশতঃ বৈশিষ্ট ছিল, সেই সব যুদ্ধস্থলে সে অন্যকে শুনাইতে লাগিল॥ ৭৭॥

রাজন্! সমরাঙ্গণে পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া তর্জন গর্জনকারী সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া আমার মনে এই বুদ্ধি জাগরিত হইল যে, এখন আর ইহাদের জীবন থাকিবে না॥ ৭৮॥

ক্রুদ্ধ সেই অমিততেজস্বী বীরগণের দেহ দেখিয়া আমার এরূপ তীব্র ভয় উপস্থিত হইল যে, এই যুদ্ধ অতঃপর কিরূপ হইবে? ৭৯॥

রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডব ও কৌরব মহারথী যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন॥ ৮০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কৌরবসৈন্যানাং ব্যথাপ্রাপ্তিশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ক্ষত্রিয়াস্তে মহারাজ পরস্পরবধৈষিণঃ ।
অন্যোন্যং সমরে জঘ্নুঃ কৃতবৈরাঃ পরস্পরম্ ॥ ১
রথৌঘাশ্চ হয়ৌঘাশ্চ নরৌঘাশ্চ সমন্ততঃ ।
গজৌঘাশ্চ মহারাজ সংসক্তাশ্চ পরস্পরম্ ॥ ২
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ কণপানাঞ্চ ক্ষিপ্যতাম্ ।
প্রাসানাং ভিন্দিপালানাং ভুশুণ্ডীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৩
সম্পাতং চান্বপশ্যাম সংগ্রামে ভৃশদারুণে ।
শলভা ইব সম্পেতুঃ সমন্তাচ্ছরবৃষ্টয়ঃ ॥ ৪
নাগান্ নাগাঃ সমাসাদ্য ব্যধমন্ত পরস্পরম্ ।
হয়া হয়াংশ্চ সমরে রথিনো রথিনস্তথা ॥ ৫
পত্তয়ঃ পত্তিসঙ্ঘাংশ্চ হয়সঙ্ঘাংশ্চ পত্তয়ঃ ।
পত্তয়ো রথ-মাতঙ্গান্ রথা হস্ত্যশ্বমেব চ ॥ ৬
নাগাশ্চ সমরে ত্র্যঙ্গং মমৃদুঃ শীঘ্রগা নৃপ ।
বধ্যতাং তত্র শূরাণাং ক্রোশতাঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৭
ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে পশূনাং বৈশসং-যথা ।
রুধিরেণ সমাস্তীর্ণা ভাতি ভারত মেদিনী ॥ ৮
শক্রগোপগণাকীর্ণা প্রাবৃষীব যথা ধরা ।
যথা বা বাসসী শুক্লে মহারজনরঞ্জিতে ॥ ৯
বিভৃয়াদ্ যুবতী শ্যামা তদ্বদাসীদ্ বসুন্ধরা ।
মাংসশোণিতচিত্রেব শাতকুম্ভময়ীব চ ॥ ১০
ভিন্নানাং চোত্তমাঙ্গানাং বাহূনাং চোরুভিঃ সহ ।
কুণ্ডলানাং প্রবৃদ্ধানাং ভূষণানাঞ্চ ভারত ॥ ১১
নিষ্কাণামথ শূরাণাং শরীরাণাঞ্চ ধন্বিনাম্ ।
চর্মণাং সপতাকানাং সঙ্ঘাস্তত্রাপতন্ ভুবি ॥ ১২
গজা গজান্ সমাসাদ্য বিষাণৈরার্দয়ন্ নৃপ ।
বিষাণাভিহতাস্তত্র ভ্রাজন্তে দ্বিরদাস্তথা ॥ ১৩
রুধিরেণাবসক্তাঙ্গা গৈরিকপ্রস্রবা ইব ।
যথা ভ্রাজন্তি স্যন্দন্তঃ পর্বতা ধাতুমণ্ডিতাঃ ॥ ১৪

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কৌরবসৈন্যগণের ব্যথালাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরের প্রতি শত্রুতাবদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গণে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১

মহারাজ! রথসমূহ, অশ্বসকল, হস্তিগণ ও পদাতি মনুষ্যসমুদয় চারিদিকে পরস্পরের প্রতি যুদ্ধে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২

সেই অত্যন্ত দারুণ সংগ্রামে নিরন্তর নিক্ষিপ্ত পরিঘ, গদা, কণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডীসমূহের সবেগে পতন আমরা দেখিতে লাগিলাম। তখন চারিদিকে পতঙ্গদলের ন্যায় বাণ-বর্ষণও হইতেছিল ॥ ৩-৪

হস্তীরা অপর হস্তীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে সন্তাপিত করিতেছিল। সেই রণাঙ্গনে অশ্বগণ অশ্বদিগকে, রথী যোদ্ধারা রথী যোদ্ধাগণকে এবং পদাতি সৈন্যরা পদাতি সৈন্যদিগকে, অশ্বদলকে, রথ ও হস্তীদিগকেও মর্দ্দিত করিতে লাগিল। হে নৃপ! এইরূপ রথী যোদ্ধারা হাতী ও অশ্বদিগকে এবং শীঘ্রগামী হস্তিগণ এই রণাঙ্গনে হস্তিভিন্ন অন্য তিনটি অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্যবাহনকে (রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যবাহনকে) মর্দ্দিত করিতে লাগিল ॥ ৫-৬½

সেখানে প্রহাররত ও পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া গর্জনকারী বীরগণের আর্তনাদে সেই যুদ্ধস্থল এরূপ ভয়ঙ্কর মনে হইতেছিল যে, যেন সেখানে পশুগণকে হত্যা করা হইতেছে ॥ ৭½

ভারত! রক্তে সর্বতোভাবে আপ্লুত যুদ্ধভূমি বর্ষাকালে ইন্দ্রগোপনামক (মিলগোকা) রক্ত বর্ণের কীটসমূহে ব্যাপ্ত ধরণীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৮½

অথবা কোন শ্যামবর্ণা যুবতী শ্বেতবর্ণের বস্ত্রকে হরিদ্রার গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত করিয়া পরিধান করিলে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপও এই রণভূমিও প্রতীত হইতেছিল। মাংস ও রক্তে চিত্রিতের ন্যায় সেই যুদ্ধভূমি স্বর্ণময়ী বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৯-১০

ভারত! সেখানে ভূতলে ছিন্ন মস্তক, বাহু, জঙ্ঘা, বড় বড় কুণ্ডল, অন্যান্য আভরণ, পদক, ধনুর্দ্ধর বীরগণের শরীর, ঢাল ও পতাকাসমূহের বহু রাশি পতিত ছিল ॥ ১১-১২

হে নৃপ! হস্তীরা হস্তীদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিতে লাগিল। দন্তের আঘাতে আহত হইয়া রক্তের দ্বারা সিক্তদেহ হস্তিগণ গৈরিক

তোমরান্ সাদিভির্মুক্তান্ প্রতীপানাস্থিতান্ বহূন্।
হস্তৈর্বিচেরুস্তে নাগা বভঞ্জুশ্চাপরে তথা ॥ ১৫
নারাচৈশ্ছিন্নবর্মাণো ভ্রাজন্তি স্ম গজোত্তমাঃ।
হিমাগমে যথা রাজন্ ব্যভ্রা ইব মহীধরাঃ ॥ ১৬
শরৈঃ কনকপুঙ্খৈশ্চ চিত্রা রেজুর্গজোত্তমাঃ।
উল্কাভিঃ সম্প্রদীপ্তাগ্রাঃ পর্বতা ইব ভারত ॥ ১৭
কেচিদভ্যাহতা নাগৈর্নাগা নগনিভোপমাঃ।
বিনেশুঃ সমরে তস্মিন্ পক্ষবন্ত ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
অপরে প্রাদ্রবন্ নাগাঃ শল্যার্তা ব্রণপীড়িতাঃ।
প্রতিমানৈশ্চ কুম্ভৈশ্চ পেতুরুর্ব্যাং মহাহবে ॥ ১৯
বিনেদুঃ সিংহবচ্চান্যে নদন্তো ভৈরবান্ রবান্।
বভ্রমুর্বহবো রাজংশ্চুক্রুশুশ্চাপরে গজাঃ ॥ ২০
হয়াশ্চ নিহতা বাণৈর্হেমভাণ্ডবিভূষিতাঃ
নিষেদুশ্চৈব মম্লুশ্চ বভ্রমুশ্চ দিশো দশ ॥ ২১

অপরে কৃষ্যমাণাশ্চ বিচেষ্টন্তো মহীতলে।
ভাবান্ বহুবিধাংশ্চক্রুস্তাড়িতাঃ শর-তোমরৈঃ ॥ ২২
নরাস্তু নিহতা ভূমৌ কূজন্তস্তত্র মারিষ।
দৃষ্ট্বা চ বান্ধবানন্যে পিতৄনন্যে পিতামহান্ ॥ ২৩
ধাবমানান্ পরাংশ্চান্যান্ দৃষ্ট্বান্যে তত্র ভারত।
গোত্রনামানি খ্যাতানি শশংসুরিতরেতরম্ ॥ ২৪
তেষাং ছিন্না মহারাজ ভুজাঃ কনকভূষণাঃ।
উদ্বেষ্টন্তে বিচেষ্টন্তে পতন্তে চোৎপতন্তি চ ॥ ২৫
নিপতন্তি তথৈবান্যে স্ফুরন্তি চ সহস্রশঃ।
বেগাংশ্চান্যে রণে চক্রুঃ পঞ্চাস্যা ইব পন্নগাঃ ॥ ২৬
তে ভুজা ভোগিভোগাভাশ্চন্দনাক্তা বিশাম্পতে।
লোহিতার্দ্রা ভৃশং রেজুস্তপনীয়ধ্বজা ইব ॥ ২৭
বর্তমানে তথা ঘোরে সঙ্কুলে সর্বতোদিশম্।
অবিজ্ঞাতাঃ স্ম যুধ্যন্তে বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ২৮

বর্ণ জলস্রোতবাহী ঝরনাযুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিল। ১৩-১৪

বহু হাতী অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমর ও বহু শত্রুদিগকেও শুণ্ডের দ্বারা ধরিয়া রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিল এবং অপর হস্তীরা উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিল। ১৫

রাজন্! নারাচসকলে কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় গজরাজগণের সেইরূপ শোভা হইতে লাগিল, যেরূপ হেমন্তকালে মেঘমুক্ত পর্বতসমূহ শোভা পাইয়া থাকে। ১৬

হে ভারত! বিচিত্ররূপে সজ্জিত শ্রেষ্ঠ হস্তিগণ স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা উল্কাসকলে উদ্ভাসিত শিখরবিশিষ্ট পর্বতসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ১৭

সেই সমরাঙ্গণে পর্বততুল্য প্রতীয়মান বহু হাতী অপর হস্তিগণের দ্বারা আহত হইয়া পক্ষযুক্ত পর্বতসকলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইল। ১৮

অপর বহুসংখ্যক হাতী বাণসমূহে ব্যথিত ও ক্ষতের দ্বারা পীড়িত হইয়া পলাইয়া যাইল এবং অন্য বহু হাতী সেই মহাসমরে উভয় দন্ত ও কুম্ভদ্বয়ের দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া ধরাশায়ী হইল॥ ১৯

রাজন্! অপর অনেক হাতী ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে করিতে সিংহের ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল, অপর বহু সংখ্যক হাতী চীৎকার করিতে থাকিল॥ ২০

স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত বহুসংখ্যক অশ্ব বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া বসিয়া পড়িল, কোন কোন অশ্ব ম্লান হইয়া যাইল এবং অপর বহু অশ্ব দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ২১

বাণ ও তোমরসকলে তাড়িত হইয়া বহু অশ্ব ধরাতলে পতিত হইল এবং হস্তিগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইতে থাকিয়া ছটফট করিতে করিতে নানাপ্রকার ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল। ২২

মান্যবর! সেখানে আহত হইয়া ভূতলে পতিত বহু মনুষ্য নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে দেখিয়া অস্পষ্টস্বরে কি যেন বলিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজ নিজ পিতা ও পিতামহকে দেখিয়া অব্যক্ত স্বরে নিজের কথা বলিতে থাকিল। ২৩

ভরতনন্দন! অপর বহুসংখ্যক মনুষ্য অন্যান্য যোদ্ধাগণকে দৌড়াইতে দেখিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রসিদ্ধ নাম ও গোত্র বলিতে আরম্ভ করিল। ২৪

মহারাজ! মনুষ্যগণের ছিন্ন সহস্র সহস্র স্বর্ণভূষিত বাহু-সকল কখনও দেহে বেষ্টিত হইয়া যাইল, কখনও নীচেতে পড়িয়া যাইল এবং কখনও স্পন্দিত হইতে লাগিল॥ ২৫½

প্রজানাথ! সর্পগণের শরীরের ন্যায় প্রতীয়মান চন্দনচর্চিত বহু বাহু রণাঙ্গনে পঞ্চমুখবিশিষ্ট সর্পতুল্য বেগ ধারণ করিল এবং রক্তে রঞ্জিত হওয়ায় স্বর্ণময়ী ধ্বজাসদৃশ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল॥ ২৬-২৭

সেই ভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সমস্ত যোদ্ধারা পরস্পরকে

ভৌমেন রজসাঽঽকীর্ণে শস্ত্রসম্প্রাপ্তসঙ্কুলে।
নৈব স্বে ন পরে রাজন্ ব্যজ্ঞায়ন্ত তমোবৃতাঃ ॥ ২৯

তথা তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
লোহিতোদা মহানদ্যঃ প্রসস্রুস্তত্র চাসকৃৎ ॥ ৩০

শীর্ষপাষাণসংছন্নাঃ কেশ-শৈবল-শাদ্বলাঃ।
অস্থিমীনসমাকীর্ণা ধনুঃশরগদোডুপাঃ ॥ ৩১

মাংসশোণিতপঙ্কিন্যো ঘোররূপাঃ সুদারুণাঃ।
নদীঃ প্রবর্তয়ামাসুঃ শোণিতৌঘবিবর্ধিনীঃ ॥ ৩২

ভীরুবিত্রাসকারিণ্যঃ শূরাণাং হর্ষবর্ধনাঃ।
তা নদ্যো ঘোররূপাস্তু নয়ন্ত্যো যমসাদনম্ ॥ ৩৩

অবগাঢ়ান্ মজ্জয়ন্ত্যঃ ক্ষত্রস্যাজনয়ন্ ভয়ম্।
ক্রব্যাদানাং নরব্যাঘ্র নর্দতাং তত্র তত্র হ ॥ ৩৪

ঘোরমায়োধনং জজ্ঞে প্রেতরাজপুরোপমম্।
উত্থিতান্যগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ৩৫

নৃত্যন্তি বৈ ভূতগণাঃ সুতৃপ্তা মাংসশোণিতৈঃ।
পীত্বা চ শোণিতং তত্র বসাং পীত্বা চ ভারত ॥ ৩৬

মেদোমজ্জাবসামত্তাস্তৃপ্তা মাংসস্য চৈব হ।
ধাবমানাঃ স্ম দৃশ্যন্তে কাক-গৃধ্র-বকাস্তথা ॥ ৩৭

শূরাস্তু সমরে রাজন্ ভয়ং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজম্।
যোধব্রতসমাখ্যাতাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যভীতবৎ ॥ ৩৮

শরশক্তিসমাকীর্ণে ক্রব্যাদগণসঙ্কুলে।
ব্যচরন্ত রণে শূরাঃ খ্যাপয়ন্তঃ স্বপৌরুষম্ ॥ ৩৯

অন্যোন্যং শ্রাবয়ন্তি স্ম নামগোত্রাণি ভারত।
পিতৃনামানি চ রণে গোত্রনামানি বা বিভো ॥ ৪০

শ্রাবয়াণাশ্চ বহবস্তত্র যোদ্ধা বিশাম্পতে।
অন্যোন্যমবমৃদ্নন্তঃ শক্তি-তোমর-পট্টিশৈঃ ॥ ৪১

আঘাত করিতে করিতে অজ্ঞাতভাবেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

রাজন্! অস্ত্রসকলের ধারাবাহিক বর্ষণে পরিব্যাপ্ত ও ধরণীর ধূলিতে আচ্ছাদিত সেই প্রদেশে নিজের এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যরা অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ায় তাহাদিগকে কেহ জানিতে পারিতে ছিল না ॥ ২৯

সেই যুদ্ধ এরূপ ঘোর ও ভয়ানক হইতেছিল যে, সেখানে বারংবার রক্তের মহানদীসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিল ॥ ৩০

যোদ্ধাগণের ছিন্ন মস্তকাবলি শিলাখণ্ডসকলের ন্যায় ঐ সব নদীকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহাদের কেশই ছিল এই সকল নদীর শেওলা ও তৃণগুচ্ছ, অস্থিসমূহ উহাতে মৎস্যরূপে ব্যাপ্ত ছিল এবং ধনু, বাণ ও গদাসকল নৌকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৩১

উহাদের মধ্যে মাংস ও রক্তের কর্দম উৎপন্ন হইয়াছিল। রক্তের প্রবাহকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে সেই ঘোর ও ভয়ঙ্কর নদীসকলকে যোদ্ধাগণ প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৩২

সেই ভয়ানক রূপবিশিষ্টা নদীসমূহ কাপুরুষগণকে ভীত ও শৌর্য্যশালী বীরদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং প্রাণিসকলকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছিল ॥ ৩৩

যাহারা ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকে এই সকল নদী নিজেদের মধ্যে অবগাহন করাইতে ছিল এবং ক্ষত্রিয়গণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে গর্জনকারী মাংসভক্ষী জন্তুগণের শব্দে সেই যুদ্ধস্থল প্রেতরাজের নগরীর ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৩৪½

সেখানে চারিদিকে উত্থিত অগণিত কবন্ধ ও রক্ত মাংসের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া ভূতগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভারত! ইহারা সকলেই রক্ত ও বসা পান করত তৃপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৫-৩৬

মেদ, বসা, মজ্জা ও মাংসের দ্বারা তৃপ্ত ও মত্ত কাক, শকুনি এবং বকসকলকে চারিদিকে উড়িতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩৭

রাজন্! এই সময়ে যোদ্ধাগণের ব্রতপালনবিষয়ে বিখ্যাত শৌর্য্যশালী বীরগণ অতিশয় দুস্ত্যজ ভয়কে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভীকের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

বাণ ও শক্তিসকলে পরিব্যাপ্ত এবং মাংসভক্ষী জন্তুগণে পূর্ণ সেই রণাঙ্গনে বীরবর যোদ্ধারা নিজেদের পুরুষার্থের খ্যাতিবর্দ্ধন করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ৩৯

হে ভারত! হে প্রভো! রণাঙ্গণে বহু যোদ্ধা পরস্পরকে নিজেদের ও পিতৃগণের নাম এবং গোত্রের কথা শুনাইতে ছিলেন। প্রজানাথ! নাম ও গোত্র শুনাইতে শুনাইতে বহুসংখ্যক যোদ্ধা শক্তি, তোমার ও পট্টিশসকলের দ্বারা পরস্পরকে ধূলিতে মিশাইয়া দিতে লাগিলেন ॥ ৪০-৪১

বর্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে সুদারুণে।
ব্যবীদৎ কৌরবী সেনা ভিন্না নৌরিব সাগরে ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

এইরূপ সেই দারুণ ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সমুদ্রে ভগ্ন নৌকার ন্যায় কৌরব-সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল এবং বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনেন দশসহস্রসংশপ্তকযোধানাং তৎসৈন্যানাঞ্চ সংহারঃ।)

সঞ্জয় উবাচ।

বর্তমানে তথা যুদ্ধে ক্ষত্রিয়াণাং নিমজ্জনে।
গাণ্ডীবস্য মহাঘোষঃ শ্রূয়তে যুধি মারিষ ॥ ১
সংশপ্তকানাং কদনমকরোদ্ যত্র পাণ্ডবঃ।
কোশলানাং তথা রাজন্ নারায়ণবলস্য চ ॥ ২
সংশপ্তকাস্ত সমরে শরবৃষ্টীঃ সমন্ততঃ।
অপাতয়ন্ পার্থমূর্ধ্নি জয়গৃধ্নাঃ প্রমন্যবঃ ॥ ৩
তা বৃষ্টীঃ সহসা রাজংস্তরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
ব্যগাহত রণে পার্থো বিনিঘ্নন্ রথিনাং বরান্ ॥ ৪
বিগাহ্য তদ্ রথানীকং কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
আসসাদ ততঃ পার্থঃ সুশর্মাণং বরায়ুধম্ ॥ ৫
স তস্য শরবর্ষাণি ববর্ষ রথিনাং বরঃ।
তথা সংশপ্তকাশ্চৈব পার্থং বাণৈঃ সমার্পয়ন্ ॥ ৬
সুশর্মা তু ততঃ পার্থং বিদ্ধ্বা দশভিরাশুগৈঃ।
জনার্দনং ত্রিভির্বাণৈরহনদ্ দক্ষিণে ভুজে ॥ ৭
ততোঽপরেণ ভল্লেন কেতুং বিব্যাধ মারিষ।
স বানরবরো রাজন্ বিশ্বকর্মকৃতো মহান্ ॥ ৮
ননাদ সুমহানাদং ভীষয়াণো জগর্জ চ।
কপেস্তু নিনদং শ্রুত্বা সন্ত্রস্তা তব বাহিনী ॥ ৯
ভয়ং বিপুলমাধায় নিশ্চেষ্টা সমপদ্যত।
ততঃ সা শুশুভে সেনা নিশ্চেষ্টাবস্থিতা নৃপ ॥ ১০

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক দশহাজার সংশপ্তক যোদ্ধা ও তাহাদের সৈন্যগণকে সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! যখন ক্ষত্রিয়গণের সংহারকারক এই ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন অপর দিকে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধনুর তীব্র শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১

রাজন্! সেখানে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সংশপ্তকগণকে, কোশলদেশীয় যোদ্ধাদিগকে এবং নারায়ণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতেছিলেন ॥ ২

সমরাঙ্গণে জয়াকাঙ্ক্ষী সংশপ্তকগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া অর্জুনের মস্তকে চারিদিক্ হইতে বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩

রাজন্! সেই বাণবর্ষণকে সবেগে সহসা ধারণ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণকে সংহার করিতে করিতে শক্তিশালী অর্জুন রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪

শিলাশাণিত ও কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী সুশর্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

রথী বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুশর্মা তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অন্য সংশপ্তক যোদ্ধারাও অর্জুনকে বহু বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৬

সুশর্মা দশটি বাণে অর্জুনকে বিদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুতে তিনটি বাণের দ্বারা আঘাত করিলেন ॥ ৭

মাননীয় রাজন্! তদনন্তর অপর একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার ধ্বজকেও বিদ্ধ করিলেন। ইহাতে সেই সময় বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত বিশাল বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সকলকে ভীত করিতে করিতে তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

হনুমানের এই গর্জন শ্রবণ করিয়া আপনার সৈন্যগণ ভীত হইয়া উঠিলেন এবং মনের মধ্যে মহাভয় পোষণ করিতে করিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন ॥ ৯½

হে নৃপ! তারপর সেখানে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত আপনার

নানাপুষ্পসমাকীর্ণং যথা চৈত্ররথং বনম।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং যোধাস্তে কুরুসত্তম ॥ ১১
অর্জুনং সিষিচুর্বাণৈঃ পর্বতং জলদা ইব।
পরিবব্রুস্ততঃ সর্বে পাণ্ডবস্য মহারথম্ ॥ ১২
নিগৃহ্য তং প্রচুক্রুশুর্বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
তে হয়ান্ রথচক্রে চ রথেষাং চাপি মারিষ ॥ ১৩
নিগ্রহীতুমুপাক্রামন্ ক্রোধাবিষ্টাঃ সমন্ততঃ।
নিগৃহ্য তং রথং তস্য যোধাস্তে তু সহস্রশঃ ॥ ১৪
নিগৃহ্য বলবৎ সর্বে সিংহনাদমথানদন্।
অপরে জগৃহুশ্চৈব কেশবস্য মহাভুজৌ ॥ ১৫
পার্থমন্যে মহারাজ রথস্থং জগৃহুর্মুদা।
কেশবস্তু ততো বাহূ বিধুন্বন্ রণমূর্ধনি ॥ ১৬
পাতয়ামাস তান্ সর্বান্ দুষ্টহস্তীব হস্তিপান্।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে পার্থঃ সংবৃতস্তৈর্মহারথৈঃ ॥ ১৭
নিগৃহীতং রথং দৃষ্ট্বা কেশবং চাপ্যভিদ্রুতম্।
রথারূঢ়াংস্তু সুবহূন্ পদাতীংশ্চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ১৮
আসন্নাংশ্চ তথা যোধান্ শরৈরাসন্নযোধিভিঃ।
ছাদয়ামাস সমরে কেশবং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো সংশপ্তকগণান্ বহূন্।
কুর্বাণান্ দারুণং কর্ম বধ্যমানান্ সহস্রশঃ ॥ ২০
রথবন্ধমিমং ঘোরং পৃথিব্যাং নাস্তি কশ্চন।
যঃ সহেত পুমাঁল্লোকে মদন্যো যদুপুঙ্গব ॥ ২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বীভৎসুর্দেবদত্তমথাধমৎ।
পাঞ্চজন্যঞ্চ কৃষ্ণোঽপি পূরয়ন্নিব রোদসী ॥ ২২
তং তু শঙ্খস্বনং শ্রুত্বা সংশপ্তকবরূথিনী।
সঞ্চচাল মহারাজ বিত্রস্তা চাভবদ্ ভৃশম্ ॥ ২৩
পাদবন্ধং ততশ্চক্রে পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
নাগমস্ত্রং মহারাজ সম্প্রোদীর্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪

সেই সৈন্যগণ নানাবিধ পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ চৈত্ররথনামক বনের ন্যায় শোভাধারণ করিলেন। ১০½

কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সংজ্ঞালাভ করতে আপনার এইসব যোদ্ধারা অর্জুনের উপর মেঘ যেরূপ পর্ব্বতের উপর জলবর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১১½

তারপর ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বিশাল রথকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। যদ্যপি এই সকল যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তথাপি তাঁহারা সকলেই সেই বিশাল রথকে ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। ১২½

মাননীয় ভূপাল! ক্রোধাবিষ্ট সংশপ্তকগণ সর্ব্বদিকে আক্রমণ করিতে করিতে অর্জুনের রথের অশ্বগণকে, রথচক্রদ্বয়কে এবং ঈষাদণ্ডকেও ধরিবার জন্য উপক্রম করিতে লাগিলেন। ১৩½

এইরূপ সেই সব হাজার হাজার যোদ্ধারা তাঁহার রথকে বলপূর্ব্বক ধারণ করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪½

মহারাজ! অপর বহু যোদ্ধা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বাহুদ্বয়কে ধরিয়া ফেলিলেন। অন্য যোদ্ধারা আবার রথের উপর উপবিষ্ট অর্জুনকেও গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫½

তখন যেরূপ দুষ্ট হাতী মাহুতকে ভূতলে পাতিত করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের দুই বাহুকে কম্পিত করিয়া সেই সব সৈন্যদিগকে রণাগ্রভাগে নীচেতে পাতিত করিলেন। ১৬½

তারপর এইসব মহারথী বীরগণে পরিবৃত অর্জুন নিজের রথকে ধৃত ও শ্রীকৃষ্ণকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া উঠিলেন। ১৭½

তিনি নিজের রথের উপর আরূঢ় বহুসংখ্যক পদাতিসৈন্যকে (ধাক্কা দিয়া) ভূতলে পাতিত করিলেন এবং সমীপস্থ সংশপ্তক যোদ্ধাদিগকে নিকট হইতে যুদ্ধ করার উপযোগী বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিলেন ও সমরাঙ্গণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৮-১৯

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, এই দারুণ কর্ম্মকারী বহুসংখ্যক সংশপ্তক যোদ্ধা কিরূপ সহস্র সহস্র সংখ্যায় আহত হইতেছে ॥২০

হে যদুশ্রেষ্ঠ! মর্ত্তলোক এই ভূতলে আমি ব্যতীত অপর এরূপ কোন ব্যক্তি নাই, যে ব্যক্তি এই ভয়ানক রথবন্ধের (রথের গ্রহণ বা পরিবেষ্টনের) সম্মুখীন হইতে পারে। ২১

এই কথা বলিয়া অর্জুন দেবদত্তনামক স্বীয় শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পৃথিবী ও আকাশকে পরিপূরিত করিতে করিতে পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খবাদ্য করিলেন ॥ ২২

মহারাজ! সেই শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া সংশপ্তক সৈন্যগণ কম্পিত হইলেন এবং ভীত হইয়া দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

হে মহারাজ! তদনন্তর শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বারংবার নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সকলের পাদবন্ধন করিলেন। ২৪

তে বদ্ধাঃ পাদবন্ধেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
নিশ্চেষ্টাভবন্ রাজন্নশ্মসারময়া ইব ॥ ২৫
নিশ্চেষ্টাংস্তু ততো যোধানবধীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ।
যথেন্দ্রঃ সমরে দৈত্যাংস্তারকস্য বধে পুরা ॥ ২৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে মুমুচুস্তং রথোত্তমম্।
আয়ুধানি চ সর্বাণি বিস্রষ্টুমুপচক্রমুঃ ॥ ২৭
তে বদ্ধাঃ পাদবন্ধেন ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নৃপ।
ততস্তানবধীৎ পার্থঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৮
সর্বযোধা হি সমরে ভুজগৈর্বেষ্টিতাভবন্।
যানুদ্দিশ্য রণে পার্থঃ পাদবন্ধং চকার হ ॥ ২৯
ততঃ সুশর্মা রাজেন্দ্র গৃহীতাং বীক্ষ্য বাহিনীম্।
সৌপর্ণমস্ত্রং ত্বরিতঃ প্রাদুশ্চক্রে মহারথঃ ॥ ৩০
ততঃ সুপর্ণাঃ সম্পেতুর্ভক্ষয়ন্তো ভুজঙ্গমান্।
তে বৈ বিদুদ্রুবুর্নাগা দৃষ্ট্বা তান্ খচরান্ নৃপ ॥ ৩১
বভৌ বলং তদ্বিমুক্তং পাদবন্ধাদ্ বিশাম্পতে।
মেঘবৃন্দাদ্ যথা মুক্তো ভাস্করস্তাপয়ন্ প্রজাঃ ॥ ৩২
বিপ্রমুক্তাস্তু তে যোধাঃ ফাল্গুনস্য রথং প্রতি।
সসৃজুর্বাণসঙ্ঘাংশ্চ শস্ত্রসঙ্ঘাংশ্চ মারিষ ॥ ৩৩
বিবিধানি চ শস্ত্রাণি প্রত্যবিধ্যন্ত সর্বশঃ।
তাং মহাস্ত্রময়ীং বৃষ্টিং সংছিদ্য শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩৪
ন্যবধীচ্চ ততো যোধান্ বাসবিঃ পরবীরহা।
সুশর্মা তু ততো রাজন্ বাণেনানতপর্বণা ॥ ৩৫
অর্জুনং হৃদয়ে বিদ্ধ্বা বিব্যাধান্যৈস্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
স গাঢ়বিদ্ধো ব্যথিতো রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ৩৬
তত উচ্চুক্রুশুঃ সর্বে হতঃ পার্থ ইতি স্ম হ।
ততঃ শঙ্খনিনাদাশ্চ ভেরীশব্দাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ৩৭

রাজন্! মহাত্মা অর্জুনকর্তৃক তাঁহারা পাদবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িলে পর সেই সংশপ্তক যোদ্ধারা লৌহনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইলেন। ২৫

তারপর পুরাকালে ইন্দ্র তারকাসুরকে বধ করিবার সময় সমরাঙ্গণে যেরূপ দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই নিশ্চেষ্ট সংশপ্তক যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬

সমরাঙ্গণে বাণসমূহের প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অর্জুনের সেই উত্তম রথকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার উপর নিজেদের অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিলেন। ২৭

হে নৃপ! সেই সময় এই সব যোদ্ধারা পাদবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ায় কোনরূপ চেষ্টা করিতেই পারিলেন না। তখন অর্জুন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। ২৮

রণাঙ্গনে কুন্তীকুমার অর্জুন যে সব যোদ্ধাগণকে লক্ষ্য করিয়া পাদবন্ধাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখন রণভূমিতে নাগসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পড়িলেন। ২৯

হে রাজেন্দ্র! মহারথী সুশর্ম্মা নিজের সৈন্যদিগকে নাগসমূহের দ্বারা বদ্ধ হইয়া পড়িতে দেখিয়া অতিক্রত গরুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। ৩০

তাহার পর একত্রে বহু গরুড় পক্ষী সেই সময় উক্ত নাগসমূহের উপর পতিত হইল এবং তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। নৃপ! এই গরুড় পক্ষীদিগকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া সেই সমস্ত নাগগণ পলায়ন করিল। ৩১

প্রজানাথ! যেরূপ সূর্য্যদেব মেঘমণ্ডল হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণিবর্গকে তাপদান করিতে করিতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ পাদবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সেই সংশপ্তক সৈন্যগণ অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩২

আর্য্য! বন্ধনমুক্ত হইলে পর সংশপ্তক যোদ্ধারা অর্জুনের রথকে লক্ষ্য করত বাণসমূহ ও অন্যান্য বহু অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার অস্ত্রসকলকে চারিদিক্ হইতে ছেদন করিতে থাকিলেন। ৩৩½

তদনন্তর শত্রুবীর সংহারকারী ইন্দ্রপুত্র অর্জুন স্বীয় বাণসমূহের বর্ষণে তাঁহাদের সেই মহাস্ত্রসকলের বর্ষণকে নিবারণ করত সেই যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪½

রাজন্! এই সময় সুশর্ম্মা আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণে অর্জুনের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া অপর তিনটি বাণের দ্বারাও তাঁহাকে আঘাত করিলেন। এই বাণসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অর্জুন ব্যথিতচিত্তে রথের পশ্চাদ্ভাগের আসনে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ৩৫-৩৬

তাহার পর সমস্ত যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—অর্জুন নিহত হইয়াছেন। তখন নানাদিক্ হইতে শঙ্খধ্বনি, ভেরী সমূহের প্রচণ্ড শব্দ এবং অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যসকলের ধনির সহিত যোদ্ধাদিগের সিংহনাদ হইতে লাগিল। ৩৭½

নানাবাদিত্রনিনদাঃ সিংহনাদাশ্চ জজ্ঞিরে।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ৩৮
ঐন্দ্রমস্ত্রমমেয়াত্মা প্রাদুশ্চক্রে ত্বরান্বিতঃ।
ততো বাণসহস্রাণি সমুৎপন্নানি মারিষ ॥ ৩৯
সর্ব্বদিক্ষু ব্যদৃশ্যন্ত নিঘ্নন্তি তব বাহিনীম্।
হয়ান্ রথাংশ্চ সমরে শস্ত্রৈঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৪০
বধ্যমানে ততঃ সৈন্যে ভয়ং সুমহদাবিশৎ।
সংশপ্তকগণানাঞ্চ গোপালানাঞ্চ ভারত ॥ ৪১
ন হি তত্র পুমান্ কশ্চিদ্ যোঽর্জুনং প্রত্যবিধ্যত।
পশ্যতাং তত্র বীরাণামহন্যত বলং তব ॥ ৪২
হন্যমানমপশ্যংশ্চ নিশ্চেষ্টং স্ম পরাক্রমে।
অযুতং তত্র যোধানাং হত্বা পাণ্ডুসুতো রণে ॥ ৪৩
ব্যভ্রাজত মহারাজ বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যানি শিষ্টানি ভারত ॥ ৪৪
রথানামযুতং চৈব ত্রিসাহস্রাশ্চ দন্তিনঃ।
ততঃ সংশপ্তকা ভূয়ঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৫
মর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিত্য জয়ং বাপ্যনিবর্ত্তনম্।
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ তাবকানাং বিশাম্পতে ॥
শূরেণ বলিনা সার্দ্ধং পাণ্ডবেন কিরীটিনা ॥ ৪৬
(জিত্বা তান্ ন্যহনৎ পার্থঃ শক্রন্ শক্র ইবাসুরান্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন শ্বেতবাহন অর্জ্জুন সংজ্ঞালাভ করত অতিশয় ত্বরা সহকারে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৩৮½

মাননীয় ভূপাল! ইহাতে সমস্ত দিক্‌সমূহে সহস্র সহস্র বাণ আবির্ভূত হইল এবং আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে দেখা যাইল ॥ ৩৯½

সমরাঙ্গণে অস্ত্র সকলের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্ব এবং রথারোহী যোদ্ধারা নিহত হইতে লাগিল। ভারত! এইরূপে যখন সৈন্যরা নিহত হইতে থাকিল, তখন সংশপ্তকগণ ও নারায়ণী সৈন্যদের মধ্যে অতিশয় ত্রাসের সঞ্চার হইল ॥ ৪০-৪১

সেই সময় সেখানে এরূপ কোনও পুরুষ ছিলেন না, যিনি অর্জ্জুনের উপর প্রত্যাঘাত করিতে পারেন। সেস্থলে সমস্ত বীর যোদ্ধাদের সম্মুখেই আপনার সৈন্যদের বিনাশ হইতে লাগিল ॥৪২

সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীই তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন পরাক্রম করিতেই পারেন নাই, এরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা নিহত হইতে থাকিলেন। আমি এ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন এই রণাঙ্গনে দশ হাজার যোদ্ধাকে সংহার করত ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪৩½

হে ভারত! সেই সময় সংশপ্তক সৈন্যগণের চৌদ্দ হাজার পদাতি, দশ হাজার রথী এবং তিন হাজার হাতী অবশিষ্ট থাকিল ॥ ৪৪½

তাহার পর সংশপ্তকগণ পুনরায় 'নিহত হইব অথবা জয়লাভ করিব' এরূপ নিশ্চয় করিয়া যুদ্ধ হইতে কখনও যিনি পশ্চাদপসরণ করেন না, সেই অর্জ্জুনকে চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥৪৫½

প্রজানাথ! পুনরায় সেখানে কিরীটধারী বলবান্ শৌর্য্যশালী বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সহিত আপনার সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাতে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সেই শত্রুদিগকে জয় করিয়া তাহাদিগকে সেইভাবে সংহার করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৃপাচার্য্যেণ শিখণ্ডিনঃ পরাজয়ঃ, সুকেতুবধঃ, ধৃষ্টদ্যুম্নেন কৃতবর্ম্মণঃ পরাভবশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণিঃ সূতপুত্রশ্চ মারিষ ।
উলূকঃ সৌবলশ্চৈব রাজা চ সহ সোদরৈঃ ॥ ১

সীদমানাং চমূং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুপুত্রভয়ার্দিতাম্ ।
সমুজ্জহ্রুঃ স্ম বেগেন ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে ॥ ২

ততো যুদ্ধমতীবাসীন্মুহূর্তমিব ভারত ।
ভীরূণাং ত্রাসজননং শূরাণাং হর্ষবর্ধনম্ ॥ ৩

কৃপেণ শরবর্ষাণি প্রতিমুক্তানি সংযুগে ।
সৃঞ্জয়াংশ্ছাদয়ামাসুঃ শলভানাং ব্রজা ইব ॥ ৪

শিখণ্ডী চ ততঃ ক্রুদ্ধো গৌতমং ত্বরিতো যযৌ
ববর্ষ শরবর্ষাণি সমন্তাদ্ দ্বিজপুঙ্গবম্ ॥ ৫

কৃপস্তু শরবর্ষং তদ্ বিনিহত্য মহাস্ত্রবিৎ ।
শিখণ্ডিনং রণে ক্রুদ্ধো বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৬

(মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং মুহূর্তমিব দারুণম্ ।
ক্রুদ্ধয়োঃ সমরে রাজন্ রাম-রাবণয়োরিব ॥)

ততঃ শিখণ্ডী কুপিতঃ শরৈঃ সপ্তভিরাহবে ।
কৃপং বিব্যাধ কুপিতং কঙ্কপত্রৈরজিহ্মগৈঃ ॥ ৭

ততঃ কৃপঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সোঽতিবিদ্ধো মহারথঃ ।
ব্যশ্ব-সূত-রথং চক্রে শিখণ্ডিনমথো দ্বিজঃ ॥ ৮

হতাশ্বাৎ তু ততো যানাদবপ্লুত্য মহারথঃ ।
খড়্গং চর্ম তথা গৃহ্য সত্বরং ব্রাহ্মণং যযৌ ॥ ৯

তমাপতন্তং সহসা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ।
ছাদয়ামাস সমরে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১০

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম শিলানাং প্লবনং যথা ।
নিশ্চেষ্টস্তদ্ রণে রাজন্ শিখণ্ডী সমতিষ্ঠত ॥ ১১

কৃপেণচ্ছাদিতং দৃষ্ট্বা নৃপোত্তম শিখণ্ডিনম্ ।
প্রত্যুদ্যযৌ কৃপং তূর্ণং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ ॥ ১২

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়, সুকেতু বধ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা কৃতবর্ম্মার পরাভব ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মান্যবর ! কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, সূতপুত্র কর্ণ, উলূক, শকুনি এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত রাজা দুর্য্যোধন সমুদ্রে ভগ্ন নৌকার ন্যায় নিজের সৈন্যদিগকে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের ভয়ে পীড়িত ও অবসন্ন হইতে দেখিয়া তীব্রবেগে আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন । ১-২

ভারত ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধরিয়া সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল । এই যুদ্ধ কাপুরুষগণের ত্রাসজনক এবং শৌর্য্যশালী বীরগণের হর্ষবর্দ্ধক ছিল । ৩

কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে প্রভূত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন । এই বাণসমূহ পতঙ্গদলের ন্যায় সৃঞ্জয়-যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল । ৪

ইহাতে শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইলেন । তিনি অতিক্রত বিপ্রবর গৌতমগোত্রীয় কৃপাচার্য্যের উপর আক্রমণ করিলেন এবং চারি দিক্ দিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন । ৫

মহাস্ত্রসমূহে বিশেষজ্ঞ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সেই বাণবর্ষণকে নিবারণ করিয়া কুপিতচিত্তে তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন । ৬

(রাজন্ ! সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ রাম ও রাবণের ন্যায় এই দুই বীর কৃপাচার্য্য এবং শিখণ্ডীর মধ্যে মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধরিয়া অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিল ।)

তাহার পর শিখণ্ডী কুপিত হইয়া যুদ্ধস্থলে কঙ্কপত্রযুক্ত সাতটি সরলগামী বাণের দ্বারা ক্রুদ্ধ কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিলেন । ৭

এই সব তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া মহারথী বিপ্রবর কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীকে অশ্বগণ, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন । ৮

তখন মহারথী শিখণ্ডী অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক অতিক্রত ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যের দিকে গমন করিতে লাগিলেন । ৯

তাঁহাকে সহসা নিজের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে শিখণ্ডীকে আচ্ছাদিত করিলেন । ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত কার্য্য বলিয়াই মনে হইতেছিল । ১০

রাজন্ ! রণাঙ্গনে শিখণ্ডী নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিলেন । তখন সেখানে প্রস্তরসমূহের প্লবনের ন্যায় অর্থাৎ জলে পাথর ভাসার ন্যায় আমরা এই অদ্ভুত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম । ১১

হে নৃপোত্তম ! শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যের বাণসমূহে আচ্ছাদিত

ধৃষ্টদ্যুম্নং ততো যান্তং শারদ্বতরথং প্রতি।
প্রতিজগ্রাহ বেগেন কৃতবর্মা মহারথঃ ॥ ১৩
যুধিষ্ঠিরমথায়ান্তং শারদ্বতরথং প্রতি।
সপুত্রং সহসৈন্যঞ্চ দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ ॥ ১৪
নকুলং সহদেবঞ্চ ত্বরমাণৌ মহারথৌ।
প্রতিজগ্রাহ তে পুত্রঃ শরবর্ষেণ বারয়ন্ ॥ ১৫
ভীমসেনং করূষাংশ্চ কেকয়ান্ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
কর্ণো বৈকর্তনো যুদ্ধে বারয়ামাস ভারত ॥ ১৬
শিখণ্ডিনস্ততো বাণান্ কৃপঃ শারদ্বতো যুধি।
প্রাহিণোৎ ত্বরয়া যুক্তো দিধক্ষুরিব মারিষ ॥ ১৭
তান্ শরান্ প্রেষিতাংস্তেন সমন্তাৎ স্বর্ণভূষিতান্।
চিচ্ছেদ খড়্গমাবিধ্য ভ্রাময়াংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥১৮
শতচন্দ্রঞ্চ তচ্চর্ম গৌতমস্তস্য ভারত।
ব্যধমৎ সায়কৈস্তূর্ণং তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ১৯

স বিচর্মা মহারাজ খড়্গপাণিরুপাদ্রবৎ।
কৃপস্য বশমাপন্নো মৃত্যোরাস্যমিবাতুরঃ ॥ ২০
শারদ্বতশরৈর্গ্রস্তং ক্লিশ্যমানং মহাবলঃ।
চিত্রকেতুসুতো রাজন্ সুকেতুস্ত্বরিতো যযৌ ॥ ২১
বিকিরন্ ব্রাহ্মণং যুদ্ধে বহুভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অভ্যাপতদমেয়াত্মা গৌতমস্য রথং প্রতি ॥ ২২
দৃষ্ট্বা চ যুক্তং তং যুদ্ধে ব্রাহ্মণং চরিতব্রতম্।
অপযাতস্ততস্তূর্ণং শিখণ্ডী রাজসত্তম ॥ ২৩
সুকেতুস্তু ততো রাজন্ গৌতমং নবভিঃ শরৈঃ।
বিদ্ধ্বা বিব্যাধ সপ্তত্যা পুনশ্চৈনং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২৪
অথাস্য সশরং চাপং পুনশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিঞ্চ শরেণাস্য ভৃশং মর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ২৫
গৌতমস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধনুর্গৃহ্য নবং দৃঢ়ম্।
সুকেতুং ত্রিংশতা বাণৈঃ সর্বমর্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ২৬

হইয়া যাইতে দেখিয়া মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিসত্বর তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য আগমন করিলেন ॥ ১২

ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপাচার্য্যের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া মহারথী কৃতবর্মা সবেগে তাঁহাকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

এইরূপ পুত্র ও সৈন্য সহ যুধিষ্ঠিরকে কৃপাচার্য্যের রথের উপর আক্রমণ করিতে দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

মহারথী নকুল এবং সহদেবও ত্বরা করিয়া সেই সময় আক্রমণ করিলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে বাণবর্ষণের দ্বারা প্রতিরোধ করিলেন ॥ ১৫

ভারত! ভীমসেনকে এবং করূষ, কেকয় ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদিগকে সূর্য্যপুত্র কর্ণ যুদ্ধে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৬

মাননীয় ভূপাল! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে যেন শিখণ্ডীকে দগ্ধ করিবার জন্য অভিলাষী হইয়া অতিশয় ত্বরা সহকারে তাঁহার উপর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণসকলকে শিখণ্ডী বারংবার তরবারি ঘুরাইয়া ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৮

হে ভারত! তখন কৃপাচার্য্য স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শিখণ্ডীর শতচন্দ্রাকার চিহ্নে চিহ্নিত ঢালটিকে সত্বর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সকলে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ১৯

মহারাজ! যেরূপ রোগী মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কৃপাচার্য্যের বশীভূত শিখণ্ডী নিজের ঢালটি নষ্ট হইয়া যাইলেও কেবল তরবারি হাতে লইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২০

রাজন্! শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যের বাণসমূহের দ্বারা গ্রস্ত হইয়া পীড়িত হইতে দেখিয়া চিত্রকেতুর পুত্র মহাবল সুকেতু তাঁহার সহায়তার জন্য সত্বর অগ্রসর হইলেন ॥ ২১

সুকেতু অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে করিতে তাঁহার রথের দিকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া শিখণ্ডী অতিক্রত সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ২৩

রাজন্! তদনন্তর সুকেতু কৃপাচার্য্যকে প্রথমে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিয়াত্তরটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

মাণ্যবর! তাহার পর বাণসহ তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং একটি বাণে সারথির মর্ম্মস্থানে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ২৫

ইহাতে কৃপাচার্য্য অতিশয় ক্রুদ্ধ করিলেন। তিনি অন্য একটি নূতন সুদৃঢ় ধনু গ্রহণ করত সুকেতুর সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৬

স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গঃ প্রচচাল রথোত্তমে।
ভূমিকম্পে যথা বৃক্ষশ্চচাল কম্পিতো ভৃশম্ ॥ ২৭
চলতস্তস্য কায়াৎ তু শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্।
সোষ্ণীষং সশিরস্ত্রাণং ক্ষুরপ্রেণ ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৮
তচ্ছিরঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ শ্যেনাহৃতমিবামিষম্।
ততোঽস্য কায়ো বসুধাং পশ্চাৎ প্রাপতদচ্যুত ॥ ২৯
তস্মিন্ হতে মহারাজ ত্রস্তাস্তস্য পুরোগমাঃ।
গৌতমং সমরে ত্যক্ত্বা দুদ্রুবুস্তে দিশো দশ ॥ ৩০
ধৃষ্টদ্যুম্নং তু সমরে সংনিবার্য্য মহারথঃ।
কৃতবর্মাব্রবীদ্ধৃষ্টস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভারত ॥ ৩১
তদভূৎ তুমুলং যুদ্ধং বৃষ্ণি-পার্ষতয়ো রণে।
আমিষার্থে যথা যুদ্ধং শ্যেনয়োঃ ক্রুদ্ধয়োর্নৃপ ॥ ৩২
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে হার্দিক্যং নবভিঃ শরৈঃ।
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধঃ পীড়য়ন্ হৃদিকাত্মজম্ ॥ ৩৩

ইহাতে সুকেতুর সর্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়া যাইল। সেই সময় তিনি স্বীয় উত্তম রথের উপর সেইভাবে কাঁপিতে লাগিলেন যেরূপ ভূমিকম্প হইলে পর কোন বৃক্ষ তীব্র বেগে কাঁপিতে থাকে ॥ ২৭

সেই অবস্থায় কৃপাচার্য্য একটি ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা সুকেতুর উজ্জ্বল কুণ্ডলযুক্ত, উষ্ণীষ (পাগ্ড়ী) ও শিরস্ত্রাণ সহ মস্তককে তাঁহার সেই কম্পিত দেহ হইতে ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৮

অবিচ্যুত প্রভাবশালী রাজন্! সেই মস্তক বাজপক্ষী কর্তৃক আনীত মাংসখণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহার পর তাঁহার দেহও ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২৯

মহারাজ! সুকেতু নিহত হইলে পর তাঁহার অগ্রগামী সৈন্যরা ভীত হইয়া সমরাঙ্গণে কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩০

ভারত! অন্যদিকে মহারথী কৃতবর্ম্মা সমরাঙ্গণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রুদ্ধ করিয়া অতিশয় হর্ষের সহিত বলিলেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ৩১

হে নৃপ! যেরূপ মাংসখণ্ডের জন্য দুইটি বাজপক্ষীর মধ্যে ক্রোধের সহিত সঙ্ঘর্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে কৃতবর্ম্মা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩২

এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন কুপিত হইয়া কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩৩

কৃতবর্মা তু সমরে পার্ষতেন দৃঢ়াহতঃ।
পার্ষতং সরথং সাশ্বং ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩৪
সরথশ্ছাদিতো রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নো ন দৃশ্যতে।
মেঘৈরিব পরিচ্ছন্নো ভাস্করো জলধারিভিঃ ॥ ৩৫
বিধূয় তং বাণগণং শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
ব্যরোচত রণে রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ ॥ ৩৬
ততস্তু পার্ষতঃ ক্রুদ্ধঃ শস্ত্রবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
কৃতবর্মাণমাসাদ্য ব্যসৃজৎ পৃতনাপতিঃ ॥ ৩৭
তামাপতন্তীং সহসা শস্ত্রবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
শরৈরনেকসাহস্রৈর্হার্দিক্যোঽবারয়দ্ যুধি ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা তু বারিতাং যুদ্ধে শস্ত্রবৃষ্টিং দুরসদাম্।
কৃতবর্মাণমাসাদ্য বারয়ামাস পার্ষতঃ ॥ ৩৯
সারথিং চাস্য তরসা প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্।
ভল্লেন শিতধারেণ স হতঃ প্রাপতদ্ রথাৎ ॥ ৪০

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গণে কৃতবর্ম্মা বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্ব ও রথ সহ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! যেরূপ জলধারাবর্ষণকারী মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন সূর্য্যদেবকে দেখা যায় না; সেইরূপ কৃতবর্ম্মার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রথসহ ধৃষ্টদ্যুম্ন দৃষ্টিগোচর হইলেন না ॥ ৩৫

মহারাজ! যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি তিনি সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা কৃতবর্ম্মার বাণসকলকে নষ্ট করত প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তাহার পর ক্রুদ্ধ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার নিকট যাইয়া তাঁহার উপর তীব্র অস্ত্রসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৭

নিজের উপর সহসা সেই ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণকে আসিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে কৃতবর্ম্মা কয়েক হাজার বাণপ্রহার করিয়া উহা নিবারণ করিলেন ॥ ৩৮

রণাঙ্গনে সেই দুর্জয় বাণবর্ষণকে রুদ্ধ হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার উপর আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রগতি রোধ করিলেন এবং সারথিকে তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা সবেগে নিহত করিয়া যমলোকে প্রেরণ করিলেন। মৃত সারথি তখন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯-৪০

(কৃতবর্মা তু সংক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাবকঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ সর্বান্ পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ৎ ॥
ততো রাজন্ মহেষ্বাসং কৃতবর্মাণমাশু বৈ।
গদাং গৃহ্য পুনর্বেগাৎ কৃতবর্মাণমাহনৎ ॥
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা হ্যপতন্মূর্চ্ছয়া হতঃ।
শ্রুতর্বা রথমারোপ্য অপোবাহ রণাজিরাৎ ॥)
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু বলবান্ জিত্বা শক্রং মহাবলম্।

(কৃতবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দগ্ধ করিতে উদ্যত অগ্নির ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। রাজন্! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদা লইয়া পুনরায় তীব্র বেগে মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্মার উপর সত্বর আঘাত করিলেন।

সেই বলবান্ বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড গদাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া কৃতবর্মা পতিত হইলেন। তখন শ্রুতর্বা তাঁহাকে নিজের রথে তুলিয়া লইয়া রণভূমি হইতে অপসারিত করিলেন।)

কৌরবান্ সমরে তূর্ণং বারয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৪১
ততস্তে তাবকা যোধা ধৃষ্টদ্যুম্নমুপাদ্রবন্।
সিংহনাদরবং কৃত্বা ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

এইরূপ বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহাশক্তিধর শত্রু কৃতবর্মাকে জয় করিয়া বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে সত্বর নিবারণ করিলেন ॥ ৪১

তখন আপনার সমস্ত যোদ্ধারা সিংহনাদ করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সেখানে আবার যুদ্ধ বাধিয়া যাইল ॥ ৪২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম্নো ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, সাত্যকেঃ সারথের্বিনাশঃ, অশ্বত্থামানং পরিহায় যুধিষ্ঠিরস্যান্যত্র গমনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
দ্রৌণির্যুধিষ্ঠিরং দৃষ্ট্বা শৈনেয়েনাভিরক্ষিতম্।
দ্রৌপদেয়ৈস্তথা শূরৈরভ্যবর্ত্তত হৃষ্টবৎ ॥ ১
কিরন্নিষুগণান্ ঘোরান্ স্বর্ণপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
দর্শয়ন্ বিবিধান্ মার্গান্ শিক্ষাশ্চ লঘুহস্তবৎ ॥ ২
ততঃ খং পূরয়ামাস শরৈর্দিব্যাস্ত্রমন্ত্রিতৈঃ।
টৈরঞ্চ সমরে পরিবার্য্য মহাস্ত্রবিৎ ॥ ৩

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, সাত্যকির সারথিকে বিনাশ এবং অশ্বত্থামাকে ত্যাগ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্যত্র গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সাত্যকি এবং শৌর্য্যশালী বীর দ্রৌপদী-পুত্রগণ কর্তৃক সুরক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় হর্ষসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১

তিনি মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন; সেইজন্য দ্রুত হস্ত চালাইতে নিপুণ যোদ্ধার ন্যায় শিলাশাণিত, স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এবং নানাপ্রকার রণমার্গ ও শিক্ষা দেখাইতে দেখাইতে দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিমন্ত্রিত বাণ

দ্রৌণায়নিশরচ্ছন্নং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
বাণভূতমভূৎ সর্বমায়োধনশিরো মহৎ ॥ ৪
বাণজালং দিবিচ্ছন্নং স্বর্ণজালবিভূষিতম্।
শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠ বিতানমিব ধিষ্ঠিতম্ ॥ ৫
তেনচ্ছন্নং নভো রাজন্ বাণজালেন ভাস্বতা।
অভ্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে বাণরুদ্ধে নভস্তলে ॥ ৬

সকলের দ্বারা সমরস্থলে যুধিষ্ঠিরকে অবরোধ করিয়া আকাশকে সেই সকল বাণে পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২-৩

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ায় সেখানে কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। যুদ্ধের সেই বিশাল ক্ষেত্র তখন বাণময় হইয়া যাইল ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! স্বর্ণজাল বিভূষিত এই বাণ-জাল আকাশে বিস্তৃত হইয়া সেখানে বিস্তৃত বিতানের (চাঁদোয়ার) ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৫

রাজন্! এই প্রকাশমান বাণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ আকাশ মণ্ডল আবৃত হইয়া পড়িল। বাণসমূহে রুদ্ধ আকাশে যেন মেঘের ছায়া আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬

তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম বাণভূতে তথাবিধে।
ন স্ম সম্পততে ভূতং কিঞ্চিদেবান্তরিক্ষগম্ ॥ ৭
সাত্যকির্যতমানস্তু ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডবঃ।
তথেতরাণি সৈন্যানি ন স্ম চক্রুঃ পরাক্রমম্ ॥ ৮
লাঘবং দ্রোণপুত্রস্য দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
ব্যস্ময়ন্ত মহারাজ ন চৈনং প্রত্যুদীক্ষিতুম্ ॥ ৯
শেকুস্তে সর্বরাজানস্তপন্তমিব ভাস্করম্।
বধ্যমানে ততঃ সৈন্যে দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ॥ ১০
সাত্যকির্ধর্মরাজশ্চ পাঞ্চালাশ্চাপি সঙ্গতাঃ।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং ঘোরং দ্রৌণায়নিমুপাদ্রবন্ ॥ ১১
সাত্যকিঃ সপ্তবিংশত্যা দ্রৌণিং বিদ্ধ্বা শিলীমুখৈঃ
পুনর্বিব্যাধ নারাচৈঃ সপ্তভিঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ ॥ ১২
যুধিষ্ঠিরস্ত্রিসপ্তত্যা প্রতিবিন্ধ্যশ্চ সপ্তভিঃ।
শ্রুতকর্মা ত্রিভির্বাণৈঃ শ্রুতকীর্তিশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ১৩
সুতসোমস্তু নবভিঃ শতানীকশ্চ সপ্তভিঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা বিব্যধুস্তং সমন্ততঃ ॥ ১৪
স তু ক্রুদ্ধস্ততো রাজন্নাশীবিষ ইব শ্বসন্।
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা প্রত্যবিধ্যচ্ছিলীমুখৈঃ ॥ ১৫
শ্রুতকীর্তিঞ্চ নবভিঃ সুতসোমঞ্চ পঞ্চভিঃ।
অষ্টভিঃ শ্রুতকর্মাণং প্রতিবিন্ধ্যং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ১৬
শতানীকঞ্চ নবভির্ধর্মপুত্রঞ্চ পঞ্চভিঃ।
তথেতরাংস্ততঃ শূরান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামতাড়য়ৎ ॥ ১৭
শ্রুতকীর্তেস্তথা চাপং চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শ্রুতিকীর্তির্মহারথঃ ॥ ১৮
দ্রৌণায়নিং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা বিব্যাধান্যৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
ততো দ্রৌণির্মহারাজ শরবর্ষেণ মারিষ ॥ ১৯
ছাদয়ামাস তৎ সৈন্যং সমন্তাদ্ ভরতর্ষভ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা ধর্মরাজস্য কার্মুকম্ ॥ ২০
দ্রৌণিশ্চিচ্ছেদ বিহসন্ বিব্যাধ চ শরৈস্ত্রিভিঃ।
ততো ধর্মসুতো রাজন্ প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ ধনুঃ ॥ ২১

এইভাবে আকাশ বাণময় হইয়া যাইলে পর আমরা সেখানে এই আশ্চর্য্য বিষয় অবলোকন করলাম যে, আকাশচারী কোনও প্রাণীই সে স্থল দিয়া উড়িয়া নীচেতে আসিতে পারিল না ॥ ৭

সেই সময় যত্নপরায়ণ সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য যোদ্ধারাও পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিলেন না ॥ ৮

মহারাজ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার এতাদৃশ নৈপুণ্য দেখিয়া সেখানে অবস্থিত সকল মহারথী নরপতিগণই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাপদানরত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী অশ্বত্থামার দিকে তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতেও পারিলেন না ॥ ৯½

তদনন্তর যখন পাণ্ডব-সৈন্যরা বিনষ্ট হইতে থাকিল, তখন মহারথী দ্রৌপদীপুত্রগণ, সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পাঞ্চাল-সৈন্যরা একত্রে সংগঠিত হইয়া ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০-১১

সাত্যকি প্রথমে সাতাশটি বাণের দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি স্বর্ণভূষিত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

যুধিষ্ঠির তিয়াত্তর, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয় ও শতানীক সাতটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্যান্য বহু বীর যোদ্ধাও চারিদিক্ দিয়া তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

রাজন্! তখন ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পতুল্য শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে অশ্বত্থামা সাত্যকিকে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫

তারপর শ্রুতকীর্ত্তিকে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতকর্ম্মাকে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পাঁচ এবং অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে দুইটি দুইটি বাণে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১৬-১৭

তারপর তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। তখন মহারথী শ্রুতকীর্ত্তি অপর একটি ধনু লইয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাকে প্রথমে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে অন্য বহু বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮½

মান্যবর ভরতভূষণ মহারাজ! তাহার পর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা নিজের বাণসমূহের বর্ষণে যুধিষ্ঠিরের সেই বাহিনীকে চারিদিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ১৯

ইহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধনু ছেদন করিলেন এবং হাস্য করিতে করিতে পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ২০½

রাজন্! তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর একটি বিশাল ধনু হাতে লইয়া দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে সত্তরটি বাণ প্রহার করিলেন। ২১½

দ্রৌণিং বিব্যাধ সপ্তত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ।
সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো দ্রৌণেঃ প্রহরতো রণে ॥২২
অর্ধচন্দ্রেণ তীক্ষ্ণেন ধনুশ্চিচ্ছেদ ভৃশম্।
ছিন্নধন্বা ততো দ্রৌণিঃ শক্ত্যা শক্তিমতাং বরঃ ॥ ২৩
সারথিং পাতয়ামাস শৈনেয়স্য রথাদ্ দ্রুতম্।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৪
শৈনেয়ং শরবর্ষেণচ্ছাদয়ামাস ভারত।
তস্যাশ্বাঃ প্রদ্রুতাঃ সংখ্যে পতিতে রথসারথৌ ॥ ২৫
তত্র তত্রৈব ধাবন্তঃ সমদৃশ্যন্ত ভারত।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাস্তু দ্রৌণিং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥ ২৬
অভ্যবর্ষন্ত বেগেন বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্।
আগচ্ছমানাংস্তান্ দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধরূপান্ পরন্তপঃ ॥ ২৭
প্রহসন্ প্রতিজগ্রাহ দ্রোণপুত্রো মহারণে।
ততঃ শরশতজ্বালঃ সেনাকক্ষং মহারথঃ ॥ ২৮
দ্রৌণির্দদাহ সমরে কক্ষমগ্নির্যথা বনে।
তদ্ বলং পাণ্ডুপুত্রস্য দ্রোণপুত্রপ্রতাপিতম্ ॥ ২৯
চুক্ষুভে ভরতশ্রেষ্ঠ তিমিনেব নদীমুখম্।
দৃষ্ট্বা চৈব মহারাজ দ্রোণপুত্রপরাক্রমম্ ॥ ৩০
নিহতান্ মেনিরে সর্বান্ পাণ্ডূন্ দ্রোণসুতেন বৈ।
যুধিষ্ঠিরস্তু ত্বরিতো দ্রোণশিষ্যো মহারথঃ ॥ ৩১
অব্রবীদ্ দ্রোণপুত্রায় রোষামর্ষসমন্বিতঃ।

(যুধিষ্ঠির উবাচ।

জানামি ত্বাং যুধি শ্রেষ্ঠং বীর্যাবন্তং মহাবলম্।
কৃতাস্ত্রং কৃতিনং চৈব তথা লঘুপরাক্রমম্ ॥
বলমেতদ্ ভবান্ সর্বং পার্ষতে যদি দর্শয়েৎ।
ততস্ত্বাং বলবন্তঞ্চ কৃতবিদ্যঞ্চ বিদ্মহে ॥
ন হি বৈ পার্ষতং দৃষ্ট্বা সমরে শত্রুসূদনম্।
ভবেৎ তব বলং কিঞ্চিদ্ ব্রবীমি ত্বা ন তু দ্বিজম্ ॥)
নৈব নাম তব প্রীতির্নৈব নাম কৃতজ্ঞতা ॥ ৩২

ইহার পর কুপিত হইয়া সাত্যকি রণাঙ্গনে প্রহারকারী অশ্বত্থামার ধনুটিকে তীক্ষ্ণধার অর্দ্ধচন্দ্র বাণের দ্বারা ছিন্ন করত তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ২২½

ধনু ছিন্ন হইলে পর শক্তিশালী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা একটি শক্তি নিক্ষেপ করিয়া শিনিপৌত্র সাত্যকির সারথিকে দ্রুত রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন। ২৩½

ভারত! তাহার পর প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনুগ্রহণ করত সাত্যকিকে বাণবর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ২৪½

ভরতনন্দন! তাঁহার রথের সারথি ভূপাতিত হইলে পর অশ্বগণ যুদ্ধস্থলে অনিয়ন্ত্রিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সকল অশ্বকে তখন চারিদিকে ধাবিত হইতে দেখা যাইল। ২৫½

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডব-মহারথীরা অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামার উপর তীব্রবেগে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৬½

শত্রুতাপন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই মহাসমরে এই পাণ্ডব-মহারথী বীরগণকে ক্রোধের সহিত আক্রমণ করিতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ২৭½

যেরূপ অগ্নি বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ মহারথী অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে শত বাণরূপ শিখা-সমূহে প্রজ্বলিত পাণ্ডবসৈন্যরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ তিমি মৎস্য নদীর প্রবাহকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণপুত্রের দ্বারা সন্তাপিত পাণ্ডবসৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। ২৯½

মহারাজ! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার পরাক্রম দেখিয়া সকলে ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, দ্রোণসুত অশ্বত্থামা দ্বারা সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা নিহত হইবে। ৩০½

তদনন্তর রোষ ও অমর্ষে পূর্ণ দ্রোণশিষ্য মহারথী যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বলিলেন। ৩১½

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি জানি, তুমি যুদ্ধে পরাক্রমী, মহাবলশালী, অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, বিদ্বান্ এবং শীঘ্রতাসহকারে পুরুষার্থপ্রকাশ করিতে পার।

কিন্তু যদি নিজের এই সম্পূর্ণ বল তুমি দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর দেখাইতে পার, তবে আমরা জানিব—তুমি বলবান্ এবং অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্।

শত্রুনাশন ধৃষ্টদ্যুম্নকে যুদ্ধস্থলে দেখিয়া তোমার বল কিছু কার্য্য করে না। (তোমার কর্ম দেখিয়া) আমি তোমাকে সেই কারণে ব্রাহ্মণ বলিতে পারিব না।)

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ যে তুমি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহাতে তোমার প্রেম জানা যায় না এবং তোমার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না। ৩২½

যতস্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র মামেবাদ্য জিঘাংসসি।
ব্রাহ্মণেন তপঃ কার্য্যং দানমধ্যয়নং তথা ॥ ৩৩
ক্ষত্রিয়েণ ধনুর্নাম্যং স ভবান্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
মিষতস্তে মহাবাহো যুধি জেষ্যামি কৌরবান্ ॥ ৩৪
কুরুষ্ব সমরে কর্ম ব্রহ্মবন্ধুরসি ধ্রুবম্।
এবমুক্তো মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ স্ময়ন্নিব ॥ ৩৫
যুক্তং তত্ত্বঞ্চ সঞ্চিন্ত্য নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ।
অনুক্ত্বা চ ততঃ কিঞ্চিচ্ছরবর্ষেণ পাণ্ডবম্ ॥ ৩৬
ছাদয়ামাস সমরে ক্রুদ্ধোঽন্তক ইব প্রজাঃ।
স চ্ছাদ্যমানস্তু তদা দ্রোণপুত্রেণ মারিষ ॥ ৩৭
পার্থোঽপযাতঃ শীঘ্রং বৈ বিহায় মহতীং চমূম্।
অপযাতে ততস্তস্মিন্ ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ৩৮
দ্রোণপুত্রস্ততো রাজন্ প্রত্যগাৎ স মহামনাঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজংস্ত্যক্ত্বা দ্রৌণিং মহাহবে।
প্রযযৌ তাবকং সৈন্যং যুক্তঃ ক্রূরায় কর্মণে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি পার্থাপযানে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

ব্রাহ্মণের তপস্যা, দান ও বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। ধনু নত করা ত' ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, অতএব তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ। ৩৩।

মহাবাহো! আজ আমি তোমার সাক্ষাতেই যুদ্ধে কৌরব সৈন্যদিগকে জয় করিব। তুমি সমরে পরাক্রম প্রকাশ কর। নিশ্চয়ই তুমি একজন স্বধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ। ৩৪।

মহারাজ! তিনি এই কথা বলিলে পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া উঠিলেন। যুধিষ্ঠিরের কথা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ ছিল, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কিছু উত্তর দিলেন না। ৩৫।

তিনি কোনরূপ উত্তর না দিয়া সমরাঙ্গণে ক্রুদ্ধ যম যেরূপ প্রলয়কালে প্রাণীদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে শরবর্ষণ করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন। ৩৬।

মাননীয়! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সেই সময় নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগ করিয়া অতিসত্বর সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। ৩৭।

রাজন্! তাহার পর ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির চলিয়া যাইলে মহামনা দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা অন্যদিকে গমন করিলেন। ৩৮।

হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাযুদ্ধে অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করত যুধিষ্ঠির পুনরায় ক্রূর কর্ম করিবার জন্য আপনার সৈন্যদের দিকে প্রস্থান করিলেন। ৩৯।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে, যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুল-সহদেবাভ্যাং সহ দুর্য্যোধনস্য যুদ্ধম্, ধৃষ্টদ্যুম্নেন দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, কর্ণেন সসৈন্য-পাঞ্চাল-যোধানাং বিনাশঃ, সসৈন্য-কৌরবযোদ্ধৃণাং ভীমসেনেন সংহারঃ, অর্জুনেন সংশপ্তক-সৈন্যানাং বধঃ, অর্জুনেন সহ অশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, অশ্বত্থাম্নঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ভীমসেনং সপাঞ্চাল্যং চেদি-কেকয়সংবৃতম্।
বৈকর্তনঃ স্বয়ং রুদ্ধ্বা বারয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ১

ততস্তু চেদি-কারূষান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ মহারথান।
কর্ণো জঘান সমরে ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥ ২

ভীমসেনস্ততঃ কর্ণং বিহায় রথসত্তমম্।
প্রযযৌ কৌরবং সৈন্যং কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩

সূতপুত্রোঽপি সমরে পাঞ্চালান কেকয়াংস্তথা।
সৃঞ্জয়াংশ্চ মহেষ্বাসান্ নিজঘান সহস্রশঃ ॥ ৪

সংশপ্তকেষু পার্থশ্চ কৌরবেষু বৃকোদরঃ।
পাঞ্চালেষু তথা কর্ণঃ ক্ষয়ং চক্রুর্মহারথাঃ ॥ ৫

তে ক্ষত্রিয়া দহ্যমানাস্ত্রিভিস্তৈঃ পাবকোপমৈঃ।
জগ্মুর্বিনাশং সমরে রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥ ৬

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[নকুল-সহদেবের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের পরাজয়, কর্ণের দ্বারা সৈন্যসহ পাঞ্চাল যোদ্ধাদের বিনাশ, সসৈন্য কৌরব-যোদ্ধাদিগকে ভীমসেনের সংহার, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সংশপ্তক সৈন্যগণের বধ, অর্জ্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাঞ্চাল, চেদি ও কেকয় সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত ভীমসেনকে স্বয়ং সূর্য্যনন্দন কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা অবরুদ্ধ করত তাঁহার অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ১

তদনন্তর সমরাঙ্গণে কর্ণ ভীমসেনের সাক্ষাতেই চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয় মহারথী বীরগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ২

তখন ভীমসেনও রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণকে পরিহার করিয়া যেরূপ অগ্নি তৃণনির্ম্মিত কুটীরকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ কৌরব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৩

সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণকে নিহত করিলেন। ৪

অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের, ভীমসেন কৌরব-সৈন্যদের এবং পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত যুদ্ধ করিতেছিলেন। এই তিন মহারথী বীর বহুসংখ্যক শত্রু-সৈন্য বিনাশ করিলেন। ৫

ততো দুর্য্যোধনঃ ক্রুদ্ধো নকুলং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভরতশ্রেষ্ঠ চতুরশ্চাস্য বাজিনঃ ॥ ৭

ততঃ পুনরমেয়াত্মা তব পুত্রো জনাধিপ।
ক্ষুরেণ সহদেবস্য ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্ ॥ ৮

নকুলস্তু ততঃ ক্রুদ্ধস্তব পুত্রঞ্চ সপ্তভিঃ।
জঘান সমরে রাজন সহদেবশ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৯

তাবুভৌ ভরতশ্রেষ্ঠৌ জ্যেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাম।
বিব্যাধোরসি সংক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ১০

ততোঽপরাভ্যাং ভল্লাভ্যাং ধনুষী সমকৃন্তত।
যময়োঃ সহসা রাজন বিব্যাধ চ ত্রিসপ্তভিঃ ॥ ১১

তাবন্যে ধনুষী শ্রেষ্ঠে শক্রচাপনিভে শুভে।
প্রগৃহ্য রেজতুঃ শূরৌ দেবপুত্রসমৌ যুধি ॥ ১২

অগ্নিতুল্য তেজস্বী এই তিন বীর কর্ত্তৃক দগ্ধ হইতে থাকিয়া ক্ষত্রিয়গণ সমরাঙ্গণে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। রাজন্! এ সমস্তই আপনার কুমন্ত্রণারই ফল। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া নয়টি বাণে নকুল ও তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ৭

হে জনাধিপ! ইহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন একটি ক্ষুর বাণের দ্বারা সহদেবের স্বর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৮

রাজন্! তাহার পর সমরাঙ্গণে আপনার পুত্রকে ক্রুদ্ধ নকুল সাত এবং সহদেব পাঁচটি বাণে আঘাত করিলেন। ৯

এই দুই যোদ্ধা সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের প্রধান ছিলেন। দুর্য্যোধন অতিশয় কুপিত হইয়া ইঁহাদের বক্ষে পাঁচটি করিয়া বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১০

রাজন্! তাহার পর তিনি সহসা দুইটি ভল্লের দ্বারা নকুল ও সহদেবের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং উভয়কেই একুশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ১১

তখন সেই দুই বীর নকুল-সহদেব ইন্দ্রধনুতুল্য সুন্দর অপর দুইটি ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে দেবপুত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২

ততস্তৌ রভসৌ যুদ্ধে ভ্রাতরৌ ভ্রাতরং যুধি।
শরৈর্ববৃষতুর্ঘোরৈর্মহামেঘৌ যথাচলম্ ॥ ১৩

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ তব পুত্রো মহারথঃ।
পাণ্ডুপুত্রৌ মহেষ্বাসৌ বারয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ১৪

ধনুর্মণ্ডলমেবাস্য দৃশ্যতে যুধি ভারত।
সায়কাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিশ্চরন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫

আচ্ছাদয়ন্ দিশঃ সর্বাঃ সূর্য্যস্যেবা শবো যথা।
বাণভূতে ততস্তস্মিন সংছন্নে চ নভস্তলে ॥ ১৬

যমাভ্যাং দদৃশে রূপং কালান্তকযমোপমম্।
পরাক্রমং তু তং দৃষ্ট্বা তব সূনোর্মহারথাঃ। ১৭

মৃত্যোরুপান্তিকং প্রাপ্তৌ মাদ্রীপুত্রৌ স্ম মেনিরে।
ততঃ সেনাপতী রাজন পাণ্ডবস্য মহারথঃ ॥ ১৮

পার্ষতঃ প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা সুযোধনঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ ততঃ শূরৌ অতিক্রম্য মহারথৌ ॥ ১৯

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তব সুতং বারয়ামাস সায়কৈঃ।
তমবিধ্যদমেয়াত্মা তব পুত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥ ২০

পাঞ্চাল্যং পঞ্চবিংশত্যা প্রহসন্ পুরুষর্ষভঃ।
ততঃ পুনরমেয়াত্মা তব পুত্রো হ্যমর্ষণঃ ॥ ২১

বিদ্ধ্বা ননাদ পাঞ্চাল্যং ষষ্ট্যা পঞ্চভিরেব চ।
তথাস্য সশরং চাপং হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ২২

ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন রাজা চিচ্ছেদ সংযুগে।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং পাঞ্চাল্যঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ২৩

অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভারসহং নবম্।
প্রজ্বলন্নিব বেগেন সংরম্ভাদ্ রুধিরেক্ষণঃ ॥ ২৪

অশোভত মহেষ্বাসো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ কৃতব্রণঃ।
স পঞ্চদশ নারাচান্ শ্বসতঃ পন্নগানিব ॥ ২৫

জিঘাংসুর্ভরতশ্রেষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যপাসৃজৎ।
তে বর্ম হেমবিকৃতং ভিত্ত্বা রাজ্ঞঃ শিলাশিতাঃ ॥ ২৬

তাহার পর যেরূপ দুই খণ্ড বিশাল মেঘ পর্ব্বতের জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বেগশালী বীর ভ্রাতা নকুল ও সহদেব ভ্রাতা দুর্য্যোধনের উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

মহারাজ! তখন আপনার মহারথী পুত্র দুর্য্যোধন কুপিত হইয়া সেই দুই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুনন্দনকে বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন ॥ ১৪

ভারত! সেই সময় কেবল তাঁহার মণ্ডলাকার ধনুই দেখা যাইতেছিল এবং তাহা হইতে চারিদিক্ দিয়া নিক্ষিপ্ত বাণসকল সূর্য্যের কিরণাবলির ন্যায় সমস্ত দিকেই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ১৫½

সেই সময় যখন আকাশ আচ্ছাদিত হইয়া বাণময় হইল, তখন নকুল ও সহদেব আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের স্বরূপ কালান্তক যমের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১৬½

আপনার পুত্রের এই পরাক্রম দেখিয়া সকল মহারথী বীরগণ এরূপ মনে করিতে থাকিলেন যে, মাদ্রীর এই দুই পুত্র নকুল ও সহদেব মৃত্যুর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১৭½

রাজন্! তখন পাণ্ডব-সেনাপতি দ্রুপদপুত্র মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে রাজা দুর্য্যোধন ছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮½

মহারথী বীরবর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবকে লঙ্ঘন করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের বাণসমূহের আঘাতে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৯½

তখন অমেয় আত্মবলসম্পন্ন আপনার অমর্ষশীল পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন হাস্য করিতে করিতে পঁচিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২০½

তদনন্তর অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন আপনার অমর্ষশীল পুত্র দুর্য্যোধন পঁয়ষট্টিটি বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২১½

আর্য্য! পুনরায় রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে একটি তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণসহ ধনু এবং হস্তত্রাণ (দস্তানা) ছেদন করিলেন ॥ ২২½

শত্রুনাশন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু ত্যাগ করিয়া সবেগে অপর একটি ভার সহ্য করিতে সমর্থ ধনু গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩½

সেই সময় তাঁহার চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল, এই কারণে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪½

ধৃষ্টদ্যুম্ন ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় শ্বাসত্যাগকারী সর্পগণের ন্যায় বিষাক্ত পনেরটি নারাচ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৫½

শিলাশাণিত কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষযুক্ত এই সকল বাণ রাজা দুর্য্যোধনের স্বর্ণময় কবচকে ছেদন করত তীব্রবেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৬½

বিবিশুর্বসুধাং বেগাৎ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ পুত্রস্তেঽতিব্যরাজত ॥ ২৭
বসন্তকালে সুমহান্ প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ।
স ছিন্নবর্ম্মা নারাচপ্রহারৈর্জ্জর্জরীকৃতঃ ॥ ২৮
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভল্লেন ক্রুদ্ধশ্চিচ্ছেদ কার্ম্মুকম্।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং ত্বরমাণো মহীপতিঃ ॥ ২৯
সায়কৈর্দশভী রাজন্ ভ্রুবোর্মধ্যে সমার্পয়ৎ।
তস্য তেঽশোভয়ন্ বক্ত্রং কর্মারপরিমার্জিতাঃ ॥ ৩০
প্রফুল্লং পঙ্কজং যদ্বদ্ ভ্রমরা মধুলিপ্সবঃ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহামনাঃ ॥ ৩১
অন্যদাদত্ত বেগেন ধনুর্ভল্লাংশ্চ ষোড়শ।
ততো দুর্য্যোধনস্যাশ্বান্ হত্বা সূতঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৩২
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন জাতরূপপরিস্কৃতম্।
রথং সোপস্করং ছত্রং শক্তিং খড়্গং গদাং ধ্বজম্ ॥ ৩৩
ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ দশভিঃ পুত্রস্য তব পার্ষতঃ।
তপনীয়াঙ্গদং চিত্রং নাগং মণিময়ং শুভম্ ॥ ৩৪
ধ্বজং কুরুপতেশ্ছিন্নং দদৃশুঃ সর্বপার্থিবাঃ।
দুর্য্যোধনং তু বিরথং ছিন্নবর্মায়ুধং রণে ॥ ৩৫
ভ্রাতরঃ পর্য্যরক্ষন্ত সোদরা ভরতর্ষভ।
তমারোপ্য রথে রাজন্ দণ্ডধারো নরাধিপম্ ॥ ৩৬
অপাহরদসম্ভ্রান্তো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পশ্যতঃ।
কর্ণস্তু সাত্যকিং জিত্বা রাজগৃদ্ধী মহাবলঃ ॥ ৩৭
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুং সসারাভিমুখো রণে।
তং পৃষ্ঠতোঽভ্যয়াৎ তূর্ণং শৈনেয়ো বিতুদন্ শরৈঃ ॥৩৮
বারণং জঘনোপান্তে বিষাণাভ্যামিব দ্বিপঃ।
স ভারত মহানাসীদ্ যোধানাং সুমহাত্মনাম্ ॥ ৩৯
কর্ণ-পার্ষতয়োর্মধ্যে ত্বদীয়ানাং মহারণঃ।
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং যোধঃ কশ্চিৎ পরাঙ্মুখঃ ॥৪০

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত আহত হইয়া বসন্তকালে বিকসিত বিশাল পলাশবৃক্ষের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭২

ইঁহার কবচ তখন ছিন্ন হইয়াছিল এবং দেহ নারাচসমূহের আঘাতে জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় তিনি কুপিত হইয়া একটি ভল্লের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিলেন ॥ ২৮২

রাজন্! ধনু ছিন্ন হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে রাজা দুর্য্যোধন অতিক্রুদ্ধ দশটি বাণ প্রহার করিলেন ২৯২

কর্ম্মকার দ্বারা পরিমার্জ্জিত এই সকল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখের সেইরূপ শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিল, যেরূপ মধুলোভী ভ্রমর বিকসিত পদ্মপুষ্পের রসাস্বাদন করিতে করিতে শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৩০২

মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত সবেগে অপর একটি ধনু ও ষোলটি ভল্ল হাতে লইলেন ॥ ৩১২

ইহাদের মধ্যে পাঁচটি ভল্লের দ্বারা দুর্য্যোধনের সারথি এবং অশ্বগণকে নিহত করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার স্বর্ণভূষিত ধনুটিকেও ছেদন করিলেন ॥ ৩২২

তাহার পর দশটি ভল্লের দ্বারা দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমস্ত সামগ্রীসমূহের সহিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৩৩২

সমস্ত রাজারা তখন দেখিলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের স্বর্ণনির্ম্মিত অঙ্গদসমূহে বিভূষিত, নাগচিহ্নযুক্ত বিচিত্র, মণিময় এবং সুন্দর ধ্বজ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে যাঁহার কবচ ও অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই রথহীন দুর্য্যোধনের সহোদর ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহাকে সকল দিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫২

রাজন্! এই সময় দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই রাজা দুর্য্যোধনকে নিজের রথের উপর আরোহণ করাইয়া অবিচলিত চিত্তে রণভূমি হইতে দূরে লইয়া যাইলেন ॥ ৩৬২

রাজা দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী মহাবল কর্ণ সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বাণধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্মুখে আসিলেন ॥ ৩৭২

সেই সময় শিনিপৌত্র সাত্যকি নিজের বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে পীড়িত করিতে করিতে অতিক্রুদ্ধ তাঁহার অনুগমন করিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—যেন কোন গজরাজ নিজের দন্তের দ্বারা অপর একটি গজরাজের জঙ্ঘাসমীপে আঘাত করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিতেছে ॥ ৩৮২

ভারত! কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে অবস্থিত আপনার মহাত্মা যোদ্ধাগণের পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত তীব্র মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৩৯২

সেই সময় পাণ্ডব ও আমাদের যোদ্ধাদের মধ্যে কোন যোদ্ধাকেই যুদ্ধ হইতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে দেখা যাইল না। তখন কর্ণ ত্বরান্বিত হইয়া পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪০২

প্রত্যাদৃশ্যং ততঃ কর্ণঃ পঞ্চালাংস্ত্বরিতো যযৌ ।
তস্মিন্ ক্ষণে নরশ্রেষ্ঠ গজবাজিজনক্ষয়ঃ ॥ ৪১
প্রাদুরাসীদ্ভয়তো রাজন্ মধ্যগতেঽহনি ।
পাঞ্চালাস্তু মহারাজ ত্বরিতা বিজিগীষবঃ ॥ ৪২
তে সর্বেঽভ্যদ্রবন্ কর্ণং পতত্রিণ ইব দ্রুমম্ ।
তাংস্তথাধিরথিঃ ক্রুদ্ধো যতমানান্ মনস্বিনঃ ॥ ৪৩
বিচিন্বন্নিব বাণৌঘৈঃ সমাসাদয়দগ্রগান্ ।
ব্যাঘ্রকেতুং সুশর্মাণং চিত্রং চোগ্রায়ুধং জয়ম্ ॥ ৪৪
শুক্লঞ্চ রোচমানঞ্চ সিংহসেনঞ্চ দুর্জয়ম্ ।
তে বীরা রথমার্গেণ পরিবব্রুর্নরোত্তমম্ ॥ ৪৫
সৃজন্তং সায়কান্ ক্রুদ্ধং কর্ণমাহবশোভিনম্ ।
যুধ্যমানাংস্তু তান্ শূরান্মনুজেন্দ্র প্রতাপবান্ ॥ ৪৬
অষ্টাভিরষ্টৌ রাধেয়োঽভ্যর্দয়ন্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অথাপরান্ মহারাজ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৭
জঘান বহুসাহস্রান্ যোধান্ যুদ্ধবিশারদান্ ।
জিষ্ণুঞ্চ জিষ্ণুকর্মাণং দেবাপিং ভদ্রমেব চ ॥ ৪৮
দণ্ডঞ্চ রাজন্ সমরে চিত্রং চিত্রায়ুধং হরিম্ ।
সিংহকেতুং রোচমানং শলভঞ্চ মহারথম্ ॥ ৪৯
নিজঘান সুসংক্রুদ্ধশ্চেদীনাঞ্চ মহারথান্ ।
তেষামাদদতঃ প্রাণানাসীদাধিরথের্বপুঃ ॥ ৫০
শোণিতাভ্যুক্ষিতাঙ্গস্য রুদ্রস্যেবোর্জিতং মহৎ ।
তত্র ভারত কর্ণেন মাতঙ্গাস্তাড়িতাঃ শরৈঃ ॥ ৫১
সর্বতোঽভ্যদ্রবন্ ভীতাঃ কুর্বন্তো মহদাকুলম্ ।
নিপেতুরুর্ব্যাং সমরে কর্ণসায়কতাড়িতাঃ ॥ ৫২
কুর্বন্তো বিবিধান্ নাদান্ বজ্রনুন্না ইবাচলাঃ ।
গজ-বাজি-মনুষ্যৈশ্চ নিপতদ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৫৩
রথৈশ্চাধিরথের্মার্গে সমাস্তীর্য্যত মেদিনী ।
নৈবং ভীষ্মো ন চ দ্রোণো নান্যে যুধি চ তাবকাঃ ॥৫৪
চক্রুঃ স্ম তাদৃশং কর্ম যাদৃশং বৈ কৃতং রণে ।
সূতপুত্রেণ নাগেষু হয়েষু চ রথেষু চ ॥ ৫৫

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! মধ্যাহ্নকালের সেই সময়ে উভয়পক্ষের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহার হইতে লাগিল ॥ ৪১২

মহারাজ! জয়লাভ করিতে ইচ্ছুক সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কর্ণের দিকে সেইভাবে আক্রমণের জন্য ধাবিত হইল, যেরূপ পক্ষীরা বৃক্ষের দিকে উড়িয়া যায় ॥ ৪২॥

অধিরথপুত্র কর্ণ কুপিত হইয়া জয়লাভের জন্য প্রযত্নশীল, মনস্বী এবং অগ্রগামী বীরগণকে যেন চয়ন করিতে করিতে বাণসমূহের দ্বারা যমলোক প্রাপ্ত করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৩২

তিনি ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্মা (সংশপ্তক-সেনাপতি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্মা দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিলেন; এই সুশর্মা ত্রিগর্ত্তরাজ হইতে ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধা), চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্ল, রোচমান এবং দুর্জয় বীর সিংহসেনকে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৪২

এই সব বীরগণ রথমার্গে আসিয়া যুদ্ধে শোভা পাইতে লাগিলেন এবং কুপিত হইয়া বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৫২

নরেন্দ্র! প্রতাপশালী রাধাপুত্র কর্ণ দূর হইতে যুদ্ধরত সেই আট জন বীরকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিলেন ॥৪৬২

মহারাজ! তদনন্তর প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ কয়েক হাজার যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধাকে বধ করিলেন ॥ ৪৭২

রাজন্! তাহার পর ক্রুদ্ধ কর্ণ সমরাঙ্গণে জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান এবং মহারথী শলভ—এই চেদিদেশীয় মহারথী বীরগণকে বিনাশ করিলেন ॥ ৪৮-৪৯২

এই বীরগণের প্রাণহরণ করিবার সময় রক্তে সিক্তদেহ সূতপুত্র কর্ণের শরীর প্রাণিসকলের সংহারকারী ভগবান্ রুদ্রের বিশাল দেহের ন্যায় দেদীপ্যমান হইতেছিল ॥ ৫০২

ভারত! সেখানে কর্ণের বাণসমূহে তাড়িত হাতীরা বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ব্যাকুল করিতে করিতে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৫১২

কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া সমরাঙ্গণে নানাপ্রকার আর্তনাদ করিতে করিতে বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতসকলের ন্যায় সেই সব হাতী ধরাশায়ী হইল ॥ ৫২ ২

সূতপুত্র কর্ণের রথের মার্গে চারিদিকে পতিত হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও রথ সকলের দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল ॥ ৫৩২

কর্ণ এই সময় রণাঙ্গনে যেরূপ পরাক্রম করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরাক্রম না ভীষ্ম, না দ্রোণাচার্য্য এবং না আপনার অন্য কোন যোদ্ধা করিতে পারিয়াছেন ॥ ৫৪২

মহারাজ! সূতপুত্র কর্ণ হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণ পীড়ন আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৫২

নরেষু চ মহারাজ কৃতং স্ম কদনং মহৎ।
মৃগমধ্যে যথা সিংহো দৃশ্যতে নির্ভয়শ্চরন্॥ ৫৬
পাঞ্চালানাং তথা মধ্যে কর্ণোঽচরদভীতবৎ।
যথা মৃগগণাংস্ত্রস্তান্ সিংহো দ্রাবয়তে দিশঃ॥ ৫৭
পাঞ্চালানাং রথব্রাতান্ কর্ণো ব্যদ্রাবয়ৎ তথা।
সিংহাস্যঞ্চ যথা প্রাপ্য ন জীবন্তি মৃগাঃ কচিৎ॥ ৫৮
তথা কর্ণমনুপ্রাপ্য ন জিজীবুর্মহারথাঃ।
বৈশ্বানরং যথা প্রাপ্য প্রতিদহ্যন্তি বৈ জনাঃ॥ ৫৯
কর্ণাগ্নিনা রণে তদ্বদ্ দগ্ধা ভারত সৃঞ্জয়াঃ।
কর্ণেন চেদি-কৈকেয়-পাঞ্চালেষু চ ভারত॥ ৬০
বিশ্রাব্য নাম নিহতা বহবঃ শূরসম্মতাঃ।
মম চাসীন্মতী রাজন্ দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্॥ ৬১
নৈকোঽপ্যাধিরথের্জীবন্ পাঞ্চাল্যো মোক্ষ্যতে যুধি
পাঞ্চালান্ ব্যধমৎ সংখ্যে সূতপুত্রঃ পুনঃ পুনঃ॥ ৬২
পাঞ্চালানথ নিঘ্নন্তং কর্ণং দৃষ্ট্বা মহারণে।

যেরূপ সিংহকে মৃগদলের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখা যায়, সেইরূপ কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যমধ্যে নির্ভীকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৫৬½

যেরূপ ভীত মৃগদলকে সিংহ চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ পাঞ্চালসৈন্যদের রথসমূহকে বিতাড়িত করিলেন॥ ৫৭½

যেরূপ মৃগ সিংহের মুখের নিকটে যাইয়া জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ পাঞ্চাল মহারথী বীরগণ কর্ণের নিকটে গমন করত আর জীবিত থাকিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৫৮½

ভরতনন্দন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে পতিত হইয়া সকল মনুষ্যই দগ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ সৃঞ্জয়-সন্যগণ রণাঙ্গনে কর্ণরূপী অগ্নির দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইল॥ ৫৯½

ভারত! কর্ণ চেদি, কেকয় ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বীর বলিয়া বিখ্যাত যোদ্ধাকে তাঁহাদের নাম শুনাইতে শুনাইতে বধ করিলেন॥ ৬০½

রাজন্! কর্ণের পরাক্রম দেখিয়া আমার মনে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, যুদ্ধস্থলে একজনও পাঞ্চাল যোদ্ধা সূতপুত্র হইতে মুক্তি পাইবে না; কারণ, তিনি পুনঃ পুনঃ যুদ্ধস্থলে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন॥ ৬১-৬২

সেই মহাসমরে কর্ণকে পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে

অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৬৩
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ রাধেয়ং দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
পরিবব্রুরমিত্রঘ্নং শতশশ্চাপরে জনাঃ॥ ৬৪
শিখণ্ডী সহদেবশ্চ নকুলো নাকুলিস্তথা।
জনমেজয়ঃ শিনের্নপ্তা বহবশ্চ প্রভদ্রকাঃ॥ ৬৫
এতে পুরোগমা ভূত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
কর্ণমস্যন্তমিষ্বস্ত্রৈর্বিচেরুরমিতৌজসঃ॥ ৬৬
তাংস্তত্রাধিরথিঃ সংখ্যে চেদি-পাঞ্চাল-পাণ্ডবান্।
একো বহূনভ্যপতদ্ গরুত্মান্ পন্নগানিব॥ ৬৭
তৈঃ কর্ণস্যাভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
তাদৃগ্ যাদৃক্ পুরা বৃত্তং দেবানাং দানবৈঃ সহ॥ ৬৮
তান্ সমেতান্ মহেষ্বাসান্ শরবর্ষৌঘবর্ষিণঃ।
একো ব্যধমদব্যগ্রস্তমাংসীব দিবাকরঃ॥ ৬৯
ভীমসেনস্তু সংসক্তে রাধেয়ে পাণ্ডবৈঃ সহ।
সর্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো যমদণ্ডনিভৈঃ শরৈঃ॥ ৭০

দেখিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৬৩

আর্য্য! ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং শত শত মনুষ্য শত্রুনাশক রাধাপুত্র কর্ণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন॥ ৬৪

শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, শতানীক, জনমেজয়, সাত্যকি, এবং বহু সংখ্যক প্রভদ্রকগণ—এই সব অমিততেজস্বী বীরবৃন্দ যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের অগ্রে গমন করিয়া বাণবর্ষণকারী কর্ণের উপর নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রহার করত বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ৬৫-৬৬

সূতপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে একাকী হইলেও যেরূপ গরুড় অনেক সর্পের উপর একত্রে আক্রমণ করে, সেইরূপ বহুসংখ্যক চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৬৭

প্রজানাথ! এই সকলের সহিত কর্ণের সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, যেরূপ পুরাকালে দেবতাগণের দানবদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল॥ ৬৮

যেরূপ একই সূর্য্য সম্পূর্ণ অন্ধকাররাশিকে নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ একক কর্ণ কোনরূপ ব্যগ্র না হইয়াই রাশি রাশি বাণ বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীরবর্গকে নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ৬৯

যে সময় রাধাপুত্র কর্ণ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, সেই সময় মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ক্রুদ্ধ

বাহ্লীকান্ কেকয়ান্ মৎস্যান্ বাসাত্যান্ মদ্র-সৈন্ধবান্
একঃ সংখ্যে মহেষ্বাসো যোধয়ন্ বহ্বশোভত।
তত্র মর্মসু ভীমেন নারাচৈস্তাড়িতা গজাঃ ॥ ৭১
প্রপতন্তো হতারোহাঃ কম্পয়ন্তি স্ম মেদিনীম্।
বাজিনশ্চ হতারোহাঃ পত্তয়শ্চ গতাসবঃ ॥ ৭২
শেরতে যুধি নির্ভিন্না বমন্তো রুধিরং বহু।
সহস্রশশ্চ রথিনঃ পাতিতাঃ পতিতায়ুধাঃ ॥ ৭৩
তে ক্ষতাঃ সমদৃশ্যন্ত ভীমভীতা গতাসবঃ।
রথিভিঃ সাদিভিঃ সূতৈঃ পাদাতৈর্বাজিভির্গজৈঃ ॥ ৭৪
ভীমসেনশরৈশ্ছিন্নৈরাচ্ছন্না বসুধাভবৎ।
তৎ স্তম্ভিতমিবাতিষ্ঠদ্ ভীমসেনভয়ার্দিতম্ ॥ ৭৫
দুর্যোধনবলং সর্বং নিরুৎসাহং কৃতব্রণম্।
নিশ্চেষ্টং তুমুলং দীনং বভৌ তস্মিন্ মহারণে ॥ ৭৬
প্রসন্নসলিলে কালে যথা স্যাৎ সাগরো নৃপ।
তদ্বৎ তব বলং তদ্ বৈ নিশ্চলং সমবস্থিতম্ ॥৭৭
মন্যু-বীর্য্য-বলোপেতং দর্পাৎ প্রত্যবরোপিতম্।
অভবৎ তব পুত্রস্য তৎ সৈন্যং নিষ্প্রভং তদা ॥ ৭৮
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং পরস্পরম্।
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নং রুধিরার্দ্রং বভূব হ ॥ ৭৯
জগাম ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং পরস্পরম্।
সূতপুত্রো রণে ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ৮০
ভীমসেনঃ কুরূংশ্চাপি দ্রাবয়ন্তৌ বিরেজতুঃ।
বর্তমানে যথা রৌদ্রে সংগ্রামেঽদ্ভুতদর্শনে ॥ ৮১
নিহত্য পৃতনামধ্যে সংশপ্তকগণান্ বহূন্।
অর্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো বাসুদেবমথাব্রবীৎ ॥ ৮২
প্রভগ্নং বলমেতদ্ধি যোৎস্যমানং জনার্দন।
এতে দ্রবন্তি সগণাঃ সংশপ্তকমহারথাঃ ৮৩

যমদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা বাহ্লীক, কেকয়, মৎস্য, বসাতীয়, মদ্র ও সিন্ধুদেশীয় সৈন্যদিগকে সর্ব দিক দিয়া সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি যুদ্ধভূমিতে একাকীই এই সকল সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭০½

সেখানে ভীমসেনের নারাচসমূহের দ্বারা মর্মস্থানসকলে তাড়িত হইয়া হাতীরা আরোহীদের সহিত ধরাতলে পতিত হইল এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে লাগিল॥ ৭১½

যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, সেই সব অশ্ব এবং পদাতিসৈন্যরাও যুদ্ধস্থলে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইল॥ ৭২½

সহস্র সহস্র রথী রথ হইতে ভূতলে পাতিত হইল। ইহাদের অস্ত্রসকলও পতিত হইয়াছিল। ইঁহারা সকলে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ভীমসেনের ভয়ে ভীত ও প্রাণহীন দেখাইতে ছিল। ৭৩½

ভীমসেনের বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন রথী, অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব ও হস্তিগণের মৃতদেহে সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল॥ ৭৪½

সেই মহাসমরে ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনী যেন শুব্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাহারা উৎসাহশূন্য, ক্ষত-বিক্ষত, নিশ্চেষ্ট, ভয়ঙ্কর ও অত্যন্ত দীনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল॥ ৭৫-৭৬

হে নৃপ! জলোচ্ছ্বাস (জোয়ার) না হইলে যেমন জল স্বচ্ছ ও শান্ত থাকে, সেই সময় সমুদ্রকে যেরূপ নিশ্চেষ্ট দেখা যায়, সেইরূপ আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থিত রহিল॥ ৭৭

যদিও আপনার সৈন্যদের মধ্যে ক্রোধ, পরাক্রম ও বল ছিল, তথাপি এই সময় তাহাদের সকল দর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য বর্তমানে আপনার পুত্রের এই সৈন্যগণ তেজোহীন বলিয়া প্রতীত হইতেছিল॥ ৭৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সৈন্য-বাহিনী রক্তের প্রবাহে নিমজ্জিত হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়াছিল এবং পরস্পর অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল॥ ৭৯½

সূতপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে এবং ভীমসেন কৌরব-সৈন্যগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮০½

যখন এইরূপ অদ্ভুতদর্শন ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল, সেই সময় অপরদিকে বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন সৈন্যদের মধ্যভাগে বহুসংখ্যক সংশপ্তকসৈন্যদিগকে বধ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন॥ ৮১-৮২

জনার্দন! যুদ্ধ করিতে করিতে সংশপ্তকসৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংশপ্তক-মহারথী যোদ্ধারা নিজ নিজ দলের সহিত পলাইয়া যাইতেছে। যেরূপ মৃগগণ সিংহের গর্জন শব্দ শুনিয়া ভয়ে উৎসাহহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ এই

অপারয়ন্তো মদ্বাণান্ সিংহশব্দং মৃগা ইব।
দীর্য্যতে চ মহৎ সৈন্যং সৃঞ্জয়ানাং মহারণে ॥ ৮৪
হস্তিকক্ষো হ্যসৌ কৃষ্ণ কেতুঃ কর্ণস্য ধীমতঃ।
দৃশ্যতে রাজসৈন্যস্য মধ্যে বিচরতো মুদা ॥ ৮৫
ন চ কর্ণং রণে শক্তা জেতুমন্যে মহারথাঃ।
জানীতে হি ভবান্ কর্ণং বীর্য্যবন্তং পরাক্রমে ॥ ৮৬
তত্র যাহি যতঃ কর্ণো দ্রাবয়ত্যেষ নো বলম্।
বর্জ্জয়িত্বা রণে যাহি সূতপুত্রং মহারথম্ ॥ ৮৭
এতন্মে রোচতে কৃষ্ণ যথা বা তব রোচতে।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য গোবিন্দঃ প্রহসন্নিব ॥ ৮৮
অব্রবীদর্জ্জুনং তূর্ণং কৌরবান জহি পাণ্ডব।
ততস্তব মহাসৈন্যং গোবিন্দপ্রেরিতা হয়াঃ। ৮৯
হংসবর্ণাঃ প্রবিবিশুর্বহন্তঃ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ।
কেশবপ্রেরিতৈরশ্বৈঃ শ্বেতৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ ॥ ৯০
প্রাবিশস্তিস্তব বলং চতুর্দিশমভিদ্যত।
মেঘস্তনিতনির্হ্রাদঃ স রথো বানরধ্বজঃ ॥ ৯১
চলৎপতাকস্তাং সেনাং বিমানং দ্যামিবাবিশৎ।
তৌ বিদার্য্য মহাসেনাং প্রতিষ্ঠৌ কেশবার্জ্জুনৌ ॥৯২
ক্রুদ্ধৌ সংরম্ভরক্তাক্ষৌ ব্যভ্রাজেতাং মহাদ্যুতী।
যুদ্ধশৌণ্ডৌ সমাহূতাবাগতৌ তৌ রণাধ্বরম্ ॥ ৯৩
যজ্ঞৈর্বিধিনাহূতৌ মখে দেবাবিবাশ্বিনৌ।
ক্রুদ্ধৌ তৌ তু নরব্যাঘ্রৌ বেগবন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৯৪
তলশব্দেন রুষিতৌ যথা নাগৌ মহাবনে।
বিগাহ্য তু রথানীকমশ্বসঙ্ঘাংশ্চ ফাল্গুনঃ ॥ ৯৫
ব্যচরৎ পৃতনামধ্যে পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
তং দৃষ্ট্বা যুধি বিক্রান্তং সেনায়াং তব ভারত ॥ ৯৬

সমস্ত সৈন্যরা আমার বাণসকলের আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৮৩½

অন্যদিকে সৃঞ্জয়গণের বিশাল সৈন্যরাও মহাসমরে বিদীর্ণ হইতেছে। হে কৃষ্ণ! ঐ যে হাতীর রজ্জু চিহ্নযুক্ত বুদ্ধিমান্ কর্ণের রথের ধ্বজ দেখা যাইতেছে। সে রাজগণের সৈন্য-মধ্যে আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছে ॥ ৮৪-৮৫

জনার্দ্দন! আপনি ত' জানেন—কর্ণ কিরূপ বলবান্ এবং পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ। অতএব রণাঙ্গনে (আমি ব্যতীত) অপর কোন মহারথী যোদ্ধা তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৮৬

যেখানে কর্ণ আমাদের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে, আপনি সেখানে চলুন। রণাঙ্গনে সংশপ্তকগণকে পরিহার করিয়া এখন মহারথী সূতপুত্রের নিকট গমন করুন ॥ ৮৭

হে কৃষ্ণ! আমার ইহাই এখন উচিত বলিয়া মনে হইতেছে অথবা আপনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন, উহাই করুন। অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হাস্য সহকারে বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি শীঘ্র এই কৌরব সৈন্যদিগকে সংহার কর ॥ ৮৮½

রাজন্! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চালিত হংসসদৃশ শ্বেত-বর্ণের অশ্বগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে লইয়া আপনার বিশাল সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৮৯½

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত সেই সুবর্ণভূষিত শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের মধ্যে চারিদিকেই ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইল ॥ ৯০½

যেরূপ কোন বিমান স্বর্গলোকে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ চঞ্চল পতাকাশ্রেণীতে যুক্ত এই কপিধ্বজ রথ মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর শব্দ করিতে করিতে সেই সৈন্যমধ্যে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯১½

সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিদারিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করত এই দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নিজ নিজ মহাতেজে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ইঁহাদের মনে শত্রুগণের প্রতি ক্রোধ ছিল এবং সেই কারণে ইঁহাদের চক্ষু রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৯২½

যেরূপ যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা বিধি পূর্ব্বক আহূত হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় উপস্থিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধনিপুণ এই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনও আহূত হইয়া রণযজ্ঞে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯৩½

যেরূপ বিশাল বনে হস্ততলের শব্দে কুপিত হইয়া দুইটি হস্তী ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্রুদ্ধ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সবেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছিলেন ॥৯৪½

অর্জ্জুন রথ-সৈন্য এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাশধারী যমরাজের ন্যায় কৌরব-সৈন্যদের মধ্যভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫½

ভারত! যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশকারী অর্জ্জুনকে আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পুনরায় সংশপ্তকগণকে তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন ॥ ৯৬½

সংশপ্তকগণান্ ভূয়ঃ পুত্রস্তে সমচূচুদৎ।
ততো রথসহস্রেণ দ্বিরদানাং ত্রিভিঃ শতৈঃ ॥ ৯৭
চতুর্দশসহস্রৈস্তু তুরগাণাং মহাহবে।
দ্বাভ্যাং শতসহস্রাভ্যাং পদাতীনাঞ্চ ধন্বিনাম্ ॥ ৯৮
শূরাণাং লব্ধলক্ষ্যাণাং বিদিতানাং সমন্ততঃ।
অভ্যবর্তন্ত কৌন্তেয়ং ছাদয়ন্তো মহারথাঃ ॥ ৯৯
শরবর্ষৈর্মহারাজ সর্বতঃ পাণ্ডুনন্দনম্।
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে শরৈঃ পরবলার্দনঃ ॥ ১০০
দর্শয়ন্ রৌদ্রমাত্মানং পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
নিঘ্নন্ সংশপ্তকান্ পার্থঃ প্রেক্ষণীয়তরোঽভবৎ ॥ ১০১
ততো বিদ্যুৎপ্রভৈর্বাণৈঃ কার্তস্বরবিভূষিতৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশমাসীচ্ছন্নং কিরীটিনা ॥ ১০২
কিরীটিভুজনির্মুক্তৈঃ সম্পতদ্ভির্মহাশরৈঃ।
সমাচ্ছন্নং বভৌ সর্বং কাদ্রবেয়ৈরিব প্রভো ॥ ১০৩
রুক্মপুঙ্খান্ প্রসন্নাগ্রান্ শরান সন্নতপর্বণঃ

মহারাজ! তখন এক হাজার রথ, তিন শত হাতী, চৌদ্দ হাজার অশ্ব এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে নিপুণ, সর্বত্র বিখ্যাত ও শৌর্যশালী দুই লক্ষ পদাতি সৈন্যের সহিত সংশপ্তক সৈন্যগণ মহারথী কুন্তীকুমার পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে নিজেদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে করিতে সর্ব্ব দিক্ দিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯৭-৯৯½

সেই সময় সমরাঙ্গণে ইঁহাদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত, শত্রুসৈন্য-সংহারকারী কুন্তীপুত্র অর্জুন পাশধারী যমরাজের ন্যায় নিজের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে দেখাইতে এবং সংশপ্তক সৈন্যদিগকে বধ করিতে করিতে অতিশয় দর্শনীয় হইয়া উঠিলেন ॥ ১০০-১০১

তদনন্তর কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত, বিদ্যুৎসদৃশ প্রকাশমান, স্বর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১০২

প্রভো! কিরীটধারী অর্জুনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বদিকে পতিত মহাবাণসমূহে আবৃত সেখানকার সকল প্রদেশ সর্পগণে ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ১০৩

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সমস্ত দিক্‌সমূহে স্বর্ণময় পক্ষভূষিত, নির্মল অগ্রভাগবিশিষ্ট এবং আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকল বর্ষণ করিতেছিলেন ॥ ১০৪

তখন সেখানকার সকল মানুষই ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, অর্জুনের হস্ততল শব্দে পৃথিবী, আকাশ, সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডল, সমুদ্র এবং পর্ব্বতসমূহ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ১০৫

অবাসৃজদমেয়াত্মা দিক্ষু সর্বাসু পাণ্ডবঃ ॥১০৪
মহী বিয়দ্ দিশঃ সর্বাঃ সমুদ্রা গিরয়োঽপি বা।
স্ফুটন্তীতি জনা জজ্ঞুঃ পার্থস্য তলনিঃস্বনাৎ ॥ ১০৫
হত্বা দশসহস্রাণি পার্থিবানাং মহারথঃ।
সংশপ্তকানাং কৌন্তেয়ঃ প্রত্যক্ষং ত্বরিতোঽভ্যয়াৎ ॥১০৬
প্রত্যক্ষঞ্চ সমাসাদ্য পার্থঃ কাম্বোজরক্ষিতম্।
প্রমমাথ বলং বাণৈর্দানবানিব বাসবঃ ॥ ১০৭
প্রচিচ্ছেদাশু ভল্লৈশ্চ দ্বিষতামাততায়িনাম্।
শস্ত্রং পাণিং তথা বাহুং তথাপি চ শিরাংস্যুত ॥১০৮
অঙ্গাঙ্গাবয়বৈশ্ছিন্নৈর্ব্যায়ুধাস্তেঽপতন্ ভুবি।
বিষ্বগ্বাতাভিসম্ভগ্না বহুশাখা ইব দ্রুমাঃ ॥ ১০৯
হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং ব্রাতান নিঘ্নন্তমর্জুনম্।
সুদক্ষিণাদবরজঃ শরবৃষ্ট্যাভ্যবীবৃষৎ ॥ ১১০
তস্যাস্যতোঽর্ধচন্দ্রাভ্যাং বাহূ পরিঘসন্নিভৌ।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রঞ্চ ক্ষুরেণাভ্যহরচ্ছিরঃ ॥ ১১১

মহারথী কুন্তীকুমার অর্জুন সকলের সাক্ষাতেই দশ হাজার সংশপ্তক নরপতিগণকে বধ করিয়া অতিক্রত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১০৬

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুনও আমাদের সকলের সাক্ষাতেই কম্বোরাজ কর্তৃক সুরক্ষিত সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিশেষরূপে মথিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০৭

তিনি নিজের ভল্লের দ্বারা আততায়ী (অস্ত্রপাণি) শত্রুগণের অস্ত্র, হস্ত, বাহু ও মস্তকসকল নিপুণতার সহিত ছেদন করিলেন ॥ ১০৮

যেরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে উদ্ভূত প্রবল ঝটিকায় উৎপাটিত বহু শাখাযুক্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজেদের দেহের এক একটি অবয়ব ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় অস্ত্রহীন শত্রুরা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ১০৯

তখন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসমূহ-সংহারকারী অর্জুনের উপর কম্বোজরাজ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজের বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১০

তখন অর্জুন বাণবর্ষণকারী সেই বীরের পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) ও সুদৃঢ় বাহুদ্বয়কে অর্দ্ধচন্দ্রাকার দুইটি বাণে ছেদন

স পপাত ততো বাহাৎ স্বলোহিতপরিস্রবঃ।
মনঃশিলাগিরেঃ শৃঙ্গং বজ্রেণেবাবদারিতম্ ॥ ১১২
সুদক্ষিণাদবরজং কাম্বোজং দদৃশুর্হতম্।
প্রাংশুং কমলপত্রাক্ষমত্যর্থং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ১১৩
কাঞ্চনস্তম্ভসদৃশং ভিন্নং হেমগিরিং যথা।
ততোঽভবৎ পুনর্যুদ্ধং ঘোরমত্যর্থমদ্ভুতম্ ॥ ১১৪
নানাবস্থাশ্চ যোধানাং বভূবুস্তত্র যুধ্যতাম্।
একেষুনিহতৈরশ্বৈঃ কাম্বোজৈর্যবনৈঃ শকৈঃ ॥ ১১৫
শোণিতাক্তৈস্তদা রক্তং সর্বমাসীদ্ বিশাম্পতে।
রথৈর্হতাশ্বসূতৈশ্চ হতারোহৈশ্চ বাজিভিঃ ॥ ১১৬
দ্বিরদৈশ্চ হতারোহৈর্মহামাত্রৈর্হতদ্বিপৈঃ।
অন্যোন্যেন মহারাজ কৃতো ঘোরো জনক্ষয়ঃ ॥ ১১৭
তস্মিন্ প্রপক্ষে পক্ষে চ নিহতে সব্যসাচিনা

অর্জুনং জয়তাং শ্রেষ্ঠং ত্বরিতো দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥ ১১৮
বিধুন্বানো মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্।
আদদানঃ শরান্ ঘোরান্ স্বরশ্মীনিব ভাস্করঃ ॥ ১১৯
ক্রোধামর্ষবিবৃত্তাস্যো লোহিতাক্ষো বলী বলী।
অন্তকালে যথা ক্রুদ্ধো মৃত্যুঃ কিঙ্করদণ্ডভৃৎ ॥ ১২০
ততঃ প্রাস্যদ্ভৃগ্রাণি শরবর্ষাণি সঙ্ঘশঃ।
তৈর্বিসৃষ্টৈর্মহারাজ ব্যদ্রবৎ পাণ্ডবী চমূঃ ॥ ১২১
স দৃষ্ট্বৈব তু দাশার্হং স্যন্দনস্থং বিশাম্পতে।
পুনঃ প্রাস্যদভুগ্রাণি শরবর্ষাণি মারিষ ॥ ১২২
তৈঃ পতদ্ভির্মহারাজ দ্রৌণিমুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
সঞ্ছাদিতৌ রথস্থৌ তাবুভৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১২৩
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈরশ্বত্থামা প্রতাপবান্।
নিশ্চেষ্টৌ তাবুভৌ যুদ্ধে চক্রে মাধব-পাণ্ডবৌ ॥ ১২৪

করিলেন এবং অপর একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখবিশিষ্ট তাঁহার মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১১১

তাহার পর তিনি রক্তধারা নিঃসারণ করিতে করিতে স্বীয় বাহন হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল— মনঃশিলাপর্ব্বতের শিখর বজ্রে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে আসিয়া পড়িতেছে ॥ ১১২

সেই সময় সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিল যে, অতিশয় প্রিয়-দর্শন, কমলপত্রতুল্য নেত্র সুশোভিত এবং কাঞ্চন স্তম্ভসদৃশ দীর্ঘদেহ সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হইয়া বিদীর্ণ স্বর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১১৩½

পুনরায় তদনন্তর অত্যন্ত ঘোর এবং অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেখানে যুদ্ধ করিতে করিতেই যোদ্ধাগণের বিভিন্ন অবস্থা উৎপন্ন হইতে থাকিল ॥ ১১৪½

প্রজানাথ! এক একটি বাণে নিহত রক্তরঞ্জিত কাম্বোজ (কাবুল)-দেশজাত অশ্বগণ, যবনসকল এবং শকসমূহের রক্তে সেই সম্পূর্ণ রণভূমি রক্তময় হইয়া যাইল ॥ ১১৫½

রথসকলের অশ্বগণ ও সারথি, অশ্বারোহী সহ অশ্ব, গজারোহী সহ গজ ও মাহুত এবং স্বয়ং হস্তীরাও নিহত হইয়া পড়িল। তখন সকলে পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, ভয়ঙ্কর জনক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে ॥ ১১৬-১১৭

সেই যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুন শত্রুগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ উভয় সৈন্যদিগকেই বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজের সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে স্বাকিরণধারী সূর্য্যদেবের ন্যায় তেজস্বী ভয়ঙ্কর বাণসমূহ হস্তে লইয়া অতিক্রুদ্ধ বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১৮-১১৯

সেই সময় ক্রোধে ও অমর্ষে তাঁহার মুখ 'হাঁ' হইয়া গিয়াছিল, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই বলবান্ বীর অশ্বত্থামা স্বয়ং বিনাশকালে কিঙ্করনামক দণ্ডধারণকারী যমরাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিলেন ॥ ১২০

মহারাজ! তাহার পর তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে একসঙ্গে ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ১২১

মাননীয় প্রজানাথ! অশ্বত্থামা সেই রথের উপর উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই পুনরায় তাঁহার উপর ভয়ানক বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২২

মহারাজ! অশ্বত্থামার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক পতিত সেই বাণসমূহের দ্বারা রথে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২৩

তাহার পর প্রতাপশালী অশ্বত্থামা শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই যুদ্ধস্থলে নিশ্চেষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১২৪

হাহাকৃতমভূৎ সর্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা ।
চরাচরস্য গোপ্তারৌ দৃষ্ট্বা সঞ্ছাদিতৌ শরৈঃ ॥ ১২৫
সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘাশ্চ সম্পেতুস্তে সমন্ততঃ ।
চিন্তয়ন্তো ভবেদদ্য লোকানাং স্বস্তিতীতি চ ॥ ১২৬
ন ময়া তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্বঃ পরাক্রমঃ ।
সংগ্রামে যাদৃশো দ্রৌণেঃ কৃষ্ণৌ সঞ্ছাদয়িষ্যতঃ ॥১২৭
দ্রৌণেস্তু ধনুষঃ শব্দমহিতত্রাসনং রণে
অশ্রৌষং বহুশো রাজন্ সিংহস্য নিনদো যথা । ১২৮
জ্যা চাস্য চরতো যুদ্ধে সব্যদক্ষিণমস্যতঃ ।
বিদ্যুদম্বুদমধ্যস্থা ভ্রাজমানেব সাভবৎ ১২৯
স তথা ক্ষিপ্রকারী চ দৃঢ়হস্তশ্চ পাণ্ডবঃ ।
প্রমোহং পরমং গত্বা প্রেক্ষ্য তং দ্রোণজং ততঃ ॥ ১৩০
বিক্রমং বিহতং মেনে আত্মনঃ স মহাযশাঃ ।
তস্যাস্য সমরে রাজন্ বপুরাসীৎ সুদুর্দৃশম্ ॥ ১৩১

চরাচর জগতের রক্ষাকারী এই বীরকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই হাহাকার করিয়া উঠিল ॥ ১২৫

সিদ্ধ ও চারণসঙ্ঘ সর্বদিক্ দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আজ সমগ্র জগতের কল্যাণ হউক ॥ ১২৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদন করিতে করিতে অশ্বত্থামার এই দিন যেরূপ পরাক্রম আমরা দেখিলাম, এরূপ পরাক্রম পূর্বে কখনও দেখি নাই ॥ ১২৭

মহারাজ! আমি রণাঙ্গনে অশ্বত্থামার ধনুর শত্রুগণের ভয়প্রদ টঙ্কারধ্বনি সিংহের গর্জনের ন্যায় বারংবার শুনিতে পাইলাম ॥ ১২৮

যেরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধে বামে দক্ষিণে বাণবর্ষণ করিতে করিতে বিচরণকারী অশ্বত্থামার ধনুর গুণও প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১২৯

যুদ্ধে ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়তা সহকারে হস্ত চালাইতে সমর্থ মহাযশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের পরাক্রমকে প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামার দেহের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করাও কঠিন ছিল ॥ ১৩০-১৩১

দ্রৌণি-পাণ্ডবয়োরেবং বর্তমানে মহারণে ।
বর্ধমানে চ রাজেন্দ্র দ্রোণপুত্রে মহাবলে । ১৩২
হীয়মানে চ কৌন্তেয়ে কৃষ্ণে রোষঃ সমাবিশৎ ।
স রোষান্নিঃশ্বসন্ রাজন্ নির্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ১৩৩
দ্রৌণিং হ্যপশ্যৎ সংগ্রামে ফাল্গুনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ ।
ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীৎ কৃষ্ণঃ পার্থং সপ্রণয়ং তদা ॥ ১৩৪
অত্যদ্ভুতমিদং পার্থ তব পশ্যামি সংযুগে ।
অতিশেতে হি যত্র ত্বাং দ্রোণপুত্রোঽদ্য ভারত ॥ ১৩৫
কচ্চিদ্ বীর্য্যং যথাপূর্বং ভুজয়োর্বা বলং তব ।
কচ্চিৎ তে গাণ্ডিবং হস্তে রথে তিষ্ঠসি চার্জুন ॥ ১৩৬
কচ্চিৎ কুশলিনৌ বাহূ মুষ্টির্বা ন ব্যশীর্য্যত ।
উদীর্য্যমাণং হি রণে পশ্যামি দ্রৌণিমাহবে ॥ ১৩৭
গুরুপুত্র ইতি হ্যেনং মানয়ন্ ভরতর্ষভ ।
উপেক্ষাং কুরু মা পার্থ নায়ং কাল উপেক্ষিতুম্ ॥ ১৩৮

রাজেন্দ্র! এইরূপ অশ্বত্থামা ও অর্জুনের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর যখন মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং কুন্তীকুমার অর্জুনের পরাক্রম মন্দ হইয়া যাইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় ক্রোধ হইল ॥ ১৩২½

রাজন্! তিনি রোষবশতঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এবং নিজ নেত্রসমূহের দ্বারা দগ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা ও অর্জুনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩৩½

তাহার পর ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় অর্জুনকে প্রণয়সহকারে বলিলেন,—পার্থ! যুদ্ধস্থলে তোমার এই উপেক্ষাযুক্ত অতিশয় অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিতেছি। ভারত! আজ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা সর্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছে ॥ ১৩৪-১৩৫

অর্জুন! তোমার শারীরিক শক্তি পূর্বের ন্যায় আছে ত? অথবা তোমার বাহুদ্বয়ের বলও পূর্বের তুল্য আছে কি না? তোমার হাতে গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে ত' এবং তুমি রথের উপর অবস্থান করিতেছ ত'? ১৩৬

তোমার বাহুদ্বয় কুশলে আছে ত'? কিংবা তোমার মুষ্টি শিথিল হইয়া যায় নাই ত'? অর্জুন! আমি দেখিতেছি যে, যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামা তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইতেছে ॥ ১৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! কুন্তীনন্দন! ইনি আমার গুরুপুত্র, এরূপ

এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন গৃহ্য ভল্লাংশ্চতুর্দশ ।
ত্বরমাণস্ত্বরাকালে দ্রৌণের্ধনুরথাচ্ছিনৎ ॥ ১৩৯
ধ্বজং ছত্রং পতাকাশ্চ খড়্গাং শক্তিং গদাং তথা ।
জত্রুদেশে চ সুভৃশং বৎসদন্তৈরতাড়য়ৎ ॥ ১৪০
স মূর্চ্ছাং পরমাং গত্বা ধ্বজযষ্টিং সমাশ্রিতঃ ।
তং বিসংজ্ঞং মহারাজ শত্রুণা ভৃশপীড়িতম্ ॥ ১৪১
অপোবাহ রণাৎ সূতো রক্ষমাণো ধনঞ্জয়াৎ ।
এতস্মিন্নেব কালে চ বিজয়ঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ১৪২
ব্যহনৎ তাবকং সৈন্যং শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
পশ্যতস্তস্য বীরস্য তব পুত্রস্য ভারত ॥ ১৪৩
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তস্তাবকানাং পরৈঃ সহ ।
ক্রূরো বিশসনো ঘোরো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥১৪৪
সংশপ্তকাংশ্চ কৌন্তেয়ঃ কুরূংশ্চাপি বৃকোদরঃ ।
বসুষেণশ্চ পাঞ্চালান্ ক্ষণেন ব্যধমদ্ রণে ॥ ১৪৫
বর্ত্তমানে তথা রৌদ্রে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে ।
উত্থিতান্যগণেয়ানি কবন্ধানি সমন্ততঃ ॥ ১৪৬
যুধিষ্ঠিরোঽপি সংগ্রামে প্রহারৈর্গাঢ়বেদনঃ ।
ক্রোশমাত্রমপক্রম্য তস্থৌ ভরতসত্তম ॥ ১৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

মনে করিয়া তুমি ইহাকে উপেক্ষা করিও না ; কারণ, এখন উপেক্ষা করিবার সময় নহে ।। ১৩৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন চৌদ্দটি ভল্ল হাতে লইয়া ত্বরা করিবার সময় ত্বরান্বিত হইয়াই অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহার ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, খড়্গ, শক্তি এবং গদাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামার কণ্ঠের উপরে 'বৎসদন্ত' নামক বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ।। ১৩৯-১৪০

মহারাজ ! এই আঘাতে গুরুতর মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্বত্থামা ধ্বজদণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রু কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও সংজ্ঞাহীন অশ্বত্থামাকে তাঁহার সারথি অর্জুন হইতে রক্ষা করিতে করিতে রণাঙ্গন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ।। ১৪১½

ভারত ! সেই সময় শত্রুতাপন অর্জুন আপনার সৈন্য-বাহিনীর শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে আপনার বীর পুত্র-গণের সাক্ষাতেই বধ করিলেন ।। ১৪২-১৪৩

রাজন্ ! এইরূপে আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ শত্রুগণের সহিত আপনার যোদ্ধাদের এই বিনাশকারী, ভয়ঙ্কর ও ক্রূরতা-পূর্ণ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ।। ১৪৪

সেই সময় রণাঙ্গনে কুন্তীকুমার অর্জুন সংশপ্তকগণকে, ভীমসেন কৌরবদিগকে এবং কর্ণ পাঞ্চাল সৈন্যবাহিনীকে ক্ষণকালের মধ্যেই সংহার করিয়া ফেলিলেন ।। ১৪৫

রাজন্ ! যখন শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকারী এই সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন চারিদিকে অসংখ্য কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) দাঁড়াইয়া আছে দেখা যাইল । ১৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই সময় সংগ্রামে যুধিষ্ঠির অস্ত্রসকলের প্রচণ্ড প্রহারে অতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি রণাঙ্গন হইতে একক্রোশ দূরে সরিয়া যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ।। ১৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈন্যেভ্যো দুর্য্যোধনস্যোৎসাহদানম্, অশ্বত্থাম্নঃ প্রতিজ্ঞা চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্য্যোধনস্ততঃ কর্ণমুপেত্য ভরতর্ষভ।
অব্রবীন্মদ্ররাজঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ পার্থিবান্॥ ১
যদৃচ্ছয়ৈতৎ সম্প্রাপ্তং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ কর্ণ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ২
সদৃশৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ শূরৈঃ শূরাণাং যুধ্যতাং যুধি।
ইষ্টং ভবতি রাধেয় তদিদং সমুপস্থিতম্॥ ৩
হত্বা চ পাণ্ডবান্ যুদ্ধে স্ফীতামুর্বীমবাপ্স্যথ।
নিহতা বা পরৈর্যুদ্ধে বীরলোকমবাপ্স্যথ॥ ৪
দুর্য্যোধনস্য তচ্ছ্রুত্বা বচনং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
হৃষ্টা নাদানুদক্রোশন্ বাদিত্রাণি চ সর্ব্বশঃ॥ ৫
ততঃ প্রমুদিতে তস্মিন্ দুর্য্যোধনবলে তদা।
হর্ষয়ংস্তাবকান্ যোধান্ দ্রৌণির্বচনমব্রবীৎ॥ ৬
প্রত্যক্ষং সর্ব্বসৈন্যানাং ভবতাং চাপি পশ্যতাম্।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ॥ ৭
স তেনাহমমর্ষেণ মিত্রার্থে চাপি পার্থিবাঃ।
সত্যং বঃ প্রতিজানামি তদ্ বাক্যং মে নিবোধত॥ ৮
ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বাহং ন বিমোক্ষ্যামি দংশনম্।
অনৃতায়াং প্রতিজ্ঞায়াং নাহং স্বর্গমবাপ্নুয়াম্॥ ৯
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ যোধো যো রক্ষিতা রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য তং সংখ্যে নিহনিষ্যামি সায়কৈঃ॥ ১০
এবমুক্তে ততঃ সর্ব্বা সহিতা ভারতীচমূঃ।
অভ্যদ্রবত কৌন্তেয়াংস্তথা তে চাপি পাণ্ডবাঃ॥ ১১
স সন্নিপাতো রথযূথপানাং
বভূব রাজন্নতিভীমরূপঃ।
জনক্ষয়ঃ কালযুগান্তকল্পঃ
প্রাবর্ত্ততাগ্রে কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্॥ ১২

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সৈন্যদিগকে দুর্য্যোধনের উৎসাহ দান এবং অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণের নিকটে যাইয়া মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য ভূপতিগণকে বলিলেন॥ ১

কর্ণ! স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ এই যুদ্ধ যদৃচ্ছাক্রমে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকেন॥ ২

রাধানন্দন! নিজের সদৃশ বলবান্ বীর ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধরত বীরবৃন্দের যাহা অভীষ্ট, তাদৃশ এই সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ৩

অতএব তোমরা সকলে যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদিগকে বধ করিয়া ভূতলের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ করিবে অথবা শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইবে। ৪

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাগণ হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৫

তদনন্তর অতিশয় আনন্দিত দুর্য্যোধনের সেই সৈন্যগণ-মধ্যে অশ্বত্থামা আপনার যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৬

সমস্ত সৈন্যগণের সম্মুখে এবং আপনাদের সাক্ষাতেই যিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই আমার পিতাকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপতিত করিয়াছে। ৭

ভূপতিগণ! এই অমর্ষের জন্য এবং মিত্র দুর্য্যোধনের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমি আপনাদের সকলকে এই সত্য কথা বলিতেছি, আপনারা আমার সেই কথা শ্রবণ করুন। ৮

আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে না বিনাশ করা পর্য্যন্ত আমার কবচ উন্মুক্ত করিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইয়া যায়, তবে আমার যেন স্বর্গলোক লাভ না হয়। ৯

অর্জ্জুন ও ভীমসেনাদি যে সকল যোদ্ধারা রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবে, আমি যুদ্ধস্থলে তাহাদেরও সকলকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করিব। ১০

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা একত্রে মিলিত হইয়া কুন্তীনন্দনগণের সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণও কৌরবদের প্রতি ধাবিত হইলেন। ১১

রাজন্! রথযূথপতি বীরগণের এই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। কৌরব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের সম্মুখে প্রলয়কালের ন্যায় ভয়ানক জনসংহার আরম্ভ হইয়া যাইল॥ ১২

ততঃ প্রবৃত্তে যুধি সম্প্রহারে
ভূতানি সর্বাণি সদৈবতানি ।
আসন্ সমেতানি সহাপ্সরোভি-
র্দিদৃক্ষমাণানি নরপ্রবীরান ॥ ১৩
দিব্যৈশ্চ মাল্যৈর্বিবিধৈশ্চ গন্ধৈ-
র্দিব্যৈশ্চ রত্নৈর্বিবিধৈর্নরাগ্র্যান্ ।
রণে স্বকর্মোদ্বহতঃ প্রবীরা-
নবাকিরন্নপ্সরসঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১৪
সমীরণস্তাংশ্চ নিষেব্য গন্ধান্
সিষেব সর্বানপি যোধমুখ্যান্
নিষেব্যমাণাস্ত্বনিলেন যোধাঃ
পরস্পরঘ্না ধরণীং নিপেতুঃ ॥ ১৫
সা দিব্যমাল্যৈরবকীর্য্যমাণা
সুবর্ণপুঙ্খৈশ্চ শরৈর্বিচিত্রৈঃ ।
নক্ষত্রসঙ্ঘৈরিব চিত্রিতা দ্যৌঃ
ক্ষিতির্বভৌ যোধবরৈর্বিচিত্রা ॥ ১৬
ততোঽন্তরিক্ষাদপি সাধুবাদৈ-
র্বাদিত্রঘোষৈঃ সমুদীর্য্যমাণঃ ।
জ্যাঘোষনেমিস্বননাদচিত্রঃ
সমাকুলঃ সোঽভবৎ সম্প্রহারঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামপ্রতিজ্ঞায়াং
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর যুদ্ধস্থলে যখন ভীষণ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল, সেই সময় দেবতা ও অপ্সরাবৃন্দের সহিত সমস্ত প্রাণীই সেই নরবীরগণকে দেখিবার ইচ্ছায় একত্রে সেখানে সমবেত হইলেন ॥ ১৩

রণাঙ্গনে নিজ নিজ কর্ম্মের ভার যথার্থরূপে বহনকারী মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রধান বীরবর্গের উপর অতিশয় হৃষ্ট অপ্সরাগণ দিব্য হার, নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পদার্থ এবং নানাপ্রকার দিব্য রত্নসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

বায়ু ইহাদের সুগন্ধ গ্রহণ করত সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের সেবা করিতে লাগিলেন এবং এই বায়ুসেবিত যোদ্ধারা পরস্পর পরস্পরকে বধ করত ধরাশায়ী করিতে থাকিলেন ॥ ১৫

দিব্য মাল্য ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহে আচ্ছাদিত এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণের দ্বারা বিচিত্র শোভা প্রাপ্ত হইয়া এই রণভূমি নক্ষত্রসমূহে চিত্রিত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৬

তাহার পর আকাশ হইতেও সাধুবাদ এবং বাদ্যসমূহের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এবং ধনুসকলের গুণের টঙ্কার ও রথসমূহের চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দযুক্ত সেই সংগ্রাম অধিক কোলাহল পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞাবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরনিকটং গন্তুং শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনস্যেচ্ছাপ্রকাশঃ, যুদ্ধভূমের্দৃশ্যং দর্শয়িত্বা তত্রত্য-বৃত্তান্তঞ্চ বর্ণয়িত্বা শ্রীকৃষ্ণেন রথস্য সঞ্চালনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমেষ মহানাসীৎ সংগ্রামঃ পার্থিবাঙ্ক্ষিতাম্।
ক্রুদ্ধেঽর্জুনে তথা কর্ণে ভীমসেনে চ পাণ্ডবে। ১
দ্রোণপুত্রং পরাজিত্য জিত্বা চান্যান্ মহারথান্।
অব্রবীদর্জুনো রাজন্ বাসুদেবমিদং বচঃ। ২
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো দ্রবন্তীং পাণ্ডবীং চমূম্।
কর্ণং পশ্য চ সংগ্রামে কালয়ন্তং মহারথান্। ৩
ন চ পশ্যামি দাশার্হ ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নাপি কেতুর্যুধাং শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজস্য দৃশ্যতে। ৪
ত্রিভাগশ্চাবশিষ্টোঽয়ং দিবসস্য জনার্দন।
ন চ মাং ধার্তরাষ্ট্রেষু কশ্চিদ যুধ্যতি সংযুগে। ৫
তস্মাৎ ত্বং মৎপ্রিয়ং কুর্বন যাহি যত্র যুধিষ্ঠিরঃ
দৃষ্ট্বা কুশলিনং যুদ্ধে ধর্মপুত্রং সহানুজম্। ৬
পুনর্যোদ্ধাস্মি বার্ষ্ণেয় শত্রুভিঃ সহ সংযুগে।
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু বীভৎসোর্বচনাদ্ধরিঃ। ৭
যতো যুধিষ্ঠিরো রাজা সৃঞ্জয়াশ্চ মহারথাঃ
অযুধ্যংস্তাবকৈঃ সার্ধং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্। ৮
ততঃ সংগ্রামভূমিং তাং বর্তমানে জনক্ষয়ে।
অবেক্ষমাণো গোবিন্দঃ সব্যসাচিনমব্রবীৎ। ৯
পশ্য পার্থ মহারৌদ্রো বর্ততে ভরতক্ষয়ঃ।
পৃথিব্যাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ দুর্যোধনকৃতে মহান্। ১০
পশ্য ভারত চাপানি রুক্মপৃষ্ঠানি ধন্বিনাম্।
মৃতানামপবিদ্ধানি কলাপাংশ্চ মহাধনান্। ১১
জাতরূপময়ৈঃ পুঙ্খৈঃ শরাংশ্চানতপর্বণঃ
তৈলধৌতাংশ্চ নারাচান নির্মুক্তান্ পন্নগানিব। ১২

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সমীপে অর্জুনের ইচ্ছাপ্রকাশ এবং যুদ্ধভূমির দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে ও সেখানকার বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রথ সঞ্চালন।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! এইরূপ অর্জুন, কর্ণ ও পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন কুপিত হইলে পর ভূপতিগণের সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ১

হে রাজন্! দ্রোণপুত্র এবং অন্যান্য মহারথী বীরগণকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করত অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২

মহাবাহু কৃষ্ণ! দেখুন, এই পাণ্ডবসৈন্যরা পলায়ন করিতেছে এবং কর্ণ সমরাঙ্গণে মহারথী বীরগণকেও কালকবলে প্রেরণ করিতেছে। ৩

হে দশার্হকুলভূষণ! এই সময় আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইতেছি না। যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! ধর্ম্মরাজের ধ্বজও দেখা যাইতেছে না। ৪

জনার্দ্দন! এখন সম্পূর্ণ দিবসের তিন ভাগ আর মাত্র অবশিষ্ট আছে। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে না। ৫

অতএব আপনি আমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেখানে গমন করুন যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন বার্ষ্ণেয়! ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সকুশলে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া আমি পুনরায় সমরাঙ্গণে শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিব। ৬৲

তদনন্তর অর্জুনের কথানুসারে শ্রীকৃষ্ণ অতিক্রত রথের দ্বারা সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির এবং সৃঞ্জয় মহারথী যোদ্ধারা বর্ত্তমান আছেন। ৭৲

ইঁহারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় মনে করিয়া আপনার যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। তদনন্তর যেখানে সেই ভয়ঙ্কর জনসংহার হইতেছিল, সেই সংগ্রাম দর্শন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সব্যসাচী অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ৮-৯

কুন্তীনন্দন! দেখ, দুর্য্যোধনের জন্য আজ এই ভরতবংশীয়গণের এবং ভূমণ্ডলের অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের মহাভয়ঙ্কর বিনাশ হইতেছে। ১০

হে ভারত! তুমি আরও দেখ, নিহত ধনুর্দ্ধর বীরগণের এই স্বর্ণময় পৃষ্ঠভাগযুক্ত ধনু ও মহামূল্য তূণীরসকল পতিত আছে। ১১

স্বর্ণনির্ম্মিত পক্ষযুক্ত আনতপর্ব্বসমন্বিত বাণ ও তৈলধৌত নারাচসকল খোলসমুক্ত সর্পগণের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখা যাইতেছে। ১২

হস্তিদন্তৎসরূন্ খড়্গান্ জাতরূপপরিষ্কৃতান্।
বর্ম্মাণি চাপবিদ্ধানি রুক্মগর্ভাণি ভারত ॥ ১৩
সুবর্ণবিকৃতান্ প্রাসান্ শক্তীঃ কনকভূষণাঃ।
জাম্বুনদময়ৈঃ পট্টৈর্বদ্ধাশ্চ বিপুলা গদাঃ ॥ ১৪
জাতরূপময়ীশ্চর্ষ্টীঃ পট্টিশান্ হেমভূষণান।
দণ্ডৈঃ কনকচিত্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধান পরশ্বধান্ ॥ ১৫
অয়ঃকুন্তাংশ্চ পতিতান্ মুসলানি গুরূণি চ।
শতঘ্নীঃ পশ্য চিত্রাশ্চ বিপুলান্ পরিঘাংস্তথা ॥ ১৬
চক্রাণি চাপবিদ্ধানি তোমরাংশ্চ মহারণে।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি প্রগৃহ্য জয়গৃদ্ধিনঃ ॥ ১৭
জীবন্ত ইব দৃশ্যন্তে গতসত্ত্বাস্তরস্বিনঃ
গদাবিমথিতৈর্গাত্রৈর্মুসলৈর্ভিন্নমস্তকান্ ॥ ১৮
গজ-বাজি-রথক্ষুণ্ণান্ পশ্য যোধান্ সহস্রশঃ
মনুষ্যহয়নাগানাং শরশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ ॥ ১৯
পরিঘৈরায়সৈর্ঘোরৈরয়ঃকুন্তৈঃ পরশ্বধৈঃ।
শরীরৈর্বহুভিশ্ছিন্নৈঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতৈঃ ॥ ২০
গতাসুভিরমিত্রঘ্নসংবৃতা রণভূময়ঃ।
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সাঙ্গদৈর্হেমভূষিতৈঃ ॥ ২১
সতলত্রৈঃ সকেয়ূরৈর্ভাতি ভারতমেদিনী।
সাঙ্গুলিত্রৈর্ভুজাগ্রৈশ্চ বিপ্রবিদ্ধৈরলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২২
হস্তিহস্তোপমৈশ্ছিন্নৈরুরুভিশ্চ তরস্বিনাম্।
বদ্ধচূড়ামণিবরৈঃ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ ॥ ২৩
পাতিতৈর্ঋষভাক্ষাণাং বিরাজতি বসুন্ধরা।
কবন্ধৈঃ শোণিতাদিগ্ধৈশ্ছিন্নগাত্রশিরোধরৈঃ ॥ ২৪
ভূর্ভাতি ভরতশ্রেষ্ঠ শান্তার্চিভিরিবাগ্নিভিঃ।
রথাংশ্চ বহুধা ভগ্নান্ হেমকিঙ্কিণিনঃ শুভান্ ॥ ২৫
বাজিনশ্চ হতান্ পশ্য নিষ্কীর্ণান্ত্রান্ শরাহতান্।
অনুকর্ষানুপাসঙ্গান পতাকা বিবিধধ্বজান ॥ ২৬

ভারত! হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত ও সুবর্ণভূষিত খড়্গ এবং স্বর্ণশোভিত কবচসমূহও নিক্ষিপ্ত আছে ॥ ১৩

এই দেখ, সুবর্ণময় প্রাস, স্বর্ণভূষিত শক্তি এবং স্বর্ণপত্র মণ্ডিত বিশাল গদাসকলও পতিত রহিয়াছে ॥ ১৪

স্বর্ণময়ী ঋষ্টি, হেমভূষিত পট্টিশ এবং সুবর্ণ বিচিত্র দণ্ডযুক্ত পরশুসমূহও নিক্ষিপ্ত আছে ॥ ১৫

লৌহনির্ম্মিত কুন্ত (ভল্ল), ভারী মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী ও বিশাল পরিঘসকল ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে ॥ ১৬

এই মহাসমরে নিক্ষিপ্ত চক্র ও তোমরসকলও তুমি লক্ষ্য কর। জয়াভিলাষী বেগবান্ যোদ্ধারা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল হাতে ধরিয়াই নিজেদের প্রাণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি যেন ইহারা জীবিত বলিয়াই মনে হইতেছে ॥ ১৭½

দেখ, সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের শরীরসকল গদার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। মুসলের আঘাতে ইহাদের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছে এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে ইহারা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ১৮½

শত্রুসূদন! বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, লৌহময় পরিঘ, লৌহনির্ম্মিত ভয়ঙ্কর ভল্ল ও পরশুসকলের আঘাতে মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণের বহু শরীরও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত হইয়াছে এবং প্রাণশূন্য হইয়া গিয়াছে। ইহাদের দ্বারা এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯-২০½

ভারত! চন্দনচর্চ্চিত, অঙ্গদ ও কেয়ূরসকলে অলঙ্কৃত, স্বর্ণের অন্যান্য আভরণসমূহে বিভূষিত এবং তলত্রাণ (দস্তানা)-যুক্ত বীরগণের ছিন্ন বাহুসকলের দ্বারা এই যুদ্ধভূমির অদ্ভুত শোভা হইতেছে ॥ ২১½

বৃষভতুল্য বিশালনেত্রযুক্ত বেগশালী বীরগণের দস্তানা-পরিহিত ও আভরণভূষিত বাহুসমূহ ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। হস্তিগণের শুণ্ডতুল্য স্থূল (মোটা) বহু জঙ্ঘা খণ্ডিত হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ চূড়ামণি শোভিত ও কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তকসকলও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পতিত আছে। এই সকলের দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইতেছে ॥ ২২-২৩½

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহাদের মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া রক্তবর্ণ দেখাইতেছে, সেই কবন্ধসমূহে (মুণ্ডহীন শবদেহসমূহে) রণভূমি স্থানে স্থানে শান্তশিখাযুক্ত অগ্নির অঙ্গারসকলের দ্বারা যেন শোভা পাইতেছে ॥ ২৪½

দেখ, যাহাদের মধ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘণ্টা সন্নিবেশিত আছে, এরূপ অসংখ্য সুন্দর রথ খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত আছে। বাণসমূহে নিহত হইয়া ইহাদের অশ্বগণ ধরাশায়ী হইয়াছে এবং তাহাদের অন্ত্রসকলও বাহির হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫½

অনুকর্ষ, উপাসঙ্গ, পতাকা নানাবিধ ধ্বজ এবং রথী যোদ্ধাদের বড় বড় শ্বেতবর্ণের শঙ্খসকলও চারিদিকে ছড়ান আছে ॥ ২৬½

রথিনাঞ্চ মহাশঙ্খান্ পাণ্ডুরাংশ্চ প্রকীর্ণকান্ ।
নিরস্তজিহ্বান্ মাতঙ্গান্ শয়ানান্ পর্বতোপমান্ ॥ ২৭
বৈজয়ন্তীর্বিচিত্রাশ্চ হতাংশ্চ গজবাজিনঃ ।
বারণানাং পরিস্তোমাংস্তথৈবাজিনকম্বলান্ ॥ ২৮
বিপাটিতৈর্বিচিত্রাশ্চ রূপ্যচিত্রান্ কুথাঙ্কুশান্ ।
ভিন্নাশ্চ বহুধা ঘণ্টা মহদ্ভিঃ পতিতৈর্গজৈঃ ॥ ২৯
বৈদূর্যদণ্ডাংশ্চ শুভান্ পতিতানঙ্কুশান্ ভুবি
বদ্ধাঃ সাদিভুজাগ্রেষু সুবর্ণবিকৃতাঃ কশাঃ ॥ ৩০
বিচিত্রমণিচিত্রাংশ্চ জাতরূপপরিষ্কৃতান্ ।
অশ্বাস্তরপরিস্তোমান্ রাঙ্কবান্ পতিতান্ ভুবি ॥ ৩১
চূড়ামণীন্ নরেন্দ্রাণাং বিচিত্রাঃ কাঞ্চনস্রজঃ ।
ছত্রাণি চাপবিদ্ধানি চামর-ব্যজনানি চ ॥ ৩২
চন্দ্রনক্ষত্রভাসৈশ্চ বদনৈশ্চারুকুণ্ডলৈঃ
কৢপ্তশ্মশ্রুভিরত্যর্থং বীরাণাং সমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ৩৩
বদনৈঃ পশ্য সংছন্নাং মহীং শোণিতকর্দমাম্ ।
সজীবাংশ্চাপরান্ পশ্য কূজমানান্ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
উপাস্যমানান্ বহুশো ন্যস্তশস্ত্রৈর্বিশাম্পতে ।
জ্ঞাতিভিঃ সহিতাংস্তত্র রোদমানৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩৫
ব্যুৎক্রান্তানপরান্ যোধাংশ্ছাদয়িত্বা তরস্বিনঃ ।
পুনর্যুদ্ধায় গচ্ছন্তি জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ ॥ ৩৬
অপরে তত্র তত্রৈব পরিধাবন্তি মানবাঃ ।
জ্ঞাতিভিঃ পতিতৈঃ শূরৈর্যাচমানাস্তথোদকম্ ॥ ৩৭
জলার্থঞ্চ গতাঃ কেচিন্নিষ্প্রাণা বহবোঽর্জুন ।
সংনিবৃত্তাশ্চ তে শূরাস্তান্ বৈ দৃষ্ট্বা বিচেতসঃ ॥ ৩৮
জলং ত্যক্ত্বা প্রধাবন্তি ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্ ।
জলং পীত্বা মৃতান্ পশ্য পিবতোঽন্যাংশ্চ মারিষ ॥ ৩৯
পরিত্যজ্য প্রিয়ানন্যে বান্ধবান্ বান্ধবপ্রিয়াঃ ।
ব্যুৎক্রান্তাঃ সমদৃশ্যন্ত তত্র তত্র মহারণে ॥ ৪০

যাহাদের জিহ্বা বাহির হইয়া গিয়াছে, এরূপ অগণিত পর্বতাকার হস্তী চিরকালের জন্য ভূতলে শায়িত রহিয়াছে। বিচিত্র বৈজয়ন্তী পতাকাসমূহ খণ্ডিত হইয়া পতিত আছে এবং হস্তী ও অশ্বগণ নিহত হইয়াছে ॥ ২৭½

হস্তিগণের বিচিত্র ঝালর, মৃগচর্ম ও কম্বলসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। রৌপ্যান্বিত তারকাসমূহে চিত্রিত আস্তরণ, অঙ্কুশ এবং বহু খণ্ডে বিভক্ত অসংখ্য ঘণ্টা বিশাল গজরাজগণের সহিত ধরাতলে পতিত রহিয়াছে ॥ ২৮-২৯

যাহাদের মধ্যে বৈদূর্যমণির দণ্ডসংযুক্ত আছে, এরূপ অসংখ্য সুন্দর অঙ্কুশ ভূতলে পতিত আছে। অশ্বারোহী যোদ্ধাদের হস্তে স্থিত সুবর্ণান্বিত বহু কশাও ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে ॥ ৩০

বিচিত্র মণিসমূহে সংযুক্ত ও স্বর্ণময় তারকাচিহ্নে চিহ্নিত রঙ্কুমৃগের চর্মের দ্বারা নির্মিত, অশ্বগণের পৃষ্ঠে আস্তৃত বহুসংখ্যক ঝালর ভূমিতে পতিত আছে ॥ ৩১

নরপতিগণের মণিময় মুকুট, বিচিত্র স্বর্ণময় হার, ছত্র, চামর এবং ব্যজন নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ॥ ৩২

দেখ, চন্দ্র ও নক্ষত্রসদৃশ কান্তিমান্, মনোহর কুণ্ডলসমূহে বিভূষিত এবং শ্মশ্রু (দাড়ি)-যুক্ত বীরগণের আভরণভূষিত মুখসকলের দ্বারা রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার উপর রক্তের কর্দম উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৩½

প্রজাপালক অর্জুন! অন্য যোদ্ধাগণের দিকেও দৃষ্টিপাত কর, যাহাদের প্রাণ এখনও অবশিষ্ট আছে এবং যাহারা চারিদিকে অব্যক্ত স্বরে কোলাহল করিতেছে, তাহাদের বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজন অস্ত্র পরিত্যাগ করত নিকটে আসিয়া উপবেশন পূর্বক বারংবার রোদন করিতেছে ॥ ৩৪-৩৫

যাহাদের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, সেই যোদ্ধাগণকে বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জয়াভিলাষী বেগবান্ বীর সৈন্যরা পুনরায় অত্যন্ত ক্রোধসহকারে যুদ্ধের জন্য গমন করিতেছে ॥ ৩৬

অপর বহু সৈন্য রণাঙ্গনে পতিত নিজেদের শৌর্যশালী বীরগণ জল প্রার্থনা করিলে পর সেখানে তাহারা এদিক্ ওদিক্ জলের জন্য ধাবিত হইতেছে ॥ ৩৭

অর্জুন! বহু যোদ্ধা জল আনিবার জন্য গমন করিল, ইহার মধ্যে জলাকাঙ্ক্ষী সেই সব বীরের প্রাণ বহির্গত হইল। যখন বীর যোদ্ধারা জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাদিগকে অচৈতন্য দেখিয়া জল সেইস্থানেই নিক্ষেপ করত পরস্পর কোলাহল করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮½

শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন! অন্যদিকে কিছু যোদ্ধা জলপান করত নিহত হইল এবং কিছু সৈন্য জল পান করিতে করিতেই প্রাণহীন হইয়া যাইল। বান্ধবপ্রিয় বহু যোদ্ধাকে নিজেদের প্রিয় বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া এই মহাসমরে যেখানে সেখানে নিষ্প্রাণ হইতে দেখা যাইতেছে ॥ ৩৯-৪০

তথাপরান্ নরশ্রেষ্ঠ সংদষ্টৌষ্ঠপুটান্ পুনঃ।
ভ্রুকুটীকুটিলৈর্বক্তৈঃ প্রেক্ষমাণান্ সমন্ততঃ॥ ৪১
এবং ব্রুবংস্তদা কৃষ্ণৌ যযৌ যত্র যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্জুনশ্চাপি নৃপতের্দর্শনার্থং মহারণে॥ ৪২
যাহি যাহীতি গোবিন্দং মুহুর্মুহুরচোদয়ৎ।
তাং যুদ্ধভূমিং পার্থস্য দর্শয়িত্বা চ মাধবঃ॥ ৪৩
ত্বরমাণস্ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থমাহ শনৈরিদম্।
পশ্য পাণ্ডব রাজানমুপযাতাংশ্চ পার্থিবান্॥ ৪৪
কর্ণং পশ্য মহারঙ্গে জ্বলন্তমিব পাবকম্।
অসৌ ভীমো মহেষ্বাসঃ সংনিবৃত্তো রণং প্রতি॥ ৪৫
তমেতে বিনিবর্তন্তে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়ানাঞ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ যে মুখম্॥ ৪৬
নিবৃত্তৈশ্চ পুনঃ পার্থৈর্ভগ্নং শত্রুবলং মহৎ।
কৌরবান্ দ্রবতো হ্যেষ কর্ণো রোধয়তেঽর্জুন॥ ৪৭
অন্তকপ্রতিমো বেগে শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।
অসৌ গচ্ছতি কৌরব্য দ্রৌণিঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ৪৮
তমেব প্রক্রতং সংখ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
অনুপ্রয়াতি সংগ্রামে হতান্ পশ্য চ সৃঞ্জয়ান্॥ ৪৯
সর্বমাহ সুদুর্ধর্ষো বাসুদেবঃ কিরীটিনে।
ততো রাজন্ মহাঘোরঃ প্রাদুরাসীন্মহারণঃ॥ ৫০
সিংহনাদরবাশ্চৈব প্রাদুরাসন্ সমাগমে।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৫১
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন দুর্মন্ত্রিতে তব॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি বাসুদেববাক্যে
অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৮

নরশ্রেষ্ঠ! অন্য আরও যোদ্ধাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যাহারা দন্তসকলের দ্বারা নিজেদের ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে ভ্রূকুটিযুক্ত মুখে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে॥ ৪১

এইরূপ কথাবার্তা বলিতে বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন সেই মহাসমরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য সেই স্থানের দিকে গমন করিতে লাগিলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করিতেছেন॥ ৪২

অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার বলিতে লাগিলেন, চলুন চলুন। তখন মাধব ত্বরান্বিত হইয়া অর্জুনকে যুদ্ধভূমি দর্শন করাইতে করাইতে অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন! দেখ, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে বহু ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন॥ ৪৩-৪৪

এদিকে দেখ, কর্ণ যুদ্ধের মহারঙ্গমঞ্চে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে এবং মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন॥ ৪৫

পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় এবং পাণ্ডবসৈন্যগণের এই ধৃষ্টদ্যুম্নাদি প্রধান বীরগণও ভীমসেনের সহিতই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে॥ ৪৬

অর্জুন! এই দেখ, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা শত্রুগণের বিশাল বাহিনীমধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছে। তখন পলায়মান এই কৌরব-বীরগণকে কর্ণ প্রতিরোধ করিতেছে॥ ৪৭

কুরুনন্দন! যে ব্যক্তি বেগে যমরাজ এবং পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য, অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অশ্বত্থামা অন্যদিকে গমন করিতেছে॥ ৪৮

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধস্থলে তীব্র বেগে অশ্বত্থামার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এই দেখ, সংগ্রামে বহু সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে॥ ৪৯

তদনন্তর দুর্জয় বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরীটধারী অর্জুনকে এই সমস্ত কথাই বলিলেন। তাহার পর সেইস্থলে অতিশয় ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ৫০

হে রাজন্! উভয় পক্ষেরই সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় ভাবিয়া যুদ্ধে নিরত হইল এবং বীরগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৫১

পৃথিবীনাথ! এইরূপে এই পৃথিবীতে আপনার ও শত্রুদের সৈন্যগণের ক্ষয় হইয়াছিল। রাজন্! এ সমস্ত আপনার কুমন্ত্রণারই ফল॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃষ্টদ্যুম্নেন সহ কর্ণস্য যুদ্ধম্, ধৃষ্টদ্যুম্নোপরি অশ্বত্থাম্ন আক্রমণম্, অর্জুনেন ধৃষ্টদ্যুম্নস্য রক্ষা, অশ্বত্থাম্নঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পুনঃ সমাজগ্মুরভীতাঃ কুরু-সৃঞ্জয়াঃ।
যুধিষ্ঠিরমুখাঃ পার্থাঃ সূতপুত্রমুখা বয়ম্। ১
ততঃ প্রববৃতে ভীমঃ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
কর্ণস্য পাণ্ডবানাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ॥ ২
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে তুমুলে শোণিতোদকে।
সংশপ্তকেষু শূরেষু কিঞ্চিচ্ছিষ্টেষু ভারত। ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সহিতঃ সর্বরাজভিঃ।
কর্ণমেবাভিদুদ্রাব পাণ্ডবাশ্চ মহারথাঃ॥ ৪
আগচ্ছমানাংস্তান্ সংখ্যে প্রহৃষ্টান্ বিজয়ৈষিণঃ।
দধারৈকো রণে কর্ণো জলৌঘানিব পর্বতঃ। ৫
সমাসাদ্য তু তে কর্ণং ব্যশীর্যন্ত মহারথাঃ।
যথাচলং সমাসাদ্য বার্যোঘাঃ সর্বতো দিশম্॥ ৬
তয়োরাসীন্মহারাজ সংগ্রামো লোমহর্ষণঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু রাধেয়ং শরেণানতপর্বণা॥ ৭
তাড়য়ামাস সমরে তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।
বিজয়ঞ্চ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বিধুন্বানো মহারথঃ॥ ৮
পার্ষতস্য ধনুশ্ছিত্ত্বা শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পার্ষতং নবভিঃ শরৈঃ। ৯
তে বর্ম হেমবিকৃতং ভিত্ত্বা তস্য মহাত্মনঃ।
শোণিতাক্তা ব্যরাজন্ত শক্রগোপা ইবানঘ। ১০
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্॥ ১১
কর্ণং বিব্যাধ সপ্তত্যা শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তথৈব রাজন্ কর্ণোঽপি পার্ষতং শত্রুতাপনম্। ১২
ছাদয়ামাস সমরে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
দ্রোণশত্রুর্মহেষ্বাসো বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত কর্ণের যুদ্ধ, ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অশ্বত্থামার আক্রমণ, অর্জুন কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা এবং অশ্বত্থামার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পুনরায় কৌরব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা নির্ভয় হইয়া পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। একদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবযোদ্ধারা এবং অপর দিকে সূতপুত্র কর্ণ প্রভৃতি আমরা। ১

এই সময় কর্ণ ও পাণ্ডবযোদ্ধাদের অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজেরই রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল। ভারত! সেখানে রক্ত জলের ন্যায় বহিয়া যাইতেছিল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে এবং অল্পসংখ্যক সংশপ্তক সৈন্য অবশিষ্ট থাকিলে পর সমস্ত রাজাদের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! অন্যান্য পাণ্ডব মহারথী বীরগণও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। ২-৪

যুদ্ধস্থলে জয়াভিলাষী হইয়া হর্ষ ও উৎসাহের সহিত সমাগত সেই বীরগণকে কর্ণ একাকীই সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ জলের প্রবাহকে পর্বত প্রতিরোধ করিয়া থাকে॥ ৫

কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া এই সব মহারথী বীরগণ সেই ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, যেরূপ জলের প্রবাহ কোন পর্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ৬

মহারাজ সেই সময় দুই বীরের মধ্যে রোমাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে আনতপর্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা রাধাপুত্র কর্ণকে তাড়িত করিলেন এবং বলিলেন,—দাঁড়াও, দাঁড়াও। ৭½

তখন মহারথী কর্ণ নিজের বিজয়নামক শ্রেষ্ঠ ধনু কম্পিত করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ও বিষধর সর্পসদৃশ বিষাক্ত বাণ ছেদন করিয়া দিলেন। তারপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নয়টি বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাড়িত করিলেন॥ ৮-৯

নিষ্পাপ রাজন্! এই সকল বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণনির্মিত কবচ ভেদ করত তাঁহার রক্তে রঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট (মিগপোকা)-সকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগল॥ ১০

মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন এই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করত অপর ধনু ও বিষধর সর্পতুল্য বিষাক্ত বাণ গ্রহণপূর্বক আনতপর্বযুক্ত সত্তরটি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। ১১½

রাজন্! এইরূপ কর্ণও সমরাঙ্গণে বিষধর সর্পগণতুল্য বিষাক্ত বাণসমূহের দ্বারা শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন দ্রোণশত্রু মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিদ্ধ করিলেন॥ ১২-১৩

তস্য কর্ণ মহারাজ শরং কনকভূষণম্।
প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধো মৃত্যুদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১৪
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাম্পতে।
চিচ্ছেদ শতধা রাজন্ শৈনেয়ঃ কৃতহস্তবৎ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বা বিনিহতং বাণং শরৈঃ কর্ণো বিশাম্পতে।
সাত্যকিং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ১৬
বিব্যাধ চৈনং সমরে নারাচৈস্তত্র সপ্তভিঃ।
তং প্রত্যবিধ্যচ্ছৈনেয়ঃ শরৈর্হেমপরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১৭
ততো যুদ্ধং মহারাজ চক্ষুঃ-শ্রোত্রভয়ানকম্।
আসীদ্ ঘোরঞ্চ চিত্রঞ্চ প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥ ১৮
সর্বেষাং তত্র ভূতানাং লোমহর্ষোঽভ্যজায়ত।
তদ্ দৃষ্ট্বা সমরে কর্ম কর্ণ-শৈনেয়য়োর্নৃপ ॥ ১৯
এতস্মিন্নন্তরে দ্রৌণিরভ্যয়াৎ সুমহাবলম্।
পার্ষতং শত্রুদমনং শত্রুবীর্য্যাসুনাশনম্ ॥ ২০

মহারাজ! এই সময় কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর দ্বিতীয় যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর একটি স্বর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪

প্রজানাথ! রাজন্! সহসা সেই ভয়ঙ্কর বাণকে আসিতে দেখিয়া সাত্যকি একজন সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় এই বাণকে শতখণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৫

প্রজাপালক! সাত্যকির বাণসমূহে নিজের বাণকে নষ্ট হইতে দেখিয়া কর্ণ চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করত সাত্যকিকে আবৃত করিলেন ॥ ১৬

সেই সঙ্গে সমরাঙ্গণে সাতটি নারাচের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকিও স্বর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! তখন চক্ষু ও কর্ণের ভয়ানক, ঘোরতর এবং বিচিত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা চারিদিক্ দিয়া দেখিবার যোগ্য ছিল ॥ ১৮

হে নৃপ! সমরাঙ্গণে কর্ণ ও সাত্যকির এই কর্ম দর্শন করত সমস্ত প্রাণীগণের রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ১৯

এই সময় শত্রুগণের বল ও প্রাণনাশকারী শত্রুসূদন মহাবল অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২০

শত্রুনগর-বিজয়ী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেখানে উপস্থিত হইয়াই অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন,—ব্রহ্মহত্যাকারী পাপী!

অভ্যভাষত সংক্রুদ্ধো দ্রৌণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠাদ্য ব্রহ্মঘ্ন ন মে জীবন বিমোক্ষ্যসে ॥ ২১
ইত্যুক্ত্বা সুভৃশং বীরঃ শীঘ্রকৃৎসুনিশিতৈঃ শরৈঃ।
পার্ষতং ছাদয়ামাস ঘোররূপৈঃ সুতেজনৈঃ ॥ ২২
যতমানং পরং শক্ত্যা যতমানো মহারথঃ।
যথা হি সমরে দ্রোণঃ পার্ষতং বীক্ষ্য মারিষ ॥ ২৩
তথা দ্রৌণিং রণে দৃষ্ট্বা পার্ষতঃ পরবীরহা।
নাতিহৃষ্টমনা ভূত্বা মন্যতে মৃত্যুমাত্মনঃ ॥ ২৪
স জ্ঞাত্বা সমরেঽত্মানং শস্ত্রেণাবধ্যমেব তু।
জবেনাভ্যাযযৌ দ্রৌণিং কালঃ কালমিব ক্ষয়ে ॥ ২৫
দ্রৌণিস্তু দৃষ্ট্বা রাজেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্নমবস্থিতম্।
ক্রোধেন নিঃশ্বসন্ বীরঃ পার্ষতং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৬
তাবন্যোন্যং তু দৃষ্ট্বৈব সংরম্ভং জগ্মতুঃ পরম্।
অথাব্রবীন্মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৭

দাঁড়াও, দাঁড়াও। আজ তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবে না ॥ ২১

এই কথা বলিয়া ক্ষিপ্রকারী প্রযত্নশীল মহারথী অশ্বত্থামা অত্যন্ত তেজস্বী, ঘোর এবং তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা অবসাদের জন্য যথাশক্তি যত্নপরায়ণ বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২½

আর্য্য! যেরূপ দ্রোণাচার্য্য সমরাঙ্গণে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া মনে মনেই খিন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ মনে করিতেন, সেইরূপ শত্রুবীরসংহারকারী ধৃষ্টদ্যুম্নও রণক্ষেত্রে অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে নিজের মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন ॥ ২৩-২৪

তিনি নিজেকে সমরাঙ্গণে অস্ত্রসকলের দ্বারা অবধ্য মনে করত তীব্র বেগে অশ্বত্থামার সম্মুখে আসিলেন; ইহাতে মনে হইল—প্রলয়ের কালে সাক্ষাৎ কালই যেন কালের উপর আক্রমণ করিতেছেন ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! বীর অশ্বত্থামা দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৬

মহারাজ! ইহারা উভয়ে উভয়কে দেখিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রজানাথ! তারপর প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া নিজেরই পার্শ্বে অবস্থিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ॥ ২৭½

ত্বং সমীপস্থং ত্বরমাণো বিশাম্পতে।
পাঞ্চালাপসদাস্ত ত্বাং প্রেষয়িষ্যামি মৃত্যবে ॥ ২৮
পাপং হি যৎ ত্বয়া কর্ম ঘ্নতা দ্রোণং পুরাকৃতম্।
অস্ত ত্বাং তপ্স্যতে তদ্ বৈ যথা ন কুশলং তথা ॥ ২৯
অরক্ষ্যমাণং পার্থেন যদি তিষ্ঠসি সংযুগে।
নাপক্রামসি বা মূঢ় সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
প্রতিবাক্যং স এবাসির্মামকো দাস্যতে তব ॥ ৩১
যেনৈব তে পিতুর্দত্তং যতমানস্য সংযুগে।
যদি তাবন্ময়া দ্রোণো নিহতো ব্রাহ্মণব্রুবঃ ॥ ৩২
ত্বামিদানীং কথং যুদ্ধে ন হনিষ্যামি বিক্রমাৎ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ সেনাপতিরমর্ষণঃ ॥ ৩৩
নিশিতেনাতিবাণেন দ্রৌণিং বিব্যাধ পার্ষতঃ
ততো দ্রৌণিঃ সুসংক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৩৪
আচ্ছাদয়দ্ দিশো রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে।
নৈবান্তরিক্ষং ন দিশো নাপি যোধাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫
দৃশ্যন্তে বৈ মহারাজ শরৈশ্ছন্নাঃ সহস্রশঃ।
তথৈব পার্ষতো রাজন্ দ্রৌণিমাহবশোভিনম্ ॥ ৩৬
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস সূতপুত্রস্য পশ্যতঃ।
রাধেয়োঽপি মহারাজ পাঞ্চালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ৩৭
দ্রৌপদেয়ান্ যুধামন্যুং সাত্যকিঞ্চ মহারথম্।
একঃ সংবারয়ামাস প্রেক্ষণীয়ঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৮
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে দ্রৌণেশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্।
তদপাস্য ধনুর্দ্রৌণিরন্যদাদায় কার্মুকম্ ॥ ৩৯
বেগবান্ সমরে ঘোরে শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
স পার্ষতস্য রাজেন্দ্র ধনুঃ শক্তিং গদাং ধ্বজম্ ॥ ৪০
হয়ান্ সূতং রথঞ্চৈব নিমেষাদ্ ব্যধমচ্ছরৈঃ।
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ৪১
খড়্গমাদত্ত বিপুলং শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
দ্রৌণিস্তদপি রাজেন্দ্র ভল্লৈঃ ক্ষিপ্রং মহারথঃ ॥ ৪২

রে পাঞ্চালকুলকলঙ্ক! আজ আমি তোমাকে মৃত্যুর মুখে প্রেরণ করিব। তুমি পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিয়া যে পাপকার্য্য করিয়াছ, তাহা এক অমঙ্গলকারী কর্ম্মের ন্যায় আজ তোমাকে সন্তাপ দান করিবে ॥ ২৮-২৯

অরে মূর্খ! যদি তুমি আজ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক অরক্ষিত থাকিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান কর এবং পলাইয়া না যাও, তবে আমি তোমাকে অবশ্যই সংহার করিব—এই সত্য কথা তোমাকে বলিয়া দিলাম ॥ ৩০

অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন। অরে! তোমার এই কথার উত্তর আমার এই তরবারিই তোমাকে প্রদান করিবে, যে তরবারি যুদ্ধস্থলে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ তোমার পিতাকে যোগ্য উত্তরদান করিয়াছিল ॥ ৩১½

যদি আমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যকে পূর্ব্বে বধ করিতে পারি, তবে এই সময় পরাক্রম করিয়া তোমাকে আমি কেন বধ করিতে পারিব না? ৩২½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া অমর্ষশীল সেনাপতি দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার একটি বাণের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৩½

ইহাতে অশ্বত্থামার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইল। রাজন্! তিনি আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের সম্পূর্ণ দিক্‌সমূহ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৪½

মহারাজ! সেই সময় চারিদিক্ বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় না আকাশ দেখা যাইল, না দিক্‌সমূহ এবং না সহস্র সহস্র যোদ্ধাগণ দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৩৫½

রাজন্! এইরূপ যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত অশ্বত্থামাকে ধৃষ্টদ্যুম্নও কর্ণের সাক্ষাতেই বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৬½

মহারাজ! সর্ব্বদিকে দর্শনীয় রাধাপুত্র কর্ণও পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুধামন্যু এবং মহারথী সাত্যকিকে একাকীই নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে অশ্বত্থামার ধনু ছেদন করিলেন। রাজেন্দ্র! তখন বেগবান্ অশ্বত্থামা সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অপর ধনু এবং বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহ হাতে লইয়া উহাদের দ্বারা নিমেষের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু, শক্তি, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি এবং রথকে বিনষ্ট করিলেন ॥ ৩৯-৪০½

ধনু ছিন্ন হইলে পর এবং অশ্বগণ ও সারথি বিনষ্ট হইলে পর রথহীন ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল খড়্গ ও শতচন্দ্রচিহ্নে চিহ্নিত দেদীপ্যমান ঢাল গ্রহণ করিলেন ॥ ৪১½

রাজেন্দ্র! অতিক্রান্ত হস্ত চালাইতে সমর্থ সুদৃঢ় অস্ত্রধারী বীর মহারথী অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে বহু ভল্লের দ্বারা রথ হইতে নামিবার পূর্ব্বেই ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই ঢাল ও তরবারি ছেদন করিয়া

চিচ্ছেদ সমরে বীরঃ ক্ষিপ্রহস্তো দৃঢ়ায়ুধঃ।
রথাদনবরূঢ়স্ত তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং হি বিরথং হতাশ্বং ছিন্নকার্মুকম্।
শরৈশ্চ বহুধা বিদ্ধমস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতম্ ॥ ৪৪
নাশকদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ যতমানো মহারথঃ।
তস্যান্তমিষুভী রাজন্ যদা দ্রৌণির্ন জগ্মিবান্ ॥ ৪৫
অথ ত্যক্ত্বা ধনুর্বীরঃ পার্ষতং ত্বরিতোঽন্বগাৎ।
আসীদাপ্লবতো বেগস্তস্য রাজন্ মহাত্মনঃ ॥ ৪৬
গরুড়স্যেব পততো জিঘৃক্ষোঃ পন্নগোত্তমম্।
এতস্মিন্নেব কালে তু মাধবোঽর্জুনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
পশ্য পার্থ যথা দ্রৌণিঃ পার্ষতস্য বধং প্রতি।
যত্নং করোতি বিপুলং হন্যাচ্চৈনং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
তং মোচয় মহাবাহো পার্ষতং শত্রুকর্শন।
দ্রৌণেরাস্যমনুপ্রাপ্তং মৃত্যোরাস্যগতং যথা ॥ ৪৯
এবমুক্ত্বা মহারাজ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
প্রৈষয়ৎ তুরগাংস্তত্র যত্র দ্রৌণির্ব্যবস্থিতঃ ॥ ৫০
তে হয়াশ্চন্দ্রসঙ্কাশাঃ কেশবেন প্রচোদিতাঃ।
আপিবন্ত ইব ব্যোম জগ্মুর্দ্রৌণিরথং প্রতি ॥ ৫১
দৃষ্ট্বায়াতৌ মহাবীর্য্যৌ উভৌ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নবধে যত্নং চক্রে রাজন্ মহাবলঃ ॥ ৫২
বিকৃষ্যমাণং দৃষ্ট্বৈব ধৃষ্টদ্যুম্নং নরেশ্বর।
শরাংশ্চিক্ষেপ বৈ পার্থো দ্রৌণিং প্রতি মহাবলঃ ॥ ৫৩
তে শরা হেমবিকৃতা গাণ্ডীবপ্রেষিতা ভৃশম্।
দ্রৌণমাসাদ্য বিবিশুর্বল্মীকমিব পন্নগাঃ ॥ ৫৪
স বিদ্ধস্তৈঃ শরৈর্ঘোরৈর্দ্রৌণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উৎসৃজ্য সমরে রাজন্ পাঞ্চাল্যমমিতৌজসম্ ॥ ৫৫
রথমারুরুহে বীরো ধনঞ্জয়শরার্দিতঃ।
প্রগৃহ্য চ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং পার্থং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ৫৬
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ সহদেবো জনাধিপ।
অপোবাহ রথেনাজৌ পার্ষতং শত্রুতাপনম্ ॥ ৫৭

দিলেন। ইহা তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪২-৪৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদিও ধৃষ্টদ্যুম্ন রথহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিনি বাণসমূহে বিদ্ধ ও অন্যান্য অস্ত্রসকলের দ্বারা জর্জরিত হইয়াছিলেন, তথাপি মহারথী অশ্বত্থামা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪৪½

রাজন্! যখন বীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ধনু পরিত্যাগ করিয়া অতিক্রুত ধৃষ্টদ্যুম্নের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৫½

হে রাজন্! রথ হইতে লম্ফ দিয়া নামিবার পর ধাবমান মহাত্মা অশ্বত্থামার বেগ মহাসর্পকে গ্রহণ করিতে উদ্যত গরুড়ের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৬½

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—পার্থ! এই দেখ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য কিরূপ বিশেষ চেষ্টা করিতেছে? সে এখন ইহাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪৭-৪৮

মহাবাহো শত্রুসূদন! যেরূপ কোন ব্যক্তি মৃত্যুর মুখে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার মুখে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর ॥ ৪৯

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অশ্বদিগকে সেইদিকে চালনা করিলেন, যেখানে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত সেই চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ অশ্বত্থামার রথের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশকে পান করিয়া ফেলিবে ॥ ৫১

রাজন্! মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন উভয়কে আসিতে দেখিয়া মহাবল অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

হে নরেশ্বর! ধৃষ্টদ্যুম্নকে আকর্ষিত হইতে দেখিয়া মহাবল অর্জুন অশ্বত্থামার উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩

গাণ্ডীব ধনু হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণান্বিত বাণসকল অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া উহার শরীরে সেইভাবে প্রবিষ্ট হইল, যেরূপ সর্পগণ গর্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৪

রাজন্! এই ভয়ঙ্কর বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রতাপশালী বীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে অমিতবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করত নিজের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন। তখন তিনি ধনঞ্জয়ের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেইজন্য তিনিও একটি শ্রেষ্ঠ ধনু হাতে লইয়া বাণসকলের দ্বারা অর্জুনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৫-৫৬

হে নরাধিপ! ইহার মধ্যে বীর সহদেব শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ রথের দ্বারা রণাঙ্গন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৫৭

অর্জুনোহপি মহারাজ দ্রৌণিং বিব্যাধ পত্রিভিঃ।
তং দ্রোণপুত্রঃ সংক্রুদ্ধো বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ৫৮
ক্রোধিতস্তু রণে পার্থো নারাচং কালসম্মিতম্।
দ্রোণপুত্রায় চিক্ষেপ কালদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ৫৯
ব্রাহ্মণস্যাংসদেশে স নিপপাত মহাদ্যুতিঃ।
স বিহ্বলো মহারাজ শরবেগেন সংযুগে ॥ ৬০
নিষসাদ রথোপস্থে বৈক্লব্যঞ্চ পরং যযৌ
ততঃ কর্ণো মহারাজ ব্যাক্ষিপদ্ বিজয়ং ধনুঃ ॥ ৬১
অর্জুনং সমরে ক্রুদ্ধঃ প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ।
দ্বৈরথঞ্চাপি পার্থেন কাময়ানো মহারণে ॥ ৬২
বিহ্বলং তং তু বীক্ষ্যাথ দ্রোণপুত্রস্য সারথিঃ।
অপোবাহ রথেনাজৌ ত্বরমাণো রণাজিরাৎ ॥ ৬৩
অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ পাঞ্চালৈর্জিতকাশিভিঃ।
মোক্ষিতং পার্ষতং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রঞ্চ পীড়িতম্ ॥৬৪
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি প্রাবাদ্যন্ত সহস্রশঃ।
সিংহনাদাংশ্চ চক্রুস্তে দৃষ্ট্বা সংখ্যে তদদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
এবং কৃত্বাব্রবীৎ পার্থো বাসুদেবং ধনঞ্জয়ঃ।
যাহি সংশপ্তকান্ কৃষ্ণ কার্যমেতৎ পরং মম ॥৬৬
ততঃ প্রয়াতো দাশার্হঃ শ্রুত্বা পাণ্ডবভাষিতম্।
রথেনাতিপতাকেন মনোমারুতরংহসা ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি দ্রৌণ্যপয়ানে
একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

মহারাজ! অর্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় কুপিত হইয়া অর্জুনের বক্ষে ও বাহুদ্বয়ে আঘাত করিলেন ॥ ৫৮

রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া কুন্তীকুমার অর্জুন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার উপর দ্বিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় সাক্ষাৎ কালস্বরূপ একটি নারাচ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৯

মহারাজ! এই অমিততেজস্বী নারাচ সেই ব্রাহ্মণের স্কন্ধে যাইয়া পতিত হইল। অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে এই বাণের বেগে ব্যাকুল হইয়া রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সর্ব্বতোভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ৬০-১

রাজরাজেশ্বর! তাহার পর কর্ণ সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া অর্জুনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করত বিজয়নামক ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিলেন। ইনি মহাসমরে অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ৬১-৬২

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিহ্বল হইতে দেখিয়া তাঁহার সারথি অতিক্রত তাঁহাকে রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে দূরে লইয়া যাইল ॥ ৬৩

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে সঙ্কট হইতে মুক্ত এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পীড়িত দেখিয়া জয়লাভে উল্লসিত পাঞ্চাল সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪

সেই সময় সহস্র সহস্র দিব্য বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে থাকিল। সেই পাঞ্চালসৈন্যগণ রণাঙ্গনে এই অদ্ভুত কার্য্যদর্শন করত সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬৫

এইরূপ পরাক্রম করত কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! এখন সংশপ্তক সৈন্যগণের দিকে গমন করুন। বর্ত্তমানে ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য ॥ ৬৬

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী এবং অত্যুচ্চ পতাকাবিশিষ্ট রথের দ্বারা সেখান হইতে গমন করিলেন ॥ ৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামার পলায়নবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠিতমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনসমীপে দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য চ পরাক্রমবর্ণনম্, কর্ণং হন্তুমর্জুনায়োপদেশদানম্, ভীমসেনস্য দুষ্কর-পরাক্রমকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ পার্থং বচনমব্রবীৎ।
দর্শয়ন্নিব কৌন্তেয়ং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১
এষ পাণ্ডব তে ভ্রাতা ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ।
জিঘাংসুভির্মহেষ্বাসৈর্দ্রুতং পার্থোঽনুসার্য্যতে॥ ২
তং চানুযান্তি সংরব্ধাঃ পাঞ্চালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাত্মানং পরীপ্সন্তো মহাবলাঃ॥ ৩
এষ দুর্য্যোধনঃ পার্থ রথানীকেন দংশিতঃ।
রাজা সর্বস্য লোকস্য রাজানমনুধাবতি॥ ৪
জিঘাংসুঃ পুরুষব্যাঘ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বলী
আশীবিষসমস্পর্শৈঃ সর্বযুদ্ধবিশারদৈঃ॥ ৫
এতে জিঘৃক্ষবো যান্তি দ্বিপাশ্ব-রথ-পত্তয়ঃ।
[illegible]ং ধার্তরাষ্ট্রা নরোত্তমমিবার্থিনঃ। ৬
পশ্য সাত্বত-ভীমাভ্যাং নিরুদ্ধাধিষ্ঠিতাঃ পুনঃ।
জিহীর্ষবোঽমৃতং দৈত্যাঃ শক্রাগ্নিভ্যামিবাসকৃৎ। ৭
এতে বহুত্বাত্ত্বরিতাঃ পুনর্গচ্ছন্তি পাণ্ডবম্।
সমুদ্রমিব বার্য্যোঘাঃ প্রাবৃট্কালে মহারথাঃ। ৮
নদন্তো সিংহনাদাংশ্চ ধমন্তশ্চাপি বারিজান্।
বলবন্তো মহেষ্বাসা বিধুন্বন্তো ধনূংষি চ॥ ৯
মৃত্যোর্মুখগতং মন্যে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
হুতমগ্নৌ চ কৌন্তেয়ং দুর্য্যোধনবশং গতম্॥ ১০
যথাবিধমনীকং তু ধার্তরাষ্ট্রস্য পাণ্ডব।
নাস্য শক্রোঽপি মুচ্যেত সম্প্রাপ্তো বাণগোচরম্॥ ১১
দুর্য্যোধনস্য বীরস্য শরৌঘান্ শীঘ্রমস্যতঃ।
সংক্রুদ্ধস্যান্তকস্যেব কো বেগং সংসহেদ রণে॥ ১২

ষষ্ঠিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অর্জুনের নিকট দুর্য্যোধন ও কর্ণের পরাক্রম বর্ণন এবং কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জুনকে উৎসাহদান ও ভীমসেনের দুষ্কর পরাক্রমকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন॥১

পাণ্ডুনন্দন! এই তোমার ভ্রাতা কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির, যাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে॥ ২

রণদুর্ম্মদ মহাবল পাঞ্চাল সৈন্যরা মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে॥ ৩

পার্থ! সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজা দুর্য্যোধন কবচ ধারণ করত রথ-সৈন্যদের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে॥ ৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যাহাদের স্পর্শ বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর এবং যাহারা সমস্ত যুদ্ধে পারদর্শী, সেই ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বলবান্ দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে॥ ৫

যেরূপ যাচকগণ ধনলাভের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নিকট গমন করে, সেইরূপ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সৈন্যদের সহিত এই দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার জন্য গমন করিতেছে॥ ৬

দেখ, যেরূপ অমৃত অপহরণ করিতে অভিলাষী দৈত্যদিগকে ইন্দ্র ও অগ্নি বারংবার নিবারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুর্য্যোধনের সৈন্যরা সাত্যকি ও ভীমসেনকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত হইতেছে॥ ৭

যেরূপ বর্ষাকালে জলের প্রবাহ অধিক হওয়ায় সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই কৌরব-মহারথী যোদ্ধারা সংখ্যায় বহু হওয়ায় পুনরায় অতিশয় ত্বরাসহকারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে গমন করিতেছে॥ ৮

এই বলবান্ ও মহাধনুর্দ্ধর কৌরব-সৈন্যরা সিংহনাদ করিতে করিতে, শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে এবং নিজেদের ধনু কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে॥ ৯

আমি ত' মনে করি, বর্ত্তমানে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের অধীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির আহুতি হইয়া পড়িয়াছেন॥ ১০

পাণ্ডুনন্দন! দুর্য্যোধনের সৈন্যদের যেরূপ ব্যূহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, উহাদের বাণপথে পতিত হইলে পর সাক্ষাৎ ইন্দ্রও জীবন থাকিতে মুক্তি পাইবেন না॥ ১১

অতিশয় ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় অতিদ্রুত বাণসকলবর্ষণকারী বীর দুর্য্যোধনের বেগ এই যুদ্ধে কোন যোদ্ধা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ১২

দুর্য্যোধনস্য বীরস্য দ্রৌণেঃ শারদ্বতস্য চ।
কর্ণস্য চেষুবেগো বৈ পর্ব্বতানপি শাতয়েৎ ॥ ১৩
কর্ণেন চ কৃতো রাজা বিমুখঃ শত্রুতাপনঃ।
বলবাঁল্লঘুহস্তশ্চ কৃতী যুদ্ধবিশারদঃ ॥ ১৪
রাধেয়ঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং শক্তঃ পীড়য়িতুং রণে।
সহিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রৈঃ শূরৈর্মহাবলৈঃ ॥ ১৫
তৈস্যৈভির্য্যধ্যমানস্য সংগ্রামে সংযতাত্মনঃ।
অন্যৈরপি চ পার্থস্য হৃতং বর্ম মহারথৈঃ। ১৬
উপবাসকৃশো রাজা ভৃশং ভরতসত্তমঃ।
ব্রাহ্মে বলে স্থিতো হ্যেষ ন ক্ষাত্রে হি বলে বিভুঃ ॥ ১৭
কর্ণেন চাভিযুক্তোঽয়ং ভূপতিঃ শত্রুতাপনঃ।
সংশয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ পাণ্ডবো বৈ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৮
ন জীবতি মহারাজো মন্যে পার্থ যুধিষ্ঠিরঃ।
যদ্ ভীমসেনঃ সহতে সিংহনাদমমর্ষণঃ ॥ ১৯
নদতাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং পুনঃ পুনররিন্দম।
ধমতাঞ্চ মহাশঙ্খান সংগ্রামে জিতকাশিনাম্ ॥ ২০
যুধিষ্ঠিরং পাণ্ডবেয়ং হতেতি ভরতর্ষভ।
সঞ্চোদয়ত্যসৌ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহাবলান ॥ ২১
স্থূণাকর্ণেন্দ্রজালেন পার্থ পাশুপতেন চ।
প্রচ্ছাদয়ন্তি রাজানং শস্ত্রজালৈর্মহারথাঃ ॥ ২২
আতুরো হি কৃতো রাজা সন্নিষেব্যশ্চ ভারত।
যথৈনমনুবর্ত্তন্তে পাঞ্চালাঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৩
ত্বরমাণাস্ত্বরাকালে সর্বশস্ত্রভৃতাং বরাঃ।
মজ্জন্তমিব পাতালে বলিনোঽপ্যুজ্জিহীর্ষবঃ ॥ ২৪
ন কেতুর্দৃশ্যতে রাজ্ঞঃ কর্ণেন নিহতঃ শরৈঃ।
পশ্যতোর্যময়োঃ পার্থ সাত্যকেশ্চ শিখণ্ডিনঃ ॥ ২৫
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভীমস্য শতানীকস্য বা বিভো।
পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বেষাং চেদীনাঞ্চৈব ভারত ॥ ২৬
এষ কর্ণো রণে পার্থ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শরৈর্বিধ্বংসয়তি বৈ নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ॥ ২৭

বীর দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কর্ণের বাণসমূহের বেগ পর্ব্বতসকলকেও বিদীর্ণ করিতে পারে ॥ ১৩

যিনি শত্রুদিগকে অপমান করিয়া থাকেন, অতিক্রতহস্ত চালাইতে পারেন, বলবান্, বিদ্বান ও যুদ্ধকুশল, সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকেও কর্ণ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া দিয়াছে ॥ ১৪

ধৃতরাষ্ট্রের মহাবল বীরবর পুত্রগণের সহিত রাধানন্দন কর্ণ রণাঙ্গনে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অবশ্যই পীড়িত করিতে পারিবে ॥ ১৫

সংগ্রামে যুদ্ধরত ও সংযতচিত্ত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের কবচকে এই দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ এবং অন্য মহারথী বীর যোদ্ধারা নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ১৬

ভরতকুলশিরোমণি রাজা যুধিষ্ঠির উপবাস করিয়া থাকায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ইনি এখন ব্রহ্মবলে অবস্থিত আছেন, ক্ষাত্রবল প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ১৭

শত্রুতাপন এই পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণসঙ্কট অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ॥ ১৮

পার্থ! আমার মনে হইতেছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির জীবিত নাই; কারণ, অমর্ষশীল শত্রুদমন ভীমসেন সংগ্রামে জয়লাভে উল্লসিত হইয়া বিশাল শঙ্খবাদ্যকারী ও বারংবার গর্জনকারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সিংহনাদ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে ॥ ১৯-২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই কর্ণ মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে এই প্রেরণা দান করিতেছে যে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর ॥ ২১

পার্থ! কৌরব-মহারথীরা স্থূণাকর্ণ, ইন্দ্রজাল, পাশুপত এবং অন্যপ্রকার অস্ত্রসমূহের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করিতেছে ॥ ২২

ভারত! রাজা যুধিষ্ঠিরকে আতুর ও সেবার যোগ্য করিয়া দিয়াছে; যেহেতু পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল সৈন্যরা তাঁহার সেবার জন্য অনুগমন করিতেছে ॥ ২৩

ত্বরা করিবার সময় ত্বরান্বিত, সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলবান্ পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উৎসুক দেখা যাইতেছে। তিনি যেন এখন পাতালে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ২৪

পার্থ! রাজার ধ্বজ দেখা যাইতেছে না। কর্ণ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়াছে। প্রভাবশালী ভারত! নকুল-সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক, সমস্ত পাঞ্চালসৈন্য ও চেদিদেশীয় যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই কর্ণ এই কার্য্য করিয়াছে ॥ ২৫-২৬

কুন্তীনন্দন! যেরূপ হাতী পদ্মে পরিপূর্ণ পুষ্করিণীকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই রণাঙ্গনে কর্ণ নিজ বাণসকলের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিধ্বংসিত করিতেছে ॥ ২৭

এতে দ্রবন্তি রথিনস্ত্বদীয়াঃ পাণ্ডুনন্দন।
পশ্য পশ্য যথা পার্থ গচ্ছন্ত্যেতে মহারথাঃ ॥ ২৮
এতে ভারত মাতঙ্গাঃ কর্ণেনাভিহতাঃ শরৈঃ।
আর্তনাদান্ বিকুর্বাণা বিদ্রবন্তি দিশো দশ ॥ ২৯
রথানাং দ্রবতে বৃন্দমেতচ্চৈব সমন্ততঃ।
দ্রাব্যমাণং রণে পার্থ কর্ণেনামিত্রকর্ষিণা ॥ ৩০
হস্তিকক্ষ্যাং রণে পশ্য চরন্তীং তত্র তত্র হ।
রথস্থং সূতপুত্রস্য কেতুং কেতুমতাং বর ॥ ৩১
অসৌ ধাবতি রাধেয়ো ভীমসেনরথং প্রতি।
কিরন্ শরশতান্যেব বিনিঘ্নংস্তব বাহিনীম্ ॥ ৩২
এতান্ পশ্য চ পাঞ্চালান্ দ্রাব্যমাণান্ মহারথান্।
শক্রেণেব যথা দৈত্যান্ হন্যমানান্ মহাহবে ॥ ৩৩
এষ কর্ণো রণে জিত্বা পাঞ্চালান্ পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ান্।
দিশো বিপ্রেক্ষতে সর্বাস্ত্বদর্থমিতি মে মতিঃ ॥ ৩৪
পশ্য পার্থ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বিকর্ষন্ সাধু শোভতে।
শত্রুং জিত্বা যথা শক্রো দেবসঙ্ঘৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৩৫
এতে নর্দন্তি কৌরব্যা দৃষ্ট্বা কর্ণস্য বিক্রমম্।
ত্রাসয়ন্তো রণে পাণ্ডূন্ সৃঞ্জয়াংশ্চ সমন্ততঃ ॥ ৩৬
এষ সর্বাত্মনা পাণ্ডূংস্ত্রাসয়িত্বা মহারণে।
অভিভাষতি রাধেয়ঃ সর্বসৈন্যানি মানদ ॥ ৩৭
অভিদ্রবত ভদ্রং বো দ্রুতং দ্রবত কৌরবাঃ।
যথা জীবন্ ব: কশ্চিন্মুচ্যেত যুধি সৃঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮
তথা কুরুত সংযত্তা বয়ং যাস্যাম পৃষ্ঠতঃ।
এবমুক্ত্বা গতো হ্যেষ পৃষ্ঠতো বিকিরন্ শরান্ ॥ ৩৯
পশ্য কর্ণং রণে পার্থ শ্বেতচ্ছত্রবিরাজিতম্।
উদয়ং পর্বতং যদ্বচ্ছশাঙ্কেনাভিশোভিতম্ ॥ ৪০
পূর্ণচন্দ্রনিকাশেন মূর্ধ্নি চ্ছত্রেণ ভারত।
ধ্রিয়মাণেন সমরে শ্রীমচ্ছতশলাকিনা ॥ ৪১

পাণ্ডুনন্দন! এই তোমাদের রথী সৈন্যরা পলায়ন করিতেছে। পার্থ! দেখ, দেখ, এই সব মহারথী বীরগণও কিরূপ পলাইয়া যাইতেছে ॥ ২৮

ভারত! কর্ণের বাণসমূহে আহত হইয়া এই সব মদমত্ত হস্তীরাও আর্তনাদ করিতে করিতে দশদিকে গমন করিতেছে ॥২৯

কুন্তীকুমার! রণাঙ্গনে শত্রুসূদন কর্ণকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া রথী যোদ্ধাদের দল চারিদিকে পলায়ন করিতেছে ॥ ৩০

ধ্বজধারী রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! দেখ, সূতপুত্র কর্ণের রথের উপর কিরূপ ধ্বজ উড়িতেছে? হাতীর রজ্জুচিহ্নযুক্ত তাহার এই ধ্বজ রণাঙ্গনে যেখানে সেখানে কিরূপ বিচরণ করিতেছে? ৩১

সেই রাধাপুত্র কর্ণ শত শত বাণবর্ষণ করত তোমার সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৩২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যদিগকে বিতাড়িত ও নিহত করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাসমরে কর্ণকর্তৃক বিতাড়িত ও নিহতপ্রায় পাঞ্চাল মহারথী বীর যোদ্ধাদিগকে দর্শন কর ॥ ৩৩

এই কর্ণ রণাঙ্গনে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাদিগকে জয় করিয়া এখন তোমাকে পরাজিত করিবার জন্য সর্বদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে—ইহাই আমার মনে হয় ॥ ৩৪

অর্জুন! দেখ, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শত্রুকে জয় করিয়া দেবতাগণের মধ্যে শোভাপ্রাপ্ত হন, সেইরূপ এই কর্ণ কৌরববৃন্দের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করিতে করিতে সুশোভিত হইতেছে ॥ ৩৫

কর্ণের এই পরাক্রম দর্শন করিয়া কৌরব-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে তীব্রস্বরে গর্জন করিতেছে ॥ ৩৬

মানদ! এই রাধানন্দন কর্ণ মহাসমরে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে নিজের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে এই কথা বলিতেছে ॥ ৩৭

কৌরবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা ধাবিত হও এবং অতিদ্রুত ধাবিত হইয়া অগ্রসর হও। আজ যুদ্ধস্থলে কোনও সৃঞ্জয় যোদ্ধা যাহাতে তোমাদের হাত হইতে মুক্তি না পায়, তোমরা সাবধান হইয়া সেইরূপ চেষ্টাই কর। আমরা সকলে তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ৩৮ই

কর্ণ এই কথা বলিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে বাণবর্ষণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। পার্থ! রণাঙ্গনে শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত কর্ণকে তুমি দর্শন কর। সে চন্দ্রে সুশোভিত উদয়াচলের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৩৯-৪০

ভারত! প্রজানাথ! সমরাঙ্গণে যাহার মস্তকের উপরে শত তেজস্বী শলাকাযুক্ত এবং পূর্ণচন্দ্রতুল্য প্রকাশমান শ্বেতচ্ছত্র বিস্তৃত আছে, সেই কর্ণ তোমার দিকে কটাক্ষপাতপূর্বক

এষ ত্বাং প্রেক্ষতে কর্ণঃ সকটাক্ষং বিশাম্পতে।
উত্তমং জবমাস্থায় ধ্রুবমেষ্যতি সংযুগে ॥ ৪২

পশ্য হ্যেনং মহাবাহো বিধুন্বানং মহদ্ ধনুঃ।
শরাংশ্চাশীবিষাকারান্ বিসৃজন্তং মহারণে ॥ ৪৩

অসৌ নিবৃত্তো রাধেয়ো দৃষ্ট্বা তে বানরধ্বজম্।
প্রার্থয়ন্ সমরে পার্থ ত্বয়া সহ পরন্তপ ॥ ৪৪

বধায় চাত্মনোঽভ্যেতি দীপ্তাস্যং শলভো যথা।
কর্ণমেকাকিনং দৃষ্ট্বা রথানীকেন ভারত ॥ ৪৫

রিরক্ষিষুঃ সুসংবৃত্তো ধার্তরাষ্ট্রো নিবর্ততে।
সর্বৈঃ সহৈভির্দুষ্টাত্মা বধ্যতাঞ্চ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬

ত্বয়া যশশ্চ রাজ্যঞ্চ সুখং চোত্তমমিচ্ছতা।
অদীনয়োর্বিক্রান্তয়োর্যুধ্যমানয়োঃ ॥ ৪৭

দেবাসুরে পার্থ যুধে দেব-দানবয়োরিব।
পশ্যন্তু কৌরবাঃ সর্বে তব পার্থ পরাক্রমম্ ॥ ৪৮

ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বাতিসংরব্ধং কর্ণঞ্চ ভরতর্ষভ।
অসৌ দুর্যোধনঃ ক্রুদ্ধো নোত্তরং প্রতিপৎস্যতে ॥ ৪৯

আত্মানঞ্চ কৃতাত্মানং সমীক্ষ্য ভরতর্ষভ।
কৃতাগসঞ্চ রাধেয়ং ধর্মাত্মনি যুধিষ্ঠিরে।
প্রতিপদ্যস্ব কৌন্তেয় প্রাপ্তকালমনন্তরম্ ॥ ৫০

আর্য্যাং যুদ্ধে মতিং কৃত্বা প্রত্যেহি রথযূথপম্।
পঞ্চ হ্যেতানি মুখ্যানি রথানাং রথসত্তম ॥ ৫১

শতান্যায়ান্তি সমরে বলিনাং তিগ্মতেজসাম্।
পঞ্চ নাগসহস্রাণি দ্বিগুণা বাজিনস্তথা ॥ ৫২

অভিসংহত্য কৌন্তেয় পদাতিপ্রযুতানি চ।
অন্যোন্যরক্ষিতং বীর বলং ত্বামভিবর্ততে ॥ ৫৩

দ্রোণপুত্রং পুরস্কৃত্য তচ্ছীঘ্রং সন্নিবর্দয়।
নিকৃত্যোত্তদ্রথানীকং বলিনং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৫৪

সূতপুত্রং মহেষ্বাসং দর্শয়াত্মানমাত্মনা।
উত্তমং জবমাস্থায় প্রত্যেহি ভরতর্ষভ ॥ ৫৫

করিতেছে। নিশ্চয়ই সে উত্তম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে ॥ ৪১-৪২

মহাবাহো! এই দেখ, সে নিজের বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে মহাসমরে বিষধর সর্পগণতুল্য বিষাক্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছে ॥ ৪৩

শত্রুতাপন কুন্তীনন্দন! এই দেখ, তোমার বানরধ্বজ দর্শন করিয়া সংগ্রামে তোমার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার জন্য রাধানন্দন কর্ণ এইদিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছে ॥ ৪৪

যেরূপ পতঙ্গ প্রজ্বলিত অগ্নির মুখে আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ এই কর্ণ নিজের বধের জন্য তোমার নিকট আসিতেছে। ভারত! কর্ণকে একাকী দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনও রথসমূহে পরিবৃত হইয়া এদিকে আগমন করিতেছে ॥৪৫ ½

তুমি যশ, রাজ্য ও উত্তম সুখের আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহাদের সহিত দুষ্টাত্মা কর্ণকে যত্নসহকারে সংহার কর ॥৪৬½

পার্থ! যেরূপ দেবাসুর-সংগ্রামে দেবতা ও দানবগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ যখন বিশ্ববিখ্যাত উভয় বীর যোদ্ধা তোমাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেই সময় সমস্ত কৌরবগণ তোমার পরাক্রম দর্শন করিবে ॥ ৪৭-৪৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ তোমাকে এবং কর্ণকে দেখিয়া সেই ক্রোধী দুর্যোধন তাহার কোন উত্তর বুঝিতে পারিবে না ॥ ৪৯

ভরতভূষণ কুন্তীকুমার! তুমি নিজেকে পুণ্যাত্মা এবং রাধাপুত্র কর্ণকে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের অপরাধী মনে করিয়া এখন সময়োচিত কর্তব্য পালন কর ॥ ৫০

যুদ্ধবিষয়ক শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তুমি রথযূথপতি কর্ণের উপর আক্রমণ কর। রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন! দেখ, সমরাঙ্গণে এই যে প্রচণ্ড তেজস্বী, মহাবল এবং মুখ্য মুখ্য পাঁচ শত রথী আসিতেছে। ইহাদের সহিত এদিকে পাঁচ হাজার হাতী এবং দশ হাজার অশ্বও আছে। কুন্তীনন্দন! ইহারা সকলে সংগঠিত হইয়া দশ লক্ষ পদাতির সহিত এদিকে আসিতেছে ॥ ৫১-৫২½

বীর! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া পরস্পরকর্তৃক সুরক্ষিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী তোমার উপর আক্রমণ করিতেছে। তুমি অতিসত্বর ইহাদের সংহার কর ॥ ৫৩½

এই রথী-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া বিশ্ববিখ্যাত মহাধনুর্ধর বলবান্ সূতপুত্র কর্ণের সম্মুখে তুমি নিজেই নিজের পরাক্রম প্রদর্শন কর ॥ ৫৪½

ভরতভূষণ! তুমি উত্তম বেগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শত্রুদলের উপর আক্রমণ কর। এই কর্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চাল-

অসৌ কর্ণঃ সুসংরব্ধঃ পাঞ্চালানভিধাবতি।
কেতুমস্য হি পশ্যামি ধৃষ্টদ্যুম্নরথং প্রতি ॥ ৫৬
সমুপৈষ্যতি পাঞ্চালানিতি মন্যে পরন্তপ।
আচক্ষে চ প্রিয়ং পার্থ তবেদং ভরতর্ষভ ॥ ৫৭
রাজাসৌ কুশলী শ্রীমান্ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অসৌ ভীমো মহাবাহুঃ সন্নিবৃত্তশ্চমূমুখে ॥ ৫৮
বৃতঃ সৃঞ্জয়সৈন্যেন শৈনেয়েন চ ভারত।
বধ্যন্ত এতে সমরে কৌরবা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৯
ভীমসেনেন কৌন্তেয় পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
সেনা হি ধার্তরাষ্ট্রস্য বিমুখা বিক্ষরদ্ব্রণা ॥ ৬০
বিপ্রধাবতি বেগেন ভীমস্যাভিহতা শরৈঃ।
বিপন্নশস্যেব মহী রুধিরেণ সমুক্ষিতা ॥ ৬১
ভারতী ভরতশ্রেষ্ঠ সেনা কৃপণদর্শনা।
নিবৃত্তং পশ্য কৌন্তেয় ভীমসেনং যুধাং পতিম্ ॥ ৬২
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং দ্রাবয়ন্তং বরূথিনীম্।

সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইতেছে। আমি উঁহার ধ্বজকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের পার্শ্বে দেখিতেছি ॥৫৫-৫৬

পরন্তপ! আমি মনে করি, কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যদের উপর অবশ্যই আক্রমণ করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ পার্থ! আমি তোমাকে একটি প্রিয়সংবাদ বলিতেছি—ধর্মপুত্র শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির কুশলেই আছেন; কারণ, এই মহাবাহু ভীমসেন সৈন্যদের সম্মুখে ফিরিয়া আসিতেছে ॥ ৫৭-৫৮

ভারত! ইঁহার সহিত সৃঞ্জয়-সৈন্যরা এবং সাত্যকিও আছে। কুন্তীকুমার! ভীমসেন এবং মহাত্মা পাঞ্চাল সৈন্যরা সমরাঙ্গণে নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই কৌরবদিগকে বধ করিতেছে ॥ ৫৯½

ভীমসেনের বাণসমূহে আহত দুর্য্যোধনের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে। ইহাদের ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে ॥ ৬০½

ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্য নষ্ট হইয়া যাইলে ক্ষেত্র যেরূপ দেখিতে হয়, সেইরূপ রক্তে আপ্লুত কৌরব-সৈন্যরা দেখিতে দয়াযোগ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ৬১½

কুন্তীনন্দন! দেখ, যোদ্ধাগণের অধিপতি ভীমসেন প্রত্যাবর্তন করত বিষধর সর্পতুল্য কুপিত হইয়া কৌরব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতেছে ॥ ৬২½

পীত-রক্তাসিত-সিতাস্তারাচন্দ্রার্কমণ্ডিতাঃ ॥ ৬৩
পতাকা বিপ্রকীর্য্যন্তে ছত্রাণ্যেতানি চার্জুন।
সৌবর্ণা রাজতাশ্চৈব তৈজসাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৬৪
কেতবোঽভিনিপাত্যন্তে হস্ত্যশ্বঞ্চ প্রকীর্য্যতে।
রথেভ্যঃ প্রপতন্ত্যেতে রথিনো বিগতাসবঃ ॥ ৬৫
নানাবর্ণৈর্হতা বাণৈঃ পাঞ্চালৈরপলায়িভিঃ।
নির্মনুষ্যান্ গজানশ্বান্ রথাংশ্চৈব ধনঞ্জয় ॥ ৬৬
সমাদ্রবন্তি পাঞ্চালা ধার্তরাষ্ট্রাংস্তরস্বিনঃ।
বিমৃদ্নন্তি নরব্যাঘ্রা ভীমসেনবলাশ্রয়াৎ ॥ ৬৭
বলং পরেষাং দুর্ধর্ষাস্ত্যক্ত্বা প্রাণানরিন্দম।
এতে নদন্তি পাঞ্চালা ধ্মাপয়ন্তি চ বারিজান্ ॥ ৬৮
অভিদ্রবন্তি চ রণে মৃদ্নন্তঃ সায়কৈঃ পরান্।
পশ্যৈষাঞ্চ মাহাত্ম্যং পাঞ্চালা হি পরাক্রমাৎ ॥ ৬৯
ধার্তরাষ্ট্রান্ বিনিঘ্নন্তি ক্রুদ্ধাঃ সিংহা ইব দ্বিপান্।
শস্ত্রমাচ্ছিদ্য শত্রূণাং সায়ুধানাং নিরায়ুধাঃ ॥ ৭০

অর্জুন! তারা ও সূর্য্য-চন্দ্রসদৃশ চিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত এই রক্ত, পীত, কৃষ্ণ এবং শুভ্রবর্ণের পতাকাসকল ও বহু শ্বেতছত্র বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৩½

স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তলাদি তৈজসদ্রব্য নির্ম্মিত নানা প্রকার বহু ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত আছে। হাতী এবং অশ্বরাও চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৪½

যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত পাঞ্চাল-বীরগণের নানা বর্ণের বাণসমূহে নিহত হইয়া এই প্রাণহীন রথী যোদ্ধারা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৬৫½

ধনঞ্জয়! এই বেগশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা ভীমসেনের বল আশ্রয় করত মনুষ্যগণরহিত হাতী, অশ্ব, রথ ও বেগশালী ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিতেছে এবং তাহাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছে ॥ ৬৬-৬৭

শত্রুদমন বীর! দুর্জয় পাঞ্চাল-সৈন্যরা প্রাণের মোহ পরিহার করত শত্রুসৈন্যদিগকে নষ্ট করিতে করিতে গর্জন ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৬৮

অর্জুন! দেখ, এই বীরগণের কিরূপ মহিমা? যেরূপ ক্রুদ্ধ সিংহগণ হস্তিসকলকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পরাক্রম করত স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ৬৯½

তেনৈবৈতানমোঘাস্ত্রা নিঘ্নন্তি চ নদন্তি চ।
শিরাংস্যেতানি পাত্যন্তে শত্রূণাং বাহবোঽপি চ ॥৭১

রথ-নাগ-হয়া বীরা যশস্যাঃ সর্ব এব চ।
সর্বতশ্চাভিপন্নৈষা ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৭২
পাঞ্চালৈর্মানসাদেত্য হংসৈর্গঙ্গেব বেগিতৈঃ।
সুভৃশঞ্চ পরাক্রান্তাঃ পাঞ্চালানাং নিবারণে ॥ ৭৩
কৃপ-কর্ণাদয়ো বীরা ঋষভাণামিবর্ষভাঃ।
ভীমাস্ত্রেণ সুনির্ভগ্নান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারথান্ ॥ ৭৪
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখা বীরা ঘ্নন্তি শত্রূন্ সহস্রশঃ।
পঞ্চালেষ্বভিভূতেষু দ্বিষান্তরপভীনদন্ ॥ ৭৫
শত্রুপক্ষমবস্কন্দ্য শরানস্যতি মারুতিঃ।
বিষণ্ণভূয়িষ্ঠতরা ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ ॥ ৭৬
রথাশ্চৈতে সুবিত্রস্তা ভীমসেনভয়াদিতাঃ।

ইহারা স্বয়ং অস্ত্র-শস্ত্রহীন হইয়া পড়িলেও অস্ত্রধারা শত্রুদের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সেই সব অস্ত্রের দ্বারাই তাহাদিগকে বধ করিতেছে এবং গর্জন করিতেছে। ইহাদের অস্ত্রপ্রহার কখনও নিষ্ফল হইতেছে না॥ ৭০২

ইহারা শত্রুদের মস্তক, বাহু, রথ, হস্তী ও অশ্বসকল এবং সমস্ত যশস্বী বীর যোদ্ধাদিগকে ধরাতলে পাতিত করিতেছে॥৭১২

যেরূপ বেগবান্ হংসগণ মানস-সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গানদীকে আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাঞ্চাল-সৈন্যগণকর্তৃক দুর্য্যোধনের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী এই পাঞ্চালসৈন্যগণের দ্বারা আক্রান্ত হইতে লাগিল॥ ৭২২

কৃপাচার্য্য ও কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ এই পাঞ্চালসৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেইরূপ অত্যন্ত পরাক্রম করিতেছে, যেরূপ শ্রেষ্ঠ বৃষগণ অপর বৃষদিগকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে॥ ৭৩২

ভীমসেনের বাণসমূহে উৎসাহহীন হইয়া পলায়মান কৌরব-মহারথীদিগকে এবং সহস্র সহস্র শত্রুগণকে ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীর যোদ্ধারা সংহার করিতেছে॥ ৭৪২

শত্রুগণের দ্বারা পাঞ্চাল-সৈন্যরা পরাজিত হইলে পর এই বায়ুপুত্র ভীমসেন নির্ভয়ে গর্জন করিতে করিতে শত্রুদলের উপর আক্রমণ করত বাণসমূহ বর্ষণ করিতেছে॥ ৭৫২

ইহাতে দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যদের অধিকাংশ বীরই

পশ্য ভীমেন নারাচৈর্ভিন্না নাগাঃ পতন্ত্যমী ॥ ৭৭
বজ্রি-বজ্রহতানীব শিখরাণি ধরাভৃতাম্।
ভীমসেনস্য নির্বিদ্ধা বাণৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৭৮
স্বান্যনীকানি মৃদ্নন্তো দ্রবন্ত্যেতে মহাগজাঃ।
(এতে দ্রবন্তি কুরবো ভীমসেনভয়াদিতাঃ।
ত্যক্ত্বা গজান্ হয়াংশ্চৈব রথাংশ্চৈব সহস্রশঃ॥
হস্ত্যশ্ব-রথ-পত্তীনাং দ্রবতাং নিঃস্বনং শৃণু।
ভীমসেনস্য নিনদং দ্রাবয়াণস্য কৌরবান্॥)
অভিজানীহি ভীমস্য সিংহনাদং সুদুঃসহম্ ॥ ৭৯
নদতোঽর্জুন সংগ্রামে বীরস্য জিতকাশিনঃ।
এষ নৈষাদিরভ্যেতি দ্বিপমুখ্যেন পাণ্ডবম্ ॥ ৮০
জিঘাংসুস্তোমরৈঃ ক্রুদ্ধো দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
সতোমরাবস্য ভুজৌ ছিন্নৌ ভীমেন গর্জতঃ॥ ৮১

অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই রথী যোদ্ধারা ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া উঠিয়াছে॥ ৭৬২

দেখ, ইন্দ্রের বজ্রে আহত হইয়া পতিত পর্ব্বতশিখরসমূহের ন্যায় এই গজরাজগণ ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত নারাচসকলে বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে॥ ৭৭২

ভীমসেনের আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহে অত্যন্ত আহত এই বিশাল দেহ হাতীরা নিজেদেরই সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে॥ ৭৮২

(ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের সহস্র সহস্র হস্তী, রথ ও অশ্বগণকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে। পলায়মান হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্যদের এই আর্ত্তনাদ এবং কৌরবদিগের বিতাড়ক ভীমসেনের এই গর্জন শ্রবণ কর।)

অর্জুন! বিজয়-শ্রীতে সুশোভিত হইয়া গর্জনকারী বীর ভীমসেনের সংগ্রামস্থলে যে অত্যন্ত দুঃসহ সিংহনাদ হইতেছে, উহা তুমি অবগত হও॥ ৭৯২

এই নিষাদপুত্র শ্রেষ্ঠ এক গজরাজের উপর আরোহণ করত তোমর সকলের দ্বারা ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ক্রুদ্ধ দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় তাহার উপর আক্রমণ করিতেছে॥ ৮০২

দেখ, ভীমসেন গর্জনকারী নিষাদপুত্রের তোমরসহ দুই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিল এবং অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী দশটি তীক্ষ্ণ নারাচের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিল॥ ৮১২

তীক্ষ্ণৈরগ্নি-রবিপ্রখ্যৈর্নারাচৈর্দশভির্হতঃ।
হত্বৈনং পুনরায়াতি নাগানন্যান্ প্রহারিণঃ॥ ৮২
পশ্য নীলাম্বুদনিভান্ মহামাত্রৈরধিষ্ঠিতান্।
শক্তি-তোমরসঙ্ঘাতৈর্বিনিঘ্নন্তং বৃকোদরম্॥ ৮৩
সপ্তসপ্ত চ নাগাংস্তান্ বৈজয়ন্তীশ্চ সধ্বজাঃ।
নিহত্য নিশিতৈর্বাণৈশ্ছিন্নাঃ পার্থাগ্রজেন তে॥ ৮৪
দশভির্দশভিশ্চৈকো নারাচৈর্নিহতো গজঃ।
ন চাসৌ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং শ্রূয়তে নিনদস্তথা॥ ৮৫
পুরন্দরসমে ক্রুদ্ধে নিবৃত্তে ভরতর্ষভ।
অক্ষৌহিণ্যস্তথা তিস্রো ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য সংহতাঃ।
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন নরসিংহেন বারিতাঃ॥ ৮৬
ন শক্নুবন্তি বৈ পার্থং পার্থিবাঃ সমুদীক্ষিতুম্।
মধ্যংদিনগতং সূর্য্যং যথা দুর্ব্বলচক্ষুষঃ॥ ৮৭
এতে ভীমস্য সন্ত্রস্তাঃ সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ।
শরৈঃ সন্ত্রাসিতাঃ সংখ্যে ন লভন্তে সুখং ক্বচিৎ॥ ৮৮
(রাজানঞ্চ মহাবাহুং পীড়য়ন্ত্যাত্তমন্যবঃ।
রাধেয়ো বহুভিঃ সার্দ্ধমসৌ গচ্ছতি বেগতঃ॥
বর্জয়িত্বা তু ভীমং তং পার্শ্বতো হ্যানয়ন্ ধনুঃ।
তং পালয়ন্ মহারাজং ধার্ত্তরাষ্ট্রং বলান্বিতঃ॥)

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহাবাহুর্বাসুদেবাদ্ ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমসেনেন তৎ কর্ম কৃতং দৃষ্ট্বা সুদুষ্করম্॥ ৮৯
অর্জুনো ব্যধমচ্ছিষ্টানহিতান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তে বধ্যমানাঃ সমরে সংশপ্তকগণাঃ প্রভো॥ ৯০
প্রভগ্নাঃ সমরে ভীতা দিশো দশ মহাবলাঃ।
শক্রস্যাতিথিতাং গত্বা বিশোকা হ্যভবংস্তদা॥ ৯১
পার্থশ্চ পুরুষব্যাঘ্রঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
জঘান ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য চতুর্বিধবলাং চমূম্॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০

এই নিষাদপুত্রকে বধ করিয়া ভীমসেন প্রহারকারী অন্য সব হস্তিগণের উপর পুনরায় আক্রমণ করিতেছে। দেখ, ভীমসেন শক্তি ও তোমরসমূহের দ্বারা যাহাদের স্কন্ধে মাহুতেরা উপবিষ্ট আছে, এরূপ মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হস্তীদিগকে বিনাশ করিয়া যাইতেছে। ৮২-৮৩

পার্থ! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমসেন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা ধ্বজসহ বৈজয়ন্তী পতাকাসকল নষ্ট করত ঊনপঞ্চাশটি হাতীকে বধ করত ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। ৮৪

এই ভীমসেন দশ দশ নারাচের দ্বারা হস্তীদিগকে বধ করিল। ভরতভূষণ! ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীমসেন ফিরিয়া আসিলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সেই সিংহনাদ তখন আর শুনা যাইতেছে না॥ ৮৫½

ক্রুদ্ধ পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন দুর্য্যোধনের সুসংগঠিত তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে॥ ৮৬

যেরূপ দুর্ব্বল নেত্রযুক্ত প্রাণীরা দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত ভূপতিগণও এই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই পারিতেছে না॥ ৮৭

যেরূপ সিংহ হইতে ভীত মৃগগণ কোনরূপ সুখলাভ করিতে পারে না, সেইরূপ ভীমসেনের বাণসমূহে ভীত এই কৌরব-যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে সুখলাভ করিতে পারিতেছে না॥ ৮৮

(ক্রোধে পূর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যরা মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধনকে পীড়িত করিতেছে। বলশালী রাধাপুত্র কর্ণ ভীমসেনকে পরিহার করত পার্শ্বে ধনুর্বহনকারী মহারাজ দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত সবেগে তাঁহার নিকট গমন করিতেছে।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করত এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক সম্পাদিত সেইরূপ অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যকে নিজের চক্ষুতে দর্শন করত মহাবাহু অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অবশিষ্ট শত্রুদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন॥ ৮৯½

প্রভো! সমরাঙ্গণে প্রহারপীড়িত মহাবল সংশপ্তক সৈন্যগণ নিরুৎসাহ ও ভীত হইয়া দশদিকে পলাইয়া যাইলেন। আবার বহু যোদ্ধা ইন্দ্রের অতিথি হইয়া তৎক্ষণাৎ শোক হইতে মুক্তিলাভ করিলেন॥ ৯০-৯১

পুরুষশ্রেষ্ঠ পার্থ আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা দুর্য্যোধনের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিয়া ফেলিলেন॥ ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কর্ণেন শিখণ্ডিনঃ পরাজয়ঃ, ধৃষ্টদ্যুম্ন-দুঃশাসনয়োঃ, নকুল-বৃষসেনয়োর্যুদ্ধঞ্চ, সহদেবেনোলূকস্য, সাত্যকিনা শকুনেঃ, কৃপাচার্য্যেণ যুধামন্যোঃ, কৃতবর্ম্মণোত্তমৌজসঃ, ভীমসেনেন চ দুর্য্যোধনস্য পরাজয়ঃ, গজসেনানাং সংহারঃ পলায়নঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

নিবৃত্তে ভীমসেনে চ পাণ্ডবে চ যুধিষ্ঠিরে ।
বধ্যমানে বলে চাপি মামকে পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥ ১
দ্রবমাণে বলৌঘে চ নিরানন্দে মুহুর্মুহুঃ ।
কিমকুর্ব্বন্ত কুরবস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

(ক্ষয়স্তেষাং মহান্ জাতো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব)
দৃষ্ট্বা ভীমং মহাবাহুং সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
ক্রোধরক্তেক্ষণো রাজন্ ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ৩
তাবকং তু বলং দৃষ্ট্বা ভীমসেনাৎ পরাঙ্মুখম্ ।
যত্নেন মহতা রাজন্ পর্য্যবস্থাপয়দ্ বলী ॥ ৪
ব্যবস্থাপ্য মহাবাহুস্তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ।
প্রত্যুদ্যযৌ তদা কর্ণঃ পাণ্ডবান্ যুদ্ধদুর্মদান্ ॥ ৫
প্রত্যুদযযুস্তু রাধেয়ং পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ।
ধুন্বানাঃ কার্ম্মুকাণ্যাজৌ বিক্ষিপন্তশ্চ সায়কান্ ॥ ৬
ভীমসেনঃ শিনের্নপ্তা শিখণ্ডী জনমেজয়ঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ বলবান্ সর্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ ॥ ৭
জিঘাংসন্তো নরব্যাঘ্রাঃ সমন্তাৎ তব বাহিনীম্ ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ সমরে জিতকাশিনঃ ॥ ৮
তথৈব তাবকা রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।
অভ্যদ্রবন্ত ত্বরিতা জিঘাংসন্তো মহারথাঃ ॥ ৯
রথ-নাগাশ্বকলিলং পত্তি-ধ্বজসমাকুলম্ ।
বভূব পুরুষব্যাঘ্র সৈন্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ১০
শিখণ্ডী চ যযৌ কর্ণং ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সুতং তব ।
দুঃশাসনং মহারাজ মহত্যা সেনয়া বৃতম্ ॥ ১১
নকুলো বৃষসেনং তু চিত্রসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ।
উলূকং সমরে রাজন্ সহদেবঃ সমভ্যয়াৎ ॥ ১২

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[কর্ণকর্তৃক শিখণ্ডীর পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুঃশাসন এবং বৃষসেন ও নকুলের যুদ্ধ, সহদেবের দ্বারা উলূক ও সাত্যকিকর্তৃক শকুনির পরাজয়, কৃপাচার্য্য দ্বারা যুধামন্যু ও কৃতবর্ম্মকর্তৃক উত্তমৌজার পরাজয়, ভীমসেনের দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় এবং গজসৈন্যদের সংহার ও পলায়ন ।]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সঞ্জয় ! যখন ভীমসেন ও পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ফিরিয়া আসিল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা আমার সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিল এবং আমার সমুদয় সৈন্যবাহিনী নিরানন্দ হইয়া বারংবার পলাইতে থাকিল, তখন কৌরব-যোদ্ধারা কি করিল ? তাহা আমাকে বল ॥ ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ সেই কৌরবগণের প্রভূত বিনাশ সাধন হইল । মহারাজ ! প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ মহাবাহু ভীমসেনকে দেখিয়া ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩

রাজন্ ! আপনার সৈন্যদিগকে ভীমসেনের ভয়ে বিমুখ হইতে দেখিয়া বলবান্ কর্ণ অতিশয় যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রণাঙ্গনে স্থাপিত করিলেন ॥ ৪

মহাবাহু কর্ণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংস্থাপিত করিয়া রণদুর্মদ পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৫

সেই সময় পাণ্ডব মহারথী বীরগণও রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইবার জন্য নিজেদের ধনু কম্পিত করিতে করিতে এবং বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অগ্রসর হইলেন ॥ ৬

ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সমস্ত প্রভদ্রকগণ—এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবৃন্দ সমরাঙ্গণে জয়লাভে উল্লসিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধসহকারে আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায় চারিদিক দিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭-৮

রাজন্ ! এইরূপ আপনার মহারথী বীরগণও পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তীব্রবেগে তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি সৈন্য ও ধ্বজসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই সৈন্যবাহিনী তখন দেখিতে অদ্ভুতাকার ধারণ করিল ॥ ১০

মহারাজ ! শিখণ্ডী কর্ণের উপর এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশাল সৈন্য-বাহিনীতে পরিবৃত আপনার পুত্র দুঃশাসনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

রাজন্ ! নকুল বৃষসেনকে, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনকে এবং সহদেব রণাঙ্গনে উলূককে আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

সাত্যকিঃ শকুনিং চাপি দ্রৌপদেয়াশ্চ কৌরবান্।
অর্জ্জুনঞ্চ রণে যত্তো দ্রোণপুত্রো মহারথঃ ॥ ১৩
যুধামন্যুং মহেষ্বাসং গৌতমোঽভ্যপতদ্ রণে।
কৃতবর্ম্মা চ বলবানুত্তমৌজসমাদ্রবৎ ॥ ১৪
ভীমসেনঃ কুরূন্ সর্ব্বান্ পুত্রাংশ্চ তব মারিষ।
সহানীকান্ মহাবাহুরেক এব ন্যবারয়ৎ ॥ ১৫
শিখণ্ডী তু ততঃ কর্ণং বিচরন্তমভীতবৎ।
ভীষ্মহন্তা মহারাজ বারয়ামাস পত্রিভিঃ ॥ ১৬
প্রতিরুদ্ধস্ততঃ কর্ণো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
শিখণ্ডিনং ত্রিভির্বাণৈর্ভ্রুবোর্মধ্যেঽভ্যতাড়য়ৎ ॥ ১৭
ধারয়ংস্তু স তান্ বাণান্ শিখণ্ডী বহ্বশোভত।
রাজতঃ পর্ব্বতো যদ্বৎ ত্রিভিঃ শৃঙ্গৈরিবোত্থিতৈঃ ॥ ১৮
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ সূতপুত্রেণ সংযুগে।
কর্ণং বিব্যাধ সমরে নবত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৯
তস্য কর্ণো হয়ান্ হত্বা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ।
উন্মমাথ ধ্বজং চাস্য ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ ॥ ২০
হতাশ্বাত্তু ততো যানাদবপ্লুত্য মহারথঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ কর্ণায় সংক্রুদ্ধঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ২১
তাং ছিত্ত্বা সমরে কর্ণস্ত্রিভির্ভারত সায়কৈঃ।
শিখণ্ডিনমথাবিধ্যন্নবভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২২
কর্ণচাপচ্যুতান্ বাণান্ বর্জ্জয়ংস্তু নরোত্তমঃ।
অপযাতস্ততস্তূর্ণং শিখণ্ডী ভৃশবিক্ষতঃ ॥ ২৩
ততঃ কর্ণো মহারাজ পাণ্ডুসৈন্যান্যশাতয়ৎ।
তূলরাশিং সমাসাদ্য যথা বায়ুর্মহাবলঃ ॥ ২৪
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ তব পুত্রেণ পীড়িতঃ।
দুঃশাসনং ত্রিভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে ॥ ২৫
তস্য দুঃশাসনো বাহুং সব্যং বিব্যাধ মারিষ।
স তেন রুক্মপুঙ্খেন ভল্লেনানতপর্ব্বণা ॥ ২৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু নির্বিদ্ধঃ শরং ঘোরমমর্ষণঃ।
দুঃশাসনায় সংক্রুদ্ধঃ প্রেষয়ামাস ভারত ॥ ২৭

সাত্যকি শকুনিকে, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অন্য কৌরব যোদ্ধাদিগকে ও যুদ্ধে সাবধান হইয়া মহারথী বীর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ১৩

কৃপাচার্য্য যুদ্ধস্থলে মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলবান্ কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার দিকে ধাবিত হইলেন। ১৪

আর্য্য! মহাবাহু ভীমসেন একাকীই সৈন্য সহ সমস্ত কৌরব যোদ্ধা ও আপনার পুত্রদের গতি রুদ্ধ করিলেন। ১৫

মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী নির্ভয়চিত্তে রণাঙ্গনে বিচরণকারী কর্ণকে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন। ১৬

নিজের গতি অবরুদ্ধ হইলে পর রোষবশতঃ কর্ণের ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তখন তিনটি বাণে শিখণ্ডীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ১৭

এই বাণসকল ললাটে ধারণ করত শিখণ্ডী উত্থিত শিখরত্রয়যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১৮

যুদ্ধস্থলে সূতপুত্র কর্ণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডী নব্বইটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা কর্ণকেও রণাঙ্গনে বিদ্ধ করিলেন। ১৯

মহারথী কর্ণ শিখণ্ডীর অশ্বগণকে বধ করিয়া তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকেও বিনাশ করিলেন। তারপর একটি ক্ষুরপ্র-বাণের দ্বারা তাঁহার ধ্বজটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন। ২০

সেই অশ্বহীন রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ক্রুদ্ধ শত্রুতাপন মহারথী বীর শিখণ্ডী কর্ণের উপর একটি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ২১

ভারত! সমরাঙ্গণে তিনটি বাণের দ্বারা সেই শক্তিকে ছেদন করত কর্ণ নয়টি তীক্ষ্ণবাণে শিখণ্ডীকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ২২

তখন অত্যন্ত আহত নরশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতিক্রুত সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন। ২৩

মহারাজ! তদনন্তর মহাবল কর্ণ তূলারাশিকে বায়ুদ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার ন্যায় সম্মুখে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পাইয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। ২৪

রাজেন্দ্র! আপনার পুত্র দুঃশাসন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন তিনটি বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ২৫

আর্য্য! এই সময় দুঃশাসনও তাঁহার বামহস্তে বিদ্ধ করিলেন। ভারত! স্বর্ণপক্ষভূষিত ও আনতপর্ব্বযুক্ত ভল্লসমূহের আঘাতে অমর্ষশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত কুপিত হইয়া দুঃশাসনের উপর একটি ভয়ঙ্কর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। ২৬-২৭

আপতন্তং মহাবেগং ধৃষ্টদ্যুম্নসমীরিতম্।
শরৈশ্চিচ্ছেদ পুত্রস্তে ত্রিভিরেব বিশাম্পতে ॥২৮
অথাস্যৈঃ সপ্তদশভির্ভল্লৈঃ কনকভূষণৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং সমাসাদ্য বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৯
ততঃ স পার্ষতঃ ক্রুদ্ধো ধনুশ্চিচ্ছেদ মারিষ।
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ ॥ ৩০
অথান্যদ্ ধনুরাদায় পুত্রস্তে প্রহসন্নিব।
ধৃষ্টদ্যুম্নং শরব্রাতৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ ॥ ৩১
তব পুত্রস্য তে দৃষ্ট্বা বিক্রমং সুমহাত্মনঃ।
ব্যস্ময়ন্ত রণে যোধাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৩২
ধৃষ্টদ্যুম্নং ন পশ্যাম ঘটমানং মহাবলম্।
দুঃশাসনেন সংরুদ্ধং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥ ৩৩
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
সেনাপতিং পরীপ্সন্তো রুরুধুস্তনয়ং তব ॥ ৩৪

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তাবকানাং পরৈঃ সহ।
ঘোরং প্রাণভৃতাং কালে ভীমরূপং পরন্তপ ॥ ৩৫
নকুলং বৃষসেনস্তু ভিত্ত্বা পঞ্চভিরায়সৈঃ।
পিতুঃ সমীপে তিষ্ঠন বৈ ত্রিভিরন্যৈরবিধ্যত ॥ ৩৬
নকুলস্তু ততঃ শূরো বৃষসেনং হসন্নিব।
নারাচেন সুতীক্ষ্ণেন বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৩৭
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুকর্ষণ।
শত্রুং বিব্যাধ বিংশত্যা স চ তং পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৮
ততঃ শরসহস্রেণ তাবুভৌ পুরুষর্ষভৌ।
অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তামথোঽভজ্যত বাহিনী ॥ ৩৯
স দৃষ্ট্বা প্রদ্রুতাং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রস্য সূতজঃ।
নিবারয়ামাস বলাদনুসৃত্য বিশাম্পতে ॥ ৪০
নিবৃত্তে তু ততঃ কর্ণে নকুলঃ কৌরবান্ যযৌ।
কর্ণপুত্রস্তু সমরে হিত্বা নকুলমেব তু ॥ ৪১

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই বাণকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুঃশাসন তিনটি বাণে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২৮

তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট যাইয়া তিনি সুবর্ণভূষিত অন্য সতেরটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে প্রহার করিলেন। ২৯

আর্য্য! তখন কুপিত হইয়া দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা দুঃশাসনের ধনু ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া তখন সকল ব্যক্তিই উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। ৩০

তদনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন হাস্য করিতে করিতে অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্বদিকে অবরুদ্ধ করিলেন। ৩১

আপনার মহাত্মা পুত্র দুঃশাসনের এই পরাক্রম দেখিয়া রণাঙ্গনে সকল যোদ্ধাই বিস্মিত হইলেন এবং আকাশে সিদ্ধ ও অপ্সরাগণও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ৩২

যেরূপ সিংহ কোন এক গজরাজকে বশীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ দুঃশাসনের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অবরুদ্ধ হইয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যথাশক্তি যত্নপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমরা দেখিতে পাইলাম না। ৩৩

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজন্! তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিবার জন্য রথ, হস্তী ও অশ্বগণের সহিত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা আপনার পুত্র দুঃশাসনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৪

শত্রুতাপন! তাহার পর সেই সময়ে শত্রুগণের সহিত আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল। ৩৫

নিজের পিতার পার্শ্বে অবস্থিত বৃষসেন লৌহনির্ম্মিত চারিটি বাণে নকুলকে আঘাত করত পুনরায় তিনটি বাণের দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ৩৬

তখন শৌর্য্যশালী বীর নকুল যেন হাস্য করিতে করিতেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নারাচসমূহের দ্বারা বৃষসেনের বক্ষে তীব্র আঘাত করিলেন। ৩৭

শত্রুসূদন! বলবান্ শত্রুকর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত বৃষসেন নিজের শত্রু নকুলকে বিশটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। পুনরায় নকুলও তাঁহাকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৮

তদনন্তর এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর সহস্র সহস্র বাণের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ৩৯

প্রজানাথ! এই সময় দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ তাহাদের বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৪০

আর্য্য! কর্ণ নিবৃত্ত হইলে পর নকুল কৌরব-সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং কর্ণের পুত্র বৃষসেন নকুলকে পরিত্যাগ করত সমরাঙ্গণে অতিসত্বর রাধাপুত্র কর্ণের রথচক্রসকল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪১½

জুগোপ চক্রং ত্বরিতো রাধেয়স্তৈব মারিষ।
উলূকস্তু রণে ক্রুদ্ধঃ সহদেবেন বারিতঃ ॥ ৪২
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সহদেবঃ প্রতাপবান্।
সারথিং প্রেষয়ামাস যমস্য সদনং প্রতি। ৪৩
উলূকস্তু ততো যানাদবপ্লুত্য বিশাম্পতে।
ত্রিগর্তানাং বলং তূর্ণং জগাম পিতৃনন্দনঃ ॥ ৪৪
সাত্যকিঃ শকুনিং বিদ্ধ্বা বিংশত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন সৌবলস্য হসন্নিব ॥ ৪৫
সৌবলস্তস্য সমরে ক্রুদ্ধো রাজন প্রতাপবান্।
বিদার্য্য কবচং ভূয়ো ধ্বজং চিচ্ছেদ কাঞ্চনম্ ॥ ৪৬
তথৈনং নিশিতৈর্বাণৈঃ সাত্যকিঃ প্রত্যবিধ্যত।
সারথিঞ্চ মহারাজ ত্রিভিরেব সমার্পয়ৎ। ৪৭
অথাস্য বাহাংস্ত্বরিতঃ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্।
ততোঽবপ্লুত্য সহসা শকুনির্ভরতর্ষভ ॥ ৪৮
আরুরোহ রথং তূর্ণমুলূকস্য মহাত্মনঃ।
অপোবাহাথ শীঘ্রং স শৈনেয়াদ্ যুদ্ধশালিনঃ ॥ ৪৯
সাত্যকিস্তু রণে রাজংস্তাবকানামনীকিনীম্।
অভিদুদ্রাব বেগেন ততোঽনীকমভজ্যত ॥ ৫০
শৈনেয়শরসংছন্নাং তব সৈন্যং বিশাম্পতে।
ভেজে দশ দিশস্তূর্ণং ন্যপতচ্চ গতাসুবৎ ॥ ৫১
ভীমসেনং তব সুতো বারয়ামাস সংযুগে।
তং তু ভীমো মুহূর্তেন ব্যশ্ব-সূত-রথ-ধ্বজম্ ॥ ৫২
চক্রে লোকেশ্বরং তত্র তেনাতুষ্যন্ত বৈ জনাঃ।
ততোঽপায়ান্নৃপস্তত্র ভীমসেনস্য গোচরাৎ ॥ ৫৩
কুরুসৈন্যং ততঃ সর্বং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ।
তত্র নাদো মহানাসীদ্ ভীমসেনং জিঘাংসতাম্ ॥ ৫৪
যুধামন্যুঃ কৃপং বিদ্ধ্বা ধনুরস্যাশু চিচ্ছিদে।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় কৃপঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৫৫
যুধামন্যোর্ধ্বজং সূতং ছত্রং চাপাতয়ৎ ক্ষিতৌ।
ততোঽপায়াদ রথেনৈ যুধামন্যুর্মহারথঃ ॥ ৫৬

সেইরূপ রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ উলূককে সহদেব নিবারণ করিলেন। প্রতাপশীল সহদেব উলূকের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সারথিকেও যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪২-৪৩

প্রজানাথ! তদনন্তর পিতা শকুনির আনন্দপ্রদ উলূক রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত অতিক্রত ত্রিগর্ত্ত সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া যাইলেন ॥ ৪৪

সাত্যকি বিশটি তীক্ষ্ণ বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া যেন হাস্য করিতে করিতে একটি ভল্লের দ্বারা সুবলপুত্র শকুনির ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫

রাজন্! সমরাঙ্গণে কুপিত প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি সাত্যকির কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করত তাঁহার ধ্বজও ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৬

মহারাজ! সেইরূপ সাত্যকিও তাঁহাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও তিনটি বাণে আঘাত করিলেন ॥ ৪৭

তাহার পর তিনি অতিক্রত বাণ নিক্ষেপ করিয়া শকুনির অশ্বগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন শকুনিও সহসা নিজের রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত সত্বর মহাত্মা উলূকের রথে যাইয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৪৮½

উলূক যুদ্ধে শোভান্বিত সাত্যকির নিকট হইতে নিজের রথকে দূরে সরাইয়া লইলেন। রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি রণাঙ্গনে আপনার পুত্রগণের সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে সেই সৈন্যদের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইল ॥ ৪৯-৫০

প্রজানাথ! সাত্যকির বাণসমূহে আচ্ছাদিত আপনার সৈন্যবাহিনী অতিক্রত দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং যেন প্রাণহীন হইয়াই ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ৫১

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকে নিবারিত করিলেন। ভীমসেন তখন মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এই জগতের অধিপতি দুর্য্যোধনকে অশ্বগণ, সারথি, রথ ও ধ্বজ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন; ইহাতে সকল ব্যক্তিই সন্তোষলাভ করিলেন ॥ ৫২½

তখন রাজা দুর্য্যোধন সেখানে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই সব কৌরব-যোদ্ধারা তখন ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৫৪

অপর দিকে যুধামন্যু কৃপাচার্য্যকে বাণবিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন। তদনন্তর অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক যুধামন্যুর ধ্বজ, সারথি ও ছত্রকে ধরাশায়ী করিলেন। তাহার পর মহারথী যুধামন্যু রথের দ্বারা সে স্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৫৫-৫৬

উত্তমৌজাশ্চ হার্দিক্যং ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
ছাদয়ামাস সহসা মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্ ॥ ৫৭

তদ্ যুদ্ধমাসীৎ সুমহদ্ ঘোররূপং পরন্তপ।
যাদৃশং ন ময়া যুদ্ধং দৃষ্টপূর্বং বিশাম্পতে ॥ ৫৮

কৃতবর্মা ততো রাজন্নুত্তমৌজসমাহবে।
হৃদি বিব্যাধ সহসা রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥ ৫৯

সারথিস্তমপোবাহ রথেন রথিনাং বরম্।
কুরুসৈন্যং ততঃ সর্বং ভীমসেনমুপাদ্রবৎ ॥ ৬০

দুঃশাসনঃ সৌবলশ্চ গজানীকেন পাণ্ডবম্।
মহতা পরিবার্যৈব ক্ষুদ্রকৈরভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৬১

ততো ভীমঃ শরশতৈর্দুর্যোধনমমর্ষণম্।
বিমুখীকৃত্য তরসা গজানীকমুপাদ্রবৎ ॥ ৬২

তমাপতন্তং সহসা গজানীকং বৃকোদরঃ।
দৃষ্ট্বৈব সুভৃশং ক্রুদ্ধো দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ৬৩

গজৈর্গজানভ্যহনদ্ বজ্রেণেন্দ্র ইবাসুরান্।
ততোঽন্তরিক্ষং বাণৌঘৈঃ শলভৈরিব পাদপম্ ॥ ৬৪

ছাদয়ামাস সমরে গজান্ নিঘ্নন্ বৃকোদরঃ।
তত কুঞ্জরযূথানি সমেতানি সহস্রশঃ ॥ ৬৫

ব্যধমৎ তরসা ভীমো মেঘসঙ্ঘানিবানিলঃ।
সুবর্ণজালাপিহিতা মণিজালৈশ্চ কুঞ্জরাঃ ॥ ৬৬

রেজুরভ্যধিকং সংখ্যে বিদ্যুত্বন্ত ইবাম্বুদাঃ।
তে বধ্যমানা ভীমেন গজা রাজন্ বিদুদ্রুবুঃ ॥ ৬৭

কেচিদ্ বিভিন্নহৃদয়া কুঞ্জরা ন্যপতন্ ভুবি।
পতিতৈর্নিপতদ্ভিশ্চ গজৈর্হেমবিভূষিতৈঃ ॥ ৬৮

অশোভত মহী তত্র বিশীর্ণৈরিব পর্বতৈঃ।
দীপ্যাভৈ রত্নবদ্ভিশ্চ পতিতৈর্গজযোধিভিঃ ॥ ৬৯

অন্যদিকে উত্তমৌজা ভয়ঙ্কর পরাক্রমী ও ভয়ানক কৃতবর্মাকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা সহসা সেইরূপে আচ্ছাদিত করিলেন, যেরূপ মেঘ জলবর্ষণের দ্বারা পর্বতকে আবৃত করিয়া থাকে ॥ ৫৭

শত্রুতাপন! এই দুই বীরের মধ্যে সেই যুদ্ধ ক্রমশঃ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। প্রজানাথ! এরূপ যুদ্ধ আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই ॥ ৫৮

রাজন্! তদনন্তর কৃতবর্মা যুদ্ধস্থলে সহসা উত্তমৌজার বক্ষে বাণবিদ্ধ করিলেন। ইহাতে উত্তমৌজা যেন অচৈতন্য হইয়া রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৫৯

তখন তাঁহার সারথি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তমৌজাকে রথের দ্বারা সেস্থল হইতে লইয়া যাইল। তারপর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৬০

দুঃশাসন ও শকুনি বিশাল গজসৈন্যের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

সেই সময় ভীমসেন শত শত বাণসমূহের প্রহারে অমর্ষশীল দুর্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ করত হস্তী সৈন্যদের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬২

সহসা নিজের দিকে সেই গজসৈন্যদিগকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দিব্যাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩

যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা অসুরদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভীমসেন হস্তিগণের দ্বারাই হস্তিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পর হস্তিসকলকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেন রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা আকাশকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন, যেরূপ পতঙ্গদলের দ্বারা বৃক্ষ আচ্ছাদিত হইয়া যায় ॥ ৬৪½

তাহার পর ভীমসেন বায়ু যেরূপ মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ সমবেত হস্তিগণের সহস্র সহস্র দলকে সবেগে নষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫½

স্বর্ণ ও মণিময় জালে আবৃত সেই সব হাতীরা যুদ্ধস্থলে বিদ্যুৎ-সহ মেঘমণ্ডলের ন্যায় অধিক প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ৬৬½

রাজন্! ভীমসেনের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া হাতীরা পলায়ন করিতে লাগিল এবং বহু গজরাজ হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৬৭½

পতিত এবং পতনোন্মুখ স্বর্ণভূষিত হস্তিগণে আবৃত সেই রণভূমি এরূপ শোভাধারণ করিল, যেন সেখানে রাশি রাশি পর্বত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পতিত আছে ॥ ৬৮½

দীপ্তিমতী প্রভা ও রত্নসমূহের আভরণধারী পতিত গজা-রোহীদিগের দ্বারা এই রণভূমি তাদৃশ শোভা পাইতে লাগিল, যেরূপ পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যাইলে স্বর্গলোকের গ্রহদল ভূতলে পতিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৬৯½

ররাজ ভূমিঃ পতিতৈঃ ক্ষীণপুণ্যৈরিব গ্রহৈঃ।
ততো ভিন্নকটা নাগা ভিন্নকুম্ভকরাস্তথা ॥ ৭০
দুদ্রুবুঃ শতশঃ সংখ্যে ভীমসেনশরাহতাঃ।
কেচিদ্ বমন্তো রুধিরং ভয়ার্ত্তাঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ৭১
ব্যদ্রবন্ শরবিদ্ধাঙ্গা ধাতুচিত্রা ইবাচলাঃ।
মহাভুজগসঙ্কাশৌ চন্দনাগুরুরূষিতৌ ॥ ৭২
অপশ্যং ভীমসেনস্য ধনুর্বিক্ষিপতো ভুজৌ।
তস্য জ্যাতলনির্ঘোষং শ্রুত্বাশনিসমস্বনম্ ॥ ৭৩
বিমুঞ্চন্তঃ শকৃন্মূত্রং গজাঃ প্রাদ্রুবুর্ভৃশম্।
ভীমসেনস্য তৎ কর্ম রাজন্নেকস্য ধীমতঃ।
নিবৃত্তঃ সর্বভূতানি রুদ্রস্যেব চ নির্বভৌ ॥ ৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

তদনন্তর ভীমসেনের বাণসমূহে আহত হইয়া গণ্ডস্থল ছিন্ন, কুম্ভস্থল বিদীর্ণ এবং শুণ্ড বিধ্বস্ত হইয়া যাইলে শত শত হস্তী যুদ্ধস্থল হইতে পলাইয়া যাইল। ৭০২

ভয়পীড়িত পর্ব্বতাকার বহু হাতী নিজেদের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে পলাইয়া যাইল। সেই সময় বিভিন্ন ধাতুসমূহে চিত্রিত হইয়া দেখিতে অদ্ভুত পর্ব্বত-সকলের ন্যায় তাহারা শোভাপ্রাপ্ত হইল ॥ ৭১২

ধনু আকর্ষণকারী ভীমসেনের চন্দন ও অগুরুচর্চিত বাহুদ্বয় দুইটি বিশাল সর্পের ন্যায় আমি দর্শন করিতে লাগিলাম ॥ ৭২২

বজ্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় তাঁহার গুণের ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করত বহু সংখ্যক হস্তী মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতেই তীব্রবেগে পলাইয়া যাইল ॥ ৭৩২

রাজন্! বুদ্ধিমান্ একাকী ভীমসেনের এই কর্ম্ম সমস্ত প্রাণীদিগের সংহারকারী রুদ্রদেবের কর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল ॥ ৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্যোপরি কৌরব-সৈন্যানামাক্রমণম্।]

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ শ্বেতাশ্বসংযুক্তে নারায়ণসমাহিতে।
তিষ্ঠন্ রথবরে শ্রীমানর্জুনঃ সমপদ্যত ॥ ১

তদ্ বলং নৃপতিশ্রেষ্ঠ তাবকং বিজয়ো রণে।
ব্যক্ষোভয়দুদীর্ণাশ্বং মহোদধিমিবানিলঃ ॥২

দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ প্রমত্তে শ্বেতবাহনে।
অভ্যেত্য সহসা ক্রুদ্ধঃ সৈন্যার্ধেনাভিসংবৃতঃ ॥ ৩

পর্য্যবারয়দায়ান্তং যুধিষ্ঠিরমমর্ষণম্।
ক্ষুরপ্রাণাং ত্রিসপ্তত্যা ততোঽবিধ্যত পাণ্ডবম্ ॥ ৪

অক্রুধ্যত ভৃশং তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
স ভল্লাংস্ত্রিংশতস্তূর্ণং তব পুত্রে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫

ততোঽধাবন্ত কৌরব্যা জিঘৃক্ষন্তো যুধিষ্ঠিরম্।
দুষ্টভাবান্ পরান্ জ্ঞাত্বা সমবেতা মহারথাঃ ॥৬

আজগ্মুস্তং পরীপ্সন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৭

অক্ষৌহিণ্যা পরিবৃতাস্তেঽভ্যধাবন্ যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনশ্চ সমরে মৃদ্নংস্তব মহারথান্ ॥ ৮

অভ্যধাবদভিপ্রেপ্সু রাজানং শত্রুভির্বৃতম্।
তাংস্তু সর্বান্ মহেষ্বাসান্ কর্ণো বৈকর্তনো নৃপ ॥৯

শরবর্ষেণ মহতা প্রত্যবারয়দাগতান্।
শরৌঘান্ বিসৃজন্তস্তে প্রেরয়ন্তশ্চ তোমরান্ ॥ ১০

ন শেকুর্যত্নবন্তোঽপি রাধেয়ং প্রতিবীক্ষিতুম্।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ১১

মহতা শরবর্ষেণ রাধেয়ঃ প্রত্যবারয়ৎ।
দুর্য্যোধনঞ্চ বিংশত্যা শীঘ্রমস্ত্রমুদীরয়ন্ ॥ ১২

অবিধ্যৎ তূর্ণমভ্যেত্য সহদেবঃ প্রতাপবান্।
স বিদ্ধঃ সহদেবেন ররাজাচলসন্নিভঃ ॥ ১৩

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের উপর কৌরব-সৈন্যদের আক্রমণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক সাবধানে সঞ্চালিত এবং শ্বেতাশ্বগণ যুক্ত উত্তম রথে আরোহণ করত শ্রীমান্ অর্জুন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মহাসাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে স্থিত প্রচণ্ড অশ্বগণে যুক্ত আপনার সৈন্য-মধ্যে অর্জুন ক্ষোভের সৃষ্টি করিলেন ॥ ২

যে সময় শ্বেতবাহন অর্জুন অসাবধান ছিলেন, সেই সময় ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধন সহসা অর্দ্ধ সৈন্যের সহিত আসিয়া নিজের দিকে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আসিতে দর্শন করত তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩-৪

তখন সেখানে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আপনার পুত্রের উপর ত্রিশটি ভল্ল প্রহার করিলেন ॥ ৫

তদনন্তর কৌরব-সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। শত্রুগণের এই দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পাণ্ডব-মহারথী বীর যোদ্ধারা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬½

নকুল, সহদেব ও দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইঁহারা এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে ছুটিয়া আসিলেন ॥৭½

ভীমসেনও শত্রুগণে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সমরাঙ্গণে আপনার মহারথী বীর সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৮½

হে নৃপ! সূর্য্যনন্দন কর্ণ সেখানে উপস্থিত সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে নিজের বাণসমূহের প্রবলবর্ষণে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৯½

এই সব মহারথী বীরগণ অতিশয় যত্নসহকারে বাণসমূহের বর্ষণ ও তোমরসকলের আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধরত রাধা-পুত্র কর্ণকে দেখিতে পাইলেন না ॥১০½

সমস্ত অস্ত্রসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ রাধাপুত্র কর্ণ প্রবল বাণবর্ষণ করত সেই সব ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন ॥ ১১½

এই সময় প্রতাপশালী সহদেব আসিয়া অতি সত্বর অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে করিতে বিশটি বাণে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২½

সহদেবের বাণসমূহে বিদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন বহু শিখরবিশিষ্ট পর্ব্বতসকলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। রক্তে আপ্লুত হইয়া

প্রভিন্ন ইব মাতঙ্গো রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ।
দৃষ্ট্বা তব সুতং তত্র গাঢ়বিদ্ধং সুতেজনৈঃ ॥ ১৪
অভ্যধাবদ্ দৃঢ়ং ক্রুদ্ধো রাধেয়ো রথিনাং বরঃ।
দুর্য্যোধনং তথা দৃষ্ট্বা শীঘ্রমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ॥ ১৫
তেন যৌধিষ্ঠিরং সৈন্যমবধীৎ পার্ষতং তথা।
ততো যৌধিষ্ঠিরং সৈন্যং বধ্যমানং মহাত্মনা ॥ ১৬
সহসা প্রাদ্রবদ্ রাজন্ সূতপুত্রশরাদিতম্।
বিবিধা বিশিখাস্তত্র সম্পতন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১৭
ফলৈঃ পুঙ্খান্ সমাজগ্মুঃ সূতপুত্রধনুশ্চ্যুতাঃ।
অন্তরিক্ষে শরৌঘাণাং পততাঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৮
সঙ্ঘর্ষেণ মহারাজ পাবকঃ সমজায়ত।
ততো দশ দিশ কর্ণঃ শলভৈরিব যায়িভিঃ ॥ ১৯
অভ্যহংস্তরসা রাজন্ শরৈঃ পরশরীরগৈঃ।
রক্তচন্দনসন্দিগ্ধৌ মণিহেমবিভূষিতৌ ॥ ২০
বাহূ ব্যত্যক্ষিপৎ কর্ণঃ পরমাস্ত্রং বিদর্শয়ন্।
ততঃ সর্বা দিশো রাজন্ সায়কৈর্বিপ্রমোহয়ন্ ॥ ২১
অপীড়য়দ্ ভৃশং কর্ণো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২২
নিশিতৈরিষুভিঃ কর্ণং পঞ্চাশদ্ভিঃ সমার্পয়ৎ।
বাণান্ধকারমভবত্তদ্ যুদ্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৩
হাহাকারো মহানাসীত্তাবকানাং বিশাম্পতে।
বধ্যমানে তদা সৈন্যে ধর্মপুত্রেণ মারিষ ॥ ২৪
সায়কৈর্বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভল্লৈরনেকৈর্বিবিধৈঃ শক্ত্যৃষ্টি-মুসলৈরপি ॥ ২৫
যত্র যত্র স ধর্মাত্মা দুষ্টাং দৃষ্টিং ব্যসর্জয়ৎ।
তত্র তত্র ব্যশীর্য্যন্ত তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ২৬
কর্ণোঽপি ভৃশসংক্রুদ্ধো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নারাচৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ বৎসদন্তৈশ্চ সংযুগে ॥ ২৭

তিনি মদধারাবাহী মদমত্ত হস্তীর সদৃশ তখন প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ১৩½

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে তেজস্বী বাণসমূহে গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইতে দেখিয়া ক্রোধভরে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ১৪½

দুর্য্যোধনের সেইরূপ অবস্থা দর্শন করত তিনি অতি সত্বর নিজের অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং এই সকল অস্ত্রের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনী ও দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৫½

রাজন্! মহাত্মা সূতপুত্র কর্ণের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার বাণসমূহে পীড়িত যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণ সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ১৬½

সূতপুত্র কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত নানাপ্রকার বাণসকল পরস্পর যুগপৎ পতিত হইয়া নিজ নিজ ফলার দ্বারা পূর্ব্বে পতিত বাণসমূহের পঙ্খে প্রবিষ্ট হইয়া যাইল। ১৭½

মহারাজ! আকাশে পতিত বাণসকলের পরস্পর সঙ্ঘর্ষে এই সময় অগ্নি উৎপন্ন হইল। ১৮½

রাজন্! তদনন্তর কর্ণ পতঙ্গদলের ন্যায় গমনরত এবং শত্রুদের দেহে প্রবিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা সবেগে দশ দিকে প্রহার আরম্ভ করিলেন। ১৯½

দিব্যাস্ত্রসকল প্রদর্শন করিতে করিতে কর্ণ মণি ও সুবর্ণের আভরণসমূহে বিভূষিত এবং রক্তচন্দনে চর্চিত দুই বাহুকে বারংবার আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। ২০½

রাজন্! তাহার পর স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিক্-মণ্ডলকে মোহিত করিতে করিতে কর্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিলেন। ২১½

মহারাজ! ইহাতে কুপিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ণের উপর পঞ্চাশটি তীক্ষ্ণ বাণ প্রহার করিলেন। ২২½

সেই সময় ঘোরদর্শন এই যুদ্ধ বাণসকলের দ্বারা উৎপন্ন অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া যাইল। মাননীয় প্রজানাথ! যখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন, সেই সময় চারিদিকে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে মহাহাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকিল। ২৩-২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ বাণসকল, বিবিধ বহুসংখ্যক ভল্ল এবং শক্তি, ঋষ্টি ও মুসলসমূহের প্রহার করিতে করিতে যেদিকে যেদিকে ক্রোধরূপী দোষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেইদিকে সেইদিকে আপনার সৈন্যরা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল ॥ ২৫-২৬

কর্ণও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। তিনি অমর্ষশীল ও ক্রোধী ছিলেন বলিয়া রোষে তাঁহার মুখ তখন প্রস্ফুরিত হইতে ছিল।

অমর্ষী ক্রোধনশ্চৈব রোষপ্রস্ফুরিতাননঃ।
সায়কৈরপ্রমেয়াত্মা যুধিষ্ঠিরমভিদ্রবৎ ॥ ২৮

যুধিষ্ঠিরশ্চাপি স তং স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
প্রহসন্নিব তং কর্ণঃ কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৯

উরস্যবিধ্যদ্ রাজানং ত্রিভির্ভল্লৈশ্চ পাণ্ডবম্।
স পীড়িতো ভৃশং তেন ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩০

উপবিশ্য রথোপস্থে সূতং যাহীত্যচোদয়ৎ।
অক্রোশস্ত ততঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৩১

গৃহ্নীধ্বমিতি রাজানমভ্যধাবন্ত সর্বশঃ।
ততঃ শতাঃ সপ্তদশ কেকয়ানাং প্রহারিণাম্ ॥ ৩২

পাঞ্চালৈঃ সহিতা রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রান্ ন্যবারয়ন্।
তস্মিন্ সুতুমুলে যুদ্ধে বর্তমানে জনক্ষয়ে ॥ ৩৩

দুর্যোধনশ্চ ভীমশ্চ সমেয়াতাং মহাবলৌ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন সেই বীর যুদ্ধস্থলে নারাচ, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদন্তসমূহের দ্বারা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর ধাবিত হইলেন। ২৭-২৮

এইরূপ যুধিষ্ঠিরও কর্ণকে স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে শিলাশাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত তিনটি ভল্লের দ্বারা পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ২৯½

এই প্রহারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং সারথিকে আদেশ দিয়া বলিলেন—রথকে অন্যত্র লইয়া চল ॥ ৩০½

সেই সময় রাজা দুর্যোধনসহ আপনার সকল পুত্রই এইরূপ কোলাহল করিতে লাগিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধরিয়া ফেল। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা সকলে যুধিষ্ঠিরের দিকে ছুটিয়া আসিলেন ॥ ৩১½

রাজন্! তখন প্রহারকুশল সতের শত কেকয় যোদ্ধা পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সহিত আসিয়া আপনার পুত্রদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২½

যে সময় জনসংহারক এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় মহাবল দুর্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন ॥ ৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন নকুল-সহদেবাভ্যাং সহ যুধিষ্ঠিরস্য পরাজয়ঃ, স্বশিবিরং গত্বা পীড়িতস্য যুধিষ্ঠিরস্য বিশ্রামলাভশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণোঽপি শরজালেন কেকয়ানাং মহারথান্।
ব্যধমৎ পরমেষ্বাসানগ্রতঃ পর্য্যবস্থিতান্ ॥১
তেষাং প্রযতমানানাং রাধেয়স্য নিবারণে।
রথান্ পঞ্চশতান্ কর্ণঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥
অবিষহ্যং ততো দৃষ্ট্বা রাধেয়ং যুধি যোধিনঃ।
ভীমসেনমুপাগচ্ছন্ কর্ণবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৩
রথানীকং বিদার্য্যৈব শরজালৈরনেকধা।
কর্ণ একরথেনৈব যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥ ৪
সেনানিবেশমার্চ্ছন্তং মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতম্।
যময়োর্ম্মধ্যগং বীরং শনৈর্য্যান্তং বিচেতসম্ ॥ ৫
সমাসাদ্য তু রাজানং দুর্য্যোধনহিতেপ্সয়া।
সূতপুত্রস্ত্রিভিস্তীক্ষ্ণৈর্বিব্যাধ পরমেষুভিঃ ॥ ৬
তথৈব রাজা রাধেয়ং প্রত্যবিধ্যৎ স্তনান্তরে।
শরৈস্ত্রিভিশ্চ যন্তারং চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ৭
চক্ররক্ষৌ তু পার্থস্য মাদ্রীপুত্রৌ পরন্তপৌ।
তাবপ্যধাবতাং কর্ণং রাজানং মা বধীরিতি ॥ ৮
তৌ পৃথক্ শরবর্ষাভ্যাং রাধেয়মভ্যবর্ষতাম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পরমং যত্নমাস্থিতৌ ॥ ৯
তথৈব তৌ প্রত্যবিধ্যৎ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ভল্লাভ্যাং শিতধারাভ্যাং মহাত্মানাবরিন্দমৌ ॥ ১০
দন্তবর্ণাংস্তু রাধেয়ো নিজঘান মনোজবান্।
যুধিষ্ঠিরস্য সংগ্রামে কালবালান্ হয়োত্তমান্ ॥১১
ততোঽপরেণ ভল্লেন শিরস্ত্রাণমপাতয়ৎ।
কৌন্তেয়স্য মহেষ্বাসঃ প্রহসন্নিব সূতজঃ ॥ ১২
তথৈব নকুলস্যাপি হয়ান্ হত্বা প্রতাপবান্।
ঈষাং ধনুশ্চ চিচ্ছেদ মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণকর্ত্তৃক নকুল-সহদেব সহ যুধিষ্ঠিরের পরাজয় এবং পীড়িত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিজ শিবিরে যাইয়া বিশ্রামলাভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণও নিজ বাণসমূহের দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত মহাধনুর্দ্ধর কেকয়-মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

রাধাপুত্র কর্ণকে প্রতিরোধ করিতে যত্নপরায়ণ পাঁচশত রথী যোদ্ধাকে কর্ণ যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ২

কর্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত পীড়িত পাণ্ডব-যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে রাধাপুত্র কর্ণকে অসহ্য দেখিয়া ভীমসেনের পার্শ্বে চলিয়া আসিলেন। ৩

তদনন্তর কর্ণ নিজের বাণজালসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-রথী সৈন্যদিগকে বহুভাগে বিদীর্ণ করত একমাত্র রথের সাহায্যেই যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪

সেই সময় বীর যুধিষ্ঠির বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নকুল-সহদেবের মধ্যে থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের শিবিরের দিকে গমন করিতেছিলেন। এই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতকামনায় অত্যুত্তম আরও তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন। ৫-৬

এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরও রাধাপুত্র কর্ণের বক্ষে বাণবিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনটি বাণে সারথিকে এবং চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে আঘাত করিলেন। ৭

শত্রুতাপন! মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব রাজা যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই এই চিন্তাপূর্ব্বক কর্ণের দিকে ধাবিত হইলেন যে, কর্ণ যাহাতে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে না পারেন। ৮

নকুল ও সহদেব দুই ভ্রাতা উত্তম যত্নের সহিত রাধাপুত্র কর্ণের উপর পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯

এইরূপ প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণও তীক্ষ্ণধার দুইটি ভল্লের দ্বারা শত্রুদমন মহাত্মা দুই বীরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১০

যাহাদের পুচ্ছ ও স্কন্ধের কেশসমূহ কৃষ্ণ এবং শরীরের বর্ণ শুভ্র ও যাহারা মনের ন্যায় তীব্র বেগগামী, যুধিষ্ঠিরের সেই উত্তম অশ্বগণকে রণাঙ্গনে কর্ণ সংহার করিলেন ॥ ১১

তাহার পর মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্র কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতেই অপর একটি ভল্লের দ্বারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের শিরস্ত্রাণ নীচেতে পাতিত করিলেন ॥ ১২

এইরূপ প্রতাপশালী কর্ণ বুদ্ধিমান্ মাদ্রীনন্দন নকুলেরও অশ্বদিগকে বিনাশ করত ঈষাদণ্ড ও ধনু ছেদন করিয়া দিলেন ॥১৩

তৌ হতাশ্বৌ হতরথৌ পাণ্ডবৌ ভৃশবিক্ষতৌ।
ভ্রাতরাবারুরুহতুঃ সহদেবরথং তদা ॥ ১৪
তৌ দৃষ্ট্বা মাতুলস্তত্র বিরথৌ পরবারহা।
অভ্যভাষত রাধেয়ং মদ্ররাজোঽনুকম্পয়া ॥ ১৫
যোদ্ধব্যমদ্য পার্থেন ফাল্গুনেন ত্বয়া সহ।
কিমর্থং ধর্মরাজেন যুধ্যসে ভৃশরোষিতঃ ॥ ১৬
ক্ষীণশস্ত্রাস্ত্রকবচঃ ক্ষীণবাণো বিবাণধিঃ।
শ্রান্তসারথিবাহশ্চ চ্ছন্নোঽস্ত্রৈররিভিস্তথা ॥ ১৭
পার্থমাসাদ্য রাধেয় উপহাস্যো ভবিষ্যসি।
এবমুক্তোঽপি কর্ণস্তু মদ্ররাজেন সংযুগে ॥ ১৮
তথৈব কর্ণঃ সংরব্ধো যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পরাবিধ্য মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ১৯
প্রহস্য সমরে কর্ণশ্চকার বিমুখং শরৈঃ।
ততঃ শল্যঃ প্রহসেদং কর্ণং পুনরুবাচ হ ॥ ২০

রথস্থমতিসংরব্ধং যুধিষ্ঠিরবধে ধৃতম্।
যদর্থং ধার্তরাষ্ট্রেণ সততং মানিতো ভবান্ ॥ ২১
তং পার্থং জহি রাধেয় কিং তে হত্বা যুধিষ্ঠিরম্।
(হতে হ্যস্মিন্ ধ্রুবং পার্থঃ সর্বান্ জেষ্যতি নো রথান্।
তস্মিন্ হি ধার্তরাষ্ট্রস্য নিহতে তু ধ্রুবো জয়ঃ ॥
ধ্বজোঽসৌ দৃশ্যতে তস্য রোচমানোঽংশুমানিব।
এনং জহি মহাবাহো কিং তে হত্বা যুধিষ্ঠিরম্ ॥)
শঙ্খযোর্ধ্মায়তোঃ শব্দঃ সুমহানেষ কৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২
শ্রূয়তে চাপঘোষোঽয়ং প্রাবৃষীবাম্বুদস্য হ।
অসৌ নিঘ্নন্ রথোদারানর্জুনঃ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ২৩
সর্বাং গ্রসতি নঃ সেনাং কর্ণ পশ্যৈনমাহবে।
পৃষ্ঠরক্ষৌ চ শূরস্য যুধামন্যূত্তমৌজসৌ ॥ ২৪
উত্তরং চাস্য বৈ শূরশ্চক্রং রক্ষতি সাত্যকিঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা চাস্য চক্রং রক্ষতি দক্ষিণম্ ॥ ২৫

অশ্বগণ ও রথদ্বয় নষ্ট হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত আহত সেই দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও নকুল পাণ্ডুনন্দন সহদেবের রথের উপর যাইয়া আরোহণ করিলেন। ১৪

শত্রুবীর সংহারকারী মাতুল মদ্ররাজ শল্য সেই দুই ভ্রাতাকে রথহীন হইতে দেখিয়া কৃপাপূর্বক রাধাপুত্র কর্ণকে বলিলেন ; ১৫

কর্ণ! আজ তোমাকে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, সুতরাং অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত কি জন্য যুদ্ধ করিতেছ? ১৬

ইহার অস্ত্রশস্ত্র ও কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বাণ এবং তূণীরও ছিন্ন হইয়াছে। সারথি এবং অশ্বগণও পরিশ্রান্ত হইয়াছে এবং শত্রুরা ইহাদের অস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। রাধানন্দন! এভাবে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তুমি উপহাসের পাত্র হইবে। ১৭½

যুদ্ধস্থলে মদ্ররাজ শল্য এই কথা বলিলেও কর্ণ পূর্ববৎ রুষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করত কর্ণ হাস্য সহকারে রণাঙ্গনে বাণসমূহের প্রহারে যুধিষ্ঠিরকে রণবিমুখ করিয়া দিলেন। ১৮-১৯½

তখন শল্য হাস্য করত যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে দৃঢ় নিশ্চয়কারী ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রথস্থিত কর্ণকে পুনরায় এই কথা বলিলেন। ২০½

রাধাপুত্র! দুর্যোধন যাহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তোমাকে সর্বদা সম্মান করিয়া থাকে, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুনকে তুমি বধ কর। যুধিষ্ঠিরকে বধ করিলে তোমার কি লাভ হইবে? ২১½

(এই যুধিষ্ঠির নিহত হইলে অর্জুন নিশ্চয়ই আমাদের সমস্ত মহারথী যোদ্ধাদিগকে জয় করিবে। কিন্তু অর্জুন নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী।

মহাবাহু কর্ণ! অর্জুনের সূর্যসদৃশ প্রকাশমান এই রথধ্বজ দেখা যাইতেছে। তুমি তাহাকেই বধ কর, যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিলে তোমার কি লাভ হইবে?)

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন শঙ্খবাদ্য করিতেছে, যাহাদের এই তীব্র শব্দ শুনা যাইতেছে। বর্ষাকালের মেঘ-গর্জনতুল্য অর্জুনের এই গাণ্ডীব-ধনুর প্রচণ্ড শব্দও শ্রুতিগোচর হইতেছে। ২২½

কর্ণ! এই অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা মহারথী যোদ্ধাদিগকেও সংহার করিতে থাকিয়া আমাদের সমস্ত সৈন্যদিগকে যেন গ্রাস করিতেছে। যুদ্ধস্থলে তুমি ইহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ২৩½

শৌর্যশালী বীর অর্জুনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতেছে যুধামন্যু ও উত্তমৌজা। বীরবর সাত্যকি তাহার বাম চক্র রক্ষা করিতেছে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছে। ২৪-২৫

ভীমসেনশ্চ বৈ রাজ্ঞা ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ যুধ্যতে।
যথা ন হন্যাত্তং ভীমঃ সর্বেষাং নোঽদ্য পশ্যতাম্ ॥২৬
তথা রাধেয় ক্রিয়তাং রাজা মুচ্যেত নো যথা।
পশ্যৈনং ভীমসেনেন গ্রস্তমাহবশোভিনম্ ॥ ২৭
যদি ত্বাসাদ্য মুচ্যেত বিস্ময়ঃ সুমহান্ ভবেৎ।
পরিত্রাহ্যেনমভ্যেত্য সংশয়ং পরমং গতম্ ॥ ২৮
কিং নু মাদ্রীসুতৌ হত্বা রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্।
ইতি শল্যবচঃ শ্রুত্বা রাধেয়ঃ পৃথিবীপতে ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং চৈব ভীমগ্রস্তং মহাহবে।
রাজগৃদ্ধী ভৃশঞ্চৈব শল্যবাক্যপ্রচোদিতঃ ॥ ৩০
অজাতশত্রুমুৎসৃজ্য মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
তব পুত্রং পরিত্রাতুমভ্যধাবত বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
মদ্ররাজপ্রণুদিতৈরশ্বৈরাকাশগৈরিব।
গতে কর্ণে তু কৌন্তেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২
অপাযাজ্জবনৈরশ্বৈঃ সহদেবশ্চ মারিষ।
তাভ্যাং স সহিতস্তূর্ণং ব্রীড়ন্নিব নরেশ্বরঃ ॥ ৩৩
প্রাপ্য সেনানিবেশঞ্চ মার্গণৈঃ ক্ষতবিক্ষতঃ।
অবতীর্ণো রথাত্তূর্ণমাবিশচ্ছয়নং শুভম্ ॥ ৩৪
অপনীতশল্যঃ সুভৃশং হৃচ্ছল্যাভিনিপীড়িতঃ।
সোঽব্রবীদ্ভ্রাতরৌ রাজা মাদ্রীপুত্রৌ মহারথৌ ॥ ৩৫
(যুধিষ্ঠির উবাচ।
গচ্ছতাং ত্বরিতৌ বীরৌ যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥)
অনীকং ভীমসেনস্য পাণ্ডবাবাশু গচ্ছতাম্।
জীমূত ইব নর্দংস্তু যুধ্যতে স বৃকোদরঃ ॥ ৩৬
ততোঽন্যং রথমাস্থায় নকুলো রথপুঙ্গবঃ।
সহদেবশ্চ তেজস্বী ভ্রাতরৌ শত্রুকর্ষণৌ ॥ ৩৭
তুরগৈরগ্র্যরংহোভির্যাত্বা ভীমস্য শুষ্মিণৌ।
অনীকৈঃ সহিতৌ তত্র ভ্রাতরৌ সমবস্থিতৌ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি ধর্মাপযানে
ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধরত আছে। আজ আমাদের সকলের সাক্ষাতেই ভীমসেন যাহাতে তাহাকে বধ করিতে না পারে, তুমি তাহার জন্য চেষ্টা কর। যে কোন উপায়ে ভীমসেনের নিকট হইতে রাজা দুর্য্যোধনকে আমাদের রক্ষা করিতেই হইবে। ২৬½

দেখ, যুদ্ধে শোভান্বিত রাজা দুর্য্যোধনকে ভীমসেন যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যদি তোমাকে পাইয়া সে এই সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তবে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা হইবে। ২৭½

তুমি নিকটে যাইয়া গুরুতর সঙ্কটে পতিত রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা কর। আজ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করিয়া কি হইবে? ২৮½

পৃথ্বীরাজ! শল্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং মহাসমরে দুর্য্যোধনকে ভীমসেন কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া শল্যের বাক্যে অনুপ্রেরণা লাভ করত রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিতে অত্যুৎসাহী পরাক্রমশালী কর্ণ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুকুমার নকুল-সহদেবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। ২৯-৩১

মাননীয় ভূপাল! মদ্ররাজ শল্য কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্বরা এরূপ ছুটিতেছিল যে, যেন তাহারা আকাশে উড়িতেছে। কর্ণ চলিয়া যাইলে পর কুন্তীনন্দন পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠির ও সহদেব তীব্রগামী অশ্বগণের দ্বারা সে স্থল হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৩২½

নকুল ও সহদেবের সহিত সেই নরপতি যুধিষ্ঠির যেন লজ্জিত হইয়াই শিবিরের নিকট গমন করত রথ হইতে নামিলেন এবং সুন্দর শয্যায় শয়ন করিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাণ-সমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩-৩৪

সেখানে তখন যদিও তাঁহার দেহ হইতে বাণসমূহ নিঃসারিত করা হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ে যে অপমানের কণ্টক প্রবিষ্ট ছিল, উহাতে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিলেন। সেই সময় রাজার দুই ভ্রাতা মহারথী নকুল ও সহদেবকে তিনি এই কথা বলিলেন। ৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বীরযুগল! তোমরা উভয়ে অতিক্রুত যেখানে ভীমসেন আছে; সেখানে তাহাদের সৈন্যদের মধ্যে গমন কর। সেস্থলে ভীমসেন মেঘসদৃশ গম্ভীর গর্জন করিতে করিতে যুদ্ধ করিতেছে। ৩৬

তদনন্তর অপর রথে আরোহণ করত রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নকুল ও তেজস্বী সহদেব এই দুই ভ্রাতা তীব্র বেগে গমনকারী অশ্বগণের দ্বারা ভীমসেনের পার্শ্বে গমন করিলেন। সেস্থলে এই দুই বলবান্ ভ্রাতা ভীমসেনের সৈন্যদের সহিত অবস্থান করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩৭-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পলায়নবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেনাশ্বত্থাম্নঃ পরাজয়ঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, দুর্য্যোধনপ্রেরিত-কর্ণেন ভার্গবাস্ত্র-দ্বারা পাঞ্চাল-সৈন্যানাং সংহারশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণিস্তু রথবংশেন মহতা পরিবারিতঃ।
অপতত্তং সহসা রাজন্ যত্র পার্থো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১
তমাপতন্তং সহসা শূরঃ শৌরিসহায়বান্।
দধার সহসা পার্থো বেলেব মকরালয়ম্ ॥ ২
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ ছাদয়ামাস সায়কৈঃ ॥ ৩
অবচ্ছন্নৌ ততঃ কৃষ্ণৌ দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রৈক্ষন্ত কুরবস্তদা ॥ ৪
অর্জুনস্তু ততো দিব্যমস্ত্রং চক্রে হসন্নিব।
তদস্ত্রং বারয়ামাস ব্রাহ্মণো যুধি ভারত ॥ ৫
যদ্ যদ্ধি ব্যাক্ষিপদ্ যুদ্ধে পাণ্ডবোঽস্ত্রজিঘাংসয়া।
তৎ তদস্ত্রং মহেষ্বাসো দ্রোণপুত্রো ব্যশাতয়ৎ ॥ ৬
অস্ত্রযুদ্ধে ততো রাজন্ বর্ত্তমানে মহাভয়ে।
অপশ্যাম রণে দ্রৌণিং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥ ৭
স দিশঃ প্রদিশশ্চৈব ছাদয়িত্বা জিহ্মগৈঃ।
বাসুদেবং ত্রিভির্বাণৈরবিধ্যদ্ দক্ষিণে ভুজে ॥ ৮
ততোঽর্জুনো হয়ান্ হত্বা সর্বাংস্তস্য মহাত্মনঃ।
চকার সমরে ভূমিং শোণিতৌঘতরঙ্গিণীম্ ॥ ৯
সর্বলোকবহাং রৌদ্রাং পরলোকবহাং নদীম্।
সরথান্ রথিনঃ সর্বান্ পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ১০
দ্রৌণেরপহতান্ সংখ্যে দদৃশুঃ স চ তাং তথা।
প্রাবর্ত্তয়ন্মহাঘোরাং নদীং পরবহাং তদা ॥ ১১
তয়োস্তু ব্যাকুলে যুদ্ধে দ্রৌণেঃ পার্থস্য দারুণে।
অমর্য্যাদং যোধয়ন্তঃ পর্য্যধাবন্ত পৃষ্ঠতঃ ॥ ১২

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক অশ্বত্থামার পরাজয়, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং দুর্য্যোধন কর্তৃক প্রেরিত কর্ণের দ্বারা ভার্গবাস্ত্রে পাঞ্চাল-সৈন্যদের সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিশাল রথ-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সহসা সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থলে অর্জুন অবস্থিত ছিলেন ॥ ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সহায়ক, সেই বীরবর কুন্তীনন্দন অর্জুন সহসা অশ্বত্থামাকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ তটভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ২

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩

সেই সময় ইঁহাদের উভয়কে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব মহারথী যোদ্ধারা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন ॥৪

ভারত! তখন অর্জুন যেন হাস্য করিতে করিতেই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে তাঁহার এই দিব্যাস্ত্র নিবারণ করিলেন ॥ ৫

রণাঙ্গনে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার অস্ত্রসকল নষ্ট করিবার জন্য যে যে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা তাঁহার সেই সেই অস্ত্রই ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬

রাজন্! এইরূপ মহাভয়ঙ্কর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর আমরা রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মুখ যমরাজের বিস্তারিত মুখের ন্যায় দেখিতে পাইলাম ॥ ৭

তিনি সরলগামী বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল ও বিদিক্ (কোণ) সমূহ আচ্ছাদিত করত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ বাহুতে তিনটি বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৮

তখন অর্জুন সেই মহাত্মা অশ্বত্থামার সমস্ত অশ্বদিগকে বিনাশ করত সমরাঙ্গণে রক্তের নদী প্রবাহিত করিলেন ॥ ৯

এই রক্তময়ী ভয়ঙ্করী নদী পরলোকবাহিনী ছিল এবং সকল লোককেই নিজের প্রবাহে বহন করিতেছিল। সেখানে অবস্থিত সমস্ত ব্যক্তি দেখিলেন যে, অশ্বত্থামার যাবতীয় রথী সৈন্যরা রথসহ অর্জুনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা যুদ্ধস্থলে নিহত হইলেন। স্বয়ং অশ্বত্থামাও তাঁহাদের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। সেই সময় তিনিও মহাভয়ঙ্করী পরলোকবাহিনী রক্তনদী প্রবাহিত করিলেন ॥ ১০-১১

অশ্বত্থামা ও অর্জুনের এই উদ্বেগজনক এবং দারুণ যুদ্ধে

রথৈর্হতাশ্ব-সূতৈশ্চ হতারোহৈশ্চ বাজিভিঃ।
দ্বিরদৈশ্চ হতারোহৈর্মহামাত্রৈর্হতদ্বিপৈঃ ॥ ১৩
পার্থেন সমরে রাজন্ কৃতো ঘোরো জনক্ষয়ঃ।
বিহতা রথিনঃ পেতুঃ পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪
হয়াশ্চ পর্য্যধাবন্ত মুক্তযোক্ত্রাস্ততস্ততঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা কর্ম পার্থস্য দ্রৌণিরাহবশোভিনঃ ॥ ১৫
অর্জুনং জয়তাং শ্রেষ্ঠং ত্বরিতোঽভ্যেত্য বীর্য্যবান্।
বিধুন্বানো মহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্ ॥ ১৬
অবাকিরত্ততো দ্রৌণিঃ সমন্তান্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভূয়োঽর্জুনং মহারাজ দ্রৌণিরায়ম্য পত্রিণা ॥ ১৭
বক্ষোদেশে ভৃশং পার্থং তাড়য়ামাস নির্দয়ম্।
সোঽতিবিদ্ধো রণে তেন দ্রোণপুত্রেণ ভারত ॥ ১৮
গাণ্ডীবধন্বা প্রসভং শরবর্ষৈরুদারধীঃ।
সঞ্ছাদ্য সমরে দ্রৌণিং চিচ্ছেদাস্য চ কার্মুকম্ ॥ ১৯
স ছিন্নধন্বা পরিঘং বজ্রস্পর্শসমং যুধি।
আদায় চিক্ষেপ তদা দ্রোণপুত্রঃ কিরীটিনে ॥ ২০
তমাপতন্তং পরিঘং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্।
চিচ্ছেদ সহসা রাজন্ প্রহসন্নিব পাণ্ডবঃ ॥ ২১
স পপাত তদা ভূমৌ নিকৃত্তঃ পার্থসায়কৈঃ।
বিকীর্ণঃ পর্বতো রাজন্ যথা বজ্রেণ তাড়িতঃ ॥ ২২
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ দ্রোণপুত্রো মহারথঃ।
ঐন্দ্রেণ চাস্ত্রবেগেন বীভৎসুং সমবাকিরৎ ॥ ২৩
তস্যেন্দ্রজালাবততং সমীক্ষ্য
পার্থো রাজন্ গাণ্ডিবমাদদে সঃ।
ঐন্দ্রং জালং প্রত্যহরৎ তরস্বী
বরাস্ত্রমাদায় মহেন্দ্রসৃষ্টম্ ॥ ২৪
বিদার্য্য তজ্জালমথেন্দ্রমুক্তং
পার্থস্ততো দ্রৌণিরথং ক্ষণেন।
প্রচ্ছাদয়ামাস ততোঽভ্যুপেত্য
দ্রৌণিস্তদা পার্থশরাভিভূতঃ ॥ ২৫

সমস্ত যোদ্ধারা বা যোদ্ধাগণ মর্য্যাদাহীন (নিয়মবহির্ভূত) যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ দিয়া সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

রথসকলের অশ্বগণ ও সারথিকে বিনাশ করা হইয়াছিল। অশ্বগণের আরোহী যোদ্ধারাও নষ্ট হইয়া যাইল। গজারোহী সৈন্যগণ নিহত হইলেন এবং গজসকল জীবিত থাকিল। আবার কোথাও হাতীরা নিহত হইল এবং মাহুতগণ বিনষ্ট হইল। রাজন্! এইরূপ সমরাঙ্গণে অর্জুন ঘোরতর লোকক্ষয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা নিহত বহুসংখ্যক রথী ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১৩-১৪

অশ্বগণের বন্ধন মুক্ত হইয়া যাওয়ায় তাহারা চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। যুদ্ধে সুশোভিত অর্জুনের এই পরাক্রম দেখিয়া পরাক্রমশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অতিসত্বর তাঁহার নিকট আসিলেন এবং নিজের স্বর্ণভূষিত বিশাল ধনু কম্পিত করিতে করিতে বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুনকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিক্ দিয়া আবৃত করিলেন ॥ ১৫-১৬½

মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ধনু আকর্ষণ করত নিক্ষেপ পূর্ব্বক পক্ষযুক্ত একটি বাণে কুন্তীকুমার অর্জুনের বক্ষে নির্দয়তার সহিত প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিলেন ॥ ১৭½

ভারত! রণাঙ্গনে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া উদারবুদ্ধি গাণ্ডীবধারী অর্জুন সমরস্থলে বলপূর্ব্বক বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিলেন এবং তাঁহার ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

ধনু ছিন্ন হইলে পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধস্থলে এরূপ একটি পরিঘ গ্রহণ করিলেন, যাহার স্পর্শ বজ্রতুল্য কঠিন ছিল। তিনি এই পরিঘটিকে তৎক্ষণাৎ কিরীটধারী অর্জুনের দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২০

রাজন্! সেই স্বর্ণভূষিত পরিঘটিকে সহসা নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া অর্জুন যেন হাস্য করিতে করিতেই উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

হে রাজন্! যেরূপ বজ্রের প্রহারে পর্ব্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ অর্জুনের বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড হইয়া সেই পরিঘ ধরাতলে পতিত হইল ॥ ২২

মহারাজ! তখন মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুনের উপর ঐন্দ্রাস্ত্রের দ্বারা সবেগে বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

রাজন্! অর্জুন অশ্বত্থামাকর্তৃক আবিষ্কৃত ইন্দ্রজালের বিস্তার লক্ষ্য করত বেগের সহিত গাণ্ডীব-ধনু গ্রহণ করিলেন এবং মহেন্দ্রকর্তৃক নির্ম্মিত উত্তম অস্ত্রের প্রয়োগে সেই ইন্দ্রজালকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ২৪

এইভাবে ইন্দ্রাস্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই বাণজালকে বিদারিত করিয়া অর্জুন নিকটে গমনপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যেই অশ্বত্থামার

বিগাহ্য তাং পাণ্ডববাণবৃষ্টিং
শরৈঃ পরং নাম ততঃ প্রকাশ্য।
শতেন কৃষ্ণং সহসাভ্যবিধ্যৎ
ত্রিভিঃ শতৈরর্জুনং ক্ষুদ্রকাণাম্॥ ২৬
ততোঽর্জুনঃ সায়কানাং শতেন
গুরোঃ সুতং মর্মসু নিবিভেদ।
অশ্বাংশ্চ সূতঞ্চ তথা ধনুর্জ্যা-
মবাকিরৎ পশ্যতাং তাবকানাম্॥ ২৭
স বিদ্‌ধ্বা মর্মসু দ্রৌণিং পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
সারথিকাস্য ভল্লেন রথনীড়াদপাতয়ৎ॥ ২৮
স সংগৃহ্য স্বয়ং বাহান্ কৃষ্ণৌ প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম দ্রৌণেরাশু পরাক্রমম্॥ ২৯
প্রাযচ্ছত্তুরগান্ যচ্চ ফাল্গুনং চাপ্যযোধয়ৎ।
যদস্য সমরে রাজন্ সর্বে যোধা অপূজয়ন্॥ ৩০
ততঃ প্রহস্য বীভৎসুর্দ্রৌণপুত্রস্য সংযুগে।
ক্ষিপ্রং রশ্মীনথাশ্বানাং ক্ষুরপ্রৈশ্চিচ্ছিদে জয়ঃ॥ ৩১
প্রাদ্রবংস্তুরগাস্তে তু শরবেগপ্রপীড়িতাঃ।
ততোঽভূন্নিনদো ঘোরস্তব সৈন্যস্য ভারত॥৩২
পাণ্ডবাস্তু জয়ং লব্ধ্বা তব সৈন্যং সমাদ্রবন্।
সমন্তান্নিশিতান্ বাণান্ বিমুঞ্চন্তো জয়ৈষিণঃ॥ ৩৩
পাণ্ডবৈস্তু মহারাজ ধার্তরাষ্ট্রী মহাচমূঃ।
পুনঃ পুনরথো বীরৈরভজ্জি জিতকাশিভিঃ॥ ৩৪
পশ্যতাং তে মহারাজ পুত্রাণাং চিত্রযোধিনাম্।
শকুনেঃ সৌবলেয়স্য কর্ণস্য চ বিশাম্পতে॥ ৩৫
বার্য্যমাণা মহাসেনা পুত্রৈস্তব জনেশ্বর।
ন চাতিষ্ঠত সংগ্রামে পীড্যমানা সমন্ততঃ॥ ৩৬
ততো যোধৈর্মহারাজ পলায়দ্ভিঃ সমন্ততঃ।
অভবদ্ ব্যাকুলং ভীতং পুত্রাণাং তে মহদ্ বলম্॥৩৭

রথকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় অশ্বত্থামা অর্জুনের বাণসমূহে অভিভূত হইয়া পড়িলেন॥ ২৫

তদনন্তর অশ্বত্থামা নিজের বাণসকলের দ্বারা অর্জুনের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করত স্বীয় নাম ঘোষণা করিতে করিতে সহসা এক শত বাণে শ্রীকৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং অর্জুনের উপরেও তিন শত বাণ প্রহার করিলেন॥ ২৬

ইহার পর অর্জুন এক শত বাণের দ্বারা গুরুপুত্রের মর্ম্মস্থান-সমূহ বিদীর্ণ করিয়া দিলেন এবং আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই তাঁহার অশ্বগণ, সারথি, ধনু ও গুণকে বহু বাণে আবৃত করিলেন॥ ২৭

শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অশ্বত্থামার মর্ম্মস্থান-সমূহে আঘাত করত একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথের আসন হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন॥ ২৮

তখন তিনি স্বয়ংই বাহন অশ্বগণের রজ্জু ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। সেখানে আমরা দ্রোণপুত্রের সত্বর উদ্ভূত এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। তিনি অশ্বগণকেও বশীভূত রাখিতেছিলেন এবং অর্জুনের সহিত যুদ্ধও করিতেছিলেন। রাজন্! সমরাঙ্গণে সকল যোদ্ধাই তাঁহার এই কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥২৯-৩০

তদনন্তর বিজয়ী বীর অর্জুন হাস্য করত যুদ্ধস্থলে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার অশ্বগণের রজ্জুকে বহু ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা অতিসত্বর ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৩১

ভারত! ইহার পর বাণসমূহের বেগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তাঁহার অশ্বগণ সেখান হইতে পলাইয়া যাইল। সেই সময় এইস্থলে আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল॥ ৩২

পাণ্ডব-যোদ্ধারা জয়লাভ করত আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং পুনরায় জয়লাভ করিবার আশায় চারিদিক্ হইতে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন॥৩৩

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডব-যোদ্ধারা দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যদের মধ্যে বারংবার ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিলেন॥ ৩৪

হে মহারাজ! প্রজানাথ! বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধরত আপনার পুত্রগণ, সুবলসুত শকুনি ও কর্ণের সাক্ষাতেই এই সব হইতে লাগিল॥ ৩৫

জনেশ্বর! সর্ব্বদিক্ দিয়া উৎপীড়িত আপনার বিশাল সৈন্য-বাহিনী আপনার পুত্রগণকর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইতে থাকিলেও রণাঙ্গনে তাঁহারা অবস্থান করিতে সাহসী হইলেন না॥ ৩৬

মহারাজ! সর্ব্বদিকে এইভাবে যোদ্ধারা পলায়ন করিতে থাকিলে আপনার পুত্রদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন॥ ৩৭

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চ ততঃ সূতপুত্রস্য জল্পতঃ।
নাবতিষ্ঠতি সা সেনা বধ্যমানা মহাত্মভিঃ॥ ৩৮
অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা বিদ্রুতং বৈ সমন্ততঃ॥ ৩৯
ততো দুর্য্যোধনঃ কর্ণমব্রবীৎ প্রণয়াদিব।
পশ্য কর্ণ মহাসেনা পাঞ্চালৈরর্দিতা ভৃশম্॥ ৪০
ত্বয়ি তিষ্ঠতি সন্ত্রাসাৎ পলায়নপরায়ণা।
এতজ্জ্ঞাত্বা মহাবাহো কুরু প্রাপ্তমরিন্দম॥ ৪১
সহস্রাণি চ যোধানাং ত্বামেব পুরুষোত্তম।
ক্রোশন্তি সমরে বীর দ্রাব্যমাণানি পাণ্ডবৈঃ॥ ৪২
এতচ্ছ্রুত্বাপি রাধেয়ো দুর্য্যোধনবচো মহান্।
মদ্ররাজমিদং বাক্যমব্রবীৎ প্রহসন্নিব॥ ৪৩
পশ্য মে ভুজয়োর্বীর্য্যমস্ত্রাণাঞ্চ জনেশ্বর।
অদ্য হন্মি রণে সর্বান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ॥৪৪
বাহয়াশ্বান্ নরব্যাঘ্র ভদ্রেণৈব ন সংশয়ঃ।
এবমুক্ত্বা মহারাজ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্॥ ৪৫
প্রগৃহ্য বিজয়ং বীরো ধনুঃ শ্রেষ্ঠং পুরাতনম্।
সজ্যং কৃত্বা মহারাজ সংগৃহ্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ৪৬
সংনিবার্য্য চ যোধান্ স সত্যেন শপথেন চ।
প্রাযোজয়দমেয়াত্মা ভার্গবাস্ত্রং মহাবলঃ॥ ৪৭
ততো রাজন্ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
কোটিশশ্চ শরাস্তীক্ষ্ণা নিরগচ্ছন্ মহামৃধে॥ ৪৮
জ্বলিতৈস্তৈঃ শরৈর্ঘোরৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
সংছন্না পাণ্ডবী সেনা ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন॥ ৪৯
হাহাকারো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং বিশাম্পতে।
পীড়িতানাং বলবতা ভার্গবাস্ত্রেণ সংযুগে॥ ৫০
নিপতদ্ভির্গজৈ রাজন্নশ্বৈশ্চাপি সহস্রশঃ।
রথৈশ্চাপি নরব্যাঘ্র নরৈশ্চৈব সমন্ততঃ॥ ৫১
প্রাকম্পত মহী রাজন্ নিহতৈস্তৈঃ সমন্ততঃ।
ব্যাকুলং সর্বমভবৎ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্॥ ৫২

সূতপুত্র কর্ণ 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই কথা বলিতে থাকিলেও মহাত্মা পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের প্রহারে বিব্রত সেই সৈন্যরা কোনরূপেই রণাঙ্গনে অবস্থান করিলেন না॥ ৩৮

মহারাজ! দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সর্ব্বদিকে পলাইয়া যাইতে দেখিয়া জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডব-যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯

সেই সময় দুর্য্যোধন কর্ণকে প্রণয়সহকারে বলিলেন,—কর্ণ! দেখ, পাঞ্চাল-যোদ্ধারা আমার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়া ফেলিয়াছে॥ ৪০

শত্রুদমন মহাবাহু বীর! তুমি জীবিত থাকিতে ভয়বশতঃ আমার এই সৈন্যরা পলাইয়া যাইতেছে; ইহা জানিয়া বর্ত্তমানে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই কর॥ ৪১

পুরুষোত্তম! বীর! পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত সহস্র সহস্র কৌরব-সৈন্যরা সমরাঙ্গণে তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে॥ ৪২

মহাবীর রাধাপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ শল্যকে হাস্য করিতে করিতে এই কথা বলিলেন॥ ৪৩

জনেশ্বর! আজ তুমি আমার দুই বাহু ও অস্ত্রসকলের বল অবলোকন কর। আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণের সহিত সমস্ত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি কুশলের সহিত অশ্বগণকে পরিচালনা কর॥ ৪৪½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী বীর সূতপুত্র কর্ণ নিজের বিজয়নামক শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন ধনু গ্রহণ করত তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন। তারপর তিনি বারংবার সত্যের শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন। তাহার পর অমেয় আত্মবলসম্পন্ন সেই মহাবল বীর কর্ণ ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন॥ ৪৫-৪৭

রাজন্! অনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র, লক্ষ, কোটি ও অর্ব্বুদ তীক্ষ্ণধার বাণসকল সেই অস্ত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিল॥ ৪৮

কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছযুক্ত সেই প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর বাণসকলের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যরা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না॥ ৪৯

প্রবল ভার্গবাস্ত্রের দ্বারা সমরাঙ্গণে পীড়িত পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের মধ্যে মহাহাহাকার ধ্বনি চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইল॥ ৫০

রাজন্! পতনোন্মুখ হস্তী, সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও নিহত পদাতি মনুষ্যগণের পতনে পৃথিবী চতুর্দ্দিকে কাঁপিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবদের সমস্ত বিশাল সৈন্যবাহিনীই অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন॥ ৫১-৫২

কর্ণস্ত্বেকো যুধাং শ্রেষ্ঠো বিধূম ইব পাবকঃ।
দহন্ শত্রূন্ নরব্যাঘ্র শুশুভে স পরন্তপঃ॥ ৫৩
তে বধ্যমানাঃ কর্ণেন পাঞ্চালাশ্চেদিভিঃ সহ।
তত্র তত্র ব্যমুহ্যন্ত বনদাহে যথা দ্বিপাঃ॥ ৫৪
চুক্রুশুশ্চ নরব্যাঘ্র যথা ব্যাঘ্রা নরোত্তমাঃ।
তেষাং তু ক্রোশতামাসীদ্ ভীতানাং রণমূর্দ্ধনি॥ ৫৫
ধাবতাঞ্চ ততো রাজংস্ত্রস্তানাঞ্চ সমন্ততঃ।
আর্তনাদো মহাংস্তত্র ভূতানামিব সম্প্লবে॥ ৫৬
বধ্যমানাংস্তু তান্ দৃষ্ট্বা সূতপুত্রেণ মারিষ।
বিত্রেসুঃ সর্বভূতানি তির্যগ্‌যোনিগতান্যপি॥ ৫৭
তে বধ্যমানাঃ সমরে সূতপুত্রেণ সৃঞ্জয়াঃ।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ ক্রোশন্তি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৫৮
প্রেতরাজপুরে যদ্বৎ প্রেতরাজং বিচেতসঃ।
শ্রুত্বা তু নিনদং তেষাং বধ্যতাং কর্ণসায়কৈঃ॥ ৫৯
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
ভার্গবাস্ত্রং মহাঘোরং দৃষ্ট্বা তত্র সমীরিতম্॥ ৬০
পশ্য কৃষ্ণ মহাবাহো ভার্গবাস্ত্রস্য বিক্রমম্।
নৈতদস্ত্রং হি সমরে শক্যং হন্তুং কথঞ্চন॥ ৬১
সূতপুত্রঞ্চ সংরব্ধং পশ্য কৃষ্ণ মহারণে।
অন্তকপ্রতিমং বীর্য্যে কুর্বাণং কর্ম দারুণম্॥ ৬২
অভীক্ষ্ণং চোদয়ন্নশ্বান্ প্রেক্ষতে মাং মুহুর্মুহুঃ।
ন চ পশ্যামি সমরে কর্ণং প্রতি পলায়িতুম্॥ ৬৩
জীবন্ প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সংখ্যে জয়-পরাজয়ৌ।
মৃতস্য তু হৃষীকেশ ভঙ্গ এব কুতো জয়ঃ॥ ৬৪
এবমুক্তস্তু পার্থেন কৃষ্ণো মতিমতাং বরম্।
ধনঞ্জয়মুবাচেদং প্রাপ্তকালমরিন্দমম্॥ ৬৫
কর্ণেন হি দৃঢ়ং রাজা কুন্তীপুত্রঃ পরিক্ষিতঃ।
তং দৃষ্ট্বাঽঽশ্বাস্য চ পুনঃ কর্ণং পার্থ বধিষ্যসি॥ ৬৬
এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রায়াদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছন্ যুধিষ্ঠিরম্।
শ্রমেণ গ্রাহয়িষ্যংশ্চ যুদ্ধে কর্ণং বিশাম্পতে॥ ৬৭

নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুতাপন যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ একাকীই ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শত্রুদিগকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩

যেরূপ বনে অগ্নি সংযোজিত হইলে সেই বনে বাসকারী হাতীরাও যেখানে সেখানে দগ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হয়, সেইরূপ কর্ণ-কর্তৃক প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া পাঞ্চাল ও চেদি-যোদ্ধারা যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ৫৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সব নরোত্তম যোদ্ধারা তখন ব্যাঘ্রতুল্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখে ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়মান সেই সৈন্যদের ভয়ঙ্কর আর্তনাদ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণীদের চীৎকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ৫৫-৫৬

আর্য্য! সূতপুত্র কর্ণকর্তৃক মৃত্যুমুখে পতিত সেই যোদ্ধাদিগকে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী পশু পক্ষীরাও ভীত হইয়া উঠিল। ৫৭

সূতপুত্রকর্তৃক সমরাঙ্গণে নিহতপ্রায় সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা বারংবার অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সেইভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রেতরাজের নগরে ক্লেশে অচৈতন্য প্রাণীরা প্রেতরাজকেই আহ্বান করিয়া থাকে। ৫৮

কর্ণকর্তৃক আহত সৈন্যদের আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া এবং সেখানে মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্রের প্রয়োগ হইয়া দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৫৯-৬০

মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! এই ভার্গবাস্ত্রের পরাক্রম দর্শন করুন। সমরাঙ্গণে কোন প্রকারেই এই অস্ত্রকে নষ্ট করা যায় না। ৬১

শ্রীকৃষ্ণ! দেখুন, যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী ক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণ এই মহাসমরে কিরূপ নিদারুণ কর্ম্ম করিতেছে। ৬২

সে নিরন্তর অশ্বগণকে চালনা করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আমারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। রণাঙ্গনে কর্ণের সম্মুখ হইতে পলায়ন করা আমি উচিত বলিয়া মনে করি না? ৬৩

মানুষ যদি জীবিত থাকে, তবে সে জয় ও পরাজয় উভয়ই লাভ করে। হৃষীকেশ! মৃত মানুষের ত' নাশই হইয়া থাকে, সুতরাং তাহার আর জয়লাভ কিরূপে হইবে? ৬৪

অর্জুন এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শত্রুদমন অর্জুনকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৬৫

পার্থ! কর্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে ধৈর্য্যপ্রদান করত পুনরায় রণাঙ্গনে আসিয়া কর্ণকে বধ করিবে॥ ৬৬

প্রজানাথ! এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছায় এবং কর্ণকে যুদ্ধে অধিক পরিশ্রান্ত করিবার বাসনায় সেখান হইতে গমন করিলেন॥ ৬৭

ততো ধনঞ্জয়ো দৃষ্ট্বা রাজানং বাণপীড়িতম্।
রথেন প্রযযৌ ক্ষিপ্রং সংগ্রামাৎ কেশবাজ্ঞয়া ॥ ৬৮
গচ্ছন্নেব তু কৌন্তেয়ো ধর্মরাজদিদৃক্ষয়া।
সৈন্যমালোকয়ামাস নাপশ্যৎ তত্র চাগ্রজম্ ॥ ৬৯

তাহার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বাণপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার জন্য রথের দ্বারা যুদ্ধস্থল হইতে অতিসত্বর গমন করিলেন ॥ ৬৮

ভারত! কুন্তীনন্দন অর্জুন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিয়া রণাঙ্গনে বজ্রধারী ইন্দ্রের পক্ষেও দুঃসহ গুরুপুত্রকে

যুদ্ধং কৃত্বা তু কৌন্তেয়ো দ্রোণপুত্রেণ ভারত।
দুঃসহং বজ্রিণা সংখ্যে পরাজিত্য গুরোঃ সুতম্ ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ধর্মরাজশোধনে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

পরাজিত করিবার পর ধর্মরাজকে দর্শন করিবার বাসনায় যাইতে যাইতে সমস্ত সৈন্যবাহিনীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু সেখানে কোথাও নিজের অগ্রজ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬৯-৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ধর্মরাজের অন্বেষণবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনোপরি যুদ্ধভারং সমর্প্য শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োর্যুধিষ্ঠিরসমীপে গমনম্।

সঞ্জয় উবাচ।

দ্রৌণিং পরাজিত্য ততোঽগ্রধন্বা
কৃত্বা মহদ্ দুষ্করং শূরকর্ম।
আলোকয়ামাস ততঃ স্বসৈন্যং
ধনঞ্জয়ঃ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যঃ ॥ ১

স যুধ্যমানান্ পৃতনামুখস্থান্
শূরঃ শূরান্ হর্ষয়ন্ সব্যসাচী।
পূর্বপ্রহারৈর্মথিতান্ প্রশংসন্
স্থিরাংশ্চকারাত্মরথাননীকে ॥

অপশ্যমানস্তু কিরীটমালী
যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরমাজমীঢ়ম্।
উবাচ ভীমং তরসাভ্যুপেত্য
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং ত্বিহ কুত্র রাজা

ভীমসেন উবাচ।

অপযাত ইতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
কর্ণবাণাভিতপ্তাঙ্গো যদি জীবেৎ কথঞ্চন ॥ ৪

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনের উপর যুদ্ধের ভার সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর উত্তম ধনু ধারণকারী এবং শত্রুগণের অজেয় অর্জুন অপরের পক্ষে দুষ্কর বীরোচিত কর্ম করিয়া অশ্বত্থামাকে পরাজিত করত পুনরায় নিজের সৈন্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ১

সব্যসাচী বীরবর অর্জুন যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে অবস্থান করত নিজের সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এবং পূর্ব্বে প্রাপ্ত প্রহারসকলের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত স্বীয় রথী যোদ্ধাগণের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের সকলকে নিজ সৈন্য মধ্যে স্থিরতাসহকারে স্থাপিত করিলেন ॥ ২

কিন্তু সেখানে নিজের ভ্রাতা অজমীঢ়কুলনন্দন যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া কিরীটধারী অর্জুন তীব্রবেগে ভীমসেনের নিকটে গমন করত তাঁহাকে রাজার সংবাদ জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বলিলেন,—ভ্রাতঃ! এখন মহারাজ যুধিষ্ঠির কোথায় আছেন? ৩

ভীমসেন বলিলেন,—ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন; কারণ, কর্ণের বাণসমূহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সন্তপ্ত হওয়ায় পলায়ন করত যদি কোনরূপে জীবন ধারণ করিতে পারেন ॥ ৪

অর্জুন উবাচ।

তস্মাদ্ ভবান্ শীঘ্রমিতঃ প্রয়াতু
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্ত্যৈ কুরুসত্তমস্য।
নূনং স বিদ্ধোঽতিভৃশং পৃষৎকৈঃ
কর্ণেন রাজা শিবিরং গতোঽসৌ ॥ ৫

যঃ সম্প্রহারৈর্নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্দ্রোণেন বিদ্ধোঽতিভৃশং তরস্বী।
তস্থৌ স তত্রাপি জয়প্রতীক্ষো
দ্রোণোঽপি যাবন্ন হতঃ কিলাসীৎ ॥ ৬

স সংশয়ং গমিতঃ পাণ্ডবাগ্র্যঃ
সংখ্যেঽদ্য কর্ণেন মহানুভাবঃ।
জ্ঞাতুং প্রযাহ্যাশু তমদ্য ভীম
স্থাস্যাম্যহং শত্রুগণান্ নিরুধ্য ॥ ৭

ভীমসেন উবাচ।

ত্বমেব জানীহি মহানুভাব
রাজ্ঞঃ প্রবৃত্তিং ভরতর্ষভস্য।
অহং হি যদ্যর্জুন যাম্যমিত্রা
বদান্তু মাং ভীত ইতি প্রবীরাঃ ॥ ৮

ততোঽব্রবীদর্জুনো ভীমসেনং
সংশপ্তকাঃ প্রত্যনীকং স্থিতা মে।
এতানহত্বাদ্য ময়া ন শক্য-
মিতোঽপযাতুং রিপুসঙ্ঘগোষ্ঠাৎ ॥ ৯

অথাব্রবীদর্জুনং ভীমসেনঃ
স্ববীর্য্যমাসাদ্য কুরুপ্রবীর।
সংশপ্তকান্ প্রতিযোৎস্যামি সংখ্যে
সর্বানহং যাহি ধনঞ্জয় ত্বম্ ॥ ১০

সঞ্জয় উবাচ।

তদ্ ভীমসেনস্য বচো নিশম্য
সুদুষ্করং ভ্রাতুরমিত্রমধ্যে।
সংশপ্তকানীকমসহ্যমেকঃ
সুদুষ্করং ধারয়ামীতি পার্থঃ ॥ ১১

উবাচ নারায়ণমপ্রমেয়ং
কপিধ্বজঃ সত্যপরাক্রমস্তু।
শ্রুত্বা বচো ভ্রাতুরদীনসত্ত্ব-
স্তদাহবে সত্যবচো মহাত্মা।
দ্রষ্টুং কুরুশ্রেষ্ঠমভিপ্রযাস্যন্
প্রোবাচ বৃষ্ণিপ্রবরং তদানীম্ ॥ ১২

অর্জুন বলিলেন,—যদি ইহাই হইয়া থাকে, তবে আপনি কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের সংবাদ আনিবার জন্য এখান হইতে সত্বর গমন করুন। নিশ্চয়ই কর্ণের বাণসমূহে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া রাজা শিবিরে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৫

ভ্রাতঃ ভীমসেন! যে বেগশালী বীর যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা কৃত প্রহার ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসকলে গুরুতর আহত হইয়া পড়িলেও জয়লাভের প্রতীক্ষায় সেই পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলে অবস্থিত ছিলেন, যে পর্য্যন্ত না দ্রোণাচার্য্য নিহত হইয়াছেন। সেই মহানুভব পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আজ কর্ণ কর্তৃক সংগ্রামে সংশয়াপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন; অতএব আপনি অতি সত্বর তাঁহার সংবাদ আনিবার জন্য গমন করুন, এখানে আমি শত্রুদিগকে রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিব ॥ ৬-৭

ভীমসেন বলিলেন,—মহানুভব! তুমি যাইয়া ভরতকুল-ভূষণ নরপতির সংবাদ অবগত হও। অর্জুন! যদি আমি এখান হইতে গমন করি, তবে শত্রুদের প্রধান বীরগণ আমাকে ভীত বলিয়া মনে করিবে ॥ ৮

তখন অর্জুন ভীমসেনকে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! সংশপ্তকগণ আমার বিপক্ষে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে বধ না করিয়া আমি এই শত্রুসঙ্ঘরূপ গোষ্ঠ হইতে বাহিরে যাইতে পারিব না ॥ ৯

ইহা শুনিয়া ভীমসেন অর্জুনকে বলিলেন,—কুরুকুলশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয়! আমি নিজের বলেরই আশ্রয় গ্রহণ করত রণাঙ্গনে সমস্ত সংশপ্তক সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিব, তুমি যাও ॥ ১০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! শত্রুদের মধ্যে স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেনের এই অত্যন্ত দুষ্কর বাক্য 'আমি একাকীই অসহ্য সংশপ্তক সৈন্যদের সম্মুখীন হইব' শ্রবণ করত উদারহৃদয় মহাত্মা কপিধ্বজ অর্জুন সত্যপরাক্রমী ভ্রাতা ভীমসেনের সেই সত্য বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া তিনি অপ্রমেয়, বৃষ্ণিবংশাবতংস নারায়ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন। সেই সময় কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার বাসনায় গমন করিতে উদ্যত হইয়া অর্জুন এই কথা বলিলেন ॥ ১১-১২

অর্জুন উবাচ।

চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ বিহায়ৈতদ্ বলার্ণবম্।
অজাতশত্রুং রাজানং দ্রষ্টুমিচ্ছামি কেশব ॥ ১৩

সঞ্জয় উবাচ।

ততো হয়ান্ সর্বদাশার্হমুখ্যঃ
প্রচোদয়ন্ ভীমমুবাচ চেদম্।
নৈতচ্চিত্রং তব কর্মাদ্য ভীম
যাস্যাম্যহং জহি পার্থারিসঙ্ঘান্ ॥ ১৪

ততো যযৌ হৃষীকেশো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
শীঘ্রাচ্ছীঘ্রতরং রাজন্ বাজিভির্গরুড়োপমৈঃ ॥ ১৫

প্রত্যনীকে ব্যবস্থাপ্য ভীমসেনমরিন্দমম্।
সন্দিশ্য চৈতং রাজেন্দ্র যুদ্ধং প্রতি বৃকোদরম্ ॥ ১৬

ততস্তু গত্বা পুরুষপ্রবীরৌ
রাজানমাসাদ্য শয়ানমেকম্।
রথাদুভৌ প্রত্যবরুহ্য তস্মাদ্
ববন্দতুর্ধর্মরাজস্য পাদৌ ॥ ১৭

অর্জুন বলিলেন,—হৃষীকেশ! এখন আপনি এই শত্রু-সৈন্য-রূপী সমুদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বগণকে এখান হইতে চালনা করুন। কেশব! আমি অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সম্পূর্ণ দাশার্হবংশীয়দিগের মধ্যে প্রধান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অশ্বগণকে চালিত করিতে করিতে সেখানে ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন—কুন্তীনন্দন ভীমসেন! আজ এরূপ কার্য্য করা তোমার পক্ষে কোন আশ্চর্য্যের কথা নহে। আমরা যাইতেছি, তুমি শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার কর ॥ ১৪

রাজন্! এই কথা বলিয়া ভগবান্ হৃষীকেশ গরুড়ের তুল্য বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা অতিক্রত সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির বিশ্রাম করিতেছেন ॥১৫

রাজেন্দ্র! শত্রুগণের সম্মুখীন হইবার জন্য শত্রুদমন বৃকোদর ভীমসেনকে স্থাপিত করিয়া এবং যুদ্ধের বিষয়ে তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সংবাদ জানাইয়া সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন একাকী শয্যায় শয়ান রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত রথ হইতে নামিলেন এবং তাঁহারা ধর্মরাজের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন ॥ ১৬-১৭

পুরুষগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে কুশলের সহিত উপস্থিত দেখিয়া এবং দুই কৃষ্ণকে

তং দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রং ক্ষেমিণং পুরুষর্ষভম্।
মুদাভ্যুপগতৌ কৃষ্ণাবশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ১৮
তাবভ্যনন্দদ্ রাজাপি বিবস্বানশ্বিনাবিব।
হতে মহাসুরে জম্ভে শক্র-বিষ্ণূ তথা গুরুঃ ॥ ১৯
মন্যমানো হতং কর্ণং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
হর্ষগদ্গদয়া বাচা প্রীতঃ প্রাহ পরন্তপঃ ॥ ২০

অথোপযাতৌ পৃথুলোহিতাক্ষৌ
শরাচিতাঙ্গৌ রুধিরপ্রদিগ্ধৌ।
সমীক্ষ্য সেনাগ্রনরপ্রবীরৌ
যুধিষ্ঠিরো বাক্যমিদং বভাষে ॥ ২১

মহাসত্ত্বৌ হি তৌ দৃষ্ট্বা সহিতৌ কেশবার্জুনৌ।
হতমাধিরথিং মেনে সংখ্যে গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২২
তাবভ্যনন্দৎ কৌন্তেয়ঃ সাম্না পরমবল্গুনা।
স্মিতপূর্বমমিত্রঘ্নং পূজয়ন্ ভরতর্ষভ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জুনাগমে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

ইন্দ্রের নিকটে গত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় প্রসন্নতা সহকারে নিজের নিকটে আসিতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সেই ভাবে অভিনন্দিত করিলেন, যেরূপ সূর্য্যদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। অথবা যেরূপ মহাসুর জম্ভ নিহত হইলে পর বৃহস্পতি ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুতাপন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকে নিহত মনে করিয়া হর্ষগদ্গদ বাণীতে প্রীতচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০

সৈন্যদের অগ্রভাগে যুদ্ধরত পুরুষগণের মধ্যে প্রধান বীর বিশাল ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যখন নিকটে আসিলেন, তখন তাঁহাদের সর্বাঙ্গে বাণসমূহ প্রবিষ্ট ছিল। তাঁহারা রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগকে দর্শন করত যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন ॥ ২১

এক সঙ্গে উপস্থিত মহাশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন রণাঙ্গনে অধিরথপুত্র কর্ণকে বধ করিয়াছেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ চিন্তা করত কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির হাস্য করিতে করিতে শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা পূর্ব্বক অতিশয় মধুর ও সান্ত্বনা-পূর্ণ বাক্যে এই দুইজনকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের আগমন-বিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভ্রমাদ্ যুধিষ্ঠিরেণার্জুনসমীপে কর্ণস্য বিনাশবৃত্তান্তজিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাগতং দেবকীমাতঃ স্বাগতং তে ধনঞ্জয়।
প্রিয়ং মে দর্শনং গাঢ়ং যুবয়োরচ্যুতার্জুনৌ ॥ ১
অক্ষতাভ্যামরিষ্টাভ্যাং হতঃ কর্ণো মহারথঃ।
আশীবিষসমং যুদ্ধে সর্বশস্ত্রবিশারদম্ ॥ ২
অগ্রগং ধার্তরাষ্ট্রাণাং সর্বেষাং শর্ম বর্ম চ।
রক্ষিতং বৃষসেনেন সুষেণেন চ ধন্বিনা ॥ ৩
অনুজ্ঞাতং মহাবীর্য্যং রামেণাস্ত্রে সুদুর্জয়ম্।
অগ্র্যং সর্বস্য লোকস্য রথিনং লোকবিশ্রুতম্ ॥ ৪
ত্রাতারং ধার্তরাষ্ট্রাণাং গন্তারং বাহিনীমুখে।
হন্তারং পরসৈন্যানামমিত্রগণমর্দনম্ ॥ ৫
দুর্য্যোধনহিতে যুক্তমস্মদ্দুঃখায় চোদ্যতম্।
অপ্রধৃষ্যং মহাযুদ্ধে দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ৬
অনলানিলয়োস্তুল্যং তেজসা চ বলেন চ।
পাতালমিব গম্ভীরং সুহৃদাং নন্দিবর্ধনম্ ॥ ৭
অন্তকং মম মিত্রাণাং হত্বা কর্ণং মহামৃধে।
দিষ্ট্যা যুবামনুপ্রাপ্তৌ জিত্বাসুরমিবামরৌ ॥ ৮
ঘোরং যুদ্ধমদীনেন ময়া হ্যদ্যাচ্যুতার্জুনৌ।
কৃতং তেনান্তকেনেব প্রজাঃ সর্বা জিঘাংসতা ॥ ৯
তেন কেতুশ্চ মে ছিন্নো হতৌ চ পার্ষ্ণিসারথী।
হতবাহস্ততশ্চাস্মি যুযুধানস্য পশ্যতঃ ॥ ১০
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য যময়োর্বীরস্য চ শিখণ্ডিনঃ।
পশ্যতাং দ্রৌপদেয়ানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১১
এতান্ জিত্বা মহাবীর্য্যঃ কর্ণঃ শত্রুগণান্ বহূন্।
জিতবান্ মাং মহাবাহো যতমানো মহারণে ॥ ১২

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ভ্রমবশতঃ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্জুনের নিকট কর্ণের বিনাশের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দেবকীনন্দন! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? ধনঞ্জয়! তুমিও সুখের সহিত আসিয়াছ ত? শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন! বর্তমানে তোমাদের দুই জনের দর্শন আমার অত্যন্ত প্রিয় লাগিতেছে; কারণ, তোমরা উভয়ে স্বয়ং কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার না করিয়াই সকুশলে থাকিয়া মহারথী কর্ণকে বধ করিয়াছ। ১½

কর্ণ যুদ্ধে বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর, সম্পূর্ণ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং কৌরবদের অগ্রগামী যোদ্ধা। সে শত্রুপক্ষের সকলের কল্যাণসাধক এবং কবচতুল্য রক্ষক ছিল। বৃষসেন ও সুষেণ এই দুই ধনুর্দ্ধর তাহাকে রক্ষা করিতেছিল। ২-৩

পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া এই কর্ণ মহাশক্তিশালী এবং অত্যন্ত দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে সমস্ত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ রথী এবং বিশ্ববিখ্যাত বীর ছিল। ৪

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের রক্ষক কর্ণ সৈন্যদের সম্মুখভাগে যাইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে, শত্রুসৈন্যদের সংহার করিতে সমর্থ এবং বিরোধীদিগকে মর্দিত করিয়া থাকে। ৫

সে সর্বদা দুর্য্যোধনের হিতে সংযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে দুঃখ দান করিতে উদ্যত ছিল এবং মহাযুদ্ধে ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতাগণকেও পরাজিত করিতে পারিত। ৬

সে তেজে অগ্নি, বলে বায়ু এবং গম্ভীরতায় পাতালসদৃশ ছিল। স্বীয় মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী কর্ণ আমার মিত্রদের পক্ষে যমরাজতুল্য ছিল। কোন অসুরকে জয় করিয়া উপস্থিত দুইজন দেবতার ন্যায় তোমরা দুইজনে কর্ণকে সংহার করত এখানে আসিয়াছ, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। ৭-৮

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন! সমস্ত প্রজাকে সংহার করিতে অভিলাষী কালতুল্য তেজস্বী কর্ণ আজ আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। আমিও সেই যুদ্ধে কোনরূপ দীনতা প্রদর্শন করি নাই। ৯

সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, বীর শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই আমার ধ্বজ ছেদন করিয়াছিল, পার্শ্বরক্ষকগণকে বিনাশ করিয়াছিল এবং অশ্বদিগকেও নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ১০-১১

মহাবাহো! মহাযুদ্ধে জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ মহাপরাক্রমশালী কর্ণ এই বহু সংখ্যক শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া আমাকে জয় করিয়াছিল॥ ১২

অভিসৃত্য চ মাং যুদ্ধে পরুষাণ্যুক্তবান্ বহু।
তত্র তত্র যুধাং শ্রেষ্ঠ পরিভূয় ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
ভীমসেনপ্রভাবাত্তু যজ্জীবামি ধনঞ্জয়।
বহুনাত্র কিমুক্তেন নাহং তৎ সোঢ়ুমুৎসহে। ১৪
ত্রয়োদশাহং বর্ষাণি যস্মাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়।
ন স্ম নিদ্রাং লভে রাত্রৌ ন চাহনি সুখং কচিৎ ॥১৫
তস্য দ্বেষেণ সংযুক্তঃ পরিদহ্যে ধনঞ্জয়।
আত্মনো মরণে যাতো বাধ্রীণস ইব দ্বিপঃ ॥ ১৬
তস্যায়মগমৎ কালশ্চিন্তয়ানস্য মে চিরম্।
কথং কর্ণো ময়া শক্যো যুদ্ধে ক্ষপয়িতুং ভবেৎ ॥ ১৭
জাগ্রৎ-স্বপংশ্চ কৌন্তেয় কর্ণমেব সদা হ্যহম্।
পশ্যামি তত্র তত্রৈব কর্ণভূতমিদং জগৎ ॥ ১৮
যত্র যত্র হি গচ্ছামি কর্ণাদ্ ভীতো ধনঞ্জয়।
তত্র তত্র হি পশ্যামি কর্ণমেবাগ্রতঃ স্থিতম্ ॥ ১৯

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! সে যুদ্ধস্থলে আমার অনুগমন করত যেখানে সেখানে আমাকে অপমানিত করিতে করিতে বহুবার আমাকে কটুবচন শুনাইয়াছে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ধনঞ্জয়! আমি এই সময় ভীমসেনের প্রভাবেই জীবিত আছি। এখন আর সে কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া কি হইবে? আমি সেই অপমানকে কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। ১৩-১৪

অর্জুন! যাহার নিকট হইতে ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ না রাত্রিতে ভালভাবে ঘুমাইতে পারিতেছি এবং না দিনে কখনও সুখলাভ করিতেছি। ১৫

ধনঞ্জয়! আমি তাহার দ্বেষে নিরন্তর জ্বলিতেছি। যেরূপ বাধ্রীণস নামক পশু নিজের মৃত্যুর জন্যই বধস্থানে গমন করে, সেইরূপ আমিও নিজের মৃত্যুর জন্য কর্ণের সম্মুখে চলিয়া গিয়াছিলাম। ১৬

আমি কিরূপে কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইব, এই চিন্তা করিতে করিতে আমার এই দীর্ঘকাল ব্যতীত হইয়াছে। ১৭

কুন্তীনন্দন! আমি জাগরিত ও নিদ্রিত সকল সময় সদা কর্ণকেই দেখিতে পাই। এই সম্পূর্ণ জগৎ আমার নিকট যখন তখন কর্ণময় হইয়া যায়। ১৮

ধনঞ্জয়! কর্ণ হইতে ভীত হইয়া আমি যেখানে যেখানে গমন করি, সেই সেই স্থানে আমার সম্মুখে তাহাকে সর্বদা দণ্ডায়মান দেখি। ১৯

সোঽহং তেনৈব বীরেণ সমরেষ্বপলায়িনা।
সহয়ঃ সরথঃ পার্থ জিত্বা জীবন্ বিসর্জিতঃ ॥ ২০
কো নু মে জীবিতেনার্থো রাজ্যেনার্থো ভবেৎ পুনঃ।
মমৈবং বিক্ষতস্যাদ্য কর্ণেনাহবশোভিনা ॥ ২১
ন প্রাপ্তপূর্বং যদ্ ভীষ্মাৎ কৃপ-দ্রোণাচ্চ সংযুগে।
তৎ প্রাপ্তমদ্য মে যুদ্ধে সূতপুত্রান্মহারথাৎ ॥ ২২
স ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় যথাদ্য কুশলং তথা।
তন্মমাচক্ষ্ব কাৎস্ন্যেন যথা কর্ণো হতস্ত্বয়া ॥ ২৩
শক্রতুল্যবলো যুদ্ধে যমতুল্যঃ পরাক্রমে।
রামতুল্যস্তথাস্ত্রেণ স কথং বৈ নিষূদিতঃ ॥ ২৪
মহারথঃ সমাখ্যাতঃ সর্বযুদ্ধবিশারদঃ।
ধনুর্ধরাণাং প্রবরঃ সর্বেষামেকপূরুষঃ ॥ ২৫
পূজিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ সপুত্রেণ মহাবলঃ।
ত্বদর্থমেব রাধেয়ঃ স কথং নিহতস্ত্বয়া ॥ ২৬

পার্থ! সমরাঙ্গণে যে কখনও পলায়ন করে না, সেই বীর কর্ণ রথ ও অশ্বসহ আমাকে পরাজিত করিয়া জীবিত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। ২০

পার্থ! এখন আমার এই জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? যখন আজ যুদ্ধে সুশোভিত কর্ণ আমাকে এইরূপ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছে। ২১

পূর্বে কখনও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতেও আমাকে যুদ্ধস্থলে সে অপমান সহ্য করিতে হয় নাই, উহাই আজ মহারথী সূতপুত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ২২

কুন্তীনন্দন! সেইজন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আজ তুমি যেভাবে কুশলের সহিত থাকিয়া কর্ণকে বিনাশ করিয়াছ, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এখন আমাকে যথাযথভাবে বল। ২৩

যে যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য বলশালী, যমরাজসদৃশ পরাক্রমী এবং পরশুরামের ন্যায় অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিল, সেই কর্ণকে তুমি কিরূপে বধ করিলে? ২৪

যে সমস্ত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, বিখ্যাত মহারথী, ধনুর্দ্ধরগণশ্রেষ্ঠ এবং সকল শত্রুদের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিল, যাহাকে পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্র তোমার সম্মুখীন হইবার জন্য সম্মানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন, সেই মহাবল রাধাপুত্র কর্ণকে তুমি কিভাবে নিহত করিলে? ২৫-২৬

ধার্তরাষ্ট্রো হি যোধেষু সর্বেষেব সদার্জুন।
তব মৃত্যুং রণে কর্ণং মন্যতে পুরুষর্ষভ ॥ ২৭
স ত্বয়া পুরুষব্যাঘ্র কথং যুদ্ধে নিষূদিতঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব কৌন্তেয় যথা কর্ণো হতস্ত্বয়া ॥ ২৮
যুধ্যমানস্য চ শিরঃ পশ্যতাং সুহৃদাং হৃতম্।
ত্বয়া পুরুষশার্দূল সিংহেনেব যথা রুরোঃ ॥ ২৯
যঃ পর্য্যুপাসীৎ প্রদিশো দিশশ্চ
ত্বাং সূতপুত্রঃ সমরে পরীপ্সন্।
দিৎসুঃ কর্ণঃ সমরে হস্তিসঙ্ঘং
স হীদানীং কঙ্কপত্রৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ ॥ ৩০
ত্বয়া রণে নিহতঃ সূতপুত্রঃ
কচ্চিচ্ছেতে ভূমিতলে দুরাত্মা।
প্রিয়শ্চ মে পরমো বৈ কৃতোঽয়ং
ত্বয়া রণে সূতপুত্রং নিহত্য ॥ ৩১
যঃ সর্বতঃ পর্য্যপতত্ত্বদর্থে
সদার্চিতো গর্বিতঃ সূতপুত্রঃ।
স শূরমানী সমরে সমেত্য
কচ্চিত্ত্বয়া নিহতঃ সংযুগেঽসৌ ॥ ৩২
রৌক্মং বরং হস্তিগজাশ্বযুক্তং
রথং প্রদিৎসুর্যঃ পরেভ্যস্ত্বদর্থে।
সদা রণে স্পর্ধতে যঃ স পাপঃ
কচ্চিৎত্বয়া নিহতস্তাত যুদ্ধে ॥ ৩৩
যোঽসৌ সদা শূরমদেন মত্তো
বিকত্থতে সংসদি কৌরবাণাম্।
প্রিয়োঽত্যর্থং তস্য সুযোধনস্য
কচ্চিৎ স পাপো নিহতস্ত্বয়াদ্য ॥ ৩৪
কচ্চিৎ সমাগম্য ধনুঃপ্রযুক্তৈ-
স্ত্বৎপ্রেষিতৈর্লোহিতাঙ্গৈর্বিহঙ্গৈঃ।
শেতে স পাপঃ সুবিভিন্নগাত্রঃ
কচ্চিদ্ ভগ্নৌ ধার্তরাষ্ট্রস্য বাহূ ॥ ৩৫
যোঽসৌ সদা শ্লাঘতে রাজমধ্যে
দুর্যোধনং হর্ষয়ন্ দর্পপূর্ণঃ।
অহং হন্তা ফাল্গুনস্যেতি মোহাৎ
কচ্চিদ্বচস্তস্য ন বৈ তথা তৎ ॥ ৩৬

পুরুষপ্রবর অর্জুন! দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ২৭

কুন্তীপুত্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি কিরূপে যুদ্ধে সেই কর্ণকে সংহার করিলে? কর্ণ যেরূপে তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছে, সেই সব বৃত্তান্ত তুমি আমাকে বল ॥ ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যেরূপ সিংহ রুরুনামক মৃগের মস্তক ছেদন করে, সেইরূপ তুমি সমস্ত সুহৃদগণের সাক্ষাতে যুদ্ধরত কর্ণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলে, উহা কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল? ২৯

অর্জুন! সমরাঙ্গণে যে সূতপুত্র কর্ণ সমস্ত দিক্ ও বিদিক্-সমূহে তোমার অন্বেষণের জন্য পর্য্যটন করিতেছিল এবং তোমার সন্ধানপ্রদানকারীকে হস্তিতুল্য ছয়টি গো-প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল, সেই দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ কি এখন রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে? আজ যুদ্ধস্থলে সূতপুত্রকে বিনাশ করিয়া তুমি আমার এই পরম প্রিয় কার্য্য পূর্ণ করিয়াছ ॥ ৩০-৩১

যে গর্বিত সূতপুত্র সর্বদা সম্মানিত হইয়া তোমার জন্য সর্বদিকে ধাবিত হইতেছিল, নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানী সেই কর্ণকে তুমি সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করত কি ভাবে সংহার করিয়াছ? ৩২

তাত! যে রণাঙ্গনে তোমার সন্ধান প্রদান করিবার জন্য অপর ব্যক্তিগণকে হস্তী-অশ্বে যুক্ত, স্বর্ণ নির্ম্মিত ও সুন্দর বহু রথ দান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সর্বদা তোমাকে স্পর্দ্ধা করে, সেই পাপী কর্ণ কি যুদ্ধস্থলে তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছে? ৩৩

যে শৌর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া কৌরবদিগের সভায় নিজের প্রশংসা করিয়াছিল এবং দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রিয় ছিল, তুমি কি সেই পাপী কর্ণকে আজ বিনাশ করিয়াছ? ৩৪

আজ যুদ্ধে তোমার সহিত মিলিত হইয়া তোমার দ্বারা ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত লোহিতাঙ্গ আকাশচারী বাণসকলে সর্বাঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়ায় সেই পাপী কর্ণ কি আজ ধরাতলে শয়ন করিয়াছে? তাহার মরণে আজ কি দুর্য্যোধনের দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে? ৩৫

যে রাজাদের সম্মুখেই দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে দর্পে পূর্ণ হইয়া সদা মোহবশতঃ এই আত্মপ্রশংসা সূচক ঘোষণা

নাহং পাদৌ ধাবয়িষ্যে কদাচিদ্
যাবৎ স্থিতঃ পার্থ ইত্যল্পবুদ্ধেঃ।
ব্রতং তস্যৈতৎ সর্বদা শক্রসূনো
কচ্চিৎ ত্বয়া নিহতঃ সোঽস্ত কর্ণঃ ॥ ৩৭
যোঽসৌ কৃষ্ণামব্রবীদ্ দুষ্টবুদ্ধিঃ
কর্ণঃ সভায়াং কুরুবীরমধ্যে।
কিং পাণ্ডবাংস্ত্বং ন জহাসি কৃষ্ণে
সুদুর্বলান্ পতিতান্ হীনসত্ত্বান্ ॥ ৩৮
যোঽসৌ কর্ণঃ প্রত্যজানাত্ত্বদর্থে
নাহং হত্বা সহ কৃষ্ণেন পার্থম্।
ইহোপযাতেতি স পাপবুদ্ধিঃ
কচ্চিচ্ছেতে শরসম্ভিন্নগাত্রঃ ॥ ৩৯
কচ্চিৎ সংগ্রামো বিদিতো বৈ তবায়ং
সমাগমে সৃঞ্জয়-কৌরবাণাম্।
যত্রাবস্থামীদৃশীং প্রাপিতোঽহং
কচ্চিৎ ত্বয়া সোঽস্ত হতো দুরাত্মা ॥ ৪০
কচ্চিৎ ত্বয়া তস্য সুমন্দবুদ্ধে-
র্গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
সকুণ্ডলং ভানুমদুত্তমাঙ্গং
কায়াৎ প্রকৃত্তং যুধি সব্যসাচিন্ ॥ ৪১
যত্তন্ময়া বাণসমর্পিতেন
ধ্যাতোঽসি কর্ণস্য বধায় বীর।
তন্মে ত্বয়া কচ্চিদমোঘমদ্য
ধ্যানং কৃতং কর্ণনিপাতনেন ॥ ৪২
সদা দর্পপূর্ণঃ সুযোধনোঽস্মা-
নুদীক্ষতে কর্ণসমাশ্রয়েণ।
কচ্চিৎ ত্বয়া সোঽদ্য সমাশ্রয়োঽস্য
ভগ্নঃ পরাক্রম্য সুযোধনস্য ॥ ৪৩
যো নঃ পুরা ষণ্ঢতিলানবোচৎ
সভামধ্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্।
স দুর্মতিঃ কচ্চিদুপেত্য সংখ্যে
ত্বয়া হতঃ সূতপুত্রো হ্যমর্ষী ॥ ৪৪
যঃ সূতপুত্রঃ প্রহসন্ দুরাত্মা
পুরাব্রবীন্নির্জিতাং সৌবলেন।
স্বয়ং প্রসহ্যানয় যাজ্ঞসেনী-
মপীহ কচ্চিৎ স হতস্ত্বয়াদ্য ॥ ৪৫

করিত যে, আমি অর্জুনকে বধ করিব। আজ কি তাহার এই বাক্য নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে ? ৩৬

ইন্দ্রনন্দন ! সেই মন্দমতি কর্ণ সর্ব্বকালের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল যে, যতদিন কুন্তীকুমার অর্জুন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমি অন্যকে দিয়া পাদধৌত করাইব না। আজ তুমি সেই কর্ণকে কি বধ করিয়াছ ? ৩৭

যে দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ কৌরব-বীরগণের মধ্যে পূর্ণ সভায় দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল যে, কৃষ্ণে ! তুমি এই অত্যন্ত দুর্ব্বল, পতিত ও শক্তিহীন পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না কেন ? ৩৮

যে কর্ণ তোমার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, 'আজ আমি শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে বধ না করিয়া এখানে ফিরিয়া আসিব না। সেই পাপাত্মা কর্ণ কি আজ তোমার বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইয়াছে ? ৩৯

আজ সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের মধ্যে যে সজ্ঘর্ষ হইয়াছিল, তাহা কি তুমি জ্ঞাত হইয়াছ ? যে রণে আমি এতাদৃশ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি কি আজ সেই দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিয়াছ ? ৪০

সব্যসাচী অর্জুন ! তুমি রণাঙ্গনে গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত বাণসমূহে সেই মন্দমতি কর্ণের কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছ কি ? ৪১

বীর ! যে সময় আমি বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই সময় আমি কর্ণকে বধ করিবার জন্য তোমার চিন্তা করিয়াছি। তুমি কি আজ সেই কর্ণকে ধরাশায়ী করিয়া দিয়া আমার সেই চিন্তাকে সফল করিয়াছ ? ৪২

কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করত দুর্য্যোধন অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তুমি কি আজ দুর্য্যোধনের সেই প্রধান আশ্রয়কে পরাক্রমপ্রকাশ করত নষ্ট করিয়া দিয়াছ ? ৪৩

যে পূর্ব্বে সভাভবনের মধ্যে কৌরবদের সাক্ষাতেই আমাদিগকে অঙ্কুরোদ্গম করিতে অসমর্থ তিলের (নপুংসকের) তুল্য বলিয়াছিল, সেই অমর্ষশীল দুর্মতি সূতপুত্র কর্ণ আজ যুদ্ধে আসিয়া তোমার দ্বারা কি নিহত হইয়াছে ? ৪৪

যে দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ হাস্য করিতে করিতে পূর্ব্বে দুঃশাসনকে এই কথা বলিয়াছিল যে, 'সুবলপুত্র শকুনি কর্ত্তৃক

যঃ শস্ত্রভৃচ্ছ্রেষ্ঠতমঃ পৃথিব্যাং
পিতামহং ব্যাক্ষিপদল্পচেতাঃ।
সংখ্যায়মানোঽর্দ্ধরথঃ স কচ্চিৎ
ত্বয়া হতোঽত্যাধিরথির্মহাত্মন্ ॥ ৪৬

অমর্ষজং নিকৃতিসমীরণেরিতং
হৃদি স্থিতং জ্বলনমিমং সদা মম।
হতো ময়া সোঽদ্য সমেত্য কর্ণ
ইতি ব্রুবন্ প্রশময়সেঽদ্য ফাল্গুন ॥ ৪৭

ব্রবীহি মে দুর্লভমেতদদ্য
কথং ত্বয়া নিহতঃ সূতপুত্রঃ।
অনুধ্যায়ে ত্বাং সততং প্রবীর
বৃত্রে হতেঽসৌ ভগবানিবেন্দ্রঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে
ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

জিত দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে তুমি স্বয়ং যাইয়া এখানে লইয়া আইস'। তুমি কি আজ সেই কর্ণকে বিনাশ করিয়াছ ? ৪৫

মহাত্মন্! যে এই ধরাতলে সমস্ত অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত হইত এবং যে মূর্খ অর্দ্ধরথরূপে সংখ্যাত হইয়া পিতামহ ভীষ্মের উপর অতিশয় নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, সেই অধিরথপুত্র কর্ণকে কি তুমি আজ সংহার করিয়াছ ? ৪৬

ফাল্গুন! আমার হৃদয়ে যে কর্ণের শঠতারূপ বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অমর্ষের অগ্নি সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রহিয়াছে, 'সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধে পাইয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি' এই কথা বলিয়া তুমি কি এখন আমার সেই অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিবে ? ৪৭

তুমি বল, আমার নিকট এই সংবাদ অতিশয় দুর্লভ। বীরবর! তুমি সূতপুত্র কর্ণকে কিরূপে বিনাশ করিলে ? আমি বৃত্রাসুরের বিনাশের পর ভগবান্ ইন্দ্রের ন্যায় তোমারও কর্ণ-বিনাশের পর তাদৃশ স্বরূপ চিন্তা করিতেছি ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অধুনাপি কর্ণো ন হত ইতি নিগদ্য যুধিষ্ঠিরসমীপে কর্ণং হন্তুমর্জুনস্য প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় উবাচ।
তদ্ ধর্মশীলস্য বচো নিশম্য
রাজ্ঞঃ ক্রুদ্ধস্যাতিরথো মহাত্মা।
উবাচ দুর্দ্ধর্ষমদীনসত্ত্বং
যুধিষ্ঠিরং জিষ্ণুরনন্তবীর্য্যঃ ॥ ১

অর্জুন উবাচ।
সংশপ্তকৈর্যুধ্যমানস্য মেঽদ্য
সেনাগ্রযায়ী কুরুসৈন্যেষু রাজন্।
আশীবিষাভান্ খগমান্ প্রমুঞ্চন্
দ্রৌণিঃ পুরস্তাৎ সহসাভ্যতিষ্ঠৎ ॥ ২

দৃষ্ট্বা রথং মেঘরবং মমৈব
সমস্তসেনা চ রণেঽভ্যতিষ্ঠৎ।
তেষামহং পঞ্চ শতানি হত্বা
ততো দ্রৌণিমগমং পার্থিবাগ্র্য ॥ ৩

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[কর্ণ এখনও বিনষ্ট হয় নাই, এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণকে বধ করিতে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ক্রুদ্ধ ধর্ম্মাত্মা নরপতি যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনন্তপরাক্রমশালী অতিরথী বীর মহাত্মা বিজয়শীল অর্জুন উদারচিত্ত এবং দুর্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

রাজন্! আজ আমি যখন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় কৌরব-সৈন্যদের অগ্রগামী যোদ্ধা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে করিতে সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২

ভূপতিশ্রেষ্ঠ! অন্যদিকে যখন কৌরবদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী মেঘসদৃশ গম্ভীর ঘর্ঘর ধ্বনিকারী আমার রথকে দেখিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিল, তখন আমি সেই সৈন্যদের মধ্যে

স মাং সমাসাদ্য নরেন্দ্র যত্তঃ
সমভ্যয়াৎ সিংহমিব দ্বিপেন্দ্রঃ।
অকার্ষীচ্চ রথিনামুজ্জিহীর্ষাং
মহারাজ বধ্যতাং কৌরবাণাম্ ॥ ৪

ততো রণে ভারত দুষ্প্রকম্প্যা
আচার্য্যপুত্রঃ প্রবরঃ কুরূণাম্।
মামর্দয়ামাস শিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্জনার্দনং চৈব বিষাগ্নিকল্পৈঃ ॥৫

অষ্টাগবামষ্ট শতানি বাণান্
ময়া প্রযদ্ধস্য বহন্তি তস্য।
তাংস্তেন মুক্তানহমস্য বাণৈ-
র্ব্যনাশয়ং বায়ুরিবাভ্রজালম ॥ ৬

ততোঽহপরান্ বাণসঙ্ঘাননেকা-
নাকর্ণপূর্ণায়তবিপ্রমুক্তান্।
সসর্জ শিক্ষাস্ত্রবলপ্রযত্নৈ-
স্তথা যথা প্রাবৃষি কালমেঘঃ ॥ ৭

নৈবাদদানং ন চ সন্দধানং
জানীমহে কতরেণাস্যতীতি।
বামেন বা যদি বা দক্ষিণেন
স দ্রোণপুত্রঃ সমরে পর্য্যবর্ত্তৎ ॥ ৮

তস্যাততং মণ্ডলমেব সজ্যং
প্রদৃশ্যতে কার্ম্মুকং দ্রোণসূনোঃ।
সোঽবিধ্যন্মাং পঞ্চভির্দ্রোণপুত্রঃ
শিতৈঃ শরৈঃ পঞ্চভির্বাসুদেবম্ ॥ ৯

অহং হি তং ত্রিংশতা বজ্রকল্পৈঃ
সমার্দয়ং নিমিষস্যান্তরেণ।
ক্ষণাচ্ছ্বাবিৎসমরূপো বভূব
সমার্দিতো মন্নিসৃষ্টৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ১০

স বিক্ষরন্ রুধিরং সর্বগাত্রে
রথানীকং সূতসূনোর্বিবেশ।
ময়াভিভূতান্ সৈনিকানাং প্রবর্হা-
নসৌ প্রপশ্যন্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ১১

পাঁচশত বীর যোদ্ধাকে বধ করত আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামার উপর আক্রমণ করিলাম ॥ ৩

নরেন্দ্র! যেরূপ গজরাজ সিংহের দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামা আমাকে সম্মুখে পাইয়া জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ আমার উপর আক্রমণ করিল। মহারাজ! সে নিহতপ্রায় কৌরব-যোদ্ধাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ৪

ভারত! তদনন্তর কৌরবদের প্রধান বীর দুর্দ্ধর্ষ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা রণাঙ্গনে বিষ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আমাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫

আমার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় অশ্বত্থামার জন্য আটটি গোরু- (বলদ)-যোজিত আটটি গো-যান (গোগাড়ী) শত-সহস্র বাণ বহন করিয়া আনিতে ছিল। তখন তৎকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণই আমি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ছেদন করত সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিলাম, যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে ॥ ৬

তাহার পর যেরূপ বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শিক্ষা, অস্ত্র, বল ও চেষ্টা সহকারে ধনু কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণশ্রেণী সে আমার উপর বর্ষণ করিল ॥ ৭

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে চারিদিকে পর্য্যটন করিতে লাগিল। তখন সে কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ করিতেছিল, কখন উহা ধনুতে স্থাপনা করিতেছিল এবং কখন হস্তের দ্বারা বামে কিংবা দক্ষিণে নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহা আমরা কেহই জানিতে পারিলাম না ॥ ৮

কেবল গুণ সহ বিস্তৃত দ্রোণপুত্রের সেই মণ্ডলাকার ধনুই আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম। সে তীক্ষ্ণ পাঁচটি বাণে আমাকে এবং পাঁচটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিল ॥ ৯

তখন আমি নিমেষকালের মধ্যেই বজ্রতুল্য ত্রিশটি সুদৃঢ় বাণের দ্বারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ পীড়িত করিলাম। আমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে আহত হইয়া পড়ায় কণ্টকাকীর্ণ শাবিধের (শজারুর) ন্যায় সে দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ১০

তখন সে সর্বাঙ্গ হইতে রক্তধারা বহন করিতে করিতে আমার দ্বারা পীড়িত হইয়া সমস্ত প্রধান সৈন্যদিগকে অভিভূত ও রক্তস্নাত দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণের রথসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১

ততোঽভিভূতং যুধি বীক্ষ্য সৈন্যং
বিত্রস্তযোধং দ্রুতবাজিনাগম্।
পঞ্চাশতা রথমুখ্যৈঃ সমেত্য
কর্ণস্ত্বরন্ মামুপায়াৎ প্রমাথী ॥১২
তান্ সূদয়িত্বাহমপাস্য কর্ণং
দ্রষ্টুং ভবন্তং ত্বরয়াভিযাতঃ।
সর্ব্বে পাঞ্চালা হ্যুদ্বিজন্তে স্ম কর্ণং
দৃষ্ট্বা গাবঃ কেশরিণং যথৈব ॥ ১৩
মৃত্যোরাস্যং ব্যাত্তমিবাভিপদ্য
প্রভদ্রকাঃ কর্ণমাসাদ্য রাজন্।
রথাংস্ত তান্ সপ্তশতান্ নিমগ্নাং-
স্তদা কর্ণঃ প্রাহিণোন্মৃত্যুসদ্ম ॥ ১৪
ন চাপ্যাস্তং ক্লান্তমনাঃ স রাজন্
যাবন্নাস্মান্ দৃষ্টবান্ সূতপুত্রঃ।
শ্রুত্বা তু ত্বাং তেন দৃষ্টং সমেত-
মশ্বত্থাম্না পূর্ব্বতরং ক্ষতঞ্চ ॥ ১৫
মন্যে কালমপযানস্য রাজন্
ক্রূরাৎ কর্ণাৎ তেঽহমচিন্ত্যকর্মন্।

তাহার পর যুদ্ধস্থলে নিজের সৈন্যদিগকে ভয়াক্রান্ত হইতে এবং হস্তী অশ্বদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া পঞ্চাশ জন মুখ্য মুখ্য রথী যোদ্ধাদের সহিত শত্রুদিগকে মথিত করিতে সমর্থ কর্ণ অতিশয় ত্বরা করিয়া আমার নিকট আসিল। ১২

সেই পঞ্চাশ জন রথীকে সংহার করত কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ত্বরা সহকারে আপনাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। যেরূপ গো-গণ সিংহকে দেখিয়া ভীত হয়, সেইরূপ সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যগণ কর্ণকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ১৩

রাজন্! মৃত্যুর বিস্তারিত মুখের সদৃশ কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রভদ্রকগণ অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। কর্ণ যুদ্ধের সমুদ্রে নিমজ্জিত সেই সাত শত রথী যোদ্ধাকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিয়াছে। ১৪

অচিন্ত্যকর্ম্মা রাজন্! যতক্ষণ না সূতপুত্র কর্ণ আমাদের দেখা পায়, ততক্ষণ তাহার মনে কোন উদ্বেগ হইবে না। আমি যখন শুনিলাম যে, সে প্রথমে আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল এবং আপনার সহিত তাহার যুদ্ধও হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্বে অশ্বত্থামা আপনাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়াছিল, তখন আমি ক্রূরকর্ম্মা কর্ণের সম্মুখ হইতে আপনার নিকট আসাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলাম। ১৫½

ময়া কর্ণস্যাস্ত্রমিদং পুরস্তাদ্
যুদ্ধে দৃষ্টং পাণ্ডব চিত্ররূপম্। ১৬
ন হ্যস্তযোদ্ধা বিদ্যতে সৃঞ্জয়ানাং
মহারথং যোঽদ্য সহেত কর্ণম্।
শৈনেয়ো মে সাত্যকিশ্চক্ররক্ষৌ
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চাপি তথৈব রাজন্। ১৭
যুধামন্যুশ্চোত্তমৌজাশ্চ শূরৌ
পৃষ্ঠতো মাং রক্ষতাং রাজপুত্রৌ।
রথপ্রবীরেণ মহানুভাব
দ্বিষৎসৈন্যে বর্ত্ততা দুস্তরেণ। ১৮
সমেত্যাহং সূতপুত্রেণ সংখ্যে
বৃত্রেণ বজ্রীব নরেন্দ্রমুখ্য।
যোৎস্যাম্যহং ভারত সূতপুত্র-
মস্মিন্ সংগ্রামে যদি বৈ দৃশ্যতেঽদ্য ॥১৯
আয়াহি পশ্যাদ্য যুযুৎসমানং
মাং সূতপুত্রস্য রণে জয়ায়।
মহোরগস্যেব মুখং প্রপন্নাঃ
প্রভদ্রকাঃ কর্ণমভিদ্রবন্তি। ২০

পাণ্ডুনন্দন! আমি যুদ্ধে আপনার সম্মুখে কর্ণের এই বিচিত্র অস্ত্রকে দেখিয়াছি। সৃঞ্জয়গণের মধ্যে অপর কোন এরূপ যোদ্ধা দেখা যায় না, যে আজ কর্ণের সম্মুখীন হইতে পারিবে। ১৬½

রাজন্! শিনিপুত্র সাত্যকি এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউক; যুধামন্যু ও উত্তমৌজা—এই দুই বীরবর রাজকুমার আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিযুক্ত হউক। ১৭½

মহানুভাব! ভরতবংশী নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বিদ্যমান রথী বীরগণের প্রধান বীর দুর্জয় সূতপুত্র কর্ণের সহিত যদি এই সংগ্রামে আমার সাক্ষাৎকার হয়, তবে আমি সংগ্রামে মিলিত হইয়া সেইরূপ যুদ্ধ করিব, যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮-১৯

আসুন, দর্শন করুন, আজ আমি রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণের উপর জয়লাভের জন্য যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। প্রভদ্রকগণ কর্ণের দিকে ধাবিত হইতেছে, ইহাতে মনে হইতেছে—তাহারা অজগরের মুখে পতিত হইয়াছে। ২০

ষট্সাহস্রা ভারত রাজপুত্রাঃ
স্বর্গায় লোকায় রণে নিমগ্নাঃ।
কর্ণং ন চেদদ্য নিহন্মি রাজন্
সবান্ধবং যুধ্যমানং প্রসহ্য ॥ ২১
প্রতিশ্রুত্যাকুর্ব্বতো বৈ গতির্যা
কষ্টা যাতা তামহং রাজসিংহ।

আমন্ত্রয়ে ত্বাং ব্রূহি জয়ং রণে মে
পুরা ভীমং ধার্ত্তরাষ্ট্রা গ্রসন্তে ॥ ২২
সৌতিং হনিষ্যামি নরেন্দ্রসিংহ
সৈন্যং তথা শত্রুগণাংশ্চ সর্ব্বান্ ॥ ২৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি অর্জ্জুনবাক্যে
সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

ভারত! ছয় হাজার রাজকুমার স্বর্গলোকে যাইবার জন্য যুদ্ধ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। রাজশ্রেষ্ঠ রাজন্! যদি আজ আমি বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধে তৎপর কর্ণকে হঠাৎ সংহার না করি, তবে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার পালন না করিলে পর যে দুঃখদায়ক গতি হইয়া থাকে, সেই গতিই আমি প্রাপ্ত হইব। ২১½

আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি রণাঙ্গনে আমার জয়লাভসূচক আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। নরপতিশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ভীমসেনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি তাহার পূর্ব্বেই সূতপুত্র কর্ণকে, তাহার সৈন্যবাহিনীকে এবং সমস্ত শত্রুদিগকে বিনাশ করিব। ২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অর্জ্জুনের বাক্যবিষয়ক সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনং প্রতি যুধিষ্ঠিরস্য অবমানজনক-ক্রোধপূর্ণ-বাক্যকথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।
শ্রুত্বা কর্ণং কল্যমুদারবীর্য্যং
ক্রুদ্ধঃ পার্থঃ ফাল্গুনস্যামিতৌজাঃ
ধনঞ্জয়ং বাক্যমুবাচ চেদং
যুধিষ্ঠিরঃ কর্ণশরাভিতপ্তঃ ॥ ১
বিপ্রদ্রুতা তাত চমূস্ত্বদীয়া
তিরস্কৃতা চাদ্য যথা ন সাধু।
ভীতো ভীমং ত্যজ্য চায়াস্তথা ত্বং
যন্নাশকঃ কর্ণমথো নিহন্তুম্ ॥ ২

স্নেহস্ত্বয়া পার্থ কৃতঃ পৃথায়া
গর্ভং সমাবিশ্য যথা ন সাধু।
ত্যক্ত্বা রণে যদপায়াঃ স ভীমং
যন্নাশকঃ সূতপুত্রং নিহন্তুম্ ॥ ৩
যৎ তদ্ বাক্যং দ্বৈতবনে ত্বয়োক্তং
কর্ণং হন্তাস্ম্যেকরথেন সত্যম্।
ত্যক্ত্বা তং বৈ কথমদ্যাপযাতঃ
কর্ণাদ্ ভীতো ভীমসেনং বিহায় ॥ ৪

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অপমানকর ক্রোধপূর্ণ বাক্য কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বাণসমূহে সন্তপ্ত অমিততেজস্বী কুন্তীকুমার রাজা যুধিষ্ঠির অধিক বলশালী কর্ণকে কুশলে থাকিতে শুনিয়া অর্জ্জুনের উপর ক্রোধ করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

তাত! তোমার সমস্ত সৈন্যরা পলায়ন করিয়াছে। তুমি আজ তাহাকে অতিশয় উপেক্ষা করিয়াছ, যাহা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। যখন তুমি কর্ণকে বিনাশ করত তাহাকে জয় করিতে পারিলে না, তখন সেখানে ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া ভয়বশতঃ তুমি স্বয়ংই এখানে চলিয়া আসিয়াছ। ২

পার্থ! তুমি কুন্তীদেবীর গর্ভে বাস করিয়াও নিজের সহোদর ভ্রাতার প্রতি এরূপ স্নেহ দেখাইয়াছ, যাহাকে কেহই উত্তম বলিয়া বলিতে পারিবে না; কারণ, যখন তুমি সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইলে না, তখন তুমি ভীমসেনকে একাকী রণাঙ্গনে পরিহার করত স্বয়ংই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। ৩

তুমি দ্বৈতবনে এই যে সত্য বাক্য বলিয়াছিলে, আমি এক-

ইদং যদি দ্বৈতবনেঽপ্যচক্ষঃ
কর্ণং যোদ্ধুং ন প্রশক্ষ্যে নৃপেতি।
বয়ং ততঃ প্রাপ্তকালঞ্চ সর্বে
কৃত্যান্যুপৈষ্যাম তথৈব পার্থ॥ ৫
ময়ি প্রতিশ্রুত্য বধং হি তস্য
ন বৈ কৃতং তচ্চ তথৈব বীর।
আনীয় নঃ শত্রুমধ্যং স কস্মাৎ
সমুৎক্ষিপ্য স্থণ্ডিলে প্রত্যপিংষ্ঠা॥ ৬
অপ্যাশিষ্ম বয়মর্জুন ত্বয়ি
বিবিৎসবো বহু কল্যাণমিষ্টম্।
তন্নঃ সর্বং বিফলং রাজপুত্র
ফলার্থিনাং বিফল ইবাতিপুষ্পঃ॥ ৭
প্রচ্ছাদিতং বড়িশমিবামিষেণ
সঞ্ছাদিতংগরলমিবাশনেন।
অনর্থকং মে দর্শিতবানসি ত্বং
রাজ্যার্থিনো রাজ্যরূপং বিনাশম্॥ ৮

ত্রয়োদশেমা হি সমাঃ সদা বয়ং
ত্বামন্বজীবিষ্ম ধনঞ্জয়াশয়া।
কালে বর্ষং দেবমিবোপ্তবীজং
তন্নঃ সর্বান্ নরকে ত্বং ন্যমজ্জঃ॥ ৯
যত্তৎ পৃথাং বাগুবাচান্তরিক্ষে
সপ্তাহজাতে ত্বয়ি মন্দবুদ্ধে।
জাতঃ পুত্রো বাসববিক্রমোঽয়ং
সর্বান্ শূরান্ শাত্রবান্ জেষ্যতীতি॥ ১০
অয়ং জেতা খাণ্ডবে দেবসঙ্ঘান্
সর্বাণি ভূতান্যপি চোত্তমৌজাঃ।
অয়ং জেতা মদ্র-কলিঙ্গ-কেকয়া-
নয়ং কুরূন্ রাজমধ্যে নিহন্তা॥ ১১
অস্মাৎ পরো নো ভবিতা ধনুর্ধরো
নৈনং ভূতং কিঞ্চন জাতু জেতা।
ইচ্ছন্নয়ং সর্বভূতানি কুর্যাদ্
বশে বশী সর্বসমাপ্তবিদ্যঃ॥ ১২

মাত্র রথের দ্বারা যুদ্ধে কর্ণকে বিনাশ করিব। তুমি সেই প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে ত্যাগ করিয়াই কেন এখানে চলিয়া আসিয়াছ? ৪

পার্থ! যদি তুমি দ্বৈতবনে এই কথা বলিতে যে, হে নৃপ! আমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিব না, তাহা হইলে আমরা সময়োচিত কর্তব্য স্থির করত তদনুসারে কার্য্য করিতাম। ৫

বীর! তুমি আমার নিকটে কর্ণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করত তাহা আর পালন করিলে না। যদি তোমার এরূপ করিবারই ইচ্ছা ছিল, তবে আমাদিগকে শত্রুর মধ্যে লইয়া গিয়া প্রস্তরনির্মিত বেদীর উপরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পেষণ করিলে কেন? ৬

রাজকুমার অর্জুন! আমরা বহু মঙ্গলময় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা পোষণ করত তোমার উপর আশা করিয়া আছি; কিন্তু ফলপ্রার্থী মনুষ্যগণকে অধিক পুষ্পযুক্ত ফলহীন বৃক্ষ যেরূপ নিরাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার নিকট হইতে আমাদের সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ৭

আমি রাজ্য লাভ করিতে অভিলাষী; কিন্তু তুমি মাংসাচ্ছাদিত কণ্টকের ন্যায় এবং ভোজনসামগ্রীতে আবৃত বিষের ন্যায় আমাকে রাজ্যরূপে অনর্থকর বিনাশকেই আজ দর্শন করাইলে। ৮

ধনঞ্জয়! যেরূপ বপন করা বীজ যথাসময়ে মেঘের দ্বারা কৃত জলবর্ষণের প্রতীক্ষায় জীবিত থাকে, সেইরূপ আমরাও ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা তোমারই আশা করিয়া জীবন ধারণ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু তুমি আমাদের সকলকে নরকে (অতিশয় সঙ্কটে) পাতিত করিলে। ৯

মন্দবুদ্ধি অর্জুন! তোমার জন্মের যখন সাত দিন হইয়াছে, সেই সময় মাতা কুন্তীদেবীকে আকাশবাণী এই কথা বলিয়াছিল যে, দেবি! তোমার এই পুত্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী হইয়া জন্মিয়াছে। এই নবজাত সন্তান নিজের সমস্ত শত্রুদিগকে জয় করিবে। ১০

এই মহাতেজস্বী বালক খাণ্ডববনে দেবগণকে এবং সমস্ত প্রাণিবর্গকেও জয় করিবে। এই বালক মদ্র, কলিঙ্গ ও কেকয়দিগকে জয় করিবে এবং রাজগণমধ্যে কৌরবসকলকেও বিনাশ করিবে। ১১

ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন ব্যক্তি ধনুর্দ্ধর হইবে না, কোনও প্রাণী ইহাকে কখনও জয় করিতে পারিবে না। এই বালক নিজের মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিয়া সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে এবং সকল প্রাণীকেই নিজের অধীনে রাখিবে। ১২

কান্ত্যা শশাঙ্কস্য জবেন বায়োঃ
স্থৈর্য্যেণ মেরোঃ ক্ষময়া পৃথিব্যাঃ।
সূর্য্যস্য ভাসা ধনদস্য লক্ষ্ম্যা
শৌর্য্যেণ শক্রস্য বলেন বিষ্ণোঃ ॥ ১৩
তুল্যো মহাত্মা ইব কুন্তি পুত্রো
জাতোঽদিতের্বিষ্ণুরিবারিহন্তা।
স্বেষাং জয়ায় দ্বিষতাং বধায়
খ্যাতোঽমিতৌজাঃ কুলতন্তুকর্ত্তা ॥ ১৪
ইত্যন্তরিক্ষে শতশৃঙ্গমূর্দ্ধ্নি
তপস্বিনাং শৃণ্বতাং বাগুবাচ।
এবংবিধং তচ্চ নাভূৎ তথা চ
দেবাপি নূনমনৃতং বদন্তি ॥ ১৫
তথা পরেষামৃষিসত্তমানাং
শ্রুত্বা গিরঃ পূজয়তাং সদা ত্বাম্।
ন সন্নতিং প্রৈমি সুযোধনস্য
ন ত্বাং জানাম্যাধিরথের্ভয়ার্ত্তম্ ॥ ১৬
পূর্ব্বং যদুক্তং হি সুযোধনেন
ন ফাল্গুনঃ প্রমুখে স্থাস্যতীতি।
কর্ণস্য যুদ্ধে হি মহাবলস্য
মৌর্খ্যাৎ তু তন্নাববুদ্ধং মরাঽঽসীৎ ॥১৭
তেনাদ্য তপ্যে ভৃশমপ্রমেয়ং
যচ্ছত্রুবর্গে নরকং প্রবিষ্টঃ।
তদৈব বাচ্যোঽস্মি নন্বু ত্বয়াহং
ন যোৎস্যেঽহং সূতপুত্রং কথঞ্চিৎ ॥ ১৮
ততো নাহং সৃঞ্জয়ান্ কেকয়াংশ্চ
সমানয়েয়ং সুহৃদো রণায়।
এবং গতে কিঞ্চ ময়াদ্য শক্যং
কার্য্যং কর্ত্তুং বিগ্রহে সূতজস্য ॥১৯
তথৈব রাজ্ঞশ্চ সুযোধনস্য
যে বাপি মাং যোদ্ধুকামাঃ সমেতাঃ।
ধিগস্তু মজ্জীবিতমদ্য কৃষ্ণ
যোঽহং বশং সূতপুত্রস্য যাতঃ ॥ ২০
মধ্যে কুরূণাং সুহৃদাঞ্চ মধ্যে
যে চাপ্যন্যে যোদ্ধুকামাঃ সমেতাঃ।
(একস্তু মে ভীমসেনোঽদ্য নাথো
যেনাভিপন্নোঽস্মি রণে মহাভয়ে।

এই বালক চন্দ্রের কান্তি, বায়ুর বেগ, মেরুপর্ব্বতের স্থিরতা, পৃথিবীর ক্ষমা, সূর্য্যের প্রভা, কুবেরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শৌর্য্য ও ভগবান্ বিষ্ণুর বলের ন্যায় বল লাভ করিবে ॥ ১৩

কুন্তি! তোমার এই মহাত্মা পুত্র অদিতিদেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত শত্রুহন্তা ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমিতবলশালী বালক স্বজনগণের জয় ও শত্রুদিগের বধের জন্য প্রসিদ্ধ এবং নিজের কুলপরম্পরার প্রবর্তক হইবে ॥ ১৪

শতশৃঙ্গ পর্ব্বতশিখরে তপস্বী মহাত্মাগণকে শুনাইতে শুনাইতে এই আকাশবাণী হইয়াছিল; কিন্তু তাহার এই বাক্য সফল হইল না। নিশ্চয় দেবতাগণও মিথ্যা বলিয়া থাকেন ॥ ১৫

এইরূপ অন্য মহর্ষিগণও সদা তোমার প্রশংসা করিতে করিতে এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়াই আমি দুর্য্যোধনের সম্মুখে কখনও নতমস্তক হই নাই; কিন্তু আমি ইহা জানিতে পারি নাই যে, তুমি অধিরথপুত্র কর্ণের ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িবে ॥ ১৬

দুর্য্যোধন পূর্ব্বে যে এই কথা বলিয়াছিল—'অর্জুন যুদ্ধে' মহাবল কর্ণের সম্মুখে থাকিতে পারিবে না'। তাহার এই কথার উপর আমি মূর্খতাবশতঃ বিশ্বাস করিতে পারি নাই ॥ ১৭

সেইজন্য আজ সন্তপ্ত হইতেছি। শত্রুগণের মধ্যে আমি বিরোধিতা করিয়া অত্যন্ত অসীম নরক-তুল্য সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। অর্জুন! পূর্ব্বেই তোমার বলা উচিত ছিল যে, আমি সূতপুত্র কর্ণের সহিত কোন প্রকারে যুদ্ধ করিব না ॥ ১৮

এইরূপ অবস্থায় আমি সৃঞ্জয়, কেকয় ও অন্যান্য সুহৃদ্বর্গকে যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করিতাম না। আজ যখন এরূপ পরিস্থিতি উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সূতপুত্র কর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন এবং অন্য যে সমস্ত ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়া একত্রিত হইয়াছে, ইহাদের সকলের সহিত আরব্ধ যুদ্ধে আমি আর কোন্ কার্য করিতে সমর্থ হইব? ১৯½

হে কৃষ্ণ! কৌরবগণ সুহৃদ্বর্গ এবং অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা যুদ্ধ বাসনা করিয়া সমবেত হইয়াছে, আজ আমি ইহাদের সকলের সহিত সূতপুত্র কর্ণের অধীনস্থ হইয়া যাইলাম। আমার জীবনে ধিক্ ॥ ২০½

(আজ একমাত্র ভীমসেনই আমার রক্ষক, যে মহাভয়প্রদ সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। সে আমাকে

বিমোচ্য মাং চাপি রুষান্বিতস্তত:
শরেণ তীক্ষ্ণেন বিভেদ কর্ণম্ ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সমরে ভীমসেন-
শ্চক্রে যুদ্ধং কুরুভিঃ সমেতৈঃ ।
গদাগ্রহস্তো রুধিরোক্ষিতাঙ্গ-
শ্চরন্ রণে কাল ইবান্তকালে ।
অসৌ হি ভীমস্য মহান্ নিনাদো
মুহুর্মুহুঃ শ্রূয়তে ধার্তরাষ্ট্রৈঃ ।)
যদি স্ম জীবেৎ স ভবেন্নিহন্তা
মহারথানাং প্রবরো রথোত্তমঃ ।
তবাভিমন্যুস্তনয়োঽদ্য পার্থ
ন চাস্মি গন্তা সমরে পরাভবম্ । ২১
অথাপি জীবেৎ সমরে ঘটোৎকচ-
স্তথাপি নাহং সমরে পরাঙ্‌মুখঃ ।
(ভীমস্য পুত্রঃ সমরাগ্রযায়ী
মহাস্ত্রবিচ্চাপি তবানুরূপঃ ।
যস্যং সমাসাদ্য রিপোর্বলং নো
নিমীলিতাক্ষং ভয়বিপ্লুতং ভবেৎ ।
চকার যোঽসৌ নিশি যুদ্ধমেক-
স্ত্যক্ত্বা রণং যস্য ভয়াদ্ দ্রবন্তে ।
স চেৎ সমাসাদ্য মহানুভাবঃ
কর্ণং রণে বাণগণৈঃ প্রমোহ্য ।
ধৈর্য্যে স্থিতেনাপি চ সূতজেন
শক্ত্যা হতো বাসবদত্তয়া তয়া ।)
মম হ্যভাগ্যানি পুরা কৃতানি
পাপানি নূনং বলবন্তি যুদ্ধে । ২২
তৃণঞ্চ কৃত্বা সমরে ভবন্তং
ততোঽহমেবং নিকৃতো দুরাত্মনা ।
বৈকর্তনেনৈব তথা কৃতোঽহং
যথা হ্যশক্তঃ ক্রিয়তে হ্যবান্ধবঃ । ২৩
আপদ্‌গতং কশ্চন যো বিমোক্ষেৎ
স বান্ধবঃ স্নেহযুক্তঃ সুহৃচ্চ ।
এবং পুরাণা মুনয়ো বদন্তি
ধর্মঃ সদা সদ্ভিরনুষ্ঠিতশ্চ । ২৪

সঙ্কট মুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকেও বিদ্ধ করিয়াছিল ।

তখন ভীমসেনের শরীর রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি সে হাতে গদা ধারণ করত প্রলয়কালে যমরাজের ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিল এবং প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত সমরাঙ্গণে সমবেত কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের সহিত যুদ্ধরত ভীমসেনের এই প্রচণ্ড সিংহনাদ বারংবার শুনা যাইতেছে।)

পার্থ! যদি মহারথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম রথী যোদ্ধা তোমার পুত্র অভিমন্যু জীবিত থাকিত, তবে সে অবশ্যই শত্রুদিগকে বধ করিত; আর আমাকেও রণাঙ্গনে এরূপ অপমান ভোগ করিতে হইত না। যদি সমরাঙ্গণে ঘটোৎকচও জীবিত থাকিত, তবে আমাকে সেখান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে হইত না। ২১½

(ভীমসেনের পুত্র এই ঘটোৎকচ রণাঙ্গনে অগ্রগামী যোদ্ধা, মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং তোমারই তুল্য পরাক্রমশালী ছিল। সে থাকিলে পর আমার শত্রুসৈন্যরা বহু করিয়াও কোন কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিত না এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া দিত।

সেই মহানুভব বীর একাকীই রাত্রিকালে যুদ্ধ করিয়াছিল, যাহার জন্য শত্রু-সৈন্যরা ভীত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। সে কর্ণের উপর আক্রমণ করিয়া রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সকল যোদ্ধাকে মোহগ্রস্ত করিয়াছিল; কিন্তু ধৈর্য্যসহকারে অবস্থিত কর্ণ ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা তাহাকে সংহার করিয়াছে।)

নিশ্চয়ই আমার দুর্ভাগ্য ও পূর্ব্বকৃত পাপসকলই এই যুদ্ধে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দুরাত্মা কর্ণ সমরাঙ্গণে তোমাকে তৃণের ন্যায় গণ্য করিয়া আমাকে এতাদৃশ অপমান করিয়াছে। কোন শক্তিশূন্য এবং বন্ধু-বান্ধবহীন অসহায় মনুষ্যের প্রতি যে আচরণ করা হয়, কর্ণ সেরূপ আচরণই আমার সহিত করিয়াছে ॥ ২২-২৩

যে কোনও ব্যক্তি যদি বিপদাপন্ন মানুষকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং স্নেহময় সুহৃৎ। প্রাচীন মহর্ষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন, আর ইহাই সর্ব্বদা সৎপুরুষগণের পালিত ধর্ম । ২৪

ত্বষ্ট্রা কৃতং বাহমকূজনাক্ষং
শুভং সমাস্থায় কপিধ্বজং তম্।
খড়্গং গৃহীত্বা হেমপট্টানুবদ্ধং
ধনুশ্চেদং গাণ্ডিবং তালমাত্রম্ ॥ ২৫

স কেশবেনোহ্যমানঃ কথং ত্বং
কর্ণাদ্ ভীতো ব্যপযাতোঽসি পার্থ।
ধনুশ্চ তৎ কেশবায় প্রযচ্ছ
যন্তা ভবিষ্যস্ত্বং রণে কেশবস্য ॥ ২৬

তদাহনিষ্যৎ কেশবঃ কর্ণমুগ্রং
মরুৎপতির্বৃত্রমিবাত্তবজ্রঃ।
রাধেয়মেতং যদি নাদ্য শক্ত-
শ্চরন্তমুগ্রং প্রতিবাধনায় ॥ ২৭

প্রযচ্ছান্যস্মৈ গাণ্ডিবমেতদদ্য
ত্বত্তো যোঽস্ত্রৈরভ্যধিকো বা নরেন্দ্রঃ।

অস্মান্ নৈবং পুত্রদারৈর্বিহীনান্
সুখাদ্ ভ্রষ্টান্ রাজ্যনাশাচ্চ ভূয়ঃ ॥২৮
ভ্রষ্টা লোকঃ পতিতানপ্যগাধে
পাপৈর্জুষ্টে নরকে পাণ্ডবেয়।

মাসেঽপতিষ্যঃ পঞ্চমে ত্বং সুকৃচ্ছ্রে
ন বা গর্ভে আভবিষ্যঃ পৃথায়াঃ ॥ ২৯
তৎ তে শ্রেয়ো রাজপুত্রাভবিষ্য-
ন্নচেৎ সংগ্রামাদপযানং দুরাত্মন্।

ধিগ্ গাণ্ডীবং ধিক্ চ তে বাহুবীর্য্য-
মসংখ্যেয়ান্ বাণগণাংশ্চ ধিক্ তে।
ধিক্ তে কেতুং কেশরিণঃ সুতস্য
কৃশানুদত্তঞ্চ রথঞ্চ ধিক্ তে ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরক্রোধবাক্যে
অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

কুন্তীনন্দন! তোমার রথ সাক্ষাৎ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার অক্ষসমূহ হইতে কোন শব্দ উত্থিত হয় না। তাহার উপরে বানরধ্বজ উড়িতেছে। এরূপ শুভলক্ষণ রথে আরূঢ় হইয়া সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গ ও চারহাত পরিমাণ শ্রেষ্ঠ ধনু গাণ্ডীব ধারণ করত এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সারথি কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তুমি কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কিরূপে পলাইয়া আসিলে? ২৫½

তুমি তোমার গাণ্ডীব-ধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দাও এবং স্বয়ং রণাঙ্গনে ইঁহার সারথি হও। তখন ইন্দ্র যেরূপ বজ্র ধারণ করত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণও ভয়ঙ্কর বীর কর্ণকে সংহার করিবেন ॥ ২৬½

যদি তুমি আজ রণভূমিতে বিচরণকারী এই ভয়ানক বীর রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইতে না পার, তবে এখন এই গাণ্ডীব ধনু অন্য কোন এরূপ রাজাকে প্রদান কর, যিনি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রবলে অধিক বলীয়ান্ ॥ ২৭½

পাণ্ডুনন্দন! এইভাবে কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সংসারে সকল মানুষ আমাকে পুনরায় এরূপ স্ত্রী-পুত্রগণের সংযোগ হইতে এবং রাজ্য নষ্ট হওয়ায় সুখ লাভ হইতে বঞ্চিত ও পাপিগণের দ্বারা সেবিত অগাধ নরক-তুল্য কষ্টে পতিত দেখিতে পাইবে না ॥ ২৮½

দুরাত্মা রাজপুত্র! যদি তুমি পাঁচ মাসে মাতা কুন্তীদেবীর গর্ভ হইতে পতিত হইতে অথবা মাতার অত্যন্ত কষ্টদায়ক গর্ভে না আসিতে, তবে তোমার পক্ষে উহাই ভাল হইত; কারণ, এরূপ অবস্থায় তোমাকে যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিবার কলঙ্ক লাভ করিতে হইত না। ২৯½

ধিক্ তোমার এই গাণ্ডীব ধনুকে, ধিক্ তোমার এই বাহুদ্বয়ের বলকে, ধিক্ তোমার এই অসংখ্য বাণকে, ধিক্ তোমার কেশরীর (বায়ুর) পুত্র হনুমান কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ধ্বজকে এবং ধিক্ অগ্নিদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই রথকে ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বান্তর্গত যুধিষ্ঠিরের ক্রোধবাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরবধার্থমুদ্যতমর্জুনং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বলাকব্যাধ-কৌশিকমুনয়োরুপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা তস্মৈ ধর্মতত্ত্বোপদেশঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরেণৈবমুক্তঃ কৌন্তেয়ঃ শ্বেতবাহনঃ।
অসিং জগ্রাহ সংক্রুদ্ধো জিঘাংসুর্ভরতর্ষভম্॥ ১

তস্য কোপং সমুদ্বীক্ষ্য চিত্তজ্ঞঃ কেশবস্তদা।
উবাচ কিমিদং পার্থ গৃহীতঃ খড়্গ ইত্যুত॥ ২

ন হি পশ্যামি যোদ্ধব্যং ত্বয়া কিঞ্চিদ্ ধনঞ্জয়।
তে গ্রস্তা ধার্তরাষ্ট্রা হি ভীমসেনেন ধীমতা॥ ৩

অপযাতোঽসি কৌন্তেয় রাজা দ্রষ্টব্য ইত্যপি।
স রাজা ভবতা দৃষ্টঃ কুশলী চ যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৪

স দৃষ্ট্বা নৃপশার্দূলং শার্দূলসমবিক্রমম্।
হর্ষকালে চ সম্প্রাপ্তে কিমিদং মোহকারিতম্॥ ৫

ন তং পশ্যামি কৌন্তেয় যস্তে বধ্যো ভবিষ্যতি।
প্রহর্তুমিচ্ছসে কস্মাৎ কিং বা তে চিত্তবিভ্রমঃ॥ ৬

কস্মাদ্ ভবান্ মহাখড়্গং পরিগৃহ্লাতি সত্বরঃ।
তৎ ত্বাং পৃচ্ছামি কৌন্তেয় কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্॥ ৭

পরামৃশসি যৎ ক্রুদ্ধঃ খড়্গমদ্ভুতবিক্রম।
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন প্রেক্ষমাণো যুধিষ্ঠিরম্॥ ৮

অর্জুনঃ প্রাহ গোবিন্দং ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্।
অন্যস্মৈ দেহি গাণ্ডীবমিতি মাং যোঽভিচোদয়েৎ॥ ৯

ভিন্দ্যামহং তস্য শির ইত্যুপাংশুব্রতং মম।
তদুক্তং মম চানেন রাজ্ঞামিতপরাক্রম॥ ১০

সমক্ষং তব গোবিন্দ ন তৎ ক্ষন্তুমিহোৎসহে।
তস্মাদেনং বধিষ্যামি রাজানং ধর্মভীরুকম্॥ ১১

প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যামি হত্বৈনং নরসত্তমম্।
এতদর্থং ময়া খড়্গো গৃহীতো যদুনন্দন॥ ১২

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত অর্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বলাক-ব্যাধ ও কৌশিক মুনির উপাখ্যান শুনাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের তত্ত্ব উপদেশ]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর শ্বেতবাহন কুন্তীনন্দন অর্জুনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তরবারি গ্রহণ করিলেন। ১

সেই সময় তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া সকলের মনোভাব জানিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! এ কি? তুমি তরবারি গ্রহণ করিলে কেন? ২

ধনঞ্জয়! এখানে তোমার কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, এরূপ কাহাকেও ত' দেখিতে পাইতেছি না; কারণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে ভীমসেন গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। ৩

কুন্তীনন্দন! তুমি ত' এই চিন্তা করিয়া চলিয়া আসিলে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিব। সেই তুমি রাজাকে দর্শন করিয়াছ। রাজা যুধিষ্ঠিরও সর্ব্বতোভাবে কুশলেই আছেন। ৪

সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে সুস্থ দেখিয়া যখন তোমার হর্ষ হইবার সময়, তখন এই মোহ হইতে উৎপন্ন বিকারে কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে? ৫

কুন্তীনন্দন! আমি কোন এরূপ মনুষ্যকে ত' দেখিতে পাইতেছি না, যে তোমার বধযোগ্য হইতে পারে? তুমি তাহা হইলে কাহাকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? কিংবা তোমার চিত্তে কোন ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? ৬

পার্থ! তুমি কি হেতু ত্বরা করিয়া এই বিশাল খড়্গ গ্রহণ করিলে? অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি বল—এখন তুমি কি করিতে অভিলাষী হইয়াছ? কাহার জন্য কুপিত হইয়া তরবারি উত্তোলিত করিয়াছ? ৭½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ৮½

যে ব্যক্তি আমাকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব-ধনু অন্যকে প্রদান কর, আমি তাহার শিরশ্ছেদ করিব। আমি মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছি। অনন্ত পরাক্রমশালী গোবিন্দ! আপনার সম্মুখেই এই মহারাজ আমাকে সেই কথা বলিয়াছেন; অতএব আমি ইঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিব না, এই ধর্ম্মভীরু রাজাকে বধ করিব। ৯-১১

যদুনন্দন! এই নরশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব; সেইজন্য আমি এই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছি। ১২

সোঽহং যুধিষ্ঠিরং হত্বা সত্যস্যানৃণ্যতাং গতঃ।
বিশোকো বিজ্বরশ্চাপি ভবিষ্যামি জনার্দন ॥ ১৩
কিং বা ত্বং মন্যসে প্রাপ্তমস্মিন্ কাল উপস্থিতে।
ত্বমস্য জগতস্তাত বেত্থ সর্বং গতাগতম্ ॥ ১৪
তৎ তথা প্রকরিষ্যামি যথা মাং বক্ষ্যতে ভবান্।
সঞ্জয় উবাচ।
ধিগ্ ধিগিত্যেব গোবিন্দঃ পার্থমুক্ত্বাব্রবীৎ পুনঃ ॥ ১৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
ইদানীং পার্থ জানামি ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া।
কালে ন পুরুষব্যাঘ্র সংরম্ভং যদ্ ভবানগাৎ ॥ ১৬
ন হি ধর্মবিভাগজ্ঞঃ কুর্য্যাদেবং ধনঞ্জয়।
যথা ত্বং পাণ্ডবাদ্যেহ ধর্মভীরুরপণ্ডিতঃ ॥ ১৭
অকার্য্যাণাং ক্রিয়াণাঞ্চ সংযোগং যঃ করোতি বৈ।
কার্য্যাণামক্রিয়াণাঞ্চ স পার্থ পুরুষাধমঃ ॥ ১৮
অনুসৃত্য তু যে ধর্মং কথয়েয়ুরুপস্থিতাঃ।
সমাসবিস্তরবিদাং ন তেষাং বেৎসি নিশ্চয়ম্ ॥ ১৯

অনিশ্চয়জ্ঞো হি নরঃ কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে।
অবশো মুহ্যতে পার্থ যথা ত্বং মূঢ় এব তু ॥ ২০
ন হি কার্য্যমকার্য্যং বা সুখং জ্ঞাতুং কথঞ্চন।
শ্রুতেন জ্ঞায়তে সর্বং তচ্চ ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ২১
অবিজ্ঞানাদ্ ভবান্ যচ্চ ধর্মং রক্ষতি ধর্মবিৎ।
প্রাণিনাং ত্বং বধং পার্থ ধার্মিকো নাববুধ্যসে ॥ ২২
প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্ মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্ বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন ॥ ২৩
স কথং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং রাজানং ধর্মকোবিদম্।
হন্যাদ্ ভবান্ নরশ্রেষ্ঠ প্রাকৃতোঽন্যঃ পুমানিব ॥ ২৪
অযুধ্যমানস্য বধস্তথাশত্রোশ্চ মানদ।
পরাঙ্মুখস্য দ্রবতঃ শরণং চাপি গচ্ছতঃ ॥ ২৫
কৃতাঞ্জলেঃ প্রপন্নস্য প্রমত্তস্য তথৈব চ।
ন বধঃ পূজ্যতে সদ্ভিস্তচ্চ সর্বং গুরৌ তব ॥ ২৬

জনার্দন! আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করত সেই সত্য প্রতিজ্ঞার পালনে ঋণমুক্ত হইব এবং শোক ও চিন্তাহীন হইয়া যাইব ॥ ১৩

তাত! আপনি এই সময়ে কি করা উচিত বলিয়া মনে করেন? আপনিই এই জগতের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় অবগত আছেন, অতএব আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, সেইরূপই হইবে ॥ ১৪½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা শ্রবণ করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 'ধিক্ ধিক্' এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পার্থ! আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তুমি বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা কর নাই। পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই কারণে তুমি অসময়েই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছ ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়! যে ব্যক্তি ধর্মের বিভাগ জানে, সে কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারে না; যেরূপ কার্য্য তুমি আজ করিতে উদ্যত হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে তুমি ধর্মভীরু বলিয়া এখন বুদ্ধিহীন হইয়া পড়িয়াছ ॥ ১৭

পার্থ! যাহা করিবার যোগ্য হইলেও অসাধ্য এবং সাধ্য হইলেও নিষিদ্ধ—এরূপ কর্মের সহিত যে ব্যক্তি সম্বন্ধযুক্ত, তাহাকেই পুরুষাধম বলা হয় ॥ ১৮

যিনি স্বয়ং ধর্মের অনুসরণ ও আচরণ করত শিষ্যগণের দ্বারা উপাসিত হইয়া সেই ধর্মের উপদেশ দান করেন, ধর্মের সংক্ষেপ ও বিস্তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই গুরুজনগণের এ-বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত, তাহা তুমি জান না ॥ ১৯

পার্থ! সেই নির্ণয়কে জানে না এরূপ মানুষ কর্তব্য ও অকর্তব্য নিশ্চয়ে তোমারই ন্যায় অসমর্থ, বিবেকহীন ও মোহিত হইয়া থাকে ॥ ২০

কর্তব্য ও অকর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান কোনরূপেই অনায়াসে জানা যায় না। এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় এবং তুমি উহা জানিতে পারিতেছ না ॥ ২১

কুন্তীনন্দন! তুমি অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে ধর্মজ্ঞ মনে করিয়া যে ধর্ম রক্ষা করিতে যাইতেছ, তাহাতে প্রাণিহিংসার পাপ রহিয়াছে। এই কথা তোমার ন্যায় কোন্ ধার্মিকের বুদ্ধিতে আসে না ॥ ২২

তাত! আমার বিচারে প্রাণিহিংসা না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যদি কাহারও প্রাণরক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তবে তাহাও বলিবে; তথাপি কোনরূপে তাঁহাকে হিংসা করিবে না ॥ ২৩

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি একজন সাধারণ গ্রাম্য মনুষ্যের ন্যায় নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ নরপতিকে কিরূপে বধ করিবে? ২৪

মানদ! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে না, শত্রুতা করে না, সংগ্রামে বিমুখ হইয়া পলায়ন করে, শরণগ্রহণ করে, কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অসাবধান, এরূপ মানুষকে বধ করা শ্রেষ্ঠ

ত্বয়া চৈবং ব্রতং পার্থ বালেনেব কৃতং পুরা।
তস্মাদধর্মসংযুক্তং মৌর্খ্যাৎ কর্ম ব্যবস্যসি ॥ ২৭
স গুরুং পার্থ কস্মাৎ ত্বং হন্তুকামোঽভিধাবসি।
অসম্প্রধার্য্য ধর্মাণাং গতিং সূক্ষ্মাং দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮
ইদং ধর্মরহস্যঞ্চ তব বক্ষ্যামি পাণ্ডব।
যদ্ ব্রূয়াৎ তব ভীষ্মো হি পাণ্ডবো বা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৯
বিদুরো বা তথা ক্ষত্তা কুন্তী বাপি যশস্বিনী।
তৎ তে বক্ষ্যামি তত্ত্বেন নিবোধৈতদ্ ধনঞ্জয় ॥ ৩০
সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৩২
বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৩৩
সর্বস্বস্যাপহারে তু বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৩৪
তাদৃশং পশ্যতে বালো যস্য সত্যমনুষ্ঠিতম্।
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং ন বক্তব্যমনুষ্ঠিতম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্মবিৎ ॥ ৩৫
কিমাশ্চর্য্যং কৃতপ্রজ্ঞঃ পুরুষোঽপি সুদারুণঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং বলাকোঽন্ধবধাদিব ॥ ৩৬
কিমাশ্চর্য্যং পুনর্মূঢ়ো ধর্মকামো হ্যপণ্ডিতঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পাপমাপগাস্বিব কৌশিকঃ ॥ ৩৭

অর্জুন উবাচ।

আচক্ষ্ব ভগবন্নেতদ্ যথা বিন্দাম্যহং তথা।
বলাকস্যানুসম্বন্ধং নদীনাং কৌশিকস্য চ ॥ ৩৮

পুরুষগণ উত্তম কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সব বিষয়ই আছে ॥ ২৫-২৬

পার্থ! তুমি অবোধ বালকের ন্যায় পূর্ব্বে কোন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেইজন্য তুমি মূর্খতাবশতঃ অধর্ম্মযুক্ত এই কার্য্য করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ ॥ ২৭

কুন্তীকুমার! বল, তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ স্বরূপ উত্তমরূপে বিচার না করিয়া কেন নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছ? ২৮

পাণ্ডুনন্দন! আমি তোমাকে এই ধর্ম্মের রহস্য বলিতেছি। ধনঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তীদেবী—ইঁহারা সকলে তোমাকে ধর্ম্মের যে তত্ত্ব উপদেশ করিতে পারেন, আমিও যথার্থরূপে তাহাই বলিতেছি; তুমি একাগ্রচিত্তে উহা শ্রবণ কর ॥ ২৯-৩০

সত্য কথা বলা অতি উত্তম। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য আর কিছুই নাই; কিন্তু সৎপুরুষগণের আচরিত সত্যের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান অত্যন্ত কঠিন ॥ ৩১

যেখানে মিথ্যা কথা বলার পরিণাম সত্য কথা বলারই ন্যায় মঙ্গলকারক হয় অথবা যেখানে সত্য কথা বলার পরিণাম মিথ্যাভাষণেরই ন্যায় অনিষ্টকর হইয়া থাকে, সেখানে সত্য কথা বলা উচিত নহে। সেস্থলে অসত্য কথা বলাই উচিত হইবে ॥ ৩২

বিবাহকালে, স্ত্রীপ্রসঙ্গ-সময়ে, কাহারও প্রাণসঙ্কটকালে, সর্ব্বস্ব অপহরণ হইবার সময় এবং ব্রাহ্মণের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে অসত্য কথা বলিবে। কারণ, এই পঞ্চ স্থলে অসত্য-ভাষণে কোন পাপ হয় না ॥ ৩৩

যদি কাহারও সর্ব্বস্ব অপহরণ হইতে থাকে, তবে সেখানে উহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবশ্যই অসত্য কথা বলিবে। কারণ, সেস্থলে অসত্যই সত্য আর সত্য অসত্য হইয়া যায় ॥ ৩৪

যে বালক অর্থাৎ সত্যাসত্য নির্ণয়ে অসমর্থ, সে-ই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে সত্যকেই আবশ্যক বলিয়া দেখিয়া থাকে। কেবল অনুষ্ঠানে আচরিত অসত্যরূপ সত্য বলা উচিত নহে, অতএব এরূপ সত্য বলিবে না। পূর্ব্বে সত্য ও অসত্য যথার্থরূপে নির্ণয় করিয়া পরিণামে যাহা সত্য হইবে, তাহাই পালন করিবে। যে এরূপ করে, সে-ই ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া থাকে ॥ ৩৫

যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ (নিষ্কাম), সেই পুরুষ যদি অত্যন্ত কঠোর হইয়াও যেরূপ অন্ধ পশুকে বিনাশ করিয়া বলাকনামক এক ব্যাধ পুণ্যভাগী হইয়াছিল, সেইরূপ এই ব্যক্তিও পুণ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩৬

এইরূপে যে ধর্ম্ম কামনা করিয়া থাকে, সে যদি মূর্খ অজ্ঞান হয়, তবে নদীসকলের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কৌশিকমুনির ন্যায় অজ্ঞানপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াও সেই ব্যক্তি অতিশয় পাপভাগী হয়, ইহাতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে? ৩৭

অর্জুন বলিলেন,—ভগবন্! বলাকনামক ব্যাধ এবং নদীসকলের সঙ্গমে অবস্থিত কৌশিকমুনির উপাখ্যান আপনি বলুন, যাহাতে এবিষয়ে আমি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ করিতে পারি ॥ ৩৮

বাসুদেব উবাচ।
পুরা ব্যাধোঽভবৎ কশ্চিদ্ বলাকো নাম ভারত।
যাত্রার্থং পুত্রদারস্য মৃগান্ হন্তি ন কামতঃ ॥ ৩৯
বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ বিভর্ত্ত্যন্যাংশ্চ সংশ্রিতান্।
স্বধর্মনিরতো নিত্যং সত্যবাগনসূয়কঃ ॥ ৪০
স কদাচিন্মৃগং লিপ্সুর্নাভ্যবিন্দন্মৃগং ক্বচিৎ।
অপঃ পিবন্তং দদৃশে শ্বাপদং ঘ্রাণচক্ষুষম্ ॥ ৪১
অদৃষ্টপূর্বমপি তৎ সত্ত্বং তেন হতং তদা।
অন্ধে হতে ততো ব্যোম্নঃ পুষ্পবর্ষং পপাত চ ॥ ৪২
অপ্সরোগীতবাদিত্রৈর্নাদিতঞ্চ মনোরমম্।
বিমানমগমৎ স্বর্গান্মৃগব্যাধনিনীষয়া ॥ ৪৩
তদ্ ভূতং সর্বভূতানামভাবায় কিলার্জুন।
তপস্তপ্ত্বা বরং প্রাপ্তং কৃতমন্ধং স্বয়ম্ভুবা ॥ ৪৪
তদ্ধত্বা সর্বভূতানামভাবকৃতনিশ্চয়ম্।
ততো বলাকঃ স্বরগাদেবং ধর্মঃ সুদুর্বিদঃ ॥ ৪৫
কৌশিকোঽপ্যভবদ্ বিপ্রস্তপস্বী নো বহুশ্রুতঃ।
নদীনাং সঙ্গমে গ্রামাদদূরাৎ স কিলাবসৎ ॥ ৪৬
সত্যং ময়া সদা ব্যাচ্যমিতি তস্যাভবদ্ ব্রতম্।
সত্যবাদীতি বিখ্যাতঃ স তদাসীদ্ ধনঞ্জয় ॥ ৪৭
অথ দস্যুভয়াৎ কেচিৎ তদা তদ্ বনমাবিশন্।
তত্রাপি দস্যবঃ ক্রুদ্ধাস্তানমার্গন্ত যত্নতঃ ॥ ৪৮
অথ কৌশিকমভ্যেত্য প্রাহুস্তে সত্যবাদিনম্।
কতমেন পথা যাতা ভগবন্ বহবো জনাঃ ॥ ৪৯
সত্যেন পৃষ্টঃ প্রব্রূহি যদি তান্ বেত্থ শংস নঃ।
স পৃষ্টঃ কৌশিকঃ সত্যং বচনং তানুবাচ হ ॥ ৫০
বহুবৃক্ষ-লতা-গুল্মমেতদ্ বনমুপাশ্রিতাঃ।
ইতি তান্ খ্যাপয়ামাস তেভ্যস্তত্ত্বং স কৌশিকঃ ॥ ৫১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! বহু পূর্ব্বের কথা, বলাকনামে এক ব্যাধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির জীবন-রক্ষার জন্য হিংস্র পশুদিগকে বধ করিত, কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নহে ॥ ৩৯

সে নিজের বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং অন্যান্য বহু আশ্রিতজনকেও পালন-পোষণ করিত! সে সর্ব্বদা নিজ ধর্ম্মে আসক্ত ছিল, সত্য কথা বলিত এবং কাহারও নিন্দা করিত না ॥ ৪০

একদিন সে পশুবধ করিবার জন্য বনে গিয়াছে; কিন্তু কোথাও কোন হিংস্র পশুকে সে পাইল না। এমন সময় সে জলপানরত এক হিংস্র পশুকে দেখিতে পাইল, যে অন্ধ ছিল; এই পশুটি আঘ্রাণ করিয়াই চক্ষুর কার্য্য করিত ॥ ৪১

যদিও এরূপ পশু সেই ব্যাধ কখনও দেখে নাই, তথাপি সেই সময় সে ঐ পশুটিকে বিনাশ করিল। সেই অন্ধ পশু বিনষ্ট হইবার পরই ব্যাধের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৪২

সেই সঙ্গে ঐ হিংস্র পশুকে বিনাশকারী ব্যাধকে লইয়া যাইবার জন্য স্বর্গ হইতে এক সুন্দর বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বিমান অপ্সরাগণের গান ও বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত থাকায় অতিশয় মনোরম বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৪৩

অর্জ্জুন! কথিত ছিল যে, সেই জন্তুটি পূর্ব্বজন্মে তপস্যা করিয়া সমস্ত প্রাণিগণকে বধ করিবার বরলাভ করিয়াছিল; সেইজন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৪

এইরূপে সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় সেই জন্তুকে সংহার করত বলাক স্বর্গলোকে গমন করিল; সুতরাং ধর্ম্মের স্বরূপ অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ॥ ৪৫

এইরূপ কৌশিক নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নন্। তিনি গ্রামের পার্শ্বে ই নদীসকলের সঙ্গমস্থলে বাস করিতেন ॥ ৪৬

ধনঞ্জয়! তিনি এই নিয়ম পালন করিতেন যে, 'আমি সদা সত্য কথাই বলিব'। এই কারণে তিনি তখন সর্ব্বত্র সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৪৭

একদিন বহুসংখ্যক মানুষ দস্যুগণের ভয়ে আত্মগোপন করিবার জন্য সেই বনে প্রবেশ করিল, কিন্তু দস্যুরা কুপিত হইয়া তাহাদিগকে সেই বনেও যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিতে লাগিল ॥ ৪৮

তাহারা সত্যবাদী কৌশিকমুনির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ভগবন্! বহুসংখ্যক মানুষ এদিকে আসিয়াছে, তাহারা কোন্ পথ দিয়া গমন করিয়াছে? আমি সত্য করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যদি আপনি উহা জানেন, তবে বলুন ॥ ৪৯½

সে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর কৌশিকমুনি তাহাকে সত্য কথা বলিয়া দিলেন,—এই বনের মধ্যে যেখানে বহু বৃক্ষ, লতা ও গুল্মসকল আছে, তাহারা সেস্থলে গমন করিয়াছে। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ কৌশিক দস্যুগণকে যথার্থ বৃত্তান্ত বলিয়া দিলেন ॥ ৫০—৫১

ততস্তে তান্ সমাসাদ্য ক্রূরা জঘ্নুরিতি শ্রুতিঃ।
তেনাধর্মেণ মহতা বাগ্দুরুক্তেন কৌশিকঃ ॥ ৫২
গতঃ স কষ্টং নরকং সূক্ষ্মধর্মেষ্বকোবিদঃ।
যথা চাল্পশ্রুতো মূঢ়ো ধর্মাণামবিভাগবিৎ ॥ ৫৩
বৃদ্ধানপৃষ্ট্বা সন্দেহং মহচ্ছ্বভ্রমিবার্হতি।
তত্র তে লক্ষণোদ্দেশঃ কশ্চিদেবং ভবিষ্যতি ॥ ৫৪
দুষ্করং পরমং জ্ঞানং তর্কেণানুব্যবস্যতি।
শ্রুতের্ধর্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ ॥ ৫৫
তৎ তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্বং বিধীয়তে।
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৬
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৭

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৮
যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধর্মমিচ্ছন্তি কর্হিচিৎ।
অকূজনেন মোক্ষং বা নানুকূজেৎ কথঞ্চন ॥ ৫৯
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্নপ্যকূজতঃ।
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্ ॥ ৬০
যঃ কার্যেভ্যো ব্রতং কৃত্বা তস্য নানোপপাদয়েৎ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি এবমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৬১
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে বা সর্বজ্ঞাতিবধাত্যয়ে।
নর্মণ্যভিপ্রবৃত্তে বা ন চ প্রোক্তং মৃষা ভবেৎ ॥ ৬২
অধর্মং নাত্র পশ্যন্তি ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
যঃ স্তেনৈঃ সহ সম্বন্ধান্মুচ্যতে শপথৈরপি ॥ ৬৩

তখন সেই ক্রূর দস্যুরা তাহাদের সংবাদ জানিতে পারিয়া সকলকেই বিনাশ করিয়াছে—এইরূপ শুনা যায়। এইভাবে বাক্যের অপপ্রয়োগে কৌশিকের মহাপাপ হইল, যাহার ফলে তাঁহাকে নরকের কষ্টভোগ করিতে হয়, কারণ, তিনি ধর্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন ॥৫২½

যাহার শাস্ত্রে অল্পজ্ঞান আছে, যে বিবেকশূন্য হওয়ায় ধর্মের বিভাগ ভালভাবে জানিতে পারে না, সেই মানুষ যদি বৃদ্ধগণের নিকট নিজের সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা না করে, তবে অনুচিত কর্ম করিয়া থাকে বলিয়া তাহাকে মহানরকসদৃশ কষ্টভোগ করিতে হয় ॥ ৫৩½

ধর্মাধর্ম নির্ণয় করিবার জন্য তোমাকে সংক্ষেপে কোন সঙ্কেত বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিছু মানুষ পরমজ্ঞানস্বরূপ দুষ্কর ধর্মকে তর্কের দ্বারা জানিবার চেষ্টা করে, কিন্তু একশ্রেণীর বহুসংখ্যক মানুষ এই কথা বলিয়া থাকে যে, ধর্মের জ্ঞান বেদ হইতেই হয় ॥ ৫৪-৫৫

কিন্তু আমি তোমার নিকট এই দুই মতের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিতেছি না, কিন্তু কেবল বেদসমূহের দ্বারা সর্বপ্রকার ধর্মকর্মের বিধান হইতে পারে না; সেইজন্য ধর্মজ্ঞ মহর্ষিগণ সমস্ত প্রাণীদিগের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জন্য উত্তম ধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫৬

তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যে, যে কার্যে হিংসা নাই, তাহাই ধর্ম। মহর্ষিগণ প্রাণীদিগের মধ্যে যাহাতে হিংসা না হইতে পারে, তদনুযায়ী উত্তম ধর্মের প্রবচন (উপদেশ) করিয়াছেন ॥ ৫৭

ধর্মই প্রজাগণকে ধারণ করিয়া থাকেন এবং এই ধারণ করেন বলিয়াই তাঁহাকে ধর্ম বলা হইয়াছে। সেই কারণে যাহা ধারণ—প্রাণরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সংযুক্ত—যাহাতে কোন জীবেরই কোনরূপ হিংসা নাই, তাহাই ধর্ম। ইহাই ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥৫৮

যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্বক অপরের ধনাদি অপহরণ করিতে ইচ্ছুক এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে সত্যভাষণরূপ ধর্মপালন করাইতে অভিলাষী হয়, সেখানে তাহার সমক্ষে নীরব থাকিয়া তাহা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিবে, তথাপি কোনরূপ কিছু বলিবে না ॥ ৫৯

কিন্তু যদি অনিবার্য কারণে বলিতেই হয় কিংবা না বলিলে দস্যুগণের সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে সেখানে অসত্য কথা বলাই ভাল। এরূপ অবস্থায় সেই অসত্য সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৬০

যে মানুষ কোন কার্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে উহাকে নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি দাম্ভিক বলিয়া উহার ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না, ইহাই মনীষী পুরুষগণের বাণী ॥ ৬১

প্রাণসঙ্কটকালে, বিবাহে, সমস্ত আত্মীয়-স্বজনগণের প্রাণান্তকর সময় উপস্থিত হইলে পর এবং হাস্য-পরিহাস আরম্ভ হইলে যদি অসত্য কথা বলা হয়, তবে তাহাকে অসত্য বলা হয় না। ধর্মের তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি এতাদৃশ সময়ে মিথ্যা বলাকে পাপ মনে করেন না ॥ ৬২½

যদি মিথ্যা শপথ করিলে পর চোরের সংসর্গ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, তবে তাহার জন্য মিথ্যা বলাই উচিত। এরূপ স্থলে ঐ মিথ্যাকে বিনা বিচারে সত্য বলিয়াই জানিবে ॥ ৬৩½

শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং তৎ সত্যমবিচারিতম্।
ন চ তেভ্যো ধনং দেয়ং শক্যে সতি কথঞ্চন ॥ ৬৪
পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং দাতারমপি পীড়য়েৎ।
তস্মাদ্ ধর্মার্থমনৃতমুক্ত্বা নানৃতভাগ্ ভবেৎ ॥ ৬৫
এষ তে লক্ষণোদ্দেশো ময়োদ্দিষ্টো যথাবিধি।
যথাধর্মং যথাবুদ্ধি ময়াত্ম বৈ হিতার্থিনা ॥ ৬৬
এতচ্ছ্রুত্বা ব্রূহি পার্থ যদি বধ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।

অর্জুন উবাচ।

যথা ব্রূয়ান্মহাপ্রাজ্ঞো যথা ব্রূয়ান্মহামতিঃ ॥ ৬৭
হিতং চৈব যথাস্মাকং তথৈতদ্ বচনং তব।
ভবান্ মাতৃসমোঽস্মাকং তথা পিতৃসমোঽপি চ ॥ ৬৮
গতিশ্চ পরমা কৃষ্ণ ত্বমেব চ পরায়ণম্।
ন হি তে ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ ॥৬৯
তস্মাদ্ ভবান্ পরং ধর্মং বেদ সর্বং যথাতথম্।
অবধ্যং পাণ্ডবং মন্যে ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭০
অস্মিংস্তু মম সঙ্কল্পে ব্রূহি কিঞ্চিদনুগ্রহম্।
ইদং বা পরমত্রৈব শৃণু হৃৎস্থং বিবক্ষিতম্ ॥ ৭১
জানাসি দাশার্হ মম ব্রতং ত্বং
যো মাং ব্রূয়াৎ কশ্চন মানুষেষু।
অন্যস্মৈ ত্বং গাণ্ডিবং দেহি পার্থ
ত্বত্তোঽস্ত্রৈর্বা বীর্য্যতো বা বিশিষ্টঃ ॥৭২
হন্যামহং কেশব তং প্রসহ্য
ভীমো হন্যাৎ তুবরকেতি চোক্তঃ।
তন্মে রাজা প্রোক্তবাংস্তে সমক্ষং
ধনুর্দেহীত্যসকৃদ্ বৃষ্ণিবীর ॥ ৭৩
তং হন্যাং চেৎ কেশব জীবলোকে
স্থাতা নাহং কালমপ্যল্পমাত্রম্।
ধ্যাত্বা নূনং হ্যেনসা চাপি মুক্তো
বধং রাজ্ঞো ভ্রষ্টবীর্য্যো বিচেতাঃ ॥৭৪

যতক্ষণ সামর্থ্য থাকিবে, ততক্ষণ চোরগণকে কোনরূপ ধন দিবে না; কারণ, পাপীদিগকে ধনদান করিলে উহা দাতাকেও দুঃখপ্রদান করে। ৬৪½

অতএব ধর্মের জন্য মিথ্যা বলিলে পর মানুষ মিথ্যাভাষণ-জনিত দোষভাগী হয় না। অর্জুন! আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, সেইজন্য আজ আমি নিজ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম অনুসারে সংক্ষেপে তোমার জন্য এই বিধিযুক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় করিবার সঙ্কেত বলিলাম। ইহা শুনিয়া এখন তুমি বল, রাজা যুধিষ্ঠির কি তোমার বধ্য?৬৫-৬৬½

অর্জুন বলিলেন,—প্রভো! কোন বিশেষজ্ঞ ও মহামতি সৎপুরুষ যেরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন এবং যদনুসারে আচরণ করিলে আমাদের হিত হইয়া থাকে, সেইরূপই আপনার এই উপদেশ বাণী। ৬৭½

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের মাতৃতুল্য স্নেহপ্রবণ এবং পিতৃতুল্য রক্ষা করিতে তৎপর। আপনিই আমাদের পরম গতি ও সর্ব্বোত্তম আশ্রয়। ৬৮½

ত্রিভুবনে কোথাও এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহা আপনার অজ্ঞাত; অতএব আপনিই পরমধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে ও যথার্থরূপে জানেন। ৬৯½

এখন আমি পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির বধযোগ্য বলিয়া মনে করি না। আমার এই মানসিক প্রতিজ্ঞা বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহাকে রক্ষা করিবার উপায় উপদেশ করুন। আমার মনে যেখানে যাহা কিছু করণীয় উত্তম বিষয় আছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ৭০-৭১

দশার্হকুলনন্দন! আপনি ত' ইহা অবগত আছেন যে, আমার ব্রত কি? মনুষ্যগণ মধ্যে যে কোন মানুষ যদি আমাকে এই বলে যে, পার্থ! তুমি গাণ্ডীব-ধনু এরূপ অপর ব্যক্তিকে প্রদান কর, যে অস্ত্র জ্ঞানে ও বলে তোমা অপেক্ষা অধিক। কেশব! আমি তাহাকে বিনাশ করিব। এইরূপ ভীমসেনকে যদি কেহ শ্মশ্রুহীন (দাড়ি-গোঁফহীন) বলিয়া থাকে, তবে তাহাকেও আমি সংহার করিব। বৃষ্ণিবীর! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার সম্মুখেই বারংবার এই কথা বলিয়াছেন যে, তুমি ধনু অপর কাহাকেও প্রদান কর। ৭২-৭৩

কেশব! যদি আমি যুধিষ্ঠিরকে বধ করি, তবে এই জীব-জগতে আমি অল্পকাল জীবিত থাকিতে পারিব না। যদি কোনরূপে পাপ হইতে মুক্তি পাইয়াও থাকি, তথাপি রাজা যুধিষ্ঠিরের বিনাশের কথা চিন্তা করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। নিশ্চয়ই আমি বর্ত্তমানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরাক্রমহীন ও অচেতনপ্রায় হইব। ৭৪

যথা প্রতিজ্ঞা মম লোকবুদ্ধৌ
ভবেৎ সত্যা ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠ।
যথা জীবেৎ পাণ্ডবোঽহঞ্চ কৃষ্ণ
তথা বুদ্ধিং দাতুমপ্যর্হসি ত্বম্ ॥৭৫

বাসুদেব উবাচ।
রাজা শ্রান্তো বিক্ষতো দুঃখিতশ্চ
কর্ণেন সংখ্যে নিশিতৈর্বাণসঙ্ঘৈঃ।
যশ্চানিশং সূতপুত্রেণ বীর
শরৈর্ভৃশং তাড়িতোঽযুধ্যমানঃ ॥ ৭৬
অতস্ত্বমেতেন সরোষমুক্তো
দুঃখান্বিতেনেদমযুক্তরূপম্।
অকোপিতো হ্যেষ যদি স্ম সংখ্যে
কর্ণং ন হন্যাদিতি চাব্রবীৎ সঃ ॥ ৭৭
জানাতি তং পাণ্ডব এষ চাপি
পাপং লোকে কর্ণমসহ্যমন্যৈঃ।
ততস্ত্বমুক্তো ভৃশরোষিতেন
রাজ্ঞা সমক্ষং পরুষাণি পার্থ ॥ ৭৮
নিত্যোদ্যুক্তে সততং চাপ্রসহ্যে
কর্ণে দ্যূতং হ্যদ্য রণে নিবদ্ধম্।
তস্মিন্ হতে কুরবো নির্জিতাঃ স্যু-
রেবং বুদ্ধিঃ পার্থিবে ধর্মপুত্রে ॥ ৭৯
ততো বধং নার্হতি ধর্মপুত্র-
স্ত্বয়া প্রতিজ্ঞার্জুন পালনীয়া।
জীবন্নয়ং যেন মৃতো ভবেদ্ধি
তন্মে নিবোধেহ তবানুরূপম্ ॥ ৮০
যদা মানং লভতে মাননার্হ-
স্তদা স বৈ জীবতি জীবলোকে।
যদাবমানং লভতে মহান্তং
তদা জীবন্মৃত ইত্যুচ্যতে সঃ ॥ ৮১
সম্মানিতঃ পার্থিবোঽয়ং সদৈব
ত্বয়া চ ভীমেন তথা যমাভ্যাম্।
বৃদ্ধৈশ্চ লোকে পুরুষৈশ্চ শূরৈ-
স্তস্যাপমানং কলয়া প্রযুঙ্ক্ষ ॥৮২

ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ! সংসারের সকল লোকের বোধে যেভাবে আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং যাহাতে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ও আমি—এই দুই জনেই জীবিত থাকিতে পারি, সেরূপ কোন পরামর্শ আপনি আমাকে কৃপা করিয়া প্রদান করুন ॥ ৭৫

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—বীর! রাজা যুধিষ্ঠির পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কর্ণ রণাঙ্গনে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে, সেই কারণে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। কেবল ইহাই নহে, যখন ইনি যুদ্ধ করিতেছিলেন না, তখনও সূতপুত্র কর্ণ ইহার উপর ক্রমশঃ বাণবর্ষণ করিয়া ইহাকে অত্যন্ত আহত করিয়া দিয়াছে ॥ ৭৬

অতএব অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন বলিয়া তোমার প্রতি রোষ সহকারে এই অনুচিত কথা বলিয়াছেন। ইনি ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, যদি অর্জুনকে ক্রোধপ্রদর্শন না করি, তবে সে যুদ্ধে কর্ণকে বধ করিতে পারিবে না। এই কারণেও তিনি উহা বলিয়াছেন ॥ ৭৭

এই পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির জানেন যে, এ জগতে পাপী কর্ণের সম্মুখীন হইতে তুমি ব্যতীত অপর আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। পার্থ! এইজন্য অত্যন্ত রোষভরে রাজা যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখে তোমাকে কটুবাক্য বলিয়াছেন ॥ ৭৮

কর্ণ নিত্য-নিরন্তর যুদ্ধের জন্য উদ্যত আছে এবং সে শত্রুগণের পক্ষে সর্বতোভাবে অসহ্য। আজ রণাঙ্গনে জয়-পরাজয়ের অক্ষক্রীড়া কর্ণেরই উপর অবলম্বিত। কর্ণ নিহত হইলে পর অন্যান্য কৌরবগণ সহজেই পরাজিত হইবে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে এই বুদ্ধিই কার্য্য করিতেছে ॥ ৭৯

অর্জুন! সেই কারণে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বধযোগ্য নহেন। অন্যদিকে তোমাকে অবশ্যই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হইবে। অতএব যে উপায়ে ইনি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া যান, তাহাই তোমার অনুরূপ কার্য্য হইবে। উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮০

এই জীবজগতে মাননীয় পুরুষ যতক্ষণ সম্মান পান, ততক্ষণই তিনি প্রকৃতভাবে জীবন ধারণ করেন। আর যখন তিনি অতিশয় অপমানিত হন, তখন জীবিত থাকিয়াও মৃতই হইয়া যান ॥ ৮১

তুমি, ভীমসেন, নকুল-সহদেব এবং অন্য বৃদ্ধ পুরুষগণ ও বীর যোদ্ধারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্বদা সম্মান করিয়া থাক; কিন্তু এখন তুমি যৎকিঞ্চিৎ তাঁহাকে অপমানিত করিয়া দাও ॥ ৮২

ত্বমিত্যত্রভবন্তং হি ব্রূহি পার্থ যুধিষ্ঠিরম্।
ত্বমিত্যুক্তো হি নিহতো গুরুর্ভবতি ভারত ॥ ৮৩
এবমাচর কৌন্তেয় ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
অধর্মযুক্তং সংযোগং কুরুষ্বৈনং কুরূদ্বহ ॥ ৮৪
অথর্বাঙ্গিরসী হ্যেষা শ্রুতীনামুত্তমা শ্রুতিঃ।
অবিচার্য্যৈব কার্য্যৈষা শ্রেয়স্কামৈর্নরৈঃ সদা ॥ ৮৫
অবধেন বধঃ প্রোক্তো যদ্গুরুস্ত্বমিতি প্রভুঃ।
তদ্ ব্রূহি ত্বং যন্ময়োক্তং ধর্মরাজস্য ধর্মবিৎ ॥ ৮৬
বধং হ্যয়ং পাণ্ডব ধর্মরাজ-
স্ত্বত্তোঽযুক্তং বেৎস্যতে চৈবমেষঃ।
ততোঽস্য পাদাবভিবাদ্য পশ্চাৎ
সমং ব্রূয়াঃ সান্ত্বয়িত্বা চ পার্থম্ ॥ ৮৭
ভ্রাতা প্রাজ্ঞস্তব কোপং ন জাতু
কুর্য্যাদ্ রাজা ধর্মমবেক্ষ্য চাপি।
মুক্তোঽনৃতাদ্ ভ্রাতৃবধাচ্চ পার্থ
হৃষ্টঃ কর্ণং ত্বং জহি সূতপুত্রম্ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কৃষ্ণার্জুনসংবাদে একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

পার্থ! তুমি যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদা 'আপনি' বলিয়া থাক, এখন তুমি তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া দাও। ভারত! যদি কোন গুরুজন ব্যক্তিকে 'তুমি' বলা হয়, তবে উহা সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতে তাঁহার বধই হইয়া থাকে ॥ ৮৩

কুন্তীনন্দন! তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ ব্যবহারই কর। কুরুশ্রেষ্ঠ! তাঁহার জন্য বর্ত্তমানে অধর্মযুক্ত বাক্য প্রয়োগ কর ॥ ৮৪

যাহার দেবতা অথর্বা ও অঙ্গিরা, এরূপ এক শ্রুতি আছে, যাহা সকল শ্রুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ বিনা বিচারে এই শ্রুতি অনুসারে ব্যবহার করিবে ॥ ৮৫

সেই শ্রুতির ভাব এই যে, গুরুজনকে 'তুমি' বলা বিনা বধেই তাঁহার বধ হইয়া যায়। যদিও তুমি ধর্মজ্ঞ, তথাপি আমি যেরূপ বলিয়াছি, সেইরূপ কার্য্য তুমি কর। ধর্মরাজের উদ্দেশ্যে তুমি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ কর ॥ ৮৬

পাণ্ডুনন্দন! তোমার দ্বারা প্রযুক্ত এই অনুচিত শব্দের প্রয়োগ শ্রবণ করত এই ধর্মরাজ নিজেকে নিহত বলিয়া মনে করিবেন। তাহার পর তুমি ইঁহার চরণে প্রণাম করত ইঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ইঁহার প্রতি ন্যায়োচিত বাক্য বলিবে ॥ ৮৭

কুন্তীনন্দন! তোমার ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির বিবেচক। ইনি ধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। এইরূপে তুমি মিথ্যা ভাষণ ও ভ্রাতৃবধের পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অতিশয় হর্ষের সহিত সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিও ॥ ৮৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জ্জুনস্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গভ্রাতৃবধাত্মঘাতেভ্যো রক্ষা, যুধিষ্ঠিরায়শ্বাসদানঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তস্তু জনার্দনেন
পার্থঃ প্রশস্যাথ সুহৃদ্বচস্তৎ ।
ততোঽব্রবীদর্জ্জুনো ধর্মরাজ-
মনুক্তপূর্বং পরুষং প্রসহ্য ॥ ১

অর্জুন উবাচ ।

মা ত্বং রাজন্ ব্যাহর ব্যাহরস্ব
যস্তিষ্ঠসে ক্রোশমাত্রে রণাদ্ বৈ ।
ভীমস্তু মামর্হতি গর্হণায়
যো যুধ্যতে সর্বলোকপ্রবীরৈঃ ॥ ২

কালে হি শত্রূন্ পরিপীড্য সংখ্যে
হত্বা চ শূরান্ পৃথিবীপতীংস্তান্ ।
রথপ্রধানোত্তমনাগমুখ্যান্
সাদিপ্রবেকানমিতাংশ্চ বীরান্ ॥ ৩

যঃ কুঞ্জরাণামধিকং সহস্রং
হত্বা নদংস্তুমুলং সিংহনাদম্ ।
কাম্বোজানামযুতং পর্বতীয়ান্
মৃগান্ সিংহো বিনিহত্যেব চাজৌ ॥ ৪

সুদুষ্করং কর্ম করোতি বীরঃ
কর্তুং যথা নার্হসি ত্বং কদাচিৎ ।
রথাদবপ্লুত্য গদাং পরামৃশং-
স্তয়া নিহন্ত্যশ্বরথদ্বিপান্ রণে ॥ ৫

বরাসিনা চাপি নরাশ্বকুঞ্জরাং-
স্তথা রথাঙ্গৈর্ধনুষা দহত্যরীন্ ।
প্রমৃদ্য পদ্‌ভ্যামহিতান্ নিহন্তি
পুনশ্চ দোর্ভ্যাং শতমন্যুবিক্রমঃ ॥ ৬

মহাবলো বৈশ্রবণান্তকোপমঃ
প্রসহ্য হন্তা দ্বিষতামনীকিনীম্ ।
স ভীমসেনোঽর্হতি গর্হণাং মে
ন ত্বং নিত্যং রক্ষ্যসে যঃ সুহৃদ্ভিঃ ॥ ৭

মহারথান্ নাগবরান্ হয়াংশ্চ
পদাতিমুখ্যানপি চ প্রমথ্য ।
একো ভীমো ধার্তরাষ্ট্রেষু মগ্নঃ
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি ॥ ৮

সপ্ততিতম অধ্যায় ।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ভ্রাতৃবধ ও আত্মহত্যা হইতে রক্ষা এবং যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন অর্জুন হিতৈষী সখা শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্যের অতিশয় প্রশংসা করিলেন। তারপর তিনি হঠকারিতা পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন যাহা তিনি কখনও পূর্ব্বে বলেন নাই ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি ত' নিজেই যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া এক ক্রোশ দূরে চলিয়া আসিয়াছ ; অতএব তুমি আর আমাকে কিছু বলিও না, বলিও না। হাঁ, ভীমসেন অবশ্য আমাকে নিন্দা করিতে পারেন ; কারণ, তিনি জগতের প্রধান বীরগণের সহিত একাকীই যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ২

যিনি যথাসময়ে শত্রুদিগকে পীড়া দান করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে সেই সমস্ত শৌর্য্যশালী ভূপতিগণ, প্রধান প্রধান রথী বীরবৃন্দ, শ্রেষ্ঠ গজরাজগণ, প্রধান অশ্বারোহী যোদ্ধারা, অসংখ্য বীরবর্গ, সহস্র হইতেও অধিক হস্তী, দশ হাজার কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব এবং পর্ব্বতীয় বীরগণকে বধ করত যেরূপ সিংহ মৃগগণকে বধ করিয়া গর্জন করিতে থাকে, সেইরূপ গর্জন করেন, যে বীর ভীমসেন হাতে গদা লইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই গদা দ্বারা রণাঙ্গনে হস্তী, অশ্ব ও রথসকলকে সংহার করেন এবং যেরূপ অত্যন্ত দুষ্কর পরাক্রম করিতেছেন, সেরূপ পরাক্রম তুমি কখনও করিতে পার নাই। যাঁহার পরাক্রম ইন্দ্রতুল্য, যিনি উত্তম খড়্গ, চক্র ও ধনু দ্বারা হাতী, অশ্ব, পদাতি-যোদ্ধা এবং অন্যান্য শত্রুদিগকে দগ্ধ করেন, পদ দ্বারা মর্দ্দিত করিয়া দুই হাতে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেছেন, এই মহাবল বীর কুবের ও যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী এবং শত্রুসৈন্য-সকলকে বলপূর্ব্বক সংহার করিতে সমর্থ ভীমসেনই আমার নিন্দা করিবার অধিকারী। তুমি আমার নিন্দা করিতে পার না ; কারণ, তুমি নিজের পরাক্রমে নহে, হিতৈষী সুহৃদ্গণের দ্বারা সদা সুরক্ষিত আছ ॥ ৩-৭

যিনি শত্রুপক্ষের মহারথী গজরাজ, অশ্ব ও প্রধান প্রধান

কলিঙ্গ-বঙ্গাঙ্গ-নিষাদ-মাগধান্
সদামদান্নীলবলাহকোপমান্।
নিহন্তি যঃ শত্রুগজাননেকান্
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি। ৯

স যুক্তমাস্থায় রথং হি কালে
ধনুর্বিধুন্বন্ শরপূর্ণমুষ্টিঃ।
সৃজত্যসৌ শরবর্ষাণি বীরো
মহাহবে মেঘ ইবাম্বুধারাঃ। ১০

শতান্যষ্টৌ বারণানামপশ্যং
বিশাতিতৈঃ কুম্ভকরাগ্রহস্তৈঃ।
ভীমেনাজৌ নিহতান্যদ্য বাণৈঃ
স মাং ক্রূরং বক্তুমর্হত্যরিঘ্নঃ। ১১

(নকুলেন রাজন্ গজ-বাজি-যোধা
হতাশ্চ শূরাঃ সহসা সমেত্য।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ সমরে যুদ্ধকাঙ্ক্ষী
স মামুপালব্ধুমরিন্দমোঽর্হতি।

কৃতং কর্ম সহদেবেন দুষ্করং
যো যুধ্যতে পরসৈন্যাবমর্দী।
ন চাব্রবীৎ কিঞ্চিদিহাগতো বলী
পশ্যান্তরং তস্য চৈবাত্মনশ্চ।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকির্দ্রৌপদেয়া
যুধামন্যুশ্চোত্তমৌজাঃ শিখণ্ডী।
এতে চ সর্বে যুধি সম্প্রপীড়িতা-
স্তে মামুপালব্ধুমর্হন্তি ন ত্বম্।)

বলং তু বাচি দ্বিজসত্তমানাং
ক্ষাত্রং বুধা বাহুবলং বদন্তি।
ত্বং বাগ্‌বলো ভারত নিষ্ঠুরশ্চ
ত্বমেব মাং বেত্থ যথাবলোঽহম্। ১২

যতে হি নিত্যং তব কর্তুমিষ্টং
দারৈঃ সুতৈর্জীবিতেনাত্মনা চ।
এবং যন্মাং বাগ্বিশিখেন হংসি
ত্বত্তঃ সুখং ন বয়ং বিদ্ম কিঞ্চিৎ। ১৩

যোদ্ধাদিগকেও মর্দ্দিত করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই একমাত্র ভীমসেনই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ৮

যিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, অঙ্গ, নিষাদ ও মগধদেশে উৎপন্ন সদা মদমত্ত এবং দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘতুল্য শত্রুপক্ষীয় অনেকানেক হস্তীদিগকে সংহার করিয়াছেন, সেই শত্রুদমন ভীমসেনই আমাকে নিন্দা করিতে পারেন। ৯

বীরবর ভীমসেন যথাসময়ে যোজিত রথে আরোহণ করত ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে মুষ্টিপূর্ণ বাণ ধারণপূর্ব্বক যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাসমরে বাণসকল বর্ষণ করেন। ১০

আমি দেখিয়াছি—আজ ভীমসেন যুদ্ধস্থলে নিজের বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের অষ্ট শত হাতীর কুম্ভস্থল, শুণ্ড ও শুণ্ডাগ্রভাগ ছিন্ন করত বিনাশ করিয়াছেন। এই শত্রুদমন ভীমসেনই আমাকে কঠোর বাক্য বলিতে পারেন। ১১

(রাজন্! নকুল সমরাঙ্গণে প্রাণের মোহ ত্যাগ করত সহসা অগ্রসর হইয়া বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও শৌর্য্যশালী বীর যোদ্ধাদিগকে বধ করিয়াছে। যুদ্ধাভিলাষী এই শত্রুদমন বীর নকুলও আমাকে কটু বচন বলিতে পারে।

সহদেবও দুষ্কর কর্ম্মসকল করিয়াছে। শত্রুসৈন্যদিগকে মর্দ্দিতকারী এই বলবান্ বীর সহদেব নিরন্তর যুদ্ধে নিরত আছে। সে-ও এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই বলে নাই। দেখ, তোমার ও তাহার মধ্যে কিরূপ পার্থক্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও শিখণ্ডী—এই সব বীরগণ যুদ্ধে অত্যন্ত পীড়া সহ্য করিয়া আসিতেছে; অতএব ইহারা আমার নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু তুমি তাহা পার না।)

ভরতনন্দন! জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন,—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের বল তাঁহাদের বাণীর মধ্যে থাকে এবং ক্ষত্রিয়দের বল তাঁহাদের দুই বাহুতে আছে; কিন্তু তোমার বল কেবল বাক্যেই দেখা যায়। তুমি নিষ্ঠুর; আমি যেরূপ বলবান্, তাহা তুমি জান (তথাপি এখন আমাকে অহেতুক তিরস্কার করিলে)। ১২

আমি সদা স্ত্রী, পুত্র, জীবন ও এই দেহ দ্বারা তোমার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট আছি। এরূপ অবস্থায় তুমি আমাকে নিজ বাক্যবাণে বিনাশ করিতেছ; আমরা তোমার নিকট হইতে অল্পও সুখ লাভ করি নাই। ১৩

মাং মাবমংস্থা দ্রৌপদীতল্পসংস্থো
মহারথান্ প্রতিহন্মি ত্বদর্থে।
তেনাতিশঙ্কী ভারত নিষ্ঠুরোঽসি
ত্বত্তঃ সুখং নাভিজানামি কিঞ্চিৎ ॥ ১৪

প্রোক্তঃ স্বয়ং সত্যসন্ধেন মৃত্যু-
স্তব প্রিয়ার্থং নরদেব যুদ্ধে।
বীরঃ শিখণ্ডী দ্রৌপদোঽসৌ মহাত্মা
ময়াভিগুপ্তেন হতশ্চ তেন ॥ ১৫

ন চাভিনন্দামি তবাধিরাজ্যং
যতস্ত্বমক্ষেষ্বহিতায় সক্তঃ।
স্বয়ং কৃত্বা পাপমনার্য্যজুষ্ট-
মস্মাভির্বা তর্তুমিচ্ছস্যরীংস্ত্বম্ ॥ ১৬

অক্ষেষু দোষা বহবো বিধর্মাঃ
শ্রুতাস্ত্বয়া সহদেবোঽব্রবীদ যান্।
তান্ নৈষি ত্বং ত্যক্তুমসাধুজুষ্টাং-
স্তেন স্ম সর্বে নিরয়ং প্রপন্নাঃ ॥ ১৭

সুখং ত্বত্তো নাভিজানীম কিঞ্চিদ্
যতস্ত্বমক্ষৈর্দেবিতুং সম্প্রবৃত্তঃ।
স্বয়ং কৃত্বা ব্যসনং পাণ্ডব ত্ব-
মস্মাংস্তীব্রাঃ শ্রাবয়স্যদ্য বাচঃ ॥ ১৮

শেতেঽস্মাভিনিহতা শত্রুসেনা
ছিন্নৈর্গাত্রৈর্ভূমিতলে নদন্তী।
ত্বয়া হি তৎ কর্ম কৃতং নৃশংসং
যস্মাদ্ দোষঃ কৌরবাণাং বধশ্চ ॥ ১৯

হতা উদীচ্যা নিহতাঃ প্রতীচ্যা
নষ্টাঃ প্রাচ্যা দক্ষিণাত্যা বিশস্তাঃ।
কৃতং কর্মাপ্রতিরূপং মহদ্ভি-
স্তেষাং যোধৈরস্মদীয়ৈশ্চ যুদ্ধে ॥ ২০

ত্বং দেবিতা ত্বৎকৃতে রাজ্যনাশ-
স্ত্বৎসম্ভবং নো ব্যসনং নরেন্দ্র।
মাস্মান্ ক্রূরৈর্বাক্প্রতোদৈস্তুদংস্ত্বং
ভূয়ো রাজন্ কোপয়েস্ত্বল্পভাগাঃ ॥ ২১

তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় বসিয়া থাকিয়া আমাকে অপমানিত করিও না। আমি তোমার জন্যই প্রধান প্রধান মহারথী বীরদিগকে সংহার করিয়াছি। ইহাতেও তুমি আমার উপর অধিক সন্দেহ করিয়া নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছ। তোমার নিকট হইতে আমি কখনও সুখ পাইয়াছি, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না ॥ ১৪

নরদেব! তোমার প্রিয় করিবার জন্য সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মদেব যুদ্ধে মহাত্মা বীর দ্রুপদকুমার শিখণ্ডীকে নিজের মৃত্যুর কারণ বলিয়া দিয়াছেন। আমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করিয়াছে ॥ ১৫

আমি তোমার রাজ্যকে অভিনন্দন করি না; কারণ, তুমি নিজেরই অহিত করিবার জন্য পাশাখেলায় আসক্ত হইয়াছিলে। নিজেই নীচ পুরুষগণের দ্বারা সেবিত পাপকর্ম্ম করিয়া এখন তুমি আমাদের দ্বারা শত্রুসৈন্যরূপ সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিতেছ ॥ ১৬

পাশাখেলায় বহু পাপপূর্ণ দোষের কথা বলা হইয়াছে। যে সব বিষয় সহদেব তোমাকে বলিয়াছিল এবং শুনিয়াও ছিলে, তথাপি সেই দুর্জনসেবিত দোষসকল পরিত্যাগ করিতে পার নাই; ইহার জন্যই আমরা সকলে নরকতুল্য কষ্টে পতিত হইয়াছি ॥ ১৭

পাণ্ডুকুমার! তোমার নিকট হইতে আমরা অল্পও সুখলাভ করিয়াছি, ইহা আমরা জানি না। কারণ, তুমি পাশা খেলারূপ ব্যসনে পতিত হইয়াছিলে। নিজেই এই দুর্ব্যসন করিয়া এখন আমাদিগকে কঠোর বাক্য শুনাইতেছ ॥ ১৮

আমাদের নিহত শত্রুসৈন্যরা ছিন্ন নিজ নিজ অঙ্গসকলের সহিত ভূতলে আর্ত্তনাদ করিতে থাকিয়া শয়ন করিয়া আছে। তুমি এরূপ ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিলে, যাহার দ্বারা পাপ ত' হইবেই; এমন কি কৌরববংশেরও বিনাশ হইবে ॥ ১৯

উত্তর দিকের বীরগণ নিহত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বদিকের ক্ষত্রিয়বৃন্দ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারাও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। শত্রুদের ও আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধারা এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, যাহার কোন তুলনাই হয় না ॥ ২০

নরেন্দ্র! তুমি ভাগ্যহীন অক্ষক্রীড়াকারী। তোমারই জন্য আমাদের রাজ্য নাশ হইয়াছে এবং তোমা হইতেই আমাদের এই ঘোরতর সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। রাজন্! এখন তুমি নিজের বাক্যরূপ কশার প্রহার করিয়া আমাকে আরও পীড়িত করিতে করিতে আমার ক্রোধবৃদ্ধি করিও না ॥ ২১

সঞ্জয় উবাচ।

এতা বাচঃ পরুষাঃ সব্যসাচী
স্থিরপ্রজ্ঞঃ শ্রাবয়িত্বা তু রুক্ষাঃ।
বভূবাসৌ বিমনা ধর্মভীরুঃ
কৃত্বা প্রাজ্ঞঃ পাতকং কিঞ্চিদেবম্‌ ॥ ২২
তদাহনুতেপে সুররাজপুত্রো
বিনিঃশ্বসংশ্চাসিমথোদ্‌ববর্হ।
তমাহ কৃষ্ণঃ কিমিদং পুনর্ভবান্‌
বিকোশমাকাশনিভং করোত্যসিম্‌ ॥২৩
ব্রবীহি মাং ত্বং পুনরুত্তরং বচ-
স্তথা প্রবক্ষ্যাম্যহমর্থসিদ্ধয়ে।
ইত্যেবমুক্তঃ পুরুষোত্তমেন
সুদুঃখিতঃ কেশবমর্জুনোহব্রবীৎ ॥ ২৪
অহং হনিষ্যে স্বশরীরমেব
প্রসহ্য যেনাহিতমাচরং বৈ।
নিশম্য তৎ পার্থবচোহব্রবীদিদং
ধনঞ্জয়ং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ২৫

রাজানমেনং ত্বমিতীদমুক্ত্বা
কিং কশ্মলং প্রাবিশঃ পার্থঘোরম্‌।
ত্বং চাত্মানং হন্তুমিচ্ছস্যরিঘ্ন
নেদং সদ্ভিঃ সেবিতং বৈ কিরীটিন্‌ ॥২৬
ধর্মাত্মানং ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমদ্য
খড়্গেন চৈনং যদি হন্যা নৃবীর।
ধর্মাদ্‌ ভীমস্তৎ কথং নাম তে স্যাৎ
কিঞ্চোত্তরং বাকরিষ্যস্ত্বমেব ॥ ২৭
সূক্ষ্মো ধর্মো দুর্বিদশ্চাপি পার্থ
বিশেষতোহজ্ঞৈঃ প্রোচ্যমানং নিবোধ।
হত্বাত্মানমাত্মনা প্রাপ্নুয়াস্ত্বং
বধাদ্‌ ভ্রাতুর্নরকং চাতিঘোরম্‌ ॥ ২৮
ব্রবীহি বাচাদ্য গুণানিহাত্মন-
স্তথা হতাত্মা ভবিতাসি পার্থ।
তথাস্তু কৃষ্ণেত্যভিনন্দ্য তদ্বচো
ধনঞ্জয়ঃ প্রাহ ধনুর্বিনাম্য ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্‌! সব্যসাচী অর্জুন ধর্মভীরু, তাঁহার বুদ্ধি অচঞ্চল ও উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন ছিল। সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ রুক্ষ ও কঠোর বাক্য শ্রবণ করত তিনি এরূপ বিমনা ও উদাস হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যেন কোন পাপ করিয়া এরূপ অনুতাপ ভোগ করিতেছেন ॥ ২২

দেবরাজ ইন্দ্রপুত্র অর্জুন সেই সময় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় তরবারি নিষ্কাশন করিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! এ আবার কি? তুমি আকাশসদৃশ নির্ম্মল এই তরবারিকে পুনরায় কোষ হইতে বাহির করিলে কেন? তুমি আমাকে আমার এই কথার উত্তর দাও। আমি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার জন্য পুনরায় কোন যোগ্য উপায় উপদেশ করিব ॥ ২৩½

পুরুষোত্তম ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর অর্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, ভগবন্‌! আমি যাহার দ্বারা হঠকারিতা পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অপমানরূপ অহিতকর কার্য্য করিয়াছি, নিজের সেই দেহকেই এখন নষ্ট করিয়া দিব ॥ ২৪½

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করত ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' এই কথা বলিয়া এতাদৃশ ভয়ঙ্কর দুঃখে কেন নিমজ্জিত হইয়াছ? শত্রু-সূদন! তুমি কি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ? কিরীটধারী বীর! সৎপুরুষগণ কখনও এরূপ কার্য্য করেন না ॥ ২৫-২৬

নরবীর! যদি আজ তুমি ধর্ম হইতে ভীত নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে তরবারির দ্বারা হত্যা করিতে, তাহা হইলে কিরূপ দশা হইত এবং ইহার পর তুমি কি করিতে? ২৭

কুন্তীনন্দন। ধর্মের স্বরূপ সূক্ষ্ম। তাঁহাকে জানা ও বুঝা অতিশয় কঠিন। বিশেষতঃ অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে ত' উহাকে জানা আরও কঠিন। এখন আমি যাহা কিছু এবিষয়ে বলিব, তাহা তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ভ্রাতৃহত্যা করিলে যে অত্যন্ত ঘোর নরকপ্রাপ্তি হইত, তাহা হইতেও ভয়ানক নরক প্রাপ্তি তোমার হইবে, যদি স্বয়ংই আত্মহত্যা কর ॥ ২৮

পার্থ! অতএব তুমি বর্ত্তমানে নিজেই নিজের গুণাবলি বর্ণনা কর। এরূপ করিলে তুমি নিজেই নিজের আত্মহত্যা করিলে—ইহাই পরিগণিত হইবে। এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন তাঁহার বাক্যকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তাহাই হউক। তারপর ইন্দ্রপুত্র অর্জুন নিজের মস্তক নত করিয়া ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—রাজন্‌! শ্রবণ করুন ॥ ২৯½

যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠং
শৃণুষ রাজন্নিতি শক্রসূনুঃ।
ন মাদৃশোঽন্যো নরদেব বিদ্যতে
ধনুর্ধরো দেবমৃতে পিনাকিনম্ ॥৩০
অহং হি তেনানুমতো মহাত্মনা
ক্ষণেন হন্যাং সচরাচরং জগৎ।
ময়া হি রাজন্ সদিগীশ্বরা দিশো
বিজিত্য সর্বা ভবতঃ কৃতা বশে ॥ ৩১
স রাজসূয়শ্চ সমাপ্তদক্ষিণঃ
সভা চ দিব্যা ভবতো মমৌজসা।
পাণৌ পৃষৎকা নিশিতা মমৈব
ধনুশ্চ সজ্যং বিততং সবাণম্ ॥ ৩২
পাদৌ চ মে সরথৌ সধ্বজৌ চ
ন মাদৃশং যুদ্ধগতং জয়ন্তি।
হতা উদীচ্যা নিহতাঃ প্রতীচ্যাঃ
প্রাচ্যা নিরস্তা দাক্ষিণাত্যা বিশস্তাঃ ॥৩৩
সংশপ্তকানাং কিঞ্চিদেবাস্তি শিষ্টং
সর্বস্য সৈন্যস্য হতং ময়ার্ধম্।
শেতে ময়া নিহতা ভারতীয়ং
চমূ রাজন্ দেবচমূপ্রকাশা ॥ ৩৪
যে চাস্ত্রজ্ঞাস্তানহং হন্মি চাস্ত্রৈ-
স্তস্মাল্লোকান্নেহ করোমি ভস্মসাৎ।
জৈত্রং রথং ভীমমাস্থায় কৃষ্ণ
যাবঃ শীঘ্রং সূতপুত্রং নিহন্তুম্ ॥ ৩৫
রাজা ভবত্বদ্য সুনির্বৃতোঽয়ং
কর্ণং রণে নাশয়িতাস্মি বাণৈঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরাহ পার্থো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৩৬
অদ্যাপুত্রা সূতমাতা ভবিত্রী
কুন্তী বাথো বা ময়া তেন বাপি।
সত্যং বদাম্যদ্য ন কর্ণমাজৌ
শরৈরহত্বা কবচং বিমোক্ষ্যে ॥ ৩৭
সঞ্জয় উবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা পুনরেব পার্থো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
বিমুচ্য শস্ত্রাণি ধনুর্বিসৃজ্য
কোশে চ খড়্গং বিনিধায় তূর্ণম্ ॥৩৮

নরদেব! পিনাকধারী ভগবান্ শঙ্কর ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই আমার ন্যায় ধনুর্দ্ধর নহে। সেই মহাত্মা মহেশ্বরই আমার বীরত্বের অনুমোদন করিয়াছেন। আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যেই এই চরাচর জগৎকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারি ॥ ৩০½

রাজন্! আমি সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ও বিদিক্সমূহ জয় করিয়া আপনার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম। প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং আপনার দিব্য সভার নির্ম্মাণ আমারই বলের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল ॥ ৩১½

আমারই হস্তে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ ও গুণসহ বিশাল ধনু বিদ্যমান আছে। আমার পাদ-যুগলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন আছে। আমার ন্যায় বীর যদি যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত থাকে, তবে তাহাকে শত্রুরা জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩২½

আমার দ্বারা উত্তর দিকের বীরগণ নিহত হইয়াছে, পশ্চিম দিকের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বদিকের ক্ষত্রিয়বর্গ ধ্বংস হইয়াছে এবং দক্ষিণ দিকের যোদ্ধারা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। সংশপ্তকগণেরও আর অল্পভাগ অবশিষ্ট আছে। আমি সম্পূর্ণ কৌরবসৈন্যদের অর্দ্ধভাগই বিনাশ করিয়াছি। রাজন্! দেবতাগণের সৈন্যসদৃশ প্রকাশিত ভরতবংশীয় এই বিশাল সৈন্যবাহিনী আমারই দ্বারা নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৩৩-৩৪

যাহারা অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, আমি তাহাদিগকেই অস্ত্রসকলের দ্বারা বিনাশ করি; এই কারণে আমি সমস্ত লোককে ভস্মসাৎ করিতেছি না। হে কৃষ্ণ! আমরা উভয়ে বিজয়শীল ও ভয়ঙ্কর রথে উপবিষ্ট হইয়া সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য শীঘ্রই গমন করিব ॥ ৩৫

এই রাজা যুধিষ্ঠির আজ সন্তুষ্ট হউন। আমি রণাঙ্গনে নিজ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিনাশ করিব। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন পুনরায় ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৩৬

আজ আমার দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের মাতা পুত্রহীনা হইবেন অথবা আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের দ্বারা আমার ন্যায় এক পুত্র হইতে বঞ্চিতা হইবেন। আমি এই সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আজ যুদ্ধস্থলে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিনাশ না করিয়া আমি কবচ মোচন করিব না ॥ ৩৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! কিরীটধারী কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় এই কথা বলিয়া

স ব্রীড়য়া নম্রশিরাঃ কিরীটী
যুধিষ্ঠিরং প্রাঞ্জলিরভ্যুবাচ।
প্রসীদ রাজন্ ক্ষম যন্ময়োক্তং
কালে ভবান্ বেৎস্যতি তন্নমস্তে ॥ ৩৯
প্রসাদ্য রাজানমমিত্রসাহং
স্থিতোঽব্রবীচ্চৈব পুনঃ প্রবীরঃ।
নেদং চিরাৎ ক্ষিপ্রমিদং ভবিষ্য-
ত্যাবর্ততেঽসাবভিযামি চৈনম্ ॥ ৪০
যাম্যেষ ভীমং সমরাৎ প্রমোক্তুং
সর্বাত্মনা সূতপুত্রঞ্চ হন্তুম্।
তব প্রিয়ার্থং মম জীবিতং হি
ব্রবীমি সত্যং তদবেহি রাজন্ ॥ ৪১
ইতি প্রযাস্যন্নুপগৃহ্য পাদৌ
সমুত্থিতো দীপ্ততেজাঃ কিরীটী।
এতচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবো ধর্মরাজো
ভ্রাতুর্বাক্যং পরুষং ফাল্গুনস্য ॥ ৪২
উত্থায় তস্মাচ্ছয়নাদুবাচ
পার্থং ততো দুঃখপরীতচেতাঃ।

অস্ত্রসকল ত্যাগ, ধনু নিম্নে স্থাপন করিয়া ও তরবারিকে দ্রুত কোষমধ্যে প্রবেশ করাইয়া লজ্জায় নতমস্তকে তাঁহাকে বলিলেন —রাজন্! আপনি প্রসন্ন হউন। আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তৎসমস্তই ক্ষমা করুন। সময় হইলে আপনি সব কিছুই বুঝিতে পারিবেন। সেইজন্য আপনাকে নমস্কার করিতেছি।। ৩৮-৩৯

এইরূপে শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করত প্রধান বীর অর্জুন দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—মহারাজ! এখন কর্ণ বধের আর বিলম্ব নাই। এই কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে। সে এই দিকেই আসিতেছে, অতএব আমি তাহাকে আক্রমণ করিব।। ৪০

রাজন্! আমি এখন ভীমসেনকে সংগ্রাম হইতে মুক্তিদান করিতে এবং সর্বপ্রকারে সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছি। আমার জীবন আপনার প্রিয় করিবারই জন্য। আমি ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি উহা অবগত হউন।। ৪১

এইভাবে যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক উদ্দীপ্ত তেজস্বী কিরীটধারী অর্জুন উত্থিত হইলেন। অন্যদিকে নিজের ভ্রাতা অর্জুনের পূর্ব্বোক্ত কঠোর

কৃতং ময়া পার্থ যথা ন সাধু
যেন প্রাপ্তং ব্যসনং বঃ সুঘোরম্ ॥ ৪৩
তস্মাচ্ছিরশ্ছিন্ধি মমেদমদ্য
কুলান্তকস্যাধমপূরুষস্য।
পাপস্য পাপব্যসনান্বিতস্য
বিমূঢ়বুদ্ধেরলসস্য ভীরোঃ ॥ ৪৪
বৃদ্ধাবমন্তুঃ পরুষস্য চৈব
কিং তে চিরং মে হ্যনুসৃত্য রূক্ষম্।
গচ্ছাম্যহং বনমেবাদ্য পাপঃ
সুখং ভবান্ বর্ততাং মদ্বিহীনঃ ॥ ৪৫
যোগ্যো রাজা ভীমসেনো মহাত্মা
ক্লীবস্য বা মম কিং রাজ্যকৃত্যম্।
ন চাপি শক্তঃ পরুষাণি সোঢ়ুং
পুনস্তবেমানি রুষান্বিতস্য ॥ ৪৬
ভীমোঽস্তু রাজা মম জীবিতেন
ন কার্য্যমদ্যাবমতস্য বীর।
ইত্যেবমুক্ত্বা সহসোৎপপাত
রাজা ততস্তচ্ছয়নং বিহায় ॥ ৪৭

বাক্য শ্রবণ করত দুঃখে ব্যাকুলচিত্ত পাণ্ডুপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া অর্জুনকে এই কথা বলিলেন।। ৪২½

কুন্তীনন্দন! অবশ্যই আমি উত্তম কর্ম করি নাই, যাহার ফলে তোমাদের উপর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে। আমি কুলান্তকারী নরাধম পাপী, পাপপূর্ণ দুর্ব্যসনে আসক্ত, অতিশয় মূঢ়বুদ্ধি, অলস ও ভীরু; এইজন্য আজ তুমি আমার এই মস্তক ছেদন কর।। ৪৩-৪৪

আমি বৃদ্ধগণের অনাদরকারী কঠোর। আমার কর্কশ বাক্যকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসরণ করিবার তোমার আবশ্যকতা কি? আমি পাপী, সুতরাং আজ আমি চলিয়া যাইতেছি। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি অবস্থান কর।। ৪৫

মহাত্মা ভীমসেন সুযোগ্য রাজা হইবে, কাপুরুষ আমার রাজ্যপরিচালনাদি কার্য্যে কি প্রয়োজন? এখন পুনরায় তোমার এই রোষ সহকারে কথিত কঠোর বাক্য সহ্য করিবার মত শক্তি আমার মধ্যে নাই।। ৪৬

বীর! ভীমসেন রাজা হউক। আজ আমি এতাদৃশ অপমানিত হইলাম যে, আমার আর জীবিত থাকিবার কোনও প্রয়োজনই নাই। এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সহসা শয্যা

ইয়েষ নির্গন্তুমথো বনায়
তং বাসুদেবঃ প্রণতোঽভ্যুবাচ ॥ ৪৮
রাজন্ বিদিতমেতদ্ বৈ যথা গাণ্ডীবধম্বনঃ।
প্রতীজ্ঞা সত্যসন্ধস্য গাণ্ডীবং প্রতি বিশ্রুতা ॥ ৪৯
ব্রূয়াদ্ য এবং গাণ্ডীবমন্যস্মৈ দেয়মিত্যুত।
বধ্যোঽস্য স পুমাঁল্লোকে ত্বয়া চোক্তোঽয়মীদৃশম্ ॥ ৫০
ততঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং তাং পার্থেন প্রতিরক্ষতা।
মচ্ছন্দাদবমানোঽয়ং কৃতস্তব মহীপতে ॥ ৫১
গুরূণামবমানো হি বধ ইত্যভিধীয়তে।
তস্মাৎ ত্বং বৈ মহাবাহো মম পার্থস্য চোভয়োঃ ৫২
ব্যতিক্রমমিমং রাজন্ সত্যসংরক্ষণং প্রতি।
শরণং ত্বাং মহারাজ প্রপন্নৌ স্ব উভাবপি ॥ ৫৩
ক্ষন্তুমর্হসি মে রাজন্ প্রণতস্যাভিযাচতঃ।
রাধেয়স্যাদ্য পাপস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥ ৫৪
সত্যং তে প্রতিজানামি হতং বিদ্ধ্যদ্য সূতজম্।
যস্যেচ্ছসি বধং তস্য গতমপ্যস্য জীবিতম্ ॥ ৫৫
ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সসম্ভ্রমং হৃষীকেশমুত্থাপ্য প্রণতং তদা ॥ ৫৬
কৃতাঞ্জলিস্ততো বাক্যমুবাচানন্তরং বচঃ।
এবমেব যথাত্থ ত্বমস্ত্যেষোঽতিক্রমো মম ॥ ৫৭
অনুনীতোঽস্মি গোবিন্দ তারিতশ্চাস্মি মাধব।
মোচিতা ব্যসনাদ্ ঘোরাদ্ বয়মদ্য ত্বয়াচ্যুত ॥ ৫৮
ভবন্তং নাথমাসাদ্য হ্যাবাং ব্যসনসাগরাৎ।
ঘোরাদদ্য সমুত্তীর্ণাবুভাবজ্ঞানমোহিতৌ ॥ ৫৯
ত্বদ্বুদ্ধিপ্লবমাসাদ্য দুঃখশোকার্ণবাদ্ বয়ম্।
সমুত্তীর্ণাঃ সহামাত্যাঃ সনাথাঃ স্ম ত্বয়াচ্যুত ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরসমাশ্বাসনে
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০

পরিত্যাগ করত তাহা হইতে নিমে নামিয়া পাড়লেন এবং বনে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্! আপনার ত' এ কথা জানা ছিল যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন গাণ্ডীব-ধনু বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখিয়াছে? তাহার এই প্রতিজ্ঞা সর্বজনবিদিত ॥ ৪৯

যে ব্যক্তি অর্জুনকে বলিবে যে, তুমি তোমার গাণ্ডীব ধনু ত্যাগ করিয়া অপরকে প্রদান কর, সেই ব্যক্তি এ-জগতে তাহার (অর্জুনের) বধ্য হইবে। আপনি আজ অর্জুনকে সেই কথা বলিয়াছেন ॥ ৫০

ভূপাল! অতএব অর্জুন নিজের সেই সত্য প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্ত আমারই আদেশানুসারে আপনার এই অপমান করিয়াছে; কারণ, গুরুজনগণকে অপমান করাই তাঁহাদের বধ বলিয়া কথিত আছে ॥ ৫১½

মহাবাহো! রাজন্! সেই হেতু আমার ও অর্জুনের উভয়েরই সত্য রক্ষার জন্ত অনুষ্ঠিত সেই অপরাধকে আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৫২½

মহারাজ! আমরা উভয়ে আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম এবং আমি প্রণত হইয়া আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আজ আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৫৩½

আজ পৃথিবী পাপী রাধাপুত্র কর্ণের রক্তপান করিবেন। আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আপনি জানিয়া রাখুন আজ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে। আপনি যাহার বধ কামনা করেন, তাহার জীবন সমাপ্তই হইয়াছে ॥ ৫৪-৫৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণত হৃষীকেশকে সবেগে উত্থাপিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৬½

গোবিন্দ! আপনি যে কথা বলিলেন, উহাই যথার্থ। প্রকৃতপক্ষে আমারই দ্বারা নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। মাধব! আপনি অনুনয় করিয়া আমার সন্তোষসাধন করিয়াছেন এবং সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। হে অচ্যুত! আজ আপনার দ্বারা আমরা ঘোর বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিলাম ॥ ৫৭-৫৮

আজ আপনাকে রক্ষকরূপে পাইয়া আমরা উভয়ে ভয়নাক সঙ্কট-সমুদ্র পার হইয়া যাইলাম। আমরা উভয়েই অজ্ঞানে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু আপনার বুদ্ধি-রূপ নৌকার আশ্রয় লাভ করত দুঃখ-শোক-রূপ সমুদ্র হইতে মন্ত্রি-বর্গের সহিত আমরা উত্তীর্ণ হইলাম। হে অচ্যুত! আমরা আপনারই দ্বারা সনাথ (রক্ষকযুক্ত) ॥ ৫৯-৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদানবিষয়ক সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায়োপদেশদানম্‌, প্রসন্নতয়া সহার্জুন-যুধিষ্ঠিরয়োর্মিলনম্‌, অর্জুনেন কর্ণবধস্য প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরস্যাশীর্ব্বাদশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ধর্মরাজস্য তচ্ছ্রুত্বা প্রীতিযুক্তং বচস্ততঃ।
পার্থং প্রোবাচ ধর্মাত্মা গোবিন্দো যদুনন্দনঃ ॥ ১

ইতি স্ম কৃষ্ণবচনাৎ প্রত্যুচ্চার্য্য যুধিষ্ঠিরম্‌।
বভূব বিমনাঃ পার্থঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বেব পাতকম্‌ ॥ ২

ততোঽব্রবীদ্‌ বাসুদেবঃ প্রহসন্নিব পাণ্ডবম্‌।
কথং নাম ভবেদেতদ্‌ যদি ত্বং পার্থ ধর্মজম্‌ ॥ ৩

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ হন্তা ধর্মে ব্যবস্থিতম্‌।
ত্বমিত্যুক্ত্বাথ রাজানমেবং কশ্মলমাবিশঃ ॥ ৪

হত্বা তু নৃপতিং পার্থ অকরিষ্যঃ কিমুত্তরম্‌।
এবং হি দুর্বিদো ধর্মো মন্দপ্রজ্ঞৈর্বিশেষতঃ ॥ ৫

স ভবান্‌ ধর্মভীরুত্বাদ্‌ ধ্রুবমৈষ্যন্মহত্তমঃ।
নরকং ঘোররূপঞ্চ ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বৈ বধাৎ ॥ ৬

স ত্বং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং রাজানং ধর্মসংহিতম্‌।
প্রসাদয় কুরুশ্রেষ্ঠমেতদত্র মতং মম ॥ ৭

প্রসাদ্য ভক্ত্যা রাজানং প্রীতে চৈব যুধিষ্ঠিরে।
প্রযাবস্ত্বরিতৌ যোদ্ধুং সূতপুত্ররথং প্রতি ॥ ৮

হত্বা তু সমরে কর্ণং ত্বমদ্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
বিপুলাং প্রীতিমাধৎস্ব ধর্মপুত্রস্য মানদ ॥ ৯

এতদত্র মহাবাহো প্রাপ্তকালং মতং মম।
এবং কৃতে কৃতং চৈব তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ১০

ততোঽর্জুনো মহারাজ লজ্জয়া বৈ সমন্বিতঃ।
ধর্মরাজস্য চরণৌ প্রপদ্য শিরসা নতঃ ॥ ১১

উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ।
ক্ষমস্ব রাজন্‌ যৎ প্রোক্তং ধর্মকামেন ভীরুণা ॥ ১২

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে উপদেশ দান, প্রসন্নতায় সহিত অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মিলন, অর্জুনকর্তৃক কর্ণবধের প্রতিজ্ঞা এবং যুধিষ্ঠিরের আশীর্ব্বাদ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা গোবিন্দ অর্জুনকে বলিলেন। ১

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কথাবশতঃ যুধিষ্ঠিরকে যে তিরস্কারপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি মনে মনে অতিশয় বিষন্ন হইয়া পড়িলেন; যেন তিনি তখন কোন পাপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। ২

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! তুমি ত' দেখিতেছি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কেবল 'তুমি' এই কথা বলিয়াই এতাদৃশ শোকমগ্ন হইয়া পড়িয়াছ। আর যদি ধর্ম্মে অবস্থিত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা বধ করিতে, তাহা হইলে তোমার অবস্থা কি হইত? ৩-৪

কুন্তীনন্দন! তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার পর কি করিতে? এইপ্রকার ধর্ম্মেরও স্বরূপ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বদা দুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ যাহারা মন্দমতি, তাহাদিগকে ত' ধর্ম্মের সূক্ষ্ম স্বরূপ বুঝানই অতিশয় কঠিন। ৫

অতএব তুমি ধর্ম্মভীরু বলিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বধ করত নিশ্চয়ই ঘোর নরকস্বরূপ মহাঅন্ধকারে (দুঃখে) নিমজ্জিত হইতে। ৬

সেইজন্য এবিষয়ে আমার এই অভিমত হইল যে, তুমি ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। ৭

ভক্তিভাবে রাজাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা কর; কারণ, যুধিষ্ঠির প্রসন্ন হইলে পরই আমরা অতিক্রুত সূতপুত্র কর্ণের রথের দিকে আক্রমণের জন্য যাইতে পারিব। ৮

মানদ! আজ তুমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করত ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের হৃদয় প্রভূত উল্লাসে পূর্ণ করিয়া দাও। ৯

মহাবাহো! আমার ত' এই সময় ইহাই করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিলে পর তোমার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করা হইয়া যাইবে। ১০

মহারাজ! তখন অর্জুন লজ্জিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চরণদ্বয় ধারণ করত মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক সেই ভরতশ্রেষ্ঠ নরপতিকে বারংবার বলিলেন,—রাজন্‌! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মপালনের ইচ্ছায় ভীত হইয়া যে সব অনুচিত বাক্য বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। ১১-১২

দৃষ্ট্বা তু পতিতং পদ্ভ্যাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনঞ্জয়মমিত্রঘ্নং রুদন্তং ভরতর্ষভ ॥ ১৩
উত্থায় ভ্রাতরং রাজা ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্।
সমাশ্লিষ্য চ সস্নেহং প্ররুরোদ মহীপতিঃ ॥ ১৪
রুদিত্বা সুচিরং কালং ভ্রাতরৌ সুমহাদ্যুতী।
কৃতশোচৌ মহারাজ প্রীতিমন্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৫
তত আশ্লিষ্য তং প্রেম্না মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পাণ্ডবঃ।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তো বিস্ময়ংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৬
অব্রবীৎ তং মহেষ্বাসং ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্।
কর্ণেন মে মহাবাহো সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ ॥ ১৭
কবচঞ্চ ধ্বজং চৈব ধনুঃ শক্তির্হয়াং শরাঃ।
শরৈঃ কৃত্তা মহেষ্বাস যতমানস্য সংযুগে ॥ ১৮
সোঽহং জ্ঞাত্বা রণে তস্য কর্ম দৃষ্ট্বা চ ফাল্গুন।
ব্যবসীদামি দুঃখেন ন চ মে জীবিতং প্রিয়ম্ ॥ ১৯
ন চেদদ্য হি তং বীরং নিহনিষ্যসি সংযুগে।
প্রাণানেব পরিত্যক্ষ্যে জীবিতার্থো হি কো মম ॥২০
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বিজয়ো ভরতর্ষভ।
সত্যেন তে শপে রাজন্ প্রসাদেন তথৈব চ।
ভীমেন চ নরশ্রেষ্ঠ যমাভ্যাঞ্চ মহীপতে ॥ ২১
যথাদ্য সমরে কর্ণং হনিষ্যামি হতোঽপি বা।
মহীতলে পতিষ্যামি সত্যেনায়ুধমালভে ॥ ২২
এবমাভাষ্য রাজানমব্রবীন্মাধবং বচঃ।
অদ্য কর্ণং রণে কৃষ্ণ সূদয়িষ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
তব বুদ্ধ্যা হি ভদ্রং তে বধস্তস্য দুরাত্মনঃ।
এবমুক্তোঽব্রবীৎ পার্থং কেশবো রাজসত্তম ॥ ২৪
শক্তোঽসি ভরতশ্রেষ্ঠ হন্তুং কর্ণং মহাবলম্।
এষ চাপি হি মে কামো নিত্যমেব মহারথ ॥ ২৫
কথং ভবান্ রণে কর্ণং নিহন্তাদিতি সত্তম।
ভূয়শ্চোবাচ মতিমান্ মাধবো ধর্মনন্দনম্ ॥ ২৬
যুধিষ্ঠিরেমং বীভৎসুং ত্বং সান্ত্বয়িতুমর্হসি।
অনুজ্ঞাতুঞ্চ কর্ণস্য বধায়াদ্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুসূদন ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে নিজের চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া স্নেহসহকারে তাঁহাকে উত্তোলিত করত আলিঙ্গন করিলেন। তারপর ভূপতি যুধিষ্ঠিরও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪

মহারাজ! এই দুই ভ্রাতা সেই সময় দীর্ঘকাল পর্যন্ত কেবল ক্রন্দন করিতেই থাকিলেন। ইহাতে উভয়েরই মনের মলিনতা পরিষ্কৃত হইল এবং দুই ভ্রাতাই প্রেমে পূর্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৫

তদনন্তর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া বারংবার হাস্য করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে অতিশয় প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করত মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬½

মহাধনুর্দ্ধর! মহাবাহো! আমি যুদ্ধেই ব্যাপৃত ছিলাম; কিন্তু কর্ণ সমগ্র সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাতেই নিজের বাণসমূহের দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, ধনু, শক্তি, অশ্ব ও বাণসকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৭-১৮

ফাল্গুন! রণাঙ্গনে তাঁহার এই কর্ম্মকে দেখিয়া ও জানিয়া আমি দুঃখে পীড়িত হইতেছি। আমার নিজের জীবনেই বা কি প্রয়োজন আছে? ১৯

যদি আজ যুদ্ধস্থলে তুমি বীর কর্ণকে বধ করিতে পার, তবে আমি নিজের প্রাণকেই পরিত্যাগ করিব। আমার জীবনেরই বা কি আবশ্যকতা আছে? ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর অর্জুন প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! মহীপাল! আমি আপনাকে সত্যের, আপনার কৃপাপূর্ণ প্রসন্নতার এবং ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া সত্যের দ্বারা স্বীয় ধনুস্পর্শ করত বলিতেছি যে, আজ আমি সমরে হয় কর্ণকে বধ করিব অথবা স্বয়ংই নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইব ॥ ২১-২২

রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে কৃষ্ণ! আজ আমি রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩

আপনার কল্যাণ হউক। আপনার বুদ্ধিতেই সেই দুরাত্মা কর্ণের বধ হইবে। নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাবল কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ। সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথী বীর! আমার মনে সর্ব্বদা এই অভিলাষই বিদ্যমান আছে যে, তুমি রণাঙ্গনে কর্ণকে কি-ভাবে বধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৫½

পুনরায় বুদ্ধিমান্ ভগবান্ মাধব ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন—মহারাজ! আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনা এবং দুরাত্মা কর্ণকে বধ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭

শ্রুত্বা ত্বহময়ং চৈব ত্বাং কর্ণশরপীড়িতম্।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুমায়াতাবিহাবাং পাণ্ডুনন্দন ॥ ২৮
দিষ্ট্যাসি রাজন্ ন হতো দিষ্ট্যা ন গ্রহণং গতঃ।
পরিসান্ত্বয় বীভৎসুং জয়মাশাধি চানঘ ॥ ২৯
যুধিষ্ঠির উবাচ।
এহ্যেহি পার্থ বীভৎসো মাং পরিষ্বজ পাণ্ডব।
বক্তব্যমুক্তোঽস্মি হিতং ত্বয়া ক্ষান্তঞ্চ তন্ময়া ॥ ৩০
অহং ত্বামনুজানামি জহি কর্ণং ধনঞ্জয়।
মন্যুঞ্চ মা কৃথাঃ পার্থ যন্ময়োক্তোঽসি দারুণম্ ॥ ৩১
সঞ্জয় উবাচ।
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ শিরসা প্রণতস্তদা।
পাদৌ জগ্রাহ পাণিভ্যাং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য মারিষ ॥ ৩২
তমুত্থাপ্য ততো রাজা পরিষ্বজ্য চ পীড়িতম্।
মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় চৈবৈনমিদং পুনরুবাচ হ ॥ ৩৩
ধনঞ্জয় মহাবাহো মানিতোঽস্মি দৃঢ়ং ত্বয়া।
মাহাত্ম্যং বিজয়ং চৈব ভূয়ঃ প্রাপ্নুহি শাশ্বতম্ ॥ ৩৪
অর্জুন উবাচ।
অদ্য তং পাপকর্মাণং সানুবন্ধং রণে শরৈঃ।
নয়াম্যন্তং সমাসাদ্য রাধেয়ং বলগর্বিতম্ ॥ ৩৫
যেন ত্বং পীড়িতো বাণৈর্দৃঢ়মায়ম্য কার্মুকম্।
তস্যাদ্য কর্মণঃ কর্ণঃ ফলমাপ্স্যতি দারুণম্ ॥ ৩৬
অদ্য ত্বামনুপশ্যামি কর্ণং হত্বা মহীপতে।
সভাজয়িতুমাক্রন্দাদিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৩৭
নাহত্বা বিনিবর্তিষ্যে কর্ণমদ্য রণাজিরাৎ।
ইতি সত্যেন তে পাদৌ স্পৃশামি জগতীপতে ॥ ৩৮
সঞ্জয় উবাচ।
ইতি ব্রুবাণং সুমনাঃ কিরীটিনং
যুধিষ্ঠিরং প্রাহ বচো বৃহত্তরম্।
যশোঽক্ষয়ং জীবিতমীপ্সিতং তে
জয়ং সদা বীর্য্যমরিক্ষয়ং তদা ॥ ৩৯

পাণ্ডুনন্দন রাজন্! আপনি কর্ণের বাণসমূহে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহা শুনিয়া আমি ও অর্জুন আমরা উভয়ে আপনার সংবাদ জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলাম ॥ ২৮

নিষ্পাপ নরেশ! সৌভাগ্যের কথা এই যে, আপনি কর্ণ কর্তৃক নিহত এবং গৃহীতও হন নাই। এখন আপনি অর্জুনকে সান্ত্বনাদান করুন ও জয়লাভের জন্য ইঁহাকে আশীর্বাদ প্রদান করুন ॥ ২৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! বীভৎসো! এস, এস। পাণ্ডুকুমার! আমাকে আলিঙ্গন কর। তুমি ত' আমার প্রতি যোগ্য ও হিতকর বাক্যই বলিয়াছ এবং তাহার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমাও করিয়াছি ॥ ৩০

ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে আজ্ঞাদান করিতেছি, তুমি কর্ণকে বধ কর। পার্থ! আমি যে তোমাকে কঠোর বাক্য বলিয়াছি, তাহার জন্য তুমি খেদ করিও না ॥ ৩১

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় নরেশ! তখন ধনঞ্জয় মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং দুই হাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের চরণযুগল ধারণ করিলেন ॥ ৩২

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অতিশয় ব্যথিত অর্জুনকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করত পুনরায় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৩

মহাবাহু ধনঞ্জয়! তুমি আমার অতিশয় সম্মান করিয়াছ, অতএব তোমার মহিমা বর্দ্ধিত হউক এবং পুনরায় তুমি সনাতন বিজয় লাভ কর ॥ ৩৪

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! আজ আমি নিজের বলে গর্ব্বিত সেই পাপাচারী রাধাপুত্র কর্ণকে রণাঙ্গনে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনুগামিগণের সহিত মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৩৫

রাজন্! যে নিজের ধনু দৃঢ়তার সহিত আকর্ষণ পূর্ব্বক বাণসমূহের দ্বারা আপনাকে পীড়িত করিয়াছে, সেই কর্ণ আজ তাহার পাপ-কর্ম্মের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ফল লাভ করিবে ॥ ৩৬

ভূপাল! আজ আমি কর্ণকে বধ করিয়াই আপনাকে দর্শন করিব এবং যুদ্ধস্থল হইতে আপনাকে অভিনন্দন করিবার জন্যই আসিব। ইহা আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩৭

ভূপতে! আজ আমি কর্ণকে বিনাশ না করিয়া রণাঙ্গন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব না। এই সত্য করিয়া আমি আপনার চরণ-যুগল স্পর্শ করিতেছি ॥ ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই রূপ বাক্যভাষী কিরীটধারী অর্জুনকে যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্ত হইয়া এই মহত্ত্বপূর্ণ কথা বলিলেন—বীর! তোমার অক্ষয় যশ, পূর্ণ আয়ু, মনোবাঞ্ছিত কামনা, বিজয় এবং শত্রুনাশক পরাক্রম—এই সমস্ত সদা প্রাপ্তি হউক ॥ ৩৯

প্রযাহি বৃদ্ধিঞ্চ দিশন্তু দেবতা
যথাহমিচ্ছামি তবাস্তু তৎ তথা।
প্রযাহি শীঘ্রং জহি কর্ণমাহবে
পুরন্দরো বৃত্রমিবাত্মবৃদ্ধয়ে ॥ ৪০

যাও, দেবগণ তোমাকে অভ্যুদয়দান করুন। আমি তোমার জন্য যাহা কিছু কামনা করিতেছি, সেই সমস্তই তুমি লাভ কর। যুদ্ধস্থলে প্রস্থান কর এবং শীঘ্র কর্ণকে সেই ভাবে বধ কর, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নিজেরই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অর্জুনপ্রতিজ্ঞায়ামেকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অর্জুনের প্রতিজ্ঞাবিষয়ক একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়ো রণযাত্রা, মার্গমধ্যে শুভ-নিমিত্তানাং দর্শনম্, শ্রীকৃষ্ণেনার্জুনায়োৎসাহদানঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

প্রসাদ্য ধর্মরাজানং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
পার্থঃ প্রোবাচ গোবিন্দং সূতপুত্রবধোদ্যতঃ ॥ ১
কল্প্যতাং মে রথো ভূয়ো যুজ্যন্তাঞ্চ হয়োত্তমাঃ
আয়ুধানি চ সর্বাণি সজ্জন্তাং মে মহারণে ॥ ২
উপাবৃত্তাশ্চ তুরগাঃ শিক্ষিতাশ্চাশ্বসাদিভিঃ।
রথোপকরণৈঃ সজ্জা উপায়ান্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৩
প্রযাহি শীঘ্রং গোবিন্দ সূতপুত্রজিঘাংসয়া।
এবমুক্তো মহারাজ ফাল্গুনেন মহাত্মনা ॥ ৪
উবাচ দারুকং কৃষ্ণঃ কুরু সর্বং যথাব্রবীৎ।
অর্জুনো ভরতশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৫
আজ্ঞপ্তস্ত্বথ কৃষ্ণেন দারুকো রাজসত্তম।
যোজয়ামাস স রথং বৈয়াঘ্রং শত্রুতাপনম্ ॥ ৬
সজ্জং নিবেদয়ামাস পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
যুক্তং তু তং রথং দৃষ্ট্বা দারুকেণ মহাত্মনা ॥ ৭
আপৃচ্ছ্য ধর্মরাজানং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ।
সুমঙ্গলস্বস্ত্যয়নমারুরোহ রথোত্তমম্ ॥ ৮
তস্য রাজা মহাপ্রাজ্ঞো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
আশিষোঽযুঙ্ক্ত স ততঃ প্রায়াৎ কর্ণরথং প্রতি ॥ ৯

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রণযাত্রা, পথিমধ্যে শুভ নিমিত্তসকল দর্শন এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করত অর্জুন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া প্রসন্নচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

গোবিন্দ! আমার রথ সজ্জিত করুন। তাহাতে পুনরায় উত্তম অশ্বগণকে যোজনা করুন এবং আমার এই বিশাল রথে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রসকল সজ্জিত করিয়া রাখুন। অশ্বারোহীদিগের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং প্রত্যাগত অশ্বগণ রথসম্বন্ধীয় দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত হইয়া অতি সত্বর এখানে আনীত হউক ও আপনি সূতপুত্র কর্ণের বধের জন্য দ্রুত এস্থান হইতে গমন করুন ॥ ২-৩½

মহারাজ! মহাত্মা অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুককে বলিলেন,—সারথে! সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরতভূষণ অর্জুন যাহা যাহা বলিল, তুমি তদনুসারে সব কিছুই প্রস্তুত করিয়া রাখ ॥ ৪-৫

নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ দান করিলে পর দারুক ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত এবং শত্রুতাপন রথকে যোজিত করিলেন। তারপর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেন—আপনার রথকে দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করা হইয়াছে ॥ ৬½

মহাত্মা দারুক কর্তৃক যোজিত সেই রথকে দেখিয়া অর্জুন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া কল্যাণের আশ্রয়স্বরূপ সেই পরম মঙ্গলময় উত্তম রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৭-৮

সেই পরম জ্ঞানী ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর তিনি কর্ণের রথের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৯

তমায়ান্তং মহেষ্বাসং দৃষ্ট্বা ভূতানি ভারত।
নিহতং মেনিরে কর্ণং পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ১০

বভূবুর্বিমলাঃ সর্বা দিশো রাজন্ সমন্ততঃ।
চাষাশ্চ শতপত্রাশ্চ ক্রৌঞ্চাশ্চৈব জনেশ্বর ॥ ১১

প্রদক্ষিণমকুর্বন্ত তদা বৈ পাণ্ডুনন্দনম্।
বহবঃ পক্ষিণো রাজন্ পুন্নামানঃ শুভাঃ শিবাঃ ॥ ১২

ত্বরয়ন্তোঽর্জুনং যুদ্ধে হৃষ্টরূপা ববাশিরে।
কঙ্কা গৃধ্রা বকাঃ শ্যেনা বায়সাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ১৩

অগ্রতস্তস্য গচ্ছন্তি মাংসহেতোর্ভয়ানকাঃ।
নিমিত্তানি চ ধন্যানি পাণ্ডবস্য শশংসিরে ॥ ১৪

বিনাশমরি-সৈন্যানাং কর্ণস্য চ বধং প্রতি।
প্রয়াতস্যাথ পার্থস্য মহান্ স্বেদো ব্যজায়ত ॥ ১৫

চিন্তা চ বিপুলা জজ্ঞে কথং চেদং ভবিষ্যতি।
ততো গাণ্ডীবধন্বানমব্রবীন্মধুসূদনঃ ॥ ১৬

দৃষ্ট্বা পার্থং তথা যান্তং চিন্তাপরিগতং তদা।

বাসুদেব উবাচ।

গাণ্ডীবধন্বন্ সংগ্রামে যে ত্বয়া ধনুষা জিতাঃ ॥ ১৭

ন তেষাং মানুষো জেতা ত্বদন্য ইহ বিদ্যতে।
দৃষ্টা হি বহবঃ শূরাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ ॥ ১৮

ত্বাং প্রাপ্য সমরে শূরং তে গতাঃ পরমাং গতিম্।
কো হি দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ ভগদত্তঞ্চ মারিষ ॥ ১৯

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্।
শ্রুতায়ুষং মহাবীর্য্যমচ্যুতায়ুষমেব চ।
প্রত্যুদ্গম্য ভবেৎ ক্ষেমী যো ন স্যাৎ ত্বমিব প্রভো ॥২০

তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি লাঘবং বলমেব চ।
অসম্মোহশ্চ যুদ্ধেষু বিজ্ঞানস্য চ সন্ততিঃ ॥ ২১

বেধঃ পাতশ্চ লক্ষ্যেষু যোগশ্চৈব তথার্জুন।
ভবান্ দেবান্ সগন্ধর্বান্ হন্যাৎ সহচরাচরান্ ॥ ২২

পৃথিব্যাং তু রণে পার্থ ন যোদ্ধা ত্বৎসমঃ পুমান্।
ধনুর্গ্রাহা হি যে কেচিৎ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥২৩

ভারত! মহাধনুর্দ্ধর অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের এই বিশ্বাস উপস্থিত হইল যে, এখন কর্ণ মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের দ্বারা নিহত হইবেন ॥ ১০

রাজন্! সমস্ত দিক্‌সমূহ নির্ম্মল হইয়া উঠিল। জনেশ্বর! নীলকণ্ঠ, সারস ও ক্রৌঞ্চ পক্ষীরা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগিল ॥ ১১½

রাজন্! শুভকারক ও মঙ্গলদায়ক বহুসংখ্যক পুরুষ-পক্ষী অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য যেন ত্বরান্বিত করিতে করিতে হর্ষের সহিত কূজন করিতে থাকিল ॥ ১২½

প্রজানাথ! কঙ্ক, গৃধ্র, বক, বাজপাখী এবং কাক প্রভৃতি ভয়ানক পক্ষিগণ মাংসের জন্য তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল ॥ ১৩½

এইরূপ বহুসংখ্যক শুভ নিমিত্তসকল পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের শত্রুগণের বিনাশ এবং কর্ণের বধ সূচনা করিতেছিল ॥১৪

যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলে পর কুন্তীনন্দন অর্জুনের দেহে তীব্রবেগে ঘর্ম্ম উত্থিত হইতে লাগিল এবং তিনি মনে মনে গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কিরূপে এই সব সম্পন্ন হইবে? ১৫½

রথে উপবেশন করত চলিবার সময় গাণ্ডীবধারী অর্জুনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৬½

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গাণ্ডীবধারী অর্জুন! তুমি স্বীয় ধনুর দ্বারা যে যে বীরগণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলে, তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ তুমি ব্যতীত আর অন্য কেহই ছিল না ॥ ১৭½

আমি দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক শৌর্য্যসম্পন্ন বীরগণ সমরাঙ্গণে তোমার ন্যায় বীর যোদ্ধার নিকট আসিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৮½

প্রভো! আর্য্য! তোমার ন্যায় বীর না হইলে পর কোন্ যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, ভগদত্ত, অবন্তীদেশের দুই রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মহাপরাক্রমশালী শ্রুতায়ু, এবং অচ্যুতায়ুর সম্মুখীন হইয়া কুশলের সহিত অবস্থান করিতে পারে? ১৯-২০

তোমার নিকট দিব্য অস্ত্রসকল, তোমার যুদ্ধনৈপুণ্য, বল, যুদ্ধের সময় বিভ্রান্ত না হওয়া, অস্ত্রসকলের বিস্তৃত জ্ঞান এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে ও ভূপাতিত করিতে তুমি সর্ব্বতোভাবে পটু। অর্জুন! যুদ্ধের সময় লক্ষ্য-ভেদে তোমার চিত্তের একাগ্রতা বিদ্যমান থাকে। গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবতাবৃন্দ ও ও চরাচর প্রাণিবৃন্দকে তুমি একসঙ্গেই সংহার করিতে পার ॥ ২১-২২

কুন্তীনন্দন! এই ভূতলে অপর কোন ব্যক্তিই তোমার ন্যায় যোদ্ধা নহে। এই ভূতলে হইতে দেবলোক পর্য্যন্ত ধনুর্দ্ধারী যে সমস্ত রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় আছে, তাহাদের মধ্যে

ত্বা দেবাৎ ত্বৎসমং তেষাং ন পশ্যামি শৃণোমি চ।
ব্রহ্মণা চ প্রজাঃ সৃষ্টা গাণ্ডীবঞ্চ মহদ্ ধনুঃ॥ ২৪
যেন ত্বং যুধ্যসে পার্থ তস্মান্নাস্তি ত্বয়া সমঃ।
অবশ্যন্তু ময়া বাচ্যং যৎ পথ্যং তব পাণ্ডব॥ ২৫
মাবমংস্থা মহাবাহো কর্ণমাহবশোভিনম্।
কর্ণো হি বলবান্ দৃপ্তঃ কৃতাস্ত্রশ্চ মহারথঃ॥ ২৬
কৃতী চ চিত্রযোধী চ দেশে কালস্য কোবিদঃ।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সংক্ষেপাচ্ছৃণু পাণ্ডব॥ ২৭
ত্বৎসমং ত্বদ্বিশিষ্টং বা কর্ণং মন্যে মহারথম্।
পরমং যত্নমাস্থায় ত্বয়া বধ্যো মহাহবে॥ ২৮
তেজসা বহ্নিসদৃশো বায়ুবেগসমো জবে।
অন্তকপ্রতিমঃ ক্রোধে সিংহসংহননো বলী॥ ২৯
অষ্টরত্নির্মহাবাহুর্ব্যূঢোরস্কঃ সুদুর্জয়ঃ।
অভিমানী চ শূরশ্চ প্রবীরঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩০
সর্বযোধগুণৈর্যুক্তো মিত্রাণামভয়ঙ্করঃ।
সততং পাণ্ডবদ্বেষী ধার্তরাষ্ট্রহিতে রতঃ॥ ৩১
সর্বৈরবধ্যো রাধেয়ো দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
ঋতে ত্বামিতি মে বুদ্ধিস্তদদ্য জহি সূতজম্॥ ৩২
দেবৈরপি হি সংযত্তৈর্বিভ্রদ্ভির্মাংসশোণিতম্।
অশক্যঃ স রথো জেতুং সর্বৈরপি যুযুৎসুভিঃ॥ ৩৩
দুরাত্মানং পাপবৃত্তং নৃশংসং
দুষ্টপ্রজ্ঞং পাণ্ডবেয়েষু নিত্যম্।
হীনস্বার্থং পাণ্ডবেয়ৈর্বিরোধে
হত্বা কর্ণং নিশ্চিতার্থো ভবাদ্য॥ ৩৪
তং সূতপুত্রং রথিনাং বরিষ্ঠং
নিষ্কালিকং কালবশং নয়াদ্য।
তং সূতপুত্রং রথিনাং বরিষ্ঠং
হত্বা প্রীতিং ধর্মরাজে কুরুষ্ব॥ ৩৫

কাহাকেও ত' আমি তোমার ন্যায় বীর দেখি না এবং শ্রবণও করি নাই॥ ২৩½

পার্থ! ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই এই বিশাল গাণ্ডীব ধনুকেও নির্মাণ করিয়াছেন; যাহার দ্বারা তুমি যুদ্ধ করিতেছ। অতএব তোমার সমান কোন যোদ্ধাই নাই॥ ২৪½

পাণ্ডুনন্দন! তথাপি তোমার পক্ষে যাহা হিতকর হইবে; এরূপ পরামর্শ তোমাকে দেওয়া আবশ্যক বলিয়া আমি মনে করি। মহাবাহো! সংগ্রামে সুশোভিত কর্ণকে তুমি অবহেলা করিও না॥ ২৫½

কারণ, কর্ণ বলবান্, অভিমানী, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মহারথী, যুদ্ধকুশল, বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান আছে॥ ২৬½

পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আর কি লাভ হইবে, সংক্ষেপেই তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। আমি মহারথী কর্ণকে তোমার সমান অথবা তোমা অপেক্ষা অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া মনে করি। অতএব এই মহাসমরে বিশেষ যত্ন সহকারে তুমি তাহাকে বধ করিবে॥ ২৭-২৮

কর্ণ তেজে অগ্নিসদৃশ, বেগে বায়ুতুল্য, ক্রোধে যমরাজসম, সিংহতুল্যদেহের সুদৃঢ় গঠনপ্রণালী যুক্ত ও বলবান্॥ ২৯

তাহার শরীরের উচ্চতা আট রত্নি (একশত আটষট্টি অঙ্গুলী)। তাহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ এবং বক্ষঃস্থল বিশাল। তাহাকে জয় করা অতিশয় কঠিন। সে অভিমানী, শৌর্য্যশালী, প্রধান বীর ও প্রিয়দর্শন॥ ৩০

তাহার মধ্যে যোদ্ধার সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। স্বীয় মিত্রগণের অভয়দাতা, দুর্য্যোধনের হিতে নিরত এবং পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাকে॥ ৩১

আমার ত' এই অভিমত যে, রাধাপুত্র কর্ণ তুমি ব্যতীত ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অবধ্য, অতএব তুমি আজ সূতপুত্র কর্ণকে বধ কর॥ ৩২

সম্পূর্ণ দেবমণ্ডলীও যদি রক্তমাংসযুক্ত শরীর ধারণ করত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া জয়লাভের জন্য যত্ন করিতে করিতে রণাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হন, তথাপি তাঁহাদের পক্ষেও রথ সহ কর্ণকে জয় করা অসম্ভব॥ ৩৩

অতএব আজ তুমি দুরাত্মা, পাপাচারী, ক্রূর, পাণ্ডবগণের প্রতি সদা দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত এবং কোন স্বার্থের প্রত্যাশা না করিয়াই পাণ্ডবদের সহিত বিরোধিতা করিতে আসক্ত কর্ণকে বধ করত সফল মনোরথ হও॥ ৩৪

রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ নিজেকে কালের বশীভূত বলিয়া মনে করে না। তুমি তাহাকে আজই কালের অধীন করিয়া দাও। রথিসকলের মধ্যে প্রধান সূতপুত্র কর্ণকে সংহার করিয়া তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর॥ ৩৫

জানামি তে পার্থ বীর্য্যং যথাবদ্
দুর্ব্বারণীয়ঞ্চ সুরাসুরৈশ্চ।
সদাবজানাতি হি পাণ্ডুপুত্রা-
নসৌ দর্পাৎ সূতপুত্রো দুরাত্মা ॥ ৩৬
আত্মানং মন্যতে বীরং যেন পাপঃ সুযোধনঃ।
তমদ্য মূলং পাপানাং জহি সৌতিং ধনঞ্জয় ॥ ৩৭
খড়্গজিহ্বং ধনুরাস্যং শরদংষ্ট্রং তরস্বিনম্।
দৃপ্তং পুরুষশার্দ্দূলং জহি কর্ণং ধনঞ্জয় ॥ ৩৮

পার্থ! আমি তোমার সেই বল পরাক্রমকে ভালভাবেই জানি, যাহাকে নিবারণ করা দেবতা ও অসুরগণের পক্ষেও কঠিন। দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ সদর্পে আসিয়া সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগকে অপমান করিয়া থাকে। ৩৬

ধনঞ্জয়! যাহার দ্বারা পাপী দুর্য্যোধন নিজেকে বীর বলিয়া মনে করে, সেই সূতপুত্র কর্ণই সমস্ত পাপের মূল; সুতরাং আজ তুমি তাহাকে বিনাশ কর। ৩৭

অর্জ্জুন! কর্ণ পুরুষগণমধ্যে সিংহতুল্য, তরবারি হইল তাহার জিহ্বা, ধনু তাহার বিস্তৃত মুখ, বাণ তাহার দন্ত; সে অত্যন্ত বেগশালী ও অভিমানী। তুমি তাহাকে বধ কর॥ ৩৮

অহং ত্বামনুজানামি বীর্য্যেণ চ বলেন চ।
জহি কর্ণং রণে শূর মাতঙ্গমিব কেশরী ॥ ৩৯
তস্য বীর্য্যেণ বীর্য্যং তে ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽবমন্যতে।
তমদ্য পার্থ সংগ্রামে কর্ণং বৈকর্ত্তনং জহি ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২

যেরূপ সিংহ মদমত্ত হস্তীকে বধ করে, সেইরূপ তুমিও নিজের বল-পরাক্রমে রণাঙ্গনে বীরবর কর্ণকে বিনাশ কর। ইহার জন্য আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি। ৩৯

পার্থ! যাহার বলে দুর্য্যোধন তোমার বল পরাক্রমকে অবহেলা করিয়া থাকে, সেই সূর্য্যনন্দন কর্ণকে আজ তুমি যুদ্ধে সংহার কর॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(ভীষ্ম-দ্রোণাচার্য্যয়োঃ পরাক্রমং বর্ণয়তা শ্রীকৃষ্ণেনার্জ্জুনবলং প্রশস্য কর্ণ-দুর্য্যোধনয়োরন্যায়মুল্লিখ্য কর্ণং হন্তুং পার্থায়োত্তেজনাপ্রদানম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ পুনরমেয়াত্মা কেশবোঽর্জ্জুনমব্রবীৎ।
কৃতসঙ্কল্পমায়ান্তং বধে কর্ণস্য ভারত ॥ ১
অদ্য সপ্তদশাহানি বর্ত্তমানস্য ভারত।
বিনাশস্যাতিঘোরস্য নর-বারণ-বাজিনাম্ ॥ ২
ভূত্বা হি বিপুলা সেনা তাবকানাং পরৈঃ সহ।
অন্যোন্যং সমরং প্রাপ্য কিঞ্চিচ্ছেষা বিশাম্পতে ॥৩
ভূত্বা বৈ কৌরবাঃ পার্থ প্রভূতগজ-বাজিনঃ।
ত্বাং বৈ শত্রুং সমাসাদ্য বিনষ্টা রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের পরাক্রম বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বলের প্রশংসা পূর্ব্বক কর্ণ এবং দুর্য্যোধনের অন্যায়ের কথা উল্লেখ করত কর্ণকে বধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উত্তেজনাপ্রদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! তদনন্তর কর্ণকে বধ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া গমনকারী অর্জ্জুনকে অমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন। ১

ভারত! মনুষ্য, হস্তী ও অশ্বগণের এই যে ভয়ঙ্কর বিনাশ সাধন হইতেছে, আজ তাহার সতের দিন হইতে চলিল। ২

প্রজানাথ! শত্রুগণের সহিত তোমাদের নিকটেও বিশাল সৈন্যবাহিনী উপস্থিত ছিল; কিন্তু পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। ৩

পার্থ! কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারা বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু তোমার ন্যায় বীর শত্রুকে সম্মুখে পাইয়া রণাগ্রভাগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪

এতে তে পৃথিবীপালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ সমাগতাঃ।
ত্বাং সমাসাদ্য দুর্ধর্ষং পাণ্ডবাশ্চ ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫
পাঞ্চালৈঃ পাণ্ডবৈর্মৎস্যৈঃ কারূষৈশ্চেদিভিঃ সহ।
ত্বয়া গুপ্তৈরমিত্রঘ্নৈঃ কৃতঃ শত্রুগণক্ষয়ঃ ॥ ৬
কো হি শক্তো রণে জেতুং কৌরবাংস্তাত সংযুগে।
অন্যত্র পাণ্ডবান্ যুদ্ধে ত্বয়া গুপ্তান্ মহারথান্ ॥ ৭
শক্তস্ত্বং হি রণে জেতুং সসুরাসুর-মানুষান্।
ত্রীল্লোঁকান্ সমরে যুক্তান্ কিং পুনঃ কৌরবং বলম্ ॥৮
ভগদত্তঞ্চ রাজানং কোঽন্যঃ শক্তস্ত্বয়া বিনা।
জেতুং পুরুষশার্দুল যোঽপি স্যাদ্ বাসবোপমঃ ॥ ৯
তথেমাং বিপুলাং সেনাং গুপ্তাং পার্থ ত্বয়ানঘ।
ন শেকুঃ পার্থিবাঃ সর্বে চক্ষুভিরপি বীক্ষিতুম্ ॥ ১০
তথৈব সততং পার্থ রক্ষিতাভ্যাং ত্বয়া রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিভ্যাং ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ ॥ ১১

কো হি শক্তো রণে পার্থ ভারতানাং মহারথৌ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ যুধা জেতুং শক্রতুল্যপরাক্রমৌ ॥ ১২
কো হি শান্তনবং ভীষ্মং দ্রোণং বৈকর্তনং কৃপম্।
দ্রৌণিঞ্চ সৌমদত্তিঞ্চ কৃতবর্মাণমেব চ ॥ ১৩
সৈন্ধবং মদ্ররাজানং রাজানঞ্চ সুযোধনম্।
বীরান্ কৃতাস্ত্রান্ সমরে সর্বানেবানিবর্তিনঃ ॥ ১৪
অক্ষৌহিণীপতীনুগ্রান্ সংহতান্ যুদ্ধদুর্মদান্।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র জেতুং শক্তঃ পুমানিহ ॥ ১৫
শ্রেণ্যশ্চ বহুলাঃ ক্ষীণাঃ প্রদীর্ণাশ্ব-রথ-দ্বিপাঃ।
নানাজনপদাশ্চোগ্রাঃ ক্ষত্রিয়াণামমর্ষিণাম্ ॥ ১৬
গোবাস-দাসমীয়ানাং বসাতীনাঞ্চ ভারত।
প্রাচ্যানাং বাটধানানাং ভোজানাং চাভিমানিনাম্ ॥১৭
উদীর্ণাশ্বগজা সেনা সর্বক্ষত্রস্য ভারত।
ত্বাং সমাসাদ্য নিধনং গতা ভীমঞ্চ ভারত ॥ ১৮

তুমি শত্রুগণের পক্ষে দুর্জয়, তোমারই আশ্রয়ে থাকিয়া এই তোমার পক্ষের ভূপতিগণ, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে যথাযথরূপে সন্নিবেশিত আছে ॥ ৫

তোমার দ্বারা সুরক্ষিত এই পাণ্ডব, পাঞ্চাল, মৎস্য, করূষ ও চেদিদেশীয় শত্রুনাশক বীরগণ শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ৬

তাত! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডব মহারথীরা ব্যতীত অন্য কোন্ নরপতি যুদ্ধে কৌরব-সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে পারে? ৭

তুমি ত' যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া সমবেত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত ত্রিলোককেই রণাঙ্গনে জয় করিতে সমর্থ; সুতরাং এ স্থলে কৌরব-সৈন্যদের কথা আর কি বলিবার আছে? ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ব্যতীত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কোন ব্যক্তি যুদ্ধে বীর রাজা ভগদত্তকে জয় করিতে সমর্থ হইত? ৯

নিষ্পাপ কুন্তীনন্দন! তুমি যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছ, সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর দিকে সমস্ত ভূপতিগণও দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ১০

পার্থ! এইরূপে রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিয়াই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্মকে নিহত করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে ॥ ১১

কুন্তীনন্দন! ভরতবংশীয় সৈন্যবাহিনীর দুই মহারথী বীর ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধ করিবার সময় কোন্ যোদ্ধা জয় করিতে পারিত? ১২

নরশ্রেষ্ঠ! অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি, বীর, অস্ত্রজ্ঞ, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, সংগঠিত, রণোন্মত্ত এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা দুর্য্যোধনের ন্যায় মহারথী বীরবৃন্দকে এ জগতে তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন্ যোদ্ধা জয় করিতে সমর্থ হইত? ১৩-১৫

অমর্ষপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের বহুসংখ্যক সৈন্যদল ছিল, যাহারা অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং জনপদবাসী ছিল। তাহারা সকলেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তিগণও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৬

হে ভারত! গোবাস, দাসমীয়, বসাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও ভোজদেশবাসী অভিমানী বীরগণ এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় সৈন্যবাহিনী, যে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উদ্ধত অশ্ব ও উন্মত্ত হস্তীর সংখ্যাই অধিক ছিল; ইহারা সকলে তোমার এবং ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১৭-১৮

উগ্রাশ্চ ভীমকর্মাণস্তুখারা যবনাঃ খশাঃ।
দার্বাভিসারা দরদাঃ শকা মাঠর-তঙ্গণাঃ॥ ১৯
আন্ধ্রকাশ্চ পুলিন্দাশ্চ কিরাতাশ্চোগ্রবিক্রমাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পর্বতীয়াশ্চ সাগরানূপবাসিনঃ॥ ২০
সংরম্ভিণো যুদ্ধশৌণ্ডা বলিনো দণ্ডপাণয়ঃ।
এতে সুযোধনস্যার্থে সংরব্ধাঃ কুরুভিঃ সহ॥ ২১
ন শক্যা যুধি নির্জেতুং ত্বদন্যেন পরন্তপ।
ধার্তরাষ্ট্রমুদগ্রং হি ব্যূঢ়ং দৃষ্ট্বা মহদ্ বলম্॥ ২২
যদি ত্বং ন ভবেস্ত্রাতা প্রতীয়াৎ কো নু মানবঃ।
তৎ সাগরমিবোদ্ধূতং রজসা সংবৃতং বলম্॥ ২৩
বিদার্য্য পাণ্ডবৈঃ ক্রুদ্ধৈস্ত্বয়া গুপ্তৈর্হতং বিভো।
মগধানামধিপতির্জয়ৎসেনো মহাবলঃ॥ ২৪
অদ্য সপ্তৈব চাহানি হতঃ সংখ্যেঽভিমন্যুনা।
ততো দশ সহস্রাণি গজানাং ভীমকর্মণাম্॥ ২৫
জঘান গদয়া ভীমস্তস্য রাজ্ঞঃ পরিচ্ছদম্।
ততোঽন্যেঽভিহতা নাগা রথাশ্চ শতশো বলাৎ॥ ২৬
তদেবং সমরে পার্থ বর্তমানে মহাভয়ে।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ত্বাঞ্চ পাণ্ডব-কৌরবাঃ॥ ২৭
সবাজি-রথ-মাতঙ্গা মৃত্যুলোকমিতো গতাঃ।
তথা সেনামুখে তত্র নিহতে পার্থ পাণ্ডবৈঃ॥ ২৮
ভীষ্মঃ প্রাসৃজদুগ্রাণি শরজালানি মারিষ।
স চেদি-কাশি-পাঞ্চালান্ করূষান্ মৎস্য-কেকয়ান্॥ ২৯
শরৈঃ প্রচ্ছাদ্য নিধনমনয়ৎ পরমাস্ত্রবিৎ।
তস্য চাপচ্যুতৈর্বাণৈঃ পরদেহবিদারণৈঃ॥ ৩০
পূর্ণমাকাশমভবদ্ রুক্মপুঙ্খৈরজিহ্মগৈঃ।
হস্যাদ্ রথসহস্রাণি একৈকেনৈব মুষ্টিনা॥ ৩১
লক্ষং নরদ্বিপান্ হত্বা সমেতান্ সমহাবলান্।
গত্যা দশম্যা তে গত্বা জঘ্নুর্বাজি-রথ-দ্বিপান্॥ ৩২

উগ্রস্বভাব, ভীষণ পরাক্রমশালী এবং ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী তুষার, যবন, খশ, দার্বাভিসার, দরদ, শক, মাঠর, তঙ্গণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বতীয় এবং সমুদ্রতটবর্ত্তী যোদ্ধারা যুদ্ধনিপুণ, রোষাবেগযুক্ত, বলবান্ এবং দণ্ডপাণি ছিল; ইহারা ক্রুদ্ধ কৌরব-সৈন্যদের সহিত দুর্য্যোধনের সহায়তার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। শত্রুতাপন বীর! তুমি ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধা ইহাকে জয় করিতে সমর্থ হইত? ১৯-২১½

যদি তুমি রক্ষক না হইতে, তবে ব্যূহাকারে সন্নিবেশিত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রচণ্ড ও বিশাল সৈন্যদিগকে সম্মুখে দেখিয়া কোন্ যোদ্ধারা তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারিত? ২২½

প্রভাবশালী অর্জুন! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়াই ক্রুদ্ধ পাণ্ডব-যোদ্ধারা ধূলিতে আচ্ছাদিত ও সমুদ্রসদৃশ উদ্বেলিত কৌরবসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করত বিনাশ করিয়াছে॥ ২৩½

আজ মাত্র সাতদিনই হইয়াছে, অভিমন্যু মগধদেশের রাজা মহাবল জয়ৎসেনকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে। ২৪½

তারপর ভীমসেন রাজা জয়ৎসেনের ভয়ানককর্ম্মকারী দশ হাজার হাতীকে, যাহারা তাঁহাকে সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল, গদার আঘাতে নষ্ট করিয়া দিলেন। তদনন্তর আরও বহুসংখ্যক হাতী ও শত শত রথকে ভীমসেন বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়াছিলেন। ২৫-২৬

পাণ্ডুনন্দন! পার্থ! এইরূপে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর তোমার ও ভীমসেনের সম্মুখে আসিয়া বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্য অশ্ব, রথ এবং হস্তিসকলের সহিত ইহলোক হইতে মৃত্যুলোকে গমন করিয়াছিল। ২৭½

মাননীয় কুন্তীনন্দন! পাণ্ডব বীরগণ যখন সেখানে সৈন্যদের প্রধান-ভাগকে বিনাশ করিয়া দিল, তখন ভীষ্ম ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৮½

তিনি পাণ্ডব-পক্ষের চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য এবং কেকয়দেশীয় যোদ্ধাগণকে নিজ বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করত নিধন করিয়াছিলেন। ২৯½

তাঁহার ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল শত্রুদের দেহবিদারক, স্বর্ণপুচ্ছযুক্ত এবং সরলগামী ছিল। এই বাণসমূহে আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৩০½

তিনি এক এক মুষ্টি বাণের দ্বারা যুদ্ধস্থলে একত্রে সমবেত লক্ষসংখ্যক মহাবল পদাতি মনুষ্য এবং হস্তিগণকে সংহার করত সহস্র রথী বীর যোদ্ধাকে নিহত করিতে পারিতেন। ৩১

ভীষ্ম যুদ্ধস্থলে দোষযুক্ত আবিদ্ধ প্রভৃতি নবম গতি পরিহার করিয়া কেবল দশম গতিতেই বহু বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন। এই সকল বাণ পাণ্ডবপক্ষের অশ্ব, রথ ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে লাগিল। ৩২½

হিত্বা নবগতীর্দৃষ্টাঃ স বাণানাহবেঽত্যজৎ।
দিনানি দশ ভীষ্মেণ নিঘ্নতা তাবকং বলম্॥ ৩৩
শূন্যাঃ কৃতা রথোপস্থা হতাশ্চ গজ-বাজিনঃ।
দর্শয়িত্বাঽঽত্মনো রূপং রুদ্রোপেন্দ্রসমং যুধি॥ ৩৪
পাণ্ডবানামনীকানি প্রগৃহ্যাসৌ ব্যশাতয়ৎ।
বিনিঘ্নন্ পৃথিবীপালাংশ্চেদি-পাঞ্চাল-কেকয়ান্॥ ৩৫
অদহৎ পাণ্ডবীং সেনাং রথাশ্ব-গজসঙ্কুলাম্।
মজ্জন্তমপ্লবে মন্দমুজ্জিহীর্ষুঃ সুযোধনম্॥ ৩৬
তথা চরন্তং সমরে তপন্তমিব ভাস্করম্।
পদাতিকোটিসাহস্রাঃ প্রবরায়ুধপাণয়ঃ॥ ৩৭
ন শেকুঃ সৃঞ্জয়া দ্রষ্টুং তথৈবান্যে মহীক্ষিতঃ।
বিচরন্তং তথা তং তু সংগ্রামে জিতকাশিনম্॥ ৩৮
সর্বোদ্যমেন মহতা পাণ্ডবাঃ সমভিদ্রবন্।
স তু বিদ্রাব্য সমরে পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়ানপি॥ ৩৯
এক এব রণে ভীষ্ম একবীরত্বমাগতঃ।
তং শিখণ্ডী সমাসাদ্য ত্বয়া গুপ্তো মহাব্রতম॥ ৪০
জঘান পুরুষব্যাঘ্রং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
স এষ পতিতঃ শেতে শরতল্পে পিতামহঃ॥ ৪১
ত্বাং প্রাপ্য পুরুষব্যাঘ্রং বৃত্রঃ প্রাপ্যেব বাসবম্।
দ্রোণঃ পঞ্চদিনান্যুগ্রো বিধম্য রিপুবাহিনীম্॥ ৪২
কৃত্বা ব্যূহমভেদ্যঞ্চ পাতয়িত্বা মহারথান্।
জয়দ্রথস্য সমরে কৃত্বা রক্ষাং মহারথঃ॥ ৪৩
অন্তকপ্রতিমশ্চোগ্রো রাত্রিযুদ্ধেঽদহৎ প্রজাঃ।
দগ্ধ্বা যোধান্ শরৈর্বীরো ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্॥ ৪৪
ধৃষ্টদ্যুম্নং সমাসাদ্য স গতং পরমাং গতিম্।
যদি বাদ্য ভবান্ যুদ্ধে সূতপুত্রমুখান্ রথান্॥ ৪৫
নাবারয়িষ্যঃ সংগ্রামে ন স্ম দ্রোণো ব্যনঙ্ক্ষ্যত।
ভবতা তু বলং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রস্য বারিতম্॥ ৪৬
ততো দ্রোণো হতো যুদ্ধে পার্ষতেন ধনঞ্জয়।
এবং বা কো রণে কুর্যাৎ ত্বদন্যঃ ক্ষত্রিয়ো যুধি॥ ৪৭

ক্রমান্বয়ে দশদিন পর্যন্ত তোমার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে ভীষ্ম অসংখ্য রথকে আসনহীন করিয়া দিয়াছিলেন, বহু হাতী এবং অশ্বও নিধন করিয়াছিলেন॥ ৩৩½

তিনি রণাঙ্গনে ভগবান্ রুদ্র ও বিষ্ণুসদৃশ ভয়ঙ্কর রূপ দেখাইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বলপূর্বক বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ৩৪½

মূর্খ দুর্যোধন নৌকাহীন হইয়া বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল; অতএব ভীষ্ম তাহাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তিনি চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়-নরপতিগণকে বধ করত রথ, অশ্ব ও রথী যোদ্ধাগণে পূর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দগ্ধ করিয়াছিলেন। ৩৫-৩৬

কোটি সহস্র পদাতি, হস্তে উত্তম অস্ত্রধারণকারী সৃঞ্জয় সৈন্যগণ এবং অন্যান্য নরপতিরা সূর্য্যতুল্য তাপদান করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বিচরণকারী ভীষ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সমর্থ ছিল না। সেই সময় রণভূমিতে বিচরণকারী ও জয়লাভে উল্লসিত ভীষ্মের উপর পাণ্ডব-যোদ্ধারা নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত তীব্রবেগে আক্রমণ করিল॥ ৩৭-৩৮½

কিন্তু সমরাঙ্গণে ভীষ্ম একাকী পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধে অদ্বিতীয় বীররূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন॥ ৩৯½

অর্জুন! তোমার দ্বারা সুরক্ষিত শিখণ্ডী মহাব্রত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের উপর আক্রমণ করত আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছিল। সেই পিতামহ ভীষ্ম তোমার ন্যায় পুরুষসিংহ বীর যোদ্ধাকে বিপক্ষরূপে লাভ করত শরশয্যায় সেইরূপে শয়ন করিয়া আছেন, যেরূপ পূর্বে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করিয়াছিল॥ ৪০-৪১½

তাহার পর উগ্রমূর্তিধারী মহারথী দ্রোণাচার্য্য পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ, শত্রুসৈন্য বিনাশ, মহারথী বীরগণের সংহার এবং সমরাঙ্গণে জয়দ্রথকে রক্ষা করত রাত্রিযুদ্ধে যমরাজের ন্যায় প্রজাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন॥ ৪২-৪৩½

প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন বীর দ্রোণাচার্য্য স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শত্রুযোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরমগতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪৪½

সেই সময় তুমি যদি সূতপুত্র কর্ণাদি রথী বীরবৃন্দকে না নিবারণ করিতে, তাহা হইলে রণাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের বিনাশ হইত না॥ ৪৫½

ধনঞ্জয়! তুমি দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে; সেইজন্য ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল॥ ৪৬½

পার্থ! জয়দ্রথকে বধ করিবার সময় যুদ্ধে তুমি যেরূপ পরাক্রম করিয়াছিলে, উহা তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন্ ক্ষত্রিয়-যোদ্ধা করিতে পারিত? ৪৭½

যাদৃশং তে কৃতং পার্থ জয়দ্রথবধং প্রতি।
নিবার্য্য সেনাং মহতীং হত্বা শূরাংশ্চ পার্থিবান্ ॥ ৪৮
নিহতঃ সৈন্ধবো রাজা ত্বয়াস্ত্রবলতেজসা।
আশ্চর্য্যং সিন্ধুরাজস্য বধং জানন্তি পার্থিবাঃ ॥ ৪৯
অনাশ্চর্য্যং হি তৎ ত্বত্তস্ত্বং হি পার্থ মহারথঃ।
ত্বাং হি প্রাপ্য রণে ক্ষত্রমেকাহাদিতি ভারত ॥ ৫০
নশ্যমানমহং যুক্তং মন্যেয়মিতি মে মতিঃ।
সেয়ং পার্থ চমূর্ঘোরা ধার্তরাষ্ট্রস্য সংযুগে ॥ ৫১
হতসর্বস্ববীরা হি ভীষ্ম-দ্রোণৌ যদা হতৌ।
শীর্ণপ্রবরয়োধাদ্য হতবাজিরথদ্বিপা ॥ ৫২
হীনা সূর্য্যেন্দুনক্ষত্রৈর্দ্যৌরিবাভাতি ভারতী।
বিধ্বস্তা হি রণে পার্থ সেনেয়ং ভীমবিক্রম ॥ ৫৩
আসুরীব পুরা সেনা শক্রস্যেব পরাক্রমৈঃ।
তেষাং হতাবশিষ্টাস্তু সন্তি পঞ্চ মহারথাঃ ॥ ৫৪
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা কর্ণো মদ্রাধিপঃ কৃপঃ।
তাংস্ত্বমদ্য নরব্যাঘ্র হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥ ৫৫
হতামিত্রঃ প্রযচ্ছোর্বীং রাজ্ঞে সদ্বীপ-পত্তনাম্।
সাকাশজলপাতালাং সপর্বত-মহাবনাম্ ॥ ৫৬
প্রাপ্নোত্বমিতবীর্য্যশ্রীরদ্য পার্থো বসুন্ধরাম্।
এতাং পুরা বিষ্ণুরিব হত্বা দৈতেয়-দানবান্ ॥ ৫৭
প্রযচ্ছ মেদিনীং রাজ্ঞে শক্রায়ৈব হরির্যথা।
অদ্য মোদন্তু পাঞ্চালা নিহতেষ্বরিষু ত্বয়া।
বিষ্ণুনা নিহতেষ্বেব দানবেয়েষু দেবতাঃ ॥ ৫৮
যদি বা দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠং দ্রোণং মানয়তো গুরুম্।
অশ্বত্থাম্নি কৃপা তেঽস্তি কৃপে বাচার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৫৯
অত্যন্তাপচিতান্ বন্ধূন্ মানয়ন্ মাতৃবান্ধবান্।
কৃতবর্মাণমাসাদ্য ন নেষ্যসি যমক্ষয়ম্ ॥ ৬০
ভ্রাতরং মাতুরাসাদ্য শল্যং মদ্রজনাধিপম্।
যদি ত্বমরবিন্দাক্ষ দয়াবান্ ন জিঘাংসসি ॥ ৬১

তুমি স্বীয় অস্ত্রসকলের বল ও তেজে শৌর্য্যশালী বীর রাজগণকে বধ করত দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে রুদ্ধ করত সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করিয়াছ ॥ ৪৮½

পার্থ! সকল রাজাই জানে যে, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের বধ এক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা; কিন্তু তোমার নিকট ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, তুমি অসাধারণ মহারথী ॥ ৪৯½

রণাঙ্গনে তোমাকে পাইয়া সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়সমাজ একদিনেই নষ্ট হইতে পারে, এ কথাকে আমি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। আমার ত' ইহাই অভিমত ॥ ৫০½

কুন্তীনন্দন! যখন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন তুমি ইহাই মনে কর যে, দুর্য্যোধনের এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনীর সমস্ত বীরগণই নিহত হইয়াছে—অর্থাৎ তাহার সর্ব্বস্বই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৫১½

ইহার প্রধান প্রধান যোদ্ধারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অশ্ব, রথ ও হস্তিসকলও বিনষ্ট হইয়াছে। এখন এই কৌরব-সৈন্যরা সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহরহিত আকাশের ন্যায় শ্রীহীন মনে হইতেছে ॥ ৫২½

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পার্থ! রণাঙ্গনে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই কৌরব-সৈন্যরা পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের পরাক্রমে নষ্ট অসুরদের সৈন্যবাহিনীর ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ৫৩½

এই কৌরব-সৈন্যদের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপাচার্য্য—এই পাঁচজন মাত্র প্রধান মহারথী অবশিষ্ট, হে নরশার্দ্দূল আজ তাহাদিগকে সংহার করত তুমি শত্রুহীন দ্বীপ ও নগরসকলের সহিত এই সমগ্র পৃথিবী রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান কর ॥ ৫৪½-৫৫½

অমিত পরাক্রম ও কান্তিসম্পন্ন কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আজ আকাশ, জল, পাতাল, পর্ব্বত ও বিশাল বনভূমিসহ এই বসুন্ধরাকে প্রাপ্ত হউন ॥ ৫৬½

যেরূপ পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করত ত্রিভুবনের রাজ্য ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি এই পৃথিবীর রাজ্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে দান কর ॥ ৫৭½

যেরূপ ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক দানবগণ নিহত হইলে পর দেবতারা প্রসন্ন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আজ তোমার দ্বারা শত্রুগণ নিহত হইলে পর সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা আনন্দিত হইয়া উঠিবে ॥ ৫৮

কমলনয়ন নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! মনুষ্যগণের প্রধান গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সম্মান করিতে থাকিয়া তোমার হৃদয়ে যদি অশ্বত্থামার প্রতি দয়া থাকে, অথবা আচার্য্যোচিত গৌরববশতঃ কৃপাচার্য্যের প্রতি কৃপাভাব থাকে, যদি মাতা কুন্তীদেবীর অত্যন্ত পূজনীয় বান্ধবগণের প্রতি সমাদরভাব রাখিয়া তুমি কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক না হও এবং মাতার ভ্রাতা মদ্রবাসিগণের অধিপতি শল্যকেও তুমি দয়াবশতঃ

১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণমাস, ১৩৭৯] [বর্ত্তসংখ্যা—দ্বাদশী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)।

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

ইমং পাপমতিং ক্ষুদ্রমত্যন্তং পাণ্ডবান্ প্রতি।
কর্ণমদ্য নরশ্রেষ্ঠ জহ্যাঃ সুনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৬২
এতৎ তে সুকৃতং কর্ম নাত্র কিঞ্চন যুজ্যতে।
বয়মপ্যনুজানীমো নাত্র দোষোঽস্তি কশ্চন ॥ ৬৩
দহনে যৎ সপুত্রায়া নিশি মাতুস্তবানঘ।
দ্যূতার্থে যচ্চ যুষ্মাসু প্রাবর্তত সুযোধনঃ ॥ ৬৪
তস্য সর্বস্য দুষ্টাত্মা কর্ণো বৈ মূলমিত্যুত।
কর্ণাদ্ধি মন্যতে ত্রাণং নিত্যমেব সুযোধনঃ ॥ ৬৫
ততো মামপি সংরব্ধো নিগ্রহীতুং প্রচক্রমে।
স্থিরা বুদ্ধির্নরেন্দ্রস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য মানদ ॥ ৬৬
কর্ণঃ পার্থান্ রণে সর্বান্ বিজেষ্যতি ন সংশয়ঃ।
কর্ণমাশ্রিত্য কৌন্তেয় ধার্তরাষ্ট্রেণ বিগ্রহঃ ॥ ৬৭
রোচিতো ভবতা সার্ধং জানতাপি বলং তব।
কর্ণো হি ভাষতে নিত্যমহং পার্থান্ সমাগতান্ ॥ ৬৮
বাসুদেবঞ্চ দাশার্হং বিজেষ্যামি মহারথম্।
প্রোৎসাহয়ন্ দুরাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং সুদুর্মতিম্ ॥৬৯
সমিতৌ গর্জতে কর্ণস্তমদ্য জহি ভারত।
যচ্চ যুষ্মাসু পাপং বৈ ধার্তরাষ্ট্রঃ প্রযুক্তবান্ ॥ ৭০
তত্র সর্বত্র দুষ্টাত্মা কর্ণঃ পাপমতির্মুখম্।
যচ্চ তদ্ ধার্তরাষ্ট্রস্য ক্রূরৈঃ ষড়্ভির্মহারথৈঃ ॥৭১
অপশ্যং নিহতং বীরং সৌভদ্রমৃষভেক্ষণম্।
দ্রোণ-দ্রৌণি-কৃপান্ বীরান্ কর্ষয়ন্তং নরর্ষভান্ ॥৭২
নির্মনুষ্যাংশ্চ মাতঙ্গান্ বিরথাংশ্চ মহারথান্।
ব্যশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ পত্তীন্ ব্যায়ুধজীবিনঃ ॥ ৭৩
কুর্বন্তমৃষভস্কন্ধং কুরু-বৃষ্ণিযশস্করম্।
বিধমন্তমনীকানি ব্যথয়ন্তং মহারথান্ ॥ ৭৪
মনুষ্য-বাজি-মাতঙ্গান্ প্রহিণ্বন্তং যমক্ষয়ম্।
শরৈঃ সৌভদ্রমায়ান্তং দহন্তমিব বাহিনীম্ ॥ ৭৫

বিনাশ করিতে বাসনা না কর, তবে পাণ্ডবগণের প্রতি সদা পাপবুদ্ধিসম্পন্ন এই অত্যন্ত নীচ কর্ণকে ত আজ তুমি স্বীয় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিনাশ কর ॥ ৫৯-৬২

ইহা তোমার পক্ষে পুণ্য কর্মই হইবে। এ-বিষয়ে তোমার বিচার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আমিও তোমাকে কর্ণকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি, অতএব ইহাতে কোন দোষ হইবে না ॥ ৬৩

নিষ্পাপ অর্জুন! রাত্রিকালে পুত্র সহ তোমার মাতা কুন্তীদেবীকে দগ্ধ করিতে এবং তোমাদের সকলের সহিত পাশাখেলাবিষয়ে যে দুর্য্যোধনের প্রবৃত্তি হইয়াছিল, এই সব ষড়যন্ত্রের মূল কারণ ছিল এই দুষ্টাত্মা কর্ণ ॥ ৬৪½

দুর্য্যোধনের সর্ব্বদাই এই বিশ্বাস ছিল যে, কর্ণ আমাকে রক্ষা করিবে; সেইজন্য সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকেও বন্দী করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিল ॥ ৬৫½

মানদ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সর্ব্বদা এই স্থির বুদ্ধি ছিল যে, কর্ণ সমরাঙ্গণে কুন্তীর সকল পুত্রকেই নিঃসংশয়ে জয় করিতে পারিবে ॥ ৬৬½

কুন্তীনন্দন! তোমার বল জানিয়াও দুর্য্যোধন কর্ণের উপর আস্থা রাখিয়াই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে ॥ ৬৭½

কর্ণ সর্ব্বদা এই কথাই বলিয়া থাকে যে, আমি যুদ্ধে একত্রে সমবেত সমস্ত কুন্তীপুত্রগণকে ও বসুদেবনন্দন মহারথী শ্রীকৃষ্ণকেও জয় করিব ॥ ৬৮½

ভারত! অত্যন্ত নীচমতি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে করিতে কর্ণ রাজসভায় এই কথা বলিয়া গর্জন করিতেছিল; সেইকারণে আজ তুমি ইহাকে সংহার কর ॥ ৬৯½

দুর্য্যোধন তোমাদের সহিত যে সমস্ত পাপপূর্ণ আচরণ করিয়াছে, সেই সব বিষয়ে পাপমতি দুষ্টাত্মা কর্ণই প্রধান কারণ ছিল ॥ ৭০½

সখে! সুভদ্রার বীর পুত্র অভিমন্যু বৃষতুল্য নয়নবিশিষ্ট নেত্রদ্বয়ে সুশোভিত ছিল এবং কুরুকুল ও বৃষ্ণিবংশের যশকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। তাহার স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল ছিল। সে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামাদি নরশ্রেষ্ঠ বীরগণকে পীড়িত করিতেছিল। হস্তীদিগকে মাহুত ও আরোহী হইতে, মহারথী বীরগণকে রথ হইতে, অশ্বগণকে আরোহী যোদ্ধা হইতে এবং পদাতি সৈন্যসকলকে অস্ত্র ও জীবন হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত ও মহারথী বীরগণকে ব্যথিত করত এই অভিমন্যু মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছিল। বাণসমূহের দ্বারা শত্রুসৈন্যদিগকে যেন দগ্ধ করিতে করিতেই রণাঙ্গনে আগত সুভদ্রাকুমারকে দুর্য্যোধনের ছয় জন ক্রূর মহারথী যোদ্ধা বিনাশ করিয়াছিল এবং সেই অবস্থায় নিহত অভিমন্যুকে যে আমি

তন্মে দহন্তি গাত্রাণি সখে সত্যেন তে শপে।
যৎ তত্রাপি চ দুষ্টাত্মা কর্ণোঽভ্যদ্রুহ্যত প্রভো ॥ ৭৬
অশক্তস্তং চাভিমন্যো: কর্ণঃ স্থাতুং রণেঽগ্রতঃ।
সৌভদ্রশরনির্ভিন্নো বিসংজ্ঞঃ শোণিতোক্ষিতঃ ॥ ৭৭
নিঃশ্বসন্ ক্রোধসন্দীপ্তো বিমুখঃ সায়কার্দিতঃ।
অপযানকৃতোৎসাহো নিরাশশ্চাপি জীবিতে ॥ ৭৮
তস্থৌ সুবিহ্বলঃ সংখ্যে প্রহারজনিতশ্রমঃ।
অথ দ্রোণস্য সমরে তৎকালসদৃশং তদা ॥ ৭৯
শ্রুত্বা কর্ণো বচঃ ক্রূরং ততশ্চিচ্ছেদ কার্মুকম্।
ততশ্ছিন্নায়ুধং তেন রণে পঞ্চ মহারথাঃ ॥ ৮০
তং চৈব নিকৃতিপ্রজ্ঞাঃ প্রাহরন্ শরবৃষ্টিভিঃ।
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে সর্বেষাং দুঃখমাবিশৎ ॥ ৮১
প্রাহসৎ স তু দুষ্টাত্মা কর্ণঃ স চ সুযোধনঃ।
যচ্চ কর্ণোঽব্রবীৎ কৃষ্ণাং সভায়াং পরুষং বচঃ ॥ ৮২

স্বচক্ষে দেখিতেছিলাম, ইহাতে সে আমার সকল অঙ্গকে দগ্ধ করিতেছিল। প্রভাবশালী অর্জুন! সখে! আমি তোমাকে সত্যের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাতেও দুষ্টাত্মা কর্ণেরই দ্রোহ কার্য্য করিয়াছিল ॥ ৭১-৭৬

রণাঙ্গনে অভিমন্যুর সম্মুখে অবস্থান করিবার ক্ষমতা কর্ণের ছিল না। সে সুভদ্রা-কুমারের বাণসমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তাপ্লুত ও অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৭

সে ক্রোধে জ্বলিতে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অভিমন্যুর বাণসমূহে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়াছিল। তখন তাহার মনে পলায়ন করিবারই উৎসাহ ছিল এবং সে নিজের প্রাণরক্ষা-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৭৮

যুদ্ধস্থলে প্রহারজনিত ক্লান্তিতে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সে ব্যাকুলচিত্তে অবস্থান করিতেছিল। তদনন্তর সমরাঙ্গনে দ্রোণাচার্য্যের সময়োচিত ক্রূর বাক্য শ্রবণ করত কর্ণ অভিমন্যুর ধনু ছিন্ন করিয়া দিল ॥ ৭৯½

তাহার দ্বারা ধনু ছিন্ন হইয়া যাইলে রণাঙ্গনে প্রতারণা করিতে অভিজ্ঞ অবশিষ্ট পাঁচজন মহারথী বাণসমূহের বর্ষণে অভিমন্যুকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৮০½

সেই বীর অভিমন্যু এইভাবে নিহত হইলে পর প্রায় সকলেই দুঃখিত হইয়াছিল; কিন্তু দুষ্টাত্মা কর্ণ ও দুর্য্যোধন তখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়াছিল ॥ ৮১½

ইহা ব্যতীতও, কর্ণ রাজসভা-মধ্যে পাণ্ডব ও কৌরবগণের সম্মুখেই একজন ক্রূর মনুষ্যের ন্যায় দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ

প্রমুখে পাণ্ডবেয়ানাং কুরূণাঞ্চ নৃশংসবৎ।
বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণে শাশ্বতং নরকং গতাঃ ॥ ৮৩
পতিমন্যং পৃথুশ্রোণি বৃণীষ্ব মৃদুভাষিণি।
এষা ত্বং ধৃতরাষ্ট্রস্য দাসীভূতা নিবেশনম্ ॥ ৮৪
প্রবিশারালপক্ষ্মাক্ষি ন সন্তি পতয়স্তব।
ন পাণ্ডবাঃ প্রভবন্তি তব কৃষ্ণে কথঞ্চন ॥ ৮৫
দাসভার্য্যা চ পাঞ্চালি স্বয়ং দাসী চ শোভনে।
অদ্য দুর্য্যোধনো হ্যেকঃ পৃথিব্যাং নৃপতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৬
সর্বে চাস্য মহীপালা যোগ-ক্ষেমমুপাসতে।
পশ্যেদানীং যথা ভদ্রে বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ সমম্ ॥ ৮৭
অন্যোন্যং সমুদীক্ষন্তে ধার্তরাষ্ট্রস্য তেজসা।
ব্যক্তং ষণ্ঢতিলা হ্যেতে নিরয়ে চ নিমজ্জিতাঃ ॥ ৮৮
প্রেষ্যবচ্চাপি রাজানমুপস্থাস্যন্তি কৌরবম্।
ইত্যুক্তবানধর্মজ্ঞস্তদা পরমদুর্মতিঃ ॥ ৮৯

কঠোর বাক্য বলিয়াছিল ॥ ৮২½

কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা ত' নষ্ট হইয়া গিয়া চিরকালের জন্য নরকে (দুঃখে) পতিত হইয়াছে। পৃথুশ্রোণি! এখন তুমি অন্য পতি বরণ করিয়া লও। মৃদুভাষিণি! আজ হইতে তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দাসী হইলে, অতএব রাজভবনে প্রবেশ কর। অরালপক্ষ্মযুক্ত (কুটিললোমবিশিষ্ট) নয়নশোভিতে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ এখন আর তোমার পতি নহে। তাহাদের তোমার উপর আর কোনরূপ অধিকার নাই ॥ ৮৩-৮৫

সুন্দরী পাঞ্চালরাজকুমারী! এখন তুমি দাসগণের ভার্য্যা এবং নিজেও একজন দাসী। আজ একমাত্র রাজা দুর্য্যোধন সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতিরূপে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৮৬

অন্য সব নরপতিগণ ইহার যোগ-ক্ষেমকার্য্যে (যোগ—যাহা নাই, তাহার আনয়ন এবং ক্ষেম—যাহা আছে, তাহার রক্ষণ) নিরত আছেন। ভদ্রে! দেখ, এই সময় পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের তেজে একসঙ্গেই নষ্টপ্রায় হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ৮৭½

নিশ্চয়ই ইহারা অঙ্কুরোদ্গম করিতে অসমর্থ তিলের ন্যায় নপুংসক এবং নরকে (মহাদুঃখে) পতিত নিমজ্জিত হইয়াছে। অদ্য হইতে ইহারা দাসগণের ন্যায় কুরুবংশাধিপতির সেবায় উপস্থিত থাকিবে। ৮৮½

ভারত! সেই সময় অধর্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ অতিশয় দুর্মতি পাপী কর্ণ তোমাকে শুনাইতে শুনাইতে এই সব পাপপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল ॥ ৮৯½

পাপঃ পাপবচঃ কর্ণঃ শৃণ্বতস্তব ভারত।
অদ্য পাপস্য তদ্ বাক্যং সুবর্ণবিকৃতাঃ শরাঃ ॥ ৯০

শময়ন্তু শিলাধৌতাস্ত্বয়াস্তা জীবিতচ্ছিদঃ।
যানি চান্যানি দুষ্টাত্মা পাপানি কৃতবাংস্ত্বয়ি ॥ ৯১

তান্যদ্য জীবিতং চাস্য শময়ন্তু শরাস্তব।
গাণ্ডীবপ্রহিতান্ ঘোরানদ্য গাত্রৈঃ স্পৃশন্ শরান্ ॥ ৯২

কর্ণঃ স্মরতু দুষ্টাত্মা বচনং দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
সুবর্ণপুঙ্খা নারাচাঃ শত্রুঘ্না বৈদ্যুতপ্রভাঃ ॥ ৯৩

ত্বয়াস্তাস্তস্য বর্মাণি ভিত্ত্বা পাস্যন্তি শোণিতম্।
উগ্রাস্ত্বদ্ভুজনির্মুক্তা মর্ম ভিত্ত্বা মহাশরাঃ ॥ ৯৪

অদ্য কর্ণং মহাবেগাঃ প্রেষয়ন্তু যমক্ষয়ম্।
অদ্য হাহাকৃতা দীনা বিষণ্ণাস্ত্বচ্ছরাদিতাঃ ॥ ৯৫

প্রপতন্তং রথাৎ কর্ণং পশ্যন্তু বসুধাধিপাঃ।
অদ্য শোণিতসম্মগ্নং শয়ানং পতিতং ভুবি ॥ ৯৬

অপবিদ্ধায়ুধং কর্ণং দীনাঃ পশ্যন্তু বান্ধবাঃ।
হস্তিকক্ষো মহানস্য ভল্লেনোন্মথিতস্ত্বয়া।
প্রকম্পমানঃ পততু ভূমাবাধিরথেধ্বর্জঃ ॥ ৯৭

ত্বয়া শরশতৈশ্ছিন্নং রথং হেমবিভূষিতম্।
হতযোধাশ্বমুৎসৃজ্য ভীতঃ শল্যঃ পলায়তাম্ ॥ ৯৮

ত্বং চেৎ কর্ণসুতং পার্থ সূতপুত্রস্য পশ্যতঃ।
প্রতিজ্ঞাবারণার্থায় নিহনিষ্যসি সায়কৈঃ ॥ ৯৯*

হতং কর্ণস্তু তং দৃষ্ট্বা প্রিয়ং পুত্রং দুরাত্মবান্।
স্মরতাং দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং বচঃ ক্ষত্তুশ্চ মানদ ॥ ১০০

ততঃ সুযোধনো দৃষ্ট্বা হতমাধিরথিং ত্বয়া।
নিরাশো জীবিতে ত্বদ্য রাজ্যে চৈব ভবত্বরিঃ ॥ ১০১

এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালা বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানুজ্জিহীর্ষবঃ ॥ ১০২

পাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নতনূজাংশ্চ শতানীকঞ্চ নাকুলিম্ ॥ ১০৩

আজ তোমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত, শিলাশাণিত, স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাণান্তকারী বাণসমূহ পাপী কর্ণের এই সব বাক্যের উত্তরদান করিতে করিতে তাহাকে চিরকালের জন্য শান্ত করিয়া দিক। ৯০½

দুষ্টাত্মা কর্ণ তোমার প্রতি আরও যে যে পাপপূর্ণ আচরণ করিয়াছে, সেই সমস্ত ও কর্ণের জীবনকে আজ তোমার বাণসকল নষ্ট করিয়া দিক। ৯১½

আজ দুষ্টাত্মা কর্ণ নিজের অঙ্গসকলে গাণ্ডীবধনু হইতে নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বাণসমূহের আঘাত সহ্য করিতে করিতে দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের বাক্য স্মরণ করুক। ৯২½

বিদ্যুৎতুল্য প্রভাবিশিষ্ট ও স্বর্ণপুঙ্খধারণকারী তোমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত শত্রুনাশক নারাচসকল কবচ ছিন্ন করত কর্ণের রক্ত পান করিবে। ৯৩½

আজ তোমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত মহাবেগসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর ও বিশাল বাণসকল কর্ণের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিবে। ৯৪½

আজ তোমার বাণসমূহে পীড়িত হইয়া ভূমিপালগণ দীন ও বিষণ্ণ হইয়া হাহাকার করিতে থাকিয়া কর্ণকে রথের নীচে পতিত হইতে দেখিবে। ৯৫½

আজ রক্তে নিমজ্জিত কর্ণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করিবে এবং তাহার অস্ত্রসকল এদিক্ ওদিকে নিক্ষিপ্ত থাকিবে। এই অবস্থায় তাহার বন্ধু-বান্ধবগণ দীন-দুঃখী হইয়া তাহাকে দর্শন করিবে। ৯৬½

হস্তীর রজ্জুচিহ্নযুক্ত অধিরথপুত্র কর্ণের বিশাল ধ্বজ তোমার ভল্লে ছিন্ন হইয়া কম্পিত হইতে হইতে এই পৃথিবীতে পতিত হইবে। ৯৭

আজ রাজা শল্যও তোমার শত শত বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন স্বর্ণভূষিত রথকে, যাহার রথী যোদ্ধা ও অশ্বগণ নিহত হইয়াছে, পরিত্যাগ করত ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। ৯৮

মানদ পার্থ! যদি তুমি সূতপুত্র কর্ণের সাক্ষাতেই নিজের প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য তাহার পুত্র বৃষসেনকে বিনাশ করিতে পার, তবে দুরাত্মা কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও বিদুরকথিত বাক্য স্মরণ করিতে থাকিবে। ৯৯-১০০

তাহার পর আজ তোমার দ্বারা অধিরথপুত্র কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া তোমার শত্রু দুর্য্যোধন নিজের জীবন ও রাজ্য এই উভয় হইতেই নিরাশ হইয়া পড়িবে। ১০১

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও এই পাঞ্চাল বীরগণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনায় কর্ণের দিকেই ধাবিত হইতেছে। ১০২

অর্জুন! তোমার জানা উচিত যে, পাঞ্চাল-যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রবৃন্দ, নকুলনন্দন

নকুলং সহদেবঞ্চ দুর্ম্মুখং জনমেজয়ম্।
সুধর্মানং সাত্যকিঞ্চ বিদ্ধি কর্ণবশং গতান্॥ ১০৪
অভ্যাহতানাং কর্ণেন পাঞ্চালানামসৌ রণে।
শ্রূয়তে নিনদো ঘোরস্ত্বদ্বন্ধূনাং পরন্তপ॥ ১০৫
ন হ্যেব ভীতাঃ পাঞ্চালাঃ কথঞ্চিৎ স্যুঃ পরাঙ্মুখাঃ।
ন হি মৃত্যুং মহেষ্বাসা গণয়ন্তি মহারণে॥ ১০৬
যঃ একঃ পাণ্ডবীং সেনাং শরৌঘৈঃ সমবেষ্টয়ৎ।
তং সমাসাদ্য পাঞ্চালা ভীষ্মং নাসন্ পরাঙ্মুখাঃ॥১০৭
তে কথং কর্ণমাসাদ্য বিদ্রবেয়ুর্মহারথাঃ।
যস্ত্বেকঃ সর্বপাঞ্চালানহন্যহনি নাশয়ন্॥ ১০৮
কালবচ্চরতে বীরঃ পাঞ্চালানাং রথব্রজে।
তমপ্যাসাদ্য সমরে মিত্রার্থে মিত্রবৎসল॥ ১০৯
তথা জ্বলন্তমস্ত্রাগ্নিং গুরুং সর্বধনুষ্মতাম্।
নির্দহন্তঞ্চ সমরে দুর্ধর্ষং দ্রোণমোজসা॥ ১১০

শতানীক, নকুল-সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকি—ইহারা সকলেই কর্ণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ১০৩-১০৪

শত্রুতাপন অর্জ্জুন! দেখ, কর্ণকর্ত্তৃক আহত তোমার বান্ধব পাঞ্চালগণের এই ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ রণাঙ্গনে স্পষ্টই শুনা যাইতেছে। ১০৫

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা কোনরূপ ভীত হইয়া রণবিমুখ হয় না। এই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ মহাসমরে মৃত্যুকে গ্রাহ্যই করে না। ১০৬

যিনি সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে একাকীই নিজের বাণসমূহের দ্বারা বেষ্টিত করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়াও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা কখনও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। সেই মহারথী বীরগণ কর্ণকে সম্মুখে পাইয়া কেন পলায়ন করিবে? ১০৭½

মিত্রবৎসল! যে বীর দ্রোণাচার্য্য প্রতিদিন একাকীই সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে পাঞ্চাল-রথী সৈন্যদের কালস্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, অস্ত্রসকলের অগ্নিতে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন, সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের গুরু ছিলেন এবং সমরাঙ্গণে শত্রুসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছিলেন, নিজের বল ও পরাক্রমে দুর্দ্ধর্ষ এই দ্রোণাচার্য্যকেও সংগ্রামে সম্মুখে পাইয়া এই পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নিজ মিত্র পাণ্ডবদের জন্য সর্ব্বদা আনন্দিত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। শত্রুদমন অর্জ্জুন! পাঞ্চাল-সৈন্যরা যুদ্ধে সর্ব্বদা শত্রুদিগকে জয় করিবার জন্য উদ্যত ছিল। ইহারা

তে নিত্যমুদিতা জেতুং যুধে শত্রূনরিন্দম।
ন জাত্বাধিরথে-র্ভীতাঃ পাঞ্চালাঃ
স্যুঃ পরাঙ্মুখাঃ॥ ১১১
তেষামাপততাং শূরঃ পাঞ্চালানাং তরস্বিনাম্।
আদত্তাসূন্ শরৈঃ কর্ণঃ পতঙ্গানামিবানলঃ॥ ১১২
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালা দ্রাব্যন্তে যোধিভিধ্রুবম্।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ পশ্য পশ্য তথাকৃতান্॥ ১১৩
তাংস্তথাভিমুখান্ বীরান্ মিত্রার্থে ত্যক্তজীবিতান্।
ক্ষয়ং নয়তি রাধেয়ঃ পাঞ্চালান্ শতশো রণে॥ ১১৪
তদ্ ভারত মহেষ্বাসানগাধে মজ্জতোঽপ্লবে।
কর্ণার্ণবে প্লবো ভূত্বা পাঞ্চালাংস্ত্রাতুমর্হসি॥ ১১৫
অস্ত্রং হি রামাৎ কর্ণেন ভার্গবাদৃষিসত্তমাৎ।
যদুপাত্তং মহাঘোরং তস্য রূপমুদীর্যাতে॥ ১১৬
তাপনং সর্ব-সৈন্যানাং ঘোররূপং সুদারুণম্।
সমাবৃত্য মহাসেনাং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা॥ ১১৭

সূতপুত্র কর্ণের ভয়ে ভীত হইয়া কখনও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইবে না। ১০৮-১১১

যেরূপ অগ্নি নিজের পার্শ্বে স্থিত পতঙ্গসকলের প্রাণহরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শৌর্য্যশালী বীর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী বেগশালী পাঞ্চালগণের প্রাণ হরণ করিতেছে। ১১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখ, এই পাঞ্চাল-যোদ্ধারা ধাবিত হইতেছে। নিশ্চয়ই কর্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধারা ইহাদের বিতাড়িত করিতেছে। দেখ, দেখ, ইহারা কেমন গুরুতর অবস্থায় পতিত হইয়াছে। ১১৩

যাহারা নিজের মিত্রদের জন্য প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেই শত শত পাঞ্চাল-বীরগণকে কর্ণ রণাঙ্গনে নষ্ট করিতেছে। ১১৪

ভারত! কর্ণরূপী অগাধ মহাসাগরে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নৌকাহীন হইয়া নিমজ্জিত হইতেছে। তুমি নৌকাস্বরূপ হইয়া সেই পাঞ্চালদিগকে উদ্ধার কর। ১১৫

কর্ণ মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুনন্দন পরশুরামের নিকট হইতে যে মহাভয়ঙ্কর একটি অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার রূপ এখন প্রকাশিত হইয়াছে। ১১৬

এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর ভার্গবাস্ত্র পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে সন্তাপিত করিতেছে। ১১৭

এতে চরন্তি সংগ্রামে কর্ণচাপচ্যুতাঃ শরাঃ।
ভ্রমরাণামিব ব্রাতাস্তাপয়ন্তি স্ম তাবকান্ ॥ ১১৮
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালা দিক্ষু সর্বাসু ভারত।
কর্ণাস্ত্রং সমরে প্রাপ্য দুর্নিবার্য্যমনাত্মভিঃ ॥ ১১৯
এষ ভীমো দৃঢ়ক্রোধো বৃতঃ পার্থ সমন্ততঃ।
সৃঞ্জয়ৈর্যোধয়ন্ কর্ণং পীড্যতে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২০
পাণ্ডবান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব পাঞ্চালাংশ্চৈব ভারত।
হন্যাদুপেক্ষিতঃ কর্ণো রোগো দেহমিবাগতঃ ॥ ১২১
নান্যং ত্বত্তো হি পশ্যামি যোধং যৌধিষ্ঠিরে বলে।
যঃ সমাসাদ্য রাধেয়ং স্বস্তিমানাব্রজেদ্ গৃহম্ ॥ ১২২
তমদ্য নিশিতৈর্বাণৈর্বিনিহত্য নরর্ষভ।
যথাপ্রতিজ্ঞং পার্থ ত্বং কৃত্বা কীর্তিমবাপ্নুহি ॥ ১২৩
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং সকর্ণানপি কৌরবান্।
নান্যো যুধি যুধাং শ্রেষ্ঠ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১২৪
এতৎ কৃত্বা মহৎ কর্ম হত্বা কর্ণং মহারথম্।
কৃতার্থঃ সফলঃ পার্থ সুখী ভব নরোত্তম ॥ ১২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

সংগ্রামে কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে ও তোমার যোদ্ধাদিগকে সন্তপ্ত করিতেছে। ১১৮

ভরতনন্দন! যে ব্যক্তি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশে রাখিতে পারে না, তাহার পক্ষে কর্ণের অস্ত্রসকলকে রুদ্ধ করা অতিশয় কঠিন। সমরাঙ্গণে এই সকল অস্ত্রের আঘাতপ্রাপ্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করিতেছে। ১১৯

পার্থ! দৃঢ়তাপূর্ব্বক ক্রোধকে ধারণ করত এই ভীমসেন সর্ব্বদিকে সৃঞ্জয়-যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পীড়িত হইতেছে। ১২০

ভারত! যেরূপ উৎপন্ন রোগের চিকিৎসা না করিলে সেই রোগ দেহকেই নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কর্ণকে উপেক্ষা করা হয়, তবে সে পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকেও নাশ করিয়া ফেলিবে। ১২১

যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে আমি তোমা ব্যতীত অপর আর কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাই না, যে রাধাপুত্র কর্ণের সম্মুখীন হইয়া কুশলের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে? ১২২

নরশ্রেষ্ঠ! পার্থ! আজ তুমি নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বধ করত উজ্জ্বল কীর্ত্তি লাভ কর। ১২৩

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন! কেবল তুমিই সংগ্রামে কর্ণসহ সমস্ত কৌরবদিগকে জয় করিতে পার, অন্য আর কেহ নহে। আমি ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি। ১২৪

পুরুষোত্তম পার্থ! অতএব মহারথী কর্ণকে বিনাশ করত এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুমি কৃতকৃত্য, সফলমনোরথ ও সুখী হও। ১২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

(অর্জুনস্য বীরত্বপূর্ণোত্তরদানম্।)

সঞ্জয় উবাচ।

স কেশবস্য বীভৎসুঃ শ্রুত্বা ভারত ভাষিতম্।
বিশোকঃ সম্প্রহৃষ্টশ্চ ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ১

ততো জ্যামভিমৃজ্যাশু ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
দধ্রে কর্ণবিনাশায় কেশবং চাভ্যভাষত ॥ ২

ত্বয়া নাথেন গোবিন্দ ধ্রুব এব জয়ো মম।
প্রসন্নো যস্য মেঽদ্য ত্বং লোকে ভূত-ভবিষ্যকৃৎ ॥৩

ত্বৎসহায়ো হ্যহং কৃষ্ণ ত্রীঁল্লোকান্ বৈ সমাগতান্।
প্রাপয়েয়ং পরং লোকং কিমু কর্ণং মহাহবে ॥ ৪

পশ্যামি দ্রবতীং সেনাং পাঞ্চালানাং জনার্দন।
পশ্যামি কর্ণং সমরে বিচরন্তমভীতবৎ ॥ ৫

ভার্গবাস্ত্রঞ্চ পশ্যামি জ্বলন্তং কৃষ্ণ সর্বশঃ।
সৃষ্টং কর্ণেন বার্ষ্ণেয় শক্রেণেব যথাশনিম্ ॥ ৬

অয়ং খলু স সংগ্রামো যত্র কর্ণং ময়া হতম্।
কথয়িষ্যন্তি ভূতানি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি ॥৭

অদ্য কৃষ্ণ বিকর্ণা মে কর্ণং নেষ্যন্তি মৃত্যবে।
গাণ্ডীবমুক্তাঃ ক্ষিপন্তো মম হস্তপ্রচোদিতাঃ ॥ ৮

অদ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বাং বুদ্ধিমবমংস্যতে।
দুর্যোধনমরাজ্যার্হং যয়া রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥ ৯

অদ্য রাজ্যাৎ সুখাচ্চৈব শ্রিয়ো রাষ্ট্রাৎ তথা পুরাৎ।
পুত্রেভ্যশ্চ মহাবাহো ধৃতরাষ্ট্রো বিমোক্ষ্যতি ॥১০

গুণবন্তং হি যো দ্বেষ্টি নির্গুণং কুরুতে প্রভুম্।
স শোচতি নৃপঃ কৃষ্ণ ক্ষিপ্রমেবাগতে ক্ষয়ে ॥ ১১

যথা চ পুরুষঃ কশ্চিচ্ছিত্ত্বা চাম্রবণং মহৎ।
ফলং দৃষ্ট্বা ভৃশং দুঃখী ভবিষ্যতি জনার্দন।
সূতপুত্রে হতে তদা নিরাশো ভবিতা প্রভুঃ ॥ ১২

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুনের বীরত্বপূর্ণ উত্তরদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন ক্ষণকালের মধ্যেই শোকহীন এবং অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ হইলেন। ১

তাহার পর স্বীয় ধনুর গুণটিকে মার্জিত করিয়া তিনি শীঘ্রই গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি করিলেন এবং কর্ণকে বিনাশ করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। তারপর তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২

গোবিন্দ! যখন আপনি আমার রক্ষা ও পোষণকর্ত্তা, তখন আমার জয় সুনিশ্চিত। জগতের ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যতের নির্ম্মাণকর্ত্তা আপনি, সুতরাং যাহার উপর আপনি প্রসন্ন হন, তাহার আর জয়লাভের বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? ৩

হে কৃষ্ণ! আপনার সহায়তা পাইলে আমি যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ত্রিলোককেও পরলোকে প্রেরণ করিতে পারি। সুতরাং এই মহাসমরে কর্ণকে জয় করা বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৪

জনার্দন! আমি রণাঙ্গনে নির্ভয়ে বিচরণকারী কর্ণকে দেখিতেছি এবং পলায়মান পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকেও দেখিতে পাইতেছি। ৫

হে কৃষ্ণ! বৃষ্ণিবংশভূষণ! সর্ব্বদিকে প্রজ্বলিত ভার্গবাস্ত্রকেও আমি দর্শন করিতেছি; যাহাকে কর্ণ সেইভাবে প্রযুক্ত করিয়াছে, যেরূপ ইন্দ্র বজ্রকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ৬

ইহা নিশ্চয়ই সেই সংগ্রাম, যে সংগ্রামে কর্ণ আমার দ্বারা নিহত হইবে এবং যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত সকল লোকে ইহার চর্চা করিবে। ৭

হে কৃষ্ণ! আজ আমার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত এবং গাণ্ডীবধনু হইতে মুক্ত বিকর্ণনামক বাণসমূহ কর্ণকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে করিতে তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিবে। ৮

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের সেই বুদ্ধিকে অনাদর করিবেন, যাহার দ্বারা তিনি রাজ্যের অনধিকারী দুর্য্যোধনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৯

মহাবাহো! আজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের রাজ্য, সুখ, লক্ষ্মী, রাষ্ট্র, নগর ও পুত্রগণ হইতে বিচ্যুত হইবে। ১০

হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি গুণবান্‌কে দ্বেষ করেন এবং গুণহীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন, সেই রাজা বিনাশকাল উপস্থিত হইলে পর শোকমগ্ন হইয়া অনুতাপ করিতে থাকেন। ১১

জনার্দন! যেরূপ কোন ব্যক্তি আম্রের বিশাল বনকে ছেদন করত তাহার দুষ্পরিণাম উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়, সেইরূপ আজ সূতপুত্র কর্ণের মৃত্যু হইলে পর রাজা দুর্য্যোধন নিরাশ হইয়া যাইবে। ১২

অদ্য দুর্যোধনো রাজ্যাজ্জীবিতাচ্চ নিরাশকঃ।
ভবিষ্যতি হতে কর্ণে কৃষ্ণ সত্যং ব্রবীমি তে॥ ১৩
অদ্য দৃষ্ট্বা ময়া কর্ণং শরৈর্বিশকলীকৃতম্।
স্মরতাং তব বাক্যানি শমং প্রতি জনেশ্বরঃ॥ ১৪
অদ্যাসৌ সৌবলঃ কৃষ্ণ গ্লহান্ জানাতু বৈ শরান্।
দুরোদরঞ্চ গাণ্ডীবং মণ্ডলঞ্চ রথং প্রতি॥ ১৫
অদ্য কুন্তীসুতস্তাহং দৃঢ়ং রাজ্ঞঃ প্রজাগরম্।
ব্যপনেষ্যামি গোবিন্দ হত্বা কর্ণং শিতৈঃ শরৈঃ॥ ১৬
অদ্য কুন্তীসুতো রাজা হতে সূতসুতে ময়া।
সুপ্রহৃষ্টমনাঃ প্রীতশ্চিরং সুখমবাপ্স্যতি॥ ১৭
অদ্য চাহমনাধৃষ্যং কেশবাপ্রতিমং শরম্।
উৎস্রক্ষ্যামীহ যঃ কর্ণং জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি॥ ১৮
যস্য চৈতদ্ ব্রতং মহ্যং বধে কিল দুরাত্মনঃ।
পাদৌ ন ধাবয়ে তাবদ্ যাবদ্ধন্যাং ন ফাল্গুনম্॥ ১৯
মৃষা কৃত্বা ব্রতং তস্য পাপস্য মধুসূদন।
পাতয়িষ্যে রথাৎ কায়ং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ২০
যোঽসৌ রণে নরং নান্যং পৃথিব্যামনুমন্যতে।
তস্যাদ্য সূতপুত্রস্য ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্॥ ২১
অপতির্হ্যসি কৃষ্ণেতি সূতপুত্রো যদব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রমতে কর্ণঃ শ্লাঘমানঃ স্বকান্ গুণান্॥ ২২
অনৃতং তৎ করিষ্যন্তি মামকা নিশিতাঃ শরাঃ।
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধাস্তস্য পাস্যন্তি শোণিতম্॥ ২৩
ময়া হস্তবতা মুক্তা নারাচা বৈদ্যুতত্বিষঃ।
গাণ্ডীবসৃষ্টা দাস্যন্তি কর্ণস্য পরমাং গতিম্॥ ২৪
অদ্য তপ্স্যতি রাধেয়ঃ পাঞ্চালীং যত্তদাব্রবীৎ।
সভামধ্যে বচঃ ক্রূরং কুৎসয়ন্ পাণ্ডবান্ প্রতি॥ ২৫
যে বৈ ষণ্ডতিলাস্তত্র ভবিতারোঽদ্য তে তিলাঃ।
হতে বৈকর্তনে কর্ণে সূতপুত্রে দুরাত্মনি॥ ২৬
অহং বঃ পাণ্ডুপুত্রেভ্যস্ত্রাস্যামীতি যদব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতান্ কর্ণঃ শ্লাঘমানোঽঽত্মনো গুণান্॥ ২৭

হে কৃষ্ণ! আমি আপনাকে সত্য কথা বলিতেছি। আজ কর্ণের বিনাশ হইলে পর দুর্য্যোধন নিজের জীবন ও রাজ্য এই উভয় হইতেই নিরাশ হইবে। ১৩

আজ আমার বাণসমূহে কর্ণের শরীরকে খণ্ড-বিখণ্ড হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া আপনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে থাকিবে। ১৪

হে কৃষ্ণ! আজ সুবলপুত্র অক্ষক্রীড়াকারী শকুনি ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমার বাণসকলই পণ, গাণ্ডীব-ধনু পাশা ও আমার রথই মণ্ডল (পাশার ছক)। ১৫

গোবিন্দ! আজ আমি নিজের তীক্ষ্ণবাণসমূহে কর্ণকে বিনাশ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের চিন্তাজনিত জাগরণের স্থায়ী রোগ দূর করিব। ১৬

আজ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির আমার দ্বারা সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর প্রসন্নচিত্ত হইয়া চিরকালের জন্য সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন। ১৭

আজ আমি এরূপ অনুপম ও অজেয় বাণ নিক্ষেপ করিব, যাহা কর্ণকে উঁহার প্রাণ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিবে। ১৮

মধুসূদন! যে দুরাত্মা কর্ণ আমাকে বধ করিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল যে, যতকাল না আমি অর্জ্জুনকে বধ করিব, ততকাল আমি কাহাকেও দিয়া পাদধৌত করাইব না। সেই পাপীর এই ব্রত মিথ্যা করিয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাহার শরীরকেই রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিব। ১৯-২০

যে কর্ণ ভূমণ্ডলে অন্য কোন যোদ্ধাকে রণাঙ্গনে নিজের সমান বলিয়া মনে করে না, আজ এই পৃথিবী সেই সূতপুত্রের রক্তপান করিবেন। ২১

সূতপুত্র কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের মতাবলম্বী হইয়া নিজের গুণের প্রশংসা করিতে করিতে দ্রৌপদীকে এই কথা বলিয়াছিল যে, 'কৃষ্ণে! তুমি পতিহীনা' হইয়াছ, তাহার এই বাক্যকে আমার তীক্ষ্ণবাণসমূহ অসত্য বলিয়া দেখাইবে এবং ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় তাহার রক্ত পান করিবে। ২২-২৩

আমি বাণ চালাইতে সিদ্ধহস্ত। আমার দ্বারা গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎতুল্য প্রভামণ্ডিত নারাচসকল কর্ণকে পরম গতি প্রদান করিবে। ২৪

রাধাপুত্র কর্ণ সভামধ্যে পাণ্ডবগণের নিন্দা করিতে করিতে দ্রৌপদীকে যে ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল, তাহার জন্য কর্ণের অতিশয় অনুতাপ হইবে। ২৫

যে পাণ্ডবগণকে পিষ্ট-তিলের ন্যায় নপুংসক বলা হইয়াছিল, আজ দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর তাহারা উত্তম তিল ও শৌর্য্যশালী বীর বলিয়া পরিগণিত হইবে। ২৬

নিজের গুণের প্রশংসা করিতে করিতে সূতপুত্র কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে যে এই কথা বলিয়াছিল, "আমি পাণ্ডব-

অনৃতং তৎ করিষ্যন্তি মামকা নিশিতাঃ শরাঃ।
উদ্যোগঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সমাপ্তিমুপযাস্যতি ॥ ২৮
হন্তাহং পাণ্ডবান্ সর্বান্ সপুত্রানিতি যোঽব্রবীৎ।
তমদ্য কর্ণং হন্তাস্মি মিষতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ২৯
যস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য ধার্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
অবামন্যত দুর্বুদ্ধির্নিত্যমস্মান্ দুরাত্মবান্ ॥ ৩০
তমাহং কর্ণমাজৌ হি তোষয়িষ্যামি ভ্রাতরম্।
শরান্ নানাবিধান্ মুক্ত্বা ত্রাসয়িষ্যামি শাত্রবান্।
আকর্ণমুক্তৈরিষুভির্যমরাষ্ট্রবিবর্ধনৈঃ ॥ ৩১
ভূমিশোভাং করিষ্যামি পাতিতৈ রথকুঞ্জরৈঃ।
তত্রাহং বৈ মহাসংখ্যে সম্পন্নং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩২
অদ্য কর্ণমহং ঘোরং সূদয়িষ্যামি সায়কৈঃ।
অদ্য কর্ণে হতে কৃষ্ণ ধার্তরাষ্ট্রাঃ সরাজকাঃ ॥ ৩৩
বিদ্রবন্তু দিশো ভীতাঃ সিংহত্রস্তা মৃগা ইব।
অদ্য দুর্যোধনো রাজা আত্মানং চানুশোচতাম্ ॥ ৩৪
হতে কর্ণে ময়া সংখ্যে সপুত্রে সসুহৃজ্জনে।
অদ্য কর্ণং হতং দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রোঽত্যমর্ষণঃ ॥ ৩৫
জানাতু মাং রণে কৃষ্ণ প্রবরং সর্বধন্বিনাম্।
সপুত্রপৌত্রং সামাত্যং সভৃত্যঞ্চ নিরাশিষম্ ॥ ৩৬
অদ্য রাজ্যে করিষ্যামি ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
অদ্য কর্ণস্য চক্রাঙ্গাঃ ক্রব্যাদাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩৭
শরৈশ্ছিন্নানি গাত্রাণি বিহরিষ্যন্তি কেশব।
অদ্য রাধাসুতস্যাহং সংগ্রামে মধুসূদন ॥ ৩৮
শিরশ্ছেৎস্যামি কর্ণস্য মিষতাং সর্বধন্বিনাম্।
অদ্য তীক্ষ্ণৈর্বিপাঠৈশ্চ ক্ষুরৈশ্চ মধুসূদন ॥ ৩৯
রণে ছেৎস্যামি গাত্রাণি রাধেয়স্য দুরাত্মনঃ।
অদ্য রাজা মহৎ কৃচ্ছ্রং সন্ত্যক্ষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪০
সন্তাপং মানসং বীরশ্চিরসম্ভৃতমাত্মনঃ।
অদ্য কেশব রাধেয়মহং হত্বা সবান্ধবম্ ॥ ৪১

গণের নিকট হইতে তোমাদের রক্ষা করিব” তাহার এই কথাকে আমার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ অসত্য করিয়া দেখাইবে এবং পাণ্ডবদের যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগ সমাপ্ত হইবে ॥ ২৭-২৮

যে কর্ণ এই কথা বলিয়াছিল যে, আমি পুত্রগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বধ করিব, সেই কর্ণকেই আজ সকল ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই আমি বিনাশ করিব ॥ ২৯

যাহার বল পরাক্রমের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া মহামনস্বী, দুর্মতি ও দুরাত্মা দুর্যোধন সর্ব্বদা আমাদিগকে অপমান করিয়া আসিতেছে, সেই কর্ণকে আজ যুদ্ধস্থলে বধ করিয়া আমি নিজের ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সন্তুষ্ট করিব ॥ ৩০½

নানাপ্রকার বাণসমূহের প্রহার করত আমি শত্রুসৈন্যদিগকে ভীত করিব। ধনুটিকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত যমরাষ্ট্রবর্দ্ধক বাণসকলের দ্বারা ভূপাতিত রথ ও হস্তীসমূহে রণভূমির শোভাবর্দ্ধন করিব ॥ ৩১½

আমি মহাসমরে শক্তিশালী, রণদুর্ম্মদ ও ভয়ঙ্কর কর্ণকে আজ স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করিব ॥ ৩২½

হে কৃষ্ণ! আজ কর্ণ নিহত হইলে পর রাজগণসহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই সিংহ হইতে ভীত মৃগ-গণের ন্যায় ভীত হইয়া চারিদিকে পলাইয়া যাইবে ॥ ৩৩½

আজ যুদ্ধস্থলে পুত্র ও সুহৃদগণের সহিত কর্ণ আমার দ্বারা নিহত হইলে পর রাজা দুর্যোধন নিজের জন্য নিরন্তর শোক করিতে থাকিবে ॥ ৩৪½

হে কৃষ্ণ! অমর্ষপরায়ণ দুর্যোধন আজ কর্ণকে রণভূমিতে নিহত হইতে দেখিয়া আমাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিবে ॥ ৩৫½

আমি আজই পুত্র, পৌত্র, মন্ত্রী ও সেবকগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য হইতে নিরাশ করিয়া দিব ॥ ৩৬½

কেশব! আজ চক্রবাক ও অন্যান্য নানাবিধ মাংসভোজী পক্ষিগণ বাণসমূহে ছিন্ন কর্ণের অঙ্গসকলকে তুলিয়া লইয়া যাইতে থাকিবে ॥ ৩৭½

মধুসূদন! আজ রণাঙ্গনে সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই আমি রাধাপুত্র কর্ণের মস্তক ছেদন করিব ॥ ৩৮½

হে কৃষ্ণ! আজ তীক্ষ্ণ বিপাঠ ও ক্ষুরসকলের দ্বারা রণাঙ্গনে দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণের গাত্রসকল ছেদন করিব ॥ ৩৯½

আজ বীর রাজা যুধিষ্ঠির তীব্র কষ্ট ও নিজের দীর্ঘদিন সঞ্চিত মানসিক সন্তাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন ॥ ৪০½

কেশব! আজ আমি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত রাধাপুত্র কর্ণকে বধ করত ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিব ॥ ৪১½

নন্দয়িষ্যামি রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অদ্যাহমনুগান্ কৃষ্ণ কর্ণস্য কৃপণান্ যুধি ॥৪২
হত্বা জ্বলনসঙ্কাশৈঃ শরৈঃ সর্পবিষোপমৈঃ।
অদ্যাহং হেমকবচৈরাবদ্ধমণিকুণ্ডলৈঃ ॥ ৪৩
সংস্তরিষ্যামি গোবিন্দ বসুধাং বসুধাধিপৈঃ।
অদ্যাভিমন্যোঃ শত্রূণাং সর্বেষাং মধুসূদন ॥ ৪৪
প্রমথিষ্যামি গাত্রাণি শিরাংসি চ শিতৈঃ শরৈঃ।
অদ্য নির্ধার্তরাষ্ট্রাঞ্চ ভ্রাত্রে দাস্যামি মেদিনীম্ ॥ ৪৫
নিরর্জুনাং বা পৃথিবীং কেশবানুচরিষ্যসি।
অদ্যাহমনৃণঃ কৃষ্ণ ভবিষ্যামি ধনুর্ভৃতাম্ ॥ ৪৬
কোপস্য চ কুরূণাঞ্চ শরণাং গাণ্ডিবস্য চ।
অদ্য দুঃখমহং মোক্ষ্যে ত্রয়োদশসমার্জিতম্ ॥ ৪৭
হত্বা কর্ণং রণে কৃষ্ণ শম্বরং মঘবানিব।
অদ্য কর্ণে হতে যুদ্ধে সোমকানাং মহারথাঃ ॥ ৪৮
কৃতং কার্যাঞ্চ মন্যন্তাং মিত্রকার্য্যেপ্সবো যুধি।
ন জানে চ কথং প্রীতিঃ শৈনেয়স্যাদ্য মাধব ॥ ৪৯

হে কৃষ্ণ! আজ আমি যুদ্ধস্থলে কর্ণের পশ্চাদ্গামী দীন-হীন সৈন্যদিগকে সর্পবিষ ও অগ্নিতুল্য বাণসমূহের দ্বারা ভস্ম করিয়া দিব ॥ ৪২½

গোবিন্দ! আজ আমি সুবর্ণময় কবচ ও মণিময় কুণ্ডল-ধারণকারী ভূপতিগণের শবদেহে রণভূমি আচ্ছাদিত করিয়া দিব ॥ ৪৩½

মধুসূদন! আজ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আমি অভিমন্যুর সমস্ত শত্রুদিগের শরীর ও মস্তকসকল মথিত করিয়া ফেলিব ॥ ৪৪½

কেশব! আজ আমি এই পৃথিবীকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রহীনা করিয়া নিজের ভ্রাতৃগণের অধিকারে প্রদান করিব অথবা আপনি অর্জুন-রহিতা এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন ॥ ৪৫½

হে কৃষ্ণ! আজ আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের, ক্রোধের, কৌরববৃন্দের, বাণসকলের এবং গাণ্ডীব ধনুর ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ৪৬½

হে কৃষ্ণ! যেরূপ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমি রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ করত আজ তের বৎসর ধরিয়া সঞ্চিত দুঃখকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৪৭½

আজ যুদ্ধে কর্ণ নিহত হইলে পর মিত্রকার্য্যসিদ্ধিকামী সোমক-বংশীয় মহারথী বীরগণ নিজেদের কৃতকার্য্য মনে করিবে ॥ ৪৮½

ভবিষ্যতি হতে কর্ণে ময়ি চাপি জয়াধিকে।
অহং হত্বা রণে কর্ণং পুত্রং চাস্য মহারথম্ ॥ ৫০
প্রীতিং দাস্যামি ভীমস্য যময়োঃ সাত্যকস্য চ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিভ্যাং পাঞ্চালানাঞ্চ মাধব ॥ ৫১
অদ্যানৃণ্যং গমিষ্যামি হত্বা কর্ণং মহাহবে।
অদ্য পশ্যন্তু সংগ্রামে ধনঞ্জয়মমর্ষণম্ ॥ ৫২
যুধ্যন্তং কৌরবান্ সংখ্যে ঘাতয়ন্তঞ্চ সূতজম্।
ভবৎসকাশে বক্ষ্যে চ পুনরেবাত্মসংস্তবম্ ॥ ৫৩
ধনুর্বেদে মৎসমো নাস্তি লোকে
পরাক্রমে বা মম কোঽস্তি তুল্যঃ।
কো বাপ্যন্যো মৎসমোঽস্তি ক্ষমাবাং-
স্তথা ক্রোধে সদৃশোঽন্যো ন মেঽস্তি ॥৫৪
অহং ধনুষ্মান্ সসুরাসুরাংশ্চ
সর্বাণি ভূতানি চ সঙ্গতানি।
স্ববাহুবীর্য্যাদ্ গময়ে পরাভবং
মৎপৌরুষং বিদ্ধি পরং পরেভ্যঃ ॥ ৫৫

মাধব! আজ কর্ণ বিনষ্ট হইলে পর এবং জয়লাভের জন্য আমার প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হইলে পর না জানি শিনিপৌত্র সাত্যকি কিরূপ প্রীতিলাভ করিবে? ৪৯½

আমি রণাঙ্গনে কর্ণ ও তাহার মহারথী পুত্রকে বিনাশ করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে প্রসন্ন করিব ॥ ৫০½

মাধব! আজ মহাসমরে কর্ণকে বধ করিয়া আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও পাঞ্চালগণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব ॥ ৫১½

আজ সমস্ত সৈন্যরা দেখিবে যে, সংগ্রামস্থলে অমর্ষশীল ধনঞ্জয় কিরূপ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে ও সূতপুত্র কর্ণকে আঘাত করিতেছে ॥ ৫২½

আমি আপনার নিকট পুনরায় নিজের প্রশংসাপূর্ণ এই বাক্য বলিতেছি—এ জগতে ধনুর্বেদে আমার সমান আর কেহ নাই। আমার সদৃশ পরাক্রমেই বা কে আছে? আমার ন্যায় ক্ষমাশীলও আর কেহ নাই এবং ক্রোধেও আমার তুল্য অপর কেহ নাই ॥ ৫৩-৫৪

আমি ধনু লইয়া নিজের বাহুবলে একত্রে সমাগত দেবতা, অসুর ও সমস্ত প্রাণীদিগকে পরাজিত করিতে পারি। আমার পুরুষার্থকে উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবেন ॥ ৫৫

শরার্চিষা গাণ্ডিবেনাহমেকঃ
সর্ব্বান্ কুরূন্ বাহ্লিকাংশ্চাভিহত্য
হিমাত্যয়ে কক্ষগতো যথাগ্নি-
স্তথা দহেয়ং সগণান্ প্রসহ্য ॥ ৫৬
পাণৌ পৃষৎকা লিখিতা মমৈতে
ধনুশ্চ দিব্যং বিততং সবাণম্।
পাদৌ চ মে সরথৌ সধ্বজৌ চ
ন মাদৃশং যুদ্ধগতং জয়ন্তি ॥ ৫৭

আমি একাকীই বাণসমূহের শিখাতে সংযুক্ত গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা সমস্ত কৌরব ও বাহ্লীকগণকে বিনাশ করত গ্রীষ্মকালে শুষ্ক কাষ্ঠে সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় সকলকে ভস্ম করিয়া ফেলিব ॥ ৫৬

আমার এক হাতে বাণের চিহ্ন এবং অপর হাতে বাণসহ দিব্য ধনুর রেখা বিদ্যমান আছে। আমার ন্যায় লক্ষণযুক্ত যোদ্ধা যখন যুদ্ধে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাকে শত্রুরা জয় করিতে সমর্থ হয় না। আমার পদদ্বয়ে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন রহিয়াছে ॥৫৭

ইত্যেবমুক্ত্বার্জ্জুন একবীরঃ
ক্ষিপ্রং রিপুঘ্নঃ ক্ষতজোপমাক্ষঃ।
ভীমং মুমুক্ষুঃ সমরে প্রযাতঃ
কর্ণস্য কায়াচ্চ শিরো জিহীর্ষুঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি অর্জ্জুনবাক্যে
চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া অদ্বিতীয় বীর শত্রুসূদন অর্জ্জুন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত রণাঙ্গনে ভীমসেনকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং কর্ণের মস্তককে দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য অতিক্রুত প্রস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অর্জ্জুনের বাক্যবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং দ্বন্দ্বযুদ্ধম্, সুষেণবধশ্চ।]

সমাগমে পাণ্ডবসৃঞ্জয়ানাং
মহাভয়ে মামকানামগাধে।
ধনঞ্জয়ে তাত রণায় যাতে
কর্ণেন তদ্ যুদ্ধমথোঽত্র কীদৃক্ ॥ ১
সঞ্জয় উবাচ।
তেষামনীকানি বৃহদ্ধ্বজানি
রণে সমৃদ্ধানি সমাগতানি।
গর্জ্জন্তি ভেরীনিনদোন্মুখানি
নাদৈর্যথা মেঘগণাস্তপান্তে ॥ ২
মহাগজাভ্রাকুলমস্ত্রতোয়ং
বাদিত্রনেমীতলশব্দবচ্চ।
হিরণ্যচিত্রায়ুধবিদ্যুতঞ্চ
শরাসিনারাচমহাস্ত্রধারম্ ॥ ৩

পঞ্চসপ্ততিতম

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং সুষেণ বধ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—তাত সঞ্জয়! আমার পুত্রগণের এবং পাণ্ডব ও সঞ্জয়দের মধ্যে পূর্ব্বেই অগাধ মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছে। তারপর যখন অর্জ্জুনও কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেই যুদ্ধের স্বরূপ কিরূপ হইল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! গ্রীষ্মঋতু অতিক্রান্ত হইলে পর যেরূপ মেঘসমূহ গর্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ উভয়পক্ষেরই সৈন্যরা একত্রে মিলিত হইয়া রণাঙ্গনে গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে বড় বড় ধ্বজসকল উড়িতেছিল এবং সমস্ত সৈন্যরাই অস্ত্রসকলে সুসজ্জিত ছিল। রণভেরীসমূহ ইহাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করিতেছিল ॥ ২

ক্রমশঃ এই ক্রূরতাপূর্ণ যুদ্ধ বিনা ঋতুতেই অনিষ্টকারী বর্ষার ন্যায় প্রজাগণকে সংহার করিতে লাগিল। বিশালদেহ হাতীরা মেঘমণ্ডলের ন্যায় পরিগণিত হইয়া সেস্থলে ছায়ার আকার ধারণ করিয়াছিল। তখন অস্ত্রই জল ছিল। বাদ্য ও রথচক্রসকলের ঘর্ঘরধ্বনিই মেঘগর্জ্জন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। সুবর্ণমণ্ডিত

তদ্ ভীমবেগং রুধিরৌঘবাহি
খড়্গাকুলং ক্ষত্রিয়জীবঘাতি।
অনার্তবং ক্রূরমনিষ্টবর্ষং
বভূব তৎ সংহরণং প্রজানাম্ ॥ ৪
একং রথং সম্পরিবার্য্য মৃত্যুং
নয়ন্ত্যনেকে চ রথাঃ সমেতাঃ।
একস্তথৈকং রথিনং রথাগ্র্যাং-
স্তথা রথশ্চাপি রথাননেকান্ ॥ ৫
রথং সসূতং সহয়ঞ্চ কঞ্চিৎ
কশ্চিদ্ রথী মৃত্যুবশং নিনায়।
নিনায় চাপ্যেকগজেন কশ্চিদ্
রথান্ বহূন্ মৃত্যুবশে তথাশ্বান্ ॥ ৬
রথান্ সসূতান্ সহয়ান্ গজাংশ্চ
সর্বানরীন্ মৃত্যুবশং শরৌঘৈঃ।
নিঘ্নে হয়াংশ্চৈব তথা সসাদীন্
পদাতিসঙ্ঘাংশ্চ তথৈব পার্থঃ ॥ ৭
কৃপঃ শিখণ্ডী চ রণে সমেতৌ
দুর্য্যোধনং সাত্যকিরভ্যগচ্ছৎ।
শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্রেণ সার্ধং
যুধামন্যুশ্চিত্রসেনেন সার্ধম্ ॥ ৮
কর্ণস্য পুত্রং তু রথী সুষেণং
সমাগতং সঞ্জয়শ্চোত্তমৌজাঃ।
গান্ধাররাজং সহদেবঃ ক্ষুধার্তো
মহর্ষভং সিংহ ইবাভ্যধাবৎ ॥ ৯
শতানীকো নাকুলিঃ কর্ণপুত্রং
যুবা যুবানং বৃষসেনং শরৌঘৈঃ।
সমার্পয়ৎ কর্ণপুত্রশ্চ শূরঃ
পাঞ্চালেয়ং শরবর্ষৈরনেকৈঃ ॥ ১০
রথর্ষভঃ কৃতবর্মাণমার্চ্ছ-
ন্মাদ্রীপুত্রো নকুলশ্চিত্রযোধী।
পাঞ্চালানামধিপো যাজ্ঞসেনিঃ
সেনাপতিঃ কর্ণমার্চ্ছৎ সসৈন্যম্ ॥ ১১
দুঃশাসনো ভারত ভারতী চ
সংশপ্তকানাং পৃতনা সমৃদ্ধা।
ভীমং রণে শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠং
ভীমং সমার্চ্ছত্তমসহ্যবেগম্ ॥ ১২

বিচিত্র অস্ত্রসকল বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। বাণ, খড়্গ ও নারাচাদি মহাস্ত্রসকলের ধারাবাহিক বর্ষণ হইতেছিল। ধীরে ধীরে এই যুদ্ধের বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রক্তের স্রোত বহিয়া চলিল। তরবারিসকলের অবিরত প্রহার হইতে থাকিল, ইহাতে ক্ষত্রিয়গণের প্রাণসংহার হইতেছিল। ৩-৪।

বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধা একত্রে মিলিত হইয়া কোন এক রথী যোদ্ধাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। এইরূপ এক রথী অন্য এক রথীকে এবং অনেক শ্রেষ্ঠ রথীকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

কোন রথী অপর এক রথীকে অশ্ব ও সারথি-সহ মৃত্যুর বশীভূত করিয়া দিলেন। অন্য এক বীর যোদ্ধা একমাত্র হাতীর দ্বারা বহুসংখ্যক রথী ও অশ্বগণকে মৃত্যুর গ্রাসে পরিণত করিলেন ॥ ৬

সেই সময় অর্জুন সারথিসহ রথসমূহ, অশ্বসহ হস্তিগণ, সমস্ত শত্রুবৃন্দ আরোহিসহ অশ্বসকল ও পদাতি সৈন্যসমুদায়কে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা মৃত্যুর অধীনস্থ করিয়া দিলেন। ৭

সেই রণাঙ্গনে কৃপাচার্য্য ও শিখণ্ডী পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন। শ্রুতশ্রবা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং যুধামন্যু চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। ৮

সৃঞ্জয়বংশী রথী যোদ্ধা উত্তমৌজা স্ব-সম্মুখে আগত কর্ণপুত্র সুষেণের উপর আক্রমণ করিলেন। যেরূপ ক্ষুধাপীড়িত কোন সিংহ কোন এক বৃষের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ সহদেব গান্ধার-রাজ শকুনির প্রতি ধাবিত হইলেন। ৯

নকুলপুত্র নবযুবক শতানীক কর্ণের নবযুবক পুত্র বৃষসেনকে স্বীয় বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন এবং বীরবর কর্ণপুত্র বৃষসেনও বহু বাণবর্ষণ করিয়া পাঞ্চালীনন্দন শতানীককে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১০

বিচিত্র যুদ্ধকারী, রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাদ্রীকুমার নকুল কৃতবর্মার উপর আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদনন্দন পাঞ্চালরাজ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যসহ কর্ণের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

ভারত! দুঃশাসন, কৌরবসেনা ও সংশপ্তক সৈন্যদের সমৃদ্ধি-শালিনী সৈন্যবাহিনী অসহ্য বেগশালী, অস্ত্রধারিগণশ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

কর্ণাত্মজং তত্র জঘান বীর-
স্তথাচ্ছিনচ্চোত্তমৌজাঃ প্রসহ্য।
তস্যোত্তমাঙ্গং নিপপাত ভূমৌ
নিনাদয়দ্ গাং নিনদেন খঞ্চ ॥ ১৩

সুষেণশীর্ষং পতিতং পৃথিব্যাং
বিলোক্য কর্ণোঽথ তদার্তরূপঃ।
ক্রোধাদ্ধয়াংস্তস্য রথং ধ্বজঞ্চ
বাণৈঃ সুধারৈর্নিশিতৈরকৃন্তৎ ॥ ১৪

স তূত্তমৌজা নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ খড়্গেন চ ভাস্বরেণ।
পার্ষ্ণিং হয়াংশ্চৈব কৃপস্য হত্বা
শিখণ্ডিবাহং স ততোঽধ্যরোহৎ ॥ ১৫

কৃপং তু দৃষ্ট্বা বিরথং রথস্থো
নৈচ্ছচ্ছরৈস্তাড়য়িতুং শিখণ্ডী।
তং দ্রৌণিরাবার্য্য রথং কৃপস্য
সমুজ্জহ্রে পঙ্কগতাং যথা গাম্ ॥ ১৬

হিরণ্যবর্মা নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
স্তবাত্মজানামনিলাত্মজো বৈ।
অতাপয়ৎ সৈন্যমতীব ভীমঃ
কালে শুচৌ মধ্যগতো যথার্কঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলদ্বন্দ্বযুদ্ধে
পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

বীর উত্তমৌজা হঠকারিতাপূর্ব্বক সেখানে কর্ণপুত্র সুষেণকে বধ করিলেন এবং উহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন সুষেণের সেই মস্তক নিজের আর্তনাদে আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইল ॥ ১৩

সুষেণের মস্তককে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া কর্ণ শোকাতুর হইয়া উঠিলেন। তিনি কুপিত হইয়া অতিশয় ধারাল বাণসমূহের দ্বারা উত্তমৌজার রথ, ধ্বজ ও অশ্বগণকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ১৪

তখন উত্তমৌজা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং (যখন কৃপাচার্য্য বাধাদান করিলেন, তখন) উজ্জ্বল তরবারির দ্বারা কৃপাচার্য্যের পৃষ্ঠরক্ষক ও অশ্বগণকে বিনাশ করিয়া শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫

কৃপাচার্য্যকে রথহীন দেখিয়া রথে উপবিষ্ট শিখণ্ডী তাঁহার উপর বাণসমূহের আঘাত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তখন অশ্বত্থামা শিখণ্ডীকে প্রতিরোধ করিয়া পঙ্কমগ্ন গরুর ন্যায় কৃপাচার্য্যকে উদ্ধার করিলেন ॥ ১৬

যেরূপ আষাঢ়মাসে দ্বিপ্রহরের সূর্য্য অত্যন্ত তাপদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ সুবর্ণ কবচধারী বায়ুপুত্র ভীমসেন আপনার সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা অধিকাংশকেই তাপিত করিলেন ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য তদীয়-সারথি-বিশোকস্য চ পারস্পরিক-কথোপকথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথ ত্বিদানীং তুমুলে বিমর্দে
দ্বিষদ্ভিরেকো বহুভিঃ সমাবৃতঃ।
মহারণে সারথিমিত্যুবাচ
ভীমশ্চমূং বাহয় ধার্ত্তরাষ্ট্রীম্ ॥ ১

ত্বং সারথে যাহি জবেন বাহৈ-
র্নয়াম্যেতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ যমায়।
সঞ্চোদিতো ভীমসেনেন চৈবং
স সারথিঃ পুত্রবলং ত্বদীয়ম্ ॥ ২

প্রায়াৎ ততঃ সত্বরমুগ্রবেগো
যতো ভীমস্তদ্ বলং গন্তুমৈচ্ছৎ।
ততোঽপরে নাগ-রথাশ্বপত্তিভিঃ
প্রত্যুদ্যযুস্তং কুরবঃ সমন্তাৎ ॥ ৩

ভীমস্য বাহাগ্র্যমুদারবেগং
সমন্ততো বাণগণৈর্নিজঘ্নুঃ।
ততঃ শরানাপততো মহাত্মা
চিচ্ছেদ বাণৈস্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥ ৪

তে বৈ নিপেতুস্তপনীয়পুঙ্খা
দ্বিধা ত্রিধা ভীমশরৈর্নিকৃত্তাঃ।
ততো রাজন্ নাগরথাশ্বযূনাং
ভীমাহতানাং বররাজমধ্যে ॥ ৫

ঘোরো নিনাদঃ প্রবভৌ নরেন্দ্র
বজ্রাহতানামিব পর্বতানাম্।
তে বধ্যমানাশ্চ নরেন্দ্রমুখ্যা
নির্ভিদ্যন্তো ভীমশরপ্রবেকৈঃ ॥ ৬

ভীমং সমন্তাৎ সমরেঽভ্যারোহন্
বৃক্ষং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ।
ততোঽভিযাতে তব সৈন্যে স ভীমঃ
প্রাদুশ্চক্রে বেগমনন্তবেগঃ ॥

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়।

[ভীমসেন ও তাঁহার সারথি বিশোকের পারস্পরিক কথোপকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় সেই তুমুল যুদ্ধে বহুসংখ্যক শত্রুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত একাকী ভীমসেন মহাসমরে নিজের সারথি বিশোককে বলিলেন—সারথে! এখন তুমি রথকে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সৈন্যদের দিকে লইয়া চল। ১

সূত! তুমি নিজ বাহনগণের দ্বারা সবেগে অগ্রসর হও। যাহাতে আমি এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি। ভীমসেন এই আদেশ করিলে পর সারথি অতিক্রান্ত ভয়ঙ্কর বেগযুক্ত আপনার পুত্রগণের সৈন্যদের দিকে ভীমসেনের ইচ্ছানুসারে যাইতে লাগিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যদের বিশাল বাহিনীর সহিত সর্ব্বদিকে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২-৩

ইহারা ভীমসেনের অত্যন্ত বেগশালী শ্রেষ্ঠ রথের উপর চারি দিক্ দিয়া বাণসমূহের প্রহার করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন নিজের উপর আপতিত সেই বাণসকলকে সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন। ৪

এই সকল স্বর্ণপক্ষযুক্ত বাণ ভীমসেনের বাণসমূহে দুইখণ্ডে তিনখণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পতিত হইল। রাজন্! নরেন্দ্র! তাহার পর শ্রেষ্ঠ রাজমণ্ডলীর মধ্যে ভীমসেনের দ্বারা নিহত হস্তী, রথ, অশ্ব, ও পদাতি যুবক সৈন্যদের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল; ইহাতে মনে হইতে লাগিল বজ্রের আঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে। ৫½

যাহাদের পক্ষ উদ্গত হইয়াছে, সেই সব পক্ষী চারিদিক্ হইতে উড়িয়া আসিয়া যেরূপ কোন বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের উত্তম বাণসমূহে আহত ও বিদীর্ণ হইয়া প্রধান প্রধান নরপতিগণ সমরাঙ্গণে চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬½

আপনার সৈন্যরা আক্রমণ করিলে পর অনন্ত বেগশালী ভীমসেন নিজের মহাবেগকে সেইভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণকে সংহারকারী কাল হস্তে দণ্ড গ্রহণ করত সকলকে নষ্ট ও দগ্ধ করিবার বাসনায় নিজের অসীম বেগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ৭½

যথান্তকালে ক্ষপয়ন্ দিধক্ষু—
র্ভূতান্তকৃৎ কাল ইবাত্তদণ্ডঃ।
তস্যাতিবেগস্য রণেঽতিবেগং
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং ত্বদীয়াঃ ॥ ৮

ব্যাত্তাননস্যাপততো যথৈব
কালস্য কালে হরতঃ প্রজা বৈ।
ততো বলং ভারত ভারতানাং
প্রদহ্যমানং সমরে মহাত্মনা ॥ ৯

ভীতং দিশোঽকীর্য্যত ভীমমুগ্রং
মহানিলেনাভ্রগণা যথৈব।
ততো ধীমান্ সারথিমব্রবীদ্ বলী
স ভীমসেনঃ পুনরেব হৃষ্টঃ ॥ ১০

সূতাভিজানীহি স্বকান্ পরান্ বা
রথান্ ধ্বজাংশ্চাপততঃ সমেতান্।
যুধ্যন্ হ্যহং নাভিজানামি কিঞ্চি-
ন্মা সৈন্যং স্বং ছাদয়িষ্যে পৃষৎকৈঃ ॥ ১১

অরীন্ বিশোকাভিনিরীক্ষ্য সর্বতো
মনস্তু চিন্তা প্রদুনোতি মে ভৃশম্।
রাজাঽঽতুরো নাগমদ্ যৎ কিরীটী
বহূনি দুঃখান্যভিযাতোঽস্মি সূত ॥ ১২

এতদ্ দুঃখং সারথে ধর্মরাজো
যন্মাং হিত্বা যাতবান্ শত্রুমধ্যে।
নৈনং জীবং নাস্ত জানাম্যজীবং
বীভৎসুং বা তন্মমাদ্যাতিদুঃখম্ ॥ ১৩

সোঽহং দ্বিষৎসৈন্যমুদগ্রকল্পং
বিনাশয়িষ্যে পরমপ্রতীতঃ।
এতন্নিহত্যাজিমধ্যে সমেতং
প্রীতো ভবিষ্যামি সহ ত্বয়াদ্য ॥ ১৪

সর্বাংস্তূণান্ সায়কানামবেক্ষ্য
কিং শিষ্টং স্যাৎ সায়কানাং রথে মে।
কা বা জাতিঃ কিং প্রমাণঞ্চ তেষাং
জ্ঞাত্বা ব্যক্তং তৎ সমাচক্ষ্ব সূত ॥ ১৫

যেরূপ প্রলয়কালে মুখবিস্তার পূর্ব্বক আক্রমণকারী প্রজানাশক কালের বেগকে কেহই রুদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ অত্যন্ত বেগশালী ভীমসেনের প্রচণ্ড বেগকে আপনার সৈন্যরা রণাঙ্গনে প্রতিরোধ করিতে পারিল না ॥ ৮½

ভারত! তদনন্তর সমরাঙ্গণে মহাত্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইতে থাকিয়া কৌরবসৈন্যরা ভীতচিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। যেরূপ প্রচণ্ড বায়ু মেঘগুলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ ভীমসেন আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ৯½

তাহার পর বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ভীমসেন হৃষ্ট হইয়া নিজের সারথি বিশোককে পুনরায় এই কথা বলিলেন—সূত! এই যে বহুসংখ্যক রথ ও ধ্বজ একত্রে এদিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, ইহাদিগকে জানিবার চেষ্টা কর, ইহারা স্ব-পক্ষের কিংবা শত্রু-পক্ষের? কারণ, যুদ্ধ করিবার সময় আমার স্ব-পক্ষের ও শত্রুপক্ষের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। এরূপ যেন না হয় যে আমি নিজেই আমাদের সৈন্যদিগকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ১০-১১

বিশোক! চারিদিকেই শত্রুদিগকে দেখিয়া উৎপন্না চিন্তা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত সন্তপ্ত করিতেছে; কারণ, রাজা যুধিষ্ঠির বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কিরীটধারী অর্জ্জুন এখনও তাঁহার সংবাদ জানিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সূত! এই সব কারণে আমার অতিশয় দুঃখ হইতেছে ॥ ১২

সারথে! প্রথমে এই দুঃখই হইতেছে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেই শত্রুদিগের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন। জানিনা, তিনি এখনও জীবিত আছেন কি না? অর্জ্জুনেরও কোন সংবাদ পাইতেছি না? ইহাতেও আমার আরও অধিক দুঃখ হইতেছে ॥ ১৩

আচ্ছা, এখন আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হইয়া শত্রুদের প্রচণ্ড সৈন্যদিগকে বিনাশ করিব। এখানে একত্রে সমবেত এই সৈন্যদিগকে যুদ্ধস্থলে নষ্ট করত আমি আজ তোমার সহিত প্রসন্নতা অনুভব করিব ॥ ১৪

সূত! আমার রথের উপর স্থাপিত বাণসমূহের সমস্ত তূণীরকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া ও ভালভাবে বুঝিয়া আমাকে স্পষ্ট ভাবায় বল—এখন ইহাদের মধ্যে কত বাণ অবশিষ্ট আছে? কোন্ কোন্ জাতির বাণ এখনও আছে এবং তাহাদের সংখ্যা কত? ১৫

(কতি বা সহস্রাণি কতি বা শতানি
তাচক্ষ্ব মে সারথে ক্ষিপ্রমেব ।
বিশোক উবাচ ।
সর্বং বিদিত্বৈবমহং বদামি
তবার্থসিদ্ধিপ্রদমস্ত বীর ॥
কৈকেয়-কাম্বোজ-সুরাষ্ট্র-বাহ্লিকা
ম্লেচ্ছাশ্চ সূক্ষ্মাঃ পরতঙ্গণাশ্চ ।
মদ্রাশ্চ বঙ্গা মগধাঃ কুলিন্দা
আনর্তকাবর্তকাঃ পর্বতীয়াঃ ॥
সর্বে গৃহীতপ্রবরায়ুধাস্ত্বাং
সংখ্যে সমাবেষ্ট্য ততো বিনেদুঃ ॥)
ষষ্মার্গণানামযুতানি বীর
ক্ষুরাশ্চ ভল্লাশ্চ তথাযুতাখ্যাঃ ।
নারাচানাং দ্বে সহস্রে চ বীর
ত্রীণ্যেব চ প্রদরাণাং স্ম পার্থ ॥ ১৬
অস্ত্যায়ুধং পাণ্ডবেয়াবশিষ্টং
ন যদ্ বহেচ্ছকটং ষড়্‌গবীয়ম্ ।
এতদ্ বিদ্বন্ মুঞ্চ সহস্রশোঽপি
গদাসিবাহুদ্রবিণঞ্চ তেঽস্তি ॥ ১৭
প্রাসাশ্চ মুদ্গরাঃ শক্তয়স্তোমরাশ্চ
মা ভৈষীস্ত্বং সঙ্ক্ষয়াদায়ুধানাম্ ॥ ১৮
ভীমসেন উবাচ ।
সূতাদ্যৈনং পশ্য ভীমপ্রযুক্তৈঃ
সংছিন্দদ্ভিঃ পার্থিবানাং সুবেগৈঃ ।
ছন্নং বাণৈরাহবং ঘোররূপং
নষ্টাদিত্যং মৃত্যুলোকেন তুল্যম্ ॥ ১৯
অদ্যৈতদ্ বৈ বিদিতং পার্থিবানাং
ভবিষ্যতি হ্যাকুমারঞ্চ সূত ।
নিমগ্নো বা সমরে ভীমসেন
একঃ কুরূন্ বা সমরে ব্যজৈষীৎ ॥ ২০
সর্বে সংখ্যে কুরবো নিষ্পতন্তু
মাং বা লোকঃ কীর্তয়ত্বাকুমারম্ ।
সর্বানেকস্তানহং পাতয়িষ্যে
তে বা সর্বে ভীমসেনং তুদন্তু ॥ ২১
আশাস্তারঃ কর্ম চাপ্যুত্তমং যে
তন্মে দেবাঃ কেবলং সাধয়ন্তু ।
আয়াহীহাদ্যার্জুনঃ শত্রুঘাতী
শক্রস্তূর্ণং যজ্ঞ ইবোপহূতঃ ॥ ২২

(সারথে! শীঘ্র বল, কোন বাণ কত হাজার এবং কত শত অবশিষ্ট আছে? বিশোক বলিলেন,—বীর! আমি আজ সব কিছু অবগত হইয়া আপনার মনোরথসিদ্ধিকর বাক্য বলিতেছি, কেকয়, কাম্বোজ, সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, ম্লেচ্ছ, সুহ্ম, পরতঙ্গণ, মদ্র, বঙ্গ, মগধ, কুলিন্দ, আনর্ত, আবর্ত এবং পর্ব্বতীয় সকল যোদ্ধারাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল ধারণ করত আপনাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া যুদ্ধস্থলে শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য গর্জ্জন করিতেছে ।)

বীরবর! এখন আপনার নিকট ষাট হাজার বাণ রহিয়াছে, দশ হাজার ক্ষুর ও দশহাজার ভল্ল আছে। পার্থ! দুই হাজার নারাচ এবং তিন হাজার প্রদরও অবশিষ্ট আছে ॥ ১৬

পাণ্ডুনন্দন! এখন এত অস্ত্রসকল অবশিষ্ট আছে যে, ছয়টি গরুতে যোজিত একটি গাড়ীও উহাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবে না। বিদ্বন্! আপনি এই সহস্র সহস্র অস্ত্রকে প্রয়োগ করুন। এখন আপনার নিকট বহু গদা, তরবারি ও বহু বলসম্পত্তি রহিয়াছে। এইরূপ বহুসংখ্যক প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর অবশিষ্ট আছে। আপনি অস্ত্রসকলের সমাপ্তিভয়ে ভীত হইবেন না ॥ ১৭-১৮

ভীমসেন বলিলেন,—সূত! আজ এই যুদ্ধস্থলের দিকে দৃষ্টিপাত কর। ভীমসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত বেগশালী বাণসকল রাজগণকে বিনাশ করিতে করিতে সম্পূর্ণ রণভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছে। ইহাতে সূর্য্যও অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং এই রণভূমি যমলোকসদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ১৯

সূত! আজ বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূপতিগণের জানা হইয়া যাইবে যে, ভীমসেন সমর-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে অথবা সে একাকীই সমস্ত কৌরব-সৈন্যদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছে ॥ ২০

আজ যুদ্ধস্থলে সমস্ত কৌরবগণ ধরাশায়ী হইবে অথবা বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল মানুষই রণাঙ্গনে ভীমসেনকে পতিত হইতে দেখিবে। আমি একাকীই এ সমস্ত কৌরবদিগকে ভূপাতিত করিব অথবা তাহারা সকলেই ভীমসেনকে পীড়িত করিবে ॥ ২১

যাঁহারা উত্তম কর্ম্মসকলের উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই দেবতাগণ কেবল আমার একটি কার্য্য সম্পন্ন করুন। যেরূপ যজ্ঞে

(পশ্যস্ব পশ্যস্ব বিশোক মে ত্বং
বলং পরেষামভিঘাতভিন্নম্।
নানাস্বরান্ পশ্য বিমুচ্য সর্বে
তথা দ্রবন্তে বলিনো ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥)
ঈক্ষস্বৈতাং ভারতীং দীর্য্যমাণা-
মেতে কস্মাদ্ বিদ্রবন্তে নরেন্দ্রাঃ।
ব্যক্তং ধীমান্ সব্যসাচী নরাগ্র্যঃ
সৈন্যং হ্যেতচ্ছাদয়ত্যাশু বাণৈঃ ॥ ২৩
পশ্য ধ্বজাংশ্চ দ্রবতো বিশোক
নাগান্ হয়ান্ পত্তিসঙ্ঘাংশ্চ সংখ্যে।
রথান্ বিকীর্ণান্ শরশক্তিতাড়িতান্
পশ্যস্বৈতান্ রথিনশ্চৈব সূত ॥ ২৪
আপূর্য্যতে কৌরবী চাপ্যভীক্ষ্ণং
সেনা হ্যসৌ সুভৃশং হন্যমানা।
ধনঞ্জয়স্যাশনিতুল্যবেগৈ-
র্গ্রস্তা শরৈঃ কাঞ্চনবর্হিবাজৈঃ ॥ ২৫
এতে দ্রবন্তি স্ম রথাশ্বনাগাঃ
পদাতিসঙ্ঘানভিমর্দয়ন্তঃ।
সম্মুহ্যমানাঃ কৌরবাঃ সর্ব এব
দ্রবন্তি নাগা ইব দাহভীতাঃ ॥ ২৬
হাহাকৃতাশ্চৈব রণে বিশোক
মুঞ্চন্তি নাদান্ বিপুলান্ গজেন্দ্রাঃ ॥ ২৭
বিশোক উবাচ।
কিং ভীম নৈনং ত্বমিহাশৃণোষি
বিস্ফারিতং গাণ্ডিবস্যাতিঘোরম্।
ক্রুদ্ধেন পার্থেন বিকৃষ্যতোঽস্য
কচ্চিন্নেমৌ তব কর্ণৌ বিনষ্টৌ ॥ ২৮
সর্বে কামাঃ পাণ্ডব তে সমৃদ্ধাঃ
কপির্হ্যসৌ দৃশ্যতে হস্তিসৈন্যে।
নীলাদ্ ঘনাদ্ বিদ্যুতমুচ্চরন্তীং
তথা পশ্য বিস্ফুরন্তীং ধনুর্জ্যাম্ ॥ ২৯
কপির্হ্যসৌ বীক্ষতে সর্বতো বৈ
ধ্বজাগ্রমারুহ্য ধনঞ্জয়স্য।
বিত্রাসয়ন্ রিপুসঙ্ঘান্ বিমর্দে
বিভেম্যস্মাদাত্মনৈবাভিবীক্ষ্য ॥ ৩০

আবাহন করিলে পর ইন্দ্রদেব অতিসত্বর সেস্থলে উপস্থিত হন, সেইরূপ শত্রুঘাতী অর্জুন শীঘ্র এ-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হউক। ২২

(বিশোক! দেখ, দেখ, তুমি আমার বল। আমার আঘাতসকলে শত্রুদের সৈন্যরা বিদীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত বলবান্ পুত্র নানাপ্রকার আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে।)

সারথে! এই কৌরব-সৈন্যদের দিকেও দৃষ্টিপাত কর। ইহাদের মধ্যেও ভাঙনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সব নরপতিগণ কেন পলায়ন করিতেছেন? ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান্ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আসিতেছে। সে-ই নিজ বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রত এই সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিতেছে। ২৩

বিশোক! যুদ্ধস্থলে পলায়নপর ধ্বজসমূহ, হস্তিগণ, অশ্ববৃন্দ ও পদাতি-সৈন্যদিগকে লক্ষ্য কর। বাণ ও শক্তিসমূহে তাড়িত হইয়া ভূপাতিত রথ ও রথী যোদ্ধাদের দিকেও দৃষ্টিপাত কর ॥ ২৪

অর্জুনের বাণসকল বজ্রতুল্য বেগশালী। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণ ও ময়ূরের পুচ্ছসংযুক্ত আছে। এই সকল বাণের দ্বারা আক্রান্ত এই কৌরব-সৈন্যরা অত্যন্ত আহত হইয়া বারংবার আর্তনাদ করিতেছে। ২৫

এই রথ, অশ্ব ও হাতীরা পদাতি-সৈন্যদিগকে মর্দিত করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। প্রায় সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা যেন অচৈতন্য হইয়া দাবানলের দাহ হইতে ভীত হস্তিগণের ন্যায় পলায়ন করিতেছে। ২৬

বিশোক! রণাঙ্গনে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক গজরাজ তীব্রস্বরে চীৎকার করিতেছে। ২৭

বিশোক বলিলেন,—ভীমসেন! ক্রুদ্ধ অর্জুনকর্তৃক আকৃষ্ট গাণ্ডীবধনুর এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনি কি এখন আপনি শুনিতে পাইতেছেন না? আপনার কর্ণদ্বয় নষ্ট হইয়া যায় নাই ত'? ২৮

হে পাণ্ডুনন্দন! আপনার সমস্ত কামনা সফল হইয়াছে। হস্তী-সৈন্যদের মধ্যে অর্জুনের রথের ধ্বজের এই বানরচিহ্ন দেখা যাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের ন্যায় গাণ্ডীব-ধনুর এই গুণও অবলোকন করুন। ২৯

অর্জুনের রথের ধ্বজাগ্রভাগের উপর আরূঢ় এই বানর সর্বদিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং শত্রুদিগকে ভীত

বিভ্রাজতে চাতিমাত্রং কিরীটং
বিচিত্রমেতচ্চ ধনঞ্জয়স্য।
দিবাকরাভো মণিরেষ দিব্যো
বিভ্রাজতে চৈব কিরীটসংস্থঃ ॥৩১

পার্শ্বে ভীমং পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশং
পশ্যস্ব শঙ্খং দেবদত্তং সুঘোষম্‌।
অভীষুহস্তস্য জনার্দনস্য
বিগাহমানস্য চমূং পরেষাম্‌॥ ৩২

রবিপ্রভং বজ্রনাভং ক্ষুরান্তং
পার্শ্বেস্থিতং পশ্য জনার্দনস্য।
চক্রং যশোবর্ধনং কেশবস্য
সদার্চিতং যদুভিঃ পশ্য বীর ॥ ৩৩

মহাদ্বিপানাং সরলদ্রুমোপমাঃ
করা নিকৃত্তাঃ প্রপতন্ত্যমী ক্ষুরৈঃ।
কিরীটিনা তেন পুনঃ সসাদিনঃ
শরৈর্নিকৃত্তাঃ কুলিশৈরিবাদ্রয়ঃ॥ ৩৪

তথৈব কৃষ্ণস্য চ পাঞ্চজন্যং
মহার্হমেতং দ্বিজরাজবর্ণম্‌।
কৌন্তেয় পশ্যোরসি কৌস্তুভঞ্চ
জাজ্বল্যমানং বিজয়াং স্রজঞ্চ ॥ ৩৫

ধ্রুবং রথাগ্র্যঃ সমুপৈতি পার্থো
বিদ্রাবয়ন্‌ সৈন্যমিদং পরেষাম্‌।
সিতাভ্রবর্ণৈরসিতপ্রযুক্তৈ-
র্হয়ৈর্মহার্হৈ রথিনাং বরিষ্ঠঃ॥ ৩৬

রথান্‌ হয়ান্‌ পত্তিগণাংশ্চ সায়কৈ-
র্বিদারিতান্‌ পশ্য পতন্ত্যমী যথা।
তবানুজেনামররাজতেজসা
মহাবনানীব সুপর্ণবায়ুনা॥ ৩৭

চতুঃশতান্‌ পশ্য রথানিমান্‌ হতান্‌
সবাজি-সূতান্‌ সমরে কিরীটিনা
মহেষুভিঃ সপ্তশতানি দন্তিনাং
পদাতিসাদীংশ্চ রথাননেকশঃ॥ ৩৮

করিতেছে। আমি নিজেই তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া রহিয়াছি॥ ৩০

ধনঞ্জয়ের এই বিচিত্র মুকুট অতিশয় প্রকাশিত হইতেছে। এই মুকুটে সংযোজিত দিব্য মণি দিবাকর-সদৃশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে॥ ৩১

বীর! অর্জুনের পার্শ্বভাগে শ্বেতবর্ণের মেঘের ন্যায় প্রকাশিত ও গম্ভীর শব্দকারী দেবদত্তনামক ভয়ানক শঙ্খও স্থাপিত আছে, ইহাও লক্ষ্য করুন। হস্তে অশ্বরজ্জুধারী ও শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশকারী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে অবস্থিত সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান চক্র বিদ্যমান আছে, যাহার নাভিতে বজ্র ও অন্তে ক্ষুর বর্ত্তমান আছে। ভগবান্‌ কেশবের এই চক্র তাঁহার যশোবর্দ্ধক। সমস্ত যদুবংশীয়গণ সদা ইহার পূজা করিয়া থাকেন। আপনি সেই চক্রকেও দর্শন করুন॥ ৩২-৩৩

অর্জুনের ক্ষুরনামক বাণসমূহে ছিন্ন এই বিশাল হস্তিগণের শুণ্ডদণ্ড দেবদারুবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইতেছে। পুনরায় এই কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ পর্ব্বতের তুল্য হাতীরাও আরোহীদের সহিত ধরাশায়ী হইতেছে॥ ৩৪

কুন্তীনন্দন! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের এই চন্দ্র-সদৃশ শুভ্রবর্ণ বহুমূল্য পাঞ্চজন্য শঙ্খকেও লক্ষ্য করুন। সেই সঙ্গে বক্ষঃস্থলে স্বীয় প্রভায় দেদীপ্যমান কৌস্তুভমণি ও বৈজয়ন্তী মালার প্রতিও আপনি দৃষ্টিপাত করুন॥ ৩৫

নিশ্চয়ই রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জুন শত্রুসৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে। শুভ্রবর্ণ মেঘসদৃশ কান্তিমান্‌ তাঁহার মহামূল্য অশ্বগণ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইতেছে॥ ৩৬

দেখুন, যেরূপ গরুড়ের পক্ষ হইতে উদ্‌ভূত বায়ু কর্ত্তৃক মহাবনসকলও বিধ্বস্ত হইয়া যায়, সেইরূপ দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের রথ, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যসকলকে বিদীর্ণ করিতেছেন এবং তাহারা সকলেই ভূতলে পতিত হইতেছে॥ ৩৭

এই দেখুন, কিরীটধারী অর্জুন সমরাঙ্গণে সারথি ও অশ্বগণের সহিত এই চারি শত রথীকে বিনাশ করিয়াছেন এবং নিজের বিশাল বাণসমূহের দ্বারা সাত শত হাতী, বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্য, অশ্বারোহী ও অনেকানেক রথসকলকেও সংহার করিয়াছেন॥ ৩৮

অয়ং সমভ্যেতি তবান্তিকং বলী
নিঘ্নন্ কুরূংশ্চিত্র ইব গ্রহোঽর্জুনঃ।
সমৃদ্ধকামোঽসি হতাস্তবাহিতা
বলং তবায়ুশ্চ চিরায় বর্ধতাম্ ॥ ৩৯

ভীমসেন উবাচ।

দদানি তে গ্রামবরাংশ্চতুর্দশ
প্রিয়াখ্যানে সারথে সুপ্রসন্নঃ।
দাসীশতং চাপি রথাংশ্চ বিংশতিং
যদর্জুনং বেদয়সে বিশোক ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি ভীমসেনবিশোকসংবাদে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬

বিচিত্র গ্রহতুল্য বলবান্ এই অর্জুন কৌরবদের সংহার করিতে করিতে আপনার নিকটেই আসিতেছেন। এখন আপনার কামনা সফল হইয়াছে। আপনার শত্রুরা নিহত হইয়াছে। এই সময় আপনার আয়ু ও বল চিরকালের জন্য বর্দ্ধিত হউক। ৩৯

ভীমসেন বলিলেন,—বিশোক! তুমি অর্জুনের অনেক সমাচার জানাইলে। সারথে! এই প্রিয় সংবাদে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে চৌদ্দটি বড় বড় গ্রামকে দান করিলাম। সেই সঙ্গে এক শত দাসী ও বিশটি রথও তুমি পারিতোষিক রূপে প্রাপ্ত হইবে। ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ভীমসেন ও বিশোকের পরস্পর কথোপকথন-বিষয়ক ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুন-ভীমসেনাভ্যাং কৌরবসৈন্যানাং সংহারঃ, ভীমসেনেন শকুনেঃ পরাজয়ঃ, সসৈন্য-দুর্যোধনাদি-ধৃতরাষ্ট্রপুত্রাণাং পলায়নম্, কর্ণস্যাশ্রয়গ্রহণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বা তু রথনির্ঘোষং সিংহনাদঞ্চ সংযুগে।
অর্জুনঃ প্রাহ গোবিন্দং শীঘ্রং নোদয় বাজিনঃ ॥ ১
অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা গোবিন্দোঽর্জুনমব্রবীৎ।
এষ গচ্ছামি সুক্ষিপ্রং যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥
তং যান্তমশ্বৈর্হিমশঙ্খবর্ণৈঃ
সুবর্ণমুক্তামণিজালনদ্ধৈঃ।
জম্ভং জিঘাংসুং প্রগৃহীতবজ্রং
জয়ায় দেবেন্দ্রমিবোগ্রমন্যুম্ ॥ ৩
রথাশ্ব-মাতঙ্গ-পদাতিসঙ্ঘা
বাণস্বনৈর্নেমিখুরস্বনৈশ্চ।
সন্নাদয়ন্তো বসুধাং দিশশ্চ
ক্রুদ্ধা নৃসিংহা জয়মভ্যুদীয়ুঃ ॥ ৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভীমসেনকর্তৃক কৌরবসৈন্যদের সংহার, ভীমসেনের দ্বারা শকুনির পরাজয় এবং সৈন্যসহ দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের পলায়ন ও কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! অন্য দিকে যুদ্ধস্থলে শত্রুদের রথসকলের ঘর্ঘর শব্দ এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—প্রভো! অশ্বগণকে দ্রুত চালনা করুন। ১

অর্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—এই আমি অতিদ্রুত সেই স্থানে উপস্থিত হইব, যে স্থানে ভীমসেন অবস্থান করিতেছেন। ২

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র হাতে বজ্র লইয়া জম্ভাসুরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় মনে ভয়ানক ক্রোধ ধারণ করত গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুনও শত্রুদিগকে জয় করিবার জন্য ভয়ঙ্কর ক্রোধযুক্ত হইয়া স্বর্ণ, মুক্তা ও মণিজালে আবদ্ধ হিম এবং শঙ্খসদৃশ কান্তিমান্ অশ্বগণের দ্বারা যাত্রা করিলেন। সেই সময় ক্রুদ্ধ শত্রুপক্ষের পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর, রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতি সৈন্যসমূহ নিজ নিজ বাণশব্দের, রথ-চক্রসকলের ঘর্ঘর শব্দে ও খুরসকলের খট্খট্ শব্দে দিক্সমূহ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ৩-৪

তেষাঞ্চ পার্থস্য চ মারিষাসীদ্
দেহাসুপাপক্ষপণং সুযুদ্ধম্।
ত্রৈলোক্যহেতোরসুরৈর্যথাসীদ্
দেবস্য বিষ্ণোর্জয়তাং বরস্য ॥ ৫

তৈরস্তমুচ্চাবচমায়ুধং ত-
দেকঃ প্রচিচ্ছেদ কিরীটমালী।
ক্ষুরার্ধচন্দ্রৈর্নিশিতৈশ্চ ভল্লৈঃ
শিরাংসি তেষাং বহুধা চ বাহূন্ ॥ ৬

ছত্রাণি বালব্যজনানি কেতু-
নশ্বান্ রথান্ পত্তিগণান্ দ্বিপাংশ্চ।
তে পেতুরুর্ব্যাং বহুধা বিরূপা
বাতপ্রণুন্নানি যথা বনানি ॥ ৭

সুবর্ণজালাবততা মহাগজাঃ
সবৈজয়ন্তীধ্বজযোধকল্পিতাঃ।
সুবর্ণপুঙ্খৈরিষুভিঃ সমাচিতা-
শ্চকাশিরে প্রজ্বলিতা যথাচলাঃ ॥ ৮

মান্যবর! ত্রিলোকের রাজ্যের জন্য যেরূপ অসুরগণের সহিত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন অর্জুনের সেই যোদ্ধাগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে যুদ্ধ এই সব যোদ্ধাদের দেহ, প্রাণ ও পাপ-সকলের বিনাশকারী ছিল ॥ ৫

ইহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রকার অস্ত্রসকলকে একাকী কিরীটমালী অর্জুন ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও তীক্ষ্ণধার ভল্লসমূহে ছেদন করিলেন। সেই সঙ্গে তাহাদের মস্তক, বাহু, ছত্র, চামর ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পদাতি সৈন্যবাহিনী এবং হস্তিসকলকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। এই সব এখন বহু খণ্ডে বিভক্ত ও বিরূপ হইয়া প্রবল বায়ুতে উৎপাটিত বনভূমিত ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ৬-৭

স্বর্ণজালে আচ্ছাদিত, বৈজয়ন্তী ধ্বজে সুশোভিত এবং যোদ্ধা-গণের দ্বারা সুসজ্জিত বিশালদেহ হাতীরা সুবর্ণ-পক্ষযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত ও প্রজ্বলিত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে ॥৮

যেরূপ পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বলাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য তীব্রবেগে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ উত্তম বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের

বিদার্য্য নাগাশ্বরথান্ ধনঞ্জয়ঃ
শরোত্তমৈর্বাসববজ্রসন্নিভৈঃ।
দ্রুতং যযৌ কর্ণজিঘাংসয়া তথা
যথা মরুত্বান্ বলভেদনে পুরা ॥ ৯

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তব সৈন্যমরিন্দমঃ।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্মকরঃ সাগরং যথা ॥ ১০

তং হৃষ্টাস্তাবকা রাজন্ রথ-পত্তিসমন্বিতাঃ।
গজাশ্বসাদিবহুলাঃ পাণ্ডবং সমুপাদ্রবন্ ॥ ১১

তেষামাপততাং পার্থমারাবঃ সুমহানভূৎ।
সাগরস্যেব ক্ষুব্ধস্য যথা স্যাৎ সলিলস্বনঃ ॥ ১২

তে তু তং পুরুষব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রা ইব মহারথাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ত্যক্ত্বা প্রাণকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৩

তেষামাপততাং তত্র শরবর্ষাণি মুঞ্চতাম্।
অর্জুনো ব্যধমৎ সৈন্যং মহাবাতো ঘনানিব ॥১৪

তেঽর্জুনং সহিতা ভূত্বা রথবংশৈঃ প্রহারিণঃ।
অভিযায় মহেষ্বাসা বিব্যধুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৫

হস্তী, অশ্ব ও রথসকলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে শীঘ্রতা সহকারে অগ্রসর হইলেন ॥ ৯

তদনন্তর যেরূপ মকর সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুদমনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জুন আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০

রাজন্! সেই সময় হৃষ্টচিত্ত আপনার রথী ও পদাতি সৈন্যদের সহিত গজারোহী এবং অশ্বারোহী বহুসংখ্যক যোদ্ধারা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

পার্থের উপর আক্রমণকারী সেই সৈন্যগণের অতিশয় তীব্র কোলাহলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলের গম্ভীর ধ্বনির ন্যায় প্রচণ্ড কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ১২

এই সব মহারথী যোদ্ধারা নিজেদের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ১৩

কিন্তু যেরূপ প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুন বাণসমূহ বর্ষণপূর্ব্বক আক্রমণকারী সেই সমস্ত যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিলেন ॥ ১৪

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা একত্রে সংগঠিত হইয়া রথ-সমূহের দ্বারা আক্রমণ করত অর্জুনকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

(শক্তিভিস্তোমরৈঃ প্রাসৈঃ কুণপৈঃ কূটমুদ্গরৈঃ।
শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ পরিঘৈর্ভিন্দিপালৈঃ পরশ্বধৈঃ ॥
করবালৈর্হেমদণ্ডৈর্যষ্টিভির্মুসলৈর্হলৈঃ।
প্রহৃষ্টাশ্চক্রিরে পার্থং সমন্তাদ্ গূঢ়মায়ুধৈঃ ॥)
ততোঽর্জুনঃ সহস্রাণি রথ-বারণ-বাজিনাম্।
প্রেষয়ামাস বিশিখৈর্যমস্য সদনং প্রতি ॥ ১৬
তে বধ্যমানাঃ সমরে পার্থচাপচ্যুতৈঃ শরৈঃ।
তত্র তত্র স্ম লীয়ন্তে ভয়ে জাতে মহারথাঃ ॥ ১৭
তেষাং চতুঃশতান্ বীরান্ যতমানান্ মহারথান্।
অর্জুনো নিশিতৈর্বাণৈরনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১৮
তে বধ্যমানাঃ সমরে নানালিঙ্গৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
অর্জুনং সমভিত্যজ্য দুদ্রুবুর্বৈ দিশো দশ ॥ ১৯
তেষাং শব্দো মহানাসীদ্ দ্রবতাং বাহিনীমুখে।
মহৌঘস্যেব জলধের্গিরিমাসাদ্য দীর্য্যতঃ ॥ ২০
তাং তু সেনাং ভৃশং বিদ্ধ্বা দ্রাবয়িত্বার্জুনঃ শরৈঃ।
প্রায়াদভিমুখঃ পার্থঃ সূতানীকং হি মারিষ ॥ ২১
তস্য শব্দো মহানাসীৎ পরানভিমুখস্য বৈ।
গরুড়স্যেব পততঃ পন্নগার্থে যথা পুরা ॥ ২২
তং তু শব্দমভিশ্রুত্য ভীমসেনো মহাবলঃ।
বভূব পরমপ্রীতঃ পার্থদর্শনলালসঃ ॥ ২৩
শ্রুত্বৈব পার্থমায়ান্তং ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ মহারাজ সেনাং তব মমর্দ হ ॥ ২৪
স বায়ুবীর্য্যপ্রতিমো বায়ুবেগসমো জবে।
বায়ুবদ্ ব্যচরদ্ ভীমো বায়ুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২৫
তেনার্দ্যমানা রাজেন্দ্র সেনা তব বিশাম্পতে।
ব্যভ্রশ্যত মহারাজ ভিন্না নৌরিব সাগরে ॥ ২৬
তাং তু সেনাং তদা ভীমো দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্।
শরৈরবচকর্তোগ্রৈঃ প্রেষয়িষ্যন্ যমক্ষয়ম্ ॥ ২৭
তত্র ভারত ভীমস্য বলং দৃষ্ট্বাতিমানুষম্।
ব্যভ্রমন্ত রণে যোধাঃ কালস্যেব যুগক্ষয়ে ॥ ২৮

(এই দুষ্ট যোদ্ধারা শক্তি, তোমর, প্রাস, কুণপ, কূট, মুদ্গর, শূল, ত্রিশূল, পরিঘ, ভিন্দিপাল, পরশু, খড়্গ, হেমদণ্ড, দণ্ড, মুসল ও হলাদি অস্ত্রসকলের দ্বারা অর্জ্জুনকে সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।)

তখন অর্জ্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্বসকলকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

অর্জ্জুনের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সমরাঙ্গণে আঘাতপ্রাপ্ত কৌরব-মহারথীরা ভয়বশতঃ এদিক্ ওদিকে আত্মগোপন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৭

ইঁহাদের মধ্যে চারি শত মহারথী বীর যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইঁহাদের সকলকেই অর্জ্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণবাণসমূহে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮

সংগ্রামে নানাপ্রকার চিহ্নসমূহে যুক্ত তীক্ষ্ণধার বহু বাণের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সেই সৈন্যরা অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৯

যুদ্ধের সম্মুখভাগে পলায়মান যোদ্ধাগণের তীব্র কোলাহল এরূপ প্রতীত হইতেছিল যে, যেন সমুদ্রের প্রবল জলপ্রবাহ পর্ব্বতে আঘাত করিতেছে ॥ ২০

মান্যবর ভূপাল! সেই সৈন্যদিগকে নিজ বাণসমূহে অত্যন্ত আহত করিয়া বিতাড়িত করিবার পর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন কর্ণের সৈন্যদের দিকে গমন করিলেন ॥ ২১

শত্রুদের দিকে উন্মুখ উঁহার রথের প্রচণ্ড শব্দ এরূপ মনে হইতেছিল, যেরূপ পূর্ব্বে কোন সর্পকে ধরিবার জন্য উদ্যত গরুড়ের পক্ষের তীব্র শব্দ উত্থিত হইয়াছিল ॥ ২২

এই শব্দকে শ্রবণ করত মহাবল ভীমসেন অর্জ্জুনের দর্শন-লালসায় অতিশয় প্রীত হইলেন ॥ ২৩

মহারাজ! পার্থের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই প্রতাপশালী ভীমসেন প্রাণের মোহ পরিহারপূর্ব্বক আপনার সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪

প্রতাপী ভীমসেন বায়ুসদৃশ বেগশালী ছিলেন। ইনি বল ও পরাক্রমেও বায়ুরই তুল্য ছিলেন এবং এই সময় রণাঙ্গনে বায়ুর ন্যায় তীব্র গতিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

মহারাজ! প্রজানাথ! রাজেন্দ্র! ইঁহার দ্বারা পীড়িত আপনার সৈন্যরা সমুদ্রে ভগ্ন নৌকার ন্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬

সেই সময় ভীমসেন নিজ হস্তের নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে আপনার সেই সৈন্যদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

ভারত! সেই সময় প্রলয়কালীন কালসদৃশ ভীমসেনের অলৌকিক বলকে দেখিয়া রণাঙ্গনে সমস্ত যোদ্ধারা এদিক্ ওদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮

তথার্দিতান্ ভীমবলান্ ভীমসেনেন ভারত।
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৯
সৈনিকাংশ্চ মহেষ্বাসান্ যোধাংশ্চ ভরতর্ষভ।
সমাদিশন্ রণে সর্বান্ হত ভীমমিতি স্ম হ ॥৩০
তস্মিন্ হতে হতং মন্যে পাণ্ডুসৈন্যমশেষতঃ।
প্রতিগৃহ্য চ তামাজ্ঞাং তব পুত্রস্য পার্থিবাঃ ॥ ৩১
ভীমং প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
গজাশ্চ বহুলা রাজন্ নরাশ্চ জয়গৃদ্ধিনঃ ॥ ৩২
রথে স্থিতাশ্চ রাজেন্দ্র পরিবব্রুর্বৃকোদরম্।
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরৈঃ শূরো রাজন্ সমন্ততঃ ॥ ৩৩
শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠো নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।
পরিবেষী যথা সোমঃ পরিপূর্ণো বিরাজতে ॥ ৩৪
স ররাজ তথা সংখ্যে দর্শনীয়ো নরোত্তমঃ।
নির্বিশেষো মহারাজ যথা হি বিজয়স্তথা ॥ ৩৫

ভরতনন্দন! ভয়ঙ্কর বলশালী নিজের সৈন্যদিগকে ভীমসেন কর্তৃক এরূপ পীড়িত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি নিজের সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর সৈন্য ও যোদ্ধাগণকে রণাঙ্গনে এইরূপ আদেশদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া ভীমসেনকে সংহার কর ॥ ৩০

এই ভীমসেন নিহত হইলে পর আমি সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যকেই নিহত বলিয়া মনে করিব! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত সমস্ত ভূপতিগণ চারিদিক্ হইতে বাণবর্ষণ পূর্ব্বক ভীমসেনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১½

রাজন্! রাজেন্দ্র! বহুসংখ্যক হস্তী, জয়াভিলাষী পদাতি সৈন্য ও রথারোহী যোদ্ধারাও ভীমসেনকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৩২½

নরেশ্বর! এই সব বীরবর যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শৌর্য্যশালী বীর ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইলেন ॥ ৩৩½

যেরূপ স্বীয় পরিমণ্ডলে আবৃত পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে দর্শনীয় নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! ইনি তখন অর্জ্জুনতুল্যই প্রতীত হইতেছিলেন। ইহার মধ্যে ও অর্জ্জুনের মধ্যে এই সময় কোন পার্থক্যই ছিল না ॥ ৩৪-৩৫

তস্য তে পার্থিবাঃ সর্বে শরবৃষ্টিং সমাসৃজন্।
ক্রোধরক্তেক্ষণাঃ শূরা হন্তুকামা বৃকোদরম্ ॥ ৩৬
তাং বিদার্য্য মহাসেনাং শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
নিশ্চক্রাম রণাদ্ ভীমো মৎস্যো জালাদিবাম্ভসি ॥৩৭
হত্বা দশসহস্রাণি গজানামনিবর্তিনাম্।
নৃণাং শত-সহস্রে দ্বে দ্বে শতে চৈব ভারত ॥ ৩৮
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি রথানাং শতমেব চ।
হত্বা প্রাস্যন্দয়দ্ ভীমো নদীং শোণিতবাহিনীম্ ॥৩৯
শোণিতোদাং রথাবর্তাং হস্তিগ্রাহসমাকুলাম্।
নরমীনাশ্বনক্রাম্তাং কেশশৈবলশাদ্বলাম্ ॥ ৪০
সংছিন্নভুজনাগেন্দ্রাং বহুরত্নাপহারিণীম্।
ঊরুগ্রাহাং মজ্জপঙ্কাং শীর্ষোপলসমাবৃতাম্ ॥ ৪১
ধনুষ্কাশাং শরাবাপাং গদাপরিঘপন্নগাম্।
হংসচ্ছত্রধ্বজোপেতামুষ্ণীষবরফেনিলাম্ ॥ ৪২

তদনন্তর ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত সেই সমস্ত শৌর্য্যশালী ভূপতিগণ ভীমসেনকে সংহার করিবার বাসনায় উঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

ইহা দেখিয়া ভীমসেন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিদীর্ণ করত সেইভাবে উক্ত বেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, যেরূপ কোন কোন মৎস্য জলমধ্যে নিমগ্ন জালকেই ছেদন করত বাহির হইয়া যায় ॥ ৩৭

ভারত! যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত দশ হাজার গজরাজ, দুই লক্ষ দুই শত পদাতি সৈন্য, পাঁচ হাজার অশ্ব এবং এক শত রথকে নষ্ট করত ভীমসেন সেস্থলে রক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৮-৩৯

রক্তই সেই নদীর জল ছিল, রথসকল জলভ্রমীর ন্যায় মনে হইতেছিল, হস্তীরূপ গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু)-গণে এই নদী পূর্ণ ছিল, মনুষ্যগণ মৎস্য, অশ্বসকল মকর, কেশসমূহ শৈবাল (শেওলা) ও তৃণ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ছিন্ন বাহসমূহ বড় বড় সর্পের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছিল। এই নদী বহু রত্নকে বহন করিতেছিল। ইহার মধ্যে পতিত বহু জঙ্ঘা গ্রাহ বলিয়া মনে হইতেছিল। মজ্জাসকল ছিল পঙ্ক, মস্তকসমূহ প্রস্তরখণ্ড, ধনুর দুই প্রান্তভাগ উত্থিত কাশ, বাণ অঙ্কুর, গদা ও পরিঘ সর্প, ছত্র এবং ধ্বজসকল ইহাতে হংস বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। উষ্ণীষ-(পাগড়ী)-সমূহ ফেন, হারসকল পদ্ম, ধরণীর ধূলিজাল তরঙ্গমালা এবং যোদ্ধারা জলজন্তু সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। যুদ্ধস্থলে

হারপদ্মাকরাং চৈব ভূমিরেণূর্ম্মিমালিনীম্।
আর্য্যবৃত্তবতাং সংখ্যে সুতরাং ভীরুদুস্তরাম্ ॥৪৩
যোধগ্রাহবতীং সংখ্যে বহন্তীং যমসাদনম্।
ক্ষণেন পুরুষব্যাঘ্রঃ প্রাবর্ত্তয়ত নিম্নগাম্ ॥ ৪৪
যথা বৈতরণীমুগ্রাং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তথা দুস্তরণীং ঘোরাং ভীরূণাং ভয়বর্ধিনীম্ ॥ ৪৫
যতো যতঃ পাণ্ডবেয়ঃ প্রবিষ্টো রথসত্তমঃ।
ততস্ততোঽঘাতয়ত যোধান্ শতসহস্রশঃ ॥ ৪৬
এবং দৃষ্ট্বা কৃতং কর্ম ভীমসেনেন সংযুগে।
দুর্য্যোধনো মহারাজ শকুনিং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪৭
জহি মাতুল সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলম্।
অস্মিন্ জিতে জিতং মন্যে পাণ্ডবেয়ং মহাবলম্ ॥ ৪৮
ততঃ প্রায়ান্মহারাজ সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্।
রণায় মহতে যুক্তো ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৯
স সমাসাদ্য সংগ্রামে ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
বারয়ামাস তং বীরো বেলেব মকরালয়ম্ ॥ ৫০
সংন্যবর্তত তং ভীমো বার্য্যমাণঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
শকুনিস্তস্য রাজেন্দ্র বামপার্শ্বে স্তনান্তরে ॥ ৫১
প্রেষয়ামাস নারাচান্ রুক্মপুঙ্খান্ শিলাশিতান্।
বর্ম ভিত্ত্বা তু তে ঘোরাঃ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫২
ন্যমজ্জন্ত মহারাজ কঙ্কবর্হিণবাসসঃ।
সোঽতিবিদ্ধো রণে ভীমঃ শরং রুক্মবিভূষিতম্ ॥৫৩
প্রেষয়ামাস চ রুষা সৌবলং প্রতি ভারত।
তমায়ান্তং শরং ঘোরং শকুনিঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ৫৪
চিচ্ছেদ সপ্তধা রাজন্ কৃতহস্তো মহাবলঃ।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ ভীমঃ ক্রুদ্ধো বিশাম্পতে ॥৫৫
ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সৌবলস্য হসন্নিব।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৬
অন্যদাদায় বেগেন ধনুর্ভল্লাংশ্চ ষোড়শ।
তৈস্তস্য তু মহারাজ ভল্লৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৫৭

প্রবাহিত এই রক্তনদী যমলোকের দিকে গমন করিতেছিল, বৈতরণী নদীতুল্য এই নদী সদাচারী পুরুষগণের পক্ষে সহজে পারযোগ্য ছিল এবং কাপুরুষগণের পক্ষে ইহা দুস্তর ছিল। পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যেই বৈতরণী নদীতুল্য ভয়ঙ্করী এই নদীকে সেখানে প্রবাহিত করিয়া দিলেন। এই নদী অকৃতাত্মা পুরুষগণের পক্ষে দুস্তর এবং ঘোরস্বরূপ ছিল ও ভীরু পুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৪০-৪৫

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যে যে দিকে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন, সেই সেই দিকেরই লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাকে সংহার করিতেছিলেন ॥ ৪৬

মহারাজ! যুদ্ধস্থলে ভীমসেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত এতাদৃশ কর্ম্মকে দেখিয়া দুর্য্যোধন শকুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭

মাতুল! আপনি সংগ্রামে মহাবল ভীমসেনকে বিনাশ করুন। যদি ইহাকে জয় করিতে পারা যায়, তবে আমি জানিব পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনীই জিত হইয়াছে ॥ ৪৮

মহারাজ! তখন ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত প্রতাপশালী সুবল-পুত্র শকুনি মহাযুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া অগ্রসর হইলেন। সংগ্রামে ভয়ানক পরাক্রমশালী ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই বীর শকুনি তাঁহাকে সেই ভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ তীরভূমি সমুদ্রকে প্রতিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৯-৫০

রাজেন্দ্র! তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রুদ্ধ ভীমসেন তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন। সেই সময় শকুনি তাঁহার পার্শ্বে ও বক্ষে স্বর্ণপুঙ্খযুক্ত এবং শিলাশানিত কয়েকটি নারাচ প্রহার করিলেন ॥ ৫১½

মহারাজ! কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছযুক্ত সেই ভয়ঙ্কর নারাচ-সকল মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের কবচ ছিন্ন করত তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৫২½

ভারত! তখন রণাঙ্গনে অত্যন্ত আহত ভীমসেন কুপিত হইয়া শকুনির দিকে একটি স্বর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩½

রাজন্! শত্রুতাপন মহাবল শকুনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি নিজের দিকে আগত সেই ভয়ঙ্কর বাণকে সাত খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৪½

রাজন্! সেই বাণ ভূতলে নিপতিত হইলে পর ভীমসেন ক্রোধ সহকারে যেন হাস্য করিতে করিতেই একটি ভল্লের দ্বারা শকুনির ধনুটিকে ছেদন করিলেন ॥ ৫৫½

প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত সবেগে অপর একটি ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক ষোলটি ভল্ল ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৫৬½

মহারাজ! আনতপর্ব্বযুক্ত সেই ভল্লগুলির মধ্যে দুইটির দ্বারা শকুনি ভীমসেনের সারথিকে এবং সাতটির দ্বারা স্বয়ং ভীমসেনকেও আঘাত করিলেন ॥ ৫৭½

দ্বাভ্যাং স সারথিং হ্যার্চ্ছদ্ ভীমং সপ্তভিরেব চ।
ধ্বজমেকেন চিচ্ছেদ দ্বাভ্যাং ছত্রং বিশাম্পতে ॥ ৫৮
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ বিব্যাধ সুবলাত্মজঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
শক্তিং চিক্ষেপ সমরে রুক্মদণ্ডাময়স্ময়ীম্।
সা ভীমভুজনির্মুক্তা নাগজিহ্বেব চঞ্চলা ৬০
নিপপাত রণে তূর্ণং সৌবলস্য মহাত্মনঃ।
ততস্তামেব সংগৃহ্য শক্তিং কনকভূষণাম্ ॥ ৬১
ভীমসেনায় চিক্ষেপ ক্রুদ্ধরূপো বিশাম্পতে।
সা নির্ভিদ্য ভুজং সব্যং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬২
নিপপাত তদা ভূমৌ যথা বিদ্যুন্নভশ্চ্যুতা।
অথোৎক্রুষ্টং মহারাজ ধার্তরাষ্ট্রৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৩
ন তু তং মমৃষে ভীমঃ সিংহনাদং তরস্বিনাম্।
অন্যদ্ গৃহ্য ধনুঃ সজ্যং ত্বরমাণো মহাবলঃ ॥ ৬৪
মুহূর্তাদিব রাজেন্দ্র ছাদয়ামাস সায়কৈঃ।
সৌবলস্য বলং সংখ্যে ত্যক্ত্বাত্মানং মহাবলঃ ॥ ৬৫
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সূতং চৈব বিশাম্পতে।
ধ্বজং চিচ্ছেদ ভল্লেন ত্বরমাণঃ পরাক্রমী ॥ ৬৬
হতাশ্বং রথমুৎসৃজ্য ত্বরমাণো নরোত্তমঃ।
তস্থৌ বিস্ফারয়ংশ্চাপং ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্ ॥৬৭
শরৈশ্চ বহুধা রাজন্ ভীমমার্চ্ছৎ সমন্ততঃ।
প্রতিহত্য তু বেগেন ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ সংক্রুদ্ধো বিব্যাধ চ শিতৈঃ শরৈঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা শত্রুণা শত্রুকর্শনঃ ॥ ৬৯
নিপাপত তদা ভূমৌ কিঞ্চিৎপ্রাণো নরাধিপঃ।
ততস্তং বিহ্বলং জ্ঞাত্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ৭০
অপোবাহ রথেনাজৌ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ।
রথস্থে তু নরব্যাঘ্রে ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্মুখাঃ ॥ ৭১

প্রজানাথ! তারপর সুবলপুত্র শকুনি একটি বাণে ধ্বজ, দুইটি বাণে ছত্র এবং চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকেও বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৮½

মহারাজ! তখন ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী ভীমসেন সমরাঙ্গণে শকুনির উপর সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি লৌহনির্ম্মিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৯½

ভীমসেনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সর্প-জিহ্বাতুল্য চঞ্চল এই শক্তি রণাঙ্গনে অতিক্রান্ত মহাত্মা শকুনির উপর যাইয়া পতিত হইল ॥ ৬০½

রাজন্! ক্রোধমূর্ত্তি শকুনি সেই সুবর্ণভূষিত শক্তিটিকে নিজ হাতে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬১½

আকাশ হইতে বিচ্যুত বিদ্যুৎতুল্য এই শক্তি মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের বাম বাহু বিদীর্ণ করত সেই সময়ে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬২½

মহারাজ! ইহা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ চারিদিক্ হইতে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভীমসেন সেই বেগশালী বীরগণের এই সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৬৩½

রাজেন্দ্র! মহাবল ভীমসেন অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া অপর ধনু গ্রহণ করত তাহাতে গুণারোপণ করিলেন এবং যুদ্ধে স্বীয় প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যদিগকে সেই সময় বাণসমূহে রুদ্ধ করিলেন ॥ ৬৪-৬৫

প্রজানাথ! পরাক্রমশালী ভীমসেন স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করত শকুনির চারিটি অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিয়া একটি ভল্লের দ্বারা তাহার ধ্বজও ছেদন করিলেন ॥ ৬৬

সেই সময় নরশ্রেষ্ঠ শকুনি এই অশ্বহীন রথ পরিহার করত ক্রোধে চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ধনুর টঙ্কারধ্বনি পূর্ব্বক অতি সত্বর ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭

রাজন্! তিনি নিজ বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনের উপর সর্ব্বদিকে বারংবার অস্ত্রপ্রহার করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতাপশালী ভীমসেন সবেগে তাঁহার বাণসকল নষ্ট করত অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬৮½

বলবান্ শত্রু ভীমসেন কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া শত্রুদমন রাজা শকুনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার মধ্যে প্রাণের কিছু কিছু লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল ॥ ৬৯½

প্রজানাথ! তাঁহাকে বিহ্বল জানিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে রথের দ্বারা ভীমসেনের সাক্ষাতেই তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৭০½

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রথেই উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া ভীতচিত্তে চারিদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৭১½

প্রদুদ্রুবুর্দিশো ভীতা ভীমাজ্জাতে মহাভয়ে।
সৌবলে নির্জিতে রাজন্ ভীমসেনেন ধন্বিনা ॥৭২
ভয়েন মহতাঽঽবিষ্টঃ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সাপেক্ষো মাতুলং প্রতি ॥ ৭৩
পরাঙ্‌মুখং তু রাজানং দৃষ্ট্বা সৈন্যানি ভারত।
বিপ্রজগ্মুঃ সমুৎসৃজ্য দ্বৈরথানি সমন্ততঃ ॥ ৭৪
তান্ দৃষ্ট্বা বিদ্রুতান্ সর্বান্ ধার্তরাষ্ট্রান্ পরাঙ্‌মুখান্।
জবেনাভ্যাপতদ্ ভীমঃ কিরন্ শরশতান্ বহূন্ ॥ ৭৫
তে বধ্যমানা ভীমেন ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্‌মুখাঃ।
কর্ণমাসাদ্য সমরে স্থিতা রাজন্ সমন্ততঃ ॥ ৭৬

রাজন্! ধনুর্দ্ধর ভীমসেন কর্ত্তৃক শকুনি পরাজিত হইলে পর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি মাতুল শকুনির জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৭২-৭৩

ভারত! রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ অবলোকন করিয়া সমস্ত সৈন্যগণই দ্বৈরথ-যুদ্ধ পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৭৪

ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণকেই যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীমসেন বহু শত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তীব্রবেগে তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭৫

স হি তেষাং মহাবীর্য্যো দ্বীপোঽভূৎ সুমহাবলঃ।
ভিন্ননৌকা যথা রাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ ॥৭৭
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যয়ে।
তথা কর্ণং সমাসাদ্য তাবকাঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৭৮
সমাশ্বস্তাঃ স্থিতা রাজন্ সম্প্রহৃষ্টাঃ পরস্পরম্।
সমাজগ্মুশ্চ যুদ্ধায় মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শকুনিপরাজয়ে
সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

রাজন্! সমরাঙ্গণে ভীমসেনের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সকল দিকে কর্ণের নিকটে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৬

সেই সময় মহাপরাক্রমশালী মহাবল কর্ণ-ই পলায়নপর কৌরবদের পক্ষে দ্বীপের ন্যায় আশ্রয়দাতা হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাজন্! যেরূপ ভগ্ন নৌকাযুক্ত নাবিকগণ কিছুকালের পর কোন দ্বীপের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যরা কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্বাস লাভ করত নির্ভয় হইলেন। তারপর তাঁহারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় চিন্তা করত যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৭৭-৭৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শকুনির পরাজয়বিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন পাণ্ডবসৈন্যানাং সংহারঃ, তেষাং পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ততো ভগ্নেষু সৈন্যেষু ভীমসেনেন সংযুগে।
দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ কিং নু সৌবলো বাপি সঞ্জয়॥ ১
কর্ণো বা জয়তাং শ্রেষ্ঠো যোধা বা মামকা যুধি।
কৃপো বা কৃতবর্মা বা দ্রৌণির্দুঃশাসনোঽপি বা॥ ২
অত্যদ্ভুতমহং মন্যে পাণ্ডবেয়স্য বিক্রমম্।
যদেকঃ সমরে সর্বান্ যোধয়ামাস মামকান্॥ ৩
যথাপ্রতিজ্ঞং যোধানাং রাধেয়ঃ কৃতবানপি।
কুরূণামথ সর্বেষাং কর্ণঃ শত্রুনিষূদনঃ॥ ৪
শর্ম বর্ম প্রতিষ্ঠা চ জীবিতাশা চ সঞ্জয়।
তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা কৌন্তেয়েনামিতৌজসা॥ ৫
রাধেয়ো বাপ্যাধিরথিঃ কর্ণঃ কিমকরোদ্ যুধি।
পুত্রা বা মম দুর্ধর্ষা রাজানো বা মহারথাঃ॥
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব কুশলো হ্যসি সঞ্জয়॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ।

অপরাহ্ণে মহারাজ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
জঘান সোমকান্ সর্বান্ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ॥ ৭
ভীমোঽপ্যতিবলং সৈন্যং ধার্তরাষ্ট্রং ব্যপোথয়ৎ।
অথ কর্ণোঽব্রবীচ্ছল্যং পাঞ্চালান্ প্রাপয়স্ব মাম্॥ ৮
দ্রাব্যমাণং বলং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন ধীমতা।
যন্তারমব্রবীৎ কর্ণঃ পাঞ্চালানেব মাং বহ॥ ৯
মদ্ররাজস্ততঃ শল্যঃ শ্বেতানশ্বান্ মহাজবান্।
প্রাহিণোচ্চেদি-পাঞ্চালান্ করূষাংশ্চ মহাবলঃ॥ ১০
প্রবিশ্য চ মহৎ সৈন্যং শল্যঃ পরবলার্দনঃ।
ন্যযচ্ছৎ তুরগান্ হৃষ্টো যত্র যত্রৈচ্ছদগ্রণীঃ॥ ১১
তং রথং মেঘসঙ্কাশং বৈয়াঘ্রপরিবারণম্।
সন্দৃশ্য পাণ্ডু-পাঞ্চালাস্ত্রস্তা হ্যাসন্ বিশাম্পতে॥ ১২

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কর্ণকর্তৃক পাণ্ডবসৈন্যদের সংহার ও তাহাদের পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যুদ্ধস্থলে ভীমসেনকর্তৃক যখন কৌরবসৈন্যেরা বিতাড়িত হইল, তখন দুর্য্যোধন, শকুনি, বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ, আমার অন্য সব যোদ্ধারা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা অথবা দুঃশাসন কি বলিল? ১-২

আমি পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের পরাক্রম অতিশয় অদ্ভুত বলিয়া মনে করি; কারণ, সে একাকীই সমরাঙ্গণে আমার সমস্ত যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। ৩

শত্রুসূদন রাধাপুত্র কর্ণও নিজের প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে। সঞ্জয়! এই কর্ণই সমস্ত কৌরব-যোদ্ধাদের কল্যাণকারী আশ্রয়, কবচতুল্য সংরক্ষক, প্রতিষ্ঠা ও জীবনের আশা। ৪½

অমিততেজস্বী কুন্তীপুত্র ভীমসেনকর্তৃক নিজের সৈন্যদিগকে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া অধিরথ ও রাধার পুত্র কর্ণ যুদ্ধে কিরূপ পরাক্রম করিল? আমার পুত্রগণ অথবা মহারথী দুর্দ্ধর্ষ নরপতিগণ কি করিল? সঞ্জয়! এই সব বৃত্তান্ত আমাকে বল; কারণ, তুমি এই সব বর্ণনা করিতে নিপুণ। ৫-৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ অপরাহ্ণকালে ভীমসেনের সাক্ষাতেই সমস্ত সোমকগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ৭

এইরূপ ভীমসেনও কৌরবগণের অত্যন্ত বলবতী সৈন্য-বাহিনীকে পোথিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর কর্ণ শল্যকে বলিলেন,—আমাকে পাঞ্চাল-সৈন্যদের নিকটে লইয়া চল। ৮

বুদ্ধিমান্ ভীমসেনকর্তৃক কৌরবসৈন্যদিগকে বিতাড়িত হইতে দেখিয়া রথী বীর কর্ণ সারথি শল্যকে বলিলেন,—আমাকে পাঞ্চাল-সৈন্যদের দিকে বহন করিয়া লইয়া চল। ৯

তখন মহাবল মদ্ররাজ শল্য প্রচণ্ড বেগশালী শ্বেতবর্ণের অশ্বগণকে চেদি, পাঞ্চাল ও করূষ-সৈন্যদের দিকে লইয়া গমন করিলেন। ১০

শত্রুসৈন্যপীড়িতকারী শল্য সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত যেখানে সেনাপতির ইচ্ছা হইল, সেই স্থানেই অশ্বগণকে রুদ্ধ করিলেন। ১১

প্রজানাথ! ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত ও মেঘগর্জনসদৃশ ধ্বনিকারী সেই রথকে দেখিয়া পাণ্ডব এবং পাঞ্চাল-সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িলেন। ১২

ততো রথস্য নিনদঃ প্রাদুরাসীন্মহারণে।
পর্জন্যসমনির্ঘোষঃ পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ ॥১৩
ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কর্ণ আকর্ণনিঃসৃতৈঃ।
জঘান পাণ্ডবলং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৪
তং তথা সমরে কর্ম কুর্বাণমপরাজিতম্।
পরিবব্রুর্মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১৫
তং শিখণ্ডী চ ভীমশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সাত্যকিঃ ॥ ১৬
পরিবব্রুর্জিঘাংসন্তো রাধেয়ং শরবৃষ্টিভিঃ।
সাত্যকিস্তু তদা কর্ণং বিংশত্যা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭
অতাড়য়দ্ রণে শূরো জত্রুদেশে নরোত্তমঃ।
শিখণ্ডী পঞ্চবিংশত্যা ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সপ্তভিঃ ॥ ১৮
দ্রৌপদেয়াশ্চতুঃষষ্ট্যা সহদেবশ্চ সপ্তভিঃ।
নকুলশ্চ শতেনাজৌ কর্ণং বিব্যাধ সায়কৈঃ ॥ ১৯
ভীমসেনস্তু রাধেয়ং নবত্যা নতপর্বণাম্।
বিব্যাধ সময়ে ক্রুদ্ধো জত্রুদেশে মহাবলঃ ॥ ২০
অথ প্রহস্যাধিরথির্বিক্ষিপন্ ধনুরুত্তমম্।
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পীড়য়ন্ সুমহাবলঃ ॥ ২১
তান্ প্রত্যবিধ্যদ্ রাধেয়ঃ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।
সাত্যকেস্তু ধনুশ্ছিত্ত্বা ধ্বজঞ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২২
তং তথা নবভির্বাণৈরাজঘান স্তনান্তরে।
ভীমসেনং ততঃ ক্রুদ্ধো বিব্যাধ ত্রিংশতা শরৈঃ ॥২৩
সহদেবস্য ভল্লেন ধ্বজং চিচ্ছেদ মারিষ।
সারথিঞ্চ ত্রিভির্বাণৈরাজঘান পরন্তপ ॥ ২৪
বিরথান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ চকার ভরতর্ষভ।
অক্ষোনিমেষমাত্রেণ তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২৫
বিমুখীকৃত্য তান্ সর্বান্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
পাঞ্চালানহনচ্ছূরাংশ্চেদীনাঞ্চ মহারথান্ ॥ ২৬
তে বধ্যমানা সমরে চেদি-মৎস্যা বিশাম্পতে।
কর্ণমেকমভিক্রুত্য শরসঙ্ঘৈঃ সমার্পয়ন্ ॥ ২৭

তদনন্তর সেই মহাযুদ্ধে বিদীর্য্যমাণ পর্ব্বত ও গর্জনরত মেঘসদৃশ সেই রথের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১৩

তাহার পর কর্ণ নিজের কর্ণদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত শত শত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদের শত শত ও সহস্র সহস্র বীরগণকে সংহার করিলেন। ১৪

সংগ্রামে এতাদৃশ পরাক্রমপ্রকাশকারী সেই অপরাজিত বীর কর্ণকে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-মহারথীরা চারিদিকে বেষ্টন করিলেন ॥১৫

শিখণ্ডী, ভীমসেন, দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল-সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং সাত্যকি নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা রাধানন্দন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১৬½

সেই সময় শৌর্যশালী বীর নরশ্রেষ্ঠ সাত্যকি রণাঙ্গনে বিশটি বাণের দ্বারা কর্ণের গলদেশের উপরিভাগে বিদ্ধ করিলেন। ১৭½

শিখণ্ডী পঁচিশ, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদীর পুত্রগণ চৌষট্টি, সহদেব সাত এবং নকুল এক শত বাণের দ্বারা কর্ণকে রণস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ১৮-১৯

তদনন্তর মহাবল ভীমসেন সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া রাধাপুত্র কর্ণের গলের উপরিভাগে আনতপর্ব্বযুক্ত নব্বইটি বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ২০

তখন অধিরথ-পুত্র মহাবল কর্ণ হাস্য করত নিজের উত্তম ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিলেন এবং তাঁহাদের সকলকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাদের উপর তীক্ষ্ণ বাণসমূহের প্রহার আরম্ভ করিলেন। ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাধাপুত্র কর্ণ পাঁচটি বাণে ইঁহাদের সকলকে বিদ্ধ করিলেন। তারপর সাত্যকির ধ্বজ ও ধনু ছেদন করত তাঁহার বক্ষে নয়টি বাণ প্রহার করিলেন। ২২½

আর্য্য! তদনন্তর ক্রুদ্ধ কর্ণ ভীমসেনকে ত্রিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ভল্লে সহদেবের ধ্বজ ছেদন করিলেন। ২৩½

কেবল ইহাই নহে, শত্রুতাপন কর্ণ তিনটি বাণে সহদেবের সারথিকে বিনাশ করিলেন এবং চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই দ্রৌপদীর পুত্রগণকে রথহীন করিয়া দিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন ইহা যেন অতিশয় অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতেছিল। ২৪-২৫

তিনি আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সেই সমস্ত বীরগণকে যুদ্ধবিমুখ করিয়া দিয়া পাঞ্চাল-বীরবৃন্দ ও চেদি-দেশীয় মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৬

সমরে আহত হইতে থাকিলেও চেদি ও মৎস্যদেশের বীরগণ একাকী কর্ণের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ২৭

তান্ জঘান শিতৈর্বাণৈঃ সূতপুত্রো মহারথঃ।
তে বধ্যমানাঃ সমরে চেদি-মৎস্যা বিশাম্পতে ॥ ২৮
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতাঃ সিংহত্রস্তা মৃগা ইব।
এতদত্যদ্ভুতং কর্ম দৃষ্টবানস্মি ভারত ॥ ২৯
যদেকঃ সমরে শূরান্ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্।
যতমানান্ পরং শক্ত্যা যোধযানাংশ্চ ধন্বিনঃ ॥ ৩০
পাণ্ডবেয়ান্ মহারাজ শরৈর্বারিতবান্ রণে।
তত্র ভারত কর্ণস্য লাঘবেন মহাত্মনঃ ॥ ৩১
তুতুষুর্দেবতাঃ সর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
অপূজয়ন্ মহেষ্বাসা ধার্তরাষ্ট্রা নরোত্তমম্ ॥ ৩২
কর্ণং রথবরশ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং সর্বধনুষ্মতাম্।
ততঃ কর্ণো মহারাজ দদাহ রিপুবাহিনীম্ ॥ ৩৩
কক্ষমিদ্ধো যথা বহ্নির্নিদাঘে জ্বলিতো মহান্।
তে বধ্যমানাঃ কর্ণেন পাণ্ডবেয়াস্ততস্ততঃ ॥ ৩৪
প্রাদ্রবন্ত রণে ভীতাঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা মহারথম্।
তত্রাক্রন্দো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং মহারণে ॥ ৩৫
বধ্যতাং সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কর্ণচাপবরচ্যুতৈঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তা পাণ্ডবানাং মহাচমূঃ ॥ ৩৬
কর্ণমেকং রণে যোধং মেনিরে তত্র শাত্রবাঃ।
তত্রাদ্ভুতং পুনশ্চক্রে রাধেয়ঃ শত্রুকর্শনঃ ॥ ৩৭
যদেনং পাণ্ডবাঃ সর্বে ন শেকুরভিবীক্ষিতুম্।
যথৌঘঃ পর্বতশ্রেষ্ঠমাসাদ্যাভিপ্রদীর্যতে ॥ ৩৮
তথা তৎ পাণ্ডবং সৈন্যং কর্ণমাসাদ্য দীর্যতে।
কর্ণোঽপি সমরে রাজন্ বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্ ॥৩৯
দহংস্তস্থৌ মহাবাহুঃ পাণ্ডবানাং মহাচমূম্।
শিরাংসি চ মহারাজ কর্ণাংশ্চৈব সকুণ্ডলান্ ॥ ৪০
বাহূংশ্চ বীরো বীরাণাং চিচ্ছেদ লঘু চেষুভিঃ।
হস্তিদন্তৎসরূন্ খড়্গান্ ধ্বজান্ শক্তীর্হয়ান্ গজান্ ॥৪১
রথাংশ্চ বিবিধান্ রাজন্ পতাকা ব্যজনানি চ।
অক্ষকূবরযোক্ত্রাণি চক্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৪২

মহারথী সূতপুত্র কর্ণ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে তাহাদের সকলকে আহত করিলেন। প্রজানাথ! সমরাঙ্গণে আহত চেদি এবং মৎস্যদেশের বীরগণ সিংহভয়ে ভীত মৃগগণের ন্যায় রণস্থলে কর্ণ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮½

ভারত! মহারাজ! এই অদ্ভুত পরাক্রম আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, একাকী প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যত্নসহকারে যুদ্ধ-নিরত পাণ্ডবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধর বীরগণকে নিজের বাণসমূহের দ্বারা নিবারিত করিলেন ॥ ২৯-৩০½

ভরতনন্দন! সেখানে মহাত্মা কর্ণের যুদ্ধ-নৈপুণ্য দেখিয়া চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল ও সমস্ত দেবতাবৃন্দ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৩১½

ধৃতরাষ্ট্রের মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ সমস্ত ধনুর্দ্ধর ও রথী বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরোত্তম কর্ণের অতিশয় সম্মান করিলেন ॥ ৩২½

মহারাজ! যেরূপ গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণাদিনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণ শত্রুসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩½

কর্ণ কর্তৃক নিহত পাণ্ডব-সৈন্যরা রণাঙ্গনে সেই মহারথী বীরকে দেখিয়াই যেখান সেখান হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৪½

কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা অত্যন্ত আহত পাঞ্চাল সৈন্যগণের অতিশয় তীব্র আর্তনাদ সেই মহাসমরে উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৫½

সেই ভয়ঙ্কর শব্দে পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভীত হইয়া উঠিল। শত্রুদের সকল সৈন্যই রণাঙ্গনে একমাত্র কর্ণকেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬½

শত্রুসূদন রাধাপুত্র কর্ণ পুনরায় সেস্থলে অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন, যাহার ফলে সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যরা তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৭½

যেরূপ জলের প্রবল প্রবাহ কোন উচ্চ পর্বতে আঘাত করিয়া বহু ধারায় বিভক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ পাণ্ডব সৈন্যরা কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইলেন ॥ ৩৮½

রাজন্! সমরাঙ্গণে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত মহাবাহু কর্ণও পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে দগ্ধ করিতে থাকিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯½

মহারাজ! বীর কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-পক্ষের বীরগণের মস্তক, কুণ্ডলসহ কর্ণ ও বাহুসকল অতিক্রত ছেদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪০½

রাজন্! যোদ্ধাগণের ব্রতপালনকারী কর্ণ হস্তিদন্তনির্মিত মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, হস্তি, নানাপ্রকার রথ, পতাকা, ব্যজন (পাখা), ধুর, যুগ, যোক্ত্র (যোৎ) এবং বহুবিধ রথচক্র-সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ৪১-৪২½

চিচ্ছেদ বহুধা কর্ণো যোধব্রতমনুষ্ঠিতঃ।
তত্র ভারত কর্ণেন নিহতৈর্গজ-বাজিভিঃ॥ ৪৩
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা।
বিষমঞ্চ সমং চৈব হতৈরশ্ব-পদাতিভিঃ॥ ৪৪
রথৈশ্চ কুঞ্জরৈশ্চৈব ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
নাপি স্বে ন পরে যোধাঃ প্রাজ্ঞায়ত পরস্পরম্॥ ৪৫
ঘোরে শরান্ধকারে তু কর্ণাস্ত্রে চ বিজৃম্ভিতে।
রাধেয়চাপনির্ম্মুক্তৈঃ শরৈঃ কাঞ্চন-ভূষণৈঃ॥ ৪৬
সংছাদিতা মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ।
তে পাণ্ডবেয়াঃ সমরে রাধেয়েন পুনঃ পুনঃ॥ ৪৭
অভজ্যন্ত মহারাজ যতমানা মহারথাঃ।
মৃগসঙ্ঘান্ যথা ক্রুদ্ধঃ সিংহো দ্রাবয়তে বনে॥ ৪৮
পাঞ্চালানাং রথশ্রেষ্ঠান্ দ্রাবয়ন্ শাত্রবাংস্তথা।
কর্ণস্তু সমরে যোধাংস্ত্রাসয়ন্ সুমহাযশাঃ॥ ৪৯

ভারত! সেখানে কর্ণকর্ত্তৃক নিহত হস্তী ও অশ্বগণের শবদেহে আস্তীর্ণ রণভূমিতে গমনাগমন অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং সেখানে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইল॥ ৪৩½

নিহত অশ্ব, পদাতি, রথ ও হস্তিগণে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সেখানে উচ্চ ও নিম্নভাগ কিছুই বুঝা যাইতেছিল না॥ ৪৪½

কর্ণের অস্ত্র যখন সবেগে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তখন সেখানে বাণসমূহে ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হইল। ইহাতে স্বপক্ষের ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছিলেন না॥ ৪৫½

মহারাজ! রাধাপুত্র কর্ণের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত পাণ্ডব-মহারথীরা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন॥ ৪৬½

মহারাজ! যুদ্ধস্থলে যত্নসহকারে যুদ্ধরত পাণ্ডব-পক্ষের মহারথী বীরবর্গ রাধাপুত্র কর্ণের দ্বারা বারংবার পলায়নপর হইতে বাধ্য হইলেন॥ ৪৭½

যেরূপ বনে কুপিত সিংহ মৃগদলকে বিতাড়িত করিতে থাকে, সেইরূপ শত্রুপক্ষের পাঞ্চাল মহারথী বীরগণকে বিতাড়িত করিতে করিতে মহাযশস্বী কর্ণ সমরাঙ্গণে সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিলেন। যেরূপ বৃক অল্প পশুদিগকে ভীত করিয়া বিতাড়িত করে, সেইভাবে কর্ণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিলেন॥ ৪৮—৪৯½

কালয়ামাস তৎ সৈন্যং যথা পশুগণান্ বৃকঃ।
দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবীং সেনাং ধার্তরাষ্ট্রাঃ পরাঙ্মুখীম্॥ ৫০
তত্রাজগ্মুর্মহেষাসা রুবন্তো ভৈরবান্ রবান্।
দুর্য্যোধনো হি রাজেন্দ্র মুদা পরময়া যুতঃ॥ ৫১
বাদয়ামাস সংহৃষ্টো নানাবাদ্যানি সর্বশঃ।
পাঞ্চালাপি মহেষাসা ভগ্নাস্তত্র নরোত্তমাঃ॥ ৫২
ন্যবর্তন্ত যথা শূরং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
তান্ নিবৃত্তান্ রণে শূরান্ রাধেয়ঃ শত্রুতাপনঃ॥ ৫৩
অনেকশো মহারাজ বভঞ্জ পুরুষর্ষভঃ।
তত্র ভারত কর্ণেন পাঞ্চালা বিংশতী রথাঃ॥ ৫৪
নিহতাঃ সায়কৈঃ ক্রোধাচ্চেদয়শ্চ পরঃ শতাঃ।
কৃত্বা শূন্যান্ রথোপস্থান্ বাজিপৃষ্ঠাংশ্চ ভারত॥ ৫৫
নির্মনুষ্যান্ গজস্কন্ধান্ পাদাতাংশ্চৈব বিদ্রুতান্।
আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে দুর্নিরীক্ষ্যঃ পরন্তপঃ॥ ৫৬

পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে যুদ্ধ-বিমুখ হইতে দেখিয়া আপনার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ ভীষণ গর্জন করিতে করিতে সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৫০½

রাজেন্দ্র! সেই সময় দুর্য্যোধন অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে চারিদিকে নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫১½

সেই সময় সেস্থলে ভগ্ন মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল-সৈন্যগণ মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া পুনরায় সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন॥ ৫২½

মহারাজ! শত্রুতাপন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাধাপুত্র কর্ণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত এই বীরবর যোদ্ধাদিগকে অনেকবার বিতাড়িত করিলেন॥ ৫৩½

ভরতনন্দন! কর্ণ এস্থলে বাণসমূহের দ্বারা বিশ জন পাঞ্চাল-রথী ও এক শতের অধিক চেদিদেশীয় যোদ্ধাদিগকে সক্রোধে বিনাশ করিলেন॥ ৫৪½

ভারত! তিনি রথসকলকে বসিবার আসনহীন করিয়া দিলেন, অশ্বদের পৃষ্ঠভাগকে শূন্য করিয়া দিলেন, হস্তীগণের পৃষ্ঠদেশ ও স্কন্ধদেশকে মনুষ্যহীন করিয়া ফেলিলেন এবং পদাতি সৈন্যদিগকেও বিনাশ করিলেন॥ ৫৫½

শত্রুতাপন কর্ণ এইভাবে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় শত্রুদিগকে তাপিত করিতে থাকিলেন। সেই সময় উঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল। এই সময় বীরবর কর্ণের দেহ কাল ও যম-সদৃশ সুশোভিত হইতেছিল॥ ৫৬½

কালান্তকবপুঃ শূরঃ সূতপুত্রোঽভ্যরাজত।
এবমেতন্মহারাজ নর-বাজি-রথ-দ্বিপান্ ॥ ৫৭
হত্বা তস্থৌ মহেষ্বাসঃ কর্ণোঽরিগণসূদনঃ।
যথা ভূতগণান্ হত্বা কালস্তিষ্ঠেন্মহাবলঃ ॥ ৫৮
তথা স সোমকান্ হত্বা তস্থাবেকো মহারথঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম পাঞ্চালানাং পরাক্রমম্ ॥ ৫৯
বধ্যমানাপি যৎ কর্ণং নাজহু রণমূর্ধনি।
রাজা দুঃশাসনশ্চৈব কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ ৬০
অশ্বত্থামা কৃতবর্মা শকুনিশ্চ মহাবলঃ।
ন্যহনন্ পাণ্ডবীং সেনাং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৬১

কর্ণপুত্রৌ তু রাজেন্দ্র ভ্রাতরৌ সত্যবিক্রমৌ।
নিজঘ্নাতে বলং ক্রুদ্ধৌ পাণ্ডবানামিতস্ততঃ ॥ ৬২
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ ক্রূরং বিশসনং মহৎ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ শূরা ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ৬৩
দ্রৌপদেয়াশ্চ সংক্রুদ্ধা অভ্যঘ্নংস্তাবকং বলম্।
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ পাণ্ডবানাং ততস্ততঃ।
তাবকানামপি রণে ভীমং প্রাপ্য মহাবলম্ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮

মহারাজ! এইরূপ শত্রুসূদন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ শত্রুপক্ষের পদাতি, অশ্ব, রথ ও হস্তিসকলকে সংহার করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেরূপ সমস্ত প্রাণিগণকে সংহার করত কাল অবস্থিত থাকে, সেইরূপ মহাবল মহারথী কর্ণ সোমকগণকে বিনাশ করত যুদ্ধভূমিতে একাই অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫৭—৫৮½

সেখানে আমরা পাঞ্চাল বীরগণের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, উহারা নিহত থাকিলেও যুদ্ধের সম্মুখভাগে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন না ॥ ৫৯½

রাজা দুর্যোধন, দুঃশাসন, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং মহাবল শকুনি ও পাণ্ডব সৈন্যদের শত শত সহস্র সহস্র বীরকে সংহার করিলেন ॥ ৬০—৬১

রাজেন্দ্র! কর্ণের দুইজন সত্যপরাক্রমী পুত্র অবশিষ্ট ছিলেন। এই দুই ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়মান পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছিলেন ॥ ৬২

এইরূপ সেখানে প্রভূত প্রাণিসংহারক ও ক্রূরতাপূর্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। এইভাবে পাণ্ডববীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রাদি যোদ্ধারাও কুপিত হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৬৩½

এইরূপ কর্ণকে পাইয়া যেখানে সেখানে পাণ্ডব-যোদ্ধাগণের সংহার হইয়াছিল এবং মহাবলী ভীমসেনকে পাইয়া আপনার সৈন্যদেরও প্রচুর ক্ষয় হইয়াছিল ॥ ৬৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরব-সৈন্যানি হত্বা ধনঞ্জয়েন রক্তনদ্যা উৎপত্তিঃ, স্বরথং কর্ণসমীপং নেতুং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদনম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ আয়ান্তৌ দৃষ্ট্বা শল্য-কর্ণয়োরালাপঃ, অর্জুনেন কৌরবসৈন্যানাং বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অর্জুনস্তু মহারাজ হত্বা সৈন্যং চতুর্বিধম্।
সূতপুত্রঞ্চ সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা চৈব মহারণে ॥ ১
শোণিতোদাং মহীং কৃত্বা মাংস-মজ্জাস্থিপঙ্কিলাম্।
মনুষ্যশীর্ষপাষাণাং হস্ত্যশ্বকৃতরোধসম্ ॥ ২
শূরাস্থিচয়সঙ্কীর্ণাং কাক-গৃধ্রানুনাদিতাম্।
ছত্র-হংস-প্লবোপেতাং বীরবৃক্ষাপহারিণীম্ ॥ ৩
হারপদ্মাকরবতীমুষ্ণীষবরফেনিলাম্।
ধনুঃশরধ্বজোপেতাং নরক্ষুদ্রকপালিনীম্ ॥ ৪
চর্ম-বর্মভ্রমোপেতাং রথোড়ুপসমাকুলাম্।
জয়ৈষিণাঞ্চ সুতরাং ভীরূণাঞ্চ সুদুস্তরাম্ ॥ ৫
নদীং প্রবর্তয়িত্বা চ বীভৎসুঃ পরবীরহা।
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৬

অর্জুন উবাচ।

এষ কেতু রণে কৃষ্ণ সূতপুত্রস্য দৃশ্যতে।
ভীমসেনাদয়শ্চৈতে যোধয়ন্তি মহারথম্ ॥ ৭
এতে দ্রবন্তি পাঞ্চালাঃ কর্ণত্রস্তা জনার্দন।
এষ দুর্য্যোধনো রাজা শ্বেতচ্ছত্রেণ ধার্য্যতা ॥৮
কর্ণেন ভগ্নান্ পাঞ্চালান্ দ্রাবয়ন্ বহু শোভতে।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিশ্চৈব মহারথঃ ॥ ৯
এতে রক্ষন্তি রাজানং সূতপুত্রেণ রক্ষিতাঃ।
অবধ্যমানাস্তেঽস্মাভির্ঘাতয়িষ্যন্তি সোমকান্ ॥ ১০
এষ শল্যো রথোপস্থে রশ্মিসঞ্চারকোবিদঃ।
সূতপুত্ররথং কৃষ্ণ বাহয়ন্ বহু শোভতে ॥ ১১

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া অর্জুন কর্তৃক রক্তনদীর উৎপত্তি এবং নিজের রথকে কর্ণের নিকটে লইয়া যাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে আসিতে দেখিয়া শল্য এবং কর্ণের কথোপকথন এবং অর্জুন কর্তৃক কৌরব-সৈন্যদের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই মহাসমরে শত্রুবীরগণের সংহারকারী অর্জুন অতিশয় ক্রুদ্ধ সূতপুত্র কর্ণকে দেখিয়া কৌরবদের চতুরঙ্গিনী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া সেখানে রক্তের নদী প্রবাহিত করিলেন। যাহার মধ্যে জলরূপে রক্তই প্রবাহিত হইতেছিল এবং মাংস, মজ্জা ও অস্থিসকল কর্দমে পরিণত হইয়াছিল। মনুষ্যগণের ছিন্ন মস্তকসমূহ প্রস্তরখণ্ড বলিয়া মনে হইতেছিল। হস্তী ও অশ্বসকলের মৃতদেহসমূহ তীর বীরবরগণের অস্থিসকল সেখানে চারিদিকে ছড়ান ছিল, বীরবর্গের দেহরূপ বৃক্ষসকলকে এই নদী বহন করিতেছিল, কাক ও গৃধ্রগণ সেখানে চারিদিকে রব করিতেছিল, ছত্রসমূহ হংস ও ক্ষুদ্র নৌকা বলিয়া মনে হইতেছিল, ইহার মধ্যে পতিত হারসকলই ছিল পদ্মবন এবং শ্বেত বর্ণের উষ্ণীষ (পাগড়ী)-সমূহ ফেনায় পরিণত হইয়াছিল, ধনু ও বাণই মৎস্য বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, মনুষ্যগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কপালসকল সেখানে চারিদিকে বিকীর্ণ ছিল, ঢাল ও কবচসমূহ ইহাতে ঘূর্ণীরূপে লক্ষিত হইতেছিল, রথরূপ ক্ষুদ্র নৌকাতে পরিব্যাপ্ত এই নদী বিজয়াভিলাষী বীরগণের পক্ষে সহজে পার হইবার যোগ্য ছিল এবং কাপুরুষগণের নিকট অতিশয় দুস্তর ছিল। এই নদীকে প্রবাহিত করিয়া পুরুষপ্রবর অর্জুন বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৬

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! রণভূমিতে সূতপুত্র কর্ণের এই ধ্বজ দেখা যাইতেছে। এই ভীমসেনাদি মহারথী বীরগণ কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৭

জনার্দন! এই সব পাঞ্চাল-যোদ্ধারা কর্ণ হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এই রাজা দুর্য্যোধন যাঁহার উপর শ্বেতচ্ছত্র বিধৃত আছে এবং কর্ণ যাহাদিগকে ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন, সেই এই পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পলায়ন করিতে থাকিয়া অতিশয় শোভা পাইতেছেন ॥ ৮½

কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী অশ্বত্থামা—ইঁহারা সূতপুত্র কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিতেছেন। যদি আমরা এই তিনজনকে বিনাশ করিতে না পারি, তবে ইঁহারা সমস্ত সোমক-যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিবেন ॥ ৯-১০

হে কৃষ্ণ! অশ্বগণের রজ্জুসঞ্চালন-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এই রাজা শল্য রথের নিম্নভাগে বসিয়া সূতপুত্র কর্ণের রথচালনা করিতে করিতে অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ১১

তত্র মে বুদ্ধিরুৎপন্না বাহয়াত্র মহারথম্।
নাহত্বা সমরে কর্ণং নিবর্ত্তিষ্যে কথঞ্চন ॥ ১২
রাধেয়ো হ্যন্যথা পার্থান্ সৃঞ্জয়াংশ্চ মহারথান্।
নিঃশেষান্ সমরে কুর্য্যাৎ পশ্যতাং নো জনার্দ্দন ॥১৩
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাশু কেশবস্তব বাহিনীম্।
কর্ণং প্রতি মহেষ্বাসং দ্বৈরথে সব্যসাচিনা ॥ ১৪
প্রযাতশ্চ মহাবাহুঃ পাণ্ডবানুজ্ঞয়া হরিঃ।
আশ্বাসয়ন্ রথেনৈব পাণ্ডুসৈন্যানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৫
রথঘোষঃ স সংগ্রামে পাণ্ডবেয়স্য সম্ভবৌ।
বাসবাশনিতুল্যস্য মেঘৌঘস্যেব মারিষ ॥ ১৬
মহতা রথঘোষেণ পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ।
অভ্যয়াদপ্রমেয়াত্মা নির্জ্জয়ংস্তব বাহিনীম্ ॥ ১৭
তমায়ান্তং সমীক্ষ্যৈব শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
মদ্ররাজোঽব্রবীৎ কর্ণং কেতুং দৃষ্ট্বা মহাত্মনঃ ॥১৮

অয়ং স রথ আয়াতি শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ।
নিঘ্নন্নমিত্রান্ সমরে যং কর্ণ পরিপৃচ্ছসি ॥ ১৯
এষ তিষ্ঠতি কৌন্তেয়ঃ সংস্পৃশন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
তং হনিষ্যসি চেদদ্য তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ২০
ধনুর্জ্যা চন্দ্রতারাঙ্কা পতাকাকিঙ্কিণীযুতা।
পশ্য কর্ণার্জ্জুনস্যৈষা সৌদামন্যম্বরে যথা ॥ ২১
এষ ধ্বজাগ্রে পার্থস্য প্রেক্ষমাণঃ সমন্ততঃ।
দৃশ্যতে বানরো ভীমো বীরাণাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥ ২২
এতচ্চক্রং গদা শঙ্খঃ শার্ঙ্গং কৃষ্ণস্য চ প্রভো।
দৃশ্যতে পাণ্ডবরথে বাহয়ানস্য বাজিনঃ ॥ ২৩
এতৎ কূজতি গাণ্ডীবং বিসৃষ্টং সব্যসাচিনা।
এতে হস্তবতা মুক্তা ঘ্নন্ত্যমিত্রান্ শিতাঃ শরাঃ ॥ ২৪
বিশালায়ততাম্রাক্ষৈঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননৈঃ।
এষা ভূঃ কীর্য্যতে রাজ্ঞাং শিরোভিরপলায়িনাম্ ॥২৫

জনার্দ্দন! এবিষয়ে আমার এই বুদ্ধি উৎপন্না হইয়াছে যে, আপনি আমার এই বিশাল রথকে যেখানে কর্ণ আছে, সেস্থলে লইয়া চলুন। আমি আজ রণাঙ্গনে কর্ণকে বধ না করিয়া কোনরূপেই নিবৃত্ত হইব না। অন্যথা রাধাপুত্র কর্ণ আমাদের সাক্ষাতেই পাণ্ডব এবং সৃঞ্জয় মহারথী বীরগণকে সমরাঙ্গনে নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে—কাহাকেও জীবিত রাখিবে না॥ ॥ ১২-১৩

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রথের দ্বারা অতি সত্বর সব্যসাচী অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের দ্বৈরথ-যুদ্ধ করাইবার জন্য আপনার সৈন্যদের মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের দিকে গমন করিলেন। ১৪

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের অনুমতি অনুসারে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ রথের দ্বারাই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে আশ্বাসদান করিতে করিতে প্রস্থিত হইলেন। ১৫

মাননীয় ভূপাল! সংগ্রামে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের রথের সেই ঘর্ঘর শব্দ ইন্দ্রের বজ্রধ্বনির ন্যায় এবং মেঘের গর্জ্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল ॥ ১৬

সত্যপরাক্রমী পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন ছিলেন। তিনি রথের প্রচণ্ড শব্দের দ্বারা আপনার সৈন্যদিগকে পরাজিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া এবং এই মহাত্মা অর্জ্জুনের ধ্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে বলিলেন। ১৮

কর্ণ! তুমি যাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই এই শ্বেতাশ্ববাহিত রথ; যাহার সারথি শ্রীকৃষ্ণ, সমরাঙ্গণে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছে। ১৯

এই কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন হাতে গাণ্ডীবধনু ধারণ করত অবস্থান করিতেছে। যদি তুমি আজ ইহাকে বিনাশ করিতে পার, তবে আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে। ২০

কর্ণ! দেখ, অর্জ্জুনের ধনুর এই গুণ এবং চন্দ্র ও তারাচিহ্নে সুশোভিত রথের এই পতাকা; যাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটিকা বাঁধা আছে; সেই এই ধ্বজ আকাশে বিদ্যুৎসদৃশ প্রকাশিত হইতেছে। ২১

কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের ধ্বজের অগ্রভাগে এক ভয়ঙ্কর বানর আছে, যে সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কৌরব-বীরগণের ভয় বর্দ্ধন করিতেছে। ২২

পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের রথের উপর বসিয়া অশ্বগণকে চালনাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই চক্র, গদা, শঙ্খ ও শার্ঙ্গধনু দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ২৩

এই সব্যসাচী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া গাণ্ডীবধনুর টঙ্কার ধ্বনি হইতেছে। সিদ্ধহস্ত অর্জ্জুনের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই বাণসকল শত্রুদিগকে বিনাশ করিতেছে। ২৪

যাঁহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পলায়ন করেন না, সেই রাজাদের ছিন্ন মস্তকসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইতেছে। এই সকল

এতে পরিঘসঙ্কাশাঃ পুণ্যগন্ধানুলেপনাঃ।
উদ্ধৃতা রণশূরাণাং পাত্যন্তে সায়ুধা ভুজাঃ ॥ ২৬
নিরস্তজিহ্বানেত্রান্তা বাজিনঃ সহ সাদিভিঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ ক্ষিতৌ ক্ষীণা বিশেরতে ॥ ২৭
এতে পর্বতশৃঙ্গাণাং তুল্যা হৈমবতা গজাঃ।
সংছিন্নকুম্ভাঃ পার্থেন প্রপতন্ত্যদ্রয়ো যথা ॥ ২৮
গন্ধর্বনগরাকারা রথা বা তে নরেশ্বরাঃ।
বিমানাদিব পুণ্যান্তে স্বর্গিণো নিপতন্ত্যমী ॥ ২৯
ব্যাকুলীকৃতমত্যর্থং পরসৈন্যং কিরীটিনা।
নানামৃগসহস্রাণাং যূথং কেশরিণা যথা ॥ ৩০
ত্বামভিপ্রেপ্সুরায়াতি কর্ণ নিঘ্নন্ বরান্ রথান্'
অসহ্যমানো রাধেয় তং যাহি প্রতি ভারত ॥ ৩১
(ঘৃণাং ত্যক্ত্বা প্রমাদঞ্চ ভৃগোরস্ত্রঞ্চ সংস্মর।
দৃষ্টিং মুষ্টিঞ্চ সন্ধানং স্মৃত্বা রামোপদেশজম্ ॥
ধনঞ্জয়ং জয়প্রেপ্সুঃ প্রত্যুদ্গচ্ছ মহারথম্ ॥)
এষা বিদীর্য্যতে সেনা ধার্তরাষ্ট্রী সমন্ততঃ।
অর্জুনস্য ভয়াৎ তূর্ণং নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ বহূন্ ॥ ৩২
বর্জয়ন্ সর্বসৈন্যানি ত্বরতে হি ধনঞ্জয়ঃ।
ত্বদর্থমিতি মন্যেঽহং যথাস্যোদীর্য্যতে বপুঃ ॥ ৩৩
ন হ্যবস্থাস্যতে পার্থো যুযুৎসুঃ কেনচিৎ সহ।
ত্বামৃতে ক্রোধদীপ্তো হি পীড্যমানে বৃকোদরে ॥ ৩৪
বিরথং ধর্মরাজং তু দৃষ্ট্বা সুদৃঢ়বিক্ষতম্।
শিখণ্ডিনং সাত্যকিঞ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ॥ ৩৫
দ্রৌপদেয়ান্ যুধামন্যুমুত্তমৌজসমেব চ।
নকুলং সহদেবঞ্চ ভ্রাতরৌ দ্বৌ সমীক্ষ্য চ ॥ ৩৬
সহসৈকরথঃ পার্থস্ত্বামভ্যেতি পরন্তপঃ।
ক্রোধরক্তেক্ষণঃ ক্রুদ্ধো জিঘাংসুঃ সর্বপার্থিবান্ ॥ ৩৭

মস্তকের নেত্রসমূহ বিস্তৃত ও রক্তবর্ণ ছিল এবং মুখ পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোরম ছিল ॥ ২৫

রণবীরগণের অস্ত্রসমূহ উত্থিত বাহুসকল পরিঘতুল্য স্থুল (মোটা) এবং পবিত্র সুগন্ধযুক্ত চন্দনে চর্চিত ছিল ; এই সকল বাহু ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইতেছিল ॥ ২৬

কৌরবপক্ষের এই আরোহীসহ অশ্বগণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া অর্জুনকর্তৃক ভূপাতিত হইতেছে। ইহাদের জিহ্বা ও চক্ষু বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহারা পতিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছে ॥ ২৭

এই সব পর্বতশিখরতুল্য বিশালদেহ হিমাচল প্রদেশের হাতী পর্বতসদৃশ ধরাশায়ী হইয়া আছে। অর্জুন ইহাদের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ॥ ২৮

এই সব গন্ধর্বনগরতুল্য বিশাল রথ রহিয়াছে, এই সকল হইতে রাজারা সেইভাবে নিপতিত হইতেছে, যেরূপ পুণ্য সমাপ্ত হইলে পর স্বর্গবাসী প্রাণীরা বিমান হইতে নিপতিত হইয়া থাকে ॥ ২৯

কিরীটধারী অর্জুন শত্রুসৈন্যদিগকে সেইরূপ অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া দিল, যেরূপ সিংহ নানাজাতির সহস্র সহস্র মৃগদলকে ব্যাকুল করিয়া থাকে ॥ ৩০

রাধাপুত্র কর্ণ! শত্রুদের পক্ষে অসহ্য শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রথী বীরগণকে সংহার করিতে করিতে তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য এই দিকে অর্জুন আসিতেছে। তুমি ভরতবংশীয় এই বীরের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হও ॥ ৩১

(কর্ণ! তুমি দয়া ও প্রমাদ পরিহার করত ভৃগুবংশীয় পরশুরামদত্ত অস্ত্রসকল স্মরণ কর, তাঁহার উপদেশ অনুসারে লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখ, ধনুটিকে স্বীয় মুষ্টিদ্বারা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বাণসমূহের সন্ধানাদি বিষয় স্মরণ করত জয়লাভ করিবার জন্য মনে ইচ্ছা পোষণ করিতে করিতে মহারথী অর্জুনের দিকে গমন কর।)

অর্জুন অল্পকালের মধ্যেই বহু শত্রুকে সংহার করিয়া থাকে, সেইজন্য তাহার ভয়ে ভীত দুর্য্যোধনের এই সৈন্যরা চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছে ॥ ৩২

এই সময় অর্জুনের শরীরে যেরূপ উত্তেজনা দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে—সে সমস্ত সৈন্যকে পরিত্যাগপূর্বক তোমার নিকটেই উপস্থিত হইবার জন্য ত্বরা করিতেছে ॥ ৩৩

ভীমসেন পীড়িত হইয়া পড়ায় অর্জুন ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য আজ তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সে কোথাও কাহারও দ্বারা রুদ্ধ থাকিবে না ॥ ৩৪

তুমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত আহত করিয়া রথহীন করিয়া দিয়াছ, শিখণ্ডী, দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর-পুত্রগণ, উত্তমৌজা, যুধামন্যু ও দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেবকেও তুমি পীড়িত করিয়াছ দেখিয়া শত্রুতাপন কুন্তীকুমার অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এই কারণে তাহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াছে। সে সমস্ত রাজগণকে সংহার করিবার ইচ্ছায় একমাত্র

ত্বরিতোঽভিপতত্যস্মাংস্ত্যক্ত্বা সৈন্যান্যসংশয়ম্ ।
ত্বং কর্ণ প্রতিবাহ্যেনং নান্যোহস্তি হি ধনুর্ধরঃ ॥ ৩৮
ন তং পশ্যামি লোকেঽস্মিংস্ত্বত্তো হ্যন্যং ধনুর্ধরম্ ।
অর্জুনং সমরে ক্রুদ্ধং যো বেলামিব ধারয়েৎ ॥ ৩৯
ন চাস্য রক্ষাং পশ্যামি পার্শ্বতো ন চ পৃষ্ঠতঃ ।
এক এবাভিযাতি ত্বাং পশ্য সাফল্যমাত্মনঃ ॥ ৪০
ত্বং হি কৃষ্ণৌ রণে শক্তঃ সংসাধয়িতুমাহবে ।
তবৈব ভারো রাধেয় প্রত্যুদ্যাহি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪১
সমানো হ্যসি ভীষ্মেণ দ্রোণ-দ্রৌণি কৃপেণ চ ।
সব্যসাচিনমায়ান্তং নিবারয় মহারণে ॥ ৪২
লেলিহানং যথা সর্পং গর্জন্তমৃষভং যথা ।
বনস্থিতং যথা ব্যাঘ্রং জহি কর্ণ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৩
এতে দ্রবন্তি সমরে ধার্তরাষ্ট্রা মহারথাঃ ।
অর্জুনস্য ভয়াৎ তূর্ণং নিরপেক্ষা জনাধিপাঃ ॥ ৪৪
দ্রবতামথ তেষাং তু নান্যোঽস্তি যুধি মানবঃ ।
ভয়হা যো ভবেদ্ বীরস্ত্বামৃতে সূতনন্দন ॥ ৪৫
এতে ত্বাং কুরবঃ সর্বে দ্বীপমাসাদ্য সংযুগে ।
ধিষ্ঠিতাঃ পুরুষব্যাঘ্র ত্বত্তঃ শরণকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৪৬
বৈদেহাম্বষ্ঠ-কাম্বোজাস্তথা নগ্নজিতস্ত্বয়া ।
গান্ধারাশ্চ যয়া ধৃত্যা জিতাঃ সংখ্যে সুদুর্জয়াঃ ।
তাং ধৃতিং কুরু রাধেয় ততঃ প্রত্যেহি পাণ্ডবম্ ॥ ৪৭
বাসুদেবঞ্চ বার্ষ্ণেয়ং প্রীয়মাণং কিরীটিনা ।
প্রত্যুদ্যাহি মহাবাহো পৌরুষে মহতি স্থিতঃ ॥ ৪৮
(যথৈকেন ত্বয়া পূর্বং কৃতো দিগ্বিজয়ঃ পুরা ।
মরুৎসূনোর্যথা সুনুর্ঘাতিতঃ শক্রদত্তয়া ॥
তদেতৎ সর্বমালম্ব্য জহি পার্থং ধনঞ্জয়ম্ ।)

রথের সহায়তায় সহসা তোমার উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে ॥ ৩৫-৩৭

ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, অর্জুন সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে পরিত্যাগ করত ত্বরা সহকারে আমাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। কর্ণ! অতএব তুমিও এখন ইহার সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হও; কারণ, তুমি ব্যতীত অন্য কোন ধনুর্দ্ধর এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩৮

এ জগতে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন এরূপ ধনুর্দ্ধর বীরকে দেখিতে পাই না, যে বীর সমুদ্রে উৎপন্ন জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সমরাঙ্গণে কুপিত অর্জুনকে প্রতিরোধ করিতে পারে ॥ ৩৯

আমি দেখিতেছি যে, তাহার পার্শ্বভাগ ও পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই। সে একাকীই তোমার উপর আক্রমণ করিতেছে; অতএব দেখ, তোমার নিজের সফলতা লাভ করিবার কিরূপ সুন্দর এক অবসর উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪০

রাধাপুত্র! রণাঙ্গনে তুমিই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে পরাজিত করিতে পার এবং তোমার উপর সেই ভারই ন্যস্ত আছে, অতএব তুমি অর্জুনকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হও ॥ ৪১

তুমি ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যতুল্য পরাক্রমশালী; অতএব তুমি এই মহাসমরে আক্রমণকারী সব্যসাচী অর্জুনকে নিবারণ কর ॥ ৪২

কর্ণ! জিহ্বা লকলককারী সর্প, গর্জনরত বৃষ এবং বনবাসী ব্যাঘ্রতুল্য ভয়ঙ্কর অর্জুনকে তুমি বধ কর ॥ ৪৩

দেখ, সমরাঙ্গণে দুর্য্যোধনের সৈন্যবাহিনীর এই সব মহারথী ভূপতিগণ অর্জুনের ভয়ে আত্মীয়-স্বজনবর্গেরও কোন অপেক্ষা না করিয়াই অতিদ্রুত পলায়ন করিতেছেন ॥ ৪৪

সূতনন্দন! এই যুদ্ধস্থলে তুমি ব্যতীত অন্য কোন এরূপ বীরপুরুষ নাই, যে এই পলায়নপর নরপতিগণের ভয় দূর করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সমুদ্রতুল্য যুদ্ধস্থলে তুমিই দ্বীপসদৃশ আশ্রয়স্থল। এই সমস্ত কৌরবগণ তোমারই শরণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমার আশ্রয়েই উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৬

রাধানন্দন! তুমি যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে অত্যন্ত দুর্জয় বিদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ এবং গান্ধারগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলে, এখন তুমি সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন কর এবং পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের দিকে ধাবিত হও ॥ ৪৭

মহাবাহো! তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ অবলম্বন করত অর্জুনের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন বৃষ্ণিবংশীয় বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরও সম্মুখীন হও ॥ ৪৮

(যেরূপ পূর্ব্বে তুমি একাকীই সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে জয় করিয়াছিলে এবং ইন্দ্রপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে বধ করিয়াছিলে, সেইরূপ তুমি সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত কুন্তীনন্দন অর্জুনকে বিনাশ কর।)

কর্ণ উবাচ।

প্রকৃতিস্থোঽসি মে শল্য ইদানীং সম্মতস্তথা।
প্রতিভাসি মহাবাহো মা ভৈষীস্ত্বং ধনঞ্জয়াৎ ॥ ৪৯
পশ্য বাহ্বোর্বলং মেঽদ্য শিক্ষিতস্য চ পশ্য মে।
একোঽদ্য নিহনিষ্যামি পাণ্ডবানাং মহাচমূম্ ॥ ৫০
কৃষ্ণৌ চ পুরুষব্যাঘ্র তত: সত্যং ব্রবীমি তে।
নাহত্বা যুধি তৌ বীরৌ ব্যপযাস্যে কথঞ্চন ॥ ৫১
স্বপ্স্যে বা নিহতস্তাভ্যামনিত্যো হি রণে জয়:।
কৃতার্থোঽদ্য ভবিষ্যামি হত্বা বাপ্যথবা হত: ॥ ৫২

শল্য উবাচ।

অজয্যমেনং প্রবদন্তি যুদ্ধে
মহারথা: কর্ণ রথপ্রবীরম্।
একাকিনং কিমু কৃষ্ণাভিগুপ্তং
বিজেতুমেনং ক ইহোৎসহেত ॥ ৫৩

কর্ণ উবাচ।

নৈতাদৃশো জাতু বভূব লোকে
রথোত্তমো যাবদুপশ্রুতং ন:।
তমীদৃশং প্রতিযোৎস্যামি পার্থং
মহাহবে পশ্য চ পৌরুষং মে ॥ ৫৪
রণে চরত্যেষ রথপ্রবীর:
সিতৈর্হয়ৈ: কৌরবরাজপুত্র:।
স বাদ্য মাং নেষ্যতি কৃচ্ছ্রমেতৎ
কর্ণস্যান্তাদেতদন্তাস্তু সর্বে ॥ ৫৫
অস্বেদিনৌ রাজপুত্রস্য হস্তা-
ববেপমানৌ জাতকিণৌ বৃহন্তৌ।
দৃঢ়ায়ুধ: কৃতিমান্ ক্ষিপ্রহস্তো
ন পাণ্ডবেয়েন সমোঽস্তি যোধ: ॥ ৫৬
গৃহ্ণাত্যনেকানপি কঙ্কপত্রা-
নেকং যথা তান্ প্রতিযোজ্য চাশু।
তে ক্রোশমাত্রে নিপতন্ত্যমোঘা:
কস্তেন যোধোঽস্তি সম: পৃথিব্যাম্ ॥ ৫৭

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! বর্ত্তমানে তোমাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি এবং আমার সহিত একমত বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মহাবাহো! তুমি অর্জ্জুনকে ভয় করিও না। ৪৯

আজ আমার দুই বাহুর বল নিরীক্ষণ কর এবং আমার শিক্ষাগত সামর্থ্যও অবলোকন কর। আজ আমি একাকীই পাণ্ডবদের বিশাল বাহিনীকে সংহার করিব। ৫০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিতেছি যে, যুদ্ধস্থলে এই দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া আজ আমি কোনরূপেই পশ্চাদপসরণ করিব না। ৫১

অথবা ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য রণাঙ্গনে শয়ন করিব; কারণ, রণে জয়লাভ করা অনিশ্চিত ব্যাপার। আজ আমি এই দুইজনকে বিনাশ করিয়া অথবা স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ হইব। ৫২

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! রথী যোদ্ধাগণের প্রধান বীর অর্জ্জুন যদি একাকীই থাকে, তবে মহারথীরা তাহাকে অজেয়ই বলিয়া থাকেন; আর বর্ত্তমানে সে ত' শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত, এই অবস্থায় তাহাকে কে জয় করিবার সাহস করিতে পারে? ৫৩

কর্ণ বলিলেন,—শল্য! আমি যে পর্য্যন্ত শুনিয়াছি, সেই পর্য্যন্ত জগতে এরূপ কোন শ্রেষ্ঠ মহারথী উৎপন্ন হয় নাই; আমি সেই কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের সহিত এ মহাসমরে যুদ্ধ করিব, তুমি আমার পুরুষার্থ অবলোকন কর। ৫৪

রথী বীরগণের মধ্যে প্রধান বীর এই কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন নিজের শ্বেতাশ্ববৃন্দের দ্বারা এই রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছে। সে আজ আমাকে মৃত্যুরূপ সঙ্কটে পাতিত করিবে এবং আমি কর্ণ নিহত হইলে পর কৌরবপক্ষের অন্য যোদ্ধাদেরও বিনাশ সুনিশ্চিত হইবে। ৫৫

রাজকুমার অর্জ্জুনের দুই বিশাল হস্ত কখনও ঘর্ম্মাক্ত হয় না, উহাতে ধনুর গুণের চিহ্ন বিদ্যমান আছে এবং এই দুই হস্ত কখনও কম্পিত হয় না। ইহার অস্ত্রসকলও সুদৃঢ়। সে বিদ্বান্ এবং অতিক্ষিপ্র হস্তচালনায় নিপুণ। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের সমান অন্য কোন যোদ্ধা নাই। ৫৬

সে কঙ্কপত্রযুক্ত অনেক বাণকে এরূপভাবে হস্তে ধারণ করে, যেন উহারা একটি বাণই বলিয়া মনে হয় এবং এই সব বাণকে সত্বর ধনুতে রাখিয়া নিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বাণগুলি একক্রোশ দূরে যাইয়া পতিত হয়; অতএব এই ভূতলে তাহার তুল্য অপর কোন যোদ্ধা নাই। ৫৭

অতোষয়ৎ খাণ্ডবে যো হুতাশং
কৃষ্ণদ্বিতীয়োঽতিরথস্তরস্বী।
লেভে চক্রং যত্র কৃষ্ণো মহাত্মা
ধনুর্গাণ্ডীবং পাণ্ডবঃ সব্যসাচী ॥ ৫৮

শ্বেতাশ্বযুক্তঞ্চ সুঘোষমুগ্রং
রথং মহাবাহুরদীনসত্বঃ।
মহেষুধী চাক্ষয়ে দিব্যরূপে
শস্ত্রাণি দিব্যানি চ হব্যবাহাৎ ॥ ৫৯

তথেন্দ্রলোকে নিজঘান দৈত্যা-
নসংখ্যেয়ান্ কালকেয়াংশ্চ সর্বান্।
লেভে শঙ্খং দেবদত্তং স্ম তত্র
কো নাম তেনাভ্যধিকঃ পৃথিব্যাম্ ॥৬০

মহাদেবং তোষয়ামাস যোঽস্ত্রৈঃ
সাক্ষাৎ সুযুদ্ধেন মহানুভাবঃ।
লেভে ততঃ পাশুপতং সুঘোরং
ত্রৈলোক্যসংহারকরং মহাস্ত্রম্ ॥ ৬১

পৃথক্ পৃথগ্‌লোকপালাঃ সমেতা
দদুর্মহাস্ত্রাণ্যপ্রমেয়াণি সংখ্যে।
যৈস্তান্ জঘানাশু রণে নৃসিংহঃ
সকালকেয়ানসুরান্ সমেতান্ ॥ ৬২

তথা বিরাটস্য পুরে সমেতান্
সর্বানস্মানেকরথেন জিত্বা।
জহার তদ্ গোধনমাজিমধ্যে
বস্ত্রাণি চাদত্ত মহারথেভ্যঃ ॥ ৬৩

তমী[illegible] বীর্য্যগুণোপপন্নং
কৃষ্ণদ্বিতীয়ং পরমং নৃপাণাম্।
তমাহ্বয়ন্ সাহসমুত্তমং বৈ
জানে স্বয়ং সর্বলোকস্য শল্য ॥ ৬৪

অনন্তবীর্য্যেণ চ কেশবেন
নারায়ণেনাপ্রতিমেন গুপ্তঃ।
বর্ষাযুতৈর্যস্য গুণা ন শক্যা
বক্তুং সমেতৈরপি সর্বলোকৈঃ ॥ ৬৫

মহাত্মনঃ শঙ্খচক্রাসিপাণে-
বিষ্ণোর্জিষ্ণোর্বাসুদেবাত্মজস্য।
ভয়ং মে বৈ জায়তে সাধ্বসঞ্চ
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাবেকরথে সমেতৌ ॥ ৬৬

এই বেগশালী ও অতিরথী বীর অর্জুন নিজের অপর সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাইয়া খাণ্ডববনে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। এই স্থলে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ চক্রলাভ করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডুপুত্র সব্যসাচী অর্জুন গাণ্ডীব ধনুপ্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৮

উদারচিত্ত মহাবাহু অর্জুন অগ্নিদেবের নিকট হইতে শ্বেতাশ্ব-যোজিত গম্ভীর শব্দকারী একটি ভয়ঙ্কর রথ, দুইটি দিব্য বিশাল ও অক্ষয় তূণীর এবং অলৌকিক অস্ত্রসকল লাভ করিয়াছিল ॥ ৫৯

অর্জুন ইন্দ্রলোকে যাইয়া অসংখ্য কালকেয়নামক সমস্ত দৈত্যদিগকে সংহার করিয়াছিল এবং সেখানে দেবদত্তনামক শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব এই পৃথিবীতে তাহা অপেক্ষা অধিক বীর কোন্ ব্যক্তি হইতে পারিবে? ৬০

যে মহানুভব অর্জুন অস্ত্রসকলের দ্বারা উত্তম যুদ্ধ করত সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং তাঁহার নিকট ত্রিভুবনকে সংহার করিতে সমর্থ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাশুপতনামক মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬১

পৃথক্ পৃথক্ লোকপালগণ আসিয়া তাহাকে এরূপ মহাস্ত্রসকল প্রদান করিয়াছেন, যাহারা যুদ্ধে অপ্রমেয় বলিয়া উক্ত আছে। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রণাঙ্গনে এই সব অস্ত্রের দ্বারা কালকেয়নামক যোদ্ধাগণের সহিত একত্রে সমবেত সমস্ত অসুরবৃন্দকে সত্বর বিনাশ করিয়াছিল ॥ ৬২

এইরূপ বিরাটনগরে একত্রে সমবেত আমাদের সকলকে একমাত্র রথের দ্বারা যুদ্ধে জয় করিয়া অর্জুন সেই বিরাটের গোধনসকল লইয়া গিয়াছিল এবং মহারথী ভীষ্মাদি যোদ্ধাগণের বস্ত্রসকলও গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৬৩

শল্য! এইরূপ যে পরাক্রমসম্বন্ধীয় গুণসম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যপুষ্ট এবং ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করা, সম্পূর্ণ জগতের পক্ষে অতিশয় সাহসের কার্য্য, এই কথা আমি নিজেও জানি ॥ ৬৪

অর্জুন অনন্ত পরাক্রমশালী, নিরুপম, নারায়ণাবতার, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, বিষ্ণুস্বরূপ, বিজয়শীল, বসুদেবনন্দন, মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত; যাঁহার গুণসকলের বর্ণনা জগতের সকল লোকে মিলিত হইয়া দশ হাজার বৎসরেও করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৫½

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে এক রথে মিলিত হইতে দেখিয়া আমার

অতীব পার্থো যুধি কার্মুকিভ্যো
নারায়ণশ্চাপ্রতি চক্রযুদ্ধে।
এবংবিধৌ পাণ্ডব-বাসুদেবৌ
চলেৎ স্বদেশাদ্ধিমবান্ ন কৃষ্ণৌ ॥ ৬৭
উভৌ হি শূরৌ বলিনৌ দৃঢ়ায়ুধৌ
মহারথৌ সংহননোপপন্নৌ।
এতাদৃশৌ ফাল্গুন-বাসুদেবৌ
কোঽন্যঃ প্রতীয়ান্মদৃতে তৌ তু শল্য ॥৬৮
মনোরথো যস্তু মমাদ্য তস্য
মদ্রেশ যুদ্ধং প্রতি পাণ্ডবস্য।
নৈতচ্চিরাদাশু ভবিষ্যতীদ-
মত্যদ্ভুতং চিত্রমতুল্যরূপম্ ॥ ৬৯
এতৌ চ হত্বা যুধি পাতয়িষ্যে
মাং বাপি কৃষ্ণৌ নিহনিষ্যতোঽদ্য।
ইতি ব্রুবন্ শল্যমমিত্রহন্তা
কর্ণো রণে মেঘ ইবোন্ননাদ ॥ ৭০

অত্যোন্য পুত্রেণ তবাভিনন্দিতঃ
সমেত্য চোবাচ কুরুপ্রবীরম্।
কৃপঞ্চ ভোজঞ্চ মহাভুজাবুভৌ
তথৈব গান্ধারপতিং সহানুজম্ ॥ ৭১
গুরোঃ সুতং চাবরজং তথাঽঽত্মনঃ
পদাতিনোঽথ দ্বিপসাদিনশ্চ তান্।
নিরুধ্যতাভিদ্রবতাচ্যুতার্জুনৌ
শ্রমেণ সংযোজয়তাশু সর্বশঃ ॥ ৭২
যথা ভবদ্ভির্ভৃশবিক্ষিতাবুভৌ
সুখেন হন্যামহমদ্য ভূমিপাঃ।
তথেতি চোক্ত্বা ত্বরিতাঃ স্ম তেঽর্জুনং
জিঘাংসবো বীরতরাঃ সমভ্যয়ুঃ ॥ ৭৩
শরৈশ্চ জঘ্নুর্যুধি তং মহারথা
ধনঞ্জয়ং কর্ণনিদেশকারিণঃ।
নদীনদং ভূরিজলো মহার্ণবো
যথা তথা তান্ সমরেঽর্জুনোঽগ্রসৎ ॥৭৪

অতিশয় ভয় হইতেছে, আমার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছে। অর্জুন যুদ্ধে সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও চক্রযুদ্ধে অদ্বিতীয়। পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই এরূপ পরাক্রমশালী। যদি বা কোন সময় হিমালয় স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইতে পারে, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়ে নিজ মর্য্যাদা হইতে কখনও বিচলিত হন্ না। ৬৬-৬৭

ইঁহারা উভয়েই শৌর্য্যশালী, বলবান্, সুদৃঢ় অস্ত্রধারী এবং মহারথী। ইঁহাদের শরীর সুগঠিত ও সামর্থ্যবান্। শল্য! এতাদৃশ অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইতে আমি ব্যতীত আর অপর কোন ব্যক্তি আছে? ৬৮

মদ্ররাজ! অর্জুনের সহিত যুদ্ধবিষয়ে আজ যা আমার মনোরথ, উহা অবিলম্বে শীঘ্রই সফল হইবে। এই যুদ্ধ অত্যন্ত অদ্ভুত, বিচিত্র ও অনুপম হইবে। আমি যুদ্ধস্থলে এই দুই জনকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিব অথবা এই দুই কৃষ্ণই আমাকে বিনাশ করিবে। ৬৯½

রাজন্! শত্রুহন্তা কর্ণ শল্যকে এই কথা বলিয়া রণাঙ্গনে মেঘতুল্য উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিকটে আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণ কুরুকুলের প্রধান বীর দুর্য্যোধন, মহাবাহু কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, ভ্রাতৃবৃন্দ সহ গান্ধাররাজ শকুনি, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পদাতি ও গজারোহী সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন,—বীরগণ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি ধাবিত হউন, ইঁহাদিগকে প্রতিরোধ করুন এবং অতি সত্বর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া ইঁহাদের উভয়কে পরিশ্রান্ত করুন। ভূপতিগণ! এরূপ কার্য্য সম্পাদন করুন, যাহাতে আপনাদের দ্বারা গুরুতর ক্ষত-বিক্ষত এই দুই কৃষ্ণকে আজ আমি সুখের সহিত বিনাশ করিতে পারি। ৭০-৭২½

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সেই সব বীরবর সৈন্যগণ অতি সত্বর অর্জুনকে বিনাশ করিবার জন্য একসঙ্গে অগ্রসর হইলেন। কর্ণের আদেশপালনকারী এই সব মহারথী যোদ্ধারা যুদ্ধস্থলে বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৭৩½

কিন্তু যেরূপ প্রভূত জলে পরিপূর্ণ মহাসাগর নদ ও নদীসকলের জলকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন সমরাঙ্গণে এই সব বীরগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। তিনি কখন ধনুর উপরে উত্তম বাণসকল সন্ধান করিতেছিলেন এবং কখন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহা শত্রুরা দেখিতেই

ন সন্দধানো ন তথা শরোত্তমান্
প্রমুঞ্চমানো রিপুভিঃ প্রদৃশ্যতে।
ধনঞ্জয়াস্তৈস্তু শরৈর্বিদারিতা
হতা নিপেতুর্নর-বাজি-কুঞ্জরাঃ ॥৭৫

শরার্চিষং গাণ্ডিবচারুমণ্ডলং
যুগান্তসূর্য্যপ্রতিমানতেজসম্।
ন কৌরবাঃ শেকুরুদীক্ষিতুং জয়ং
যথা রবিং ব্যাধিতচক্ষুষো জনাঃ ॥ ৭৬

শরোত্তমান্ সম্প্রহিতান্ মহারথৈ-
শ্চিচ্ছেদ পার্থঃ প্রহসন্ শরৌঘৈঃ।
ভূয়শ্চ তানহনদ্ বাণসঙ্ঘান্
গাণ্ডীবধন্বায়তপূর্ণমণ্ডলঃ ॥ ৭৭

যথোগ্ররশ্মিঃ শুচিশুক্রমধ্যগঃ
সুখং বিবস্বান্ হরতে জলৌঘান্।
তথার্জ্জুনো বাণগণান্ নিরস্য
দদাহ সেনাং তব পার্থিবেন্দ্র ॥ ৭৮

পাইল না; কিন্তু অর্জ্জুনের বাণসমূহে বিদীর্ণ হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ৭৪-৭৫

সেই সময় অর্জুন প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন। ইঁহার বাণসকল কিরণসমূহের ন্যায় সর্ব্বদিকে বিস্ফুরিত হইতেছিল। আকৃষ্ট গাণ্ডীবধনু সূর্য্যের মণ্ডলসদৃশ প্রতীত হইতেছিল। যেরূপ রোগগ্রস্ত নয়নে মানুষ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ কৌরব-যোদ্ধারা অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিল না। ৭৬

কৌরব-মহারথিগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত উত্তম বাণসমূহকে কুন্তী-নন্দন অর্জুন নিজের বাণসকলের দ্বারা হাস্য করিতে করিতেই ছেদন করিয়া দিলেন। তাহার গাণ্ডীব ধনু আকৃষ্ট হইয়া পূর্ণ মণ্ডলাকার হইয়া গিয়াছিল এবং ইহার দ্বারা তিনি সেই শত্রুবীর-গণের উপর বারংবার বাণসকল প্রহার করিতে লাগিলেন। ৭৭

রাজেন্দ্র! যেরূপ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী প্রচণ্ড কিরণযুক্ত সূর্য্যদেব ধরণীর জলসমূহ অনায়াসেই শুষ্ক করিয়া দেন, সেইরূপ অর্জুন নিজ বাণসমূহ প্রহার করিয়া আপনার সৈন্যদের ভস্ম করিতে লাগিলেন। ৭৮

তমভ্যধাবদ্ বিসৃজন্ কৃপঃ শরাং-
স্তথৈব ভোজস্তব চাত্মজঃ স্বয়ম্।
মহারথো দ্রোণসুতশ্চ সায়কৈ-
রবাকিরংস্তোয়ধরা যথাচলম্ ॥ ৭৯

জিঘাংসুভিস্তান্ কুশলঃ শরোত্তমান্
মহাহবে সম্প্রহিতান্ প্রযত্নতঃ।
শরৈঃ প্রচিচ্ছেদ স পাণ্ডবস্ত্বরন্
পরাভিনদ্ বক্ষসি চেষুভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৮০

স গাণ্ডিবব্যায়তপূর্ণমণ্ডল-
স্তপন্ রিপূনর্জ্জুনভাস্করো বভৌ।
শরোগ্ররশ্মিঃ শুচিশুক্রমধ্যগো
যথৈব সূর্য্যঃ পরিবেশবাংস্তথা ॥৮১

অথাগ্র্যবাণৈর্দশভির্ধনঞ্জয়ং
পরাভিনদ্ দ্রোণসুতোঽচ্যুতং ত্রিভিঃ।
চতুর্ভিরশ্বাংশ্চতুরঃ কপিং ততঃ
শরৈশ্চ নারাচবরৈরবাকিরৎ॥ ৮২

সেই সময় কৃপাচার্য্য তাঁহার উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। এইরূপ কৃতবর্ম্মা, আপনার পুত্র স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন এবং মহারথী অশ্বত্থামাও পর্ব্বতের উপর জলবর্ষণকারী মেঘমণ্ডলের ন্যায় অর্জুনের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭৯

বধ করিবার ইচ্ছায় আক্রমণকারী এই সব যোদ্ধাগণের দ্বারা সযত্নে নিক্ষিপ্ত উত্তম বাণসমূহকে মহাসমরে যুদ্ধনিপুণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা ছেদন করিলেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের বক্ষে তিনটি করিয়া বাণ বিদ্ধ করিলেন। ৮০

আকৃষ্ট গাণ্ডীব-ধনুরূপী পূর্ণ মণ্ডলযুক্ত অর্জুনরূপী সূর্য্য নিজের বাণময় প্রচণ্ড কিরণে প্রকাশিত হইয়া শত্রুদিগকে তাপিত করিতে করিতে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী পরিধি (মণ্ডল)-যুক্ত সূর্য্য-দেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৮১

তদনন্তর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দশটি বাণে অর্জুনকে, তিনটি বাণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এবং চারিটি বাণে চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর ধ্বজের উপরে উপবিষ্ট বানরের উপর বাণ ও উত্তম নারাচসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৮২

তথাপি তং প্রস্ফুরদাত্তকার্মুকং
ত্রিভিঃ শরৈর্যন্তৃশিরঃ ক্ষুরেণ।
হয়াংশ্চতুর্ভিশ্চ পুনস্ত্রিভির্ধ্বজং
ধনঞ্জয়ো দ্রৌণিরথাদপাতয়ৎ ॥ ৮৩
স রোষপূর্ণো মণিবজ্রহাটকৈ-
রলঙ্কৃতং তক্ষকভোগবর্চসম্।
মহাধনং কার্মুকমন্যদাদদে
যথা মহিপ্রবরং গিরেস্তটাৎ ॥ ৮৪
স্বমায়ুধং চোপনিকীর্য্য ভূতলে
ধনুশ্চ কৃত্বা সগুণং গুণাধিকঃ।
সমার্দয়ত্তাবজিতৌ নরোত্তমৌ
শরোত্তমৈর্দ্রৌণিরবিধ্যদন্তিকাৎ ॥ ৮৫
কৃপশ্চ ভোজশ্চ তবাত্মজশ্চ তে
শরৈরনেকৈর্যুধি পাণ্ডবর্ষভম্।
মহারথাঃ সংযুগমূর্ধনি স্থিতা-
স্তমোনুদং বারিধরা ইবাপতন্ ॥ ৮৬
কৃপস্য পার্থঃ সশরং শরাসনং
হয়ান্ ধ্বজান্ সারথিমেব পত্রিভিঃ।
সমার্পয়দ্ বাহুসহস্রবিক্রম-
স্তথা যথা বজ্রধরঃ পুরা বলেঃ ॥ ৮৭
স পার্থবাণৈর্বিনিপাতিতায়ুধো
ধ্বজাবমর্দে চ কৃতে মহাহবে।
কৃতঃ কৃপো বাণসহস্রযন্ত্রিতো
যথাহহপগেয়ঃ প্রথমং কিরীটিনা ॥ ৮৮
শরৈঃ প্রচিচ্ছেদ তবাত্মজস্য
ধ্বজং ধনুশ্চ প্রচকর্ত নর্দতঃ।
জঘান চাশ্বান্ কৃতবর্মণঃ শুভান্
ধ্বজঞ্চ চিচ্ছেদ ততঃ প্রতাপবান্ ॥ ৮৯
সবাজিসূতেষ্বসনান্ সকেতনান্
জঘান নাগাশ্বরথাংস্ত্বরংশ্চ সঃ।
ততঃ প্রকীর্ণং সুমহদ্ বলং তব
প্রদারিতঃ সেতুরিবাম্ভসা যথা ॥ ৯০
ততোহর্জুনস্যাশু রথেন কেশব-
শ্চকার শত্রূনপসব্যমাতুরান্।
ততঃ প্রয়াতং ত্বরিতং ধনঞ্জয়ং
শতক্রতুং বৃত্রনিজঘ্নুষং যথা ॥ ৯১

তখন অর্জুন তিনটি সুনির্মল ধনু, একটি ক্ষুরবাণের সারথির মস্তক, চারিটি বাণে তাঁহার চারিটি অশ্ব এবং তিনটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করত রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন। ৮৩

এই সময় অশ্বত্থামা রোষপূর্ণচিত্তে মণি, হীরা ও সুবর্ণে অলঙ্কৃত এবং তক্ষকের দেহের ন্যায় অরুণবর্ণ অপর একটি বহুমূল্য ধনু গ্রহণ করিলেন। ইহাতে মনে হইল—পর্ব্বতের প্রান্তভাগ হইতে তিনি একটি বিশাল অজগর সর্পকে তুলিয়া লইলেন। ৮৪

নিজের ছিন্ন ধনু ভূতলে নিক্ষেপ করত অধিক গুণশালী অশ্বত্থামা সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করিলেন এবং অপরাজিত বীর নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এই দুইজনকে উত্তম বাণসমূহের দ্বারা নিকট হইতে পীড়িত ও বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৫

যুদ্ধের অগ্রবর্ত্তীস্থলে অবস্থিত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন—এই তিন মহারথী যুদ্ধস্থলে অনেক বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন, ইহাতে মনে হইল বহুখণ্ড মেঘ সূর্য্যদেবের উপর আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। ৮৬

সহস্র বাহুসমন্বিত কার্ত্তবীর্য্য (কৃতবীর্য্যের পুত্র) অর্জুনসদৃশ পরাক্রমশালী কুন্তীনন্দন অর্জুন নিজ বাণসকলের দ্বারা কৃপাচার্য্যের বাণসহ ধনু, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে সেইভাবে বিদ্ধ করিলেন, যেরূপ পূর্ব্বকালে বজ্রধারী ইন্দ্র রাজা বলির ধনু প্রভৃতিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ৮৭

সেই মহাসমরে অর্জুনকর্তৃক বাণসমূহের দ্বারা যখন কৃপাচার্য্যের অস্ত্রসকল ভূপাতিত হইল এবং ধ্বজ খণ্ডিত হইল, সেই সময় কিরীটধারী অর্জুন যেরূপ পূর্ব্বে ভীষ্মকে সহস্র সহস্র বাণে আবেষ্টিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্যকে সহস্র সহস্র বাণে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ৮৮

তাহার পর প্রতাপশালী অর্জুন গর্জনকারী আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও ধনু নিজ বাণসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন। তদনন্তর কৃতবর্ম্মার সুন্দর অশ্বগুলিকে বিনাশ করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। ৮৯

ইহার পর অর্জুন অতি সত্বরতার সহিত অশ্ব, সারথি, ধনু ও ধ্বজসহ রথ, হস্তী এবং অশ্বগণকেও বিনাশ করিলেন। তারপর জলের বেগে ভগ্ন সেতুর ন্যায় আপনার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইল। ৯০

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই উৎপীড়িত শত্রুসৈন্যদিগকে নিজের রথের দ্বারা অতিসত্বর দক্ষিণভাগে করিয়া লইলেন। তারপর

সমন্বধাবন্ পুনরুত্থিতৈধ্বজৈ-
রথৈঃ সুযুক্তৈরপরে যুযুৎসবঃ।
অথাভিসৃত্য প্রতিবার্য্য তানরীন্
ধনঞ্জয়স্যাভিমুখং মহারথাঃ ॥ ১২

শিখণ্ডি-শৈনেয়-যমাঃ শিতৈঃ শরৈ-
র্বিদারয়ন্তো ব্যনদন্ সুভৈরবম্।
ততোঽভিজঘ্নুঃ কুপিতাঃ পরস্পরং
শরৈস্তদাঞ্জোগতিভিঃ সুতেজনৈঃ ॥১৩

কুরুপ্রবীরাঃ সহ সৃঞ্জয়ৈর্যথা-
সুরাঃ পুরা দেবগণৈস্তথাঽহবে।
জয়েপ্সবঃ স্বর্গমনায় চোৎসুকাঃ
পতন্তি নাগাশ্বরথাঃ পরন্তপ ॥ ১৪

জগর্জ্জুরুচ্চৈর্বলবচ্চ বিব্যধুঃ
শরৈঃ সুযুক্তৈরিতরেতরং পৃথক্।
শরান্ধকারে তু মহাত্মভিঃ কৃতে
মহামৃধে যোধবরৈঃ পরস্পরম্ ॥
চতুর্দিশো বৈ বিদিশশ্চ পার্থিব
প্রভা-চ সূর্য্যস্য তমোবৃতাভবৎ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

বৃত্রাসুরকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্থিত ইন্দ্রের ন্যায় সবেগে অগ্রগমনকারী ধনঞ্জয়ের দিকে অপর যোদ্ধাগণ অত্যুচ্চ ধ্বজসমূহে সুসজ্জিত রথসকলের দ্বারা পুনরায় ধাবিত হইলেন ॥ ১১½

অর্জ্জুনের সম্মুখের দিকে তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিয়া মহারথী শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব তাঁহাদের সম্মুখে গমনপূর্ব্বক প্রতিরোধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥১২½

তদনন্তর সৃঞ্জয়গণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া কুপিত কৌরব-বীর যোদ্ধারা শীঘ্রগামী ও তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে সেইভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে দেবতাগণের সহিত যুদ্ধকারী অসুরসকল সংগ্রামে পরস্পরকে প্রহার করিয়াছিলেন ॥ ১৩½

শত্রুদমনকারী ভূপাল! গজারোহী, অশ্বারোহী এবং রথারোহী যোদ্ধারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া ও স্বর্গগমন করিবার জন্যও উৎসুক হইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ করিতে, উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে এবং উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪½

মহারাজ! সেই মহাসমরে মহাত্মা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা পরস্পরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন। চারি দিক্, চারি বিদিক্ (কোণ) এবং সূর্য্যের প্রভাও এই অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[কৌরবসৈন্যানি বিনাশয়তো ধনঞ্জয়স্যাগ্রগমনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

রাজন্ কুরূণাং প্রবরৈর্বলৈর্ভীমমভিদ্রুতম্

মজ্জন্তমিব কৌন্তেয়মুজ্জিহীর্ষুর্ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১

বিসৃজ্য সূতপুত্রস্য সেনাং ভারত সায়কৈঃ ।

প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় পরবীরান্ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২

ততোঽস্যাম্বরমাশ্রিত্য শরজালানি ভাগশঃ ।

অদৃশ্যন্ত তথান্যে চ নিঘ্নন্তস্তব বাহিনীম্ ॥ ৩

স পক্ষিসঙ্ঘাচরিতমাকাশং পূরয়ন্ শরৈঃ ।

ধনঞ্জয়ো মহাবাহুঃ কুরূণামন্তকোঽভবৎ ॥ ৪

ততো ভল্লৈঃ ক্ষুরপ্রৈশ্চ নারাচৈর্বিমলৈরপি ।

গাত্রাণি প্রাচ্ছিনৎ পার্থঃ শিরাংসি চ চকর্ত্ত হ ॥ ৫

ছিন্নগাত্রৈর্বিকবচৈর্বিশিরস্কৈঃ সমন্ততঃ ।

পাতিতৈশ্চ পতদ্ভিশ্চ যোধৈরাসীৎ সমাবৃতা ॥ ৬

ধনঞ্জয়শরাভ্যস্তৈঃ স্যন্দনাশ্বরথদ্বিপৈঃ ।

সংছিন্নভিন্নবিধ্বস্তৈর্ব্যঙ্গাঙ্গাবয়বৈঃ স্তৃতা ॥ ৭

সুদুর্গমা সুবিষমা ঘোরাত্যর্থং সুদুর্দৃশা ।

রণভূমিরভূদ্ রাজন্ মহাবৈতরণী যথা ॥ ৮

ঈষাচক্রাক্ষভগ্নৈশ্চ ব্যশ্বৈঃ সাশ্বৈশ্চ যুধ্যতাম্

সসূতৈর্হতসূতৈশ্চ রথৈস্তীর্ণাভবন্মহী ॥ ৯

সুবর্ণবর্ণসন্নাহৈর্যোধৈঃ কনকভূষণৈঃ ।

আস্থিতাঃ কৃপ্তবর্মাণো ভদ্রা নিত্যমদা দ্বিপাঃ ॥ ১০

ক্রুদ্ধাঃ ক্রূরৈর্মহামাত্রৈঃ পাষ্ণ্যঙ্গুষ্ঠপ্রচোদিতাঃ

চতুঃশতাঃ শরবরৈর্হতাঃ পেতুঃ কিরীটিনা ॥ ১১

পর্য্যস্তানীব শৃঙ্গাণি সসত্ত্বানি মহাগিরেঃ ।

ধনঞ্জয়শরাভ্যস্তৈঃ স্তীর্ণা ভূর্বরবারণৈঃ ॥ ১২

অশীতিতম অধ্যায় ।

[কৌরবসৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অর্জ্জুনের অগ্রগমন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! কৌরব-সৈন্যদের প্রধান বীরগণ কুন্তীনন্দন ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং ভীমসেন যেন সেই সৈন্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন । ভারত ! সেই সময় অর্জ্জুন তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সূতপুত্র কর্ণের সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করত সেইদিকে আক্রমণ করিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা শত্রুপক্ষের বহুসংখ্যক বীরকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥১-২

তদনন্তর অর্জ্জুনের বাণজালে আকাশের বিভিন্ন ভাগ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল । এই সব বাণে এবং অন্যান্য আরও বহুসংখ্যক বাণে আপনার সৈন্যদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখা যাইল । ৩

যেখানে পক্ষিদল উড়িতে থাকে, সেই আকাশকে বাণসমূহে পূর্ণ করিতে করিতে মহাবাহু ধনঞ্জয় সেখানে কৌরবসৈন্যদের পক্ষে কালতুল্য হইয়া উঠিলেন । ৪

অর্জুন ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও নির্ম্মল নারাচসকলের দ্বারা শত্রুদের অঙ্গসমূহ খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন । ৫

যাহাদের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, কবচ ছিন্ন হইয়া ভূপাতিত হইয়াছে এবং মস্তক সকলও ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ বহু যোদ্ধা সেখানে ভূতলে পতিত হইয়াছিল ও পতিত হইতেছিল, ইহাদের সকলের দেহে সেখানকার রণভূমি সর্ব্বদিকে আচ্ছন্ন হইয়া যাইল । ৬

যাহাদের উপর অর্জ্জুনের বাণসকলের বারংবার প্রহার হইতেছিল, সেই সকল রথের অশ্বগণ, রথ এবং হস্তীরাও ছিন্ন ভিন্ন ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইল ; ইহাদের সকলেরই এক একটি অঙ্গ অথবা অবয়ব ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল । এই সকলের দ্বারা সেখানকার রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল । ৭

রাজন্ ! সেই সময় রণভূমি মহাবৈতরণী নদী তুল্য অত্যন্ত দুর্গম, অতিশয় উচ্চ ও নিম্নভাগযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর হইয়া গিয়াছিল ; তখন ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও অতিশয় কঠিন ছিল । ৮

যোদ্ধাগণের খণ্ড বিখণ্ড রথসকলের দ্বারা যুদ্ধভূমি আবৃত হইয়াছিল । সেই সকল রথের ঈষাদণ্ড, চক্র ও ধুরসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । বহু রথের অশ্বগণ ও সারথি জীবিত ছিল এবং অন্য বহু রথের আবার অশ্বগণ ও সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ৯

কিরীটধারী অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া সর্ব্বদা মদধারাবাহী, কবচধারী, ও মঙ্গলকর লক্ষণসমূহে সংযুক্ত চারি শত রোষপূর্ণ হাতী ধরাশায়ী হইয়াছিল । এই সব হাতীর উপর সুবর্ণময় কবচ এবং স্বর্ণের আভরণধারী যোদ্ধারা উপবিষ্ট ছিলেন এবং ক্রূরস্বভাব মাহুতেরা তাহাদিগকে নিজেদের পদের দ্বারা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা চালাইতেছিল । এই সকলের

সমন্তাজ্জলদপ্রখ্যান্ বারণান্ মদবর্ষিণঃ।
অভিপেদেঽর্জুনরথো ঘনান্ ভিন্দন্নিবাংশুমান্॥ ১৩
হতৈর্গজ-মনুষ্যাশ্বৈ র্ভিন্নৈশ্চ বহুধা রথৈঃ।
বিশস্ত্রযন্ত্রকবচৈর্যুদ্ধশৌণ্ডৈর্গতাসুভিঃ॥ ১৪
অপবিদ্ধায়ুধৈর্মার্গঃ স্তীর্ণোঽভূৎ ফাল্গুনেন বৈ।
ব্যস্ফারয়দ্ বৈ গাণ্ডীবং সুমহদ্ ভৈরবারবম্॥ ১৫
ঘোরবজ্রবিনিষ্পেষং স্তনয়িত্নুরিবাম্বরে।
ততঃ প্রাদীর্য্যত চমূর্ধনঞ্জয়শরাহতা॥ ১৬
মহাবাতসমাবিদ্ধা মহানৌরিব সাগরে।
নানারূপাঃ প্রাণহরাঃ শরা গাণ্ডীবচোদিতাঃ॥ ১৭
অলাতোল্কাশনিপ্রখ্যাস্তব সৈন্যং বিনির্দহন্।
মহাগিরৌ বেণুবনং নিশি প্রজ্বলিতং যথা॥ ১৮
তথা তব মহাসৈন্যং প্রাস্ফুরচ্ছরপীড়িতম্।
সংপিষ্টদগ্ধবিধ্বস্তং তব সৈন্যং কিরীটিনা॥ ১৯
কৃতং প্রবিহতং বাণৈঃ সর্বতঃ প্রদ্রুতং দিশঃ।
মহাবনে মৃগগণা দাবাগ্নিত্রাসিতা যথা॥ ২০
কুরবঃ পর্য্যবর্তন্ত নির্দগ্ধাঃ সব্যসাচিনা।
উৎসৃজ্য চ মহাবাহুং ভীমসেনং তথা রণে॥ ২১
বলং কুরূণামুদ্বিগ্নং সর্বমাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
ততঃ কুরুষু ভগ্নেষু বীভৎসুরপরাজিতঃ॥২২
ভীমসেনং সমাসাদ্য মুহূর্তং সোঽভ্যবর্তত।
সমাগম্য চ ভীমেন মন্ত্রয়িত্বা চ ফাল্গুনঃ॥ ২৩
বিশল্যমরুজং চাস্মৈ কথয়িত্বা যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনাভ্যনুজ্ঞাতস্ততঃ প্রায়াদ্ ধনঞ্জয়ঃ॥ ২৪
নাদয়ন্ রথঘোষেণ পৃথিবীং দ্যাঞ্চ ভারত।
ততঃ পরিবৃতো বীরৈর্দশভির্যোধপুঙ্গবৈঃ॥ ২৫

সাহত হাতীরা জীব-জন্তুগণের সহিত ধরাশায়ী বিশাল পর্ব্বত-শিখরসমূহের ন্যায় চারিদিকে ভূপাতিত ছিল। অর্জুনের বাণসমূহে বিশেষ ভাবে আহত হইয়া পতিত সেই গজরাজগণের শরীরে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল॥ ১০-১২

যেরূপ কিরণমালী সূর্য্যদেব মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া প্রকাশিত হন; সেইরূপ অর্জুনের রথ সর্ব্বদিকে মেঘমণ্ডলসদৃশ কৃষ্ণবর্ণের মদস্রাবী গজরাজগণকে বিদীর্ণ করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ১৩

নিহত হাতী, মনুষ্য ও অশ্বগণের দ্বারা, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া চারিদিকে পতিত রথসকলের দ্বারা; যন্ত্র ও কবচহীন যুদ্ধনিপুণ প্রাণহীন যোদ্ধাগণের দ্বারা এবং এদিক্ ওদিকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকলের দ্বারা অর্জুন সেখানকার গমনাগমনের পথ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥ ১৪½

আকাশে মেঘসদৃশ ভয়ানক বজ্রপতন শব্দ হইতেও অধিক শব্দকারী ভয়ঙ্কর স্বরে অর্জুন নিজের বিশাল গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন॥ ১৫½

তদনন্তর অর্জুনের বাণসমূহে আহত কৌরব সৈন্যরা সমুদ্রে উত্থিত জলোচ্ছ্বাসে (জোয়ারে) বিদীর্ণ বৃহৎ নৌকার (জাহাজের) ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যাইল॥ ১৬½

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত প্রাণান্তকর নানাবিধ বাণসকল অলাতচক্র (অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ—মশাল), উল্কা এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিয়া আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতেছিল॥১৭½

যেরূপ রাত্রিকালে কোন মহাপর্ব্বতে বংশবন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী অগ্নিশিখাতে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ১৮½

কিরীটধারী অর্জুন আপনার সৈন্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে পিষ্ট করিয়া ফেলিলেন, দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন এবং বাণসমূহে বিদ্ধ করত চারিদিকে বিতাড়িত করিলেন॥ ১৯½

যেরূপ মহাবনে দাবানলে ভীত মৃগদল এদিক্ ওদিকে পলাইতে থাকে, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জুনের বাণরূপী অগ্নিতে প্রজ্বলিত কৌরব-সৈন্যরা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল॥২০½

রণাঙ্গনে উদ্বিগ্ন সমস্ত কৌরববাহিনী মহাবাহু ভীমসেনকে পরিত্যাগ করত যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল॥ ২১½

এই ভাবে কৌরব-সৈন্যরা পলাইয়া যাইলে অপরাজিত বীর অর্জুন ভীমসেনের নিকটে গমন করত মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলেন॥ ২২½

ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া ও তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া অর্জুন এই কথা বলিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের দেহ হইতে বাণসকল বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি এখন সুস্থ আছেন॥ ২৩½

ভারত! তারপর ভীমসেনের অনুমতি গ্রহণ করত অর্জুন নিজের রথের ঘর্ঘর ধ্বনিতে পৃথিবী ও আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থিত হইলেন॥ ২৪½

এই সময় যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও দুঃশাসন অপেক্ষা কনিষ্ঠ

দুঃশাসনাদবরজৈস্তব পুত্রৈর্দশজয়ঃ।
তে তমভ্যর্দয়ন্ বাণৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৬
আত্তজেহসনাঃ শূরা নৃত্যন্ত ইব ভারত।
অপসব্যাংস্তু তাংশ্চক্রে রথেন মধুসূদনঃ ॥ ২৭
ন যুক্তান্ হি স তান্ মেনে যমায়াশু কিরীটিনা।
তথাঙ্গে প্রাদ্রবন্ মূঢ়াঃ পরাঙ্মুখরথেঽর্জুনে ॥২৮
তেষামাপততাং কেতূনশ্বাংশ্চাপানি সায়কান্।
নারাচৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ ক্ষিপ্রং পার্থো ন্যপাতয়ৎ ॥ ২৯
অথাঙ্গৈর্বহুভির্ভল্লৈঃ শিরাংস্তেষামপাতয়ৎ।
রোষসংরক্তনেত্রাণি সন্দষ্টৌষ্ঠানি ভূতলে ॥ ৩০
তানি বক্ত্রাণি বিবভুঃ কমলানীব ভূরিশঃ।
তাংস্তু ভল্লৈর্মহাবেগৈর্দশভির্দশ ভারত ॥ ৩১
রুক্মাঙ্গদান্ রুক্মপুঙ্খৈর্হত্বা প্রায়াদমিত্রহা ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

আপনার দশজন বীর পুত্র অর্জুনকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫½

ভরতনন্দন! যেরূপ মৃগয়াকারী ব্যক্তিগণ উল্কাসমূহের দ্বারা হস্তিগণকে বিনাশ করে, সেইরূপ নিজ নিজ ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই বীরবৃন্দ সেখানে অর্জুনকে বাণসকলের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ২৬½

সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা চিন্তা করিলেন যে, অর্জুনের দ্বারা ইহাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করা উচিত হইবে না; সেইজন্য তিনি অতিসত্বর রথের দ্বারা তাঁহাদিগকে নিজের দক্ষিণভাগে করিয়া লইলেন ॥ ২৭½

যখন অর্জুনের রথ অপরদিকে যাইতে লাগিল, তখন অন্য মূর্খ কৌরব-যোদ্ধারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিল। সেই কুন্তীকুমার অর্জুন এই আক্রমণকারী যোদ্ধাদের ধ্বজ, অশ্ব, ধনু ও বাণসকলকে নারাচ এবং অর্দ্ধচন্দ্র বাণসমূহের দ্বারা অতিসত্বর ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর অন্য বহুসংখ্যক ভল্লের দ্বারা তাহাদের মস্তকসকলও ছেদন করিলেন। এই সকল মস্তক রোষবশতঃ রক্তবর্ণ নেত্রযুক্ত এবং ওষ্ঠ দন্তসমূহে ধৃত ছিল। ভূতলে পতিত এই সব যোদ্ধাদের মস্তকশ্রেণী বহুসংখ্যক পদ্মপুষ্পের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩০½

ভারত! শত্রুহন্তা অর্জুন স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত তীব্র বেগগামী দশটি ভল্লের দ্বারা স্বর্ণাঙ্গদ বিভূষিত সেই দশ বীরকে বিদ্ধ করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৩১-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুন-ভীমসেনাভ্যাং কৌরববীরাণাং সংহারঃ, কর্ণস্য পরাক্রমশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

তং প্রয়ান্তং মহাবেগৈরশ্বৈঃ কপিবরধ্বজম্।
যুদ্ধায়াভ্যদ্রবন্ বীরাঃ কুরূণাং নবতী রথাঃ ॥ ১
কৃত্বা সংশপ্তকা ঘোরং শপথং পারলৌকিকম্।
পরিবব্রুর্নরব্যাঘ্রা নরব্যাঘ্রং রণেঽর্জুনম্ ॥ ২
কৃষ্ণঃ শ্বেতান্ মহাবেগানশ্বান্ কাঞ্চনভূষণান্।
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নান্ প্রৈষীৎ কর্ণরথং প্রতি ॥ ৩
ততঃ কর্ণরথং যান্তমরিঘ্নং তং ধনঞ্জয়ম্।
বাণবর্ষৈরভিঘ্নন্তঃ সংশপ্তকরথা যযুঃ ॥ ৪
ত্বরমাণাংস্তু তান্ সর্বান্ সসূতেষ্বসনধ্বজান্।
জঘান নবতিং বীরানর্জুনো নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫
তেঽপতন্ত হতা বাণৈর্নানারূপৈঃ কিরীটিনা।
সবিমানা যথা সিদ্ধাঃ স্বর্গাৎ পুণ্যক্ষয়ে তথা ॥ ৬
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ কুরবঃ কুরুসত্তমম্।
নির্ভয়া ভরতশ্রেষ্ঠমভ্যবর্তন্ত ফাল্গুনম্ ॥ ৭
তদায়স্তমনুষ্যাশ্বমুদীর্ণবরবারণম্।
পুত্রাণাং তে মহাসৈন্যং সমরৌৎসীদ্ ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৮
শক্ত্যৃষ্টি-তোমর-প্রাসৈর্গদানিস্ত্রিংশসায়কৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়ন্ মহেষ্বাসাঃ কুরবঃ কুরুনন্দনম্ ॥ ৯
তামন্তরিক্ষে বিততাং শস্ত্রবৃষ্টিং সমন্ততঃ।
ব্যধমৎ পাণ্ডবো বাণৈস্তমঃ সূর্য্য ইবাংশুভিঃ ॥ ১০
ততো ম্লেচ্ছাঃ স্থিতা মত্তৈস্ত্রয়োদশশতৈর্গজৈঃ।
পার্শ্বতো ব্যহনন্ পার্থং তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ১১
কর্ণি-নালীক-নারাচৈস্তোমর-প্রাস-শক্তিভিঃ।
মুসলৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ রথস্থং পার্থমার্দয়ন্ ॥ ১২

একাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভীমসেনের দ্বারা কৌরব-বীরগণের সংহার এবং কর্ণের পরাক্রম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যাঁহার ধ্বজে শ্রেষ্ঠ কপিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, সেই বীর অর্জুনকে মহাবেগশালী অশ্বগণের দ্বারা অগ্রসর হইতে দেখিয়া কৌরব-পক্ষের নব্বইজন বীর রথী যুদ্ধের জন্য ধাবিত হইলেন ॥ ১

সেই নরশ্রেষ্ঠ সংশপ্তক বীরগণ পরলোকসম্বন্ধীয় ভয়ঙ্কর শপথ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে রণাঙ্গনে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ স্বর্ণ আভরণে বিভূষিত এবং মুক্তার জালে আচ্ছাদিত শ্বেত বর্ণের মহাবেগগামী অশ্বগণকে কর্ণের রথের দিকে চালিত করিলেন ॥ ৩

তাহার পর শত্রুনাশন ধনঞ্জয়কে কর্ণের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া বাণসমূহের বর্ষণে আঘাত করিতে করিতে সংশপ্তক রথী যোদ্ধাগণ তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

সারথি বস্ত্র ও ধ্বজ সহ সত্বরতার সহিত আক্রমণকারী এই নব্বই জন বীরকে অর্জুন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে নিহত সেই সব সংশপ্তক রথীরা পুণ্যক্ষয়ে বিমান সহ স্বর্গ হইতে পতনে রত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল ॥ ৫-৬

তদনন্তর রথ হস্তী ও অশ্বগণ সহ বহুসংখ্যক কৌরব বীর নির্ভয় হইয়া ভরতভূষণ কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৭

আপনার পুত্রগণের এই বিশাল সৈন্যমধ্যে মনুষ্য ও অশ্ববৃন্দ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বিশালদেহ হাতীরা উদ্ধত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সৈন্যরা অর্জুনের গতি প্রতিরোধ করিল ॥ ৮

এই মহাধনুর্দ্ধর কৌরবগণ কুরুকুলনন্দন অর্জুনকে শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, প্রাস, গদা, খড়্গ ও বাণসমূহের দ্বারা আবৃত করিলেন ॥ ৯

কিন্তু সূর্য্য যেরূপ নিজের কিরণাবলির দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ পাণ্ডুপুত্র অর্জুন আকাশে চারিদিকে বিস্তৃত সেই বাণবর্ষণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ১০

তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় ম্লেচ্ছ সৈন্যরা তের শত মদমত্ত হস্তীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্বভাগে অবস্থান করত অর্জুনকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১১

ইহারা সকলে রথে উপবিষ্ট অর্জুনকে কর্ণী, নালীক, নারাচ, তোমর, মুসল, প্রাস, ভিন্দিপাল ও শক্তি সকলের দ্বারা অত্যন্ত পীড়াদান করিতে থাকিলেন ॥ ১২

তাং শস্ত্রবৃষ্টিমতুলাং দ্বিপহস্তৈঃ প্রবেরিতাম্।
চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ ফাল্গুনঃ ॥ ১৩
অথ তান্ দ্বিরদান্ সর্বান নানালিঙ্গৈঃ শরোত্তমৈঃ।
সপতাক-ধ্বজারোহান্ গিরীন্ বজ্রৈরিবাহনৎ ॥ ১৪
তে হেমপুঙ্খৈরিষুভিরর্দিতা হেমমালিনঃ।
হতাঃ পেতুর্মহানাগাঃ সাগ্নিজ্বালা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৫
ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষো মহানাসীদ্ বিশাম্পতে।
স্তনতাং কূজতাং চৈব মনুষ্য-গজ-বাজিনাম্ ॥ ১৬
কুঞ্জরাশ্চ হতা রাজন্ দুদ্রুবুস্তে সমন্ততঃ।
অশ্বাশ্চ পর্য্যধাবন্ত হতারোহা দিশো দশ ॥ ১৭
রথা হীনা মহারাজ রথিভির্বাজিভিস্তথা।
গন্ধর্বনগরাকারা দৃশ্যন্তে স্ম সহস্রশঃ॥ ১৮
অশ্বারোহা মহারাজ ধাবমানা ইতস্ততঃ।
তত্র তত্রৈব দৃশ্যন্তে নিহতাঃ পার্থসায়কৈঃ ॥ ১৯
তস্মিন্ ক্ষণে পাণ্ডবস্য বাহ্বোর্বলমদৃশ্যত।
যৎ সাদিনো বারণাংশ্চ রথাংশ্চৈকোঽজয়দ্ যুধি ॥২০
(অসংযুক্তাশ্চ তে রাজন্ পরিবৃত্তা রণে প্রতি।
হয়া নাগা রথাশ্চৈব নদন্তোঽর্জুনমভ্যয়ুঃ ॥)
ততস্ত্র্যঙ্গেণ মহতা বলেন ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বা পরিবৃতং রাজন্ ভীমসেনঃ কিরীটিনম্ ॥ ২১
হতাবশেষানুৎসৃজ্য ত্বদীয়ান্ কতিচিদ্ রথান্।
জবেনাভ্যদ্রবদ্ রাজন্ ধনঞ্জয়রথং প্রতি ॥ ২২
ততস্তৎ প্রাদ্রবৎ সৈন্যং হতভূয়িষ্ঠমাতুরম্।
দৃষ্ট্বার্জুনং তদা ভীমো জগাম ভ্রাতরং প্রতি ॥ ২৩
হতাবশিষ্টাংস্তুরগানর্জুনেন মহাবলান্।
ভীমো ব্যধমদশ্রান্তো গদাপাণির্মহাহবে ॥ ২৪
কালরাত্রিমিবাত্যুগ্রাং নরনাগাশ্বভোজনাম্।
প্রাকারাট্টপুরদ্বারদারণীমতিদারুণাম্ ॥ ২৫
ততো গদাং নৃনাগাশ্বেষ্বাশু ভীমো ব্যবাসৃজৎ।
সা জঘান বহূনশ্বানশ্বারোহাংশ্চ মারিষ ॥ ২৬

হস্তি সকলের শুণ্ডের দ্বারা কৃত এই অনুপম অস্ত্রবর্ষণকে অর্জুন তীক্ষ্ণ ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণসমূহে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১৩

তারপর নানাপ্রকার চিহ্নযুক্ত উত্তম বাণসমূহের দ্বারা পতাকা, ধ্বজ ও আরোহী সহ সেই হস্তীদিগকে সেইভাবে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে পর্ব্বতসকলকে বিদীর্ণ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত এই সুবর্ণমাল্যধারী বিশালদেহ গজরাজগণ নিহত হইয়া অগ্নিশিখা পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১৫

প্রজানাথ! তদনন্তর গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কারধ্বনি তীব্র স্বরে হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে চীৎকার ও আর্তনাদকারী মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বগণের শব্দে সে স্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ১৬

রাজন্! আহত হাতীরা সকলে চারিদিকে পলাইতে লাগিল। যাহাদের আরোহী নিহত হইয়াছে, সেই সব অশ্বগণও দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ১৭

মহারাজ! গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ সহস্র সহস্র বিশাল রথকে রথী ও অশ্বহীন হইয়া যাইতে দেখা যাইল ॥ ১৮

রাজেন্দ্র! অর্জুনের বাণসমূহে আহত অশ্বারোহী যোদ্ধা-দিগকেও যেখানে সেখানে এদিক্ সেদিকে ধাবিত হইতে দেখা যাইতেছিল ॥ ১৯

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বাহুদ্বয়ের বল সকলে প্রত্যক্ষ করিল। তিনি একাকীই যুদ্ধে রথ, আরোহী যোদ্ধা ও হস্তী-দিগকেও পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ২০

(রাজন্! তদনন্তর পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সেই সব হাতী অশ্ব ও রথ পুনরায় যুদ্ধস্থলে ফিরিয়া আসিল এবং অর্জুনের সম্মুখে গর্জন করিতে করিতে অবস্থান করিতে থাকিল।)

রাজন্ ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অর্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথ—এই তিন অঙ্গযুক্ত বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন হতাবশিষ্ট কতিপয় রথী যোদ্ধাকে পরিত্যাগ করত তীব্রবেগে ধনঞ্জয়ের রথের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২১-২২

সেই সময় আপনার অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হইয়াছিল, বহু সৈন্য আহত অবস্থায় আতুর হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কৌরবসৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল। এই সব দেখিতে দেখিতে ভীমসেন নিজের ভ্রাতা অর্জুনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩

ভীমসেন তখনও শ্রান্ত হন্ নাই। তিনি হাতে গদা লইয়া সেই মহাসমরে অর্জুনের দ্বারা নিহত না হইয়া অবশিষ্ট মহাবল অশ্ব ও আরোহী যোদ্ধাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ২৪

মাননীয় ভূপাল! তদনন্তর ভীমসেন কালরাত্রিতুল্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বদিগকে কালের গ্রাসে পরিণতকারী, প্রাচীর, অট্টালিকা ও নগরদ্বারসমূহেরও বিদারক নিজের অতিদারুণ গদাকে সেখানে মনুষ্য, গজরাজ ও অশ্বগণের উপর তীব্রবেগে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥২৫-২৬

কাঙ্ক্ষায়সতনুত্রাণান্ নরানশ্বাংশ্চ পাণ্ডবঃ।
পোথয়ামাস গদয়া সশব্দং তেঽপতন্ হতাঃ॥ ২৭
দন্তৈর্দশন্তো বসুধাং শেরতে ক্ষতজোক্ষিতাঃ।
ভগ্নমূর্দ্ধাস্থিচরণাঃ ক্রব্যাদগণভোজনাঃ॥ ২৮
অসৃঙ্মাংসবসাভিশ্চ তৃপ্তিমভ্যাগতা গদা।
অস্থীন্যপ্যশ্নতী তস্থৌ কালরাত্রীব দুর্দৃশা॥ ২৯
সহস্রাণি দশাশ্বানাং হত্বা পত্তীংশ্চ ভূয়সা।
ভীমোঽভ্যধাবৎ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিরিতস্ততঃ॥ ৩০
গদাপাণিং ততো ভীমং দৃষ্ট্বা ভারত তাবকাঃ।
মেনিরে সমনুপ্রাপ্তং কালদণ্ডোদ্যতং যমম্॥ ৩১
স মত্ত ইব মাতঙ্গঃ সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
প্রবিবেশ গজানীকং মকরঃ সাগরং যথা॥ ৩২
বিগাহ্য চ গজানীকং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
ক্ষণেন ভীমঃ সংক্রুদ্ধস্তন্নিন্যে যমসাদনম্॥ ৩৩

গজান্ সকঙ্কটান্ মত্তান্ সারোহান্ সপতাকিনঃ।
পততঃ সমপশ্যাম সপক্ষান্ পর্বতানিব॥ ৩৪
হত্বা তু তদ্ গজানীকং ভীমসেনো মহাবলঃ।
পুনঃ স্বরথমাস্থায় পৃষ্ঠতোঽর্জুনমভ্যয়াৎ॥ ৩৫
ততঃ পরাঙ্মুখপ্রায়ং নিরুৎসাহং বলং তব।
ব্যালম্বত মহারাজ প্রায়শঃ শস্ত্রবেষ্টিতম্॥ ৩৬
বিলম্বমানং তৎ সৈন্যমপ্রগল্ভমবস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা প্রাচ্ছাদয়দ্ বাণৈরর্জুনঃ প্রাণতাপনৈঃ॥ ৩৭
নরাশ্বরথমাতঙ্গা যুধি গাণ্ডীবধন্বনা।
শরব্রাতৈশ্চিতা রেজুঃ কদম্বা ইব কেশরৈঃ॥ ৩৮
ততঃ কুরূণামভবদার্তনাদো মহান্ নৃপ।
নরাশ্বনাগাসুহরৈর্বধ্যতামর্জুনেষুভিঃ॥ ৩৯
হাহাকৃতং ভৃশং ত্রস্তং লীয়মানং পরস্পরম্।
অলাতচক্রবৎ সৈন্যং তদাভ্রমত তাবকম্॥ ৪০

পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কৃষ্ণবর্ণ লৌহনির্মিত কবচধারী বহুসংখ্যক মনুষ্য ও অশ্বগণকেও গদার আঘাতে ভূপাতিত করিলেন। তাহারা সকলে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ২৭

আহত কৌরবসৈন্যরা রক্তপ্লাত অবস্থায় দন্তসমূহে ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইল। তখন বহু সৈন্যের মস্তক বিদীর্ণ হইয়াছিল, বহু সৈন্যের অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু সৈন্যের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন ইহারা সকলেই মাংসভক্ষী পশুগণের ভোজনে পরিণত হইয়াছিল। ২৮

এই গদা দুর্নিরীক্ষ্য কালরাত্রি-সদৃশ শত্রুদের মাংস ও চর্বীতে তৃপ্ত হইয়া তাহাদের অস্থিসকলও চর্ব্বণ করিতেছিল। ২৯

দশ হাজার অশ্ব এবং বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্যকে সংহার করত ক্রুদ্ধ ভীমসেন হাতে গদা ধারণ পূর্ব্বক এদিক্ ওদিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। ৩০

ভরতনন্দন! গদা হাতে ভীমসেনকে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা কালদণ্ড ধারণ করত উপস্থিত যমরাজ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ৩১

মদমত্ত হস্তিতুল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত্রুদের গজসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে মনে হইল—মকর সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে। ৩২

বিশাল গদা হস্তে ধারণ করত অত্যন্ত কুপিত ভীমসেন হস্তিসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে ক্ষণকালের মধ্যে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৩৩

কবচ, আরোহী যোদ্ধা ও পতাকা সহ মদমত্ত হস্তীদিগকে আমরা পক্ষযুক্ত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে দেখিলাম। ৩৪

মহাবল ভীমসেন সেই গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া পুনরায় নিজের রথে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং অর্জুনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। ৩৫

মহারাজ! সেই সময় ভীমসেন ও অর্জুনের অস্ত্রসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া আপনার সৈন্যদের অধিকাংশই উৎসাহহীন, রণবিমুখ ও জড়বৎ হইয়া যাইল। ৩৬

আপনার সৈন্যদিগকে জড়বৎ উদ্যোগশূন্য হইতে দেখিয়া অর্জুন প্রাণসন্তাপকারী বাণসমূহের দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৩৭

যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধারী অর্জুনের বাণসমূহে সংযুক্ত মনুষ্য, অশ্ব, রথ ও হাতীরা কেশরযুক্ত কদম্বপুষ্পসকলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ৩৮

হে নৃপ! তদনন্তর মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগের প্রাণহরণকারী অর্জুনের বাণসমূহের দ্বারা হতাহত কৌরব-সৈন্যদের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। ৩৯

মহারাজ! সেই সময় অত্যন্ত ভীত হইয়া হাহাকাররত আপনার সৈন্যরা পরস্পরের দ্বারা আত্মগোপন করত অলাতচক্রতুল্য সেখানে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। ৪০

ততস্তদ্ যুদ্ধমভবৎ কুরূণাং সুমহদ্ বলৈঃ।
ন হ্যত্রাসীদনির্ভিন্নো রথঃ সাদী হয়ো গজঃ ॥ ৪১
আদীপ্তমিব তৎ সৈন্যং শরৈশ্ছিন্নতনুচ্ছদম্।
আসীৎ সুশোণিতক্লিন্নং ফুল্লাশোকবনং যথা ॥ ৪২
(তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং শিতৈঃ শরৈঃ।
ন জহৌ সমরং প্রাপ্য ফাল্গুনং শত্রুতাপনম্ ॥
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম কৌরবাণাং পরাক্রমম্।
বধ্যমানাপি যৎ পার্থং ন জহুর্ভরতর্ষভ ॥)
তং দৃষ্ট্বা কুরবস্তত্র বিক্রান্তং সব্যসাচিনম্।
নিরাশাঃ সমপদ্যন্ত সর্বে কর্ণস্য জীবিতে ॥ ৪৩
অবিষহ্যং তু পার্থস্য শরসম্পাতমাহবে।
মত্বা ন্যবর্তন্ কুরবো জিতা গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৪৪
তে হিত্বা সমরে কর্ণং বধ্যমানশ্চ সায়কৈঃ।
প্রদুদ্রুবুর্দিশো ভীতাশ্চুক্রুশুশ্চাপি সূতজম্ ॥ ৪৫

তারপর কৌরবসৈন্যদের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সৈন্যদলে এরূপ কোন রথ, আরোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও হস্তী ছিল না, যাহারা অর্জুনের বাণসমূহে বিদীর্ণ হয় নাই ॥ ৪১

সেই সময় সমস্ত সৈন্যই যেন প্রজ্বলিতের ন্যায় দেখাইতেছিল। বাণসমূহে তাহাদের কবচ ছিন্ন হইয়া ছিল এবং তাহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া বিকসিত অশোকবনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪২

(ভরতশ্রেষ্ঠ! শত্রুতাপন অর্জুনকে সম্মুখে পাইয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আঘাতপ্রাপ্ত আপনার সেই সৈন্যরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না। ভরতভূষণ! সেখানে আমরা কৌরবযোদ্ধাদের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তাহারা নিহত থাকিলেও যুদ্ধে অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া যাইল না।)

সব্যসাচী অর্জুনকে এতাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমস্ত কৌরবসৈন্যরা কর্ণের আর প্রাণের আশা করিতে পারিলেন না ॥ ৪৩

গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হইয়া কৌরব যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে উঁহার বাণবর্ষণকে নিজেদের পক্ষে অসহ্য মনে করিয়া যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

বাণসমূহে বিদ্ধ এই সব সৈন্যরা ভীত হইয়া রণাঙ্গনে কর্ণকে একাকীই পরিত্যাগ করত চারিদিকে পলায়ন করিলেন; কিন্তু নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য তখন কর্ণকেই তাঁহারা আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ৪৫

অভ্যদ্রবত তান্ পার্থঃ কিরন্ শরশতান্ বহূন্।
হর্ষয়ন্ পাণ্ডবান্ যোধান্ ভীমসেনপুরোগমান্ ॥ ৪৬
পুত্রাস্তু তে মহারাজ জগ্মুঃ কর্ণরথং প্রতি।
অগাধে মজ্জতাং তেষাং দ্বীপঃ কর্ণোঽভবত্তদা ॥ ৪৭
কুরবো হি মহারাজ নির্বিষাঃ পন্নগা ইব।
কর্ণমেবোপলীয়ন্ত ভয়াদ্ গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ৪৮
যথা সর্বাণি ভূতানি মৃত্যোর্ভীতানি মারিষ।
ধর্মমেবোপলীয়ন্তে কর্মবন্তি হি যানি চ ॥ ৪৯
তথা কর্ণং মহেষ্বাসং পুত্রাস্তব নরাধিপ।
উপালীয়ন্ত সন্ত্রাসাৎ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫০
তান্ শোণিতপরিক্লিন্নান্ বিষমস্থান্ শরাতুরান্।
মা ভৈষ্টেত্যব্রবীৎ কর্ণো হ্যভীতো মামিতেতি চ ॥ ৫১
সম্ভগ্নং হি বলং দৃষ্ট্বা বলাৎ পার্থেন তাবকম্।
ধনুর্বিস্ফারয়ন্ কর্ণস্তস্থৌ শত্রুজিঘাংসয়া ॥ ৫২

কুন্তীকুমার অর্জুন শত শত বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে এবং ভীমসেনাদি পাণ্ডব যোদ্ধাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে আপনার সেই সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণ পলায়ন করত কর্ণের রথের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা সঙ্কটের অগাধ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। এই সময় কর্ণই দ্বীপের ন্যায় ইঁহাদের সকলের রক্ষক হইলেন ॥ ৪৭

মহারাজ! কৌরবগণ বিষহীন সর্পসকলের ন্যায় গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ভয়ে কর্ণেরই পার্শ্বে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৪৮

মাননীয় ভূপাল! যেরূপ কর্মরত সকল জীবই মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মেরই শরণগ্রহণ করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের ভয়ে ভীত হইয়া মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের নিকটে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৪৯-৫০

কর্ণ তাঁহাদিগকে রক্তাপ্লুত, সঙ্কটমগ্ন এবং বাণসমূহের আঘাতে ব্যাকুল দেখিয়া বলিলেন,—বীরগণ! ভীত হইবেন না। আপনারা ভীত হইবেন না। আপনারা নির্ভয় হইয়া আমার পার্শ্বে আসুন ॥ ৫১

অর্জুন বলপূর্ব্বক আপনার সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে—ইহা দেখিয়া কর্ণ শত্রুদিগকে বধ করিবার বাসনায় ধনু বিস্ফারিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

তান্ প্রক্রন্তান্ কুরূন্ দৃষ্ট্বা কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
সঞ্চিন্তয়িত্বা পার্থস্য বধে দধ্রে মনঃ শ্বসন্ ॥৫৩
বিস্ফার্য্য সুমহচ্চাপং ততশ্চাধিরথির্বৃষঃ।
পাঞ্চালান্ পুনরাধাবৎ পশ্যতঃ সব্যসাচিনঃ॥ ৫৪
ততঃ ক্ষণেন ক্ষিতিপাঃ ক্ষতজপ্রতিমেক্ষণাঃ।
কর্ণং ববৃষুর্বাণৌঘৈর্যথা মেঘা মহীধরম্॥ ৫৫

অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নানারূপ চিন্তাপূর্ব্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত মনে মনে অর্জুনকে বধ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। ৫৩

তাহার পর ধর্ম্মাত্মা অধিরথপুত্র কর্ণ নিজের বিশাল ধনু বিস্ফারিত করিয়া অর্জুনকে দেখিতে দেখিতেই পুনরায় পাঞ্চাল-যোদ্ধাদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৫৪

ইহা দেখিয়া পাঞ্চাল-ভূপতিগণের নয়ন রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। যেরূপ মেঘমণ্ডল পর্ব্বতের উপর বারিবর্ষণ

ততঃ শরসহস্রাণি কর্ণমুক্তানি মারিষ।
ব্যযোজয়স্ত পাঞ্চালান্ প্রাণৈঃ প্রাণভৃতাং বর॥ ৫৬
তত্র শব্দো মহানাসীৎ পাঞ্চালানাং মহামতে।
বধ্যতাং সূতপুত্রেণ মিত্রার্থে মিত্রগৃদ্ধিনা॥ ৫৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা ক্ষণকালের মধ্যেই কর্ণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫৫

প্রাণধারী প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাননীয় ভূপাল! তদনন্তর কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণ পাঞ্চালদিগকে প্রাণহীন করিয়া দিল। ৫৬

মহামতে! সেখানে মিত্র দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষী সূতপুত্র কর্ণ মিত্রদের কল্যাণের জন্য অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত পাঞ্চাল-সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ উৎপন্ন করিলেন। ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(সাত্যকিনা কর্ণপুত্র-প্রসেনস্য সংহারঃ, কর্ণস্য পরাক্রমঃ, দুঃশাসন-ভীমসেনয়োর্যুদ্ধঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।
ততঃ কর্ণঃ কুরুষু প্রদ্রুতেষু
বরূথিনা শ্বেতহয়েন রাজন্।
পাঞ্চালপুত্রান্ ব্যধমৎ সূতপুত্রো
মহেষুভির্বাত ইবাভ্রসঙ্ঘান্॥ ১
সূতং রথাদঞ্জলিকৈর্নিপাত্য
জঘান চাশ্বান্ জনমেজয়স্য।
শতানীকং সুতসোমঞ্চ ভল্লৈ-
রবাকিরদ্ ধনুষী চাপ্যকৃন্তৎ॥২

ধৃষ্টদ্যুম্নং নির্বিভেদাথ ষড্ভি-
র্জঘানাশ্বাংস্তরসা তস্য সংখ্যে।
হত্বা চাশ্বান্ সাত্যকেঃ সূতপুত্রঃ
কৈকেয়পুত্রং ন্যবধীদ্ বিশোকম্॥ ৩
তমভ্যধাবন্নিহতে কুমারে
কৈকেয়সেনাপতিরুগ্রকর্ম্মা।
শরৈর্বিধুন্বন্ ভৃশমুগ্রবেগৈঃ
কর্ণাত্মজং চাপ্যহনৎ প্রসেনম্॥ ৪

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[সাত্যকিকর্তৃক কর্ণপুত্র প্রসেনের সংহার, কর্ণের পরাক্রম এবং দুঃশাসন ও ভীমসেনের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! যখন কৌরব-সৈন্যরা তীব্রগতিতে পলায়ন করিতেছিল, সেই সময় যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ সূতপুত্র কর্ণ শ্বেতাশ্বযুক্ত রথের দ্বারা আক্রমণ করত নিজের বিশাল বাণসমূহের দ্বারা পাঞ্চালরাজ-কুমারগণকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১

তিনি আঞ্জলিকনামক বাণসকলে জনমেজয়ের সারথিকে রথ হইতে ভূপাতিত করিয়া অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। তারপর শতানীক ও সুতসোমকে ভল্লসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং এই দুইজনের ধনুও ছেদন করিলেন। ২

তাহার পর ছয়টি বাণে যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহত করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকেও তিনি সবেগে বিনাশ করিলেন। ইহার পর সূতপুত্র কর্ণ সাত্যকির অশ্বদিগকে নষ্ট করত কেকয়রাজকুমার বিশোককেও বধ করিলেন। ৩

কেকয়রাজকুমার বিশোক নিহত হইলে কেকয়সেনাপতি

তস্যার্ধচন্দ্রৈস্ত্রিভিরুচ্চকর্ত
প্রহস্য বাহু চ শিরশ্চ কর্ণঃ।
স স্যন্দনাদ্ গামগমদ্ গতাসুঃ
পরশ্বধৈঃ শাল ইবাবরুগ্ণঃ ॥ ৫

হতাশ্বমঞ্জোগতিভিঃ প্রসেনঃ
শিনিপ্রবীরং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ।
প্রচ্ছাদ্য নৃত্যন্নিব কর্ণপুত্রঃ
শৈনেয়বাণাভিহতঃ পপাত ॥ ৬

পুত্রে হতে ক্রোধপরীতচেতাঃ
কর্ণঃ শিনীনামৃষভং জিঘাংসুঃ।
হতোঽসি শৈনেয় ইতি ব্রুবন্ স
ব্যবাসৃজদ্ বাণমমিত্রসাহম ॥ ৭

তমস্য চিচ্ছেদ শরং শিখণ্ডী
ত্রিভিস্ত্রিভিশ্চ প্রতুতোদ কর্ণম্।
শিখণ্ডিনঃ কার্মুকঞ্চ ধ্বজঞ্চ
ছিত্ত্বা ক্ষুরাভ্যাং ন্যপতৎ সুজাতঃ ॥ ৮

শিখণ্ডিনং ষড্ভিরবিধ্যদুগ্রো
ধার্ষ্টদ্যুম্নেঃ স শিরশ্চোচ্চকর্ত।
তথাভিনৎ সুতসোমং শরেণ
সুসংশিতেনাধিরথির্মহাত্মা ॥ ৯

অথাক্রন্দে তুমুলে বর্তমানে
ধার্ষ্টদ্যুম্নে নিহতে তত্র কৃষ্ণঃ।
অপাঞ্চাল্যং ক্রিয়তে যাহি পার্থ
কর্ণং জহীত্যব্রবীদ্ রাজসিংহ ॥ ১০

ততঃ প্রহস্যাশু নরপ্রবীরো
রথং রথেনাধিরথের্জগাম।
ভয়ে তেষাং ত্রাণমিচ্ছন্ সুবাহু-
রভ্যাহতানাং রথযূথপেন ॥ ১১

বিস্ফার্য্য গাণ্ডীবমথোগ্রঘোষং
জ্যয়া সমাহত্য তলে ভৃশঞ্চ
বাণান্ধকারং সহসৈব কৃত্বা
জঘান নাগাশ্বরথ-ধ্বজাংশ্চ ॥ ১২

উগ্রকর্ম্মা কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি তীব্রবেগে স্বীয় ধনু সঞ্চালিত করিতে করিতে ভয়ঙ্কর বেগগামী বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের পুত্র প্রসেনকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

তখন কর্ণ হাস্য করত তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণে উগ্রকর্ম্মার দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করিলেন। তখন তিনি প্রাণহীন হইয়া পরশু-দ্বারা ছিন্ন শালবৃক্ষের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৫

অন্যদিকে কর্ণ যখন সাত্যকির অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন, তখন কর্ণপুত্র প্রসেন তীব্রগামী তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা শিনিবংশপ্রধান সাত্যকিকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ইহার পর সাত্যকির বাণসমূহে আহত হইয়া তিনি যেন নৃত্য করিতে করিতেই ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৬

পুত্র প্রসেন নিহত হইলে পর ক্রোধে ব্যাকুলচিত্ত কর্ণ শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার উপর একটি শত্রুনাশক বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন,—সাত্যকি! অতঃপর তুমি নিহত হইলে ॥ ৭

কিন্তু তাঁহার এই বাণকে শিখণ্ডী তিনটি বাণে ছেদন করিয়া দিলেন এবং কর্ণকেও তিনটি বাণে পীড়িত করিলেন। তখন কর্ণ দুইটি ক্ষুর বাণে শিখণ্ডীর ধ্বজ ও ধনু ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিলেন ॥ ৮

ভয়ঙ্কর বীর কর্ণ ছয়টি বাণে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের এক পুত্রের মস্তক ছেদন করিলেন। তারপর অধিরথ-পুত্র মহাত্মা কর্ণ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সুতসোমকেও ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৯

রাজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ যখন সেই মহাভয়ঙ্কর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র নিহত হইল, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে অর্জ্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! কর্ণ পাঞ্চালগণকে সংহার করিতেছে; অতএব তুমি অগ্রসর হও এবং কর্ণকে বধ কর ॥ ১০

তদনন্তর সুন্দর বাহুশোভিত নরগণপ্রধান বীর অর্জ্জুন হাস্য করত ভয়ের সময়ে সেই আহত সৈন্যদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রথসমূহের অধিপতি বিশাল রথের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণের রথের দিকে অতিক্রুত গমন করিলেন ॥ ১১

তিনি ভয়ানক টঙ্কারধ্বনিকারী গাণ্ডীব-ধনু বিস্ফারিত করিয়া তাহার গুণের দ্বারা হস্ততলে আঘাত করিতে করিতে সহসা বাণসকলের দ্বারা চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং শত্রুদলের হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধ্বজসকল নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ১২

প্রতিশ্রুতিঃ প্রাচরদন্তরিক্ষে
গুহা গিরীণামপতন্ বয়াংসি।
যন্মণ্ডলজ্যেন বিজৃম্ভমাণো
রৌদ্রে মুহূর্তেঽভ্যপতৎ কিরীটী ॥ ১৩

তং ভীমসেনোঽনুযযৌ রথেন
পৃষ্ঠে রক্ষন্ পাণ্ডবমেকবীরঃ।
তৌ রাজপুত্রৌ ত্বরিতৌ রথাভ্যাং
কর্ণায় যাতাবরিভিবিষক্তৌ ॥ ১৪

তত্রান্তরে সুমহৎ সূতপুত্র-
শ্চক্রে যুদ্ধং সোমকান্ সম্প্রমৃদ্গন্।
রথাশ্বমাতঙ্গগণান্ জঘান
প্রচ্ছাদয়ামাস শরৈর্দিশশ্চ ॥ ১৫

তমুত্তমৌজা জনমেজয়শ্চ
ক্রুদ্ধৌ যুধামন্যু-শিখণ্ডিনৌ চ।
কর্ণং বিভিদুঃ সহিতাঃ পৃষৎকৈঃ
সংনর্দমানাঃ সহ পার্ষতেন ॥ ১৬

তে পঞ্চ পাঞ্চালরথপ্রবীরা
বৈকর্তনং কর্ণমভিদ্রবন্তঃ।
তস্মাদ্ রথাচ্চ্যাবয়িতুং ন শেকু-
র্ধৈর্য্যাৎ কৃতাত্মানমিবেন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥ ১৭

তেষাং ধনূংষি ধ্বজবাজিসূতাং-
স্তূর্ণং পতাকাশ্চ নিকৃত্য বাণৈঃ।
তান্ পঞ্চভিস্ত্বভ্যহনৎ পৃষৎকৈঃ
কর্ণস্ততঃ সিংহ ইবোন্ননাদ ॥ ১৮

তস্যাস্যতস্তানভিনিঘ্নতশ্চ
জ্যাবাণহস্তস্য ধনুঃস্বনেন।
সাদ্রিদ্রুমা স্যাৎ পৃথিবী বিশীর্ণে-
ত্যতীব মত্বা জনতা ব্যষীদৎ ॥ ১৯

স শক্রচাপপ্রতিমেন ধন্বনা
ভৃশায়তেনাধিরথিঃ শরান্ সৃজন্।
বভৌ রণে দীপ্তমরীচিমণ্ডলো
যথাংশুমালী পরিবেশবাংস্তথা ॥ ২০

শিখণ্ডিনং দ্বাদশভিঃ পরাভিন-
চ্ছিতৈঃ শরৈঃ ষড়্ভিরথোত্তমৌজসম্।
ত্রিভির্যুধামন্যুমবিধ্যদাশুগৈ-
স্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সোমক-পার্ষতাত্মজৌ ॥২১

সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে গাণ্ডীবধনুর গুণ মণ্ডলাকার করত যখন কিরীটধারী অর্জুন শত্রুসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বল ও প্রতাপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, সেই সময় ধনুর টঙ্কার-ধ্বনিতে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল, যাহাতে ভীত হইয়া পক্ষীরা পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া পড়িল ॥ ১৩

প্রধান বীর ভীমসেন পশ্চাদ্‌ভাগে পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে রক্ষা করিতে থাকিয়া রথের দ্বারা তাঁহার অনুগমন করিলেন। এই দুই রাজপুত্র অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ১৪

ইহার মধ্যে সূতপুত্র কর্ণ সোমকগণকে সংহার করিতে করিতে তাহাদের সহিত মহাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাদের বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকে বিনষ্ট করিলেন এবং বাণসমূহে চারিদিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৫

সেই সময় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত গর্জন করিতে করিতে উত্তমৌজা, জনমেজয়, কুপিত যুধামন্যু এবং শিখণ্ডী—ইহারা সকলে সংগঠিত হইয়া নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

পাঞ্চাল রথী বীরগণের মধ্যে এখন পাঁচ প্রধান বীর বিকর্তন-(সূর্য্য)-পুত্র কর্ণের উপর আক্রমণ করিয়াও তাঁহাকে তাঁহার রথ হইতে ভূপাতিত করিতে পারিলেন না ॥ ১৭

কর্ণ নিজ বাণসমূহের দ্বারা অতিক্রুদ্ধ তাঁহাদের ধনু, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি এবং পতাকাসকল ছেদন করিলেন এবং পাঁচটি বাণে এই পাঁচ বীরকেও আহত করিলেন। তাহার পর তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

কর্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে এবং শত্রুদিগকে বধ করিতে ছিলেন। তাঁহার হস্তে সর্ব্বদা গুণ ও বাণ ধৃত থাকিত। তাঁহার ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে পর্ব্বত ও বৃক্ষসহ এই সমগ্র পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সকল জনতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ॥ ১৯

ইন্দ্রধনু-তুল্য আকৃষ্ট হইয়া মণ্ডলাকার বিশাল ধনুর দ্বারা বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে অধিরথপুত্র কর্ণ রণাঙ্গনে প্রকাশ-মান, কিরণবিশিষ্ট ও পরিধিযুক্ত অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০

তিনি শিখণ্ডীকে বার, উত্তমৌজাকে ছয়, যুধামন্যুকে তিন

পরাজিতাঃ পঞ্চ মহারথাস্তু তে
মহাহবে সূতসুতেন মারিষ ।
নিরুত্তমাস্তস্থুরমিত্রনন্দনা
যথেন্দ্রিয়ার্থাত্মবতা পরাজিতাঃ ॥ ২২
নিমজ্জতস্তানথ কর্ণসাগরে
বিপন্ননাবো বণিজো যথার্ণবে ।
উদ্দধ্রিরে নৌভিরিবার্ণবাদ্ রথৈঃ
সুকল্পিতৈর্দ্রৌপদিজাঃ স্বমাতুলান্ ॥২৩
ততঃ শিনীনামৃষভঃ শিতৈঃ শরৈ-
র্নিকৃত্য কর্ণপ্রহিতানিষূন্ বহুন্ ।
বিদার্য্য কর্ণং নিশিতৈরয়স্ময়ৈ-
স্তবাত্মজং জ্যেষ্ঠমবিধ্যদষ্টভিঃ ॥ ২৪
কৃপোঽথ ভোজশ্চ তবাত্মজস্তথা
স্বয়ঞ্চ কর্ণো নিশিতৈরতাড়য়ৎ ।
স তৈশ্চতুর্ভির্যুযুধে যদূত্তমো
দিগীশ্বরৈর্দৈত্যপতির্যথা তথা ॥ ২৫

সমাততেনেষসনেন কূজতা
ভৃশায়তেনামিতবাণবর্ষিণা ।
বভূব দুর্ধর্ষতরঃ স সাত্যকিঃ
শরন্নভোমধ্যগতো যথা রবিঃ ॥ ২৬
পুনঃ সমাস্থায় রথান্ সুদংশিতাঃ
শিনিপ্রবীরং জুগুপুঃ পরন্তপাঃ ।
সমেত্য পাঞ্চালমহারথা রণে
মরুদ্গণাঃ শক্রমিবারিনিগ্রহে ॥ ২৭
ততোঽভবদ্ যুদ্ধমতীব দারুণং
তবাহিতানাং তব সৈনিকৈঃ সহ ।
রথাশ্বমাতঙ্গবিনাশনং তথা
যথা সুরাণামসুরৈঃ পুরাভবৎ ॥ ২৮
রথা দ্বিপা বাজি-পদাতয়স্তথা
ভবন্তি নানাবিধশস্ত্রবেষ্টিতাঃ ।
পরস্পরেণাভিহতাশ্চ চস্খলু-
র্বিনেদুরার্ত্তা ব্যসবোঽপতংস্তথা ॥ ২৯

এবং জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকেও তিনটি তিনটি তীক্ষ্ণ বাণে অত্যন্ত আহত করিলেন ॥ ২১

আর্য্য ! যেরূপ মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কর্ত্তৃক পরাজিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ তাহাদের রূপাদি বিষয়-সকল তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ মহাসমরে সূতপুত্র কর্ণকর্ত্তৃক পরাজিত সেই পঞ্চ পাঞ্চাল বীর নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং শত্রুদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকিলেন ॥ ২২

যেরূপ সমুদ্রে যাহার নৌকা নিমজ্জিত হইতেছে, সেই নৌকাসহ বিপদাপন্ন বণিক্‌কে অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করা হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কর্ণরূপী-সাগরে নিমজ্জমান নিজেদের পঞ্চ মাতুল ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও জনমেজয়কে রণসামগ্রীতে সুসজ্জিত অন্য রথসমূহের দ্বারা উদ্ধার করিলেন ॥ ২৩

তাহার পর শিনিপ্রবর সাত্যকি কর্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্যক বাণসমূহে নিজের তীক্ষ্ণ বাণসকল ছেদন করত লৌহময় তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে কর্ণকে আঘাত করিবার পর আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪

তখন কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এবং স্বয়ং কর্ণও সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আঘাত করিতে লাগিলেন। যদুকুলতিলক সাত্যকি একাকীই সেই চারিজন বীরের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু চার দিক্‌পালের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

যেরূপ শরৎকালে আকাশের মধ্যভাগে আসিয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যদেব প্রচণ্ড হইয়া উঠেন, সেইরূপ অসংখ্য বাণবর্ষণকারী এবং কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে থাকায় গাণ্ডীবতুল্যশব্দকারী নিজের বিশাল ধনুর দ্বারা সাত্যকি সেই সময় শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় হইয়া উঠিলেন ॥ ২৬

তদনন্তর শত্রুতাপন পূর্ব্বোক্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু ও জনমেজয় এই পঞ্চ পাঞ্চাল-মহারথী কবচধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করত পুনরায় আসিয়া শিনিপ্রবর সাত্যকিকে রণাঙ্গনে সেইভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন, যেরূপ মরুদ্গণ শত্রুদমন দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৭

ইহার পর আপনার শত্রুদের আপনার সৈন্যগণের সহিত অত্যন্ত দারুণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, সেখানে রথ, অশ্ব ও হস্তি-সকল বিনষ্ট হইতেছিল। এই যুদ্ধ প্রাচীনকালের দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ২৮

বহুসংখ্যক রথী, আরোহীসহ হাতী, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণ নানাপ্রকার অস্ত্রসকলে বেষ্টিত হইয়া পরস্পরের দ্বারা আহত হইতে

তথাগতে ভীমমভীস্তবাত্মজঃ
সসার রাজাবরজঃ কিরন্ শরৈঃ।
তমভ্যধাবৎ ত্বরিতো বৃকোদরো
মহারুরুং সিংহ ইবাভিপেদিবান্ ॥ ৩০
ততস্তয়োর্যুদ্ধমতীব দারুণং
প্রদীব্যতোঃ প্রাণদুরোদরং দ্বয়োঃ।
পরস্পরেণাভিনিবিষ্টরোষয়ো-
রুদগ্রয়োঃ শম্বর-শক্রয়োরিব ॥ ৩১
শরৈঃ শরীরান্তিকরৈঃ সুতেজনৈ-
র্নিজঘ্নতুস্তাবিতরেতরং ভৃশম্।
সকৃৎপ্রভিন্নাবিব বাসিতান্তরে
মহাগজৌ মন্মথসক্তচেতসৌ ॥ ৩২
(আলোক্য তৌ তত্র পরস্পরং ততঃ
সমক্ষ শূরৌ চ সসারথী তদা।
ভীমোঽব্রবীদ্ যাহি দুঃশাসনায়
দুঃশাসনো যাহি বৃকোদরায় ॥
তয়ো রথৌ সারথিভ্যাং প্রচোদিতৌ
সমং রণে তৌ সহসা সমীয়তুঃ।
নানায়ুধৌ চিত্রপতাকিনৌ ধ্বজৌ
দিবীব পূর্বং বল-শক্রয়ো রণে ॥
ভীম উবাচ।
দিষ্ট্যাসি দুঃশাসন মেঽদ্য দৃষ্টঃ
ঋণং প্রতীচ্ছে সহবৃদ্ধিমূলম্।
চিরোদ্যতং যন্ময়া তে সভায়াং
কৃষ্ণাভিমর্শেন গৃহাণ মত্তঃ ॥
সঞ্জয় উবাচ।
স এবমুক্তস্তু ততো মহাত্মা
দুঃশাসনো বাক্যমুবাচ বীরঃ।
দুঃশাসন উবাচ।
সর্বং স্মরে নৈব চ বিস্মরামি
উদীর্য্যমাণং শৃণু ভীমসেন ॥

লাগিল, আর্তনাদ করিতে থাকিল এবং প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯

রাজন্! এইভাবে যখন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় রাজা দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপনার পুত্র দুঃশাসন নির্ভয় হইয়া বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে ভীমসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। ইহাকে দেখিয়াই ভীমসেনও ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং সিংহ যেরূপ মহারুরুনামক মৃগকে আক্রমণ করে, সেইরূপ আক্রমণ করত দুঃশাসনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

ইঁহাদের উভয়েরই মনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড রোষভাব বিদ্যমান ছিল। উভয়েই প্রাণের পণ রাখিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়া করিতেছিলেন। এই উগ্রমূর্ত্তি বীরদ্বয়ের সেই সংগ্রাম শম্বরাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। ৩১

শরীরের পীড়াদায়ক অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা এই দুই বীর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিলেন। তখন মনে হইতেছিল—মৈথুনাভিলাষিণী হস্তিনীর জন্য কামাসক্ত হইয়া দুইটি মদধারাবাহী গজরাজ পরস্পরকে আঘাত করিতেছে। ৩২

[সারথিসহ এই দুই বীরবর যখন সেখানে পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন, তখন ভীমসেন নিজের সারথি বিশোককে বলিলেন—তুমি দুঃশাসনের দিকে এবং দুঃশাসন নিজের সারথিকে বলিলেন—তুমি ভীমসেনের দিকে অগ্রসর হও।

সারথিদ্বয়কর্তৃক একত্রে সঞ্চালিত সেই দুই বীরের দুইটি রথ রণাঙ্গনে উভয়ের নিকট সহসা যাইয়া উপস্থিত হইল। এই উভয় রথই নানাবিধ অস্ত্রসকলে সম্পন্ন ছিল এবং বিচিত্র পতাকা ও ধ্বজে সুশোভিত ছিল। যেরূপ পুরাকালে স্বর্গের জন্য আরব্ধ যুদ্ধে বলাসুর ও ইন্দ্রের রথ সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত ছিল, সেইরূপ ভীমসেন ও দুঃশাসনেরও রথ সুসজ্জিত ছিল।

ভীমসেন বলিলেন,—দুঃশাসন! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, আজ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। কৌরবসভায় দ্রৌপদীকে স্পর্শকরার জন্য দীর্ঘকাল হইতে তোমার যে ঋণ আমার উপর অর্পিত আছে, আজ তাহা সুদ ও মূল সহ পরিশোধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তুমি এই সব আজ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেন এই কথা বলিলে পর মহাত্মা বীর দুঃশাসন তাঁহাকে ইহার উত্তরদান করিলেন।

দুঃশাসন বলিলেন,—ভীমসেন! আমার সব কিছুই স্মরণ

স্মরামি চাস্মপ্রভবং চিরায়
যজ্জাতুষে বেশ্মনি রাত্র্যহানি।
বিশ্বাসহীনা মৃগয়াং চরন্তো
বসন্তি সর্বত্র নিরাকৃতাস্ত ॥
মহাভয়ে রাত্র্যহনী স্মরন্ত-
স্তথোপভোগাচ্চ সুখাচ্চ হীনাঃ।
বনেষ্বটন্তো গিরিগহ্বরাণি
পাঞ্চালরাজস্য পুরং প্রবিষ্টাঃ ॥
মায়াং যূয়ং কামপি সম্প্রবিষ্টা
যতো বৃতঃ কৃষ্ণয়া ফাল্গুনো বঃ।
সম্ভূয় পাপৈস্তদনার্য্যবৃত্তং
কৃতং তদা মাতৃকৃতামুরূপম্ ॥
একো বৃতঃ পঞ্চভিঃ সাভিপন্না
ন লজ্জমানৈশ্চ পরস্পরস্য।
স্মরে সভায়াং সুবলাত্মজেন
দাসীকৃতাঃ স্থ সহ কৃষ্ণয়া চ ॥]

আছে। আমি বিস্মৃত হই নাই। তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর। আমি আমার কথিত বিষয় চিরকালই স্মরণ রাখি। প্রথমে তোমরা লাক্ষাগৃহে দিবারাত্রি শঙ্কিত হইয়া বাস করিতে ছিলে। তারপর সেখান হইতে বহির্গত হইয়া বনে সর্বত্র মৃগয়া (শিকার) করিয়া বেড়াইতে।

দিবানিশি মহাভয়ে নিমজ্জিত থাকিয়া চিন্তান্বিত তোমরা সুখ ও উপভোগে বঞ্চিত হইয়া বনে ও পর্বত-গুহাসকলে বিচরণ করিতে। এই অবস্থায় তোমরা সকলে একদিন পাঞ্চালরাজের নগরে উপস্থিত হও। সেখানে তোমরা কোন মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করত নিজেদের স্বরূপকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলে; সেই জন্ম দ্রৌপদী তোমাদের মধ্যে অর্জুনকে বরণ করিয়াছিল।

কিন্তু পাপী তোমরা সকলে মিলিতভাবে তাহার সহিত নীচ পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছ, যাহা তোমাদের মাতারই করণীয় অনুরূপ ছিল। দ্রৌপদী ত' একজনকেই বরণ করিয়াছিল, কিন্তু তোমরা পাঁচজনে মিলিত হইয়া নিজেদের পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং এই কার্য্যে তুমি ও অন্যান্য ভ্রাতারা পরস্পর লজ্জা অনুভব করিতেছ না। আমার ইহাও স্মরণ আছে যে, কৌরব-সভায় শকুনি দ্রৌপদীসহ তোমাদের সকলকে দাস করিয়া লইয়াছেন।

সঞ্জয় উবাচ

(ইত্যেবমুক্তস্তু তবাত্মজেন
পাণ্ডোঃ সুতঃ কোপবশং জগাম।)
তবাত্মজস্যাথ বৃকোদরস্ত্বরন্
ধনুঃ ক্ষুরাভ্যাং ধ্বজমেব চাচ্ছিনৎ।
ললাটমপ্যস্য বিভেদ পত্রিণা
শিরশ্চ কায়াৎ প্রজহার সারথেঃ ॥ ৩৩
স রাজপুত্রোঽন্যদবাপ্য কার্ম্মুকং
বৃকোদরং দ্বাদশভিঃ পরাভিনৎ।
স্বয়ং নিযচ্ছংস্তুরগানজিহ্মগৈঃ
শরৈশ্চ ভীমং পুনরপ্যবীবৃষৎ ॥ ৩৪
ততঃ শরং সূর্য্যমরীচিসপ্রভং
সুবর্ণবজ্রোত্তমরত্নভূষিতম্।
মহেন্দ্রবজ্রাশনিপাতদুঃসহং
মুমোচ ভীমাঙ্গবিদারণক্ষমম্ ॥ ৩৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুঃশাসন এই কথা বলিলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। বৃকোদর ত্বরান্বিত হইয়া দুইটি ক্ষুর বাণের দ্বারা আপনার পুত্র দুঃশাসনের ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন, একটি বাণে তাঁহার ললাট বিদীর্ণ করিলেন এবং অপর একটি বাণে সারথির মস্তককেও দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩৩

তখন রাজকুমার দুঃশাসন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত ভীমসেনকে বারটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ংই অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে করিতে পুনরায় তাঁহার উপর সরলগামী বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

ইহার পর দুঃশাসন সূর্য্যের কিরণতুল্য কান্তিমান্, সুবর্ণ ও হীরকাদি উত্তম রত্নসমূহে বিভূষিত এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের ন্যায় দুঃসহ একটি এরূপ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, যাহা ভীমসেনের দেহকে বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল ॥ ৩৫

স তেন নির্বিদ্ধতনুর্বৃকোদরো
নিপাতিতঃ স্রস্ততনুর্গতাসুবৎ।
প্রসার্য্য বাহূ রথবর্য্যমাশ্রিতঃ
পুনঃ স সংজ্ঞামুপলভ্য চানদৎ॥ ৩৬

ইহার আঘাতে ভীমসেনের দেহ বিদীর্ণ হইল। তিনি অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িলেন এবং প্রাণহীনের ন্যায় দুই বাহু বিস্তার করত নিজের শ্রেষ্ঠ রথের উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্ব্বণি দুঃশাসনভীমসেনযুদ্ধে
দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥৮২

তারপর কিছুকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করত পুনরায় ভীমসেন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে দুঃশাসন ও ভীমসেনের যুদ্ধবিষয়ক দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন দুঃশাসনস্য রক্তপানম্, দুঃশাসনবধঃ, যুধামন্যুনা চিত্রসেনস্য বিনাশঃ, ভীমসেনস্য হর্ষোল্লাসশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ
তত্রাকরোদ্ দুষ্করং রাজপুত্রো
দুঃশাসনস্তুমুলং যুধ্যমানঃ।
চিচ্ছেদ ভীমস্য ধনুঃ শরেণ
ষষ্ট্যা শরৈঃ সারথিমপ্যবিধ্যৎ॥ ১

স তৎ কৃত্বা রাজপুত্রস্তরস্বী
বিব্যাধ ভীমং নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
ততোঽভিনদ্ বহুভিঃ ক্ষিপ্রমেব
বরেষুভির্ভীমসেনং মহাত্মা॥ ২

ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমসেনস্তরস্বী
শক্তিং চোগ্রাং প্রাহিণোৎ তে সুতায়।
তামাপতন্তীং সহসাতিঘোরাং
দৃষ্ট্বা সুতস্তে জ্বলিতামিবোল্কাম্॥ ৩

আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্মহাত্মা
চিচ্ছেদ পুত্রো দশভিঃ পৃষৎকৈঃ।
দৃষ্ট্বা তু তৎ কর্ম্ম কৃতং সুদুষ্করং
প্রাপূজয়ন্ সর্ব্বযোধাঃ প্রহৃষ্টাঃ॥ ৪

অথাশু ভীমঞ্চ শরেণ ভূয়ো
গাঢ়ং স বিব্যাধ সুতস্ত্বদীয়ঃ।
চুক্রোধ ভীমঃ পুনরাশু তস্মৈ
ভৃশং প্রজজ্বাল রুষাভিবীক্ষ্য॥ ৫

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ও দুঃশাসনবধ, যুধামন্যুর দ্বারা চিত্রসেনের বিনাশ এবং ভীমসেনের হর্ষোল্লাস।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেখানে তুমুল যুদ্ধ করিতে করিতে রাজকুমার দুঃশাসন দুষ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। তিনি এক বাণে ভীমসেনের ধনু ছেদন করিলেন এবং ষাট্ বাণে তাঁহার সারথিকেও বিদ্ধ করিলেন। ১

এইরূপ পরাক্রম করিয়া সেই বেগবান্ রাজপুত্র দুঃশাসন ভীমসেনের উপর নয়টি বাণ প্রহার করিলেন। ইহার পর মহাত্মা দুঃশাসন অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত বহুসংখ্যক উত্তম বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে উত্তমরূপে বিদ্ধ করিলেন। ২

তখন ক্রুদ্ধ ও বেগবান্ ভীমসেন আপনার পুত্রের উপর একটি ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। প্রজ্বলিত উল্কাসদৃশ সেই অত্যন্ত ভয়ানক শক্তিকে সহসা নিজের উপর আসিতে দেখিয়া আপনার মহাত্মা পুত্র দুঃশাসন কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত দশটি বাণে উহাকে ছেদন করিয়া দিলেন। ৩½

তাঁহার এই অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া সকল যোদ্ধারাই অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। তারপর আপনার পুত্র দুঃশাসন অতি দ্রুত অপর একটি বাণ প্রহার করিয়া ভীমসেনকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ইহাতে পুনরায় তাঁহার অতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। ভীমসেন তখন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই শীঘ্রই ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৪-৫

বিদ্ধোঽস্মি বীরাশু ভৃশং ত্বয়াস্ত্র
সহস্ব ভূয়োঽপি গদাপ্রহারম্।
উক্ত্বৈবমুচ্চৈঃ কুপিতোঽথ ভীমো
জগ্রাহ তাং ভীমগদাং বধায়॥ ৬

উবাচ চাদ্যাহমহং দুরাত্মন্
পাস্যামি তে শোণিতমাজিমধ্যে।

শক্তিং বেগাৎ প্রাহিণোন্মৃত্যুরূপাম্॥৭

আবিধ্য ভীমোঽপি গদাং সুঘোরাং
বিচিক্ষিপে রোষপরীতমূর্তিঃ।
সা তস্য শক্তিং সহসা বিরুজ্য
পুত্রং তবাজৌ তাড়য়ামাস মূর্দ্ধি॥ ৮

স বিক্ষরন্ নাগ ইব প্রভিন্নো
গদামস্মৈ তুমুলে প্রাহিণোদ্ বৈ।
তয়াহরদ্ দশ ধন্বন্তরাণি
দুঃশাসনং ভীমসেনঃ প্রসহ্য॥ ৯

তয়া হতঃ পতিতো বেপমানো
দুঃশাসনো গদয়া বেগবত্যা।
বিধ্বস্তবর্মাভরণাম্বরস্রগ্
বিচেষ্টমানো ভৃশবেদনাতুরঃ॥ ১০

হয়াঃ সসূতা নিহতা নরেন্দ্র
চূর্ণীকৃতশ্চাস্য রথঃ পতন্ত্যা।
দুঃশাসনং পাণ্ডবাঃ প্রেক্ষ্য সর্বে
হৃষ্টাঃ পাঞ্চালাঃ সিংহনাদানমুঞ্চন॥ ১১

তং পাতয়িত্বাথ বৃকোদরোঽথ
জগর্জ হর্ষেণ বিনাদয়ন্ দিশঃ।
নাদেন তেনাখিলপার্শ্ববর্তিনো-
মূর্চ্ছাকুলাঃ পতিতাস্ত্বাজমীঢ়॥১২

ভীমোঽপি বেগাদবতীর্য্য যানাদ্
দুঃশাসনং বেগবানভ্যধাবৎ।
ততঃ স্মৃত্বা ভীমসেনস্তরস্বী
সাপত্নকং যৎ প্রযুক্তং সুতৈস্তে॥ ১৩

তিনি তারপর বলিলেন—বীর! তুমি আজ আমাকে ক্রত বাণ প্রহার করত অত্যন্ত আহত করিয়া দিয়াছ, কিন্তু এখন তুমি স্বয়ং আমার গদার আঘাত সহ্য কর। উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া কুপিত ভীমসেন দুঃশাসনকে বধ করিবার জন্য একটি ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ করিলেন॥ ৬

তারপর তিনি এইরূপ বলিলেন,—রে দুরাত্মন্! আজ এই যুদ্ধে আমি তোর রক্তপান করিব। ভীম এই কথা বলিলে পরই আপনার পুত্র দুঃশাসন তাঁহার উপর একটি ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। যাহা মৃত্যুরূপা বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ৭

অন্যদিকে রোষপূর্ণচিত্ত ভীমসেনও নিজের অত্যন্ত ঘোর গদা ঘুরাইয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। এই গদা রণাঙ্গনে দুঃশাসনের সেই শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়া সহসা তাঁহার মস্তকে পতিত হইয়া বিদীর্ণ করিল॥ ৮

মদধারাবাহী গজরাজতুল্য স্বীয় ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে ভীমসেন সেই তুমুল যুদ্ধে দুঃশাসনের উপর যে গদা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা তিনি দুঃশাসনকে বলপূর্ব্বক দশ ধনু (চল্লিশ হাত) পরিমাণ পশ্চাদ্ভাগে লইয়া যাইলেন॥ ৯

দুঃশাসন এই বেগবতী গদার আঘাতে ধরাতলে পতিত হইয়া কাঁপিতে এবং অত্যন্ত বেদনায় ব্যাকুল হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কবচ ছিন্ন হইয়াছিল, আভরণসকল ও হার বিচ্যুত হইয়াছিল এবং বস্ত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল॥১০

নরেন্দ্র! সেই গদা পতিত হইবার সময় দুঃশাসনের রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল এবং সারথিসহ তাঁহার অশ্বগণকে বিনাশ করিয়াছিল। দুঃশাসনকে এই অবস্থায় দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ১১

এইভাবে বৃকোদর ভীমসেন দুঃশাসনকে ধরাশায়ী করত হর্ষে উল্লসিত হইয়া সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে তীব্রস্বরে গর্জন করিতে থাকিলেন। অজমীঢ়বংশজাত ভূপাল! সেই সিংহনাদে ভীত হইয়া পার্শ্বস্থিত সকল যোদ্ধারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপাতিত হইলেন॥ ১২

এই সময় ভীমসেনও অতিক্রত রথ হইতে নামিয়া তীব্রবেগে দুঃশাসনের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন বেগশালী ভীমসেনের আপনার পুত্রগণের আচরিত শত্রুতাপূর্ণ ব্যবহার স্মরণ হইতে লাগিল॥ ১৩

তস্মিন্ সুঘোরে তুমুলে বর্ত্তমানে
প্রধানভূয়িষ্ঠতরৈঃ সমন্তাৎ।
দুঃশাসনং তত্র সমীক্ষ্য রাজন্
ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্মা ॥ ১৪
স্মৃত্বাথ কেশগ্রহণঞ্চ দেব্যা
বস্ত্রাপহারঞ্চ রজস্বলায়াঃ।
অনাগসো ভর্তৃপরাঙ্মুখায়া
দুঃখানি দত্তান্যপি বিপ্রচিন্ত্য ॥ ১৫
জজ্বাল ক্রোধাদথ ভীমসেন
আজ্যপ্রসিক্তো হি যথা হুতাশঃ।
তত্রাহ কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ
কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্মাণমেব ॥ ১৬
নিহন্মি দুঃশাসনমদ্য পাপং
সংরক্ষ্যতামদ্য সমস্তযোধাঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সহসাভ্যধাব-
ন্নিহন্তুকামোঽতিবলস্তরস্বী ॥ ১৭
তথা তু বিক্রম্য রণে বৃকোদরো
মহাগজং কেশরিকো যথৈব।
নিগৃহ্য দুঃশাসনমেকবীরঃ
সুযোধনস্যাধিরথেঃ সমক্ষম্ ॥ ১৮
রথাদবপ্লুত্য গতঃ স ভূমৌ
যত্নেন তস্মিন্ প্রণিধায় চক্ষুঃ।
অসিং সমুদ্যম্য সিতং সুধারং
কণ্ঠে পদাঽঽক্রম্য চ বেপমানম্ ॥ ১৯
উবাচ তদ্গৌরিতি যদ্ ব্রুবাণো
হৃষ্টো বদেঃ কর্ণ-সুযোধনাভ্যাম্।
যে রাজসূয়াবভৃথে পবিত্রা
জাতাঃ কচা যাজ্ঞসেন্যা দুরাত্মন্ ॥ ২০
তে পাণিনা কতরেণাবকৃষ্টা-
স্তদ্ ব্রূহি ত্বাং পৃচ্ছতি ভীমসেনঃ।
শ্রুত্বা তু তদ্ ভীমবচঃ সুঘোরং
দুঃশাসনো ভীমসেনং নিরীক্ষ্য ॥ ২১
জজ্বাল ভীমং স তদা স্ময়েন
সংশৃণ্বতাং কৌরব-সোমকানাম্।
উক্তস্তদাঽঽক্তো স তথা সরোষঃ
জগাদ ভীমং পরিবর্তনেত্রঃ ॥ ২২

রাজন্! সেখানে চারিদিকেই প্রধান প্রধান বীর যোদ্ধাগণের মধ্যে অত্যন্ত ঘোরতর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় অচিন্ত্য-পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীমসেন দুঃশাসনকে দেখিয়া পুরাতন ঘটনাসকল স্মরণ করিতে লাগিলেন,—দেবী দ্রৌপদী রজস্বলা ছিলেন। তিনি কোন অপরাধ করেন নাই। তাঁহার পতিরাও উঁহার সহায়তা করিতে না পারিয়া অধোবদন ছিলেন। এরূপ অবস্থায় দ্রৌপদীর কেশধারণ করত দুঃশাসন পূর্ণসভার মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি আরও যে যে দুঃখসকল দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্মরণ করত ভীমসেন ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ১৪-১৫½

তিনি সেখানে কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্ম্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আজ আমি পাপী দুঃশাসনকে বধ করিতেছি। তোমরা সকল যোদ্ধারা মিলিত হইয়া উঁহাকে রক্ষা করিতে পার ত' রক্ষা কর ॥ ১৬½

এই কথা বলিয়া অত্যন্ত বলবান্, বেগশালী ও অদ্বিতীয় বীর ভীমসেন নিজের রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত ভূতলে নামিলেন এবং দুঃশাসনকে বধ করিবার বাসনায় উঁহার দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করত দুর্য্যোধন ও কর্ণের সম্মুখেই দুঃশাসনকে সেইভাবে ধারণ করিলেন। যেরূপ সিংহ কোন বিশাল হাতীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তিনি যত্নসহকারে দুঃশাসনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন। তারপর অতিশয় ধারযুক্ত একটি শুভ্রবর্ণের তরবারি উত্তোলিত করত ভীমসেন পদের দ্বারা দুঃশাসনের কণ্ঠের উপর আঘাত করিলেন। সেই সময় দুঃশাসন কাঁপিতেছিলেন ॥ ১৭-১৯

তখন ভীমসেন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—রে দুরাত্মন্! মনে আছে কি? যখন তুমি কর্ণ ও দুর্য্যোধনের সহিত হৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিয়াছিলে—"গরু"। রাজসূয়যজ্ঞে অবভৃথস্থানে পবিত্রা মহারাণী দ্রৌপদীর কেশ তুমি কোন্ হস্তে ধারণ করিয়াছিলে? বল, আজ ভীমসেন তোমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে এবং তাহার উত্তর চাহিতেছে ॥ ২০½

ভীমসেনের এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃশাসন তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যুদ্ধস্থলে ভীমসেন এই কথা বলিলে পর দুঃশাসন চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত কৌরব ও সোমকগণকে শুনাইতে শুনাইতে ঈষৎ হাস্যসহকারে রোষের সহিত ভীমসেনকে বলিলেন ॥ ২১-২২

অয়ং করিকরাকারঃ পীনস্তনবিমর্দ্দনঃ।
গোসহস্রপ্রদাতা চ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ করঃ ॥ ২৩

অনেন যাজ্ঞসেন্যা মে ভীম কেশা বিকর্ষিতাঃ।
পশ্যতাং কুরুমুখ্যানাং যুষ্মাকঞ্চ সভাসদাম্ ॥ ২৪

এবং ব্রুবতো রাজসুতং নিশম্য
ক্রুবন্তমাজৌ বিনিপীড্য বক্ষঃ।
ভীমো বলাত্তং প্রতিগৃহ্য দোর্ভ্যা-
মুচ্চৈর্ননাদাথ সমস্তযোধান্ ॥ ২৫

উবাচ যস্যাস্তি বলং স রক্ষ-
ত্বসৌ ভবেদদ্য নিরস্তবাহুঃ।
দুঃশাসনং জীবিতং প্রোৎসৃজন্ত-
মাক্ষিপ্য যোধাংস্তরসা মহাবলঃ ॥ ২৬

এবং ক্রুদ্ধো ভীমসেনঃ করেণ
উৎপাটয়ামাস ভুজং মহাত্মা।
দুঃশাসনং তেন স বীরমধ্যে
জঘান বজ্রাশনিসন্নিভেন ॥ ২৭

উৎকৃত্য বক্ষঃ পতিতস্য ভূমা-
বথাপিবচ্ছোণিতমস্য কোষ্ণম্।

ততো নিপাত্যাস্য শিরোঽপকৃত্য
তেনাসিনা তব পুত্রস্য রাজন্ ॥ ২৮

সত্যাং চিকীর্ষুর্মতিমান্ প্রতিজ্ঞাং
ভীমোঽপিবচ্ছোণিতমস্য কোষ্ণম্।
আস্বাদ্য চাস্বাদ্য চ বীক্ষমাণঃ
ক্রুদ্ধো হি চৈনং নিজগাদ বাক্যম্ ॥ ২৯

স্তন্যস্য মাতুর্মধু-সর্পিষোর্বা
মাধ্বীকপানস্য চ সৎকৃতস্য।
দিব্যস্য বা তোয়রসস্য পানাৎ
পয়োদধিভ্যাং মথিতাচ্চ মুখ্যাৎ ॥ ৩০

অন্যানি পানানি চ যানি লোকে
সুধামৃতস্বাদুরসানি তেভ্যঃ।
সর্বেভ্য এবাভ্যধিকো রসোঽয়ং
মমাদ্য চাস্যাহিতলোহিতস্য ॥ ৩১

অথাহ ভীমং পুনরুগ্রকর্মা
দুঃশাসনং ক্রোধপরীতচেতাঃ।
গতাসুমালোক্য বিহস্য সুস্বরং
কিংবা কুর্য্যাং মৃত্যুনা রক্ষিতোঽসি ॥৩২

এই যে হাতীর শুঁড়ের ন্যায় ক্রমস্থূল (মোটা) আমার হাত; যে হাত রমণীর উচ্চস্তন মর্দ্দন, সহস্র গো-দান এবং বহু ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করিয়াছে। ভীমসেন! আমি এই হাত দিয়াই সভায় উপবিষ্ট কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ও তোমাদের সাক্ষাতেই দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিয়াছিলাম ॥ ২৩-২৪

যুদ্ধস্থলে এই কথা বলিলে পর রাজকুমার দুঃশাসনের বক্ষে ভীমসেন আরোহণ করত তাঁহাকে দুই হাতে সবলে ধারণ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে করিতে সমস্ত যোদ্ধাগণকে বলিলেন,—আজ আমি দুঃশাসনের বাহু উৎপাটিত করিব। যাহার শক্তি আছে, সে আসিয়া উহাকে আমার নিকট হইতে রক্ষা করুক। সে এখন প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইভাবে সমস্ত যোদ্ধাগণকে আহ্বান করিয়া মহাবল, মহাত্মা কুপিত ভীমসেন এক হাতেই সবেগে দুঃশাসনের বজ্রতুল্য কঠিন বাহু উৎপাটিত করিলেন। তারপর ভীমসেন সমস্ত বীরগণের মধ্যে সেই বাহু দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৭

ইহার পর ভূতলে পতিত দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন তাঁহার ঈষৎ উষ্ণ রক্তপান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই অবস্থাতেও দুঃশাসন উঠিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাকে পুনরায় বুদ্ধিমান্ ভীমসেন ভূপাতিত করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন এবং তাঁহার কিছু কিছু উষ্ণ রক্ত আস্বাদ করিতে করিতে পান করিতে লাগিলেন। পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন ॥ ২৮-২৯

আমি মাতার দুগ্ধ, মধু ও ঘৃত, উত্তমরূপে উৎপন্ন মধুক পুষ্প-নির্ম্মিত পেয় পদার্থ, দিব্যজলের রস এবং দুগ্ধ ও দধি মথিত করিয়া সদ্যোজাত মাখন পান ও আস্বাদন করিয়াছি; এই সকল হইতে এবং ইহাদের অতিরিক্ত আরও যে সব অমৃততুল্য স্বাদিষ্ট পানযোগ্য পদার্থ জগতে আছে, এই সকল হইতেও আমার এই শত্রুর রক্তের আস্বাদ অধিক বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৩০-৩১

তদনন্তর ভয়ানক কর্ম্মকারী ভীমসেন ক্রোধে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া দুঃশাসনকে প্রাণহীন হইতে দর্শন করত উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করিতে করিতে বলিলেন—কিই বা করিব? মৃত্যু তোমাকে দুর্দশা হইতে রক্ষা করিয়াছে ॥ ৩২

এবং ব্রুবাণং পুনরাত্রবন্ত-
মাস্বাদ্য রক্তং তমতিপ্রহৃষ্টম্।
যে ভীমসেনং দদৃশুস্তদানীং
ভয়েন তেঽপি ব্যথিতা নিপেতুঃ ॥ ৩৩
যে চাপি নাসন্ ব্যথিতা মনুষ্যা-
স্তেষাং করেভ্যঃ পতিতং হি শস্ত্রম্।
ভয়াচ্চ সংচুক্রুশুরস্বরৈস্তে
নিমীলিতাক্ষা দদৃশুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
তং তত্র ভীমং দদৃশুঃ সমন্তাদ্
দৌঃশাসনং তদ্ রুধিরং পিবন্তম্।
সর্বেঽপলায়ন্ত ভয়াভিপন্না
ন বৈ মনুষ্যোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ॥ ৩৫
তস্মিন্ কৃতে ভীমসেনেন রূপে
দৃষ্ট্বা জনাঃ শোণিতং পীয়মানম্।
সম্প্রাদ্রবংশ্চিত্রসেনেন সার্ধং
ভীমং রক্ষো ভাষমাণা ভয়ার্তাঃ ॥ ৩৬
যুধামন্যুঃ প্রদ্রুতং চিত্রসেনং
সহানীকস্তভ্যায়াদ্ রাজপুত্রঃ।
বিব্যাধ চৈনং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈ-
র্ব্যপেতভীঃ সপ্তভিরাশুমুক্তৈঃ ॥ ৩৭
সংক্রান্তভোগ ইব লেলিহানো
মহোরগঃ ক্রোধবিষং সিসৃক্ষুঃ।
নিবৃত্য পাঞ্চালজমভ্যবিধ্যৎ
ত্রিভিঃ শরৈঃ সারথিমস্য ষড্ভিঃ ॥ ৩৮
ততঃ সুপুঙ্খেন সুযন্ত্রিতেন
সুসংশিতাগ্রেণ শরেণ শূরঃ।
আকর্ণমুক্তেন সমাহিতেন
যুধামন্যুস্তস্য শিরো জহার ॥ ৩৯
তস্মিন্ হতে ভ্রাতরি চিত্রসেনে
ক্রুদ্ধঃ কর্ণঃ পৌরুষং দর্শয়ানঃ।
ব্যদ্রাবয়ৎ পাণ্ডবানামনীকং
প্রত্যুদ্যাতো নকুলেনামিতৌজাঃ ॥ ৪০
ভীমোঽপি হত্বা তত্রৈব দুঃশাসনমমর্ষণম্।
পূরয়িত্বাঞ্জলিং ভূয়ো রুধিরস্যোগ্রনিঃস্বনঃ ॥ ৪১

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অতিশয় হৃষ্টচিত্তে তাঁহার রক্ত আস্বাদ করিতে থাকিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দে লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিলেন। সেই সময় যাঁহারা ভীমসেনকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভয়ে পীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৩

যাঁহারা ভীমসেনের কার্য্যে ব্যথিত হন্ নাই, সেই সব মানুষের হাত হইতে তখন অস্ত্রসকল পতিত হইয়াছিল। তারপর সেই সময় তাঁহারাও ভয়বশতঃ মন্দস্বরে সহায়কগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং চক্ষু ঈষদ্ বন্ধ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন ॥ ৩৪

যে সমস্ত ব্যক্তি ভীমসেনকে দুঃশাসনের রক্তপান করিতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভীত হইয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিতে লাগিলেন যে, ভীম মানুষ নহে, রাক্ষস ॥ ৩৫

ভীমসেন এতাদৃশ ভয়ানক রূপধারণ করিলে পর তাঁহার দ্বারা, রক্ত পীত হইতে দেখিয়া সকল যোদ্ধাই ভয়ে আতুর হইয়া ভীমসেনকে রাক্ষস বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

চিত্রসেনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজকুমার যুধামন্যু স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং নির্ভয়ে দ্রুত নিক্ষিপ্ত সাতটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৭

তখন যাহার দেহ পদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব যে ক্রোধজনিত বিষ বমন করিতে অভিলাষী, এইরূপ জিহ্বা লকলককারী মহাসর্পতুল্য চিত্রসেন পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া পাঞ্চালরাজকুমার যুধামন্যুকে তিন এবং তাঁহার সারথিকে ছয়টি বাণে প্রহার করিলেন ॥ ৩৮

তাহার পর শৌর্য্যশালী যুধামন্যু ধনু কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক যথাযথরূপে সন্ধান করত নিক্ষিপ্ত সুন্দরপক্ষযুক্ত ও তীক্ষ্ণধার সুনিয়ন্ত্রিত একটি বাণের দ্বারা চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৩৯

স্বীয় ভ্রাতা চিত্রসেন নিহত হইলে পর কর্ণ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং নিজের পরাক্রম দেখাইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। এই সময় অমিতবলশালী নকুল তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন ॥ ৪০

অন্যদিকে ভীমসেনও অমর্ষপরায়ণ দুঃশাসনকে সে-স্থলেই বধ করিয়া পুনরায় তাঁহার রক্ত অঞ্জলিপূর্ণ করত ভয়ঙ্কর গর্জন

শৃণ্বতাং লোকবীরাণামিদং বচনমব্রবীৎ।
এষ তে রুধিরং কণ্ঠাৎ পিবামি পুরুষাধম ॥ ৪২
ব্রূহীদানীং তু সংহৃষ্টঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
যে তদাস্মান্ প্রনৃত্যন্তি পুনর্গৌরিতি গৌরিতি ॥ ৪৩
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
প্রমাণকোট্যাং শয়নং কালকূটস্য ভোজনম্ ॥ ৪৪
দংশনং চাহিভিঃ কৃষ্ণৈর্দাহঞ্চ জতুবেশ্মনি।
দ্যূতেন রাজ্যহরণমরণ্যে বসতিশ্চ যা ॥ ৪৫
দ্রৌপদ্যাঃ কেশপক্ষস্য গ্রহণঞ্চ সুদারুণম্।
ইষবস্ত্রাণি চ সংগ্রামেষ্বসুখানি চ বেশ্মনি ॥ ৪৬
বিরাটভবনে যশ্চ ক্লেশোঽস্মাকং পৃথগ্বিধঃ।
শকুনের্ধার্তরাষ্ট্রস্য রাধেয়স্য চ মন্ত্রিতে ॥ ৪৭
অনুভূতানি দুঃখানি তেষাং হেতুস্ত্বমেব হি।
দুঃখান্যেতানি জানীমো ন সুখানি কদাচন ॥ ৪৮
ধৃতরাষ্ট্রস্য দৌরাত্ম্যাৎ সপুত্রস্য সদা বয়ম্।
ইত্যুক্ত্বা বচনং রাজন্ জয়ং প্রাপ্য বৃকোদরঃ ॥

পুনরাহ মহারাজ স্ময়ংস্তৌ কেশবার্জুনৌ ॥ ৪৯
অসৃগ্‌দিগ্ধো বিস্রবল্লোহিতাক্তঃ
ক্রুদ্ধোঽত্যর্থং ভীমসেনস্তরস্বী।
দুঃশাসনে যদ্ রণে সংশ্রুতং মে
তদ্ বৈ সত্যং কৃতমদ্যেহ বীরৌ ॥ ৫০
অত্রৈব দাস্যাম্যপরং দ্বিতীয়ং
দুর্যোধনং যজ্ঞপশুং বিশস্য।
শিরো মৃদিত্বা চ পদা দুরাত্মনঃ
শান্তিং লপ্স্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্ ॥ ৫১
এতাবদুক্ত্বা বচনং প্রহৃষ্টো
ননাদ চোচ্চৈ রুধিরার্দ্রগাত্রঃ।
ননর্দ চৈবাতিবলো মহাত্মা
বৃত্রং নিহত্যেব সহস্রনেত্রঃ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি দুঃশাসনবধে
ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

করিতে করিতে এবং বিশ্ববিখ্যাত বীরবৃন্দকে শুনাইতে শুনাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৪১½

রে নরাধম দুঃশাসন! এই দেখ, আমি তোমার কণ্ঠের রক্ত পান করিতেছি। এখন পুনরায় হৃষ্ট হইয়া আমাকে 'গরু গরু' বলিয়া আহ্বান কর ত' দেখি ॥ ৪২½

যে সমস্ত ব্যক্তি সেইদিন কৌরব-সভায় আমাকে 'গরু গরু' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, তাহাদের সকলকে আজ আমি বারংবার 'গরু গরু' বলিয়া আনন্দের সহিত নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৩½

আমাকে বিষ খাওয়াইয়া প্রমাণকোটিতীর্থে নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কৃষ্ণসর্পের দ্বারা দংশন, লাক্ষাগৃহে দাহ, পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া রাজ্যাপহরণ এবং আমাদের সকলকে বনবাসে পাঠান হইয়াছিল। অতিশয় দারুণ কর্ম্ম দ্রৌপদীর কেশগ্রহণ, সংগ্রামে আমাদের উপর বাণ ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রপ্রয়োগ, গৃহে দুঃখদান, রাজা বিরাটের ভবনে আমাদের ক্লেশভোগ এবং অন্তবিধ আরও বহু দুঃখপ্রদান করা হইয়াছিল। শকুনি, দুর্য্যোধন ও কর্ণের পরামর্শে আমাদের যে সমস্ত দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে, সেই সব কিছুরই মূল তুমিই ছিলে। পুত্রগণসহ ধৃতরাষ্ট্রের দুষ্টতায় আমাদের এই সকল দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে। এই সব দুঃখ ত' আমরা জানি, কিন্তু আমাদের কখনও সুখভোগ হইয়াছে, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না ॥ ৪৪-৪৮½

মহারাজ! এই কথা বলিয়া শোণিতলিপ্ত ও রক্তে আর্দ্রবদন, অত্যন্ত ক্রোধী, বেগশালী বীর ভীমসেন যুদ্ধে জয়লাভ করত ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন—বীরযুগল! দুঃশাসনসম্বন্ধে আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা আজ এই রণাঙ্গনে সত্য করিয়া দেখাইলাম ॥ ৪৯-৫০

এই যে অপর এক যজ্ঞপশু দুর্য্যোধন রহিয়াছে, উহাকেও বলিদান করিব এবং সমস্ত কৌরবগণের সাক্ষাতেই এই দুরাত্মার মস্তক পদাঘাতে মর্দ্দিত করিয়া শান্তিলাভ করিব ॥ ৫১

এই কথা বলিয়া শোণিতে আর্দ্রদেহ, অত্যন্ত বলশালী, মহাত্মা ভীমসেন বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর গর্জনকারী সহস্রলোচন ইন্দ্রসদৃশ গর্জন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে দুঃশাসনবধবিষয়ক ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্য দশ-পুত্রাণাং বধঃ, কর্ণস্য ভীতিঃ, শল্যস্য প্রবোধদানম্, নকুল-বৃষসেনয়োর্যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

দুঃশাসনে তু নিহতে তব পুত্রা মহারথাঃ।
মহাক্রোধবিষা বীরাঃ সমরেষ্বপলায়িনঃ॥ ১

দশ রাজন্ মহাবীর্য্যা ভীমং প্রাচ্ছাদয়ন্ শরৈঃ।
নিষঙ্গী কবচী পাশী দণ্ডধারো ধনুর্গ্রহঃ॥ ২

অলোলুপঃ শলঃ সন্ধো বাতবেগ-সুবর্চসৌ।
এতে সমেত্য সহিতা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতাঃ॥ ৩

ভীমসেনং মহাবাহুং মার্গণৈঃ সমবারয়ন্।
স বার্য্যমাণো বিশিখৈঃ সমন্তাৎ তৈর্মহারথৈঃ॥ ৪

ভীমঃ ক্রোধাগ্নিরক্তাক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ কাল ইবাবভৌ।
তাংস্তু ভল্লৈর্মহাবেগৈর্দশভির্দশ ভারতান্॥ ৫

রুক্মাঙ্গদান্ রুক্মপুঙ্খৈঃ পার্থো নিন্যে যমক্ষয়ম্।
হতেষু তেষু বীরেষু প্রদুদ্রাব বলং তব॥ ৬

পশ্যতঃ সূতপুত্রস্য পাণ্ডবস্য ভয়ার্দিতম্।
ততঃ কর্ণো মহারাজ প্রবিবেশ মহদ্ ভয়ম্॥ ৭

দৃষ্ট্বা ভীমস্য বিক্রান্তমন্তকস্য প্রজাস্বিব।
তস্য ত্বাকারভাবজ্ঞঃ শল্যঃ সমিতিশোভনঃ॥ ৮

উবাচ বচনং কর্ণং প্রাপ্তকালমরিন্দমম্।
মা ব্যথাং কুরু রাধেয় নৈবং ত্বয্যুপপদ্যতে॥ ৯

এতে দ্রবন্তি রাজানো ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ।
দুর্য্যোধনশ্চ সম্মূঢ়ো ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতঃ॥ ১০

দুঃশাসনস্য রুধিরে পীয়মানে মহাত্মনা।
ব্যাপন্নচেতসশ্চৈব শোকোপহতচেতসঃ॥ ১১

দুর্য্যোধনমুপাসন্তে পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈতে হতশেষাঃ সহোদরাঃ॥ ১২

পাণ্ডবা লব্ধলক্ষ্যাশ্চ ধনঞ্জয়পুরোগমাঃ।
ত্বামেবাভিমুখাঃ শূরা যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ১৩

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র বধ, কর্ণের ভয়, শল্যের প্রবোধদান এবং নকুল ও বৃষসেনের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুঃশাসন নিহত হইলে পর যুদ্ধে যাঁহারা কখন পশ্চাদপসরণ করেন না এবং যাঁহারা ক্রোধরূপ বিষে পূর্ণ আপনার এতাদৃশ দশ মহারথী মহাপরাক্রমশালী বীর পুত্র সেখানে আসিয়া ভীমসেনকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১½

নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, শল, সন্ধ (সত্যসন্ধ), বাতবেগ এবং সুবর্চ্চা—ইঁহারা একসঙ্গে আসিয়া ভ্রাতার মৃত্যুতে দুঃখলাভ করত মহাবাহু ভীমসেনকে নিজেদের বাণসকলের দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। ২-৩½

এই সব মহারথী বীরগণের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসকলে চারিদিকে নিবারিত হইয়া ভীমসেনের নেত্রদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৪½

কুন্তীকুমার ভীমসেন স্বর্ণপক্ষযুক্ত মহাবেগশালী দশটি ভল্লের দ্বারা সুবর্ণময় অঙ্গদে বিভূষিত সেই দশ জন ভরতবংশীয় রাজকুমারকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ৫½

এই বীরগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী সূতপুত্র কর্ণের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৬½

মহারাজ! যেরূপ প্রজাবর্গের উপর যমরাজের বল প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেনের সেই পরাক্রম দেখিয়া কর্ণের মনে মহাভয় আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ৭½

যুদ্ধে সুশোভিত শল্য কর্ণের আকৃতি দেখিয়াই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; সেইহেতু তিনি শত্রুদমন কর্ণকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন। ৮½

রাধানন্দন! তুমি খেদ করিও না, তোমার ইহা শোভা পায় না। এই সব রাজারা ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। নিজের ভ্রাতৃগণের মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। ৯-১০

মহাত্মা ভীমসেন যখন দুঃশাসনের রক্ত পান করিতেছিল, তখন হইতেই এই কৃপাচার্য্যাদি বীরগণ ও হতাবশিষ্ট এই সব ভ্রাতা কৌরবেরা বিপন্ন এবং শোকাকুলিত চিত্তে দুর্য্যোধনকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া তাহার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। ১১-১২

অর্জ্জুনাদি পাণ্ডব বীরগণ নিজেদের লক্ষ্য পূর্ণ করিয়াছে এবং যুদ্ধের জন্য তোমারই সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে। ১৩

স ত্বং পুরুষশার্দূল পৌরুষেণ সমাশ্রিতঃ।
ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য প্রত্যুদ্‌যাহি ধনঞ্জয়ম্ ॥ ১৪
ভারো হি ধার্তরাষ্ট্রেণ ত্বয়ি সর্বঃ সমাহিতঃ।
তমুদ্বহ মহাবাহো যথাশক্তি যথাবলম্ ॥ ১৫
জয়ে স্যাদ্ বিপুলা কীর্তির্ধ্রুবঃ স্বর্গঃ পরাজয়ে।
বৃষসেনশ্চ রাধেয় সংক্রুদ্ধস্তনয়স্তব ॥ ১৬
ত্বয়ি মোহং সমাপন্নে পাণ্ডবানভিধাবতি।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং শল্যস্যামিততেজসঃ।
হৃদি চাবশ্যকং ভাবং চক্রে যুদ্ধায় সুস্থিরম্ ॥ ১৭
ততঃ ক্রুদ্ধো বৃষসেনোঽভ্যধাব-
দবস্থিতং প্রমুখে পাণ্ডবং তম্।
বৃকোদরং কালমিবাত্তদণ্ডং
গদাহস্তং যোধয়ন্তং ত্বদীয়ান্ ॥ ১৮
তমভ্যধাবন্নকুলঃ প্রবীরো
রোষাদমিত্রং প্রতুদন্ পৃষৎকৈঃ।
কর্ণস্য পুত্রং সমরে প্রহৃষ্টং
পুরা জিঘাংসুর্মঘবেব জম্ভম্ ॥ ১৯

ততো ধ্বজং স্ফাটিকচিত্রকঞ্চুকং
চিচ্ছেদ বীরো নকুলঃ ক্ষুরেণ।
কর্ণাত্মজস্যেষ্বসনঞ্চ চিত্রং
ভল্লেন জাম্বূনদচিত্রনদ্ধম্ ॥ ২০
অথান্যদাদায় ধনুঃ স শীঘ্রং
কর্ণাত্মজঃ পাণ্ডবমভ্যবিধ্যৎ।
দিব্যৈরস্ত্রৈরভ্যবর্ষচ্চ সোঽপি
কর্ণস্য পুত্রো নকুলং কৃতাস্ত্রঃ ॥ ২১
শরাভিঘাতাচ্চ রুষা চ রাজন্
স্বয়া চ ভাসাস্ত্রসমীরণাচ্চ।
জজ্বাল কর্ণস্য সুতোঽতিমাত্র-
মিদ্ধো যথাঽঽজ্যাহুতিভির্হুতাশঃ ॥২২
কর্ণস্য পুত্রো নকুলস্য রাজন্
সর্বানশ্বানক্ষিণোদুত্তমাস্ত্রৈঃ।
বনায়ুজান্ বৈ নকুলস্য শুভ্রা-
নুদগ্রান্ হেমজালাবনদ্ধান্ ॥ ২৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এরূপ অবস্থায় তুমি পুরুষার্থ অবলম্বন করত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জুনের উপর আক্রমণ কর ॥ ১৪

মহাবাহো! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন সমগ্র ভার তোমারই উপর ন্যস্ত করিয়াছে। তুমি নিজের বল ও শক্তি অনুসারে সেই ভার বহন কর ॥ ১৫

যদি তুমি জয় লাভ করিতে পার, তবে তোমার বিপুল কীর্ত্তি লাভ হইবে এবং পরাজিত হইলে অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। রাধানন্দন! তুমি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ায় তোমার পুত্র বৃষসেন অত্যন্ত কুপিত হইয়া পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইয়াছে ॥ ১৬½

অমিততেজস্বী শল্যের এই কথা শ্রবণ করত কর্ণ নিজের হৃদয়ে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ভাব (উৎসাহ, অমর্ষাদি) সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিলেন ॥ ১৭

তাহার পর ক্রুদ্ধ বৃষসেন সম্মুখে অবস্থিত পাণ্ডুনন্দন সেই ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন, যিনি দণ্ডধর কালতুল্য হাতে গদাধারণপূর্ব্বক আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ১৮

ইহা দেখিয়া প্রধান বীর নকুল সমরে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধরত কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার উপর রোষসহকারে সেইভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপে পুরাকালে ইন্দ্র জম্ভনামক দৈত্যের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

তদনন্তর বীর নকুল একটি ক্ষুর বাণের দ্বারা কর্ণপুত্র বৃষসেনের সেই ধ্বজকে ছেদন করিয়া দিলেন, যে ধ্বজ স্ফটিকমণিযুক্ত বিচিত্র কঞ্চুকে (আবরণে) আবৃত ছিল। ইহার পর একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সুবর্ণভূষিত বিচিত্র ধনুটিকেও খণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ২০

তখন কর্ণপুত্র বৃষসেন অতিক্রুদ্ধ অপর একটি ধনু গ্রহণ করত পাণ্ডুনন্দন নকুলকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণের পুত্র অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, সেইজন্য তিনি নকুলের উপর দিব্যাস্ত্রসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

রাজন্! যেরূপ ঘৃতাহুতি দান করিলে অগ্নিদেব অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন, সেইরূপ কর্ণের পুত্র বাণসমূহের প্রহারে, নিজের প্রভায়, অস্ত্রসমূহের প্রয়োগে এবং রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বনায়ুদেশে উৎপন্ন, শ্বেতবর্ণ, তীব্রগামী ও স্বর্ণের জালসমূহে আচ্ছাদিত নকুলের সমস্ত অশ্বগণকে নিজের বাণসকলে ছেদন করিলেন ॥ ২২-২৩

ততো হতাশ্বাদবরুহ্য যানা-
দাদায় চর্মামলরুক্মচন্দ্রম্।
আকাশসঙ্কাশমসিং প্রগৃহ্য
দোধূয়মানঃ খগবচ্চচার ॥ ২৪

ততোঽন্তরিক্ষে চ রথাশ্বনাগং
চিচ্ছেদ তূর্ণং নকুলশ্চিত্রযোধী।
তে প্রাপতন্নসিনা গাং বিশস্তা
যথাশ্বমেধে পশবঃ শমিত্রা ॥ ২৫

দ্বিসাহস্রাঃ পাতিতা যুদ্ধশৌণ্ডা
নানাদেশ্যাঃ সুভৃতাঃ সত্যসন্ধাঃ।
একেন সংখ্যে নকুলেন কৃত্তা
জয়েপ্সুনাত্তমচন্দনাঙ্গাঃ ॥ ২৬

তমাপতন্তং নকুলং সোঽভিপত্য
সমন্ততঃ সায়কৈঃ প্রত্যবিধ্যৎ।
স তুদ্যমানো নকুলঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ বীরং স চুকোপ বিদ্ধঃ ॥ ২৭

মহাভয়ে রক্ষ্যমাণো মহাত্মা
ভ্রাত্রা ভীমেনাকরোৎ তত্র ভীমম্।
তং কর্ণপুত্রো বিধমন্তমেকং
নরাশ্বমাতঙ্গরথাননেকান্ ॥ ২৮

ক্রীড়ন্তমষ্টাদশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ বীরং নকুলং সরোষঃ।
স তেন বিদ্ধোঽতিভৃশং তরস্বী
মহাহবে বৃষসেনেন রাজন্ ॥ ২৯

ক্রুদ্ধেন ধাবন্ সমরে জিঘাংসুঃ
কর্ণাত্মজং পাণ্ডুসুতো নৃবীরঃ।
বিতত্য পক্ষৌ সহসা পতন্তং
শ্যেনং যথৈবামিষলুব্ধমাজৌ ॥ ৩০

অবাকিরদ্ বৃষসেনস্ততস্তং
শিতৈঃ শরৈর্নকুলমুদারবীর্যম্।
স তান্ মোঘাংস্তস্য কুর্বন্ শরৌঘাং-
শ্চচার মার্গান্ নকুলশ্চিত্ররূপান্ ॥ ৩১

অথাস্য তূর্ণং চরতো নরেন্দ্র
খড়্গেন চিত্রং নকুলস্য তস্য।
মহেষুভির্ব্যধমৎ কর্ণপুত্রো
মহাহবে চর্ম সহস্রতারম্ ॥ ৩২

তাহার পর অশ্বহীন রথ হইতে নামিয়া নির্মল চন্দ্রাকার চিহ্নসমূহে যুক্ত ঢাল ও আকাশসদৃশ স্বচ্ছ তরবারি গ্রহণ করত তাহাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নকুল একটি পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তারপর বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নকুল রথী, আরোহী সহ অশ্ব ও হস্তিগণকে আকাশে তরবারি ঘুরাইয়া অতিদ্রুত ছেদন করিতে থাকিলেন। তখন ইহারা সকলে অশ্বমেধ-যজ্ঞে শামিত্র-কর্মকারী পুরুষের দ্বারা নিহত পশুগণের ন্যায় তরবারিতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

যুদ্ধে জয়লাভ করিতে অভিলাষী একমাত্র বীর নকুলকর্তৃক উত্তম চন্দনচর্চিত দেহবিশিষ্ট, নানা দেশে উৎপন্ন, যুদ্ধনিপুণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সুষ্ঠুভাবে পালিত দুই হাজার যোদ্ধা ছিন্ন হইয়াছিল ॥ ২৬

নিজের উপর আক্রমণকারী নকুলের নিকট উপস্থিত হইয়া বৃষসেন স্বীয় বাণসমূহে সর্বদিকে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। এই সব বাণে বিদ্ধ হইয়া নকুল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং স্বয়ং আহত হইয়া তিনি বীর বৃষসেনকেও বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

সেই মহাভয়ের সময়ে স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেন কর্তৃক সুরক্ষিত নকুল সে-স্থলে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। তিনি একাকীই বহু পদাতি মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথী যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিলেন এবং যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই যুদ্ধরত নকুলকে রোষাবিষ্ট কর্ণপুত্র বৃষসেন আঠারটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৮½

রাজন্! সেই মহাসমরে কুপিত বৃষসেন কর্তৃক অতিশয় বিদ্ধ, বেগবান্ বীর পাণ্ডুনন্দন নকুল কর্ণের পুত্রকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯½

যেরূপ বাজপাখী মাংসের লোভে পক্ষ বিস্তার করিয়া সহসা পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে সবেগে আক্রমণকারী উদার পরাক্রমশালী নকুলকে বৃষসেন নিজের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩০½

নকুল তাঁহার এই সব বাণকে ব্যর্থ করিতে থাকিয়া বিচিত্র যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে দেখাইতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র! তরবারির বিচিত্র কৌশল দেখাইতে থাকিয়া দ্রুত বিচরণকারী নকুলের সহস্র তারাচিহ্ন ঢালকে কর্ণের পুত্র বৃষসেন সেই মহাযুদ্ধে নিজের বিশাল বাণসকলের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩১-৩২

তং চায়সং নিশিতং তীক্ষ্ণধারং
বিকোশমুগ্রং গুরুভারসাহম্।
দ্বিষচ্ছরীরান্তকরং সুঘোর-
মাধুন্বতঃ সর্পমিবোগ্ররূপম্॥ ৩৩
ক্ষিপ্রং শরৈঃ ষড্ভিরমিত্রসাহ-
শ্চকর্ত্ত খড়্গং নিশিতৈঃ সুবেগৈঃ।
পুনশ্চ পীতৈর্নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ
স্তনান্তরে গাঢ়মথাভ্যবিধ্যৎ॥ ৩৪
কৃত্বা তু তদ্ দুষ্করমার্য্যজুষ্ট-
মন্যৈর্নরৈঃ কর্ম রণে মহাত্মা।
যযৌ রথং ভীমসেনস্য রাজন্
শরাভিতপ্তো নকুলস্ত্বরাবান্॥ ৩৫
স ভীমসেনস্য রথং হতাশ্বো
মাদ্রীসুতঃ কর্ণসুতাভিতপ্তঃ।
আপুপ্লুবে সিংহ ইবাচলাগ্রং
সম্প্রেক্ষমাণস্য ধনঞ্জয়স্য॥ ৩৬
ততঃ ক্রুদ্ধো বৃষসেনো মহাত্মা
ববর্ষ তাবিষুজালেন শূরঃ।

মহারথাবেকরথে সমেতৌ
শরৈঃ প্রভিন্দন্নিব পাণ্ডবেয়ৌ॥ ৩৭
তস্মিন্ রথে নিহতে পাণ্ডবস্য
ক্ষিপ্রঞ্চ খড়্গে বিশিখৈর্নিকৃত্তে।
অন্যে চ সংহত্য কুরুপ্রবীরা-
স্ততো ন্যঘ্নন্ শরবর্ষৈরুপেত্য॥৩৮
তৌ পাণ্ডবেয়ৌ পরিতঃ সমেতান্
সংহূয়মানাবিব হব্যবাহৌ।
ভীমার্জ্জুনৌ বৃষসেনায় ক্রুদ্ধৌ
ববর্ষতুঃ শরবর্ষং সুঘোরম্॥ ৩৯
অথাব্রবীন্মারুতিঃ ফাল্গুনঞ্চ
পশ্যস্বৈনং নকুলং পীড্যমানম্।
অয়ঞ্চ নো বাধতে কর্ণপুত্র-
স্তস্মাদ্ ভবান্ প্রত্যুপযাতু কার্ণিম্॥৪০
স তন্নিশম্যৈব বচঃ কিরীটী
রথং সমাসাদ্য বৃকোদরস্য।
অথাব্রবীন্নকুলো বীক্ষ্য বীর-
মুপাগতং শাতয় শীঘ্রমেনম্॥ ৪১

ইহার পর শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ বৃষসেন অত্যন্ত বেগশালী ও তীক্ষ্ণধার ছয়টি বাণে তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে রণাঙ্গনে অবস্থিত নকুলের সেই তরবারিটিকেও অতিসত্বর খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। এই তরবারি লৌহনির্ম্মিত, তীক্ষ্ণধার, তেজস্বী, গুরুভার সহ্য করিতে সমর্থ, কোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত, ভয়ঙ্কর, সর্পতুল্য উগ্ররূপধারী, অত্যন্ত ঘোরাকৃতি ও শত্রুদের দেহসকল নষ্ট করিতে উদ্যত ছিল। তরবারিটিকে খণ্ডিত করিবার পর তিনি পুনরায় প্রজ্বলিত ও তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নকুলের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ৩৩-৩৪

রাজন্! মহাত্মা নকুল সমরাঙ্গণে অন্য মনুষ্যগণের পক্ষে দুষ্কর ও সজ্জন পুরুষবর্গকর্তৃক সেবিত উত্তম কর্ম্ম করত বৃষসেনের বাণসমূহে সন্তপ্ত হইয়া অতিক্রান্ত ভীমসেনের রথে গিয়া আরোহণ করিলেন॥ ৩৫

নিজ অশ্বগণ নিহত হইলে পর কর্ণপুত্রের বাণসমূহে পীড়িত মাদ্রীনন্দন নকুল অর্জ্জুনের সাক্ষাতেই লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পর্ব্বত-শিখরে আরোহণকারী সিংহসদৃশ লম্ফ প্রদান করত ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন॥ ৩৬

ইহাতে মহাত্মা বীর বৃষসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি একই রথে অবস্থিত সেই মহারথী পাণ্ডুকুমারদ্বয়কে বাণসমূহে বিদীর্ণ করিতে করিতে এই দুইজনের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

যখন পাণ্ডুপুত্র নকুলের সেই রথ নষ্ট হইয়া যায় এবং বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার তরবারিও সত্বর খণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়, তখন অন্য বহু শ্রেষ্ঠ কৌরব-বীরগণও সংগঠিত হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দুইজনকে বাণসমূহ বর্ষণ করত আঘাত করিতে লাগিলেন॥ ৩৮

তখন বৃষসেনের উপর কুপিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এবং অর্জ্জুন ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিলেন। ইহারা উভয়ে নিজেদের পার্শ্বে একত্রিত হইয়া অবস্থিত কৌরব-সৈন্যদের উপর অতিশয় ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন॥ ৩৯

তদনন্তর বায়ুপুত্র ভীমসেন অর্জ্জুনকে বলিলেন,—দেখ, এই নকুল বৃষসেন কর্তৃক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণের এই পুত্র আমাদের নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করিতেছে, অতএব তুমি এই কর্ণপুত্রের উপর আক্রমণ কর॥ ৪০

ভীমসেনের রথের নিকটে আসিয়া যখন কিরীটধারী অর্জ্জুন

ইত্যেবমুক্তঃ সহসা কিরীটী
ভ্রাত্রা সমক্ষং নকুলেন সংখ্যে।
কপিধ্বজং কেশবসংগৃহীতং
প্রৈষীদুদগ্রো বৃষসেনায় বাহম্ ॥ ৪২

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত বৃষসেনের দিকে গমন করিতে লাগিলেন, তখন নকুলও পার্শ্বে উপস্থিত বীর অর্জ্জুনকে দেখিয়া বলিলেন—(দাদা!) আপনি সত্বর বৃষসেনকে বধ করুন ॥ ৪১

যুদ্ধে সম্মুখভাগে অবস্থিত ভ্রাতা নকুল এই কথা বলিলে পর কিরীটধারী অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত কপিধ্বজ রথকে সহসা বৃষসেনের দিকে তীব্রবেগে সঞ্চালিত করিলেন ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
কর্ণপর্ব্বণি বৃষসেনযুদ্ধে নকুলপরাজয়ে
চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে বৃষসেনের যুদ্ধ ও নকুলের পরাজয়বিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরববীরৈঃ কুলিন্দরাজস্য পুত্রাণাং গজানাঞ্চ বিনাশঃ, অর্জুনেন বৃষসেনস্য বধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
নকুলমথ বিদিত্বা ছিন্নবাণাসনাসিং
বিরথমরিশরার্ত্তং কর্ণপুত্রাস্ত্রভগ্নম্।
পবনধুতপতাকাহ্লাদিনো বল্গিতাশ্বা
বরপুরুষনিযুক্তাস্তে রথৈঃ শীঘ্রমীয়ুঃ ॥ ১
দ্রুপদসুতবরিষ্ঠাঃ পঞ্চ শৈনেয়ষষ্ঠা
দ্রুপদদুহিতৃপুত্রাঃ পঞ্চ চামিত্রসাহাঃ।
দ্বিরদরথনরাশ্বান সূদয়ন্তস্ত্বদীয়ান্
ভুজগপতিনিকাশৈর্মার্গণৈরাত্তশস্ত্রাঃ ॥ ২

অথ তব রথমুখ্যাস্তান্ প্রতীয়ুস্ত্বরন্তঃ
কৃপ-হৃদিকসুতৌ চ দ্রৌণি-দুর্য্যোধনৌ চ।
শকুনিসুত-বৃকৌ চ ক্রাথ-দেবাবৃধৌ চ
দ্বিরদজলদঘোষৈঃ স্যন্দনৈঃ কার্ম্মুকৈশ্চ ॥৩
তব নৃপ রথিবর্য্যাংস্তান্ দশৈকঞ্চ বীরান্
নৃবর শরবরাগ্রৈস্তাড়য়ন্তোঽভ্যরুন্ধন্।
নবজলদসবর্ণৈর্হস্তিভিস্তানুদীয়ু-
র্গিরিশিখরনিকাশৈর্ভীমবেগৈঃ কুলিন্দাঃ ॥৪

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণকর্ত্তৃক কুলিন্দরাজের পুত্রবৃন্দ ও হস্তীদিগের বিনাশ এবং অর্জ্জুনকর্ত্তৃক বৃষসেন বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বৃষসেন নকুলের ধনু ও তরবারি ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, তিনি (নকুল) রথহীন হইয়া পড়িয়াছেন, শত্রুগণের বাণে পীড়িত হইয়াছেন এবং কর্ণের পুত্র বৃষসেন স্বীয় অস্ত্র সকলের দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভীমসেনের আদেশে অস্ত্রধারী শত্রুদের সম্মুখীন হইতে সমর্থ দ্রুপদের পঞ্চ শ্রেষ্ঠ পুত্র, ষষ্ঠ যোদ্ধা সাত্যকি এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণ—এই একাদশ বীর যোদ্ধা আপনার পক্ষের হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণকে নিজেদের সর্পতুল্য ভয়ানক বাণসকলের দ্বারা সংহার করিতে করিতে রথসমূহে সেখানে দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ইঁহাদের রথসকলের পতাকাসমূহ বায়ুতে উড়িতেছিল। ইঁহাদের অশ্বগণও যেন তখন উড়িয়া যাইতেছিল এবং ইঁহারা সকলেই তখন গর্জন করিতেছিলেন ॥ ১-২

তদনন্তর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনিপুত্র উলূক, বৃক, ক্রাথ ও দেবাবৃধ—এই সব আপনার প্রধান মহারথী বীরগণ সত্বর ধনু ধারণ পূর্ব্বক হস্তী এবং মেঘসদৃশ গর্জনকারী রথসকলে আরোহণ করত পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

নরশ্রেষ্ঠ নৃপ! কৃপাচার্য্য প্রভৃতি আপনার রথী বীরগণ নিজেদের উত্তম বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে সেখানে পাণ্ডব-পক্ষের সেই একাদশ মহারথী বীরবৃন্দকে (দ্রুপদের পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—এই একাদশ) নিবারণ করিলেন। তাহার পর কুলিন্দদেশের যোদ্ধারা নূতন মেঘসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ, পর্ব্বত-শিখরসদৃশ বিশালদেহ এবং ভয়ঙ্কর বেগশালী হস্তিগণের দ্বারা কৌরব-বীরবৃন্দের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪

সুকল্পিতা হৈমবতা মদোৎকটা
রণাভিকামৈঃ কৃতিভিঃ সমাস্থিতাঃ।
সুবর্ণজালৈর্বিততা বভুর্গজা-
স্তথা যথা খে জলদাঃ সবিদ্যুতঃ॥ ৫

কুলিন্দপুত্রো দশভির্মহায়সৈঃ
কৃপং সসূতাশ্বমপীড়য়দ্ ভৃশম্।
ততঃ শরদ্বৎসুতসায়কৈর্হতঃ
সহৈব নাগেন পপাত ভূতলে॥ ৬

কুলিন্দপুত্রাবরজস্তু তোমরৈ-
র্দিবাকরাংশুপ্রতিমৈরয়স্ময়ৈঃ।
রথঞ্চ বিক্ষোভ্য ননাদ নর্দত-
স্ততোঽস্য গান্ধারপতিঃ শিরোঽহরৎ॥ ৭

ততঃ কুলিন্দেষু হতেষু তেষ্বথ
প্রহৃষ্টরূপাস্তব তে মহারথাঃ।
ভৃশং প্রদধ্মুর্লবণাম্বুসম্ভবান্
পরাংশ্চ বাণাসনপাণয়োঽভ্যয়ুঃ॥ ৮

অথাভবদ্ যুদ্ধমতীব দারুণং
পুনঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ।
শরাসি-শক্ত্যৃষ্টিগদাপরশ্বধৈ-
র্নরাশ্বনাগাসুহরং ভৃশাকুলম্॥ ৯

রথাশ্বমাতঙ্গপদাতিভিস্ততঃ
পরস্পরং বিপ্রহতাপতন্ ক্ষিতৌ।
যথা সবিদ্যুৎ-স্তনিতা বলাহকাঃ
সমাহতা দিগ্‌ভ্য ইবোগ্রমারুতৈঃ॥ ১০

ততঃ শতানীকমতান্ মহাগজাং-
স্তথা রথান্ পত্তিগণাংশ্চ তান্ বহূন্।
জঘান ভোজস্তু হয়ানথাপতন্
ক্ষণাদ্ বিশস্তাঃ কৃতবর্মণঃ শরৈঃ॥ ১১

অথাপরে দ্রৌণিহতা মহাদ্বিপা-
স্ত্রয়ঃ সসর্বায়ুধযোধকেতনাঃ।
নিপেতুরুর্ব্যাং ব্যসবো নিপাতিতা-
স্তথা যথা বজ্রহতা মহাচলাঃ॥ ১২

কুলিন্দরাজাবরজাদনন্তরঃ
স্তনান্তরে পত্রিবরৈরতাড়য়ৎ।
তবাত্মজং তস্য তবাত্মজঃ শরৈঃ
শিতৈঃ শরীরং ব্যহনদ্ দ্বিপঞ্চ তম্॥ ১৩

হিমাচলপ্রদেশের এই সব মত্তোন্মত্ত হস্তীরা উত্তমরূপে সজ্জিত ছিল। ইহাদের সকলেরই পৃষ্ঠে স্বর্ণজালযুক্ত আস্তরণ পাতা ছিল এবং ইহাদের উপর যুদ্ধাভিলাষী, রণনিপুণ কুলিন্দ বীরগণ উপবিষ্ট ছিলেন। সেই সময় রণাঙ্গনে এই সব হাতীরা আকাশে বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৫

কুলিন্দরাজের পুত্র লৌহনির্মিত দশটি বিশাল বাণের দ্বারা সারথি ও অশ্বগণসহ কৃপাচার্য্যকে অতিশয় পীড়িত করিলেন। তদনন্তর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্যের বাণসমূহে নিহত হইয়া তিনি সেই হাতীর সহিতই ভূতলে পতিত হইল। ৬

কুলিন্দরাজের কনিষ্ঠ পুত্র সূর্য্যকিরণ-সদৃশ কান্তিমান্ এবং লৌহনির্মিত তোমরসকলের দ্বারা গান্ধাররাজ শকুনির রথকে আলোড়িত করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। গর্জনরত এই বীরের মস্তক গান্ধাররাজ শকুনি ছেদন করিয়া দিলেন। ৭

এই সব কুলিন্দ-বীরগণ নিহত হইলে পর আপনার সেই মহারথী বীরবৃন্দ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তখন তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং হস্তে ধনু ও বাণ ধারণ করত শত্রুদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৮

তদনন্তর কৌরব-যোদ্ধাদের পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণের সহিত পুনরায় অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই তুমুল যুদ্ধ বাণ, খড়্গ, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুসকলের দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণের প্রাণহরণ করিতেছিল। ৯

যেরূপ বিদ্যুৎস্ফুরণ ও গর্জনযুক্ত মেঘ প্রচণ্ড বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া চারিদিকে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ রথ, অশ্ব, হস্তী এবং পদাতি সৈন্যগণের দ্বারা পরস্পর নিহত হইয়া সেই সেই যুদ্ধরত যোদ্ধারা ধরাতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ১০

তদনন্তর শতানীক কর্তৃক সম্মানিত বিশাল গজরাজ, অশ্ব ও রথসকল এবং বহু সংখ্যক পদাতি সৈন্যদলকে কৃতবর্ম্মা বিনাশ করিলেন। ইহারা কৃতবর্ম্মার বাণসমূহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই ধরাশায়ী হইল। ১১

ইহার পর অশ্বত্থামা সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, যোদ্ধা ও ধ্বজসকলের সহিত অন্য তিনটি বিশাল গজরাজকে সংহার করিলেন। তাঁহার দ্বারা নিহত সেই বিশাল গজরাজগণ বজ্রাহত শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতসমূহের ন্যায় প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ১২

কুলিন্দরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠ বীর যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ বাণসকলের দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। তখন

স নাগরাজ: সহ রাজসূনুনা
পপাত রক্তং বহু সর্বত: ক্ষরন্।
মহেন্দ্রবজ্রপ্রহতোঽম্বুদাগমে
যথা জলং গৈরিকপর্বতস্তথা ॥ ১৪

কুলিন্দপুত্রপ্রহিতোঽপরো দ্বিপ:
ক্রাথস্য সূতাশ্বরথং ব্যপোথয়ৎ।
ততোঽপতৎ ক্রাথশরাভিঘাতিত:
সহেশ্বরো বজ্রহতো যথা গিরি: ॥ ১৫

রথী দ্বিপস্থেন হতোঽপতচ্ছরৈ:
ক্রাথাধিপ: পর্বতজেন দুর্জয়:।
সবাজি-সূতেষ্বসনধ্বজস্তথা
যথা মহাবাতহতো মহাদ্রুম: ॥ ১৬

বৃকো দ্বিপস্থং গিরিরাজবাসিনং
ভৃশং শরৈর্দ্বাদশভি: পরাভিনৎ।
ততো বৃকং সাশ্বরথং মহাদ্বিপো
দ্রুতং চতুর্ভিশ্চরণৈর্ব্যপোথয়ৎ ॥ ১৭

স নাগরাজ: সনিয়ন্তৃকোঽপতৎ
তথা হতো বভ্রুসুতেষুভির্ভৃশম্।
স চাপি দেবাবৃধসূনুরর্দিত:
পপাত ভূম: সহদেবসূনুনা ॥ ১৮

বিষাণগাত্রাবরযোধপাতিনা
গজেন হন্তুং শকুনিং কুলিন্দজ:।
জগাম বেগেন ভৃশার্দয়ংশ্চ তং
ততোঽস্য গান্ধারপতি: শিরোঽহরৎ ॥ ১৯

তত: শতানীকহতা মহাগজা
হয়া রথা: পত্তিগণাশ্চ তাবকা:।
সুপর্ণবাতপ্রহতা যথোরগা-
স্তথাগতা গাং বিবশা বিচূর্ণিতা: ॥ ২০

ততোঽভ্যবিধ্যদ্ বহুভি: শিতৈ: শরৈ:
কলিঙ্গপুত্রো নকুলাত্মজং স্ময়ন্।
ততোঽস্য কোপাদ্ বিচকর্ত নাকুলি:
শির: ক্ষুরেণাম্বুজসন্নিভাননম্ ॥ ২১

আপনার পুত্র স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে তাঁহার দেহ ও হস্তী উভয়ই আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩

যেরূপ বর্ষাকালে ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে আহত গৈরিক পর্ব্বত রক্ত বর্ণের জল প্রবাহিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই গজরাজ নিজের দেহ হইতে সর্ব্বদিকে রক্ত প্রবাহিত করিতে করিতে কুলিন্দ-রাজপুত্রের সহিত ধরাতলে পতিত হইল ॥ ১৪

তখন কুলিন্দরাজকুমারকর্ত্তৃক অপর একটি হস্তী প্রেরিত হইল। এই হাতী ক্রাথের সারথি, অশ্বগণ ও রথকে পোথিত করিয়া দিল; কিন্তু ক্রাথের বাণসমূহে আহত হইয়া এই হাতীও বজ্রতাড়িত পর্ব্বতের ন্যায় নিজের প্রভুর সহিতই ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৫

তদনন্তর যেরূপ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুতে উৎপাটিত বিশাল বৃক্ষ ধরাতলে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অশ্বগণ, সারথি, ধনু ও ধ্বজসহ দুর্জয় মহারথী বীর ক্রাথ-নরপতি হাতীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক পর্ব্বতীয় বীরের বাণসমূহে নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১৬

তখন বৃক সেই পর্ব্বতীয় রাজাকে বারটি বাণে গুরুতর আহত করিয়া ফেলিলেন। আঘাত পাইয়া পর্ব্বতরাজের সেই বিশাল গজরাজ বৃকের দিকে ধাবিত হইল এবং সে রথ ও অশ্বগণ সহ বৃককে নিজের চার পদের দ্বারা অতিদ্রুত পোথিত করিয়া দিল ॥ ১৭

শেষে বভ্রুপুত্রের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া এই গজরাজও সঞ্চালকসহ ধরাতলে পতিত হইল। তারপর এই দেবাবৃধকুমারও সহদেবের পুত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১৮

তাহার পর অপর কুলিন্দরাজকুমার শকুনিকে বধ করিবার ইচ্ছায় দন্ত, দেহ ও শুণ্ডের দ্বারা মহাবীরবৃন্দকে বিনাশকারী হাতীর দ্বারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন এবং অত্যন্ত আহত করিয়া দিলেন। তখন গান্ধাররাজ শকুনি তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ১৯

ইহা দেখিয়া শতানীক আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। যেরূপ গরুড়ের পক্ষবায়ুতে আহত হইয়া সর্পগণ ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শতানীক কর্ত্তৃক আহত আপনার বিশাল হাতী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যরা বিবশ হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২০

তদনন্তর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কলিঙ্গরাজের পুত্র স্বীয় বহুসংখ্যক তীক্ষ্ণধার বাণে নকুলনন্দন শতানীককে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ইহাতে নকুলপুত্রের অতিশয় ক্রোধ

ততঃ শতানীকমবিধ্যদায়সৈ-
ত্রিভিঃ শরৈঃ কর্ণসুতোঽর্জুনং ত্রিভিঃ।
ত্রিভিশ্চ ভীমং নকুলঞ্চ সপ্তভি-
র্জনার্দনং দ্বাদশভিশ্চ সায়কৈঃ ॥ ২২

তদস্য কর্মাতিমনুষ্যকর্মণঃ
সমীক্ষ্য হৃষ্টাঃ কুরবোঽভ্যপূজয়ন্।
পরাক্রমজ্ঞাস্তু ধনঞ্জয়স্য যে
হুতোঽয়মগ্নাবিতি তে তু মেনিরে ॥ ২৩

ততঃ কিরীটী পরবীরঘাতী
হতাশ্বমালোক্য নরপ্রবীরঃ।
মাদ্রীসুতং নকুলং লোকমধ্যে
সমীক্ষ্য কৃষ্ণং ভৃশবিক্ষতঞ্চ ॥ ২৪

সমভ্যধাবদ্ বৃষসেনমাহবে
স সূতজস্য প্রমুখে স্থিতস্তদা।
তমাপতন্তং নরবীরমুগ্রং
মহাহবে বাণসহস্রধারিণম্ ॥ ২৫

অভ্যাপতৎ কর্ণসুতো মহারথং
যথা মহেন্দ্রং নমুচিঃ পুরা তথা।
ততো দ্রুতং চৈকশরেণ পার্থং
শিতেন বিদ্ধ্বা যুধি কর্ণপুত্রঃ ॥ ২৬

ননাদ নাদং সুমহানুভাবো
বিদ্ধ্বেব শক্রং নমুচিঃ স বীরঃ।
পুনঃ স পার্থং বৃষসেন উগ্রৈ-
র্বাণৈরবিধ্যদ্ ভুজমূলে তু সব্যে ॥ ২৭

তথৈব কৃষ্ণং নবভিঃ সমার্দয়ৎ
পুনশ্চ পার্থং দশভির্জঘান।
পূর্বং যথা বৃষসেনপ্রযুক্তৈ-
রভ্যাহতঃ শ্বেতহয়ঃ শরৈস্তৈঃ ॥ ২৮

সংরম্ভমীষদগমিতো বধায়
কর্ণাত্মজস্যাথ মনঃ প্রদধে।
ততঃ কিরীটী রণমূর্ধ্নি কোপাৎ
কৃত্বা ত্রিশাখাং ভ্রুকুটিং ললাটে ॥ ২৯

হইল। তিনি একটি ক্ষুর-বাণে কলিঙ্গরাজকুমারের কমলসদৃশ মুখশোভিত মস্তককে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১

তাহার পর কর্ণপুত্র বৃষসেন লৌহনির্ম্মিত তিনটি বাণে শতানীককে বিদ্ধ করিলেন। তারপর তিনি অর্জুনকে তিন, ভীমসেনকে তিন, নকুলকে সাত এবং শ্রীকৃষ্ণকে বারটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২২

অলৌকিক পরাক্রমকারী বৃষসেনের এই কর্ম দেখিয়া সমস্ত কৌরবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহারা অর্জুনের পরাক্রম জানেন, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, এই বৃষসেন এখন অগ্নির আহুতিরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছেন ॥ ২৩

তদনন্তর শত্রুবীরসংহারকারী মানব-লোকের প্রধান বীর কিরীটধারী অর্জুন সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে মাদ্রীনন্দন নকুলের অশ্বগণকে বৃষসেন কর্তৃক নিহত হইতে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অত্যন্ত আহত হইতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে বৃষসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। বৃষসেন সেই সময় কর্ণের সম্মুখে অবস্থিত ছিলেন ॥ ২৪½

মহাসমরে সহস্র সহস্র বাণধারণকারী ভয়ঙ্কর নরবীর মহারথী অর্জুনকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া কর্ণনন্দন বৃষসেনও তাঁহার দিকে সেইভাবে ধাবিত হইয়া যাইলেন, যেরূপ পুরাকালে নমুচি দেবরাজ ইন্দ্রের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫½

তারপর মহানুভব কর্ণপুত্র বীর বৃষসেন যুদ্ধস্থলে কুন্তীকুমার অর্জুনকে অতিদ্রুত একটি তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃস্বরে সেইভাবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, যেরূপ নমুচি ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়াছিলেন ॥ ২৬½

পুনরায় বৃষসেন ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের বামবাহুর মূলভাগে পুনরায় প্রহার করিলেন এবং নয়টি বাণে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করত দশটি বাণের দ্বারা পুনঃ কুন্তীকুমার অর্জুনকেও আঘাত করিলেন ॥ ২৭½

বৃষসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণে পূর্ব্বেই আহত হইয়া শ্বেতবাহন অর্জুনের মনে ঈষৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল। তখন তিনি কর্ণকুমার বৃষসেনকে বধ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন ॥ ২৮½

তদনন্তর কিরীটধারী মহাত্মা অর্জুন যুদ্ধস্থলে কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজ ললাটে স্থিত ভ্রূদ্বয়কে ক্রোধের সহিত তিনভাগে বক্র করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে শীঘ্রতার সহিত বাণসমূহের প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯½

মুমোচ তূর্ণং বিশিখান্ মহাত্মা
বধে ধৃতঃ কর্ণসুতস্য সংখ্যে।
আরক্তনেত্রোঽন্তকশক্রহন্তা
উবাচ কর্ণং ভৃশমুৎস্ময়ংস্তদা ॥ ৩০
দুর্য্যোধনং দ্রৌণিমুখাংশ্চ সর্ব্বা-
নহং রণে বৃষসেনং তমুগ্রম্।
সম্পশ্যতঃ কর্ণ তবাদ্য সংখ্যে
নয়ামি লোকং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥৩১
উনক্ষ তাবদ্ধি জনা বদন্তি
সর্বৈর্ভবদ্ভির্মম সূনুর্হতোঽসৌ।
একো রথো মদ্বিহীনস্তরস্বী
অহং হনিষ্যে ভবতাং সমক্ষম্ ॥ ৩২
সংরক্ষ্যতাং রথসংস্থাঃ সুতোঽয়-
মহং হনিষ্যে বৃষসেনমুগ্রম্।
পশ্চাদ্ বধিষ্যে ত্বামপি সম্প্রমূঢ়-
মহং হনিষ্যেঽর্জুন আজিমধ্যে ॥ ৩৩
তমদ্য মূলং কলহস্য সংখ্যে
দুর্য্যোধনাপাশ্রয়জাতদর্পম্।
ত্বামদ্য হন্তাস্মি রণে প্রসহ্য
অস্যৈব হন্তা যুধি ভীমসেনঃ ॥৩৪
দুর্য্যোধনস্যাধমপূরুষস্য
যস্যানয়াদেষ মহান্ ক্ষয়োঽভবৎ।
স এবমুক্ত্বা বিনিমৃজ্য চাপং
লক্ষ্যং হি কৃত্বা বৃষসেনমাজৌ ॥ ৩৫
সসর্জ্জ বাণান্ বিশিখান্ মহাত্মা
বধায় রাজন্ কর্ণসুতস্য সংখ্যে
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্মর্ম্মস্বশঙ্কং প্রহসন্ কিরীটী ॥ ৩৬
চিচ্ছেদ চাস্যেষ্বসনং ভুজৌ চ
ক্ষুরৈশ্চতুর্ভিনিশিতৈঃ শিরশ্চ।
স পার্থবাণাভিহতঃ পপাত
রথাদ্ বিবাহুবিশিরা ধরায়াম্ ॥৩৭
সুপুষ্পিতো বৃক্ষবরোঽতিকায়ো
বাতেরিতঃ শাল ইবাদ্রিশৃঙ্গাৎ।
সম্প্রেক্ষ্য বাণাভিহতং পতন্তং
রথাৎ সুতং সূতজঃ ক্ষিপ্রকারী ॥ ৩৮

সেই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় রোষবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যমরাজতুল্য শত্রুকেও বধ করিতে সমর্থ ছিলেন। এই সময় তিনি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক সেখানে কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা প্রভৃতি সমস্ত বীরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—কর্ণ! আজ যুদ্ধস্থলে আমি তোমার সাক্ষাতেই এই উগ্র পরাক্রমশালী বীর বৃষসেনকে স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যমলোকে প্রেরণ করিব ॥৩০-৩১

আমার বেগশালী বীর পুত্র মহারথী অভিমন্যু একাকী ছিল। আমি তাহার সহিত ছিলাম না। সেই অবস্থায় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে বধ করিয়াছ। তোমাদের এই কর্ম্মকে সকলে হীনকর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করেন; কিন্তু আজ আমি তোমাদের সকলের সম্মুখেই বৃষসেনকে বধ করিব। রথে উপবিষ্ট মহারথী বীরগণ! এই পুত্রকে তোমরা রক্ষা কর। আজ অর্জুন আমি রণাঙ্গনে প্রথমে উগ্র বীর বৃষসেনকে বধ করিব; তারপর বিবেকহীন সূতপুত্র তোমাকে সংহার করিব ॥ ৩২-৩৩

কর্ণ! তুমিই এই কলহের মূল। দুর্য্যোধনের আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার দর্প বর্দ্ধিত হইয়াছে। আজ রণাঙ্গনে আমি হঠকারিতাপূর্ব্বক তোমাকে বধ করিব এবং যাহার অন্যায়ে এই গুরুতর লোকক্ষয় হইয়াছে, সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে ভীমসেন বধ করিবে। ৩৪½

রাজন্! এই কথা বলিয়া মহাত্মা অর্জুন নিজ ধনু মার্জ্জিত করিয়া কর্ণপুত্র বৃষসেনকে বধ করিবার জন্য যুদ্ধে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণসমূহের প্রহার আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৩৫½

কিরীটধারী অর্জুন হাস্য করিতে করিতে দশটি বাণে তাঁহার মর্ম্মস্থানসমূহে নির্ভীকচিত্তে আঘাত করিলেন। তারপর চারিটি তীক্ষ্ণ ক্ষুর বাণে তাঁহার ধনু, দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করিলেন। ৩৬½

অর্জুনের বাণসমূহে আহত হইয়া বাহু ও মস্তকহীন বৃষসেন সেইভাবে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন, যেরূপ সুন্দর পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ ও বিশাল শালবৃক্ষ বায়ুর আঘাতে পর্ব্বতশিখর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া থাকে। ৩৭½

ক্ষিপ্রতাসহকারে কার্য্য করিতে সমর্থ সূতপুত্র কর্ণ নিজের পুত্র বৃষসেনকে বাণবিদ্ধ হইয়া রথ হইতে পতিত হইতে দেখিয়া পুত্রবধে অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন এবং রোষবশতঃ রথের দ্বারা অর্জুনের রথের দিকে তীব্রবেগে গমন করিলেন ॥ ৩৮½

রথং রথেনাশু জগাম রোষাৎ
কিরীটিনঃ পুত্ত্রবধাভিতপ্তঃ।
ততঃ সমক্ষং স্বসুতং বিলোক্য
কর্ণো হতং শ্বেতহয়েন সংখ্যে

সংরম্ভমাগম্য পরং মহাত্মা
কৃষ্ণার্জ্জুনৌ সহসৈবাভ্যধাবৎ ॥ ৩৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি বৃষসেনবধে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

নিজের পুত্ত্রকে নিজেরই সম্মুখে যুদ্ধে শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া মহাত্মা কর্ণের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর সহসা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে বৃষসেনবধবিষয়ক পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন সহ যুদ্ধার্থং শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরালাপঃ, অর্জ্জুনস্য কর্ণসমীপে গমনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য বেলোদ্বৃত্তমিবার্ণবম্।
গর্জ্জন্তং সুমহাকায়ং দুর্নিবারং সুরৈরপি ॥ ১
অর্জ্জুনং প্রাহ দাশার্হঃ প্রহস্য পুরুষর্ষভঃ।
অয়ং সরথ আয়াতি শ্বেতাশ্বঃ শল্যসারথিঃ ॥ ২
যেন তে সহ যোদ্ধব্যং স্থিরো ভব ধনঞ্জয়।
পশ্য চৈনং সমাযুক্তং রথং কর্ণস্য পাণ্ডব ॥৩
শ্বেতবাজিসমাযুক্তং যুক্তং রাধাসুতেন চ।
নানাপতাকাকলিলং কিঙ্কিণীজালমালিনম্ ॥ ৪
উহ্যমানমিবাকাশে বিমানং পাণ্ডুরৈর্হয়ৈঃ।
ধ্বজঞ্চ পশ্য কর্ণস্য নাগকক্ষং মহাত্মনঃ ॥ ৫
আখণ্ডলধনুঃপ্রখ্যমুল্লিখন্তমিবাম্বরম্।
পশ্য কর্ণং সমায়ান্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রপ্রিয়ৈষিণম্ ॥ ৬
শরধারা বিমুঞ্চন্তং ধারাসারমিবাম্বুদম্।
এষ মদ্রেশ্বরো রাজা রথাগ্রে পর্য্যবস্থিতঃ ॥ ৭
নিযচ্ছতি হয়ানস্য রাধেয়স্যামিতৌজসঃ।
শৃণু দুন্দুভিনির্ঘোষং শঙ্খশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥ ৮

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন এবং কর্ণের সম্মুখে অর্জ্জুনের উপস্থিতি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সীমা অতিক্রম করিয়া পরিবর্দ্ধিত মহাসাগরসদৃশ বিশালদেহ কর্ণ গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ইনি দেবতাগণের পক্ষেও দুর্জ্জয় ছিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দশার্হকুলনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করত অর্জ্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! যাহার সারথি শল্য এবং রথে শ্বেতবর্ণের অশ্বগণ যোজিত আছে, সেই কর্ণ রথসহ এদিকে আসিতেছে। ১-২

ধনঞ্জয়! যাহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, সেই কর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তুমি এখন স্থির হও। পাণ্ডুনন্দন! শ্বেতাশ্বগণযোজিত কর্ণের এই সুসজ্জিত রথকে দর্শন কর, যে রথে সে নিজে আরূঢ় আছে। ৩½

ইহার উপর নানাবিধ পতাকাসকল উড়িতেছে এবং এই রথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে সুশোভিত আছে। এই শুভ্রবর্ণের অশ্বগণ আকাশে বিমানের ন্যায় এই রথকে লইয়া যেন যাইতেছে। মহাত্মা কর্ণের এই ধ্বজকেও লক্ষ্য কর, যাহাতে হস্তিবন্ধনরজ্জুর (শিকল) চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ৪-৫

এই ধ্বজ ইন্দ্রধনুসদৃশ প্রকাশিত হইতে থাকিয়া আকাশে যেন রেখা অঙ্কন করিতে করিতে আসিতেছে। দেখ, দুর্য্যোধনের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক কর্ণ এদিকে আসিতেছে। সে জলধারা বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় বাণধারাবর্ষণ করিতেছে। ৬½

এই মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য রথের অগ্রভাগে উপবেশন করত অমিতবলশালী রাধানন্দন কর্ণের অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ৭½

পাণ্ডুনন্দন! ঐ শুন, দুন্দুভিসকলের গম্ভীরধ্বনি ও ভয়ঙ্কর শঙ্খধ্বনি হইতেছে। চারিদিকে নানাপ্রকার সিংহনাদও হইতেছে, তুমি ইহাও শ্রবণ কর। ৮½

সিংহনাদাংশ্চ বিবিধান্ শৃণু পাণ্ডব সর্বতঃ।
অন্তর্ধায় মহাশব্দান্ কর্ণেনামিততেজসা ॥ ৯
দোধূয়মানস্য ভৃশং ধনুষঃ শৃণু নিঃস্বনম্।
এতে দীর্য্যন্তি সগণাঃ পাঞ্চালানাং মহারথাঃ ॥১০
দৃষ্ট্বা কেশরিণং ক্রুদ্ধং মৃগা ইব মহাবনে।
সর্বযত্নেন কৌন্তেয় হন্তুমর্হসি সূতজম্ ॥ ১১
ন হি কর্ণশরানন্যঃ সোঢ়ুমুৎসহতে নরঃ।
সদেবাসুরগন্ধর্বাংস্ত্রীঁল্লোকান্ সচরাচরান্ ॥ ১২
ত্বং হি জেতুং রণে শক্তস্তথৈব বিদিতং মম।
ভীমমুগ্রং মহাত্মানং ত্র্যক্ষং শর্বং কপর্দিনম্ ॥ ১৩
ন শক্তা দ্রষ্টুমীশানং কিং পুনর্যোধিতুং প্রভুম্।
ত্বয়া সাক্ষান্মহাদেবঃ সর্বভূতশিবঃ শিবঃ ॥ ১৪
যুদ্ধেনারধিতঃ স্থাণুর্দেবাশ্চ বরদাস্তব।
তস্য পার্থ প্রসাদেন দেবদেবস্য শূলিনঃ ॥ ১৫
জহি কর্ণং মহাবাহো নমুচিং বৃত্রহা যথা।
শ্রেয়স্তেঽস্তু সদা পার্থ যুদ্ধে জয়মবাপ্নুহি ॥ ১৬

অর্জুন উবাচ।

ধ্রুব এব জয়ঃ কৃষ্ণ মম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
সর্বলোকগুরুর্যস্ত্বং তুষ্টোঽসি মধুসূদন ॥ ১৭
চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ রথং মম মহারথ।
নাহত্বা সমরে কর্ণং নিবর্তিষ্যতি ফাল্গুনঃ ॥ ১৮
অদ্য কর্ণং হতং পশ্য মচ্ছরৈঃ শকলীকৃতম্।
মাং বা দ্রক্ষ্যসি গোবিন্দ কর্ণেন নিহতং শরৈঃ ॥ ১৯
উপস্থিতমিদং ঘোরং যুদ্ধং ত্রৈলোক্যমোহনম্।
যজ্জনাঃ কথয়িষ্যন্তি যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি ॥ ২০
এবং ব্রুবংস্তদা পার্থঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
প্রত্যুদ্যযৌ রথেনাশু গজং প্রতি গজো যথা ॥ ২১
পুনরপ্যাহ তেজস্বী পার্থঃ কৃষ্ণমরিন্দমম্।
চোদয়াশ্বান্ হৃষীকেশ কালোঽয়মতিবর্ততে ॥ ২২

অমিততেজস্বী কর্ণ নিজের ধনুটিকে তীব্রবেগের সহিত আন্দোলিত করিতেছে। তাহার এই টঙ্কারধ্বনি অন্য সব প্রচণ্ড শব্দকেও দাবাইয়া দিয়া উত্থিত হইতেছে—শ্রবণ কর। ৯½

যেরূপ মহাবনে মৃগগণ ক্রুদ্ধ সিংহকে দেখিয়া পলাইয়া যায়, সেইরূপ এই পাঞ্চাল মহারথীরা নিজ নিজ সৈন্যদলের সহিত কর্ণকে দেখিয়া পলায়ন করিতেছে। ১০½

কুন্তীনন্দন! তোমাকে সর্বপ্রকার যত্নসহকারে সূতপুত্র কর্ণকে বিনাশ করিতে হইবে। অপর কোনও মানুষ কর্ণের বাণসকলকে সহ্য করিতে পারিবে না। ১১½

দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং চরাচর প্রাণিগণের সহিত তিন-লোককে তুমি রণাঙ্গনে জয় করিতে পার, ইহা আমি ভালভাবেই জানি। ১২½

যাঁহার মূর্তি অতিশয় উগ্র ও ভয়ঙ্কর, যিনি মহাত্মা, যাঁহার তিনটি নয়ন ও মস্তকে জটাজাল আছে, সেই সর্বসমর্থ ঈশ্বর ভগবান্ শঙ্করকে অপর কোন ব্যক্তি দেখিতেই সমর্থ হয় না; সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে? কিন্তু সমস্ত জীবের কল্যাণকারী সেই স্থাণুস্বরূপ মহাদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করকে তুমি যুদ্ধের দ্বারা আরাধনা করিয়াছ; অন্য দেবতাগণও তোমাকে বরদান করিতেছেন। মহাবাহু পার্থ! সেই কারণে সেই দেবাধিদেব ত্রিশূলধারী ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় কর্ণকে সেইভাবে বিনাশ কর, যেরূপ বৃত্রাসুরকে দেবরাজ ইন্দ্র বিনাশ করিয়াছিলেন। কুন্তীনন্দন! তোমার সর্বদা কল্যাণ হউক। তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর। ১৩-১৬

অর্জুন বলিলেন,—মধুসূদন! কৃষ্ণ! আমার জয়লাভ অবশ্যই হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কারণ, সর্বলোকের গুরু আপনি আমার উপর প্রসন্ন আছেন। ১৭

মহারথী হৃষীকেশ! আপনি আমার রথ ও অশ্বগণকে চালনা করুন। এখন অর্জুন সমরাঙ্গণে কর্ণকে বধ না করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে না। ১৮

গোবিন্দ! আজ আপনি আমার বাণসমূহে নিহত কর্ণকে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে দেখিবেন। ১৯

আজ ত্রিলোকের মোহকর এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। যতকাল পৃথিবী বর্তমান থাকিবে, ততকাল জগতের সকল লোকই এই যুদ্ধের চর্চা করিতে থাকিবে। ২০

অনায়াসে মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিতে বলিতে কুন্তীনন্দন অর্জুন সেই সময় রথের দ্বারা অতিসত্বর কর্ণের নিকটে সেইভাবে উপস্থিত হইলেন, যেরূপ কোন হাতীর সম্মুখীন হইবার জন্য অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী হাতী উপস্থিত হইয়া থাকে। ২১

সেই সময় তেজস্বী পার্থ শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় এই কথা বলিলেন,—হৃষীকেশ! অশ্বদিগকে চালিত করুন। সময় অতি-ক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। ২২

এবমুক্তস্তদা তেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা।
জয়েন সম্পূজ্য স পাণ্ডবং তদা
প্রচোদয়ামাস হয়ান্ মনোজবান্।
স পাণ্ডুপুত্রস্য রথো মনোজবঃ
ক্ষণেন কর্ণস্য রথাগ্রতোঽভবৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণার্জুনদ্বৈরথে বাসুদেববাক্যে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাঁহাকে আদর করত সেই সময় মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে তীব্রবেগে চালাইতে লাগিলেন।

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের এই মনোজব (মনের ন্যায় বেগগামী) রথ একই ক্ষণের মধ্যে কর্ণের রথের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথযুদ্ধপ্রসঙ্গে বাসুদেবের বাক্যবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বৈরথযুদ্ধে কর্ণার্জুনয়োরুপস্থিতিঃ, তয়োর্জয়-পরাজয়বিষয়ে সর্বপ্রাণিনাং সংশয়ঃ, ব্রহ্মশঙ্করকর্তৃকার্জুনস্য বিজয়ঘোষণা, শল্যেন সহ কর্ণস্য শ্রীকৃষ্ণেন সহ অর্জুনস্য চ আলাপঃ।]

সঞ্জয় উবাচ।
বৃষসেনং হতং দৃষ্ট্বা শোকামর্ষসমন্বিতঃ।
পুত্রশোকোদ্ভবং বারি নেত্রাভ্যাং সমবাসৃজৎ ॥ ১
রথেন কর্ণস্তেজস্বী জগামাভিমুখো রিপুম্।
যুদ্ধায়ামর্ষতাম্রাক্ষঃ সমাহূয় ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
তৌ রথৌ সূর্য্যসঙ্কাশৌ বৈয়াঘ্রপরিবারিতৌ।
সমেতৌ দদৃশুস্তত্র দ্বাবিবার্কৌ সমুদ্গতৌ ॥ ৩
শ্বেতাশ্বৌ পুরুষৌ দিব্যাবাস্থিতাবরিমর্দনৌ।
শুশুভাতে মহাত্মানৌ চন্দ্রাদিত্যৌ যথা দিবি ॥ ৪
তৌ দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগ্মুঃ সর্বসৈন্যানি মারিষ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যত্তাবিন্দ্রবৈরোচনাবিব ॥ ৫
রথজ্যাতলনির্হ্রাদৈর্বাণ-সিংহরবৈস্তথা।
তৌ রথাবভিধাবন্তৌ সমালোক্য মহীক্ষিতাম্ ॥
ধ্বজৌ চ দৃষ্ট্বা সংসক্তৌ বিস্ময়ঃ সমপদ্যত।
হস্তিকক্ষ্যা চ কর্ণস্য বানরশ্চ কিরীটিনঃ ॥ ৭

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধে উপস্থিতি, ইঁহাদের জয়-পরাজয় বিষয়ে প্রাণিগণের মধ্যে সংশয়, ব্রহ্মা ও শঙ্করকর্তৃক অর্জুনের জয় ঘোষণা, কর্ণ ও শল্যের এবং অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যখন কর্ণ বৃষসেনকে নিহত হইতে দেখিলেন, তখন তিনি শোক ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া নিজের দুই চক্ষু হইতে পুত্রশোকজনিত অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১

তারপর তেজস্বী কর্ণ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত নিজের শত্রু অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ২

ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এই দুইটি রথ যখন একত্রিত হইল, তখন সকল লোকেই ইহা মনে করিতে লাগিল যে, দুইটি সূর্য্য উদিত হইয়াছে ॥ ৩

উভয় বীরেরই অশ্বগণ শ্বেতবর্ণের ছিল। উভয়েই দিব্য পুরুষ ও শত্রুমর্দ্দন করিতে সমর্থ ছিলেন। এই দুই মহাত্মা বীর আকাশে বিরাজমান চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় রণাঙ্গনে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪

মাস্তবর! ত্রিভুবনকে জয় করিবার জন্য যত্নপরায়ণ দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচনপুত্র বলির ন্যায় এই দুই বীরকে পরস্পরের সম্মুখীন হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইল ॥ ৫

রথ, ধনুর গুণ ও হস্ততলের শব্দ, বাণসকলের শন্ শন্ শব্দ এবং সিংহনাদের সহিত উভয় রথকে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া এবং এই দুই রথের ধ্বজকে একত্রে সংযুক্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া ভূপতিগণের বিস্ময় উপস্থিত হইল। কর্ণের ধ্বজে হস্তীবন্ধনরজ্জুর (শিকল) চিহ্ন ছিল ও কিরীটধারী অর্জুনের ধ্বজে মূর্ত্তিমান্ হনুমান্ উপবিষ্ট ছিলেন ॥ ৬-৭

তৌ রথৌ সম্প্রসক্তৌ তু দৃষ্ট্বা ভারত পার্থিবাঃ।
সিংহনাদরবাংশ্চক্রুঃ সাধুবাদাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা চ দ্বৈরথং তাভ্যাং তত্র যোধাঃ সহস্রশঃ।
চক্রুর্বাহুস্বনাংশ্চৈব তথা চৈলাবধূননম্ ॥ ৯
আজঘ্নুঃ কুরবস্তত্র বাদিত্রাণি সমন্ততঃ।
কর্ণং প্রহর্ষয়িষ্যন্তঃ শঙ্খান্ দধ্মুশ্চ সর্বশঃ ॥ ১০
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে হর্ষয়ন্তো ধনঞ্জয়ম্।
তূর্য্যশঙ্খনিনাদেন দিশঃ সর্বা ব্যনাদয়ন্ ॥ ১১
ক্ষ্বেড়িতাস্ফোটিতোৎক্রুষ্টৈস্তুমুলং সর্বতোঽভবৎ।
বাহুশব্দৈশ্চ শূরাণাং কর্ণার্জুনসমাগমে ॥ ১২
তৌ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রৌ রথস্থৌ রথিনাং বরৌ।
প্রগৃহীতমহাচাপৌ শর-শক্তি-ধ্বজাবৃতৌ ॥ ১৩
বর্মিণৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ শ্বেতাশ্বৌ শঙ্খশোভিতৌ।
তূণীরবরসম্পন্নৌ দ্বাবপ্যেতৌ সুদর্শনৌ ॥ ১৪
রক্তচন্দনদিগ্ধাঙ্গৌ সমদৌ গোবৃষাবিব।
চাপবিদ্যুদ্ধ্বজোপেতৌ শস্ত্রসম্পত্তিযোধিনৌ ॥ ১৫
চামরব্যজনোপেতৌ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতৌ।
কৃষ্ণশল্যরথোপেতৌ তুল্যরূপৌ মহারথৌ ॥ ১৬
সিংহস্কন্ধৌ দীর্ঘভুজৌ রক্তাক্ষৌ হেমমালিনৌ।
সিংহস্কন্ধপ্রতীকাশৌ ব্যূঢ়োরস্কৌ মহাবলৌ ॥ ১৭
অন্যোন্যবধমিচ্ছন্তাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ গোষ্ঠে গোবৃষভাবিব।
প্রভিন্নাবিব মাতঙ্গৌ সুসংরব্ধাবিবাচলৌ ॥ ১৮
আশীবিষশিশুপ্রখ্যৌ যমকালান্তকোপমৌ।
ইন্দ্রবৃত্রাবিব ক্রুদ্ধৌ সূর্য্যা-চন্দ্রসমপ্রভৌ ॥ ১৯
মহাগ্রহাবিব ক্রুদ্ধৌ যুগান্তায় সমুত্থিতৌ।
দেবগর্ভৌ দেববলৌ দেবতুল্যৌ চ রূপতঃ ॥ ২০

ভরতনন্দন! এই দুই রথকে পরস্পরের সহিত সংযুক্তের ন্যায় দেখিয়া সমস্ত ভূপতিগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রচুর সাধুবাদপ্রদান করিতে থাকিলেন। ৮

এই উভয় যোদ্ধাকে দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত সহস্র সহস্র যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহুর আস্ফোটন ও বস্ত্র দুলাইতে লাগিলেন। ৯

তদনন্তর কর্ণের হর্ষবর্দ্ধন করিবার জন্য কৌরব-সৈন্যরা সেখানে সর্ব্বদিক্ হইতে বাদ্য বাজাইতে ও শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০

এইরূপ সমস্ত পাণ্ডবেরাও অর্জ্জুনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বাদ্যসকল ও শঙ্খসমূহের ধ্বনিতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ১১

কর্ণ ও অর্জ্জুনের এই সংগ্রামে বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদ, বাহুর আস্ফোটন, গর্জ্জন ও হস্ত শব্দের দ্বারা সেখানে চারিদিকে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। ১২

এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রথে অবস্থিত এবং রথী বীরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। উভয়েই বাণ, শক্তি ও ধ্বজে সম্পন্ন এবং কবচধারী ছিলেন। উভয় বীরেরই কটিতে (কোমরে) তরবারি বদ্ধ ছিল। দুই জনের অশ্বগণও শ্বেত বর্ণের ছিল। এই উভয়ে শঙ্খে সুশোভিত, উত্তম তূণীরযুক্ত এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর ছিলেন। উভয়ের দেহে রক্ত চন্দন অনুলিপ্ত ছিল। এই দুই বীর বৃষতুল্য মদমত্ত ছিলেন এবং উভয়ের ধনু ও ধ্বজ বিদ্যুৎসদৃশ কান্তিমান্ ছিল। উভয়েই অস্ত্রসকলের দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন। উভয়ে চামর ও ব্যজনযুক্ত এবং শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত ছিলেন। একজনের সারথি ছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যের সারথি ছিলেন শল্য। এই উভয় মহারথীরই রূপ যেন একই ছিল। ইঁহাদের স্কন্ধ সিংহ-স্কন্ধসদৃশ মাংসল ছিল, বাহুদ্বয় বিশাল এবং চক্ষুযুগল রক্তবর্ণ ছিল। উভয়ে স্বর্ণমাল্যধারী ছিলেন ও সিংহ স্কন্ধতুল্য উন্নত স্কন্ধবিশিষ্ট ছিলেন। উভয়ের বক্ষ বিশাল ছিল এবং উভয়েই অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন। ইঁহারা পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী এবং পরস্পরকে জয় করিতে সচেষ্ট ছিলেন। গোষ্ঠে সম্মুখরত দুইটি বৃষের ন্যায় এই দুই বীর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। মদধারাবাহী মদোন্মত্ত হস্তিতুল্য উভয়েই রোষাবিষ্ট, পর্ব্বতসদৃশ অবিচল এবং বিষধর সর্পশিশুসম ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই যম, কাল ও অন্তকসদৃশ ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে ছিলেন এবং ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় পরস্পরের প্রতি ক্রোধী ছিলেন। ইঁহারা তখন সূর্য্য ও চন্দ্রসদৃশ নিজ নিজ প্রভা বিকীরণ করিতেছিলেন। ক্রোধপূর্ণ দুইটি মহাগ্রহবৎ যেন প্রলয়সাধন করিতে উদ্যত এই দুই বীর দেববালক, দেবগণতুল্য বলশালী এবং দেবসদৃশ রূপবান্ ছিলেন। দৈবেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন কর্ণ ও অর্জ্জুন সমরাঙ্গণে অতিশয় বলবান্, অভিমানী এবং যুদ্ধের জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রধারণ করিয়া অবস্থিত ছিলেন।

যদৃচ্ছয়া সমায়াতৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ যথা।
বলিনৌ সমরে দৃপ্তৌ নানাশস্ত্রধরৌ যুধি ॥ ২১
তৌ দৃষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রৌ শার্দূলাবিব ধিষ্ঠিতৌ।
বভূব পরমো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে ॥ ২২
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত।
সমেতৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ প্রেক্ষ্য কর্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ২৩
উভৌ বরায়ুধধরাবুভৌ রণকৃতশ্রমৌ।
উভৌ চ বাহুশব্দেন নাদয়ন্তৌ নভস্তলম্ ॥ ২৪
উভৌ বিশ্রুতকর্মাণৌ পৌরুষেণ বলেন চ।
উভৌ চ সদৃশৌ যুদ্ধে শম্বরামররাজয়োঃ ॥ ২৫
কার্তবীর্য্যসমৌ চোভৌ তথা দাশরথেঃ সমৌ।
বিষ্ণুবীর্য্যসমৌ চোভৌ তথা ভবসমৌ যুধি ॥ ২৬
উভৌ শ্বেতহয়ৌ রাজন্ রথপ্রবরবাহিনৌ।
সারথী প্রবরৌ চৈব তয়োরাস্তাং মহারণে ॥ ২৭
ততো দৃষ্ট্বা মহারাজ রাজমানৌ মহারথৌ।

প্রজানাথ! সম্মুখে অধিষ্ঠিত ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী এই দুই নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া আপনার সৈন্যদের অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ১৩-২২

পুরুষপ্রধান কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে একত্রে যুদ্ধে সমবেত হইতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কোন একজনের পক্ষে জয়লাভ করা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল ॥ ২৩

উভয়েই শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন, উভয়ে যুদ্ধ-শিক্ষা সময়ে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং উভয়েই নিজ নিজ বাহু শব্দে আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিতেছিলেন ॥ ২৪

উভয়েই নিজ নিজ কর্ম্মে বিশ্ববিখ্যাত ছিলেন। যুদ্ধে পুরুষকার এবং বলে উভয়েই শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য ছিলেন ॥ ২৫

উভয়েই যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, দশরথনন্দন শ্রীরাম, ভগবান্ বিষ্ণু এবং ভগবান্ শঙ্করসদৃশ পরাক্রমশালী ছিলেন ॥ ২৬

রাজন্! উভয়েরই অশ্বগণ শ্বেতবর্ণের ছিল। দুই বীর শ্রেষ্ঠ রথে আরূঢ় ছিলেন এবং এই মহাসমরে উভয় যোদ্ধারই সারথি শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন ॥ ২৭

মহারাজ! সেখানে সুশোভিত অবস্থায় এই দুই মহারথী বীরকে দেখিয়া সিদ্ধ ও চারণগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সৈন্যসহ আপনার পুত্রগণ যুদ্ধে

সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘানাং বিস্ময়ঃ সমপদ্যত ॥ ২৮
তব পুত্রাস্ততঃ কর্ণং সবলা ভরতর্ষভ।
পরিবব্রুর্মহাত্মানং ক্ষিপ্রমাহবশোভিনম্ ॥ ২৯
তথৈব পাণ্ডবা হৃষ্টা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
পরিবব্রুর্মহাত্মানং পার্থমপ্রতিমং যুধি ॥ ৩০
(যমৌ চ চেকিতানশ্চ প্রহৃষ্টাশ্চ প্রভদ্রকাঃ।
নানাদেশ্যাশ্চ যে শূরাঃ শিষ্টা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ ॥
তে সর্বে সহিতা হৃষ্টাঃ পরিবব্রুর্ধনঞ্জয়ম্।
রিরক্ষিষন্তঃ শক্রঘ্নং পত্ত্যশ্ব-রথ-কুঞ্জরৈঃ ॥
ধনঞ্জয়স্তু বিজয়ে ধৃতাঃ কর্ণবধেঽপি চ।
তথৈব তাবকাঃ সর্বে যত্তাঃ সেনাপ্রহারিণঃ।
দুর্য্যোধনমুখা রাজন্ কর্ণং জুগুপুরাহবে ॥
তাবকানাং রণে কর্ণো গ্লহো হ্যাসীদ্ বিশাম্পতে।
তথৈব পাণ্ডবেয়ানাং গ্লহঃ পার্থোঽভবৎ তদা ॥ ৩১
ত এব সভ্যাস্তত্রাসন্ প্রেক্ষকাশ্চাভবন্ স্ম তে।
তত্রৈষাং গ্লহমানানাং ধ্রুবৌ জয়-পরাজয়ৌ ॥ ৩২

সুশোভিত মহাত্মা কর্ণকে অতি সত্বর চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

এইরূপ হৃষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-বীরগণ যুদ্ধে অতুলনীয় বীর মহাত্মা কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩০

(নকুল, সহদেব, চেকিতান, অতিশয় হৃষ্ট প্রভদ্রকগণ, নানা-দেশবাসী যোদ্ধারা এবং অবশিষ্ট অন্যান্য যুদ্ধাভিনন্দী সৈন্যসকল ইঁহারা সকলে একত্রে সমবেত হইয়া অর্জ্জুনকে চারিদিকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের জয়লাভ ও কর্ণের বিনাশের জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া এই সব যোদ্ধারা পদাতি সৈন্য রথ ও হস্তিগণের দ্বারা অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতে অভিলাষী ছিলেন।

রাজন্! এইরূপ দুর্য্যোধনাদি আপনার সকল পুত্র সাবধান ও শত্রুসৈন্যদের উপর প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া যুদ্ধস্থলে কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।)

প্রজানাথ! আপনার পক্ষে যুদ্ধরূপ পাশা খেলায় কর্ণকে পণরূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। এইরূপ পাণ্ডবদের-পক্ষে কুন্তীকুমার অর্জ্জুনকে পণ রাখা হইয়াছিল ॥ ৩১

যাঁহারা পূর্ব্বের পাশাখেলার দর্শক ছিলেন, তাঁহারা এই স্থলেও সভাসদ্ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধরূপ পাশাখেলায় নিরত

তাভ্যাং দ্যূতং সমাসক্তং বিজয়ায়েতরায় চ।
অস্মাকং পাণ্ডবানাঞ্চ স্থিতানাং রণমূর্ধনি ॥ ৩৩

তৌ তু স্থিতৌ মহারাজ সমরে যুদ্ধশালিনৌ।
অন্যোন্যং প্রতিসংরব্ধাবন্যোন্যবধকাঙ্ক্ষিণৌ ॥ ৩৪

তাবুভৌ প্রজিহীর্ষন্তাবিন্দ্র-বৃত্রাবিব প্রভো।
ভীমরূপধরাবাস্তাং মহাধূমাবিব গ্রহৌ ॥ ৩৫

ততোঽন্তরিক্ষে সাক্ষেপা বিবাদা ভরতর্ষভ।
মিথো ভেদাশ্চ ভূতানামাসন্ কর্ণার্জুনান্তরে ॥ ৩৬

ব্যাশ্রয়ন্ত মিথো ভিন্নাঃ সর্বলোকাস্তু মারিষ।
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ পিশাচোরগরাক্ষসাঃ ॥ ৩৭

প্রতিপক্ষগ্রহং চক্রুঃ কর্ণার্জুনসমাগমে।
দ্যৌরাসীৎ সূতপুত্রস্য পক্ষে মাতেব ধিষ্ঠিতা ॥ ৩৮

ভূমির্ধনঞ্জয়স্যাসীন্মাতেব জয়কাঙ্ক্ষিণী।
গিরয়ঃ সাগরাশ্চৈব নদ্যশ্চ সজলাস্তথা ॥ ৩৯

বৃক্ষাশ্চৌষধয়শ্চৈব ব্যাশ্রয়ন্ত কিরীটিনম্।
অসুরা যাতুধানাশ্চ গুহ্যকাশ্চ পরন্তপ ॥ ৪০

তে কর্ণং সমপদ্যন্ত হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ।
মুনয়শ্চারণাঃ সিদ্ধা বৈনতেয়া বয়াংসি চ ॥ ৪১

রত্নানি নিধয়ঃ সর্বে বেদাশ্চাখ্যানপঞ্চমাঃ।
সোপবেদোপনিষদঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ ॥ ৪২

বাসুকিশ্চিত্রসেনশ্চ তক্ষকো মণিকস্তথা।
সর্পাশ্চৈব তথা সর্বে কাদ্রবেয়াশ্চ সান্বয়াঃ ॥ ৪৩

বিষবন্তো মহারাজ নাগাশ্চার্জুনতোঽভবন্।
ঐরাবতাঃ সৌরভেয়া বৈশালেয়াশ্চ ভোগিনঃ ॥ ৪৪

এতেঽভবন্নর্জুনতঃ ক্ষুদ্রসর্পাশ্চ কর্ণতঃ।
ঈহামৃগা ব্যালমৃগা মাঙ্গল্যাশ্চ মৃগদ্বিজাঃ ॥ ৪৫

পার্থস্য বিজয়ে রাজন্ সর্ব এবাভিসংস্থিতাঃ।
বসবো মরুতঃ সাধ্যা রুদ্রা বিশ্বেঽশ্বিনৌ তথা ॥ ৪৬

অগ্নিরিন্দ্রশ্চ সোমশ্চ পবনোঽথ দিশো দশ।
ধনঞ্জয়স্য তে পক্ষে আদিত্যাঃ কর্ণতোঽভবন্ ॥ ৪৭

বিশঃ শূদ্রাশ্চ সূতাশ্চ যে চ সঙ্করজাতয়ঃ।
সর্বশস্তে মহারাজ রাধেয়মভজংস্তদা ॥ ৪৮

বীরগণের মধ্যে একের জয় ও অপরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। ৩২

এই উভয়ের যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থিত আমাদের এবং পাণ্ডবদের জয় এবং পরাজয়ের জন্য রণদ্যূত আরম্ভ হইয়াছিল। ৩৩

মহারাজ! যুদ্ধে সুশোভিত এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুন কুপিত হইয়া পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৪

প্রভো! ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে প্রহার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই সময় এই দুই বীর মহাকেতুগ্রহদ্বয়ের তুল্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ৩৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর অন্তরিক্ষে স্থিত সমস্ত ভূতগণের মধ্যে কর্ণ ও অর্জুনের জয়-পরাজয় বিষয় লইয়া পরস্পর আক্ষেপযুক্ত (নিন্দাপূর্ণ) বিবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হইল ॥ ৩৬

মাননীয়! তখন সকল লোকেই পরস্পর ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিতেছে শুনা যাইল। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষস—ইঁহারা সকলে কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধ বিষয়ে পক্ষ ও বিপক্ষ অবলম্বন করিলেন ॥ ৩৭½

দ্যৌ (আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী) মাতার ন্যায় সূতপুত্র কর্ণের পক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভূদেবী মাতার তুল্য ধনঞ্জয়ের জয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন ॥ ৩৮½

পর্বত, সমুদ্র, সজল নদী, বৃক্ষ ও ওষধিসকল—ইহারা সকলে অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩৯½

শত্রুতাপন বীর! অসুর, যাতুধান ও গুহ্যকগণ—ইহারা সকলে প্রসন্নচিত্ত হইয়া কর্ণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল ॥ ৪০½

মহারাজ! মুনি, চারণ, সিদ্ধ, গরুড়, পক্ষী, রত্ন, নিধি, উপবেদ, উপনিষৎ, রহস্য, সংগ্রহ ও ইতিহাস পুরাণসহ সম্পূর্ণ বেদ, বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, সমস্ত সর্প, নিজেদের বংশ সহ কদ্রুর সন্তানগণ এবং বিষাক্ত নাগ, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালয় সর্প সকল—ইঁহারা সকলে অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। আর ক্ষুদ্র সর্পগণ কর্ণের পক্ষে রহিলেন ॥ ৪১-৪৪½

রাজন্! ঈহামৃগ (কেন্দুয়া ব্যাঘ্র), ব্যালমৃগ (হিংস্র পশু), মঙ্গলসূচক মৃগ, পশু, পক্ষী, সিংহ এবং ব্যাঘ্রগণ—ইহারা সকলেই অর্জুনের বিজয় বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। ৪৫½

বসু, মরুৎ, সাধ্য, রুদ্র ও বিশ্বে দেবগণ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও দিক্‌সকল অর্জুনের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। (ইন্দ্রব্যতীত অন্য) আদিত্যগণ কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। মহারাজ! বৈশ্য, শূদ্র, সূত ও সঙ্কর জাতির সকল মানুষ সেই সময় রাধপুত্র কর্ণের পক্ষে রহিলেন। ৪৬-৪৮

দেবাস্তু পিতৃভিঃ সার্ধং সগণাঃ সপদানুগাঃ।
যমো বৈশ্রবণশ্চৈব বরুণশ্চ যতোঽর্জুনঃ ॥ ৪৯
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ যজ্ঞাশ্চ দক্ষিণাশ্চার্জুনং শ্রিতাঃ।
প্রেতাশ্চৈব পিশাচাশ্চ ক্রব্যাদাশ্চ মৃগাণ্ডজাঃ ॥ ৫০
রাক্ষসাঃ সহ যাদোভিঃ শ্বশৃগালাশ্চ কর্ণতঃ।
দেব-ব্রহ্ম-নৃপর্ষীণাং গণাঃ পাণ্ডবতোঽভবন্ ॥ ৫১
তুম্বুরুপ্রমুখা রাজন্ গন্ধর্বাশ্চ যতোঽর্জুনঃ।
প্রাধেয়াঃ সহমৌনেয়া গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫২
(সহাপ্সরোভিঃ শুদ্ধাভির্দেবদূতাশ্চ গুহ্যকাঃ।
কিরীটিনং সংশ্রিতাঃ স্ম পুণ্যগন্ধা মনোরমাঃ ॥
অমনোজ্ঞাশ্চ যে গন্ধাস্তে সর্বে কর্ণমাশ্রিতাঃ।
বিপরীতান্যরিষ্টানি ভবন্তি বিনশিষ্যতাম্ ॥
যে ত্বন্তকালে পুরুষং বিপরীতমুপাশ্রিতম্।
প্রবিশন্তি নরং ক্ষিপ্রং মৃত্যুকালেঽভ্যুপাগতে ॥
তে ভাবাঃ সহিতাঃ কর্ণং প্রবিষ্টাঃ সূতনন্দনম্।
ওজস্তেজশ্চ সিদ্ধিশ্চ প্রহর্ষঃ সত্য-বিক্রমৌ ॥
মনস্তুষ্টির্জয়শ্চাপি তথাঽঽনন্দো নৃপোত্তম।
ঈদৃশানি নরব্যাঘ্র তস্মিন্ সংগ্রামসাগরে ॥
নিমিত্তানি চ শুভ্রাণি বিবিশুর্জিষ্ণুমাহবে।
ঋষয়ো ব্রাহ্মণৈঃ সার্ধমভজন্ত কিরীটিনম্ ॥
ততো দেবগণৈঃ সার্ধং সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ।
দ্বিধাভূতা মহারাজ ব্যাশ্রয়ন্ত নরোত্তমৌ ॥
বিমানানি বিচিত্রাণি গুণবন্তি চ সর্বশঃ।
সমারুহ্য সমাজগ্মুর্দ্বৈরথং কর্ণ-পার্থয়োঃ ॥)
ঈহামৃগাঃ পক্ষিগণা দ্বিপাশ্বরথপত্তিভিঃ।
উহ্যমানাস্তথা মেঘৈর্বায়ুনা চ মনীষিণঃ ॥ ৫৩
দিদৃক্ষবঃ সমাজগ্মুঃ কর্ণার্জুনসমাগমম্।
দেব-দানব-গন্ধর্বা নাগযক্ষাঃ পতত্রিণঃ ॥৫৪
মহর্ষয়ো বেদবিদঃ পিতরশ্চ স্বধাভুজঃ।
তপোবিদ্যাস্তথৌষধ্যো নানারূপবলান্বিতাঃ ॥ ৫৫
অন্তরিক্ষে মহারাজ বিনদন্তোঽবতস্থিরে।
ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিভিঃ সার্ধং প্রজাপতিভিরেব চ ॥ ৫৬

নিজেদের গণ (সজাতি) ও অনুগামীদিগের সহিত দেবতা ও পিতৃগণ এবং যম, কুবের ও বরুণ অর্জুনের পক্ষে যাইলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ ও দক্ষিণাসকল অর্জুনেরই পক্ষে রহিলেন ॥ ৪৯॥

প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী পশু-পক্ষী, রাক্ষস, জলজন্তু, কুকুর ও শৃগালগণ কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিল ॥ ৫০॥

রাজন্! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের সঙ্ঘ পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের পক্ষে ছিলেন। তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব, প্রাধা ও মুনি হইতে উৎপন্ন গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণেরও সমুদায় অর্জুনেরই পক্ষে রহিলেন ॥ ৫১-৫২

(শুদ্ধ অপ্সরাগণ সহ দেবদূত ও গুহ্যকগণ এবং মনোরম পবিত্র সুগন্ধসকল—এই সমস্ত কিরীটধারী অর্জুনের পক্ষে আসিলেন এবং মনের অপ্রিয় যে সমস্ত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ ছিল, তাহারা সকলে কর্ণের পক্ষে যাইল।

বিনাশোন্মুখ প্রাণিগণের সম্মুখে যে সমস্ত বিপরীত অনিষ্ট প্রকাশিত হয়, বিনাশকালে বিপরীতভাব আশ্রয়কারী মনুষ্যের মধ্যে মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে পর যে ভাব উদিত হয়, এই ভাব ও অনিষ্টসকল একত্রে কর্ণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

নরব্যাঘ্র! নৃপশ্রেষ্ঠ! ওজ, তেজ, সিদ্ধি, হর্ষ, সত্য, পরাক্রম, মানসিক সন্তোষ, বিজয় ও আনন্দ—এই সমস্ত ভাব এবং শুভ নিমিত্তসমূহ এই যুদ্ধসাগরে বিজয়শীল অর্জুনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ব্রাহ্মণগণের সহিত ঋষিবৃন্দ কিরীটধারী অর্জুনের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবসঙ্ঘ ও চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল দুই দলে বিভক্ত হইয়া এই দুই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন এবং কর্ণের পক্ষ গ্রহণ করিলেন।

ইহারা সকলে বিচিত্র ও গুণবান্ বিমানসমূহের উপর আরোহণ করত কর্ণ এবং অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

হিংস্রজন্তুসহ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসকলের সহিত দিব্য মনীষী পুরুষগণ বায়ু এবং মেঘকে বাহন করিয়া কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩॥

মহারাজ! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, পক্ষী, বেদজ্ঞ মহর্ষি ও স্বধাভোজী (শ্রাদ্ধান্নভোজী) পিতৃগণ এবং তপ, বিদ্যা ও নানাবিধ রূপ ও বলসম্পন্ন ওষধিসকল—ইহারা সকলে কোলাহল করিতে করিতে অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫৪-৫৫॥

ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত ব্রহ্মা এবং মহাদেবও দিব্য বিমানে অবস্থান করত সেই দেশে আগমন করিলেন ॥ ৫৬॥

তবশ্চৈব স্থিতো যানে দিব্যে তং দেশমাগমৎ।
সমেতৌ তৌ মহাত্মানৌ দৃষ্ট্বা কর্ণ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৫৭
অর্জুনো জয়তাং কর্ণমিতি শক্রোঽব্রবীত্তদা।
জয়তামর্জুনং কর্ণ ইতি সূর্য্যোঽভ্যভাষত ॥ ৫৮
হত্বার্জুনং মম সুতঃ কর্ণো জয়তু সংযুগে।
হত্বা কর্ণং জয়ত্বত্র মম পুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৫৯
ইতি সূর্য্যস্য চৈবাসীদ্ বিবাদো বাসবস্য চ।
পক্ষসংস্থিতয়োস্তত্র তয়োর্বিবুধসিংহয়োঃ ॥
দ্বৈপক্ষ্যমাসীদ্ দেবানামসুরাণাঞ্চ ভারত ॥ ৬০
সমেতৌ তৌ মহাত্মানৌ দৃষ্ট্বা কর্ণ-ধনঞ্জয়ৌ।
অকম্পন্ত ত্রয়ো লোকাঃ সহদেবর্ষিচারণাঃ ॥ ৬১
সর্ব্বে দেবগণাশ্চৈব সর্বভূতানি যানি চ।
যতঃ পার্থস্ততো দেবা যতঃ কর্ণস্ততোঽসুরাঃ ॥ ৬২
রথযূথপয়োঃ পক্ষৌ কুরু-পাণ্ডববীরয়োঃ।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং দেবাঃ স্বয়ম্ভুবমচোদয়ন্ ॥ ৬৩
কোঽনয়োর্বিজয়ী দেব কুরু-পাণ্ডবযোধয়োঃ।
সমোঽস্তু বিজয়ো দেব এতয়োর্নরসিংহয়োঃ ॥৬৪
কর্ণার্জুনবিবাদেন সর্বং সংশয়িতং জগৎ।
স্বয়ম্ভো ব্রূহি নস্তথ্যমেতয়োর্বিজয়ং প্রভো ॥ ৬৫
স্বয়ম্ভো ব্রূহি তদ্বাক্যং সমোঽস্তু বিজয়োঽনয়োঃ।
তদুপশ্রুত্য মঘবা প্রণিপত্য পিতামহম্ ॥ ৬৬
ব্যজ্ঞাপয়ত দেবেশমিদং মতিমতাং বরঃ।
পূর্বং ভগবতা প্রোক্তং কৃষ্ণয়োর্বিজয়ো ধ্রুবঃ ॥ ৬৭
তৎ তথাস্তু নমস্তেঽস্তু প্রসীদ ভগবন্ মম।
ব্রহ্মেশানাবথো বাক্যমূচতুস্ত্রিদশেশ্বরম্ ॥ ৬৮
বিজয়ো ধ্রুবমেবাস্তু বিজয়স্য মহাত্মনঃ।
খাণ্ডবে যেন হুতভুক্ তোষিতঃ সব্যসাচিনা ॥ ৬৯
স্বর্গঞ্চ সমনুপ্রাপ্য সাহায্যং শক্র তে কৃতম্।
কর্ণশ্চ দানবঃ পক্ষ অতঃ কার্য্যঃ পরাজয়ঃ ॥৭০

সেই দুই মহাত্মা বীর কর্ণ ও অর্জুনকে যুদ্ধে সমবেত হইতে দেখিয়া সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—অর্জুন কর্ণকে জয় করিবে। ৫৭½

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্যদেব বলিলেন,—না, কর্ণই অর্জুনকে জয় করিবে। আমার পুত্র যুদ্ধে অর্জুনকে বিনাশ করিয়া জয় লাভ করিবে। তখন ইন্দ্র বলিলেন—না, আমার পুত্র অর্জুন কর্ণকে সংহার পূর্ব্বক জয়লাভ করিবে। ৫৮-৫৯

এইভাবে সূর্য্য ও ইন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হইতে লাগিল। এই দুই দেবশ্রেষ্ঠ সেস্থলে এক এক পক্ষে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারত! দেবতা ও অসুরগণের মধ্যেও তখন দুই পক্ষ ভাব উপস্থিত হইল। ৬০

মহাত্মা কর্ণ ও অর্জুনের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য সমবেত দেবতা, ঋষি ও চারণগণের সহিত তিন লোকের প্রাণীরা কাঁপিতে লাগিলেন। ৬১

সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত প্রাণিগণও ভীত হইয়া উঠিলেন। যে দিকে অর্জুন ছিলেন, সেই দিকে দেবগণ এবং যে দিকে কর্ণ ছিলেন, সেই দিকে অসুরবৃন্দ অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬২

রথযূথপতি কর্ণ ও অর্জুন কৌরব এবং পাণ্ডব দলের প্রধান বীর ছিলেন। ইঁহাদের বিষয়ে দুইটি পক্ষ দেখিয়া দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৬৩

দেব! এই কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের মধ্যে কোন্ বীর জয় লাভ করিবে? ভগবন্! আমাদের এই ইচ্ছা যে, এই পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই বীরের জয় লাভ সমভাবেই হউক। ৬৪

প্রভো! কর্ণ ও অর্জুনের এই বিবাদে সারা জগৎ সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হে স্বয়ম্ভু দেব! আপনি এই দুই বীরের জয়লাভ বিষয়ে সত্য কথা বলুন। আপনি এরূপ বাক্য বলুন, যাহাতে উভয়েরই জয়লাভ সমভাবে সূচিত হইবে। ৬৫½

দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণাম করত এই কথা নিবেদন করিলেন। ৬৬½

ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এই দুই কৃষ্ণের মধ্যে বিজয় নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান আছে। আপনার এই বাক্য সত্য হউক। আপনাকে নমস্কার। আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। ৬৭½

তখন ব্রহ্মা ও মহাদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন,—মহাত্মা অর্জুনের জয়লাভ সুনিশ্চিত। ইন্দ্র! এই সব্যসাচী অর্জুন খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল এবং স্বর্গলোকে যাইয়া তোমারও সহায়তা করিয়াছে। ৬৮-৬৯½

কর্ণ দানব-পক্ষের মানুষ, সুতরাং তাহার পরাজয় ঘটাইতে হইবে। এইরূপ কার্য্য করিলে পরই নিশ্চিতরূপে দেবগণেরও

এবং কৃতে ভবেৎ কার্য্যং দেবানামেব নিশ্চিতম্।
আত্মকার্য্যঞ্চ সর্ব্বেষাং গরীয়স্ত্রিদশেশ্বর ॥ ৭১
মহাত্মা ফাল্গুনশ্চাপি সত্যধর্ম্মরতঃ সদা।
বিজয়স্তস্য নিয়তং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭২
তোষিতো ভগবান্ যেন মহাত্মা বৃষভধ্বজঃ।
কথং বা তস্য ন জয়ো জায়তে শতলোচন ॥ ৭৩
যস্য চক্রে স্বয়ং বিষ্ণুঃ সারথ্যং জগতঃ প্রভুঃ।
মনস্বী বলবান্ শূরঃ কৃতাস্ত্রোঽথ তপোধনঃ ॥ ৭৪
বিভর্ত্তি চ মহাতেজা ধনুর্ব্বেদমশেষতঃ।
পার্থঃ সর্ব্বগুণোপেতো দেবকার্য্যমিদং যতঃ ॥ ৭৫
ক্লিশ্যন্তে পাণ্ডবা নিত্যং বনবাসাদিভির্ভৃশম্।
সম্পন্নস্তপসা চৈব পর্য্যাপ্তঃ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭৬
অতিক্রমেচ্চ মাহাত্ম্যাদ্ দিষ্টমপ্যর্থপর্য্যয়ম্।
অতিক্রান্তে চ লোকানামভাবো নিয়তং ভবেৎ ॥ ৭৭
ন বিদ্যতে ব্যবস্থানং ক্রুদ্ধয়োঃ কৃষ্ণয়োঃ কচিৎ।

কার্য্যসিদ্ধ হইবে। দেবরাজ! আত্মকার্য্য করা সকলের পক্ষেই শ্রেয় ॥ ৭০-৭১

মহাত্মা অর্জ্জুন সর্ব্বদা সত্য ও ধর্ম্মে নিরত আছে, অতএব তাহার জয়লাভ অবশ্যই হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥৭২

হে সহস্রলোচন! যে বীর মহাত্মা বৃষভধ্বজ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, তাহার জয়লাভ কেনই বা হইবে না? ৭৩

সাক্ষাৎ জগদীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু যাহার সারথি-কার্য্য করিতেছেন, যে ব্যক্তি মনস্বী, বলবান্, শৌর্য্যশালী বীর, অস্ত্র-সকলে অভিজ্ঞ এবং তপস্যারূপধনে ধনী, তাহার জয়লাভ কেন হইবে না? ৭৪

সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাতেজস্বী কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন ধনুর্ব্বেদ ধারণ করিয়া আছে; অতএব তাহার জয়লাভ হইবেই; কারণ, ইহা দেবগণের কার্য্য ॥ ৭৫

পাণ্ডবগণ বনবাসাদির দ্বারা সতত মহাকষ্টসকল ভোগ করিয়াছে। পুরুষপ্রবর অর্জ্জুন তপোবলসম্পন্ন এবং প্রভূত শক্তিশালী ॥ ৭৬

সে নিজ মহিমায় দৈব-বিধানকেও নিশ্চিতরূপে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তবে সমস্ত লোকসকলের অবশ্যই বিনাশ হইবে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কুপিত হইলে পর এই সম্পূর্ণ জগৎই অবস্থান করিতে পারিবে না; কারণ, পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই নিরন্তর জগতের সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৭৭-৭৮

স্রষ্টারৌ জগতশ্চৈব সততং পুরুষর্ষভৌ ॥ ৭৮
নর-নারায়ণাবেতৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
অনিয়ম্যৌ নিয়ন্তারাবেতৌ তস্মাৎ পরন্তপৌ ॥ ৭৯
নৈতয়োস্তু সমঃ কশ্চিদ্ দিবি বা মানুষেষু বা।
অনুগম্যাস্ত্রয়ো লোকাঃ সহ দেবর্ষিচারণৈঃ ॥ ৮০
সর্বদেবগণাশ্চাপি সর্বভূতানি যানি চ।
অনয়োস্তু প্রভাবেণ বর্ত্ততে নিখিলং জগৎ ॥ ৮১
কর্ণো লোকানয়ং মুখ্যানাপ্নোতু পুরুষর্ষভঃ।
কর্ণো বৈকর্ত্তনঃ শূরো বিজয়স্তস্তু কৃষ্ণয়োঃ ॥ ৮২
বসূনাং সমলোকত্বং মরুতাং বা সমাপ্নুয়াৎ।
সহিতো দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং নাকলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৮৩
ইত্যুক্তো দেবদেবাভ্যাং সহস্রাক্ষোঽব্রবীদ্ বচঃ।
আমন্ত্র্য সর্বভূতানি ব্রহ্মেশানানুশাসনম্ ॥ ৮৪
শ্রুতং ভবদ্ভির্যৎ প্রোক্তং ভগবদ্ভ্যাং জগদ্ধিতম্।
তত্তথা নান্যথা তদ্ধি তিষ্ঠধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥ ৮৫

এই দুইজনই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ; ইঁহাদের উপর কাহারও শাসন চলিবে না। ইঁহারাই সকলের নিয়ন্তা; অতএব ইঁহারা শত্রুদিগকে সন্তাপদান করিতে সমর্থ ॥ ৭৯

দেবলোক অথবা মনুষ্যলোক ইঁহাদের সমান কোন পুরুষই নাই। দেবতা, ঋষি ও চারণগণের সহিত তিনলোক, সমস্ত দেবমণ্ডলী এবং সকল ভূতগণও ইঁহাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকেন। ইঁহাদের প্রভাবে অখিল জগৎ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে ॥ ৮০-৮১

শৌর্য্যশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সূর্য্যপুত্র কর্ণ উত্তম লোকপ্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনেরই হইবে ॥ ৮২

কর্ণ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সহিত বসুগণ অথবা মরুদ্গণের লোকে গমন করিবে কিংবা স্বর্গলোকপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৮৩

দেবাধিদেব ব্রহ্মা ও মহাদেব এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র সমস্ত প্রাণিবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই দুইজনের আজ্ঞা শুনাইলেন ॥ ৮৪

তিনি বলিলেন,—আমাদের পূজ্য প্রভুদ্বয় সংসারের হিতের জন্য যাহা কিছু বলিলেন, তাহা আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহাদের কথানুসারেই সব কিছু হইবে, তাহার বিপরীত কিছুই হইবে না; সুতরাং আপনাদের মনের ব্যথা দূরীভূত হউক ॥ ৮৫

ইতি শ্রুত্বেন্দ্রবচনং সর্বভূতানি মারিষ।
বিস্মিতান্যভবন্ রাজন্ পূজয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৮৬
ব্যসৃজংশ্চ সুগন্ধীনি পুষ্পবর্ষাণি হর্ষিতাঃ।
নানারূপাণি বিবুধা দেবতূর্য্যাণ্যবাদয়ন্ ॥ ৮৭
দিদৃক্ষবশ্চাপ্রতিমং দ্বৈরথং নরসিংহয়োঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বাঃ সর্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৮৮
রথৌ তয়োঃ শ্বেতহয়ৌ দিব্যৌ যুক্তৌ মহাত্মনোঃ।
যৌ তৌ কর্ণার্জুনৌ রাজন্ প্রহৃষ্টাবভ্যতিষ্ঠতাম ॥ ৮৯
সমাগতা লোকবীরাঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্।
বাসুদেবার্জুনৌ বীরৌ কর্ণ-শল্যৌ চ ভারত ॥ ৯০
তদ্ ভীরুসন্ত্রাসকরং যুদ্ধং সমভবত্তদা।
অন্যোন্যস্পর্ধিনোরুগ্রং শক্র-শম্বরয়োরিব ॥ ৯১
তয়োর্ধ্বজৌ বীতমলৌ শুশুভাতে রথে স্থিতৌ।
রাহুকেতূ যথাকাশে উদিতৌ জগতঃ ক্ষয়ে ॥ ৯২

কর্ণস্যাশীবিষনিভা রত্নসারময়ী দৃঢ়া।
পুরন্দরধনুঃপ্রখ্যা হস্তিকক্ষ্যা ব্যরাজত ॥ ৯৩
কপিশ্রেষ্ঠস্তু পার্থস্য ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ।
দংষ্ট্রাভির্ভীষয়ন্ ভাতি দুর্নিরীক্ষ্যো রবির্যথা ॥ ৯৪
যুদ্ধাভিলাষুকো ভূত্বা ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ।
কর্ণধ্বজমুপাতিষ্ঠৎ স্বস্থানাদ্ বেগবান্ কপিঃ ॥ ৯৫
উৎপপাত মহাবেগঃ কক্ষ্যামভ্যাহনত্তদা।
নখৈশ্চ দশনৈশ্চৈব গরুড়ঃ পন্নগং যথা ॥ ৯৬
সা কিঙ্কিণীকাভরণা কালপাশোপমাঽয়সী।
অভ্যদ্রবৎ সুসংরব্ধা হস্তিকক্ষ্যাথ তং কপিম্ ॥ ৯৭
তয়োর্ঘোরতরে যুদ্ধে দ্বৈরথে দ্যূত আহিতে।
প্রকুর্বাতে ধ্বজৌ যুদ্ধং পূর্বং পূর্বতরং তদা ॥ ৯৮
হয়া হয়ানভ্যহেষন্ স্পর্ধমানাঃ পরস্পরম্।
অবিধ্যৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ শল্যং নয়নসায়কৈঃ ॥ ৯৯

মাননীয় ভূপাল! ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত প্রাণিগণ বিস্মিত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তারপর এই দুইজনের উপর দিব্য সুগন্ধিত পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। এই সময় দেবতারা নানাপ্রকার দিব্য বাদ্যসমূহ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥৮৬-৮৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুনের অনুপম দ্বৈরথ-যুদ্ধ দর্শন করিবার বাসনায় দেবতা, দানব ও গন্ধর্বগণ সেস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮

রাজন্! কর্ণ ও অর্জুন হৃষ্টচিত্তে যে দুইটি রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন, এই মহাত্মা বীরদ্বয়ের সেই দুইটি রথ শ্বেতাশ্বগণে যুক্ত, দিব্য ও আবশ্যক দ্রব্যসমূহে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৮৯

ভরতনন্দন! সেস্থলে সমবেত জগতের বীর যোদ্ধারা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে শঙ্খধ্বনি করিতে লগিলেন। বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এবং শল্য ও কর্ণও নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য করিলেন ॥ ৯০

ইন্দ্র ও শম্বরাসুরতুল্য পরস্পরের স্পর্ধাকারী এই দুই বীর অর্জুন ও কর্ণের মধ্যে সেই সময় কাপুরুষগণের ভয়দায়ক প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৯১

এই দুই বীরের রথের উপর দুইটি নির্মল ধ্বজ সেইভাবে শোভা পাইতেছিল, যেরূপ জগতের প্রলয়কালে আকাশে উদিত রাহু ও কেতু দুই গ্রহের শোভা হইয়া থাকে ॥ ৯২

কর্ণের রথের ধ্বজে হস্তিবন্ধনের রজ্জুর (শিকলের) চিহ্ন ছিল। এই রজ্জু শ্রেষ্ঠ রত্নে সুশোভিত, সুদৃঢ় এবং বিষধর সর্প-সদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই রজ্জু আকাশে ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৯৩

কুন্তীকুমার অর্জুনের রথে মুখবিস্তারকারী যমরাজতুল্য এক শ্রেষ্ঠ বানর (হনুমান্) উপবিষ্ট ছিলেন। ইনি নিজ দন্তসমূহের দ্বারা সকলের ভয় উৎপাদন করিতেছিলেন। ইনি নিজ প্রভায় সূর্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করাও কঠিন ছিল ॥ ৯৪

গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ধ্বজ যেন যুদ্ধের ইচ্ছায় কর্ণের ধ্বজের উপর আক্রমণ করিতেছিল। অর্জুনের ধ্বজের তীব্রবেগগামী বানর সেই সময় নিজ স্থান হইতে লম্ফপ্রদান করিলেন এবং কর্ণের ধ্বজের রজ্জুচিহ্নের উপর সেইভাবে আঘাত করিতে লাগিলেন, যেরূপ গরুড় নিজের নখ ও দন্তসকলের (চঞ্চুদ্বয়ের) দ্বারা সর্পকে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ৯৫-৯৬

কর্ণের ধ্বজের উপর হস্তীর রজ্জু (চিহ্ন) ছিল। উহা কালপাশের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এই লৌহনির্মিত রজ্জু (শিকল) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে সুশোভিত এবং অত্যন্ত কুপিত হইয়া যেন সেই বানরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৯৭

সেইক্ষণে এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধরূপ পাশাখেলার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সেইজন্য এই দুই ধ্বজ প্রথমেই নিজেরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল ॥ ৯৮

উভয় রথের অশ্বগণও পরস্পরকে দেখিয়া স্পর্ধাসহকারে হ্রেষাধ্বনি আরম্ভ করিল। এই সময় কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ বক্র-

শল্যশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষং তথৈবাভিসমৈক্ষত।
তত্রাজয়দ্ বাসুদেবঃ শল্যং নয়নসায়কৈঃ ॥ ১০০
কর্ণং চাপ্যজয়দ্ দৃষ্ট্যা কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
অথাব্রবীৎ সূতপুত্রঃ শল্যমাভাষ্য সস্মিতম্ ॥ ১০১
যদি পার্থো রণে হন্যাদদ্য মামিহ কর্হিচিৎ।
কিং করিষ্যসি সংগ্রামে শল্য সত্যমথোচ্যতাম্ ॥ ১০২

শল্য উবাচ।

যদি কর্ণ রণে হন্যাদদ্য ত্বাং শ্বেতবাহনঃ।
উভাবেকরথেনাহং হন্যাং মাধব-পাণ্ডবৌ ॥ ১০৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমেব তু গোবিন্দমর্জুনঃ প্রত্যভাষত।
তং প্রহস্যাব্রবীৎ কৃষ্ণঃ সত্যং পার্থমিদং বচঃ ॥ ১০৪
পতেদ্ দিবাকরঃ স্থানাচ্ছুষ্যেদপি মহোদধিঃ।
শৈত্যমগ্নিরিয়ান্ন ত্বাং হন্যাৎ কর্ণো ধনঞ্জয় ॥ ১০৫
যদি চৈতৎ কথঞ্চিৎ স্যাল্লোকপর্য্যাসনং ভবেৎ।
হন্যাং কর্ণং তথা শল্যং বাহুভ্যামেব সংযুগে ॥ ১০৬
ইতি কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্ কপিকেতনঃ।
অর্জুনঃ প্রত্যুবাচেদং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ১০৭
মম তাবদপর্য্যাপ্তৌ কর্ণ-শল্যৌ জনার্দন।
সপতাকাধ্বজং কর্ণং সশল্যরথবাজিনম্ ॥ ১০৮
সচ্ছত্রকবচং চৈব সশক্তিশরকার্ম্মুকম্।
দ্রষ্টাস্যদ্য রণে কৃষ্ণ শরৈশ্ছিন্নমনেকধা ॥ ১০৯
অদ্যৈব সরথং সাশ্বং সশক্তিকবচায়ুধম্।
সংচূর্ণিতমিবারণ্যে পাদপং দন্তিনং যথা ॥ ১১০
অদ্য রাধেয়ভার্য্যাণাং বৈধব্যং সমুপস্থিতম্।
ধ্রুবং স্বপ্নেষ্বনিষ্টানি অভিদৃষ্টানি মাধব ॥ ১১১
দ্রষ্টাসি ধ্রুবমদ্যৈব বিধবাঃ কর্ণযোষিতঃ।
ন হি মে শাম্যতে মন্যুর্যদনেন পুরা কৃতম্ ॥ ১১২
কৃষ্ণাং সভাগতাং দৃষ্ট্বা মূঢ়েনাদীর্ঘদর্শিনা।
অস্মাংস্তথাবহসতা ক্ষিপতা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৩

দেখিতে লাগিলেন। তখন মনে হইল—ইনি নেত্ররূপ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিতেছেন। ৯৯

এইরূপ শল্যও কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু জয়লাভ শ্রীকৃষ্ণেরই হইল। তিনি নিজ নেত্ররূপ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। ১০০

এইভাবে কুন্তীনন্দন অর্জুনও নিজের দৃষ্টির দ্বারা কর্ণকে পরাজিত করিলেন। তদনন্তর কর্ণ শল্য ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন,—শল্য! তুমি সত্য করিয়া বল, যদি কদাচিৎ আজ রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্র অর্জুন আমাকে এস্থলে সংহার করে, তবে তুমি এই সংগ্রামে কি করিবে? ১০১-১০২

শল্য বলিলেন,—কর্ণ! যদি শ্বেতবাহন অর্জুন আজ যুদ্ধে তোমাকে বিনাশ করে, তবে আমি একমাত্র রথেরই সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই বধ করিব। ১০৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করত অর্জুনকে এই সত্য কথা বলিলেন। ১০৪

ধনঞ্জয়! সূর্য্য নিজ স্থান হইতে পতিত হইতে পারেন, সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইতে পারে এবং অগ্নিদেব চিরকালের জন্য নিজের উষ্ণতা ত্যাগ করত শীতল হইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কর্ণ তোমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। ১০৫

যদি কোনরূপে ইহা হইয়াই যায়, তবে জগৎ উল্টাইয়া যাইবে। আমি নিজ বাহুদ্বয়ের দ্বারাই এই রণাঙ্গনে কর্ণ ও শল্যকে বধ করিব। ১০৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কপিধ্বজ অর্জুন হাস্যসহকারে অনায়াসে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ১০৭

জনার্দ্দন! এই কর্ণ ও শল্য ত' আমার পক্ষেই যথেষ্ট নহে। হে কৃষ্ণ। আজ রণাঙ্গনে আপনি দেখিতে পাইবেন, আমি কবচ, ছত্র, শক্তি, ধনু, পতাকা, রথ, অশ্ব এবং রাজা শল্যের সহিত কর্ণকে স্বীয় বাণসমূহে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব। ১০৮-১০৯

যেরূপ বনে দন্তযুক্ত কোন হাতী এক বৃক্ষকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি রথ, অশ্ব, শক্তি, কবচ এবং অস্ত্রসকলের সহিত কর্ণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিব। ১১০

মাধব! আজ রাধাপুত্র কর্ণের স্ত্রীগণের বিধবা হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয়ই তাহারা স্বপ্নে অনিষ্ট বস্তুসকল দর্শন করিয়াছে। ১১১

আজ আপনি নিশ্চয়ই কর্ণের স্ত্রীগণকে বিধবা হইতে দেখিবেন। এই অদূরদর্শী মূর্খ কর্ণ কৌরব-সভায় দ্রৌপদীকে আনিতে দেখিয়াই বারংবার তাহাকে এবং আমাদিগকে উপহাস করিতে করিতে নিন্দা করিয়াছে। এই সব কুকৃত্য পূর্ব্বে যাহা সে করিয়াছে, সেই সকল স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইতেছে না। ১১২-১১৩

অত্ত দ্রষ্টাসি গোবিন্দ কর্ণমুন্মথিতং ময়া।
বারণেনেব মত্তেন পুষ্পিতং জগতীরুহম্ ॥ ১১৪
অত্ত তা মধুরা বাচঃ শ্রোতাসি মধুসূদন।
দিষ্ট্যা জয়সি বার্ষ্ণেয় ইতি কর্ণে নিপাতিতে ॥ ১১৫
অত্তাভিমন্যুজননীং প্রহৃষ্টঃ সান্ত্বয়িষ্যসি।
কুন্তীং পিতৃষ্বসারঞ্চ প্রহৃষ্টঃ সজনার্দন ॥ ১১৬

গোবিন্দ! যেরূপ মদমত্ত হস্তী ফলে পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আজ আমি এই কর্ণকে মথিত করিয়া ফেলিব। আপনি এইসব কিছুই প্রত্যক্ষ করিবেন ॥ ১১৪

মধুসূদন! আজ কর্ণ নিহত হইলে পর আপনি মধুর বাক্য সকল শুনিতে পাইবেন। আমরা আপনাকে বলিব—বৃষ্ণিনন্দন! অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আজ আপনার জয় হইয়াছে ॥ ১১৫

অত্ত বাষ্পমুখীং কৃষ্ণাং সান্ত্বয়িষ্যসি মাধব।
বাগ্ভিশ্চামৃতকল্পাভির্ধর্মরাজঞ্চ পাণ্ডবম্ ॥ ১১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণার্জুনসমাগমে দ্বৈরথে সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

জনার্দন! আজ আপনি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া অভিমন্যুর মাতা সুভদ্রা ও নিজের পিতৃষ্বসা (পিসিমা) কুন্তীদেবীকে সান্ত্বনাদান করিবেন ॥ ১১৬

মাধব! আজ আপনি মুখের উপর অশ্রুধারা বহনকারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এবং পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে অমৃততুল্য মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা সান্ত্বনাদান করিবেন ॥ ১১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ-সংগ্রামবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন কৌরব-সৈন্যানাং সংহারঃ, সন্ধিস্থাপনং কর্ত্তুং দুর্য্যোধনস্য সমীপে অশ্বত্থাম্নঃ প্রস্তাবঃ, দুর্য্যোধনস্য তত্রাস্বীকৃতিজ্ঞাপনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো দেব-নাগাসুর-সিদ্ধযক্ষৈ-
র্গন্ধর্ব-রক্ষোঽপ্সরসাঞ্চ সঙ্ঘৈঃ।
ব্রহ্মর্ষিরাজর্ষিসুপর্ণজুষ্টং
বভৌ বিয়দ্ বিস্ময়নীয়রূপম্ ॥ ১
নানদ্যমানং নিনদৈর্মনোজ্ঞৈ-
র্বাদিত্রগীতস্তুতিনৃত্যহাসৈঃ।
সর্বেঽন্তরিক্ষং দদৃশুর্মনুষ্যাঃ
খস্থাশ্চ তদ্ বিস্ময়নীয়রূপম্ ॥ ২
ততঃ প্রহৃষ্টাঃ কুরু-পাণ্ডুযোধা
বাদিত্রশঙ্খস্বনসিংহনাদৈঃ।
বিনাদয়ন্তো বসুধাং দিশশ্চ
স্বনেন সর্বান্ দ্বিষতো নিজঘ্নুঃ ॥ ৩

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক কৌরব-সৈন্যদের সংহার, সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য দুর্য্যোধনের নিকট অশ্বত্থামার প্রস্তাব এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক তাহাতে অস্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় আকাশে দেবতা, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ এবং অপ্সরাদল, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিসকল এবং গরুড়—ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়াছিলেন। এই কারণে আকাশের স্বরূপ অত্যাশ্চর্য্যময় হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১

নানাপ্রকারের মনোরম শব্দ, বাদ্য, গীত, স্তোত্র, নৃত্য ও হাস্য প্রভৃতিতে আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই সময় ভূতলস্থ মনুষ্যগণ এবং আকাশচারী প্রাণীরাও সেই আশ্চর্য্যময় আকাশকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ২

তদনন্তর কৌরব এবং পাণ্ডব-পক্ষের সমস্ত যোদ্ধারা অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বাদ্য ও শঙ্খ ধ্বনি, সিংহনাদ এবং কোলাহলে রণভূমি ও দিক্‌সকলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সমস্ত শত্রুদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩

নরাশ্বমাতঙ্গরথৈঃ সমাকুলং
শরাসিশক্ত্যৃষ্টিনিপাতদুঃসহম্।
অভীরুজুষ্টং হতদেহসঙ্কুলং
রণাজিরং লোহিতমাবভৌ তদা ॥ ৪

বভূব যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবানাং
যথা সুরাণামসুরৈঃ সহাভবৎ।
তথা প্রবৃত্তে তুমুলে সুদারুণে
ধনঞ্জয়স্তাধিরথেশ্চ সায়কৈঃ। ৫

দিশশ্চ সৈন্যঞ্চ শিতৈরজিহ্মগৈঃ
পরস্পরং প্রাবৃণুতাং সুদংশিতৌ।
ততস্ত্বদীয়াশ্চ পরে চ সায়কৈঃ
কৃতেঽন্ধকারে দদৃশুর্ন কিঞ্চন ॥ ৬

ভয়াতুরা একরথৌ সমাশ্রয়ং-
স্ততোঽভবৎ যুদ্ধতমেব সর্বতঃ।
ততোঽস্ত্রমস্ত্রেণ পরস্পরং তৌ
বিধূয় বাতাবিব পূর্ব-পশ্চিমৌ ॥ ৭

ঘনান্ধকারে বিততে তমোনুদৌ
যথোদিতৌ তদ্বদতীব রেজতুঃ।
ন চাভিসর্তব্যমিতি প্রচোদিতাঃ
পরে ত্বদীয়াশ্চ তথাবতস্থিরে ॥ ৮

মহারথৌ তৌ পরিবার্য্য সর্বতঃ
সুরাসুরাঃ শম্বর-বাসবাবিব।
মৃদঙ্গ-ভেরী-পণবানকস্বনৈঃ
সসিংহনাদৈর্নদতুর্নরোত্তমৌ। ৯

শশাঙ্ক-সূর্য্যাবিব মেঘনিঃস্বনৈ-
বিরেজতুস্তৌ পুরুষর্ষভৌ তদা।
মহাধনুর্মণ্ডলমধ্যগাবুভৌ
সুবর্চসৌ বাণসহস্রদীধিতী ॥ ১০

দিধক্ষমাণৌ সচরাচরং জগদ্
যুগান্তসূর্য্যাবিব দুঃসহৌ রণে।
উভাবজেয়াবহিতান্তকাবুভা-
বুভৌ জিঘাংসূ কৃতিনৌ পরস্পরম্ ॥ ১১

সেই সময় হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যগণে পরিপূর্ণ বাণ, খড়্গ, শক্তি ও ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রসকলের প্রহারে দুঃসহরূপে প্রতীত, মৃতদেহে পরিব্যাপ্ত এবং এই বীরগণসেবিত সমরাঙ্গণ শোণিতে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৪

যেরূপ পুরাকালে দেবগণের অসুরদের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ পাণ্ডবগণের কৌরবদের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জুন ও কর্ণের বাণসমূহে সেই অত্যন্ত দারুণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর এই দুই কবচধারী বীর কর্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসকলে পরস্পর দিক্‌সমূহ ও সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫½

তাহার পর আপনার এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যরা যখন বাণসমূহে উৎপন্ন অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না, তখন ভয়ে পীড়িত হইয়া তাঁহারা সেই দুই প্রধান রথী কর্ণ ও অর্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। তখন পুনরায় চারিদিকে অদ্ভুত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৬½

তদনন্তর যেরূপ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের বায়ু পরস্পরকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর অর্জুন ও কর্ণ নিজ নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা পরস্পরের অস্ত্রসমূহ নষ্ট করত বিস্তৃত প্রগাঢ় অন্ধকারে উদিত সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭½

"কাহারও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হওয়া উচিত নহে" এইরূপ নিয়মে প্রেরিত হইয়া আপনার এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ সেই দুই মহারথী অর্জুন ও কর্ণকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া সেইভাবে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ ইন্দ্র এবং শম্বরাসুরকে পরিবেষ্টিত করিয়া রণাঙ্গনে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৮½

উভয়পক্ষেরই মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকাদি বাদ্যসকলের ধ্বনির সহিত সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ও কর্ণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই পুরুষশ্রেষ্ঠদ্বয় মেঘের গম্ভীর গর্জনের সহিত উদিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে থাকিলেন ॥ ৯½

রণাঙ্গনে এই দুই বীর চরাচর জগৎকে দগ্ধ করিবার বাসনায় উদিত প্রলয়কালের দুইটি সূর্য্যের ন্যায় শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিলেন। কর্ণ ও অর্জুনরূপ এই দুই সূর্য্য নিজেদের বিশাল ধনুর মণ্ডলের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছিলেন। সহস্র সহস্র বাণই এই দুই সূর্য্যের কিরণ ছিল এবং ইঁহারা উভয়েই অতিশয় তেজস্বী ছিলেন ॥ ১০½

উভয় বীরই অজেয় ও শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ ছিলেন। উভয়ে অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং পরস্পরকে বধ করিতে

মহাহবে বীতভয়ৌ সমীয়তু-
র্মহেন্দ্র-জম্ভাবিব কর্ণ-পাণ্ডবৌ।
ততো মহাস্ত্রাণি মহাধনুর্ধরৌ
বিমুঞ্চমানাবিষুভির্ভয়ানকৈঃ ॥ ১২
নরাশ্ব-নাগানমিতান্ নিজঘ্নতুঃ
পরস্পরং চাপি মহারথৌ নৃপ।
ততো বিসস্রুঃ পুনরর্দিতা নরা
নরোত্তমাভ্যাং কুরু-পাণ্ডবাশ্রয়াঃ ॥ ১৩
সনাগপত্ত্যশ্বরথা দিশো দশ
তথা যথা সিংহহতা বনৌকসঃ।
ততস্তু দুর্যোধন-ভোজ-সৌবলাঃ
কৃপেণ শারদ্বতসূনুনা সহ ॥ ১৪
মহারথাঃ পঞ্চ ধনঞ্জয়াচ্যুতৌ
শরৈঃ শরীরার্তিকরৈরতাডয়ন্।
ধনূংষি তেষামিষুধীন্ ধ্বজান্ হয়ান্
রথাংশ্চ সূতাংশ্চ ধনঞ্জয়ঃ শরৈঃ ॥ ১৫

সমং প্রমথ্যাশু পরান্ সমন্ততঃ
শরোত্তমৈর্দ্বাদশভিশ্চ সূতজম্।
অথাভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ শতং রথাঃ
শতং গজাশ্চার্জুনমাততায়িনঃ ॥ ১৬
শকাস্তুষারা যবনাশ্চ সাদিনঃ
সহৈব কাম্বোজবরৈর্জিঘাংসবঃ।
বরায়ুধান্ পাণিগতৈঃ শরৈঃ সহ
ক্ষুরৈর্ন্যকৃন্তৎ প্রপতন্ শিরাংসি চ ॥১৭
হয়াংশ্চ নাগাংশ্চ রথাংশ্চ যুধ্যতো
ধনঞ্জয়ঃ শত্রুগণান্ ক্ষিতৌ ক্ষিণোৎ।
ততোঽন্তরিক্ষে সুরতূর্য্যনিঃস্বনাঃ
সসাধুবাদা হৃষিতৈঃ সমীরিতাঃ ॥ ১৮
নিপেতুরপ্যুত্তমপুষ্পবৃষ্টয়ঃ
সুগন্ধিগন্ধাঃ পবনেরিতাঃ শুভাঃ।
তদদ্ভুতং দেব-মনুষ্যসাক্ষিকং
সমীক্ষ্য ভূতানি বিসিস্মিয়ুস্তদা ॥ ১৯

অভিলাষী ছিলেন। কর্ণ ও অর্জুন দুই বীরই ইন্দ্র এবং জম্ভাসুরের ন্যায় সেই মহাসমরে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

হে নৃপ! এই দুই মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথী বীর মহাস্ত্রসকল প্রয়োগ করিতে করিতে নিজেদের ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে সংহার করিতে এবং পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকিলেন ১২½

যেরূপ সিংহের দ্বারা আহত বনজাত পশুগণ চারিদিকে পলায়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর কর্ণ ও অর্জুনের দ্বারা পুনরায় বাণসমূহে পীড়িত হইয়া কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যরা হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিবাহিনীর সহিত দশ দিকে দূরে পলায়ন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

মহারাজ! তদনন্তর দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য ও কর্ণ—এই পঞ্চ মহারথী শরীরের পীড়াদায়ক বাণসকলের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪½

ইহা দেখিয়া অর্জুন তাঁহাদের ধনু, তূণীর, ধ্বজ, অশ্বগণ, রথ ও সারথিকে এক সঙ্গে মথিত করিয়া চারিদিকে বিদ্যমান শত্রুদিগকে অতি সত্বর বাণবিদ্ধ করিলেন এবং সূতপুত্র কর্ণকেও বারটি বাণে প্রহার করিলেন ॥ ১৫½

তদনন্তর সে স্থলে এক শত রথী ও এক শত হাতী আততায়ী হইয়া অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইয়া আসিলেন। ইঁহাদের সহিত শক, তুষার, যবন এবং কাম্বোজদেশের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী যোদ্ধারাও ছিলেন ॥ ১৬½

কিন্তু অর্জুন নিজ হস্তস্থিত বাণ ও ক্ষুরাস্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকলকে ছেদন করিলেন এবং শত্রুদের মস্তক-সমূহ ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন। অর্জুন বিপক্ষীয়গণের অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহ এবং যুদ্ধে তৎপর সেই শত্রুদিগকেও ছেদন করিয়া ধরাশায়ী করিলেন ॥ ১৭½

তাহার পর আকাশে হর্ষে উল্লসিত দর্শকগণের দ্বারা সাধু-বাদের সহিত দিব্য বাদ্যসমূহ বাদিত হইতে লাগিল। বায়ুর প্রেরণায় সেখানে সুন্দর সুগন্ধি ও উত্তম পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ১৮½

দেবতা ও মনুষ্যগণকে সাক্ষী রাখিয়া প্রবর্তিত এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিয়া সমস্ত প্রাণী সেই সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইল; কিন্তু আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও সূতপুত্র কর্ণ—উভয়েই একই নিশ্চয়ে স্থির ছিলেন বলিয়া ইঁহাদের মনে কোন ব্যথা উপস্থিত হইল না এবং ইঁহারা বিস্মিতও হইলেন না ॥ ১৯½

তবাত্মজঃ সূতসুতশ্চ ন ব্যথাং
ন বিস্ময়ং জগ্মতুরেকনিশ্চয়ৌ।
অথাব্রবীদ্ দ্রোণসুতস্তবাত্মজং
করং করেণ প্রতিপীড্য সান্ত্বয়ন্॥ ২০
প্রসীদ দুর্য্যোধন শাম্য পাণ্ডবৈ-
রলং বিরোধেন ধিগস্তু বিগ্রহম্।
হতো গুরুর্ব্রহ্মসমো মহাস্ত্রবিৎ
তথৈব ভীষ্মপ্রমুখা মহারথাঃ॥ ২১
অহং ত্ববধ্যো মম চাপি মাতুলঃ
প্রশাধি রাজ্যং সহ পাণ্ডবৈশ্চিরম্।
ধনঞ্জয়ঃ শাম্যতি বারিতো ময়া
জনার্দনো নৈব বিরোধমিচ্ছতি॥ ২২
যুধিষ্ঠিরো ভূতহিতে রতঃ সদা
বৃকোদরস্তদ্বশগস্তথা যমৌ।
ত্বয়া তু পার্থৈশ্চ কৃতে চ সংবিদে
প্রজাঃ শিবং প্রাপ্নুয়ুরিচ্ছয়া তব॥ ২৩
ব্রজন্তু শেষাঃ স্বপুরাণি বান্ধবা
নিবৃত্তযুদ্ধাশ্চ ভবন্তু সৈনিকাঃ।
ন চেদ্ বচঃ শ্রোষ্যসি মে নরাধিপ
ধ্রুবং প্রতপ্তাসি হতোঽরিভির্যুধি॥ ২৪
(বৃদ্ধং পিতরমালোক্য গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্।
কৃপালুর্ধর্মরাজো হি যাচিতঃ শমমেষ্যতি॥
যথোচিতঞ্চ বৈ রাজ্যমনুজ্ঞাস্যতি তে প্রভুঃ।
বিপশ্চিৎ সুমতির্ধীরঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ॥
বৈরং নেচ্ছতি ধর্মাত্মা স্বজনে নাস্ত্যতিক্রমঃ।
ন বিগ্রহমতিঃ কৃষ্ণঃ স্বজনে প্রতিনন্দতি॥
ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
বাসুদেবমতে চৈব পাণ্ডবস্য চ ধীমতঃ॥

তদনন্তর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত নিজ হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক সান্ত্বনাদান করিতে করিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—দুর্য্যোধন! তুমি এখন প্রসন্ন হইয়া যাও। পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া লও। বিরোধ করিয়া কোন লাভই হইবে না। পরস্পরের এই বিবাদকে ধিক্! তোমার গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন (অথবা মহাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন)। তিনি যদিও ব্রহ্মসম ছিলেন, তথাপি এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই দশা ভীষ্মাদি মহারথী যোদ্ধাদেরও হইয়াছে॥ ২০-২১

আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য অবধ্য (সেই কারণে এখনও জীবিত আছি), অতএব এখন তুমি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিষেধ করিলে পর অর্জুন শান্ত হইয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণও তোমাদের সহিত বিরোধকামনা করেন না॥ ২২

যুধিষ্ঠির ত' সকল প্রাণীরই হিতে নিরত আছেন, অতএব তিনিও আমার কথা গ্রহণ করিবেন। আর ভীমসেন এবং নকুল-সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বশীবর্ত্তী (সুতরাং ধর্ম্মরাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহারা কিছুই করিবে না।) এইভাবে পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হইলে পর সমস্ত প্রজাগণের কল্যাণ হইবে। তোমার ইচ্ছায় অবশিষ্ট বান্ধবগণ নিজ নিজ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করুক এবং সমস্ত সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হউক। নরাধিপ! যদি তুমি আমার এই কথা শ্রবণ না কর, তবে নিশ্চয়ই যুদ্ধে শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইবে এবং তখন তুমি অনুতাপ করিতে থাকিবে॥ ২৩-২৪

(বৃদ্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও যশস্বিনী মাতা গান্ধারীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দয়ালু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমার অনুরোধে সন্ধি স্থাপন করিবেন।

তিনি সামর্থ্যশালী, বিদ্বান্, উত্তম বুদ্ধিযুক্ত, ধৈর্য্যবান্ এবং সমস্ত শাস্ত্রেরই তত্ত্বসমূহে অভিজ্ঞ; অতএব তোমার পক্ষে যতটা রাজ্য ভাগ-পাওয়া উচিত হইবে, তিনি অবশ্যই সেই রাজ্য শাসন করিবার জন্য তোমাকে স্বয়ংই প্রদান করিবার আজ্ঞা দিবেন।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শত্রুতা কামনা করেন না; কারণ, আত্মীয় স্বজন যদি কোন কিছু দোষ করিয়াও থাকেন, তবে উহা ক্ষমার অযোগ্য বলিয়া তিনি মনে করেন না। শ্রীকৃষ্ণও ইহা ইচ্ছা করেন না যে, আপনাদের পরস্পরের এই বিবাদ চলিতে থাকুক, তিনি স্বজনগণের উপর সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন।

ভীমসেন, অর্জুন ও দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব—ইহারা সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরেরই অভিমত গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব এই সব পুরুষশ্রেষ্ঠ তাঁহাদের উভয়ের আদেশকে গুরুত্ব দিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে।

স্বাস্তুভি পুরুষব্যাঘ্রাস্তয়োর্বচনগৌরবাৎ।
রক্ষ দুর্য্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্ব ভাজনম্ ॥
জীবনে যত্নমাতিষ্ঠ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি।
রাজ্যং শ্রীশ্চৈব ভদ্রং তে জীবমানে তু কল্পতে ॥
মৃতস্য খলু কৌরব্য নৈব রাজ্যং কুতঃ সুখম্।
লোকবৃত্তমিদং বৃত্তং প্রবৃত্তং পশ্য ভারত ॥
শাম্য ত্বং পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং শেষং কুরুকুলস্য চ।
মা ভূৎ স কালঃ কৌরব্য যদাহমহিতং বচঃ ॥
ব্রূয়াং কামং মহাবাহো মাবমংস্থা বচো মম।
ধর্মিষ্ঠমিদমত্যর্থং রাজ্ঞশ্চৈব কুলস্য চ ॥
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ঃ কুরুবংশস্য বৃদ্ধয়ে।
প্রজাহিতঞ্চ গান্ধারে কুলস্য চ সুখাবহম্ ॥
পথ্যমায়তিসংযুক্তং কর্ণোঽপ্যর্জুনমাহবে।
ন জেষ্যতি নরব্যাঘ্রমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥
রোচতাং তে নরশ্রেষ্ঠ মমৈতদ্ বচনং শুভম্।
অতোঽন্যথা হি রাজেন্দ্র বিনাশঃ সুমহান ভবেৎ ॥)

দুর্য্যোধন! তুমি স্বয়ংই নিজেকে রক্ষা কর। আত্মাই সকল সুখের আধার। তুমি নিজের জীবন রক্ষার জন্য চেষ্টা কর। জীবিত থাকিয়াই মানুষ কল্যাণ দর্শন করিয়া থাকে।

তোমার কল্যাণ হউক; তুমি যদি জীবিত থাকিতে পার, তবেই তুমি রাজ্য ও লক্ষ্মী লাভ করিতে সমর্থ হইবে। কুরুনন্দন! মৃত ব্যক্তির রাজ্যলাভ করিবার সুযোগই থাকে না; সুতরাং তাহার সুখলাভ কিরূপে হইবে?

ভারত! সংসারে আচরিত লোকব্যবহারের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর এবং কুরুবংশের শেষ রক্ষা কর।

কুরুনন্দন! এরূপ সময় কখনও যেন না আসে যে, আমি ইচ্ছানুসারে তোমাকে কোন অহিতকর বাক্য বলিতে বাধ্য হই; মহাবাহো! অতএব তুমি আমার বাক্য অনাদর করিও না।

আমার এই বাক্য ধর্ম্মের অনুকূল, রাজা ও রাজকুলের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর; ইহা কৌরব-বংশের বৃদ্ধির অনুকূলে পরম কল্যাণকারী।

গান্ধারীনন্দন! আমার এই বাক্য প্রজাগণের পক্ষেও হিতকর, এই বংশের পক্ষে সুখদায়ক, লাভজনক এবং ভবিষ্যতেও মঙ্গলকারক হইবে। নরশ্রেষ্ঠ! আমার এই নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে

ইদঞ্চ দৃষ্টং জগতা সহ ত্বয়া
কৃতং যদেকেন কিরীটমালিনা।
যথা ন কুর্য্যাদ্ বলভিন্ন চান্তকো
ন চাপি ধাতা ভগবান্ ন যক্ষরাট্ ॥ ২৫
অতোঽপি ভূয়ান্ স্বগুণৈর্ধনঞ্জয়ো
ন চাতিবর্তিষ্যতি মে বচোঽখিলম্।
তবানুযাস্যঞ্চ সদা করিষ্যতি
প্রসীদ রাজেন্দ্র শমং ত্বমাপ্নুহি ॥ ২৬
মমাপি মানঃ পরমঃ সদা ত্বয়ি
ব্রবীম্যতস্ত্বাং পরমাচ্চ সৌহৃদাৎ।
নিবারয়িষ্যামি চ কর্ণমপ্যহং
যদা ভবান্ সপ্রণয়ো ভবিষ্যতি ॥ ২৭
বদন্তি মিত্রং সহজং বিচক্ষণা-
স্তথৈব সাম্না চ ধনেন চার্জিতম্।
প্রতাপতশ্চোপনতং চতুর্বিধং
তদস্তি সর্বং তব পাণ্ডবেষু ॥ ২৮

যে, কর্ণ নরোত্তম অর্জুনকে কখনও জয় করিতে পারিবে না; অতএব আমার এই বাক্য তোমার প্রিয় হউক। রাজেন্দ্র! যদি ইহার অন্যথা কর, তবে গুরুতর ধ্বংস উপস্থিত হইবে।)

কিরীটধারী অর্জুন একাকী যেরূপ পরাক্রম করিয়াছে, ইহা তুমি সকলেরই সহিত প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এরূপ পরাক্রম করিতে না ইন্দ্র সমর্থ হইবেন এবং না যমরাজ। না করিতে পারেন ভগবান্ যক্ষরাজ কুবের ॥ ২৫

যদিও অর্জুন স্বীয় গুণসমূহে ইহা হইতে অধিক গুণবান্, তথাপি আমার এই বিশ্বাস আছে যে, সে আমার সকল বাক্য কখনই অতিক্রম করিবে না। কেবল ইহাই নহে, সে সর্ব্বদা তোমারও অনুসরণ করিবে; রাজেন্দ্র! সেইজন্য তুমি প্রসন্ন হও এবং সন্ধিস্থাপন কর ॥ ২৬

তোমার প্রতি আমার মনেও অতিশয় সমাদর ভাব বিদ্যমান আছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মিত্রতা রহিয়াছে, সেই কারণেই আমি তোমার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। যদি তুমি প্রীতিসহকারে ইহা স্বীকার কর, তবে আমি কর্ণকেও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিব ॥ ২৭

বিদ্বান্ পুরুষগণ চারিপ্রকার মিত্রের কথা বলেন। এক—সহজ মিত্র (যাহার সহিত স্বাভাবিকভাবেই মিত্রতা থাকে), দুই—সন্ধিস্থাপিত করিয়া মিত্রতাস্থাপন, তিন—ধনের দ্বারা

নিসর্গতস্তে তব বীর বান্ধবাঃ
পুনশ্চ সাম্না সমবাপ্নুহি প্রভো।
ত্বয়ি প্রসন্নে যদি মিত্রতাং গতে
হিতং কৃতং স্যাজ্জগতস্ত্বয়াতুলম্ ॥ ২৯
স এবমুক্তঃ সুহৃদা বচো হিতং
বিচিন্ত্য নিঃশ্বস্য চ দুর্মনাব্রবীৎ।
যথা ভবানাহ সখে তথৈব ত-
ন্মমাপি বিজ্ঞাপয়তো বচঃ শৃণু ॥ ৩০
নিহত্য দুঃশাসনমুক্তবান্ বচঃ
প্রসহ্য-শার্দূলবদেষ দুর্মতিঃ।
বৃকোদরস্তদ্ধৃদয়ে মম স্থিতং
ন তৎ পরোক্ষং ভবতঃ কুতঃ শমঃ ॥৩১
ন চাপি কর্ণং প্রসহেদ্ রণেঽর্জুনো
মহাগিরিং মেরুমিবোগ্রমারুতঃ।
ন চাশ্বসিষ্যন্তি পৃথাত্মজা ময়ি
প্রসহ্য বৈরং বহুশো বিচিন্ত্য ॥ ৩২
ন চাপি কর্ণং গুরুপুত্র সংযুগা-
দুপারমেত্যর্হসি বক্তুমচ্যুত।
শ্রমেণ যুক্তো মহতাদ্য ফাল্গুন-
স্তমেষ কর্ণঃ প্রসভং হনিষ্যতি ॥ ৩৩
তমেবমুক্ত্বাপ্যনুনীয় চাসকৃৎ
তবাত্মজঃ স্বাননুশাস্তি সৈনিকান্।
বিনিঘ্নতাভিদ্রবতাহিতান্ মম
সবাণহস্তাঃ কিমু জোষমাসত ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি অশ্বত্থামবাক্যে
অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

মিত্রতাস্থাপন এবং চতুর্থ হইল—কাহারও প্রবল প্রতাপে প্রভাবিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া। পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সর্ব্বপ্রকার মিত্রতাই সম্ভব। ২৮

বীর! এক ত' তাহারা তোমার জন্মজাত ভ্রাতা, অতএব সহজ-মিত্র। প্রভো! পুনরায় সন্ধিদ্বারা নিজের মিত্রতাস্থাপন কর। যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন কর, তবে তোমার দ্বারা জগতের অনুপম হিতসাধন হইবে। ২৯

সুহৃদ্ অশ্বত্থামা যখন এইরূপ হিতকর বাক্য বলিলেন, তখন দুর্য্যোধন তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে দুঃখিত হইয়া এই কথা বলিলেন,—সখে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থই; কিন্তু এই বিষয়ে আমিও নিবেদন করিতেছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর। ৩০

এই দুর্মতি ভীমসেন সিংহের ন্যায় হঠাৎ দুঃশাসনকে বধ করিয়া যে কথা বলিয়াছে, তাহা তোমার অজানা নয়। এই সময়ে সেই সব কথা আমার হৃদয়ে অবস্থান করত আমাকে অতিশয় পীড়াদান করিতেছে। এরূপ অবস্থায় কিভাবে সন্ধি-স্থাপন সম্ভব? ৩১

ইহা ব্যতীত, প্রচণ্ড বায়ুও যেরূপ মহাপর্ব্বত মেরুর সম্মুখীন হইতে পারে না, সেইরূপ অর্জুন এই রণাঙ্গনে কর্ণের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। আমরা বারংবার হঠাৎ হঠাৎ যে সমস্ত শত্রুতা করিয়াছি, সেই সমস্ত চিন্তা করিয়া কুন্তীপুত্রগণ আমাকে বিশ্বাস করে না। ৩২

নিজ কার্য্য হইতে অবিচ্যুত গুরুপুত্র! কর্ণকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার কথা বলা তোমার উচিত নহে; কারণ, বর্ত্তমানে অর্জুন অত্যন্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব কর্ণ তাহাকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতে পারিবে। ৩৩

অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া বারংবার অনুনয়-বিনয়সহকারে তাঁহাকে প্রসন্ন করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে আদেশ-দান পূর্ব্বক বলিলেন,—আরে! তোমরা হস্তে বাণধারণ করত নীরবে বসিয়া আছ কেন? আমার শত্রুদের উপর আক্রমণ কর এবং তাহাদের বিনাশ কর। ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে অশ্বত্থামার বাক্যবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণার্জুনয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, কৌরবাণাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তৌ শঙ্খভেরীনিনদে সমৃদ্ধে
সমীয়তুঃ শ্বেতহয়ৌ নরাগ্র্যৌ।
বৈকর্তনঃ সূতপুত্রোঽর্জুনশ্চ
দুর্মন্ত্রিতে তব পুত্রস্য রাজন্। ১

(আশীবিষাবগ্নিমিবাপধূমং
বৈরং মুখাভ্যামভিনিঃশ্বসন্তৌ।
যশস্বিনৌ জজ্বলতুর্মৃধে তদা
ঘৃতাবসিক্তাবিব হব্যবাহৌ।)

যথা গজৌ হৈমবতৌ প্রভিন্নৌ
প্রবৃদ্ধদন্তাবিব বাসিতার্থে।
তথা সমাজগ্মতুরুগ্রবীর্য্যৌ
ধনঞ্জয়শ্চাধিরথিশ্চ বীরৌ। ২

বলাহকেনেব মহাবলাহকো
যদৃচ্ছয়া বা গিরিণা যথা গিরিঃ
তথা ধনুর্জ্যাতলনেমিনিস্বনৈঃ
সমীয়তুস্তাবিষুবর্ষবর্ষিণৌ। ৩

প্রবৃদ্ধশৃঙ্গদ্রুমবীরুদোষধী
প্রবৃদ্ধনানাবিধনির্ঝরৌকসৌ।
যথাচলৌ বা চলিতৌ মহাবলৌ
তথা মহাস্ত্রৈরিতরেতরং হতঃ। ৪

স সন্নিপাতস্তু তয়োর্মহানভূৎ
সুরেশ-বৈরোচনয়োর্যথা পুরা।
শরৈর্বিভুগ্নাঙ্গনিয়ন্তৃবাহয়োঃ
সুদুঃসহোঽন্যৈঃ কটুশোণিতোদকঃ। ৫

প্রভূতপদ্মোৎপলমৎস্যকচ্ছপৌ
মহাহ্রদৌ পক্ষিগণৈরিবাবৃতৌ।
সুসন্নিকৃষ্টাবনিলোদ্ধতৌ যথা
তথা রথৌ তৌ ধ্বজিনৌ সমীয়তুঃ। ৬

একোননবতিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং কৌরবগণের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ যখন সেখানে শঙ্খ ও ভেরীসকলের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল, সেই সময় সেস্থলে শ্বেতাশ্বযুক্ত দুই নরশ্রেষ্ঠ সূর্য্যনন্দন কর্ণ ও অর্জুন যুদ্ধের জন্য পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ১

(এই দুই যশস্বী বীর সেই সময় দুইটি বিষধর সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে যেন নিজ নিজ মুখ হইতে ধূমহীন অগ্নির ন্যায় রণাঙ্গনে দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন।)

যেরূপ মদধারাবাহী হিমাচলপ্রদেশের বিশাল দন্তযুক্ত দুইটি হাতী কোন এক হস্তিনীর জন্য সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী বীর অর্জুন এবং কর্ণ যুদ্ধের জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ২

যেরূপ একখণ্ড বিশাল মেঘ অপর একখণ্ড মেঘের সহিত অথবা দৈবেচ্ছায় এক পর্ব্বত অপর পর্ব্বতের সহিত আঘাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধনুর কোণ হস্ততল এবং রথচক্রসকলের গম্ভীর ধ্বনির সহিত বাণসকল বর্ষণ করিতে করিতে সেই দুই বীর পরস্পরের সম্মুখে আসিলেন। ৩

যাহাদের শিখর, বৃক্ষ, লতা-গুল্ম এবং ওষধি সবই বিশাল ও অতিশয় বর্দ্ধিত এবং যাহারা বৃহদাকার ঝরণাসমূহের উদ্ভবস্থান, এইরূপ দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় সেই মহাবল কর্ণ ও অর্জুন অগ্রসর হইয়া নিজেদের মহাস্ত্রসকলে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ৪

এই দুই বীরের যুদ্ধ সেইরূপ প্রচণ্ড ছিল, যেরূপ পুরাকালে ইন্দ্র হইয়া ও বলির যুদ্ধ হইয়াছিল। বাণসমূহের আঘাতে এই দুই যোদ্ধার শরীর, সারথি এবং অশ্বগণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইল এবং সেখানে কটুরক্তরূপ জল প্রবাহিত হইতেছিল। এই যুদ্ধ অপরের পক্ষে অতিশয় দুঃসহ ছিল। ৫

যেরূপ প্রচুর পদ্ম, উৎপল, মৎস্য ও কচ্ছপসমূহে যুক্ত এবং পক্ষিগণে আবৃত দুইটি অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বিশাল সরোবর বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে সেইরূপ ধ্বজশোভিত এই দুই বীরের রথদ্বয় পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ৬

উভৌ মহেন্দ্রস্ত সমানবিক্রমা-
বুভৌ মহেন্দ্রপ্রতিমৌ মহারথৌ।
মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈশ্চ সায়কৈ-
র্মহেন্দ্র-বৃত্রাবিব সম্প্রজহ্নতুঃ ॥ ৭

সনাগপত্ত্যশ্বরথে উভে বলে
বিচিত্রবর্মাভরণাম্বরায়ুধে।
চকম্পতুর্বিস্ময়নীয়রূপে
বিয়দ্গতাশ্চার্জ্জুনকর্ণসংযুগে ॥ ৮

ভুজাঃ সবস্ত্রাঙ্গুলয়ঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ
সসিংহনাদৈর্হৃষিতৈর্দিদৃক্ষুভিঃ।
যদর্জ্জুনো মত্ত ইব দ্বিপো দ্বিপং
সমভ্যয়াদাধিরথিং জিঘাংসয়া ॥ ৯

(ততঃ কুরূণামথ সোমকানাং
শব্দো মহান্ প্রাদুরভূৎ সমন্তাৎ।
যদার্জ্জুনং সূতপুত্রোঽপরাহ্নে
মহাহবে শৈলমিবাম্বুদোঽর্চ্ছৎ ॥

তদৈব চাসীদ্ রথয়োঃ সমাগমো
মহারণে শোণিতমাংসকর্দ্দমে ॥)

উদক্রোশন্ সোমকাস্তত্র পার্থং
পুরঃসরাশ্চার্জ্জুন ভিন্ধি কর্ণম্।
ছিন্ধ্যস্য মূর্দ্ধানমলং চিরেণ
শ্রদ্ধাঞ্চ রাজ্যাদ্ ধৃতরাষ্ট্রসূনোঃ ॥ ১০

তথাস্মাকং বহবস্তত্র যোধাঃ
কর্ণং তথা যাহি যাহীত্যবোচন্।
জহ্যর্জ্জুনং কর্ণ শরৈঃ সুতীক্ষ্ণৈঃ
পুনর্বনং যান্তু চিরায় পার্থাঃ ॥ ১১

ততঃ কর্ণঃ প্রথমং তত্র পার্থং
মহেষুভির্দশভিঃ প্রত্যবিধ্যৎ।
তং চার্জ্জুনঃ প্রত্যবিধ্যচ্ছিতাগ্রৈঃ
কক্ষান্তরে দশভিঃ সম্প্রহস্য ॥ ১২

পরস্পরং তৌ বিশিখৈঃ সুপুঙ্খৈ-
স্ততক্ষতুঃ সূতপুত্রোঽর্জ্জুনশ্চ।
পরস্পরং তৌ বিভিদুর্বিমর্দে
সুভীমমভ্যাপততুশ্চ হৃষ্টৌ ॥ ১৩

এই উভয় বীর ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী এবং তাঁহারই তুল্য মহারথী ছিলেন। ইন্দ্রের বজ্রসম বাণসমূহে ইন্দ্র এবং বৃত্রাসুরের ন্যায় ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭

বিচিত্র কবচ, আভরণ, বস্ত্র ও আয়ুধধারী, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসৈন্যগণসহ উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনী অর্জ্জুনও সেই যুদ্ধে ভয়বশতঃ আশ্চর্য্যজনকরূপে কাঁপিতে লাগিলেন এবং আকাশস্থিত প্রাণীরাও ভয়ে কাঁপিতে থাকিলেন ॥ ৮

যেরূপ মদমত্ত হস্তী অন্য এক হস্তীর উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জ্জুন যখন কর্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন, তখন দর্শকগণ আনন্দিত হইয়া সিংহনাদ করিতে করিতে নিজেদের হস্ত উপরে উত্থিত করিলেন এবং আঙ্গুলিতে বস্ত্র ধারণ করত আন্দোলিত করিতে লাগিলেন ॥ ৯

(যখন মহাসমরে অপরাহ্নের সময় পর্ব্বতের দিকে গমনরত মেঘের ন্যায় সূতপুত্র কর্ণ অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন, তখন কৌরব ও সোমকগণের মধ্যে সর্ব্বদিকে মহাকোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। সেই সময় এই দুই রথী-বীরের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল এবং এই মহাযুদ্ধে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইল।)

সেই সময় সোমকগণ অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সেখানে কুন্তী-কুমার অর্জ্জুনকে বলিতে থাকিলেন,—তুমি কর্ণকে বিনাশ কর। এখন আর বিলম্ব করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কর্ণের মস্তক এবং দুর্য্যোধনের রাজ্যলাভের আশা এই উভয়কে একসঙ্গে ছেদন কর ॥ ১০

এইরূপ আমাদের পক্ষের বহু যোদ্ধা কর্ণকে উৎসাহিত করিতে বলিতে লাগিলেন,—কর্ণ! যাও, যাও। স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে অর্জ্জুনকে বিনাশ কর, যাহাতে কুন্তীর পুত্রগণ সকলে দীর্ঘকালের জন্য বনে গমন করিতে হয় ॥ ১১

তদনন্তর সেস্থানে যখন কর্ণ প্রথমে দশটি বিশাল বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন, তখন অর্জ্জুনও হাস্যসহকারে তীক্ষ্ণধার দশটি বাণে কর্ণের কক্ষমধ্যে বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন ॥ ১২

সূতপুত্র কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই সেই যুদ্ধে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সুন্দর পক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন পরস্পরের ক্ষতি করিতে থাকিলেন এবং অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ততোঽর্জুনঃ প্রাস্যজৎপ্রধন্বা
ভুজাবুভৌ গাণ্ডিবং চানুমৃজ্য।
নারাচ-নালীক-বরাহকর্ণান্
ক্ষুরাংস্তথা সাঞ্জলিকার্ধচন্দ্রান্ ॥ ১৪

তে সর্বতঃ সমকীর্য্যন্ত রাজন্
পার্থেষবঃ কর্ণরথং বিশন্তঃ।
অবাঙ্মুখাঃ পক্ষিগণা দিনান্তে
বিশন্তি কেতার্থমিবাশু বৃক্ষম্ ॥ ১৫

যানর্জুনঃ সভ্রুকুটীকটাক্ষং
কর্ণায় রাজন্নসৃজজ্জিতারিঃ।
তান্ সায়কৈর্গ্রসতে সূতপুত্রঃ
ক্ষিপ্তান্ ক্ষিপ্তান্ পাণ্ডবস্যাশু সঙ্ঘান্ ॥১৬

ততোঽস্ত্রমাগ্নেয়মমিত্রসাধনং
মুমোচ কর্ণায় মহেন্দ্রসূনুঃ।
ভূম্যন্তরিক্ষে চ দিশোঽর্কমার্গং
প্রাবৃত্য দেহোঽস্য বভূব দীপ্তঃ ॥ ১৭

যোধাশ্চ সর্বে জ্বলিতাম্বরা ভৃশং
প্রদুদ্রুবুস্তত্র বিদগ্ধবস্ত্রাঃ।
শব্দশ্চ ঘোরোঽতিবভূব তত্র
যথা বনে বেণুবনস্য দহ্যতঃ ॥ ১৮

তদ্ বীক্ষ্য কর্ণো জ্বলনাস্ত্রমুদ্যতং
স বারুণং তৎপ্রশমার্থমাহবে।
সমুৎসৃজন্ সূতসুতঃ প্রতাপবান্
স তেন বহ্নিং শময়াম্বভূব ॥ ১৯

বলাহকৌঘশ্চ দিশস্তরস্বী
চকার সর্বাস্তিমিরেণ সংবৃতাঃ।
ততো ধরিত্রীধরতুল্যরোধসঃ
সমন্ততো বৈ পরিবার্য্য বারিণা ॥ ২০

তৈস্তাদৃশোঽপি তথাবিধোঽপি
নীতঃ শমং বহ্নিরতিপ্রচণ্ডঃ।
বলাহকৈরেব দিগন্তরাণি
ব্যাপ্তানি সর্বাণি যথা নভশ্চ ॥ ২১

তথা চ সর্বাস্তিমিরেণ বৈ দিশো
মেঘৈর্বৃতা ন প্রদৃশ্যেত কিঞ্চিৎ।
অথাপোবাহ্যাভ্রসঙ্ঘান্ সমস্তান্
বায়ব্যাস্ত্রেণাপততঃ স কর্ণাৎ ॥ ২২

তাহার পর ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধারী অর্জুন নিজের দুই বাহু ও গাণ্ডীব ধনু মার্জিত করিয়া নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, আঞ্জলিক এবং অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতি বাণসকলের দ্বারা প্রহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪

রাজন্! এই অর্জুনের বাণসকল কর্ণের রথের মধ্যে প্রবেশ করত চারিদিকে সেইভাবে বিকীর্ণ হইয়া যাইল, যেরূপ সন্ধ্যার সময় পক্ষীরা দলে দলে বাসের জন্য নীচের দিকে মুখ রাখিয়া অতিসত্বর কোন বৃক্ষের উপর যাইয়া উপবিষ্ট হয় ॥ ১৫

রাজন্! শত্রুবিজয়ী অর্জুন ভ্রূদ্বয় বক্র করিয়া কটাক্ষপূর্ব্বক দর্শন করিতে করিতে কর্ণের উপর যে যে বাণসকল প্রহার করিতেছিলেন, পাণ্ডুপুত্র অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সব বাণ সূতপুত্র কর্ণ অতি সত্বর নষ্ট করিতে থাকিলেন। ১৬

তখন ইন্দ্রনন্দন অর্জুন কর্ণের উপর শত্রুনাশক আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। এই আগ্নেয়াস্ত্রের স্বরূপ পৃথিবী, আকাশ, দিঙ্মণ্ডল এবং সূর্য্যের পথ ব্যাপ্ত করিতে করিতে সেখানে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১৭

ইহাতে সেখানে সমস্ত যোদ্ধাগণের বস্ত্র জ্বলিয়া উঠিল। বস্ত্র প্রজ্বলিত হইলে সকল যোদ্ধাই সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। যেরূপ বনমধ্যে বংশবনে (বাঁশের ঝাড়ে) আগ্ন ধরিয়া যাইলে উচ্চৈঃস্বরে পট্ পট্ শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ অগ্নির শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণ সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে উদ্দীপ্ত হইতে দেখিয়া রণাঙ্গনে উহার শান্তির জন্য বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং ইহার দ্বারা সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে শান্ত করিয়া দিলেন। ১৯

তারপর চারিদিকে তীব্রবেগে মেঘমণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সর্ব্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিল। এই সময় দিক্‌সমূহের অন্তিমভাগ কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এই মেঘমণ্ডল সেই সময় সমগ্র প্রদেশ জলে আপ্লাবিত করিয়া দিল। ২০

এই মেঘমণ্ডল সেখানে পূর্ব্বোক্ত রূপে পরিবর্দ্ধিত অতিশয় প্রচণ্ড বহ্নিকে তীব্রবেগে শান্ত করিয়া দিল। তারপর এই মেঘই সমস্ত দিক্‌সকল ও আকাশকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ২১

মেঘমণ্ডলে সমস্ত দিক্‌সমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল; অতএব কোনও বস্তুই দেখা যাইতেছে না। তদনন্তর কর্ণের দিক্ হইতে আগত সমস্ত মেঘমণ্ডলকে বায়ব্যাস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন করত

ততোঽপ্যস্ত্রং দয়িতং দেবরাজ্ঞঃ
প্রাদুশ্চক্রে বজ্রমতিপ্রভাবম্ ।
গাণ্ডীবং জ্যাং বিশিখাংশ্চানুমন্ত্র্য
ধনঞ্জয়ঃ শক্রভিরপ্রধৃষ্যঃ ॥ ২৩
ততঃ ক্ষুরপ্রাঞ্জলিকার্ধচন্দ্রা
নালীক-নারাচ-বরাহকর্ণাঃ ।
গাণ্ডীবতঃ প্রাদুরাসন্ সুতীক্ষ্ণাঃ
সহস্রশো বজ্রসমানবেগাঃ ॥ ২৪
তে কর্ণমাসাদ্য মহাপ্রভাবাঃ
সুতেজনা গার্ধ্রপত্রাঃ সুবেগাঃ ।
গাত্রেষু সর্বেষু হয়েষু চাপি
শরাসনে যুগচক্রে ধ্বজে চ ॥ ২৫
নির্ভিদ্য তূর্ণং বিবিশুঃ সুতীক্ষ্ণা-
স্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ভূমিমিবোরগাস্তে ।
শরাচিতাঙ্গো রুধিরার্দ্রগাত্রঃ
কর্ণস্তদা রোষবিবৃত্তনেত্রঃ ॥ ২৬
দৃঢ়জ্যমানাম্য সমুদ্রঘোষং
প্রাদুশ্চক্রে ভার্গবাস্ত্রং মহাত্মা ।
মহেন্দ্রশস্ত্রাভিমুখান্ বিমুক্তাং-
শ্ছিত্ত্বা কর্ণঃ পাণ্ডবস্তেষু সজ্জান্ ॥ ২৭
তস্তাস্ত্রমন্ত্রেণ নিহত্য সোঽথ
জঘান সংখ্যে রথ-নাগ-পত্তীন্ ।
অমৃষ্যমাণশ্চ মহেন্দ্রকর্মা
মহারণে ভার্গবাস্ত্রপ্রতাপাৎ ॥ ২৮
পাঞ্চালানাং প্রবরাংশ্চাপি যোধান্
ক্রোধাবিষ্টঃ সূতপুত্রস্তরস্বী ।
বাণৈর্বিব্যাধাহবে সুপ্রমুক্তৈঃ
শিলাশিতৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ প্রসহ্য ॥ ২৯
তৎপাঞ্চালাঃ সোমকাশ্চাপি রাজন্
কর্ণেনাজৌ পীড্যমানাঃ শরৌঘৈঃ ।
ক্রোধাবিষ্টা বিব্যধুস্তং সমস্তাৎ
তীক্ষ্ণৈর্বাণৈঃ সূতপুত্রং সমেতাঃ ॥ ৩০
তান্ সূতপুত্রো নিজঘান বাণৈঃ
পাঞ্চালানাং রথ-নাগাশ্বসঙ্ঘান্ ।
অভ্যর্দয়দ্ বাণগণৈঃ প্রসহ্য
বিদধ্বা হর্ষাৎ সঙ্গরে সূতপুত্রঃ ॥ ৩১

শত্রুদের পক্ষে অজেয় অর্জুন গাণ্ডীব-ধনু, তাহার গুণ এবং বাণসকলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া অত্যন্ত প্রভাবশালী বজ্রাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন, যাহা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় অস্ত্র ছিল ॥ ২২-২৩

সেই গাণ্ডীব ধনু হইতে ক্ষুরপ্র, আঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ এবং বরাহকর্ণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকল হাজার হাজার সংখ্যায় আবির্ভূত হইল। এই সমস্ত অস্ত্রই বজ্রতুল্য বেগশালী ছিল ॥ ২৪

এই সব মহাপ্রভাবশালী, গৃধ্রপক্ষযুক্ত, তীক্ষ্ণধার এবং অতিশয় বেগবান্ অস্ত্র কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গসমূহ, অশ্বগণ, ধনু, রথের যুগ, চক্রসকল এবং ধ্বজের উপরে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৫

যেরূপ গরুড় হইতে ভীত সর্পগণ ভূতল ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র পূর্ব্বোক্ত কর্ণের দেহাদি সমস্ত বস্তু বিদীর্ণ করত অতি সত্বর তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কর্ণের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইল। সম্পূর্ণ শরীরই রক্তাপ্লুত হইল। ইহাতে তাঁহার নেত্রদ্বয় সেই সময় ক্রোধে ঘুরিতে লাগিল ॥ ২৬

সেই মহামনস্বী বীর সুদৃঢ় গুণযুক্ত নিজের ধনু নত করিয়া সমুদ্রসদৃশ গর্জনকারী ভার্গবাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন এবং অর্জুনের মহেন্দ্রাস্ত্র হইতে প্রকটিত বাণসমূহকে খণ্ড-বিখণ্ড করত স্বীয় অস্ত্রে সেই সেই অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া যুদ্ধস্থলে রথ, হস্তী ও পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিলেন। অমর্ষশীল কর্ণ সেই মহাসমরে ভার্গবাস্ত্রের প্রতাপে দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮

ক্রোধপরায়ণ ও বেগশালী সূতপুত্র কর্ণ উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত, শিলাশানিত এবং সুবর্ণময় পঙ্খভূষিত বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে হঠাৎ প্রধান প্রধান পাঞ্চাল-যোদ্ধাদিগকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

রাজন্! সমরাঙ্গণে কর্ণের বাণসমূহে পীড়িত হইতে থাকিয়া পাঞ্চাল এবং সোমক যোদ্ধারাও ক্রোধের সহিত একত্রিত হইয়া তীক্ষ্ণবাণসকলের দ্বারা সূতপুত্র কর্ণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

কিন্তু সেই রণাঙ্গনে সূতপুত্র কর্ণ বাণসমূহের দ্বারা হর্ষ ও উৎসাহের সহিত পাঞ্চালগণের রথী, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে আঘাত করত অতিশয় পীড়িত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বাণসমূহে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

তে ভিন্নদেহা ব্যসবো নিপেতুঃ
কর্ণেষুভির্ভূমিতলে স্বনন্তঃ।
ক্রুদ্ধেন সিংহেন যথেভযূথা
মহাবলে ভীমবলেন তদ্বৎ ॥ ৩২
পাঞ্চালানাং প্রবরান্ সংনিহত্য
প্রসহ্য যোধানখিলানদীনঃ।
ততঃ স রাজন্ বিররাজ কর্ণো
যথাম্বরে ভাস্কর উগ্ররশ্মিঃ ৩৩
কর্ণস্য মত্বা তু জয়ং ত্বদীয়াঃ
পরাং মুদং সিংহনাদাংশ্চ চক্রুঃ।
সর্বে হ্যমন্যন্ত ভৃশাহতৌ চ
কর্ণেন কৃষ্ণাবিতি কৌরবেন্দ্র ॥ ৩৪
তৎ তাদৃশং প্রেক্ষ্য মহারথস্য
কর্ণস্য বীর্য্যঞ্চ পরৈরসহ্যম্।
দৃষ্ট্বা চ কর্ণেন ধনঞ্জয়স্য
তথাঽঽজিমধ্যে নিহতং তদস্ত্রম্ ॥ ৩৫
ততস্ত্বমর্ষী ক্রোধসন্দীপ্তনেত্রো
বাতাত্মজঃ পাণিনা পাণিমার্চ্ছৎ।

ভীমোঽব্রবীদর্জুনং সত্যসন্ধ-
মমর্ষিতো নিঃশ্বসঞ্জাতমন্যুঃ ॥ ৩৬
কথং নু পাপোঽয়মপেতধর্মঃ
সূতাত্মজঃ সমরেঽদ্য প্রসহ্য।
পাঞ্চালানাং যোধমুখ্যাননেকান্
নিজঘ্নিবাংস্তব জিষ্ণো সমক্ষম্ ॥ ৩৭
পূর্বং দেবৈরজিতং কালকেয়ৈঃ
সাক্ষাৎ স্থাণোর্বাহুসংস্পর্শমেত্য।
কথং নু ত্বাং সূতপুত্রঃ কিরীটি-
ন্নথেষুভির্দশভিঃ প্রাগবিধ্যৎ ॥ ৩৮
ত্বয়া ক্ষিপ্তাংশ্চাগ্রসদ্ বাণসঙ্ঘা-
নাশ্চর্য্যমেতৎ প্রতিভাতি মেঽদ্য।
কৃষ্ণাপরিক্লেশমনুস্মর ত্বং
যথাব্রবীৎ ষণ্ঢতিলান্ স্ম বাচঃ ॥ ৩৯
রূক্ষাঃ সুতীক্ষ্ণাশ্চ হি পাপবুদ্ধিঃ
সূতাত্মজোঽয়ং গতভীর্দুরাত্মা।
সংস্মৃত্য সর্বং তদিহাদ্য পাপং
জহ্যাশু কর্ণং যুধি সব্যসাচিন্ ॥ ৪০

কর্ণের বাণসমূহে তাঁহাদের শরীর খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা প্রাণহীন হইয়া চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। যেরূপ মহাবনে ভয়ানক বলশালী ও ক্রুদ্ধ সিংহের দ্বারা বিদীর্ণ হস্তীদিগের দল ধরাশায়ী হইয়া থাকে, সেইরূপ দশা পাঞ্চাল-যোদ্ধাদেরও হইল। ৩২

রাজন্! পাঞ্চালগণের সমস্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাকে সবলে বিনাশ করিয়া উদার বীর কর্ণ আকাশে প্রচণ্ড কিরণযুক্ত সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। ৩৩

সেই সময় আপনার সৈন্তরা কর্ণকে বিজয়ী মনে করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কৌরবেন্দ্র! ইঁহারা সকলে তখন ইহাই মনে করিয়াছিলেন যে, কর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে অতিশয় আহত করিয়া দিয়াছেন। ৩৪

মহারথী কর্ণের শত্রুদের পক্ষে অসহ্য এতাদৃশ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া এবং রণাঙ্গনে কর্ণের দ্বারা অর্জুনের সেই অস্ত্রকে নষ্ট হইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বায়ুপুত্র ভীমসেন হস্তের দ্বারা হস্ত মর্দ্দন করিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার নেত্রদ্বয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয়ে অমর্ষ ও ক্রোধ প্রাদুর্ভূত হইল; সেই কারণে তিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন। ৩৫-৩৬

বিজয়ী অর্জুন! আজ সমরাঙ্গণে ধর্মচ্যুত এই পাপী সূতপুত্র কর্ণ তোমার সাক্ষাতেই কিভাবে এই সব প্রধান প্রধান পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে পারিল? ৩৭

কিরীটধারী অর্জুন! তোমাকে ত' পূর্ব্বে দেবতাগণও জয় করিতে সমর্থ হন্ নাই। কালকেয় দানবেরাও তোমাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করের বাহুর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলে। সেই তোমাকে সূতপুত্র কর্ণ প্রথমেই কিরূপে দশটি বাণে বিদ্ধ করিল? ৩৮

তোমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ কর্ণ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই কার্য্য আজ আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়াই মনে হইতেছে। সব্যসাচী অর্জুন! কৌরবসভায় দ্রৌপদীকে প্রদত্ত ক্লেশসমূহের কথা তুমি এখন স্মরণ কর। এই পাপবুদ্ধি দুরাত্মা সূতপুত্র কর্ণ যে নির্ভয় হইয়া আমাদিগকে নপুংসক তিল বলিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও রূক্ষ কথা শুনাইয়াছিল, সেই সমস্ত স্মরণ করত এখানে তুমি এই পাপী কর্ণকে শীঘ্রই যুদ্ধে বধ কর। ৩৯-৪০

কস্মাদুপেক্ষাং কুরুষে কিরীটি-
ন্নুপেক্ষিতুং নায়মিহাস্ত কালঃ।
যথা ধৃত্যা সর্বভূতান্যজৈষী-
র্গ্রাসং দদৎ খাণ্ডবে পাবকায়॥ ৪১
তথা ধৃত্যা সূতপুত্রং জহি ত্ব-
মহং চৈনং গদয়া পোথয়িষ্যে।
অথাব্রবীদ্ বাসুদেবোঽপি পার্থং
দৃষ্ট্বা রথেষূন্ প্রতিহন্যমানান্॥ ৪২
অমীমৃদৎ সর্বথাতেঽস্ত্র কর্ণো
হ্যস্ত্রৈরস্ত্রং কিমিদং ভো কিরীটিন্।
স বীর কিং মুহ্যসি নাবধৎসে
নদন্ত্যেতে কুরবঃ সম্প্রহৃষ্টাঃ॥ ৪৩
কর্ণং পুরস্কৃত্য বিদুর্হি সর্বে
তবাস্ত্রমস্ত্রৈর্বিনিপাত্যমানম্।
যয়া ধৃত্যা নিহতং তামসাস্ত্রং
যুগে যুগে রাক্ষসাশ্চাপি ঘোরাঃ॥ ৪৪
দম্ভোদ্ভবাশ্চাসুরাশ্চাহবেষু
তয়া ধৃত্যা জহি কর্ণং ত্বমদ্য।

অনেন চাস্য ক্ষুরনেমিনাদ্য
সংছিন্ধি মূর্ধানমরেঃ প্রসহ্য॥ ৪৫
ময়া বিসৃষ্টেন সুদর্শনেন
বজ্রেণ শক্রো নমুচেরিবারেঃ।
কিরাতরূপী ভগবান্ যয়া ধৃত্যা
ত্বয়া মহাত্মা পরিতোষিতোঽভূৎ॥ ৪৬
তাং ত্বং পুনর্বীর ধৃতিং গৃহীত্বা
সহানুবন্ধং জহি সূতপুত্রম্।
ততো মহীং সাগরমেখলাং ত্বং
সপত্তনাং গ্রামবতীং সমৃদ্ধাম্॥ ৪৭
প্রযচ্ছ রাজ্ঞে নিহতারিসঙ্ঘাং
যশশ্চ পার্থাতুলমাপ্নুহি ত্বম্।
স এবমুক্তোঽতিবলো মহাত্মা
চকার বুদ্ধিং হি বধায় সৌতেঃ॥ ৪৮
স চোদিতো ভীম-জনার্দনাভ্যাং
স্মৃত্বা তথাঽঽত্মানমবেক্ষ্য সর্বম্।
ইহাত্মনশ্চাগমনে বিদিত্বা
প্রয়োজনং কেশবমিত্যুবাচ॥ ৪৯

কিরীটধারী পার্থ! তুমি কেন ইহাকে উপেক্ষা করিতেছ? আজ এখানে ইহাকে উপেক্ষা করিবার সময় নয়। তুমি যে ধৈর্য্যের দ্বারা খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে গ্রাস সমর্পিত করিবার সময় সমস্ত প্রাণিগণের উপর জয়লাভ করিয়াছিলে, সেই ধৈর্য্যের দ্বারাই তুমি সূতপুত্র কর্ণকে বধ কর। আমিও আজ নিজের গদার আঘাতে ইহাকে পোথিত করিয়া দিব॥ ৪১½

তদনন্তর বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের রথসম্বন্ধী বাণসকলকে কর্ণের দ্বারা নষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন,—কিরিটধারী অর্জুন! এ কি কথা? তুমি এখন পর্য্যন্ত যতবার প্রহার করিয়াছ, ততবারই কর্ণ সেই সমস্ত অস্ত্র নিজের অস্ত্রসকলের দ্বারা নষ্ট করিয়া দিতেছে। বীর! আজ তোমার মধ্যে কি মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? তুমি সাবধান হইতেছ না কেন? দেখ, এই তোমার শত্রু কৌরবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতেছে॥ ৪২-৪৩

কর্ণকে অগ্রে করিয়া সকলেই ইহা বুঝিতেছে যে, তোমার অস্ত্র কর্ণের অস্ত্রসকলের দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তুমি যে ধৈর্য্যের দ্বারা প্রতিযুগে ঘোর রাক্ষসগণ, তাহাদের মায়াময় তামস-অস্ত্র এবং দম্ভোদ্ভব নামক অসুরদিগকে যুদ্ধস্থলে বিনাশ কর, সেই ধৈর্য্যের দ্বারা আজ তুমি কর্ণকেও সংহার কর॥ ৪৪½

তুমি আমার প্রদত্ত নাভিদেশে (সীমান্তভাগে) ক্ষুরসংযুক্ত এই সুদর্শনচক্রের দ্বারা বলপূর্ব্বক শত্রুকে সেইভাবে বিনাশ কর, যেরূপ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা নিজের শত্রু নমুচির মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন॥ ৪৫½

বীর! তুমি নিজের যে উত্তম ধৈর্য্যের দ্বারা কিরাতরূপী মহাত্মা ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, সেই ধৈর্য্যকেই পুনরায় আশ্রয় করিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সূতপুত্র কর্ণকে বিনাশ কর॥ ৪৬½

পার্থ! তাহার পর সমুদ্র পরিবেষ্টিত নগর ও গ্রামে পূর্ণ এবং শত্রুদলহীন এই পৃথিবী রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদান কর এবং অনুপম যশ লাভ কর॥ ৪৭½

ভীমসেন ও শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবে প্রেরণাদান করিলে এবং বলিলে পর অত্যন্ত বলশালী মহাত্মা অর্জুন সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিতে মতি স্থির করিলেন। তিনি নিজের স্বরূপকে স্মরণ করত সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক যুদ্ধভূমিতে নিজের আগমনের প্রয়োজন জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন॥ ৪৮-৪৯

প্রাদুষ্করোম্যেষ মহাস্ত্রমুগ্রং
শিবায় লোকস্য বধায় সৌতেঃ ।
তন্মেঽনুজানাতু ভবান্ সুরাশ্চ
ব্রহ্মা ভবো বেদবিদশ্চ সর্বে ॥ ৫০
ইত্যুচ্য দেবং স তু সব্যসাচী
নমস্কৃত্বা ব্রহ্মণে সোঽমিতাত্মা ।
তদুত্তমং ব্রাহ্মমসহ্যমস্ত্রং
প্রাদুশ্চক্রে মনসা যদ্ বিধেয়ম্ ॥ ৫১
তদস্য হত্বা বিররাজ কর্ণো
মুক্ত্বা শরান্ মেঘ ইবাম্বুধারাঃ ।
সমীক্ষ্য কর্ণেন কিরীটিনস্তু
তথাঽঽজিমধ্যে নিহতং তদস্ত্রম্ ॥ ৫২
ততোঽমর্ষী বলবন্ ক্রোধদীপ্তো
ভীমোঽব্রবীদর্জুনং সত্যসন্ধম্ ।
ননু ত্বাহুর্বেদিতারং মহাস্ত্রং
ব্রাহ্মং বিধেয়ং পরমং জনাস্তৎ ॥ ৫৩
তস্মাদন্যদ্ যোজয় সব্যসাচি-
ন্নিতি স্মোক্তোঽযোজয়ৎ সব্যসাচী ।
ততো দিশঃ প্রদিশশ্চাপি সর্বাঃ
সমাবৃণোৎ সায়কৈর্ভূরিতেজাঃ ॥ ৫৪
গাণ্ডীবমুক্তৈর্ভুজগৈরিবোগ্রৈ-
র্দিবাকরাংশুপ্রতিমৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
সৃষ্টাস্তু বাণা ভরতর্ষভেণ
শতং শতানীব সুবর্ণপুঙ্খাঃ ॥ ৫৫
প্রাচ্ছাদয়ন্ কর্ণরথং ক্ষণেন
যুগান্তবহ্ন্যর্ককরপ্রকাশাঃ ।
ততশ্চ শূলানি পরশ্বধানি
চক্রাণি নারাচশতানি চৈব ॥ ৫৬
নিশ্চক্রুর্ঘোরতরাণি যোধা-
স্ততো হ্যহন্যন্ত সমন্ততোঽপি ।
ছিন্নং শিরঃ কস্যচিদাজিমধ্যে
পপাত যোধস্য পরস্য কায়াৎ ॥ ৫৭
ভয়েন সোঽপ্যাশু পপাত ভূমা-
বন্যঃ প্রণষ্টঃ পতিতং বিলোক্য ।
অন্যস্য সাসিনিপপাত কৃত্তো
যোধস্য বাহুঃ করিহস্ততুল্যঃ ॥ ৫৮

প্রভো! আমি জগতের কল্যাণ ও সূতপুত্র কর্ণকে বধ করিবার জন্য এখন এক প্রচণ্ড মহাস্ত্র আবিষ্কার করিতেছি। ইহার জন্য আপনি, ব্রহ্মা, শঙ্কর, সমস্ত দেবতা ও সকল ব্রহ্মজ্ঞগণ আমাকে আজ্ঞাপ্রদান করুন ॥ ৫০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া অমিতাত্মা সব্যসাচী অর্জুন ব্রহ্মাকে নমস্কার করত যাহাকে মনের দ্বারাই প্রয়োগ করা হয়, সেই অসহ্য ও উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন ॥ ৫১

কিন্তু যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া কর্ণ এই অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। রণাঙ্গনে কিরীটধারী অর্জুনের সেই অস্ত্রকেও কর্ণকর্তৃক নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বলবান্ ভীমসেন পুনরায় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫২½

সব্যসাচী অর্জুন! সকলেই জানে যে, তুমি অত্যুত্তম ও মনের দ্বারা প্রয়োগযোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাস্ত্র জান; অতএব তুমি অপর কোন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রয়োগ কর। তিনি এই কথা বলিলে পর সব্যসাচী অর্জুন অপর একটি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তাহার পর মহাতেজস্বী অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর এবং সূর্য্যকিরণসদৃশ তেজস্বী বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন এবং কোণসকলকেও আবৃত করিলেন ॥ ৫৩-৫৪½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রলয়কালীন সূর্য্য ও অগ্নির কিরণাবলির ন্যায় প্রকাশিত দশ হাজার বাণে ক্ষণকালের মধ্যেই কর্ণের রথকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৫½

সেই দিব্যাস্ত্রের দ্বারা শূল, পরশু, চক্র এবং শত শত নারাচাদি ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল আবির্ভূত হইতে লাগিল, যাহাদের দ্বারা সর্বদিকের যোদ্ধারাই বিনাশপ্রাপ্ত হইতে থাকিল ॥ ৫৬½

সেই যুদ্ধস্থলে শত্রুপক্ষীয় কোন যোদ্ধার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া অপর যোদ্ধারাও ভয়ে ধরাশায়ী হইল। তাহাকে পতিত দেখিয়া তৃতীয় যোদ্ধা সেখান হইতে পলাইয়া যাইল। অপর কোন যোদ্ধার হস্তীশুণ্ড-সদৃশ স্থূল (মোটা) দক্ষিণবাহু তরবারিসহ ছিন্ন হইয়া পতিত হইল ॥ ৫৭-৫৮

অশ্বস্ত সব্যঃ সহ বর্মণা চ

ক্ষুরপ্রকৃত্তঃ পতিতো ধরণ্যাম্।

এবং সমস্তানপি যোধমুখ্যান্

বিধ্বংসয়ামাস কিরীটমালী ॥ ৫৯

শরৈঃ শরীরান্তকরৈঃ সুঘোরৈ-

র্দৌর্য্যোধনং সৈন্যমশেষমেব।

বৈকর্ত্তনেনাপি তথাহহজিমধ্যে

সহস্রশো বাণগণা বিসৃষ্টাঃ ॥ ৬০

তে ঘোষিণঃ পাণ্ডবমভ্যুপেয়ুঃ

পর্জ্জন্যমুক্তা ইব বারিধারাঃ।

ততঃ স কৃষ্ণঞ্চ কিরীটিনঞ্চ

বৃকোদরং চাপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৬১

ত্রিভিস্ত্রিভির্ভীমবলো নিহত্য

ননাদ ঘোরং মহতা স্বরেণ।

স কর্ণবাণাভিহতঃ কিরীটী

ভীমং তথা প্রেক্ষ্য জনার্দনঞ্চ ॥ ৬২

অমৃষ্যমাণঃ পুনরেব পার্থঃ

শরান্ দশাষ্টৌ চ সমুদ্ববর্হ।

অপর যোদ্ধার বামবাহু ক্ষুরাস্ত্রে কবচসহ ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এইভাবে কিরীটধারী অর্জুন শত্রুপক্ষের সকল মুখ্য মুখ্য যোদ্ধাগণকে সংহার করিলেন ॥ ৫৯

তিনি শরীরবিনাশকর ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। এইরূপ সূর্য্যপুত্র কর্ণও সমরাঙ্গণে সহস্র সহস্র বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন ॥ ৬০

এই সকল বাণ মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার পর অপ্রতিম প্রভাবশালী ও ভয়ঙ্কর বলবান্ কর্ণ তিনটি তিনটি বাণে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনকে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬১½

কর্ণের বাণসমূহে আহত কিরীটধারী কুন্তীকুমার অর্জুন, ভীমসেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে কর্ণের বাণসকলে আহত হইতে দেখিয়া উহা সহ্য করিতে পারিলেন না; অতএব তিনি স্বীয় তূণ হইতে পুনরায় আঠারটি বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৬২½

এক বাণে কর্ণের ধ্বজ বিদ্ধ করত অর্জুন চার বাণে শল্যকে এবং তিন বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া দশটি বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক সুবর্ণময় কবচধারী সভাপতিনামক রাজকুমারকে বিনাশ

স কেতুমেকেন শরেণ বিদ্ধ্বা

শল্যং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব কর্ণম্ ॥ ৬৩

ততঃ স মুক্তৈর্দশভির্জঘান

সভাপতিং কাঞ্চনবর্মনদ্ধম্।

স রাজপুত্রো বিশিরা বিবাহু-

বিবাজি-সূতো বিধনুর্বিকেতুঃ ॥ ৬৪

হতো রথাগ্রাদপতৎ স রুগ্নঃ

পরশ্বধৈঃ শাল ইবাবকৃত্তঃ।

পুনশ্চ কর্ণং ত্রিভিরষ্টভিশ্চ

দ্বাভ্যাং চতুর্ভির্দশভিশ্চ বিদ্ধ্বা ॥ ৬৫

চতুঃশতান্ দ্বিরদান্ সায়ুধান্ বৈ

হত্বা রথানষ্টশতান্ জঘান।

সহস্রশোহশ্বাংশ্চ পুনঃ স সাদী-

নষ্টৌ সহস্রাণি চ পত্তিবীরান্ ॥ ৬৬

কর্ণং সসূতং সরথং সকেতু-

মদৃশ্যমঞ্জোগতিভিঃ প্রচক্রে।

অথাক্রোশন্ কুরবো বধ্যমানা

ধনঞ্জয়েনাধিরথিং সমন্তাৎ ॥ ৬৭

করিলেন ॥ ৬৩½

এই রাজকুমার মস্তক, বাহু, অশ্ব, সারথি, ধনু ও ধ্বজহীন হইয়া নিহত অবস্থায় রথের অগ্রভাগ হইতে পতিত হইলেন; ইহাতে মনে হইতেছিল—পরশুসকলের দ্বারা ছিন্ন কোন শালবৃক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে ॥ ৬৪½

ইহার পর অর্জুন পুনরায় তিন, আট, দুই, চার এবং দশটি বাণের দ্বারা কর্ণকে বারংবার আঘাত করত অস্ত্রধারী আরোহী সহ চারি শত হস্তীকে বিনাশ করিয়া আট শত রথকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৬৫½

তদনন্তর আরোহী যোদ্ধাসহ সহস্র সহস্র অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি বীর যোদ্ধাকে সংহার করত রথ, সারথি ও ধ্বজসহ কর্ণকেও শীঘ্রগামী বাণসমূহের দ্বারা অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ৬৬½

অর্জুনের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইতে থাকিয়া কৌরব-সৈন্যরা চারিদিকে কর্ণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন,—কর্ণ! শীঘ্র বাণ নিক্ষেপ কর এবং অর্জুনকে বিদ্ধ কর। এরূপ যেন না হয় যে, এই অর্জুনই পূর্ব্বে সমস্ত কৌরবসৈন্যদিগকে বধ করিয়া ফেলেন ॥ ৬৭½

মুক্তাভিবিদ্ধ্যার্জুনমাশু কর্ণ
বাণৈঃ পুরা হন্তি কুরূন্ সমগ্রান্।
স চোদিতঃ সর্বযত্নেন কর্ণো
মুমোচ বাণান্ সুবহূনভীক্ষ্ম্ ॥৬৮

তে পাণ্ডু-পাঞ্চালগণান্ নিজঘ্নু-
র্মর্মচ্ছিদঃ শোণিতপাংশুদিগ্ধাঃ।
তাবুত্তমৌ সর্বধনুর্ধরাণাং
মহাবলৌ সর্বসপত্নসাহৌ ॥ ৬৯

নিজঘ্নতুশ্চাহিতসৈন্যমুগ্র-
মন্যোন্যমপাস্ত্রবিদৌ মহাস্ত্রৈঃ।
অথোপসাতত্বরিতো দিদৃক্ষু-
র্মন্ত্রৌষধীভির্নিরুজো বিশল্যঃ ॥ ৭০

কৃতঃ সুহৃদ্ভির্ভিষজাং বরিষ্ঠৈ-
র্যুধিষ্ঠিরস্তত্র সুবর্ণবর্মা।
তথোপযাতং যুধি ধর্মরাজং
দৃষ্ট্বা মুদা সর্বভূতাঙ্গনন্দন ॥ ৭১

রাহোর্বিমুক্তং বিমলং সমগ্রং
চন্দ্রং যথৈবাভ্যুদিতং তথৈব।
দৃষ্ট্বা তু মুখ্যাবথ যুধ্যমানৌ
দিদৃক্ষবঃ শূরবরাবরিঘ্নৌ ॥ ৭২

কর্ণঞ্চ পার্থঞ্চ বিলোকয়ন্তঃ
খস্থা মহীস্থাশ্চ জনাবতস্থুঃ।
স কার্মুকজ্যাতলসন্নিপাতঃ
সুমুক্তবাণস্তুমুলো বভূব ॥ ৭৩

ততোঽস্তথাস্যোন্যমিষুপ্রবেকৈ-
র্ধনঞ্জয়স্যাধিরথেশ্চ তত্র।
ততো ধনুর্জ্যা সহসাতিকৃষ্টা
সুঘোষমচ্ছিদ্যত পাণ্ডবস্য ॥ ৭৪

তস্মিন্ ক্ষণে পাণ্ডবং সূতপুত্রঃ
সমাচিনোৎ ক্ষুদ্রকাণাং শতেন।
নির্মুক্তসর্পপ্রতিমৈরভীক্ষ্ণং
তৈলপ্রধৌতৈঃ খগপত্রবাজৈঃ ॥ ৭৫

ষষ্ট্যা বিভেদাশু চ বাসুদেব-
মনন্তরং ফাল্গুনমষ্টভিশ্চ।
পূষাত্মজো মর্মসু নির্বিভেদ
মরুৎসুতং চাযুতশঃ শরাগ্র্যৈঃ ॥ ৭৬

এইভাবে প্রেরণা লাভ করিয়া কর্ণ পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত বারংবার বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রক্ত ও ধূলিতে প্রলিপ্ত এই সব মর্মভেদী বাণ পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। ৬৮।

এই দুই বীর কর্ণ ও অর্জুন সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবল, সকল শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে সমর্থ এবং অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; অতএব ইঁহারা উভয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুসৈন্যদিগকে ও পরস্পরকে মহাস্ত্রসকলের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। ৬৯।

তাহার পর শিবিরে হিতৈষী বৈদ্যগণের (চিকিৎসকগণের) মধ্যে প্রধান বৈদ্যগণ মন্ত্র ও ওষধিসমূহে রাজা যুধিষ্ঠিরের শরীর হইতে বাণ নিঃসারণ করিয়া তাঁহাকে রোগহীন (সুস্থ) করিয়া দিলেন; অতএব এই যুধিষ্ঠিরও ত্বরাসহকারে স্বর্ণময় কবচধারণ করত সেখানে যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৭০।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধস্থলে আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণীই আনন্দের সহিত তাঁহাকে সেইভাবে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন, যেরূপ রাহুগ্রস্ত হইতে মুক্ত নির্মল ও সম্পূর্ণ চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিয়া সকল লোকেই অতিশয় প্রীত হইয়া থাকে। ৭১।

পরস্পর যুদ্ধরত সেই দুই শত্রুনাশক ও প্রধান বীর কর্ণ এবং অর্জুনকে দর্শন করত তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া আকাশ ও ভূতলস্থিত সকল দর্শকই নিজ নিজ স্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৭২।

সেই সময় সেখানে অর্জুন ও কর্ণ উত্তম বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতেছিলেন। ইঁহাদের ধনু, গুণ ও হস্ততলের ভয়ঙ্কর সজ্ঘর্ষ হইতেছিল এবং ইহা হইতে উত্তম উত্তম বাণসকল নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। ৭৩।

এই সময় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের ধনুর গুণ অধিক আকৃষ্ট হওয়ায় সহসা ছিন্ন হইয়া যাইল। এই অবকাশে সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে এক শত বাণ প্রহার করিলেন। ৭৪।

তৈলের দ্বারা বিশেষভাবে ধৌত, পক্ষিপক্ষযুক্ত খোলোসমুক্ত সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর ষাটটি বাণে বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেও অতিসত্বর বিদ্ধ করিলেন। ইহার পর পুনরায় অর্জুনকে আটটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৭৫।

তদনন্তর সূর্য্যপুত্র কর্ণ দশ হাজার উত্তম বাণসকলের দ্বারা

কৃষ্ণঞ্চ পার্থঞ্চ তথা ধ্বজঞ্চ
পার্থানুজান্ সোমকান্ পাতয়ংশ্চ।
প্রাচ্ছাদয়ংস্তে বিশিখৈঃ পৃষৎকৈ-
র্জীমূতসঙ্ঘা নভসীব সূর্য্যম্॥ ৭৭
আগচ্ছতস্তান্ বিশিখৈরনেকৈ-
র্ব্যষ্টম্ভয়ৎ সূতপুত্রঃ কৃতাস্ত্রঃ।
তৈরস্তমস্ত্রং বিনিহত্য সর্বং
জঘান তেষাং রথ-বাজি-নাগান্॥ ৭৮
তথা তু সৈন্যপ্রবরাংশ্চ রাজ-
ন্নভ্যর্দয়ন্মার্গণৈঃ সূতপুত্রঃ।
তে ভিন্নদেহা ব্যসবো নিপেতুঃ
কর্ণেষুভির্ভূমিতলে স্বনন্তঃ॥ ৭৯
সিংহেন ক্রুদ্ধেন যথা শ্বযূথ্যা
মহাবলা ভীমবলেন তদ্বৎ।
পুনশ্চ পাঞ্চালবরাস্তথান্যে
তদন্তরে কর্ণ-ধনঞ্জয়াভ্যাম্॥৮০

প্রস্কন্দস্তো বলিনা সাধুমুক্তৈঃ
কর্ণেন বাণৈর্নিহতাঃ প্রসহ্য।
জয়ং মত্বা বিপুলং বৈ ত্বদীয়া-
স্তলান্ নিজঘ্নুঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদুঃ॥৮১
সর্বে হ্যমন্যন্ত বশে কৃতৌ তৌ
কর্ণেন কৃষ্ণাবিতি তে বিমর্দে।
ততো ধনুর্জ্যামবনাম্য শীঘ্রং
শরানস্তানাধিরথের্বিধম্য॥ ৮২
সুসংরব্ধঃ কর্ণশরক্ষতাঙ্গো
রণে পার্থঃ কৌরবান্ প্রত্যগৃহ্ণাৎ।
জ্যাং চানুমৃজ্যাভ্যহনৎ তলত্রে
বাণান্ধকারং সহসা চ চক্রে॥ ৮৩
কর্ণঞ্চ শল্যঞ্চ কুরূংশ্চ সর্বান্
বাণৈরবিধ্যৎ প্রসভং কিরীটী।
ন পক্ষিণো বভ্রমুরন্তরিক্ষে
তদা মহাস্ত্রেণ কৃতেঽন্ধকারে॥৮৪

বায়ুনন্দন ভীমসেনের মর্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও তাঁহার রথধ্বজ, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দ ও সোমকগণকেও তিনি ভূপাতিত করিতে প্রবৃত্ত করিলেন॥৭৬½

তখন যেরূপ মেঘমণ্ডল আকাশে সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ সোমকগণ স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সূতপুত্র কর্ণ অস্ত্রবিদ্যায় অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি বহু বাণসমূহের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী সোমকগণকে যেখানে সেখানে রুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৭৭½

রাজন্! ইঁহাদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্রসকলকে নাশ করত সূতপুত্র কর্ণ বহুসংখ্যক রথ, অশ্ব ও হস্তীদিগকেও সংহার করিলেন এবং স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা শত্রুদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ৭৮½

ইঁহাদের সকলেরই শরীর কর্ণের বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং ইঁহারা আর্তনাদ করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ধরাশায়ী হইতে থাকিলেন। যেরূপ ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর বলশালী সিংহ মহাবল কুকুরের দলকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ণও সোমকগণকে ভূপাতিত করিতে লাগিলেন॥৭৯½

পাঞ্চালগণের প্রধান প্রধান সৈন্যরা ও অপর যোদ্ধারা পুনরায় কর্ণ এবং অর্জুনের মধ্যভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু বলবান্ কর্ণ উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সহসা বিনাশ করিলেন॥ ৮০½

তখন আপনার সৈন্যরা কর্ণের বিপুল জয় মনে করিয়া হাত-তালি দিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন মনে করিতে থাকিলেন যে, এই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছেন॥ ৮১½

তাহার পর কর্ণের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষতদেহ কুন্তীনন্দন অর্জুন রণাঙ্গনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া অতিসত্বর ধনুর গুণ নত করিয়া উহা আরোপণ করিলেন এবং কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসকল ছিন্ন-ভিন্ন করত কৌরবদিগকে প্রতিরোধ করিলেন॥ ৮২½

তাহার পর কিরীটধারী অর্জুন ধনুর গুণ মার্জনা করিয়া কর্ণের তলত্রাণের (দস্তানার) উপর আঘাত করিলেন এবং সহসা বাণজাল বিস্তার করিয়া সেখানে অন্ধকারের সৃষ্টি করিলেন। তারপর অর্জুন কর্ণ, শল্য ও সমস্ত কৌরবদিগকে নিজের বাণ-সমূহের দ্বারা বলপূর্বক বিদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৮৩½

অর্জুনের মহাস্ত্রসকলের দ্বারা আকাশে ঘোর অন্ধকার বিস্তৃত হইয়া পড়িলে সেই সময় সেখানে পক্ষীরাও উড়িতে পারিল না। তখন অন্তরিক্ষে অবস্থিত প্রাণিগণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তৎকালে সেখানে সুগন্ধিত বায়ু বহিতে লাগিল॥ ৮৪½

বায়ুর্বিয়দ্বৈহেরীরিতো ভূতসঙ্ঘৈ-
রুবাহ দিব্যঃ সুরভিস্তদানীম্।
শল্যঞ্চ পার্থো দশভিঃ পৃষৎকৈ-
র্ভৃশং তনুত্রে প্রহসন্নবিধ্যৎ ॥ ৮৫
ততঃ কর্ণং দ্বাদশভিঃ সুমুক্তৈ-
র্বিদ্ধ্বা পুনঃ সপ্তভিরভ্যবিধ্যৎ।
স পার্থবাণাসনবেগমুক্তৈ-
র্দৃঢ়াহতঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥ ৮৬
বিভিন্নগাত্রঃ ক্ষতজোক্ষিতাঙ্গঃ
কর্ণো বভৌ রুদ্র ইবাততেষুঃ।
প্রক্রীড়মানোঽথ শ্মশানমধ্যে
রৌদ্রে মুহূর্তে রুধিরার্দ্রগাত্রঃ ॥ ৮৭
ততস্ত্রিভিস্তং ত্রিদশাধিপোপমং
শরৈর্বিভেদাধিরথির্ধনঞ্জয়ম্।
শরাংশ্চ পঞ্চ জ্বলিতানিবোরগান্
প্রবেশয়ামাস জিঘাংসয়াচ্যুতম্ ॥ ৮৮
তে বর্ম ভিত্ত্বা পুরুষোত্তমস্য
সুবর্ণচিত্রা ন্যপতন্ সুমুক্তাঃ।
বেগেন গামাবিবিশুঃ সুবেগাঃ
স্নাত্বা চ কর্ণাভিমুখাঃ প্রতীয়ুঃ ॥ ৮৯
তান্ পঞ্চ ভল্লৈর্দশভিঃ সুমুক্তৈ-
স্ত্রিধা ত্রিধৈকৈকমথোচ্চকর্ত।
ধনঞ্জয়াস্ত্রৈর্ন্যপতন্ পৃথিব্যাং
মহাহয়স্তক্ষকপুত্রপক্ষাঃ ॥ ৯০
ততঃ প্রজজ্বাল কিরীটমালী
ক্রোধেন কক্ষং প্রদহন্নিবাগ্নিঃ।
তথা বিদুন্নাঙ্গমবেক্ষ্য কৃষ্ণং
সর্বেষুভিঃ কর্ণভুজপ্রসৃষ্টৈঃ ॥ ৯১
স কর্ণমাকর্ণবিকৃষ্টসৃষ্টৈঃ
শরৈঃ শরীরান্তকরৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
মর্মস্ববিধ্যৎ স চচাল দুঃখাদ্
দৈবাদবাতিষ্ঠত ধৈর্যবুদ্ধিঃ ॥ ৯২
ততঃ শরৌঘৈঃ প্রদিশো দিশশ্চ
রবেঃ প্রভা কর্ণরথশ্চ রাজন্।
অদৃশ্যমাসীৎ কুপিতে ধনঞ্জয়ে
তুষারনীহারবৃতং যথা নভঃ ॥ ৯৩

এই সময় কুন্তীকুমার অর্জুন হাস্য করিতে করিতে দশটি বাণে শল্যকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন। তারপর উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বারটি বাণে কর্ণকে আঘাত করত পুনরায় তাঁহাকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥৮৫॥

অর্জুনের ধনু হইতে সবেগে নিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কর্ণের সমস্ত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া যাইল। তিনি রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন এবং সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে শ্মশানের মধ্যে ক্রীড়ারত, বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং রক্তে আর্দ্রদেহ রুদ্রদেবের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥৮৬-৮৭

তদনন্তর অধিরথপুত্র কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী অর্জুনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার দেহে প্রজ্বলিত সর্পগণের ন্যায় পাঁচটি বাণ প্রবেশ করাইয়া দিলেন ॥ ৮৮

উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত এই সব সুবর্ণমণ্ডিত বেগশালী বাণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের কবচ বিদীর্ণ করিয়া তীব্রবেগে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল এবং পাতাল-গঙ্গায় স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণের দিকে গমন করিতে লাগিল ॥ ৮৯

ইহারা বাণ ছিল না, তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের পক্ষপাতী পাঁচটি বিশাল সর্প ছিল। অর্জুন অতিশয় সাবধানতার সহিত নিক্ষিপ্ত দশটি ভল্লের দ্বারা উহাদের প্রত্যেককেই তিন তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিলেন। অর্জুনের বাণসকলে নিহত হইয়া তাহারা ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৯০

কর্ণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত এই সব বাণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইতে দেখিয়া কিরীটধারী অর্জুন শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণাদি রাশিকে দগ্ধকারী অগ্নির ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৯১

তিনি কর্ণ পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত শরীরনাশক প্রজ্বলিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের মর্মস্থানসকলে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। কর্ণ দুঃখে তখন বিচলিত হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু কোনরূপে মনোমধ্যে ধৈর্যধারণ করত দৈবযোগে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৯২

রাজন্! তাহার পর ক্রুদ্ধ অর্জুন বাণসমূহের এরূপ জাল বিস্তার করিলেন যে, তাহার দ্বারা দিক্ ও বিদিক্সকল, সূর্যের

স চক্ররক্ষানথ পাদরক্ষান্
পুরঃসরান্ পৃষ্ঠগোপাংশ্চ সর্বান্।
দুর্য্যোধনেনানুমতানরিঘ্নঃ
সমুদ্যতান্ সরথান্ সারভূতান্ ॥ ২৪

দ্বিসাহস্রান্ সমরে সব্যসাচী
কুরুপ্রবীরানৃষভঃকুরূণাম্।
ক্ষণেন সর্বান্ সরথাশ্ব-সূতান্
নিনায় রাজন্ ক্ষয়মেকবীরঃ ॥ ২৫

ততোঽপলায়ন্ত বিহায় কর্ণং
তবাত্মজাঃ কুরবো যেঽবশিষ্টাঃ।
হতানপাকীর্য্য শরক্ষতাংশ্চ
লালপ্যমানাংস্তনয়ান্ পিতৃংশ্চ ॥২৬

(সর্বে প্রণেশুঃ কুরবো বিভিন্নাঃ
পার্থেষুভিঃ সম্পরিকম্পমানাঃ।
সুযোধনেনাথ পুনর্বরিষ্ঠাঃ
প্রচোদিতাঃ কর্ণরথানুযানে ॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

ভো ক্ষত্রিয়াঃ শূরতমাস্তু সর্বে
ক্ষাত্রে চ ধর্মে নিরতাঃ স্থ যূয়ম্।
ন যুক্তরূপং ভবতাং সমীপাৎ
পলায়নং কর্ণমিহ প্রহায় ॥

সঞ্জয় উবাচ।

তবাত্মজেনাপি তথোচ্যমানাঃ
পার্থেষুভিঃ সম্পরিতপ্যমানাঃ।
নৈবাবতিষ্ঠন্ত ভয়াদ্ বিবর্ণাঃ
ক্ষণেন নষ্টাঃ প্রদিশো দিশশ্চ ॥)

স সর্বতঃ প্রেক্ষ্য দিশো বিশূন্যা
ভয়াবদীর্ণৈঃ কুরুভিবিহীনঃ।
ন বিব্যথে ভারত তত্র কর্ণঃ
প্রহৃষ্ট এবার্জুনমভ্যধাবৎ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণার্জুনদ্বৈরথে একোনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

প্রভা এবং কর্ণের রথ সব কিছুই কুয়াশায় আবৃত আকাশের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইল ॥ ২৩

হে রাজন্! কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অদ্বিতীয় বীর শত্রুনাশক সব্যসাচী অর্জুন কর্ণের চক্ররক্ষক, পাদরক্ষক, অগ্রগামী এবং পৃষ্ঠরক্ষক সমস্ত কৌরবপক্ষের সারভূত প্রধান বীরগণ, যাঁহারা দুর্য্যোধনের অনুমতি অনুসারে গমন করিতেছিলেন, যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা উদ্যত ছিলেন এবং যাঁহাদের সংখ্যা দুই হাজার ছিল, একক্ষণের মধ্যেই রথ, অশ্ব ও সারথিসকলের সহিত তাঁহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৪-২৫

তদনন্তর যাঁহারা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা, আপনার পুত্রগণ ও কৌরবসৈন্যবৃন্দ কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া নিহত এবং বাণসমূহে আহত হইয়া বন্ধু-বান্ধবগণকে আহ্বানকারী নিজেদের পুত্র ও পিতৃগণকেও উপেক্ষাপূর্ব্বক সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ২৬

(অর্জুনের বাণসমূহে সন্তপ্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা যখন সেখান হইতে পলাইয়া যাইল, তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীরগণকে পুনরায় কর্ণের রথের পশ্চাতে যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা সকলে শৌর্য্যশালী বীর এবং সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত আছ। সেখানে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করা তোমাদের উচিত হইবে না।

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পরও সেই সব যোদ্ধারা সেখানে অবস্থান করিতে পারিলেন না। অর্জুনের বাণসমূহে তাঁহারা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভয়ে তাঁহাদের দেহকান্তি শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা ক্ষণকালের মধ্যেই দিক্ ও বিদিক্ সকলে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন।)

ভারত! ভয়ে পলায়নপর কৌরব-যোদ্ধাগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া সমস্ত দিক্‌সকলকে শূন্য অবলোকন করিয়াও কর্ণ নিজ মনে অল্পও ব্যথিত হইলেন না। তিনি পূর্ণ হর্ষ ও উৎসাহের সহিতই অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধবিষয়ক একোনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণার্জুনয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্, ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সর্পমুখবাণতো ধনঞ্জয়স্য রক্ষা, কর্ণরথচক্রেষু ভূতলে প্রবিষ্টেষু অর্জুনং প্রতি কর্ণস্য 'সায়কান্ মা বিমুঞ্চ' ইত্যনুরোধশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রয়াতাঃ শরপাতমাত্র-
মবস্থিতাঃ কুরবো ভিন্নসেনাঃ।
বিদ্যুৎপ্রকাশং দদৃশুঃ সমন্তাদ্
ধনঞ্জয়াস্ত্রং সমুদীর্য্যমাণম্ ॥ ১

তদর্জুনাস্ত্রং গ্রসতি স্ম কর্ণো
বিয়দগতং ঘোরতরৈঃ শরৈস্তৎ।
ক্রুদ্ধেন পার্থেন ভৃশাভিসৃষ্টং
বধায় কর্ণস্য মহাবিমর্দে ॥ ২

উদীর্য্যমাণং স্ম কুরূন্ দহন্তং
সুবর্ণপুঙ্খৈর্বিশিখৈর্মমর্দ।
কর্ণস্ত্বমোঘেষ্বসনং দৃঢ়জ্যং
বিস্ফারয়িত্বা বিসৃজন্ শরৌঘান্ ॥ ৩

রামাদুপাত্তেন মহামহিম্না
হ্যাথর্বণেনারিবিনাশনেন।
তদর্জুনাস্ত্রং ব্যধমদ্ দহন্তং
কর্ণস্তু বাণৈর্নিশিতৈর্মহাত্মা ॥ ৪

ততো বিমর্দঃ সুমহান্ বভূব
তত্রার্জুনস্যাধিরথেশ্চ রাজন্।
অন্যোন্যমাসাদয়তোঃ পৃষৎকৈ-
র্বিষাণঘাতৈর্দ্বিপয়োরিবোগ্রৈঃ ॥ ৫

তত্রাস্ত্রসঙ্ঘাতসমাবৃতং তদা
বভূব রাজংস্তুমুলং স্ম সর্বতঃ।
তৎ কর্ণ-পার্থৌ শরৈ-
র্নিরন্তরং চক্রতুরম্বরং তদা ॥ ৬

ততো জালং বাণময়ং মহান্তং
সর্বেঽদ্রাক্ষুঃ কুরবঃ সোমকাশ্চ।
নান্যচ্চ ভূতং দদৃশুস্তদা তে
বাণান্ধকারে তুমুলেঽথ কিঞ্চিৎ ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[কর্ণ ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অর্জুনকে কর্ণের সর্পমুখ বাণ হইতে রক্ষা এবং কর্ণের রথচক্রসকল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হওয়ায় অর্জুনকে বাণনিক্ষেপ না করিতে কর্ণের অনুরোধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর যাঁহাদের সৈন্যরা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছেন, সেই সব কৌরবগণ পলায়ন করত ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণপতনের স্থান পর্যান্ত দূরে সরিয়া যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে থাকিয়া তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন যে, অর্জুনের তীব্র বেগে বর্দ্ধিত অস্ত্রসকল চারিদিকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ১

সেই মহাসমরে অর্জুন কুপিত হইয়া কর্ণকে বধ করিবার জন্য যে যে অস্ত্রসকল সবেগে প্রয়োগ করিতেছিলেন, তাহাদিগকে আকাশেই কর্ণ নিজের ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা ছিন্ন করিতে লাগিলেন। ২

কর্ণের ধনু অমোঘ ছিল। এই ধনুর গুণও অতিশয় দৃঢ় ছিল। তিনি স্বীয় ধনু আকর্ষণ করিয়া তাহার দ্বারা বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৌরব-সৈন্যদগ্ধকারী অর্জুনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রকে কর্ণ সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বাণসকলের দ্বারা ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। ৩

মহাত্মা বীর কর্ণ পরশুরামের নিকট হইতে প্রাপ্ত মহা-প্রভাবশালী শত্রুনাশক আথর্বণ অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা অর্জুনের কৌরব-সৈন্যদগ্ধকারী সেই অস্ত্রকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৪

রাজন্! যেরূপ দুইটি হাতী নিজ নিজ ভয়ঙ্কর দন্তসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ অর্জুন ও কর্ণ পরস্পরের উপর বাণসকলের প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় এই উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৫

হে রাজন্! সেই সময় সেখানে অস্ত্রসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া সমগ্র প্রদেশ সর্ব্বতোভাবে তুমুলাকার ধারণ করিল। কর্ণ ও অর্জুন নিজ নিজ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। ৬

তদনন্তর সমগ্র কৌরব ও সোমকগণ দেখিলেন যে, সেখানে বাণসমূহের বিশাল জাল বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বাণজনিত সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সেই সময় অপর কোন প্রাণীকেই তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। ৭

(ততস্তু তৌ বৈ পুরুষপ্রবীরৌ
রাজন্ বরৌ সর্বধনুর্ধরাণাম্।
ত্যক্ত্বাত্মদেহৌ সমরেঽতিঘোরে
প্রাপ্তশ্রমৌ শত্রুদুরাসদৌ হি॥
দৃষ্ট্বা তু তৌ সংযতি সম্প্রযুক্তৌ
পরস্পরং ছিদ্রনিবিষ্টদৃষ্টী।
দেবর্ষি-গন্ধর্বগণাঃ সযক্ষাঃ
সন্তুষ্টুবুস্তৌ পিতরশ্চ হৃষ্টাঃ॥)
তৌ সন্দধানাবনিশঞ্চ রাজন্
সমস্ততস্তৌ চাপি শরাননেকান্।
সন্দর্শয়েতাং যুধি মার্গান্ বিচিত্রান্
ধনুর্ধরৌ তৌ বিবিধৈঃ কৃতাস্ত্রৈঃ॥ ৮
তয়োরেবং যুধ্যতোরাজিমধ্যে
সুতাত্মজোঽভূদধিকঃ কদাচিৎ।
পার্থঃ কদাচিৎ ত্বধিকঃ কিরীটী
বীর্যাস্ত্রমায়া-বল-পৌরুষেণ॥ ৯
দৃষ্ট্বা তয়োস্তং যুধি সম্প্রহারং
পরস্পরস্যান্তরমীক্ষমাণয়োঃ।
ঘোরং তয়োর্দুর্বিষহং রণেঽন্যৈ-
র্যোধাঃ সর্বে বিস্ময়মভ্যগচ্ছন্॥ ১০
ততো ভূতান্যন্তরিক্ষস্থিতানি
তৌ কর্ণ-পার্থৌ প্রশশংসুর্নরেন্দ্র।
ভোঃ কর্ণ সাধ্বর্জুন সাধু চেতি
বিয়ৎসু বাণী শ্রূয়তে সর্বতোঽপি॥ ১১
তস্মিন্ বিমর্দে রথ-বাজি-নাগৈ-
স্তদাভিঘাতৈর্দলিতে হি ভূতলে।
ততস্তু পাতালতলে শয়ানো
নাগোঽশ্বসেনঃ কৃতবৈরোঽর্জুনেন॥ ১২
রাজংস্তদা খাণ্ডবদাহমুক্তো
বিবেশ কোপাদ্ বসুধাতলে যঃ।
অথোৎপপাতোর্ধ্বগতির্জবেন
সন্দৃশ্য কর্ণার্জুনয়োর্বিমর্দম্॥ ১৩
অয়ং হি কালোঽস্য দুরাত্মনো বৈ
পার্থস্য বৈরপ্রতিযাতনায়।
সঞ্চিন্ত্য তূর্ণং প্রবিবেশ চৈব
কর্ণস্য রাজন্ শররূপধারী॥ ১৪

রাজন্! সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই বীর ভয়ঙ্কর সংগ্রামে নিজ নিজ দেহের মায়া পরিহার করত অতিশয় পরিশ্রম করিতেছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় ছিলেন। যুদ্ধে নিরত থাকিয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণকারী এই বীর কর্ণ ও অর্জুনকে দেখিয়া দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ ও পিতৃগণ সকলে হর্ষের সহিত ইঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজন্! নিরন্তর অনেকানেক বাণসকল সন্ধান ও প্রহার করিতে করিতে এই দুই ধনুর্দ্ধর বীর উৎপন্ন বিবিধ অস্ত্রসকলের দ্বারা যুদ্ধে অদ্ভুত রণমার্গসমূহ দেখাইতে লাগিলেন। ৮

এইভাবে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার সময় এই দুই বীরের মধ্যে পরাক্রম, অস্ত্রসঞ্চালন, মায়াবল এবং পুরুষার্থের দৃষ্টিতে কখনও সূতপুত্র কর্ণ বর্দ্ধিত হন এবং কখনও কিরীটধারী অর্জুন বর্দ্ধিত হন। ৯

যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণকারী এই দুই বীরের অপরের পক্ষে দুঃসহ সেই ভয়ঙ্কর আঘাত-প্রত্যাঘাত দেখিয়া রণাঙ্গনে অবস্থিত সমস্ত যোদ্ধারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। ১০

হে নরেন্দ্র! সেই সময় আকাশে অবস্থিত প্রাণিগণ কর্ণ ও অর্জুন উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 'সাধু কর্ণ! সাধু অর্জুন!' এই কথাই অন্তরিক্ষে সর্ব্বদিকে শুনা যাইতে লাগিল। ১১

রাজন্! সেই সময় তুমুল যুদ্ধে যখন রথ, অশ্ব এবং হস্তিগণের দ্বারা সমস্ত রণভূমি বিধ্বস্ত হইতেছিল, সেই সময় পাতালনিবাসী, অর্জুনের সহিত শত্রুতাবদ্ধ, খাণ্ডব-বনদাহের সময় জীবিত অবস্থায় ক্রোধের সহিত পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট অশ্বসেন নামক নাগ কর্ণ এবং অর্জুনের সেই সংগ্রাম দেখিয়া তীব্রবেগে উপরের দিকে উত্থিত হইলেন ও সেই যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার উপরের দিকে উড়িবারও ক্ষমতা ছিল। ১২-১৩

হে রাজন্! তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দুরাত্মা অর্জুনের শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি বাণরূপে কর্ণের তূণীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৪

ততোঽস্ত্রসঙ্ঘাতসমাকুলং তদা
বভূব জন্যং বিততাংশুজালম্।
তৎ কর্ণ-পার্থৌ শরসঙ্ঘবৃষ্টিভি-
র্নিরন্তরং চক্রতুরম্বরং তদা ॥ ১৫

তদ্ বাণজালৈকময়ং মহান্তং
সর্বেঽত্রসন্ কুরবঃ সোমকাশ্চ।
নান্যৎ কিঞ্চিদ্ দদৃশুঃ সম্পতদ্ বৈ
বাণান্ধকারে তুমুলেঽতিমাত্রম্ ॥ ১৬

ততস্তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সর্বলোকধনুর্ধরৌ।
ত্যক্তপ্রাণৌ রণে বীরৌ যুদ্ধশ্রমমুপাগতৌ।
সমুৎক্ষেপৈর্বীজ্যমানৌ সিক্তৌ চন্দনবারিণা ॥ ১৭

সবালব্যজনৈর্দিব্যৈর্দিবিস্থৈরপ্সরোগণৈঃ।
শক্র-সূর্য্যকরাজাভ্যাং প্রমার্জিতমুখাবুভৌ ॥ ১৮

কর্ণোঽথ পার্থং ন বিশেষয়দ্ যদা
ভৃশঞ্চ পার্থেন শরাভিতপ্তঃ।
ততস্তু বীরঃ শরবিক্ষতাঙ্গো
দধ্রে মনো হ্যেকশয়স্য তস্য ॥ ১৯

ততো রিপুঘ্নং সমধত্ত কর্ণঃ
সুসংশিতং সর্পমুখং জ্বলন্তম্।
রৌদ্রং শরং সন্নতমুগ্রধৌতং
পার্থার্থমত্যর্থচিরাভিগুপ্তম্ ॥ ২০

সদার্চিতং চন্দনচূর্ণশায়িতং
সুবর্ণতূণীরশয়ং মহার্চিষম্।
আকর্ণপূর্ণঞ্চ বিকৃষ্য কর্ণঃ
পার্থোন্মুখঃ সন্দধে চোত্তমৌজাঃ ॥ ২১

প্রদীপ্তমৈরাবতবংশসম্ভবং
শিরো জিহীর্ষুর্যুধি সব্যসাচিনঃ।
ততঃ প্রজজ্বাল দিশো নভশ্চ
উল্কাশ্চ ঘোরাঃ শতশঃ প্রপেতুঃ ॥ ২২

তস্মিংস্তু নাগে ধনুষি প্রযুক্তে
হাহাকৃতা লোকপালাঃ সশক্রাঃ।
ন চাপি তং বুবুধে সূতপুত্রো
বাণে প্রবিষ্টং যোগবলেন নাগম্ ॥ ২৩

তদনন্তর অস্ত্রসকলের প্রহারে পরিপূর্ণ সেই রণস্থল এরূপ প্রতীত হইতে লাগিল যে, যেন সেখানে কিরণের জাল পাতিত হইয়াছে। কর্ণ ও অর্জুন নিজের বাণসমূহের বর্ষণে আকাশে অল্পমাত্র স্থানও শূন্য রাখিলেন না ॥ ১৫

সেখানে বাণসমূহের এক মহাজাল নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া কৌরব ও সোমকগণ সকলেই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সেই অত্যন্ত ঘোরতর বাণান্ধকারে তাঁহারা অপর কোন কিছুই পতিত হইতে দেখিলেন না ॥ ১৬

তদনন্তর সম্পূর্ণ বিশ্বের বিখ্যাত ধনুর্দ্ধর বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুন প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া করত যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় আকাশে অবস্থিত অপ্সরাগণ দিব্য চামর ব্যজন করিতে করিতে এই দুই বীরকে চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তারপর ইন্দ্র ও সূর্য্যদেব নিজ নিজ করকমলে ইঁহাদের মুখ মার্জিত করিয়া দিলেন ॥১৭-১৮

যখন কোনরূপেই কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন অপেক্ষা অধিক পরাক্রম দেখাইতে পারিলেন না এবং অর্জুন নিজের বাণসমূহের প্রহারে তাঁহাকে সন্তপ্ত করিলেন, তখন বাণসমূহের আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাওয়ায় বীর কর্ণ সেই সময় সর্পমুখ বাণ প্রহার করিবার বিষয় চিন্তা করিলেন ॥ ১৯

উত্তম বলশালী কর্ণ অর্জুনকে বিনাশ করিবার জন্যই যাহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সুরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, স্বর্ণের তূণীরে চন্দন চূর্ণের মধ্যে যাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং সর্ব্বদা কর্ণ যাহাকে পূজা করিয়া আসিতেছেন, সেই শত্রুনাশক, আনতপর্ব্বযুক্ত, স্বচ্ছ, মহাতেজস্বী, সুসংশিত, প্রজ্বলিত এবং ভয়ানক সর্পমুখনামক বাণকে ধনুর উপর রাখিয়া কর্ণপর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণ উহাকে অর্জুনের দিকে সন্ধান করিলেন ॥২০-২১

কর্ণ যুদ্ধে সব্যসাচী অর্জুনের মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইতেই সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডলের সহিত আকাশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভয়ঙ্কর উল্কাপাত হইতে লাগিল ॥ ২২

ধনুর উপরে এই নাগাস্ত্র-প্রযুক্ত হইতেই ইন্দ্রসহ সমস্ত লোকপালগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সূতপুত্র কর্ণেরও ইহা জানা ছিল না যে, আমার এই বাণের মধ্যে যোগবলে নাগ প্রবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ২৩

দশশততনয়নোঽপি দৃষ্ট্বা বাণে প্রবিষ্টং
নিহত ইতি সুতো মে স্রস্তগাত্রো বভূব।
জলজকুসুমযোনিঃ শ্রেষ্ঠভাবো জিতাত্মা।
ত্রিদশপতিমবোচদ্মা ব্যথিষ্ঠা জয়ে শ্রীঃ ॥ ২৪

ততোঽব্রবীন্মদ্ররাজো মহাত্মা
দৃষ্ট্বা কর্ণং প্রহিতেষুং তমুগ্রম্।
ন কর্ণ গ্রীবামিষুরেষ লপ্স্যতে
সমীক্ষ্য সন্ধৎস্ব শরং শিরোগ্রম্ ॥ ২৫

অথাব্রবীৎ ক্রোধসংরক্তনেত্রো
মদ্রাধিপং সূতপুত্রস্তরস্বী।
ন সন্ধত্তে দ্বিঃ শরং শল্য কর্ণো
ন মাদৃশা জিহ্মযুদ্ধা ভবন্তি ॥ ২৬

ইতীদমুক্ত্বা বিসসর্জ্জ তং শরং
প্রযত্নতো বর্ষগণাভিপূজিতম্।
হতোঽসি বৈ ফাল্গুন ইত্যধিক্ষিপ-
ন্নুবাচ চোচ্চৈর্গিরমূর্জিতাং বৃষঃ ॥ ২৭

স সায়কঃ কর্ণভুজপ্রসৃষ্টো
হুতাশনার্কপ্রতিমঃ সুঘোরঃ।
গুণচ্যুতঃ কর্ণধনুঃপ্রমুক্তো
বিয়দগতঃ প্রাজ্বলদন্তরিক্ষে ॥ ২৮

তং প্রেক্ষ্য দীপ্তং যুধি মাধবস্তু
ত্বরান্বিতং সত্বরয়ৈব লীলয়া।
পদা বিনিষ্পিষ্য রথোত্তমং স
প্রাবেশয়ৎ পৃথিবীং কিঞ্চিদেব ॥ ২৯

ক্ষিতিং গতা জানুভিস্তেঽথ বাহা
হেমচ্ছন্নাশ্চন্দ্রমরীচিবর্ণাঃ।
ততোঽন্তরিক্ষে সুমহান্ নিনাদঃ
সম্পূজনার্থং মধুসূদনস্য ॥ ৩০

দিব্যাশ্চ বাচঃ সহসা বভূবু-
র্দিব্যানি পুষ্পাণ্যথ সিংহনাদাঃ।
তস্মিংস্তথা বৈ ধরণীং নিমগ্নে
রথে প্রযত্নান্মধুসূদনস্য ॥ ৩১

ততঃ শরঃ সোঽভ্যহনৎ কিরীটং
তস্যেন্দ্রদত্তং সুদৃঢ়ঞ্চ ধীমতঃ।
অথার্জুনস্যোত্তমগাত্রভূষণং
ধরাবিয়দ্দ্যোসলিলেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৩২

সহস্রলোচন ইন্দ্র সেই বাণের মধ্যে সর্পকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে দেখিয়া এই চিন্তা করত শিথিল হইয়া যাইলেন যে, এখন আমার এই পুত্র বিনষ্ট হইবে। তখন মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ শ্রেষ্ঠস্বভাব কমলযোনি ব্রহ্মা সেই দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবেশ্বর! দুঃখিত হইও না। জয়শ্রী অর্জুনকেই প্রাপ্ত হইবে। ২৪

সেই সময় মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে সেই ভয়ঙ্কর বাণ প্রহার করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—কর্ণ! তোমার এই বাণ শত্রুর কণ্ঠে লাগিবে না; অতএব বিচার বিবেচনা করিয়া এই বাণ সন্ধান কর, যাহাতে এই বাণ অর্জুনের মস্তক ছেদন করিতে পারে। ২৫

ইহা শুনিয়া বেগশালী সূতপুত্র কর্ণের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মদ্ররাজ শল্যকে বলিলেন,—কর্ণ দুইবার বাণ সন্ধান করে না। আমার স্থায় বীরগণ কপটতার সহিত যুদ্ধ করেন না। ২৬

এই কথা বলিয়া কর্ণ যাহাকে বহুবর্ষ ধরিয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই বাণকে যত্নসহকারে শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করিলেন এবং আক্ষেপ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন;—অর্জুন! এখন তুমি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ২৭

অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বাণ কর্ণের বাহুদ্বয় দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার ধনু ও গুণ হইতে ধাবিত হইয়া আকাশে গমনপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইল। ২৮

সেই প্রজ্বলিত বাণকে তীব্রবেগে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই নিজের উত্তম রথকে পদের দ্বারা বিশেষভাবে চাপ দিয়া রথচক্রসকলের কিয়দংশ পৃথিবীর মধ্যে অতিসত্বর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ২৯

ইহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণময় আভরণে বিভূষিত চন্দ্রের কিরণাবলিতুল্য শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট তাঁহার অশ্বগণও ভূতলে জানুদ্বারা স্পর্শ করিয়া নত হইয়া যাইল। সেই আকাশে চারিদিকে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। ভগবান্ মধুসূদনের স্তুতি-প্রশংসার জন্য দিব্য গীত বাক্যসমূহ শুনা যাইতে লাগিল। শ্রীমধুসূদনের প্রযত্নে সেই রথকে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার উপর দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে থাকিল এবং দিব্য সিংহনাদও উত্থিত হইতে লাগিল। ৩০-৩১

বুদ্ধিমান্ অর্জুনের মস্তকভূষিতকারী সেই কিরীট ভূতল, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ ও বরুণলোকেও বিখ্যাত ছিল। এই মুকুট

ব্যালাস্ত্রসর্গোত্তমযত্নমন্যুভিঃ
শরেণ মূর্দ্ধ্নঃ প্রজহার সূতজঃ।
দিবাকরেন্দুজ্বলনপ্রভত্বিষং
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রভূষিতম্ ॥ ৩৩

পুরন্দরার্থং তপসা প্রযত্নতঃ
স্বয়ং কৃতং যদ্ বিভুনা স্বয়ম্ভুবা।
মহার্হরূপং দ্বিষতাং ভয়ঙ্করং
বিভর্তুরত্যর্থসুখং সুগন্ধিনম্ ॥ ৩৪

জিঘাংসতে দেবরিপূন্ সুরেশ্বরঃ
স্বয়ং দদৌ যৎ সুমনাঃ কিরীটিনে।
হরাম্বুপাখণ্ডলবিত্তগোপ্তৃভিঃ
পিনাকপাশাশনিসায়কোত্তমৈঃ ॥ ৩৫

সুরোত্তমৈরপ্যবিষহ্যমর্দিতুং
প্রসহ্য নাগেন জহার তদ্ বৃষঃ।
স দুষ্টভাবো বিতথপ্রতিজ্ঞঃ
কিরীটমগ্র্যাদ্ভুতমর্জুনস্য ॥ ৩৬

নাগো মহার্হং তপনীয়চিত্রং
পার্থোত্তমাঙ্গাৎ প্রহরৎ তরস্বী।
তদ্ধেমজালাবততং সুঘোষং
জাজ্বল্যমানং নিপপাত ভূমৌ ॥ ৩৭

তদুত্তমেষু মথিতং বিষাগ্নিনা
প্রদীপ্তমর্চিষ্মদথো ক্ষিতৌ প্রিয়ম্।
পপাত পার্থস্য কিরীটমুত্তমং
দিবাকরোঽস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ ॥ ৩৮

স বৈ কিরীটং বহুরত্নভূষিতং
জহার নাগোঽর্জুনমূর্ধতো বলাৎ।
গিরেঃ সুজাতাঙ্কুরপুষ্পিতদ্রুমং
মহেন্দ্রবজ্রঃ শিখরোত্তমং যথা ৩৯

মহাবিয়দ্দ্যোসলিলানি বায়ুনা
যথা বিরুগ্নানি নদন্তি ভারত।
তথৈব শব্দং ভুবনেষু তং তদা
জনা ব্যবস্যন্ ব্যথিতাশ্চ চস্খলুঃ ॥৪০

তাঁহাকে ইন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। কর্ণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই সর্পমুখ বাণ রথ নত হইয়া যাওয়ায় অর্জুনের সেই কিরীটে যাইয়া আঘাত করিল। ৩২

সূতপুত্র কর্ণ সর্পমুখ-বাণের নির্মাণের সফলতা, উত্তম প্রযত্ন ও ক্রোধ—এই সকলের সংযোগে যে বাণের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা অর্জুনের মস্তক হইতে কিরীটকে অধঃপাতিত করিলেন। এই কিরীট সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতুল্য কান্তিমান্ এবং সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরাসকলে বিভূষিত ছিল। ৩৩

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তপস্যা ও প্রযত্ন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য স্বয়ংই যাহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার স্বরূপ বহুমূল্য, শত্রুগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর, ধারণকারীদিগের পক্ষে অত্যন্ত সুখদায়ক এবং পরম সুগন্ধিত ছিল, দৈত্যগণের বধকামী কিরীটধারী অর্জুনকে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্নচিত্ত হইয়া যে কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন, ভগবান্ শিব, বরুণ, ইন্দ্র ও কুবের—এই দেবেশ্বরগণও নিজ নিজ পিনাক, পাশ, বজ্র ও বাণরূপ উত্তম অস্ত্রসকলের দ্বারা যাহাকে নষ্ট করিতে পারেন না, সেই দিব্য মুকুটকে কর্ণ স্বীয় সর্পমুখ বাণের দ্বারা সবলে হরণ করিলেন। মনে কুভাবপোষণকারী, সেই মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ এবং বেগশালী নাগ অর্জুনের মস্তক হইতে সেই অত্যন্ত অদ্ভুত, বহুমূল্য এবং সুবর্ণবিচিত্র মুকুটটিকে অপহরণ করিলেন। ৩৪-৩৬½

স্বর্ণজালে পরিব্যাপ্ত ও জাজ্বল্যমান মুকুট আঘাতজনিত শব্দের সহিত ধরাতলে পতিত হইল। যেরূপ অস্তাচলে রক্তবর্ণ-মণ্ডলযুক্ত সূর্য্য নিম্নাভিমুখে পতিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীনন্দন অর্জুনের এই প্রিয় উত্তম ও তেজস্বী কিরীট পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ বাণে মথিত এবং বিষাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ৩৭-৩৮

সেই নাগ নানাপ্রকার রত্নে বিভূষিত এই কিরীটকে অর্জুনের মস্তক হইতে সেইভাবে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন, যেরূপ ইন্দ্রের বজ্র বৃক্ষ ও লতাসকল এবং নবজাত অঙ্কুর ও পুষ্পশালী বৃক্ষসমূহে সুশোভিত পর্ব্বতের উত্তম শিখরকে নিম্নে পাতিত করিয়া থাকে। ৩৯

ভারত! যেরূপ পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ ও জল—ইহারা বায়ু দ্বারা সবেগে সঞ্চালিত হইয়া সুতীব্র শব্দ করিয়া থাকে, সেই সময় সেখানে জগতের সকল লোকেই সেইরূপ শব্দই অনুভব করিয়াছিল এবং ব্যথিত হইয়া সকলে নিজ নিজ স্থান হইতে স্খলিত হইয়াছিল। ৪০

বিনা কিরীটং শুশুভে স পার্থঃ
শ্যামো যুবা নীল ইবোচ্চশৃঙ্গঃ।
ততঃ সমুদ্গ্রথ্য সিতেন বাসসা
স্বমূর্দ্ধজানব্যথিতস্তদার্জ্জুনঃ।
বিভাসিতঃ সূর্য্যমরীচিনা দৃঢ়ং
শিরোগতেনোদয়পর্ব্বতো যথা ॥ ৪১
গোকর্ণা সুমুখী কৃতেন ইষুণা গোপুত্রসম্প্রেষিতা
গোশব্দাত্মজভূষণং সুবিহিতং সুব্যক্তগোঽসুপ্রভম্।
দৃষ্ট্বা গোগতকং জহার মুকুটং গোশব্দগোপুরি বৈ
গোকর্ণাসনমর্দ্দনশ্চ ন যয়াবপ্রাপ্য মৃত্যোর্বশম্ ॥ ৪২
স সায়কঃ কর্ণভুজপ্রসৃষ্টো
হুতাশনার্কপ্রতিমো মহার্হঃ।

মুকুট পতিত হইলে পর শ্যামবর্ণ, নবযুবক অর্জ্জুন উচ্চ শিখর-বিশিষ্ট নীলগিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি অল্পও ব্যথিত হন নাই। তিনি নিজ কেশগুচ্ছকে শুভ্রবর্ণ-বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্বেতবস্ত্রে কেশগুচ্ছ বদ্ধ করায় তিনি শিখরে বিস্তৃত সূর্য্যদেবের কিরণাবলিতে প্রকাশিত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১

অংশুমালী সূর্য্যের পুত্র কর্ণ যাঁহাকে চালিত করিয়াছিলেন, যিনি নিজেরই দ্বারা উৎপাদিত ও সুরক্ষিত বাণরূপধারী পুত্রের রূপে স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছিলেন, গৌ অর্থাৎ নেত্রেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ণের কার্য্য হওয়ায় যিনি গোকর্ণা (চক্ষুশ্রবা) এবং মুখের দ্বারা পুত্রকে রক্ষা করেন বলিয়া সুমুখী নামে কথিতা হন, সেই সর্পিণী তেজ ও প্রাণশক্তিতে প্রকাশিত অর্জ্জুনের মস্তক এবং অশ্বগণের রশ্মি (লাগাম) সম্মুখে লক্ষ্য করত (গমন করিতে থাকিলেও রথ নত হইয়া যাওয়ায় উহা না পাইয়া) তাঁহার এই মুকুটই হরণ করিয়া লইয়া যাইলেন, যাহাকে স্বয়ং ব্রহ্মা সুন্দররূপে ইন্দ্রের মস্তকের ভূষণরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যাহা সূর্য্যসদৃশ কিরণের প্রভায় জগৎকে পরিপূর্ণ প্রকাশিত করিতেছিল। এই সর্পকে নিজ বাণসমূহের আঘাতে বিক্ষত করিয়া দিয়া অর্জ্জুন উহাকে পুনরায় আক্রমণ করিবার সুযোগ না দেওয়ায় মৃত্যুর অধীন হইলেন না ॥ ৪২

মহোরগঃ কৃতবৈরোঽর্জ্জুনেন
কিরীটমাহত্য ততো ব্যতীয়াৎ ॥ ৪৩
তং চাপ দগ্ধ্বা তপনীয়চিত্রং
কিরীটমাকৃষ্য তদর্জ্জুনস্য।
ইয়েষ গন্তুং পুনরেব তূণং
দৃষ্টশ্চ কর্ণেন ততোঽব্রবীৎ তম্ ॥ ৪৪
মুক্তস্ত্বয়াহং ত্বসমীক্ষ্য কর্ণ
শিরো হৃতং যন্ন ময়ার্জ্জুনস্য।
সমীক্ষ্য মাং মুঞ্চ রণে ত্বমাশু
হন্তাস্মি শত্রুং তব চাত্মনশ্চ ॥ ৪৫
স এবমুক্তো যুধি সূতপুত্র-
স্তমব্রবীৎ কো ভবানুগ্ররূপঃ।
নাগোঽব্রবীদ্ বিদ্ধি কৃতাগসং মাং
পার্থেন মাতুর্বধজাতবৈরম্ ॥ ৪৬

কর্ণের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত এই অগ্নি ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, বহুমূল্য বাণ, যে বাণ প্রকৃতপক্ষে অর্জ্জুনের সহিত শত্রুতাবদ্ধ মহানাগ ছিল, অর্জ্জুনের কিরীটমধ্যে আঘাত করিয়া পুনরায় সেস্থল হইতে ফিরিয়া আসিল ॥ ৪৩

অর্জ্জুনের এই মুকুট সুবর্ণময় বলিয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিতেছিল। উহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজ বিষাগ্নিতে দগ্ধ করত এই সর্প পুনরায় কর্ণের তূণীরে প্রবিষ্ট হইতে কামনা করিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় কর্ণের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। তখন সে কর্ণকে বলিল ॥ ৪৪

কর্ণ! তুমি উত্তমরূপে বিচার-বিবেচনা করিয়া আমাকে নিক্ষেপ কর নাই, সেইজন্য আমি অর্জ্জুনের মস্তক অপহরণ করিতে পারি নাই। এখন পুনরায় উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া প্রকৃত লক্ষ্য স্থির রাখিয়া রণাঙ্গনে শীঘ্র আমাকে নিক্ষেপ কর। ইহাতে আমি নিজের ও তোমার শত্রু অর্জ্জুনকে বধ করিব ॥ ৪৫

যুদ্ধস্থলে সেই নাগ এই কথা বলিলে পর সূতপুত্র কর্ণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রথমে তুমি এই কথা বল যে, এতাদৃশ ভয়ানকরূপধারী তুমি কে? তখন নাগ বলিল,—অর্জ্জুন আমার অপরাধ করিয়াছে। আমার মাতা তাহার দ্বারা নিহত হওয়ায় আমার তাহার সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছে। তুমি আমাকে নাগ বলিয়া জানিও। যদি সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার জন্য আসেন, তথাপি আজ অর্জ্জুনকে যমলোকে অবশ্যই গমন করিতে হইবে ॥ ৪৬

যদি স্বয়ং বজ্রধরোঽস্য গোপ্তা
তথাপি যাতা পিতৃরাজবেশ্মনি।
কর্ণ উবাচ।
ন নাগ কর্ণোঽদ্য রণে পরস্য
বলং সমাস্থায় জয়ং বুভূষেৎ॥ ৪৭
ন সন্দধ্যাং দ্বিঃ শরং চৈব নাগ
যত্তার্জুনানাং শতমেব হন্যাম্।
তমাহ কর্ণঃ পুনরেব নাগং
তদাহবজিমধ্যে রবিসূনুসত্তমঃ॥ ৪৮
ব্যালাস্ত্রসর্গোত্তমযত্নমন্যুভি-
র্হন্তাস্মি পার্থং সুসুখী ব্রজ ত্বম্।
ইত্যেবমুক্তো যুধি নাগরাজঃ
কর্ণেন রোষাদসহংস্তস্য বাক্যম্॥ ৪৯
স্বয়ং প্রায়াৎ পার্থবধায় রাজন্
কৃত্বা স্বরূপং বিজিঘাংসুরুগ্রঃ।
ততঃ কৃষ্ণঃ পার্থমুবাচ সংখ্যে
মহোরগং কৃতবৈরং জহি ত্বম্॥ ৫০

স এবমুক্তো মধুসূদনেন
গাণ্ডীবধন্বা রিপুবীর্যসাহঃ।
উবাচ কো হ্যেষ মমাদ্য নাগঃ
স্বয়ং য আয়াদ্ গরুড়স্য বক্ত্রম্॥ ৫১
কৃষ্ণ উবাচ।
যোঽসৌ ত্বয়া খাণ্ডবে চিত্রভানুং
সন্তর্পয়াণেন ধনুর্ধরেণ।
বিয়দ্গতো জননীগুপ্তদেহো
মত্বৈকরূপং নিহতাস্য মাতা॥ ৫২
স এষ তদ্ বৈরমনুস্মরন্ বৈ
ত্বাং প্রার্থয়ত্যাত্মবধায় নূনম্।
নভশ্চ্যুতাং প্রজ্বলিতামিবোল্কাং
পশ্যৈনমায়ান্তমমিত্রসাহ॥ ৫৩
সঞ্জয় উবাচ।
ততঃ স জিষ্ণুঃ পরিবৃত্য রোষা-
চ্চিচ্ছেদ ষড্ভির্নিশিতৈঃ সুধারৈঃ।
নাগং বিয়ত্তির্যগিবোৎপতন্তং
স চ্ছিন্নগাত্রো নিপপাত ভূমৌ॥ ৫৪

কর্ণ বলিলেন,—নাগ! আজ রণাঙ্গনে কর্ণ অপরের বলের আশ্রয় লইয়া জয়লাভ করিতে অভিলাষী নয়। নাগ! আমি শত অর্জুনকে বধ করিতে পারি; কিন্তু একই বাণ দুইবার প্রয়োগ করিতে পারি না॥ ৪৭½

এই কথা বলিয়া সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠ পুত্র কর্ণ সেই নাগকে পুনরায় বলিলেন,—আমার নিকট সর্পমুখ বাণ আছে। আমি সর্বোত্তম যত্ন করিতেছি এবং আমার মনেও অর্জুনের প্রতি পর্য্যাপ্ত দোষ রহিয়াছে; অতএব আমি স্বয়ংই পার্থকে বিনাশ করিব। তুমি সুখের সহিত এখান হইতে গমন কর॥ ৪৮½

রাজন্! যুদ্ধস্থলে কর্ণকর্তৃক এইরূপ কঠোর উত্তর পাইয়া সেই নাগরাজ রোষসহকারে তাঁহার এই কথা সহ্য করিতে পারিলেন না; সেই উগ্র সর্প নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মনে প্রতিহিংসার ভাবনা পোষণ করত পার্থকে বধ করিবার জন্য স্বয়ংই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৪৯½

তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে বলিলেন,—এই বিশাল নাগ তোমার শত্রু, তুমি ইহাকে বিনাশ কর। ভগবান্ মধুসূদন এই কথা বলিলে পর শত্রুর পরাক্রমের সম্মুখীন হইতে সমর্থ গাণ্ডীবধারী অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রভো! আজ আমার নিকটে আসিতেছে এই নাগ কে? সে নিজেই গরুড়ের মুখে উপনীত হইয়া পড়িয়াছে? ৫০-৫১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! খাণ্ডব-বনে যখন তুমি হাতে ধনু ধারণ করত অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করিতেছিলে, সেই সময় এই সর্প নিজের মাতার মুখে প্রবেশপূর্বক নিজের শরীরকে সুরক্ষিত করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছিল। তুমি তাহাকে একটিই সর্প মনে করিয়া কেবল ইহার মাতাকেই বধ করিয়াছিলে॥ ৫২

সেই শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া এই সর্প নিজের বধেরই জন্য তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। শত্রুসূদন! আকাশ হইতে পতনরত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এই সর্পকে লক্ষ্য কর॥ ৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তখন অর্জুন রোষের সহিত ঈষৎ ঘুরিয়া অতিশয় তীক্ষ্ণধার ছয়টি বাণের দ্বারা আকাশেই তির্য্যগ্‌গতিতে উড্ডীয়মান সেই নাগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইলে সেই সর্প ভূতলে পতিত হইল॥ ৫৪

হতে চ তস্মিন্ ভুজগে কিরীটিনা
স্বয়ং বিভুঃ পার্থিব ভূতলাদথ।
সমুজ্জহারাশু পুনঃ পতন্তং
রথং ভুজাভ্যাং পুরুষোত্তমস্ততঃ ॥ ৫৫
তস্মিন্ মুহূর্তে দশভিঃ পৃষৎকৈঃ
শিলাশিতৈর্বর্হিণবর্হবাজিতৈঃ।
বিব্যাধ কর্ণঃ পুরুষপ্রবীরো
ধনঞ্জয়ং তির্য্যগবেক্ষমাণঃ ॥ ৫৬
ততোঽর্জুনো দ্বাদশভিঃ সুমুক্তৈ—
র্বরাহকর্ণৈর্নিশিতৈঃ সমর্প্য।
নারাচমাশীবিষতুল্যবেগ-
মাকর্ণপূর্ণায়তমুৎসসর্জ ॥ ৫৭
স চিত্রবর্ম্মেষুবরো বিদার্য্য
প্রাণান্নিরস্যন্নিব সাধুমুক্তঃ।
কর্ণস্য পীত্বা রুধিরং বিবেশ
বসুন্ধরাং শোণিতদিগ্ধবাজঃ ॥ ৫৮
ততো বৃষো বাণনিপাতকোপিতো
মহোরগো দণ্ডবিঘট্টিতো যথা।
তদাশুকারী ব্যসৃজচ্ছরোত্তমান্
মহাবিষঃ সর্প ইবোত্তমং বিষম্ ॥ ৫৯
জনার্দনং দ্বাদশভিঃ পরাভিন-
ন্নবৈর্নবত্যা চ শরৈস্তথার্জুনম্।
শরেণ ঘোরেণ পুনশ্চ পাণ্ডবং
বিদার্য্য কর্ণো ব্যনদজ্জহাস চ ॥ ৬০
তমস্য হর্ষং মমৃষে ন পাণ্ডবো
বিভেদ মর্ম্মাণি ততোঽস্য মর্ম্মবিৎ।
পরঃশতৈঃ পত্রিভিরিন্দ্রবিক্রম-
স্তথা যথেন্দ্রো বলমোজসা রণে ॥ ৬১
ততঃ শরাণাং নবতিং তদার্জুনঃ
সসর্জ কর্ণেঽন্তকদণ্ডসন্নিভাম্।
তৈঃ পত্রিভির্বিদ্ধতনুঃ স বিব্যথে
তথা যথা বজ্রবিদারিতোঽচলঃ ॥ ৬২
মণিপ্রবেকোত্তমবজ্রহাটকৈ-
রলঙ্কৃতং চাস্য বরাঙ্গভূষণম্।
প্রবিদ্ধমুর্ব্যাং নিপপাত পত্রিভি-
র্ধনঞ্জয়েনোত্তমকুণ্ডলেঽপি চ ॥ ৬৩

রাজন্! কিরীটধারী অর্জুনের দ্বারা সেই সর্প নিহত হইলে পর স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তখন নিম্নে প্রবিষ্ট রথকে পুনরায় নিজের দুই বাহুর দ্বারা উপরে উত্থিত করিলেন ॥ ৫৫

সেই মুহূর্তে নরবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের দিকে বক্রদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ময়ূরপক্ষযুক্ত, শিলাশানিত দশটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৬

তখন অর্জুন উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বারটি বরাহকর্ণনামক তীক্ষ্ণধার বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করত পুনরায় বিষধর সর্পতুল্য একটি নারাচকে কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার দিকে ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৫৭

উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত সেই শ্রেষ্ঠ নারাচ কর্ণের বিচিত্র কবচকে বিদারিত করিয়া তাঁহার প্রাণকে যেন নিষ্ক্রান্ত করিতে করিতেই রক্তপান করিতে লাগিল এবং পরে ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। সেই সময় তাহার পক্ষ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৫৮

তখন সেই বাণের প্রহারে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্রকারী কর্ণ দণ্ডের আঘাতপ্রাপ্ত মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেইভাবে উত্তম বাণসকল প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ মহাবিষাক্ত সর্প নিজের উত্তম বিষ বমন করিতে থাকে ॥ ৫৯

কর্ণ এই সময় বারটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকে এবং নিরানব্বইটি বাণে অর্জুনকে উত্তমরূপে আহত করিলেন। তাহার পর একটি ভয়ঙ্কর বাণে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে পুনরায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া কর্ণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন এবং হাস্য করিতে থাকিলেন ॥ ৬০

তাঁহার এই হর্ষকে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি কর্ণের মর্ম্মস্থলসকল জানিতেন এবং ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী ছিলেন। অতএব ইন্দ্র যেরূপ রণাঙ্গনে বলাসুরকে বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন শত হইতেও অধিক বাণে কর্ণের মর্ম্মস্থানসমূহ বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৬১

তদনন্তর অর্জুন যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর নব্বইটি বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই পক্ষযুক্ত বাণসমূহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হইয়া যাইল এবং তিনি বজ্রে বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬২

উত্তম মণি, হীরক ও সুবর্ণসমূহে অলঙ্কৃত কর্ণের মস্তকের আভরণ মুকুট ও তাঁহার দুইটি উত্তম কুণ্ডলও অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬৩

মহাধনং শিল্পিবরৈঃ প্রযত্নতঃ
কৃতং যদস্যোত্তমবর্ম ভাস্বরম্।
সুদীর্ঘকালেন ততোঽস্য পাণ্ডবঃ
ক্ষণেন বাণৈর্বহুধা ব্যশাতয়ৎ ॥ ৬৪

স তং বিবর্মাণমথোত্তমেষুভিঃ
শিতৈশ্চতুর্ভিঃ কুপিতঃ পরাভিনৎ।
স বিব্যথেঽত্যর্থমরিপ্রতাড়িতো
যথাতুরঃ পিত্তকফানিলজ্বরৈঃ ॥ ৬৫

মহাধনুর্মণ্ডলনিঃসৃতৈঃ শিতৈঃ
ক্রিয়াপ্রযত্নপ্রহিতৈর্বলেন চ।
ততক্ষ কর্ণং বহুভিঃ শরোত্তমৈ-
র্বিভেদ মর্মস্বপি চার্জুনস্ত্বরন্ ॥৬৬

দৃঢ়াহতঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ
পার্থেন কর্ণো বিবিধৈঃ শিতাগ্রৈঃ।
বভৌ গিরির্গৈরিকধাতুরক্তঃ
ক্ষরন্ প্রপাতৈরিব রক্তমম্ভঃ ॥ ৬৭

ততোঽর্জুনঃ কর্ণমবক্রগৈর্নবৈঃ
সুবর্ণপুঙ্খৈঃ সুদৃঢ়ৈরয়স্ময়ৈঃ।
যমাগ্নিদণ্ডপ্রতিমৈঃ স্তনান্তরে
পরাভিনৎ ক্রৌঞ্চমিবাদ্রিমগ্নিজঃ ॥ ৬৮

ততঃ শরাবাপমপাস্য সূতজো
ধনুশ্চ তচ্ছক্রশরাসনোপমম্।
ততো রথস্থঃ স মুমোহ চ স্খলন্
প্রশীর্ণমুষ্টিঃ সুভৃশাহতঃ প্রভো ॥ ৬৯

ন চার্জুনস্তং ব্যসনে তদেষিবান্
নিহন্তুমার্য্যঃ পুরুষব্রতে স্থিতঃ।
ততস্তমিন্দ্রাবরজঃ সুসম্ভ্রমা-
দুবাচ কিং পাণ্ডব হে প্রমাদ্যসে ॥ ৭০

নৈবাহিতানাং সততং বিপশ্চিতঃ
ক্ষণং প্রতীক্ষন্ত্যপি দুর্বলীয়সাম্।
বিশেষতোঽরীন্ ব্যসনেষু পণ্ডিতো
নিহত্য ধর্মঞ্চ যশশ্চ বিন্দতে ॥ ৭১

তদেকবীরং তব চাহিতং সদা
ত্বরস্ব কর্ণং সহসাভিমর্দিতুম্।
পুরা সমর্থঃ সমুপৈতি সূতজো
ভিন্ধি ত্বমেনং নমুচিং যথা হরিঃ ॥ ৭২

মুখ্য মুখ্য শিল্পিগণ কর্ণের যে উত্তম বহুমূল্য ও তেজস্বী কবচকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্মাণ করিয়াছিল, তাঁহার এই কবচকে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন নিজ বাণসমূহের দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যেই বহু খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬৪

কবচ ছিন্ন হইয়া যাইলে কর্ণ কুপিত হইয়া অর্জুনকে চারিটি তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা পুনরায় ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। শত্রু অর্জুনকর্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় কর্ণ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা (কফ) সম্বন্ধীয় জ্বরে (ত্রিদোষ বা সন্নিপাতে) আতুর মনুষ্যের ন্যায় অধিক পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫

এই সময় অর্জুন ত্বরা করিয়া প্রযত্ন ও বলসহকারে নিক্ষিপ্ত এবং বিশাল ধনুর্মণ্ডল হইতে নিঃসৃত বহু সংখ্যক তীক্ষ্ণধার ও উত্তম বাণসকলের দ্বারা কর্ণের মর্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত করত তাঁহাকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৬৬

অর্জুনের ভয়ঙ্কর বেগশালী ও তেজস্বী নানাপ্রকার বাণসকলের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া কর্ণ স্বীয় অঙ্গসমূহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে গৈরিকধাতু রঞ্জিত ঝরণা প্রবাহিতকারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৭

তাহার পর অর্জুন স্বর্ণপঙ্খবিশিষ্ট, লৌহনির্ম্মিত, সুদৃঢ় এবং যমদণ্ড ও অগ্নিদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের বক্ষ সেইভাবে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন, যেরূপ কুমার কার্ত্তিকেয় ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮

প্রভো! অত্যন্ত আহত হইয়া পড়ায় সূতপুত্র কর্ণ তূণীর ও ইন্দ্রধনুতুল্য বিশাল ধনু পরিত্যাগ করত রথের উপরেই স্খলিত হইতে হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার মুষ্টিও শিথিল হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬৯

রাজন্! অর্জুন সৎপুরুষগণের ব্রতে অবস্থিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, অতএব তিনি এই সঙ্কটকালে কর্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন না। তখন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তীব্রবেগে কহিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! তুমি কি প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছ? ৭০

বিদ্বান্ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলেও দুর্ব্বল শত্রুকে নষ্ট করিবার জন্য কখনও সময়ের প্রতীক্ষা করেন না। বিশেষতঃ সঙ্কটে পতিত শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ ধর্ম্ম ও যশোভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৭১

সেইজন্য সর্ব্বদা তোমার সহিত শত্রুতাকারী এই অদ্বিতীয় বীর কর্ণকে সহসা বিধ্বস্ত করিয়া দিতে তুমি ত্বরান্বিত হও।

তস্তত্তদেবেত্যভিপূজ্য সত্বরং
জনার্দনং কর্ণমবিধ্যদর্জ্জুনঃ।
শরোত্তমৈঃ সর্বকুরূত্তমস্তরং-
স্তথা যথা শম্বরহা পুরা বলিম্ ॥ ৭৩

সাশ্বং তু কর্ণং সরথং কিরীটী
সমাচিনোদ্ ভারত বৎসদন্তৈঃ।
প্রচ্ছাদয়ামাস দিশশ্চ বাণৈঃ
সর্বপ্রযত্নাত্তপনীয়পুঙ্খৈঃ ॥ ৭৪

স বৎসদন্তৈঃ পৃথুপীনবক্ষাঃ
সমাচিতঃ সোঽধিরথির্বিভাতি।
সুপুষ্পিতাশোকপলাশশাল্মলি-
র্যথাচলশ্চন্দনকাননাবৃতঃ ॥ ৭৫

শরৈঃ শরীরে বহুভিঃ সমর্পিতৈ-
র্বিভাতি কর্ণঃ সমরে বিশাম্পতে।
মহীরুহৈরাচিতসানুকন্দরো
যথা গিরীন্দ্রঃ স্ফুটকর্ণিকারবান্ ॥ ৭৬

স বাণসঙ্ঘান্ বহুধা ব্যবাসৃজদ্
বিভাতি কর্ণঃ শরজালরশ্মিবান্।
সলোহিতো রক্তগভস্তিমণ্ডলো
দিবাকরোঽস্তাভিমুখো যথা তথা ॥ ৭৭

বাহ্বন্তরাদাধিরথেবিমুক্তান
বাণান মহাহীনিব দীপ্যমানান্।
ব্যধ্বংসয়ন্নর্জ্জুনবাহুমুক্তাঃ
শরাঃ সমাসাদ্য দিশঃ শিতাগ্রাঃ ॥ ৭৮

ততঃ স কর্ণঃ সমবাপ্য ধৈর্য্যং
বাণান বিমুঞ্চন্ কুপিতাহিকল্পান্।
বিব্যাধ পার্থং দশভিঃ পৃষৎকৈঃ
কৃষ্ণঞ্চ ষড্‌ভিঃ কুপিতাহিকল্পৈঃ ॥ ৭৯

ততঃ কিরীটী ভৃশমুগ্রনিঃস্বনং
মহাশরং সর্পবিষানলোপমম।
অয়স্ময়ং রৌদ্রমহাস্ত্রসম্ভৃতং
মহাহবে ক্ষেপ্তুমনা মহামতিঃ ॥ ৮০

সূতপুত্র কর্ণ শক্তিশালী হইয়া তোমাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তুমি ইহাকে সেইভাবে বিনাশ কর, যেরূপ ইন্দ্র নমুচিকে বধ করিয়াছিলেন। ৭২

'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমাদর পূর্ব্বক সমস্ত কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ অর্জ্জুন উত্তম বাণসমূহের দ্বারা অতিসত্বর কর্ণকে সেইভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে শম্বরাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্র রাজা বলিকে প্রহার করিয়াছিলেন। ৭৩

ভারত! কিরীটধারী অর্জ্জুন অশ্বগণ ও রথসহ কর্ণের শরীর বৎসদন্তনামক বাণসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। তারপর সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে সুবর্ণময় পঙ্খযুক্ত বাণসমূহে তিনি সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ৭৪

বিশাল ও আয়ত বক্ষসুশোভিত অধিরথপুত্র কর্ণের শরীর বৎসদন্তনামক বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া বিকসিত অশোক, পলাশ, শিমূল ও চন্দনবনে পরিবৃত পর্ব্বতের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ৭৫

প্রজানাথ! রণে কর্ণের দেহে বহু বাণ প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা রণাঙ্গণে তাঁহার এরূপ শোভা হইতে লাগিল, যেরূপ বৃক্ষসমূহে ব্যাপ্ত শিখর ও কন্দরাবিশিষ্ট গিরিরাজের উপর রক্তবর্ণ কর্ণিকার পুষ্প বিকসিত হইলে সেই গিরিরাজের শোভা হইয়া থাকে। ৭৬

তদনন্তর কর্ণ সাবধান হইয়া শত্রুদের উপর বহু বাণশ্রেণী বর্ষণ করিলেন। সেই সময় যেরূপ অস্তাচলগামী সূর্য্যমণ্ডল ও তাহার কিরণ রক্তবর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ রক্তে রঞ্জিত কর্ণ সেই বাণসমূহরূপ কিরণে সুশোভিত হইতেছিলেন। ৭৭

কর্ণের বাহুদ্বয় হইতে বিশালদেহ সর্পগণের ন্যায় প্রকাশিত বাণসকলকে অর্জ্জুনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ সমস্ত দিকে বিস্তৃত হইয়া নষ্ট করিয়া দিল। ৭৮

তদনন্তর কর্ণ ধৈর্য্যধারণ করত কুপিত সর্পগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ সর্পগণসদৃশ দশটি বাণে অর্জ্জুনকে এবং ছয়টি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিলেন। ৭৯

তখন পরম বুদ্ধিমান্ কিরীটধারী অর্জ্জুন সেই মহাসমরে কর্ণের উপর ভয়ানক শব্দকারী, সর্পবিষ ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, লৌহনির্ম্মিত এবং মহারৌদ্রাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বিশাল বাণ নিক্ষেপ করিতে মনস্থির করিলেন। ৮০

কালো হ্যদৃশ্যো নৃপ বিপ্রকোপা-
ন্নিদর্শয়ন্ কর্ণবধং ব্রুবাণঃ।
ভূমিস্তু চক্রং গ্রসতীত্যবোচৎ
কর্ণস্য তস্মিন্ বধকাল আগতে ॥ ৮১

ততস্তদস্ত্রং মনসঃ প্রণষ্টং
যদ্ ভার্গবোঽস্মৈ প্রদদৌ মহাত্মা।
চক্রঞ্চ বামং গ্রসতে ভূমিরস্য
প্রাপ্তে তস্মিন্ বধকালে নৃবীর ॥ ৮২

ততো রথো ঘূর্ণিতবান্ নরেন্দ্র
শাপাত্তদা ব্রাহ্মণসত্তমস্য।
ততশ্চক্রমপতত্তস্য ভূমৌ
স বিহ্বলঃ সমরে সূতপুত্রঃ ॥ ৮৩

সবেদিকশ্চৈত্য ইবাতিমাত্রঃ
সুপুষ্পিতো ভূমিতলে নিমগ্নঃ।
ঘূর্ণে রথে ব্রাহ্মণস্যাভিশাপাদ্
রামাদুপাত্তে ত্ববিভাতি চাস্ত্রে ॥ ৮৪

ছিন্নে শরে সর্পমুখে চ ঘোরে
পার্থেন তস্মিন্ বিষসাদ কর্ণঃ।
অমৃষ্যমাণো ব্যসনানি তানি
হস্তৌ বিধুন্বন্ স বিগর্হমাণঃ ॥ ৮৫

ধর্মপ্রধানং কিল পাতি ধর্ম
ইত্যব্রুবন্ ধর্মবিদঃ সদৈব।
বয়ঞ্চ ধর্মে প্রযতাম নিত্যং
চর্তুং যথাশক্তি যথাশ্রুতঞ্চ ॥

স চাপি নিঘ্নাতি ন পাতি ভক্তান্
মন্যে ন নিত্যং পরিপাতি ধর্মঃ ॥ ৮৬

এবং ব্রুবন্ প্রস্খলিতাশ্বসূতো
বিচাল্যমানোঽর্জুনবাণপাতৈঃ।
মর্মাভিঘাতাচ্ছিথিলঃ ক্রিয়াসু
পুনঃ পুনর্ধর্মমসৌ জগর্হ ॥ ৮৭

ততঃ শরৈর্ভীমতরৈরবিধ্যৎ ত্রিভিরাহবে।
হস্তে কৃষ্ণং তথা পার্থমভ্যবিধ্যচ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৮৮

হে নৃপ! সেই সময় কাল অদৃশ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মণের ক্রোধে কর্ণের বধের সূচনাদান করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে পর এইরূপ বলিলেন—এখন ভূমি তোমার রথের চক্রসকল গ্রাস করিবেন ॥ ৮১

নরবীর! এখন কর্ণের বধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মহাত্মা পরশুরাম কর্ণকে যে ভার্গবাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সময় এই অস্ত্র তাঁহার মন হইতে অদৃশ্য হইল—কর্ণের এই অস্ত্র আর স্মরণ হইল না। এই সঙ্গে পৃথিবী তাঁহার রথের বামচক্র গ্রাস করিলেন ॥ ৮২

হে নরেন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অভিশাপে সেই সময় তাঁহার রথ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং তাহার চক্র পৃথিবীতে বসিয়া যাইল। ইহা দেখিয়া সূতপুত্র কর্ণ সমরাঙ্গণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ॥ ৮৩

যেরূপ সুন্দর পুষ্পসমূহে যুক্ত বিশাল চৈত্যবৃক্ষ বেদীসহ পৃথিবীতে নিমজ্জিত হইয়া যায়, সেইরূপ অবস্থা এই কর্ণের রথেরও হইল। ব্রাহ্মণের শাপে যখন রথ কম্পিত হইতে লাগিল, পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইল এবং ঘোর সর্পমুখ বাণ অর্জুনের দ্বারা নষ্ট হইয়া যাইল, তখন সেই অবস্থায় এই সঙ্কটকে সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং দুই হস্ত আন্দোলিত করিতে করিতে ধর্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪-৮৫

ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ সদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, ধর্মপরায়ণ মানুষকে ধর্মই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি নিজ শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে সদা ধর্মপালনের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু সে-ই ধর্মও আমাকে বিনাশ করিতেছেন, ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন না; অতএব আমি মনে করি, ধর্ম কাহাকেও রক্ষা করেন না ॥ ৮৬

এই কথা বলিতে বলিতে কর্ণ যখন অর্জুনের বাণসমূহের আঘাতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণ ও সারথি স্খলিত হইয়া বিচলিত হইতে লাগিল এবং মর্মস্থানসমূহে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি কার্য্য করিতে করিতে শিথিল হইয়া যাইলেন, তখন তিনি বারংবার ধর্মেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭

তাহার পর তিনি তিনটি ভয়ানক বাণে যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আঘাত করিলেন এবং অর্জুনকেও সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮৮

ততোঽর্জ্জুনঃ সপ্তদশ তিগ্মবেগানজিহ্মগান্।
ইন্দ্রাশনিসমান্ ঘোরানসৃজৎ পাবকোপমান্॥ ৮৯
নির্ভিদ্য তে ভীমবেগা হ্যপতন্ পৃথিবীতলে।
কম্পিতাত্মা ততঃ কর্ণঃ শক্ত্যা চেষ্টামদর্শয়ৎ॥ ৯০
বলেনাথ স সংস্তভ্য ব্রহ্মাস্ত্রং সমুদৈরয়ৎ।
ঐন্দ্রং ততোঽর্জ্জুনশ্চাপি তং দৃষ্ট্বাভ্যুপমন্ত্রয়ৎ॥ ৯১
গাণ্ডীবং জ্যাঞ্চ বাণাংশ্চ সোঽনুমন্ত্র্য পরন্তপঃ।
ব্যসৃজচ্ছরবর্ষাণি বর্ষাণীব পুরন্দরঃ॥ ৯২
ততস্তেজোময়া বাণা রথাৎ পার্থস্য নিঃসৃতাঃ।
প্রাদুরাসন্ মহাবীর্য্যাঃ কর্ণস্য রথমন্তিকাৎ॥ ৯৩
তান্ কর্ণস্ত্বগ্রতো দৃষ্টান্ মোঘাংশ্চক্রে মহারথঃ।
ততোঽব্রবীদ্ বৃষ্ণিবীরস্তস্মিন্নস্ত্রে বিনাশিতে॥ ৯৪
বিসৃজাস্ত্রং পরং পার্থ রাধেয়ো গ্রসতে শরান্।
ততো ব্রহ্মাস্ত্রমত্যুগ্রং সম্মন্ত্র্য সমযোজয়ৎ॥ ৯৫
ছাদয়িত্বা ততো বাণৈঃ কর্ণং প্রত্যস্যদর্জ্জুনঃ।
ততঃ কর্ণঃ শিতৈর্বাণৈ জ্যাং চিচ্ছেদ সুতেজনৈঃ॥৯৬
দ্বিতীয়াঞ্চ তৃতীয়াঞ্চ চতুর্থীং পঞ্চমীং তথা।
ষষ্ঠীমথাস্য চিচ্ছেদ সপ্তমীঞ্চ তথাষ্টমীম্॥ ৯৭
নবমীং দশমীং চাস্য তথা চৈকাদশীং বৃষঃ।
জ্যাশতং শতসন্ধানঃ স কর্ণো নাববুধ্যতে॥ ৯৮
ততো জ্যাং বিনিধায়ান্যামভিমন্ত্র্য চ পাণ্ডবঃ।
শরৈরবাকিরৎ কর্ণং দীপ্যমানৈরিবাহিভিঃ॥ ৯৯
তস্য জ্যাচ্ছেদনং কর্ণো জ্যাবধানঞ্চ সংযুগে।
নাম্ববুধ্যত শীঘ্রত্বাত্তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ১০০
অস্ত্রৈরস্ত্রাণি সংবার্য্য প্রনিঘ্নন্ সব্যসাচিনঃ।
চক্রে চাপ্যধিকং পার্থাৎ স্ববীর্য্যমতিদর্শয়ন্॥১০১
ততঃ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনং দৃষ্ট্বা কর্ণাস্ত্রেণ চ পীড়িতম্।
অভ্যাসেত্যব্রবীৎ পার্থমাতিষ্ঠাস্ত্রং ব্রজেতি চ॥ ১০২

তখন অর্জ্জুন ইন্দ্রের বজ্র এবং অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড বেগশালী সতেরটি বাণ কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিলেন॥ ৮৯

এই ভয়ানক বেগশালী বাণসকল কর্ণকে আঘাত করত ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে কর্ণ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি যথাশক্তি যুদ্ধ করিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলেন॥ ৯০

তিনি বলপূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করত ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহা দেখিয়া অর্জ্জুনও ঐন্দ্রাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিলেন॥ ৯১

শত্রুতাপন অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু, গুণ ও বাণকেও অভিমন্ত্রিত করিয়া সেখানে বাণসমূহ সেইভাবে বর্ষণ করিয়া দিলেন, যেরূপ ইন্দ্র জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন॥ ৯২

তদনন্তর কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের রথ হইতে মহাশক্তিশালী ও তেজস্বী বাণসকল নিঃসৃত হইয়া কর্ণের রথের নিকটে উত্থাপিত হইতে লাগিল॥ ৯৩

মহারথী কর্ণ নিজের নিকটে উপনীত সমস্ত বাণকেই ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই সকল অস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইলে পর বৃষ্ণিবংশীয় বীর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন॥ ৯৪

পার্থ! অপর কোন অস্ত্র নিক্ষেপ কর। রাধাপুত্র কর্ণ তোমার বাণসকল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তখন অর্জ্জুন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া উহা ধনুতে যোজনা করিলেন॥ ৯৫

ইহার দ্বারা বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুন কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে বাণসমূহ প্রহার করিতেই থাকিলেন। তখন কর্ণ তেজস্বী তীক্ষ্ণধার বাণসকলের দ্বারা অর্জ্জুনের ধনুর গুণ ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৯৬

তিনি এইরূপ ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম গুণও ছেদন করিলেন॥ ৯৭

কেবল ইহাই নহে, নবম, দশম ও একাদশ গুণকেও ছেদন করত এক শত বাণ সন্ধানপূর্ব্বক কর্ণ আর জানিতেই পারিলেন না যে, অর্জ্জুনের ধনুর গুণ এক শত সংখ্যাবিশিষ্ট ছিল॥৯৮

তদনন্তর অন্য গুণ যোজনা করিয়া পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন উহাকে অভিমন্ত্রিত করিলেন এবং প্রজ্বলিত সর্পগণের ন্যায় বাণসমূহের দ্বারা কর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৯৯

যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনের ধনুর গুণ ছেদন ও পুনরায় অন্য গুণ যোজন এ সব কার্য্য এত দ্রুত হইতেছিল যে, কর্ণ তাহা বুঝিতেই পারিতেছিলেন না। ইহা এক যেন অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল॥ ১০০

কর্ণ স্বীয় অস্ত্রসকলের দ্বারা সব্যসাচী অর্জ্জুনের অস্ত্রসমূহ নিবারণ করিয়া উহাদিগকে নষ্ট করিতে লাগিলেন এবং নিজ পরাক্রম প্রদর্শন করিতে করিতে নিজেকে নিজেই অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন॥ ১০১

তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ণের অস্ত্রে পীড়িত হইতে দেখিয়া বলিলেন,—পার্থ! ক্রমান্বয়ে অস্ত্রক্ষেপণ কর, উত্তম অস্ত্রসকল প্রয়োগ কর এবং অগ্রসর হইয়া চল॥ ১০২

ততোঽগ্নিসদৃশং ঘোরং শরং সর্পবিষোপমম্ ।
অশ্মসারময়ং দিব্যমভিমন্ত্র্য পরন্তপঃ ॥ ১০৩
রৌদ্রমস্ত্রং সমাধায় ক্ষেপ্তুকামঃ কিরীটবান্ ।
ততোঽগ্রসন্মহী চক্রং রাধেয়স্য তদা নৃপ ॥ ১০৪
ততোঽবতীর্য্য রাধেয়ো রথাদাশু সমুদ্যতঃ ।
চক্রং ভুজাভ্যামালম্ব্য সমুৎক্ষেপ্তুমিয়েষ সঃ ॥ ১০৫
সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈল-বন-কাননা ।
গীর্ণচক্রা সমুৎক্ষিপ্তা কর্ণেন চতুরঙ্গুলম্ ॥ ১০৬
গ্রস্তচক্রস্তু রাধেয়ঃ ক্রোধাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ।
অর্জুনং বীক্ষ্য সংরব্ধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০৭
ভো ভোঃ পার্থ মহেষ্বাস মুহূর্ত্তং পরিপালয় ।
যাবচ্চক্রমিদং গ্রস্তমুদ্ধরামি মহীতলাৎ ॥ ১০৮
সব্যং চক্রং মহীগ্রস্তং দৃষ্ট্বা দৈবাদিদং মম ।
পার্থ কাপুরুষাচীর্ণমভিসন্ধিং বিসর্জয় ॥ ১০৯
ন ত্বং কাপুরুষাচীর্ণং মার্গমাস্থাতুমর্হসি ।
খ্যাতস্ত্বমসি কৌন্তেয় বিশিষ্টো রণকর্মসু ॥ ১১০
বিশিষ্টতরমেব ত্বং কর্তুমর্হসি পাণ্ডব ।
প্রকীর্ণকেশে বিমুখে ব্রাহ্মণেঽথ কৃতাঞ্জলৌ ॥ ১১১
শরণাগতে ন্যস্তশস্ত্রে যাচমানে তথার্জুন ।
অবাণে ভ্রষ্টকবচে ভ্রষ্টভগ্নায়ুধে তথা ॥ ১১২
ন বিমুঞ্চন্তি শস্ত্রাণি শূরাঃ সাধুব্রতে স্থিতাঃ ।
ত্বঞ্চ শূরতমো লোকে সাধুবৃত্তশ্চ পাণ্ডব ॥ ১১৩
অভিজ্ঞো যুদ্ধধর্মাণাং বেদান্তাবভৃথাপ্লুতঃ ।
দিব্যাস্ত্রবিদমেয়াত্মা কার্ত্তবীর্য্যসমো যুধি ॥ ১১৪
যাবচ্চক্রমিদং গ্রস্তমুদ্ধরামি মহাভুজ ।
ন মাং রথস্থো ভূমিষ্ঠং বিকলং হন্তুমর্হসি ॥ ১১৫
ন বাসুদেবাৎ ত্বত্তো বা পাণ্ডবেয় বিভেম্যহম্ ।
ত্বং হি ক্ষত্রিয়দায়াদো মহাকুলবিবর্ধনঃ ।
অতস্ত্বাং প্রব্রবীম্যেষ মুহূর্ত্তং ক্ষম পাণ্ডব ॥ ১১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কর্ণরথচক্রগ্রসনে
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

তাহার পর শত্রুদমন অর্জুন অগ্নি ও সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর লৌহময় দিব্য বাণকে অভিমন্ত্রিত করিয়া উহাতে রৌদ্রাস্ত্রের আধান করিলেন এবং উহা কর্ণের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্ম স্থির করিলেন। হে নৃপ! এই সময় পৃথিবী রাধানন্দন কর্ণের চক্র গ্রাস করিলেন ॥ ১০৩-১০৪

ইহা দেখিয়া রাধানন্দন কর্ণ অতিসত্বর রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উদ্যোগ সহকারে নিজের দুই বাহুর দ্বারা চক্রকে ধরিয়া উহাকে উপরে তুলিবার চেষ্টা করিলেন ॥ ১০৫

কর্ণ সেই রথকে উপরে উঠাইবার সময় এমন আকর্ষণ করিলেন যে, উহাতে সপ্ত দ্বীপযুক্তা এবং পর্ব্বত, বন ও কাননসহ এই সমগ্রা পৃথিবী চক্রকে নিষ্ক্রামণ করিয়া যেন চারি আঙ্গুল পরিমিত উপরে উঠিয়া আসিলেন ॥ ১০৬

চক্র গ্রস্ত হইয়া যাওয়ায় রাধাপুত্র কর্ণ ক্রোধে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং রোষাবিষ্ট হইয়া অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করত এই কথা বলিলেন ॥ ১০৭

মহাধনুর্দ্ধর কুন্তীকুমার! মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, যাহাতে আমি এই গ্রস্ত চক্রকে পৃথ্বীতল হইতে উদ্ধার করিতে পারি ॥ ১০৮

পার্থ! দৈবযোগে আমার রথের এই বাম চক্র পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহা দেখিয়া তুমি কাপুরুষোচিত কপট ব্যবহার পরিত্যাগ কর ॥ ১০৯

কুন্তীনন্দন! যে পথে কাপুরুষগণ গমন করে, তুমি সেই পথে গমন করিও না; কারণ, তুমি যুদ্ধকার্য্যে বিশিষ্ট বীররূপে প্রচার বিখ্যাত আছ পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিজেকে এ জগতে আরও অধিক বিশিষ্ট বীররূপে পরিণত কর ॥ ১১০½

অর্জুন! যে কেশ মুক্ত করিয়া অবস্থান করে, যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ, যে কৃতাঞ্জলি হইয়া শরণাগত হইয়াছে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, যে প্রাণের ভিক্ষা করিয়া থাকে এবং যাহার বাণ, কবচ ও অন্যান্য অস্ত্রসকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ পুরুষের উপর উত্তম ব্রতপালনকারী বীর যোদ্ধা কখনও অস্ত্রপ্রহার করেন না ॥ ১১১-১১২½

পাণ্ডুনন্দন! তুমি এজগতে শৌর্য্যশালী মহাবীর ও সদাচারী বলিয়া বিখ্যাত আছ। যুদ্ধের ধর্ম্মও তুমি জান। বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া তুমি উহার অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নান করিয়াছ। তুমি দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, অপরিমিত আত্ম-বলসম্পন্ন এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জুনতুল্য পরাক্রমশালী ॥ ১১৩-১১৪

মহাবাহো! যে পর্য্যন্ত আমি এই গ্রস্ত চক্রকে উদ্ধার করিতে থাকিব, সেই পর্য্যন্ত তুমি রথারূঢ় হইয়া ভূমিতলে অবস্থিত আমাকে বাণসমূহের প্রহারে ব্যাকুল করিও না ॥ ১১৫

পাণ্ডুপুত্র! আমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অথবা তোমাকে অল্পও ভয় করি না। তুমি ক্ষত্রিয়ের পুত্র এবং এক উচ্চ বংশের গৌরববর্দ্ধন করিতেছ; সেইজন্য তোমাকে আমি এই কথা বলিলাম। অর্জুন! তুমি মুহূর্ত্তকাল আমাকে ক্ষমা কর ॥ ১১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে কর্ণের রথচক্রগ্রাসবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন কর্ণস্য তিরস্কারঃ, অর্জুনেন কর্ণস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তমব্রবীদ্ বাসুদেবো রথস্থো
রাধেয় দিষ্ট্যা স্মরসীহ ধর্মম্।
প্রায়েণ নীচা ব্যসনেষু মগ্না
নিন্দন্তি দৈবং কুকৃতং ন তু স্বম্॥ ১

যদ্ দ্রৌপদীমেকবস্ত্রাং সভায়া-
মানায়য়েস্ত্বঞ্চ সুযোধনশ্চ।
দুঃশাসনঃ শকুনিঃ সৌবলশ্চ
ন তে কর্ণ প্রত্যভাত্তত্র ধর্মঃ॥ ২

যদা সভায়াং রাজানমনক্ষজ্ঞং যুধিষ্ঠিরম্।
অজৈষীচ্ছকুনির্জ্ঞানাৎ ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৩

বনবাসে ব্যতীতে চ কর্ণ বর্ষে ত্রয়োদশে।
ন প্রযচ্ছসি যদ্ রাজ্যং ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৪

যদ্ ভীমসেনং সর্পৈশ্চ বিষযুক্তৈশ্চ ভোজনৈঃ।
আচরৎ ত্বন্মতে রাজা ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৫

যদ্ বারণাবতে পার্থান্ সুপ্তান্ জতুগৃহে তদা।
আদীপয়স্ত্বং রাধেয় ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৬

যদা রজস্বলাং কৃষ্ণাং দুঃশাসনবশে স্থিতাম্।
সভায়াং প্রাহসঃ কর্ণ ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৭

যদনার্যৈঃ পুরা কৃষ্ণাং ক্লিশ্যমানামনাগসম্।
উপপ্রেক্ষসি রাধেয় ক তে ধর্মস্তদা গতঃ॥ ৮

বিনষ্টাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণে শাশ্বতং নরকং গতাঃ।
পতিমন্যং বৃণীষ্বেতি বদংস্ত্বং গজগামিনীম্॥ ৯

উপপ্রেক্ষসি রাধেয় ক তে ধর্মস্তদা গতঃ।
রাজ্যলুব্ধঃ পুনঃ কর্ণ সমাব্যথসি পাণ্ডবান্।
যদা শকুনিমাশ্রিত্য ক তে ধর্মস্তদাগতঃ॥ ১০

একনবতিতম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কর্ণকে তিরস্কার এবং অর্জুনের দ্বারা কর্ণের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় রথে উপবিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণকে বলিলেন,—রাধানন্দন! সৌভাগ্যের কথা যে, এখন এই সঙ্কটকালে তোমার ধর্মের কথা স্মরণ হইতেছে। প্রায়ই দেখা যায়, নীচ মানুষ বিপদে পতিত হইলে দৈবেরই নিন্দা করিয়া থাকে। নিজের কৃত কুকর্মের কথা তাহারা স্মরণ করে না॥ ১

কর্ণ! যখন তুমি এবং দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও সুবল-পুত্র শকুনি একবস্ত্রপরিহিতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভার মধ্যে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলে, সেই সময় তোমার মনে ধর্মের কথা উদিত হয় নাই কেন? ২

যখন কৌরব-সভায় পাশাখেলায় অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে শকুনি জ্ঞাতসারে কপটতাপূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছিল, সেই সময় তোমার এই ধর্ম কোথায় ছিল? ৩

কর্ণ! বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষকাল অতিবাহিত হইবার পরও যখন তুমি পাণ্ডবগণের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে না, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ৪

যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমারই পরামর্শ গ্রহণ করত ভীমসেনকে বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করাইয়াছিল এবং তাঁহাকে সর্পগণের দ্বারা দংশন করাইয়াছিল, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? ৫

সেই দিন বারণাবতনগরে জতুগৃহের (লাক্ষাগৃহের) মধ্যে নিদ্রিত কুন্তীপুত্রদিগকে যখন প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ৬

কর্ণ! জনপূর্ণ সভায় দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া যখন তুমি উপহাস করিতেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল? ৭

রাধানন্দন! পূর্ব্বে নীচ কৌরবগণের দ্বারা ক্লেশপ্রাপ্ত নিরপরাধা দ্রৌপদীকে যখন তুমি নিকট হইতে দেখিতেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? ৮

(স্মরণ আছে কি? তুমি দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলে) কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, চিরকালের জন্য নরকে পতিত হইয়াছে। এখন তুমি অপর কোন পতিকে বরণ কর। যখন তুমি এই কথা বলিতে বলিতে গজগামিনী দ্রৌপদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল। ৯½

কর্ণ! পুনরায় রাজ্যলোভবশতঃ তুমি শকুনির পরামর্শ অনুসারে যখন পাণ্ডবগণকে দ্বিতীয়বার পাশাখেলার জন্য আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ১০

যদাভিমন্যুং বহবো যুদ্ধে জঘ্নুর্মহারথাঃ ।
পরিবার্য্য রণে বালং ক তে ধর্মস্তদা গতঃ ॥ ১১

যদ্যেষ ধর্মস্তত্র ন বিদ্যতে হি
কিং সর্বথা তালুবিশোষণেন ।
অদ্যেহ ধর্ম্যাণি বিধৎস্ব সূত
তথাপি জীবন্ন বিমোক্ষ্যসে হি ॥ ১২

নলো হ্যক্ষৈর্নির্জিতঃ পুষ্করেণ
পুনর্যশো রাজ্যমবাপ বীর্য্যাৎ ।
প্রাপ্তাস্তথা পাণ্ডবা বাহুবীর্য্যাৎ
সর্বৈঃ সমেতাঃ পরিবৃত্তলোভাঃ ॥ ১৩

নিহত্য শত্রূন্ সমরে প্রবৃদ্ধান্
সসোমকা রাজ্যমবাপ্নুয়ুস্তে ।
তথা গতা ধার্তরাষ্ট্রা বিনাশং
ধর্মাভিগুপ্তৈঃ সততং নৃসিংহৈঃ ॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তস্তদা কর্ণো বাসুদেবেন ভারত ।
লজ্জয়াবনতো ভূত্বা নোত্তরং কিঞ্চিদুক্তবান্ ॥ ১৫

ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠো ধনুরুদ্যম্য ভারত ।
যোধয়ামাস বৈ পার্থং মহাবেগপরাক্রমঃ ॥ ১৬

ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবঃ ফাল্গুনং পুরুষর্ষভম্ ।
দিব্যাস্ত্রেণৈব নির্ভিদ্য পাতয়স্ব মহাবল ॥ ১৭

এবমুক্তস্তু দেবেন ক্রোধমাগাত্তদার্জুনঃ ।
মন্যুমভ্যাবিশদ্ ঘোরং স্মৃত্বা তত্তু ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৮

তস্য ক্রুদ্ধস্য সর্বেভ্যঃ স্রোতোভ্যস্তেজসোঽর্চিষঃ ।
প্রাদুরাসংস্তদা রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৯

তং সমীক্ষ্য ততঃ কর্ণো ব্রহ্মাস্ত্রেণ ধনঞ্জয়ম্ ।
অভ্যবর্ষৎ পুনর্যত্নমকরোদ্ রথসর্জনে ॥ ২০

ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব তং পার্থো ববর্ষ শরবৃষ্টিভিঃ ।
তদস্ত্রমস্ত্রেণাবার্য প্রজহার চ পাণ্ডবঃ ॥ ২১

ততোঽন্যদস্ত্রং কৌন্তেয়ো দয়িতং জাতবেদসঃ ।
মুমোচ কর্ণমুদ্দিশ্য তৎ প্রজজ্বাল তেজসা ॥ ২২

যখন যুদ্ধে তুমি বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধাগণে মিলিত হইয়া বালক অভিমন্যুকে চারিদিকে ঘিরিয়া নিহত করিয়াছিলে, সেই সময় তোমার ধর্ম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল ? ১১

যদি সেই সময়ে তোমার ধর্ম না থাকে, তবে আজও এখানে সর্বপ্রকারে ধর্মের কথা বলিয়া তালুকে শুষ্ক করিয়া কি লাভ হইবে ? সূত ! যদি তুমি এখানে সকল ধর্মকার্য্যও করিতে থাক, তবে আজ জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না ॥ ১২

পুষ্করাজা নলকে পাশাখেলায় পরাজিত করিয়াছিল ; কিন্তু তিনি স্বীয় পরাক্রমেই পুনরায় নিজ রাজ্য ও যশ দুইই লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ নির্লোভ পাণ্ডবগণও নিজের বাহুবলে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বিদ্যমান থাকিয়া সমরাঙ্গনে অতিশয় শক্তিশালী শত্রুদিগকে সংহার করত পুনরায় নিজেদের রাজ্যলাভ করিবে। নিশ্চয়ই ইহারা সোমকগণের সহিত নিজেদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা সর্বদা নিজেদের ধর্মের দ্বারা সুরক্ষিত, অতএব ইহাদের দ্বারা অবশ্যই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩-১৪

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত ! সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর কর্ণ লজ্জায় নিজের মস্তক নত করিলেন, কোনও উত্তরই দিলেন না ॥ ১৫

ভরতনন্দন ! তিনি মহাবেগ ও অতিশয় পরাক্রমশালী হইয়া ক্রোধে ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত করিতে করিতে ধনু উত্তোলিত করিয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

তখন বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পুরুষপ্রবর অর্জুনকে এই কথা বলিলেন,—মহাবল বীর ! তুমি কর্ণকে দিব্যাস্ত্রের দ্বারা বিদীর্ণ করত ভূপাতিত কর ॥ ১৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন সেই সময় কর্ণের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পুনরায় ঘটনাসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার মধ্যে ভয়ানক ক্রোধের সঞ্চার হইল ॥ ১৮

কুপিত হইয়া উঠিলে তাঁহার প্রতি লোমছিদ্র হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। রাজন্ ! সেই সময় ইহা যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১৯

ইহা দেখিয়া কর্ণ অর্জুনের উপর ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া বাণসমূহ বর্ষণ করিলেন এবং পুনরায় রথকে উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ২০

তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জুনও ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারাই কর্ণের সেই ব্রহ্মাস্ত্রকে নষ্ট করত তাঁহার উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

তদনন্তর কুন্তীনন্দন অর্জুন কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া অপর একটি দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, যাহা জাতবেদা অগ্নিদেবের প্রিয় অস্ত্র ছিল। সেই আগ্নেয়াস্ত্র নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ২২

বারুণেন ততঃ কর্ণঃ শময়ামাস পাবকম্।
জীমূতৈশ্চ দিশঃ সর্বাশ্চক্রে তিমিরচ্ছদিনাঃ ॥ ২৩
পাণ্ডবেয়স্ত্বসম্ভ্রান্তো বায়ব্যাস্ত্রেণ বীর্য্যবান্।
অপোবাহ তদাভ্রাণি রাধেয়স্য প্রপশ্যতঃ ॥ ২৪
ততঃ শরং মহাঘোরং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
আদদে পাণ্ডুপুত্রস্য সূতপুত্রো জিঘাংসয়া ॥ ২৫
যোজ্যমানে ততস্তস্মিন্ বাণে ধনুষি পূজিতে।
চচাল পৃথিবী রাজন্ সশৈল-বন-কাননা ॥২৬
ববৌ সশর্করো বায়ুর্দিশশ্চ রজসা বৃতাঃ।
হাহাকারশ্চ সঞ্জজ্ঞে সুরাণাং দিবি ভারত ॥ ২৭
তমিষুং সন্ধিতং দৃষ্ট্বা সূতপুত্রেণ মারিষ।
বিষাদং পরমং জগ্মুঃ পাণ্ডবা দীনচেতসঃ ॥ ২৮
স সায়কঃ কর্ণভুজপ্রমুক্তঃ
শক্রাশনিপ্রখ্যরুচিঃ শিতাগ্রঃ ॥ ২৯
ভুজান্তরং প্রাপ্য ধনঞ্জয়স্য
বিবেশ বল্মীকমিবোরগোত্তমঃ।
স গাঢ়বিদ্ধঃ সমরে মহাত্মা
বিঘূর্ণমানঃ শ্লথহস্তগাণ্ডিবঃ ॥ ৩০
চচাল বীভৎসুরমিত্রমর্দনঃ
ক্ষিতেঃ প্রকম্পে চ যথাচলোত্তমঃ।
তদন্তরং প্রাপ্য বৃষো মহারথো
রথাঙ্গমুর্ব্বীগতমুজ্জিহীর্ষুঃ ॥ ৩১
রথাদবপ্লুত্য নিগৃহ্য দোর্ভ্যাং
শশাক দৈবান্ন মহাবলোঽপি।
ততঃ কিরীটী প্রতিলভ্য সংজ্ঞাং
জগ্রাহ বাণং যমদণ্ডকল্পম্ ॥ ৩২
ততোঽর্জুনঃ প্রাঞ্জলিকং মহাত্মা
ততোঽব্রবীদ্ বাসুদেবোপি পার্থম্।
ছিন্ধ্যস্য মূর্ধানমরেঃ শরেণ
ন যাবদারোহতি বৈ রথং বৃষঃ ॥ ৩৩
তথৈব সম্পূজ্য স তদ্ বচঃ প্রভো-
স্ততঃ শরং প্রজ্বলিতং প্রগৃহ্য।
জঘান কক্ষামমলার্কবর্ণাং
মহারথে রথচক্রে বিমগ্নে ॥ ৩৪

কিন্তু কর্ণ বারুণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে শান্ত করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে চারিদিক্ মেঘমণ্ডলে আবৃত হইয়া পড়িল এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল ॥ ২৩

পরাক্রমশালী অর্জুন ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি রাধানন্দন কর্ণের সাক্ষাতেই বায়ব্যাস্ত্রের দ্বারা সেই মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিলেন ॥ ২৪

তখন সূতপুত্র কর্ণ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এক মহাভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সেই উত্তম বাণ ধনুতে আরোপণ করিতেই পর্ব্বত, বন ও কানন সহ সম্পূর্ণ পৃথিবী বিচলিত হইলেন ॥ ২৬

ভারত! শিলাবর্ষণ করিতে করিতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সমস্ত দিঙ্মণ্ডল ধূলিতে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল এবং স্বর্গের দেবগণের মধ্যে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ২৭

মাননীয় নরেশ! যখন সূতপুত্র কর্ণ এই বাণের সন্ধান করিলেন, তখন এই অস্ত্রকে দেখিয়া পাণ্ডবেরা দীনচিত্ত হইয়া গুরুতর বিষাদে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৮

কর্ণের হস্ত হইতে মুক্ত সেই বাণ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল। ইহার অগ্রভাগ অতিশয় তেজস্বী ছিল। ইহা অর্জুনের বক্ষে যাইয়া পতিত হইল এবং যেরূপ কোন সর্পশ্রেষ্ঠ বল্মীকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণ অর্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৯

সমরাঙ্গণে এই বাণের প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা অর্জুন ঘুরিতে লাগিলেন। গাণ্ডীবধনুধারী অর্জুনের হস্ত শিথিল হইয়া যাইল। এই শত্রুদমন অর্জুন ভূমিকম্পের সময় প্রকম্পিত শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৩০

ইহার মধ্যে সময় পাইয়া মহারথী কর্ণ ধরাতলে প্রবিষ্ট রথচক্রকে তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিলেন। তিনি তখন রথ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে ধরিয়া উহাকে উপরে উঠাইবার বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহাবলবান্ হইয়াও কর্ণ দৈববশে নিজের প্রয়াসে সফল হইলেন না ॥ ৩১

অনন্তর এই সময় সংজ্ঞালাভ করিয়া মহাত্মা কিরীটধারী অর্জুন যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর একটি আঞ্জলিক বাণ গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বলিলেন,—পার্থ! কর্ণ যে পর্য্যন্ত না রথে আরোহণ করে, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি স্বীয় বাণের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন কর ॥ ৩২-৩৩

তখন 'আচ্ছা' এই কথা বলিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই আজ্ঞাকে সাদরে শিরোধার্য্য করিয়া সেই প্রজ্বলিত বাণগ্রহণ

তং হস্তিকক্ষাপ্রবরঞ্চ কেতুং
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রপৃষ্ঠম্।
জ্ঞানপ্রকর্ষোত্তমশিল্পিযুক্তৈঃ
কৃতং সুরূপং তপনীয়চিত্রম্॥ ৩৫

জয়াস্পদং তব সৈন্যস্য নিত্য-
মমিত্রবিত্রাসনমীড্যরূপম্।
বিখ্যাতমাদিত্যসমং স্ম লোকে
ত্বিষা সমং পাবকভানুচন্দ্রৈঃ॥ ৩৬

ততঃ ক্ষুরপ্রেণ সুসংশিতেন
সুবর্ণপুঙ্খেন হুতাগ্নিবর্চসা।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ধ্বজমুন্মমাথ
মহারথস্তাধিরথেঃ কিরীটী॥ ৩৭

যশশ্চ দর্পশ্চ তথা প্রিয়াণি
সর্বাণি কার্য্যাণি চ তেন কেতুনা।
সাকং কুরূণাং হৃদয়ানি চাপতন্
বভূব হাহেতি চ নিঃস্বনো মহান্॥ ৩৮

দৃষ্ট্বা ধ্বজং পাতিতমাশুকারিণা
কুরুপ্রবীরেণ নিকৃত্তমাহবে।
নাশংসিরে সূতপুত্রস্য সর্বে
জয়ং যদা ভারত যে ত্বদীয়াঃ॥৩৯

অথ ত্বরন্ কর্ণবধায় পার্থো
মহেন্দ্রবজ্রানলদণ্ডসন্নিভম্।
আদত্ত চাথাঞ্জলিকং নিষঙ্গাৎ
সহস্ররশ্মেরিব রশ্মিমুত্তমম্॥ ৪০

মর্মচ্ছিদং শোণিতমাংসদিগ্ধং
বৈশ্বানরার্কপ্রতিমং মহার্হম্।
নরাশ্বনাগাসুহরং ত্র্যরত্নিং
ষড়্বাজমঞ্জোগতিমুগ্রবেগম্॥ ৪১

সহস্রনেত্রাশনিতুল্যবীর্য্যং
কালানলং ব্যাত্তমিবাতিঘোরম্।
পিনাকনারায়ণচক্রসন্নিভং
ভয়ঙ্করং প্রাণভৃতাং বিনাশনম্॥ ৪২

জগ্রাহ পার্থঃ স শরং প্রহৃষ্টো
যো দেবসঙ্ঘৈরপি দুর্নিবার্য্যঃ।
সম্পূজিতো যঃ সততং মহাত্মা
দেবাসুরান্ যে বিজয়েন্মহেষুঃ॥৪৩

পূর্ব্বক যাঁহার রথচক্র ভূতলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কর্ণের সেই বিশাল রথের উড্ডীয়মান ও সূর্য্যতুল্য প্রকাশিত ধ্বজের উপর প্রহার করিলেন॥ ৩৪

হস্তীবন্ধনের শৃঙ্খলের চিহ্নযুক্ত সেই শ্রেষ্ঠ ধ্বজের পৃষ্ঠভাগে সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরক ভূষিত আছে। অত্যন্ত জ্ঞানবান্ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মিলিতভাবে সুবর্ণচিত্রিত এই ধ্বজকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন॥ ৩৫

এই বিশ্ববিখ্যাত ধ্বজ আপনার সৈন্যদের বিজয়ের আধার-স্তম্ভ হইয়া সর্ব্বদা শত্রুদিগকে ভীত করিতেছিল। এই ধ্বজ নিজ প্রভায় সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল॥ ৩৬

কিরীটধারী অর্জ্জুন স্বর্ণপক্ষযুক্ত ও আহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী সেই তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা মহারথী কর্ণের সেই ধ্বজকে নষ্ট করিয়া দিলেন, যে ধ্বজ স্বীয় প্রভায় নিরন্তর দেদীপ্যমান হইতেছিল॥ ৩৭

ছিন্ন হইয়া পতনোন্মুখ এই ধ্বজের সহিত কৌরবগণের যশ, অভিমান, সমস্ত প্রিয় কার্য্য এবং হৃদয়েরও পতন হইল। তখন চারিদিকে মহা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল॥ ৩৮

ভারত! ক্ষিপ্রকারী কৌরব-বীর অর্জ্জুন কর্তৃক যুদ্ধস্থলে সেই ধ্বজকে ছিন্ন হইয়া পতিত হইতে দর্শন করত সেই সময় আপনার সকল সৈন্যগণ সূতপুত্র কর্ণের জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন॥ ৩৯

তদনন্তর কর্ণকে বধ করিবার জন্য ত্বরান্বিত অর্জ্জুন নিজের তূণীর হইতে একটি আঞ্জলিক নামক বাণ বাহির করিলেন, যাহা ইন্দ্রের বজ্র ও অগ্নির দণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং সূর্য্যদেবের এক উত্তম কিরণসদৃশ কান্তিমান্ ছিল॥ ৪০

এই বাণ শত্রুর মর্ম্মস্থলসমূহ ছেদন করিতে সমর্থ, রক্ত ও মাংসে লিপ্ত, অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, বহুমূল্য, মনুষ্য, অশ্ব এবং হস্তিগণের প্রাণহরণকারী, মুষ্টিবদ্ধ তিন হস্ত পরিমিত, ছয়টি পক্ষযুক্ত, শীঘ্রগামী, ভয়ঙ্কর বেগশালী, ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ পরাক্রম-প্রকাশকারী, মুখবিস্তারকারী কালাগ্নিতুল্য অত্যন্ত ভয়ানক, ভগবান্ শিবের পিনাক ও নারায়ণের চক্রের ন্যায় ভয়দায়ক এবং প্রাণিগণের বিনাশকারী ছিল॥ ৪১-৪২

দেবগণও যাঁহার গতি অনায়াসে রুদ্ধ করিতে পারেন না, যিনি সর্ব্বদা সকল লোকের দ্বারা সম্মানিত, মহাত্মা, বিশাল

তং বৈ প্রসৃষ্টং প্রসমীক্ষ্য যুদ্ধে
চচাল সর্বং সচরাচরং জগৎ।
স্বস্তি জগৎ স্যাদৃষয়ঃ প্রচুক্রুশু-
স্তমুদ্যতং প্রেক্ষ্য মহাহবেষুম্ ॥ ৪৪

ততস্তু তং বৈ শরমপ্রমেয়ং
গাণ্ডীবধন্বা ধনুষি ব্যয়োজয়ৎ।
যুক্ত্বা মহাস্ত্রেণ পরেণ চাপং
বিকৃষ্য গাণ্ডীবমুবাচ সত্বরম্ ॥ ৪৫

অয়ং মহাস্ত্রপ্রহিতো মহাশরঃ
শরীরহৃচ্চাসুহরশ্চ দুর্হৃদঃ।
তপোহস্তি তপ্তং গুরবশ্চ তোষিতা
ময়া যদীষ্টং সুহৃদাং শ্রুতং তথা ॥ ৪৬

অনেন সত্যেন নিহন্ত্বয়ং শরঃ
সুসংহিতঃ কর্ণমরিং মমোর্জিতম্।
ইত্যূচিবাংস্তং প্রমুমোচ বাণং
ধনঞ্জয়ঃ কর্ণবধায় ঘোরম্ ॥ ৪৭

কৃত্যামথর্বাঙ্গিরসীমিবোগ্রাং
দীপ্তামসহ্যাং যুধি মৃত্যুনাপি।
ব্রুবন্ কিরীটী তমতিপ্রহৃষ্টো
হ্যয়ং শরো মে বিজয়াবহোঽস্তু ॥ ৪৮

জিঘাংসুরর্কেন্দুসমপ্রভাবঃ
কর্ণং ময়াস্তো নয়তাং যমায়।
তেনেষুবর্যেণ কিরীটমালী
প্রহৃষ্টরূপো বিজয়াবহেন ॥ ৪৯

জিঘাংসুরর্কেন্দুসমপ্রভেণ
চক্রে বিষক্তং রিপুমাততায়ী।
তথা বিমুক্তো বলিনার্কতেজাঃ
প্রজ্বালয়ামাস দিশো নভশ্চ ॥

ততোঽর্জুনস্তস্য শিরো জহার
বৃত্রস্য বজ্রেণ যথা মহেন্দ্রঃ ॥ ৫০
শরোত্তমেনাঞ্জলিকেন রাজং-
স্তদা মহাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতেন।
পার্থোঽপরাহ্ণে শির উচ্চকর্ত
বৈকর্তনস্যাথ মহেন্দ্রসূনুঃ ॥ ৫১

বাণধারী এবং দেবতা ও অসুরগণকে জয় করিতে সমর্থ, সেই কুন্তীনন্দন অর্জুন অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই বাণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩

সেই মহাসমরে উক্ত বাণকে হস্তে ধারণ করিতে এবং উপরে উত্তোলন করিতে দেখিয়া সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ কাঁপিয়া উঠিল। ঋষিগণ তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—জগতের কল্যাণ হউক ॥ ৪৪

তাহার পর গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেই অপরিমিত শক্তিশালী বাণকে ধনুর উপর স্থাপন করিলেন এবং উহাকে উত্তম ও মহাদিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অতি দ্রুত গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৪৫

এই মহাস্ত্রে প্রেরিত মহাবাণ শত্রুর শরীর, হৃদয় ও প্রাণ বিনাশকারী। যদি আমি তপস্যা করিয়া থাকি, গুরুজনগণকে সন্তুষ্ট, যজ্ঞ এবং হিতৈষী মিত্রগণের কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া থাকি, তবে এই সত্যের প্রভাবে উত্তমরূপে সংযোজিত এই আমার শক্তিশালী শত্রু কর্ণকে নাশ করুক। এই কথা বলিয়া ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কর বাণকে কর্ণের বধের জন্য ক্ষেপণ করিলেন ॥ ৪৬-৪৭

যেরূপ অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসকলের দ্বারা আভিচারিক প্রয়োগ করত উৎপন্না কৃত্যা উগ্র, প্রজ্বলিত ও যুদ্ধে মৃত্যুর পক্ষেও অসহ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বাণও অসহ্য ছিল। কিরীটধারী অর্জুন অতিশয় প্রসন্ন হইয়া সেই বাণকে লক্ষ্য করত বলিলেন—আমার এই বাণ আমাকে বিজয়দান করিবে। ইহার প্রভাব চন্দ্র এবং সূর্য্যতুল্য। আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই ঘাতক বাণ কর্ণকে যমলোকে প্রেরণ করিবে ॥ ৪৮½

কিরীটধারী অর্জুন অতিশয় প্রীতচিত্তে শত্রুকে বধ করিবার জন্য আততায়ী হইয়া উঠিলেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত সেই জয়প্রদ শ্রেষ্ঠ বাণে নিজের শত্রু কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪৯½

বলবান্ অর্জুনকর্তৃক এইভাবে নিক্ষিপ্ত সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বাণ আকাশ ও দিক্‌সকলকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। যেরূপ ইন্দ্র নিজের বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জুন এই বাণের দ্বারা কর্ণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৫০

রাজন্! মহাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত আঞ্জলিকনামক উত্তম বাণের

তং প্রাপতচ্চাঞ্জলিকেন ছিন্ন-
মথাস্য কায়ো নিপপাত পশ্চাৎ।
তদুদ্যতাদিত্যসমানতেজসং
শরন্নভোমধ্যগভাস্করোপমম্ ॥ ৫২
বরাঙ্গমুর্ব্যামপতচ্চমূমুখে
দিবাকরোঽস্তাদিব রক্তমণ্ডলঃ।
ততোঽস্য দেহং সততং সুখোচিতং
সুরূপমত্যর্থমুদারকর্মণঃ ॥ ৫৩
পরেণ কৃচ্ছ্রেণ শিরঃ সমত্যজদ্
গৃহং মহর্দ্ধীব সুসঙ্গমীশ্বরঃ।
শরৈর্বিভিন্নং ব্যসু তৎ সুবর্চসঃ
পপাত কর্ণস্য শরীরমুচ্ছ্রিতম্ ॥৫৪
স্রবদ্‌ব্রণং গৈরিকতোয়বিস্রবং
গিরের্যথা বজ্রহতং মহাশিরঃ।
দেহাচ্চ কর্ণস্য নিপাতিতস্য
তেজঃ সূর্য্যং খং বিততাাবিবেশ ॥ ৫৫
তদদ্ভুতং সর্বমনুষ্যযোধাঃ
সন্দৃষ্টবন্তো নিহতে স্ম কর্ণে।

ততঃ শঙ্খান্ পাণ্ডবা দধ্মুরুচ্চৈ-
র্দৃষ্ট্বা কর্ণং পাতিতং ফাল্গুনেন ॥ ৫৬
তথৈব কৃষ্ণশ্চ ধনঞ্জয়শ্চ
হৃষ্টৌ যমৌ দধ্মতুর্বারিজাতৌ।
তং সোমকাঃ প্রেক্ষ্য হতং শয়ানং
সৈন্যৈঃ সার্দ্ধং সিংহনাদান্ প্রচক্রুঃ ॥৫৭
তূর্য্যাণি সঞ্জঘ্নুরতীব হৃষ্টা
বাসাংসি চৈবাদুধুবুর্ভুজাংশ্চ।
সংবর্দ্ধয়ন্তশ্চ নরেন্দ্র যোধাঃ
পার্থং সমাজগ্মুরতীব হৃষ্টাঃ ॥ ৫৮
বলান্বিতাশ্চাপরে হ্যপ্যনৃত্য-
ন্নন্যোন্যমাশ্লিষ্য নদন্ত ঊচুঃ।
দৃষ্ট্বা তু কর্ণং ভুবি বা বিপন্নং
কৃত্তং রথাৎ সায়কৈরর্জুনস্য ॥ ৫৯
মহানিলেনাদ্রিমিবাপবিদ্ধং
যজ্ঞাবসানেঽগ্নিমিব প্রশান্তম্।
বরাঙ্গ কর্ণস্য শিরো নিকৃত্ত-
মস্তং গতং ভাস্করস্যেব বিম্বম্ ॥ ৬০

যারা ইন্দ্রনন্দন কুন্তীকুমার অর্জুন অপরাহ্নকালে সূর্য্যপুত্র কর্ণের শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৫১

আঞ্জলিক-বাণে ছিন্ন কর্ণের মস্তক ভূতলে পতিত হইল। ইহার পর তাঁহার শরীরও ধরাশায়ী হইল। যেরূপ রক্তবর্ণ মণ্ডলশোভিত সূর্য্যদেব অস্তাচল হইতে নিম্নের দিকে পতিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ উদিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ও শরৎকালীন আকাশের মধ্যভাগে তাপদানরত ভাস্করসদৃশ দুঃসহ সেই কর্ণ-মস্তক সৈন্যদের অগ্রভাগে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর সদা সুখভোগের যোগ্য উদারকর্মা কর্ণের সেই অত্যন্ত সুন্দর দেহ অতিশয় কষ্টের সহিত উক্ত মস্তককে সেইভাবে পরিত্যাগ করিল, যেরূপ ধনবান্ ব্যক্তি নিজের সমৃদ্ধিশালী গৃহকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ ব্যক্তি সৎসঙ্গকে অতিশয় কষ্টসহকারে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

তেজস্বী কর্ণের সেই উচ্চ শরীর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে করিতে নিষ্প্রাণ অবস্থায় সেইভাবে পতিত হইল, যেরূপ বজ্রের আঘাতে ভগ্ন কোন পর্ব্বতের বিশাল শিখর গৈরিকবর্ণের জলপ্রস্রবণ করিতে থাকে। ধরাতলে পতিত কর্ণের দেহ হইতে এক তেজ নির্গত হইয়া আকাশে বিস্তৃতিলাভ করত তাহার উপরিস্থিত সূর্য্যমণ্ডলে যাইয়া বিলীন হইল ॥ ৫৪-৫৫

এই অদ্ভুত দৃশ্য সেখানে অবস্থিত সকল যোদ্ধা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ সম্যক্‌ভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে পর অর্জুনকর্তৃক পাতিত কর্ণকে দেখিয়া পাণ্ডব-যোদ্ধারা উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও হৃষ্টচিত্ত নকুল-সহদেবও শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সোমকগণ কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া নিজেদের সৈন্যবাহিনীর সহিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥৫৭

ইঁহারা অতিশয় আনন্দের সহিত বাদ্য বাজাইতে এবং হস্ত আন্দোলিত করিতে থাকিলেন। হে নরেন্দ্র! অত্যন্ত হৃষ্ট পাণ্ডব-যোদ্ধারা অর্জুনকে সংবর্দ্ধনা জানাইতে জানাইতে তাঁহার নিকটে আসিয়া মিলিত হইলেন ॥ ৫৮

অর্জুনের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন ও প্রাণহীন কর্ণকে রথের নিম্নে ভূতলে পতিত দেখিয়া অন্য বলবান্ সৈন্যগণ পরস্পরের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং গর্জনসহকারে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

কর্ণের সেই ছিন্ন মস্তক বায়ুর বেগে ভগ্ন পর্ব্বতখণ্ডের ন্যায়,

শরৈরাচিতসর্ব্বাঙ্গঃ শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ।
বিভাতি দেহঃ কর্ণস্য স্বরশ্মিভিরিবাংশুমান্ ॥ ৬১

প্রতাপ্য সেনামামিত্রীং দীপ্তৈঃ শরগভস্তিভিঃ।
বলিনার্জ্জুনকালেন নীতোঽস্তং কর্ণভাস্করঃ ॥ ৬২

অস্তং গচ্ছন্ যথাদিত্যঃ প্রভামাদায় গচ্ছতি।
তথা জীবিতমাদায় কর্ণস্যেষুর্জগাম সঃ ॥ ৬৩

অপরাহ্ণেঽপরাহ্ণোঽস্য সূতপুত্রস্য মারিষ।
ছিন্নমঞ্জলিকেনাজৌ সোৎসেধমপতচ্ছিরঃ ॥ ৬৪

উপর্য্যুপরি সৈন্যানামস্য শত্রোস্তদঞ্জসা।
শিরঃ কর্ণস্য সোৎসেধমিষুঃ সোঽপ্যহরদ্ দ্রুতম্ ॥ ৬৫

কর্ণং তু শূরং পতিতং পৃথিব্যাং
শরাচিতং শোণিতদিগ্ধগাত্রম্।
দৃষ্ট্বা শয়ানং ভুবি মদ্ররাজ-
শ্ছিন্নধ্বজেনাথ যযৌ রথেন ॥ ৬৬

হতে কর্ণে কুরবঃ প্রাদ্রবন্ত
ভয়ার্দ্দিতা গাঢ়বিদ্ধাশ্চ সংখ্যে।
অবেক্ষমাণা মুহুরর্জ্জুনস্য
ধ্বজং মহান্তং বপুষা জ্বলন্তম্ ॥ ৬৭

সহস্রনেত্রপ্রতিমানকর্ম্মণঃ
সহস্রপত্রপ্রতিমাননং শুভম্।
সহস্ররশ্মির্দিনসংক্ষয়ে যথা
তথাপতৎ কর্ণশিরো বসুন্ধরাম্ ॥৬৮

(ব্যূঢ়োরস্কং কমলনয়নং তপ্তহেমাবভাসং
কর্ণং দৃষ্ট্বা ভুবি নিপতিতং পার্থবাণাভিতপ্তম্।
পাংশুগ্রস্তং মলিনমসকৃৎ পুত্রমন্বীক্ষমাণো
মন্দং মন্দং ব্রজতি সবিতা মন্দিরং মন্দরশ্মিঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্ব্বণি কর্ণবধে
একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

যজ্ঞের শেষে প্রশান্ত অগ্নির তুল্য এবং অস্তাচলে উপস্থিত সূর্য্যের বিম্বের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ৬০

সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে ব্যাপ্ত ও রক্তে আপ্লুত কর্ণের দেহ স্বীয় কিরণমালায় সুশোভিত অংশুমালী সূর্য্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬১

বাণময় প্রদীপ্ত কিরণসমূহে শত্রুসৈন্যদিগকে সন্তাপিত করিতে করিতে কর্ণরূপ সূর্য্য বলবান্ অর্জ্জুনরূপী কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অস্তাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬২

যেরূপ অস্তাচলের দিকে গমনরত সূর্য্যদেব নিজ প্রভাকে লইয়াই চলিয়া যান, সেইরূপে এই আঞ্জলিক বাণ কর্ণের প্রাণ লইয়া চলিয়া যাইল ॥ ৬৩

মাননীয় নরেশ! দান করিবার সময় যিনি অপর দিনের জন্য কোনরূপ কিছু অপেক্ষা রাখিতেন না, সেই সূতপুত্র কর্ণের আঞ্জলিকনামক বাণে ছিন্ন মস্তক দেহ সহ অপরাহ্ণকালে ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬৪

এই বাণ সমস্ত সৈন্যদের উপরে উপরে যাইয়া অর্জ্জুনের শত্রুস্বরূপ কর্ণের দেহ সহ মস্তককে বেগসহকারে অনায়াসেই ছেদন করিল ॥ ৬৫

বীরবর কর্ণকে বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত ও রক্তে আপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য সেই ছিন্ন ধ্বজ রথের দ্বারা সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৬৬

কর্ণ নিহত হইলে পর যুদ্ধে অত্যন্ত আহত কৌরব-সৈন্যরা অর্জ্জুনের প্রজ্বলিত বিশাল ধ্বজকে বারংবার দেখিতে দেখিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৬৭

সহস্রলোচন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কর্ণের সহস্রদল-পদ্মতুল্য সেই সুন্দর মস্তক সেইভাবে ভূতলে পতিত হইল, যেরূপ সায়ংকালে সহস্র কিরণশোভিত সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬৮

(যাঁহার বক্ষস্থল বিশাল এবং নয়নদ্বয় পদ্মসদৃশ সুন্দর ছিল ও কান্তি তপ্তসুবর্ণের ন্যায় প্রতীত হইত, সেই কর্ণের অর্জ্জুনের বাণসমূহে সন্তপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং ধূলিতে মলিন হইয়া যাইলেন। নিজের সেই পুত্র কর্ণের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মন্দ কিরণবিশিষ্ট সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে নিজ মন্দিরের (অস্তাচলের) দিকে গমন করিতে লাগিলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কর্ণবধবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবাণাং শোকপ্রকাশঃ, ভীমাদি-পাণ্ডব-যোধানামানন্দঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, দুঃখিত-শল্যেন দুর্য্যোধনায় সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

শল্যস্তু কর্ণার্জ্জুনয়োর্বিমর্দে
বলানি দৃষ্ট্বা মৃদিতানি বাণৈঃ।
যযৌ হতে চাধিরথৌ পদানুগে
রথেন সংছিন্নপরিচ্ছদেন ॥ ১

নিপাতিতস্যন্দন-বাজি-নাগং
বলঞ্চ দৃষ্ট্বা হতসূতপুত্রম্।
দুর্য্যোধনোঽশ্রুপ্রতিপূর্ণনেত্রো
দীনো মুহুর্নিঃশ্বসংশ্চার্তরূপঃ ॥ ২

কর্ণং তু শূরং পতিতং পৃথিব্যাং
শরাচিতং শোণিতদিগ্ধগাত্রম্।
যদৃচ্ছয়া সূর্য্যমিবাবনিস্থং
দিদৃক্ষবঃ সম্পরিবার্য্য তস্থুঃ ॥৩

প্রহৃষ্টবিত্রস্তবিষণ্ণবিস্মিতা-
স্তথা পরে শোকহতা ইবাভবন্
পরে ত্বদীয়াশ্চ পরস্পরেণ
যথাযথৈষাং প্রকৃতিস্তথা ভবন্ ॥ ৪

প্রবিদ্ধবর্মাভরণাম্বরায়ুধং
ধনঞ্জয়েনাভিহতং মহৌজসম্।
নিশাম্য কর্ণং কুরবঃ প্রদুদ্রুবু-
র্হতর্ষভা গাব ইবাজনে বনে ॥ ৫

ভীমশ্চ ভীমেন তদা স্বনেন
নাদং কৃত্বা রোদসীঃ কম্পয়ানঃ।
আস্ফোটয়ন্ বল্গতে নৃত্যতে চ
হতে কর্ণে ত্রাসয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ॥ ৬

তথৈব রাজন্ সোমকাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
শঙ্খান্ দধ্মুঃ সস্বজুশ্চাপি সর্ব্বে।
পরস্পরং ক্ষত্রিয়া হৃষ্টরূপাঃ
সূতাত্মজে বৈ নিহতে তদানীম্ ॥ ৭

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

[কৌরবগণের শোকপ্রকাশ, ভীমাদি পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আনন্দ, কৌরব-সৈন্যগণের পলায়ন এবং দুঃখিত শল্য কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রামে বাণসমূহের দ্বারা সমস্ত সৈন্যবাহিনী মর্দ্দিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অধিরথপুত্র কর্ণ পদাতি হইয়া নিহত হইলেন। এই সব দেখিয়া রাজা শল্য যাহার আবরণ ও অন্যান্য সমস্ত সামগ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই রথের দ্বারা সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ১

কৌরব-সৈন্যদের রথ, অশ্ব ও হস্তিসকল নিহত হইয়াছিল। সূতপুত্র কর্ণও বিনষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় সেই সৈন্যদিগকে দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিয়া দীন ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২

বীরবর কর্ণ ভূতলে পতিত ছিলেন। তাঁহার দেহ বহু বাণে ব্যাপ্ত ছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় দৈবেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ সূর্য্যদেবের ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সকল যোদ্ধারাই তাঁহাকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

সেই সময় কেহ প্রসন্ন, কেহ ভীত, কেহ বিষাদগ্রস্ত এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্যান্য অনেকে শোকে মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে যাঁহাদের যেরূপ প্রকৃতি ছিল, তাঁহারা পরস্পর সেইভাবেই মগ্ন ছিলেন ॥ ৪

যাঁহার কবচ, আভরণ, বস্ত্র ও অস্ত্রসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত ছিল, সেই মহাবল কর্ণকে অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যরা নির্জ্জন-বনে বৃষ নিহত হওয়ার পর ভীত গাভীগণের পলায়নের ন্যায় এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

কর্ণ নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে ভীত করিতে করিতে ভীমসেন ভয়ঙ্কর-স্বরে সিংহনাদ করত আকাশ ও পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে এবং বাহুর আস্ফোটন শব্দ করিতে করিতে নৃত্য ও লম্ফপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥৬

রাজন্! এইরূপ সমস্ত সোমক ও সৃঞ্জয়গণ শঙ্খবাদ্য করিতে এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সূতপুত্র কর্ণ

কৃত্বা বিমর্দং মহদর্জুনেন
কর্ণো হতঃ কেশরিণেব নাগঃ।
তীর্ণা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভেণ
বৈরস্যান্তং গতবাংশ্চাপি পার্থঃ ॥ ৮
মদ্রাধিপশ্চাপি বিমূঢ়চেতা-
স্তূর্ণং রথেনাপকৃতধ্বজেন।
দুর্য্যোধনস্যান্তিকমেত্য রাজন্
সবাষ্পদুঃখাদ্ বচনং বভাষে ॥ ৯
বিশীর্ণনাগাশ্বরথপ্রবীরং
বলং ত্বদীয়ং যমরাষ্ট্রকল্পম্।
অন্যোন্যমাসাদ্য হতং মহদ্ভি-
র্নরাশ্বনাগৈর্গিরিকূটকল্পৈঃ ॥ ১০
নৈতাদৃশং ভারত যুদ্ধমাসীদ্
যথা তু কর্ণার্জুনয়োর্বভূব।
গ্রস্তৌ হি কর্ণেন সমেতৌ কৃষ্ণা-
বন্যে চ সর্বে তব শত্রবো যে ॥ ১১
দৈবং ধ্রুবং পার্থবশাৎ প্রবৃত্তং
যৎ পাণ্ডবান্ পাতি হিনস্তি চাস্মান্।
তবার্থসিদ্ধ্যর্থকরাশ্চ সর্বে
প্রসহ্য বীরা নিহতা দ্বিষদ্ভিঃ ॥ ১২
কুবের-বৈবস্বত-বাসবানাং
তুল্যপ্রভাবা নৃপতে সুবীরাঃ।
বীর্য্যেণ শৌর্য্যেণ বলেন তেজসা
তৈস্তৈশ্চ যুক্তা বিবিধৈর্গুণৌঘৈঃ ॥ ১৩
অবধ্যকল্পা নিহতা নরেন্দ্রা-
স্তবার্থকামা যুধি পাণ্ডবেয়ৈঃ।
তস্মা শুচো ভারত দিষ্টমেতৎ
পর্য্যাশ্বস ত্বং ন সদাস্তি সিদ্ধিঃ ॥ ১৪
এতদ্ বচো মদ্রপতের্নিশম্য
স্বং চাপ্যনীতং মনসা নিরীক্ষ্য।
দুর্য্যোধনো দীনমনা বিসংজ্ঞঃ
পুনঃ পুনর্ন্যশ্বসদার্তরূপঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শল্যপ্রত্যাগমনে
দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

নিহত হইলে পর সেই সময় পাণ্ডবদলের সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ৭

যেরূপ সিংহ হস্তীকে নিহত করিয়া থাকে, সেইরূপ পুরুষপ্রবর অর্জুন অতিশয় ভীষণ সংগ্রাম করিয়া কর্ণকে বিনাশ করিলেন, নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন এবং তিনি শত্রুতার অবসান ঘটাইলেন। ৮

রাজন্! যাহার ধ্বজ ছেদন করা হইয়াছে, এরূপ রথের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যও বিমূঢ়চিত্তে অতিক্রত দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করিলেন এবং দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৯

দুর্য্যোধন! তোমার সৈন্যদের হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রধান বীরগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সৈন্যরাই যেন যমরাজের রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতশিখরসদৃশ বিশালদেহ হস্তী, অশ্ব ও পদাতি মনুষ্যগণ পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ১০

ভারত! আজ কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছে, এরূপ যুদ্ধ পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। কর্ণ আক্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও তোমার অন্যান্য শত্রুদিগকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হয় নাই। ১১

নিশ্চয়ই দৈব কুন্তীপুত্রগণের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে; কারণ, সে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছে, আর আমাদের বিনাশ করিতেছে। এই কারণেই তোমার অর্থসিদ্ধির জন্য যত্নপরায়ণ প্রায় সকল বীর যোদ্ধাই শত্রুদের দ্বারা সবলে নিহত হইয়াছে ॥১২

রাজন্! তোমার শ্রেষ্ঠ বীর সৈন্যগণ কুবের, যম ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী এবং বল, পরাক্রম, শৌর্য্য, তেজ ও অন্য নানাপ্রকার গুণসমূহে সম্পন্ন ছিল। ১৩

যে যে রাজা তোমার স্বার্থসিদ্ধিকামী ছিলেন এবং অবধ্য ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সংহার করিয়াছে। ভারত! অতএব তুমি শোক করিও না, এ সমস্তই প্রারব্ধের ফল। সকলের সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয় না, ইহা জানিয়া তুমি ধৈর্য্যধারণ কর ॥ ১৪

মদ্ররাজ শল্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং নিজের অন্যায়ের দিকে মনে মনে দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্য্যোধন দীনচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পুনঃ পুনঃ আর্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শল্যের প্রত্যাগমনবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন পঞ্চবিংশতিসহস্রসৈন্যানাং বিনাশঃ, অর্জুনেন রথসেনানাং সংহারঃ, কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, তানি নিবর্ত্তয়িতুং দুর্য্যোধনস্য বিফল-প্রয়াসশ্চ]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্মিংস্তু কর্ণার্জুনয়োর্বিমর্দে
দগ্ধস্য রৌদ্রেঽহনি বিদ্রুতস্য।
বভূব রূপং কুরু-সৃঞ্জয়ানাং
বলস্য বাণোন্মথিতস্য কীদৃক্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথা বৃত্তো মহাক্ষয়ঃ।
ঘোরো মনুষ্যদেহানামাজৌ চ গজ-বাজিনাম্ ॥ ২
যত্র কর্ণে হতে পার্থঃ সিংহনাদমথাকরোৎ।
তদা তব সুতান্ রাজন্নাবিবেশ মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৩
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চৈবাশু পরাক্রমে।
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে কর্ণে তব যোধস্য কর্হিচিৎ ॥ ৪
বণিজো নাবি ভিন্নায়ামগাধে বিপ্লবে যথা।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বীপে কিরীটিনা ॥৫
সূতপুত্রে হতে রাজন্ বিত্রস্তাঃ শস্ত্রবিক্ষতাঃ।
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহৈরিবার্দিতাঃ ॥৬
ভগ্নশৃঙ্গা বৃষা যদ্বদ্ ভগ্নদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ।
প্রত্যপায়াম সায়াহ্নে নির্জিতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৭
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সূতপুত্রে হতে রাজন্ পুত্রাস্তে দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥ ৮
বিস্রস্তযন্ত্রকবচাঃ কান্দিশ্ভূতা বিচেতসঃ।
অন্যোন্যমবমৃদ্নন্তো বীক্ষমাণা ভয়ার্দিতাঃ ॥ ৯
মামেব নূনং বীভৎসুর্মামেব চ বৃকোদরঃ।
অভিযাতীতি মন্বানাঃ পেতুর্ম্ম্লুশ্চ সম্ভ্রমাৎ ॥ ১০

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্ত্তৃক পাঁচিশ হাজার পদাতি-সৈন্য বিনাশ, অর্জ্জুনের দ্বারা রথসৈন্য-সংহার, কৌরবসৈন্যদের পলায়ন এবং তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে দুর্য্যোধনের বিফল প্রয়াস।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! কর্ণ ও অর্জ্জুনের সেই সংগ্রামে যখন সকলেরই পক্ষে ভয়ানক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় বাণসকলের অগ্নিতে দগ্ধ ও উন্মথিত হইয়া পলায়মান কৌরবসৈন্য এবং সৃঞ্জয়-সৈন্যদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই যুদ্ধস্থলে মনুষ্যগণের দেহ এবং হস্তী ও অশ্বদের যেরূপ প্রভূত বিনাশসাধন হইয়াছিল, সেই সমস্ত আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ২

মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে পর অর্জ্জুন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সময় আপনার পুত্রগণ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩

যখন কর্ণ নিহত হইলেন, তখন আপনার কোনও যোদ্ধারই মন কখনও সত্বর পরাক্রম দেখাইতে পারিল না এবং সৈন্যদিগকে সংগঠিত করিয়া রাখিতে কাহারও কোনরূপ বুদ্ধিও থাকিল না ॥৪

অগাধ ও অপার সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসে যখন নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়, তখন পারগমন করিতে অভিলাষী বণিক্‌দের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থা কিরীটধারী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দ্বীপস্বরূপ কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যদের হইল ॥ ৫

রাজন্! সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর সিংহপীড়িত মৃগগণের ন্যায় কৌরব-সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অস্ত্রসকলের আঘাতে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অনাথ হইয়া কোন একজন রক্ষকের অভিলাষী হইয়াছিলেন ॥ ৬

আমরা সকলে সন্ধ্যাকালে সব্যসাচী অর্জ্জুনের দ্বারা পরাজিত হইয়া শিবিরের দিকে ফিরিয়া আসিলাম। সেই সময় আমাদের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল, যেরূপ শৃঙ্গ উৎপাটিত হইলে বৃষগণের অবস্থা হইয়া থাকে। আমরা তখন বিষাক্ত দন্তহীন সর্পসকলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিলাম ॥ ৭

রাজন্! সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত এবং পরাজিত আপনার পুত্রগণ ভয়ে পলাইয়া যাইলেন। ইঁহাদের প্রধান যোদ্ধাগণ রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮

ইঁহাদের যন্ত্র ও কবচ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা অচেতন হইয়া ইহাও বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, আমরা কোন্ দিকে পলায়ন করিব? ইঁহারা পরস্পরকে মর্দ্দিত করিতে করিতে এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৯

"নিশ্চয়ই অর্জ্জুন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং ভীমসেন আমাকেই আক্রমণ করিতেছে" এরূপ মনে করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা সকলেই ম্লান হইয়া যাইলেন এবং পতিত হইতে থাকিলেন ॥ ১০

হয়ানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ।
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পদাতীন্ প্রজহুর্ভয়াৎ ॥ ১১
কুঞ্জরৈঃ স্যন্দনাঃ ক্ষুণ্ণাঃ সাদিনশ্চ মহারথৈঃ।
পদাতিসঙ্ঘাশ্চাশ্বৌঘৈঃ পলায়দ্ভির্ভয়ার্দিতৈঃ ॥ ১২
ব্যালতস্করসঙ্কীর্ণে সার্থহীনা যথা বনে।
সূতপুত্রে হতে রাজংস্তব যোধাস্তথাভবন্ ॥ ১৩
হতারোহা যথা নাগাশ্ছিন্নহস্তা যথা নরাঃ।
সর্বে পার্থময়ং লোকং সম্পশ্যন্তো ভয়ার্দিতাঃ ॥ ১৪
সম্প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দিতান্।
দুর্যোধনোঽথ স্বং সূতং হা হা কৃত্বেদমব্রবীৎ ॥১৫
নাতিক্রমেচ্চ মাং পার্থো ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্।
জঘনে সর্বসৈন্যানাং শনৈরশ্বান্ প্রচোদয় ॥ ১৬
যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ।

কিছু সৈন্য অশ্বের উপরে, কিছু হস্তীর উপরে এবং কিছু অপর মহারথী যোদ্ধারা রথের উপর আরোহণ করিয়া ভয়বশতঃ তীব্রবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা পদাতি সৈন্যদিগকে সেস্থলে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন ॥ ১১

ভীত হইয়া পলায়মান হাতীরা রথসকলের চক্রসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল। বিশাল রথে উপবিষ্ট মহারথীরা অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে মর্দিত করিলেন এবং অশ্বগণ পদাতি সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া দিল ॥ ১২

রাজন্! যেরূপ সর্পগণ এবং তস্করগণে পূর্ণ বনে নিজ দল হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অনাথ অবস্থায় গুরুতর বিপদে পতিত হয়, সেইরূপ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার যোদ্ধারাও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৩

যাহাদের আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছেন, সেই হস্তিগণ এবং যাহাদের হস্ত ছিন্ন হইয়াছে, এরূপ মনুষ্যগণ যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপই অবস্থায় পতিত সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা ভয়ে পীড়িত হইয়া সারা জগৎকে অর্জুনময়ই দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৪

মহারাজ! সেই সময় নিজেদের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে ভীমসেনের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন হাহাকার করত নিজ সারথিকে বলিলেন ॥ ১৫

সূত! তুমি ধীরে ধীরে রথ লইয়া অগ্রসর হও। আমি সমস্ত সৈন্যদের পশ্চাতে যখন হস্তে ধনু ধারণ পূর্বক অবস্থান করিতে থাকিব, তখন অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না ॥ ১৬

নোৎসহেস্মামতিক্রান্তুং বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ১৭
অদ্যার্জুনং সগোবিন্দং মানিনঞ্চ বৃকোদরম্।
হত্বাং শিষ্টাংস্তথা শত্রূন্ কর্ণস্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্ ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বা কুরুরাজস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ।
সূতো হেমপরিচ্ছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥ ১৯
রথাশ্বনাগহীনাস্তু পাদাতাস্তব মারিষ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রা যুদ্ধায়ৈব ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০
তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ সংবৃত্যাজঘ্নতুঃ শরৈঃ ॥ ২১
প্রত্যযুধ্যন্ত সমরে ভীমসেনং সপার্ষতম্।
পার্থ-পার্ষতয়োশ্চান্যে জগৃহুস্তত্র নামনী ॥ ২২
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈস্তদা পর্য্যবস্থিতৈঃ।
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং গদাপাণিরযুধ্যত ॥ ২৩

যদি সে আমার সহিত যুদ্ধও করে, তবে আমি সুনিশ্চিত তাহাকে বধ করিব। যেরূপ মহাসাগর নিজ তীরভূমিকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ অর্জুনও আমাকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না ॥ ১৭

আজ আমি অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অভিমানী ভীমসেনকে এবং জীবিত অন্যান্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব। তাহা হইলেই আমি কর্ণের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ১৮

কুরুরাজ দুর্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরের যোগ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি স্বর্ণে সুসজ্জিত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালাইতে লাগিল ॥ ১৯

মাননীয় ভূপাল! সেই সময় রথ, অশ্ব ও হস্তিহীন আপনার কেবল পঁচিশ হাজার পদাতি যোদ্ধাই যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ২০

ইঁহাদের সকলকে ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের চতুরঙ্গিণী সৈন্যের দ্বারা চারিদিকে পরিবৃত করিয়া বাণসকলে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

এই সৈন্যরাও সমরাঙ্গণে অবস্থান করত ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বহু যোদ্ধা ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম গ্রহণ করত উঁহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ২২

সেই সময় ভীমসেন রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং অতিক্রুত রথের নিম্নে নামিয়া গদাধারণ পূর্বক সেখানে অবস্থিত পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

ন তান্ রথস্থো ভূমিষ্ঠান্ ধর্মাপেক্ষী বৃকোদরঃ।
যোধয়ামাস কৌন্তেয়ো ভুজবীর্য্যব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২৪
জাতরূপপরিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
অবধীত্তাবকান্ সর্বান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥ ২৫
পদাতিনোঽপি সন্ত্যজ্য প্রিয়ং জীবিতমাত্মনঃ।
ভীমমভ্যদ্রবন্ সংখ্যে পতঙ্গা জ্বলনং যথা ॥ ২৬
আসাদ্য ভীমসেনং তু সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
বিনেশুঃ সহসা দৃষ্ট্বা ভূতগ্রামা ইবান্তকম্ ॥ ২৭
শ্যেনবদ্ বিচরন্ ভীমো গদাহস্তো মহাবলঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাংস্তাবকান্ সমপোথয়ৎ ॥ ২৮
হত্বা তৎপুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য তস্থৌ তত্র মহাবলঃ ॥ ২৯
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্তত বীর্য্যবান্।
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৩০
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা ঘ্নন্তো দৌর্য্যোধনং বলম্।
তস্যাশ্বসাদীন্ সুবহূংস্তে নিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩১
সমভ্যধাবংস্ত্বরিতাস্তত্র যুদ্ধমভূন্মহৎ।
ধনঞ্জয়োঽপি চাভ্যেত্য রথানীকং তব প্রভো ॥ ৩২
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপদ্ ধনুঃ।
কৃষ্ণসারথিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা শ্বেতহয়ং রথম্ ॥ ৩৩
অর্জুনং চাপি যোদ্ধারং ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
বিপ্রহীণরথাশ্চৈব শরৈশ্চ পরিকর্ষিতাঃ ॥ ৩৪
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ কালমাচ্ছর্ন্ পদাতয়ঃ।
হত্বা তান্ পুরুষব্যাঘ্রঃ পাঞ্চালানাং মহারথঃ ॥ ৩৫
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নো মহামনাঃ।
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩৬
মহাধনুর্ধরঃ শ্রীমানমিত্রগণতাপনঃ।
পারাবতসবর্ণাশ্বং কোবিদারময়ধ্বজম্ ॥ ৩৭

কুন্তীনন্দন ভীমসেন যুদ্ধের ধর্মপালন করিয়া যাইতেন, সেইজন্য তিনি স্বয়ং রথের উপর থাকিয়া ভূমিতে বিদ্যমান পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিলেন না। তিনি নিজের বাহুবলেরই আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তিনি দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় সুবর্ণমণ্ডিত বিশাল গদা হাতে লইয়া আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে বধ করিতে থাকিলেন ॥ ২৫

সেই পদাতি-সৈন্যরাও নিজেদের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া সেই যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইয়া যাইলেন, যেরূপ পতঙ্গদল অগ্নির দিকে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ২৬

যেরূপ প্রাণিগণ যমরাজের সাক্ষাতেই সহসা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই রুষ্ট রণদুর্মদ সৈন্যরাও ভীমসেনের সহিত মিলিত হইয়া সহসা নষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ২৭

হস্তে গদাধারণ করত বাজপক্ষীর ন্যায় রণাঙ্গনে বিচরণকারী মহাবল ভীমসেন আপনার সেই পঁচিশ হাজার পদাতি-সৈন্যকে ভূমিতে পোথিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮

সত্যপরাক্রমী মহাবল ভীমসেন সেই পদাতি-সৈন্যদের সংহার করত ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে লইয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

অন্যদিকে পরাক্রমশালী অর্জুন রথ-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব মহারথী সাত্যকি হৃষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে তীব্রবেগে শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০½

ইঁহারা নিজ নিজ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে বিনাশ করিয়া অতিক্রত তাঁহার (শকুনির) দিকে ধাবিত হইলেন। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩১½

প্রভো! অর্জুনও আপনার রথ-সৈন্যদের নিকটে যাইয়া ত্রিভুবনবিখ্যাত নিজের গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩২½

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতাশ্বযুক্ত রথ এবং অর্জুনের ন্যায় রথী যোদ্ধাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যেরা ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩½

এই সময় বহুসংখ্যক রথ নষ্ট হইয়া যাইল এবং বহু সৈন্য বাণ-সকলের আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে পঁচিশ হাজার পদাতি সৈন্য কালের গ্রাসে পতিত হইলেন ॥ ৩৪½

পাঞ্চালরাজকুমার, পাঞ্চাল-মহারথী ও মহামনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পদাতি সৈন্যদের সংহার করিয়া ভীমসেনকে অগ্রে করত অতিসত্বর সেখানে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইনি মহাধনুর্দ্ধর, তেজস্বী এবং শত্রুগণের সন্তাপদায়ক ছিলেন ॥ ৩৫-৩৬½

ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের অশ্বগণ পারাবতের (পায়রার) ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ছিল এবং ইঁহার রথের ধ্বজে কোবিদার-বৃক্ষের চিহ্ন ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্নকে রণাঙ্গনে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা ভয়ে পলায়ন করিলেন ॥ ৩৭½

ধৃষ্টদ্যুম্নং রণে দৃষ্ট্বা ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
গান্ধাররাজং শীঘ্রাস্ত্রমনুসৃত্য যশস্বিনৌ ॥ ৩৮
নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যেতাং মাদ্রীপুত্রৌ সসাত্যকী।
চেকিতানঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ ॥ ৩৯
হত্বা ত্বদীয়ং সুমহৎ সৈন্যং শঙ্খাংস্তথাধমন্।
তে সর্ব্বে তাবকান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতোঽপি পরাঙ্ মুখান্ ॥৪০
অভ্যবর্তন্ত সংরব্ধান্ বৃষান্ জিত্বা যথা বৃষাঃ।
সেনাবশেষং তং দৃষ্ট্বা তব সৈন্যস্য পাণ্ডবঃ ॥ ৪১
ব্যবস্থিতঃ সব্যসাচী চুক্রোধ বলবান্ নৃপ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্তত বীর্য্যবান্ ॥৪২
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
তত এনান্ শরব্রাতৈঃ সহসা সমবাকিরৎ ॥ ৪৩
তমসা সংবৃতেনাথ ন স্ম কিঞ্চিদ্ ব্যদৃশ্যত।
অন্ধকারীকৃতে লোকে রজোভূতে মহীতলে ॥ ৪৪

গান্ধাররাজ শকুনি আশুসত্বর অস্ত্রসকল ক্ষেপণ করিতেছিলেন। যশস্বী মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও সাত্যকিকে দ্রুত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যাইল ॥ ৩৮২

মাননীয় ভূপাল! চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করত শঙ্খবাদ্য করিতে-লাগিলেন। ৩৯২

ইঁহারা সকলে আপনার সৈন্যদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করিতে দর্শন করত তাঁহাদের দিকে সেইভাবে ধাবিত হইতে লাগিলেন, যেরূপ কোন বৃষ রুষ্ট হইয়া অপর একটি বৃষকে পরাজিত করিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ৪০২

হে নৃপ! সেই সময় সেখানে অবস্থিত বলবান্ পরাক্রমশালী সব্যসাচী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন আপনার সৈন্যদের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকিতে দেখিয়া কুপিত হইলেন এবং স্বীয় ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনি করিতে করিতে আপনার রথ-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪১-৪২২

তিনি স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা সহসা তাঁহাদের সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল; অতএব কিছুই দেখা যাইল না। ৪৩২

মহারাজ! এইভাবে যখন জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং ভূতলে ধূলিজাল উত্থিত হইতে লাগিল, তখন আপনার সমস্ত যোদ্ধারা ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৪৪২

যোধাঃ সর্ব্বে মহারাজ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ।
সম্ভজ্যমানে সৈন্যে তু কুরুরাজো বিশাম্পতে ॥ ৪৫
পরানভিমুখাংশ্চৈব সুতস্তে সমুপাদ্রবৎ।
ততো দুর্য্যোধনঃ সর্বানাজুহাবাথ পাণ্ডবান্ ॥ ৪৬
যুদ্ধায় ভরতশ্রেষ্ঠ দেবানিব পুরা বলিঃ।
ত এনমভিগর্জন্তঃ সহিতাঃ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৪৭
নানাশস্ত্রভৃতঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ।
দুর্য্যোধনোঽপ্যসম্ভ্রান্তস্তান্ রণে নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥৪৮
তত্রাবধীত্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তং সৈন্যং পাণ্ডবেয়ানাং যোধয়ামাস সর্বতঃ ॥ ৪৯
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্।
যদেকঃ সহিতান্ সর্বান্ রণেঽযুধ্যত পাণ্ডবান্ ॥ ৫০
ততোঽপশ্যন্মহাত্মা স স্বসৈন্যং ভৃশদুঃখিতম্।
ততোঽবস্থাপ্য রাজেন্দ্র কৃতবুদ্ধিস্তবাত্মজঃ ॥ ৫১

প্রজানাথ! আপনার সৈন্যদের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইলে পর আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন নিজের সম্মুখে অবস্থিত শত্রুদের দিকে ধাবিত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পুরাকালে রাজা বলি দেবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনও সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। ৪৫-৪৬২

তখন নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধারণ করত কুপিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা একত্রে গর্জন করিতে করিতে সেখানে দুর্য্যোধনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বারংবার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ৪৭২

ইহাতে দুর্য্যোধন অল্পও বিভ্রান্ত হইলেন না। তিনি রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শত্রুপক্ষের শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধাকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি চারিদিকে ঘুরিতে থাকিয়া পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥৪৮-৪৯

রাজন্! সেখানে আমরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পুরুষার্থ দেখিলাম যে, তিনি একাকীই রণাঙ্গনে একত্রে সমবেত সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥৫০

রাজেন্দ্র! সেই সময় আপনার বুদ্ধিমান্ পুত্র মহাত্মা দুর্য্যোধন যখন নিজের সৈন্যদিগকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিলেন, তখন সকলকে সুস্থির করত তাঁহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন। ৫১২

হর্ষয়ন্নিব তান্ যোধানিদং বচনমব্রবীৎ ।
ন তং দেশঃ প্রপশ্যামি যত্র যাতা ভয়ার্দিতাঃ ॥ ৫২
গতানাং যত্র বৈ মোক্ষঃ পাণ্ডবাৎ কিং গতেন বঃ ।
অল্পঞ্চ বলমেতেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ ॥ ৫৩
অদ্য সর্বান্ হনিষ্যামি ধ্রুবো হি বিজয়ো ভবেৎ ।
বিপ্রযাতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্ ॥৫৪
অনুসৃত্য বধিষ্যন্তি শ্রেয়ান্ নঃ সমরে বধঃ ।
সুখং সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্মেণ যুধ্যতাম্ ॥৫৫
মৃতো দুঃখং ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে ।
শৃণুধ্বং ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তঃ স্থ সমাগতাঃ ॥ ৫৬
যদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ মারয়ত্যন্তকো যমঃ ।
কো নু মূঢ়ো ন যুধ্যেত মাদৃশঃ ক্ষত্রিয়ব্রতঃ ।।৫৭
দ্বিষতো ভীমসেনস্য ক্রুদ্ধস্য বশমেষ্যথ ।
পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্মং হাতুমর্হথ ॥৫৮
ন হ্যধর্মোঽস্তি পাপীয়ান্ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ ।
ন যুদ্ধধর্মাচ্ছ্রেয়ো হি পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ ॥
অচিরেণ হতা লোকান্ সদ্যো যোধাঃ সমশ্নুত । ৫৯

সঞ্জয় উবাচ ।

এবং ব্রুবতি পুত্রে তে সৈনিকা ভৃশবিক্ষতাঃ ।
অনবেক্ষ্যৈব তদ্বাক্যং প্রাদ্রবন্ সর্বতো দিশঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি কৌরবসৈন্যপলায়নে ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

যোদ্ধাগণ! তোমরা সকলে ভয়ে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছ। কিন্তু আমি এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে তোমরা পলাইয়া যাইবে এবং সেখানে যাইয়া তোমরা পাণ্ডুপুত্র অর্জুন বা ভীমসেনের হাত হইতে রক্ষা পাইবে। এরূপ অবস্থায় তোমাদের পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে ? এই শত্রুদের নিকট আর অল্প সৈন্যই বিদ্যমান আছে। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আজ আমি ইহাদের সকলকে সংহার করিব। আমাদের জয়লাভ অবশ্যই হইবে। ৫২-৫৩½

যদি তোমরা পৃথক্ পৃথক্ভাবে পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা অপরাধী তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করত বিনাশ করিবে। এরূপ অবস্থায় আমি যুদ্ধে নিহত হওয়াকেই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়াই মনে করি। ৫৪½

ক্ষত্রিয়-ধর্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীরগণের সংগ্রামে সুখেরই সহিত মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে। সেখানে মৃত যোদ্ধা মৃত্যু-দুঃখ অনুভব করিতে পারে না এবং পরলোকে যাইয়া অক্ষয় সুখলাভ করিয়া থাকে। ৫৫½

তোমরা যত ক্ষত্রিয় বীর এখানে উপস্থিত আছ, সকলেই আমার এই কথা শ্রবণ কর। যখন প্রাণিগণের বিনাশকারী যমরাজ বীরপুরুষ ও কাপুরুষ উভয়কেই বিনাশ করিয়া থাকেন, তখন আমার ন্যায় ক্ষত্রিয়ব্রতপালনকারী হইয়া কোন্ ব্যক্তি এরূপ মূর্খ হইবে যে, সে যুদ্ধ করিবে না। ৫৬-৫৭

আমাদের শত্রু ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। যদি পলায়ন কর, তবে তাহার বশীভূত হইয়া পড়িবে; অতএব নিজেদের পিতৃ-পিতামহের আচরিত ক্ষাত্রিয়-ধর্মকে তোমরা পরিত্যাগ করিও না। ৫৮

কৌরবগণ! ক্ষাত্রিয়দের নিকট যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত পলায়ন করা অপেক্ষা অপর কোন মহাপাপ নাই এবং যুদ্ধধর্মপালন করা অপেক্ষা অপর কোন স্বর্গপ্রাপ্তির কল্যাণকর মার্গও নাই; যোদ্ধাগণ! অতএব তোমরা যুদ্ধে নিহত হইয়া অতিসত্বর উত্তম লোকসকলের সুখ অনুভব কর। ৫৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধন এরূপ বক্তৃতা করিতেছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত আহত সৈন্যরা তাঁহার এই কথা না শুনিয়াই চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্বে কৌরব-সৈন্যদের পলায়নবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[শল্যেন রণভূমেদিগ্‌দর্শনম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম্, শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ শিবিরং প্রতি গমনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু সৈন্যং পরিবর্ত্যমানং
পুত্রেণ তে মদ্রপতিস্তদানীম্।
সন্ত্রস্তরূপঃ পরিমূঢ়চেতা
দুর্য্যোধনং বাক্যমিদং বভাষে ॥ ১

শল্য উবাচ।

পশ্যেদমুগ্রং নর-বাজি-নাগৈ-
রায়োধনং বীরহতৈঃ সুপূর্ণম্।
মহীধরাভৈঃ পতিতৈশ্চ নাগৈঃ
সকৃৎপ্রভিন্নৈঃ শরাভিন্নদেহৈঃ ॥ ২

সুবিহ্বলদ্ভিশ্চ গতাসুভিশ্চ
প্রধ্বস্তবর্মায়ুধ-চর্ম-খড়্গৈঃ।
বজ্রাপবিদ্ধৈরিব চাচলোত্তমৈ-
র্বিভিন্নপাষাণমহাদ্রুমৌষধৈঃ ॥ ৩

প্রবিদ্ধঘণ্টাঙ্কুশ-তোমর-ধ্বজৈঃ
সহেমজালৈ রুধিরৌঘসম্প্লুতৈঃ।
শরাবভিন্নৈঃ পতিতৈস্তুরঙ্গমৈঃ
শ্বসদ্ভিরার্ত্তৈঃ ক্ষতজং বমদ্ভিঃ ॥ ৪

দীনং স্তনদ্ভিঃ পরিবৃত্তনেত্রৈ-
র্মহীং দশদ্ভিঃ কৃপণং নদদ্ভিঃ।
তথাপবিদ্ধৈর্গজ-বাজি-যোধৈঃ
শরাপবিদ্ধৈরথ বীরসঙ্ঘৈঃ ॥ ৫

মন্দাসুভিশ্চৈব গতাসুভিশ্চ-
নরাশ্বনাগৈশ্চ রথৈশ্চ মর্দিতৈঃ।
মন্দাংশুভিশ্চৈব মহী মহাহবে
নূনং যথা বৈতরণীব ভাতি ॥ ৬

গজৈর্নিকৃত্তৈর্বরহস্তগাত্রৈ-
রুদ্বেপমানৈঃ পতিতৈঃ পৃথিব্যাম্।
বিশীর্ণদন্তৈঃ ক্ষতজং বমদ্ভিঃ
স্ফুরদ্ভিরার্ত্তৈঃ করুণং নদদ্ভিঃ ॥ ৭

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[শল্যকর্তৃক রণভূমির দিগ্‌দর্শন, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের শিবির অভিমুখে গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকর্তৃক সৈন্যদিগকে পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত করিবার প্রচেষ্টা হইতে দেখিয়া সেই সময় ভীত ও মূঢ়চিত্ত মদ্ররাজ শল্য দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

শল্য বলিলেন,—বীর ভূপাল! দেখ, মৃত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহসকলে পরিপূর্ণ এই যুদ্ধস্থল কিরূপ ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছে। যাহাদের মস্তক হইতে মদধারা প্রবাহিত হইতেছে, এরূপ পর্ব্বতাকার গজরাজগণ বাণসমূহের আঘাতে দেহ বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় একত্রে ধরাশায়ী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বহু গজরাজ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, বহুর প্রাণ নিক্রান্ত হইয়াছে। ইহাদের উপর উপবিষ্ট আরোহী যোদ্ধাগণের কবচ, অস্ত্র, ঢাল ও তরবারি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে দেখিয়া এরূপ মনে হইতেছে যে, যেন বজ্রের আঘাতে বড় বড় পর্ব্বত বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহাদের প্রস্তরখণ্ড, বিশাল বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সব গজরাজগণের ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজাদি বস্তুসকল বাণসমূহের আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া পতিত হইয়াছে। এই হাতীদিগের উপর স্বর্ণ-নির্ম্মিত জালযুক্ত আবরণসকলও পতিত রহিয়াছে। ইহাদের মৃতদেহসমূহ রক্তের প্রবাহে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছে। অশ্বগণ বাণসকলের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতিত আছে এবং বেদনায় ব্যথিত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতেছে। ইহারা দীনস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। ইহাদের চক্ষু ঘুরিতেছে। ইহারা ধরাতলে দন্তঘর্ষণ এবং করুণস্বরে চীৎকার করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, পদাতিসৈন্য এবং বীর যোদ্ধারা বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিহত হইয়াছে। কোন কোন যোদ্ধার এখন শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে এবং কোন কোন যোদ্ধার প্রাণ সর্ব্বথা বহির্গত হইয়াছে। হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য এবং রথসকল মর্দ্দিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সকলেরই অঙ্গ-কান্তি অতিশয় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এই সব কারণে এই মহারণভূমি নিশ্চয়ই বৈতরণী নদীর ন্যায় ভয়ানকরূপে প্রতীত হইতেছে ॥ ২-৬

হস্তিগণের শুণ্ডদণ্ড ও দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। বহু হাতী ধরাতলে পতিত হইয়া কাঁপিতেছে। কতক হাতীর দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তাহারা রক্তনিঃসারণ করিতে করিতে ও ছট্‌ফট করিতে করিতে বেদনাগ্রস্ত হইয়া করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে ॥ ৭

নিকৃত্তচক্রেষুযুগৈঃ সযোক্তৃভিঃ
প্রবিদ্ধতূণীর-পতাক-কেতুভিঃ।
সুবর্ণজালাবততৈর্ভৃশাহতৈ-
র্মহারথৌঘৈর্জলদৈরিবাবৃতা ॥ ৮

যশস্বিভির্নাগরথাশ্বযোধিভিঃ
পদাতিভিশ্চাভিমুখৈর্হতৈঃ পরৈঃ।
বিশীর্ণবর্মাভরণাম্বরায়ুধৈ-
র্বৃতা প্রশান্তৈরিব তাবকৈর্মহী ॥ ৯

শরপ্রহারাভিহতৈর্মহাবলৈ-
রবেক্ষ্যমাণৈঃ পতিতৈঃ সহস্রশঃ।
দিবশ্চ্যুতৈস্তৈর্হতিদীপ্তিমদ্ভি-
র্নক্তং গ্রহৈর্দ্যৌরমলপ্রদীপ্তৈঃ ॥১০

প্রনষ্টসংজ্ঞৈঃ পুনরুচ্ছ্বসদ্ভি-
র্মহী বভূর্বানুগতৈরিবাগ্নিভিঃ।
কর্ণার্জুনাভ্যাং শরভিন্নগাত্রৈ-
র্হতৈঃ প্রবীরৈঃ কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্ ॥ ১১

বিশালকায় রথসকল এই রণাঙ্গনে মেঘমণ্ডলের ন্যায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের চক্র, যুগ এবং বন্ধনরজ্জুসমূহ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তূণীর, ধ্বজ ও পতাকাসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত আছে। স্বর্ণনির্মিত জালে আবৃত এই রথসকল অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ॥ ৮

হস্তী, রথ এবং অশ্বসকলের উপর আরোহণ করত যশস্বী যোদ্ধারা ও বীর পদাতিসৈন্যগণ সম্মুখসমরে যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুদের হস্তে নিহত হইয়াছে। ইহাদের কবচ, আভরণ, বস্ত্র এবং অস্ত্রসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পতিত আছে। এইরূপ শান্ত-ভাবে পতিত তোমার যোদ্ধাদের দ্বারা সেই রণভূমি আচ্ছাদিতা হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৯

বাণসকলের প্রহারে আহত হইয়া পতিত সহস্র সহস্র মহাবল যোদ্ধা আকাশ হইতে পতিত অত্যন্ত দীপ্তিমান্ এবং নির্মল প্রভায় প্রকাশিত গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে এবং ইহাদের দ্বারা আবৃত রণভূমি রাত্রিকালে গ্রহগণে পরিব্যাপ্ত আকাশের সদৃশ সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ১০

কর্ণ ও অর্জুনের বাণসমূহে যাঁহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই নিহত কৌরব ও সৃঞ্জয় বীরগণের মৃতদেহে পূর্ণ এই রণভূমি যজ্ঞে স্থাপিত অগ্নিসকলের দ্বারা যজ্ঞভূমির ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ইহাদের মধ্যে বহু বীরের চেতনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং বহু যোদ্ধা পুনরায় শ্বাসগ্রহণ করিতে লাগিল ॥ ১১

শরাস্তু কর্ণার্জুনবাহুমুক্তা
বিদার্য নাগাশ্ব-মনুষ্যদেহান্।
প্রাণান্ নিরস্যাশু মহীং প্রতীয়ু-
র্মহোরগা বাসমিবাতিতাম্রাঃ ॥ ১২

হতৈর্মনুষ্যাশ্বগজৈশ্চ সংখ্যে
শরাপবিদ্ধৈশ্চ রথৈর্নরেন্দ্র।
ধনঞ্জয়স্যাধিরথেশ্চ মার্গণৈ-
রগম্যরূপা বসুধা বভূব ॥ ১৩

রথৈর্বরেষূন্মথিতৈঃ সুকল্পৈঃ
সযোধশস্ত্রৈশ্চ বরায়ুধৈর্ধ্বজৈঃ।
বিশীর্ণযোক্ত্রৈর্বিনিকৃত্তবন্ধনৈ-
র্নিকৃত্তচক্রাক্ষযুগত্রিবেণুভিঃ ॥ ১৪

বিমুক্তশস্ত্রৈশ্চ যথা ব্যুপস্করৈ-
র্হতানুকর্ষৈর্বিনিষঙ্গবন্ধনৈঃ।
প্রভগ্ননীড়ৈর্মণি-হেমভূষিতৈঃ
স্তৃতা মহী দ্যৌরিব শারদৈর্ঘনৈঃ ॥১৫

কর্ণ ও অর্জুনের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকল হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরকে বিদীর্ণ করিয়া দিলে তাহাদের প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইয়া অতিক্রত ধরাতলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহাতে মনে হইতেছিল—অত্যন্ত রক্তবর্ণের বিশাল সর্প নিজ গর্তমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ১২

হে নরেন্দ্র! অর্জুন ও কর্ণের বাণসকলে নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দ্বারা এবং বাণসমূহে নষ্ট-ভ্রষ্ট হইয়া পতিত রথ-সকলের দ্বারা এই রণাঙ্গনে যাতায়াত করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৩

সুসজ্জিত বহু রথ বাণসমূহের আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের সহিত যে সমস্ত যোদ্ধা, অস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-সকল এবং ধ্বজাদি ছিল, তাহাদেরও এই অবস্থাই হইয়াছে। ইহাদের চক্রসকল, বন্ধনরজ্জু, ধুর, যুগ ও ত্রিবেণু কাষ্ঠসমূহও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছে ॥ ১৪

ইহাদের উপর যে সমস্ত অস্ত্রসম্ভার রাখা হইয়াছিল, সে সমস্তও দূরে যাইয়া পতিত হইয়াছে। সমস্ত বস্তুই নষ্ট হইয়া

বিকৃষ্যহানৈর্জবনৈস্তুরঙ্গমৈ-
ৰ্হতেশ্বরৈ রাজরথৈঃ সুকল্পিতৈঃ।
মনুষ্য-মাতঙ্গ-রথাশ্বরাশিভি-
দ্রু্তং ব্রজন্তো বহুধা বিচূর্ণিতাঃ ॥ ১৬
সহেমপট্টাঃ পরিঘাঃ পরশ্বধাঃ
শিতাশ্চ শূলা মুসলানি মুদ্গরাঃ।
পেতুশ্চ খড়্গা বিমলা বিকোশা
গদাশ্চ জাম্বুনদপট্টনদ্ধাঃ ॥ ১৭
চাপানি রুক্মাঙ্গদভূষণানি
শরাশ্চ কার্ত্তস্বরচিত্রপুঙ্খাঃ।
ঋষ্ট্যশ্চ পীতা বিমলা বিকোশাঃ
প্রাসাশ্চ দণ্ডৈঃ কনকাবভাসৈঃ ॥ ১৮
ছত্রাণি বালব্যজনানি শঙ্খা-
শ্ছিন্নাপবিদ্ধাশ্চ স্রজো বিচিত্রাঃ।
কুথাঃ পতাকাম্বরভূষণানি
কিরীটমালা মুকুটাশ্চ শুভ্রাঃ ১৯
প্রকীর্ণকা বিপ্রকীর্ণাশ্চ রাজন্
প্রবালমুক্তাতরলাশ্চ হারাঃ।

আপীড়কয়ূর-বরাঙ্গদানি
গ্রৈবেয়নিষ্কাঃ সসুবর্ণসূত্রাঃ ॥ ২০
মণ্যুত্তমা বজ্রসুবর্ণমুক্তা
রত্নানি চোচ্চাবচমঙ্গলানি।
গাত্রাণি চাত্যন্তসুখোচিতানি
শিরাংসি চেন্দুপ্রতিমাননানি ॥ ২১
দেহাংশ্চ ভোগাংশ্চ পরিচ্ছদাংশ্চ
ত্যক্ত্বা মনোজ্ঞানি সুখানি চৈব।
স্বধর্মনিষ্ঠাং মহতীমবাপ্য
ব্যাপ্যাশু লোকান্ যশসা গতাস্তে ॥২২
নিবর্ত দুর্য্যোধন যান্তু সৈনিকা
ব্রজস্ব রাজন্ শিবিরায় মানদ।
দিবাকরোঽপ্যেষ বিলম্বতে প্রভো
পুনস্ত্বমেবাত্র নরেন্দ্র কারণম্ ॥ ২৩
ইত্যেবমুক্ত্বা বিররাম শল্যো
দুর্য্যোধনং শোকপরীতচেতাঃ।
হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি ব্রুবাণ-
মার্ত্তং বিসংজ্ঞং ভৃশমশ্রুনেত্রম্ ॥ ২৪

গিয়াছে। অনুকর্ষ, তূণীর এবং বন্ধনরজ্জুসকলও নষ্ট হইয়াছে। এই সব রথের আসনসমূহও খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুবর্ণ ও মণিসকলে বিভূষিত এই সব রথের দ্বারা আচ্ছাদিত এই পৃথিবী শরৎ ঋতুর মেঘমণ্ডলে আচ্ছাদিত আকাশের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১৫

যে সমস্ত রথের ঈশ্বর (রথী যোদ্ধা) নিহত হইয়াছে, রাজাদের সেই সুসজ্জিত রথসমূহকে যখন বেগশালী অশ্বগণ টানিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং দলে দলে মনুষ্য, হস্তী, সাধারণ রথ ও অশ্বসকলও পলায়ন করিতেছিল, তখন ইহাদের দ্বারা দ্রুত পলায়নপর বহু মনুষ্য চূর্ণিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১৬

সুবর্ণপত্রে মণ্ডিত পরিঘ, পরশু, তীক্ষ্ণধার শূল, মুসল, মুদ্গর, কোশ হইতে নিষ্কাশিত নির্ম্মল (চক্‌চকে) তরবারি এবং সুবর্ণভূষিত গদাসকল যেখানে সেখানে পতিত রহিয়াছে ॥ ১৭

সুবর্ণময় অঙ্গদসমূহে বিভূষিত ধনু, স্বর্ণরচিত বিচিত্র পঙ্খযুক্ত বাণ, ঋষ্টি, পীতবর্ণবিশিষ্ট ও কোষহীন নির্ম্মল খড়্গ এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ডযুক্ত প্রাস, ছত্র, চামর, শঙ্খ ও বিচিত্র মাল্যসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৮½

রাজন্! হাতীর পৃষ্ঠে পাতিত কম্বল বা আস্তরণ, পতাকা, বস্ত্র, আভরণ, কিরীটমালা, উজ্জ্বল মুকুট, শ্বেত চামর এবং প্রবাল ও মুক্তার হার—এ সমস্তই এদিক্ ওদিক নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ॥ ১৯½

শিরোভূষণ, কেয়ূর, সুন্দর অঙ্গদ, কণ্ঠহার, পদক, স্বর্ণ সূত্র, উত্তম মণি, হীরক' সুবর্ণ মুক্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঙ্গলিক রত্নসকল, অত্যন্ত সুখভোগের যোগ্য, দেহ, চন্দ্রকেও লজ্জাপ্রদান-কারী মুখযুক্ত মস্তক, শরীর, ভোগ আচ্ছাদন বস্ত্র এবং মনোরম সুখ—এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা পালন করিতে করিতে সমস্ত ভুবনে নিজেদের যশ বিস্তার পূর্ব্বক এই সব বীর সৈন্যগণ দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ২০-২২

মানদ রাজা দুর্য্যোধন! এখন প্রত্যাবর্ত্তন কর। এই সব সৈন্যদিগকেও যাইতে দাও। শিবিরে গমন কর। প্রভো! এই ভগবান্ সূর্য্যদেবও অস্তাচলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন্। নরেন্দ্র! তুমিই এই সমস্ত নরসংহারের প্রধান কারণ ॥ ২৩

দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া রাজা শল্য নীরব হইলেন। তাঁহার চিত্ত তখন শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দুর্য্যোধনও আর্ত্তভাবে 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তিনি তখন চেতনা হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে সবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৪

তং দ্রোণপুত্রপ্রমুখা নরেন্দ্রাঃ
সর্বে সমাশ্বাস্য মুহুঃ প্রযান্তি।
নিরীক্ষমাণা মুহুরর্জুনস্য
ধ্বজং মহান্তং যশসা জ্বলন্তম্ ॥ ২৫

নরাশ্ব-মাতঙ্গশরীরজেন
রক্তেন সিক্তাঞ্চ তথৈব ভূমিম্।
রক্তাম্বরস্রক্তপনীয়যোগা-
ন্নারীং প্রকাশামিব সর্বগম্যাম্ ॥২৬

প্রচ্ছন্নরূপাং রুধিরেণ রাজন
রৌদ্রে মুহূর্তেঽতিবিরাজমানে।
নৈবাবতস্থুঃ কুরবঃ সমীক্ষ্য
প্রব্রাজিতা দেবলোকায় সর্বে ॥ ২৭

বধেন কর্ণস্য তু দুঃখিতাস্তে
হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি ব্রুবাণাঃ।
দ্রুতং প্রয়াতাঃ শিবিরাণি রাজন্
দিবাকরং রক্তমবেক্ষমাণাঃ ॥ ২৮

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং অন্যান্য সকল নরপতিগণ বারংবার আসিয়া দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান করত উজ্জ্বল যশে প্রকাশিত অর্জুনের বিশাল ধ্বজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের দেহ হইতে প্রবাহিত রক্ত-ধারায় সেখানকার রণভূমি এরূপ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল যে, রক্ত বস্ত্র, রক্ত পুষ্পের মাল্য ও তপ্ত স্বর্ণের আভরণ ধারণ করত সকলের সম্মুখে উপস্থিত সর্বগম্যা নারীর (বেশ্যার) ন্যায় উহা প্রতীত হইতেছিল ॥ ২৬

রাজন্! অত্যন্ত শোভাপ্রাপ্ত সেই রৌদ্র মুহূর্তে (সায়ংকালে) রুধিরে যাহার স্বরূপ আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই রণভূমিকে দর্শন করিতে করিতে কৌরব-সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ইঁহারা সকলেই তখন দেবলোকে (স্বর্গে) যাত্রা করিবার জন্য উদ্যত ছিলেন ॥ ২৭

মহারাজ! সমস্ত কৌরবগণ কর্ণের বধে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া 'হা কর্ণ! হা কর্ণ!' এই কথা বলিতে বলিতে এবং রক্তবর্ণ সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তীব্র বেগে শিবির অভিমুখে দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

গাণ্ডীবমুক্তৈস্তু সুবর্ণপুঙ্খৈঃ
শিলাশিতৈঃ শোণিতদিগ্ধবাজৈঃ।
শরৈশ্চিতাঙ্গো যুধি ভাতি কর্ণো
হতোঽপি সন সূর্য্য ইবাংশুমালী ॥২৯

কর্ণস্য দেহং রুধিরাবসিক্তং
ভক্তানুকম্পী ভগবান্ বিবস্বান্।
স্পৃষ্টাংশুভির্লোহিতরক্তরূপঃ
সিস্নাসুরভ্যেতি পরং সমুদ্রম্ ॥ ৩০

ইতীব সঞ্চিন্ত্য সুরর্ষিসঙ্ঘাঃ
সম্প্রস্থিতা যান্তি যথা নিকেতনম্।
সঞ্চিন্তয়িত্বা জনতা বিসস্রু-
র্যথাসুখঞ্চ মহীতলঞ্চ ॥ ৩১

তদদ্ভুতং প্রাণভৃতাং ভয়ঙ্করং
নিশাম্য যুদ্ধং কুরুবীরমুখ্যয়োঃ।
ধনঞ্জয়স্যাধিরথেশ্চ বিস্মিতাঃ
প্রশংসমানাঃ প্রযযুস্তদা জনাঃ ॥ ৩২

গাণ্ডীব ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত ও শিলাশানিত বাণসমূহের দ্বারা কর্ণের প্রতি অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল বাণের পক্ষ রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা পতিত যুদ্ধস্থলে কর্ণ নিহত হইলেও কিরণমালী সূর্য্যদেবের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৯

ভক্তগণের প্রতি কৃপাকারী ভগবান্ সূর্য্যদেব রক্তে সিক্ত কর্ণের শরীরকে নিজের কিরণাবলির দ্বারা স্পর্শ করত রক্তেরই ন্যায় বর্ণ ধারণ করিয়া যেন স্নান করিবারই বাসনায় পশ্চিম সমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

এই যুদ্ধেরই বিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবতা ও ঋষিগণ সেখান হইতে প্রস্থিত হইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন এবং এই যুদ্ধেরই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্য সমস্ত মনুষ্যগণও সুখের সহিত অন্তরিক্ষ কিংবা ভূতলে নিজ নিজ নিবাসস্থানে গমন করিলেন ॥ ৩১

কৌরব ও পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান বীর কর্ণ ও অর্জুনের এই অদ্ভুত এবং সকল প্রাণিগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩২

শরসংকৃত্তবর্মাণং রুধিরোক্ষিতবাসসম্।
গতাসুমপি রাধেয়ং নৈব লক্ষ্মীর্বিমুঞ্চতি ॥ ৩৩
তপ্তজাম্বূনদনিভং জ্বলনার্কসমপ্রভম্।
জীবন্তমিব তং শূরং সর্বভূতানি মেনিরে ॥ ৩৪
হতস্যাপি মহারাজ সূতপুত্রস্য সংযুগে।
বিত্রেসুঃ সর্বতো যোধাঃ সিংহস্যেবেতরে মৃগাঃ ॥ ৩৫
হতোঽপি পুরুষব্যাঘ্র জীববানিব লক্ষ্যতে।
নাভবদ্ বিকৃতিঃ কাচিদ্ধতস্যাপি মহাত্মনঃ ॥ ৩৬
চারুবেশধরং বীরং চারুমৌলিশিরোধরম্।
তন্মুখং সূতপুত্রস্য পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি ॥ ৩৭
নানাভরণবান্ রাজংস্তপ্তজাম্বূনদাঙ্গদঃ।
হতো বৈকর্তনঃ শেতে পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥ ৩৮
কনকোত্তমসঙ্কাশো জ্বলন্নিব বিভাবসুঃ।
স শান্তঃ পুরুষব্যাঘ্র পার্থসায়কবারিণা ॥ ৩৯

রাধানন্দন কর্ণের কবচ বাণসমূহে ছিন্ন হইয়াছিল। তাঁহার সকল বস্ত্রই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার প্রাণও নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শোভা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৩৩

তিনি তপ্ত সুবর্ণ এবং অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় কান্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার সেই দেহকে দেখিয়া তখন সকল প্রাণীই তাঁহাকে জীবিত বলিয়াই মনে করিতেছিল ॥ ৩৪

মহারাজ! যেরূপ সিংহকে বনজাত অন্য পশুরা সর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকে, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে নিহত সূতপুত্র কর্ণকেও তখন সমস্ত যোদ্ধারা ভয় করিতেছিলেন ॥ ৩৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তিনি নিহত হইলেও যেন জীবিত বলিয়াই দৃষ্ট হইতেছিলেন। মহাত্মা কর্ণের দেহে তাঁহার মৃত্যুতেও কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই ॥ ৩৬

সূতপুত্র কর্ণের মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ ছিল। তিনি মনোহর বেশও ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বীরোচিত শোভাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মস্তক ও কণ্ঠও মনোহর ছিল ॥ ৩৭

রাজন্! নানাপ্রকার আভরণে বিভূষিত এবং তপ্ত সুবর্ণের অঙ্গদধারণকারী সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিহত হইয়াও অঙ্কুরযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ! উত্তম সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্ কর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নি-সদৃশ প্রকাশিত হইতেছিলেন; কিন্তু কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনের বাণরূপ জলের দ্বারা তিনি শান্ত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৯

যথা হি জ্বলনো দীপ্তো জলমাসাদ্য শাম্যতি।
কর্ণাগ্নিঃ সমরে তদ্বৎ পার্থমেঘেন শামিতঃ ॥ ৪০
আহৃত্য চ যশো দীপ্তং সুযুদ্ধেনাত্মনো ভুবি।
বিসৃজ্য শরবর্ষাণি প্রতাপ্য চ দিশো দশ ॥ ৪১
সপুত্রঃ সমরে কর্ণঃ স শান্তঃ পার্থতেজসা।
প্রতাপ্য পাণ্ডবান্ সর্বান্ পাঞ্চালাংশ্চাস্ত্রতেজসা ॥ ৪২
বর্ষিত্বা শরবর্ষেণ প্রতাপ্য রিপুবাহিনীম্।
শ্রীমানিব সহস্রাংশুর্জগৎ সর্বং প্রতাপ্য চ ॥ ৪৩
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ সপুত্রঃ সহবাহনঃ।
অর্থিনাং পক্ষিসঙ্ঘস্য কল্পবৃক্ষো নিপাতিতঃ ॥ ৪৪
দদানীত্যেব যোঽবোচন্ন নাস্তীত্যর্থিতোঽর্থিভিঃ।
সদ্ভিঃ সদা সৎপুরুষঃ স হতো দ্বৈরথে বৃষঃ ॥ ৪৫
যস্য ব্রাহ্মণসাৎ সর্বং বিত্তমাসীন্মহাত্মনঃ।
নাদেয়ং ব্রাহ্মণেষ্বাসীদ্ যস্য স্বমপি জীবিতম্ ॥ ৪৬

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি জল পাইয়া শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সমরাঙ্গণে কর্ণরূপী অগ্নিকে অর্জ্জুনরূপ মেঘ শান্ত করিয়া দিয়াছে ॥ ৪০

এই ভূতলে মহাযুদ্ধের দ্বারা নিজের জন্য উত্তম যশ উপার্জন করত বাণসমূহ বর্ষণপূর্ব্বক দশ দিককে শান্ত করিয়া যুদ্ধে পুত্র সহ কর্ণ অর্জ্জুনের তেজে শান্ত হইয়া গিয়াছেন ॥ ৪১½

অস্ত্রের তেজে সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল যোদ্ধাদিগকে সন্তাপিত করিয়া, বাণসমূহ বর্ষণের দ্বারা শত্রুগণকে তাপদান করিয়া এবং সহস্রকিরণবিশিষ্ট তেজস্বী সূর্য্যসদৃশ সম্পূর্ণ জগৎকে স্বীয় প্রতাপে তাপিত করিয়া সূর্য্যপুত্র কর্ণ পুত্র ও বাহনগণের সহিত নিহত হইয়াছেন। যাচকরূপী পক্ষিগণের নিকট যিনি কল্পতরুস্বরূপ ছিলেন, সেই কর্ণ আজ (অর্জ্জুন কর্ত্তৃক) ভূপাতিত হইয়াছেন ॥ ৪২-৪৪

প্রার্থনা করিলে যিনি সর্ব্বদা বলিতেন—আমি ইহা প্রদান করিব। সজ্জন যাচকগণও প্রার্থনা করিলে যাঁহার মুখ হইতে কখনও ‘নাই’ এই কথা বাহির হইত না, সেই ধর্ম্মাত্মা সৎপুরুষ কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন ॥ ৪৫

যে মহাত্মা কর্ণের সমস্ত ধনই ব্রাহ্মণগণের অধীনে ছিল, ব্রাহ্মণগণের জন্য যাঁহার কিছুই এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও অদেয় ছিল না, যিনি সর্ব্বদা স্ত্রীবর্গের প্রিয়

সদা স্ত্রীণাং প্রিয়ো নিত্যং দাতা চৈব মহারথঃ।
স বৈ পার্থাস্ত্রনির্দগ্ধো গতঃ পরমিকাং গতিম্ ॥ ৪৭
যমাশ্রিত্যাকরোদ্ বৈরং পুত্রস্তে স গতো দিবম্।
আদায় তব পুত্রাণাং জয়াশাং শর্ম বর্ম চ ॥ ৪৮
হতে কর্ণে সরিতো ন প্রসস্রু-
র্জগাম চাস্তং সবিতা দিবাকরঃ।
গ্রহশ্চ তির্য্যগ্ জ্বলনার্কবর্ণঃ
সোমস্য পুত্রোঽভ্যুদিয়ায় তির্য্যক্ ॥৪৯
নভঃ পফালেব ননাদ চোর্ব্বী
ববুশ্চ বাতাঃ পরুষাঃ সুঘোরাঃ।
দিশো বভূবুর্জ্বলিতাঃ সধূমা
মহার্ণবাঃ সস্বনুশ্চুক্ষুভুশ্চ ॥ ৫০
সকাননাশ্চাদ্রিচয়াশ্চকম্পিরে
প্রবিব্যথুর্ভূতগণাশ্চ সর্বে।
বৃহস্পতিঃ সম্পরিবার্য রোহিণীং
বভূব চন্দ্রার্কসমো বিশাম্পতে ॥ ৫১

হতে তু কর্ণে বিদিশোঽপি জজ্বলু-
স্তমোবৃতা দ্যৌর্বিচচাল ভূমিঃ।
পপাত চোল্কা জ্বলনপ্রকাশা
নিশাচরাশ্চাপ্যভবন্ প্রহৃষ্টাঃ ॥৫২
শশিপ্রকাশাননমর্জুনো যদা
ক্ষুরেণ কর্ণস্য শিরো ন্যপাতয়ৎ।
তদান্তরিক্ষে সহসৈব শব্দো
বভূব হাহেতি সুরৈর্বিমুক্তঃ ॥ ৫৩
সদেব-গন্ধর্ব-মনুষ্যপূজিতং
নিহত্য কর্ণং রিপুমাহবেঽর্জুনঃ।
ররাজ রাজন্ পরমেণ বর্চসা
যথা পুরা বৃত্রবধে শতক্রতুঃ ॥ ৫৪
ততো রথেনাম্বুদবৃন্দনাদিনা
শরন্নভোমধ্যদিবাকরার্চিষা।
পতাকিনা ভীমনিনাদকেতুনা
হিমেন্দু-শঙ্খ-স্ফটিকাবভাসিতা ॥ ৫৫

ছিলেন এবং প্রতিদিনই দান করিতেন, সেই মহারথী বীর কর্ণ কুন্তীনন্দন অর্জুনের বাণসমূহে দগ্ধ হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬-৪৭

রাজন্! যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন, সেই কর্ণ আপনার পুত্রগণের জয়লাভের আশা, সুখ ও কবচ (রক্ষা) সঙ্গে লইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গিয়াছেন ॥ ৪৮

কর্ণ নিহত হইলে পর নদীসমূহের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য কান্তিমান্ মঙ্গল এবং সোমনন্দন বুধ তির্য্যগ্‌গতিতে উদিত হইলেন ॥ ৪৯

আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইল, পৃথিবী চীৎকার করিতে লাগিলেন, ভয়ানক রুক্ষ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডল ধূমসহ অগ্নিতে যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মহাসাগর তখন ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জন করিতে ও বিক্ষুব্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫০

বনভূমি সহ পর্ব্বত কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত প্রাণীই ব্যথিত হইয়া উঠিল। প্রজানাথ! বৃহস্পতিনামক গ্রহ রোহিণী নক্ষত্রকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫১

কর্ণ নিহত হইলে পর দিক্‌সকলের কোণে কোণে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল, ধরণী দুলিতে লাগিলেন, অগ্নিতুল্য প্রকাশমান উল্কা পতিত হইতে থাকিল এবং নিশাচরগণ অতিশয় আনন্দিত হইল ॥ ৫২

যে সময় অর্জুন ক্ষুর-বাণের দ্বারা কর্ণের চন্দ্রতুল্য কান্তিমান্ মুখবিশিষ্ট মস্তককে ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন, সেই সময় দেবতাগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল ৫৩

রাজন্! দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণের দ্বারা পূজিত নিজ শত্রু কর্ণকে বধ করিয়া অর্জুন স্বীয় উত্তম তেজে সেইভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন, যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ইন্দ্র সুশোভিত হইয়াছিলেন ॥ ৫৪

তদনন্তর নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সমরাঙ্গণে রথে আরোহণ করত অগ্নি এবং সূর্য্যতুল্য তেজস্বী একই বাহনে উপবিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রসদৃশ নির্ভয় হইয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে রথে যাত্রা করিতেছিলেন, সেই রথ হইতে মেঘ-গর্জনতুল্য গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল, এই রথ শরৎকালের মধ্যাহ্ন সময়ের সূর্য্যের ন্যায় তেজে উদ্দীপ্ত হইতেছিল; ইহার উপরে তখন পতাকা উড়িতেছিল এবং এই রথের

মহেন্দ্রবাহপ্রতিমেন তাবুভৌ
মহেন্দ্রবীর্য্যপ্রতিমানপৌরুষৌ ।
সুবর্ণমুক্তামণিবজ্রবিক্রমৈ-
রলঙ্কৃতাবপ্রতিমেন রংহসা ॥ ৫৬
নরোত্তমৌ কেশব-পাণ্ডুনন্দনৌ-
তদাহিতাবগ্নি-দিবাকরাবিব ।
রণাজিরে বীতভয়ৌ বিরেজতুঃ
সমানযানাবিব বিষ্ণু-বাসবৌ ॥ ৫৭
ততো ধনুর্জ্যাতলবাণনিঃস্বনৈঃ
প্রসহ্য কৃত্বা চ রিপূন্ হতপ্রভান্ ।
সচ্ছাদয়িত্বা তু কুরূন্ শরোত্তমৈঃ
কপিধ্বজঃ পক্ষিবরধ্বজশ্চ ॥ ৫৮
হৃষ্টৌ ততস্তাবমিতপ্রভাবৌ
মনাংস্যরীণামবদারয়ন্তৌ ।
সুকর্ণজালাবততৌ মহাত্মনৌ
হিমাবদাতৌ পরিগৃহ্য পাণিভিঃ ।
চুচুম্বতুঃ শঙ্খবরৌ নৃণাং বরৌ
বরাননাভ্যাং যুগপচ্চ দধ্মতুঃ ॥ ৫৯

ধ্বজে ভয়ানক শব্দকারী হনুমান্ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার কান্তি তুষার, শঙ্খ, চন্দ্র ও স্ফটিক মণির ন্যায় সুন্দর ছিল। এই রথ বেগে অদ্বিতীয় ছিল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের রথের ন্যায় তীব্রগামী ছিল। ইহার উপরে উপবিষ্ট দুই নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ শক্তিশালী এবং পুরুষকারবিশিষ্ট ছিলেন। স্বর্ণ, মুক্তা, মণি, হীরক এবং প্রবালের দ্বারা নির্ম্মিত আভরণসমূহ ইঁহাদের উভয়েরই শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৫৫-৫৭

তাহার পর ধনুর গুণ, হস্ততল ও বাণের শব্দে শত্রুদিগকে সবলে শ্রীহীন করতঃ উত্তম বাণসকলের দ্বারা কৌরব-সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া অমিত প্রভাবশালী নরশ্রেষ্ঠ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণ ও কপিধ্বজ অর্জুন হৃষ্ট হইয়া বিপক্ষগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে দুই হস্তে দুইটি শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ধারণ পূর্ব্বক উহাদিগকে সুন্দর মুখে একই সঙ্গে চুম্বন ও বাদ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই দুই শঙ্খ স্বর্ণজালে আবৃত, তুষারসদৃশ শুভ্র এবং প্রচণ্ড শব্দকারী ছিল ॥ ৫৮-৫৯

শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য এবং অর্জুনের দেবদত্তনামক উভয় শঙ্খেরই গম্ভীর ধ্বনি পৃথিবী, আকাশ ও সম্পূর্ণ দিঙ্‌মণ্ডলকে

পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষো দেবদত্তস্য চোভয়োঃ ।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দিশশ্চৈবান্বনাদয়ৎ ॥ ৬০
বিত্রস্তাশ্চাভবন্ সর্বে কৌরবা রাজসত্তম ।
শঙ্খশব্দেন তেনাথ মাধবস্যার্জুনস্য চ ॥ ৬১
তৌ শঙ্খশব্দেন নিনাদয়ন্তৌ
বনানি শৈলান্ সরিতো গুহাশ্চ ।
বিত্রাসয়ন্তৌ তব পুত্রসেনাং
যুধিষ্ঠিরং নন্দয়তাং বরিষ্ঠৌ ॥ ৬২
ততঃ প্রয়াতাঃ কুরবো জবেন
শ্রুত্বৈব শঙ্খস্বনমীর্য্যমাণম্ ।
বিহায় মদ্রাধিপতিং পতিঞ্চ
দুর্য্যোধনং ভারত ভারতানাম্ ॥ ৬৩
মহাহবে তং বহু রোচমানং
ধনঞ্জয়ং ভূতগণাঃ সমেতাঃ ।
তদান্বমোদন্ত জনার্দনঞ্চ
দিবাকরাবভ্যুদিতৌ যথৈব ॥ ৬৪

প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ৬০

নৃপশ্রেষ্ঠ! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সেই শঙ্খধ্বনিতে সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬১

নিজেদের শঙ্খনাদে নদী, পর্ব্বত, গুহা ও কাননসকলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে ভীত করিতে করিতে এই দুই শ্রেষ্ঠতম বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

ভারত! সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়াই সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্য এবং ভরতবংশীয়গণের অধিপতি দুর্য্যোধনকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া সবেগে পলায়ন করিতে থাকিলেন ॥ ৬৩

সেই সময় উদিত দুইটি সূর্য্যের ন্যায় সেই মহাসমরে প্রকাশিত অত্যন্ত কান্তিমান্ অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া সমস্ত প্রাণীই তাঁহাদের সেই কার্য্যকে অনুমোদন করিলেন ॥ ৬৪

সমরাঙ্গণে কর্ণের বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই দুই শত্রুতাপন বীর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অন্ধকার নাশপূর্ব্বক আকাশে উদিত নির্ম্মল কিরণমালাযুক্ত সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৫

সমাচিতৌ কর্ণশরৈঃ পরন্তপা-
বুভৌ ব্যভাতাং সমরেঽচ্যুতার্জুনৌ।
তমো নিহত্যাভ্যুদিতৌ যথামলৌ
শশাঙ্ক-সূর্য্যৌ দিবি রশ্মিমালিনৌ ॥ ৬৫
বিহায় তান্ বাণগণানথাগতৌ
সুহৃদ্বৃতাবপ্রতিমানবিক্রমৌ।
সুখং প্রবিষ্টৌ শিবিরং স্বমীশ্বরৌ
সদস্যনিমন্ত্র্যাবিব বিষ্ণু-বাসবৌ ॥৬৬
তৌ দেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-চারণৈ-
র্মহর্ষিভির্যক্ষ-মহোরগৈরপি।
জয়াভিবৃদ্ধ্যা পরয়াভিপূজিতৌ
হতে তু কর্ণে পরমাহবে তদা ॥ ৬৭
যথানুরূপং প্রতিপূজিতাবুভৌ
প্রশস্যমানৌ স্বকৃতৈর্গুণৌঘৈঃ।
ননন্দতুস্তৌ সসুহৃদ্গণৌ তদা
বলং নিয়ম্যেব সুরেশ-কেশবৌ ॥৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি রণভূমিবর্ণনং নাম চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

সেই বাণসকলকে বাহির করিয়া দিয়া অনুপম পরাক্রমশালী সর্ব্বসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া শিবিরে আগমন করিলেন এবং যজ্ঞে পদার্পণকারী ভগবান্ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা উভয়ে সুখের সহিত শিবিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৬৬

সেই মহাসমরে কর্ণ নিহত হইলে পর দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, চারণ, মহর্ষি, যক্ষ এবং মহাসর্পগণ 'আপনাদের জয় হউক, আপনাদের অভ্যুদয় হউক' এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে সেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে সমাদর করিলেন। ৬৭

যেরূপ বলাসুরকে দমন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং ভগবান্ বিষ্ণু নিজ নিজ সুহৃদ্গণের সহিত আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণকে বধ করিয়া যথাযোগ্য পূজিত এবং নিজেদের উপার্জ্জিত গুণসমূহের দ্বারা ভূরি ভূরি প্রশংসিত হইতে থাকিয়া হিতৈষী সুহৃদ্গণের সহিত অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে রণভূমির বর্ণনাবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানাং শিবিরং প্রতি পলায়নম্, শিবিরে প্রবেশশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

হতে বৈকর্তনে রাজন্ কুরবো ভয়পীড়িতাঃ।
বীক্ষমাণা দিশঃ সর্বাঃ পর্য্যাপেতুঃ সহস্রশঃ ॥১
কর্ণং তু নিহতং দৃষ্ট্বা শত্রুভিঃ পরমাহবে।
ভীতা দিশো ব্যকীর্য্যন্ত তাবকাঃ ক্ষত-বিক্ষতাঃ ॥২
ততোঽবহারং চক্রুস্তে যোধাঃ সর্বে সমন্ততঃ।
নিবার্য্যমাণাশ্চোদ্বিগ্নাস্তাবকা ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৩
তেষাং তন্মতমাজ্ঞায় পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
অবহারং ততশ্চক্রে শল্যস্যানুমতে নৃপ ॥ ৪

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[কৌরব-সৈন্যদের শিবিরের দিকে পলায়ন এবং শিবিরে প্রবেশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিহত হইলে পর ভয়ে পীড়িত সহস্র সহস্র কৌরব যোদ্ধারা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে পলাইয়া যাইলেন। ১

শত্রুগণ সেই মহাসমরে সূর্য্যপুত্র কর্ণকে সংহার করিয়াছে, ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ তখন ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য ইঁহারা পলায়ন করত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ২

সেই সময় আপনার সমস্ত যোদ্ধাই অত্যন্ত দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিষেধ করিবার পরেই চারিদিকে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ৩

রাজন্! ইঁহাদের সকলের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রাজা শল্যের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আজ্ঞা দিলেন। ৪

কৃতবর্মা রথৈস্তূর্ণং বৃতো ভারত তাবকৈঃ।
নারায়ণাবশেষৈশ্চ শিবিরায়ৈব ছুদ্রুবে ॥ ৫
গান্ধারাণাং সহস্রেণ শকুনিঃ পরিবারিতঃ।
হতমাধিরথিং দৃষ্ট্বা শিবিরায়ৈব ছুদ্রুবে ॥ ৬
কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ নাগানীকেন ভারত।
মহামেঘনিভেনাশু শিবিরায়ৈব ছুদ্রুবে ॥ ৭
অশ্বত্থামা ততঃ শূরো বিনিঃশ্বস্য পুনঃ পুনঃ।
পাণ্ডবানাং জয়ং দৃষ্ট্বা শিবিরায়ৈব ছুদ্রুবে ॥ ৮
সংশপ্তকাবশিষ্টেন বলেন মহতা বৃতঃ।
সুশর্মাপি যযৌ রাজন্ বীক্ষমাণো ভয়ার্দিতঃ ॥ ৯
ছুর্য্যোধনোঽপি নৃপতির্হতসর্বস্ববান্ধবঃ।
যযৌ শোকসমাবিষ্টশ্চিন্তয়ন্ বিমনা বহু ॥ ১০
ছিন্নধ্বজেন শল্যস্তু রথেন রথিনাং বরঃ।
প্রযযৌ শিবিরায়ৈব বীক্ষমাণো দিশো দশ ॥ ১১
ততোঽপরে সুবহবো ভরতানাং মহারথাঃ।
প্রাদ্রবন্ত ভয়ত্রস্তা হ্রিয়াবিষ্টা বিচেতসঃ ॥ ১২
অসৃক্ ক্ষরন্তঃ সোদ্বিগ্না বেপমানাস্তথাতুরাঃ।
কুরবো ছুদ্রুবুঃ সর্বে দৃষ্ট্বা কর্ণং নিপাতিতম্ ॥ ১৩
প্রশংসন্তোঽর্জুনং কেচিৎ কেচিৎ কর্ণং মহারথাঃ।
ব্যদ্রবন্ত দিশো ভীতাঃ কুরবঃ কুরুসত্তম ॥ ১৪
তেষাং যোধসহস্রাণাং তাবকানাং মহামৃধে।
নাসীত্তত্র পুমান্ কশ্চিদ্ যো যুদ্ধায় মনো দধে ॥ ১৫
হতে কর্ণে মহারাজ নিরাশা কুরবোঽভবন্।
জীবিতেঽপি রাজ্যেষু দারেষু চ ধনেষু চ ॥ ১৬
তান্ সমানীয় পুত্রস্তে যত্নেন মহতা বিভুঃ।
নিবেশায় মনো দধ্রে ছুঃখ-শোকসমান্বিতঃ ॥ ১৭
তস্যাজ্ঞাং শিরসা যোধাঃ পরিগৃহ্য বিশাম্পতে।
বিবর্ণবদনা রাজন্ ন্যবিশন্ত মহারথাঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি শিবিরপ্রয়াণে
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫

ভারত! নারায়ণী-সেনার যে সব বীর অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের দ্বারা এবং আপনার অন্যান্য রথী যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃতবর্ম্মাও শিবিরের দিকে পলায়ন করিলেন ॥ ৫

সহস্র গান্ধার যোদ্ধায় পরিবৃত হইয়া শকুনিও অধিরথপুত্র কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া শিবিরের দিকে পলায়ন করিলেন ॥৬

ভরতবংশধর রাজন্! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য মেঘমণ্ডলের ন্যায় নিজ হস্তী সৈন্যদের সহিত অতিক্রত শিবিরের দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তদনন্তর শৌর্য্যশালী বীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের জয় লাভ দেখিয়া বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শিবিরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৮

রাজন্! জীবিত সংশপ্তকগণের বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভয়পীড়িত সুশর্ম্মাও এদিক্ ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শিবিরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৯

যাঁহার ভ্রাতা ও বান্ধবগণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, সেই রাজা ছুর্য্যোধনও শোকমগ্ন, দুর্ম্মনা ও বিশেষ চিন্তিত হইয়া শিবিরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ১০

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা শল্যও যে রথের ধ্বজ ছিন্ন হইয়াছে, সেই রথের দ্বারা দশ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শিবির অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ১১

ভরতবংশীয়গণের অপরাপর বহুসংখ্যক মহারথীও ভয়ভীত, লজ্জিত এবং অচেতনপ্রায় হইয়া শিবিরের দিকে পলায়ন করিলেন ॥ ১২

কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা রক্ত প্রবাহিত করিতে করিতে এবং কম্পিত হইতে হইতে উদ্বিগ্ন ও আতুর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! কৌরব-মহারথীদের মধ্যে কিছু যোদ্ধা অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কিছু যোদ্ধা কর্ণের প্রশংসা করিতে থাকিলেন। ইঁহারাও সকলে ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ১৪

আপনার হাজার হাজার যোদ্ধাদের মধ্যে সেখানে এমন কোন পুরুষ সেই সময় ছিলেন না, যিনি স্বীয় মনে সেই মহাসমরে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ পোষণ করিতেছিলেন ॥ ১৫

মহারাজ! কর্ণ নিহত হওয়ায় কৌরবগণ নিজেদের রাজ্য, ধন, স্ত্রীবর্গ ও জীবন হইতে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬

ছুঃখ ও শোকে নিমগ্ন আপনার পুত্র রাজা ছুর্য্যোধন অতিশয় যত্নের সহিত সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া শিবিরে বিশ্রাম করিবার জন্য মনস্থির করিলেন ॥ ১৭

প্রজানাথ! এই সব মহারথী যোদ্ধারা ছুর্য্যোধনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন ইঁহাদের সকলেরই মুখকান্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শিবির অভিমুখে প্রস্থানবিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রণাঙ্গনে কর্ণং নিহতং দৃষ্ট্বা প্রসন্নচিত্তেন যুধিষ্ঠিরেণ শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকঃ কর্ণপর্ব্বণঃ শ্রবণমহিমকথনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তথা নিপতিতে কর্ণে পরসৈন্যে চ বিদ্রুতে।
আশ্লিষ্য পার্থং দাশার্হো হর্ষাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥ ১

হতো বজ্রভৃতা বৃত্রস্ত্বয়া কর্ণো ধনঞ্জয়।
বৃত্র-কর্ণবধং ঘোরং কথয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ২

বজ্রেণ নিহতো বৃত্রঃ সংযুগে ভূরিতেজসা।
ত্বয়া তু নিহতঃ কর্ণো ধনুষা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩

তমিমং বিক্রমং লোকে প্রথিতং তে যশস্করম্।
নিবেদয়াবঃ কৌন্তেয় কুরুরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৪

বধং কর্ণস্য সংগ্রামে দীর্ঘকালচিকীর্ষিতম্।
নিবেদ্য ধর্মরাজায় ত্বমানৃণ্যং গমিষ্যসি ॥ ৫

বর্তমানে মহাযুদ্ধে তব কর্ণস্য চোভয়োঃ।
দ্রষ্টুমায়োধনং পূর্বমাগতো ধর্মনন্দনঃ ॥ ৬

ভৃশং তু গাঢ়বিদ্ধত্বান্নাশকৎ স্থাতুমাহবে।
ততঃ স শিবিরং গত্বা স্থিতবান্ পুরুষর্ষভঃ ॥ ৭

তথেত্যুক্তঃ কেশবস্তু পার্থেন যদুপুঙ্গবঃ।
পর্য্যাবর্ত্তয়দব্যগ্রো রথং রথবরস্য তম্ ॥ ৮

এবমুক্ত্বার্জুনং কৃষ্ণঃ সৈনিকানিদমব্রবীৎ।
পরানভিমুখা যত্তাস্তিষ্ঠধ্বং ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ৯

ধৃষ্টদ্যুম্নং যুধামন্যুং মাদ্রীপুত্রৌ বৃকোদরম্।
যুযুধানঞ্চ গোবিন্দ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১০

যাবদাবেদ্যতে রাজ্ঞে হতঃ কর্ণোঽর্জুনেন বৈ।
তাবদ্ভবদ্ভির্যত্তৈস্তু ভবিতব্যং নরাধিপৈঃ ॥ ১১

স তৈঃ শূরৈরনুজ্ঞাতো যযৌ রাজনিবেশনম্।
পার্থমাদায় গোবিন্দো দদর্শ চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১২

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[রণাঙ্গনে কর্ণকে নিহত হইতে দেখিয়া প্রসন্নচিত্ত যুধিষ্ঠির কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রের শোক এবং কর্ণপর্ব্বের শ্রবণমহিমাকথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন কর্ণ নিহত হইল এবং শত্রুসৈন্যেরা পলাইয়া যাইল, তখন দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আলিঙ্গন করত অতিশয় হর্ষসহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ধনঞ্জয়! পুরাকালে বজ্রধারী ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং আজ তুমি কর্ণকে নিহত করিলে। বৃত্রাসুর ও কর্ণ এই উভয়েই বধ বৃত্তান্ত অতিশয় ভয়ঙ্কর। মানবগণ সর্ব্বদা ইহার চর্চ্চা করিতে থাকিবে। ২

বৃত্রাসুর যুদ্ধে মহাতেজস্বী বজ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে; কিন্তু তুমি কর্ণকে ধনু ও তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা বধ করিয়াছ ॥ ৩

কুন্তীনন্দন! চল, আমরা উভয়ে তোমার এই বিশ্ববিখ্যাত ও যশোবর্দ্ধন বৃত্তান্ত বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিব। দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার যুদ্ধে কর্ণের বধ-কামনা বিদ্যমান ছিল। আজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া তুমি ঋণমুক্ত হইবে। ৪-৫

যখন এই মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় তোমার ও কর্ণের যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই আগমন করিয়াছেন ॥ ৬

কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি বহুক্ষণ রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারেন নাই। এখান হইতে শিবিরে যাইয়া সেই পুরুষপ্রবর যুধিষ্ঠির বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৭

তখন অর্জুন কেশবকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। তাহার পর যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ শান্তভাবে রথিশ্রেষ্ঠ অর্জুনের সেই রথকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন ॥ ৮

অর্জুনকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যদিগকে এই কথা বলিলেন,—বীরগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যুক্ত হইয়া থাকিবে ॥ ৯

ইহার পর গোবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও সাত্যকিকে এই কথা বলিলেন ॥ ১০

"অর্জুন কর্ণকে বধ করিয়াছে' এই সংবাদ আমরা যতক্ষণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিব, ততক্ষণ তোমরা সকল নরপতিগণ এখানে শত্রুদের প্রতি সাবধান হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ১১

সেই বীরবর যোদ্ধারা তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করত যখন যাইবার অনুমতি দিলেন, তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিলেন ॥ ১২

শয়ানং রাজশার্দূলং কাঞ্চনে শয়নোত্তমে।
অগৃহ্লীতাঞ্চ মুদিতৌ চরণৌ পার্থিবস্ত তৌ। ১৩
তয়োঃ প্রহর্ষমালক্ষ্য হর্ষাদশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ।
রাধেয়ং নিহতং মত্বা সমুত্তস্থৌ যুধিষ্ঠিরঃ। ১৪
উবাচ চ মহাবাহুঃ পুনঃ পুনররিন্দমঃ।
বাসুদেবার্জুনৌ প্রেম্না তাবুভৌ পরিসস্বজে। ১৫
তং তস্মৈ যদ্ যথাবৃত্তং বাসুদেবঃ সহার্জুনঃ।
কথয়ামাস কর্ণস্থ নিধনং যদুপুঙ্গবঃ। ১৬
ঈষদুৎস্ময়মানস্ত কৃষ্ণো রাজানমব্রবীৎ।
যুধিষ্ঠিরং হতামিত্রং কৃতাঞ্জলিরথাচ্যুতঃ। ১৭
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ পাণ্ডবশ্চ বৃকোদরঃ।
ত্বং চাপি কুশলী রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ। ১৮
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি পাণ্ডব। ১৯

হতো বৈকর্ত্তনো রাজন্ সূতপুত্রো মহারথঃ।
দিষ্ট্যা জয়সি রাজেন্দ্র দিষ্ট্যা বর্দ্ধসি ভারত। ২০
যস্ত দ্যূতজিতাং কৃষ্ণাং প্রাহসৎ পুরুষাধমঃ।
তস্যাদ্য সূতপুত্রস্য ভূমিঃ পিবতি শোণিতম্। ২১
শেতেঽসৌ শরপূর্ণাঙ্গঃ শত্রুস্তে কুরুপুঙ্গব।
তং পশ্য পুরুষব্যাঘ্র বিভিন্নং বহুভিঃ শরৈঃ। ২২
হতামিত্রামিমামুর্ব্বীমনুশাধি মহাভুজ।
যত্তো ভূত্বা সহাস্মাভির্ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংশ্চ পুষ্কলান্। ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
ধর্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা দাশার্হং বাক্যমব্রবীৎ। ২৪
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি রাজেন্দ্র বাক্যং চেদমুবাচ হ।
নৈতচ্চিত্রং মহাবাহো ত্বয়ি দেবকিনন্দন। ২৫
ত্বয়া সারথিনা পার্থো যত্নবানহনচ্চ তম্।
ন তচ্চিত্রং মহাবাহো যুষ্মদ্বুদ্ধিপ্রসাদজম্। ২৬

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্ণের উত্তম পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত রাজার চরণযুগল ধারণ করিলেন। ১৩

ইঁহাদের উভয়ের হর্ষোল্লাস দর্শন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, রাধাপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে; অতএব তিনি শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন এবং নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে থাকিলেন। ১৪

শত্রুদমন মহাবাহু যুধিষ্ঠির বারংবার শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রেমের সহিত বলিলেন ও তাঁহাদের আলিঙ্গন করিলেন। ১৫

সেই সময় অর্জুনসহ বসুদেবনন্দন যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের বিনাশের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে সব বলিয়া শুনাইলেন। ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে যাঁহার শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ১৭

রাজন্! সৌভাগ্যের কথা এই যে, গাণ্ডীবধারী অর্জুন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেব এবং আপনিও কুশলে আছেন। ১৮

আপনারা সকলে বীরগণের বিনাশকর রোমাঞ্চকারী সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছেন। পাণ্ডুনন্দন! এখন সর্ব্বাগ্রে যে কার্য্য করণীয়, উহা শীঘ্র সম্পাদন করুন। ১৯

রাজন্! মহারথী সূতপুত্র সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিহত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! সৌভাগ্যবশতঃ আপনি বিজয়ী হইয়াছেন। ভারত! আপনার অভ্যুদয় হইতেছে—এ সমস্তই সৌভাগ্যের বিষয়। ২০

যে নরাধম কর্ণ পাশাখেলায় জিতা দ্রৌপদীকে উপহাস করিয়াছিল, আজ পৃথিবী সেই সূতপুত্র কর্ণের রক্ত পান করিতেছে। ২১

কুরুশ্রেষ্ঠ! আপনার এই শত্রু কর্ণ রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পুরুষপ্রধান! বহু বাণে ক্ষত-বিক্ষত সেই কর্ণকে আপনি দর্শন করুন। ২২

মহাবাহো! আপনি সাবধান হইয়া আমাদের সকলের সহিত এই নিষ্কণ্টক পৃথিবীকে শাসন করুন এবং প্রভূত ভোগসকল উপভোগ করুন। ২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন হইল। তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২৪

রাজেন্দ্র! 'অহো ভাগ্য! অহো ভাগ্য!' এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির আরও বলিলেন,—মহাবাহু দেবকীনন্দন! আপনি বিরাজমান থাকিতে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। আপনার ন্যায় সারথি বিদ্যমান থাকায় পার্থ যত্নসহকারে কর্ণকে বধ করিয়াছে। মহাবাহো! আপনার বুদ্ধির প্রসাদে এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। ২৫-২৬

প্রগৃহ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ সাঙ্গদং দক্ষিণং ভুজম্।
উবাচ ধর্মভৃৎ পার্থ উভৌ তৌ কেশবার্জুনৌ ॥ ২৭
নর-নারায়ণৌ দেবৌ কথিতৌ নারদেন মে।
ধর্মাত্মানৌ মহাত্মানৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ২৮
অসকৃচ্চাপি মেধাবী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মম।
কথামেতাং মহাভাগ কথয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥ ২৯
তব কৃষ্ণ প্রসাদেন পাণ্ডবোঽয়ং ধনঞ্জয়ঃ।
জিগায়াভিমুখঃ শত্রূন্ ন চাসীদ্ বিমুখঃ কচিৎ ॥ ৩০
জয়শ্চৈব ধ্রুবোঽস্মাকং ন ত্বস্মাকং পরাজয়ঃ।
যদা ত্বং যুধি পার্থস্য সারথ্যমুপজগ্মিবান্ ॥ ৩১
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ মহাত্মা গৌতমঃ কৃপঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরা যে চ তেষাং পদানুগাঃ ॥ ৩২
ত্বদ্‌বুদ্ধ্যা নিহতে কর্ণে হতা গোবিন্দ সর্বথা।
ইত্যুক্ত্বা ধর্মরাজস্তু রথং হেমবিভূষিতম্ ॥ ৩৩
শ্বেতবর্ণৈর্হয়ৈর্যুক্তং কালবালৈর্মনোজবৈঃ।
আস্থায় পুরুষব্যাঘ্রঃ স্ববলেনাভিসংবৃতঃ ॥ ৩৪
প্রযযৌ স মহাবাহুর্দ্রষ্টুমায়োধনং তদা।
কৃষ্ণার্জুনাভ্যাং বীরাভ্যামনুমন্ত্র্য ততঃ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫
আভাষমাণস্তৌ বীরাবুভৌ মাধব-ফাল্গুনৌ।
স দদর্শ রণে কর্ণং শয়ানং পুরুষর্ষভম্ ॥ ৩৬
যথা কদম্বকুসুমং কেশরৈঃ সর্বতো বৃতম্।
চিতং শরশতৈঃ কর্ণং ধর্মরাজো দদর্শ সঃ ॥ ৩৭
গন্ধতৈলাবসিক্তাভিঃ কাঞ্চনীভিঃ সহস্রশঃ।
দীপিকাভিঃ কৃতোদ্যোতং পশ্যতে বৈ বৃষং তদা ॥ ৩৮
সংছিন্নভিন্নকবচং বাণৈশ্চ বিদলীকৃতম্।
সপুত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা কর্ণং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৯
সঞ্জাতপ্রত্যয়োঽতীব বীক্ষ্য চৈবং পুনঃ পুনঃ।
প্রশশংস নরব্যাঘ্রাবুভৌ মাধব-পাণ্ডবৌ ॥ ৪০
অদ্য রাজাস্মি গোবিন্দ পৃথিব্যাং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ত্বয়া নাথেন বীরেণ বিদুষা পরিপালিতঃ ॥ ৪১

কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অঙ্গদবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত স্বীয় হস্তে ধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়কেই ইহা বলিলেন ॥ ২৭

দেবর্ষি নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন, আপনারা উভয়েই ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, পুরাণপুরুষ এবং ঋষিপ্রবর সাক্ষাৎ ভগবান্ নর ও নারায়ণ ॥ ২৮

মহাভাগ! পরম বুদ্ধিমান্ তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নও আমাকে বারংবার এই কথাই বলিয়াছেন। ২৯

হে কৃষ্ণ! আপনার প্রসাদেই এই পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সদা সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছে এবং কখনও যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ৩০

প্রভো! যখন আপনি যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি হইলেন, তখন আমার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত, আমাদের পরাজয় হইতে পারে না ॥ ৩১

গোবিন্দ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাত্মা গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য্য এবং ইঁহাদের অনুগামী আরও যে সমস্ত বীরবর যোদ্ধা আছেন, আপনার বুদ্ধিবলে আজ কর্ণ নিহত হওয়ায় তাঁহাদের সকলেরই বধ হইয়া গিয়াছে, আমি ইহাই মনে করি ॥ ৩২ই

এই কথা বলিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণপুচ্ছ ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণযোজিত সুবর্ণময় রথে আরূঢ় হইয়া নিজের সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন উভয় বীরের সহিত প্রিয় বিষয়ের পরামর্শ এবং তাঁহাদের সহিত বার্ত্তালাপ করিতে করিতে যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে শায়িত পুরুষপ্রবর কর্ণকে দর্শন করিলেন ॥৩৩-৩৬

যেরূপ কদম্বপুষ্প চারিদিকেই কেশরে পরিপূর্ণ থাকে, সেইরূপ কর্ণের দেহ শত শত বাণে পরিব্যাপ্ত আছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই অবস্থায় দর্শন করিলেন ॥ ৩৭

সেই সময় সুগন্ধিত তৈলে পূর্ণ সহস্র সহস্র স্বর্ণ প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া আলোকিত করা হইয়াছিল। এই আলোকেই তিনি ধর্ম্মাত্মা কর্ণকে নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৩৮

তখন তাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে বিদীর্ণ হইয়াছিল। এই অবস্থায় পুত্রসহ নিহত কর্ণকে দেখিয়া বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। তারপর তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়কেই ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৪০

তিনি বলিলেন,—গোবিন্দ! আপনার ন্যায় বিদ্বান্, বীর প্রভু এবং সংরক্ষকের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আজ আমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত এই ভূমণ্ডলের রাজা হইলাম ॥ ৪১

হতং শ্রুত্বা নরব্যাঘ্রং রাধেয়মতিমানিনম্।
নিরাশোঽস্তু দুরাত্মাসৌ ধার্ত্তরাষ্ট্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪২
জীবিতে চৈব রাজ্যে চ হতে রাধাত্মজে রণে।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ বয়ং চৈব কৃতার্থাঃ পুরুষর্ষভ ॥৪৩
দিষ্ট্যা জয়সি গোবিন্দ দিষ্ট্যা শত্রুর্নিপাতিতঃ।
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ বিজয়ী পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৪৪
ত্রয়োদশ সমাস্তীর্ণা জাগরেণ সুদুঃখিতাঃ।
স্বপ্স্যামোঽদ্য সুখং রাত্রৌ ত্বৎপ্রসাদান্মহাভুজ ॥ ৪৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবং স বহুশো রাজা প্রশশংস জনার্দনম্।
অর্জুনঞ্চ কুরুশ্রেষ্ঠং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা চ নিহতং কর্ণং সপুত্রং পার্থসায়কৈঃ।
পুনর্জাতমিবাত্মানং মেনে চ স মহীপতিঃ ॥ ৪৭
সমেত্য চ মহারাজ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষয়ন্তি স্ম রাজানং হর্ষযুক্তা মহারথাঃ ॥ ৪৮
নকুলঃ সহদেবশ্চ পাণ্ডবশ্চ বৃকোদরঃ।
সাত্যকিশ্চ মহারাজ বৃষ্ণীনাং প্রবরো রথঃ ॥ ৪৯
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাণ্ডু-পাঞ্চাল-সৃঞ্জয়াঃ
পূজয়ন্তি স্ম কৌন্তেয়ং নিহতে সূতনন্দনে ॥ ৫০
তে বর্দ্ধয়িত্বা নৃপতিং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
জিতকাশিনো লব্ধলক্ষ্যা যুদ্ধশৌণ্ডাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৫১
স্তুবন্তঃ স্তবযুক্তাভির্বাগ্‌ভিঃ কৃষ্ণৌ পরন্তপৌ।
জগ্মুঃ স্বশিবিরায়ৈব মুদা যুক্তা মহারথাঃ ॥ ৫২
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ সুমহাঁল্লোমহর্ষণঃ।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ কিমর্থমনুশোচসি ॥ ৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈতদপ্রিয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
পপাত ভূমৌ নিশ্চেষ্টশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥ ৫৪
তথা সা পতিতা দেবী গান্ধারী দীর্ঘদর্শিনী
শুশোচ বহুলালাপৈঃ কর্ণস্য নিধনং যুধি ॥ ৫৫

আজ দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত অভিমানী নরশ্রেষ্ঠ রাধানন্দন কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজ্য এবং জীবন হইতে নিরাশ হইয়া যাইবে। পুরুষোত্তম! আপনারই করুণায় রণাঙ্গনে রাধাপুত্র কর্ণ নিহত হওয়ায় আমরা সকলে কৃতার্থ হইয়া যাইলাম ॥ ৪২-৪৩

গোবিন্দ! ভাগ্যবশতঃ আপনার জয় হইয়াছে। ভাগ্যেরই বলে আমাদের শত্রু কর্ণ আজ ভূপাতিত হইয়াছে এবং সৌভাগ্য-বশতঃ গাণ্ডীবধারী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন বিজয়ী হইয়াছে ॥৪৪

মহাবাহো! অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জাগরণ করিতে করিতেই আমরা ত্রয়োদশ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি। আজ রাত্রিতে আপনার করুণায় আমরা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিব ॥ ৪৫

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এইভাবে ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনের বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

পুত্রসহ কর্ণকে অর্জুনের বাণসমূহে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজের নবজন্ম হইল বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥ ৪৭

মহারাজ! সেই সময় হর্ষে পরিপূর্ণ পাণ্ডবপক্ষের মহারথী যোদ্ধারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮

রাজেন্দ্র! নকুল-সহদেব, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ মহারথী সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী প্রভৃতি পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-যোদ্ধারা সূতপুত্র কর্ণ নিহত হওয়ায় কুন্তীনন্দন অর্জুনের প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥ ৪৯-৫০

তাঁহারা উল্লসিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সব যুদ্ধকুশল মহারথী যোদ্ধা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করত স্তুতিযুক্ত বাক্যসমূহে শত্রুতাপন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রশংসা করিতে করিতে অতিশয় প্রসন্নতার সহিত নিজ নিজ শিবিরে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫১-৫২

রাজন্! এইরূপ আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ এই রোমাঞ্চকারী প্রকৃত জনক্ষয় হইল। এখন আপনি কিজন্য বারংবার শোক প্রকাশ করিতেছেন? ৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৫৪

দূরদর্শিনী দেবী গান্ধারীও ভূতলে পতিতা হইয়া বহুভাবে বিলাপ করিতে করিতে যুদ্ধে কর্ণের মৃত্যুর জন্য শোক করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫

তাং পর্য্যগৃহ্লাদ্ বিদুরো নৃপতিং সঞ্জয়স্তথা।
পর্য্যাশ্বাসয়তাং চৈব তাবুভাবেব ভূমিপম্ ॥৫৬
তথৈবোত্থাপয়ামাসুর্গান্ধারীং কুরুযোষিতঃ।
স দৈবং পরমং মত্বা ভবিতব্যঞ্চ পার্থিবঃ ॥ ৫৭
পরাং পীড়াং সমাশ্রিত্য নষ্টচিত্তো মহাতপাঃ।
চিন্তাশোকপরীতাত্মা ন জজ্ঞে মোহপীড়িতঃ।
স সমাশ্বাসিতো রাজা তূষ্ণীমাসীদ্ বিচেতনঃ॥ ৫৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং কর্ণপর্বণি যুধিষ্ঠিরহর্ষে
ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

সেই সময় বিদুর গান্ধারী দেবীকে এবং সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ধরিয়া রাখিলেন। তারপর উভয়ে মিলিয়া রাজাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬

এইভাবে কুরুকুলের স্ত্রীগণ আসিয়া গান্ধারীদেবীকে উত্থাপিত করিলেন। ভাগ্য ও ভবিতব্যকেই প্রবল মনে করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই মহাতপস্বী নরপতি চিন্তা ও শোকে নিমজ্জিত হইলেন এবং মোহে পীড়িত হওয়ায় কোন বিষয়েই কিছু বুঝিতে পারিলেন না। বিদুর ও সঞ্জয় বুঝাইলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র অচৈতন্য হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥ ৫৭-৫৮

কর্ণপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

ইমং মহাযুদ্ধমখং মহাত্মনো-
ধনঞ্জয়স্যাধিরথেশ্চ যঃ পঠেৎ।
স সম্যগিষ্টস্য মখস্য যৎ ফলং
তদাপ্নুয়াৎ সংশ্রবণাচ্চ ভারত॥ ৫৯
মখো হি বিষ্ণুর্ভগবান্ সনাতনো
বদন্তি তচ্চাগ্ন্যনিলেন্দুভানবঃ।
অতোঽনসূয়ু শৃণুয়াৎ পঠেচ্চ যঃ
স সর্বলোকানুচরঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৬০
তাং সর্বদা ভক্তিমুপাগতা নরাঃ
পঠন্তি পুণ্যাং বরসংহিতামিমাম্
ধনেন ধান্যেন যশসা চ মানুষা
নন্দন্তি তে নাত্র বিচারণাস্তি ॥ ৬১
অতোঽনসূয়ুঃ শৃণুয়াৎ সদা তু বৈ
নরঃ স সর্বাণি সুখানি চাপ্নুয়াৎ।
বিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ ভবশ্চ
তুষ্যন্তি তে তস্য নরোত্তমস্য॥ ৬২
বেদাবাপ্তির্ব্রাহ্মণস্যেহ দৃষ্টা
রণে বলং ক্ষত্রিয়াণাং জয়ো যুধি।
ধনজ্যৈষ্ঠ্যাশ্চাপি ভবন্তি বৈশ্যাঃ
শূদ্রাঽঽরোগ্যং প্রাপ্নুবন্তীহ সর্বে ॥৬৩

কর্ণপর্ব্ব

শ্রবণমহিমা

ভারত! যে মানব মহাত্মা অর্জুন ও কর্ণের এই মহাযুদ্ধ-যজ্ঞ পাঠ ও শ্রবণ করিবে, সে বিধি অনুসারে কৃত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফললাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৯

সনাতন ভগবান্ বিষ্ণু-যজ্ঞস্বরূপ, এই কথা অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যদেব বলিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি দোষ-দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক এই যুদ্ধ-যজ্ঞবর্ণন পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, সে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতে সামর্থ্য লাভ করিবে এবং সুখী হইবে ॥৬০

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিভাবে এই উত্তম ও পুণ্যময়ী সংহিতা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি ধন-ধান্য ও যশ লাভ করত আনন্দ-ভাগী হইবে। এ-বিষয়ে কোন অন্যরূপ বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৬১

অতএব যে ব্যক্তি দোষ-দৃষ্টি ত্যাগ করত সর্ব্বদা এই সংহিতা শ্রবণ করিবে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ সুখলাভে সমর্থ হইবে এবং সেই শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি ভগবান্ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর প্রসন্ন থাকেন ॥ ৬২

ইহার পঠন ও শ্রবণে ব্রাহ্মণগণের বেদসমূহের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়-বর্গের বল ও যুদ্ধে জয়লাভ, বৈশ্যরা অতিশয় ধনী এবং সকল শূদ্রগণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৩

তথৈব বিষ্ণুর্ভগবান্ সনাতনঃ
স চাত্র দেবঃ পরিকীর্ত্ত্যতে যতঃ।
ততঃ স কামাঁল্লভতে সুখী নরো
মহামুনেস্তস্য বচোঽর্চিতং যথা ॥ ৬৪

ইহার মধ্যে সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর (শ্রীকৃষ্ণের) মহিমা বর্ণিত হইয়াছে ; অতএব মানুষ ইহার স্বাধ্যায়ে (বিধি অনুসারে পাঠের দ্বারা) সুখী হইয়া সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহামুনি বেদব্যাসের এই পরম পূজিত বাণীর এইরূপই প্রভাব ॥ ৬৪

কপিলানাং সবৎসানাং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।
যো দদ্যাৎ সুকৃতং তদ্ধি শ্রবণাৎ কর্ণপর্ব্বণঃ ॥ ৬৫

নিরন্তর এক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন যে ব্যক্তি বৎস সহ কপিলা গাভী দান করেন, ইহাতে তিনি যে পুণ্য লাভ করিয়া থাকেন ; এই কর্ণপর্ব্ব শ্রবণ করিয়াই মানুষ সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের হর্ষবিষয়ক ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীগুরোঃ করুণাশক্ত্যা ময়াস্য কর্ণপর্ব্বণঃ
অনূদিতঃ সহর্ষেণ তৎপ্রীত্যৈ বঙ্গভাষয়া ॥
শ্রীসীতারামদাসোঙ্কারনাথসেবকাধমঃ।
রামরঞ্জনশর্ম্মাহং গুরুকৃপাপ্রলোলুপঃ ॥
তদাজ্ঞাং হৃদি নিধায় তৎকৃপাবলসংযুতঃ।
ভারতস্য-কর্ণপর্ব্ব সমনূদিতবান্ মুদা ॥

য একঃ সর্ব্ববস্তূনাং রূপ-নাম্নাং তথাশ্রয়ঃ।
তং নমামি জগন্নাথং শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্ ॥ ১
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বতশ্চ যঃ।
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বপাপঘ্নং তং বন্দে কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ২
ব্রহ্মমুখং ক্ষত্রভুজং বৈশ্যজানুং তথা শিবম্।
শূদ্রপাদং সদাশান্তং তং বন্দে কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৩
স্বর্গমস্তং ধরামধ্যং পাতালপাদযুগ্মকম্।
অনন্তং তমনাদিঞ্চ বন্দে কৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৪

সূচীপত্র।

মহাভারত

কর্ণপর্ব্ব

ত্বক্ স্পর্শ, জিহ্বা রস, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধ, কর্ণ শব্দ, নেত্র রূপকে অনুভব করে। সেই ইন্দ্রিয়সকল পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে সমর্থ হয় না। অধ্যাত্মজ্ঞানহীন মানব পরমাত্মাকে অনুভব ক'র্‌তে পারে না, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখী ক'র্‌তে পারেন, তাঁরা পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ ক'র্‌তে পারেন। আত্মা শরীর হ'তে সর্ব্বপ্রকারে ভিন্ন, ইনি উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় এবং মৃত্যু আদি দোষসমূহ দ্বারা লিপ্ত হন্ না, কিন্তু অজ্ঞানী পুরুষ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এর উপর আরোপিত সূক্ষ্মশরীর সহ অন্য শরীরে গমন করে। যে মানব সুখ এবং দুঃখ দুইই ত্যাগ করেন, তিনি অক্ষয়ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই জন্য সেই পুরুষ কখনও শোক করেন না। জ্ঞান ফল জ্ঞেয় এবং কর্ম্ম এই সকল অন্ত হ'লে পর যা প্রাপ্তব্য ফলরূপে শেষ থাকেন তাঁকেই তুমি জ্ঞেয়মাত্রে ব্যাপ্ত হ'য়ে স্থিত জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জান্‌বে। সেই পরম মহৎ তত্ত্বকে যোগিগণই দেখতে পান। বিষয়াসক্ত অজ্ঞানী পুরুষ আপনার ভিতর বিরাজমান সেই পরব্রহ্ম পরত্মাকে দেখতে পায় না। এ জগতে পৃথিবীরূপ হ'তে জলের রূপ মহান্, তেজ হ'তে পবন মহান্, পবন হতে আকাশ মহান আকাশ হ'তে মন পরতর অর্থাৎ সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ এবং মহান্, মন হ'তে বুদ্ধি মহান্, বুদ্ধি হ'তে কাল অর্থাৎ প্রকৃতি মহান্ এবং কাল হ'তে ভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ এবং মহান এই সম্পূর্ণ জগৎ যা হ'তে সৃষ্ট হয়েছে, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর আদি মধ্য কিম্বা অন্ত নাই। তিনি আদি মধ্য ও অন্তরহিত হবার কারণ অবিনাশ, অতএব সমস্ত দুঃখের অতীত; কেননা বিনাশশীল বস্তুই দুঃখরূপ ব'লে কথিত হয়। অবিনাশী বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম, তিনিই পরমধাম, তাঁকে প্রাপ্ত হ'লে জীব কালের রাজ্যে মুক্ত হ'য়ে মোক্ষধামে স্থিত হয়। ধ্যান দ্বারা শুদ্ধ ও সূক্ষ্ম

ॐ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

২।৩।৬৬ একাদশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হই। আমার ধর্ম্মবেত্তা ভাগবতোত্তম রাজা জনক শুকদেবকে উপদেশ ক'রেছিলেন। শুকদেব জিজ্ঞাসা করেন—কারও যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকট হ'য়ে যায়, তা'হলে তার অপর তিন আশ্রমের প্রয়োজন কি?

জনক বলেন—জ্ঞানবিজ্ঞান ব্যতীত যেমন মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ সদ্গুরুর সম্বন্ধ ব্যতিরেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। গুরু এই সংসারসাগরের পারের কর্ত্তা কর্ণধার এবং তাঁর দত্ত জ্ঞান নৌকাস্বরূপ, মানুষ সেই জ্ঞান পেয়ে ভবসাগর হ'তে পার হয়ে যায়। যেমন মানুষ নদী পার হ'য়ে নৌকা এবং মাঝি দুই ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষ গুরু এবং জ্ঞান দুইই ত্যাগ করেন। প্রথমে বিদ্বান্ লোক মর্য্যাদা এবং কর্ম্মপরম্পরা রক্ষা করবার জন্য চার আশ্রমের সহিত বর্ণ ধর্ম্ম পালন করেন। এরূপ নানাপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান ক'রতে ক'রতে শুভাশুভ কর্ম্মের আসক্তি পরিত্যাগের দ্বারা ইহলোকেই মোক্ষপ্রাপ্ত হন্। অনেক জন্ম কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু যখন ইন্দ্রিয়গণ

১১শ বর্ষ, পৌষমাস, ১৩৭৯]　　　　[সপ্তমসংখ্যা—পুষ্যাভিষেক যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ্.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা　　　　প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি. ডব্লিউ. ডি, রোড্, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়

৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্

কলিকাতা—৩৫

॥ ভগবতে বাসুদেবায় শ্রীকৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

মহাভারতম্

শল্যপর্ব্ব

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়মুখাৎ শল্য-দুর্য্যোধনয়োর্বধ-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য মূর্চ্ছা, সচেতনস্য তস্য বিদুরাদাশ্বাসলাভশ্চ ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

এবং নিপাতিতে কর্ণে সমরে সব্যসাচিনা ।
অল্পাবশিষ্টাঃ কুরবঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ ॥ ১

উদীর্য্যমাণঞ্চ বলং দৃষ্ট্বা রাজা সুযোধনঃ ।
পাণ্ডবৈঃ প্রাপ্তকালঞ্চ কিং প্রাপদ্যত কৌরবঃ ॥ ২

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম ।
ন হি তৃপ্যামি পূর্বেষাং শৃণ্বানশ্চরিতং মহৎ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কর্ণে হতে রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ ।
ভৃশং শোকার্ণবে মগ্নো নিরাশঃ সর্বতোঽভবৎ ॥ ৪

হা কর্ণ হা কর্ণ ইতি শোচমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
কৃচ্ছ্রাৎ স্বশিবিরং প্রাপ্তো হতশেষৈর্নৃপৈঃ সহ ॥ ৫

স সমাশ্বাস্যমানোঽপি হেতুভিঃ শাস্ত্রনিশ্চিতৈঃ ।
রাজভির্নালভচ্ছর্ম সূতপুত্রবধং স্মরন্ ॥ ৬

স দৈবং বলবন্মত্বা ভবিতব্যঞ্চ পার্থিবঃ ।
সংগ্রামে নিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্যুদ্ধায় নির্যযৌ ॥ ৭

শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা বিধিবদ্ রাজপুঙ্গবঃ ।
রণায় নির্যযৌ রাজা হতশেষৈর্নৃপৈঃ সহ ॥ ৮

ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ দেবাসুররণোপমম্ ॥ ৯

ততঃ শল্যো মহারাজ কৃত্বা কদনমাহবে ।
সসৈন্যোঽথ স মধ্যাহ্নে ধর্মরাজেন ঘাতিতঃ ॥ ১০

শল্যপর্ব্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।

[সঞ্জয়ের মুখে শল্য ও দুর্য্যোধনের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মূর্চ্ছা এবং সচেতন হইয়া বিদুর কর্তৃক আশ্বাস-লাভ ।]

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ অর্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান সহায়) দেবী মহামায়া দুর্গা, (তাঁহার লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয়-শাস্ত্র (মহাভারতাদি) পাঠ করিবে ।

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! যখন এইভাবে সব্যসাচী অর্জুন কর্ণকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিলেন, তখন আর অল্প অবশিষ্ট কৌরব-সৈন্যরা কি করিলেন ? ১

পাণ্ডবগণের বল বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া কুরুবংশীয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের সহিত কিরূপ সময়োচিত আচরণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ? ২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আমি ইহা শুনিতে চাই, আপনি আমাকে আমার পূর্ব্বজাত পিতামহাদির মহৎ চরিত্রের কথা বলুন ; কারণ, ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কোনরূপ তৃপ্তি হইতেছে না ; (অতএব আপনি উহা বর্ণনা করুন) ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! কর্ণ নিহত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন শোকসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন এবং সর্ব্বতোভাবে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪

'হা কর্ণ ! হা কর্ণ !' এই কথা বলিতে বলিতে বারংবার শোকগ্রস্ত হইয়া হতাবশিষ্ট নৃপতিগণের সহিত অতি কষ্টে নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৫

যদিও রাজারা এই সময় শাস্ত্রনিশ্চিত যুক্তিসমূহের দ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন, তথাপি সূতপুত্র কর্ণের বধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৬

সেই রাজা দুর্য্যোধন দৈব ও ভবিতব্যকেই প্রবল বলিয়া মনে করিয়া সংগ্রাম করিতেই স্থির নিশ্চয় করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য নির্গত হইলেন ॥ ৭

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন শল্যকে বিধি অনুসারে সেনাপতি করিয়া হতাবশিষ্ট নৃপগণের সহিত যুদ্ধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ ! তদনন্তর কৌরব ও পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেরূপ দেবাসুরগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৯

মহারাজ ! তাহার পর সৈন্যসহ শল্য যুদ্ধে প্রচুর জনক্ষয় করিয়া মধ্যাহ্নকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিহত হইলেন ॥ ১০

ততো দুর্য্যোধনো রাজা হতবন্ধু রণাজিরাৎ।
অপসৃত্য হ্রদং ঘোরং বিবেশ রিপুজাদ্ ভয়াৎ ॥ ১১
অথাপরাহ্নে তস্তাহঃ পরিবার্য্য সুযোধনঃ।
হ্রদাদাহুয় যুদ্ধায় ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১২
তস্মিন্ হতে মহেষ্বাসে হতশিষ্টাস্ত্রয়ো রথাঃ।
সংরব্ধান্নিশি রাজেন্দ্র জঘ্নুঃ পাঞ্চাল-সোমকান্ ॥ ১৩
ততঃ পূর্বাহ্নসময়ে শিবিরাদেত্য সঞ্জয়ঃ।
প্রবিবেশ পুরীং দীনো দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১৪
স প্রবিশ্য পুরীং সূতো ভুজাবুচ্ছ্রিত্য দুঃখিতঃ।
বেপমানস্ততো রাজ্ঞঃ প্রবিবেশ নিকেতনম্ ॥ ১৫
রুরোদ চ নরব্যাঘ্র হা রাজন্নিতি দুঃখিতঃ।
অহো বত বিনষ্টাঃ স্ম নিধনেন মহাত্মনঃ ॥ ১৬
বিধিশ্চ বলবানত্র পৌরুষং তু নিরর্থকম্।
শক্রতুল্যবলাঃ সর্বে যথাবধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বৈব চ পুরে রাজন্ জনঃ সর্বঃ স সঞ্জয়ম্।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন নিজের ভ্রাতৃবৃন্দ নিহত হওয়ায় সমরাঙ্গণ হইতে দূরে চলিয়া যাইয়া শত্রুভয়ে একটি ভয়ঙ্কর হ্রদে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১

ইহার পর সেই দিনেই অপরাহ্নকালে দুর্য্যোধনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য হ্রদ হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়া ভীমসেন তাঁহাকে সংহার করত ভূপাতিত করিলেন ॥ ১২

রাজেন্দ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর হতাবশিষ্ট তিন রথী বীর—কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা রাত্রিকালে নিদ্রার সময় পাঞ্চাল ও সোমকগণকে রোষভরে সংহার করিলেন ॥ ১৩

তাহার পর পূর্ব্বাহ্নকালে দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন সঞ্জয় শিবির হইতে আসিয়া দীনভাবে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৪

পুরীতে প্রবেশ করত দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া দুঃখিত সঞ্জয় কাঁপিতে কাঁপিতে রাজভবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

তিনি এই সময় রোদন করিতে করিতে দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হা নরশ্রেষ্ঠ নরেশ! হা রাজন্! মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধনের নিধনে আমরা সকলে সর্ব্বতোভাবে নষ্টপ্রায় হইয়া যাইলাম ॥ ১৬

এ জগতে ভাগ্যই বলবান্; পুরুষার্থ ত' নিরর্থক; কারণ,

ক্লেশেন মহতা যুক্তং সর্বতো রাজসত্তম ॥ ১৮
রুরোদ চ ভৃশোদ্বিগ্নো হা রাজন্নিতি বিস্বরম্।
আকুমারং নরব্যাঘ্র তত্র তত্র সমন্ততঃ ॥ ১৯
আর্তনাদং ততশ্চক্রে শ্রুত্বা বিনিহতং নৃপম্।
ধাবতশ্চাপ্যপশ্যামস্তত্র তান্ পুরুষর্ষভান্ ॥ ২০
নষ্টচিত্তানিবোন্মত্তান্ শোকেন ভৃশপীড়িতান্।
তথা স বিহ্বলঃ সূতঃ প্রবিশ্য নৃপতিক্ষয়ম্ ॥ ২১
দদর্শ নৃপতিশ্রেষ্ঠং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
তথা চাসীনমনঘং সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ২২
স্নুষাভির্ভরতশ্রেষ্ঠ গান্ধার্য্যা বিদুরেণ চ।
তথাহন্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ জ্ঞাতিভিশ্চ হিতৈষিভিঃ ॥ ২৩
তমেব চার্থং ধ্যায়ন্তং কর্ণস্য নিধনং প্রতি।
রুদন্নেবাব্রবীদ্ বাক্যং রাজানং জনমেজয় ॥ ২৪
নাতিহৃষ্টমনাঃ সূতো বাক্যসন্দিগ্ধয়া গিরা।
সঞ্জয়োঽহং নরব্যাঘ্র নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ ২৫

আপনার সকল পুত্রই ইন্দ্রতুল্য বলবান্ হইয়াও পাণ্ডবগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ১৭

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! হস্তিনাপুরের সকল মানুষ সঞ্জয়কে সর্ব্বথা মহাক্লেশযুক্ত দর্শন করত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 'হা রাজন্' এই কথা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে চতুর্দ্দিকে বালকগণ হইতে বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর মানুষই রাজা দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮-১৯½

আমরা সকলে তখন দেখিতে থাকিলাম যে, নগরের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণও যেন অচৈতন্য ও উন্মত্ত হইয়া এবং শোকে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া সেখানে চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০½

এইভাবে ব্যাকুল হইয়া সঞ্জয় রাজভবনে প্রবেশ করত নিজের প্রভু প্রজ্ঞাচক্ষু নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিলেন ॥ ২১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই নিষ্পাপ নরপতি নিজের পুত্র-বধূগণ, গান্ধারী, বিদুর, অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ এবং জ্ঞাতিবর্গে চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। ইঁহারা কর্ণের নিধন হওয়ায় পরিণাম বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন ॥ ২২-২৩½

জনমেজয়! সেই সময় সঞ্জয় দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে করিতে সন্দিগ্ধ বাক্যে বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! ভরতবংশপ্রধান! আমি সঞ্জয়। আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৪-২৫

মদ্রাধিপো হতঃ শল্যঃ শকুনিঃ সৌবলস্তথা।
উলূকঃ পুরুষব্যাঘ্র কৈতব্যো দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ২৬
সংশপ্তকা হতাঃ সর্বে কাম্বোজাশ্চ শকৈঃ সহ।
ম্লেচ্ছাশ্চ পর্বতীয়াশ্চ যবনা বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৭
প্রাচ্যা হতা মহারাজ দাক্ষিণাত্যাশ্চ সর্বশঃ।
উদীচ্যাশ্চ হতাঃ সর্বে প্রতীচ্যাশ্চ নরোত্তমাঃ ॥ ২৮
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্বে তে নিহতা নৃপ।
দুর্যোধনো হতো রাজা যথোক্তং পাণ্ডবেন হ ॥ ২৯
ভগ্নসক্থো মহারাজ শেতে পাংশুষু রূষিতঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥ ৩০
উত্তমৌজা যুধামন্যুস্তথা রাজন্ প্রভদ্রকাঃ।
পাঞ্চালাশ্চ নরব্যাঘ্র চেদয়শ্চ নিষূদিতাঃ ॥ ৩১
তব পুত্রা হতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত।
কর্ণপুত্রো হতঃ শূরো বৃষসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩২
নরা বিনিহতাঃ সর্বে গজাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
রথিনশ্চ নরব্যাঘ্র হয়াশ্চ নিহতা যুধি ॥ ৩৩
কিঞ্চিচ্ছেষঞ্চ শিবিরং তাবকানাং কৃতং প্রভো।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ৩৪
প্রায়ঃ স্ত্রীশেষমভবজ্জগৎ কালেন মোহিতম্।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো রথাঃ ৩৫
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিশ্চ জয়তাং বরঃ ॥ ৩৬
তথাপ্যেতে মহারাজ রথিনো নৃপসত্তম।
অক্ষৌহিণীনাং সর্বাসাং সমেতানাং জনেশ্বর ॥ ৩৭
এতে শেষা মহারাজ সর্বেঽন্যে নিধনং গতাঃ।
কালেন নিহতং সর্বং জগদ্ বৈ ভরতর্ষভ ॥ ৩৮
দুর্যোধনং বৈ পুরতঃ কৃত্বা বৈরঞ্চ ভারত।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ॥ ৩৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! মদ্ররাজ শল্য, সুবলপুত্র শকুনি এবং অক্ষক্রীড়াকারী শকুনির পুত্র দৃঢ়বিক্রম উলূক—ইঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন ॥ ২৬

সমস্ত সংশপ্তক বীর, কাম্বোজ, শক, ম্লেচ্ছ ও পার্বতীয় যোদ্ধারা এবং যবন সৈন্যগণ নিহত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন ॥ ২৭

মহারাজ! পূর্বদেশের যোদ্ধারা বিনষ্ট হইয়াছেন, সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সৈন্যগণ, উত্তর ও পশ্চিম দিকের নরোত্তম সৈন্যরাও নিহত হইয়াছেন ॥ ২৮

হে নৃপ! সমস্ত রাজা ও রাজকুমারগণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজ! যেরূপ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা দুর্যোধনও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাঁহার জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি ধূলিধূসরিত হইয়া ভূতলে পতিত আছেন ॥২৯॥

মহারাজ! নরোত্তম রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, প্রভদ্রকগণ, পাঞ্চাল ও চেদিদেশীয় যোদ্ধারাও বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩০-৩১

ভারত! আপনার এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কর্ণের প্রতাপশালী ও শৌর্যশালী বীরপুত্র বৃষসেনও নিহত হইয়াছেন ॥ ৩২

নরশ্রেষ্ঠ! যুদ্ধস্থলে সমস্ত পদাতি সৈন্য, গজারোহী, রথারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যরাও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৩

প্রভো! পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে পরস্পর সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্ত হইয়া আপনার পুত্রদের এবং পাণ্ডব-শিবিরে আর অল্প কিছু মাত্র যোদ্ধাই অবশিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৩৪

কালের দ্বারা মোহিত হইয়া প্রায় সম্পূর্ণ জগতের স্ত্রীগণই আর অবশিষ্ট আছেন। পাণ্ডবপক্ষের সাত (যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি) এবং আপনার তিন জন রথী (কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা) অবশিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ৩৫

পাণ্ডবদের দিকে পঞ্চ ভ্রাতা, বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এবং আপনার দিকে কৃপাচার্য, কৃতবর্মা ও বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা জীবিত আছেন ॥ ৩৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! জনেশ্বর! মহারাজ! উভয় পক্ষে যে সমস্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এই সব রথী মাত্র আর অবশিষ্ট আছেন, অন্য সমস্ত সৈন্যগণই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ॥ ৩৭॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভারত! কালই দুর্যোধন ও তাঁহার শত্রুতাকে সর্বাগ্রে স্থাপন করত এই সম্পূর্ণ জগৎকে নষ্ট করিয়া দিলেন ॥ ৩৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাধিরাজ জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র যেন প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৯॥

নিপপাত স রাজেন্দ্রো গতসত্ত্বো মহীতলে।
তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ বিদুরোঽপি মহাযশাঃ ॥ ৪০
নিপপাত মহারাজ শোকব্যসনকর্শিতঃ।
গান্ধারী চ নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বাশ্চ কুরুযোষিতঃ ॥৪১
পতিতাঃ সহসা ভূমৌ শ্রুত্বা ক্রূরং বচস্তদা।
নিঃসংজ্ঞং পতিতং ভূমৌ তদাসীদ্ রাজমণ্ডলম্ ॥ ৪২
প্রলাপযুক্তং মহতি চিত্রন্যস্তং পটে যথা।
কৃচ্ছ্রেণ তু ততো রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥ ৪৩
শনৈরলভত প্রাণান্ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ।
লব্ধ্বা তু স নৃপঃ সংজ্ঞাং বেপমানঃ সুদুঃখিতঃ ॥ ৪৪
উদীক্ষ্য চ দিশঃ সর্বাঃ ক্ষত্তারং বাক্যমব্রবীৎ।
বিদ্বন্ ক্ষত্তর্মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং গতির্ভরতর্ষভ ॥ ৪৫
মমানাথস্য সুভৃশং পুত্রৈর্হীনস্য সর্বশঃ।
এবমুক্ত্বা ততো ভূয়ো বিসংজ্ঞো নিপপাত হ ॥৪৬
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বান্ধবা যেঽস্য কেচন।
শীতৈস্তে সিষিচুস্তোয়ৈর্বিব্যজুর্ব্যজনৈরপি ॥৪৭
স তু দীর্ঘেণ কালেন প্রত্যাশ্বস্তো নরাধিপঃ।
তূষ্ণীং দধ্যৌ মহীপালঃ পুত্রব্যসনকর্শিতঃ ॥ ৪৮
নিঃশ্বসন জিহ্মগ ইব কুম্ভক্ষিপ্তো বিশাম্পতে।
সঞ্জয়োঽপ্যরুদৎ তত্র দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্ ॥ ৪৯
তথা সর্বাঃ স্ত্রিয়শ্চৈব গান্ধারী চ যশস্বিনী।
ততো দীর্ঘেণ কালেন বিদুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫০
ধৃতরাষ্ট্রো নরশ্রেষ্ঠ মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
গচ্ছন্তু যোষিতঃ সর্বা গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৫১
তথেমে সুহৃদঃ সর্বে ভ্রাম্যতে মে মনো ভৃশম্।
এবমুক্তস্ততঃ ক্ষত্তা তাঃ স্ত্রিয়ো ভরতর্ষভ ॥৫২
বিসর্জয়ামাস শনৈর্বেপমানঃ পুনঃ পুনঃ।
নিশ্চক্রমুস্ততঃ সর্বাঃ স্ত্রিয়ো ভরতসত্তম ॥ ৫৩
সুহৃদশ্চ তথা সর্বে দৃষ্ট্বা রাজানমাতুরম্।
ততো নরপতিং তত্র লব্ধসংজ্ঞং পরন্তপ ॥ ৫৪

মহারাজ! তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মহাযশস্বী বিদুরও শোকসন্তাপে দুর্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৪০½

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই সময় এই ক্রূরতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের সমস্ত স্ত্রীগণ এবং গান্ধারী দেবী সহসা ভূতলে পতিত হইলেন, রাজপরিবারে সমস্ত লোকই চেতনা হারাইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন এরূপ প্রতীত হইতেছিলেন যে, যেন বিশাল পটে অঙ্কিত চিত্রসকল রহিয়াছে ॥ ৪১-৪২½

তাহার পর পুত্রশোকে পীড়িত ভূপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে ধীরে ধীরে প্রাণক্রিয়া লাভ করিলেন ॥ ৪৩½

চেতনা লাভ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিদুরকে এই কথা বলিলেন—বিদ্বন্! মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর! ভরতভূষণ! এখন তুমি পুত্রহীন ও অনাথ আমার একমাত্র আশ্রয়। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় চেতনা হারাইয়া ভূপাতিত হইলেন ॥ ৪৪-৪৬

তাঁহাকে এইভাবে পতিত হইতে দেখিয়া তাঁহার যে সমস্ত বান্ধবগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা রাজার উপর শীতল জল সেচন ও ব্যজন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

তারপর বহুক্ষণ পরে যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র আশ্বস্ত হইলেন, তখন তিনি পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া চিন্তামগ্ন হইলেন ॥ ৪৮

প্রজানাথ! তখন তিনি কুম্ভমধ্যে স্থাপিত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই-ভাবে পীড়িত দেখিয়া সঞ্জয়ও সেখানে রোদন করিতে থাকিলেন ॥ ৪৯

তারপর সমস্ত স্ত্রীগণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর দীর্ঘকাল পরে বারংবার মোহিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন,—এই সমস্ত স্ত্রীগণ এবং যশস্বিনী গান্ধারী দেবীও এস্থান হইতে অন্যত্র গমন করুক। এই সকল সুহৃদবর্গও এখন চলিয়া যাউক; কারণ, আমার চিত্ত অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫০-৫১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর বারংবার কম্পিত হইতে হইতে বিদুর সেই সমস্ত স্ত্রীবর্গকে ধীরে ধীরে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সেই সমস্ত স্ত্রীগণ ও সমস্ত সুহৃদবর্গ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫৩½

শত্রুতাপন! তদনন্তর সংজ্ঞালাভ পূর্বক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দীনভাবে বিলাপকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে সঞ্জয় নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৪½

অবৈক্ষৎ সঞ্জয়ো দীনং রোদমানং তৃশাতুরম্
প্রাঞ্জলির্নিঃশ্বসন্তঞ্চ তং নরেন্দ্রং মুহুর্মুহুঃ ॥
সমাশ্বাসয়ত ক্ষত্তা বচসা মধুরেণ চ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রমোহে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

সেই সময় বারংবার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্র- কে বিদুর কৃতাঞ্জলি হইয়া মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। ৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের মোহবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, সঞ্জয়সমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিসৃষ্টাস্বথ নারীষু ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
বিললাপ মহারাজ দুঃখাদ্ দুঃখান্তরং গতঃ ॥ ১
সধূমমিব নিঃশ্বস্য করৌ ধুন্বন পুনঃ পুনঃ।
বিচিন্ত্য চ মহারাজ বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অহো বত মহদ্ দুঃখং যদহং পাণ্ডবান্ রণে।
ক্ষেমিণশ্চাব্যয়াংশ্চৈব ত্বত্তঃ সূত শৃণোমি বৈ ॥ ৩
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং সুদৃঢ়ং মম।
যচ্ছ্রুত্বা নিহতান্ পুত্রান্ দীর্য্যতে ন সহস্রধা ॥ ৪
চিন্তয়িত্বা বয়স্তেষাং বালক্রীড়াঞ্চ সঞ্জয়।
হতান্ পুত্রানশেষেণ দীর্য্যতে মে ভৃশং মনঃ ॥ ৫
অনেত্রত্বাদ্ যদেতেষাং ন মে রূপনিদর্শনম্।
পুত্রস্নেহকৃতা প্রীতির্নিত্যমেতেষু ধারিতা ॥ ৬
বালভাবমতিক্রম্য যৌবনস্থাংশ্চ তানহম্।
মধ্যপ্রাপ্তাংস্তথা শ্রুত্বা হৃষ্ট আসং তদানঘ ॥ ৭
তানদ্য নিহতান্ শ্রুত্বা হতৈশ্বর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ন লভেয়ং কচিচ্ছান্তিং পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥ ৮
এহ্যেহি পুত্র রাজেন্দ্র মমানাথস্য সাম্প্রতম্।
ত্বয়া হীনো মহাবাহো কাং নু যাস্যাম্যহং গতিম্ ॥ ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং সঞ্জয়ের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! স্ত্রীগণ চলিয়া যাইলে পর অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এক দুঃখ হইতে অন্য এক দুঃখলাভ করত উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বারংবার দুই হস্ত কম্পিত করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। ১-২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! আমার পক্ষে ইহা অতিশয় দুঃখের কথা যে, আমি তোমার নিকট হইতে রণাঙ্গনে বিনষ্ট না হইয়া পাণ্ডবগণকে সকুশলে অবস্থান করিতে শুনিতেছি। ৩

নিশ্চয়ই আমার সুদৃঢ় হৃদয় বজ্রের সারতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত; কারণ, নিজের পুত্রদিগকে নিহত হইতে শ্রবণ করত ইহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না। ৪

সঞ্জয়! আমি তাহাদের বয়স ও বাল্যক্রীড়া চিন্তা করিয়া যখন তাহাদের সকলের নিধনবার্ত্তা চিন্তা করিতেছি, তখন আমার মন অতিশয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ৫

যদিও আমি নেত্রহীন বলিয়া উহাদের রূপ কখনও দেখি নাই, তথাপি তাহাদের সকলের প্রতি পুত্রস্নেহজনিত প্রেমভাব সর্ব্বদাই অক্ষুণ্ণ রাখিতাম। ৬

নিষ্পাপ সঞ্জয়! যখন আমি এই কথা শুনিলাম যে, আমার পুত্রগণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম যুবাবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং ধীরে ধীরে মধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আমি হর্ষে উৎফুল্ল হইতাম। ৭

আজ সে-ই পুত্রগণ ঐশ্বর্য্য ও বলহীন এবং নিহত হইয়াছে—এই কথা শ্রবণ করত তাহাদের চিন্তায় ব্যথিত হইয়া কোথাও শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ৮

(এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিতে লাগিলেন) পুত্র! রাজেন্দ্র! এই সময় অনাথ আমার নিকট তুমি এস, এস। মহাবাহো! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া না জানি আমি আজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইব? ৯

কথং ত্বং পৃথিবীপালাংস্ত্যক্ত্বা তাত সমাগতান্।
শেষে বিনিহতো ভূমৌ প্রাকৃতঃ কুনৃপো যথা ॥ ১০
গতির্ভূত্বা মহারাজ জ্ঞাতীনাং সুহৃদাং তথা।
অন্ধং বৃদ্ধঞ্চ মাং বীর বিহায় ক নু যাস্যসি ॥ ১১
সা কৃপা সা চ তে প্রীতিঃ ক সা রাজন্ সুমানিতা।
কথং বিনিহতঃ পার্থৈঃ সংযুগেষ্বপরাজিতঃ ॥ ১২
কো নু মামুত্থিতং বীর তাত তাতেতি বক্ষ্যতি।
মহারাজেতি সততং লোকনাথেতি চাসকৃৎ ॥ ১৩
পরিষ্বজ্য চ মাং কণ্ঠে স্নেহেন ক্লিন্নলোচনঃ।
অনুশাধীতি কৌরব্য তৎ সাধু বদ মে বচঃ ॥ ১৪
ননু নামাহমশ্রৌষং বচনং তব পুত্রক।
ভূয়সী মম পৃথ্বীয়ং যথা পার্থস্য নো তথা ॥ ১৫
ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্য আবন্ত্যোঽথ জয়দ্রথঃ।
ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্তো মহারাজশ্চ বাহ্লিকঃ ॥ ১৬
অশ্বত্থামা চ ভোজশ্চ মাগধশ্চ মহাবলঃ।
বৃহদ্বলশ্চ ক্রাথশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ১৭

বৎস! তুমি এখানে সমবেত ভূপালগণকে পরিহার করিয়া কোন এক নীচ ও দুষ্ট রাজার ন্যায় নিহত হইয়া কেন ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? ১০

বীর মহারাজ! তুমি জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণের আশ্রয় হইয়াও অন্ধ এবং বৃদ্ধ আমাকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ? ১১

রাজন্! তোমার সেই কৃপা, সেই প্রীতি এবং অপরকে সম্মানদানের সেই প্রবৃত্তি কোথায় চলিয়া যাইল? তুমি ত' কাহারও দ্বারা পরাজিত হইবার নও, তবে কুন্তীর পুত্রগণের দ্বারা তুমি কিভাবে নিহত হইলে? ১২

বীর! আমি উত্থিত হইলে পর আমাকে সর্ব্বদা তাত, মহারাজ ও লোকনাথ প্রভৃতি নামে কে আহ্বান করিবে? কুরুনন্দন! তুমি পূর্ব্বে স্নেহে নেত্রদ্বয়ে অশ্রুপূর্ণ করত আমাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে যে, পিতঃ! আপনি আমাকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দান করুন। এই সুন্দর কথা তুমি পুনরায় আমাকে বল। ১৩-১৪

পুত্র! আমি তোমার মুখে এই কথা শুনিয়াছিলাম যে, 'আমার অধিকারে বিশাল পৃথিবী রহিয়াছে'। এরূপ বিশাল ভূভাগ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের অধিকারে নাই। ১৫

"নৃপশ্রেষ্ঠ! ভগদত্ত, 'কৃপাচার্য্য, শল্য অবন্তীরাজকুমার, জয়দ্রথ,

ম্লেচ্ছাশ্চ শতসাহস্রাঃ শকাশ্চ যবনৈঃ সহ।
সুদক্ষিণশ্চ কাম্বোজস্ত্রিগর্ত্তাধিপতিস্তথা ॥ ১৮
ভীষ্মঃ পিতামহশ্চৈব ভারদ্বাজোঽথ গৌতমঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাযুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চাপি বীর্য্যবান্ ॥ ১৯
জলসন্ধোঽথার্ষ্যশৃঙ্গী রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
অলম্বুষো মহাবাহুঃ সুবাহুশ্চ মহারথঃ ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবো রাজানো রাজসত্তম।
মদর্থমুদ্যতাঃ সর্বে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ২১
তেষাং মধ্যে স্থিতো যুদ্ধে ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
যোধয়িষ্যাম্যহং পার্থান্ পাঞ্চালাংশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ২২
চেদীংশ্চ নৃপশার্দূল দ্রৌপদেয়াংশ্চ সংযুগে।
সাত্যকিং কুন্তিভোজঞ্চ রাক্ষসঞ্চ ঘটোৎকচম্ ॥ ২৩
একোঽপ্যেষাং মহারাজ সমর্থঃ সংনিবারণে।
সমরে পাণ্ডবেয়ানাং সংক্রুদ্ধো হ্যভিধাবতাম্ ॥ ২৪
কিং পুনঃ সহিতা বীরাঃ কৃতবৈরাশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
অথবা সর্ব এবৈতে পাণ্ডবস্যানুযায়িভিঃ ॥ ২৫

ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, মহাবল মগধাধিপতি বৃহদ্বল, ক্রাথ, সুবলপুত্র শকুনি, লক্ষ ম্লেচ্ছ, যবন ও শক, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, পিতামহ ভীষ্ম, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্য, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অযুতায়ু, পরাক্রমশালী শতায়ু, জলসন্ধ, ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র রাক্ষস অলায়ুধ, মহাবাহু অলম্বুষ এবং মহারথী সুবাহু—ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক নরপতি আমার জন্য প্রাণ ও ধনের মোহ পরিত্যাগ করত সকলেই যুদ্ধের জন্য উদ্যত আছেন। ১৬-২১

ইঁহাদের সকলের মধ্যে অবস্থান করত ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া আমি রণাঙ্গনে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি যুদ্ধস্থলে চেদিসৈন্যগণ, দ্রৌপদীর পুত্রবৃন্দ, সাত্যকি, কুন্তিভোজ এবং রাক্ষস ঘটোৎকচেরও সম্মুখীন হইব। ২৩

মহারাজ! আমার এই সহযোগিগণের মধ্যে এক এক বীরই সমরাঙ্গণে কুপিত হইয়া আমার উপর আক্রমণকারী পাণ্ডবদিগকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। তাহার উপর যদি পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাবদ্ধ এই সব বীরবৃন্দ এক সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তবে কোন কার্য্য করিতে আর বাধা থাকিবে? ২৪½

রাজেন্দ্র! অথবা এই সব যোদ্ধারা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের

যোঽস্তস্তে সহ রাজেন্দ্র হনিষ্যন্তি চ তান্ যুধে।
কর্ণ একো ময়া সার্দ্ধং নিহনিষ্যতি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬
ততো নৃপতয়ো বীরাঃ স্থাস্যন্তি মম শাসনে।
যশ্চ তেষাং প্রণেতা বৈ বাসুদেবো মহাবলঃ ॥ ২৭
ন স সন্নহ্যতে রাজন্নিতি মামব্রবীদ্ বচঃ।
তস্যাথ বদতঃ সূত বহুশো মম সন্নিধৌ ॥ ২৮
শক্তিতো হ্যনুপশ্যামি নিহতান্ পাণ্ডবান্ রণে।
তেষাং মধ্যে স্থিতা যত্র হন্যন্তে মম পুত্রকাঃ ॥ ২৯
ব্যায়চ্ছমানাঃ সমরে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
ভীষ্মশ্চ নিহতো যত্র লোকনাথঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য মৃগেন্দ্র ইব জম্বুকম্।
দ্রোণশ্চ ব্রাহ্মণো যত্র সর্বশস্ত্রাস্ত্রপারগঃ ॥ ৩১
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দিব্যাস্ত্রজ্ঞো মহাবলঃ ॥ ৩২
ভূরিশ্রবা হতো যত্র সোমদত্তশ্চ সংযুগে।
বাহ্লিকশ্চ মহারাজঃ কিমন্যন্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৩
ভগদত্তো হতো যত্র গজযুদ্ধবিশারদঃ।
জয়দ্রথশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৪
সুদক্ষিণো হতো যত্র জলসন্ধশ্চ পৌরবঃ।
শ্রুতায়ুশ্চাযুতায়ুশ্চ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৫
মহাবলস্তথা পাণ্ড্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৬
বৃহদ্বলো হতো যত্র মাগধশ্চ মহাবলঃ।
উগ্রায়ুধশ্চ বিক্রান্তঃ প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥ ৩৭
আবন্ত্যো নিহতো যত্র ত্রৈগর্ত্তশ্চ জনাধিপঃ।
সংশপ্তকাশ্চ নিহতাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৮
অলম্বুষো মহাশূরো রাক্ষসশ্চাপ্যলায়ুধঃ।
আর্ষ্যশৃঙ্গিশ্চ নিহতঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৩৯
নারায়ণা হতা যত্র গোপালা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ম্লেচ্ছাশ্চ বহুসাহস্রাঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ ॥ ৪০

অনুগামী সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদের বিনাশ করিবে। ২৫২

একাকী কর্ণই আমার সহিত থাকিয়া সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে। তাহার পর বীর নরপতিগণ সকলেই আমার শাসনের অধীনস্থ হইয়া যাইবে। ২৬২

রাজন্! পাণ্ডবগণের যিনি নেতা, সেই মহাবল বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য কবচ ধারণ করিবেন না,— এই কথা দুর্য্যোধন আমাকে বলিয়াছিল। ২৭২

সূত! আমার নিকট দুর্য্যোধন যখন এইরূপ বহু কথা বলিতে লাগিল, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের শক্তিতে সমস্ত পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে নিহত হইবে। ২৮২

যখন এরূপ বীরগণের মধ্যে থাকিয়াও যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধরত আমার পুত্রগণ রণাঙ্গনে নিহত হইল, তখন ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? ২৯২

যেরূপ সিংহ শৃগালের সহিত সঙ্ঘর্ষরত থাকিয়া নিহত হইয়া থাকে, সেইরূপ যেখানে লোকরক্ষক প্রতাপশালী বীর ভীষ্ম শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া নিহত হইয়াছেন, যেখানে সকল প্রকার শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবগণের দ্বারা যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩০-৩১২

যেখানে দিব্যাস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ মহাবল কর্ণ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে, যেখানে সমরাঙ্গণে ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত এবং মহারাজ বাহ্লীক বিনষ্ট হন, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অপর আর কি কারণ বলিতে পারি? ৩২-৩৩

যেখানে গজ-যুদ্ধবিশারদ রাজা ভগদত্ত নিহত হইয়াছেন এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ মৃত্যুবরণ করিয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি থাকিতে পারে? ৩৪

যেখানে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, পুরুবংশজাত জলসন্ধ, শ্রুতায়ু ও অযুতায়ু নিহত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ আছে? ৩৫

যেখানে সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল পাণ্ড্যরাজ যুদ্ধে পাণ্ডবগণের দ্বারা নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কিই বা বলিতে পারি? ৩৬

যেখানে বৃহদ্বল, মহাবল মগধরাজ, ধনুর্দ্ধরগণের আদর্শ ও পরাক্রমশালী উগ্রায়ুধ, অবন্তীরাজকুমার, ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা এবং সমস্ত সংশপ্তক-যোদ্ধারা নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর অপর কি কারণ থাকিতে পারে? ৩৭-৩৮

যেখানে শৌর্য্যশালী মহাবীর অলম্বুষ এবং ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলায়ুধ নিহত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি বলিবার আছে? ৩৯

যেখানে নারায়ণ-নামে রণদুর্ম্মদ গোপালগণ এবং কয়েক

শকুনিঃ সৌবলো যত্র কৈতব্যশ্চ মহাবলঃ।
নিহতঃ সবলো বীরঃ কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ॥ ৪১
এতে চান্যে চ বহবঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ॥ ৪২
নিহতা বহবো যত্র কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
যত্র শূরা মহেষ্বাসাঃ কৃতাস্ত্রা যুদ্ধদুর্মদাঃ॥ ৪৩
বহবো নিহতাঃ সূত মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ।
নানাদেশসমাবৃত্তাঃ ক্ষত্রিয়া যত্র সঞ্জয়॥ ৪৪
নিহতাঃ সমরে সর্বে কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
পুত্রাশ্চ মে বিনিহতাঃ পৌত্রাশ্চৈব মহাবলাঃ॥ ৪৫
বয়স্যা ভ্রাতরশ্চৈব কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ।
ভাগধেয়সমাযুক্তো ধ্রুবমুৎপদ্যতে নরঃ॥৪৬
যস্তু ভাগ্যসমাযুক্তঃ স শুভং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
অহং বিযুক্তস্তৈর্ভাগ্যৈঃ পুত্রৈশ্চৈবেহ সঞ্জয়॥ ৪৭
কথমদ্য ভবিষ্যামি বৃদ্ধঃ শত্রুবশং গতঃ।
নান্যদত্র পরং মন্যে বনবাসাদৃতে প্রভো॥ ৪৮
সোঽহং বনং গমিষ্যামি নির্বন্ধুর্জ্ঞাতিসংক্ষয়ে।
ন হি মেঽন্যদ্ ভবেচ্ছ্রেয়ো বনাভ্যুপগমাদৃতে॥ ৪৯
ইমামবস্থাং প্রাপ্তস্য লূনপক্ষস্য সঞ্জয়।
দুর্য্যোধনো হতো যত্র শল্যশ্চ নিহতো যুধি॥ ৫০
দুঃশাসনো বিবিংশশ্চ বিকর্ণশ্চ মহাবলঃ।
কথং হি ভীমসেনস্য শ্রোষ্যেঽহং শব্দমুত্তমম্॥ ৫১
একেন সমরে যেন হতং পুত্রশতং মম।
অসকৃদ্বদতস্তস্য দুর্য্যোধনবধেন চ॥ ৫২
দুঃখশোকাভিসন্তপ্তো ন শ্রোষ্যে পরুষা গিরঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বৃদ্ধশ্চ সন্তপ্ত পার্থিবো হতবান্ধবঃ॥ ৫৩
মুহুর্মুহুর্মুহ্যমানঃ পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ।
বিলপ্য সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ॥ ৫৪

হাজার ম্লেচ্ছ সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি থাকিতে পারে? ৪০

যেখানে সুবলপুত্র মহাবল শকুনি এবং এই অক্ষক্রীড়াকারীর পুত্র বীর উলূক উভয়েই সৈন্য সহ নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত আর কি কারণ আছে? ৪১

এই সকল এবং আরও বহুসংখ্যক অস্ত্রজ্ঞ, রণদুর্ম্মদ, শৌর্য্যশালী বীর এবং পরিঘতুল্য বাহুবিশিষ্ট রাজা ও রাজকুমারগণ অধিক সংখ্যায় নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য আর কি কারণ বলিতে পারি? ৪২½

সূত সঞ্জয়! যেখানে সমরাঙ্গণে নানা দেশসমূহ হইতে আগত দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বহুসংখ্যক বীরবর মহাধনুর্দ্ধর, অস্ত্রজ্ঞ এবং রণদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ নিহত হয়, সেখানে ভাগ্য ব্যতীত অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? ৪৩-৪৪½

হায়! আমার মহাবল পুত্র, পৌত্র এবং ভ্রাতৃতুল্য বয়স্যগণ সকলেই নিহত হইয়াছে, ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব? ৪৫½

নিশ্চয়ই প্রতি মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য লইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হয়, সে-ই শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪৬½

সঞ্জয়! আমি সেই শুভকারক ভাগ্য হইতে বঞ্চিত এবং পুত্রগণরহিত হইলাম। আজ এই বৃদ্ধাবস্থায় শত্রুদের বশীভূত হইয়া জানি না কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইব? ৪৭½

সামর্থ্যশালী সঞ্জয়! আমার পক্ষে বনবাস ব্যতীত অন্য আর কোন কার্য্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে না। এখন বন্ধু ও জ্ঞাতিগণ বিনষ্ট হওয়ায় আমি বনেই চলিয়া যাইব। সঞ্জয়! পক্ষচ্ছিন্ন পক্ষীর ন্যায় এই অবস্থায় উপনীত হওয়ায় এখন আমার পক্ষে বনবাস স্বীকার ব্যতীত অন্য আর কিছু শ্রেয়স্কর কার্য্য নাই॥ ৪৮-৪৯½

যখন দুর্য্যোধন নিহত হইল, শল্যও যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করিল এবং দুঃশাসন, বিবিংশতি ও মহাবল বিকর্ণও নিহত হইল, তখন আমি সেই ভীমসেনের উচ্চৈঃস্বরে কথিত বাক্য কিরূপে শ্রবণ করিব, যে একাকীই আমার শত পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে? ৫০-৫১½

দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া আমি বারংবার কথিত ভীমসেনের কঠোর বাক্যসকল শুনিতে পারিব না॥ ৫২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ পুত্রগণের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বারংবার মূর্চ্ছিত, সন্তপ্ত এবং বৃদ্ধ রাজা অম্বিকাসুত ধৃতরাষ্ট্র, যাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিলাপ করত উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিজের পরাজয়ের কথা চিন্তা পূর্ব্বক দুঃখে আরও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং

দীর্ঘমুষ্ণং স নিঃশ্বস্য চিন্তয়িত্বা পরাভবম্ ।
দুঃখেন মহতা রাজন্ সন্তপ্তো ভরতর্ষভঃ ॥ ৫৫
পুনর্গাবল্গণিং সূতং পর্য্যপৃচ্ছদ্ যথাতথম্ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভীষ্ম-দ্রোণৌ হতৌ শ্রুত্বা সূতপুত্রঞ্চ ঘাতিতম্ ॥ ৫৬
সেনাপতিং প্রণেতারং কিমকুর্বত মামকাঃ ।
যং যং সেনাপ্রণেতারং যুধি কুর্বন্তি মামকাঃ ॥ ৫৭
অচিরেণৈব কালেন তং তং নিঘ্নন্তি পাণ্ডবাঃ ।
রণমূর্দ্ধ্নি হতো ভীষ্মঃ পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা ॥ ৫৮
এবমেব হতো দ্রোণঃ সর্বেষামেব পশ্যতাম্ ।
এবমেব হতঃ কর্ণঃ সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
স রাজকানাং সর্বেষাং পশ্যতাং বঃ কিরীটিনা ।
পূর্বমেবাহমুক্তো বৈ বিদুরেণ মহাত্মনা ॥ ৬০
দুর্য্যোধনাপরাধেন প্রজেয়ং বিনশিষ্যতি ।
কেচিন্ন সম্যক্ পশ্যন্তি মূঢ়াঃ সম্যগবেক্ষ্য চ ॥

গবল্গণের পুত্র সঞ্জয়কে পুনরায় যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৩-৫৫½

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বধ এবং যুদ্ধ-সঞ্চালক সেনাপতি সূতপুত্র কর্ণের বিনাশের কথা শ্রবণ করিয়া আমার পুত্রগণ কি করিল ? ৫৬½

আমার পুত্রগণ যুদ্ধস্থলে যে যে বীরকে নিজেদের সেনাপতি করিয়াছিল, পাণ্ডবেরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সেই সেনাপতিকে বধ করিবে । ৫৭½

যুদ্ধের সম্মুখভাগে তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ভীষ্ম কিরীট-ধারী অর্জুনের দ্বারা নিহত হইলেন। এইরূপ দ্রোণাচার্য্যেরও মৃত্যু তোমাদের সকলের সাক্ষাতেই হইয়াছিল । ৫৮½

এইভাবে প্রতাপশালী সূতপুত্র কর্ণও রাজাদের সহিত তোমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষেই কিরীটধারী অর্জুন কর্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । ৫৯½

মহাত্মা বিদুর আমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধে এই প্রজাগণের বিনাশ সাধন হইবে । ৬০½

জগতে এরূপ কিছু মূঢ় মানুষ আছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকারে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। আমিও সেইরূপই একজন মূঢ়। আমার নিকট সেই বাক্য যথাযথই হইয়াছে (অর্থাৎ বিদুরের সেই বাক্য শুনিয়াও শুনি নাই) । ৬১

দূরদর্শী ধর্ম্মাত্মা বিদুর পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছিল, সেই

তদিদং মম মূঢ়স্য তথাভূতং বচঃ স্ম তৎ । ৬১
যদব্রবীৎ স ধর্মাত্মা বিদুরো দীর্ঘদর্শিবান্ ।
তত্তথা সমনুপ্রাপ্তং বচনং সত্যবাদিনঃ ॥ ৬২
দৈবোপহতচিত্তেন যন্ময়া ন কৃতং পুরা ।
অনয়স্য ফলং তস্য ব্রূহি গাবল্গণে পুনঃ ॥ ৬৩
কো বা মুখমনীকানামাসীৎ কর্ণে নিপাতিতে ।
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ কো বা প্রত্যুদ্যযৌ রথী ॥ ৬৪
কোঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং মদ্ররাজস্য সংযুগে ।
বামঞ্চ যোদ্ধুকামস্য কে বা বীরস্য পৃষ্ঠতঃ ॥ ৬৫
কথঞ্চ বঃ সমেতানাং মদ্ররাজো মহারথঃ ।
নিহতঃ পাণ্ডবৈঃ সংখ্যে পুত্রো বা মম সঞ্জয় ॥ ৬৬
ব্রূহি সর্বং যথাতত্ত্বং ভরতানাং মহাক্ষয়ম্ ।
যথা চ নিহতঃ সংখ্যে পুত্রো দুর্য্যোধনো মম ॥ ৬৭
পাঞ্চালাশ্চ যথা সর্বে নিহতাঃ সপদানুগাঃ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ ॥ ৬৮

সমস্তই তাহার বাক্যানুরূপই আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সত্যবাদী মহাত্মার বাক্য সত্য হইয়াই রহিয়াছে । ৬২

সঞ্জয় ! দৈবের দ্বারা আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছে ; সেইজন্য আমি বিদুরের কথা গ্রহণ করি নাই। আমার সেই অন্যায়ের ফল যে যে ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে; তুমি তৎসমস্তই আমাকে বল । ৬৩

কর্ণ নিহত হইলে পর সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থানকারী যোদ্ধা কে ছিল ? কোন রথী অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইল ? ৬৪

যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী মদ্ররাজ শল্যের দক্ষিণ ও বাম চক্র রক্ষা কাহারা করিতে লাগিল এবং এই বীর সেনাপতির পৃষ্ঠভাগই বা কোন যোদ্ধারা রক্ষা করিতেছিল ? ৬৫

সঞ্জয় ! তোমরা সকলে একত্রে সমবেত থাকিলেও মহারথী মদ্ররাজ শল্য অথবা আমার পুত্র দুর্য্যোধন উভয়েই তোমাদের সম্মুখে কিভাবে নিহত হইল ? ৬৬

তুমি ভরতবংশীয়গণের এই মহাক্ষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থ রূপে বল। আর ইহাও বল যে, যুদ্ধস্থলে আমার পুত্র দুর্য্যোধন কিরূপে নিহত হইল ? ৬৭

সমস্ত পাঞ্চাল-সৈন্যরা নিজেদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যক্তি-গণের সহিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করিল ? ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রগণেরই বা বিনাশ কিরূপে হইল ? ৬৮

পাণ্ডবাশ্চ যথা মুক্তাস্তথোভৌ মাধবৌ যুধি
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ ভারদ্বাজস্য চাত্মজঃ ॥ ৬৯
যদ্ যথা যাদৃশং চৈব যুদ্ধং বৃত্তঞ্চ সাম্প্রতম্ ।
অখিলং শ্রোতুমিচ্ছামি কুশলো হ্যসি সঞ্জয় ॥ ৭০

পঞ্চ পাণ্ডব, মধুবংশজাত দুই বীর শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা—ইহারা যুদ্ধস্থলে কিভাবে জীবিত থাকিল ? ৬৯

সঞ্জয় ! এই যুদ্ধ যেরূপ ও যেভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সব কিছু এই সময় আমি তোমার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ; কারণ, তুমি এই সমস্ত বর্ণনা করিতে অতিশয় নিপুণ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

(কর্ণে নিহতে সতি পাণ্ডবভয়াৎ কৌরব-সৈন্যানাং পলায়নম্, সম্মুখেস্থিতানাং পঞ্চবিংশতি-সহস্র-পদাতি যোধানাং ভীমসেনেন সংহারঃ, দুর্য্যোধনেন নিজসৈন্যান্ আশ্বাস্য পুনস্তেষাং পাণ্ডবৈঃ সহ যুদ্ধে নিয়োগশ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথাবৃত্তো মহান্ ক্ষয়ঃ ।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ১
নিহতে সূতপুত্রে তু পাণ্ডবেন মহাত্মনা ।
বিদ্রুতেষু চ সৈন্যেষু সমানীতেষু চাসকৃৎ ॥ ২
ঘোরে মনুষ্যদেহানামাজৌ নরবরক্ষয়ে
যত্তৎ কর্ণে হতে পার্থঃ সিংহনাদমথাকরোৎ ॥ ৩
তদা তব সুতান্ রাজন্ প্রাবিশৎ সুমহদ্ ভয়ম্ ।
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চৈবাথ পরাক্রমে ॥ ৪
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে কর্ণে তব যোধস্য কস্যচিৎ ।
বণিজো নাবি ভিন্নায়ামগাধে বিপ্লবা ইব ॥ ৫
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বীপে কিরীটিনা
সূতপুত্রে হতে রাজন্ বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ ॥ ৬
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব ।
ভগ্নশৃঙ্গা ইব বৃষাঃ শীর্ণদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ ॥ ৭
প্রত্যুপায়াম সায়াহ্নে নির্জ্জিতাঃ সব্যসাচিনা ।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮

তৃতীয় অধ্যায় ।

[কর্ণ নিহত হইলে পর পাণ্ডবগণের ভয়ে কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, সম্মুখে অবস্থিত পঁচিশ হাজার পদাতি যোদ্ধাকে ভীমসেনের সংহার এবং দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে বুঝাইয়া পুনরায় পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে নিয়োগ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলে যেরূপ প্রভূত লোকক্ষয় হইয়াছিল, উহা আপনি সাবধান হইয়া শ্রবণ করুন ॥ ১

নরশ্রেষ্ঠ ! মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর যখন আপনার সৈন্যরা বারংবার পলায়ন করিতে লাগিল এবং রণাঙ্গনে মানব-শরীরের ভয়ঙ্কর সংহার হইতে থাকিল, সেই সময় কর্ণ-বধের পর কুন্তীকুমার অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। রাজন্ ! উহা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মনে গুরুতর ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২-৩½

কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার কোন যোদ্ধারই মনে না সৈন্যদিগকে একত্রে সংগঠিত রাখিবার উৎসাহ ছিল এবং না পরাক্রমপ্রদর্শনে মন স্থির ছিল ॥ ৪½

রাজন্ ! সেই অগাধ মহাসাগরে নৌকা বিদীর্ণ হইলে বণিগ্‌গণ অপার সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছুক হইয়া অতিশয় বিপন্ন হইয়া উঠে, সেইরূপ কিরীটধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্বীপ-স্বরূপ সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আমরা সকলে ভীত হইয়া পড়িলাম ॥ ৫-৬

আমরা তখন অনাথ হইয়া কোন একজন রক্ষক অন্বেষণ করিতেছিলাম ; কারণ, আমাদের অবস্থা সেই সময় সিংহ-পীড়িত মৃগগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষবৃন্দ ও জীর্ণদন্ত সর্পসকলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭

সায়ংকালে সব্যসাচী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আমরা সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসিলাম। তখন আমাদের সৈন্যদের প্রধান বীরগণ নিহত হইয়াছিল। আমরা সকলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে আহত হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিলাম ॥ ৮

সূতপুত্রে হতে রাজন্ পুত্রাস্তে প্রাদ্রবংস্ততঃ।
বিধ্বস্তকবচাঃ সর্বে কাংদিশীকা বিচেতসঃ ॥ ৯
অন্যোন্যমভিনিঘ্নন্তো বীক্ষমাণা ভয়াদ্ দিশঃ।
মামেব নূনং বীভৎসুর্মামেব চ বৃকোদরঃ ॥ ১০
অভিযাতীতি মন্বানাঃ পেতুর্মম্লুশ্চ ভারত।
অশ্বানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ ॥ ১১
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পাদাতান্ প্রজহুর্ভয়াৎ।
কুঞ্জরৈঃ স্যন্দনা ভগ্নাঃ সাদিনশ্চ মহারথৈঃ ॥ ১২
পদাতিসঙ্ঘাশ্চাশ্বৌঘৈঃ পলায়দ্ভির্ভৃশং হতাঃ।
ব্যালতস্করসঙ্কীর্ণে সার্থহীনা যথা বনে ॥ ১৩
তথা ত্বদীয়া নিহতে সূতপুত্রে তদাভবন্।
হতারোহাস্তথা নাগাশ্ছিন্নহস্তাস্তথাপরে ॥ ১৪
সর্বং পার্থময়ং লোকমপশ্যন্ বৈ ভয়ার্দিতাঃ।
তান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়ার্দিতান্ ॥ ১৫
দুর্যোধনোঽথ স্বং সূতং হা হা কৃত্বৈবমব্রবীৎ।
নাতিক্রমিষ্যতে পার্থো ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্ ॥ ১৬
জঘনে যুধ্যমানং মাং তূর্ণমশ্বান্ প্রচোদয়।
সমরে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৭
নোৎসহেতাপ্যতিক্রান্তুং বেলামিব মহার্ণবঃ।
অদ্যার্জুনং সগোবিন্দং মানিনঞ্চ বৃকোদরম্ ॥ ১৮
নিহত্য শিষ্টান্ শত্রূংশ্চ কর্ণস্যানৃণ্যমাপ্নুয়াম্।
তচ্ছ্রুত্বা কুরুরাজস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ ॥ ১৯
সূতো হেমপরিচ্ছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ।
গজাশ্ব-রথহীনাস্তু পাদাতাশ্চৈব মারিষ ॥ ২০
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ প্রাদ্রবন্ শনকৈরিব।
তান্ ভীমসেনঃ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২১

রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার সকল পুত্রই অচেতনপ্রায় হইয়া সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন। তাঁহাদের সকলেরই কবচ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহাদের এরূপ জ্ঞানও ছিল না যে, তাঁহারা কোন্ দিকে গমন করিবেন। ৯

সেই সব বীরগণ পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে এবং ভয়বশতঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে এরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, অর্জুন আমার ও ভীমসেন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা ম্লান হইয়া যাইলেন এবং গতির তীব্রতায় পাদস্খলন-জন্য ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। ১০½

কিছু মহারথী ভয়বশতঃ অশ্বের উপর, অপর যোদ্ধারা হাতীর উপর এবং কিছু সৈন্য রথের উপর আরোহণ করত পদাতি-সৈন্যদের পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্রবেগে পলায়ন করিলেন। ১১½

পলায়নপর হাতীরা বহুসংখ্যক রথকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বিশাল রথসমূহের দ্বারা অশ্বারোহীরা মর্দ্দিত হইল এবং পলায়মান অশ্বগণ পদাতি সৈন্যদিগকে অত্যন্ত আহত করিয়া দিল। ১২½

যেরূপ হিংস্রজন্তু ও দস্যুগণে পূর্ণ বনে নিজ সঙ্গীদের নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ অনাথের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ কর্ণ নিহত হওয়ায় আপনার সৈন্যরা ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। ১৩½

বহু হাতীরই আরোহী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছিল, বহু গজরাজের শুণ্ড ছিন্ন হইয়াছিল এবং সকল মানুষই তখন ভয়ে পীড়িত হইয়া এই জগৎকে অর্জুনময় দেখিতে লাগিল। ১৪½

ভীমসেনের ভয়ে সমস্ত সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন 'হায় হায়' করত নিজের সারথিকে এই কথা বলিলেন। ১৫½

যখন আমি সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান করত ধনুর্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিব, তখন অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে না; অতএব অশ্বগণকে চালনা কর। ১৬½

যেরূপ মহাসাগর তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ কুন্তীকুমার অর্জুন সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত দুর্যোধন আমাকে অতিক্রম করিবার উৎসাহ দেখাইতে পারিবে না। ১৭½

আজ আমি শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, অভিমানী ভীমসেন এবং হতাবশিষ্ট অন্য শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করত কর্ণের ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব। ১৮½

কুরুরাজ দুর্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করত সারথি স্বর্ণের পরিচ্ছদে আবৃত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালনা করিল। ১৯½

মাননীয় নরেশ! সেই সময় হাতী, অশ্ব ও রথহীন পঁচিশ হাজার পদাতি সৈন্য ধীরে ধীরে পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিল। ২০½

তখন ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজেদের চতুরঙ্গিণী

বলেন চতুরঙ্গেণ পরিক্ষিপ্যাহনচ্ছরৈঃ।
প্রত্যযুধ্যংস্তু তে সর্বে ভীমসেনং সপার্ষতম্ ॥ ২২
পার্থ-পার্ষতয়োশ্চান্যে জগৃহুস্তত্র নামনী।
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈর্মৃধে প্রত্যবস্থিতৈঃ ॥ ২৩
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং গদাপাণিরযুধ্যত।
ন তান্ রথস্থো ভূমিষ্ঠান্ ধর্মাপেক্ষী বৃকোদরঃ ॥ ২৪
যোধয়ামাস কৌন্তেয়ো ভুজবীর্য্যমুপাশ্রিতঃ।
জাতরূপপরিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ২৫
ন্যবধীৎ তাবকান্ সর্বান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
পদাতয়ো হি সংরব্ধাস্ত্যক্তজীবিতবান্ধবাঃ ॥ ২৬
ভীমমভ্যদ্রবন্ সংখ্যে পতঙ্গা ইব পাবকম্।
আসাদ্য ভীমসেনং তে সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥ ২৭
বিনেদুঃ সহসা দৃষ্ট্বা ভূতগ্রামা ইবান্তকম্।
শ্যেনবদ্ ব্যচরদ্ ভীমঃ খড়্গেন গদয়া তথা ॥২৮

পঞ্চবিংশতিসাহস্রাংস্তাবকানাং ব্যপোথয়ৎ।
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৯
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য পুনস্তস্থৌ মহাবলঃ।
ধনঞ্জয়ো রথানীকমন্বপদ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ৩০
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ।
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা ঘ্নন্তো দৌর্য্যোধনং বলম্ ॥ ৩১
তস্যাশ্ববাহান্ সুবহূংস্তে নিহত্য শিতৈঃ শরৈঃ।
তমন্বধাবংস্ত্বরিতাস্তত্র যুদ্ধমবর্তত ॥ ৩২
ততো ধনঞ্জয়ো রাজন্ রথানীকমগাহত।
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু গাণ্ডীবং ব্যাক্ষিপন্ ধনুঃ ॥ ৩৩
কৃষ্ণসারথিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা শ্বেতহয়ং রথম্।
অর্জুনং চাপি যোদ্ধারং ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ। ৩৪
বিপ্রহীনরথাশ্বাশ্চ শরৈশ্চ পরিবারিতাঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রাঃ পার্থমার্চ্ছন্ পদাতয়ঃ ॥ ৩৫

(হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যগণের দ্বারা তাঁহাদিগকে আবৃত করত বাণসমূহে আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২১½

সেই সমস্ত সৈন্যরাও ভীমসেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। অপর বহু যোদ্ধা সেখানে ইঁহাদের উভয়ের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে থাকিল ॥ ২২½

যুদ্ধস্থলে সম্মুখে অবস্থিত সেই যোদ্ধাগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি অতিক্রুত রথ হইতে নামিয়া হস্তে গদা ধারণ করত তাহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩½

যুদ্ধধর্ম্মপালনে ইচ্ছুক কুন্তীকুমার ভীমসেন স্বয়ং রথে উপবিষ্ট থাকিয়া ভূমিতে অবস্থিত পদাতি-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয় বলিয়া মনে করিলেন। সেই কারণে তিনি বাহুবলের আশ্রয় করত সেই সব যোদ্ধাদের সহিত পদব্রজেই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৪½

তিনি দণ্ডপাণি যমরাজের ন্যায় সুবর্ণপত্রে আবৃত বিশাল গদা ধারণ করত তাহারা আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫½

সেই সময় নিজের প্রাণ ও বন্ধু-বান্ধবগণের মায়া পরিত্যাগ করত রোষাবিষ্ট হইয়া পদাতি সৈন্যরা যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের দিকে সেই ভাবে ধাবিত হইল, যেরূপ পতঙ্গদল প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৬½

ক্রুদ্ধ এই সব রণদুর্ম্মদ যোদ্ধারা ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া সেইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, যেরূপ প্রাণিগণ যমরাজকে দেখিয়া চীৎকার করিতে থাকে ॥ ২৭½

সেই সময় ভীমসেন রণাঙ্গনে বাজপাখীর ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি তরবারি ও গদার আঘাতে আপনার সেই পঁচিশ হাজার যোদ্ধাকে পোথিত করিয়া দিলেন ॥ ২৮½

সত্যপরাক্রমী মহাবল ভীমসেন সেই পদাতি-সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করত পুনরায় যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

অপর দিকে পরাক্রমশালী অর্জ্জুন রথ-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেব এবং মহাবল সাত্যকি দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে তীব্র বেগে শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০-৩১

ইঁহারা সকলে শকুনির বহুসংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধাকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিনাশ করত ত্বরাসহকারে শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন। তখন সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩২

রাজন্! তদনন্তর অর্জ্জুন স্বীয় ত্রিভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে আপনার রথী সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতাশ্ব-যোজিত রথকে এবং রথী যোদ্ধা অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া আপনার সমস্ত রথী সৈন্যরা ভয়ে পলাইয়া যাইল ॥ ৩৪

তখন রথ ও অশ্বহীন এবং বাণসমূহে আচ্ছাদিত পঁচিশ

হত্বা তৎ পুরুষানীকং পাঞ্চালানাং মহারথঃ।
ভীমসেনং পুরস্কৃত্য নচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩৬
মহাধনুর্ধরঃ শ্রীমানমিত্রগণমর্দনঃ।
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাযশাঃ ॥ ৩৭
পারাবতসবর্ণাশ্বং কোবিদারবরধ্বজম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নং রণে দৃষ্ট্বা ত্বদীয়াঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৩৮
গান্ধাররাজং শীঘ্রাস্ত্রমনুসৃত্য যশস্বিনৌ।
আচিরাৎ প্রত্যদৃশ্যেতাং মাদ্রীপুত্রৌ সসাত্যকী ॥ ৩৯
চেকিতানঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মারিষ।
হত্বা ত্বদীয়ং সুমহৎ সৈন্যং শঙ্খানথাধমন্ ॥ ৪০
তে সর্বে তাবকান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতো বৈ পরাঙ্মুখান্।
অভ্যধাবন্ত নিঘ্নন্তো বৃষান্ জিত্বা বৃষা ইব ॥ ৪১
সেনাবশেষং তং দৃষ্ট্বা তব পুত্রস্য পাণ্ডবঃ।
অবস্থিতং সব্যসাচী চুক্রোধ বলবন্নৃপ ॥৪২
তত এনং শরৈ রাজন্ সহসা সমবাকিরৎ।
রজসা চোদ্গতেনাথ ন স্ম কিঞ্চন দৃশ্যতে ॥ ৪৩
অন্ধকারীকৃতে লোকে শরীভূতে মহীতলে।
দিশঃ সর্বা মহারাজ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৪৪
ভজ্যমানেষু সর্বেষু কুরুরাজো বিশাম্পতে।
পরেষামাত্মনশ্চৈব সৈন্যে তে সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪৫
ততো দুর্যোধনঃ সর্বানাজুহাবাথ পাণ্ডবান্।
যুদ্ধায় ভরতশ্রেষ্ঠ দেবানিব পুরা বলিঃ ॥ ৪৬
স এনমভিগর্জন্তং সহিতাঃ সমুপাদ্রবন্।
নানাশস্ত্রসৃজঃ ক্রুদ্ধা ভর্ৎসয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭
দুর্যোধনোঽপ্যসম্ভ্রান্তস্তানরীন্ ব্যধমচ্ছরৈঃ।
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্ ॥ ৪৮

পদাতি-যোদ্ধা কুন্তীকুমার অর্জুনের উপর আক্রমণ করিল ॥ ৩৫

সেই পদাতি-সৈন্যদিগকে বধ করত পাঞ্চাল মহারথী ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সকলের দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥৩৬

পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর, মহাযশস্বী, তেজস্বী এবং শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ৩৭

যাহার রথে পারাবতের ন্যায় ধূসরবর্ণের অশ্ব যোজিত আছে এবং রথের শ্রেষ্ঠ ধ্বজের উপর কোবিদারবৃক্ষের চিহ্ন আছে, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে রণাঙ্গনে উপস্থিত দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করিল ॥ ৩৮

সাত্যকি সহ যশস্বী মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব অতি সত্বর অস্ত্র চালাইতে সমর্থ গান্ধাররাজ শকুনির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন ইহা দেখা যাইল ॥ ৩৯

মাননীয় ভূপাল! চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—আপনার বিশাল সেনাকে সংহার করত শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

যেরূপ বৃষগণ অপর বৃষদিগকে পরাজিত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে, সেইরূপ এই সব পাণ্ডব বীরগণ আপনার সমস্ত যোদ্ধাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বাণসমূহ প্রহার করিতে করিতে বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৪১

হে নৃপ! পাণ্ডুকুমার সব্যসাচী অর্জুন আপনার পুত্রের সৈন্যদের এক অংশ অবশিষ্ট ও সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪২

রাজন্! তদনন্তর তিনি সহসা বাণসমূহের দ্বারা সেই সৈন্যদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। সেই সময় এরূপ ধূলি উত্থিত হইতে থাকিল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না ॥ ৪৩

মহারাজ! যখন জগৎ সেই ধূলিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল এবং পৃথিবীতে বাণে বাণে আবৃত হইয়া পড়িল, সেই সময় আপনার সৈন্যরা সকল দিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৪৪

প্রজানাথ! তাহারা সকলে পলাইয়া যাইলে পর কুরুরাজ দুর্য্যোধন শত্রুদের ও নিজের উভয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পুরাকালে রাজা বলি দেবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধন সমস্ত পাণ্ডবগণকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

তখন সেই পাণ্ডব-যোদ্ধারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জনকারী দুর্য্যোধনকে বারংবার ভর্ৎসনা করিতে করিতে ও নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে করিতে একত্রে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৭

দুর্য্যোধনও কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া বাণসমূহের দ্বারা সেই শত্রুদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। সেখানে আমরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না ॥ ৪৮½

যদেনং পাণ্ডবাঃ সর্বে ন শেকুরতিবর্তিতুম্।
নাতিদূরাপয়াতঞ্চ কৃতবুদ্ধিঃ পলায়নে ॥ ৪৯
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমপশ্যদ্ ভৃশবিক্ষতম্।
ততোঽবস্থাপ্য রাজেন্দ্র কৃতবুদ্ধিস্তবাত্মজঃ ॥ ৫০
হর্ষয়ন্নিব তান্ যোধাংস্ততো বচনমব্রবীৎ।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্বতেষু চ ॥৫১
যত্র যাতান্ বো হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সৃতেন বঃ।
স্বল্পং চৈব বলং তেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ ॥ ৫২
যদি সর্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবং নো বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রয়াতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতকিল্বিষান্ ॥৫৩
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ো নঃ সমরে বধঃ।
সুখং সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্মেণ যুধ্যতাম্ ॥ ৫৪
মৃতো দুঃখং ন জানীতে প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে।
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ ॥ ৫৫
দ্বিষতো ভীমসেনস্য বশমেষ্যথ বিক্লবাঃ।
পিতামহৈরাচরিতং ন ধর্মং হাতুমর্হথ ॥৫৬
নান্যৎ কর্মাস্তি পাপীয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ।
ন যুদ্ধধর্মাচ্ছ্রেয়ান্ হি পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ ॥ ৫৭
সুচিরেণার্জিতাঁল্লোকান্ সদ্যো যুদ্ধাৎ সমশ্নুতে।
তস্য তদ্ বচনং রাজ্ঞঃ পূজয়িত্বা মহারথাঃ ॥ ৫৮
পুনরেবাভ্যবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ পাণ্ডবান্ প্রতি।
পরাজয়মমৃষ্যন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে ॥ ৫৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং পুনরেব সুদারুণম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্ ॥ ৬০
যুধিষ্ঠিরপুরোগাংশ্চ সর্বসৈন্যেন পাণ্ডবান্।
অন্বধাবন্মহারাজ পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি কৌরবসৈন্যপলায়নে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, আমার সৈন্যরা অত্যন্ত আহত হইয়া রণাঙ্গনে পলায়ন করিবার স্থির করত পলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু অধিক দূর চলিয়া যায় নাই। ৪৯৷

রাজেন্দ্র! তখন যুদ্ধ করিতেই দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সব সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিয়া তাহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে বলিলেন। ৫০৷

বীরগণ! আমি ভূতলে ও পর্ব্বতের উপর এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে চলিয়া যাইলে পর তোমাদিগকে পাণ্ডবেরা বধ করিতে না পারিবে; সুতরাং পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? ৫১৷

পাণ্ডবদের নিকট আর অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও অত্যন্ত আহত হইয়াছে। যদি আমরা সকলে এখানে অবস্থান করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদের জয়লাভ হইবে। ৫২৷

যদি তোমরা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা অপরাধী তোমাদের সকলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবে; অতএব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে। ৫৩৷

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীরগণের পক্ষে রণাঙ্গনে মৃত্যুই সুখপ্রদ হইয়া থাকে; কারণ, এখানে মৃত মনুষ্য মৃত্যুর দুঃখ জানিতে পারে না এবং মৃত্যুর পর অক্ষয় সুখভোগ করিয়া থাকে। ৫৪৷

যত ক্ষত্রিয় এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা সকলেই আমার এই কথা শ্রবণ কর—তোমরা পলায়ন করিলে পর শত্রু ভীমসেনের অধীন হইয়া যাইবে। ৫৫৷

এই কারণে নিজেদের পিতা-পিতামহের আচরিত ধর্ম্ম তোমরা পরিত্যাগ করিও না। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন অপেক্ষা অধিক পাপপূর্ণ কর্ম্ম আর কিছু নাই ॥৫৬৷

কৌরবগণ! যুদ্ধ-ধর্ম্ম অপেক্ষা অপর কোন স্বর্গের শ্রেষ্ঠ পথ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিয়া প্রাপ্ত পুণ্যলোকসকল বীর ক্ষত্রিয় যুদ্ধের দ্বারা তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকে। ৫৭৷

রাজা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদর করত সেই মহারথী ক্ষত্রিয়-যোদ্ধারা পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরাজয় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহারা পরাক্রম করিতে মনস্থির করিলেন। ৫৮-৫৯

তদনন্তর আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৬০

মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিজের সমস্ত সৈন্যদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে কৌরব-সৈন্যদের পলায়নবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবৈঃ সহ সন্ধিস্থাপনায় দুর্য্যোধনং প্রতি কৃপাচার্য্যস্য প্রবোধদানম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতান্ রথনীড়াংশ্চ রথাংশ্চাপি মহাত্মনাম্।
রণে চ নিহতান্ নাগান্ দৃষ্ট্বা পত্তীংশ্চ মারিষ ॥১
আয়োধনং চাতিঘোরং রুদ্রস্যাক্রীড়সন্নিভম্।
অপ্রখ্যাতিং গতানাং তু রাজ্ঞাং শতসহস্রশঃ ॥ ২
বিমুখে তব পুত্রে তু শোকোপহতচেতসি।
ভৃশোদ্বিগ্নেষু সৈন্যেষু দৃষ্ট্বা পার্থস্য বিক্রমম্ ॥ ৩
ধ্যায়মানেষু সৈন্যেষু দুঃখং প্রাপ্তেষু ভারত।
বলানাং মথ্যমানানাং শ্রুত্বা নিনদমুত্তমম্ ॥ ৪
অভিজ্ঞানং নরেন্দ্রাণাং বিক্ষতং প্রেক্ষ্য সংযুগে।
কৃপাবিষ্টঃ কৃপো রাজন্ বয়ঃ-শীলসমন্বিতঃ ॥ ৫
অব্রবীৎ তত্র তেজস্বী সোঽভিসৃত্য জনাধিপম্।
দুর্য্যোধনং মন্যুবশাদ্ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ ॥৬

দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব।
শ্রুত্বা কুরু মহারাজ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥ ৭
ন যুদ্ধধর্মাচ্ছ্রেয়ান্ বৈ পন্থা রাজেন্দ্র বিদ্যতে।
যং সমাশ্রিত্য যুধ্যন্তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ॥ ৮
পুত্রো ভ্রাতা পিতা চৈব স্বস্রীয়ো মাতুলস্তথা।
সম্বন্ধি-বান্ধবাশ্চৈব যোদ্ধা বৈ ক্ষত্রজীবিনা ॥৯
বধে চৈব পরো ধর্মস্তথাধর্মঃ পলায়নে।
তে স্ম ঘোরাং সমাপন্না জীবিকাং জীবিতার্থিনঃ ॥ ১০
তদত্র প্রতিবক্ষ্যামি কিঞ্চিদেব হিতং বচঃ।
হতে ভীষ্মে চ দ্রোণে চ কর্ণে চৈব মহারথে ॥১১
জয়দ্রথে চ নিহতে তব ভ্রাতৃষু চানঘ।
লক্ষ্মণে তব পুত্রে চ কিং শেষং পর্য্যুপাস্মহে ॥১২

চতুর্থ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে কৃপাচার্য্যের বুঝাইবার চেষ্টা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মাননীয় ভূপাল! সেই সময় রণাঙ্গনে মহাত্মা বীরগণের রথ ও তাহাদের আসনসকল ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আরোহীসহ হস্তী ও পদাতিসৈন্যরাও নিহত হইল। এই যুদ্ধস্থল রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমি শ্মশানের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ানক মনে হইতেছিল এবং সেখানে লক্ষ নরপতির খ্যাতি নষ্ট হইয়া যাইল। এই সব দেখিয়া যখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং তিনি যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন, কুন্তীপুত্র অর্জুনের পরাক্রম দেখিয়া যখন সৈন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া চিন্তান্বিত হইল, সেই সময় প্রমথিত সৈন্যদের উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত ও রাজাদের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজাদি যুদ্ধস্থলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতে দেখিয়া প্রৌঢ়বয়স্ক ও উত্তম স্বভাবযুক্ত তেজস্বী কৃপাচার্য্যের মনে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। ভরতবংশধর রাজন্! তিনি কথা বলিতে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। দুর্য্যোধনের নিকটে যাইয়া কৃপাচার্য্য তাঁহার দীনতা দেখিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১-৬

কুরুবংশধর মহারাজ দুর্য্যোধন! আমি এই সময় তোমাকে যাহা কিছু বলিব, উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নিষ্পাপ! আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি তোমার রুচি হয়, তবে তদনুসারে কার্য্য করিও ॥ ৭

রাজেন্দ্র! ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যুদ্ধধর্ম্ম হইতে অধিক কোন কল্যাণকারী পথ নাই, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করত ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৮

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে জীবন-যাপনকারী পুরুষগণের পক্ষে পুত্র, ভ্রাতা, পিতা, ভাগিনেয়, মাতুল, সম্বন্ধী এবং বন্ধু-বান্ধবগণ—ইহাদের সকলের সহিতও যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৯

যুদ্ধে শত্রুকে বধ করা এবং তাহার দ্বারা স্বয়ং নিহত হওয়া এই উভয়ই উত্তম ধর্ম্ম। যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে অধর্ম্ম (মহাপাপ) হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় জীবনযাপন করিতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ এরূপ ভয়ঙ্কর জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১০

এই অবস্থায় আমি তোমাকে এখানে তোমার পক্ষে কিছু হিতকর বাক্য বলিব। নিষ্পাপ দুর্য্যোধন! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, মহারথী কর্ণ, জয়দ্রথ এবং তোমার ভ্রাতারা নিহত হইয়াছে। তোমার পুত্র লক্ষ্মণও জীবিত নাই। এখন আর কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট আছে, আমরা যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? ১১-১২

যেষু ভারং সমাসাদ্য রাজ্যে মতিমকুর্মহি।
তে সন্ত্যজ্য তনূর্যাতাঃ শূরা ব্রহ্মবিদাং গতিম্॥ ১৩
বয়ং ত্বিহ বিনা ভূতা গুণবদ্ভির্মহারথৈঃ।
কৃপণং বর্তয়িষ্যাম পাতয়িত্বা নৃপান্ বহূন্॥ ১৪
সর্বৈরথ চ জীবদ্ভির্বীভৎসুরপরাজিতঃ।
কৃষ্ণনেত্রো মহাবাহুর্দেবৈরপি দুরাসদঃ॥ ১৫
ইন্দ্রকার্মুকতুল্যাভমিন্দ্রকেতুমিবোচ্ছ্রিতম্।
বানরং কেতুমাসাদ্য সঞ্চাল মহাচমূঃ॥ ১৬
সিংহনাদাচ্চ ভীমস্য পাঞ্চজন্যস্বনেন চ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষাৎ সম্মুহ্যন্তে মনাংসি নঃ॥ ১৭
চরন্তীব মহাবিদ্যুন্মুষ্ণন্তী নয়নপ্রভাম্।
অলাতমিব চাবিদ্ধং গাণ্ডীবং সমদৃশ্যত॥ ১৮
জাম্বূনদবিচিত্রঞ্চ ধূয়মানং মহদ্ ধনুঃ।
দৃশ্যতে দিক্ষু সর্বাসু বিদ্যুদভ্রঘনেষ্বিব॥ ১৯

যাহাদের উপর যুদ্ধের ভার রাখিয়া আমরা রাজ্যলাভের আশা করিয়াছিলাম, সেই বীরবর যোদ্ধারা দেহ পরিত্যাগ করত ব্রহ্মজ্ঞগণের গতি লাভ করিয়াছে॥ ১৩

এই সময় আমরা এখানে ভীষ্মাদি গুণবান্ মহারথীবৃন্দের সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং বহুসংখ্যক নরপতিকে বধ করাইয়া দয়াযোগ্য অবস্থায় উপনীত হইয়াছি॥ ১৪

যখন সকল লোকই জীবিত ছিল, তখনও অর্জুন কাহারও দ্বারা পরাজিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণতুল্য নেতা বিদ্যমান থাকিতে মহাবাহু অর্জুন দেবগণের পক্ষেও দুর্জয় হইয়া যায়॥ ১৫

তাহার বানরধ্বজ ইন্দ্রধনুসদৃশ বহু বর্ণবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উচ্চ। তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভয়ে বিচলিত হইয়া পড়ে॥ ১৬

ভীমসেনের সিংহনাদ, পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি এবং গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার শব্দে আমাদের মন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে॥ ১৭

যেরূপ প্রস্ফুরিত মহাবিদ্যুৎকে নেত্রের প্রভাকে হরণ করিতে দেখা যায় এবং যেরূপ অলাতচক্রকে ঘুরিতে দেখা যায়, সেইরূপ অর্জুনের হস্তে গাণ্ডীব-ধনুও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে॥ ১৮

অর্জুনের হস্তে দোদুল্যমান তাহার সুবর্ণচিত্রিত বিশাল ধনু সকল দিকে সেইভাবেই দেখা যায়, যেরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে চমকিত বিদ্যুৎ সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে॥ ১৯

তাহার রথে যোজিত শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণ বেগবান্ এবং চন্দ্র ও কাশপুষ্পতুল্য উজ্জ্বল কান্তিতে সুশোভিত। তাহারা

শ্বেতাশ্চ বেগসম্পন্নাঃ শশিকাশসমপ্রভাঃ।
পিবন্ত ইব চাকাশং রথে যুক্তাস্তু বাজিনঃ॥ ২০
উহ্যমানাংশ্চ কৃষ্ণেন বায়ুনেব বলাহকাঃ।
জাম্বূনদবিচিত্রাঙ্গা বহন্তে চার্জুনং রণে॥ ২১
তাবকং তদ্ বলং রাজন্নর্জুনোঽস্ত্রবিশারদঃ।
গহনং শিশিরাপায়ে দদাহাগ্নিরিবোল্বণঃ॥ ২২
গাহমানমনীকানি মহেন্দ্রসদৃশপ্রভম্
ধনঞ্জয়মপশ্যাম চতুর্দংষ্ট্রমিব দ্বিপম্॥ ২৩
বিক্ষোভয়ন্তং সেনাং তে ত্রাসয়ন্তঞ্চ পার্থিবান্।
ধনঞ্জয়মপশ্যাম নলিনীমিব কুঞ্জরম্॥ ২৪
ত্রাসয়ন্তং তথা যোধান্ ধনুর্ঘোষেণ পাণ্ডবম্।
ভূয় এনমপশ্যাম সিংহং মৃগগণানিব॥ ২৫
সর্বলোকমহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্।
আমুক্তকবচৌ কৃষ্ণৌ লোকমধ্যে বিচেরতুঃ॥ ২৬

এরূপ তীব্রগতিতে ধাবিত হইয়া থাকে যে, যেন মনে হয় আকাশকে পান করিতেছে॥ ২০

যেরূপ বায়ুর দ্বারা মেঘমণ্ডল উড়িতে থাকে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত সুবর্ণভূষণে চিত্রিত দেহ অশ্বগণ রণাঙ্গনে অর্জুনকে বহন করিতে লাগিল॥ ২১

রাজন্! অর্জুন অস্ত্রবিদ্যায় কুশল, সে তোমার সৈন্যবাহিনীকে সেইভাবে ভস্ম করিতেছে, যেরূপ ভয়ঙ্কর অগ্নি গ্রীষ্মকালে বিশাল বনকে দগ্ধ করিয়া থাকে॥ ২২

দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী অর্জুনকে আমরা চারিটি দন্তযুক্ত গজরাজের ন্যায় আমাদের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিতেছি॥ ২৩

যেরূপ মদমত্ত হস্তী পুষ্করিণীতে প্রবেশ করত তাহাকে বিক্ষোভিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুনকে আমরা তোমার সৈন্যদিগকে মথিত করিতে ও রাজগণকে ভীত করিতে দেখিতেছি॥ ২৪

যেরূপ সিংহ মৃগদলকে ভীত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে নিজের ধনুর টঙ্কার ধ্বনিতে তোমার সৈন্যদিগকে বারংবার ভীত করিতে দেখিতে পাইতেছি॥ ২৫

সমগ্র বিশ্বের মহাধনুর্দ্ধর ও সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন স্বীয় দেহে কবচ ধারণ করত যোদ্ধাদিগের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে॥ ২৬

অদ্য সপ্তদশাহানি বর্তমানস্য ভারত।
সংগ্রামস্যাতিঘোরস্য বধ্যতাং চাভিতো যুধি ॥ ২৭
বায়ুনেব বিধূতানি তব সৈন্যানি সর্বতঃ।
শরদম্ভোদজালানি বশীর্য্যন্ত সমন্ততঃ ॥ ২৮
তাং নাবমিব পর্য্যস্তাং বাতধূতাং মহার্ণবে।
তব সেনাং মহারাজ সব্যসাচী ব্যকম্পয়ৎ ॥ ২৯
ক নু তে সূতপুত্রোঽভূৎ ক নু দ্রোণঃ সহানুগঃ।
অহং ক চ ক চাত্মা তে হার্দিক্যশ্চ তথা ক নু ॥ ৩০
দুঃশাসনশ্চ তে ভ্রাতা ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ ক নু।
বাণগোচরসম্প্রাপ্তং প্রেক্ষ্য চৈব জয়দ্রথম্ ॥ ৩১
সম্বন্ধিনস্তে ভ্রাতৄংশ্চ সহায়ান্ মাতুলাংস্তথা।
সর্বান্ বিক্রম্য মিষতো লোকমাক্রম্য মূর্ধনি ॥ ৩২
জয়দ্রথো হতো রাজন্ কিং নু শেষমুপাস্মহে।
কো হীহ স পুমানস্তি যো বিজেষ্যতি পাণ্ডবম্ ॥ ৩৩

ভারত! পরস্পর আঘাতকারী উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আজ সতের দিন আরম্ভ হইয়াছে ॥২৭

যেরূপ বায়ু শরৎকালের মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে তোমার সৈন্যরা চারিদিকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ২৮

মহারাজ! যেরূপ মহাসাগরে বায়ুর আঘাতে নৌকা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জুন তোমার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিতেছে ॥ ২৯

সেই দিনে জয়দ্রথকে অর্জুনের বাণের লক্ষ্যভূত হইতে দেখিয়া তোমার কর্ণ কোথায় গিয়াছিল? নিজের অনুগামিগণের সহিত আচার্য্য দ্রোণ কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? তুমি কোথায় ছিলে? কৃতবর্ম্মা কোথায় গিয়াছিল এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনও কোথায় ছিল? ৩০-৩১

রাজন্! তোমার সম্বন্ধী, ভ্রাতা, সহায়ক ও মাতুল—ইহারা সকলে তখন দেখিতেছিল যে, অর্জুন তাহাদের সকলকে পরাক্রমের দ্বারা পরাজিত করত সকললোকেরই মস্তকের উপর পদার্পণপূর্ব্বক জয়দ্রথকে বিনাশ করিল। এখন আর কে জীবিত আছে যে, আমরা তাহার উপর আস্থা রাখিব? এখানে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে? ৩২-৩৩

মহাত্মা অর্জুনের নিকট নানাপ্রকারের দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে। তাহার গাণ্ডীব-ধনুর গম্ভীর শব্দ আমাদের ধৈর্য্য

তস্য চাস্ত্রাণি দিব্যানি বিবিধানি মহাত্মনঃ।
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষো ধৈর্য্যাণি হরতে হি নঃ ॥ ৩৪
নষ্টচন্দ্রা যথা রাত্রিঃ সেনেয়ং হতনায়কা।
নাগভগ্নদ্রুমা শুষ্কা নদীবাকুলতাং গতা ॥ ৩৫
ধ্বজিন্যাং হতনেত্রায়াং যথেষ্টং শ্বেতবাহনঃ।
চরিষ্যতি মহাবাহুঃ কক্ষেষ্বগ্নিরিব জ্বলন্ ॥ ৩৬
সাত্যকেশ্চৈব যো বেগো ভীমসেনস্য চোভয়োঃ।
দারয়েচ্চ গিরীন্ সর্বান্ শোষয়েচ্চৈব সাগরান্ ॥ ৩৭
উবাচ বাক্যং যদ্ ভীমঃ সভামধ্যে বিশাম্পতে।
কৃতং তৎ সফলং তেন ভূয়শ্চৈব করিষ্যতি ॥ ৩৮
প্রমুখস্থে তদা কর্ণে বলং পাণ্ডবরক্ষিতম্।
দুরাসদং তদা গুপ্তং ব্যূঢ়ং গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩৯
যুষ্মাভিস্তানি চীর্ণানি যান্যসাধূনি সাধুষু।
অকারণকৃতান্যেব তেষাং বঃ ফলমাগতম্ ॥ ৪০

অপহরণ করিতেছে। ৩৪

যেরূপ চন্দ্র উদিত না হইলে রাত্রিকাল অন্ধকারময় থাকে, সেইরূপ আমাদের এই সৈন্যরা সেনাপতি নিহত হওয়ায় শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। হাতীরা যাহার তীরস্থিত বৃক্ষগণকে উৎপাটিত করিয়াছে, সেই শুষ্ক নদীর ন্যায় এই সৈন্যরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৫

আমাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর নেতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শ্বেতাশ্ববাহন মহাবাহু অর্জুন এই সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে ॥ ৩৬

অন্যদিকে সাত্যকি ও ভীমসেনের যে বেগ, উহা সমস্ত পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং সমুদ্রকেও শুষ্ক করিতে পারে ॥ ৩৭

প্রজানাথ! দ্যূতসভায় ভীমসেন যাহা বলিয়াছিল, উহা সে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, উহা অবশ্যই সে পূর্ণ করিবে ॥ ৩৮

যখন কর্ণ সৈন্যদের অগ্রভাগে অবস্থিত ছিল, তখনও পাণ্ডবগণ কর্তৃক রক্ষিত সৈন্যবাহিনী তাহার পক্ষে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ, গাণ্ডীবধারী অর্জুন ব্যূহরচনা পূর্ব্বক তাহাদের রক্ষা করিতেছিল ॥ ৩৯

পাণ্ডবেরা সাধুপুরুষ, তথাপি তোমরা অকারণেই তাহাদের সহিত বহু অনুচিত ব্যবহার করিয়াছ, তাহার ফল তোমার লাভ হইয়াছে ॥৪০

আত্মনোঽর্থে ত্বয়া লোকো যত্নতঃ সর্ব আহৃতঃ।
স তে সংশয়িতস্তাত আত্মা বৈ ভরতর্ষভ ॥ ৪১
রক্ষ দুর্য্যোধনাত্মানমাত্মা সর্বস্য ভাজনম্।
ভিন্নে হি ভাজনে তাত দিশো গচ্ছতি তদ্গতম্ ॥ ৪২
হীয়মানেন বৈ সন্ধিঃ পর্য্যেষ্টব্যঃ সমেন বা।
বিগ্রহো বর্ধমানেন মতিরেষা বৃহস্পতেঃ ॥ ৪৩
তে বয়ং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো হীনা স্ম বলশক্তিতঃ।
তদত্র পাণ্ডবৈঃ সার্ধং সন্ধিং মন্যে ক্ষমং প্রভো ॥ ৪৪
ন জানীতে হি যঃ শ্রেয়ঃ শ্রেয়সশ্চাবমন্যতে।
স ক্ষিপ্রং ভ্রশ্যতে রাজ্যান্ন চ শ্রেয়োঽনুবিন্দতে ॥ ৪৫
প্রণিপত্য হি রাজানং রাজ্যং যদি লভেমহি।
শ্রেয়ঃ স্যান্ন তু মৌঢ্যেন রাজন্ গন্তুঃ পরাভবম্ ॥ ৪৬
বৈচিত্রবীর্য্যবচনাৎ কৃপাশীলো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিনিযুঞ্জীত রাজ্যে ত্বাং গোবিন্দবচনেন চ ॥ ৪৭
যদ্ ব্রূয়াদ্ধি হৃষীকেশো রাজানমপরাজিতম্।
অর্জুনং ভীমসেনঞ্চ সর্বে কুর্য্যুরসংশয়ম্ ॥ ৪৮
নাতিক্রমিষ্যতে কৃষ্ণো বচনং কৌরবস্য তু।
ধৃতরাষ্ট্রস্য মন্যেঽহং নাপি কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ ॥ ৪৯
এতৎ ক্ষেমমহং মন্যে ন চ পার্থৈশ্চ বিগ্রহম্।
ন ত্বাং ব্রবীমি কার্পণ্যান্ন প্রাণপরিরক্ষণাৎ ॥ ৫০
পথ্যং রাজন্ ব্রবীমি ত্বাং তৎপরাসুঃ স্মরিষ্যসি।
ইতি বৃদ্ধো বিলপ্যৈতৎ কৃপঃ শারদ্বতো বচঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি কৃপবাক্যে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজের রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ জগতের লোককে যত্নসহকারে একত্রে সমবেত করিয়াছিলে, কিন্তু তথাপি তোমার জীবনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ৪১

দুর্য্যোধন! এখন তুমি নিজের দেহকে রক্ষা কর, কারণ, আত্মাই (দেহই) সমস্ত সুখের আধার। যেরূপ পাত্র ভাঙ্গিয়া যাইলে, তাহার মধ্যে স্থিত জল চারিদিকে বহিয়া যায়, সেইরূপ শরীর নষ্ট হইয়া যাইলে তাহার উপর অবলম্বিত সুখেরও শেষ হইয়া থাকে। ৪২

বৃহস্পতির এই নীতি আছে যে, যখন নিজের বল কম হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে, তখন শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। সংগ্রাম সেই সময় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে থাকিবে, যখন নিজের বল শত্রু অপেক্ষা অধিক থাকিবে। ৪৩

আমরা বল ও শক্তিতে পাণ্ডবগণ অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি; প্রভো! অতএব এই অবস্থায় আমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করাকেই উচিত বলিয়া মনে করি। ৪৪

যে রাজা শীঘ্রই রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া থাকে। তাহার কখনও কল্যাণ লাভ হয় না। ৪৫

রাজন্! যদি আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট নতমস্তক হইয়া নিজের রাজ্যলাভ করিতে পারি, তবে তাহাই শ্রেয়স্কর হইবে। মূর্খতাবশতঃ পরাজয় স্বীকারকারী ব্যক্তির কখনও মঙ্গল হয় না। ৪৬

যুধিষ্ঠির দয়ালু। সে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যে ও শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অপরাজিত বীর রাজা যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীমসেনকে যাহা কিছু বলিবেন, ইঁহারা সকলে নিঃসংশয়ে উহা স্বীকার করিয়া লইবে। ৪৮

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কথা শ্রীকৃষ্ণ অমান্য করিবেন না এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা যুধিষ্ঠিরও উল্লঙ্ঘন করিবে না—ইহাই আমার ধারণা। ৪৯

রাজন্! আমি এই সন্ধিকেই তোমার পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করি, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করাকে নহে। আমি কাতরতাবশতঃ বা প্রাণরক্ষা ভাবনায় এই কথা বলিতেছি না, তোমার হিতেরই কথা বলিতেছি। তুমি মরণাপন্ন অবস্থায় আমার এই কথা স্মরণ করিবে। ৫০-½

শরদ্বানের পুত্র বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য এইরূপ বিলাপ করত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে কৃপাচার্য্যের বাক্যবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য কৃপাচার্য্যমুত্তরয়তঃ সন্ধিপ্রস্তাবমস্বীকৃত্য যুদ্ধার্থমেব দৃঢ়সিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তাস্ততো রাজা গৌতমেন তপস্বিনা।
নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ তূষ্ণীমাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ১
ততো মুহূর্ত্তং স ধ্যাত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
কৃপং শারদ্বতং বাক্যমিত্যুবাচ পরন্তপঃ ॥ ২
যৎ কিঞ্চিৎ সুহৃদা বাচ্যং তৎ সর্বং শ্রাবিতো হ্যহম্।
কৃতঞ্চ ভবতা সর্বং প্রাণান্ সন্ত্যজ্য যুধ্যতা ॥ ৩
গাহমানমনীকানি যুধ্যমানং মহারথৈঃ।
পাণ্ডবৈরতিতেজোভির্লোকস্ত্বামনুদৃষ্টবান্ ॥ ৪
সুহৃদা যদিদং বাক্যং ভবতা শ্রাবিতো হ্যহম্।
ন মাং প্রীণাতি তৎ সর্বং মুমূর্ষোরিব ভেষজম্ ॥ ৫
হেতুকারণসংযুক্তং হিতং বচনমুত্তমম্।
উচ্যমানং মহাবাহো ন মে বিপ্রাগ্র্য রোচতে ॥ ৬
রাজ্যাদ্ বিনিকৃতোঽস্মাভিঃ কথং সোঽস্মাসু বিশ্বসেৎ
অক্ষদ্যূতে চ নৃপতির্জিতোঽস্মাভির্মহাধনঃ ॥ ৭
স কথং মম বাক্যানি শ্রদ্দধ্যাদ্ ভূয় এব তু।
তথা দৌত্যেন সম্প্রাপ্তঃ কৃষ্ণঃ পার্থহিতে রতঃ ॥৮
প্রলব্ধশ্চ হৃষীকেশস্তচ্চ কর্মাবিচারিতম্।
স চ মে বচনং ব্রহ্মন্ কথমেবাভিমংস্যতে ॥ ৯
বিললাপ চ যৎ কৃষ্ণা সভামধ্যে সমেয়ুষী।
ন তন্মর্ষয়তে কৃষ্ণো ন রাজ্যহরণং তথা ॥ ১০
একপ্রাণাবুভৌ কৃষ্ণাবন্যোন্যমভিসংশ্রিতৌ।
পুরা যচ্ছ্রুতমেবাসীদদ্য পশ্যামি তৎ প্রভো ॥ ১১
স্বস্রীয়ং নিহতং শ্রুত্বা দুঃখং স্বপিতি কেশবঃ।
কৃতাগসো বয়ং তস্য স মদর্থং কথং ক্ষমেৎ ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কৃপাচার্য্যকে উত্তরদান করিতে করিতে সন্ধির প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন]।

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! তপস্বী কৃপাচার্য্য এই কথা বলিলে পর দুর্য্যোধন দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কিছুকাল নীরবে থাকিলেন ॥ ১

মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবার পর আপনার শত্রুতাপন মহামনস্বী পুত্র কৃপাচার্য্যকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন ॥ ২

বিপ্রবর! এক হিতৈষী সুহৃদের যাহা বলা উচিত, আপনি তৎ সমস্তই আমাকে শুনাইলেন। কেবল ইহাই নহে, আপনি প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধ করিতে করিতে আমার মঙ্গলের জন্য সব কিছুই করিয়াছেন ॥ ৩

সকল লোকেই আপনাকে শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিতে এবং অত্যন্ত তেজস্বী মহারথী পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছে ॥ ৪

আপনি আমার হিতচিন্তাকারী সুহৃৎ, তথাপি আপনার কথা সেইরূপ আমার মনোমত হইতেছে না, যেরূপ মরণাপন্ন ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না ॥ ৫

মহাবাহো! বিপ্রবর! যুক্তি ও কারণসমূহে সুসঙ্গত, হিতকারক ও উত্তম কথা আপনি বলিলেন, তথাপি উহা আমার রুচিকর হইতেছে না ॥ ৬

আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত ছলনা করিয়াছি। তিনি মহাধনী ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? আমার বাক্যে পুনরায় তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিবে কিভাবে?৭২

ব্রহ্মন্! পাণ্ডবগণের হিতে নিরত শ্রীকৃষ্ণ আমার নিকট দূত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা সেই হৃষীকেশের সহিত প্রতারণা করিয়াছি। আমার সেই কর্ম অবিচারপূর্ণ ছিল; সুতরাং তিনিই বা আমার কথা কিরূপে মান্য করিবেন? ৮-৯

সভায় বলপূর্ব্বক আনীতা দ্রৌপদী যে বিলাপ করিয়াছিল এবং পাণ্ডবগণের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছিল, সেই আচরণ শ্রীকৃষ্ণ কখনই সহ্য করিবেন না ॥ ১০

প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ের দুই শরীর হইলেও ইহারা একপ্রাণ। এবং উভয়ে উভয়েরই আশ্রিত। পূর্ব্বে আমি যে সমস্ত কথা শুনিয়াছি, এখন তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি ॥ ১১

নিজের ভগিনীপুত্র অভিমন্যুরও নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। আমরা সকলে তাঁহার নিকট অপরাধী, সুতরাং তিনি আমাদের ক্ষমা করিবেন কেন? ১২

অভিমন্যুর বিনাশে অর্জ্জুনও সুখলাভ করিতে পারিতেছে না, অতএব আমি প্রার্থনা করিলেও সে আমার হিতের জন্য যত্ন করিবে কেন? ১৩

অভিমন্যোর্বিনাশেন ন শর্ম লভতেঽর্জুনঃ।
স কথং মদ্ধিতে যত্নং প্রকরিষ্যতি যাচিতঃ ॥ ১৩
মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোগ্রং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ ॥ ১৪
উভৌ তৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশাবুভৌ চাবদ্ধকঙ্কটৌ।
কৃতবৈরাবুভৌ বীরৌ যমাবপি যমোপমৌ ॥ ১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ কৃতবৈরৌ ময়া সহ।
তৌ কথং মদ্ধিতে যত্নং কুর্য্যাতাং দ্বিজসত্তম ॥ ১৬
দুঃশাসনেন যৎ কৃষ্ণা একবস্ত্রা রজস্বলা।
পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥ ১৭
তথা বিবসনাং দীনাং স্মরন্ত্যদ্যাপি পাণ্ডবাঃ।
ন নিবারয়িতুং শক্যাঃ সংগ্রামাত্তে পরন্তপাঃ ॥ ১৮
যদা চ দ্রৌপদী ক্লিষ্টা মদ্বিনাশায় দুঃখিতা।
স্থণ্ডিলে নিত্যদা শেতে যাবদ্ বৈরস্য যাতনম্ ॥ ১৯

মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের স্বভাব অতিশয় কঠোর। সে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। শুষ্ক কাঠের ন্যায় সে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তথাপি নত হইবে না ॥ ১৪

দুই ভ্রাতা নকুল ও সহদেব তরবারি বন্ধন ও কবচধারণ করিলে পর যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হয়। এই দুই বীরও আমাকে শত্রু বলিয়াই মনে করে ॥ ১৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীরও আমার সহিত শত্রুতা রহিয়াছে, অতএব এই দুই ভ্রাতাও আমার হিতের জন্য যত্ন করিবে কেন? ১৬

দ্রৌপদী একবস্ত্র-পরিহিতা ছিল ও রজস্বলা ছিল। সেই অবস্থায় যে তাহাকে পূর্ণ-সভায় আনা হইয়াছিল, দুঃশাসন তাহাকে সকল লোকের সম্মুখে ক্লেশ দান করিয়াছিল, তাহাকে যে বস্ত্রহীনা করিবার অপচেষ্টা করা হইয়াছিল এবং দয়াযোগ্য অবস্থায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয়ই পাণ্ডবেরা আজও স্মরণ করিয়া থাকে। ১৭½

সেই কারণে এই শত্রুতাপন বীরগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করা যাইবে না। যে দিনে দ্রৌপদীকে ক্লেশপ্রদান করা হইয়াছিল, সেইদিন হইতে সে আমার বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন মৃত্তিকানির্ম্মিত বেদীতে শয়ন করিয়া থাকে। যতক্ষণ না শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়, ততকালের জন্য সে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছে ॥ ১৮-১৯

দ্রৌপদী নিজ পতিগণের অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধির জন্য

উগ্রং তেপে তপঃ কৃষ্ণা ভর্ত্তৃণামর্থসিদ্ধয়ে।
নিক্ষিপ্য মানং দর্পঞ্চ বাসুদেবসহোদরা ॥ ২০
কৃষ্ণায়োঃ প্রেষ্যবদ্ ভূত্বা শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।
ইতি সর্বং সমুন্নদ্ধং ন নির্বাতি কথঞ্চন ॥ ২১
অভিমন্যোর্বিনাশেন স সন্ধেয়ঃ কথং ময়া।
কথঞ্চ রাজা ভুক্ত্বেমাং পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্ ॥ ২২
পাণ্ডবানাং প্রসাদেন ভোক্ষ্যে রাজ্যমহং কথম্।
উপর্য্যুপরি রাজ্ঞাং বৈ জ্বলিত্বা ভাস্করো যথা ॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরং কথং পশ্চাদনুযাস্যামি দাসবৎ।
কথং ভুক্ত্বা স্বয়ং ভোগান্ দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্ ॥২৪
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামি কৃপণৈঃ সহ জীবিকাম্।
নাভ্যসূয়ামি তে বাক্যমুক্তং স্নিগ্ধাং হিতং ত্বয়া ॥ ২৫
ন তু সন্ধিমহং মন্যে প্রাপ্তকালং কথঞ্চন।
সুনীতমনুপশ্যামি সুযুদ্ধেন পরন্তপ ॥ ২৬

অতিশয় কঠোর তপস্যা করিতেছে এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা মান ও অভিমান পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদীর সেবা করিয়া আসিতেছে। এইভাবে সকল কার্য্যেই তাহাদের শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা কোনরূপেই শান্ত করা যাইবে না ॥ ২০-২১

অভিমন্যুর বিনাশে যাহার হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, সেই অর্জুনের সহিত আমার সন্ধিস্থাপন কিরূপে সম্ভব হইবে? যখন আমি সমুদ্রপরিবৃতা এই সম্পূর্ণ পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাটের সুখ উপভোগ করিয়াছি, তখন এই সময় পাণ্ডবগণের কৃপাপাত্র হইয়া কিরূপে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইব? ২২½

সমস্ত রাজাদের উপর সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকিয়া এখন দাসসদৃশ যুধিষ্ঠিরের অনুগামী কিরূপে হইব? ২৩½

স্বয়ং বহু কিছু উপভোগ করিয়া এবং প্রভূত ধনদান করিয়া এখন কিভাবে দীনপুরুষগণের সহিত দীনতাপূর্ণ জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনযাপন করিব? ২৪½

আপনি স্নেহবশতঃ হিতকথা বলিলেন। আপনার এই কথায় আমি দোষদর্শন করিতেছি না এবং ইহার নিন্দাও করিতেছি না। আমার কথা এই যে, এখন আর কোনরূপ সন্ধিস্থাপনের সুযোগই নাই—আমি ইহাই মনে করি ॥ ২৫½

শত্রুতাপন বীর! এখন আমি সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করাকেই উত্তম নীতি বলিয়া মনে করি। আমাদের এখন কাতরতা দেখাইবার সময় নয়, উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিবারই সময় ॥ ২৬½

নায়ং ক্লীবয়িতুং কালঃ সংযোদ্ধুং কাল এব নঃ।
ইষ্টং মে বহুভির্যজ্ঞৈর্দত্তা বিপ্রেষু দক্ষিণাঃ। ২৭
প্রাপ্তাঃ কামাঃ শ্রুতা বেদাঃ শত্রূণাং মূর্ধ্নি চ স্থিতম্
ভৃত্যা মে সুভৃতাস্তাত দীনশ্চাভ্যুদ্ধৃতো জনঃ। ২৮
নোৎসহেঽদ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবান্ বক্তুমীদৃশম্।
জিতানি পররাষ্ট্রাণি স্বরাষ্ট্রমনুপালিতম্। ২৯
ভুক্তাশ্চ বিবিধা ভোগাস্ত্রিবর্গঃ সেবিতো ময়া।
পিতৄণাং গতমানৃণ্যং ক্ষত্রধর্মস্য চোভয়োঃ। ৩০
ন ধ্রুবং সুখমস্তীতি কুতো রাষ্ট্রং কুতো যশঃ।
ইহ কীর্তির্বিধাতব্যা সা চ যুদ্ধেন নান্যথা। ৩১
গৃহে যৎ ক্ষত্রিয়স্যাপি নিধনং তদ্ বিগর্হিতম্।
অধর্মঃ সুমহানেষ যচ্ছয্যামরণং গৃহে। ৩২
অরণ্যে যো বিমুচ্যেত সংগ্রামে বা তনুং নরঃ।
ক্রতূনাহৃত্য মহতো মহিমানং স গচ্ছতি। ৩৩
কৃপণং বিলপন্নার্তো জরয়াভিপরিপ্লুতঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং মধ্যে জ্ঞাতীনাং ন স পূরুষঃ। ৩৪
ত্যক্ত্বা তু বিবিধান্ ভোগান্ প্রাপ্তানাং পরমাং গতিম্।
অপীদানীং সুযুদ্ধেন গচ্ছেয়ং যৎ সলোকতাম্। ৩৫
শূরাণামার্যবৃত্তানাং সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্।
ধীমতাং সত্যসন্ধানাং সর্বেষাং ক্রতুযাজিনাম্। ৩৬
শস্ত্রাবভৃথপূতানাং ধ্রুবং বাসস্ত্রিবিষ্টপে।
মুদা নূনং প্রপশ্যন্তি যুদ্ধে হ্যপ্সরসাং গণাঃ। ৩৭
পশ্যন্তি নূনং পিতরঃ পূজিতান্ সুরসংসদি।
অপ্সরোভিঃ পরিবৃতান্ মোদমানাংস্ত্রিবিষ্টপে। ৩৮
পন্থানমমরৈর্যাতং শূরৈশ্চৈবানিবর্তিভিঃ।
অপি তৎসঙ্গতং মার্গং বয়মধ্যারুহেমহি। ৩৯
পিতামহেন বৃদ্ধেন তথাচার্যেণ ধীমতা।
জয়দ্রথেন কর্ণেন তথা দুঃশাসনেন চ। ৪০
ঘটমানা মদর্থেঽস্মিন্ হতাঃ শূরা জনাধিপাঃ।
শেরতে লোহিতাক্তাঙ্গাঃ সংগ্রামে শরবিক্ষতাঃ। ৪১

তাত। আমি বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি এবং ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাও দিয়াছি। সমস্ত কামনা আমার পূর্ণ হইয়াছে। বেদসকল শ্রবণ করিয়াছি। শত্রুদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি ও ভরণপোষণযোগ্য ব্যক্তিগণের পালন-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। কেবল ইহাই নহে, আমি দীনজনের উদ্ধার কার্য্যও সম্পন্ন করিয়াছি। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অতএব আমি পাণ্ডবগণের সহিত এইভাবে সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে পারিব না। ২৭-২৮।

আমি অপরের রাজ্যসকল জয় করিয়াছি, নিজের রাজ্য নিরন্তর পালন করিয়াছি, নানাপ্রকার ভোগসমূহ ভোগ করিয়াছি, ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি এবং পিতৃগণ ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম—এই উভয় ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছি। ২৯-৩০

সংসারের কোন সুখই চিরস্থায়ী হয় না, সুতরাং রাষ্ট্র ও যশই বা কিরূপে স্থির থাকিবে? এজগতে কীর্ত্তিই উপার্জন করিতে হয় এবং সেই কীর্ত্তি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে লাভ হয় না। ৩১

ক্ষত্রিয়ের যদি গৃহে মৃত্যু হয়, তবে উহা নিন্দিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। গৃহে শয্যার উপর মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাপাপ। ৩২

যে ব্যক্তি মহাযজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিয়া বনে কিংবা যুদ্ধস্থলে দেহ ত্যাগ করে, সেই ক্ষত্রিয়ই মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩৩

যাহার শরীর বার্দ্ধক্যে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে রোগে পীড়িত হইয়াছে, পরিবারের সমস্ত যাহার পার্শ্বে উপবেশন করত রোদন করিতে থাকে এবং ক্রন্দনরত এই সব স্বজনগণের মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি করুণ বিলাপ করিতে করিতে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে পুরুষপদবাচ্য নহে। ৩৪

অতএব যাঁহারা নানাপ্রকার ভোগসমূহ পরিত্যাগ করত উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন, এই সময় যুদ্ধের দ্বারা আমিও তাঁহাদেরই লোকে গমন করিব। ৩৫

যুদ্ধে প্রাণত্যাগকারিগণের দিকে নিশ্চয়ই অপ্সরাসকল আনন্দের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পিতৃগণ অবশ্যই তাঁহাদিগকে দেবতাদের ন্যায় সম্মানিত হইতে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গলোকে অপ্সরাগণে পরিবৃত্ত হইয়া আনন্দিত থাকেন—ইহা দেখা যায়। ৩৭-৩৮

দেবতা এবং যুদ্ধ হইতে অনিবৃত্ত বীরগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, আমরাও কি সেই পথেই বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম, বুদ্ধিমান্ আচার্য্য দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং দুঃশাসনের সহিত আরোহণ করিব? ৩৯-৪০

বহু বীরবর নরপতি আমার জয়লাভের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করত বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মৃত্যুবরণ পূর্ব্বক রক্তরঞ্জিত দেহে রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছেন॥ ৪১

উত্তমাস্ত্রবিদঃ শূরাঃ যথোক্তক্রতুযাজিনঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথান্যায়মিন্দ্রসদ্মস্বধিষ্ঠিতাঃ। ৪২
তৈঃ স্বয়ং রচিতো মার্গো দুর্গমো হি পুনর্ভবেৎ।
সম্পতদ্ভির্মহাবেগৈর্যাস্যদ্ভিরিহ সদ্গতিম্। ৪৩
যে মদর্থে হতাঃ শূরাস্তেষাং কৃতমনুস্মরন্।
ঋণং তৎ প্রতিমুঞ্চানো ন রাজ্যে মন আদধে। ৪৪
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথপিতামহান্।
জীবিতং যদি রক্ষেয়ং লোকো মাং গর্হয়েদ্ ধ্রুবম্। ৪৫
কীদৃশঞ্চ ভবেদ্ রাজ্যং মম হীনস্য বন্ধুভিঃ।
সখিভিশ্চ বিশেষেণ প্রণিপত্য চ পাণ্ডবম্॥ ৪৬
সোঽহমেতাদৃশং কৃত্বা জগতোঽস্য পরাভবম্।
সুযুদ্ধেন ততঃ স্বর্গং প্রাপ্স্যামি ন তদন্যথা॥ ৪৭
এবং দুর্য্যোধনেনোক্তং সর্বে সম্পূজ্য তদ্বচঃ।
সাধু সাধ্বিতি রাজানং ক্ষত্রিয়াঃ সম্বভাষিরে॥ ৪৮
পরাজয়মশোচন্তঃ কৃতচিত্তাশ্চ বিক্রমে।
সর্বে সুনিশ্চিতা যোদ্ধুমুদগ্রমনসোঽভবন্॥ ৪৯
ততো বাহান্ সমাশ্বস্য সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
ঊনে দ্বিযোজনে গত্বা প্রত্যতিষ্ঠন্ত কৌরবাঃ। ৫০
আকাশে বিদ্রুমে পুণ্যে প্রস্থে হিমবতঃ শুভে।
অরুণাং সরস্বতীং প্রাপ্য পপুঃ সস্নুশ্চ তে জলম্॥ ৫১
তব পুত্রকৃতোৎসাহাঃ পর্য্যবর্তন্ত তে ততঃ।
পর্য্যবস্থাপ্য চাত্মানমন্যোন্যেন পুনস্তদা।
সর্বে রাজন্ ন্যবর্তন্ত ক্ষত্রিয়াঃ কালচোদিতাঃ। ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি দুর্য্যোধনবাক্যে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। ৫

উত্তম অস্ত্রসকলে অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে যজ্ঞকারী অন্য বীরবর যোদ্ধারাও যথোচিত রীতিতে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করত ইন্দ্রলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ৪২

এই বীরগণ স্বয়ংই যে পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পথ পুনরায় তীব্র বেগে সদ্গতি প্রাপ্ত ইচ্ছুক বহুসংখ্যক বীরগণের দ্বারা দুর্গম হইয়া যাইবে। (অর্থাৎ এত অধিক সংখ্যক বীর সেই পথে গমন করিবে যে, উহাতে যাওয়ায় কঠিন হইয়া পড়িবে)॥ ৪৩

যে সকল বীর আমার জন্য নিহত হইয়াছে, তাহাদের এই উপকার নিরন্তর স্মরণ করিতে করিতে সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করত আমি রাজ্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিব না॥ ৪৪

মিত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ ও পিতামহ ভীষ্মাদিকে বধ করাইয়া যদি আমি নিজের প্রাণকে রক্ষা করি, তবে সারা সংসার নিশ্চয়ই আমার নিন্দা করিতে থাকিবে॥ ৪৫

বন্ধু-বান্ধব এবং মিত্রগণ হইতে বঞ্চিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের পদে নত হইয়া আমার যে রাজ্য লাভ হইবে, উহা কিরূপ হইবে? ৪৬

সেই কারণে আমি জগতের এরূপ বিনাশ করত এখন আমি উত্তম যুদ্ধের দ্বারাই স্বর্গলোক লাভ করিব। আমার সদ্গতির পক্ষে অন্য কোন আর উপায় নাই। ৪৭

এইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের কথিত বাক্য শ্রবণ করত সকল ক্ষত্রিয়গণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার সমাদর করিলেন এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন॥ ৪৮

সকলেই নিজেদের পরাজয়ের শোক পরিহার করত মনে মনেই যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চয়ই করিলেন। যুদ্ধ করিতেই সকলের স্থির সিদ্ধান্ত হইল এবং তাহাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যাইল॥ ৪৯

তাহার পর সমস্ত যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহনগণকে বিশ্রাম-দান পূর্ব্বক যুদ্ধেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং অষ্ট ক্রোশের কিছু অল্প দূরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন॥ ৫০

আকাশের নিম্নে হিমালয়ের শিখরের সুন্দর, পবিত্র ও বৃক্ষহীন সমতল প্রদেশে অরুণসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে যাইয়া তাঁহারা সকলে স্নান করিলেন এবং জলপান করিলেন॥ ৫১

রাজন্! এই কালপ্রেরিত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া পরস্পর মনকে স্থির পূর্ব্বক পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৫২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে দুর্য্যোধনের বাক্যবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনজিজ্ঞাসিতেনাশ্বত্থাম্না শল্যং সেনাপতিং কর্ত্তুং প্রস্তাবস্তোত্থাপনম, সৈনাপত্যং গ্রহীতুং শল্যং প্রতি দুর্য্যোধনস্যানুরোধঃ, তত্র শল্যস্য স্বীকৃতিদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথ হৈমবতে প্রস্থে স্থিত্বা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
সর্ব এব মহাযোধাস্তত্র তত্র সমাগতাঃ॥ ১
শল্যশ্চ চিত্রসেনশ্চ শকুনিশ্চ মহারথঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ॥ ২
সুষেণোঽরিষ্টসেনশ্চ ধৃতসেনশ্চ বীর্য্যবান্।
জয়ৎসেনশ্চ রাজানস্তে রাত্রিমুষিতাস্ততঃ॥ ৩
রণে কর্ণে হতে বীরে ত্রাসিতা জিতকাশিভিঃ।
নালভন্ শর্ম তে পুত্রা হিমবন্তমৃতে গিরিম্॥ ৪
তেঽব্রুবন্ সহিতাস্তত্র রাজানং শল্যসন্নিধৌ।
কৃতযত্না রণে রাজন্ সম্পূজ্য বিধিবত্তদা॥ ৫
কৃত্বা সেনাপ্রণেতারং পরাংস্ত্বং যোদ্ধুমর্হসি।
যেনাভিগুপ্তাঃ সংগ্রামে জয়েমাসুহৃদো বয়ম॥
ততো দুর্য্যোধনঃ স্থিত্বা রথে রথবরোত্তমম্।
সর্বযুদ্ধবিভাবজ্ঞমন্তকপ্রতিমং যুধি॥ ৭
স্বঙ্গং প্রচ্ছন্নশিরসং কম্বুগ্রীবং প্রিয়ংবদম্।
ব্যাকোশপদ্মপত্রাক্ষং ব্যাঘ্রাস্যং মেরুগৌরবম্॥ ৮
স্থাণোর্বৃষস্য সদৃশং স্কন্ধনেত্রগতিস্বরৈঃ।
পুষ্টশ্লিষ্টায়তভুজং সুবিস্তীর্ণবরোরসম্॥ ৯
বলে জবে চ সদৃশমরুণানুজবাতয়োঃ।
আদিত্যস্যার্চিষা তুল্যং বুদ্ধ্যা চোশনসা সমম্॥ ১০
কান্তিরূপমুখৈশ্বর্য্যৈস্ত্রিভিশ্চন্দ্রমসা সমম্।
কাঞ্চনোপলসঙ্ঘাতৈঃ সদৃশং শ্লিষ্টসন্ধিকম্॥ ১১
সুবৃত্তোরুকটীজঙ্ঘং সুপাদং স্বঙ্গুলীনখম্।
স্মৃত্বা স্মৃত্বৈব তু গুণান্ ধাত্রা যত্নাদ্ বিনির্মিতম্॥ ১২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত অশ্বত্থামার শল্যকে সেনাপতি করিবার প্রস্তাব উত্থাপন, সেনাপতি হইবার জন্য শল্যকে দুর্য্যোধনের অনুরোধ এবং শল্যের উহাতে স্বীকৃতি দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! হিমালয়ের উপরে চত্বর ভূমিতে সেনানিবাস স্থাপন করত যুদ্ধাভিলাষী সমস্ত মহাযোদ্ধারা সেখানে একত্রে সমবেত হইলেন। ১

শল্য, চিত্রসেন, মহারথী শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, পরাক্রমশালী ধৃতসেন এবং জয়ৎসেনাদি রাজারা সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ২-৩

রণাঙ্গনে বীর কর্ণ নিহত হওয়ায় জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণের দ্বারা ভীত আপনার পুত্রবৃন্দ হিমালয়-পর্ব্বত ব্যতীত আর কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ৪

রাজন্! সংগ্রামে জয়লাভ করিতে সচেষ্ট এই সব যোদ্ধারা সেখানে একত্রে শল্যের নিকট রাজা দুর্য্যোধনকে বিধি অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ৫

রাজন্! তুমি কাহাকেও সেনাপতি করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ কর, যাহা দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমরা সকলে শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিব। ৬

রাজন্! তখন আপনার পুত্র রথে উপবেশন করত অশ্বত্থামার নিকট গমন করিলেন। অশ্বত্থামা মহারথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যুদ্ধবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার বিভিন্ন ভাবসমূহে অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধে যমরাজতুল্য ভয়ঙ্কর। তাঁহার অঙ্গ সুন্দর, মস্তক কেশসমূহে আচ্ছাদিত এবং কণ্ঠ শঙ্খসদৃশ সুশোভিত। তিনি প্রিয়ভাষী ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় বিকসিত কমলদলতুল্য সুন্দর এবং মুখ ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর। ইহার মধ্যে মেরুপর্ব্বতের সদৃশ গুরুত্ব বিদ্যমান আছে। স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও স্বরে তিনি ভগবান্ শঙ্করের বাহন বৃষের তুল্য। বক্ষঃস্থলের উত্তমভাগও সুবিস্তৃত। ইনি বল ও বেগে গরুড় এবং বায়ুর সদৃশ। তিনি তেজে সূর্য্য ও বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমান। শান্তি, রূপ ও মুখের শোভা—এই তিনটিতেই চন্দ্রতুল্য। ইঁহার শরীর সুবর্ণময় প্রস্তরসমূহসদৃশ সুশোভিত। অঙ্গসমূহের সন্ধিস্থানও সুগঠিত। উরু, কটিদেশ ও জঙ্ঘা—সুন্দর এবং গোলাকার। ইঁহার দুই চরণ মনোহর। অঙ্গুলি ও নখসকলও সুন্দর, যেন বিধাতা উত্তম গুণসকল বারংবার স্মরণ করত অতিশয় যত্নসহকারে ইঁহার অঙ্গসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইনি সমস্ত শুভ লক্ষণসমূহে সম্পন্ন, সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে নিপুণ এবং বেদবিদ্যার সমুদ্র। অশ্বত্থামা শত্রুদিগকে সবেগে জয় করিতে সমর্থ, কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ইঁহাকে জয় করা অসম্ভব। ইনি দশ অঙ্গ (ধনুর্বেদের দশ অঙ্গ—ব্রত; প্রাপ্তি, ধৃতি, মুক্তি,

সর্বলক্ষণসম্পন্নং নিপুণং শ্রুতিসাগরম্ ।
জেতারং তরসারীণামজেয়মরিভির্বলাৎ ॥ ১৩
দশাঙ্গং যশ্চতুষ্পাদমিম্বস্ত্রং বেদ তত্ত্বতঃ ।
সাঙ্গাংস্ত চতুরো বেদান্ সম্যগাখ্যানপঞ্চমান্ ॥১৪
আরাধ্য ত্র্যম্বকং যত্নাদ্ ব্রতৈরুগ্রৈর্মহাতপাঃ ।
অযোনিজায়ামুৎপন্নো দ্রোণেনাযোনিজেন যঃ ॥ ১৫
তমপ্রতিমকর্মাণং রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ।
পারগং সর্ববিদ্যানাং গুণার্ণবমনিন্দিতম্ ॥ ১৬
তমভ্যেত্যাত্মজস্তুভ্যমশ্বত্থামানমব্রবীৎ ।
যং পুরস্কৃত্য সহিতা যুধি জেষ্যাম পাণ্ডবান্ ॥ ১৭
গুরুপুত্রোঽদ্য সর্বেষামস্মাকং পরমা গতিঃ ।
ভবাংস্তস্মান্নিয়োগাত্তে কোঽস্ত সেনাপতির্মম ॥ ১৮

দ্রৌণিরুবাচ ।

অয়ং কুলেন রূপেণ তেজসা যশসা শ্রিয়া ।
সর্বৈর্গুণৈঃ সমুদিতঃ শল্যো নোঽস্ত চমূপতিঃ ॥ ১৯
ভাগিনেয়ান্ নিজাংস্ত্যক্ত্বা কৃতজ্ঞোঽস্মানুপাগতঃ ।
মহাসেনো মহাবাহুর্মহাসেন ইবাপরঃ ॥ ২০
এনং সেনাপতিং কৃত্বা নৃপতিং নৃপসত্তম ।
শক্যঃ প্রাপ্তুং জয়োঽস্মাভির্দেবৈঃ স্কন্দমিবাজিতম্ ॥২১
তথোক্তে দ্রোণপুত্রেণ সর্ব এব নরাধিপাঃ ।
পরিবার্য্য স্থিতাঃ শল্যং জয়শব্দাংশ্চ চক্রিরে ॥ ২১
যুদ্ধায় চ মতিং চক্রুরাবেশঞ্চ পরং যযুঃ ।
ততো দুর্য্যোধনো ভূমৌ স্থিত্বা রথবরে স্থিতম্ ॥ ২৩
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দ্রোণভীষ্মসমং রণে ।
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল ॥ ২৪
যত্র মিত্রমমিত্রং বা পরীক্ষন্তে বুধা জনাঃ ।
স ভবানস্ত নঃ শূরঃ প্রণেতা বাহিনীমুখে ॥ ২৫
রণং যাতে চ ভবতি পাণ্ডবা মন্দচেতসঃ ।
ভবিষ্যন্তি সহামাত্যাঃ পাঞ্চালাশ্চ নিরুদ্যমাঃ ॥ ২৬

স্মৃতি, ক্ষেপ, শত্রুভেদন, চিকিৎসা, উদ্দীপন এবং কৃষ্টি।)-যুক্ত চার (দীক্ষা, শিক্ষা, আত্মরক্ষা ও তাহার সাধন) চরণ-সংযুক্ত ধনুর্ব্বেদ সম্যগ্‌ভাবে অবগত আছেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গসম্পন্ন ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব চারি বেদ এবং ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চম বেদও ইনি উত্তমরূপে জানেন। মহাতপস্বী অশ্বত্থামাকে তাঁহার পিতা অযোনিজ দ্রোণাচার্য্য অতিশয় যত্নের সহিত কঠোর ব্রত-পালন পূর্ব্বক ত্রিলোচন ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করত অযোনিজা কৃপীর গর্ভ হইতে উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মের কোনও তুলনা নাই। এই ভূতলে তিনি অনুপম রূপ-সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী বিদ্বান্ এবং গুণসকলের মহাসাগর। এই অনিন্দিত অশ্বত্থামার নিকট গমন করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন। ৭-১৬২

ব্রহ্মন্! তুমি আমাদের গুরুপুত্র এবং এই সময় তুমিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, অতএব আমি তোমার অনুমতি অনুসারে সেনাপতি নির্ব্বাচন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বল, এখন আমার কে সেনাপতি হইবে, যাহাকে অগ্রে রাখিয়া আমরা সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে পারিব ? ১৭-১৮

অশ্বত্থামা বলিলেন,—এই রাজা শল্য উত্তম কুল, সুন্দর রূপ, তেজ, যশ, শ্রী ও সমস্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন, অতএব ইনিই আমাদের সেনাপতি হউন। ১৯

ইনি এরূপ কৃতজ্ঞ যে, নিজের ভাগিনেয় নকুল-সহদেবকে ত্যাগ করত আমাদের পক্ষে আসিয়াছেন। এই মহাবাহু শল্য অপর মহাসেন (কার্ত্তিকেয়)-তুল্য বিশাল সৈন্যে পরিবৃত আছেন। ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ দেবগণ অপরাজিত বীর কার্ত্তিকেয়কে নিজেদের সেনাপতি করিয়া অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন; সেইরূপ আমরাও এই রাজা শল্যকে সেনাপতি করিয়া শত্রু-দিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব। ২১

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এই কথা বলিলে পর সকল নরপতিগণ রাজা শল্যকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহার জয়-জয়কার করিতে লাগিলেন। ২২

ইঁহারা তখন যুদ্ধ করিবার জন্যই বুদ্ধি স্থির করিলেন এবং অত্যন্ত আবেগে পূর্ণ হইয়া যাইলেন। তারপর দুর্য্যোধন ভূমিতে অবস্থান করত বিশাল রথে উপবিষ্ট রণাঙ্গনে দ্রোণ ও ভীষ্মতুল্য পরাক্রমশালী রাজা শল্যকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—মিত্রবৎসল! আজ আপনার মিত্রগণের সম্মুখে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন বিদ্বান্ পুরুষগণ শত্রু বা মিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ২৩-২৪২

আপনি আমাদের শৌর্য্যশালী সেনাপতি হইয়া সৈন্যদের অগ্রভাগে অবস্থান করুন। রণাঙ্গনে আপনি গমন করিলে পর মহামতি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ নিজেদের মিত্রবর্গের সহিত নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে। ২৫-২৬

দুর্য্যোধনবচঃ শ্রুত্বা শল্যো মদ্রাধিপস্তদা।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো রাজানং রাজসন্নিধৌ ॥ ২৭

শল্য উবাচ।

যত্তু মাং মন্যসে রাজন্ কুরুরাজ করোমি তৎ।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং হি মে সর্ব্বং প্রাণা রাজ্যং ধনানি চ ॥ ২৮

দুর্য্যোধন উবাচ।

সৈনাপত্যেন বরয়ে ত্বামহং মাতুলাতুলম্।
সোঽস্মান্ পাহি যুধাং শ্রেষ্ঠ স্কন্দো দেবানিবাহবে ॥২৯
অভিষিচ্যস্ব রাজেন্দ্র দেবানামিব পাবকিঃ।
জহি শত্রূন্ রণে বীর মহেন্দ্রো দানবানিব ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্য-দুর্য্যোধন-সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

সেই সময় বাক্যের রহস্য বুঝিতে সমর্থ মদ্রদেশের অধিপতি রাজা শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করত সমস্ত রাজাদের সম্মুখে রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ২৭

শল্য বলিলেন,—রাজন্! কুরুরাজ! তুমি আমার নিকট হইতে যাহা কিছু কামনা করিবে, আমি তাহা পূর্ণ করিব; কারণ, আমার প্রাণ, রাজ্য ও ধন তোমার প্রিয় করিবার জন্যই। ২৮

দুর্য্যোধন বলিলেন,—যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতুল! আপনি অতুলনীয় বীর। অতএব আমি সেনাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য আপনাকে বরণ করিতেছি। যেরূপ স্কন্দ (কার্ত্তিকেয়) যুদ্ধস্থলে দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি আমাদের রক্ষা করুন। ২৯

রাজাধিরাজ! বীর! যেরূপ স্কন্দ দেবগণের সেনাপতিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের সেনাপতি-পদে আপনাকে অভিষিক্ত করান এবং দানবগণকে বিনাশকারী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় আমাদের শত্রুদিগকে বিনাশ করুন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্য ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ শল্যস্য বীরোচিতভাষণম্, শল্যং হন্তুং শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরায়োৎসাহদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
দুর্য্যোধনং তদা রাজন্ বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১
দুর্য্যোধন মহাবাহো শৃণু বাক্যবিদাং বর।
যাবেতৌ মন্যসে কৃষ্ণৌ রথস্থৌ রথিনাং বরৌ ॥ ২
ন মে তুল্যাবুভাবেতৌ বাহুবীর্য্যে কথঞ্চন।
উদ্যতাং পৃথিবীং সর্ব্বাং সসুরাসুরমানবাম্ ॥৩
যোধয়েয়ং রণমুখে সংক্রুদ্ধঃ কিমু পাণ্ডবান্।
বিজেষ্যামি রণে পার্থান্ সোমকাংশ্চ সমাগতান্ ॥ ৪
অহং সেনাপ্রণেতা তে ভবিষ্যামি নঃ সংশয়ঃ।
তঞ্চ ব্যূহং বিধাস্যামি ন তরিষ্যন্তি যং পরে ॥ ৫

সপ্তম অধ্যায়।

[রাজা শল্যের বীরোচিত ভাষণ এবং শল্যকে বধ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১

বাক্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু দুর্য্যোধন! তুমি রথে উপবিষ্ট যে দুই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে রথিগণের মধ্যে প্রধান বলিয়া মনে কর, তাহারা উভয়ে বাহুবলে আমার সমান নহে ॥ ২½

আমি যুদ্ধের সম্মুখভাগে কুপিত হইলে পর আমার সম্মুখে উপস্থিত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণসহ সমস্ত ভূমণ্ডলের সহিতই যুদ্ধ করিতে পারি; সুতরাং পাণ্ডবদের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৩½

আমি রণাঙ্গনে কুন্তীর সকল পুত্রদিগকে এবং সম্মুখে স্থিত সোমকগণকেও জয় করিব। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, আমি তোমার সেনাপতি হইব এবং এরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিব, শত্রুরা যাহাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না। ৪-৫

ইতি সত্যং ব্রবীম্যেষ দুর্য্যোধন ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তস্ততো রাজা মদ্রাধিপতিমঞ্জসা ॥ ৬
অভ্যষিঞ্চত সেনায়া মধ্যে ভরতসত্তম।
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন ক্লিষ্টরূপো বিশাম্পতে ॥ ৭
অভিষিক্তে ততস্তস্মিন্ সিংহনাদো মহানভূৎ।
তব সৈন্যেহভ্যবাদ্যন্ত বাদিত্রাণি চ ভারত ॥ ৮
হৃষ্টাশ্চাসংস্তথা যোধা মদ্রকাশ্চ মহারথাঃ।
তুষ্টুবুশ্চৈব রাজানং শল্যমাহবশোভিনম্ ॥ ৯
জয় রাজংশ্চিরঞ্জীব জহি শত্রূন্ সমাগতান্।
তব বাহুবলং প্রাপ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ॥ ১০
নিখিলাঃ পৃথিবীং সর্ব্বাং প্রশাসন্তু হতদ্বিষঃ।
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং সসুরাসুর-মানবান্ ॥ ১১
মর্ত্ত্যধর্ম্মাণ ইহ তু কিমু সৃঞ্জয়-সোমকান্।
এবং সম্পূজ্যমানস্তু মদ্রাণামধিপো বলী ॥ ১২
হর্ষং প্রাপ তদা বীরো দুরাপমকৃতাত্মভিঃ।

দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম। ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রজানাথ! তিনি এই কথা বলিলে পর ক্লেশযুক্ত রাজা দুর্য্যোধন শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে সৈন্যদের মধ্যে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৬-৭

ভারত! তাঁহার অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর আপনার সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সিংহনাদ হইতে লাগিল এবং নানাবিধ বাদ্যসকল বাজিতে লাগিল। ৮

মদ্রদেশের মহারথী যোদ্ধারা হৃষ্ট হইলেন এবং সংগ্রামে সুশোভিত রাজা শল্যের স্তুতি করিতে লাগিলেন। ৯

রাজন্! আপনি চিরজীবী হউন এবং সম্মুখে আগত শত্রুদিগকে বধ করুন। আপনার বাহুবল প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সকল মহাবল পুত্রগণ শত্রুদিগকে বিনাশ করত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। ১০½

আপনি রণাঙ্গনে সমস্ত দেবতা, অসুর ও মনুষ্যদিগকে জয় করিতে সমর্থ। সে স্থলে মরণধর্ম্মযুক্ত সৃঞ্জয় ও সোমকগণকে জয় করা বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১১½

তাঁহাদের দ্বারা এইভাবে প্রশংসিত হইলে পর বলবান্ বীর মদ্ররাজ শল্য সেইরূপ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, যাহা অকৃতাত্মা (যুদ্ধের শিক্ষারহিত) পুরুষগণের পক্ষে দুর্লভ। ১২½

শল্য উবাচ।

অদ্য চাহং রণে সর্ব্বান্ পাঞ্চালান্ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৩
নিহনিষ্যামি বা রাজন্ স্বর্গং যাস্যামি বা হতঃ।
অদ্য পশ্যন্তু মাং লোকা বিচরন্তমভীতবৎ ॥ ১৪
অদ্য পাণ্ডুসুতাঃ সর্ব্বে বাসুদেবঃ সসাত্যকিঃ।
পাঞ্চালাশ্চেদয়শ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ ॥১৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সর্ব্বে চাপি প্রভদ্রকাঃ।
বিক্রমং মম পশ্যন্তু ধনুষশ্চ মহদ্ বলম্ ॥ ১৬
লাঘবঞ্চাস্ত্রবীর্য্যঞ্চ ভুজয়োশ্চ বলং যুধি।
অদ্য পশ্যন্তু মে পার্থাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ ॥ ১৭
যাদৃশং মে বলং বাহ্বোঃ সম্পদস্ত্রেষু যা চ মে।
অদ্য মে বিক্রমং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১৮
প্রতীকারপরা ভূত্বা চেষ্টন্তাং বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ।
অদ্য সৈন্যানি পাণ্ডূনাং দ্রাবয়িষ্যে সমন্ততঃ ॥ ১৯
দ্রোণ-ভীষ্মাবতি বিভো সূতপুত্রঞ্চ সংযুগে।
বিচরিষ্যে রণে যুধান্ প্রিয়ার্থং তব কৌরব ॥ ২০

শল্য বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালদিগকে বধ করিব কিংবা স্বয়ংই নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিব। ১৩½

আজ সমস্ত লোক আমাকে রণাঙ্গনে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে দেখিবে। আজ সমস্ত পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, পাঞ্চাল ও চেদিদেশের যোদ্ধারা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং সমস্ত প্রভদ্রকগণ আমার পরাক্রম ও আমার ধনুর শ্রেষ্ঠ বল অবলোকন করিবে। ১৪-১৬

আজ কুন্তীর সকল পুত্র এবং চারণগণের সহিত সিদ্ধসকল যুদ্ধে আমার নৈপুণ্য, অস্ত্রবল ও বাহুবল প্রত্যক্ষ করিবে। আমার দুই বাহুতে যেরূপ বল আছে এবং অস্ত্রসকলের জ্ঞান আমার যেরূপ আছে, তদনুসারে আজ আমার পরাক্রম দেখিয়া পাণ্ডবদের মহারথী যোদ্ধারা তাহার প্রতীকারে তৎপর হইয়া নানাবিধ কার্য্যসমূহের জন্য সচেষ্ট থাকুক। ১৭-১৮½

কুরুনন্দন! আজ আমি পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিব। প্রভো! যুদ্ধস্থলে তোমার প্রিয় করিবার জন্য আজ আমি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং সূতপুত্র কর্ণ হইতেও অধিক পরাক্রম দেখাইতে ও যুদ্ধ করিতে থাকিয়া রণাঙ্গনে সর্ব্বদিকে বিচরণ করিব। ১৯-২০

সঞ্জয় উবাচ।

অভিষিক্তে তথা শল্যে তব সৈন্যেষু মানদ।
ন কর্ণব্যসনং কিঞ্চিন্মেনিরে তত্র ভারত ॥ ২১
হৃষ্টাঃ সুমনসশ্চৈব বভূবুস্তত্র সৈনিকাঃ।
মেনিরে নিহতান্ পার্থান্ মদ্ররাজবশং গতান্ ॥ ২২
প্রহর্ষং প্রাপ্য সেনা তু তাবকী ভরতর্ষভ।
তাং রাত্রিমুষিতা সুপ্তা হর্ষচিত্তা চ সাভবৎ ॥ ২৩
সৈন্যস্য তব তং শব্দং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বার্ষ্ণেয়মব্রবীদ্ বাক্যং সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ২৪
মদ্ররাজঃ কৃতঃ শল্যো ধার্তরাষ্ট্রেণ মাধব।
সেনাপতির্মহেষ্বাসঃ সর্বসৈন্যেষু পূজিতঃ ॥ ২৫
এতজ্জ্ঞাত্বা যথাভূতং কুরু মাধব যৎক্ষমম্।
ভবান্ নেতা চ গোপ্তা চ বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥ ২৬
তমব্রবীন্মহারাজ বাসুদেবো জনাধিপম্।
আর্তায়নিমহং জানে যথাতত্ত্বেন ভারত ॥ ২৭
বীর্যবাংশ্চ মহাতেজা মহাত্মা চ বিশেষতঃ।
কৃতী চ চিত্রযোধী চ সংযুক্তো লাঘবেন চ ॥ ২৮
যাদৃগ্ ভীষ্মস্তথা দ্রোণো যাদৃক্ কর্ণশ্চ সংযুগে।
তাদৃশস্তদ্বিশিষ্টো বা মদ্ররাজো মতো মম ॥ ২৯
যুধ্যমানস্য তস্যাহং চিন্তয়ানশ্চ ভারত।
যোদ্ধারং নাধিগচ্ছামি তুল্যরূপং জনাধিপ ॥ ৩০
শিখণ্ড্যর্জুন-ভীমানাং সাত্বতস্য চ ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ তথা বলেনাভ্যধিকো রণে ॥ ৩১
মদ্ররাজো মহারাজ সিংহদ্বিরদবিক্রমঃ।
বিচরিষ্যত্যভীঃ কালে কালঃ ক্রুদ্ধঃ প্রজাস্বিব ॥ ৩২
তস্যাদ্য ন প্রপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে।
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র শার্দূলসমবিক্রমম্ ॥ ৩৩
সদেবলোকে কৃৎস্নেঽস্মিন্ নান্যস্ত্বত্তঃ পুমান্ ভবেৎ।
মদ্ররাজং রণে ক্রুদ্ধং যো হন্যাৎ কুরুনন্দন ॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—মানদ! ভরতনন্দন! এইরূপ আপনার সৈন্যদের মধ্যে রাজা শল্যের অভিষেক হইয়া সমস্ত যোদ্ধাদের কর্ণ নিহত হওয়ায় অল্পও দুঃখ আর রহিল না। ২১

তাঁহারা সকলে প্রসন্নচিত্ত হইয়া হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং ইহা মনে করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কুন্তীর পুত্রগণ মদ্ররাজ শল্যের বশীভূত হইয়া অবশ্যই নিহত হইবেন। ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার সৈন্যরা অতিশয় আনন্দ লাভ করত রাত্রিতে সেখানে থাকিলেন এবং নিদ্রা যাইলেন। তখন তাঁহাদের মনে অতিশয় হর্ষ ছিল। ২৩

সেই সময় আপনার সৈন্যদের সেই তীব্র হর্ষনাদ শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন। ২৪

মাধব! ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যগণের দ্বারা সম্মানিত মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি করিয়াছে। ২৫

মাধব! এই বিষয় যথার্থরূপে অবগত হইয়া আপনি এখন যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন; কারণ, আপনিই আমাদের নেতা ও সংরক্ষক। সেইজন্য এখন যে কার্য্য আবশ্যক হইবে, উহা সম্পাদন করুন। ২৬

মহারাজ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ভারত! আমি ঋতায়ন-পুত্র রাজা শল্যকে উত্তমরূপে জানি। ২৭

তিনি বলশালী, মহাতেজস্বী, মহাত্মা, বিদ্বান্, বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং দ্রুততার সহিত অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ২৮

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ—ইঁহারা সকলে যুদ্ধে যেরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন, সেইরূপ পরাক্রমশালী কিংবা তাহা হইতেও অধিক পরাক্রমশালী বলিয়া আমি শল্যকে মনে করিয়া থাকি। ২৯

ভারত! নরেশ্বর! আমি বহু চিন্তা করিয়াও যুদ্ধ-পরায়ণ শল্যের অনুরূপ অপর কোন যোদ্ধাকে দেখিতে পাইতেছি না। ৩০

ভরতনন্দন! শিখণ্ডী, অর্জুন, ভীমসেন, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতেও তিনি রণাঙ্গনে অধিক বলশালী। ৩১

মহারাজ! সিংহ ও হস্তিসদৃশ পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্য প্রলয়কালে প্রাণিগণের উপর কুপিত কালের ন্যায় নির্ভয় হইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিয়া থাকেন। ৩২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার পরাক্রম সিংহের ন্যায়। আজ আপনি ব্যতীত যুদ্ধস্থলে অপর কাহাকেও সেরূপ দেখিতেছি না, যিনি শল্যের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবেন। ৩৩

কুরুনন্দন! দেবগণের সহিত এই সম্পূর্ণ জগতে আপনি ব্যতীত অন্য কোন এরূপ পুরুষ নাই, যিনি রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন। ৩৪

অহন্যহনি যুধ্যন্তং ক্ষোভয়ন্তং বলং তব।
তস্মাজ্জহি রণে শল্যং মঘবানিব শম্বরম্ ॥ ৩৫
অজেয়শ্চাপ্যসৌ বীরো ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ সৎকৃতঃ।
তবৈব হি জয়ো নূনং হতে মদ্রেশ্বরে যুধি ॥ ৩৬
তস্মিন্ হতে হতং সর্ব্বং ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং মহৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা মহারাজ বচনং মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৭
প্রত্যুদ্যাহি রণে পার্থ মদ্ররাজং মহারথম্।
জহি চৈনং মহাবাহো বাসবো নমুচিং যথা ॥ ৩৮
ন চৈবাত্র দয়া কার্য্যা মাতুলোঽয়ং মমেতি বৈ।
ক্ষত্রধর্ম্মং পুরস্কৃত্য জহি মদ্রজনেশ্বরম্ ॥ ৩৯
দ্রোণ-ভীষ্মার্ণবং তীর্ত্বা কর্ণপাতালসম্ভবম্।
মা নিমজ্জস্ব সগণঃ শল্যমাসাদ্য গোষ্পদম্ ॥ ৪০
যচ্চ তে তপসো বীর্য্যং যচ্চ ক্ষাত্রং বলং তব।
তদ্ দর্শয় রণে সর্ব্বং জহি চৈনং মহারথম্ ॥ ৪১

সেইজন্য প্রতিদিন সমরাঙ্গণে যুদ্ধরত ও আপনার সৈন্যদিগকে বিক্ষুব্ধকারী রাজা শল্যকে আপনি সেইভাবে বিনাশ করুন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৩৫

বীর শল্য অজেয়। দুর্য্যোধন তাঁহার অতিশয় সম্মান করিয়াছে। যুদ্ধে মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে নিশ্চয় আপনারই জয় হইবে। ৩৬

মদ্ররাজ! কুন্তীকুমার! তিনি নিহত হইলে পর আপনি দুর্য্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকেই নিহত বলিয়া মনে করুন। এই সময় আমার এই বাক্য শ্রবণ করত আপনি মহারথী মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করুন এবং হে মহাবাহো! ইন্দ্র যেরূপ নমুচিদানবকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও তাঁহাকে বিনাশ করুন। ৩৭-৩৮

'ইনি আমার মাতুল' এরূপ মনে করিয়া আপনার তাঁহার প্রতি দয়াপ্রদর্শন উচিত হইবে না। আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া মদ্ররাজ শল্যকে বধ করুন। ৩৯

ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপী মহাসাগর পার হইয়া আপনি নিজ সেবকগণের সহিত শল্যরূপ গোষ্পদে নিমজ্জিত হইবেন না। ৪০

রাজন্! আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্রবল আছে, সেই সমস্তই আপনি রণাঙ্গনে প্রদর্শন করুন এবং এই মহারথী শল্যকে সংহার করুন। ৪১

এতাবদুক্ত্বা বচনং কেশবঃ পরবীরহা।
জগাম শিবিরং সায়ং পূজ্যমানোঽথ পাণ্ডবৈঃ ॥ ৪২
কেশবে তু তদা যাতে ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিসৃজ্য সর্ব্বান্ ভ্রাতৄংশ্চ পাঞ্চালানথ সোমকান্ ॥ ৪৩
সুষ্বাপ রজনীং তাং তু বিশল্য ইব কুঞ্জরঃ।
তে চ সর্ব্বে মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাস্তথা ॥ ৪৪
কর্ণস্য নিধনে হৃষ্টাঃ সুষুপুস্তাং নিশাং তদা।
গতজ্বরং মহেষ্বাসং তীর্ণপারং মহারথম্ ॥ ৪৫
বভূব পাণ্ডবেয়ানাং সৈন্যঞ্চ মুদিতং নৃপ।
সূতপুত্রস্য নিধনে জয়ং লব্ধ্বা চ মারিষ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যসৈনাপত্যাভিষেকে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শত্রুবীরহন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সায়ংকালে পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া নিজ শিবিরে গমন করিলেন ॥ ৪২

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর সেই সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নিজের সব ভ্রাতৃবৃন্দ, পাঞ্চাল ও সোমকগণকে পরিত্যাগ করত রাত্রিতে অঙ্কুশহীন হস্তীর ন্যায় শয়ন করিলেন। ৪৩½

এই সব মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-যোদ্ধারা কর্ণ নিহত হইলে পর হৃষ্ট হইয়া রাত্রিতে সুখের সহিত নিদ্রা যাইলেন। ৪৪½

মাননীয় নৃপ! সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর জয়লাভ করত বিশাল ধনু ও প্রকাণ্ড রথসমূহে সুশোভিত পাণ্ডব-সৈন্যরা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তখন ইঁহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল—তাঁহারা যুদ্ধ হইতে পার হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ৪৫-৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের সেনাপতিপদে অভিষেকবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং রণাঙ্গনে উপস্থিতিঃ, উভয়পক্ষয়োঃ জীবিত-সৈন্যানাং সংখ্যানিরূপণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যতীতায়াং রজন্যাং তু রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
অব্রবীৎ তাবকান্ সর্বান্ সন্নহ্যন্তাং মহারথাঃ॥
রাজ্ঞশ্চ মতমাজ্ঞায় সমনহ্যত সা চমূঃ।
অযোজয়ন্ রথাংস্তূর্ণং পর্য্যধাবংস্তথা পরে॥ ২
অকল্প্যন্ত চ মাতঙ্গাঃ সমনহ্যন্ত পত্তয়ঃ।
রথানাস্তরণোপেতাংশ্চক্রুরন্যে সহস্রশঃ॥ ৩
বাদিত্রাণাঞ্চ নিনদঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
আয়োধনার্থং যোধানাং বালনাং চাপ্যুদীর্য্যতাম্॥ ৪
ততো বলানি সর্বাণি হতশিষ্টানি ভারত।
প্রস্থিতানি ব্যদৃশ্যন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৫
শল্যং সেনাপতিং কৃত্বা মদ্ররাজং মহারথাঃ।
প্রবিভজ্য বলং সর্বমনীকেষু ব্যবস্থিতাঃ॥ ৬
ততঃ সর্বে সমাগম্য পুত্রেণ তব সৈনিকাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রৌণিঃ শল্যোঽথ সৌবলঃ॥৭
অন্যে চ পার্থিবাঃ শেষাঃ সময়ং চক্রুরাদৃতাঃ।
ন ন একেন যোদ্ধব্যং কথঞ্চিদপি পাণ্ডবৈঃ॥ ৮
যো হ্যেকঃ পাণ্ডবৈর্যুধ্যেদ্ যো বা যুধ্যন্তমুৎসৃজেৎ।
স পঞ্চভির্ভবেদ্ যুক্তঃ পাতকৈশ্চোপপাতকৈঃ॥ ৯
(অন্যাচার্য্যসুতো দ্রৌণির্নৈকো যুধ্যেত শত্রুভিঃ।)
অন্যোন্যং পরিরক্ষদ্ভির্যোদ্ধব্যং সহিতৈশ্চ হ।
এবং তে সময়ং কৃত্বা সর্বে তত্র মহারথাঃ॥ ১০
মদ্ররাজং পুরস্কৃত্য তূর্ণমভ্যদ্রবন্ পরান্।
তথৈব পাণ্ডবা রাজন্ ব্যূহ্য সৈন্যং মহারণে॥ ১১
অভ্যয়ুঃ কৌরবান্ রাজন্ যোৎস্যমানাঃ সমন্ততঃ।
তদ্ বলং ভরতশ্রেষ্ঠ ক্ষুব্ধার্ণবসমস্বনম্॥ ১২

অষ্টম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যদের রণাঙ্গনে উপস্থিতি এবং উভয়পক্ষের জীবিত সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—যখন রাত্রি অতিবাহিত হইল, তখন রাজা দুর্যোধন আপনার সমস্ত সৈন্যদিগকে বলিলেন—মহারথিগণ! সকলে কবচ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও॥ ১

রাজা দুর্যোধনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। কিছু যোদ্ধা দ্রুত রথ যোজনা করিলেন। অপর যোদ্ধারা চারিদিকে দৌড়াইতে থাকিলেন। কিছু যোদ্ধা হস্তিদিগকে সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। পদাতি-সৈন্যরা কবচবন্ধন করিলেন এবং অন্য সহস্র সহস্র সৈন্য রথসকলের উপর আবরণ দিতে লাগিলেন॥ ২-৩

প্রজানাথ! সেই সময় চারিদিকে নানাবিধ বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি হইতে লাগিল। যুদ্ধের জন্য উদ্যত যোদ্ধাগণের এবং অগ্রগমনকারী সৈন্যদের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল॥ ৪

ভারত! তাহার পর হত না হইয়া জীবিত অবশিষ্ট সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় মনে করত প্রস্থিত হইলেন—ইহা দেখা যাইল॥ ৫

সমস্ত মহারথী যোদ্ধারা শল্যকে সেনাপতি করিয়া এবং সকল সৈন্যদের নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৬

তদনন্তর আপনার সমস্ত সৈন্যরা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, শকুনি ও জীবিত অন্যান্য নরপতিগণ রাজা দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া আদরসহকারে এই নিয়মস্থাপন করিলেন॥ ৭½

আমরা কোন একক যোদ্ধা একাকী থাকিয়া কোনরূপেই পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব না। যে একাকী হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধরত বীরকে একাকী পরিত্যাগ করিবে, সেই ব্যক্তি পঞ্চ পাতক ও উপপাতকসমূহে যুক্ত হইবে॥ ৮-৯

আজ আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবেন না। আমরা সকলে একত্রে সমবেত থাকিয়া পরস্পরকে রক্ষা করিতে করিতে যুদ্ধ করিব। এরূপ নিয়ম স্থির করিয়া সেই সব মহারথী যোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করত অতিক্রুত শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১০½

রাজন্! এইরূপ সেই মহাসমরে পাণ্ডবেরাও নিজ সৈন্যদের ব্যূহরচনা করত সর্বদিকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত থাকিয়া কৌরবদের উপর আক্রমণ করিবেন॥ ১১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যরা তখন বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় কোলাহল করিতেছিলেন। ইঁহাদের রথ ও হস্তী তীব্রবেগে অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে মনে হইল—মহাসমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে॥ ১২½

সমুদ্ধ তার্ণবাকারমুদ্ধূতরথকুঞ্জরম্।
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দ্রোণস্ত চৈব ভীষ্মস্ত রাধেয়স্ত চ মে শ্রুতম্॥ ১৩
পাতনং শংস মে ভূয়ঃ শল্যস্যাথ সুতস্ত মে।
কথং রণে হতঃ শল্যো ধর্মরাজেন সঞ্জয়॥ ১৪
ভীমেন চ মহাবাহুঃ পুত্রো দুর্য্যোধনো মম।
সঞ্জয় উবাচ।
ক্ষয়ং মনুষ্যদেহানাং তথা নাগাশ্বসংক্ষয়ম্॥ ১৫
শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা সংগ্রামং শংসতো মম।
আশা বলবতী রাজন্ পুত্রাণাং তেঽভবত্তদা॥ ১৬
হতে দ্রোণে চ ভীষ্মে চ সূতপুত্রে চ পাতিতে।
শল্যঃ পার্থান্ রণে সর্বান্ নিহনিষ্যতি মারিষ॥ ১৭
তামাশাং হৃদয়ে কৃত্বা সমাশ্বস্য চ ভারত।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে সমাশ্রিত্য মহারথম॥
নাথবন্তং তদাত্মানমমন্যন্ত সুতাস্তব।
যদা কর্ণে হতে পার্থাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমি দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং রাধাপুত্র কর্ণের বধের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। এখন পুনরায় আমাকে শল্য ও আমার পুত্র দুর্য্যোধনের মৃত্যুর বৃত্তান্ত বলিয়া শুনাও॥ ১৩½

সঞ্জয়! রণাঙ্গনে রাজা শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কিভাবে নিহত হইল এবং ভীমসেন আমার মহাবাহু পুত্র দুর্য্যোধনকে কিরূপে বিনাশ করিল? ১৪½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যেখানে হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের দেহসমূহের প্রভূত সংহার হইয়াছিল, সেই সংগ্রাম আমি বর্ণনা করিতেছি, আপনি সুস্থির হইয়া শ্রবণ করুন॥ ১৫½

মাননীয় রাজন্! দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম ও সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে পর আপনার পুত্রগণের মনে এই প্রবল আশা জন্মিল যে, শল্য রণাঙ্গনে সমস্ত কুন্তীপুত্রদিগকে বধ করিবেন॥ ১৬-১৭

ভারত! এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনার পুত্রগণের মন কিছুটা আশ্বস্ত হইল এবং তাঁহার সমরাঙ্গণে মহারথী মদ্ররাজ শল্যের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজেদের সনাথ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন॥ ১৮½

রাজন্! কর্ণ নিহত হইলে পর হৃষ্টচিত্ত কুন্তী-পুত্রগণ যখন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, তখন আপনার পুত্রগণের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল॥ ১৯½

তদা তু তাবকান্ রাজন্নাবিবেশ মহদ্ ভয়ম্।
তান্ সমাশ্বাস্য যোধাংস্তু মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্॥ ২০
ব্যূহ্য ব্যূহং মহারাজ সর্বতোভদ্রমৃদ্ধিমৎ।
প্রত্যুদ্যযৌ রণে পার্থান্ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্॥ ২১
বিধুন্বন্ কার্মুকং চিত্রং ভারঘ্নং বেগবত্তরম্।
রথপ্রবরমাস্থায় সৈন্ধবাশ্বং মহারথঃ॥ ২২
তস্য সূতো মহারাজ রথস্থোঽশোভয়দ্ রথম্।
স তেন সংবৃতো বীরো রথেনামিত্রকর্ষণঃ॥ ২৩
তস্থৌ শূরো মহারাজ পুত্রাণাং তে ভয়প্রণুৎ।
প্রয়াণে মদ্ররাজোঽভূন্মুখং ব্যূহস্য দংশিতঃ॥ ২৪
মদ্রকৈঃ সহিতো বীরৈঃ কর্ণপুত্রৈশ্চ দুর্জয়ৈঃ।
সব্যেঽভূৎ কৃতবর্মা চ ত্রিগর্তৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২৫
গৌতমো দক্ষিণে পার্শ্বে শকৈশ্চ যবনৈঃ সহ।
অশ্বত্থামা পৃষ্ঠতোঽভূৎ কাম্বোজৈঃ পরিবারিতঃ॥ ২৬
দুর্য্যোধনোঽভবন্মধ্যে রক্ষিতঃ কুরুপুঙ্গবৈঃ।
হয়ানীকেন মহতা সৌবলশ্চাপি সংবৃতঃ॥ ২৭

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য যোদ্ধাগণকে আশ্বাসদান করত সমৃদ্ধিশালী সর্ব্বতোভদ্রনামক ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক ভারনাশক, অত্যন্ত বেগশালী এবং বিচিত্র ধনু কম্পিত করিতে করিতে সিন্ধু-দেশজাত অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২০-২২

রাজাধিরাজ! শল্যের রথে উপবিষ্ট তাঁহার সারথি সেই রথের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল। সেই রথে পরিবৃত শত্রুসূদন বীরবর রাজা শল্য আপনার পুত্রদের ভয় নাশ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৩½

প্রস্থানকালে কবচধারী মদ্ররাজ শল্য সেই সৈন্যব্যূহের মুখস্থানে রহিলেন। তাঁহার সহিত মদ্রদেশীয় বীরগণ এবং কর্ণের দুর্জয় পুত্র ছিলেন॥ ২৪½

ব্যূহের বামভাগে ত্রিগর্ত্তগণে পরিবৃত কৃতবর্ম্মা অবস্থান করিতে লাগিলেন। দক্ষিণপার্শ্বে শক ও যবনগণের সহিত কৃপাচার্য্য রহিলেন এবং পৃষ্ঠভাগে কাম্বোজ সৈন্যগণে আবৃত হইয়া অশ্বত্থামা অবস্থিত রহিলেন॥ ২৫-২৬

মধ্যভাগে কুরুকুলের প্রধান বীরগণের দ্বারা সুরক্ষিত দুর্য্যোধন এবং অশ্বারোহী বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শকুনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের সহিত মহারথী উলূকও সর্ব্বপ্রকার সৈন্যসহ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন॥ ২৭½

প্রযযৌ সর্বসৈন্যেন কৈতব্যশ্চ মহারথঃ।
পাণ্ডবাশ্চ মহেষ্বাসা ব্যূহ্য সৈন্যমরিন্দমাঃ॥ ২৮
ত্রিধা ভূতা মহারাজ তব সৈন্যমুপাদ্রবন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ॥ ২৯
শল্যস্য বাহিনীং হন্তুমভিদুদ্রুবুরাহবে।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা স্বেনানীকেন সংবৃতঃ॥ ৩০
শল্যমেবাভিদুদ্রাব জিঘাংসুর্ভরতর্ষভঃ।
হার্দিক্যঞ্চ মহেষ্বাসমর্জুনঃ শত্রুসৈন্যহা॥ ৩১
সংশপ্তকগণাংশ্চৈব বেগিতোঽভিবিদুদ্রুবে।
গৌতমং ভীমসেনো বৈ সোমকাশ্চ মহারথাঃ॥ ৩২
অভ্যদ্রবন্ত রাজেন্দ্র জিঘাংসন্তঃ পরান্ যুধি।
মাদ্রীপুত্রৌ তু শকুনিমুলূকঞ্চ মহারথম্॥ ৩৩
সসৈন্যৌ সহসৈন্যৌ তাবুপতস্থতুরাহবে।
তথৈবাযুতশো যোধাস্তাবকাঃ পাণ্ডবান্ রণে॥ ৩৪
অভ্যবর্তন্ত সংক্রুদ্ধা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতে ভীষ্মে মহেষ্বাসে দ্রোণে কর্ণে মহারথে॥ ৩৫

মহারাজ! শত্রুদমনকারী মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণও সৈন্যদের ব্যূহ নির্ম্মাণ করত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ২৮½

(এই তিনভাগ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন—) ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মহারথী সাত্যকি। ইঁহারা সকলে যুদ্ধস্থলে শল্যের সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ২৯½

তাহার পর নিজ সৈন্যে পরিবৃত ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করিবার বাসনায় তাঁহারই উপর আক্রমণ করিলেন। ৩০½

শত্রুসৈন্য-সংহারকারী অর্জুন মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের উপর তীব্র বেগে আক্রমণ করিলেন। ৩১½

রাজেন্দ্র! ভীমসেন ও মহারথী সোমকগণ যুদ্ধে শত্রুদিগকে সংহার করিবার ইচ্ছায় কৃপাচার্য্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৩২½

সৈন্যসহ মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব যুদ্ধস্থলে আপনার সৈন্যদের সহিত অবস্থিত মহারথী শকুনি ও উলূকের সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৩৩½

এইরূপ রণাঙ্গনে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল গ্রহণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ আপনার পক্ষের দশ হাজার যোদ্ধা পাণ্ডবদের দিকে আক্রমণ করিলেন। ৩৪½

কুরুষল্পাবশিষ্টেষু পাণ্ডবেষু চ সংযুগে।
সুসংরব্ধেষু পার্থেষু পরাক্রান্তেষু সঞ্জয়॥ ৩৬
মামকানাং পরেষাঞ্চ কিং শিষ্টমভবদ্ বলম্।

সঞ্জয় উবাচ।

যথা বয়ং পরে রাজন্ যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ॥ ৩৭
যাবচ্চাসীদ্ বলং শিষ্টং সংগ্রামে তন্নিবোধ মে।
একাদশ সহস্রাণি রথানাং ভরতর্ষভ॥ ৩৮
দশ দন্তিসহস্রাণি সপ্ত চৈব শতানি চ।
পূর্ণে শতসহস্রে দ্বে হয়ানাং তত্র ভারত॥ ৩৯
পত্তিকোট্যস্তথা তিস্রো বলমেতৎ তবাভবৎ।
রথানাং ষট্সহস্রাণি ষট্সহস্রাশ্চ কুঞ্জরাঃ॥ ৪০
দশ চাশ্বসহস্রাণি পত্তিকোটী চ ভারত।
এতদ্ বলং পাণ্ডবানামভবচ্ছেষমাহবে॥ ৪১
এত এব সমাজগ্মুর্যুদ্ধায় ভরতর্ষভ।
এবং বিভজ্য রাজেন্দ্র মদ্ররাজবশে স্থিতাঃ॥ ৪২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহারথী কর্ণ নিহত হইলে পর যখন যুদ্ধস্থলে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের অল্প যোদ্ধাই অবশিষ্ট ছিল এবং কুন্তীপুত্রগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া পরাক্রম দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমার ও শত্রুপক্ষের অপর কত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল? ৩৫-৩৬½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আমরা ও আমাদের শত্রুরা যেভাবে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইলাম এবং সেই সময় সংগ্রামে আমাদের পক্ষে যত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তৎ সমস্তই আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পক্ষে একাদশ হাজার রথ, দশ হাজার সাত শত হাতী, দুই লক্ষ অশ্ব এবং তিন কোটি পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। ৩৮-৩৯½

ভারত! এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষের নিকট তখন ছয় হাজার রথ, ছয় হাজার হাতী, দশ হাজার অশ্ব ও দুই কোটি পদাতি সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। ৪০-৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সকল সৈন্যই যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্র! এইরূপ সৈন্যদের বিভাগ করিয়া জয়লাভের আশায় ক্রুদ্ধ আপনার সৈন্যরা মদ্ররাজ শল্যের অধীনস্থ হইয়া পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৪২½

পাণ্ডবান্ প্রত্যুদীয়ুস্তে জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্তবঃ।
তথৈব পাণ্ডবাঃ শূরাঃ সমরে জিতকাশিনঃ ॥ ৪৩
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পাঞ্চালাশ্চ যশস্বিনঃ।
ইমে তে চ বলৌঘেন পরস্পরবধৈষিণঃ ॥ ৪৪
উপযাতা নরব্যাঘ্রাঃ পূর্বাং সন্ধ্যাং প্রতি প্রভো।
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ঘোররূপং ভয়ানকম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নিঘ্নতামিতরেতরম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি ব্যূহনির্মাণে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

এইরূপ সমরাঙ্গণে জয়লাভে সুশোভিত বীরবর পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব ও যশস্বী পাঞ্চাল বীরগণ আপনার সৈন্যদের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩½

প্রভো! এইরূপে পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী এই ও সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা প্রাতঃকালে পরস্পর পরস্পরের নিকটে আসিলেন ॥ ৪৪½

তারপর পরস্পরকে প্রহারকারী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যূহ-নির্ম্মাণবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং তুমুলং যুদ্ধম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং ভয়বর্ধনম্।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ রাজেন্দ্র ঘোরং দেবাসুরোপমম্ ॥ ১
নরা রথা গজৌঘাশ্চ সাদিনশ্চ সহস্রশঃ।
বাজিনশ্চ পরাক্রান্তাঃ সমাজগ্মুঃ পরস্পরম্ ॥ ২
গজানাং ভীমরূপাণাং দ্রবতাং নিঃস্বনো মহান্।
অশ্রূয়ত যথা কালে জলদানাং নভস্তলে ॥ ৩
নাগৈরভ্যাহতাঃ কেচিৎ সরথা রথিনোঽপতন্।
ব্যদ্রবন্ত রণে বীরা দ্রাব্যমাণা মদোৎকটৈঃ ॥ ৪
হয়ৌঘান্ পাদরক্ষাংশ্চ রথিনস্তত্র শিক্ষিতাঃ।
শরৈঃ সম্প্রেষয়ামাসুঃ পরলোকায় ভারত ॥ ৫
সাদিনঃ শিক্ষিতা রাজন্ পরিবার্য্য মহারথান্।
বিচরন্তো রণেঽভ্যঘ্নন্ প্রাস-শক্ত্যৃষ্টিভিস্তথা ॥ ৬
ধন্বিনঃ পুরুষাঃ কেচিৎ পরিবার্য্য মহারথান্।
একং বহব আসাদ্য প্রেষয়ুর্যমসাদনম্ ॥ ৭
নাগান্ রথবরাংশ্চান্যে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
সান্তরাযোধিনং জঘ্নুর্দ্রবমাণং মহারথম্ ॥ ৮

নবম অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যদের তুমুল যুদ্ধ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তদনন্তর কৌরব-সৈন্যদের সৃঞ্জয়গণের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা দেবাসুর-যুদ্ধের ন্যায় ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ১

পদাতি, রথী, গজারোহী ও সহস্র সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা পরাক্রম দেখাইতে দেখাইতে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ২

যেরূপ বর্ষাকালে আকাশে মেঘের গম্ভীর গর্জ্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ রণাঙ্গনে ধাবিত হইতে হইতে ভীমকায় গজরাজগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩

মদোন্মত্ত হস্তিগণের আঘাতে বহু রথী যোদ্ধা রথের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন। বহুসংখ্যক বীর ইহাদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

ভারত! সেই যুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত রথী যোদ্ধারা অশ্বারোহী ও পাদরক্ষকগণকে নিজেদের বাণসমূহের দ্বারা যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫

রাজন্! রণাঙ্গনে বিচরণকারী বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত অশ্বারোহী যোদ্ধা বিশালাকার রথসকলকে পরিবৃত করিয়া তাহাদের উপর প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টিসমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬

বহু ধনুর্দ্ধর পুরুষ মহারথী যোদ্ধাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং এক একজনের উপর বহুসংখ্যক যোদ্ধা আক্রমণ করত তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

অন্য বহু মহারথী হাতী ও শ্রেষ্ঠ রথীদিগকে পরিবৃত করিয়া মধ্যভাগে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধকারী পলায়নপর মহারথীকে বিনাশ করিলেন ॥ ৮

তথা চ রথিনং ক্রুদ্ধং বিকিরন্তং শরান্ বহূন্।
নাগা জঘ্নুর্মহারাজ পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥ ৯
নাগো নাগমভিক্রুত্য রথী চ রথিনং রণে।
শক্তি-তোমর-নারাচৈর্নিজঘ্নে তত্র ভারত ॥ ১০
পাদাতানবমৃদ্নন্তো রথ-বারণ-বাজিনঃ।
রণমধ্যে ব্যদৃশ্যন্ত কুর্বন্তো মহদাকুলম্ ॥ ১১
হয়াশ্চ পর্য্যধাবন্ত চামরৈরুপশোভিতাঃ।
হংসা হিমবতঃ প্রস্থে পিবন্ত ইব মেদিনীম্ ॥ ১২
তেষাং তু বাজিনাং ভূমিঃ খুরৈশ্চিত্রা বিশাম্পতে।
অশোভত যথা নারী করজৈঃ ক্ষত-বিক্ষতা ॥ ১৩
বাজিনাং খুরশব্দেন রথনেমিস্বনেন চ।
পত্তীনাং চাপি শব্দেন নাগানাং বৃংহিতেন চ ॥ ১৪
বাদিত্রাণাঞ্চ ঘোষেণ শঙ্খানাং নিনদেন চ।
অভবন্নাদিতা ভূমির্নির্ঘাতৈরিব ভারত ॥ ১৫

মহারাজ! হস্তিগণ ক্রোধ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক বাণবর্ষণকারী কোন রথী যোদ্ধাকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া বধ করিল। ৯

ভারত! সেখানে রণাঙ্গনে এক গজারোহী অপর গজারোহী যোদ্ধার উপর এবং রথী অপর রথীর উপর আক্রমণ করত শক্তি, তোমর ও নারাচসকলের প্রহারে তাহাকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। ১০

সমরাঙ্গণের মধ্যভাগে বহুসংখ্যক রথ, হস্তী ও অশ্বারোহী সৈন্য পদাতি যোদ্ধাদিগকে মর্দ্দিত করিতে করিতে এবং সকলকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে করিতে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। ১১

যেরূপ হিমালয়ের শিখরে চত্বর ভূমিতে স্থিত হংসগণ নিম্নে পৃথিবীতে জলপান করিবার জন্য তীব্র গতিতে উড়িতে উড়িতে গমন করে, সেইরূপ চামরশোভিত অশ্বগণ সেখানে সর্ব্বদিকে তীব্রবেগে দৌড়াইতে লাগিল। ১২

প্রজানাথ! এই সব অশ্বের খুরের আঘাতে খণ্ডিত ভূমি প্রিয়তমের নখসমূহের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত নারীর ন্যায় বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। ১৩

ভারত! অশ্বগণের খুরশব্দ, রথের চক্রশব্দ, পদাতি যোদ্ধাগণের কোলাহল হস্তিদিগের গর্জন এবং বাদ্যসকলের গম্ভীর ধ্বনি ও শঙ্খের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত এই পৃথিবী বজ্রপাতের শব্দে নিনাদিত হওয়ার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ১৪-১৫

ধনুষাং কূজমানানাং শস্ত্রৌঘানাঞ্চ দীপ্যতাম্।
কবচানাং প্রভাভিশ্চ ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৬
বহবো বাহবশ্ছিন্না নাগরাজকরোপমাঃ।
উদ্বেষ্টন্তে বিচেষ্টন্তে বেগং কুর্বন্তি দারুণম্ ॥ ১৭
শিরসাঞ্চ মহারাজ পততাং ধরণীতলে।
চ্যুতানামিব তালেভ্যস্তালানাং শ্রূয়তে স্বনঃ ॥ ১৮
শিরোভিঃ পতিতৈর্ভাতি রুধিরার্দ্রৈর্বসুন্ধরা।
তপনীয়নিভৈঃ কালে নলিনৈরিব ভারত ॥ ১৯
উদ্বৃত্তনয়নৈস্তৈস্তু গতসত্ত্বৈঃ সুবিক্ষতৈঃ।
ব্যভ্রাজত মহী রাজন্ পুণ্ডরীকৈরিবাবৃতা ॥ ২০
বাহুভিশ্চন্দনাদিগ্ধৈঃ সকেয়ূরৈর্মহাধনৈঃ।
পতিতৈর্ভাতি রাজেন্দ্র মহাশক্রধ্বজৈরিব ॥ ২১
ঊরুভিশ্চ নরেন্দ্রাণাং বিনিকৃত্তৈর্মহাহবে।
হস্তিহস্তোপমৈরন্যৈঃ সংবৃতং তদ্ রণাঙ্গনম্ ॥ ২২

টঙ্কারকৃত ধনু, দেদীপ্যমান অস্ত্রসকল এবং কবচসমূহের প্রভায় উদ্ভাসিত হওয়ায় কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। ১৬

হস্তিশুণ্ড-সদৃশ বহুসংখ্যক বাহু ছিন্ন হইয়া ধরাতলে যেন বেষ্টন করিতে, ছট্‌ফট্‌ করিতে ভয়ঙ্কর বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। ১৭

মহারাজ! ধরাতলে পতিত মস্তকসকলের শব্দ তালবৃক্ষসমূহ হইতে বিচ্যুত তালসকলের পতন শব্দের ন্যায় শুনা যাইতেছিল। ১৮

ভারত! পতিত রক্তরঞ্জিত মস্তকসমূহে এই পৃথিবীর এরূপ শোভা হইতেছিল যে, যেন সেখানে স্বর্ণময় পদ্মসমূহ পতিত রহিয়াছে। ১৯

রাজন্! উত্তোলিত নয়নযুক্ত, প্রাণশূন্য, অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত এই পৃথিবী যেন রক্তবর্ণ পদ্মসকলে পূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ২০

রাজেন্দ্র! অঙ্গদ ও অন্য বহুমূল্য আভরণে বিভূষিত, চন্দনচর্চিত বাহুসকল ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত ছিল। এই সকল বাহু তখন বিশাল ইন্দ্রধ্বজের তুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। ইহার দ্বারা রণভূমির অপূর্ব্ব শোভা হইতেছিল। ২১

সেই মহাসমরে ছিন্ন নরপতিগণের জঙ্ঘাসকল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল এবং ইহাদের দ্বারা সম্পূর্ণ রণাঙ্গন আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ২২

কবন্ধশতসঙ্কীর্ণং ছত্র-চামরসঙ্কুলম্।
সেনাবনং তচ্ছুশুভে বনং পুষ্পচিতং যথা।। ২৩
তত্র যোধা মহারাজ বিচরন্তো হ্যভীতবৎ।
দৃশ্যন্তে রুধিরাক্তাঙ্গাঃ পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ।। ২৪
মাতঙ্গাশ্চাপ্যদৃশ্যন্ত শর-তোমরপীড়িতাঃ।
পতন্তস্তত্র তত্রৈব ছিন্নাভ্রসদৃশা রণে।। ২৫
গজানীকং মহারাজ বধ্যমানং মহাত্মভিঃ।
ব্যদীর্য্যত দিশঃ সর্বা বাতনুন্না ঘনা ইব।। ২৬
তে গজা ঘনসঙ্কাশাঃ পেতুরুর্ব্যাং সমন্ততঃ।
বজ্রনুন্না ইব বভুঃ পর্বতা যুগসংক্ষয়ে।। ২৭
হয়ানাং সাদিভিঃ সার্ধং পতিতানাং মহীতলে।
রাশয়ঃ স্ম প্রদৃশ্যন্তে গিরিমাত্রাস্ততস্ততঃ।। ২৮
সঞ্জজ্ঞে রণভূমৌ তু পরলোকবহা নদী।
শোণিতোদা রথাবর্ত্তা ধ্বজবৃক্ষাস্থিশর্করা।। ২৯

ভুজনক্রা ধনুঃস্রোতা হস্তিশৈলা হয়োপলা।
মেদোমজ্জাকর্দমিনী ছত্রহংসা গদোড়ুপা।। ৩০
কবচোষ্ণীষসঞ্ছন্না পতাকারুচিরদ্রুমা।
চক্রচক্রাবলীজুষ্টা ত্রিবেণূরগসংবৃতা।। ৩১
শূরাণাং হর্ষজননী ভীরূণাং ভয়বর্ধনী।
প্রাবর্তত নদী রৌদ্রা কুরু-সৃঞ্জয়সঙ্কুলা।। ৩২
তাং নদীং পরলোকায় বহন্তীমতিভৈরবাম্।
তেরুর্বাহননৌভিস্তেঃ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।। ৩৩
বর্তমানে তদা যুদ্ধে নির্মর্য্যাদে বিশাম্পতে।
চতুরঙ্গক্ষয়ে ঘোরে পূর্বদেবাসুরোপমে।। ৩৪
ব্যাক্রোশন্ বান্ধবানন্যে তত্র তত্র পরন্তপ।
ক্রোশদ্ভির্দয়িতৈরন্যে ভয়ার্তা ন নিবর্তিরে।। ৩৫
নির্মর্য্যাদে তথা যুদ্ধে বর্তমানে ভয়ানকে।
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ মোহয়াঞ্চক্রতুঃ পরান্।। ৩৬

সেখানে শত শত কবন্ধ চারিদিকে পতিত ছিল। ছত্র ও চামরে সেই স্থান পূর্ণ ছিল। এই সকলের দ্বারা সেই সৈন্যরূপী বন পুষ্পসকলে পরিব্যাপ্ত বিশাল কাননের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল। ২৩

মহারাজ! সেখানে রক্তাপ্লুত দেহ লইয়া নির্ভয়ে বিচরণকারী যোদ্ধারা বিকসিত পলাশ-বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ২৪

রণভূমিতে বাণ ও তোমরসকলের আঘাতে পীড়িত হইয়া যেখানে সেখানে পতিত মদমত্ত হস্তীরাও ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ২৫

মহারাজ! বায়ুর বেগে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় মহাত্মা বীরগণের বাণসমূহে আহত গজ-সৈন্যরা চারিদিকে বিদীর্ণ হইতেছিল। ২৬

মেঘতুল্য প্রতীয়মান হাতীরা চারিদিকে ভূতলে পতিত ছিল, যাহারা প্রলয়কালে বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতিত পর্ব্বতসকলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ২৭

আরোহী যোদ্ধাদের সহিত ধরাতলে পতিত অশ্বগণের পর্ব্বত-প্রমাণ বহু রাশি যত্র তত্র দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ২৮

এই সময় রণাঙ্গনে এক রক্তের নদী প্রবাহিত হইল। যাহা পরলোকের দিকে গমন করিতেছিল। রক্তই এই নদীর জল ছিল, রথসকল আবর্ত্তের ন্যায় মনে হইতেছিল, ধ্বজসমূহ তীরবর্তী বৃক্ষশ্রেণীর সদৃশ প্রতীত হইতেছিল, অস্থিসকল কাঁকর ও প্রস্তরের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছিল, ছিন্ন বাহুসমূহ ঐ নদীর কুম্ভীর, ধনু তাহার স্রোত, হাতীরা পার্শ্ববর্তী পর্ব্বত, অশ্বগণ প্রস্তরখণ্ড, মেদ ও মজ্জা তাহার পঙ্ক, ছত্রসকল হংস এবং গদা-সমূহ নৌকা বলিয়া মনে হইতেছিল, কবচ ও উষ্ণীষাদি বস্তুরূপ শেওলায় আচ্ছাদিত, পতাকাশ্রেণী সুন্দর বৃক্ষসকলের ন্যায় দেখাইতেছিল, চক্রসমূহ চক্রবাক্ পক্ষিগণের ন্যায় এই নদীর জল সেবন করিতেছিল এবং ইহা কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল। কৌরব ও সৃঞ্জয়গণে পরিব্যাপ্ত এই রক্ত নদী তখন প্রবর্তিতা হইল।২৯-৩২

পরলোকের দিকে গমনকারিণী এই ভয়ঙ্করী নদীকে পরিঘ-সদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট বীরবর যোদ্ধারা নিজ নিজ বাহন-রূপ নৌকার দ্বারা পার হইয়া গমন করিতেছিল। ৩৩

প্রজানাথ! পরন্তপ! প্রাচীন দেবাসুর-সংগ্রামসদৃশ চতুরঙ্গিনী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সেনাবিনাশকারী এই নিয়মশূন্য ঘোর যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন ভয়পীড়িত বহু সৈন্য নিজ বন্ধু-বান্ধবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং বহু যোদ্ধা নিজেদের প্রিয় বান্ধবগণকে আহ্বান করিতে থাকিলেও পশ্চাদপসরণ করিলেন না। ৩৪-৩৫

এইরূপ সেই ভয়ানক যুদ্ধ সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা রহিত হইয়া চলিতে লাগিল। সেই সময় অর্জুন ও ভীমসেন শত্রুদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া দিয়াছিলেন। ৩৬

সা বধ্যমানা মহতী সেনা তব নরাধিপ ।
অমুহ্যৎ তত্র তত্রৈব যোষিন্মদবশাদিব ॥ ৩৭
মোহয়িত্বা চ তাং সেনাং ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ।
দধ্মতুর্বারিজৌ তত্র সিংহনাদাংশ্চ চক্রতুঃ ॥ ৩৮
শ্রুত্বৈব তু মহাশব্দং ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ।
ধর্মরাজং পুরস্কৃত্য মদ্ররাজমভিদ্রুতৌ ॥ ৩৯
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম ঘোররূপং বিশাম্পতে ।
শল্যেন সঙ্গতাঃ শূরা যদযুধ্যন্ত ভাগশঃ ॥ ৪০
মাদ্রীপুত্রৌ তু রভসৌ কৃতাস্ত্রৌ যুদ্ধদুর্মদৌ ।
অভ্যয়াতাং ত্বরাযুক্তৌ জিগীষন্তৌ পরন্তপ ॥ ৪১
ততো ন্যবর্ত্তত বলং তাবকং ভরতর্ষভ ।
শরৈঃ প্রণুন্নং বহুধা পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ ॥ ৪২
বধ্যমানা চমূঃ সা তু পুত্রাণাং প্রেক্ষতাং তব ।
ভেজে দিশো মহারাজ প্রণুন্না শরবৃষ্টিভিঃ ॥৪৩
হাহাকারো মহান্ জজ্ঞে যোধানাং তব ভারত ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাপ্যাসীদ্ দ্রাবিতানাং মহাত্মনাম্ ॥৪৪
ক্ষত্রিয়াণাং তদান্যোন্যং সংযুগে জয়মিচ্ছতাম্ ।
প্রাদ্রবন্নেব সম্ভগ্নাঃ পাণ্ডবৈস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৪৫
ত্যক্ত্বা যুদ্ধে প্রিয়ান্ পুত্রান্ ভ্রাতৄনথ পিতামহান্ ।
মাতুলান্ ভাগিনেয়াংশ্চ বয়স্যানপি ভারত ॥ ৪৬
হয়ান্ দ্বিপাংস্ত্বরয়ন্তো যোধা জগ্মুঃ সমন্ততঃ ।
আত্মত্রাণকৃতোৎসাহাস্তাবকা ভরতর্ষভ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

হে নরাধিপ! তাঁহাদের দ্বারা প্রহার প্রাপ্ত হইয়া আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী মদমত্ত যুবতীর ন্যায় যেখানে সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৭

সেই কৌরব-সৈন্যদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া ভীমসেন ও অর্জুন শঙ্খবাদ্য ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

সেই প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণ করত ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৯

প্রজানাথ! সেখানে আমরা এই ভয়ানক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম যে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া সমস্ত বীর সৈন্যগণ একাকী শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

শত্রুতাপন নরেশ! অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ, রণদুর্মদ ও বেগশালী বীর মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব জয়াভিলাষ পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া রাজা শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১

ভরতশ্রেষ্ঠ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবেরা নিজেদের বাণসমূহের প্রহারে আপনার সৈন্যদিগকে বারংবার আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

মহারাজ! এইরূপ আঘাত সহ্য করিতে করিতে সেই সৈন্যগণ বাণসমূহের বর্ষণে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আপনার পুত্রগণের সাক্ষাতেই চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৩

ভরতনন্দন! সেখানে আপনার যোদ্ধাদের মধ্যে প্রচণ্ড হাহাকার উত্থিত হইল। পলায়মান যোদ্ধাদের পশ্চাতে মহাত্মা পাণ্ডব বীরগণের 'দাঁড়াও, দাঁড়াও' এই শব্দ শুনা যাইতে থাকিল ॥ ৪৪

হে ভারত! যুদ্ধে পরস্পর জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পাণ্ডব-যোদ্ধাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া আপনার সৈন্যগণ নিজ নিজ প্রিয় পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয় ও মিত্রবর্গকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিজেদের কেবল রক্ষা করিবার জন্যই উৎসাহী আপনার সৈন্যরা অশ্ব ও হস্তিগণকে তীব্র গতিতে চালনা করিয়া চারিদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলেন কর্ণস্য পুত্রত্রয়াণাং সংহারা, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করং যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
উবাচ সারথিং তূর্ণং চোদয়াশ্বান্ মহাজবান্ ॥ ১
এষ তিষ্ঠতি বৈ রাজা পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন পাণ্ডুরেণ বিরাজতা ॥ ২
অত্র মাং প্রাপয় ক্ষিপ্রং পশ্য মে সারথে বলম্।
ন সমর্থো হি মে পার্থঃ স্থাতুমদ্য পুরো যুধি ॥ ৩
এবমুক্তস্ততঃ প্রায়ান্মদ্ররাজস্য সারথিঃ।
যত্র রাজা সত্যসন্ধো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪
প্রাপতৎ তচ্চ সহসা পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
দধারৈকো রণে শল্যো বেলোদ্বৃত্তমিবার্ণবম্ ॥ ৫
পাণ্ডবানাং বলৌঘস্তু শল্যমাসাদ্য মারিষ।
ব্যতিষ্ঠত তদা যুদ্ধে সিন্ধোর্বেগ ইবাচলম্ ॥ ৬
মদ্ররাজং তু সমরে দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় ধিষ্ঠিতম্।
কুরবঃ সংন্যবর্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৭
তেষু রাজন্ নিবৃত্তেষু ব্যূঢানীকেষু ভাগশঃ।
প্রাবর্তত মহারৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ ॥ ৮
সমাচ্ছচ্চিত্রসেনং তু নকুলো যুদ্ধদুর্মদঃ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য চিত্রকার্মুকধারিণৌ ॥ ৯
মেঘাবিব যথোদ্বৃত্তৌ দক্ষিণোত্তরবর্ষিণৌ।
শরতোয়ৈঃ সিষিচতুস্তৌ পরস্পরমাহবে ॥ ১০
নান্তরং তত্র পশ্যামি পাণ্ডবস্যেতরস্য চ।
উভৌ কৃতাস্ত্রৌ বলিনৌ রথচর্য্যাবিশারদৌ ॥ ১১
পরস্পরবধে যত্তৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ।
চিত্রসেনস্য ভল্লেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ১২

দশম অধ্যায়।

[নকুল কর্তৃক কর্ণের তিন পুত্র সংহার এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সেই সৈন্যদিগকে এইভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য নিজের সারথিকে বলিলেন,—সূত! আমার মহাবেগশালী অশ্বদিগকে অতি সত্বর চালনা কর ॥ ১

দেখ, এই সম্মুখে মস্তকের উপরে সৌন্দর্য্যযুক্ত শ্বেতচ্ছত্রে সুশোভিত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছে। ২

সারথে! অতি সত্বর আমাকে তুমি ইহার নিকট লইয়া চল। আজ যুদ্ধে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আমার সম্মুখে কদাপি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৩

তিনি এই কথা বলিলে পর মদ্ররাজের সারথি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইল, যেখানে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদ্যমান আছেন ॥ ৪

সেই সঙ্গে পাণ্ডবগণের সেই বিশাল সৈন্যগণও সহসা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যেরূপ তীরভূমি উদ্বেল সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ একাকী রাজা শল্য রণাঙ্গনে সেই সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ॥ ৫

মাননীয় ভূপাল! যেরূপ কোন নদীর বেগ কোন এক পর্বতের নিকট যাইয়া অবরুদ্ধ হয়, সেইরূপ পাণ্ডবদের সৈন্যগণও যুদ্ধে রাজা শল্যের নিকট গমন করত অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬

সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে দেখিয়া কৌরব-সৈন্যরা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করত পুনরায় রণাঙ্গনে ফিরিয়া আসিলেন। ৭

রাজন্! পৃথক্ পৃথক্ সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করিয়া যখন সেই সৈন্যগণ ফিরিয়া আসিলেন, তখন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যেখানে জলের ন্যায় রক্তই বহিয়া যাইতেছিল। ৮

এই সময় রণদুর্মদ নকুল কর্ণপুত্র চিত্রসেনের উপর আক্রমণ করিলেন। বিচিত্র ধনুর্দ্ধারী এই দুই বীর পরস্পর মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ হইতে আগত দুই খণ্ড বিশাল জল-বর্ষুক মেঘের ন্যায় পরস্পর বাণরূপী জল বর্ষণ করিয়া অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। ৯-১০

সেই সময় পাণ্ডুনন্দন নকুল ও কর্ণপুত্র চিত্রসেনের মধ্যে কোন পার্থক্য আমি দেখিতে পাইলাম না। উভয়েই অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী, বলবান্ ও রথযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। পরস্পরকে বধ করিতে যত্নপরায়ণ এই দুই বীরই পরস্পরের ছিদ্র (প্রহারের সুযোগ) অন্বেষণ করিতেছিলেন। ১১½

মহারাজ! এই সময় চিত্রসেন একটি পীতবর্ণের তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা নকুলের ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিয়া দিলেন। ১২½

নকুলস্ত মহারাজ মুষ্টিদেশেঽচ্ছিনদ্ ধনুঃ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ॥ ১৩
ত্রিভিঃ শরৈরসম্ভ্রান্তো ললাটে বৈ সমার্পয়ৎ।
হয়াংশ্চাস্য শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে॥ ১৪
তথা ধ্বজং সারথিঞ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরপাতয়ৎ।
স শত্রুভুজনির্মুক্তৈর্ললাটস্থৈস্ত্রিভিঃ শরৈঃ॥ ১৫
নকুলঃ শুশুভে রাজংস্ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ।
স চ্ছিন্নধন্বা বিরথঃ খড়্গমাদায় চর্ম চ॥ ১৬
রথাদবাতরদ্ বীরঃ শৈলাগ্রাদিব কেশরী।
পদ্ভ্যামাপততস্তস্য শরবৃষ্টিং সমাসৃজৎ॥ ১৭
নকুলোঽপ্যগ্রসৎ তাং বৈ চর্মণা লঘুবিক্রমঃ।
চিত্রসেনরথং প্রাপ্য চিত্রযোধী জিতশ্রমঃ॥ ১৮
আরুরোহ মহাবাহুঃ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
সকুণ্ডলং সমুকুটং সুনসং স্বায়তেক্ষণম॥ ১৯
চিত্রসেনশিরঃ কায়াদপাহরত পাণ্ডবঃ।
স পপাত রথোপস্থে দিবাকরসমদ্যুতিঃ॥ ২০
চিত্রসেনং বিশস্তং তু দৃষ্ট্বা তত্র মহারথাঃ।
সাধুবাদস্বনাংশ্চক্রুঃ সিংহনাদাংশ্চ পুষ্কলান্॥ ২১
বিশস্তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা কর্ণপুত্রৌ মহারথৌ।
সুষেণঃ সত্যসেনশ্চ মুঞ্চন্তৌ বিবিধান্ শরান্॥ ২২
ততোঽভ্যধাবতাং তূর্ণং পাণ্ডবং রথিনাং বরম্।
জিঘাংসন্তৌ যথা নাগং ব্যাঘ্রৌ রাজন্ মহাবনে॥ ২৩
তাবভ্যধাবতাং তীক্ষ্ণৌ দ্বাবপ্যেনং মহারথম্।
শরৌঘান্ সম্যগস্যন্তৌ জীমূতৌ সলিলং যথা॥ ২৪
স শরৈঃ সর্বতো বিদ্ধঃ প্রহৃষ্ট ইব পাণ্ডবঃ।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় রথমারুহ্য বেগবান্॥ ২৫
অতিষ্ঠত রণে বীরঃ ক্রুদ্ধরূপ ইবান্তকঃ।
তস্য তৌ ভ্রাতরৌ রাজন্ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ২৬

ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহার ললাটে শিলাশানিত স্বর্ণপঙ্খযুক্ত তিনটি বাণের দ্বারা কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়াও চিত্রসেন প্রচণ্ড আঘাত করিলেন॥ ১৩½

তিনি নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা নকুলের অশ্বগণকেও মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন এবং তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ও সারথিকেও ছেদন করত ভূপাতিত করিলেন॥ ১৪½

রাজন্! শত্রু চিত্রসেনের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ললাটে প্রবিষ্ট সেই তিনটি বাণের দ্বারা নকুল তিনটি শিখরযুক্ত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৫½

ধনু ছিন্ন হইলে পর রথহীন বীর নকুল হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করত পর্বতের শিখর হইতে নিম্নাভিমুখে গমনকারী সিংহের ন্যায় রথের নিম্নে নামিয়া পড়িলেন॥ ১৬½

সেই সময় চিত্রসেন পদব্রজে আক্রমণকারী নকুলের উপর বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অতিদ্রুত পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ নকুল ঢালের দ্বারা রুদ্ধ করত সেই বাণবর্ষণকে নষ্ট করিয়া দিলেন॥ ১৭½

বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধকারী মহাবাহু নকুল পরিশ্রমকে জয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতেই চিত্রসেনের রথের নিকট যাইয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন॥ ১৮½

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন নকুল সুন্দর নাসিকা ও বিশাল নেত্রশোভিত এবং কুণ্ডল ও মুকুট সহ চিত্রসেনের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন॥ ১৯½

সূর্যতুল্য তেজস্বী চিত্রসেন রথের পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইলেন। চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া সেখানে অবস্থিত পাণ্ডব মহারথীরা নকুলকে সাধুবাদ দিতে লাগিলেন এবং প্রচণ্ড সিংহনাদ করিতে থাকিলেন॥ ২০-২১

নিজের ভ্রাতা চিত্রসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া কর্ণের দুই মহারথী পুত্র সুষেণ ও সত্যসেন নানাবিধ বাণবর্ষণ করিতে করিতে রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন নকুলের দিকে অতিদ্রুত ধাবিত হইলেন॥ ২২½

রাজন্! যেরূপ বিশাল বনে দুইটি ব্যাঘ্র কোন এক হস্তীকে বধ করিবার জন্য তাহার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তীক্ষ্ণ-স্বভাব এই দুই ভ্রাতা সুষেণ ও সত্যসেন মহারথী নকুলের উপর নিজেদের বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—দুই খণ্ড মেঘ ধারাবাহিকভাবে জল বর্ষণ করিতেছে॥ ২৩-২৪

সর্বদিকে বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ হইলেও পাণ্ডুনন্দন নকুল অতিশয় হৃষ্টচিত্ত বীর যোদ্ধার ন্যায় অপর একটি ধনু হাতে লইয়া দ্রুত গতিতে অন্য একটি রথে আরোহণ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ কালের ন্যায় রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ২৫½

রাজন্! প্রজানাথ! সেই দুই ভ্রাতা সুষেণ ও সত্যসেন আনতপর্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলের রথকে খণ্ড খণ্ড করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন॥ ২৬½

রথং বিশকলীকর্তুং সমারব্ধৌ বিশাম্পতে।
ততঃ প্রহস্য নকুলশ্চতুর্ভিশ্চতুরো রণে ॥ ২৭
জঘান নিশিতৈর্বাণৈঃ সত্যসেনস্য বাজিনঃ।
ততঃ সন্ধায় নারাচং রুক্মপুঙ্খং শিলাশিতম্ ॥ ২৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ রাজেন্দ্র সত্যসেনস্য পাণ্ডবঃ।
অথান্যং রথমাস্থায় ধনুরাদায় চাপরম্ ॥ ২৯
সত্যসেনঃ সুষেণশ্চ পাণ্ডবং পর্য্যধাবতাম্।
অবিধ্যৎ তাবসম্ভ্রান্তো মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩০
দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং মহারাজ শরাভ্যাং রণমূর্দ্ধনি।
সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবস্য মহদ্ ধনুঃ ॥ ৩১
চিচ্ছেদ প্রহসন্ যুদ্ধে ক্ষুরপ্রেণ মহারথঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় নকুলঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩২
সুষেণং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা ধ্বজমেকেন চিচ্ছিদে।
সত্যসেনস্য চ ধনুর্হস্তাবাপঞ্চ মারিষ ॥ ৩৩

তখন নকুল হাস্যসহকারে রণাঙ্গনে চারিটি তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সত্যসেনের চারিটি অশ্বকে বধ করিলেন।। ২৭½

রাজেন্দ্র! তাহার পর শিলাশাণিত ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত একটি নারাচ সন্ধান করত পাণ্ডুপুত্র নকুল সত্যসেনের ধনুচ্ছেদন করিলেন। ২৮½

ইহার পর অপর রথে আরোহণ করত অন্য একটি ধনুগ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেন ও সুষেণ উভয়েই পাণ্ডুনন্দন নকুলের দিকে ধাবিত হইলেন। ২৯½

মহারাজ! মাদ্রীপুত্র প্রতাপশালী নকুল ইহাতে কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া যুদ্ধের অগ্রভাগে দুইটি দুইটি বাণে এই দুই ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। ৩০½

ইহাতে সুষেণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। এই মহারথী বীর হাস্য করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলের বিশাল ধনু ছেদন করিলেন। ৩১½

তখন নকুল ক্রোধে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অপর একটি ধনু গ্রহণ করত পাঁচটি বাণে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া একটি বাণে উঁহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। ৩২½

আর্য্য! ইহার পর রণাঙ্গনে সত্যসেনের ধনু ও হস্তত্রাণ (দস্তানা) ছেদন করিয়া দিলেন। তখন সকল লোকই উচ্চৈঃ স্বরে কোলাহল করিতে লাগিল। ৩৩½

তাহার পর সত্যসেন শত্রুর বেগ নষ্ট করিতে সমর্থ ও ভার-

চিচ্ছেদ তরসা যুদ্ধে তত উচ্চুক্রুশুর্জনাঃ।
অথান্যদ্ ধনুরাদায় বেগঘ্নং ভারসাধনম্ ॥ ৩৪
শরৈঃ সঞ্ছাদয়ামাস সমন্তাৎ পাণ্ডুনন্দনম্।
সংনিবার্য তু তান্ বাণান্ নকুলঃ পরবীরহা ॥ ৩৫
সত্যসেনং সুষেণঞ্চ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যামবিধ্যত।
তাবেনং প্রত্যবিধ্যেতাং পৃথক্ পৃথগজিহ্মগৈঃ ॥ ৩৬
সারথিং চাস্য রাজেন্দ্র শিতৈর্বিব্যধতুঃ শরৈঃ।
সত্যসেনো রথেষাং তু নকুলস্য ধনুস্তথা ॥ ৩৭
পৃথক্‌ছরাভ্যাং চিচ্ছেদ কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্।
স রথেঽতিরথস্তিষ্ঠন্ রথশক্তিং পরামৃশৎ ॥ ৩৮
স্বর্ণদণ্ডামকুণ্ঠাগ্রাং তৈলধৌতাং সুনির্মলাম্।
লেলিহানামিব বিভো নাগকন্যাং মহাবিষাম্ ॥ ৩৯
সমুদ্যম্য চ চিক্ষেপ সত্যসেনস্য সংযুগে।
সা তস্য হৃদয়ং সংখ্যে বিভেদ চ তথা নৃপ ॥ ৪০

সাধন অপর একটি ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আচ্ছাদিত করিলেন। ৩৪½

শত্রুবীর সংহারকারী নকুল সেই বাণসমূহ নিবারণ করত সত্যসেন ও সুষেণকে দুইটি দুইটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৫½

রাজেন্দ্র! তখন এই দুই ভ্রাতাও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনেক বাণসমূহে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা উঁহার সারথিকেও আহত করিয়া ফেলিলেন। ৩৬½

তাহার পর সিদ্ধহস্ত ও প্রতাপশালী বীর সত্যসেন পৃথক্ পৃথক্ দুইটি দুইটি বাণে নকুলের ধনু এবং উঁহার রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করিয়া দিলেন। ৩৭½

তদনন্তর রথের উপর উপবিষ্ট অতিরথী বীর নকুল স্বর্ণদণ্ডযুক্ত একটি রথশক্তি গ্রহণ করিলেন। এই শক্তির অগ্রভাগ কখনও কুণ্ঠিত হয় না। প্রভো! তৈলধৌত একই রথশক্তি জিহ্বা-লক্-লক-কারিণী মহাবিষযুক্তা নাগিনীর ন্যায় প্রতীতা হইতেছিল। নকুল যুদ্ধস্থলে সত্যসেনকে লক্ষ্য করিয়া উপরে উত্তোলিত করত সেই রথশক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ৩৮-৩৯½

হে নৃপ! এই শক্তি রণাঙ্গনে সত্যসেনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল। তখন সত্যসেনের চেতনা লোপ পাইতে লাগিল এবং তিনি প্রাণহীন হইয়া রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৪০½

স পপাত রথাদ্ ভূমিং গতসত্ত্বোঽল্পচেতনঃ।
ভ্রাতরং নিহতং দৃষ্ট্বা সুষেণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ॥ ৪১
অভ্যবর্ষচ্ছরৈস্তূর্ণং পাদাতং পাণ্ডুনন্দনম্।
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ ধ্বজং ছিত্বা চ পঞ্চভিঃ॥ ৪২
ত্রিভির্বৈ সারথিং হত্বা কর্ণপুত্রো ননাদ হ।
নকুলং বিরথং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদেয়ো মহারথম্॥ ৪৩
সুতসোমোঽভিদুদ্রাব পরীপ্সন্ পিতরং রণে।
ততোঽধিরুহ্য নকুলঃ সুতসোমস্য তং রথম্॥ ৪৪
শুশুভে ভরতশ্রেষ্ঠো গিরিস্থ ইব কেশরী।
অন্যৎ কার্মুকমাদায় সুষেণং সমযোধয়ৎ॥ ৪৫
তাবুভৌ শরবর্ষাভ্যাং সমাসাদ্য পরস্পরম্।
পরস্পরবধে যত্নং চক্রতুঃ সুমহারথৌ॥ ৪৬
সুষেণস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং বিশিখৈস্ত্রিভিঃ।
সুতসোমং তু বিংশত্যা বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ॥ ৪৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ নকুলঃ পরবীরহা।
শরৈস্তস্য দিশঃ সর্বাশ্ছাদয়ামাস বীর্য্যবান্॥ ৪৮
ততো গৃহীত্বা তীক্ষ্ণাগ্রমর্দ্ধচন্দ্রং সুতেজনম্।
সুবেগবন্তং চিক্ষেপ কর্ণপুত্রায় সংযুগে॥ ৪৯
তস্য তেন শিরঃ কায়াজ্জহার নৃপসত্তম।
পশ্যতাং সর্বসৈন্যানাং তদদ্ভুতমিবাভবৎ॥ ৫০
স হতঃ প্রাপতদ্ রাজন্ নকুলেন মহাত্মনা।
নদীবেগাদিবারুগ্ণস্তীরজঃ পাদপো মহান্॥ ৫১
কর্ণপুত্রবধং দৃষ্ট্বা নকুলস্য চ বিক্রমম্।
প্রদুদ্রাব ভয়াৎ সেনা তাবকী ভরতর্ষভ॥ ৫২
তাং তু সেনাং মহারাজ মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্।
অপালয়দ্ রণে শূরঃ সেনাপতিররিন্দমঃ॥ ৫৩
বিভীস্তস্থৌ মহারাজ ব্যবস্থাপ্য চ বাহিনীম্।
সিংহনাদং ভৃশং কৃত্বা ধনুঃশব্দং চ দারুণম্॥ ৫৪
তাবকাঃ সমরে রাজন্ রক্ষিতা দৃঢ়ধন্বনা।
প্রত্যুদ্যযুররাতীংস্তু সমন্তাদ্ বিগতব্যথাঃ॥ ৫৫

ভ্রাতা সত্যসেনকে নিহত হইতে দেখিয়া সুষেণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অতিক্রত পদত্রজেই পাণ্ডুনন্দন নকুলের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪১½

তিনি চারিটি বাণে নকুলের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন এবং পাঁচটি বাণে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করত তিনটি বাণে সারথির প্রাণ হরণ করিলেন। ইহার পর কর্ণপুত্র সুষেণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ৪২½

মহারথী নকুলকে রথহীন হইতে দেখিয়া দ্রৌপদীর পুত্র সুতসোম নিজের পিতৃব্য (কাকা)-কে রক্ষা করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিলেন। ৪৩½

তখন সুতসোমের সেই রথে আরোহণ করত ভরতশ্রেষ্ঠ নকুল পর্বতের উপর উপবিষ্ট সিংহের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন॥ ৪৪½

তিনি অপর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই দুই মহারথী বীর বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত করত পরস্পরকে বধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন॥ ৪৫-৪৬

সেই সময় সুষেণ কুপিত হইয়া তিনটি বাণে পাণ্ডুপুত্র নকুলকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুতসোমের দুই বাহু ও বক্ষে বিশটি বাণ প্রহার করিলেন॥ ৪৭

মহারাজ! তাহার পর শত্রুবীর-সংহারকারী পরাক্রমশালী নকুল কুপিত হইয়া বাণসমূহের বর্ষণে সুষেণের সকল দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥ ৪৮

ইহার পর তীক্ষ্ণধার, অত্যন্ত তেজস্বী ও বেগশালী একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ গ্রহণ করত উহাকে সমরাঙ্গণে কর্ণপুত্র সুষেণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন॥ ৪৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই বাণে নকুল সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই সুষেণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া যাইল। ৫০

মহাত্মা নকুল কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সুষেণ ধরাতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন নদীর বেগে উৎপাটিত তীরবর্ত্তী বিশাল বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! কর্ণপুত্রগণের বধ ও নকুলের পরাক্রম দেখিয়া আপনার সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া যাইলেন। ৫২

মহারাজ! সেই সময় রণাঙ্গনে শত্রুদমনকারী বীর সেনাপতি প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য আপনার সেই সৈন্যদের সংরক্ষণ করিলেন। ৫৩

হে মহারাজ! তিনি প্রচণ্ড সিংহনাদ ও ধনুর ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনি করত কৌরব-সৈন্যদের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রণাঙ্গনে নির্ভয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৪

রাজন্! সুদৃঢ় ধনুর্ধারণকারী রাজা শল্যের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্যথাহীন আপনার সৈন্যরা সমরাঙ্গণে সর্ব্বদিকে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৫৫

মদ্ররাজং মহেষ্বাসং পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
স্থিতা রাজন্ মহাসেনা যোদ্ধুকামা সমন্ততঃ॥ ৫৬॥
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
যুধিষ্ঠিরং পুরস্কৃত্য হ্রীনিষেবমরিন্দমম্॥ ৫৭
পরিবার্য্য রণে বীরাঃ সিংহনাদং প্রচক্রিরে।
বাণশঙ্খরবাংস্তীব্রান্ ক্ষ্বেড়াংশ্চ বিবিধা দধুঃ॥ ৫৮
তথৈব তাবকাঃ সর্বে মদ্রাধিপতিমঞ্জসা।
পরিবার্য্য সুসংরব্ধাঃ পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্॥ ৫৯
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং ভীরূণাং ভয়বর্ধনম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্॥ ৬০
যথা দেবাসুরং যুদ্ধং পূর্বমাসীদ্ বিশাম্পতে।
অভীতানাং তথা রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্॥ ৬১
ততঃ কপিধ্বজো রাজন্ হত্বা সংশপ্তকান্ রণে।
অভ্যদ্রবত তাং সেনাং কৌরবীং পাণ্ডুনন্দনঃ॥ ৬২
তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যধাবন্ত তাং সেনাং বিসৃজন্তঃ শিতান্ শরান্॥ ৬৩
পাণ্ডবৈরবকীর্ণানাং সম্মোহঃ সমজায়ত।
ন চ জজ্ঞুরনীকানি দিশো বা বিদিশস্তথা॥ ৬৪
আপূর্য্যমাণা নিশিতৈঃ শরৈঃ পাণ্ডবচোদিতৈঃ।
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা বার্য্যমাণা সমন্ততঃ॥ ৬৫
কৌরব্যবধ্যত চমূঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্মহারথৈঃ।
তথৈব পাণ্ডবং সৈন্যং শরৈ রাজন্ সমন্ততঃ॥ ৬৬
রণেঽহন্যত পুত্রৈস্তে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তে সেনে ভৃশসন্তপ্তে বধ্যমানে পরস্পরম্॥ ৬৭
ব্যাকুলে সমপদ্যেতাং বর্ষাসু সরিতাবিব।
আবিবেশ ততস্তীব্রং তাবকানাং মহদ্ভয়ম্।
পাণ্ডবানাঞ্চ রাজেন্দ্র তথাভূতে মহাহবে॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সংকুলযুদ্ধে
দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

হে রাজন্! আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্যকে চারিদিকে পরিবৃত্ত করিয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৫৬

অন্যদিকে সাত্যকি, ভীমসেন ও পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব শত্রুদমন এবং লজ্জাশীল যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া আক্রমণ করিলেন। ৫৭

রণাঙ্গনে এই সব বীর যুধিষ্ঠিরকে মধ্যে রাখিয়া সিংহনাদ, বাণ ও শঙ্খ সকলের তীব্র ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ গর্জ্জন করিতেও থাকিলেন। ৫৮

এইরূপ আপনার সমস্ত সৈন্যরা মদ্ররাজ শল্যকে চারিদিকে পরিবৃত্ত করিয়া অতিশয় রোষ সহকারে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্যই অভিলাষ করিতে লাগিলেন। ৫৯

তদনন্তর মৃত্যুকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় ভাবনা করিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ কাপুরুষগণের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল। ৬০

রাজন্! প্রজানাথ! যেরূপ পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভয়শূন্য কৌরব এবং পাণ্ডবগণের যমরাজ্যবৃদ্ধিকারী ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ৬১

হে রাজন্! তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন কপিধ্বজ অর্জুনও সংশপ্তকগণকে সংহার করত রণাঙ্গনে এই কৌরব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন। ৬২

এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাণ্ডব বীরগণ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে আপনার সেই সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইলেন। ৬৩

পাণ্ডবদের বাণসমূহে আচ্ছাদিত কৌরব-সৈন্যগণের মধ্যে মোহের সঞ্চার হইল। ইঁহাদের তখন দিক্ অথবা বিদিক্ (কোণ)-সমূহেরও জ্ঞান ছিল না। ৬৪

পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া কৌরব-সৈন্যদের মুখ্য মুখ্য বীরবর্গ নিহত হইলেন। চারিদিকেই এই সৈন্যরা তখন নষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল। ৬৫

রাজন্! মহারথী পাণ্ডুপুত্রগণ কৌরব-সৈন্যদের বধ করিতে লাগিলেন। এইরূপ আপনার পুত্রেরাও পাণ্ডবসৈন্যদের শত শত, সহস্র সহস্র বীরগণকে সর্ব্বদিকে নিজ নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিতেছিলেন। ৬৬½

যেরূপ বর্ষাকালে দুইটি নদী পরস্পর জলে পূর্ণ হইয়া উত্তাল হইয়া উঠে, সেইরূপ পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইতে হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। ৬৭½

রাজেন্দ্র! এই অবস্থায় সেই মহাসমরে অবস্থিত আপনার ও পাণ্ডব-যোদ্ধাদের মনেও দুঃসহ মহাভয় উপস্থিত হইল। ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

(শল্যস্য পরাক্রমঃ, কৌরব-পাণ্ডবযোধানাং দ্বন্দ্ব-যুদ্ধম্, ভীমসেনেন শল্যস্য পরাজয়শ্চ ।)

সঞ্জয় উবাচ ।

তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে বধ্যমানে পরস্পরম্ ।
দ্রবমাণেষু যোধেষু বিনদৎসু চ দন্তিষু ॥ ১

কূজতাং স্তনতাং চৈব পদাতীনাং মহাহবে ।
নিহতেষু মহারাজ হয়েষু বহুধা তদা ॥ ২

প্রক্ষয়ে দারুণে ঘোরে সংহারে সর্বদেহিনাম্ ।
নানাশস্ত্রসমাবায়ে ব্যতিষক্তরথদ্বিপে ॥ ৩

হর্ষণে যুদ্ধশৌণ্ডানাং ভীরূণাং ভয়বর্ধনে ।
গাহমানেষু যোধেষু পরস্পরবধৈষিষু ॥ ৪

প্রাণাদানে মহাঘোরে বর্তমানে দুরোদরে ।
সংগ্রামে ঘোররূপে তু যমরাষ্ট্রবিবর্ধনে ॥ ৫

পাণ্ডবাস্তাবকং সৈন্যং বাধমস্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
তথৈব তাবকা যোধা জঘ্নুঃ পাণ্ডবসৈনিকান্ ॥ ৬

তস্মিংস্তথা বর্তমানে যুদ্ধে ভীরুভয়াবহে ।
পূর্বাহ্ণে চাপি সম্প্রাপ্তে ভাস্করোদয়নং প্রতি ॥ ৭

লব্ধলক্ষাঃ পরে রাজন্ রক্ষিতাস্তু মহাত্মনা ।
অযোধয়ংস্তব বলং মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৮

বলিভিঃ পাণ্ডবৈর্দৃপ্তৈর্লব্ধলক্ষৈঃ প্রহারিভিঃ ।
কৌরব্যসীদৎ পৃতনা মৃগীবাগ্নিসমাকুলা ॥ ৯

তাং দৃষ্ট্বা সীদতীং সেনাং পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ।
উজ্জিহীর্ষুস্তদা শল্যঃ প্রায়াৎ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি ॥ ১০

মদ্ররাজঃ সুসংক্রুদ্ধো গৃহীত্বা ধনুরুত্তমম্ ।
অভ্যদ্রবত সংগ্রামে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥ ১১

পাণ্ডবা অপি ভূপাল সমরে জিতকাশিনঃ ।
মদ্ররাজং সমাসাদ্য বিভিদুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১২

ততঃ শরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মদ্ররাজো মহারথঃ ।
অর্দয়ামাস তাং সেনাং ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ১৩

একাদশ অধ্যায় ।

[শল্যের পরাক্রম, কৌরব-পাণ্ডব যোদ্ধাগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ এবং ভীমসেন কর্তৃক শল্যের পরাজয় ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! সেই মহাসমরে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে ব্যাকুল উঠিলেন, উভয় দলের যোদ্ধারা পলায়ন করিতে লাগিলেন, হাতীরা চীৎকার করিতে থাকিল এবং পদাতি সৈন্যরা অব্যক্ত শব্দ করিতে ও গর্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, বহু অশ্ব নিহত হইল, সমস্ত দেহধারীদিগের নিদারুণ ও ভয়ঙ্কর বিনাশকারী সংহার হইতে লাগিল, নানাপ্রকার অস্ত্রসকল পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল, রথ ও হস্তীরা পরস্পর যুদ্ধে আসক্ত হইল, যুদ্ধনিপুণ যোদ্ধাগণের হর্ষ ও কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধনকারী সংগ্রাম চলিতে লাগিল, পরস্পরকে বধ করিবার বাসনায় উভয় পক্ষের যোদ্ধা-গণের মধ্যে উভয়দলের সৈন্যরা প্রবিষ্ট হইল, প্রাণের পণ রাখিয়া মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ পাশাখেলা আরম্ভ হইল এবং যমরাজের রাজ্যবৃদ্ধিকারী ঘোর সংগ্রাম যখন চলিতে লাগিল, তখন সেই সময় পাণ্ডবগণ নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদের সংহার আরম্ভ করিলেন। এইরূপ আপনার সৈন্যরাও পাণ্ডব যোদ্ধাদের বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১-৬

রাজন্ ! পূর্ব্বাহ্ণকাল উপস্থিত হইলে পর সূর্য্যোদয়ের সময় যখন কাপুরুষগণের ভয়প্রদ বর্ত্তমান যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মহাত্মা অর্জুন কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ও লক্ষ্য ভেদ করিতে নিপুণ শত্রুযোদ্ধারা মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার উপায় নির্দ্ধারণ করত আপনার সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭-৮

পাণ্ডব-যোদ্ধারা বলবান্ ও প্রহারকুশল ছিলেন। ইঁহাদের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হইত না, সুতরাং তাঁহাদের আঘাতপ্রাপ্ত কৌরবসৈন্যরা দাবানলে পরিব্যাপ্ত হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৯

পঙ্কে মগ্ন দুর্বল গরুর ন্যায় কৌরবসৈন্যদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিবার বাসনায় রাজা শল্য সেই সময় পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১০

মদ্ররাজ শল্য অতিশয় তীব্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উত্তম ধনু ধারণ করত সংগ্রামে অস্ত্রধারী পাণ্ডব যোদ্ধাদের উপর সবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ১১

ভূপাল ! সংগ্রামে জয়লাভে সুশোভিত পাণ্ডবগণও মদ্ররাজ শল্যের নিকটে গমন করত তাঁহাকে নিজেদের তীক্ষ্ণ বাণসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১২

তখন মহারথী মদ্ররাজ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তাঁহার সৈন্যদিগকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে পীড়িত করিয়া তুলিলেন ॥ ১৩

প্রাদুরাসন্ নিমিত্তানি নানারূপাণ্যনেকশঃ।
চচাল শব্দং কুর্বাণা মহী চাপি সপর্বতা ॥ ১৪
সদণ্ড-শূলা দীপ্তাগ্রাঃ শীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
উল্কা ভূমিং দিবঃ পেতুরাহত্য রবিমণ্ডলম্ ১৫
মৃগাশ্চ মহিষাশ্চাপি পক্ষিণশ্চ বিশাম্পতে।
অপসব্যং তদা চক্রুঃ সেনাং তে বহুশো নৃপ ॥১৬
ভৃগুসূনুধরাপুত্রৌ শশিজেন সমন্বিতৌ।
চরমং পাণ্ডুপুত্রাণাং পুরস্তাৎ সর্বভূভুজাম্ ॥ ১৭
শাস্ত্রাগ্রেম্বভবজ্জ্বালা নেত্রাণ্যাহত্য বর্ষতী।
শিরঃস্বলীয়ন্ত ভৃশং কাকোলূকাশ্চ কেতুষু ॥ ১৮
ততস্তদ্ যুদ্ধমত্যুগ্রমভবৎ সহচারিণাম্।
তথা সর্বাণ্যনীকানি সংনিপত্য জনাধিপ ॥ ১৯
অভ্যয়ুঃ কৌরবা রাজন্ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
শল্যস্তু শরবর্ষেণ বর্ষন্নিব সহস্রদৃক্ ॥ ২০

সেই সময় নানাপ্রকার বহুসংখ্যক অশুভসূচক নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভূত হইল। পর্বতসমূহের সহিত পৃথিবী শব্দ করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৪

আকাশ হইতে বহু উল্কা সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করত পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। ইহাদের সহিত দণ্ডযুক্ত শূলসকলও পতিত হইতেছিল। এই সব উল্কার অগ্রভাগ স্বীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল এবং উহা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল ॥ ১৫

প্রজানাথ নৃপ! সেই সময় মৃগ, মহিষ এবং পক্ষিসকল আপনার সৈন্যদের বারংবার প্রদক্ষিণ করিতেছিল ॥ ১৬

শুক্র ও মঙ্গল-গ্রহ বুধের সহিত সংযুক্ত হইয়া পাণ্ডবদের পৃষ্ঠভাগে এবং অন্য সব নরপতিগণের সম্মুখে আসিয়া উদিত হইলেন ॥ ১৭

অস্ত্রসকলের অগ্রভাগ যেন জ্বালামালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং চক্ষুসমূহকে অন্ধকারাবৃত করিয়া (ঝলসিয়া) দিয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যোদ্ধাগণের মস্তক ও ধ্বজ সকলে কাক ও উলূক পক্ষীরা বারংবার লুকাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১৮

হে নরাধিপ! তাহার পর একত্রে সংগঠিত হইয়া যুদ্ধরত উভয়পক্ষের বীরগণের সেই যুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রাজন্! কৌরব-যোদ্ধারা নিজেদের সমস্ত সৈন্যদিগকে একত্রিত করত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৯½

অভ্যবর্ষত ধর্মাত্মা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনং শরৈশ্চাপি রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ২১
দ্রৌপদেয়াংস্তথা সর্বান্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ শৈনেয়ং শিখণ্ডিনমথাপি চ ॥ ২২
একৈকং দশভির্বাণৈর্বিব্যাধ স মহাবলঃ।
ততোঽসৃজদ্ বাণবর্ষং ঘর্মান্তে মঘবানিব ॥ ২৩
ততঃ প্রভদ্রকা রাজন্ সোমকাশ্চ সহস্রশঃ।
পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে শল্যসায়কৈঃ ॥ ২৪
ভ্রমরাণামিব ব্রাতাঃ শলভানামিব ব্রজাঃ।
হ্রাদিন্য ইব মেঘেভ্যঃ শল্যস্য ন্যপতন শরাঃ ॥ ২৫
দ্বিরদাস্তুরগাশ্চার্তাঃ পত্তয়ো রথিনস্তথা।
শল্যস্য বাণৈরপতন্ বভ্রমুর্ব্যনদংস্তথা ॥ ২৬
আবিষ্ট ইব মদ্রেশো মন্যুনা পৌরুষেণ চ।
প্রাচ্ছাদয়দরীন্ সংখ্যে কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ২৭

ধর্মাত্মা রাজা শল্য জলবর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়াদিলেন ॥ ২০½

মহাবল শল্য ভীমসেন, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী—ইঁহাদের প্রত্যেককে শিলাশানিত ও সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত দশটি দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর তিনি বর্ষাকালে জল বর্ষণকারী ইন্দ্রের ন্যায় (পুনরায়) বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২১-২৩

রাজন্! তাহার পর সহস্র সহস্র প্রভদ্রক ও সোমক যোদ্ধা শল্যের বাণসমূহে আহত হইয়া পতিত হইলেন এবং পতনরত অবস্থায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ২৪

শল্যের বাণসকল ভ্রমরপঙ্‌ক্তি, পতঙ্গদল ও মেঘমণ্ডল হইতে প্রকটিত বিদ্যুৎসমূহের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে থাকিল ॥ ২৫

শল্যের বাণসমূহের আঘাতে পীড়িত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সৈন্যরা পতিত হইতে, ঘুরিতে এবং আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥ ২৬

প্রলয়কালে আবির্ভূত যমরাজের ন্যায় মদ্ররাজ শল্য ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় পুরুষার্থের দ্বারা যুদ্ধে শত্রুদিগকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ২৭

বিনর্দমানো মদ্রেশো মেঘহ্রাদো মহাবলঃ।
সা বধ্যমানা শল্যেন পাণ্ডবানামনীকিনী ॥ ২৮
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মভ্যধাবদ্ যুধিষ্ঠিরম্।
তাং সম্মর্দ্য ততঃ সংখ্যে লঘুহস্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ২৯
বাণবর্ষেণ মহতা যুধিষ্ঠিরমতাড়য়ৎ।
তমাপতন্তং পত্ত্যশ্বৈঃ ক্রুদ্ধো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩০
অবারয়চ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাদ্বিপমিবাঙ্কুশৈঃ।
তস্য শল্যঃ শরঃ ঘোরং মুমোচাশীবিষোপমম্ ॥ ৩১
স নির্ভিদ্য মহাত্মানং বেগেনাভ্যপতচ্চ গাম্।
ততো বৃকোদরঃ ক্রুদ্ধঃ শল্যং বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৩২
পঞ্চভিঃ সহদেবস্তু নকুলো দশভিঃ শরৈঃ।
দ্রৌপদেয়াশ্চ শত্রুঘ্নং শূরমার্তায়নিং শরৈঃ ॥ ৩৩
অভ্যবর্ষন্ মহারাজ মেঘা ইব মহীধরম্।
ততো দৃষ্ট্বা বার্য্যমাণং শল্যং পার্থৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪

কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্।
উলূকশ্চ মহাবীর্য্যঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥ ৩৫
সমাগম্যাথ শনকৈরশ্বত্থামা মহাবলঃ।
তব পুত্রাশ্চ কার্ৎস্নেন জুগুপুঃ শল্যমাহবে ॥ ৩৬
ভীমসেনং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা কৃতবর্মা শিলীমুখৈঃ।
বাণবর্ষেণ মহতা ক্রুদ্ধরূপমবারয়ৎ ॥ ৩৭
ধৃষ্টদ্যুম্নং কৃপঃ ক্রুদ্ধো বাণবর্ষৈরপীড়য়ৎ।
দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনির্যমৌ চ দ্রৌণিরভ্যয়াৎ ॥ ৩৮
দুর্য্যোধনো যুধাং শ্রেষ্ঠ আহবে কেশবার্জুনৌ।
সমভ্যয়াদুগ্রতেজাঃ শরৈশ্চাপ্যহনদ্ বলী ॥ ৩৯
এবং দ্বন্দ্বশতান্যাসংস্ত্বদীয়ানাং পরৈঃ সহ।
ঘোররূপাণি চিত্রাণি তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥ ৪০
ঋক্ষবর্ণান্ জঘানাশ্বান্ ভোজো ভীমস্য সংযুগে।
সোঽতিবীর্য্য রথোপস্থাদ্ধতাশ্বাৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৪১

তারপর মহাবল মদ্ররাজ মেঘের গর্জনের ন্যায় সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দ্বারা আহত পাণ্ডব-সৈন্যরা পলায়ন করত অজাতশত্রু কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরের নিকট চলিয়া আসিলেন ॥ ২৮½

অতিদ্রুত হস্ত চালনা করিতে নিপুণ শল্য যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে মর্দ্দিত করিয়া প্রচুর বাণ-সকল বর্ষণ করত যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিলেন। ২৯½

তখন ক্রুদ্ধ রাজা যুধিষ্ঠির পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যদের উপর আক্রমণকারী শল্যকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহে সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ মাহুত অঙ্কুশের আঘাতে বিশালদেহ হাতীকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩০½

সেই সময় শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর বিষাক্ত সর্পতুল্য একটি ভয়ঙ্কর বাণ প্রহার করিলেন। এই বাণ তীব্র বেগে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে ভেদ করত ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৩১½

ইহা দেখিয়া ভীমসেন কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি সাতটি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর সহদেব পাঁচ, নকুল দশ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ বহু বাণে শত্রুসূদন বীরবর শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩২-৩৩

মহারাজ! যেরূপ মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারা শল্যের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শল্যকে কুন্তীর পুত্রগণের দ্বারা চারিদিকে অবরুদ্ধ হইতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য অতিশয় ক্রোধের সহিত ধাবিত হইয়া আসিলেন। এই সময় মহাপরাক্রমী উলূক, সুবলপুত্র শকুনি, মহাবল অশ্বত্থামা এবং আপনার সমস্ত পুত্রগণ ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া রণাঙ্গনে শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪-৩৬

কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করত প্রভূত বাণবর্ষণের দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৩৭

তাহার পর কুপিত কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বীয় বাণসমূহে পীড়িত করিলেন। শকুনি দ্রৌপদীর পুত্রগণের দিকে এবং অশ্বত্থামা নকুল-সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৮

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভয়ঙ্কর তেজস্বী এবং বলবান্ দুর্য্যোধন সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন এবং বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৩৯

প্রজানাথ! এইরূপ যেখানে সেখানে আপনার সৈন্যদের শত্রুগণের সহিত অতিশয় ভয়ানক ও বিচিত্র দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৪০

কৃতবর্ম্মা যুদ্ধস্থলে ভীমসেনের ভল্লুকসদৃশ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন। অশ্বগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন রথের আসন হইতে ভূতলে নামিয়া হস্তে গদা ধারণ করত যমরাজের ন্যায় দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪১½

কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য গদাপাণিরযুধ্যত।
প্রমুখে সহদেবস্ত জঘানাশ্বান্ স মদ্ররাট্ ॥ ৪২
ততঃ শল্যস্ত তনয়ং সহদেবোঽসিনাবধীৎ।
গৌতমঃ পুনরাচার্য্যো ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ ॥ ৪৩
অসম্ভ্রান্তমসম্ভ্রান্তো যত্নবান্ যত্নবত্তরম্।
দ্রৌপদেয়াংস্তথা বীরানেকৈকং দশভিঃ শরৈঃ ॥ ৪৪
অবিধ্যদাচার্য্যসুতো নাতিক্রুদ্ধো হসন্নিব।
পুনশ্চ ভীমসেনস্ত জঘানাশ্বাংস্তথাঽহবে ॥ ৪৫
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং হতাশ্বঃ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কালো দণ্ডমিবোদ্যম্য গদাং ক্রুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ৪৬
পোথয়ামাস তুরগান্ রথঞ্চ কৃতবর্মণঃ।
কৃতবর্ম্মা ত্ববপ্লুত্য রথাৎ তস্মাদপাক্রমৎ ॥ ৪৭
শল্যোঽপি রাজন্ সংক্রুদ্ধো নিঘ্নন্ সোমক-পাণ্ডবান্।
পুনরেব শিতৈর্বাণৈর্যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ৪৮

তস্য ভীমো রণে ক্রুদ্ধঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্।
বিনাশায়াভিসন্ধায় গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥ ৪৯
যমদণ্ডপ্রতীকাশাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্।
গজ-বাজি-মনুষ্যাণাং দেহান্তকরণীমপি ॥ ৫০
হেমপট্টপরিক্ষিপ্তামুল্কাং প্রজ্বলিতামিব।
শৈক্যাং ব্যালীমিবাত্যুগ্রাং বজ্রকল্পাময়োময়ীম্ ॥ ৫১
চন্দনাগুরুপঙ্কাক্তাং প্রমদামীপ্সিতামিব।
বসামেদোপদিগ্ধাঙ্গীং জিহ্বাং বৈবস্বতীমিব ॥ ৫২
পটুঘণ্টাশতরবাং বাসবীমশনীমিব।
নির্মুক্তাশীবিষাকারাং পৃক্তাং গজমদৈরপি ॥ ৫৩
ত্রাসনীং সর্বভূতানাং স্বসৈন্যপরিহর্ষিণীম্।
মনুষ্যলোকে বিখ্যাতাং গিরিশৃঙ্গবিদারণীম্ ॥ ৫৪
যথা কৈলাসভবনে মহেশ্বরসখং বলী।
আহ্বয়ামাস যুদ্ধায় ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৫৫

মদ্ররাজ শল্য নিজের সম্মুখে উপস্থিত সহদেবের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। তখন সহদেবও শল্যের পুত্রকে তরবারির দ্বারা ছেদন করিলেন। ৪২½

যত্নপরায়ণ কৃপাচার্য্য কোনরূপ বিভ্রান্ত না হইয়া সম্ভ্রমহীন ও অধিকতর যত্নশীল ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৪৩½

আচার্য্য দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ না হইয়া হাস্য করিতে করিতেই দশটি দশটি বাণে দ্রৌপদীর বীর পুত্রগণের মধ্যে প্রত্যেককেই বিদ্ধ করিলেন। ৪৪½

(ইহার মধ্যে ভীমসেন অপর রথে আরোহণ করিয়াছিলেন।) কৃতবর্ম্মা পুনরায় ভীমসেনের অশ্বদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন। অশ্বগণ নিহত হইলে পর পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেন অতিক্রুদ্ধ রথ হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড উত্তোলনকারী কালের ন্যায় গদা উত্থিত করিয়া তিনি কৃতবর্ম্মার অশ্বসকলকে ও রথকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। কৃতবর্ম্মা তখন সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। ৪৫-৪৭

রাজন্! অন্যদিকে শল্যও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও পাণ্ডব যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৮

ইহা দেখিয়া পরাক্রমশালী ভীমসেন কুপিত হইয়া ওষ্ঠ দংশন করিতে করিতে রণাঙ্গনে শল্যের বিনাশের সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের শরীরনাশী সেই গদা সংহারের জন্য উদ্যত হইয়া কালরাত্রিতুল্য প্রতীত হইতে লাগিল। ৪৯-৫০

ইহার উপর স্বর্ণপত্র আবৃত (মোড়া) ছিল। লৌহনির্ম্মিত বজ্রতুল্য এই গদা প্রজ্বলিত উল্কা এবং শিকার মধ্যে অবস্থিত ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। দেহে চন্দন ও অগুরুলিপ্তা মনোবাঞ্ছিতা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় এই গদার সর্ব্বাঙ্গে মেদ ও বসা লিপ্ত ছিল। এই গদা দেখিতে যমরাজের জিহ্বার সদৃশ ভয়ঙ্কর ছিল। ৫১-৫২

ইহাতে উচ্চ শতঘণ্টা বদ্ধ ছিল। যাহাদের শব্দ চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছিল। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় এই গদা ভয়ঙ্কর ছিল। খোলোসমুক্ত বিষধর সর্পের তুল্য ইহা সমস্ত প্রাণিগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল এবং নিজের সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ইহার মধ্যে হাতীর মেদ লিপ্ত ছিল। পর্ব্বতশিখর-সকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ এই গদা মনুষ্যলোকে সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। ৫৩-৫৪

ইহাই হইল সেই গদা, যে গদা হস্তে ধারণ করত মহাবল ভীমসেন কৈলাস-শিখরের উপর ভগবান্ শঙ্করের সখা কুবেরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। ৫৫

যয়া মায়াময়ান্ দৃপ্তান্ সুবহূন্ ধনদালয়ে।
জঘান গুহ্যকান্ ক্রুদ্ধো নদন্ পার্থো মহাবলঃ॥ ৫৬
নিবার্য্যমাণো বহুভির্দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মাস্থিতঃ।
তাং বজ্রমণিরত্নৌঘকল্মষাং বজ্রগৌরবাম্॥ ৫৭
সমুদ্যম্য মহাবাহুঃ শল্যমভ্যপতদ্ রণে।
গদয়া যুদ্ধকুশলস্তয়া দারুণনাদয়া॥ ৫৮
পোথয়ামাস শল্যস্য চতুরোঽশ্বান্ মহাজবান্।
ততঃ শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ পীনে বক্ষসি তোমরম্॥ ৫৯
নিচখান নদন্ বীরো বর্ম ভিত্ত্বা চ সোঽভ্যয়াৎ।
বৃকোদরস্ত্বসম্ভ্রান্তস্তমেবোদ্ধৃত্য তোমরম্॥ ৬০
যন্তারং মদ্ররাজস্য নির্বিভেদ ততো হৃদি।
স ভিন্নমর্মা রুধিরং বমন্ বিত্রস্তমানসঃ॥৬১
পপাতাভিমুখো দীনো মদ্ররাজস্তপাক্রমৎ।
কৃত-প্রতিকৃতং দৃষ্ট্বা শল্যো বিস্মিতমানসঃ॥ ৬২
গদামাশ্রিত্য ধর্মাত্মা প্রত্যমিত্রমবৈক্ষত।
ততঃ সুমনসঃ পার্থা ভীমসেনমপূজয়ন্।
তে দৃষ্ট্বা কর্ম সংগ্রামে ঘোরমক্লিষ্টকর্মণঃ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি ভীমসেন-শল্যযুদ্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১

এবং যাহার দ্বারা ক্রুদ্ধ মহাবল কুন্তীনন্দন ভীমসেন বহুবার নিষেধ করিলেও দ্রৌপদীর প্রিয় করিবার জন্য উদ্যত হইয়া গর্জন করিতে করিতে কুবেরভবনে অবস্থিত বহুসংখ্যক মায়াময় অভিমানী গুহ্যককে বধ করিয়াছিলেন॥ ৫৬½

যাহার মধ্যে বজ্রের দৃঢ়তা বিদ্যমান ছিল এবং যে গদা হীরক, মণি ও রত্নসমূহে বিভূষিত থাকায় অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই গদা হস্তে উত্তোলিত করিয়া মহাবাহু ভীমসেন রণাঙ্গনে শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন॥৫৭½

যুদ্ধনিপুণ ভীমসেন ভয়ঙ্কর শব্দকারী সেই গদার দ্বারা শল্যের মহাবেগগামী চারিটি অশ্বকে পোথিত করিয়া ফেলিলেন॥৫৮½

তখন রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া গর্জনকারী বীর শল্য ভীমসেনের বিশাল বক্ষে একটি তোমর প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। এই তোমর উহার কবচ ভেদ করত বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইল॥ ৫৯½

ইহাতে ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। তিনি সেই তোমর বাহির করিয়া তাহার দ্বারা মদ্ররাজ শল্যের সারথির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন॥ ৬০½

ইহাতে সারথির মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে দীন ও ভীতচিত্তে শল্যের সম্মুখেই রথ হইতে সে ভূতলে পতিত হইল। তারপর মদ্ররাজ শল্য সেখান হইতে চলিয়া যাইলেন॥ ৬১½

নিজের প্রহারের যোগ্য প্রহাররূপ উত্তর প্রাপ্ত হইতে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা শল্য বিস্মিত হইলেন। তিনি হস্তে গদাধারণ করত স্বীয় শত্রুর দিকে দেখিতে লাগিলেন॥ ৬২½

সংগ্রামে অনায়াসে মহৎ কার্য করিতে সমর্থ ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রম দর্শন করত কুন্তীদেবীর সমস্ত পুত্রগণ প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ভীমসেন ও শল্যের যুদ্ধবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শল্য-ভীমসেনয়োর্ভয়ঙ্করং গদাযুদ্ধম, শল্য-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সংগ্রামঃ, দুর্য্যোধনেন চেকিতানস্য, যুধিষ্ঠিরেণ চ চন্দ্রসেন-দ্রুমসেনয়োর্বধঃ, পুনঃ শল্য-যুধিষ্ঠিরয়োর্যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

পতিতং প্রেক্ষ্য যন্তারং শল্যঃ সর্বায়সীং গদাম্।
আদায় তরসা রাজংস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১

তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং পাশহস্তমিবান্তকম্।
সশৃঙ্গমিব কৈলাসং সবজ্রমিব বাসবম্ ॥ ২

সশূলমিব হর্য্যক্ষং বনে মত্তমিব দ্বিপম্।
জবেনাভ্যপতদ্ ভীমঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥৩

ততঃ শঙ্খপ্রণাদশ্চ তূর্য্যাণাঞ্চ সহস্রশঃ।
সিংহনাদশ্চ সঞ্জজ্ঞে শূরাণাং হর্ষবর্ধনঃ ॥ ৪

প্রেক্ষন্তঃ সর্বতস্তৌ হি যোধা যোধমহাদ্বিপৌ।
তাবকাশ্চাপরে চৈব সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ৫

ন হি মদ্রাধিপাদন্যো রামাদ্ বা যদুনন্দনাৎ।
সোঢ়ুমুৎসহতে বেগং ভীমসেনস্য সংযুগে ॥ ৬

তথা মদ্রাধিপস্যাপি গদাবেগং মহাত্মনঃ।
সোঢ়ুমুৎসহতে নান্যো যোধো যুধি বৃকোদরাৎ ॥ ৭

তৌ বৃষাবিব নর্দন্তৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
আবর্তিতৌ গদাহস্তৌ মদ্ররাজ-বৃকোদরৌ ॥ ৮

মণ্ডলাবর্তমার্গেষু গদাবিহরণেষু চ।
নির্বিশেষমভূদ্ যুদ্ধং তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥৯

তপ্তহেমময়ৈঃ শুভ্রৈর্বভূব ভয়বর্ধিনী।
অগ্নিজালৈরিবাবদ্ধা পট্টৈঃ শল্যস্য সা গদা ॥ ১০

তথৈব চরতো মার্গান্ মণ্ডলেষু মহাত্মনঃ।
বিদ্যুদভ্রপ্রতীকাশা ভীমস্য শুশুভে গদা ॥ ১১

তাড়িতা মদ্ররাজেন ভীমস্য গদয়া গদা।
দহ্যমানেব খে রাজন সাসৃজৎ পাবকার্চিষঃ ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ভীমসেন ও শল্যের ভয়ানক গদাযুদ্ধ, যুধিষ্ঠির ও শল্যের সংগ্রাম, দুর্য্যোধন কর্তৃক চেকিতান ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক চন্দ্রসেন এবং দ্রুমসেন বধ, পুনরায় যুধিষ্ঠির ও শল্যের যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নিজের সারথিকে পতিত হইতে দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য সবেগে হস্তে লৌহনির্মিত গদাধারণ করত পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১

তিনি প্রলয়কালীন প্রজ্বলিত অগ্নি, পাশধারী যমরাজ, শিখরযুক্ত কৈলাস পর্ব্বত, বজ্রধারী ইন্দ্র, ত্রিশূলধারী রুদ্র এবং বনের মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতেছিলেন। ভীমসেনও এই সময় একটি বিশাল গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২-৩

তাহার পর সর্ব্ব দিকেই শঙ্খ নাদ, সহস্র সহস্র বাদ্যের গম্ভীর ধ্বনি এবং বীরবর যোদ্ধাগণের হর্ষবর্দ্ধক সিংহনাদ হইতে লাগিল। ৪

যোদ্ধাদিগের মধ্যে বিশাল গজরাজের ন্যায় পরাক্রমশালী এই দুই বীরকে দেখিয়া আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা সর্ব্বদিকে 'উত্তম, উত্তম' বলিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ৫

জগতে মদ্ররাজ শল্য অথবা যদুনন্দন বলরাম ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাই নাই, যিনি যুদ্ধে ভীমসেনের (গদার) বেগ সহ্য করিতে পারেন। ৬

এইরূপ মহাত্মা মদ্ররাজ শল্যের গদার বেগও রণাঙ্গনে ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন যোদ্ধাও সহ্য করিতে সমর্থ হন না। ৭

শল্য ও ভীমসেন এই দুই বীর হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং গদা যুদ্ধের পদ্ধতি দেখাইতে থাকিলেন। ৮

মণ্ডলাকার-গতিতে ভ্রমণ, নানাবিধ গদাযুদ্ধের কৌশল-বিদ্যা এবং গদার প্রহার করিতে উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যাইতেছিল না; উভয়েই যেন সমান বলিয়াই প্রতীত হইতেছিলেন। ৯

তপ্ত উজ্জ্বল স্বর্ণময় পত্রসকলে আবৃত শল্যের ভয়ঙ্কর গদা অগ্নিশিখাসমূহে পরিব্যাপ্ত বলিয়া মনে হইতেছিল। ১০

এইরূপ মণ্ডলাকার-গতিতে বিচিত্র পদ্ধতির সহিত বিচরণ-কারী মহাত্মা ভীমসেনের গদাও বিদ্যুৎসহ মেঘতুল্য প্রতীয়মান হইতেছিল। ১১

রাজন্! মদ্ররাজ শল্য যখন নিজের গদার দ্বারা ভীমসেনের গদার উপর আঘাত করিলেন, তখন উহা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং উহা হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকিল। ১২

তথা ভীমেন শল্যস্য তাড়িতা গদয়া গদা।
অঙ্গারবর্ষং মুমুচে তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৩
দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহর্ষভৌ।
তোত্রৈরিব তদান্যোন্যং গদাগ্রাভ্যাং নিজঘ্নতুঃ ॥ ১৪
তৌ গদাভিহতৈর্গাত্রৈঃ ক্ষণেন রুধিরোক্ষিতৌ।
প্রেক্ষণীয়তরাবাস্তাং পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ১৫
গদয়া মদ্ররাজস্য সব্য-দক্ষিণমাহতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুর্ন চচালাচলো তথা ॥ ১৬
তথা ভীমগদাবেগৈস্তাড্যমানো মুহুর্মুহুঃ।
শল্যো ন বিব্যথে রাজন্ দন্তিনেব মহাগিরিঃ ॥ ১৭
শুশ্রুভে দিক্ষু সর্বাসু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ।
গদানিপাতসংহ্রাদো বজ্রয়োরিব নিস্বনঃ ॥ ১৮
নিবৃত্য তু মহাবীর্য্যৌ সমুচ্ছ্রিতমহাগদৌ।
পুনরন্তরমার্গস্থৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ১৯
অথাভ্যেত্য পদান্যষ্টৌ সন্নিপাতোঽভবৎ তয়োঃ।
উদ্যম্য লোহ-দণ্ডাভ্যামতিমানুষকর্মণোঃ ॥ ২০
পোথয়ন্তৌ তদান্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ।
ক্রিয়াবিশেষং কৃতিনৌ দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥ ২১
অথোদ্যম্য গদে ঘোরে সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ।
তাবজগ্মতুরন্যোন্যং মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ২২
ক্রিয়াবিশেষকৃতিনৌ রণভূমিতলেঽচলৌ।
তৌ পরস্পরসংরম্ভাদ্ গদাভ্যাং সুভৃশাহতৌ ॥ ২৩
যুগপৎ পেততুর্বীরাবুভাবিন্দ্রধ্বজাবিব।
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরাস্তদা হাহাকৃতোঽভবন্ ॥ ২৪
ভৃশং মর্মাণ্যভিহতাবুভাবাস্তাং সুবিহ্বলৌ।
ততঃ স্বরথমারোপ্য মদ্রাণামৃষভং রণে ॥ ২৫

এইভাবে ভীমসেনের গদার দ্বারা তাড়িত হইয়া শল্যের গদাও অঙ্গার বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যেন এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হইল ॥১৩

যেরূপ দুইটি বিশাল হাতী দন্তসকলের দ্বারা এবং দুইটি বৃষ শৃঙ্গসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ অঙ্কুশসদৃশ শ্রেষ্ঠ দুইটি গদার দ্বারা এই দুই বীর শল্য ও ভীমসেন পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ১৪

তখন ইঁহাদের উভয়েরই দেহ গদার প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল; অতএব দুই জনেই ক্ষণকালের মধ্যে রক্তাপ্লুত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় বিকসিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় এই দুই বীর দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। ১৫

মদ্ররাজ শল্যের গদার দ্বারা বামে দক্ষিণে উত্তমরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাবাহু ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৬

এইরূপ ভীমসেনের গদার বেগে বারংবার আহত হইয়াও শল্য সেইরূপ ব্যথিত হইলেন না, যেরূপ দন্তযুক্ত হস্তীর আঘাতে পর্ব্বত পীড়িত হয় না। ১৭

সেই সময় এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠের গদাদ্বয়ের আঘাতের শব্দ চারিদিকেই দুইটি বজ্রের আঘাতের ন্যায় শোনা যাইতেছিল। ১৮

মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন ও শল্য উভয় বীরই নিজ নিজ বিশাল গদাদ্বয়কে উপরে উত্তোলিত করিয়া কখনও পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন, কখনও মধ্যপথেই অবস্থান করিতে এবং কখন মণ্ডলাকারে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৯

তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে অষ্টপদ অগ্রসর হইলেন এবং লৌহদণ্ড উত্তোলিত করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের পরাক্রম অলৌকিক ছিল। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এইরূপ ভয়ানক সঙ্ঘর্ষ চলিতে থাকিল। ২০

এই দুই জনই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বীর, ইঁহারা উভয়ে উভয়কে মর্দ্দিত করিতে করিতে মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতেছিলেন এবং নিজের নিজের বিশেষ কার্য্য-কৌশল দেখাইতেছিলেন। ২১

তদনন্তর ইঁহারা উভয়ে পুনরায় নিজ নিজ ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলিত করিয়া শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং মণ্ডলাকার গতিতে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ২২

যুদ্ধবিষয়ে বিশেষ বিশেষ কার্য্যসকলে অভিজ্ঞ এই দুই বীর অবিচলভাবে রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পরের উপর গদার প্রহার করত অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং উভয়েই ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় এক সঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন। সেই সময় উভয় পক্ষের সৈন্যরাই হাহাকার করিয়া উঠিলেন ॥ ২৩-২৪

ভীমসেন ও শল্য উভয়েরই মর্ম্মস্থানসমূহে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল; সেইজন্য উভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য্য মদ্ররাজ শল্যকে নিজের রথের উপর আরোহণ করাইয়া অতিক্রান্ত যুদ্ধভূমি হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইলেন ॥ ২৫½

অপোবাহ কৃপঃ শল্যঃ তূর্ণমায়োধনাদথ।
ক্ষীণবদ্ বিহ্বলত্বাৎ তু নিমেষাৎ পুনরুত্থিতঃ ॥ ২৬
ভীমসেনো গদাপাণিঃ সমাহ্বয়ত মদ্রপম্।
ততস্তু তাবকাঃ শূরা নানাশস্ত্রসমাবৃতাঃ ॥ ২৭
নানাবাদিত্রশব্দেন পাণ্ডুসেনামযোধয়ন্।
ভুজাবুচ্ছ্রিত্য শস্ত্রঞ্চ শব্দেন মহতা ততঃ ॥ ২৮
অভ্যদ্রবন্ মহারাজ দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ততস্তে পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥ ২৯
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনপুরোগমান্।
তেষামাপততাং তূর্ণং পুত্রস্তে ভরতর্ষভ ॥ ৩০
প্রাসেন চেকিতানং বৈ বিব্যাধ হৃদয়ে ভৃশম্।
স পপাত রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ ॥ ৩১
রুধিরৌঘপরিক্লিন্নঃ প্রবিশ্য বিপুলং তমঃ।
চেকিতানং হতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ ॥ ৩২

অন্যদিকে গদাধারী ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যেই পুনরায় সংজ্ঞালাভ করত উত্থিত হইলেন এবং বিহ্বলতাবশতঃ মদমত্ত পুরুষের ন্যায় মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬॥

তখন আপনার সৈন্যরা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধারণ করত বিবিধ রণবাদ্যের গম্ভীর ধ্বনির সহিত পাণ্ডব-সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭॥

মদ্ররাজ! দুর্য্যোধনাদি কৌরব বীরগণ দুই হস্ত ও অস্ত্রসকল উত্তোলিত করিয়া প্রচণ্ড শব্দ ও সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৮॥

এই কৌরবদলকে ধাবিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুপুত্রগণ সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে দুর্য্যোধনাদির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ২৯॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতিক্রত একটি প্রাস প্রহার করিয়া সেই আক্রমণকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের মধ্যে চেকিতানের বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৩০॥

আপনার পুত্র কর্তৃক পীড়িত হইয়া চেকিতান প্রগাঢ় মূর্চ্ছা লাভ করত রথের আসনে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩১॥

চেকিতানকে নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব-মহারথীরা পৃথক্ পৃথক্ বাণসমূহ নিরন্তর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২॥

অসক্তমভ্যবর্ষন্ত শরবর্ষাণি ভাগশঃ।
তাবকানামনীকেষু পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ॥ ৩৩
ব্যচরন্ত মহারাজ প্রেক্ষণীয়াঃ সমন্ততঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ সৌবলশ্চ মহারথঃ ॥ ৩৪
অযোধয়ন্ ধর্মরাজং মদ্ররাজপুরস্কৃতাঃ।
ভারদ্বাজস্য হন্তারং ভূরিবীর্য্যপরাক্রমম্ ॥ ৩৫
দুর্য্যোধনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ৎ।
ত্রিসাহস্রাস্তথা রাজংস্তব পুত্রেণ চোদিতাঃ ॥ ৩৬
অযোধয়ন্ত বিজয়ং দ্রোণপুত্রপুরস্কৃতাঃ।
বিজয়ে ধৃতসঙ্কল্পাঃ সমরে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৩৭
প্রাবিশংস্তাবকা রাজন্ হংসা ইব মহৎ সরঃ।
ততো যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং পরস্পরবধৈষিণাম্ ॥ ৩৮
অন্যোন্যবধসংযুক্তমন্যোন্যপ্রীতিবর্ধনম্।
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে রাজন্ বীরবরক্ষয়ে ॥ ৩৯

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণ আপনার সৈন্যদের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিলেন। সেই সময় তাঁহারা সকলেরই দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন ॥ ৩৩॥

তাহার পর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী শকুনি মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪॥

রাজাধিরাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত বল-পরাক্রম সম্পন্ন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫॥

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্তৃক প্রেরিত তিন হাজার যোদ্ধা অশ্বত্থামাকে অগ্রে করত অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬॥

রাজন্! যেরূপ হংসগণ বৃহৎ সরোবরে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনার সৈন্যরা সমরাঙ্গণে জয়লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত শত্রুদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৭॥

তাহার পর পরস্পরকে বধ করিবার বাসনা করিয়া উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সকলেই পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করিতেছিল ॥ ৩৮॥

রাজন্! শ্রেষ্ঠ বীরগণের বিনাশকর এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর বায়ুপ্রেরণায় ভূতলের ভয়ানক ধূলি উপরের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯॥

অনিলেনেরিতং ঘোরমুত্তস্থৌ পার্থিবং রজঃ।
শ্রবণান্নামধেয়ানাং পাণ্ডবানাঞ্চ কীর্তনাৎ ॥ ৪০
পরস্পরং বিজানীমো যদযুধ্যন্নভীতবৎ।
তদ্রজঃ পুরুষব্যাঘ্র শোণিতেন প্রশামিতম্ ॥ ৪১
দিশশ্চ বিমলা জাতাস্তস্মিংস্তমসি নাশিতে।
তথা প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোররূপে ভয়ানকে ॥ ৪২
তাবকানাং পরেষাঞ্চ নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্‌মুখঃ।
ব্রহ্মলোকপরা ভূত্বা প্রার্থয়ন্তো জয়ং যুধি ॥ ৪৩
সুযুদ্ধেন পরাক্রান্তা নরাঃ স্বর্গমভীপ্সবঃ।
ভর্তৃপিণ্ডবিমোক্ষার্থং ভর্তৃকার্যবিনিশ্চিতাঃ ॥ ৪৪
স্বর্গসংসক্তমনসো যোধা যুযুধিরে তদা।
নানারূপাণি শস্ত্রাণি বিসৃজন্তো মহারথাঃ ॥ ৪৫
অন্যোন্যমভিগর্জন্তঃ প্রহরন্তঃ পরস্পরম্।
হত বিধ্যত গৃহ্ণীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত ॥ ৪৬

ইতি স্ম বাচঃ শ্রূয়ন্তে তব তেষাঞ্চ বৈ বলে।
ততঃ শল্যো মহারাজ ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৭
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈর্হন্তুকামো মহারথম্।
তস্য পার্থো মহারাজ নারাচান্ বৈ চতুর্দশ ॥ ৪৮
মর্মাণ্যুদ্দিশ্য মর্মজ্ঞো নিচখান হসন্নিব।
আবার্য্য পাণ্ডবং বাণৈর্হন্তুকামো মহাবলঃ ॥ ৪৯
বিব্যাধ সমরে ক্রুদ্ধো বহুভিঃ কঙ্কপত্রিভিঃ।
অথ ভূয়ো মহারাজ শরেণানতপর্বণা ॥ ৫০
যুধিষ্ঠিরং সমাজঘ্নে সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
ধর্মরাজোঽপি সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজং মহাযশাঃ ॥৫১
বিব্যাধ নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
চন্দ্রসেনঞ্চ সপ্তত্যা সূতঞ্চ নবভিঃ শরৈঃ॥ ৫২
দ্রুমসেনং চতুঃষষ্ট্যা নিজঘান মহারথঃ।
চক্ররক্ষে হতে শল্যঃ পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৫৩

সেই সময় এই ধূলির অন্ধকারে সমস্ত যোদ্ধারা যেন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব-যোদ্ধাদের যাঁহারা নিজ নিজ নাম গ্রহণ করত পরিচয়দান করিতেছিলেন, তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়াই আমরা পরস্পরকে বুঝিতে পারিলাম ॥ ৪০½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় এত রক্ত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, তাহাতে পূর্ণ হইয়া সমস্ত ধূলিই প্রশমিত হইল। এই ধূলিজনিত অন্ধকার নষ্ট হইয়া যাইলে পর দিক্‌সকল নির্মল হইল ॥ ৪১½

এই ভাবে সেই ঘোর ও ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সেই সময় আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হইলেন না ॥ ৪২½

সকলেরই লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। সেই সমস্ত সৈন্যরাই যুদ্ধে জয়ী হইতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং উত্তম যুদ্ধের দ্বারা নিজ নিজ পরাক্রম দেখাতে দেখাইতে স্বর্গলোকলাভের অভিলাষ পোষণ করিতেছিলেন ॥ ৪৩½

সকল যোদ্ধাই প্রভুর দত্ত অন্নের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করত সেই সময় উৎসাহপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিলেন ॥ ৪৪½

নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রয়োগ করত পরস্পর প্রহারকারী মহারথী যোদ্ধারা পরস্পরকে লক্ষ্য করত গর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫½

আপনার ও পাণ্ডবদের সৈন্যগণের মধ্যে 'বধ কর, বিদ্ধ কর, ধরিয়া ফেল, প্রহার কর এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও' এই কথাই শোনা যাইতেছিল ॥ ৪৬½

মহারাজ! তদনন্তর রাজা শল্য মহারথী ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭½

মহারাজ! মর্মজ্ঞ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শল্যের মর্মস্থানসকল লক্ষ্য করত যেন হাস্য করিতে করিতে চৌদ্দটি নারাচ ক্ষেপণ করত তাঁহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৮½

মহাবল শল্য পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করত তাঁহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় সমরাঙ্গণে কঙ্কপত্রযুক্ত অনেক বাণসকলের দ্বারা তাঁহার উপর ক্রোধের সহিত প্রহার করিতে লাগিলেন ॥৪৯½

মহারাজ! তারপর তিনি সমস্ত সৈন্যদের সাক্ষাতে আনত-পর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে গুরুতর আহত করিয়াছিলেন ॥ ৫০½

তখন মহাযশস্বী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অত্যন্ত কুপিত হইয়া কঙ্ক ও ময়ূরপুচ্ছভূষিত তীক্ষ্ণ বাণসকলের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন ॥ ৫১½

ইহার পর মহারথী যুধিষ্ঠির সত্তরটি বাণে চন্দ্রসেনকে, নয়টি বাণে শল্যের সারথিকে এবং চৌষট্টি বাণে দ্রুমসেনকে বিনাশ করিলেন ॥ ৫২½

পাণ্ডুনন্দন মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্তৃক স্বীয় দুইজন চক্ররক্ষক নিহত হইলে পর রাজা শল্য পঁচিশ জন চেদি-যোদ্ধাকে সংহার করিলেন ॥ ৫৩½

নিজঘান ততো রাজংশ্চেদীন্ বৈ পঞ্চবিংশতিম্ ।
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা ভীমসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৫৪
মাদ্রীপুত্রৌ শতেনাজৌ বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
এবং বিচরতস্তস্য সংগ্রামে রাজসত্তম ॥ ৫৫
সম্প্রেষয়চ্ছিতান্ পার্থঃ শরানাশীবিষোপমান্ ।
ধ্বজাগ্রং চাস্য সমরে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৬
প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ রথাৎ ।
পাণ্ডুপুত্রেণ বৈ তস্য কেতুং ছিন্নং মহাত্মনা ॥ ৫৭
নিপতন্তমপশ্যাম গিরিশৃঙ্গমিবাহতম্ ।
ধ্বজং নিপতিতং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবঞ্চ ব্যবস্থিতম্ ॥ ৫৮
সংক্রুদ্ধো মদ্ররাজোঽভূচ্ছরবর্ষং মুমোচ হ ।
শল্যঃ সায়কবর্ষেণ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্ ॥ ৫৯
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
সাত্যকিং ভীমসেনঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৬০
একৈকং পঞ্চভির্বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ।
ততো বাণময়ং জালং বিততং পাণ্ডবোরসি ॥ ৬১
অপশ্যাম মহারাজ মেঘজালমিবোদগতম্ ।
তস্য শল্যো রণে ক্রুদ্ধঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ৬২
দিশঃ সংছাদয়ামাস প্রদিশশ্চ মহারথঃ ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বাণজালেন পীড়িতঃ ।
বভূবাদ্ভুতবিক্রান্তো জম্ভো বৃত্রহণা যথা ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

তারপর সাত্যকিকে পঁচিশ, ভীমসেনকে পাঁচ এবং মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেবকে তীক্ষ্ণধার একশত বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪½

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সংগ্রামে বিচরণকারী রাজা শল্যকে লক্ষ্য করত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫½

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে সম্মুখে অবস্থিত শল্যের ধ্বজের অগ্রভাগ একটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করত রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৫৬½

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কর্তৃক ছিন্ন হইয়া পতনরত সেই ধ্বজকে আমরা বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতনোন্মুখ পর্ব্বত-শিখরের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

ধ্বজ ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং সম্মুখে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবস্থিত আছেন, ইহা দেখিয়া মদ্ররাজ শল্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৮½

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শল্য বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয়দের উপর বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ৫৯½

সাত্যকি, ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন পাণ্ডুপুত্র নকুল-সহদেব ইঁহাদের মধ্যে প্রত্যেককেই পাঁচটি পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করত শল্য যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬০½

মহারাজ! তদনন্তর আমরা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের বক্ষে বাণময় জাল বিস্তৃত আছে দেখিলাম। ইহাতে মনে হইল— আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইয়াছে ॥ ৬১½

রণাঙ্গনে কুপিত মহারথী শল্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকলের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ (কোণ)-কে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৬২½

সেই সময় অদ্ভুত পরাক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠির সেই বাণসমূহে সেইভাবে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র জম্ভাসুরকে সন্তপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

মদ্ররাজ-শল্যস্যাদ্ভুতপরাক্রমবর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

পীড়িতে ধর্মরাজে তু মদ্ররাজেন মারিষ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ॥ ১
পরিবার্য্য রথৈঃ শল্যং পীডয়ামাসুরাহবে।
তমেকং বহুভির্দৃষ্ট্বা পীড্যমানং মহারথৈঃ॥ ২
সাধুবাদো মহান্ জজ্ঞে সিদ্ধাশ্চাসন্ প্রহর্ষিতাঃ।
আশ্চর্য্যমিত্যভাষন্ত মুনয়শ্চাপি সঙ্গতাঃ॥৩
ভীমসেনো রণে শল্যং শল্যভূতং পরাক্রমে।
একেন বিদ্ধ্বা বাণেন পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥ ৪
সাত্যকিশ্চ শতেনৈনং ধর্মপুত্রপরীপ্সয়া।
মদ্রেশ্বরমবাকীর্য্য সিংহনাদমথানদৎ॥৫
নকুলঃ পঞ্চভিশ্চৈনং সহদেবশ্চ পঞ্চভিঃ।
বিদ্ধ্বা তং তু পুনস্তূর্ণং ততো বিব্যাধ সপ্তভিঃ॥
স তু শূরো রণে যত্তঃ পীড়িতস্তৈর্মহারথৈঃ।
বিকৃষ্য কার্মুকং ঘোরং বেগঘ্নং ভারসাধনম্॥ ৭
সাত্যকিং পঞ্চবিংশত্যা শল্যো বিব্যাধ মারিষ।
ভীমসেনং তু সপ্তত্যা নকুলং সপ্তভিস্তথা॥ ৮
ততঃ সবিশিখং চাপং সহদেবস্য ধন্বিনঃ।
ছিত্ত্বা ভল্লেন সমরে বিব্যাধৈনং ত্রিসপ্তভিঃ॥ ৯
সহদেবস্তু সমরে মাতুলং ভূরিবর্চসম্।
সজ্যমন্যদ্ ধনুঃ কৃত্বা পঞ্চভিঃ সমতাড়য়ৎ॥ ১০
শরৈরাশীবিষাকারৈর্জ্বলজ্জ্বলনসন্নিভৈঃ।
সারথিং চাস্য সমরে শরেণানতপর্বণা॥ ১১
বিব্যাধ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তং বৈ ভূয়স্ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ভীমসেনস্তু সপ্তত্যা সাতকির্নবভিঃ শরৈঃ॥১২
ধর্মরাজস্তথা ষষ্ট্যা গাত্রে শল্যং সমার্পয়ৎ।
ততঃ শল্যো মহারাজ নির্বিদ্ধস্তৈর্মহারথৈঃ॥ ১৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[মদ্ররাজ শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম-বর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—আর্য্য! যখন মদ্ররাজ শল্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতেছিলেন, সেই সময় সাত্যকি, ভীমসেন ও মাত্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব যুদ্ধস্থলে শল্যকে রথসকলের দ্বারা পরিবৃত করত পীড়াদান করিতে লাগিলেন। ১½

একাকী শল্যকে বহু মহারথী বীরগণের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার চারিদিক্ হইতে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ হইতে লাগিল। সেখানে একত্রে সিদ্ধ ও মহর্ষিগণও হৃষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! ২-৩

ভীমসেন রণাঙ্গনে নিজের পরাক্রমের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ শল্যকে প্রথমে একটি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৪

সাত্যকিও ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য মদ্ররাজ শল্যকে একশত বাণে আচ্ছাদিত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫

নকুল ও সহদেব পাঁচটি পাঁচটি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাতটি বাণে তাঁহাকে অতিক্রত বিদ্ধ করিলেন। ৬

মাননীয় ভূপাল! সমরাঙ্গণে বীরবর শল্য সেই মহারথী বীরগণের দ্বারা পীড়িত হইতে থাকিলেও জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ, ভার সহ্য করিতে সমর্থ এবং শত্রুবেগনাশকারী একটি ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করত সাত্যকিকে পঁচিশ, ভীমসেনকে সত্তর ও নকুলকে সাতটি বাণ প্রহার করিলেন। ৭-৮

তাহার পর সমরাঙ্গণে একটি ভল্লের দ্বারা ধনুর্দ্ধর সহদেবের বাণসহ ধনু ছেদন করত শল্য তাঁহাকে একুশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৯

তখন সহদেব সংগ্রামে অন্য একটি ধনুতে গুণ আরোপণ করত নিজের অত্যন্ত তেজস্বী মাতুল শল্যকে বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর ও প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য পাঁচটি বাণে আহত করিয়া ফেলিলেন। ১০½

তাহার পর অত্যন্ত কুপিত হইয়া আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেবকেও পুনরায় তিনটি বাণে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন। ১১½

তদনন্তর ভীমসেন সত্তর, সাত্যকি নয় এবং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ষাটটি বাণে শল্যের দেহে বিদ্ধ করিলেন। ১২½

মহারাজ! সেই মহারথী বীরগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে রাজা শল্য নিজ দেহ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত করিতে

সুস্রাব রুধিরং গাত্রৈর্গৈরিকং পর্বতো যথা।
তাংশ্চ সর্বান্ মহেষ্বাসান্ পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ ॥ ১৪
বিব্যাধ তরসা রাজংস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন ধর্মপুত্রস্য মারিষ ॥ ১৫
ধনুশ্চিচ্ছেদ সমরে সজ্যং স সুমহারথঃ ;
অথান্যদ্ ধনুরাদায় ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৬
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথং শল্যং প্রাচ্ছাদয়চ্ছরৈঃ।
স চ্ছাদ্যমানঃ সমরে ধর্মপুত্রস্য সায়কৈঃ ॥ ১৭
যুধিষ্ঠিরমথাবিধ্যদ্ দশভির্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সাত্যকিস্তু ততঃ ক্রুদ্ধো ধর্মপুত্রে শরার্দিতে ॥ ১৮
মদ্রাণামধিপং শূরং শরৈর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ।
স সাত্যকেঃ প্রচিচ্ছেদ ক্ষুরপ্রেণ মহদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ভীমসেনমুখাংস্তাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিরতাড়য়ৎ।
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২০

তোমরং প্রেষয়ামাস স্বর্ণদণ্ডং মহাধনম্।
ভীমসেনোঽথ নারাচং জ্বলন্তমিব পন্নগম্ ॥ ২১
নকুলঃ সমরে শক্তিং সহদেবো গদাং শুভাম্।
ধর্মরাজঃ শতঘ্নীঞ্চ জিঘাংসুঃ শল্যমাহবে ॥ ২২
তানাপতত এবাশু পঞ্চানাং বৈ ভুজচ্যুতান্।
বারয়ামাস সমরে শস্ত্রসঙ্ঘৈঃ স মদ্ররাট্ ॥ ২৩
সাত্যকিপ্রহিতং শল্যো ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ তোমরম্।
প্রহিতং ভীমসেনেন শরং কনকভূষণম্ ॥ ২৪
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে কৃতহস্তঃ প্রতাপবান্।
নকুলপ্রেষিতাং শক্তিং হেমদণ্ডাং ভয়াবহাম্ ॥ ২৫
গদাঞ্চ সহদেবেন শরৌঘৈঃ সমবারয়ৎ।
শরাভ্যাঞ্চ শতঘ্নীং তাং রাজ্ঞশ্চিচ্ছেদ ভারত ॥ ২৬
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং সিংহনাদং ননাদ চ।
নামৃষ্যত্তত্র শৈনেয়ঃ শত্রোর্বিজয়মাহবে ॥ ২৭

লাগিলেন। ইহাতে মনে হইতেছিল- কোন পর্ব্বত গৈরিক মিশ্রিত জল নিঃসারণ করিতেছে। ১৩½

রাজন্! এই সময় তিনি সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে পাঁচটি পাঁচটি বাণে সবেগে বিদ্ধ করিলেন। তখন ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। ১৪½

মাণ্ডবর! তদনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ মহারথী শল্য সমরাঙ্গণে একটি অন্য ভল্লের দ্বারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গুণ সহ ধনু ছেদন করিলেন। ১৫½

তখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর ধনু গ্রহণ করত অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও রথ সহ শল্যকে নিজ বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ১৬½

সমরাঙ্গণে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাণসকলে আচ্ছাদিত হইয়াও শল্য যুধিষ্ঠিরকে দশটি তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৭½

যখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শল্যের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রুদ্ধ সাত্যকি বীরবর মদ্ররাজ শল্যকে পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ১৮½

ইহা দেখিয়া শল্য একটি ক্ষুরপ্র-বাণে সাত্যকির বিশাল ধনু ছেদন করিলেন এবং ভীমসেনাদিকেও তিনটি তিনটি বাণে আঘাত করিলেন। ১৯½

মহারাজ! তখন সত্যপরাক্রমী সাত্যকি কুপিত হইয়া শল্যের উপর সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত একটি বহুমূল্য তোমর প্রহার করিলেন। ২০½

ভীমসেন একটি প্রজ্বলিত সর্পসদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন, নকুল রণাঙ্গনে শল্যের উপর শক্তি ক্ষেপণ করিলেন, সহদেব একটি সুন্দর গদাক্ষেপণ করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে শল্যকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার উপর শতঘ্নী প্রহার করিলেন। ২১-২২

কিন্তু মদ্ররাজ শল্য সমরাঙ্গণে নিজ অস্ত্রসকলের দ্বারা সেই পঞ্চ বীরের বাহুদ্বারা নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহকে সত্বর নিবারণ করিলেন। ২৩

সিদ্ধহস্ত ও প্রতাপশালী বীর শল্য নিজ ভল্লসকলের দ্বারা সাত্যকিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন এবং ভীমসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণকে দুই খণ্ডে খণ্ডিত করিলেন। ২৪½

এইরূপ তিনি নকুলকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণদণ্ডবিভূষিত ভয়ঙ্কর শক্তিকে এবং সহদেব নিক্ষিপ্ত গদাকেও বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করিলেন। ২৫½

ভারত! পুনরায় শল্য দুইটি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই শতঘ্নীকেও অন্য পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই ছেদন করিলেন এবং সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ২৬½

যুদ্ধে শত্রু শল্যের এই জয়লাভকে শিনিপৌত্র সাত্যকি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অপর ধনু গ্রহণ করত ক্রোধে

অথান্যদ্ ধনুরাদায় সাত্যকিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
দ্বাভ্যাং মদ্রেশ্বরং বিদ্ধ্বা সারথিঞ্চ ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ২৮
ততঃ শল্যো রণে রাজন্ সর্বাংস্তান্ দশভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভৃশসংক্রুদ্ধস্তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপান্ ॥ ২৯
তে বার্য্যমাণাঃ সমরে মদ্ররাজ্ঞা মহারথাঃ।
ন শেকুঃ সম্মুখে স্থাতুং তস্য শত্রুনিষূদনাঃ ॥ ৩০
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা শল্যস্য বিক্রমম্।
নিহতান্ পাণ্ডবান্ মেনে পাঞ্চালানথ সৃঞ্জয়ান্ ॥ ৩১
ততো রাজন্ মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
সন্ত্যজ্য মনসা প্রাণান্ মদ্রাধিপমযোধয়ৎ ॥ ৩২
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পরিবার্য্য তদা শল্যং সমন্তাদ্ ব্যকিরন্ শরৈঃ ॥ ৩৩
স চতুর্ভির্মহেষ্বাসৈঃ পাণ্ডবানাং মহারথৈঃ।
বৃতস্তান্ যোধয়ামাস মদ্ররাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৪

মূর্চ্ছিত হইয়া দুইটি বাণে মদ্ররাজ শল্যকে এবং তিনটি বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৭-২৮

রাজন্! তখন রাজা শল্য রণাঙ্গনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং যেরূপ মাহুত অঙ্কুশসকলের দ্বারা মহাগজগণকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি এই সব যোদ্ধাগণকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যের দ্বারা এইরূপে নিবারিত হইতে থাকিয়া শত্রুসূদন পাণ্ডব-মহারথীরা তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না ॥ ৩০

সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন শল্যের সেই পরাক্রম দর্শন করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, অতঃপর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-যোদ্ধারা অবশ্যই নিহত হইবে ॥ ৩১

রাজন্! তদনন্তর প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন মন হইতে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত মদ্ররাজ শল্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

নকুল, সহদেব এবং মহারথী সাত্যকিও সেই সময় শল্যকে পরিবৃত করত তাঁহার উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৩

এই চারিজন মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-পক্ষের মহারথিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য ইঁহাদের সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

তস্য ধর্মসুতো রাজন্ ক্ষুরপ্রেণ মহাহবে।
চক্ররক্ষং জঘানাশু মদ্ররাজস্য পার্থিবঃ ॥ ৩৫
তস্মিংস্তু নিহতে শূরে চক্ররক্ষে মহারথে।
মদ্ররাজোঽপি বলবান্ সৈনিকানাবৃণোচ্ছরৈঃ ॥ ৩৬
সমাবৃতাংস্ততস্তাংস্তু রাজন্ বীক্ষ্য স্বসৈনিকান্।
চিন্তয়ামাস সমরে ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৭
কথং নু সমরে শক্যং তন্মাধববচো মহৎ।
ন হি ক্রুদ্ধো রণে রাজা ক্ষপয়েত বলং মম ॥ ৩৮
(অহং মদ্ভ্রাতরশ্চৈব সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব ন শক্তাঃ স্ম হি মদ্রপম্ ॥
নিহনিষ্যতি চৈবাদ্য মাতুলোঽস্মান্ মহাবলঃ।
গোবিন্দবচনং সত্যং কথং ভবতি কিং ত্বিদম্ ॥)
ততঃ সরথ-নাগাশ্বাঃ পাণ্ডবাঃ পাণ্ডুপূর্বজ।
মদ্ররাজং সমাসেদুঃ পীড়য়ন্তঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯

রাজন্! সেই মহাসমরে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির একটি ক্ষুরপ্র বাণে মদ্ররাজ শল্যের চক্ররক্ষককে শীঘ্রই বিনাশ করিলেন ॥ ৩৫

নিজের মহারথী বীর চক্ররক্ষক নিহত হইলে পর বলবান্ মদ্ররাজ শল্যও বাণসকলের দ্বারা শত্রুপক্ষের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৬

রাজন্! সমরাঙ্গণে নিজের সমস্ত সৈন্যদিগকে বাণসমূহে আবৃত হইতে দেখিয়া ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

এই যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কথিত মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য কিরূপে সফল হইল? কখনও এরূপ যেন না হয় যে, রণাঙ্গনে কুপিত মদ্ররাজ শল্য আমার সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলেন ॥ ৩৮

(আমি আমার ভ্রাতৃগণ, মহারথী সাত্যকি এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা সকলে মিলিত হইয়াও মদ্ররাজ শল্যকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি না। মনে হইতেছে—এই মহাবল মাতুল আজ আমাদের সকলকেই সংহার করিবেন। সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য (শল্য আমার হস্তে নিহত হইবেন) কিরূপ সত্য হইবে?)

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! তদনন্তর রথ, হস্তী ও অশ্বগণের সহিত সমস্ত পাণ্ডবযোদ্ধারা মদ্ররাজ শল্যকে সর্ব্বদিক্ দিয়া পীড়িত করিতে করিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৯

নানাশস্ত্রৌঘবহুলাং শস্ত্রবৃষ্টিং সমুত্থিতাম্।
ব্যধমৎ সমরে রাজা মহাভ্রাণীব মারুতঃ॥ ৪০
ততঃ কনকপুঙ্খাং তাং শল্যক্ষিপ্তাং বিয়দ্গতাম্।
শরবৃষ্টিমপশ্যাম শলভানামিবায়তিম্॥ ৪১
তে শরা মদ্ররাজেন প্রেষিতা রণমূর্দ্ধনি।
সম্পতন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে শলভানাং ব্রজা ইব॥ ৪২
মদ্ররাজধনুর্মুক্তৈঃ শরৈঃ কনকভূষণৈঃ।
নিরন্তরমিবাকাশং সম্বভূব জনাধিপ॥ ৪৩
ন পাণ্ডবানাং নাস্মাকং তত্র কিঞ্চিদ্ ব্যদৃশ্যত।
বাণান্ধকারে মহতি কৃতে তত্র মহাহবে॥ ৪৪
মদ্ররাজেন বলিনা লাঘবাচ্ছরবৃষ্টিভিঃ।
চাল্যমানং তু তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং বলার্ণবম্॥ ৪৫
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।
স তু তান্ সর্বতো যত্তান্ শরৈঃ সংছাদ্য মারিষ॥ ৪৬
ধর্মরাজমবচ্ছাদ্য সিংহবদ্ ব্যনদন্মুহুঃ।
তে চ্ছন্নাঃ সমরে তেন পাণ্ডবানাং মহারথাঃ॥ ৪৭
নাশক্নুবংস্তদা যুদ্ধে প্রত্যুদ্‌যাতুং মহারথম্।
ধর্মরাজ পুরোগাস্তু ভীমসেনমুখা রথাঃ।
ন জহুঃ সমরে শূরং শল্যমাহবশোভিনম্॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শল্যযুদ্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩

যেরূপ বায়ু বিশাল মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া দিয়া থাকে, সেইরূপ সমরাঙ্গণে রাজা শল্য বহু প্রকার অস্ত্রসকলে পরিপূর্ণ সেই সমুত্থিত অস্ত্রবর্ষণকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন॥ ৪০

তাহার পর শল্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্বর্ণপঙ্খযুক্ত বাণসকলের বর্ষণ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যাইল, যাহা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম॥ ৪১

যুদ্ধের সম্মুখভাগে মদ্ররাজ শল্যকর্তৃক নিক্ষিপ্ত এই বাণসকল পতঙ্গদলের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল॥ ৪২

হে নরাধিপ! মদ্ররাজ শল্যের ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত সেই স্বর্ণভূষিত বাণসমূহে আকাশ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল॥ ৪৩

এই মহাযুদ্ধে বাণসমূহের দ্বারা ঘন অন্ধকার উৎপন্ন হইল, ইহাতে সেখানে আমাদের ও পাণ্ডবগণের কোন বস্তুই দেখা যাইতেছিল না॥ ৪৪

বলবান্ মদ্ররাজ শল্য কর্তৃক নৈপুণ্যের সহিত সেই বাণবর্ষণে পাণ্ডবদের সৈন্যসমুদায়কে বিচলিত হইতে দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব ও দানবগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন॥ ৪৫½

জয়লাভের জন্য যত্নপরায়ণ সমস্ত যোদ্ধাদিগকে সর্ব্বদিকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করত শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও আবৃত করিয়া বারংবার সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন॥ ৪৬½

সমরাঙ্গণে তাঁহার বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পাণ্ডবপক্ষের মহারথী যোদ্ধারা সেই যুদ্ধে মহারথী শল্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না॥ ৪৭½

তথাপি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত ভীমসেনাদি রথী যোদ্ধাগণ সংগ্রামে শোভাপ্রাপ্ত বীরবর শল্যকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন সহাশ্বত্থাম্নো যুদ্ধম্, পাঞ্চাল-বীর-সুরথস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

অর্জুনো দ্রৌণিনা বিদ্ধো যুদ্ধে বহুভিরায়সৈঃ।
তস্য চানুচরৈঃ শূরৈস্ত্রিগর্তানাং মহারথৈঃ॥ ১

দ্রৌণিং বিব্যাধ সমরে ত্রিভিরেব শিলীমুখৈঃ।
তথেতরান্ মহেষ্বাসান্ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং ধনঞ্জয়ঃ॥ ২

ভূয়শ্চৈব মহারাজ শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
শরকণ্টকিতাস্তে তু তাবকা ভরতর্ষভ॥ ৩

ন জহুঃ পার্থমাসাদ্য তাড্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ।
অর্জুনং রথবংশেন দ্রোণপুত্রে পুরোগমাঃ॥ ৪

অযোধয়ন্ত সমরে পরিবার্য্য মহারথাঃ।
তৈস্তু ক্ষিপ্তাঃ শরা রাজন্ কার্তস্বরবিভূষিতাঃ॥ ৫

অর্জুনস্য রথোপস্থং পূরয়ামাসুরঞ্জসা।
তথা কৃষ্ণৌ মহেষ্বাসৌ বৃষভৌ সর্বধন্বিনাম্॥ ৬

শরৈর্বীক্ষ্য বিতুন্নাঙ্গৌ প্রহৃষ্টা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
কূবরং রথচক্রাণি ঈষা যোক্ত্রাণি বা বিভো॥ ৭

যুগং চৈবানুকর্ষঞ্চ শরভূতমভূত্তদা।
নৈতাদৃশং দৃষ্টপূর্বং রাজন্ নৈব চ নঃ শ্রুতম্॥ ৮

যাদৃশং তত্র পার্থস্য তাবকাঃ সম্প্রচক্রিরে।
স রথঃ সর্বতো ভাতি চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৯

উল্কাশতৈঃ সম্প্রদীপ্তং বিমানমিব ভূতলে।
ততোঽর্জুনো মহারাজ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ॥ ১০

অবাকিরত্তাং পৃতনাং মেঘো বৃষ্ট্যেব পর্বতম্।
তে বধ্যমানাঃ সমরে পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ॥ ১১

পার্থভূতমমন্যন্ত প্রেক্ষমাণাস্তথাবিধম্।
কোপোদ্ধূতশরজ্বালো ধনুঃশব্দানিলো মহান্॥ ১২

সৈন্যেন্ধনং দদাহাশু তাবকং পার্থ পাবকঃ।
চক্রাণাং পততাং চাপি যুগানাঞ্চ ধরাতলে॥ ১৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ এবং পাঞ্চাল-বীর সুরথের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! অপর দিকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং তাঁহার অনুগামী ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরবর মহারথী যোদ্ধারা অর্জুনকে লৌহনির্ম্মিত বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১

তখন অর্জুন রণাঙ্গনে তিনটি বাণে অশ্বত্থামাকে এবং দুইটি দুইটি বাণে অন্য সব মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন।২

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর অর্জুন পুনরায় ইঁহাদের সকলকে স্বীয় বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। অর্জুনের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সেই সব বাণে কণ্টকযুক্ত হইয়াও আপনার যোদ্ধারা অর্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন না।৩½

সমরাঙ্গণে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে অগ্রে করত কৌরব-মহারথী যোদ্ধারা অর্জুনকে রথসকলের দ্বারা পরিবৃত করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৪½

রাজন্! ইঁহাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত বাণসকল অর্জুনের রথের আসন অনায়াসেই পূর্ণ করিয়া ফেলিল।৫½

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মহাধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সর্ব্বাঙ্গ বাণসমূহে ব্যথিত হইতে দেখিয়া রণদুর্ম্মদ কৌরব-যোদ্ধারা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন।৬½

প্রভো! অর্জুনের রথের চক্রসকল, কূবর, ঈষাদণ্ড, যোক্ত্র (যোৎ), যুগ ও অনুকর্ষ—এই সমস্তই সেই সময় বাণময় হইয়া যাইল।৭½

রাজন্! সেখানে আপনার যোদ্ধারা অর্জুনের যেরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, উহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় না এবং শুনাও যায় না।৮½

বিচিত্র পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া অর্জুনের রথ ভূতলে শত শত উল্কায় (মশালে) প্রকাশিত বিমানের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৯½

মহারাজ! তদনন্তর অর্জুন আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা আপনার সেই সৈন্যদিগকে সেইভাবে আবৃত করিয়া দিলেন, যেরূপ বারিবর্ষণে মেঘ পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে।১০½

সমরাঙ্গণে অর্জুনের নামাঙ্কিত বাণসকলের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কৌরব সৈন্যরা তাঁহাকে সেইভাবে দেখিতে দেখিতে সব কিছুই অর্জুনময় বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন।১১½

অর্জুনরূপী প্রচণ্ড অগ্নি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া বাণময়ী শিখা-সকল বিস্তার করিতে করিতে ধনুর টঙ্কাররূপ বায়ুতে প্রেরিত হইয়া আপনার সৈন্যরূপী ইন্ধন (কাষ্ঠ)কে অতিক্রম দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।১২½

ভারত! মহাভাগ! অর্জুনের রথের মার্গে ধরাতলে পতিত রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, রথ, ঈষা, অনুকর্ষ,

তূণীরাণাং পতাকানাং ধ্বজানাঞ্চ রথৈঃ সহ।
ঈষাণামনুকর্ষাণাং ত্রিবেণুনাঞ্চ ভারত ॥ ১৪
অক্ষাণামথ যোক্ত্রাণাং প্রতোদানাঞ্চ সর্বশঃ।
শিরসাং পততাং চাপি কুণ্ডলোষ্ণীষধারিণাম্ ॥ ১৫
ভুজানাঞ্চ মহাভাগ স্কন্ধানাঞ্চ সমন্ততঃ।
ছত্রাণাং ব্যজনৈঃ সার্দ্ধং মুকুটানাঞ্চ রাশয়ঃ ॥ ১৬
সমদৃশ্যন্ত পার্থস্য রথমার্গেষু ভারত।
ততঃ ক্রুদ্ধস্য পার্থস্য রথমার্গে বিশাম্পতে ॥ ১৭
অগম্যরূপা পৃথিবী মাংস-শোণিতকর্দমা।
ভীরূণাং ত্রাসজননী শূরাণাং হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১৮
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্যাক্রীড়নং যথা।
হত্বা তু সমরে পার্থঃ সহস্রে দ্বে পরন্তপঃ ॥ ১৯
রথানাং সবরূথানাং বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন।
যথা হি ভগবানগ্নির্জগদ্ দগ্ধ্বা চরাচরম্ ॥ ২০
বিধূমো দৃশ্যতে রাজংস্তথা পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
দ্রৌণিস্তু সমরে দৃষ্ট্বা পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্ ॥ ২১
রথেনাতিপতাকেন পাণ্ডবং প্রত্যবারয়ৎ।
তাবুভৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ তাবুভৌ ধন্বিনাং বরৌ ॥ ২২
সমীয়তুস্তদান্যোন্যং পরস্পরবধৈষিণৌ।
তয়োরাসীন্মহারাজ বাণবর্ষং সুদারুণম্ ॥ ২৩
জীমূতয়োর্যথা বৃষ্টিস্তপান্তে ভরতর্ষভ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধিনৌ তৌ তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ ॥ ২৪
ততক্ষতুস্তদান্যোন্যং শৃঙ্গাভ্যাং বৃষভাবিব।
তয়োর্যুদ্ধং মহারাজ চিরং সমমিবাভবৎ ॥ ২৫
শস্ত্রাণাং সঙ্গমশ্চৈব ঘোরস্তত্রাভবৎ পুনঃ।
ততোঽর্জুনং দ্বাদশভী রুক্মপুঙ্খৈঃ সুতেজনৈঃ ॥ ২৬
বাসুদেবঞ্চ দশভির্দ্রৌণির্বিব্যাধ ভারত।
ততঃ প্রহর্ষাদ্ বীভৎসুর্ব্যাক্ষিপদ্ গাণ্ডিবং ধনুঃ ॥ ২৭
মানয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু গুরুপুত্রং মহাহবে।
ব্যশ্ব-সূত-রথং চক্রে সব্যসাচী পরন্তপঃ ॥ ২৮

ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ (চাবুক), কুণ্ডল ও উষ্ণীষ-(পাগড়ী)-ধারী মস্তক, বাহু, স্কন্ধ, ছত্র, ব্যজন এবং মুকুট-সকলের বহু রাশি দেখা যাইল। ১৩-১৬½

প্রজানাথ! কুপিত অর্জ্জুনের রথের মার্গের ভূমিতে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হওয়ায় সেখানে যাতায়াত করাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। ১৭½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই রণাঙ্গন রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থল (শ্মশান)-সদৃশ কাপুরুষগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল এবং বীরবর যোদ্ধাদের মনে হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল। ১৮½

শত্রুতাপন পার্থ সমরাঙ্গনে আবরণসহ দুই সহস্র রথকে সংহার করত ধূমহীন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ১৯½

রাজন্! যেরূপ চরাচর জগৎকে দগ্ধ করত ভগবান্ অগ্নিদেব ধূমহীন অবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনও দেদীপ্যমান হইতেছিলেন। ২০½

সংগ্রামে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের এই পরাক্রম দর্শন করত দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা অত্যন্ত উচ্চ পতাকাযুক্ত রথের দ্বারা আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ২১½

ইঁহারা উভয়েই মনুষ্যগণের মধ্যে ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন এবং উভয়েই ধনুর্দ্ধর বীরবৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই সময় পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছায় ইঁহারা উভয়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ২২½

মহারাজ! ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বর্ষাকালে দুইটি খণ্ড মেঘ জল বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সেখানে এই দুই জনের বাণসমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বর্ষণ হইতে লাগিল। ২৩½

যেরূপ দুইটি বৃষ পরস্পরকে শৃঙ্গের দ্বারা আঘাত করিতে থাকে, সেইরূপ পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধাপ্রদর্শনকারী এই দুই বীর অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামা আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিলেন। ২৪½

মহারাজ! দীর্ঘকাল ধরিয়া ইঁহাদের যুদ্ধ যেন সমানভাবেই চলিতে ছিল। পুনরায় সেখানে ইঁহাদের মধ্যে অস্ত্রসকলের ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল। ২৫½

ভরতনন্দন! তখন অশ্বত্থামা অত্যন্ত তেজস্বী সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বারটি বাণে অর্জ্জুনকে এবং দশটি বাণে শ্রীকৃষ্ণকেও বিদ্ধ করিলেন। ২৬½

তদনন্তর সেই মহাসমরে মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া গুরুপুত্রের সমাদর করিতে করিতে অর্জ্জুন অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত কেবল গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৭½

ইহার পর শত্রুতাপন সব্যসাচী অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে অশ্বগণ, সারথি ও রথ হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলেন। অনন্তর মৃদুতার সহিত বাণক্ষেপণ করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২৮½

মুহূর্তং ততশ্চৈনং পুনঃ পুনরতাড়য়ৎ।
হতাশ্বে তু রথে তিষ্ঠন্ দ্রোণপুত্রস্ত্বয়স্ময়ম্॥ ২৯
মুসলং পাণ্ডুপুত্রায় চিক্ষেপ পরিঘোপমম্।
তমাপতন্তং সহসা হেমপট্টবিভূষিতম্॥ ৩০
চিচ্ছেদ সপ্তধা বীরঃ পার্থঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
স ছিন্নং মুসলং দৃষ্ট্বা দ্রৌণিঃ পরমকোপনঃ॥ ৩১
আদদে পরিঘং ঘোরং নগেন্দ্রশিখরোপমম্।
চিক্ষেপ চৈব পার্থায় দ্রৌণির্যুদ্ধবিশারদঃ॥ ৩২
তমন্তকমিব ক্রুদ্ধং পরিঘং প্রেক্ষ্য পাণ্ডবঃ
অর্জুনস্তরিতো জঘ্নে পঞ্চভিঃ সায়কোত্তমৈঃ॥ ৩৩
স ছিন্নঃ পতিতো ভূমৌ পার্থবাণৈর্মহাহবে।
দারয়ন্ পৃথিবীন্দ্রাণাং মনাংসীব চ ভারত॥ ৩৪
ততোঽপরৈস্ত্রিভির্ভল্লৈর্দ্রৌণিং বিব্যাধ পাণ্ডবঃ।
সোঽতিবিদ্ধো বলবতা পার্থেন সুমহাত্মনা॥ ৩৫
নাকম্পত তদা দ্রৌণিঃ পৌরুষে স্বে ব্যবস্থিতঃ।

এই সময় অশ্বহীন রথেই উপবেশন করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের উপর লৌহনির্মিত পরিঘসদৃশ এক মুসল নিক্ষেপ করিলেন॥ ২৯½

শত্রুহন্তা বীর অর্জুন সহসা নিজের দিকে সেই সুবর্ণপত্রভূষিত মুসলকে আসিতে দেখিয়া উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন॥ ৩০½

নিজের মুসল ছিন্ন হইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পর্ব্বতশিখরসদৃশ একটি ভয়ঙ্কর পরিঘগ্রহণ করিলেন॥ ৩১½

যুদ্ধবিশারদ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা এই পরিঘটিকে অর্জুনের দিকে ক্ষেপণ করিলেন। ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় সেই পরিঘকে অবলোকন করত পাণ্ডুপুত্র অর্জুন অতিদ্রুত পাঁচটি উত্তম বাণের দ্বারা উহাকে ছেদন করিলেন॥ ৩২-৩৩

ভারত! সেই মহাসমরে পার্থের বাণসমূহে ছিন্ন সেই পরিঘ রাজগণের হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল॥ ৩৪

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অপর তিনটি ভল্লের দ্বারা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাত্মা বলবান্ বীর অর্জুনকর্ত্তৃক অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াও অশ্বত্থামা স্বীয় পুরুষার্থ আশ্রয় করত কম্পিত হইলেন না॥ ৩৫½

সুরথস্তু ততো রাজন্ ভারদ্বাজো মহারথম্॥ ৩৬
অবাকিরচ্ছরব্রাতৈঃ সর্বক্ষত্রস্য পশ্যতঃ।
ততস্তু সুরথোঽপ্যাজৌ পাঞ্চালানাং মহারথঃ॥ ৩৭
রথেন মেঘঘোষেণ দ্রৌণিমেবাভ্যধাবত।
বিকর্ষন্ বৈ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং সর্বভারসহং দৃঢ়ম্॥ ৩৮
জ্বলনাশীবিষনিভৈঃ শরৈশ্চৈনমবাকিরৎ।
সুরথং তং ততঃ ক্রুদ্ধমাপতন্তং মহারথম্॥ ৩৯
চুকোপ সমরে দ্রৌণির্দণ্ডাহত ইবোরগঃ।
ত্রিশিখাং ভ্রুকুটীং কৃত্বা সৃক্কিণী পরিসংলিহন্॥ ৪০
উদ্বীক্ষ্য সুরথং রোষাদ্ ধনুর্জ্যামবমৃজ্য চ।
মুমোচ তীক্ষ্ণং নারাচং যমদণ্ডোপমদ্যুতিম্॥ ৪১
স তস্য হৃদয়ং ভিত্ত্বা প্রবিবেশাতিবেগিতঃ।
শক্রাশনিরিবোৎসৃষ্টো বিদার্য্য ধরণীতলম্॥ ৪২
ততঃ স পতিতো ভূমৌ নারাচেন সমাহতঃ।
বজ্রেণ চ যথা শৃঙ্গং পর্বতস্যেব দীর্য্যতঃ॥ ৪৩

রাজন্! তারপর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতেই মহারথী সুরথকে স্বীয় বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন॥ ৩৬½

তখন যুদ্ধস্থলে পাঞ্চাল-মহারথী সুরথও মেঘতুল্য গম্ভীর শব্দকারী রথের দ্বারা অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন॥ ৩৭½

সর্ব্বপ্রকার ভারবহন করিতে সমর্থ, সুদৃঢ় ও উত্তম ধনু আকর্ষণ করত সুরথ অগ্নি এবং বিষধর সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর বাণসমূহ বর্ষণ করত অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৮½

মহারথী সুরথকে ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা সমরাঙ্গণে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন॥ ৩৯½

তিনি তিনভাগে ভ্রূকুটি করিয়া নিজের ওষ্ঠপ্রান্তভাগ জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে (চাটিতে) লাগিলেন এবং রোষভরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত ধনুর গুণ পরিষ্কার করিয়া তিনি যমদণ্ড-সদৃশ তেজস্বী একটি তীক্ষ্ণ নারাচ প্রহার করিলেন॥ ৪০-৪১

যেরূপ ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অত্যন্ত বেগশালী বজ্র পৃথিবীকে বিদীর্ণ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই নারাচ সবেগে সুরথের বক্ষঃস্থল ভেদ করত তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল॥ ৪২

তাহার পর নারাচে গুরুতর আহত হইয়া সুরথ বজ্রে বিদীর্ণ পর্ব্বতের শিখরের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন॥ ৪৩

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
আরুরোহ রথং তূর্ণং তমেব রথিনাং বরঃ ॥ ৪৪
ততঃ সজ্জো মহারাজ দ্রৌণিরাহবদুর্মদঃ ।
অর্জুনং যোধয়ামাস সংশপ্তকবৃতো রণে ॥ ৪৫
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীদর্জুনস্য পরৈঃ সহ ।
মধ্যন্দিনগতে সূর্য্যে যমরাষ্ট্রবিবর্ধনম্ ॥ ৪৬
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম দৃষ্ট্বা তেষাং পরাক্রমম্ ।
যদেকো যুগপদ্ বীরান্ সমযোধয়দর্জুনঃ ॥ ৪৭
বিমর্দঃ সুমহানাসীদেকস্য বহুভিঃ সহ ।
শতক্রতুর্যথা পূর্ব্বং মহত্যা দৈত্যসেনয়া ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

এই বীর সুরথ নিহত হইলে পর রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অতিক্রত সেই রথেই আরোহণ করিলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! তাহার পর যুদ্ধসজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া রণাঙ্গনে সংশপ্তকগণে পরিবৃত হইয়া রণদুর্মদ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৫

সেখানে সূর্য্যদেব মধ্যদিবসে উপস্থিত হইলে পর শত্রুগণের সহিত অর্জুনের মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কেবল যমরাজেরই রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ৪৬

সেই সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রম দেখিয়া আমরা আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম যে, একাকী অর্জুন একই সময়ে এই সকল বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭

যেরূপ পুরাকালে বিশাল দৈত্যসৈন্যগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ একমাত্র অর্জুনের বহুসংখ্যক বিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের সহিত মহাসংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ব্যাপক যুদ্ধবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

[দুর্য্যোধন-ধৃষ্টদ্যুম্নয়োঃ, অর্জুনাশ্বত্থাম্নোঃ শল্যেন সহ নকুল-সাত্যকিপ্রভৃতীনাঞ্চ ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

দুর্য্যোধনো মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ।
চক্রতুঃ সুমহদ্ যুদ্ধং শরশক্তিসমাকুলম্ ॥ ১
তয়োরাসন্ মহারাজ শরধারাঃ সহস্রশঃ ।
অম্বুদানাং যথা কালে জলধারাঃ সমন্ততঃ ॥ ২
রাজা চ পার্ষতং বিদ্ধ্বা শরৈঃ পঞ্চভিরাশুগৈঃ ।
দ্রোণহন্তারমুগ্রেষুং পুনর্বিব্যাধ সপ্তভিঃ ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে বলবান্ দৃঢ়বিক্রমঃ ।
সপ্তত্যা বিশিখানাং বৈ দুর্য্যোধনমপীড়য়ৎ ॥ ৪
পীড়িতং বীক্ষ্য রাজানং সোদার্য্যা ভরতর্ষভ ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং পরিবব্রুঃ স্ম পার্ষতম্ ॥ ৫
স তৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সর্ব্বতোঽতিরথৈর্ভৃশম্ ।
ব্যচরৎ সমরে রাজন্ দর্শয়ন্নস্ত্রলাঘবম্ ॥ ৬

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, অর্জুন ও অশ্বত্থামা এবং শল্যের সহিত নকুল ও সাত্যকি প্রভৃতির ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! একদিকে দুর্য্যোধন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাযুদ্ধ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ বাণ ও শক্তিসমূহের প্রহারে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ১

হে মহারাজ! যেরূপ বর্ষাকালে সর্ব্বদিকে মেঘের জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপে এই দুই বীর দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের দিক্ হইতে বাণনিকরের সহস্র সহস্র ধারা বর্ষিত হইতেছিল ॥ ২

রাজা দুর্য্যোধন পাঁচটি শীঘ্রগামী বাণের দ্বারা উগ্রবাণযুক্ত দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করত পুনরায় সাতটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩

তখন সুদৃঢ় পরাক্রমশালী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে সত্তরটি বাণ প্রহার করত দুর্য্যোধনকে পীড়িত করিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা দুর্য্যোধনকে পীড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার সকল ভ্রাতা বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিবৃত করিলেন ॥ ৫

রাজন্! সেই অতিরথী বীরগণের দ্বারা সর্ব্বদিকে পরিবৃত

শিখণ্ডী কৃতবর্মাণং গৌতমঞ্চ মহারথম্।
প্রভদ্রকৈঃ সমাযুক্তো যোধয়ামাস ধন্বিনৌ ॥ ৭
তত্রাপি সুমহদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং বিশাম্পতে।
প্রাণান্ সন্ত্যজতাং যুদ্ধে প্রাণদ্যূতাভিদেবনে ॥ ৮
শল্যঃ সায়কবর্ষাণি বিমুঞ্চন্ সর্বতোদিশম্।
পাণ্ডবান্ পীড়য়ামাস সসাত্যকি-বৃকোদরান্ ॥ ৯
তথা তৌ তু যমৌ যুদ্ধে যমতুল্যপরাক্রমৌ।
যোধয়ামাস রাজেন্দ্র বীর্যেণাস্ত্রবলেন চ ॥ ১০
শল্যসায়কনুন্নানাং পাণ্ডবানাং মহামৃধে।
ত্রাতারং নাভ্যগচ্ছন্ত কেচিত্তত্র মহারথাঃ ॥ ১১
ততস্তু নকুলঃ শূরো ধর্মরাজে প্রপীড়িতে।
অভিদুদ্রাব বেগেন মাতুলং মাতৃনন্দনঃ ॥ ১২
সংছাদ্য সমরে শল্যং নকুলঃ পরবীরহা।
বিব্যাধ চৈনং দশভিঃ স্ময়মানঃ স্তনান্তরে ॥ ১৩
সর্বপারসবৈর্বাণৈঃ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈর্ধনুর্যন্ত্রপ্রচোদিতৈঃ ॥ ১৪
শল্যস্তু পীড়িতস্তেন স্বস্ত্রীয়েণ মহাত্মনা।
নকুলং পীড়য়ামাস পত্রিভির্নতপর্বভিঃ ॥ ১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমসেনোঽথ সাত্যকিঃ।
সহদেবশ্চ মাদ্রেয়ো মদ্ররাজমুপাদ্রবন্ ॥ ১৬
তানাপতত এবাশু পূরয়াণান্ রথস্বনৈঃ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কম্পয়ানাংশ্চ মেদিনীম্ ॥ ১৭
প্রতিজগ্রাহ সমরে সেনাপতিরমিত্রজিৎ।
যুধিষ্ঠিরং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা ভীমসেনঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ১৮
সাত্যকিঞ্চ শতেনাজৌ সহদেবং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ততস্তু সমরং চাপং নকুলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৯
মদ্রেশ্বরঃ ক্ষুরপ্রেণ তদা মারিষ চিচ্ছিদে।
তদশীর্যত বিচ্ছিন্নং ধনুঃ শল্যস্য সায়কৈঃ ॥ ২০

হইয়া যুদ্ধস্থলে নিজের অস্ত্রচালনার নৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

অপর দিকে শিখণ্ডী প্রভদ্রকসৈন্যগণের সহিত কৃতবর্মা এবং মহারথী কৃপাচার্য—এই দুই ধনুর্দ্ধরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৭

প্রজানাথ! সেখানেও জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছিল ॥ ৮

অন্যদিকে শল্য সর্ব্বদিকে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিয়া যুদ্ধে সাত্যকি ও ভীমসেনের সহিত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৯

রাজেন্দ্র! তিনি যুদ্ধে যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী নকুল ও সহদেবের সহিতও স্বীয় পরাক্রম এবং অস্ত্রবলের সাহায্যে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ১০

যখন শল্য নিজ বাণসমূহের দ্বারা পাণ্ডব-মহারথী যোদ্ধাগণকে আহত করিতেছিলেন, তখন সেই সময় সেই মহাসমরে তাঁহারা নিজেদের কোন রক্ষক পাইলেন না ॥ ১১

যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শল্যের অস্ত্রাঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন মাতার আনন্দবর্দ্ধনকারী নকুল তীব্রবেগে নিজ মাতুল শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১২

শত্রুবীরহন্তা নকুল সমরাঙ্গণে শল্যকে বাণসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার বক্ষে দশটি বাণ বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৩

এই সব বাণই লৌহময় ছিল এবং কর্ম্মকারগণ ইহাদিগকে উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল বাণে স্বর্ণের পক্ষ যোজিত ছিল ও শিলাতে শান দিয়া তীক্ষ্ণধার করা হইয়াছিল। এই দশটি বাণ ধনুরূপে যন্ত্রে আরোপ করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৪

নিজের ভগিনীপুত্র মহাত্মা নকুল কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শল্য আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা নকুলকে পীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সাত্যকি এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব একসঙ্গে মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১৬

ইঁহারা নিজ নিজ রথের ঘর্ঘর শব্দে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে ও বিদিক্ (কোণ)-সমূহকে পরিপূরিত করিতে করিতে পৃথিবীকে কম্পিত করিতেছিলেন। সহসা আক্রমণকারী এই সব বীরগণকে শত্রুবিজয়ী সেনাপতি শল্য রণাঙ্গনে নিবারণ করিলেন ॥ ১৭ই

মাননীয় ভূপাল! মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে তিন, ভীমসেনকে পাঁচ, সাত্যকিকে একশত এবং সহদেবকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া মহাত্মা নকুলের বাণসহ ধনু খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন ॥ ১৮-২০

অথাম্মদ্ ধনুরাদায় মাদ্রীপুত্রো মহারথঃ।
মদ্ররাজরথং তূর্ণং পূরয়ামাস পত্রিভিঃ। ২১
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশং সহদেবশ্চ মারিষ।
দশভির্দশভির্বাণৈরুরস্তেনমবিধ্যতাম্। ২২
ভীমসেনস্তু তং ষষ্ট্যা সাত্যকির্দশভিঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজমভিক্রুত্য জঘ্নতুঃ কঙ্কপত্রিভিঃ॥ ২৩
মদ্ররাজস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ সাত্যকিং নবভিঃ শরৈঃ।
বিব্যাধ ভূয়ঃ সপ্তত্যা শরাণাং নতপর্বণাম্॥ ২৪
অথাস্য সমরং চাপং মুষ্টৌ চিচ্ছেদ মারিষ।
হয়াংশ্চ চতুরঃ সংখ্যে প্রেষয়ামাস মৃত্যবে॥ ২৫
বিরথং সাত্যকিং কৃত্বা মদ্ররাজো মহারথঃ।
বিশিখানাং শতেনৈনমাজঘান সমন্ততঃ॥ ২৬
মাদ্রীপুত্রৌ চ সংরব্ধৌ ভীমসেনঞ্চ পাণ্ডবম্।
যুধিষ্ঠিরঞ্চ কৌরব্য বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ॥ ২৭
তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম মদ্ররাজস্য পৌরুষম্।
যদেনং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্তন্ত সংযুগে॥ ২৮
অথান্যং রথমাস্থায় সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
পীড়িতান্ পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা মদ্ররাজবশং গতান্॥২৯
অভিদুদ্রাব বেগেন মদ্রাণামধিপং বলাৎ।
আপতন্তং রথং তস্য শল্যঃ সমিতিশোভনঃ॥ ৩০
প্রত্যুদ্যযৌ রথেনৈব মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্।
স সংনিপাতস্তুমুলো বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ॥ ৩১
সাত্যকেশ্চৈব শূরস্য মদ্রাণামধিপস্য চ।
যাদৃশো বৈ পুরা বৃত্তঃ শম্বরামররাজয়োঃ॥ ৩২
সাত্যকিঃ প্রেক্ষ্য সমরে মদ্ররাজমবস্থিতম্।
বিব্যাধ দশভির্বাণৈস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ॥ ৩৩
মদ্ররাজস্তু সুভৃশং বিদ্ধস্তেন মহাত্মনা।
সাত্যকিং প্রতিবিব্যাধ চিত্রপুঙ্খৈঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৩৪
ততঃ পার্থা মহেষ্বাসাঃ সাত্বতাভিসৃতং নৃপম্।
অভ্যবর্তন্ রথৈস্তূর্ণং মাতুলং বধকাঙ্ক্ষয়া॥ ৩৫

ইহার পর মাদ্রীনন্দন মহারথী নকুল অতিক্রত অপর ধনু গ্রহণ করত মদ্ররাজ শল্যের রথকে বাণসমূহে পূর্ণ করিয়া দিলেন। ২১

আর্য! এই সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও সহদেব দশটি দশটি বাণে মদ্রপতি শল্যের বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ২২

ভীমসেন ষাট্‌ এবং সাত্যকি কঙ্কপত্রযুক্ত দশটি বাণে মদ্ররাজ শল্যের উপর সবেগে আঘাত করিলেন। ২৩

তখন কুপিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য সাত্যকিকে আনতপর্বযুক্ত নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সত্তরটি বাণে তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিলেন। ২৪

মাননীয়! ইহার পর শল্য তাঁহার বাণসহ ধনুর মুষ্টিদেশে ছেদন করিয়া দিলেন এবং রণাঙ্গনে তাঁহার চারিটি অশ্বকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন। ২৫

সাত্যকিকে রথহীন করিয়া দিয়া মহারথী মদ্ররাজ শল্য একশত বাণে তাঁহাকে চারিদিকে আঘাত করিলেন। ২৬

কুরুনন্দন! কেবল ইহাই নহে, তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। ২৭

সেই মহাসংগ্রামে আমরা মদ্ররাজ শল্যের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, সমস্ত পাণ্ডবেরা মিলিত হইয়াও ইঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইলেন না। ২৮

তাহার পর সত্যপরাক্রমী সাত্যকি অপর একটি রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে পীড়িত এবং মদ্ররাজ শল্যের অধীনস্থ হইতে দেখিয়া তীব্রবেগে বলপূর্বক তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ২৯½

যুদ্ধে সুশোভিত শল্য তাঁহার রথকে নিজের দিকে আসিতে দেখিয়া স্বয়ংই রথের দ্বারা তাঁহার দিকে সেইভাবে অগ্রসর হইলেন, যেরূপ কোন এক মদমত্ত হস্তী অপর এক মদমত্ত হস্তীর সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইয়া থাকে। ৩০½

বীরবর সাত্যকি ও মদ্ররাজ শল্য এই উভয়ের সেই সংগ্রাম অতিশয় ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত দেখাইতেছিল। এই সংগ্রাম সেইরূপ ছিল, যেরূপ পুরাকালে শম্বরাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের সংগ্রাম হইয়াছিল। ৩১-৩২

সাত্যকি সমরাঙ্গণে মদ্ররাজ শল্যকে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন—অবস্থান কর, অবস্থান কর। ৩৩

মহাত্মা সাত্যকিকর্তৃক অত্যন্ত গুরুতর আহত হইয়া মদ্ররাজ শল্য বিচিত্র পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সাত্যকিকেও বিদ্ধ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ৩৪

তত আসীৎ পরামর্দস্তুমুলঃ শোণিতোদকঃ।
শূরাণাং যুধ্যমানানাং সিংহানামিব নর্দতাম্॥ ৩৬
তেষামাসীন্মহারাজ ব্যতিক্ষেপঃ পরস্পরম্।
সিংহানামামিষেপ্সূনাং কূজতামিব সংযুগে॥ ৩৭
তেষাং বাণসহস্রৌঘৈরাকীর্ণা বসুধাভবৎ।
অন্তরিক্ষঞ্চ সহসা বাণভূতমভূত্তদা॥ ৩৮
শরান্ধকারং সহসা কৃতং তত্র সমন্ততঃ।
অভ্রচ্ছায়েব সংজজ্ঞে শরৈর্মুক্তৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৩৯
তত্র রাজন্ শরৈর্মুক্তৈর্নির্মুক্তৈরিব পন্নগৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ প্রকাশদ্ভির্ব্যরোচন্ত দিশস্তদা॥ ৪০
তত্রাদ্ভুতং পরং চক্রে শল্যঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
যদেকঃ সমরে শূরো যোধয়ামাস বৈ বহূন্॥ ৪১
মদ্ররাজভুজোৎসৃষ্টৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
সম্পতদ্ভিঃ শরৈর্ঘোরৈরবাকীর্য্যত মেদিনী॥ ৪২
তত্র শল্যরথং রাজন্ বিচরন্তং মহাহবে।
অপশ্যাম যথাপূর্বং শক্রস্যাসুরসংক্ষয়ে॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫

তখন মহাধনুর্দ্ধর পৃথা (কুন্তী)-পুত্রগণ সাত্যকির সহিত যুদ্ধরত মদ্ররাজ শল্যকে বধ করিবার ইচ্ছায় রথসমূহের দ্বারা তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন॥ ৩৫

তাহার পর সেখানে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সিংহের ন্যায় গর্জন ও যুদ্ধ করিতে করিতে বীরবর যোদ্ধাগণের রক্ত জলের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ৩৬

মদ্ররাজ! যেরূপ মাংসের লোভে সিংহ সকল গর্জন করিতে করিতে পরস্পর সংগ্রাম করিতে থাকে, সেইরূপ সেই যুদ্ধস্থলে এই সমস্ত যোদ্ধাগণের পরস্পর ভয়ানক প্রহার চলিতে লাগিল॥ ৩৭

সেই সময় ইঁহাদের সহস্র সহস্র বাণসমূহে রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল এবং আকাশও সহসা বাণময় বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল॥ ৩৮

সেই মহাত্মা বীরগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে সহসা চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইল। যেন তখন মেঘসকলের ছায়ার ন্যায় উহা প্রতীয়মান হইতেছিল॥ ৩৯

রাজন্! খোলোসমুক্ত সর্পগণের ন্যায় সেখানে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত দেদীপ্যমান বাণসকল সেই সময় চারিদিকেই শোভা পাইতে থাকিল॥ ৪০

সেই রণাঙ্গনে শত্রুসূদন বীরবর শল্য এই অতিশয় অদ্ভুত পরাক্রম করিলেন যে, তিনি একাকীই এই বহুসংখ্যক বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ৪১

মদ্ররাজ শল্যের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতিত কঙ্ক ও ময়ূরপক্ষযুক্ত ভয়ানক বাণসমূহের দ্বারা সেখানকার সম্পূর্ণ রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল॥ ৪২

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে অসুরগণকে বিনাশ করিবার সময় ইন্দ্রের রথ অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ এই মহাসমরে আমরা রাজা শল্যের রথকে বিচরণ করিতে দেখিলাম॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবকৌরবসৈন্যানাং দ্বন্দ্বযুদ্ধম্‌, ভীমসেনেন দুর্য্যোধনস্য যুধিষ্ঠিরেণ শল্যস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততঃ সৈন্যাস্তব বিভো মদ্ররাজপুরস্কৃতাঃ।
পুনরভ্যদ্রবন্ পার্থান্ বেগেন মহতা রণে॥ ১
পীড়িতাস্তাবকাঃ সর্বে প্রধাবন্তো রণোৎকটাঃ।
ক্ষণেন চৈব পার্থাংস্তে বহুত্বাৎ সমলোড়য়ন্॥ ২
তে বধ্যমানাঃ সমরে পাণ্ডবা নাবতস্থিরে।
নিবার্য্যমাণা ভীমেন পশ্যতোঃ কৃষ্ণয়োস্তদা॥ ৩
ততো ধনঞ্জয়ঃ ক্রুদ্ধঃ কৃপং সহ পদানুগৈঃ।
অবাকিরচ্ছরৌঘেণ কৃতবর্মাণমেব চ॥ ৪
শকুনিং সহদেবস্তু সহসৈন্যমবাকিরৎ।
নকুলঃ পার্শ্বতঃ স্থিত্বা মদ্ররাজমবৈক্ষত॥ ৫
দ্রৌপদেয়া নরেন্দ্রাংশ্চ ভূয়িষ্ঠান্ সমবারয়ন্।
দ্রোণপুত্রঞ্চ পাঞ্চাল্যং শিখণ্ডী সমবারয়ৎ॥ ৬
ভীমসেনস্তু রাজানং গদাপাণিরবারয়ৎ।
শল্যং তু সহ সৈন্যেন কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৭
ততঃ সমভবৎ সৈন্যং সংসক্তং তত্র তত্র হ।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনাম্॥ ৮
তত্র পশ্যাম্যহং কর্ম শল্যস্যাতিমহদ্রণে।
যদেকঃ সর্বসৈন্যানি পাণ্ডবানামযোধয়ৎ॥ ৯
ব্যদৃশ্যত তদা শল্যো যুধিষ্ঠিরসমীপতঃ।
রণে চন্দ্রমসোঽভ্যাশে শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ॥ ১০
পীড়য়িত্বা তু রাজানং শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
অভ্যধাবৎ পুনর্ভীমং শরবর্ষৈরবাকিরৎ॥ ১১
তস্য তল্লাঘবং দৃষ্ট্বা তথৈব চ কৃতাস্ত্রতাম্।
অপূজয়ন্ননীকানি পরেষাং তাবকানি চ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়

[পাণ্ডব ও কৌরবসৈন্যদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ভীমসেনকর্তৃক দুর্যোধন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক শল্যের পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রভো! তদনন্তর আপনার সমস্ত সৈন্যরা রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে অগ্রে করিয়া পুনরায় তীব্রবেগে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন। ১

যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত আপনার সমস্ত যোদ্ধারা যদিও পীড়িত হইয়াছিলেন, তথাপি সংখ্যায় অধিক হওয়ায় তাঁহারা সকলে ধাবিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে মথিত করিয়া ফেলিলেন। ২

সমরাঙ্গণে কৌরব-সৈন্যদের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডব-যোদ্ধাগণ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সাক্ষাতে ভীমসেন নিষেধ করিলেও সেখানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। ৩

তদনন্তর অন্যদিকে ক্রুদ্ধ অর্জুন অগ্রগামী যোদ্ধাদের সহিত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে স্বীয় বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ৪

সহদেব সৈন্যসহ শকুনিকে বাণসকলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। নকুল পার্শ্বেই অবস্থিত মদ্ররাজ শল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ৫

দ্রৌপদীর পুত্রগণ বহুসংখ্যক রাজাকে নিবারণ করিলেন। পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে রুদ্ধ করিলেন। ৬

ভীমসেন হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক রাজা দুর্যোধনকে প্রতিরোধ করিলেন এবং সৈন্যসহ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শল্যকে নিবারণ করিলেন। ৭

তাহার পর সংগ্রামে অনিবৃত্ত আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যেখানে সেখানে পরস্পর যুদ্ধে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। ৮

সেখানে রণাঙ্গনে আমি রাজা শল্যের এই অতিশয় অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তিনি একাকীই পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৯

সেই সময় শল্য যুধিষ্ঠিরের নিকটে এরূপ দৃষ্ট হইতেছিলেন, যেন চন্দ্রের নিকটে শনৈশ্চর (শনি) গ্রহ অবস্থান করিতেছেন। ১০

তিনি বিষধর সর্পগণতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে করিতে পুনরায় ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে বাণসমূহে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। ১১

ইঁহার সেই নৈপুণ্য ও অস্ত্রসমূহের জ্ঞান দেখিয়া আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারাও তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২

পীড্যমানাস্তু শল্যেন পাণ্ডবা ভৃশবিক্ষতাঃ।
প্রাদ্রবন্ত রণং হিত্বা ক্রোশমানে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৩
বধ্যমানেষ্বনীকেষু মদ্ররাজেন পাণ্ডবঃ।
অমর্ষবশমাপন্নো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪
ততঃ পৌরুষমাস্থায় মদ্ররাজমতাড়য়ৎ।
জয়ো বাস্তু বধো বাস্তু কৃতবুদ্ধির্মহারথঃ ॥ ১৫
সমাহূয়াব্রবীৎ সর্বান্ ভ্রাতৄন্ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ যে চান্যে পৃথিবীক্ষিতঃ ॥ ১৬
কৌরবার্থে পরাক্রান্তাঃ সংগ্রামে নিধনং গতাঃ।
যথাভাগং যথোৎসাহং ভবন্তঃ কৃতপৌরুষাঃ ॥ ১৭
ভাগোঽবশিষ্ট একোঽয়ং মম শল্যো মহারথঃ।
সোঽহমদ্য যুধা জেতুমাশংসে মদ্রকাধিপম্ ॥ ১৮
তত্র যন্মানসং মহ্যং তৎ সর্বং নিগদামি বঃ।
চক্ররক্ষাবিমৌ বীরৌ মম মাদ্রবতীসুতৌ ॥ ১৯
অজেয়ৌ বাসবেনাপি সমরে শূরসম্মতৌ।
সাধ্বিমৌ মাতুলং যুদ্ধে ক্ষত্রধর্মপুরস্কৃতৌ ॥ ২০
মদর্থে প্রতিযুধ্যেতাং মানার্হৌ সত্যসঙ্গরৌ।
মাং বা শল্যো রণে হন্তা তং বাহং ভদ্রমস্তু বঃ ॥ ২১
ইতি সত্যামিমাং বাণীং লোকবীরা নিবোধত।
যোৎস্যেঽহং মাতুলেনাদ্য ক্ষাত্রধর্মেণ পার্থিবাঃ ॥ ২২
স্বমংশমভিসন্ধায় বিজয়ায়েতরায় চ।
তস্য মেঽপ্যধিকং শস্ত্রং সর্বোপকরণানি চ ॥ ২৩
সংসজ্জন্তু রথে ক্ষিপ্রং শাস্ত্রবদ্ রথযোজকাঃ।
শৈনেয়ো দক্ষিণং চক্রং ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথোত্তরম্ ॥ ২৪
পৃষ্ঠগোপো ভবত্বদ্য মম পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
পুরঃসরো মমাদ্যাস্তু ভীমঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ২৫
এবমভ্যধিকঃ শল্যাদ্ ভবিষ্যামি মহামৃধে।
এবমুক্তাস্তথা চক্রুস্তদা রাজ্ঞঃ প্রিয়ৈষিণঃ ॥ ২৬

শল্য কর্তৃক পীড়িত ও অত্যন্ত আহত হইতে থাকিয়া পাণ্ডব-সৈন্যরা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিতে থাকিলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ১৩

যখন মদ্ররাজ শল্য কর্তৃক পাণ্ডব-সৈন্যরা এইভাবে নিহত হইতে থাকিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। ১৪

তদনন্তর তিনি নিজের পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণ করত মদ্ররাজ শল্যের উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন। মহারথী যুধিষ্ঠির তখন এই নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, আমার জয় লাভ হইবে অথবা আমার বিনাশ হইবে। ১৫

তিনি নিজের সমস্ত ভ্রাতা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন—বীরগণ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অন্যান্য যাঁহারা রাজা দুর্যোধনের জন্য পরাক্রম করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। তোমরাও নিজ নিজ ভাগের কার্য্য উৎসাহ সহকারে পুরুষার্থ প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাধা করিয়াছ। ১৬-১৭

এখন একমাত্র মহারথী শল্য অবশিষ্ট আছেন, যিনি আমার ভাগে পড়িয়াছেন। অতএব আজ আমি এই মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছি। ১৮

ইহার সম্বন্ধে আমার যে সমস্ত সঙ্কল্প রহিয়াছে, উহা বলিতেছি—শ্রবণ কর। যিনি সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের পক্ষেও অজেয় এবং বীরবর যোদ্ধাগণের দ্বারা সম্মানিত, সেই দুই মাদ্রীনন্দন বীর নকুল ও সহদেব আমার রথচক্রসকল রক্ষা করুক। ১৯½

ক্ষত্রিয়ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া এই সম্মান-লাভের যোগ্য সত্যপ্রতিজ্ঞ নকুল ও সহদেব আমার জন্য সমরাঙ্গণে নিজের মাতুল শল্যের সহিত উত্তমরূপে যুদ্ধ করিবে। এই যুদ্ধে শল্য আমাকে বধ করিবেন কিংবা আমি তাঁহাকে বিনাশ করিব। তোমাদের মঙ্গল হউক। ২০-২১

বিশ্ববিখ্যাত বীরগণ! তোমরা আমার এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর। ভূপতিবৃন্দ! আমি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে নিজের ভাগের কার্য্য পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের জয় অথবা বধের জন্য মাতুল শল্যের সহিত যুদ্ধ করিব। ২২½

অতএব রথযোজনাকারীরা আমার রথ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে অধিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার দ্রব্যসম্ভারে সজ্জিত করিয়া রাখুক। ২৩½

(নকুল-সহদেবের অতিরিক্ত) সাত্যকি আমার দক্ষিণ চক্র রক্ষা করুক এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার বামচক্র রক্ষা করুক। আজ কুন্তীনন্দন অর্জুন আমার পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় নিরত থাকুক এবং অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমার অগ্রে অগ্রে গমন করুক। ২৪-২৫

এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে পর আমি এই মহাযুদ্ধে শল্য হইতে অধিক শক্তিশালী হইয়া যাইব। তিনি এই কথা বলিলে পর রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিতে ইচ্ছুক ভ্রাতারা সেই সময় তাহাই সম্পাদন করিলেন। ২৬

ততঃ প্রহর্ষঃ সৈন্যানাং পুনরাসীৎ তদা মৃধে।
পাঞ্চালানাং সোমকানাং মৎস্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৭
প্রতিজ্ঞাং তাং তদা রাজা কৃত্বা মদ্রেশমভ্যয়াৎ।
ততঃ শঙ্খাংশ্চ ভেরীশ্চ শতশশ্চৈব পুষ্কলান্ ॥ ২৮
অবাদয়ন্ত পাঞ্চালাঃ সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে।
তেঽভ্যধাবন্ত সংরব্ধা মদ্ররাজং তরস্বিনম্ ॥ ২৯
মহতা হর্ষজেনাথ নাদেন কুরুপুঙ্গবাঃ।
হ্রাদেন গজ-ঘণ্টানাং শঙ্খানাং নিনদেন চ ॥ ৩০
তূর্য্যশব্দেন মহতা নাদয়ন্তশ্চ মেদিনীম্।
তান্ প্রত্যগৃহ্লাৎ পুত্রস্তে মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩১
মহামেঘানিব বহূন্ শৈলাবস্তোদয়াবুভৌ।
শল্যস্তু সমরশ্লাঘী ধর্মরাজমরিন্দমম্ ॥ ৩২
ববর্ষ শরবর্ষেণ শম্বরং মঘবা ইব।
তথৈব কুরুরাজোঽপি প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ॥ ৩৩
দ্রোণোপদেশান্ বিবিধান্ দর্শয়ানো মহামনাঃ।
ববর্ষ শরবর্ষাণি চিত্রং লঘু চ সুষ্ঠু চ ॥ ৩৪
ন চাস্য বিবরং কশ্চিদ্ দদর্শ চরতো রণে।
তাবুভৌ বিবিধৈর্বাণৈস্তুতক্ষাতে পরস্পরম্ ॥ ৩৫
শার্দূলাবামিষপ্রেপ্সূ পরাক্রান্তাবিবাহবে।
ভীমস্তু তব পুত্রেণ যুদ্ধশৌণ্ডেন সঙ্গতঃ ॥ ৩৬
পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শকুনিপ্রমুখান্ বীরান্ প্রত্যগৃহ্লন্ সমন্ততঃ ॥ ৩৭
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং পুনরেব জয়ৈষিণাম্।
তাবকানাং পরেষাঞ্চ রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩৮
দুর্য্যোধনস্তু ভীমস্য শরেণানতপর্বণা।
চিচ্ছেদাদিশ্য সংগ্রামে ধ্বজং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ৩৯
স কিঙ্কিণীকজালেন মহতা চারুদর্শনঃ।
পপাত রুচিরঃ সংখ্যে ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥ ৪০
পুনশ্চাস্য ধনুশ্চিত্রং গজরাজকরোপমম্।
ক্ষুরেণ শিতধারেণ প্রচকর্ত নরাধিপঃ ॥ ৪১

তদনন্তর সেই যুদ্ধস্থলে পুনরায় পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে বিশেষতঃ পাঞ্চাল, সোমক এবং মৎস্যদেশীয় যোদ্ধাগণের মনে অতিশয় হর্ষ উপস্থিত হইল ॥ ২৭

রাজা যুধিষ্ঠির সেই সময় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করত রাজা শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন। তাহার পর পাঞ্চাল-যোদ্ধারা শঙ্খ, ভেরী এবং শত শত প্রকারের প্রভূত রণবাদ্য বাজাইতে ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

সেই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীরগণ হৃষ্ট হইয়া প্রচণ্ড হর্ষনাদের সহিত বেগশালী বীর মদ্ররাজ শল্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৯½

হস্তীদের ঘণ্টাসকলের শব্দ, শঙ্খসমূহের ধ্বনি এবং বাদ্য-সকলের তীব্র শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন ॥ ৩০½

সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এবং পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্য ইঁহাদের সকলের অগ্রগতি সেইভাবে রুদ্ধ করিলেন, যেরূপ অস্তাচল ও উদয়াচল এই দুইজনে বহু সংখ্যক মহামেঘকে রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৩১½

যুদ্ধের প্রশংসাকারী মদ্ররাজ শল্য শত্রুদমন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপর সেইভাবে বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপ শম্বরাসুরের উপর দেবরাজ ইন্দ্র বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২½

এইরূপ মহামনস্বী কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরও সুন্দর ধনু হস্তে গ্রহণ করত দ্রোণাচার্য্যপ্রদত্ত নানাপ্রকার উপদেশ প্রদর্শন করিতে করিতে শীঘ্রতাসহকারে সুন্দর ও বিচিত্র রীতিতে বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৩৩-৩৪

রণাঙ্গনে বিচরণকারী যুধিষ্ঠিরের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি কেহই দেখিতে পাইলেন না। মাংসের লোভে পরাক্রমপ্রকাশকারী দুইটি সিংহের ন্যায় এই দুই বীর যুদ্ধস্থলে নানাপ্রকার বাণসকলের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

রাজন্! ভীমসেন ত' আপনার যুদ্ধনিপুণ পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি এবং পাণ্ডুপুত্র মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব সর্ব্বদিকে শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৩৬-৩৭

হে রাজন্! জয়াভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে সেই সময় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা আপনারই কুমন্ত্রণার পরিণাম ছিল ॥ ৩৮

দুর্য্যোধন নাম ঘোষণা করত আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা সংগ্রামে ভীমসেনের সুবর্ণভূষিত ধ্বজ ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৯

দেখিতে মনোহর ও সুন্দর সেই ধ্বজ ভীমসেনের সাক্ষাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের সহিত যুদ্ধস্থলে পতিত হইল ॥ ৪০

তাহার পর রাজা দুর্য্যোধন তীক্ষ্ণধার ক্ষুরবাণের দ্বারা ভীমসেনের হস্তিশুণ্ডসদৃশ বিচিত্র ধনুটিকেও ছেদন করিয়া দিলেন।

স চ্ছিন্নধন্বা তেজস্বী রথশক্ত্যা সুতং তব।
বিভেদোরসি বিক্রম্য স রথোপস্থ আবিশৎ ॥ ৪২
তস্মিন্ মোহমনুপ্রাপ্তে পুনরেব বৃকোদর:।
যন্তুরেব শির: কায়াৎ ক্ষুরপ্রেণাহরৎ তদা। ৪৩
হতসূতা হয়াস্তস্য রথমাদায় ভারত।
ব্যদ্রবন্ত দিশো রাজন্ হাহাকারস্তদাভবৎ। ৪৪
তমভ্যধাবৎ ত্রাণার্থং দ্রোণপুত্রো মহারথ:।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ পুত্রং তেঽপি পরীপ্সব:। ৪৫
তস্মিন্ বিলুলিতে সৈন্যে ত্রস্তাস্তস্য পদানুগা:।
গাণ্ডীবধন্বা বিস্ফার্য্য ধনুস্তানহনচ্ছরৈ:। ৪৬
যুধিষ্ঠিরস্তু মদ্রেশমভ্যধাবদমর্ষিত:।
স্বয়ং সংনোদয়ন্নশ্বান্ দন্তবর্ণান্ মনোজবান্। ৪৭
তত্রাশ্চর্য্যমপশ্যাম কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তো যৎ তদা দারুণোঽভবৎ ॥ ৪৮
বিবৃতাক্ষশ্চ কৌন্তেয়ো বেপমানশ্চ মন্যুনা।
চিচ্ছেদ যোধান্ নিশিতৈ: শরৈ: শতসহস্রশ:। ৪৯
যাং যাং প্রত্যুদ্যযৌ সেনাং তাং তাং জ্যেষ্ঠ: স পাণ্ডব:।
শরৈরপাতয়দ্ রাজন্ গিরীন্ বজ্রৈরিবোত্তমৈ: ॥ ৫০
সাশ্ব-সূত-ধ্বজ-রথান্ রথিন: পাতয়ন্ বহূন্।
অক্রীড়দেকো বলবান্ পবনস্তোয়দানিব। ৫১
সাশ্বারোহাংশ্চ তুরগান্ পত্তীংশ্চৈব সহস্রধা।
ব্যপোথয়ত সংগ্রামে ক্রুদ্ধো রুদ্র: পশূনিব। ৫২
শূন্যমায়োধনং কৃত্বা শরবর্ষৈ: সমন্তত:
অভ্যদ্রবত মদ্রেশং তিষ্ঠ শল্যেতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৩
তস্য তচ্চরিতং দৃষ্ট্বা স গ্রামে ভীমকর্মণ:।
বিত্রেসুস্তাবকা: সর্বে শল্যস্ত্বেনং সমভ্যয়াৎ। ৫৪

ধনু ছিন্ন হইলে পর তেজস্বী ভীমসেন পরাক্রমসহকারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বক্ষে রথশক্তি প্রহার করিলেন। ইহার আঘাতে মূর্চ্ছিত দুর্য্যোধন রথের পশ্চাদ্ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। ৪১-৪২

তিনি মূর্চ্ছিত হইলে পর ভীমসেন পুনরায় একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ৪৩

ভরতবংশধর রাজন্! সারথি নিহত হইলে পর তাঁহার অশ্বগণ রথ লইয়া চারিদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সেই সময় আপনার সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার উত্থিত হইল। ৪৪

তখন মহারথী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার জন্য ধাবিত হইয়া আসিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাও আপনার পুত্রকে রক্ষা করিতে দৌড়াইয়া আসিলেন। ৪৫

এইরূপ যখন আপনার সৈন্যদের মধ্যে বিশ্রী অবস্থা উপনীত হইল, তখন দুর্য্যোধনের অনুগামী সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন নিজ ধনু আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা সকলকে নিহত করিলেন। ৪৬

তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির অমর্ষে পূর্ণ হইয়া দন্তসদৃশ শুভ্রবর্ণ ও মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণকে স্বয়ংই চালনা করিতে করিতে মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন। ৪৭

সেখানে আমরা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের মধ্যে এক আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিলাম। তিনি পূর্ব্ব হইতেই জিতেন্দ্রিয় এবং কোমল স্বভাবের হইলেও সেই সময় কঠোর হইয়া পড়িলেন। ৪৮

ক্রোধে কম্পিত হইতে হইতে এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দর্শন করিতে করিতে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিলেন। ৪৯

রাজন্! যেরূপ ইন্দ্র উত্তম বজ্রের প্রহারে পর্ব্বতসকলকে ভূপাতিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যে যে সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন, সেই সেই সৈন্যদিগকে তিনি নিজ বাণসমূহের দ্বারা সংহার করিলেন। ৫০

যেরূপ প্রবল বায়ু মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপ বলবান্ যুধিষ্ঠির একাকীই অশ্বগণ, সারথি, ধ্বজ এবং রথসহ বহুসংখ্যক রথী যোদ্ধাকে ধরাশায়ী করিয়া তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৫১

যেরূপ ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব পশু (জীব)গণকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ যুধিষ্ঠির এই সংগ্রামে কুপিত হইয়া অশ্বারোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণকে সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ৫২

তিনি স্বীয় বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া যুদ্ধস্থলের চারিদিক্ শূন্য করিয়া দিয়া মদ্ররাজ শল্যের দিকে ধাবিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন—শল্য! তুমি রণাঙ্গনে অবস্থান কর। ৫৩

যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী যুধিষ্ঠিরের এই পরাক্রম দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু শল্য তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ৫৪

ততস্তৌ ভৃশসংক্রুদ্ধৌ প্রধ্মায় সলিলোদ্ভবৌ।
সমাহুয় তদান্যোন্যং ভর্ৎসয়ন্তৌ সমীয়তুঃ ॥ ৫৫

শল্যস্তু শরবর্ষেণ পীড়য়ামাস পাণ্ডবম্।
মদ্ররাজং তু কৌন্তেয়ঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৫৬

অদৃশ্যেতাং তদা রাজন্ কঙ্কপত্রিভিরাচিতৌ।
উদ্ভিন্নরুধিরৌ শূরৌ মদ্ররাজ-যুধিষ্ঠিরৌ ॥ ৫৭

পুষ্পিতৌ শুশুভাতে বৈ বসন্তে কিংশুকৌ যথা।
দীপ্যমানৌ মহাত্মানৌ প্রাণদ্যূতেন দুর্মদৌ ॥ ৫৮

দৃষ্ট্বা সর্বাণি সৈন্যানি নাধ্যবস্যংস্তয়োর্জয়ম্।
হত্বা মদ্রাধিপং পার্থো ভোক্ষ্যতেঽদ্য বসুন্ধরাম্ ॥ ৫৯

শল্যো বা পাণ্ডবং হত্বা দদ্যাদ্ দুর্যোধনায় গাম্।
ইতীব নিশ্চয়ো নাভূদ্ যোধানাং তত্র ভারত ॥ ৬০

প্রদক্ষিণমভূৎ সর্বং ধর্মরাজস্য যুধ্যতঃ।
ততঃ শরশতং শল্যো মুমোচাথ যুধিষ্ঠিরে ॥৬১

ধনুশ্চাস্য শিতাগ্রেণ বাণেন নিরকৃন্তত।
সোঽন্যৎ কার্ম্মুকমাদায় শল্যং শরশতৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৬২

অবিধ্যৎ কার্ম্মুকং চাস্য ক্ষুরেণ নিরকৃন্তত।
অথাস্য নিজঘানাশ্বাংশ্চতুরো নতপর্বভিঃ ॥ ৬৩

দ্বাভ্যামতিশিতাগ্রাভ্যামুভৌ তৎ পাষ্ণিসারথী।
ততোঽস্য দীপ্যমানেন পীতেন নিশিতেন চ ॥ ৬৪

প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরদ্ ধ্বজম্।
ততঃ প্রভগ্নং তৎ সৈন্যং দৌর্যোধনমরিন্দম ॥৬৫

ততো মদ্রাধিপং দ্রৌণিরভ্যধাবৎ তথা কৃতম্।
আরোপ্য চৈনং স্বরথে ত্বরমাণঃ প্রদুদ্রুবে ॥ ৬৬

মুহূর্তমিব তৌ গত্বা নদমানো যুধিষ্ঠিরে।
স্থিত্বা ততো মদ্রপতিরন্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ ॥ ৬৭

তারপর এই দুই বীর যুধিষ্ঠির ও শল্য কুপিত হইয়া শঙ্খবাদন করত পরস্পরকে আহ্বানপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে করিতে যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥ ৫৫

শল্য এই সময় বাণবর্ষণ করিয়া পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন এবং কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠিরও বহু বাণবর্ষণ করত মদ্ররাজ শল্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৬

রাজন্! এই সময় বীরবর মদ্ররাজ শল্য ও যুধিষ্ঠির উভয়েই কঙ্কপত্রযুক্ত বাণসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া রক্ত প্রবাহিত করিতেছেন— ইহা দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৫৭

যেরূপ বসন্তকালে বিকসিত দুইটি পলাশবৃক্ষ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই জনেরও শোভা হইতে লাগিল। প্রাণের পণ রাখিয়া যুদ্ধরূপ অক্ষক্রীড়া করিতে করিতে এই দুই মদমত্ত মহাত্মা ও দীপ্তিমান্ বীরকে দেখিয়া সমস্ত সৈন্যই এই নিশ্চয় করিলেন যে, অতঃপর এই দুই জনের মধ্যে কোন এক জনের জয়লাভ হইবে ॥ ৫৮½

হে ভারত! "আজ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে সংহার করিয়া এক পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিবেন অথবা শল্যই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ করত দুর্য্যোধনকে এই ভূমণ্ডলের রাজ্য সমর্পণ করিবেন" এরূপ কোনও সুনিশ্চয় সেখানে যোদ্ধা-গণের হইল না ॥ ৫৯-৬০

যুদ্ধ করিবার সময় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সব কিছুই প্রদক্ষিণ (অনুকূল) হইতেছিল। তদনন্তর শল্য যুধিষ্ঠিরের উপর একশত বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং একটি তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট বাণে তাঁহার ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬১½

তখন যুধিষ্ঠির অপর ধনুগ্রহণ করত শল্যকে তিনশত বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং একটি ক্ষুরপ্রবাণে তাঁহার ধনুটিকেও দুখ খণ্ড করিয়া দিলেন। ইহার পর আনতপর্ব্বযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিনাশ করিলেন। তাহার পর দুইটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবাণে তাঁহার দুই পার্শ্বরক্ষককে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর একটি নির্ম্মল ও পীতবর্ণের তীক্ষ্ণ ভল্লের দ্বারা সম্মুখে অবস্থিত শল্যের ধ্বজকেও ছেদন করিয়া দিলেন। হে শত্রুদমন ভূপাল! তাহার পর দুর্য্যোধনের সেই সৈন্যগণ সেখান হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৬২-৬৫

সেই সময় মদ্ররাজ শল্যের এরূপ অবস্থা হইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা দৌড়াইয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে নিজের রথে আরোহণ করাইয়া সত্বর সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬৬

যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্তকাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিংহসদৃশ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার পর মদ্ররাজ শল্য ঈষৎ হাস্য করত অপর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সেই উজ্জ্বল রথ বিধি অনুসারে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে মেঘের ন্যায়

বিধিবৎ কল্পিতং শুভ্রং মহাম্বুদনিনাদিনম্।
সজ্জযন্ত্রোপকরণং দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্ ॥ ৬৮

গম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল। ইহার মধ্যে যন্ত্রাদি আবশ্যক দ্রব্য-সমূহ স্থাপিত ছিল এবং এই রথ শত্রুদের লোমহর্ষণ করিতেছিল। ৬৭-৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যযুধিষ্ঠিরযুদ্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে শল্য ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন রাজ্ঞঃ শল্যস্যাশ্বানাং সারথেশ্চ বিনাশশ্চ, যুধিষ্ঠিরেণ রাজ্ঞঃ শল্যস্য তদীয়-ভ্রাতৃণাঞ্চ সংহারঃ, কৃতবর্ম্মণঃ পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

অথান্যদ্ ধনুরাদায় বলবান্ বেগবত্তরম্।
যুধিষ্ঠিরং মদ্রপতির্ভিত্ত্বা সিংহ ইবানদৎ ॥ ১
ততঃ স শরবর্ষেণ পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান।
অভ্যবর্ষদমেয়াত্মা ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥ ২
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা ভীমসেনং ত্রিভিঃ শরৈঃ।
সহদেবং ত্রিভির্বিদ্ধ্বা যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ ॥ ৩
তাংস্তানন্যান্ মহেষ্বাসান্ সাশ্বান্ সরথ-কূবরান্।
অর্দয়ামাস বিশিখৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরান্ ॥ ৪
কুঞ্জরান্ কুঞ্জরারোহানশ্বানশ্বপ্রযায়িনঃ।
রথাংশ্চ রথিনঃ সার্দ্ধং জঘান রথিনাং বরঃ ॥ ৫
বাহূংশ্চিচ্ছেদ তরসা সায়ুধান্ কেতনানি চ।
চকার চ মহীং যোধৈস্তীর্ণাং বেদীং কুশৈরিব ॥ ৬
তথা তমরিসৈন্যানি ঘ্নন্তং মৃত্যুমিবান্তকম্।
পরিবব্রুর্ভৃশং ক্রুদ্ধাঃ পাণ্ডু-পাঞ্চাল-সোমকাঃ ॥৭
তং ভীমসেনশ্চ শিনেশ্চ নপ্তা
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
সমাগতং ভীমবলেন রাজ্ঞা
পর্য্যাপ্তমন্যোন্যমথাহ্বয়ন্ত ॥৮

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক রাজা শল্যের অশ্বগণ ও সারথির বিনাশ, যুধিষ্ঠিরের দ্বারা রাজা শল্য এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের সংহার ও কৃতবর্ম্মার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বলবান্ মদ্ররাজ শল্য অপর একটি অত্যন্ত বেগশালী ধনু গ্রহণ করত যুধিষ্ঠিরকে বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া গর্জন করিতে লাগিলেন। ১

তাহার পর অমেয় আত্মবল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরগণের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। ২

তিনি সাত্যকিকে দশ, ভীমসেনকে তিন এবং সহদেবকেও তিনটি বাণে বিদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিলেন। ৩

যেরূপ কোন ব্যাধ (শিকারী) প্রজ্বলিত কাষ্ঠসমূহের দ্বারা হস্তিগণকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকেও অশ্ব, রথ ও কূবরসহ নিজের বাণসকলের দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন। ৪

রথী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শল্য গজ ও গজারোহী যোদ্ধা, অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং রথ ও রথারোহী যোদ্ধাদিগকে একই সঙ্গে নষ্ট করিয়া দিলেন। ৫

তিনি অস্ত্রসহ বাহুসকল এবং ধ্বজসমূহকে সবেগে ছেদন করিলেন ও ভূতলে সেইভাবে যোদ্ধাগণের মৃতদেহে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যেরূপ বেদীর উপর কুশ পাতিত করা হইয়া থাকে। ৬

এইরূপ মৃত্যু ও যমরাজের ন্যায় শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে অবস্থিত রাজা শল্যকে ক্রুদ্ধ পাণ্ডব, পাঞ্চাল এবং সোমক-যোদ্ধারা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ৭

ভীমসেন, শিনিপৌত্র সাত্যকি এবং মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেব—ইহারা ভয়ঙ্কর বলশালী রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধে মিলিত সামর্থ্যশালী বীর শল্যকে পরস্পর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন। ৮

ততস্তু শূরাঃ সমরে নরেন্দ্র
নরেশ্বরং প্রাপ্য যুধাং বরিষ্ঠম্।
আবার্য্য চৈনং সমরে নৃবীরা
জঘ্নুঃ শরৈঃ পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥ ৯

সংরক্ষিতো ভীমসেনেন রাজা
মাদ্রীসুতাভ্যামথ মাধবেন।
মদ্রাধিপং পত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ-
স্তনান্তরে ধর্মসুতো নিজঘ্নে ॥ ১০

ততো রণে তাবকানাং রথৌঘাঃ
সমীক্ষ্য মদ্রাধিপতিং শরার্তম্।
পর্য্যাবব্রুঃ প্রবরাস্তে সুসজ্জা
দুর্যোধনস্যানুমতে পুরস্তাৎ ॥ ১১

ততো দ্রুতং মদ্রজনাধিপো রণে
যুধিষ্ঠিরং সপ্তভিরভ্যবিধ্যৎ।
তং চাপি পার্থো নবভিঃ পৃষৎকৈ-
র্বিব্যাধ রাজংস্তুমুলে মহাত্মা ॥ ১২

আকর্ণপূর্ণায়তসম্প্রযুক্তৈঃ
শরৈস্তদা সংযতি তৈলধৌতৈঃ।
অন্যোন্যমাচ্ছাদয়তাং মহারথৌ
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরশ্চ ॥ ১৩

ততস্তু তূর্ণং সমরে মহারথৌ
পরস্পরস্যান্তরমীক্ষমাণৌ।
শরৈর্ভৃশং বিব্যধতুর্নৃপোত্তমৌ
মহাবলৌ শত্রুভিরপ্রধৃষ্যৌ ॥ ১৪

তয়োর্ধনুর্জ্যাতলনিঃস্বনো মহান্
মহেন্দ্রবজ্রাশনিতুল্যনিঃস্বনঃ।
পরস্পরং বাণগণৈর্মহাত্মনোঃ
প্রবর্ষতোর্মদ্রপপাণ্ডুবীরয়োঃ ॥ ১৫

তৌ চেরতুর্ব্যাঘ্রশিশুপ্রকাশৌ
মহাবনেষ্বামিষগৃদ্ধিনাবিব।
বিষাণিনৌ নাগবরাবিবোভৌ
ততক্ষতুঃ সংযতি জাতদর্পৌ ॥ ১৬

ততস্তু মদ্রাধিপতির্মহাত্মা
যুধিষ্ঠিরং ভীমবলং প্রসহ্য।
বিব্যাধ বীরং হৃদয়েঽতিবেগং
শরেণ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভেণ ॥ ১৭

হে নরেন্দ্র! তাহার পর এই শৌর্য্যশালী নরবীর যোদ্ধারা যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নরপতি শল্যকে পরিবৃত করিয়া রণাঙ্গনে ভয়ঙ্কর বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিতে থাকিলেন ॥ ৯

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, নকুল-সহদেব ও সাত্যকির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া শল্যের বক্ষে উগ্র বেগশালী বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০

তখন রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যকে বাণসমূহে পীড়িত দেখিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পরিবৃত করত যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১

ইহার পর মদ্ররাজ শল্য সংগ্রামে অতিসত্বর সাতটি বাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। রাজন্! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাত্মা যুধিষ্ঠির নয়টি বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২

মদ্ররাজ শল্য ও যুধিষ্ঠির এই দুই মহারথী যোদ্ধা কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করত নিক্ষিপ্ত এবং তৈলধৌত বাণসমূহের দ্বারা সেই সময় যুদ্ধে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

এই দুই মহারথী রণাঙ্গনে পরস্পরকে প্রহার করিবার সুযোগ দেখিতেছিলেন। উভয়েই শত্রুগণের পক্ষে অজেয়, মহাবলবান্ এবং রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব অতিশয় ত্বরা-সহকারে বাণসমূহের দ্বারা ইঁহারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

পরস্পর বাণবর্ষণ করিতে করিতে মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য এবং পাণ্ডব বীর যুধিষ্ঠিরের ধনুর গুণের তীব্র শব্দ ইন্দ্রের বজ্রের শব্দসদৃশ ছিল ॥ ১৫

উভয়েরই তখন দর্প সমুৎপন্ন হইল। ইঁহারা দুইজনে মাংসলোভে গভীর বনে সঙ্ঘর্ষরত ব্যাঘ্রের দুইটি শিশুর ন্যায় এবং দন্তবিশিষ্ট মহাগজরাজদ্বয়ের ন্যায় যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

তাহার পর মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী বাণে অত্যন্ত বেগবান্ এবং বলশালী বীর যুধিষ্ঠিরের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৭

ততোঽতিবিদ্ধোঽথ যুধিষ্ঠিরোঽপি
সুসম্প্রযুক্তেন শরেণ রাজন্।
জঘান মদ্রাধিপতিং মহাত্মা
মুদঞ্চ লেভে ঋষভঃ কুরূণাম্ ॥ ১৮
ততো মুহূর্তাদিব পার্থিবেন্দ্রো
লব্ধ্বা সংজ্ঞাং ক্রোধসংরক্তনেত্রঃ।
শতেন পার্থং ত্বরিতো জঘান
সহস্রনেত্রপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ১৯
ত্বরংস্ততো ধর্মসুতো মহাত্মা
শল্যস্য কোপান্নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
ভিত্ত্বা হ্যুরস্তপনীয়ঞ্চ বর্ম
জঘান ষড্ভিস্ত্বপরৈঃ পৃষৎকৈঃ ॥ ২০
ততস্তু মদ্রাধিপতিঃ প্রকৃষ্টং
ধনুর্বিকৃষ্য ব্যসৃজৎ পৃষৎকান্
দ্বাভ্যাং শরাভ্যাঞ্চ তথৈব রাজ্ঞ-
শ্চিচ্ছেদ চাপং কুরুপুঙ্গবস্য ॥ ২১
নবং ততোঽন্যৎ সমরে প্রগৃহ্য
রাজা ধনুর্ঘোরতরং মহাত্মা।
শল্যং তু বিব্যাধ শরৈঃ সমন্তাদ্
যথা মহেন্দ্রো নমুচিং শিতাগ্রৈঃ ॥ ২২
ততস্তু শল্যো নবভিঃ পৃষৎকৈ-
র্ভীমস্য রাজ্ঞশ্চ যুধিষ্ঠিরস্য।
নিকৃত্য রৌক্মে পটুবর্মণী তয়ো-
র্বিদারয়ামাস ভুজৌ মহাত্মা ॥ ২৩
ততোঽপরেণ জ্বলনার্কতেজসা
ক্ষুরেণ রাজ্ঞো ধনুরুন্মমাথ।
কৃপশ্চ তস্যৈব জঘান সূতং
ষড্ভিঃ শরৈঃ সোঽভিমুখঃ পপাত ॥ ২৪
মদ্রাধিপশ্চাপি যুধিষ্ঠিরস্য
শরৈশ্চতুর্ভির্নিজঘান বাহান্।
বাহাংশ্চ হত্বা ব্যকরোন্মহাত্মা
যোধক্ষয়ং ধর্মসুতস্য রাজ্ঞঃ ॥ ২৫
(যদদ্ভুতং কর্ম ন শক্যমন্যৈঃ
সুদুঃসহং তৎ কৃতবন্তমেকম্।
শল্যং নরেন্দ্রস্য বিষণ্ণভাবাদ্
বিচিন্তয়ামাস মৃদঙ্গকেতুঃ ।

রাজন্! ইহাতে অত্যন্ত আহত হইয়াও কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাত্মা উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত একটি বাণের দ্বারা মদ্ররাজ শল্যকে আহত (ও মূর্চ্ছিত) করিয়া দিলেন। তারপর তিনি অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন ॥ ১৮

তখন ইন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী রাজা শল্য মুহূর্ত্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করত ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অতিশয় ত্বরাসহকারে যুধিষ্ঠিরকে একশত বাণে আঘাত করিলেন ॥ ১৯

ইহার পর ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠির কুপিত হইয়া অতিদ্রুত নয়টি বাণ প্রহার করত রাজা শল্যের বক্ষ ও তাঁহার স্বুবর্ণময় কবচ বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় ছয়টি বাণে তাঁহাতে আঘাত করিলেন ॥ ২০

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য নিজের উত্তম ধনু আকর্ষণ করত বহুসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি দুইটি বাণে কুরুকুল-রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনুটিকে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২১

তখন মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গণে অপর একটি নূতন ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে শল্যকে সেইভাবে চারিদিক্ দিয়া বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র নমুচিদানবকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ২২

ইহার পর মহাত্মা শল্য নয়টি বাণে ভীমসেন ও রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্ণের সুদৃঢ় কবচ ছেদন করত উভয়েরই বাহু বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর অগ্নি ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী একটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের ধনু বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় কৃপাচার্য্যও ছয়টি বাণে তাঁহার সারথিকে নিহত করিলেন। সারথি যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৪

তাহার পর মদ্ররাজ শল্য চারিটি বাণে যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন। অশ্বগণকে সংহার করিয়া মহাত্মা শল্য ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫

(যে অদ্ভুত ও দুঃসহ কার্য্য অপর কেহই করিতে পারেন না, সেই কার্য্যই একাকী শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি করিয়া দেখাইলেন। ইহাতে মৃদঙ্গচিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট যুধিষ্ঠির বিষাদগ্রস্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—হায়! আজ কি দৈব-বশতঃ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য মিথ্যা হইয়া

কিমেতদিন্দ্রাবরজস্য বাক্যং
মোঘং ভবত্যদ্য বিধের্বলেন।
জহীতি শল্যং হ্যবদৎ তদাজৌ
ন লোকনাথস্য বচোঽন্যথা স্যাৎ ॥)

তথা কৃতে রাজনি ভীমসেনো
মদ্রাধিপস্যাথ ততো মহাত্মা।
ছিত্ত্বা ধনুর্বেগবতা শরেণ
দ্বাভ্যামবিধ্যৎ সুভৃশং নরেন্দ্রম্ ॥ ২৬

তথাপরেণাস্য জহার যন্তুঃ
কায়াচ্ছিরঃ সংহননীয়মধ্যাৎ।
জঘান চাশ্বাংশ্চতুরঃ সুশীঘ্রং
তথা ভৃশং কুপিতো ভীমসেনঃ ॥ ২৭

তমগ্রণীঃ সর্বধনুর্ধরাণা-
মেকং চরন্তং সমরেঽতিবেগম্।
ভীমঃ শতেন ব্যকিরচ্ছরাণাং
মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবস্তথৈব ॥ ২৮

তৈঃ সায়কৈর্মোহিতং বীক্ষ্য শল্যং
ভীমঃ শরৈরস্য চকর্ত বর্ম।
স ভীমসেনেন নিকৃত্তবর্মা
মদ্রাধিপশ্চর্ম সহস্রতারম্ ॥ ২৯

প্রগৃহ্য খড়্গঞ্চ রথান্মহাত্মা
প্রস্কন্দ্য কুন্তীসুতমভ্যধাবৎ।
ছিত্ত্বা রথেষাং নকুলস্য সোঽথ
যুধিষ্ঠিরং ভীমবলোঽভ্যধাবৎ ॥ ৩০

তং চাপি রাজানমথোৎপতন্তং
ক্রুদ্ধং যথৈবান্তকমাপতন্তম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রৌপদেয়াঃ শিখণ্ডী
শিনেশ্চ নপ্তা সহসা পরীয়ুঃ ॥ ৩১

অথাস্য চর্মাপ্রতিমং সুকৃন্তদ্
ভীমো মহাত্মা নবভিঃ পৃষৎকৈঃ।
খড়্গঞ্চ ভল্লৈর্নিচকর্ত মুষ্টৌ
নদন্ প্রহৃষ্টস্তব সৈন্যমধ্যে ॥৩২

তৎ কর্ম ভীমস্য সমীক্ষ্য হৃষ্টা-
স্তে পাণ্ডবানাং প্রবরা রথৌঘাঃ।
নাদঞ্চ চক্রুর্ভৃশমুৎস্ময়ন্তঃ
শঙ্খাংশ্চ দধ্মুঃ শশিসন্নিকাশান্ ॥৩৩

যাইবে? তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন—আপনি যুদ্ধে শল্যকে বধ করুন। সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না।)

যখন মদ্ররাজ শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের এরূপ অবস্থা করিয়া দিলেন, তখন মহাত্মা ভীমসেন একটি বেগবান্ বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন এবং অন্য দুইটি বাণে সেই নরপতি শল্যকেও আহত করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৬

তাহার পর অত্যন্ত কুপিত ভীমসেন অপর একটি বাণে সারথির মস্তক ছেদন করত দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার চারিটি অশ্বকেও অতিসত্বর বিনাশ করিলেন ॥ ২৭

ইহার পর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ভীমসেন এবং মাদ্রীনন্দন সহদেব সমরাঙ্গণে তীব্রবেগে একাকী বিচরণকারী রাজা শল্যের উপর শত শত বাণবর্ষণ করিলেন ॥ ২৮

এই সকল বাণে শল্যকে মোহিত হইতে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহার কবচও ছেদন করিলেন। ভীমসেনকর্তৃক নিজের কবচ ছিন্ন হইলে পর ভয়ঙ্কর বলশালী মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সহস্র তারাচিহ্নে সুশোভিত ঢাল এবং তরবারি গ্রহণ করত সেই রথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক কুন্তীপুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি নকুলের রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করত যুধিষ্ঠিরের দিকে দৌড়াইয়া যাইলেন ॥ ২৯-৩০

ক্রুদ্ধ যমরাজের ন্যায় উৎপতিত হইয়া আগত রাজা শল্যকে ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ৩১

মহাত্মা ভীমসেন নয়টি বাণে তাঁহার অনুপম ঢালটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তারপর আপনার সৈন্যদের মধ্যভাগে অতিশয় হর্ষের সহিত গর্জন করিতে করিতে তিনি বহু ভল্লের দ্বারা তাঁহার তরবারিটিকেও ছেদন করিলেন ॥ ৩২

ভীমসেনের এই অদ্ভুত কার্য্য অবলোকন করত পাণ্ডব-পক্ষের শ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধারা অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং হাস্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে ও চন্দ্রসদৃশ শুভ্রবর্ণের শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

তেনাথ শব্দেন বিভীষণেন
তথাভিভূতং বলমপ্রধৃষ্যম্।
কাংদিগ্ ভূতং রুধিরেণোক্ষিতাঙ্গং
বিসংজ্ঞকল্পঞ্চ তদা বিষণ্ণম্ ॥ ৩৪
স মদ্ররাজঃ সহসা বিকীর্ণো
ভীমাগ্রগৈঃ পাণ্ডবযোধমুখ্যৈঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তাভিমুখং জবেন
সিংহো যথা মৃগহেতোঃ প্রয়াতঃ ॥ ৩৫
স ধর্মরাজো নিহতাশ্বসূতঃ
ক্রোধেন দীপ্তো জ্বলনপ্রকাশঃ।
দৃষ্ট্বা চ মদ্রাধিপতিং স্ম তূর্ণং
সমভ্যধাবৎ তমরিং বলেন ॥ ৩৬
গোবিন্দবাক্যং ত্বরিতং বিচিন্ত্য
দধ্রে মতিং শল্যবিনাশনায়।
স ধর্মরাজো নিহতাশ্বসূতো
রথে তিষ্ঠন্ শক্তিমেবাভ্যকাঙ্ক্ষৎ ॥ ৩৭
ততশ্চাপি শল্যস্য নিশম্য কর্ম
মহাত্মনো ভাগমথাবশিষ্টম্।
কৃত্বা মনঃ শল্যবধে মহাত্মা
যথোক্তমিন্দ্রাবরজস্য চক্রে ॥ ৩৮
স ধর্মরাজো মণিহেমদণ্ডাং
জগ্রাহ শক্তিং কনকপ্রকাশাম্।
নেত্রে চ দীপ্তে সহসা বিবৃত্য
মদ্রাধিপং ক্রুদ্ধমনা নিরৈক্ষৎ ॥ ৩৯
নিরীক্ষিতোঽসৌ নরদেব রাজ্ঞা
পূতাত্মনা নির্হৃতকল্মষেণ।
আসীন্ন যদ্ ভস্মসান্মদ্ররাজ-
স্তদদ্ভুতং মে প্রতিভাতি রাজন্ ॥ ৪০
ততস্তু শক্তিং রুচিরোগ্রদণ্ডাং
মণিপ্রবেকোজ্জ্বলিতাং প্রদীপ্তাম্।
চিক্ষেপ বেগাৎ সুভৃশং মহাত্মা
মদ্রাধিপায় প্রবরঃ কুরূণাম্ ॥ ৪১
দীপ্তামথৈনাং প্রহিতাং বলেন
সবিস্ফুলিঙ্গাং সহসা পতন্তীম্।
প্রৈক্ষন্ত সর্বে কুরবঃ সমেতা
দিবো যুগান্তে মহতীমিবোল্কাম্ ॥ ৪২

এই ভয়ানক শব্দে সন্তপ্ত হইয়া অজেয় কৌরব-সৈন্যরা বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং যেন তাঁহাদের তখন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া যাইল। তাঁহারা রক্তে আপ্লুত হইয়া অজ্ঞাত দিক্ অভিমুখে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৩৪

ভীমসেন যাঁহাদের অগ্রগামী ছিলেন, সেই পাণ্ডবপক্ষের প্রধান বীরগণ কর্তৃক বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া মদ্ররাজ শল্য সহসা তীব্রবেগে যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন সিংহ অপর এক মৃগকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে ॥ ৩৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইয়াছিল, সেইজন্য তিনি তখন ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। তিনি নিজ শত্রু মদ্ররাজ শল্যকে দর্শন করত তাঁহার উপর সবলে আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৬

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্মরণ করত তিনি অতি সত্বরই শল্যকে বধ করিতে নিশ্চয় করিলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বগণ ও সারথি পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল কেবল রথই অবশিষ্ট ছিল; অতএব সেই রথেরই উপর অবস্থান করিয়া তিনি শল্যের উপর শক্তি প্রয়োগ করিবার বিষয় চিন্তা করিলেন ॥ ৩৭

মহাত্মা যুধিষ্ঠির মহামনা শল্যের পূর্বোক্ত কর্ম অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে নিজের ভাগে অবশিষ্ট জানিয়া যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে শল্যকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৩৮

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মণি ও সুবর্ণময় দণ্ডযুক্ত এবং স্বর্ণতুল্য প্রকাশমান একটি শক্তি গ্রহণ করিলেন। তারপর মনে মনে কুপিত হইয়া সহসা রোষ প্রজ্বলিত চক্ষু দুইটিকে বিস্ফারিত করিয়া মদ্ররাজ শল্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৯

নরদেব! পাপহীন, পবিত্রহৃদয় রাজা যুধিষ্ঠির রোষসহকারে দেখিতে থাকিলেও মদ্ররাজ শল্য দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইলেন না—ইহা আমার অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪০

তদনন্তর কৌরবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সুন্দর ও ভয়দণ্ডযুক্ত এবং উত্তম মণিসকল গ্রথিত থাকায় দেখিতে প্রজ্বলিত দেদীপ্যমান শক্তিকে মদ্ররাজ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪১

বলপূর্বক নিক্ষিপ্ত হওয়ায় প্রজ্বলিত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গযুক্ত সেই শক্তিকে সেখানে সমবেত সমস্ত কৌরব-যোদ্ধারা প্রলয়কালে

তাং কালরাত্রীমিব পাশহস্তাং
যমস্য ধাত্রীমিব চোগ্ররূপাম্।
স ব্রহ্মদণ্ডপ্রতিমামমোঘাং
সসর্জ যত্তো যুধি ধর্মরাজঃ ॥ ৪৩
গন্ধস্রগগ্র্যাসনপানভোজনৈ-
রভ্যর্চিতাং পাণ্ডুসুতৈঃ প্রযত্নাৎ।
সাংবর্ত্তকাগ্নিপ্রতিমাং জ্বলন্তীং
কৃত্যামথর্বাঙ্গিরসীমিবোগ্রাম্ ॥ ৪৪
ঈশানহেতোঃ প্রতিনির্মিতাং তাং
ত্বষ্ট্রা রিপূণামসুদেহভক্ষ্যাম্।
ভূম্যন্তরিক্ষাদিজলাশয়ানি
প্রসহ্য ভূতানি নিহন্তুমীশাম্ ॥ ৪৫
ঘণ্টা-পতাকা-মণি-বজ্রভাজং
বৈদূর্য্যচিত্রাং তপনীয়দণ্ডাম্।
ত্বষ্ট্রা প্রযত্নান্নিয়মেন কৢপ্তাং
ব্রহ্মদ্বিষামন্তকরীমমোঘাম্ ॥ ৪৬

বলপ্রযত্নাদধিরূঢ়বেগাং
মন্ত্রৈশ্চ ঘোরৈরভিমন্ত্র্য যত্নাৎ।
সসর্জ মার্গেণ চ তাং পরেণ
বধায় মদ্রাধিপতেস্তদানীম্ ॥ ৪৭
হতোঽসি পাপেত্যভিগর্জমানো
রুদ্রোঽন্ধকায়ান্তকরং যথেষুম্।
প্রসার্য্য বাহুং সুদৃঢ়ং সুপাণিং
ক্রোধেন নৃত্যন্নিব ধর্মরাজঃ ॥ ৪৮
(স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমংশুজালৈ-
র্ধর্মাত্মনো মদ্রবিনাশকালে।
পুরত্রয়প্রোৎসরণে পুরস্তা-
ন্মাহেশ্বরং রূপমভূৎ তদানীম্ ॥)
তাং সর্বশক্ত্যা প্রহিতাং সুশক্তিং
যুধিষ্ঠিরেণাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যাম্।
প্রতিগ্রহায়াভিননর্দ শল্যঃ
সম্যগ্ঘুতামগ্নিরিবাজ্যধারাম্ ॥ ৪৯

আকাশ হইতে পতিত বিশাল উল্কার ন্যায় সহসা শল্যের উপর পতিত হইতে দেখিলেন। ৪২

এই শক্তি পাশহস্ত কালরাত্রির ন্যায় উগ্র, যমরাজের ধাত্রীর ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং ব্রহ্মদণ্ডতুল্য অমোঘ ছিল। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অতিশয় যত্ন ও সাবধানতার সহিত যুদ্ধে ইহার প্রয়োগ করিলেন। ৪৩

পাণ্ডবগণ গন্ধ (চন্দন), মাল্য, উত্তম আসন, পেয় পদার্থ ও ভোজনাদি অর্পণ করত সদা যত্নসহকারে এই শক্তির পূজা করিতেন। এই শক্তি প্রলয়কালীন সংবর্ত্তকনামক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ হইতে উৎপন্না কৃত্যার ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল। ৪৪

ত্বষ্টা প্রজাপতি (বিশ্বকর্ম্মা) ভগবান্ শঙ্করের জন্য এই শক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা শত্রুগণের প্রাণ ও শরীরকে নিজের গ্রাসে পরিণত করে এবং জল, স্থল ও আকাশাদিতে অবস্থিত সকল প্রাণীকেই সবলে বিনাশ করিতে সমর্থ। ৪৫

ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ও পতাকাসকল সংযুক্ত ছিল, মণি ও হীরকাদি ভূষিত ছিল এবং বৈদূর্য্যমণির দ্বারা ইহাকে চিত্রিত করা হইয়াছিল। এই শক্তির দণ্ড তপ্ত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। এই অস্ত্র ব্রহ্মদ্রোহীদিগের বিনাশকারক ও লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অব্যর্থ ছিল। ৪৬

বল ও প্রযত্নের দ্বারা ইহার বেগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির সেই সময় মদ্ররাজ শল্যকে বিনাশ করিবার জন্য তাহাকে ঘোর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া উত্তম পথে যত্নসহকারে নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭

যেরূপ রুদ্রদেব অন্ধকাসুরের উপর প্রাণান্তকর বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ক্রোধে যেন নৃত্য করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুন্দর হস্তবিশিষ্ট নিজের সুদৃঢ় বাহু বিস্তার করত সেই শক্তি শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং গর্জন করিতে করিতে বলিলেন—অরে পাপী! তুমি নিহত হও। ৪৮

(পুরাকালে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিবার সময় ভগবান্ মহেশ্বরের যেরূপ রূপ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপই শল্যকেও সংহার করিবার সময় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরেরও রূপ প্রতীয়মান হইতে ছিল। তিনি নিজের কিরণসমূহ হইতে প্রভাপুঞ্জ বিকীরণ করিতেছিলেন।)

যুধিষ্ঠির এই উত্তম শক্তিকে নিজে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, অস্ত্রের প্রভাব ও বল নিবারণ করা যদিও অসম্ভব ছিল, তথাপি ইহার আঘাত সহ্য করিবার জন্য মদ্ররাজ শল্য গর্জন করিয়া উঠিলেন। ইহাতে মনে হইল—অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতধারা গ্রহণ করিবার জন্য অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ৪৯

সা তস্য মর্মাণি বিদার্য্য শুভ্র-
মুরো বিশালঞ্চ তথৈব ভিত্ত্বা।
বিবেশ গাং তোয়মিবাপ্রসক্তা
যশো বিশালং নৃপতের্দহন্তী ॥ ৫০

নাসাক্ষিকর্ণাস্য বিনিঃসৃতেন
প্রস্যন্দতা চ ব্রণসম্ভবেন।
সংসিক্তগাত্রো রুধিরেণ সোঽভূৎ
ক্রৌঞ্চো যথা স্কন্দহতো মহাদ্রিঃ ॥ ৫১

প্রসার্য্য বাহূ চ রথাদ্ গতো গাং
সংছিন্নবর্ম্মা কুরুনন্দনেন।
মহেন্দ্রবাহপ্রতিমো মহাত্মা
বজ্রাহতং শৃঙ্গমিবাচলস্য ॥ ৫২

বাহূ প্রসার্য্যাভিমুখো ধর্মরাজস্য মদ্ররাট্।
ততো নিপাতিতো ভূমাবিন্দ্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥ ৫৩

স তথা ভিন্নসর্বাঙ্গো রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ।
প্রত্যুদ্গত ইব প্রেম্ণা ভূম্যা স নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫৪
প্রিয়য়া কান্তয়া কান্তঃ পতমান ইবোরসি।
চিরং ভুক্ত্বা বসুমতীং প্রিয়াং কান্তামিব প্রভুঃ ॥ ৫৫

সর্বৈরঙ্গৈঃ সমাশ্লিষ্য প্রসুপ্ত ইব চাভবৎ।
ধর্ম্যে ধর্মাত্মনা যুদ্ধে নিহতো ধর্মসূনুনা ॥ ২৬

সম্যগ্ ঘৃত ইব স্বিষ্টঃ প্রশান্তোঽগ্নিরিবাধ্বরে।
শক্ত্যা বিভিন্নহৃদয়ং বিপ্রবিদ্ধায়ুধধ্বজম্ ॥ ৫৭

সংশান্তমপি মদ্রেশং লক্ষ্মীর্নৈব বিমুঞ্চতি।
ততো যুধিষ্ঠিরশ্চাপমাদায়েন্দ্রধনুষ্প্রভম্ ॥ ২৮

ব্যধমদ্ দ্বিষতঃ সংখ্যে খগরাড়িব পন্নগান্।
দেহান্ সুনিশিতৈর্ভল্লৈ রিপূণাং নাশয়ন্ ক্ষণাৎ ॥৫৯

ততঃ পার্থস্য বাণৌঘৈরাবৃতাঃ সৈনিকাস্তব।
নিমীলিতাক্ষাঃ ক্ষিণ্বন্তো ভৃশমন্যোন্যমর্দিতাঃ ॥ ৬০

কিন্তু এই শক্তি রাজা শল্যের মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ করিয়া উঁহার উজ্জ্বল ও বিশাল বক্ষঃস্থল ভেদ এবং বিস্তৃত যশকে দগ্ধ করিতে করিতে জলের ন্যায় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল। ইহার গতি কোথাও কুণ্ঠিত হইল না। ৫০

যেরূপ কার্ত্তিকেয়ের শক্তিতে আহত মহাপর্ব্বত ক্রৌঞ্চ গৈরিকমিশ্রিত ঝরণার জলে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ হইতে নির্গত এবং ক্ষতস্থানসমূহ হইতে প্রবাহিত রক্তে শল্যের সমগ্র দেহ আর্দ্র হইয়া যাইল। ৫১

কুরুনন্দন! ভীমসেন যাঁহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের ঐরাবত-সদৃশ বিশালকায় রাজা শল্য দুই বাহু বিস্তার করত বজ্রাহত পর্ব্বত শিখরের ন্যায় রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ৫২

মদ্ররাজ শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই নিজের দুই বাহু বিস্তার করত উচ্চ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। ৫৩

শল্যের সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি রক্তে আপ্লুত হইয়াছিলেন। যেরূপ কোন প্রিয়তমা কামিনী নিজের বক্ষঃস্থলে পতনোন্মত প্রিয়তমকে প্রেমের সহিত স্বাগত জানাইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীদেবী তাঁহার উপর পতনরত নরশ্রেষ্ঠ শল্যকে যেন প্রেমের সহিত অগ্রসর হইয়া স্বাগত জানাইলেন। ৫৪½

প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় এই বসুধাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপভোগ করিবার পর রাজা শল্য যেন নিজের সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করত শয়ন করিলেন। ৫৫½

সেই ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিহত রাজা শল্য যজ্ঞে বিধি অনুসারে ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত হইয়া শান্ত 'স্বিষ্টকৃৎ' অগ্নির ন্যায় সর্ব্বথা শান্ত হইয়া যাইলেন। ৫৬½

শক্তি রাজা শল্যের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অস্ত্রসকল ও ধ্বজ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পতিত ছিল এবং তিনি চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইলেন। কিন্তু এই সময়েও মদ্ররাজের লক্ষ্মী (শোভা বা কান্তি) নষ্ট হয় নাই। ৫৭½

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রধনু তুল্য কান্তিমান্ অপর ধনু গ্রহণ করত সর্প-সংহারকারী গরুড়ের ন্যায় যুদ্ধস্থলে তীক্ষ্ণ ভল্লসমূহের দ্বারা শত্রুদের দেহ নষ্ট করিতে করিতে ক্ষণকালের মধ্যেই সব কিছু ধ্বংস করিয়া দিলেন। ৫৮-৫৯

যুধিষ্ঠিরের বাণসমূহে আচ্ছাদিত আপনার সৈন্যরা চক্ষু নিমীলিত করিলেন এবং পরস্পরকে আহত করিতে করিতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় দেহ হইতে রক্ত ধারা প্রবাহিত করিতে করিতে সেই সমস্ত সৈন্যরা নিজ নিজ অস্ত্র ও প্রাণহীন হইয়া যাইলেন। ৬০½

ক্ষরন্তো রুধিরং দেহৈর্বিপন্নায়ুধজীবিতা: ।
ততঃ শল্যে নিপতিতে মদ্ররাজানুজো যুবা ॥ ৬১
ভ্রাতুস্তুল্যো গুণৈঃ সর্বৈ রথী পাণ্ডবমভ্যয়াৎ ।
বিব্যাধ চ নরশ্রেষ্ঠো নারাচৈর্বহুভিস্তরন্ ॥ ৬২
হতস্যাপচিতিং ভ্রাতুশ্চিকীর্ষুর্যুদ্ধদুর্মদঃ ।
তং বিব্যাধাশুগৈঃ ষড়্ভির্ধর্মরাজস্তরন্নিব ॥ ৬৩
কার্মুকং চাস্য চিচ্ছেদ ক্ষুরাভ্যাং ধ্বজমেব চ ।
ততোঽস্য দীপ্যমানেন সুদৃঢ়েন শিতেন চ ॥ ৬৪
প্রমুখে বর্তমানস্য ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ ।
সকুণ্ডলং তদ্ দদৃশে পতমানং শিরো রথাৎ ॥ ৬৫
পুণ্যক্ষয়মনুপ্রাপ্য পতন্ স্বর্গাদিব চ্যুতঃ ।
তস্যাপকৃত্তশীর্ষং তু শরীরং পতিতং রথাৎ ॥৬৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং দৃষ্ট্বা সৈন্যমভজ্যত ।
বিচিত্রকবচে তস্মিন্ হতে মদ্রনৃপানুজে ॥ ৬৭
হাহাকারং প্রকুর্বাণাঃ কুরবোঽভিপ্রদুদ্রুবুঃ ।

তদনন্তর মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যুবক তাঁহারই তুল্য গুণসমূহ সম্পন্ন ছিলেন, তিনি রথে আরোহণ করত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬১½

নিহত ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় এই রণ-দুর্মদ নরশ্রেষ্ঠ বীর অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া বহুসংখ্যক নারাচের দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৬২½

তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সত্বরতার সহিত ছয়টি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং দুইটি ক্ষুর-বাণের দ্বারা তাঁহার ধনু ও ধ্বজ ছেদন করিলেন ॥ ৬৩½

তাহার পর একটি নির্ম্মল, সুদৃঢ় ও তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা সেই রাজকুমারের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৬৪½

পুণ্য শেষ হইয়া যাইবেন স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট জীবের ন্যায় তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত মস্তককে রথ হইতে ভূতলে পতিত হইতে দেখা যাইল ॥ ৬৫½

যাহার মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, রক্তাপ্লুত তাঁহার দেহও তখন রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া আপনার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৬৬½

মদ্রদেশাধিপতি শল্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র কবচে সুশোভিত ছিলেন। তিনি নিহত হইলে পর সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা হাহাকার করিতে করিতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৬৭½

শল্যানুজং হতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ৬৮
বিত্রেসুঃ পাণ্ডবভয়াদ্ রজোধ্বস্তাস্তদা ভৃশম্ ।
তাংস্তথা ভজ্যমানাংস্তু কৌরবান্ ভরতর্ষভ ॥ ৬৯
শিনের্নপ্তা কিরন্ বাণৈরভ্যবর্তত সাত্যকিঃ ।
তমায়ান্তং মহেষ্বাসং দুষ্প্রসহ্যং দুরাসদম্ ॥ ৭০
হার্দিক্যস্ত্বরিতো রাজন্ প্রত্যগৃহ্ণাদভীতবৎ ।
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ বার্ষ্ণেয়ৌ বরবাজিনৌ ॥৭১
হার্দিক্যঃ সাত্যকিশ্চৈব সিংহাবিব বলোৎকটৌ ।
ইষুভির্বিমলাভাসৈশ্ছাদয়ন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৭২
অর্চিভিরিব সূর্য্যস্য দিবাকরসমপ্রভৌ ।
চাপমার্গবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ ॥ ৭৩
আকাশগানপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ।
সাত্যকিং দশভির্বিদ্ধ্বা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥৭৪
চাপমেকেন চিচ্ছেদ হার্দিক্যো নতপর্বণা ।
তন্নিকৃত্তং ধনুঃশ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৭৫

শল্যের ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূলিধূসরিত আপনার সমস্ত সৈন্যবাহিনী পাণ্ডুপুত্রগণের ভয়ে নিজেদের জীবনের আশা পরিত্যাগ করত অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে পলায়নরত সেই কৌরব-যোদ্ধাদের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনি-পৌত্র সাত্যকি তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ॥ ৬৯½

রাজন্! দুঃসহ ও দুর্জ্জয় মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা অতি সত্বর একজন নির্ভয় যোদ্ধার ন্যায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৭০½

শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত এই বৃষ্ণিবংশীয় মহাত্মা বীর সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা দুইটি বলোন্মত্ত সিংহের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥৭১½

সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এই দুই বীর দিনকর সূর্য্যদেবের কিরণা-বলির ন্যায় নির্ম্মল কান্তিযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭২½

বৃষ্ণিবংশের এই দুই সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী বীর কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী বাণশ্রেণীকে আমরা পতঙ্গদলের ন্যায় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে দেখিলাম ॥ ৭৩½

কৃতবর্ম্মা দশটি বাণে সাত্যকিকে এবং তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করত আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন ॥ ৭৪½

ছিন্ন সেই শ্রেষ্ঠ ধনু নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিনিপ্রবর সাত্যকি তাহা

অন্যদাদত্ত বেগেন বেগবত্তরমায়ুধম্ ।
তদাদায় ধনু: শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠ: সর্বধন্বিনাম্ ॥ ৭৬
হার্দিক্যং দশভির্বাণৈ: প্রত্যবিধ্যং স্তনান্তরে ।
ততো রথং যুগেষাঞ্চ ছিত্ত্বা ভল্লৈ: সুসংযতৈ: ॥ ৭৭
অশ্বাংস্তস্যাবধীৎ তূর্ণমুভৌ চ পার্ষ্ণিসারথী ।
ততস্তং বিরথং দৃষ্ট্বা কৃপ: শারদ্বত: প্রভো ॥ ৭৮
অপোবাহ তত: ক্ষিপ্রং রথমারোপ্য বীর্য্যবান্ ।
মদ্ররাজে হতে রাজন্ বিরথে কৃতবর্মণি ॥ ৭৯
দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ।
তৎ পরে নান্ববুধ্যন্ত সৈন্যেন রজসা বৃতে ॥ ৮০
বলং তু হতভূয়িষ্ঠং তৎ তদাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ।
ততো মুহূর্তাৎ তেঽপশ্যন্ রজো ভৌমং সমুত্থিতম্ ॥৮১
বিবিধৈ: শোণিতস্রাবৈ: প্রশান্তং পুরুষর্ষভ ।
ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ ॥ ৮২
জবেনাপততঃ পার্থানেক: সর্বানবারয়ৎ ।
পাণ্ডবান্ সরথান্ দৃষ্ট্বা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ॥ ৮৩
আনর্তঞ্চ দুরাধর্ষং শিতৈর্বাণৈরবারয়ৎ ।
তং পরে নাভ্যবর্তন্ত মর্ত্যা মৃত্যুমিবাগতম্ ॥ ৮৪
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দিক্যোঽপি স্ববর্তত ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথ: ॥ ৮৫
চতুর্ভিনিজঘানাশ্বান্ পত্রিভি: কৃতবর্মণ: ।
বিব্যাধ গৌতমং চাপি ষড্ভির্ভল্লৈরসুতেজনৈ: ॥৮৬
অশ্বত্থামা ততো রাজ্ঞা হতাশ্বং বিরথীকৃতম্ ।
তমপোবাহ হার্দিক্যং স্বরথেন যুধিষ্ঠিরাৎ ॥ ৮৭
তত: শারদ্বত: ষড্ভি: প্রত্যবিধ্যদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ।
বিব্যাধ চাশ্বান্নিশিতৈস্তস্যাষ্টাভি: শিলীমুখৈ: ॥ ৮৮
এবমেতন্মহারাজ যুদ্ধশেষমবর্তত ।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ সহ পুত্রস্য ভারত ॥ ৮৯

হইতেও অধিক বেগশালী অপর একটি ধনু অতিক্রত গ্রহণ করিলেন । ৭৫½

এই শ্রেষ্ঠ ধনু গ্রহণ করত সমস্ত ধনুর্ধর বীরগণের অগ্রগণ্য সাত্যকি কৃতবর্মার বক্ষ:স্থলে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন । ৭৬½

তাহার পর সুসংযত ভল্লসমূহের দ্বারা তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষাদণ্ড ছেদন করত সত্বর তাঁহার অশ্বগণকে এবং দুইজন পার্শ্ব-রক্ষকে বিনাশ করিলেন । ৭৭½

প্রভো ! কৃতবর্মাকে রথহীন হইয়া যাইতে দেখিয়া শরদ্বানের পুত্র পরাক্রমশালী কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সত্বর নিজ রথে আরোহণ করাইয়া সেখান হইতে লইয়া যাইলেন । ৭৮½

রাজন্ ! যখন মদ্ররাজ শল্য নিহত ও কৃতবর্মা রথহীন হইলেন, তখন দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যরা যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন । ৭৯½

কিন্তু সেখানে চারিদিকে ধূলিতে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য শত্রুগণ ইহা জানিতে পারে নাই । অধিকাংশ যোদ্ধা নিহত হওয়ায় সেই সময় সমস্ত সৈন্যই যুদ্ধ-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন । ৮০½

পুরুষপ্রবর ! তদনন্তর মুহূর্তকাল পরে তাঁহারা সকলে দেখিলেন যে, পৃথিবী হইতে যে সমস্ত ধূলিজাল উত্থিত হইয়াছিল, উহা নানাপ্রকার রক্তস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় শান্ত হইয়া গিয়াছে । ৮১½

সেই সময় দুর্য্যোধন নিজের পার্শ্ব হইতে সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বেগে আক্রমণকারী সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে তিনি একাকীই রুদ্ধ করিলেন ॥ ৮২½

রথসহ পাণ্ডবগণকে, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে এবং আনর্ত্ত-পতিকে সম্মুখে দেখিয়া দুর্য্যোধন তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা ইঁহাদের সকলকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮৩½

যেরূপ মরণধর্ম্মা মনুষ্য নিজ পার্শ্বে উপস্থিত মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেইরূপ এই শত্রুপক্ষের সৈন্যরা দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না । এই সময় কৃতবর্মাও অপর একটি রথে আরোহণ করত পুনরায় সেস্থলে আসিলেন ॥ ৮৪½

তখন মহারথী রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় ত্বরা করিয়া চারিটি বাণে কৃতবর্মার চারিটি অশ্বকে সংহার করিলেন এবং অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার ছয়টি ভল্লের দ্বারা কৃপাচার্য্যকেও বিদ্ধ করিলেন ।৮৫-৮৬

ইহার পর অশ্বত্থামা নিজ রথের দ্বারা অশ্বগণ নিহত হওয়ায় রথহীন কৃতবর্মাকে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইলেন ॥ ৮৭

তখন কৃতবর্মা ছয়টি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্য তীক্ষ্ণধার আটটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকেও বিদ্ধ করিলেন । ৮৮

মহারাজ ! ভরতবংশধর রাজন্ ! এইরূপে পুত্রসহ আপনার কুমন্ত্রণার দ্বারা এই যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিল । ৮৯

তস্মিন্ মহেষ্বাসবরে বিশস্তে
সংগ্রামমধ্যে কুরুপুঙ্গবেন।
পার্থাঃ সমেতাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ
শঙ্খান্ প্রদধ্মুর্হতমীক্ষ্য শল্যম্ ॥ ২০
যুধিষ্ঠিরঞ্চ প্রশশংসুরাজৌ
পুরা কৃতে বৃত্রবধে যথেন্দ্রম্।

চক্রুশ্চ নানাবিধবাদ্যশব্দান্
নিনাদয়ন্তো বসুধাং সমেতাঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

কুরুকুলপ্রধান যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর শল্য নিহত হইলে পর কুন্তীর সমস্ত পুত্রগণ একত্রে সম্মিলিত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং শল্যকে নিহত হইতে দেখিয়া সকলে শঙ্খবাদ্য করিতে লাগিলেন ॥ ২০

যেরূপ পুরাকালে বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর দেবতাগণ ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত পাণ্ডবগণ রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে উঁহারা সকলে নানা প্রকার বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শল্যের বধবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[মদ্ররাজ-শল্যস্যানুচরাণাং বিনাশঃ, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ :

শল্যেঽথ নিহতে রাজন্ মদ্ররাজপদানুগাঃ।
রথাঃ সপ্তশতা বীরা নির্যযুর্মহতো বলাৎ ॥ ১
দুর্য্যোধনস্তু দ্বিরদমারুহ্যাচলসন্নিভম্
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন বীজ্যমানশ্চ চামরৈঃ ॥ ২
ন গন্তব্যং ন গন্তব্যমিতি মদ্রানবারয়ৎ।
দুর্য্যোধনেন তে বীরা বীজ্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩
যুধিষ্ঠিরং জিঘাংসন্তঃ পাণ্ডূনাং প্রবিশন্ বলম্।
তে তু শূরা মহারাজ কৃতচিত্তাশ্চ যোধনে ॥ ৪
ধনুঃ শব্দং মহৎ কৃত্বা সহাযুধ্যন্ত পাণ্ডবৈঃ।
শ্রুত্বা চ নিহতং শল্যং ধর্মপুত্রঞ্চ পীড়িতম্ ॥ ৫
মদ্ররাজপ্রিয়ে যুক্তৈর্মদ্রকাণাং মহারথৈঃ।
আজগাম ততঃ পার্থো গাণ্ডীবং বিক্ষিপন্ ধনুঃ ॥ ৬
পূরয়ন্ রথঘোষেণ দিশঃ সর্ব্বা মহারথঃ।
ততোঽর্জ্জুনশ্চ ভীমশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৭
সাত্যকিশ্চ নরব্যাঘ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ পাঞ্চালাঃ সহ সোমকৈঃ ॥৮

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মদ্ররাজ শল্যের অনুচরগণের বিনাশ এবং কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর তাঁহার অনুগামী সাতশত বীর রথী বিশাল কৌরব-সৈন্য হইতে নির্গত হইলেন। সেই সময় দুর্য্যোধন পর্ব্বতাকার এক হস্তীতে আরোহণ করত মস্তকে ছত্রধারণ পূর্ব্বক চামরের দ্বারা বীজিত হইতে হইতে সেখানে আসিলেন এবং "যাইও না যাইও না" এই কথা বলিয়া সেই মদ্রদেশীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন বারংবার নিষেধ করিলেও এই বীর যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে বধ করিবার ইচ্ছায় পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১-৩½

মহারাজ! এই বীরবর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়াছিলেন; অতএব ধনুর গম্ভীর টঙ্কার-ধ্বনি করত পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহারা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৪½

শল্য নিহত হইয়াছেন এবং মদ্ররাজ শল্যের প্রিয় করিবার বাসনায় মদ্রদেশীয় মহারথী যোদ্ধারা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া কুন্তীনন্দন মহারথী অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে করিতে ও রথের গম্ভীর শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূরিত করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫-৬½

তদনন্তর অর্জ্জুন, ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পুরুষশ্রেষ্ঠ সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও সোমক বীরগণ—ইঁহারা সকলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিলেন ॥ ৭-৮½

যুধিষ্ঠিরং পরীপ্সন্তঃ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
তে সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ পাণ্ডবাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ৯
ক্ষোভয়ন্তি স্ম তাং সেনাং মকরাঃ সাগরং যথা।
বৃক্ষানিব মহাবাতাঃ কম্পয়ন্তি স্ম তাবকান্ ॥ ১০
পুরোবাতেন গঙ্গেব ক্ষোভ্যমাণা মহানদী।
অক্ষোভ্যত তদা রাজন্ পাণ্ডূনাং ধ্বজিনী ততঃ ॥ ১১
প্রস্কন্দ্য সেনাং মহতীং মহাত্মানো মহারথাঃ।
বহবশ্চুক্রুশুস্তত্র ক স রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২
ভ্রাতরো বাস্য তে শূরা দৃশ্যন্তে নেহ কেন চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽথ শৈনেয়ো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৩
পাঞ্চালাশ্চ মহাবীর্য্যাঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
এবং তান্ বাদিনঃ শূরান্ দ্রৌপদেয়া মহারথাঃ ॥ ১৪
অভ্যঘ্নন্ যুযুধানশ্চ মদ্ররাজপদানুগান্।
চক্রৈর্বিমথিতৈঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নৈর্মহাধ্বজৈঃ ॥ ১৫
তে দৃশ্যন্তেঽপি সমরে তাবকাঃ নিহতাঃ পরৈঃ।
আলোক্য পাণ্ডবান্ যুদ্ধে যোধা রাজন্ সমন্ততঃ ॥১৬
বার্য্যমাণা যযুর্বেগাৎ পুত্রেণ তব ভারত।
দুর্য্যোধনশ্চ তান্ বীরান্ বারয়ামাস সান্ত্বয়ন্ ॥ ১৭
ন চাস্য শাসনং কেচিত্তত্র চক্রুর্মহারথাঃ।
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ ॥ ১৮
দুর্য্যোধনং মহারাজ বচনং বচনক্ষমঃ।
কিং নঃ সম্প্রেক্ষমাণানাং মদ্রাণাং হন্যতে বলম্ ॥ ১৯
ন যুক্তমেতৎ সমরে ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভারত।
সহিতৈশ্চাপি যোদ্ধব্যমিত্যেষ সময়ঃ কৃতঃ ॥ ২০
অথ কস্মাৎ পরানেব ঘ্নতো মর্ষয়সে নৃপ।

দুর্য্যোধন উবাচ।

বার্য্যমাণা ময়া পূর্বং নৈতে চক্রুর্বচো মম ॥২১

যুধিষ্ঠিরকে সকল দিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থিত পুরুষপ্রধান পাণ্ডব-যোদ্ধারা সেই সৈন্যদিগকে সেইভাবে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিলেন, যেরূপ মকর সাগরকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। ৯½

যেরূপ প্রবল বায়ু বৃক্ষসকলকে আন্দোলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ পাণ্ডব-বীরগণ আপনার সৈন্যদিগকে কম্পিত করিয়া দিলেন। রাজন্! যেরূপ পূর্ব্বদিকের বায়ু গঙ্গা নদীকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সৈন্যরাও পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে ক্ষুভিত করিয়া ফেলিলেন। ১০-১১

এই বহুসংখ্যক মহাত্মা মদ্রমহারথী বিশাল পাণ্ডবসৈন্যকে মথিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন—কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির? তাঁহার বীর ভ্রাতারাই বা এখন কোথায়? তাঁহাদের সকলকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? ১২½

ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, দ্রৌপদীর সকল পুত্রগণ, মহাপরাক্রমী পাঞ্চাল বীরবৃন্দ এবং মহারথী শিখণ্ডী—ইঁহারা সকলে কোথায়? ১৩½

এই কথা বলিতে বলিতে অবস্থিত সেই মদ্ররাজ শল্যের অনুগামী বীর যোদ্ধাদিগকে দ্রৌপদীর মহারথী পুত্রগণ ও সাত্যকি বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪½

সমরাঙ্গণে আপনার সেই সমস্ত সৈন্যরা শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইতে লাগিলেন। কিছু যোদ্ধা ছিন্ন-ভিন্ন রথচক্রসকল এবং কিছু যোদ্ধা ছিন্ন বিশাল ধ্বজসমূহের সহিত ধরাশায়ী হইতেছেন—ইহা দেখা যাইল। ১৫½

রাজন্! ভরতনন্দন! সেই যোদ্ধারা যুদ্ধে সর্ব্বদিকে বিস্তৃত পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নিষেধ করিলেও সবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ১৬½

দুর্য্যোধন এই বীরগণকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সেখানে কোন মহারথীই তাঁহার এই আদেশ পালন করিলেন না। ১৭½

মহারাজ! তখন কথা বলিতে নিপুণ গান্ধাররাজপুত্র শকুনি দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১৮½

ভারত! আমাদের সাক্ষাতেই মদ্রদেশের এই সৈন্যরা কেন নিহত হইতেছে? তুমি রণাঙ্গনে থাকিতে এরূপ হওয়া উচিত নয়। ১৯½

আমরা সকলে এই শপথ করিয়াছি যে, 'আমরা সকল যোদ্ধাই একসঙ্গে যুদ্ধ করিব'। হে নৃপ! এরূপ অবস্থায় শত্রুদিগকে নিজের সৈন্যদের বিনাশ করিতে দেখিয়াও তুমি কেন সহ্য করিতেছ? ২০½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি প্রথমেই ইহাদের নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু ইহারা আমার কথা মানিল না এবং পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করত প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছে। ২১½

এতে বিনিহতাঃ সর্বে প্রস্কন্নাঃ পাণ্ডুবাহিনীম্।
শকুনি উবাচ।
ন ভর্তুঃ শাসনং বীরা রণে কুর্বন্ত্যমর্ষিতাঃ ॥ ২২
অলং ক্রোদ্ধুমথৈতেষাং নায়ং কাল উপেক্ষিতুম্।
যামঃ সর্বে চ সম্ভূয় সবাজি-রথ-কুঞ্জরাঃ ॥ ২৩
পরিত্রাতুং মহেষ্বাসান্ মদ্ররাজপদানুগান্।
অন্যোন্যং পরিরক্ষামো যত্নেন মহতা নৃপ ॥২৪
সঞ্জয় উবাচ।
এবং সর্বেঽনুসঞ্চিন্ত্য প্রযযুর্যত্র সৈনিকাঃ।
এবমুক্তস্তদা রাজা বলেন মহতা বৃতাঃ ॥ ২৫
প্রযযৌ সিংহনাদেন কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্।
হত বিধ্যত গৃহ্নীত প্রহরধ্বং নিকৃন্তত ॥ ২৬
ইত্যাসীৎ তুমুলঃ শব্দস্তব সৈন্যস্য ভারত।
পাণ্ডবাস্তু রণে দৃষ্ট্বা মদ্ররাজপদানুগান্ ॥ ২৭
সহিতানভ্যবর্তন্ত গুল্মমাস্থায় মধ্যমম্।
তে মুহূর্তাদ্ রণে বীরা হস্তাহস্তি বিশাম্পতে ॥২৮
নিহতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত মদ্ররাজ পদানুগাঃ।
ততো নঃ সম্প্রয়াতানাং হতা মদ্রাস্তরস্বিনঃ ॥ ২৯
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্বন্ সহিতাঃ পরে।
উত্থিতানি কবন্ধানি সমদৃশ্যন্ত সর্বশঃ ॥ ৩০
পপাত মহতি চোল্কা মধ্যেনাদিত্যমণ্ডলম্।
রথৈর্ভগ্নৈর্যুগাক্ষৈশ্চ নিহতৈশ্চ মহারথৈঃ ॥ ৩১
অশ্বৈর্নিপতিতৈশ্চৈব সংছন্নাভূদ্ বসুন্ধরা।
বাতায়মানৈস্তুরগৈর্যুগাসক্তৈস্ততস্ততঃ ॥ ৩২
অদৃশ্যন্ত মহারাজ যোধাস্তত্র রণাজিরে।
ভগ্নচক্রান্ রথান্ কেচিদহরংস্তুরগা রণে ॥ ৩৩
রথার্ধং কেচিদাদায় দিশো দশ বিবভ্রমুঃ।
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত যোক্ত্রৈঃ শ্লিষ্টাঃ স্ম বাজিনঃ ॥৩৪
রথিনঃ পতমানাশ্চ দৃশ্যন্তে স্ম নরোত্তমাঃ।
গগনাৎ প্রচ্যুতাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যানামিব সংক্ষয়ে ॥ ৩৫
নিহতেষু চ শূরেষু মদ্ররাজানুগেষু বৈ।
অস্মানাপততশ্চাপি দৃষ্ট্বা পার্থা মহারথাঃ ॥ ৩৬

শকুনি বলিলেন,—নৃপ! যুদ্ধস্থলে রোষ ও অমর্ষের বশীভূত হইয়া বীর যোদ্ধারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করে না; এই অবস্থায় ইহাদের উপর ক্রোধ করা উচিত হইবে না এখন ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার সময় নয়। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া মদ্ররাজ শল্যের মহাধনুর্দ্ধর সেবকগণকে রক্ষা করিবার জন্য হস্তী, অশ্ব ও রথসহ গমন করিব এবং বিশেষ যত্নসহকারে পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিব। ২২-২৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এরূপ পরামর্শ করিয়া সকলে সেস্থলে গমন করিলেন, যেস্থানে সেই সৈন্যরা উপস্থিত ছিলেন। শকুনি এই কথা বলিলে পর রাজা দুর্য্যোধন বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত সিংহনাদ করিতে করিতে এবং পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৫২

ভারত! সেই সময় আপনার সৈন্যমধ্যে 'বিনাশ কর, আহত কর, ধরিয়া ফেল, প্রহার কর এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও' এই সব ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ২৬২

রণাঙ্গনে মদ্ররাজ শল্যের সেবকগণকে একত্রে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া পাণ্ডব-যোদ্ধারা মধ্যম গুল্মের (সৈন্যের) আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন। ২৭২

প্রজানাথ! এই মদ্ররাজ শল্যের অনুগামী বীরগণ রণাঙ্গনে মুহূর্তকালের মধ্যে হাতাহাতি করিয়া নিহত হইয়া যাইলেন—ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। ২৮২

সেখানে আমরা উপস্থিত হইতেই মদ্রদেশের সেই বেগশালী বীরগণ কালের গ্রাসে পরিণত হইলেন এবং শত্রুসৈন্যরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া আনন্দে কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। ২৯২

সকল দিকে কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) উত্থিত ছিল এবং সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে সেখানে বিশাল উল্কা পতিত হইল। ৩০২

ভগ্ন রথ, যুগ ও অক্ষসকল এবং নিহত মহারথিগণ ও ধরাশায়ী অশ্ববৃন্দের দ্বারা রণভূমি আবৃত হইয়া যাইল। ৩১২

মহারাজ! সেখানে সমরাঙ্গণে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যুগে বদ্ধ বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা এদিক্ ওদিকে বাহিত হইতেছেন—ইহা দেখা যাইতে লাগিল। ৩২২

কিছু অশ্ব রণাঙ্গনে ভগ্ন চক্রযুক্ত রথকে বহন করিতেছিল এবং বহু অশ্ব আবার অর্দ্ধভাগ রথ লইয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকিল। ৩৩২

যেখানে সেখানে যোক্ত্র যোজিত অশ্বগণকে এবং নরশ্রেষ্ঠ রথী যোদ্ধাদিগকে পতিত হইতে দেখা যাইল। ইহাতে মনে হইতেছিল—পুণ্যাত্মা পুরুষ পুণ্যক্ষয় হইলে পর আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছেন। ৩৪-৩৫

মদ্ররাজ শল্যের এই বীরবর সৈন্যরা নিহত হইলে পর আমাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী মহারথী

অভ্যবর্তন্ত বেগেন জয়গৃধ্রাঃ প্রহারিণঃ।
বাণশব্দরবান্ কৃত্বা বিমিশ্রান্ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ ॥ ৩৭
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যপ্রহারিণঃ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রচুক্রুশুঃ ॥ ৩৮
ততো হতমভিপ্রেক্ষ্য মদ্ররাজবলং মহৎ।
মদ্ররাজঞ্চ সমরে দৃষ্ট্বা শূরং নিপাতিতম্ ॥ ৩৯

পাণ্ডব-যোদ্ধারা শঙ্খধ্বনির সহিত বাণসকলের সন্ সন্ শব্দ-সহকারে আমাদের সম্মুখীন হইবার জন্য তীব্রবেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৩৬-৩৭

আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিতে অব্যর্থ ও প্রহারনিপুণ পাণ্ডব-সৈন্যরা নিজ নিজ ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৮

মদ্ররাজ শল্যের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিহত হইল এবং বীরবর মদ্ররাজ প্রথমেই সমরাঙ্গণে ধরাশায়ী হইয়াছেন, এই সব দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যগণ পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন। ৩৯২

দুর্য্যোধনবলং সর্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
বধ্যমানং মহারাজ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ।
দিশো ভেজেঽথ সম্ভ্রান্তং ভ্রামিতং দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

মহারাজ! জয়লাভে উল্লসিত দৃঢ় ধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবগণের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কৌরবসৈন্যরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যেন ভ্রান্ত হইয়াই তাঁহারা চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরস্পরমালাপয়দ্ভিঃ পাণ্ডবসৈন্যৈঃ পাণ্ডবানাং প্রশংসা, ধৃতরাষ্ট্রস্য নিন্দা, কৌরবসৈন্যানাং পালায়নম্, ভীমসেনেন একবিংশতিসহস্রপদাতিসৈন্যানাং সংহারঃ, স্বসৈন্যেভ্যো দুর্য্যোধনস্যোৎসাহদানঞ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।
পতিতে যুধি দুর্দ্ধর্ষে মদ্ররাজে মহারথে।
তাবকাস্তব পুত্রাশ্চ প্রায়শো বিমুখাভবন্ ॥ ১
বণিজো নাবি ভিন্নায়াং যথাগাধেঽপ্লবেঽর্ণবে।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে শূরে মহাত্মনা ॥ ২
মদ্ররাজে মহারাজ বিত্রস্তাঃ শরবিক্ষতাঃ।
অনাথা নাথমিচ্ছন্তো মৃগাঃ সিংহার্দিতা ইব ॥ ৩
বৃষা যথা ভগ্নশৃঙ্গাঃ শীর্ণদন্তা যথা গজাঃ।
মধ্যাহ্নে প্রত্যপায়াম নির্জ্জিতাজাতশত্রুণা ॥ ৪
ন সন্ধাতুমনীকানি ন চ রাজন্ পরাক্রমে।
আসীদ্ বুদ্ধির্হতে শল্যে ভূয়ো যোধস্য কস্যচিৎ ॥ ৫
ভীষ্মে দ্রোণে চ নিহতে সূতপুত্রে চ ভারত।
যদ্ দুঃখং তব যোধানাং ভয়ং চাসীদ্ বিশাম্পতে ॥ ৬

একোনবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডব-সৈন্যগণকর্ত্তৃক পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে পাণ্ডবদের প্রশংসা এবং ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন, ভীমসেনকর্ত্তৃক একুশ হাজার পদাতি সৈন্য সংহার এবং নিজের সৈন্যদিগকে দুর্য্যোধনের উৎসাহ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! দুর্জয় মহারথী মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা এবং পুত্রগণ সকলেই প্রায় রণবিমুখ হইয়া পড়িলেন। ১

মহারাজ! যেরূপ অগাধ মহাসমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইয়া যাইলে সেই নৌকাহীন অপার সমুদ্র হইতে পার হইবার ইচ্ছায় বণিক্‌গণ ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সেইরূপ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক বীরবর মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত ও ভীত হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। ২২

তাঁহারা নিজেদের অনাথ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং কোন একজনকে রক্ষকের ইচ্ছা পোষণ করত সিংহভীত মৃগগণ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষসকল ও জীর্ণদন্তযুক্ত হস্তীদিগের ন্যায় সর্ব্বথা অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ৩২

রাজন্! অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলাম। শল্যের নিধনের পর কোনও যোদ্ধারই মনে সৈন্যদিগকে সংগঠিত করিতে এবং পরাক্রম দেখাইতে উৎসাহ রহিল না। ৪-৫

ভারত! প্রজানাথ! ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্র কর্ণের বিনাশের পর আপনার যোদ্ধাদের যে দুঃখ ও ভয়লাভ হইয়াছিল, সেই দুঃখ ও শোক পুনরায় (শল্যের মৃত্যুতে) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ৬২

তদ্ ভয়ং স চ নঃ শোকো ভূয় এবাভ্যবর্ত্তত
নিরাশাশ্চ জয়ে তস্মিন্ হতে শল্যে মহারথে ॥ ৭
হতপ্রবীরা বিধ্বস্তা নিকৃত্তাশ্চ শিতৈঃ শরৈঃ।
মদ্ররাজে হতে রাজন্ যোধাস্তে প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥ ৮
অশ্বানন্যে গজানন্যে রথানন্যে মহারথাঃ।
আরুহ্য জবসম্পন্নাঃ পাদাতাঃ প্রাদ্রবংস্তথা ॥ ৯
দ্বিসাহস্রাশ্চ মাতঙ্গা গিরিরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সম্প্রাদ্রবন্ হতে শল্যে অঙ্কুশাঙ্গুষ্ঠনোদিতাঃ ॥ ১০
তে রণাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ তাবকাঃ প্রাদ্রবন্ দিশঃ।
ধাবতশ্চাপ্যপশ্যাম শ্বসমানান্ শরাহতান ॥ ১১
তান্ প্রভগ্নান্ দ্রুতান্ দৃষ্ট্বা হতোৎসাহান্ পরাজিতান্।
অভ্যবর্ত্তন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবাশ্চ জয়ৈষিণঃ ॥ ১২
বাণশব্দরবাশ্চাপি সিংহনাদাশ্চ পুষ্কলাঃ।
শঙ্খশব্দশ্চ শূরাণাং দারুণঃ সমপদ্যত ॥ ১৩

যাঁহাদের প্রধান যোদ্ধারা নিহত হইয়াছিল, সেই কৌরব-সৈন্যরা মহারথী শল্যের বিনাশে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত হইয়া জয়লাভ বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ৭½

রাজন্! মদ্ররাজ শল্য নিহত হইলে আপনার এই সব যোদ্ধারা ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। কিছু সৈন্য অশ্বের উপর, কিছু হস্তীর উপর এবং অপর মহারথী যোদ্ধারা রথে আরোহণ করত তীব্রবেগে পলায়ন করিলেন। পদাতি সৈন্যরাও সেখান হইতে পলাইয়া যাইলেন। ৮-৯

দুই হাজার প্রহারনিপুণ মদমত্ত হস্তী শল্যের মৃত্যুতে অঙ্কুশ ও পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা প্রেরিত হইয়া তীব্রগতিতে পলায়ন করিতে লাগিল। ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনার এই যোদ্ধারা রণাঙ্গনে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম, বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে (হাঁফাইতে হাঁফাইতে) তাঁহারা ধাবিত হইতেছিলেন। ১১

তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহ, পরাজিত ও হতাশ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া জয়াভিলাষী পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-সৈন্যগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ১২

বাণসকলের সনসন্ শব্দ, বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি এই সব মিলিত হইয়া তখন এক ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। ১৩

দৃষ্ট্বা তু কৌরবং সৈন্যং ভয়ত্রস্তং প্রবিদ্রুতম্।
অন্যোন্যং সমভাষন্ত পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১৪
অদ্য রাজা সত্যধৃতির্হতামিত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অদ্য দুর্যোধনো হীনো দীপ্তয়া নৃপতিশ্রিয়ঃ ॥ ১৫
অদ্য শ্রুত্বা হতং পুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
বিহ্বলঃ পতিতো ভূমৌ কিল্বিষং প্রতিপদ্যতাম্ ॥ ১৬
অদ্য জানাতু কৌন্তেয়ং সমর্থং সর্বধন্বিনাম্।
অদ্যাত্মানঞ্চ দুর্মেধা গর্হয়িষ্যতি পাপকৃৎ ॥ ১৭
অদ্য ক্ষত্তুর্বচঃ সত্যং স্মরতাং ব্রুবতো হিতম্।
অদ্যপ্রভৃতি পার্থঞ্চ প্রেষ্যভূত ইবাচরন্ ॥ ১৮
বিজানাতু নৃপো দুঃখং যৎ প্রাপ্তং পাণ্ডুনন্দনৈঃ।
অদ্য কৃষ্ণস্য মহাত্ম্যং বিজানাতু মহীপতিঃ ॥ ১৯
অদ্যার্জ্জুনধনুর্ঘোষং ঘোরং জানাতু সংযুগে।
অস্ত্রাণাঞ্চ বলং সর্বং বাহ্বোশ্চ বলমাহবে ॥ ২০

কৌরব-সৈন্যদিগকে ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চাল-যোদ্ধারা পরস্পর এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৪

আজ সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইয়া যাইলেন এবং আজ দুর্যোধন স্বীয় দেদীপ্যমান রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। ১৫

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্রগণকে নিহত হইতে শুনিয়া ব্যাকুলচিত্তে ভূতলে পতিত হইবেন এবং দুঃখভোগ করিতে থাকিবেন। ১৬

আজ তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী। আজ পাপাচারী দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্র নিজের নিন্দা করিতে থাকিবেন এবং বিদুর যে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিবেন। ১৭½

আজ হইতে তিনি স্বয়ংই দাসতুল্য হইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের পরিচর্য্যা করিতে করিতে ইহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাণ্ডবগণ পূর্ব্বে কত কষ্টভোগ করিয়াছেন। ১৮½

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহা অনুভব করিবেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং তিনি ইহাও জানিতে পারিবেন— যুদ্ধস্থলে অর্জুনের গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কার কিরূপ ভয়ঙ্কর? তাঁহার অস্ত্রসকলের পূর্ণ শক্তি কীদৃশ ও রণাঙ্গনে তাঁহার দুই বাহুর বলই বা কিরূপ অদ্ভুত? ১৯-২০

অদ্য জ্ঞাস্যতি ভীমস্য বলং ঘোরং মহাত্মনঃ।
হতে দুর্যোধনে যুদ্ধে শক্রেণেবাসুরে বলে ॥ ২১
যৎ কৃতং ভীমসেনেন দুঃশাসনবধে তদা।
নান্যঃ কর্তাস্তি লোকেঽস্মিন্নৃতে ভীমান্মহাবলাৎ ॥ ২২
অদ্য জ্যেষ্ঠস্য জানীতাং পাণ্ডবস্য পরাক্রমম্।
মদ্ররাজং হতং শ্রুত্বা দেবৈরপি সুদুঃসহম্ ॥ ২৩
অদ্য জ্ঞাস্যতি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ সুদুঃসহৌ।
নিহতে সৌবলে বীরে প্রবীরেষু চ সর্বশঃ ॥ ২৪
কথং জয়ো ন তেষাং স্যাদ্ যেষাং যোদ্ধা ধনঞ্জয়ঃ।
সাত্যকির্ভীমসেনশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ২৫
দ্রৌপদ্যাস্তনয়াঃ পঞ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
শিখণ্ডী চ মহেষ্বাসো রাজা চৈব যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৬
যেষাঞ্চ জগতীনাথো নাথঃ কৃষ্ণো জনার্দনঃ।
কথং তেষাং জয়ো ন স্যাদ্ যেষাং ধর্মো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ২৭
(লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষাং নাথো হৃষীকেশঃ সর্বলোকবিভুর্হরিঃ ॥)
ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ কর্ণঞ্চ মদ্ররাজানমেব চ।
অথান্যান্ নৃপতীন্ বীরান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৮
কোঽন্যঃ শক্তো রণে জেতুমৃতে পার্থাদ্ যুধিষ্ঠিরাৎ।
যস্য নাথো হৃষীকেশঃ সদা সত্য-যশোনিধিঃ ॥ ২৯
ইত্যেবং বদমানাস্তে হর্ষেণ মহতা যুতাঃ।
প্রভগ্নাংস্তাবকান্ যোধান্ সৃঞ্জয়াঃ পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ ॥ ৩০
ধনঞ্জয়ো রথানীকমভ্যবর্তত বীর্যবান্।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহারথঃ ॥ ৩১
তান্ প্রেক্ষ্য দ্রবতঃ সর্বান্ ভীমসেনভয়াদিতান্।
দুর্যোধনস্তদা সূতমব্রবীদ বিজয়ায় চ ॥ ৩২
মামতিক্রমতে পার্থো ধনুষ্পাণিমবস্থিতম্।
জঘনে সর্বসৈন্যানাং মমাশ্বান্ প্রতিপাদয় ॥ ৩৩

যেরূপ ইন্দ্র অসুরসৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেনকর্তৃক দুর্যোধন নিহত হইলে পর আজ ধৃতরাষ্ট্রের এই জ্ঞান জন্মিবে যে, মহাত্মা ভীমসেনের বল কিরূপ ভয়ঙ্কর ? ২১

দুঃশাসনকে বধ করিবার সময় ভীমসেন যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা মহাবল ভীমসেন ব্যতীত এ জগতে অন্য আর কোন যোদ্ধা করিতে পারিবেন না। ২২

দেবগণের পক্ষেও দুঃসহ মদ্ররাজ শল্যের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আজ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরেরও পরাক্রম জানিতে পারিবেন। ২৩

আজ সংগ্রামে সুবলপুত্র বীর শকুনি এবং অন্য সমস্ত প্রধান যোদ্ধারা নিহত হইলে পর তিনি শত্রুদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবেরও শক্তি বুঝিতে পারিবেন। ২৪

যাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে ধনঞ্জয়, সাত্যকি, ভীমসেন, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মাদ্রীকুমার পাণ্ডুনন্দন নকুল-সহদেব, মহাধনুর্ধর শিখণ্ডী এবং স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বীর রহিয়াছেন, তাঁহাদের জয়লাভ হইবে না কেন ? ২৫-২৬

সমস্ত জগতের অধীশ্বর প্রভু জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের রক্ষক এবং যাঁহারা ধর্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের জয়লাভ হইবে না কেন ? ২৭

(নিখিল বিশ্বের প্রভু ও সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি যাঁহার প্রভু এবং সংরক্ষক, তাঁহাদের সবই লাভ হইয়া থাকে ও জয়লাভও হইয়া থাকে। ইঁহাদের পরাজয় কিরূপ সম্ভব হইবে ?) কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য এরূপ কোন রাজা আছেন, যিনি রণাঙ্গনে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য এবং অন্য শত শত ও সহস্র সহস্র নরপতিকে জয়লাভ করিতে পারেন ? সদা সত্য ও যশের সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের প্রভু এবং সংরক্ষক, তাঁহাদের এই সফলতা লাভ অবশ্যই হইবে। ২৮-২৯

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সৃঞ্জয় বীরগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পলায়নপর আপনার যোদ্ধাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। ৩০

এই সময় পরাক্রমশালী অর্জুন আপনার রথ-সৈন্যদের উপর ধাবিত হইলেন এবং নকুল, সহদেব ও মহারথী সাত্যকি শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন। ৩১

ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত নিজের সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্যোধন জয়লাভ করিবার বাসনায় নিজ সারথিকে বলিলেন। ৩২

সূত ! আমি এস্থলে ধনু ধারণ করত অবস্থান করিতেছি এবং অর্জুন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, অতএব তুমি আমার অশ্বগণকে সমস্ত সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগে লইয়া চল। ৩৩

জঘনে যুধ্যমানং হি কৌন্তেয়ো মাং সমন্ততঃ।
নোৎসহেদভ্যতিক্রান্তুং বেলামিব মহোদধিঃ ॥৩৪
পশ্য সৈন্যং মহৎ সূত পাণ্ডবৈঃ সমভিদ্রুতম্।
সৈন্যরেণুং সমুদ্ভূতং পশ্যস্বৈনং সমন্ততঃ ॥৩৫
সিংহনাদাংশ্চ বহুশঃ শৃণু ঘোরান্ ভয়াবহান্।
তস্মাদ্ যাহি শনৈঃ সূত জঘনং পরিপালয় ॥ ৩৬
ময়ি স্থিতে চ সমরে নিরুদ্ধেষু চ পাণ্ডুষু।
পুনরাবর্ত্ততে তূর্ণং মামকং বলমোজসা ॥ ৩৭
তচ্ছ্রুত্বা তব পুত্রস্য শূরার্য্যসদৃশং বচঃ।
সারথির্হেমসংছন্নান্ শনৈরশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৩৮
গজাশ্ব-রথিভির্হীনাস্ত্যক্তাত্মানঃ পদাতয়ঃ।
একবিংশতিসাহস্রাঃ সংযুগায়াবতস্থিরে ॥ ৩৯
নানাদেশসমুদ্ভূতা নানানগরবাসিনঃ।
অবস্থিতাস্তদা যোধাঃ প্রার্থয়ন্তো মহদ্ যশঃ ॥৪০

তেষামাপততাং তত্র সংহৃষ্টানাং পরস্পরম্।
সম্মর্দঃ সুমহান্ জজ্ঞে ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৪১
ভীমসেনস্তদা রাজন্ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
বলেন চতুরঙ্গেণ নানাদেশ্যানবারয়ৎ ॥ ৪২
ভীমমেবাভ্যবর্ত্তন্ত রণেঽন্যে তু পদাতয়ঃ।
প্রক্ষ্বেড্যাস্ফোট্য সংহৃষ্টা বীরলোকং যিযাসবঃ ॥ ৪৩
আসাদ্য ভীমসেনং তু সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা বিনেদুর্হি নান্যামকথয়ন্ কথাম্ ॥ ৪৪
পরিবার্য্য রণে ভীমং নিজঘ্নুস্তে সমন্ততঃ।
স বধ্যমানঃ সমরে পদাতিগণসংবৃতঃ ॥ ৪৫
ন চচাল ততঃ স্থানান্মৈনাক ইব পর্বতঃ।
তে তু ক্রুদ্ধা মহারাজ পাণ্ডবস্য মহারথম্ ॥ ৪৬
নিগ্রহীতুং প্রবৃত্তা হি যোধাংশ্চান্যানবারয়ন্।
অক্রুধ্যত রণে ভীমস্তৈস্তদা পর্য্যবস্থিতৈঃ ॥ ৪৭

পৃষ্ঠভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার সময় আমাকে অর্জুন কোনরূপেই সেইভাবে অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হইবে না, যেরূপ মহাসাগর নিজের তীরভাগকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৩৪

সারথে! দেখ, পাণ্ডবগণ আমার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করিতেছে এবং সৈন্যগণ ধাবিত হইতে থাকায় উহা হইতে উত্থিত ধূলিজালে সর্ব্বদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—ইহা তুমি নিরীক্ষণ কর ॥ ৩৫

সূত! এই শুন, পুনঃ পুনঃ ভয়োৎপাদনকারী ভয়ঙ্কর সিংহনাদ হইতেছে। সেইজন্য তুমি ধীরে ধীরে চল এবং সৈন্যদের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা কর ॥ ৩৬

যখন আমি সমরাঙ্গণে অবস্থান করিব এবং পাণ্ডবগণের গতি রুদ্ধ হইবে, তখন আমার সৈন্যরা পুনরায় শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে ও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে ॥ ৩৭

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই শ্রেষ্ঠ বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করত সারথি স্বর্ণের নানাবিধ সজ্জায় সজ্জিত অশ্বগণকে ধীরে ধীরে চালনা করিলেন ॥ ৩৮

সেই সময় সেখানে অশ্বারোহী, গজারোহী ও রথারোহী সৈন্যরহিত কেবল একুশ হাজার পদাতি সৈন্য নিজেদের জীবনের মায়া পরিত্যাগ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৯

বহুদেশে উৎপন্ন এবং অনেক নগরবাসী এই সব সৈন্যগণ মহাযশ কামনা করত সেখানে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

পরস্পর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া পরস্পরকে আক্রমণকারী উভয় পক্ষের সৈন্যদের এই ঘোর ও প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৪১

রাজন্! সেই সময় ভীমসেন ও দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যসহ সেই বহু দেশীয় সৈন্যদিগকে প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তখন রণাঙ্গনে অন্য পদাতি যোদ্ধারা হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণ হইয়া বাহুর আস্ফালন করিতে থাকিলেন এবং সিংহনাদ করিতে করিতে বীরলোকে যাইবার বাসনায় ভীমসেনেরই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৩

ভীমসেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই সব রুষ্ট ও রণদুর্ম্মদ কৌরব-যোদ্ধারা কেবল গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, মুখ দিয়া অপর কোন বাক্য বলিলেন না ॥ ৪৪

ইহারা সকলে রণাঙ্গনে চারিদিকে ভীমসেনকে ঘিরিয়া তাঁহার উপর প্রহার আরম্ভ করিলেন। সমরাঙ্গণে পদাতি-সৈন্যগণে পরিবৃত ভীমসেন তাঁহাদের অস্ত্রসকলের আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় নিজ স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৪৫½

মহারাজ! এই সব সৈন্যরা কুপিত হইয়া পাণ্ডব মহারথী ভীমসেনকে বন্দী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিলেন এবং অপর যোদ্ধাদিগকেও নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬½

ইহাদিগকে সেইভাবে চারিদিকে অবস্থান করিতে দেখিয়া

সোঽবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণং পদাতিঃ সমবস্থিতঃ।
জাতরূপপ্রতিচ্ছন্নাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্॥ ৪৮
অবধীৎ তাবকান্ যোধান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ।
বিপ্রহীণরথাশ্বাংস্তানবধীৎ পুরুষর্ষভঃ॥ ৪৯
একবিংশতিসাহস্রান্ পদাতীন্ সমপোথয়ৎ।
হত্বা তৎ পুরুষানীকং ভীমঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ৫০
ধৃষ্টদ্যুম্নং পুরস্কৃত্য ন চিরাৎ প্রত্যদৃশ্যত।
পাদাতা নিহতা ভূমৌ শিশ্যিরে রুধিরোক্ষিতাঃ॥ ৫১
সম্ভগ্না ইব বাতেন কর্ণিকারাঃ সুপুষ্পিতাঃ।
নানাশস্ত্রসমাযুক্তা নানাকুণ্ডলধারিণঃ॥ ৫২
নানাজাত্যা হতাস্তত্র নানাদেশসমাগতাঃ।
পতাকাধ্বজসংছন্নং পদাতীনাং মহদ্ বলম্॥ ৫৩
নিকৃত্তং বিবভৌ রৌদ্রং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
যুধিষ্ঠিরপুরোগাশ্চ সহসৈন্যা মহারথাঃ॥ ৫৪
অভ্যধাবন্ মহাত্মানং পুত্রং দুর্য্যোধনং তব।
তে সর্বে তাবকান্ দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসাঃ পরাঙ্মুখান্॥ ৫৫
নাত্যবর্ত্তন্ত তে পুত্রং বেলেব মকরালয়ম্।
তদদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য পৌরুষম্॥ ৫৬
যদেকং সহিতাঃ পার্থা ন শেকুরতিবর্ত্তিতুম্।
নাতিদূরাপযাতং তু কৃতবুদ্ধিং পলায়নে॥ ৫৭
দুর্য্যোধনঃ স্বকং সৈন্যমব্রবীদ্ ভৃশবিক্ষতম্।
ন তং দেশং প্রপশ্যামি পৃথিব্যাং পর্বতেষু চ॥ ৫৮
যত্র যাতান্ন বা হন্যুঃ পাণ্ডবাঃ কিং সৃতেন বঃ।
অল্পঞ্চ বলমেতেষাং কৃষ্ণৌ চ ভৃশবিক্ষতৌ॥ ৫৯
যদি সর্বেঽত্র তিষ্ঠামো ধ্রুবং নো বিজয়ো ভবেৎ।
বিপ্রযাতাংস্তু বো ভিন্নান্ পাণ্ডবাঃ কৃতবিপ্রিয়াঃ॥ ৬০
অনুসৃত্য হনিষ্যন্তি শ্রেয়ান্নঃ সমরে বধঃ।
শৃণ্বন্তু ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে যাবন্তোঽত্র সমাগতাঃ॥ ৬১

সেই সময় রণাঙ্গনে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি অতিসত্বর নিজ রথ হইতে নামিয়া পদ অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করত স্বর্ণবিমণ্ডিত বিশাল গদা গ্রহণ করিয়া দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় আপনার যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন॥ ৪৭-৪৮½

রথ ও অশ্বহীন এই একুশ হাজার পদাতি সৈন্যকে পুরুষপ্রবর ভীমসেন গদার দ্বারাই ধরাশায়ী করিয়া দিলেন॥ ৪৯½

সত্যপরাক্রমী ভীমসেন এই পদাতি সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া অল্পকালের মধ্যেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিলেন। ৫০½

নিহত পদাতি-সৈন্যরা রক্তে আপ্লুত হইয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিলেন। ইহাতে মনে হইল—বায়ুর দ্বারা উৎপাটিত রক্তবর্ণ পুষ্পযুক্ত কর্ণিকার বৃক্ষসকল পতিত আছে॥ ৫১½

সেখানে নানা দেশ হইতে আগত, নানা জাতীয় এবং নানাবিধ অস্ত্রধারী ও নানাপ্রকার কুণ্ডলধারী যোদ্ধারা নিহত হইয়াছেন। ৫২½

ধ্বজ ও পতাকাসমূহে আচ্ছাদিত এই বিশাল পদাতিবাহিনী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রৌদ্র, ঘোর ও ভয়ানক প্রতীত হইতেছিলেন।

তাহার পর সৈন্যসহ যুধিষ্ঠিরাদি মহারথী বীরগণ আপনার মহাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইয়া যাইলেন॥ ৫৩-৫৪½

আপনার যোদ্ধাগণকে যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই সব মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডব-মহারথীরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া সেইভাবে যাইতে সমর্থ হইলেন না, যেরূপ সমুদ্র নিজ তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে পারে না॥ ৫৫½

সেই সময় আমরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, কুন্তীদেবীর সকল পুত্রই একসঙ্গে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৫৬½

যখন দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, তাঁহার সৈন্যরা পলায়ন করিবার স্থির করিয়া তখনও অধিক দূরে চলিয়া যান নাই, তখন তিনি অতিশয় আহত সেই সব সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিলেন॥ ৫৭½

অরে! এইভাবে পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? আমি এই ভূতলে ও পর্ব্বতে এরূপ কোন স্থান দেখিতে পাইতেছি না, যেখানে গমন করিলে পর পাণ্ডবগণ তোমাদিগকে বধ করিতে পারিবে না॥ ৫৮½

এখন ইহাদের নিকট অল্প সৈন্য বর্ত্তমান আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমরা যদি সকলে সাহসের সহিত অবস্থান করি, তবে আমাদের জয়লাভ অবশ্যই হইবে। ৫৯½

তোমরা পাণ্ডবদের অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ; সুতরাং যদি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পলায়ন কর, তবে পাণ্ডবেরা পশ্চাদ্ধাবন করত তোমাদের বিনাশ করিবে। আমাদের পক্ষে সংগ্রামে নিহত হওয়াই শ্রেয়স্কর। ৬০½

যত ক্ষত্রিয় এখানে সমবেত আছ, তোমরা সকলে আমার এই কথা শ্রবণ কর—যখন বীরবর যোদ্ধা ও কাপুরুষ ব্যক্তি

তদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ মারয়ত্যন্তকঃ সদা।
কো নু মূঢ়ো ন যুধ্যেত পুরুষঃ ক্ষত্রিয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৬২
শ্রেয়ো নো ভীমসেনস্থ ক্রুদ্ধস্থাভিমুখে স্থিতম্।
সুখঃ সাংগ্রামিকো মৃত্যুঃ ক্ষত্রধর্মেণ যুধ্যতাম্ ॥ ৬৩
মর্ত্তোনাবশ্যমর্তব্যং গৃহেষ্বপি কদাচন।
যুধ্যতঃ ক্ষত্রধর্মেণ মৃত্যুরেষ সনাতনঃ ॥ ৬
হত্বেহ সুখমাপ্নোতি হতঃ প্রেত্য মহৎ ফলম্।
ন যুদ্ধধর্মাচ্ছ্রেয়ান্ বৈ পন্থাঃ স্বর্গস্থ কৌরবাঃ ॥৬৫
অচিরেণৈব তাঁল্লোকান্ হতো যুদ্ধে সমশ্নুতে।
শ্রুত্বা তদ্ বচনং তস্য পূজয়িত্বা চ পার্থিবাঃ ॥ ৬৬

পুনরেবাভ্যবর্তন্ত পাণ্ডবানাততায়িনঃ।
তানাপতত এবাশু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥ ৬৭
প্রত্যুদ্যযুস্তদা পার্থা জয়গৃদ্ধাঃ প্রমন্যবঃ।
ধনঞ্জয়ো রথেনাজাবভ্যবর্তত বীর্য্যবান্ ॥ ৬৮
বিশ্রুতং ত্রিষু লোকেষু ব্যাক্ষিপন্ গাণ্ডিবং ধনুঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ শকুনিং সাত্যকিশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬৯
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টা যত্তা বৈ তাবকং বলম্ ॥ ৭০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

সকলকেই যমরাজ বিনাশ করিয়া থাকেন, তখন এরূপ কে মূঢ় মানুষ আছে, যে নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়াও নিশ্চিতরূপে যুদ্ধ করিবে না ॥ ৬১-৬২

অতএব ক্রুদ্ধ ভীমসেনের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদের কল্যাণকারী হইবে। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধরত বীর পুরুষগণের পক্ষে সংগ্রামে লব্ধ মৃত্যুই সুখপ্রদ হয় ॥ ৬৩

মরণধর্ম্মা মনুষ্যকে কখনও না কখন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। গৃহেতেও উহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় নাই। অতএব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে যে মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে, উহাই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সনাতন মৃত্যু ॥ ৬৪

কৌরবগণ! বীর যোদ্ধা শত্রুকে বধ করত ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং যদি শত্রুদ্বারা নিহত হন, তবে পরলোকে যাইয়া সর্ব্বোত্তম ফললাভ করিয়া থাকেন ॥ ৬৫½

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সকল রাজা উহা সমাদর পূর্ব্বক পুনরায় আততায়ী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সম্মুখীন হইবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৬৬½

ইঁহারা আক্রমণ করিলে পর নিজেদের সৈন্যদের ব্যূহ বদ্ধ করিয়া প্রহারনিপুণ, জয়াভিলাষী এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ পাণ্ডবগণ অতিসত্বর তাঁহাদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন ॥ ৬৭½

পরাক্রমশালী অর্জ্জুন নিজের ত্রিলোকবিখ্যাত ধনু টঙ্কারিত করিতে করিতে রথের দ্বারা যুদ্ধের জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮½

মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ও মহাবল সাত্যকি শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন। ইঁহারা সকলে হর্ষ ও উৎসাহপূর্ণচিত্তে সাবধানতার সহিত আপনার সৈন্যদের উপরে সবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৬৯-৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ব্যাপকযুদ্ধবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(￼ ্যম্নেন রাজ্ঞঃ শাল্বস্য হস্তিবধঃ, সাত্যকিনা রাজ্ঞ শাল্বস্য বিনাশশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

সংনিবৃত্তে জনৌঘে তু শাল্বো ম্লেচ্ছগণাধিপঃ।
অভ্যবর্তত সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্॥ ১
আস্থায় সুমহানাগং প্রভিন্নং পর্বতোপমম্।
দৃপ্তমৈরাবতপ্রখ্যমমিত্রগণমর্দনম্॥ ২
যোঽসৌ মহাভদ্রকুলপ্রসূতঃ
সুপূজিতো ধার্তরাষ্ট্রেণ নিত্যম্।
সুকল্পিতঃ শাস্ত্রবিনিশ্চয়জ্ঞৈঃ
সদোপবাহ্যঃ সমরেষু রাজন্॥ ৩
তমাস্থিতো রাজবরো বভূব
যথোদয়স্থঃ সবিতা ক্ষপান্তে।
স তেন নাগপ্রবরেণ রাজ—
ন্নভ্যুদ্যযৌ পাণ্ডুসুতান্ সমেতান্॥৪
শিতৈঃ পৃষৎকৈর্বিদদার বেগৈ-
র্মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ সুঘোরৈঃ।
ততঃ শরান্ বৈ সৃজতো মহারণে
যোধাংশ্চ রাজন্ নয়তো যমালয়ম্॥ ৫
নাস্যান্তরং দদৃশুঃ স্বে পরে বা
যথা পুরা বজ্রধরস্য দৈত্যাঃ।
ঐরাবণস্থস্য চমূবিমর্দে—
র্দৈত্যাঃ পুরা বাসবস্যেব রাজন্॥ ৬
তে পাণ্ডবাঃ সোমকাঃ সৃঞ্জয়াশ্চ
তমেকনাগং দদৃশুঃ সমন্তাৎ।
সহস্রশো বৈ বিচরন্তমেকং
যথা মহেন্দ্রস্য গজং সমীপে॥ ৭
সংদ্রাব্যমাণং তু বলং পরেষাং
পরীতকল্পং বিবভৌ সমন্ততঃ।
নৈবাবতস্থে সমরে ভৃশং ভয়াদ্
বিমৃদ্যমানং তু পরস্পরং তদা॥ ৮

বিংশ অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা রাজা শাল্বের হস্তিবধ এবং সাত্যকি কর্তৃক রাজা শাল্বের বিনাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারা পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসিলেন, সেই সময় ম্লেচ্ছগণের রাজা শাল্ব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মদধারাবাহী, পর্বততুল্য বিশাল-দেহ, অভিমানী এবং ঐরাবতসদৃশ শত্রুদিগকে সংহার করিতে সমর্থ এক বিশাল গজরাজে আরোহণ করত পাণ্ডবদের বিরাট সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ১-২

হে রাজন্! এই হস্তী মহাভদ্রনামক গজরাজের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন নিত্যই ইহার আদর করিয়া থাকেন, গজশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এই গজকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছিলেন এবং সর্বদা যুদ্ধের সময় ইহাকে বাহনরূপে ব্যবহার করা হয়। ৩

রাজশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই গজরাজের উপর উপবেশন করত রাত্রিশেষে প্রাতঃকালে উদয়াচলে স্থিত সূর্যদেবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি শ্রেষ্ঠ হস্তীর দ্বারা সেখানে সমবেত সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আক্রমণ করিলেন এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সবেগে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ৪½

রাজন্! যেরূপ পুরাকালে ঐরাবতের উপর আরোহণ করত শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে স্থিত বজ্রধারী ইন্দ্রের বাণনিক্ষেপ ও বিপক্ষগণকে ধরাশায়ী করিবার সময় দৈত্য ও দেববৃন্দ দেখিতে পাইতেন না, সেইরূপ এই মহাসমরে শাল্বের বাণ নিক্ষেপ ও শত্রুসৈন্যদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে কত সময় লাগিতেছে, তাহা স্বীয় এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা কেহই দেখিতে পাইতেছিলেন না। ৫-৬

ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের এই গজরাজ যদিও রণাঙ্গনে একাকীই নিকটে বিচরণ করিতেছিল, তথাপি পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সোমক যোদ্ধারা তাহাকে সহস্র সহস্র সংখ্যায় দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে সর্বদিকেই তাঁহারা তখন দেখিতেছিলেন। ৭

সেই হস্তীর দ্বারা বিতাড়িত শত্রুসৈন্যরা সর্বদিকে আবৃত বলিয়া মনে হইতেছিলেন। তাঁহারা অত্যন্ত ভয়বশতঃ সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে পারিলেন না। সেই সময় এই সব সৈন্যগণ পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মর্দিত হইতেছিলেন। ৮

ততঃ প্রভগ্না সহসা মহাচমূঃ
সা পাণ্ডবী তেন নরাধিপেন।
দিশশ্চতস্রঃ সহসা বিধাবিতা
গজেন্দ্রবেগং তমপারয়ন্তী ॥ ৯

দৃষ্ট্বা চ তাং বেগবতীং প্রভগ্নাং
সর্বে ত্বদীয়া যুধি যোধমুখ্যাঃ।
অপূজয়ংস্তে তু নরাধিপং তং
দধ্মুশ্চ শঙ্খান্ শশিসন্নিকাশান্ ॥ ১০

শ্রুত্বা নিনাদং ত্বথ কৌরবাণাং
হর্ষাদ্ বিমুক্তং সহ শঙ্খশব্দৈঃ।
সেনাপতিঃ পাণ্ডব-সৃঞ্জয়ানাং
পাঞ্চাল-পুত্রো মমৃষে ন কোপাৎ ॥ ১১

ততস্তু তং বৈ দ্বিরদং মহাত্মা
প্রত্যুদ্যযৌ ত্বরমাণো জয়ায়।
জম্ভো যথা শক্রসমাগমে বৈ
নাগেন্দ্রমৈরাবণমিন্দ্রবাহ্যম্ ॥ ১২

তমাপতন্তং সহসা তু দৃষ্ট্বা
পাঞ্চালপুত্রং যুধি রাজসিংহঃ।
তং বৈ দ্বিপং প্রেষয়ামাস তূর্ণং
বধায় রাজন্ দ্রুপদাত্মজস্য ॥ ১৩

স তং দ্বিপেন্দ্রং সহসা পতন্তং—
মবিধ্যদগ্নিপ্রতিমৈঃ পৃষৎকৈঃ।
কর্মারধৌতৈর্নিশিতৈর্জ্বলদ্ভি-
র্নারাচমুখ্যৈস্ত্রিভিরুগ্রবেগৈঃ ॥ ১৪

ততোঽপরান্ পঞ্চশতান্ মহাত্মা
নারাচমুখ্যান্ বিসসর্জ কুম্ভে।
স তৈস্তু বিদ্ধঃ পরমদ্বিপো রণে
তদা পরাবৃত্য ভৃশং প্রদুদ্রুবে ॥ ১৫

তং নাগরাজং সহসা প্রণুন্নং
বিদ্রাব্যমাণং বিনিবর্ত্য শাল্বঃ।
তোত্রাঙ্কুশৈঃ প্রেষয়ামাস তূর্ণং
পাঞ্চালরাজস্য রথং প্রদিশ্য ॥ ১৬

দৃষ্ট্বাঽঽপতন্তং সহসা তু নাগং
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্বরথাচ্ছীঘ্রমেব।
গদাং প্রগৃহ্যোগ্রজবেন বীরো
ভূমিং প্রপন্নো ভয়বিহ্বলাঙ্গঃ ॥ ১৭

ম্লেচ্ছরাজ শাল্ব সহসা পাণ্ডবদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি করিলেন। সেই গজরাজের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তখন সকল সৈন্য চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই বেগশালী সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত আপনার সমস্ত প্রধান প্রধান যোদ্ধারা ম্লেচ্ছরাজ শাল্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং চন্দ্রতুল্য শুভ্র শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ৯-১০

শঙ্খধ্বনির সহিত কৌরবদের এই হর্ষনাদ শ্রবণ করত পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধবশতঃ উহা সহ্য করিতে পারিলেন না। ১১

তদনন্তর সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বরা করিয়া জয়লাভ করিবার জন্য সেই হাতীর উপর সেই ভাবে আক্রমণ করিলেন, যেরূপ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর জম্ভাসুর ইন্দ্রবাহন নাগরাজ ঐরাবতের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১২

রাজন্! পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা যুদ্ধে আক্রমণ করিতে দেখিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ শাল্ব সেই হস্তীকে তাহার বধের জন্য অতিক্রত তাঁহার দিকে চালনা করিলেন। ১৩

সেই গজরাজকে সহসা আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত, কর্মকারগণের দ্বারা পরিষ্কৃত ও তীক্ষ্ণধার তিনটি ভয়ঙ্কর বেগশালী উত্তম নারাচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ১৪

তাহার পর মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহার কুম্ভস্থল লক্ষ্য করত পাঁচ শত উত্তম নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। এই সকল নারাচের দ্বারা অত্যন্ত আহত সেই বিশালদেহ গজরাজ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। ১৫

এই গজরাজকে সহসা পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া শাল্বরাজ পুনরায় যুদ্ধের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং পীড়াদায়ক অঙ্কুশের দ্বারা তাহাকে সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে প্রেরণ করিলেন। ১৬

হস্তীকে সহসা আক্রমণ করিতে দেখিয়া বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাতে গদাধারণ পূর্ব্বক অতিক্রত সবেগে নিজ রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত ভূমিতে নামিলেন। সেই সময় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭

স তং রথং হেমবিভূষিতাঙ্গং
সাশ্বং সসূতং সহসা বিমৃদ্য ।
উৎক্ষিপ্য হস্তেন নদন্ মহাদ্বিপো
বিপোথয়ামাস বসুন্ধরাতলে ॥ ১৮

পাঞ্চালরাজস্য সুতঞ্চ দৃষ্ট্বা
তদার্দিতং নাগবরেণ তেন ।
তমভ্যধাবৎ সহসা জবেন
ভীমঃ শিখণ্ডী চ শিনেশ্চ নপ্তা ॥ ১৯

শরৈশ্চ বেগং সহসা নিগৃহ্য
তস্যাভিতো ব্যাপততো গজস্য ।
স সংগৃহীতো রথিভির্গজো বৈ
চচাল তৈর্বার্য্যমাণশ্চ সংখ্যে ॥২০

ততঃ পৃষৎকান্ প্রববর্ষ রাজা
সূর্য্যো যথা রশ্মিজালং সমন্তাৎ
তৈরাশুগৈর্বধ্যমানা রথৌঘাঃ
প্রদুদ্রুবুঃ সহিতাস্তত্র তত্র ॥ ২১

তৎ কর্ম শাল্বস্য সমীক্ষ্য সর্ব্বে
পাঞ্চালপুত্রা নৃপ সৃঞ্জয়াশ্চ ।
হাহাকারৈর্নাদয়ন্তি স্ম যুদ্ধে
দ্বিপং সমন্তাদ্ রুরুধুর্নরাগ্র্যাঃ ॥ ২২

পাঞ্চালপুত্রস্ত্বরিতস্তু শূরো
গদাং প্রগৃহ্যাচলশৃঙ্গকল্পাম্ ।
সসম্ভ্রমং ভারত শত্রুঘাতী
জবেন বীরোঽনুসসার নাগম্ ॥

ততস্তু নাগং ধরণীধরাভং
মদং স্রবন্তং জলদপ্রকাশম্ ।
গদাং সমাবিদ্ধ্য ভৃশং জঘান
পাঞ্চালরাজস্য সুতস্তরস্বী ॥ ২৪

স ভিন্নকুম্ভঃ সহসা বিনদ্য
মুখাৎ প্রভূতং ক্ষতজং বিমুঞ্চন্ ।
পপাত নাগো ধরণীধরাভঃ
ক্ষিতিপ্রকম্পাচ্চলিতো যথাদ্রিঃ ॥২৫

নিপাত্যমানে তু তদা গজেন্দ্রে
হাহাকৃতে তব পুত্রস্য সৈন্যে ।
স শাল্বরাজস্য শিনিপ্রবীরো
জহার ভল্লেন শিরঃ শিতেন ॥ ২৬

গর্জন করিতে করিতে সেই বিশালকায় হস্তী ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই স্বর্ণভূষিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিসহ বিধ্বস্ত করিয়া দিল এবং শুণ্ডে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে পোথিত করিয়া ফেলিল ॥ ১৮

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেই গজরাজের দ্বারা পীড়িত হইতে দেখিয়া ভীমসেন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সহসা সবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ১৯

এই সব রথী যোদ্ধারা সর্ব্বদিকে আক্রমণকারী সেই হাতীর বেগকে সহসা নিজ নিজ বাণসকলের দ্বারা রুদ্ধ করিলেন। ইঁহাদের দ্বারা নিজের গতি রুদ্ধ হইয়া পড়িলে সেই হাতী যেন নিগৃহীত হইয়া বিচলিত হইল ॥ ২০

তদনন্তর যেরূপ সূর্য্যদেব চারিদিকেই নিজের কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা শাল্ব চারিদিকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই শীঘ্রগামী বাণসমূহের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া সেই পাণ্ডব-রথীরা একত্রে এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২১

হে নৃপ! শাল্বের এই পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত নরশ্রেষ্ঠ পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয় যোদ্ধারা নিজেদের হাহাকারে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা তখন এই হস্তীকে সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ২২

ভারত! এই সময় শত্রুহন্তা বীরবর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন অতিক্রত পর্ব্বত শিখরসদৃশ বিশালাকায় গদা ধারণ পূর্ব্বক তীব্র বেগে সেই হাতীর উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৩

পাঞ্চালরাজের বেগবান্ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায় মদধারা বর্ষণকারী সেই পর্ব্বতাকার গজরাজের উপর নিজের গদা ঘুরাইয়া তীব্রবেগে প্রহার করিলেন ॥ ২৪

গদার আঘাতে হাতীর কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং পর্ব্বততুল্য বিশালকায় গজরাজ সহসা চীৎকার করিতে করিতে ও মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল। তখন ইহাতে মনে হইতেছিল— ভূকম্প হওয়ায় কোন পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া যাইল ॥ ২৫

যখন গজরাজ পতিত হইল, সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে শিনিবংশের প্রধান বীর সাত্যকি একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা শাল্বরাজের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬

হৃতোত্তমাঙ্গো যুধি সাত্বতেন
পপাত ভূমৌ সহ নাগরাজ্ঞা।
যথাদ্রিশৃঙ্গং সুমহৎ প্রণুন্নং
বজ্রেণ দেবাধিপচোদিতেন ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি শল্যবধে
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

রণাঙ্গনে সাত্যকির দ্বারা মস্তক ছিন্ন হইয়া যাইলে পর শাল্বরাজও সেই গজরাজের সহিত ধরাশায়ী হইলেন। ইহাতে মনে হইল—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্রে ছিন্ন কোন বিশাল পর্ব্বতশিখর ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শাল্বের বধবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সাত্যকিনা ক্ষেমধূর্ত্তেঃ সংহারঃ, কৃতবর্ম্মণো যুদ্ধম, সৈন্যানাং পলায়নঞ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ

তস্মিংস্তু নিহতে শূরে শাল্বে সমিতিশোভনে।
তবাভজ্যদ্ বলং বেগাদ্ বাতেনেব মহাদ্রুমঃ ॥ ১

তৎ প্রভগ্নং বলং দৃষ্ট্বা কৃতবর্ম্মা মহারথঃ।
দধার সমরে শূরঃ শত্রুসৈন্যং মহাবলঃ ॥ ২

সন্নিবৃত্তাস্তু তে শূরা দৃষ্ট্বা সাত্বতমাহবে।
শৈলোপমং স্থিরং রাজন্ কীর্য্যমাণং শরৈর্যুধি ॥ ৩

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং কুরূণাং পাণ্ডবৈঃ সহ।
নিবৃত্তানাং মহারাজ মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্ ॥ ৪

তত্রাশ্চর্য্যমভূদ্ যুদ্ধং সাত্বতস্য পরৈঃ সহ।
যদেকো বারয়ামাস পাণ্ডুসেনাং দুরাসদাম্ ॥ ৫

তেষামন্যোন্যসুহৃদাং কৃতে কর্মণি দুষ্করে।
সিংহনাদঃ প্রহৃষ্টানাং দিবিস্পৃক্ সুমহানভূৎ ॥ ৬

তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ পাঞ্চালা ভরতর্ষভ।
শিনের্নপ্তা মহাবাহুরন্বপদ্যত সাত্যকিঃ ॥ ৭

স সমাসাদ্য রাজানং ক্ষেমধূর্ত্তিং মহাবলম্।
সপ্তভির্নিশিতৈর্বাণৈরনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ৮

তমায়ান্তং মহাবাহুং প্রবপন্তং শিতান্ শরান্।
জবেনাভ্যপতদ্ ধীমান্ হার্দিক্যঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ৯

একবিংশ অধ্যায়।

[সাত্যকির দ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির সংহার, কৃতবর্ম্মার যুদ্ধ ও তাঁহার পরাজয় এবং সৈন্যদের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! যুদ্ধে সুশোভিত বীরবর শাল্ব নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা সেইভাবে ভগ্ন হইয়া যাইলেন, যেরূপ প্রবল বায়ুর বেগে কোন বিশাল বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যায় ॥ ১

কৌরবসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া বীর মহারথ মহাবল কৃতবর্ম্মা যুদ্ধে শত্রুসৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন ॥ ২

রাজন্! কৃতবর্ম্মাকে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া পলায়মান সৈন্যরা পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধস্থলে বাণ-সমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়াও সেই সাত্বতবংশীয় বীর কৃতবর্ম্মা পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩

মহারাজ! তদনন্তর নিবৃত্ত কৌরবগণের পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত মৃত্যুকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৪

সেখানে কৃতবর্ম্মার শত্রুগণের সহিত অবিরত যুদ্ধ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল; কারণ, তিনি একাকীই দুর্জয় পাণ্ডব-সৈন্যদের গতি প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ॥ ৫

পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী কৌরবসৈন্যরা কৃতবর্ম্মাকর্ত্তৃক এই দুষ্কর পরাক্রম সম্পাদিত হইলে পর অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আকাশকেও স্পর্শ করিতে সমর্থ অত্যন্ত তীব্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদের এই গর্জ্জনে পাণ্ডব-সৈন্যরা ভীত হইয়া উঠিলেন। সেই সময় শিনিপৌত্র মহাবাহু সাত্যকি সেই শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭

তিনি সেস্থলে আসিয়াই মহাবল রাজা ক্ষেমধূর্ত্তিকে সাতটি তীক্ষ্ণধার বাণে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ৮

তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে শিনিপৌত্র মহাবাহু সাত্যকিকে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ কৃতবর্ম্মা তীব্রবেগে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৯

সাত্বতৌ চ মহাবীর্য্যৌ ধন্বিনৌ রথিনাং বরৌ।
অন্যোন্যমভ্যধাবেতাং শস্ত্রপ্রবরধারিণৌ ॥ ১০
পাণ্ডবাঃ সহপাঞ্চালা যোধাশ্চান্যে নৃপোত্তমাঃ।
প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত তয়োর্ঘোরে সমাগমে ॥ ১১
নারাচৈর্বৎসদন্তৈশ্চ বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৌ।
অভিজঘ্নতুরন্যোন্যং প্রহৃষ্টাবিব কুঞ্জরৌ ॥ ১২
চরন্তৌ বিবিধান্ মার্গান্ হার্দিক্য-শিনিপুঙ্গবৌ।
মুহুরন্তর্দধাতে তৌ বাণবৃষ্ট্যা পরস্পরম্ ॥ ১৩
চাপবেগবলোদ্ধূতান্ মার্গণান্ বৃষ্ণিসিংহয়োঃ।
আকাশে সমপশ্যাম পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥ ১৪
তমেকং সত্যকর্মাণমাসাদ্য হৃদিকাত্মজঃ।
অবিধ্যন্নিশিতৈর্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্ ॥ ১৫
স দীর্ঘবাহুঃ সংক্রুদ্ধস্তোত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ।
অষ্টভিঃ কৃতবর্মাণমবিধ্যৎ পরমেষুভিঃ ॥ ১৬
ততঃ পূর্ণায়তোৎসৃষ্টৈঃ কৃতবর্মা শিলাশিতৈঃ।
সাত্যকিং ত্রিভিরাহত্য ধনুরেকেন চিচ্ছিদে ॥ ১৭
নিকৃত্তং তদ্ ধনুঃ শ্রেষ্ঠমপাস্য শিনিপুঙ্গবঃ।
অন্যদাদত্ত বেগেন শৈনেয়ঃ সশরং ধনুঃ ॥ ১৮
তদাদায় ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঃ সর্বধন্বিনাম্।
আরোপ্য চ ধনুঃ শীঘ্রং মহাবীর্য্যো মহাবলঃ ॥১৯
অমৃষ্যমাণো ধনুষশ্ছেদনং কৃতবর্মণা।
কুপিতোঽতিরথঃ শীঘ্রং কৃতবর্মাণমভ্যয়াৎ ॥২০
ততঃ সুনিশিতৈর্বাণৈর্দশভিঃ শিনিপুঙ্গবঃ।
জঘান সূতং চাশ্বাংশ্চ ধ্বজঞ্চ কৃতবর্মণঃ ॥ ২১
ততো রাজন্ মহেষ্বাসঃ কৃতবর্মা মহারথঃ।
হতাশ্বসূতং সম্প্রেক্ষ্য রথং হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ২২
রোষেণ মহতাবিষ্টঃ শূলমুদ্যম্য মারিষ।
চিক্ষেপ ভুজবেগেন জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্ ॥ ২৩
তচ্ছূলং সাত্বতো হ্যাজৌ নির্ভিদ্য নিশিতৈঃ শরৈঃ।
চূর্ণিতং পাতয়ামাস মোহয়ন্নিব মাধবম্ ॥ ২৪

তখন উত্তম উত্তম অস্ত্রসকলধারী, রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাপরাক্রমী, ধনুর্দ্ধর বীর সাত্বতবংশী সাত্যকি এবং কৃতবর্ম্মা পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১০

এই দুইজনের সেই ঘোর সংগ্রামে পাঞ্চালসহ পাণ্ডব-যোদ্ধারা ও অপর নৃপশ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সেই সংগ্রামের দর্শক হইয়া যাইলেন। ১১

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের এই দুই বীর মহারথী অতিশয় হৃষ্ট হইয়া সঙ্ঘর্ষরত দুইটি হাতীর ন্যায় পরস্পরকে নারাচ ও বৎসদন্ত-সমূহ প্রহার করিতে লাগিলেন। ১২

কৃতবর্ম্মা ও সাত্যকি উভয়েই নানাপ্রকার যুদ্ধরীতি প্রদর্শন করিতে করিতে রণাঙ্গনে বিচরণ করিতেছিলেন এবং বারংবার বাণসমূহ বর্ষণ করত উভয়ে উভয়কে অদৃশ্য করিয়াদিলেন। ১৩

বৃষ্ণিবংশের এই দুই সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী বীরের ধনুর বেগ ও বলে নিক্ষিপ্ত শীঘ্রগামী বাণসকলকে আমরা আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম। ১৪

কৃতবর্ম্মা অদ্বিতীয় বীর সত্যপরাক্রমী সাত্যকির নিকট উপস্থিত হইয়া চারিটি তীক্ষ্ণধার বাণে তাঁহার চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। ১৫

তখন মহাবাহু সাত্যকি অঙ্কুশের আঘাতপ্রাপ্ত গজরাজের ন্যায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আটটি উত্তম বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। ১৬

ইহা দেখিয়া কৃতবর্ম্মা ধনুটিকে পূর্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া নিক্ষিপ্ত এবং শিলাশানিত তিনটি তীক্ষ্ণধার বাণে সাত্যকিকে আঘাত করত অপর একটি বাণে তাঁহার ধনু ছেদন করিলেন। ১৭

সেই ছিন্ন শ্রেষ্ঠ ধনু নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিনিপ্রবর সাত্যকি বাণসহ অপর একটি ধনু সবেগে গ্রহণ করিলেন। ১৮

সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী যুযুধান (সাত্যকি) সেই উত্তম ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক অতি সত্বর তাহার উপর গুণ আরোপণ করিলেন ও কৃতবর্ম্মার দ্বারা ধনু ছিন্ন হইয়া যাওয়াকে সহ্য করিতে না পারিয়া সেই অতিরথী বীর কুপিত হইলেন এবং অতিদ্রুত তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন। ১৯-২০

তাহার পর শিনিপ্রবর সাত্যকি অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার দশটি বাণের দ্বারা কৃতবর্ম্মার ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে নষ্ট করিয়া দিলেন। ২১

রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কৃতবর্ম্মা নিজের স্বুবর্ণভূষিত রথকে অশ্বগণ ও সারথিরহিত নিরীক্ষণ করত অতিশয় রুষ্ট হইলেন। মান্যবর! পুনরায় তিনি শিনিপ্রবর সাত্যকিকে বিনাশ করিবার বাসনায় একটি শূল উত্তোলিত করিয়া তাহাকে নিজ বাহুদ্বয়ের বেগে তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ২২-২৩

কিন্তু সাত্যকি যুদ্ধস্থলে নিজ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা

ততোঽপরেণ ভল্লেন হৃদ্যেনং সমতাড়য়ৎ।
স যুদ্ধে যুযুধানেন হতাশ্বো হতসারথিঃ ॥ ২৫
কৃতবর্ম্মা কৃতজ্ঞেন ধরণীমন্বপদ্যত।
তস্মিন্ সাত্যকিনা বীরে দ্বৈরথে বিরথীকৃতে ॥ ২৬
সমপদ্যত সর্ব্বেষাং সৈন্যানাং সুমহদ্ ভয়ম্।
পুত্রস্য তব চাত্যর্থং বিষাদঃ সমজায়ত ॥ ২৭
হতসূতে হতাশ্বে তু বিরথে কৃতবর্ম্মণি।
হতাশ্বঞ্চ সমালক্ষ্য হতসূতমরিন্দম ॥ ২৮
অভ্যধাবৎ কৃপো রাজন্ জিঘাংসুঃ শিনিপুঙ্গবম্।
তমারোপ্য রথোপস্থে মিষতাং সর্ব্বধন্বিনাম্ ॥ ২৯
অপোবাহ মহাবাহুং তূর্ণমায়োধনাদপি।
শৈনেয়েঽধিষ্ঠিতে রাজন্ বিরথে কৃতবর্ম্মণি ॥ ৩০
দুর্য্যোধনবলং সর্ব্বং পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্।
তৎ পরে নাম্ববুধ্যন্ত সৈন্যেন রজসা বৃতাঃ ॥ ৩১

তাবকাঃ প্রদ্রুতা রাজন্ দুর্য্যোধনমৃতে নৃপম্।
দুর্য্যোধনস্তু সম্প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ ॥ ৩২
জবেনাভ্যপতৎ তূর্ণং সর্ব্বাংশ্চৈকো ন্যবারয়ৎ।
পাণ্ডূংশ্চ সর্ব্বান্ সংক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ॥ ৩৩
শিখণ্ডিনং দ্রৌপদেয়ান্ পাঞ্চালানাঞ্চ যে গণাঃ।
কেকয়ান্ সোমকাংশ্চৈব সৃঞ্জয়াংশ্চৈব মারিষ ॥ ৩৪
অসম্ভ্রমং দুরাধর্ষঃ শিতৈর্ব্বাণৈরবাকিরৎ।
অতিষ্ঠদাহবে যত্তঃ পুত্রস্তব মহাবলঃ ॥ ৩৫
যথা যজ্ঞে মহানগ্নির্মন্ত্রপূতঃ প্রকাশবান্।
তথা দুর্য্যোধনো রাজা সংগ্রামে সর্ব্বতোঽভবৎ ॥ ৩৬
তং পরে নাভ্যবর্ত্তন্ত মর্ত্ত্যা মৃত্যুমিবাহবে।
অথান্যং রথমাস্থায় হার্দিক্যঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি সাত্যকি-কৃতবর্ম্মযুদ্ধে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

সেই শূলকে ছেদন করত চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া কৃতবর্ম্মাকে যেন মোহিত করিতে করিতেই ভূতলে পাতিত করিলেন ॥২৪

ইহার পর তিনি কৃতবর্ম্মার বক্ষে একটি ভল্লের দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। যুযুধান কর্ত্তৃক রথ ও সারথিহীন কৃতবর্ম্মা তখন রথ পরিত্যাগ করত যুদ্ধস্থলে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫½

সেই দ্বৈরথ যুদ্ধে সাত্যকির দ্বারা বীর কৃতবর্ম্মা রথহীন হইয়া যাইলে পর আপনার সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল ॥ ২৬½

যখন অশ্বগণ ও সারথি নিহত হইল এবং তিনি রথহীন হইয়া পড়িলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মন অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ২৭½

শত্রুদমন ভূপাল! কৃতবর্ম্মার অশ্বগণ ও সারথিকে নিহত হইতে দেখিয়া কৃপাচার্য্য সাত্যকিকে বধ করিবার বাসনায় সেখানে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ২৮½

তারপর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই মহাবাহু কৃতবর্ম্মাকে নিজ রথের উপর আরোহণ করাইয়া তিনি অতি সত্বর যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে দূরে অপসারিত করিলেন। ২৯½

রাজন্! যখন সাত্যকি যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কৃতবর্ম্মা রথহীন হইয়া অপসারিত হইলেন, তখন দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যরা পুনরায় রণবিমুখ হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। ৩০½

কিন্তু সৈন্যগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিতে সর্ব্বদিক্ আচ্ছাদিত হইয়া যাওয়ায় শত্রুসৈন্যরা কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন করিবার বিষয় জানিতে পারিলেন না। রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত আপনার সকল যোদ্ধাই তখন পলাইয়া যাইলেন ৩১½

দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে নিকট হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া তীব্র বেগে শত্রুদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং সেই সব শত্রুসৈন্যগণকে একাকীই প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন ॥৩২½

মাননীয় নরেশ! সেই সময় ক্রুদ্ধ আপনার মহাবল পুত্র দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধন কোনরূপ বিচলিত না হইয়াই সাবধানে পাণ্ডবগণ, দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল, কেকয়, সোমক এবং সৃঞ্জয় যোদ্ধাদের উপর তীক্ষ্ণধার বাণসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং নির্ভয় হইয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থিত রহিলেন। ৩৩-৩৫

যেরূপ যজ্ঞে মন্ত্রসমূহের দ্বারা পবিত্র সর্ব্বোত্তম অগ্নিদেব প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্বদিকে দেদীপ্যমান হইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

যেরূপ মরণধর্ম্মা মনুষ্য নিজের মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্যরা রাজা দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই কৃতবর্ম্মা অপর রথে আরোহণ করত সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার যুদ্ধবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধনস্য পরাক্রমঃ, উভয়-পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

পুত্রস্তু তে মহারাজ রথস্থো রথিনাং বরঃ।
দুরুৎসহো বভৌ যুদ্ধে যথা রুদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১

তস্য বাণসহস্রৈস্তু প্রচ্ছন্না হ্যভবন্মহী।
পরাংশ্চ সিষিচে বাণৈর্ধারাভিরিব পর্বতান্ ॥ ২

ন চ সোঽস্তি পুমান্ কশ্চিৎ পাণ্ডবানাং বলার্ণবে।
হয়ো গজো রথো বাপি যঃ স্যাদ্ বাণৈরবিক্ষতঃ ॥ ৩

যং যং হি সমরে যোধং প্রপশ্যামি বিশাম্পতে।
স স বাণৈশ্চিতোঽভূদ্ বৈ পুত্রেণ তব ভারত ॥ ৪

যথা সৈন্যেন রজসা সমুদ্ভূতেন বাহিনী।
প্রত্যদৃশ্যত সংছন্না তথা বাণৈর্মহাত্মনঃ ॥ ৫

বাণভূতামপশ্যাম পৃথিবীং পৃথিবীপতে।
দুর্য্যোধনেন প্রকৃতাং ক্ষিপ্রহস্তেন ধন্বিনা ॥ ৬

তেষু যোধসহস্রেষু তাবকেষু পরেষু চ।
একো দুর্য্যোধনো হ্যাসীৎ পুমানিতি মতির্মম ॥ ৭

তত্রাদ্ভুতমপশ্যাম তব পুত্রস্য বিক্রমম্।
যদেকং সহিতাঃ পার্থা নাভ্যবর্তন্ত ভারত ॥ ৮

যুধিষ্ঠিরং শতেনাজৌ বিব্যাধ ভরতর্ষভ।
ভীমসেনঞ্চ সপ্তত্যা সহদেবঞ্চ পঞ্চভিঃ ॥ ৯

নকুলঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পঞ্চভিঃ।
সপ্তভির্দ্রৌপদেয়াংশ্চ ত্রিভির্বিব্যাধ সাত্যকিম্ ॥ ১০

ধনুশ্চিচ্ছেদ ভল্লেন সহদেবস্য মারিষ।
তদপাস্য ধনুশ্ছিন্নং মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১১

অভ্যদ্রবত রাজানং প্রগৃহ্যান্যন্মহদ্ ধনুঃ।
ততো দুর্য্যোধনং সংখ্যে বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ ॥ ১২

নকুলস্তু ততো বীরো রাজানং নবভিঃ শরৈঃ।
ঘোররূপৈর্মহেষ্বাসো বিব্যাধ চ ননাদ চ ॥ ১৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের পরাক্রম এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! রথের উপর উপবিষ্ট রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনার প্রতাপশালী পুত্র দুর্য্যোধন রুদ্রদেবের ন্যায় যুদ্ধে শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ প্রতীত হইতে লাগিলেন। ১

তাঁহার সহস্র সহস্র বাণে সেখানকার সমগ্র রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্ব্বতসকলকে সিক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি শত্রুদিগকে নিজ বাণধারার সিক্ত করিতে লাগিলেন। ২

পাণ্ডবদের সৈন্যসাগরে এরূপ কোন মনুষ্য, রথ, অশ্ব ও হস্তী ছিলেন না, যাহারা সেই সময় দুর্য্যোধনের বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হয় নাই। ৩

প্রজানাথ! ভরতনন্দন! আমি সমরাঙ্গণে যে যে যোদ্ধাকে দেখিতে ছিলাম, সেই সেই যোদ্ধাদিগকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম। ৪

যেরূপ সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সমস্ত সৈন্যরা আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ তাহাদিগকে মহাত্মা দুর্য্যোধনের বাণসমূহেও আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখিলাম। ৫

হে ভূপতে! আমরা দেখিলাম যে, অতিদ্রুত হস্ত চালাইতে নিপুণ ধনুর্দ্ধর বীর দুর্য্যোধন সম্পূর্ণ রণভূমিকে বাণময় করিয়া দিয়াছেন। ৬

আপনার এবং শত্রুপক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধাদের মধ্যে তখন একমাত্র দুর্য্যোধনকেই বীর পুরুষ বলিয়া আমার মনে হইতেছিল। ৭

ভারত! আমরা সেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ একত্রে মিলিত হইয়াও সেই একাকী বীরের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি যুদ্ধস্থলে যুধিষ্ঠিরকে একশত, ভীমসেনকে সত্তর, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে চৌষট্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ সাত এবং সাত্যকিকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মান্যবর! সেই সঙ্গে একটি ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া উঁহার দ্বারা ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন। ৯-১০½

প্রতাপশালী মাদ্রীপুত্র সহদেব সেই ছিন্ন ধনু নিক্ষেপ করত অপর একটি বিশাল ধনু গ্রহণ পুর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের দিকে ধাবিত হইলেন এবং যুদ্ধস্থলে দশটি বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ১১-১২

ইহার পর মহাধনুর্দ্ধর বীর নকুল নয়টি ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা

সাত্যকিশ্চৈব রাজানং শরেণানতপর্ব্বণা।
দ্রৌপদেয়াস্ত্রিসপ্তত্যা ধর্ম্মরাজশ্চ পঞ্চভিঃ॥ ১৪
অশীত্যা ভীমসেনশ্চ শরৈ রাজানমার্পয়ন্।
সমন্তাৎ কীর্য্যমাণস্তু বাণসঙ্ঘৈর্মহাত্মভিঃ॥ ১৫
ন চচাল মহারাজ সর্বসৈন্যস্য পশ্যতঃ।
লাঘবং সৌষ্ঠবং চাপি বীর্য্যং চাপি মহাত্মনঃ॥ ১৬
অতি সর্বাণি ভূতানি দদৃশুঃ সর্বমানবাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা হি রাজেন্দ্র যোধাস্তু স্বল্পমন্তরম্॥ ১৭
অপশ্যমানা রাজানং পর্য্যবর্ত্তন্ত দংশিতাঃ।
তেষামাপততাং ঘোরস্তুমুলঃ সমপদ্যত॥ ১৮
ক্ষুব্ধস্য হি সমুদ্রস্য প্রাবৃট্ কালে যথা স্বনঃ।
সমাসাদ্য রণে তে তু রাজানমপরাজিতম্॥ ১৯
প্রত্যুদ্যযুর্মহেষ্বাসাঃ পাণ্ডবানাততায়িনঃ।
ভীমসেনং রণে ক্রুদ্ধো দ্রোণপুত্রো ন্যবারয়ৎ॥ ২০
নানাবাণৈর্মহারাজ প্রমুক্তৈঃ সর্বতোদিশম্।
নাজ্ঞায়ন্ত রণে বীরা ন দিশঃ প্রদিশঃ কুতঃ॥ ২১
তাবুভৌ ক্রূরকর্মাণাবুভৌ ভারত দুঃসহৌ।
ঘোররূপমযুধ্যেতাং কৃত-প্রতিকৃতৈষিণৌ॥ ২২
ত্রাসয়ন্তৌ দিশঃ সর্বা জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ।
শকুনিস্তু রণে বীরো যুধিষ্ঠিরমপীড়য়ৎ॥ ২৩
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো হত্বা সুবলস্য সুতো বিভো।
নাদং চকার বলবৎ সর্বসৈন্যানি কোপয়ন্॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে বীরং রাজানমপরাজিতম্।
অপোবাহ রথেনাজৌ সহদেবঃ প্রতাপবান্॥ ২৫
অথান্যং রথমাস্থায় ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
শকুনিং নবভির্বিদ্ধ্বা পুনর্বিব্যাধ পঞ্চভিঃ॥ ২৬
ননাদ চ মহানাদং প্রবরঃ সর্বধন্বিনাম্।
তদ্ যুদ্ধমভবচ্চিত্রং ঘোররূপঞ্চ মারিষ॥ ২৭

দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন॥ ১৩

এই সময় সাত্যকিও আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণের দ্বারা রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপ দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র তিয়াত্তর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঁচ এবং ভীমসেন আশীটি বাণে রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন॥ ১৪½

মহারাজ! এই সব মহাত্মা বীরগণ যদিও সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনের উপর চারিদিক্ দিয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না॥ ১৫½

এই মহাত্মা বীর দুর্য্যোধনের নৈপুণ্য, অস্ত্রচালনার সুন্দর পদ্ধতি এবং পরাক্রম—এই সবকে তখন সকল মানুষই সমস্ত প্রাণী হইতে অধিকরূপে দর্শন করিতে থাকিলেন॥ ১৬½

রাজেন্দ্র! আপনার যোদ্ধারা অল্পও সুযোগ না দেখিয়া কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে চারিদিকে পরিবৃত করত অবস্থিত রহিলেন॥ ১৭½

যেরূপ বর্ষাকালে বিক্ষুব্ধ সাগরের ভীষণ গর্জ্জন শুনা যায়, সেইরূপ আক্রমণকারী এই কৌরব-বীরগণের ঘোর ও ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল॥ ১৮½

এই মহাধনুর্দ্ধর কৌরব-যোদ্ধারা রণাঙ্গনে অপরাজিত রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া আততায়ী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১৯½

মহারাজ! রণাঙ্গনে কুপিত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা চারিদিকে নিক্ষিপ্ত অনেকপ্রকার বাণসমূহের দ্বারা ভীমসেনকে নিবারণ করিলেন। এই সময় সংগ্রামে বীর যোদ্ধাগণকে জানা যাইতেছিল না এবং দিক্‌সকলকেও বুঝা যাইতেছিল না; সুতরাং কোণসমূহের কথা আর কি বলিবার আছে? ২০-২১

ভারত! এই দুই বীর অশ্বত্থামা ও ভীমসেন ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্মকারী এবং শত্রুদের পক্ষে দুঃসহ ছিলেন, অতএব ইঁহারা উভয়ে পরস্পরকে যোগ্য উত্তর-প্রত্যুত্তর প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন॥ ২২

ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে করিতে ইঁহাদের উভয়ের হাতের চর্ম্ম কঠিন হইয়া (কড়া পড়িয়া) গিয়াছিল এবং ইঁহারা সমস্ত দিক্‌কেই তখন সন্ত্রাসিত করিতে ছিলেন। অপর দিকে বীর শকুনি রণাঙ্গনে যুধিষ্ঠিরকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ২৩

প্রভো! সুবলের এই পুত্র শকুনি যুধিষ্ঠিরের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করত সমস্ত সৈন্যদের ক্রোধবর্দ্ধন করিতে করিতে তীব্রস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ২৪

ইহার মধ্যে প্রতাপশালী বীর সহদেব অপরাজিত বীর রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজের রথে আরোহণ করাইয়া দূরে লইয়া যাইলেন।

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অপর রথে আরোহণ করত পুনরায় ধাবিত হইয়া আসিলেন এবং প্রথমে শকুনিকে নয়টি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় পাঁচটি বাণে বিদ্ধ করিলেন॥ ২৫-২৬

ইহার পর সমস্ত ধনুর্দ্ধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। মাগুবর! তখনকার

প্রেক্ষতাং প্রীতিজননং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।
উলূকস্তু মহেষ্বাসং নকুলং যুদ্ধদুর্মদম্॥ ২৮
অভ্যদ্রবদমেয়াত্মা শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
তথৈব নকুলঃ শূরঃ সৌবলস্য সুতং রণে॥ ২৯
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ৎ।
তৌ তত্র সমরে বীরৌ কুলপুত্রৌ মহারথৌ॥ ৩০
যোধয়ন্তাবপশ্যেতাং কৃত-প্রতিকৃতৈষিণৌ।
তথৈব কৃতবর্মাণং শৈনেয়ঃ শক্রতাপনঃ॥ ৩১
যোধয়ন্ শুশুভে রাজন্ বলিং শক্র ইবাহবে।
দুর্য্যোধনো ধনুশ্ছিত্ত্বা ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সংযুগে॥ ৩২
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিব্যাধ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি সমরে প্রগৃহ্য পরমাযুধম্॥ ৩৩
রাজানং যোধয়ামাস পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্।
তয়োর্যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ সংগ্রামে ভরতর্ষভ॥ ৩৪
প্রভিন্নয়োর্যথা সক্তং মত্তয়োর্বরহস্তিনোঃ।
গৌতমস্তু রণে ক্রুদ্ধো দ্রৌপদেয়ান্ মহাবলান্॥ ৩৫
বিব্যাধ বহুভিঃ শূরঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমিন্দ্রিয়ৈরিব দেহিনঃ॥ ৩৬
ঘোররূপমসংবার্য্যং নির্মর্য্যাদমবর্তত।
তে চ সম্পীডয়ামাসুরিন্দ্রিয়াণীব বালিশম্॥ ৩৭
স চ তান্ প্রতি সংরব্ধঃ প্রত্যযোধয়দাহবে।
এবং চিত্রমভূদ্ যুদ্ধং তস্য তৈঃ সহ ভারত॥ ৩৮
উত্থায়োত্থায় হি যথা দেহিনামিন্দ্রিয়ৈর্বিভো।
নরাশ্চৈব নরৈঃ সার্দ্ধং দন্তিনো দন্তিভিস্তথা॥৩৯
হয়া হয়ৈঃ সমাসক্তা রথিনো রথিভিঃ সহ।
সঙ্কুলং চাভবদ্ ভূয়ো ঘোররূপং বিশাম্পতে॥ ৪০
ইদং চিত্রমিদং ঘোরমিদং রৌদ্রমিতি প্রভো।
যুদ্ধান্যাসন্ মহারাজ ঘোরাণি চ বহূনি চ॥ ৪১

এই যুদ্ধ বিচিত্র, ভয়ঙ্কর, সিদ্ধ ও চারণগণসেবিত এবং দর্শকবৃন্দের হর্ষবর্দ্ধক ছিল। ২৭।

অপরদিকে অমেয় আত্মবলসম্পন্ন উলূক মহাধনুর্দ্ধর রণদুর্মদ নকুলের দিকে চারিদিকে বাণবর্ষণ করিতে করিতে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ২৮।

সেইরূপ বীর নকুল সকলদিকে বিশাল বাণবর্ষণ করিয়া শকুনিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ২৯।

এইরূপ বীর মহারথী উত্তমকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, অতএব সমরাঙ্গণে পরস্পরের প্রহারের প্রতীকার করিবার ইচ্ছায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—ইহা দেখা যাইল। ৩০।

রাজন্! এইরূপ শত্রুসন্তাপী সাত্যকি কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র বলির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩১।

দুর্য্যোধন এই সময় রণাঙ্গনে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ছেদন করিয়া দিলেন এবং ধনু ছিন্ন হইলে পর তাঁহাকে তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩২।

তখন ধৃষ্টদ্যুম্নও অপর ধনু গ্রহণ করত যুদ্ধস্থলে সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ৩৩।

ভরতশ্রেষ্ঠ! রণাঙ্গনে এই দুই বীরের যুদ্ধ সেইরূপ মনে হইতেছিল, যেরূপ মদধারাবাহী দুইটি হাতী পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে। ৩৪।

অপরদিকে বীরবর কৃপাচার্য্য কুপিত হইয়া মহাবল দ্রৌপদীপুত্রগণকে আনতপর্ব্বযুক্ত বহুসংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিলেন। ৩৫।

যেরূপ দেহধারী জীবাত্মার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পঞ্চ ভ্রাতার কৃপাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে এই যুদ্ধ অত্যন্ত ঘোর, অনিবার্য্য ও নিয়মশৃঙ্খলাহীন হইয়া উঠিল। ৩৬।

যেরূপ ইন্দ্রিয়গণ মূঢ় মানুষকে পীড়িত করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতকীর্ত্তি, শ্রুতশ্রবা, শতানীক ও সুতসোম—এই পঞ্চ ভ্রাতা কৃপাচার্য্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্যও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রণাঙ্গনে ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। ৩৭।

ভারত! তাঁহার এই দ্রৌপদীপুত্রগণের সহিত সেইরূপ বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল, যেরূপ বারংবার উত্থিত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত ইন্দ্রিয়গণের সহিত দেহধারী জীবাত্মার যুদ্ধ হইয়া থাকে। ৩৮।

প্রজানাথ! সেই সময় মনুষ্যগণ মনুষ্যগণের সহিত, হস্তীরা হস্তীদের সহিত, অশ্বসকল অশ্বসকলের সহিত এবং রথী যোদ্ধারা রথী যোদ্ধাদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। তখন ইহাদের মধ্যে অতিশয় তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৩৯-৪০

প্রভো! মহারাজ! এই বিচিত্র, এই ঘোর, এই রৌদ্র যুদ্ধ এইরূপ বহু ভাবে ভীষণাকার ধারণ করত চলিতে লাগিল। ৪১

তে সমাসাদ্য সমরে পরস্পরমরিন্দমাঃ।
ব্যনদংশ্চৈব জঘ্নুশ্চ সমাসাদ্য মহাহবে ॥ ৪২
তেষাং পত্রসমুদ্ভূতং রজস্তীব্রমদৃশ্যত।
বাতেন চোদ্ধতং রাজন্ ধাবদ্ভিশ্চাশ্বসাদিভিঃ ॥ ৪৩
রথনেমিসমুদ্ভূতং নিঃশ্বাসৈশ্চাপি দন্তিনাম্।
রজঃ সন্ধ্যাভ্রকপিলং দিবাকরপথং যযৌ ॥ ৪৪
রজসা তেন সম্পৃক্তো ভাস্করো নিষ্প্রভঃ কৃতঃ।
সংছাদিতাভবদ্ ভূমিস্তে চ শূরা মহারথাঃ ॥ ৪৫
মুহূর্ত্তাদিব সংবৃত্তং নীরজস্কং সমন্ততঃ।
বীরশোণিতসিক্তায়াং ভূমৌ ভরতসত্তম ॥ ৪৬
উপাশাম্যৎ ততস্তীব্রং তদ্ রজো ঘোরদর্শনম্।
ততোঽহপশ্যমহং ভূয়ো দ্বন্দ্বযুদ্ধানি ভারত ॥ ৪৭
যথাপ্রাণং যথাশ্রেষ্ঠং মধ্যাহ্নে বৈ সুদারুণে।
বর্মণাং তত্র রাজেন্দ্র ব্যদৃশ্যন্তোজ্জ্বলাঃ প্রভাঃ ॥ ৪৮
শব্দশ্চ তুমুলঃ সংখ্যে শরাণাং পততামভূৎ।
মহাবেণুবনস্যেব দহ্যমানস্য পর্বতে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

শত্রুদমনকারী এই সমস্ত যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহাসমরে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সিংহনাদ করিতে থাকিলেন। ৪২

রাজন্! ইঁহাদের বাহনগণের দ্বারা, বায়ুর দ্বারা ও ধাবিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দ্বারা উত্থিত ভয়ঙ্কর ধূলিজালে সর্ব্বদিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যাইল। ৪৩

রথচক্রসকলের দ্বারা এবং হস্তিগণের নিঃশ্বাস-বায়ুর দ্বারা উপরে উত্থিত ধূলিজাল সন্ধ্যাকালীন মেঘমণ্ডলের ন্যায় সূর্য্যের পথ পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল। ৪৪

এই ধূলিজালে লিপ্ত হইয়া সূর্য্যদেব নিষ্প্রভ হইয়া যাইলেন এবং পৃথিবী ও এই সব মহারথী বীর যোদ্ধারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন। ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বীর যোদ্ধাগণের রক্তের দ্বারা ধরাতল সিক্ত হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বদিকে ধূলি শান্ত হইয়া যাওয়ায় রণক্ষেত্র নির্ম্মল হইয়া উঠিল। ৪৬

দেখিতে ভয়ঙ্কর এই তীব্র ধূলিজাল সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়া যাইল। ভারত! রাজেন্দ্র! তখন আমি সেই দারুণ মধ্যাহ্নকালে নিজের বল ও শ্রেষ্ঠতা অনুসারে বহু দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন করিলাম। তখন যোদ্ধাগণের কবচের প্রভা অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। ৪৭-৪৮

যেরূপ পর্ব্বতে প্রজ্বলিত বিশাল বংশবন হইতে উত্থিত তীব্র পট্‌পট্ শব্দ শুনা যায়, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে বাণসমূহের পতনের ভয়ঙ্কর চট্‌চট্ শব্দ হইতে লাগিল। ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে তুমুলযুদ্ধবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

১১শ বর্ষ, মাঘমাস, ১৩৭৯]   [অষ্টমসংখ্যা—শল্যোদ্দলী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ. আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা   প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড্
কলিকাতা—৩৫

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য সপ্তশতরথিনাং বিনাশঃ, উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মর্য্যাদাহীনং ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্,
শকুনেঃ কূটঃ সংগ্রামঃ, তস্য পরাজয়শ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে ঘোররূপে ভয়ানকে।
অভজ্যত বলং তত্র তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ ১
তাংস্তু যত্নেন মহতা সংনিবার্য্য মহারথান্।
পুত্রস্তে যোধয়ামাস পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২
নিবৃত্তাঃ সহসা যোধাস্তব পুত্রজয়ৈষিণঃ।
সন্নিবৃত্তেষু তেষেবং যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ৩
তাবকানাং পরেষাঞ্চ দেবাসুররণোপমম্।
পরেষাং তব সৈন্যে বা নাসীৎ কশ্চিৎ পরাঙ্‌মুখঃ
অনুমানেন যুধ্যন্তে সংজ্ঞাভিশ্চ পরস্পরম্।
তেষাং ক্ষয়ো মহানাসীদ্ যুধ্যতামিতরেতরম্ ॥ ৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ক্রোধেন মহতা যুতঃ।
জিগীষমাণঃ সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্ ॥ ৬
ত্রিভিঃ শারদ্বতং বিদ্ধ্বা রুক্মপুঙ্খৈঃ শিলাশিতৈঃ।
চতুর্ভির্নিজঘানাশ্বান্ নারাচৈঃ কৃতবর্ম্মণঃ ॥ ৭
অশ্বত্থামা তু হার্দিক্যমপোবাহ যশস্বিনম্।
অথ শারদ্বতোঽষ্টাভিঃ প্রত্যবিধ্যদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৮
ততো দুর্য্যোধনো রাজা রথান্ সপ্তশতান্ রণে।
প্রৈষয়দ্ যত্র রাজাসৌ ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
তে রথা রথিভির্যুক্তা মনোমারুতরংহসঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে কৌন্তেয়স্য রথং প্রতি ॥ ১০
তে সমন্তান্মহারাজ পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্।
অদৃশ্যং সায়কৈশ্চক্রুর্মেঘা ইব দিবাকরম্ ॥ ১১
তে দৃষ্ট্বা ধর্ম্মরাজানং কৌরবেয়ৈস্তথা কৃতম্।
নামৃষ্যন্ত সুসংরব্ধাঃ শিখণ্ডিপ্রমুখা রথাঃ ॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[কৌরবপক্ষের সাত শত রথীর বিনাশ, উভয়পক্ষের সৈন্যদের মর্য্যাদাহীন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, শকুনির কূট সংগ্রাম এবং তাহার পরাজয়।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এই ভয়ানক ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল, সেই সময় পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার সৈন্যদিগকে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন ॥ ১

এই পলায়নপর মহারথী যোদ্ধাদিগকে বিশেষ যত্নসহকারে নিবারণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২

ইহা দেখিয়া আপনার পুত্রের জয়াকাঙ্ক্ষী যোদ্ধারা সহসা ফিরিয়া আসিলেন। এইভাবে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তাঁহাদের সকলের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩

আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের এই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রামের ন্যায় অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। সেই সময় শত্রুগণের কিংবা আপনার সৈন্যদের মধ্যে কেহই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্‌মুখ হন নাই ॥ ৪

সকল সৈন্যই অনুমানে এবং নাম বলিলে পর শত্রু ও মিত্র জানিতে পারিয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরস্পর যুদ্ধরত এই বীরগণের সেস্থলে সর্বতোভাবে বিনাশ আরম্ভ হইল ॥৫

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির তীব্র ক্রোধান্বিত হইয়া সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধনসহ আপনার পুত্রদিগকে জয় করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ৬

তিনি শিলাশানিত স্বর্ণময় পক্ষযুক্ত তিনটি বাণে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া চারিটি নারাচের দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনাশ করিলেন ॥ ৭

তখন অশ্বত্থামা যশস্বী কৃতবর্ম্মাকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া অন্যত্র সরাইয়া লইলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য আটটি বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৮

ইহার পর রাজা দুর্য্যোধন রণাঙ্গনে সাত শত রথী যোদ্ধাকে সেস্থলে প্রেরণ করিলেন, যেখানে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন। ৯

রথী যোদ্ধাগণে সংযুক্ত এবং মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী এই সকল রথ রণাঙ্গনে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের দিকে ধাবিত হইল ॥ ১০

মহারাজ! যেরূপ মেঘমণ্ডল সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সব রথী যোদ্ধারা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া স্বীয় বাণকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাকে অদৃশ্য করিয়া দিলেন ॥ ১১

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের দ্বারা এরূপ অবস্থায় উপনীত

রথৈরশ্ববরৈর্যুক্তৈঃ কিঙ্কিণীজালসংবৃতৈঃ।
আজগ্মু রথ রক্ষন্তঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৩
ততঃ প্রববৃতে রৌদ্রঃ সংগ্রামঃ শোণিতোদকঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যমরাষ্ট্রবিবর্ধনঃ ॥ ১৪
রথান্ সপ্তশতান্ হত্বা কুরূণামাততায়িনাম্।
পাণ্ডবাঃ সহ পাঞ্চালৈঃ পুনরেবাভ্যবারয়ন্ ॥ ১৫
তত্র যুদ্ধং মহচ্চাসীৎ তব পুত্রস্য পাণ্ডবৈঃ।
ন চ তৎ তাদৃশং দৃষ্টং নৈব চাপি পরিশ্রুতম্ ॥ ১৬
বর্তমানে তদা যুদ্ধে নির্মর্য্যাদে সমন্ততঃ।
বধ্যমানেষু যোধেষু তাবকেষ্বিতরেষু চ ॥ ১৭
বিনদৎসু চ যোধেষু শঙ্খবর্য্যৈশ্চ পূরিতৈঃ।
উৎক্রুষ্টৈঃ সিংহনাদৈশ্চ গর্জিতৈশ্চৈব ধন্বিনাম্ ॥ ১৮
অতিপ্রবৃত্তে যুদ্ধে চ ছিদ্যমানেষু মর্মসু।
ধাবমানেষু যোধেষু জয়গৃদ্ধিষু মারিষ ॥ ১৯

হইতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ শিখণ্ডী প্রভৃতি রথী যোদ্ধারা উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ১২

ইঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাজালে আবৃত ও শ্রেষ্ঠ অশ্বগণের দ্বারা যোজিত রথসকলের দ্বারা কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩

তদনন্তর কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া যাইল। যে সংগ্রামে জলের ন্যায় রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধ কেবল যমরাজেরই রাজ্য বৃদ্ধি করিতেছিল ॥ ১৪

সেই সময় পাঞ্চালগণের সহিত পাণ্ডবেরা আততায়ী কৌরব-যোদ্ধাদের সেই সাত শত রথীকে বিনাশ করত পুনরায় অন্য সব যোদ্ধাদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ১৫

সেখানে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের পাণ্ডব-যোদ্ধাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এরূপ যুদ্ধ আমি কখনও দেখি নাই, এমন কি শ্রবণও করি নাই ॥ ১৬

মাননীয় ভূপাল! যখন সর্ব্বদিকেই এই নিয়মহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, আপনার ও শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা নিহত হইতে থাকিল, যুদ্ধপরায়ণ বীরগণের গর্জন ও শ্রেষ্ঠ শঙ্খসকলের ধ্বনি হইতে লাগিল, ধনুর্দ্ধর বীরবৃন্দের আহ্বান, সিংহনাদ ও গর্জন সহকারে এই যুদ্ধ যখন কর্ত্তব্যোচিত ব্যবহার অতিক্রম করিল, যোদ্ধাগণের মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, জয়াভিলাষী যোদ্ধারা এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন,

সংহারে সর্বতো জাতে পৃথিব্যাং শোকসম্ভবে।
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং সীমন্তোদ্ধরণে তথা ॥ ২০
নির্মর্য্যাদে মহাযুদ্ধে বর্তমানে সুদারুণে।
প্রাদুরাসন্ বিনাশায় তদোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ২১
চচাল শব্দং কুর্বাণা সপর্বত-বনা মহী।
সদণ্ডাঃ সোল্মুকা রাজন্ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ ॥ ২২
উল্কা পেতুর্দিবো ভূমাবাহত্য রবিমণ্ডলম্।
বিষ্বগ্বাতাঃ প্রাদুরাসন্ নীচৈঃ শর্করবর্ষিণঃ ॥ ২৩
অশ্রূণি মুমুচুর্নাগা বেপথুং চাস্পৃশন্ ভৃশম্।
এতান্ ঘোরাননাদৃত্য সমুৎপাতান্ সুদারুণান্ ॥ ২৪
পুনর্যুদ্ধায় সংবত্তাঃ ক্ষত্রিয়াস্তস্থুরব্যথাঃ।
রমণীয়ে কুরুক্ষেত্রে পুণ্যে স্বর্গং বিযাসবঃ ॥ ২৫
ততো গান্ধাররাজস্য পুত্রঃ শকুনিরব্রবীৎ।
যুধ্যধ্বমগ্রতো যাবৎ পৃষ্ঠতো হন্মি পাণ্ডবান্ ॥ ২৬

রণাঙ্গনে সর্ব্বত্র শোকজনক সংহার হইতে লাগিল, বহু সুন্দরী স্ত্রীর সীমন্তের সিন্দুর নষ্ট হইয়া যাইল এবং সমস্ত নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন বিনাশসূচক অতিশয় নিদারুণ বহু উৎপাত আবির্ভূত হইল ॥ ১৭-২১

রাজন্! পর্ব্বত ও বনভূমি সহ পৃথিবী ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে কম্পিত হইলেন এবং আকাশ হইতে দণ্ড ও প্রজ্বলিত কাষ্ঠ খণ্ড সহ বহু উল্কা সূর্য্যমণ্ডলকে আঘাত করত চারিদিকে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২২½

চারিদিক্ দিয়া বালুকা ও কাকর বর্ষণকারী বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। হস্তিগণ অশ্রুমোচন করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৩

এই সব দারুণ ও ভয়ঙ্কর উৎপাতসকল অবহেলা করত ক্ষত্রিয় বীরগণ মনে ব্যথাহীন হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং স্বর্গে গমন করিবার অভিলাষ করত রমণীয় ও পুণ্যময় কুরুক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪-২৫

তাহার পর গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র শকুনি কৌরব-যোদ্ধা-দিগকে বলিলেন,—বীরগণ! তোমরা সকলে সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ কর, আর আমি পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে পাণ্ডবগণকে সংহার করিব ॥ ২৬

ততো নঃ সম্প্রয়াতানাং মদ্রযোধাস্তরস্বিনঃ।
হৃষ্টাঃ কিলকিলাশব্দমকুর্ব্বন্তাপরে তথা ॥ ২৭
অস্মাংস্তু পুনরাসাদ্য লব্ধলক্ষ্যা দুরাসদাঃ।
শরাসনানি ধুন্বন্তঃ শরবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২৮
ততো হতং পরৈস্তত্র মদ্ররাজবলং তদা
দুর্য্যোধনবলং দৃষ্ট্বা পুনরাসীৎ পরাঙ্মুখম্ ॥ ২৯
গান্ধাররাজস্তু পুনর্বাক্যমাহ ততো বলী।
নিবর্ত্তধ্বমধর্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বঃ ॥ ৩০
অনীকং দশসাহস্রমশ্বানাং ভরতর্ষভ।
আসীদ্ গান্ধাররাজস্য বিশালপ্রাসযোধিনাম্ ॥ ৩১
বলেন তেন বিক্রম্য বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে।
পৃষ্ঠতঃ পাণ্ডবানীকমভ্যঘ্নন্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২
তদভ্রমিব বাতেন ক্ষিপ্যমাণং সমন্ততঃ।
অভজ্যত মহারাজ পাণ্ডূনাং সুমহদ্ বলম্ ॥ ৩৩

এরূপ পরামর্শ অনুসারে যখন আমরা প্রস্থান করিতেছিলাম, তখন মদ্রদেশের বেগশালী যোদ্ধারা এবং অন্যান্য সৈন্যরা হর্ষে উল্লসিত হইয়া কিল কিলা শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

ইহার মধ্যেই দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডব-যোদ্ধারা আমাদের নিজ নিজ লক্ষ্যরূপে পাইয়া ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে আমাদের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২৮

অল্পকালের মধ্যেই সে স্থলে শত্রুগণ মদ্রদেশের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্যরা পুনরায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২৯

তখন বলবান্ গান্ধাররাজ শকুনি পুনরায় এইরূপ বলিলেন,—নিজ ধর্ম্ম-বিষয়ে অনভিজ্ঞ পাপিগণ! এইভাবে তোমাদের পলায়ন করিয়া কি লাভ হইবে? অতএব প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও ॥ ৩০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় গান্ধাররাজ শকুনির নিকট বিশাল প্রাস ধারণ করিতে সমর্থ দশ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে লইয়া শকুনি সেই জনসংহারকারী যুদ্ধে পাণ্ডব-সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে যাইলেন এবং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সেই পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! যেরূপ প্রবল বায়ুর আঘাতে মেঘমণ্ডল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ এই আক্রমণে বিশাল পাণ্ডব-সৈন্যদের ব্যূহ ভঙ্গ হইল ॥ ৩৩

ততো যুধিষ্ঠিরঃ প্রেক্ষ্য ভগ্নং স্ববলমন্তিকাৎ।
অভ্যনোদয়দব্যগ্রঃ সহদেবং মহাবলম্ ॥ ৩৪
অসৌ সুবলপুত্রো নো জঘনং পীড্য দংশিতঃ।
সৈন্যানি সূদয়ত্যেষ পশ্য পাণ্ডব দুর্মতিম্ ॥ ৩৫
গচ্ছ ত্বং দ্রৌপদেয়ৈশ্চ শকুনিং সৌবলং জহি।
রথানীকমহং ধক্ষ্যে পাঞ্চালসহিতোঽনঘ ॥ ৩৬
গচ্ছন্তু কুঞ্জরাঃ সর্বে বাজিনশ্চ সহ ত্বয়া।
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রাঃ শকুনিং তৈর্বৃতো জহি ॥ ৩৭
ততো গজাঃ সপ্তশতাশ্চাপপাণিভিরাস্থিতাঃ।
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি সহদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৮
পাদাতাশ্চ ত্রিসাহস্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
রণে হ্যভ্যদ্রবংস্তে তু শকুনিং যুদ্ধদুর্মদম্ ॥ ৩৯
ততস্তু সৌবলো রাজন্নভ্যতিক্রম্য পাণ্ডবান্।
জঘান পৃষ্ঠতঃ সেনাং জয়গৃধ্নুঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০

তখন যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্যদের ভগ্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া শান্তভাবে মহাবল সহদেবকে আহ্বান করিলেন ॥ ৩৪

তিনি বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! কবচ ধারণ করত সুবলপুত্র শকুনি আমাদের সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পীড়াদান পূর্ব্বক সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে। তুমি এই দুর্মতি শকুনিকে দেখ ॥ ৩৫

নিষ্পাপ বীর! তুমি দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত গমন কর এবং সুবলপুত্র শকুনিকে বধ কর। আমি পাঞ্চাল-সৈন্যদের সহিত এ স্থলে অবস্থান করত শত্রুগণের এই রথ-সৈন্যদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিব ॥ ৩৬

তোমার সহিত সমস্ত গজারোহী, অশ্বারোহী যোদ্ধা এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্যও যাইবে। তুমি ইহাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া শকুনিকে বিনাশ কর ॥ ৩৭

তদনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে হস্তে ধনু ধারণ করত আরোহী যোদ্ধাযুক্ত সাত শত হস্তী, পাচ হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধা, তিন হাজার পদাতি যোদ্ধা ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র—ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে যুদ্ধদুর্ম্মদ শকুনির দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৮-৩৯

রাজন্! অপর দিকে জয়াভিলাষী প্রতাপশালী সুবলপুত্র শকুনি পাণ্ডবগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহাদের যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

অশ্বারোহাস্তু সংরব্ধাঃ পাণ্ডবানাং তরস্বিনাম্।
প্রাবিশন্ সৌবলানীকমভ্যতিক্রম্য তান্ রথান্॥ ৪১
তে তত্র সাদিনঃ শূরাঃ সৌবলস্য মহদ্ বলম্।
রণমধ্যে ব্যতিষ্ঠন্ত শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৪২
তদুদ্যতগদাপ্রাসমকাপুরুষসেবিতম্।
প্রাবর্ত্তত মহদ্ যুদ্ধং রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব॥ ৪৩
উপারমন্ত জ্যাশব্দাঃ প্রেক্ষকা রথিনোঽভবন্।
ন হি স্বেষাং পরেষাং বা বিশেষঃ প্রত্যদৃশ্যত॥ ৪৪
শূরবাহুবিসৃষ্টানাং শক্তীনাং ভরতর্ষভ।
জ্যোতিষামিব সম্পাতমপশ্যন্ কুরু-পাণ্ডবাঃ॥৪৫
ঋষ্টিভির্বিমলাভিশ্চ তত্র তত্র বিশাম্পতে।
সম্পতন্তীভিরাকাশমাবৃতং বহ্বশোভত॥ ৪৬
প্রাসানাং পততাং রাজন্ রূপমাসীৎ সমন্ততঃ।
শলভানামিবাকাশে তদা ভরতসত্তম॥ ৪৭
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গা বিপ্রবিদ্ধৈর্নিয়ন্তৃভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৪৮
অন্যোন্যং পরিপিষ্টাশ্চ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
আবিক্ষতাঃ স্ম দৃশ্যন্তে বমন্তো রুধিরং মুখৈঃ॥৪৯
ততোঽভবত্তমো ঘোরং সৈন্যেন রজসা বৃতে।
তানপাক্রমতোঽদ্রাক্ষং তস্মাদ্ দেশাদরিন্দম॥ ৫০
অশ্বান্ রাজন্ মনুষ্যাংশ্চ রজসা সংবৃতে সতি।
ভূমৌ নিপতিতাংশ্চান্যে বমন্তো রুধিরং বহু॥ ৫১
কেশাকেশি সমালগ্না ন শেকুশ্চেষ্টিতুং নরাঃ।
অন্যোন্যমশ্বপৃষ্ঠেভ্যো বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ॥ ৫২
মল্লা ইব সমাসাদ্য নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
অশ্বৈশ্চ ব্যপকৃষ্যন্ত বহবোঽত্র গতাসবঃ॥ ৫৩

বেগশালী পাণ্ডবগণের অশ্বারোহী যোদ্ধারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই কৌরব-রথীদিগকে উল্লঙ্ঘন করত সুবলপুত্র শকুনির সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৪১

এই সব বীরবর অশ্বারোহী যোদ্ধারা সেখানে যাইয়া রণভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত হইলেন এবং শকুনির সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর বাণবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৪২

রাজন্! তারপর আপনার কুমন্ত্রণার ফলস্বরূপ এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, যাহা কাপুরুষগণ নহে, বীর পুরুষগণই সেবা করিয়া থাকেন। সেই সময় সমস্ত যোদ্ধাগণের হস্তে গদা অথবা প্রাস উদ্যত ছিল॥ ৪৩

ধনুর গুণের শব্দ নিস্তব্ধ হইয়া যাইল। রথী যোদ্ধারা দর্শক হইয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। এই সময় আপনার এবং শত্রুপক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে পরাক্রমের দৃষ্টিতে কোন পার্থক্য দেখা যাইল না॥ ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! বীরবর যোদ্ধাগণের বাহু হইতে নিক্ষিপ্ত শক্তিসকল সেইভাবে শত্রুদের উপর পতিত হইতে লাগিল, যেরূপ আকাশ হইতে তারাসকল পতিত হইয়া থাকে। কৌরব-পাণ্ডব-যোদ্ধারা এই যুদ্ধ দর্শন করিতে থাকিলেন॥ ৪৫

প্রজানাথ! সেখানে পতনোদ্যত নির্মল ঋষ্টিসমূহে পরিব্যাপ্ত আকাশের অতিশয় শোভা হইতেছিল॥ ৪৬

ভরতকুলভূষণ নরেশ! সেই সময় চারিদিকে পতিত প্রাসসমূহের স্বরূপ আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় মনে হইতেছিল॥ ৪৭

শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্ব নিজ আহত আরোহী যোদ্ধাগণের সহিত সর্বাঙ্গে রক্তাপ্লুত হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল॥ ৪৮

বহুসংখ্যক সৈন্য পরস্পরের নিকটে গমন করত পরস্পর পিষ্ট হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া মুখ হইতে রক্ত বমন করিতে দৃষ্ট হইতে থাকিলেন॥ ৪৯

শত্রুদমন ভূপাল! তাহার পর যখন শত্রুগণের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সর্বদিক ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল, সেই সময় আমরা দেখিলাম যে, বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেখান হইতে পলায়ন করিতেছে॥ ৫০

রাজন্! ধূলিতে সমগ্র রণক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় অন্ধকারে আমরা বহু অশ্ব ও মনুষ্যকেও পলায়ন করিতে দেখিলাম। এই সময় বহু যোদ্ধা ভূতলে পতিত হইয়া মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে লাগিলেন॥ ৫১

বহুসংখ্যক যোদ্ধা পরস্পরের কেশ ধারণ করত এরূপ সংলগ্ন হইয়া যাইলেন যে, তখন তাঁহারা কেহ কোনরূপ চেষ্টা করিতেও সমর্থ হইতে ছিলেন না। বহু মহাবল যোদ্ধা পরস্পরকে অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিতেছিলেন॥ ৫২

বহুসংখ্যক যোদ্ধা মল্লগণের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। বহু যোদ্ধা আবার প্রাণহীন হইয়া অশ্বগণের দ্বারা এদিক্ ওদিকে আকৃষ্ট হইতেছিলেন॥ ৫৩

ভূমৌ নিপতিতাশ্চান্যে বহবো বিজয়৷ৈষিণঃ।
তত্র তত্র ব্যদৃশ্যন্ত পুরুষাঃ শূরমানিনঃ॥ ৫৪
রক্তোক্ষিতৈশ্ছিন্নভুজৈরবকৃষ্টশিরোরুহৈঃ।
ব্যদৃশ্যত মহী কীর্ণা শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৫৫
দূরং ন শক্যং তত্রাসীদ্ গন্তুমশ্বেন কেনচিৎ।
সাশ্বারোহৈর্হতৈরশ্বৈরাবৃতে বসুধাতলে॥ ৫৬
রুধিরোক্ষিতসন্নাহৈরাত্তশস্ত্রৈরুদায়ুধৈঃ।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈঃ পরস্পরবধৈষিভিঃ॥ ৫৭
সুসংনিকৃষ্টৈঃ সংগ্রামে হতভূয়িষ্ঠসৈনিকৈঃ।
স মুহূর্ত্তং ততো যুদ্ধ্বা সৌবলোঽথ বিশাম্পতে॥৫৮
ষট্সাহস্রৈর্হয়ৈঃ শিষ্টৈরপায়াচ্ছান্তবাহনম্।
অশ্বারোহাশ্চ পাণ্ডূনামব্রুবন্ রুধিরোক্ষিতাঃ।৬০
সুসংনিকৃষ্টে সংগ্রামে ভূয়িষ্ঠে ত্যক্তজীবিতাঃ।

ন হি শক্যং রথৈর্যোদ্ধুং কুত এব মহাগজৈঃ॥৬১
রথানেব রথা যান্তু কুঞ্জরাঃ কুঞ্জরানপি।
প্রতিযাতো হি শকুনিঃ স্বমনীকমবস্থিতঃ॥৬২
ন পুনঃ সৌবলো রাজা যুদ্ধমভ্যাগমিষ্যতি।
ততস্তু দ্রৌপদেয়াশ্চ তে চ মত্তা মহাদ্বিপাঃ॥ ৬৩
প্রযযুর্যত্র পাঞ্চাল্যো ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
সহদেবোঽপি কৌরব্য রজোমেঘে সমুত্থিতে॥ ৬৪
একাকী প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ততস্তেষু প্রযাতেষু শকুনিঃ সৌবলঃ পুনঃ॥ ৬৫
পার্শ্বতোঽভ্যহনৎ ক্রুদ্ধো ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বাহিনীম্।
তৎ পুনস্তুমুলং যুদ্ধং প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাভ্যবর্ত্তত॥ ৬৬
তাবকানাং পরেষাঞ্চ পরস্পরবধৈষিণাম্।
তে চান্যোন্যমবৈক্ষন্ত তস্মিন্ বীরসমাগমে॥ ৬৭

জয়াভিলাষী ও নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানকারী বহু যোদ্ধা যেখানে সেখানে ভূতলে পতিত হইতেছেন—ইহা দেখা যাইল॥ ৫৪

ছিন্ন বাহুসকল ও আকৃষ্ট কেশযুক্ত শত শত ও সহস্র সহস্র রক্তরঞ্জিত দেহে রণভূমিকে আচ্ছাদিত হইয়া যাইতে দেখা যাইল॥ ৫৫

আরোহী যোদ্ধাগণসহ অশ্বসকলের বহু মৃতদেহে আবৃত ধরাতলে কোন যোদ্ধার পক্ষেই বহু দূর পর্য্যন্ত যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল না॥ ৫৬

যোদ্ধাগণের কবচ রক্তে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা সকলে হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, ধনু উত্থিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকলের দ্বারা পরস্পরকে বধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন। এই সংগ্রামে সকল যোদ্ধাই অতিশয় নিকটে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইয়াছিলেন॥ ৫৭½

প্রজানাথ! শকুনি সেখানে মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট জীবিত ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত পলাইয়া যাইলেন॥ ৫৮½

এইরূপ রক্তাপ্লুত পাণ্ডব-সৈন্যরাও অবশিষ্ট ছয় হাজার অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন॥ ৫৯½

সেই সময় নিকটবর্ত্তী মহাযুদ্ধে প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধরত পাণ্ডবসৈন্যদের রক্তরঞ্জিত অশ্বারোহী যোদ্ধারা এইরূপ বলিলেন॥ ৬০½

এখানে রথের দ্বারাও যুদ্ধ করা যাইবে না। সেস্থলে মহাগজগণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ সম্ভব হইবে? রথ রথসকলের সম্মুখীন হইবার জন্য গমন করুক এবং হাতীরা হাতীদের নিকটে গমন করুক। শকুনি পলায়ন করত নিজের সৈন্যদের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এখন পুনরায় রাজা শকুনি যুদ্ধে আসিবে না॥ ৬১-৬২½

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং সেই মদমত্ত হস্তীরা সেস্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিয়াছেন॥ ৬৩

কুরুনন্দন! সেখানে ধূলিজালের মেঘ সমুৎপন্ন হইল। সেই সময় সহদেবও একাকী যেখানে যুধিষ্ঠির আছেন, সেস্থানে চলিয়া আসিলেন॥ ৬৪

এই সব সৈন্যরা চলিয়া যাইলে পর সুবলপুত্র শকুনি পুনরায় কুপিত হইয়া পার্শ্বভাগ দিয়া আগমনপূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৫

তাহার পর পরস্পরকে বধ করিতে অভিলাষী আপনার ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে লাগিল॥ ৬৬½

রাজন্! বীরবর যোদ্ধাদের এই সংগ্রামে সর্ব্বদিকে শত শত ও সহস্র সহস্র যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইলেন এবং পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলেন॥ ৬৭½

যোধাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অসিভিশ্ছিদ্যমানানাং শিরসাং লোকসংক্ষয়ে ॥ ৬৮
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দস্তালানাং পততামিব।
বিমুক্তানাং শরীরাণাং ছিন্নানাং পততাং ভুবি ॥ ৬৯
সায়ুধানাঞ্চ বাহুনামূরূণাঞ্চ বিশাম্পতে।
আসীৎ কটকটাশব্দঃ সুমহাঁল্লোমহর্ষণঃ ॥ ৭০
নিঘ্নন্তো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ সখীমপি।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম যথামিষকৃতে খগাঃ ॥ ৭১
অন্যোন্যং প্রতিসংরব্ধাঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি ঘ্নন্ সহস্রশঃ ॥ ৭২
সঙ্ঘাতেনাসনভ্রষ্টৈরশ্বারোহৈর্গতাসুভিঃ।
হয়াঃ পরিপতন্তি স্ম শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৩
স্ফুরতাং প্রতিপিষ্টানামশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্।
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণাং সন্নদ্ধানাং বিশাম্পতে ॥ ৭৪

সেই লোকসংহারকারী সংগ্রামে তরবারিতে ছিন্ন মস্তকসমূহ যখন ভূমিতে পতিত হইতেছিল, তখন তালবৃক্ষ হইতে তালফল পতনের শব্দের ন্যায় তীব্র শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৬৮ ॥

প্রজানাথ! ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত কবচহীন শরীর, অস্ত্রসহ বাহুসকল এবং জঙ্ঘাসমূহের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চজনক কট্‌কটাকট্‌ শব্দ হইতেছিল ॥ ৬৯-৭০

যেরূপ পক্ষীরা মাংসের জন্য পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়, সেইরূপ সেখানে যোদ্ধারা নিজ নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা ভ্রাতা, মিত্র এবং পুত্রগণকেও সংহার করিতে করিতে পরস্পরের উপর পতিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭১

উভয়পক্ষের যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় ক্রোধবশতঃ 'প্রথমে আমি, প্রথমে আমি' এই কথা বলিতে বলিতে সহস্র সহস্র সৈন্যদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭২

শত্রুগণের আঘাতে প্রাণহীন হইয়া আসন হইতে ভ্রষ্ট অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত শত শত ও সহস্র সহস্র অশ্বগণ ধরাশায়ী হইল ॥ ৭৩

প্রজাপালক ভূপাল! আপনার কুমন্ত্রণাবশতঃ বহুসংখ্যক দ্রুতগামী অশ্ব পতিত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কত অশ্ব পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং বহুসংখ্যক কবচধারী মনুষ্য গর্জন করিতে করিতে শত্রুদের মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতেছিলেন। ইঁহাদের সকলের শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসসকলের ভয়ঙ্কর শব্দ সেখানে চারিদিকেই সমুত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৭৪-৭৫

শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসশব্দশ্চ তুমুলঃ সমপদ্যত।
ভিন্দতাং পরমর্ম্মাণি রাজন্ দুর্ম্মন্ত্রিতে তব ॥ ৭৫
শ্রমাভিভূতাঃ সংরব্ধাঃ শ্রান্তবাহাঃ পিপাসবঃ।
বিক্ষতাশ্চ শিতৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ত্তন্ত তাবকাঃ ॥ ৭৬
মত্তা রুধিরগন্ধেন বহবোঽত্র বিচেতসঃ।
জঘ্নুঃ পরান্ স্বকাংশ্চৈব প্রাপ্তান্ প্রাপ্তাননন্তরান্ ॥ ৭৭
বহবশ্চ গতপ্রাণাঃ ক্ষত্রিয়া জয়গৃদ্ধিনঃ।
ভূমাবভ্যপতন্ রাজন্ শরবৃষ্টিভিরাবৃতাঃ ॥ ৭৮
বৃক-গৃধ্র-শৃগালানাং তুমুলে মোদনেঽহনি।
আসীদ্ বলক্ষয়ো ঘোরস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৭৯
নরাশ্বকায়ৈঃ সংছন্না ভূমিরাসীদ্ বিশাম্পতে।
রুধিরোদকচিত্রা চ ভীরূণাং ভয়বর্ধিনী ॥ ৮০
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈস্তক্ষমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
তাবকাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ন ন্যবর্ত্তন্ত ভারত ॥ ৮১

আপনার সৈন্যরা পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সকলেই অতিশয় ক্রুদ্ধ ছিলেন, ইঁহাদের বাহনসকলও ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সকলেই অতিশয় পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৭৬

সেখানে প্রবাহিত রক্তের গন্ধে উন্মত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যের বিবেক-শক্তি নাশ হইয়া যাইল। তাঁহারা ক্রমশঃ নিজেদের নিকটে উপস্থিত শত্রুপক্ষের ও স্বপক্ষের সৈন্যদিগকেও বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭

রাজন্! বহুসংখ্যক জয়াভিলাষী ক্ষত্রিয় বাণসকলের বর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৭৮

বৃক, গৃধ্র (শকুনি) ও শৃগালগণের আনন্দবর্দ্ধন সেই ভয়ঙ্কর দিনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সম্মুখে কৌরব-সৈন্যদের ভয়ঙ্কর বিনাশসাধন হইল ॥ ৭৯

প্রজানাথ! সেই রণাঙ্গনে মনুষ্য ও অশ্বগণের মৃতদেহে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল এবং জলের ন্যায় প্রবাহিত রক্তের দ্বারা বিচিত্র শোভাধারণ করত কাপুরুষদিগের ভয়বর্দ্ধন করিতেছিল ॥৮০

ভারত! অসি, পট্টিশ ও শূলসকলের দ্বারা পরস্পরকে বারংবার ছেদন করিতে করিতে অবস্থিত আপনার এবং পাণ্ডবগণের যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ৮১

প্রহরন্তো যথাশক্তি যাবৎ প্রাণস্য ধারণম্।
যোধাঃ পরিপতন্তি স্ম বমন্তো রুধিরং ব্রণৈঃ ॥ ৮২
শিরো গৃহীত্বা কেশেষু কবন্ধঃ স্ম প্রদৃশ্যতে।
উদ্যম্য চ শিতং খড়্গং রুধিরেণ পরিপ্লুতম্ ॥ ৮৩
তথোত্থিতেষু বহুষু কবন্ধেষু নরাধিপ।
তথা রুধিরগন্ধেন যোধাঃ কশ্মলমাবিশন্ ॥ ৮৪
মন্দীভূতে ততঃ শব্দে পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।
অল্লাবশিষ্টৈস্তুরগৈরভ্যবর্ত্তত সৌবলঃ ॥ ৮৫
ততোঽভ্যধাবংস্ত্বরিতাঃ পাণ্ডবা জয়গৃদ্ধিনঃ।
পদাতয়শ্চ নাগাশ্চ সাদিনশ্চোদ্যতায়ুধাঃ ॥ ৮৬
কোষ্ঠকীকৃত্য চাপ্যেনং পরিক্ষিপ্য চ সর্বশঃ।
শস্ত্রৈর্নানাবিধৈর্জঘ্নুর্যুদ্ধপারং তিতীর্ষবঃ ॥৮৭
ত্বদীয়াস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য সর্বতঃ সমভিদ্রুতান্।
রথাশ্ব-পত্তি-দ্বিরদাঃ পাণ্ডবানভিদুদ্রুবুঃ ॥ ৮৮
কেচিৎ পদাতয়ঃ পদ্ভির্মুষ্টিভিশ্চ পরস্পরম্।
নিজঘ্নুঃ সমরে শূরাঃ ক্ষীণশস্ত্রাস্ততোঽপতন্ ॥ ৮৯
রথেভ্যো রথিনঃ পেতুর্দ্বিপেভ্যো হস্তিসাদিনঃ।
বিমানেভ্যো দিবো ভ্রষ্টাঃ সিদ্ধাঃ পুণ্যক্ষয়াদিব ॥ ৯০
এবমন্যোন্যমায়স্তা যোধা জঘ্নুর্মহাহবে।
পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পুত্রানপি তথা পরে ॥ ৯১
এবমাসীদমর্য্যাদং যুদ্ধং ভরতসত্তম।
প্রাসাসি-বাণকলিলে বর্ত্তমানে সুদারুণে ॥ ৯২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ যথাশক্তি প্রহার করিতে করিতে যোদ্ধারা নিজেদের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন ॥ ৮২

সেখানে কোন কোন কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) এরূপ দেখাইতেছিল যে, কবন্ধ এক হাতে শত্রুর ছিন্ন মস্তক কেশসহ ধারণ করত অপর হস্তে রক্তরঞ্জিত তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৮৩

নরেশ্বর! এইরূপ সেখানে বহুসংখ্যক কবন্ধকে উত্থিত হইয়া থাকিতে দেখা যাইল। তখন রক্তের গন্ধে প্রায় সকল যোদ্ধাই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৮৪

তাহার পর যখন সেই যুদ্ধের কোলাহল কিছু শান্ত হইয়া আসিল, তখন সুবলপুত্র শকুনি অল্পসংখ্যক জীবিত অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত পুনরায় পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৫

তখন জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরাও অতিক্রুত তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। পাণ্ডবগণ যুদ্ধ হইতে পার হইবার ইচ্ছা করিতে ছিলেন; সেইজন্য তাঁহাদের পদাতি, গজারোহী ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা নিজ নিজ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং শকুনিকে সর্ব্বদিকে পরিবৃত করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ করত নানাপ্রকার অস্ত্রসকলের দ্বারা আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮৬-৮৭

পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে সর্ব্বদিকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার রথী, অশ্বারোহী, পদাতি ও গজারোহী যোদ্ধারাও পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৮৮

কিছু বীর পদাতি যোদ্ধা সমরাঙ্গণে পদাতি সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন এবং অস্ত্রসকল ক্ষীণ হইয়া আসিলে পরস্পরকে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহারা ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৮৯

যেরূপ সিদ্ধ পুরুষগণ পুণ্যক্ষয় হইয়া যাইলে স্বর্গলোকের বিমান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, সেইরূপ সেখানে রথীরা রথ হইতে এবং গজারোহী যোদ্ধারা গজ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৯০

এইরূপ সেই মহাযুদ্ধে অন্যান্য যোদ্ধারাও পরস্পর জয়লাভের জন্য যত্নবান্ হইয়া পিতা, ভ্রাতা, মিত্র ও পুত্রগণকেও বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯১

ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রাস, খড়্গ ও বাণসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রণাঙ্গনে এইরূপ নিয়ম শৃঙ্খলহীন যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥ ৯২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে অর্জুনেন দুর্যোধনস্য দুরাগ্রহস্য নিন্দা, রথিসৈন্যানাং সংহারশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ শব্দে মৃদৌ জাতে পাণ্ডবৈর্নিহতে বলে।
অশ্বৈঃ সপ্তশতৈঃ শিষ্টৈরুপাবর্তত সৌবলঃ॥ ১

স যাত্বা বাহিনীং তূর্ণমব্রবীৎ ত্বরয়ন্ যুধি।
যুধ্যধ্বমিতি সংহৃষ্টাঃ পুনঃ পুনররিন্দমাঃ॥ ২

অপৃচ্ছৎ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক নু রাজা মহাবলঃ।
শকুনেস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা তমূচুর্ভরতর্ষভ॥ ৩

অসৌ তিষ্ঠতি কৌরব্যো রণমধ্যে মহাবলঃ।
যত্রৈতৎ সুমহচ্ছত্রং পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্॥ ৪

যত্র তে সতনুত্রাণা রথাস্তিষ্ঠন্তি দংশিতাঃ।
যত্রৈষ তুমুলঃ শব্দঃ পর্জন্যনিনদোপমঃ॥ ৫

তত্র গচ্ছ দ্রুতং রাজংস্ততো দ্রক্ষ্যসি কৌরবম্।
এবমুক্তস্তু তৈর্যোধৈঃ শকুনিঃ সৌবলস্তদা॥ ৬

প্রযযৌ তত্র যত্রাসৌ পুত্রস্তব নরাধিপ।
সর্বতঃ সংবৃতো বীরৈঃ সমরে চিত্রযোধিভিঃ॥ ৭

ততো দুর্যোধনং দৃষ্ট্বা রথানীকে ব্যবস্থিতম্।
স রথাংস্তাবকান্ সর্বান্ হর্ষয়ন্ শকুনিস্ততঃ॥ ৮

দুর্যোধনমিদং বাক্যং হৃষ্টরূপো বিশাম্পতে।
কৃতকার্য্যমিবাত্মানং মন্যমানোঽব্রবীন্নৃপম্॥ ৯

জহি রাজন্ রথানীকমশ্বাঃ সর্বে জিতা ময়া।
নাত্যক্ত্বা জীবিতং সংখ্যে শক্যো জেতুং যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১০

হতে তস্মিন্ রথানীকে পাণ্ডবেনাভিপালিতে।
গজানেতান্ হনিষ্যামঃ পদাতীংশ্চেতরাংস্তথা॥ ১১

শ্রুত্বা তু বচনং তস্য তাবকা জয়গৃদ্ধিনঃ।
জবেনাভ্যপতন্ হৃষ্টাঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্॥ ১২

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্জুন কর্তৃক দুর্যোধনের দুরাগ্রহের নিন্দা ও রথী-সৈন্যদের সংহার।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন পাণ্ডব-যোদ্ধার অধিকাংশ সৈন্যকে সংহার করিয়া ফেলিলেন এবং যুদ্ধের কোলাহল স্তিমিত হইয়া আসিল, তখন সুবলপুত্র শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত কৌরব-সৈন্যদের নিকট চলিয়া আসিলেন॥ ১

তিনি সত্বর কৌরব-সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া সকলকে যুদ্ধ করিতে ত্বরান্বিত হইবার জন্য প্রেরণাদান করিতে করিতে বলিলেন,—শত্রুদমন বীরগণ! তোমরা সকলে হর্ষ ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ কর। এই কথা বলিয়া তিনি বারংবার ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাবল রাজা দুর্যোধন কোথায়? ২;

ভরতশ্রেষ্ঠ! শকুনির এই কথা শ্রবণ করত সেই ক্ষত্রিয়গণ ইহা উত্তর দান করিলেন—প্রভো! মহাবল কুরুরাজ রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে বিদ্যমান আছেন; যেখানে এই পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ কান্তিমান্ বিশাল ছত্র বিস্তৃত আছে এবং যেখানে এই সব শরীর আবরণ ও কবচসমূহে সুসজ্জিত রথ রহিয়াছে॥ ৩-৪;

রাজন! যেখানে এই মেঘের গম্ভীর গর্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ উত্থিত হইতেছে, সেখানে সত্বর গমন করুন, সেই স্থলেই আপনি কুরুরাজের দর্শন পাইবেন॥ ৫;

হে নৃপ! সেই যোদ্ধাগণ এই কথা বলিলে পর তখন সুবলপুত্র শকুনি সেস্থানে গমন করিলেন, যেখানে আপনার পুত্র দুর্যোধন সমরাঙ্গণে বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ বীরগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন॥ ৬-৭

প্রজানাথ! তদনন্তর দুর্যোধনকে রথ সৈন্যদের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া আপনার সমস্ত রথ সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে শকুনি নিজেকে যেন কৃতার্থের ন্যায় মনে করত অতিশয় আনন্দের সহিত রাজা দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন॥ ৮-৯

রাজন্! শত্রুর রথ-সৈন্যদিগকে বিনাশ কর। সমস্ত অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে আমি জয় করিয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিজের প্রাণ পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত জয় করা যাইবে না॥ ১০

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক সুরক্ষিত এই রথ-সৈন্যরা নিহত হইলে পর আমরা এই গজারোহী, পদাতি ও অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে পারিব॥ ১১

জয়াভিলাষী শকুনির এই কথা শ্রবণ করত আপনার সৈন্যরা অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তীব্র বেগে পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন॥ ১২

সর্বে বিবৃততূণীরাঃ প্রগৃহীতশরাসনাঃ ।
শরাসনানি ধুন্বানাঃ সিংহনাদান্ প্রণেদিরে ॥ ১৩
ততো জ্যাতলনির্ঘোষঃ পুনরাসীদ্ বিশাম্পতে ।
প্রাদুরাসীচ্ছরাণাঞ্চ সুমুক্তানাং সুদারুণঃ ॥ ১৪
তান্ সমীপগতান্ দৃষ্ট্বা জবেনোত্ততকার্মুকম্ ।
উবাচ দেবকীপুত্রো কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫
চোদয়াশ্বানসম্ভ্রান্তঃ প্রবিশৈতদ্ বলার্ণবম্ ।
অন্তমন্ত গমিষ্যামি শত্রূণাং নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬
অষ্টাদশ দিনাস্তদ্য যুদ্ধস্যাস্য জনার্দন ।
বর্তমানস্য মহতঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ১৭
অনন্তকল্পা ধ্বজিনী ভূত্বা হ্যেষাং মহাত্মনাম্ ।
ক্ষয়মদ্য গতা যুদ্ধে পশ্য দৈবং যথাবিধম্ ॥ ১৮
সমুদ্রকল্পঞ্চ বলং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব ।
অস্মানাসাদ্য সঞ্জাতং গোষ্পদোপমমচ্যুত ॥ ১৯
হতে ভীষ্মে তু সন্দধ্যাচ্ছিবং স্যাদিহ মাধব ।
ন চ তৎ কৃতবান্ মূঢ়ো ধার্তরাষ্ট্রঃ সুবালিশঃ ॥ ২০
উক্তং ভীষ্মেণ যদ্ বাক্যং হিতং তথ্যঞ্চ মাধব ।
তচ্চাপি নাসৌ কৃতবান্ বীতবুদ্ধিঃ সুযোধনঃ ॥ ২১
তস্মিংস্তু তুমুলে ভীষ্মে প্রচ্যুতে ধরণীতলে ।
ন জানে কারণং কিং তু যেন যুদ্ধমবর্তত ॥ ২২
মূঢ়াংস্তু সর্বথা মন্যে ধার্তরাষ্ট্রান্ সুবালিশান্ ।
পতিতে শান্তনোঃ পুত্রে যেঽকার্ষুঃ সংযুগং পুনঃ ॥ ২৩
অনন্তরঞ্চ নিহতে দ্রোণে ব্রহ্মবিদাং বরে ।
রাধেয়ে চ বিকর্ণে চ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৪
অল্পাবিশিষ্টে সৈন্যেঽস্মিন্ সূতপুত্রে চ পাতিতে ।
সপুত্রে বৈ নরব্যাঘ্রে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৫
শ্রুতায়ুষি হতে বীরে জলসন্ধে চ পৌরবে ।
শ্রুতায়ুধে চ নৃপতৌ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৬
ভূরিশ্রবসি শল্যে চ শাল্বে চৈব জনার্দন ।
আবন্ত্যেষু চ বীরেষু নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৭

সকলেরই তূণীরের মুখ অনাবৃত ছিল, সকলেই হস্তে ধনু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সকল যোদ্ধাই ধনু আন্দোলিত করিতে করিতে তারস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

প্রজানাথ! তদনন্তর পুনরায় ধনুর গুণের টঙ্কার এবং উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের ভয়ানক সন্ সন্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৪

এই সব যোদ্ধাকে তীব্র বেগে ধনু উত্তোলিত করত নিকটে আসিতে দেখিয়া কুন্তীনন্দন অর্জুন দেবকীপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫

জনার্দন! আপনি সুস্থচিত্ত হইয়া এই অশ্বদিগকে পরিচালনা করুন এবং এই সৈন্যসাগরে প্রবিষ্ট হউন। আজ আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা এই শত্রুগণকে বিনাশ করিব। পরস্পর মিলিত হইয়া আবদ্ধ এই মহাসংগ্রাম আজ আঠার দিন হইল চলিতেছে ॥ ১৬-১৭

এই মহাত্মা কৌরবগণের নিকট অনন্ত সৈন্য ছিল; কিন্তু যুদ্ধে এই সময়ের মধ্যে প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখুন, প্রারব্ধের কিরূপ সামর্থ্য? ১৮ ॥

মাধব! অচ্যুত! দুর্যোধনের সমুদ্র-সদৃশ অনন্ত সৈন্যবাহিনী আমাদের সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়া আজ গোষ্পদ-তুল্য অত্যল্প হইয়া গিয়াছে ॥ ১৯

মাধব! যদি ভীষ্ম নিহত হইবার পর দুর্যোধন সন্ধিস্থাপন করিত, তাহা হইলে এখানে সকলেরই মঙ্গল হইত। কিন্তু অজ্ঞান এই মূর্খ তাহা করিল না ॥ ২০

মধুকুলভূষণ! ভীষ্ম যে সত্য ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও এই বুদ্ধিহীন দুর্যোধন গ্রহণ করে নাই ॥ ২১

তদনন্তর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং উহাতে ভীষ্মপিতামহ ভূতলশায়ী হইলেন। তথাপি জানি না আর কি কারণ থাকিতে পারে, যাহার ফলে এই যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ২২

আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে সর্বথা মূর্খ ও অজ্ঞান বলিয়াই মনে করি, যাহারা শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব ধরাশায়ী হইলেও পুনরায় যুদ্ধ করিয়া যাইতেছে ॥ ২৩

তাহার পর বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য, রাধাপুত্র কর্ণ ও বিকর্ণ নিহত হইলেন, তথাপি এই হানাহানি যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥ ২৪

পুত্রসহ নরশ্রেষ্ঠ সূতপুত্র কর্ণ ভূপাতিত হইলে পর যখন কৌরব-সৈন্যদের আর অল্পই অবশিষ্ট থাকিল, তথাপিও এই জন-ক্ষয়কারক যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥ ২৫

শ্রুতায়ু, বীর জলসন্ধ, কৌরব এবং রাজা শ্রুতায়ুধ নিহত হইলে পরও এই লোকক্ষয় বন্ধ হইল না ॥ ২৬

জনার্দন! ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং অবন্তীদেশের বীরগণ বিনষ্ট হইলেও এই যুদ্ধের জ্বালা শান্ত হইল না ॥ ২৭

ভগদত্তে হতে শূরে কাম্বোজে চ সুদারুণে।
দুঃশাসনে চ নিহতে নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা বিনিহতান্ শূরান্ পৃথঙ্মাণ্ডলিকান্ নৃপান্।
বলিনশ্চ রণে কৃষ্ণ নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ৩০
অক্ষৌহিণীপতীন্ দৃষ্ট্বা ভীমসেননিপাতিতান্।
মোহাদ্ বা যদি বা লোভান্নৈবাশাম্যত বৈশসম্ ॥ ৩১
কো নু রাজকুলে জাতঃ কৌরবেয়ো বিশেষতঃ।
নিরর্থকং মহদ্ বৈরং কুর্য্যাদন্যঃ সুযোধনাৎ ॥ ৩২
গুণতোঽভ্যধিকান্ জ্ঞাত্বা বলতঃ শৌর্য্যতোঽপি বা।
অমূঢ়ঃ কো নু যুধ্যেত জানন্ প্রাজ্ঞো হিতাহিতম্ ॥ ৩৩
যন্ন তস্য মনো হ্যাসীৎ ত্বয়োক্তস্য হিতং বচঃ।
প্রশমে পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধং সোঽন্যস্য শৃণুয়াৎ কথম্ ॥ ৩৪
যেন শান্তনবো বীরো দ্রোণো বিদুর এব চ।
প্রত্যাখ্যাতাঃ শমস্যার্থে কিং নু তস্যাত্র ভেষজম্ ॥ ৩৫

মৌর্খ্যাদ্ যেন পিতা বৃদ্ধঃ প্রত্যাখ্যাতো জনার্দন।
তথা মাতা হিতং বাক্যং ভাষমাণা হিতৈষিণী ॥ ৩৬
প্রত্যাখ্যাতা হ্যসৎকৃত্য স কস্মৈ রোচয়েদ্ বচঃ।
কুলান্তকরণো ব্যক্তং জাত এষ জনার্দন ॥ ৩৭
তথাস্য দৃশ্যতে চেষ্টা নীতিশ্চৈব বিশাম্পতে।
নৈষ দাস্যতি নো রাজ্যমিতি মে মতিরচ্যুত ॥ ৩৮
উক্তোঽহং বহুশস্তাত বিদুরেণ মহাত্মনা।
ন জীবন্ দাস্যতে ভাগং ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ স্ম মানদ ॥ ৩৯
যাবৎ প্রাণা ধরিষ্যন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ।
তাবদ্ যুষ্মাস্বপাপেষু প্রচরিষ্যতি পাপকম্ ॥ ৪০
ন চ যুক্তোঽন্যথা জেতুমৃতে যুদ্ধেন মাধব।
ইত্যব্রবীৎ সদা মাং হি বিদুরঃ সত্যদর্শনঃ ॥ ৪১
তৎ সর্বমদ্য জানামি ব্যবসায়ং দুরাত্মনঃ।
যদুক্তং বচনং তেন বিদুরেণ মহাত্মনা ॥ ৪২

জয়দ্রথ, বাহ্লীক, সোমদত্ত এবং রাক্ষস অলায়ুধ—ইঁহারা সকলেই মৃত্যুবরণ করিলেও এই বিধ্বংসকর যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥২৮

ভগদত্ত, বীরবর কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এবং অত্যন্ত দারুণ দুঃশাসন হত হইলে পরও এই যুদ্ধ-পিপাসা শান্ত হইল না ॥২৯

হে কৃষ্ণ! বিভিন্ন মণ্ডলগণের অধীশ্বর বলবান্ বীর নরপতিগণকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়াও এই যুদ্ধ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না ॥ ৩০

ভীমসেন কর্তৃক অক্ষৌহিণী সৈন্যাধিপতিগণকে ধরাশায়ী হইতে দেখিয়াও মোহবশতঃ অথবা লোভবশতঃ এই যুদ্ধ বন্ধ হইল না ॥ ৩১

রাজার কুলে উৎপন্ন হইয়া বিশেষতঃ কুরুকুলের সন্তান হইয়া দুর্য্যোধন ব্যতীত আর অপর কে এরূপ আছে, যে নিরর্থক (স্বীয় বন্ধুগণের সহিত) গুরুতর শত্রুতা বন্ধ হইয়াছে ? ৩২

অপরকে গুণ, ফল কিংবা শৌর্য্যে নিজের অপেক্ষা অধিক জানিয়াও স্বীয় হিত ও অহিত বুঝিতে সমর্থ মূঢ়তাহীন কোন এরূপ বুদ্ধিমান্ আছে যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইবে ? ৩৩

আপনি হিতকারক বাক্য বলিলেও যাহার মন পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইল না, সে আর অপরের বাক্য কিরূপে শুনিবে ? ৩৪

যে সন্ধি-বিষয়ে শান্তনুনন্দন বীর ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য এবং বিদুরের বাক্যও প্রত্যাখ্যান করিল, তাহার পক্ষে আর কিই বা ঔষধ থাকিতে পারে ? ৩৫

জনার্দ্দন! যে মূর্খতাবশতঃ নিজের বৃদ্ধ পিতারও বাক্য শুনিল না এবং নিজের হিতৈষিণী মাতা হিতবাক্য বলিলেও যে তাঁহাকে অপমান করিয়া তাঁহার বাক্যও প্রত্যাখ্যান করিয়া দিল, তাহার আর অপরের বাক্য কিরূপে রুচি হইবে ? ৩৬;

জনার্দ্দন! নিশ্চয়ই এই দুর্য্যোধন নিজের কুলকে বিনাশ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রজানাথ! ইহার নীতি ও প্রচেষ্টা তাহাই দেখা যাইতেছে ॥৩৭,

অচ্যুত! আমি মনে করি, এই দুর্য্যোধন এখনও আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে না। তাত! মহাত্মা বিদুর আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন যে, মানদ! এই দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে রাজ্যের ভাগ প্রদান করিবে না ॥ ৩৮-৩৯

দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রাণ যে পর্য্যন্ত দেহে থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত সে নিষ্পাপ তোমাদের উপর পাপপূর্ণ আচরণই করিতে থাকিবে ॥ ৪০

মাধব! যুদ্ধ ব্যতীত আর অপর কোন উপায়ে দুর্য্যোধনকে জয় করা অসম্ভব নয়। এই কথা সত্যদর্শী বিদুর প্রায় সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন ॥ ৪১

মহাত্মা বিদুর যে কথা বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সকল প্রচেষ্টাকে আজ জানিতে পারিতেছি ॥ ৪২

যো হি শ্রুত্বা বচঃ পথ্যং জামদগ্ন্যাদ্ যথাতথম্।
অবামন্যত দুর্বুদ্ধির্ধ্রুবং নাশমুখে স্থিতঃ ॥ ৪৩
উক্তং হি বহুশঃ সিদ্ধৈর্জাতমাত্রে সুযোধনে।
এনং প্রাপ্য দুরাত্মানং ক্ষয়ং ক্ষত্রং গমিষ্যতি ॥ ৪৪
তদিদং বচনং তেষাং নিরুক্তং বৈ জনার্দন।
ক্ষয়ং যাতা হি রাজানো দুর্য্যোধনকৃতে ভৃশম্ ॥ ৪৫
সোঽদ্য সর্বান্ রণে যোধান্ নিহনিষ্যামি মাধব।
ক্ষত্রিয়েষু হতেষ্বাশু শূন্যে চ শিবিরে কৃতে ॥ ৪৬
বধায় চাত্মনোঽস্মাভিঃ সংযুগং রোচয়িষ্যতি।
তদন্তং হি ভবেদ্ বৈরমনুমানেন মাধব ॥ ৪৭
এবং পশ্যামি বার্ষ্ণেয় চিন্তয়ন্ প্রজ্ঞয়া স্বয়া।
বিদুরস্য চ বাক্যেন চেষ্টয়া চ দুরাত্মনঃ ॥ ৪৮
তস্মাদ্ যাহি চমূং বীর যাবদ্ধন্মি শিতৈঃ শরৈঃ।
দুর্য্যোধনং মহাবাহো বাহিনীং চাস্য সংযুগে ॥ ৪৯
ক্ষেমমদ্য করিষ্যামি ধর্মরাজস্য মাধব।
হত্বৈতদ্ দুর্বলং সৈন্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য পশ্যতঃ ॥ ৫০

সঞ্জয় উবাচ।

অভীষুহস্তো দাশার্হস্তথোক্তঃ সব্যসাচিনা।
তদ্ বলৌঘমমিত্রাণামভীতঃ প্রাবিশদ্ বলাৎ ॥ ৫১
কুন্তখড়্গশরৈর্ঘোরং শক্তিকণ্টকসঙ্কুলম্।
গদাপরিঘপন্থানং রথনাগমহাদ্রুমম্ ॥ ৫২
হয়পত্তিলতাকীর্ণং গাহমানো মহাযশাঃ।
ব্যচরত্তত্র গোবিন্দো রথেনাতিপতাকিনা ॥ ৫৩
তে হয়াঃ পাণ্ডুরা রাজন্ বহন্তোঽর্জ্জুনমাহবে।
দিক্ষু সর্বাস্বদৃশ্যন্ত দাশার্হেণ প্রচোদিতাঃ ॥ ৫৪
ততঃ প্রায়াদ্ রথেনাজৌ সব্যসাচী পরন্তপঃ।
কিরন্ শরশতাংস্তীক্ষ্ণান্ বারিধারা ঘনো যথা ॥ ৫৫
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ শরাণাং নতপর্বণাম্।
ইষুভিশ্ছাদ্যমানানাং সমরে সব্যসাচিনা ॥ ৫৬

যে দুর্মতি দুর্য্যোধন জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের মুখ হইতে যথার্থ এবং হিতকারক বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহাকে অবহেলা করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই বিনাশের মুখে পতিত হইয়াছে ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই সিদ্ধ পুরুষগণ বারংবার বলিয়াছিলেন যে, এই দুরাত্মাকে পাইয়া ক্ষত্রিয়জাতির বিনাশ হইবে ॥ ৪৪

জনার্দ্দন! তাঁহাদের সেই বাক্য আজ যথার্থরূপে উপস্থিত হইয়াছে, কারণ, দুর্য্যোধনের জন্যই বহু সংখ্যক রাজা নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৫

মাধব! আজ আমি রণাঙ্গনে শত্রুগণের সমস্ত যোদ্ধাদিগকে বধ করিব। এই ক্ষত্রিয়গণ শীঘ্র বিনষ্ট হইলে পর যখন সমস্ত শিবির শূন্য হইয়া যাইবে, তখন সেই দুর্য্যোধন নিজের বধের জন্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইবে। মাধব! আমার অনুমান, দুর্য্যোধন নিহত হইলেই এই শত্রুতার অবসান হইবে ॥ ৪৬-৪৭

বৃষ্ণিবংশভূষণ! আমি নিজের বুদ্ধি, বিদুরের বাক্য এবং দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রচেষ্টায় নানারূপ চিন্তা করত এইরূপই হইতেছে দেখিতে পাইতেছি ॥ ৪৮

বীর! মহাবাহো! অতএব আপনি কৌরব-সৈন্যদের দিকে চলুন, যাহাতে আমি তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধন ও তাহার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে পারি ॥ ৪৯

মাধব! আজ আমি দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই এই দুর্বল সৈন্য-বাহিনীকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের কল্যাণ করিব ॥ ৫০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সব্যসাচী অর্জুন এই কথা বলিলে পর অশ্বের লাগাম ধারণ করত দশাহকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয় হইয়া শত্রুদের সেই সৈন্যসাগরে সবলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫১

এই সৈন্য-বন কুন্ত, খড়্গ ও বাণসমূহে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল। শক্তিরূপ কণ্টকসকলে উহা পূর্ণ ছিল। গদা ও পরিঘসমূহ ইহার মার্গস্বরূপ এবং রথ ও হস্তিসকল ইহার মধ্যেস্থিত বড় বড় বৃক্ষ বলিয়া মনে হইতেছিল। অশ্ব ও পদাতি সৈন্যগণ রূপী লতাসমূহে উহা পরিব্যাপ্ত ছিল। মহাযশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চ পতাকাবিশিষ্ট রথের দ্বারা এই সৈন্য-বনে প্রবেশ করত সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ৫৩

রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিচালিত সেই শুভ্র বর্ণের অশ্বগণ যুদ্ধস্থলে অর্জুনকে বহন করিতে করিতে চারিদিকেই দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৫৪

তারপর যেরূপ মেঘ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুতাপন অর্জুন যুদ্ধস্থলে শত শত তীক্ষ্ণধার বাণ বর্ষণ করিতে করিতে রথের দ্বারা অগ্রসর হইলেন। সেই সময় আনতপর্ব্ব যুক্ত বাণসমূহের প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫৫½

সব্যসাচী অর্জুন কর্ত্তৃক রণাঙ্গনে বাণসমূহে আচ্ছাদিত সৈন্যদের কবচের উপর বাণসকল সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। ইহারা আঘাত করত ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫৬½

অসজ্জন্তস্তনুত্রেষু শরৌঘাঃ প্রাপতন্ ভুবি।
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শা গাণ্ডীবপ্রেষিতাঃ শরাঃ॥ ৫৭
নরান্ নাগান্ সমাহত্য হয়াংশ্চাপি বিশাম্পতে।
অপতন্ত রণে বাণাঃ পতঙ্গা ইব ঘোষিণঃ॥ ৫৮
আসীৎ সর্বমবচ্ছন্নং গাণ্ডীবপ্রেষিতৈঃ শরৈঃ।
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সমরে দিশো বা প্রদিশোঽপি বা॥ ৫৯
সর্বমাসীজ্জগৎ পূর্ণং পার্থনামাঙ্কিতৈঃ শরৈঃ।
রুক্মপুঙ্খৈস্তৈলধৌতৈঃ কর্মারপরিমার্জিতৈঃ॥ ৬০
তে দহ্যমানাঃ পার্থেন পাবকেনেব কুঞ্জরাঃ
পার্থং ন প্রজহুর্ঘোরা বধ্যমানাঃ শিতৈঃ শরৈঃ॥ ৬১
শরচাপধরঃ পার্থঃ প্রজ্বলন্নিব ভাস্করঃ।
দদাহ সমরে যোধান্ কক্ষমগ্নিরিব জ্বলন্॥ ৬২
যথা বনান্তে বনপৈর্বিসৃষ্টঃ
কক্ষং দহেৎ কৃষ্ণগতিঃ সুঘোষঃ।
ভূরিদ্রুমং শুষ্কলতাবিতানং
ভৃশং সমৃদ্ধো জ্বলনঃ প্রতাপী॥৬৩
এবং স নারাচগণপ্রতাপী
শরার্চিরুচ্চাবচতিগ্মতেজাঃ।
দদাহ সর্বাং তব পুত্রসেনা—
মমৃষ্যমাণস্তরসা তরস্বী॥ ৬৪
তস্যেষবঃ প্রাণহরাঃ সুমুক্তা
নাসজ্জন্ বৈ বর্মসু রুক্মপুঙ্খাঃ।
ন চ দ্বিতীয়ং প্রমুমোচ বাণং
নরে হয়ে বা পরমদ্বিপে বা॥৬৫
অনেকরূপাকৃতিভির্হি বাণৈ—
র্মহারথানীকমনুপ্রবিশ্য।
স এব একস্তব পুত্রস্য সেনাং
জঘান দৈত্যানিব বজ্রপাণিঃ॥ ৬৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সঙ্কুলযুদ্ধে-
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৪

প্রজানাথ! ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় কঠোর স্পর্শবিশিষ্ট বাণসকল গাণ্ডীব-ধনু হইতে প্রেরিত হইয়া মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণকে সংহার করত পতঙ্গদলের ন্যায় রণাঙ্গনে পতিত হইতে লাগিল॥ ৫৭-৫৮

গাণ্ডীব-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের দ্বারা সেই রণভূমির সমস্ত বস্তু আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। দিক্‌সকল অথবা বিদিক্‌সকলের (কোণসকল) কোন দিক বুঝা যাইতেছিল না॥ ৫৯

অর্জ্জুনের নামাঙ্কিত, তৈলধৌত ও কর্ম্মকারগণের দ্বারা পরিষ্কৃত স্বর্ণময় পক্ষভূষিত বাণসকলের দ্বারা সেখানকার সারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া যাইল॥ ৬০

দাবাগ্নিতে প্রজ্বলিত হস্তিগণের ন্যায় অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ বাণসমূহের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে হইতে সেই ভয়ঙ্কর কৌরব-যোদ্ধারা অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিলেন না॥ ৬১

যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি তৃণাদিনির্ম্মিত কুটীরকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যসদৃশ দেদীপ্যমান ধনুর্বাণধারী অর্জ্জুন সমরাঙ্গণে আপনার যোদ্ধাদিগকে দগ্ধ করিয়া দিলেন॥ ৬২

যেরূপ বনেচরগণ কর্ত্তৃক বনের মধ্যে সংযোজিত অগ্নি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া এবং প্রজ্বলিত ও তীব্র তাপযুক্ত হইয়া তৃণাদিনির্ম্মিত কুটীরাদি, বহু বৃক্ষ ও শুষ্ক লতা বল্লীসকলকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ নারাচসকলের দ্বারা সন্তপ্তকারী বাণরূপী শিখাবলিযুক্ত, বেগবান্, প্রচণ্ড তেজস্বী এবং অমর্ষপূর্ণ অর্জ্জুন সমরাঙ্গণে আপনার পুত্রের সম্পূর্ণ রথ সৈন্যদিগকে অতিদ্রুত ভস্ম করিয়া দিলেন॥ ৬৩-৬৪

এই অর্জ্জুনের উত্তমরূপে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময় পক্ষভূষিত প্রাণান্তকারী বাণসকল কবচের দ্বারা রুদ্ধ হইত না। উহারা কবচকে ভেদ করত দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিল। তিনি মনুষ্য, অশ্ব কিংবা বিশাল দেহ হাতীর উপরও অন্য বাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন না। (একই বাণে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছিল)॥ ৬৫

যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ একমাত্র অর্জ্জুনই বিশাল রথীসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করত অনেক বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া দিলেন॥ ৬৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে তুমুল যুদ্ধবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন ভীমসেনেন চ কৌরবপক্ষাণাং রথসৈন্যানাং গজসৈন্যানাঞ্চ সংহারঃ, অশ্বত্থামপ্রভৃতিভির্দুর্য্যোধনস্যান্বেষণম্, কৌরবসৈন্যানাং পলায়নম, সাত্যকিনা সঞ্জয়স্য বন্ধনঞ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ

পশ্যতাং যতমানানাং শূরাণামনিবর্তিনাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ॥ ১

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শানবিষহ্যান্ মহৌজসঃ।
বিসৃজন্ দৃশ্যতে বাণান্ ধারা মুঞ্চন্নিবাম্বুদঃ॥ ২

তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ বধ্যমানং কিরীটিনা।
সম্প্রদুদ্রাব সংগ্রামাৎ তব পুত্রস্য পশ্যতঃ॥ ৩

পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ পরিত্যজ্য বয়স্যানপি চাপরে।।
হতধুর্য্যা রথাঃ কেচিদ্ধতসূতাস্তথা পরে॥৪

ভগ্নাক্ষ-যুগ-চক্রেষাঃ কেচিদাসন্ বিশাম্পতে।
অন্যেষাং সায়কাঃ ক্ষীণাস্তথান্যে বাণপীড়িতাঃ॥ ৫

অক্ষতা যুগপৎ কেচিৎ প্রাদ্রবন্ ভয়পীড়িতাঃ।
কেচিৎ পুত্রানুপাদায় হতভূয়িষ্ঠবান্ধবাঃ॥ ৬

বিচুক্রুশুঃ পিতৄংস্তত্র সহায়ানপরে পুনঃ
বান্ধবাংশ্চ নরব্যাঘ্র ভ্রাতৄন্ সম্বন্ধিনস্তথা॥ ৭

দুদ্রুবুঃ কেচিদুৎসৃজ্য তত্র তত্র বিশাম্পতে।
বহবোঽত্র ভৃশং বিদ্ধা মুহ্যমানা মহারথাঃ॥ ৮

নিঃশ্বসন্তি স্ম দৃশ্যন্তে পার্থবাণহতা নরাঃ
তানন্যে রথমারোপ্য হ্যাশ্বাস্য চ মুহূর্তকম্॥ ৯

বিশ্রান্তাশ্চ বিতৃষ্ণাশ্চ পুনর্যুদ্ধায় জগ্মিরে।
তানপাস্য গতাঃ কেচিৎ পুনরেব যুযুৎসবঃ॥ ১০

কুর্বন্তস্তব পুত্রস্য শাসনং যুদ্ধদুর্মদাঃ।
পানীয়মপরে পীত্বা পর্য্যাশ্বাস্য চ বাহনম্॥ ১১

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন ও ভীমসেনকর্তৃক কৌরব-পক্ষের রথ সৈন্য ও গজ সৈন্য সংহার, অশ্বত্থামা প্রভৃতির দ্বারা দুর্য্যোধনের অন্বেষণ, কৌরব-সৈন্যদের পলায়ন এবং সাত্যকি কর্তৃক সঞ্জয়ের বন্দী।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যদিও কৌরব-যোদ্ধারা যুদ্ধ হইতে অপরাঙ্মুখ বীর ছিলেন এবং তাঁহারা জয়লাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া যাইতেছিলেন, তথাপি তাঁহাদের সাক্ষাতেই অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা তাঁহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন॥ ১

যেমন মেঘ বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহাকে বাণসমূহ বর্ষণ করিতে দেখা যাইতেছিল। এই সব বাণের স্পর্শ ইন্দ্রের বাণের ন্যায় কঠোর ছিল এবং এই সকল বাণ অসহ্য ও মহাশক্তিশালী ছিল॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! কিরীটধারী অর্জুনের প্রহার প্রাপ্ত হইয়া জীবিত অবশিষ্ট সৈন্যেরা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিলেন॥ ৩

কিছু সৈন্য নিজেদের পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করত এবং অপর কিছু সৈন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইলেন। বহু রথের অশ্বগণ নিহত হইয়াছিল এবং অন্য বহু রথের সারথি বিনষ্ট হইয়াছিল॥ ৪

প্রজানাথ! কত রথের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষাদণ্ডসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বহু যোদ্ধার বাণসকল নষ্ট হইয়াছিল এবং অন্য যোদ্ধাগণ অর্জুনের বাণসমূহে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন॥৫

কিছু যোদ্ধা আহত না হইয়াও ভয়পীড়িত হইয়া একসঙ্গে পলায়ন করিলেন এবং কিছু যোদ্ধা অধিকাংশ বন্ধু-বান্ধব নিহত হওয়ায় পুত্রগণের সহিত পলাইয়া যাইলেন॥ ৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! বহু যোদ্ধা পিতাকে আহ্বান করিতেছিলেন, অন্য বহু যোদ্ধা আবার মিত্রগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। প্রজানাথ! কিছু যোদ্ধা নিজ বন্ধু ও ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সম্বন্ধিগণকে যেখানে সেখানে পরিত্যাগ করত পলাইয়া যাইলেন। বহুসংখ্যক মহারথী বীর অর্জুনের বাণসমূহে অত্যন্ত আহত হইয়া মূর্চ্ছাগত হইলেন॥ ৭ ৮

অর্জুনের বাণসকলে আহত বহু মনুষ্যকে রণভূমিতে পতিত হইয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে দেখা যাইল। তাহাদিগকে অপর যোদ্ধারা নিজেদের রথে আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্তকাল আশ্বাসদানপূর্ব্বক নিজেরাও বিশ্রাম করত পিপাসা নিবারণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য গমন করিতে লাগিলেন॥ ৯½

রণাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধরত বহু যোদ্ধা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সেই সব আহত যোদ্ধাদিগকে সেখানে পরিত্যাগ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের আজ্ঞা পালন পূর্ব্বক পুনরায় যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন॥ ১০½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অপর যোদ্ধারা জলপান করত অশ্বগণকে বিশ্রাম করাইয়া কবচধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। অন্য

বর্ম্মাণি চ সমারোপ্য কেচিদ্ ভরতসত্তম।
সমাশ্বাস্যাপরে ভ্রাতৄন্ নিক্ষিপ্য শিবিরেঽপি চ ॥ ১২
পুত্রানন্যে পিতৄনন্যে পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্।
সজ্জয়িত্বা রথান্ কেচিদ্ যথামুখ্যং বিশাম্পতে ॥ ১৩
আপ্লুত্য পাণ্ডবানীকং পুনর্যুদ্ধমরোচয়ন্।
তে শূরাঃ কিঙ্কিণীজালৈঃ সমাচ্ছন্না বভাসিরে ॥ ১৪
ত্রৈলোক্যবিজয়ে যুক্তা যথা দৈতেয়দানবাঃ।
আগম্য সহসা কেচিদ্ রথৈঃ স্বর্ণবিভূষিতৈঃ ॥ ১৫
পাণ্ডবানামনীকেষু ধৃষ্টদ্যুম্নমযোধয়ন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ॥ ১৬
নাকুলিশ্চ শতানীকো রথানীকমযোধয়ন্।
পাঞ্চাল্যস্তু ততঃ ক্রুদ্ধঃ সৈন্যেন মহতাঽঽবৃতঃ ॥ ১৭
অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তাবকান্ হন্তুমুদ্যতঃ।
ততস্ত্বাপততস্তস্য তব পুত্রো জনাধিপ ॥ ১৮

বহুসংখ্যক সৈন্য আহত নিজ নিজ বন্ধুবর্গকে, পুত্রগণকে এবং পিতৃদিগকে আশ্বাসদান করত তাঁহাদিগকে শিবিরে রাখিয়া আসিলেন। তারপর যুদ্ধে মনস্থির করিলেন ।। ১১-১২ ॥

প্রজানাথ! কিছু যোদ্ধা নিজেদের রথকে যুদ্ধসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন এবং নিজ নিজ প্রাধান্যের জন্য কোন শ্রেষ্ঠ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলেন ।। ১৩ ;

এই সব বীরবর কৌরব-যোদ্ধরা নিজ নিজ রথে স্থাপিত কিঙ্কিণীজালে আচ্ছাদিত হইয়া ত্রিলোক জয়ের জন্য উদ্যত দৈত্য ও দানবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।। ১৪ ;

কিছু লোক স্বর্ণভূষিত রথসমূহের দ্বারা সহসা উপস্থিত হইয়া পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ।। ১৫ ;

পাঞ্চাল-রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথী শিখণ্ডী এবং নকুল-পুত্র শতানীক ইঁহারা সকলে আপনার রথ-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।। ১৬ ;

তদনন্তর আপনার সৈন্যদিগকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়া বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত ধৃষ্টদ্যুম্ন অত্যন্ত ক্রোধ সহকারে আক্রমণ করিলেন ।। ১৭ ;

নরেশ্বর! ভারত! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন

বাণসঙ্ঘাননেকান্ বৈ প্রেষয়ামাস ভারত।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততো রাজংস্তব পুত্রেণ ধন্বিনা ॥ ১৯
নারাচৈরর্দ্ধনারাচৈর্বহুভিঃ ক্ষিপ্রকারিভিঃ।
বৎসদন্তৈশ্চ বাণৈশ্চ কর্ম্মারপরিমার্জিতৈঃ ॥ ২০
অশ্বাংশ্চ চতুরো হত্বা বাহ্বোরুরসি চার্পিতঃ।
সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসস্তোত্ত্রার্দিত ইব দ্বিপঃ ॥ ২১
তস্যাশ্বাংশ্চতুরো বাণৈঃ প্রেষয়ামাস মৃত্যবে।
সারথেশ্চাস্য ভল্লেন শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ২২
ততো দুর্য্যোধনো রাজা পৃষ্ঠমারুহ্য বাজিনঃ।
অপাক্রামদ্ধতরথো নাতিদূরমরিন্দমঃ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা তু হতবিক্রান্তং স্বমনীকং মহাবলঃ।
তব পুত্রো মহারাজ প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ ॥ ২৪
ততো রথেষু ভগ্নেষু ত্রিসাহস্রা মহাদ্বিপাঃ।
পাণ্ডবান্ রথিনঃ সর্বান্ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ২৫

আক্রমণকারী ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর অনেক বাণসমূহ প্রহার করিলেন ১৮ ;

রাজন্! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্র দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক নারাচ, অর্দ্ধনারাচ, শীঘ্রকারী বৎসদন্ত এবং কর্ম্মকারগণের দ্বারা পরি-মার্জ্জিত বাণসকলের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিটি অশ্বকে বিনাশ করত তাঁহার দুই বাহু ও বক্ষে আঘাত করিলেন ॥ ১৯-২০ ;

দুর্য্যোধনের প্রহারে অত্যন্ত আহত মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন অঙ্কুশে পীড়িত হস্তীর ন্যায় কুপিত হইলেন এবং নিজের বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার চারিটি অশ্বকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ও একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১-২২

এইভাবে রথ নষ্ট হইয়া যাইলে শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধন একটি অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত কিছু দূরে চলিয়া যাইলেন ॥ ২৩

মহারাজ! নিজের সৈন্যদের পরাক্রম নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন যেখানে সুবলপুত্র শকুনি আছেন, সেখানে চলিয়া যাইলেন ২৪

রথী-সৈন্যরা ভগ্ন হইয়া যাইলে পর তিন হাজার বিশালকায় গজরাজ সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ২৫

তে বৃতাঃ সমরে পঞ্চ গজানীকেন ভারত ।
অশোভন্ত মহারাজ গ্রহা ব্যাপ্তা ঘনৈরিব ॥ ২৬
ততোঽর্জুনো মহারাজ লব্ধলক্ষ্যো মহাভুজঃ ।
বিনির্যযৌ রথেনৈব শ্বেতাশ্বঃ কৃষ্ণসারথিঃ ॥ ২৭
তৈঃ সমন্তাৎ পরিবৃতাঃ কুঞ্জরৈঃ পর্বতোপমৈঃ ।
নারাচৈর্বিমলৈস্তীক্ষ্ণৈর্গজানীকমযোধয়ৎ ॥ ২৮
তত্রৈকবাণনিহতানপশ্যাম মহাগজান্ ।
পতিতান্ পাত্যমানাংশ্চ নির্ভিন্নান্ সব্যসাচিনা ॥ ২৯
ভীমসেনস্তু তান্ দৃষ্ট্বা নাগান্ মত্তগজোপমঃ ।
করেণাদায় মহতীং গদামভ্যপতদ্ বলী ॥ ৩০
অথাপ্লুত্য রথাৎ তূর্ণং দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহারথম্ ॥ ৩১
বিত্রেসুস্তাবকাঃ সৈন্যাঃ শকৃন্মূত্রে চ সুস্রুবুঃ ।
আবিগ্নঞ্চ বলং সর্বং গদাহস্তে বৃকোদরে ॥ ৩২
গদয়া ভীমসেনেন ভিন্নকুম্ভান্ রজস্বলান্ ।
ধাবমানানপশ্যাম কুঞ্জরান্ পর্বতোপমান্ ॥ ৩৩
প্রাদ্রবন্ কুঞ্জরাস্তে তু ভীমসেনগদাহতাঃ ।
পেতুরার্তস্বরং কৃত্বা ছিন্নপক্ষা ইবাদ্রয়ঃ ॥ ৩৪
প্রভিন্নকুম্ভাংস্তু বহূন্ দ্রবমাণানিতস্ততঃ ।
পতমানাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য বিত্রেসুস্তব সৈনিকাঃ ॥ ৩৫
যুধিষ্ঠিরোঽপি সংক্রুদ্ধো মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ।
গার্ধ্রপত্রৈঃ শিতৈর্বাণৈর্নিন্যুর্বৈ যমসাদনম্ ॥ ৩৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু সমরে পরাজিত্য নরাধিপম্ ।
অপক্রান্তে তব সুতে হয়পৃষ্ঠং সমাশ্রিতে ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা চ পাণ্ডবান্ সর্বান্ কুঞ্জরৈঃ পরিবারিতান্ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারাজ সহসা সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮
পুত্রঃ পাঞ্চালরাজস্য জিঘাংসুঃ কুঞ্জরান্ যযৌ ।
অদৃষ্ট্বা তু রথানীকে দুর্যোধনমরিন্দমম্ ॥ ৩৯
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ।
অপৃচ্ছন্ ক্ষত্রিয়াংস্তত্র ক নু দুর্যোধনো গতঃ ॥ ৪০

হে ভারত! হে মহারাজ! সমরাঙ্গণে গজসৈন্যের দ্বারা পঞ্চ পাণ্ডব মেঘমণ্ডলে আবৃত পঞ্চ গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৬

রাজেন্দ্র! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথি, সেই শ্বেতবাহন মহাবাহু অর্জুন তখন নিজের বাণসমূহের লক্ষ্য পাইয়া রথের দ্বারা অগ্রসর হইলেন ॥ ২৭

তাঁহাকে চারিদিকেই পর্বতাকার হস্তীরা ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তিনি তীক্ষ্ণধার নির্মল নারাচসমূহের দ্বারা সেই গজসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

সেখানে আমরা দেখিলাম যে, সব্যসাচী অর্জুনের একই বাণের আঘাত প্রাপ্ত সেই গজরাজগণ বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল এবং ক্রমশঃ একে একে ধরাশায়ী হইতে লাগিল ॥ ২৯

মদমত্ত হস্তিতুল্য পরাক্রমশালী বলবান্ ভীমসেন সেই গজরাজগণকে আসিতে দেখিয়া অতিদ্রুত রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত হাতে বিশাল গদাধারণ পূর্ব্বক দণ্ডধারী যমরাজের ন্যায় তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩০;

পাণ্ডব-মহারথী ভীমসেনকে গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং মল-মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

ভীমসেন হস্তে গদাধারণ করিতেই সমস্ত কৌরব-সৈন্যরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন আমরা দেখিলাম, ভীমসেনের গদার আঘাতে সেই ধূলিধূসরিত পর্ব্বতাকার হস্তীদিগের কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইল এবং তাহারা এদিক ওদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৩২-৩৩

ভীমসেনের গদার আঘাতে আহত সেই হাতীরা পলায়ন করিল এবং আর্তনাদ করিতে করিতে পক্ষচ্ছিন্ন পর্বতসমূহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৪

কুম্ভস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এদিক ওদিক পলায়নরত এবং পতিত বহুসংখ্যক হাতীকে দেখিয়া আপনার সৈন্যরা ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃধ্রপক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা সেই হস্তীদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬

অন্যদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরাঙ্গণে রাজা দুর্যোধনকে পরাজিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! যখন আপনার পুত্র দুর্যোধন অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করত পলাইয়া যাইলেন, তখন সমস্ত পাণ্ডবগণকে গজসৈন্যে পরিবৃত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা তাহাদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৭-৩৮

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এই সময় সেই হস্তীদিগকে বধ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন। অন্যদিকে রথ-সৈন্যদের মধ্যে শত্রুদমন দুর্যোধনকে না দেখিয়া অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং সাত্বত-বংশোদ্ভব কৃতবর্মা সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন রাজা দুর্যোধন কোথায় গিয়াছেন? ৩৯-৪০

তেঽপশ্যমানা রাজানং বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে।
মন্বানা নিহতং তত্র তব পুত্রং মহারথাঃ ॥ ৪১
বিবর্ণবদনা ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছন্ত তে সুতম্।
আহুঃ কেচিদ্ধতে সূতে প্রযাতো যত্র সৌবলঃ ॥ ৪২
হিত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম্।
অপরে ত্বব্রুবংস্তত্র ক্ষত্রিয়া ভৃশবিক্ষতাঃ ॥ ৪৩
দুর্য্যোধনেন কিং কার্য্যং দ্রক্ষ্যধ্বং যদি জীবতি।
যুধ্যধ্বং সহিতাঃ সর্বে কিং বো রাজা করিষ্যতি ॥ ৪৪
তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষতৈর্গাত্রৈর্হতভূয়িষ্ঠবাহনাঃ
শরৈঃ সম্পীড্যমানাস্তু নাতিব্যক্তমথাব্রুবন্ ॥ ৪৫
ইদং সর্বং বলং হন্মো যেন স্ম পরিবারিতাঃ।
এতে সর্বে গজান্ হত্বা উপযান্তি স্ম পাণ্ডবাঃ ॥ ৪৬
শ্রুত্বা তু বচনং তেষামশ্বত্থামা মহাবলঃ।
ভিত্ত্বা পাঞ্চালরাজস্য তদনীকং দুরুৎসহম্ ॥ ৪৭

কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ প্রযযৌ যত্র সৌবলঃ।
রথানীকং পরিত্যজ্য শূরাঃ সুদৃঢ়ধন্বিনঃ ॥ ৪৮
ততস্তেষু প্রযাতেষু ধৃষ্টদ্যুম্নপুরস্কৃতাঃ।
আযযুঃ পাণ্ডবা রাজন্ বিনিঘ্নন্তঃ স্ম তাবকম্ ॥ ৪৯
দৃষ্ট্বা তু তানাপততঃ সম্প্রহৃষ্টান্ মহারথান্।
পরাক্রান্তাংস্ততো বীরা নিরাশা জীবিতে তদা ॥ ৫০
বিবর্ণমুখভূয়িষ্ঠমভবৎ তাবকং বলম্।
পরিক্ষীণায়ুধান্ দৃষ্ট্বা তানহং পরিবারিতান্ ॥ ৫১
রাজন্ বলেন দ্ব্যঙ্গেন ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ।
আত্মনা পঞ্চমোঽযুধ্যং পাঞ্চালস্য বলেন হ ॥ ৫২
তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থায় যত্র শারদ্বতঃ স্থিতঃ।
সম্প্রযুক্তা বয়ং পঞ্চ কিরীটিশরপীড়িতাঃ ॥ ৫৩
ধৃষ্টদ্যুম্নং মহারৌদ্রং তত্র নোঽভূদ্ রণো মহান্।
জিতাস্তেন বয়ং সর্বে ব্যপয়াম রণাৎ ততঃ ॥ ৫৪

বর্ত্তমান লোকক্ষয়কর যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া এই মহারথিগণ আপনার পুত্র নিহত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন এবং বিবর্ণবদনে সকলকে আপনার পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

কিছু লোক বলিলেন--সারথি নিহত হওয়ায় পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই দুঃসহ সৈন্য পরিত্যাগ করত রাজা দুর্য্যোধন যেখানে সুবলপুত্র শকুনি আছেন সেখানে গিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

অপর অত্যন্ত আহত ক্ষত্রিয়গণ সেখানে এই কথা বলিলেন -- আরে! দুর্য্যোধনের দ্বারা এখন কি হইবে? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে পরে তোমরা সকলে দেখিতে পাইবে। এই সময় সকলে একত্র যুদ্ধ কর। রাজা দুর্য্যোধন তোমাদের কি সাহায্য করিবেন? ৪৩-৪৪

তখন সেখানে যে সমস্ত ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। তাঁহারা বাণসমূহে পীড়িত হইয়া তখন অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন, আমরা যে সব সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়াছি, তাহাদের বিনাশ করিব। এই সমস্ত পাণ্ডবগণ গজ-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া আমাদের নিকটে চলিয়া আসিতেছেন ॥ ৪৫-৪৬

ইঁহাদের কথা শ্রবণ করত মহাবল অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা—এই সব দৃঢ়ধনুর্দ্ধর বীরগণ পাঞ্চালরাজের সেই দুঃসহ সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া রথ সৈন্যদিগকে পরিত্যাগ করত যেখানে শকুনি আছেন, সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্! ইঁহারা চলিয়া যাইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-যোদ্ধারা আপনার সেই রথসৈন্যদিগকে সংহার করিতে করিতে আগমন করিলেন ॥ ৪৯

অতিশয় হৃষ্ট সেই মহারথী পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া আপনার পরাক্রমশালী বীর সৈন্যগণ নিজেদের জীবন-বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িলেন ॥ ৫০

তখন আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ যোদ্ধারই মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের সকলেরই অস্ত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং পাণ্ডব যোদ্ধাদের দ্বারা ইঁহারা চারিদিকে পরিবৃত হইয়া পড়িলেন। রাজন্! তাঁহাদের সকলের এরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি জীবনের মোহ পরিত্যাগ করত অন্য চার মহারথীর সহিত এবং হস্তী ও অশ্ব এই দুই অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলাম ॥ ৫১-৫২

যেখানে কৃপাচার্য্য ছিলেন আমি সেস্থানে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম; কিন্তু কিরীটধারী অর্জ্জুনের বাণসমূহের দ্বারা পীড়িত হইয়া আমরা পাঁচজনে সেস্থান হইতে পলায়ন করত মহাভয়ঙ্কর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি আমাদের সকলকেই

অথাপশ্যং সাত্যকিং তমুপায়ান্তং মহারথম্।
রথৈশ্চতুঃশতৈর্বীরো মামভ্যদ্রবদাহবে ॥ ৫৫
ধৃষ্টদ্যুম্নাদহং মুক্তঃ কথঞ্চিচ্ছ্রান্তবাহনাৎ।
পতিতো মাধবানীকং দুষ্কৃতী নরকং যথা ॥ ৫৬
তত্র যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং মুহূর্তমতিদারুণম্।
সাত্যকিস্তু মহাবাহুর্মম হত্বা পরিচ্ছদম্ ॥ ৫৭
জীবগ্রাহমগৃহ্ণান্মাং মূর্চ্ছিতং পতিতং ভুবি।
ততো মুহূর্তাদিব তদ্ গজানীকমবধ্যত ॥ ৫৮
গদয়া ভীমসেনেন তদ্ নারাচৈরর্জুনেন চ।
অভিপিষ্টৈর্মহানাগৈঃ সমন্তাৎ পর্বতোপমৈঃ ॥ ৫৯
নাতিপ্রসিদ্ধেব গতিঃ পাণ্ডবানামজায়ত।
রথমার্গং ততশ্চক্রে ভীমসেনো মহাবলঃ ॥ ৬০
পাণ্ডবানাং মহারাজ ব্যপাকর্ষন্মহাগজান্।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৬১
অপশ্যন্তো রথানীকে দুর্য্যোধনমরিন্দমম্।
রাজানং মৃগয়ামাসুস্তব পুত্রং মহারথম্ ॥ ৬২
পরিত্যজ্য চ পাঞ্চাল্যং প্রযাতা যত্র সৌবলঃ।
রাজ্ঞোঽদর্শনসংবিগ্না বর্ত্তমানে জনক্ষয়ে ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি দুর্য্যোধনাপযানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

পরাজিত করিলেন। তখন আমরা সেস্থান হইতেও পলায়ন করিলাম ॥ ৫৩-৫৪

এই সময়ে আমি মহারথী সাত্যকিকে আমার নিকট আসিতে দেখিলাম। বীর সাত্যকি যুদ্ধস্থলে চারিশত রথী যোদ্ধার সহিত আমার দিকে ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ৫৫

ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহনগণ শ্রান্ত হইয়া পড়ায় আমি কোনরূপে তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করত সাত্যকির সৈন্যমধ্যে সেই ভাবে পতিত হইলাম, যেরূপ কোন পাপী নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৫৬

সেখানে মুহূর্ত্তকাল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবাহু সাত্যকি আমার সমস্ত যুদ্ধ-সামগ্রী নষ্ট করিয়া দিলেন এবং যখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম, তখন আমাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিলেন ॥ ৫৭;

তারপর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই ভীমসেন গদার আঘাতে এবং অর্জুন নারাচসকলের দ্বারা সেই গজসৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৮;

চারিদিকেই পর্ব্বতাকার বিশালকায় হাতীরা পতিত ছিল, যাহারা ভীমসেন ও অর্জুনের আঘাতে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের জন্য পাণ্ডবদের অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠিল ॥ ৫৯;

মহারাজ! তখন মহাবল ভীমসেন বড় বড় হাতীদিগকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন এবং পাণ্ডবদের জন্য রথের মার্গ প্রস্তুত করিলেন ॥ ৬০

অন্যদিকে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা ইঁহারা রথসৈন্যদের মধ্যে আপনার মহারথী পুত্র শত্রুদমন রাজা দুর্য্যোধনকে না দেখিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ৬২

তাঁহারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ না করিয়া যেখানে শকুনি ছিলেন, সেস্থানে গমন করিলেন। বর্ত্তমান লোকক্ষয়কর যুদ্ধস্থলে রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাওয়ায় তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে দুর্য্যোধনের পলায়নবিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেনেন ধৃতরাষ্ট্রস্য একাদশপুত্রাণাং বধঃ, চতুরঙ্গিণীসৈন্যবিনাশশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

গজানীকে হতে তস্মিন্ পাণ্ডুপুত্রেণ ভারত ।
বধ্যমানে বলে চৈব ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১
চরন্তঞ্চ তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনমরিন্দমম্ ।
দণ্ডহস্তং যথা ক্রুদ্ধমন্তকং প্রাণহারিণম্ ॥ ২
সমেত্য সমরে রাজন্ হতশেষাঃ সুতাস্তব ।
অদৃশ্যমানে কৌরব্যে পুত্রে দুর্য্যোধনে তব ॥৩
সোদর্য্যাঃ সহিতা ভূত্বা ভীমসেনমুপাদ্রবন্ ।
দুর্মর্ষণঃ শ্রুতান্তশ্চ জৈত্রো ভূরিবলো রবিঃ ॥ ৪
জয়ৎসেনঃ সুজাতশ্চ তথা দুর্বিষহোঽরিহা ।
দুর্বিমোচননামা চ দুষ্প্রধর্ষস্তথৈব চ ॥ ৫
শ্রুতর্বা চ মহাবাহুঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ
ইত্যেতে সহিতা ভূত্বা তব পুত্রাঃ সমন্ততঃ ॥
ভীমসেনমভিক্রম্য রুরুধুঃ সর্বতো দিশম্ ।
ততো ভীমো মহারাজ স্বরথং পুনরাস্থিতঃ ॥ ৭
মুমোচ নিশিতান্ বাণান্ পুত্রাণাং তব মর্মসু ।
তে কীর্য্যমাণা ভীমেন পুত্রাস্তব মহারণে ॥৮
ভীমসেনমপাকর্ষন্ প্রবণাদিব কুঞ্জরম্ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ শিরো দুর্মর্ষণস্য হ ॥ ৯
ক্ষুরপ্রেণ প্রমথ্যাশু পাতয়ামাস ভূতলে ।
ততোঽপরেণ ভল্লেন সর্বাবরণভেদিনা ॥ ১০
শ্রুতান্তমবধীদ্ ভীমস্তব পুত্রং মহারথঃ ।
জয়ৎসেনং ততো বিদ্ধ্বা নারাচেন হসন্নিব ॥ ১১
পাতয়ামাস কৌরব্যং রথোপস্থাদরিন্দমঃ ।
স পপাত রথাদ্ রাজন্ ভূমৌ তূর্ণং মমার চ ॥ ১২
শ্রুতর্বা তু ততো ভীমং ক্রুদ্ধো বিব্যাধ মারিষ ।
শতেন গৃধ্রবাজানাং শরাণাং নতপর্বণাম্ ॥ ১৩
ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমো জৈত্রং ভূরিবলং রবিম্ ।
ত্রীনেতাংস্ত্রিভিরানর্চ্ছদ্ বিষাগ্নিপ্রতিমৈঃ শরৈঃ ॥ ১৪

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

[ভীমসেন কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের একাদশ পুত্র বধ এবং চতুরঙ্গিণী সৈন্য বিনাশ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! ভারত ! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন কর্তৃক আপনার গজ-সৈন্য এবং অন্য সৈন্যগণও নষ্ট হইয়া যাইলে, যখন আপনার কুরুবংশধর দুর্য্যোধনকে কোথাও দেখা যাইল না, তখন হতাবশিষ্ট আপনার সকল পুত্রই একসঙ্গে মিলিত হইয়া সমরাঙ্গণে দণ্ডধর ও প্রাণান্তকারী যমরাজের ন্যায় কুপিত শত্রুদমন ভীমসেনকে সে স্থলে বিচরণ করিতে দর্শন করত একসঙ্গে সকল সহোদর ভ্রাতাই তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ১-৩½

দুর্মর্ষণ, শ্রুতান্ত (চিত্রাঙ্গ), জৈত্র, ভূরিবল (ভীমবল), রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্বিষহ (দুর্বিগাহ), শত্রুনাশক দুর্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ (দুষ্প্রধর্ষণ) এবং মহাবাহু শ্রুতবর্ম্মা—এই সব আপনার যুদ্ধবিশারদ পুত্র একসঙ্গে মিলিত হইয়া চারিদিক্ দিয়া ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাঁহার চারিদিক রুদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৬½

মহারাজ ! তখন ভীমসেন পুনরায় নিজের রথের উপর আরোহণ করত আপনার পুত্রগণের মর্ম্মস্থানসমূহে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭½

সেই মহাসমরে যখন ভীমসেন আপনার পুত্রগণের উপর বাণসকলের প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহারা ভীমসেনকে সেইভাবে দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ লইয়া যাইলেন, যেরূপ কোন ব্যাধ নিম্ন স্থান হইতে হাতীকে আকর্ষণ করিতে থাকে ॥৮½

তখন রণাঙ্গনে ক্রুদ্ধ ভীমসেন একটি ক্ষুরপ্রবাণে দুর্মর্ষণের মস্তক অতিক্রুত ছেদন করত ভূতলে পাতিত করিলেন ॥ ৯

তাহার পর সমস্ত আবরণ ভেদকারী অপর একটি ভল্লের দ্বারা মহারথী ভীমসেন আপনার পুত্র শ্রুতান্তকে বিনাশ করিলেন ॥ ১০½

তারপর হাস্য করিতে করিতে সেই শত্রুদমন বীর ভীমসেন কুরুবংশজাত জয়ৎসেনকে একটি নারাচের দ্বারা রথের আসন হইতে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন ॥ ১১½

রাজন্ ! জয়ৎসেন রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন এবং সত্বর মৃত্যুবরণ করিলেন। মান্যবর নরেশ ! তদনন্তর ক্রুদ্ধ শ্রুতর্বা গৃধ্র পক্ষ ও আনতপর্ব্বযুক্ত শত সংখ্যক বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১২-১৩

ইহা দেখিয়া ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রণাঙ্গনে

তে হতা ন্যপতন্ ভূমৌ স্যন্দনেভ্যো মহারথাঃ ।
বসন্তে পুষ্পশবলা নিকৃত্তা ইব কিংশুকাঃ ॥ ১৫
ততোঽপরেণ ভল্লেন তীক্ষ্ণেন চ পরন্তপঃ ।
দুর্বিমোচনমাহত্য প্রেষয়ামাস মৃত্যবে ॥ ১৬
স হতঃ প্রাপতদ্ ভূমৌ স্বরথাদ্ রথিনাং বরঃ ।
গিরেস্তু কূটজো ভগ্নো মারুতেনেব পাদপঃ ॥ ১৭
দুষ্প্রধর্ষং ততশ্চৈব সুজাতঞ্চ সুতং তব ।
একৈকং ন্যহনৎ সংখ্যে দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চমূমুখে ॥ ১৮
তৌ শিলীমুখবিদ্ধাঙ্গৌ পেততূ রথসত্তমৌ ।
ততঃ পতন্তং সমরে অভিবীক্ষ্য সুতং তব ॥ ১৯
ভল্লেন পাতয়ামাস ভীমো দুর্বিষহং রণে ।
স পপাত হতো বাহাৎ পশ্যতাং সর্বধন্বিনাম্ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা তু নিহতান্ ভ্রাতৄন্ বহূনেকেন সংযুগে ।
অমর্ষবশমাপন্নঃ শ্রুতর্বা ভীমমভ্যয়াৎ ॥ ২১
বিক্ষিপন্ সুমহচ্চাপং কার্তস্বরবিভূষিতম্ ।
বিসৃজন্ সায়কাংশ্চৈব বিষাগ্নিপ্রতিমান্ বহূন্ ॥ ২২
স তু রাজন্ ধনুশ্ছিত্ত্বা পাণ্ডবস্য মহামৃধে ।
অথৈনং ছিন্নধন্বানং বিংশত্যা সমবাকিরৎ ॥ ২৩
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় ভীমসেনো মহাবলঃ ।
অবাকিরৎ তব সুতং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ২৪
মহদাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং চিত্ররূপং ভয়ানকম্ ।
যাদৃশং সমরে পূর্বং জম্ভ-বাসবয়োর্মৃধে ॥ ২৫
তয়োস্তত্র শিতৈর্মুক্তৈর্যমদণ্ডনিভৈঃ শরৈঃ ।
সমাচ্ছন্না ধরা সর্বা খং দিশো বিদিশস্তথা ॥ ২৬
ততঃ শ্রুতর্বা সংক্রুদ্ধো ধনুরাদায় সায়কৈঃ ।
ভীমসেনং রণে রাজন্ বাহ্বোরুরসি চার্পয়ৎ ॥ ২৭
সোঽতিবিদ্ধো মহারাজ তব পুত্রেণ ধন্বিনা ।
ভীমঃ সঞ্চুক্ষুভে ক্রুদ্ধঃ পর্বণীব মহোদধিঃ ॥ ২৮

বিষ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর তিনটি বাণের দ্বারা চৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিনজনকে প্রহার করিলেন ॥ ১৪

এই তিনটি বাণে নিহত সেই তিন মহারথী বীর বসন্তঋতুতে ছিন্ন পলাশ-বৃক্ষের ন্যায় রথসমূহ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৫

ইহার পর শত্রুতাপন ভীমসেন অপর একটি তীক্ষ্ণধার ভল্লের দ্বারা দুর্বিমোচনকে প্রহার করত মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৬

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্বিমোচন সেই ভল্লের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া নিজ রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল পর্ব্বতের শিখরে উৎপন্ন বৃক্ষ বায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে ॥ ১৭

তদনন্তর ভীমসেন আপনার পুত্র দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে রণাঙ্গনে সৈন্যদের সম্মুখে দুইটি দুইটি বাণে সংহার করিলেন ॥১৮

এই দুই মহারথী বীর বাণসমূহে সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ হওয়ায় রণাঙ্গনে পতিত হইলেন। তাহার পর আপনার পুত্র দুর্বিষহকে সংগ্রামে আক্রমণ করিতে দেখিয়া ভীমসেন একটি ভল্লের দ্বারা তাঁহাকে পাতিত করিলেন। এই ভল্লের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দুর্বিষহ সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের সাক্ষাতেই রথ হইতে পতিত হইলেন ॥ ১৯-২০

যুদ্ধস্থলে একাকী ভীমসেনের দ্বারা নিজের বহুসংখ্যক ভ্রাতাকে নিহত হইতে দেখিয়া অমর্ষের বশীভূত শ্রুতর্ব্বা ভীমসেনের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২১

তিনি নিজের সুবর্ণভূষিত বিশাল ধনু আকর্ষণ করত তাহার দ্বারা বিষ ও অগ্নিসদৃশ ভয়ঙ্কর বহুসংখ্যক বাণবর্ষণ করিতে থাকিলেন ॥ ২২

রাজন্! তিনি সেই মহাসমরে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের ধনু ছেদন করত ছিন্ন ধনুযুক্ত ভীমসেনকে বিশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৩

তখন মহাবল ভীমসেন অপর একটি ধনু গ্রহণ করত আপনার পুত্রের উপর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন--দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ২৪

সেই সময় ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিচিত্র, ভয়ানক ও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পূর্ব্বকালে রণাঙ্গনে জম্ভ ও ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ এই দুইজনের মধ্যেও যুদ্ধ চলিল ॥ ২৫

ইঁহাদের উভয়ের দ্বারা নিক্ষিপ্ত যমদণ্ড-সদৃশ তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে সমগ্র পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌সকল এবং বিদিক্‌সমূহ আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ২৬

তদনন্তর ক্রুদ্ধ শ্রুতর্ব্বা ধনু গ্রহণ করত স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহে রণাঙ্গনে ভীমসেনের দুই বাহু এবং বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ২৭

মহারাজ! আপনার ধনুর্দ্ধর পুত্রের দ্বারা আত্যন্ত আহত হইয়া পড়িলে ভীমসেনের অতিশয় ক্রোধ হইল এবং তিনি পূর্ণিমার দিনে উচ্ছ্বাসপূর্ণ মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ২৮

ততো ভীমো রুষাবিষ্টঃ পুত্রস্ত তব মারিষ।
সারথিং চতুরশ্চাশ্বান্ শরৈর্নিন্যে যমক্ষয়ম্ ॥ ২৯

বিরথং তং সমালক্ষ্য বিশিখৈর্লোমবাহিভিঃ।
অবাকিরদমেয়াত্মা দর্শয়ন্ পাণিলাঘবম্ ॥ ৩০

শ্রুতর্বা বিরথো রাজন্নাদদে খড়্গচর্ম্মণী।
অথাস্যাদদতঃ খড়্গং শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ ॥ ৩১

ক্ষুরপ্রেণ শিরঃ কায়াৎ পাতয়ামাস পাণ্ডবঃ।
ছিন্নোত্তমাঙ্গস্য ততঃ ক্ষুরপ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৩২

পপাত কায়ঃ স রথাদ্ বসুধামনুনাদয়ন্।
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে তাবকা ভয়মোহিতাঃ ॥ ৩৩

অভ্যদ্রবন্ত সংগ্রামে ভীমসেনং যুযুৎসবঃ।
তানাপতত এবাশু হতশেষাদ্ বলার্ণবাৎ ॥ ৩৪

দংশিতান্ প্রতিজগ্রাহ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
তে তু তং বৈ সমাসাদ্য পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৫

ততস্তু সংবৃতো ভীমস্তাবকান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
পীড়য়ামাস তান্ সর্ব্বান্ সহস্রাক্ষ ইবাসুরান্ ॥ ৩৬

ততঃ পঞ্চশতান্ হত্বা সবরূথান্ মহারথান্
জঘান কুঞ্জরানীকং পুনঃ সপ্তশতং যুধি ॥ ৩৭

হত্বা শতসহস্রাণি পত্তীনাং পরমেষুভিঃ।
বাজিনাঞ্চ শতান্যষ্টৌ পাণ্ডবঃ স্ম বিরাজতে ॥ ৩৮

ভীমসেনস্তু কৌন্তেয়ো হত্বা যুদ্ধে সুতাংস্তব।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং সফলং জন্ম চ প্রভো ॥ ৩৯

তং তথা যুধ্যমানঞ্চ বিনিঘ্নন্তঞ্চ তাবকান্।
ঈক্ষিতুং নোৎসহন্তে স্ম তব সৈন্যা নরাধিপ ॥ ৪০

বিদ্রাব্য চ কুরূন্ সর্ব্বাংস্তাংশ্চ হত্বা পদানুগান্।
দোর্ভ্যাং শব্দং ততশ্চক্রে ত্রাসয়ানো মহাদ্বিপান্ ॥ ৪১

আর্য্য! তাহার পর রোষাবিষ্ট ভীমসেন নিজের বাণসমূহের দ্বারা আপনার পুত্রের সারথি ও অশ্বগণকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৯

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন ভীমসেন শ্রুতর্ব্বাকে রথহীন হইতে দেখিয়া নিজের হস্তনৈপুণ্য দেখাইতে দেখাইতে তাঁহার উপর পক্ষি-পক্ষযুক্ত হইয়া উড্ডীয়মান বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

রাজন্! রথহীন শ্রুতর্ব্বা নিজ হস্তে ঢাল ও তরবারি গ্রহণ করিলেন। তিনি শতচন্দ্রাকার চিহ্নযুক্ত ঢাল এবং নিজ প্রভায় দেদীপ্যমান তরবারি গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছিলেন, এই অবস্থায় পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন একটি ক্ষুরপ্রবাণের দ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৩১½

মহাত্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক ক্ষুরপ্রবাণে মস্তক ছিন্ন হইলে পর তাঁহার দেহ পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল। ৩২½

এই বীর শ্রুতর্ব্বা নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছায় ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৩৩½

হতাবশিষ্ট সৈন্য-সাগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুত নিজের উপর আক্রমণকারী সেই কবচধারী যোদ্ধাদিগকে প্রতাপশালী ভীমসেন নিবারণ করিলেন। ৩৪½

এই যোদ্ধারা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চারিদিকে পরিবৃত করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন যেরূপ সহস্রলোচন ইন্দ্র অসুরদিগকে পীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সব সৈন্যে পরিবৃত ভীমসেন তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আপনার সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

তদনন্তর ভীমসেন আবরণ সহ পাঁচ শত বিশাল রথকে সংহার করত যুদ্ধে শত শত হস্তীকে পুনরায় ভূপাতিত করিলেন ॥ ৩৭

তারপর উত্তম বাণসমূহের দ্বারা এক লক্ষ পদাতি ও আরোহী যোদ্ধা সহ আট শত অশ্বকে বধ করিয়া রণাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

প্রভো! এইরূপ কুন্তীপুত্র ভীমসেন যুদ্ধে আপনার পুত্র-দিগকে বিনাশ করিয়া নিজেকে নিজেই কৃতার্থ ও স্বীয় জন্মকে সফল মনে করিলেন ॥ ৩৯

হে নরেশ্বর! এই ভাবে যুদ্ধ ও আপনার পুত্রগণকে বিনাশ করিতে করিতে রণাঙ্গনে অবস্থিত ভীমসেনকে আপনার সৈন্যরা দেখিতেও সাহস পাইলেন না ॥ ৪০

সমস্ত কৌরবগণকে বিতাড়িত করিয়া এবং অনুগামী সৈন্য-দিগকে সংহার করত ভীমসেন বড় বড় হস্তিসকলকে ভীত করিতে করিতে নিজের দুই বাহুর দ্বারা আস্ফালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১

হতভূয়িষ্ঠযোধা তু তব সেনা বিশাম্পতে।
বিবিক্তৈষা মহারাজ কৃপণং সমপদ্যত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি একাদশধার্ত্তরাষ্ট্রবধে
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

প্রজানাথ! মহারাজ! আপনার সৈন্যদের অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিলেন এবং আর অল্প সৈন্যই তখন অবশিষ্ট ছিলেন; এই কারণে সেই সৈন্যরা অতিশয় দীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণার্জুনয়োঃ কথপকথনম্, অর্জুনেন সত্যকর্ম্মণঃ সত্যেষোঃ পঞ্চচত্বারিংশৎপুত্রৈঃ সেনয়া চ সুশর্ম্মণশ্চ বধঃ, ভীমকর্তৃকো ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-সুদর্শনস্য বিনাশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

দুর্য্যোধনো মহারাজ সুদর্শনশ্চাপি তে সুতঃ।
হতশেষৌ তদা সংখ্যে বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতৌ ॥ ১
ততো দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২
শত্রবো হতভূয়িষ্ঠা জ্ঞাতয়ঃ পরিপালিতাঃ।
গৃহীত্বা সঞ্জয়ং চাসৌ নিবৃত্তঃ শিনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩
পরিশ্রান্তশ্চ নকুলঃ সহদেবশ্চ ভারত।
যোধয়িত্বা রণে পাপান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সহানুগান্ ॥ ৪
দুর্য্যোধনমভিত্যজ্য ত্রয় এতে ব্যবস্থিতাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্ম্মা চ দ্রৌণিশ্চৈব মহারথঃ ॥ ৫
অসৌ তিষ্ঠতি পাঞ্চাল্যঃ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ।
দুর্য্যোধনবলং হত্বা সহ সর্ব্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ॥ ৬
অসৌ দুর্য্যোধনঃ পার্থ বাজিমধ্যে ব্যবস্থিতঃ
ছত্রেণ ধ্রিয়মাণেন প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭
প্রতিব্যূহ্য বলং সর্ব্বং রণমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
এনং হত্বা শিতৈর্বাণৈঃ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ৮
গজানীকং হতং দৃষ্ট্বা ত্বাঞ্চ প্রাপ্তমরিন্দম।
যাবন্ন বিদ্রবন্ত্যেতে তাবজ্জহি সুযোধনম্ ॥ ৯
যাতু কশ্চিত্তু পাঞ্চাল্যং ক্ষিপ্রমাগম্যতামিতি।
পরিশ্রান্তবলস্তাত নৈষ মুচ্যেত কিল্বিষী ॥ ১০

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথন, অর্জ্জুন কর্তৃক সত্যকর্ম্মা সত্যেষু এবং পঁয়তাল্লিশ জন পুত্র ও সৈন্য সহ সুশর্ম্মার বিনাশ এবং ভীমসেনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সুদর্শনের বধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও সুদর্শন এই দুই জনই জীবিত ছিলেন। উভয়েই অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১

তদনন্তর দুর্য্যোধনকে অশ্বারোহী যোদ্ধাদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়া দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

ভরতনন্দন! শত্রুদের অধিকাংশ যোদ্ধাই নিহত হইয়াছে এবং নিজেদের জ্ঞাতিবর্গ রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে দেখ, ঐ শিনিপ্রবর সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দী করিয়া তাহার সহিত ফিরিয়া আসিতেছে। রণাঙ্গনে সেবকগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দুই ভ্রাতা নকুল-সহদেব পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩-৪

অন্যদিকে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথী অশ্বত্থামা—এই তিনজন যুদ্ধস্থলে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র কোথাও অবস্থান করিতেছে ॥ ৫

সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে সংহার করত পাঞ্চাল-রাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজের উত্তম কান্তিতে সুশোভিত হইয়াছে ॥ ৬

পার্থ! এই দেখ রাজা দুর্য্যোধন ছত্র ধারণ করত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বারংবার এই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ॥ ৭

সে নিজের সমস্ত সৈন্যদের ব্যূহ বদ্ধ করত যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বিনাশ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে ॥ ৮

শত্রুদমন! গজসেনার বধ ও তোমার আগমন ইহা দেখিয়া কৌরব যোদ্ধারা যতক্ষণ না পলাইয়া যায়, তাহারই মধ্যে তুমি দুর্য্যোধনকে বধ কর ॥ ৯

তোমার সৈন্যদলের যে কেহ একজন পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন করুক এবং তাহাকে বলুক যে, আপনি শীঘ্র চলুন।

হত্বা তব বলং সর্বং সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
জিতান্ পাণ্ডুসুতান্ মত্বা রূপং ধারয়তে মহৎ ॥ ১১
নিহতং স্ববলং দৃষ্ট্বা পীড়িতং চাপি পাণ্ডবৈঃ।
ধ্রুবমেষ্যতি সংগ্রামে বধায়ৈবাত্মনো নৃপঃ ॥ ১২
এবমুক্তঃ ফাল্গুনস্তু কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতাঃ সর্বে হতা ভীমেন মাধব॥ ১৩
যাবেতাবাস্থিতৌ কৃষ্ণ তাবস্তু ন ভবিষ্যতঃ।
হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণঃ কর্ণো বৈকর্ত্তনো হতঃ ॥ ১৪
মদ্ররাজো হতঃ শল্যো হতঃ কৃষ্ণ জয়দ্রথঃ।
হয়াঃ পঞ্চশতাঃ শিষ্টাঃ শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥ ১৫
রথানাং তু শতে শিষ্টে দ্বে এব তু জনার্দন।
দন্তিনাঞ্চ শতং সাগ্রং ত্রিসাহস্রাঃ পদাতয়ঃ ॥ ১৬
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব ত্রিগর্তাধিপতিস্তথা।
উলূকঃ শকুনিশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥১৭
এতদ্ বলমভূচ্ছেষং ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব।
মোক্ষো ন নূনং কালাৎ তু বিদ্যতে ভুবি কস্যচিৎ ॥১৮
তথা বিনিহতে সৈন্যে পশ্য দুর্যোধনং স্থিতম্।
অদ্যাহ্না হি মহারাজো হতামিত্রো ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ন হি মে মোক্ষ্যতে কশ্চিৎ পরেষামিহ চিন্তয়ে।
যে ত্বদ্য সমরং কৃষ্ণ ন হাস্যন্তি মদোৎকটাঃ ॥ ২০
তাং বৈ সর্বান্ হনিষ্যামি যদ্যপি স্যুর্ন মানুষাঃ
অদ্য যুদ্ধে সুসংক্রুদ্ধো দীর্ঘং রাজ্ঞা প্রজাগরম্ ॥ ২১
অপনেষ্যামি গান্ধারং ঘাতয়িত্বা শিতৈঃ শরৈঃ।
নিকৃত্যা বৈ দুরাচারো যানি রত্নানি সৌবলঃ ॥ ২২
সভায়ামহরদ্ দ্যূতে পুনস্তান্যাহরাম্যহম্।
অদ্য তা অপি রোৎস্যন্তি সর্বা নাগপুরে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩

তাত! এই পাপাত্মা দুর্য্যোধন এখন আর জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবে না, কারণ, ইহার সমস্ত সৈন্য পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১০

দুর্য্যোধন মনে করিতেছে যে, এই যুদ্ধে তোমার সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে। এই কারণে সে অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করিয়াছে ॥ ১১

কিন্তু নিজের সৈন্যদের পাণ্ডবগণের দ্বারা পীড়িত ও নিহত হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই নিজের বিনাশের জন্য যুদ্ধভূমিতে পদার্পণ করিবে ॥ ১২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুন তাঁহাকে বলিলেন,— মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সকল পুত্রই ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এই যে দুই পুত্র এখন অবস্থিত আছে, ইহাদেরও বিনাশ আজই হইবে ॥ ১৩;

কৃষ্ণ! ভীষ্ম হতপ্রায় হইয়াছেন, দ্রোণাচার্য্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, সূর্য্যপুত্র কর্ণ নিহত হইয়াছে, শল্যেরও বিনাশ হইয়াছে এবং জয়দ্রথ নিহত হইয়াছে ॥ ১৪;

সুবল-পুত্র শকুনির নিকট এখনও পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য অবশিষ্ট আছে। জনার্দ্দন! তাহার নিকট দুই শত রথ, এক শতের কিছু অধিক হাতী এবং তিন হাজার পদাতি সৈন্য এখনও অবশিষ্ট আছে ॥ ১৫-১৬

মাধব! দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, উলূক, শকুনি ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা—এই অল্প বীরই এখন অবশিষ্ট আছেন। এ ভূমণ্ডলে নিশ্চয়ই কাল হইতে কাহারও মুক্তি পাইবার উপায় নাই ॥ ১৭-১৮

সেই কারণে এই দুর্য্যোধন এই ভাবে নিজের সৈন্যদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াও যুদ্ধের জন্য এখনও অবস্থান করিতেছে ইহা অবলোকন করুন। আজই মহারাজ যুধিষ্ঠির শত্রুহীন হইবেন ॥ ১৯

হে কৃষ্ণ! আমি চিন্তা করিতেছি যে, আজ শত্রুপক্ষের কোন যোদ্ধাই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবে না। যে সব মদোন্মত্ত বীর আজ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে না, তাহাদের সকলকেই আমি বিনাশ করিব, তাহাতে তাহারা মানুষ না হইয়া যদি দেবতা কিংবা অসুরও হইয়া থাকেন ॥ ২০;

আজ আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া গান্ধাররাজ শকুনিকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা বধ করাইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘকালীন জাগরণরূপী রোগকে দূরীভূত করিব ॥ ২১;

দুরাচার সুবলপুত্র শকনি দ্যূত-সভায় ছল করিয়া যে সব রত্নকে হরণ করিয়াছিল, তৎ সমস্তই আমি পুনরায় ফিরাইয়া আনিব ॥ ২২;

আজ হস্তিনাপুরীর সমস্ত স্ত্রীগণও যুদ্ধে পাণ্ডবদের দ্বারা নিজেদের পতি ও পুত্রসকলকে নিহত হইতে শুনিয়া রোদন করিতে থাকিবে ॥ ২৩;

হত্বা পতীংশ্চ পুত্রাংশ্চ পাণ্ডবৈর্নিহতান্ যুধি।
সমাপ্তমদ্য বৈ কর্ম সর্বং কৃষ্ণ ভবিষ্যতি ॥ ২৪
অদ্য দুর্য্যোধনো দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাণাংশ্চ মোক্ষ্যতি।
নাপযাতি ভয়াৎ কৃষ্ণ সংগ্রামাদ্ যদি চেন্মম ॥ ২৫
নিহতং বিদ্ধি বার্ষ্ণেয় ধার্তরাষ্ট্রং সুবালিশম্।
মম হ্যেতদশক্যং বৈ রাজিবৃন্দমরিন্দম ॥ ২৬
সোঢুং জ্যাতলনির্ঘোষং যাহি যাবন্নিহন্ম্যহম্।
এবমুক্তস্তু দাশার্হঃ পাণ্ডবেন যশস্বিনা ॥ ২৭
অচোদয়দ্ধয়ান্ রাজন্ দুর্য্যোধনবলং প্রতি।
তদনীকমভিপ্রেক্ষ্য ত্রয়ঃ সজ্জা মহারথাঃ ॥ ২৮
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব সহদেবশ্চ মারিষ।
প্রযযুঃ সিংহনাদেন দুর্য্যোধনজিঘাংসয়া ॥ ২৯
তান্ প্রেক্ষ্য সহিতান্ সর্বং জবেনোদ্যতকার্মুকান্।
সৌবলোঽভ্যদ্রবদ্ যুদ্ধে পাণ্ডবানাততায়িনঃ ॥ ৩০

হে কৃষ্ণ! আজ আমাদের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইয়া যাইবে। আজ দুর্য্যোধন নিজের উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী এবং প্রাণ হইতে বিচ্যুত হইবে ॥ ২৪ ॥

বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ! যদি সে আমার ভয়ে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করে, তবে সেই মূঢ় দুর্য্যোধন আজ আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে বলিয়াই আপনি মনে করুন ॥ ২৫ ॥

শত্রুদমন! এই অশ্বারোহী সৈন্যরা আমার গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার ধ্বনি সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি অশ্বগণকে চালনা করুন, আমি এখনই ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিব ॥ ২৬ ॥

রাজন্! যশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন এই কথা বলিলে পর দশার্হকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের সৈন্যদের দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন ॥ ২৭ ॥

মান্যবর! সেই সৈন্যদিগকে দেখিয়া তিন মহারথী ভীমসেন, অর্জুন ও সহদেব সর্ব্ববিধ যুদ্ধসামগ্রীতে সুসজ্জিত হইয়া দুর্য্যোধনের বধের ইচ্ছায় সিংহনাদ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন ॥ ২৮-২৯

ইঁহাদের সকলকে ধনু উত্তোলন করত তীব্র বেগে একসঙ্গে আক্রমণ করিতে দেখিয়া সুবলপুত্র শকুনি রণাঙ্গনে আততায়ী পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩০

আপনার পুত্র সুদর্শন ভীমসেনের সম্মুখীন হইলেন।

সুদর্শনস্তব সুতো ভীমসেনং সমভ্যয়াৎ।
সুশর্মা শকুনিশ্চৈব যুযুধাতে কিরীটিনা ॥ ৩১
সহদেবং তব সুতো হয়পৃষ্ঠগতোঽভ্যয়াৎ।
ততো হি যত্নতঃ ক্ষিপ্রং তব পুত্রো জনাধিপ ॥ ৩২
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ ভৃশম্।
সোপাবিশদ্ রথোপস্থে তব পুত্রেণ তাড়িতঃ ॥ ৩৩
রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গ আশীবিষ ইব শ্বসন্।
প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সহদেবো বিশাম্পতে ॥ ৩৪
দুর্য্যোধনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সংক্রুদ্ধঃ সমবাকিরৎ।
পার্থোঽপি যুধি বিক্রম্য কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩৫
শূরাণামশ্বপৃষ্ঠেভ্যঃ শিরাংসি নিচকর্ত হ।
তদনীকং তদা পার্থো ব্যধমদ্ বহুভিঃ শরৈঃ ॥ ৩৬
পাতয়িত্বা হয়ান্ সর্বাংস্ত্রিগর্তানাং রথান্ যযৌ।
ততস্তে সহিতা ভূত্বা ত্রিগর্তানাং মহারথাঃ ॥ ৩৭

সুশর্ম্মা ও শকুনি কিরীটধারী অর্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩১

হে নরেশ্বর! অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহদেবের সম্মুখে আসিলেন। তিনি এই সময় অতিশয় যত্ন সহকারে সহদেবের মস্তকে অতিদ্রুত একটি প্রাস প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥

আপনার পুত্র দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সহদেব শ্বাসত্যাগকারী সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে রথের পশ্চাদ্‌ভাগে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া যাইল ॥ ৩৩ ॥

প্রজানাথ! তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞালাভ করত ক্রুদ্ধ সহদেব দুর্য্যোধনের উপর তীক্ষ্ণ বাণসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ৩৪ ॥

কুন্তীপুত্র অর্জুনও যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করত অশ্বগণের পৃষ্ঠ হইতে বীরবর যোদ্ধাদের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পার্থ নিজের বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা অশ্বারোহী সেই সৈন্য-বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং সমস্ত অশ্বগণকে বিনাশ করত ত্রিগর্ত্তদেশী রথী যোদ্ধাদের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন সেই ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথী বীরগণ একত্রে মিলিত

অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ শরবর্ষৈরবাকিরন্।
সত্যকর্মাণমাক্ষিপ্য ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৩৮
ততোঽস্য স্যন্দনস্যেষাং চিচ্ছিদে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিলাশিতেন চ বিভো ক্ষুরপ্রেণ মহাযশাঃ ॥ ৩৯
শিরশ্চিচ্ছেদ সহসা তপ্তকুণ্ডলভূষণম্।
সত্যেষুমথ চাদত্ত যোধানাং মিষতাং ততঃ ॥ ৪০
যথা সিংহো বনে রাজন্ মৃগং পরিবুভুক্ষিতঃ।
তং নিহত্য ততঃ পার্থঃ সুশর্মাণং ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৪১
বিদ্ধ্বা তানহনৎ সর্বান্ রথান্ রুক্মবিভূষিতান্।
ততঃ প্রায়াৎ ত্বরন্ পার্থো দীর্ঘকালং সুসংবৃতম্ ॥ ৪২
মুঞ্চন্ ক্রোধবিষং তীক্ষ্ণং প্রস্থলাধিপতিং প্রতি।
তমর্জুনঃ পৃষৎকানাং শতেন ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
পূরয়িত্বা ততো বাহান্ প্রাহরৎ তস্য ধন্বিনঃ।
ততঃ শরং সমাদায় যমদণ্ডোপমং তদা ॥ ৪৪
সুশর্মাণং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাশু হসন্নিব।
স শরঃ প্রেষিতস্তেন ক্রোধদীপ্তেন ধন্বিনা ॥ ৪৫
সুশর্মাণং সমাসাদ্য বিভেদ হৃদয়ং রণে।
স গতাসুর্মহারাজ পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৬
নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্বান্ ব্যথয়ংশ্চাপি তাবকান্।
সুশর্মাণং রণে হত্বা পুত্রানস্য মহারথান্ ॥ ৪৭
সপ্ত চাষ্টৌ চ ত্রিংশচ্চ সায়কৈরনয়ৎ ক্ষয়ম্।
ততোঽস্য নিশিতৈর্বাণৈঃ সর্বান্ হত্বা পদানুগান্ ॥ ৪৮
অভ্যগাদ্ ভারতীং সেনাং হতশেষাং মহারথঃ।
ভীমস্তু সমরে ক্রুদ্ধঃ পুত্রং তব জনাধিপ ॥ ৪৯
সুদর্শনমদৃশ্যং তং শরৈশ্চক্রে হসন্নিব।
ততোঽস্য প্রহসন্ ক্রুদ্ধঃ শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥ ৫০
ক্ষুরপ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন স হতঃ প্রাপতদ্ ভুবি।
তস্মিংস্তু নিহতে বীরে ততস্তস্য পদানুগাঃ ॥ ৫১

হইয়া অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাণসমূহের বর্ষণে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭১/২

প্রভো! সেই সময় মহাযশস্বী পাণ্ডুনন্দন অর্জুন একটি ক্ষুরপ্রবাণ সত্যকর্ম্মার দিকে নিক্ষেপ করত উহার দ্বারা তাঁহার রথের ঈষাদণ্ড ছেদন করিলেন। তাহার পর সেই মহাযশস্বী বীর অর্জুন শিলাশানিত অপর একটি ক্ষুরপ্রবাণে তাঁহার তপ্ত স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলে বিভূষিত মস্তককে সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৮-৩৯১/২

রাজন্! যেরূপ বনে অতিশয় ক্ষুধিত সিংহ কোন মৃগকে গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্জুন সমস্ত যোদ্ধাদের সাক্ষাতেই সত্যেষুরও প্রাণহরণ করিলেন ॥ ৪০১/২

সত্যেষুকে বধ করত অর্জুন সুশর্ম্মাকে তিনটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং সেই সমস্ত স্বর্ণভূষিত রথসকলকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪১১/২

তাহার পর অর্জুন নিজের দীর্ঘকালসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধরূপী বিষকে প্রস্থলেশ্বর সুশর্ম্মার দিকে নিক্ষেপ করিবার জন্য সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ ৪২১/২

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জুন এক শত বাণের দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া সেই ধনুর্দ্ধর বীরের অশ্বগণের উপর (প্রাণান্তকর) প্রহার করিলেন ॥ ৪৩১/২

ইহার পর একটি যমদণ্ডতুল্য ভয়ঙ্কর বাণ গ্রহণ করত সুশর্ম্মাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিতে করিতে অতিদ্রুত উহাকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৪১/২

ক্রোধে প্রদীপ্ত ধনুর্দ্ধর অর্জুন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই বাণ সুশর্ম্মাকে আঘাত করত তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দিল ॥ ৪৫১/২

মহারাজ! তখন আপনার সৈন্যদিগকে ব্যথিত ও সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধাদের আনন্দিত করিতে করিতে সুশর্ম্মা প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৪৬১/২

রণাঙ্গনে সুশর্ম্মাকে বধ করিয়া অর্জুন স্বীয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাঁহার পঁয়তাল্লিশ জন মহারথী পুত্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৭১/২

তদনন্তর তীক্ষ্ণধার বাণসকলে সমস্ত সেবকবর্গকে সংহার করত মহারথী অর্জুন হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৮১/২

হে জনেশ্বর! অপর দিকে কুপিত ভীমসেন হাস্য করিতে করিতে বাণবর্ষণ করত সুদর্শনকে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে তিনি সুদর্শনের মস্তক একটি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র বাণের দ্বারা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সুদর্শন নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন ॥ ৪৯-৫০১/২

এই বীর সুদর্শন নিহত হইলে পর তাঁহার সেবকগণ নানা প্রকার বাণবর্ষণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে ভীমসেনকে চারিদিকে পরিবৃত করিল ॥ ৫১১/২

পরিবব্রু রণে ভীমং কিরন্তো বিবিধান্ শরান্।
ততস্তু নিশিতৈর্বাণৈস্তবানীকং বৃকোদরঃ ॥ ৫২
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শৈঃ সমন্তাৎ পর্য্যবাকিরৎ।
ততঃ ক্ষণেন তদ্ ভীমো ন্যহনদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৫৩
তেষু তূৎসাদ্যমানেষু সেনাধ্যক্ষা মহারথাঃ।
ভীমসেনং সমাসাদ্য ততোঽযুধ্যন্ত ভারত ॥ ৫৪
স তান্ সর্বান্ শরৈর্ঘোরৈরবাকিরত পাণ্ডবঃ।
তথৈব তাবকা রাজন্ পাণ্ডবেয়ান্ মহারথান্ ॥ ৫৫
শরবর্ষেণ মহতা সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ন্।
ব্যাকুলং তদভূৎ সর্বং পাণ্ডবানাং পরৈঃ সহ ॥ ৫৬
তাবকানাঞ্চ সমরে পাণ্ডবেয়ৈর্যুযুৎসতাম্।
তত্র যোধাস্তদা পেতুঃ পরস্পরসমাহতাঃ।
উভয়োঃ সেনয়ো রাজন্ সংশোচন্তঃ স্ম বান্ধবান্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি সুশর্মবধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

তাহার পর ভীমসেন ইন্দ্রের বজ্র-সদৃশ কঠোর স্পর্শযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আপনার সৈন্যদের চারিদিক্ আবৃত করিয়া দিলেন ॥ ৫২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ভীমসেন ক্ষণকালের মধ্যে আপনার সৈন্যদের সংহার করিয়া ফেলিলেন। ভারত! যখন সেই কৌরব-সৈন্যদের সংহার হইতে লাগিল, তখন মহারথী সেনাপতিগণ ভীমসেনের উপর আক্রমণ করত তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৫৪

রাজন্! পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন ইঁহাদের সকলেরই উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইরূপ আপনার সৈন্যরাও অতিশয় ভয়ানক বাণবর্ষণ করত পাণ্ডব-মহারথীদিগকে চারিদিকে আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ৫৫½

শত্রুদের সহিত যুদ্ধরত পাণ্ডবগণের এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী আপনার সৈন্যদের সম্পূর্ণ সৈন্যদল সমরাঙ্গণে পরস্পর মিলিত হইয়া যেন একাকার হইয়া যাইলেন ॥ ৫৬½

রাজন্! সেই সময় সে স্থলে পরস্পর পরস্পরের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া উভয় পক্ষেরই যোদ্ধারা নিজের বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য শোক করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে থাকিলেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বে সুশর্মার বধ-বিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সহদেবেনোলুকস্য শকুনেশ্চ বধঃ, জীবিতৈঃ সৈন্যৈঃ সহ দুর্য্যোধনস্য পলায়নঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে গজ-বাজি-নরক্ষয়ে।
শকুনিঃ সৌবলো রাজন্ সহদেবং সমভ্যয়াৎ ॥ ১

ততোঽস্যাপততস্তূর্ণং সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শরৌঘান্ প্রেষয়ামাস পতঙ্গানিব শীঘ্রগান্ ॥ ২

উলূকশ্চ রণে ভীমং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
শকুনিশ্চ মহারাজ ভীমং বিদ্ধ্বা ত্রিভিঃ শরৈঃ ॥ ৩

সায়কানাং নবত্যা বৈ সহদেবমবাকিরৎ।
তে শূরাঃ সমরে রাজন্ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥ ৪

বিব্যধুর্নিশিতৈর্বাণৈঃ কঙ্কবর্হিণবাজিতৈঃ।
স্বর্ণপুঙ্খৈঃ শিলাধৌতৈরাকর্ণপ্রহিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৫

তেষাং চাপভুজোৎসৃষ্টা শরবৃষ্টির্বিশাম্পতে।
আচ্ছাদয়দ্ দিশঃ সর্বা ধারা ইব পয়োমুচঃ ॥ ৬

ততঃ ক্রুদ্ধো রণে ভীমঃ সহদেবশ্চ ভারত।
চেরতুঃ কদনং সংখ্যে কুর্বন্তৌ সুমহাবলৌ ॥ ৭

তাভ্যাং শরশতৈশ্ছন্নং তদ্ বলং তব ভারত।
সান্ধকারমিবাকাশমভবৎ তত্র তত্র হ ॥ ৮

অশ্বৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ শরচ্ছন্নৈর্বিশাম্পতে।
তত্র তত্র বৃতো মার্গো বিকর্ষদ্ভির্হতান্ বহূন্ ॥ ৯

নিহতানাং হয়ানাঞ্চ সহৈব হয়সাদিভিঃ।
বর্মভির্বিনিকৃত্তৈশ্চ প্রাসৈশ্ছিন্নৈশ্চ মারিষ ॥ ১০

ঋষ্টিভিঃ শক্তিভিশ্চৈব সাসি-প্রাস-পরশ্বধৈঃ।
সংছন্না পৃথিবী জজ্ঞে কুসুমৈঃ শবলা ইব ॥ ১১

যোধাস্তত্র মহারাজ সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ব্যচরন্ত রণে ক্রুদ্ধা বিনিঘ্নন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১২

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[সহদেব কর্তৃক উলূক ও শকুনির বধ এবং জীবিত সৈন্যদের সহিত দুর্য্যোধনের পলায়ন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের সংহারকারী সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর সুবলপুত্র শকুনি সহদেবের দিকে ধাবিত হইলেন। ১

তখন প্রতাপশালী সহদেবও নিজের উপর আক্রমণকারী শকুনির উপর অতিক্রান্ত বহুসংখ্যক শীঘ্রগামী বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন, যাহা আকাশে পতঙ্গদলের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইল।২

মহারাজ! শকুনির সহিত উলূকও ছিলেন। তিনি ভীমসেনকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন। তারপর শকুনিও তিনটি বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিয়া নব্বইটি বাণে সহদেবকে আবৃত করিলেন। ৩½

রাজন্! এই সব বীরবর যোদ্ধারা সমরাঙ্গণে পরস্পরকে নিকটে পাইয়া কঙ্ক ও ময়ূর-পক্ষযুক্ত তীক্ষ্ণধার বাণসমূহের দ্বারা আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন। এই সকল বাণ স্বর্ণপক্ষে সুশোভিত, শিলাধৌত ও কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ৪-৫

প্রজানাথ! এই বীরগণের ধনু ও বাহুবলে নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের বর্ষণ সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিল, যেরূপ মেঘের জলধারা সমস্ত দিক্‌সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। ৬

ভারত! তদনন্তর ক্রুদ্ধ ভীমসেন ও সহদেব এই দুই মহাবল বীর যুদ্ধস্থলে সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৭

হে ভারত! এই দুই বীরের শত শত বাণসমূহে আবৃত আপনার সৈন্যরা যেখানে সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। ৮

প্রজানাথ! বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পলায়মান এবং বহুসংখ্যক নিহত বীর যোদ্ধাগণকে নিজেদের সহিত এদিক্ ওদিকে আকর্ষণ করত অশ্বগণ বহন করিয়া যাইতেছিল। এই ভাবে তাহারা যত্র তত্র গমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া দিল। ৯

মান্যবর নরেশ! অশ্বারোহী যোদ্ধাগণের সহিত নিহত অশ্বসকলের শরীর, ছিন্ন কবচ, খণ্ড বিখণ্ড প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, খড়্গ, বল্লম ও পরশুসমূহে আবৃতা পৃথিবী বহুবর্ণের ফুলে আচ্ছাদিতা বিচিত্ররূপা বলিয়া মনে হইতেছিল। ১০-১১

মহারাজ! সেখানে রণাঙ্গনে কুপিত যোদ্ধারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া আঘাত প্রত্যাঘাত করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতেছিলেন। ১২

উদ্বৃত্তনয়নৈ রোষাৎ সন্দষ্টৌষ্ঠপুটৈর্মুখৈঃ।
সকুণ্ডলৈর্মহী ছন্না পদ্মকিঞ্জল্কসংনিভৈঃ ॥ ১৩
ভুজৈশ্ছিন্নৈর্মহারাজ নাগরাজকরোপমৈঃ।
সাঙ্গদৈঃ সতনুত্রৈশ্চ সাসি-প্রাস-পরশ্বধৈঃ ॥ ১৪
কবন্ধৈরুত্থিতৈশ্ছিন্নৈর্নৃত্যদ্ভিশ্চাপরৈর্যুধি।
ক্রব্যাদগণসংছন্না ঘোরাভূৎ পৃথিবী বিভো ॥ ১৫
অল্লাবশিষ্টে সৈন্যে তু কৌরবেয়ান্ মহাহবে।
প্রহৃষ্টাঃ পাণ্ডবা ভূত্বা নিন্যিরে যমসাদনম্ ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে শূরঃ সৌবলেয়ঃ প্রতাপবান্।
প্রাসেন সহদেবস্য শিরসি প্রাহরদ্ ভৃশম্ ॥ ১৭
স বিহ্বলো মহারাজ রথোপস্থ উপাবিশৎ।
সহদেবং তথা দৃষ্ট্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
সর্বসৈন্যানি সংক্রুদ্ধো বারয়ামাস ভারত।
নির্বিভেদ চ নারাচৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৯

বিনির্ভিদ্যাকরোচ্চৈব সিংহনাদমরিন্দমঃ।
তেন শব্দেন বিত্রস্তাঃ সর্বে সহয়-বারণাঃ ॥২০
প্রাদ্রবন্ সহসা ভীতাঃ শকুনেশ্চ পদানুগাঃ।
প্রভগ্নানথ তান্ দৃষ্ট্বা রাজা দুর্যোধনোঽব্রবীৎ ॥২১
নিবর্তধ্বমধর্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বঃ।
ইহ কীর্তিং সমাধায় প্রেত্য লোকান্ সমশ্নুতে ॥ ২২
প্রাণান্ জহাতি যো ধীরো যুদ্ধে পৃষ্ঠমদর্শয়ন্।
এবমুক্তাস্তু তে রাজ্ঞা সৌবলস্য পদানুগাঃ ॥ ২৩
পাণ্ডবানভ্যবর্তন্ত মৃত্যুং কৃত্বা নিবর্তনম্।
দ্রবদ্ভিস্তত্র রাজেন্দ্র কৃতঃ শব্দোঽতিদারুণঃ ॥ ২৪
ক্ষুব্ধসাগরসঙ্কাশাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বতোঽভবন্।
তাংস্তথা পুরতো দৃষ্ট্বা সৌবলস্য পদানুগান্ ॥ ২৫
প্রত্যুদ্যযুর্মহারাজ পাণ্ডবা বিজয়োদ্যতাঃ।
প্রত্যাশ্বস্য চ দুর্ধর্ষঃ সহদেবো বিশাম্পতে ॥ ২৬

পদ্মের কিঞ্জল্কের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলমণ্ডিত ছিন্ন মস্তকসমূহে এই রণভূমি আচ্ছাদিত হইয়া যাইল। তখন এই সব মস্তকের চক্ষু ঘুরিতেছিল এবং রোষভরে দন্তসকলের দ্বারা ওষ্ঠ ধৃত ছিল ॥ ১৩

মহারাজ! অঙ্গদ, কবচ, খড়্গ, প্রাস ও পরশুসহ ছিন্ন হস্তিশুণ্ডসদৃশ বাহুসমূহ, ছিন্ন-ভিন্ন এবং দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্যরত কবন্ধসকল ও অপর যোদ্ধাগণে পূর্ণ এবং মাংসভক্ষী জীবজন্তুগণে আচ্ছাদিত সেই রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১৪-১৫

এইরূপ সেই মহাসমরে যখন কৌরবগণের নিকট আর অতি অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল, তখন হর্ষ ও উৎসাহের সহিত পাণ্ডব বীর যোদ্ধারা তাঁহাদের যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

এই সময় প্রতাপশালী বীর সুবলপুত্র শকুনি নিজের প্রাসের দ্বারা সহদেবের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! এই আঘাতে ব্যাকুল হইয়া সহদেব রথের আসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ভারত! তিনি তখন আপনার সমস্ত সৈন্যদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিলেন এবং শত শত ও সহস্র সহস্র নারাচ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদের সকলকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৮-১৯

শত্রুদমন ভীমসেন শত্রু-সৈন্যদিগকে বিদীর্ণ করত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই গর্জনে ভীত হইয়া শকুনি পশ্চাদ্‌গামী সমস্ত সৈন্যগণ অশ্ব ও হস্তীসহ সহসা পলাইয়া যাইলেন ॥ ২০½

ইঁহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলেন—ধর্মসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পাপীরা! তোমরা নিবৃত্ত হও এবং যুদ্ধ কর। পলায়ন করিয়া তোমাদের কি লাভ হইবে? যে বীর যোদ্ধা যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে নিজের কীর্তি স্থাপন করিয়া মৃত্যুর পর উত্তমলোকে সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১-২২

রাজা দুর্যোধন এই কথা বলিলে পর সুবলপুত্র শকুনির পশ্চাদ্‌গামী সৈন্যরা 'এখন মৃত্যুই আমাদের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিলাভের উপায়' এইরূপ সঙ্কল্প করত পুনরায় পাণ্ডবদের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ২৩½

রাজেন্দ্র! সেখানে ধাবিত হইবার সময় সেই সৈন্যগণ অতিশয় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন ক্ষুব্ধসাগরের ন্যায় সর্বতোভাবে ক্ষুভিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২৪½

মহারাজ শকুনির অনুগামী সৈন্যদিগকে এইরূপে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া জয়লাভের জন্য উদ্যত পাণ্ডব-বীরগণ অগ্রসর হইলেন ॥ ২৫½

প্রজানাথ! এই সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া দুর্ধর্ষ বীর সহদেব হাস্য করিতে করিতে শকুনিকে দশটি বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং

শকুনিং দশভির্বিদ্ধা হয়াংশ্চাস্য ত্রিভিঃ শরৈঃ।
ধনুশ্চিচ্ছেদ চ শরৈঃ সৌবলস্য হসন্নিব ॥ ২৭
অথান্যদ্ ধনুরাদায় শকুনির্যুদ্ধদুর্মদঃ।
বিব্যাধ নকুলং ষষ্ট্যা ভীমসেনঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ২৮
উলূকোঽপি মহারাজ ভীমং বিব্যাধ সপ্তভিঃ।
সহদেবঞ্চ সপ্তত্যা পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥ ২৯
তং ভীমসেনঃ সমরে বিব্যাধ নবভিঃ শরৈঃ।
শকুনিঞ্চ চতুঃষষ্ট্যা পার্শ্বস্থাংশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৩০
তে হন্যমানা ভীমেন নারাচৈস্তৈলপায়িতৈঃ।
সহদেবং রণে ক্রুদ্ধাশ্ছাদয়ন্ শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩১
পর্বতং বারিধারাভিঃ সবিদ্যুত ইবাম্বুদাঃ।
ততোঽস্যাপততঃ শূরঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩২
উলূকস্য মহারাজ ভল্লেনাপাহরচ্ছিরঃ।
স জগাম রথাদ্ ভূমিং সহদেবেন পাতিতঃ ॥ ৩৩

তিনটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে সংহার করত বহু বাণে সুবলপুত্র শকুনির ধনুও ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ২৬-২৭

তদনন্তর অপর ধনু গ্রহণ করত রণদুর্মদ শকুনি নকুলকে ষাট্ এবং ভীমসেনকে সাতটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! রণাঙ্গনে পিতা শকুনিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া উলূক ভীমসেনকে সাত এবং সহদেবকে সত্তরটি বাণে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৯

তখন ভীমসেন সমরাঙ্গণে নয়টি বাণে উলূককে, চৌষট্টিটি বাণে শকুনিকে এবং তিনটি তিনটি বাণে তাঁহার পার্শ্বরক্ষকগণকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩০

ভীমসেনের নারাচসমূহ তৈলপায়িত ছিল। এই সব নারাচের দ্বারা ভীমসেনকর্তৃক আহত শত্রুসৈন্যরা রণাঙ্গনে কুপিত হইয়া সহদেবকে নিজেদের বাণবর্ষণে সেইভাবে আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন, যেরূপ বিদ্যুৎসহ মেঘমণ্ডল জলধারা বর্ষণ করিয়া পর্বতকে আচ্ছাদিত করিয়া থাকে ॥ ৩১½

মহারাজ! তখন প্রতাপশালী বীরবর সহদেব একটি ভল্লের দ্বারা নিজের উপর আক্রমণকারী উলূকের মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৩২½

সহদেবের হস্তে নিহত উলূক যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে আনন্দিত করিতে করিতে রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। সেই সময় তাঁহার সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৩½

রুধিরাপ্লুতসর্বাঙ্গো নন্দয়ন্ পাণ্ডবান্ যুধি।
পুত্রং তু নিহতং দৃষ্ট্বা শকুনিস্তত্র ভারত ॥ ৩৪
সাশ্রুকণ্ঠো বিনিঃশ্বস্য ক্ষত্তুর্বাক্যমনুস্মরন্।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তং স বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্ ॥ ৩৫
সহদেবং সমাসাদ্য ত্রিভির্বিব্যাধ সায়কৈঃ।
তানপাস্য শরান্ মুক্তান্ শরসঙ্ঘৈঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৬
সহদেবো মহারাজ ধনুশ্চিচ্ছেদ সংযুগে।
ছিন্নে ধনুষি রাজেন্দ্র শকুনিঃ সৌবলস্তদা ॥ ৩৭
প্রগৃহ্য বিপুলং খড়্গং সহদেবায় প্রাহিণোৎ।
তমাপতন্তং সহসা ঘোররূপং বিশাম্পতে ॥ ৩৮
দ্বিধা চিচ্ছেদ সমরে সৌবলস্য হসন্নিব।
অসিং দৃষ্ট্বা তথা ছিন্নং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৩৯
প্রাহিণোৎ সহদেবায় সা মোঘাভ্যপতদ্ ভুবি।
ততঃ শক্তিং মহা ঘোরাং কালরাত্রিমিবোদ্যতাম্ ॥ ৪০

ভারত! নিজের পুত্র উলূককে নিহত হইতে দেখিয়া শকুনির কণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যাইল। তিনি সেই সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বিদুরের বাক্যসকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মুহূর্তকাল চিন্তানিমগ্ন রহিলেন ॥ ৩৪-৩৫

মহারাজ! ইহার পর সহদেবের নিকটে যাইয়া তিনি তিনটি বাণে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণসকল নিজের বাণসমূহের দ্বারা নিবারণ করত প্রতাপশালী সহদেব যুদ্ধস্থলে তাঁহার ধনু ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৩৬½

রাজেন্দ্র! ধনু ছিন্ন হইলে পর সেই সময় সুবলপুত্র শকুনি একটি বিশাল খড়্গ গ্রহণ করত উহা সহদেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৭½

প্রজানাথ! শকুনির এই ঘোরাকার খড়্গকে আসিতে দেখিয়া সমরাঙ্গণে সহদেব হাস্য করিতে করিতে উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৩৮½

এই খড়্গকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া শকুনি সহদেবের উপর একটি বিশাল গদা নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু উহাও বিফল হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৯½

ইহা দেখিয়া সুবলপুত্র শকুনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন তিনি কালরাত্রির ন্যায় মহাভয়ঙ্করী শক্তিকে উত্তোলিত করিয়া সহদেবকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪০½

প্রেষয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ পাণ্ডবং প্রতি সৌবলঃ।
তামাপতন্তীং সহসা শরৈঃ কনকভূষণৈঃ ॥ ৪১
ত্রিধা চিচ্ছেদ সময়ে সহদেবো হসন্নিব।
সা পপাত ত্রিধা ছিন্না ভূমৌ কনকভূষণা ॥ ৪২
শীর্য্যমাণা যথা দীপ্তা গগনাদ্ বৈ শতহ্রদা।
শক্তিং বিনিহতাং দৃষ্ট্বা সৌবলঞ্চ ভয়ার্দিতম্ ॥ ৪৩
দুদ্রুবুস্তাবকাঃ সর্বে ভয়ে জাতে সসৌবলাঃ।
অথোৎক্রুষ্টং মহচ্চাসীৎ পাণ্ডবৈর্জিতকাশিভিঃ ॥ ৪৪
ধার্তরাষ্ট্রাস্ততঃ সর্বে প্রায়শো বিমুখাভবন্।
তান্ বৈ বিমনসো দৃষ্ট্বা মাদ্রীপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৫
শরৈরনেকসাহস্রৈর্বারয়ামাস সংযুগে।
ততো গান্ধারকৈর্গুপ্তং পুষ্টৈরশ্বৈর্জয়ে ধৃতম্ ॥ ৪৬
আসসাদ রণে যান্তং সহদেবোঽথ সৌবলম্।
স্বমংশমবশিষ্টং তং সংস্মৃত্য শকুনিং নৃপ ॥ ৪৭

নিজের দিকে সেই শক্তিকে আসিতে দেখিয়া সহদেব হাস্য করিতে করিতেই সুবর্ণভূষিত বাণসমূহের দ্বারা উহা তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া দিলেন ॥ ৪১½

তিন খণ্ডে ছিন্ন সেই সুবর্ণমণ্ডিত শক্তি আকাশ হইতে পতিত বিদ্যুতের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল ॥ ৪২½

সেই শক্তিকে নষ্ট হইতে দেখিয়া এবং সুবলপুত্র শকুনিকে ভয়পীড়িত জানিয়া আপনার সকল যোদ্ধা ভীত হইয়া শকুনির সহিত পলাইয়া যাইলেন ॥ ৪৩½

সেই সময় জয়লাভে উল্লসিত পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আপনার সকল সৈন্যই প্রায় যুদ্ধবিমুখ হইয়া যাইলেন ॥ ৪৪½

তাঁহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিমুখ দেখিয়া প্রতাপশালী মাদ্রীনন্দন সহদেব বহু সহস্র বাণবর্ষণ করত যুদ্ধস্থলে সকলকে নিবারণ করিলেন ॥ ৪৫½

ইহার পর গান্ধারদেশের হৃষ্টপুষ্ট অশ্বগণ ও অশ্বারোহী যোদ্ধাগণে সুরক্ষিত এবং জয়লাভের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া গমনকারী সুবলপুত্র শকুনির উপর সহদেব আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৬½

হে নৃপ! শকুনিকে নিজের অবশিষ্ট ভাগ মনে করিয়া সহদেব সুবর্ণময় অশ্বযুক্ত রথের দ্বারা তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪৭½

রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন সহদেবঃ সমভ্যয়াৎ।
অধিজ্যং বলবৎ কৃত্বা ব্যাক্ষিপন্ সুমহদ্ ধনুঃ ॥ ৪৮
স সৌবলমভিক্রুত্য গার্ধ্রপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ভৃশমভ্যহনৎ ক্রুদ্ধস্তোত্ত্রৈরিব মহাদ্বিপম্ ॥ ৪৯
উবাচ চৈনং মেধাবী বিগৃহ্য স্মারয়ন্নিব।
ক্ষত্রধর্মে স্থিরো ভূত্বা যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ॥ ৫০
যৎ তদা হৃষ্যসে মূঢ় গ্লহন্নক্ষৈঃ সভাতলে।
ফলমদ্য প্রপশ্যস্ব কর্মণস্তস্য দুর্মতে ॥ ৫১
নিহতাস্তে দুরাত্মানো যেঽস্মানবহসন্ পুরা।
দুর্যোধনঃ কুলাঙ্গারঃ শিষ্টস্ত্বং চাস্য মাতুলঃ ॥ ৫২
অদ্য তে নিহনিষ্যামি ক্ষুরেণোন্মথিতং শিরঃ।
বৃক্ষাৎ ফলমিবাবিদ্ধং লগুড়েন প্রমাথিনা ॥ ৫৩
এবমুক্ত্বা মহারাজ সহদেবো মহাবলঃ।
সংক্রুদ্ধো রণশার্দূলো বেগেনাভিজগাম তম্ ॥ ৫৪

তিনি এক বিশাল ধনুতে সবলে গুণ আরোপণ করত শিলাশাণিত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বাণসমূহের দ্বারা শকুনির উপর আক্রমণ করিলেন এবং যেরূপ কোন বিশাল গজরাজকে অঙ্কুশের দ্বারা আঘাত করা হয়, সেইরূপ কুপিত হইয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮-৪৯

বুদ্ধিমান্ সহদেব তাঁহার উপর আক্রমণ করত পূর্বের কিছু বিষয় স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহাকে বলিলেন,—অরে মূঢ়! ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থির থাকিয়া যুদ্ধ কর এবং পুরুষ হও ॥ ৫০

দুর্মতি! মূঢ়! তুমি সভাস্থলে অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশাখেলা করিবার সময় যে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলে, আজ সেই দুষ্কর্মের ফল লক্ষ্য কর ॥ ৫১

যে দুরাত্মাগণ পূর্বে আমাদের উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছে। আজ কেবল কুলাঙ্গার দুর্যোধন এবং তাহার মাতুল তুমি—এই দুইজনই জীবিত আছ। যেরূপ দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়া বৃক্ষ হইতে ফল পাতিত করা হইয়া থাকে, সেইরূপ আজ ক্ষুর-বাণের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করত তোমাকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিব ॥ ৫২-৫৩

মহারাজ! এই কথা বলিয়া রণাঙ্গনে সিংহসদৃশ পরাক্রমশালী মহাবল সহদেব অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীব্রবেগে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৪

অভিগম্য সুদুর্দ্ধর্ষঃ সহদেবো যুধাং পতিঃ।
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং ক্রোধেন প্রজ্বলন্নিব ॥ ৫৫
শকুনিং দশভির্বিদ্ধ্বা চতুর্ভিশ্চাস্য বাজিনঃ।
ছত্রং ধ্বজং ধনুশ্চাস্য ছিত্ত্বা সিংহ ইবানদৎ ॥ ৫৬
ছিন্নধ্বজধনুশ্ছত্রঃ সহদেবেন সৌবলঃ।
কৃতো বিদ্ধশ্চ বহুভিঃ সর্ব্বমর্ম্মসু সায়কৈঃ ॥ ৫৭
ততো ভূয়ো মহারাজ সহদেবঃ প্রতাপবান্।
শকুনেঃ প্রেষয়ামাস শরবৃষ্টিং দুরাসদাম্ ॥ ৫৮
ততস্তু ক্রুদ্ধঃ সুবলস্য পুত্রো
মাদ্রীসুতং সহদেবং বিমর্দে।
প্রাসেন জাম্বূনদভূষণেন
জিঘাংসুরেকোঽভিপপাত শীঘ্রম্ ॥ ৫৯
মাদ্রীসুতস্তস্য সমুদ্যতং তং
প্রাসং সুবৃত্তৌ চ ভুজৌ রণাগ্রে।
ভল্লৈস্ত্রিভির্যুগপৎ সঞ্চকর্ত্ত
ননাদ চোচ্চৈস্তরসাঽঽজিমধ্যে ॥ ৬০
তস্যাশুকারী সুসমাহিতেন
সুবর্ণপুঙ্খেন দৃঢ়ায়সেন।
ভল্লেন সর্ব্বাবরণাতিগেন
শিরঃ শরীরাৎ প্রমমাথ ভূয়ঃ ॥ ৬১
শরেণ কার্ত্তস্বরভূষিতেন
দিবাকরাভেণ সুসংহিতেন।
হৃতোত্তমাঙ্গো যুধি পাণ্ডবেন
পপাত ভূমৌ সুবলস্য পুত্রঃ ॥ ৬২
স তচ্ছিরো বেগবতা শরেণ
সুবর্ণপুঙ্খেন শিলাশিতেন।
প্রাবেরয়ৎ কুপিতঃ পাণ্ডুপুত্রো
যত্তৎ কুরূণামনয়স্য মূলম্ ॥ ৬৩
ভুজৌ সুবৃত্তৌ প্রচকর্ত্ত বীরঃ
পশ্চাৎ কবন্ধং রুধিরাবসিক্তম্।
বিস্পন্দমানং নিপপাত ঘোরং
রথোত্তমাৎ পার্থিব পার্থিবস্য ॥ ৬৪
হৃতোত্তমাঙ্গং শকুনিং সমীক্ষ্য
ভূমৌ শয়ানং রুধিরার্দ্রগাত্রম্।
যোধাস্ত্বদীয়া ভয়নষ্টসত্ত্বা
দিশঃ প্রজগ্মুঃ প্রগৃহীতশস্ত্রাঃ ॥ ৬৫

যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ বীর সহদেব ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়াই নিকটে গমনপূর্ব্বক স্বীয় ধনু সবলে আকর্ষণ করত দশটি বাণে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া চারিটি বাণে তাঁহার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছেদন পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫-৫৬

সহদেব শকুনির ধ্বজ, ছত্র ও ধনু ছিন্ন করিয়া দিবার পর তাঁহার সমস্ত মর্ম্মস্থানসমূহে বাণসকলের দ্বারা আঘাত করিলেন। ৫৭

মহারাজ! তাহার পর প্রতাপশালী সহদেব পুনরায় শকুনির উপর দুর্জ্জয় বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। ৫৮

ইহাতে সুবলপুত্র শকুনির অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি সেই সংগ্রামে মাদ্রীনন্দন সহদেবকে সুবর্ণভূষিত প্রাসের দ্বারা বধ করিবার ইচ্ছায় একাকীই তীব্রগতিতে তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৯

মাদ্রীনন্দন শকুনির সেই উত্তোলিত প্রাসকে এবং তাঁহার দুই সুন্দর গোলাকার বাহুকে যুদ্ধের সম্মুখভাগে তিনটি ভল্লের দ্বারা ছেদন করিলেন। তারপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬০

তারপর ত্বরিতকর্ম্মা সহদেব উত্তমরূপে সন্ধান করত ছিন্ন সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত, লৌহনির্ম্মিত এবং সমস্ত আবরণ ছেদন করিতে সমর্থ একটি ভল্লের দ্বারা শকুনির মস্তক পুনরায় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥ ৬১

এই সুবর্ণভূষিত বাণ সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ছিল এবং উত্তমরূপে সন্ধান করা হইয়াছিল। তাহার দ্বারা পাণ্ডুনন্দন সহদেব যুদ্ধস্থলে যখন সুবলপুত্র শকুনির মস্তক ছেদন করিলেন, তখন তিনি প্রাণহীন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৬২

কুপিত পাণ্ডুপুত্র সহদেব শিলাশানিত এবং সুবর্ণময় পক্ষযুক্ত বেগবান্ বাণে শকুনির সেই মস্তককে ছিন্ন করিয়া পাতিত করিলেন। এই শকুনিই কৌরবগণের সমস্ত অন্যায়ের মূল কারণ ছিলেন। ৬৩

রাজন্! বীর সহদেব যখন তাঁহার গোলাকার সুন্দর বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন, তাহার পর রাজা শকুনির ভয়ঙ্কর কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) রক্তাপ্লুত হইয়া শ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিম্নে পতিত হইল এবং স্পন্দিত হইতে (ছটফট করিতে) লাগিল। ৬৪

শকুনিকে মস্তকহীন ও রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া আপনার যোদ্ধারা ভীত হইয়া নিজ নিজ ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন এবং অস্ত্রধারণ করত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ৬৫

প্রবিক্রন্তাঃ শুষ্কমুখা বিসংজ্ঞা
গাণ্ডীবঘোষেণ সমাহতাশ্চ ।
ভয়ার্দিতা ভগ্নরথাশ্বনাগাঃ
পদাতয়শ্চৈব সধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬৬
ততো রথাচ্ছকুনিং পাতয়িত্বা
মুদান্বিতা ভারত পাণ্ডবেয়াঃ ।
শঙ্খান্ প্রদধ্মুঃ সমরেঽতিহৃষ্টাঃ
সকেশবাঃ সৈনিকান্ হর্ষয়ন্তঃ ॥ ৬৭

তং চাপি সর্বে প্রতিপূজয়ন্তো ।
দৃষ্ট্বা ব্রুবাণাঃ সহদেবমাজৌ ।
দিষ্ট্যা হতো নৈকৃতিকো মহাত্মা
সহাত্মজো বীর রণে ত্বয়েতি ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি শকুন্যুলূকবধেঽষ্টা-
বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

ইঁহাদের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা যেন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। গাণ্ডীব-ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে ইঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন; ইঁহাদের রথ, অশ্ব ও হস্তী নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; অতএব ইঁহারা ভয়পীড়িত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত পদব্রজেই পলায়ন করিলেন। ৬৬

ভরতবংশধর! রথ হইতে শকুনিকে ভূপাতিত করাইয়া সমরাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণসহ সমস্ত পাণ্ডবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সৈন্যদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে আনন্দের সহিত শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৬৭

সহদেবকে দেখিয়া তখন সকলেই তাঁহার সমাদর করিতে করিতে এই কথা বলিলেন,—বীর! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি রণাঙ্গনে কপট দ্যূতক্রীড়াকারী বিরাটকায় শকুনিকে পুত্রের সহিত বিনাশ করিয়াছ। ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে শকুনি ও উলূকের বধবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(হ্রদপ্রবেশপর্ব্ব)

॥ একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(জীবিত-কৌরবসৈন্যানাং বিনাশঃ, সঞ্জয়স্য মুক্তিলাভঃ, দুর্য্যোধনস্য হ্রদপ্রবেশঃ, রাজদারৈঃ সহ যুযুৎসোর্হস্তিনাপুরগমনঞ্চ)

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ ক্রুদ্ধা মহারাজ সৌবলস্য পদানুগাঃ ।
ত্যক্ত্বা জীবিতমাক্রন্দে পাণ্ডবান্ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১
তানর্জুনঃ প্রত্যগৃহ্ণাৎ সহদেবজয়ে ধৃতঃ ।
ভীমসেনশ্চ তেজস্বী ক্রুদ্ধাশীবিষদর্শনঃ ॥ ২

শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং সহদেবং জিঘাংসতাম্ ।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩
সংগৃহীতায়ুধান্ বাহূন্ যোধানামভিধাবতাম্ ।
ভল্লৈশ্চিচ্ছেদ বীভৎসুঃ শিরাংস্যপি হয়ানপি ॥ ৪

(হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব।)

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[জীবিত সমস্ত কৌরব-সৈন্যদের বিনাশ, সঞ্জয়ের মুক্তিলাভ, দুর্য্যোধনের হ্রদে প্রবেশ এবং রাজমহিলাগণের সহিত যুযুৎসুর হস্তিনাপুরে গমন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর শকুনির অনুচরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করত সেই মহাসমরে পাণ্ডবগণকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ১

সেই সময় সহদেবের জয়লাভকে সুরক্ষিত রাখিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অর্জুন সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিলেন। দেখিতে কুপিত বিষধর সর্পসদৃশ তেজস্বী ভীমসেনও তখন অর্জুনের সহিত ছিলেন। ২

সহদেবকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে গ্রহণ করত আক্রমণকারী সেই সমস্ত সৈন্যগণের সঙ্কল্প অর্জুন গাণ্ডীব-ধনুর দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ৩

সহদেবের দিকে ধাবিত এই সব যোদ্ধাগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু, মস্তক ও তাঁহাদের অশ্বগণকেও অর্জুন ভল্লসমূহের দ্বারা ছেদন করিলেন।। ৪

তে হয়াঃ প্রত্যপতন্ত বসুধাং বিগতাসবঃ।
চরতা লোকবীরেণ প্রহতাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৫
ততো দুর্য্যোধনো রাজা দৃষ্ট্বা স্ববলসংক্ষয়ম্।
হতশেষান্ সমানীয় ক্রুদ্ধো রথগণান্ বহূন্ ॥ ৬
কুঞ্জরাংশ্চ হয়াংশ্চৈব পাদাতাংশ্চ সমন্ততঃ।
উবাচ সহিতান্ সর্ব্বান্ ধার্ত্তরাষ্ট্র ইদং বচঃ ॥ ৭
সমাসাদ্য রণে সর্ব্বান্ পাণ্ডবান্ সসুহৃদ্গণান্।
পাঞ্চাল্যং চাপি সবলং হত্বা শীঘ্রং ন্যবর্ত্তত ॥ ৮
তস্য তে শিরসা গৃহ্য বচনং যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
অভ্যুদ্যযু রণে পার্থাংস্তব পুত্রস্য শাসনাৎ ॥ ৯
তানভ্যপততঃ শীঘ্রং হতশেষান্ মহারণে।
শরৈরাশীবিষাকারৈঃ পাণ্ডবাঃ সমবাকিরন্ ॥ ১০
তৎ সৈন্যং ভরতশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তেন মহাত্মভিঃ।
অবধ্যত রণং প্রাপ্য ত্রাতারং নাভ্যবিন্দত ॥ ১১

রণাঙ্গনে বিচরণকারী বিশ্ববিখ্যাত বীর সব্যসাচী অর্জ্জুনকর্তৃক নিহত এই অশ্ব ও অশ্বারোহী যোদ্ধারা প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৫

নিজের সৈন্যদের এইভাবে সংহার হইতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি হতাবশিষ্ট বহুসংখ্যক রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতি সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের সকলকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬-৭

বীরগণ! তোমরা সকলে রণাঙ্গনে সমস্ত পাণ্ডব ও তাঁহাদের মিত্রগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া উঁহাদিগকে বিনাশ কর এবং পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করত শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন কর ॥ ৮

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের এই আজ্ঞায় তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করত সেই রণদুর্ম্মদ যোদ্ধারা যুদ্ধের জন্য গমন করিলেন ॥ ৯

সেই মহাসমরে অতিক্রান্ত আক্রমণকারী হতাবশিষ্ট সৈন্যদের উপর সমস্ত পাণ্ডব-যোদ্ধারা বিষধর সর্পসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট বাণসকলের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধস্থলে আসিয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণের দ্বারা মুহূর্ত্তকালের মধ্যে নিহত হইলেন। সেই সময় ইঁহাদের কেহই রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা যুদ্ধের জন্য কবচ বন্ধন করিয়া প্রস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভয়বশতঃ সেখানে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১½

প্রতিষ্ঠমানং তু ভয়ান্নাবতিষ্ঠত দংশিতম্।
অশ্বৈর্বিপরিধাবদ্ভিঃ সৈন্যেন রজসাবৃতে ॥ ১২
ন প্রাজ্ঞায়ন্ত সময়ে দিশঃ সপ্রদিশস্তথা।
ততস্তু পাণ্ডবানীকান্নিঃসৃত্য বহবো জনাঃ ॥ ১৩
অভ্যঘ্নংস্তাবকান্ যুদ্ধে মুহূর্ত্তাদিব ভারত।
ততো নিঃশেষমভবৎ তৎ সৈন্যং তব ভারত ॥ ১৪
অক্ষৌহিণ্যঃ সমেতাস্তু তব পুত্রস্য ভারত।
একাদশ হতা যুদ্ধে তাঃ প্রভো পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥১৫
তেষু রাজসহস্রেষু তাবকেষু মহাত্মসু।
একো দুর্য্যোধনো রাজন্নদৃশ্যত ভৃশং ক্ষতঃ ॥১৬
ততো বীক্ষ্য দিশঃ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা শূন্যাঞ্চ মেদিনীম্।
বিহীনঃ সর্ব্বযোধৈশ্চ পাণ্ডবান্ বীক্ষ্য সংযুগে ॥ ১৭
মুদিতান্ সর্ব্বতঃ সিদ্ধান্ নর্দমানান্ সমন্ততঃ।
বাণশব্দরবাংশ্চৈব শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৮

চারিদিকে ধাবিত অশ্বগণ ও সৈন্যদের দ্বারা উত্থিত ধূলিজালে সেখানকার সমগ্র প্রদেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। অতএব রণাঙ্গনে দিক্ ও বিদিক্সকলের কিছুই জানা যাইতেছিল না ॥ ১২½

ভারত! পাণ্ডব-সৈন্যদের মধ্য হইতে বহু সৈন্য নিষ্ক্রান্ত হইয়া যুদ্ধে এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার সমস্ত যোদ্ধাদিগকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! আপনার এই সৈন্যরা সেই সময় সর্ব্বতোভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আর কেহই জীবিত রহিল না ॥ ১৩-১৪

প্রভো! ভরতবংশধর! আপনার পুত্রের নিকট একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ছিল, কিন্তু যুদ্ধে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ ইঁহাদের সকলকেই বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজন্! আপনার পক্ষের সেই সহস্র সহস্র রাজগণের মধ্যে একমাত্র দুর্য্যোধনই সেই সময় দেখা যাইতেছিলেন; কিন্তু তিনিও তখন অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১৬

সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ দিঙ্মণ্ডল ও সমগ্র পৃথিবীকে শূন্য দেখিয়া, নিজেকে সমস্ত যোদ্ধা হইতে রহিত দেখিয়া এবং যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবদের যুদ্ধের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা, সফলতা ও তাঁহাদিগকে চারিদিকে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবপক্ষের মহাত্মা বীরগণের বাণসমূহের শব্দ ও গর্জ্জন শ্রবণ করত শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং সেখান হইতে পলায়ন করিতে মনস্থির

দুর্য্যোধনো মহারাজ কশ্মলেনাভিসংবৃতঃ।
অপযানে মনশ্চক্রে বিহীনবল-বাহনঃ ॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

নিহতে মামকে সৈন্যে নিঃশেষে শিবিরে কৃতে
পাণ্ডবানাং বলে সূত কিং নু শেষমভূৎ তদা ॥২০
এতন্মে পৃচ্ছতো ব্রূহি কুশলো হ্যসি সঞ্জয়।
যচ্চ দুর্য্যোধনো মন্দঃ কৃতবাংস্তনয়ো মম ॥ ২১
বলক্ষয়ং তথা দৃষ্ট্বা স একঃ পৃথিবীপতিঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

রথানাং দ্বে সহস্রে তু সপ্ত নাগশতানি চ ॥ ২২
পঞ্চ চাশ্বসহস্রাণি পত্তীনাঞ্চ শতং শতাঃ।
এতচ্ছেষমভূদ্ রাজন্ পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্ ॥ ২৩
পরিগৃহ্য হি যদ্ যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যবস্থিতঃ।
একাকী ভরতশ্রেষ্ঠ ততো দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ২৪
নাপশ্যৎ সমরে কঞ্চিৎ সহায়ং রথিনাং বরঃ
নর্দমানান পরান্ দৃষ্ট্বা স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ২৫
তথা দৃষ্ট্বা মহারাজ একঃ স পৃথিবীপতিঃ।
হতং স্বহয়মুৎসৃজ্য প্রাঙ্‌মুখঃ প্রাদ্রবদ্ ভয়াৎ ॥ ২৬
একাদশচমূভর্ত্তা পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
গদামাদায় তেজস্বী পদাতিঃ প্রস্থিতো হ্রদম্ ॥ ২৭
নাতিদূরং ততো গত্বা পদ্ভ্যামেব নরাধিপঃ।
সস্মার বচনং ক্ষত্তুর্ধর্ম্মশীলস্য ধীমতঃ ॥ ২৮
ইদং নূনং মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরো দৃষ্টবান্ পুরা।
মহদ্ বৈশসমস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সংযুগে ॥ ২৯
এবং বিচিন্তয়ানস্তু প্রবিবিক্ষুর্হ্রদং নৃপঃ
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো দৃষ্ট্বা রাজন্ বলক্ষয়ম্ ॥ ৩০
পাণ্ডবাস্তু মহারাজ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
অভ্যদ্রবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তব রাজন্ বলং প্রতি ॥ ৩১
শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসহস্তানাং বলানামভিগর্জতাম্।
সঙ্কল্পমকরোন্মোঘং গাণ্ডীবেন ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৩২

করিলেন। তখন তাঁহার নিকট কোনও সৈন্য এবং বাহন ছিল না ॥ ১৭-১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত! যখন আমার সৈন্যরা নিহত হইল এবং শিবির নিঃশেষ হইয়া যাইল, তখন পাণ্ডব-সৈন্যদের আর কত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল? ২০

সঞ্জয়! আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি ইহা আমাকে বল; কারণ, তুমি এই সব বলিতে অতিশয় নিপুণ। নিজের সৈন্যদের নিহত হইতে দেখিয়া একাকী জীবিত আমার মূর্খপুত্র রাজা দুর্য্যোধন কি করিল? ২১½

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডবদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেবল দুই হাজার রথ, সাতশত হাতী, পাঁচহাজার অশ্ব এবং দশহাজার পদাতি-সৈন্য অবশিষ্ট ছিল ॥ ২২-২৩

ইহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন রণাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে রাজা দুর্য্যোধন একাকী হইয়া যাইলেন ॥ ২৪

মহারাজ! রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন তখন সমরাঙ্গণে নিজের কোন সহায়ককে দেখিতে পাইলেন না। অন্যত্র শত্রুদিগকে গর্জন করিতে এবং নিজের সৈন্যদিগকে ধ্বংস হইয়া যাইতে দেখিয়া একাকী ভূপতি দুর্য্যোধন নিজের নিহত অশ্বকে সেস্থানে পরিত্যাগ করত ভীত হইয়া পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিলেন ॥ ২৫-২৬

যিনি এক সময় একাদশ অক্ষৌহিণী-সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, সেই আপনার তেজস্বী পুত্র দুর্য্যোধন তখন কেবল গদা ধারণ করত পদব্রজে সরোবরের দিকে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২৭

স্বীয় পদদ্বয়ের দ্বারা কিয়দ্দূর গমন করিবার পর রাজা দুর্য্যোধনের ধর্ম্মপরায়ণ বুদ্ধিমান্ বিদুরের কথিত সকল বাক্য স্মরণ হইতে লাগিল ॥ ২৮

তখন তিনি মনে মনেই এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমাদের ও এই ক্ষত্রিয়গণের যে প্রভূত ক্ষয়সাধন হইল, ইহা পরম জ্ঞানী বিদুর অবশ্য পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ২৯

রাজন্! নিজের সৈন্যদের সেইভাবে সংহার হইতে দেখিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের হৃদয় দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি (নিরাপদ জানে) হ্রদে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০

মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাণ্ডব-যোদ্ধারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সৈন্যদের দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন এবং শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে ধারণপূর্ব্বক গর্জনকারী আপনার সকল যোদ্ধারই সঙ্কল্প অর্জুন স্বীয় গাণ্ডীবধনুর দ্বারা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২

তান্ হত্বা নিশিতৈর্বাণৈঃ সামাত্যান্ সহ বন্ধুভিঃ।
রথে শ্বেতহয়ে তিষ্ঠন্নর্জ্জুনো বহ্বশোভত ॥ ৩৩
সুবলস্য হতে পুত্রে সবাজি-রথ-কুঞ্জরে।
মহাবনমিব ছিন্নমভবৎ তাবকং বলম্ ॥৩৪
অনেকশতসাহস্রে বলে দুর্য্যোধনস্য হ।
নান্যো মহারথো রাজন্ জীবমানো ব্যদৃশ্যত ॥ ৩৫
দ্রোণপুত্রাদৃতে বীরাৎ তথৈব কৃতবর্ম্মণঃ।
কৃপাচ্চ গৌতমাদ্ রাজন্ পার্থিবাচ্চ তবাত্মজাৎ ॥ ৩৬
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু মাং দৃষ্ট্বা হসন্ সাত্যকিমব্রবীৎ।
কিমনেন গৃহীতেন নানেনার্থোঽস্তি জীবতা ॥ ৩৭
ধৃষ্টদ্যুম্নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা মহারথঃ।
উদ্যম্য নিশিতং খড়্গং হন্তুং মামুদ্যতস্তদা ॥ ৩৮
তমাগম্য মহাপ্রাজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
মুচ্যতাং সঞ্জয়ো জীবন্ন হন্তব্যঃ কথঞ্চন ॥ ৩৯

নিজের তীক্ষ্ণধার বাণসমূহে বন্ধু ও মন্ত্রিগণের সহিত সেই যোদ্ধাকে সংহার করিয়া শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে অবস্থিত অর্জ্জুন অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৩

অশ্ব, রথ ও হস্তিসকল সহ সুবলপুত্র শকুনি নিহত হইলে পর আপনার সৈন্যরা ছিন্ন ভিন্ন বিশাল বনের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

রাজন্! দুর্য্যোধনের বহু লক্ষ সৈন্যের মধ্যে দ্রোণপুত্র বীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য্য এবং আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত অন্য কোন মহারথীকে জীবিত থাকিতে দেখা যাইল না ॥ ৩৫-৩৬

সেই সময় আমাকে বন্দী হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিকে বলিলেন,—ইহাকে আর বন্দী করিয়া কি লাভ হইবে? এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না ॥ ৩৭

ধৃষ্টদ্যুম্নের এই কথা শুনিয়া শিনিপৌত্র মহারথী সাত্যকি তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলন করিয়া আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৮

সেই সময় মহাজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সহসা আসিয়া বলিলেন,—সঞ্জয়কে জীবিত অবস্থায় মুক্ত করিয়া দাও। সে কোনরূপ বধের যোগ্য নয় ॥ ৩৯

শিনিপুত্র সাত্যকি কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্যাসদেবের এই বাক্য

দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা শিনের্নপ্তা কৃতাঞ্জলিঃ।
ততো মামব্রবীন্মুক্ত্বা স্বস্তি সঞ্জয় সাধয় ॥ ৪০
অনুজ্ঞাতস্ত্বহং তেন ন্যস্তবর্ম্মা নিরায়ুধঃ।
প্রাতিষ্ঠং যেন নগরং সায়াহ্নে রুধিরোক্ষিতঃ ॥ ৪১
ক্রোশমাত্রমপক্রান্তং গদাপাণিমবস্থিতম্।
একং দুর্য্যোধনং রাজন্নপশ্যং ভৃশবিক্ষতম্ ॥ ৪২
স তু মামশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্।
উপপ্রৈক্ষত মাং দৃষ্ট্বা তথা দীনমবস্থিতম্ ॥ ৪৩
তং চাহমপি শোচন্তং দৃষ্ট্বৈকাকিনমাহবে।
মুহূর্ত্তং নাশকং বক্তুমতি দুঃখপরিপ্লুতঃ ॥ ৪৪
(যস্য মূর্দ্ধাভিষিক্তানাং সাহস্রং মণিমৌলিনাম্।
আহৃত্য চ করং সর্বং স্বস্য বৈ বশমাগতম্ ॥
চতুঃসাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী রত্নভূষিতা।
কর্ণেনৈকেন যস্যার্থে করমাহারিতা পুরা ॥

শ্রবণ করত আমাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—সঞ্জয়! তোমার কল্যাণ হউক। যাও, নিজের অভীষ্ট সাধন কর ॥ ৪০

তিনি এইরূপ আজ্ঞাদান করিলে পর আমি কবচ পরিত্যাগ করিলাম এবং অস্ত্রহীন হইয়া সন্ধ্যাকালে নগরের দিকে প্রস্থিত হইলাম। সেই সময় আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত ছিল ॥ ৪১

রাজন্! এক ক্রোশ আসিলে পর আমি পলায়িত দুর্য্যোধনকে গদাহাতে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। তখন তাঁহার দেহ গুরুতর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪২

আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আমার দিকে ভালভাবে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিতেছিলেন না। আমি সেই সময় দীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি আমার সেই অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিতে ছিলেন ॥ ৪৩

আমিও যুদ্ধস্থলে একাকী শোকমগ্ন দুর্য্যোধনকে দর্শন করত অত্যন্ত দুঃখে নিমগ্ন হইয়া পড়িলাম এবং মুহূর্ত্তকাল কোন কথাই বলিতে পারিলাম না। ৪৪

(মস্তকে মুকুট ধারণ করত সহস্র সহস্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত নরপতিগণ যাঁহার জন্য উপায়ন আনিতেন এবং তাঁহারা সকলেই যাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন, পূর্ব্বে একমাত্র বীর কর্ণই যাহার জন্য চারি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই রত্নভূষিত পৃথিবী হইতে করদানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কর্ণই অপর রাষ্ট্রে যাঁহার আজ্ঞার প্রসার করিয়াছিলেন, যে রাজাকে রাজ্য

যস্যাজ্ঞা পররাষ্ট্রেষু কর্ণে নৈব প্রসারিতা।
নাভবদ্ যস্য শস্ত্রেষু-খেদো রাজ্ঞঃ প্রশাসতঃ ॥
আসীনো হাস্তিনপুরে ক্ষেমং রাজ্যমকণ্টকম্।
অযপালয়দৈশ্বর্য্যাৎ কুবেরমপি নাস্মরৎ ॥
ভবনাদ্ ভবনং রাজন্ প্রযাতু পৃথিবীপতে।
দেবালয়প্রবেশে চ পন্থা যস্য হিরণ্ময়ঃ ॥
আরুহ্যৈরাবতপ্রখ্যং নাগমিন্দ্রসমো বলী।
বিভূত্যা সুমহত্যা যঃ প্রয়াতি পৃথিবীপতিঃ ॥
তং ভৃশক্ষতমিন্দ্রাভং পদ্‌ভ্যামেব ধরাতলে।
তিষ্ঠন্তমেকং দৃষ্ট্বা তু মমাভূৎ ক্লেশ উত্তমঃ ॥
তস্য চৈবংবিধস্যাস্য জগন্নাথস্য ভূপতেঃ।
বিপদপ্রতিমাভূদ্ যা বলীয়ান্ বিধিরেব হি ॥)
ততোঽস্মৈ তদহং সর্বমুক্তবান্ গ্রহণং তদা
দ্বৈপায়নপ্রসাদাচ্চ জীবতো মোক্ষমাহবে ॥ ৪৫
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
ভ্রাতৄংশ্চ সর্বসৈন্যানি পর্য্যপৃচ্ছত মাং ততঃ ॥ ৪৬
তস্মৈ তদহমাচক্ষে সর্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্।
ভ্রাতৄংশ্চ নিহতান্ সর্বান্ সৈন্যঞ্চ বিনিপাতিতম্ ॥ ৪৭
ত্রয়ঃ কিল রথাঃ শিষ্টাস্তাবকানাং নরাধিপ।
ইতি প্রস্থানকালে মাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৪৮
স দীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য প্রত্যবেক্ষ্য পুনঃ পুনঃ।
অসৌ মাং পাণিনা স্পৃষ্ট্বা পুত্রস্তে পর্য্যভাষত ॥ ৪৯
ত্বদন্যো নেহ সংগ্রামে কশ্চিজ্জীবতি সঞ্জয়।
দ্বিতীয়ং নেহ পশ্যামি সসহায়াশ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৫০
ব্রূয়াঃ সঞ্জয় রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ প্রবিষ্টো হ্রদমিত্যুত ॥ ৫১
সুহৃদ্ভিস্তাদৃশৈর্হীনঃ পুত্রৈর্ভ্রাতৃভিরেব চ।
পাণ্ডবৈশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥ ৫২
আচক্ষীথাঃ সর্বমিদং মাঞ্চ মুক্তং মহাহবাৎ।
অস্মিংস্তোয়হ্রদে গুপ্তং জীবন্তং ভৃশবিক্ষতম্ ॥ ৫৩

শাসন করিবার সময় কখন অস্ত্র উত্তোলন করিবার কষ্ট করিতে হইত না, যিনি হস্তিনাপুরেই থাকিয়া নিজের কল্যাণময় নিষ্কণ্টক রাজ্য নিরন্তর পালন করিতেন, যিনি নিজের ঐশ্বর্য্যে কুবেরকেও স্মরণ করিতেন না, রাজন্, পৃথ্বীনাথ! এক গৃহ হইতে অপর গৃহ এবং দেবালয়ে গমন করিতে যাঁহার জন্য স্বর্ণের পথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ যে ভূপতি ঐরাবত-সদৃশ কান্তিমান্ গজরাজে আরোহণ করত মহৈশ্বর্য্যের সহিত যাত্রা করিতেন, সেই ইন্দ্রসদৃশ তেজস্বী রাজা দুর্য্যোধনকে অত্যন্ত আহত অবস্থায় কেবল পদদ্বয়ে ভূতলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইল। এরূপ প্রতাপশালী ও জগৎপতি দুর্য্যোধনকেও অতুলনীয় বিপদাপন্ন হইতে দেখিয়া ইহাই বলিতে হইবে যে, বিধাতাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।)

তাহার পর আমি যুদ্ধে বন্দী হইবার ও পরে ব্যাসদেবের কৃপায় জীবিত অবস্থায় মুক্তি পাইবার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলাম ॥ ৪৫

তিনি মুহূর্ত্তকাল কিছু চিন্তা করিয়া সচেতন হইলে পর আমাকে নিজের ভ্রাতৃগণের ও সমস্ত সৈন্যদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৬

আমিও যাহা কিছু তখন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত তাঁহাকে এইভাবে বলিলাম,—হে নরাধিপ! তোমার ভ্রাতারাই নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত সৈন্যরাও বিনষ্ট হইয়াছে। রণাঙ্গন হইতে প্রস্থিত হইবার সময় ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের পক্ষে তিনজন মহারথী জীবিত আছে ॥ ৪৭-৪৮

ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আমার দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করত আমাকে এই কথা বলিলেন—সঞ্জয়! এই সংগ্রামে তুমি ব্যতীত আমার কোন আত্মীয় জন সম্প্রতঃ জীবিত নাই; কারণ, আমি এখানে অন্য কোন স্বজনকে দেখিতে পাইতেছি না। অন্যদিকে পাণ্ডবেরা নিজেদের সহায়ক-সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৪৯ ৫০

সঞ্জয়! তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু ঐশ্বর্য্যশালী মহারাজকে বলিও যে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাদৃশ পরাক্রমশালী সুহৃৎ, পুত্র ও ভ্রাতৃগণহীন হইয়া হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে। যখন পাণ্ডবেরা আমার রাজ্য হরণ করিল (কাড়িয়া লইল), তখন আর এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় ব্যক্তি কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিবে? সঞ্জয়! তুমি এই সমস্ত কথাই বলিবে এবং ইহাও জানাইবে যে, দুর্য্যোধন সেই মহাসংগ্রামে জীবিত থাকিয়া জলপূর্ণ হ্রদ মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে ॥ ৫১-৫৩

এবমুক্ত্বা মহারাজ প্রাবিশৎ তং মহাহ্রদম্।
অস্তম্ভয়ত তোয়ঞ্চ মায়য়া মনুজাধিপঃ ॥ ৫৪
তস্মিন্ হ্রদং প্রবিষ্টে তু ত্রীন্ রথান্ শ্রান্তবাহনান্।
অপশ্যং সহিতানেকস্তং দেশং সমুপেয়ুষঃ ॥ ৫৫
কৃপং শারদ্বতং বীরং দ্রৌণিঞ্চ রথিনাং বরম্।
ভোজঞ্চ কৃতবর্ম্মাণং সহিতান্ শরবিক্ষতান্॥ ৫৬
তে সর্ব্বে মামভিপ্রেক্ষ্য তূর্ণমশ্বানচোদয়ন্।
উপায়ায় তু মামূচুর্দিষ্ট্যা জীবসি সঞ্জয় ॥ ৫৭
অপৃচ্ছংশ্চৈব মাং সর্ব্বে পুত্রং তব জনাধিপম্।
কচ্চিদ্ দুর্য্যোধনো রাজা স নো জীবতি সঞ্জয় ॥ ৫৮
আখ্যাতবানহং তেভ্যস্তদা কুশলিনং নৃপম্
তচ্চৈব সর্ব্বমাচক্ষং যন্মাং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ ॥৫৯
হ্রদং চৈবাহমাচক্ষং যং প্রবিষ্টো নরাধিপঃ।
অশ্বত্থামা তু তদ্ রাজন্ নিশম্য বচনং মম ॥ ৬০

মহারাজ! এই কথা বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন সেই বিশাল সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং মায়ার দ্বারা তাহার জল স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৫৪

যখন দুর্য্যোধন সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান আমি আমাদের পক্ষের তিন মহারথীকে একসঙ্গে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিলাম। উঁহাদের অশ্বগণ সেই সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৫৫

এই বীরগণের নাম—শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, রথী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এবং ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মা। ইঁহারা সকলে তখন একত্রে ছিলেন এবং বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৫৬

আমাকে দেখিয়াই এই তিনজন অতিক্রুত আমার দিকে অশ্বগণকে চালনা করিলেন এবং নিকটে আসিয়া আমাকে বলিলেন—সঞ্জয়! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি জীবিত আছ ॥ ৫৭

তারপর তাঁহারা সকলে আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—সঞ্জয়! আমাদের রাজা দুর্য্যোধন কি জীবিত আছেন? ৫৮

তখন আমি তাঁহাদের দুর্য্যোধনের কুশল সংবাদ জানাইলাম এবং দুর্য্যোধন আমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তও তাঁহাদিগকে শুনাইলাম। যে সরোবরে দুর্য্যোধন প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও জানাইয়া দিলাম ॥ ৫৯½

তং হ্রদং বিপুলং প্রেক্ষ্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ।
অহো ধিক্ স ন জানাতি জীবতোঽস্মান্ নরাধিপঃ ॥৬১
পর্য্যাপ্তা হি বয়ং তেন সহ যোধয়িতুং পরান্।
তে তু তত্র চিরং কালং বিলপ্য চ মহারথাঃ ॥ ৬২
প্রাদ্রবন্ রথিনাং শ্রেষ্ঠা দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতান্ রণে।
তে তু মাং রথমারোপ্য কৃপস্য সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ৬৩
সেনানিবেশমাজগ্মুর্হতশেষাস্ত্রয়ো রথাঃ।
তত্র গুল্মাঃ পরিত্রস্তাঃ সূর্য্যে চাস্তমিতে সতি ॥ ৬৪
সর্ব্বে বিচুক্রুশুঃ শ্রুত্বা পুত্রাণাং তব সংক্ষয়ম্।
ততো বৃদ্ধা মহারাজ যোষিতাং রক্ষিণো নরাঃ ॥ ৬৫
রাজ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
তত্র বিক্রোশমানানাং রুদতীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬৬
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ শ্রুত্বা তদ্ বলসংক্ষয়ম্।
ততস্তা যোষিতো রাজন্ ক্রন্দন্ত্যো বৈ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৭

রাজন্! আমার কথা শ্রবণ করত অশ্বত্থামা সেই বিশাল সরোবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন,—অহো! ধিক্! রাজা দুর্য্যোধন জানেন না যে, আমরা এখনও জীবিত আছি। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা সর্ব্বোতোভাবে সমর্থ ॥ ৬০-৬১½

তাহার পর এই মহারথী বীরগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সেখানে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তারপর রণাঙ্গনে পাণ্ডবগণকে আসিতে দেখিয়া সেই রথিশ্রেষ্ঠ তিন বীর সেখানে হইতে পলায়ন করিলেন ॥ ৬২½

হতাবিশিষ্ট এই তিন রথী আমাকেও কৃপাচার্য্যের সুসজ্জিত রথে আরোহণ করাইয়া সেনানিবাস পর্য্যন্ত লইয়া আসিলেন। তখন সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। সেখানে রক্ষিগণ সকলেই ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আপনার পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ৬৩-৬৪

মহারাজ তদনন্তর স্ত্রীবর্গের রক্ষায় নিযুক্ত বৃদ্ধ পুরুষগণ রাজকুলের মহিলাদের সহিত হস্তিনাপুরে চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৫½

সেই সময় সেখানে নিজ নিজ পতিগণকে আহ্বান করিতে করিতে বিলাপকারিণী রাজমহিলাগণের তীব্র আর্ত্তনাদ চারিদিক্ হইতে উত্থিত হইল। রাজন্! নিজেদের সৈন্য ও পতিগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করত এই রাজকুলের যুবতী স্ত্রীবর্গ

কুরর্য্য ইব শব্দেন নাদয়ন্ত্যো মহীতলম্।
আজঘ্নুঃ করজৈশ্চাপি পাণিভিশ্চ শিরাংস্যুত ॥ ৬৮
লুলুচুশ্চ তদা কেশান্ ক্রোশন্ত্যস্তত্র তত্র হ।
হাহাকারবিনাদিন্যো বিনিঘ্নন্ত্য উরাংসি চ ॥ ৬৯
শোচন্ত্যস্তত্র রুরুদুঃ ক্রন্দমানা বিশাম্পতে।
ততো দুর্য্যোধনামাত্যাঃ সাশ্রুকণ্ঠা ভৃশাতুরাঃ ॥ ৭০
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি।
বেত্রব্যাসক্তহস্তাশ্চ দ্বারাধ্যক্ষা বিশাম্পতে ॥ ৭১
শয়নীয়ানি শুভ্রাণি স্পর্দ্ধ্যাস্তরণবন্তি চ।
সমাদায় যযুস্তূর্ণং নগরং দাররক্ষিণঃ ॥ ৭২
আস্থায়াশ্বতরীযুক্তান্ স্যন্দনানপরে পুনঃ।
স্বান্ স্বান্ দারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥ ৭৩
অদৃষ্টপূর্ব্বা যা নার্য্যো ভাস্করেণাপি বেশ্মসু।
দদৃশুস্তা মহারাজ জনা যাতাঃ পুরং প্রতি ॥ ৭৪
তাং স্ত্রিয়ো ভরতশ্রেষ্ঠ সৌকুমার্য্যসমন্বিতাঃ।
প্রযযুর্নগরং তূর্ণং হতস্বজন-বান্ধবাঃ ॥ ৭৫
আগোপালাবিপালেভ্যো দ্রবন্তো নগরং প্রতি।
যযুর্মনুষ্যাঃ সম্ভ্রান্তা ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ ॥ ৭৬
অপি চৈষাং ভয়ং তীব্রং পার্থেভ্যোঽভূৎ সুদারুণম্।
প্রেক্ষমাণাস্তদান্যোন্যমধাবন্নগরং প্রতি ॥ ৭৭
তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে বিদ্রবে ভৃশদারুণে।
যুযুৎসুঃ শোকসম্মূঢ়ঃ প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৭৮
জিতো দুর্য্যোধনঃ সংখ্যে পাণ্ডবৈর্ভীমবিক্রমৈঃ।
একাদশচমূভর্ত্তা ভ্রাতরশ্চাস্য সূদিতাঃ ॥ ৭৯
হতাশ্চ কুরবঃ সর্ব্বে ভীষ্ম-দ্রোণপুরঃসরাঃ।
অহমেকো বিমুক্তস্তু ভাগ্যযোগাদ্ যদৃচ্ছয়াঃ ॥ ৮০
বিদ্রুতানি চ সর্ব্বাণি শিবিরাণি সমন্ততঃ।
ইতস্ততঃ পলায়ন্তে হতনাথা হতৌজসঃ ॥ ৮১
অদৃষ্টপূর্ব্বা দুঃখার্ত্তা ভয়ব্যাকুললোচনাঃ।
হরিণা ইব বিত্রস্তা বীক্ষমাণা দিশো দশ ॥ ৮২

স্ব-স্ব আর্তনাদে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে বারংবার কুররীপক্ষীর ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিলেন ॥ ৬৬-৬৭½

ইহারা যেখানে সেখানে হাহাকার করিতে করিতে নিজেদেরই নিজেরাই নখের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন, হস্তের দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃস্থল আঘাত এবং কেশসকল টানিতে থাকিলেন। প্রজানাথ! শোকে নিমগ্ন হইয়া পতিকে আহ্বান করিতে করিতে সেই রমণীগণ করুণস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন ॥৬৮-৬৯½

ইহাতে দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণের কণ্ঠ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজমহিলাসকলকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৭০½

প্রজানাথ! ইহাদের সহিত হস্তে বেত্রের দণ্ড ধারণ করত দ্বারপালগণও যাইতে লাগিল। রাজপত্নীগণের রক্ষায় নিযুক্ত সেবকেরা শুভ্র ও বহুমূল্য শয্যা গ্রহণ করত অতিক্রান্ত নগরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৭১-৭২

অন্য বহুসংখ্যক রাজকীয় পুরুষ খচ্চরীযোজিত রথে আরোহণ করত রক্ষাবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত নিজ নিজ ভাগের মহিলাবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে যাত্রা করিলেন ॥ ৭৩

মহারাজ! যে রাজমহিলাগণকে অন্তঃপুরে থাকিবার সময় পূর্ব্বে সূর্য্যদেবও দেখিতে পাইতেন না, তাঁহাদিগকে আজ সেই গমন সময় সাধারণ মানুষেরাও দেখিতে লাগিল ॥ ৭৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাঁহাদের স্বজন ও বান্ধবগণ নিহত হইয়াছেন, সেই সুকুমারী স্ত্রীসকল তীব্রগতিতে নগরের দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৭৫

সেই সময় ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত সকল মনুষ্য গোপালক ও মেষপালক পর্য্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়া হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করিল ॥ ৭৬

ইহারা কুন্তীকুমারগণের নিকট হইতে নিদারুণ ও তীব্র ভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সময় যুযুৎসু শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া সময়োচিত কর্ত্তব্যপালন বিষয়ে চিন্তা করিলেন ॥ ৭৮

ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি রাজা দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দকে সংহার করিয়াছেন ॥ ৭৯

ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যাঁহাদের অগ্রগামী নেতা, সেই সমস্ত কৌরবগণ বিনষ্ট হইয়াছে। অকস্মাৎ ভাগ্যযোগে একাকী আমিই জীবিত আছি ॥ ৮০

সমস্ত শিবিরের সকল লোকই চারিদিকে পলাইয়া যাইল। প্রভু নিহত হওয়ায় উৎসাহহীন হইয়া সকল সেবকরাও এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিল ॥ ৮১

তখন তাহাদের এরূপ অবস্থা হইল, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। সকলে দুঃখে আতুর হইয়া উঠিল এবং সকলেরই নেত্র ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সকল মানুষ ভীত মৃগগণের ন্যায়

দুর্য্যোধনস্য সচিবা যে কেচিদবশেষিতাঃ।
রাজদারানুপাদায় প্রযযুর্নগরং প্রতি ॥ ৮৩
প্রাপ্তকালমহং মন্যে প্রবেশং তৈঃ সহ প্রভুম্‌।
যুধিষ্ঠিরমনুজ্ঞাপ্য বাসুদেবং তথৈব চ ॥ ৮৪
এতমর্থং মহাবাহুরুভয়োঃ স ন্যবেদয়ৎ।
তস্য প্রীতোঽভবদ্‌ রাজা নিত্যং করুণবেদিতা ॥ ৮৫
পরিষজ্য মহাবাহুর্বৈশ্যাপুত্রং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
ততঃ স রথমাস্থায় দ্রুতমশ্বানচোদয়ৎ ॥ ৮৬
সংবাহয়িতবাংশ্চাপি রাজদারান্‌ পুরং প্রতি।
তৈশ্চৈব সহিতঃ ক্ষিপ্রমস্তং গচ্ছতি ভাস্করে ॥ ৮৭
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং বাষ্পকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ।
অপশ্যত মহাপ্রাজ্ঞং বিদুরং সাশ্রুলোচনম্‌ ॥ ৮৮
রাজ্ঞঃ সমীপান্নিষ্ক্রান্তং শোকোপহতচেতসম্‌।
তমব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ প্রণতং ত্বগ্রতঃ স্থিতম্‌ ॥ ৮৯

দিষ্ট্যা কুরুক্ষয়ে বৃত্তে অস্মিংস্ত্বং পুত্র জীবসি।
বিনা রাজ্ঞঃ প্রবেশাদ্‌ বৈ কিমসি ত্বমিহাগতঃ ॥ ৯০
এতদ্‌ বৈ কারণং সর্ব্বং বিস্তরেণ নিবেদয়।

যুযুৎসুরুবাচ।

নিহতে শকুনৌ তত্র সজ্ঞাতি-সুত-বান্ধবে ॥৯১
হতশেষপরীবারো রাজা দুর্য্যোধনস্ততঃ।
স্বকং স হয়মুৎসৃজ্য প্রাঙ্‌মুখঃ প্রাদ্রবদ্‌ ভয়াৎ ॥ ৯২
অপক্রান্তে তু নৃপতৌ স্কন্ধাবারনিবেশনাৎ।
ভয়ব্যাকুলিতং সর্ব্বং প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥ ৯৩
ততো রাজ্ঞঃ কলত্রাণি ভ্রাতৄণাং চাস্য সর্ব্বতঃ।
বাহনেষু সমারোপ্য অধ্যক্ষাঃ প্রাদ্রবন্‌ ভয়াৎ ॥ ৯৪
ততোঽহং সমনুজ্ঞাপ্য রাজানং সহকেশবম্‌।
প্রবিষ্টো হাস্তিনপুরং রক্ষংল্লোকান্‌ প্রধাবিতান্‌ ॥ ৯৫
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং বৈশ্যাপুত্রেণ ভাষিতম্‌।
প্রাপ্তকালমিতি জ্ঞাত্বা বিদুরঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ॥ ৯৬

দর্শনকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা রাজমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া নগরের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮২-৮৩

আমি রাজা যুধিষ্ঠির ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা গ্রহণ করত এই মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত নগরে প্রবেশ করি—ইহাই আমার এখন সময়োচিত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ৮৪

এইরূপ চিন্তা করিয়া মহাবাহু যুযুৎসু এই দুইজনের সম্মুখে নিজের কথা নিবেদন করিলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া নিরন্তর করুণা অনুভবকারী মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং তিনি বৈশ্যকুমারীর পুত্র যুযুৎসুকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন ॥ ৮৫½

তাহার পর তিনি রথের উপর উপবেশন করত অতিক্রুত নিজের অশ্বদের প্রেরণ করিলেন এবং রাজকুলের স্ত্রীগণকে রাজধানী হস্তীনাপুরে লইয়া যাইলেন ॥ ৮৬½

সূর্য্যদেবের অস্তগমনের সময় তিনি নেত্র হইতে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে সকলের সহিত হস্তীনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় বাষ্পে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইল ॥ ৮৭½

রাজন্‌! সেখানে তিনি আপনার নিকট হইতে বহির্গত মহামতি বিদুরকে দর্শন করিলেন। তখন বিদুরের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল এবং মন শোকে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৮৮½

সত্যপরায়ণ বিদুর প্রণাম করত সম্মুখে দণ্ডায়মান যুযুৎসুকে বলিলেন—পুত্র! অতিশয় সৌভাগ্যের কথা এই যে, কৌরবদের এই বিনাশে তুমি জীবিত আছ; কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তীনাপুরে প্রবেশের পূর্ব্বেই তুমি কিরূপে এখানে চলিয়া আসিলে? এই সমস্ত কারণ তুমি আমাকে সবিস্তারে বল ॥ ৮৯-৯০½

যুযুৎসু বলিলেন,—তাত! জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত শকুনি নিহত হইলে পর যাঁহার শেষ পরিবার নষ্ট হইয়া যাইল, সেই রাজা দুর্য্যোধন নিজের অশ্বদিগকে যুদ্ধস্থলে ত্যাগ করত ভীত হইয়া পূর্ব্বদিকে পলাইয়া যাইলেন ॥ ৯১-৯২

রাজা দুর্য্যোধন দূরে চলিয়া যাইলে পর সমস্ত লোক ভয়ে ব্যাকুল হইয়া রাজধানীর দিকে পলায়ন করিল ॥ ৯৩

তখন রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের স্ত্রীগণকে চারিদিকে বাহনের উপর বসাইয়া অন্তঃপুরের অধ্যক্ষও ভয়বশতঃ পলাইয়া যাইলেন ॥ ৯৪

তদনন্তর আমি রাজা যুধিষ্ঠির ও ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করত পলায়মান ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবার জন্য হস্তিনাপুরে চলিয়া আসিলাম ॥ ৯৫

বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুর এই কথা শ্রবণ করত ও ইহাই সময়োচিত কর্ত্তব্য জানিতে পারিয়া ধর্ম্মজ্ঞ অপরিমিত আত্মবলসম্পন্ন বিদুর যুযুৎসুর পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন এবং এই কথা বলিলেন,—

অপূজয়দমেয়াত্মা যুযুৎসুং বাক্যমব্রবীৎ।
প্রাপ্তকালমিদং সর্বং ব্রুবতা ভরতক্ষয়ে ॥ ৯৭
রক্ষিতঃ কুলধর্মশ্চ সানুক্রোশতয়া ত্বয়া।
দিষ্ট্যা ত্বামিহ সংগ্রামাদস্মাদ্ বীরক্ষয়াৎ পুরম্ ॥৯৮
সমাগতমপশ্যাম হুংশুমন্তমিব প্রজাঃ।
অন্ধস্য নৃপতের্যষ্টিলু্ব্ধস্যাদীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ৯৯
বহুশো যাচ্যমানস্য দৈবোপহতচেতসঃ।
ত্বমেকো ব্যসনার্তস্য ধ্রিয়সে পুত্র সর্বথা ॥ ১০০
অদ্য ত্বমিহ বিশ্রান্তঃ শ্বোঽভিগন্তা যুধিষ্ঠিরম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বিদুরঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ১০১
যুযুৎসুং সমনুপ্রাপ্য প্রবিবেশ নৃপক্ষয়ম্।
পৌরজানপদৈর্দুঃখাদ্ধা হেতি ভৃশনাদিতম্ ॥১০২
নিরানন্দং গতশ্রীকং হুতারামমিবাশয়ম্।
শূন্যরূপমপধ্বস্তং দুঃখাদ্ দুঃখতরোঽভবৎ ॥ ১০৩
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞো বিক্লবেনান্তরাত্মনা।
বিবেশ নগরে রাজন্ নিঃশ্বাস শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১০৪
যুযুৎসুরপি তাং রাত্রিং স্বগৃহে ন্যবসৎ তদা।
বন্দ্যমানঃ স্বকৈশ্চাপি নাভ্যনন্দৎ সুদুঃখিতঃ॥
চিন্তয়ানঃ ক্ষয়ং তীব্রং ভরতানাং পরস্পরম্ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি হ্রদপ্রবেশপর্বণি
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ভরতবংশীয়গণের এই বিনাশের সময় যাহা যাহা অবশ্য কর্তব্য, তৎসমস্ত উপদেশ করত নিজের দয়ালুতাবশতঃ তুমি কুলধর্ম রক্ষা করিয়াছ ॥ ৯৬-৯৭½

বীরগণের বিনাশকর এই সংগ্রামে জীবিত তুমি কুশলের সহিত নগরে ফিরিয়া আসিয়াছ—এই অবস্থায় আমরা তোমাকে সেইভাবে দর্শন করিলাম, যেরূপ রাত্রিশেষে প্রজারা ভগবান্ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৯৮½

লোভী অদূরদর্শী ও অন্ধ রাজার জন্য তুমি দণ্ডতুল্য আশ্রয়-স্থল। আমি তাঁহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু অদৃষ্টবশতঃ তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, এই কারণে তিনি আমার কথা শ্রবণ করেন নাই। আজ তিনি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন, পুত্র! এই অবস্থায় একমাত্র তুমিই তাঁহাকে আশ্রয় দিবার জন্য জীবিত আছ ॥ ৯৯-১০০

"আজ এখানেই বিশ্রাম কর। কাল প্রাতে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিবে" এই কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদুর যুযুৎসুর সহিত রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই ভবন নগর ও জনপদবাসী মনুষ্যগণের দুঃখ সহকারে কৃত হাহাকার এবং ভয়ঙ্কর আর্তনাদে পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১০১-১০২

সেখানে তখন আনন্দ ছিল না এবং বৈভবজনিত কোন শোভাও দেখিতে পাওয়া যাইল না। এই রাজভবন তখন সেরূপ এক জলাশয়ের ন্যায় জনশূন্য ও বিধ্বস্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যাহার তীরস্থিত উদ্যান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেখানে উপস্থিত বিদুর দুঃখে অতিশয় খিন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ১০৩

রাজন্! সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদুর ব্যাকুল চিত্তে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪

যুযুৎসুও সেই রাত্রিতে নিজের গৃহেই থাকিলেন। তাঁহার মনে অতিশয় দুঃখ ছিল, সেইজন্য তিনি স্বজনগণের দ্বারা বন্দিত হইলেও আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। এই পারস্পরিক যুদ্ধে ভরতবংশীয়গণের যে ভয়ঙ্কর সংহার হইয়াছিল, তাহারই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন ॥ ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বে হ্রদে প্রবেশবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(গদাপর্ব্ব।)

॥ ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অশ্বত্থাম-কৃপাচার্য্য-কৃতবর্ম্মভিহ্রদসমীপং গত্বা দুর্য্যোধনেন সহ যুদ্ধবিষয়কালাপঃ, ব্যাধেভ্যো দুর্য্যোধন-বৃত্তান্তং জ্ঞাত্বা সসৈন্য-যুধিষ্ঠিরস্য হ্রদসমীপে গমনম্, কৃপাচার্য্য প্রভৃতীনাং দূরে পলায়নঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু পাণ্ডুপুত্রৈ রণাজিরে।
মম সৈন্যাবশিষ্টাস্তে কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্।
দুর্য্যোধনশ্চ মন্দাত্মা রাজা কিমকরোৎ তদা ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

সম্প্রাদ্রবৎসু দারেষু ক্ষত্রিয়াণাং মহাত্মনাম্।
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে ভৃশোদ্বিগ্নাস্ত্রয়ো রথাঃ ॥৩
নিশম্য পাণ্ডুপুত্রাণাং তদা বৈ জয়িনাং স্বনম্।
বিদ্রুতং শিবিরং দৃষ্ট্বা সায়াহ্নে রাজগৃদ্ধিনঃ ॥ ৪
স্থানং নারোচয়ংস্তত্র ততস্তে হ্রদমভ্যয়ুঃ।
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রণে ॥৫
হৃষ্টঃ পর্য্যচরদ্ রাজন্ দুর্য্যোধনবধেপ্সয়া।
মার্গমাণাস্তু সংক্রুদ্ধাস্তব পুত্রং জয়ৈষিণঃ ॥ ৬
যত্নতোঽন্বেষমাণাস্তে নৈবাপশ্যন্ জনাধিপম্।
স হি তীব্রেণ বেগেন গদাপাণিরপাক্রমৎ ॥ ৭
তং হ্রদং প্রাবিশচ্চাপি বিষ্টভ্যাপঃ স্বমায়য়া।
যদা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে সুপরিশ্রান্তবাহনাঃ ॥ ৮
ততঃ স্বশিবিরং প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ত সসৈনিকাঃ।
ততঃ কৃপশ্চ দ্রৌণিশ্চ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৯
সংনিবিষ্টেষু পার্থেষু প্রয়াতাস্তং হ্রদং শনৈঃ।
তে তং হ্রদং সমাসাদ্য যত্র শেতে জনাধিপঃ ॥ ১০
অভ্যভাষন্ত দুর্দ্ধর্ষং রাজানং সুপ্তমম্ভসি।
রাজন্নুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব সহাস্মাভির্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১১

(গদাপর্ব্ব)

ত্রিংশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সরোবরের নিকট যাইয়া দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা, ব্যাধগণের নিকট হইতে দুর্য্যোধনের বৃত্তান্ত জানিয়া যুধিষ্ঠিরের সসৈন্যে হ্রদ সমীপে গমন এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতির দূরে পলায়ন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন পাণ্ডুর পুত্রগণ সমরাঙ্গণে সমস্ত সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া ফেলিল, তখন আমার অবশিষ্ট সৈন্যরা কি করিল? ১

কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, পরাক্রমশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এবং মন্দবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন সেই সময় কি করিল? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন মহাত্মা ক্ষত্রিয়-রাজাদের পত্নীগণ পলাইয়া যাইলেন এবং অন্য সমস্ত লোক পলায়ন করায় যখন সকল শিবির শূন্য হইয়া যাইল, তখন পূর্ব্বোক্ত তিন রথী-বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩

সন্ধ্যাকালে বিজয়ী পাণ্ডবগণের গর্জ্জন শ্রবণ করত এবং সকল শিবিরের লোকজনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধনের দর্শনাকাঙ্ক্ষী সেই তিন মহারথী সেখানে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; এই কারণে তাঁহারা সেই সরোবরের নিকট গমন করিলেন ॥ ৪½

রাজন্! অন্যদিকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে বধ করিবার বাসনায় হর্ষসহকারে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৫½

জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপনার পুত্রের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু যত্নসহকারে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না ॥ ৬½

সেই রাজা দুর্য্যোধন তখন হস্তে গদা ধারণ করত তীব্রবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং মায়ার দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া সেই সরোবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৭½

দুর্য্যোধনকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন পাণ্ডবদের বাহন-সকল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সকল পাণ্ডবগণ সৈন্যসহ নিজ শিবিরে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

তদনন্তর যখন কুন্তীপুত্রগণ সকলে শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা ধীরে ধীরে সেই হ্রদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৯½

যাহার মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন শয়ন করিয়া আছেন, সেই হ্রদের নিকট গমন করত তাঁহারা দুর্দ্ধর্ষ নরপতি দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন,—রাজন্! তুমি উত্থিত হও এবং আমাদের সহিত যাইয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়লাভ করিয়া এই পৃথিবীর রাজ্য ভোগ কর অথবা নিহত হইয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ১০-১১½

জিত্বা বা পৃথিবীং ভুঙ্‌ক্ষ্ব হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ।
তেষামপি বলং সর্বং হতং দুর্য্যোধন ত্বয়া ॥ ১২
প্রতিবিদ্ধাশ্চ ভূয়িষ্ঠং যে শিষ্টাস্তত্র সৈনিকাঃ
ন তে বেগং বিষহিতুং শক্তাস্তব বিশাম্পতে ॥ ১৩
অস্মাভিরপি গুপ্তস্য তস্মাদুত্তিষ্ঠ ভারত ।

দুর্য্যোধন উবাচ ।

দিষ্ট্যা পশ্যামি বো মুক্তানীদৃশাৎ পুরুষক্ষয়াৎ ॥ ১৪
পাণ্ডুকৌরবসম্মর্দাজ্জীবমানান্ নরর্ষভান্ ।
বিজেষ্যামো বয়ং সর্বে বিশ্রান্তা বিগতক্লমাঃ ॥ ১৫
ভবন্তশ্চ পরিশ্রান্তা বয়ঞ্চ ভৃশবিক্ষতাঃ ।
উদীর্ণঞ্চ বলং তেষাং তেন যুদ্ধং ন রোচয়ে ॥ ১৬
ন ত্বেতদদ্ভুতং বীরা যদ্ বো মহদিদং মনঃ ।
অস্মাসু চ পরা ভক্তির্ন তু কালঃ পরাক্রমে ॥ ১৭
বিশ্রম্যৈকাং নিশামদ্য ভবদ্ভিঃ সহিতো রণে ।
প্রতিযোৎস্যাম্যহং শত্রূন্ শ্বো ন মেঽস্ত্যত্র সংশয় ॥১৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তোঽব্রবীদ্ দ্রৌণী রাজানং যুদ্ধদুর্মদম্ ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ ভদ্রং তে বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥ ১৯
ইষ্টাপূর্তেন দানেন সত্যেন চ জপেন চ ।
শপে রাজন্ যথা হ্যদ্য নিহনিষ্যামি সোমকান্ ॥ ২০
মা স্ম যজ্ঞকৃতাং প্রীতিমাপ্নুয়াং সজ্জনোচিতাম্ ।
যদীমাং রজনীং ব্যুষ্টাং ন হি হন্মি পরান্ রণে ॥ ২১
নাহত্বা সর্বপাঞ্চালান্ বিমোক্ষ্যে কবচং বিভো ।
ইতি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তন্মে শৃণু জনাধিপ ॥ ২২
তেষু সম্ভাষমাণেষু ব্যাধাস্তং দেশমাযযুঃ ।
মাংসভারপরিশ্রান্তাঃ পানীয়ার্থং যদৃচ্ছয়া ॥ ২৩
তে তত্র ধিষ্ঠিতাস্তেষাং সর্বং তদ্ বচনং রহঃ ।
দুর্য্যোধনবচশ্চৈব শুশ্রুবুঃ সঙ্গতা মিথঃ ॥ ২৪

প্রজানাথ দুর্য্যোধন ! ভরতবংশধর ! তুমিও ত' পাণ্ডবদের সমস্ত সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। সেখানে যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট আছে, তাহারাও অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব যখন তুমি আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে, তখন তাহারা তোমার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, সেই কারণে তুমি যুদ্ধের জন্য উত্থিত হও ॥ ১২-১৩½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি এতাদৃশ জনসংহারকারী পাণ্ডব-কৌরব-সংগ্রামে নরশ্রেষ্ঠ বীর আপনাদের জীবিত থাকিতে দেখিতেছি, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ॥ ১৪½

আমরা সকলে বিশ্রাম করত নিজেদের ক্লান্তি দূরীভূত করিতে পারিলে আমরা অবশ্যই জয়ী হইব। আপনারাও অত্যন্ত ক্লান্ত এবং আমিও অতিশয় আহত হইয়া পড়িয়াছি। অন্যদিকে পাণ্ডবদের বলবর্দ্ধিত হইতেছে ; এইজন্য বর্ত্তমানে আমার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই ॥ ১৫-১৬

বীরগণ ! আপনাদের মনে যে যুদ্ধ করিবার উৎসাহ হইয়াছে, ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনাদের আমার উপর অতিশয় অনুরাগ আছে, তথাপি এখন পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় নহে ॥ ১৭

আজ এক রাত্রি বিশ্রাম করত আগামী কাল রণাঙ্গনে আপনাদের সঙ্গে লইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! দুর্য্যোধন এই কথা বলিলে পর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই রণদুর্মদ রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন,—মহারাজ ! তুমি উত্থিত হও, তোমার কল্যাণ হউক। আমরা শত্রুদিগকে জয় করিব ॥ ১৯

রাজন্ ! আমি আমার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম, দান, সত্য ও জপের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আজ সোমকগণকে আমি সংহার করিব ॥ ২০

যদি এই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলেই প্রাতঃকালে আমি রণাঙ্গনে শত্রুদিগকে বধ করিতে না পারি, তবে আমার যেন সজ্জন পুরুষগণের যোগ্য ও যজ্ঞকারীদিগের লভ্য পরম প্রীতি লাভ না হয় ॥ ২১

প্রভো ! নরাধিপ ! আমি সমস্ত পাঞ্চালগণকে সংহার না করিয়া আমার কবচ উন্মুক্ত করিব না, ইহা তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম। আমার এই বাক্য তুমি শ্রবণ কর ॥ ২২

তাঁহারা এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময় মাংসের ভারে পরিশ্রান্ত ব্যাধগণ জলপান করিবার জন্য অকস্মাৎ সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩

তাহারা সেখানে থাকিয়া তাঁহাদের নির্জনে সেই সমস্ত বার্ত্তালাপ শ্রবণ করিল। পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যাধগণ দুর্য্যোধনেরও কথা শুনিতে পাইল ॥ ২৪

তেঽপি সর্বে মহেষ্বাসা অযুদ্ধার্থিনি কৌরবে।
নির্বন্ধং পরমং চক্রুস্তদা বৈ যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৫
তাংস্তথা সমুদীক্ষ্যাথ কৌরবাণাং মহারথান্।
অযুদ্ধমনসং চৈব রাজানং স্থিতমম্ভসি ॥ ২৬
তেষাং শ্রুত্বা চ সংবাদং রাজ্ঞশ্চ সলিলে সতঃ।
ব্যাধাভ্যজানন্ রাজেন্দ্র সলিলস্থং সুযোধনম্ ॥ ২৭
তে পূর্বং পাণ্ডুপুত্রেণ পৃষ্টা হ্যাসন্ সুতং তব।
যদৃচ্ছোপগতাস্তত্র রাজানং পরিমার্গতা ॥ ২৮
ততস্তে পাণ্ডুপুত্রস্য স্মৃত্বা তদ্ ভাষিতং তদা।
অন্যোন্যমব্রুবন্ রাজন্ মৃগব্যাধাঃ শনৈরিব ॥ ২৯
দুর্যোধনং খ্যাপয়ামো রণং দাস্যতি পাণ্ডবঃ।
সুব্যক্তমিহ নঃ খ্যাতো হ্রদে দুর্যোধনো নৃপঃ ॥ ৩০
তস্মাদ্ গচ্ছামহে সর্বে যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
আখ্যাতুং সলিলে সুপ্তং দুর্যোধনমমর্ষণম ॥ ৩১

ধৃতরাষ্ট্রাত্মজং তস্মৈ ভীমসেনায় ধীমতে।
শয়ানং সলিলে সর্বে কথয়ামো ধনুর্ভৃতে ॥ ৩২
স নো দাস্যতি সুপ্রীতো ধনানি বহুলান্যুত।
কিং নো মাংসেন শুষ্কেণ পরিক্লিষ্টেন শোষিণা ॥ ৩৩
এবমুক্ত্বা তু তে ব্যাধাঃ সম্প্রহৃষ্টা ধনার্থিনঃ।
মাংসভারানুপাদায় প্রযযুঃ শিবিরং প্রতি ॥ ৩৪
পাণ্ডবাপি মহারাজ লব্ধলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
অপশ্যমানাঃ সমরে দুর্যোধনমবস্থিতম্ ॥ ৩৫
নিকৃতেস্তস্য পাপস্য তে পারং গমনেপ্সবঃ।
চারান্ সম্প্রেষয়ামাসুঃ সমন্তাৎ তদ্রণাজিরে ॥ ৩৬
আগম্য তু ততঃ সর্বে নষ্টং দুর্যোধনং নৃপম্।
ন্যবেদয়ন্ত সহিতা ধর্মরাজস্য সৈনিকাঃ ॥ ৩৭
তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা চারাণাং ভরতর্ষভ।
চিন্তামভ্যগমৎ তীব্রাং নিঃশশ্বাস চ পার্থিবঃ ॥ ৩৮

কুরুরাজ দুর্যোধন যুদ্ধ অভিলাষী ছিলেন না, তথাপি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সেই সব মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধারা তাঁহাকে যুদ্ধ করিবার জন্য অতিশয় অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন ॥ ২৫

রাজন্! সেই কৌরব-মহারথী বীরগণের এতাদৃশ মনোবৃত্তি অবগত হইয়া, জলে অবস্থিত রাজা দুর্যোধনের মনে যুদ্ধের উৎসাহ না দেখিয়া এবং জলবাসী নরপতির সহিত সেই তিন বীরের সংবাদ শ্রবণ করত তাহারা ইহা বুঝিতে পারিল যে রাজা দুর্যোধন এই সরোবরের জলে আত্মগোপন করিয়া আছেন ॥ ২৬-২৭

পূর্ব্বে রাজা দুর্যোধনের অন্বেষণ করিতে করিতে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির দৈববশতঃ নিজের নিকট উপস্থিত এই ব্যাধগণকে আপনার পুত্র দুর্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ২৮

রাজন্! সেই সময় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের কথিত বাক্য স্মরণ করত সেই ব্যাধগণ পরস্পর ধীরে ধীরে আলোচনা করিতে লাগিল ॥ ২৯

যদি আমরা দুর্যোধনের সংবাদ জানাইতে পারি, তবে পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের ধনদান করিবেন। আমরা ত' এখানে স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে, রাজা দুর্যোধন এই সরোবরে আত্মগোপন করিয়া আছেন ॥ ৩০

অতএব জলশায়ী অমর্ষশীল দুর্যোধনের সংবাদ জানাইবার জন্য যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে আমরা সকলে গমন করিব ॥ ৩১

বুদ্ধিমান্ ধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে আমরা সকলে এই সংবাদ জানাইয়া দিব যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন হ্রদের জলে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ৩২

ইহাতে তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমাদের বহু ধনদান করিবেন। তখন আমাদের এই দেহের রক্ত শোষণকারী শুষ্ক মাংস বহন করিতে বৃথা কষ্ট করিবার কি প্রয়োজন হইবে? ৩৩

এইরূপ পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ধনাভিলাষী সেই ব্যাধগণ অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং মাংসের ভার তুলিয়া লইয়া পাণ্ডব-শিবিরের দিকে গমন করিল ॥ ৩৪

মহারাজ! প্রহার করিতে নিপুণ পাণ্ডবগণ নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্যোধনকে সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে না দেখিয়া সেই পাপী দুর্যোধন কর্ত্তৃক আচরিত সমস্ত ছলকপটতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী পাণ্ডবেরা শত্রুতার অবসান ঘটাইবার জন্য সমরাঙ্গণে চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সেই সব গুপ্তচর সৈন্যগণ একসঙ্গে আসিয়া ইহা নিবেদন করিল যে, রাজা দুর্যোধন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন ॥ ৩৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই গুপ্তচরগণের এই কথা শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

অথ স্থিতানাং পাণ্ডূনাং দীনানাং ভরতর্ষভ।
তস্মাদ্ দেশাদপক্রম্য ত্বরিতা লুব্ধকা বিভো ॥ ৩৯
আজগ্মুঃ শিবিরং হৃষ্টা দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং নৃপম্।
বার্য্যমাণাঃ প্রবিষ্টাশ্চ ভীমসেনস্য পশ্যতঃ ॥৪০
তে তু পাণ্ডবমাসাদ্য ভীমসেনং মহাবলম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচখ্যুর্যদ্ বৃত্তং যচ্চ বৈ শ্রুতম্ ॥৪১
ততো বৃকোদরো রাজন্ দত্ত্বা তেষাং ধনং বহু।
ধর্মরাজায় তৎ সর্বমাচচক্ষে পরন্তপঃ ॥ ৪২
অসৌ দুর্য্যোধনো রাজন্ বিজ্ঞাতো মম লুব্ধকৈঃ।
সংস্তভ্য সলিলং শেতে যস্যার্থে পরিতপ্যসে ॥ ৪৩
তদ্ বচো ভীমসেনস্য প্রিয়ং শ্রুত্বা বিশাম্পতে।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো হৃষ্টোঽভূৎ সহ সোদরৈঃ ॥ ৪৪
তঞ্চ শ্রুত্বা মহেষ্বাসং প্রবিষ্টং সলিলহ্রদে।
ক্ষিপ্রমেব ততোঽগচ্ছন্ পুরস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥ ৪৫
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে।
পাণ্ডবানাং প্রহৃষ্টানাং পাঞ্চালানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৬
সিংহনাদাংস্ততশ্চক্রুঃ ক্ষ্বেড়াংশ্চ ভরতর্ষভ।
ত্বরিতাঃ ক্ষত্রিয়া রাজন্ জগ্মুর্দ্বৈপায়নং হ্রদম্ ॥৪৭
জ্ঞাতঃ পাপো ধার্তরাষ্ট্রো দৃষ্টশ্চেত্যসকৃদ্ রণে।
প্রাক্রোশন্ সোমকাস্তত্র হৃষ্টরূপাঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৮
তেষামাশু প্রয়াতানাং রথানাং তত্র বেগিনাম্।
বভূব তুমুলঃ শব্দো দিবিস্পৃক্ পৃথিবীপতে ॥ ৪৯
দুর্য্যোধনং পরীপ্সন্তস্তত্র তত্র যুধিষ্ঠিরম্।
অন্বয়ুস্ত্বরিতাস্তে বৈ রাজানং শ্রান্তবাহনাঃ ॥ ৫০
অর্জুনো ভীমসেনশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ।
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ ॥ ৫১
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
পাঞ্চালানাঞ্চ যে শিষ্টা দ্রৌপদেয়াশ্চ ভারত ॥ ৫২
হয়াশ্চ সর্বে নাগাশ্চ শতশশ্চ পদাতয়ঃ।
ততঃ প্রাপ্তো মহারাজ ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রভো! তদনন্তর যখন পাণ্ডবগণ দীনচিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় সেই ব্যাধেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্বচক্ষে দর্শন করত অতিক্রুত সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইল এবং হর্ষের সহিত পাণ্ডব-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারপালগণ নিষেধ করিলেও তাহারা ভীমসেনের সাক্ষাতেই সেখানে প্রবেশ করিল। ৩৯-৪০

মহাবল পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের নিকটে যাইয়া তাহারা সরোবরের তীরে যাহা কিছু হইয়াছিল এবং যাহা কিছু শুনাইবার জন্য আসিয়াছিল, তৎসমস্তই বলিল। ৪১

রাজন্! তখন শত্রুগণের সন্তাপদায়ক ভীমসেন সেই ব্যাধগণকে বহু ধন দান করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সব কিছুই নিবেদন করিলেন। ৪২

তিনি বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আমার ব্যাধগণ রাজা দুর্য্যোধনের সংবাদ জানিতে পারিয়াছে। আপনি যাহার জন্য সন্তপ্ত হইতেছেন, সেই দুর্য্যোধন মায়া দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া সরোবরে শয়ন করিয়া আছে। ৪৩

প্রজানাথ! ভীমসেনের এই প্রিয় কথা শ্রবণ করত অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত অতিশয় আনন্দিত হইলেন। ৪৪

মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনকে জলপূর্ণ হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করত সত্বর সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। ৪৫

প্রজানাথ! তাহার পর অতিশয় হৃষ্ট পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের কিলকিলা শব্দ সর্ব্ব দিক্ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। ৪৬

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই সব ক্ষত্রিয়গণ সিংহনাদ ও গর্জন করিতে লাগিলেন এবং অতি সত্বর দ্বৈপায়ন নামক হ্রদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪৭

হর্ষপূর্ণ সোমক-বীরগণ রণাঙ্গনে চারিদিকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পুত্র দুর্য্যোধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাকে দেখাও গিয়াছে। ৪৮

পৃথিবীনাথ! সেখানে অতিক্রুত গতিতে গমনকারী তাঁহাদের বেগশালী রথসকলের তুমুল ঘর্ঘর শব্দ আকাশকেও স্পর্শ করিল। ৪৯

ভারত! সেই সময় অর্জুন, ভীমসেন, মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সাত্যকি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং পাঞ্চাল বীরগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন, সেই বীরগণ দুর্য্যোধনকে বন্দী করিবার ইচ্ছায় অতিসত্বর রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত সমস্ত অশ্বারোহী, গজারোহী ও শত শত পদাতি সৈন্যও ছিলেন। ৫০-৫২½

মহারাজ! তাহার পর প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই

দ্বৈপায়নং হ্রদং ঘোরং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ।
শীতামলজলং হৃদ্যং দ্বিতীয়মিব সাগরম্ ॥ ৫৪
মায়য়া সলিলং স্তভ্য যত্রাভূৎ তে স্থিতঃ সুতঃ।
অত্যদ্ভুতেন বিধিনা দৈবযোগেন ভারত ॥ ৫৫
সলিলান্তর্গতঃ শেতে দুর্দশঃ কস্যচিৎ প্রভো।
মানুষস্য মনুষ্যেন্দ্র গদাহস্তো জনাধিপঃ ॥ ৫৬
ততো দুর্য্যোধনো রাজা সলিলান্তর্গতো বসন্।
শুশ্রুবে তুমুলং শব্দং জলদোপমনিঃস্বনম্ ॥ ৫৭
যুধিষ্ঠিরশ্চ রাজেন্দ্র তং হ্রদং সহ সোদরৈঃ।
আজগাম মহারাজ তব পুত্রবধায় বৈ ॥ ৫৮
মহতা শঙ্খনাদেন রথনেমিস্বনেন চ।
উৰ্দ্ধং ধুন্বন্ মহারেণুং কম্পয়ংশ্চাপি মেদিনীম্ ॥ ৫৯
যৌধিষ্ঠিরস্য সৈন্যস্য শ্রুত্বা শব্দং মহারথাঃ।
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণী রাজানমিদমব্রুবন্ ॥ ৬০
ইমে হ্যায়ান্তি সংহৃষ্টাঃ পাণ্ডবাজিতকাশিনঃ।
অপযাস্যামহে তাবদনুজানাতু নো ভবান্ ॥ ৬১
দুর্য্যোধনস্তু তচ্ছ্রুত্বা তেষাং তত্র তরস্বিনাম্।
তথেত্যুক্ত্বা হ্রদং তং বৈ মায়য়াস্তম্ভয়ৎ প্রভো ॥ ৬২
তে ত্বনুজ্ঞাপ্য রাজানং ভৃশং শোকপরায়ণাঃ।
জগ্মুর্দূরে মহারাজ কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৬৩
তে গত্বা দূরমধ্বানং ন্যগ্রোধং প্রেক্ষ্য মারিষ।
ন্যবিশন্ত ভৃশং শ্রান্তাশ্চিন্তয়ন্তো নৃপং প্রতি ॥ ৬৪
বিষ্টভ্য সলিলং সুপ্তো ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
পাণ্ডবাশ্চাপি সম্প্রাপ্তাস্তং দেশং যুদ্ধমীপ্সবঃ ॥ ৬৫
কথং নু যুদ্ধং ভবিতা কথং রাজা ভবিষ্যতি।
কথং নু পাণ্ডবা রাজন্ প্রতিপৎস্যন্তি কৌরবম্ ॥ ৬৬
ইত্যেবং চিন্তয়ানাস্তু রথেভ্যোঽশ্বান্ বিমুচ্য তে।
তত্রাসাঞ্চক্রিরে রাজন্ কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

ভয়ঙ্কর দ্বৈপায়ন-হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন, যাহার মধ্যে দুর্য্যোধন বিদ্যমান আছেন ॥ ৫৩২

তাহার জল শীতল ও নির্ম্মল ছিল। এই হ্রদ দেখিতে মনোরম এবং দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ছিল। ভারত! তাহারই মধ্যে মায়া দ্বারা জলকে স্তম্ভিত করিয়া দৈবযোগ ও অদ্ভুত বিধি অনুসারে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিশ্রাম করিতেছিলেন ॥ ৫৪-৫৫

প্রভো! নরেন্দ্র! হস্তে গদাধারণ করত রাজা দুর্য্যোধন জলের মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন। সেই সময় কাহারও পক্ষে তাঁহাকে দর্শন করা অতিশয় কঠিন ছিল ॥ ৫৬

তদনন্তর জলের মধ্যে উপবিষ্ট রাজা দুর্য্যোধন মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পাইলেন ॥ ৫৭

রাজেন্দ্র! মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সেই সরোবরের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৮

তিনি তীব্র শঙ্খধ্বনি এবং রথচক্রসকলের ঘর্ষণ শব্দে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে প্রভূত ধূলিজাল উত্থিত করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদের কোলাহল শ্রবণ করত কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা এই তিন মহারথী রাজা দুর্য্যোধনকে বলিলেন ॥ ৫৯-৬০

জয়লাভে উল্লসিত এই পাণ্ডবগণ অতিশয় হর্ষসহকারে এদিকে আসিতেছে। অতএব আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব, তুমি ইহার জন্য আমাকে অনুমতি দান কর ॥ ৬১

প্রভো! সেই বেগশালী বীরগণের এই কথা শ্রবণ করত দুর্য্যোধন 'তথাস্তু' বলিয়া সেই সরোবরের জলকে পুনরায় মায়ার দ্বারা স্তম্ভিত করিয়া দিলেন ॥ ৬২

মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধনের আজ্ঞালাভ করত অত্যন্ত শোকমগ্ন কৃপাচার্য্যাদি মহারথী বীরগণ সেস্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইলেন ॥ ৬৩

মান্যবর! বহু দূর পথ অতিক্রম করত তাঁহারা একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় রাজা দুর্য্যোধনের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এই বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন ॥ ৬৪

অন্যদিকে মহাবল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন জল স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিলেন। ইহার মধ্যেই যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডবগণও সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৫

রাজন্! অন্যদিকে কৃপাচার্য্যাদি মহারথিগণ রথ হইতে অশ্ব-সকলকে মুক্ত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন যুদ্ধ কিভাবে হইবে? রাজা দুর্য্যোধনের কিরূপ অবস্থা হইবে? এবং পাণ্ডবেরা কিভাবে কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে লাভ করিবে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা সেখানে উপবেশন করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(দ্বৈপায়নসরোবরসমীপে পাণ্ডবানাং গমনম্, তত্র যুধিষ্ঠিরেণ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য বার্ত্তালাপঃ, হ্রদে লুকায়িত-দুর্য্যোধনেন সহ যুধিষ্ঠিরস্যালাপশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ।

ততস্তেষপযাতেষু রথেষু ত্রিষু পাণ্ডবাঃ।
তে হ্রদং প্রত্যপদ্যন্ত যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ ॥ ১
আসাদ্য চ কুরুশ্রেষ্ঠ তদা দ্বৈপায়নং হ্রদম্
স্তম্ভিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ দৃষ্ট্বা তং সলিলাশয়ম্ ॥ ২
বাসুদেবমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুনন্দনঃ।
পশ্যেমাং ধার্ত্তরাষ্ট্রেণ মায়ামপ্সু প্রযোজিতাম্ ॥ ৩
বিষ্টভ্য সলিলং শেতে নাস্য মানুষতো ভয়ম্।
দৈবীং মায়ামিমাং কৃত্বা সলিলান্তর্গতো হ্যয়ম্ ॥ ৪
নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যতে।
যদ্যস্য সমরে সাহ্যং কুরুতে বজ্রভৃৎ স্বয়ম্ ॥ ৫ ·
তথাপ্যেনং হতং যুদ্ধে লোকা দ্রক্ষ্যন্তি মাধব।

বাসুদেব উবাচ।

মায়াবিন ইমাং মায়াং মায়য়া জহি ভারত।
মায়াবী মায়য়া বধ্যঃ সত্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্মায়ামপ্সু প্রযোজ্য চ ॥ ৭
জহি ত্বং ভরতশ্রেষ্ঠ মায়াত্মানং সুযোধনম্।
ক্রিয়াভ্যুপায়েরিন্দ্রেণ নিহতা দৈত্য-দানবাঃ ॥ ৮
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্বলির্বদ্ধো মহাত্মনা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ ॥ ৯
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব ক্রিয়য়ৈব নিষূদিতৌ।
বৃত্রশ্চ নিহতো রাজন্ ক্রিয়য়ৈব ন সংশয়ঃ ১০
তথা পৌলস্ত্যতনয়ো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
রামেণ নিহতো রাজন্ সানুবন্ধঃ সহানুগঃ ॥ ১১

একত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের দ্বৈপায়ন-সরোবর নিকটে গমন, সেখানে ও শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা এবং হ্রদে লুকায়িত দুর্য্যোধনের সহিত যুধিষ্ঠিরের আলাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই তিন রথী বীর চলিয়া যাইলে পর পাণ্ডবগণ উক্ত হ্রদের নিকট আসিলেন, যে হ্রদে দুর্য্যোধন ছিলেন ॥ ১

কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বৈপায়ন-কুণ্ডে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, দুর্য্যোধন সেই জলাশয়ের জল স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। ইহা দেখিয়া কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,— প্রভো! অবলোকন করুন—দুর্য্যোধন জলের মধ্যে এই মায়াকে কিভাবে প্রয়োগ করিয়াছে? ২-৩

সে এই জলকে স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। ইহাতে তাহার মানুষ হইতে কোন ভয় নাই; কারণ, সে দৈবী মায়া প্রয়োগ করত জলের মধ্যে বাস করিতেছে ॥ ৪

মাধব! যদিও সে ছল-কপটতা বিদ্যায় অতিশয় নিপুণ, তথাপি কপটতা করিয়া আর আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। যদি সমরাঙ্গণে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও ইঁহার সহায়তা করেন, তথাপি যুদ্ধে এই সমস্ত লোক ইহাকে নিহত হইতে দেখিবে ॥ ৫½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভারত! মায়াবী দুর্য্যোধনের এই মায়াকে আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা নষ্ট করিয়া দিন। মায়াবী-কে মায়ার দ্বারাই বধ করা উচিত, ইহাই সত্য (যথার্থ) নীতি ॥ ৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি বহু রচনাত্মক উপায় (কূট কৌশল) দ্বারা জলে মায়ার প্রয়োগ করত মায়াময় এই দুর্য্যোধনকে বধ করুন ॥ ৭½

রচনাত্মক উপায়সমূহের দ্বারা ইন্দ্রও বহু সংখ্যক দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, নানাপ্রকার রচনাত্মক উপায়েই মহাত্মা শ্রীহরি বলিকে বন্ধন করিয়াছেন এবং বহু রচনাত্মক উপায়েই তিনি মহাসুর হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন ॥ ৮-৯

ক্রিয়াত্মক প্রযত্নের দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন। রাজন্! বৃত্রাসুরেরও বিনাশ ক্রিয়াত্মক উপায় দ্বারা হইয়াছিল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১০

রাজন্! পুলস্ত্যকুমার বিশ্রবার পুত্র রাবণ নামক রাক্ষস শ্রীরামচন্দ্র দ্বারা ক্রিয়াত্মক উপায় এবং যুক্তিযুক্ত কৌশল অবলম্বনে জ্ঞাতি, বান্ধব ও অনুগামীদিগের সহিত নিহত হইয়াছে। সেইরূপ আপনিও পরাক্রম প্রকাশ করুন ॥ ১১½

ক্রিয়য়া যোগমাস্থায় তথা ত্বমপি বিক্রম।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতৌ ময়া রাজন্ পুরাতনৌ। ১২
তারকশ্চ মহাদৈত্যো বিপ্রচিত্তিশ্চ বীর্য্যবান্।
বাতাপিরিল্বলশ্চৈব ত্রিশিরাশ্চ তথা বিভো। ১৩
সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ ক্রিয়য়ৈব নিষূদিতৌ।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈরিন্দ্রেণ ত্রিদিবং ভুজ্যতে বিভো। ১৪
ক্রিয়া বলবতী রাজন্ নান্যৎ কিঞ্চিদ্ যুধিষ্ঠির।
দৈত্যাশ্চ দানবাশ্চৈব রাক্ষসাঃ পার্থিবাস্তথা। ১৫
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্নিহতাঃ ক্রিয়াং তস্মাৎ সমাচর
সঞ্জয় উবাচ।
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন পাণ্ডবঃ সংশিতব্রতঃ। ১৬
জলস্থং তং মহারাজ তব পুত্রং মহাবলম্।
অভ্যভাষত কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ভারত। ১৭
সুযোধন কিমর্থোঽয়মারম্ভোঽপ্সু কৃতস্ত্বয়া।
সর্ব্বং ক্ষত্রং ঘাতয়িত্বা স্বকুলঞ্চ বিশাম্পতে। ১৮

হে রাজন্! পুরাকালে মহাদৈত্য তারক এবং পরাক্রমশালী বিপ্রচিত্তিকে আমি ক্রিয়াত্মক উপায় সমূহের দ্বারা বিনাশ করিয়াছি। ১২ৡ

প্রভো! বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা ও সুন্দ-উপসুন্দ নামক অসুরগণও কার্য্য-কৌশলের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ক্রিয়াত্মক উপায়েই ইন্দ্র স্বর্গের রাজ্য ভোগ করিতেছেন। ১৩-১৪

রাজন্! কার্য্য-কৌশলই বলবান্, অপর কোন বস্তু নহে। যুধিষ্ঠির! দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং বহুসংখ্যক ভূপাল ক্রিয়াত্মক উপায় সমূহে বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব আপনিও ক্রিয়াত্মক উপায়ই অবলম্বন করুন। ১৫ৡ

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভরতনন্দন! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর উত্তম ও কঠোর ব্রতপালনকারী পাণ্ডুকুমার কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির জলে অবস্থিত আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন। ১৬-১৭

প্রজানাথ সুযোধন! তুমি কি জন্য জলমধ্যে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছ? সমস্ত ক্ষত্রিয়বৃন্দ এবং নিজের বংশকে নষ্ট করাইয়া আজ নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ। রাজা সুযোধন! তুমি উঠ এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। ১৮-১৯

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! তোমার সেই পূর্ব্বের দর্প এবং অভিমান কোথায় চলিয়া গিয়াছে? যে জন্য তুমি ভীত হইয়া জলকে

জলাশয়ং প্রবিষ্টোঽদ্য বাঞ্ছন্ জীবিতমাত্মনঃ।
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব সহাস্মাভিঃ সুযোধন। ১৯
স তে দর্পো নরশ্রেষ্ঠ স চ মানঃ ক তে গতঃ।
যস্ত্বং সংস্তভ্য সলিলং ভীতো রাজন্ ব্যবস্থিতঃ॥ ২০
সর্ব্বে ত্বাং শূর ইত্যেবং জনা জল্পন্তি সংসদি।
ব্যর্থং তদ্ ভবতো মন্যে শৌর্য্যং সলিলশায়িনঃ॥ ২১
উত্তিষ্ঠ রাজন্ যুধ্যস্ব ক্ষত্রিয়োঽসি কুলোদ্ভবঃ।
কৌরবেয়ো বিশেষেণ কুলং জন্ম চ সংস্মর॥ ২২
স কথং কৌরবে বংশে প্রশংসন্ জন্ম চাত্মনঃ
যুদ্ধাদ্ ভীতস্ততস্তোয়ং প্রবিশ্য প্রতিতিষ্ঠসি॥ ২৩
অযুদ্ধমব্যবস্থানং নৈষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যং রণে রাজন্ পলায়নম্॥ ২৪
কথং পারমগত্বা হি যুদ্ধে ত্বং বৈ জিজীবিষুঃ।
ইমান্ নিপতিতান্ দৃষ্ট্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄংস্তথা॥২৫
সম্বন্ধিনো বয়স্যাংশ্চ মাতুলান্ বান্ধবাংস্তথা।
ঘাতয়িত্বা কথং তাত হ্রদে তিষ্ঠসি সাম্প্রতম্। ২৬

লুক্কায়িত করত এখানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছ? ২০

সভায় সকল লোক তোমাকে শৌর্য্যশালী বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে! যখন তুমি ভীত হইয়া জলে শয়ন করিয়া আছ, তখন তোমার সেই তথাকথিত শৌর্য্যকে আমি ব্যর্থ বলিয়াই মনে করি॥ ২১

রাজন্! উঠ, যুদ্ধ কর; কারণ, তুমি কুলীন ক্ষত্রিয়, কুরুকুলের সন্তান। নিজের কুল ও জন্মের কথা তুমি একবার স্মরণ কর॥ ২২

তুমি কৌরব-বংশে উৎপন্ন হওয়ায় নিজের জন্মকে প্রশংসা করিয়া থাক। তবে কেন আজ যুদ্ধ হইতে ভীত হইয়া জলে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছ? ২৩

হে রাজন্! যুদ্ধ না করা অথবা যুদ্ধে স্থির না থাকিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত পলাইয়া যাওয়া—ইহা সনাতন ধর্ম নহে। নীচ পুরুষই এরূপ কুপথের আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে স্বর্গলাভ হয় না॥ ২৪

যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ না হইয়া তোমার জীবিত থাকিবার বাসনা কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাত! রণাঙ্গনে পতিত পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃব্য কিংবা পিতৃতুল্য শ্বশুরাদিকে দেখিয়া সম্বন্ধী, মিত্র, মাতুল ও বন্ধু-বান্ধবগণকে বধ করাইয়া এই সময় হ্রদে কেন অবস্থান করিতেছ? ২৫-২৬

শূরমানী চ শূরত্বং বৃথা বদসি ভারত।
শূরোঽহমিতি দুর্বুদ্ধে সর্বলোকস্য শৃণ্বতঃ ॥ ২৭
ন হি শূরাঃ পলায়ন্তে শত্রূন্ দৃষ্ট্বা কথঞ্চন।
ব্রূহি বা ত্বং যয়া বৃত্ত্যা শূর ত্যজসি সঙ্গরম্ ॥ ২৮
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব বিনীয় ভয়মাত্মনঃ।
ঘাতয়িত্বা সর্বসৈন্যং ভ্রাতৄংশ্চৈব সুযোধন ॥ ২৯
নেদানীং জীবিতে বুদ্ধিঃ কার্য্যা ধর্মচিকীর্ষয়া।
ক্ষত্রধর্মমুপাশ্রিত্য ত্বদ্বিধেন সুযোধন ॥ ৩০
যৎ তু কর্ণমুপাশ্রিত্য শকুনিং চাপি সৌবলম্।
অমর্ত্ত্য ইব সম্মোহাৎ ত্বমাত্মানং ন বুদ্ধবান্ ॥ ৩১
তৎ পাপং সুমহৎ কৃত্বা প্রতিযুধ্যস্ব ভারত।
কথং হি ত্বদ্বিধো মোহাদ্ রোচয়েত পলায়নম্ ॥ ৩২
ক্ক তে তৎ পৌরুষং যাতং ক্ক চ মানঃ সুযোধন।
ক্ক চ বিক্রান্ততা যাতা ক্ক চ বিস্ফূর্জিতং মহৎ ॥ ৩৩
ক্ক তে কৃতাস্ত্রতা যাতা কিঞ্চ শেষে জলাশয়ে।
স ত্বমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব ক্ষত্রধর্মেণ ভারত ॥ ৩৪
অস্মাংস্তু বা পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ভূমৌ স্বপ্স্যসি ভারত ॥ ৩৫
এষ তে পরমো ধর্মঃ সৃষ্টো ধাত্রা মহাত্মনা।
তং কুরুষ যথাতথ্যং রাজা ভব মহারথ ॥ ৩৬

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ ধর্মপুত্রেণ ধীমতা।
সলিলস্থস্তব সুত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৭

দুর্যোধন উবাচ।

নৈতচ্চিত্রং মহারাজ যদ্ভীঃ প্রাণিনমাবিশেৎ।
ন চ প্রাণভয়াদ্ ভীতো ব্যপযাতোঽস্মি ভারত ॥ ৩৮
অরথশ্চানিষঙ্গী চ নিহতঃ পার্ষ্ণিসারথিঃ।
একশ্চাপ্যগণঃ সংখ্যে প্রত্যাশ্বাসমরোচয়ম্ ॥ ৩৯

তুমি ত' নিজেকে অতিশয় বীর বলিয়া মনে কর, কিন্তু তুমি বীর নও। ভরতবংশের দুর্মতি নরেশ! তুমি সকল লোকের শ্রুতিগোচরে বৃথা এই কথা বলিলে যে, আমি শৌর্য্যশালী বীর ॥ ২৭

যাহারা বীর, তাহারা কখনও শত্রুদিগকে দেখিয়া পলায়ন করে না। নিজেকে বীর বলিয়া অভিমানকারী দুর্য্যোধন! তুমি বল, কোন্ বৃত্তির আশ্রয় লইয়া তুমি এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছ? ২৮

অতএব তুমি নিজের ভয় দূর করিয়া উঠ এবং যুদ্ধ কর। সুযোধন! ভ্রাতা এবং সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করাইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে ধর্মসম্পাদনের ইচ্ছায় এই সময় কেবল নিজের প্রাণ রক্ষা করা উচিত হইবে না ॥ ২৯-৩০

তুমি যে কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মোহবশতঃ নিজেকে নিজে অজর-অমর বলিয়া মনে করিয়াছিলে, নিজেকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতে না, তুমি সেই মহাপাপ করিয়া এখন যুদ্ধ করিতেছ না কেন? ভারত! উঠ, আমাদের সহিত যুদ্ধ কর। তোমার ন্যায় বীরপুরুষ মোহবশতঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়নকে কিরূপে স্বীকার করিবে? ৩১-৩২

সুযোধন! তোমার সেই পৌরুষ কোথায় গেল? কোথায় যাইল তোমার অভিমান? তোমার পরাক্রম কোথায় গেল? তোমার সেই তর্জন-গর্জন? এবং কোথায় তোমার সেই অস্ত্রবিদ্যার জ্ঞান? এই সময় তুমি জলাশয়ে শয়ন করিয়া আছ কেন? ভারত! তুমি উঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ কর ॥ ৩৩-৩৪

হে ভারত! আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য রণাঙ্গনে শয়ন কর ॥ ৩৫

বিধাতা তোমার জন্য এই উত্তম ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম যথাযথরূপে পালন কর। মহারথী বীর! তুমি প্রকৃত রাজা হও (রাজোচিত পরাক্রম প্রকাশ কর) ॥ ৩৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর জলের মধ্যে অবস্থিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭

দুর্য্যোধন বলিলেন,—মহারাজ! কোনও প্রাণীর মনে যদি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে; কিন্তু ভরতনন্দন! আমি প্রাণের ভয়ে ভীত হইয়া এখানে চলিয়া আসি নাই ॥ ৩৮

আমার নিকট রথ নাই এবং তরবারিও নাই। আমার পার্শ্বরক্ষকও নিহত হইয়াছে। আমার সৈন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধস্থলে আমি একক হইয়া পড়িয়াছি; এই অবস্থায় আমার কিছুকাল বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হয় ॥ ৩৯

ন প্রাণহেতোর্ন ভয়ান্ন বিষাদাদ্ বিশাম্পতে।
ইদমম্ভঃ প্রবিষ্টোঽস্মি শ্রমাৎ ত্বিদমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৪০
ত্বং চাশ্বসিহি কৌন্তেয় যে চাপ্যনুগতাস্তব।
অহমুত্থায় বঃ সর্বান্ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আশ্বস্তা এব সর্বে স্ম চিরং ত্বাং মৃগয়ামহে।
তদিদানীং সমুত্তিষ্ঠ যুধ্যস্বেহ সুযোধন ॥ ৪২
হত্বা বা সমরে পার্থান্ স্ফীতং রাজ্যমবাপ্নুহি।
নিহতো বা রণেঽস্মাভির্বীরলোকমবাপ্স্যসি ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন উবাচ।

যদর্থং রাজ্যমিচ্ছামি কুরূণাং কুরুনন্দন।
ত ইমে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরো মে জনেশ্বর ॥ ৪৪
ক্ষীণরত্নাঞ্চ পৃথিবীং হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্।
ন হ্যুৎসহাম্যহং ভোক্তুং বিধবামিব যোষিতম্ ॥ ৪৫
অদ্যাপি ত্বহমাশংসে ত্বাং বিজেতুং যুধিষ্ঠির।
ভঙ্‌ক্ত্বা পাঞ্চাল-পাণ্ডূনামুৎসাহং ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
ন ত্বিদানীমহং মন্যে কার্য্যং যুদ্ধেন কর্হিচিৎ।
দ্রোণে কর্ণে চ সংশান্তে নিহতে চ পিতামহে ॥ ৪৭
অস্ত্বিদানীমিয়ং রাজন্ কেবলা পৃথিবী তব।
অসহায়ো হি কো রাজা রাজ্যমিচ্ছেৎ প্রশাসিতুম্ ॥ ৪৮
সুহৃদস্তাদৃশান্ হিত্বা পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄনপি।
ভবদ্ভিশ্চ হৃতে রাজ্যে কো নু জীবেত মাদৃশঃ ॥ ৪৯
অহং বনং গমিষ্যামি হ্যজিনৈঃ প্রতিবাসিতঃ।
রতির্হি নাস্তি মে রাজ্যে হতপক্ষস্য ভারত ॥ ৫০
হতবান্ধবভূয়িষ্ঠা হতাশ্বা হতকুঞ্জরা।
এষা তে পৃথিবী রাজন্ ভুঙ্‌ক্ষ্বৈনাং বিগতজ্বরঃ ॥ ৫১
বনমেব গমিষ্যামি বসানো মৃগচর্মণী।
ন হি মে নির্জনস্যাস্তি জীবিতেঽদ্য স্পৃহা বিভো ॥ ৫২

প্রজানাথ! না প্রাণরক্ষার জন্য, না কাহারও ভয় এবং না বিষাদের জন্য এই জলে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কেবল ক্লান্তিবশতঃ আমি এরূপ কার্য্য করিয়াছি ॥ ৪০

কুন্তীকুমার! তুমিও কিছুকাল বিশ্রাম কর। তোমার অনুগামী সেবকগণও বিশ্রাম করুক। তারপর আমি উত্থিত হইয়া সমরাঙ্গণে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৪১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! আমরা সকলে বিশ্রাম করিয়াছি এবং বহুক্ষণ ধরিয়া তোমার অন্বেষণ করিতেছি; এই জন্য তুমি উঠ এবং এখানেই যুদ্ধ কর ॥ ৪২

সংগ্রামে সমস্ত পাণ্ডবগণকে বধ করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য লাভ কর অথবা রণাঙ্গনে আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া বীরবৃন্দের যোগ্য পুণ্যলোকে গমন কর ॥ ৪৩

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কুরুনন্দন নরেশ্বর! আমি যাহাদের জন্য কৌরবগণের রাজ্য কামনা করিতেছিলাম, সেই আমার সকল ভ্রাতা নিহত হইয়াছে। ভূমণ্ডলের সমস্ত ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ বিনষ্ট হইয়াছে। এখানকার সকল রত্নই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব বিধবা স্ত্রীর ন্যায় শ্রীহীন এই পৃথিবীকে উপভোগ করিবার জন্য আমার অল্পও উৎসাহ নাই ॥ ৪৪-৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমি আজও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদের উৎসাহ ভঙ্গ করত তোমাকে জয় করিবার আশা রাখি ॥ ৪৬

কিন্তু যখন দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইলেন এবং পিতামহ ভীষ্ম মৃতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হইলেন, তখন আমার মতে এই যুদ্ধের আর কোন প্রয়োজন রহিল না ॥ ৪৭

রাজন্! এখন এই শূন্য পৃথিবী তোমারই অধিকারে থাকিবে। কোন রাজা সহায়কগণ-রহিত হইয়া রাজ্য শাসন করিবার ইচ্ছা করিতে পারে? ৪৮

সেইরূপ হিতৈষী সুহৃৎ, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের দ্বারা রাজ্য অপহৃত হইলে পর আমার ন্যায় কোন পুরুষ আর জীবিত থাকিতে পারে? ৪৯

ভরতনন্দন! আমি মৃগচর্ম্ম ধারণ করত বনে চলিয়া যাইব। নিজের পক্ষের সমস্ত লোকগণ নিহত হওয়ায় এখন এই রাজ্যে আমার অল্পও অনুরাগ নাই ॥ ৫০

রাজন্! এই পৃথিবী, যেখানে আমার সকল ভ্রাতা, বন্ধু, অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট হইয়াছে, এখন তোমারই অধিকারে হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ইহাকে উপভোগ কর ॥ ৫১

প্রভো! আমি ত' দুই খণ্ড মৃগচর্ম্ম ধারণ করত বনে চলিয়া যাইব। যখন আমার আর স্বজন বলিতে কেহ রহিল না, তখন আমারও এই জীবনকে সুরক্ষিত রাখিবার কোন অভিলাষ নাই ॥ ৫২

গচ্ছ ত্বং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজেন্দ্র পৃথিবীং নিহতেশ্বরাম্ ।
হতযোধাং নষ্টরত্নাং ক্ষীণবৃত্তির্যথাসুখম্ ॥ ৫৩
সঞ্জয় উবাচ ।
দুর্য্যোধনং তব সুতং সলিলস্থং মহাযশাঃ ।
শ্রুত্বা তু করুণং বাক্যমভাষত যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৪
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
আর্তপ্রলাপান্মা তাত সলিলস্থঃ প্রভাষিথাঃ ।
নৈতন্মনসি মে রাজন্ বাশিতং শকুনেরিব ॥ ৫৫
যদি বাপি সমর্থঃ স্যাস্ত্বং দানায় সুযোধন ।
নাহমিচ্ছেয়মবনিং ত্বয়া দত্তাং প্রশাসিতুম্ ॥ ৫৬
অধর্মেণ ন গৃহ্লীয়াং ত্বয়া দত্তাং মহীমিমাম্ ।
ন হি ধর্মঃ স্মৃতো রাজন্ ক্ষত্রিয়স্য প্রতিগ্রহঃ ॥ ৫৭
ত্বয়া দত্তাং ন চেচ্ছেয়ং পৃথিবীমখিলামহম্ ।
ত্বাং তু যুদ্ধে বিনির্জ্জিত্য ভোক্তাস্মি বসুধামিমাম্ ৫৮
অনীশ্বরশ্চ পৃথিবীং কথং ত্বং দাতুমিচ্ছসি ।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী রাজন্ কিন্ন দত্তা তদৈব হি ॥ ৫৯
ধর্মতো যাচমানানাং প্রশমার্থং কুলস্য নঃ ।
বার্ষ্ণেয়ং প্রথমং রাজন্ প্রত্যাখ্যায় মহাবলম্ ॥ ৬০
কিমিদানীং দদাসি ত্বং কো হি তে চিত্তবিভ্রমঃ ।
অভিযুক্তস্তু কো রাজা দাতুমিচ্ছেদ্ধি মেদিনীম্ ॥ ৬১
ন ত্বমদ্য মহীং দাতুমীশঃ কৌরবনন্দন ।
আচ্ছেত্তুং বা বলাদ্ রাজন্ স কথং দাতুমিচ্ছসি ॥ ৬২
মাং তু নির্জ্জিত্য সংগ্রামে পালয়েমাং বসুন্ধরাম্ ।
সূচ্যগ্রেণাপি যদ্ ভূমেরপি ভিদ্যেত ভারত ॥ ৬৩
তন্মাত্রমপি তন্মহ্যং ন দদাতি পুরা ভবান্ ।
স কথং পৃথিবীমেতাং প্রদদাসি বিশাম্পতে ॥ ৬৪
সূচ্যগ্রং নাত্যজঃ পূর্বং স কথং ত্যজসি ক্ষিতিম্ ।
এবমৈশ্বর্য্যমাসাদ্য প্রশাস্য পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৬৫

রাজেন্দ্র! যাও, যাহার রক্ষক নিহত হইয়াছে, যোদ্ধারা নিহত হইয়াছে এবং সমস্ত রত্ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই এই পৃথিবীকে তুমি আনন্দের সহিত উপভোগ কর; কারণ, তোমার জীবিকা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির এই বাক্য শ্রবণ করত জলে অবস্থিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্! তুমি জলে থাকিয়া আর্ত্ত মানুষের ন্যায় প্রলাপ করিও না। তাত! শকুনির রবের ন্যায় তোমার এই বাক্য আমার মনে কোন রেখাপাত করিতেছে না ॥ ৫৫

সুযোধন! যদি তুমি ইহা দান করিতে সমর্থ হইতে, তথাপি আমি তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে শাসন করিবার ইচ্ছা পোষণ করি না ॥ ৫৬

রাজন্! তোমার প্রদত্ত এই পৃথিবীকে আমি অধর্ম্মপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিব না; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দান গ্রহণ করা ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় নাই ॥ ৫৭

তোমার দেওয়া এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। যুদ্ধে তোমাকে পরাজিত করিয়া এই বসুধাকে উপভোগ করিব ॥ ৫৮

এখন তুমি নিজেই এই পৃথিবীর অনীশ্বর নও, সুতরাং ইহাকে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছ কেন? রাজন্! যখন আমরা বংশে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পূর্ব্বে ধর্ম্মানুসারে আমাদেরই রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, সেই সময় তুমি কেন এই পৃথিবী আমাদের প্রদান কর নাই? ৫৯½

হে রাজন্! পূর্ব্বে বৃষ্ণিবংশভূষণ মহাবল শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জন্য রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাঁহাকে পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়া এই সময় কেন দান করিতেছ? তোমার চিত্তে কেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইল? ৬০½

যে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত, এরূপ কোন রাজা কাহাকেও ভূমি-দান করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে? কৌরবনন্দন রাজন্! এখন তুমি কাহাকেও এই পৃথিবী দান করিতে পার না এবং বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিতেও পার না। এরূপ অবস্থায় তোমার ভূমি-দানের ইচ্ছা কেন হইল? ৬১-৬২

আমাকে সংগ্রামে জয় করিয়া তুমি এই পৃথিবী পালন কর। ভারত! পূর্ব্বে তুমি সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি ছেদ করা যাইতে পারে, ততটুকু পরিমাণ ভূমিও আমাকে দিতে ইচ্ছুক হও নাই। প্রজানাথ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে কেন দান করিতেছ? ৬৩-৬৪

পূর্ব্বে ত' তুমি সূচীর অগ্রভাগ পরিমিত ভূমিও ত্যাগ করিতে অভিলাষী হও নাই, এখন সমগ্র পৃথিবীকেই কেন ত্যাগ

কো হি মূঢ়ো ব্যবস্যেত শত্রোর্দাতুং বসুন্ধরাম্ ।
ত্বং তু কেবলমৌর্খ্যেণ বিমূঢ়ো নাববুধ্যসে ॥ ৬৬
পৃথিবীং দাতুকামোঽপি জীবিতেন বিমোক্ষ্যসে ।
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৬৭
অথবা নিহতোঽস্মাভির্ব্রজ লোকাননুত্তমান্ ।
আবয়োর্জীবতো রাজন্ ময়ি চ ত্বয়ি চ ধ্রুবম্ ॥ ৬৮
সংশয়ঃ সর্ব্বভূতানাং বিজয়ে নৌ ভবিষ্যতি ।
জীবিতং তব দুষ্প্রজ্ঞ ময়ি সম্প্রতি বর্ত্ততে ॥ ৬৯
জীবয়েয়মহং কামং ন তু ত্বং জীবিতুং ক্ষমঃ ।
দহনে হি কৃতো যত্নস্ত্বয়াস্মাসু বিশেষতঃ ॥ ৭০
আশীবিষৈর্বিষৈশ্চাপি জলে চাপি প্রবেশনৈঃ ।
ত্বয়া বিনিকৃতা রাজন্ রাজ্যস্য হরণেন চ ॥ ৭১
অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনৈর্দ্রৌপদ্যাঃ কর্ষণেন চ ।
এতস্মাৎ কারণাৎ পাপ জীবিতং তে ন বিদ্যতে ॥ ৭২
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ যুধ্যস্ব যুদ্ধে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।
এবং তু বিবিধা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ ।
কীর্ত্তয়ন্তি স্ম তে বীরাস্তত্র তত্র জনাধিপ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বান্তর্গত-গদাপর্ব্বণি সুযোধন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

করিতেছ? এরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ করত এই পৃথিবী শাসন করিয়া কোন মূর্খ পুরুষ শত্রুর হস্তে সেই পৃথিবীকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়? ৬৫½

তুমি ত' কেবল মূর্খতাবশতঃ নিজের বিবেককে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছ; সেই জন্য ইহা বুঝিতে পারিতেছ না যে, আজ এই ভূমি দানের ইচ্ছা করিলেও তোমাকে নিজের জীবন ত্যাগ করিতেই হইবে। ৬৬½

আমাদিগকে পরাজিত করিয়া হয় তুমি এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া উত্তম লোকসমূহে গমন কর। ৬৭½

রাজন্! আমি ও তুমি উভয়ে জীবিত থাকিতে আমাদের জয়লাভ সম্বন্ধে চিরকালের জন্য সকল প্রাণীর মধ্যেই সন্দেহ থাকিয়া যাইবে। ৬৮½

দুর্মতি দুর্য্যোধন! এই সময় তোমার জীবন আমার অধীনস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আমি ইচ্ছানুসারে তোমাকে জীবনদান করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বেচ্ছায় জীবিত থাকিতে পারিবে না। ৬৯½

তোমার মনে পড়ে কি? তুমি আমাদের দগ্ধ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছিলে ভীমসেনকে বিষধর সর্প সকলের দ্বারা দংশন করাইয়াছিলে, বিষ খাওয়াইয়া তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলে, আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া তুমি আমাদের প্রতারিত করিয়াছিলে, দ্রৌপদীকে বহু কটু কথা শুনাইয়াছিলে এবং তাহার কেশ ধরিয়া টানিতে টানিতে সভায় আনাইয়াছিলে, পাপী দুর্য্যোধন! এই সব কারণে তোমার জীবন প্রায় নষ্টই হইয়া গিয়াছে। উঠ, উঠ, যুদ্ধ কর; ইহাতে তোমার কল্যাণই হইবে ৭০--৭২½

হে নরাধিপ! সেই বিজয়ী বীর পাণ্ডবগণ সেখানে এইরূপ বারংবার নানাপ্রকার কথা বলিতে লাগিলেন। ৭৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরের সংবাদবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(যুধিষ্ঠিরবাক্যেন হ্রদাদ্ নির্গত্য কেনচিৎ পাণ্ডবেন সহ যুদ্ধং কর্তুং দুর্যোধনস্যোদ্যোগঃ।)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এবং সন্তর্জ্জ্যমানস্তু মম পুত্রো মহীপতিঃ।
প্রকৃত্যা মন্যুমান্ বীরঃ কথমাসীৎ পরন্তপঃ ॥ ১

ন হি সন্তর্জনা তেন শ্রুতপূর্বা কথঞ্চন।
রাজভাবেন মান্যশ্চ সর্বলোকস্য সোঽভবৎ ॥ ২

যস্যাতপত্রচ্ছায়াপি স্বকা ভানোস্তথা প্রভা।
খেদায়ৈবাভিমানিত্বাৎ সহেৎ সৈবং কথং গিরঃ ॥ ৩

ইয়ঞ্চ পৃথিবী সর্বা সম্লেচ্ছাটবিকা ভৃশম্।
প্রসাদাদ্ ধ্রিয়তে যস্য প্রত্যক্ষং তব সঞ্জয় ॥ ৪

স তথা তর্জ্জ্যমানস্তু পাণ্ডুপুত্রৈর্বিশেষতঃ।
বিহীনশ্চ স্বকৈর্ভৃত্যৈর্নির্জনে চাবৃতো ভৃশম্ ॥ ৫

স শ্রুত্বা কটুকা বাচো জয়যুক্তাঃ পুনঃ পুনঃ।
কিমব্রবীৎ পাণ্ডবেয়াংস্তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৬

সঞ্জয় উবাচ।

তর্জ্জ্যমানস্তদা রাজন্নুদকস্থস্তবাত্মজঃ।
যুধিষ্ঠিরেণ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতেন হ ॥ ৭

শ্রুত্বা স কটুকা বাচো বিষমস্থো নরাধিপঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য সলিলস্থঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮

সলিলান্তর্গতো রাজা ধুন্বন্ হস্তৌ পুনঃ পুনঃ।
মনশ্চকার যুদ্ধায় রাজানং চাভ্যভাষত ॥ ৯

যূয়ং সসুহৃদঃ পার্থাঃ সর্বে সরথ-বাহনাঃ।
অহমেকঃ পরিদ্যূনো বিরথো হতবাহনঃ ॥ ১০

আত্তশস্ত্রৈ রথোপেতৈর্বহুভিঃ পরিবারিতঃ।
কথমেকঃ পদাতিঃ সন্নশস্ত্রো যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ১১

একৈকেন তু মাং যূয়ং যোধয়ধ্বং যুধিষ্ঠির।
ন হ্যেকো বহুভির্বীরৈর্ন্যায্যো যোধয়িতুং যুধি ॥ ১২

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বাক্যে হ্রদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কোন এক পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্য্যোধনের উদ্যোগ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! শত্রুতাপন আমার বীর পুত্র দুর্য্যোধন স্বভাবতঃই ক্রোধী ছিল। যখন যুধিষ্ঠির তাহাকে এই ভাবে তিরস্কার করিল, তখন তাহার অবস্থা কিরূপ হইল? ১

সে পূর্ব্বে কখনও কাহার নিকট হইতে এরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করে নাই; কারণ, সে রাজা বলিয়া সকলেরই সম্মানের পাত্র ছিল। ২

অভিমানী ছিল বলিয়া যাহার মনে নিজের ছত্রের ছায়া ও সূর্য্যের প্রভাও খেদ উৎপন্ন করিত, সে এরূপ কঠোর বাক্য কি ভাবে সহ্য করিতেছিল? ৩

সঞ্জয়! তুমি ত' প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছ যে, এই ম্লেচ্ছ ও বন্য জাতিগণের সহিত সম্পূর্ণ পৃথিবী দুর্য্যোধনের করুণাতেই জীবন ধারণ করিতেছে। ৪

সেই সময় দুর্য্যোধন নিজ ভৃত্যগণরহিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং নির্জন স্থানে শত্রুদের দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। এই অবস্থায় বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ যখন তাহাকে কটু বাক্য শুনাইতে লাগিল, তখন শত্রুদের বিজয়যুক্ত সেই কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে কি বলিল? ৫-৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজাধিরাজ! রাজন্! সেই সময় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত যুধিষ্ঠির যখন এরূপ তিরস্কার করিলেন, তখন জলে অবস্থিত আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এই কঠোর বাক্যসকল শ্রবণ করত সেই বিষম পরিস্থিতিতে বারংবার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি জলের মধ্যেই অবস্থান করত পুনঃ পুনঃ হস্তদ্বয় সঞ্চালিত করিতে করিতে মনে মনে যুদ্ধের জন্য নিশ্চয় করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন। ৭-৯

তোমরা সকলে নিজ হিতৈষী সুহৃদ্‌গণকে সঙ্গে আনিয়াছ! তোমাদের রথ ও বাহন সকলও আছে। কিন্তু আমি একাকী, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং চিন্তিত, রথহীন ও বাহনশূন্য। ১০

তোমরা সংখ্যায় অধিক। তোমরা রথে উপবিষ্ট থাকিয়া নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধারণ করত আমাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছ সুতরাং আমি একাকী পদব্রজে অস্ত্রহীন হইয়া কিভাবে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? ১১

যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলে এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর। যুদ্ধে বহু সংখ্যক বীরের সহিত কোন একজন যোদ্ধাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায়োচিত হইবে না। ১২

বিশেষতো বিকবচঃ শ্রান্তশ্চাপৎসমাশ্রিতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ শ্রান্তবাহনসৈনিকঃ॥ ১৩

ন মে ত্বত্তো ভয়ং রাজন্ ন চ পার্থাদ্ বৃকোদরাৎ।
ফাল্গুনাদ্ বাসুদেবাদ্ বা পঞ্চালেভ্যোঽথবা পুনঃ॥ ১৪

যমাভ্যাং যুযুধানাদ্ বা যে চান্যে তব সৈনিকাঃ।
একঃ সর্বানহং ক্রুদ্ধো বারয়িষ্যে যুধি স্থিতঃ॥ ১৫

ধর্মমূলা সতাং কীর্তির্মনুষ্যাণাং জনাধিপ।
ধর্মং চৈবেহ কীর্তিঞ্চ পালয়ন্ প্রব্রবীম্যহম্॥১৬

অহমুত্থায় সর্বান্ বৈ প্রতিযোৎস্যামি সংযুগে।
অনুগম্যাগতান্ সর্বানৃতূন্ সংবৎসরো যথা॥ ১৭

অদ্য বঃ সরথান্ সাশ্বানশস্ত্রো বিরথোঽপি সন্।
নক্ষত্রাণীব সর্বাণি সবিতা রাত্রিসংক্ষয়ে॥ ১৮

তেজসা নাশয়িষ্যামি স্থিরীভবত পাণ্ডবাঃ।
অদ্যানৃণ্যং গমিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাং যশস্বিনাম্॥ ১৯

বাহ্লীক-দ্রোণ-ভীষ্মাণাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ।
জয়দ্রথস্য শূরস্য ভগদত্তস্য চোভয়োঃ॥ ২০

মদ্ররাজস্য শল্যস্য ভূরিশ্রবস এব চ।
পুত্রাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ শকুনেঃ সৌবলস্য চ॥ ২১

মিত্রাণাং সুহৃদাং চৈব বান্ধবানাং তথৈব চ।
আনৃণ্যমদ্য গচ্ছামি হত্বা ত্বাং ভ্রাতৃভিঃ সহ॥ ২২

এতাবদুক্ত্বা বচনং বিররাম জনাধিপঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিষ্ট্যা ত্বমপি জানীষে ক্ষত্রধর্মং সুযোধন॥ ২৩

দিষ্ট্যা তে বর্ততে বুদ্ধির্যুদ্ধায়ৈব মহাভুজ।
দিষ্ট্যা শূরোঽসি কৌরব্য দিষ্ট্যা জানাসি সঙ্গরম্॥ ২৪

যস্ত্বমেকো হি নঃ সর্বান্ সঙ্গরে যোদ্ধুমিচ্ছসি।
এক একেন সঙ্গম্য যৎ তে সম্মতমায়ুধম্॥ ২৫

তৎ ত্বমাদায় যুধ্যস্ব প্রেক্ষকাস্তে বয়ং স্থিতাঃ।
স্বয়মিষ্টঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্॥ ২৬

বিশেষতঃ সেরূপ এক অবস্থায় যখন তাহার দেহে কবচ বন্ধ নাই, যে পরিশ্রান্ত, বিপদগ্রস্ত, অত্যন্ত আহত এবং যাহার বাহন ও সৈন্যরা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; তাহাকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায়সঙ্গত হইবে না॥ ১৩

রাজন্! আমার তোমার নিকট হইতে কোন ভয় নাই, এরূপ না কুন্তীপুত্র ভীমসেন হইতে, না অর্জুন হইতে, না শ্রীকৃষ্ণ হইতে এবং না পাঞ্চালগণ হইতে আমার কোন ভয় আছে। নকুল-সহদেব, সাত্যকি এবং অন্য তোমার যে যে সমস্ত সৈন্য আছে, তাহাদিগকেও আমি ভয় করি না। যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া অবস্থান করিলে পর আমি একাকাই তোমাদের সকলকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব॥ ১৪-১৫

হে নরেশ্বর! সজ্জন পুরুষগণের কীর্তির মূল হইল ধর্ম। আমি এখানে সেই ধর্ম ও কীর্ত্তি পালন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছি॥ ১৬

আমি উত্থিত হইয়া রণাঙ্গনে এক একজন করিয়া তোমাদের সকলের সহিত সেইভাবে যুদ্ধ করিব, যেরূপ সংবৎসর এক এক করিয়া অতিবাহিত ও ক্রমাগত ঋতুসকলকে গ্রহণ করিয়া থাকে॥ ১৭

পাণ্ডবগণ! তোমরা স্থির হইয়া অবস্থান কর। আজ আমি অস্ত্রহীন ও রথহীন হইয়াও অশ্ব এবং রথের উপর উপবেশন পূর্বক উপস্থিত তোমাদের সকলকে স্বীয় তেজে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিব, যেরূপ রাত্রিশেষে সূর্য্যদেব নিজ তেজে সমস্ত নক্ষত্র-মণ্ডলকে অদৃশ্য করিয়া থাকেন॥ ১৮½

ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমি ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমাকে বধ করিয়া সেই যশস্বী ক্ষত্রিয়বর্গের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিব। বাহ্লীক, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, মহাত্মা কর্ণ, বীরবর জয়দ্রথ, ভগদত্ত, মদ্ররাজ শল্য, ভূরিশ্রবা, সুবলপুত্র শকুনি এবং পুত্র, মিত্র ও সুহৃদ্গণ এবং বন্ধু-বান্ধবদিগেরও ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। রাজা দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া নীরব হইয়া যাইলেন॥ ১৯-২২½

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম জান। মহাবাহু দুর্য্যোধন! সৌভাগ্যবশতঃ তোমার বুদ্ধি যুদ্ধ করিতে উদ্যত আছে। কুরুনন্দন! ভাগ্যবশতঃ তুমি বীর হইয়া জন্মলাভ করিয়াছ এবং সৌভাগ্যেরই বলে তুমি যুদ্ধ করিতেও জান॥ ২৩-২৪

তুমি রণাঙ্গনে একাকী এক একজন করিয়া আমাদের সহিত যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, তাহাই হইবে। যে অস্ত্র তোমার মনোমত হইবে, তাহাই লইয়া তুমি এক একজন করিয়া আমাদের সকলের সহিত যুদ্ধ কর। আমরা সকলে দর্শক হইয়া উহা অবলোকন করিব॥২৫½

বীর! আমি নিজেই পুনরায় তোমাকে এই অভীষ্ট বরদান

হত্বৈকং ভবতো রাজ্যং হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি ।
দুর্য্যোধন উবাচ ।
একশ্চেদ্ যোদ্ধুমাক্রন্দে শূরোঽস্ত মম দীয়তাম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামিয়ং চাপি বৃতা ত্বৎসম্মতে গদা ।
হন্তৈকং ভবতামেকঃ শক্যং মাং যোঽভিমন্যতে ॥ ২৮
পদাতির্গদয়া সংখ্যে স যুধ্যতু ময়া সহ ।
বৃত্তানি রথযুদ্ধানি বিচিত্রাণি পদে পদে ॥ ২৯
ইদমেকং গদাযুদ্ধং ভবত্বদ্যাদ্ভুতং মহৎ ।
অস্ত্রাণামপি পর্য্যায়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি মানবাঃ ॥৩০
যুদ্ধানামপি পর্য্যায়ো ভবত্বনুমতে তব ।
গদয়া ত্বাং মহাবাহো বিজেষ্যামি সহানুজম্ ॥ ৩১
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব যে চান্যে তব সৈনিকাঃ ।
ন হি মে সম্ভ্রমো জাতু শক্রাদপি যুধিষ্ঠির ॥ ৩২
যুধিষ্ঠির উবাচ ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারে মাং যোধয় সুযোধন ।
এক একেন সঙ্গম্য সংযুগে গদায়া বলী ॥ ৩৩
পুরুষো ভব গান্ধারে যুধ্যস্ব সুসমাহিতঃ ।
অদ্য তে জীবিতং নাস্তি যদীন্দ্রোঽপি তবাশ্রয়ঃ ॥ ৩৪
সঞ্জয় উবাচ ।
এতৎ স নরশার্দূলো নামৃষ্যত তবাত্মজঃ ।
সলিলান্তর্গতঃ শ্বভ্রে মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ৩৫
অথাসৌ বাক্প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
বচো ন মমৃষে রাজন্নুত্তমাশ্বঃ কশামিব ॥ ৩৬
সংক্ষোভ্য সলিলং বেগাদ্ গদামাদায় বীর্য্যবান্ ।
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীং কাঞ্চনাঙ্গদভূষণাম্ ॥ ৩৭
অন্তর্জলাৎ সমুত্তস্থৌ নাগেন্দ্র ইব নিঃশ্বসন্ ।
স ভিত্ত্বা স্তম্ভিতং তোয়ং স্কন্ধে কৃত্বাঽয়সীং গদাম্ ॥ ৩৮
উদতিষ্ঠত পুত্রস্তে প্রতপন্ রশ্মিবানিব ।
ততঃ শৈক্যায়সীং গুর্বীং জাতরূপপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৩৯

করিতেছি যে, "তুমি যদি আমাদের একজনকেও বধ করিতে পার, তবে সম্পূর্ণ রাজ্য তোমারই হইবে অথবা আমাদের দ্বারা নিহত হইয়া স্বর্গে গমন কর ॥ ২৬॥

দুর্য্যোধন বলিলেন,—রাজন্! যদি ইহাই স্থির হয়, তবে এই মহাসমরে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কোন একজন বীরকে প্রদান কর এবং তোমার সম্মতি অনুসারে একমাত্র গদাকেই আমি অস্ত্ররূপে বরণ করিলাম ॥ ২৭॥

আমি আরও এই কথা জানাইতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন বীর, যে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকে পরাজিত করিবার অভিমান করে, সে রণাঙ্গনে পদাতি হইয়া গদার দ্বারা আমার সহিত যুদ্ধ করুক ॥ ২৮॥

রথের বিচিত্র যুদ্ধ ত' পদে পদে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজ এই এক অদ্ভুত গদাযুদ্ধও অনুষ্ঠিত হউক ॥ ২৯॥

মনুষ্যগণ পর্য্যায়ক্রমে এক এক অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়া থাকে; কিন্তু আজ তোমার অনুমতি অনুসারে এই গদাযুদ্ধও ক্রমশঃ এক একজনের সহিত হউক ॥ ৩০॥

মহাবাহো! আমি গদার দ্বারা ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত তোমাকে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে এবং তোমার অপর সৈন্যদিগকেও পরাজিত করিব। যুধিষ্ঠির! আমি ইন্দ্র হইতেও কোনরূপ বিভ্রান্ত হই না ॥ ৩১-৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! সুযোধন! উঠ উঠ এবং আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি অতিশয় বলবান্, সুতরাং যুদ্ধে গদার দ্বারা তুমি একাকীই কোন এক বীরের সহিত মিলিত হইয়া নিজের পুরুষত্বের পরিচয় দাও। একাগ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধ কর। যদি ইন্দ্রও তোমার আশ্রয়দাতা হন, তথাপি আজ তোমার প্রাণ জীবিত থাকিবে না ॥ ৩৩-৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের এই কথাকে জলে অবস্থিত আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি গর্তমধ্যে স্থিত বিশাল সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

রাজন্! যেরূপ শ্রেষ্ঠ অশ্ব কশার আঘাত সহ্য করে না, সেইরূপ বাক্যরূপী কশাঘাতে বারংবার পীড়িত রাজা দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যকে সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ৩৬

সেই পরাক্রমশালী বীর দুর্য্যোধন তীব্র বেগে স্বর্ণময় অঙ্গদ ভূষিত ও লৌহনির্ম্মিত গদা ধারণ করত জলকে ক্ষোভিত করিয়া জলের মধ্য হইতে উঠিয়া অবস্থান করিলেন এবং সর্পরাজের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭॥

স্কন্ধের উপর লৌহ গদা স্থাপন করত বদ্ধ জলকে ভেদ করিয়া আপনার সেই প্রতাপশালী পুত্র দুর্য্যোধন সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইলেন ॥ ৩৮॥

ইহার পর মহাবল বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধন লৌহনির্ম্মিত ও স্বর্ণ ভূষিত ভারী গদা হস্তে ধারণ করিলেন ॥ ৩৯॥

গদাং পরামৃশদ্ ধীমান্ ধার্তরাষ্ট্রো মহাবলঃ।
গদাহস্তং তু তং দৃষ্ট্বা সশৃঙ্গমিব পর্বতম্ ॥ ৪০
প্রজানামিব সংক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্।
সগদো ভারতো ভাতি প্রতপন্ ভাস্করো যথা ॥ ৪১
তমুত্তীর্ণং মহাবাহুং গদাহস্তমরিন্দমম্।
মেনিরে সর্বভূতানি দণ্ডপাণিমিবান্তকম্ ॥ ৪২
বজ্রহস্তং যথা শক্রং শূলহস্তং যথা হরম্।
দদৃশুঃ সর্বপাঞ্চালাঃ পুত্রং তব জনাধিপ ॥ ৪৩
তমুত্তীর্ণং তু সম্প্রেক্ষ্য সমহৃষ্যন্ত সর্বশঃ।
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ তেঽন্যোন্যস্য তলান্ দদুঃ ॥ ৪৪
অবহাসং তু তং মত্বা পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
উদ্বৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধো দিধক্ষুরিব পাণ্ডবান্ ॥ ৪৫
ত্রিশিখাং ভ্রূকুটীং কৃত্বা সন্দষ্টদশনচ্ছদঃ।
প্রত্যুবাচ ততস্তান্ বৈ পাণ্ডবান্ সহকেশবান ॥ ৪৬

দুর্যোধন উবাচ।
অস্যাবহাসস্য ফলং প্রতিভোক্ষ্যথ পাণ্ডবাঃ।
গমিষ্যথ হতাঃ সদ্যঃ সপাঞ্চালা যমক্ষয়ম্ ॥ ৪৭

সঞ্জয় উবাচ।
উত্থিতশ্চ জলাৎ তস্মাৎ পুত্রো দুর্যোধনস্তব।
অতিষ্ঠত গদাপাণী রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ॥ ৪৮
তস্য শোণিতদিগ্ধস্য সলিলেন সমুক্ষিতম্।
শরীরং স্ম তদা ভাতি প্রবন্নিব মহীধরঃ ॥ ৪৯
তমুদ্যতগদং বীরং মেনিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
বৈবস্বতমিব ক্রুদ্ধং শূলপাণিমিব স্থিতম্ ॥ ৫০
স মেঘনিনদো হর্ষান্নদন্নিব চ গোবৃষঃ।
আজুহাব ততঃ পার্থান্ গদয়া যুধি বীর্য্যবান্ ॥ ৫১

দুর্যোধন উবাচ।
একৈকেন চ মাং যূয়মাসীদত যুধিষ্ঠির।
ন হ্যেকো বহুভির্ন্যায্যো বীরো যোধয়িতুং যুধি ॥ ৫২

হস্তে গদাধারণকারী দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণ সেইভাবে দর্শন করিলেন, যেন উহা শিখরযুক্ত এক পর্ব্বত অথবা জীবগণের উপর কুপিত হইয়া হস্তে ত্রিশূল ধারণ করত রুদ্রদেব দণ্ডায়মান আছেন ॥ ৪০-৪১

এই গদাধারী ভরতবংশধর বীর তাপদানরত সূর্য্যদেবের ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। শত্রুদমনকারী মহাবাহু দুর্য্যোধনকে হস্তে গদাধারণ করত জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সমস্ত প্রাণী ইহাই মনে করিতে লাগিল যে, যেন সাক্ষাৎ দণ্ডধারী যম আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪১-৪২

হে নরাধিপ! সমস্ত পাঞ্চালগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বজ্রধারী ইন্দ্র ও ত্রিশূলধারী রুদ্রদেবের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

তাঁহাকে জল হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখিয়া সমস্ত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং পরস্পর করমর্দ্দন করিতে বা হাতাতালি দিতে লাগিলেন ॥ ৪৪

মহারাজ! তাঁহাদের এই করমর্দ্দনকে দুর্য্যোধন নিজের পক্ষে উপহাস বলিয়া মনে করিলেন। সেইহেতু ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া পাণ্ডবদের দিকে সেইভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যেন তাঁহাদের দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥ ৪৫

তিনি নিজের ভ্রূকুটিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দন্ত সকলের দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করত শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

দুর্য্যোধন বলিলেন,—পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ! এই উপহাসের ফল তোমাদের এখনই ভোগ করিতে হইবে। আমার দ্বারা নিহত হইয়া তোমরা তৎক্ষণাৎ যমলোকে গমন করিবে ॥ ৪৭

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সেই জল হইতে উত্থিত হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি রক্তে আপ্লুত ছিলেন ॥ ৪৮

সেই সময় রক্তে আপ্লুত দুর্য্যোধনের শরীর জলে আর্দ্র হইয়া জলের স্রোতবাহী পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৯

সেখানে হস্তে গদা উত্তোলিত করিয়া বীর দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধ যমরাজ এবং ত্রিশূল লইয়া অবস্থিত রুদ্রের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

সেই পরাক্রমশালী বীর দুর্য্যোধন গর্জ্জনকারী বৃষের ন্যায় মেঘতুল্য গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে হর্ষের সহিত গদাযুদ্ধ করিবার জন্য পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তোমরা এক একজন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এস, কারণ, রণাঙ্গনে কোন এক বীর যোদ্ধাকে বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা ন্যায় সঙ্গত হইবে না ॥ ৫২

কৃতবর্মা বিশেষেণ শ্রান্তশ্চাপ্সু পরিপ্লুতঃ।
ভৃশং বিক্ষতগাত্রশ্চ হতবাহনসৈনিকঃ॥ ৫৩
অবশ্যমেব যোদ্ধব্যং সর্বৈরেব ময়া সহ।
যুক্তং ত্বযুক্তমিত্যেতদ্ বেৎসি ত্বং চৈব সর্বদা॥ ৫৪
যুধিষ্ঠির উবাচ।
মা ভূদিয়ং তব প্রজ্ঞা কথমেবং সুযোধন।
যদাভিমন্যুং বহবো জঘ্নুর্যুধি মহারথাঃ॥ ৫৫
ক্ষত্রধর্মং ভৃশং ক্রূরং নিরপেক্ষং সুনির্ঘৃণম্।
অন্যথা তু কথং হন্যুরভিমন্যুং তথা গতম্॥ ৫৬
সর্বে ভবন্তো ধর্মজ্ঞাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ।
ন্যায়েন যুধ্যতাং প্রোক্তা শক্রলোকগতিঃ পরা॥ ৫৭
যদ্যেকস্তু ন হন্তব্যো বহুভির্ধর্ম এব তু।
তদাভিমন্যুং বহবো নিজঘ্নুস্ত্বন্মতে কথম্॥ ৫৮
সর্বো বিমৃশতে জন্তুঃ কৃচ্ছ্রস্থো ধর্মদর্শনম্।
পদস্থঃ পিহিতং দ্বারং পরলোকস্য পশ্যতি॥ ৫৯
আমুঞ্চ কবচং বীর মূর্ধজান্ যময়স্ব চ।
যচ্চান্যদপি তে নাস্তি তদপ্যাদৎস্ব ভারত॥ ৬০
ইমমেকঞ্চ তে কামং বীর ভূয়ো দদাম্যহম্।
পঞ্চানাং পাণ্ডবেয়ানাং যেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি॥ ৬১
তং হত্বা বৈ ভবান্ রাজা হতো বা স্বর্গমাপ্নুহি।
ঋতে চ জীবিতাদ্ বীর যুদ্ধে কিং কর্ম তে প্রিয়ম্॥ ৬২
সঞ্জয় উবাচ।
ততস্তব সুতো রাজন্ বর্ম জগ্রাহ কাঞ্চনম্।
বিচিত্রঞ্চ শিরস্ত্রাণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্॥ ৬৩
সোঽববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ শুভকাঞ্চনবর্মভৃৎ।
ররাজ রাজন্ পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাড়িব॥ ৬৪
সন্নদ্ধঃ সগদো রাজন্ সজ্জঃ সংগ্রামমূর্ধনি।
অব্রবীৎ পাণ্ডবান্ সর্বান্ পুত্রো দুর্যোধনস্তব॥ ৬৫

বিশেষতঃ সেইরূপ একজন বীর, যে নিজের কবচ মুক্ত করিয়া দিয়াছে, যে ক্লান্ত হইয়া জলে পরিপ্লুত হইয়া উহার মধ্যে বিশ্রাম করিতেছে, যাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে এবং যাহার বাহন ও সৈন্যগণ নিহত হইয়াছে, তাহাকে বহু যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য করা উচিত নহে॥ ৫৩

তোমাদের সকলের সহিত আমার অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত; কিন্তু এ বিষয়ে কি উচিত এবং কি অনুচিত, ইহা তুমি সদা অবগত আছ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুযোধন! যখন তুমি বহু সংখ্যক মহারথীর সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিলে সেই সময় তোমার মনে কেন এরূপ বুদ্ধির উদয় হয় নি? ৫৫

প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়-ধর্ম অতিশয় ক্রূর, কাহার অপেক্ষা করে না এবং অত্যন্ত নির্দয়। অন্যথা তোমরা সকলে ধর্মজ্ঞ, শৌর্য্যশালী বীর এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াও সেরূপ এক অসহায় অবস্থায় অভিমন্যুকে বধ করিতে কিভাবে সমর্থ হইলে? ৫৬½

ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী বীরগণের পক্ষে সর্কোত্তম ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়—ইহা কথিত আছে। বহু সংখ্যক যোদ্ধা মিলিত হইয়া কোন এক বীরকে বধ করিবে না, যদি ইহাই ধর্ম হয়, তবে তোমার সম্মতিতেই অনেক মহারথী মিলিত হইয়া অভিমন্যুকে বধ করিল কেন? ৫৭-৫৮

প্রায় সকল প্রাণীই যখন নিজে সঙ্কটে পতিত হয়, তখন নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ধর্মশাস্ত্রের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকে। তারপর যখন সে নিজে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় সে পরলোকের দ্বার বন্ধ বলিয়াই দেখিতে পায়॥ ৫৯

বীর ভরতনন্দন! তুমি কবচ ধারণ কর, নিজের কেশকে উত্তমরূপে বন্ধন কর এবং যুদ্ধের আরও যে সমস্ত সামগ্রী আছে, যাহা তোমার নিকট নাই, উহাও গ্রহণ কর॥ ৬০

বীর! আমি পুনরায় তোমাকে এক অভীষ্ট বরদান করিতেছি; পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে তুমি যে কোন একজনের সহিত যদি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাদের যে কোন একজনকে যদি বধ করিতে পার, তবে তুমিই রাজা হইবে অথবা যদি তুমি স্বয়ংই নিহত হও, তবে স্বর্গলোক লাভ করিবে। বীর! বল, যুদ্ধে জীবন রক্ষা ব্যতীত তোমার আর কোন প্রিয় কার্য্য আমরা করিতে পারি? ৬১-৬২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবর্ণময় কবচ এবং স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন॥ ৬৩

মহারাজ! শিরস্ত্রাণ বদ্ধ করিয়া সুন্দর সুবর্ণময় কবচ ধারণ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সুবর্ণময় গিরিরাজ মেরুর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন॥ ৬৪

হে রাজন্! যুদ্ধের সম্মুখে সুসজ্জিত হইয়া কবচ বন্ধন ও হস্তে গদা ধারণ করত আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বলিলেন॥ ৬৫

ভ্রাতৃণাং ভবতামেকো যুধ্যতাং গদয়া সহ।
সহদেবেন বা যোৎস্যে ভীমেন নকুলেন বা ॥ ৬৬
অথবা ফাল্গুনেনাদ্য ত্বয়া বা ভরতর্ষভ।
যোৎস্যেঽহং সঙ্গরং প্রাপ্য বিজেষ্যে চ রণাজিরে ॥ ৬৭
অহমদ্য গমিষ্যামি বৈরস্যান্তং সুদুর্গমম্।
গদয়া পুরুষব্যাঘ্র হেমপট্টনিবদ্ধয়া ॥ ৬৮
গদাযুদ্ধে ন মে কশ্চিৎ সদৃশোঽস্তীতি চিন্তয়ে।
গদয়া বো হনিষ্যামি সর্ব্বানেব সমাগতান্ ॥ ৬৯

ন মে সমর্থাঃ সর্ব্বে বৈ যোদ্ধুং ন্যায়েন কেচন।
ন যুক্তমাত্মনা বক্তুমেবং গর্ব্বোদ্ধতং বচঃ ॥
অথবা সফলং হ্যেতৎ করিষ্যে ভবতাং পুরঃ ॥ ৭০
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সত্যং বা মিথ্যা বৈতদ্ ভবিষ্যতি।
গৃহ্লাতু চ গদা যো বৈ যোৎস্যতেঽদ্য ময়া সহ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি সুযোধন-যুধিষ্ঠিরসংবাদে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার ভ্রাতাদের মধ্যে যে কোন একজন আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি সহদেব, নকুল, ভীমসেন, অর্জ্জুন অথবা স্বয়ং তোমার সহিতও আমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥৬৬॥

রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আমি তোমাদের যে কোন একজনের সহিত যুদ্ধ করিব এবং আমার এই বিশ্বাস আছে যে আমি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিব। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আজ আমি সুবর্ণপত্রমণ্ডিত গদার দ্বারা শত্রুতার পরপারে গমন করিব, যেখানে যাওয়া অন্যের পক্ষে অতিশয় কঠিন ॥ ৬৭-৬৮

আমি এ কথা সর্ব্বদা চিন্তা করি যে, গদাযুদ্ধে কেহই আমার সমান নহে। সম্মুখে আসিলে পর আমি গদার দ্বারা তোমাদের সকলকেই বিনাশ করিতে পারি ॥ ৬৯

তোমরা সকলে অথবা তোমাদের যে কোন একজন আমার সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ নও। আমার নিজেরই নিজের সম্বন্ধে এরূপ গর্বিত ও উদ্ধত বাক্য বলা উচিত নহে; তথাপি বলিতে হইল কিংবা বলিবার আর কি আবশ্যকতা আছে? আমি তোমাদের সম্মুখেই এই সমস্ত করিয়া দেখাইব ॥ ৭০

আমার বাক্য সত্য কিংবা মিথ্যা, তাহা এই মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হইয়া যাইবে। আজ আমার সহিত যে কেহ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে, সে গদা গ্রহণ করুক ॥ ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন যুধিষ্ঠিরস্য তিরস্কারঃ, ভীমসেনস্য প্রশংসা, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্বাগ্ যুদ্ধঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
এবং দুর্য্যোধনে রাজন্ গর্জ্জমানে মুহুর্মুহুঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সংক্রুদ্ধো বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
যদি নাম হ্যয়ং যুদ্ধে বরয়েৎ ত্বাং যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনং নকুলং চৈব সহদেবমথাপি বা ॥ ২

কিমিদং সাহসং রাজংস্ত্বয়া ব্যাহৃতমীদৃশম্।
একমেব নিহত্যাজৌ ভব রাজা কুরুষ্বিতি ॥ ৩
ন সমর্থানহং মন্যে গদাহস্তস্য সংযুগে।
এতেন হি কৃতা যোগ্যা বর্ষাণীহ ত্রয়োদশ ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার, ভীমসেনের প্রশংসা এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্ যুদ্ধ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যখন এই কথা বলিতে বলিতে দুর্য্যোধন বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

[যুধি]ষ্ঠির! যদি এই দুর্য্যোধন যুদ্ধে আপনাকে, অর্জ্জুনকে অথবা নকুল কিংবা সহদেবকে যুদ্ধের জন্য বরণ করে, তবে কি হইবে? ॥ ২

রাজন্! আপনি কেন এরূপ দুঃসাহসপূর্ণ বাক্য বলিলেন যে, তুমি আমাদের যে কোন এক ভ্রাতাকে বিনাশ করত রাজা হও, অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩

আমি ইহা মনে করি না যে, আপনারা যুদ্ধে গদাধারী দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারিবেন। রাজন্! এই দুর্য্যোধন ভীমসেনকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাহার লৌহমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়াছে ॥ ৪॥

আয়সে পুরুষে রাজন্ ভীমসেনজিঘাংসয়া।
কথং নাম ভবেৎ কার্য্যমস্মাভির্ভরতর্ষভ ॥ ৫
সাহসং কৃতবাংস্ত্বং তু হ্যনুক্রোশান্নৃপোত্তম।
নান্যমস্যানুপশ্যামি প্রতিযোদ্ধারমাহবে ॥ ৬
ঋতে বৃকোদরাৎ পার্থাৎ স চ নাতিকৃতশ্রমঃ।
তদিদং দ্যূতমারব্ধং পুনরেব যথা পুরা ॥ ৭
বিষমং শকুনেশ্চৈব তব চৈব বিশাম্পতে।
বলী ভীমঃ সমর্থশ্চ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ ৮
বলবান্ বা কৃতী বেতি কৃতী রাজন্ বিশিষ্যতে।
সোঽয়ং রাজংস্ত্বয়া শত্রুঃ সমে পথি নিবেশিতঃ ॥৯
ন্যস্তশ্চাত্মা সুবিষমে কৃচ্ছ্রমাপাদিতা বয়ম্।
কো নু সর্বান্ বিনির্জিত্য শত্রূনেকেন বৈরিণা ॥ ১০
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তেন চ তথা হারয়েদ্ রাজ্যমাগতম্।
পণিত্বা চৈকপাণেন রোচয়েদেবমাহবম্ ॥ ১১

ন হি পশ্যামি তং লোকে যোঽদ্য দুর্য্যোধনং রণে।
গদাহস্তং বিজেতুং বৈ শক্তঃ স্যাদমরোঽপি হি ॥ ১২
ন ত্বং ভীমো ন নকুলঃ সহদেবোঽথ ফাল্গুনঃ।
জেতুং ন্যায়েন শক্তো বৈ কৃতী রাজা সুযোধনঃ ॥ ১৩
স কথং বদসে শত্রুং যুধ্যস্ব গদয়েতি হি।
একঞ্চ নো নিহত্যাজৌ ভব রাজেতি ভারত ॥১৪
বৃকোদরং সমাসাদ্য সংশয়ো বৈ জয়ে হি নঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানানাং কৃতী হ্যেষ মহাবলঃ ॥ ১৫
একং বাস্মান্ নিহত্য ত্বং ভব রাজেতি বৈ পুনঃ।
নূনং ন রাজ্যভাগেষা পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাশ্চ সন্ততিঃ ॥ ১৬
অত্যন্তবনবাসায় সৃষ্টা ভৈক্ষ্যায় বা পুনঃ।

ভীমসেন উবাচ।

মধুসূদন মা কার্ষীর্বিষাদং যদুনন্দন ॥ ১৭

ভরতভূষণ! এখন আমরা আপনার কার্য্য কিরূপে সিদ্ধ করিব? নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি দয়াবশতঃ এই দুঃসাহসপূর্ণ কার্য্য করিয়াছেন ॥ ৫½

আমি কুন্তীপুত্র ভীমসেন ব্যতীত অপর কাহাকেও এরূপ দেখিতেছি না, যে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতে পারে; কিন্তু ভীমসেনও গদাযুদ্ধ-বিষয়ে অধিক পরিশ্রম করেন নাই ॥ ৬½

এই সময় আপনি পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় পাশাখেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। প্রজানাথ! আপনার এই পাশাখেলা শকুনির অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ॥ ৭½

রাজন্! এ বিষয়ে আমি মনে করি ভীমসেন বলবান্ ও সমর্থ। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ-বিষয়ে অধিক অভ্যাস করায় গদাযুদ্ধে নিপুণ। একদিকে বলবান্ এবং অপর দিকে যদি যুদ্ধাভ্যাসী থাকে, তবে অভ্যস্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হইবে ॥ ৮½

অতএব মহারাজ! আপনি নিজ শত্রুকে সমান পথে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। আপনি নিজেকে নিজেই অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইলেন এবং আমাদিগকেও গুরুতর বিপদে পাতিত করিলেন ॥ ৯½

এরূপ আর কোন ব্যক্তি আছে, যে সমস্ত শত্রুদিগকে পরাজিত করিবার পর যখন একজনই সেখানে অবশিষ্ট রহিয়াছে, এবং সে-ও সঙ্কটে পড়িয়াছে, ইহার সহিত নিজ রাজ্যকে হস্তগত হইতে দেখিয়া সেই রাজ্যকেই পুনরায় পণ রাখিয়া পরাজিত হয় এবং এরূপ একজনের সহিত যুদ্ধ করিবার সর্ত্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হয়? ১০-১১

আমি জগতে এরূপ বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, তাহাতে তিনি যদি দেবতাও হন, যিনি আজ রণাঙ্গনে গদাধারী দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১২

আপনি ভীমসেন, নকুল, সহদেব অথবা অর্জ্জুন—যে কেহ ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া দুর্য্যোধনকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; কারণ, রাজা দুর্য্যোধনের অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা অধিক আছে ॥ ১৩

ভারত! যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আপনি নিজের শত্রুকে এই কথা কেন বলিলেন যে, তুমি গদা দ্বারা যুদ্ধ কর এবং আমাদের যে কোন একজনকে বিনাশ করত রাজা হও ॥১৪

ভীমসেনের উপরও যদি যুদ্ধের ভার সমর্পণ করা হয়, তথাপি আমরা যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব কি না সন্দেহ আছে। কারণ, ন্যায়ানুসারে যুদ্ধকারী যোদ্ধাগণের মধ্যে দুর্য্যোধনের অভ্যাসবশতঃ অভিজ্ঞতা অধিক ॥ ১৫

এই অবস্থায় আপনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, তুমি আমাদের যে কোন একজনকে বিনাশ করত রাজা হও। নিশ্চয়ই রাজা পাণ্ডু ও কুন্তীদেবীর সন্তান রাজ্য ভোগ করিবার অধিকারী নয়। বিধাতা ইহাকে অনন্ত কালপর্য্যন্ত বনবাস করিতে অথবা ভিক্ষা করিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১৬½

ভীমসেন বলিলেন,—মধুসূদন! আপনি বিষাদ করিবেন

অন্ত পারং গমিষ্যামি বৈরস্য ভৃশদুর্গমম্।
অহং সুযোধনং সংখ্যে হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮
বিজয়ো বৈ ধ্রুবঃ কৃষ্ণ ধর্মরাজস্য দৃশ্যতে।
অধ্যর্ধেন গুণেনেয়ং গদা গুরুতরী মম ॥ ১৯
ন তথা ধার্তরাষ্ট্রস্য মা কার্ষীর্মাধব ব্যথাম্।
অহমেনং হি গদয়া সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ২০
ভবন্তঃ প্রেক্ষকাঃ সর্বে মম সন্তু জনার্দন।
সামরানপি লোকাংস্ত্রীন্ নানাশস্ত্রধরান্ যুধি ॥ ২১
যোধয়েয়ং রণে কৃষ্ণ কিমুতাদ্য সুযোধনম্।
সঞ্জয় উবাচ।
তথা সম্ভাষমাণং তু বাসুদেবো বৃকোদরম্ ॥ ২২
হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ।
ত্বামাশ্রিত্য মহাবাহো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৩
নিহতারিঃ স্বকাং দীপ্তাং শ্রিয়ং প্রাপ্তো ন সংশয়ঃ
ত্বয়া বিনিহতাঃ সর্বে ধৃতরাষ্ট্রসুতা রণে ॥ ২৪
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নাগাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
কলিঙ্গা মাগধাঃ প্রাচ্যা গান্ধারাঃ কুরবস্তথা ॥ ২৫
ত্বামাসাদ্য মহাযুদ্ধে নিহতাঃ পাণ্ডুনন্দন।
হত্বা দুর্যোধনং চাপি প্রযচ্ছোর্বীং সসাগরাম্ ॥ ২৬
ধর্মরাজায় কৌন্তেয় যথা বিষ্ণুঃ শচীপতেঃ।
ত্বাঞ্চ প্রাপ্য রণে পাপো ধার্তরাষ্ট্রো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥২৭
ত্বমস্য সক্থিনী ভঙ্‌ক্ত্বা প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যসি।
যত্নেন তু সদা পার্থ যোদ্ধব্যো ধৃতরাষ্ট্রজঃ ॥ ২৮
কৃতী চ বলবাংশ্চৈব যুদ্ধশৌণ্ডশ্চ নিত্যদা।
ততস্তু সাত্যকী রাজন্ পূজয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥ ২৯
পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবেয়াশ্চ ধর্মরাজপুরোগমাঃ।
তদ্ বচো ভীমসেনস্য সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ॥ ৩০
ততো ভীমবলো ভীমো যুধিষ্ঠিরমথাব্রবীৎ।
সৃঞ্জয়ৈঃ সহ তিষ্ঠন্তং তপন্তমিব ভাস্করম্ ॥ ৩১

না। যদুনন্দন! আজ আমি শত্রুতার অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইব, যেখানে গমন করা অপরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। ১৭½

হে কৃষ্ণ! ইহাতে আমার অল্পও সংশয় নাই যে, এই যুদ্ধে আমি দুর্য্যোধনকে বধ করিব। আমি ত' ধর্ম্মরাজের সুনিশ্চিত জয় লাভ দেখিতে পাইতেছি। ১৮½

আমার এই গদা দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা দেড় গুণ ভারী, এরূপ গদা দুর্য্যোধনের নহে; মাধব! অতএব আপনি ব্যথিত হইবেন না। আমি সমরাঙ্গণে এই গদার দ্বারা ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি। ১৯-২০

জনার্দ্দন! আপনারা সকলে দর্শক হইয়া আমার যুদ্ধ দেখিতে থাকুন। হে কৃষ্ণ! আমি রণাঙ্গনে নানাপ্রকার অস্ত্রসমূহধারী দেবতাগণ সহ ত্রিলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি; সুতরাং এই দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে? ২১½

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! ভীমসেন যখন এরূপ কথা বলিলেন; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন এবং এরূপ কহিলেন। ২২½

মহাবাহো! ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার আশ্রয় গ্রহণ করত শত্রুদিগকে সংহার করিয়া পুনরায় স্বীয় উজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী লাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রই তোমার দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। ২৩-২৪

তুমি বহু রাজা, রাজপুত্র ও গজরাজগণকে বিনাশ করিয়াছ। পাণ্ডুনন্দন! কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কুরুদেশের যোদ্ধারাও এই মহাযুদ্ধে তোমার সম্মুখে আসিয়া নিহত হইয়াছে। ২৫½

কুন্তীকুমার! ভগবান্ বিষ্ণু শচীপতি ইন্দ্রকে ত্রিলোকের রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ তুমিও দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া সমুদ্রসহ এই সমগ্রা ধরণী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পিত কর। ২৬½

অবশ্যই রণাঙ্গনে তোমার দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া পাপী দুর্য্যোধন নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমি উহার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করিবে। ২৭½

পার্থ! কিন্তু দুর্য্যোধনের সহিত তোমাকে যত্নসহকারে যুদ্ধ করিতে হইবে; কারণ, সে গদা যুদ্ধ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, বলবান্ এবং যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ২৮½

রাজন্! তদনন্তর সাত্যকি পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনকে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল-যোদ্ধারা সকলেই ভীমসেনের সেই বাক্যকে অতিশয় সমাদর করিলেন। ২৯-৩০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর বলশালী ভীমসেন সৃঞ্জয়গণের সহিত অবস্থান-কারী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ৩১

অহমেতেন সঙ্গম্য সংযুগে যোদ্ধুমুৎসহে।
ন হি শক্তো রণে জেতুং মামেষ পুরুষাধমঃ॥ ৩২
অস্ত ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিহিতং হৃদয়ে ভৃশম্।
সুযোধনে ধার্তরাষ্ট্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জুনঃ॥ ৩৩
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব হৃচ্ছয়ম্।
নিহত্য গদয়া পাপমস্ত রাজন্ সুখী ভব॥ ৩৪
অস্ত কীর্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যে তবানঘ।
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ মোক্ষ্যতেঽস্ত সুযোধনঃ॥৩৫
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽস্ত শ্রুত্বা পুত্রং ময়া হতম্।
স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম যৎ তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্॥৩৬
ইত্যুক্ত্বা ভরতশ্রেষ্ঠো গদামুদ্যম্য বীর্য্যবান্।
উদতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্॥ ৩৭
তদাহ্বানমমৃষ্যন্ বৈ তব পুত্রোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রত্যুপস্থিত এবাশু মত্তো মত্তমিব দ্বিপম্॥ ৩৮
গদাহস্তং তব সুতং যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
দদৃশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্॥ ৩৯
তমেকাকিনমাসাদ্য ধার্তরাষ্ট্রং মহাবলম্।
বিযূথমিব মাতঙ্গং সমহৃষ্যন্ত পাণ্ডবাঃ॥ ৪০
ন সম্ভ্রমো ন চ ভয়ং ন চ গ্লানির্ন চ ব্যথা।
আসীদ্ দুর্য্যোধনস্যাপি স্থিতঃ সিংহ ইবাহবে॥ ৪১
সমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্।
ভীমসেনস্তদা রাজন্ দুর্য্যোধনমথাব্রবীৎ॥ ৪২
রাজ্ঞাপি ধৃতরাষ্ট্রেণ ত্বয়া চাস্মাসু যৎকৃতম্।
স্মর তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম যদ্ বৃত্তং বারণাবতে॥৪৩
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা।
দ্যূতে যদ্ বিজিতো রাজা শকুনের্বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ॥৪৪

আমি রণাঙ্গনে এই দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবার উৎসাহ রাখি। এই নরাধম যুদ্ধে আমাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৩২

আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে অত্যন্ত ক্রোধ সঞ্চিত আছে, উহা আজ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের উপর সেইভাবে নিক্ষেপ করিব, যেরূপ অর্জুন খাণ্ডব-বনে অগ্নিদেবকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন॥ ৩৩

পাণ্ডুনন্দন! নরেশ! আজ আমি গদার দ্বারা পাপী দুর্য্যোধনকে বধ করত আপনার হৃদয়ের কণ্টক উদ্ধার করিব; অতএব আপনি সুখী হউন॥ ৩৪

নিষ্পাপ রাজন্! আজ আপনার কণ্ঠে কীর্তিময়ী মালা পরাইব এবং আজ এই দুর্য্যোধন নিজ রাজলক্ষ্মী ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৫

আজ আমার দ্বারা পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র শকুনির পরামর্শে কৃত নিজের অশুভ কর্মসকল স্মরণ করিবেন॥ ৩৬

এই কথা বলিয়া ভরতবংশশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইলেন এবং যেরূপে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপে তিনি দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন॥ ৩৭

মহারাজ! সেই সময় আপনার অত্যন্ত পরাক্রমশালী পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই আহ্বানকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অতিক্রত তাঁহার সম্মুখীন হইবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল—কোন এক মদমত্ত হস্তী অপর এক মদোন্মত্ত হস্তীর সহিত সঙ্ঘর্ষের জন্য উদ্যত হইয়াছে॥ ৩৮

হস্তে গদাধারণ করত যুদ্ধের জন্য উপস্থিত আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে সমস্ত পাণ্ডবগণ শিখরবিশিষ্ট কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দর্শন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯

যেরূপ কোন মদমত্ত হস্তী নিজ দল হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, সেইরূপ একাকী উপস্থিত আপনার মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে পাইয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন॥ ৪০

সেই সময় দুর্য্যোধনের কোনরূপ বিভ্রান্তি ছিল না এবং না ভয়, না গ্লানি ও না ব্যথা ছিল। তিনি যুদ্ধস্থলে সিংহের ন্যায় নির্ভয় ছিলেন॥ ৪১

রাজন্! শিখরযুক্ত কৈলাস-পর্ব্বতের ন্যায় গদা উত্তোলিত করিয়া অবস্থিত দুর্য্যোধনকে দেখিয়া ভীমসেন তাঁহাকে বলিলেন॥ ৪২

দুর্য্যোধন! তুমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছ ও বারণাবত-নগরে যাহা কিছু হইয়াছিল, সেই সমস্ত পাপকর্ম্মকে এখন স্মরণ কর॥ ৪৩

দুরাত্মন্! তুমি জনপূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে ক্লেশ দান করিয়াছ, শকুনির পরামর্শ লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে ছলের দ্বারা পাশাখেলায় পরাজিত করিয়াছ এবং নিরপরাধ

যানি চান্যানি দুষ্টাত্মন্ পাপানি কৃতবানসি।
অনাগঃসু চ পার্থেষু তস্য পশ্য মহৎ ফলম্॥ ৪৫

ত্বৎকৃতে নিহতঃ শেতে শরতল্পে মহাযশাঃ।
গাঙ্গেয়ো ভরতশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বেষাং নঃ পিতামহঃ॥ ৪৬

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ হতঃ শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরস্য চাদিকর্তাসৌ শকুনির্নিহতো রণে॥ ৪৭

ভ্রাতরস্তে হতাঃ শূরাঃ পুত্রাশ্চ সহসৈনিকাঃ।
রাজানশ্চ হতাঃ শূরাঃ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ॥ ৪৮

এতে চান্যে চ নিহতা বহবঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রাতিকামী যথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ॥ ৪৯

অবশিষ্টস্ত্বমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপূরুষঃ।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫০

অদ্য তেঽহং রণে দর্পং সর্বং নাশয়িতা নৃপ।
রাজ্যাশাং বিপুলাং রাজন্ পাণ্ডবেষু চ দুষ্কৃতম্॥ ৫১

দুর্য্যোধন উবাচ।

কিং কত্থিতেন বহুনা যুধ্যস্বাদ্য ময়া সহ।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং বৃকোদর॥ ৫২

কিং ন পশ্যসি মাং পাপ গদাযুদ্ধে ব্যবস্থিতম্।
হিমবচ্ছিখরাকারাং প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্॥ ৫৩

গদিনং কোঽদ্য মাং পাপ হন্তুমুৎসহতে রিপুঃ।
ন্যায়তো যুধ্যমানশ্চ দেবেষ্বপি পুরন্দরঃ॥ ৫৪

মা বৃথা গর্জ কৌন্তেয় শারদাভ্রমিবাজলম্।
দর্শয়স্ব বলং যুদ্ধে যাবৎ তৎ তেঽদ্য বিদ্যতে॥ ৫৫

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সহসৃঞ্জয়াঃ।
সর্বে সম্পূজয়ামাসুস্তদ্বচো বিজিগীষবঃ॥ ৫৬

উন্মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দেন মানবাঃ
ভূয়ঃ সংহর্ষয়ামাসু রাজন্ দুর্য্যোধনং নৃপম্॥ ৫৭

কুন্তীপুত্রগণের উপর আরও অনেক পাপকর্ম্ম ও অত্যাচার করিয়াছ, সেই সমস্ত কার্য্যের গুরুতর অশুভ ফল আজ তুমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে॥ ৪৪-৪৫

তোমারই কারণে আমাদের সকলের পিতামহ মহাযশস্বী গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আজ শরশয্যায় শায়িত হইয়াছেন॥ ৪৬

তোমারই অপরাধে আচার্য্য দ্রোণ, কর্ণ, প্রতাপশালী শল্য এবং শত্রুতার আদিস্রষ্টা সেই শকুনি—ইঁহারা সকলে রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছেন॥ ৪৭

তোমার ভ্রাতৃগণ, বীর পুত্ররা, সৈন্যসকল এবং যুদ্ধে অনিবৃত্ত অন্য বহু সংখ্যক শৌর্য্যশালী নরপতিগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছে॥ ৪৮

ইহারা এবং আরও বহু ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রাতিকামীও বিনষ্ট হইয়াছে॥ ৪৯

এখন এই বংশের নাশকারী নরাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। আজ এই গদার আঘাতে তোমাকেও বধ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৫০

হে নৃপ! আজ আমি রণাঙ্গনে তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া দিব। রাজন্! তোমার মনে রাজ্য লাভ করিবার যে তীব্র লালসা রহিয়াছে, তাহা এবং পাণ্ডবদের উপর কৃত তোমার সকল অত্যাচারও নষ্ট করিব॥ ৫১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—বৃকোদর! তুমি বহু বড় বড় কথা বলিতেছ, ইহাতে কি লাভ হইবে? আজ আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি তোমার যুদ্ধের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিব॥ ৫২

রে পাপী! তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, আমি হিমালয়ের শিখরের ন্যায় বিশাল গদা হাতে লইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছি॥ ৫৩

অরে পাপী! আজ এরূপ কোন্ শত্রু আছে, যে আমার হাতে গদা থাকিতে আমাকে বধ করিতে সমর্থ হইবে? ন্যায়পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও আমাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না॥ ৫৪

কুন্তীপুত্র! শরৎকালের নির্জ্জল মেঘের ন্যায় বৃথা গর্জন করিও না। আজ তোমার নিকট যত বল আছে, তৎসমস্তই তুমি যুদ্ধে দেখাও॥ ৫৫

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া জয়াভিলাষী সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সৃঞ্জয়গণও তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৫৬

হে রাজন্! যেরূপ মদমত্ত হস্তীকে হস্ততল বাদ্য করিয়া সকল মানুষ কুপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা বারংবার হাততালি দিয়া রাজা দুর্য্যোধনের যুদ্ধবিষয়ক হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন॥ ৫৭

বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি চাসকৃৎ।
শস্ত্রাণি সম্প্রদীপ্যন্তে পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি ভীমসেন-
দুর্যোধন-সংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

সেই সময় সেখানে জয়াভিলাষী পাণ্ডবদের হস্তীরা বারংবার চীৎকার এবং অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। এই সময় তাঁহাদের অস্ত্রসকলও দীপ্তি পাইতে লাগিল। ৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ভীমসেন ও দুর্যোধনের সংবাদবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলরামস্যাগমনম্, পাণ্ডবৈস্তস্য পূজা, ভীমসেন-দুর্যোধনয়োর্যুদ্ধারম্ভশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ যুদ্ধে মহারাজ সুসংবৃত্তে সুদারুণে।
উপবিষ্টেষু সর্বেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১

ততস্তালধ্বজো রামস্তয়োর্যুদ্ধ উপস্থিতে।
শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যয়ো রাজন্নাজগাম হলায়ুধঃ ॥ ২

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাঃ পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ
উপগম্যোপসংগৃহ্য বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥ ৩

পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রুবন্।
শিষ্যয়োঃ কৌশলং যুদ্ধে পশ্য রামেতি পার্থিব ॥ ৪

অব্রবীচ্চ তদা রামো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং সপাণ্ডবম্।
দুর্যোধনঞ্চ কৌরব্যং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥ ৫

চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বে চ মে নিঃসৃতস্য বৈ।
পুষ্যেণ সম্প্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ ॥ ৬

শিষ্যয়োর্বৈ গদাযুদ্ধং দ্রষ্টুকামোঽস্মি মাধব।
ততস্তদা গদাহস্তৌ দুর্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ৭

যুদ্ধভূমিং গতৌ বীরাবুভাবেব ররাজতুঃ
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা পরিষ্বজ্য হলায়ুধম্।

স্বাগতং কুশলং চাস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদ যথাতথম্।
কৃষ্ণৌ চাপি মহেষ্বাসাবভিবাদ্য হলায়ুধম্ ॥ ৯

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বলরামের আগমন, পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার পূজা এবং ভীমসেন ও দুর্যোধনের যুদ্ধ আরম্ভ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইতে যাইল এবং সমস্ত পাণ্ডবগণ উহা দেখিবার জন্য যখন উপবিষ্ট হইলেন, তখন নিজ দুই শিষ্যের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে পর উহার সংবাদ শ্রবণ করত তালচিহ্নিত ধ্বজবিশিষ্ট হলধর বলরাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১-২

উঁহাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ পূর্ব্বক বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। ৩

রাজন্! পূজা করিবার পর তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—হে বলরাম! আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধকৌশল দর্শন করুন। ৪

সেই সময় বলরাম পাণ্ডবগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তে গদা লইয়া অবস্থিত কুরুবংশজাত দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিলেন মাধব! তীর্থযাত্রার জন্য আজ আমি বিয়াল্লিশ দিন বহির্গত হইয়াছি। আমি পুষ্যানক্ষত্রে বাহির হইয়াছিলাম এবং শ্রবণ-নক্ষত্রে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি নিজ দুই শিষ্যের গদা-যুদ্ধ দেখিতে অভিলাষী হইয়াছি। ৫-৬½

তদনন্তর হস্তে গদা ধারণ করত দুর্যোধন ও ভীমসেন যুদ্ধ-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। এই দুই বীর তখন সেখানে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭½

সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির বলরামকে আলিঙ্গন করত স্বাগত জানাইলেন এবং যথোচিতরূপে তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। ৮½

যশস্বী মহাধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বলরামকে প্রণাম করত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ৯½

সম্বজাতে পরিপ্রীতৌ প্রীয়মাণৌ যশস্বিনৌ।
মাদ্রীপুত্রৌ তথা শূরৌ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ॥ ১০
অভিবাদ্য স্থিতা রাজন্ রৌহিণেয়ং মহাবলম্।
ভীমসেনোঽথ বলবান্ পুত্রস্তব জনাধিপ॥ ১১
তথৈব চোদ্যতগদৌ পূজয়ামাসতুর্বলম্।
স্বাগতেন চ তে তত্র প্রতিপূজ্য সমন্ততঃ॥ ১২
পশ্য যুদ্ধং মহাবাহো ইতি তে রামমব্রুবন্।
এবমূচুর্মহাত্মানং রৌহিণেয়ং নরাধিপাঃ॥ ১৩
পরিষ্বজ্য তদা রামঃ পাণ্ডবান্ সহসৃঞ্জয়ান্।
অপৃচ্ছৎ কুশলং সর্বান্ পার্থিবাংশ্চামিতৌজসঃ॥ ১৪
তথৈব তে সমাসাদ্য পপ্রচ্ছুস্তমনাময়ম্।
প্রত্যভ্যর্চ্য হলী সর্বান্ ক্ষত্রিয়াংশ্চ মহাত্মনঃ॥ ১৫
কৃত্বা কুশলসংযুক্তাং সংবিদঞ্চ যথাবয়ঃ।
জনার্দনং সাত্যকিঞ্চ প্রেম্না স পরিষস্বজে॥ ১৬
মূর্ধ্নি চৈতাবুপাঘ্রায় কুশলং পর্য্যপৃচ্ছত।
তৌ চ তং বিধিবদ্‌রাজন্ পূজয়ামাসতুর্গুরুম্॥ ১৭
ব্রহ্মাণমিব দেবেশমিন্দ্রোপেন্দ্রৌ মুদাম্বিতৌ।
ততোঽব্রবীদ্ ধর্মসুতো রৌহিণেয়মরিন্দমম্॥ ১৮
ইদং ভ্রাত্রোর্মহাযুদ্ধং পশ্য রামেতি ভারত।
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ॥ ১৯
ন্যবিশৎ পরমপ্রীতঃ পূজ্যমানো মহারথৈঃ।
স বভৌ রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ॥ ২০
দিবীব নক্ষত্রগণৈঃ পরিকীর্ণো নিশাকরঃ।
ততস্তয়োঃ সন্নিপাতস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ॥ ২১
আসীদন্তকরো রাজন্ বৈরস্য তব পুত্রয়োঃ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবাগমনে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৪

রাজন্! মাদ্রীর দুই পুত্র বীরবর নকুল-সহদেব এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রও রোহিণীনন্দন মহাবল বলরামকে প্রণাম করত বিনীতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। ১০½

হে নরাধিপ! ভীমসেন এবং আপনার বলবান্ পুত্র দুর্য্যোধন ইঁহারা উভয়ে গদা উত্তোলিত করিয়া বলরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ১১½

এই সব নরপতিগণ সর্ব্বতোভাবে স্বাগত পূর্ব্বক সমাদর করিয়া সেখানে মহাত্মা রোহিণীনন্দন বলরামকে বলিলেন—মহাবাহো! আপনি যুদ্ধ দর্শন করুন॥ ১২-১৩

সেই সময় বলরাম পাণ্ডব, সৃঞ্জয় এবং অমিত বলশালী সমস্ত ভূপতিগণকে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৪

সেইরূপ সকল রাজাও তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার আরোগ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হলধর সমস্ত মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণকে সমাদর করত বয়সানুসারে সকলকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকিকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। ১৫-১৬

রাজন্! এই দুইজনের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তিনি কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইঁহারাও উভয়ে নিজ গুরুজন বলরামকে বিধি অনুসারে সেইভাবে পূজা করিলেন, যেরূপ ইন্দ্র ও উপেন্দ্র (বিষ্ণু) প্রসন্নতার সহিত দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া থাকেন। ১৭½

ভারত! তাহার পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমন রোহিণী-নন্দন বলরামকে বলিলেন,—বলরাম! আপনি দুই ভ্রাতা ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের মহাযুদ্ধ দর্শন করুন। ১৮½

তিনি এই কথা বলিলে পর শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহু বলবান্ শ্রীমান্ বলরাম সেই মহারথীদের দ্বারা পূজিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় প্রীতিসহকারে উপবিষ্ট হইলেন। ১৯½

রাজগণের মধ্যভাগে উপবিষ্ট নীলবস্ত্রপরিহিত গৌরবর্ণ বলরাম আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ২০½

রাজন্! তদনন্তর আপনার দুই পুত্র দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের মধ্যে শত্রুতার অবসানকারী ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চজনক সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ২১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের আগমনবিষয়ক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বলরামস্য তীর্থযাত্রা, প্রভাসক্ষেত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে চন্দ্রস্য শাপমোচনকথনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

পূর্বমেব যদা রামস্তস্মিন্ যুদ্ধ উপস্থিতে।
আমন্ত্র্য কেশবং যাতো বৃষ্ণিভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ॥ ১
সাহায্যং ধার্তরাষ্ট্রস্য ন চ কর্তাস্মি কেশব।
ন চৈব পাণ্ডুপুত্রাণাং গমিষ্যামি যথাগতম্॥ ২
এবমুক্ত্বা তদা রামো যাতঃ ক্ষত্রনিবর্হণঃ।
তস্য চাগমনং ভূয়ো ব্রহ্মন্ শংসিতুমর্হসি। ৩
আখ্যাহি মে বিস্তরশঃ কথং রাম উপস্থিতঃ।
কথঞ্চ দৃষ্টবান্ যুদ্ধং কুশলো হ্যসি সত্তম॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপপ্লব্যে নিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
প্রেষিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সমীপং মধুসূদনঃ॥ ৫
শমং প্রতি মহাবাহো হিতার্থং সর্বদেহিনাম্।
স গত্বা হাস্তিনপুরং ধৃতরাষ্ট্রং সমেত্য চ॥ ৬
উক্তবান্ বচনং তথ্যং হিতং চৈব বিশেষতঃ।
ন চ তৎ কৃতবান্ রাজা যথা খ্যাতং হি তৎ পুরা॥ ৭
অনবাপ্য শমং তত্র কৃষ্ণঃ পুরুষসত্তমঃ।
আগচ্ছত মহাবাহুরুপপ্লব্যং জনাধিপ॥ ৮
ততঃ প্রত্যাগতঃ কৃষ্ণো ধার্তরাষ্ট্রবিসর্জিতঃ।
অক্রিয়ায়াং নরব্যাঘ্র পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ॥ ৯
ন কুর্বন্তি বচো মহ্যং কুরবঃ কালনোদিতাঃ।
নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ পুষ্যেণ সহিতা ময়া॥ ১০
ততো বিভজ্যমানেষু বলেষু বলিনাং বরঃ।
প্রোবাচ ভ্রাতরং কৃষ্ণং রৌহিণেয়ো মহামনাঃ॥ ১১
তেষামপি মহাবাহো সাহায্যং মধুসূদন।
ক্রিয়তামিতি তৎ কৃষ্ণো নাস্য চক্রে বচস্তদা॥ ১২

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[বলরামের তীর্থযাত্রা এবং প্রভাসক্ষেত্রের প্রভাব বর্ণন-প্রসঙ্গে চন্দ্রের শাপমোচন কথন।]

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! যখন মহাভারত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ভগবান্ বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণ করিয়া অন্য বৃষ্ণিগণের সহিত তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন এবং যাইবার সময় এই কথা বলিয়া যাইলেন যে, কেশব! আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনেরও সহায়তা করিব না ও পাণ্ডুপুত্রগণেরও সহায়তা করিব না। ১-২

বিপ্রবর! সেই দিন এই কথা বলিয়া যখন ক্ষত্রিয়-সংহারক বলরাম গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুনরায় আগমন কিরূপে হইল—ইহা কৃপা করিয়া বলুন ৩

সাধুশ্রেষ্ঠ! আপনি এই সব কথা বলিতে নিপুণ; অতএব আমাকে সবিস্তরে বলুন—বলরাম কিভাবে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি কিরূপে যুদ্ধ দর্শন করিলেন। ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাবাহু রাজন্! যখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উপপ্লব্য নামক স্থানে শিবির স্থাপন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা সমস্ত প্রাণীর হিতের জন্য সন্ধিস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। ৫½

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করত ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সকলের পক্ষে বিশেষ হিতকারক এবং এবং যথার্থ বাক্য বলিলেন। ৬½

হে নরেশ্বর! কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য গ্রহণ করিলেন না। এই সব কথা পূর্ব্বে যথাযথভাবে সবই বলিয়াছি। মহাবাহু পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে সন্ধি স্থাপন করাইতে সমর্থ না হইয়া পুনরায় উপপ্লব্যে ফিরিয়া আসিলেন। ৭-৮

নরশ্রেষ্ঠ! কার্য্য সিদ্ধ না হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেখান হইতে প্রত্যাগমন করত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিলেন। ৯

কৌরবগণ কালের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য তাহারা আমার কথা শুনিল না। পাণ্ডবগণ! এখন তোমরা সকলে আমার সহিত পুষ্য নক্ষত্রে যুদ্ধের জন্য নির্গত হও।১০

ইহার পর যখন সৈন্যগণের বিভাগ আরম্ভ হইল, তখন বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামনা বলরাম ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন। ১১

মহাবাহু মধুসূদন! সেই কৌরবদেরও তুমি সাহায্য কর, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় তাঁহার কথা শ্রবণ করিলেন না। ১২

ততো মন্যুপরীতাত্মা জগাম যদুনন্দনঃ।
তীর্থযাত্রাং হলধরঃ সরস্বত্যাং মহাযশাঃ ১৩॥
মৈত্রনক্ষত্রযোগে স্ম সহিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ।
আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্য্যোধনমরিন্দমঃ ॥ ১৪
যুযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্।
রৌহিণেয়ে গতে শূরে পুষ্যেণ মধুসূদনঃ॥ ১৫
পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখঃ কুরূন্।
গচ্ছন্নেব পথিস্থস্তু রামঃ প্রেষ্যানুবাচ হ ॥ ১৬
সম্ভারাংস্তীর্থযাত্রায়াং সর্ব্বোপকরণানি চ।
আনয়ধ্বং দ্বারকায়ামগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥ ১৭
সুবর্ণং রজতং চৈব ধেনূর্বাসাংসি বাজিনঃ।
কুঞ্জরাংশ্চ রথাংশ্চৈব খরোষ্ট্রং বাহনানি চ ॥ ১৮
ক্ষিপ্রমানীয়তাং সর্ব্বং তীর্থহেতোঃ পরিচ্ছদম্।
প্রতিস্রোতঃ সরস্বত্যাঃ গচ্ছধ্বং শীঘ্রগামিনঃ ॥ ১৯
ঋত্বিজশ্চানয়ধ্বং বৈ শতশশ্চ দ্বিজর্ষভান্।
এবং সন্দিশ্য তু প্রেষ্যান বলদেবো মহাবলঃ ॥ ২০

তীর্থযাত্রাং যযৌ রাজন্ কুরূণাং বৈশসে তদা।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতঃ সমন্তাদভিজগ্মিবান্ ॥ ২১
ঋত্বিগ্ভিশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ তথান্যৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ।
রথৈর্গজৈস্তথাশ্বৈশ্চ প্রেষ্যৈশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ২২
গো-খরোষ্ট্রপ্রযুক্তৈশ্চ যানৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ।
শ্রান্তানাং ক্লান্তবপুষাং শিশূনাং বিপুলায়ুষাম্ ॥ ২৩
দেশে দেশে তু দেয়ানি দানানি বিবিধানি চ।
অর্চায়ৈ চার্থিনাং রাজন্ কৢপ্তানি বহুশস্তথা ॥ ২৪
তানি যানীহ দেশেষু প্রতীক্ষন্তি স্ম ভারত।
বুভুক্ষিতানামর্থায় কৢপ্তমন্নং সমন্ততঃ ॥ ২৫
যো যো যত্র দ্বিজো ভোজ্যং ভোক্তুং কাময়তে তদা।
তস্য তস্য তু তত্রৈবমুপজহ্রুস্তদা নৃপ ॥ ২৬
তত্র তত্র স্থিতা রাজন্ রৌহিণেয়স্য শাসনাৎ।
ভক্ষ্যপেয়স্য কুর্বন্তি রাশীংস্তত্র সমন্ততঃ ॥ ২৭
বাসাংসি চ মহার্হাণি পর্য্যঙ্কাস্তরণানি চ।
পূজার্থং তত্র কৢপ্তানি বিপ্রাণাং সুখমিচ্ছতাম্ ॥ ২৮

ইহাতে মনে মনে কুপিত ও খিন্ন হইয়া মহাযশস্বী যদুনন্দন হলধর সরস্বতীর তীরে তীর্থযাত্রার জন্য বহির্গত হইলেন। ১৩

ইহার পর শত্রুদমন কৃতবর্ম্মা সমস্ত যাদবগণের সহিত অনুরাধানক্ষত্রে দুর্য্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। ১৪

সাত্যকিসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে অগ্রে করত পুষ্য নক্ষত্রে কুরুক্ষেত্রের দিকে প্রস্থিত হইলেন। ১৫½

যাত্রা করিতে করিতে বলরাম স্বয়ং পথিমধ্যে অবস্থান করত নিজ সেবকগণকে বলিলেন,—তোমরা সকলে সত্বর দ্বারকা গমন করিয়া সেখান হইতে তীর্থযাত্রার আবশ্যকীয় সামগ্রীসকল অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, অগ্নিহোত্রের অগ্নি এবং পুরোহিত-গণকে আনয়ন কর। ১৬-১৭

সুবর্ণ, রজত, দুগ্ধবতী গাভী, বস্ত্র, হস্তী, রথ, গদা ও উষ্ট্রাদি বাহনসকল এবং তীর্থোপযোগী অন্যান্য সামগ্রী আনয়ন কর। ১৮½

শীঘ্রগামী সেবকগণ! তোমরা সরস্বতীর স্রোতের দিকে গমন কর এবং শত শত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও ঋত্বিগ্গণকে আনয়ন কর। ১৯½

রাজন্! মহাবল বলরাম সেবকগণকে এইরূপ আজ্ঞাদান করত সেই সময় কুরুক্ষেত্রেই তীর্থযাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি সরস্বতীর স্রোতের দিকে গমন করত তাহার দুই তীরে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ঋত্বিক্, সুহৃৎ, অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রথ, হস্তী, অশ্ব ও সেবকগণও ছিলেন। বৃষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রযোজিত বহুসংখ্যক রথের দ্বারা বলরাম পরিবৃত ছিলেন। ২০-২২½

রাজন্! সেই সময় তিনি দেশে দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ রোগী, বালক ও বৃদ্ধগণকে সমাদর করিবার জন্য নানাবিধ দান-যোগ্য বস্তু প্রচুর পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ২৩-২৪

ভারত! বিভিন্ন দেশসমূহে মনুষ্যগণ যে যে বস্তুর ইচ্ছা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। ভোজন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইবার জন্য সর্ব্বত্র অন্নের ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন। ২৫

হে নৃপ! যে কোন দেশে যে যে ব্রাহ্মণ যখনই ভোজন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, বলরামের সেবকগণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ভোজন করিবার বস্তু অর্পণ করিতেন। ২৬

রাজন্! রোহিণীনন্দন বলরামের আজ্ঞায় সেই সেবকগণ বিভিন্ন তীর্থস্থানে চারিদিকে ভোজন ও পান করিবার বস্তু-সকলের রাশি স্থাপন করিয়া ফেলিলেন। ২৭

সুখকামী ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করিবার জন্য বহুমূল্য বস্ত্র, পালঙ্ক ও আস্তরণ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। ২৮

যত্র যঃ স্বপতে বিপ্রো যো বা জাগর্তি ভারত।
তত্র তত্র তু তস্যৈব সর্বং রূপমদৃশ্যত ॥ ২৯
যথাসুখং জনঃ সর্বো যাতি তিষ্ঠতি বৈ তদা।
যাতুকামস্য যানানি পানানি তৃষিতস্য চ ॥ ৩০
বুভুক্ষিতস্য চান্নানি স্বাদূনি ভরতর্ষভ।
উপজহ্রুর্নরাস্তত্র বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ ॥ ৩১
স পন্থাঃ প্রবভৌ রাজন্ সর্বস্যৈব সুখাবহঃ।
স্বর্গোপমস্তদা বীর নরাণাং তত্র গচ্ছতাম্।
নিত্যপ্রমুদিতোপেতঃ স্বাদুভক্ষ্যঃ শুভান্বিতঃ ॥ ৩২
বিপণ্যাপণপণ্যানাং নানাজনশতৈর্বৃতঃ।
নানাদ্রুমলতোপেতো নানারত্নবিভূষিতঃ ॥ ৩৩
ততো মহাত্মা নিয়মে স্থিতাত্মা।
পুণ্যেষু তীর্থেষু বসূনি রাজন্।
দদৌ দ্বিজেভ্যঃ ক্রতুদক্ষিণাশ্চ
যদুপ্রবীরো হলভৃৎ প্রতীতঃ ॥ ৩৪
দোগ্ধ্রীশ্চ ধেনূশ্চ সহস্রশো বৈ।
সুবাসসঃ কাঞ্চনবদ্ধশৃঙ্গীঃ।
হয়াংশ্চ নানাবিধদেশজাতান্
যানানি দাসাংশ্চ শুভান্ দ্বিজেভ্যঃ ॥ ৩৫
রত্নানি মুক্তামণিবিদ্রুমং চা-
প্যগ্র্যং সুবর্ণং রজতং সুশুদ্ধম্।
অয়স্ময়ং তাম্রময়ঞ্চ ভাণ্ডং
দদৌ দ্বিজাতিপ্রবরেষু রামঃ ॥ ৩৬
এবং স বিত্তং প্রদদৌ মহাত্মা।
সরস্বতীতীর্থবরেষু ভূরি।
যযৌ ক্রমেণাপ্রতিমপ্রভাব-
স্ততঃ কুরুক্ষেত্রমুদারবৃত্তিঃ ॥ ৩৭
জনমেজয় উবাচ।
সারস্বতানাং তীর্থানাং গুণোৎপত্তিং বদস্ব মে।
ফলঞ্চ দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠ কর্মনির্বৃত্তিমেব চ ॥ ৩৮

ভারত! যে ব্রাহ্মণ যে কোন স্থানে শয়ন করিতেন ও জাগরিত থাকিতেন, সেই স্থানে তাঁহার অবশ্যকীয় বস্তুসকল সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিতে দেখা যাইল ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থযাত্রায় সকল লোক সুখের সহিত গমন করিতে লাগিলেন এবং বিশ্রাম করিতে থাকিলেন। যাত্রীদের যদি ইচ্ছা হইত, তবে তাহাদের জন্য যান-বাহনও দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তৃষিত ব্যক্তিকে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল এবং ক্ষুধিত ব্যক্তিকে স্বাদিষ্ট অন্ন দেওয়া হইত। সেই সঙ্গে সেখানে বলরামের সেবকগণ বস্ত্র ও আভরণসকলও উপহাররূপে দান করিতেন ॥ ৩০-৩১

বীর নরেশ! সেখানে যাত্রাকারী সমস্ত লোকেরই সেই পথ স্বর্গের ন্যায় সুখদায়ক বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই পথে সর্ব্বদাই আনন্দ ছিল, স্বাদিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে পাওয়া যাইত এবং শুভই লাভ হইত ॥ ৩২

সেই পথে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের অভিপ্রেত বস্তু বিক্রয় করিবার জন্য বিপণ (বাজার) ও আপণ (দোকান) সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। এই সব স্থান শত শত লোকে পূর্ণ ছিল এবং সকল স্থানেই নানাবিধ বৃক্ষ এবং বহুপ্রকারের রত্নসমূহে বিভূষিত আছে দেখা যাইল ॥ ৩৩

রাজন্! যদুকুলের প্রধান বীর হলধারী মহাত্মা বলরাম নিয়ম পূর্ব্বক অবস্থান করত প্রসন্নতার সহিত পুণ্য তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণগণকে ধন ও যজ্ঞসকলের দক্ষিণা দান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

বলরাম শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করিলেন। এই সব গাভীকে সুন্দর বস্ত্রসকলে সুসজ্জিত করত তাহাদের শৃঙ্গে স্বর্ণের পত্র যোজিত করা হইয়াছিল। এই সঙ্গে তিনি নানা দেশ হইতে উৎপন্ন অশ্ব, রথ ও সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত দাসগণকেও ব্রাহ্মণদের সেবার জন্য অর্পণ করিলেন ॥ ৩৫-৩৬

এইরূপ উদারবৃত্তি অনুপম প্রভাবশালী মহাত্মা বলরাম সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থে বহু ধন দান করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ যাত্রা করিতে করিতে তিনি কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৭

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্য-দিগের মধ্যে উত্তম ব্রহ্মন্! এখন আপনি আমাকে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী তীর্থসমূহের গুণ, প্রভাব ও উৎপত্তির কথা বলুন। ভগবন্! ক্রমশঃ এই সব তীর্থের সেবনের ফল এবং যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সেখানে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহার অনুষ্ঠানও

তা বয়ং সহিতাঃ সর্বাস্ত্বৎসকাশে প্রজেশ্বর।
বৎস্যামো নিয়তাহারাস্তপশ্চরণতৎপরাঃ ॥ ৫১
শ্রুত্বা তাসাং তু বচনং দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাধর্মো মহান্ স্পৃশেৎ ॥ ৫২
তাশ্চ সর্বাব্রবীদ্ দক্ষো গচ্ছধ্বং শশিনোঽন্তিকম্।
সমং বৎস্যতি সর্বাসু চন্দ্রমা মম শাসনাৎ ॥ ৫৩
বিসৃষ্টাস্তাস্তথা জগ্মুঃ শীতাংশুভবনং তদা।
তথাপি সোমো ভগবান্ পুনরেব মহীপতে ॥ ৫৪
রোহিণীং নিবসত্যেব প্রীয়মাণো মুহুর্মুহুঃ।
ততস্তাঃ সহিতাঃ সর্বা ভূয়ঃ পিতরমব্রুবন্ ॥ ৫৫
তব শুশ্রূষণে যুক্তা বৎস্যামো হি তবান্তিকে।
সোমো বসতি নাস্মাসু নাকরোদ্ বচনং তব ॥ ৫৬
তাসাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ সোমমথাব্রবীৎ।
সমং বর্ত্তস্ব ভার্য্যাসু মা ত্বাং শপ্স্যে বিরোচন ॥ ৫৭

প্রজেশ্বর! অতএব আমরা সকল ভগিনী একত্রে নিয়মিত আহার করত তপস্যা অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আপনারই নিকটে বাস করিব ॥ ৫১

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করত প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে বলিলেন,—সোম! তুমি নিজ পত্নীগণের প্রতি সমানভাবে ব্যবহার কর, যাহাতে তোমাতে মহাপাপ স্পর্শ করিতে না পারে ॥ ৫২

তারপর দক্ষ সেই সব কন্যাদিগকে বলিলেন—এখন তোমরা সকলে চন্দ্রের নিকট গমন কর। সে আমার আজ্ঞায় তোমাদের সকলের প্রতি সমান ভাব প্রদর্শন করিবে ॥ ৫৩

পৃথ্বীনাথ! তাঁহারা পিতার সম্মতি অনুসারে পুনরায় চন্দ্রের গৃহে আসিলেন, তথাপি চন্দ্র রোহিণীরই নিকটে অধিক সময় প্রীতিসহকারে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪½

তখন সেই সব কন্যা পুনরায় একসঙ্গে নিজ পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,—আমরা সকলে আপনার সেবায় নিরতা থাকিয়া আপনারই নিকটে বাস করিব। চন্দ্র আমাদের সমীপে অবস্থান করেন না। তিনি আপনার কথা প্রতিপালন করেন নাই ॥ ৫৫-৫৬

তাঁহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া দক্ষ পুনরায় সোমকে বলিলেন,—প্রকাশমান চন্দ্রদেব! তুমি নিজ পত্নীগণের প্রতি সমানভাবে আচরণ কর, অন্যথা তোমাকে শাপদান করিব ॥ ৫৭

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং দক্ষস্য ভগবান্ শশী।
রোহিণ্যা সার্ধমবসৎ ততস্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ৫৮ ॥
গত্বা চ পিতরং প্রাহুঃ প্রণম্য শিরসা তদা।
সোমো বসতি নাস্মাসু তস্মান্নঃ শরণং ভব ॥ ৫৯
রোহিণ্যামেব ভগবান্ সদা বসতি চন্দ্রমাঃ।
ন ত্বদ্বচো গণয়তি নাস্মাসু স্নেহমিচ্ছতি ॥ ৬০
তস্মান্নস্ত্রাহি সর্বা বৈ যথা নঃ সোম আবিশেৎ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাণং পৃথিবীতে ॥ ৬১
সসর্জ রোষাৎ সোমায় স চোডুপতিমাবিশৎ।
স যক্ষ্মণাভিভূতাত্মাক্ষীয়তাহরহঃ শশী ॥ ৬২
যত্নং চাপ্যকরোদ্ রাজন্ মোক্ষার্থং তস্য যক্ষ্মণঃ।
ইষ্টৈষ্টিভির্মহারাজ বিবিধাভির্নিশাকরঃ ॥ ৬৩
ন চামুচ্যত পাপাদ্ বৈ ক্ষয়ং চৈবাভ্যগচ্ছত।
ক্ষীয়মাণে ততঃ সোমে ঔষধ্যো ন প্রজজ্ঞিরে ॥ ৬৪

দক্ষ এই কথা বলিলেও ভগবান্ চন্দ্র তাঁহার কথা অবহেলা করত কেবল রোহিণীরই নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অপর স্ত্রীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় পিতার নিকট গমন করত তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! সোম আমাদের নিকট বাস করিতেছেন না, অতএব আপনি আমাদের আশ্রয় দান করুন ॥ ৫৮-৫৯

ভগবান্ চন্দ্র সর্ব্বদা রোহিণীরই নিকটে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার কথা গণনা করিতেছেন না। আমাদের উপর স্নেহভাব রক্ষা করিতেছেন না; অতএব আপনি আমাদের সকলকে রক্ষা করুন, যাহাতে চন্দ্র আমাদের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করেন ॥ ৬০½

পৃথ্বীনাথ! এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ দক্ষ কুপিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চন্দ্রের জন্য রোষসহকারে রাজযক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। সে চন্দ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৬১½

যক্ষ্মাতে শরীর গ্রস্ত হইয়া যাওয়ায় চন্দ্র প্রতিদিন ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। রাজন্! সেই যক্ষ্মা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চন্দ্র বহু চেষ্টা করিলেন ॥ ৬২½

মহারাজ! নানাপ্রকার যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও চন্দ্র সেই শাপ হইতে মুক্তি পাইলেন না এবং ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৩½

চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় ওষধিসকল উৎপন্ন হইল না। ইহাদের স্বাদ, রস ও প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৬৪½

নিরাস্বাদরসাঃ সর্বা হতবীর্য্যাশ্চ সর্বশঃ।
ওষধীনাং ক্ষয়ে জাতে প্রাণিনামপি সংক্ষয়ঃ ॥ ৬৫
কৃশাশ্চাসন্ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষীয়মাণে নিশাকরে।
ততো দেবাঃ সমাগম্য সোমমূচুর্মহীপতে ॥ ৬৬
কিমিদং ভবতো রূপমীদৃশং ন প্রকাশতে।
কারণং ব্রূহি নঃ সর্বং যেনেদং তে মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৬৭
শ্রুত্বা তু বচনং ত্বত্তো বিধাস্যামস্ততো বয়ম্।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সর্বাংস্তান্ শশলক্ষণঃ ॥ ৬৮
শাপস্য লক্ষণং চৈব যক্ষ্মাণঞ্চ তথাত্মনঃ।
দেবাস্তথা বচঃ শ্রুত্বা গত্বা দক্ষমথাব্রুবন্ ॥ ৬৯
প্রসীদ ভগবন্ সোমে শাপোঽয়ং বিনিবর্ত্ত্যতাম্।
অসৌ হি চন্দ্রমাঃ ক্ষীণঃ কিঞ্চিচ্ছেষো হি লক্ষ্যতে ॥৭০
ক্ষয়াচ্চৈবাস্য দেবেশ প্রজাশ্চৈব গতাঃ ক্ষয়ম্।
বীরুদোষধয়শ্চৈব বীজানি বিবিধানি চ ॥ ৭১

তেষাং ক্ষয়ে ক্ষয়োঽস্মাকং বিনাস্মাভির্জগচ্চ কিম্।
ইতি জ্ঞাত্বা লোকগুরো প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭২
এবমুক্তস্ততো দেবান্ প্রাহ বাক্যং প্রজাপতিঃ।
নৈতচ্ছক্যং মম বচো ব্যাবর্ত্তয়িতুমন্যথা ॥ ৭৩
হেতুনা তু মহাভাগা নিবর্ত্তিষ্যতি কেনচিৎ।
সমং বর্ত্ততু সর্বাসু শশী ভার্য্যাসু নিত্যশঃ ॥৭৪
সরস্বত্যা বরে তীর্থে উন্মজ্জন্ শশলক্ষণঃ।
পুনর্বর্দ্ধিষ্যতে দেবাস্তদ্ বৈ সত্যং বচো মম ॥ ৭৫
মাসার্দ্ধঞ্চ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্যতি।
মাসার্দ্ধং তু সদা বৃদ্ধিং সত্যমেতদ্ বচো মম ॥ ৭৬
সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সরস্বত্যব্ধিসঙ্গমম্।
আরাধয়তু দেবেশং ততঃ কান্তিমবাপ্স্যতি ॥ ৭৭
সরস্বতীং ততঃ সোমঃ স জগামর্ষিশাসনাৎ।
প্রভাসং প্রথমং তীর্থং সরস্বত্যা জগাম হ ॥ ৭৮

ওষধিসকল ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় সমস্ত প্রাণিগণের ক্ষয় হইতে লাগিল। এইরূপে চন্দ্রের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত প্রজা অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল ॥ ৬৫½

পৃথ্বীনাথ! সেই সময় দেবতাগণ চন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার রূপ এতাদৃশ হইয়া যাইল কেন? তাহার প্রকাশ হইতেছে না কেন? আমাদিগকে সমস্ত কারণ বলুন, যাহার দ্বারা আপনি এরূপ মহাভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার কথা শ্রবণ করত আমরা এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার উপায় স্থির করিব ॥ ৬৬-৬৭½

তাঁহারা এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর চন্দ্র তাঁহাদের সকলকে উত্তর দান করিতে করিতে নিজের প্রাপ্ত শাপের কারণ রাজযক্ষ্মার উৎপত্তির কথা বলিলেন ॥ ৬৮½

ইঁহার বাক্য শ্রবণ করত দেবতাগণ দক্ষের নিকট গমন করত তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চন্দ্রের উপর প্রসন্ন হউন এবং এই শাপকে নিবৃত্ত করুন ॥ ৬৯½

চন্দ্র ক্ষীণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার কিছু অংশ আর অবশিষ্ট দেখা যাইতেছে না। দেবেশ্বর! তাঁহার ক্ষয়ে লতা বীরুৎ, ওষধিসকলের নানাবিধ বীজ এবং সমস্ত প্রজারাও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৭০-৭১

তাহাদের ক্ষয় হইয়া যাইলে আমরাও ক্ষয় হইয়া যাইব। আমরা ক্ষীণ হইয়া যাইলে এই জগৎ কিভাবে থাকিবে? লোকগুরো! এই কথা জানিয়া আপনি চন্দ্রদেবের উপর কৃপা করুন ॥ ৭২

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর প্রজাপতি দক্ষ দেবগণকে বলিলেন,—মহাভাগ দেবগণ! আমার বাক্য অন্যথা হইবার নহে। কোন বিশেষ কারণে উহা স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে ॥ ৭৩½

যদি চন্দ্র নিজের সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার করে এবং সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, তবে পুনরায় সে পুষ্ট হইয়া যাইবে। দেবগণ! আমার বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে ॥ ৭৪-৭৫

সোম অর্দ্ধমাস পর্য্যন্ত (পনের দিন) প্রতিদিন ক্ষীণ হইতে থাকিবে এবং অপর অর্দ্ধমাস নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আপনার এই কথা অবশ্যই সত্য হইবে ॥ ৭৬

পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে যেখানে সরস্বতী ও সমুদ্রের সঙ্গম হইয়াছে, সেখানে যাইয়া চন্দ্র দেবেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিলে পর সে পুনরায় নিজ কান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭৭

ঋষি দক্ষ প্রজাপতির এই আদেশে সোম সরস্বতীর প্রথম তীর্থ প্রভাস ক্ষেত্রে আগমন করিলেন ॥ ৭৮

অমাবাস্যাং মহাতেজাস্তত্রোন্মজ্জন্ মহাদ্যুতিঃ।
লোকান্ প্রভাসয়ামাস শীতাংশুত্বমবাপ চ ॥ ৭৯
দেবাস্তু সর্বে রাজেন্দ্র প্রভাসং প্রাপ্য পুষ্কলম্।
সোমেন সহিতা ভূত্বা দক্ষস্য প্রমুখেঽভবন্ ॥ ৮০
ততঃ প্রজাপতিঃ সর্বা বিসসর্জাথ দেবতাঃ।
সোমঞ্চ ভগবান্ প্রীতো ভূয়ো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮১
মাবমংস্থাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্র মা চ বিপ্রান্ কদাচন।
গচ্ছ যুক্তঃ সদা ভূত্বা কুরু বৈ শাসনং মম ॥৮২
স বিসৃষ্টো মহারাজ জগামাথ স্বমালয়ম্।
প্রজাশ্চ মুদিতা ভূত্বা পুনস্তস্থুর্যথা পুরা ॥ ৮৩
এবং তে সর্বমাখ্যাতং যথা শপ্তো নিশাকরঃ।
প্রভাসঞ্চ যথা তীর্থং তীর্থানাং প্রবরং মহৎ ॥ ৮৪
অমাবাস্যাং মহারাজ নিত্যশঃ শশলক্ষণঃ।
স্নাত্বা হ্যাপ্যায়তে শ্রীমান্ প্রভাসে তীর্থ উত্তমে ॥ ৮৫
অতশ্চৈতৎ প্রজানন্তি প্রভাসমিতি ভূমিপ।
প্রভাং হি পরমাং লেভে তস্মিন্নুন্মজ্জ্য চন্দ্রমাঃ ॥ ৮৬
ততস্তু চমসোদ্ভেদমচ্যুতস্ত্বগমদ্ বলী।
চমসোদ্ভেদ ইত্যেবং যং জনাঃ কথয়ন্ত্যুত ॥ ৮৭
তত্র দত্ত্বা চ দানানি বিশিষ্টানি হলায়ুধঃ।
উষিত্বা রজনীমেকাং স্নাত্বা চ বিধিবত্তদা ॥ ৮৮
উদপানমথাগচ্ছত্ত্বরাবান্ কেশবাগ্রজঃ।
আদ্যং স্বস্ত্যয়নং চৈব যত্রাবাপ্য মহৎ ফলম্ ॥ ৮৯
স্নিগ্ধত্বাদোষধীনাঞ্চ ভূমেশ্চ জনমেজয়।
জানন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র নষ্টামপি সরস্বতীম্ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং প্রভাসোৎপত্তিকথনে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

মহাতেজস্বী ও মহাকান্তিমান্ চন্দ্র অমাবস্যার সেই তীর্থে অবগাহন করত শীতল কিরণ লাভ করিয়া পুনরায় সম্পূর্ণ জগৎকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। ৭৯

রাজেন্দ্র! সমস্ত দেবতাগণ সোমের সহিত মহৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় দক্ষ প্রজাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৮০

তখন ভগবান্ প্রজাপতি দক্ষ সমস্ত দেবগণকে নিজ নিজ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন এবং সোমকে পুনরায় প্রীতি সহকারে বলিলেন। ৮১

পুত্র! নিজ স্ত্রীগণকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে কখনও অবহেলা করিবে না। যাও, সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। ৮২

মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রকে যাইবার অনুমতি দিলেন এবং চন্দ্রও নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন। তখন সমস্ত প্রজা (প্রাণী) পূর্ব্ববৎ আনন্দিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৮৩

এইরূপে চন্দ্র যেভাবে শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মহৎ প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করা হয়, তাহার সমস্ত প্রসঙ্গ আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৮৪

মহারাজ! চন্দ্র উত্তম প্রভাস তীর্থে প্রত্যেক অমাবস্যায় স্নান করত কান্তিমান্ এবং পুষ্ট হন্ ॥ ৮৫

ভূমিপাল! সেইজন্য সকল লোক এই প্রভাস তীর্থের নাম জানে; কারণ, ইহাতে অবগাহন স্নান করিয়া চন্দ্র উৎকৃষ্ট প্রভা লাভ করিয়া থাকেন। ৮৬

তদনন্তর ভগবান্ বলরাম চমসোদ্ভব নামক তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থকে সকলে চমসোদ্ভব নামেই বলিয়া থাকে ॥ ৮৭

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলধর বলরাম সেখানে বিধি অনুসারে স্নান করত উত্তম দানসকল প্রদান পূর্ব্বক এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি সত্বর সেখান হইতে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থ মঙ্গলকর ও আদিতীর্থ। রাজেন্দ্র জনমেজয়! এই উদপান তীর্থে উপস্থিত হইবা মাত্রই মহৎ ফললাভ হইয়া থাকে। সিদ্ধ পুরুষগণ এখানে ওষধি (বৃক্ষ ও লতা) সকলের স্নিগ্ধতা এবং ভূমির আর্দ্রতা দেখিয়া অদৃশ্য সরস্বতীকেও জানিতে পারেন ॥ ৮৮-৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে প্রভাস তীর্থের উৎপত্তি কথনবিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[উদপানতীর্থস্যোৎপত্তিকথনম, ত্রিতমুনেঃ কূপপতনস্য, তত্র যজ্ঞানুষ্ঠানস্য, স্বীয়-ভ্রাতৃভ্যঃ শাপদানস্য চ বৃত্তান্তবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মান্নদীগতং চাপি হ্যুদপানং যশস্বিনঃ।
ত্রিতস্য চ মহারাজ জগামাথ হলায়ুধঃ ॥ ১

তত্র দত্ত্বা বহু দ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্।
উপস্পৃশ্য চ তত্রৈব প্রহৃষ্টো মুসলায়ুধঃ ॥ ২

তত্র ধর্মপরো ভূত্বা ত্রিতঃ স সুমহাতপাঃ।
কূপে চ বসতা তেন সোমঃ পীতো মহাত্মনা ॥ ৩

তত্র চৈনং সমুৎসৃজ্য ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
ততস্তৌ বৈ শশাপাথ ত্রিতো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৪

জনমেজয় উবাচ।

উদপানং কথং ব্রহ্মন্ কথঞ্চ সুমহাতপাঃ।
পতিতঃ কিঞ্চ সন্ত্যক্তো ভ্রাতৃভ্যাং দ্বিজসত্তম ॥ ৫

কূপে কথঞ্চ হিত্বৈনং ভ্রাতরৌ জগ্মতুর্গৃহান্।
কথঞ্চ যাজয়ামাস পপৌ সোমঞ্চ বৈ কথম্ ॥ ৬

এতদাচক্ষ্ব মে ব্রহ্মন্ শ্রোতব্যং যদি মন্যসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসন্ পূর্বযুগে রাজন্ মুনয়ো ভ্রাতরস্ত্রয়ঃ ॥ ৭

একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব ত্রিতশ্চাদিত্যসন্নিভাঃ।
সর্বে প্রজাপতিসমাঃ প্রজাবন্তস্তথৈব চ ॥ ৮

ব্রহ্মলোকজিতঃ সর্বে তপসা ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং তু তপসা প্রীতো নিয়মেন দমেন চ ॥ ৯

অভবদ্ গৌতমো নিত্যং পিতা ধর্মরতঃ সদা।
স তু দীর্ঘেণ কালেন তেষাং প্রীতিমবাপ্য চ ॥ ১০

জগাম ভগবান্ স্থানমনুরূপমিবাত্মনঃ।
রাজানস্তস্য যে হ্যাসন্ যাজ্যা রাজন মহাত্মনঃ ॥ ১১

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[উদপান-তীর্থের উৎপত্তি কথন এবং ত্রিতমুনির কূপে পতন, সেখানে যজ্ঞানুষ্ঠান ও নিজের ভ্রাতৃগণকে শাপদানের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! সেই চমসোদ্ভেদতীর্থ হইতে গমন করিয়া বলরাম যশস্বী ত্রিতমুনির উদপান-তীর্থে গমন করিলেন। এই তীর্থ সরস্বতী নদীর জলমধ্যে অবস্থিত ছিল ॥ ১

মুসলধারী বলরাম সেখানে জল স্পর্শ—আচমন এবং স্নান করত বহুসংখ্যক দ্রব্য দান করিবার পর ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিলেন। তারপর অতিশয় হর্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ২

সেখানে মহাতপস্বী ত্রিতমুনি ধর্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এই মহাত্মা কূপে অবস্থান করিয়াও সোমপান করিয়াছিলেন ॥ ৩

তাঁহার দুই ভ্রাতা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ত্রিতমুনি উভয়কেই শাপদান করিয়াছিলেন ॥ ৪

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! উদপান-তীর্থ কিরূপে হইল? এই মহাতপস্বী ত্রিতমুনি কূপে কিভাবে পতিত হইলেন এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাকে কেন কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? এ বিষয়ে কি কারণ ছিল যে, তাঁহার দুই ভ্রাতা তাঁহাকে সে স্থানেই ত্যাগ করত গৃহে চলিয়া যাইলেন? ত্রিতমুনি সে স্থানেই থাকিয়া কিভাবে যজ্ঞ ও সোমপান করিয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! যদি এই প্রসঙ্গ আমার শ্রবণ করা চলে, তবে আমাকে উহা বলুন ॥ ৫-৬½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বযুগে তিন সহোদর ভ্রাতা মুনি ছিলেন। ইঁহাদের নাম ঐকত, দ্বিত ও ত্রিত। এই সব মহর্ষি সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, প্রজাপতি সদৃশ সন্তানবান্ এবং ব্রহ্মবাদী ছিলেন। ইঁহারা তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন ॥ ৭-৮½

ইঁহাদের তপস্যা, নিয়ম ও ইন্দ্রিয়সংযমে ইঁহাদের ধর্ম্মপরায়ণ পিতা গৌতম সদা প্রসন্ন থাকিতেন ॥ ৯½

এই সকল পুত্রের ত্যাগ তপস্যায় সন্তুষ্ট থাকিয়াই সেই পূজনীয় মহাত্মা গৌতম দীর্ঘকালের পর নিজের অনুরূপ স্থানে (স্বর্গলোকে) গমন করিলেন ॥ ১০½

রাজন্! এই মহাত্মা গৌতমের বহু রাজা যজমান ছিলেন, তাঁহার স্বর্গগমনের পর ইঁহারা তাঁহার পুত্রদিগকেই সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ১১½

তে সর্বে স্বর্গতে তস্মিংস্তস্য পুত্রানপূজয়ন্‌।
তেষাং তু কর্মণা রাজংস্তথা চাধ্যয়নেন চ ॥ ১২
ত্রিতঃ স শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ যথৈবাস্য পিতা তথা।
তথা সর্বে মহাভাগা মুনয়ঃ পুণ্যলক্ষণাঃ ॥ ১৩
অপূজয়ন্‌ মহাভাগং যথাস্য পিতরং তথা।
কদাচিদ্ধি ততো রাজন্‌ ভ্রাতরাবেকত-দ্বিতৌ ॥১৪
যজ্ঞার্থং চক্রতুশ্চিন্তাং তথা বিত্তার্থমেব চ।
তয়োর্বুদ্ধিঃ সমভবৎ ত্রিতং গৃহ্য পরন্তপ ॥ ১৫
যাজ্যান্‌ সর্বানুপাদায় প্রতিগৃহ্য পশূংস্ততঃ।
সোমং পাস্যামহে হৃষ্টাঃ প্রাপ্য যজ্ঞং মহাফলম্‌ ॥ ১৬
চক্রুশ্চৈবং তথা রাজন্‌ ভ্রাতরস্ত্রয় এব চ।
তথা তে তু পরিক্রম্য যাজ্যান্‌ সর্বান্‌ পশূন্‌ প্রতি ॥১৭
যাজয়িত্বা ততো যাজ্যাল্লব্ধ্বা তু সুবহূন্‌ পশূন্‌।
যাজ্যেন কর্মণা তেন প্রতিগৃহ্য বিধানতঃ ॥ ১৮
প্রাচীং দিশং মহাত্মান আজগ্মুস্তে মহর্ষয়ঃ।

হে রাজন্‌! এই তিনজনের মধ্যেও নিজ শুভ কর্ম ও স্বাধ্যায়ের দ্বারা মহর্ষি ত্রিত সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেরূপ তাঁহার পিতা সম্মানিত ছিলেন, ইনিও সেইরূপ সম্মানিত হইলেন ॥ ১২½

মহাসৌভাগ্যশালী ও পুণ্যাত্মা সকল মহর্ষিগণও মহাভাগ ত্রিতকেই তাঁহার পিতৃতুল্য সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

কোন একদিন তাঁহার দুই ভ্রাতা ঐকত ও দ্বিত যজ্ঞ এবং ধনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। শত্রুতাপন ভূপাল! তাঁহাদের মনে এরূপ বিচার উৎপন্ন হইল যে আমরা ত্রিতকে সঙ্গে লইয়া যজমানদের দিয়া যজ্ঞ করাইবেন এবং দক্ষিণারূপে বহু পশু লাভ করত মহাফলদায়ক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন ও তাহাতে প্রীতিসহকারে সোমরস পান করিবেন ॥১৪-১৬

রাজন্‌! এরূপ স্থির করত সেই তিন ভ্রাতা তাহাই করিলেন। তাঁহারা সকল যজমানের নিকট পশু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গমন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিধি অনুসারে যজ্ঞ করাইয়া সেই যাজ্য কর্মের দ্বারা তাঁহারা বহু সংখ্যক পশু লাভ করিলেন। তাহার পর এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ পূর্বদিক্‌ অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮½

মহারাজ! ইঁহাদের মধ্যে ত্রিতমুনি প্রসন্নতার সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন এবং একত ও দ্বিত পশ্চাতে থাকিয়া

ত্রিতস্তেষাং মহারাজ পুরস্তাদ্‌ যাতি হৃষ্টবৎ ॥ ১৯
একতশ্চ দ্বিতশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ কালয়ন্‌ পশূন্‌।
তয়োশ্চিন্তা সমভবদ্‌ দৃষ্ট্বা পশুগণং মহৎ ॥ ২০
কথঞ্চ স্যুরিমা গাব আবাভ্যাং হি বিনা ত্রিতম্‌।
তাবন্যোন্যং সমাভাষ্য একতশ্চ দ্বিতশ্চ হ ॥ ২১
যদূচতুর্মিথঃ পাপৌ তন্নিবোধ জনেশ্বর।
ত্রিতো যজ্ঞেষু কুশলস্ত্রিতো বেদেষু নিষ্ঠিতঃ ॥ ২২
অন্যাস্তু বহুলা গাবস্ত্রিতঃ সমুপলপ্স্যতে।
তদাবাং সহিতৌ ভূত্বা গাঃ প্রকাল্য ব্রজাবহে ॥ ২৩
ত্রিতোঽপি গচ্ছতাং কামমাবাভ্যাং বৈ বিনা কৃতঃ।
তেষামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথিস্থানাং বৃকোঽভবৎ ॥ ২৪
তত্র কূপোঽবিদূরেঽভূৎ সরস্বত্যাস্তটে মহান্‌।
অথ ত্রিতো বৃকং দৃষ্ট্বা পথি তিষ্ঠন্তমগ্রতঃ ॥ ২৫
তদ্ভয়াদপসর্পন্‌ বৈ তস্মিন্‌ কূপে পপাত হ।
অগাধে সুমহাঘোরে সর্বভূতভয়ঙ্করে ॥ ২৬

পশুদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ১৯½

পশুগণের সেই বিশাল দলকে দেখিয়া একত ও দ্বিতের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল যে, কি উপায় করিলে এই সকল গো ত্রিত না পাইয়া আমাদের উভয়ের নিকটেই থাকিবে ॥ ২০½

জনেশ্বর! সেই একত ও দ্বিত এই দুই পাপী পরস্পর পরামর্শ করিয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২১½

ত্রিত যজ্ঞ করিতে নিপুণ, ত্রিত বেদসমূহে পরিনিষ্ঠিত বিদ্বান্‌, অতএব সে বহু গো গ্রহণ করিবে। এই সময় আমরা দুইজনে একসঙ্গে থাকিয়া এই গো-সকল লইয়া যাইব এবং ত্রিত আমাদের সহিত পৃথক্‌ হইয়া যথা ইচ্ছা তথায় গমন করুক ॥ ২২-২৩½

পথে আসিতে তাঁহাদের রাত্রি হইয়া যাইল। এই সময় যখন তাঁহারা পথেই ছিলেন, তখন একটি ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে পার্শ্বেই সরস্বতীর তীরে একটি বড় কূপ ছিল ॥ ২৪½

ত্রিত নিজের পথের অগ্রভাগে অবস্থিত ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহার ভয়ে দৌড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় পলায়ন করিতে করিতে তিনি সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই ভয়ঙ্কর একটি মহাঘোর অগাধ কূপে পতিত হইলেন ॥ ২৫-২৬

ত্রিতস্ততো মহারাজ কূপস্থো মুনিসত্তমঃ।
আর্তনাদং ততশ্চক্রে তৌ তু শুশ্রুবতুর্মুনী ॥ ২৭
তং জ্ঞাত্বা পতিতং কূপে ভ্রাতরাবেকত-দ্বিতৌ।
বৃকত্রাসাচ্চ লোভাচ্চ সমুৎসৃজ্য প্রজগ্মতুঃ ॥ ২৮
ভ্রাতৃভ্যাং পশুলুব্ধাভ্যামুৎসৃষ্টঃ স মহাতপাঃ।
উদপানে তদা রাজন্ নির্জলে পাংশুসংবৃতে ॥ ২৯
ত্রিত আত্মানমালক্ষ্য কূপে বীরুৎতৃণাবৃতে।
নিমগ্নং ভরতশ্রেষ্ঠ নরকে দুষ্কৃতী যথা ॥ ৩০
স বুদ্ধ্যাগণয়ৎ প্রাজ্ঞো মৃত্যোর্ভীতো হ্যসোমপঃ।
সোমঃ কথং তু পাতব্য ইহস্থেন ময়া ভবেৎ ॥ ৩১
স এবমভিনিশ্চিত্য তস্মিন্ কূপে মহাতপাঃ।
দদর্শ বীরুধং তত্র লম্বমানাং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩২
পাংশুগ্রস্তে ততঃ কূপে বিচিন্ত্য সলিলং মুনিঃ।
অগ্নীন্ সঙ্কল্পয়ামাস হোতৃনাত্মানমেব চ ॥ ৩৩

মহারাজ! কূপে অবস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠ ত্রিত আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এই আর্তনাদ তাঁহার দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত শ্রবণ করিলেন ॥ ২৭

নিজের ভ্রাতা ত্রিতকে কূপের মধ্যে পতিত জানিয়াও দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত ব্যাঘ্রের ভয় ও পশুসকলের লোভে তাঁহাকে সেইস্থানেই ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন ॥ ২৮

রাজন্! পশুগণের লোভে পড়িয়া সেই দুই ভ্রাতা একত ও দ্বিত তখন মহাতপস্বী ত্রিতকে ধূলিতে পূর্ণ নির্জল কূপেই পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পাপী মনুষ্য নিজেকে নিজেই নরকে নিমজ্জিত দেখিয়া থাকে, সেইরূপ তৃণ, বীরুধ ও লতাসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই কূপে নিজেকে নিজেই পতিত দেখিয়া মৃত্যু-ভয়ে ভীত এবং সোমপান হইতে বঞ্চিত বিদ্বান্ ত্রিত নিজ বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি এই কূপে থাকিয়াই কিভাবে সোমপান করিতে সমর্থ হইবে? ৩০-৩১

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাতপস্বী ত্রিত সেই কূপে একটি লতা দেখিতে পাইলেন, যাহা দৈবযোগেই সেখানে লম্বা হইয়া বিস্তৃত ছিল ॥ ৩২

মুনি ত্রিত সেই বালুকাপূর্ণ কূপে জলভাবনা করিয়া উহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা অগ্নিস্থাপনা করিলেন এবং হোতা প্রভৃতি স্থানে নিজেকে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৩৩

ততস্তাং বীরুধং সোমং সঙ্কল্প্য সুমহাতপাঃ।
ঋচো যজূংষি সামানি মনসা চিন্তয়ন্ মুনিঃ ॥ ৩৪
গ্রাবাণঃ শর্করাঃ কৃত্বা প্রচক্রেঽভিষবং নৃপ।
আজ্যঞ্চ সলিলং চক্রে ভাগাংশ্চ ত্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৩৫
সোমস্যাভিষবং কৃত্বা চকার বিপুলং ধ্বনিম্।
স চাবিশদ্ দিবং রাজন্ পুনঃ শব্দস্ত্রিতস্য বৈ ॥ ৩৬
সমবাপ্য চ তং যজ্ঞং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
বর্তমানে মহাযজ্ঞে ত্রিতস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ৩৭
আবিগ্নং ত্রিদিবং সর্বং কারণঞ্চ ন বুধ্যতে।
ততঃ সুতুমুলং শব্দং শুশ্রাবাথ বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৮
শ্রুত্বা চৈবাব্রবীৎ সর্বান্ দেবান্ দেবপুরোহিতঃ।
ত্রিতস্য বর্ততে যজ্ঞস্তত্র গচ্ছামহে সুরাঃ ॥ ৩৯
স হি ক্রুদ্ধঃ সৃজেদন্যান্ দেবানপি মহাতপাঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সহিতাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৪০

তাহার পর সেই মহাতপস্বী ত্রিত সেই বিস্তৃত লতাতে সোমের ভাবনা করিয়া মনে মনে ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্রসমূহের চিন্তা করিলেন। নরেশ্বর! ইহার পর কাঁকর বা বালুকাকণাসমূহে শিল ও নুড়ির ভাবনা করত তাহার উপর পেষণপূর্বক লতা হইতে সোমরস বাহির করিলেন। তারপর জলমধ্যে ঘৃতের সঙ্কল্প করিয়া তিনি দেবতাগণের জন্য ভাগ নির্দ্ধারণ করত সোমরস প্রস্তুত করিয়া উহা আহুতি দান করিতে করিতে বেদমন্ত্রসকলে গম্ভীর ধ্বনি করিলেন ॥ ৩৪-৩৫½

রাজন্! ব্রহ্মবাদী পুরুষগণ যেভাবে বলিয়াছেন, তদনুসারেই সেই যজ্ঞ সম্পাদন করত ত্রিত মুনি বেদধ্বনি করিলে পর সেই ধ্বনিতে তখন স্বর্গলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইল ॥ ৩৬½

মহাত্মা ত্রিতের সেই যজ্ঞ যখন আরম্ভ হইল, সেই সময় সমস্ত স্বর্গলোক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহই ইহার কারণ জানিতে পারিলেন না ॥ ৩৭½

তখন দেবপুরোহিত বৃহস্পতি বেদমন্ত্রসমূহের সেই তুমুল নাদ শ্রবণ করত দেবগণকে বলিলেন—দেববৃন্দ! ত্রিতমুনির যজ্ঞ চলিতেছে, সেখানে আমরা সকলে গমন করিব ॥ ৩৮-৩৯

সেই মহাতপস্বী ত্রিত আমরা গমন না করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য দেবগণকে সৃষ্টি করিবেন। বৃহস্পতির এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দেবতাগণ একসঙ্গে সেই স্থানে গমন করিলেন, যেখানে ত্রিত মুনির যজ্ঞ হইতেছে ॥ ৪০½

প্রযযুস্তত্র যত্রাসৌ ত্রিতযজ্ঞঃ প্রবর্ততে।
তে তত্র গত্বা বিবুধাস্তং কূপং যত্র স ত্রিতঃ ॥ ৪১
দদৃশুস্তং মহাত্মানং দীক্ষিতং যজ্ঞকর্মসু।
দৃষ্ট্বা চৈনং মহাত্মানং শ্রিয়া পরময়া যুতম্‌ ॥ ৪২
ঊচুশ্চৈনং মহাভাগং প্রাপ্তা ভাগার্থিনো বয়ম্‌।
অথাব্রবীদৃষির্দেবান্‌ পশ্যধ্বং মা দিবৌকসঃ ॥ ৪৩
অস্মিন্‌ প্রতিভয়ে কূপে নিমগ্নং নষ্টচেতসম্‌।
ততস্ত্রিতো মহারাজ ভাগাংস্তেষাং যথাবিধি ॥ ৪৪
মন্ত্রযুক্তান্‌ সমদদৎ তে চ প্রীতাস্তদাভবন্‌।
ততো যথাবিধি প্রাপ্তান্‌ ভাগান্‌ প্রাপ্য দিবৌকসঃ ॥৪৫
প্রীতাত্মানো দদুস্তস্মৈ বরান্‌ যান্‌ মনসেচ্ছতি।
স তু বব্রে বরং দেবাংস্ত্রাতুমর্হথ মামিতঃ ॥ ৪৬
যশ্চেহোপস্পৃশেৎ কূপে স সোমপগতিং লভেৎ।
তত্র চোর্মিমতী রাজন্নুৎপপাত সরস্বতী ॥ ৪৭

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেবগণ সেই কূপকে দর্শন করিলেন, যেখানে ত্রিতমুনি অবস্থান করিতেছেন। এই সময় তাঁহারা যজ্ঞে দীক্ষিত সেই মহাত্মা ত্রিতমুনিকেও দর্শন করিলেন। এই মহাভাগ ত্রিতমুনিকে দর্শন করত দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন—, আমরা যজ্ঞে নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ৪১-৪২॥

সেই সময় মহর্ষি ত্রিত তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে দেবগণ! দেখুন, আমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি। এই ভয়ানক কূপে পতিত হইয়া নিজের চেতনাও হারাইয়া ফেলিয়াছি ॥ ৪৩॥

মহারাজ! তদনন্তর ত্রিত দেবগণকে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে উঁহাদের ভাগ সমর্পণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৪৪॥

বিধি অনুসারে প্রাপ্ত নিজেদের ভাগ গ্রহণ করত প্রসন্নচিত্ত দেবতাগণ তাঁহাকে মনোবাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন ॥ ৪৫॥

ত্রিতমুনি দেবগণের নিকট বর প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন,—আমাকে এই কূপ হইতে আপনারা রক্ষা করুন এবং যে মনুষ্য ইহাকে আচমন করিবে, তাহার যেন যজ্ঞে সোমপানের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৬॥

রাজন্‌! ত্রিতমুনি এই কথা বলিতেই কূপমধ্যে তরঙ্গমালা সুশোভিতা সরস্বতী নদী উত্থিতা হইলেন। তিনি নিজ জলের বেগে ত্রিতমুনিকে উপরে তুলিয়া দিলেন এবং তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। তারপর তিনি দেবগণকে পূজা করিলেন ॥৪৭॥

তয়োৎক্ষিপ্তঃ সমুত্তস্থৌ পূজয়ংস্ত্রিদিবৌকসঃ।
তথেতি চোক্ত্বা বিবুধা জগ্মু রাজন্‌ যথাগতাঃ ॥ ৪৮
ত্রিতশ্চাভ্যাগমৎ প্রীতঃ স্বমেব নিলয়ং তদা।
ক্রুদ্ধস্তু স সমাসাদ্য তাবৃষী ভ্রাতরৌ তদা ৪৯
উবাচ পরুষং বাক্যং শশাপ চ মহাতপাঃ
পশুলুব্ধৌ যুবাং যস্মান্মামুৎসৃজ্য প্রধাবিতৌ ॥ ৫০
তস্মাদ্‌ বৃকাকৃতী রৌদ্রৌ দংষ্ট্রিণাবভিতশ্চরৌ।
ভবিতারৌ ময়া শপ্তৌ পাপেনানেন কর্মণা ॥ ৫১
প্রসবশ্চৈব যুবয়োর্গোলাঙ্গুলর্ক্ষবানরাঃ।
ইত্যুক্তেন তদা তেন ক্ষণাদেব বিশাম্পতে ॥ ৫২
তথাভূতাবদৃশ্যেতাং বচনাৎ সত্যবাদিনঃ।
তত্রাপ্যমিতবিক্রান্তঃ স্পৃষ্ট্বা তোয়ং হলায়ুধঃ ॥ ৫৩
দত্ত্বা চ বিবিধান্‌ দায়ান্‌ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্‌।
উদপানঞ্চ তং বীক্ষ্য প্রশস্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪

হে রাজন্‌! মুনির প্রার্থিত বর-বিষয়ে "তথাস্তু" বলিয়া সমস্ত দেবগণ যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে গমন করিলেন। তারপর ত্রিতমুনিও প্রসন্ন হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৪৮॥

সেই মহাতপস্বী ত্রিতমুনি কুপিত হইয়া স্বীয় দুই ঋষি ভ্রাতার নিকট গমন করত কঠোর ভাষায় শাপদান করিতে করিতে বলিলেন,—তোমরা দুইজনে পশুগণের লোভে পড়িয়া আমাকে পরিত্যাগ করত চলিয়া আসিয়াছ। সেই জন্য এই পাপকর্ম্মের ফলে আমার শাপে তোমরা দুই ভ্রাতা মহাভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করত দন্তযুক্ত হইয়া এদিক্‌ ওদিক বিচরণ করিতে থাক। তোমাদের দুইজনের সন্তানরূপে গোলাঙ্গুল, বরাহ ও বানরাদি পশুসমূহের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৯-৫১॥

প্রজানাথ তিনি এই কথা বলিলে পর সেই দুই ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ সত্যবাদী ত্রিতের বাক্যে ব্যাঘ্রের আকৃতিরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৫২॥

অমিতপরাক্রমী বলরাম সেই তীর্থের জল স্পর্শ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের নানাপ্রকার ধনদান করিলেন ॥ ৫৩॥

উদারচিত্ত বলরাম সরস্বতী নদীর অন্তর্গত উদপানতীর্থ দর্শন

নদীগতমদীনাত্মা প্রাপ্তো বিনশনং তদা ॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং ত্রিতাখ্যানে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

পূর্ব্বক তাঁহার বারংবার প্রশংসা করিতে করিতে সে স্থান হইতে বিনশন তীর্থে গমন করিলেন ॥ ৫৪-৫৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ত্রিতমুনির উপাখ্যানবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

॥ সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

(বিনশন-সুভূমিক-গন্ধর্ব-গর্গস্রোতঃ-শঙ্খ-দ্বৈতবন-নৈমিষাদীনি তীর্থানি গত্বা বলরামস্য সপ্তসারস্বততীর্থেষু প্রবেশশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্যো বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ।
শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্ যত্র নষ্টা সরস্বতী ॥ ১

তস্মাৎ তু ঋষয়ো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেতি চ।
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলং সরস্বত্যাং মহাবলঃ ॥ ২

সুভূমিকং ততোঽগচ্ছৎ সরস্বত্যাস্তটে বরে।
তত্র চাপ্সরসঃ শুভ্রা নিত্যকালমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩

ক্রীড়াভির্বিমলাভিশ্চ ক্রীড়ন্তি বিমলাননাঃ।
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বা মাসি মাসি জনেশ্বর ॥ ৪

অভিগচ্ছন্তি তৎ তীর্থং পুণ্যং ব্রাহ্মণসেবিতম্।
তত্রাদৃশ্যন্ত গন্ধর্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ৫

সমেত্য সহিতা রাজন্ যথাপ্রাপ্তং যথাসুখম্।
তত্র মোদন্তি দেবাশ্চ পিতরশ্চ সবীরুধঃ ॥ ৬

পুণ্যৈঃ পুষ্পৈঃ সদা দিব্যৈঃ কীর্য্যমাণাঃ পুনঃ পুনঃ।
আক্রীড়ভূমিঃ সা রাজংস্তাসামপ্সরসাং শুভা ॥ ৭

সুভূমিকেতি বিখ্যাতা সরস্বত্যাস্তটে বরে।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসু বিপ্রায় মাধবঃ ॥ ৮

শ্রুত্বা গীতঞ্চ তদ্ দিব্যং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনম্।
ছায়াশ্চ বিপুলা দৃষ্ট্বা দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্ ॥ ৯

গন্ধর্বাণাং ততস্তীর্থমাগচ্ছদ্ রোহিণীসুতঃ।
বিশ্বাবসুমুখাস্তত্র গন্ধর্বাস্তপসান্বিতাঃ ॥ ১০

নৃত্যবাদিত্রগীতঞ্চ কুর্বন্তি সুমনোরমম্।
তত্র দত্ত্বা হলধরো বিপ্রেভ্যো বিবিধং বসু ॥ ১১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বিনশন, সুভূমিক, গন্ধর্ব্ব, গর্গস্রোত, শঙ্খ, দ্বৈতবন এবং নৈমিষেয়াদি তীর্থ গমন করত বলরামের সপ্ত সারস্বত তীর্থে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! উদপান তীর্থ হইতে গমন করিয়া হলধারী বলরাম বিনশনতীর্থে আসিলেন, যেখানে (দুষ্কর্ম্মপরায়ণ) শূদ্র ও আভীরগণের প্রতি দ্বেষবশতঃ সরস্বতী বিনষ্ট (অদৃশ্য) হইয়া গিয়াছেন। এই কারণে ঋষিসকল তাঁহাকে বিনশনতীর্থ বলিয়া থাকেন ॥ ১½

মহাবল বলরাম সেখানেও সরস্বতীতে আচমন ও স্নান করত তাহার সুন্দর তীরে স্থিত 'সুভূমিক' তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২½

এই তীর্থে গৌরবর্ণা ও নির্ম্মলমুখী সুন্দরী অপ্সরাগণ আলস্য ত্যাগ করত সদা নানাপ্রকার বিমল ক্রীড়াসমূহের দ্বারা নিজেদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ৩½

জনেশ্বর! সেখানে এই ব্রাহ্মণসেবিত পুণ্যতীর্থ গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেবতাসকল প্রতিমাসে আগমন করিয়া থাকেন ॥৪½

রাজন্! গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাবৃন্দকে একসঙ্গে মিলিত হইয়া সেখানে আগমন করিতে এবং সুখে বিচরণ করিতে দেখা যায় ॥ ৫½

সেখানে দেবতা ও পিতৃগণ লতা-বল্লীসমূহের সহিত আমোদিত হইয়া থাকেন। তখন ইঁহাদের উপর সর্ব্বদা পবিত্র ও দিব্য পুষ্পসকল বারংবার বর্ষিত হয় ॥ ৬½

রাজন্! সরস্বতীর সুন্দর তীরে এই অপ্সরাগণের সেই মঙ্গলময়ী ক্রীড়াভূমি বিদ্যমান, সেইজন্য এই স্থান 'সুভূমিক' নামে বিখ্যাত ৭½

বলরাম এই তীর্থে স্নান করত বিপ্রগণকে ধনদান করিয়া দিব্য গীত ও দিব্য বাদ্যধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণের বহু মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর রোহিণীনন্দন বলরাম গন্ধর্ব্ব তীর্থে আগমন করিলেন ॥ ৮ ৯½

সেখানে তপস্যারত বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত মনোরম নৃত্য, বাদ্য ও গীতের আয়োজন করেন ॥ ১০½

হলধর এস্থানেও ব্রাহ্মণগণকে ছাগল, ভেঁড়া, গাভী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নানাবিধ ধন দান করত তাঁহাদিগকে

অজাবিকং গোখরোষ্ট্রং সুবর্ণং রজতং তথা ।
ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ কামৈঃ সন্তর্প্য চ মহাধনৈঃ ॥ ১২
প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈঃ স্তূয়মানশ্চ মাধবঃ ।
তস্মাদ্ গন্ধর্বতীর্থাচ্চ মহাবাহুররিন্দমঃ ॥ ১৩
গর্গস্রোতো মহাতীর্থমাজগামৈককুণ্ডলী ।
তত্র গর্গেণ বৃদ্ধেন তপসা ভাবিতাত্মনা ॥ ১৪
কালজ্ঞানগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ।
উৎপাতা দারুণাশ্চৈব শুভাশ্চ জনমেজয় ॥ ১৫
সরস্বত্যাঃ শুভে তীর্থে বিদিতা বৈ মহাত্মনা ।
তস্য নাম্না চ তৎ তীর্থং গর্গস্রোত ইতি স্মৃতম্ ॥ ১৬
তত্র গর্গং মহাভাগমৃষয়ঃ সুব্রতা নৃপ ।
উপাসাঞ্চক্রিরে নিত্যং কালজ্ঞানং প্রতি প্রভো ॥ ১৭
তত্র গত্বা মহারাজ বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ।
বিধিবদ্ধি ধনং দত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১৮
উচ্চাবচাংস্তথা ভক্ষ্যান্ বিপ্রেভ্যো বিপ্রদায় সঃ ।
নীলবাসাস্তদাগচ্ছচ্ছঙ্খতীর্থং মহাযশাঃ ॥ ১৯

ইচ্ছানুসারে ভোজন করাইলেন এবং প্রচুর ধনে সন্তুষ্ট করত ব্রাহ্মণগণের সহিত সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণসকল বলরামের স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ১১-১২½

সেই গন্ধর্বতীর্থে গমন করত এক কর্ণে কুণ্ডলধারী শত্রুদমন মহাবাহু বলরাম গর্গস্রোত নামক মহাতীর্থে আসিলেন ॥ ১৩½

জনমেজয়! সেখানে তপস্যায় পবিত্রচিত্ত মহাত্মা বৃদ্ধ গর্গ সরস্বতীর এই শুভতীর্থে কালের জ্ঞান, কালের গতি, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলের পরিবর্তন, দারুণ উৎপাত এবং শুভ লক্ষণ—এই সমস্ত বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামে এই তীর্থ 'গর্গস্রোত' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১৪-১৬

প্রভো নৃপ! সেখানে উত্তম ব্রতপালনকারী ঋষিগণ কাল-জ্ঞানলাভের জন্য সর্বদা মহাভাগ গর্গমুনির উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ১৭

মহারাজ! সেখানে গমন করত শ্বেতচন্দনচর্চিত, নীল বস্ত্রপরিহিত, মহাযশস্বী, বলরাম বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিদিগকে বিধি অনুসারে ধনদান করত ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ সমর্পিত করিয়া সেখান হইতে শঙ্খতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৮-১৯

সেখানে তালচিহ্নিত ধ্বজযুক্ত বলবান্ বলরাম মহাশঙ্খ নামে একটি বৃক্ষ দর্শন করিলেন, যাহা বিশাল মেরুপর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং শ্বেত পর্বতের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত ছিল। ইহার নিম্নে

তত্রাপশ্যন্মহাশঙ্খং মহামেরুমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
শ্বেতপর্বতসঙ্কাশমৃষিসঙ্ঘৈর্নিষেবিতম্ ॥ ২০
সরস্বত্যাস্তটে জাতং নগং তালধ্বজো বলী ।
যক্ষা বিদ্যাধরাশ্চৈব রাক্ষসাশ্চামিতৌজসঃ ॥ ২১
পিশাচাশ্চামিতবলা যত্র সিদ্ধাঃ সহস্রশঃ ।
তে সর্বে হ্যশনং ত্যক্ত্বা ফলং তস্য বনস্পতেঃ ॥ ২২
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব কালে কালে স্ম ভুঞ্জতে ।
প্রাপ্তৈশ্চ নিয়মৈস্তৈস্তৈর্বিচরন্তঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৩
অদৃশ্যমানা মনুজৈর্ব্যচরন্ পুরুষর্ষভ ।
এবং খ্যাতো নরব্যাঘ্র লোকেঽস্মিন্ স বনস্পতিঃ ॥ ২৪
ততস্তীর্থং সরস্বত্যাঃ পাবনং লোকবিশ্রুতম্ ।
তস্মিংশ্চ যদুশার্দূলো দত্বা তীর্থে পযস্বিনীঃ ॥ ২৫
তাম্রায়সানি ভাণ্ডানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
পূজয়িত্বা দ্বিজাংশ্চৈব পূজিতশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ২৬
পুণ্যং দ্বৈতবচনং রাজন্নাজগাম হলায়ুধঃ ।
তত্র গত্বা মুনীন্ দৃষ্ট্বা নানাবেশধরান্ বলঃ ॥ ২৭

ঋষিগণের সঙ্ঘ বাস করিতেছিলেন। এই বৃক্ষ সরস্বতী নদীর তীরেই উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২০½

এই বৃক্ষের চারিপার্শ্বে যক্ষ, বিদ্যাধর, অমিততেজস্বী রাক্ষস, অনন্ত বলশালী পিশাচ এবং সিদ্ধগণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিবাস করিতেছিলেন ॥ ২১½

ইঁহারা সকলে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া ব্রত ও নিয়ম পালন করিতে করিতে সময়ে সময়ে এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া থাকেন ॥ ২২½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা এই স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে পৃথক পৃথক বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্যগণের অলক্ষ্য থাকিয়া পরিভ্রমণ করেন। নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপে সেই বনস্পতি বিশ্বে বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ২৩-২৪

এই বৃক্ষ সরস্বতীর লোকবিখ্যাত পাবন তীর্থ, যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম সেই তীর্থে দুগ্ধবতী গাভীসকল দান করত তাম্র ও লৌহনির্মিত পাত্র এবং নানাপ্রকার বহু বস্ত্রও ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তিনি স্বয়ংই তপস্বী মুনিদিগের পূজিত হইয়াছিলেন ॥ ২৫-২৬

রাজন্! সেখান হইতে হলধর বলভদ্র পবিত্র দ্বৈতবনে আসিলেন এবং সেখানে নানা বেশধারী মুনিগণকে দর্শন করত জলে স্নান পূর্বক তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিলেন ॥ ২৭½

আপ্লুত্য সলিলে চাপি পূজয়ামাস বৈ দ্বিজান্ ।
তথৈব দত্ত্বা বিপ্রেভ্যঃ পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্ ॥ ২৮
ততঃ প্রায়াদ্ বলো রাজন্ দক্ষিণেন সরস্বতীম্ ।
গত্বা চৈবং মহাবাহুর্নাতিদূরে মহাযশাঃ ॥ ২৯
ধর্মাত্মা নাগধন্বানং তীর্থমাগমদচ্যুতঃ ।
যত্র পন্নগরাজস্য বাসুকেঃ সন্নিবেশনম্ ॥ ৩০
মহাদ্যুতের্মহারাজ বহুভিঃ পন্নগৈর্বৃতম্ ।
ঋষীণাং হি সহস্রাণি তত্র নিত্যং চতুর্দশ ॥ ৩১
যত্র দেবাঃ সমাগম্য বাসুকিং পন্নগোত্তমম্ ।
সর্বপন্নগরাজানমভ্যষিঞ্চন্ যথাবিধি ॥ ৩২
পন্নগেভ্যো ভয়ং তত্র বিদ্যতে ন স্ম পৌরব ।
তত্রাপি বিধিবদ্ দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো রত্নসঞ্চয়ান্ ॥ ৩৩
প্রায়াৎ প্রাচীং দিশং তত্র তত্র তীর্থান্যনেকশঃ ।
সহস্রশতসংখ্যানি প্রথিতানি পদে পদে ॥ ৩৪
আপ্লুত্য তত্র তীর্থেষু যথোক্তং তত্র চর্ষিভিঃ ।
কৃত্বোপবাসনিয়মং দত্ত্বা দানানি সর্বশঃ ॥ ৩৫
অভিবাদ্য মুনীংস্তান্ বৈ তত্র তীর্থনিবাসিনঃ ।
উদ্দিষ্টমার্গঃ প্রযযৌ যত্র ভূয়ঃ সরস্বতী ॥ ৩৬
প্রাঙ্মুখং বৈ নিববৃতে বৃষ্টির্বাতহতা যথা ।
ঋষীণাং নৈমিষেয়াণামবেক্ষার্থং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৭
নিবৃত্তাং তাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং তত্র দৃষ্ট্বা তু লাঙ্গলী ।
বভূব বিস্মিতো রাজন্ বলঃ শ্বেতানুলেপনঃ ॥ ৩৮

জনমেজয় উবাচ ।

কস্মাৎ সরস্বতী ব্রহ্মন্ নিবৃত্তা প্রাঙ্মুখীভবৎ ।
ব্যাখ্যাতমেতদিচ্ছামি সর্বমধ্বর্য্যুসত্তম ॥ ৩৯
কস্মিংশ্চিৎ কারণে তত্র বিস্মিতো যদুনন্দনঃ ।
নিবৃত্তা হেতুনা কেন কথমেব সরিদ্বরা ॥ ৪০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পূর্বং কৃতযুগে রাজন্ নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ।
বর্তমানে সুবিপুলে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৪১
ঋষয়ো বহবো রাজংস্তৎ সত্রমভিপেদিরে ।
উষিত্বা চ মহাভাগাস্তস্মিন্ সত্রে যথাবিধি ॥ ৪২

এইভাবে বিপ্রবর্গকে প্রচুর ভোগসামগ্রী অর্পণ করত পুনরায় বলরাম সরস্বতীর দক্ষিণ তীর দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮½

মহারাজ! এইভাবে অল্প কিয়দ্দূর গমন করত মহাবাহু, মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ বলরাম নাগধন্বানামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাতপস্বী নাগরাজ বাসুকির বহু সংখ্যক সর্পবেষ্টিত নিবাসস্থান আছে। এখানে সর্ব্বদা চৌদ্দ হাজার ঋষি বাস করিতেছেন ॥ ॥ ২৯-৩১

এস্থানে দেবতাগণ আসিয়া সর্পগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাসুকিকে সমস্ত সর্পসকলের রাজার পদে বিধি অনুসারে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৩২

পৌরব! সেখানে কোনও সর্পেরই কোনরূপ ভয় নাই। এই তীর্থে বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বিধি পূর্ব্বক রাশি রাশি রত্ন দান করিয়া পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে গমন করিলেন, যেখানে পদে পদে বহু প্রকারের প্রসিদ্ধ তীর্থ রহিয়াছে। ইঁহাদের সংখ্যা ন্যূনপক্ষে এক লক্ষ ॥ ৩৩-৩৪

এই তীর্থে স্নান করত তিনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত বাক্যানুসারে ব্রত-উপবাসাদি নিয়ম পালন করিলেন। তারপর সর্ব্ব প্রকার বস্তু দান করত তীর্থবাসী মুনিদিগকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাদের কথিত পথ দিয়া পুনরায় সেই স্থানের দিকে গমন করিলেন, যেখানে সরস্বতী বায়ুর দ্বারা আহত বর্ষার ন্যায় পুনরায় পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে ॥ ৩৫-৩৬½

রাজন্! নৈমিষারণ্যবাসী মহাত্মা মুনিগণকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত নদীসকলের শ্রেষ্ঠ সরস্বতীকে দর্শন পূর্ব্বক শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত হলধর বলরাম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৩৭-৩৮

জনমেজয় বলিলেন,—যজুর্ব্বেদজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্রবর! আমি আপনার মুখ হইতে শুনিতে চাই যে, সরস্বতী নদী কি কারণে নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল? কি কারণ ছিল যে যদুনন্দন বলরামও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন? নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী কি কারণে এবং কিভাবে পূর্ব্ব দিক্ অভিমুখে ফিরিয়া আসিয়াছিল? ৩৯-৪০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বকাল সত্যযুগের কথা, সেখানে বারবর্ষে পূর্ণ হইবার যোগ্য এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। সেই যজ্ঞে নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী মুনিগণ এবং অন্য বহু সংখ্যক ঋষিও উপস্থিত ছিলেন ॥ ৪১½

নৈমিষারণ্যবাসীদিগের সেই দ্বাদশবর্ষীয় যজ্ঞে মহাভাগ ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিয়াছিলেন। যখন এই যজ্ঞ

নিবৃত্তে নৈমিষেয়ে বৈ সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে।
আজগ্মুর্ঋষয়স্তত্র বহবস্তীর্থকারণাৎ ॥ ৪৩
ঋষীণাং বহুলত্বাত্তু সরস্বত্যা বিশাম্পতে।
তীর্থানি নগরায়ন্তে কূলে বৈ দক্ষিণে তদা ॥ ৪৪
সমন্তপঞ্চকং যাবত্তাবত্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
তীর্থলোভান্নরব্যাঘ্র নদ্যাস্তীরং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৫
জুহ্বতাং তত্র তেষাং তু মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
স্বাধ্যায়েনাতিমহতা বভূবুঃ পূরিতা দিশঃ ॥ ৪৬
অগ্নিহোত্রৈস্ততস্তেষাং ক্রিয়মাণৈর্মহাত্মনাম্।
অশোভত সরিচ্ছ্রেষ্ঠা দীপ্যমানৈঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৭
বালখিল্যা মহারাজ অশ্মকুট্টাশ্চ তাপসাঃ।
দন্তোলুখলিনশ্চান্যে প্রসংখ্যানাস্তথা পরে ॥ ৪৮
বায়ুভক্ষা জলাহারা পর্ণভক্ষাশ্চ তাপসাঃ।
নানানিয়মযুক্তাশ্চ তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ ॥ ৪৯

আসন্ বৈ মুনয়স্তত্র সরস্বত্যাঃ সমীপতঃ।
শোভয়ন্তঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং গঙ্গামিব দিবৌকসঃ ॥ ৫০
শতশশ্চ সমাপেতুর্ঋষয়ঃ সত্রযাজিনঃ।
তেঽবকাশং ন দদৃশুঃ সরস্বত্যা মহাব্রতাঃ ॥ ৫১
ততো যজ্ঞোপবীতৈস্তে তত্তীর্থং নির্মিমায় বৈ।
জুহুবুশ্চাগ্নিহোত্রাংশ্চ চক্রুশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৫২
ততস্তমৃষিসঙ্ঘাতং নিরাশং চিন্তয়ান্বিতম্।
দর্শয়ামাস রাজেন্দ্র তেষামর্থে সরস্বতী ॥ ৫৩
ততঃ কুঞ্জান্ বহূন্ কৃত্বা সংনিবৃত্তা সরস্বতী।
ঋষীণাং পুণ্যতপসাং কারুণ্যাজ্জনমেজয় ॥ ৫৪
ততো নিবৃত্য রাজেন্দ্র তেষামর্থে সরস্বতী।
ভূয়ঃ প্রতীচ্যভিমুখী প্রসুস্রাব সরিদ্বরা ॥ ৫৫
অমোঘাগমনং কৃত্বা তেষাং ভূয়ো ব্রজাম্যহম্।
ইত্যদ্ভুতং মহচ্চক্রে তদা রাজন্ মহানদী ॥ ৫৬

সমাপ্ত হইল, তখন বহু সংখ্যক মহর্ষি তীর্থ সেবার জন্য সেখানে আসিলেন ॥ ৪২-৪৩

প্রজানাথ! ঋষিদিগের সংখ্যা অধিক হওয়ায় সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে যত তীর্থ ছিল, সেই সমস্তই নগরের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৪৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তীর্থসেবার লোভে সেই ব্রহ্মর্ষিগণ সমন্তপঞ্চক তীর্থ পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

সেখানে হোম করিতে করিতে পবিত্রচিত্ত মুনিগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কৃত স্বাধ্যায়ের শব্দে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

চারিদিকে প্রকাশিত সেই মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতী অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৭

মহারাজ! সরস্বতীর এই নিকটবর্ত্তী তীরে সুপ্রসিদ্ধ তপস্বী বালখিল্য, যাহারা অশ্মকুট্ট (প্রস্তরকে বিদীর্ণ করত উৎপন্ন বৃক্ষের ফলভোজনকারী), দন্তোলূখলী (দন্তই যাহার উলূখলের কর্ম্ম করে অর্থাৎ উলূখলে পিষ্ট করিয়া নহে, দন্তের দ্বারাই চর্ব্বণ করত ভোজনকারী), প্রসংখ্যান (গণনা করিয়া ফলভক্ষণকারী), বায়ু পান করিয়া অবস্থিত, জলপানকারী, পত্রাহারী, নানাবিধ নিয়মনিষ্ঠাযুক্ত এবং বেদীর উপর শয়নকারী তপস্বী মুনিগণ বিরাজ করিতেছিলেন। ইঁহারা নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সরস্বতীর সেইভাবে শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবগণ গঙ্গার শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৫০

সত্রযাগে সম্মিলিত শত শত মহাব্রতধারী ঋষি সেখানে আসিলেন; কিন্তু তাঁহারা সরস্বতীর তীরে নিজেদের থাকিবার স্থান দেখিতে পাইলেন না ॥ ৫১

তখন তাঁহারা যজ্ঞোপবীতসমূহের দ্বারা সেই তীর্থ নির্ম্মাণ করত সেখানে অগ্নিহোত্রসম্বন্ধীয় আহুতিসকল প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকার বহু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ৫২

রাজেন্দ্র! সেই সময় এই ঋষিগণকে নিরাশ ও চিন্তিত জানিয়া সরস্বতী তাঁহাদের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিলেন ॥ ৫৩

জনমেজয়! তাহার পর বহু সংখ্যক কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতী সে স্থান হইতে নিবৃত্ত হইলেন; কারণ পুণ্যতপস্বী ঋষিদের উপর তাঁহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ৫৪

রাজেন্দ্র! উঁহাদের জন্য নিবৃত্ত হইয়া নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় পশ্চিমদিক অভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৫

রাজন্! এই মহানদী সরস্বতী এরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি এই ঋষিগণের আগমনকে সফল করিবার জন্য পুনরায়

এবং স কুঞ্জো রাজন্ বৈ নৈমিষীয় ইতি স্মৃতঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে কুরুষ্ব মহতীং ক্রিয়াম্ ॥ ৫৭
তত্র কুঞ্জান্ বহূন্ দৃষ্ট্বা নিবৃত্তাঞ্চ সরস্বতীম্।
বভূব বিস্ময়স্তত্র রামস্যাথ মহাত্মনঃ ॥ ৫৮
উপস্পৃশ্য তু তত্রাপি বিধিবদ্ যদুনন্দনঃ।
দত্ত্বা দায়ান্ দ্বিজাতিভ্যো ভাণ্ডানি বিবিধানি চ ॥ ৫৯
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায় চ।
ততঃ প্রায়াদ্ বলো রাজন্ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ ॥৬০
সরস্বতীতীর্থবরং নানাদ্বিজগণাযুতম্।
বদরেঙ্গুদকাশ্মর্য্যপ্লক্ষাশ্বত্থবিভীতকৈঃ ॥ ৬১
কঙ্কোলৈশ্চ পলাশৈশ্চ করীরৈঃ পীলুভিস্তথা।
সরস্বতীতীর্থরুহৈস্তরুভির্বিবিধৈস্তথা ॥ ৬২
করূষকবরৈশ্চৈব বিল্বৈরাম্রাতকৈস্তথা।
অতিমুক্তকষণ্ডৈশ্চ পারিজাতৈশ্চ শোভিতাম্ ॥ ৬৩
কদলীবনভূয়িষ্ঠং দৃষ্টিকান্তং মনোহরম্।
বায়্বম্বুফলপর্ণাদৈর্দন্তোলূখলিকৈরপি ॥ ৬৪
তথাশ্মকুট্টৈর্বানেয়ৈর্মুনিভির্বহুভির্বৃতম্।
স্বাধ্যায়ঘোষসঙ্ঘুষ্টং মৃগযূথশতাকুলম্ ॥৬৫
অহিংস্রৈর্ধর্মপরমৈর্নৃভিরত্যর্থসেবিতম্।
সপ্তসারস্বতং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ ॥ ৬৬
তত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধাস্তপস্তেপে মহামুনিঃ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

পশ্চিম দিক অভিমুখেই গমন করিব। এরূপ চিন্তা করিয়া তিনি এই অত্যাশ্চর্য্যকর কর্ম্ম করিলেন ॥ ৫৬

নরেশ্বর! এইভাবে সেই সকল কুঞ্জ 'নৈমিষীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমিও কুরুক্ষেত্রে মহৎ কর্ম্ম কর ॥ ৫৭

সেখানে বহু কুঞ্জ ও প্রতিনিবৃত্তা সরস্বতীকে দর্শন করত মহাত্মা বলরাম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৮

যদুনন্দন বলরাম সেখানে বিধি অনুসারে স্নান ও আচমন করত ব্রাহ্মণগণকে ধন ও নানাবিধ বর্ত্তন (পাত্র) দান করিলেন। রাজন্! তারপর নানাপ্রকার ভক্ষ্য-ভোজ্য পদার্থ দান করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা পূজিত হইতে হইতে বলরাম সে স্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ৫৯-৬০

তদনন্তর হলায়ুধ বলরাম সপ্ত সারস্বত নামক তীর্থে আসিলেন, যাহা সরস্বতীর তীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণমণ্ডলী বাস করেন। বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য (গম্ভারী) পাকুড়, অশ্বত্থ, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করূষ, বিল্ব, আমড়া, মাধবীলতা, পারিজাত এবং সরস্বতীর তীরে উৎপন্ন আরও নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত সেই তীর্থ দেখিতে কমনীয় এবং মনোহর। সেখানে বহু কদলী বনও আছে। এই তীর্থ বায়ু, জল, ফল এবং পত্র ভক্ষণকারী, দন্তসমূহের দ্বারা উলূখলের কার্যসম্পাদনকারী এবং প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া উদ্ভূত বৃক্ষের ফলভক্ষণকারী বহু সংখ্যক বানপ্রস্থ মুনিতে পূর্ণ ছিল। এ স্থান বেদোক্ত স্বাধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনিতে ব্যাপ্ত ছিল। মৃগগণের শত-শত দল চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাবর্জ্জিত ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণ সেই তীর্থের অধিক সেবা করিয়া থাকেন। এখানে সিদ্ধ মহামুনি মঙ্কণক অতিশয় তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৬১-৬৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সারস্বত তীর্থের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(সপ্ত-সারস্বততীর্থোৎপত্তি-মহিমকথনম্, মঙ্কণকমুনেশ্চরিত্রবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।

সপ্তসারস্বতং কস্মাৎ কশ্চ মঙ্কণকো মুনিঃ।
কথং সিদ্ধঃ স ভগবান্ কশ্চাস্য নিয়মোঽভবৎ ॥ ১
কস্য বংশে সমুৎপন্নঃ কিং চাধীতং দ্বিজোত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিধিবদ্ দ্বিজসত্তম ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজন্ সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
আহূতা বলবদ্‌ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী ॥ ৩
সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা।
সরস্বতী চৌঘবতী সুরেণুর্বিমলোদকা ॥ ৪
পিতামহস্য মহতো বর্তমানে মহামখে
বিততে যজ্ঞবাটে চ সংসিদ্ধেষু দ্বিজাতিষু। ৫
পুণ্যাহঘোষৈর্বিমলৈর্বেদানাং নিনদৈস্তথা।
দেবেষু চৈব ব্যগ্রেষু তস্মিন্ যজ্ঞবিধৌ তদা ॥ ৬
তত্র চৈব মহারাজ দীক্ষিতে প্রপিতামহে।
যজতস্তস্য সত্রেণ সর্বকামসমৃদ্ধিনা ॥ ৭
মনসা চিন্তিতা হ্যর্থা ধর্মার্থকুশলৈস্তদা।
উপতিষ্ঠন্তি রাজেন্দ্র দ্বিজাতীংস্তত্র তত্র হ ॥ ৮
জগুশ্চ তত্র গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি বাদয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ৯
তস্য যজ্ঞস্য সম্পত্ত্যা তুতুষুর্দেবতা অপি।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কিমু মানুষযোনয়ঃ ॥ ১০
বর্তমানে তথা যজ্ঞে পুষ্করস্থে পিতামহে।
অব্রুবন্নৃষয়ো রাজন্নায়ং যজ্ঞে মহাগুণঃ ॥ ১১
ন দৃশ্যতে সরিচ্ছ্রেষ্ঠা যস্মাদিহ সরস্বতী।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রীতঃ সস্মারাথ সরস্বতীম্ ॥ ১২

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[সপ্ত সারস্বত-তীর্থের উৎপত্তি, মহিমা এবং মঙ্কণকমুনির চরিত্র বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর! সপ্ত সারস্বত-তীর্থের উৎপত্তি কিভাবে হইল? পূজনীয় মঙ্কণকমুনি কে ছিলেন? কিরূপে তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিয়ম কিরূপ ছিল? ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তিনি কোন বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তিনি কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? এ সমস্তই আমি বিধি অনুসারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সরস্বতী নামে সাতটি নদী ছিল, যাহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত আছে। তপোবল-সম্পন্ন মহাত্মাগণ যে যে স্থানে সরস্বতীকে আবাহন করিতেন, তিনি সেই সেই স্থানেই আবির্ভূতা হইতেন ॥ ৩

সেই সপ্ত সরস্বতী নদীর নাম—সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, সরস্বতী, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদকা ॥ ৪

বহুদিন পূর্ব্বের কথা, এক সময় পুষ্কর তীর্থে পিতামহ ব্রহ্মার একটি মহাযজ্ঞ আরম্ভ হয়। তাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞশালায় সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ বিরাজমান ছিলেন। পুণ্যাহবাচনের নির্দোষ উচ্চারণ শব্দ এবং বেদমন্ত্রসকলের ধ্বনি সারা যজ্ঞমণ্ডপ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। সকল দেবগণও এই যজ্ঞকর্ম্মের সম্পাদনে ব্যগ্র ছিলেন ॥ ৫-৬

মহারাজ! সাক্ষাৎ ব্রহ্মা যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞ করিবার সময় সকলেরই সমস্ত ইচ্ছা এই যজ্ঞের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইত ॥ ৭

রাজেন্দ্র! ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে কুশল মনুষ্যগণ মনে মনে যে পদার্থসকলের চিন্তা করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট সেই সেই পদার্থ উপস্থিত হইত ॥ ৮

এই যজ্ঞে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছিলেন এবং অপ্সরাবৃন্দ নৃত্য করিতেছিলেন। দিব্য বাদ্যসকলও তখন বাদিত হইতেছিল। ৯

এই যজ্ঞের বৈভব দেবগণও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং অতিশয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং এস্থলে মনুষ্যদের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১০

রাজন্! এইরূপে যখন পিতামহ ব্রহ্মা পুষ্করে বিরাজমান থাকিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন ঋষিগণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার এই যজ্ঞ এখনও মহাগুণসম্পন্ন হইতে পারে নাই; কারণ, নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এখানে দেখা যাইতেছে না ॥ ১১

ইহা শ্রবণ করত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রসন্নতার সহিত সরস্বতী

পিতামহেন যজতা আহূতা পুষ্করেষু বৈ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না তত্র সরস্বতী॥ ১৩
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়স্তুষ্টাস্ত্বরাযুক্তাং সরস্বতীম্।
পিতামহং মানয়ন্তীং ক্রতুং তে বহু মেনিরে। ১৪
এবমেষা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা পুষ্করেষু সরস্বতী।
পিতামহার্থং সম্ভূতা তুষ্ট্যর্থঞ্চ মনীষিণাম্॥ ১৫
নৈমিষে মুনয়ো রাজন্ সমাগম্য সমাসতে।
তত্র চিত্রাঃ কথা হ্যাসন্ বেদং প্রতি জনেশ্বর॥ ১৬
যত্র তে মুনয়ো হ্যাসন্ নানাস্বাধ্যায়বেদিনঃ।
তে সমাগম্য মুনয়ঃ সস্মরুর্বৈ সত্রস্বতাম্॥ ১৭
সা তু ধ্যাতা মহারাজ ঋষিভিঃ সত্রযাজিভিঃ।
সমাগতানাং রাজেন্দ্র সাহায্যার্থং মহাত্মনাম্॥ ১৮
আজগাম মহাভাগা তত্র পুণ্যা সরস্বতী।
নৈমিষে কাঞ্চনাক্ষী তু মুনীনাং সত্রযাজিনাম্॥ ১৯

দেবীর আরাধনা করিয়া পুষ্করে যজ্ঞ করিতে করিতে তাঁহার আবাহন করিলেন॥ ১২॥

রাজেন্দ্র! তখন সেস্থলে সরস্বতী 'সুপ্রভা' নামে আবির্ভূতা হইলেন। অতিশয় ত্বরান্বিতা হইয়া আগমন করত ব্রহ্মাকে সম্মান করিতে করিতে অবস্থিত সরস্বতীকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহারা এই যজ্ঞকে অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিলেন॥ ১৩-১৪

এইরূপে নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুষ্কর তীর্থে ব্রহ্মা ও মনীষী মহাত্মাগণের সন্তোষ বিধানের জন্য আবির্ভূতা হইয়াছিলেন॥ ১৫

রাজন্! জনেশ্বর! নৈমিষারণ্যে বহুসংখ্যক মুনি আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তখন সেখানে বেদবিষয়ে বিচিত্র কথা বার্ত্তাও হইতেছিল॥ ১৬

যেখানে এই নানাপ্রকার স্বাধ্যায়বিষয়ে অভিজ্ঞ মুনিগণ অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানেই তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া সরস্বতী দেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন॥ ১৭

মহারাজ! রাজেন্দ্র! এই সত্রযাজী (জ্ঞানযজ্ঞকারী) ঋষিগণ ধ্যান করিলে পর মহাভাগা পুণ্যসলিলা সরস্বতীদেবী সেই সমাগত মহাত্মাদিগের সহায়তা করিবার জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন॥ ১৮॥

ভারত! নৈমিষারণ্য-তীর্থে এই সত্রযাজী মুনিগণের সমক্ষে

আগতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা তত্র ভারত পূজিতা।
গয়স্য যজমানস্য গয়েষ্বেব মহাক্রতুম্॥ ২০
আহূতা সরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী।
বিশালাং তু গয়স্যাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥ ২১
সরিৎ সা হিমবৎপার্শ্বাৎ প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
ঔদ্দালকেস্তথা যজ্ঞে যজতস্তস্য ভারত॥ ২২
সমেতে সর্বতঃ স্ফীতে মুনীনাং মণ্ডলে তদা।
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ মহাত্মনা॥ ২৩
উদ্দালকেন যজতা পূর্বং ধ্যাতা সরস্বতী।
আজগাম সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তং দেশং মুনিকারণাৎ॥ ২৪
পূজ্যমানা মুনিগণৈর্বল্কলাজিনসংবৃতৈঃ।
মনোরমেতি বিখ্যাতা সা হি তৈর্মনসা কৃতা॥ ২৫
সুরেণুর্ঋষভে দ্বীপে পুণ্যে রাজর্ষিসেবিতে।
কুরোশ্চ যজমানস্য কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনঃ॥ ২৬

সমাগতা হইয়া নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী 'কাঞ্চনাক্ষী'-নামে সম্মানিতা হইলেন॥ ১৯॥

রাজা গয় গয়দেশেই এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে আবাহন করা হইয়াছিল। কঠোর ব্রতপালনকারী মহর্ষিগণ গয়ের যজ্ঞে উপস্থিতা সরস্বতীকে 'বিশালা' নামে অভিহিত করিলেন॥ ২০-২১

হে ভারত! যজ্ঞপরায়ণ উদ্দালক ঋষির যজ্ঞেও সরস্বতীকে আহ্বান করা হইয়াছিল। এই শীঘ্রগামিনী সরস্বতী হিমালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন॥ ২২

রাজন্! সেই দিন সমৃদ্ধিশালী এবং পুণ্যময় উত্তর কোশল প্রান্তে সর্ব্বদিক হইতে আসিয়া মুনিমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানে যজ্ঞ করিতে করিতে মহাত্মা উদ্দালক পূর্ব্বকালে সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিয়াছিলেন। তখন মুনির কার্য্য সিদ্ধি করিবার জন্য নদীসমূহশ্রেষ্ঠা সরস্বতী সেই দেশে আসিয়াছিলেন॥ ২৩-২৪

সেখানে বল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী মুনিগণ কর্ত্তৃক পূজিতা সরস্বতীর নাম হইল 'মনোরমা'; কারণ, তাঁহারা মনে মনেই ইঁহার চিন্তা করিয়াছিলেন॥ ২৫

রাজর্ষিগণ সেবিত পুণ্যময় ঋষভদ্বীপ এবং কুরুক্ষেত্রে যখন মহাত্মা রাজা কুরু যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মহাভাগা সরস্বতী সেস্থানে আসিয়াছিলেন। এই স্থানে ইঁহার নাম হইল 'সুরেণু'॥ ২৬॥

আজগাম মহাভাগা সরিচ্ছ্রেষ্ঠা সরস্বতী।
ওঘবত্যপি রাজেন্দ্র বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ২৭
সমাহূতা কুরুক্ষেত্রে দিব্যতোয়া সরস্বতী।
দক্ষেণ যজতা চাপি গঙ্গাদ্বারে সরস্বতী ॥ ২৮
সুরেণুরিতি বিখ্যাতা প্রস্রুতা শীঘ্রগামিনী।
বিমলোদা ভগবতী ব্রহ্মণা যজতা পুনঃ ॥ ২৯
সমাহূতা যযৌ তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ।
একীভূতাস্ততস্তাস্তু তস্মিংস্তীর্থে সমাগতাঃ ॥ ৩০
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততস্তু প্রথিতং ভুবি।
ইতি সপ্তসরস্বত্যো নামতঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩১
সপ্তসারস্বতং চৈব তীর্থং পুণ্যং তথা স্মৃতম্।
শৃণু মঙ্কণকস্যাপি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৩২
আপগামবগাঢ়স্য রাজন্ প্রক্রীড়িতং মহৎ।
দৃষ্ট্বা যদৃচ্ছয়া তত্র স্ত্রিয়মম্ভসি ভারত ॥ ৩৩

গঙ্গাদ্বারে যজ্ঞ করিবার সময় দক্ষপ্রজাপতি যখন সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন, তখনও এই শীঘ্রগামিনী সরস্বতী সেখানে প্রবাহিতা হইয়া 'সুরেণু'-নামেই প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র! এইভাবে মহাত্মা বশিষ্ঠও কুরুক্ষেত্রে দিব্যসলিলা সরস্বতীকে আবাহন করিয়াছিলেন। তখন সরস্বতী সেইস্থানে 'ওঘবতী' নামে বিখ্যাতা হন ॥ ২৭-২৮॥

ব্রহ্মা পুনরায় একবার হিমালয়-পর্বতের উপরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় সরস্বতীকে আবাহন করিলে পর ভগবতী সরস্বতী 'বিমলোদকা' নামে প্রসিদ্ধা হইয়া সে-স্থানে আগমন করিয়াছিলেন ॥ ২৯॥

তারপর এই সপ্ত সরস্বতী একত্রিত হইয়া সেই তীর্থে আসিয়াছিলেন, সেই কারণে এ-জগতে সেই স্থান 'সপ্ত সারস্বত' তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥ ৩০॥

এইরূপে সপ্ত সরস্বতীর নামোল্লেখ পূর্বক বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সরস্বতীসকলের দ্বারা 'সপ্ত সারস্বত' নামে পরম পুণ্যময় তীর্থের প্রাদুর্ভাব উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৩১॥

রাজন্! কুমার বয়স হইতেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী এবং প্রতিদিন সরস্বতী নদীতে স্নানকারী মঙ্কণক-মুনির মহৎ লীলাপূর্ণ চরিত্র শ্রবণ কর ॥ ৩২॥

ভারত! মহারাজ! পূর্বে এক সময়ে মনোরম নেত্র-বিশিষ্টা কোন এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী সরস্বতীর জলে দিগ্‌বসনা

স্নায়ন্তীং রুচিরাপাঙ্গীং দিগ্বাসসমনিন্দিতাম্।
সরস্বত্যাং মহারাজ চস্কন্দে বীর্য্যমম্ভসি ॥ ৩৪
তদ্ রেতঃ স তু জগ্রাহ কলসে বৈ মহাতপাঃ।
সপ্তধা প্রবিভাগং তু কলসস্থং জগাম হ। ৩৫
তত্রর্ষয়ঃ সপ্ত জাতা জজ্ঞিরে মরুতাং গণাঃ।
বায়ুবেগো বায়ুবলো বায়ুহা বায়ুমণ্ডলঃ। ৩৬
বায়ুজ্বালো বায়ুরেতা বায়ুচক্রশ্চ বীর্য্যবান্।
এবমেতে সমুৎপন্না মরুতাং জনয়িষ্ণবঃ ॥ ৩৭
ইদমত্যদ্ভুতং রাজন্ শৃণ্বাশ্চর্য্যতরং ভুবি।
মহর্ষেশ্চরিতং যাদৃক্ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥ ৩৮
পুরা মঙ্কণকঃ সিদ্ধঃ কুশাগ্রেণেতি ন শ্রুতম্।
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ ॥ ৩৯
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টঃ প্রনৃত্তবান্।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ॥ ৪০

(বস্ত্রহীনা) হইয়া স্নান করিতেছিলেন। দৈবযোগে মঙ্কণকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া জলে পতিত হইল ॥ ৩৩-৩৪

মহাতপস্বী মুনি সেই বীর্য্যকে একটি কলসে রাখিয়া দিলেন। কলসে স্থিত হইয়া সেই বীর্য্য সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইল ॥৩৫

এই কলসে তখন সাত ঋষি উৎপন্ন হইলেন। যাঁহারা পরে মরুদ্‌গণ নামে বিখ্যাত হন্। তাঁহাদের নাম হইল—বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা এবং শক্তিশালী বায়ুচক্র। উনপঞ্চাশ মরুদ্‌গণের জন্মদাতা 'মরুৎ' এইভাবে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই ঋষিগণই তপস্যাবলে কল্লান্তরে দিতির গর্ভে জন্মলাভ করেন। ইন্দ্র দিতির উদরে একই গর্ভরূপে উৎপন্ন ইঁহাদিগকে বজ্রের দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই উনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি ॥ ৩৬-৩৭

রাজন্! মহর্ষি মঙ্কণকের ত্রিভুবনে বিখ্যাত অদ্ভুত চরিত্র যেরূপ শোনা যায়, উহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। এই চরিত্র অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ॥ ৩৮

হে রাজন্! আমরা শুনিয়াছি যে, পূর্বে কোন এক সময়ে সিদ্ধ মঙ্কণকমুনির হস্ত কুশের অগ্রভাগের দ্বারা ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই ক্ষতস্থান দিয়া রক্তের স্থানে শাকের রস নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৯

এই শাকের রস দেখিয়া মুনি হর্ষের আবেশে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বীর! তিনি নৃত্যে প্রবৃত্ত হইতেই স্থাবর

প্রনৃত্তমুভয়ং বীর তেজসা তস্য মোহিতম্ ।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈ রাজন্নৃষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥ ৪১
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ ।
নায়ং নৃত্যেদ্ যথা দেব তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪২
ততো দেবো মুনিং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টমতীব হ ।
সুরাণাং হিতকামার্থং মহাদেবোঽভ্যভাষত ॥ ৪৩
ভো ভো ব্রাহ্মণ ধর্মজ্ঞ কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্ ।
হর্ষস্থানং কিমর্থঞ্চ তবেদমধিকং মুনে ॥ ৪৪
তপস্বিনো ধর্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম ।

ঋষিরুবাচ ।

কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং স্রুতম্ ॥ ৪৫
যং দৃষ্ট্বা সম্প্রনৃত্তো বৈ হর্ষেণ মহতা বিভো ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্ দেবো মুনিং রাগেণ মোহিতম্ ॥ ৪৬
অহং ন বিস্ময়ং বিপ্র গচ্ছামীতি প্রপশ্য মাম্ ।

ও জঙ্গম উভয় প্রকারের প্রাণী তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল ॥ ৪০½

রাজন্ ! নরেশ্বর ! তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং তপোধন মহর্ষিবৃন্দ তাঁহার বিষয় মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন—দেব ! আপনি এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন, যাহাতে এই মুনি নৃত্য না করেন ॥ ৪১-৪২

মুনিকে হর্ষাবেশে অত্যন্ত উন্মত্ত দেখিয়া মহাদেব (ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করত) দেবতাগণের হিতের জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩

ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ! আপনি কি জন্য নৃত্য করিতেছেন ? মুনে ! আপনার পক্ষে অধিক হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল ? দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি তপস্বী, সদা ধর্মপথেই অবস্থান করেন, তবে কেন হর্ষে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন ? ৪৪½

ঋষি মঙ্কণক বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আপনি কি দেখিতে পাইতেছেন না যে, আমার হস্ত হইতে শাকের রস নির্গত হইতেছে। প্রভো ! উহা দেখিয়াই আমি মহাহর্ষে নৃত্য করিতেছি ॥ ৪৫½

ইহা শ্রবণ করত মহাদেব হাস্য করত আসক্তিতে মোহিত মুনিকে বলিলেন,—আমার ত' ইহা দেখিয়া বিস্ময় হইতেছে না। তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর ॥ ৪৬½

রাজেন্দ্র ! মুনিশ্রেষ্ঠ মঙ্কণককে এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান্

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং মহাদেবেন ধীমতা ॥ ৪৭
অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র স্বঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽভবৎ ।
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্ রাজন্ নির্গতং হিমসন্নিভম্ ॥৪৮
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ ।
মেনে দেবং মহাদেবমিদং চোবাচ বিস্মিতঃ ॥ ৪৯
নান্যং দেবাদহং মন্যে রুদ্রাৎ পরতরং মহৎ ।
সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃৎ ॥ ৫০
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং বদন্তীহ মনীষিণঃ ।
ত্বামেব সর্বং ব্রজতি পুনরেব যুগক্ষয়ে ॥ ৫১
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং কুতো ময়া ।
ত্বয়ি সর্বে স্ম দৃশ্যন্তে ভাবা যে জগতি স্থিতাঃ ॥ ৫২
ত্বামুপাসন্ত বরদং দেবা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ ।
সর্বস্ত্বমসি দেবানাং কর্তা কারয়িতা চ হ ॥ ৫৩
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ ।

মহাদেব নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগ ক্ষত করিয়া দিলেন। তখন সেই ক্ষতস্থান দিয়া হিমের (বরফের) ন্যায় শুভ্রবর্ণের ভস্ম বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৪৭-৪৮

রাজন্ ! ইহা দেখিয়া মুনি লজ্জিত হইলেন এবং মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন। তিনি মহাদেবকে বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৯

ভগবন্ ! আমি রুদ্রদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে অতিশয় মহান্ বলিয়া মনে করি না। আপনিই দেবতা ও অসুরগণের সহিত সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ ত্রিশূলধারী মহাদেব ॥ ৫০

মনীষী পুরুষসকল বলেন—আপনিই এই সম্পূর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রলয়ের সময় সারা জগৎ আপনাতেই বিলীন হইয়া যাইবে ॥ ৫১

সমস্ত দেবতাগণও আপনাকে যথার্থরূপে জানিতে পারেন না, সুতরাং আমি কিরূপে আপনাকে জানিতে সমর্থ হইব ? জগতে যাহা কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই আপনাতেই বিদ্যমান আছে ॥ ৫২

হে অনঘ ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণও বরদায়ক প্রভু আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। আপনি সর্বস্বরূপ। দেবগণের কর্ত্তা এবং কারয়িতাও আপনি। আপনারই প্রসাদে সমস্ত দেবতারা এখানে নির্ভয় হইয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৫৩½

(ত্বং প্রভুঃ পরমৈশ্বর্য্যাদধিকং ভাসি শঙ্কর
ত্বয়ি ব্রহ্মা চ শক্রশ্চ লোকান্ সন্ধার্য্য তিষ্ঠতঃ ॥
ত্বন্মূলঞ্চ জগৎ সর্বং ত্বদন্তং হি মহেশ্বর
ত্বয়া হি বিততা লোকাঃ সপ্তেমে সর্বসম্ভব ॥
সর্বথা সর্বভূতেশ ত্বামেবার্চন্তি দেবতাঃ ।
ত্বন্ময়ং হি জগৎ সর্বং ভূতং স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥
স্বর্গঞ্চ পরমং স্থানং নৃণামভ্যুদয়ার্থিনাম্ ।
দদাসি কর্মিণাং কর্ম ভাবয়ন্ ধ্যানযোগতঃ ॥
ন বৃথাস্তি মহাদেব প্রসাদস্তে মহেশ্বর ।
যস্মাৎ ত্বয়োপকরণাৎ করোমি কমলেক্ষণ ॥
প্রপদ্যে শরণং শম্ভুং সর্বদা সর্বতঃ স্থিতম্ ।)
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽভবৎ ॥ ৫৪
যদিদং চাপলং দেব কৃতমেতৎ স্ময়াদিকম্ ।
ততঃ প্রসাদয়ামি ত্বাং তপো মে ন ক্ষরেদিতি ॥ ৫৫
ততো দেবঃ প্রীতমনাস্তমৃষিং পুনরব্রবীৎ ।
তপস্তে বর্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা ॥ ৫৬
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সার্ধমহং সদা ।
সপ্তসারস্বতে চাস্মিন্ যো মামর্চিষ্যতে নরঃ ॥ ৫৭
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিদ্ ভবিতেহ পরত্র বা ।
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮
এতন্মঙ্কণকস্যাপি চরিতং ভূরিতেজসঃ ।
স হি পুত্রঃ সুকন্যায়ামুৎপন্নো মাতরিশ্বনা ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

(শঙ্কর ! আপনি সকলের প্রভু ; আপনার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যে আপনার অধিক শোভা হইতেছে। সকলের উৎপত্তির হেতুভূত পরমেশ্বর ! এই সপ্ত লোক আপনার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিস্তৃত হইয়া আছে ॥

সর্ব্বভূতেশ্বর ! দেবগণ সর্ব্বপ্রকারে আপনারই পূজা করিয়া থাকেন। সম্পূর্ণ বিশ্ব এবং চরাচর ভূতসকলের উপাদান কারণ আপনি-ই ॥

আপনিই অভ্যুদয়কামী সৎকর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যগণের কর্ম্মসকল ধ্যানযোগে বিচার করত উত্তমপদ স্বর্গলোক প্রদান করেন ॥

মহাদেব ! মহেশ্বর ! কমলনয়ন ! আপনার কৃপাপ্রসাদ কখনও ব্যর্থ হয় না। আপনার প্রদত্ত সামগ্রীর দ্বারা আমি কার্য্য করিতেছি, অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে স্থিত সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ শঙ্কর আপনার আমি শরণ গ্রহণ করিলাম।)

এইরূপে মহাদেবের স্তুতি করিয়া সেই মহর্ষি মঙ্কণক মস্তক নত করত এই কথা বলিলেন—দেব ! আমি যে এই অহঙ্কারাদি প্রকাশ করিবার চপলতা করিয়াছি, উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার তপস্যা যেন নষ্ট না হয় ॥ ৫৪ ৫৫

এই কথা শ্রবণ করত মহাদেব প্রসন্ন হইলেন। তিনি পুনরায় সেই মহর্ষি মঙ্কণককে বলিলেন—বিপ্রবর ! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইবে। আমি এই আশ্রমে সর্ব্বদা তোমার সহিত বাস করিব। যে ব্যক্তি এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার পূজা করিবে, তাহার পক্ষে ইহলোক ও পরলোকে কোন কিছুই দুর্লভ হইবে না। সে সারস্বত-লোকে গমন করিবে —ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫৬-৫৮

এই মহাতপস্বী মঙ্কণক-মুনির চরিত্র বর্ণনা করিলাম। পবনদেব সুকন্যার গর্ভে ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(ঔশনস-কপালমোচনতীর্থয়োর্মাহাত্ম্যকথনম্, রুষঙ্গোরাশ্রমে পৃথূদক-তীর্থস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।)

উষিত্বা তত্র রামস্তু সম্পূজ্যাশ্রমবাসিনঃ।
তথা মঙ্কণকে প্রীতিং শুভাং চক্রে হলায়ুধঃ ॥১
পূজিতো মুনিসঙ্ঘৈশ্চ প্রাতরুত্থায় লাঙ্গলী ॥ ২
অনুজ্ঞাপ্য মুনীন্ সর্বান্ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ ভারত
প্রযযৌ ত্বরিতো রামস্তীর্থহেতোর্মহাবলঃ ॥ ৩
ততস্ত্বৌশনসং তীর্থমাজগাম হলায়ুধঃ।
কপালমোচনং নাম যত্র মুক্তো মহামুনিঃ ॥ ৪
মহতা শিরসা রাজন্ গ্রস্তজঙ্ঘো মহোদরঃ।
রাক্ষসস্য মহারাজ রামক্ষিপ্তস্য বৈ পুরা ॥ ৫
তত্র পূর্বং তপস্তপ্তং কাব্যেন সুমহাত্মনা।
যত্রাস্য নীতিরখিলা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ ॥ ৬
যত্রস্থশ্চিন্তয়ামাস দৈত্যদানববিগ্রহম্।
তৎ প্রাপ্য চ বলো রাজংস্তীর্থপ্রবরমুত্তমম্ ॥ ৭
বিধিবদ্ বৈ দদৌ বিত্তং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।

জনমেজয় উবাচ।

কপালমোচনং ব্রহ্মন্ কথং যত্র মহামুনিঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

মুক্তঃ কথং চাস্য শিরো লগ্নং কেন চ হেতুনা।
পুরা বৈ দণ্ডকারণ্যে রাঘবেণ মহাত্মনা ॥ ৯
বসতা রাজশার্দূল রাক্ষসান্ শময়িষ্যতা।
জনস্থানে শিরশ্ছিন্নং রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১০
ক্ষুরেণ শিতধারেণ উৎপপাত মহাবনে।
মহোদরস্য তল্লগ্নং জঙ্ঘায়াং বৈ যদৃচ্ছয়া ॥১১
বনে বিচরতো রাজন্নস্থি ভিত্ত্বাস্ফুরৎ তদা।
স তেন লগ্নেন তদা দ্বিজাতির্ন শশাক হ ॥ ১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ঔশনস ও কপালমোচন তীর্থের মাহাত্ম্যকথন এবং রুষঙ্গুর আশ্রমে স্থিত পৃথূদক তীর্থের মহিমাবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই সপ্ত সারস্বত-তীর্থে অবস্থান করত হলধর বলরাম আশ্রমবাসী ঋষিগণের পূজা করিলেন এবং মঙ্কণকমুনির প্রতি নিজের উত্তম প্রীতি জানাইলেন ॥ ১

ভরতনন্দন! সেখানে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করত সেই রাত্রিতে নিবাস করিবার পর প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া মুনি-মণ্ডলীর দ্বারা সম্মানিত মহাবল লাঙ্গলধারী বলরাম পুনরায় তীর্থের জলে স্নান করিলেন এবং সমস্ত ঋষি-মুনিগণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অন্য তীর্থে গমন করিবার জন্য অতিসত্বর সেস্থান হইতে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২-৩

তদনন্তর হলধর বলরাম ঔশনস-তীর্থে আসিলেন। ইঁহার অপর একটি নাম কপালমোচন-তীর্থ। মহারাজ! পূর্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীরাম এক রাক্ষসকে বিনাশ করত তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তাহার বিশাল মস্তক মহামুনি মহোদরের জঙ্ঘাতে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই মহামুনি এই তীর্থে স্নান করিলে পর উক্ত কপাল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪-৫

মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এ স্থানে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার হৃদয়ে সম্পূর্ণ নীতিবিদ্যা প্রস্ফুরিত হইয়াছিল ॥৬

সেস্থানে থাকিয়াই তিনি দৈত্য অথবা দানবগণের যুদ্ধবিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন। রাজন্! এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে উপস্থিত হইয়া বলরাম মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধনদান করিলেন ॥৭½

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই তীর্থের নাম 'কপালমোচন' কিরূপে হইল, যেস্থানে মহামুনি মহোদর মুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন? তাঁহার জঙ্ঘায় সেই রাক্ষস-মস্তক কিভাবে এবং কি কারণে সংলগ্ন হইয়াছিল? ৮½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহা বহুকাল পূর্ব্বের কথা, যখন রঘুকুলতিলক মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিবার সময় রাক্ষসগণকে সংহার করিতে অভিলাষী হইলেন, তখন তীক্ষ্ণধার ক্ষুর-বাণে জনস্থানে সেই দুরাত্মা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক বিশাল বনে উপরের দিকে উত্থিত হইল এবং দৈবযোগে বনে বিচরণকারী মহোদর-মুনির জঙ্ঘায় যাইয়া সংলগ্ন হইল। হে রাজন্! সেই সময় এই জঙ্ঘা তাঁহার অস্থিভেদ করত রাক্ষস-মস্তক মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯-১১½

সেই মস্তক জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়া যাওয়ায় মহাবুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ কোন তীর্থ কিংবা দেবালয়ে অনায়াসে আসিতে পারিতেন না ॥১২½

অভিগম্ভং মহাপ্রাজ্ঞাতীর্থান্যায়তনানি চ।
স পূতিনা বিস্রবতা বেদনার্তো মহামুনিঃ ॥ ১৩
জগাম সর্বতীর্থানি পৃথিব্যাং চেতি নঃ শ্রুতম্।
স গত্বা সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাংশ্চ মহাতপাঃ ॥ ১৪
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।
আপ্লুত্য সর্বতীর্থেষু ন চ মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥ ১৫
স তু শুশ্রাব বিপ্রেন্দ্র মুনীনাং বচনং মহৎ।
সরস্বত্যাস্তীর্থবরং খ্যাতমৌশনসং তদা ॥ ১৬
সর্বপাপপ্রশমনং সিদ্ধিক্ষেত্রমনুত্তমম্।
স তু গত্বা ততস্তত্র তীর্থমৌশনসং দ্বিজঃ ॥ ১৭
তত ঔশনসে তীর্থে তস্যোপস্পৃশতস্তদা।
তচ্ছিরশ্চরণং মুক্ত্বা পপাতান্তর্জলে তদা ॥ ১৮
বিমুক্তস্তেন শিরসা পরং সুখমবাপ হ।
স চাপ্যন্তর্জলে মূর্ধা জগামাদর্শনং বিভো ॥ ১৯

ততঃ স বিশিরা রাজন্ পূতাত্মা বীতকল্মষঃ।
আজগামাশ্রমং প্রীতঃ কৃতকৃত্যো মহোদরঃ ॥ ২০
সোঽথ গত্বাঽঽশ্রমং পুণ্যং বিপ্রমুক্তো মহাতপাঃ।
কথয়ামাস তৎ সর্বমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ২১
তে শ্রুত্বা বচনং তস্য ততস্তীর্থস্য মানদ।
কপালমোচনমিতি নাম চক্রুঃ সমাগতাঃ ॥ ২২
স চাপি তীর্থপ্রবরং পুনর্গত্বা মহানৃষিঃ।
পীত্বা পয়ঃ সুবিপুলং সিদ্ধিমায়াৎ তদা মুনিঃ ॥ ২৩
তত্র দত্ত্বা বহূন্ দায়ান্ বিপ্রান্ সম্পূজ্য মাধবঃ।
জগাম বৃষ্ণিপ্রবরো রুষঙ্গোরাশ্রমং তদা ॥ ২৪
যত্র তপ্তং তপো ঘোরমার্ষ্টিষেণেন ভারত।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। ২৫
সর্বকামসমৃদ্ধঞ্চ তদাশ্রমপদং মহৎ
মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব সেবিতং সর্বদা বিভো ॥ ২৬

সেই মস্তক হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূয বাহির হইতে লাগিল এবং মহামুনি মহোদর তখন বেদনায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। আমরা শুনিয়াছি যে, মহামুনি মহোদর তখন অতিকষ্টে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৩॥

সেই মহাতপস্বী মহর্ষি সমস্ত নদীসকল এবং সমুদ্রসমূহ যাত্রা করত সেখানে নিবাসকারী পবিত্রাত্মা মুনিগণকে সেই সব বৃত্তান্ত বলিলেন। সমস্ত তীর্থে স্নান করিয়াও তিনি সেই কপাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই ॥ ১৪-১৫

বিপ্রবর! তিনি মুনিগণের মুখ হইতে এই মহত্বপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিলেন যে, সরস্বতীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ 'ঔশনস' নামে প্রসিদ্ধ সমস্ত পাপ নাশ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বোত্তম সিদ্ধিক্ষেত্র ॥১৬॥

তদনন্তর সেই ব্রহ্মর্ষি সেখানে উশনস-তীর্থে গমন করিলেন এবং তাঁহার জলে আচমন ও স্নান করিলেন। সেই সময় উক্ত কপাল (রাক্ষসমস্তক) তাঁহার চরণ পরিত্যাগ করত জলের মধ্যে পতিত হইল ॥ ১৭-১৮

প্রভো! সেই মস্তক হইতে মুক্ত হইলে পর মহোদর-মুনি অতিশয় সুখ লাভ করিলেন। এই সময় সেই মস্তকও জল্মা পরিত্যাগপূর্ব্বক জলমধ্যে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইল ॥ ১৯

রাজন্! সেই কপাল হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপ এবং পবিত্র-চিত্ত মহোদরমুনি কৃতকৃত্য হইয়া প্রীতি সহকারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২০

সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া সেই মহাতপস্বী মুনি নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করত সেস্থানে স্থিত পূতাত্মা ঋষিগণকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ২১

মানদ! তদনন্তর সেখানে সমবেত মহর্ষিগণ মহোদরমুনির কথা শ্রবণ করত সেই তীর্থের 'কপালমোচন' নাম প্রদান করিলেন ॥ ২২

ইহার পর মহর্ষি মহোদর পুনরায় সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে গমন করিলেন এবং সেখানে প্রচুর জলপান করিয়া উত্তম সিদ্ধিলাভ করিলেন ॥ ২৩

বৃষ্ণিবংশভূষণ বলরাম সেখানে ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তাঁহাদিগকে উত্তম ধনসকল প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি রুষঙ্গুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২৪

ভরতনন্দন! এখানেই আর্ষ্টিসেন-মুনি ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এস্থানেই মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৫

প্রভো! এই বিশাল আশ্রম সমস্ত মনোবাঞ্ছিতসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। এখানে বহুসংখ্যক মুনি ও ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকেন ॥ ২৬

ততো হলধরঃ শ্রীমান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
জগাম তত্র রাজেন্দ্র রুষঙ্গুস্তুমত্যজৎ ॥ ২৭
রুষঙ্গুর্ব্রাহ্মণো বৃদ্ধস্তপোনিত্যশ্চ ভারত।
দেহন্যাসে কৃতমনা বিচিন্ত্য বহুধা তদা ॥ ২৮
ততঃ সর্বানুপাদায় তনয়ান্ বৈ মহাতপাঃ।
রুষঙ্গুরব্রবীৎ তত্র নয়ধ্বং মাং পৃথূদকম্ ॥ ২৯
বিজ্ঞায়াতীতবয়সং রুষঙ্গুং তে তপোধনাঃ।
তঞ্চ তীর্থমুপানিন্যুঃ সরস্বত্যাস্তপোধনম্ ॥৩০
স তৈঃ পুত্রৈস্তদা ধীমানানীতো বৈ সরস্বতীম্।
পুণ্যাং তীর্থশতোপেতাং বিপ্রসঙ্ঘৈর্নিষেবিতাম্ ॥৩১
স তত্র বিধিনা রাজন্নাপ্লুত্য সুমহাতপাঃ।
জ্ঞাত্বা তীর্থগুণাংশ্চৈব প্রাহেদমৃষিসত্তমঃ ॥ ৩২
সুপ্রীতঃ পুরুষব্যাঘ্র সর্বান্ পুত্রানুপাসতঃ।
সরস্বত্যুত্তরে তীরে যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্ ॥ ৩৩
পৃথূদকে জপ্যপরো নৈনং শ্বোমরণং তপেৎ।
তত্রাপ্লুত্য স ধর্মাত্মা উপস্পৃশ্য হলায়ুধঃ ॥ ৩৪
দত্ত্বা চৈব বহূন্ দায়ান্ বিপ্রাণাং বিপ্রবৎসলঃ।
সসর্জ যত্র ভগবাঁল্লোকাঁল্লোকপিতামহঃ ॥ ৩৫
যত্রার্ষ্টিষেণঃ কৌরব্য ব্রাহ্মণ্যং সংশিতব্রতঃ।
তপসা মহতা রাজন্ প্রাপ্তবানৃষিসত্তমঃ ॥ ৩৬
সিন্ধুদ্বীপশ্চ রাজর্ষির্দেবাপিশ্চ মহাতপাঃ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ যত্র বিশ্বামিত্রস্তথা মুনিঃ ॥ ৩৭
মহাতপস্বী ভগবানুগ্রতেজা মহাযশাঃ।
তত্রাজগাম বলবান্ বলভদ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

রাজেন্দ্র! তাহার পর শ্রীমান্ হলধর বলরাম ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে রুষঙ্গুমুনি নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৭

ভারত! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রুষঙ্গু সদা তপস্যায় নিরত থাকিতেন। এক সময় সেই মহাতপস্বী রুষঙ্গুমুনি দেহত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত করত বহু কিছু চিন্তা করিয়া নিজের সমস্ত পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া আনিলেন এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আমাকে পৃথূদক-তীর্থে লইয়া চল ॥ ২৮-২৯

সেই তপস্বী পুত্রগণ তপোধন রুষঙ্গুকে অত্যন্ত বৃদ্ধ জানিয়া তাঁহাকে সরস্বতীর উত্তম তীর্থে লইয়া যাইলেন ॥ ৩০

রাজন্! নরব্যাঘ্র! এই পুত্রগণ যখন সেই বুদ্ধিমান্ মুনিকে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিতা এবং শত শত তীর্থসমূহে সুশোভিতা পুণ্যসলিলা সরস্বতীর তীরে লইয়া আসিলেন, তখন সেই মহাতপস্বী মহর্ষি সেখানে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত তীর্থের গুণসমূহ অবগত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে উপবিষ্ট সকল পুত্রকে প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৩১-৩২½

যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরতীরে পৃথূদক-তীর্থে জপ করিতে করিতে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে ভাবী কালে পুনরায় মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না ॥ ৩৩½

ধর্ম্মাত্মা বিপ্রবৎসল হলধর বলরাম এই তীর্থে স্নান ও আচমন করত ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিলেন ॥ ৩৪½

কুরুবংশভূষণ নরেশ! তাহার পর বলবান্ ও প্রতাপশালী বলভদ্র সেই তীর্থে আসিলেন, যেখানে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্য করিয়াছিলেন, যেখানে কঠোরব্রতপালনকারী মুনিশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ অতিশয় ঘোর তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং যেখানে রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপস্বী দেবাপি এবং মহাযশস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্রমুনিও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতোপাখ্যানবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[আর্ষ্টিষেণ-বিশ্বামিত্রয়োস্তপস্যা, বরপ্রাপ্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথমার্ষ্টিষেণো ভগবান্ বিপুলং তপ্তবাংস্তপঃ।
সিন্ধুদ্বীপঃ কথং চাপি ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবাংস্তদা ॥ ১

দেবাপিশ্চ কথং ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রশ্চ সত্তম।
তন্মমাচক্ষ্ব ভগবন্ পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পুরা কৃতযুগে রাজন্নার্ষ্টিষেণো দ্বিজোত্তমঃ
বসন্ গুরুকুলে নিত্যং নিত্যমধ্যয়নে রতঃ ॥ ৩

তস্য রাজন্ গুরুকুলে বসতো নিত্যমেব চ।
সমাপ্তিং নাগমদ্ বিদ্যা নাপি বেদা বিশাম্পতে ॥ ৪

স নির্বিণ্ণস্ততো রাজংস্তপস্তেপে মহাতপাঃ।
ততো বৈ তপসা তেন প্রাপ্য বেদাননুত্তমান্ ॥ ৫

স বিদ্বান্ বেদযুক্তশ্চ সিদ্ধশ্চাপ্যৃষিসত্তমঃ।
তত্র তীর্থে বরান্ প্রাদাৎ ত্রীনেব সুমহাতপাঃ ॥ ৬

অস্মিংস্তীর্থে মহানদ্যা অদ্যপ্রভৃতি মানবঃ।
আপ্লুতো বাজিমেধস্য ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্ ॥ ৭

অদ্য প্রভৃতি নৈবাত্র ভয়ং ব্যালাদ্ ভবিষ্যতি।
অপি চাল্পেন কালেন ফলং প্রাপ্স্যতি পুষ্কলম্। ৮

এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম ত্রিদিবং মুনিঃ।
এবং সিদ্ধঃ স ভগবানার্ষ্টিষেণঃ প্রতাপবান্ ॥ ৯

তস্মিন্নেব তদা তীর্থে সিন্ধুদ্বীপঃ প্রতাপবান্।
দেবাপিশ্চ মহারাজ ব্রাহ্মণ্যং প্রাপতুর্মহৎ ॥ ১০

তথা চ কৌশিকস্তাত তপোনিত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
তপসা বৈ সুতপ্তেন ব্রাহ্মণত্বমবাপ্তবান্ ॥ ১১

গাধির্নাম মহানাসীৎ ক্ষত্রিয়ঃ প্রথিতো ভুবি।
তস্য পুত্রোঽভবদ্ রাজন্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১২

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[আর্ষ্টিষেণ ও বিশ্বামিত্রের তপস্যা এবং বরপ্রাপ্তি।]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! পূজ্য আর্ষ্টিষেণ সেখানে কিভাবে অতিশয় ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন? ভগবন্! এই সমস্ত আমাকে বলুন। ইহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎসুক হইতেছে ॥ ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পুরাকালে সত্যযুগে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আর্ষ্টিষেণ সর্ব্বদা গুরুকুলে বাস করিতে করিতে নিরন্তর বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নে নিরত ছিলেন ॥ ৩

প্রজানাথ! নরেশ্বর! গুরুকুলে সর্ব্বদা বাস করিয়াও তাঁহার বিদ্যা সমাপ্ত হইল না এবং তিনি সম্পূর্ণ বেদ অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪

নরেশ্বর! ইহাতে মহাতপস্বী আর্ষ্টিষেণ খিন্ন ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তারপর তিনি সরস্বতীর সেই তীর্থে যাইয়া তপস্যা করিলেন। এই তপস্যার প্রভাবে উত্তম বেদসকলের জ্ঞানলাভ করত তিনি ঋষিশ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া যাইলেন। তদনন্তর এই মহাতপস্বী আর্ষ্টিষেণ সেই তীর্থকে তিনটি বরদান করিলেন ॥ ৫-৬

আজ হইতে যে মনুষ্য মহানদী সরস্বতীর এই তীর্থে স্নান করিবে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের সর্ব্বোত্তম ফললাভে সমর্থ হইবে। আজ হইতে এই তীর্থে কাহারও সর্পের ভয় হইবে না। অল্প সময়ের জন্যও এই তীর্থসেবন করিলে মানুষ বহু অধিক ফল লাভ করিবে ॥ ৭-৮

এই কথা বলিয়া সেই মহাতেজস্বী আর্ষ্টিষেণমুনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এইরূপ পূজনীয় ও প্রতাপশালী আর্ষ্টিষেণ ঋষি সেই তীর্থে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯

মহারাজ! সেই দিনেই ঐ তীর্থে প্রতাপী সিন্ধুদ্বীপ ও দেবাপি তপস্যা করত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১০

তাত! কুশিকবংশজাত বিশ্বামিত্রও এই স্থানেই নিরন্তর ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি এই উগ্র তপস্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১১

রাজন্! পূর্ব্বে এই ভূতলে গাধিনামে বিখ্যাত উত্তম ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র তাঁহারই পুত্র ছিলেন ॥ ১২

স রাজা কৌশিকস্তাত মহাযোগাভবৎ কিল।
স পুত্রমভিষিচ্যাথ বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ ॥ ১৩
দেহন্যাসে মনশ্চক্রে তমূচুঃ প্রণতাঃ প্রজাঃ।
ন গন্তব্যং মহাপ্রাজ্ঞ ত্রাহি চাস্মান্ মহাভয়াৎ ॥ ১৪
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ততো গাধিঃ প্রজাস্ততঃ।
বিশ্বস্য জগতো গোপ্তা ভবিষ্যতি সুতো মম ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা তু ততো গাধির্বিশ্বামিত্রং নিবেশ্য চ।
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ বিশ্বামিত্রোঽভবন্নৃপঃ ॥ ১৬
ন স শক্নোতি পৃথিবীং যত্নবানপি রক্ষিতুম্।
ততঃ শুশ্রাব রাজা স রাক্ষসেভ্যো মহাভয়ম্ ॥ ১৭
নির্যযৌ নগরাচ্চাপি চতুরঙ্গবলান্বিতঃ।
স গত্বা দূরমধ্বানং বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ১৮
তস্য তে সৈনিকা রাজংশ্চক্রুস্তত্রানযান্ বহূন্।
ততস্তু ভগবান্ বিপ্রো বশিষ্ঠোঽশ্রমমভ্যয়াৎ ॥ ১৯
দদৃশেঽথ ততঃ সর্ব্বং ভজ্যমানং মহাবনম্
তস্য ক্রুদ্ধো মহারাজ বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥ ২০
সৃজস্ব শবরান্ ঘোরানিতি স্বাং গামুবাচ হ।
তথোক্তা সাসৃজদ্ ধেনুঃ পুরুষান্ ঘোরদর্শনান্ ॥ ২১
তে তু তদ্বলমাসাদ্য বভঞ্জুঃ সর্ব্বতোদিশম্।
তচ্ছ্রুত্বা বিদ্রুতং সৈন্যং বিশ্বামিত্রস্তু গাধিজঃ ॥ ২২
তপঃ পরং মন্যমানস্তপস্যেব মনো দধে।
সোঽস্মিংস্তীর্থবরে রাজন্ সরস্বত্যাঃ সমাহিতঃ ॥ ২৩
নিয়মৈশ্চোপবাসৈশ্চ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ।
জলাহারো বায়ুভক্ষঃ পর্ণাহারশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২৪
তথা স্থণ্ডিলশায়ী চ যে চান্যে নিয়মাঃ পৃথক্।
অসকৃত্তস্য দেবাস্তু ব্রতবিঘ্নং প্রচক্রিরে ॥ ২৫

তাত! কুশিকবংশধর রাজা গাধি মহাযোগী এবং অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুত্র বিশ্বামিত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেহত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। তখন সমস্ত প্রজারা নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—মহাবুদ্ধিমান্ নরেশ! আপনি কোথাও যাইবেন না, এ স্থানে থাকিয়া আপনি আমাদিগকে এই জগতের মহাভয় হইতে রক্ষা করুন ॥ ১৩-১৪

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর গাধি সমস্ত প্রজাদিগকে বলিলেন,—আমার পুত্র বিশ্বামিত্র এই সম্পূর্ণ জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইবে (অতএব তোমরা ভীত হইও না।) ॥১৫

রাজন্! এই কথা বলিয়া রাজা গাধি বিশ্বামিত্রকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তাহার পর বিশ্বামিত্র রাজা হইলেন ॥ ১৬

তিনি যত্ন করিতে থাকিলেও সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলকে রক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। একদিন রাজা বিশ্বামিত্র শুনিলেন যে, প্রজাগণ রাক্ষসদের নিকট হইতে মহাভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৭

তখন তিনি চতুরঙ্গিণী সৈন্য লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু দূর পর্য্যন্ত গমন করত বশিষ্ঠের আশ্রমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

রাজন্! তাঁহার এই সৈন্যরা সেখানে বহু অন্যায় ও অত্যাচার করিলেন। তদনন্তর পূজ্য মহর্ষি বশিষ্ঠ কোনস্থান হইতে নিজ আশ্রমে আসিলেন ॥ ১৯

আশ্রমে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সেই বিশাল বন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। মহারাজ! ইহা দেখিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ রাজা বিশ্বামিত্রের উপর কুপিত হইয়া উঠিলেন ॥ ২০

তারপর তিনি নিজ ধেনু নন্দিনীকে বলিলেন,—তুমি ভয়ঙ্কর ভীল-জাতির সৈন্যগণকে সৃজন কর। তিনি এইরূপ আজ্ঞাদান করিলে পর তাঁহার হোমধেনু এরূপ পুরুষসকল সৃষ্টি করিলেন, যাঁহারা দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিলেন ॥ ২১

ইঁহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে চারিদিকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র যখন ইহা শুনিলেন যে, আমার সৈন্যরা পলাইয়া গিয়াছে, তখন তপস্যাকেই অধিক প্রবল মনে করিয়া তিনি তপস্যাতে মনঃসংযোগ করিলেন ॥ ২২

রাজন্! তিনি সরস্বতীর সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে চিত্তকে একাগ্র করিয়া নিয়ম ও উপবাস সহকারে নিজ দেহকে শুষ্ক করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৩

তিনি কখনও জলপান করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন কখনও বায়ু আহার করিতেন এবং পত্র ভক্ষণ করিতেন। সদা ভূমিকেই বেদী করিয়া শয়ন করিতেন এবং তপস্যাসম্বন্ধীয় যে সমস্ত অন্য নিয়ম আছে, সেই সবও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

দেবতাগণ তাঁহার ব্রতে বারংবার বিঘ্নসৃষ্টি করিতে লাগিলেন;

ন চাস্য নিয়মাদ্ বুদ্ধিরপযাতি মহাত্মনঃ ।
ততঃ পরেণ যত্নেন তপ্ত্বা বহুবিধং তপঃ ॥ ২৬

তেজসা ভাস্করাকারো গাধিজঃ সমপদ্যত ।
তপসা তু তথা যুক্তং বিশ্বামিত্রং পিতামহঃ ॥ ২৭

অমন্যত মহাতেজা বরদো বরমস্য তৎ ।
স তু বব্রে বরং রাজন্ স্যামহং ব্রাহ্মণস্ত্বিতি ॥ ২৮

তথেতি চাব্রবীদ্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ।
স লব্ধ্বা তপসোগ্রেণ ব্রাহ্মণত্বং মহাযশাঃ ॥ ২৯

বিচচার মহীং কৃৎস্নাং কৃতকামঃ সুরোপমঃ ।
তস্মিংস্তীর্থবরে রামঃ প্রদায় বিবিধং বসু ॥ ৩০

পয়স্বিনীস্তথা ধেনূর্যানানি শয়নানি চ ।
অথ বস্ত্রাণ্যলঙ্কারং ভক্ষ্যং পেয়ঞ্চ শোভনম্ ॥ ৩১

অদদান্মুদিতো রাজন্ পূজয়িত্বা দ্বিজোত্তমান্ ।
যযৌ রাজংস্ততো রামো বকস্যাশ্রমমন্তিকাৎ ।
যত্র তেপে তপস্তীব্রং দাল্‌ভ্যো বক ইতি শ্রুতিঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

কিন্তু এই মহাত্মার বুদ্ধি কখনও নিয়ম হইতে বিচলিত হয় নাই ॥ ২৫।

তদনন্তর অতিশয় প্রযত্নের দ্বারা নানাপ্রকার তপস্যা করত গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র নিজ তেজে সূর্য্যসদৃশ প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৬।

বিশ্বামিত্রকে এতাদৃশ তপস্যাযুক্ত দেখিয়া মহাতেজস্বী ও বরদায়ক ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করিতে অভিলাষী হইলেন ॥ ২৭।

রাজন্! তখন তিনি এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি যেন ব্রাহ্মণ হইয়া যাই'। সর্ব্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া বরদান করিলেন ॥ ২৮।

এই উগ্র তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত সফলমনোরথ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র দেবতাসদৃশ সমস্ত ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯।

রাজন্! বলরাম সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে উত্তম ব্রাহ্মণগণের পূজা করত তাঁহাদিগকে দুগ্ধবতী গাভী, বাহন, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ভোজন ও পানযোগ্য বস্তুসকল প্রীতিসহকারে দান করিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে বকের আশ্রমে গমন করিলেন, যেখানে দল্‌ভপুত্র বক তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন ॥৩০-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বতের উপাখ্যানবিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[অবাকীর্ণ-যাযাত-তীর্থমহিমপ্রসঙ্গেন দাল্ভ্যচরিত্র-বর্ণনম্, যযাতের্যজ্ঞকথনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ব্রহ্মযোনেরবাকীর্ণং জগাম যদুনন্দনঃ ।
যত্র দাল্ভ্যো বকো রাজন্নাশ্রমস্থো মহাতপাঃ ॥ ১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং বৈচিত্রবীর্য্যিণঃ ।
তপসা ঘোররূপেণ কর্ষয়ন্ দেহমাত্মনঃ ॥ ২
ক্রোধেন মহতাঽঽবিষ্টো ধর্মাত্মা বৈ প্রতাপবান্ ।
পুরা হি নৈমিষীয়াণাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥ ৩
বৃত্তে বিশ্বজিতোঽন্তে বৈ পঞ্চালানৃষয়োঽগমন্ ।
তত্রেশ্বরমযাচন্ত দক্ষিণার্থং মনস্বিনঃ ॥ ৪
(তত্র তে লেভিরে রাজন্ পঞ্চালেভ্যো মহর্ষয়ঃ)
বলান্বিতান্ বৎসতরান্ নির্ব্যাধীনেকবিংশতিম্ ।
তানব্রবীদ্ বকো দাল্ভ্যো বিভজধ্বং পশূনিতি ॥ ৫
পশূনেতানহং ত্যক্ত্বা ভিক্ষিষ্যে রাজসত্তমম্ ।
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্নৃষীন্ সর্বান্ প্রতাপবান্ ॥৬
জগাম ধৃতরাষ্ট্রস্য ভবনং ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
স সমীপগতো ভূত্বা ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৭
অযাচত পশূন্ দাল্ভ্যঃ স চৈনং রুষিতোঽব্রবীৎ
যদৃচ্ছয়া মৃতা দৃষ্ট্বা গাস্তদা নৃপসত্তমঃ ॥ ৮
এতান্ পশূন্ নয় ক্ষিপ্রং ব্রহ্মবন্ধো যদীচ্ছসি ।
ঋষিস্তথা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ধর্মবিৎ ॥ ৯
অহো বত নৃশংসং বৈ বাক্যমুক্তোঽস্মি সংসদি ।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্তেন রোষাবিষ্টো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১০
মতিং চক্রে বিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রস্য ভূপতেঃ ।
স তুৎকৃত্য মৃতানাং বৈ মাংসানি মুনিসত্তমঃ ॥১১
জুহাব ধৃতরাষ্ট্রস্য রাষ্ট্রং নরপতেঃ পুরা ।
অবাকীর্ণে সরস্বত্যাস্তীর্থে প্রজ্বাল্য পাবকম্ ॥১২

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অবাকীর্ণ ও যাযাত-তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দাল্ভ্যের কথা বর্ণন এবং যযাতির যজ্ঞ বর্ণন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! ব্রাহ্মণত্বদানকারী সেই তীর্থ হইতে প্রস্থিত হইয়া যদুনন্দন বলরাম 'অবাকীর্ণ' তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে আশ্রমে অবস্থান করত মহাতপস্বী ধর্মাত্মা এবং প্রতাপশালী দল্ভপুত্র বক অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভয়ঙ্কর তপস্যার দ্বারা স্বীয় শরীরকে শুষ্ক করিতে থাকিয়া বিচিত্রবীর্য্যনন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে হোম করিয়াছিলেন ॥ ১-২॥

পুরাকালে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বার বর্ষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত এক সত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। যখন এই যজ্ঞ পূর্ণ হইল, তখন সেই সব ঋষি বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞের শেষে পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া এই মনস্বী মুনিগণ সেই দেশের রাজার নিকট হইতে দক্ষিণার জন্য ধন প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩-৪

রাজন্! সেখানে মহর্ষিগণ পাঞ্চালদের নিকট একুশটি বলবান্ ও নীরোগ গোবৎস প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে দল্ভপুত্র বক অন্য সব ঋষিদিগকে বলিলেন,—আপনারা এই পশুগণকে ভাগ করত গ্রহণ করুন। আমি ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন শ্রেষ্ঠ রাজার নিকট হইতে অপর পশুসকল প্রার্থনা করিব ॥ ৫॥

হে রাজন্! সেই সব ঋষিগণকে এই কথা বলিয়া সেই প্রতাপশালী উত্তম ব্রাহ্মণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজভবনে গমন করিলেন ॥ ৬॥

নিকটে যাইয়া দাল্ভ্য কৌরবরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পশুসকল যাচ্ঞা করিলেন। ইহা শ্রবণ করত নৃপশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র কুপিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সেখানে তখন কিছু গরু দৈবেচ্ছায় নিহত হইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধের সহিত বলিলেন—অরে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ! তুমি যদি পশু প্রার্থনা কর, তবে এই নিহত পশুদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও ॥ ৭-৮॥

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষি চিন্তা করিলেন,—অহো! দুঃখের কথা, এই রাজা পূর্ণ সভায় আমাকে এরূপ কঠোর বাক্য বলিলেন? ৯॥

মুহূর্ত্তকাল এরূপ চিন্তা করত রোষাবিষ্ট হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দাল্ভ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিনাশের জন্য মনঃস্থির করিলেন ॥ ১০॥

এই মুনিশ্রেষ্ঠ সেই মৃত পশুদিগকে ছেদন করত তাহাদের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রকে আহুতিদান করিতে লাগিলেন ॥ ১১॥

মহারাজ! সরস্বতী 'অবাকীর্ণ' তীর্থে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মহাতপস্বী দল্ভপুত্র বক উত্তম নিয়ম অবলম্বন করত সেই মৃত

বকো দাল্‌ভ্যো মহারাজ নিয়মং পরমং স্থিতঃ।
স তৈরেব জুহাবাস্য রাষ্ট্রং মাংসৈর্মহাতপাঃ ॥ ১৩
তস্মিংস্তু বিধিবৎ সত্রে সম্প্রবৃত্তে সুদারুণে।
অক্ষীয়ত ততো রাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্থিব ॥ ১৪
ততঃ প্রক্ষীয়মাণং তদ্ রাজ্যং তস্য মহীপতেঃ।
ছিদ্যমানং যথানন্তং বনং পরশুনা বিভো ॥ ১৫
বভূবাপদ্গতং তচ্চ ব্যবকীর্ণমচেতনম্।
দৃষ্ট্বা তথাবকীর্ণং তু রাষ্ট্রং স মনুজাধিপঃ ॥ ১৬
বভূব দুর্মনা রাজংশ্চিন্তয়ামাস চ প্রভুঃ।
মোক্ষার্থমকরোদ্ যত্নং ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ পুরা ॥ ১৭
ন চ শ্রেয়োঽধ্যগচ্ছত্তু ক্ষীয়তে রাষ্ট্রমেব চ।
যদা স পার্থিবঃ খিন্নস্তে চ বিপ্রাস্তদানঘ ॥ ১৮
যদা চাপি ন শক্নোতি রাষ্ট্রং মোক্ষয়িতুং নৃপ।

অথ বৈ প্রাশ্নিকাংস্তত্র পপ্রচ্ছ জনমেজয় ॥ ১৯
ততো বৈ প্রাশ্নিকাঃ প্রাহুঃ পশোর্বিপ্রকৃতস্ত্বয়া।
মাংসৈরভিজুহোতীদং তব রাষ্ট্রং মুনির্বকঃ ॥ ২০
তেন তে হূয়মানস্য রাষ্ট্রস্যাস্য ক্ষয়ো মহান্।
তস্যৈতৎ তপসঃ কর্ম যেন তেঽদ্য লয়ো মহান্ ॥ ২১
অপাং কুঞ্জে সরস্বত্যাস্তং প্রসাদয় পার্থিব।
সরস্বতীং ততো গত্বা স রাজা বকমব্রবীৎ ॥ ২২
নিপত্য শিরসা ভূমৌ প্রাঞ্জলির্ভরতর্ষভ।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্নপরাধং ক্ষমস্ব মে ॥ ২৩
মম দীনস্য লুব্ধস্য মৌর্খ্যেণ হতচেতসঃ।
ত্বং গতিস্ত্বঞ্চ মে নাথঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ২৪
তং তথা বিলপন্তং তু শোকোপহতচেতসম্।
দৃষ্ট্বা তস্য কৃপা যজ্ঞে রাষ্ট্রং তস্য ব্যমোচয়ৎ ॥ ২৫

পশুগণের মাংসের দ্বারা তাঁহার রাষ্ট্রের হোম করিতে থাকিলেন ১২ ১৩

রাজন্! এই ভয়ঙ্কর যজ্ঞ যখন হইতে বিধিঅনুসারে আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্র ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল ॥

প্রভো! যেরূপ বিশাল বন পরশু দ্বারা (কুঠার দ্বারা) ছেদন করা হইলে বিপদাপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রও ক্ষীণ হইতে হইতে অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়া যাইল এবং অচেতনপ্রায় হইল ॥ ১৪ ১৫১

রাজন্! নিজ রাজ্যকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে দেখিয়া সেই নরপতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিজের দেশকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

হে অনঘ! যখন কোনপ্রকারেই এই ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র নিজ রাজ্যের কল্যাণসাধন করিতে পারিলেন না এবং প্রতিদিন উহা ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল, তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং সেই ব্রাহ্মণ গণ অতিশয় খিন্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮

নৃপ জনমেজয়! যখন ধৃতরাষ্ট্র নিজের সেই রাজ্যকে বিপন্মুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি প্রাশ্নিকগণকে (প্রশ্ন করিলে পর যাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয় বলিতে পারেন —গণনাকারিগণকে) আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯

তখন সেই প্রাশ্নিকগণ বলিলেন,—আপনি পশুপ্রার্থনাকারী বকমুনিকে তিরস্কার করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি মৃত পশুদের মাংসের দ্বারা আপনার এই রাজ্যকে নষ্ট করিবার ইচ্ছায় হোম করিতেছেন ॥ ২০

তিনি এই ভাবে হোম করায় আপনার এই রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এ সমস্তই তাঁহার তপস্যার প্রভাব, যাহার দ্বারা আপনার এই দেশ বর্তমানে অতিশয় ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ২১

ভূপাল! সরস্বতীর কুঞ্জে জলের নিকট সেই মুনি বিরাজমান আছেন, আপনি তাঁহাকে প্রসন্ন করুন। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সরস্বতীর তীরে গমন করত বকমুনিকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি ভূতলে মস্তকস্পর্শ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনি দীন, লোভী এবং মূর্খতাবশতঃ হতবুদ্ধি, অতএব অপরাধী আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনিই আমাকে একমাত্র গতি এবং আপনিই আমার রক্ষক। আপনি আমাকে অবশ্যই করুণা করিবেন ॥ ২৩ ২৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ শোকে অচৈতন্য হইয়া বিলাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ২৫

ঋষিঃ প্রসন্নস্তস্যাভূৎ সংরম্ভঞ্চ বিহায় সঃ।
মোক্ষার্থং তস্য রাজ্যস্য জুহাব পুনরাহুতিম্ ॥ ২৬
মোক্ষয়িত্বা ততো রাষ্ট্রং প্রতিগৃহ্য পশূন্ বহূন্।
হৃষ্টাত্মা নৈমিষারণ্যং জগাম পুনরেব সঃ ॥ ২৭
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি ধর্মাত্মা স্বস্থচেতা মহামনাঃ।
স্বমেব নগরং রাজন্ প্রতিপেদে মহর্দ্ধিমৎ ॥ ২৮
তত্র তীর্থে মহারাজ বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
অসুরাণামভাবায় ভবায় চ দিবৌকসাম্ ॥ ২৯
মাংসৈরভিজুহাবেষ্টিমক্ষীয়ন্ত ততোঽসুরাঃ।
দৈবতৈরপি সন্তপ্তা জিতকাশিভিরাহবে ॥ ৩০
তত্রাপি বিধিবদ্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ।
বাজিনঃ কুঞ্জরাংশ্চৈব রথাংশ্চাশ্বতরীযুতান্ ॥ ৩১
রত্নানি চ মহার্হাণি ধনং ধান্যঞ্চ পুষ্কলম্।
যযৌ তীর্থং মহাবাহুর্যাযাতং পৃথিবীপতে ॥ ৩২

ঋষি ক্রোধ পরিত্যাগ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার রাজ্যকে সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য আহুতিদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

এই ভাবে রাজ্যকে বিপন্মুক্ত করিয়া দিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে বহু পশু গ্রহণ করত প্রসন্নচিত্ত হইয়া মহর্ষি দাল্ভ্য পুনরায় নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ২৭

রাজন্! তাহার পর মহামনস্বী ধর্ম্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্রও স্বস্থচিত্ত হইয়া স্বীয় সমৃদ্ধিশালী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! এই তীর্থে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি অসুরদিগকে বিনাশ এবং দেবগণের উন্নতি সাধনের জন্য মাংসসকলের দ্বারা আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতে সেই অসুরগণ ক্ষীণ হইয়া যাইলেন ও যুদ্ধে জয়লাভে সুশোভিত দেবতারা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন ॥ ২৯ ৩০

পৃথ্বীনাথ! মহাযশস্বী মহাবাহু বলরাম সেই তীর্থের ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযোজিত রথ, বহুমূল্য রত্ন এবং প্রচুর ধন-ধান্য দান করত সে স্থান হইতে 'যাযাত' তীর্থে যাত্রা করিলেন ॥ ৩১-৩২

মহারাজ! এখানে পুরাকালে নহুষনন্দন মহাত্মা যযাতি যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং সরস্বতী তাঁহার এই যজ্ঞের জন্য দুগ্ধ ও ঘৃত প্রবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

তত্র যজ্ঞে যযাতেশ্চ মহারাজ সরস্বতী।
সর্পিঃ পয়শ্চ সুস্রাব নাহুষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৩
তত্রেষ্ট্বা পুরুষব্যাঘ্রো যযাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
অক্রামদূর্দ্ধং মুদিতো লেভে লোকাংশ্চ পুষ্কলান্ ॥৩৪
পুনস্তত্র চ রাজ্ঞস্তু যযাতের্যজতঃ প্রভোঃ।
ঔদার্য্যং পরমং কৃত্বা ভক্তিং চাত্মনি শাশ্বতীম্ ॥ ৩৫
দদৌ কামান্ ব্রাহ্মণেভ্যো যান্ যান্ যো মনসেচ্ছতি।
যো যত্র স্থিত এবেহ আহূতো যজ্ঞসংস্তরে ॥ ৩৬
তস্য তস্য সরিচ্ছ্রেষ্ঠা গৃহাদিশয়নাদিকম্।
ষড়্রসং ভোজনং চৈব দানং নানাবিধং তথা ॥ ৩৭
তে মন্যমানা রাজ্ঞস্তু সম্প্রদানমনুত্তমম্
রাজানং তুষ্টুবুঃ প্রীতা দত্ত্বা চৈবাশিষঃ শুভাঃ ॥ ৩৮
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ প্রীতা যজ্ঞস্য সম্পদা।
বিস্মিতা মানুষাশ্চাসন দৃষ্ট্বা তাং যজ্ঞসম্পদম্ ॥ ৩৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপাল যযাতি এস্থানে যজ্ঞ করত প্রসন্নচিত্তে ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া যাইলেন এবং সেখানে তিনি বহু পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৪

শক্তিশালী রাজা যযাতি যখন সেখানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার উৎকৃষ্ট উদারতা দেখিয়া এবং নিজের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি লক্ষ্য করিয়া সরস্বতী সেই যজ্ঞে সমবেত ব্রাহ্মণগণকে মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রদান করিলেন ॥ ৩৫

রাজা যযাতি যজ্ঞমণ্ডপে আহূত হইয়া সমাগত ব্রাহ্মণগণ যে যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের জন্য নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, শয্যা, আসন, ষড়্‌বিধ রসসংযুক্ত ভোজন এবং নানাপ্রকার দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ৩৭

সেই ব্রাহ্মণগণ ইহাই মনে করিতে লাগিলেন যে, রাজাই তাঁহাদের এই সকল দানযোগ্য বস্তু দান করিয়াছেন। তখন তাঁহারা রাজা যযাতিকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করত তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

এই যজ্ঞের সম্পত্তিতে দেবতা এবং গন্ধর্ব্বগণও অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মনুষ্যগণ এই যজ্ঞের বৈভব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩৯

ততস্তালকেতুর্মহাধর্মকেতু—
মহাত্মা কৃতাত্মা মহাদাননিত্যঃ।
বশিষ্ঠাপবাহং মহাভীমবেগং
ধৃতাত্মা জিতাত্মা সমভ্যাজগাম ॥ ৪০

তদনন্তর ধর্ম্মই যাঁহার বিশাল ধ্বজ, যাঁহার পতাকায় তালচিহ্ন সুশোভিত, এবং প্রতিদিন যিনি বিশিষ্ট বস্তুসকল দান করিতেন, সেই মহাত্মা, শিক্ষিতচিত্ত, তীর্থপর্য্যটনে যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় বলরাম সেস্থান হইতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামক তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে সরস্বতীর বেগ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

(বশিষ্ঠাপবাহ-তীর্থস্যোৎপত্তিঃ বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, বশিষ্ঠস্য সহনশীলতাবর্ণনঞ্চ।)

জনমেজয় উবাচ।
বশিষ্ঠস্যাপবাহোঽসৌ ভীমবেগঃ কথং নু সঃ।
কিমর্থঞ্চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা তমৃষিং প্রত্যবাহয়ৎ ॥ ১
কথমস্যাভবদ্ বৈরং কারণং কিঞ্চ তৎ প্রভো।
শংস পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ ন হি তৃপ্যামি তে বচঃ ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ।
বিশ্বামিত্রস্য বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য ভারত।
ভৃশং বৈরমভূদ্ রাজংস্তপঃস্পর্দ্ধাকৃতং মহৎ ॥ ৩
আশ্রমো বৈ বশিষ্ঠস্য স্থাণুতীর্থেঽভবন্মহান্।
পূর্বতঃ পার্শ্বতশ্চাসীদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থের উৎপত্তি, বিশ্বামিত্রের ক্রোধ ও বশিষ্ঠের সহনশীলতা বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—'বশিষ্ঠাপবাহ'-তীর্থে সরস্বতীর জলের বেগ ভয়ঙ্কর ছিল কেন? তাঁহার সহিত শত্রুতাই বা হইল কেন? মহামতে! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তাহা বলুন। আমি আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতেছি না ॥ ১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! তপস্যার স্পর্দ্ধা প্রাপ্ত হওয়া বিশ্বামিত্র এবং ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মধ্যে তীব্র শত্রুতার সৃষ্টি হইল ॥ ৩

সরস্বতীর স্থাণুতীর্থে পূর্ব্বতীরে বশিষ্ঠের একটি বৃহৎ আশ্রম ছিল এবং সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্রমুনির আশ্রম ছিল ॥ ৪

যত্র স্থাণুর্মহারাজ তপ্তবান্ পরমং তপঃ।
তত্রাস্য কর্ম তদ্ ঘোরং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ স্থাণুঃ পূজয়িত্বা সরস্বতীম্।
স্থাপয়ামাস তত্ তীর্থং স্থাণুতীর্থমিতি প্রভো ॥ ৬
তত্র তীর্থে সুরাঃ স্কন্দমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপ।
সৈনাপত্যেন মহতা সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥ ৭
তস্মিন্ সারস্বতে তীর্থে বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বশিষ্ঠং চালয়ামাস তপসোগ্রেণ তচ্ছৃণু ॥ ৮
বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠৌ তাবহন্যহনি ভারত।
স্পর্ধাং তপঃকৃতাং তীব্রাং চক্রতুস্তৌ তপোধনৌ ॥ ৯

মহারাজ! যেখানে ভগবান্ স্থাণু (শিব) অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। মনীষী পুরুষগণ তাঁহার এই কঠোর তপস্যার কথা বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥ ৫

প্রভো! যেখানে ভগবান্ স্থাণু (শঙ্কর) সরস্বতীর পূজা ও যজ্ঞ করত তীর্থের স্থাপনা করিয়াছিলেন, সেখানে সেই তীর্থ 'স্থাণুতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥ ৬

নরাধিপ! এই তীর্থে দেবগণ দেবশত্রু বিনাশকারী স্কন্দকে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭

এই সারস্বত তীর্থে মহামুনি বিশ্বামিত্র নিজের উগ্র তপস্যায় বশিষ্ঠমুনিকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮

ভারত! বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়েই তপস্যায় ধনী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া প্রতিদিন তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৯

তত্রাপ্যধিকসন্তাপো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
দৃষ্ট্বা তেজো বশিষ্ঠস্য চিন্তামভিজগাম হ ॥ ১০
তস্য বুদ্ধিরিয়ং হ্যাসীদ্ ধর্মনিত্যস্য ভারত।
ইয়ং সরস্বতী তূর্ণং মৎসমীপং তপোধনম্ ॥ ১১
আনয়িষ্যতি বেগেন বশিষ্ঠং তপতাং বরম্।
ইহাগতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং হনিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১২
এবং নিশ্চিত্য ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সস্মার সরিতাং শ্রেষ্ঠাং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ১৩
সা ধ্যাতা মুনিনা তেন ব্যাকুলত্বং জগাম হ।
জজ্ঞে চৈনং মহাবীর্য্যং মহাকোপঞ্চ ভাবিনী ॥ ১৪
তত এনং বেপমানা বিবর্ণা প্রাঞ্জলিস্তদা।
উপতস্থে মুনিবরং বিশ্বামিত্রং সরস্বতী ॥ ১৫
হতবীরা যথা নারী সাভবদ্ দুঃখিতা ভৃশম্।
ব্রূহি কিং করবাণীতি প্রোবাচ মুনিসত্তমম্ ॥ ১৬

ইঁহাদের মধ্যে মহামুনি বিশ্বামিত্র অধিক সন্তাপিত হইতে লাগিলেন; কারণ, তিনি বশিষ্ঠের তেজ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১০

হে ভারত! সদা ধর্ম্মনিরত বিশ্বামিত্রমুনির মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, এই সরস্বতী তপোধন বশিষ্ঠমুনিকে নিজ জলের বেগে সত্বর আমার নিকটে উপস্থিত করিয়া দিবে এবং এখানে আসিলে তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে আমি বধ করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১১ ১২

এরূপ নিশ্চয় করত পূজ্য মহামুনি বিশ্বামিত্রের নেত্র ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৩

এই মুনি চিন্তা করিলে পর বিচারশীলা সরস্বতী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন জানিতে পারিলেন যে, মহাশক্তিশালী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বর্ত্তমানে অতিশয় ক্রুদ্ধ আছেন ॥ ১৪

ইহাতে সরস্বতীর কান্তি বিবর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিবর বিশ্বামিত্রের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

যাহার বীর পতি নিহত হইয়াছেন, এরূপ রমণীর ন্যায় অতিশয় দুঃখিতা হইয়া মুনিবরকে বলিলেন,—বলুন, আপনার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিব? ১৬

তামুবাচ মুনিঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠং শীঘ্রমানয়।
যাবদেনং নিহন্ম্যদ্য তচ্ছ্রুত্বা ব্যথিতা নদী ॥ ১৭
প্রাঞ্জলিং তু ততঃ কৃত্বা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
প্রাকম্পত ভৃশং ভীতা বায়ুনেবাহতা লতা ॥ ১৮
তথা রূপাং তু তাং দৃষ্ট্বা মুনিরাহ মহানদীম্।
অবিচারং বশিষ্ঠং ত্বমানয়স্বান্তিকং মম ॥ ১৯
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা পাপং চিকির্ষিতম্।
বশিষ্ঠস্য প্রভাবঞ্চ জানন্ত্যপ্রতিমং ভুবি ॥ ২০
সাভিগম্য বশিষ্ঠঞ্চ ইদমর্থমচোদয়ৎ।
যদুক্তা সরিতাং শ্রেষ্ঠা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ২১
উভয়োঃ শাপয়োর্ভীতা বেপমানা পুনঃ পুনঃ।
চিন্তয়িত্বা মহাশাপমৃষিবিত্রাসিতা ভৃশম্ ॥ ২২
তাং কৃশাঞ্চ বিবর্ণাঞ্চ দৃষ্ট্বা চিন্তাসমন্বিতাম্।
উবাচ রাজন্ ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠো দ্বিপদাং বরঃ ॥ ২৩

তখন কুপিত হইয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন,—বশিষ্ঠকে শীঘ্র এখানে বহন করিয়া আন, যাহাতে আমি তাঁহাকে আজই বধ করিতে পারি। ইহা শুনিয়া সরস্বতী নদী ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৭

সেই কমলনয়না অবলা কৃতাঞ্জলি হইয়া বায়ুর বেগে আন্দোলিত লতার ন্যায় ভীতচিত্তে তীব্রবেগে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া মুনি বিশ্বামিত্র মহানদী সরস্বতীকে বলিলেন—তুমি কোনরূপ বিচার না করিয়াই বশিষ্ঠকে আমার নিকটে লইয়া এস ॥ ১৯

বিশ্বামিত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার পাপপূর্ণ অভিপ্রায় জানিয়া জগতে বশিষ্ঠের অনুপম প্রভাব বিষয়ে অভিজ্ঞা সরস্বতী তাঁহার নিকটে যাইয়া বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তাঁহাকে শুনাইলেন ॥ ২০-২১

তারপর তিনি উভয়েরই শাপের ভয়ে ভীতা হইয়া বারংবার কাঁপিতে লাগিলেন। তীব্র শাপের বিষয় চিন্তা করত বিশ্বামিত্র ঋষির ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়া পড়িলেন ॥ ২২

রাজন্! তাঁহাকে দুর্ব্বল, বিবর্ণ ও চিন্তামগ্ন দেখিয়া মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৩

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং গুরু আহ্বনীয় অগ্নিস্বরূপ ; পিতা মাতা ও গুরুদেবের পূজার দ্বারা অগ্নিত্রয়ের পূজা করা হয়। তজ্জন্য তাঁরা অগ্নিত্রয় হ'তে গরীয়ান্, অপ্রমত্তভাবে এ তিন জনের সেবা ক'র্‌লে তিনলোক জয়ে সমর্থ হবে। পিতার সেবায় পরলোক, মাতার সেবায় ইহলোক, এবং গুরুর সেবার দ্বারা ব্রহ্মলোক অবশ্যই জয় ক'র্‌তে পার্‌বে। হে ভারত! উত্তমরূপে এঁদের সেবা পূজা কর, তাহ'লে তিনলোকে যশ মঙ্গল ধর্ম্ম ও সুমহৎ ফললাভ ক'র্‌বে। কখনও এঁদের শয়নের পূর্ব্বে শয়ন, ভোজনের আগে ভোজন অথবা দোষ কীর্ত্তন ক'র্‌বে না। তাইই উত্তম সুকৃত, তার দ্বারাই তুমি কীর্ত্তি পুণ্য ও উত্তম লোকসকল পাবে। যিনি এ তিনজনকে আদর করেন, তাঁর দ্বারা সমস্ত ধর্ম্ম আদৃত হ'য়ে থাকে। যে ব্যক্তি এঁদের অনাদর করে, তার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, ইহ ও পরলোকে মঙ্গল হয় না। আমি যে কর্ম্ম করি বা যা উপার্জ্জন ক'রে থাকি, সে সকল তাঁদের নিবেদন করি, সে জন্য আমার তা শত সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য আমার নিকট তিনলোক প্রকাশিত হ'য়েছে। সতত আচার্য্য শ্রোত্রিয় হ'তে দশ গুণ, এব উপাধ্যায় আচার্য্য হ'তে দশগুণ এবং পিতা উপাধ্যায় হ'তে দশগুণ, ও একমাত্র মাতা পিতা অপেক্ষা দশগুণ সম্মাননীয়া কিম্বা মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা, মাতার তুল্য গুরু নাই! আমি মনে করি—মন্ত্রদাতা গুরু, পিতামাতা হ'তে গুরুতর, যেহেতু মাতাপিতা কেবল জন্মের কারণ, কারণ পিতামাতা বিনশ্বর দেহমাত্র দেন। গুরু দীক্ষা দানের দ্বারা যে জন্ম দেন, তা অলৌকিক অজর ও অমর। বিদ্যালাভ ক'রে যারা গুরুকে মন বা বাক্যের দ্বারা আদর করে না, তাদের ভ্রূণহত্যা হ'তে অধিক পাপ হয়। পিতাকে সন্তুষ্ট

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৪।৩.৬৬ চতুর্দ্দশী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই আমি দেহ ধারণ করি। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে পরম ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভীষ্ম বলে,— যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, দেবগণেরও দেবতা, অনন্ত, পুরুষোত্তম, পুরুষ তাঁকে সতত সহস্র নামের দ্বারা স্তব ক'রে উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়—ভক্তিসহকারে সেই অব্যয় পুরুষকে ধ্যান স্তব প্রণাম করত ও অনাদিনিধন আদি অন্তহীন সমস্ত লোকের মহেশ্বর লোকাধ্যক্ষ সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে নিত্য স্তব ক'রে সমস্ত দুঃখের অতীত হয়। তিনিই ব্রহ্মণ্য সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, লোকসকলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন লোকনাথ, মহদ্ভূত, সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কারণ, আমার মতে এই সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিকতম, ভক্তিসহকারে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবানের সতত স্তবের দ্বারা অর্চ্চনা কর। যিনি পরম মহৎ তেজ, যিনি মহৎ তপস্যা, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহদ্‌ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও দেবস্বরূপ, যিনি পরম সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়, পবিত্রসকলের মধ্যে পবিত্র, যিনি সমস্ত মঙ্গলের

১১শ বর্ষ, ফাল্গুনমাস, ১৩৭৯] নবমসংখ্যা—দোল যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি, ও, এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ়*(জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

বশিষ্ঠ উবাচ।

পাহ্যাত্মানং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বহ মাং শীঘ্রগামিনী।
বিশ্বামিত্রঃ শপেদ্ধি ত্বাং মা কৃথাস্ত্বং বিচারণাম্ ॥ ২৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃপাশীলস্য সা সরিৎ।
চিন্তয়ামাস কৌরব্য কিং কৃত্বা সুকৃতং ভবেৎ ॥ ২৫
তস্যাশ্চিন্তা সমুৎপন্না বশিষ্ঠো ময্যতীব হি।
কৃতবান্ হি দয়াং নিত্যং তস্য কার্য্যং হিতং ময়া ॥ ২৬
অথ কূলে স্বকে রাজন্ জপন্তমৃষিসত্তমম্।
জুহ্বানং কৌশিকং প্রেক্ষ্য সরস্বত্যভ্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৭
ইদমন্তরমিত্যেবং ততঃ সা সরিতাং বরা।
কূলাপহারমকরোৎ স্বেন বেগেন সা সরিৎ ॥ ২৮
তেন কূলাপহারেণ মৈত্রাবরুণিরৌহ্যত।
উহ্যমানঃ স তুষ্টাব তদা রাজন্ সরস্বতীম্ ॥ ২৯
পিতামহস্য সরসঃ প্রবৃত্তাসি সরস্বতি।
ব্যাপ্তং চেদং জগৎ সর্বং তবৈবাম্ভোভিরুত্তমৈঃ ॥ ৩০
ত্বমেবাকাশগা দেবি মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ।
সর্বাশ্চাপস্ত্বমেবেতি ত্বত্তো বয়মধীমহি ॥ ৩১
পুষ্টির্দ্যুতিস্তথা কীর্তিঃ সিদ্ধির্বুদ্ধিরুমা তথা।
ত্বমেব বাণী স্বাহা ত্বং তবায়ত্তমিদং জগৎ ॥ ৩২
ত্বমেব সর্বভূতেষু বসসীহ চতুর্বিধা।
এবং সরস্বতী রাজন্ স্তূয়মানা মহর্ষিণা ॥ ৩৩
বেগেনোবাহ তং বিপ্রং বিশ্বামিত্রাশ্রমং প্রতি।
ন্যবেদয়ত চাভীক্ষ্ণং বিশ্বামিত্রায় তং মুনিম্ ॥ ৩৪
তমানীতং সরস্বত্যা দৃষ্ট্বা কোপসমন্বিতঃ।
অথান্বেষৎ প্রহরণং বশিষ্ঠান্তকরং তদা ॥ ৩৫
তং তু ক্রুদ্ধমভিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবধ্যাভয়ান্নদী।
অপোবাহ বশিষ্ঠং তু প্রাচীং দিশমতন্দ্রিতা ॥ ৩৬
উভয়োঃ কুর্বতী বাক্যং বঞ্চয়িত্বা চ গাধিজম্।
ততোঽপবাহিতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ॥ ৩৭

বশিষ্ঠ বলিলেন,—নদী-সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতি ! তুমি শীঘ্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া আমাকে সেখানে বহন করিয়া চল এবং নিজেকে রক্ষা কর, অন্যথা বিশ্বামিত্র তোমাকে শাপদান করিবে ; অতএব তুমি অন্য কোন বিচার গ্রহণ করিও না ॥ ২৪

কুরুনন্দন ! সেই কৃপাশীল মহর্ষি বশিষ্ঠের এই কথা শ্রবণ করত সরস্বতী চিন্তা করিলেন—কি করিলে শুভ হইবে ? ২৫

তখন তাঁহার মনে এই বুদ্ধি হইল যে, বশিষ্ঠ আমার উপর অতিশয় করুণা করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদা ইহার হিতসাধন আমার করা উচিত ॥ ২৬

রাজন্ ! তদনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে নিজের তীরে জপ ও হোম করিতে দেখিয়া নদীশ্রেষ্ঠ সরস্বতী এরূপ চিন্তা করিলেন ইহাই সুবর্ণ সুযোগ ; তখন সেই নদী পূর্ব্ব তীরকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে নিজ বেগে বহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭-২৮

এই প্রবাহিত করিবার সময় তিনি বহনের সহিত মিত্রাবরুণের পুত্র বশিষ্ঠকে বহন করিতে লাগিলেন। রাজন্ ! তিনি যখন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, তখন বশিষ্ঠমুনি সরস্বতীর স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯

সরস্বতি ! তুমি পিতামহ ব্রহ্মার সরোবর হইতে উৎপন্না হইয়াছ, সেইজন্য তোমার নাম সরস্বতী। তোমার উত্তম জলে এই সারা জগৎ পরিব্যাপ্ত ॥ ৩০

দেবি ! তুমি আকাশে যাইয়া মেঘমধ্যে জলের সৃষ্টি কর ; কারণ, তুমিই সম্পূর্ণ জল ; তোমার নিকট হইতেই ঋষিগণ আমরা সকলে বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি ॥ ৩১

তুমি পুষ্টি, কীর্ত্তি, দ্যুতি, সিদ্ধি, বুদ্ধি, উমা, বাণী ও স্বাহা। এই সম্পূর্ণ জগৎ তোমারই অধীন। তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পরা, পশ্যন্তী, বৈখরী এবং মধ্যমা এই চারি প্রকার রূপ ধারণ করত নিবাস করিয়া থাক ॥ ৩২

রাজন্ ! মহর্ষি বশিষ্ঠের মুখ হইতে এরূপ স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সরস্বতী সেই ব্রহ্মর্ষিকে নিজ বেগের দ্বারা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত করিয়া দিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে বারংবার নিবেদন করিলেন যে, বশিষ্ঠমুনি উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩-৩৪

সরস্বতীকর্ত্তৃক আনীত বশিষ্ঠকে দেখিয়া বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার জীবননাশ করিবার জন্য কোন অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

তাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া সরস্বতী নদী ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আলস্য পরিত্যাগ করত উভয়েরই আজ্ঞাপালন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে বঞ্চনা করিয়া বশিষ্ঠকে পুনরায় পূর্ব্বদিকে বহন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬½

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে পুনরায় নিজের নিকট হইতে দূরে

অব্রবীদ্ দুঃখসংক্রুদ্ধো বিশ্বামিত্রো হ্যমর্ষণঃ।
যস্মান্মাং ত্বং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে বঞ্চয়িত্বা পুনর্গতা ॥ ৩৮
শোণিতং বহ কল্যাণি রক্ষোগ্রামণিসম্মতম্।
ততঃ সরস্বতী শপ্তা বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ৩৯
অবহচ্ছোণিতোন্মিশ্রং তোয়ং সংবৎসরং তদা।
অথর্ষয়শ্চ দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তদা ॥ ৪০
সরস্বতীং তথা দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ।
এবং বশিষ্ঠাপবাহো লোকে খ্যাতো জনাধিপ ॥ ৪১
আগচ্ছচ্চ পুনর্মার্গং স্বমেব সরিতাং বরা ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

বাহিত হইতে দেখিয়া অমর্ষশীল বিশ্বামিত্র দুঃখে অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন,—নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা কল্যাণময়ী সরস্বতি! তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইলে, অতএব আজ হইতে জলের পরিবর্ত্তে রক্ত বহন কর, যাহা রাক্ষসদিগের অতিশয় প্রিয় ॥ ৩৭-৩৮॥

বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র এইরূপ শাপদান করিলে পর সরস্বতী নদী এক বৎসরকাল যাবৎ রক্তমিশ্রিত জল বহন করিতে লাগিলেন ॥

তদনন্তর ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সরস্বতী-নদীর সেরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ৩৯-৪০॥

নরেশ্বর! এইভাবে সেই স্থান এজগতে 'বশিষ্ঠাপবাহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। বশিষ্ঠকে বহন করিবার পর নদীসকলশ্রেষ্ঠা সরস্বতী পুনরায় নিজের পথে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষীণাং প্রচেষ্টয়া সরস্বত্যাঃ শাপনিবৃত্তিঃ, জলস্য শুদ্ধিঃ, অরুণাসঙ্গমে স্নানাৎ পরং রাক্ষসানাং তথেন্দ্রস্য সঙ্কটমোচনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা শপ্তা তেন ক্রুদ্ধেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
তস্মিংস্তীর্থবরে শুভ্রে শোণিতং সমুপাবহৎ ॥ ১
অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ রাক্ষসাস্তত্র ভারত।
তত্র তে শোণিতং সর্বে পিবন্তঃ সুখমাসতে ॥ ২
তৃপ্তাশ্চ সুভৃশং তেন সুখিতা বিগতজ্বরাঃ।
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ যথা স্বর্গজিতস্তথা ॥ ৩
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ঋষয়ঃ সুতপোধনাঃ।
তীর্থযাত্রাং সমাজগ্মুঃ সরস্বত্যাং মহীপতে ॥ ৪
তেষু সর্বেষু তীর্থেষু স্বাপ্লুত্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
প্রাপ্য প্রীতিং পরাং চাপি তপোলুব্ধা বিশারদাঃ ॥৫

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ঋষিগণের প্রচেষ্টায় সরস্বতীর শাপনিবৃত্তি, জলের শুদ্ধি এবং অরুণাসঙ্গমে স্নান করিবার পর রাক্ষসগণের ও ইন্দ্রের সঙ্কট-মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুপিত বুদ্ধিমান্ বিশ্বামিত্র যখন সরস্বতী নদীকে শাপদান করিলেন, তখন এই নদী সেই উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ তীর্থে রক্তের ধারা বহন করিতে লাগিলেন ॥১

ভারত! তদনন্তর সেখানে বহুসংখ্যক রাক্ষস আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে তখন সেই রক্তপান করত সুখের সহিত সেস্থানে বাস করিতে লাগিল ॥ ২

এই রক্তে অত্যন্ত তৃপ্ত, সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়া রাক্ষসগণ সেখানে নাচিতে এবং হাসিতে থাকিল। তখন মনে হইল—তাহারা যেন স্বর্গলোক জয় করিয়া লইয়াছে ॥ ৩

পৃথ্বীনাথ! কিছুকাল পর বহুসংখ্যক তপোধন মুনি সরস্বতীর-তীরে তীর্থ যাত্রার জন্য সমাগত হইলেন ॥ ৪

পূর্ব্বোক্ত সকল তীর্থে তাঁহারা স্নান করত এই সব তপোলুব্ধ বিজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অতিশয় প্রীত হইয়া সেইদিকে প্রস্থিত হইলেন, যে দিকে রক্তধারা বহনকারী সেই তীর্থ বিদ্যমান ছিল ॥ ৫॥

প্রব্রূহি ততো রাজন্ যেন তীর্থমসৃগ্‌বহম্।
অথাগম্য মহাভাগাস্তৎ তীর্থং দারুণং তদা ॥ ৬
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যাঃ শোণিতেন পরিপ্লুতম্।
পীয়মানঞ্চ রক্ষোভির্বহুভির্নৃপসত্তম ॥ ৭
তান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ রাজন্ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পরিত্রাণে সরস্বত্যাঃ পরং যত্নং প্রচক্রিরে ॥ ৮
তে তু সর্বে মহাভাগাঃ সমাগম্য মহাব্রতাঃ।
আহুয় সরিতাং শ্রেষ্ঠামিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৯
কারণং ব্রূহি কল্যাণি কিমর্থং তে হ্রদো হ্যয়ম্।
এবমাকুলতাং যাতঃ শ্রুত্বা ধ্যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ১০
ততঃ সা সর্বমাচষ্ট যথাবৃত্তং প্রবেপতী।
দুঃখিতামথ তাং দৃষ্ট্বা উচুস্তে বৈ তপোধনাঃ ॥ ১১
কারণং শ্রুতমস্মাভিঃ শাপশ্চৈব শ্রুতোঽনঘে।
করিষ্যন্তি তু যৎ প্রাপ্তং সর্ব এব তপোধনাঃ ॥ ১১
এবমুক্ত্বা সরিচ্ছ্রেষ্ঠামূচুস্তেঽথ পরস্পরম্।
বিমোচয়ামহে সর্বে শাপাদেতাং সরস্বতীম্ ॥ ১৩
তে সর্বে ব্রাহ্মণা রাজংস্তপোভির্নিয়মৈস্তথা।
উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্যমৈঃ কষ্টব্রতৈস্তথা ॥ ১৪
আরাধ্য পশুভর্তারং মহাদেবং জগৎপতিম্।
তাং দেবীং মোক্ষয়ামাসুঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥ ১৫
তেষাং তু সা প্রভাবেণ প্রকৃতিস্থা সরস্বতী।
প্রসন্নসলিলা জজ্ঞে যথাপূর্বং তথৈব হি ॥ ১৬
নির্মুক্তা চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠা বিবভৌ সা যথা পুরা।
দৃষ্ট্বা তোয়ং সরস্বত্যা মুনিভিস্তৈস্তথা কৃতম ॥ ১৭
তানেব শরণং জগ্মূ রাক্ষসাঃ ক্ষুধিতাস্তথা।
কৃতাঞ্জলিং ততো রাজন্ রাক্ষসাঃ ক্ষুধয়ার্দিতাঃ ॥ ১৮
উচুস্তান্ বৈ মুনান্ সর্বান্ কৃপাযুক্তান্ পুনঃ পুনঃ।
বয়ঞ্চ ক্ষুধিতাশ্চৈব ধর্মাদ্ধীনাশ্চ শাশ্বতান্ ॥ ১৯
ন চ নঃ কামকারোঽয়ং যদ্ বয়ং পাপকারিণঃ।
যুষ্মাকং চাপ্রসাদেন দুষ্কৃতেন চ কর্মণা ॥ ২০

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেখানে যাইয়া সেই মহাভাগ মুনিগণ দেখিলেন যে, সেই তীর্থের দারুণ অবস্থা হইয়াছে, সেখানে সরস্বতীর জল রক্তে পরিপ্লুত রহিয়াছে এবং বহু রাক্ষস উহা পান করিতেছে ॥৬-৭

রাজন্! সেই রাক্ষসগণকে দেখিয়া কঠোর ব্রতপালনকারী মুনিবৃন্দ সরস্বতীর সেই তীর্থ রক্ষা করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন ॥ ৮

এই সব মহাব্রতধারী মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া নদী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯

কল্যাণি! তোমার এই কুণ্ড এভাবে রক্তমিশ্রিত হইল কেন? ইহার কারণ কি? বল। উহা শ্রবণ করিয়া আমরা কোন উপায় উদ্ভাবন করিব ॥ ১০

তখন কম্পিতা হইতে হইতে সরস্বতী সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বলিলেন। তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া সেই তপোধন ঋষিগণ বলিলেন ॥ ১১

নিষ্পাপ সরস্বতি! আমরা শাপ ও তাহার কারণ শুনিলাম। এই সব তপোধন ঋষি এ বিষয়ে সময়োচিত কর্তব্য পালন করিবেন ॥ ১২

নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতীকে এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—আমরা সকলে মিলিত হইয়া এই সরস্বতীকে শাপমুক্ত করিয়া দিব ॥ ১৩

রাজন্! সেই সব ব্রাহ্মণ তপ, নিয়ম, উপবাস, নানাপ্রকার সংযম এবং কষ্টসাধ্য ব্রতসকলের দ্বারা পশুপতি বিশ্বনাথ মহাদেবের আরাধনা করত নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী দেবীকে শাপমুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ১৪-১৫

ইঁহাদের প্রভাবে সরস্বতী প্রকৃতিস্থ হইলেন, তাঁহার জল তখন পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল ॥ ১৬

শাপমুক্তা নদীপ্রবরা সরস্বতী পুনরায় পূর্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মুনিগণের দ্বারা সরস্বতীর জলকে এতাদৃশ শুদ্ধ হইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ক্ষুধার্ত রাক্ষসেরা এই মহর্ষিদিগের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৭

রাজন্! তদনন্তর ক্ষুধাপীড়িত সেই সব রাক্ষসগণ কৃপালু মুনিদিগকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল—মহাত্মাগণ! আমরা ক্ষুধিত এবং সনাতন ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া গিয়াছি ॥ ১৮-১৯

আমরা যে পাপাচার করিতেছি, উহা আমাদের স্বেচ্ছাচার নয়; মহাত্মাগণের করুণা আমাদের উপর কখনও হয় নাই এবং আমরা সর্বদা দুষ্কর্মই করিয়া আসিতেছি। ইহাতে আমাদের পাপের নিরন্তর বৃদ্ধি হইতেছে ও আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া গিয়াছি ॥২০॥

যৎ পাপং বর্ধতেঽস্মাকং ততঃ স্মো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
যোষিতাং চৈব পাপেন যোনিদোষকৃতেন চ ॥ ২১
এবং হি বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥ ২২
আচার্য্যমৃত্বিজং চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা।
প্রাণিনো যেঽবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ ॥ ২৩
তত কুরুধ্বমিহাস্মাকং তারণং দ্বিজসত্তমাঃ।
শক্তা ভবন্তঃ সর্বেষাং লোকানামপি তারণে ॥ ২৪
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা তুষ্টুবুস্তাং মহানদীম্।
মোক্ষার্থং রক্ষসাং তেষামূচুঃ প্রযতমানসাঃ ॥ ২৫
ক্ষুতং কীটাবপন্নঞ্চ যচ্চোচ্ছিষ্টাচিতং ভবেৎ।
সকেশমবধূতঞ্চ রুদিতোপহতঞ্চ যৎ ॥ ২৬
শ্বভিঃ সংস্পৃষ্টমন্নঞ্চ ভাগোঽসৌ রক্ষসামিহ।
তস্মাজ্‌জ্ঞাত্বা সদা বিদ্বানেতান্ যত্নাদ্ বিবর্জয়েৎ ॥ ২৭
রাক্ষসান্নমসৌ ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হ্যন্নমীদৃশম্।
শোধয়িত্বা ততস্তীর্থমৃষয়স্তে তপোধনাঃ ॥ ২৮

স্ত্রীগণ নিজ যোনিদোষজনিত পাপে রাক্ষসী হইয়া যায়। এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণকে দ্বেষ করে, সেও এ-জগতে রাক্ষস হইয়া যায় ॥ ২১ ২২

যে প্রাণধারী মানুষ আচার্য্য, ঋত্বিক্, গুরু এবং বৃদ্ধ পুরুষগণকে অপমান করে, সে-ও এ জগতে রাক্ষস হইয়া যায় ॥ ২৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা আমাদের এখানে উদ্ধার করুন. কারণ, আপনারা সমস্ত লোককেই উদ্ধার করিতে সমর্থ ॥ ২৪

সেই রাক্ষসগণের বাক্য শ্রবণ করত একাগ্রচিত্ত মহর্ষিবৃন্দ তাহাদের মুক্তির জন্য মহানদী সরস্বতীর স্তুতি করিলেন এবং এরূপ বলিলেন ॥ ২৫

যে অন্নতে থুথু নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহার মধ্যে কীট পতিত হইয়াছে, যাহা উচ্ছিষ্ট, যাহার মধ্যে কেশ (চুল) পড়িয়াছে, যাহা অশ্রুপাতে দূষিত এবং যাহা কুকুরে স্পর্শ করিয়াছে, এই সমস্ত অন্ন জগতে রাক্ষসদের ভাগ বলিয়া নিরূপিত হইল। অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহা জানিয়া সদা এই সব অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে এরূপ অন্ন ভোজন করে, সে রাক্ষসেরই অন্ন ভোজন করে ॥ ২৬-২৭½

তদনন্তর সেই তপোধন মহর্ষিগণ সেই তীর্থকে শুদ্ধ করিয়া এই রাক্ষসদের মুক্তির জন্য সরস্বতী নদীকে অনুরোধ করিলেন ॥ ২৮½

মোক্ষার্থং রাক্ষসানাঞ্চ নদীং তাং প্রত্যচোদয়ন্।
মহর্ষীণাং মতং জ্ঞাত্বা ততঃ সা সরিতাং বরা ॥ ২৯
অরুণামানয়ামাস স্বাং তনুং পুরুষর্ষভ।
তস্যাং তে রাক্ষসাঃ স্নাত্বা তনূস্ত্যক্ত্বা দিবং গতাঃ ॥৩০
অরুণায়াং মহারাজ ব্রহ্মবধ্যাপহা হি সা।
এতমর্থমভিজ্ঞায় দেবরাজঃ শতক্রতুঃ ॥ ৩১
তস্মিংস্তীর্থে বরে স্নাত্বা বিমুক্তঃ পাপ্মনা কিল।

জনমেয় উবাচ।

কিমর্থং ভগবান্ শক্রো ব্রহ্মবধ্যামবাপ্তবান্ ॥ ৩২
কথমস্মিংশ্চ তীর্থে বৈ আপ্লুত্যাকল্মষোঽভবৎ।

বৈশম্পায়ন উবাচ

শৃণুষ্বৈতদুপাখ্যানং যথাবৃত্তং জনেশ্বর ॥ ৩৩
যথা বিভেদ সময়ং নমুচের্বাসবঃ পুরা।
নমুচির্বাসবাদ্ ভীতঃ সূর্য্যরশ্মিং সমাবিশৎ ॥ ৩৪
তেনেন্দ্রঃ সখ্যমকরোৎ সময়ং চেদমব্রবীৎ।
ন চার্দ্রেণ ন শুষ্কেণ ন রাত্রৌ নাপি চাহনি ॥ ৩৫

নরশ্রেষ্ঠ! মহর্ষিগণের এই অভিমত জানিয়া নদীপ্রবরা সরস্বতী নিজের স্বরূপভূতা অরুণাকে সেখানে লইয়া আসিলেন। মহারাজ! সেই অরুণাতে স্নান করত সেই রাক্ষসগণ নিজেদের দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিল. কারণ, এই অরুণাতীর্থ ব্রহ্মহত্যা পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ৩০½

রাজন্! ইহা জানিয়াই দেবরাজ ইন্দ্র সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করত ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১½

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ভগবান্ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ কিরূপে হইয়াছিল এবং কিভাবে এই তীর্থে স্নান করত পাপমুক্ত হইয়াছিলেন? ৩২½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনেশ্বর! পুরাকালে ইন্দ্র নমুচির সহিত যেভাবে নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই সব বৃত্তান্ত যেরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তুমি সেই সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ৩৩½

পুরাকালের কথা, নমুচি ইন্দ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সূর্য্যের কিরণে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহার সহিত মিত্রতা করিলেন এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অসুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে কোন আর্দ্র অস্ত্রের দ্বারা বধ করিব না এবং কোন শুষ্ক অস্ত্রের দ্বারাও তোমাকে বিনাশ করিব না। আমি তোমাকে

বধিষ্যাম্যসুরশ্রেষ্ঠ সখে সত্যেন তে শপে ।
এবং স কৃত্বা সময়ং দৃষ্ট্বা নীহারমীশ্বরঃ ॥ ৩৬
চিচ্ছেদাস্য শিরো রাজন্নপাং ফেনেন বাসবঃ ।
তচ্ছিরো নমুচেশ্ছিন্নং পৃষ্ঠতঃ শক্রমন্বিয়াৎ ॥ ৩৭
ভো ভো মিত্রঘ্ন পাপেতি ব্রুবাণং শক্রমন্তিকাৎ ।
এবং স শিরসা তেন চোদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৮
পিতামহায় সন্তপ্ত এতমর্থং ন্যবেদয়ৎ ।
তমব্রবীল্লোকগুরুররুণায়াং যথাবিধি ॥ ৩৯
ইষ্ট্বোপস্পৃশ দেবেন্দ্র তীর্থে পাপভয়াপহে ।
এষা পুণ্যজলা শক্র কৃতা মুনিভিরেব তু ॥ ৪০
নিগূঢ়মস্যাগমনমিহাসীৎ পূর্বমেব তু ।
ততোঽভ্যেত্যারুণাং দেবীং প্লাবয়ামাস বারিণা ॥ ৪১
সরস্বত্যারুণায়াশ্চ পুণ্যোঽয়ং সঙ্গমো মহান্ ।
ইহ ত্বং যজ দেবেন্দ্র দদ দানান্যনেকশঃ ॥ ৪২
অত্রাপ্লুত্য সুঘোরাৎ ত্বং পাতকাদ্ বিপ্রমোক্ষ্যসে ।

দিনেও বধ করিব না ও রাত্রিতেও তোমাকে সংহার করিব না। সখে! আমি সত্যের শপথ করিয়া এই কথা তোমাকে বলিতেছি ॥ ৩৪-৩৫॥

রাজন্! এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াও দেবরাজ ইন্দ্র চারিদিকে নীহারাচ্ছন্ন (কুয়াশায় আবৃত) দেখিয়া জলের ফেনের দ্বারা নমুচির শিরশ্ছেদ করিলেন ॥ ৩৬॥

নমুচির সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্রের পশ্চাতে অনুসরণ করিতে লাগিল। সে তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিল—ওরে মিত্রঘাতী পাপাত্মা ইন্দ্র! তুমি কোথায় যাইতেছ? ৩৭॥

এইভাবে সেই মস্তক কর্তৃক বারংবার পূর্ব্বোক্ত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে পর অত্যন্ত সন্তপ্ত ইন্দ্র ব্রহ্মাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৩৮॥

তখন জগদ্গুরু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—দেবেন্দ্র! অরুণা তীর্থ পাপভয় নিবারণ করিয়া থাকে। তুমি সেখানে যাইয়া বিধি অনুসারে যজ্ঞ করত অরুণার জলে স্নান কর ॥ ৩৯॥

শক্র! মহর্ষিগণ এই অরুণার জলকে অতিশয় পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। এই তীর্থে পূর্ব্বেই গুপ্তরূপে তাঁহার আগমন হইয়াছিল, তারপর সরস্বতী নিকটে আসিয়া অরুণাদেবীকে নিজ জলে আপ্লাবিত করিয়া দিয়াছে ॥ ৪০-৪১

ইত্যুক্তঃ স সরস্বত্যাঃ কুঞ্জে বৈ জনমেজয় ॥ ৪৩
ইষ্ট্বা যথাবদ্ বলভিদরুণায়ামুপাস্পৃশৎ ।
স মুক্তঃ পাপ্মনা তেন ব্রহ্মবধ্যাকৃতেন চ ॥ ৪৪
জগাম সংহৃষ্টমনাস্ত্রিদিবং ত্রিদশেশ্বরঃ ॥
শিরস্তচ্চাপি নমুচেস্তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত ।
লোকান্ কামদুঘান্ প্রাপ্তমক্ষয়ান্ রাজসত্তম ॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো মহাত্মা
দত্ত্বা চ দানানি পৃথগ্বিধানি ।
অবাপ্য ধর্ম্মং পরমার্থকর্ম্মা
জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥ ৪৬
যত্রাযজদ্ রাজসূয়েন সোমঃ
সাক্ষাৎ পুরা বিধিবৎ পার্থিবেন্দ্রঃ ।
অত্রির্ধীমান্ বিপ্রমুখ্যো বভূব
হোতা যস্মিন্ ক্রতুমুখ্যে মহাত্মা ॥ ৪৭

দেবেন্দ্র! সরস্বতী ও অরুণার এই সঙ্গম মহাপুণ্যদায়ক তীর্থ। তুমি সেখানে যাইয়া যজ্ঞ কর এবং নানাপ্রকার বস্তু দান কর। তারপর তাহাতে স্নান করত তুমি ভয়ানক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে ॥ ৪২॥

জনমেজয়! তিনি এই কথা বলিলে পর ইন্দ্র সরস্বতীর কুঞ্জে বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া অরুণাতে স্নান করিলেন। তারপর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র হর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্বর্গলোকে প্রস্থিত হইতে হইলেন ॥ ৪৩-৪৪॥

ভারত! নৃপশ্রেষ্ঠ! নমুচির সেই মস্তকও ঐ তীর্থে স্নান করত মনোবাঞ্ছিত ফলদায়ক অক্ষয়লোকে গমন করিল ॥ ৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পারমার্থিক কার্য্যকারী মহাত্মা বলরাম এই তীর্থেও স্নান করত নানাপ্রকার বহু বস্তু দান করিয়া ধর্ম্মের ফললাভ পূর্ব্বক সোমের মহৎ ও উত্তম তীর্থে গমন করিলেন ॥ ৪৬

যেখানে পুরাকালে সাক্ষাৎ রাজাধিরাজ সোম বিধি অনুসারে রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে বুদ্ধিমান্ বিপ্রবর মহাত্মা অত্রি হোতার কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন ॥৪৭

সত্রান্তেঽভূৎ সুমহদ্ দানবানাং
দৈতেয়ানাং রাক্ষসানাঞ্চ দেবৈঃ
যস্মিন্ যুদ্ধং তারকাখ্যং সুতীব্রং
যত্র স্কন্দস্তারকাখ্যং জঘান ॥ ৪৮
সৈনাপত্যং লব্ধবান্ দেবতানাং
মহাসেনো যত্র দৈত্যান্তকর্তা ।
সাক্ষাচ্চৈবং ন্যবসৎ কার্ত্তিকেয়ঃ
সদা কুমারো যত্র স প্লক্ষরাজঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

এই যজ্ঞের শেষে দেবতাগণের সহিত দানব, দৈত্য ও রাক্ষসসকলের প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর তারকাময় সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহাতে স্কন্দ তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮

এই স্থানেই দৈত্যবিনাশক মহাসেন কার্ত্তিকেয় দেবতাগণের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে সেই শ্রেষ্ঠ পাকুড়-বৃক্ষ রহিয়াছে, সেখানে সাক্ষাৎ কুমার কার্ত্তিকেয় এই তীর্থে সর্ব্বদা বাস করেন ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কুমার-কার্ত্তিকেয়স্যাবির্ভাবঃ, তস্যাভিষেকস্যোদ্যোগশ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
সরস্বত্যাঃ প্রভাবোঽয়মুক্তস্তে দ্বিজসত্তম ।
কুমারস্যাভিষেকং তু ব্রহ্মন্ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যথা চ বদতাং বর ।
যৈশ্চাভিষিক্তো ভগবান্ বিধিনা যেন চ প্রভুঃ ॥ ২
স্কন্দো যথা চ দৈত্যানামকরোৎ কদনং মহৎ ।
তথা মে সর্ব্বমাচক্ষ্ব পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৩
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
কুরুবংশস্য সদৃশং কৌতূহলমিদং তব ।
হর্ষমুৎপাদয়ত্যেব বচো মে জনমেজয় ॥ ৪
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণ্বানস্য নরাধিপ ।
অভিষেকং কুমারস্য প্রভাবঞ্চ মহাত্মনঃ ॥ ৫
তেজো মাহেশ্বরং স্কন্নমগ্নৌ প্রপতিতং পুরা ।
তৎ সর্ব্বভক্ষো ভগবান্ নাশকদ্ দগ্ধুমক্ষয়ম্ ॥ ৬
তেনাসীদতিতেজস্বী দীপ্তিমান্ হব্যবাহনঃ ।
ন চৈব ধারয়ামাস গর্ভং তেজোময়ং তদা ॥ ৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কুমার কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব এবং তাঁহার অভিষেকের উদ্যোগ।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি সরস্বতীর এই প্রভাবের কথা বলিলেন। ব্রহ্মন্! এখন কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের কথা বর্ণন করুন ॥ ১

বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! কোন দেশে ও কালে কাহারা কোন বিধি অনুসারে কিভাবে শক্তিশালী ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন? ২

স্কন্দ যেভাবে দৈত্যগণকে প্রভূত সংহার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আপনি আমাকে সেইভাবেই বর্ণনা করুন। কারণ, আমার মনে উহা শুনিবার জন্য অতিশয় কৌতূহল হইতেছে ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তোমার এই কৌতূহল কুরুবংশের যোগ্য। তোমার এই কথা আমার মনে অতিশয় হর্ষ উৎপন্ন করিতেছে ॥ ৪

হে নরাধিপ! তুমি নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করিতেছ বলিয়া আমি তোমার নিকট প্রসন্নতার সহিত মহাত্মা কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক ও প্রভাব বর্ণনা করিব ॥ ৫

পুরাকালের ঘটনা, ভগবান্ শিবের তেজোময় বীর্য্য অগ্নিতে পতিত হইল। ভগবান্ অগ্নি সর্ব্বভক্ষী হইয়াও সেই অক্ষয় বীর্য্যকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৬

সেই বীর্য্যের জন্য অগ্নিদেব দীপ্তিমান্, তেজস্বী ও শক্তিসম্পন্ন হইয়াও কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি যখন সেই তেজোময় গর্ভকে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ব্রহ্মার

স গঙ্গামভিসঙ্গম্য নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ।
গর্ভমাহিতবান্ দিব্যং ভাস্করোপমতেজসম্ ॥ ৮
অথ গঙ্গাপি তং গর্ভমসহন্তী বিধারণে।
উৎসসর্জ গিরৌ রম্যে হিমবত্যমরার্চিতে ॥ ৯
স তত্র ববৃধে লোকানাবৃত্য জ্বলনাত্মজঃ।
দদৃশুর্জ্বলনাকারং তং গর্ভমথ কৃত্তিকাঃ ॥ ১০
শরস্তম্বে মহাত্মানমনলাত্মজমীশ্বরম্।
মমায়মিতি তাঃ সর্বাঃ পুত্রার্থিন্যোঽভিচুক্রুশুঃ ॥ ১১
তাসাং বিদিত্বা ভাবং তং মাতৄণাং ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রস্নুতানাং পয়ঃ ষড়্ভির্বদনৈরপিবৎ তদা ॥ ১২
তং প্রভাবং সমালক্ষ্য তস্য বালস্য কৃত্তিকাঃ।
পরং বিস্ময়মাপন্না দেব্যো দিব্যবপুর্ধরাঃ ॥ ১৩
যত্রোৎসৃষ্টঃ স ভগবান্ গঙ্গয়া গিরিমূর্ধনি।
স শৈলঃ কাঞ্চনঃ সর্বঃ সম্বভৌ কুরুসত্তম ॥ ১৪
বর্ধতা চৈব গর্ভেণ পৃথিবী তেন রঞ্জিতা।
অতশ্চ খর্বে সংবৃত্তা গিরয়ঃ কাঞ্চনাকরাঃ ॥ ১৫
কুমারঃ সুমহাবীর্য্যঃ কার্ত্তিকেয় ইতি স্মৃতঃ।
গাঙ্গেয়ঃ পূর্বমভবন্মহাযোগবলান্বিতঃ ॥ ১৬
শমেন তপসা চৈব বীর্য্যেণ চ সমন্বিতঃ।
ববৃধেঽতীব রাজেন্দ্র চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৭
স তস্মিন্ কাঞ্চনে দিব্যে শরস্তম্বে শ্রিয়া বৃতঃ।
স্তূয়মানঃ সদা শেতে গন্ধর্বৈর্মুনিভিস্তথা ॥ ১৮
তথৈনমন্বনৃত্যন্ত দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ।
দিব্যবাদিত্রনৃত্যজ্ঞাঃ স্তুবন্ত্যশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ১৯
অন্বাস্তে চ নদী দেবং গঙ্গা বৈ সরিতাং বরা।
দধার পৃথিবী চৈনং বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥ ২০
জাতকর্মাদিকাস্তত্র ক্রিয়াশ্চক্রে বৃহস্পতিঃ।
বেদশ্চৈনং চতুর্মূর্তিরুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২১
ধনুর্বেদশ্চতুষ্পাদঃ শস্ত্রগ্রামঃ সসংগ্রহঃ।
তত্রৈনং সমুপাতিষ্ঠৎ সাক্ষাদ্ বাণী চ কেবলা ॥ ২২

আজ্ঞায় সেই ভগবান্ অগ্নিদেব সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী এই দিব্য গর্ভকে গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭-৮

তদনন্তর গঙ্গাদেবীও সেই গর্ভকে ধারণ করিতে না পারিয়া উহাকে দেবপূজিত সুরম্য হিমালয় পর্ব্বতের শিখরের উপর শরবনের মূলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৯

অগ্নিদেবের এই পুত্র নিজ তেজে সমস্ত লোককে ব্যাপ্ত করিয়া সেখানে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শরবনে অগ্নিতুল্য দেদীপ্যমান সর্ব্বসমর্থ মহাত্মা নবজাত শিশু অগ্নিপুত্রকে ছয় কৃত্তিকা দর্শন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পুত্রাভিলাষিণী সেই সব কৃত্তিকাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—এ আমার পুত্র, এ আমার পুত্র ॥ ১০-১১

সেই মাতৃগণের তাদৃশ বাল্যভাব অবগত হইয়া প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ ছয় মুখ করিয়া তাঁহাদের স্তন হইতে নিঃসৃত দুগ্ধ পান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১২

সেই দিব্য রূপধারিণী ছয় কৃত্তিকাদেবী বালকের তাদৃশ প্রভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদেবী হিমালয় পর্ব্বতের যে শিখরে স্কন্দকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহার সকলভাগই সুবর্ণময় হইয়া যাইল ॥ ১৪

এই ক্রমবর্দ্ধমান শিশু সেখানকার ভূমিকে রঞ্জিত (প্রকাশিত) করিয়া দিয়াছিলেন এই কারণে সেখানকার সকল পর্ব্বত স্বর্ণাকৃতি হইয়া যাইল ॥ ১৫

এই মহাশক্তিশালী কুমার কার্ত্তিকেয়-নামে বিখ্যাত হইলেন। এই মহাযোগ বলসম্পন্ন বালক পূর্ব্বে গঙ্গারই পুত্র ছিলেন ॥ ১৬

রাজেন্দ্র! শম, তপস্যা এবং পরাক্রমশালী এই কুমার তীব্র বেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে চন্দ্রসদৃশ সকলেরই প্রিয় ছিলেন ॥ ১৭

সেই দিব্য সুবর্ণময় প্রদেশে শরবনসমূহে অবস্থিত এই কান্তিমান্ বালক নিরন্তর গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণের মুখে নিজের স্তুতি শুনিতে লাগিলেন ॥ ১৮

তদনন্তর দিব্য বাদ্য ও নৃত্যকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সুন্দরী দেবকন্যাগণ এই কুমারের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার নিকটে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯

নদীসকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীও সেই দিব্য বালকের পার্শ্বে আসিয়া উপবিষ্টা হইলেন। পৃথিবীদেবী উত্তম রূপ ধারণ করত তাঁহাকে নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন ॥ ২০

বৃহস্পতি সেখানে সেই বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার কার্য্য সকল করিলেন এবং চারি স্বরূপে বিভক্ত বেদ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২১

চারি চরণযুক্ত ধনুর্ব্বেদ, সংগ্রহসহ শস্ত্রসমূহ এবং কেবল সাক্ষাৎ বাণী—ইঁহারা সকলে কুমারের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২২

স দদর্শ মহাবীর্য্যং দেবদেবমুমাপতিম্ ।
শৈলপুত্র্যা সমাসীনং ভূতসঙ্ঘশতৈর্বৃতম্ ॥২৩
নিকায়া ভূতসঙ্ঘানাং পরমাদ্ভুতদর্শনাঃ ।
বিকৃতা বিকৃতাকারা বিকৃতাভরণধ্বজাঃ ॥ ২৪
ব্যাঘ্রসিংহর্ক্ষবদনা বিড়ালমকরাননাঃ ।
বৃষদংশমুখাশ্চান্যে গজোষ্ট্রবদনাস্তথা ॥ ২৫
উলূকবদনাঃ কেচিদ্ গৃধ্র-গোমায়ুদর্শনাঃ ।
ক্রৌঞ্চপারাবতনিভৈর্বদনৈ রাঙ্কবৈরপি ॥ ২৬
শ্বাবিচ্ছল্যকগোধানামজৈডকগবাং তথা ।
সদৃশানি বপূংষ্যন্যে তত্র তত্র ব্যধারয়ন্ ॥ ২৭
কেচিচ্ছৈলাম্বুদপ্রখ্যাশ্চক্রোদ্যতগদায়ুধাঃ ।
কেচিদঞ্জনপুঞ্জাভাঃ কেচিচ্ছ্বেতাচলপ্রভাঃ ॥ ২৮
সপ্ত মাতৃগণাশ্চৈব সমাজগ্মুর্বিশাম্পতে ।
সাধ্যা বিশ্বেঽথ মরুতো বসবঃ পিতরস্তথা ॥ ২৯
রুদ্রাদিত্যাস্তথা সিদ্ধা ভুজগা দানবাঃ খগাঃ ।
ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ সপুত্রঃ সহ বিষ্ণুনা ॥ ৩০
শক্রস্তথাভ্যয়াদ্ দ্রষ্টুং কুমারবরমচ্যুতম্ ।
নারদপ্রমুখাশ্চাপি দেব-গন্ধর্বসত্তমাঃ ॥ ৩১
দেবর্ষয়শ্চ সিদ্ধাশ্চ বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ।
পিতরো জগতঃ শ্রেষ্ঠা দেবানামপি দেবতাঃ ॥ ৩২
তেঽপি তত্র সমাজগ্মুর্যামা ধামাশ্চ সর্বশঃ ।
স তু বালোঽপি বলবান্ মহাযোগবলান্বিতঃ ॥৩৩
অভ্যাজগাম দেবেশং শূলহস্তং পিনাকিনম্ ।
তমাব্রজন্তমালক্ষ্য শিবস্যাসীন্মনোগতম্ ॥ ৩৪
যুগপচ্ছৈলপুত্র্যাশ্চ গঙ্গায়াঃ পাবকস্য চ ।
কং নু পূর্বময়ং বালো গৌরবাদভ্যুপৈষ্যতি ॥ ৩৫
অপি মামিতি সর্বেষাং তেষামাসীন্মনোগতম্ ।
তেষামেতমভিপ্রায়ং চতুর্ণামুপলক্ষ্য সঃ ॥ ৩৬
যুগপদ্ যোগমাস্থায় সসর্জ বিবিধাস্তনূঃ ।
ততোঽভবচ্চতুর্মূর্তিঃ ক্ষণেন ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩৭

কুমার দেখিলেন যে, শত শত ভূতসঙ্ঘে পরিবৃত মহাপরাক্রমশালী দেবাধিদেব উমাপতি শঙ্কর গিরিরাজনন্দিনী উমার সহিত পার্শ্বেই উপবিষ্ট আছেন ॥ ২২-২৩

তাঁহার সহিত সমাগত ভূতসঙ্ঘের শরীর দেখিতে অতিশয় অদ্ভুত, বিকৃত এবং বিকরাল ছিল। তাঁহাদের আভরণ ও ধ্বজও বিকৃত ছিল ॥ ২৪

ইঁহাদের মধ্যে কাহারও মুখ বরাহ, বিড়াল ও মকরমুখতুল্য, কাহাদেরও মুখ হস্তী, উষ্ট্র ও উলূকমুখ-সদৃশ ছিল। বহুসংখ্যক ভূতের মুখ শকুনি এবং শৃগালতুল্য ছিল। কোন কোন ভূতের মুখ ক্রৌঞ্চ পক্ষী, পারাবত ও রঙ্কু মৃগের সমান ছিল ॥ ২৫-২৬

বহু ভূত যে কোন হিংস্রক জন্তু, শজারু, বনবিড়াল, গোসাপ, ছাগল, মেষ ও গো-সদৃশ দেহ ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৭

বহু ভূত মেঘ ও পর্বতসকলতুল্য ছিল। তাঁহারা নিজ হস্তে চক্র এবং গদা প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অঞ্জন (কাজল) পর্বততুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং কেহ কেহ শ্বেত-পর্বত-সদৃশ গৌরকান্তিতে সুশোভিত ছিল ॥ ২৮

প্রজানাথ! সেস্থানে ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বারাহী ও চামুণ্ডা—এই সপ্ত মাতৃকা উপস্থিত ছিলেন। সাধ্য, বিশ্বে দেব ও মরুদ্গণ, বসু এবং পিতৃগণ, রুদ্র, আদিত্য, সিদ্ধ, ভুজঙ্গ, দানব ও পক্ষীসকল পুত্রসহ স্বয়ম্ভূ ভগবান্ ব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু এবং ইন্দ্র স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত সেই শ্রেষ্ঠ কুমারকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯-৩০½

দেবতা ও গন্ধর্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদাদি দেবর্ষি, বৃহস্পতি প্রভৃতি সিদ্ধ সমস্ত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণেরও দেবতা পিতৃগণ, সকল যামগণ ও ধামগণও সেখানে আসিলেন ॥ ৩১-৩২½

বালক হইলেও বলশালী এবং মহাযোগবলসম্পন্ন কুমার ত্রিশূল ও পিনাকধারী দেবেশ্বর ভগবান্ শিবের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩৩½

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া একই সময়ে ভগবান্ শঙ্কর, গিরিরাজনন্দিনী উমা, গঙ্গা ও অগ্নিদেবের মনে এই সঙ্কল্প উঠিল যে, দেখা যাউক—এই বালক পিতা-মাতাকে গৌরব প্রদান করিবার জন্য প্রথমে কাহার নিকটে গমন করে? এই বালক কি আমার নিকটে আসিবে? এই প্রশ্ন তাঁহাদের সকলেরই মনে উদিত হইল ॥ ৩৪-৩৫½

তখন ইঁহাদের সকলের অভিপ্রায় লক্ষ্য করত কুমার একই সঙ্গে যোগবলের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের দেহকে বিবিধভাবে সৃজন করিলেন ॥ ৩৬½

তদনন্তর প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ ক্ষণকালের মধ্যে চারি প্রকার রূপে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠভাগ হইতে এই যে সব মূর্তি আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম হইল—ক্রমশঃ শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয় ॥ ৩৭½

তস্য শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ।
এবং স কৃত্বা হ্যাত্মানং চতুর্ধা ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৩৮
যতো রুদ্রস্ততঃ স্কন্দো জগামাদ্ভুতদর্শনঃ।
বিশাখস্তু যযৌ যেন দেবী গিরিবরাত্মজা ॥ ৩৯
শাখো যযৌ স ভগবান্ বায়ুমূর্তিবিভাবসুম্।
নৈগমেয়োঽগমদ্ গঙ্গাং কুমারঃ পাবকপ্রভঃ ॥ ৪০
সর্বে ভাস্বরদেহাস্তে চত্বারঃ সমরূপিণঃ।
তান্ সমভ্যায়ুরব্যগ্রাস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪১
হাহাকারো মহানাসীদ্ দেব-দানব-রক্ষসাম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪২
ততো রুদ্রশ্চ দেবী চ পাবকশ্চ পিতামহম্।
গঙ্গয়া সহিতাঃ সর্বে প্রণিপেতুর্জগৎপতিম্ ॥ ৪৩
প্রণিপত্য ততস্তে তু বিধিবদ্ রাজপুঙ্গব।
ইদমূচুর্বচো রাজন্ কার্তিকেয়প্রিয়েপ্সয়া ॥ ৪৪
অস্য বালস্য ভগবন্নাধিপত্যং যথেপ্সিতম্।
অস্মৎপ্রিয়ার্থং দেবেশ সদৃশং দাতুমর্হসি ॥ ৪৫
ততঃ স ভগবান্ ধীমান্ সর্বলোকপিতামহঃ।
মনসা চিন্তয়ামাস কিময়ং লভতামিতি ॥ ৪৬
ঐশ্বর্য্যাণি চ সর্বাণি দেব-গন্ধর্ব-রক্ষসাম্।
ভূত-যক্ষ-বিহঙ্গানাং পন্নগানাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ৪৭
পূর্বমেবাদিদেশাসৌ নিকায়েষু মহাত্মনাম্।
সমর্থঞ্চ তমৈশ্বর্য্যে মহামতিরমন্যত ॥ ৪৮
ততো মুহূর্তং স ধ্যাত্বা দেবানাং শ্রেয়সি স্থিতঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ তস্মৈ সর্বভূতেষু ভারত ॥ ৪৯
সর্বদেবনিকায়ানাং যে রাজানঃ পরিশ্রুতাঃ।
তান্ সর্বান্ ব্যাদিদেশাস্মৈ সর্বভূতপিতামহঃ ॥ ৫০
ততঃ কুমারমাদায় দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
অভিষেকার্থমাজগ্মুঃ শৈলেন্দ্রং সহিতাস্ততঃ ॥ ৫১
পুণ্যাং হৈমবতীং দেবীং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্।
সমন্তপঞ্চকে যা বৈ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৫২

এইরূপে নিজেকে নিজেই চারিরূপে প্রকটিত করিয়া প্রভাবশালী ভগবান্ স্কন্দ যেখানে রুদ্রদেব ছিলেন, সেখানে গমন করিলেন। বিশাখ সেইদিকে গমন করিলেন, যেদিকে গিরিরাজনন্দিনী উমা রহিয়াছেন ॥ ৩৮-৩৯

বায়ুমূর্তি ভগবান্ শাখ অগ্নির নিকট এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন ॥ ৪০

তাঁহার চারিপ্রকার রূপই সমান ছিল; এই সকল মূর্তির দেহ তেজে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই চার কুমার উক্ত চারিজনের নিকট গমন করিলেন। ইহা যেন এক অদ্ভুত কার্য্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ৪১

এই অত্যাশ্চর্য্যময়, অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকারী ঘটনা দেখিয়া দেবতা, দানব এবং রাক্ষসগণের মধ্যে মহা হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৪২

তদনন্তর ভগবান্ রুদ্র, দেবী পার্ব্বতী, অগ্নিদেব এবং গঙ্গাদেবী—ইঁহারা সকলে একসঙ্গে জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৩

রাজন্! নৃপশ্রেষ্ঠ! বিধিঅনুসারে প্রণাম করত তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় এই কথা বলিলেন ॥ ৪৪

দেবেশ্বর! ভগবন্! আপনি আমাদের প্রিয় করিবার জন্য এই বালককে মনের ইচ্ছানুসারে যথাযোগ্য আধিপত্য প্রদান করুন ॥ ৪৫

তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ বুদ্ধিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে, এই বালক কোন্ আধিপত্য লাভ করিবে ॥ ৪৬

মহামতি ব্রহ্মা জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপর দেবতা গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, নাগ ও পক্ষিগণের আধিপত্য পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সঙ্গে তিনি কুমারকেও আধিপত্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৪৭-৪৮

হে ভারত! তদনন্তর দেবগণের মঙ্গল সম্পাদনে তৎপর ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিবার পর সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কার্ত্তিকেয়কে সকল দেবতার সেনাপতি পদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৯

যাঁহারা সমস্ত দেবমণ্ডলীর রাজারূপে বিখ্যাত, তাঁহাদের সকলকে সর্ব্বভূত পিতামহ ব্রহ্মা কুমারের অধীনে থাকিবার আদেশদান করিলেন ॥ ৫০

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ অভিষেকের জন্য কুমারকে সঙ্গে লইয়া একত্রে গিরিরাজ হিমালয়ের শিখর হইতে নির্গত নদীসকলশ্রেষ্ঠা পুণ্যসলিলা সরস্বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সরস্বতী নদী সমন্তপঞ্চক তীর্থে প্রবাহিত হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৫১-৫২

তত্র তীরে সরস্বত্যাঃ পুণ্যে সর্বগুণান্বিতে।
নিষেদুর্দেব-গন্ধর্বাঃ সর্বে সম্পূর্ণমানসাঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে কুমারাভিষেকোপক্রমে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

সে স্থানে সেই সকল দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ণমনোরথ হইয়া সরস্বতীর সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাবনতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপাখ্যানে কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকের উদ্যোগবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্কন্দস্যাভিষেকঃ, তস্য পার্ষদানাং নাম- রূপাদীনাং বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽভিষেকসম্ভারান্ সর্বান্ সম্ভৃত্য শাস্ত্রতঃ
বৃহস্পতিঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ জুহাবাগ্নিং যথাবিধি ॥ ১

ততো হিমবতা দত্তে মণিপ্রবরশোভিতে।
দিব্যরত্নাচিতে পুণ্যে নিষণ্ণং পরমাসনে ॥ ২

সর্বমঙ্গলসম্ভারৈর্বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্।
আভিষেচনিকং দ্রব্যং গৃহীত্বা দেবতাগণাঃ ॥ ৩

ইন্দ্রাবিষ্ণূ মহাবীর্য্যৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তথা।
ধাতা চৈব বিধাতা চ তথা চৈবানিলানলৌ ॥ ৪

পূষ্ণা ভগেনার্য্যম্না চ অংশেন চ বিবস্বতা।
রুদ্রশ্চ সহিতো ধীমান্ মিত্রেণ বরুণেন চ ॥ ৫

রুদ্রৈর্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাঞ্চ বৃতঃ প্রভুঃ।
বিশ্বেদেবৈর্মরুদ্ভিশ্চ সাধ্যৈশ্চ পিতৃভিঃ সহ ॥৬

গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগৈঃ।
দেবর্ষিভিরসংখ্যাতৈস্তথা ব্রহ্মর্ষিভিস্তথা ॥ ৭

বৈখানসৈর্বালখিল্যৈর্বায়্বাহারৈর্মরীচিপৈঃ।
ভৃগুভিশ্চাঙ্গিরোভিশ্চ যতিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৮

সর্পৈর্বিদ্যাধরৈঃ পুণ্যৈর্যোগসিদ্ধৈস্তথা বৃতঃ।
পিতামহঃ পুলস্ত্যশ্চ পুলহশ্চ মহাতপাঃ ॥ ৯

অঙ্গিরাঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মরীচির্ভৃগুরেব চ।
ক্রতুর্হরঃ প্রচেতাশ্চ মনুর্দক্ষস্তথৈব চ ॥ ১০

ঋতবশ্চ গ্রহাশ্চৈব জ্যোতীংষি চ বিশাম্পতে।
মূর্তিমত্যশ্চ সরিতো বেদাশ্চৈব সনাতনাঃ ॥ ১১

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[স্কন্দের অভিষেক এবং তাঁহার পার্ষদগণের নাম, রূপাদির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ তদনন্তর বৃহস্পতি সম্পূর্ণ অভিষেকসামগ্রী সংগ্রহ করত শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে বিধিপূর্ব্বক হোম করিলেন ॥ ১

তাহার পর হিমালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত উত্তম মণিসমূহে সুশোভিত এবং দিব্য রত্নসকলে ভূষিত পবিত্র সিংহাসনে কুমার কার্ত্তিকেয় উপবেশন করিলেন। এই সময় তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ মাঙ্গলিক উপকরণসমূহের সহিত বিধি ও মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অভিষেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত দেবতারা সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥২ ৩

মহাপরাক্রমশালী ইন্দ্র ও বিষ্ণু, সূর্য্য ও চন্দ্র, ধাতা ও বিধাতা, বায়ু ও অগ্নি এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র ও বরুণের সহিত বুদ্ধিমান্ রুদ্রদেব, একাদশ রুদ্রগণ, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং দুই অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে প্রভাবশালী কুমার কার্ত্তিকেয়কে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ॥৪-৫½

বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, অসংখ্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বনবাসী মুনি, বালখিল্য, বায়ুপায়ী ঋষি, সূর্য্যকিরণপায়ী মুনি, ভৃগু ও অঙ্গিরার বংশে উৎপন্ন মহর্ষি, মহাত্মা যতিগণ, সর্প, বিদ্যাধর এবং পুণ্যাত্মা যোগসিদ্ধ মুনিগণও কার্ত্তিকেয়কে পরিবেষ্টিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ৮½

প্রজানাথ! ব্রহ্মা, পুলস্ত্য, মহাতপস্বী পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, বরুণ, মনু, দক্ষ, ঋতু, গ্রহ, নক্ষত্র, মূর্ত্তিমতী নদীসকল, মূর্ত্তিমান্ সনাতন বেদ, সমুদ্র, সরোবর, নানাপ্রকার তীর্থ, পৃথিবী, দ্যুলোক, দিক্, বৃক্ষ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী (চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা) অনুমতি (চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা), কুহূ (পূর্ণা অমাবস্যা), রাকা (পূর্ণিমা)

সমুদ্রাশ্চ হ্রদাশ্চৈব তীর্থানি বিবিধানি চ।
পৃথিবী দ্যৌর্দিশশ্চৈব পাদপাশ্চ জনাধিপ ॥ ১২
অদিতির্দেবমাতা চ হ্রীঃ শ্রীঃ স্বাহা সরস্বতী।
উমা শচী সিনীবালী তথা চানুমতিঃ কুহূঃ ॥ ১৩
রাকা চ ধিষণা চৈব পত্ন্যশ্চান্যা দিবৌকসাম্।
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চানেকশৃঙ্গবান্ ॥ ১৪
ঐরাবতঃ সানুচরঃ কলাঃ কাষ্ঠাস্তথৈব চ।
মাসার্ধমাসা ঋতবস্তথা রাত্র্যহনী নৃপ ॥ ১৫
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো নাগরাজশ্চ বাসুকিঃ।
অরুণো গরুড়শ্চৈব বৃক্ষাশ্চৌষধিভিঃ সহ ॥ ১৬
ধর্মশ্চ ভগবান্ দেবঃ সমাজগ্মুর্হি সঙ্গতাঃ।
কালো যমশ্চ মৃত্যুশ্চ যমস্যানুচরাশ্চ যে ॥১৭
বহুলত্বাচ্চ নোক্তা যে বিবিধা দেবতাগণাঃ।
তে কুমারাভিষেকার্থং সমাজগ্মুস্ততস্ততঃ ॥ ১৮
জগৃহুস্তে তদা রাজন্ সর্ব এব দিবৌকসঃ।
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং মঙ্গলানি চ সর্বশঃ ॥ ১৯
দিব্যসম্ভারসংযুক্তৈঃ কলসৈঃ কাঞ্চনৈর্নৃপ
সরস্বতীভিঃ পুণ্যাভির্দিব্যতোয়াভিরেব তু ॥ ২০
অভ্যষিঞ্চন্ কুমারং বৈ সম্প্রহৃষ্টা দিবৌকসঃ।
সেনাপতিং মহাত্মানমসুরাণাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ২১
পুরা যথা মহারাজ বরুণং বৈ জলেশ্বরম্।
তথাভ্যষিঞ্চদ্ ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ২২
কশ্যপশ্চ মহাতেজা যে চান্যে লোকবিশ্রুতাঃ।
তস্মৈ ব্রহ্মা দদৌ প্রীতো বলিনো বাতরংহসঃ ॥ ২৩
কামবীর্য্যধরান্ সিদ্ধান্ মহাপারিষদান্ প্রভুঃ।
নন্দিসেনং লোহিতাক্ষং ঘণ্টাকর্ণঞ্চ সম্মতম্ ॥ ২৪
চতুর্থমস্যানুচরং খ্যাতং কুমুদমালিনম্।
তত্র স্থাণুর্মহাতেজা মহাপারিষদং প্রভুঃ ॥ ২৫
মায়াশতধরং কামং কামবীর্য্যং বলান্বিতম্
দদৌ স্কন্দায় রাজেন্দ্র সুরারিবিনিবর্হণম্ ॥ ২৬
স হি দেবাসুরে যুদ্ধে দৈত্যানাং ভীমকর্মণাম্।
জঘান দোর্ভ্যাং সংক্রুদ্ধঃ প্রযুতানি চতুর্দশ ॥ ২৭
তথা দেবা দদুস্তস্মৈ সেনাং নৈঋতসঙ্কুলাম্।
দেবশত্রুক্ষয়করীমজয্যাং বিষ্ণুরূপিণীম্ ॥ ২৮

ধিষণা (বুদ্ধি), দেবগণের অন্যান্য পত্নীবৃন্দ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশিখর সুশোভিত মেরুগিরি, অনুচরগণসহ ঐরাবত, কলা, কাষ্ঠা, মাস, পক্ষ, ঋতু, রাত্রি, দিন, অশ্বগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, নাগরাজ বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধিসকলসহ বৃক্ষ, ভগবান্ ধর্মদেব, কাল, যম, মৃত্যু এবং যমের অনুচরগণ—ইঁহারা সকলে একসঙ্গে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৯-১৭

সংখ্যায় অধিক হওয়ায় যাঁহার নাম এস্থানে উল্লিখিত হইল না, সেই সব নানাপ্রকার দেবতা কুমার কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক করিবার জন্য এদিক ওদিক হইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

রাজন্! সেই সময় এই সব দেবগণ অভিষেকের পাত্র এবং সর্বপ্রকারের মাঙ্গলিক দ্রব্য হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

নরেশ্বর! হর্ষে উৎফুল্ল দেবতা পবিত্রা এবং দিব্য-জলযুক্তা সপ্ত সরস্বতী নদীর জলে পূর্ণ, দিব্য সামগ্রীসম্পন্ন, সুবর্ণময় কলস সমূহের দ্বারা অসুরভয়ঙ্কর মহামনস্বী কুমার কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০-২১

মহারাজ! যেরূপ পুরাকালে জলের অধিপতি বরুণের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছিল, সেইরূপ সর্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, মহাতেজস্বী কশ্যপ এবং অপর বিশ্ববিখ্যাত মহর্ষিগণ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিলেন ॥ ২২

সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুতুল্য বেগশালী, ইচ্ছানুসারে শক্তিধারী, বলবান্ ও সিদ্ধ চার জন অনুচর প্রদান করিলেন, যাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন নন্দিসেন, দ্বিতীয় লোহিতাক্ষ, তৃতীয় পরম প্রিয় ঘণ্টাকর্ণ এবং চতুর্থ অনুচর কুমুদমালী নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ২৩-২৪½

রাজেন্দ্র! তারপর সেখানে মহাতেজস্বী ভগবান্ শঙ্কর স্কন্দকে একজন মহানুচর সমর্পণ করিলেন, যিনি শত শত মায়াধারী, ইচ্ছানুসারে বল-পরাক্রমসম্পন্ন এবং দৈত্যদের সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন ॥ ২৫-২৬

তিনি দেবাসুর-সংগ্রামে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ভয়ানক কর্মকারী চৌদ্দ প্রযুত (এক প্রযুত হইল দশ লক্ষ) দৈত্যকে কেবল নিজ দুই বাহুর দ্বারাই বধ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৭

এইরূপ দেবগণ তাঁহাকে দেবশত্রুনাশী, অজেয় এবং বিষ্ণুরূপিণী সেনাবাহিনী প্রদান করিলেন, এই সৈন্যবাহিনী নৈঋত-সকলে পূর্ণ ছিল ॥ ২৮

জয়শব্দং তথা চক্রুর্দেবাঃ সর্বে সবাসবাঃ।
গন্ধর্বা যক্ষ-রক্ষাংসি মুনয়ঃ পিতরস্তথা ॥২৯
ততঃ প্রাদাদনুচরৌ যমঃ কালোপমাবুভৌ।
উন্মাথশ্চ প্রমাথশ্চ মহবীর্য্যৌ মহাদ্যুতী ॥ ৩০
সুভ্রাজো ভাস্বরশ্চৈব যৌ তৌ সূর্য্যানুযায়িনৌ।
তৌ সূর্য্যঃ কার্ত্তিকেয়ায় দদৌ প্রীতঃ প্রতাপবান্ ॥৩১
কৈলাসশৃঙ্গসঙ্কাশৌ শ্বেতমাল্যানুলেপনৌ।
সোমোঽপ্যনুচরৌ প্রাদান্মণিং সুমণিমেব চ ॥ ৩২
জ্বালাজিহ্বং তথা জ্যোতিরাত্মজায় হুতাশনঃ।
দদাবনুচরৌ শূরৌ পরসৈন্যপ্রমাথিনৌ। ৩৩
পরিঘঞ্চ বটঞ্চৈব ভীমঞ্চ সুমহাবলম্।
দহতিং দহনঞ্চৈব প্রচণ্ডৌ বীর্য্যসম্মতৌ। ৩৪
অংশোঽপ্যনুচরান্ পঞ্চ দদৌ স্কন্দায় ধীমতে।
উৎক্রোশং পঙ্কজঞ্চৈব বজ্রদণ্ডধরাবুভৌ ॥ ৩৫
দদাবনলপুত্রায় বাসবঃ পরবীরহা।
তৌ হি শত্রূন্ মহেন্দ্রস্য জঘ্নতুঃ সমরে বহূন্ ॥৩৬
চক্রং বিক্রমকঞ্চৈব সংক্রমঞ্চ মহাবলম্।
স্কন্দায় ত্রীননুচরান্ দদৌ বিষ্ণুর্মহাযশাঃ ॥ ৩৭
বর্ধনং নন্দনঞ্চৈব সর্ববিদ্যাবিশারদৌ।
স্কন্দায় দদতুঃ প্রীতাবশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ ॥ ৩৮
কুন্দঞ্চ কুসুমঞ্চৈব কুমুদঞ্চ মহাযশাঃ।
ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে ॥ ৩৯
চক্রানুচক্রৌ বলিনৌ মেঘচক্রৌ বলোৎকটৌ।
দদৌ ত্বষ্টা মহামায়ৌ স্কন্দায়ানুচরাবুভৌ ॥ ৪০
সুব্রতং সত্যসন্ধঞ্চ দদৌ মিত্রো মহাত্মনে।
কুমারায় মহাত্মানৌ তপোবিদ্যাধরৌ প্রভুঃ ॥ ৪১
সুদর্শনীয়ৌ বরদৌ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতৌ।
সুব্রতঞ্চ মহাত্মানাং শুভকর্মাণমেব চ ॥ ৪২
কার্ত্তিকেয়ায় সম্প্রাদাদ্ বিধাতা লোকবিশ্রুতৌ।
পাণীতকং কালিকঞ্চ মহামায়াবিনাবুভৌ ॥৪৩

সেই সময় ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি এবং পিতৃগণ চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

তাহার পর যমরাজ তাঁহাকে দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন, যাঁহাদের নাম ছিল উন্মাথ ও প্রমাথ। ইঁহারা উভয়ে কালের ন্যায় মহাপরাক্রমশালী এবং মহাতেজস্বী ছিলেন ॥ ৩০

সুভ্রাজ ও ভাস্বর—এই দুইজন সূর্য্যের অনুচর ছিলেন। প্রতাপশালী সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কার্ত্তিকেয়ের সেবায় প্রদান করিলেন ॥ ৩১

চন্দ্রও কৈলাসশিখরসদৃশ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং শ্বেত-মালা ও শ্বেত চন্দনধারী দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহাদের নাম মণি ও সুমণি ॥ ৩২

অগ্নিদেবও নিজ পুত্র স্কন্দকে জ্বালাজিহ্ব এবং জ্যোতিনামক দুইজন শত্রুসৈন্য মথিত করিতে সমর্থ বীর সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৩

অংশও বুদ্ধিমান্ স্কন্দকে পাঁচজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহাদের নাম—পরিঘ, বট, মহাবলী ভীম, দহতি এবং দহন। ইঁহাদের মধ্যে দহতি ও দহন অতিশয় প্রচণ্ড ও বল-পরাক্রমশালী বলিয়া সকলের নিকট বিখ্যাত ছিলেন ॥ ৩৪

শত্রুবীর-সংহারকারী ইন্দ্র অগ্নিকুমার স্কন্দকে উৎক্রোশ ও পঙ্কজ নামে দুইজন অনুচর প্রদান করিলেন। ইঁহারা উভয়ে বজ্র ও দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা দুইজনে সমরাঙ্গণে ইন্দ্রের বহুসংখ্যক শত্রুকে সংহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৬

মহাযশস্বী ভগবান্ বিষ্ণু স্কন্দকে চক্র, বিক্রম ও মহাবলী সংক্রম—এই তিনজন অনুচর প্রদান করিলেন ॥ ৩৭

সমস্ত বিদ্যায় প্রবীণ ও চিকিৎসকগণচূড়ামণি অশ্বিনী-কুমারদ্বয় প্রসন্ন হইয়া স্কন্দকে বর্দ্ধন ও নন্দন নামে দুই জন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৮

মহাযশস্বী ধাতা মহাত্মা স্কন্দকে কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বর—এই পাঁচজন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৩৯

প্রজাপতি ত্বষ্টা বলবান্, বলোন্মত্ত, মহামায়াবী এবং মেঘচক্রধারী চক্র ও অনুচক্র নামক দুইজন অনুচর স্কন্দকে প্রদান করিলেন ॥ ৪০

ভগবান্ মিত্র মহাত্মা কুমারকে সুব্রত ও সত্যসন্ধনামক দুইজন সেবক প্রদান করিলেন। ইঁহারা উভয়েই তপস্বী ও বিদ্যাধারী এবং মহামনস্বী ছিলেন। কেবল ইহাই নহে, ইঁহারা দেখিতে অতিশয় সুন্দর, বরদানে সমর্থ এবং তিনলোকে বিখ্যাত ॥ ৪১½

বিধাতা কার্ত্তিকেয়কে মহাত্মা সুব্রত ও সুকর্ম্মা—এই দুইজন লোক-বিখ্যাত সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৪২½

হে ভারত! পূষা কার্ত্তিকেয়কে পাণীতক ও কালিক নামক

পূষা চ পার্ষদৌ প্রাদাৎ কার্ত্তিকেয়ায় ভারত।
ঘলং চাতিবলঞ্চৈব মহাষক্ত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৪
প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বায়ুর্ভরতসত্তম।
যমং চাতিযমঞ্চৈব তিমিবক্ত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৪৫
প্রদদৌ কার্ত্তিকেয়ায় বরুণঃ সত্যসঙ্গরঃ।
সুবর্চসং মহাত্মানং তথৈবাপ্যতিবর্চসম্ ॥ ৪৬
হিমবান্ প্রদদৌ রাজন্ হুতাশনসুতায় বৈ।
কাঞ্চনঞ্চ মহাত্মানং মেঘমালিনমেব চ ॥ ৪৭
দদাবনুচরৌ মেরুরগ্নিপুত্রায় ভারত।
স্থিরং চাতিস্থিরঞ্চৈব মেরুরেবাপরৌ দদৌ ॥ ৪৮
মহাত্মা হ্যগ্নিপুত্রায় মহাবলপরাক্রমৌ।
উচ্ছৃঙ্গং চাতিশৃঙ্গঞ্চ মহাপাষাণযোধিনৌ ॥ ৪৯
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় বিন্ধ্যঃ পারিষদাবুভৌ।
সংগ্রহং বিগ্রহঞ্চৈব সমুদ্রোঽপি গদাধরৌ ॥ ৫০
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় মহাপারিষদাবুভৌ।
উন্মাদং শঙ্কুকর্ণঞ্চ পুষ্পদন্তং তথৈব চ ॥ ৫১
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্বতী শুভদর্শনা।
জয়ং মহাজয়ঞ্চৈব নাগৌ জ্বলনসূনবে ॥ ৫২
প্রদদৌ পুরুষব্যাঘ্র বাসুকিঃ পন্নগেশ্বরঃ।
এবং সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবঃ পিতরস্তথা ॥ ৫৩
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব গিরয়শ্চ মহাবলাঃ।
দদুঃ সেনাগণাধ্যক্ষান্ শূল-পট্টিশধারিণঃ ॥ ৫৪
দিব্যপ্রহরণোপেতান্ নানাবেশবিভূষিতান্।
শৃণু নামানি চাপ্যেষাং যেঽন্যে স্কন্দস্য সৈনিকাঃ ॥ ৫৫
বিবিধায়ুধসম্পন্নাশ্চিত্রাভরণভূষিতাঃ।
শঙ্কুকর্ণো নিকুম্ভশ্চ পদ্মঃ কুমুদ এব চ ॥ ৫৬
অনন্তো দ্বাদশভুজস্তথা কৃষ্ণোপকৃষ্ণকৌ।
ঘ্রাণশ্রবাঃ কপিস্কন্ধঃ কাঞ্চনাক্ষো জলন্ধমঃ ॥ ৫৭
অক্ষঃ সন্তর্জনো রাজন্ কুনদীকস্তমোঽন্তকৃৎ।
একাক্ষো দ্বাদশাক্ষশ্চ তথৈবৈকজটঃ প্রভুঃ ॥ ৫৮
সহস্রবাহুবিকটো ব্যাঘ্রাক্ষঃ ক্ষিতিকম্পনঃ।
পুণ্যনামা সুনামা চ সুচক্রঃ প্রিয়দর্শনঃ। ৫৯

দুইজন পার্ষদ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই অতিশয় মায়াবী ছিলেন ॥ ৪৩ই

ভরতশ্রেষ্ঠ! বায়ুদেব কৃত্তিকানন্দনকে মহাবলশালী ও বিশাল মুখবিশিষ্ট এবং বল ও অতিবল নামক দুইজন সেবক প্রদান করিলেন ॥ ৪৪ই

সত্যপ্রতিজ্ঞ বরুণ কৃত্তিকানন্দন স্কন্দকে যম ও অতিযম নামক দুইজন মহাবল পার্ষদ প্রদান করিলেন, যাঁহাদের মুখ তিমিনামক মহামৎস্যের ন্যায় ছিল ॥ ৪৫ই

রাজন্! হিমালয় অগ্নিপুত্র স্কন্দকে মহামনা সুবর্চা এবং অতিবর্চা নামক দুইজন পার্ষদ প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ই

ভারত! মেরু অগ্নিনন্দন স্কন্দকে মহাত্মা কাঞ্চন ও মেঘশালী নামক দুইজন অনুচর দান করিলেন ॥ ৪৭ই

মহাত্মা মেরুই অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়কে স্থির ও অতিস্থির নামক দুইজন আরও পার্ষদ দিলেন। ইঁহারা মহাবলশালী ও পরাক্রম-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ৪৮ই

বিন্ধ্যপর্ব্বতও অগ্নিনন্দনকে দুইজন পার্ষদ দিলেন। ইঁহাদের নাম—উচ্ছৃঙ্গ ও অতিশৃঙ্গ। ইঁহারা উভয়ে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দ্বারা যুদ্ধ করিতে নিপুণ ছিলেন ॥ ৪৯ই

সমুদ্রও অগ্নিপুত্রকে দুইজন গদাধারী মহাপার্ষদ দিলেন। ইঁহাদের নাম—সংগ্রহ ও বিগ্রহ ॥ ৫০ই

শুভদর্শনা পার্ব্বতীদেবী অগ্নিনন্দন স্কন্দকে উন্মাদ, শঙ্কুকর্ণ ও পুষ্পদন্ত নামক তিনজন পার্ষদ প্রদান করিলেন ॥ ৫১ই

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নাগরাজ বাসুকি অগ্নিপুত্রকে পার্ষদরূপে জয় ও বিজয়নামক দুইজন নাগকে প্রদান করিলেন ॥ ৫২ই

এইরূপ সাধ্য, রুদ্র, বসু, পিতৃগণ, সমুদ্র, নদীসকল এবং মহাবল পর্ব্বতসমূহ তাঁহাকে নানাবিধ সেনাপতি অর্পণ করিলেন। এই সব সেনাপতি শূল, পট্টিশ ও নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই বিভিন্ন বেশ-ভূষায় বিভূষিত ছিলেন ॥ ৫৩-৫৪ই

স্কন্দের আরও নানাপ্রকার অস্ত্রসম্পন্ন এবং বিচিত্র আভরণে বিভূষিত বহু সৈন্য ছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ করুন ॥ ৫৫ই

শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, কপিস্কন্দ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জন, কুনদীক, তমোঽন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, প্রভু, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, পরিশ্রুত, কোকনদ, প্রিয়মাল্যানুলেপন, অজোদর, গজশিরা,

পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ প্রিয়মাল্যানুলেপনঃ।
অজোদরো গজশিরাঃ স্কন্ধাক্ষঃ শতলোচনঃ ॥ ৬০
জ্বালাজিহ্বঃ করালাক্ষঃ শিতিকেশো জটী হরিঃ।
পরিশ্রুতঃ কোকনদঃ কৃষ্ণকেশো জটাধরঃ ॥ ৬১
চতুর্দংষ্ট্রোঽষ্টজিহ্বশ্চ মেঘনাদঃ পৃথুশ্রবাঃ।
বিদ্যুতাক্ষো ধনুর্বক্ত্রো জাঠরো মারুতাশনঃ ॥ ৬২
উদারাক্ষো রথাক্ষশ্চ বজ্রনাভো বসুপ্রভঃ।
সমুদ্রবেগো রাজেন্দ্র শৈলকম্পী তথৈব চ ॥ ৬৩
বৃষো মেষঃ প্রবাহশ্চ তথা নন্দোপনন্দকৌ।
ধূম্রঃ শ্বেতঃ কলিঙ্গশ্চ সিদ্ধার্থো বরদস্তথা ॥ ৬৪
প্রিয়কশ্চৈব নন্দশ্চ গোনন্দশ্চ প্রতাপবান্।
আনন্দশ্চ প্রমোদশ্চ স্বস্তিকো ধ্রুবকস্তথা ॥ ৬৫
ক্ষেমবাহঃ সুবাহশ্চ সিদ্ধপাত্রশ্চ ভারত।
গোব্রজঃ কনকাপীড়ো মহাপারিষদেশ্বরঃ ॥ ৬৬
গায়নো হসনশ্চৈব বাণঃ খড়্গশ্চ বীর্য্যবান্।
বৈতালী গতিতালী চ তথা কথক-বাতিকৌ ॥ ৬৭
হংসজঃ পঙ্কদিগ্ধাঙ্গঃ সমুদ্রোন্মাদনশ্চ হ।
রণোৎকটঃ প্রহাসশ্চ শ্বেতসিদ্ধশ্চ নন্দনঃ ॥ ৬৮
কালকণ্ঠঃ প্রভাসশ্চ তথা কুম্ভাণ্ডকোদরঃ।
কালকক্ষঃ সিতশ্চৈব ভূতানাং মথনস্তথা ॥ ৬৯
যজ্ঞবাহঃ সুবাহশ্চ দেবযাজী চ সোমপঃ।
মজ্জানশ্চ মহাতেজাঃ ক্রথ-ক্রাথৌ চ ভারত ॥ ৭০
তুহরশ্চ তুহারশ্চ চিত্রদেবশ্চ বীর্য্যবান্।
মধুরঃ সুপ্রসাদশ্চ কিরীটী চ মহাবলঃ ॥ ৭১
বৎসলো মধুবর্ণশ্চ কলশোদর এব চ।
ধর্মদো মন্মথকরঃ সূচীবক্ত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৭২
শ্বেতবক্ত্রঃ সুবক্ত্রশ্চ চারুবক্ত্রশ্চ পাণ্ডুরঃ।
দণ্ডবাহুঃ সুবাহুশ্চ রজঃ কোকিলকস্তথা ॥ ৭৩
অচলঃ কনকাক্ষশ্চ বালানামপি যঃ প্রভুঃ।
সঞ্চারকঃ কোকনদো গৃধ্রপত্রশ্চ জম্বুকঃ ॥ ৭৪
লোহাজবক্ত্রো জবনঃ কুম্ভবক্ত্রশ্চ কুম্ভকঃ।
স্বর্ণগ্রীবশ্চ কৃষ্ণৌজা হংসবক্ত্রশ্চ চন্দ্রভঃ ॥ ৭৫
পাণিকূর্চশ্চ শম্বুকঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ শিক্ষকঃ।
চাষবক্ত্রশ্চ জম্বুকঃ শাকবক্ত্রশ্চ কুণ্ডলঃ ॥ ৭৬
যোগযুক্তা মহাত্মানঃ সততং ব্রাহ্মণপ্রিয়াঃ।
পৈতামহা মহাত্মানো মহাপারিষদাশ্চ যে ॥ ৭৭
যৌবনস্থাশ্চ বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ জনমেজয়।
সহস্রশঃ পারিষদাঃ কুমারমবতস্থিরে ॥ ৭৮
বক্ত্রৈর্নানাবিধৈর্যে তু শৃণু তান্ জনমেজয়।
কূর্মকুক্কুটবক্ত্রাশ্চ শশোলূকমুখাস্তথা ॥ ৭৯
খরোষ্ট্রবদনাশ্চান্যে বরাহবদনাস্তথা।
মার্জারশশবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ৮০

স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালজিহ্ব, করালাক্ষ, শিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, অষ্টজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রবা, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদারাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাভ, বসুপ্রভ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষ, প্রবাহ, নন্দ, প্রতাপশালী গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধপাত্র, গোব্রজ, কনকপীড়, মহাপরিষদেশ্বর, গায়ন, হসন, বাণ, পরাক্রমী খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, হংসজ, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, সমুদ্রোন্মাদন, রণোৎকট, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডকোদর, কালকক্ষ, সিত, ভূতমথন, যজ্ঞবাহ, সুবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জান, মহাতেজা, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, পরাক্রমী, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীটি, মহাবল, বৎসল, মধুবর্ণ, কলশোদর, ধর্মদ, মন্মথকর, শক্তিশালী সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, চারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ কোকিলক, অচল, কনকাক্ষ, বালস্বামী, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহবক্ত্র, অজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চ, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাষবক্ত্র, জম্বুক, শাকবক্ত্র এবং কুণ্ডল ॥ ৫৬-৭৬

জনমেজয়! এই সব পার্ষদ যোগযুক্ত, মহাত্মা এবং নিরন্তর ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রীতিভাব অক্ষুন্ন রাখেন। ইহা ব্যতীত পিতামহ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত যে সকল মহাত্মা মহাপার্ষদ ছিলেন, ইঁহারা এবং অন্য বালক, তরুণ ও বৃদ্ধ সহস্র সহস্র পার্ষদ কুমারের সেবায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৭-৭৮

জনমেজয়! ইঁহাদের সকলের নানাপ্রকার মুখ ছিল। যাঁহার যেরূপ মুখ ছিল, উহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। কিছু পার্ষদের মুখ কচ্ছপ এবং মৃগসকলের ন্যায় ছিল, বহু পার্ষদের মুখ খরগোশ, উলুক, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং বরাহ-সদৃশ ছিল ॥ ৭৯;

ভারত! বহুর মুখ বিড়াল ও খরগোশ-তুল্য ছিল।

নকুলোলূকবক্ত্রাশ্চ কাকবক্ত্রাস্তথা পরে ·
আখুবভ্রুকবক্ত্রাশ্চ ময়ূরবদনাস্তথা ॥ ৮১
মৎস্য-মেষাননাশ্চান্যে অজাবি-মহিষাননাঃ।
ঋক্ষ-শার্দূলবক্ত্রাশ্চ দ্বীপি-সিংহাননাস্তথা ॥ ৮২
ভীমা গজাননাশ্চৈব তথা নক্রমুখাশ্চ যে।
গরুড়াননাঃ কঙ্কমুখা বৃক-কাকমুখাস্তথা ॥ ৮৩
গোখরোষ্ট্রমুখাশ্চান্যে বৃষদংশমুখাস্তথা।
মহাজঠরপাদাঙ্গাস্তারকাক্ষাশ্চ ভারত ॥ ৮৪
পারাবতমুখাশ্চান্যে তথা বৃষমুখাঃ পরে।
কোকিলাভাননাশ্চান্যে শ্যেনতিত্তিরিকাননাঃ ॥ ৮৫
কৃকলাসমুখাশ্চৈব বিরজোঽম্বরধারিণঃ।
ব্যালবক্ত্রাঃ শূলমুখাশ্চণ্ডবক্ত্রাঃ শুভাননাঃ ॥ ৮৬
আশীবিষাশ্চীরধরা গোনাসাবদনাস্তথা।

কাহাদেরও মুখ অতিশয় বৃহৎ ছিল, কাহাদেরও মুখ নকুল, উলুক, কাক, ইন্দুর, বভ্রু ও ময়ূর মুখসদৃশ মুখ ছিল ॥ ৮০-৮১

কোন কোন পার্ষদের মুখ মৎস্য, মেষ, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, বরাহ, ব্যাঘ্র, বৃক ও সিংহ মুখ তুল্য ছিল ॥ ৮২

কাহারও মুখ হাতীর ন্যায় ছিল, সেইজন্য অতিশয় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। কিছু পার্ষদের মুখ মকর, গরুড়, কঙ্ক, বৃক ও কাকের মুখের ন্যায় ছিল ॥ ৮৩

ভারত! কিছু পার্ষদ গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও বন্যবিড়ালের মুখ ধারণ করিয়াছিল। কাহারও উদর, পদ ও অন্যান্য অঙ্গও বিশাল ছিল। ইঁহাদের চক্ষুসকল তারাসমূহের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল ॥ ৮৪

কিছু পার্ষদের মুখ পারাবতের মুখের ন্যায়, কিছু পার্ষদের মুখ বাজপাখীর মুখের ন্যায় এবং তিত্তিরি পক্ষীর মুখের ন্যায় মুখ ছিল ॥ ৮৫

কিছু পার্ষদের মুখ কৃকলাসের (গিরগিটীর) মুখের সদৃশ মনে হইতেছিল। কিছু পার্ষদ শ্বেত বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহাদেরও মুখ সর্প মুখ-তুল্য ছিল, কাহাদেরও মুখ শূল-সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল। কাহাদেরও মুখ প্রচণ্ড ক্রোধোদ্দীপ্ত ছিল এবং কাহাদেরও মুখ প্রসন্ন ছিল ॥ ৮৬

কেহ কেহ বিষধর সর্পের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। কেহ কেহ চীর (বস্ত্র খণ্ড)—বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও নাসিকা ও মুখ গোরুর ন্যায় মনে হইতেছিল। কাহাদেরও উদর অতিশয় স্থূল ছিল এবং কাহারও উদর কৃশ

স্থূলোদরাঃ কৃশাঙ্গাশ্চ স্থূলাঙ্গাশ্চ কৃশোদরাঃ ॥ ৮৭
হ্রস্বগ্রীবা মহাকর্ণা নানাব্যালবিভূষণাঃ।
গজেন্দ্রচর্মবসনাস্তথা কৃষ্ণাজিনাম্বরাঃ ॥ ৮৮
স্কন্ধেমুখা মহারাজ তথাপ্যুদরতোমুখাঃ।
পৃষ্ঠেমুখা হনুমুখাস্তথা জঙ্ঘামুখা অপি ॥ ৮৯
পার্শ্বাননাশ্চ বহবো নানাদেশমুখাস্তথা।
তথা কীট-পতঙ্গানাং সদৃশাস্যা গণেশ্বরাঃ ॥৯০
নানাব্যালমুখাশ্চান্যে বহুবাহুশিরোধরাঃ।
নানাবৃক্ষভুজাঃ কেচিৎ কটিশীর্ষাস্তথাপরে ॥৯১
ভুজঙ্গভোগবদনা নানাগুল্মনিবাসিনঃ।
চীরসংবৃতগাত্রাশ্চ নানাকনকবাসসঃ ॥ ৯২
নানাবেষধরাশ্চৈব নানামাল্যানুলেপনাঃ।
নানাবস্ত্রধরাশ্চৈব চর্মবাসস এব চ ॥ ৯৩

বলিয়া মনে হইতেছিল। কাহাদের শরীর কৃশ ছিল এবং কাহাদের শরীর স্থূল ছিল ॥৮৭

কাহাদেরও গ্রীবা ক্ষুদ্র ছিল, কাহাদেরও আবার কর্ণ অতিশয় বৃহৎ ছিল। ইঁহারা অনেকে নানাপ্রকার সর্পের আভরণ ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ হস্তী চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৮৮

মহারাজ! কাহাদেরও মুখ স্কন্দের উপরে ছিল, আবার কাহাদেরও মুখ উদরে ছিল। এইরূপ কাহাদেরও পৃষ্ঠ, কাহাদেরও হনুতে (দাড়িতে) এবং কাহাদেরও মুখ জঙ্ঘায় ছিল ॥ ৮৯

বহু পার্ষদ এরূপ ছিলেন, যাঁহাদের মুখ পার্শ্বভাগে ছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে মুখধারণকারী পার্ষদও বহু ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গণের অধিপতিদের মুখও কীট এবং পতঙ্গের সদৃশ ছিল ॥৯০

অন্য বহু পার্ষদের মুখ অনেক এবং সর্পাকার ছিল। বহু পার্ষদের বাহু অনেক এবং কণ্ঠও অনেক ছিল। কাঁহাদের বাহু বহু ও নানাপ্রকার বৃক্ষ-তুল্য ছিল। কাঁহাদের মস্তক তাঁহাদের কটিপ্রদেশেই ছিল ॥ ৯১

কাঁহাদের মুখ সর্পাকার ছিল। কাঁহারা নানাবিধ গুল্ম ও লতাসকলের দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ চীর-বস্ত্রে নিজেদের আবৃত করিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ স্বর্ণময় বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ৯২

তাঁহারা নানাপ্রকার বেশ, বিবিধ মাল্য ও চন্দন এবং

উষ্ণীষিণো মুকুটিনঃ সুগ্রীবাশ্চ সুবর্চসঃ।
কিরীটিনঃ পঞ্চশিখাস্তথা কাঞ্চনমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৯৪
ত্রিশিখা দ্বিশিখাশ্চৈব তথা সপ্তশিখাঃ পরে।
শিখণ্ডিনো মুকুটিনো মুণ্ডাশ্চ জটিলাস্তথা ॥ ৯৫
চিত্রমালাধরাঃ কেচিৎ কেচিদ্ রোমাননাস্তথা।
বিগ্রহৈকরসা নিত্যমজেয়াঃ সুরসত্তমৈঃ ॥ ৯৬
কৃষ্ণা নির্মাংসবক্ত্রাশ্চ দীর্ঘপৃষ্ঠাস্তনূদরাঃ।
স্থূলপৃষ্ঠা হ্রস্বপৃষ্ঠাঃ প্রলম্বোদরমেহনাঃ ॥ ৯৭
মহাভুজা হ্রস্বভুজা হ্রস্বগাত্রাশ্চ বামনাঃ।
কুব্জাশ্চ হ্রস্বজঙ্ঘাশ্চ হস্তিকর্ণশিরোধরাঃ ॥ ৯৮
হস্তিনাসাঃ কূর্মনাসা বৃকনাসাস্তথা পরে।
দীর্ঘোচ্ছ্বাসা দীর্ঘজঙ্ঘা বিকরালা হ্যধোমুখাঃ ॥ ৯৯

বস্ত্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার চর্ম্মের বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন ॥ ৯৩

কাঁহাদের মস্তকে উষ্ণীষ (পাগ্ড়ী) ছিল এবং কাঁহাদের মস্তকে মুকুট শোভা পাইতেছিল। কাঁহাদের কণ্ঠ ও অঙ্গকান্তি অতিশয় সুন্দর ছিল। কেহ কেহ কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ মস্তকে পাঁচটি শিখা রাখিয়াছিলেন। অনেকের মস্তকের কেশ স্বর্ণময় ছিল ॥ ৯৪

কেহ দুই, কেহ তিন এবং কেহ সাতটি শিখা রাখিয়াছিলেন। কেহ কেহ মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ এবং কেহ কেহ মস্তকে মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন এবং কেহ কেহ আবার মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৯৫

কেহ কেহ বিচিত্র মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন। কাহারও মুখে বহু রোম বিদ্যমান ছিল। ইঁহারা কেবল যুদ্ধ করিয়া রস অনুভব করিয়া থাকেন। ইঁহারা শ্রেষ্ঠ দেবগণের পক্ষেও অজেয় ছিলেন ॥ ৯৬

কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, কাঁহাদের মুখে মাংস ছিল না, কেবল অস্থিই ছিল। কাঁহাদের পৃষ্ঠ অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং উদর তনু (ভিতরের দিকে প্রবিষ্ট) ছিল। কাঁহাদের উদর ও মূত্রাশয় উভয়ই বৃহৎ ছিল ॥ ৯৭

কাঁহাদের বাহু বিশাল এবং কাঁহাদের বাহু ক্ষুদ্র ছিল। কাঁহাদের গাত্র ক্ষুদ্র ছিল, কেহ কেহ আবার বামন ছিলেন। কেহ কেহ কুব্জ ছিলেন। কাঁহাদের জঙ্ঘা অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। কাঁহাদের কণ্ঠ ও কর্ণ হস্তীর ন্যায় ছিল ॥ ৯৮

মহাদংষ্ট্রা হ্রস্বদংষ্ট্রাশ্চতুর্দংষ্ট্রাস্তথা পরে।
বারণেন্দ্রনিভাশ্চান্যে ভীমা রাজন্ সহস্রশঃ ॥ ১০০
সুবিভক্তশরীরাশ্চ দীপ্তিমন্তঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
পিঙ্গাক্ষাঃ শঙ্কুকর্ণাশ্চ রক্তনাসাশ্চ ভারত ॥ ১০১
পৃথুদংষ্ট্রা মহাদংষ্ট্রাঃ স্থূলৌষ্ঠা হরিমূর্দ্ধজাঃ।
নানাপাদৌষ্ঠদংষ্ট্রাশ্চ নানাহস্তশিরোধরাঃ ॥ ১০২
নানাচর্মভিরাচ্ছন্না নানাভাষাশ্চ ভারত।
কুশলা দেশভাষাসু জল্পন্তোঽন্যোন্যমীশ্বরাঃ ॥ ১০৩
হৃষ্টাঃ পরিপতন্তি স্ম মহাপারিষদাস্তথা।
দীর্ঘগ্রীবা দীর্ঘনখা দীর্ঘপাদশিরোভুজাঃ ॥ ১০৪
পিঙ্গাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ লম্বকর্ণাশ্চ ভারত।
বৃকোদরনিভাশ্চৈব কেচিদঞ্জনসন্নিভাঃ ॥ ১০৫

কাঁহাদের নাসিকা হস্তিতুল্য ছিল, কাঁহাদের নাসিকা কূর্মতুল্য ছিল এবং কাঁহাদের নাসিকা বৃকের ন্যায় ছিল। কেহ কেহ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতেন। কাঁহাদের জঙ্ঘা অতিশয় বৃহৎ ছিল। কাঁহাদের মুখ নীচের দিকে ছিল এবং কেহ কেহ দেখিতে আবার বিকরাল ছিলেন ॥ ৯৯

কাঁহাদের দন্তসকল বৃহৎ, কাঁহাদের দন্তসকল ক্ষুদ্র এবং কাঁহাদের আবার চারিটি করিয়া দন্ত ছিল। রাজন্! অপর সহস্র সহস্র পার্ষদ গজরাজের ন্যায় বিশালদেহ ও ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ১০০

ইঁহাদের দেহের সকল অঙ্গ নানাভাগে বিভক্ত হইয়া অতিশয় সুন্দর দেখাইতেছিল। ইঁহারা দীপ্তিমান্ ও বস্ত্রাভরণে বিভূষিত ছিলেন। ভারত! ইঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; কর্ণ শঙ্কুসদৃশ শুভ্রবর্ণ ছিল এবং নাসিকা রক্তবর্ণের ছিল ॥ ১০১

কাঁহাদের দন্ত অতিশয় বৃহৎ, কাঁহাদের দন্ত স্থূল (মোটা) ছিল। কাঁহাদের ওষ্ঠ স্থূল এবং মস্তকের কেশ নীলবর্ণের ছিল। কাঁহাদের পদ, ওষ্ঠ, হস্ত ও কণ্ঠ নানাপ্রকার এবং অনেক ছিল ॥ ১০২

ভারত! কিছু পার্ষদ নানাবিধ চর্ম্মময় বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিলেন, ইঁহারা নানাপ্রকার ভাষা বলিতে পারিতেন, দেশের সকল ভাষায় কথাবার্তা বলিতে সমর্থ ছিলেন এবং পরস্পর নানাভাষায় আলাপ করিতেন ॥ ১০৩

এই সব মহাপার্ষদগণ হর্ষে আবিষ্ট হইয়া চারিদিক্ হইতে ধাবিত হইয়া আসিলেন। ইঁহাদের গ্রীবা, মস্তক, হস্ত, পদ ও নখ সবই অতিশয় বৃহৎ ছিল ॥ ১০৪

হে ভারত! ইঁহাদের চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, কণ্ঠ নীলবর্ণ এবং কর্ণ

শ্বেতাক্ষা লোহিতগ্রীবাঃ পিঙ্গাক্ষাশ্চ তথা পরে।
কল্মাষা বহবো রাজংশ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভারত ॥ ১০৬
চামরাপীড়কনিভাঃ শ্বেতলোহিতরাজয়ঃ।
নানাবর্ণাঃ সবর্ণাশ্চ ময়ূরসদৃশপ্রভাঃ ॥ ১০৭
পুনঃ প্রহরণান্যেষাং কীর্ত্যমানানি মে শৃণু।
শেষৈঃ কৃতঃ পারিষদৈরায়ুধানাং পরিগ্রহঃ ॥ ১০৮
পাশোদ্যতকরাঃ কেচিদ্ ব্যাদিতাস্যাঃ খরাননাঃ।
পৃষ্ঠাক্ষা নীলকণ্ঠাশ্চ তথা পরিঘবাহবঃ ॥ ১০৯
শতঘ্নীচক্রহস্তাশ্চ তথা মুসলপাণয়ঃ।
অসিমুদ্গরহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত ॥ ১১০
গদাভুশুণ্ডিহস্তাশ্চ তথা তোমরপাণয়ঃ।
আয়ুধৈর্বিবিধৈর্ঘোরৈর্মহাত্মানো মহাজবাঃ ॥ ১১১
মহাবলা মহাবেগা মহাপারিষদাস্তথা।
অভিষেকং কুমারস্য দৃষ্ট্বা হৃষ্টা রণপ্রিয়াঃ ॥ ১১২
ঘণ্টাজালপিনদ্ধাঙ্গা ননৃতুস্তে মহৌজসঃ।
এতে চান্যে চ বহবো মহাপারিষদা নৃপ ॥১১৩
উপতস্থুর্মহাত্মানং কার্ত্তিকেয়ং যশস্বিনম্।
দিব্যাশ্চাপ্যান্তরিক্ষাশ্চ পার্থিবাশ্চানিলোপমাঃ ॥ ১১৪
ব্যাদিষ্টা দৈবতৈঃ শূরাঃ স্কন্দস্যানুচরাভবন্।
তাদৃশানাং সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
অভিষিক্তং মহাত্মানং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥১১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলরামতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে স্কন্দাভিষেকে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

লম্বা ছিল। কাঁহাদেরও সর্প বুকের উদরের ন্যায় ছিল এবং কাঁহারা কাজলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের ছিলেন ॥ ১০৫

কাঁহাদের চক্ষু শ্বেতবর্ণ এবং গ্রীবা লোহিতবর্ণ ছিল; ভারত! বহু পার্ষদ বিচিত্রবর্ণের এবং কল্মাষ বর্ণের ছিলেন ॥ ১০৬

বহু পার্ষদের দেহবর্ণ চামর ও পুষ্পমুকুট-সদৃশ ছিল। কিছু পার্ষদের দেহে শ্বেত ও রক্তবর্ণের পঙ্ক্তি বিরাজমান ছিল। কিছু পার্ষদ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ছিলেন এবং কিছু পার্ষদ আবার পরস্পর সমান বর্ণের ছিলেন। কোন কোন পার্ষদের অঙ্গকান্তি ময়ূরসদৃশ ছিল ॥ ১০৭

এখন অবশিষ্ট অন্য যে সকল পার্ষদ অস্ত্রসমূহ ধারণ করত অবস্থিত ছিলেন, আমি তাঁহাদের নামকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥

কিছু পার্ষদ হস্তে পাশধারণ করিয়াছিলেন, কিছু পার্ষদ মুখবিস্তার করিয়াছিলেন, কাঁহাদের মুখ গর্দ্দভের ন্যায় ছিল, কাঁহাদের চক্ষু পৃষ্ঠভাগে ছিল এবং বহু পার্ষদের কণ্ঠে নীলবর্ণের চিহ্ন ছিল। বহুসংখ্যক পার্ষদের বাহু পরিঘসদৃশ ছিল ১০৮-১০৯

হে ভারত! কাঁহাদের হস্তে শতঘ্নী অস্ত্র ছিল, আবার অন্য বহু পার্ষদের হস্তে চক্র ছিল। কেহ কেহ হস্তে মুসল, তরবারি, মুদ্গর ও দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১০

কাঁহাদের হস্তে আবার গদা, তোমর ও ভুশুণ্ডী শোভা পাইতেছিল। এই সব মহাবেগশালী মহাত্মা পার্ষদগণ নানা প্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১১১

ইঁহারা অতিশয় বল ও বেগসম্পন্ন ছিলেন। যুদ্ধপ্রিয় এই সব মহাপার্ষদগণ কুমারের অভিষেক দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ১১২

ইঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত জালাকার বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। হে নৃপ! মহাতেজস্বী এই সব পার্ষদগণ তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। এই সব পার্ষদ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক মহাপার্ষদগণ যশস্বী মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের সেবায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ১১৩½

দেবগণের আজ্ঞা লাভ করত দেবলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং ভূলোকের বায়ুতুল্য বেগশালী শৌর্য্যসম্পন্ন পার্ষদগণ স্কন্দের অনুচর হইয়াছিলেন ॥ ১১৪½

এইরূপ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পার্ষদগণ অভিষেকের পর মহাত্মা স্কন্দকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা ও সারস্বত উপাখ্যান-প্রসঙ্গে স্কন্দের অভিষেকবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[মাতৃণাং পরিচয়দানম্, স্কন্দস্য রণযাত্রা, তেন সসৈন্য-তারকাসুর-মহিষাসুরাদিদৈত্যানাং বিনাশশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু মাতৃগণান্ রাজন্ কুমারানুচরানিমান্ ।
কীর্ত্ত্যমানান্ ময়া বীর সপত্নগণসূদনান্ ॥ ১
যশস্বিনীনাং মাতৃণাং শৃণু নামানি ভারত ।
যাভির্ব্যাপ্তাস্ত্রয়ো লোকাঃ কল্যাণীভিশ্চ ভাগশঃ ॥ ২
প্রভাবতী বিশালাক্ষী পালিতা গোস্তনী তথা ।
শ্রীমতী বহুলাচৈব তথৈব বহুপুত্রিকা ॥ ৩
অপ্সু জাতা চ গোপালী বৃহদম্বালিকা তথা ।
জয়াবতী মালতিকা ধ্রুবরত্না ভয়ঙ্করী ॥ ৪
বসুদামা চ দামা চ বিশোকা নন্দিনী তথা ।
একচূড়া মহাচূড়া চক্রনেমিশ্চ ভারত ॥ ৫
উত্তেজনী জয়ৎসেনা কমলাক্ষ্যথ শোভনা ।
শত্রুঞ্জয়া তথা চৈব ক্রোধনা শলভী খরী ॥ ৬
মাধবী শুভবক্ত্রা চ তীর্থনেমিশ্চ ভারত ।
গীতপ্রিয়া চ কল্যাণী রুদ্ররোমামিতাশনা ॥ ৭
মেঘস্বনা ভোগবতী সুভ্রূশ্চ কনকাবতী ।
অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী বিদ্যুজ্জিহ্বা চ ভারত ॥ ৮
পদ্মাবতী সুনক্ষত্রা কন্দরা বহুযোজনা ।
সন্তানিকা চ কৌরব্য কমলা চ মহাবলা ॥ ৯
সুদামা বহুদামা চ সুপ্রভা চ যশস্বিনী ।
নৃত্যপ্রিয়া চ রাজেন্দ্র শতোলূখলমেখলা ॥ ১০
শতঘণ্টা শতানন্দা ভগনন্দা চ ভাবিনী ।
বপুষ্মতী চন্দ্রসীতা ভদ্রকালী চ ভারত ॥ ১১
ঋক্ষাম্বিকা নিষ্কুটিকা বামা চত্বরবাসিনী ।
সুমঙ্গলা স্বস্তিমতী বৃদ্ধিকামা জয়প্রিয়া ॥ ১২
ধনদা সুপ্রসাদা চ ভবদা চ জলেশ্বরী ।
এডী ভেডী সমেডী চ বেতালজননী তথা ॥ ১৩
কণ্ডুতিঃ কলিকা চৈব দেবমিত্রা চ ভারত ।
বসুশ্রীঃ কোটরা চৈব চিত্রসেনা তথাচলা ॥ ১৪
কুক্কুটিকা শঙ্খলিকা তথা শকুনিকা নৃপ ।
কুণ্ডারিকা কৌকুলিকা কুম্ভিকাথ শতোদরী ॥ ১৫
উৎক্রাথিনী জলেলা চ মহাবেগা চ কঙ্কণা ।
মনোজবা কণ্টকিনী প্রঘসা পূতনা তথা ॥ ১৬

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় ।

[মাতৃকাগণের পরিচয়, স্কন্দের রণযাত্রা এবং তাঁহার দ্বারা সসৈন্য তারকাসুর, মহিষাসুরাদি দৈত্যগণের বিনাশ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর রাজন্ ! এখন আমি সেই মাতৃকাগণের নাম বলিতেছি, যাঁহারা শত্রুনাশিনী এবং স্কন্দের অনুগামিনী ছিলেন ॥ ১

হে ভারত ! তুমি সেই যশস্বিনী মাতৃকাগণের নাম শ্রবণ কর, যে সব কল্যাণকারিণী দেবীগণ বিভাগানুসারে তিন লোক ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন ॥ ২

কুরুবংশধর ! ভরতকুলনন্দন ! রাজেন্দ্র ! সেই সব মাতৃকাগণের নাম এইরূপ—প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, দামা, বিশোকা, নন্দিনী, একচূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, শোভনা, শত্রুঞ্জয়া, ক্রোধনা, শলভী, খরী মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থনেমী, গীতাপ্রিয়া, কল্যাণী রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, কমলা, মহাবলা, সুদামা, বহুদামা, সুপ্রভা, যশস্বিনী, নৃত্তপ্রিয়া, শতোলূখলমেকলা, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রসীতা, ভদ্রকালী ॥ ৩-১১

ঋক্ষাম্বিকা, নিষ্কুটিকা, বামা, চত্বরবাসিনী, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বৃদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, জলেশ্বরী, এড়ী ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডুতিকালিকা দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মনোজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা ॥ ১২-১৬

কেশযন্ত্রী ক্রটির্বামা ক্রোশনাথ তড়িৎপ্রভা।
মন্দোদরী চ মুণ্ডী চ কোটরা মেঘবাহিনী ॥ ১৭
সুভগা লম্বনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাশিনী।
ঊর্ধ্ববেণীধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥ ১৮
পৃথুবস্ত্রা মধুলিকা মধুকুম্ভা তথৈব চ।
পক্ষালিকা মৎকুলিকা জরায়ুর্জর্জরাননা ॥ ১৯
খ্যাতা দহদহা চৈব তথা ধমধমা নৃপ।
খণ্ডখণ্ডা চ রাজেন্দ্র পূষণা মণিকুট্টিকা ॥ ২০
অমোঘা চৈব কৌরব্য তথা লম্বপয়োধরা।
বেণুবীণাধরা চৈব পিঙ্গাক্ষী লোহমেখলা ॥ ২১
শশোলূকমুখী কৃষ্ণা খরজঙ্ঘা মহাজবা।
শিশুমারমুখী শ্বেতা লোহিতাক্ষী বিভীষণা ॥ ২২
জটালিকা কামচরী দীর্ঘজিহ্বা বলোৎকটা।
কালেহিকা বামনিকা মুকুটা চৈব ভারত ॥ ২৩
লোহিতাক্ষী মহাকায়া হরিপিণ্ডা চ ভূমিপ।
একত্বচা সুকুসুমা কৃষ্ণকর্ণী চ ভারত। ২৪
ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা।
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা ॥ ২৫
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা।
শঙ্খকুম্ভশ্রবাশ্চৈব ভগদা চ মহাবলা ॥ ২৬
গণা চ সুগণা চৈব তথাভীত্যথ কামদা।
চতুষ্পথরতা চৈব ভূতিতীর্থান্যগোচরী ॥ ২৭
পশুদা বিত্তদা চৈব সুখদা চ মহাযশাঃ।
পয়োদা গোমহিষদা সুবিশালা চ ভারত ॥ ২৮
প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠা চ রোচমানা সুরোচনা।
নৌকর্ণী মুখকর্ণী চ বিশিরা মন্থিনী তথা ॥ ২৯
একচন্দ্রা মেঘকর্ণা মেঘমালা বিরোচনা
এতাশ্চান্যাশ্চ বহবো মাতরো ভরতর্ষভ ॥ ৩০
কার্তিকেয়ানুযায়িন্যো নানারূপাঃ সহস্রশঃ।
দীর্ঘনখ্যো দীর্ঘদন্ত্যো দীর্ঘতুণ্ড্যশ্চ ভারত। ৩১
সবলা মধুরাশ্চৈব যৌবনস্থাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ কামরূপধরাস্তথা ॥ ৩২
নির্মাংসগাত্র্যঃ শ্বেতাশ্চ তথা কাঞ্চনসন্নিভাঃ।
কৃষ্ণমেঘনিভাশ্চান্যা ধূম্রাশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ৩৩
অরুণাভা মহাভোগা দীর্ঘকেশ্যঃ সিতাম্বরাঃ।
ঊর্ধ্ববেণীধরাশ্চৈব পিঙ্গাক্ষ্যো লম্বমেখলাঃ ॥ ৩৪
লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ।
তাম্রাক্ষ্যস্তাম্রবর্ণাশ্চ হর্য্যক্ষ্যশ্চ তথা পরাঃ। ৩৫

কেশযন্ত্রী, ক্রটি, বামা, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকাশিনী, উর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা শশোলুকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, সুকুসুমা, কৃষ্ণকর্ণী, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণী, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খশ্রবা, কুম্ভশ্রবা, ভগদা, মহাবলা, গণা, সুগণা, অভীতি, কামদা, চতুষ্পথরথা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরী, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, মহাযশা, পয়োদা, গোদা, মহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, রোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণা, মুখকর্ণী, বিশিরা, মন্থিনী, একচন্দ্রা, মেঘকর্ণা, মেঘমালা ও বিরোচনা ॥ ১৭-২৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইঁহারা এবং আরও নানারূপধারিণী বহুসংখ্যক সহস্র সহস্র মাতৃকাগণ কুমার কার্ত্তিকেয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০½

হে ভারত! ইঁহাদের নখ, দন্ত ও মুখ সবই বিশাল। ইঁহারা সবলা, মধুরা (সুন্দরী), যুবতী এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা। ইঁহারা মহিমান্বিতা ও নিজেদের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার রূপ ধারণ করিতে সমর্থা ॥ ৩১-৩২

ইঁহাদের মধ্যে বহু মাতৃকার শরীর মাংসহীন অস্থিনির্ম্মিত ছিল। কিছু মাতৃকা শ্বেতবর্ণা ছিলেন এবং বহু মাতৃকার অঙ্গকান্তি সুবর্ণসদৃশ ছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! কিছু মাতৃকা কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা ও কিছু মাতৃকা ধূম্রবর্ণা ছিলেন ॥ ৩৩

মহাভোগসম্পন্না বহু মাতৃকা অরুণবর্ণা ছিলেন। ইঁহাদের কেশ বৃহৎ ও উজ্জ্বল ছিল। ইঁহাদের বেণী উর্দ্ধদিকে বদ্ধ ছিল। ইঁহারা পিঙ্গলনয়না এবং লম্বা মেখলায় সুশোভিত ছিলেন ॥ ৩৪

ইঁহাদের মধ্যে বহু মাতৃকার স্তন লম্বা ছিল। বহুর চক্ষু তাম্রবর্ণ ছিল। বহু মাতৃকার অঙ্গকান্তিও তাম্রবর্ণ এবং অপর বহু মাতৃকার চক্ষু হরীতবর্ণ ছিল ॥ ৩৫

বরদাঃ কামচারিণ্যো নিত্যং প্রমুদিতাস্তথা।
যাম্যা রৌদ্রাস্তথা সৌম্যাঃ কৌবের্য্যোঽথ মহাবলাঃ।৩৬
বারুণ্যোঽথ চ মহেন্দ্র্যস্তথাঽঽগ্নেয্যঃ পরন্তপ।
বায়ব্যশ্চাথ কৌমার্য্যো ব্রাহ্ম্যশ্চ ভরতর্ষভ॥ ৩৭
বৈষ্ণব্যশ্চ তথা সৌর্য্যো বারাহ্যশ্চ মহাবলাঃ।
রূপেণাপ্সরসাং তুল্যা মনোহার্য্যো মনোরমাঃ॥ ৩৮
পরপুষ্টোপমা বাক্যে তথর্দ্ধ্যা ধনদোপমাঃ।
শক্রবীর্য্যোপমা যুদ্ধে দীপ্ত্যা বহ্নিসমাস্তথা॥৩৯
শত্রূণাং বিগ্রহে নিত্যং ভয়দাস্তা ভবন্ত্যুত।
কামরূপধরাশ্চৈব জবে বায়ুসমাস্তথা॥ ৪০
অচিন্ত্যবলবীর্য্যাশ্চ তথাচিন্ত্যপরাক্রমাঃ।
বৃক্ষচত্বরবাসিন্যশ্চতুষ্পথনিকেতনাঃ॥ ৪১
গুহা-শ্মশানবাসিন্যঃ শৈল-প্রস্রবণালয়াঃ।
নানাভরণধারিণ্যো নানামাল্যাম্বরাস্তথা॥ ৪২

ইঁহারা সকলে বরদান করিতে সমর্থা, নিজ ইচ্ছানুসারে যত্র তত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা আনন্দিতা থাকেন। শত্রুতাপন ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মাতৃকাগণের মধ্যে কিছু মাতৃকা যমের শক্তি এবং কিছু রুদ্রের শক্তি ছিলেন। বহু মাতৃকা সোমের শক্তি ও বহু মাতৃকা কুবেরের শক্তি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহাবলশালিনী ছিলেন। এইরূপ কিছু মাতৃকা বরুণের শক্তি, কিছু দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি, কিছু অগ্নির শক্তি, কিছু বায়ু, কুমার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য এবং ভগবান্ বরাহের মহাবলশালিনী শক্তি ছিলেন। ইঁহারা সকলে অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী ও মনোরমা ছিলেন॥ ৩৬-৩৮

ইঁহারা কথা বলিবার সময় স্বরে কোকিল এবং ধনসমৃদ্ধিতে কুবেরের সদৃশ ছিলেন। ইঁহারা যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালিনী ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বিনী ছিলেন॥ ৩৯

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ইঁহারা সর্ব্বদা শত্রুগণের পক্ষে ভয়দায়িনী হইয়া থাকেন। ইঁহারা ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে পারেন এবং বায়ুর ন্যায় বেগগামিনী ছিলেন॥ ৪০

ইঁহাদের বল, বীর্য্য ও পরাক্রম অচিন্তনীয় ছিল। ইঁহারা ইচ্ছানুসারে বৃক্ষ, চত্বর ও চতুষ্পথে বাস করিয়া থাকেন॥ ৪১

গুহা, শ্মশান, পর্ব্বত ও প্রস্রবণ (ঝরণা)-সকলেও ইঁহারা বাস করেন। ইঁহারা নানাপ্রকার আভরণ, পুষ্পহার এবং বস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন॥ ৪২

নানাবিচিত্রবেশাশ্চ নানাভাষাস্তথৈব চ।
এতে চান্যে চ বহবো গণাঃ শত্রুভয়ঙ্করাঃ॥ ৪৩
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং ত্রিদশেন্দ্রস্য সম্মতে।
ততঃ শক্ত্যস্ত্রমদদদ্ ভগবান্ পাকশাসনঃ॥ ৪৪
গুহায় রাজশার্দ্দূল বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
মহাস্বনাং মহাঘণ্টাং দ্যোতমানাং সিতপ্রভাম্॥ ৪৫
অরুণাদিত্যবর্ণাঞ্চ পতাকাং ভরতর্ষভ।
দদৌ পশুপতিস্তস্মৈ সর্ব্বভূতমহাচমূম্॥ ৪৬
উগ্রাং নানাপ্রহরণাং তপোবীর্য্যবলান্বিতাম্।
অজেয়াং স্বগণৈর্যুক্তাং নাম্না সেনাং ধনঞ্জয়াম্॥ ৪৭
রুদ্রতুল্যবলৈর্যুক্তাং যোধনামযুতৈস্ত্রিভিঃ।
ন সা বিজানাতি রণাৎ কদাচিদ্ বিনিবর্ত্তিতুম্॥ ৪৮
বিষ্ণুর্দদৌ বৈজয়ন্তীং মালাং বলবিবর্দ্ধিনীম্।
উমা দদৌ বিরজসী বাসসী রবিসপ্রভে॥ ৪৯

ইঁহাদের বেশ নানাপ্রকার ও বিচিত্র ছিল। ইঁহারা বহুবিধ ভাষায় কথা বলিতে পারেন। এই সকল এবং আরও অন্যান্য বহুসংখ্যক শত্রুদের ভয়প্রদা মাতৃকাগণ দেবেন্দ্রের সম্মতি অনুসারে মহাত্মা স্কন্দের অনুগমন করিতে লাগিলেন॥ ৪৩½

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর ভগবান্ পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র দেবদ্রোহীদিগের বিনাশের জন্য কুমার কার্ত্তিকেয়কে শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিলেন। এইসঙ্গে তিনি তীব্রস্বরে শব্দকারিণী একটি বিশালকায়া ঘণ্টা দান করিলেন। এই ঘণ্টা নিজ উজ্জ্বল প্রভায় চারিদিকে প্রকাশিত করিয়া থাকে॥ ৪৪-৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ পশুপতি তাঁহাকে অরুণ ও সূর্য্যতুল্য প্রকাশমান একটি পতাকা এবং সম্পূর্ণ ভূতগণের বিশাল সৈন্যও প্রদান করিলেন॥ ৪৬

এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী ধনঞ্জয়-নামে বিখ্যাত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে সকল সৈন্যই নানাপ্রকার অস্ত্র, তপস্যা, বল ও পরাক্রমশালী ছিলেন। রুদ্রসদৃশ বলবান্ ত্রিশ হাজার রুদ্রগণে যুক্ত এই সৈন্যবাহিনী শত্রুদের পক্ষে অজেয় ছিলেন। ইঁহারা কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন না॥ ৪৭-৪৮

ভগবান্ বিষ্ণু কুমারের বলবৃদ্ধি করিবার জন্য বৈজয়ন্তীমালা দান করিলেন এবং উমাদেবী ইঁহাকে সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান দুইটি বস্ত্রপ্রদান করিলেন॥ ৪৯

গঙ্গা কমণ্ডলুং দিব্যমমৃতোদ্ভবমুত্তমম্‌।
দদৌ প্রীত্যা কুমারায় দণ্ডঞ্চৈব বৃহস্পতিঃ॥ ৫০
গরুড়ো দয়িতং পুত্রং ময়ূরং চিত্রবর্হিণম্‌।
অরুণস্তাম্রচূড়ঞ্চ প্রদদৌ চরণায়ুধম্‌॥ ৫১
নাগং তু বরুণো রাজা বলবীর্য্যসমন্বিতম্‌।
কৃষ্ণাজিনং ততো ব্রহ্মা ব্রহ্মণ্যায় দদৌ প্রভুঃ॥ ৫২
সমরেষু জয়ঞ্চৈব প্রদদৌ লোকভাবনঃ।
সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য স্কন্দো দেবগণস্য হ॥ ৫৩
শুশুভে জ্বলিতোঽর্চিমান্‌ দ্বিতীয় ইব পাবকঃ।
ততঃ পরিষদৈশ্চৈব মাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ॥ ৫৪
যযৌ দৈত্যবিনাশায় হ্লাদয়ন্‌ সুরপুঙ্গবান্‌।
সা সেনা নৈর্ঋতী ভীমা সঘণ্টোচ্ছ্রিতকেতনা॥ ৫৫
সভেরী-শঙ্খ-মুরজা সায়ুধা সপতাকিনী।
শারদী দ্যৌরিবাভাতি জ্যোতির্ভিরিব শোভিতা॥ ৫৬

গঙ্গাদেবী কুমারকে প্রসন্নতার সহিত সেইরূপ একটি দিব্য ও উত্তম কমণ্ডলু সমর্পণ করিলেন, যাহার মধ্যভাগ হইতে অমৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৃহস্পতি ইঁহাকে একটি দণ্ড প্রদান করিলেন॥ ৫০

গরুড় বিচিত্র পক্ষসমূহে সুশোভিত নিজ প্রিয় পুত্র ময়ূরকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন। অরুণ রক্তবর্ণ শিখাবিশিষ্ট নিজ পুত্র তাম্রচূড় (মুরগ)কে সমর্পণ করিলেন। এই তাম্রচূড়ের পদদ্বয়ই অস্ত্র ছিল॥ ৫১

রাজা বরুণ বল ও বীর্য্যসম্পন্ন একটি নাগ দান করিলেন এবং লোকস্রষ্টা ভগবান্‌ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণহিতৈষী কুমারকে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ও যুদ্ধে জয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন॥ ৫২২

দেবগণের সেনাপতিত্ব লাভ করত তেজস্বী স্কন্দ নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া অপর অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৫৩।

তদনন্তর নিজ পার্ষদ ও মাতৃকাগণের সহিত কুমার কর্ত্তিকেয় দেবেশ্বরবৃন্দকে আনন্দিত করিতে করিতে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্থিত হইলেন॥ ৫৪২

নৈর্ঋতগণের (ভূতগণের) এই ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনী ঘণ্টা, ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকলের শব্দে পূর্ণ ছিল। উপরে উড্ডীয়মান পতাকাসমূহে ইঁহারা সুশোভিত ছিল। অস্ত্র ও পতাকাশ্রেণীতে সুসজ্জিত এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নক্ষত্রসমূহে সুশোভিত শরৎকালের আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৫৫-৫৬

ততো দেবনিকায়াস্তে নানাভূতগণাস্তথা।
বাদয়ামাসুরব্যগ্রা ভেরীঃ শঙ্খাংশ্চ পুষ্কলান্‌॥৫৭
পটহান্‌ ঝর্ঝরাংশ্চৈব ক্রকচান্‌ গোবিষাণকান্‌।
আড়ম্বরান্‌ গোমুখাংশ্চ ডিণ্ডিমাংশ্চ মহাস্বনান্‌॥ ৫৮
তুষ্টুবুস্তে কুমারং তু সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
জগুশ্চ দেব-গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৫৯
ততঃ প্রীতো মহাসেনস্ত্রিদশেভ্যো বরং দদৌ।
রিপূন্‌ হন্তাস্মি সমরে যে বো বধচিকীর্ষবঃ॥ ৬০
প্রতিগৃহ্য বরং দেবাস্তস্মাদ্‌ বিবুধসত্তমাৎ।
প্রীতাত্মানো মহাত্মানো মেনিরে নিহতান্‌ রিপূন্‌॥ ৬১
সর্ব্বেষাং ভূতসঙ্ঘানাং হর্ষান্নাদঃ সমুত্থিতঃ।
অপূরয়ত লোকাংস্ত্রীন্‌ বরে দত্তে মহাত্মনা॥ ৬২
স নির্যযৌ মহাসেনো মহত্যা সেনয়া বৃতঃ।
বধায় যুধি দৈত্যানাং রক্ষার্থঞ্চ দিবৌকসাম্‌॥ ৬৩

তদনন্তর সেই দেবমণ্ডলী ও নানাপ্রকার ভূতগণ শান্তচিত্ত হইয়া বহুসংখ্যক শঙ্খ, পটহ, ঝাঁঝ, ক্রকচ, গোশৃঙ্গ, আড়ম্বর, গোমুখ ও গুরুগম্ভীর শব্দকারী নাগাড়া বাদ্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৭-৫৮

ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ তখন কুমার কার্ত্তিকেয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন। দেব-গন্ধর্ব্ববৃন্দ গান এবং অপ্সরাদল নৃত্য করিতে লাগিলেন॥ ৫৯

ইহাতে প্রসন্ন হইয়া কুমার মহাসেন দেবগণকে এই বরদান করিলেন যে, যাহারা আপনাদিগকে বধ করিতে অভিলাষী, সেই সমস্ত শত্রুবর্গকে আমি সংহার করিব॥ ৬০

এই সুরশ্রেষ্ঠ কুমারের নিকট হইতে এতাদৃশ বর লাভ করত মহাত্মা দেবগণ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং নিজেদের শত্রুদিগকে নিহত বলিয়াই মনে করিলেন॥ ৬১

মহাত্মা কুমার বরদান করিলে পর সমস্ত ভূতবর্গ যে হর্ষনাদ করিলেন, উহা তিন লোকে পরিপূরিত হইয়া উঠিল॥ ৬২

তাহার পর বিশাল সৈন্যবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া মহাসেন কার্ত্তিকেয় যুদ্ধে দৈত্যদিগকে বধ এবং দেবগণকে রক্ষা করিবার জন্য নির্গত হইলেন॥ ৬৩

ব্যবসায়ো জয়ো ধর্ম্মঃ সিদ্ধির্লক্ষ্মীধৃতি স্মৃতিঃ ।
মহাসেনস্য সৈন্যানামগ্রে জগ্মুর্নরাধিপ ॥ ৬৪
স তয়া ভীময়া দেবঃ শূলমুদ্গরহস্তয়া ।
জ্বলিতালাতধারিণ্যা চিত্রাভরণবর্ম্ময়া ॥ ৬৫
গদা-মুসল-নারাচ-শক্তি-তোমর-হস্তয়া ।
দৃপ্তসিংহনিনাদিন্যা বিনদ্য প্রযযৌ গুহঃ ॥ ৬৬
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বদৈতেয়া রাক্ষসা দানবাস্তথা ।
ব্যদ্রবন্ত দিশঃ সর্ব্বা ভয়োদ্বিগ্নাঃ সমন্ততঃ ॥ ৬৭
অভ্যদ্রবন্ত দেবাস্তান্ বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ।
দৃষ্ট্বা চ স ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্কন্দস্তেজোবলান্বিতঃ ॥ ৬৮
শক্ত্যস্ত্রং ভগবান্ ভীমং পুনঃ পুনরবাকিরৎ ।
আদধচ্চাত্মনস্তেজো হবিষেদ্ধ ইবানলঃ ॥ ৬৯
অভ্যস্যমানে শক্ত্যস্ত্রে স্কন্দেনামিততেজসা ।
উল্কাজ্বালা মহারাজ পপাত বসুধাতলে ॥ ৭০
সংহ্রাদয়ন্তশ্চ তথা নির্ঘাতাশ্চাপতন্ ক্ষিতৌ ।
যথান্তকালসময়ে সুঘোরাঃ স্যুস্তথা নৃপ ॥ ৭১
ক্ষিপ্তা হ্যেকা যদা শক্তিঃ সুঘোরানলসূনুনা ।
ততঃ কোট্যো বিনিষ্পেতুঃ শক্তীনাং ভরতর্ষভ ॥ ৭২
ততঃ প্রীতো মহাসেনো জঘান ভগবান্ প্রভুঃ ।
দৈত্যেন্দ্রং তারকং নাম মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৭৩
বৃতং দৈত্যাযুতৈর্বীরৈর্বলিভির্দশভির্নৃপ ।
মহিষং চাষ্টভিঃ পদ্মৈর্বৃতং সংখ্যে নিজঘ্নিবান্ ॥ ৭৪
ত্রিপাদং চাযুতশতৈর্জঘান দশভির্বৃতম্ ।
হ্রদোদরং নিখর্বৈশ্চ বৃতং দশভিরীশ্বরঃ ॥ ৭৫
জঘানানুচরৈঃ সার্দ্ধং বিবিধায়ুধপাণিভিঃ ।
তথা কুর্বন্ত বিপুলং নাদং বধ্যৎসু শত্রুষু ॥ ৭৬
কুমারানুচরা রাজন্ পূরয়ন্তো দিশো দশ ।
ননৃতুশ্চ ববল্গুশ্চ জহসুশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ৭৭
শক্ত্যস্ত্রস্য তু রাজেন্দ্র ততোঽর্চিভিঃ সমন্ততঃ
ত্রৈলোক্যং ত্রাসিতং সর্ব্বং জৃম্ভমাণাভিরেব চ ॥ ৭৮

নরাধিপ! সেই সময় ব্যবসায় (দৃঢ়নিশ্চয়), বিজয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি—ইঁহারা সকলে মহাসেনের সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৪

এই সৈন্যবাহিনী অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। ইঁহারা হস্তে শূল, মুদ্গর, প্রজ্বলিত কাষ্ঠ, গদা, মুসল, নারাচ, শক্তি ও তোমর ধারণ করিয়াছিলেন। সমস্ত সৈন্যই বিচিত্র আভরণ ও কবচসমূহে সুসজ্জিত ছিলেন এবং দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জন করিতেছিলেন। এই সৈন্যদের সহিত কুমার কার্ত্তিকেয় সিংহনাদ করিতে করিতে যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইলেন ॥ ৬৫-৬৬

ইঁহাকে দেখিয়া সমস্ত দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৬৭

দেবতাগণ নিজ নিজ হস্তে অস্ত্র ধারণ করত ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া তেজস্বী ও বলশালী ভগবান্ স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং শক্তি নামক ভয়ঙ্কর অস্ত্র বারংবার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি এই অস্ত্রে ঘৃতাহুতিতে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৮-৬৯

মহারাজ! অমিততেজস্বী স্কন্দ কর্তৃক শক্তি অস্ত্রের বারংবার প্রয়োগ হইলে পর পৃথিবীতে প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ পতিত হইতে লাগিল ॥ ৭০

হে নৃপ! যেরূপ প্রলয়কালের সময় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বজ্র প্রচণ্ড ঘর্ঘর শব্দের সহিত ভূতলে পতিত হইয়া থাকে, সেই সময় এইরূপ ভীষণ গর্জনের সহিত বজ্রপাত হইতে থাকিল ॥ ৭১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অগ্নিনন্দন স্কন্দ যখন একবার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তখন তাহা হইতে এক কোটি শক্তি নিক্রান্ত হইল ॥ ৭২

ইহার দ্বারা প্রভাবশালী ভগবান্ মহাসেন প্রীত হইয়া এক লক্ষ বলবান্ বীর দৈত্যে পরিবৃত মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী দৈত্যরাজ তারকাসুরকে বধ করিলেন ॥ ৭৩,

সেই সঙ্গে যুদ্ধস্থলে অষ্টপদ্মসংখ্যক দৈত্যে পরিবৃত মহিষাসুরকে, দশ লক্ষ অসুরে সুরক্ষিত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব্ব দৈত্যগণে আবৃত হ্রদোদরকে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী অনুচরগণের সহিত বিনাশ করিলেন ॥ ৭৪-৭৫ ॥

রাজন্! যখন শত্রুরা নিহত হইতে লাগিল, সেই সময় কুমারের অনুচরগণ দশদিক্‌কে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে প্রচণ্ডস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। কেবল ইহাই নহে, ইঁহারা তখন আনন্দিত হইয়া নৃত্য, লম্ফ-ঝম্ফ ও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেও থাকিলেন ॥ ৭৬-৭৭

রাজেন্দ্র! সেই শক্তিনামক অস্ত্রকে চারিদিকে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া তাহার শিখাসমূহে ত্রিভুবন কম্পিত হইয়া উঠিল ॥ ৭৮

দগ্ধাঃ সহস্রশো দৈত্যা নাদৈঃ স্কন্দস্য চাপরে।
পতাকয়াবধূতাশ্চ হতাঃ কেচিৎ সুরদ্বিষঃ॥ ৭৯
কেচিদ্ ঘণ্টারবত্রস্তা নিষুতুর্বসুধাতলে।
কেচিৎ প্রহরণৈশ্ছিন্না বিনিপেতুর্গতায়ুষঃ॥ ৮০
এবং সুরদ্বিষোঽনেকান্ বলবানাততায়িনঃ।
জঘান সমরে বীরঃ কার্তিকেয়ো মহাবলঃ॥ ৮১
বাণো নামাথ দৈতেয়ো বলেঃ পুত্রো মহাবলঃ।
ক্রৌঞ্চং পর্বতমাশ্রিত্য দেবসঙ্ঘানবাধত॥ ৮২
তমভ্যয়ান্মহাসেনঃ সুরশত্রুমুদারধীঃ।
স কার্তিকেয়স্য ভয়াৎ ক্রৌঞ্চং শরণমীয়িবান্॥ ৮৩
ততঃ ক্রৌঞ্চং মহামন্যুঃ ক্রৌঞ্চনাদনিনাদিতম্।
শক্ত্যা বিভেদ ভগবান্ কার্তিকেয়োঽগ্নিদত্তয়া॥ ৮৪
স শালস্কন্ধশবলং ত্রস্তবানরবারণম্।
প্রোড্ডীনোদ্‌ভ্রান্তবিহগং বিনিষ্পাতিতপন্নগম্॥৮৫
গোলাঙ্গুলর্ক্ষসঙ্ঘৈশ্চ দ্রবদ্ভিরনুনাদিতম্।
কুরঙ্গমবিনির্ঘোষনিনাদিতবনান্তরম্॥ ৮৬
বিনিষ্পতদ্ভিঃ শরভৈঃ সিংহৈশ্চ সহসা দ্রুতৈঃ।
শোচ্যামপি দশাং প্রাপ্তো ররাজেব স পর্বতঃ॥ ৮৭
বিদ্যাধরাঃ সমুৎপেতুস্তস্য শৃঙ্গনিবাসিনঃ।
কিন্নরাশ্চ সমুদ্বিগ্নাঃ শক্তিপাতরবোদ্ধতাঃ॥ ৮৮
ততো দৈত্যা বিনিষ্পেতুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রদীপ্তান্ পর্বতশ্রেষ্ঠাদ্ বিচিত্রাভরণস্রজঃ॥ ৮৯
তান্ নিজঘ্নুরতিক্রম্য কুমারানুচরা মৃধে।
স চৈব ভগবান্ ক্রুদ্ধো দৈত্যেন্দ্রস্য সুতং তদা॥ ৯০
সহানুজং জঘানাশু বৃত্রং দেবপতির্যথা।
বিভেদ ক্রৌঞ্চং শক্ত্যা চ পাবকিঃ পরবীরহা॥৯১
বহুধা চৈকধা চৈব কৃত্বাঽঽত্মানং মহাবলঃ।
শক্তিঃ ক্ষিপ্তা রণে তস্য পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ॥ ৯২

সহস্র সহস্র দৈত্য এই শক্তির অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইল। বহু দৈত্য স্কন্দের সিংহনাদেই ভীত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং কিছু দেবদ্রোহী দৈত্য তাঁহার পতাকায় কম্পিত হইয়া মৃত্যু বরণ করিল॥ ৭৯

কিছু দৈত্য তাঁহার ঘণ্টানাদে সন্ত্রস্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল এবং বহু দৈত্য তাঁহার অস্ত্রসকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রাণহীন অবস্থায় ধরাশায়ী হইল॥ ৮০

এইরূপে মহাবল শক্তিশালী বীর কার্তিকেয় সমরাঙ্গণে বহু আততায়ী দেবদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিলেন॥ ৮১

রাজা বলির মহাবল পুত্র বাণাসুর ক্রৌঞ্চ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করত দেবমণ্ডলীকে কষ্টদান করিতে লাগিলেন॥ ৮২

উদারবুদ্ধি মহাসেন সেই দৈত্যের উপরও আক্রমণ করিলেন। তখন তিনি কার্ত্তিকেয়ের ভয়ে ভীত হইয়া ক্রৌঞ্চ পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন॥ ৮৩

ইহাতে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি অগ্নিপ্রদত্ত শক্তির দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পক্ষিগণের কোলাহলে পূর্ণ ক্রৌঞ্চ পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়া দিলেন॥ ৮৪

ক্রৌঞ্চ পর্বত শালবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সকলে সুশোভিত ছিল। সেখানকার বানর ও হাতীরা সন্ত্রস্ত হইয়া যাইল, পক্ষীরা ব্যস্ত হইয়া উড়িতে লাগিল, সর্পগণ নির্গত হইতেছিল, গোলাঙ্গুলজাতীয় (কৃষ্ণ) বানরগণ ও ঋক্ষ (ভল্লুক)-সকল পলায়ন করিল এবং ইহাদের চীৎকারে সেই পর্বত নিনাদিত হইয়া উঠিল। হরিণগণের আর্তনাদে সেই পর্বতের বনপ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, গুহা হইতে নির্গত হইয়া সহসা পলায়নপর সিংহ ও শরভসকলের জন্য এই পর্বত অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলেও উহা যেন সুশোভিত বলিয়াই মনে হইতেছিল॥ ৮৫-৮৭

এই পর্বতের শিখরে বাসকারী বিদ্যাধর এবং কিন্নরগণ শক্তির আঘাতজনিত শব্দে উদ্বিগ্ন হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিলেন॥ ৮৮

তাহার পর এই প্রজ্বলিত শ্রেষ্ঠ পর্বত হইতে বিচিত্র আভরণ ও মাল্যধারী শত শত এবং সহস্র সহস্র দৈত্য বহির্গত হইল॥৮৯

কুমারের অনুগামী পার্ষদগণ যুদ্ধে আক্রমণ করত এই সব দৈত্যদিগকে সংহার করিলেন। এই সময় ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কুপিত হইয়া বৃত্রাসুরনাশী দেবরাজ ইন্দ্রের দৈত্যরাজ বলির সেই পুত্র বাণাসুরকে অনুজ ভ্রাতার সহিত সত্বর বিনাশ করিলেন॥ ৯০½

শত্রুবীরসংহারকারী মহাবল অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয় নিজেকে নিজেই এক ও বহুরূপে বিভক্ত করিয়া শক্তি অস্ত্রের দ্বারা ক্রৌঞ্চ-পর্বতকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন॥ ৯১½

রণাঙ্গনে বারংবার নিক্ষিপ্ত এই শক্তি শত্রুদিগকে সংহার করত পুনরায় তাঁহার হস্তে আসিতে লাগিল। অগ্নিপুত্র কার্ত্তিকেয়ের এইরূপই প্রভাব; কিংবা ইহা হইতেও অধিক

এবং প্রভাবো ভগবাংস্ততো ভূয়শ্চ পাবকিঃ।
শৌর্য্যাদিগুণযোগেন তেজসা যশসা শ্রিয়া ॥ ৯৩
ক্রৌঞ্চস্তেন বিনির্ভিন্নো দৈত্যাশ্চ শতশো হতাঃ।
ততঃ স ভগবান্ দেবো নিহত্য বিবুধদ্বিষঃ ॥ ৯৪
সভাজ্যমানো বিবুধৈঃ পরং হর্ষমবাপ হ।
ততো দুন্দুভয়ো রাজন্ নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভারত ॥ ৯৫
মুমুচুর্দেবযোধাশ্চ পুণ্যবর্ষমনুত্তমম্।
যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯৬
দিব্যগন্ধমুপাদায় ববৌ পুণ্যশ্চ মারুতঃ।
গন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুশ্চৈনং যজ্বানশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৯৭
কেচিদেনং ব্যবস্যন্তি পিতামহসুতং প্রভুম্।
সনৎকুমারং সর্বেষাং ব্রহ্মযোনিং তমগ্রজম্ ॥ ৯৮
কেচিন্মহেশ্বরসুতং কেচিৎ পুত্রং বিভাবসোঃ।
উমায়াঃ কৃত্তিকানাঞ্চ গঙ্গায়াশ্চ বদন্ত্যত ॥ ৯৯
একধা চ দ্বিধা চৈব চতুর্ধা চ মহাবলম্।

তাঁহার প্রভাব আছে। তিনি শৌর্য্য অপেক্ষা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ তেজ, যশ ও শ্রীসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদীর্ণ করত শত শত দৈত্যদিগকে নিহত করিলেন ॥ ৯২-৯৩½

তদনন্তর ভগবান্ স্কন্দদেব শত্রুদিগকে সংহার করত দেবগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৯৪½

হে ভারত! হে রাজন্! তাহার পর দুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল, শঙ্খধ্বনি আরম্ভ হইল, শত শত ও সহস্র সহস্র দেবাঙ্গনাগণ যোগীশ্বর স্কন্দদেবের উপর উত্তম পুষ্পসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৯৫-৯৬

দিব্য পুষ্পসমূহের গন্ধ বহন করত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষিগণ ইঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৯৭

কেহ কেহ তাঁহার বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছিলেন যে, ইনি ব্রহ্মার পুত্র, সকলের অগ্রজ এবং ব্রহ্মযোনি (তপোবল হইতে উৎপন্ন) সনৎকুমার ॥ ৯৮

কেহ তাঁহাকে মহাদেবের, কেহ অগ্নির, কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কৃত্তিকাগণের এবং কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ৯৯

এই মহাবল যোগেশ্বর স্কন্দদেবকে সকলে এক, দুই, চার শত শত ও সহস্র সহস্ররূপে দর্শন করেন ॥ ১০০

যোগিনামীশ্বরং দেবং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০০
এতৎ তে কথিতং রাজন্ কার্ত্তিকেয়াভিষেচনম্।
শৃণু চৈব সরস্বত্যাস্তীর্থবর্য্যস্য পুণ্যতাম্ ॥ ১০১
বভূব তীর্থপ্রবরং হতেষু সুরশত্রুষু।
কুমারেণ মহারাজ ত্রিবিষ্টপমিবাপরম্ ॥ ১০২
ঐশ্বর্য্যাণি চ তত্রস্থো দদাবীশঃ পৃথক্ পৃথক্।
দদৌ নৈর্ঋতমুখ্যেভ্যস্ত্রৈলোক্যং পাবকাত্মজঃ ॥ ১০৩
এবং স ভগবাংস্তস্মিংস্তীর্থে দৈত্যকুলান্তকঃ।
অভিষিক্তো মহারাজ দেবসেনাপতিঃ সুরৈঃ ॥ ১০৪
তৈজসং নাম তৎ তীর্থং যত্র পূর্বমপাং পতিঃ।
অভিষিক্তঃ সুরগণৈর্বরুণো ভরতর্ষভ ॥ ১০৫
অস্মিংস্তীর্থবরে স্নাত্বা স্কন্দং চাভ্যর্চ্য লাঙ্গলী।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রুক্মং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ১০৬
উষিত্বা রজনীং তত্র মাধবঃ পরবীরহা।
পূজ্য তীর্থবরং তচ্চ স্পৃষ্ট্বা তোয়ঞ্চ লাঙ্গলী ॥ ১০৭

রাজন্! এই আমি তোমাকে কার্ত্তিকেয়ের অভিষেকপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিলাম। এখন তুমি সরস্বতীর সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পাবনতার কথা শ্রবণ কর ॥ ১০১

মহারাজ! কুমার কার্ত্তিকেয়কর্তৃক দেবশত্রুগণ নিহত হইলে পর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় সুখদায়ক হইয়া উঠিলেন ॥ ১০২

এই স্থানে অবস্থান করত প্রভু স্কন্দ পৃথক্ পৃথক্ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন। অগ্নিপুত্র স্কন্দ নৈর্ঋত প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য অধিকারীদিগকে (দিকপালগণকে) ত্রিভুবন সমর্পণ করিলেন ॥ ১০৩

মহারাজ! এইরূপ দৈত্যকুলবিনাশক দেবসেনাপতি ভগবান্ স্কন্দকে সেই তীর্থে দেবতাগণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১০৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তৈজসনামক তীর্থেই পূর্বে জলাধিপতি বরুণদেবের অভিষেক দেবগণই করিয়াছিলেন ॥ ১০৫

এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে হলধর বলরাম স্নান করত স্কন্দদেবের পূজা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, বস্ত্র ও আভরণসকল দান করিলেন ॥ ১০৬

শত্রুবীরসংহারকারী মধুবংশজাত হলধর বলরাম এস্থানে রাত্রিযাপন করত এই শ্রেষ্ঠ তীর্থের পূজা এবং তাঁহার জলে স্নান করিয়া হৃষ্ট হইলেন। এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরামের মন তখন অতিশয় প্রসন্ন হইল ॥ ১০৭½

হৃষ্টঃ প্রীতমনাশ্চৈব হ্যভবন্মাধবোত্তমঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যথাভিষিক্তো ভগবান্ স্কন্দো দেবৈঃ সমাগতৈঃ ॥ ১০৮
(সেনানীশ্চ কৃতো রাজন্ বাল এব মহাবলঃ)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে তারকবধে
ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

রাজন্! তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। সমাগত দেবগণ কিভাবে ভগবান্ স্কন্দের অভিষেক করিয়াছিলেন এবং কিরূপে বাল্যাবস্থাতেই এই মহাবল কুমার সেনাপতি হইয়াছিলেন, এসমস্ত তোমাকে বলিয়া শুনাইলাম ॥ ১০৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপাখ্যান ও তারকাসুরবধবিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

[বরুণস্যাভিষেকঃ, অগ্নিতীর্থ-ব্রহ্মযোনি-কুবেরতীর্থানামুৎপত্তিবর্ণনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ শ্রুতবানস্মি তত্ত্বতঃ।
অভিষেকং কুমারস্য বিস্তরেণ যথাবিধি ॥ ১
যচ্ছ্রুত্বা পূতমাত্মানং বিজানামি তপোধন।
প্রহৃষ্টানি চ রোমাণি প্রসন্নঞ্চ মনো মম ॥ ২
অভিষেকং কুমারস্য দৈত্যানাঞ্চ বধং তথা।
শ্রুত্বা মে পরমা প্রীতির্ভূয়ঃ কৌতূহলং হি মে ॥ ৩
অপাং পতিঃ কথং হ্যস্মিন্নভিষিক্তঃ পুরা সুরৈঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাপ্রাজ্ঞ কুশলো হ্যসি সত্তম ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণু রাজন্নিদং চিত্রং পূর্বকল্পে যথাতথম্।
আদৌ কৃতযুগে রাজন্ বর্তমানে যথাবিধি ॥ ৫
বরুণং দেবতাঃ সর্বা সমেত্যেদমথাব্রুবন্।
যথাস্মান্ সুররাট্ শক্রো ভয়েভ্যঃ পাতি সর্বদা ॥৬
তথা ত্বমপি সর্বাসাং সরিতাং বৈ পতির্ভব।
বাসশ্চ তে সদা দেব সাগরে মকরালয়ে। ৭
সমুদ্রোহয়ং তব বশে ভবিষ্যতি নদীপতিঃ।
সোমেন সার্ধঞ্চ তব হানি-বৃদ্ধী ভবিষ্যতঃ ॥ ৮

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বরুণের অভিষেক এবং অগ্নিতীর্থ, ব্রহ্মযোনি ও কুবের তীর্থের উৎপত্তিবর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—রাজন্! আজ আমি আপনার মুখ হইতে কুমার কার্ত্তিকেয়ের বিধি পূর্ব্বক অভিষেকের এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে ও সবিস্তরে শ্রবণ করিলাম ॥ ১

তপোধন! ইহা শুনিয়া আমি নিজেকে পূত বলিয়া মনে করিতেছি। হর্ষে আমার রোমাঞ্চ হইতেছে এবং আমার মন প্রসন্ন হইয়া গিয়াছে ॥ ২

কুমারের অভিষেক এবং তাঁহার দ্বারা দৈত্যগণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করত আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে এবং পুনরায় আমার মনে এই বিষয় শুনিবার জন্য কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩

সাধুত্তম! মহাপ্রাজ্ঞ! এই তীর্থে দেবগণ পূর্বে জলাধিপতি বরুণের অভিষেক কিরূপে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন, কারণ, আপনি বর্ণনা করিতে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই বিচিত্র প্রসঙ্গ যথাযথ ভাবে শ্রবণ কর। পুরাতন কথা, যখন আদি কৃতযুগ (সত্যযুগ) চলিতেছে, তখন সমস্ত দেবতাগণ বরুণের নিকট গমন করত এই কথা বলিলেন ॥ ৫

যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র সর্বদা ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও সমস্ত নদীসকলের অধিপতি হউন (এবং আমাদের রক্ষা করুন) ॥ ৬

দেব! মকরালয় সমুদ্রে আপনার সদা নিবাসস্থান হইবে এবং এই নদীপতি সমুদ্র সদা আপনার বশীভূত থাকিবে। চন্দ্রের সহিত আপনারও হানি এবং বৃদ্ধি হইবে ॥ ৭-৮

এবমস্ত্বিতি তান্ দেবান্ বরুণো বাক্যমব্রবীৎ।
সমাগম্য ততঃ সর্ব্বে বরুণং সাগরালয়ম্ ॥ ৯
অপাং পতিং প্রচক্রুর্হি বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
অভিষিচ্য ততো দেবা বরুণং যাদসাং পতিম্ ॥ ১০
জগ্মুঃ স্বান্যেব স্থানানি পূজয়িত্বা জলেশ্বরম্।
অভিষিক্তস্ততো দেবৈর্ব্বরুণোঽপি মহাযশাঃ ॥ ১১
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব নদাংশ্চাপি সরাংসি চ।
পালয়ামাস বিধিনা যথা দেবান্ শতক্রতুঃ ॥ ১২
ততস্তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য দত্ত্বা চ বিবিধং বসু।
অগ্নিতীর্থং মহাপ্রাজ্ঞো জগামাথ প্রলম্বহা ॥ ১৩
নষ্টো ন দৃশ্যতে যত্র শমীগর্ভে হুতাশনঃ।
লোকালোকবিনাশো চ প্রাদুর্ভূতে তদানঘ ॥ ১৪
উপতস্থুঃ সুরা যত্র সর্ব্বলোকপিতামহম্।
অগ্নিঃ প্রণষ্টো ভগবান্ কারণঞ্চ ন বিদ্মহে ॥ ১৫
সর্ব্বভূতক্ষয়ো মা ভূৎ সম্পাদয় বিভোঽনলম্।

তখন বরুণ সেই দেবগণকে বলিলেন,—"এবমস্তু—"তাহাই হউক। এই ভাবে তাঁহার অনুমতি লাভ করত সকল দেবতা একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্রবাসী বরুণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে জলের অধিপতি করিয়া দিলেন ॥ ৯॥

জলজন্তুদিগের প্রভু জলেশ্বর বরুণের অভিষেক ও পূজা করত সমস্ত দেবতাগণ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন ॥১০॥

দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহাযশস্বী বরুণ দেবগণের রক্ষক ইন্দ্রের ন্যায় নদী, সাগর, নদ ও সরোবরসকলকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

প্রলম্বাসুরহন্তা মহাজ্ঞানী বলরাম সেই তীর্থে স্নান করত এবং নানাবিধ ধনদান করত অগ্নিতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৩

নিষ্পাপ রাজন্! শমীর গর্ভে প্রচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় যখন অগ্নিদেবের দর্শন পাওয়া যাইল না এবং সম্পূর্ণ জগতের প্রকাশ অথবা দৃষ্টিশক্তির বিনাশকাল উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত দেবতাগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,— প্রভো! ভগবান্ অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ কি, তাহা আমরা জানি না। যাহাতে সম্পূর্ণ প্রাণিগণের বিনাশ না হয়, সেই হেতু আপনি অগ্নিদেবকে প্রকাশ করিয়া দিন ॥ ১৪-১৫॥

জনমেজয় বলিলেন,—ব্রহ্মন্! লোকভাবন ভগবান্

জনমেজয় উবাচ

কিমর্থং ভগবানগ্নিঃ প্রণষ্টো লোকভাবনঃ ॥ ১৬
বিজ্ঞাতশ্চ কথং দেবৈস্তন্মমাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভৃগোঃ শাপাদ্ ভৃশং ভীতো জাতবেদাঃ প্রতাপবান্ ॥১৭
শমীগর্ভমথাসাদ্য ননাশ ভগবাংস্ততঃ।
প্রণষ্টে তু তদা বহ্নৌ দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ ॥ ১৮
অন্বেষন্ত তদা নষ্টং জ্বলনং ভৃশদুঃখিতাঃ।
ততোঽগ্নিতীর্থমাসাদ্য শমীগর্ভস্থমেব হি ॥ ১৯
দদৃশুর্জ্বলনং তত্র বসমানং যথাবিধি।
দেবাঃ সর্ব্বে নরব্যাঘ্র বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ২০
জ্বলনং তং সমাসাদ্য প্রীতাভূবন্ সবাসবাঃ।
পুনর্যথাগতং জগ্মুঃ সর্ব্বভক্ষশ্চ সোঽভবৎ ॥ ২১
ভৃগোঃ শাপান্মহাভাগ যদুক্তং ব্রহ্মবাদিনা।
তত্রাপ্যাপ্লুত্য মতিমান্ ব্রহ্মযোনিং জগাম হ ॥ ২২

কেন অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং দেবগণ কিরূপে উঁহার সন্ধান পাইলেন? ইহা যথাযথভাবে আমাকে বলুন ॥ ১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! একদিন প্রতাপশালী ভগবান্ অগ্নিদেব মহর্ষি ভৃগুর শাপে অত্যন্ত ভীত হইয়া শমীর মধ্যে গমন করত অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ১৭॥

সেই সময় অগ্নিদেব অদৃশ্য হইয়া যাইলে পর ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥

তাহার পর অগ্নিতীর্থে গমন করত দেবতাগণ অগ্নিকে শমীর গর্ভে বিধি অনুসারে বাস করিতে দেখিলেন ॥ ১৯॥

নরোত্তম! ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা বৃহস্পতিকে অগ্রে করত অগ্নির নিকটে আসিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২০॥

মহাভাগ! তারপর তাঁহারা যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে ফিরিয়া আসিলেন এবং অগ্নিদেব মহর্ষি ভৃগুর অভিশাপে সর্ব্বভক্ষী হইয়া গিয়াছেন। সেই ব্রহ্মবাদী মুনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে ॥ ২১॥

এই তীর্থে স্নান করত বুদ্ধিমান্ বলরাম ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন, যেখানে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ২২॥

সসর্জ ভগবান্ যত্র সর্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাপ্লুত্য ততো ব্রহ্মা সহ দেবৈঃ প্রভুঃ পুরা ॥ ২৩
সসর্জ তীর্থানি তথা দেবতানাং যথাবিধি।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ বসূনি বিবিধানি চ ॥ ২৪
কৌবেরং প্রযযৌ তীর্থং তত্র তপ্‌ত্বা মহত্তপঃ।
ধনাধিপত্যং সম্প্রাপ্তো রাজন্নৈলবিলঃ প্রভুঃ ॥ ২৫
তত্রস্থমেব তং রাজন্ ধনানি নিধয়স্তথা।
উপতস্থুর্নরশ্রেষ্ঠ তং তীর্থং লাঙ্গলী বলঃ ॥২৬
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিবদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৃশে তত্র তৎ স্থানং কৌবেরে কাননোত্তমে ॥ ২৭
পুরা যত্র তপস্তপ্তং বিপুলং সুমহাত্মনা।
যক্ষরাজ্ঞা কুবেরেণ বরা লব্ধাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ২৮
ধনাধিপত্যং সখ্যঞ্চ রুদ্রেণামিততেজসা।
সুরত্বং লোকপালত্বং পুত্রঞ্চ নলকুবরম্ ॥ ২৯
যত্র লেভে মহাবাহো ধনাধিপতিরঞ্জসা।
অভিষিক্তশ্চ তত্রৈব সমাগম্য মরুদ্গণৈঃ ॥ ৩০
বাহনং চাস্য তদ্ দত্তং হংসযুক্তং মনোজবম্।
বিমানং পুষ্পকং দিব্যং নৈঋতৈশ্বর্যমেব চ ॥ ৩১
তত্রাপ্লুত্য বলো রাজন্ দত্ত্বা দায়াংশ্চ পুষ্কলান্।
জগাম ত্বরিতো রামস্তীর্থং শ্বেতানুলেপনঃ ॥ ৩২
নিষেবিতং সর্বসত্ত্বৈর্নাম্না বদরপাচনম্।
নানর্তুকবনোপেতং সদা পুষ্পফলং শুভম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেব-
তীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে
সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

পুরাকালে দেবগণের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা এস্থানে স্নান করত বিধিপূর্ব্বক দেবতাদের তীর্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩½

রাজন্! এই তীর্থে স্নান ও নানাপ্রকার ধনদান করিয়া বলরাম কুবের তীর্থে গমন করিলেন, যে স্থানে উগ্র তপস্যা করিয়া ভগবান্ কুবের ধনাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪-২৫

হে রাজন্! এখানে তাঁহার নিকট ধন ও নিধিসকল উপস্থিত হইয়াছিল। নরশ্রেষ্ঠ! হলধারী বলরাম এই তীর্থে গমন করত স্নানের পর ব্রাহ্মণগণকে বিধি অনুসারে ধনদান করিলেন ॥ ২৬½

তাহার পর তিনি সেখানকার এক উত্তম বনে কুবেরের সেই স্থান দর্শন করিলেন, যেখানে পুরাকালে মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন এবং বহু বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৭-২৮

মহাবাহো! ধনপতি কুবের এ স্থানে অমিততেজস্বী রুদ্রের সহিত মিত্রতা, ধনের প্রভুত্ব, দেবত্ব, লোকপালত্ব এবং নলকূবর নামক পুত্র অনায়াসেই লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৯½

এখানে আসিয়াই দেবগণ তাঁহার অভিষেক করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জন্য হংসগণযোজিত ও মনের ন্যায় বেগগামী বাহন যুক্ত দিব্য পুষ্পক বিমান প্রদান করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে দেবতারা তাঁহাকে যক্ষগণের রাজা করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩০-৩১

রাজন্! এই তীর্থে স্নান ও প্রচুর ধনাদি দান করত শ্বেত চন্দনধারী বলরাম অতি সত্বর বরদপাচন নামক শুভ তীর্থে গমন করিলেন। যে তীর্থ সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুগণে সেবিত, নানাবিধ ঋতুসমূহের শোভায় সুশোভিত বনস্থলীযুক্ত এবং নিরন্তর পুষ্প ও ফলসকলে পরিপূর্ণ ছিল ॥ ৩২-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

[বদরপাচনতীর্থমহিমপ্রসঙ্গে শ্রুতাবত্যা অরুন্ধত্যাশ্চ তপস্যাবর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততস্তীর্থবরং রামো যযৌ বদরপাচনম্ ।
তপস্বিসিদ্ধচরিতং যত্র কন্যা ধৃতব্রতা ॥ ১
ভরদ্বাজস্য দুহিতা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।
শ্রুতাবতী নাম বিভো কুমারী ব্রহ্মচারিণী ॥ ২
তপশ্চচার সাত্যুগ্রং নিয়মৈর্বহুভির্বৃতা ।
ভর্তা মে দেবরাজঃ স্যাদিতি নিশ্চিত্য ভামিনী ॥ ৩
সমাস্তস্যা ব্যতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ।
চরন্ত্যা নিয়মাংস্তাংস্তান্ স্ত্রীভিস্তীব্রান্ সুদুশ্চরান্ ॥ ৪
তস্যাস্তু তেন বৃত্তেন তপসা চ বিশাম্পতে ।
ভক্ত্যা চ ভগবান্ প্রীতঃ পরয়া পাকশাসনঃ ॥ ৫
আজগামাশ্রমং তস্যাস্ত্রিদশাধিপতিঃ প্রভুঃ ।
আস্থায় রূপং বিপ্রর্ষের্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬
সা তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং বশিষ্ঠং তপতাং বরম্ ।
আচারৈর্মুনিভির্দৃষ্টৈঃ পূজয়ামাস ভারত ॥ ৭
উবাচ নিয়মজ্ঞা চ কল্যাণী সা প্রিয়ংবদা ।
ভগবান্ মুনিশার্দূল কিমাজ্ঞাপয়সি প্রভো ॥ ৮
সর্বমদ্য যথাশক্তি তব দাস্যামি সুব্রত ।
শক্রভক্ত্যা চ তে পাণিং ন দাস্যামি কথঞ্চন ॥ ৯
ব্রতৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব তপসা চ তপোধন ।
শক্রস্তোষয়িতব্যো বৈ ময়া ত্রিভুবনেশ্বরঃ ॥ ১০
ইত্যুক্তো ভগবান্ দেবঃ স্ময়ন্নিব নিরীক্ষ্য তাম্ ।
উবাচ নিয়মং জ্ঞাত্বা সান্ত্বয়ন্নিব ভারত ॥ ১১
উগ্রং তপশ্চরসি বৈ বিদিতা মেঽসি সুব্রতে ।
যদর্থময়মারম্ভস্তব কল্যাণি হৃদ্গতঃ ॥ ১২

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[বদরপাচনতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে শ্রুতাবতী ও অরুন্ধতীর তপস্যা বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কুবের তীর্থ হইতে বলরাম বরদপাচন নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থে গমন করিলেন। এ স্থানে তপস্বী ও সিদ্ধ পুরুষগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। এ স্থানেই পূর্ব্বে উত্তম ব্রতচারিণী ভরদ্বাজের কন্যা, যাহার রূপ ও সৌন্দর্য্যের কোনও তুলনা হয় নাই, সেই কুমারী শ্রুতাবতী বাস করিতেন ॥ ১-২

এই ভামিনী বহু নিয়ম ধারণ করত সেখানে অত্যন্ত উগ্র তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি নিজের সেই তপস্যার এই উদ্দেশ্য নিশ্চিত করিয়াছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র আমার পতি হউন ॥ ৩

কুরুকুলবর্দ্ধন! স্ত্রীগণের পক্ষে যে সমস্ত পালন করা অত্যন্ত দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য, সেই সমস্ত কঠোর নিয়ম পালন করিতে করিতে শ্রুতাবতীর সে স্থানে বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইল ॥ ৪

প্রজানাথ! তাঁহার এই আচরণ, তপস্যা ও পরা ভক্তিতে ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৫

এই শক্তিশালী দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত তাঁহার আশ্রমে আসিলেন ॥ ৬

হে ভারত! তিনি তপস্বী মুনিগণশ্রেষ্ঠ ও উগ্র তপস্যাপরায়ণ বশিষ্ঠকে দর্শন করিয়া মুনিজনোচিত আচারসমূহের দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৭

তারপর নিয়মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং মধুর ও প্রিয়ভাষিণী কল্যাণময়ী শ্রুতাবতী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—ভগবন্! মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রভো! আমাকে কি আজ্ঞা করিতেছেন? সুব্রত! আজ আমি যথাশক্তি আপনাকে সব কিছু প্রদান করিব, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ আমার হস্ত আপনাকে ধারণ করিতে দিব না ॥ ৮-৯

তপোধন! নিজ ব্রত, নিয়ম ও তপস্যা সকলের দ্বারা আমি ত্রিভুবন-সম্রাট্ ভগবান্ ইন্দ্রকেই সন্তুষ্ট করিব ॥ ১০

হে ভারত! শ্রুতাবতী এই কথা বলিলে পর ভগবান্ ইন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহার নিয়ম জানিয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১১

সুব্রতে! আমি জানি, তুমি অতিশয় উগ্র তপস্যা করিতেছ। কল্যাণি! সুমুখি! যে উদ্দেশ্যে তুমি এই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছ এবং তোমার হৃদয়ে যে সঙ্কল্প রহিয়াছে, তৎসমস্তই তোমার যথাযথভাবে সফল হইবে ॥ ১২

তচ্চ সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি বরাননে।
তপসা লভ্যতে সর্বং যথাভূতং ভবিষ্যতি ॥ ১৩
যথা স্থানানি দিব্যানি বিবুধানাং শুভাননে।
তপসা তানি প্রাপ্যানি তপোমূলং মহৎ সুখম্ ॥ ১৪
ইতি কৃত্বা তপো ঘোরং দেহং সংন্যস্য মানবাঃ।
দেবত্বং যান্তি কল্যাণি শৃণুষ্বৈকং বচো মম। ১৫
পঞ্চ চৈতানি সুভগে বদরাণি শুভব্রতে।
পচেত্যুক্ত্বা তু ভগবান্ জগাম বলসূদনঃ ॥ ১৬
আমন্ত্র্য তাং তু কল্যাণীং ততো জপ্যং জজাপ সঃ।
অবিদূরে ততস্তস্মাদাশ্রমাৎ তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৭
ইন্দ্রতীর্থেতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু মানদ।
তস্যা জিজ্ঞাসনার্থং স ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ১৮
বদরাণামপচনং চকার বিবুধাধিপঃ।
ততঃ প্রতপ্তা সা রাজন্ বাগ্যতা বিগতক্লমা ॥ ১৯
তৎপরা শুচিসংবীতা পাবকে সমাধিশ্রয়ৎ।
অপচদ্ রাজশার্দূল বদরাণি মহাব্রতা ॥ ২০
তস্যাঃ পচন্ত্যাঃ সুমহান্ কালোঽগাৎ পুরুষর্ষভ।
ন চ স্ম তান্যপচ্যন্ত দিনঞ্চ ক্ষয়মভ্যগাৎ ॥ ২১
হুতাশনেন দগ্ধশ্চ যস্তস্যাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়ঃ।
অকাষ্ঠমগ্নিং সা দৃষ্ট্বা স্বশরীরমথাদহৎ ॥ ২২
পাদৌ প্রক্ষিপ্য সা পূর্বং পাবকে চারুদর্শনা।
দগ্ধৌ দগ্ধৌ পুনঃ পাদাবুপাবর্তয়তানঘ ॥ ২৩
চরণৌ দহ্যমানৌ চ নাচিন্তয়দনিন্দিতা।
কুর্বাণা দুষ্করং কর্ম মহর্ষিপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ২৪
ন বৈমনস্যং তস্যাস্তু মুখভেদোঽথবাভবৎ।
শরীরমগ্নিনাঽঽদীপ্য জলমধ্যে যথা স্থিতা ॥ ২৫
তচ্চাস্যা বচনং নিত্যমবর্তদ্‌ধৃদি ভারত।
সর্বথা বদরাণ্যেব পক্তব্যানীতি কন্যকা ॥ ২৬
সা তন্মনসি কৃত্বৈব মহর্ষের্বচনং শুভা।
অপচদ্ বদরাণ্যেব ন চাপচ্যন্ত ভারত ॥ ২৭

শুভাননে! তপস্যার দ্বারা সব কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তোমার মনোরথ যথার্থরূপে সিদ্ধ হইবে। দেবতাগণের যে দিব্যস্থান আছে, তাহা তপস্যার দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। মহাসুখপ্রাপ্তির মূল কারণ হইল তপস্যা ॥ ১৩-১৪

কল্যাণি! এই উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়া মনুষ্যগণ নিজ নিজ দেহত্যাগ করত দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে। তুমি এখন আমার একটি কথা শ্রবণ কর ॥ ১৫

সুভগে! শুভব্রতে! এই পাঁচটি বদর ফল আছে। তুমি ইহাদিগকে পাক কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ইন্দ্র কল্যাণী শ্রুতাবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই আশ্রম হইতে অল্পদূরে অবস্থিত এক উত্তম তীর্থে গমন করিলেন এবং সেস্থানে স্নান করত জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

মানদ! এই তীর্থ তিন লোকে 'ইন্দ্রতীর্থ' বলিয়া বিখ্যাত। দেবরাজ ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র এই কন্যার মনোভাব পরীক্ষা করিবার জন্য সেই বদরসকল সিদ্ধ হইতে দিলেন না ॥ ১৮

রাজন্! তদনন্তর শৌচাচারসম্পন্না সেই শ্রুতপস্বিনী তাপবতী পরিশ্রান্তা না হইয়া মৌনভাবে সেই ফলসকল অগ্নিতে চাপাইয়া দিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ! তারপর সেই মহাব্রতা কুমারী শ্রুতাবতী অতিশয় তৎপরতার সহিত সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০

পুরুষপ্রবর! এই ফলসকল পাক করিতে করিতে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইল, কিন্তু উহাদের পাক করিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যেই সেই দিন সমাপ্ত হইয়া যাইল ॥ ২১

তিনি যে কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যাইল। তখন অগ্নিকে কাষ্ঠহীন হইতে দেখিয়া তিনি নিজের দেহকেই দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

নিষ্পাপ রাজন্! দেখিতে মনোহরা সেই কন্যা প্রথমে নিজের দুই পদ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই পদ দুইটি যখন দগ্ধ হইয়া যাইল, তখন তিনি পর পর নিজেকেই আরও অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

সেই সাধ্বী শ্রুতাবতী নিজের পদ দুইটি জ্বলিয়া যাইলেও কোনরূপ চিন্তাই করিলেন না। তিনি মহর্ষির প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই দুষ্কর কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

তিনি অল্পও বিমনা হইলেন না। মুখের ভাবও তাঁহার বিকৃত হইল না। তিনি নিজের দেহকে জ্বালাইয়া এরূপ প্রসন্ন হইলেন যে, যেন তিনি জলের মধ্যে রহিয়াছেন ॥ ২৫

ভারত! সেই কন্যার মনের নিরন্তর এই কথাই চিন্তা হইতে লাগিল যে, এই ফলসকল এইভাবেই পাক করিতে হয় ॥ ২৬

হে ভরতবংশধর! মহর্ষি বশিষ্ঠের কথা মনে রাখিয়া এই শুভলক্ষণা কন্যা শ্রুতাবতী সেই ফলসকল পাক করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি উহা পাক (সিদ্ধ) করিতে সমর্থা হইলেন না ॥ ২৭

তস্যাস্তু চরণৌ বহ্নির্দদাহ ভগবান্ স্বয়ম্ ।
ন চ তস্যা মনোদুঃখং স্বল্পমপ্যভবৎ তদা ॥ ২৮
অথ তৎ কর্ম দৃষ্ট্বাস্যাঃ প্রীতস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ ।
ততঃ সন্দর্শয়ামাস কন্যায়ৈ রূপমাত্মনঃ ॥ ২৯
উবাচ চ সুরশ্রেষ্ঠস্তাং কন্যাং সুদৃঢ়ব্রতাম্ ।
প্রীতোঽস্মি তে শুভে ভক্ত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ৩০
তস্মাদ্ যোঽভিমতঃ কামঃ স তে সম্পৎস্যতে শুভে ।
দেহং ত্যক্ত্বা মহাভাগে ত্রিদিবে ময়ি বৎস্যসি ॥ ৩১
ইদঞ্চ তে তীর্থবরং স্থিরং লোকে ভবিষ্যতি ।
সর্বপাপাপহং সুভ্রু নাম্না বদরপাচনম্ ॥ ৩২
বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু ব্রহ্মর্ষিভিরভিপ্লুতম্ ।
অস্মিন্ খলু মহাভাগে শুভে তীর্থবরেঽনঘে ॥ ৩৩
ত্যক্ত্বা সপ্তর্ষয়ো জগ্মুর্হিমবন্তমরুন্ধতীম্ ।
ততস্তে বৈ মহাভাগা গত্বা তত্র সুসংশিতাঃ ॥ ৩৪
বৃত্ত্যর্থং ফলমূলানি সমাহর্তুং যযুঃ কিল ।

ভগবান্ অগ্নি স্বয়ংই তাঁহার দুই পদ দগ্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার মনে তখন অল্পও দুঃখ হইল না ॥ ২৮

তাঁহার এই কর্ম দেখিয়া ত্রিভুবনের অধিপতি ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তারপর তিনি কন্যা শ্রুতাবতীকে নিজের যথার্থরূপ দর্শন করাইলেন ॥ ২৯

ইহার পর সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র দৃঢ়তার সহিত উত্তমব্রতপালনকারিণী সেই কন্যাকে বলিলেন—শুভে! আমি তোমার তপস্যা, নিয়মপালন ও ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কল্যাণি! অতএব তোমার যে অভীষ্ট মনোরথ, উহা পূর্ণ হইবে। মহাভাগে! তুমি তোমার এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে আমার নিকটে বাস করিবে ॥ ৩০-৩১

সুভ্রু! তোমার এই শ্রেষ্ঠ তীর্থ জগতে স্থির থাকিবে এবং 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সমস্ত পাপসকল নাশ করিবে ॥৩২

এই তীর্থ তিন লোকেই প্রসিদ্ধ হইবে। বহু ব্রহ্মর্ষিগণও ইহাতে স্নান করিবে। নিষ্পাপে মহাভাগে! এক সময় সপ্তর্ষিগণ এই মঙ্গলময় শ্রেষ্ঠ তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্বতে গিয়াছিলেন ॥ ৩৩½

সেখানে উপস্থিত হইয়া কঠোর ব্রতপালনকারী এই মহাভাগ মহর্ষিগণ জীবননির্বাহের জন্য ফল-মূল আনিতে বনে গমন করিলেন ॥ ৩৪½

তেষাং বৃত্ত্যর্থিনাং তত্র বসতাং হিমবদ্বনে ॥ ৩৫
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা তদা দ্বাদশবার্ষিকী ।
তে কৃত্বা চাশ্রমং তত্র ন্যবসন্ত তপস্বিনঃ ॥ ৩৬
অরুন্ধত্যপি কল্যাণী তপোনিত্যাভবৎ তদা ।
অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা তীব্রং নিয়মমাস্থিতাম্ ॥৩৭
অথাগমৎ ত্রিনয়নঃ সুপ্রীতো বরদস্তদা ।
ব্রাহ্মং রূপং ততঃ কৃত্বা মহাদেবো মহাযশাঃ ॥৩৮
তামভ্যেত্যাব্রবীদ্ দেবো ভিক্ষামিচ্ছাম্যহং শুভে ।
প্রত্যুবাচ ততঃ সা তং ব্রাহ্মণং চারুদর্শনা ॥ ৩৯
ক্ষীণোঽন্নসঞ্চয়ো বিপ্র বদরাণীহ ভক্ষয় ।
ততোঽব্রবীন্মহাদেবঃ পচস্বৈতানি সুব্রতে ॥ ৪০
ইত্যুক্তা সাপচৎ তানি ব্রাহ্মণপ্রিয়কাম্যয়া ।
অধিশ্রিত্য সমিদ্ধেঽগ্নৌ বদরাণি যশস্বিনী ॥ ৪১
দিব্যা মনোরমাঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শুশ্রাব সা তদা ।
অতীতা সা ত্বনাবৃষ্টির্ঘোরা দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ৪২

জীবিকার ইচ্ছায় তাঁহারা যখন হিমালয়ের বনে বাস করিতেছিলেন, তখন বার বর্ষকাল এই দেশে বৃষ্টি হয় নাই ॥ ৩৫½

সেই তপস্বী মুনিগণ সেখানে আশ্রম নির্মাণ করত বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় কল্যাণী অরুন্ধতীও প্রতিদিন তপস্যায় নিরতা ছিলেন ॥ ৩৬½

কঠোর নিয়মের আশ্রয় লইয়া অরুন্ধতীকে তপস্যা করিতে দেখিয়া ত্রিলোচন বরদায়ক ভগবান্ শঙ্কর অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ৩৭½

তারপর মহাযশস্বী মহাদেব ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন—শুভে! আমি ভিক্ষা চাহিতেছি ॥ ৩৮½

তখন পরমা সুন্দরী অরুন্ধতী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—বিপ্রবর! অন্ন যাহা সঞ্চয় ছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন এস্থানে এই বদর ফলসকল আছে, ইহা ভক্ষণ করুন ॥ ৩৯½

তখন মহাদেব বলিলেন,—সুব্রতে! তুমি এই বদরসকল পাক করিয়া দাও। তিনি এইরূপ আদেশ দান করিলে পর যশস্বিনী অরুন্ধতী ব্রাহ্মণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সেই বদর ফলসকল প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপিত করিয়া পাক করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১

সেই সময় তিনি পরমপবিত্র ও মনোহর দিব্য কথাসকল শুনিতে পাইলেন। তিনি অনাহারে বদর ফলসকল পাক

অনশ্নন্ত্যাঃ পচন্ত্যাশ্চ শৃণ্বন্ত্যাশ্চ কথাঃ শুভাঃ ।
দিনোপমঃ স তস্যাথ কালোঽতীতঃ সুদারুণঃ ॥ ৪৩
ততস্তু মুনয়ঃ প্রাপ্তঃ ফলান্যাদায় পর্বতাৎ ।
ততঃ স ভগবান্ প্রীতঃ প্রোবাচারুন্ধতীং ততঃ ॥ ৪৪
উপসর্পস্ব ধর্মজ্ঞে যথাপূর্বমিমানৃষীন্ ।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্মজ্ঞে তপসা নিয়মেন চ ॥৪৫
ততঃ সন্দর্শয়ামাস স্বরূপং ভগবান্ হরঃ ।
ততোঽব্রবীৎ তদা তেভ্যস্তস্যাশ্চ চরিতং মহৎ ॥ ৪৬
ভবদ্ভির্হিমবৎপৃষ্ঠে যৎ তপঃ সমুপার্জিতম্ ।
অস্যাশ্চ যৎ তপো বিপ্রা ন সমং তন্মতং মম ॥ ৪৭
অনয়া হি তপস্বিন্যা তপস্তপ্তং সুদুশ্চরম্ ।
অনশ্নন্ত্যা পচন্ত্যা চ সমা দ্বাদশ পারিতাঃ ॥ ৪৮
ততঃ প্রোবাচ ভগবাংস্তামেবারুন্ধতীং পুনঃ ।
বরং বৃণীষ্ব কল্যাণি যৎ তেঽভিলষিতং হৃদি ॥ ৪৯

সাব্রবীৎ পৃথুতাম্রাক্ষী দেবং সপ্তর্ষিসংসদি ।
ভগবান্ যদি মে প্রীতস্তীর্থং স্যাদিদমদ্ভুতম্ ॥ ৫০
সিদ্ধদেবর্ষিদয়িতং নাম্না বদরপাচনম্ ।
তথাস্মিন্ দেবদেবেশ ত্রিরাত্রমুষিতঃ শুচিঃ ॥ ৫১
প্রাপ্নুয়াদুপবাসেন ফলং দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
এবমস্ত্বিতি তাং দেবঃ প্রত্যুবাচ তপস্বিনীম্ ॥ ৫২
সপ্তর্ষিভিঃ স্তুতো দেবস্ততো লোকং যযৌ তদা ।
ঋষয়ো বিস্ময়ং জগ্মুস্তাং দৃষ্ট্বা চাপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ৫৩
অশ্রান্তাং চাবিবর্ণাঞ্চ ক্ষুৎপিপাসাসমাযুতাম্ ।
এবং সিদ্ধিঃ পরা প্রাপ্তা অরুন্ধত্যা বিশুদ্ধয়া ॥৫৪
যথা ত্বয়া মহাভাগে মদর্থং সংশিতব্রতে ।
বিশেষো হি ত্বয়া ভদ্রে ব্রতে হ্যস্মিন্ সমর্পিতঃ ॥ ৫৫
তথা চেদং দদাম্যদ্য নিয়মেন সুতোষিতঃ ।
বিশেষং তব কল্যাণি প্রযচ্ছামি বরং বরে ॥ ৫৬

করিতে করিতে মঙ্গলময়ী কথাসমূহ শুনিতে থাকিলেন। ইহার মধ্যেই সেই বার বৎসরের ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি শেষ হইয়া যাইল। সেই অত্যন্ত দারুণ সময় তাঁহার একদিনের ন্যায় অতিক্রান্ত হইল ॥ ৪২-৪৩

তদনন্তর সপ্তর্ষিগণ হিমালয় পর্ব্বত হইতে ফলসকল লইয়া সেস্থানে আসিলেন। সেই সময় ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া অরুন্ধতীকে বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞে! এখন তুমি পূর্ব্বের ন্যায় এই ঋষিগণের নিকট গমন কর। ধর্ম্মজ্ঞে দেবি! আমি তোমার তপস্যা ও নিয়মে অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ৪৪-৪৫

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর নিজের স্বরূপ তাঁহাকে দর্শন করাইলেন এবং সেই সপ্তর্ষিগণকে অরুন্ধতীর মহৎ চরিত্রের কথা বলিলেন ॥ ৪৬

তিনি বলিলেন,—বিপ্রগণ! আপনারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া যে তপস্যা করিয়াছেন এবং অরুন্ধতী এস্থানে থাকিয়া যে তপস্যা করিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই—ইহাই আমার অভিমত (অরুন্ধতীর তপস্যাই শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪৭

এই তপস্বিনী অরুন্ধতী অনাহারে বদর ফলসকল পাক করিতে করিতে বার বৎসর অতিবাহিত করিয়াছে। এইভাবে সে দুষ্কর তপস্যা উপার্জন করিয়াছে ॥ ৪৮

ইহার পর ভগবান্ শঙ্কর পুনরায় অরুন্ধতীকে বলিলেন,—কল্যাণি! তোমার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তদনুসারে কোন বর প্রার্থনা কর ॥ ৪৯

তখন বিশাল ও অরুণ নেত্রযুক্তা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সভায় মহাদেবকে বলিলেন—ভগবন্! যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই স্থান 'বদরপাচন' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের প্রিয় এবং অদ্ভুত এক তীর্থে পরিণত হউক ॥ ৫০½

দেবেশ্বর! এই তীর্থে তিন রাত্রি পবিত্রভাবে বাস করত বার বৎসর পর্য্যন্ত উপবাসের ফললাভ করিতে পারিবে ॥ ৫১½

তখন মহাদেব সেই তপস্বিনী অরুন্ধতীকে বলিলেন—'এবমস্তু' ইহাই হউক। তারপর সপ্তর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিলেন। অনন্তর মহাদেব স্বলোকে গমন করিলেন ॥ ৫২½

অরুন্ধতী ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্তা হইলে পরও তিনি শ্রান্ত হন্ নাই এবং তাঁহার অঙ্গকান্তিও নষ্ট হয় নাই। ইঁহাকে দেখিয়া ঋষিগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৫৩½

কঠোর ব্রতপালিনী মহাভাগে! এইরূপে বিশুদ্ধহৃদয়া অরুন্ধতীদেবী এস্থানে পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপ তুমি আমার জন্য তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। ভদ্রে! তুমি এই ব্রতে বিশেষভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছ ॥ ৫৪-৫৫

সতী কল্যাণি! আমি তোমার নিয়মে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া এই বিশেষ বর প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬

অরুন্ধত্যা বরস্তস্যা যো দত্তো বৈ মহাত্মনা।
তস্য চাহং প্রভাবেণ তব কল্যাণি তেজসা ॥ ৫৭
প্রবক্ষ্যামি পরং ভূয়ো বরমত্র যথাবিধি।
যস্ত্বেকং রজনীং তীর্থে বৎস্যতে সুসমাহিতঃ ॥ ৫৮
স স্নাত্বা প্রাপ্স্যতে লোকান্ দেহন্যাসাৎ সুদুর্লভান্
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবঃ সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৯
শ্রুতাবতীং ততঃ পুণ্যাং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
গতে বজ্রধরে রাজংস্তত্র বর্ষং পপাত হ ॥ ৬০
পুষ্পাণাং ভরতশ্রেষ্ঠ দিব্যানাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
দেবদুন্দুভয়শ্চাপি নেদুস্তত্র মহাস্বনাঃ ॥ ৬১
মারুতশ্চ ববৌ পুণ্যঃ পুণ্যগন্ধো বিশাম্পতে।
উৎসৃজ্য তু শুভা দেহং জগামাস্য চ ভার্য্যতাম্ ॥৬২
তপসোগ্রেণ তং লব্ধ্বা তেন রেমে সহাচ্যুত।

জনমেজয় উবাচ।

কা তস্যা ভগবান্ মাতা ক সংবৃদ্ধা চ শোভনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিপ্র পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভরদ্বাজস্য বিপ্রর্ষেঃ স্কন্নং রেতো মহাত্মনঃ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বাপ্সরসমায়ান্তীং ঘৃতাচীং পৃথুলোচনাম্।
স তু জগ্রাহ তদ্রেতঃ করেণ জপতাং বরঃ ॥ ৬৫
তদাপতৎ পর্ণপুটে তত্র সা সমভবৎ সুতা।
তস্যাস্তু জাতকর্মাদি কৃত্বা সর্বং তপোধনঃ ॥ ৬৬
নাম চাস্যাঃ স কৃতবান্ ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
শ্রুতাবতীতি ধর্মাত্মা দেবর্ষিগণসংসদি।
স্বে চ তামাশ্রমে ন্যস্য জগাম হিমবদ্বনম্ ॥ ৬৭
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য মহানুভাবো
বসূনি দত্ত্বা চ মহাদ্বিজেভ্যঃ।
জগাম তীর্থং সুসমাহিতাত্মা
শক্রস্য বৃষ্ণিপ্রবরস্তদানীম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে বদরপাচনতীর্থকথনে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

কল্যাণি! মহাত্মা ভগবান্ শঙ্কর অরুন্ধতীদেবীকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, তোমার তেজ ও প্রভাবে আমি তাহা হইতেও অতি উত্তম বরপ্রদান করিতেছি ॥ ৫৭½

যে এই তীর্থে একাগ্রচিত্তে একরাত্রি বাস করিবে, সে এই তীর্থে স্নান করত দেহত্যাগের পর অন্তের পক্ষে অতিশয় দুর্লভ পুণ্যলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৮½

পুণ্যময়ী শ্রুতাবতীকে এই কথা বলিয়া সহস্রলোচন প্রতাপশালী ভগবান্ ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৯½

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! বজ্রধারী ইন্দ্র চলিয়া যাইলে পর সেখানে পবিত্র সুগন্ধযুক্ত দিব্য পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে থাকিল এবং তীব্র শব্দকারী দেবদুন্দুভিসকল বাদিত হইতে লাগিল ॥ ৬০-৬১

প্রজানাথ! পাবন সুগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। শুভলক্ষণা শ্রুতাবতী নিজ দেহত্যাগ করত ইন্দ্রের ভার্য্যা হইলেন। অচ্যুত! তিনি স্বীয় উগ্র তপস্যায় ইন্দ্রকে পতিরূপে লাভ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬২

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! সুন্দরী শ্রুতাবতীর মাতা কে ছিলেন এবং তিনি কোথায় পালিত হইয়াছিলেন? ইহা আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিপ্রবর! ইহা শুনিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৬৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! একদিন বিশাললোচনা ঘৃতাচী অপ্সরা কোন স্থান হইতে আসিতেছিল, উহাকে দেখিয়া মহাত্মা মহর্ষি ভরদ্বাজের বীর্য্য স্খলিত হয় ॥ ৬৪

জপকারীদিগর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি ভরদ্বাজ সেই বীর্য্যকে নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ এক পত্রের দ্রোণীতে (ডোঙ্গায়) পতিত হইল। সে স্থানেই এই কন্যা জন্মলাভ করেন ॥ ৬৫½

তপোধন ধর্ম্মাত্মা মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করত দেবর্ষিগণের সভায় উঁহার নাম রাখিলেন 'শ্রুতাবতী'। তারপর সেই কন্যাকে নিজ আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ের বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ৬৬-৬৭

বৃষ্ণিবংশপ্রধান মহানুভব বলরাম সেই তীর্থেও স্নান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করত সেই সময় একাগ্রচিত্ত হইয়া সে স্থান হইতে 'ইন্দ্রতীর্থে' গমন করিলেন ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা ও সারস্বত উপাখ্যান প্রসঙ্গে বদরপাচনতীর্থকথনবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ইন্দ্রতীর্থ রামতীর্থ যমুনাতীর্থাদিত্যতীর্থানাঞ্চ মহিমকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

ইন্দ্রতীর্থং ততো গত্বা যদূনাং প্রবরো বলঃ ।
বিপ্রেভ্যো ধনরত্নানি দদৌ স্নাত্বা যথাবিধি ॥ ১
তত্র হ্যমররাজোঽসাবীজে ক্রতুশতেন চ ।
বৃহস্পতেশ্চ দেবেশঃ প্রদদৌ বিপুলং ধনম্ ॥ ২
নিরর্গলান্ সজ্জারূথ্যান্ সর্বান্ বিবিধদক্ষিণান্ ।
আজহার ক্রতুস্তত্র যথোক্তান্ বেদপারগৈঃ ॥ ৩
তান্ ক্রতূন্ ভরতশ্রেষ্ঠ শতকৃত্বো মহাদ্যুতিঃ ।
পূরয়ামাস বিধিবৎ ততঃ খ্যাতঃ শতক্রতুঃ ॥ ৪
তস্য নাম্না চ তৎ তীর্থং শিবং পুণ্যং সনাতনম্
ইন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥ ৫
উপস্পৃশ্য চ তত্রাপি বিধিবন্মুসলায়ুধঃ ।
ব্রাহ্মণান্ পূজয়িত্বা চ সদাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ৬
শুভং তীর্থবরং তস্মাদ্ রামতীর্থং জগাম হ ।
যত্র রামো মহাভাগো ভার্গবঃ সুমহাতপাঃ ॥ ৭
অসকৃৎ পৃথিবীং জিত্বা হতক্ষত্রিয়পুঙ্গবাম্ ।
উপাধ্যায়ং পুরস্কৃত্য কশ্যপং মুনিসত্তমম্ ॥ ৮
অযজদ্ বাজপেয়েন সোঽশ্বমেধশতেন চ ।
প্রদদৌ দক্ষিণাং চৈব পৃথিবীং বৈ সসাগরাম্ ॥ ৯
দত্ত্বা চ দানং বিবিধং নানারত্নসমন্বিতম্ ।
সগো-হস্তিক দাসীকং সাজাবি গতবান্ বনম্ ॥১০
পুণ্যে তীর্থবরে তত্র দেব-ব্রহ্মর্ষিসেবিতে ।
মুনীংশ্চৈবাভিবাদ্যাথ যমুনাতীর্থমাগমৎ ॥ ১১
যত্রানয়ামাস তদা রাজসূয়ং মহীপতে ।
পুত্রোঽদিতের্মহাভাগো বরুণো বৈ সিতপ্রভঃ ॥ ১২
তত্র নির্জিত্য সংগ্রামে মানুষান্ দেবতাস্তথা ।
বরং ক্রতুং সমাজহ্রে বরুণঃ পরবীরহা ॥ ১৩
তস্মিন্ ক্রতুবরে বৃত্তে সংগ্রামঃ সমজায়ত ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্য ভয়াবহঃ ॥ ১৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ইন্দ্রতীর্থ, রামতীর্থ, যমুনাতীর্থ এবং আদিত্যতীর্থের মহিমা কথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেস্থান হইতে ইন্দ্রতীর্থে গমন করত স্নান করিয়া যদুকুলতিলক বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক ধন ও রত্নসকল দান করিলেন ॥ ১

এই তীর্থে দেবেশ্বর দেবরাজ ইন্দ্র শত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন এবং বৃহস্পতিকে প্রচুর ধনদান করিলেন ॥ ২

নানাবিধ দক্ষিণাযুক্ত ও পুষ্ট এই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ ইন্দ্র বেদসমূহে পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত কোনরূপ বাধা বিঘ্ন না পাইয়াই পূর্ণ করিয়া লইলেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী ইন্দ্র সেই সকল যজ্ঞ শতবার করিয়া বিধিপূর্ব্বক পূর্ণ করিলেন ; এই কারণে ইন্দ্র 'শতক্রতু' নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪

তাঁহারই নাম অনুসারে এই সর্ব্বপাপহারী, কল্যাণকারী এবং সনাতন পুণ্যতীর্থ 'ইন্দ্রতীর্থ' নামে প্রখ্যাত হইল ॥ ৫

মুসলধারী বলরাম এই তীর্থেও বিধিপূর্ব্বক স্নান এবং উত্তম ভোজন ও বস্ত্র সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করত সেস্থান হইতে শুভ তীর্থশ্রেষ্ঠ রামতীর্থে গমন করিলেন ॥ ৬।

যেখানে মহাতপস্বী ভৃগুবংশজাত মহাভাগ পরশুরাম বারংবার ক্ষত্রিয়নরপতিগণকে সংহার করত এই পৃথিবীকে জয় করিবার পর মুনিশ্রেষ্ঠ কশ্যপকে আচার্য্যরূপে অগ্রে রাখিয়া বাজপেয় এবং একশত অশ্বমেধ-যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের পূজা করিলেন ও দক্ষিণারূপে সমুদ্রসহ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে দান করিলেন ॥ ৭ ৯

নানাপ্রকার রত্ন, গো, হস্তী, দাস, দাসী ও ছাগল ভেঁড়াসহ অনেক প্রকার বস্তু দান করত বনে চলিয়া যাইলেন ॥ ১০

পৃথীনাথ! দেবতা ও ব্রাহ্মণগণসেবিত সেই উত্তম পুণ্যময় তীর্থে মুনিবৃন্দকে প্রণাম করত বলরাম যমুনাতীর্থে আসিলেন, যেখানে অদিতির মহাভাগ পুত্র গৌরকান্তি বরুণদেব রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ১২

শত্রুবীর সংহারকারী বরুণদেব সংগ্রামে মনুষ্য ও দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন ॥ ১৩

রাজন্! এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর দেবতা এবং দানবগণের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহা তিন লোকের পক্ষেই ভয়ঙ্কর ছিল ॥ ১৪

রাজসূয়ে ক্রতুশ্রেষ্ঠে নিবৃত্তে জনমেজয়।
জায়তে সুমহাঘোরঃ সংগ্রামঃ ক্ষত্রিয়ান্ প্রতি ॥ ১৫
তত্রাপি লাঙ্গলী দেব ঋষীনভ্যর্চ্য পূজয়া।
ইতরেভ্যোঽপ্যদাদ্ দানমর্থিভ্যঃ কামদো বিভুঃ ॥ ১৬
বনমালী ততো হৃষ্টঃ স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
তস্মাদাদিত্যতীর্থঞ্চ জগাম কমলেক্ষণঃ ॥ ১৭
যত্রেষ্ট্বা ভগবান্ জ্যোতির্ভাস্করো রাজসত্তম।
জ্যোতিষামাধিপত্যঞ্চ প্রভাবং চাভ্যপদ্যত ॥ ১৮
তস্যা নদ্যাস্তু তীরে বৈ সর্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমরুতো গন্ধর্বাপ্সরসশ্চ হ ॥ ১৯
দ্বৈপায়নঃ শুকশ্চৈব কৃষ্ণশ্চ মধুসূদনঃ।
যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব পিশাচাশ্চ বিশাম্পতে ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবো যোগসিদ্ধাঃ সহস্রশঃ।
তস্মিংস্তীর্থে সরস্বত্যাঃ শিবে পুণ্যে পরন্তপ ॥ ২১
তত্র হত্বা পুরা বিষ্ণুরসুরৌ মধু-কৈটভৌ।
আপ্লুত্য ভরতশ্রেষ্ঠ তীর্থপ্রবর উত্তমে ॥ ২২
দ্বৈপায়নশ্চ ধর্মাত্মা তত্রৈবাপ্লুত্য ভারত।
সম্প্রাপ্য পরমং যোগং সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতঃ ॥ ২৩
অসিতো দেবলশ্চৈব তস্মিন্নেব মহাতপাঃ।
পরমং যোগমাস্থায় ঋষির্যোগমবাপ্তবান্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

জনমেজয়! ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পর সেই দেশের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মহাভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ১৫

সকলেরই ইচ্ছা পূরণকারী ভগবান্ হলধর এই তীর্থেও স্নান এবং ঋষিদিগকে পূজা করত অন্য যাচকগণকেও ধনদান করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর মহর্ষিগণের মুখ হইতে নিজের স্তুতি শ্রবণ করত প্রসন্ন হইয়া বনমালাধারী কমলনয়ন বলরাম সেখান হইতে আদিত্যতীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! সেখানে যজ্ঞ করত জ্যোতির্ময় ভগবান্ ভাস্কর জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদির আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৮

প্রজানাথ! এই নদীর তীরে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাবৃন্দ, বিশ্বেদেব, মরুদ্গণ, গন্ধর্ব ও অপ্সরাসকল, দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, শুকদেব, মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ—ইঁহারা এবং আরও অন্যান্য বহু সংখ্যক পুরুষ সহস্র সহস্র সংখ্যায় যোগসিদ্ধ হইয়া যাইলেন ॥ ১৯-২০½

শত্রুতাপন ভরতশ্রেষ্ঠ! সরস্বতীর সেই সর্ব্বোত্তম কল্যাণকারী পুণ্যতীর্থে প্রথমে মধু ও কৈটভনামক দুই অসুরকে বধ করত ভগবান্ বিষ্ণু স্নান করিয়াছিলেন। ভারত! এইরূপে ধর্ম্মাত্মা দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবও এই তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি পরম যোগ লাভ করত উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২১-২৩

মহাতপস্বী অসিত দেবল ঋষি এই তীর্থে পরম যোগের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[আদিত্যতীর্থস্য মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেঽসিতদেবলস্য জৈগীষব্যমুনেশ্চ চরিত্রকথনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্নেব তু ধর্মাত্মা বসতি স্ম তপোধনঃ।
গার্হস্থ্যং ধর্মমাস্থায় হ্যসিতো দেবলঃ পুরা ॥ ১
ধর্মনিত্যঃ শুচির্দান্তো ন্যস্তদণ্ডো মহাতপাঃ।
কর্মণা মনসা বাচা সমঃ সর্বেষু জন্তুষু ॥ ২
অক্রোধনো মহারাজ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
প্রিয়াপ্রিয়ে তুল্যবৃত্তির্যমবৎ সমদর্শনঃ ॥ ৩
কাঞ্চনে লোষ্ঠভাবে চ সমদর্শী মহাতপাঃ।
দেবানপূজয়ন্নিত্যমতিথীংশ্চ দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৪
ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং সদা ধর্মপরায়ণঃ।
ততোঽভ্যেত্য মহাভাগ যোগমাস্থায় ভিক্ষুকঃ ॥
জৈগীষব্যো মুনির্ধীমাংস্তস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
দেবলস্যাশ্রমে রাজন্ ন্যবসৎ স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৬
যোগনিত্যো মহারাজ সিদ্ধিং প্রাপ্তো মহাতপাঃ
তং তত্র বসমানং তু জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥ ৭
দেবলো দর্শয়ন্নেব নৈবাযুঞ্জত ধর্মতঃ।
এবং তয়োর্মহারাজ দীর্ঘকালো ব্যতিক্রমৎ ॥ ৮
জৈগীষব্যং মুনিবরং ন দদর্শাথ দেবলঃ।
আহারকালে মতিমান্ পরিব্রাড্ জনমেজয় ॥ ৯
উপাতিষ্ঠত ধর্মজ্ঞো ভৈক্ষকালে স দেবলম্।
স দৃষ্ট্বা ভিক্ষুরূপেণ প্রাপ্তং তত্র মহামুনিম্ ॥ ১০
গৌরবং পরমং চক্রে প্রীতিঞ্চ বিপুলাং তথা।
দেবলস্তু যথাশক্তি পূজয়ামাস ভারত ॥ ১১
ঋষিদৃষ্টেন বিধিনা সমা বহ্বীঃ সমাহিতঃ।
কদাচিৎ তস্য নৃপতে দেবলস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[আদিত্যতীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে অসিত দেবল ও জৈগীষব্য-মুনির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বহু পূর্ব্বেকার কথা, এই তীর্থে তপোধন ধর্ম্মাত্মা অসিতদেবলমুনি গৃহস্থ-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত বাস করিতেছিলেন ॥ ১

তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, পবিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি কাহাকেও দণ্ডদান করিতেন না এবং মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত জীবের প্রতি সমান ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন ॥ ২

মহারাজ! ইঁহার মধ্যে ক্রোধ ছিল না। তিনি নিজের নিন্দা ও স্তুতিকে সমভাবে দেখিতেন। প্রিয় ও অপ্রিয়প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সমান থাকিত। তিনি যমের ন্যায় সকলের প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখিতেন ॥ ৩

স্বর্ণ ও মৃত্তিকাখণ্ড উভয় পদার্থকেই মহাতপস্বী দেবল সমদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং প্রতিদিন দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিথিদের পূজা এবং আদর-সৎকার করিতেন ॥ ৪

এই মুনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যপালনে তৎপর থাকিতেন। তিনি সব সময়েই ধর্ম্মকেই একমাত্র আশ্রয় করিয়া থাকিতেন। মহাভাগ! একদিন বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী জৈগীষব্য মুনি যোগ অবলম্বন করিয়া সেই তীর্থে আসিলেন এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া সেস্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫½

রাজন্! মহারাজ! এই মহাতেজস্বী ও মহাতপস্বী জৈগীষব্য সদা যোগ অবলম্বন করত অবস্থান পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং দেবলের আশ্রমেই তখন বাস করিতে থাকিলেন ॥ ৬½

যদিও মহামুনি জৈগীষব্য সেই আশ্রমেই থাকিতেন, তথাপি দেবলমুনি তাঁহাকে দেখাইয়াই যেন ধর্ম্মানুসারে কোন যোগসাধনা করিতেন না। এইরূপে সেস্থানে অবস্থান করিতে করিতে উভয়েরই বহুকাল অতিবাহিত হইল ॥ ৭ ৮

জনমেজয়! তদনন্তর কিছু কাল এরূপ হইতে লাগিল যে, দেবল মুনিবর জৈগীষব্যকে অন্য কোন সময়েই দেখিতে পাইতেন না। ধর্ম্মজ্ঞ বুদ্ধিমান্ সন্ন্যাসী জৈগীষব্য কেবল ভোজন বা ভিক্ষা গ্রহণ করিবার সময়েই দেবলের নিকট আসিতেন ॥ ৯½

ভারত! সন্ন্যাসীর রূপে উপস্থিত মহামুনি জৈগীষব্যকে দেখিয়া দেবল তাঁহার প্রতি অতিশয় সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন করিতে করিতে যথাশক্তি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। এইভাবে বহু বর্ষ তাঁহার অতিক্রান্ত হইল ॥ ১০-১১½

নৃপতে! একদিন মহাতেজস্বী জৈগীষব্য মুনিকে দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবলের মনে অতিশয় চিন্তা উপস্থিত হইল ॥ ১২½

চিন্তা সুমহতী জাতা মুনিং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিম্।
সমাস্তু সমতিক্রান্তা বহ্ব্যঃ পূজয়তো মম ॥ ১৩
ন চায়মলসো ভিক্ষুরভ্যভাষত কিঞ্চন।
এবং বিগণয়ন্নেব স জগাম মহোদধিম্ ॥ ১৪
অন্তরিক্ষচরঃ শ্রীমান্ কলসং গৃহ্য দেবলঃ।
গচ্ছন্নেব স ধর্মাত্মা সমুদ্রং সরিতাং পতিম্ ॥ ১৫
জৈগীষব্যং ততোঽপশ্যদ্ গতং প্রাগেব ভারত।
ততঃ সবিস্ময়শ্চিন্তাং জগামাথামিতপ্রভঃ ॥১৬
কথং ভিক্ষুরয়ং প্রাপ্তঃ সমুদ্রে স্নাত এব চ।
ইত্যেবং চিন্তয়ামাস মহর্ষিরসিতস্তদা ॥ ১৭
স্নাত্বা সমুদ্রে বিধিবচ্ছুচির্জপ্যং জজাপ সঃ।
কৃতজপ্যাহ্নিকঃ শ্রীমানাশ্রমঞ্চ জগাম হ ॥ ১৮
কলসং জলপূর্ণং বৈ গৃহীত্বা জনমেজয়।
ততঃ স প্রবিশন্নেব স্বমাশ্রমপদং মুনিঃ ॥ ১৯
আসীনমাশ্রমে তত্র জৈগীষব্যমপশ্যত।
ন ব্যাহরতি চৈবৈনং জৈগীষব্যঃ কথঞ্চন ॥ ২০
কাষ্ঠভূতোঽঽশ্রমপদে বসতি স্ম মহাতপাঃ।
তং দৃষ্ট্বা চাপ্লুতং তোয়ে সাগরে সাগরোপমম্ ॥ ২১
প্রবিষ্টমাশ্রমং চাপি পূর্বমেব দদর্শ সঃ।
অসিতো দেবলো রাজংশ্চিন্তয়ামাস বুদ্ধিমান্ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র তদা স মুনিসত্তমঃ ॥ ২৩
ময়া দৃষ্টঃ সমুদ্রে চ আশ্রমে চ কথং ত্বয়ম্।
এবং বিগণয়ন্নেব স মুনির্মন্ত্রপারগঃ ॥ ২৪
উৎপপাতাশ্রমাৎ তস্মাদন্তরিক্ষং বিশাম্পতে।
জিজ্ঞাসার্থং তদা ভিক্ষোর্জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥ ২৫
সোঽন্তরিক্ষচরান্ সিদ্ধান্ সমপশ্যৎ সমাহিতান্।
জৈগীষব্যঞ্চ তৈঃ সিদ্ধৈঃ পূজ্যমানমপশ্যত ॥ ২৬
ততোঽসিতঃ সুসংরব্ধো ব্যবসায়ী দৃঢ়ব্রতঃ।
অপশ্যদ্ বৈ দিবং যান্তং জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥ ২৭

তিনি চিন্তা করিলেন,—ইঁহার পূজা করিতে করিতে আমার বহু বর্ষ অতিবাহিত হইল; কিন্তু এই অলস ভিক্ষু আজ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিলেন না ॥ ১৩॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমান্ দেবলমুনি হস্তে কলস লইয়া আকাশমার্গে সমুদ্রের তীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪॥

ভারত! নদীপতি সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াই ধর্ম্মাত্মা দেবল দেখিতে পাইলেন যে, সেস্থানে পূর্ব্বেই জৈগীষব্য মুনি আসিয়াছেন ॥ ১৫॥

তখন অমিততেজস্বী মহর্ষি অসিত-দেবল চিন্তার সহিত আশ্চর্য্যান্বিতও হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন,—এই ভিক্ষু পূর্ব্বেই কিভাবে আসিলেন? ইনি ত' সমুদ্রে স্নান-কার্য্যও পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

জনমেজয়! তারপর তিনি সমুদ্রে বিধিপূর্ব্বক স্নান করত পবিত্র হইয়া জপযোগ্য মন্ত্রজপ করিলেন। জপাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া শ্রীমান্ দেবল জলপূর্ণ কলস লইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ১৮॥

আশ্রমে প্রবেশ করত দেবলমুনি সেখানে উপবিষ্ট জৈগীষব্যমুনিকে দর্শন করিলেন, কিন্তু জৈগীষব্য সেই সময় তাঁহার সহিত কোনরূপ ব্যাক্যালাপ করিলেন না। এই মহাতপস্বী মুনি আশ্রমে কাষ্ঠমৌন গ্রহণ করত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০॥

রাজন্! সমুদ্রসদৃশ অত্যন্ত প্রভাবশালী মুনি জৈগীষব্যকে সমুদ্রের জলে স্নান করিবার পর তাঁহার পূর্ব্বেই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ অসিত দেবল পুনরায় চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ২১ ২২

রাজেন্দ্র! জৈগীষব্যের তপস্যার এই যোগজনিত প্রভাব দেখিয়া এই মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি ইঁহাকে সমুদ্রে তটে দেখিলাম, সুতরাং তিনি কিভাবে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন? ২৩॥

প্রজানাথ! এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্রসমূহে পারদর্শী এই বিদ্বান্ মুনি দেবল সেই আশ্রম হইতে আকাশের দিকে উড়িয়া চলিলেন। সেই সময় ভিক্ষু জৈগীষব্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি এইরূপ করিলেন ॥ ২৪-২৫

উপরে উঠিয়া তিনি অন্তরিক্ষে বিচরণকারী বহুসংখ্যক একাগ্রচিত্ত সিদ্ধকে দর্শন করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি সিদ্ধগণের দ্বারা পূজিত জৈগীষব্যমুনিকেও দেখিতে পাইলেন ॥ ২৬

তদনন্তর দৃঢ়তাপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী দৃঢ়নিশ্চয় অসিত-দেবল মুনি অতিশয় রুষ্ট হইলেন। তারপর তিনি জৈগীষব্যকে স্বর্গলোকের দিকে যাইতে দেখিলেন ॥ ২৭

তস্মাৎ তু পিতৃলোকং তং ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
পিতৃলোকাচ্চ তং যান্তং যাম্যং লোকমপশ্যত ॥ ২৮
তস্মাদপি সমুৎপত্য সোমলোকমভিপ্লুতম্।
ব্রজন্তমন্বপশ্যৎ স জৈগীষব্যং মহামুনিম্ ॥ ২৯
লোকান্ সমুৎপতন্তং তু শুভানেকান্তযাজিনাম্।
ততোঽগ্নিহোত্রিণাং লোকাংস্ততশ্চাপ্যুৎপপাত হ ॥৩০
দর্শঞ্চ পৌর্ণমাসঞ্চ যে যজন্তি তপোধনাঃ।
তেভ্য স দদৃশে ধীমাঁল্লোকেভ্যঃ পশুযাজিনাম্ ॥ ৩১
ব্রজন্তং লোকমমলমপশ্যদ্ দেবপূজিতম্।
চাতুর্মাস্যৈর্বহুবিধৈর্যজন্তে যে তপোধনাঃ ॥ ৩২
তেষাং স্থানং ততো যান্তং তথাগ্নিষ্টোমযাজিনাম্।
অগ্নিষ্টুতেন চ তথা যে যজন্তি তপোধনাঃ ॥ ৩৩
তৎ স্থানমনুসম্প্রাপ্তমন্বপশ্যত দেবলঃ।
বাজপেয়ং ক্রতুবরং তথা বহুসুবর্ণকম্ ॥ ৩৪
আহরন্তি মহাপ্রাজ্ঞাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত।
যজন্তে রাজসূয়েন পুণ্ডরীকেন চৈব যে ॥ ৩৫
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
অশ্বমেধং ক্রতুবরং নরমেধং তথৈব চ ॥ ৩৬
আহরন্তি নরশ্রেষ্ঠাস্তেষাং লোকেম্বপশ্যত।
সর্বমেধঞ্চ দুষ্প্রাপং তথা সৌত্রামণিঞ্চ যে ॥ ৩৭
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
দ্বাদশাহৈশ্চ সত্রৈশ্চ যজন্তে বিবিধৈর্নৃপ ॥ ৩৮
তেষাং লোকেম্বপশ্যচ্চ জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
মৈত্রাবরুণয়োর্লোকানাদিত্যানাং তথৈব চ ॥ ৩৯
সলোকতামনুপ্রাপ্তমপশ্যত ততোঽসিতঃ।
রুদ্রাণাঞ্চ বসূনাঞ্চ স্থানং যচ্চ বৃহস্পতেঃ ॥ ৪০
তানি সর্বাণ্যতীতানি সমপশ্যৎ ততোঽসিতঃ।
আরুহ্য চ গবাং লোকং প্রয়াতে ব্রহ্মসত্রিণাম্ ॥ ৪১
লোকানপশ্যদ্ গচ্ছন্তং জৈগীষব্যং ততোঽসিতঃ।
ত্রীঁল্লোকানপরান্ বিপ্রমুৎপতন্তং স্বতেজসা ॥ ৪২

স্বর্গলোক হইতে তাঁহাকে পিতৃলোকে এবং পিতৃলোক হইতে তাঁহাকে যমলোকে যাইতে দেখিলেন ॥ ২৮

সেস্থানে হইতেও উপরে উঠিয়া মহামুনি জৈগীষব্যকে জলময় চন্দ্রলোকে যাইতে দর্শন করিলেন ॥ ২৯

তারপর একান্তভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরুষগণের উত্তম-লোকের দিকে উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। সেস্থান হইতে অগ্নিক্ষেত্র লোকে গমন করিলেন ॥ ৩০

সেই লোক হইতেও উপরে উঠিয়া সেই বুদ্ধিমান্ মুনি দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞকারী তপোধনদিগের লোকে গমন করিলেন। সেস্থানে হইতে তাঁহাকে পশুযাগকারী ব্যক্তিগণের লোকে গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩১

যে সমস্ত মানুষ চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের নির্মল লোকের দিকে যাইতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন। তিনি সেখানে দেবগণ কর্তৃক পূজিত হইলেন ॥ ৩২

সেস্থান হইতে অগ্নিষ্টোমযাজী এবং অগ্নিষ্টুৎ যজ্ঞের দ্বারা যাঁহারা যজন করেন, সেই তপোধনগণের লোকে যাইতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৩॥

যে সকল মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ বহু সুবর্ণময় দক্ষিণাযুক্ত ক্রতুশ্রেষ্ঠ বাজপেয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের লোকেও গমন করিতে জৈগীষব্যকে তিনি দেখিলেন ॥ ৩৪॥

যাঁহারা রাজসূয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের দ্বারা যজন করেন, তাঁহাদেরও লোকে গমন করিতে জৈগীষব্যকে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৫॥

যে সকল নরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ক্রতুশ্রেষ্ঠ উত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ ও নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, জৈগীষব্যকে তাঁহাদের লোকেও গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩৬॥

যাঁহারা দুর্লভ সর্বমেধ ও সৌত্রামণি যজ্ঞ করেন, তাঁহাদের লোকেও জৈগীষব্যকে গমন করিতে দেখিলেন ॥ ৩৭॥

হে নৃপ! যাঁহারা নানাপ্রকার দ্বাদশাহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদেরও লোকে জৈগীষব্যকে গমন করিতে দেবলমুনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৮॥

তাহার পর অসিত-দেবল মিত্র, বরুণ এবং আদিত্যগণের লোকেও উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে দেখিলেন ॥ ৩৯॥

তদনন্তর রুদ্র, বসু ও বৃহস্পতির যেস্থান, সেই সব স্থান অতিক্রম করত উপরে উত্থিত জৈগীষব্যকে অসিত-দেবল দর্শন করিলেন ॥ ৪০॥

ইহার পর অসিত দেবল গো-লোকে যাইয়া জৈগীষব্যকে ব্রহ্মসত্রকারীদিগের লোকে যাইতে দেখিলেন ॥ ৪১॥

তাহারপর দেবল দেখিলেন—বিপ্রবর জৈগীষব্যমুনি নিজ তেজে উপরি উপরি তিন লোক অতিক্রম করত পতিব্রতাগণের লোকের দিকে যাইতে লাগিলেন। ৪২॥

পতিব্রতানাং লোকাংশ্চ ব্রজন্তং সোঽন্বপশ্যত।
ততো মুনিবরং ভূয়ো জৈগীষব্যমথাসিতঃ ॥ ৪৩
নান্বপশ্যত লোকস্থমন্তর্হিতমরিন্দম।
সোঽচিন্তয়ন্মহাভাগো জৈগীষব্যস্য দেবলঃ ॥ ৪৪
প্রভাবং সুব্রতত্বঞ্চ সিদ্ধিং যোগস্য চাতুলাম্।
অসিতোঽপৃচ্ছত তদা সিদ্ধাঁল্লোকেষু সত্তমান্॥ ৪৫
প্রযতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা ধীরস্তাং ব্রহ্মসত্রিণঃ।
জৈগীষব্যং ন পশ্যামি তং শংসধ্বং মহৌজসম্॥ ৪৬
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।

সিদ্ধা উচুঃ।

শৃণু দেবল ভূতার্থং শংসতাং নো দৃঢ়ব্রত ॥ ৪৭
জৈগীষব্যঃ স বৈ লোকং শাশ্বতং ব্রহ্মণো গতঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স শ্রুত্বা বচনং তেষাং সিদ্ধানাং ব্রহ্মসত্রিণাম্ ॥ ৪৮
অসিতো দেবলস্তূর্ণমুৎপপাত পপাত চ।
ততঃ সিদ্ধাস্ত উচুর্হি দেবলং পুনরেব হ ॥ ৪৯

শত্রুদমন ভূপাল! ইহার পর অসিত-দেবল মুনিবর জৈগীষব্যকে পুনরায় কোন লোকে অবস্থান করিতে দেখিলেন না। তিনি অদৃশ্য হইয়া যাইলেন ॥ ৪৩½

তাহার পর মহাভাগ দেবল জৈগীষব্যের প্রভাব, উত্তম ব্রত এবং অনুপম যোগসিদ্ধির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪½

অনন্তর ধৈর্য্যবান্ অসিত সেই লোকে অবস্থিত ব্রহ্মযাজী সিদ্ধ ও সাধু পুরুষগণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মাগণ! আমি মহাতেজস্বী জৈগীষব্য-মুনিকে এখন দেখিতে পাইতেছিনা। আপনারা তাঁহার সন্ধান বলুন। আমি তাঁহার বিষয়ে এই কথা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৫-৪৬½

সিদ্ধগণে বলিলেন,—দৃঢ়তাসহকারে উত্তম ব্রতপালনকারী দেবল! তুমি শ্রবণ কর, আমরা জৈগীষব্যের সেই কথা তোমাকে বলিতেছি, যাহা সংঘটিত হইয়াছে। জৈগীষব্যমুনি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৪৭½

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই ব্রহ্মযাজী সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবলমুনি অতিসত্বর উপরের দিকে উড়িয়া যাইলেন, কিন্তু নিম্নে পতিত হইলেন। তখন সেই সিদ্ধগণ পুনরায় দেবলকে বলিলেন ॥ ৪৮-৪৯

ন দেবলগতিস্তত্র তব গন্তুং তপোধন।
ব্রহ্মণঃ সদনে বিপ্র জৈগীষব্যো যদাপ্তবান্ ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা সিদ্ধানাং দেবলঃ পুনঃ।
আনুপূর্ব্যেণ লোকাংস্তান্ সর্ব্বানবততার হ ॥ ৫১
স্বমাশ্রমপদং পুণ্যমাজগাম পতত্রিবৎ।
প্রবিশন্নেব চাপশ্যজ্জৈগীষব্যং স দেবলঃ ॥ ৫২
ততো বুদ্ধ্যা ব্যগণয়দ্ দেবলো ধর্ম্মযুক্তয়া।
দৃষ্ট্বা প্রভাবং তপসো জৈগীষব্যস্য যোগজম্ ॥ ৫৩
ততোঽব্রবীন্মহাত্মানং জৈগীষব্যং স দেবলঃ।
বিনয়াবনতো রাজন্নুপসর্প্য মহামুনিম্ ॥ ৫৪
মোক্ষধর্ম্মং সমাস্থাতুমিচ্ছেয়ং ভগবন্নহম্।
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা উপদেশং চকার সঃ ৫৫ ॥ ৫৫
বিধিঞ্চ যোগস্য পরং কার্য্যাকার্য্যস্য শাস্ত্রতঃ।
সংন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ততো দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ॥ ৫৬

তপোধন দেবল! বিপ্রবর! যেস্থানে জৈগীষব্য গিয়াছেন, সেই ব্রহ্মলোকে যাইবার শক্তি তোমার নাই ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবলমুনি পুনরায় ক্রমশঃ সেই সব লোক হইতে পুনরায় নিম্নে নামিয়া আসিলেন ॥ ৫১

পক্ষীর ন্যায় উড়িতে উড়িতে তিনি নিজ পুণ্যময় আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি সেখানে জৈগীষব্যমুনিকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন ॥ ৫২

তখন দেবল জৈগীষব্যমুনির এই যোগজনিত প্রভাব দর্শন করিয়া ধর্ম্মযুক্ত বুদ্ধিতে তাহার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৫৩

রাজন্! ইহার পর মহামুনি মহাত্মা জৈগীষব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দেবল বিনীতভাবে বলিলেন ॥ ৫৪

ভগবন্! আমি মোক্ষধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতপস্বী জৈগীষব্য-মুনি তাহাকে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক জানিয়া জ্ঞানের উপদেশ করিলেন। তারপর যোগের উত্তমবিধি বর্ণনা করিয়া শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ করিলেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য (দীক্ষা ও সংস্কারাদি) সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৫-৫৬½

সর্বাশ্চাস্য ক্রিয়াশ্চক্রে বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
সংন্যাসকৃতবুদ্ধিং তং ভূতানি পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫৭
ততো দৃষ্ট্বা প্ররুরুদুঃ কোঽস্মান্ সংবিভজিষ্যতি।
দেবলস্তু বচঃ শ্রুত্বা ভূতানাং করুণং তথা ॥ ৫৮
দিশো দশ ব্যাহরতাং মোক্ষং ত্যক্তুং মনোদধে।
ততস্তু ফলমূলানি পবিত্রাণি চ ভারত ॥ ৫৯
পুষ্পাণ্যোষধয়শ্চৈব রোরূয়ন্তি সহস্রশঃ।
পুনর্নো দেবলঃ ক্ষুদ্রো নূনং ছেৎস্যতি দুর্মতিঃ ॥ ৬০
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দত্ত্বা নাববুধ্যতে।
ততো ভূয়ো ব্যগণয়ৎ স্ববুদ্ধ্যা মুনিসত্তমঃ ॥ ৬১
মোক্ষে গার্হস্থ্যধর্মে বা কিং নু শ্রেয়স্করং ভবেৎ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা দেবলো রাজসত্তম ॥ ৬২
ত্যক্ত্বা গার্হস্থ্যধর্মং স মোক্ষধর্মমরোচয়ৎ।
এবমাদীনি সংচিন্ত্য দেবলো নিশ্চয়াৎ ততঃ ॥ ৬৩
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং পরং যোগঞ্চ ভারত।
ততো দেবাঃ সমাগম্য বৃহস্পতিপুরোগমাঃ ॥ ৬৪

তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের মতি দেখিয়া পিতৃগণসহ সমস্ত প্রাণীরা এই কথা বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন যে, এখন আমাদের কোন ব্যক্তি বিভাগ করিয়া অন্নদান করিবে? ৫৭½

দশ দিকে বিলাপ করিতে করিতে সেই প্রাণিগণের করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবল মোক্ষধর্ম (সন্ন্যাস গ্রহণ) ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন ॥ ৫৮½

ভারত! ইহা দেখিয়া ফল-মূল, পবিত্র (কুশ), পুষ্প ও ওষধিসকল—এই সব সহস্র সহস্র পদার্থ এই বলিয়া বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিল যে, এই দুর্মতি ক্ষুদ্র দেবল নিশ্চয়ই আমাদের উচ্ছেদ করিবে। যে সমস্ত ভূতগণকে অভয়দান করিয়া উহা এখন স্মরণ করিতেছে না ॥ ৫০ ৬০½

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল পুনরায় নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিতে লাগিলেন, মোক্ষ ও গার্হস্থ্যধর্ম এই উভয়ের মধ্যে আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয়স্কর হইবে ॥ ৬১½

নৃপশ্রেষ্ঠ! দেবল মনে মনেই এই বিষয়ের উপর নিশ্চিয় করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করত নিজের পক্ষে মোক্ষ-ধর্মকেই উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন ॥ ৬২½

জৈগীষব্যে তপশ্চাস্য প্রশংসন্তি তপস্বিনঃ।
অথাব্রবীদৃষিবরো দেবান্ বৈ নারদস্তথা ॥ ৬৫
জৈগীষব্যে তপো নাস্তি বিস্মাপয়তি যোঽসিতম্।
তমেবংবাদিনং বীরং প্রত্যূচুস্তে দিবৌকসঃ ॥ ৬৬
নৈবমিত্যেব শংসন্তো জৈগীষব্যং মহামুনিম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ তুল্যমস্তি প্রভাবতঃ ॥ ৬৭
তেজসস্তপসশ্চাস্য যোগস্য চ মহাত্মনঃ।
এবং প্রভাবো ধর্মাত্মা জৈগীষব্যস্তথাসিতঃ ॥
তয়োরিদং স্থানবরং তীর্থঞ্চৈব মহাত্মনোঃ ॥ ৬৮
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য ততো মহাত্মা
দত্ত্বা চ বিত্তং হলভৃদ্ দ্বিজেভ্যঃ।
অবাপ্য ধর্মং পরমার্থকর্মা
জগাম সোমস্য মহৎ সুতীর্থম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

ভারত! এই সব বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেবল যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেই নিশ্চয় করিলেন, ইহাতে তিনি পরমসিদ্ধি ও উত্তম যোগলাভ করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ৬৩½

তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল দেবতা ও তপস্বীরা সেখানে আসিয়া জৈগীষব্য-মুনির তপস্যার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥৬৪½

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ দেবগণকে বলিলেন,—জৈগীষব্যের মধ্যে কোন তপস্যা নাই, কারণ, জৈগীষব্য অসিত মুনিকে নিজের প্রভাব দেখাইয়া বিস্মিত করিয়াছে ॥ ৬৫½

জ্ঞানী নারদমুনি এই কথা বলিলে পর দেবতাগণ মহামুনি জৈগীষব্যের প্রশংসা করিতে করিতে এই উত্তরদান করিলেন,—আপনার এই কথা বলা উচিত নহে, প্রভাব, তেজ, তপস্যা ও যোগদৃষ্টিতে এই মহাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নন ॥ ৬৬-৬৭½

ধর্মাত্মা জৈগীষব্য ও অসিতমুনির এইরূপই প্রভাব ছিল। দুই মহাত্মার সেই শ্রেষ্ঠ স্থানই তীর্থ ॥ ৬৮

পারমার্থিক কর্মকারী মহাত্মা হলধর বলরাম এস্থানেও স্নান করত ব্রাহ্মণগণকে ধনদানপূর্বক ধর্মের ফললাভ করিয়া সোমের সর্বোৎকৃষ্ট ও উত্তম তীর্থে গমন করিলেন ॥৬৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সারস্বততীর্থমহিমপ্রসঙ্গে দধীচ-ঋষেঃ সারস্বতমুনেশ্চ চরিত্রকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যত্রেজিবানুড়ুপতী রাজসূয়েন ভারত।
তস্মিংস্তীর্থে মহানাসীৎ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ ॥ ১

তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য বলো দত্ত্বা দানানি চাত্মবান্।
সারস্বতস্য ধর্মাত্মা মুনেস্তীর্থং জগাম হ ॥ ২

তত্র দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
বেদানধ্যাপয়ামাস পুরা সারস্বতো মুনিঃ ॥ ৩

জনমেজয় উবাচ।

কথং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজোত্তমান্।
ঋষীনধ্যাপয়ামাস পুরা সরস্বতো মুনিঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আসীৎ পূর্বং মহারাজ মুনির্ধীমান্ মহাতপাঃ।
দধীচ ইতি বিখ্যাতো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫

তস্যাতিতপসঃ শক্রো বিভেতি সততং বিভো।
ন স লোভয়িতুং শক্যঃ ফলৈর্বহুবিধৈরপি ॥ ৬

প্রলোভনার্থং তস্যাথ প্রাহিণোৎ পাকশাসনঃ।
দিব্যামপ্সরসং পুণ্যাং দর্শনীয়ামলম্বুষাম্ ॥ ৭

তস্য তর্পয়তো দেবান্ সরস্বত্যাং মহাত্মনঃ।
সমীপতো মহারাজ সোপাতিষ্ঠত ভাবিনী ॥ ৮

তাং দিব্যবপুষং দৃষ্ট্বা তস্যর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
রেতঃ স্কন্নং সরস্বত্যাং তৎ সা জগ্রাহ নিম্নগা ॥ ৯

কুক্ষৌ চাপ্যদধাদ্দৃষ্ট্বা তদ্ রেতঃ পুরুষর্ষভ।
সা দধার চ তং গর্ভং পুত্রহেতোর্মহানদী ॥ ১০

সুষুবে চাপি সময়ে পুত্রং সা সরিতাং বরা।
জগাম পুত্রমাদায় তমৃষিং প্রতি চ প্রভো ॥ ১১

ঋষিসংসদি তং দৃষ্ট্বা সা নদী মুনিসত্তমম্।
ততঃ প্রোবাচ রাজেন্দ্র দদতী পুত্রমস্য তম্ ॥ ১২

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সারস্বত তীর্থের মহিমাপ্রসঙ্গে দধীচি-ঋষি ও সারস্বত-মুনির চরিত্র কথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! যেস্থানে নক্ষত্রমণ্ডলীর অধিপতি চন্দ্র রাজসূয়যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাই সোম-তীর্থ। এই তীর্থে তারকাময় মহাসংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ১

ধর্মাত্মা এবং মনস্বী বলরাম এই তীর্থেও স্নান ও ধনাদি দান করত সারস্বত-মুনির তীর্থে গমন করিলেন ॥ ২

পুরাকালে যখন বার বৎসর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, তখন সারস্বত-মুনি সেই স্থানে উত্তম ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৩

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! পুরাকালে সারস্বত-মুনি বার বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির সময় উত্তম ব্রাহ্মণগণকে কিভাবে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন? ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! পুরাকালে এক বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও মহাতপস্বী মুনি ছিলেন। ইঁহার নাম হইল দধীচি ॥ ৫

প্রভো! তাঁহার উগ্র তপস্যায় ইন্দ্র সদা ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি নানাপ্রকার ফলের প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিলেন না ॥ ৬

তখন ইন্দ্র তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এক পবিত্র দর্শনীয় এবং দিব্য অপ্সরা প্রেরণ করিলেন। এই অপ্সরার নাম অলম্বুষা ॥ ৭

মহারাজ! একদিন যখন মহাত্মা দধীচি সরস্বতী নদীতে দেবগণের তর্পণ করিতেছিলেন, তখন এই মাননীয়া অপ্সরা তাঁহার নিকট যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

এই দিব্যরূপধারিণী অপ্সরাকে দেখিয়া সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষির বীর্য্য সরস্বতী নদীর জলে পতিত হইল। এই বীর্য্যকে সরস্বতী-নদী স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া লইলেন ॥ ৯

পুরুষপ্রবর! সেই মহানদী হৃষ্টা হইয়া পুত্রলাভের জন্য নিজেরই উদরে সেই বীর্য্য ধারণ করিলেন। এইভাবে তিনি গর্ভবতী হইলেন ॥ ১০

প্রভো! সময় আসিলে পর নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতী একটি পুত্রের জন্ম দিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া তিনি ঋষির নিকটে গমন করিলেন ॥ ১১

রাজেন্দ্র! ঋষিগণের সভায় উপবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচিকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সেই পুত্র সমর্পণ করিতে করিতে সরস্বতী-নদী এই কথা বলিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মর্ষে তব পুত্রোঽয়ং ত্বদ্ভক্ত্যা ধারিতো ময়া ।
দৃষ্ট্বা তেঽপ্সরসং রেতো যৎ স্কন্নং প্রাগলম্বুষাম্ ॥ ১৩
তৎ কুক্ষিণা বৈ ব্রহ্মর্ষে ত্বদ্ভক্ত্যা ধৃতবত্যহম্ ।
ন বিনাশমিদং গচ্ছেৎ ত্বত্তেজ ইতি নিশ্চয়াৎ ॥ ১৪
প্রতিগৃহ্নীষ পুত্রং স্বং ময়া দত্তমনিন্দিতম্ ।
ইত্যুক্তঃ প্রতিজগ্রাহ প্রীতিং চাবাপ পুষ্কলাম্ ॥ ১৫
স্বসুতং চাপ্যজিঘ্রৎ তং মূর্ধ্নি প্রেম্না দ্বিজোত্তমঃ ।
পরিষ্বজ্য চিরং কালং তদা ভরতসত্তম ॥ ১৬
সরস্বত্যৈ বরং প্রাদাৎ প্রীয়মাণো মহামুনিঃ ।
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরো গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥ ১৭
তৃপ্তিং যাস্যন্তি সুভগে তর্প্যমাণাস্তবাম্ভসা ।
ইত্যুক্ত্বা স তু তুষ্টাব বচোভির্বৈ মহানদীম্ ॥ ১৮
প্রীতঃ পরমহৃষ্টাত্মা যথাবচ্ছৃণু পার্থিব ।
প্রসৃতাসি মহাভাগে সরসো ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ১৯
জানন্তি ত্বাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
মম প্রিয়করী চাপি সততং প্রিয়দর্শনে ॥ ২০
তস্মাৎ সারস্বতঃ পুত্রো মহাংস্তে বরবর্ণিনি ।
তবৈব নাম্না প্রথিতঃ পুত্রস্তে লোকভাবনঃ ॥ ২১
সারস্বত ইতি খ্যাতো ভবিষ্যতি মহাতপাঃ ।
এষ দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং দ্বিজর্ষভান্ ॥ ২২
সারস্বতো মহাভাগে বেদানধ্যাপয়িষ্যতি ।
পুণ্যাভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যস্ত্বং সদা পুণ্যতমা শুভে ॥ ২৩
ভবিষ্যসি মহাভাগে মৎপ্রসাদাৎ সরস্বতি ।
এবং সা সংস্তুতানেন বরং লব্ধ্বা মহানদী ॥২৪
পুত্রমাদায় মুদিতা জগাম ভরতর্ষভ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু বিরোধে দেব-দানবৈঃ ॥২৫
শক্রঃ প্রহরণান্বেষী লোকাংস্ত্রীন্ বিচচার হ ।
ন চোপলেভে ভগবাঞ্ছক্রঃ প্রহরণং তদা ॥ ২৬
যদ্বৈতেষাং ভবেদ্ যোগ্যং বধায় বিবুধদ্বিষাম্ ।
ততোঽব্রবীৎ সুরান্ শক্রো ন মে শক্যা মহাসুরাঃ ॥২৭

ব্রহ্মর্ষে! এই আপনার পুত্র। আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ আমি ইহাকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। ব্রহ্মর্ষে! পূর্বে অলম্বুষা নামক অপ্সরাকে দেখিয়া আপনার যে বীর্য্য স্খলিত হইয়াছিল, সেই বীর্য্যকে আমি আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ স্বীয় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম; কারণ, আমার মনে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইয়াছিল যে, আপনার এই তেজ নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। অতএব আমার দেওয়া এই আপনার অনিন্দনীয় পুত্রকে গ্রহণ করুন ॥ ১৩-১৪॥

তিনি এই কথা বলিলে পর মুনি সেই পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। হে ভরতবংশপ্রধান জনমেজয়! সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ দধীচি প্রেমের সহিত নিজের পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলেন। তারপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া মহামুনি দধীচ সরস্বতীকে এই বরদান করিলেন,—সুভগে! তোমার জলে তর্পণ করিলে পর বিশ্বেদেব, পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দ সকলেই তৃপ্তিলাভ করিবেন ॥ ১৫-১৭॥

রাজন্! এই কথা বলিয়া অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে মুনি প্রেমসহকারে উত্তম বাণীর দ্বারা সরস্বতীদেবীর স্তব করিলেন। সেই স্তবকে তুমি যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥ ১৮॥

মহাভাগে! তুমি পুরাকালে ব্রহ্মার সরোবর হইতে নিঃসৃতা হইয়াছ। নদীসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠা সরস্বতি! কঠোরব্রতপালনকারী মুনিগণ তোমার মহিমা জানেন। প্রিয়দর্শনে! তুমি সর্বদা আমারও প্রিয় কার্য্য করিয়া থাক। বরবর্ণিনি! তোমার এই লোকভাবন মহান পুত্র তোমারই নামে "সারস্বত" এই নামে অভিহিত হইবে ॥ ১৯-২১॥

এই বালক সারস্বতনামে বিখ্যাত মহাতপস্বী হইবে। মহাভাগে! এ জগতে যখন বার বৎসরকাল অনাবৃষ্টি হইবে, তখন এই সারস্বতই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বেদ পড়াইবে ॥ ২২॥

শুভে! মহাসৌভাগ্যশালিনি সরস্বতি! তুমি আমার প্রসাদে অন্য পবিত্র নদীসকল অপেক্ষা সর্বদা অধিক পবিত্র হইয়া থাকিবে ॥ ২৩॥

ভারতশ্রেষ্ঠ! এইভাবে দধীচিমুনি কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া বরলাভ করত সেই মহানদী পুত্রকে গ্রহণ করত চলিয়া যাইলেন ॥ ২৪॥

এই সময় দেবতা ও দানবগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে পর ইন্দ্র অস্ত্র-শস্ত্রের জন্য তিন লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫॥

কিন্তু ভগবান্ ইন্দ্র সেই সময় এমন কোন অস্ত্র পাইলেন না, যাহা দেবদ্রোহী দানবদের বধের উপযোগী হইবে ॥ ২৬॥

তদনন্তর ইন্দ্র দেবগণকে বলিলেন,—দধীচিমুনির অস্থি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা দেবদ্রোহী মহাসুরগণকে বধ করা যাইবে না ॥ ২৭॥

ঋতেঽস্থিভির্দধীচস্য নিহন্তুং ত্রিদশদ্বিষঃ।
তস্মাদ্ গত্বা ঋষিশ্রেষ্ঠো যাচ্যতাং সুরসত্তমাঃ॥ ২৮
দধীচাস্থীনি দেহীতি তৈর্বধিষ্যামহে রিপূন্।
স চ তৈর্যাচিতোঽস্থীনি যত্নাদৃষিবরস্তদা॥ ২৯
প্রাণত্যাগং কুরুশ্রেষ্ঠ চকারৈবাবিচারয়ন্।
স লোকানক্ষয়ান্ প্রাপ্তো দেবপ্রিয়করস্তদা॥ ৩০
তস্যাস্থিভিরথো শক্রঃ সম্প্রহৃষ্টমনাস্তদা।
কারয়ামাস দিব্যানি নানাপ্রহরণানি চ॥ ৩১
গদা-বজ্রাণি চক্রাণি গুরূন্ দণ্ডাংশ্চ পুষ্কলান্।
স হি তীব্রেণ তপসা সম্ভৃতঃ পরমর্ষিণা॥ ৩২
প্রজাপতিসুতেনাথ ভৃগুণা লোকভাবনঃ।
অতিকায়ঃ স তেজস্বী লোকসারো বিনির্মিতঃ॥ ৩৩
জজ্ঞে শৈলগুরুঃ প্রাংশুর্মহিম্না প্রথিতঃ প্রভুঃ।
নিত্যমুদ্বিজতে চাস্য তেজসঃ পাকশাসনঃ॥ ৩৪
তেন বজ্রেণ ভগবান্ মন্ত্রযুক্তেন ভারত।
ভৃশং ক্রোধবিসৃষ্টেন ব্রহ্মতেজোদ্ভবেন চ॥ ৩৫
দৈত্য-দানববীরাণাং জঘান নবতীর্নব।
অথ কালে ব্যতিক্রান্তে মহত্যতিভয়ঙ্করে॥ ৩৬
অনাবৃষ্টিরনুপ্রাপ্তা রাজন্ দ্বাদশবার্ষিকী।
তস্যাং দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহর্ষয়ঃ॥ ৩৭
বৃত্ত্যর্থং প্রাদ্রবন্ রাজন্ ক্ষুধার্তাঃ সর্বতোদিশম্।
দিগ্ভ্যস্তান্ প্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা মুনিঃ সারস্বতস্তদা॥ ৩৮
গমনায় মতিং চক্রে তং প্রোবাচ সরস্বতী।
ন গন্তব্যমিতঃ পুত্র তবাহারমহং সদা॥ ৩৯
দাস্যামি মৎস্যপ্রবরানুষ্যতামিহ ভারত।
ইত্যুক্তস্তর্পয়ামাস স পিতৃন্ দেবতাস্তথা॥ ৪০
আহারমকরোন্নিত্যং প্রাণান্ বেদাংশ্চ ধারয়ন্।
অথ তস্যামনাবৃষ্ট্যামতীতায়াং মহর্ষয়ঃ॥৪১
অন্যোন্যং পরিপপ্রচ্ছুঃ পুনঃ স্বাধ্যায়কারণাৎ।
তেষাং ক্ষুধাপরীতানাং নষ্টা বেদাভিধাবতাম্॥ ৪২

সুরশ্রেষ্ঠগণ! অতএব তোমরা সকলে যাইয়া দধীচিমুনির নিকট এই প্রার্থনা কর যে, দধীচ! আপনার অস্থিসকল আমাদের প্রদান করুন। আমরা তাহার দ্বারা আমাদের শত্রুদিগকে বধ করিব॥ ২৮½

কুরুশ্রেষ্ঠ! দেবতাগণ যত্নসহকারে অস্থিসকল প্রার্থনা করিলে পর মুনিবর দধীচি কোন বিচার না করিয়াই নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় দেবতাগণের প্রিয় কার্য্য করিয়া তিনি অক্ষয় লোকে গমন করিলেন॥ ২৯-৩০

তখন ইন্দ্র প্রসন্নচিত্ত হইয়া দধীচির অস্থিসকল হইতে গদা, বজ্র, চক্র ও বহুসংখ্যক ভারী দণ্ডাদি নানাপ্রকার দিব্য অস্ত্রসকল নির্ম্মাণ করাইলেন॥ ৩১½

ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি ভৃগুমুনি তীব্র তপস্যাপূর্ণ, লোকমঙ্গলকারী, বিশালদেহ ও তেজস্বী দধীচিমুনিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এরূপ মনে হইতেছিল—সম্পূর্ণ জগতের সারতত্ত্বের দ্বারা দধীচি-মুনিকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছিল॥ ৩২-৩৩

এই দধীচিমুনি পর্ব্বতের ন্যায় ভারী ও উচ্চ ছিলেন। নিজের মহত্ত্বের জন্য এই প্রভাবশালী মুনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলেন। পাকনামক অসুরহন্তা ইন্দ্র ইঁহার তেজে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিতেন॥ ৩৪

হে ভারত! ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন সেই বজ্রকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্রোধের সহিত নিক্ষেপ করত ভগবান্ ইন্দ্র আটশত দশজন দৈত্য-দানব বীরকে বধ করিলেন॥ ৩৫½

রাজন্! তদনন্তর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হইলে পর জগতে বার বৎসর কালব্যাপী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল॥ ৩৬½

হে রাজন্! বার বৎসর কালব্যাপী সেই অনাবৃষ্টিতে সকল মহর্ষিই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জীবিকার জন্য নানাদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন॥ ৩৭½

নানাদিকে মহর্ষিগণকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সারস্বত-মুনিও সেখান হইতে অন্যত্র গমনের জন্য বুদ্ধি স্থির করিলেন। তখন সরস্বতীদেবী তাঁহাকে বলিলেন॥ ৩৮½

হে ভারত! সরস্বতী দেবী এই কথা বলিলেন—পুত্র! তোমার এস্থান হইতে যাওয়া উচিত হইবে না। আমি সর্ব্বদা তোমাকে ভোজন করিবার জন্য উত্তমোত্তম বহু মৎস্য প্রদান করিব; অতএব তুমি এস্থানেই থাক॥ ৩৯½

সরস্বতী এই কথা বলিলে পর সারস্বতমুনি সে-স্থানেই থাকিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নিজের প্রাণ ও বেদসকল রক্ষা করিতে করিতে সরস্বতীপ্রদত্ত ভোজ্য ভোজন করিতে লাগিলেন॥ ৪০½

যখন বার বৎসরের অনাবৃষ্টি প্রায় অতিবাহিত হইয়া যাইল,

সর্বেষামেবং রাজেন্দ্র ন কশ্চিৎ প্রতিভানবান্ ।
অথ কশ্চিদৃষিস্তেষাং সারস্বতমুপেয়িবান্ ॥ ৪৩
কুর্বাণং সংশিতাত্মানং স্বাধ্যায়মৃষিসত্তমম্ ।
স গত্বাঽঽচষ্ট তেভ্যশ্চ সারস্বতমতিপ্রভম্ ॥ ৪৪
স্বাধ্যায়মমরপ্রখ্যং কুর্বাণং বিজনে বনে ।
ততঃ সর্বে সমাজগ্মুস্তত্র রাজন্ মহর্ষয়ঃ ॥ ৪৫
সারস্বতং মুনিশ্রেষ্ঠমিদমূচুঃ সমাগতাঃ ।
অস্মানধ্যাপয়স্বেতি তানুবাচ ততো মুনিঃ ॥ ৪৬
শিষ্যত্বমুপগচ্ছধ্বং বিধিবদ্ধি মমেত্যুত ।
তত্রাব্রুবন্ মুনিগণা বালস্ত্বমসি পুত্রক ॥ ৪৭
স তানাহ ন মে ধর্মো নশ্যেদিতি পুনর্মুনীন্ ।
যো হ্যধর্মেণ বৈ ব্রুয়াদ্ গৃহ্নীয়াদ্ যোঽপ্যধর্মতঃ ॥ ৪৮
হীয়েতাং তাবুভৌ ক্ষিপ্রং স্যাতাং বা বৈরিণাবুভৌ
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ ॥ ৪৯
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য মুনয়স্তে বিধানতঃ ॥ ৫০
তস্মাদ্ বেদাননুপ্রাপ্য পুনর্ধর্মং প্রচক্রিরে ।
ষষ্টির্মুনিসহস্রাণি শিষ্যত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ৫১
সারস্বতস্য বিপ্রর্ষের্বেদস্বাধ্যায়কারণাৎ ।
মুষ্টিং মুষ্টিং ততঃ সর্বে দর্ভাণাং তে হ্যুপাহরন্ ।
তস্যাসনার্থং বিপ্রর্ষের্বালস্যাপি বশে স্থিতাঃ ॥ ৫২
তত্রাপি দত্ত্বা বসু রৌহিণেয়ো
মহাবলঃ কেশব পূর্বজোঽথ ।
জগাম তীর্থং মুদিতঃ ক্রমেণ
খ্যাতং মহদ্ বৃদ্ধকন্যা স্ম যত্র ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং
সারস্বতোপাখ্যানে
একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

তখন মহর্ষিগণ পুনরায় স্বাধ্যায়ের জন্য পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১২

রাজেন্দ্র! সেই সময় ক্ষুধাপীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিকে ধাবিত সেই মহর্ষিগণ বেদ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কেহই এরূপ প্রতিভাশালী ছিলেন না, যাহার বেদ স্মরণে থাকিবে ॥৪২২

তদনন্তর ইঁহাদের মধ্যে কোন এক ঋষি প্রতিদিন স্বাধ্যায়কারী শুদ্ধাত্মা মুনিবর সারস্বতের নিকট আসিলেন ॥ ৪৩২

তারপর সেস্থান হইতে যাইয়া তিনি সব মহর্ষিগণকে বলিলেন যে, দেবতাদের ন্যায় অত্যন্ত কান্তিমান্ এক সারস্বত মুনি আছেন, যিনি নির্জন বনে থাকিয়া সর্ব্বদা স্বাধ্যায় করেন ॥ ৪৪২

রাজন্! ইহা শুনিয়া সেই সব মহর্ষিগণ সেখানে আসিলেন এবং আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ সারস্বতকে এইকথা বলিলেন—মুনে! আপনি আমাদের সকলকে বেদঅধ্যয়ন করান। তখন সারস্বত মুনি তাঁহাদের বলিলেন—আপনারা বিধি অনুসারে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন ॥ ৪৫-৪৬২

তখন সেখানে সেই মুনিগণ বলিলেন,—পুত্র! তুমি ত' এখনও বালক। (সুতরাং আমরা তোমার শিষ্য হইব কিরূপে?) তখন সারস্বতমুনি পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমার ধর্ম্ম যাহাতে নষ্ট না হয়, সেইজন্য আমি আপনাদিগকে শিষ্য করিতে অভিলাষী হইয়াছি, কারণ, যে ব্যক্তি অধর্ম্মপূর্ব্বক বেদসমূহের অধ্যাপনা করেন ও অধর্ম্মপূর্ব্বক উহা যে ব্যক্তি গ্রহণ করেন, ইঁহারা উভয়েই অতিসত্বর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হন অথবা উভয়ে উভয়ের শত্রু হইয়া যান্ ॥ ৪৭-৪৮২

না বয়সে অধিক হইলে, না কেশ পক্ক হইলে, না ধনের দ্বারা এবং না বহু বন্ধু-বান্ধব থাকিলেই কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। কিন্তু ঋষিগণ আমাদের জন্য এই ধর্ম্মই নিশ্চিত করিয়াছেন যে, যিনি বেদের অধ্যাপনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৯২

সারস্বতের এই কথা শ্রবণ করত সেই মুনিগণ তাঁহার নিকট হইতে বিধিঅনুসারে বেদের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০২

ষাট্ হাজার মুনি স্বাধ্যায়ের জন্য ব্রহ্মর্ষি সারস্বতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১২

এই ব্রহ্মর্ষি সারস্বত যদিও বালক ছিলেন, তথাপি সেই সব বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার আজ্ঞার অধীন থাকিয়া তাঁহার আসনের জন্য এক একমুষ্টি কুশ লইয়া আসিতেন ॥ ৫২

শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবল রোহিণীনন্দন বলরাম সেস্থানেও স্নান এবং ধনাদি দান করত প্রসন্নতাসহকারে ক্রমশঃ সকল তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে সেই বিখ্যাত মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেস্থানে বৃদ্ধা কুমারীকন্যা বাস করিতেন ॥৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃদ্ধকন্যায়াশ্চরিত্রম্, শৃঙ্গবতা সহ তস্যা বিবাহঃ, স্বর্গগমনম্, তীর্থমাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কথং কুমারী ভগবংস্তপোযুক্তা হ্যভূৎ পুরা।
কিমর্থঞ্চ তপস্তেপে কো বাস্যা নিয়মোঽভবৎ ॥ ১
সুদুষ্করমিদং ব্রহ্মংস্তত্তঃ শ্রুতমনুত্তমম্।
আখ্যাহি তত্ত্বমখিলং যথা তপসি সা স্থিতা ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ঋষিরাসীন্মহাবীর্য্যঃ কুণির্গর্গো মহাযশাঃ।
স তপ্ত্বা বিপুলং রাজংস্তপো বৈ তপতাং বরঃ ॥ ৩
মনসাথ সুতাং সুভ্রূং সমুৎপাদিতবান্ বিভুঃ।
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতঃ কুণির্গর্গো মহাযশাঃ ॥ ৪
জগাম ত্রিদিবং রাজন্ সন্ত্যজ্যেহ কলেবরম্।
সুভ্রূঃ সা হ্যথ কল্যাণী পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা ॥ ৫
মহতা তপসোগ্রেণ কৃত্বাঽঽশ্রমমনিন্দিতা।
উপবাসৈঃ পূজয়ন্তী পিতৄন্ দেবাংশ্চ সা পুরা ॥৬
তস্যাস্তু তপসোগ্রেণ মহান্ কালোঽত্যগান্নৃপ।
সা পিত্রা দীয়মানাপি তত্র নৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৭
আত্মনঃ সদৃশং সা তু ভর্তারং নান্বপশ্যত।
ততঃ সা তপসোগ্রেণ পীড়য়িত্বাঽঽত্মনস্তনুম্ ॥ ৮
পিতৃদেবার্চনরতা বভূব বিজনে বনে।
সাঽঽত্মানং মন্যমানাপি কৃতকৃত্যং শ্রমান্বিতা ॥ ৯
বার্ধকেন চ রাজেন্দ্র তপসা চৈব কর্শিতা।
সা নাশকদ্ যদা গন্তুং পদাৎ পদমপি স্বয়ম্ ॥ ১০
চকার গমনে বুদ্ধিং পরলোকায় বৈ তদা।
মোক্তুকামাং তু তাং দৃষ্ট্বা শরীরং নারদোঽব্রবীৎ ॥১১
অসংস্কৃতায়াঃ কন্যায়াঃ কুতো লোকাস্তবানঘে।
এবং তু শ্রুতমস্মাভির্দেবলোকে মহাব্রতে ॥ ১২

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, শৃঙ্গবানের সহিত তাঁহার বিবাহ ও স্বর্গ গমন এবং ঐ তীর্থের মহিমা কথন]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! পুরাকালে এই কুমারী কন্যা কেন তপস্যায় প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন? তিনি কিজন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কিরূপ নিয়ম ছিল? ১

ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখ হইতে এই অত্যন্ত উত্তম এবং পরম দুষ্কর তপস্যার কথা শুনিয়াছি। আপনি সকল বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলুন, এই কন্যা কেন তপস্যায় নিরতা হইয়াছিলেন?২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! প্রাচীনকালে এক মহাশক্তিশালী ও মহাযশস্বী কুণিগর্গনামক ঋষি ছিলেন। তপস্যাকারী ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মহর্ষি অতিশয় উগ্র তপস্যা করিয়া নিজ মনে মনে এক সুন্দরী কন্যা উৎপাদন করিলেন। ৩,

হে রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া মহাযশস্বী মুনি কুণিগর্গ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং কিছুকাল পরে নিজ দেহত্যাগ করত স্বর্গ গমন করিলেন। ৪½

তদনন্তর কমলতুল্য সুন্দর নেত্রযুক্তা সেই কল্যাণময়ী সতী সাধ্বী সুন্দরী কন্যা পুরাকালে নিজের জন্য আশ্রম নির্ম্মাণ করত কঠোর তপস্যা এবং উপবাসের সহিত দেবতা ও পিতৃগণকে পূজা করিতে করিতে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ৫-৬

রাজন্! উগ্র তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইল। পিতা কুণিগর্গ জীবিতকালেই তাঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অনিন্দ্য সুন্দরী তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন্ নাই। তিনি নিজের যোগ্য কোন পতি দেখিতে পান নাই। ৭½

তখন তিনি উগ্র তপস্যার দ্বারা নিজের দেহকে পীড়িত করিয়া নির্জন বনে পিতৃগণ ও দেববৃন্দের পূজায় নিরতা রহিলেন। ৮½

রাজেন্দ্র! পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তিনি নিজেকে নিজেই কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বার্দ্ধক্য ও তপস্যা ইঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া দিল। ৯½

যখন তিনি স্বয়ংই একপদ চলিতে অসমর্থা হইলেন, তখন তিনি পরলোকে গমন করিতে মতিস্থির করিলেন। ১০½

তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিলেন—মহাব্রতে! নিষ্পাপে! তোমার ত' এখনও বিবাহসংস্কার হয় নাই, তুমি এখনও কন্যা; সুতরাং তুমি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে কিরূপে? তোমার সম্বন্ধে এরূপ কথা আমি দেবলোকে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ; কিন্তু পুণ্যলোকের উপর অধিকার তোমার হয় নাই ১১-১২½

তপঃ পরমকং প্রাপ্তুং ন তু লোকাস্ত্বয়া জিতাঃ।
তন্নারদবচঃ শ্রুত্বা সাব্রবীদৃষিসংসদি ॥ ১৩
তপসোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি পাণিগ্রাহস্য সত্তম।
ইত্যুক্তে চাস্যা জগ্রাহ পাণিং গালবসম্ভবঃ ॥ ১৪
ঋষিঃ প্রাক্ শৃঙ্গবান্নাম সময়ং চেমমব্রবীৎ
সময়েন তবাদ্যাহং পাণিং স্প্রক্ষ্যামি শোভনে ॥ ১৫
যদ্যেকরাত্রং বস্তব্যং ত্বয়া সহ ময়েতি হ।
তথেতি সা প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ পাণিং দদৌ তদা ॥ ১৬
যথাদৃষ্টেন বিধিনা হুত্বা চাগ্নিং বিধানতঃ।
চক্রে চ পাণিগ্রহণং তস্যোদ্বাহঞ্চ গালবিঃ ॥ ১৭
সা রাত্রাবভবদ্ রাজংস্তরুণী বরবর্ণিনী।
দিব্যাভরণবস্ত্রা চ দিব্যগন্ধানুলেপনা ॥ ১৮
তাং দৃষ্ট্বা গালবিঃ প্রীতো দীপয়ন্তীমিব শ্রিয়া।
উবাস চ ক্ষপামেকাং প্রভাতে সাব্রবীচ্চ তম্ ॥ ১৯

নারদের এই কথা শ্রবণ করত তিনি ঋষিগণের সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হে সাধুত্তম! আপনাদের মধ্যে যে কেহ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আমার তপস্যার অগ্রভাগ প্রদান করিব ॥ ১৩½

তিনি এই কথা বলিবার পর সর্ব্বপ্রথমে গালবের পুত্র শৃঙ্গবান্ ঋষি তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকটে আসিয়া এই শর্ত্ত করিলেন যে, শোভনে! আজ আমি এক শর্ত্ত অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিব। বিবাহের পর তোমাকে আমার সহিত একরাত্রি বাস করিতে হইবে। যদি ইহাতে স্বীকৃত থাক, তবে আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিতে পারি ॥ ১৪ ১৫½

তখন 'আচ্ছা, তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া স্বীকার করত তিনি মুনির হস্তে নিজ হস্ত অর্পণ করিলেন। তারপর গালবপুত্র শৃঙ্গবান্ শাস্ত্রোক্ত বিধিঅনুসারে অগ্নিতে হোম করত তাঁহার পাণিগ্রহণ ও বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন ॥ ১৬ ১৭

রাজন্! রাত্রিতে তিনি দিব্য বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা ও দিব্য গন্ধযুক্ত অঙ্গরাগে অলঙ্কৃতা পরমসুন্দরী তরুণী হইয়া যাইলেন ॥১৮

নিজ কান্তিতে সর্ব্বদিকে তাঁহাকে দেদীপ্যমানা হইতে দেখিয়া গালবপুত্র শৃঙ্গবান্ অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস করিলেন। প্রভাত হইলে পর তিনি মুনিকে বলিলেন ॥১৯

যস্ত্বয়া সময়ো বিপ্র কৃতো মে তপতাং বর।
তেনোষিতাস্মি ভদ্রং তে স্বস্তি তেঽস্তু ব্রজাম্যহম্ ॥ ২০
সা নির্গতাব্রবীদ্ ভূয়ো যোঽস্মিংস্তীর্থে সমাহিতঃ।
বসতে রজনীমেকাং তর্পয়িত্বা দিবৌকসঃ ॥ ২১
চত্বারিংশতমষ্টৌ চ দ্বৌ চাষ্টৌ সম্যগাচরেৎ।
যো ব্রহ্মচর্য্যং বর্ষাণি ফলং তস্য লভেত সঃ ॥ ২২
এবমুক্ত্বা ততঃ সাধ্বী দেহং ত্যক্ত্বা দিবং গতা।
ঋষিরপ্যভবদ্ দীনস্তস্যা রূপং বিচিন্তয়ন্ ॥ ২৩
সময়েন তপোঽর্দ্ধঞ্চ কৃচ্ছ্রাৎ প্রতিগৃহীতবান্।
সাধয়িত্বা তদাত্মানং তস্যাঃ স গতিমন্বিয়াৎ ॥ ২৪
দুঃখিতো ভরতশ্রেষ্ঠ তস্যা রূপবলাৎ কৃতঃ।
এতত্তে বৃদ্ধকন্যায়া ব্যাখ্যাতং চরিতং মহৎ ॥ ২৫
তথৈব ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ স্বর্গস্য চ গতিঃ শুভা।
তত্রস্থশ্চাপি শুশ্রাব হতং শল্যং হলায়ুধঃ ॥ ২৬

তপস্বী মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষে! আপনি যে শর্ত্ত করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি এক রাত্রি আপনার নিকট বাস করিলাম। আপনার মঙ্গল হউক এবং কল্যাণ হউক। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি যাইতেছি ॥ ২০

এই কথা বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে যাইতে পুনরায় বলিলেন—যে ব্যক্তি চিত্তকে একাগ্র করিয়া এই তীর্থে স্নান ও দেবগণকে তর্পণ করত এক রাত্রি বাস করিবে, সেই ব্যক্তি আটান্ন (৫৮) বর্ষ পর্য্যন্ত বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফললাভে সমর্থ হইবে ॥ ২১ ২২

এই কথা বলিয়া সাধ্বী তপস্বিনী দেহত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিলেন এবং মুনি শৃঙ্গবান্ তাঁহার দিব্য রূপের কথা চিন্তা করিতে করিতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ২৩

তিনি শর্ত্ত অনুসারে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধভাগ অতিকষ্টে স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর মুনি শৃঙ্গবানও নিজের দেহ ত্যাগ করত তাঁহারই পথে গমন করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি তাঁহার রূপের বলে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৪½

এই আমি তোমাকে বৃদ্ধা কন্যার মহৎ চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্যপালন এবং স্বর্গলোক প্রাপ্তিরূপ সদ্গতির কথা বলিলাম ॥ ২৫½

এ স্থানেই থাকিয়া শত্রুতাপন বলরাম শল্যের নিধনের সংবাদ শুনিলেন। এ স্থানেও মধুবংশজাত বলরাম ব্রাহ্মণগণকে বহু

তত্রাপি দত্ত্বা দানানি দ্বিজাতিভ্যঃ পরন্তপঃ।
শুশ্রাব শল্যং সংগ্রামে নিহতং পাণ্ডবৈস্তদা ॥ ২৭
সমন্তপঞ্চকদ্বারাৎ ততো নিষ্ক্রম্য মাধবঃ।
পপ্রচ্ছর্ষিগণান্ রামঃ কুরুক্ষেত্রস্য যৎ ফলম্ ॥ ২৮
তে পৃষ্টা যদুসিংহেন কুরুক্ষেত্রফলং বিভো।
সমাচখ্যুর্মহাত্মানস্তস্মৈ সর্বং যথাতথম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

প্রকার ধনদান করিলেন। তারপর সমন্তপঞ্চকদ্বার হইতে নির্গত হইয়া ঋষিদিগকে কুরুক্ষেত্র সেবনের ফলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬-২৮

প্রভো! যদুবংশের সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বলরামকর্তৃক কুরুক্ষেত্রের ফলের কথা জিজ্ঞাসিত হইলে পর সেস্থানে অবস্থানকারী মহাত্মাগণ তাঁহাকে সব কিছুই যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে বলরামের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

[ঋষিভিঃ কুরুক্ষেত্রস্য সীম্নো মহিম্নশ্চ বর্ণনম্।]

ঋষয় ঊচুঃ।
প্রজাপতেরুত্তরবেদিরুচ্যতে
সনাতনং রাম সমন্তপঞ্চকম্।
সমীজিরে যত্র পুরা দিবৌকসো
বরেণ সত্রেণ মহাবরপ্রদাঃ ॥ ১
পুরা চ রাজর্ষিবরেণ ধীমতা
বহূনি বর্ষাণ্যমিতেন তেজসা।
প্রকৃষ্টমেতৎ কুরুণা মহাত্মনা
ততঃ কুরুক্ষেত্রমিতীহ পপ্রথে ॥ ২
রাম উবাচ।
কিমর্থং কুরুণা কৃষ্টং ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনা।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কথ্যমানং তপোধনাঃ ॥ ৩
ঋষয় ঊচুঃ
পুরা কিল কুরুং রাম কর্ষন্তং সততোত্থিতম্।
অভ্যেত্য শক্রস্ত্রিদিবাৎ পর্য্যপৃচ্ছত কারণম্ ॥ ৪
ইন্দ্র উবাচ।
কিমিদং বর্ততে রাজন্ প্রযত্নেন পরেণ চ।
রাজর্ষে কিমভিপ্রেতং যেনেয়ং কৃষ্যতে ক্ষিতিঃ ॥৫
কুরুরুবাচ।
ইহ যে পুরুষাঃ ক্ষেত্রে মরিষ্যন্তি শতক্রতো।
তে গমিষ্যন্তি সুকৃতাঁল্লোকান্ পাপবিবর্জিতান্ ॥ ৬

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ঋষিগণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্রের সীমা এবং মহিমা বর্ণন।]

ঋষিগণ বলিলেন,—হে বলরাম! সমন্তপঞ্চকক্ষেত্র সনাতন তীর্থ। ইহাকে প্রজাপতি উত্তরবেদি বলিয়া থাকেন। এস্থানে পুরাকালে মহাবরদানকারী দেবতাগণ একটি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১

পূর্ব্বে অমিততেজস্বী বুদ্ধিমান্ রাজর্ষিপ্রবর মহাত্মা কুরু এই ক্ষেত্রে বহু বর্ষকাল পর্য্যন্ত কর্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণে এজগতে ইহার নাম 'কুরুক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ২

বলরাম বলিলেন,—তপোধনগণ মহাত্মা কুরু কি কারণে এই ক্ষেত্রে কর্ষণ করিয়াছিলেন? আমি আপনাদের মুখ হইতে এই কথা শুনিতে বাসনা করি ॥ ৩

ঋষিগণ বলিলেন,—বলরাম! আমরা শুনিয়াছি যে, সর্ব্বদা প্রত্যেক শুভ কার্য্যের জন্য উদ্যত কুরু যখন এই ক্ষেত্রকে কর্ষণের জন্য নিযুক্ত হইতেন, সেই সময় ইন্দ্র স্বর্গ হইতে আসিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! এই মহৎ প্রচেষ্টার দ্বারা কি হইবে? রাজর্ষে! আপনি কি বাসনা করেন, যাঁহার জন্য এই ভূমি কর্ষণ করিতেছেন? ৫

কুরু বলিলেন,—শতক্রতো! যে মানুষ এই ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করিবে, সে পুণ্যাত্মাগণের পাপরহিত লোকে গমন করিবে ॥ ৬

অবহস্য ততঃ শক্রো জগাম ত্রিদিবং পুনঃ।
রাজর্ষিরপ্যনির্বিণ্ণঃ কর্ষত্যেব বসুন্ধরাম্ ॥ ৭
আগম্যাগম্য চৈবৈনং ভূয়োভূয়োঽবহস্য চ।
শতক্রতুরনির্বিণ্ণং পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা জগাম হ ॥ ৮
যদা তু তপসোগ্রেণ চকর্ষ বসুধাং নৃপঃ।
ততঃ শক্রোঽব্রবীদ্ দেবান্ রাজর্ষের্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৯
এতচ্ছ্রুত্বাব্রুবন্ দেবাঃ সহস্রাক্ষমিদং বচঃ।
বরেণ চ্ছন্দ্যতাং শক্র রাজর্ষির্যদি শক্যতে ॥ ১০
যদি হ্যত্র প্রমীতা বৈ স্বর্গং গচ্ছন্তি মানবাঃ।
অস্মাননিষ্ট্বা ক্রতুভির্ভাগো নো ন ভবিষ্যতি ॥ ১১
আগম্য চ ততঃ শক্রস্তদা রাজর্ষিমব্রবীৎ।
অলং খেদেন ভবতঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥ ১২
মানবা যে নিরাহারা দেহং ত্যক্ষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ।
যুধি বা নিহতাঃ সম্যগপি তির্য্যগ্‌গতা নৃপ ॥ ১৩

তখন ইন্দ্র তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। রাজর্ষি কুরু ইহাতে উদাসীন না হইয়া সেখানকার ভূমিকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

শতক্রতু ইন্দ্র নিজ কার্য্য হইতে বিরত না হইয়া কার্য্যরত কুরুর নিকট বারংবার আসিতেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যেকবারই উপহাস করত স্বর্গলোকে গমন করিতেন ॥৮

যখন রাজা কুরু কঠোর তপস্যাপূর্ব্বক ভূমিকে কর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্র দেবগণকে রাজর্ষি কুরুর এই চেষ্টার কথা বলিলেন ॥ ৯

এই কথা শুনিয়া দেবগণ সহস্রলোচন ইন্দ্রকে বলিলেন,—হে ইন্দ্র ! যদি সম্ভব হয়, তবে রাজর্ষি কুরুকে বর দান করিয়া নিজের আনুকূল্য করুন ॥ ১০

যদি এস্থানে মৃত মানুষ যজ্ঞসকলের দ্বারা আমাদের পূজা না করিয়াই স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে, তবে আমাদের যজ্ঞভাগ ত নষ্ট হইয়াই যাইল ॥ ১১

তখন ইন্দ্র সেস্থানে আসিয়া রাজর্ষি কুরুকে বলিলেন—হে নৃপ ! আপনি বৃথা কেন কষ্ট করিতেছেন ? আমার এক কথা আপনি স্বীকার করুন। মহামতে ! রাজেন্দ্র ! যে মানুষ ও পশুপক্ষী এস্থানে নিরাহার করত দেহত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে নিহত হইবে, তাহারা স্বর্গভাগী হইবে ॥ ১২ ১৩½

তে স্বর্গভাজো রাজেন্দ্র ভবিষ্যন্তি মহামতে।
তথাস্ত্বিতি ততো রাজা কুরুঃ শক্রমুবাচ হ ॥ ১৪
ততস্তমভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
জগাম ত্রিদিবং ভূয়ঃ ক্ষিপ্রং বলনিসূদনঃ ॥ ১৫
এবমেতদ্ যদুশ্রেষ্ঠ কৃষ্টং রাজর্ষিণা পুরা।
শক্রেণ চাভ্যনুজ্ঞাতং ব্রহ্মাদ্যৈশ্চ সুরৈস্তথা ॥ ১৬
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ভূমেঃ স্থানং ভবিষ্যতি।
ইহ তপ্স্যন্তি যে কেচিত্তপঃ পরমকং নরাঃ ॥ ১৭
দেহত্যাগেন তে সর্বে যাস্যন্তি ব্রহ্মণঃ ক্ষয়ম্।
যে পুনঃ পুণ্যভাজো বৈ দানং দাস্যন্তি মানবাঃ ॥১৮
তেষাং সহস্রগুণিতং ভবিষ্যত্যচিরেণ বৈ।
যে চেহ নিত্যং মনুজা নিবৎস্যন্তি শুভৈষিণঃ ॥ ১৯
যমস্য বিষয়ং তে তু ন দ্রক্ষ্যন্তি কদাচন।
যক্ষ্যন্তি যে চ ক্রতুভির্মহদ্ভির্মনুজেশ্বরাঃ ॥ ২০

তখন রাজা কুরু ইন্দ্রকে বলিলেন,—দেবরাজ ! তাহাই হউক। তদনন্তর কুরুর নিকট হইতে গমনানুমতি লইয়া বলাসুরহন্তা ইন্দ্র শীঘ্রই প্রসন্নচিত্তে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ১৪ ১৫

যদুশ্রেষ্ঠ ! এইরূপে প্রাচীনকালে রাজর্ষি কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ইহাকে বরদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন ॥ ১৬

ভূতলের কোন স্থানই ইহা হইতে অধিক পুণ্যদায়ক নহে। যে সকল মানুষ এস্থানে থাকিয়া উগ্র তপস্যা করিবেন, তাঁহারা দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন ॥ ১৭

যে পুণ্যাত্মা মানুষ এখানে দান করিবেন, তাঁহার সেই দান শীঘ্রই সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে ॥ ১৮½

যে সকল মানুষ শুভ কামনা করিয়া এখানে নিত্য বাস করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনও যমরাজ্য দেখিতে হইবে না। ১৯½

যে সমস্ত নরপতি এস্থানে মহাযজ্ঞসকল অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা এই পৃথিবীর স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে বাস করিবেন ॥ ২০½

হে হলায়ুধ ! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র কুরুক্ষেত্র-সম্বন্ধে যে গাথা গান করিয়াছিলেন, উহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২০½

আপ্লুতঃ সলিলে পুণ্যে সুশীতে বিমলে শুচৌ।
সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ দেবাংশ্চ রণদুর্মদঃ ॥ ১৩
তত্রোষ্যৈকাং তু রজনীং যতিভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুণ্যং জগামাশ্রমমচ্যুতঃ ॥ ১৪
ইন্দ্রোঽগ্নিরর্য্যমা চৈব যত্র প্রাক্ প্রীতিমাপ্নুবন্।
তং দেশং কারপবনাদ্ যমুনায়াং জগাম হ ॥১৫
স্নাত্বা তত্র চ ধর্মাত্মা পরাং প্রীতিমবাপ্য চ।
ঋষিভিশ্চৈব সিদ্ধৈশ্চ সহিতো বৈ মহাবলঃ ॥ ১৬
উপবিষ্টঃ কথাঃ শুভ্রাঃ শুশ্রাব যদুপুঙ্গবঃ।
তথা তু তিষ্ঠতাং তেষাং নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭
আজগামাথ তং দেশং যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ।
জটামণ্ডলসংবীতঃ স্বর্ণচীরো মহাতপাঃ ॥ ১৮
হেমদণ্ডধরো রাজন্ কমণ্ডলুধরস্তথা।
কচ্ছপীং সুখশব্দাং তাং গৃহ্য বীণাং মনোরমাম্ ॥ ১৯
নৃত্যে গীতে চ কুশলো দেব-ব্রাহ্মণপূজিতঃ।
প্রকর্তা কলহানাঞ্চ নিত্যঞ্চ কলহপ্রিয়ঃ ॥ ২০

ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তাহার পর রণদুর্মদ বলরাম যতি এবং ব্রাহ্মণবৃন্দের সহিত একরাত্রি সে স্থানে বাস করত মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে যাইলেন ॥ ১২-১৪

যেস্থানে পুরাকালে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা (সূর্য্য) অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, সেইস্থান যমুনার তীরে অবস্থিত ছিল। কারপবন হইতে সেই তীর্থে গমন করত মহাবল ধর্ম্মাত্মা বলরাম স্নান করত অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর এই যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম ঋষি ও সিদ্ধগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া উত্তম কথাসকল শুনিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬⅓

এইভাবে তাঁহারা সকলে সেস্থানে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি ভগবান্ নারদও তাঁহাদের নিকট সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে বলরাম বিরাজমান আছেন ॥ ১৭⅓

রাজন্! মহাতপস্বী নারদ জটামণ্ডলমণ্ডিত হইয়া স্বর্ণময় বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি কমণ্ডলু, স্বর্ণদণ্ড এবং সুখদায়ক শব্দকারী কচ্ছপীনামক মনোরমা বীণা হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

ইনি নৃত্য-গীতে কুশল, দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্মানিত, কলহ উৎপাদনকারী এবং সদা কলহপ্রিয় ছিলেন ॥ ২০

তং দেশমগমদ্ যত্র শ্রীমান্ রামো ব্যবস্থিতঃ।
প্রত্যুত্থায় চ তং সম্যক্ পূজয়িত্বা যতব্রতম্ ॥ ২১
দেবর্ষিং পর্য্যপৃচ্ছৎ স যথা বৃত্তং কুরূন্ প্রতি।
ততোঽস্যাকথয়দ্ রাজন্ নারদঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ২২
সর্বমেতদ্ যথাবৃত্তমতীব কুরুসংক্ষয়ম্।
ততোঽব্রবীদ্ রৌহিণেয়ো নারদং দীনয়া গিরা ॥ ২৩
কিমবস্থং তু তৎ ক্ষেত্রং যে তু তত্রাভবন্ নৃপাঃ।
শ্রুতমেতন্ময়া পূর্বং সর্বমেব তপোধন ॥ ২৪
বিস্তরশ্রবণে জাতং কৌতূহলমতীব মে।
নারদ উবাচ।
পূর্বমেব হতো ভীষ্মো দ্রোণঃ সিন্ধুপতিস্তথা ॥ ২৫
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণঃ পুত্রাশ্চাস্য মহারথাঃ।
ভূরিশ্রবা রৌহিণেয় মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥২৬
এতে চান্যে চ বহবস্তত্র তত্র মহাবলাঃ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জয়ার্থং কৌরবস্য বৈ ॥২৭

তিনি সেই স্থানে আসিলেন, যেস্থানে তেজস্বী বলরাম উপবিষ্ট ছিলেন। তখন বলরাম উত্থিত হইয়া নিয়ম ও ব্রতপালনকারী দেবর্ষিকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিয়া তাঁহাকে কৌরবগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২১⅓

রাজন্! তখন সর্ব্বধর্ম্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ নারদ তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে বলিলেন যে, কুরুকুলের ভয়ঙ্কর সংহার হইয়া গিয়াছে ॥ ২২⅓

ইহাতে রোহিণীনন্দন বলরাম দীনস্বরে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তপোধন! যে সব রাজারা সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সব ক্ষত্রিয়দের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, ইহা ত' আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। এই সময় কিছু বিশেষ ও বিস্তৃত সংবাদ জানিবার জন্য আমার মনে অতিশয় কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩-২৪,

নারদ বলিলেন,—রোহিণীনন্দন! ভীষ্ম পূর্ব্বেই নিহতপ্রায় হইয়া শরশয্যায় শায়িত আছে। তারপর সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, দ্রোণাচার্য্য, সূর্য্যনন্দন কর্ণ এবং তাঁহার মহারথী পুত্রগণও নিহত হইয়াছে। ভূরিশ্রবা ও পরাক্রমশালী মদ্ররাজ শল্যও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৫-২৬

ইহারা এবং যুদ্ধে অনিবৃত্ত অন্যান্য মহাবল রাজা এবং রাজ-

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমরেষ্বনিবর্তিনঃ।
অহতাংস্তু মহাবাহো শৃণু মে তত্র মাধব ॥ ২৮
ধার্তরাষ্ট্রবলে শেষাস্ত্রয়ঃ সমিতিমর্দনাঃ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৯
তেঽপি বৈ বিদ্রুতা রাম দিশো দশ ভয়াৎ তদা।
দুর্য্যোধনে হতে শল্যে বিদ্রুতেষু কৃপাদিষু ॥ ৩০
হ্রদং দ্বৈপায়নং নাম বিবেশ ভৃশদুঃখিতঃ।
শয়ানং ধার্তরাষ্ট্রং তু সলিলে স্তম্ভিতে তদা ॥ ৩১
পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণেন বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দয়ন্।
স তুদ্যমানো বলবান্ বাগ্‌ভী রাম সমন্ততঃ ॥ ৩২
উত্থিতঃ স হ্রদাদ্ বীরঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
স চাপ্যুপগতো যোদ্ধুং ভীমেন সহ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৩
ভবিষ্যতি তয়োরদ্য যুদ্ধং রাম সুদারুণম্।
যদি কৌতূহলং তেঽস্তি ব্রজ মাধব মা চিরম্।
পশ্য যুদ্ধং মহাঘোরং শিষ্যয়োর্যদি মন্যসে ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তানভ্যর্চ্য দ্বিজর্ষভান্।
সর্বান্ বিসর্জয়ামাস যে তেনাভ্যাগতাঃ সহ ॥ ৩৫
গম্যতাং দ্বারকাং চেতি সোঽন্বশাদনুযায়িনঃ।
সোঽবতীর্য্যাচলশ্রেষ্ঠাৎ প্লক্ষপ্রস্রবণাচ্ছুভাৎ ॥ ৩৬
ততঃ প্রীতমনা রামঃ শ্রুত্বা তীর্থফলং মহৎ।
বিপ্রাণাং সন্নিধৌ শ্লোকমগায়দিমমচ্যুতঃ ॥ ৩৭
সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ
সরস্বতীবাসসমাঃ কুতো গুণাঃ।
সরস্বতীং প্রাপ্য দিবং গতা জনাঃ
সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৮
সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা
সরস্বতী লোকশুভাবহা সদা।
সরস্বতীং প্রাপ্য জনাঃ সুদুষ্কৃতং
সদা ন শোচন্তি পরত্র চেহ চ ॥ ৩৯

কুমারগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের জয়লাভের জন্য নিজ নিজ প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে ॥ ২৭২

মধুবংশভূষণ মহাবাহু বলরাম! যাহারা এই যুদ্ধে নিহত হয় নাই, তাহাদের নাম আমার নিকট শ্রবণ কর। দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও পরাক্রমশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা—শত্রুমর্দনকারী এই তিন বীর জীবিত আছে ॥২৮ ২৯

বলরাম! কিন্তু যখন শল্য নিহত হইল, তখন ইহারা তিনজনও ভীত হইয়া দশদিকে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিল। শল্য নিহত হইলে ও কৃপাচার্য্যাদি পলায়ন করিলে পর দুর্য্যোধন অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়িল এবং পলায়ন করত দ্বৈপায়ন সরোবরে যাইয়া আত্মগোপন করিল ॥ ৩০২

যখন দুর্য্যোধন জলকে স্তম্ভিত করিয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিয়াছিল, তখন পাণ্ডবগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নানারূপ কঠোর বাক্যে তাহাকে পীড়াদান করিতে লাগিল ॥ ৩১২

বলরাম! যখন সর্ব্বতোভাবে তাহাকে কঠোর বাক্যে ব্যথিত করা হইতেছিল, তখন সেই বলবান্ বীর হস্তে বিশাল গদাধারণ করত সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আসিল ॥ ৩২২

সেই সময় দুর্য্যোধন ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইল। রাম! আজ তাহাদের উভয়ের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর গদা যুদ্ধ হইবে। মাধব! যদি তোমার মনে সেই যুদ্ধ দর্শন করিবার বাসনা হয়, তবে শীঘ্র গমন কর। যদি ইহা ভাল বলিয়া মনে কর, তবে এই দুই শিষ্যের গদাযুদ্ধ দর্শন কর ৩৩-৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নারদের কথা শ্রবণ করত বলরাম নিজের সঙ্গে আগত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন এবং সেবকদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, তোমরা দ্বারকায় গমন কর ॥ ৩৫২

তারপর তিনি প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক শুভ পর্ব্বতশিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং তীর্থসেবনের মহাফলের কথা শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্ত অচ্যুত বলরাম ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই শ্লোক গান করিলেন ॥ ৩৬-৩৭

সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিলে পর যে সুখ ও আনন্দ লাভ হয়, তাহা অন্যত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? সরস্বতীর তীরে বাস করিলে যে গুণলাভ হয়, তাহা আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সরস্বতীর সেবনে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়া মনুষ্য সদা সরস্বতী নদীর স্মরণ করিতে থাকেন ॥৩৮

সরস্বতী সমস্ত নদী হইতে পবিত্র। সরস্বতী সদা সমস্ত জগতের কল্যাণ করিয়া থাকেন। সরস্বতীকে পাইয়া মানুষ ইহলোক ও পরলোকে কখনও পাপের জন্য শোক করে না ॥ ৩৯

ততো মুহুর্মুহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষমাণঃ সরস্বতীম্
হয়ৈর্যুক্তং রথং শুভ্রমাতিষ্ঠত পরন্তপঃ ॥ ৪০
স শীঘ্রগামিনা তেন রথেন যদুপুঙ্গবঃ।
দিদৃক্ষুরভিসম্প্রাপ্তঃ শিষ্যযুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ৪১

তদনন্তর শত্রুতাপন বলরাম বারংবার প্রেমসহকারে সরস্বতী নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অশ্বগণে যোজিত এক উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি বলদেবতীর্থযাত্রায়াং সারস্বতোপাখ্যানে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

সেই শীঘ্রগামী রথের দ্বারা তৎকালে উপস্থাপিত হইয়া দুই শিষ্য দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের যুদ্ধ দেখিবার জন্য যুদ্ধপ্রধান বলরাম তাঁহাদের নিকট আসিলেন ॥ ৪১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলদেবের তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সারস্বত-উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বলরামপরামর্শেন সর্ব্বেষাং কুরুক্ষেত্রে গমনম্, তত্র ভীমদুর্য্যোধনয়োর্গদাযুদ্ধপ্রস্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং জনমেজয়।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
রামং সংনিহিতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধ উপস্থিতে।
মম পুত্রঃ কথং ভীমং প্রত্যযুধ্যত সঞ্জয় ॥ ২
সঞ্জয় উবাচ।
রামসান্নিধ্যমাসাদ্য পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব।
যুদ্ধকামো মহাবাহুঃ সমহৃষ্যত বীর্য্যবান্ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা লাঙ্গলিনং রাজা প্রত্যুত্থায় চ ভারত।
প্রীত্যা পরময়া যুক্তঃ সমভ্যর্চ্য যথাবিধি ॥ ৪
আসনঞ্চ দদৌ তস্মৈ পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্।
ততো যুধিষ্ঠিরং রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৫
কুরুক্ষেত্রং পরং পুণ্যং পাবনং স্বর্গ্যমেব চ
দৈবতৈর্ঋষিভির্জুষ্টং ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৭
তত্র বৈ যোৎস্যমানা যে দেহং ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ।
তেষাং স্বর্গে ধ্রুবো বাসঃ শক্রেণ সহ মারিষ ॥ ৮
তস্মাৎ সমন্তপঞ্চকমিতো যাম দ্রুতং নৃপ।
প্রথিতোত্তরবেদী সা দেবলোকে প্রজাপতেঃ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বলরামের পরামর্শে সকলের কুরুক্ষেত্রে গমন এবং সেস্থানে ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধের প্রস্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এইভাবে সেই তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, যাহার বিষয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর বলরামকে নিকটে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনের সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিলেন? ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বলরামকে নিকটে পাইয়া আপনার যুদ্ধাভিলাষী মহাবাহু শক্তিশালী পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় হৃষ্ট হইলেন ॥ ৩

হে ভারত! হলধরকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতিশয় প্রেমভরে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করত বসিবার জন্য তাঁহাকে আসন প্রদান করিলেন ও তাঁহার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪½

তখন বলরাম যুধিষ্ঠিরকে মধুরবাণীতে বীরবর যোদ্ধাদের হিতের জন্য এই ধর্ম্মপূর্ণ কথা বলিলেন ॥ ৫½

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনাকারী ঋষিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরমপাবন পুণ্যময় তীর্থ। এই তীর্থ স্বর্গপ্রদায়ক। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা উহার সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৬-৭

মাননীয় নরেশ! যে মানব সেইস্থানে যুদ্ধ করিতে করিতে নিজের দেহ ত্যাগ করিবে, তাহার নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্রের সহিত বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ হইবে ॥ ৮

হে নৃপ! অতএব আমরা সকলে এস্থান হইতে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গমন করিব। এই ভূমি দেবলোকে প্রজাপতির উত্তরবেদি নাম প্রসিদ্ধ আছে। ত্রিলোকের এই পরম পুণ্যতম সনাতন

তস্মিন্ মহাপুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্য সনাতনে।
সংগ্রামে নিধনং প্রাপ্য ধ্রুবং স্বর্গে ভবিষ্যতি ॥ ১০
তথেত্যুক্ত্বা মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
সমন্তপঞ্চকং বীরঃ প্রায়াদভিমুখঃ প্রভুঃ ॥ ১১
ততো দুর্যোধনো রাজা প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্।
পদ্ভ্যামমর্ষী দ্যুতিমানগচ্ছৎ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ১২
তথাঽঽয়ান্তং গদাহস্তং বর্মণা চাপি দংশিতম্।
অন্তরিক্ষচরা দেবাঃ সাধু সাধ্বিত্যপূজয়ন্ ॥ ১৩
বাতিকাশ্চারণা যে তু দৃষ্ট্বা তে হর্ষমাগতাঃ।
স পাণ্ডবৈঃ পরিবৃতঃ কুরুরাজস্তবাত্মজঃ ॥ ১৪
মত্তস্যেব গজেন্দ্রস্য গতিমাস্থায় সোঽব্রজৎ।
ততঃ শঙ্খনিনাদেন ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনৈঃ ॥ ১৫
সিংহনাদৈশ্চ শূরাণাং দিশঃ সর্বাঃ প্রপূরিতাঃ।
ততস্তে তু কুরুক্ষেত্রং প্রাপ্তা নরবরোত্তমাঃ ॥ ১৬
প্রতীচ্যভিমুখং দেশং যথোদ্দিষ্টং সুতেন তে।
দক্ষিণেন সরস্বত্যাঃ স্বয়নং তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১৭
তস্মিন্ দেশে ত্বনিরিণে তে তু যুদ্ধমরোচয়ন্।
ততো ভীমো মহাকোটিং গদাং গৃহ্যাথ বর্মভৃৎ ॥ ১৮
বিভ্রদ্রূপং মহারাজ সদৃশং হি গরুত্মতঃ।
অববদ্ধশিরস্ত্রাণঃ সংখ্যে কাঞ্চনবর্মভৃৎ ॥ ১৯
ররাজ রাজন্ পুত্রস্তে কাঞ্চনঃ শৈলরাডিব।
বর্মভ্যাং সংযতৌ বীরৌ ভীম-দুর্যোধনাবুভৌ ॥ ২০
সংযুগে চ প্রকাশেতে সংরব্ধাবিব কুঞ্জরৌ।
রণমণ্ডলমধ্যস্থৌ ভ্রাতরৌ তৌ নরর্ষভৌ ॥ ২১
অশোভেতাং মহারাজ চন্দ্র-সূর্যাবিবোদিতৌ।
তাবন্যোন্যং নিরীক্ষেতাং ক্রুদ্ধাবিব মহাদ্বিপৌ ॥ ২২
দহন্তৌ লোচনৈ রাজন্ পরস্পরবধৈষিণৌ।
সম্প্রহৃষ্টমনা রাজন্ গদামাদায় কৌরবঃ ॥ ২৩

তীর্থে যুদ্ধ করত মৃত্যুপ্রাপ্ত মানুষ নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে গমন করিবে ॥ ৯-১০

মহারাজ! তখন 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া বীর রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চকতীর্থ অভিমুখে গমন করিলেন। সেই সময় অমর্ষপূর্ণ তেজস্বী রাজা দুর্যোধন হস্তে বিশাল গদাধারণ করত পাণ্ডবগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

হস্তে গদা লইয়া কবচ ধারণ করত দুর্যোধনকে সেইভাবে আসিতে দেখিয়া আকাশে বিচরণকারী দেবতাগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিলেন ॥ ১৩

বাতিক ও চারণগণও তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডবদিগের দ্বারা পরিবৃত আপনার পুত্র কুরুরাজ দুর্যোধন মদমত্ত গজরাজের গতির আশ্রয় গ্রহণ করত যাইতে লাগিলেন ॥ ১৪২

সেই সময় শঙ্খসকলের ধ্বনি, রণভেরীসমূহের গম্ভীর শব্দ এবং বীরবর যোদ্ধাগণের সিংহনাদে সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল ॥ ১৫২

তদনন্তর সেই সব শ্রেষ্ঠ নরবীরগণ আপনার পুত্র দুর্যোধনের সহিত পশ্চিমমুখে গমন করিয়া পূর্বোক্ত কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই উত্তম তীর্থ সরস্বতীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত এবং সদ্গতিপ্রদানকারী। এস্থানে কোথাও উষর ভূমি ছিল না। সেই স্থানে আসিয়া তাঁহারা সকলে যুদ্ধ করিবার জন্য স্থির করিলেন ॥ ১৬-১৭২

তারপর ভীমসেন কবচ পরিধান করত বৃহৎ কোটিযুক্ত গদা হস্তে লইয়া যেন গরুড়ের রূপ ধারণ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ১৮২

তাহার পর দুর্যোধনও মস্তকে শিরস্ত্রাণ ও দেহে স্বর্ণময় বর্ম ধারণ করত ভীমের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন স্বর্ণময় গিরিরাজ মেরুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ১৯২

কবচ বন্ধন করত দুই বীর ভীমসেন ও দুর্যোধন যুদ্ধভূমিতে কুপিত হইয়া দুইটি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ২০২

মহারাজ! রণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত এই দুই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা উদিত চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২১২

রাজন্! ক্রুদ্ধ দুইটি গজরাজের ন্যায় পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক এই দুই বীর পরস্পরকে সেইভাবে দেখিতে লাগিলেন, যেন নেত্র দ্বারাই উভয়ে উভয়কে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন ॥ ২২২

হে রাজন্! তদনন্তর শক্তিশালী কুরুবংশী রাজা দুর্যোধন প্রসন্নচিত্ত হইয়া হস্তে গদাধারণ পূর্বক ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত ওষ্ঠের দুই প্রান্তভাগ চাটিতে চাটিতে ও দীর্ঘশ্বাসত্যাগ করিতে

সৃক্কিণী সংলিহন্ রাজন্ ক্রোধরক্তেক্ষণঃ শ্বসন্।
ততো দুর্য্যোধনো রাজন্ গদামাদায় বীর্য্যবান্॥ ২৪
ভীমসেনমভিপ্রেক্ষ্য গজো গজমিবাহ্বয়ৎ।
অদ্রিসারময়ীং ভীমস্তথৈবাদায় বীর্য্যবান্॥ ২৫
আহ্বয়ামাস নৃপতিং সিংহং সিংহো যথা বনে।
তাবুদ্যতগদাপাণী দুর্য্যোধন-বৃকোদরৌ॥ ২৬
সংযুগে চ প্রকাশেতাং গিরী সশিখরাবিব।
তাবুভৌ সমতিক্রুদ্ধাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ॥ ২৭
উভৌ শিষ্যৌ গদাযুদ্ধে রৌহিণেয়স্য ধীমতঃ।
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ যম-বাসবয়োরিব॥ ২৮
তদা সদৃশকর্ম্মাণৌ বরুণস্য মহাবলৌ।
বাসুদেবস্য রামস্য তথা বৈশ্রবণস্য চ॥ ২৯
সদৃশৌ তৌ মহারাজ মধু-কৈটভয়োর্যুধি
উভৌ সদৃশকর্ম্মাণৌ তথা সুন্দোপসুন্দয়োঃ॥ ৩০
রাম-রাবণয়োশ্চৈব বালি-সুগ্রীবয়োস্তথা।
তথৈব কালস্য সমৌ মৃত্যোশ্চৈব পরন্তপৌ॥ ৩১
অন্যোন্যমভিধাবন্তৌ মত্তাবিব মহাদ্বিপৌ।
বাসিতাসঙ্গমে দৃপ্তৌ শরদীব মদোৎকটৌ॥ ৩২
উভৌ ক্রোধবিষং দীপ্তং বমন্তাবুরগাবিব।
অন্যোন্যমভিসংরব্ধৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ॥ ৩৩
উভৌ ভরতশার্দ্দূলৌ বিক্রমেণ সমন্বিতৌ।
সিংহাবিব দুরার্ধর্ষৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ॥ ৩৪
নখদংষ্ট্রায়ুধৌ বীরৌ ব্যাঘ্রাবিব দুরুৎসহৌ।
প্রজাসংহরণে ক্ষুব্ধৌ সমুদ্রাবিব দুস্তরৌ॥ ৩৫
লোহিতাঙ্গাবিব ক্রুদ্ধৌ প্রতপন্তৌ মহারথৌ।
পূর্ব-পশ্চিমজৌ মেঘৌ প্রেক্ষমাণাবরিন্দমৌ॥ ৩৬
গর্জমানৌ সুবিষমং ক্ষরন্তৌ প্রাবৃষীব হি।
রশ্মিযুক্তৌ মহাত্মানৌ দীপ্তিমন্তৌ মহাবলৌ॥ ৩৭
দদৃশাতে কুরুশ্রেষ্ঠৌ কাল-সূর্য্যাবিবোদিতৌ।
ব্যাঘ্রাবিব সুসংরব্ধৌ গর্জন্তাবিব তোয়দৌ॥ ৩৮

করিতে ভীমসেনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত সেইভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন, যেরূপ কোন হাতী অন্য এক হাতীকে আহ্বান করিয়া থাকে॥ ২৩-২৪½

সেইরূপ পরাক্রমশালী ভীমসেনও লৌহময় গদাধারণ করত রাজা দুর্য্যোধনকে সেইভাবে আহ্বান করিতে থাকিলেন, যেরূপ কোন সিংহ অপর এক সিংহকে আহ্বান করিয়া থাকে॥ ২৫,

দুর্য্যোধন ও ভীমসেন উভয়েরই গদা উত্তোলিত ছিল। সেই সময় রণাঙ্গনে ইঁহারা উভয়ে শিখরযুক্ত দুইটি পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন॥ ২৬½

উভয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। উভয়ে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশকারী এবং উভয়েই গদা যুদ্ধে বুদ্ধিমান্ রোহিণী-নন্দন বলরামের শিষ্য ছিলেন॥ ২৭½

মহারাজ! শত্রুতাপন এই দুই মহাবল বীর যমরাজ, ইন্দ্র, বরুণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালী ও সুগ্রীবের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশকারী ছিলেন। তখন ইঁহার উভয়ে কাল ও মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে প্রতীয়মান হইতেছিলেন॥ ২৮-৩১

যেরূপ শরৎকালে মৈথুনেচ্ছুক হস্তিনীর সহিত সমাগমের জন্য দুইটি মদমত্ত হস্তী পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিজ নিজ বলের গর্ব্বকারী এই দুই বীর পরস্পরকে আঘাত করিবার জন্য পরস্পরের দিকে ধাবিত হইলেন। শত্রু-দমনকারী এই দুই যোদ্ধা দুইটি সর্পের ন্যায় প্রজ্বলিত ক্রোধরূপী বিষ উদ্গিরণ করিতে করিতে পরস্পরকে রোষসহকারে দেখিতে লাগিলেন॥ ৩২-৩৩

ভরতবংশের এই দুই পরাক্রমশালী সিংহ বিক্রমশালী বনজাত দুইটি সিংহের ন্যায় দুর্জয় ছিলেন এবং উভয়েই গদা-যুদ্ধে বিশেষজ্ঞও ছিলেন॥ ৩৪

নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রধারী দুইটি ব্যাঘ্রের ন্যায় এই দুই বীরের বেগ শত্রুদের পক্ষে অসহ্য ছিল। প্রলয়কালে বিক্ষুব্ধ দুইটি সমুদ্রের ন্যায় পরস্পরকে তাপদান করিতে লাগিলেন॥ ৩৫½

যেরূপ বর্ষাকালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে স্থিত দুই খণ্ড বৃষ্টি-প্রদ মেঘ ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুদমনকারী এই দুই বীর পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন॥ ৩৬½

মহাত্মা, মহাবল ও কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন এবং ভীমসেন প্রখর কিরণযুক্ত, প্রলয়কালে উদিত দীপ্তিশালী দুইটি সূর্য্যের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিলেন॥ ৩৭½

রোষাবিষ্ট দুইটি ব্যাঘ্র, গর্জন রত দুই খণ্ড মেঘ এবং সিংহনাদকারী দুইটি সিংহের ন্যায় এই দুই মহাবাহু বীর হর্ষোৎফুল্ল ছিলেন॥ ৩৮½

জঘ্নষাতে মহাবাহূ সিংহ কেসরিণাবিব ।
গজাবিব সুসংরব্ধৌ জ্বলিতাবিব পাবকৌ ॥ ৩৯
দদৃশাতে মহাত্মানৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ ।
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠৌ নিরীক্ষন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ৪০
তৌ সমেতৌ মহাত্মানৌ গদাহস্তৌ নরোত্তমৌ ।
উভৌ পরমসংহৃষ্টাবুভৌ পরমসম্মতৌ ॥ ৪১
সদশ্বাবিব হেষন্তৌ বৃংহন্তাবিব কুঞ্জরৌ ।
বৃষভাবিব গর্জন্তৌ দুর্যোধন-বৃকোদরৌ ॥ ৪২
দৈত্যাবিব বলোন্মত্তৌ রেজতুস্তৌ নরোত্তমৌ ।
ততো দুর্যোধনো রাজন্নিদমাহ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৪৩
ভ্রাতৃভিঃ সহিতং চৈব কৃষ্ণেন চ মহাত্মনা ।
রামেণামিতবীর্যেণ বাক্যং শৌটীর্য্যসম্মতম্ ॥ ৪৪
কেকয়ৈঃ সৃঞ্জয়ৈর্দৃপ্তঃ পাঞ্চালৈশ্চ মহাত্মভিঃ ।
ইদং ব্যবসিতং যুদ্ধং মম ভীমস্য চোভয়োঃ ॥ ৪৫
উপোপবিষ্টাঃ পশ্যধ্বং সহিতৈর্নৃপপুঙ্গবৈঃ ।
শ্রুত্বা দুর্যোধনবচঃ প্রত্যপদ্যন্ত তত্তথা ॥ ৪৬
ততঃ সমুপবিষ্টং তৎ সুমহদ্রাজমণ্ডলম্ ।
বিরাজমানং দদৃশে দিবীবাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ৪৭
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কেশবপূর্বজঃ ।
উপবিষ্টো মহারাজ পূজ্যমানঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৮
শুশুভে রাজমধ্যস্থো নীলবাসাঃ সিতপ্রভঃ ।
নক্ষত্রৈরিব সম্পূর্ণো বৃতো নিশি নিশাকরঃ ॥ ৪৯
তৌ তথা তু মহারাজ গদাহস্তৌ সুদুঃসহৌ ।
অন্যোন্যং বাগ্ভিরুগ্রাভিস্তক্ষমাণৌ ব্যবস্থিতৌ ॥ ৫০
অপ্রিয়াণি ততোঽন্যোন্যমুক্ত্বা তৌ কুরুসত্তমৌ ।
উদীক্ষন্তৌ স্থিতৌ তত্র বৃত্র শক্রৌ যথাঽঽহবে ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি যুদ্ধারম্ভে
পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

এই দুই মহাত্মা যোদ্ধা পরস্পর কুপিত হইয়া দুইটি হস্তী, প্রজ্বলিত দুইখণ্ড অগ্নি এবং শিখরযুক্ত দুইটি পর্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৩৯॥

ইঁহাদের উভয়ের ওষ্ঠ তখন প্রস্ফুরিত হইতেছিল; এই দুই নরশ্রেষ্ঠ পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হস্তে গদা ধারণ করত পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবার উপক্রম করিলেন ॥ ৪০॥

উভয়েই অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ ছিলেন। উভয়েই সম্মানিত বীর ছিলেন। মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুর্যোধন ও ভীমসেন হ্রেষা-ধ্বনিকারী দুইটি উত্তম অশ্ব, গর্জনকারী দুইটি গজরাজ এবং নিনাদকারী দুইটি বৃষের ন্যায় ও বলোন্মত্ত দুইটি দৈত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪১-৪১॥

রাজন্! তদনন্তর দুর্যোধন অমিতপরাক্রমী বলরাম, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, মহামনস্বী পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও কেকয়গণ এবং নিজের ভ্রাতাদের সহিত দণ্ডায়মান অভিমানী যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য বলিলেন ॥ ৪৩-৪৪॥

বীরগণ! আমার ও ভীমসেনের এই যে যুদ্ধ নিশ্চিত হইয়াছে; ইহা আপনারা সকলে শ্রেষ্ঠ নরপতিসকলের সহিত নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া দর্শন করুন ॥ ৪৫॥

দুর্যোধনের এই কথা শ্রবণ করত সমস্ত লোক উহা স্বীকার করিয়া লইলেন। তারপর সেই বিশাল রাজমণ্ডল সর্ব্বদিকে উপবেশন করিলেন। নরপতিগণের এই মণ্ডল আকাশে সূর্য্য মণ্ডলের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইঁহাদের সকলের মধ্যভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তেজস্বী মহাবাহু বলরাম বিরাজমান রহিলেন। মহারাজ! সর্ব্বদিকে সম্মানিত, নীলাম্বরধারী, গৌরকান্তি বলরাম রাজগণের মধ্যে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন, যেরূপ রাত্রিতে নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত পূর্ণ চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন ॥ ৪৬-৪৯॥

মহারাজ! হস্তে গদা ধারণ করত এই দুই দুঃসহ বীর পরস্পরকে নিজ নিজ কঠোর বাক্যের দ্বারা পীড়িত করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫০॥

পরস্পর কটু বচন প্রয়োগ করত এই দুই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠতম বীর সেস্থানে যুদ্ধস্থলে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥ ৫১॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুদ্ধারম্ভবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্য্যোধনমুদ্দিশ্য দুর্নিমিত্তানাং প্রকাশঃ, ভীমসেনস্যোৎসাহঃ, ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্বাগ্‌যুদ্ধাৎ পরং গদাযুদ্ধারম্ভশ্চ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বাগ্‌যুদ্ধমভবৎ তুমুলং জনমেজয়।
যত্র দুঃখান্বিতো রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্॥ ১
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং যস্য নিষ্ঠেয়মীদৃশী।
একাদশচমূভর্ত্তা যত্র পুত্রো মমানঘ॥ ২
আজ্ঞাপ্য সর্বান্ নৃপতীন্ ভুক্ত্বা চেমাং বসুন্ধরাম্
গদামাদায় বেগেন পদাতিঃ প্রস্থিতো রণে॥ ৩
ভূত্বা হি জগতো নাথো হ্যনাথ ইব মে সুতঃ।
গদামুদ্যম্য যো যাতি কিমন্যদ্ ভাগধেয়তঃ॥ ৪
অহো দুঃখং মহৎ প্রাপ্তং পুত্রেণ মম সঞ্জয়।
এবমুক্ত্বা স দুঃখার্ত্তো বিররাম জনাধিপঃ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ।

স মেঘনিনদো হর্ষান্নিনদন্নিব গোবৃষঃ।
আজুহাব তদা পার্থং যুদ্ধায় যুধি বীর্য্যবান্॥৬
ভীমমাহ্বয়মানে তু কুরুরাজে মহাত্মনি।
প্রাদুরাসন্ সুঘোরাণি রূপাণি বিবিধান্যুত॥ ৭
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
বভূবুশ্চ দিশঃ সর্বাস্তিমিরেণ সমাবৃতাঃ॥ ৮
মহাস্বনাঃ সনির্ঘাতাস্তুমুলা লোমহর্ষণাঃ।
পেতুস্তথোল্কাঃ শতশঃ স্ফোটয়ন্ত্যো নভস্তলাৎ॥ ৯
রাহুশ্চাগ্রসদাদিত্যমপর্বণি বিশাম্পতে।
চকম্পে চ মহাকম্পং পৃথিবী সবনদ্রুমা॥ ১০
রুক্ষাশ্চ বাতাঃ প্রববুর্নীচৈঃ শর্করকর্ষিণঃ।
গিরীণাং শিখরাণ্যেব ন্যপতন্ত মহীতলে॥ ১১
মৃগা বহুবিধাকারাঃ সম্পতন্তি দিশো দশ।
দীপ্তাঃ শিবাশ্চাপ্যনদন্ ঘোররূপা সুদারুণাঃ॥ ১২

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের পক্ষে দুর্নিমিত্তসকলের প্রকাশ, ভীমসেনের উৎসাহ এবং ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের বাগ্‌যুদ্ধের পর গদাযুদ্ধ আরম্ভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের মধ্যে ভয়ঙ্কর বাগ্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন॥ ১

নিষ্পাপ সঞ্জয়! যাহার পরিণাম এরূপ দুঃখপ্রদ, সেই মানবজন্মকে ধিক্। আমার পুত্র একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল। সে সকল রাজাকেই আদেশ দান করিত এবং এই সমগ্রা পৃথিবীকে সে একাকী উপভোগ করিয়াছে, কিন্তু অন্তে তাহার অবস্থা এরূপ হইল যে, হস্তে গদা লইয়া তাহাকে সবেগে পদব্রজেই যুদ্ধ যাইতে হইল॥ ২-৩

আমার যে পুত্র সমস্ত জগতের নাথ ছিল, সে আজ অনাথের ন্যায় হাতে গদাধারণ করত পদব্রজেই যুদ্ধস্থলে গমন করিতেছে। ইহাকে ভাগ্য ব্যতীত আর কিইই বা বলিতে পারি?৪

সঞ্জয়! হায়, আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হইল। এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখপীড়িত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! সেই সময় রণাঙ্গনে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পরাক্রমশালী দুর্য্যোধন হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বৃষের ন্যায় সিংহনাদ করিতে করিতে কুন্তীপুত্র ভীমসেনকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন॥ ৬

মহাত্মা কুরুরাজ দুর্য্যোধন যখন ভীমসেনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন নানাপ্রকার ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্তসকল প্রাদুর্ভূত হইতে থাকিল॥ ৭

বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, সর্ব্বদিক ধূলিবর্ষণে আচ্ছাদিত হইয়া উঠিল, আকাশ হইতে তীব্র শব্দ এবং বজ্রের প্রচণ্ড শব্দের সহিত রোমাঞ্চকর শত শত উল্কা ভূতলকে বিদীর্ণ করিতে করিতে পতিত হইতে লাগিল। প্রজানাথ! অমাবস্যা ব্যতীতই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন এবং বন ও বৃক্ষসকলসহ সমগ্রা ধরণী অত্যন্ত কাঁপিতে লাগিলেন॥ ৮-১০

অধোভাগে ধূলি ও কাঁকর বর্ষণ করিতে করিতে রুক্ষ বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতসমূহের শিখরসকল খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ধরাতলে পতিত হইল॥ ১১

নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মৃগগণ দশদিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অত্যন্ত ভয়ঙ্করী ও ঘোরাকৃতি শিবাগণ মুখ হইতে

নির্ঘাতাশ্চ মহাঘোরা বভূবুর্লোমহর্ষণাঃ।
দীপ্তায়াং দিশি রাজেন্দ্র মৃগাশ্চাশুভবেদিনঃ ॥ ১৩
উদপানগতাশ্চাপো ব্যবর্ধন্ত সমন্ততঃ।
অশরীরা মহানাদাঃ শ্রূয়ন্তে স্ম তদা নৃপ ॥ ১৪
এবমাদীনি দৃষ্টাথ নিমিত্তানি বৃকোদরঃ।
উবাচ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫
নৈষ শক্তো রণে জেতুং মন্দাত্মা মাং সুযোধনঃ।
অদ্য ক্রোধং বিমোক্ষ্যামি নিগূঢ়ং হৃদয়ে চিরম্ ॥ ১৬
সুযোধনে কৌরবেন্দ্রে খাণ্ডবেঽগ্নিমিবার্জুনঃ।
শল্যমদ্যোদ্ধরিষ্যামি তব পাণ্ডব হৃচ্ছয়ম্ ॥ ১৭
নিহত্য গদয়া পাপমিমং কুরুকুলাধমম্।
অদ্য কীর্তিময়ীং মালাং প্রতিমোক্ষ্যাম্যহং ত্বয়ি ॥ ১৮
হত্বেমং পাপকর্মাণং গদয়া রণমূর্ধনি।
অদ্যাস্য শতধা দেহং ভিনদ্মি গদয়ানয়া ॥ ১৯

অগ্নি উদ্গিরণ করিতে করিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতেছিল ॥ ১২

রাজেন্দ্র! অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী শব্দ উত্থিত হইতেছিল। দিক্‌সকল যেন তখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং মৃগগণ কোন এক ভাবী অমঙ্গলসূচনা করিতে করিতে শব্দ করিতেছিল ॥ ১৩

হে নৃপ! কূপেরও জল সেই সময় সর্ব্বদিকে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং কোন দেহধারী না থাকিলেও উচ্চৈঃস্বরে চারিদিক্ হইতে শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১৪

এইরূপ বহুসংখ্যক দুর্নিমিত্তসকল দেখিয়া ভীমসেন নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১৫

ভ্রাতঃ! এই মন্দমতি দুর্যোধন রণাঙ্গনে আমাকে কোনরূপেই পরাজিত করিতে পারিবে না। আজ আমি নিজ হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচ্ছন্ন ক্রোধকে কৌরবরাজ দুর্যোধনের উপর সেইভাবে নিক্ষেপ করিব, যেরূপ অর্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নির উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। পাণ্ডুনন্দন! আজ আপনার হৃদয়ের কণ্টক আমি অপসারিত করিব ॥ ১৬-১৭

আমি স্বীয় গদার দ্বারা এই কুরুকুলাধম পাপী দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া আজ আপনাকে কীর্ত্তিময়ী মালা পরাইব ॥ ১৮

যুদ্ধের সম্মুখভাগে গদার আঘাতে এই পাপী দুর্যোধনকে বধ করত আজ ইহার শরীরকে শত শত ভাগে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিব ॥ ১৯

নায়ং প্রবেষ্টা নগরং পুনর্বারণসাহ্বয়ম্।
সর্পোৎসর্গস্য শয়নে বিষদানস্য ভোজনে ॥ ২০
প্রমাণকোট্যাং পাতস্য দাহস্য জতুবেশ্মনি।
সভায়ামবহাসস্য সর্বস্বহরণস্য চ ॥ ২১
বর্ষমজ্ঞাতবাসস্য বনবাসস্য চানঘ ॥
অদ্যান্তমেষাং দুঃখানাং গন্তাহং ভরতর্ষভ ॥ ২২
একাহ্না বিনিহত্যেমং ভবিষ্যাম্যাত্মনোঽনৃণঃ।
অদ্যায়ুর্ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেরকৃতাত্মনঃ ॥ ২৩
সমাপ্তং ভরতশ্রেষ্ঠ মাতাপিত্রোশ্চ দর্শনম্।
অদ্য সৌখ্যং তু রাজেন্দ্র কুরুরাজস্য দুর্মতেঃ ॥ ২৪
সমাপ্তঞ্চ মহারাজ নারীণাং দর্শনং পুনঃ।
অদ্যায়ং কুরুরাজস্য শান্তনোঃ কুলপাংশনঃ ॥ ২৫
প্রাণান্ শ্রিয়ঞ্চ রাজ্যঞ্চ ত্যক্ত্বা শেষ্যতি ভূতলে।
রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শ্রুত্বা পুত্রং নিপাতিতম্ ॥২৬

এখন আর সে কখনও হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে না। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পাপী যে আমার শয্যার উপর সর্প নিক্ষেপ করিয়াছিল, ভোজনে বিষ দিয়াছিল, প্রমাণকোটির জলে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, জৌতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, পূর্ণসভায় আমাকে উপহাস করিয়াছিল, সর্ব্বস্ব আমাদের অপহরণ করিয়াছিল এবং বার বৎসরকাল বনবাস ও এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল, ইহার দ্বারা প্রাপ্ত এই সব দুঃখের আজ অবসান করিব ॥ ২০-২২

আজ একদিনেই ইহাকে বধ করিয়া আমি নিজের ঋণ হইতে মুক্ত হইব। ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ দুর্মতি ও অজিতেন্দ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধনের আয়ু সমাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার মাতা ও পিতাকে দর্শন করিবার সময়ও আজ সে পাইবে না ॥ ২৩,

রাজেন্দ্র! মহারাজ! আজ দুর্মতি কুরুরাজ দুর্যোধনের সমস্ত সুখ শেষ হইয়া যাইবে। এখন ইহার পক্ষে পুনরায় নিজের স্ত্রীগণকে দর্শন করা এবং তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব ॥ ২৪½

কুরুরাজ শান্তনুর কুলকলঙ্ক এই দুর্যোধন আজ নিজের প্রাণ, রাজলক্ষ্মী এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিবে ॥ ২৫½

আজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের এই পুত্রকে নিহত হইতে শুনিয়া নিজের সেইসব অশুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিবে, যে সমস্ত কর্ম্ম তিনি শকুনির পরামর্শ অনুসারে সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ২৬½

স্মরিষ্যত্যশুভং কর্ম যত্তচ্ছকুনিবুদ্ধিজম্।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল গদামাদায় বীর্য্যবান্ ॥২৭
অভ্যতিষ্ঠত যুদ্ধায় শক্রো বৃত্রমিবাহ্বয়ন্।
তমুদ্যতগদং দৃষ্ট্বা কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥ ২৮
ভীমসেনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো দুর্য্যোধনমুবাচ হ।
রাজ্ঞশ্চ ধৃতরাষ্ট্রস্য তথা ত্বমপি চাত্মনঃ ॥ ২৯
স্মর তদ্ দুষ্কৃতং কর্ম যদ্ বৃত্তং বারণাবতে।
দ্রৌপদী চ পরিক্লিষ্টা সভামধ্যে রজস্বলা ॥ ৩০
দ্যূতেন বঞ্চিতো রাজা যৎ ত্বয়া সৌবলেন চ।
বনে দুঃখঞ্চ যৎ প্রাপ্তমস্মাভিস্ত্বৎকৃতং মহৎ ॥ ৩১
বিরাটনগরে চৈব যোন্যন্তরগতৈরিব।
তৎ সর্বং পাতয়াম্যদ্য দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি দুর্মতে ॥ ৩২
ত্বৎকৃতেঽসৌ হতঃ শেতে শরতল্পে প্রতাপবান্।
গাঙ্গেয়ো রথিনাং শ্রেষ্ঠো নিহতো যাজ্ঞসেনিনা ॥ ৩৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া পরাক্রমশালী ভীমসেন হস্তে গদা ধারণ করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিলেন ॥ ২৭॥

শিখরযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় গদা উপরে উত্তোলিত করিয়া দুর্য্যোধনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া ভীমসেন পুনরায় কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৮॥

দুর্য্যোধন! বারণাবত নগরে যাহা কিছু হইয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এবং নিজের সেই সব কুকর্ম্মের কথা এখন তুমি স্মরণ কর ॥ ২৯॥

তুমি জনপূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে অপমানিত করিয়া তাহাকে যে ক্লেশদান করিয়াছ, সুবলপুত্র শকুনির দ্বারা পাশাখেলায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছ, তোমার জন্যই আমরা সকলে বনমধ্যে যে মহাকষ্টসকল ভোগ করিয়াছি এবং বিরাটনগরে অপর যোনিপ্রাপ্ত প্রাণীর ন্যায় যে একবৎসর কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, এই সব কষ্টভোগের জন্য আমার মনে যে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছে, উহা আজ সমস্তই তোমার উপর নিক্ষেপ করিব। দুর্মতে! সৌভাগ্যবশতই আজ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ ॥ ৩০-৩২

তোমারই জন্য রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতাপশালী বীর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম দ্রুপদকুমার শিখণ্ডীর দ্বারা নিহত হইয়াছেন এবং

হতো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ তথা শল্যঃ প্রতাপবান্।
বৈরাগ্নেরাদিকর্তাসৌ শকুনিঃ সৌবলো হতঃ ॥৩৪
প্রাতিকামী তথা পাপো দ্রৌপদ্যাঃ ক্লেশকৃদ্ধতঃ।
ভ্রাতরস্তে হতাঃ সর্বে শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৩৫
এতে চান্যে চ বহবো নিহতাস্ত্বৎকৃতে নৃপাঃ।
ত্বামদ্য নিহনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৬
ইত্যেবমুচ্চৈ রাজেন্দ্র ভাষমাণং বৃকোদরম্।
উবাচ গতভী রাজন্ পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥৩৭
কিং কত্থনেন বহুনা যুধ্যস্ব ত্বং বৃকোদর।
অদ্য তেঽহং বিনেষ্যামি যুদ্ধশ্রদ্ধাং কুলাধম ॥ ৩৮
ন হি দুর্য্যোধনঃ ক্ষুদ্র কেনচিৎ ত্বদ্বিধেন বৈ।
শক্যস্ত্রাসয়িতুং বাচা যথান্যঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৯
চিরকালেপ্সিতং দিষ্ট্যা হৃদয়স্থমিদং মম।
ত্বয়া সহ গদাযুদ্ধং ত্রিদশৈরুপপাদিতম্ ॥ ৪০

এই শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে যাঁহার চেষ্টা সর্বাগ্রে ছিল, সেই সুবলপুত্র শকুনিও বিনষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩৪

দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপী প্রাতিকামী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা পরাক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই তোমার ভ্রাতৃবৃন্দও মৃত্যুবরণ করিয়াছে ॥ ৩৫

ইহারা এবং আর বহুসংখ্যক নরপতি তোমারই জন্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। আজ তোমাকে গদার আঘাতে বিনাশ করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৬

রাজন্! এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যভাষী ভীমসেনকে আপনার সত্যপরাক্রমী পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভয়ে বলিলেন ॥ ৩৭

বৃকোদর! বহু বড় বড় কথা বলিয়া কি লাভ হইবে? তুমি আমার সহিত সংগ্রাম কর। কুলাধম! আজ আমি তোমার যুদ্ধলিপ্সা পূরণ করিব ॥ ৩৮

অরে নীচ! তোমার ন্যায় কোন মানুষই অন্য প্রাকৃত মানুষের তুল্য দুর্য্যোধনকে বাক্যের দ্বারা ভীত করিতে পারিবে না ॥ ৩৯

সৌভাগ্যের কথা, আমার হৃদয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার সহিত গদা যুদ্ধ করিবার যে অভিলাষ রহিয়াছে, উহা দেবতাগণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৪০

কিং বাচা বহুনোক্তেন কথিতেন চ দুর্মতে ।
বাণী সম্পদ্যতামেষা কর্মণা মা চিরং কৃথাঃ ॥ ৪১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সর্ব এবাভ্যপূজয়ন্ ।
রাজানঃ সোমকাশ্চৈব যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৪২
ততঃ সম্পূজিতঃ সর্বৈঃ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ।
ভূয়ো ধীরাং মতিঞ্চক্রে যুদ্ধায় কুরুনন্দনঃ ॥ ৪৩
উন্মত্তমিব মাতঙ্গং তলশব্দৈর্নরাধিপাঃ ।
ভূয়ঃ সংহর্ষয়াঞ্চক্রুর্দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৪৪
তং মহাত্মা মহাত্মানং গদামুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ।
অভিদুদ্রাব বেগেন ধার্তরাষ্ট্রং বৃকোদরঃ ॥ ৪৫
বৃংহন্তি কুঞ্জরাস্তত্র হয়া হ্রেষন্তি চাসকৃৎ ।
শস্ত্রাণি চাপ্যদীপ্যন্ত পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ । ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি গদাযুদ্ধারম্ভে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

দুর্মতে ! বাক্যের দ্বারা নিজের বহুভাবে প্রশংসা করিয়া কি লাভ হইবে ? তুমি যাহা করিতে পারিবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাও ॥ ৪১

দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেস্থানে সমবেত সমস্ত রাজা ও সোমকগণ তাঁহার অতিশয় সমাদর করিলেন ॥ ৪২

তদনন্তর সকলের দ্বারা সম্মানিত হইয়া কুরুনন্দন দুর্য্যোধন যুদ্ধের জন্য ধীর বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল ॥ ৪৩

ইহার পর যেরূপ মানুষ তালি দিয়া মদমত্ত হস্তীকে কুপিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজারা তালি দিয়া অমর্ষশীল দুর্য্যোধনকে পুনরায় হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ৪৪

মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন গদা উত্তোলিত করিয়া আপনার মহামনস্বী পুত্র দুর্য্যোধনের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪৫

সেই সময় হাতীরা বারংবার চীৎকার এবং অশ্বগণ হ্রেষাধ্বনি করিতে লাগিল। এই সঙ্গে জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের অস্ত্রসকলও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্বান্তর্গত গদাপর্বে গদাযুদ্ধ-আরম্ভবিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেন-দুর্য্যোধনয়োর্গদাযুদ্ধম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো দুর্য্যোধনো দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তথাগতম্ ।
প্রত্যুদ্যযাবদীনাত্মা বেগেন মহতা নদন্ ॥ ১
সমাপেততুরন্যোন্যং শৃঙ্গিণৌ বৃষভাবিব ।
মহানির্ঘাতঘোষশ্চ প্রহারাণামজায়ত ॥ ২
অভবচ্চ তয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
জিগীষতোর্যথান্যোন্যমিন্দ্র-প্রহ্লাদয়োরিব ॥ ৩
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গৌ গদাহস্তৌ মনস্বিনৌ ।
দদৃশাতে মহাত্মানৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের গদা যুদ্ধ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,- রাজন্ ! তদনন্তর উদারহৃদয় দুর্য্যোধন ভীমসেনকে সেইভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া স্বয়ংও গর্জন করিতে করিতে তীব্রবেগে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন ॥ ১

ইঁহারা উভয়ে বড় বড় শৃঙ্গযুক্ত দুইটি বৃষের ন্যায় পরস্পরের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইলেন। ইঁহাদের গদাপ্রহারের শব্দ বজ্র-পতনের সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হইতেছিল ॥২

পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং রোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩

তাঁহাদের সর্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিল। হস্তে গদা ধারণ করত এই দুই মহাত্মা মহামনস্বী বীর বিকসিত দুইটি অশোক বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥৪

তথা তস্মিন্ মহাযুদ্ধে বর্তমানে সুদারুণে।
খদ্যোতসঙ্ঘৈরিব খং দর্শনীয়ং ব্যরোচত ॥ ৫
তথা তস্মিন্ বর্তমানে সঙ্কুলে তুমুলে ভৃশম্।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥ ৬
তৌ মুহূর্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপৌ।
সম্প্রহারয়তাং চিত্রে সম্প্রগৃহ্য গদে শুভে ॥ ৭
তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাবীর্য্যৌ সমাশ্বস্তৌ নরর্ষভৌ
বলিনৌ বারণৌ যদ্বদ্ বা সিতার্থে মদোৎকটৌ ॥ ৮
সমানবীর্য্যৌ সম্প্রেক্ষ্য প্রগৃহীতগদাবুভৌ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দেব-গন্ধর্ব মানবাঃ ॥ ৯
প্রগৃহীতগদৌ দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধন-বৃকোদরৌ।
সংশয়ঃ সর্বভূতানাং বিজয়ে সমপদ্যত ॥ ১০
সমাগম্য ততো ভূয়ো ভ্রাতরৌ বলিনাং বরৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরপ্রেপ্সু প্রচক্রাতেঽন্তরং প্রতি ॥ ১১

সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর গদার আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হইতে লাগিল। ইহারা আকাশে জোনাকী পোকাসমূহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল এবং সে স্থানের আকাশমণ্ডলের দর্শনীয় শোভা হইতে লাগিল ॥ ৫

এইভাবে প্রচলিত সেই অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে এই দুই শত্রুদমন বীর অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬

তারপর ইঁহারা উভয়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন। অতঃপর শত্রুতাপন এই দুই যোদ্ধা পুনরায় বিচিত্র ও সুন্দর গদা হস্তে ধারণ করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৭

সমান বলশালী এই দুই মহাপরাক্রমী নরশ্রেষ্ঠ বীর বিশ্রাম করত পুনরায় হস্তে গদাধারণ করিয়া মৈথুনাভিলাষিণী হস্তিনীর জন্য সঙ্ঘর্ষরত দুইটি বলবান্ ও মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ইহা দেখিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ৮-৯

দুর্য্যোধন ও ভীমসেনকে পুনরায় গদা উত্তোলিত করিতে দেখিয়া ইঁহাদের মধ্যে কোন একজনের জয়লাভবিষয়ে সকল প্রাণীর হৃদয়ে সংশয় উৎপন্ন হইল ॥ ১০

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই দুই ভ্রাতার মধ্যে যখন পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ইঁহারা উভয়ে উভয়কে প্রহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে নানারূপ যুদ্ধপদ্ধতি দেখাইতে থাকিলেন ॥ ১১

যমদণ্ডোপমাং গুর্বীমিন্দ্রাশনিমিবোদ্যতাম্।
দদৃশুঃ প্রেক্ষকা রাজন্ রৌদ্রাং বিশসনীং গদাম্ ॥১২
আবিধ্যতো গদাং তস্য ভীমসেনস্য সংযুগে।
শব্দঃ সুতুমুলো ঘোরো মুহূর্তং সমপদ্যত ॥ ১৩
আবিধ্যন্তমরিং প্রেক্ষ্য ধার্তরাষ্ট্রোঽথ পাণ্ডবম্।
গদামতুলবেগাং তাং বিস্মিতঃ সম্বভূব হ ॥ ১৪
চরংশ্চ বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভারত।
অশোভত তদা বীরো ভূয় এব বৃকোদরঃ ॥ ১৫
তৌ পরস্পরমাসাদ্য যত্তাবন্যোন্যরক্ষণে।
মার্জারাবিব ভক্ষার্থে ততক্ষাতে মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৬
অচরদ্ ভীমসেনস্তু মার্গান্ বহুবিধাংস্তথা।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি গত-প্রত্যাগতানি চ ॥ ১৭
অস্ত্রযন্ত্রাণি চিত্রাণি স্থানানি বিবিধানি চ।
পরিমোক্ষং প্রহারাণাং বর্জনং পরিধাবনম্ ॥ ১৮

রাজন্! সেই সময় যুদ্ধস্থলে যখন ভীমসেন নিজের গদা ঘুরাইতে লাগিলেন, তখন দর্শকগণ দেখিলেন—তাঁহার গদা যমদণ্ডসদৃশ ভয়ঙ্কর। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় এই গদা উপরে উত্থিত ছিল এবং শত্রুকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে সমর্থ ছিল। গদা ঘুরাইবার সময় মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া তাঁহার দিক্ হইতে ঘোরতর ও ভয়ানক শব্দ হইতেছিল ॥ ১২-১৩

আপনার পুত্র দুর্যোধন নিজের শত্রু পাণ্ডুনন্দন ভীমসেনকে সেই অতুলনীয় বেগশালিনী গদাকে ঘুরাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ১৪

হে ভারত! বীর ভীমসেন নানাবিধ যুদ্ধপদ্ধতি ও মণ্ডলসকল প্রদর্শন করিতে করিতে পুনরায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

ইঁহারা উভয়ে পরস্পর যুদ্ধে মিলিত হইয়া পরস্পরের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া ভোজনের জন্য সঙ্ঘর্ষরত দুইটি বিড়ালের ন্যায় পরস্পরকে বারংবার আঘাত-প্রত্যাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬

সেই সময় ভীমসেন নানাপ্রকার যুদ্ধরীতি ও বিচিত্র মণ্ডল দেখাইতেছিলেন। তিনি কখনও শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং কখনও শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন ॥ ১৭

বিচিত্র অস্ত্র-যন্ত্র ও নানাবিধ স্থানসকল প্রদর্শন করিতে করিতে এই দুই বীর শত্রুর প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে করিতে

অভিদ্রবণমাক্ষেপমবস্থানং সবিগ্রহম্ ।
পরিবর্তন-সংবর্তমবপ্লুতমুপপ্লুতম্ ॥ ১৯
উপন্যস্তমপন্যস্তং গদাযুদ্ধবিশারদৌ ।
এবং তৌ বিচরন্তৌ তু পরস্পরমবিধ্যতাম্ ॥ ২০
বঞ্চয়ানৌ পুনশ্চৈব চেরতুঃ কুরুসত্তমৌ ।
বিক্রীড়ন্তৌ সুবলিনৌ মণ্ডলানি বিচেরতুঃ ॥ ২১
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ ।
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ ॥ ২২
পরস্পরং সমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা ।
অশোভেতাং মহারাজ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ ॥ ২৩
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপং পরন্তপ ।
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রুরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥ ২৪
গদাহস্তৌ ততস্তৌ তু মণ্ডলাবস্থিতৌ বলী ।
দক্ষিণং মণ্ডলং রাজন্ ধার্তরাষ্ট্রোঽভ্যবর্তত ॥ ২৫
সব্যং তু মণ্ডলং তত্র ভীমসেনোঽভ্যবর্তত ।
তথা তু চরতস্তস্য ভীমস্য রণমূর্ধনি ॥ ২৬
দুর্যোধনো মহারাজ পার্শ্বদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ ।
আহতস্তু ততো ভীমঃ পুত্রেণ তব ভারত ॥ ২৭
আবিদ্ধ্যত গদাং গুর্বীং প্রহারং তমচিন্তয়ন্ ।
ইন্দ্রাশনিসমাং ঘোরাং যমদণ্ডমিবোদ্যতাম্ ॥ ২৮
দদৃশুস্তে মহারাজ ভীমসেনস্য তাং গদাম্ ।
আবিধ্যন্তং গদাং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং তবাত্মজঃ ॥ ২৯
সমুদ্যম্য গদাং ঘোরাং প্রত্যবিধ্যৎ পরন্তপঃ ।
গদামারুতবেগেন তব পুত্রস্য ভারত ॥ ৩০
শব্দ আসীৎ সুতুমুলস্তেজশ্চ সমজায়ত ।
স চরন্ বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ ভাগশঃ ॥ ৩১

শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করিতে করিতে এবং দক্ষিণ-বামে দৌড়াইতে লাগিলেন ॥ ১৮

ইঁহারা তখন বেগে কোন সময়ে পরস্পরের সম্মুখে যাইতে লাগিলেন, কখনও বিরোধীকে ভূপাতিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কখনও স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কখনও পতিত শত্রু উত্থিত হইলে পর পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, কখনও শত্রুকে প্রহার করিবার জন্য ঘুরিতে লাগিলেন, কখনও শত্রুর প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য অবনত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কখনও লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছিলেন, কখনও নিকটে আসিয়া গদাপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং কখনও ফিরিয়া আসিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে শত্রুকে আঘাত করিতে লাগিলেন। উভয়েই গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন; সেই কারণে নানারূপ পদ্ধতি প্রদর্শনপূর্বক পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলেন ॥ ১৯-২০

কুরুকুলের এই দুই বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুকে বঞ্চনা করিতে করিতে বারংবার যুদ্ধের খেলা দেখাইতে থাকিয়া বিবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

সমরাঙ্গণে চারিদিকে যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করাইতে করাইতে এই দুই শত্রুদমন বীর সহসা নিজ নিজ গদা দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২

মহারাজ! যেরূপ দুইটি হস্তী নিজ নিজ দন্তের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত রক্তাপ্লুত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই দুই বীর যোদ্ধাও পরস্পরকে আঘাত করত রক্তে আর্দ্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

শত্রুতাপন নরেশ! এইরূপ দিনের সমাপ্তির সময় এই দুই বীরের মধ্যে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ক্রুরতাপূর্ণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিতে থাকিল ॥ ২৪

রাজন্! উভয়েই হস্তে গদাধারণ করত মণ্ডলাকারে যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে বলবান্ দুর্যোধন দক্ষিণমণ্ডলে এবং ভীমসেন বাম-মণ্ডলে অবস্থিত ছিলেন ॥ ২৫½

মহারাজ! যুদ্ধের সম্মুখভাগে বামমণ্ডলে বিচরণকারী ভীমসেনের পূর্ব্বেই দুর্যোধন গদাপ্রহার করিলেন ॥ ২৬½

হে ভারত! আপনার পুত্রের দ্বারা আহত ভীমসেন সেই প্রহারকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই নিজের ভারী গদা ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭½

রাজেন্দ্র! দর্শকগণ ভীমসেনের সেই ভয়ঙ্কর গদাকে ইন্দ্রের বজ্র ও যমরাজের দণ্ডের ন্যায় উত্থিত হইতে দেখিলেন ॥ ২৮½

শত্রুতাপন আপনার পুত্র দুর্যোধন ভীমসেনকে গদা ঘুরাইতে দেখিয়া নিজের ভয়ঙ্কর গদা উত্তোলিত করিয়া তাঁহার গদার উপর আঘাত করিলেন ॥ ২৯½

ভারত! আপনার পুত্র দুর্যোধনের বায়ুতুল্য গদার বেগে সেই গদাকে আঘাত করিলে পর প্রচণ্ডভাবে এক শব্দ উত্থিত হইল এবং উভয় গদা হইতেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল ॥ ৩০½

নানাপ্রকার যুদ্ধমার্গ ও বিভিন্নমণ্ডলসমূহে বিচরণকারী দুর্যোধনের সেইসময় ভীমসেন হইতে অধিক তেজ হইতে লাগিল ॥৩১½

সমশোভত তেজস্বী ভূয়ো ভীমাৎ সুযোধনঃ।
আবিদ্ধা সর্ববেগেন ভীমেন মহতী গদা ॥ ৩২
সধূমং সার্চিষং চাগ্নিং মুমোচোগ্রমহাস্বনা।
আধূতাং ভীমসেনেন গদাং দৃষ্ট্বা সুযোধনঃ ॥ ৩৩
অদ্রিসারময়ীং গুর্বীমাবিধ্যন্ বহ্বশোভত।
গদামারুতবেগং হি দৃষ্ট্বা তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৪
ভয়ং বিবেশ পাণ্ডূংস্তু সর্বানেব সসোমকান্।
তৌ দর্শয়ন্তৌ সমরে যুদ্ধক্রীড়াং সমন্ততঃ ॥৩৫
গদাভ্যাং সহসান্যোন্যমাজঘ্নতুররিন্দমৌ।
তৌ পরস্পরমাসাদ্য দংষ্ট্রাভ্যাং দ্বিরদৌ যথা ॥ ৩৬
অশোভেতাং মহারাজ শোণিতেন পরিপ্লুতৌ।
এবং তদভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্ ॥ ৩৭
পরিবৃত্তেঽহনি ক্রূরং বৃত্র-বাসবয়োরিব।
দৃষ্ট্বা ব্যবস্থিতং ভীমং তব পুত্রো মহাবলঃ ॥ ৩৮

ভীমসেনকর্তৃক সম্পূর্ণ বেগে ঘূর্ণিত সেই বিশাল গদা সেই সময় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে ধূম ও শিখাসহ অগ্নিপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২॥

ভীমসেনের দ্বারা ঘূর্ণিত সেই গদাকে দেখিয়া দুর্যোধনও স্বীয় লৌহময়ী ভারবহা গদাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩॥

সেই মহাত্মা বীরের বায়ুতুল্য গদার বেগকে দেখিয়া সোমকগণের সহিত পাণ্ডবদের মনে ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৩৪॥

সমরাঙ্গণে সর্বদিকে যুদ্ধ-ক্রীড়া প্রদর্শন করিতে করিতে এই দুই বীর সহসা নিজ নিজ গদা দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫॥

মহারাজ! যেরূপ দুইটি হস্তী নিজ নিজ দন্তসকলের দ্বারা প্রহার করত রক্তে আপ্লুত হইয়া যায়, সেইরূপ এই দুই বীর পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে রক্তে আপ্লুত হইয়া অদ্ভুত শোভা পাইতে থাকিলেন ॥ ৩৬॥

এইরূপে দিনের সমাপ্তির সময় এই দুই বীরের মধ্যে প্রকাশ্যভাবেই বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ক্রূরতাপূর্ণ এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৭॥

তদনন্তর বিচিত্র মার্গসমূহে বিচরণকারী আপনার মহাবল পুত্র দুর্যোধন কুন্তীনন্দন ভীমসেনকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাঁহার উপর সহসা আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৮॥

চরংশ্চিত্রতরান্ মার্গান্ কৌন্তেয়মভিদুদ্রুবে।
তস্য ভীমো মহাবেগাং জাম্বূনদপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৩৯
অতিক্রুদ্ধস্য ক্রুদ্ধস্তু তাড়য়ামাস তাং গদাম্।
সবিস্ফুলিঙ্গো নির্হ্রাদস্তয়োস্তত্রাভিঘাতজঃ ॥ ৪০
প্রাদুরাসীন্মহারাজ সৃষ্টয়োর্বজ্রয়োরিব।
বেগবত্যা তয়া তত্র ভীমসেনপ্রমুক্তয়া ॥ ৪১
নিপতন্ত্যা মহারাজ পৃথিবী সমকম্পত।
তাং নামৃষ্যত কৌরব্যো গদাং প্রতিহতাং রণে ॥ ৪২
মত্তো দ্বিপ ইব ক্রুদ্ধঃ প্রতিকুঞ্জরদর্শনাৎ।
স সব্যং মণ্ডলং রাজা উদ্‌ভ্রাম্য কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৩
আজঘ্নে মূর্ধ্নি কৌন্তেয়ং গদয়া ভীমবেগয়া।
তয়া ত্বভিহতো ভীমঃ পুত্রেণ তব পাণ্ডবঃ ॥ ৪৪
নাকম্পত মহারাজ তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
আশ্চর্যং চাপি তদ্ রাজন্ সর্বসৈন্যান্যপূজয়ন্ ॥ ৪৫

ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ ভীমসেন আরও কুপিত হইয়া দুর্যোধনের সুবর্ণমণ্ডিতা মহাবেগবতী গদার উপর নিজের গদার আঘাত করিলেন ॥ ৩৯॥

মহারাজ! এই গদার আঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইল এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল বাহির হইতে লাগিল। সেই সময় এরূপ মনে হইতেছিল যে, যেন দুই দিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত দুইটি বজ্র পরস্পরকে আঘাত করিতেছে ॥ ৪০॥

রাজেন্দ্র! ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্তা বেগবতী গদা পতিতা হইলে পৃথিবী কম্পিতা হইলেন ॥ ৪১॥

যেরূপ ক্রুদ্ধ মদমত্ত হস্তী নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য গজরাজকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ রণাঙ্গনে নিজের গদাকে প্রতিহত হইতে দেখিয়া কুরুবংশজাত দুর্যোধন সহ্য করিতে পারিলেন না ॥

তাহার পর রাজা দুর্যোধন নিজের মনে দৃঢ়নিশ্চয় করত বামমণ্ডলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নিজের ভয়ঙ্করী বেগবতী গদার দ্বারা কুন্তীনন্দন ভীমসেনের মস্তকে প্রহার করিলেন ॥৪২॥-৪৩॥

মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্যোধনের আঘাতে পীড়িত হইয়াও পাণ্ডুসুত ভীমসেন বিচলিত হইলেন না। ইহা তখন যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়াই মনে হইতে লাগিল ॥ ৪৪॥

রাজন্! গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও ভীমসেন একপদও এদিক্ ওদিক্ হইলেন না। ইহা তখন অতিশয় মহাশ্চর্যের বিষয় ছিল। সকল সৈন্যেরাই তখন ইহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন ॥ ৪৫॥

যদ্ গদাভিহতো ভীমো নাকম্পত পদাৎ পদম্ ।
ততো গুরুতরাং দীপ্তাং গদাং হেমপরিষ্কৃতাম্ ॥ ৪৬
দুর্য্যোধনায় ব্যসৃজদ্ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
তং প্রহারমসম্ভ্রান্তো লাঘবেন মহাবলঃ ॥ ৪৭
মোঘং দুর্য্যোধনশ্চক্রে তত্রাভূদ্ বিস্ময়ো মহান্ ।
সা তু মোঘা গদা রাজন্ পতন্তী ভীমচোদিতা ॥ ৪৮
চালয়ামাস পৃথিবীং মহানির্ঘাতনিঃস্বনা ।
আস্থায় কৌশিকান্ মার্গানুৎপতন স পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৯
গদানিপাতং প্রজ্ঞায় ভীমসেনঞ্চ বঞ্চিতম্ ।
বঞ্চয়িত্বা গদা ভীমং গদয়া কুরুসত্তমঃ ॥ ৫০
তাড়য়ামাস সংক্রুদ্ধো বক্ষোদেশে মহাবলঃ ।
গদয়া নিহতো ভীমো মুহ্যমানো মহারণে ॥ ৫১
নাভ্যমন্যত কর্তব্যং পুত্রেণাভ্যাহতস্তব
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রাজন্ সোমক-পাণ্ডবাঃ ॥ ৫২
ভৃশোপহতসঙ্কল্পা ন হৃষ্টমনসোঽভবন্ ।

স তু তেন প্রহারেণ মাতঙ্গ ইব রোষিতঃ ॥৫৩
হস্তিবদ্ধস্তিসঙ্কাশমভিদুদ্রাব তে সুতম্ ।
ততস্তু তরসা ভীমো গদয়া তনয়ং তব ॥ ৫৪
অভিদুদ্রাব বেগেন সিংহো বনগজং যথা ।
উপসৃত্য তু রাজানং গদামোক্ষবিশারদঃ ॥ ৫৫
আবিধ্যত গদাং রাজন্ সমুদ্দিশ্য সুতং তব ।
অতাড়য়দ্ ভীমসেনঃ পার্শ্বে দুর্য্যোধনং তদা ॥৫৬
স বিহ্বলঃ প্রহারেণ জানুভ্যামগমন্মহীম্ ।
তস্মিন্ কুরুকুলশ্রেষ্ঠে জানুভ্যামবনীং গতে ॥ ৫৭
উদতিষ্ঠৎ ততো নাদঃ সৃঞ্জয়ানাং জগৎপতে ।
তেষাং তু নিনদং শ্রুত্বা সৃঞ্জয়ানাং নরর্ষভঃ ॥ ৫৮
অমর্ষাদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ পুত্রস্তে সমকুপ্যত ।
উত্থায় তু মহাবাহুর্মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ৫৯
দিধক্ষন্নিব নেত্রাভ্যাং ভীমসেনমবৈক্ষত ।
ততঃ স ভরতশ্রেষ্ঠো গদাপাণিরভিদ্রবন্ ॥ ৬০

তদনন্তর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমসেন দুর্য্যোধনের উপর নিজের সুবর্ণমণ্ডিতা, তেজস্বিনী ও অতিশয় ভয়াবহা গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬২

কিন্তু মহাবল দুর্য্যোধন ইহাতে অল্পও বিচলিত হইলেন না। তিনি নৈপুণ্যবশতঃ উহাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭২

রাজন্! ভীমসেনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা যখন ব্যর্থ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, সেই সময় গদা বজ্রপতনের শব্দের ন্যায় শব্দ করত পৃথিবীকে চালিত করিল ॥ ৪৮২

যখন রাজা দুর্য্যোধন দেখিলেন যে, ভীমসেনের গদা নিম্নে পতিত হইয়াছে এবং তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন ক্রুদ্ধ মহাবল কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন কৌশিক মার্গ অবলম্বন করত বারবার লাফাইয়া উঠিয়া ভীমসেনকে বঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার বক্ষে গদা প্রহার করিলেন ॥ ৪৯-৫০

সেই মহাসমরে গদার প্রহারপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেন যেন মূর্চ্ছিত হইয়া যাইলেন এবং ক্ষণকাল তাঁহার কোন কর্ত্তব্যজ্ঞানও ছিল না ॥ ৫১২

রাজন্! যখন ভীমসেনের এরূপ অবস্থা হইয়া যাইল, সেই সময় সোমক ও পাণ্ডবগণ অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের জয়লাভের আশা নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৫২২

সেই প্রহারে ভীমসেন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং যেরূপ এক গজরাজ অপর গজরাজের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি আপনার পুত্রের উপর আক্রমণ করিলেন ॥ ৫৩২

যেরূপ সিংহ বন্য হস্তীর উপর আক্রমণ করে, সেইরূপ ভীমসেন গদা লইয়া তীব্রবেগে আপনার পুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৪২

রাজন্! গদার প্রহার করিতে কুশল ভীমসেন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া গদা ঘুরাইলেন এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার বাসনায় তাঁহার পার্শ্বে আঘাত করিলেন ॥ ৫৫-৫৬

রাজন্! সেই প্রহারে ব্যাকুল হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জানুদ্বয় ভূমিতে স্পর্শ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। সেই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বীর দুর্য্যোধনকে জানুস্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া সৃঞ্জয়গণ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া আপনার পুত্র পুরুষপ্রবর মহাবাহু দুর্য্যোধন অমর্ষবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উত্থিত হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি দুই চক্ষুর দ্বারা ভীমসেনকে সেইভাবে দেখিতে থাকিলেন, যেন তিনি ভীমসেনকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন ॥৫৮-৫৯২

ভরতবংশের সেই শ্রেষ্ঠ বীর হস্তে গদাধারণ করত যুদ্ধস্থলে

প্রমথিষ্যন্নিব শিরো ভীমসেনস্য সংযুগে।
স মহাত্মা মহাত্মানং ভীমং ভীমপরাক্রমঃ ॥ ৬১
অতাড়য়চ্ছঙ্খদেশে ন চচালাচলোপমঃ।
স ভূয়ঃ শুশুভে পার্থস্তাড়িতো গদয়া রণে।
উদ্ভিন্নরুধিরো রাজন্ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৬২
ততো গদাং বীরহণীময়োময়ীং
প্রগৃহ্য বজ্রাশনিতুল্যনিঃস্বনাম্।
অতাড়য়চ্ছত্রুমমিত্রকর্ষণো
বলেন বিক্রম্য ধনঞ্জয়াগ্রজঃ ॥ ৬৩
স ভীমসেনাভিহতস্তবাত্মজঃ
পপাত সঙ্কম্পিতদেহবন্ধনঃ।
সুপুষ্পিতো মারুতবেগতাড়িতো
বনে যথা শাল ইবাবঘূর্ণিতঃ ॥ ৬৪
ততো প্রণেদুর্জহৃষুশ্চ পাণ্ডবাঃ
সমীক্ষ্য পুত্রং পতিতং ক্ষিতৌ তব।
ততঃ সুতস্তে প্রতিলভ্য চেতনাং
সমুৎপপাত দ্বিরদো যথা হ্রদাৎ ॥ ৬৫

স পার্থিবো নিত্যমমর্ষিতস্তদা
মহারথঃ শিক্ষিতবৎ পরিভ্রমন্।
অতাড়য়ৎ পাণ্ডবমগ্রতঃ স্থিতং
স বিহ্বলাঙ্গো জগতীমুপাস্পৃশৎ ॥ ৬৬
স সিংহনাদং বিননাদ কৌরবো
নিপাত্য ভূমৌ যুধি ভীমমোজসা।
বিভেদ চৈবাশনিতুল্যমোজসা
গদানিপাতেন শরীররক্ষণম্ ॥ ৬৭
ততোঽন্তরিক্ষে নিনদো মহানভূদ্
দিবৌকসামপ্সরসাঞ্চ নেদুষাম্।
পপাত চোচ্চৈরমরপ্রবেরিতং
বিচিত্রপুষ্পোৎকরবর্ষমুত্তমম্ ॥ ৬৮
ততঃ পরানাবিশদুত্তমং ভয়ং
সমীক্ষ্য ভূমৌ পতিতং নরোত্তমম্।
অহীয়মানঞ্চ বলেন কৌরবং
নিশাম্য ভেদং সুদৃঢ়স্য বর্মণঃ ॥ ৬৯

ভীমসেনের মস্তক বিধ্বস্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৬০ ॥

নিকটে উপস্থিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী মহাত্মা দুর্য্যোধন মহামনস্বী ভীমসেনের ললাটে গদার দ্বারা আঘাত করিলেন; কিন্তু ভীমসেন পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি অল্পও বিচলিত হইলেন না ॥ ৬১ ॥

রাজন্! রণাঙ্গনে সেই গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের মস্তক হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ইহাতে তিনি মদধারাবাহী গজরাজের ন্যায় অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর অর্জুনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুসূদন ভীমসেন বলপূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করত বজ্র ও অশনির তুল্য প্রচণ্ড শব্দকারিণী, বীর-বিনাশিনী লৌহময়ী গদা হস্তে লইয়া উহার দ্বারা নিজের শত্রুর উপর প্রহার করিলেন ॥ ৬৩

ভীমসেনের সেই প্রহারে আহত হইয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দেহবন্ধনসকল কম্পিত হইয়া উঠিল এবং বায়ুবেগে প্রতাড়িত হইয়া আনত ও পুষ্পযুক্ত শালবৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে তিনি ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৬৪

আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পাণ্ডবগণ হৃষ্ট হইলেন এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সংজ্ঞালাভ করিয়া সরোবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হস্তীর ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৬৫

সতত অমর্ষপূর্ণ মহারথী রাজা দুর্য্যোধন একজন সুশিক্ষিত যোদ্ধার ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে সম্মুখে অবস্থিত ভীমসেনকে পুনরায় গদা প্রহার করিলেন। এই গদার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ভীমসেনের সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল এবং তিনি ভূমি স্পর্শ করিলেন ॥ ৬৬

ভীমসেনকে যুদ্ধস্থলে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন সিংহধ্বনির ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া নিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে ভীমসেনের বজ্রতুল্য কবচকে ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৬৭

সেই সময় আকাশে হর্ষধ্বনিকারী দেবতা এবং অপ্সরাগণের মধ্যে মহাকোলাহল হইতে লাগিল। এই সময় দেবগণ কর্ত্তৃক উপরিভাগ হইতে বিচিত্র পুষ্পসমূহ উত্তমরূপে বর্ষিত হইতে থাকিল ॥ ৬৮

রাজন্! তদনন্তর তখন শত্রুরা ইহা দেখিলেন যে, ভীমসেনের সুদৃঢ় কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ধরাশায়ী

ততো মুহূর্তাদুপলভ্য চেতনাং
প্রমৃজ্য বক্ত্রং রুধিরাক্তমাত্মনঃ।
ধৃতিং সমালম্ব্য বিবৃত্য লোচনে
বলেন সংস্তভ্য বৃকোদরঃ স্থিতঃ ॥ ৭০

(ততো যমৌ যমসদৃশৌ পরাক্রমে
সপার্ষতঃ শিনিতনয়শ্চ বীর্য্যবান্।
সমাহ্বয়ন্নহমিত্যভিত্বরং-
স্তবাত্মজং সমভিযযুর্জয়ৈষিণঃ ॥

নিগৃহ্য তান্ পুনরপি পাণ্ডবো বলী
তবাত্মজং স্বয়মভিগম্য কালবৎ।
চচার চ ব্যপগতখেদবেপথুঃ
সুরেশ্বরো নমুচিমিবোত্তমং রণে।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি গদাযুদ্ধে
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

হইয়াছেন এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনের শক্তি ক্ষীণ হয় নাই, তখন শত্রুদের মনে অতিশয় ভীতির সঞ্চার হইল ॥ ৬৯

তাহার পর মুহূর্ত্তকাল পরে ভীমসেন রক্তে আপ্লুত নিজের মুখ মার্জ্জিত করিয়া উত্থিত হইলেন এবং বলপূর্ব্বক ধৈর্য্য অবলম্বন করত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে দেখিতে পুনরায় যুদ্ধের জন্ত দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৭০

(সেই সময় যমরাজতুল্য পরাক্রমশালী নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং পরাক্রমশালী শিনিপৌত্র সাত্যকি—ইঁহারা সকলে জয়াভিলাষী 'আমি যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধ করিব', এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ত্বরা করিয়া আপনার পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ও তাঁহার উপর আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু বলবান্ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন তাঁহাদের সকলকে নিবারণ করিয়া স্বয়ংই আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের উপর কালের ন্যায় আক্রমণ করিলেন এবং খেদ ও কম্পরহিত হইয়া তিনি রণাঙ্গনে সেইভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ দৈত্য নমুচির উপর আক্রমণ করত যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে গদাযুদ্ধবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরালাপঃ,অর্জুনস্য সঙ্কেতানুসারেণ দুর্য্যোধনস্যোরূ ভঙ্‌ক্ত্বা ভীমসেনেন তস্য ভূপাতনম্, ভীষণোৎপাতানাং প্রাদুর্ভাবশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
সমুদীর্ণং ততো দৃষ্ট্বা সংগ্রামং কুরুমুখ্যয়োঃ।
অথাব্রবীদর্জ্জুনস্তু বাসুদেবং যশস্বিনম্ ॥ ১
অনয়োর্বীরয়োর্যুদ্ধে কো জ্যায়ান্ ভবতো মতঃ।
কস্য বা কো গুণো ভূয়ানেতদ্ বদ জনার্দন ॥ ২

বাসুদেব উবাচ।
উপদেশোঽনয়োস্তুল্যো ভীমস্তু বলবত্তরঃ।
কৃতী যত্নপরস্ত্বেষ ধার্তরাষ্ট্রো বৃকোদরাৎ ॥ ৩
ভীমসেনস্তু ধর্মেণ যুধ্যমানো ন জেষ্যতি।
অন্যায়েন তু যুধ্যন্ বৈ হন্যাদেব সুযোধনম্ ॥ ৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বার্তালাপ এবং অর্জুনের সঙ্কেত অনুসারে দুর্য্যোধনের উরু বিদীর্ণ করিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক তাঁহার ভূপাতন ও ভীষণ উৎপাতসকলের প্রাদুর্ভাব।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! কুরুকুলের সেই দুই প্রধান বীরদ্বয়ের সেই সংগ্রাম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া অর্জুন যশস্বী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

জনার্দ্দন! আপনার মতে এই দুই বীরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কিংবা কাহার মধ্যে কোন গুণ অধিক? ইহা আমাকে বলুন ॥ ২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অর্জুন! এই দুই জনের শিক্ষা ত' সমান বলিয়াই আমার মনে হইতেছে, কিন্তু ভীমসেন বলে অধিক এবং এই দুর্যোধন তাহা অপেক্ষা অভ্যাস ও প্রযত্নে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩

যদি ভীমসেন ধর্ম্মপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকে, তবে কখনও

মায়য়া নির্জ্জিতা দৈবৈরসুরা ইতি নঃ শ্রুতম্ ।
বিরোচনস্তু শক্রেণ মায়য়া নির্জ্জিতঃ স বৈ ॥ ৫
মায়য়া চাক্ষিপৎ তেজো বৃত্রস্য বলসূদনঃ ।
তস্মান্মায়াময়ং ভীম আতিষ্ঠতু পরাক্রমম্ ॥ ৬
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ ভীমেন দ্যূতকালে ধনঞ্জয় ।
উরূ ভেৎস্যামি তে সংখ্যে গদয়েতি সুযোধনম্ ॥ ৭
সোঽয়ং প্রতিজ্ঞাং তাং চাপি পালয়ত্বরিকর্ষণঃ ।
মায়াবিনং তু রাজানং মায়য়ৈব নিকৃন্ততু ॥ ৮
যদ্যেষ বলমাস্থায় ন্যায়েন প্রহরিষ্যতি ।
বিষমস্থস্ততো রাজা ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
পুনরেব তু বক্ষ্যামি পাণ্ডবেয় নিবোধ মে ।
ধর্ম্মরাজাপরাধেন ভয়ং নঃ পুনরাগতম্ ॥ ১০
কৃত্বা হি সুমহৎ কর্ম হত্বা ভীষ্মমুখান্ কুরূন্ ।

জয়লাভ করিতে পারিবে না এবংঅন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলে পর সে নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে বধ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪

আমরা শুনিয়াছি, পুরাকালে দেবগণ মায়ার দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রও মায়ার দ্বারাই বিরোচনকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৫

বলাসুরহন্তা ইন্দ্র মায়ার দ্বারা বৃত্রাসুরের তেজ নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেইজন্ত ভীমসেন এস্থলে মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুক ॥ ৬

ধনঞ্জয়! পাশাখেলার সময় ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়াছিল যে, আমি যুদ্ধে গদার আঘাতে তোমার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিব ॥ ৭

অতএব শত্রুসূদন ভীমসেন নিজের সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুক এবং মায়াবী রাজা দুর্য্যোধনকে মায়ার দ্বারাই বিনাশ করুক ॥ ৮

যদি ভীমসেন বলের আশ্রয় গ্রহণ করত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকে, তবে রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় বিষম পরিস্থিতিতে পতিত হইবেন ॥ ৯

পাণ্ডুনন্দন! আমি পুনরায় এই কথা বলিতেছি, তুমি উহা একান্তচিত্তে শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অপরাধে আমাদের পুনরায় ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১০

কঠোর প্রযত্ন করিয়া ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরব-যোদ্ধাদিগকে বিনাশ করত বিজয় ও শ্রেষ্ঠ যশ লাভ করা হইয়াছে এবং শত্রুতার পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে। এইভাবে যে

জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাতিতম্ ॥ ১১
তদেবং বিজয়ঃ প্রাপ্তঃ পুনঃ সংশয়িতঃ কৃতঃ ।
অবুদ্ধিরেষা মহতী ধর্ম্মরাজস্য পাণ্ডব ॥ ১২
যদেকবিজয়ে যুদ্ধং পণিতং ঘোরমীদৃশম্ ।
সুযোধনঃ কৃতী বীর একায়নগতস্তথা ॥ ১৩
অপি চোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ ।
শ্লোকস্তত্ত্বার্থসহিতস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৪
পুনরাবর্তমানানাং ভগ্নানাং জীবিতৈষিণাম্ ।
ভেতব্যমরিশেষাণামেকায়নগতা হিতে ॥ ১৫
সাহসোৎপতিতানাঞ্চ নিরাশানাঞ্চ জীবিতে ।
ন শক্যমগ্রতঃ স্থাতুং শক্রেণাপি ধনঞ্জয় ॥ ১৬
সুযোধনমিমং ভগ্নং হতসৈন্যং হ্রদং গতম্ ।
পরাজিতং বনপ্রেপ্সুং নিরাশং রাজ্যলম্ভনে ॥ ১৭

জয়লাভ হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় তিনি সংশয়ে পাতিত করিয়াছেন ॥ ১১½

পাণ্ডুনন্দন! একেরই জয়-পরাজয়ে সকলের জয় পরাজয়রূপ সর্ত্ত করিয়া ইনি এই যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধরূপ পাশাখেলার পণ রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মরাজের অতিশয় নির্বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে ॥১২½

দুর্য্যোধন যুদ্ধসম্বন্ধে সুশিক্ষিত, বীর এবং মরিয়া হইয়া যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছে। এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্যকথিত একটি প্রাচীন শ্লোক শুনা যায়, নীতিশাস্ত্রের তাত্ত্বিক অর্থে পরিপূর্ণ সেই শ্লোক আমি শুনাইতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ কর ॥ ১৩-১৪

হতাবশিষ্ট শত্রুগণ যদি যুদ্ধে প্রাণরক্ষার ইচ্ছায় পলায়ন করে এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসে, তবে তাহাদের নিকট হইতে ভীতির সম্ভাবনা আছে; কারণ, তাহারা তখন একটি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। (সেই সময় তাহারা মৃত্যু হইতেও ভীত হয় না বলিয়া যুদ্ধকেই বরণ করিয়া থাকে) ॥১৫

ধনঞ্জয়! যাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করত সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য লম্প-ঝম্প করে, তাহাদের নিকটে ইন্দ্রও অবস্থান করিতে পারেন না ॥ ১৬

এই দুর্য্যোধনের সৈন্যেরা নিহত হইয়াছে। সে পরাজিত হইয়াছে এবং রাজ্য প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া বন গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; সেইজন্য সে পলায়ন করত হ্রদমধ্যে আত্ম-গোপন করিয়াছিল, এরূপ হতাশ শত্রুকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সমরাঙ্গণে পুনরায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া থাকে? ১৭½

কো হ্যেষ সংযুগে প্রাজ্ঞঃ পুনর্দ্বন্দ্বে সমাহ্বয়েৎ ।
অপি নো নির্জ্জিতং রাজ্যং ন হরেত সুযোধনঃ ॥ ১৮
যস্ত্রয়োদশবর্ষাণি গদয়া কৃতনিশ্রমঃ ।
চরত্যূর্দ্ধ্বঞ্চ তির্য্যক্ চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥ ১৯
এনং চেন্ন মহাবাহুরন্যায়েন হনিষ্যতি ।
এষ বঃ কৌরবো রাজা ধার্তরাষ্ট্রো ভবিষ্যতি ॥ ২০
ধনঞ্জয়স্তু শ্রুত্বৈতৎ কেশবস্য মহাত্মনঃ ।
প্রেক্ষতো ভীমসেনস্য সব্যমূরুমতাড়য়ৎ ॥ ২১
গৃহ্য সংজ্ঞাং ততো ভীমো গদয়া ব্যচরদ্ রণে ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ ॥ ২২
দক্ষিণং মণ্ডলং সব্যং গোমূত্রকমথাপি চ ।
ব্যচরৎ পাণ্ডবো রাজন্নরিং সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৩
তথৈব তব পুত্রোঽপি গদামার্গবিশারদঃ ।
ব্যচরল্লঘু চিত্রঞ্চ ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥ ২৪

আধুন্বন্তৌ গদে ঘোরে চন্দনাগরুরূষিতে ।
বৈরস্যান্তং পরীপ্সন্তৌ রণে ক্রুদ্ধাবিবান্তকৌ ॥ ২৫
অন্যোন্যং তৌ জিঘাংসন্তৌ প্রবীরৌ পুরুষর্ষভৌ ।
যুযুধাতে গরুত্মন্তৌ যথা নাগামিষৈষিণৌ ॥ ২৬
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরতোর্নৃপ-ভীময়োঃ ।
গদাসম্পাতজাস্তত্র প্রজজ্ঞুঃ পাবকার্চিষঃ ॥ ২৭
সমং প্রহরতোস্তত্র শূরয়োর্বলিনোর্মৃধে ।
ক্ষুব্ধয়োর্বায়ুনা রাজন্ দ্বয়োরিব সমুদ্রয়োঃ ॥ ২৮
তয়োঃ প্রহরতোস্তুল্যং মত্তকুঞ্জরয়োরিব ।
গদানির্ঘাতসংহ্রাদঃ প্রহারাণামজায়ত ॥ ২৯
তস্মিংস্তদা সম্প্রহারে দারুণে সঙ্কুলে ভৃশম্ ।
উভাবপি পরিশ্রান্তৌ যুধ্যমানাবরিন্দমৌ ॥ ৩০
তৌ মুহূর্তং সমাশ্বস্য পুনরেব পরন্তপ ।
অভ্যহারয়তাং ক্রুদ্ধৌ প্রগৃহ্য মহতী গদে ॥ ৩১

কখনও এরূপ যেন না হয় যে, আমাদের জয় করা রাজ্য পুনরায় দুর্যোধন কাড়িয়া লইতে পারে। সে তের বৎসরকাল নিরন্তর গদার দ্বারা যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ও শ্রম করিয়াছে। দেখ, সে ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য এদিক্ ওদিক্ ও উপরের দিকে বিচরণ করিতেছে ॥ ১৮-১৯

যদি মহাবাহু ভীমসেন অন্যায় পূর্ব্বক ইহাকে বধ না করে, তবে এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনই তোমাদের এবং সমস্ত কৌরবকুলের রাজা হইবে ॥ ২০

মহাত্মা ভগবান্ কেশবের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ভীমসেনকে দেখিতে দেখিতে নিজের বাম জঙ্ঘাকে হস্তের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ইহাতে সঙ্কেত লাভ করত ভীমসেন রণাঙ্গনে গদা দ্বারা যমক ও অন্যান্য নানা প্রকারের বিচিত্র মণ্ডল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজন্! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নিজের শত্রু দুর্যোধনকে মোহিত করিতে করিতে দক্ষিণ, বাম ও গোমূত্রক-মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥ ২৩

এইরূপ গদাযুদ্ধ-প্রণালীতে বিশেষজ্ঞ আপনার পুত্র দুর্যোধনও ভীমসেনকে বধ করিবার বাসনায় অতিক্রত বিচিত্র পদ্ধতিসমূহ দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪

শত্রুতার অবসানকল্পে এই দুই বীর রনাঙ্গণে চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত ভয়ঙ্কর গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে কুপিত কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন ॥ ২৫

যেরূপ দুইটি গরুড়পক্ষী কোন সর্পের মাংসের জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরস্পরকে বধ করিতে ইচ্ছুক সেই দুই পুরুষপ্রবর বীর ভীমসেন ও দুর্যোধন পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলেন ॥ ২৬

বিচিত্র মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে রাজা দুর্যোধন ও ভীমসেনের গদার আঘাতে সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ২৭

রাজন্! যেরূপ বায়ুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ দুইটি সমুদ্র পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে অথবা মদমত্ত দুইটি হস্তী পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই যুদ্ধস্থলে পরস্পরকে সমানরূপে প্রহারকারী এই দুই বলবান্ বীর পরস্পরকে আঘাত করিলে পর সেই গদার আঘাত হইতে বজ্রাঘাতসদৃশ শব্দ উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ২৮-২৯

সেই সময় সেই অত্যন্ত তুমুল যুদ্ধে শত্রুদমনকারী এই দুই বীর পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩০

শত্রুতাপন ভূপাল! তখন উভয়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বিশাল গদা হস্তে ধারণ করত ক্রোধের সহিত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং ঘোররূপমসংবৃতম্ ।
গদানিপাতৈ রাজেন্দ্র তক্ষতোর্বৈ পরস্পরম্ ॥ ৩২
সমরে প্রক্রুতৌ তৌ তু বৃষভাক্ষৌ তরস্বিনৌ ।
অন্যোন্যং জঘ্নতুর্বীরৌ পঙ্কস্থৌ মহিষাবিব ॥ ৩৩
জর্জরীকৃতসর্বাঙ্গৌ রুধিরেণাভিসংপ্লুতৌ ।
দদৃশাতে হিমবতি পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৩৪
দুর্য্যোধনস্তু পার্থেন বিবরে সম্প্রদর্শিতে ।
ঈষদুন্মিষমাণস্তু সহসা প্রসসার হ ॥ ৩৫
তমভ্যাসগতং প্রাজ্ঞো রণে প্রেক্ষ্য বৃকোদরঃ ।
অবাক্ষিপদ্ গদাং তস্মিন্ বেগেন মহতা বলী ॥ ৩৬
আক্ষিপন্তং তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রস্তব বিশাম্পতে ।
অবাসর্পৎ ততঃ স্থানাৎ সা মোঘা ন্যপতদ্ ভুবি ॥৩৭
মোক্ষয়িত্বা প্রহারং তং সুতস্তব সুসম্ভ্রমাৎ ।
ভীমসেনঞ্চ গদয়া প্রাহরৎ কুরুসত্তম ॥ ৩৮

রাজেন্দ্র! গদার আঘাতে পরস্পর পরস্পরকে আহত করিতে করিতে এই দুই বীরের মধ্যে তখন নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন যুদ্ধ চলিতে লাগিল ॥ ৩২

বৃষতুল্য বিশাললোচন এই দুই বেগশালী বীর সমরাঙ্গণে পরস্পরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিয়া পঙ্কে অবস্থিত দুইটি মহিষের ন্যায় পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

ইঁহাদের উভয়ের সর্ব্বাঙ্গ গদার প্রহারে জর্জরিত হইয়া গিয়াছিল এবং উভয়েই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা হিমালয়ের উপরে বিকসিত দুইটি পলাশ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ৩৪

যখন অর্জুন ছিদ্রের দিকে সঙ্কেত করিলেন, তখন দুর্য্যোধন ঈষৎ নিমীলিত চক্ষে উহা দর্শন করত দুর্য্যোধন সহসা ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৩৫

রণাঙ্গনে তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ এবং বলবান্ ভীমসেন তাঁহার উপর তীব্রবেগে গদাঘাত করিলেন ॥ ৩৬

প্রজানাথ! তাঁহাকে গদাঘাত করিতে দেখিয়া আপনার পুত্র সহসা সেস্থান হইতে সরিয়া যাইলেন এবং সেই গদা ব্যর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ সেই প্রহার হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভীমসেনকে গদার দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৩৮

তাঁহার গদাঘাতে অমিততেজস্বী ভীমসেনের শরীর হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে প্রহারের

তস্য বিস্যন্দমানেন রুধিরেণামিতৌজসঃ ।
প্রহারগুরুপাতাচ্চ মূর্চ্ছেব সমজায়ত ॥ ৩৯
দুর্য্যোধনো ন তং বেদ পীড়িতং পাণ্ডবং রণে ।
ধারয়ামাস ভীমোঽপি শরীরমতিপীড়িতম্ ॥ ৪০
অমন্যত স্থিতং হ্যেনং প্রহরিষ্যন্তমাহবে ।
অতো ন প্রাহরৎ তস্মৈ পুনরেব তবাত্মজঃ ॥ ৪১
ততো মুহূর্তমাশ্বস্য দুর্য্যোধনমুপস্থিতম্ ।
বেগেনাভ্যপতদ্ রাজন্ ভীমসেনঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪২
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য সংরব্ধমমিতৌজসম্ ।
মোঘমস্য প্রহারং তং চিকীর্ষুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৩
অবস্থানে মতিং কৃত্বা পুত্রস্তব মহামনাঃ ।
ইয়েষোৎপতিতুং রাজংশ্ছলয়িষ্যন্ বৃকোদরম্ ॥ ৪৪
অবুধ্যদ্ ভীমসেনস্তু রাজ্ঞস্তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
অথাস্য সমভিদ্রুত্য সমুৎক্রুশ্য চ সিংহবৎ ॥ ৪৫

গুরুতর আঘাতে তাঁহার যেন মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৯

সেই সময় দুর্য্যোধন ইহা জানিতে পারিলেন না যে, রণাঙ্গনে পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন অধিক পীড়িত হইয়াছেন। যদিও তাঁহার শরীরে অত্যন্ত বেদনা হইতেছিল, তথাপি ভীমসেন ধৈর্য্যসহকারে উহা সহ্য করিয়া লইলেন ॥ ৪০

দুর্য্যোধন তখন মনে করিতেছিলেন যে, রণাঙ্গনে ভীমসেন অতঃপর আমাকে প্রহার করিবে, সেইজন্য নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আর তখন ভীমসেনকে প্রহার করিলেন না ॥

রাজন্! তদনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপশালী ভীমসেন নিকটে উপস্থিত দুর্য্যোধনের উপর তীব্রবেগে আক্রমণ করিলেন ॥ ৪১-৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! অমিততেজস্বী ভীমসেনকে রোষসহকারে ধাবিত হইতে দেখিয়া আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার সেই প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ৪৩

রাজন্! ভীমসেনকে ছলনা করিবার জন্য আপনার মহামনা পুত্র দুর্য্যোধন প্রথমে সেস্থলে অবস্থান করিতে স্থির করিয়া পরে লম্ফপ্রদান করত দূরে সরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন ॥ ৪৪

কিন্তু ভীমসেন ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, দুর্য্যোধন কি করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব মণ্ডলাকাররীতিতে ছলনা ও উপরের দিকে উল্লম্ফন করিতে ইচ্ছুক দুর্য্যোধনের উপর

স্থত্যা বঞ্চয়তো রাজন্ পুনরেবোৎপতিষ্যতঃ
উরুভ্যাং প্রাহিণোদ্ রাজন্ গদাং বেগেন পাণ্ডবঃ॥৪৬
সা বজ্রনিষ্পেষসমা প্রহিতা ভীমকর্মণা।
উরূ দুর্যোধনস্যাথ বভঞ্জ প্রিয়দর্শনৌ ॥৪৭
স পপাত নরব্যাঘ্রো বসুধামনুনাদয়ন্।
ভগ্নোরুর্ভীমসেনেন পুত্রস্তব মহীপতে ॥ ৪৮
ববুর্বাতাঃ সনির্ঘাতাঃ পাংশুবর্ষং পপাত চ।
চচাল পৃথিবী চাপি সবৃক্ষক্ষুপপর্বতা ॥ ৪৯
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে পত্যৌ সর্বমহীক্ষিতাম্।
মহাস্বনা পুনর্দীপ্তা সনির্ঘাতা ভয়ঙ্করী ॥ ৫০
পপাত চোল্কা মহতী পতিতে পৃথিবীপতৌ।
তথা শোণিতবর্ষঞ্চ পাংশুবর্ষঞ্চ ভারত ॥ ৫১
ববর্ষ মঘবাংস্তত্র তব পুত্রে নিপাতিতে।
যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ পিশাচানাং তথৈব চ ॥ ৫২
অন্তরিক্ষে মহানাদঃ শ্রূয়তে ভরতর্ষভ।

তেন শব্দেন ঘোরেণ মৃগাণামথ পক্ষিণাম্ ॥৫৩
জজ্ঞে ঘোরতরঃ শব্দো বহূনাং সর্বতোদিশম্।
যে তত্র বাজিনঃ শেষা গজাশ্চ মনুজৈঃ সহ ॥ ৫৪
মুমুচুস্তে মহানাদং তব পুত্রে নিপাতিতে।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গানামভবচ্চ স্বনো মহান্ ॥ ৫৫
অন্তর্ভূমিগতশ্চৈব তব পুত্রে নিপাতিতে।
বহুপাদৈর্বহুভুজৈঃ কবন্ধৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ॥ ৫৬
নৃত্যদ্ভির্ভয়দৈর্ব্যাপ্তা দিশস্তত্রাভবন্ নৃপ।
ধ্বজবন্তোঽস্ত্রবন্তশ্চ শস্ত্রবন্তস্তথৈব চ ॥ ৫৭
প্রাকম্পন্ত ততো রাজংস্তব পুত্রে নিপাতিতে।
হ্রদাঃ কূপাশ্চ রুধিরমুদ্বেমুর্নৃপসত্তম ॥ ৫৮
নদ্যশ্চ সুমহাবেগাঃ প্রতিস্রোতোবহাভবন্।
পুংলিঙ্গা ইব নার্য্যস্তু স্ত্রীলিঙ্গাঃ পুরুষাভবন্ ॥৫৯
দুর্যোধনে তদা রাজন্ পতিতে তনয়ে তব।
দৃষ্ট্বা তানদ্ভুতোৎপাতান্ পাঞ্চালাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৬০

আক্রমণ করত ভীমসেন সিংহসদৃশ গর্জন করিলেন এবং তাঁহার জঙ্ঘার উপর সবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৫-৪৬

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীমসেনকর্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই গদা বজ্রপাতের ন্যায় পতিত হইল এবং দুর্য্যোধনের দেখিতে সুন্দর উরুকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল ॥ ৪৭

মহীপতে! এইভাবে ভীমসেন যখন তাঁহার উরু ভাঙ্গিয়া দিলেন, তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে পতিত হইলেন ॥ ৪৮

তারপর সমস্ত ভূপতিগণের অধিপতি বীর রাজা দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইলে পর সেস্থানে বিদ্যুৎস্ফুরণের সহিত প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, ধূলি বর্ষিত হইতে থাকিল এবং বৃক্ষ, বন ও পর্ব্বতসকলের সহিত সমগ্রা ধরণী কম্পিতা হইতে থাকিলেন ॥ ৪৯½

পৃথিবীপতি দুর্য্যোধন পতিত হইলে পর আকাশ হইতে পুনরায় প্রচণ্ড শব্দ ও বিদ্যুতের ঘর্ঘর শব্দের সহিত প্রজ্বলিত, ভয়ঙ্কর ও বিশাল উল্কা ভূমিতে পতিত হইল ॥ ৫০½

হে ভারত! আপনার পুত্র ধরাশায়ী হইলে পর ইন্দ্র সেস্থানে রক্ত ও ধূলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫১½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আকাশে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের মহাকোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৫২½

এই ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত বহুসংখ্যক পশু ও পক্ষিগণের ভয়ানক শব্দও চারিদিক হইতে উত্থিত হইতে থাকিল ॥ ৫৩,

সেখানে যে সমস্ত অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভূপাতিত হইলে পর মহা কোলাহল করিতে লাগিল ॥ ৫৪½

রাজন্! যখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভূপাতিত হইলেন, সেই সময় এই ভূতলে ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসকলের গম্ভীর শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৫৫½

হে নৃপ! সেস্থানে সর্ব্বদিক হইতে নৃত্য করিতে করিতে বহু পদ ও হস্তবিশিষ্ট ঘোরতর এবং ভয়ঙ্কর কবন্ধসকল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৬,

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইলে পর সেস্থলে অস্ত্র ও ধ্বজধারী বীর যোদ্ধারা কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

নৃপশ্রেষ্ঠ! হ্রদ ও কূপসকল রক্ত উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল এবং অতিশয় বেগবতী নদীসমূহ বিপরীত দিকে (নিজেদের উৎপত্তি স্থানের দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল ॥৫৮½)

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইলে পর স্ত্রীগণের মধ্যে পুরুষত্ব ও পুরুষসকলের মধ্যে স্ত্রীত্বসূচক লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইল ॥ ৫৯½

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই অদ্ভুত উৎপাতসকল দেখিয়া পাণ্ডবগণের

আবিগ্নমনসঃ সর্ব্বে বভূবুর্ভরতর্ষভ।
যযুর্দেবা যথাকামং গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥ ৬১
কথয়ন্তোঽদ্ভুতং যুদ্ধং সুতয়োস্তব ভারত।
তথৈব সিদ্ধা রাজেন্দ্র তথা বাতিকচারণাঃ

নরসিংহৌ প্রশংসন্তো বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥ ৬২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি দুর্য্যোধনবধেঽষ্ট-পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

সহিত সমস্ত পাঞ্চালেরা মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন ॥ ৬০½

ভারত! তদনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ আপনার দুই পুত্র ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের সেই গদাযুদ্ধের আলোচনা করিতে করিতে নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ৬১½

রাজেন্দ্র! এইরূপ সিদ্ধ, বাতিক (বায়ুচারী) ও চারণগণ এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন ও দুর্য্যোধনের প্রশংসা করিতে করিতে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে গমন করিলেন ॥ ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্য্যোধন-বধবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন দুর্যোধনস্য তিরস্কারঃ, ভীমং প্রবোধ্য যুধিষ্ঠিরেণান্যায়াৎ তস্য নিবর্ত্তনম্, দুর্য্যোধনং সমাশ্বাসয়তো যুধিষ্ঠিরস্য খেদপ্রকাশশ্চ।]

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদ্গতম্।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥ ১
উন্মত্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্ব্বে তে চাপি সোমকাঃ ॥ ২
ততো দুর্য্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
পাতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপগম্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩
গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ দ্রৌপদীমেকবাসসম্।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি দুর্মতে ॥ ৪
তস্যাবহাসস্য ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্নুহি।
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ ॥ ৫
শিরশ্চ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়ৎ।
তথৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দনঃ ॥ ৬
পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং যৎ তচ্ছৃণু নরাধিপ।
যেঽস্মান্ পুরোপনৃত্যন্ত মূঢা গৌরিতি গৌরিতি ॥ ৭

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের তিরস্কার, ভীমসেনকে বুঝাইয়া যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক তাঁহাকে অন্যায় হইতে নিবৃত্তিকরণ এবং দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ দুর্য্যোধনকে উচ্চ ও বিশাল শাল-বৃক্ষের ন্যায় পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং নিকটে যাইয়া দেখিতে লাগিলেন ॥ ১

সমস্ত সোমকগণও সিংহের দ্বারা পাতিত মদমত্ত গজরাজের ন্যায় যখন দুর্য্যোধনকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলেন, তখন হর্ষবশতঃ তাঁহাদেরও রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ॥ ২

এইভাবে দুর্য্যোধনকে হতপ্রায় করিয়া দিয়া প্রতাপশালী ভীমসেন সেই পাতিত কৌরবরাজের নিকট গমন করত বলিলেন ॥ ৩

রে দুর্মতি মূর্খ! তুমি আমাকে পূর্ব্বে 'গোরু গোরু' বলিয়া এবং এক বস্ত্রধারিণী রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া আমাদিগকে যে উপহাস করিয়াছিলে ও আমাদের সকলকে যে কটু বচন শুনাইয়াছিলে, সেই উপহাসের ফল আজ তুমি গ্রহণ কর ॥৪½

এই কথা বলিয়া ভীমসেন নিজ বামপদের দ্বারা রাজশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনের ললাটের উপরিভাগ স্পর্শ করিলেন এবং এই পাদের দ্বারা তাঁহার মস্তকটিকে আলোড়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫½

হে নরাধিপ! এইভাবে শত্রুসৈন্যদের সংহারকারী ভীমসেন ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত পুনরায় যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥ ৬½

যে সকল মূর্খ প্রথমে আমাদিগকে 'গোরু গোরু' বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, আজ তাহাদিগকে 'গোরু গোরু' বলিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করত আমরা আনন্দে নৃত্য করিতেছি ॥ ৭½

তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি।
নাস্মাকং নিকৃতির্বহ্নির্নাক্ষদ্যূতং ন বঞ্চনা।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবাধামো বয়ং রিপূন্ ॥ ৮

সোহবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং
বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্য।
যুধিষ্ঠিরং কেশব-সৃঞ্জয়াংশ্চ
ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতৌ চ ॥ ৯

রজস্বলাং দ্রৌপদীমানয়ন্ যে
যে চাপ্যকুর্বন্ত সদস্যবস্ত্রাম্।
তান্ পশ্যধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রান্
রণে হতাংস্তপসা যাজ্ঞসেন্যাঃ ॥ ১০

যে নঃ পুরা ষণ্ঢতিলানবোচন্
ক্রূরা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ
কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ ॥ ১১

ছল কপটতা করা, গৃহে অগ্নিসংযোগ করা, পাশাখেলা অথবা প্রতারণা করা আমাদের কার্য্য নহে। আমরা ত' নিজেদের বাহুবলেরই আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে সন্তাপিত করি ॥ ৮

এইভাবে গুরুতর বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভীমসেন ধীরে ধীরে হাস্য করিতে করিতে যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, সৃঞ্জয়গণ, অর্জুন ও মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেবকে বলিলেন ॥ ৯

যাহারা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভায় আনাইয়া ছিল এবং যাহারা তাহাকে জনপূর্ণ সভামধ্যে নগ্ন করিবার অপচেষ্টা করিয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে দ্রৌপদীর তপস্যায় পাণ্ডবেরা রণাঙ্গনে বধ করিয়াছে—ইহা সকলেই দর্শন কর ॥ ১০

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের যে ক্রূর পুত্রগণ আমাদিগকে অঙ্কুর উদ্গম করিতে অসমর্থ নপুংসক-তিল বলিয়াছিল, তাহারা সকলে সেবক ও সম্বন্ধীদিগের সহিত আমাদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। ইহার পর আমরা স্বর্গেই যাই কিংবা নরকেই পতিত হই—তাহার কোন চিন্তা নাই ॥ ১১

এই কথা বলিয়া ভীমসেন ভূতলে পতিত রাজা দুর্য্যোধনের স্কন্ধে স্থিত গদা কাড়িয়া লইলেন এবং বামপদের দ্বারা তাঁহার মস্তক মর্দ্দিত করিয়া তাঁহাকে ক্রূর ও কপটী বলিলেন ॥ ১২

পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ
স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্য।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমৃদ্য
দুর্য্যোধনং কৃতিকং ন্যবোচৎ ॥ ১২

হৃষ্টেন রাজন্ কুরুসত্তমস্য
ক্ষুদ্রাত্মনা ভীমসেনেন পাদম্।
দৃষ্ট্বা কৃতং মূর্ধনি নাভ্যনন্দন্
ধর্মাত্মানঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥ ১৩

তব পুত্রং তথা হত্বা কথমানং বৃকোদরম্।
নৃত্যমানঞ্চ বহুশো ধর্মরাজোহব্রবীদিদম্ ॥ ১৪
গতোহসি বৈরস্যানৃণ্যং প্রতিজ্ঞা পূরিতা ত্বয়া।
শুভেনাথাশুভেনৈব কর্মণা বিরমাধুনা ॥ ১৫
মা শিরোহস্য পদা মার্দীর্মা ধর্মস্তেহতিগো ভবেৎ।
রাজা জ্ঞাতির্হতশ্চায়ং নৈতন্ন্যায্যং তবানঘ ॥ ১৬
একাদশচমূনাথং কুরূণামধিপং তথা।
মা স্প্রাক্ষীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥ ১৭

রাজন্! ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভীমসেন হৃষ্ট হইয়া কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকের উপরে পদ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া সোমকগণের মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহারা ইহাতে সুখী হইতে পারিলেন না এবং উহা অনুমোদনও করিলেন না ॥ ১৩

আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহতপ্রায় করিয়া দিয়া আস্ফালনসূচক ও আত্মশ্লাঘাসূচক বহু বাক্যভাষী এবং নৃত্যপরায়ণ ভীমসেনকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

ভীম! তুমি শত্রুতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ। তুমি শুভ অথবা অশুভ কর্ম্মের দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ। এখন তুমি এই কার্য্য হইতে বিরত হও ॥ ১৫

তুমি পদের দ্বারা ইহার মস্তক মর্দ্দিত করিও না। তোমার দ্বারা ধর্ম্মলঙ্ঘন হওয়া উচিত নয়। নিষ্পাপ! দুর্য্যোধন রাজা এবং আমাদের জ্ঞাতি বন্ধু, এখন তোমার ইহার সহিত এরূপ আলাপ করা ন্যায়োচিত হইবে না ॥ ১৬

ভীম! একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি এবং নিজের জ্ঞাতি বান্ধব কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে পদের দ্বারা আঘাত করিও না ॥ ১৭

হতবন্ধুর্হতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মৃধে।
সর্বাকারেণ শোচ্যোঽয়ং নাবহাস্যোঽয়মীশ্বরঃ ॥ ১৮
বিধ্বস্তোঽয়ং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ।
উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায্যং কৃতং ত্বয়া ॥ ১৯
ধার্মিকো ভীমসেনোঽসাবিত্যাহুস্ত্বাং পুরা জনাঃ।
স কস্মাদ্ ভীমসেন ত্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥২০
ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনং তু সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ।
উপসৃত্যাব্রবীদ্ দীনো দুর্যোধনমরিন্দমম্ ॥২১
তাত মন্যুর্ন তে কার্য্যো নাত্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা।
নূনং পূর্বকৃতং কর্ম সুঘোরমনুভূয়তে ॥ ২২
ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নূনং ফলমসংস্কৃতম্।
যদ্ বয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্ত্বং চাস্মান্ কুরুসত্তম ॥ ২৩
আত্মনো হ্যপরাধেন মহদ্ ব্যসনমীদৃশম্।
প্রাপ্তবানসি যল্লোভান্মদাদ্ বাল্যাচ্চ ভারত ॥ ২৪
ঘাতয়িত্বা বয়স্যাংশ্চ ভ্রাতৄনথ পিতৄংস্তথা।
পুত্রান্ পৌত্রাংস্তথা চান্যাংস্ততোঽসি নিধনং গতঃ ॥২৫
তবাপরাধাদস্মাভির্ভ্রাতরস্তে নিপাতিতাঃ।
নিহতা জ্ঞাতয়শ্চাপি দিষ্টং মন্যে দুরত্যয়ম্ ॥ ২৬
আত্মা ন শোচনীয়স্তে শ্লাঘ্যো মৃত্যুস্তবানঘ।
বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্বাবস্থাসু কৌরব ॥২৭
কৃপণং বর্ত্তয়িষ্যামস্তৈর্হীনা বন্ধুভিঃ প্রিয়ৈঃ।
ভ্রাতৄণাঞ্চৈব পুত্রাণাং তথা বৈ শোকবিহ্বলাঃ ॥ ২৮
কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ।
ত্বমেকঃ সুস্থিতো রাজন্ স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ ॥২৯
বয়ং নরকসংজ্ঞং বৈ দুঃখং প্রাপ্স্যাম দারুণম্।
স্নুষাশ্চ প্রস্নুষাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ।
গর্হয়িষ্যন্তি নো নূনং বিধবাঃ শোককর্শিতাঃ ॥ ৩০

ইহার ভ্রাতা ও মন্ত্রিগণ নিহত হইয়াছে, সৈন্যরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং নিজেও যুদ্ধে নিহতপ্রায় হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রাজা দুর্যোধন সর্ব্বদা শোকযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, উপহাসের যোগ্য নহে ॥ ১৮

এই দুর্যোধন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার মন্ত্রী, ভ্রাতা ও পুত্রগণ নিহত হইয়াছে। ইহাকে পিণ্ডদান করিবারও আর কেহ নাই। ইহা ব্যতীত এই দুর্যোধন আমাদের ভ্রাতা। তুমি ইহার সহিত ন্যায়োচিত ব্যবহার কর নাই ॥ ১৯

তোমার বিষয়ে পূর্ব্বে সকল মানুষই বলিত যে এই ভীমসেন অতিশয় ধার্ম্মিক। ভীমসেন! সেই তুমি আজ রাজা দুর্যোধনকে কেন পদের দ্বারা আঘাত করিতেছ? ২০

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির দীনভাবে শত্রু-দমন দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন এবং অশ্রুগদগদ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

তাত দুর্যোধন! তোমার খেদ বা ক্রোধ করা উচিত নয় এবং এই সঙ্গে তোমার নিজের জন্যও শোক করা উচিত নয়। সমস্ত লোক নিশ্চয়ই নিজের পূর্ব্বকৃত ভয়ঙ্কর কর্ম্মসকলের পরিণাম ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই যে আমরা তোমাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, ইহা অবশ্যই বিধাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত আমাদের অশুভ কর্ম্মসকলের বিষম ফল ॥ ২৩

হে ভারত! তুমি লোভ মদ ও অবিবেকবশতঃ নিজেরই অপরাধে এই গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছ ॥ ২৪

তুমি নিজ মিত্র, ভ্রাতা, পিতৃতুল্য পুরুষ, পুত্র ও পৌত্রগণকে বধ করাইয়া পরে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২৫

তোমারই অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতৃবৃন্দকে ভূপাতিত করিয়াছি এবং জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াছি। আমি ইহাকে দৈবেরই দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিধান বলিয়া মনে করি ॥ ২৬

হে নিষ্পাপ! তোমার নিজের জন্য শোক করা উচিত নহে, তোমার প্রশংসনীয় মৃত্যু হইতেছে। কুরুরাজ! এখন ত' সর্ব্বপ্রকারে আমরাই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি; কারণ, প্রিয় বন্ধু-বান্ধবগণ হীন হইয়া আমাদের দীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে ॥ ২৭½

হায়, আমি ভ্রাতা ও পুত্রগণের সেই শোকবিহ্বলা এবং দুঃখ-নিমগ্না বিধবা বধূগণকে কিভাবে দর্শন করিব? ২৮½

রাজন্! তুমিই একাকী সুখী। নিশ্চয়ই স্বর্গে তুমি স্থান লাভ করিবে এবং এস্থানে আমাকে নরকতুল্য নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ॥ ২৯½

ধৃতরাষ্ট্রের সেই শোকাতুরা ও ব্যাকুলা বিধবা পুত্রবধূগণ এবং পৌত্রবধূরা নিশ্চয়ই আমাদের নিন্দা করিবে ॥৩০

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সুদুঃখার্তো নিশশ্বাস স পার্থিবঃ।
বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখপীড়িত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বহুকাল ধরিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বিলাপবিষয়ক একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ক্রুদ্ধ-বলরামায় ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবোধদানম্, যুধিষ্ঠিরেণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-ভীমসেনয়োঃ সংলাপশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অধর্মেণ হতং দৃষ্ট্বা রাজানং মাধবোত্তমঃ।
কিমব্রবীৎ তদা সূত বলদেবো মহাবলঃ ॥ ১
গদাযুদ্ধবিশেষজ্ঞো গদাযুদ্ধবিশারদঃ।
কৃতবান্ রৌহিণেয়ো যৎ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

শিরস্যভিহতং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন তে সুতম্।
রামঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠশ্চুক্রোধ বলবদ্ বলী ॥ ৩
ততো মধ্যে নরেন্দ্রাণামূর্ধ্ববাহুর্হলায়ুধঃ।
কুর্বন্নার্তস্বরং ঘোরং ধিগ্ ধিগ্ ভীমেত্যুবাচ হ ॥ ৪
অহো ধিগ্ যদধো নাভেঃ প্রহৃতং ধর্মবিগ্রহে।
নৈতদ্ দৃষ্টং গদাযুদ্ধে কৃতবান্ যদ্ বৃকোদরঃ ॥ ৫
অধো নাভ্যা ন হন্তব্যমিতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।
অয়ং ত্বশাস্ত্রবিন্মূঢ়ঃ স্বচ্ছন্দাৎ সম্প্রবর্ততে ॥ ৬
তস্য তৎ তদ্ ব্রুবাণস্য রোষঃ সমভবন্মহান্।
ততো রাজানমালোক্য রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ৭
বলদেবো মহারাজ ততো বচনমব্রবীৎ।
ন চৈষ পতিতঃ কৃষ্ণ কেবলং মৎসমোঽসমঃ ॥ ৮
আশ্রিতস্য তু দৌর্বল্যাদাশ্রয়ঃ পরিভর্ৎস্যতে।
ততো লাঙ্গলমুদ্যম্য ভীমমভ্যদ্রবদ্ বলী ॥ ৯

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[ক্রুদ্ধ বলরামকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেনের আলোচনা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত সঞ্জয়! সেই সময় রাজা দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক হতপ্রায় করিয়া ভূপাতিত হইতে দেখিয়া মহাবল মধুবংশপ্রধান বলরাম কি বলিলেন? ১

সঞ্জয়! গদাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ ও গদাযুদ্ধে নিপুণ রোহিণীনন্দন বলরাম যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই তুমি আমাকে বল ॥ ২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের মস্তকে পদের দ্বারা আঘাত করিতে দেখিয়া যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলশালী বলরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৩

তাহার পর নরপতিগণের মধ্যে নিজ দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া হলধর বলরাম ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বলিলেন,—ভীমসেন! তোমায় ধিক্! ধিক্!! ৪

অহো! এই ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির নিম্নে এই যে প্রহার হইয়াছে এবং যাহা ভীমসেন স্বয়ং করিয়াছে, ইহা গদাযুদ্ধে কখনও দেখা যায় নাই ॥ ৫

নাভির নিম্নে আঘাত করা উচিত নয়; ইহাই গদাযুদ্ধ বিষয়ে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য মূঢ় ভীমসেন এস্থলে স্বেচ্ছাচার করিয়াছে ॥ ৬

এই সব কথা বলিতে বলিতে বলরামের ক্রোধ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর রাজা দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৭

মহারাজ! অতঃপর বলরাম বলিলেন,—কৃষ্ণ! রাজা দুর্য্যোধন আমার ন্যায় বলবান্ ছিল। গদাযুদ্ধে তাহার সমান কেহই ছিল না। এস্থলে অন্যায় করিয়া ভীমসেন কেবল দুর্য্যোধনকেই ভূপাতিত করেই নাই (পরন্তু আমারও অপমান করিয়াছে), শরণাগতের দুর্ব্বলতার জন্য শরণদাতাকেও ভর্ৎসনা করা হয় ॥ ৮½

এই কথা বলিয়া মহাবল বলরাম নিজের হল উত্তোলিত

তস্যোর্ধ্ববাহোঃ সদৃশং রূপমাসীন্মহাত্মনঃ।
বহুধাতুবিচিত্রস্য শ্বেতস্যেব মহাগিরেঃ ॥ ১০
(ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ভীমঃ সার্জুনৈরস্ত্রকোবিদৈঃ।
ন বিব্যথে মহারাজ দৃষ্ট্বা হলধরং বলী ॥)
তমুৎপতন্তং জগ্রাহ কেশবো বিনয়ান্বিতঃ।
বাহুভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রযত্নাদ্ বলবদ্ বলী ॥ ১১
সিতাসিতৌ যদুবরৌ শুশুভাতেঽধিকং তদা।
(সঙ্গতাবিব রাজেন্দ্র কৈলাসাঞ্জনপর্বতৌ ॥)
নভোগতৌ যথা রাজংশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ দিনক্ষয়ে ॥ ১২
উবাচ চৈনং সংরব্ধং শময়ন্নিব কেশবঃ।
আত্মবৃদ্ধির্মিত্রবৃদ্ধির্মিত্রমিত্রোদয়স্তথা ॥ ১৩
বিপরীতং দ্বিষৎস্বেতৎ ষড়্‌বিধা বৃদ্ধিরাত্মনঃ।
আত্মন্যপি চ মিত্রে চ বিপরীতং যদা ভবেৎ ॥১৪

করিয়া ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইলেন। সেই সময় নিজের দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিলে পর মহাত্মা বলরামের রূপ অনেক ধাতুসমূহে বিচিত্র শোভাপ্রাপ্ত বিশাল শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ৯-১০

(মহারাজ! হলধর বলরামকে আক্রমণ করিতে দেখিয়া অর্জুন সহ অস্ত্রবিৎ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত বলবান্ ভীমসেন অল্পও ব্যথিত হইলেন না।)

সেই সময় বিনয়শীল বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ আক্রমণকারী বলরামকে নিজের স্থুল (মোটা) ও গোলাকার দুই বাহুর দ্বারা অতিশয় যত্ন সহকারে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

রাজেন্দ্র! এই শ্যামবর্ণ ও গৌরবর্ণ যদুকুলতিলক দুই ভ্রাতা পরস্পর মিলিত হইয়া কৈলাসপর্ব্বত এবং কজ্জল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজন্! সন্ধ্যাকালে আকাশে যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইলে যে শোভা হইয়া থাকে, সেইরূপ শোভা রণাঙ্গনে এই দুই ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ রোষাবিষ্ট বলরামকে যেন সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! নিজের উন্নতি ছয় প্রকারে হইয়া থাকে—নিজের বৃদ্ধি, মিত্রের বৃদ্ধি এবং মিত্রের মিত্রবৃদ্ধি। এইরূপ শত্রুপক্ষের ইহার বিপরীত স্থিতি হইবে—শত্রুর হানি, শত্রুর মিত্রহানি এবং শত্রুর মিত্রের মিত্রহানি ॥ ১৩½

নিজের এবং নিজের মিত্রের যদি এরূপ বিপরীত অবস্থা হয়, তবে মনে মনে গ্লানি অনুভব করা উচিত ও মিত্রগণের সেই হানির নিবারণের জন্য শীঘ্র যত্নবান্ হওয়া উচিত ১৪½

তদা বিদ্যান্মনোগ্লানিমাশু শান্তিকরো ভবেৎ।
অস্মাকং সহজং মিত্রং পাণ্ডবাঃ শুদ্ধপৌরুষাঃ ॥ ১৫
স্বকাঃ পিতৃস্বসুঃ পুত্রাস্তে পরৈর্নিকৃতা ভৃশম্।
প্রতিজ্ঞাপালনং ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যেহ বেদ্ম্যহম্ ॥ ১৬
সুযোধনস্য গদয়া ভঙ্‌ক্তাস্ম্যূরূ মহাহবে।
ইতি পূর্বং প্রতিজ্ঞাতং ভীমেন হি সভাতলে ॥ ১৭
মৈত্রেয়েণাভিশপ্তশ্চ পূর্বমেব মহর্ষিণা।
ঊরূ তে ভেৎস্যতে ভীমো গদয়েতি পরন্তপ ॥ ১৮
অতো দোষং ন পশ্যামি মা ক্রুধ্যস্ব প্রলম্বহন্।
যৌনঃ স্বৈঃ সুখহার্দৈশ্চ সম্বন্ধঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥১৯
তেষাং বৃদ্ধ্যা হি বৃদ্ধির্নো মা ক্রুধঃ পুরুষর্ষভ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা সীরভৃৎ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥২০
ধর্মঃ সুচরিতঃ সদ্ভিঃ স চ দ্বাভ্যাং নিযচ্ছতি।
অর্থশ্চাত্যর্থলুব্ধস্য কামশ্চাতিপ্রসঙ্গিণঃ ॥ ২১

শুদ্ধ পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণকারী পাণ্ডবগণ আমাদের সহজ মিত্র। পিতৃস্বসার (পিসিমার) পুত্র বলিয়া তাহারা আমাদের নিকট আত্মীয়। শত্রুরা ইহাদের সহিত অতিশয় ছল-কপটতা করিয়াছে ॥ ১৫½

আমি মনে করি, এই জগতে নিজের প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। পূর্ব্বে সভামধ্যে ভীমসেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি মহাযুদ্ধে নিজের গদার দ্বারা দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব ॥ ১৬-১৭

শত্রুতাপন! মহর্ষি মৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে পূর্ব্বে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, ভীমসেন নিজের গদার দ্বারা তোমার উরুদ্বয় ভঙ্গ করিবে ॥ ১৮

প্রলম্বহন্তা বলরাম! অতএব আমি এ বিষয়ে ভীমসেনের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না; সেই কারণে আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। পাণ্ডবদের সহিত আমাদের যৌন সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং আমরা আবার পরস্পর সুখকর সৌহার্দ্দ সূত্রেও আবদ্ধ আছি। পুরুষপ্রবর! এই পাণ্ডবদের বৃদ্ধিতে আমাদেরও বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ১৯½

শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হলধর বলরাম বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! সৎপুরুষগণ ধর্ম্মকে উত্তমরূপে আচরণ করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এস্থলে অর্থ ও ধর্ম—উভয়ই সঙ্কুচিত হইয়া যাইল ॥ ২০½

অত্যন্ত লোভী ব্যক্তির অর্থ এবং অতিশয় আসক্ত ব্যক্তির

ধর্মার্থৌ ধর্মকামৌ চ কামার্থৌ চাপ্যপীড়য়ন্ ।
ধর্মার্থকামান্ যোঽভ্যেতি সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২২
তদিদং ব্যাকুলং সর্বং কৃতং ধর্মস্য পীড়নাৎ ।
ভীমসেনেন গোবিন্দ কামং ত্বং তু যথাঽঽত্থ মাম্ ॥২৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

অরোষণো হি ধর্মাত্মা সততং ধর্মবৎসলঃ ।
ভবান্ প্রখ্যায়তে লোকে তস্মাৎ সংশাম্য মা ক্রুধঃ ॥২৪
প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ ।
আনৃণ্যং যাতু বৈরস্য প্রতিজ্ঞায়াশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২৫
(গতঃ পুরুষশার্দূলো হত্বা নৈকৃতিকং রণে ।
অধর্মো বিদ্যতে নাত্র যদ্ ভীমো হতবান্ রিপুম্ ॥
যুধ্যন্তং সমরে বীরং কুরু-বৃষ্ণিযশস্করম্ ।
অনেন কর্ণঃ সংদিষ্টঃ পৃষ্ঠতো ধনুরাচ্ছিনৎ ॥
ততঃ সংছিন্নধন্বানং বিরথং পৌরুষে স্থিতম্ ।
ব্যায়ুধীকৃত্য হতবান্ সৌভদ্রমপলায়িনম্ ॥
জন্মপ্রভৃতিলুব্ধশ্চ পাপশ্চৈব দুরাত্মবান্ ।
নিহতো ভীমসেনেন দুর্বুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ ॥
প্রতিজ্ঞাং ভীমসেনস্য ত্রয়োদশসমার্জিতাম্ ।
কিমর্থং নাভিজানাতি যুধ্যমানোঽপি বিশ্রুতম্ ॥
উর্ধ্বমুৎক্রম্য বেগেন জিঘাংসন্তং বৃকোদরঃ ।
বভঞ্জ গদয়া চোরূ ন স্থানে ন চ মণ্ডলে ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

ধর্মচ্ছলমপি শ্রুত্বা কেশবাৎ স বিশাম্পতে ।
নৈব প্রীতমনা রামো বচনং প্রাহ সংসদি ॥ ২৬
হত্বাধর্মেণ রাজানং ধর্মাত্মানং সুযোধনম্
জিহ্মযোধীতি লোকেঽস্মিন্ খ্যাতিং যাস্যতি পাণ্ডবঃ ॥২৭
দুর্যোধনোঽপি ধর্মাত্মা গতিং যাস্যতি শাশ্বতীম্ ।
ঋজুযোধী হতো রাজা ধার্তরাষ্ট্রো নরাধিপঃ ॥ ২৮

কাম—এই উভয়ই ধর্মহানিকর হইয়া থাকে। যে মানুষ কামের দ্বারা ধর্ম ও অর্থ, অর্থের দ্বারা ধর্ম ও কাম এবং ধর্মের দ্বারা অর্থ ও কামের হানি না করিয়া ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিনের সেবা করিয়া থাকে, সেই মানুষই অতিশয় সুখভাগী হয় ॥ ২১-২২

গোবিন্দ! ভীমসেন (অর্থের লোভে) ধর্মের হানি করিয়া এ সমস্তকেই বিকৃত করিয়া দিয়াছে। তুমি আমাকে যেভাবে এই কার্য্যকে ধর্মসঙ্গত বলিয়া বর্ণনা করিলে, উহা তোমার মানসিক কল্পনা ॥ ২৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনি জগতে ক্রোধহীন, ধর্মাত্মা ও নিরন্তর ধর্মের উপর অনুগ্রহকারী সৎপুরুষরূপে বিখ্যাত আছেন, অতএব আপনি শান্ত হউন, ক্রোধ করিবেন না ॥ ২৪

আপনি জানুন যে, কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের প্রতিজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করুন। আজ পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন শত্রুতা ও প্রতিজ্ঞার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ২৫

(পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন রণাঙ্গনে কপটী দুর্যোধনকে বধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে যে নিজ শত্রুকে বধ করিয়াছে, ইহাতে তাহার কোন অধর্ম্ম হয় নাই।

এই দুর্যোধনই কর্ণকে আজ্ঞা দিয়াছিল, যাহার জন্য কুরু ও বৃষ্ণি উভয়কুলের যশোবর্দ্ধক, যুদ্ধপরায়ণ, বীর অভিমন্যুর ধনু সমরাঙ্গণে কর্ণ পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া আসিয়া ছেদন করিয়া দিয়াছিল।

এইভাবে ধনু ছিন্ন হওয়ায় ও রথহীন হইয়া পড়িলেও পুরুষার্থে তৎপর, রণাঙ্গন হইতে অপলায়িত সেই সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে ইহারা অস্ত্রহীন করিয়া দিয়া হত্যা করিয়াছে।

এই দুরাত্মা, দুর্ম্মতি ও পাপী দুর্যোধন জন্ম হইতেই লোভী এবং কুরুকুলের কলঙ্কস্বরূপ ছিল। তাহাকে আজ ভীমসেন বধ করিয়াছে।

ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা তের বৎসর কাল ধরিয়া চলিতেছে এবং উহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। যুদ্ধ করিবার সময় দুর্যোধন উহা স্মরণ রাখে নাই কেন?

এই দুর্যোধন সবেগে উপরে উল্লম্ফন করিয়া ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। সেই অবস্থায় ভীমসেন নিজ গদার দ্বারা তাহার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে। সেই সময় সে কোন স্থানেও ছিল না এবং কোন মণ্ডলাকারেও বিচরণ করিতে ছিল না ॥)

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই ছলরূপ ধর্মের বিবেচনা শ্রবণ করত বলরামের মনে সন্তোষ হইল না। তিনি সেই পূর্ণ সভাতে বলিলেন ॥ ২৬

ধর্মাত্মা রাজা দুর্যোধনকে অধর্ম্মপূর্ব্বক বধ করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন এ জগতে কপটপূর্ণ যুদ্ধকারী যোদ্ধারূপে বিখ্যাত হইবে ॥ ২৭

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা দুর্যোধন সরলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, এই অবস্থায় সে নিহত হইয়াছে, অতএব সে সনাতন সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮

যুদ্ধদীক্ষাং প্রবিশ্যাজৌ রণযজ্ঞং বিতত্য চ।
হুত্বাঽঽত্মানমমিত্রাগ্নৌ প্রাপ চাবভৃথং যশঃ ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় রৌহিণেয়ঃ প্রতাপবান্
শ্বেতাভ্রশিখরাকারঃ প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ॥ ৩০
পাঞ্চালাশ্চ সবার্ষ্ণেয়াঃ পাণ্ডবাশ্চ বিশাম্পতে।
রামে দ্বারাবতীং যাতে নাতিপ্রমনসোঽভবন্ ॥ ৩১
ততো যুধিষ্ঠিরং দীনং চিন্তাপরমধোমুখম্।
শোকোপহতসঙ্কল্পং বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩২

বাসুদেব উবাচ।

ধর্মরাজ কিমর্থং ত্বমধর্মমনুমন্যসে।
হতবন্ধোর্যদেতস্য পতিতস্য বিচেতসঃ ॥ ৩৩
দুর্যোধনস্য ভীমেন মৃদ্যমানং শিরঃ পদা।
উপপ্রেক্ষসি কস্মাৎ ত্বং ধর্মজ্ঞঃ সন্নরাধিপ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন মমৈতৎ প্রিয়ং কৃষ্ণ যদ্ রাজানং বৃকোদরঃ।
পদা মূর্দ্ধ্ন্যস্পৃশৎ ক্রোধান্ন চ হৃষ্যে কুলক্ষয়ে ॥ ৩৫
নিকৃত্যা নিকৃতা নিত্যং ধৃতরাষ্ট্রসুতৈর্বয়ম্।
বহূনি পরুষাণ্যুক্ত্বা বনং প্রস্থাপিতাঃ স্ম হ ॥৩৬
ভীমসেনস্য তদ্ দুঃখমতীব হৃদি বর্ততে।
ইতি সংচিন্ত্য বার্ষ্ণেয় ময়ৈতৎ সমুপেক্ষিতম্ ॥ ৩৭
তস্মাদ্ধত্বাকৃতপ্রজ্ঞং লুব্ধং কামবশানুগম্।
লভতাং পাণ্ডবঃ কামং ধর্মেঽধর্মে চ বা কৃতে ॥ ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্তে ধর্মরাজেন বাসুদেবোঽব্রবীদিদম্।
কামমস্ত্বেতদিতি বৈ কৃচ্ছ্রাদ্ যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তো বাসুদেবেন ভীমপ্রিয়হিতৈষিণা।
অন্বমোদত তৎ সর্বং যদ্ ভীমেন কৃতং যুধি ॥ ৪০
(অর্জুনোঽপি মহাবাহুরপ্রীতেনান্তরাত্মনা।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিদ্ ভ্রাতরং সাধ্বসাধু বা।) ॥

যুদ্ধরূপ দীক্ষা গ্রহণ করত রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া রণযজ্ঞ বিস্তার পূর্ব্বক শত্রুরূপী প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজের দেহ আহুতি দান করিয়া দুর্য্যোধন সুযশরূপী অবভৃথ (যজ্ঞান্ত) স্নানের শুভ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া শুভ্র মেঘের অগ্রভাগের ন্যায় গৌরকান্তিতে সুশোভিত প্রতাপশালী রোহিণীনন্দন বলরাম রথে আরোহণ করত দ্বারকাঅভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩০

প্রজানাথ! বলরাম এইভাবে দ্বারকায় গমন করিলে পর পাঞ্চাল, বৃষ্ণিবংশজাত ও পাণ্ডববীরগণ উদাস হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহাদের মনে অধিক উৎসাহ আর রহিল না ॥ ৩১

সেই সময় যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। তিনি নিম্নে মুখ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। শোকে তাঁহার মনোরথ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ॥ ৩২

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ! আপনি নীরবে থাকিয়া অধর্ম্মকে অনুমোদন করিতেছেন কেন? হে নরাধিপ! দুর্য্যোধনের ভ্রাতা ও সহায়কগণ নিহত হইয়াছে। সে এখন ভূতলে পতিত হইয়া অচেতনপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভীমসেন ইহার মস্তক পদের দ্বারা মর্দ্দিত করিতেছে। আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া নিকট হইতে এই সব কিভাবে দেখিয়া যাইতেছেন? ৩৩-৩৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া যে রাজা দুর্য্যোধনের মস্তক পদের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে, ইহা আমার ভাল লাগে নাই এবং নিজ কুলের ক্ষয়েও আমার আনন্দ হয় নাই ॥ ৩৫

কিন্তু কি করিব? ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ছল-কপটতা করিয়া সর্ব্বদা আমাদের প্রতারণা করিয়াছে এবং বহু কটুবাক্য বলিয়া আমাদের বনে পাঠাইয়াছে ॥ ৩৬

বৃষ্ণিবংশভূষণ! ভীমসেনের হৃদয়ে এই সবের জন্য অতিশয় দুঃখ ছিল। ইহা চিন্তা করিয়া আমি তাহার কার্য্যকে উপেক্ষা করিয়াছি ॥ ৩৭

সেইজন্য আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, কামে বশীভূত হইয়া লোভী ও অজিতাত্মা দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম করত পাণ্ডবগণ নিজেদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লউক ॥ ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর যদুকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কষ্ট সহকারে বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হউক ॥ ৩৯

ভীমসেনের প্রিয় ও হিতকামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধস্থলে যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সব অনুমোদন করিলেন ॥ ৪০

(মহাবাহু অর্জুনও অপ্রসন্ন-চিত্তে নিজের ভ্রাতা ভীমসেনের প্রতি ভাল-মন্দ কিছুই বলিলেন না।)

ভীমসেনোঽপি হৃষ্টাত্মা তব পুত্রমমর্ষণঃ।
অভিবাদ্যাগ্রতঃ স্থিত্বা সম্প্রহৃষ্টঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪১
প্রোবাচ সুমহাতেজা ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
হর্ষাদুৎফুল্লনয়নো জিতকাশী বিশাম্পতে ॥ ৪২
তবাদ্য পৃথিবী সর্বা ক্ষেমা নিহতকণ্টকা।
তাং প্রশাধি মহারাজ স্বধর্মমনুপালয় ॥ ৪৩
যস্তু কর্তাস্য বৈরস্য নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং বিনিহতঃ শেতে পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥ ৪৪
দুঃশাসনপ্রভৃতয়ঃ সর্বে তে চোগ্রবাদিনঃ।
রাধেয়ঃ শকুনিশ্চৈব হতাশ্চ তব শত্রবঃ ॥ ৪৫

অমর্ষশীল ভীমসেন যুদ্ধস্থলে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বধ করত অতিশয় প্রসন্ন হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অগ্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৪১

প্রজানাথ! সেই সময় মহাতেজস্বী ভীমসেন বিজয়-শ্রীতে প্রকাশিত হইতেছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৪২

মহারাজ! আজ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আপনার হইয়া যাইল, ইহার কণ্টকস্বরূপ দুর্য্যোধনাদিকে নিহত করা হইয়াছে, অতএব এই ধরণী এখন মঙ্গলময়ী হইয়া গিয়াছে। আপনি ইহার শাসন ও নিজ ধর্ম্ম পালন করুন ॥ ৪৩

হে ভূপতে! যাহার ছল ও কপটতাই প্রিয় ছিল এবং যে কপটতা করিয়াই শত্রুতা করিয়াছিল, সেই এই দুর্য্যোধন আজ নিহতপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে ॥ ৪৪

সেয়ং রত্নসমাকীর্ণা মহী সবন-পর্বতা।
উপাবৃত্তা মহারাজ ত্বামদ্য নিহতদ্বিষম্ ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

গতো বৈরস্য নিধনং হতো রাজা সুযোধনঃ।
কৃষ্ণস্য মতমাস্থায় বিজিতেয়ং বসুন্ধরা ॥ ৪৭
দিষ্ট্যা গতস্ত্বমানৃণ্যং মাতুঃ কোপস্য চোভয়োঃ।
দিষ্ট্যা জয়তি দুর্ধর্ষ দিষ্ট্যা শত্রুর্নিপাতিতঃ ॥ ৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি বলদেবসান্ত্বনে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

ভয়ঙ্কর কটুবাক্যভাষী দুঃশাসনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ এবং কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি আপনার সকল শত্রুই নিহত হইয়াছে ॥ ৪৫

মহারাজ! আপনার শত্রুরা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আজ এই রত্নপূর্ণা এবং বন ও পর্ব্বত সকল সহ সমগ্র পৃথিবী আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ॥ ৪৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীমসেন! সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুমি সকল শত্রুতার অবসান করিয়া দিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মত অবলম্বন করত আমরা সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় করিয়াছি ॥ ৪৭

সৌভাগ্যের কথা এই যে, তুমি মাতা এবং ক্রোধ—এই উভয় ঋণ হইতেই মুক্ত হইয়া গিয়াছ। দুর্দ্ধর্ষ বীর! ভাগ্যবশতঃ তুমি জয়ী হইয়াছ ও তুমি নিজ শত্রু দুর্য্যোধনকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছ ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বলরামকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবসৈন্যানাং ভীমসেনস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণেন দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, দুর্য্যোধনস্য প্রত্যুত্তরম্, শ্রীকৃষ্ণেন পাণ্ডবানাং সমাধানং শঙ্খধ্বনিশ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।
পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়াশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ ।

হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে ।
সিংহেনেব মহারাজ মত্তং বনগজং যথা ॥ ২
প্রহৃষ্টমনসস্তত্র কৃষ্ণেন সহ পাণ্ডবাঃ ।
পাঞ্চালা সৃঞ্জয়াশ্চৈব নিহতে কুরুনন্দনে ॥ ৩
আবিধ্যন্নুত্তরীয়াণি সিংহনাদাংশ্চ নেদিরে ।
নৈতান্ হর্ষসমাবিষ্টানিয়ং সেহে বসুন্ধরা ॥ ৪
ধনূংষ্যন্যে ব্যাক্ষিপন্ত জ্যাশ্চাপ্যন্যে তথাক্ষিপন্ ।
দধ্মুরন্যে মহাশঙ্খানন্যে জঘ্নুশ্চ দুন্দুভীন্ ॥ ৫
চিক্রীড়ুশ্চ তথৈবান্যে জহসুশ্চ তবাহিতাঃ ।
অব্রুবংশ্চাসকৃদ্ বীরা ভীমসেনমিদং বচঃ ॥ ৬
দুষ্করং ভবতা কর্ম রণেঽদ্য সুমহৎ কৃতম্ ।
কৌরবেন্দ্রং রণে হত্বা গদয়াতিকৃতশ্রমম্ ॥ ৭
ইন্দ্রেণেব হি বৃত্রস্য বধং পরমসংযুগে ।
ত্বয়া কৃতমমন্যন্ত শত্রোর্বধমিমং জনাঃ ॥ ৮
চরন্তং বিবিধান্ মার্গান্ মণ্ডলানি চ সর্বশঃ ।
দুর্য্যোধনমিমং শূরং কোঽন্যো হন্যাদ্ বৃকোদরাৎ ॥ ৯
বৈরস্য চ গতঃ পারং ত্বমিহান্যৈঃ সুদুর্গমম্ ।
অশক্যমেতদন্যেন সম্পাদয়িতুমীদৃশম্ ॥ ১০
কুঞ্জরেণেব মত্তেন বীর সংগ্রামমূর্ধনি ।
দুর্য্যোধনশিরো দিষ্ট্যা পাদেন মৃদিতং ত্বয়া ॥ ১১
সিংহেন মহিষস্যেব কৃত্বা সঙ্গরমুত্তমম্ ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং দিষ্ট্যা পীতং ত্বয়ানঘ ॥ ১২

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

[পাণ্ডব সৈন্যগণের দ্বারা ভীমসেনের স্তুতি, দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের তিরস্কার, দুর্য্যোধনের উত্তর দান, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের সমাধান এবং শঙ্খধ্বনি ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! রণাঙ্গনে ভীমসেন কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কি করিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যেরূপ কোন মদমত্ত বনজাত হস্তী সিংহের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে ভীমসেনের দ্বারা রণাঙ্গনে নিহত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। ২

কুরুনন্দন দুর্য্যোধন নিহত হইলে পর পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ নিজ নিজ উত্তরীয় দুলাইতে দুলাইতে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন অত্যন্ত হৃষ্ট পাণ্ডব বীরগণের ভার এই পৃথিবী সহ্য করিতে পারিলেন না। ৩-৪

কেহ কেহ ধনুর টঙ্কার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, অপরে অনেকে ধনুর গুণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিছু যোদ্ধা বড় বড় বহু শঙ্খ বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বহু সৈন্য দুন্দুভি ধ্বনি করিতে থাকিলেন। ৫

আপনার বহু শত্রু নানাবিধ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন এবং হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন। বহু বীর ভীমসেনের নিকটে যাইয়া এই কথা বলিতে থাকিলেন। ৬

কৌরবরাজ দুর্য্যোধন গদা-যুদ্ধে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিল। আজ রণাঙ্গনে তাহাকে বধ করত আপনি মহৎ ও দুষ্কর পরাক্রম করিয়া দেখাইলেন। ৭

যেরূপ মহাসমরে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপে আপনিও শত্রু দুর্য্যোধনকে বধ করিয়াছেন—ইহাই সমস্ত লোকে জানে। ৮

নানাপ্রকার পদ্ধতি ও বহুবিধ মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে করিতে গদা যুদ্ধনিরত বীরবর দুর্য্যোধনকে ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন্ বীর বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? ৯

আপনি শত্রুতার পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, যাহা অন্যের পক্ষে গমন করা অতিশয় কঠিন ছিল। অপর যে কোন যোদ্ধার পক্ষেই এরূপ পরাক্রম দর্শন করা অসম্ভব ছিল। ১০

বীর! মদমত্ত গজরাজের ন্যায় আপনি যুদ্ধের সম্মুখ ভাগে দুর্য্যোধনের মস্তক পদের দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছেন—ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। ১১

হে অনঘ! যেরূপ সিংহ মহিষের রক্ত পান করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি এই মহাযুদ্ধে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যের বিষয়। ১২

যে বিপ্রকুর্ব্বন্ রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ।
মূর্ধ্নি তেষাং কৃতঃ পাদো দিষ্ট্যা তে স্বেন কর্মণা ॥ ১৩
অমিত্রাণামধিষ্ঠানাদ্ বধাদ্ দুর্য্যোধনস্য চ ।
ভীম দিষ্ট্যা পৃথিব্যাং তে প্রথিতং সুমহদ্ যশঃ ॥ ১৪
এবং নূনং হতে বৃত্রে শক্রং নন্দন্তি বন্দিনঃ ।
তথা ত্বাং নিহতামিত্রং বয়ং নন্দাম ভারত ॥ ১৫
দুর্য্যোধনবধে যানি রোমাণি হৃষিতানি নঃ ।
অদ্যাপি ন বিকৃষ্যন্তে তানি তদ্ বিদ্ধি ভারত ॥ ১৬
ইত্যব্রুবন্ ভীমসেনং বাতিকাস্তত্র সঙ্গতাঃ ।
তান্ হৃষ্টান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৭
ব্রুবতোঽসদৃশং তত্র প্রোবাচ মধুসূদনঃ ।
ন ন্যায্যং নিহতং শত্রুং ভূয়ো হন্তুং নরাধিপঃ ॥ ১৮
অসকৃদ্ বাগ্ভিরুগ্রাভির্নিহতো হ্যেষ মন্দধীঃ
তদৈবৈষ হতঃ পাপো যদৈব নিরপত্রপঃ ॥ ১৯
লুব্ধঃ পাপসহায়শ্চ সুহৃদাং শাসনাতিগঃ ।
বহুশো বিদুর-দ্রোণ-কৃপ-গাঙ্গেয়-সৃঞ্জয়ৈঃ ॥২০
পাণ্ডুভ্যঃ প্রার্থ্যমানোঽপি পিত্র্যমংশং ন দত্তবান্ ।
নৈষ যোগ্যোঽদ্য মিত্রং বা শত্রুর্বা পুরুষাধমঃ ॥ ২১
কিমনেনাতিভুগ্নেন বাগ্ভিঃ কাষ্ঠসধর্মণা ।
রথেষ্বারোহত ক্ষিপ্রং গচ্ছামো বসুধাধিপাঃ ॥ ২২
দিষ্ট্যা হতোঽয়ং পাপাত্মা সামাত্য-জ্ঞাতি-বান্ধবঃ ।
ইতি শ্রুত্বা ত্বধিক্ষেপং কৃষ্ণাদ্ দুর্য্যোধনো নৃপঃ ॥ ২৩
অমর্ষবশমাপন্ন উদতিষ্ঠদ্ বিশাম্পতে
স্ফিগ্দেশেনোপবিষ্টঃ স দোর্ভ্যাং বিষ্টভ্য মেদিনীম্ ॥২৪
দৃষ্টিং ভ্রূসঙ্কটাং কৃত্বা বাসুদেবে ন্যপাতয়ৎ ।
অর্ধোন্নতশরীরস্য রূপমাসীন্নৃপস্য তু ॥ ২৫
ক্রুদ্ধস্যাশীবিষস্যেব ছিন্নপুচ্ছস্য ভারত ।
প্রাণান্তকরিণীং ঘোরাং বেদনামপ্যচিন্তয়ন্ ॥ ২৬

যাহারা ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের অপরাধ করিয়াছিল, তাহাদের সকলের মস্তকের উপর আপনি নিজ কার্য্যপ্রভাবে স্বীয় পদ স্থাপন করিয়াছেন, ইহাও সৌভাগ্যেরই কথা ॥ ১৩

ভীম! শত্রুদের উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপিত করায় এবং দুর্য্যোধনকে বধ করায় ভাগ্যবশতঃ আপনার মহাযশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে ॥ ১৪

ভারত! বৃত্রাসুর নিহত হওয়ায় বন্দীরা যেভাবে ইন্দ্রকে অভিনন্দিত করিয়াছিল, নিশ্চয়ই আমরাও সেইরূপ আমাদের শত্রুসংহারকারী আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি ॥ ১৫

হে ভরতবংশধর! দুর্য্যোধনের বধের সময় আমাদের যে রোমাঞ্চ হইয়াছিল, উহা এখনও বিলীন হইয়া যায় নাই; আপনি স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করুন ॥ ১৬

প্রশংসাকারী বীরগণ সেখানে একত্রিত হইয়া ভীমসেনকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিতেছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, পাঞ্চাল ও পাণ্ডব যোদ্ধারা অযোগ্য কথা বলিতেছেন, তখন তিনি সেখানে তাঁহাদের সকলকে বলিলেন ॥ ১৭½

হে নরপতিগণ! মৃত শত্রুকে পুনরায় বধ করা উচিত নহে। তোমরা এই মন্দমতি দুর্য্যোধনকে বারংবার কঠোর বাক্যের দ্বারা আঘাত করিতেছ ॥ ১৮½

এই নির্লজ্জ পাপী ত' সেই সময়েই নিহত হইয়াছিল, যখন সে লোভাকৃষ্ট হইয়া পাপী ব্যক্তিগণকে নিজের সহায়ক করত সুহৃদ্বর্গের শাসন অতিক্রম করিতেছিল ॥ ১৯½

বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম এবং সৃঞ্জয়গণ বারংবার প্রার্থনা করিলেও এই দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে তাহাদের পৈতৃকভাগ প্রদান করে নাই ॥ ২০½

এই নরাধম এখন কোন কিছুরই যোগ্য নহে, এখন সে কাহারও শত্রুও নহে এবং কাহারও মিত্রও নহে। নৃপগণ! এই দুর্য্যোধন শুষ্ক কাষ্ঠের তুল্য কঠিন। ইহাকে কটুবাক্যের দ্বারা অধিক আনত করিয়া কি লাভ হইবে? এখন শীঘ্র নিজ নিজ রথের উপর উপবেশন কর। আমরা এখনই শিবির অভিমুখে গমন করিব। সৌভাগ্যবশতঃ এই পাপাত্মা নিজ মন্ত্রী, জ্ঞাতি ও ভ্রাতা-বান্ধবগণের সহিত নিহত হইয়াছে ॥ ২১ ২২½

প্রজানাথ! শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই নিন্দাসূচক বাক্য শ্রবণ করত রাজা দুর্য্যোধন অমর্ষের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে ভূতলকে ধারণ করিয়া পশ্চাদ্ভাগের সাহায্যে উপবেশন করিলেন ॥ ২৩ ২৪

তাহার পর তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিকে ভ্রূভঙ্গী করিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তখন তাঁহার অর্দ্ধদেহ যেন উত্থিত ছিল। এই সময় রাজা দুর্য্যোধনের রূপ ক্রুদ্ধ বিষধর সেইরূপ সর্পের ন্যায় মনে হইতেছিল, যে সর্প পুচ্ছছিন্ন হওয়ায় নিজের অর্দ্ধদেহ উপরে উত্থিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে থাকে ॥ ২৫½

যদিও তখন তাঁহার প্রাণান্তকর ভয়ানক বেদনা হইতেছিল, তথাপি উহা চিন্তা না করিয়া দুর্য্যোধন নিজের কঠোর বাক্য-

দুর্য্যোধনো বাসুদেবং বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরার্দয়ৎ।
কংসদাসস্য দায়াদ ন তে লজ্জাস্ত্যনেন বৈ ॥ ২৭
অধর্মেণ গদাযুদ্ধে যদহং বিনিপাতিতঃ।
উরূ ভিন্ধীতি ভীমস্য স্মৃতিং মিথ্যা প্রযচ্ছতা ॥ ২৮
কিং ন বিজ্ঞাতমেতন্মে যদর্জুনমবোচথাঃ।
ঘাতয়িত্বা মহীপালানৃজুযুদ্ধান্ সহস্রশঃ ॥ ২৯
জিহ্মৈরুপায়ৈর্বহুভির্ন তে লজ্জা ন তে ঘৃণা।
অহন্যহনি শূরাণাং কুর্বাণঃ কদনং মহৎ ॥ ৩০
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য ঘাতিতস্তে পিতামহঃ।
অশ্বত্থাম্নঃ সনামানং হত্বা নাগং সুদুর্মতে ॥ ৩১
আচার্য্যো ন্যাসিতঃ শস্ত্রং কিং তন্ন বিদিতং ময়া।
স চানেন নৃশংসেন ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩২
পাত্যমানস্ত্বয়া দৃষ্টো ন চৈনং ত্বমবারয়ঃ।
বধার্থং পাণ্ডুপুত্রস্য যাচিতাং শক্তিমেব চ ॥ ৩৩

ঘটোৎকচে ব্যংসয়তঃ কস্ত্বত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।
ছিন্নহস্তঃ প্রায়গতস্তথা ভূরিশ্রবা বলী ॥ ৩৪
ত্বয়াভিসৃষ্টেন হতঃ শৈনেয়েন মহাত্মনা।
কুর্বাণশ্চোত্তমং কর্ম কর্ণঃ পার্থজিগীষয়া ॥ ৩৫
ব্যংসনেনাশ্বসেনস্য পন্নগেন্দ্রস্য বৈ পুনঃ।
পুনশ্চ পতিতে চক্রে ব্যসনার্ত্তঃ পরাজিতঃ ॥ ৩৬
পাতিতঃ সমরে কর্ণশ্চক্রব্যগ্রোঽগ্রণীর্নৃণাম্।
যদি মাং চাপি কর্ণঞ্চ ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ সংযুতৌ ॥৩৭
ঋজুনা প্রতিযুধ্যেথা ন তে স্যাদ্ বিজয়ো ধ্রুবম্।
ত্বয়া পুনরনার্য্যেণ জিহ্মমার্গেণ পার্থিবাঃ ॥ ৩৮

বাসুদেব উবাচ।
স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্তো বয়ং চান্যে চ ঘাতিতাঃ।
হতস্ত্বমসি গান্ধারে সভ্রাতৃ-সুত-বান্ধবঃ ॥ ৩৯

সমূহের দ্বারা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৬॥

অরে কংসদাসের পুত্র! আমি যে গদাযুদ্ধে অধর্মপূর্ব্বক নিহতপ্রায় হইয়া ভূপাতিত হইয়াছি, এই কুকৃত্যের জন্য কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? ২৭॥

ভীমসেনকে আমার জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিবার জন্য যে মিথ্যা স্মরণ করাইতে করাইতে তুমি অর্জুনকে যাহা কিছু বলিয়াছিলে, তাহা কি আমি জানিতে পারি নাই? ২৮।

সরলতার সহিত ধর্মানুকূল যুদ্ধরত সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে বহুসংখ্যক কুটিল উপায়ের দ্বারা বিনাশ করাইয়া তোমার লজ্জা হইতেছে না এবং এই নীচ কর্ম্মের জন্য তোমার দয়াও হইতেছে না। ॥ ২৯।

যিনি প্রতিদিন বীরবর যোদ্ধাগণের প্রচণ্ড ধ্বংসসাধন করিতেছিলেন, সেই পিতামহ ভীষ্মকে তুমি শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া বিনাশ করাইয়াছিলে। ৩০॥

অতিশয় দুর্মতি কৃষ্ণ! অশ্বত্থামার নামের সদৃশ এক হস্তীকে নিহত করাইয়া তোমরা দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্রত্যাগ করাইয়াছিলে, ইহা কি আমি জানিতে পারি নাই? ৩১॥

এই নৃশংস ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাক্রমশালী দ্রোণাচার্য্যকে সেই অবস্থায় ভূপাতিত করিয়াছিল; যাহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, কিন্তু তুমি উহাকে নিষেধ কর নাই ॥ ৩২॥

পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে বধ করিবার জন্য প্রার্থিত ইন্দ্রের শক্তিকে ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়াছ। তোমা অপেক্ষা অধিক মহাপাপী আর কে আছে? ৩৩॥

বলবান্ ভূরিশ্রবার হস্ত ছিন্ন হইয়াছিল এবং সে আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করত উপবিষ্ট ছিল। এই অবস্থায় তোমারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহাত্মা সাত্যকি তাহাকে বধ করিল ॥ ৩৪॥

মনুষ্যগণের মধ্যে অগ্রগণ্য কর্ণ অর্জুনকে জয় করিবার ইচ্ছায় উত্তম পরাক্রম করিয়া যাইতেছিল। সেই সময় নাগরাজ অশ্বসেন যে কর্ণের বাণের সহিত অর্জুনকে বধ করিবার জন্য গমন করিতেছিল, তুমি স্বীয় প্রযত্নে উহাকে বধ করিয়াছ। তারপর যখন কর্ণের রথের চক্র ভূবিবরে পতিত হইল এবং উহাকে তুলিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত কর্ণ চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তাহাকে সঙ্কটাপন্ন ও পরাজিত জানিয়া তোমরা ভূপাতিত করিয়াছ ॥ ৩৫-৩৬,

যদি আমার সহিত এবং কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সহিত সরলভাবে তোমরা যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই তোমাদের পক্ষে জয়লাভ হইত না ॥ ৩৭;

তোমার ন্যায় একজন অনার্য্য ব্যক্তি কুটিল-পথের আশ্রয় গ্রহণ করত স্বধর্ম পালনে আসক্ত আমাদের এবং অন্যান্য রাজাদের বিনাশ করাইয়াছে ॥ ৩৮॥

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন! তুমি পাপপথে বিচরণ করিতেছিলে; সেইজন্য তুমি ভ্রাতা,

সগণঃ সসুহৃচ্চৈব পাপং মার্গমনুষ্ঠিতঃ।
তবৈব দুষ্কৃতৈর্বীরৌ ভীষ্ম-দ্রোণৌ নিপাতিতৌ ॥ ৪০
কর্ণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে তব শীলানুবর্তকঃ।
যাচ্যমানং ময়া মূঢ় পিত্র্যমংশং ন দিৎসসি ॥ ৪১
পাণ্ডবেভ্যঃ স্বরাজ্যঞ্চ লোভাচ্ছকুনিনিশ্চয়াৎ।
বিষং তে ভীমসেনায় দত্তং সর্বে চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৪২
প্রদীপিতা জতুগৃহে মাত্রা সহ সুদুর্মতে।
সভায়াং যাজ্ঞসেনী চ কৃষ্টা দ্যূতে রজস্বলা ॥ ৪৩
তদৈব তাবদ্ দুষ্টাত্মন্ বধ্যস্ত্বং নিরপত্রপ।
অনক্ষজ্ঞঞ্চ ধর্মজ্ঞং সৌবলেনাক্ষবেদিনা ॥ ৪৪
নিকৃত্যা যৎ পরাজৈষীস্তস্মাদসি হতো রণে।
জয়দ্রথেন পাপেন যৎ কৃষ্ণা ক্লেশিতা বনে ॥ ৪৫
যাতেষু মৃগয়াং চৈব তৃণবিন্দোরথাশ্রমম্।
অভিমন্যুশ্চ যদ্ বাল একো বহুভিরাহবে ॥ ৪৬

পুত্র, বান্ধব সেবক ও সুহৃদ্‌গণের সহিত নিহত হইয়াছ। বীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য তোমার দুষ্কর্মের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। কর্ণও তোমারই স্বভাবের অনুসরণ করিতেছিল, সেই কারণে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে ॥ ৩৯-৪০ ॥

অরে মূর্খ! তুমি শকুনির পরামর্শ গ্রহণ করত আমি প্রার্থনা করিলেও পাণ্ডবদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি, তাঁহাদের নিজ রাজ্য লোভবশতঃ প্রত্যর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলে না ॥ ৪১ ॥

দুর্মতে! তুমি যখন ভীমসেনকে বিষদান করিয়াছিলে, সমস্ত পাণ্ডবগণকে মাতার সহিত জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলে এবং নির্লজ্জ! দুষ্টাত্মন্! পাশাখেলার সময় পূর্ণ সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যখন তোমরা সকলে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলে, তখনই তুমি বধযোগ্য হইয়াছিলে ॥ ৪২-৪৩ ॥

তুমি পাশাখেলায় অভিজ্ঞ সুবলপুত্র শকুনির দ্বারা পাশাখেলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে ছলনা করিয়া পরাজিত করিয়াছিলে, সেই পাপে তুমি রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছ ॥ ৪৪ ॥

যখন পাণ্ডবেরা মৃগয়া করিবার জন্য তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়াছিল, সেই সময় পাপী জয়দ্রথ বনের মধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়াছিল; পাপাত্মন্! তোমারই অপরাধে বহুসংখ্যক যোদ্ধা যে একাকী বালক অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল, এই সব কারণেই আজ তুমিও রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

ত্বদ্দোষৈর্নিহতঃ পাপ তস্মাদসি হতো রণে।
(কুর্বাণং কর্মসমরে পাণ্ডবানর্থকাঙ্ক্ষিণম্।
যচ্ছিখণ্ড্যবধীদ্ ভীষ্মং মিত্রার্থেন ব্যতিক্রমঃ ॥
স্বধর্মং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা আচার্য্যস্ত্বৎপ্রিয়েপ্সয়া।
পার্ষতেন হতঃ সংখ্যে বর্তমানোহসতাং পথি ॥
প্রতিজ্ঞামাত্মনঃ সত্যাং চিকীর্ষন্ সমরে রিপুম্।
হতবান্ সাত্বতো বিদ্বান্ সৌমদত্তিং মহারথম্ ॥
অর্জুনঃ সমরে রাজন্ যুধ্যমানঃ কদাচন।
নিন্দিতং পুরুষব্যাঘ্রঃ করোতি ন কথঞ্চন ॥
লব্ধ্বাপি বহুশশ্ছিদ্রং বীরবৃত্তমনুস্মরন্।
ন জঘান রণে কর্ণং মৈবং বোচঃ সুদুর্মতে ॥
দেবানাং মতমাজ্ঞায় তেষাং প্রিয়হিতেপ্সয়া।
নার্জুনস্য মহানাগং ময়া ব্যংসিতমস্ত্রজম্ ॥
ত্বঞ্চ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণো দ্রৌণিস্তথা কৃপঃ।
বিরাটনগরে তস্য আনৃশংস্যাচ্চ জীবিতাঃ ॥

(ভীষ্ম পাণ্ডবগণের অনর্থ কামনা করিয়া রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় নিজের মিত্রগণের হিত করিবার ইচ্ছায় শিখণ্ডী যে তাঁহাকে বধ করিয়াছিল, ইহাতে তাহার কোন দোষ বা অপরাধ হয় নাই।

আচার্য্য দ্রোণ তোমার প্রিয় করিবার ইচ্ছায় নিজের ধর্ম্মকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া অসদ্‌গণের পথে গমন করিতেছিলেন, অতএব যুদ্ধস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছে।

বিদ্বান্ সাত্বতবংশীয় সাত্যকি নিজের সত্য প্রতিজ্ঞাকে পালন করিবার বাসনায় সমরাঙ্গণে স্বীয় শত্রু মহারথী ভূরিশ্রবাকে বধ করিয়াছিল।

রাজন্! সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন কখনও কোনরূপ কোন কিছু নিন্দিত কর্ম্ম করে নাই।

দুর্মতে! অর্জুন বীরোচিত সদাচার বিচার করত বহুসংখ্যক ছিদ্র (প্রহার করিবার সুযোগ) পাইয়াও যুদ্ধে কর্ণকে বধ করে নাই, অতএব তুমি তাহার বিষয়ে এই সব কথা বলিও না।

দেবগণের অভিমত জানিয়া তাঁহাদের প্রিয় ও হিত করিবার বাসনায় আমি অর্জুনের উপর মহানাগাস্ত্র প্রহার হইতে দিই নাই। আমি উহাকে বিফল করিয়া দিয়াছি।

তুমি, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য বিরাট নগরে অর্জুনের দয়ালুতার জন্যই জীবিত ছিলে।

স্মর পার্থস্য বিক্রান্তং গন্ধর্বেষু কৃতং তদা ।
অধর্মঃ কোঽত্র গান্ধারে পাণ্ডবৈর্যৎ কৃতং ত্বয়ি ॥
স্ববাহুবলমাস্থায় স্বধর্মেণ পরন্তপাঃ ।
জিতবন্তো রণে বীরা পাপোঽসি নিধনং গতঃ ॥
যান্যকার্য্যাণি চাস্মাকং কৃতানীতি প্রভাষসে ॥ ৪৭
বৈগুণ্যেন তবাত্যর্থং সর্বং হি তদনুষ্ঠিতম্ ।
বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্ত্বয়া ॥ ৪৮
বৃদ্ধা নোপাসিতাশ্চৈব হিতং বাক্যং ন তে শ্রুতম্ ।
লোভেনাতিবলেন ত্বং তৃষ্ণয়া চ বশীকৃতঃ ॥ ৪৯
দুর্য্যোধন উবাচ ।
কৃতবানস্যকার্য্যাণি বিপাকস্তস্য ভুজ্যতাম্ ।
অধীতং বিধিবদ্ দত্তং ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥ ৫০
মূর্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্মমনুপশ্যতাম্ ॥ ৫১
তদিদং নিধনং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।
দেবার্হা মানুষা ভোগা প্রাপ্তা অসুলভা নৃপৈঃ ॥ ৫২
ঐশ্বর্য্যং চোত্তমং প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।
সসুহৃৎ সানুগশ্চৈব স্বর্গং গন্তাহমচ্যুত ॥ ৫৩
যূয়ং নিহতসঙ্কল্পাঃ শোচন্তে বর্তয়িষ্যথ ।
(ন মে বিষাদো ভীমেন পাদেন শির আহতম্ ।
কাকা বা কঙ্ক-গৃধ্রা বা নিধাস্যন্তি পদং ক্ষণাৎ ॥)
সঞ্জয় উবাচ ।
অস্য বাক্যস্য নিধনে কুরুরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৫৪
অপতৎ সুমহদ্ বর্ষং পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্ ।
অবাদয়ন্ত গন্ধর্বা বাদিত্রং সুমনোহরম্ ॥ ৫৫
জগুশ্চাপ্সরসো রাজ্ঞো যশঃসম্বন্ধমেব চ ।
সিদ্ধাশ্চ মুমুচুর্বাচঃ সাধু সাধ্বিতি পার্থিব ॥ ৫৬
ববৌ চ সুরভির্বায়ুঃ পুণ্যগন্ধো মৃদুঃ সুখঃ ।
ব্যরাজংশ্চ দিশঃ সর্বা নভো বৈদূর্য্যসন্নিভম্ ॥ ৫৭

স্মরণ কর—অর্জ্জুনের সেই পরাক্রম ; যাহা তোমাদের জন্য সেদিন গন্ধর্ব্বদের উপর অর্জ্জুন প্রয়োগ করিয়াছিল। গান্ধারীনন্দন ! পাণ্ডবেরা এস্থানে তোমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছে, উহাতে কি অধর্ম্ম আছে ?

শত্রুতাপন বীর পাণ্ডবগণ নিজেদের বাহুবলের আশ্রয় করত ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে জয়লাভ করিয়াছে। তুমি পাপী, সেই কারণে নিহত হইয়াছ।)

তুমি যে সব কার্য্যকে আমার পক্ষে অনুচিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ, সে সমস্ত তোমার গুরুতর অপরাধের জন্যই করিতে হইয়াছে ॥ ৪৭½

তুমি বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের নীতিসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণ কর নাই, বৃদ্ধ পুরুষগণের (অভিজ্ঞ অথচ বয়সে প্রবীণ) সেবা কর নাই এবং তাঁহাদের হিতকর বাক্যও শ্রবণ কর নাই ॥ ৪৮½

তুমি অত্যন্ত প্রবল লোভ ও তৃষ্ণার বশীভূত হইয়া অকার্য্যসকল করিয়াছ ; অতএব তাহার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করিলে ॥ ৪৯½

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছি, দান করিয়াছি, সমুদ্র সহ পৃথিবীকে শাসন করিয়াছি এবং শত্রুদের মস্তকের উপর (পা রাখিয়া) অবস্থান করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম অন্ত (পরিণাম) কাহার হইয়াছে ? ৫০½

স্বধর্ম্মের প্রতি অবলোকনকারী ক্ষত্রবন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট, আমি সেইরূপ মৃত্যুই লাভ করিয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা উত্তম অন্ত আর কাহার হইয়াছে ? ৫১½

যাহা অপর রাজগণের পক্ষে দুর্লভ, সেই দেববৃন্দের পক্ষে সুলভ মানবভোগ আমার লাভ হইয়াছে। আমি উত্তম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্ত আর কাহার হইয়াছে ? ৫২½

অচ্যুত ! আমি সুহৃদ্ ও অনুগামিগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিব এবং তোমরা সকলে ভগ্নমনোরথ হইয়া শোচনীয় জীবন যাপন করিতে থাকিবে ॥ ৫৩½

(ভীমসেন নিজ পদের দ্বারা যে আমার মস্তকে আঘাত করিয়াছে, ইহাতে আমার কোন খেদ নাই ; কারণ, এখন আর ক্ষণকালের মধ্যেই ত' কাক, কঙ্ক অথবা শকুনিরা ইহার উপরে নিজেদের পদ রাখিবে।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের এই কথা বলা শেষ হইয়া যাইলে, তাঁহার উপর পবিত্র সুগন্ধযুক্ত পুষ্পসমূহ প্রবলভাবে বর্ষিত হইতে লাগিল ॥৫৪½

গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত মনোহর বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিলেন এবং অপ্সরাদল রাজা দুর্য্যোধনের সুযশসম্বন্ধী গীত গান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫½

রাজন্ ! সেই সময় সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন,—উত্তম, উত্তম। তারপর পবিত্র গন্ধযুক্ত, মনোহর, মৃদুল এবং সুখ-

অত্যদ্ভুতানি তে দৃষ্ট্বা বাসুদেবপুরোগমাঃ ।
দুর্য্যোধনস্য পূজাং তু দৃষ্ট্বা ব্রীড়ামুপাগমন্ ॥ ৫৮
হতাংশ্চাধর্ম্মতঃ শ্রুত্বা শোকার্ত্তাঃ শুশুচুর্হি তে ।
ভীষ্মং দ্রোণং তথা কর্ণং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ৫৯
তাংস্তু চিন্তাপরান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ ।
প্রোবাচেদং বচঃ কৃষ্ণো মেঘদুন্দুভিনিস্বনঃ ॥ ৬০
নৈষ শক্যোঽতিশীঘ্রাস্ত্রস্তে চ সর্বে মহারথাঃ ।
ঋজুযুদ্ধেন বিক্রান্তা হন্তুং যুষ্মাভিরাহবে ॥ ৬১
নৈষ শক্যঃ কদাচিৎ তু হন্তুং ধর্মেণ পার্থিবঃ ।
তে বা ভীষ্মমুখাঃ সর্বে মহেষ্বাসা মহারথাঃ ॥ ৬২
ময়ানেকৈরুপায়ৈস্তু মায়াযোগেন চাসকৃৎ ।
হতাস্তে সর্ব এবাজৌ ভবতাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৬৩
যদি নৈবংবিধং জাতু কুর্য্যাং জিহ্মমহং রণে ।
কুতো বো বিজয়ো ভূয়ঃ কুতো রাজ্যং কুতো ধনম্ ॥৬৪

তে হি সর্বে মহাত্মানশ্চত্বারোঽতিরথা ভুবি ।
ন শক্যা ধর্মতো হন্তুং লোকপালৈরপি স্বয়ম্ ॥৬৫
তথৈবায়ং গদাপাণির্ধার্ত্তরাষ্ট্রো গতক্লমঃ ।
ন শক্যো ধর্মতো হন্তুং কালেনাপীহ দণ্ডিনা ॥ ৬৬
ন চ বো হৃদি কর্তব্যং যদয়ং ঘাতিতো রিপুঃ
মিথ্যাবধ্যাস্তথোপায়ৈর্বহবঃ শত্রবোঽধিকাঃ ॥ ৬৭
পূর্বৈরনুগতো মার্গো দেবৈরসুরঘাতিভিঃ ।
সদ্ভিশ্চানুগতঃ পন্থাঃ স সর্বৈরনুগম্যতে ॥ ৬৮
কৃতকৃত্যাশ্চ সায়াহ্নে নিবাসং রোচয়ামহে ।
সাশ্ব-নাগ-রথাঃ সর্বে বিশ্রমামো নরাধিপাঃ ॥ ৬৯
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা তদানীং পাণ্ডবৈঃ সহ ।
পাঞ্চালা ভৃশসংহৃষ্টা বিনেদুঃ সিংহসঙ্ঘবৎ ॥৭০
ততঃ প্রাধ্মাপয়ন্ শঙ্খান্ পাঞ্চজন্যঞ্চ মাধবঃ ।
হৃষ্টা দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা নিহতং পুরুষর্ষভ ॥৭১

দায়ক বায়ু বহিতে লাগিল। সমস্ত দিক্ প্রকাশিত হইয়া উঠিল এবং আকাশ বৈদূর্য্যমণিতুল্য নীলাভ হইয়া যাইল ॥ ৫৬ ৫৭

শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়গণ এই অদ্ভুত কথা ও দুর্য্যোধনের পূজা দেখিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন ॥ ৫৮

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবা অধর্মপূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন শুনিয়া সকলেই শোকে ব্যাকুল হইয়া খেদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯

পাণ্ডবগণকে দীনচিত্ত এবং চিন্তামগ্ন দেখিয়া মেঘ ও দুন্দুভি সদৃশ গম্ভীর স্বরে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ॥ ৬০

এই দুর্য্যোধন অতিশয় দ্রুত অস্ত্র চালাইতে সমর্থ ছিল, অতএব ইহাকে কেহই পরাজিত করিতে পারিত না এবং এই ভীষ্ম, দ্রোণাদি মহারথী বীরগণও অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। ইহাদিগকে ধর্ম্মানুকূল সরলতাপূর্ব্বক যুদ্ধের দ্বারা তোমরা পরাজিত করিতে পারিতে না ॥ ৬১

এই রাজা দুর্য্যোধন অথবা এই ভীষ্মাদি সকল মহারথী মহাধনুর্দ্ধরগণকে কখনও ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা বিনাশ করিতে পারিতে না ॥ ৬২

তোমাদের হিতকামী আমি বারংবার মায়া প্রয়োগ করত নানাবিধ উপায়ে যুদ্ধস্থলে ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছি ॥ ৬৩

যদি কদাচিৎ যুদ্ধে আমি এইরূপ কপটপূর্ণ কার্য্য না করিতাম, তবে তোমাদের জয়লাভ কিরূপে সম্ভব হইত, রাজ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইত এবং ধনই বা কিভাবে লাভ হইত? ৬৪

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা—এই চার মহাত্মা এই জগতে অতিরথ বীর বলিয়া বিখ্যাত। সাক্ষাৎ লোকপালগণও ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া ইঁহাদের সকলকে বিনাশ করিতে পারিতেন না ॥ ৬৫

এই গদাধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনও যুদ্ধের দ্বারা পরিশ্রান্ত হইত না। ইহাকে দণ্ডধারী কালও ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিতে সমর্থ নন ॥ ৬৬

এইভাবে তোমরা যে এই শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছ, ইহার জন্য তোমরা মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিবে না। অধিক শক্তিশালী বহুসংখ্যক শত্রু নানাবিধ উপায় ও কূটনীতি প্রয়োগ করিয়া বধ করিবার যোগ্য ॥ ৬৭

অসুরহন্তা পূর্ব্ববর্ত্তী দেবগণও এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথে গমন করিয়া থাকেন, উহাই সকল লোকে অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৬৮

এখন আমাদের কার্য্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে অতএব সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইতেছে। রাজগণ! আমরা সকলে অশ্ব, হস্তী ও রথ সহ বিশ্রাম করিব ॥ ৬৯

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় পাণ্ডবগণসহ পাঞ্চালেরা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সিংহদলের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০

পুরুষপ্রবর! তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য সমস্ত লোক দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ শঙ্খ বাং

(দেবদত্তং প্রহৃষ্টাত্মা শঙ্খপ্রবরমর্জ্জুনঃ।
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদর
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্তথা জৈত্রং সাত্যকির্নন্দিবর্ধনম্।
তেষাং নাদেন মহতা শঙ্খানাং ভরতর্ষভ॥
আপুপুরে নভঃ সর্বং পৃথিবী চ চচাল হ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
পাণ্ডুসৈন্যেষবাদ্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥
অস্তুবন্ পাণ্ডবানন্যে গীর্ভিশ্চ স্তুতিমঙ্গলৈঃ।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি কৃষ্ণপাণ্ডব-দুর্য্যোধনসংবাদে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬১

করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাজাইলেন॥ ৭১

(প্রসন্নচিত্ত অর্জুন দেবদত্তনামক শ্রেষ্ঠ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় এবং ভয়ঙ্কর কার্য্যকারী ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন॥

নকুল ও সহদেব ক্রমশঃ সুঘোষ এবং মণিপুষ্পক নামক শঙ্খবাদ্য করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন জৈত্র এবং সাত্যকি নন্দিবর্দ্ধন নামক শঙ্খের ধ্বনি করিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই মহাশঙ্খসকলের শব্দে সম্পূর্ণ আকাশ বিস্তৃত হইল এবং ধরণী কম্পিত হইতে লাগিল॥

তাহার পর পাণ্ডবসৈন্যেরা শঙ্খ, পণব, আনক ও গোমুখাদি বাদ্য বাজাইতে লাগিলেন। ইহাদের সকলের সম্মিলিত শব্দ অতিশয় ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই সময় অন্য সব বহুসংখ্যক মানুষ স্তুতি ও মঙ্গলময় বাক্যের দ্বারা পাণ্ডবগণের স্তব করিতে লাগিলেন॥)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডব ও দুর্য্যোধনের সংবাদবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবশিবিরে পাণ্ডবানাং গমনম্, অর্জুনরথভস্মীভূতস্য বর্ণনম্, পাণ্ডবৈর্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে প্রেষণঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।
ততস্তে প্রযযুঃ সর্বে নিবাসায় মহীক্ষিতঃ।
শঙ্খান্ প্রধ্মাপয়ন্তো বৈ হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ॥ ১
পাণ্ডবান্ গচ্ছতশ্চাপি শিবিরং নো বিশাম্পতে
মহেষ্বাসোঽন্বগাৎ পশ্চাদ্ যুযুৎসুঃ সাত্যকিস্তথা
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ।
সর্বে চান্যে মহেষ্বাসাঃ প্রযযুঃ শিবিরাণ্যুত॥ ৩

ততস্তে প্রাবিশন্ পার্থা হতত্বিট্কং হতেশ্বরম্।
দুর্য্যোধনস্য শিবিরং রঙ্গবদ্ বিসৃতে জনে॥ ৪
গতোৎসবং পুরমিব হৃতনাগমিব হ্রদম্।
স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠং বৃদ্ধামাত্যৈরধিষ্ঠিতম্॥ ৫
তত্রৈতান্ পর্য্যুপাতিষ্ঠন্ দুর্য্যোধনপুরঃসরাঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটা রাজন্ কাষায়মলিনাম্বরাঃ॥ ৬

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[কৌরবশিবিরে পাণ্ডবগণের গমন, অর্জুনের রথদগ্ধ বর্ণন এবং পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,— রাজন্! তদনন্তর পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট নরপতিগণ নিজ নিজ শঙ্খ বাদ্য করিতে করিতে শিবিরে বিশ্রাম করিবার জন্য প্রসন্নতাপূর্ব্বক গমন করিলেন॥ ১

প্রজানাথ! আমাদের শিবিরের দিকে গমনকারী পাণ্ডবগণের পশ্চাতে পশ্চাতে মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর সকল পুত্রগণ এবং অন্য সব ধনুর্দ্ধর যোদ্ধারাও সেই শিবিরে গমন করিলেন॥ ২-৩

তাহার পর কুন্তীপুত্রগণ প্রথমে দুর্যোধনের শিবিরে গমন করিলেন। যেরূপ দর্শকগণ চলিয়া যাইলে পর শূন্য রঙ্গমণ্ডপ শোভাহীন হইয়া যায়, সেইরূপ শোভাহীন এবং যাহার প্রভু নিহত হইয়াছে, সেই শিবির, উৎসবহীন নগর এবং নাগশূন্য সরোবরের ন্যায় শ্রীহীন মনে হইতেছিল। সেখানে অবস্থিত লোকসকলের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রী ও নপুংসক ছিল এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীরা অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থান করত সেই শিবিরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছিল॥ ৪-৫

রাজন্! তখন মলিন কাষায়বসন পরিহিত দুর্যোধনের সম্মুখবর্ত্তী বহু লোক কৃতাঞ্জলি হইয়া আসিয়া পাণ্ডবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল॥ ৬

শিবিরং সমনুপ্রাপ্য কুরুরাজস্য পাণ্ডবাঃ।
অবতেরুর্মহারাজ রথেভ্যো রথসত্তমাঃ ॥ ৭
ততো গাণ্ডীবধন্বানমভ্যভাষত কেশবঃ।
স্থিতঃ প্রিয়হিতে নিত্যমতীব ভরতর্ষভ ॥ ৮
অবরোপয় গাণ্ডীবমক্ষয্যৌ চ মহেষুধী।
অথাহমবরোক্ষ্যামি পশ্চাদ্ ভরতসত্তম ॥ ৯
স্বয়ং চৈবাবরোহ ত্বমেতচ্ছ্রেয়স্তবানঘ।
তচ্চাকরোৎ তথা বীরঃ পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১০
অথ পশ্চাৎ ততঃ কৃষ্ণো রশ্মীনুৎসৃজ্য বাজিনাম্।
অবারোহত মেধাবী রথাদ্ গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১১
অথাবতীর্ণে ভূতানামীশ্বরে সুমহাত্মনি।
কপিরন্তর্দধে দিব্যো ধ্বজো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১২
স দগ্ধো দ্রোণ-কর্ণাভ্যাং দিব্যৈরস্ত্রৈর্মহারথঃ।
অথাদীপ্তোঽগ্নিনা হ্যাশু প্রজজ্বাল মহীপতে ॥ ১৩
সোপাসঙ্গঃ সরশ্মিশ্চ সাশ্বঃ সযুগবন্ধুরঃ।
ভস্মীভূতোঽপতদ্ ভূমৌ রথো গাণ্ডীবধন্বনঃ ॥ ১৪
তং তথা ভস্মভূতং তু দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতাঃ প্রভো।
অভবন্ বিস্মিতা রাজন্নর্জুনশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৫
কৃতাঞ্জলিঃ সপ্রণয়ং প্রণিপত্যাভিবাদ্য হ।
গোবিন্দ কস্মাদ্ ভগবন্ রথো দগ্ধোঽয়মগ্নিনা ॥ ১৬
কিমেতন্মহদাশ্চর্য্যমভবদ্ যদুনন্দন।
তন্মে ব্রূহি মহাবাহো শ্রোতব্যং যদি মন্যসে ॥ ১৭

বাসুদেব উবাচ।

অস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্দগ্ধঃ পূর্ব্বমেবায়মর্জ্জুন।
মদধিষ্ঠিতত্বাৎ সমরে ন বিশীর্ণঃ পরন্তপ ॥ ১৮
ইদানীং তু বিশীর্ণোঽয়ং দগ্ধো ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ময়া বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ত্বয়াদ্য কৃতকর্ম্মণি ॥ ১৯
ঈষদুৎস্ময়মানস্তু ভগবান্ কেশবোঽরিহা।
পরিষ্বজ্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ২০

মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধনের শিবিরে উপস্থিত হইয়া রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা নিজ নিজ রথ হইতে নামিলেন ॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর সদা অর্জ্জুনের প্রিয় ও হিতে তৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ! তুমি গাণ্ডীব ধনু এবং এই দুইটি বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর নামাইয়া রাখ এবং তারপর স্বয়ং এই রথ হইতে অবতরণ কর। ইহার পর আমি নামিয়া যাইব। অনঘ! এরূপ করিলে তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ৮-৯½

বীর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। তদনন্তর পরম বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বগণের রজ্জু পরিত্যাগ করত গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের রথ হইতে স্বয়ংও নামিয়া আসিলেন ॥ ১০-১১

সমস্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নামিয়া আসিলেই গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ধ্বজস্বরূপ দিব্য বানর সেই রথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ১২

পৃথ্বীনাথ! ইহার পর অর্জ্জুনের যাহা পূর্ব্বেই দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণের দিব্যাস্ত্রসমূহে দগ্ধপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সেই বিশাল রথ অতিদ্রুত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৩

গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সেই রথ উপাসঙ্গ, অশ্বরজ্জু, যুগ, বন্ধুরকাষ্ঠ এবং অশ্বসকলের সহিত ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ১৪

প্রভো! নরেশ্বর! সেই রথকে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে দেখিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ বিস্মিত হইলেন এবং অর্জ্জুনও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে বারংবার প্রণাম করত সপ্রেমে বলিলেন,—গোবিন্দ! এই রথ কেন অকস্মাৎ অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া যাইল? ভগবন্! যদুনন্দন! কিহেতু এই অতিশয় আশ্চর্য্যকর ঘটনা সংঘটিত হইল? মহাবাহো! ইহা যদি আপনি শুনিবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে এই রহস্য বর্ণন করুন ॥ ১৫-১৭

বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শত্রুতাপন অর্জ্জুন! এই রথ পূর্ব্বেই নানাপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমি রথে অবস্থান করায় এই রথ সেই সময় ভস্ম হইয়া পতিত হয় নাই ॥ ১৮

কুন্তীনন্দন! আজ যখন তুমি নিজ অভীষ্ট কার্য্য পূর্ণ করিয়াছ, তখন আমি ইহাকে ত্যাগ করিলাম, সেইজন্য পূর্ব্বেই ব্রহ্মাস্ত্র তেজে দগ্ধ এই রথ বর্ত্তমানে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ১৯

ইহার পর শত্রুসংহারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সেস্থানে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত বলিলেন ॥ ২০

দিষ্ট্যা জয়সি কৌন্তেয় দিষ্ট্যা তে শত্রবো জিতাঃ
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ত্বং চাপি কুশলী রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ
মুক্তা বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামান্নিহতদ্বিষঃ ॥ ২২
ক্ষিপ্রমুত্তরকালানি কুরু কার্য্যাণি ভারত।
উপাযাতমুপপ্লব্যং সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২৩
আনীয় মধুপর্কং মাং যৎ পুরা ত্বমবোচথাঃ।
এষ ভ্রাতা সখা চৈব তব কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৪
রক্ষিতব্যো মহাবাহো সর্বাস্বাপৎস্বিতি প্রভো।
তব চৈব ব্রুবাণস্য তথেত্যেবাহমব্রুবম্ ॥ ২৫
স সব্যসাচী গুপ্তস্তে বিজয়ী চ জনেশ্বর।
ভ্রাতৃভিঃ সহ রাজেন্দ্র শূর সত্যপরাক্রমঃ ২৬
মুক্তো বীরক্ষয়াদস্মাৎ সংগ্রামাল্লোমহর্ষণাৎ।
এবমুক্তস্তু কৃষ্ণেন ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হৃষ্টরোমা মহারাজ প্রত্যুবাচ জনার্দনম্।
প্রমুক্তং দ্রোণ কর্ণাভ্যাং ব্রহ্মাস্ত্রমরিমর্দন ॥ ২৮
কস্ত্বদন্যঃ সহেৎ সাক্ষাদপি বজ্রী পুরন্দরঃ।
ভবতস্তু প্রসাদেন সংশপ্তকগণা জিতাঃ ॥ ২৯
মহারণগতঃ পার্থো যচ্চ নাসীৎ পরাঙ্মুখঃ।
তথৈব চ মহাবাহো পর্য্যায়ৈর্বহুভির্ময়া ॥ ৩০
কর্মণামনুসন্তানং তেজসশ্চ গতীঃ শুভাঃ।
উপপ্লব্যে মহর্ষির্মে কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ৩১
যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ।
ইত্যেবমুক্তে তে বীরাঃ শিবিরং তব ভারত ॥ ৩২
প্রবিশ্য প্রত্যপদ্যন্ত কোশরত্নর্দ্ধিসঞ্চয়ান্
রজতং জাতরূপঞ্চ মণীনথ চ মৌক্তিকান্ ॥ ৩৩
ভূষণান্যথ মুখ্যানি কম্বলান্যজিনানি চ।
দাসীদাসমসংখ্যেয়ং রাজ্যোপকরণানি চ ॥৩৪

কুন্তীনন্দন! সৌভাগ্যবশতঃ আপনার জয়লাভ হইয়াছে এবং সমস্ত শত্রু পরাজিত হইয়াছে। রাজন্! গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, আপনি এবং মাদ্রীপুত্র পাণ্ডুনন্দন নকুল সহদেব—সকলেই কুশলে আছেন। যেখানে বীরগণের বিনাশ এবং আপনার সকল শত্রুর পরাজয় হইয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে আপনারা জীবিত রহিয়াছেন, ইহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা ॥ ২১-২২

হে ভারত! এখন যাহা সময়ানুসারে সবাগ্রে করণীয় হইবে, উহা শীঘ্র অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের সহিত যখন আমি উপপ্লব নগরে আসিয়াছিলাম, সেই সময় আমাকে মধুপর্ক অর্পিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন যে, হে কৃষ্ণ! এই অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা এবং সখা। প্রভো! মহাবাহো! ইহাকে তুমি সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে ॥ ২৩-২৪,

আপনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমি "তথাস্তু" 'তাহাই হউক' বলিয়া সেই আজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। জনেশ্বর! রাজেন্দ্র! আপনার এই শৌর্য্যশালী বীর, সত্য-পরাক্রমী ভ্রাতা সব্যসাচী অর্জ্জুন আমার দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া জয়ী হইয়াছে এবং বীরগণের বিনাশকর এই রোমাঞ্চকারী সংগ্রামে ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত জীবিত রহিয়াছে ॥ ২৫-২৬

মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ! এই কথা বলিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ। দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি সহ্য করিতে পারে? সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও উহার আঘাত সহ্য করিতে পারেন না ॥ ২৮।

আপনারই করুণায় সংশপ্তকগণ পরাজিত হইয়াছে এবং কুন্তী-কুমার অর্জ্জুন যে সেই মহাসমরে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নাই, উহাও আপনার অনুগ্রহেরই ফল ॥ ২৯।

মহাবাহো। আপনার দ্বারা বহুবার আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে এবং আমরা তেজের শুভ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩০।

উপপ্লব্য নগরে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে বলিয়াছিলেন, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ, সেস্থানেই 'জয়' বিদ্যমান থাকে ॥ ৩২।

ভারত! যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর পাণ্ডব-বীরগণ আপনার শিবিরে প্রবেশ করত কোশ, রত্ন ও ভাণ্ডারগৃহ অধিকার করিয়া লইলেন ॥ ৩২।

রজত, স্বর্ণ, মণি, মুক্তাফল, উত্তম উত্তম আভরণ, কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অসংখ্য দাস-দাসী এবং রাজ্যের বহু দ্রব্য তাঁহারা গ্রহণ করিলেন ॥৩৩-৩৪

তে প্রাপ্য ধনমক্ষয্যং ত্বদীয়ং ভরতর্ষভ ।
উদক্রোশন্মহাভাগা নরেন্দ্র বিজিতারয়ঃ ॥ ৩৫
তে তু বীরাঃ সমাশ্বস্য বাহনান্যবমুচ্য চ ।
অতিষ্ঠন্ত মুহুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ॥ ৩৬
অথাব্রবীন্মহারাজ বাসুদেবো মহাযশাঃ ।
অস্মাভির্মঙ্গলার্থায় বস্তব্যং শিবিরাদ্ বহিঃ ॥ ৩৭
তথেত্যুক্ত্বা হি তে সর্ব্বে পাণ্ডবাঃ সাত্যকিস্তথা ।
বাসুদেবেন সহিতা মঙ্গলার্থং বহির্যযুঃ ॥ ৩৮
তে সমাসাদ্য সরিতং পুণ্যামোঘবতীং নৃপ ।
ন্যবসন্নথ তাং রাত্রিং পাণ্ডবা হতশত্রবঃ ॥ ৩৯
যুধিষ্ঠিরস্ততো রাজা প্রাপ্তকালমচিন্তয়ৎ ।
তত্র তে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ॥ ৪০
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম ।
হেতুকারণযুক্তৈশ্চ বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ॥ ৪১
ক্ষিপ্রমেব মহাভাগ গান্ধারীং প্রশমিষ্যসি ।
পিতামহশ্চ ভগবান্ ব্যাসস্তত্র ভবিষ্যতি ॥ ৪২
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততঃ সম্প্রেষয়ামাসুর্যাদবং নাগসাহ্বয়ম্ ।
স চ প্রায়াজ্জবেনাশু বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৩
দারুকং রথমারোপ্য যেন রাজাম্বিকাসুতঃ ।
তমূচুঃ সম্প্রযাস্যন্তং শৈব্য-সুগ্রীববাহনম্ ॥৪৪
প্রত্যাশ্বাসয় গান্ধারীং হতপুত্রাং যশস্বিনীম্ ।
স প্রায়াৎ পাণ্ডবৈরুক্তস্তৎ পুরং সাত্বতাং বরঃ ॥
আসসাদ ততঃ ক্ষিপ্রং গান্ধারীং নিহতাত্মজাম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি বাসুদেবপ্রেষণে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

ভরতশ্রেষ্ঠ ! নরেশ্বর ! আপনার ধনের অক্ষয় ভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া শত্রুবিজয়ী মহাভাগ পাণ্ডবগণ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

এই সব বীরগণ নিজ নিজ বাহনদিগকে মুক্ত করিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি সেস্থানে একত্রে উপবেশন করিয়াছিলেন ॥ ৩৬

মহারাজ ! তদনন্তর মহাযশস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আজ রাত্রিতে আমাদের নিজেদের মঙ্গললাভের জন্য শিবিরের বাহিরেই অবস্থান করিতে হইবে ॥ ৩৭

তখন 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজের মঙ্গললাভের জন্য শিবির হইতে বাহিরে গমন করিলেন ॥ ৩৮

নরেশ্বর ! যাহাদের শত্রু নিহত হইয়াছে, সেই পাণ্ডবগণ সেই রাত্রিতে পুণ্যসলিলা ওঘবতী নদীর তীরে যাইয়া নিবাস করিলেন ॥ ৩৯

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেস্থানে সময়োচিত কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন এবং বলিলেন,—শত্রুদমন মাধব ! ক্রোধে প্রজ্বলিত গান্ধারীদেবীকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য আপনার একবার হস্তিনাপুরে যাওয়া উচিত বলিয়া আমার মনে হইতেছে ॥ ৪০॥

মহাভাগ ! আপনি যুক্তি ও কারণসমূহের দ্বারা সময়োচিত বাক্য বলিয়া গান্ধারীদেবীকে অতি সত্বর শান্ত করিতে পারিবেন। আমাদের পিতামহ ভগবান্ বেদব্যাসও এখন হয় ত' সেস্থানেই থাকিবেন ॥ ৪১-৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণ যদুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপশালী বাসুদেব দারুককে সারথিরূপে রথের উপর বসাইয়া স্বয়ংও উপবেশন করিলেন এবং যেস্থানে অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য তীব্রবেগে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩॥

শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বগণ যাঁহার বাহক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যাইবার সময় পাণ্ডবগণ পুনরায় এই কথা বলিলেন, প্রভো ! যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, অতএব আপনি সেই দুঃখিনী মাতাকে ধৈর্য্য প্রদান করুন ॥৪৪॥

পাণ্ডবগণ এই কথা বলিলে পর সাত্বতবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, সেই গান্ধারীদেবীর নিকট অতিসত্বর উপস্থিত হইলেন। ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে বাসুদেবকে হস্তিনাপুরে প্রেরণবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রেরণয়া ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তিনাপুরে গমনম্, ধৃতরাষ্ট্রং গান্ধারীঞ্চাশ্বাস্য পুনস্তস্য পাণ্ডবানাং সমীপে প্রত্যাবর্ত্তনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিমর্থং দ্বিজশার্দূল ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
গান্ধার্য্যাঃ প্রেষয়ামাস বাসুদেবং পরন্তপম্ ॥১
যদা পূর্ব্বং গতঃ কৃষ্ণঃ শমার্থং কৌরবান্ প্রতি।
ন চ তং লব্ধবান্ কামং ততো যুদ্ধমভূদিদম্ ॥২
নিহতেষু তু যোধেষু হতে দুর্য্যোধনে তদা।
পৃথিব্যাং পাণ্ডবেয়স্য নিঃসপত্নে কৃতে যুধি ॥ ৩
বিদ্রুতে শিবিরে শূন্যে প্রাপ্তে যশসি চোত্তমে।
কিং নু তৎ কারণং ব্রহ্মন্ যেন কৃষ্ণো গতঃ পুনঃ ॥ ৪
ন চৈতৎ কারণং ব্রহ্মন্নল্পং বিপ্রতিভাতি মে।
যত্রাগমদমেয়াত্মা স্বয়মেব জনার্দনঃ ॥ ৫
তত্ত্বতো বৈ সমাচক্ষ্ব সর্বমধ্বর্য্যুসত্তম।
যচ্চাত্র কারণং ব্রহ্মন্ কার্য্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ত্বদ্‌যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যন্মাং পৃচ্ছসি পার্থিব।
তত্তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৭
হতং দুর্য্যোধনং দৃষ্ট্বা ভীমসেনেন সংযুগে।
ব্যুৎক্রম্য সময়ং রাজন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রং মহাবলম্ ॥ ৮
অন্যায়েন হতং দৃষ্ট্বা গদাযুদ্ধেন ভারত।
যুধিষ্ঠিরং মহারাজ মহদ্ ভয়মথাবিশৎ ॥ ৯
চিন্তয়ানো মহাভাগাং গান্ধারীং তপসান্বিতাম্।
ঘোরেণ তপসা যুক্তাং ত্রৈলোক্যমপি সা দহেৎ ॥ ১০
তস্য চিন্তয়মানস্য বুদ্ধিঃ সমভবৎ তদা।
গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ পূর্ব্বং প্রশমনং ভবেৎ ॥১১
সা হি পুত্রবধং শ্রুত্বা কৃতমস্মাভিরীদৃশম্।
মানসেনাগ্নিনা ক্রুদ্ধা ভস্মসান্নঃ করিষ্যতি ॥ ১২
কথং দুঃখমিদং তীব্রং গান্ধারী সা সহিষ্যতি।
শ্রুত্বা বিনিহতং পুত্রং ছলেনাজিহ্মযোধিনম্ ॥ ১৩

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রেরণায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আশ্বাসদান করত পুনরায় তাঁহার পাণ্ডবদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুতাপন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারীদেবীর নিকট কেন পাঠাইলেন? ১

যখন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপন করাইবার জন্য কৌরবদের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, যাহার ফলে এই যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ২

ব্রহ্মন্! যখন যুদ্ধে সমস্ত যোদ্ধারা বিনষ্ট হইলেন, ভূমণ্ডলে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের যখন শত্রুগণের সর্ব্বদা অভাব হইল, কৌরব-পক্ষের সকল লোক যখন শিবিরসমূহ শূন্য করিয়া পলাইয়া যাইল, তখন আবার কোন্ কারণে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করিলেন? ৩-৪

বিপ্রবর! ইহার কোন অল্প কারণও আমার প্রতিভাত হইতেছে না, যাহার জন্য অপ্রমেয়স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দনকেই আবার হস্তিনাপুরে যাইতে হইল? ৫

যজুর্ব্বেদীয় বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মন্! এই কার্য্য নিশ্চয় করিতে যে সকল কারণ আছে, তৎ সমস্তই আপনি যথাযথরূপে বলুন ॥ ৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতকুলভূষণ নরেশ! তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা যথার্থই। তুমি আমাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছ, উহা আমি তোমাকে যথাযথ ভাবে বলিব ॥ ৭

রাজন্! ভরতবংশীয় মহারাজ! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাবল দুর্য্যোধনকে ভীমসেন যুদ্ধে নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বিনাশ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন অন্যায় পূর্ব্বক গদাযুদ্ধের দ্বারা নিহত হইয়াছেন। এই সব বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করত যুধিষ্ঠিরের মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৮ ৯

তিনি উগ্র তপস্যাযুক্তা মহাভাগা তপস্বিনী গান্ধারীদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি এই চিন্তা করিতে থাকিলেন যে, গান্ধারীদেবী ক্রুদ্ধা হইলে ত্রিভুবনকেই প্রজ্বলিত করিয়া ভস্ম করিতে পারেন ॥ ১০

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, প্রথমে ক্রোধে প্রজ্বলিতা গান্ধারী-দেবীকে শান্ত করা উচিত ॥ ১১

আমাদের দ্বারা তাঁহার পুত্রদিগকে এইভাবে বিনষ্ট হইতে শুনিয়া তিনি ক্রোধ করত নিজ সঙ্কল্পজনিত অগ্নিতে আমাদের ভস্মীভূত করিয়া দিবেন ॥ ১২

তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন সরলতার সহিত যুদ্ধ করিতেছিল; কিন্তু ছলনা পূর্ব্বক আমাদের দ্বারা নিহত হইয়াছে। এই কথা

এবং বিচিন্ত্য বহুধা ভয়শোকসমন্বিতঃ।
বাসুদেবমিদং বাক্যং ধর্ম্মরাজোঽভ্যভাষত ॥ ১৪
তব প্রসাদাদ্ গোবিন্দ রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
অপ্রাপ্যং মনসাপীদং প্রাপ্তমস্মাভিরচ্যুত ॥ ১৫
প্রত্যক্ষং মে মহাবাহো সংগ্রামে লোমহর্ষণে।
বিমর্দঃ সুমহান্ প্রাপ্তস্ত্বয়া যাদবনন্দন ॥ ১৬
ত্বয়া দেবাসুরে যুদ্ধে বধার্থমমরদ্বিষাম্।
যথা সাহ্যং পুরা দত্তং হতাশ্চ বিবুধদ্বিষঃ ॥ ১৭
সাহ্যং তথা মহাবাহো দত্তমস্মাকমচ্যুত।
সারথ্যেন চ বার্ষ্ণেয় ভবতা হি ধৃতা বয়ম্ ॥ ১৮
যদি ন ত্বং ভবের্নাথঃ ফাল্গুনস্য মহারণে।
কথং শক্যো রণে জেতুং ভবেদেষ বলার্ণবঃ ॥ ১৯
গদাপ্রহারা বিপুলাঃ পরিঘৈশ্চাপি তাড়নম্।

শ্রবণ করত গান্ধারীদেবী তাদৃশ তীব্র দুঃখ কিভাবে সহ্য করিবেন? ১৩

এইভাবে বহু কিছু চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভয় ও শোকান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১৪

গোবিন্দ! অচ্যুত! যাহা মনের দ্বারাও লাভ করা অসম্ভব ছিল, সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য আমরা আপনার করুণায় প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৫

যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ! এই রোমাঞ্চকর সংগ্রামে যে প্রভূত বিনাশ সাধন হইয়াছে, তৎ সমস্তই আপনি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৬

পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামের সময় যেরূপ আপনি দেবদ্রোহী দৈত্যগণের জন্য দেবতাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহার ফলে সমস্ত দেবশত্রু বিনষ্ট হইয়াছিল, মহাবাহু অচ্যুত! সেইরূপ এই যুদ্ধেও আপনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য দান করিয়াছেন। বৃষ্ণিনন্দন! আপনি সারথি কার্য্য করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছেন ॥ ১৭-১৮

যদি আপনি এই মহাসমরে অর্জুনের প্রভু এবং সারথি না হইতেন, তবে কৌরব সৈন্যরূপ সমুদ্রকে জয়লাভ করা কিরূপে সম্ভব হইত? ১৯

হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের জন্য বহু গদা আঘাত সহ্য করিয়াছেন, পরিঘের প্রহার লাভ করিয়াছেন, শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশুর আঘাতও সহ্য করিয়াছেন এবং বহু কঠোর

শক্তিভির্ভিন্দিপালৈশ্চ তোমরৈঃ সপরশ্বধৈঃ ॥ ২০
অস্মৎকৃতে ত্বয়া কৃষ্ণ বাচঃ সুপরুষাঃ শ্রুতাঃ।
শস্ত্রাণাঞ্চ নিপাতা বৈ বজ্রস্পর্শোপমা রণে ॥ ২১
তে চ তে সফলা জাতা হতে দুর্য্যোধনেঽচ্যুত।
তৎ সর্বং ন যথা নশ্যেৎ পুনঃ কৃষ্ণ তথা কুরু ॥ ২২
সন্দেহদোলাং প্রাপ্তং নশ্চেতঃ কৃষ্ণ জয়ে সতি।
গান্ধার্য্যা হি মহাবাহো ক্রোধং বুধ্যস্ব মাধব ॥ ২৩
সা হি নিত্যং মহাভাগা তপসোগ্রেণ কর্শিতা।
পুত্র-পৌত্রবধং শ্রুত্বা ধ্রুবং নঃ সম্প্রধক্ষ্যতি ॥ ২৪
তস্যাঃ প্রসাদনং বীর প্রাপ্তকালং মতং মম।
কশ্চ তাং ক্রোধতাম্রাক্ষীং পুত্রব্যসনকর্শিতাম্ ॥ ২৫
বীক্ষিতুং পুরুষঃ শক্তস্ত্বমৃতে পুরুষোত্তম।
তত্র মে গমনং প্রাপ্তং রোচতে তব মাধব ॥ ২৬

বাক্যও শুনিয়াছেন। আপনার উপর রণাঙ্গনে এতাদৃশ অস্ত্রসকল আঘাত করা হইয়াছিল, তাহাদের স্পর্শ বজ্রতুল্য ছিল ॥ ২০-২১

হে অচ্যুত! দুর্যোধন নিহত হওয়ায় সেই সমস্ত আঘাত সফল হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এখন পুনরায় এরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে আমাদের কৃত কার্য্যসকল নষ্ট হইয়া না যায় ॥ ২২

কৃষ্ণ! আজই জয় লাভ হইলেও আমার মন সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান হইতেছে। মহাবাহু মাধব! আপনি গান্ধারীদেবীর ক্রোধের বিষয় চিন্তা করুন ॥ ২৩

মহাভাগা গান্ধারী দেবী প্রতিদিন উগ্র তপস্যা করিয়া নিজের দেহকে দুর্ব্বল করিতেছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের বধের কথা শ্রবণ করত নিশ্চয়ই আমাদের দগ্ধ করিয়া দিবেন ॥ ২৪

বীর! এখন তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার কার্য্যই আমার সময়োচিত বলিয়া মনে হইতেছে। পুরুষোত্তম! আপনি ব্যতীত অপর কোন্ পুরুষ আছেন, যিনি পুত্রগণের শোকে দুর্ব্বল হইয়া ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত উপবিষ্টা গান্ধারীদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইবেন? ২৫

শত্রুদমনকারী মাধব! এই সময় ক্রোধে প্রজ্বলিতা গান্ধারীদেবীকে শান্ত করিবার জন্য আপনার সেস্থানে গমন করাকে আমি সময়োচিত বলিয়া মনে করি ॥ ২৬

গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধদীপ্তায়াঃ প্রশমার্থমরিন্দম ।
ত্বং হি কর্তা বিকর্তা চ লোকানাং প্রভবাপ্যয়ঃ ।। ২৭
হেতু-কারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈঃ কালসমীরিতৈঃ ।
ক্ষিপ্রমেব মহাবাহো গান্ধারীং শময়িষ্যসি ।। ২৮
পিতামহশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র ভবিষ্যতি ।
সর্বথা তে মহাবাহো গান্ধার্য্যাঃ ক্রোধনাশনম্ ।। ২৯
কর্তব্যং সাত্বতাং শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবানাং হিতার্থিনা ।
ধর্মরাজস্য বচনং শ্রুত্বা যদুকুলোদ্বহঃ ।। ৩০
আমন্ত্র্য দারুকং প্রাহ রথঃ সজ্জো বিধীয়তাম্ ।
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্বরমাণোঽথ দারুকঃ ।। ৩১
ন্যবেদয়দ্ রথং সজ্জং কেশবায় মহাত্মনে ।
তং রথং যাদবশ্রেষ্ঠঃ সমারুহ্য পরন্তপঃ ।। ৩২
জগাম হাস্তিনপুরং ত্বরিতঃ কেশবো বিভুঃ ।
ততঃ প্রায়ান্মহারাজ মাধবো ভগবান্ রথী ।। ৩৩
নাগসাহ্বয়মাসাদ্য প্রবিবেশ চ বীর্য্যবান্ ।
প্রবিশ্য নগরং বীরো রথঘোষেণ নাদয়ন্ ।। ৩৪
বিদিতো ধৃতরাষ্ট্রস্য সোঽবতীর্য্য রথোত্তমাৎ ।
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্ ।। ৩৫
পূর্বং চাভিগতং তত্র সোঽপশ্যদৃষিসত্তমম্ ।
পাদৌ প্রপীড্য কৃষ্ণস্য রাজ্ঞশ্চাপি জনার্দনঃ ।। ৩৬
অভ্যবাদয়দব্যগ্রো গান্ধারীং চাপি কেশবঃ ।
ততস্তু যাদবশ্রেষ্ঠো ধৃতরাষ্ট্রমধোক্ষজঃ ।। ৩৭
পাণিমালম্ব্য রাজেন্দ্র সুস্বরং প্ররুরোদ হ ।
স মুহূর্তাদিবোৎসৃজ্য বাষ্পং শোকসমুদ্ভবম্ ।। ৩৮
প্রক্ষাল্য বারিণা নেত্রে হ্যাচম্য চ যথাবিধি ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং ধৃতরাষ্ট্রমরিন্দমঃ ।। ৩৯
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বৃদ্ধস্য তব ভারত ।
কালস্য চ যথাবৃত্তং তৎ তে সুবিদিতং প্রভো ।। ৪০
যতিতং পাণ্ডবৈঃ সর্বৈস্তব চিত্তানুরোধিভিঃ ।
কথং কুলক্ষয়ো ন স্যাৎতথা ক্ষত্রস্য ভারত ।। ৪১

মহাবাহো ! আপনি সমস্ত লোকের স্রষ্টা ও সংহারক। আপনি সকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান। আপনি যুক্তি ও কারণসমূহে সংযুক্ত সময়োচিত বাক্যসকলের দ্বারা গান্ধারী-দেবীকে সত্বর শান্ত করিতে সমর্থ হইবেন ।। ২৭-২৮

আমাদের পিতামহ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভগবান্ ব্যাসদেবও সেস্থানেই থাকিবেন। মহাবাহো ! সাত্বতবংশশ্রেষ্ঠ ! আপনি পাণ্ডবগণের হিতৈষী। সর্ব্বপ্রকারে আপনার গান্ধারীদেবীর ক্রোধকে শান্ত করা উচিত ॥ ২৯½

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ দারুককে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—রথ প্রস্তুত কর ।। ৩০½

কেশবের এই আদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক দারুক সত্বর রথকে সুসজ্জিত করিলেন এবং উহা মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৩১½

শত্রুতাপন যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্বরা সহকারে সেই রথে আরোহণ করত হস্তিনাপুরের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩২½

মহারাজ ! পরাক্রমশালী ভগবান্ মাধব সেই রথে উপবেশন করত হস্তিনাপুরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি নগরে প্রবেশ করিলেন। ৩৩½

নগরে প্রবিষ্ট হইয়া বীর শ্রীকৃষ্ণ নিজ রথের গম্ভীর শব্দে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁহার আগমন বার্তা পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল। উদারহৃদয় শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

সেখানে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেবকে পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত দর্শন করিলেন। ব্যাসদেব এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র উভয়ের চরণদ্বয় হস্তের দ্বারা উত্তমরূপে স্পর্শ করত জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ ধীরভাবে গান্ধারীদেবীকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৬½

রাজেন্দ্র ! তদনন্তর যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত নিজ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥৩৭½

মুহূর্তকাল শোকে অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে শুদ্ধ জলে নেত্র ধৌত করত বিধিপূর্ব্বক আচমন করিয়া শত্রুদমন শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত বাক্য বলিলেন,—ভারত ! আপনি বৃদ্ধ পুরুষ ; অতএব কালের দ্বারা যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা অপনার অজ্ঞাত নাই। প্রভো ! আপনি সব কিছুই উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত আছেন ।। ৩৮-৪০

ভারত ! সমস্ত পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা বহুভাবে এই প্রচেষ্টা করিয়াছিল যে, যাহাতে কোনরূপেই আমাদের কুলের বিনাশ এবং ক্ষত্রিয়-গণের ধ্বংস না হয় ।। ৪১

ভ্রাতৃভিঃ সময়ঃ কৃত্বা ক্ষান্তবান্ ধর্ম্মবৎসলঃ ।
দ্যূতচ্ছলজিতৈঃ শুদ্ধৈর্বনবাসো হ্যুপাগতঃ ॥ ৪২
অজ্ঞাতবাসচর্য্যা চ নানাবেশসমাবৃতৈঃ ।
অন্যে চ বহবঃ ক্লেশাৎ ত্বশক্তৈরিব সর্বদা ॥ ৪৩
ময়া চ স্বয়মাগম্য যুদ্ধকাল উপস্থিতে ।
সর্বলোকস্য সান্নিধ্যে গ্রামাংস্ত্বং পঞ্চ যাচিতঃ ॥ ৪৪
ত্বয়া কালোপসৃষ্টেন লোভতো নাপবর্জিতাঃ ।
তবাপরাধান্নৃপতে সর্বং ক্ষত্রং ক্ষয়ং গতম্ ॥ ৪৫
ভীষ্মেণ সোমদত্তেন বাহ্লীকেন কৃপেণ চ ।
দ্রোণেন চ সপুত্রেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥ ৪৬
যাচিতস্ত্বং শমং নিত্যং ন চ তৎ কৃতবানসি ।
কালোপহতচিত্তা হি সর্বে মুহ্যন্তি ভারত ॥ ৪৭
যথা মূঢ়ো ভবান্ পূর্বমস্মিন্নর্থে সমুদ্যতে ।
কিমন্যৎ কালযোগাদ্ধি দিষ্টমেব পরায়ণম্ ॥ ৪৮

ধর্মবৎসল যুধিষ্ঠির নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সতত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছেন। পাণ্ডবেরা শুদ্ধ ভাবে আপনার নিকট আসিয়াছিল, তথাপি তাহাদিগকে কপটতার সহিত পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া বনবাসে পাঠান হইয়াছিল ॥ ৪২

তাহারা নানাবিধ বেশভূষায় নিজেদের গোপন করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিয়াছে ॥ ৪৩

যখন যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল, সেই সময় আমিও স্বয়ং আসিয়া শান্তি স্থাপিত করিবার জন্য সকল লোকের সম্মুখে আপনার নিকট কেবল পাঁচ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৪৪

কিন্তু কাল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বীয় লোভবশতঃ আপনি সেই পাঁচটি গ্রামও দিতে ইচ্ছুক হইলেন না। নরেশ্বর! আপনার অপরাধেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ হইয়াছে ॥ ৪৫

ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং বুদ্ধিমান্ বিদুরও সদা আপনার নিকট শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি উহা স্বীকার করেন নাই ॥ ৪৬½

ভারত! যাহার চিত্ত কালের প্রভাবে দূষিত হইয়া যায়, তাহারা সকলে মোহিত হইয়া পড়ে। যেরূপ আপনার বুদ্ধি পূর্ব্বে যুদ্ধের উদ্যোগকালীন মোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে কালযোগ ব্যতীত আর কি বলিব? ভাগ্যই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥ ৪৭-৪৮

মা চ দোষান্ মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবেষু নিবেশয় ।
অল্পোঽপ্যতিক্রমো নাস্তি পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৯
ধর্মতো ন্যায়তশ্চৈব স্নেহতশ্চ পরন্তপ ।
এতৎ সর্বং তু বিজ্ঞায় হ্যাত্মদোষকৃতং ফলম্ ॥ ৫০
অসূয়াং পাণ্ডুপুত্রেষু ন ভবান্ কর্তুমর্হতি ।
কুলং বংশশ্চ পিণ্ডাশ্চ যচ্চ পুত্রশতং ফলম্ ॥ ৫১
গান্ধার্য্যাস্তব বৈ নাথ পাণ্ডবেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ত্বঞ্চৈব কুরুশার্দূল গান্ধারী চ যশস্বিনী ॥ ৫২
মা শুচো নরশার্দূল পাণ্ডবান্ প্রতি কিল্বিষম্ ।
এতৎ সর্বমনুধ্যায় আত্মনশ্চ ব্যতিক্রমম্ ॥ ৫৩
শিবেন পাণ্ডবান্ পাহি নমস্তে ভরতর্ষভ ।
জানাসি চ মহাবাহো ধর্মরাজস্য যা ত্বয়ি ॥ ৫৪
ভক্তির্ভরতশার্দূল স্নেহশ্চাপি স্বভাবতঃ ।
এতচ্চ কদনং কৃত্বা শত্রূণামপকারিণাম্ ॥ ৫৫

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পাণ্ডবদের উপর দোষারোপ করিবেন না। পরন্তপ! ধর্ম, ন্যায় ও স্নেহের দৃষ্টিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের ইহাতে অল্পও দোষ নাই ॥ ৪৯,

এই সব নিজেরই দোষজাত ফল, ইহা জানিয়া আপনার পাণ্ডবদের প্রতি দোষদৃষ্টি রাখা উচিত নয় ॥ ৫০½

এখন ত আপনার কুল ও বংশ পাণ্ডবদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। নাথ! আপনার এবং গান্ধারীদেবীর পিণ্ড ও পুত্র হইতে প্রাপ্য সমুদয় কার্য্যফল পাণ্ডবদের দ্বারা লাভ করিবেন। তাহাদের উপরেই সব কিছু অবলম্বিত রহিয়াছে ॥ ৫১½

কুরুপ্রবর! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি এবং যশস্বিনী গান্ধারী কখনও পাণ্ডবদের দুঃখদানের বিষয় চিন্তা করেন নাই ॥ ৫২½

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সব কথা এবং নিজের অপরাধ সকলের বিষয় চিন্তা করত আপনি পাণ্ডবদের প্রতি কল্যাণ ভাবনা রাখিয়া তাহাদের রক্ষা করুন। আপনাকে নমস্কার ॥ ৫৩½

মহাবাহো ভরতবংশপ্রধান! আপনি জানেন যে, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে আপনার প্রতি কিরূপ ভক্তি এবং কিরূপ স্বাভাবিক স্নেহ আছে ॥ ৫৪½

নিজের অপরাধী শত্রুদিগের এই বিনাশ সাধন করিয়া তিনি দিবারাত্রি শোকের অগ্নিতে জ্বলিতেছেন, কখনও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৫৫½

দহ্যতে স দিবা রাত্রৌ ন চ শর্ম্মাধিগচ্ছতি।
ত্বাঞ্চৈব নরশার্দ্দূল গান্ধারীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥ ৫৬॥
স শোচন্ নরশার্দ্দূলঃ শান্তিং নৈবাধিগচ্ছতি।
হ্রিয়া চ পরয়াঽঽবিষ্টো ভবন্তং নাধিগচ্ছতি ॥ ৫৭
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং বুদ্ধিব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্।
এবমুক্ত্বা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রং যদূত্তমঃ ॥ ৫৮
উবাচ পরমং বাক্যং গান্ধারীং শোককর্শিতাম্।
সৌবলেয়ি নিবোধ ত্বং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৫৯
ত্বৎসমা নাস্তি লোকেঽস্মিন্নদ্য সীমন্তিনী শুভে।
জানাসি চ যথা রাজ্ঞি সভায়াং মম সন্নিধৌ ॥ ৬০
ধর্ম্মার্থসহিতং বাক্যমুভয়োঃ পক্ষয়োর্হিতম্।
উক্তবত্যসি কল্যাণি ন চ তে তনয়ৈঃ কৃতম্ ॥ ৬১
দুর্য্যোধনস্ত্বয়া চোক্তো জয়ার্থী পরুষং বচঃ।
শৃণু মূঢ় বচো মহ্যং যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৬২
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং তব বাক্যং নৃপাত্মজে।
এবং বিদিত্বা কল্যাণি মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৬৩
পাণ্ডবানাং বিনাশায় মা তে বুদ্ধিঃ কদাচন।
শক্তা চাসি মহাভাগে পৃথিবীং সচরাচরাম্ ॥ ৬৪
চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন নির্দগ্ধুং তপসো বলাৎ।
বাসুদেববচঃ শ্রুত্বা গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫
এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি কেশব।
আধিভির্দহ্যমানায়া মতিঃ সঞ্চলিতা মম ॥ ৬৬
সা মে ব্যবস্থিতা শ্রুত্বা তব বাক্যং জনার্দ্দন।
রাজ্ঞস্ত্বন্ধস্য বৃদ্ধস্য হতপুত্রস্য কেশব ॥ ৬৭
ত্বং গতিঃ সহিতৈর্ব্বীরৈঃ পাণ্ডবৈর্দ্বিপদাং বর।
এতাবদুক্ত্বা বচনং মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা ॥ ৬৮
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তা গান্ধারী প্ররুরোদ হ।
তত এনাং মহাবাহুঃ কেশবঃ শোককর্শিতাম্ ॥ ৬৯

নরশ্রেষ্ঠ! আপনার এবং যশস্বিনী গান্ধারীদেবীর জন্য নিরন্তর শোক করিতে করিতে নরোত্তম যুধিষ্ঠির শান্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না ॥ ৫৬॥

আপনি পুত্রশোকে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত। আপনার বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ শোকে ব্যাকুল। এরূপ অবস্থায় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হওয়ায় আপনার সম্মুখে আসিতেছেন না ॥ ৫৭॥

মহারাজ! যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকে দুর্ব্বল গান্ধারীদেবীকে এই উত্তম বাক্য বলিলেন ॥৫৮॥

সুবলনন্দিনি! আমি আপনাকে যাহা কিছু বলিব, উহা আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। শুভে! আপনার ন্যায় তপোবলসম্পন্না স্ত্রী অপর আর একজনও নাই ॥ ৫৯॥

রাজ্ঞি! আপনার স্মরণ আছে, সেই দিন সভামধ্যে আমার সম্মুখেই আপনি উভয় পক্ষের হিতকারী ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণি! সেই সময় আপনার পুত্রগণ উহা গ্রাহ্য করে নাই ॥৬০-৬১

আপনি জয়াভিলাষী দুর্য্যোধনকে সম্বোধিত করিয়া এই অতিশয় কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন যে, অরে মূঢ়! আমার বাক্য শ্রবণ কর, যেখানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয় হইয়া থাকে ॥ ৬২

কল্যাণময়ী রাজকুমারি! আপনার সেই বাক্য আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই কথা জানিয়া আপনি মনে শোক করিবেন না ॥ ৬৩

পাণ্ডবগণের বিনাশের কথা তোমার মনে আনা উচিত হইবে না। মহাভাগে! আপনি নিজ তপস্যাবলে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা চরাচর প্রাণিগণ সহ সমুদয় পৃথিবীকে ভস্ম করিতে পারেন ॥৬৪॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধারী বলিলেন,—মহাবাহু কেশব! তুমি যে কথা বলিলে, তাহা যথার্থই। এখন আমার মনে অতিশয় ব্যথা রহিয়াছে এবং এই ব্যথাবহ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় আমার বুদ্ধি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, (অতএব পাণ্ডবদের অনিষ্টের কথা আমি চিন্তা করিতেছিলাম;) জনার্দ্দন! কিন্তু এই সময় তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে—ক্রোধের আবেশ নষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৫-৬৬॥

মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ কেশব! এই রাজা অন্ধ ও বৃদ্ধ এবং ইঁহার সকল পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। এখন পাণ্ডবগণের সহিত তুমিই ইঁহার আশ্রয়দাতা ॥ ৬৭॥

এই কথা বলিয়া পুত্রশোকে সন্তপ্তা গান্ধারীদেবী নিজ মুখ বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।৬৮॥

তখন মহাবাহু ভগবান্ কেশব শোকে দুর্ব্বল গান্ধারীদেবীকে বহু কিছু কারণ বর্ণনা করিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে আশ্বাস দান করিলেন ॥ ৬৯॥

হেতুকারণসংযুক্তৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়ৎ প্রভুঃ।
সমাশ্বাস্য চ গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ মাধবঃ ॥ ৭০
দ্রৌণিসঙ্কল্পিতং ভাবমববুধ্যত কেশবঃ।
ততস্ত্বরিত উত্থায় পাদৌ মূর্দ্ধা প্রণম্য চ ॥ ৭১
দ্বৈপায়নস্য রাজেন্দ্র ততঃ কৌরবমব্রবীৎ।
আপৃচ্ছে ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৭২
দ্রৌণেঃ পাপোঽস্ত্যভিপ্রায়স্তেনাস্মি সহসোত্থিতঃ
পাণ্ডবানাং বধে রাত্রৌ বুদ্ধিস্তেন প্রদর্শিতা ॥ ৭৩
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং গান্ধার্য্যা সহিতোঽব্রবীৎ
ধৃতরাষ্ট্রো মহাবাহুঃ কেশবং কেশিসূদনম্ ॥ ৭৪
শীঘ্রং গচ্ছ মহাবাহো পাণ্ডবান্ পরিপালয়।

গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে শান্ত্বনা দান করত মাধব শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার মনে যে ভীষণ সঙ্কল্প উত্থিত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেন ॥ ৭০½

রাজেন্দ্র! তদনন্তর তিনি সহসা উত্থিত হইলেন এবং ব্যাসদেবের চরণে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত কুরুবংশধর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! এখন আমি যাইবার জন্য আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি বর্ত্তমানে আপনার মনকে শোকমগ্ন করিবেন না। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মনে পাপপূর্ণ সঙ্কল্প উদিত হইয়াছে। এইজন্য আমি সহসা উত্থিত হইলাম। সে রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় পাণ্ডবদিগকে বধ করিবার চিন্তা করিয়াছে ॥ ৭১-৭৩

এই কথা শ্রবণ করিয়া গান্ধারীসহ মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র কেশিহন্তা কেশবকে বলিলেন,—মহাবাহু জনার্দ্দন! আপনি শীঘ্র গমন

ভূয়স্ত্বয়া সমেষ্যামি ক্ষিপ্রমেব জনার্দন ॥ ৭৫
প্রায়াৎ ততস্তু ত্বরিতো দারুকেণ সহাচ্যুতঃ।
বাসুদেবে গতে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৭৬
আশ্বাসয়দমেয়াত্মা ব্যাসো লোকনমস্কৃতঃ।
বাসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা কৃতকৃত্যো জগাম হ ॥ ৭৭
শিবিরং হাস্তিনপুরাদ্ দিদৃক্ষুঃ পাণ্ডবান্ নৃপ।
আগম্য শিবিরং রাত্রৌ সোঽভ্যগচ্ছত পাণ্ডবান্।
তচ্চ তেভ্যঃ সমাখ্যায় সহিতস্তৈঃ সমাহিতঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্ব্বণি গদাপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রগান্ধারীসমাশ্বাসনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

করুন এবং পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করুন আমি পুনরায় শীঘ্রই আপনার সহিত মিলিত হইব ॥ ৭৪ ৭৫

তাহার পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দারুকের সহিত সত্বর সেস্থান হইতে গমন করিলেন। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে পর অপ্রমেয়স্বরূপ বিশ্ববন্দিত ভগবান্ ব্যাসদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দান করিলেন ॥ ৭৬½

হে নৃপ! এদিকে ধর্ম্মাত্মা বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কৃতকৃত্য হইয়া হস্তিনাপুর হইতে পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিবার জন্য শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৭৭½

শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাত্রিতে তিনি পাণ্ডবদের সহিত মিলিত হইলেন এবং উঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া রাত্রিতে তাঁহাদের সহিত সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীদেবীকে আশ্বাসদান-বিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

[সঞ্জয়সম্মুখে দুর্য্যোধনস্য বিলাপঃ, বার্ত্তাবহৈঃ স্বসুহৃৎসমীপে সন্দেশপ্রেষণঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অধিষ্ঠিতঃ পদা মূর্দ্ধ্নি ভগ্নসক্থো মহীং গতঃ ।
শৌটীর্য্যমানী পুত্রো মে কিমভাষত সঞ্জয় ॥ ১
অত্যর্থং কোপনো রাজা জাতবৈরশ্চ পাণ্ডুষু ।
ব্যসনং পরমং প্রাপ্তঃ কিমাহ পরমাহবে ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তং নরাধিপ ।
রাজ্ঞা যদুক্তং ভগ্নেন তস্মিন্ ব্যসন আগতে ॥ ৩
ভগ্নসক্থো নৃপো রাজন্ পাংশুনা সোঽবগুণ্ঠিতঃ ।
যময়ন্ মূর্দ্ধজাংস্তত্র বীক্ষ্য চৈব দিশো দশ ॥ ৪
কেশান্ নিয়ম্য যত্নেন নিঃশ্বসন্নুরগো যথা ।
সংরম্ভাশ্রুপরীতাভ্যাং নেত্রাভ্যামভিবীক্ষ্য মাম্ ॥ ৫
বাহূ ধরণ্যাং নিষ্পিষ্য মুহুর্মত্ত ইব দ্বিপঃ ।
প্রকীর্ণান্ মূর্দ্ধজান্ ধুন্বন্ দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥ ৬
গর্হয়ন্ পাণ্ডবং জ্যেষ্ঠং নিঃশ্বস্যেদমথাব্রবীৎ ।
ভীষ্মে শান্তনবে নাথে কর্ণে শস্ত্রভৃতাং বরে ॥ ৭
গৌতমে শকুনৌ চাপি দ্রোণে চাস্ত্রভৃতাং বরে ।
অশ্বত্থাম্নি তথা শল্যে শূরে চ কৃতবর্ম্মণি ॥ ৮
ইমামবস্থাং প্রাপ্তোঽস্মি কালো হি দুরতিক্রমঃ ।
একাদশচমূভর্ত্তা সোঽহমেতাং দশাং গতঃ ॥ ৯
কালং প্রাপ্য মহাবাহো ন কশ্চিদতিবর্ত্ততে ।
আখ্যাতব্যং মদীয়ানাং যেঽস্মিন্ জীবন্তি সংযুগে ॥১০
যথাহং ভীমসেনেন ব্যুৎক্রম্য সময়ং হতঃ ।
বহূনি সুনৃশংসানি কৃতানি খলু পাণ্ডবৈঃ ॥ ১১
ভূরিশ্রবসি কর্ণে চ ভীষ্মে দ্রোণে চ শ্রীমতি ।
ইদঞ্চাকীর্তিজং কর্ম নৃশংসৈঃ পাণ্ডবৈঃ কৃতম্ ॥ ১১

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় ।

[সঞ্জয়ের সম্মুখে দুর্য্যোধনের বিলাপ এবং বার্তাবহগণের দ্বারা নিজের সুহৃদদের নিকট সংবাদ প্রেরণ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! যখন জঙ্ঘা বিদীর্ণ হওয়ায় আমার পুত্র দুর্য্যোধন ভূতলে পতিত হইল এবং ভীমসেন তাহার মস্তকে পদাঘাত করিল, তখন সে কি বলিল ? তাহার নিজ বলের উপর অতিশয় অভিমান ছিল। রাজা দুর্য্যোধন অত্যন্ত ক্রোধী ছিল এবং পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতা করিত। যখন সে যুদ্ধভূমিতে গুরুতর বিপদে পতিত হইল, তখন সে কি বলিল ? ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ ! সেই গুরুতর বিপদে পতিত হইয়া জঙ্ঘা বিদীর্ণ হওয়ায় রাজা দুর্য্যোধন যা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সব বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বলিতেছি ॥৩

রাজন্ ! যখন কৌরব-নরপতি দুর্য্যোধনের জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইল, তখন তিনি ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন। তারপর বিকীর্ণ কেশসমূহ সংযত করিয়া (বাঁধিয়া) সেখানে দশদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে নিজ কেশগুচ্ছকে বন্ধন করত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তিনি রোষ ও অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। ইহার পর দুই বাহু ভূমিতে ঘর্ষণ করিয়া মদোন্মত্ত গজরাজের ন্যায় নিজ বিকীর্ণ কেশগুচ্ছকে আন্দোলিত করিতে করিতে দন্তে দন্ত পেষণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিতে করিতে তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪ ৬ ;

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ, কৃপাচার্য্য, শকুনি, অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বীরবর শল্য এবং কৃতবর্মা আমার রক্ষক ছিলেন, তথাপি আমি আজ এরূপ দশা প্রাপ্ত হইলাম। কালকে উল্লঙ্ঘন করা নিশ্চয়ই অতিশয় কঠিন ॥ ৭ ৮ ;

মহাবাহো ! আমি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলাম ; কিন্তু আজ আমি এরূপ দশায় পতিত হইলাম। প্রকৃতপক্ষে কালকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই উহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ৯ ;

আমার পক্ষের বীরগণের মধ্যে যাহারা এই যুদ্ধে জীবিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই কথা বলিবে যে, ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে ॥ ১০ ;

পাণ্ডবেরা ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য্যের প্রতি বহু জঘন্য নৃশংস কার্য্য করিয়াছে ॥ ১১ ;

ক্রূরকর্ম্মা পাণ্ডবগণ নিজেদের এইরূপ অকীর্তি বিস্তারকারী কার্য্য করিয়াছে যে, তাহারা সাধু পুরুষগণের সভায় পরে অনুতাপ করিতে থাকিবে—ইহাই আমার ধারণা ॥ ১২ ;

যেন তে সংস্থ নির্বেদং গমিষ্যন্তি হি মে মতিঃ।
কা প্রীতিঃ সত্ত্বযুক্তস্য কৃত্বোপধিকৃতং জয়ম্ ॥ ১৩
কো বা সময়ভেত্তারং বুধঃ সম্মন্তুমর্হতি।
অধর্মেণ জয়ং লব্ধ্বা কো নু হৃষ্যেত পণ্ডিতঃ ॥ ১৪
যথা সংহৃষ্যতে পাপঃ পাণ্ডুপুত্রো বৃকোদরঃ।
কিন্নু চিত্রমিতস্ত্বদ্য ভগ্নসক্থস্য যন্মম ॥ ১৫
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন পাদেন মৃদিতং শিরঃ।
প্রতপন্তং শ্রিয়া জুষ্টং বর্তমানঞ্চ বন্ধুষু ॥ ১৬
এবং কুর্য্যান্নরো যো হি স বৈ সঞ্জয় পূজিতঃ।
অভিজ্ঞৌ যুদ্ধধর্মস্য মম মাতা পিতা চ মে ॥ ১৭
তৌ হি সঞ্জয় দুঃখার্তৌ বিজ্ঞাপ্যৌ বচনাদ্ধি মে।
ইষ্টং ভৃত্যা ভৃতাঃ সম্যগ্ ভূঃ প্রশাস্তা সসাগরা ॥ ১৮
মূর্দ্ধ্নি স্থিতমমিত্রাণাং জীবতামেব সঞ্জয়।

দত্তা দায়া যথাশক্তি মিত্রাণাঞ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১৯
অমিত্রা বাধিতাঃ সর্বে কো নু স্বন্ততরো ময়া।
মানিতা বান্ধবাঃ সর্বে বশ্যঃ সম্পূজিতো জনঃ ॥ ২০
ত্রিতয়ং সেবিতং সর্বং কো নু স্বন্ততরো ময়া।
আজ্ঞপ্তং নৃপমুখ্যেষু মানঃ প্রাপ্তঃ সুদুর্লভঃ ॥ ২১
আজানেয়ৈস্তথা যাতং কো নু স্বন্ততরো ময়া।
যাতানি পররাষ্ট্রাণি নৃপা ভুক্তাশ্চ দাসবৎ ॥ ২২
প্রিয়েভ্যঃ প্রকৃতং সাধু কো নু স্বন্ততরো ময়া।
অধীতং বিধিবদ্ দত্তং প্রাপ্তমায়ুর্নিরাময়ম্ ॥ ২৩
স্বধর্মেণ জিতা লোকাঃ কো নু স্বন্ততরো ময়া।
দিষ্ট্যা নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাশ্রিতঃ ॥২৪
দিষ্ট্যা মে বিপুলা লক্ষ্মীর্মৃতে ত্বন্যগতা বিভো।
যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ॥২৫

ছলের দ্বারা জয়লাভ করিয়া কোন্ সত্ত্বগুণী বা শক্তিশালী পুরুষের প্রসন্নতা লাভ হইবে? অথবা যে যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, তাহার সম্মান কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ করিবেন? ১৩॥

অধর্মের দ্বারা জয় লাভ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি হৃষ্ট হইবে, যেরূপ পাপী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেনের হইতেছে? ১৪॥

আজ যখন আমার জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া যাইল, এরূপ অবস্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেন আমার মস্তকে যে পদাঘাত করিল, ইহা হইতে অধিক আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ১৫॥

সঞ্জয়! যে নিজ তেজে তেজস্বী, রাজলক্ষ্মী-সেবিত এবং নিজের সহায়ক বন্ধুগণের মধ্যে বিদ্যমান, এরূপ শত্রুর সহিত যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিতে পারে, সেই বীর পুরুষই সম্মানিত হইয়া থাকে ॥১৬॥

আমার মাতা ও পিতা যুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাঁহারা উভয়ে আমার মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করিয়া দুঃখে পীড়িত হইয়া উঠিবেন। তুমি আমার কথায় তাঁহাদিগকে আমার এই সংবাদ জানাইবে যে, আমি যজ্ঞ করিয়াছি, যাহারা আমার ভরণ-পোষণ যোগ্য ছিল, তাহাদের ভরণ-পোষণ করিয়াছি এবং সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকে উত্তমরূপে শাসন করিয়াছি ॥ ১৭-১৮

সঞ্জয়! আমি জীবিত শত্রুদেরই মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি। যথাশক্তি ধনদান ও মিত্রদের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এই সঙ্গে সমস্ত শত্রুদিগকে সর্ব্বদা ক্লেশদান করিয়াছি। জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে যে, যাহার বিনাশ আমার ন্যায় সুন্দরভাবে হইয়াছে? ১৯॥

আমি সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণকে সম্মানদান করিয়াছি। স্বীয় বশীভূত লোকসকলের সৎকার করিয়াছি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সবেরই সেবা করিয়াছি। আমার তুল্য সুন্দর মৃত্যু কাহার হইয়াছে? ২০॥

আমি নৃপশ্রেষ্ঠগণকেও আজ্ঞাদান করিয়াছি, অত্যন্ত দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আজানেয় (আরবদেশজাত) অশ্বগণের উপর আরোহণ করত গমনাগমন করিয়াছি, সুতরাং আমার ন্যায় উত্তম মৃত্যু আর কাহার হইয়াছে? ২১॥

শত্রুদের রাষ্ট্রসকলের উপর আক্রমণ করিয়াছি এবং বহু রাজাকে দাসের ন্যায় সেবা করাইয়াছি, যাহারা আমার প্রিয় ছিল, তাহাদের সর্ব্বদা উন্নতিবিধান করিয়াছি, সুতরাং আমার সদৃশ আর কাহার সুন্দর মৃত্যু হইয়াছে? ২২॥

বিধি অনুসারে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়াছি, নানাপ্রকার বস্তু দান করিয়াছি এবং রোগহীন আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত আমি নিজ ধর্ম্মের দ্বারা পুণ্যলোক জয় করিয়াছি। আমার ন্যায় উত্তম বিনাশ কাহার হইয়াছে? সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমি কখনও যুদ্ধে পরাজিত হই নাই এবং দাসবৎ কখনও শত্রুর শরণ গ্রহণ করি নাই। সঞ্জয়! সৌভাগ্যবলে আমার অধিকারে বিশাল রাজলক্ষ্মী বিদ্যমান ছিল, যাহা আমার মৃত্যুর পর অপরের অধিকারে চলিয়া গিয়াছে ॥ ২৩-২৪॥

স্বধর্ম্মপালনকারী ক্ষত্রিয়-বন্ধুগণের যাহা অভীষ্ট ছিল, সেইরূপ

নিধনং তন্ময়া প্রাপ্তং কো নু স্বন্ততরো ময়া ।
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো বৈরাৎ প্রাকৃতবজ্জিতঃ ॥ ২৬
দিষ্ট্যা ন বিমতিং কাঞ্চিদ্ ভজিত্বা তু পরাজিতঃ ।
সুপ্তং বাথ প্রমত্তং বা যথা হন্যাদ্ বিষেণ বা ॥ ২৭
এবং ব্যুৎক্রান্তধর্মে'ণ ব্যুৎক্রম্য সময়ং হত ।
অশ্বত্থামা মহাভাগঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ২৮
কৃপঃ শারদ্বতশ্চৈব বক্তব্যা বচনান্মম ।
অধর্মে'ণ প্রবৃত্তানাং পাণ্ডবানামনেকশঃ ॥ ২৯
বিশ্বাসং সময়ঘ্নানাং ন যূয়ং গন্তুমর্হথ ।
বার্তিকাংশ্চাব্রবীদ্ রাজা পুত্রস্তে সত্যবিক্রমঃ ॥ ৩০
অধর্মাদ্ ভীমসেনেন নিহতোঽহং যথা রণে ।
সোঽহং দ্রোণং স্বর্গগতং কর্ণ-শল্যাবুভৌ তথা ॥ ৩১
বৃষসেনং মহাবীর্য্যং শকুনিং চাপি সৌবলম্ ।
জলসন্ধং মহাবীর্য্যং ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩২

নিধনই আমার হইয়াছে ; অতএব আমার তুল্য সর্ব্বোত্তম মৃত্যু কাহার হইয়াছে ? ২৫৷

আনন্দের কথা এই যে, আমি যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করি নাই। নিম্নশ্রেণীর মানুষের ন্যায় পরাজয়বরণ করিয়া আমি শত্রুতা হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করি নাই এবং কখনও কোনরূপ দুবুর্দ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত পরাজিত হই নাই—ইহাও আমার পক্ষে গৌরবের কথা ॥ ২৬৷

যেরূপ কোন নিদ্রিত অথবা উন্মত্ত মনুষ্যকে বধ করা হয় কিংবা বিষপ্রয়োগ করিয়া হত্যা করা হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকারী পাপী ভীমসেন গদাযুদ্ধের নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমাকে বধ করিয়াছে ॥ ২৭৷

মহাভাগ অশ্বত্থামা, সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য—ইঁহাদের সকলকে আমার এই কথা শুনাইয়া দিবে ॥ ২৮৷

পাণ্ডবেরা অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহুবার যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে ; অতএব আপনারা কখনও তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবেন না ॥ ২৯৷

ইহার পর আপনার সত্যপরাক্রমশালী পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সংবাদবাহক দূতগণকে এই সংবাদ দিলেন যে, ভীমসেন রণাঙ্গনে আমাকে অধর্ম্মপূর্ব্বক বধ করিয়াছে। এখন আমি স্বর্গগত দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, শল্য, মহাপরাক্রমী বৃষসেন, সুবলপুত্র শকুনি, মহাবল জরাসন্ধ, রাজা ভগদত্ত, মহাধনুর্দ্ধর সোমদত্ত, সিন্ধুরাজ

সোমদত্তং মহেষ্বাসং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্ ।
দুঃশাসনপুরোগাংশ্চ ভ্রাতৄনাত্মসমাংস্তথা ॥ ৩৩
দৌঃশাসনিঞ্চ বিক্রান্তং লক্ষ্মণং চাত্মজাবুভৌ ।
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ মদীয়াংশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৩৪
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সার্থহীনো যথাধ্বগঃ ।
কথং ভ্রাতৄন্ হতান্ শ্রুত্বা ভর্তারঞ্চ স্বসা মম ॥৩৫
রোরূয়মাণা দুঃখার্তা দুঃশলা সা ভবিষ্যতি ।
স্নুষাভিঃ প্রস্নুষাভিশ্চ বৃদ্ধো রাজা পিতা মম ॥ ৩৬
গান্ধারীসহিতশ্চৈব কাং গতিং প্রতিপৎস্যতি ।
নূনং লক্ষ্মণমাতাপি হতপুত্রা হতেশ্বরা ॥ ৩৭
বিনাশং যাস্যতি ক্ষিপ্রং কল্যাণী পৃথুলোচনা ।
যদি জানাতি চার্বাকঃ পরিব্রাড্ বাগ্‌বিশারদঃ ॥ ৩৮
করিষ্যতি মহাভাগো ধ্রুবং চাপচিতিং মম ।
সমন্তপঞ্চকে পুণ্যে ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতে ॥ ৩৯

জয়দ্রথ, নিজেরই তুল্য পরাক্রমশালী দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃবৃন্দ, বিক্রমশালী দুঃশাসন-পুত্র এবং স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ—এই সকল এবং আরও আমার পক্ষের সহস্র সহস্র যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন ; ইঁহাদের সকলের পশ্চাতে আমি গমন করিব। আমার দশা সেইরূপ পথিকের ন্যায় হইয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের সঙ্গীদের নিকট হইতে বিচ্যুত হইয়াছে ॥ ৩০-৩৪৷

হায় ! নিজের ভ্রাতৃগণ ও পতি জয়দ্রথকে নিহত হইতে শুনিয়া দুঃখে আতুর হইয়া রোদনপরায়ণা আমার ভগিনী দুঃশলার কি অবস্থা হইবে ? ৩৫৷

পুত্রবধূ ও পৌত্র-বধূগণের সহিত আমার বৃদ্ধ পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র মাতা গান্ধারীদেবী সহ কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন ? ৩৬৷

যাহার পতি এবং পুত্র নিহত হইয়াছে, সেই কল্যাণময়ী বিশাললোচনা লক্ষ্মণের জননীও সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অতিক্রুত নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৭৷

সন্ন্যাসীর বেশে চারিদিকে বিচরণকারী ভাষণদানে নিপুণ চার্ব্বাক (আচার্য্য নীলকণ্ঠের মতে চার্ব্বাক একজন মুনি বেশে বিচরণকারী এক নাস্তিক রাক্ষস ছিল।) যদি জানিতে পারে, তবে সেই মহাভাগ নিশ্চয়ই আমার শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে ॥ ৩৮৷

ত্রিভুবনে বিখ্যাত পুণ্যময় সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া এখন আমি সনাতন লোকসমূহে গমন করিব ॥ ৩৯৷

অহং নিধনমাসাদ্য লোকান্ প্রাপ্স্যামি শাশ্বতান্।
ততো জনসহস্রাণি বাষ্পপূর্ণানি মারিষ ॥ ৪০
প্রলাপং নৃপতেঃ শ্রুত্বা ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ
সসাগর-বনা ঘোরা পৃথিবী সচরাচরা ॥ ৪১
চচালাথ সনির্হ্রাদা দিশশ্চৈবাবিলাভবন্।
তে দ্রোণপুত্রমাসাদ্য যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪২
ব্যবহারং গদাযুদ্ধে পার্থিবস্য চ পাতনম্।
তদাখ্যায় ততঃ সর্বে দ্রোণপুত্রস্য ভারত ॥
[বার্তিকা দুঃখসন্তপ্তাঃ শোকোপহতচেতসঃ।]
ধ্যাত্বা চ সুচিরং কালং জগ্মুরার্তা যথাগতম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শল্যপর্বণি গদাপর্বণি দুর্যোধনবিলাপে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

মান্যবর! রাজা দুর্যোধনের এই বিলাপ শ্রবণ করত সহস্র সহস্র মনুষ্যের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাহারা দশ দিকে পলাইয়া যাইল ॥ ৪০½

সেই সময় সমুদ্র, বন ও চরাচর প্রাণী সহ এই পৃথিবী প্রচণ্ড রূপে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বদিকেই বজ্রের গর্জ্জনধ্বনি হইতে লাগিল এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল মলিন হইয়া উঠিল ॥ ৪১½

সেই সংবাদবাহকগণ আসিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে যথাযথভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইয়াছিল। ভারত! গদাযুদ্ধে ভীমসেন যেরূপ আচরণ করিয়াছিল এবং রাজা দুর্যোধনের যে ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল, এই সমস্ত বৃত্তান্তই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বলিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া বহুকাল চিন্তামগ্ন রহিল। তারপর শোকে ব্যাকুল চিত্ত ও আর্ত্ত হইয়া যেরূপে আসিয়াছিল, সেই রূপে তাহারা চলিয়া যাইল ॥ ৪২-৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে দুর্যোধনের বিলাপবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

(দুর্যোধনস্য দুরবস্থামবলোক্য অশ্বত্থাম্নো বিষাদঃ, প্রতিজ্ঞা, সৈনাপত্যেঽভিষেকশ্চ।)

সঞ্জয় উবাচ :

বার্তিকানাং সকাশাৎ তু শ্রুত্বা দুর্যোধনং হতম্।
হতশিষ্টাস্ততো রাজন্ কৌরবাণাং মহারথাঃ ॥ ১
বিনির্ভিন্নাঃ শিতৈর্বাণৈর্গদা-তোমর-শক্তিভিঃ।
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ২
ত্বরিতা জবনৈরশ্বৈরায়োধনমুপাগমন্।
তত্রাপশ্যন্ মহাত্মানং ধার্তরাষ্ট্রং নিপাতিতম্ ॥ ৩
প্রভগ্নং বায়ুবেগেন মহাশালং যথা বনে।
ভূমৌ বিচেষ্টমানং তং রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥ ৪
মহাগজমিবারণ্যে ব্যাধেন বিনিপাতিতম্।
বিবর্তমানং বহুশো রুধিরৌঘপরিপ্লুতম্ ॥ ৫
যদৃচ্ছয়া নিপতিতং চক্রমাদিত্যগোচরম্।
মহাবাতসমুত্থেন সংশুষ্কমিব সাগরম্ ॥৬

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের দুরবস্থা দেখিয়া অশ্বত্থামার বিষাদ, প্রতিজ্ঞা ও সেনাপতিপদে তাঁহার অভিষেক।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! সংবাদবাহকগণের নিকট হইতে দুর্যোধনের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত হতাবশিষ্ট কৌরব-মহারথী অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশজাত কৃতবর্ম্মা —ইঁহারা তীক্ষ্ণবাণ, গদা, তোমর ও শক্তিসকলের প্রহারে অত্যন্ত আহত থাকিলেও অতিত্বরাসহকারে বেগগামী অশ্ব-যোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধভূমিতে আসিলেন ॥ ১-২½

সেখানে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন—ধৃতরাষ্ট্রপুত্র মহাত্মা দুর্যোধন ভূপাতিত আছেন। ইহাতে তখন তাঁহারা মনে করিলেন, কোন এক বিশাল বৃক্ষ বায়ুর বেগে ভগ্ন হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে। রক্তে আপ্লুত দুর্যোধন ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতেছেন। ইহাতে মনে হইতেছিল—বন মধ্যে কোন ব্যাধ বিশালদেহ এক হাতীকে ভূপাতিত করিয়াছে। তখন দুর্যোধন রক্তের ধারায় আপ্লুত হইয়া বারংবার পরিবর্ত্তিত হইতেছিলেন ॥ ৩-৫

যেরূপ দৈবেচ্ছায় সূর্য্যের রথচক্র ভগ্ন হইয়া যাইলে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু সমুত্থিত হওয়ায় সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইলে এবং

পূর্ণচন্দ্রমিব ব্যোম্নি তুষারাবৃতমণ্ডলম্ ।
রেণুধ্বস্তং দীর্ঘভুজং মাতঙ্গমিব বিক্রমে ॥ ৭
বৃতং ভূতগণৈর্ঘোরৈঃ ক্রব্যাদৈশ্চ সমন্ততঃ ।
যথা ধনং লিপ্সমানৈর্ভৃত্যৈর্নৃপতিসত্তমম্ ॥ ৮
ভ্রুকুটীকৃতবক্ত্রান্তং ক্রোধাদুদ্বৃত্তচক্ষুষম্ ।
সামর্ষং তং নরব্যাঘ্রং ব্যাঘ্রং নিপতিতং যথা ॥ ৯
তে তং দৃষ্ট্বা মহেষ্বাসং ভূতলে পতিতং নৃপম্ ।
মোহমভ্যাগমন্ সর্বে কৃপপ্রভৃতয়ো রথাঃ ॥ ১০
অবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ প্রাদ্রবন্ রাজসন্নিধৌ ।
দুর্য্যোধনঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সর্বে ভূমাবুপাবিশন্ ॥ ১১
ততো দ্রৌণির্মহারাজ বাষ্পপূর্ণেক্ষণঃ শ্বসন্ ।
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠং সর্বলোকেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ১১
ন নূনং বিদ্যতে সত্যং মানুষে কিঞ্চিদেব হি ।
যত্র ত্বং পুরুষব্যাঘ্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥ ১৩

আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলমধ্যে কুয়াশায় আবৃত হইয়া যাইলে যে দৃশ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থা সেই সময় দুর্যোধনের হইয়াছিল। মদমত্ত হস্তীসদৃশ পরাক্রমশালী ও বিশালবাহু এই বীর দুর্য্যোধন তখন ধূলিতে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৬-৭

যেরূপ ধনাকাঙ্ক্ষী ভৃত্যগণ কোন শ্রেষ্ঠ রাজাকে পরিবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ মাংসভক্ষী ভয়ঙ্কর ভূতগণ চারিদিকে দুর্য্যোধনকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৮

তাঁহার ভ্রূকুটীতে তাঁহার মুখভাগ পূর্ণ ছিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু পরিবর্ত্তিত হইতেছিল এবং পতিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই নরশ্রেষ্ঠ বীর দুর্য্যোধন তখন অমর্ষে পূর্ণ বলিয়া দৃষ্ট হইতেছিলেন ॥ ৯

মহাধনুর্দ্ধর রাজা দুর্য্যোধনকে ভূতলে পতিত থাকিতে দেখিয়া কৃপাচার্য্যাদি সমস্ত মহারথীগণ মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১০

তাঁহারা নিজ নিজ রথ হইতে নামিয়া রাজার নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন এবং দুর্য্যোধনকে দেখিয়া সকলে তাঁহার পার্শ্বে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন ॥ ১১

মহারাজ! সেই সময় অশ্বত্থামার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সম্পূর্ণ জগতের রাজাধিরাজ ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই মনুষ্যলোকে নিশ্চয়ই কিছুই সত্য নহে, সবই নাশশীল; যেহেতু তোমার ন্যায় একজন রাজা ধূলিতে ধূসরিত হইয়া পতিত রহিয়াছে ॥ ১৩

ভূত্বা হি নৃপতিঃ পূর্বং সমাজ্ঞাপ্য চ মেদিনীম্ ।
কথমেকোঽদ্য রাজেন্দ্র তিষ্ঠসে নির্জনে বনে ॥ ১৪
দুঃশাসনং ন পশ্যামি নাপি কর্ণং মহারথম্ ।
নাপি তান্ সুহৃদঃ সর্বান্ কিমিদং ভরতর্ষভ ॥ ১৫
দুঃখং নূনং কৃতান্তস্য গতিং জ্ঞাতুং কথঞ্চন ।
লোকানাঞ্চ ভবান্ যত্র শেষে পাংশুষু রূষিতঃ ॥ ১৬
এষ মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে গত্বা পরন্তপঃ ।
সতৃণং গ্রসতে পাংশুং পশ্য কালস্য পর্যয়ম্ ॥১৭
ক তে তদমলং ছত্রং ব্যজনং ক চ পার্থিব ।
সা চ তে মহতী সেনা ক গতা পার্থিবোত্তম ॥ ১৮
দুর্বিজ্ঞেয়া গতির্নূনং কার্য্যাণাং কারণান্তরে ।
যদ্ বৈ লোকগুরুর্ভূত্বা ভবানেতাং দশাং গতঃ ॥ ১৯
অধ্রুবা সর্বমর্ত্যেষু শ্রীরুপালক্ষ্যতে ভৃশম্
ভবতো ব্যসনং দৃষ্ট্বা শক্রবিস্পর্ধিনো ভৃশম্ ॥ ২০

রাজেন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ জগতের মনুষ্যগণের উপর আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলের উপরেই আজ্ঞা প্রদান করিতে। সেই তুমি আজ একাকী এই নির্জন বনে কিরূপে পতিত রহিয়াছ? ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি দুঃশাসনকেও দেখিতেছি না এবং মহারথী কর্ণকে দেখিতেছি না। অন্য সব সুহৃদ্‌বর্গকেও দেখিতেছি না—ইহার কারণ কি? ১৫

নিশ্চয়ই কাল ও লোকসকলের গতি জানা অতিশয় কঠিন; যাহার ফলে তুমি আজ কালের অধীনস্থ হইয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া আছ ॥ ১৬

অহো! মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণের অগ্রে অগ্রে গমনকারী শত্রুতাপন মহারাজ দুর্য্যোধন তৃণসহ ধূলি গ্রাস করিতেছে। ইহা কালেরই বিপরীত গতি পর্য্যবেক্ষণ কর ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! মহারাজ! কোথায় আপনার সেই নির্ম্মল ছত্র, কোথায় ব্যজন এবং কোথায় গেল আপনার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী? ১৮

কোন্ কারণে কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে, ইহা জানা অতিশয়ই কঠিন; কারণ, সম্পূর্ণ জগতের আদরণীয় নরপতি হইয়াও আজ তুমি এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছ ॥১৯

তুমি ত' নিজের সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীর দ্বারা ইন্দ্রের সদৃশ ছিলে। আজ তোমারও উপর এরূপ সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কোনও মানুষেরই সম্পত্তি সর্ব্বদা স্থির থাকে না ॥ ২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা দুঃখিতস্য বিশেষতঃ।
উবাচ রাজন্ পুত্রস্তে প্রাপ্তকালমিদং বচঃ॥ ২১
বিমৃজ্য নেত্রে পাণিভ্যাং শোকজং বাষ্পমুৎসৃজন্।
কৃপাদীন্ স তদা বীরান্ সর্বানেব নরাধিপঃ॥ ২২
ঈদৃশো লোকধর্মোঽয়ং ধাত্রা নিদিষ্ট উচ্যতে।
বিনাশঃ সর্বভূতানাং কালপর্য্যায়মাগতঃ॥ ২৩
সোঽয়ং মাং সমনুপ্রাপ্তঃ প্রত্যক্ষং ভবতাং হি যঃ।
পৃথিবী পালয়িত্বাহমেতাং নিষ্ঠামুপাগতঃ॥ ২৪
দিষ্ট্যা নাহং পরাবৃত্তো যুদ্ধে কস্যাঞ্চিদাপদি।
দিষ্ট্যাহং নিহতঃ পাপৈশ্ছলেনৈব বিশেষতঃ॥ ২৫
উৎসাহশ্চ কৃতো নিত্যং ময়া দিষ্ট্যা যুযুৎসতা।
দিষ্ট্যা চাস্মিন্ হতে যুদ্ধে নিহতজ্ঞাতি-বান্ধবাঃ॥ ২৬
দিষ্ট্যা চ বোঽহং পশ্যামি মুক্তানস্মাজ্জনক্ষয়াৎ।
স্বস্তিযুক্তাংশ্চ কল্যাংশ্চ তন্মে প্রিয়মনুত্তমম॥ ২৭
মা ভবন্তোঽত্র তপ্যন্তাং সৌহৃদান্নিধনেন মে।
যদি বেদাঃ প্রমাণং বো জিতা লোকা ময়াক্ষয়াঃ॥২৮
মন্যমানঃ প্রভাবঞ্চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
তেন ন চ্যাবিতশ্চাহং ক্ষত্রধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ॥ ২৯
স ময়া সমনুপ্রাপ্তো নাস্মি শোচ্যঃ কথঞ্চন।
কৃতং ভবদ্ভিঃ সদৃশমনুরূপমিবাত্মনঃ॥ ৩০
যতিতং বিজয়ে নিত্যং দৈবং তু দুরতিক্রমম্।
এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পব্যাকুললোচনঃ॥ ৩১
তূষ্ণীং বভুব রাজেন্দ্র রুজাসৌ বিহ্বলো ভৃশম্।
তথা দৃষ্ট্বা তু রাজানং বাষ্পশোকসমন্বিতম্॥ ৩২
দ্রৌণিঃ ক্রোধেন জজ্বাল যথা বহ্নির্জগৎক্ষয়ে।
স চ ক্রোধসমাবিষ্টঃ পাণৌ পাণিং নিপীড্য চ॥ ৩৩
বাষ্পবিহ্বলয়া বাচা রাজানমিদমব্রবীৎ।
পিতা মে নিহতঃ ক্ষুদ্রৈঃ সুনৃশংসেন কর্মণা॥ ৩৪

অত্যন্ত দুঃখিত অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করত আপনার পুত্র রাজা দুর্যোধনের নেত্রদ্বয় হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তারপর নিজ দুই হস্তের দ্বারা শোকাশ্রু মুছিয়া কৃপাচার্য্যাদি সমস্ত বীরগণকে এই সময়োচিত বাক্য বলিলেন॥ ২১-২২

বীরগণ! এই মর্ত্যলোকের এইরূপই ধর্ম (নিয়ম)। বিধাতাই ইহার নির্দেশ করিয়াছেন, এরূপ বলা হইয়াছে, সেইজন্য কালক্রমে একদিন না একদিন সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে॥ ২৩

সেই এই বিনাশের সময় এখন আমারও উপস্থিত হইয়াছে, যাহা আপনারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। একদিন আমি সমগ্র পৃথিবীকে পালন করিয়াছি এবং আজ এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছি॥ ২৪

তথাপি এই বিষয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত যে, যে কোন বিপদের সময় আমি কখনও পশ্চাদপসরণ করি নাই। বিশেষতঃ পাপীরাই আমাকে ছলনা করিয়া বধ করিয়াছে॥ ২৫

সৌভাগ্যবশতঃ আমি রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা রাখিয়া সর্ব্বদা উৎসাহ দেখাইয়াছি এবং জ্ঞাতি, বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইবার পর আমি স্বয়ংও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতেছি, ইহাতে আমার অতিশয় হর্ষ হইতেছে॥ ২৬

সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমি আপনাদের এই নরসংহার হইতে মুক্ত দেখিতেছি। এই সঙ্গে আপনারা কুশলেই আছেন এবং কিছু করিতে সমর্থ—ইহাও আমার পক্ষে আরও উত্তম ও প্রসন্নতারই বিষয়॥ ২৭

আপনাদের আমার উপর স্বাভাবিক স্নেহ আছে, সেইজন্য আমার মৃত্যুতে এস্থলে আপনারা দুঃখ ও সন্তাপ করিবেন না। যদি আপনাদের দৃষ্টিতে বেদশাস্ত্র প্রামাণিক হইয়া থাকে, তবে আমি অক্ষয়লোক অধিকার করিয়াছি॥ ২৮

আমি অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাবকে মানি এবং কখনও তাহার প্রেরণায় উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে বিচলিত হই নাই। আমি সেই ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব কোনরূপেই আমি শোকের যোগ্য নহি॥ ২৯½

আপনারা সকলে নিজ নিজ স্বরূপের অনুরূপ যোগ্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা আমাকে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; তথাপি দৈবের বিধান উল্লঙ্ঘন করা সকলেরই পক্ষে অতিশয় কঠিন॥ ৩০½

রাজেন্দ্র! এই কথা বলিতে বলিতে দুর্যোধনের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিল এবং তিনি বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নীরব হইলেন॥ ৩১½

রাজা দুর্যোধনকে শোকাশ্রু প্রবাহিত করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন॥৩২½

রোষের আবেশে তিনি হস্তের দ্বারা হস্ত ঘষিতে থাকিলেন এবং অশ্রুগদ্গদ বাক্যে রাজা দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন॥ ৩৩½

রাজন্! নীচ পাণ্ডবগণ অত্যন্ত ক্রূরতাপূর্ণ কর্ম্মের দ্বারা

ন তথা তেন তপ্যামি যথা রাজংস্ত্বয়াদ্য বৈ।
শৃণু চেদং বচো মহ্যং সত্যেন বদতঃ প্রভো ॥ ৩৫
ইষ্টাপূর্ত্তেন দানেন ধর্ম্মেণ সুকৃতেন চ।
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান্ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৬
সর্বোপায়ৈর্হি নেষ্যামি প্রেতরাজনিবেশনম্।
অনুজ্ঞাং তু মহারাজ ভবান্ মে দাতুমর্হতি ॥ ৩৭
ইতি শ্রুত্বা তু বচনং দ্রোণপুত্রস্য কৌরবঃ।
মনসঃ প্রীতিজননং কৃপং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮
আচার্য্য শীঘ্রং কলসং জলপূর্ণং সমানয়।
স তদ্ বচনমাজ্ঞায় রাজ্ঞো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥ ৩৯
কলসং পূর্ণমাদায় রাজ্ঞোঽন্তিকমুপাগমৎ।
তমব্রবীন্মহারাজ পুত্রস্তব বিশাম্পতে ॥ ৪০
মমাজ্ঞয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণপুত্রোঽভিষিচ্যতাম্।
সৈনাপত্যেন ভদ্রং তে মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৪১

রাজ্ঞো নিয়োগাদ্ যোদ্ধব্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
বর্ত্ততা ক্ষত্রধর্ম্মেণ হ্যেবং ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ৪২
রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
দ্রৌণিং রাজ্ঞো নিয়োগেন সৈনাপত্যেঽভ্যষেচয়ৎ ॥৪৩
সোঽভিষিক্তো মহারাজ পরিষ্বজ্য নৃপোত্তমম্।
প্রযযৌ সিংহনাদেন দিশঃ সর্বা বিনাদয়ন্ ॥ ৪৪
দুর্য্যোধনোঽপি রাজেন্দ্র শোণিতেন পরিপ্লুতঃ।
তাং নিশাং প্রতিপেদেঽথ সর্বভূতভয়াবহাম্ ॥ ৪৫
অপক্রম্য তু তে তূর্ণং তস্মাদায়োধনান্নৃপ।
শোকসংবিগ্নমনসশ্চিন্তাধ্যানপরাভবন্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শল্যপর্বণি গদাপর্বণি অশ্বত্থামসৈনাপত্যাভিষেকে
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৫

আমার পিতাকে বধ করিয়াছে, কিন্তু আমি সেই কারণেও তাদৃশ সন্তপ্ত হই নাই, যেরূপ আজ তোমার মৃত্যুতে আমার কষ্ট হইতেছে ॥ ৩৪॥

প্রভো! আমি সত্যের শপথ লইয়া যাহা বলিতেছি, আমার সেই কথা শ্রবণ কর। আমি নিজ ইষ্ট (যাগ-যজ্ঞ), আপূর্ত্ত (কূপাদি খনন), দান, ধর্ম্ম এবং অন্যান্য শুভ কর্ম্মসকলের শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতেই সমস্ত পাঞ্চালগণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে যমভবনে প্রেরণ করিব। মহারাজ! ইহার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥৩৫-৩৭

মনের প্রীতিজনক অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করিয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধন কৃপাচার্য্যকে বলিলেন,—আচার্য্য! আপনি অতিসত্বর জলপূর্ণ কলস লইয়া আসুন ॥ ৩৮॥

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য জলপূর্ণ কলস লইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন ॥ ৩৯॥

মহারাজ! প্রজানাথ! তখন আপনার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহাকে বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে অভিলাষী হন, তবে আপনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করুন ॥ ৪০ ৪১

ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ রাজার আজ্ঞায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে আচরণ করিতে করিতে যুদ্ধ করা উচিত—ইহাই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৪২

রাজা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৪৩

মহারাজ! অভিষেক হইয়া যাইলে পর অশ্বত্থামা নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজ সিংহধ্বনিতে সমস্ত দিক্‌মণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪

রাজেন্দ্র! রক্তে নিমগ্ন দুর্য্যোধনও সমস্ত ভূতগণের মনে ভয় উৎপাদনকারী সেই রাত্রি সে-স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪৫

হে নৃপ! শোকে ব্যাকুলচিত্ত সেই তিন মহারথী সেই যুদ্ধ-ভূমি হইতে অতিসত্বর দূরে চলিয়া যাইলেন এবং চিন্তা ও কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৪৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শল্যপর্ব্বান্তর্গত গদাপর্ব্বে অশ্বত্থামার সেনাপতিপদে অভিষেক-বিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শল্যপর্ব্ব সম্পূর্ণম্।

প্রণম্য শ্রীগুরুং নাথং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
তৎকৃপাবলশক্ত্যাঽহং দ্বিজঃ শ্রীরামরঞ্জনঃ ॥
শল্যপর্ব্বানুবাদঞ্চ কৃতবান্ বঙ্গভাষয়া ॥

শ্রীমহাভারত

শল্যপর্ব্ব

সূচীপত্র

আর্য্যশাস্ত্র

[১৯৫৬ সালের সংবাদপত্রসমূহের রেজিষ্ট্রীকরণ (কেন্দ্রিয়) আইনের ৮নং ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্য প্রকাশিত হইল। ফর্ম নং ৪]

১। প্রকাশন স্থান—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
২। প্রকাশনের কালক্রম-	মাসিক
৩। মুদ্রাপকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৪। প্রকাশকের নাম—	শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫
৫। সম্পাদকের নাম—	শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য্য ন্যায়তীর্থ
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	পোঃ ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
৬। স্বত্বাধিকারিগণের নাম ও ঠিকানা এবং মোট মূলধনের শতকরা এক বা তাহার অধিকসংখ্যক অংশের মালিকগণ—	শ্রীসত্যধর্ম্ম প্রচারসঙ্ঘ (জয়গুরু সম্প্রদায়) ৭/২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫

আমি, শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিপ্রদত্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—*শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ*
প্রকাশক
২৮।৪।৭৩

মঙ্গলস্বরূপ, সুরগণেরও দেবতা এবং ভূতগণের অব্যয় পিতা যা হ'তে আদিযুগে উৎপত্তিকালে সমস্ত ভূতসকল সমুৎপন্ন হয়, পুনরায় প্রলয়সময়ে যাতেই নিখিল প্রাণীবিলীন হ'য়ে যায়, সেই লোক-সমূহের প্রধান জগন্নাথ বিষ্ণুর পাপ ও ভয়নাশকারী সহস্র নাম শ্রবণ কর। বিশেষ বিশেষ গুণযোগে যে নামসকল প্রবৃত্ত হ'য়েছে, সেই বিখ্যাত ঋষিসমূহ কর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত নামসমূহ আমি তোমায় বল্‌ছি —এই কথা ব'লে ভীষ্ম, আমার সহস্র নাম যুধিষ্ঠিরকে ব'লে ফলশ্রুতি শুনিয়েছিল। মহাত্মা কেশবের সহস্র নাম তোমায় অশেষ ভাবে ব'ল্‌লাম, যিনি ইহা নিত্য শ্রবণ করেন বা যিনি নিত্য কীর্ত্তন ক'রে থাকেন, তিনি ইহ ও পরলোক কোনরূপ অমঙ্গল প্রাপ্ত হন্‌না, এর শ্রবণে কীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ বেদান্তের পারগামী হন্, ক্ষত্রিয় বিজয়ী, বৈশ্য ধনসম্পন্ন ও শূদ্র ধনসম্পন্ন হন, সহস্রনাম পাঠে বা শ্রবণে যিনি যা ইচ্ছা করেন। তিনি তা লাভে সমর্থ হ'য়ে থাকেন। বাসুদেবে অনন্ত শরণ ও বাসুদেবপরায়ণ মানব সর্ব্বপাপ হ'তে বিশুদ্ধচিত্ত হ'য়ে সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। বাসুদেবভক্তগণের কোথাও অশুভ সঙ্ঘটন হয়না, জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি ভয়ও হয়না। শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হয়ে এই স্তব ক'র্‌লে স্তাবক আত্মসুখ ক্ষান্তি ক্ষমা ধৈর্য্য স্মৃতি (পরম স্মৃতি) ও কীর্ত্তি লাভ করেন, পুরুষোত্তমে পুণ্যশীল ভক্তগণের ক্রোধ মাৎসর্য্য লোভ ও অশুভ বুদ্ধি হয় না। মহাত্মা বাসুদেবের বীর্য্যবলে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকাগণের সহিত দ্যুলোক, আকাশ দিক্-সমূহ পৃথিবী ও মহাসমুদ্র বিশেষভাবে ধরা হ'য়ে আছে। সুর অসুর গন্ধর্ব যক্ষ সর্প ও রাক্ষসসকল সচরাচর এই জগৎ কৃষ্ণের বশে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়সমূহ মন বুদ্ধি সত্ত্ব তেজ বল ধৃতি, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এ সমুদয়ই বাসুদেবাত্মক অর্থাৎ সমস্তের আত্মাই বাসুদেব

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৫।৩।৬৬ স্নানযাত্রা

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'র্‌তে হয়, লীলাতনুধরে ধর্ম্মের হানি অধর্ম্মের বর্দ্ধন নাশ করি। পরমভক্ত বলি আমার ভাগবতধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা। বলির যজ্ঞে গিয়ে ত্রিপাদ-ভূমি দান প্রার্থনা করি, বলি দিতে স্বীকৃত হয়। গুরু শুক্রাচার্য্যের নিষেধ না শুনে বলি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করে, আমি এক পদের দ্বারা পৃথিবী, দ্বিতীয় পদের দ্বারা স্বর্গ, শরীরের দ্বারা আকাশমণ্ডল, বাহুর দ্বারা দিক্‌সকল অধিকার করি। তৃতীয় পদের স্থান দাও ব'ললে, বলি বলে—আমার মস্তকে আপনার তৃতীয় পদ স্থাপন করুন। আমি বলির মস্তকে তৃতীয় পদ রক্ষা করি। বলি গুরু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও শপ্ত হ'য়েও সত্য ত্যাগ করে নাই, সেজন্য তাকে দেবগণেরও দুর্লভ স্থান দান ক'রেছিলাম। সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হবে এ কথা ব'লে তাকে সুতলে প্রেরণ করি, বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে কোন সময় বলে—কালই সকলের উৎপত্তি এবং সংহারের কর্ত্তা, অন্য সমস্ত বস্তু এর কারণ নয়,—এ

১১শ বর্ষ, চৈত্রমাস, ১৩৭৯]
[দশমসংখ্যা মদনভঞ্জিকা যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

• • •

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ. আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৫০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭১২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২.৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০.০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯.০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫.০০

সৌপ্তিকপর্ব
প্রথমোঽধ্যায়ঃ

[কৃপাচার্য্যঃ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা চেতি ত্রয়াণাং মহারথানাম্ একস্মিন্ বনে বিশ্রামঃ, কাকানামুপরি উলূকস্যাক্রমণং দৃষ্ট্বাশ্বত্থাম্নো হৃদয়ে ক্রূর-ভাবোদয়ঃ, তদর্থং দ্বাভ্যাং স্বসুহৃদ্ভ্যাং সহ পরামর্শশ্চ ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

সঞ্জয় উবাচ ।

ততস্তে সহিতা বীরাঃ প্রযাতা দক্ষিণামুখাঃ ।
উপাস্তমনবেলায়াং শিবিরাভ্যাসমাগতাঃ । ১
বিমুচ্য বাহাংস্ত্বরিতা ভীতা সমভবংস্তদা ।
গহনং দেশমাসাদ্য প্রচ্ছন্না ন্যবিশন্ত তে ॥ ২
সেনানিবেশমভিতো নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।
নিকৃত্তা নিশিতৈঃ শস্ত্রৈঃ সমন্তাৎ ক্ষতবিক্ষতাঃ ॥
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য পাণ্ডবানেব চিন্তয়ন্ ।
শ্রুত্বা চ নিনদং ঘোরং পাণ্ডবানাং জয়ৈষিণাম্ ॥ ৪
অনুসারভয়াদ্ ভীতাঃ প্রাঙ্মুখাঃ প্রাদ্রবন্ পুনঃ ।
তে মুহূর্ত্তাৎ ততো গত্বা শ্রান্তবাহাঃ পিপাসিতাঃ ॥৫
নামৃষ্যন্ত মহেষ্বাসাঃ ক্রোধামর্ষবশং গতাঃ ।
রাজ্ঞো বধেন সন্তপ্তা মুহূর্ত্তং সমবস্থিতাঃ ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অশ্রদ্ধেয়মিদং কর্ম্ম কৃতং ভীমেন সঞ্জয় ।
যৎ স নাগাযুতপ্রাণঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥ ৭

॥ শ্রীভগবতে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে নমঃ ॥

সৌপ্তিকপর্ব্ব ।
প্রথম অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা—এই তিন মহারথীর এক বনে বিশ্রাম, কাকগণের উপর উলূকের আক্রমণ দেখিয়া অশ্বত্থামার মনে ক্রূর ভাবের উদয় এবং তাহার জন্য স্বীয় দুই সুহৃদের সহিত পরামর্শ ।]

(অন্তর্যামী নারায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্য সখা) নরশ্রেষ্ঠ নরস্বরূপ অর্জ্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) ভগবতী সরস্বতী দেবী এবং তাঁহার লীলা সঙ্কলনকারী মহর্ষি ভগবান্ বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-শাস্ত্র (মহাভারতাদি) পাঠ করা উচিত ।)

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! দুর্য্যোধনের অনুমতি অনুসারে কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার সেনাপতিপদে অভিষেক হইয়া যাইলে পর সেই তিন বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মা একত্রে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । তারপর সূর্য্যাস্তের সময় সৈন্য-শিবিরের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১

শত্রুরা যাহাতে জানিতে না পারে, সেই কারণে তাঁহারা ভীত ছিলেন, অতএব অতিসত্বর বনের গহন প্রদেশে যাইয়া তাঁহারা অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গুপ্ত ভাবে যাইয়া একস্থানে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২

যেখানে সৈন্যদের শিবির ছিল, সেই স্থানেরই নিকট অল্প কিছু দূরে এই তিন জন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । ইঁহাদের দেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের আঘাতে আহত হইয়াছিল । ইঁহারা সর্ব্বদিকেই ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ৩

ইঁহারা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পাণ্ডবদেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন । এই সময়ে জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণ করত তাঁহাদের ভয় হইল যে, পাণ্ডবেরা যাহাতে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে না পারে, অতএব তাঁহারা পুনরায় রথে অশ্বযোজনা করিয়া পূর্ব্বদিক অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৪

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সেই স্থান হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত যাইয়া ক্রোধ ও অমর্ষের বশীভূত এই তিন মহাধনুর্দ্ধর যোদ্ধা পিপাসায় পীড়িত হইলেন । ইঁহাদের অশ্বগণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; তাঁহাদের নিকট এই অবস্থা তখন অসহ্য হইয়া উঠিল । ইঁহারা রাজা দুর্য্যোধনের মৃত্যুতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল পর্য্যন্ত সেস্থানে নীরবে অবস্থান করিলেন ॥ ৫-৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্য্যোধনের মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, তথাপি ভীমসেন তাহাকে বধ করিয়া ভূপাতিত করিল । তাহার দ্বারা সহসা যে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না ॥ ৭

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বজ্রসংহননো যুবা ।
পাণ্ডবৈঃ সমরে পুত্রো নিহতো মম সঞ্জয় ॥ ৮
ন দিষ্টমভ্যতিক্রান্তুং শক্যং গাবল্গণে নরৈঃ ।
যৎ সমেত্য রণে পার্থৈঃ পুত্রো মম নিপাতিতঃ ॥ ৯
অদ্রিসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় ।
হতং পুত্রশতং শ্রুত্বা যন্ন দীর্ণং সহস্রধা ॥ ১০
কথং হি বৃদ্ধমিথুনং হতপুত্রং ভবিষ্যতি ।
ন হ্যহং পাণ্ডবেয়স্য বিষয়ে বস্তুমুৎসহে ॥ ১১
কথং রাজ্ঞঃ পিতা ভূত্বা স্বয়ং রাজা চ সঞ্জয় ।
প্রেষ্যভূতঃ প্রবর্তেয়ং পাণ্ডবেয়স্য শাসনাৎ ॥ ১২
আজ্ঞাপ্য পৃথিবীং সর্বাং স্থিত্বা মূর্দ্ধি চ সঞ্জয় ।
কথমদ্য ভবিষ্যামি প্রেষ্যভূতো দুরন্তকৃৎ ॥ ১৩
কথং ভীমস্য বাক্যানি শ্রোতুং শক্ষ্যামি সঞ্জয় ।
যেন পুত্রশতং পূর্ণমেকেন নিহতং মম ॥ ১৪

সঞ্জয় ! আমার পুত্র নব যুবক ছিল । তাহার শরীরও বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং সেইজন্য সে সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই অবধ্য ছিল, তথাপি পাণ্ডবগণ তাহাকে বধ করিল ॥ ৮

গবল্গণকুমার ! কুন্তীর পুত্রগণ যে মিলিত হইয়া রণাঙ্গনে আমার পুত্রদিগকে ধরাশায়ী করিল, ইহাতে মনে হয়—কোনও মানুষই দৈবের বিধান লঙ্ঘন করিতে পারে না ॥ ৯

সঞ্জয় ! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের সারতত্ত্ব দিয়া নির্ম্মিত, আমার শত পুত্র নিহত হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়াও উহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না ॥ ১০

হায়, এখন আমরা উভয় বৃদ্ধ পতি পত্নী আমাদের পুত্রগণ নিহত হওয়ায় কিভাবে জীবিত থাকিব ? আমি পাণ্ডুকুমার যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে থাকিতে পারিব না ॥ ১১

সঞ্জয় ! আমি রাজার পিতা এবং স্বয়ংই রাজা ছিলাম। এখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞার অধীনস্থ হইয়া দাসের ন্যায় কিরূপে জীবন যাপন করিব ? ১২

সঞ্জয় ! প্রথমে সমস্ত ভূমণ্ডলের উপর আজ্ঞা চলিত এবং আমি সকলের মস্তকোপরি ছিলাম ; এরূপ হইয়া এখন আমি অপরের দাস হইয়া কিভাবে অবস্থান করিব ? আমি স্বয়ংই নিজের জীবনের অন্তিম ভাগকে দুঃখময় করিয়া দিয়াছি ॥ ১৩

অহো ! যে একাকীই আমার পূর্ণ একশত পুত্রকে বধ করিয়াছে, সেই ভীমসেনের বাক্য আমি কিভাবে শ্রবণ করিব ? ১৪

কৃতং সত্যং বচস্তস্য বিদুরস্য মহাত্মনঃ ।
অকুর্বতা বচস্তেন মম পুত্রেণ সঞ্জয় ॥ ১৫
অধর্মেণ হতে তাত পুত্রে দুর্য্যোধনে মম
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণিঃ কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১৬

সঞ্জয় উবাচ ।

গত্বা তু তাবকা রাজন্ নাতিদূরমবস্থিতাঃ ।
অপশ্যন্ত বনং ঘোরং নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥ ১৭
তে মুহূর্তং তু বিশ্রম্য লব্ধতোয়ৈর্হয়োত্তমৈঃ ।
সূর্য্যাস্তমনবেলায়াং সমাসেদুর্মহদ্ বনম্ ॥ ১৮
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং নানাপক্ষিগণাবৃতম্ ।
নানাদ্রুমলতাচ্ছন্নং নানাব্যালনিষেবিতম্ ॥ ১৯
নানাতোয়ৈঃ সমাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।
পদ্মিনীশতসঞ্ছন্নং নীলোৎপলসমাযুতম্ ॥ ২০
প্রবিশ্য তদ্ বনং ঘোরং বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ ।
শাখাসহস্রসঞ্ছন্নং ন্যগ্রোধং দদৃশুস্ততঃ ॥ ২১

সঞ্জয় ! আমার পুত্র দুর্য্যোধন আমার কথা না মানিয়া মহাত্মা বিদুর কথিত বাক্যকে সত্য করিয়া দেখাইল ॥ ১৫

তাত সঞ্জয় ! এখন এই কথা বল যে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্ম পূর্ব্বক নিহত হইলে পর কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা কি করিলেন ? ১৬

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্ ! আপনার পক্ষের সেই তিন বীর সেস্থান হইতে অল্প দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহারা নানাপ্রকার বৃক্ষ ও লতাসমূহে পূর্ণ এক ভয়ঙ্কর বন দেখিলেন ॥ ১৭

সে স্থানে অল্পক্ষণ অবস্থান করত তাঁহারা সকলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ অশ্বগণকে জলপান করাইলেন এবং সূর্য্যাস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সেই বিশাল বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে নানাপ্রকার মৃগ ও বিবিধ পক্ষিসকল বাস করিয়া থাকে।

স্থানে স্থানে বৃক্ষ ও লতাসমূহে এই বন ব্যাপ্ত ছিল এবং অনেক জাতির হিংস্র জন্তুরা ইহার সেবা করিয়া থাকে ॥ ১৮-১৯

ইহার মধ্যে যেখানে সেখানে অনেকপ্রকার জলাশয় ছিল। নানাবিধ পুষ্প এই বনের শোভাবর্দ্ধন করিতেছিল, শত শত রক্ত পদ্ম ও অসংখ্য নীল কমল সেখানকার জলাশয়ের চারিদিকে বিস্তৃত ছিল ॥ ২০

সেই ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করত সর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক তাঁহারা দেখিলেন যে, সহস্র সহস্র শাখায় আচ্ছাদিত একটি বট বৃক্ষ রহিয়াছে ॥ ২১

উপেত্য তু তদা রাজন্ ন্যগ্রোধং তে মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্বিপদাং শ্রেষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠং তং বৈ বনস্পতিম্ ॥ ২২
তেঽবতীর্য্য রথেভ্যশ্চ বিপ্রমুচ্য চ বাজিনঃ।
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং সন্ধ্যামন্বাসত প্রভো ॥ ২৩
ততোঽস্তং পর্বতশ্রেষ্ঠমনুপ্রাপ্তে দিবাকরে।
সর্বস্য জগতো ধাত্রী শর্বরী সমপদ্যত ॥ ২৪
গ্রহ-নক্ষত্র তারাভিঃ সম্পূর্ণাভিরলঙ্কৃতম্।
নভোংঽশুকমিবাভাতি প্রেক্ষণীয়ং সমন্ততঃ ॥ ২৫
ইচ্ছয়া তে প্রবল্গন্তি যে সত্ত্বা রাত্রিচারিণঃ।
দিবাচরাশ্চ যে সত্ত্বাস্তে নিদ্রাবশমাগতাঃ ॥ ২৬
রাত্রিঞ্চরাণাং সত্ত্বানাং নির্ঘোষোঽভূৎ সুদারুণঃ।
ক্রব্যাদাশ্চ প্রমুদিতা ঘোরা প্রাপ্তা চ শর্বরী ॥ ২৭
তস্মিন্ রাত্রিমুখে ঘোরে দুঃখশোকসমন্বিতাঃ।
কৃতবর্মা কৃপো দ্রৌণিরুপোপবিবিশুঃ সমম্ ॥ ২৮

রাজন্! মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই মহারথীরা নিকটে যাইয়া এই উত্তম বনস্পতি বট বৃক্ষকে দর্শন করিলেন ॥ ২২

প্রভো! সেস্থানে রথ হইতে নামিয়া সেই তিন বীর নিজেদের অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যথারীতি স্নানাদি করত সন্ধ্যোপাসনা করিলেন ॥ ২৩

তদনন্তর সূর্য্যদেব পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচলে গমন করিলে পর সম্পূর্ণ জগতের ধাত্রীর ন্যায় রাত্রিদেবী স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিলেন ॥ ২৪

সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র এবং তারাসকলে অলঙ্কৃত আকাশ জরী-পাড়ের বিচিত্র শাড়ীর ন্যায় সর্ব্বদিকে দর্শনীয় হইয়া উঠিল ॥ ২৫

রাত্রিতে বিচরণকারী প্রাণীরা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে লফালাফি করিতে লাগিল এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা দিবসে বিচরণকারী প্রাণী ছিল, তাহারা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল ॥ ২৬

রাত্রিতে বিহরণপরায়ণ জীবগণের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। মাংসভক্ষী প্রাণীরা অতিশয় আনন্দিত হইল এবং সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ২৭

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইল। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে দুঃখ শোকে সন্তপ্ত হইয়া কৃতকর্ম্মা, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা একসঙ্গে (পাশাপাশি) উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২৮

তত্রোপবিষ্টাঃ শোচন্তো ন্যগ্রোধস্য সমীপতঃ।
তমেবার্থমতিক্রান্তং কুরু-পাণ্ডবয়োঃ ক্ষয়ম্ ॥২৯
নিদ্রয়া চ পরীতাঙ্গা নিষেদুর্ধরণীতলে।
শ্রমেণ সুদৃঢ়ং যুক্তা বিক্ষতা বিবিধৈঃ শরৈঃ ॥ ৩০
ততো নিদ্রাবশং প্রাপ্তৌ কৃপ-ভোজৌ মহারথৌ।
সুখোচিতাবদুঃখার্হৌ নিষণ্ণৌ ধরণীতলে ॥ ৩১
তৌ তু সুপ্তৌ মহারাজ শ্রমশোকসমন্বিতৌ।
মহার্হশয়নোপেতৌ ভূমাবেব হ্যনাথবৎ ॥ ৩২
ক্রোধামর্ষবশং প্রাপ্তো দ্রোণপুত্রস্তু ভারত।
ন বৈ স্ম স জগামাথ নিদ্রাং সর্প ইব শ্বসন্ ॥ ৩৩
ন লেভে স তু নিদ্রাং বৈ দহ্যমানো হি মন্যুনা।
বীক্ষাঞ্চক্রে মহাবাহুস্তদ্ বনং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৪
বীক্ষমাণো বনোদ্দেশং নানাসত্ত্বৈর্নিষেবিতম্।
অপশ্যত মহাবাহুর্ন্যগ্রোধং বায়সৈর্যুতম্ ॥ ৩৫

বটবৃক্ষের নিকটে উপবেশন করত কৌরব ও পাণ্ডব যোদ্ধাদের সেই বিনাশের অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক করিতে করিতে সেই তিন বীর নিদ্রায় সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাওয়ায় ধরাতলে শুইয়া পড়িলেন। এই সময় ইঁহারা অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নানাবিধ বাণসমূহে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল ॥ ২৯-৩০

তদনন্তর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই দুই মহারথী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইঁহারা সর্ব্বথা সুখভোগেরই যোগ্য ছিলেন, দুঃখ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য কদাপি ছিলেন না, তথাপি ধরাতলেই শয়ন করিলেন ॥ ৩১

মহারাজ! বহুমূল্য শয্যা ও সুখসামগ্রী সম্পন্ন হইলেও এই দুই বীরকে পরিশ্রম ও শোকে পীড়িত হইয়া অনাথের ন্যায় ধরাতলে পতিত দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধ এবং অমর্ষের বশীভূত হইলেন। ভারত! সেই সময় তাঁহার নিদ্রা আসিল না। তিনি সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২-৩৩

তিনি ক্রোধে জ্বলিতে থাকায় নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না। সেই মহাবাহু বীর দেখিতে ভয়ঙ্কর বনের দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

নানাবিধ জীবজন্তুতে সেবিত বনস্থল নিরীক্ষণ করিয়া মহাবাহু অশ্বত্থামা কাকে পরিপূর্ণ বটবৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৩৫

তত্র কাকসহস্রাণি তাং নিশাং পর্য্যণাময়ন্।
সুখং স্বপন্তি কৌরব্য পৃথক্ পৃথগুপাশ্রয়াঃ ॥ ৩৬
সুপ্তেষু তেষু কাকেষু বিশ্রব্ধেষু সমন্ততঃ।
সোঽপশ্যৎ সহসা যান্তমুলূকং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৩৭
মহাস্বনং মহাকায়ং হর্য্যক্ষং বভ্রুপিঙ্গলম্।
সুদীর্ঘঘোণানখরং সুপর্ণমিব বেগিতম্ ॥ ৩৮
সোঽথ শব্দং মৃদুং কৃত্বা লীয়মান ইবাণ্ডজঃ।
ন্যগ্রোধস্য ততঃ শাখাং প্রার্থয়ামাস ভারত ॥ ৩৯
সন্নিপত্য তু শাখায়াং ন্যগ্রোধস্য বিহঙ্গমঃ।
সুপ্তান্ জঘান সবহূন্ বায়সান্ বায়সান্তকঃ ॥ ৪০
কেশাঞ্চিদচ্ছিনৎ পক্ষান্ শিরাংসি চ চকর্ত্ত হ।
চরণাংশ্চৈব কেষাঞ্চিদ্ বভঞ্জ চরণায়ুধঃ ॥ ৪১
ক্ষণেনাহন্ স বলবান্ যেঽস্য দৃষ্টিপথে স্থিতাঃ।
তেষাং শরীরাবয়বৈঃ শরীরৈশ্চ বিশাম্পতে ॥ ৪২

কুরুনন্দন! সেই বৃক্ষের উপর সহস্র সহস্র কাক রাত্রিতে বাস করিয়া থাকে। তাহারা পৃথক্ পৃথক্ বাসা নির্ম্মাণ করত তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সুখের সহিত নিদ্রা যাইল ॥৩৬

এই সকল কাক নির্ভয় হইয়া নিদ্রিত হইলে পর অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, সহসা একটি ভয়ানক উলুক (পেচক) আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৭

ইহার রব ভয়ঙ্কর ছিল, দেহ বিশাল, বর্ণ কৃষ্ণ ও পিঙ্গল ছিল। ইহার চঞ্চু ও নখর অতিশয় বৃহৎ এবং এই পক্ষী গরুড়ের ন্যায় বেগশালী ছিল ॥ ৩৮

হে ভারত! এই পক্ষী ধীরে ধীরে নিজের রব করিয়া যেন আত্মগোপন করিয়াই বটবৃক্ষের সেই শাখায় আসিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল ॥ ৩৯

কাকসকলের পক্ষে কালস্বরূপ সেই পক্ষী বটবৃক্ষের শাখার উপর তীব্র বেগে আক্রমণ করিল এবং নিদ্রিত বহু সংখ্যক কাককে বিনাশ করিল ॥ ৪০

এই পক্ষী নিজের চরণকেই অস্ত্রে পরিণত করিয়া বহু কাকের পক্ষ ছেদন করিল, বহু কাকের শিরশ্ছেদ করিল এবং বহু কাকের পা ভাজিয়া দিল ॥ ৪১

প্রজানাথ! এই বলবান্ পেচক যে যে কাককে তখন দেখিতে পাইল, তাহাদের সকলকেই ক্ষণকালের মধ্যেই বিনষ্ট করিল। ইহাতে সেই সম্পূর্ণ বটবৃক্ষ কাকসকলের দেহ ও বিভিন্ন অবয়ব-সকলের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত হইয়া যাইল ॥ ৪২½

ন্যগ্রোধমণ্ডলং সর্ব্বং সঞ্ছন্নং সর্ব্বতোঽভবৎ।
তাংস্তু হত্বা ততঃ কাকান্ কৌশিকো মুদিতোঽভবৎ ॥৪৩
প্রতিকৃত্য যথাকামং শত্রূণাং শত্রুসূদনঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বা সোপধং কর্ম কৌশিকেন কৃতং নিশি ॥ ৪৪
তদ্ভাবকৃতসঙ্কল্পো দ্রৌণিরেকোঽন্বচিন্তয়ৎ।
উপদেশঃ কৃতোঽনেন পক্ষিণা মম সংযুগে ॥ ৪৫
শত্রূণাং ক্ষপণে যুক্তঃ প্রাপ্তঃ কালশ্চ মে মতঃ।
নাদ্য শক্যা ময়া হন্তুং পাণ্ডবা জিতকাশিনঃ ॥ ৪৬
বলবন্তঃ কৃতোৎসাহাঃ প্রাপ্তলক্ষ্যাঃ প্রহারিণঃ।
রাজ্ঞঃ সকাশাৎ তেষাং তু প্রতিজ্ঞাতো বধো ময়া ॥৪৭
পতঙ্গাগ্নিসমাং বৃত্তিমাস্থায়াত্মবিনাশিনীম্।
ন্যায়তো যুধ্যমানস্য প্রাণত্যাগো ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
ছদ্মনা চ ভবেৎ সিদ্ধি শত্রূণাঞ্চ ক্ষয়ো মহান্।
তত্র সংশয়িতাদর্থাদ্ যোঽর্থো নিঃসংশয়ো ভবেৎ ॥৪৯

সেই শত্রুসংহারকারী উলুক এই কাকসকলকে বিনাশ করত নিজের ইচ্ছানুসারে শত্রুগণের উপর পরিপূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রীতি লাভ করিল ॥ ৪৩½

রাত্রিকালে উলুক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কপটতাপূর্ণ ক্রূর কর্ম্ম অবলোকন করত স্বয়ংও তাদৃশ কার্য্য করিবার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অশ্বত্থামা একাকীই পরামর্শ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪½

এই পক্ষী আমাকে 'যুদ্ধে কি করিতে হইবে' সেই উপদেশ প্রদান করিল। আমি মনে করি, আমার পক্ষেও বর্ত্তমানে এইরূপ কার্য্য করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪৫½

পাণ্ডবেরা এই সময় জয়লাভে উল্লসিত আছে। তাহারা বলবান্, উৎসাহী এবং প্রহার করিতে কুশল। তাহারা নিজেদের লক্ষ্য সিদ্ধ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আজ আমি নিজ শক্তির দ্বারা উহাদের বধ করিতে সমর্থ হইব না ॥ ৪৬½

এদিকে আমি রাজা দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কিন্তু এই কার্য্য আমার সেরূপ বোধ হইতেছে, যেরূপ পতঙ্গসকলের অগ্নিতে লম্ফ প্রদান করা। আমি যে বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, উহা আমারই বিনাশকর। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যদি আমি ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করি, তবে আমাকে অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৪৭-৪৮½

যদি আমি ছলনা করিয়া কার্য্য করি, তবে অবশ্যই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে এবং শত্রুগণের সম্যক্ সংহারও হইবে। যে

তং জনা বহু মন্যন্তে যে চ শাস্ত্রবিশারদাঃ।
যচ্চাপ্যত্র ভবেদ্ বাচ্যং গর্হিতং লোকনিন্দিতম্ ॥ ৫০
কর্তব্যং তন্মনুষ্যেণ ক্ষত্রধর্মেণ বর্ততা।
নিন্দিতানি চ সর্বাণি কুৎসিতানি পদে পদে ॥ ৫১
সোপধানি কৃতান্যেব পাণ্ডবৈরকৃতাত্মভিঃ।
অস্মিন্নর্থে পুরা গীতা শ্রূয়ন্তে ধর্মচিন্তকৈঃ ॥ ৫২
শ্লোকা ন্যায়মবেক্ষদ্ভিস্তত্ত্বার্থাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
পরিশ্রান্তে বিদীর্ণে বা ভুঞ্জানে বাপি শত্রুভিঃ ॥ ৫৩
প্রস্থানে বা প্রবেশে বা প্রহর্তব্যং রিপোর্বলম্।
নিদ্রার্তমর্ধরাত্রে চ তথা নষ্টপ্রণায়কম্ ॥ ৫৪
ভিন্নযোধং বলং যচ্চ দ্বিধা যুক্তঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
ইত্যেবং নিশ্চয়ং চক্রে সুপ্তানাং নিশি মারণে ॥ ৫৫
পাণ্ডূনাং সহ পাঞ্চালৈর্দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
স ক্রূরাং মতিমাস্থায় বিনিশ্চিত্য মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৬
সুপ্তৌ প্রাবোধয়ৎ তৌ তু মাতুলং ভোজমেব চ।
তৌ প্রবুদ্ধৌ মহাত্মানৌ কৃপ-ভোজৌ মহাবলৌ ॥৫৭
নোত্তরং প্রতিপদ্যেতাং তত্র যুক্তং হ্রিয়া বৃতৌ।
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বাষ্পবিহ্বলমব্রবীৎ ॥ ৫৮
হতো দুর্যোধনো রাজা একবীরো মহাবলঃ।
যস্যার্থে বৈরমস্মাভিরাসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৫৯
একাকী বহুভিঃ ক্ষুদ্রৈরাহবে শুদ্ধবিক্রমঃ।
পাতিতো ভীমসেনেন একাদশচমূপতিঃ ॥ ৬০
বৃকোদরেণ ক্ষুদ্রেণ সুনৃশংসমিদং কৃতম্।
মূর্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ পাদেন পরিমৃদ্নতা ॥ ৬১
বিনর্দন্তি চ পাঞ্চালাঃ ক্ষ্বেলন্তি চ হসন্তি চ।
ধমন্তি শঙ্খান্ শতশো হৃষ্টা ঘ্নন্তি চ দুন্দুভীন্ ॥৬২

স্থলে সিদ্ধিলাভ বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে স্থলে সন্দিগ্ধ বস্তু অপেক্ষা সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা সংশয়পূর্ণ নহে। সাধারণ মানুষ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণও তাহারই অধিক সমাদর করিয়া থাকেন ॥ ৪৯॥

এ জগতে যে কার্য্য নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবে, যাহাকে সকল লোকে সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করিয়া থাকে, উহাও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অনুসারে আচরণকারী মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে ॥ ৫০॥

অপবিত্রচিত্ত পাণ্ডবগণও পদে পদে এরূপ বহু কার্য্য করিয়াছে যে সমস্ত কার্য্য সর্ব্বথা নিন্দা ও ঘৃণার যোগ্য। তাহাদের দ্বারা বহু কপটতাপূর্ণ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৫১॥

এই বিষয়ে ন্যায়দৃষ্টিসম্পন্ন ধর্ম্মচিন্তক ও তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ প্রাচীনকালে এরূপ শ্লোক গান করিয়াছেন, যাহা তাত্ত্বিক অর্থের প্রতিপাদক ছিল। সেই শ্লোক এইভাবে শুনা যায় ॥ ৫২॥

শত্রুদের সৈন্যরা যদি অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, বিদীর্ণ হইয়া যায়, ভোজন করিতে থাকে, কোথাও গমন করিয়া থাকে অথবা কোন বিশেষ স্থানে প্রবেশ করিয়াও থাকে, তথাপি তাহাদের উপর প্রহার করা উচিত ॥ ৫৩॥

যে সৈন্য অর্দ্ধরাত্রিতে নিদ্রায় অচেতন হইয়া যায়, যাহার নেতা নিহত হইয়াছে, যে যোদ্ধা বিভেদ ভাব অবলম্বন করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব উপস্থিত হইয়াছে, ইহার উপরও শত্রুর প্রহার করা উচিত ॥ ৫৪॥

এইরূপে বিচার করত প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় পাঞ্চালগণ সহ পাণ্ডবদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিলেন ॥ ৫৫॥

ক্রূরতাপূর্ণ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বারংবার এরূপে সিদ্ধান্ত করত অশ্বত্থামা নিদ্রিত নিজ মাতুল কৃপাচার্য্যকে এবং ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মাকে জাগাইলেন ॥ ৫৬॥

জাগরিত মহাত্মা মহাবল কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা যখন অশ্বত্থামার সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহারা লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার উত্তর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ॥ ৫৭

তখন অশ্বত্থামা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত অশ্রুগদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিলেন,—জগতের অদ্বিতীয় বীর মহাবল রাজা দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছেন, যাহার জন্য আমরা পাণ্ডবদের সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছিলাম ॥ ৫৮-৫৯

যে একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিল, সেই রাজা দুর্য্যোধন বিশুদ্ধ পরাক্রমের পরিচয় দান করিতে করিতে একাকীই যুদ্ধ করিতেছিল, কিন্তু বহুসংখ্যক নীচ পুরুষ মিলিত হইয়া যুদ্ধস্থলে তাহাকে ভীমসেনের দ্বারা ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছে ॥ ৬০

এক মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্রাটের মস্তকে পাদ প্রহার করিতে করিতে নীচ ভীমসেন এই অতিশয় ভয়ানক ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য করিয়াছে ॥ ৬১

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া গর্জন ও সিংহনাদ করিতেছে,

বাদিত্রঘোষস্তুমুলো বিমিশ্রঃ শঙ্খনিঃস্বনৈঃ।
অনিলেনেরিতো ঘোরে দিশঃ পূরয়তীব হ ॥ ৬৩
অশ্বানাং হেষমাণানাং গজনাঞ্চৈব বৃংহতাম্।
সিংহনাদশ্চ শূরাণাং শ্রূয়তে সুমহানয়ম্ ॥ ৬৪
দিশং প্রাচীং সমাশ্রিত্য হৃষ্টানাং গচ্ছতাং ভৃশম্।
রথনেমিস্বনাশ্চৈব শ্রূয়ন্তে লোমহর্ষণাঃ ॥ ৬৫
পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং যদিদং কদনং কৃতম্।
বয়মেব ত্রয়ঃ শিষ্টা অস্মিন্ মহতি বৈশসে ॥ ৬৬
কেচিন্নাগশতপ্রাণাঃ কেচিৎ সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ।
নিহতাঃ পাণ্ডবেয়ৈস্তে মন্যে কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৬৭
এবমেতেন ভাব্যং হি নূনং কার্য্যেণ তত্ত্বতঃ।
যথা হ্যস্যেদৃশী নিষ্ঠা কৃতকার্য্যেঽপি দুষ্করে ॥৬৮
ভবতোঃস্তু যদি প্রজ্ঞা ন মোহাদপনীয়তে।
ব্যাপন্নেঽস্মিন্ মহত্যর্থে যন্নঃ শ্রেয়স্তদুচ্যতাম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

হাস্য উপহাস করিতেছে, শত শত শঙ্খ বাজাইতেছে এবং বহু দুন্দুভিও বাজাইতেছে ॥ ৬২

শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যের গম্ভীর ও ভয়ঙ্কর ধ্বনি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডলকে যেন পরিপূর্ণ করিতেছে ॥ ৬৩

হ্রেষাধ্বনিকারী অশ্বগণ ও চীৎকারকারী হস্তীদিগের শব্দের সহিত বীরবর যোদ্ধাদের এই প্রচণ্ড সিংহনাদ শুনা যাইতেছে ॥৬৪

আনন্দসহকারে পূর্ব্বদিক্ অভিমুখে সবেগে গমনকারী পাণ্ডব-যোদ্ধাদের রথসমূহের চক্রসকলের এই রোমাঞ্চজনক শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে ॥ ৬৫

হায়, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও সৈন্যদের যে এই বিনাশ-সাধন করিয়াছে, ঐ সর্ব্বাত্মক ধ্বংস হইতে আমরা তিন জনই মাত্র জীবিত রহিয়াছি ॥ ৬৬

কত বীর শত শত হস্তিতুল্য বলশালী ছিল এবং বহু যোদ্ধা অস্ত্র-সঞ্চালনে কুশল ছিল, কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছে। আমি ইহাকে কালেরই বিপরীত গতি বলিয়া মনে করি ॥ ৬৭

নিশ্চয় এই কার্য্যের এরূপই পরিণাম ছিল; যদিও এই যুদ্ধে আমরা অতিশয় দুষ্কর কার্য্যসকল করিয়াছি, তথাপি এই যুদ্ধের অন্তিম ফল এইরূপেই হইয়াছে ॥ ৬৮

যদি আপনাদের উভয়ের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত না হইয়া থাকে, তবে এই মহাসঙ্কটকালে অনিষ্পন্ন কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে আমাদের পক্ষে কি করা উচিত হইবে উহা বলুন ॥ ৬৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দৈবস্য প্রবলতাং বর্ণয়তঃ কৃপাচার্য্যস্য কর্ত্তব্যবিষয়ে সতাং পরামর্শং গ্রহীতুমশ্বত্থাম্নে প্রেরণাদানম্ ।]

কৃপ উবাচ ।

শ্রুতং তে বচনং সর্বং যদ্ যত্ত্বক্তং ত্বয়া বিভো ।
মমাপি তু বচঃ কিঞ্চিচ্ছৃণুষ্বাদ্য মহাভুজ ॥ ১
আবদ্ধা মানুষাঃ সর্বে নিবদ্ধাঃ কর্মণোর্দ্বয়োঃ ।
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে ।
ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্য্যাণ্যেকেন সত্তম ।
ন চাপি কর্মণৈকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধস্তু যোগত ৩
তাভ্যামুভাভ্যাং সর্বার্থা নিবদ্ধা অধমোত্তমাঃ ।
প্রবৃত্তাশ্চৈব দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ৪
পর্জন্যঃ পর্বতে বর্ষন্ কিন্নু সাধয়তে ফলম্ ।
কৃষ্টে ক্ষেত্রে তথা বর্ষন্ কিন্ন সাধয়তে ফলম্ ॥ ৫
উত্থানং চাপ্যদৈবস্য হ্যনুত্থানঞ্চ দৈবতম্ ।
ব্যর্থং ভবতি সর্বত্র পূর্বস্তত্র বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬
সুবৃষ্টে চ যথা দেবে সম্যক্ ক্ষেত্রে চ কর্ষিতে ।
বীজং মহাগুণং ভূয়াৎ তথা সিদ্ধির্হি মানুষী ॥ ৭
তয়োর্দৈবং বিনিশ্চিত্য স্বয়ং চৈব প্রবর্ততে ।
প্রাজ্ঞাঃ পুরুষকারেষু বর্তন্তে দাক্ষ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮
তাভ্যাং সর্বে হি কার্য্যার্থা মনুষ্যাণাং নরর্ষভ ।
বিচেষ্টন্তঃ স্ম দৃশ্যন্তে নিবৃত্তাস্তু তথৈব চ ॥ ৯
কৃতঃ পুরুষকারশ্চ সোঽপি দৈবেন সিধ্যতি ।
তথাস্য কর্মণঃ কর্তুরভিনির্বর্ততে ফলম্ ॥ ১০
উত্থানঞ্চ মনুষ্যাণাং দক্ষাণাং দৈববর্জিতম্ ।
অফলং দৃশ্যতে লোকে সম্যগপ্যুপপাদিতম্ ॥ ১১
তত্রালসা মনুষ্যাণাং যে ভবন্ত্যমনস্বিনঃ ।
উত্থানং তে বিগর্হন্তি প্রাজ্ঞানাং তন্ন রোচতে ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[দৈবের প্রবলতার কথা বলিয়া কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক অশ্বত্থামাকে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে সৎপুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে প্রেরণাদান।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,— শক্তিশালী মহাবাহো! তুমি যে যে কথা বলিলে, সে সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। এখন তুমি আমার কিছু কথা শ্রবণ কর ॥ ১

সকল মানুষই প্রারব্ধ এবং পুরুষার্থ উভয় প্রকার কর্ম্মে বদ্ধ। এই দুইটি ব্যতীত অপর আর কিছুই নাই ॥ ২

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামন্! কেবল দৈব বা প্রারব্ধের দ্বারা অথবা একক পুরুষার্থের দ্বারাও কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। উভয়ের সম্মিলনেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩

এই উভয়ের দ্বারাতেই উত্তম-অধম সকল কার্য্যই নিয়ন্ত্রিত আছে। এই সব কার্য্যের মধ্যে কোন কোন কার্য্য প্রবৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত এবং কোন কোন কার্য্য নিবৃত্তি-সম্বন্ধযুক্ত। (চতুর্থ শ্লোকের শেষ পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা নিম্নরূপও হইয়া থাকে, উত্তম ও অধম (ভাল-মন্দ) সমস্ত কার্য্যই দৈব এবং পুরুষকার উভয় থাকিলে সিদ্ধ হয় ও না থাকিলে নিষ্ফল হয়) ॥ ৪

মেঘ পর্ব্বতের উপর জল বর্ষণ করিয়া কোন্ ফলের সাধন করিয়া থাকে? এই মেঘ যদি কর্ষণ করা ক্ষেত্রে (জমিতে) বর্ষণ করিয়া থাকে, তবে কোন্ ফল না সাধিত হইয়া থাকে? ৫

দৈবরহিত পুরুষের পুরুষার্থ ব্যর্থ হয় এবং পুরুষার্থ-শূন্য দৈবও ব্যর্থ হইয়া যায়। সর্ব্বত্র এই উভয় পক্ষকেই উদ্‌যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষই (দৈবই) স্থির সিদ্ধান্ত ও শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ দৈবের সহায়তা ব্যতীত পুরুষার্থ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না) ॥ ৬

যেরূপ (দৈব) মেঘ প্রচুর জল বর্ষণ করিলে এবং ক্ষেত্র (জমি) ভালভাবে কর্ষণ করিলে পর উহাতে রোপিত বীজ অধিক ফল দান করিয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের সকল কার্য্য-সিদ্ধিও দৈব এবং পুরুষার্থের সহায়তায় লাভ হইয়া থাকে ॥ ৭

এই উভয়ের মধ্যে দৈবই বলবান্, কারণ, সে নিজেই সিদ্ধান্ত করত পুরুষার্থের অপেক্ষা না করিয়াই ফলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তথাপি বিদ্বান্ পুরুষ দক্ষতা অবলম্বন পূর্ব্বক পুরুষার্থেই প্রবৃত্ত হন্ ॥ ৮

নরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক সকল কার্য্যই দৈব এবং পুরুষার্থ এই উভয়েরই সহায়তায় সিদ্ধ হইতে দেখা যায় ॥ ৯

কৃত পুরুষার্থও দৈবের সহযোগেই সফল হইয়া থাকে এবং দৈবের অনুকূলে কর্ত্তা সেই কর্ম্মের ফল লাভ করে ॥ ১০

চতুর মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে সম্পাদিত পুরুষার্থও যদি দৈবের সহযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে এ-জগতে উহাকে নিষ্ফল হইতে দেখা যায় ॥ ১১

মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা অলস এবং নিজেদের মনকে নিয়ন্ত্রিত

প্রায়শো হি কৃতং কর্ম নাফলং দৃশ্যতে ভুবি।
অকৃত্বা চ পুনর্দুঃখং কর্ম পশ্যেন্মহাফলম্ ॥ ১৩
চেষ্টামকুর্বল্লঁভতে যদি কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
যো বা ন লভতে কৃত্বা দুর্দর্শৌ তাবুভাবপি ॥ ১৪
শক্নোতি জীবিতুং দক্ষো নালসঃ সুখমেধতে।
দৃশ্যন্তে জীবলোকেঽস্মিন্ দক্ষাঃ প্রায়ো হিতৈষিণঃ ॥১৫
যদি দক্ষঃ সমারম্ভাৎ কর্মণো নাশ্নুতে ফলম্।
নাস্য বাচ্যং ভবেৎ কিঞ্চিল্লব্ধব্যং বাধিগচ্ছতি ॥ ১৬
অকৃত্বা কর্ম যো লোকে ফলং বিন্দতি ধিষ্ঠিতঃ।
স তু বক্তব্যতাং যাতি দ্বেষ্যো ভবতি ভূয়শঃ ॥ ১৭
এবমেতদনাদৃত্য বর্ততে যস্ত্বতোঽন্যথা।
স করোত্যাত্মনোঽনর্থানেষ বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ১৮

করিয়া রাখিতে পারে না, উহারা পুরুষার্থের নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেরূপ কথা ভাল লাগে না ॥ ১২

এ জগতে সম্পাদিত প্রায়শঃ সকল কর্ম্মই কখনও নিষ্ফল হইতে দেখা যায় না ; কিন্তু কর্ম না করিলে দুঃখ লাভ করিতেই দেখা যায়, অতএব কর্ম্মকেই মহাফলদায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৩

যদি কেহ পুরুষার্থ না করিয়া দৈবেচ্ছায় কিছু লাভ করিয়া থাকে অথবা পুরুষার্থ করিয়াও কিছুই না পাইয়া থাকে, তবে এরূপ পুরুষকে জগতে অতিশয় দুর্লভ বলিয়াই মনে করিবে ॥ ১৪

পুরুষার্থে নিরত নিপুণ ব্যক্তি সুখে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু অলস ব্যক্তি কখনও সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জীব জগতে প্রায়শঃ তৎপরতা সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকেই নিজের হিতসাধন করিতে দেখা যায় ॥ ১৫

যদি কার্য্যদক্ষ মানুষ কার্য্য আরম্ভ করিয়াই উহার ফল না পাইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য উহার কোনরূপ নিন্দা করা উচিত নহে অথবা নিজের প্রাপ্তব্য লক্ষ্য সে লাভ করিয়াই থাকে ॥ ১৬

কিন্তু যে ব্যক্তি এ জগতে কোন কার্য্য না করিয়া কেবল বসিয়া ফল ভোগ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি প্রায়শঃই নিন্দিত হইয়া থাকে এবং অপরের দ্বেষের পাত্র হয় ॥ ১৭

এইরূপ যে মানুষই এই মত অনাদর করত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি দৈব ও পুরুষার্থ উভয়ের সহায়তা না মানিয়া কেবল একেরই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই

হীনং পুরুষকারেণ যদি দৈবেন বা পুনঃ।
কারণাভ্যামথৈতাভ্যামুত্থানমফলং ভবেৎ ॥ ১৯
হীনং পুরুষকারেণ কর্ম ত্বিহ ন সিধ্যতি।
দৈবতেভ্যো নমস্কৃত্য যস্ত্বর্থান্ সম্যগীহতে ॥ ২০
দক্ষো দাক্ষিণ্যসম্পন্নো ন স মোঘৈর্বিহন্যতে।
সম্যগীহা পুনরিয়ং যো বৃদ্ধানুপসেবতে ॥ ২১
আপৃচ্ছতি চ যচ্ছ্রেয়ঃ করোতি চ হিতং বচঃ।
উত্থায়োত্থায় হি সদা প্রষ্টব্যা বৃদ্ধসম্মতাঃ ॥ ২২
তে স্ম যোগে পরং মূলং তন্মূলা সিদ্ধিরুচ্যতে।
বৃদ্ধানাং বচনং শ্রুত্বা যোঽভ্যুত্থানং প্রযোজয়েৎ ॥ ২৩
উত্থানস্য ফলং সম্যক্ তদা স লভতেঽচিরাৎ।
রাগাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াল্লোভাদ্ যোঽর্থানীহতি মানবঃ ॥২৪

ব্যক্তি নিজের অনর্থই করিতে থাকে—ইহাই বুদ্ধিমান্‌গণের নীতি ॥ ১৮

পুরুষার্থহীন দৈব অথবা দৈবহীন পুরুষার্থ—এই দুইটি কারণেই মানুষের উদ্যোগ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৯

পুরুষার্থ ব্যতীত এই জগতে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যে ব্যক্তি দৈবকে নমস্কার করিয়া সকল কার্য্য ভালভাবে সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, এই দক্ষ ও উদার ব্যক্তি অসাফল্যে উদ্বিগ্ন হয় না ॥ ২০½

যে ব্যক্তি বৃদ্ধগণের সেবা করে, তাঁহাদের নিকট নিজের কল্যাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁহাদের কথিত হিতকারক বাক্য পালন করে, এইরূপ সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা সেই ব্যক্তিকে পুনরায় কল্যাণ পথে লইয়া যায় ॥ ২১½

প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া উঠিয়া বৃদ্ধজনগণের দ্বারা সম্মানিত পুরুষসকলের নিকট নিজের হিতকথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ; কারণ, ইহা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি-সম্বন্ধে মুখ্য হেতু। তাঁহাদের কথিত এই উপায়ই সিদ্ধির মূল কারণ বলিয়া বলা হইয়াছে ॥ ২২½

যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পুরুষগণের বচন শ্রবণ করত তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি ঐ কার্য্যের উত্তম ফল শীঘ্রই লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৩½

নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ এবং অপরকে অবহেলা করিতে উৎসুক যে মানব রাগ, ক্রোধ, ভয় ও লোভ-বশতঃ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই মানব অতি সত্বর নিজ ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪½

অনীশশ্চাবমানী চ স শীঘ্রং ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ।
সোঽয়ং দুর্য্যোধনেনার্থো লুব্ধেনাদীর্ঘদর্শিনা ॥ ২৫
অসমর্থ্য সমারব্ধো মূঢ়ত্বাদবিচিন্তিতঃ।
হিতবুদ্ধীননাদৃত্য সম্মন্ত্র্যাসাধুভিঃ সহ ॥ ২৬
বার্য্যমাণোঽকরোদ্ বৈরং পাণ্ডবৈর্গুণবত্তরৈঃ।
পূর্ব্বমপ্যতিদুঃশীলো ন ধৈর্য্যং কর্তুমর্হতি ॥ ২৭
তপত্যর্থে বিপন্নে হি মিত্রাণাং ন কৃতং বচঃ।
অনুবর্তামহে যত্তু তং বয়ং পাপপূরুষম্ ॥ ২৮
অস্মানপ্যনয়স্তস্মাৎ প্রাপ্তোঽয়ং দারুণো মহান্।
অনেন তু মমাদ্যাপি ব্যসনেনোপতাপিতা ॥ ২৯
বুদ্ধিশ্চিন্তয়তে কিঞ্চিৎ স্বং শ্রেয়ো নাববুধ্যতে।
মুহ্যতা তু মনুষ্যেণ প্রষ্টব্যাঃ সুহৃদো জনাঃ ॥ ৩০
তত্রাস্য বুদ্ধিবিনয়স্তত্র শ্রেয়শ্চ পশ্যতি।
ততোঽস্য মূলং কার্য্যাণাং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য বৈ বুধাঃ॥৩১
তেঽত্র পৃষ্টা যথা ব্রূয়ুস্তৎ কর্তব্যং তথা ভবেৎ।
তে বয়ং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ গান্ধারীঞ্চ সমেত্য হ ॥ ৩২
উপপৃচ্ছামহে গত্বা বিদুরঞ্চ মহামতিম্।
তে পৃষ্টাস্তু বদেয়ুর্যচ্ছ্রেয়ো নঃ সমনন্তরম্ ॥ ৩৩
তদস্মাভিঃ পুনঃ কার্য্যমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
অনারম্ভাৎ তু কার্য্যাণাং নার্থঃ সম্পদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৪
কৃতে পুরুষকারে তু যেষাং কার্য্যং ন সিধ্যতি।
দৈবেনোপহতাস্তে তু নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণি-কৃপসংবাদে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

দুর্য্যোধন লোভী ও অদূরদর্শী ছিল। সে মূর্খতাবশতঃ কাহারও নিকট নিজের কার্য্যের সমর্থন পায় নাই এবং সে নিজেও এ-বিষয়ে ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে নাই। সে নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে অনাদর করত দুষ্টদের সহিত পরামর্শ করিয়াছে ও সকলে নিষেধ করিলেও অধিক গুণবান্ পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করিয়াছে ॥ ২৫-২৬½

প্রথমে সে অতিশয় দুষ্টস্বভাব ছিল, সে ত কখনও ধৈর্য্য ধারণ করিত না, সে মিত্রগণের কথা মানিত না, সেইজন্য এখন কার্য্যহানি হওয়ায় অনুতাপ করিতেছে ॥ ২৭½

আমরা যেহেতু সেই পাপী দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতেছি, সেইহেতু আমাদেরও অতিশয় দারুণ অনর্থ প্রাপ্তি হইয়াছে ॥ ২৮½

এই সঙ্কটে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হওয়ায় আমার বুদ্ধি আজ ভালভাবে চিন্তা করিয়াও নিজের পক্ষে হিতকর কোন কার্য্য নির্ণয় করিতে পারিতেছে না ॥২৯½

যখন মানুষ মোহের বশীভূত হইয়া হিতাহিত নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন তাহার পক্ষে নিজের সুহৃদ্গণের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে তাহার বুদ্ধি ও বিনয় লাভ হইয়া থাকে এবং উঁহার দ্বারা সে নিজের হিতসাধনও দেখিতে পায় ॥ ৩০½

জিজ্ঞাসা করিবার পর বিদ্বান্ পুরুষগণ নিজ বুদ্ধিতে তাহার কার্য্যের মূল কারণ নিশ্চয় করত যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই উঁহার পালন করা উচিত ॥ ৩১½

অতএব আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী দেবী এবং মহামতি বিদুরের নিকট যাইয়া কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৩২½

আমরা জিজ্ঞাসা করিলে পর তাঁহারা আমাদের পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর কার্য্যরূপে উপদেশ করিবেন, তাহাই আমাদের করণীয় হইবে। আমার ত ইহাই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ॥ ৩৩½

কার্য্য আরম্ভ না করিলে পর কোথাও কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না; কিন্তু পুরুষার্থ করিলেও যাহার কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহা দৈবেরই প্রতিবন্ধক বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয়ে আর অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৪-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের সংবাদবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[কৃপং কৃতবর্ম্মাণঞ্চোত্তরয়ত্যশ্বত্থাম্না স্বস্য ক্রূরতাপূর্ণসিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

কৃপস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং শুভম্ ।
অশ্বত্থামা মহারাজ দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ১
দহ্যমানস্তু শোকেন প্রদীপ্তেনাগ্নিনা যথা ।
ক্রূরং মনস্ততঃ কৃত্বা তাবুভৌ প্রত্যভাষত ॥ ২
পুরুষে পুরুষে বুদ্ধির্যা যা ভবতি শোভনা ।
তুষ্যন্তি চ পৃথক্ সর্বে প্রজ্ঞয়া তে স্বয়া স্বয়া ॥ ৩
সর্বো হি মন্যতে লোক আত্মানং বুদ্ধিমত্তরম্ ।
সর্বস্যাত্মা বহুমতঃ সর্বাত্মানং প্রশংসতি ॥ ৪
সর্বস্য হি স্বকা প্রজ্ঞা সাধুবাদে প্রতিষ্ঠিতা ।
পরবুদ্ধিঞ্চ নিন্দন্তি স্বাং প্রশংসন্তি চাসকৃৎ ॥ ৫
কারণান্তরযোগেন যোগে যেষাং সমাগতিঃ ।
অন্যোন্যেন চ তুষ্যন্তি বহু মন্যন্তি চাসকৃৎ ॥ ৬
তস্যৈব তু মনুষ্যস্য সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা ।
কালযোগে বিপর্য্যাসং প্রাপ্যান্যোন্যং বিপদ্যতে ॥ ৭
বিচিত্রত্বাৎ তু চিত্তানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ ।
চিত্তবৈক্লব্যমাসাদ্য সা সা বুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮
যথা হি বৈদ্যঃ কুশলো জ্ঞাত্বা ব্যাধিং যথাবিধি ।
ভৈষজ্যং কুরুতে যোগাৎ প্রশমার্থমিতি প্রভো ॥ ৯
এবং কার্য্যস্য যোগার্থং বুদ্ধিং কুর্বন্তি মানবাঃ ।
প্রজ্ঞয়া হি স্বয়া যুক্তাস্তাঞ্চ নিন্দন্তি মানবাঃ ॥ ১০
অন্যয়া যৌবনে মর্ত্যো বুদ্ধ্যা ভবতি মোহিতঃ ।
মধ্যেঽন্যয়া জরায়াং তু সোঽন্যাং রোচয়তে মতিম্ ॥ ১১
ব্যসনং বা মহাঘোরং সমৃদ্ধিং চাপি তাদৃশীম্ ।
অবাপ্য পুরুষো ভোজ কুরুতে বুদ্ধিবৈকৃতম্ ॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে উত্তরদান করিতে করিতে অশ্বত্থামা কর্তৃক নিজের ক্রূরতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! কৃপাচার্য্যের বাক্য ধর্ম্ম ও অর্থপূর্ণ এবং মঙ্গলকর ছিল । উহা শ্রবণ করত অশ্বত্থামা দুঃখ ও শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ১

তাঁহার হৃদয়ে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল । ইহাতে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন এবং নিজের মনকে কঠোর করিয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা উভয়কেই বলিলেন ॥ ২

প্রত্যেক মানুষে যে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাই তাহার সুন্দর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে । নিজ নিজ সেই বুদ্ধিতে সকল মানুষই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্তোষ লাভ করে ॥ ৩

সকল ব্যক্তিই নিজেকে নিজেই অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে । সকলেরই নিজ নিজ বুদ্ধিকে সর্ব্বাধিক মহত্ত্বপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৪

সকলেরই দৃষ্টিতে নিজ নিজ বুদ্ধিকে ধন্যবাদ পাইবার যোগ্য উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় । সকল মানুষই অপরের বুদ্ধির নিন্দা ও নিজ বুদ্ধির প্রশংসা বার বার করিয়া থাকে ॥ ৫

যদি কোন পৃথক্ পৃথক্ কারণের সংযোগে একই সঙ্ঘের মধ্যে যাহাদের বিচার পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহারা পরস্পর সন্তুষ্ট থাকে এবং বারংবার পরস্পরের প্রতি অধিক সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৬

কিন্তু কালের কুটিলচক্রে সেই মানুষেরই সেই সেই বুদ্ধি বিপরীতগামী হইয়া পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া যায় ॥ ৭

সকল প্রাণীর বিশেষতঃ মনুষ্যগণের চিত্ত পরস্পর হইতে বিলক্ষণ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে ; অতএব নানাবিধ ঘটনাসমূহের কারণে চিত্তের যে ব্যাকুলতা হয়, তাহার অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৮

প্রভো ! যেরূপ নিপুণ বৈদ্য বিধি অনুসারে রোগসম্বন্ধে সব কিছু অবগত হইয়া উহার উপশমের জন্য যোগ্যতানুরূপ ঔষধ প্রদান করেন, সেইরূপ মানুষ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নিজের জন্য নিজের বিবেক শক্তি অনুসারে বিচার করত কোন নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে ; কিন্তু অপর মানুষেরা উহার নিন্দা করে ॥ ৯-১০

মানুষ যৌবনে একপ্রকার বুদ্ধিতে মোহিত হয়, মধ্যম অবস্থায় অন্য এক বুদ্ধিতে প্রভাবিত হয় এবং বৃদ্ধ বয়সে অপর কোন বুদ্ধি ভাল লাগে ॥ ১১

ভোজবংশজাত কৃতবর্ম্মন্ ! মনুষ্য যখন কোন এক নিদারুণ মহাসঙ্কটে পতিত হয় অথবা তাহার কোন প্রভূত

একস্মিন্নেব পুরুষে সা সা বুদ্ধিস্তদা তদা।
ভবত্যকৃতধর্মত্বাৎ সা তস্যৈব ন রোচতে ॥ ১৩
নিশ্চিত্য তু যথাপ্রজ্ঞং যাং মতিং সাধু পশ্যতি।
তয়া প্রকুরুতে ভাবং সা তস্যোদ্যোগকারিকা ॥ ১৪
সর্বো হি পুরুষো ভোজ-সাধ্বেতদিতি নিশ্চিতঃ।
কর্তুমারভতে প্রীতো মারণাদিষু কর্মসু ॥ ১৫
সর্বে হি বুদ্ধিমাজ্ঞায় প্রজ্ঞাং বাপি স্বকাং নরাঃ।
চেষ্টন্তে বিবিধাং চেষ্টাং হিতমিত্যেব জানতে ॥ ১৬
উপজাতা ব্যসনজা যেয়মদ্য মতির্মম।
যুবয়োস্তাং প্রবক্ষ্যামি মম শোকবিনাশিনীম্ ॥ ১৭
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা কর্ম তাসু বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্তে হ্যেকৈকং গুণভাগ্ গুণম্ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণে বেদমগ্র্যং তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্।

ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তখন সেই সঙ্কট ও সমৃদ্ধি লাভ করত উহার বুদ্ধিতে ক্রমশঃ শোক এবং হর্ষরূপ বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২

এই বিকারবশতঃ একই পুরুষের মধ্যে সেই সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি (বিচারধারা) উদ্ভূত হয় ; কিন্তু সময়ের অনুরূপ না হইলে পর তাহার সেই নিজ বুদ্ধিই তাহার অরুচিকর হইয়া যায় ॥ ১৩

মানুষ নিজ বিবেক অনুসারে কোন নিশ্চয়ের উপর উপস্থিত হইয়া যে বুদ্ধিকে উত্তম বলিয়া মনে করে, তাহারই দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। এই বুদ্ধিই তাহার উদ্যোগের সাফল্য আনিয়া দেয় ॥ ১৪

কৃতবর্মন্! সকল মানুষই 'এই কার্য্য উত্তম' ইহা নিশ্চয় করত প্রীতি সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে এবং হিংসাদি কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৫

সকল মানুষ নিজ বুদ্ধি অথবা বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করত নানাবিধ চেষ্টা করে এবং উহাই নিজের পক্ষে হিতকর বলিয়া মনে করে ॥ ১৬

আজ সঙ্কটে পতিত হওয়ায় আমার অন্তরে যে বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, উহা আমি আপনাদের উভয়কে বলিতেছি। উহাই আমার শোকের বিনাশকারী ॥ ১৭

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণকে সৃষ্টি করত তাহাদের জন্য কর্ম্মের বিধান করিলেন এবং প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে এক এক গুণের স্থাপনা করিলেন ॥ ১৮

দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে চ সর্ববর্ণানুকূলতাম্ ॥১৯
অদান্তো ব্রাহ্মণোঽসাধুর্নিস্তেজাঃ ক্ষত্রিয়োঽধমঃ।
অদক্ষো নিন্দ্যতে বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ প্রতিকূলবান্ ॥ ২০
সোঽস্মি জাতঃ কুলে শ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণানাং সুপূজিতে।
মন্দভাগ্যতয়াস্ম্যেতং ক্ষত্রধর্মমনুষ্ঠিতঃ ॥ ২১
ক্ষত্রধর্মং বিদিত্বাহং যদি ব্রাহ্মণ্যমাশ্রিতঃ।
প্রকুর্য্যাং সুমহৎ কর্ম ন মে তৎ সাধুসম্মতম্ ॥২২
ধারয়ংশ্চ ধনুর্দিব্যং দিব্যান্যস্ত্রাণি চাহবে।
পিতরং নিহতং দৃষ্ট্বা কিং নু বক্ষ্যামি সংসদি ॥ ২৩
সোঽহমদ্য যথাকামং ক্ষত্রধর্মমুপাস্য তম্।
গন্তাস্মি পদবীং রাজ্ঞঃ পিতুশ্চাপি মহাত্মনঃ ॥ ২৪
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিশ্বস্তা জিতকাশিনঃ।
বিমুক্তযুগ্যকবচা হর্ষেণ চ সমন্বিতাঃ ॥ ২৫

তিনি ব্রাহ্মণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বেদ, ক্ষত্রিয়ে উত্তম তেজ (প্রতাপ), বৈশ্যে বাণিজ্যদক্ষতা এবং শূদ্রে সর্ব্ববর্ণের অনুকূলে চলিবার বৃত্তি স্থাপিত করিলেন ॥ ১৯

মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। তেজোহীন ক্ষত্রিয় অধম বলিয়া পরিচিত। যে বাণিজ্যে নিপুণ নহে, এরূপ বৈশ্যের নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে এবং অন্য বর্ণসকলের প্রতিকূল আচরণকারী শূদ্রও নিন্দনীয় ॥ ২০

আমি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরম সম্মানিত বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, তথাপি দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২১

যদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জানিয়াও আমি ব্রাহ্মণত্বের আশ্রয় গ্রহণ করত অন্য কোন প্রকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে উদ্যোগী হই, তথাপি সৎপুরুষগণের সমাজে আমার সেই কার্য্য অনুমোদিত হইবে না ॥২২

আমি দিব্য ধনু ও দিব্য অস্ত্রসকল ধারণ করি, তথাপি যুদ্ধে নিজের পিতাকে অন্যায়ভাবে নিহত হইতে দেখিয়া যদি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করি, তবে বীরগণের সভায় কি বলিব ? ২৩

অতএব আজ আমি নিজ রুচি অনুসারে সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত নিজের মহাত্মা পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পথের অনুসরণ করিব ॥ ২৪

আজ জয়লাভে উল্লসিত পাঞ্চালগণ কবচ মুক্ত করিয়া এবং যুগ হইতে অশ্বগণকে মোচন করিয়া বিশ্বাস সহকারে নিদ্রা যাইতেছে। তাহারা শ্রান্ত ও অধিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৫

জয়ং মত্বাহহস্মনশ্চৈব শ্রান্তা ব্যায়ামকর্শিতাঃ ।
তেষাং নিশি প্রসুপ্তানাং সুস্থানাং শিবিরে স্বকে ॥ ২৬
অবস্কন্দং করিষ্যামি শিবিরস্যাদ্য দুষ্করম্ ।
তানবস্কন্দ্য শিবিরে প্রেতভূতবিচেতসঃ ॥ ২৭
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য মঘবানিব দানবান্ ।
অদ্য তান্ সহিতান্ সর্বান্ ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমান্ ॥ ২৮
সূদয়িষ্যামি বিক্রম্য কক্ষং দীপ্ত ইবানলঃ ।
নিহত্য চৈব পাঞ্চালান্ শান্তিং লব্ধাস্মি সত্তম ॥২৯
পঞ্চালেষু ভবিষ্যামি সূদয়ন্নদ্য সংযুগে ।
পিনাকপাণিঃ সংক্রুদ্ধঃ স্বয়ং রুদ্রঃ পশুষ্বিব ॥ ৩০
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালান্ নিহত্য চ নিকৃত্য চ ।
অর্দয়িষ্যামি সংহৃষ্টো রণে পাণ্ডুসুতাংস্তথা ॥ ৩১
অদ্যাহং সর্বপাঞ্চালৈঃ কৃত্বা ভূমিং শরীরিণীম্ ।
প্রহৃত্যৈকৈকশস্তেষু ভবিষ্যাম্যনৃণঃ পিতুঃ ॥ ৩২
দুর্যোধনস্য কর্ণস্য ভীষ্ম-সৈন্ধবয়োরপি ।
গময়িষ্যামি পাঞ্চালান্ পদবীমদ্য দুর্গমাম্ ॥৩৩
অদ্য পাঞ্চালরাজস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য বৈ নিশি ।
নচিরাৎ প্রমথিষ্যামি পশোরিব শিরো বলাৎ ॥ ৩৪
অদ্য পাঞ্চাল-পাণ্ডূনাং শয়িতানাত্মজান্ নিশি ।
খড়্গেন নিশিতেনাজৌ প্রমথিষ্যামি গৌতম ॥ ৩৫
অদ্য পাঞ্চালসেনাং তাং নিহত্য নিশি সৌপ্তিকে ।
কৃতকৃত্যঃ সুখী চৈব ভবিষ্যামি মহামতে ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩

পাঞ্চাল-যোদ্ধারা নিজেদের জয়লাভ হইয়াছে জানিয়া রাত্রিতে সুস্থির চিত্তে নিদ্রিত পাঞ্চালগণের নিজ নিজ শিবিরে প্রবেশপূর্ব্বক আমি তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব। সমস্ত শিবিরকে এরূপভাবে ধ্বংস করিয়া দিব, যাহা অপরের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর ॥ ২৬½

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণের উপর আক্রমণ করেন, সেইরূপ আমিও শিবিরে মৃতের ন্যায় অচৈতন্য হইয়া নিদ্রিত পাঞ্চালগণের বক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদের পরাক্রম সহকারে বিনাশ করিব ॥ ২৭½

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি শুষ্ক বনকে এবং তৃণ-রাশিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমি আজ একত্রে নিদ্রিত ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণের উপর আক্রমণ করত সংহার করিব। ইহাদের সংহার করিলে পর আমার শান্তি লাভ হইবে ॥ ২৮-২৯

যেরূপ প্রলয়কালে ক্রুদ্ধ সাক্ষাৎ পিনাকধারী রুদ্র সমস্ত পশুগণকে (জীবগণকে) আক্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আজ যুদ্ধে পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের পক্ষে কালস্বরূপ হইব ॥ ৩০

আজ আমি রণাঙ্গনে সমস্ত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করত উহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অতিশয় আনন্দিত-চিত্তে পাণ্ডব-দিগকেও পীড়িত করিব ॥ ৩১

আজ সমস্ত পাঞ্চালগণের দেহসকলের দ্বারা রণভূমিকে দেহধারিণী করিয়া এক এক পাঞ্চালের প্রতি প্রচণ্ড প্রহার করত আমি নিজের পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যাইব ॥ ৩২

আজ পাঞ্চালদিগকে দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম এবং জয়দ্রথের দুর্গম মার্গের দিকে প্রেরণ করিব ॥ ৩৩

আজ রাত্রিতে আমি অতি সত্বর পাঞ্চালরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নের মস্তক পশুর মস্তকের ন্যায় বলপূর্ব্বক মথিত করিয়া দিব ॥ ৩৪

গৌতম! আজ রাত্রিতে যুদ্ধে নিদ্রিত পাঞ্চাল ও পাণ্ডব-গণের পুত্রদিগকেও আমি স্বীয় তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিব ॥ ৩৫

মহামতে! আজ রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় সেই পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে বধ করত আমি কৃতকৃত্য ও সুখী হইব ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বঃ প্রভাতে যুদ্ধায় কৃপাচার্য্যস্য পরামর্শদানম্, রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাণ্ডব-যোদ্ধৄণাং বধায়াশ্বত্থাম্ন আগ্রহপ্রকাশশ্চ]

কৃপ উবাচ।

দিষ্ট্যা তে প্রতিকর্তব্যে মতির্জাতেয়মচ্যুত।
ন ত্বাং বারয়িতুং শক্তো বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১
অনুযাস্যাবহে ত্বাং তু প্রভাতে সহিতাবুভৌ।
অদ্য রাত্রৌ বিশ্রমস্ব বিমুক্তকবচধ্বজঃ ॥ ২
অহং ত্বামনুযাস্যামি কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
পরানভিমুখং যান্তং রথাবাস্থায় দংশিতৌ ॥ ৩
আবাভ্যাং সহিতঃ শত্রূন্ শ্বো নিহন্তা সমাগমে।
বিক্রম্য রথিনাং শ্রেষ্ঠ পাঞ্চালান্ সপদানুগান্ ॥৪
শক্তস্ত্বমসি বিক্রম্য বিশ্রমস্ব নিশামিমাম্।
চিরং তে জাগ্রতস্তাত স্বপ তাবন্নিশামিমাম্ ॥ ৫
বিশ্রান্তশ্চ বিনিদ্রশ্চ স্বস্থচিত্তশ্চ মানদ।
সমেত্য সমরে শত্রূন্ বধিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৬
ন হি ত্বাং রথিনাং শ্রেষ্ঠং প্রগৃহীতবরায়ুধম্।
জেতুমুৎসহতে কশ্চিদপি দেবেষু বাসবঃ ॥ ৭
কৃপেণ সহিতং যান্তং গুপ্তঞ্চ কৃতবর্মণা।
কো দ্রৌণিং যুধি সংরব্ধং যোধয়েদপি দেবরাট্ ॥ ৮
তে বয়ং নিশি বিশ্রান্তা বিনিদ্রা বিগতজ্বরাঃ।
প্রভাতায়াং রজন্যাং বৈ নিহনিষ্যাম শাত্রবান্ ॥ ৯
তব হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি মম চৈব ন সংশয়ঃ।
সাত্বতোঽপি মহেষ্বাসো নিত্যং যুদ্ধেষু কোবিদঃ ॥ ১০
তে বয়ং সহিতাস্তাত সর্বান্ শত্রূন্ সমাগতান্।
প্রসহ্য সমরে হত্বা প্রীতিং প্রাপ্স্যাম পুষ্কলাম্ ॥ ১১

চতুর্থ অধ্যায়।

[আগামী কাল প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবার জন্য কৃপাচার্য্যের পরামর্শদান এবং রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময়েই পাণ্ডব-যোদ্ধাদিগকে বধ করিতে অশ্বত্থামার আগ্রহ প্রকাশ।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—তাত! তুমি নিজ সত্য হইতে কখনও চ্যুত হও নাই। সৌভাগ্যের কথা এই যে, তোমার মনে এখন প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা জাগিয়াছে। তোমাকে সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রও এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১

আজ রাত্রিতে কবচ ও ধ্বজ মুক্ত করিয়া বিশ্রাম কর। কাল প্রাতঃকালে আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়া তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিব ॥ ২

যখন তুমি শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইবে, সেই সময় আমি এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা উভয়েই কবচ ধারণ করত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগমন করিব ॥ ৩

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আগামী কালের প্রভাতে সংগ্রামে আমাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া তুমি নিজের শত্রু পাঞ্চালগণ ও তাহাদের সেবকদিগকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবে ॥ ৪

তাত! তুমি পরাক্রম দেখাইয়া শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ, অতএব এই রাত্রিতে বিশ্রাম কর। তুমি বহুক্ষণ যাবৎ জাগিয়া আছ, সুতরাং এই রাত্রিতে নিদ্রিত হও ॥ ৫

মানদ! শ্রান্তি দূর করিয়া ও নিদ্রা যাইয়া তুমি স্বস্থচিত্তে সমরাঙ্গণে গমন করত শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬

তুমি রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হস্তে উত্তম অস্ত্র ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে দেবগণের রাজা ইন্দ্রও কখনও জয় করিবার সাহস করিবেন না ॥ ৭

যখন কৃতবর্ম্মা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কৃপাচার্য্য আমার সহিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কুপিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হইবে, সেই সময় কোন বীর, এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না ॥ ৮

অতএব আমরা সকলে রাত্রিতে বিশ্রাম করত নিদ্রাহীন ও উদ্বেগরহিত হইয়া প্রাতঃকালেই নিজের শত্রুদের বিনাশ সাধন করিব ॥ ৯

ইহাতে কোনও সংশয় নাই য, তোমার এবং আমার নিকটেও দিব্যাস্ত্রসকল রহিয়াছে এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও যুদ্ধ-বিষয়ে সর্ব্বদা অতিশয় অভিজ্ঞ ॥ ১০

তাত! আমরা সকলে একসঙ্গে থাকিয়া সমরাঙ্গণে সম্মুখে আগত সমস্ত শত্রুদিগকে সবলে বধ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিব ॥ ১১

বিশ্রমস্ব ত্বমব্যগ্রঃ স্বপ চেমাং নিশাং সুখম্।
অহঞ্চ কৃতবর্মা চ ত্বাং প্রযান্তং নরোত্তমম্ ॥ ১২
অনুযাস্যাব সহিতৌ ধন্বিনৌ পরতাপনৌ।
রথিনং ত্বরয়া যান্তং রথমাস্থায় দংশিতৌ ॥ ১৩
স গত্বা শিবিরং তেষাং নাম বিশ্রাব্য চাহবে।
ততঃ কর্তাসি শত্রূণাং যুধ্যতাং কদনং মহৎ ॥ ১৪
কৃত্বা চ কদনং তেষাং প্রভাতে বিমলেঽহনি।
বিহরস্ব যথা শক্রঃ সূদয়িত্বা মহাসুরান্ ॥ ১৫
ত্বং হি শক্তো রণে জেতুং পাঞ্চালানাং বরূথিনীম্।
দৈত্যসেনামিব ক্রুদ্ধঃ সর্বদানবসূদনঃ ॥ ১৬
ময়া ত্বাং সহিতং সংখ্যে গুপ্তঞ্চ কৃতবর্মণা।
ন সহেত বিভুঃ সাক্ষাদ্ বজ্রপাণিরপি স্বয়ম্ ॥ ১৭
ন চাহং সমরে তাত কৃতবর্মা ন চৈব হি।

তুমি ব্যগ্রতা পরিহার করিয়া বিশ্রাম কর এবং এই রাত্রিতে সুখের সহিত নিদ্রা যাও। কাল সকালে যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিবার সময় তোমার ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ বীরের অনুগমনকারী আমি ও কৃতবর্ম্মা ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক একত্রে গমন করিব। অতিশয় ত্বরাসহকারে অগ্রে অগ্রে গমনকারী রথী বীর অশ্বত্থামার সহিত আমরা উভয়েই কবচধারণ করত রথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিব ॥ ১২-১৩

সেই অবস্থায় শত্রুদের শিবিরে গমন করত যুদ্ধের জন্য নিজের নাম ঘোষণাপূর্ব্বক সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধরত সেই শত্রুদিগের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধন করিব ॥ ১৪

যেরূপ ইন্দ্র মহাসুরগণকে বিনাশ করত সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও কাল প্রাতঃকালে নির্ম্মল দিন আসিলে পর সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করত ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিবে ॥ ১৫

যেরূপ সমস্ত দানবগণের বিনাশক ইন্দ্র কুপিত হইলে পর দৈত্যদের সৈন্যবাহিনীকে জয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও রণাঙ্গনে পাঞ্চালদের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে জয় করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১৬

যুদ্ধস্থলে যখন তুমি আমার সহিত অবস্থান করিবে এবং কৃতবর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করিতে থাকিবে, তখন হস্তে বজ্রধারণকারী সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও তোমার বেগ সহ্য করিতে পারিবেন না ॥ ১৭

অনির্জিত্য রণে পাণ্ডূন্ ন চ যাস্যামি কর্হিচিৎ ॥ ১৮
হত্বা চ সমরে ক্রুদ্ধান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুভিঃ সহ।
নিবর্তিষ্যামহে সর্বে হতা বা স্বর্গগা বয়ম্ ॥ ১৯
সর্বোপায়ৈঃ সহায়াস্তে প্রভাতে বয়মাহবে।
সত্যমেতন্মহাবাহো প্রব্রবীমি তবানঘ ॥ ২০
এবমুক্তস্ততো দ্রৌণির্মাতুলেন হিতং বচঃ।
অব্রবীন্মাতুলং রাজন্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২১
আতুরস্য কুতো নিদ্রা নরস্যামর্ষিতস্য চ।
অর্থাংশ্চিন্তয়তশ্চাপি কাময়ানস্য বা পুনঃ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং পশ্য মেঽদ্য চতুষ্টয়ম্ ॥ ২২
যস্য ভাগশ্চতুর্থো মে স্বপ্নমহ্নায় নাশয়েৎ।
কিং নাম দুঃখং লোকেঽস্মিন্ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ২৩

তাত! সমরাঙ্গণে আমি ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবদিগকে পরাজিত না করিয়া কখনও পশ্চাদপসরণ করিব না ॥ ১৮

সমরাঙ্গণে কুপিত পাঞ্চালগণকে পাণ্ডবদের সহিত বিনাশ করত আমরা সকলে পশ্চাদপসরণ করিব অথবা স্বয়ংই নিহত হইয়া স্বর্গলোকের পথে গমন করিব ॥ ১৯

নিষ্পাপ মহাবাহু বীর! কাল প্রাতঃকালে আমরা সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করত যুদ্ধে তোমার সহায়ক হইব। আমি এই সত্য কথা তোমাকে বলিলাম ॥ ২০

রাজন্! মাতুল কৃপাচার্য্যের এইরূপ হিতকারক বাক্য বলা শেষ হইলে দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করত তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২১

মাতুল! যে মানুষ শোকে অভিভূত, অমর্ষে পরিপূর্ণ, নানাপ্রকার কার্য্যসকলের চিন্তায় আবিষ্ট অথবা কোন বিশেষ কামনায় আসক্ত, তাহার নিদ্রা কিরূপে আসিবে? দেখুন, এই চারিটি বস্তুই একসঙ্গে আমার উপর আসিয়া পতিত হইয়াছে ॥ ২২

এই চারিটির চারভাগের একভাগ যে ক্রোধ, উহাই আমার নিদ্রা তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। নিজের পিতার মৃত্যুর ঘটনা বারংবার স্মরণ করত এ-জগতে এরূপ কোন দুঃখ নাই যাহা আমার অনুভব হইতেছে না। এই দুঃখের অগ্নি দিবারাত্র আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে থাকিয়াও এখনও শান্ত হইতেছে না ॥ ২৩

হৃদয়ং নির্দহন্মেঽদ্য রাত্র্যহানি ন শাম্যতি ।
যথা চ নিহতঃ পাপৈঃ পিতা মম বিশেষতঃ ॥ ২৪
প্রত্যক্ষমপি তে সর্বং তন্মে মর্মাণি কৃন্ততি ।
কথং হি মাদৃশো লোকে মুহূর্তমপি জীবতি ॥ ২৫
দ্রোণো হতেতি যদ্ বাচঃ পাঞ্চালানাং শৃণোম্যহম্ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমহত্বা তু নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥ ২৬
স মে পিতুর্বধাদ্ বধ্যঃ পাঞ্চালা যে চ সঙ্গতাঃ ।
বিলাপো ভগ্নসক্থস্য যস্তু রাজ্ঞো ময়া শ্রুতঃ ॥২৭
স পুনর্হৃদয়ং কস্য ক্রূরস্যাপি ন নির্দহেৎ ।
কস্য হ্যকরুণস্যাপি নেত্রাভ্যামশ্রু নাব্রজেৎ ॥ ২৮
নৃপতের্ভগ্নসক্থস্য শ্রুত্বা তাদৃগ্ বচঃ পুনঃ ।
যশ্চায়ং মিত্রপক্ষো মে ময়ি জীবতি নির্জিতঃ ॥ ২৯
শোকং মে বর্ধয়ত্যেষ বারিবেগ ইবার্ণবম্ ।
একাগ্রমনসো মেঽদ্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥ ৩০
বাসুদেবার্জুনাভ্যাঞ্চ তানহং পরিরক্ষিতান্ ।
অবিষহ্যতমান্ মন্যে মহেন্দ্রেণাপি সত্তম ॥ ৩১
ন চাপি শক্যঃ সংযন্তুং কোপমেতং সমুত্থিতম্ ।
তং ন পশ্যামি লোকেঽস্মিন্ যো মাং কোপান্নিবর্তয়েৎ॥৩২
তথৈব নিশ্চিতা বুদ্ধিরেষা সাধু মতা মম ।
বার্তিকৈঃ কথ্যমানস্তু মিত্রাণাং মে পরাভবঃ ॥ ৩৩
পাণ্ডবানাঞ্চ বিজয়ো হৃদয়ং দহতীব মে ।
অহং তু কদনং কৃত্বা শত্রূণামদ্য সৌপ্তিকে ।
ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতজ্বরঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিমন্ত্রণায়াং
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

এই সব পাপীরা বিশেষতঃ আমার পিতাকে যেভাবে বিনাশ করিয়াছিল, তৎসমস্তই আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি। সেই সব ঘটনা আমার মর্ম্মস্থানসমূহ ছেদন করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমার ন্যায় একজন বীর মুহূর্ত্তকালই বা কিভাবে জীবিত থাকিতে পারে ? ২৪-২৫

'দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের দ্বারা নিহত হইয়াছেন' এই কথা যখন আমি পাঞ্চালগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম, তখন হইতেই আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ না করিয়া জীবিত থাকিতে পারিতেছি না॥ ২৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতাকে বধ করায় আমার বধ্য হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গী যে সব পাঞ্চাল রহিয়াছে, তাহাদিগকেও আমি ইহার সঙ্গী বলিয়া বধ করিব। অন্যদিকে, যাঁহার জঙ্ঘা বিদীর্ণ করা হইয়াছে, সেই রাজা দুর্যোধনের যে বিলাপ আমি নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাও কোন্ ক্রূর মানুষের হৃদয়ও শোকদগ্ধ না করিবে ? ২৭॥

ভগ্নজানু রাজা দুর্য্যোধনের এরূপ বাক্য পুনরায় শ্রবণ করত কোন্ নিষ্ঠুরেরও নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পতিত না হইবে ? ২৮॥

আমি জীবিত থাকিতেই আমার যে এই মিত্রপক্ষের পরাভব হইল, উহা আমার শোককে সেইভাবে বর্দ্ধিত করিতেছে, যেরূপ জলের বেগ সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। আজ আমার মন একই বিষয়ে নিবিষ্ট আছে, সুতরাং আমার নিদ্রাই বা কিরূপে হইবে এবং কিরূপে সুখলাভ হইবে ? ২৯-৩০

সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাতুল ! পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিবে, ততক্ষণ আমি উহাদিগকে দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষেও অত্যন্ত অসহ্য এবং অজেয় বলিয়া মনে করি ॥ ৩১

বর্ত্তমানে আমার যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে আমি স্বয়ংও নিবৃত্ত হইতে পারিব না। এ জগতে আমি এরূপ কোন মানুষকে দেখিতে পাই না, যিনি আমাকে ক্রোধ হইতে নিবৃত্ত করাইবেন ॥ ৩২

এইভাবে আমি যে এখন নিজ বুদ্ধিতে শত্রুদিগকে সংহার করিবার জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইতেছে। যখন সংবাদবাহী দূতগণ আমার মিত্র-পক্ষের পরাজয় এবং পাণ্ডবদের বিজয়বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন হইতেই আমার হৃদয় যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে ॥ ৩৩॥

আমি ত' আজ নিদ্রিত অবস্থায় শত্রুদিগকে সংহার করত নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিব এবং নিদ্রিত হইব ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার মন্ত্রণাবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

[কৃপাচার্য্যাশ্বত্থাম্নোঃ কথোপকথনম্, কৃপাচার্য্যঃ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা চেতি ত্রয়াণাং পাণ্ডবশিবিরমভি প্রস্থানঞ্চ ।]

কৃপ উবাচ ।

শুশ্রূষুরপি দুর্মেধাঃ পুরুষোঽনিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
নালং বেদয়িতুং কৃৎস্নৌ ধর্মার্থাবিতি মে মতিঃ ॥ ১
তথৈব তাবন্মেধাবী বিনয়ং যো ন শিক্ষতে ।
ন চ কিঞ্চন জানাতি সোঽপি ধর্মার্থনিশ্চয়ম্ ॥ ২
চিরং হ্যপি জড়ঃ শূরঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হি ।
ন স ধর্মান্ বিজানাতি দর্বী সূপরসানিব ॥ ৩
মুহূর্তমপি তং প্রাজ্ঞঃ পণ্ডিতং পর্য্যুপাস্য হি ।
ক্ষিপ্রং ধর্মান্ বিজানাতি জিহ্বা সূপরসানিব ॥ ৪
শুশ্রূষুস্ত্বেব মেধাবী পুরুষো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
জানীয়াদাগমান্ সর্বান্ গ্রাহ্যঞ্চ ন বিরোধয়েৎ ॥ ৫
অনেয়স্ত্ববমানী যো দুরাত্মা পাপপূরুষঃ ।
দিষ্টমুৎসৃজ্য কল্যাণং করোতি বহুপাপকম্ ॥ ৬
নাথবন্তং তু সুহৃদঃ প্রতিষেধন্তি পাতকাৎ ।
নিবর্ততে তু লক্ষ্মীবান্ নালক্ষ্মীবান্ নিবর্ততে ॥ ৭
যথা হ্যুচ্চাবচৈর্বাক্যৈঃ ক্ষিপ্তচিত্তো নিয়ম্যতে ।
তথৈব সুহৃদা শক্যো ন শক্যস্ত্ববসীদতি ॥ ৮
তথৈব সুহৃদং প্রাজ্ঞং কুর্বাণং কর্ম পাপকম্ ।
প্রাজ্ঞাঃ সম্প্রতিষেধন্তি যথাশক্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ৯
স কল্যাণে মনঃ কৃত্বা নিয়ম্যাত্মানমাত্মনা ।
কুরু মে বচনং তাত যেন পশ্চান্ন তপ্যসে ॥ ১০
ন বধঃ পূজ্যতে লোকে সুপ্তানামিহ ধর্মতঃ ।
তথৈবাপাস্তশস্ত্রাণাং বিমুক্তরথ-বাজিনাম্ ॥ ১১

পঞ্চম অধ্যায় ।

[কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার কথোপকথন এবং কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিনজনের পাণ্ডব-শিবির অভিমুখে প্রস্থান ।]

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—অশ্বত্থামন্ ! আমার পরামর্শ হইল এরূপ যে, যে মানুষের বুদ্ধি দুর্ভাবনাযুক্ত এবং যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়বর্গকে বশীভূত রাখিতে পারে না, সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থনীতি-সম্পৃক্ত বাক্য শুনিবার ইচ্ছা করিলেও তাহার পূর্ণরূপে বুঝিবার সামর্থ্য থাকে না ॥ ১

এইরূপ মেধাবী হইয়া যে মানুষ বিনয়-শিক্ষা করে নাই, সেই ব্যক্তিও ধর্ম্ম এবং অর্থের নির্ণয়কে অল্পও বুঝিতে পারিবে না ॥ ২

যাহার বুদ্ধিতে জড়তা রহিয়াছে, সেই বীরবর যোদ্ধা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্বান্ পুরুষের সেবায় নিরত থাকিলেও সেইরূপে ধর্ম্মের রহস্য জানিতে পারে না, যেরূপ হাতা বা খুন্তী ডালে ডুবিয়া থাকিলেও ডালের রস আস্বাদ করিতে পারে না ॥ ৩

যেরূপ জিহ্বা ডালের স্বাদ জানে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ পুরুষ যদি মুহূর্ত্তকালও বিবেকবান্ ব্যক্তির সেবায় নিরত থাকেন, তবে তিনি অতিসত্বর ধর্ম্মের রহস্য জানিতে সমর্থ হন ॥ ৪

নিজের ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ মেধাবী পুরুষ যদি বিদ্বান্‌গণের সেবায় নিরত থাকেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্ম্মের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সমস্ত শাস্ত্র বুঝিতে সমর্থ হন এবং গ্রহণযোগ্য বিষয়ে কোনরূপ বিরোধিতা করেন না ॥ ৫

কিন্তু যাহাকে সৎপথে আনা যাইবে না, যে অপরকে অবহেলা করে এবং যাহার অন্তঃকরণ দূষিত, সেই পাপাত্মা পুরুষ উপদিষ্ট কল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করিয়া বহু পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ৬

যে ব্যক্তি সহায়কসমন্বিত, তাহাকে তাহার হিতৈষী সুহৃদগণ পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি ভাগ্যবান্—যাহার ভাগ্যে কেবল সুখভোগই রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিও নিষেধ করিলে পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভাগ্যহীন, সে সেই দুষ্কর্ম্ম হইতে (নিষেধ করিলেও) নিবৃত্ত হয় না ॥ ৭

যেরূপ মানুষ বিক্ষিপ্তচিত্ত পাগলকে নানা প্রকার ভাল-মন্দ কথা দ্বারা বুঝাইয়া বা ভীত করাইয়া আয়ত্তে আনিয়া থাকে, সেইরূপ সুহৃদগণও নিজ স্বজনকে বুঝাইয়া বা ভীত করিয়া বশে রাখিবার চেষ্টা করে। যে বশে আসে, সে সুখলাভ করে এবং যে কোনরূপেই বশে আসে না, সে-ই দুঃখভাগী হয় ॥ ৮

এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত নিজ বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্ ব্যক্তিকেও যথাশক্তি বারংবার নিষেধ করিয়া থাকে ॥ ৯

তাত ! তুমিও স্বয়ংই নিজ মনকে বশীভূত করিয়া তাহাকে কল্যাণকর পথে নিবিষ্ট করত আমার কথা পালন কর, যাহাতে তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে না হয় ॥ ১০

যাহারা নিদ্রিত, অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়াছে, রথ ও অশ্বগণকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে, 'আমি তোমার' এই কথা বলিয়া যাহারা শরণাগত হইয়াছে, যাহাদের কেশ মুক্ত হইয়াছে এবং

যে চ ন্যস্তায়ুধা যে চ যে চ তান্যপরে জনাঃ ।
বিমুক্তমূর্দ্ধজা যে চ যে চাপি হতবাহনাঃ ॥ ১২
অদ্য স্বপ্স্যন্তি পাঞ্চালা বিমুক্তকবচা বিভো ।
বিশ্বস্তা রজনীং সর্বে প্রেতা ইব বিচেতসঃ ॥ ১৩
যস্তেষাং তদবস্থানাং দ্রুহ্যেত পুরুষোঽনৃজুঃ ।
ব্যক্তং স নরকে মজ্জেদগাধে বিপুলেঽপ্লবে ॥ ১৪
সর্বাস্ত্রবিদুষাং লোকে শ্রেষ্ঠস্ত্বমসি বিশ্রুতঃ ।
ন চ তে জাতু লোকেঽস্মিন্ সুসূক্ষ্মমপি কিল্বিষম্ ॥১৫
ত্বং পুনঃ সূর্য্যসঙ্কাশঃ শ্বোভূত উদিতে রবৌ ।
প্রকাশে সর্বভূতানাং বিজেতা যুধি শাত্রবান্ ॥ ১৬
অসম্ভাবিতরূপং হি ত্বয়ি কর্ম বিগর্হিতম্ ।
শুক্লে রক্তমিব ন্যস্তং ভবেদিতি মতির্মম ॥ ১৭

অশ্বত্থামোবাচ ।

এবমেব যথাঽঽত্থ ত্বং মাতুলেহ ন সংশয়ঃ ।
তৈস্তু পূর্বময়ং সেতুঃ শতধা বিদলীকৃতঃ ॥ ১৮

যাহাদের বাহন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ-জগতে সেরূপ ব্যক্তিদিগকে বধ করাকে ধর্মের দৃষ্টিতে কেহই সমাদর করে না ॥ ১১-১২

প্রভো! আজ রাত্রিতে সমস্ত পাঞ্চালগণ কবচ উন্মুক্ত করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে মৃতের ন্যায় অচেতন হইয়া শয়ন করিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় যে ক্রুর মানুষ তাহাদিগকে দ্রোহ করিবে, সে নিশ্চয়ই নৌকারহিত অগাধ এবং বিশাল নরক-সাগরে নিমগ্ন হইবে ॥ ১৩-১৪

জগতে সমস্ত অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তোমার সর্বত্র খ্যাতি রহিয়াছে। ইহলোকে এখন পর্য্যন্ত তোমার অল্প হইতেও অতি অল্প কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৫

আগামী কাল সূর্য্যোদয় হইলে পর তুমি সূর্য্যতুল্য প্রকাশিত হইয়া সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত অবস্থায় যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া পুনরায় শত্রুদিগকে জয়লাভ করিবে ॥ ১৬

যেরূপ শুভ্র বস্ত্রে রক্ত বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সেইরূপ তোমার মধ্যে নিন্দিত কর্ম্ম হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনাই নাই; এরূপই আমার বিশ্বাস ॥ ১৭

অশ্বত্থামা বলিলেন,—মাতুল! আপনি যে কথা বলিলেন, উহাই নিঃসন্দেহে যথার্থ; কিন্তু পাণ্ডবেরাই প্রথমে ধর্ম্মসীমাকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে ॥ ১৮

ধৃষ্টদ্যুম্ন সমস্ত রাজাদের সম্মুখে এবং আপনাদের সকলেরই নিকটে আমার সেই পিতাকে ভূপাতিত করিয়াছে, যিনি অস্ত্র-

প্রত্যক্ষং ভূমিপালানাং ভবতাঞ্চাপি সন্নিধৌ ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ১৯
কর্ণশ্চ পতিতে চক্রে রথস্য রথিনাং বরঃ ।
উত্তমে ব্যসনে মগ্নো হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২০
তথা শান্তনবো ভীষ্মো ন্যস্তশস্ত্রো নিরায়ুধঃ ।
শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য হতো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২১
ভূরিশ্রবা মহেষ্বাসস্তথা প্রায়গতো রণে ।
ক্রোশতাং ভূমিপালানাং যুযুধানেন পাতিতঃ ॥ ২২
দুর্য্যোধনশ্চ ভীমেন সমেত্য গদয়া রণে ।
পশ্যতাং ভূমিপালানামধর্মেণ নিপাতিতঃ ॥ ২৩
একাকী বহুভিস্তত্র পরিবার্য্য মহারথৈঃ ।
অধর্মেণ নরব্যাঘ্রো ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ২৪
বিলাপো ভগ্নসক্থস্য যো মে রাজ্ঞঃ পরিশ্রুতঃ ।
বার্তিকানাং কথয়তাং স মে মর্মাণি কৃন্ততি ॥ ২৫

সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৯

রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণকেও গাণ্ডীবধারী অর্জুন সেইরূপ এক অসহায় অবস্থায় বধ করিয়াছে, যখন তাহার রথের চক্রসকল ভূমিতে পোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং এই কারণে কর্ণ অতিশয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল ॥ ২০

এইরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত অস্ত্রহীন হইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ এক অবস্থায় শিখণ্ডীকে অগ্রে করত গাণ্ডীবধারী অর্জুন তাঁহাকে বধ করে ॥ ২১

মহাধনুর্দ্ধর ভূরিশ্রবা ত' রণাঙ্গনে অনশন ব্রত ধারণ করত উপবিষ্ট ছিলেন। সেই অবস্থায় সমস্ত ভূমিপতিগণ চীৎকার করিয়া নিষেধ করিলেও সাত্যকি তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া দেয় ॥ ২২

ভীমসেনও সমস্ত রাজাদের সম্মুখেই গদাযুদ্ধ করিবার সময় দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মসহকারে ভূতলে পাতিত করিয়াছে ॥ ২৩

নরশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন একাকী ছিলেন এবং বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল. এরূপ অবস্থায় ভীমসেন তাঁহাকে ধরাশায়ী করে ॥ ২৪

ভগ্নজানু রাজা দুর্য্যোধনের যে বিলাপ আমি স্ব-কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি এবং বার্ত্তাবহ দূতগণের মুখে যে সব বৃত্তান্ত আমি জানিতে পারিয়াছি, সে সমস্তই আমার মর্ম্মস্থানসকল বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ২৫

এবং চাধার্ম্মিকাঃ পাপাঃ পাঞ্চালা ভিন্নসেতবঃ।
তানেবং ভিন্নমর্য্যাদান্ কিং ভবান্ ন নিগর্হতি ॥ ২৬
পিতৃহন্তৃনহং হত্বা পাঞ্চালান্ নিশি সৌপ্তকে।
কামং কীটঃ পতঙ্গো বা জন্ম প্রাপ্য ভবামি বৈ ॥ ২৭
ত্বরে চাহমনেনাদ্য যদিদং মে চিকীর্ষিতম্।
তস্য মে ত্বরমাণস্য কুতো নিদ্রা কুতঃ সুখম্ ॥ ২৮
ন স জাতঃ পুমাঁল্লোকে কশ্চিন্ন স ভবিষ্যতি।
যো মে ব্যাবর্তয়েদেতাং বধে তেষাং কৃতাং মতিম্ ॥২৯

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহারাজ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
একান্তে যোজয়িত্বাশ্বান্ প্রায়াদভিমুখঃ পরান্ ॥ ৩০
তমব্রূতাং মহাত্মানৌ ভোজ-শারদ্বতাবুভৌ।
কিমর্থং স্যন্দনো যুক্তঃ কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩১
একসার্থপ্রয়াতৌ স্বস্ত্বয়া সহ নরর্ষভ।
সমদুঃখ-সুখৌ চাপি নাবাং শঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৩২
অশ্বত্থামা তু সংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্।
তাভ্যাং তথ্যং তথাঽচখ্যৌ যদস্যাত্মচিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৩
হত্বা শতসহস্রাণি যোধানাং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ন্যস্তশস্ত্রো মম পিতা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পাতিতঃ ॥ ৩৪
তং তথৈব হনিষ্যামি ন্যস্তধর্মাণমদ্য বৈ।
পুত্রং পাঞ্চালরাজস্য পাপং পাপেন কর্মণা ॥ ৩৫
কথঞ্চ নিহতঃ পাপঃ পাঞ্চাল্যঃ পশুবন্ময়া।
শস্ত্রেণ বিজিতাঁল্লোকান্ নাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥ ৩৬
ক্ষিপ্রং সন্নদ্ধকবচৌ সখড়্গাবাত্তকার্মুকৌ।
মামাস্থায় প্রতীক্ষেতাং রথবর্য্যৌ পরন্তপৌ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় প্রায়াদভিমুখঃ পরান্।
তমন্বগাৎ কৃপো রাজন্ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ৩৮

এইভাবে তাহারা সকলেই (পাণ্ডবেরা) পাপী ও অধার্ম্মিক। পাঞ্চালগণও ধর্ম্মসীমা অতিক্রম করিয়াছে। এইরূপ মর্য্যাদাভঙ্গকারী সেই পাণ্ডা ও পাঞ্চালগণকে আপনি নিন্দা করিতেছেন না কেন? ২৬

পিতৃহত্যাকারী পাঞ্চালগণকে রাত্রিতে শয়ন করিয়া নিদ্রিত থাকিবার সময় আমি বধ করত যদি পর জন্মে কীট বা পতঙ্গ জন্ম লাভ করিতে হয়, তবে উহাও আমি স্বীকার করিয়া লইব ॥ ২৭

এই সময় আমি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছুক, উহা পূর্ণ করিতে অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়াছি। এইরূপ উদ্‌গ্রীব থাকায় আমার নিদ্রাই বা কোথায় এবং সুখই বা কোথায়? ২৮

এ জগতে এরূপ কোন ব্যক্তি জন্মলাভ করে নাই এবং জন্মগ্রহণ করিবেও না, যে ব্যক্তি পাঞ্চালগণকে বধ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় আমার সিদ্ধান্তকে পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২৯

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা একান্তে অশ্বগণকে রথে যোজিত করিয়া শত্রুদের দিকে গমন করিলেন ॥ ৩০

সেই সময় ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই দুই মহাত্মা বীর তাঁহাকে বলিলেন—তুমি কিজন্য রথ যোজিত করিলে? তুমি এখন কোন্ কার্য্য করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! আমরাও দুই জনে একসঙ্গে তোমার সহায়তার জন্য গমন করিতেছি। তোমার সুখ দুঃখে আমাদেরও সমানভাগ জানিবে, আমাদের উপর তোমার সন্দেহ করা উচিত নয় ॥ ৩২

সেই সময় অশ্বত্থামা পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে যাহা কিছু করিবার সঙ্কল্প ছিল, তিনি সেই সময় এই দুই জনকে যথাযথভাবে সব কিছু বলিলেন ॥ ৩৩

তিনি বলিলেন,—আমার পিতা তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা লক্ষ যোদ্ধাদিগকে বধ করত যখন অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করে ॥ ৩৪

অতএব ধর্ম্মপরিত্যাগী সেই পাপী পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকেও আমি সেইরূপ পাপকর্ম্মের দ্বারা বধ করিব ॥ ৩৫

আমার ইহা মনে হয় যে, আমার দ্বারা পশুর ন্যায় নিহত হইয়া পাপী পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কোন রূপেই অস্ত্রের দ্বারা নিহত ব্যক্তির পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে না ॥৩৬

আপনারা উভয়ে রথীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর শত্রুসন্তাপক। অতএব আপনারা অতি সত্বর কবচ বন্ধন করত খড়্গ ও ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক রথে উপবেশন করুন এবং আমার জন্য প্রতীক্ষা করুন ॥ ৩৭

রাজন্! এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা রথে আরোহণ করত শত্রুদের অভিমুখে গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মাও তাঁহার পথের অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

তে প্রযাতা ব্যরোচন্ত পরানভিমুখাস্ত্রয়ঃ।
হূয়মানা যথা যজ্ঞে সমিদ্ধা হব্যবাহনাঃ ॥ ৩৯
যযুশ্চ শিবিরং তেষাং সম্প্রসুপ্তজনং বিভো।
দ্বারদেশং তু সম্প্রাপ্য দ্রৌণিস্তস্থৌ মহারথঃ ॥৪০

শত্রুদের অভিমুখে গমন করিবার সময় এই তিন তেজস্বী বীর যজ্ঞে আহুতি প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত ত্রিবিধ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ॥ ৩৯

প্রভো! এই তিন বীর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সেই সেই শিবিরের নিকট উপস্থিত হইলেন, যেখানে তাঁহারা সকলে নিদ্রিত ছিলেন। শিবিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মহারথী অশ্বত্থামা দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিগমনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার গমনবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[শিবিরদ্বারে স্থিতং কঞ্চনাদ্ভুতং পুরুষং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি অশ্বত্থাম্নোঽস্ত্রপ্রহারঃ, অস্ত্রাণামভাবে চিন্তিতেনাশ্বত্থাম্না ভগবতঃ শিবস্য শরণগ্রহণঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

দ্বারদেশে ততো দ্রৌণিমবস্থিতমবেক্ষ্য তৌ।
অকুর্বাতাং ভোজ-কৃপৌ কিং সঞ্জয় বদস্ব মে ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

কৃতবর্মাণমামন্ত্র্য কৃপঞ্চ স মহারথঃ।
দ্রৌণির্মন্যুপরীতাত্মা শিবিরদ্বারমাগমৎ ॥ ২
তত্র ভূতং মহাকায়ং চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিম্।
সোঽপশ্যদ্ দ্বারমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩
বসানং চর্ম বৈয়াঘ্রং মহারুধিরবিস্রবম্।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৪
বাহুভিঃ স্বায়তৈঃ পীনৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ।
বদ্ধাঙ্গদমহাসর্পং জ্বালামালাকুলাননম্ ॥ ৫
দংষ্ট্রাকরালবদনং ব্যাদিতাস্যং ভয়ানকম্।
নয়নানাং সহস্রৈশ্চ বিচিত্রৈরভিভূষিতম্ ॥ ৬
নৈব তস্য বপুঃ শক্যং প্রবক্তুং বেশ এব চ।
সর্বথা তু তদালক্ষ্য স্ফুটেয়ুরপি পর্বতাঃ ॥ ৭
তস্যাস্যান্নাসিকাভ্যাঞ্চ শ্রবণাভ্যাঞ্চ সর্বশঃ।
তেভ্যশ্চাক্ষিসহস্রেভ্যঃ প্রাদুরাসন্ মহার্চিষঃ ॥ ৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[শিবিরের দ্বারে স্থিত কোন এক অদ্ভুত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহার উপর অশ্বত্থামার অস্ত্রপ্রহার এবং অস্ত্রসকলের অভাবে চিন্তিত হইয়া অশ্বত্থামার ভগবান্ শিবের শরণ গ্রহণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অশ্বত্থামাকে শিবিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৃতবর্ম্মা এবং কৃপাচার্য্য কি করিলেন? উহা আমাকে বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন;—রাজন্! কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে আমন্ত্রিত করিয়া মহারথী অশ্বত্থামা ক্রোধপূর্ণ চিত্তে শিবিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২

সেখানে তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এক বিশালকায় অদ্ভুত প্রাণীকে দেখিলেন। ইনি শিবিরের দ্বার আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ছিলেন এবং ইঁহাকে দেখিলেই সকলেরই রোমাঞ্চ হয়। এই মহাপুরুষ এরূপ এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানে করিয়াছিলেন, যাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইতেছিল। ইনি কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম উত্তরীয়রূপে (চাদররূপে) ও সর্পকে যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বিশাল ও স্থূল (মোটা) বাহুসকলে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল ধৃত হইয়া প্রহারের জন্য উদ্যত ছিল। ইঁহার বাহুসকলে অঙ্গদরূপে বিশালদেহ সর্পগণ বদ্ধ ছিল এবং ইঁহার বদন অগ্নি-শিখাতে যেন পরিব্যাপ্ত ছিল। ইনি তখন মুখ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দন্তপঙ্‌ক্তিতে তাঁহার বদন মহাভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। এই ভয়ানক পুরুষ সহস্র সহস্র বিচিত্র নেত্রসমূহে বিভূষিত ছিল ॥ ৩-৬

ইঁহার শরীর ও বেশের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ইঁহাকে দেখিলেই পর্ব্বতসকলও সর্ব্বতোভাবে বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ৭

ইঁহার মুখ হইতে, নাসিকাদ্বয় হইতে, কর্ণযুগল হইতে

তথা তেজোমরীচিভ্যঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরাঃ।
প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৯
তদত্যদ্ভুতমালোক্য ভূতং লোকভয়ঙ্করম্।
দ্রৌণিরব্যথিতো দিব্যৈরস্ত্রবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১০
দ্রৌণিমুক্তাঞ্ছরাংস্তাংস্তু তদ্ ভূতং মহদগ্রসৎ।
উদধেরিব বার্য্যোঘান্ পাবকো বড়বামুখঃ ॥ ১১
অগ্রসৎ তাংস্তথাভূতং দ্রৌণিনা প্রহিতান্ শরান্।
অশ্বত্থামা তু সংপ্রেক্ষ্য শরৌঘাংস্তান্ নিরর্থকান্ ॥ ১২
রথশক্তিং মুমোচাসৌ দীপ্তামগ্নিশিখামিব।
সা তমাহত্য দীপ্তাগ্রা রথশক্তিরদীর্য্যত ॥ ১৩
যুগান্তে সূর্য্যমাহত্য মহোল্কেব দিবশ্চ্যুতা।
অথ হেমৎসরুং দিব্যং খড়্গমাকাশবর্চসম্ ॥ ১৪
কোশাৎ সমুদ্ববর্হাশু বিলাদ্ দীপ্তমিবোরগম্।

এবং সহস্র সহস্র চক্ষু হইতে সর্ব্বদিক্ দিয়া বিশালাকার অগ্নি-শিখাসমূহ নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল ॥ ৮

ইঁহার তেজের কিরণাবলি হইতে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী শত শত এবং সহস্র সহস্র বিষ্ণু আবির্ভূত হইতেছিলেন ॥৯

সম্পূর্ণ জগৎকে ভয়ভীতকারী সেই অদ্ভুত প্রাণীকে দর্শন করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ভীত হইলেন না, উপরন্তু তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০

কিন্তু যেরূপ বড়বানল সমুদ্রের জলরাশিকে পান করিয়া থাকে, সেইরূপ এই মহাভূত অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সমস্ত বাণসমূহকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১

অশ্বত্থামা যে সকল বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই সব বাণকেই এই মহাভূত গ্রাস করিয়া লইলেন। নিজের বাণসকলকে ব্যর্থ হইয়া যাইতে দেখিয়া অশ্বত্থামা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য রথশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২½

এই শক্তির অগ্রভাগ তেজে প্রকাশিত হইতেছিল। এই রথশক্তি সেই মহাপুরুষকে আঘাত করত সেইভাবে বিদীর্ণ হইয়া যাইল, যেরূপ প্রলয়কালে আকাশ হইতে পতিত বিশাল উল্কা সূর্য্যকে আঘাত করিয়া নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৩½

তখন অশ্বত্থামা স্বর্ণমুষ্টিযুক্ত ও আকাশসদৃশ নির্ম্মল কান্তিবিশিষ্ট নিজ দিব্য তরবারি অভিক্রান্ত কোষ হইতে বাহির করিলেন। ইহাতে মনে হইল—যেন এক প্রজ্বলিত সর্পকে তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির করিলেন ॥ ১৪½

ততঃ খড়্গবরং ধীমান্ ভূতায় প্রাহিণোৎ তদা ॥ ১৫
স তদাসাদ্য ভূতং বৈ বিলয়ং নকুলবদ্ যযৌ।
ততঃ স কুপিতো দ্রৌণিরিন্দ্রকেতুনিভাং গদাম্ ॥ ১৬
জ্বলন্তীং প্রাহিণোৎ তস্মৈ ভূতং তামপি চাগ্রসৎ।
ততঃ সর্বায়ুধাভাবে বীক্ষমাণস্ততস্ততঃ ॥ ১৭
অপশ্যৎ কৃতমাকাশমনাকাশং জনার্দনৈঃ।
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা দ্রোণপুত্রো নিরায়ুধঃ ॥ ১৮
অব্রবীদতিসন্তপ্তঃ কৃপবাক্যমনুস্মরন্।
ব্রুবতামপ্রিয়ং পথ্যং সুহৃদাং ন শৃণোতি যঃ ॥ ১৯
স শোচত্যাপদং প্রাপ্য যথাহমতিবর্ত্য তৌ।
শাস্ত্রদৃষ্টানবিদ্বান্ যঃ সমতীত্য জিঘাংসতি ॥ ২০
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্মাৎ কুপথে প্রতিহন্যতে।
গোব্রাহ্মণনৃপস্ত্রীষু সখ্যুর্মাতুর্গুরোস্তথা ॥ ২১

তারপর বুদ্ধিমান্ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বোত্তম তরবারি তৎক্ষণাৎ সেই মহাভূতের উপর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু এই অস্ত্রও তাঁহার দেহে লাগিয়া সেইভাবে বিলীন হইয়া যাইল, যেরূপ কোন নকুল গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকে ॥ ১৫½

তাহার পর ক্রুদ্ধ অশ্বত্থামা তাঁহার উপর ইন্দ্রধ্বজতুল্য প্রকাশিত স্বীয় গদা নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ইহাও সেই ভূতের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইল। ১৬½

এইভাবে যখন তাঁহার সমস্ত অস্ত্রসম্ভার শেষ হইয়া যাইল, তখন তিনি এদিক্ ওদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে অসংখ্য বিষ্ণুতে পরিপূর্ণ হইয়া নিরবকাশ দেখিলেন ॥ ১৭½

অস্ত্রহীন অশ্বত্থামা এই অত্যন্ত অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কৃপাচার্য্যের বচন বারংবার স্মরণ করত অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮½

যে ব্যক্তি অপ্রিয় কিন্তু হিতকর বাক্যভাষী নিজের সুহৃদ্গণের উপদেশ গ্রহণ করে না, সেই ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইয়া সেইভাবে শোক করিতে থাকে, যেরূপ আমি নিজ এই দুই সুহৃদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া কষ্ট পাইতেছি ॥ ১৯½

যে মূর্খ পুরুষ শাস্ত্রদর্শী পুরুষগণের আজ্ঞা অতিক্রম করত অপরকে হিংসা করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত ও কুপথে পতিত হইয়া স্বয়ংই বিনষ্ট হয় ॥ ২০½

গো, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্ত্রী, মিত্র, মাতা, গুরু, দুর্ব্বল, জড়,

হীন-প্রাণ-জড়ান্ধেষু সুপ্ত-ভীতোত্থিতেষু চ।
মত্তোন্মত্ত-প্রমত্তেষু ন শস্ত্রাণি চ পাতয়েৎ ॥২২
ইত্যেবং গুরুভিঃ পূর্বমুপদিষ্টং নৃণাং সদা।
সোঽহমুৎক্রম্য পন্থানং শাস্ত্রদিষ্টং সনাতনম্ ॥ ২৩
অমার্গেণৈবমারভ্য ঘোরামাপদমাগতঃ।
তাং চাপদং ঘোরতরাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৪
যদুদ্যম্য মহৎ কৃত্যং ভয়াদপি নিবর্ত্ততে।
অশক্তশ্চৈব তৎকর্ত্তুং কর্ম শক্তিবলাদিহ ॥ ২৫
ন হি দৈবাদ্ গরীয়ো বৈ মানুষং কর্ম কথ্যতে।
মানুষ্যং কুর্বতঃ কর্ম যদি দৈবান্ন সিধ্যতি ॥ ২৬
স পথঃ প্রচ্যুতো ধর্মাদ্ বিপদং প্রতিপদ্যতে।
প্রতিজ্ঞানং হ্যবিজ্ঞানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৭
যদারভ্য ক্রিয়াং কাঞ্চিদ্ ভয়াদিহ নিবর্ততে।
তদিদং দুষ্প্রণীতেন ভয়ং মাং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮
ন হি দ্রোণসুতঃ সংখ্যে নিবর্তেত কথঞ্চন।

অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মত্ত, উন্মত্ত ও অসাবধান ব্যক্তিবর্গের উপর কোন মানুষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে না ॥ ২১-২২

গুরুজনগণ এইরূপ উপদেশ পূর্ব্ব হইতেই সকলের প্রতি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমি এই শাস্ত্রোক্ত সনাতন পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপথে পরিচালিত হইয়া এইরূপ অনুচিত কার্য্য আরম্ভ করত গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ২৩৷

মনীষী পুরুষগণ তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বিপদ বলিয়া বর্ণনা করেন, যখন কি কোন মানুষ কোন এক মহৎ কার্য্য আরম্ভ করত ভীত হইয়া উহা হইতে পশ্চাদপসরণ করে এবং শক্তিবলে যখন কোন কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে ॥ ২৪-২৫

মানবকর্ম্ম (পুরুষার্থ) দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে বলিয়া বলা হইয়াছে। পুরুষার্থ করিবার সময় যদি দৈববশতঃ সিদ্ধি লাভ না হয়, তবে মানুষ ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিপদে পতিত হয়। ২৬৷

যদি মানুষ কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া সেখানে ভয়বশতঃ উহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে জ্ঞানী পুরুষ সেই প্রতিজ্ঞাকে অজ্ঞানকৃত বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২৭৷

এই সময় নিজেরই দুষ্কর্ম্মবশতঃ আমার উপর এই ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র কোনরূপেই আমার

ইদঞ্চ সুমহদ্ ভূতং দৈবদণ্ডমিবোদ্যতম্ ॥ ২৯
ন চৈতদভিজানামি চিন্তয়ন্নপি সর্বথা।
ধ্রুবং যেয়মধর্মে মে প্রবৃত্তা কলুষা মতিঃ ॥ ৩০
তস্যাঃ ফলমিদং ঘোরং প্রতিঘাতায় কল্পতে।
তদিদং দৈববিহিতং মম সংখ্যে নিবর্তনম্ ॥ ৩১
নান্যত্র দৈবাদুদ্যন্তুমিহ শক্যং কথঞ্চন।
সোঽহমদ্য মহাদেবং প্রপদ্যে শরণং বিভুম্ ॥ ৩২
দৈবদণ্ডমিমং ঘোরং স হি মে নাশয়িষ্যতি।
কপর্দিনং দেবদেবমুমাপতিমনাময়ম্ ॥ ৩৩
কপালমালিনং রুদ্রং ভগনেত্রহরং হরম্।
স হি দেবোঽত্যগাদ্ দেবাংস্তপসা বিক্রমেণ চ।
তস্মাচ্ছরণমভ্যেমি গিরিশং শূলপাণিনম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি দ্রৌণিচিন্তায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করা উচিত হইবে না, কিন্তু আমি এখন কি করি? এই মহাভূত আমার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য দৈবদণ্ড-সদৃশ উদ্যত রহিয়াছেন ॥ ২৮

আমি সর্ব্বতোভাবে বিচার বিবেচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না, ইনি কোন্ পুরুষ? আমার বুদ্ধি যে আজ নিশ্চয়রূপে পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, উহারই বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য এই মহাভয়ঙ্কর পরিণাম আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আজ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া দৈবের বিধানেই সম্ভব হইয়াছে ॥ ৩০-৩১

দৈবের অনুকূলতা ব্যতীত অপর কোন উপায়ই নাই, যাহা দ্বারা এইরূপ পুনরায় যুদ্ধবিষয়ক উদ্যোগ আরম্ভ করিতে পারি; সেইজন্য আজ আমি সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ মহাদেবের শরণ গ্রহণ করিতেছি। তিনিই আজ আমার সম্মুখে আগত এই ভয়ানক দৈবদণ্ডকে নাশ করিবেন ॥ ৩২৷

ভগবান্ শঙ্কর তপস্যা ও পরাক্রমে সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব আমি সেই রোগ-শোকহীন, জটাজুটধারী, দেবতাগণের দেবতা, ভগবতী উমাদেবীর প্রাণবল্লভ, কপাল-(নরমুণ্ড-) মালাধারী, ভগনেত্রবিনাশক, পাপহারী, ত্রিশূলধারী এবং পর্ব্বতের উপর শয়নকারী রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার চিন্তাবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বত্থাম্না শিবস্য স্তুতিঃ, তৎসমীপে অগ্নিবেদ্যা ভূতানাঞ্চাবির্ভাবঃ, আত্মসমর্পণকারিণোঽশ্বত্থাম্নঃ শিবতঃ খড়্গপ্রাপ্তিশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

এবং সঞ্চিন্তয়িত্বা তু দ্রোণপুত্রো বিশাম্পতে।
অবতীর্য্য রথোপস্থাদ্ দেবেশং প্রণতঃ স্থিতঃ ॥১

দ্রোণিরুবাচ।

উগ্রং স্থাণুং শিবং রুদ্রং শর্বমীশানমীশ্বরম্।
গিরিশং বরদং দেবং ভবভাবনমীশ্বরম্ ॥ ২
শিতিকণ্ঠমজং শুক্রং দক্ষক্রতুহরং হরম্।
বিশ্বরূপং বিরূপাক্ষং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥ ৩
শ্মশানবাসিনং দৃপ্তং মহাগণপতিং বিভুম্।
খট্বাঙ্গধারিণং রুদ্রং জটিলং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৪
মনসা সুবিশুদ্ধেন দুষ্করেণাল্পচেতসা।
সোঽহমাত্মোপহারেণ যক্ষ্যে ত্রিপুরঘাতিনম্ ॥ ৫
স্তুতং স্তুত্যং স্তূয়মানমমোঘং কৃত্তিবাসসম্।
বিলোহিতং নীলকণ্ঠমসহ্যং দুর্নিবারণম্ ॥ ৬
শুক্রং ব্রহ্মসৃজং ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিণমেব চ।
ব্রতবন্তং তপোনিষ্ঠমনন্তং তপতাং গতিম্ ॥ ৭
বহুরূপং গণাধ্যক্ষং ত্র্যক্ষং পারিষদপ্রিয়ম্।
ধনাধ্যক্ষেক্ষিতমুখং গৌরীহৃদয়বল্লভম্ ॥ ৮
কুমারপিতরং পিঙ্গং গোবৃষোত্তমবাহনম্।
তনুবাসসমত্যুগ্রমুমাভূষণতৎপরম্ ॥ ৯
পরং পরেভ্যঃ পরমং পরং যস্মান্ন বিদ্যতে।
ইষ্বস্ত্রোত্তমভর্ত্তারং দিগন্তং দেশরক্ষিণম্ ॥ ১০
হিরণ্যকবচং দেবং চন্দ্রমৌলিবিভূষণম্।
প্রপদ্যে শরণং দেবং পরমেণ সমাধিনা ॥ ১১
ইমাং চেদাপদং ঘোরাং তরাম্যদ্য সুদুস্তরাম্।
সর্বভূতোপহারেণ যক্ষ্যেঽহং শুচিনা শুচিম্ ॥১২

সপ্তম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামা কর্তৃক শিবের স্তুতি, তাঁহার সম্মুখে এক অগ্নিবেদী ও ভূতগণের আবির্ভাব এবং আত্মসমর্পণকারী অশ্বত্থামার শিবের নিকট হইতে খড়্গ প্রাপ্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—প্রজানাথ! এইরূপ বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া দেবেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। (এবং তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন)॥ ১

অশ্বত্থামা বলিলেন,—প্রভো! আপনি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, ঈশান, ঈশ্বর ও গিরিশাদি নামসমূহে প্রসিদ্ধ বরদায়ক দেবতা এবং সম্পূর্ণ জগতের সৃষ্টিকারী পরমেশ্বর। আপনার কণ্ঠে নীল চিহ্ন আছে। আপনি অজন্মা এবং শুদ্ধাত্মা। আপনি দক্ষের যজ্ঞ বিনাশকারী ও সর্ব্বসংহারক। আপনি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ, বহুরূপধারী ও উমাদেবীর প্রাণনাথ। আপনি শ্মশানে বাস করেন, নিজের শক্তির উপর আপনার গর্ব্ব আছে, আপনি স্বীয় মহান্‌গণের অধিপতি, সর্ব্বব্যাপী ও খট্বাঙ্গধারী। আপনি ভক্তগণের দুঃখনাশী রুদ্র এবং মস্তকে জটাধারণকারী ব্রহ্মচারী। আপনি ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। আমি বিশুদ্ধ হৃদয়ে নিজেকে নিজে বলিরূপে (উপহাররূপে) প্রদান করত মন্দমতি মানবগণের পক্ষে অতিশয় দুষ্কর আপনার যজন করিব ॥ ২-৫

অতীতে সকলেই আপনার স্তব করিয়াছে, ভবিষ্যতে সকলে আপনারই স্তুতি করিবে এবং বর্ত্তমান কালেও আপনার স্তুতিই সকলে করিয়া থাকে। আপনার কোন সঙ্কল্প বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। আপনি ব্যাঘ্র চর্ম্মময় বস্ত্র ধারণ করেন, আপনার বর্ণ লোহিত ও কণ্ঠ নীল। আপনার বেগ সহ্য করা অসম্ভব এবং আপনাকে নিবারণ করা দুঃসাধ্য। আপনি শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম। আপনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি ব্রহ্মচারী, ব্রতধারী ও তপোনিষ্ঠ এবং আপনার কেহ অন্ত পায় না। আপনি তাপসগণের আশ্রয়, বহুরূপধারী এবং গণপতি। আপনার তিনটি নেত্র আছে। স্বীয় পারিষদগণের আপনি অতিশয় প্রিয় এবং ধনাধিপতি কুবের সর্ব্বদা আপনার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। আপনি গৌরাঙ্গিণী গিরিরাজতনয়ার হৃদয়বল্লভ। কুমার কার্ত্তিকেয়ের জন্মদাতা পিতা আপনিই। আপনার বর্ণ পিঙ্গল ও বৃষভ আপনার শ্রেষ্ঠ বাহন। আপনি অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্রধারী ও অত্যন্ত উগ্র। আপনি উমাদেবীকে বিভূষিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পরাৎপর। আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। আপনি উত্তম ধনুর্ধারণকারী, দিগন্তব্যাপী এবং সকল দেহের রক্ষক। আপনার শ্রীঅঙ্গে সুবর্ণময় কবচ শোভা পাইতেছে। আপনার স্বরূপ দিব্য ও আপনি চন্দ্রময় মুকুটে বিভূষিত

ইতি তস্য ব্যবসিতং জ্ঞাত্বা যোগাৎ সুকর্মণঃ।
পুরস্তাৎ কাঞ্চনী বেদী প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ ॥ ১৩
তস্যাং বেদ্যাং তদা রাজংশ্চিত্রভানুরজায়ত।
স দিশো বিদিশঃ খঞ্চ জ্বালাভিরিব পূরয়ন্ ॥ ১৪
দীপ্তাস্যনয়নাশ্চাত্র নৈকপাদশিরোভুজাঃ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা ॥ ১৫
দ্বীপশৈলপ্রতীকাশাঃ প্রাদুরাসন্ মহাগণাঃ।
শ্ব-বরাহোষ্ট্ররূপাশ্চ হয়-গোমায়ু-গোমুখাঃ ॥ ১৬
ঋক্ষ মার্জারবদনা ব্যাঘ্র-দ্বীপিমুখাস্তথা।
কাকবক্ত্রাঃ প্লবমুখাঃ শুকবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৭
মহাজগরবক্ত্রাশ্চ হংসবক্ত্রাঃ সিতপ্রভাঃ।
দার্বাঘাটমুখাশ্চাপি চাষবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ১৮
কূর্ম-নক্রমুখাশ্চৈব শিশুমারমুখাস্তথা।
মহামকরবক্ত্রাশ্চ তিমিবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ১৯
হরিবক্ত্রাঃ ক্রৌঞ্চমুখাঃ কপোতেভমুখাস্তথা।
পারাবতমুখাশ্চৈব মদ্গুবক্ত্রাস্তথৈব চ ॥ ২০
পানিকর্ণাঃ সহস্রাক্ষাস্তথৈব চ মহোদরাঃ।
নির্মাংসাঃ কাকবক্ত্রাশ্চ শ্যেনবক্ত্রাশ্চ ভারত ॥ ২১
তথৈবাশিরসো রাজন্নৃক্ষবক্ত্রাশ্চ ভারত।
প্রদীপ্তনেত্রজিহ্বাশ্চ জ্বালাবর্ণাস্তথৈব চ ॥ ২২
জ্বালাকেশাশ্চ রাজেন্দ্র জ্বলদ্রোমচতুর্ভুজাঃ
মেষবক্ত্রাস্তথৈবান্যে তথা ছাগমুখা নৃপ ॥ ২৩
শঙ্খাভাঃ শঙ্খবক্ত্রাশ্চ শঙ্খবর্ণাস্তথৈব চ।
শঙ্খমালাপরিকরাঃ শঙ্খধ্বনিসমস্বনাঃ ॥ ২৪
জটাধরাঃ পঞ্চশিখাস্তথা মুণ্ডাঃ কৃশোদরাঃ।
চতুর্দংষ্ট্রাশ্চতুর্জিহ্বাঃ শঙ্কুকর্ণাঃ কিরীটিনঃ ॥ ২৫

আমি নিজের চিত্তকে সর্বতোভাবে একাগ্র করত পরমেশ্বর আপনার শরণগ্রহণ করিলাম ॥ ৬-১১

যদি আমি আজ এই অত্যন্ত দুস্তর ও ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই, তবে আমি সর্বভূতময় পবিত্র উপহার সমর্পণ করত পরমপাবন পরমেশ্বর আপনার পূজা করিব ॥ ১২

এইরূপ অশ্বত্থামার দৃঢ়নিশ্চয় জানিয়া তাঁহার শুভকর্মের যোগে সেই মহামনস্বী বীরের অগ্রে একটি স্বর্ণময়ী বেদী প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৩

রাজন্! সেই বেদীর উপর তৎক্ষণাৎ অগ্নিদেব প্রকটিত হইলেন। তিনি তখন স্বীয় শিখাসমূহে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্-মণ্ডলকে এবং আকাশকে যেন পরিপূর্ণ করিতেছিলেন ॥ ১৪

তারপর সেখানে মহাগণসকল (শিবের পার্ষদগণ) প্রকটিত হইলেন। ইঁহারা দ্বীপবর্তী পর্বতের ন্যায় উচ্চ এবং ইঁহাদের মুখ ও নাসিকা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল। এই সকল গণের (পার্ষদের) পদ, মস্তক ও বাহু বহু ছিল। ইঁহারা নিজ নিজ বাহুতে বাহুতে রত্ননির্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন এবং হস্ত উপরে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৫২

ইঁহাদের রূপ কুকুর, শূকর ও উটের ন্যায় ছিল এবং মুখ অশ্ব, গর্দভ ও গরুর ন্যায় ছিল। অনেকের বদন আবার ভালুক ও বিড়ালের তুল্য ছিল। কেহ কেহ সাধারণ ব্যাঘ্রের ন্যায় মুখ-বিশিষ্ট, কেহ কেহ আবার চিতাবাঘের ন্যায় মুখযুক্ত। বহুগণের মুখ কাক, বানর, শুক, বিশাল বিশাল অজগর সর্প এবং হংসের ন্যায় ছিল। ভারত! বহুর অঙ্গকান্তি হংসের সদৃশ শুভ্র বর্ণ এবং বহু গণের মুখ আবার কাঠঠোকরা পাখীর ন্যায় ও অনেকের মুখ নীলকণ্ঠ পক্ষীর ন্যায় ছিল ॥ ১৬-১৮

এইরূপ বহুগণের মুখ কচ্ছপ, কুমীর, শিশুমার, বড় বড় মকর, তিমি মৎস্য, ভেক, ক্রৌঞ্চ (কবর), কপোত (পায়রা), হস্তী এবং মদ্গু নামক জলপক্ষীর ন্যায় ছিল ॥ ১৯-২০

কাহাদের হস্তে কর্ণ, কাহাদের হাজার হাজার নেত্র আছে, কাহাদের উদর অতিশয় বৃহৎ এবং কাহাদের শরীর মাংসহীন কেবল অস্থিমাত্রসার ছিল। হে ভারত! ইঁহাদের মধ্যে অনেকের মুখ কাক ও অনেকের মুখ শ্যেন পক্ষীর (বাজপাখীর) ন্যায় ছিল। রাজন্! ইঁহাদের মধ্যে অনেকের আবার মস্তকই ছিল না। ভারত! অনেকের মুখ ভল্লুকের মুখতুল্য ছিল। ইঁহাদের সকলের নেত্র ও জিহ্বা তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিল এবং অঙ্গকান্তি অগ্নিশিখা সদৃশ মনে হইতেছিল ॥ ২১-২২

হে রাজেন্দ্র! ইঁহাদের কেশসকলও অগ্নিশিখাতুল্য ছিল এবং প্রতিটি লোম জ্বলিতেছিল। ইঁহাদের সকলেরই চারিটি করিয়া হস্ত ছিল। হে নৃপ! বহু গণেরই মুখ মেষ ও ছাগ-মুখসদৃশ ছিল ॥ ২৩

বহুর মুখ, বর্ণ ও কান্তি শঙ্খতুল্য ছিল। ইঁহারা শঙ্খের মালায় অলঙ্কৃত ও ইঁহাদের মুখ হইতে শঙ্খধ্বনিতুল্য শব্দ নির্গত হইতেছিল ॥ ২৪

কেহ কেহ জটা ধারণ করিয়াছিলেন, কেহ পাঁচটি শিখা রাখিয়াছিলেন এবং কেহ মুণ্ডিতমস্তক ছিলেন। অনেকের উদর অতিশয় কৃশ ছিল, কাহাদের চারিটি দন্ত ছিল, কাহাদের

মৌঞ্জীধরাশ্চ রাজেন্দ্র তথা কুঞ্চিতমূর্দ্ধজাঃ।
উষ্ণীষিণো মুকুটিনশ্চারুবক্ত্রাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৬
পদ্মোৎপলাপীড়ধরাস্তথা মুকুটধারিণঃ।
মাহাত্ম্যেন চ সংযুক্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২৭
শতঘ্নীবজ্রহস্তাশ্চ তথা মুসলপাণয়ঃ।
ভুশুণ্ডীপাশহস্তাশ্চ দণ্ডহস্তাশ্চ ভারত ॥ ২৮
পৃষ্ঠেষু বদ্ধেষুধয়শ্চিত্রবাণোৎকটাস্তথা।
সধ্বজাঃ সপতাকাশ্চ সঘণ্টাঃ সপরশ্বধাঃ ॥ ২৯
মহাপাশোদ্যতকরাস্তথা লগুড়পাণয়ঃ।
স্থূণাহস্তাঃ খড়্গহস্তাঃ সর্পোচ্ছ্রিতকিরীটিনঃ ॥ ৩০
মহাসর্পাঙ্গদধরাশ্চিত্রাভরণধারিণঃ।
রজোধ্বস্তাঃ পঙ্কদিগ্ধাঃ সর্বে শুক্লাম্বরস্রজঃ ॥ ৩১

চারিটি জিহ্বা ছিল, কাঁহাদের কর্ণ শঙ্কুর (খুঁটির) ন্যায় ছিল এবং অনেক পার্ষদ নিজ নিজ মস্তকে কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

হে রাজেন্দ্র! কেহ কেহ মঞ্জুমেখলা ধারণ করিয়াছিলেন, অনেকের মস্তকের কেশসকল কুঞ্চিত ছিল, বহু পার্ষদ মস্তকে উষ্ণীষ (পাগ্ড়ী) বন্ধন করিয়াছিলেন এবং অনেকে আবার মস্তকে মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। বহু পার্ষদের মুখ অতিশয় মনোহর ছিল ও বহু পার্ষদ সুন্দর আভরণে বিভূষিত ছিলেন ॥ ২৬

কেহ কেহ নিজ নিজ মস্তকে পদ্মের ও কুমুদের কিরীট ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে বিশুদ্ধ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। এই ভূতগণ শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় উপস্থিত এবং সকলেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যসম্পন্ন ছিলেন ॥ ২৭

ভারত! ইঁহাদের হস্তে শতঘ্নী, বজ্র, মুসল, ভূশুণ্ডী, পাশ ও দণ্ড শোভা পাইতেছিল ॥ ২৮

ইঁহাদের পৃষ্ঠে তূণীর বদ্ধ ছিল, ইঁহারা বিচিত্র বাণ ধারণ করিয়া অতিশয় উন্মত্তের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন। ইঁহাদের নিকট ধ্বজ, পতাকা, ঘণ্টা ও পরশু ছিল ॥ ২৯

ইঁহারা নিজ নিজ হস্তে বড় বড় পাশ অস্ত্র উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিলেন, অনেকের হস্তে দণ্ড ছিল, অনেকের হস্তে স্তম্ভ এবং অনেকের হস্তে খড়্গ শোভা পাইতেছিল। বহু পার্ষদের মস্তকে সর্পের উন্নত কিরীট সুশোভিত ছিল ॥ ৩০

বহু পার্ষদ বাহুতে অঙ্গদের স্থলে বড় বড় সর্প ধারণ করিয়াছিলেন। অনেকে বিচিত্র আভরণসকলে বিভূষিত ছিলেন, অনেকের শরীর ধূলিধূসরিত ছিল। বহু পার্ষদ নিজ অঙ্গে পঙ্ক লেপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেতপুষ্পের মাল্য ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১

নীলাঙ্গাঃ পিঙ্গলাঙ্গাশ্চ মুণ্ডবক্ত্রাস্তথৈব চ।
ভেরী-শঙ্খ-মৃদঙ্গাংশ্চ ঝর্ঝরানকগোমুখান্ ॥ ৩২
অবাদয়ন্ পারিষদাঃ প্রহৃষ্টাঃ কনকপ্রভাঃ।
গায়মানাস্তথৈবান্যে নৃত্যমানাস্তথা পরে ॥ ৩৩
লঙ্ঘয়ন্তঃ প্লবন্তশ্চ বল্গন্তশ্চ মহারথাঃ।
ধাবন্তো জবনা মুণ্ডাঃ পবনোদ্ধূতমূর্দ্ধজাঃ ॥ ৩৪
মত্তা ইব মহানাগা বিনদন্তো মুহুর্মুহুঃ।
সুভীমা ঘোররূপাশ্চ শূল-পট্টিশপাণয়ঃ ॥ ৩৫
নানাবিরাগবসনাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনাঃ।
রত্নচিত্রাঙ্গদধরাঃ সমুদ্যতকরাস্তথা ॥ ৩৬
হন্তারো দ্বিষতাং শূরাঃ প্রসহ্যাসহ্যবিক্রমাঃ।
পাতারোঽসৃগ্বসৌঘানাং মাংসান্ত্রকৃতভোজনাঃ ॥ ৩৭

অনেকের অঙ্গ নীল ও পিঙ্গল বর্ণের ছিল। অনেকে নিজ মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেকে স্বর্ণের প্রভার ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। এই সব পার্ষদগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝ, ঢোল ও গোমুখ বাদ্য বাজাইতেছিলেন। অনেকে গান করিতেছিলেন এবং অপর বহু পার্ষদ নৃত্য করিতেছিলেন ॥ ৩২-৩৩

এই মহারথী ভূতগণ উল্লঙ্ঘন, লম্ফপ্রদান ও উৎক্রমণ করিতে করিতে তীব্রবেগে ধাবিত হইতেছিলেন। ইঁহাদের অনেকেই মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বহু পার্ষদের মস্তকে কেশসকল বায়ুর তাড়নায় উপরের দিকে উড়িতেছিল ॥ ৩৪

ইঁহারা মত্ত গজরাজগণের ন্যায় বারংবার গর্জন করিতেছিলেন। ইঁহাদের হস্তে শূল ও পট্টিশ ধৃত ছিল। ইঁহারা ভয়ঙ্কররূপধারী এবং দেখিতে ভয়ানক ছিলেন ॥ ৩৫

ইঁহাদের বস্ত্র নানা বর্ণে রঞ্জিত ছিল। ইঁহারা বিচিত্র মাল্য ও চন্দনে ভূষিত ছিলেন এবং রত্ননির্ম্মিত বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলের হস্ত উপরে উত্তোলিত ছিল ॥ ৩৬

এই সব বীরবর পার্ষদগণ সহসা শত্রুদিগকে বধ করিতে সমর্থ ছিলেন। ইঁহাদের পরাক্রম ছিল অসহ্য। ইঁহারা রক্ত ও বসা পান করিতে এবং অন্ত্র ও মাংস ভক্ষণ করিতেছিলেন ॥ ৩৭

চূড়ালাঃ কর্ণিকারাশ্চ প্রহৃষ্টাঃ পিঠরোদরাঃ।
অতিহ্রস্বাতিদীর্ঘাশ্চ প্রলম্বাশ্চাতিভৈরবাঃ॥ ৩৮
বিকটাঃ কাললম্বোষ্ঠা বৃহচ্ছেফাণ্ডপিণ্ডিকাঃ।
মহার্হনানামুকুটা মুণ্ডাশ্চ জটিলাঃ পরে॥ ৩৯
সার্কেন্দুগ্রহনক্ষত্রাং দ্যাং কুর্য্যস্তে মহীতলে।
উৎসহেরংশ্চ যে হন্তুং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্॥ ৪০
যে চ বীতভয়া নিত্যং হরস্য ভ্রুকুটীসহাঃ।
কামকারকরা নিত্যং ত্রৈলোক্যস্যেশ্বরেশ্বরাঃ॥ ৪১
নিত্যানন্দপ্রমুদিতা বাগীশা বীতমৎসরাঃ।
প্রাপ্যাষ্টগুণমৈশ্বর্য্যং যে ন যান্তি বৈ স্ময়ম্॥ ৪২
যেষাং বিস্ময়তে নিত্যং ভগবান্ কর্মভির্হরঃ।
মনোবাক্কর্মভির্যুক্তৈর্নিত্যমারাধিতশ্চ যৈঃ॥ ৪৩

বহু পার্ষদের মস্তকে শিখা ছিল। অনেকে কর্ণিকার পুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন। বহু পার্ষদ অত্যন্ত হৃষ্ট ছিলেন। অনেকের উদর পিঠলের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। কেহ অতিশয় হ্রস্ব, কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কেহ অতিশয় লম্বা এবং কেহ অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিলেন॥ ৩৮

অনেকের আকার অতিশয় বিকট ছিল, অনেকের কাল কাল ও লম্বা ওষ্ঠ ছিল, কাঁহাদের লিঙ্গ অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং কাঁহাদের অণ্ডকোষ অতিশয় বৃহৎ ছিল। কাঁহাদের মস্তকে নানাপ্রকার বহুমূল্য মুকুট শোভা পাইতেছিল, কাঁহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল এবং বহুপার্ষদ আবার জটাধারী ছিলেন॥ ৩৯

ইঁহারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসকলের সহিত সম্পূর্ণ আকাশমণ্ডলকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ ছিলেন এবং চারিপ্রকার সমুদয় প্রাণিগণকে সংহার করিতে পারিতেন॥ ৪০

ইঁহারা সর্ব্বদা নির্ভয় হইয়া ভগবান্ শঙ্করের ভ্রূভঙ্গকে সহ্য করিতে সমর্থ ছিলেন। প্রতিদিন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে এবং ত্রিভুবনের ঈশ্বরগণকেও শাসন করিতে সক্ষম ছিলেন॥ ৪১

এই পার্ষদগণ নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন, বাক্যের উপর ইঁহাদের অধিকার ছিল। ইঁহাদের মনে কাহার প্রতি কোনরূপ ঈর্ষা ও দ্বেষ ছিল না। ইঁহারা অণিমা-মহিমা প্রভৃতি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও কখনও অভিমান করিতেন না॥ ৪২

সাক্ষাৎ ভগবান্ শঙ্করও প্রতিদিন ইঁহাদের কর্ম্মসকল দেখিয়া বিস্মিত হইতেন ইঁহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়াসকলের দ্বারা সাবধান হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন॥ ৪৩

মনোবাক্কর্মভির্ভক্তান্ পাতি পুত্রানিবৌরসান্।
পিবন্তোঽসৃগ্বসাশ্চান্যে ক্রুদ্ধা ব্রহ্মদ্বিষাং সদা॥ ৪৪
চতুর্বিধাত্মকং সোমং যে পিবন্তি চ সর্বদা।
শ্রুতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা চ দমেন চ॥ ৪৫
যে সমারাধ্য শূলাঙ্কং ভবসাযুজ্যমাগতাঃ।
যৈরাত্মভূতৈর্ভগবান্ পার্বত্যা চ মহেশ্বরঃ॥ ৪৬
মহাভূতগণৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভূত-ভব্য-ভবৎপ্রভুঃ।
নানাবাদিত্রহসিতক্ষ্বেড়িতোৎক্রুষ্টগর্জিতৈঃ॥ ৪৭
সন্ত্রাসয়ন্তস্তে বিশ্বমশ্বত্থামানমভ্যয়ুঃ।
সংস্তুবন্তো মহাদেবং ভাঃ কুর্বাণাঃ সুবর্চসঃ॥ ৪৮
বিবর্ধয়িষবো দ্রৌণের্মহিমানং মহাত্মনঃ।
জিজ্ঞাসমানাস্তত্তেজঃ সৌপ্তিকঞ্চ দিদৃক্ষবঃ॥ ৪৯

মন, বাক্য ও কর্ম্মসমূহের দ্বারা নিজের প্রতি ভক্তিমান্ এই সব ভক্তগণকে ভগবান্ শঙ্কর ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া থাকেন। বহু পার্ষদ রক্ত ও বসা পান করেন। ইঁহারা ব্রহ্মদ্রোহিগণের উপর সর্ব্বদা ক্রোধ প্রকাশ করেন॥ ৪৪

অন্ন, সোমলতার রস, অমৃত ও চন্দ্রমণ্ডল—এই চারি প্রকার সোম এই পার্ষদগণ সদা পান করেন। ইঁহারা বেদসমূহের স্বাধ্যায়, ব্রহ্মচর্য্যপালন, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা ত্রিশূলচিহ্নিত ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করত তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন॥ ৪৫½

এই মহাভূতগণ ভগবান্ শঙ্করের আত্মস্বরূপ, ইঁহাদের ও পার্ব্বতীদেবীর সহিত ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অধিপতি মহেশ্বর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ৪৬½

ভগবান্ শঙ্করের এই সব পার্ষদগণ নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি করিতেছিলেন। ইঁহারা হাস্য, সিংহনাদ, চীৎকার ও গর্জন প্রভৃতি দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে ভীত করিতে করিতে অশ্বত্থামার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৪৭½

ভূতগণের এই দল অতিশয় ভয়ঙ্কর ও তেজস্বী ছিলেন এবং নিজেদের প্রভায় উদ্ভাসিত হইতেছিলেন। অশ্বত্থামার মধ্যে কিরূপ তেজ আছে, উহা তাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং নিদ্রিত থাকিবার সময় যে ভয়ঙ্কর সংহার হইবে, উহাও ইঁহারা দেখিতে অভিলাষী ছিলেন। সেই সঙ্গে ইঁহারা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামার মহিমা বর্দ্ধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই কারণে তাঁহারা মহাদেবের স্তুতি করিতে করিতে চারিদিক্

ভীমোগ্রপরিঘালাতশূলপট্টিশপাণয়ঃ।
ঘোররূপাঃ সমাজগ্মুর্ভূতসঙ্ঘাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫০
জনয়েয়ুর্ভয়ং যে স্ম ত্রৈলোক্যস্যাপি দর্শনাৎ।
তান্ প্রেক্ষমাণোঽপি ব্যথাং ন চকার মহাবলঃ ॥ ৫১
অথ দ্রৌণির্ধনুষ্পাণির্বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানমুপহারমুপাহরৎ ॥ ৫২
ধনূংষি সমিধস্তত্র পবিত্রাণি শিতাঃ শরাঃ।
হবিরাত্মবতশ্চাত্মা তস্মিন্ ভারত কর্ম্মণি ॥ ৫৩
ততঃ সৌম্যেন মন্ত্রেণ দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্।
উপহারং মহামন্যুরথাত্মানমুপাহরৎ ॥ ৫৪
তং রুদ্রং রৌদ্রকর্ম্মাণং রৌদ্রৈঃ কর্ম্মভিরচ্যুতম্।
অভিষ্টুত্য মহাত্মানমিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৫৫
দ্রৌণিরুবাচ।
ইমমাত্মানমদ্যাহং জাতমাঙ্গিরসে কুলে।
স্বগ্নৌ জুহোমি ভগবন্ প্রতিগৃহ্ণীষ মাং বালম্ ॥ ৫৬
ভবদ্ভক্ত্যা মহাদেব পরমেণ সমাধিনা।
অস্যামাপদি বিশ্বাত্মন্নুপাকুর্মি তবাগ্রতঃ ॥ ৫৭
ত্বয়ি সর্বাণি ভূতানি সর্বভূতেষু চাসি বৈ।
গুণানাং হি প্রধানানামেকত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠতি ॥ ৫৮
সর্বভূতাশ্রয় বিভো হবির্ভূতমবস্থিতম্।
প্রতিগৃহাণ মাং দেব যদ্যশক্যাঃ পরে ময়া ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা দ্রৌণিরাস্থায় তাং বেদীং দীপ্তপাবকাম্।
সন্ত্যজ্যাত্মানমারুহ্য কৃষ্ণবর্ত্মন্যুপাবিশৎ ॥ ৬০
তমূর্দ্ধবাহুং নিশ্চেষ্টং দৃষ্ট্বা হবিরুপস্থিতম্।
অব্রবীদ্ ভগবান্ সাক্ষান্মহাদেবো হসন্নিব ॥ ৬১
সত্যশৌচার্জবত্যাগৈস্তপসা নিয়মেন চ।
ক্ষান্ত্যা ভক্ত্যা চ ধৃত্যা চ বুদ্ধ্যা চ বচসা তথা ॥ ৬২
যথাবদহমারাদ্ধঃ কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
তস্মাদিষ্টতমঃ কৃষ্ণাদন্যো মম ন বিদ্যতে ॥ ৬৩

দিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহাদের হস্তে তখন ভয়ঙ্কর পরিঘ, প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড, ত্রিশূল ও পট্টিশ ধৃত ছিল ॥ ৪৮-৫০

ভগবান্ ভূতনাথের এই গণ দর্শনদানমাত্রেই ত্রিভুবনের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকেন। তথাপি মহাবল অশ্বত্থামা ইঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অল্পও ব্যথিত হইলেন না ॥ ৫১

তদনন্তর হস্তে ধনু ধারণ ও গোধাচর্ম্ম-নির্ম্মিত দস্তানা ধারণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা স্বয়ংই নিজেকে নিজেই ভগবান্ শঙ্করের চরণে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫২

ভারত! এই আত্মসমর্পণরূপ যজ্ঞকর্ম্মে আত্মবলসম্পন্ন অশ্বত্থামার ধনুই ছিল সমিধ, তীক্ষ্ণবাণসকল ছিল কুশ এবং দেহই হবিস্থরূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৫৩

তারপর মহাক্রোধী প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সোম-দেবতা সম্বন্ধী মন্ত্রের দ্বারা (আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম-বৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে—এই মন্ত্রের দ্বারা) নিজের দেহকে উপহাররূপে প্রদান করিলেন ॥ ৫৪

ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী এবং নিজ মহিমা হইতে অবিচ্যুত মহাত্মা রুদ্রদেবের রৌদ্রকর্ম্মসকলের দ্বারা স্তুতি করত অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া এই প্রকার বলিলেন ॥ ৫৫

অশ্বত্থামা বলিলেন,—ভগবন্! আজ আমি আঙ্গিরসকুলে উৎপন্ন এই নিজের দেহকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতিদান করিতেছি। আপনি আমাকে হবিস্থরূপে গ্রহণ করুন ॥ ৫৬

বিশ্বাত্মন্! মহাদেব! এই বিপদের সময় আপনার প্রতি ভক্তিভাবে নিজের চিত্তকে একাগ্র করত আপনার সমক্ষে এই উপহার সমর্পণ করিতেছি (আপনি ইহা গ্রহণ করুন) ॥ ৫৭

প্রভো! আপনার মধ্যে সমস্ত ভূতগণ অবস্থিত আছে এবং আপনি সমস্ত ভূতমধ্যে বিরাজমান আছেন। আপনার মধ্যেই মুখ্য মুখ্য গুণসকলের একত্ব হইয়া থাকে ॥ ৫৮

বিভো! আপনি সকল ভূতগণের আশ্রয়। দেব! যদি শত্রুগণ আমার দ্বারা পরাভূত না হয়, তবে আপনি হবিস্থরূপে সম্মুখে অবস্থিত অশ্বত্থামা আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৫৯

এই কথা বলিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা প্রকাশিত সেই বেদীতে আরোহণ করিলেন এবং প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করত অগ্নিমধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬০

হবিস্থরূপে দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে ইঁহাকে থাকিতে দেখিয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব হাস্য করিতে করিতে বলিলেন ॥ ৬১

অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ শ্রীকৃষ্ণ সত্য, শৌচ, সরলতা, ত্যাগ, তপস্যা, নিয়ম, ক্ষমা, ভক্তি, ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা আমার যথাযথভাবে আরাধনা করিয়াছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কেহই আমার পরম প্রিয় নহে ॥৬২-৬৩

কুর্ব্বতা তাত সম্মানং ত্বাঞ্চ জিজ্ঞাসতা ময়া।
পাঞ্চালাঃ সহসা গুপ্তা মায়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥ ৬৪
কৃতস্তস্যৈব সম্মানঃ পাঞ্চালান্ রক্ষতা ময়া।
অভিভূতাস্তু কালেন নৈষামদ্যাস্তি জীবিতম্ ॥ ৬৫
এবমুক্ত্বা মহাত্মানং ভগবানাত্মনস্তনুম্।
আবিবেশ দদৌ চাস্মৈ বিমলং খড়্গমুত্তমম্ ॥ ৬৬

অথাবিষ্টো ভগবতা ভূয়ো জজ্বাল তেজসা।
বেগবাংশ্চাভবদ্ যুদ্ধে দেবসৃষ্টেন তেজসা ॥ ৬৭
তমদৃশ্যানি ভূতানি রক্ষাংসি চ সমাদ্রবন্।
অভিতঃ শত্রুশিবিরং যান্তং সাক্ষাদিবেশ্বরম্ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি দ্রৌণিকৃতশিবার্চনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

তাত! তাঁহাকে সম্মান এবং তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি পাঞ্চালদিগকে সহসা রক্ষা করিয়াছি ও বারংবার মায়া প্রয়োগ করিয়াছি ॥ ৬৪

পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিয়া আমি শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান করিয়াছি, কিন্তু তাহারা এখন কালের দ্বারা পরাভূত হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের আর জীবন অবশিষ্ট নাই ॥ ৬৫

মহাত্মা অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর নিজ স্বরূপভূত তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে একটি নির্ম্মল ও উত্তম খড়্গ প্রদান করিলেন ॥ ৬৬

ভগবান্ শঙ্কর আবিষ্ট হইলে পর অশ্বত্থামা পুনরায় অত্যন্ত তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। সেই দেবপ্রদত্ত তেজে তেজস্বী হইয়া অশ্বত্থামা যুদ্ধে আরও বেগশালী হইলেন ॥ ৬৭

সাক্ষাৎ মহাদেবের ন্যায় শত্রুশিবিরের দিকে গমনকারী অশ্বত্থামার সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক অদৃশ্য ভূত ও রাক্ষসগণও ধাবিত হইলেন ॥ ৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক শিবের পূজাবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

[অশ্বত্থাম্না রাত্রৌ নিদ্রিতানাং পাঞ্চালাদীনাং বীরাণাং সংহারঃ, তোরণদ্বারেণ নির্গতা পলায়মানানাং যোধানাং কৃতবর্ম্মণা কৃপাচার্য্যেণ চ বিনাশশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তথা প্রযাতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহারথে।
কচ্চিৎ কৃপশ্চ ভোজশ্চ ভয়ার্ত্তৌ ন ব্যবর্ত্ততাম্ ॥ ১
কচ্চিন্ন বারিতৌ ক্ষুদ্রৈ রক্ষিভির্নোপলক্ষিতৌ।
অসহ্যমিতি মন্বানৌ ন নিবৃত্তৌ মহারথৌ ॥ ২
কচ্চিদুন্মথ্য শিবিরং হত্বা সোমক-পাণ্ডবান্।
(কৃত্বা প্রতিজ্ঞা সফলা কচ্চিৎ সঞ্জয় সা নিশি।)
দুর্য্যোধনস্য পদবীং গতৌ পরমিকাং রণে ॥ ৩
পঞ্চালৈর্নিহতৌ বীরৌ কচ্চিন্নাস্বপতাং ক্ষিতৌ।
কচ্চিৎ তাভ্যাং কৃতং কর্ম্ম তন্মমাচক্ষ সঞ্জয় ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

তস্মিন্ প্রযাতে শিবিরং দ্রোণপুত্রে মহাত্মনি।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ শিবিরদ্বার্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৫

অষ্টম অধ্যায়।

[অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক রাত্রিতে নিদ্রিত পাঞ্চালাদি সমস্ত বীরগণকে সংহার এবং তোরণদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাদিগকে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের দ্বারা বিনাশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! যখন মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সেইভাবে পাণ্ডবশিবির অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভয়পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই ত’? ১

কোন নীচ দ্বাররক্ষক ইঁহাদের উভয়কে নিবারণ করে নাই ত’? কেহ ত’ তাঁহাদের দর্শন করে নাই? এরূপ হয় নাই ত’ যে, এই দুই মহারথী বীর সেই কার্য্যকে অসহ্য মনে করত ফিরিয়া যাইলেন? (সঞ্জয়! অশ্বত্থামা সেই শিবিরকে মথিত করিয়া সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনাশ পূর্ব্বক রাত্রিতে নিজের প্রতিজ্ঞা সফল করিয়াছে ত?) ২-৩

এই দুই বীর পাঞ্চালগণের দ্বারা নিহত হইয়া চিরকালের জন্য ধরাশায়ী হন নাই ত? রণাঙ্গনে মৃতপ্রায় হইয়া পতিত দুর্য্যোধনেরই উত্তম পথে গমন করেন নাই ত’? এই দুই জনে কি সেই স্থানে কোন কিছু পরাক্রম করিয়াছিলেন? সঞ্জয়! এই সব বিষয় আমাকে বল ॥ ৩-৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যখন শিবিরের মধ্যে যাইতে লাগিলেন, তখন কৃপাচার্য্য এবং কৃতবর্ম্মাও এই শিবিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

অশ্বত্থামা তু তৌ দৃষ্ট্বা যত্নবন্তৌ মহারথৌ।
প্রহৃষ্টঃ শনকৈ রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬
যত্তৌ ভবন্তৌ পর্য্যাপ্তৌ সর্ব্বক্ষত্রস্য নাশনে।
কিং পুনর্যোধশেষস্য প্রসুপ্তস্য বিশেষতঃ ॥ ৭
অহং প্রবেক্ষ্যে শিবিরং চরিষ্যামি চ কালবৎ।
যথা ন কশ্চিদপি বা জীবন্ মুচ্যেত মানবঃ ॥ ৮
তথা ভবদ্‌ভ্যাং কার্য্যং স্যাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাবিশদ্ দ্রৌণিঃ পার্থানাং শিবিরং মহৎ ॥ ৯
অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য বিহায় ভয়মাত্মনঃ।
স প্রবিশ্য মহাবাহুরুদ্দেশজ্ঞশ্চ তস্য হ ॥ ১০
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য নিলয়ং শনকৈরভ্যুপাগমৎ।
তে তু কৃত্বা মহৎ কর্ম্ম শ্রান্তাশ্চ বলবদ্ রণে ॥ ১১
প্রসুপ্তাশ্চৈব বিশ্বস্তাঃ স্বসৈন্যপরিবারিতাঃ।

অথ প্রবিশ্য তদ্ বেশ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত ॥ ১২
পাঞ্চাল্যং শয়নে দ্রৌণিরপশ্যৎ সুপ্তমন্তিকাৎ।
ক্ষৌমাবদাতে মহতি স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে ॥ ১৩
মাল্যপ্রবরসংযুক্তে ধূপৈশ্চূর্ণৈশ্চ বাসিতে।
তং শয়ানং মহাত্মানং বিস্রব্ধমকুতোভয়ম্ ॥ ১৪
প্রাবোধয়ত পাদেন শয়নস্থং মহীপতে।
সম্বুধ্য চরণস্পর্শাদুত্থায় রণদুর্ম্মদঃ ॥ ১৫
অভ্যজানাদমেয়াত্মা দ্রোণপুত্রং মহারথম্।
তমুৎপতন্তং শয়নাদশ্বত্থামা মহাবলঃ ॥ ১৬
কেশেষ্বালভ্য পাণিভ্যাং নিষ্পিপেষ মহীতলে।
সবলং তেন নিষ্পিষ্টঃ সাধ্বসেন চ ভারত ॥ ১৭
নিদ্রয়া চৈব পাঞ্চাল্যো নাশকচ্চেষ্টিতুং তদা।
তমাক্রম্য পদা রাজন্ কণ্ঠে চোরসি চোভয়োঃ ॥ ১৮

রাজন্! এই দুই মহারথী বীরকে নিজের সাহায্য করিতে যত্নবান্ দেখিয়া অশ্বত্থামা অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাদের দুই জনকে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

যদি আপনারা দুই জনে সাবধান থাকিয়া চেষ্টা করেন, তবে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়দিগকেও বিনাশ করিতে যথেষ্ট হইবে। সে স্থলে এই অবশিষ্ট সৈন্য বিশেষতঃ যাহারা নিদ্রিত, তাহাদের বিনাশ করিবার বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ৭

আমি ত' এই শিবিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব এবং সেখানে কালের ন্যায় বিচরণ করিব। আপনারা উভয়ে এই কার্য্য করুন যেন কোন মানুষ আপনাদের নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করিতে না পারে—আমার ইহাই সিদ্ধান্ত ॥৮,

এই কথা বলিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের বিশাল শিবিরের দ্বার দিয়া না যাইয়া অন্যদিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন তিনি নিজের ভয় পরিত্যাগ করিয়া দিলেন ॥ ৯½

এই মহাবাহু বীর শিবিরের প্রত্যেক স্থানের সহিত পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন; অতএব ধীরে ধীরে ধৃষ্টদ্যুম্নের আবাসে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১০½

সে স্থানে এই পাঞ্চাল বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং নিজ সৈন্যদের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিলেন ॥ ১১½

হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই আবাসে প্রবেশ করিয়া দ্রোণকুমার দেখিলেন যে, পাঞ্চালরাজপুত্র পার্শ্বেই বহুমূল্য রেশমী আস্তরণে (চাদরে) আবৃত এক বিশাল শয্যায় শয়িত আছেন। এই শয্যা শ্রেষ্ঠ মাল্যসমূহে সুসজ্জিত ও ধূপ-চন্দন চূর্ণে সুবাসিত ছিল ॥ ১২ ১৩½

হে মহীপতে! অশ্বত্থামা নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয় হইয়া শয্যায় শয়ান মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পদের দ্বারা আঘাত করিয়া জাগাইলেন ॥ ১৪½

অমেয় আত্মবলসম্পন্ন রণদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার পদস্পর্শেই জাগিয়া উঠিলেন এবং তিনি মহারথী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে চিনিতে পারিলেন ॥ ১৫,

তারপর তিনি যখন শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, সেই সময়েই মহাবল অশ্বত্থামা দুই হাতে তাঁহার কেশসকল ধারণ করিয়া ভূতলে টানিয়া ফেলিলেন এবং সেস্থলে পেষণ করিতে (রগড়াইতে) লাগিলেন ॥ ১৬½

ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন ভয় ও নিদ্রাতে অভিভূত ছিলেন। সেই অবস্থায় যখন অশ্বত্থামা তাঁহাকে সবলে ভূতলে পাতিত করত পেষণ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি (আত্মরক্ষার) কোন চেষ্টাই করিতে পারিলেন না ॥ ১৭,

রাজন্! তিনি পদের দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষ ও কণ্ঠ উভয়ই চাপিয়া ধরিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পশুর ন্যায় মারিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন চীৎকার ও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮½

নদংস্তং বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুমারমমারয়ৎ।
তুদন্নখৈস্তু স দ্রৌণিং নাতিব্যক্তমুদাহরৎ ॥ ১৯
আচার্য্যপুত্র শস্ত্রেণ জহি মাং মা চিরং কৃথাঃ।
ত্বৎকৃতে সুকৃতাঁল্লোকান্ গচ্ছেয়ং দ্বিপদাং বর ॥ ২০
এবমুক্ত্বা তু বচনং বিররাম পরন্তপঃ।
সুতঃ পাঞ্চালরাজস্য আক্রান্তো বলিনা ভৃশম্ ॥ ২১
তস্যাব্যক্তাং তু তাং বাচং সংশ্রুত্য দ্রৌণিরব্রবীৎ।
আচার্য্যঘাতিনাং লোকা ন সন্তি কুলপাংশন ॥২২
তস্মাচ্ছস্ত্রেণ নিধনং ন ত্বমর্হসি দুর্মতে।
এবং ব্রুবাণস্তং বীরং সিংহো মত্তমিব দ্বিপম্ ॥ ২৩
মর্মস্বভ্যবধীৎ ক্রুদ্ধঃ পাদাষ্ঠীলৈঃ সুদারুণৈঃ।
তস্য বীরস্য শব্দেন মার্য্যমাণস্য বেশ্মনি ॥ ২৪
অবুধ্যন্ত মহারাজ স্ত্রিয়ো যে চাস্য রক্ষিণঃ।
তে দৃষ্ট্বা ধর্ষয়ন্তং তমতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ২৫
ভূতমেবাধ্যবস্যন্তো ন স্ম প্রব্যাহরন্ ভয়াৎ।
তং তু তেনাভ্যুপায়েন গময়িত্বা যমক্ষয়ম্ ॥ ২৬
অধ্যতিষ্ঠত তেজস্বী রথং প্রাপ্য সুদর্শনম্।
স তস্য ভবনাদ্ রাজন্ নিষ্ক্রম্যানাদয়ন্ দিশঃ ॥ ২৭
রথেন শিবিরং প্রায়াজ্জিঘাংসুর্দ্বিষতো বলী।
অপক্রান্তে ততস্তস্মিন্ দ্রোণপুত্রে মহারথে ॥ ২৮
সহিতৈ রক্ষিভিঃ সর্বৈঃ প্রাণেদুর্যোষিতস্তদা।
রাজানং নিহতং দৃষ্ট্বা ভৃশং শোকপরায়ণাঃ ॥ ২৯
ব্যাক্রোশন্ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভারত।
তাসাং তু তেন শব্দেন সমীপে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রঞ্চ সমনহ্যন্ত কিমেতদিতি চাব্রুবন্।
স্ত্রিয়স্তু রাজন্ বিত্রস্তা ভারদ্বাজং নিরীক্ষ্য তাঃ ॥ ৩১
অব্রুবন্ দীনকণ্ঠেন ক্ষিপ্রমাদ্রবতেতি বৈ।
রাক্ষসো বা মনুষ্যো বা নৈনং জানীমহে বয়ম্ ॥ ৩২

এই সময় তিনি স্বীয় নখসকলের দ্বারা দ্রোণপুত্রকে পীড়িত করিতে করিতে অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য্যপুত্র! এখন আর বিলম্ব করিও না। আমাকে কোন অস্ত্রের আঘাতে বিনাশ কর, যাহার দ্বারা আমি তোমার জন্য পুণ্যলোকে গমন করিতে পারি ॥ ১৯-২০

এই কথা বলিয়া বলবান্ শত্রু কর্তৃক প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন নীরব হইলেন ॥ ২১

তাঁহার সেই অস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বলিলেন,—রে কুলকলঙ্ক! নিজের আচার্য্যকে হত্যাকারী মানুষের কোন পুণ্যলোক লাভ হয় না; অতএব দুর্মতে! তুমি অস্ত্রের দ্বারা বধের যোগ্য নও ॥ ২২½

সেই বীর ধৃষ্টদ্যুম্নকে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধী অশ্বত্থামা মদমত্ত হস্তীর উপর আঘাতকারী সিংহের ন্যায় নিজের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পাদাষ্ঠীলের (পায়ের গোড়ালির) দ্বারা তাঁহার মর্মস্থানসমূহে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৩½

মহারাজ! এই সময় মৃতপ্রায় বীর ধৃষ্টদ্যুম্নের আর্তনাদে সেই শিবিরের স্ত্রীগণ ও সমস্ত রক্ষকবৃন্দ জাগিয়া উঠিলেন ॥ ২৪½

তাঁহারা এই অলৌকিক পরাক্রমশালী পুরুষকে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর প্রহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সকলে ভূত বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন; সেই কারণে ভীত হইয়া তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৫½

রাজন্! এই উপায়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে যমলোকে প্রেরণ করত তেজস্বী অশ্বত্থামা তাঁহার নিবাসগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দেখিতে অতিশয় সুন্দর নিজ রথের নিকট গমন করত তাহাতে আরোহণ করিলেন। তাহার পর এই বলবান্ বীর অশ্বত্থামা অন্য সব শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় গর্জনে সমস্ত দিককে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে রথের দ্বারা প্রত্যেক শিবিরের উপর আক্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬-২৭½

মহারথী দ্রোণপুত্র সেখান হইতে চলিয়া যাইলে পর সমবেত হইয়া সমস্ত রক্ষকবৃন্দের সহিত ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮½

হে ভারত! রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত হইতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের মধ্যে সকল ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত শোকে মগ্ন হইয়া আর্তস্বরে বিলাপ করিতে থাকিলেন ॥ ২৯½

স্ত্রীগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করত নিকটস্থ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ অতি সত্বর কবচ বন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন,—আরে, কি হইল? ৩০½

রাজন্! সেই স্ত্রীগণ অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা দীন কণ্ঠে বলিলেন—তোমরা সত্বর ধাবিত হও। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, এ কোন রাক্ষস বা মানুষ। দেখ, এই পাঞ্চালরাজকে হত্যা করিয়া সে ঐ রথে আরোহণ করিয়াছে ॥ ৩১-৩২½

হত্বা পাঞ্চালরাজানং রথমারুহ্য তিষ্ঠতি।
ততস্তে যোধমুখ্যাশ্চ সহসা পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩৩
স তানাপততঃ সর্বান্ রুদ্রাস্ত্রেণ ব্যপোথয়ৎ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ হত্বা স তাংশ্চৈবাস্য পদানুগান্ ॥ ৩৪
অপশ্যচ্ছয়নে সুপ্তমুত্তমৌজসমন্তিকে।
তমপ্যাক্রম্য পাদেন কণ্ঠে চোরসি তেজসা ॥ ৩৫
তথৈব মারয়ামাস বিনদন্তমরিন্দমম্।
যুধামন্যুশ্চ সম্প্রাপ্তো মত্বা তং রক্ষসা হতম্ ॥ ৩৬
গদামুদ্যম্য বেগেন হৃদি দ্রৌণিমতাড়য়ৎ।
তমভিদ্রুত্য জগ্রাহ ক্ষিতৌ চৈনমপাতয়ৎ ॥ ৩৭
বিস্ফুরন্তঞ্চ পশুবৎ তথৈবৈনমমারয়ৎ।
তথা স বীরো হত্বা তং ততোঽন্যান্ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৮
সংসুপ্তানেব রাজেন্দ্র তত্র তত্র মহারথান্।
স্ফুরতো বেপমানাংশ্চ শমিতেব পশূন্ মখে ॥ ৩৯
ততো নিস্ত্রিংশমাদায় জঘানান্যান্ পৃথক্ পৃথক্।
ভাগশো বিচরন্ মার্গানসিযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ৪০
তথৈব গুল্মে সম্প্রেক্ষ্য শয়ানান্ মধ্যগৌল্মিকান্।
শ্রান্তান্ ব্যস্তায়ুধান্ সর্বান্ ক্ষণেনৈব ব্যপোথয়ৎ ॥ ৪১
যোধানশ্বান্ দ্বিপাংশ্চৈব প্রাচ্ছিনৎ স বরাসিনা।
রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৪২
বিস্ফুরদ্ভিশ্চ তৈর্দ্রৌণির্নিস্ত্রিংশস্যোদ্যমেন চ।
আক্ষেপণেন চৈবাসেস্ত্রিধা রক্তোক্ষিতোঽভবৎ ॥ ৪৩
তস্য লোহিতরক্তস্য দীপ্তখড়্গস্য যুধ্যতঃ।
অমানুষ ইবাকারো বভৌ পরমভীষণঃ ॥ ৪৪

তখন সেই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা সহসা উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা নিকটে আসিতেই তাঁহাদের সকলকেই রুদ্রাস্ত্রে সংহার করিলেন ॥ ৩৩½

এইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাঁহার সেবকগণকে বিনাশ করত অশ্বত্থামা নিকটেই শয়নাগারে পালঙ্কের উপর নিদ্রিত উত্তমৌজাকে দর্শন করিলেন ॥ ৩৪½

তারপর শত্রুদমন উত্তমৌজাকেও কণ্ঠ এবং বক্ষে পদের দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া অশ্বত্থামা তাঁহাকেও সেইভাবেই পশুর মত মারিয়া ফেলিলেন। তখন সেই উত্তমৌজাও ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫½

উত্তমৌজা রাক্ষসের দ্বারা নিহত হইয়াছে মনে করিয়া যুধামন্যুও সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তীব্র বেগে গদা উত্তোলিত করিয়া অশ্বত্থামার বক্ষে প্রহার করিলেন ॥ ৩৬½

অশ্বত্থামা অতিদ্রুত তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ভূতলে পাতিত করিলেন। তারপর তিনি অশ্বত্থামার নিকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বহুভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বত্থামা ইঁহাকেও পশুর তুল্য মারিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৭½

রাজেন্দ্র! এইভাবে যুধামন্যুকে বধ করত বীর অশ্বত্থামা অন্য মহারথীদিগকেও সেখানে শয়ন করিয়া থাকিবার সময়েই আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সকলে তখন ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। কিন্তু যেরূপ হিংসাপ্রধান যজ্ঞে বধের জন্য নিযুক্ত পুরুষ পশুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও (অশ্বত্থামাও) তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

তদনন্তর অসিযুদ্ধ করিতে নিপুণ অশ্বত্থামা হস্তে খড়্গ লইয়া প্রত্যেক ভাগে বিভিন্ন মার্গে বিচরণ করিতে করিতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্য বীরগণকেও বধ করিলেন ॥ ৪০

এইরূপ শিবিরের মধ্যভাগের রক্ষক সৈন্যগণ শুইয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের অস্ত্রসকল ব্যস্তভাবে পতিত ছিল। ইঁহাদের সকলকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্বত্থামা ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁহাদিগকে বিনাশ করিলেন ॥ ৪১

তিনি নিজ শ্রেষ্ঠ তরবারির দ্বারা যোদ্ধা, অশ্ব ও হস্তিগণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন। তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইয়াছিল. তিনি যেন কালপ্রেরিত যমরাজের ন্যায় এই সময় প্রতীত হইতে লাগিলেন ॥ ৪২

নিহত সৈন্যদের হস্ত ও পদ সকল ছট্‌ফট্ করিতে থাকায়, তাঁহাদিগকে বধ করিতে তরবারি উত্তোলিত করায় এবং ইহার দ্বারা সর্ব্বদিকে প্রহার করিতে থাকায়—এই তিন কারণেই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রক্তে আপ্লুত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৩

তিনি রক্তে লোহিতবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুদ্ধরত এই বীরের তরবারি চমকিত হইতেছিল। সেই সময় ইঁহার আকার মানবেতর প্রাণীর ন্যায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতেছিল ॥ ৪৪

যে তন্দ্রাগ্রস্তা কৌরব্য তেঽপি শব্দেন মোহিতাঃ।
নিরীক্ষ্যমাণা অন্যোন্যং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা প্রবিব্যথুঃ ॥ ৪৫
তদ্ রূপং তস্য তে দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়াঃ শত্রুকর্ষিণঃ।
রাক্ষসং মন্যমানাস্তং নয়নানি ন্যমীলয়ন্ ॥ ৪৬
স ঘোররূপো ব্যচরৎ কালবচ্ছিবিরে ততঃ।
অপশ্যদ্ দ্রৌপদীপুত্রানবশিষ্টাংশ্চ সোমকান্ ॥ ৪৭
তেন শব্দেন বিত্রস্তা ধনুর্হস্তা মহারথাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং হতং শ্রুত্বা দ্রৌপদেয়া বিশাম্পতে ॥ ৪৮
অবাকিরন্ শরব্রাতৈর্ভারদ্বাজমভীতবৎ।
ততস্তেন নিনাদেন সম্প্রবুদ্ধাঃ প্রভদ্রকাঃ ॥ ৪৯
শিলীমুখৈঃ শিখণ্ডী চ দ্রোণপুত্রং সমার্দয়ন্।
ভারদ্বাজঃ স তান্ দৃষ্ট্বা শরবর্ষাণি বর্ষতঃ ॥ ৫০
ননাদ বলবন্নাদং জিঘাংসুস্তান্ মহারথান্।
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পিতুর্বধমনুস্মরন্ ॥ ৫১
অবরুহ্য রথোপস্থাৎ ত্বরমাণোঽভিদুদ্রুবে।
সহস্রচন্দ্রবিমলং গৃহীত্বা চর্ম সংযুগে ॥ ৫২
খড়্গঞ্চ বিমলং দিব্যং জাতরূপ-পরিষ্কৃতম্।
দ্রৌপদেয়ানভিক্রত্য খড়্গেন ব্যধমদ্ বলী ॥ ৫৩
ততঃ স নরশার্দূলঃ প্রতিবিন্ধ্যং মহাহবে।
কুক্ষিদেশেঽবধীদ্ রাজন্ স হতো ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৫৪
প্রাসেন বিদ্ধ্বা দ্রৌণিং তু সুতসোমঃ প্রতাপবান্।
পুনশ্চাসিং সমুদ্যম্য দ্রোণপুত্রমুপাদ্রবৎ ॥ ৫৫
সুতসোমস্য সাসিং তং বাহুং ছিত্ত্বা নরর্ষভ।
পুনরপ্যাহনৎ পার্শ্বে স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥ ৫৬
নাকুলিস্তু শতানীকো রথচক্রেণ বীর্যবান্।
দোর্ভ্যামুৎক্ষিপ্য বেগেন বক্ষস্যেনমতাড়য়ৎ ॥ ৫৭
অতাড়য়চ্ছতানীকং মুক্তচক্রং দ্বিজস্তু সঃ।
স বিহ্বলো যযৌ ভূমিং ততোঽস্যাপাহরচ্ছিরঃ ॥ ৫৮

কুরুনন্দন! যাহারা জাগরিত হইতেছিলেন, তাঁহারাও সেই কোলাহলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে দেখিয়া দেখিয়াই অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। ৪৫

এই সব শত্রুনাশন ক্ষত্রিয়গণ অশ্বত্থামার সেই রূপ দেখিয়া তাঁহাকে রাক্ষস মনে করত চক্ষু মুদিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬

এই ভয়ানক রূপধারী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সমস্ত শিবিরে কালের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলেন। তিনি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অবশিষ্ট সোমকগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৭

প্রজানাথ! ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত হইতে শুনিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চ মহারথী পুত্র সেই শব্দে ভীত হইয়া হস্তে ধনু ধারণ করত অগ্রসর হইলেন। ৪৮

তারপর নির্ভর হইয়া তাঁহারা অশ্বত্থামার উপর বাণসমূহের বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তদনন্তর এই কোলাহলে বীর প্রভদ্রকগণ জাগিয়া উঠিলেন। শিখণ্ডীও ইঁহাদেরই সহিত ছিলেন। ইঁহারা সকলে দ্রোণপুত্রকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৯৲

এই সব মহারথীদিগকে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা ইঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। ৫০২

তারপর পিতার বধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি অতিশয় কুপিত হইলেন এবং রথের আসন হইতে নামিয়া আসিয়া শত চন্দ্রাকার চিহ্ন সুশোভিত ও প্রদীপ্ত ঢাল এবং স্বর্ণভূষিত দিব্য নির্মল খড়্গ ধারণ করত অতিশয় ত্বরা সহকারে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫১ ৫২২

এই বলবান্ বীর দ্রৌপদীর পুত্রগণের উপর আক্রমণ করত খড়্গের দ্বারা তাঁহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। রাজন্! এই সময় পুরুষশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা সেই মহাসমরে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশে (উদরে) তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিনাশ করিলেন। তিনি নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ৫৪

তাহার পর প্রতাপশালী সুতসোম প্রথমে দ্রোণপুত্রকে প্রাসের দ্বারা বিদ্ধ করত পুনরায় তরবারি উত্তোলিত করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৫৫

নরশ্রেষ্ঠ! তখন অশ্বত্থামা তরবারি সহ সুতসোমের বাহু ছেদন করত পুনরায় তাঁহার পার্শ্বভাগে তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইল এবং তিনি ধরাশায়ী হইলেন ॥ ৫৬

ইহার পর নকুলের পরাক্রমশালী পুত্র শতানীক নিজ দুই বাহু দ্বারা রথচক্র উত্তোলিত করত তাহার দ্বারা তীব্রবেগে অশ্বত্থামার বক্ষে প্রহার করিলেন। ৫৭

শতানীক যখন চক্র নিক্ষেপ করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামাও তাঁহার উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। ইহাতে ব্যাকুল হইয়া তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় অশ্বত্থামা তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ৫৮

শ্রুতকর্মা তু পরিঘং গৃহীত্বা সমতাড়য়ৎ ।
অভিদ্রুত্য যযৌ দ্রৌণিং সব্যে সফলকে ভৃশম্ ॥ ৫৯
স তু তং শ্রুতকর্মাণমাস্যে জঘ্নে বরাসিনা ।
স হতো ন্যপতদ্ ভূমৌ বিমূঢ়ো বিকৃতাননঃ ॥ ৬০
তেন শব্দেন বীরস্তু শ্রুতকীর্তির্মহারথঃ ।
অশ্বত্থামানমাসাদ্য শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৬১
তস্যাপি শরবর্ষাণি চর্মণা প্রতিবার্য্য সঃ ।
সকুণ্ডলং শিরঃ কায়াদ্ ভ্রাজমানমুপাহরৎ ॥ ৬২
ততো ভীষ্ম নিহন্তা তং সহ সর্বৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ।
অহনৎ সর্বতো বীরং নানাপ্রহরণৈর্বলী ॥ ৬৩
শিলীমুখেন চান্যেন ভ্রুবোর্মধ্যে সমার্পয়ৎ ।
স তু ক্রোধসমাবিষ্টো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৬৪
শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য দ্বিধা চিচ্ছেদ সোঽসিনা ।
শিখণ্ডিনং ততো হত্বা ক্রোধাবিষ্টঃ পরন্তপঃ ॥ ৬৫
প্রভদ্রকগণান্ সর্বানভিদুদ্রাব বেগবান্ ।
যচ্চ শিষ্টং বিরাটস্য বলং তু ভৃশমাদ্রবৎ ॥ ৬৬
দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং পৌত্রাণাং সুহৃদামপি ।
চকার কদনং ঘোরং দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা মহাবলঃ ॥ ৬৭
অন্যানন্যাংশ্চ পুরুষানভিসৃত্যাভিসৃত্য চ ।
ন্যকৃন্তদসিনা দ্রৌণিরসিমার্গবিশারদঃ ॥ ৬৮
কালীং রক্তাস্যনয়নাং রক্তমাল্যানুলেপনাম্ ।
রক্তাম্বরধরামেকাং পাশহস্তাং কুটুম্বিনীম্ ॥৬৯
দদৃশুঃ কালরাত্রিং তে গায়মানামবস্থিতাম্ ।
নরাশ্ব-কুঞ্জরান্ পাশৈর্বদ্ধ্বা ঘোরৈঃ প্রতস্থুষীম্ ॥ ৭০
বহন্তীং বিবিধান্ প্রেতান্ পাশবদ্ধান্ বিমূর্ধজান্ ।
তথৈব চ সদা রাজন্ ন্যস্তশস্ত্রান্ মহারথান্ ॥ ৭১
স্বপ্নে সুপ্তান্নয়ন্তীং তাং রাত্রিষ্বন্যাসু মারিষ ।
দদৃশুর্যোধমুখ্যাস্তে ঘ্নন্তং দ্রৌণিঞ্চ সর্বদা ॥ ৭২

তারপর শ্রুতকর্মা পরিঘ গ্রহণ করত অশ্বত্থামার দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি অশ্বত্থামার ঢালযুক্ত বাম বাহুতে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ॥ ৫৯

তখন অশ্বত্থামা শ্রেষ্ঠ তরবারির দ্বারা শ্রুতকর্মার মুখের উপরে আঘাত করিলেন। সেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অচৈতন্য শ্রুতকর্মা ভূতলে পতিত হইলেন। এই সময় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৬০

এই কোলাহল শ্রবণ করত বীর শ্রুতকীর্ত্তি অশ্বত্থামার নিকটে গিয়া তাঁহার উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬১

ইঁহার বাণবর্ষণ ঢালের দ্বারা নিবারণ করত অশ্বত্থামা তাঁহার কুণ্ডলমণ্ডিত তেজস্বী মস্তককে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিলেন ॥ ৬২

তদনন্তর সমস্ত প্রভদ্রকগণের সহিত বলবান্ ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী নানাপ্রকার অস্ত্রসকলের দ্বারা অশ্বত্থামার উপর চারিদিকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং অন্য একটি বাণের দ্বারা তিনি অশ্বত্থামার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে আঘাত করিলেন ॥ ৬৩½

তখন মহাবল দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধে অতিশয় আবিষ্ট হইয়া শিখণ্ডীর নিকট গমন করত তাঁহাকে নিজের তরবারির দ্বারা দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৪½

ক্রোধাবিষ্ট শত্রুতাপন অশ্বত্থামা এইভাবে শিখণ্ডীকে বিনাশ করত সমস্ত প্রভদ্রকগণের উপর তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন। এই সঙ্গে রাজা বিরাটের যে সমস্ত সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তিনি তাঁহাদের দিকেও প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হইলেন ॥ ৬৫-৬৬

সেই মহাবল বীর অশ্বত্থামা দ্রুপদের পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদগণকে অন্বেষণ করিয়া করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে বিনাশসাধন করিলেন ॥ ৬৭

তরবারি চালনায় নিপুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অন্যান্য পুরুষদিগেরও নিকটে যাইয়া তরবারির দ্বারা তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিলেন ॥ ৬৮

সেই সময় পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা মূর্ত্তিমতী কালরাত্রিকে দর্শন করিলেন, যাহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ ও নেত্র রক্তবর্ণের ছিল। ইনি রক্তপুষ্পের মাল্য পরিধান এবং রক্তচন্দন লেপন করিয়াছিলেন। ইনি রক্তবর্ণের শাড়ী পরিধান করিয়াছিলেন, একাকিনী ছিলেন এবং হস্তে পাশধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার সখীগণও এই সময় ইঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইনি গান করিতে করিতে অবস্থিত ছিলেন এবং ভয়ঙ্কর পাশ অস্ত্রের দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তীদিগকে বন্ধন করত লইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৬৯-৭০

মাননীয় রাজন্! মুখ্য মুখ্য অন্যান্য যোদ্ধারাও অন্য বহু রাত্রিমধ্যে স্বপ্নে সেই কালরাত্রিকে দর্শন করিলেন। তিনি সর্ব্বদা নানাপ্রকার কেশহীন প্রেতগণকে নিজের পাশের দ্বারা বন্ধন করত লইয়া যাইতে লাগিলেন, এইরূপ অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রিত মহারথী বীরগণকেও লইয়া যাইতে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। এই সব শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারাও সংহারকারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকেও সেই সময় স্বপ্নে দর্শন করিতেছিলেন ॥ ৭১-৭২

যতঃ প্রভৃতি সংগ্রামঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
ততঃ প্রভৃতি তাং কন্যামপশ্যন্ দ্রৌণিমেব চ ॥ ৭৩
তাংস্তু দৈবহতান্ পূর্বং পশ্চাদ্ দ্রৌণির্ব্যপাতয়ৎ।
ত্রাসয়ন্ সর্বভূতানি বিনদন্ ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৭৪
তদনুস্মৃত্য তে বীরা দর্শনং পূর্বকালিকম্।
ইদং তদিত্যমন্যন্ত দৈবেনোপনিপীড়িতাঃ ॥ ৭৫
ততস্তেন নিনাদেন প্রত্যবুধ্যন্ত ধন্বিনঃ।
শিবিরে পাণ্ডবেয়ানাং শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৭৬
সোঽচ্ছিনৎ কস্যচিৎ পাদৌ জঘনঞ্চৈব কস্যচিৎ।
কাংশ্চিদ্ বিভেদ পার্শ্বেষু কালসৃষ্ট ইবান্তকঃ ॥ ৭৭
অত্যুগ্রপ্রতিপিষ্টৈশ্চ নদদ্‌ভিশ্চ ভৃশোৎকটৈঃ।
গজাশ্বমথিতৈশ্চান্যৈর্মহী কীর্ণাভবৎ প্রভো ॥ ৭৮
ক্রোশতাং কিমিদং কোঽয়ং কঃ শব্দঃ কিং নু কিং কৃতম্।
এবং তেষাং তথা দ্রৌণিরন্তকঃ সমপদ্যত ॥ ৭৯
অপেতশস্ত্রসন্নাহান্ সন্নদ্ধান্ পাণ্ডু-সৃঞ্জয়ান্।
প্রাহিণোন্মৃত্যুলোকায় দ্রৌণিঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৮০
ততস্তচ্ছব্দবিত্রস্তা উৎপতন্তো ভয়াতুরাঃ।
নিদ্রান্ধা নষ্টসংজ্ঞাশ্চ তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥ ৮১
ঊরুস্তম্ভগৃহীতাশ্চ কশ্মলাভিহতৌজসঃ।
বিনদন্তো ভৃশং ত্রস্তাঃ সমাসীদন্ পরস্পরম্ ॥ ৮২
ততো রথং পুনর্দ্রৌণিরাস্থিতো ভীমনিঃস্বনম্।
ধনুষ্পাণিঃ শরৈরন্যান্ প্রৈষয়দ্ বৈ যমক্ষয়ম্ ॥ ৮৩
পুনরুৎপততশ্চাপি দূরাদপি নরোত্তমান্।
শূরান্ সম্পততশ্চান্যান্ কালরাত্র্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮৪
তথৈব স্যন্দনাগ্রেণ প্রমথন্ স বিধাবতি।
শরবর্ষৈশ্চ বিবিধৈরবর্ষচ্ছাত্রবাংস্ততঃ ॥ ৮৫

যখন হইতে কৌরব-পাণ্ডব সৈন্যদের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল, তখন হইতেই এই সব যোদ্ধারা কন্যারূপিনী কাল-রাত্রিকে এবং কালরূপধারী অশ্বত্থামাকে দর্শন করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই দৈব কর্ত্তৃক নিহত এই সব বীরবৃন্দকে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পরে বিনাশ করিলেন। এই অশ্বত্থামা ভয়ানক স্বরে গর্জন করিতে করিতে সমস্ত প্রাণীদিগকে ভীত করিতেছিলেন ॥ ৭৩-৭৪

এই দৈবপীড়িত বীরগণ পূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা স্মরণ করত এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন যে, এই সেই স্বপ্ন আজ এইরূপে সত্যে পরিণত হইল ॥ ৭৫

তদনন্তর অশ্বত্থামার সেই সিংহনাদে পাণ্ডবগণের শিবিরে শত শত ও সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর জাগিয়া উঠিলেন ॥ ৭৬

সেই সময় কালপ্রেরিত যমরাজের ন্যায় তিনি কাহার পাদদ্বয় কাটিয়া দিলেন, কাহারও কোমর ছেদন করিলেন এবং কাহারও পার্শ্বভাগে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৭৭

ইঁহারা সকলেই তখন গুরুতররূপে পিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা অত্যন্ত উৎকট স্বরে চীৎকার করিতেছিলেন। এইভাবে মুক্ত অশ্ব ও হস্তিগণ অন্য বহু সংখ্যক যোদ্ধাকে পিষ্ট করিয়া ফেলিল। প্রভো! এই সব যোদ্ধাদের মৃতদেহে ধরণী তখন পূর্ণ হইয়া যাইল ॥ ৭৮

আহত বীরগণ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইহা কি হইতেছে। এ কোন্ ব্যক্তি? এই কেন কোলাহল হইতেছে? এই ব্যক্তি কি করিয়াছে? এইভাবে চীৎকারকারী বীরগণের পক্ষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কালস্বরূপ হইয়া উঠিলেন ॥ ৭৯

পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় যোদ্ধাগণের মধ্যে যাঁহারা অস্ত্রসকল রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং যাঁহারা পুনরায় কবচ বন্ধন করিয়াছিলেন, ইঁহাদের সকলকে যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রহার করিতে নিপুণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিলেন ॥৮০

যাঁহারা নিদ্রাবশতঃ অন্ধ ও প্রায় অচৈতন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ইঁহার শব্দে ভীত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া যেখানে সেখানে আত্মগোপন করিলেন ॥ ৮১

ইঁহাদের জঙ্ঘা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মোহবশতঃ ইঁহাদের বল ও উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইল। ইঁহারা ভীত হইয়া তীব্রস্বরে চীৎকার করিতে করিতে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮২

ইহার পর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পুনরায় ভয়ানক শব্দকারী নিজ রথের উপর আরোহণ করত হস্তে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক বাণ-সমূহের দ্বারা অপর যোদ্ধাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩

অশ্বত্থামা পুনরায় উত্থিত ও নিজের উপর আক্রমণকারী অপরাপর নরশ্রেষ্ঠ বীরবর যোদ্ধাদিগকে এবং অন্য বীরগণকেও বিনাশ করত কালরাত্রিকে নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪

তিনি স্বীয় রথাগ্রভাগের দ্বারা শত্রুদিগকে মথিত করিতে

পুনশ্চ সুবিচিত্রেণ শতচন্দ্রেণ চর্মণা।
তেন চাকাশবর্ণেন তথাচরত সোঽসিনা ॥ ৮৬
তথা চ শিবিরং তেষাং দ্রৌণিরাহবদুর্মদঃ।
ব্যক্ষোভয়ত রাজেন্দ্র মহাহ্রদমিব দ্বিপঃ ॥ ৮৭
উৎপেতুস্তেন শব্দেন যোধা রাজন্ বিচেতসঃ।
নিদ্রার্তাশ্চ ভয়ার্তাশ্চ ব্যধাবন্ত ততস্ততঃ ॥ ৮৮
বিস্বরং চুক্রুশুশ্চান্যে বহ্ববদ্ধং তথা বদন্।
ন চ স্ম প্রত্যপদ্যন্ত শস্ত্রাণি বসনানি চ ॥ ৮৯
বিমুক্তকেশাশ্চাপ্যন্যে নাভ্যজানন্ পরস্পরম্।
উৎপতন্তোঽপতন্ শ্রান্তাঃ কেচিৎ তত্রাভ্রমংস্তদা ॥৯০
পুরীষমসৃজন্ কেচিৎ কেচিন্মূত্রং প্রসুস্রবুঃ।
বন্ধনানি চ রাজেন্দ্র সংচ্ছিদ্য তুরগা দ্বিপাঃ ॥ ৯১
সমং পর্য্যপতংশ্চান্যে কুর্বন্তো মহদাকুলম্।

তত্র কেচিন্নরা ভীতা ব্যলীয়ন্ত মহীতলে ॥৯২
তথৈব তান্ নিপতিতানপিংষন্ গজবাজিনঃ।
তস্মিংস্তথা বর্তমানে রক্ষাংসি পুরুষর্ষভ ॥ ৯৩
হৃষ্টানি ব্যনদন্নুচ্চৈর্মুদা ভরতসত্তম।
স শব্দঃ পূরিতো রাজন্ ভূতসঙ্ঘৈর্মুদাযুতৈঃ ॥ ৯৪
অপূরয়দ্ দিশঃ সর্বা দিবং চাভিমহান্ স্বনঃ।
তেষামার্তবরং শ্রুত্বা বিত্রস্তা গজবাজিনঃ ॥ ৯৫
মুক্তাঃ পর্য্যপতন্ রাজন্ মৃদনন্তঃ শিবিরে জনম্।
তৈস্তত্র পরিধাবদ্‌ভিশ্চরণোদীরিতং রজঃ ॥ ৯৬
অকরোচ্ছিবিরে তেষাং রজন্যাং দ্বিগুণং তমঃ।
তস্মিংস্তমসি সঞ্জাতে প্রমূঢাঃ সর্বতো জনাঃ ॥ ৯৭
নাজানন্ পিতরঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ ভ্রাতর এব চ।
গজা গজানতিক্রম্য নির্মনুষ্যা হয়া হয়ান্ ॥ ৯৮

করিতে সর্ব্বদিকে ধাবিত হইতেছিলেন এবং নানাপ্রকার বাণ সকল বর্ষণ করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে আহত করিতেছিলেন ॥ ৮৫

পুনরায় তিনি শত চন্দ্রাকার চিহ্নে যুক্ত ঢাল এবং আকাশের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট প্রদীপ্ত তরবারি গ্রহণ করত সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬

রাজেন্দ্র! রণদুর্ম্মদ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা শত্রুদের শিবির সকলকে সেইভাবে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন, যেরূপ কোন গজরাজ বিশাল এক সরোবরকে বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮৭

রাজন্! এই হানাহানির কোলাহলে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পতিত যোদ্ধারা উঠিয়া পড়িলেন এবং ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮

বহু যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলেন এবং বহু প্রকার অসংলগ্ন বাক্য বলিতে লাগিলেন। ইঁহারা তখন নিজেদের অস্ত্র এবং বস্ত্রসকল অন্বেষণ করিয়া পাইতেছিলেন না ॥ ৮৯

অন্য বহু যোদ্ধা কেশ মুক্ত করত ধাবিত হইতেছিলেন। এই অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিতে ছিলেন না। কেহ লম্ফপ্রদান করিতে করিতে পলাইতেছিলেন ও পরিশ্রান্ত হইয়া পতিত হইতেছিলেন এবং কেহ কেহ সেস্থানেই ঘুরিতে লাগিলেন ॥ ৯০

বহু যোদ্ধা মলত্যাগ করিতেছিলেন এবং বহু যোদ্ধা প্রস্রাব করিয়া ফেলিলেন। রাজেন্দ্র! অন্য বহু সংখ্যক অশ্ব ও হস্তী বন্ধন ছিন্ন করত এক সঙ্গেই সর্ব্বদিকে দৌড়াইতে এবং সকল লোককে অতিশয় ব্যাকুল করিতে লাগিল ॥ ৯১২

বহু মানুষ ভীত হইয়া ভূতলে লুকাইয়া পড়িলেন। ইঁহাদিগকে এই অবস্থায় পলায়মান অশ্ব এবং হস্তীরা নিজেদের পায়ের চাপে পেষণ করিয়া দিল ॥ ৯২২

পুরুষপ্রবর! ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ যখন এই হানাহানি চলিতেছিল, সেই সময় রাক্ষসগণ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তীব্রস্বরে গর্জন করিতে লাগিল ॥ ৯৩২

রাজন্! আনন্দমগ্ন ভূতসঙ্ঘ দ্বারা কৃত সেই প্রচণ্ড কোলাহলে সমস্ত দিক্‌মণ্ডল এবং আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৯৪২

রাজন্! ম্রিয়মাণ যোদ্ধাগণের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত হস্তী ও অশ্বগণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহারা বন্ধন-মুক্ত হইয়া শিবিরে অবস্থিত মনুষ্যদিগকে পেষণ করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল ॥ ৯৫২

এই সব ধাবমান অশ্ব ও হস্তিগণ নিজেদের পায়ের চাপে যে ধূলিজাল উড়াইতে থাকিল, উহা পাণ্ডবদের শিবিরে রাত্রির অন্ধকারকে দ্বিগুণ করিয়া দিল ॥ ৯৬২

এই ঘোর অন্ধকার বিস্তৃত হইলে পর সেখানে স্থিত সমস্ত মানুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সেই সময় পিতারা পুত্রদিগকে এবং ভ্রাতারা ভ্রাতৃবৃন্দকে চিনিতে পারিতেছিলেন না ॥ ৯৭২

ভারত! হাতীরা হাতীদের উপর এবং আরোহি-হীন অশ্বসকল অশ্বদের উপর আক্রমণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পরের অঙ্গ ভাজিয়া দিয়া পরস্পরকে মৃত্তিকায় পোথিত করিয়া দিল ॥৯৮২

অতাড়য়ংস্তথা ভঞ্জংস্তথামৃদ্‌নংশ্চ ভারত
তে ভগ্নাঃ প্রপতন্তি স্ম নিঘ্নন্তশ্চ পরস্পরম্ ॥ ৯৯
ন্যপাতয়ংস্তথা চান্যান্ পাতয়িত্বা তদাপিষন্ ।
বিচেতসঃ সনিদ্রাশ্চ তমসা চাবৃতা নরাঃ ॥ ১০০
জঘ্নুঃ স্বানেব তত্রাথ কালেনৈব প্রচোদিতাঃ ।
ত্যক্ত্বা দ্বারাণি চ দ্বাঃস্থাস্তথা গুল্মানি গৌল্মিকাঃ ॥ ১০১
প্রাদ্রবন্ত যথাশক্তি কান্দিশীকা বিচেতসঃ ।
বিপ্রণষ্টাশ্চ তেঽন্যোন্যং নাজানন্ত তথা বিভো ॥ ১০২
ক্রোশন্তস্তাত পুত্রেতি দৈবোপহতচেতসঃ ।
পলায়তাং দিশস্তেষাং স্বানপ্যুৎসৃজ্য বান্ধবান্ ॥ ১০৩
গোত্রনামভিরন্যোন্যমাক্রন্দন্ত ততো জনাঃ ।
হাহাকারঞ্চ কুর্বাণাঃ পৃথিব্যাং শেরতে পরে ॥ ১০৪
তান্ বুদ্‌ধ্বা রণমত্তোঽসৌ দ্রোণপুত্রো ব্যপোথয়ৎ ।
তত্রাপরে বধ্যমানা মুহুর্মুহুরচেতসঃ ॥ ১০৫
শিবিরান্ নিষ্পতন্তি স্ম ক্ষত্রিয়া ভয়পীড়িতাঃ ।
তাংস্তু নিষ্পতিতাংস্ত্রস্তান্ শিবিরাজ্জীবিতৈষিণঃ ॥ ১০৬
কৃতবর্মা কৃপশ্চৈব দ্বারদেশে নিজঘ্নতুঃ ।
বিস্রস্তযন্ত্রকবচান্ মুক্তকেশান্ কৃতাঞ্জলীন্ ॥ ১০৭
বেপমানান্ ক্ষিতৌ ভীতান্ নৈব কাংশ্চিদমুঞ্চতাম্ ।
নামুচ্যত তয়োঃ কশ্চিন্নিষ্ক্রান্তঃ শিবিরাদ্ বহিঃ ॥ ১০৮
কৃপশ্চৈব মহারাজ হার্দিক্যশ্চৈব দুর্মতিঃ ।
ভূয়শ্চৈব চিকীর্ষন্তৌ দ্রোণপুত্রস্য তৌ প্রিয়ম্ ॥ ১০৯
ত্রিষু দেশেষু দদতুঃ শিবিরস্য হুতাশনম্ ।
ততঃ প্রকাশে শিবিরে খড়্গেন পিতৃনন্দনঃ ॥ ১১০
অশ্বত্থামা মহারাজ ব্যচরৎ কৃতহস্তবৎ ।
কাংশ্চিদাপততো বীরানপরাংশ্চৈব ধাবতঃ ॥ ১১১
ব্যযোজয়ত খড়্গেন প্রাণৈর্দ্বিজবরোত্তমঃ ।
কাংশ্চিদ্ যোধান্ স খড়্গেন মধ্যে সংছিদ্য বীর্য্যবান্ ॥ ১১২

পরস্পর আঘাত করিতে করিতে হস্তী ও অশ্বগণ নিজেরাও অত্যন্ত আহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং অন্য সকলকেও পতিত করিয়া তাহাদের পেষণ করিয়া ফেলিল ॥ ৯৯॥

বহু মানুষ নিদ্রায় অচেতন হইয়াছিলেন এবং ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহারা সহসা উথিত হইয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আত্মীয়স্বজনদিগকেই বধ করিতে লাগিলেন ॥ ১০০॥

দ্বারপালগণ দ্বারসমূহ এবং শিবির রক্ষাকারী সৈন্যরা শিবির-সকল পরিত্যাগ করত যথাশক্তি পলায়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা সকলেই তখন চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং নিজেরাও তখন বুঝিতে পারিতেছিলেন না যে, তাঁহাদের কোন্ দিকে পলায়ন করিতে হইবে ॥ ১০১॥

প্রভো! এই সব পলায়মান সৈন্যরা পরস্পরকে তখন চিনিতে পারিতেছিলেন না। দৈববশতঃ ইঁহাদের বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা 'হে তাত! হা পুত্র!' এই কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্বজনগণকে আহ্বান করিতেছিলেন ॥ ১০২॥

নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণকেও পরিত্যাগ করত নানাদিকে পলায়নরত যোদ্ধাগণের নাম ও গোত্র চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বহু মানুষ এই সময় হাহাকার করিতে করিতে ধরাশায়ী হইলেন ॥ ১০৩-১০৪

যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ইঁহাদের সকলকে জানিয়া শুনিয়াই বিনাশ করত পোথিত করিয়া দিলেন। বারংবার তাঁহার প্রহার প্রাপ্ত হইয়া অপর বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় ভয়পীড়িত অবস্থায় শিবির হইতে বাহিরে নির্গত হইতে লাগিলেন ॥ ১০৫॥

প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীত হইয়া শিবির হইতে নিষ্ক্রমণকারী এই সব ক্ষত্রিয়দিগকে কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বার-মধ্যেই বিনাশ করিয়া দিলেন ॥ ১০৬॥

ইঁহাদের যন্ত্র ও কবচ মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহাদের কেশ উন্মুক্ত ছিল। ইঁহারা কৃতাঞ্জলি ও ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়ে ইঁহাদের কাহাকেও জীবিত পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ১০৭-১০৮

মহারাজ! কৃপাচার্য্য ও দুর্মতি কৃতবর্ম্মা—এই উভয়েই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার অধিক প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, অতএব ইঁহারা সেই সব শিবিরের তিন দিকে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিলেন ॥ ১০৯॥

মহারাজ! ইহাতে সমস্ত শিবির আলোকিত হইয়া উঠিল এবং এই অবস্থায় পিতার আনন্দবর্দ্ধনকারী অশ্বত্থামা হস্তে খড়্গ ধারণ করত একজন সিদ্ধহস্ত যোদ্ধার ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১০॥

এই সময় কিছু ক্ষত্রিয় বীর তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে-ছিলেন এবং অপর ক্ষত্রিয়গণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা এই দ্বিবিধ যোদ্ধাগণকেই তরবারির আঘাতে প্রাণহীন করিয়া দিলেন ॥ ১১১॥

অতিশয় ক্রুদ্ধ শক্তিশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কিছু যোদ্ধাকে

অপাতয়দ্ দ্রোণপুত্রঃ সংরব্ধস্তিলকাণ্ডবৎ।
নিনদদ্ভির্ভৃশায়স্তৈর্নরাশ্বদ্বিরদোত্তমৈঃ ॥ ১১৩
পতিতৈরভবৎ কীর্ণা মেদিনী ভরতর্ষভ।
মানুষাণাং সহস্রেষু হতেষু পতিতেষু চ ॥ ১১৪
উদতিষ্ঠন্ কবন্ধানি বহূন্যুত্থায় চাপতন্।
সায়ুধান্ সাঙ্গদান্ বাহূন্ বিচকর্ত শিরাংসি চ ॥ ১১৫
হস্তিহস্তোপমানূরূন্ হস্তান্ পাদাংশ্চ ভারত।
পৃষ্ঠচ্ছিন্নান্ পার্শ্বচ্ছিন্নান্ শিরশ্ছিন্নাংস্তথা পরান্ ॥১১৬
স মহাত্মাকরোদ্ দ্রৌণিঃ কাংশ্চিচ্চাপি পরাঙ্‌মুখান্।
মধ্যদেশে নরানন্যাংশ্চিচ্ছেদান্যাংশ্চ কর্ণতঃ ॥ ১১৭
অংসদেশে নিহত্যান্যান্ কায়ে প্রাবেশয়চ্ছিরঃ।
এবং বিচরতস্তস্য নিঘ্নতঃ সুবহূন্ নরান্ ॥ ১১৮
তমসা রজনী ঘোরা বভৌ দারুণদর্শনা।
কিঞ্চিৎপ্রাণৈশ্চ পুরুষৈর্হতৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ ॥ ১১৯
বহুনা চ গজাশ্বেন ভূরভূদ্ ভীমদর্শনা
যক্ষরক্ষঃসমাকীর্ণে রথাশ্বদ্বিপদারুণে ॥ ১২০
ক্রুদ্ধেন দ্রোণপুত্রেণ সংছিন্নাঃ প্রাপতন্ ভুবি।
ভ্রাতৄনন্যে পিতৄনন্যে পুত্রানন্যে বিচুক্রুশুঃ ॥ ১২১
কেচিদূচুর্ন তৎ ক্রুদ্ধৈর্ধার্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতং রণে।
যৎ কৃতং নঃ প্রসুপ্তানাং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্মভিঃ ॥ ১২২
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানামিদং নঃ কদনং কৃতম্।
ন চাসুরৈর্ন গন্ধর্বৈর্ন চ যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥ ১২৩
শক্যো বিজেতুং কৌন্তেয়ো গোপ্তা যস্য জনার্দনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাগ্ দান্তঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ১২৪
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ন্যস্তশস্ত্রং কৃতাঞ্জলিম্।
ধাবন্তং মুক্তকেশং বা হন্তি পার্থো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৫

তিলকাণ্ডের ন্যায় মধ্যভাগেই তরবারির দ্বারা ছেদন করিলেন ॥ ১১২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত আহত অবস্থায় ভূতলে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদকারী মনুষ্য, অশ্ব ও বিশালদেহ হস্তিগণের দ্বারা সেখানকার ভূমি আবৃত হইয়া যাইল ॥ ১১৩½

সহস্র সহস্র মানুষ নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ইহাদের মধ্যে বহু কবন্ধ (মুণ্ডহীন শবদেহ) উত্থিত হইতেছিল এবং পুনরায় পতিত হইতে লাগিল ॥ ১১৪½

ভারত! অশ্বত্থামা অস্ত্র ও অঙ্গদসহ বহু মানুষের হস্ত এবং মস্তক ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। হস্তি শুণ্ডসদৃশ দৃশ্যমান জঙ্ঘা, হস্ত ও পদসমূহও তিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ১১৫½

মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কাহাদের পৃষ্ঠভাগ ছেদন করিলেন, কাহাদের পার্শ্বভাগ উড়াইয়া দিলেন, কাহাদের শিরশ্ছেদ করিলেন এবং কাহাদিগকে তিনি বিতাড়িত করিলেন ॥ ১১৬½

অশ্বত্থামা এই সময় বহুসংখ্যক মানুষের কটিভাগই ছেদন করিয়া দিলেন এবং বহু মানুষকে কর্ণহীন করিয়া দিলেন। অন্যান্য যোদ্ধাদের স্কন্ধদেশে আঘাত করত তাঁহাদের মস্তককে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১৭½

এইভাবে বহু মানুষকে সংহার করিতে করিতে তিনি শিবিরের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রাত্রি অন্ধকারবশতঃ আরও ঘোরতর এবং ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১১৮½

মৃত ও অর্দ্ধমৃত সহস্র সহস্র মানুষ এবং বহুসংখ্যক হস্তী ও অশ্বে আচ্ছাদিত সেই ভূমি দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১১৯½

যক্ষ ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং রথ, অশ্ব ও হস্তীতে দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই রণক্ষেত্রে কুপিত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক বহু ক্ষত্রিয় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিলেন ॥ ১২০½

কিছু মানুষ ভ্রাতৃগণকে, কিছু পিতৃদিগকে এবং অপর কিছু মানুষ পুত্রসকলকে আহ্বান করিতেছিলেন। কিছু মানুষ বলিতে লাগিলেন—ভ্রাতৃগণ রোষাবিষ্ট ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও আমাদের রণাঙ্গনে সেরূপ দুর্গতি করেন নাই, যেরূপ আজ এই ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় দুর্গতি করিল ॥ ১২১-১২২

আজ কুন্তীদেবীর পুত্রগণ আমাদের নিকট নাই, সেইজন্য আমাদের এই সংহার হইতেছে। কুন্তীনন্দন অর্জুনকে ত' অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসগণ কেহই জয় করিতে সমর্থ হন্ না; কারণ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার রক্ষক। ইনি ব্রাহ্মণ-ভক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সমস্ত ভূতগণের প্রতি দয়াবান্ ॥ ১২৩-১২৪

কুন্তীনন্দন অর্জুন নিদ্রিত, অসাবধান, অস্ত্রহীন, কৃতাঞ্জলি, পলায়নপর অথবা মুক্তকেশে দীনতা প্রকাশকারী মনুষ্যকে কখনও বধ করেন না ॥ ১২৫

তদিদং নঃ কৃতং ঘোরং রক্ষোভিঃ ক্রূরকর্মভিঃ।
ইতি লালপ্যমানাঃ স্ম শেরতে বহবো জনাঃ ॥ ১২৬
স্তনতাঞ্চ মনুষ্যাণামপরেষাঞ্চ চ কূজতাম্।
ততো মুহূর্তাৎ প্রাশাম্যৎ স শব্দস্তুমুলো মহান্ ॥ ১২৭
শোণিতব্যতিষিক্তায়াং বসুধায়াঞ্চ ভূমিপ।
তদ্রজস্তুমুলং ঘোরং ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥ ১২৮
স চেষ্টমানানুদ্বিগ্নান্ নিরুৎসাহান্ সহস্রশঃ।
ন্যপাতয়ন্নরান্ ক্রুদ্ধঃ পশূন্ পশুপতির্যথা ॥ ১২৯
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য শয়ানান্ দ্রবতোঽপরান্।
সংলীনান্ যুধ্যমানাংশ্চ সর্বান্ দ্রৌণিরপোথয়ৎ ॥১৩০
দহ্যমানা হুতাশেন বধ্যমানাশ্চ তেন তে।
পরস্পরং তদা যোধা অনয়ন্ যমসাদনম্ ॥ ১৩১
তস্যা রজন্যাস্ত্বর্ধেন পাণ্ডবানাং মহদ্ বলম্।

আজ ক্রূরকর্মা রাক্ষসগণের দ্বারা আমাদের এই ভয়ঙ্কর দুর্দশা হইয়াছে। এইভাবে বিলাপ করিতে করিতে বহু মানুষ রণাঙ্গনে শয়ন করিল ॥ ১২৬

তদনন্তর মুহূর্ত্তকাল ধরিয়া আর্ত্তনাদ ও বিলাপকারী মনুষ্যগণের সেই ভয়ঙ্কর কোলাহল শান্ত হইয়া যাইল ॥ ১২৭

রাজন্! রক্তে অভিষিক্ত ধরাতলে পতিত সেই ভয়ানক ধূলি ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া যাইল ॥ ১২৮

যেরূপ প্রলয়কালের সময় ক্রুদ্ধ পশুপতি রুদ্র সমস্ত পশুদিগকে (প্রাণিগণকে) সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুপিত অশ্বত্থামা এইরূপ সহস্র সহস্র মানুষকে বিনাশ করিলেন, যাঁহারা কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতে তৎপর ছিলেন এবং যাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ায় উৎসাহহীন হইয়াছিলেন ॥ ১২৯

কিছু মানুষ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিল, অপর কিছু মানুষ পলায়ন করিতেছিল, অন্য কিছু যোদ্ধা আত্মগোপন করিয়া রহিলেন এবং অপর শ্রেণীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, এই সকল যোদ্ধাকেই দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেস্থলে বিনাশ করিলেন ॥ ১৩০

একদিকে লোকসকল অগ্নিতে প্রজ্জলিত হইতেছিল এবং অপর দিকে অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হইতেছিল; এরূপ অবস্থায় এই সব যোদ্ধারা স্বয়ংই পরস্পরকে যমলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩১

রাজেন্দ্র সেই রাত্রির অর্দ্ধভাগ সময়ের মধ্যে দ্রোণপুত্র

গময়ামাস রাজেন্দ্র দ্রৌণির্যমনিবেশনম্ ॥ ১৩২
নিশাচরাণাং সত্ত্বানাং রাত্রিঃ সা হর্ষবর্ধিনী।
আসীন্নরগজাশ্বানাং রৌদ্রী ক্ষয়করী ভৃশম্ ॥ ১৩৩
তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোণিতানি চ ॥ ১৩৪
করালাঃ পিঙ্গলাশ্চৈব শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘশঙ্খাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ ॥ ১৩৫
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রূক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাবসক্তাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ ॥ ১৩৬
সপুত্রদারাঃ সক্রূরাঃ সুদুর্দর্শাঃ সুনির্ঘৃণাঃ।
বিবিধানি চ রূপাণি তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষসাম্ ॥ ১৩৭
পীত্বা চ শোণিতং হৃষ্টাঃ প্রানৃত্যন্ গণশোঽপরে।
ইদং পরমিদং মেধ্যমিদং স্বাদিতি চাব্রুবন্ ॥ ১৩৮

অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের সেই বিশাল সৈন্যকে যমভবনে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩২

এই ভয়ানক রাত্রি নিশাচর প্রাণীদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছিল এবং মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিগণের পক্ষে অত্যন্ত বিনাশকারী হইয়াছিল ॥ ১৩৩

সেখানে নানাপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট বহুসংখ্যক রাক্ষস এবং পিশাচ মনুষ্যগণের মাংস ও রক্ত পান করিতেছিল ॥ ১৩৪

ইহারা অতিশয় করাল এবং পিঙ্গল বর্ণের ছিল। ইহাদের দন্তসকল পর্ব্বততুল্য ছিল। ইহারা সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লেপন করিয়াছিল এবং মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছিল। ইহাদের মস্তকের অস্থি বৃহৎ ছিল। ইহাদের পাঁচটি করিয়া পদ এবং উদর অত্যন্ত বৃহৎ ছিল ॥ ১৩৫

ইহাদের অঙ্গুলিসকল পশ্চাদ্‌ভাগে ছিল। ইহারা কর্কশ, কুরূপ ও ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছিল। ইহারা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টিকার মাল্য পরিধান করিয়াছিল। ইহাদের কণ্ঠ নীল ছিল। ইহারা অতিশয় ভয়ানক দেখাইতে ছিল। ইহাদের স্ত্রী ও পুত্রগণও সঙ্গে ছিল। ইহারা অত্যন্ত ক্রূর ও নির্দ্দয় ছিল। ইহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা কঠিন ছিল। এইভাবে সেখানে রাক্ষসগণের নানাপ্রকার রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ॥ ১৩৬-১৩৭।

কাহারা রক্ত পান করত হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিল। অপরে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ইহারা পরস্পর আলাপ করিতেছিল—ইহা উত্তম, ইহা পবিত্র এবং ইহা বহু স্বাদিষ্ট ॥ ১৩৮

মেদোমজ্জাস্থিরক্তানাং বসানাঞ্চ ভৃশাশিতাঃ।
পরমাংসানি খাদন্তঃ ক্রব্যাদা মাংসজীবিনঃ॥ ১৩৯
বসাশ্চৈবাপরে পীত্বা পর্য্যধাবন্ বিকুক্ষিকাঃ।
নানাবক্ত্রাস্তথা রৌদ্রাঃ ক্রব্যাদাঃ পিশিতাশনাঃ॥ ১৪০
অযুতানি চ তত্রাসন্ প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
রক্ষসাং ঘোররূপাণাং মহতাং ক্রূরকর্ম্মণাম্॥ ১৪১
মুদিতানাং বিতৃপ্তানাং তস্মিন্ মহতি বৈশসে।
সমেতানি বহূন্যাসন্ ভূতানি চ জনাধিপ॥ ১৪২
প্রত্যূষকালে শিবিরাৎ প্রতিগন্তুমিয়েষ সঃ।
নৃশোণিতাবসিক্তস্য দ্রৌণেরাসীদসিৎসরুঃ॥ ১৪৩
পাণিনা সহ সংশ্লিষ্ট একীভূত ইব প্রভো।
দুর্গমাং পদবীং গত্বা বিররাজ জনক্ষয়ে। ১৪৪
যুগান্তে সর্ব্বভূতানি ভস্ম কৃত্বেব পাবকঃ

মেদ, মজ্জা, অস্থি, রক্ত ও চর্বীসকলের বিশেষ আহারকারী মাংসজীবী রাক্ষস এবং হিংস্র জন্তুগণ অপরের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল॥ ১৩৯

অন্য কুক্ষিহীন রাক্ষসগণ চর্বীসকল পান করত চারিদিকে ধাবিত হইতেছিল। অপক্ব (কাঁচা) মাংসভোজী সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণের অনেক মুখ ছিল॥ ১৪০

এ স্থানে এতাদৃশ প্রভৃত জনসংহারে তৃপ্ত ও আনন্দিত ক্রূরকর্ম্মা ঘোররূপধারী বিশালদেহ রাক্ষসগণের কয়েকটি দল ছিল। এই দলের মধ্যে কোন কোন দলে দশ হাজার, কোন দলে এক লক্ষ এবং কোন দলে এক অর্বুদ (দশ লক্ষ) রাক্ষস ছিল। হে রাজন্! এখানে আরও বহুসংখ্যক মাংসভক্ষী প্রাণী একত্রে সমবেত হইয়াছিল॥ ১৪১-১৪২

প্রাতঃকালের সূচনা পাইয়াই অশ্বত্থামা শিবির হইতে বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভো! সেই সময় নররক্তে সিক্ত অশ্বত্থামার হস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহার মুষ্টি তরবারির মধ্যে যেন একীভূত হইয়া গিয়াছিল॥ ১৪৩;

যেরূপ প্রলয়কালে অগ্নি সমস্ত প্রাণিগণকে ভস্ম করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই নরসংহার হইয়া যাইলে পর নিজের দুর্গম লক্ষ্য পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া অশ্বত্থামা অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৪৪½

হে প্রভো! নিজ পিতার দুর্গম পথে গমন করিতে করিতে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা স্বীয় প্রতিজ্ঞা অনুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শোক ও চিন্তাশূন্য হইয়া যাইলেন॥ ১৪৫½

যথাপ্রতিজ্ঞং তৎ কর্ম্ম কৃত্বা দ্রৌণায়নিঃ প্রভো॥১৪৫
দুর্গমাং পদবীং গচ্ছন্ পিতুরাসীদ্ গতজ্বরঃ।
যথৈব সংসুপ্তজনে শিবিরে প্রাবিশন্নিশি॥ ১৪৬
তথৈব হত্বা নিঃশব্দে নিশ্চক্রাম নরর্ষভঃ।
নিষ্ক্রম্য শিবিরাৎ তস্মাৎ তাভ্যাং সংগম্য বীর্য্যবান্ ১৪৭
আচখ্যৌ কর্ম্ম তৎ সর্ব্বং হৃষ্টঃ সংহর্ষয়ন্ বিভো।
তাবথাচখ্যতুস্তস্মৈ প্রিয়ং প্রিয়করৌ তদা॥ ১৪৮
পাঞ্চালান্ সৃঞ্জয়াংশ্চৈব বিনিকৃত্তান্ সহস্রশঃ।
প্রীত্যা চোচ্চৈরুদক্রোশংস্তথৈবাস্ফোটয়ংস্তলান্॥১৪৯
এবংবিধা হি সা রাত্রিঃ সোমকানাং জনক্ষয়ে।
প্রসুপ্তানাং প্রমত্তানামাসীৎ সুভৃশদারুণা॥ ৫০
অসংশয়ং হি কালস্য পর্য্যায়ো দুরতিক্রমঃ।
তাদৃশা নিহতা যত্র কৃত্বাস্মাকং জনক্ষয়ম্॥ ১৫১

যেরূপ রাত্রিকালে সকলে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলে শান্ত শিবিরমধ্যে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই নরশ্রেষ্ঠ বীর অশ্বত্থামা সকলকে বিনাশ করিয়া কোলাহলশূন্য শিবির হইতে নির্গত হইলেন॥ ১৪৬½

প্রভো! সেই শিবির হইতে নির্গমন করত শক্তিশালী অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজে হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে সমস্ত স্বীয় কর্ম্ম বর্ণনা করিলেন॥ ১৪৭½

অশ্বত্থামার প্রিয়কারী এই দুই বীর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাও সেই সময় তাঁহাকে প্রিয় সংবাদ জানাইতে জানাইতে বলিলেন যে, আমরাও উভয়ে সহস্র সহস্র পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছি॥ ১৪৮½

তাহার পর ইঁহারা তিনজনে প্রীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জন ও তালদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ সেই রাত্রি এই জনসংহার সময়ে অসাবধান হইয়া নিদ্রিত সোমকগণের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল॥ ১৪৯ ১৫০

রাজন্! ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, কালের গতি উল্লঙ্ঘন করা অত্যন্ত কঠিন। যেখানে আমাদের পক্ষের যোদ্ধাদিগকে সংহার করা হইয়াছিল, সেই স্থানেই এই সব বীরগণেকও বিনাশ করা হইল॥ ১৫১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
প্রাগেব সুমহৎ কর্ম দ্রৌণিরেতন্মহারথঃ ।
নাকরোদীদৃশং কস্মান্মৎপুত্রবিজয়ে ধৃতঃ ॥ ১৫২
অথ কস্মাদ্ধতে ক্ষুদ্রং কর্মেদং কৃতবানসৌ ।
দ্রোণপুত্রো মহাত্মা স তন্মে শংসিতুমর্হসি ॥১৫৩
সঞ্জয় উবাচ ।
তেষাং নূনং ভয়ান্নাসৌ কৃতবান্ কুরুনন্দন ।
অসান্নিধ্যাদ্ধি পার্থানাং কেশবস্য চ ধীমতঃ ॥ ১৫৪
সাত্যকেশ্চাপি কর্মেদং দ্রোণপুত্রেণ সাধিতম্ ।
কো হি তেষাং সমক্ষং তান্ হন্যাদপি মরুৎপতিঃ ॥১৫৫
এতদীদৃশকং বৃত্তং রাজন্ সুপ্তজনে বিভো ।
ততো জনক্ষয়ং কৃত্বা পাণ্ডবানাং মহাত্যয়ম্ ॥ ১৫৬
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যৈব চান্যোন্যং সমেত্যোচুর্মহারথাঃ ।
পর্য্যষ্বজৎ ততো দ্রৌণিস্তাভ্যাং সম্প্রতিনন্দিতঃ ॥১৫৭
ইদং হর্ষাৎ তু সুমহদাদদে বাক্যমুত্তমম্ ।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৫৮
সোমকা মৎস্যশেষাশ্চ সর্বে বিনিহতা ময়া ।
ইদানীং কৃতকৃত্যাঃ স্ম যাম তত্রৈব মা চিরম্ ।
যদি জীবতি নো রাজা তস্মৈ শংসমহে বয়ম্ ॥ ১৫৯
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি রাত্রিযুদ্ধে পাঞ্চালাদিবধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! অশ্বত্থামা ত' আমার পুত্রের জয়লাভের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এই মহারথী বীর প্রথমেই কেন এরূপ পরাক্রম করেন নাই ? ১৫২

যখন দুর্য্যোধন নিহত হইল, তখন সেই মহাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা এরূপ নীচ কর্ম্ম কেন করিলেন ? এ সমস্তই তুমি আমাকে বল ॥ ১৫৩

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুনন্দন ! অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি হইতে সর্ব্বদা ভীত হইতেন ; সেই কারণে তিনি প্রথমে এই কার্য্য করেন নাই। এই সময় কুন্তীদেবীর পুত্রগণ, বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি দূরে সরিয়া যাইলে অশ্বত্থামা নিজের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন ॥ ১৫৪।

সেই পাণ্ডবাদির সম্মুখে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতেন ? সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও এই অবস্থায় কিছুই করিতে পারিতেন না। প্রভো ! রাজন্ ! সেই রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে পর এরূপ এক ঘটনা ঘটিয়া যাইল ॥ ১৫৫½

সেই সময় পাণ্ডবগণের পক্ষে প্রভূত বিধ্বংসিকর জনসংহার করত সেই তিন মহারথী যখন পরস্পর মিলিত হইলেন, তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—অতিশয় সৌভাগ্যবশতই এই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১৫৬½

তদনন্তর কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা এই দুইজনের অভিনন্দন গ্রহণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অতিশয় হর্ষের সহিত এই মহত্ত্বপূর্ণ উত্তম বাক্য বলিলেন ॥ ১৫৭½

সমস্ত পাঞ্চাল, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, সোমকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং মৎস্যদেশের অবশিষ্ট সৈন্যরা—এ সমস্তই আমার দ্বারা নিহত হইয়াছে ॥ ১৫৮½

এই সময় আমরা কৃতকৃত্য হইয়া যাইলাম। এখন আমাদের শীঘ্র সে স্থানে যাইতে হইবে, যদি আমাদের রাজা দুর্য্যোধন জীবিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আমাদের এই সংবাদ শুনাইতে হইবে ॥ ১৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে রাত্রিযুদ্ধপ্রসঙ্গে পাঞ্চালাদির বধবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[দুর্য্যোধনস্যাবস্থাং দৃষ্ট্বা কৃপাচার্য্যাশ্বত্থাম্নোর্বিলাপঃ, তেষাং সমীপতঃ পাঞ্চালানাং বধবৃত্তান্তং শ্রুত্বা প্রীতস্য দুর্য্যোধনস্য প্রাণত্যাগশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

তে হত্বা সর্বপাঞ্চালান্ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ ।
আগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র যত্র দুর্য্যোধনো হতঃ ॥১
গত্বা চৈনমপশ্যন্ত কিঞ্চিৎপ্রাণং জনাধিপম্ ।
ততো রথেভ্যঃ প্রস্কন্দ্য পরিবব্রুস্তবাত্মজম্ ॥ ২
তং ভগ্নসক্থং রাজেন্দ্র কৃচ্ছ্রপ্রাণমচেতসম্ ।
বমন্তং রুধিরং বক্ত্রাদপশ্যন্ বসুধাতলে ॥ ৩
বৃতং সমন্তাদ্ বহুভিঃ শ্বাপদৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ।
শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যদ্ভিরন্তিকাৎ ॥ ৪
নিবারয়ন্তং কৃচ্ছ্রাত্তান্ শ্বাপদাংশ্চ চিখাদিষূন
বিচেষ্টমানং মহ্যাঞ্চ সুভৃশং গাঢ়বেদনম্ ॥ ৫
তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ সুরুধিরোক্ষিতম্ ।
হতশিষ্টাস্ত্রয়ো বীরাঃ শোকার্ত্তাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৬
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ।
তৈস্ত্রিভিঃ শোণিতাদিগ্ধৈর্নিঃশ্বসদ্ভির্মহারথৈঃ ॥ ৭
শুশুভে স বৃতো রাজা বেদী ত্রিভিরিবাগ্নিভিঃ ।
তে তং শয়ানং সম্প্রেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্ ॥ ৮
অবিষহ্যেন দুঃখেন ততস্তে রুরুদুস্ত্রয়ঃ ।
ততস্তু রুধিরং হস্তৈর্মুখান্নির্মৃজ্য তস্য হি ।
রণে রাজ্ঞঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্য্যদেবয়ন্ ॥৯

কৃপ উবাচ ।

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি যদয়ং রুধিরোক্ষিতঃ ।
একাদশচমূভর্ত্তা শেতে দুর্য্যোধনো হতঃ ॥ ১০

নবম অধ্যায় ।

[দুর্য্যোধনের দশা দেখিয়া কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামার বিলাপ এবং তাঁহাদের নিকট হইতে পাঞ্চালগণের বধবৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীত দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ ।]

সঞ্জয় বলিলেন,- রাজন্ ! সেই তিন মহারথী সমস্ত পাঞ্চাল এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রকে বধ করত একসঙ্গে সে স্থানে আসিলেন, যে স্থানে রাজা নিহতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত আছেন ॥ ১

সে স্থানে যাইয়া তাঁহারা রাজা দুর্য্যোধনকে দর্শন করিলেন, তখনও তাঁহার কিছু কিছু শ্বাস চলিতেছিল। তারপর তাঁহারা রথ হইতে লম্ফপ্রদান করত ভূতলে নামিয়া আসিলেন এবং আপনার পুত্রের নিকট গমন করত তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র ! তাঁহারা দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধনের জঙ্ঘা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চেতনা প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং নিজ মুখ দিয়া তিনি ভূতলে রক্তবমন করিতেছেন। ইঁহার নিকট গমন করিবার জন্য দেখিতে ভয়ঙ্কর বহুসংখ্যক হিংস্র প্রাণী ও কুকুর চারিদিকে পরিবেষ্টিত করত কিছু দূরে অবস্থান করিতেছে। দুর্য্যোধন তখন নিজেকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক সেই সব হিংস্র প্রাণী হইতে কোনরূপ অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এই সময় তাঁহার অতিশয় পীড়া হইতেছিল, যাহার জন্য তিনি ভূতলে পতিত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন ॥৩-৫

দুর্য্যোধনকে এইভাবে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া হতাবশিষ্ট সেই তিন বীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা শোকে ব্যাকুল হইয়া তিনদিকে ঘিরিয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৬৷৷

এই তিন মহারথী বীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। ইঁহাদের দ্বারা পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ এই তিন অগ্নিতে পরিবেষ্টিত বেদীর ন্যায় সুশোভিত হইতেছিলেন ॥ ৭৷৷

রাজা দুর্য্যোধনকে সেইভাবে অযোগ্য অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া এই তিন মহারথী বীর অসহ্য দুঃখে পীড়িত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৷৷

তাহার পর রণাঙ্গনে শয়ান রাজা দুর্য্যোধনের মুখ হইতে নিঃসৃত রক্তকে হস্তের দ্বারা মার্জনপূর্ব্বক এই তিন বীর দীন বাক্যে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯

কৃপাচার্য্য বলিলেন,—হায় ! বিধাতার পক্ষে কোন কিছুই করা কঠিন নয়। যিনি একদিন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন, এই সেই রাজা দুর্য্যোধন এস্থানে নিহতপ্রায় হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পতিত আছেন ॥ ১০

পশ্য চামীকরাভস্য চামীকরবিভূষিতাম্ ।
গদাং গদাপ্রিয়স্যেমাং সমীপে পতিতাং ভুবি ॥ ১১
ইয়মেনং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে ।
স্বর্গায়াপি ব্রজন্তং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥ ১২
পশ্যেমাং সহ বীরেণ জাম্বূনদবিভূষিতাম্ ।
শয়ানাং শয়নে হর্ম্যে ভার্য্যাং প্রীতিমতীমিব ॥ ১৩
যোঽয়ং মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতঃ পরন্তপঃ ।
স হতো গ্রসতে পাংশূন্ পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ১৪
যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেরত পুরা দ্বিষঃ ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পরৈরয়ম্ ॥ ১৫
ভয়ান্নমন্তি রাজানো যস্য স্ম শতসঙ্ঘশঃ ।
স বীরশয়নে শেতে ক্রব্যাদ্ভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬
উপাসত দ্বিজাঃ পূর্বমর্থহেতোর্যমীশ্বরম্ ।
উপাসতে চ তং হ্যদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥ ১৭

দেখ, স্বর্ণতুল্য কান্তিমান্ গদাপ্রেমী এই রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে স্বর্ণভূষিত সেই গদাও ভূতলে পতিত রহিয়াছে ॥ ১১

এই গদা বারবার ভূপালকে কখনও ত্যাগ করে নাই এবং আজ স্বর্গলোক গমন করিবার সময়েও এই গদা যশস্বী নরপতিকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ১২

দেখ, এই স্বর্ণভূষিত গদা এই বীর ভূপালের সহিত রণশয্যায় শয়ন করিয়া আছে, যেরূপ অন্তঃপুরে প্রীতিমতী পত্নী ইঁহার সহিত শয়ন করিয়া থাকিতেন ॥ ১৩

এই যে শত্রুসন্তাপী নরেশ সমস্ত মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, তিনিই আজ নিহত ও ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলি গ্রাস করিতেছেন। অহো! কালের বিপরীত পরিবর্ত্তন দেখ ॥ ১৪

পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা নিহত শত্রুগণ যুদ্ধে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকে, সেই এই কুরুরাজ আজ শত্রুদের দ্বারা স্বয়ংই নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৫

যাঁহার অগ্রে অগ্রে শত শত রাজা ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতেন, তিনিই আজ হিংস্র জন্তুগণে পরিবৃত হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৬

পূর্ব্বে বহু ব্রাহ্মণ ধনের প্রাপ্তির জন্য যে নরপতির নিকট বসিয়া থাকিতেন, তাঁহার নিকটে আজ মাংসের জন্য মাংসাহারী জন্তুরা বসিয়া আছে ॥ ১৭

সঞ্জয় উবাচ ।
তং শয়ানং কুরুশ্রেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম ।
অশ্বত্থামা সমালোক্য করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ১৮
আহুস্ত্বাং রাজশার্দূল মুখ্যং সর্বধনুষ্মতাম্ ।
ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধে শিষ্যং সঙ্কর্ষণস্য চ ॥ ১৯
কথং বিবরমদ্রাক্ষীদ্ ভীমসেনস্তবানঘ ।
বলিনঃ কৃতিনং নিত্যং স চ পাপাত্মবান্ নৃপ ॥ ২০
কালো নূনং মহারাজ লোকেঽস্মিন্ বলবত্তরঃ ।
পশ্যামো নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ২১
কথং ত্বাং সর্বধর্মজ্ঞং ক্ষুদ্রঃ পাপো বৃকোদরঃ ।
নিকৃত্যা হতবান্ মন্দো নূনং কালো দুরত্যয়ঃ ॥ ২২
ধর্মযুদ্ধে হ্যধর্মেণ সমাহূয়ৌজসা মৃধে ।
গদয়া ভীমসেনেন নির্ভগ্নে সক্থিনী তব ॥ ২৩
অধর্মেণ হতস্যাজৌ মৃদ্যমানং পদা শিরঃ ।
য উপেক্ষিতবান্ ক্ষুদ্রঃ ধিক্ কৃষ্ণং ধিগ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৪

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর কুরুকুলভূষণ দুর্য্যোধনকে রণশয্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়া অশ্বত্থামা এইভাবে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

নিষ্পাপ রাজসিংহ! আপনাকে সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। আপনি গদাযুদ্ধে ধনপতি কুবেরের সদৃশ এবং আপনি সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ বলরামের শিষ্য ছিলেন, তথাপি ভীমসেন কিভাবে আপনার উপর প্রহার করিবার সুযোগ পাইল? নৃপ! আপনি ত' সদা বলবান্ ও গদাযুদ্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সেই পাপাত্মা ভীমসেন আপনাকে কিরূপে প্রহার করিল ॥ ১৯-২০

মহারাজ! নিশ্চয়ই এ সংসারে কালই সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলবান্, তথাপি যুদ্ধস্থলে আমরা আপনাকে ভীমসেন কর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করিতেছি ॥ ২১

আপনি সর্ব্বধর্ম্ম সম্বন্ধেই অভিজ্ঞ, তথাপি মূর্খ, নীচ ও পাপী ভীমসেন আপনাকে কিভাবে প্রতারণা করিয়া বিনাশ করিল? অবশ্য কালকে উল্লঙ্ঘন করা সর্ব্বথা কঠিন ॥ ২২

ভীমসেন আপনাকে ধর্ম্মযুদ্ধে আহ্বান করিয়া রণাঙ্গনে অধর্ম্মপূর্ব্বক সবলে গদা দ্বারা আপনার দুই জঙ্ঘা বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে ॥ ২৩

এক ত' আপনি রণাঙ্গনে অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন, তাহার উপর ভীমসেন আপনার মস্তকে পাদপ্রহার করিয়াছে।

যুদ্ধেষপবদিষ্যন্তি যোধা নূনং বৃকোদরম্ ।
যাবৎ স্থাস্যন্তি ভূতানি নিকৃত্যা হ্যসি পাতিতঃ ॥২৫
নন্বু রামোঽব্রবীদ্ রাজংস্ত্বাং সদা যদুনন্দনঃ ।
দুর্য্যোধনসমো নাস্তি গদয়া ইতি বীর্য্যবান্ ॥ ২৬
শ্লাঘতে ত্বাং হি বার্ষ্ণেয়ো রাজসংসৎসু ভারত ।
স শিষ্যো মম কৌরব্যো গদাযুদ্ধে ইতি প্রভো ॥ ২৭
যাং গতিং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ ।
হতস্যাভিমুখস্যাজৌ প্রাপ্তস্ত্বমসি তাং গতিম্ ॥ ২৮
দুর্য্যোধন ন শোচামি ত্বামহং পুরুষর্ষভ ।
হতপুত্রৌ তু শোচামি গান্ধারীং পিতরঞ্চ তে ॥ ২৯
ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্ ।
ধিগস্তু কৃষ্ণং বার্ষ্ণেয়মর্জ্জুনঞ্চাপি দুর্মতিম্ ॥ ৩০
ধর্মজ্ঞমানিনৌ যৌ ত্বাং বধ্যমানমুপৈক্ষতাম্ ।
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ॥ ৩১
কথং দুর্য্যোধনোঽস্মাভির্হত ইত্যনপত্রপাঃ ।
ধন্যস্ত্বমসি গান্ধারে যত্ত্বমায়োধনে হতঃ ॥ ৩২
প্রায়শোঽভিমুখঃ শত্রূন্ ধর্মেণ পুরুষর্ষভ ।
হতপুত্রা হি গান্ধারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা ॥ ৩৩
প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্ধর্ষঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্যতে ।
ধিগস্তু কৃতবর্মাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্ ॥ ৩৪
যে বয়ং ন গতাঃ স্বর্গং ত্বাং পুরস্কৃত্য পার্থিবম্ ।
দাতারং সর্বকামানাং রক্ষিতারং প্রজাহিতম্ ॥ ৩৫
যদ্ বয়ং নানুগচ্ছাম ত্বাং ধিগস্মান্ নরাধমান্ ।
কৃপস্য তব বীর্য্যেণ মম চৈব পিতুশ্চ মে ॥ ৩৬
সভৃত্যানাং নরব্যাঘ্র রত্নবন্তি গৃহাণি চ ।
তব প্রসাদাদস্মাভিঃ সমিত্রৈঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৩৭

ইহাতেও যাঁহারা সেই নীচ ভীমসেনকে উপেক্ষা করত কোন দণ্ডদান করেন নাই, সেই যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণকে ধিক্ ॥ ২৪

আপনি প্রতারিত হইয়া ভূপাতিত হইয়াছেন, অতএব যে পর্য্যন্ত এ জগতে প্রাণিগণের স্থিতি থাকিবে, ততকাল সকল যুদ্ধেই যোদ্ধারা ভীমসেনের নিন্দা করিবেন ॥ ২৫

রাজন্ ! পরাক্রমশালী যদুনন্দন বলরাম আপনার সম্বন্ধে সর্ব্বদা এই কথাই বলিতেন যে, গদাযুদ্ধ শিক্ষাবিষয়ে দুর্য্যোধনের তুল্য অপর কেহই নাই ॥ ২৬

প্রভো ! ভারত ! এই বৃষ্ণিকুলভূষণ বলরাম রাজগণের সভায় সদা আপনার প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে আমার শিষ্য ॥ ২৭

মহর্ষিগণ যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে উত্তম গতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনি সেই গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন ! আমি আপনার জন্য শোক করিতেছি না। আমার ত' মাতা গান্ধারী ও আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোক হইতেছে ; যাঁহাদের সকল পুত্রই নিহত হইয়াছেন ॥ ২৯

এখন তাঁহারা শোকমগ্ন ও ভিক্ষুক হইয়া এই ভূতলে ভিক্ষা করিয়া বিচরণ করিতে থাকিবেন। সেই বৃষ্ণিবংশজাত শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্মতি অর্জ্জুনকেও ধিক্, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মজ্ঞ মনে করিয়াও আপনার এই অন্যায় পূর্ব্বক বধকে উপেক্ষা করিয়াছে ॥ ৩০½

হে নরাধিপ ! সেই সমস্ত পাণ্ডবেরাও কি নির্লজ্জ হইয়া সকলের সম্মুখে বলিতে পারিবে যে, আমরা দুর্য্যোধনকে কিভাবে বিনাশ করিয়াছি ? ৩১½

পুরুষপ্রবর গান্ধারীনন্দন ! আপনি ধন্য, কারণ, যুদ্ধে প্রায় ধর্ম্মপূর্ব্বক শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া আপনি নিহত হইয়াছেন ॥ ৩২½

যাহার সকল পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই মাতা গান্ধারী দেবী এবং প্রজ্ঞাচক্ষু দুর্জ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র এখন কি দশাপ্রাপ্ত হইবেন ? ৩৩½

আমাকে, কৃতবর্ম্মাকে ও মহারথী কৃতবর্ম্মাকেও ধিক্, কারণ, আপনার ন্যায় মহারাজকে অগ্রে করত আমরা স্বর্গলোকে গমন করিতে পারিলাম না ॥ ৩৪½

আপনি আমাদের সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু দান করিতেন এবং প্রজাদের হিতরক্ষা করিতেন। তথাপি আমরা যে আপনার অনুসরণ করিলাম না, সেইজন্য আমাদের ন্যায় নরাধমগণকে ধিক্ ॥ ৩৫½

নরশ্রেষ্ঠ ! আপনারই বল-পরাক্রমে সেবকগণের সহিত কৃপাচার্য্যের, আমার এবং পিতৃদেবের রত্নসমূহে পূর্ণ সুন্দর ভবন লাভ হইয়াছিল ॥ ৩৬½

আপনার প্রসাদে মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আমরা প্রচুর দক্ষিণাসমূহে সুসম্পন্ন বহু মুখ্য মুখ্য যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥ ৩৭½

অবাপ্তাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ।
কুতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্ত্তিষ্যামহে বয়ম্ ॥ ৩৮
যাদৃশেন পুরস্কৃত্য ত্বং গতঃ সর্বপার্থিবান্।
বয়মেব ত্রয়ো রাজন্ গচ্ছন্তং পরমাং গতিম্ ॥ ৩৯
যদ্ বৈ ত্বাং নানুগচ্ছামস্তেন ধক্ষ্যামহে বয়ম্।
তৎ স্বর্গহীনা হীনার্থাঃ স্মরন্তঃ সুকৃতস্য তে ॥ ৪০
কিং নাম তদ্ ভবেৎ কর্ম যেন ত্বাং ন ব্রজাম বৈ।
দুঃখং নূনং কুরুশ্রেষ্ঠ চরিষ্যাম মহীমিমাম্ ॥ ৪১
হীনানাং নস্ত্বয়া রাজন্ কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ সুখম্।
গত্বৈব তু মহারাজ সমেত্য চ মহারথান্ ॥ ৪২
যথাজ্যেষ্ঠং যথাশ্রেষ্ঠং পূজয়ের্বচনান্মম।
আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সর্বধনুষ্মতাম্ ॥ ৪৩
হতং ময়াদ্য শংসেথা ধৃষ্টদ্যুম্নং নরাধিপ।
পরিষ্বজেথা রাজানং বাহ্লিকং সুমহারথম্ ॥ ৪৪

মহারাজ! আপনি যেভাবে সমস্ত রাজাদিগকে অগ্রে করিয়া স্বর্গ অভিমুখে গমন করিতেছেন, পাপী আমরা সেইভাবে কোথা হইতে এই গতি লাভ করিব? ৩৮।

রাজন্! পরম গতি লাভ করিবার জন্য গমনকারী আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে আমরা তিনজনে যে যাইতে পারিলাম না, ইহার জন্য আমরা স্বর্গ ও অর্থ এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া আপনার সুকৃতসমূহ স্মরণ করিতে করিতে দিবারাত্র শোকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকিব ॥ ৩৯-৪০

কুরুশ্রেষ্ঠ! জানি না ইহা কোন কর্ম্ম, যাহার দ্বারা অবশ হইয়া আমরা আপনার সহিত যাইতে পারিলাম না। নিশ্চয়ই এই ভূতলে আমাদের নিরন্তর দুঃখভোগই করিতে হইবে ॥ ৪১

মহারাজ! আপনাকে পরিত্যাগ করিলে পর আমাদের শান্তি ও সুখ কিভাবে লাভ হইবে? রাজন্! স্বর্গে গমন করত সকল মহারথী যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হইলে পর আপনি আমার বাক্যানুসারে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে তাঁহাদের সকলকে সম্মান করিবেন ॥ ৪২।

হে নরাধিপ! তারপর সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের ধ্বজস্বরূপ আচার্য্যদেবের (পিতা দ্রোণাচার্য্যের) পূজা করত তাঁহাকে বলিবেন যে, আজ অশ্বত্থামা কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্ন নিহত হইয়াছে ॥ ৪৩।

মহাবীর রাজা বাহ্লীক, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সোমদত্ত এবং ভূরিশ্রবাকেও আপনি আমার পক্ষে আলিঙ্গন করিবেন ॥ ৪৪।

সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ।
তথা পূর্বগতানন্যান্ স্বর্গে পার্থিবসত্তমান্ ॥ ৪৫
অস্মদ্বাক্যাৎ পরিষ্বজ্য সম্পৃচ্ছেস্ত্বমনাময়ম্ ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ভগ্নসক্থমচেতনম্।
অশ্বত্থামা সমুদ্বীক্ষ্য পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৭
দুর্য্যোধন জীবসি ত্বং বাক্যং শ্রোত্রসুখং শৃণু।
সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেষা ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্রয়ো বয়ম্ ॥ ৪৮
তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোঽথ সাত্যকিঃ।
অহঞ্চ কৃতবর্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥ ৪৯
দ্রৌপদেয়া হতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চাত্মজাঃ।
পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে মৎস্যশেষঞ্চ ভারত ॥ ৫০
কৃতে প্রতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ
সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্ ॥ ৫১

অন্যান্য যে সমস্ত নৃপশ্রেষ্ঠ পূর্বেই স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার কথানুসারে আলিঙ্গন করত তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ৪৫-৪৬

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! যাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, সেই অচৈতন্য রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামা পুনরায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং ইহা বলিলেন ॥ ৪৭

রাজা দুর্য্যোধন! যদি আপনি জীবিত থাকেন, তবে এই কর্ণসুখকর বাক্য শ্রবণ করুন। পাণ্ডবপক্ষের সাত (পঞ্চ পাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং আমাদের পক্ষে তিন (কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জনই জীবিত আছেন ॥ ৪৮

পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ ভ্রাতা, শ্রীকৃষ্ণ এবং সাত্যকি জীবিত আছেন; আর আমাদের পক্ষে আমি, কৃতবর্ম্মা ও শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য এই তিন জন অবশিষ্ট আছি ॥ ৪৯

হে ভরতবংশধর দুর্য্যোধন! দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে। সমস্ত পাঞ্চালগণকে আমি সংহার করিয়াছি এবং মৎস্যদেশের অবশিষ্ট সৈন্যরাও বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৫০

রাজন্! আপনি দেখুন, শত্রুকৃত কর্ম্মের কিরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পাণ্ডবদেরও সমস্ত পুত্রদিগকে বধ করা হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় মনুষ্য ও বাহনগণের সহিত তাঁহাদের সমস্ত শিবিরকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে ॥ ৫১

ময়া চ পাপকর্মাসৌ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহীপতে ।
প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমারেণ মারিতঃ ॥ ৫২
দুর্য্যোধনস্তু তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্ ।
প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩
ন মেঽকরোৎ তদ্ গাঙ্গেয়ো ন কর্ণো ন চ তে পিতা ।
যৎ ত্বয়া কৃপ-ভোজাভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতম্ ॥৫৪
স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রো হতঃ সার্ধং শিখণ্ডিনা ।
তেন মন্যে মঘবতা সমমাত্মানমদ্য বৈ ॥ ৫৫
স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বর্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ।
ইত্যেবমুক্ত্বা তূষ্ণীং স কুরুরাজো মহামনাঃ ॥ ৫৬
প্রাণানুপাসৃজদ্ বীরঃ সুহৃদাং দুঃখমুৎসৃজন্ ।
অপাক্রামদ্ দিবং পুণ্যাং শরীরং ক্ষিতিমাবিশৎ ॥ ৫৭
এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্যোধনো নৃপ ।
অগ্রে যাত্বা রণে শূরঃ পশ্চাদ্ বিনিহতঃ পরৈঃ ॥ ৫৮
তথৈব তে পরিষ্বক্তাঃ পরিষ্বজ্য চ তে নৃপম্ ।
পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুরুহূ রথান্ ॥ ৫৯
ইত্যেবং দ্রোণপুত্রস্য নিশম্য করুণাং গিরম্ ।
প্রত্যূষকালে শোকার্তঃ প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥ ৬০
এবমেষ ক্ষয়ো বৃত্তঃ কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ।
ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৬১
তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্তস্য মমানঘ ।
ঋষিদত্তং প্রণষ্টং তদ্ দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্রস্য নিধনং তদা ।
নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ততশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি দুর্যোধনপ্রাণত্যাগে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

ভূপাল! আমি স্বয়ং রাত্রির সময় শিবিরে প্রবেশ করত পাপাচারী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় কণ্ঠ চাপিয়া বধ করিয়াছি ॥ ৫২

মনের প্রিয়কর এই বাক্য শ্রবণ করত দুর্য্যোধনের পুনরায় চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি এইরূপ বলিলেন ॥ ৫৩

মিত্রবর! আজ আচার্য্য কৃপ ও কৃতবর্ম্মার সহিত তুমি যে কার্য্য করিয়া দেখাইয়াছ, তাহা না গঙ্গানন্দন ভীষ্ম, না কর্ণ এবং না তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্যও করিয়া দেখাইতে পারে নাই ॥ ৫৪

শিখণ্ডী সহ এই নীচ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বিনষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আজ আমি নিশ্চয়ই নিজেকে ইন্দ্রতুল্য বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ৫৫

তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক। এখন স্বর্গেই আমাদের পুনর্মিলন হইবে। এই কথা বলিয়া মহাত্মা বীর কুরুরাজ দুর্য্যোধন নীরব হইয়া যাইলেন এবং নিজ সুহৃদগণের জন্য দুঃখ পরিহার করত নিজের প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বয়ংই পুণ্যধাম স্বর্গলোকে গমন করিলেন, কিন্তু তাহার পার্থিব দেহ এই ভূতলে পড়িয়া রহিল ॥ ৫৬-৫৭

হে নৃপ! এইভাবে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন। এই সমরাঙ্গণে সর্ব্ব প্রথমে বীরবর দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতে তিনি শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইলেন ॥ ৫৮

মরিবার পূর্ব্বে দুর্য্যোধন সেই তিন বীরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই তিনজনও রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করত বিদায় গ্রহণ করিলেন। তারপর তাঁহারা বারংবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে নিজ নিজ রথে গিয়া আরোহণ করিলেন ॥ ৫৯

এইরূপ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মুখ হইতে এই করুণাজনক সংবাদ শ্রবণ করত আমি শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং প্রাতঃকালে নগরের দিকে ধাবিত হইলাম ॥ ৬০

রাজন্! এইরূপ আপনার কুমন্ত্রণা অনুসারে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যদের এই ঘোর এবং ভয়ঙ্কর বিনাশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৬১

নিষ্পাপ নরেশ! আপনার পুত্র স্বর্গলোকে চলিয়া যাইলে পর আমি শোকে আতুর হইয়া পড়িলাম এবং মহর্ষি ব্যাসদেব-প্রদত্ত আমার এই দিব্য দৃষ্টিও এখন নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এইরূপ নিজের পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(ঐষীক-পর্ব্ব।)

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিমুখতঃ পুত্রাণাং পাঞ্চালানাঞ্চ বধ-বৃত্তান্তং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য বিলাপঃ, দ্রৌপদীমানয়িতুং নকুলস্য প্রেষণম্, সুহৃদ্ভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শিবিরে গমনম্, মৃত-পুত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৃভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শোকশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য সারথিঃ।
শশংস ধর্মরাজায় সৌপ্তিকে কদনং কৃতম্ ॥ ১

সূত উবাচ।

দ্রৌপদেয়া হতা রাজন্ দ্রুপদস্যাত্মজৈঃ সহ।
প্রমত্তা নিশি বিশ্বস্তাঃ স্বপন্তঃ শিবিরে স্বকে ॥ ২
কৃতবর্মণা নৃশংসেন গৌতমেন কৃপেণ চ।
অশ্বত্থাম্না চ পাপেন হতং বঃ শিবিরং নিশি ॥ ৩
এতৈর্নর-গজাশ্বানাং প্রাস-শক্তি পরশ্বধৈঃ।
সহস্রাণি নিকৃন্তদ্ভির্নিঃশেষং তে বলং কৃতম্ ॥ ৪
ছিদ্যমানস্য মহতো বনস্যেব পরশ্বধৈঃ।
শুশ্রুবে সুমহান্ শব্দো বলস্য তব ভারত ॥ ৫
অহমেকোঽবশিষ্টস্তু তস্মাৎ সৈন্যান্মহামতে।
মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ ধর্মাত্মন্ ব্যগ্রাচ্চ কৃতবর্মণঃ ॥ ৬
তচ্ছ্রুত্বা বাক্যমশিবং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পপাত মহ্যাং দুর্ধর্ষঃ পুত্রশোকসমন্বিতঃ ॥ ৭
পতন্তং তমতিক্রম্য পরিজগ্রাহ সাত্যকিঃ।
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৮
লব্ধচেতাস্তু কৌন্তেয়ঃ শোকবিহ্বলয়া গিরা।
জিত্বা শত্রূন্ জিতঃ পশ্চাৎ পর্য্যদেবয়দার্ত্তবৎ ॥ ৯
দুর্বিদা গতিরর্থানামপি যে দিব্যচক্ষুষঃ।
জীয়মানা জয়ন্ত্যন্যে জয়মানা বয়ং জিতাঃ ॥ ১০
হত্বা ভ্রাতৄন্ বয়স্যাংশ্চ পিতৄন্ পুত্রান্ সুহৃদ্গণান্।
বন্ধূনমাত্যান্ পৌত্রাংশ্চ জিত্বা সর্বান্ জিতা বয়ম্ ॥ ১১
অনর্থো হ্যর্থসঙ্কাশস্তথানর্থোঽর্থদর্শনঃ।
জয়োঽয়মজয়াকারো জয়স্তস্মাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২

(ঐষীক-পর্ব্ব)

দশম অধ্যায়।

[ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির মুখ হইতে পুত্রগণ ও পাঞ্চালদের বধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ, দ্রৌপদীকে আনিবার জন্য নকুলকে প্রেরণ, সুহৃদ্বৃন্দের সহিত শিবিরে গমন এবং মৃত পুত্রাদিকে দেখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শোক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সেই রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে পর ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় যে প্রভূত জনসংহার হইয়াছে, তাহার সংবাদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিল ॥ ১

সূত বলিল, রাজন্! দ্রুপদের পুত্রগণের সহিত দ্রৌপদী দেবীর সকল পুত্র নিহত হইয়াছেন। তাঁহারা রাত্রিতে নিজ শিবিরে নিশ্চিন্ত ও অসাবধান হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। ২

নৃশংস কৃতবর্মা, গৌতমবংশজাত কৃপাচার্য এবং পাপী অশ্বত্থামা রাত্রিকালে আপনাদের শিবির নষ্ট করিয়া দিয়াছে ॥ ৩

এই তিন জনে প্রাস, শক্তি ও পরশুসকলের দ্বারা সহস্র সহস্র মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তিদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করত আপনার সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৪

ভারত! যেরূপ পরশুসকলের দ্বারা বিশাল বনকে ছেদন করা হইলে প্রচণ্ড শব্দ হইয়া থাকে সেইরূপ তাহাদের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ শুনা গিয়াছিল ॥ ৫

মহামতে! ধর্মাত্মন্! সেই বিশাল সৈন্যমধ্যে একাকী আমিই কোনরূপে জীবিত থাকিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। কৃতবর্মা অপরসকলকে বধ করিতে ব্যগ্র ছিল, সেই কারণে আমি সেই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়াছি ॥ ৬

এই অমঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করত দুর্ধর্ষ রাজা কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৭

পতিত হইবার সময় সাত্যকি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন, অর্জুন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেবও তাঁহাকে ধরিলেন ॥ ৮

অনন্তর চৈতন্য আসিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির শোকাকুল বাক্যে আর্ত্তের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায়, আমি শত্রুকে প্রথমে জয় করিয়া পরে আমি শত্রুর দ্বারা পরাজিত হইলাম ॥ ৯

যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষেও পদার্থসকলে গতি বুঝা অত্যন্ত দুষ্কর। হায়, অন্য লোকেরা জিত হইয়া জয়লাভ করে, আর আমরা জয়লাভ করিয়া পরে পরাজিত হইলাম ॥ ১০

আমরা ভ্রাতা, সমবয়স্ক মিত্র, পিতৃতুল্য পুরুষ ও পুত্রবৃন্দ এবং সুহৃদ্গণ, বন্ধু, মন্ত্রী ও পৌত্রদিগকে হত্যা করত সেই সকলকে জয় করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমরাই শত্রু দ্বারা পরাজিত হইলাম ॥ ১১

কখনও কখনও অনর্থও অর্থসদৃশ হইয়া যায় এবং অর্থরূপে

যজ্জিত্বা তপ্যতে পশ্চাদাপন্ন ইব দুর্মতিঃ।
কথং মন্যেত বিজয়ং ততো জিততরঃ পরৈঃ ॥ ১৩
যেষামর্থায় পাপং স্যাদ্ বিজয়স্য সুহৃদ্‌বধৈঃ।
নির্জ্জিতৈরপ্রমত্তৈর্হি বিজিতা জিতকাশিনঃ ॥ ১৪
কর্ণি-নালীকদংষ্ট্রস্য খড়্গজিহ্বস্য সংযুগে।
চাপব্যাত্তস্য রৌদ্রস্য জ্যাতলস্বননাদিনঃ ॥ ১৫
ক্রুদ্ধস্য নরসিংহস্য সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
যে ব্যমুঞ্চন্ত কর্ণস্য প্রমাদাৎ ত ইমে হতাঃ ॥ ১৬
রথহ্রদং শরবর্ষোর্মিমন্তং
রত্নাচিতং বাহন-বাজিযুক্তম্।
শক্ত্যৃষ্টিমীনধ্বজনাগনক্রং
শরাসনাবর্তমহেষুফেনম্ ॥ ১৭
সংগ্রামচন্দ্রোদয়বেগবেলং
দ্রোণার্ণবং জ্যাতলনেমিঘোষম্।
যে তেরুরুচ্চাবচশস্ত্রনৌভি-
স্তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥ ১৮
ন হি প্রমাদাৎ পরমস্তি কশ্চিদ্
বধো নারাণামিহ জীবলোকে।
প্রমত্তমর্থা হি নরং সমন্তাৎ
ত্যজন্ত্যনর্থাশ্চ সমাবিশন্তি ॥ ১৯
ধ্বজোত্তমাগ্রোচ্ছ্রিতধূমকেতুং
শরার্চিষং কোপমহাসমীরম্।
মহাধনুর্জ্যাতলনেমিঘোষং
তনুত্রনানাবিধশস্ত্রহোমম্ ॥ ২০
মহাচমূকক্ষদবাভিপন্নং
মহাহবে ভীষ্মময়াগ্নিদাহম্
যে সেহুরাত্তাবৃধতীক্ষ্ণবেগং
তে রাজপুত্রা নিহতাঃ প্রমাদাৎ ॥ ২১

পরিদৃশ্যমান বস্তুও অর্থরূপে পরিণত হইয়া যায়; সেইরূপ আমাদের এই জয়লাভও পরাজয়রূপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণে আমাদের জয়ও পরাজয়ে পরিণত হইয়াছে ॥ ১২

দুর্বুদ্ধি মানুষ যদি জয়লাভের পর বিপন্ন ব্যক্তির ন্যায় অনুতাপ করিতে থাকে, তবে তাহার সেই জয়লাভকে 'জয়' বলিয়া কিরূপে মনে করিবে? কারণ, সেই অবস্থায় ত' সে শত্রুদের দ্বারা পূর্ণতঃ পরাজিতই হইয়াছে ॥ ১৩

জয়লাভের জন্য যাহাদের সুহৃদ্‌গণবধরূপ পাপ করিতে হইয়াছে, তাহারা জয়লাভে উল্লসিত থাকিলেও শেষে পরাজিত হইয়া সতত সাবধানে অবস্থিত শত্রুদের দ্বারা তাহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয় ॥ ১৪

ক্রুদ্ধ কর্ণ মনুষ্যগণমধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। কর্ণি ও নালীক নামক বাণসকল তাঁহার দন্ত এবং যুদ্ধে উপরে উত্তোলিত তরবারি তাঁহার জিহ্বা ছিল। ধনু আকর্ষণ করাই ছিল তাঁহার মুখের বিস্তার। গুণের টঙ্কার ধ্বনি তাঁহার পক্ষে গর্জনসদৃশ ছিল। যুদ্ধে অপলায়িত সেই ভয়ঙ্কর পুরুষসিংহ হইতে যাহারা মুক্তি পাইয়াছিল, সেই সব আমার বন্ধু-বান্ধবগণ নিজেদের অসাবধানতার জন্য নিহত হইয়াছে ॥ ১৫-১৬

দ্রোণাচার্য্য মহাসাগরসদৃশ ছিলেন, রথই ছিল সেই মহাসাগরে জলকুণ্ড, বাণসকলের বর্ষণ ছিল তরঙ্গমালাসদৃশ, রত্নময় আভরণসমূহ দ্রোণরূপী সমুদ্রের রত্ন ছিল, রথের বাহন অশ্বসকল সমুদ্রের অশ্বগণের ন্যায় মনে হইতেছিল, শক্তি ও ঋষ্টি মৎস্যতুল্য ছিল, ধ্বজ, নাগ ও মকর, ধনু জলের আবর্ত্ত, বড় বড় বাণসকল ফেন, যুদ্ধই চন্দ্রোদয় হইয়া সেই সমুদ্রের বেগকে চরম সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেছিল, গুণ ও রথচক্রসমূহের ধ্বনি সেই মহাসাগরের গর্জন ছিল, এইরূপ দ্রোণরূপী সাগরকে যাহারা ছোট নানাপ্রকার অস্ত্ররূপ নৌকা দ্বারা পার হইয়া গিয়াছিল, সেই এই সব রাজকুমারগণ অসাবধানতাবশতঃ নিহত হইল ॥ ১৭-১৮

প্রমাদ (অনবধানতা) হইতে অধিক এ সংসারে মনুষ্যগণের পক্ষে আর কোন মৃত্যু নাই। প্রমাদী মানুষকে সমুদয় অর্থই সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া যায় এবং অনর্থ না জানাইয়াই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ১৯

মহাসমরে ভীষ্মরূপী অগ্নি যখন পাণ্ডবসৈন্যদিগকে প্রজ্বলিত করিতেছিলেন, তখন উচ্চ ধ্বজরূপ শিখরের উপর উড্ডীয়মান পতাকাবলিই ধূমের ন্যায় মনে হইতেছিল। বাণবর্ষণই অগ্নির শিখা, ক্রোধ প্রচণ্ড বায়ুরূপ ধারণ করত সেই অগ্নিকে বর্দ্ধিত করিতেছিল, বিশাল ধনুর গুণ, হস্ততল এবং রথচক্রসকলের শব্দই সেই অগ্নিদাহ হইতে চট্ চট্ ধ্বনি, কবচ ও নানাপ্রকার অস্ত্রসকল সেই অগ্নির আহুতি ছিল, বিশাল সৈন্যরূপ শুষ্ক বনে দাবানলতুল্য সেই অগ্নি জ্বলিতেছিল, হস্তে ধৃত অস্ত্রসকলই সেই অগ্নির বেগ ছিল, এরূপ অগ্নিদাহ কষ্টকে যাহারা সহ্য করিয়াছে, এই সেই রাজপুত্রগণ প্রমাদবশতঃ নিহত হইয়াছে ॥ ২০-২১

ন হি প্রমত্তেন নরেণ শক্যং
বিদ্যা তপঃ শ্রীর্বিপুলং যশো বা ।
পশ্যাপ্রমাদেন নিহত্য শত্রূন্
সর্বান্ মহেন্দ্রং সুখমেধমানম্ ॥ ২২
ইন্দ্রোপমান্ পার্থিবপুত্রপৌত্রান্
পশ্যাবিশেষেণ হতান্ প্রমাদাৎ ।
তীর্ত্বা সমুদ্রং বণিজঃ সমৃদ্ধা
মগ্নাঃ কুনদ্যামিব হেলমানাঃ ॥ ২৩
অমর্ষিতৈর্যৈ নিহতাঃ শয়ানা
নিঃসংশয়ং তে ত্রিদিবং প্রপন্নাঃ ।
কৃষ্ণাং তু শোচামি কথং নু সাধ্বী
শোকার্ণবে সাদ্য বিনঙ্ক্ষ্যতীতি ॥ ২৪
ভ্রাতৄংশ্চ পুত্রাংশ্চ হতান্ নিশম্য
পাঞ্চালরাজং পিতরঞ্চ বৃদ্ধম্ ।
ধ্রুবং বিসংজ্ঞা পতিতা পৃথিব্যাং
সা শোষ্যতে শোককৃশাঙ্গযষ্টিঃ ॥ ২৫

প্রমাদী (অসাবধান) মানুষ কখনও বিদ্যা, তপ, বৈভব অথবা মহৎ যশ লাভ করিতে পারে না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদ পরিত্যাগ করায় নিজের সকল শত্রুকে সংহার করত সুখপূর্ব্বক উন্নতি করিতেছেন ॥ ২২

দেখ, প্রমাদবশতই এই ইন্দ্রসদৃশ পরাক্রমশালী রাজাদের পুত্র ও পৌত্রগণকে সেরূপ সামান্যভাবে বিনাশ করা হইয়াছে, যেরূপ সমৃদ্ধিশালী বণিক্‌গণ সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া প্রমাদবশতঃ অবহেলা করিতে থাকায় ক্ষুদ্র নদীতে নিমগ্ন হইয়া যায় ॥ ২৩

শত্রুরা অমর্ষের বশীভূত হইয়া যাহাদিগকে রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় বিনাশ করিয়াছে, তাহারা ত' নিঃসন্দেহে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইয়াছে। আমার ত' সেই সতী সাধ্বী কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) জন্য চিন্তা হইতেছে। হায়, সে আজ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হইবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ॥ ২৪

একে ত' পূর্ব্ব হইতেই শোকের জন্য ক্ষীণ হইয়া তাহার দেহ শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর যখন এই নিজের ভ্রাতা ও পুত্রগণ এবং বৃদ্ধ পিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মৃত্যুর সংবাদ শুনিবে, তখন সে আরও শুকাইয়া যাইবে ও অবশ্যই অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইবে ॥ ২৫

তচ্ছোকজং দুঃখমপারয়ন্তী
কথং ভবিষ্যত্যুচিতা সুখানাম্ ।
পুত্রক্ষয়ভ্রাতৃবধপ্রণুন্না
প্রদহ্যমানেন হুতাশনেন ॥ ২৬
ইত্যেবমার্ত্তঃ পরিদেবয়ন্ স
রাজা কুরূণাং নকুলং বভাষে ।
গচ্ছানয়ৈনামিহ মন্দভাগ্যাং
সমাতৃপক্ষামিতি রাজপুত্রীম্ ॥ ২৭
মাদ্রীসুতস্তৎ পরিগৃহ্য বাক্যং
ধর্মেণ ধর্মপ্রতিমস্য রাজ্ঞঃ ।
যযৌ রথেনালয়মাশু দেব্যাঃ
পাঞ্চালরাজস্য চ যত্র দারাঃ ॥ ২৮
প্রস্থাপ্য মাদ্রীসুতমাজমীঢঃ
শোকার্দিতস্তৈঃ সহিতঃ সুহৃদ্ভিঃ ।
রোরূয়মাণঃ প্রযযৌ সুতানা-
মায়োধনং ভূতগণানুকীর্ণম্ ॥ ২৯

যে সর্ব্বদা সুখভোগের যোগ্য, সে এই শোকজনিত দুঃখকে সহ্য করিতে না পারিয়া জানি না কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপনীত হইবে? পুত্র ও ভ্রাতৃগণের বিনাশে ব্যথিত হইয়া তাহার হৃদয়ে যে শোকের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে তাহার অতিশয় শোচনীয় অবস্থা আসিবে ॥ ২৬

এইভাবে আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি যাও, মন্দভাগিনী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃপক্ষের স্ত্রীগণের সহিত এস্থানে লইয়া এস ॥ ২৭

মাদ্রীনন্দন নকুল ধর্ম্মাচরণের দ্বারা সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজের তুল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত অতিসত্বর মহারাণী দ্রৌপদীর সেই ভবনের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন, যেখানে পাঞ্চালরাজেরও স্ত্রীগণ অবস্থান করিতেছেন ॥ ২৮

মাদ্রীপুত্র নকুলকে সে স্থানে প্রেরণ করত অজমীঢ়কুলনন্দন যুধিষ্ঠির শোকাকুল হইয়া সেই সব সুহৃদ্‌গণের সহিত বারংবার রোদন করিতে করিতে ভূতগণে পরিব্যাপ্ত পুত্রসকলের সেই যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন ॥ ২৯

স তৎ প্রবিশ্যাশিবমুগ্ররূপং
দদর্শ পুত্রান্ সুহৃদঃ সখীংশ্চ ।
ভূমৌ শয়ানান্ রুধিরার্দ্রগাত্রান্
বিভিন্নদেহান্ প্রহৃতোত্তমাঙ্গান্ ॥ ৩০
স তাংস্তু দৃষ্ট্বা ভৃশমার্তরূপো
যুধিষ্ঠিরো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
উচ্চৈঃ প্রচুক্রোশ চ কৌরবাগ্র্যঃ
পপাত চোর্ব্যাং সগণো বিসংজ্ঞঃ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠিরশিবিরপ্রবেশে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

সেই ভয়ঙ্কর ও অমঙ্গলময় স্থানে প্রবেশ করত তিনি নিজ পুত্র, সুহৃদ্ ও বন্ধুবর্গকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় ভূতলে পতিত থাকিতে দর্শন করিলেন। তখন ইঁহাদের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং মস্তকও ছিন্ন ছিল ॥ ৩০

ইঁহাদিগকে দেখিয়া কুরুকুলশিরোমণি ও ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ধীরে ধীরে ইঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইল। তিনি নিজ সঙ্গীদের সহিত ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে প্রবেশবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

[শোকেন যুধিষ্ঠিরস্য ব্যাকুলতা, দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, দ্রোণপুত্রবধায়াগ্রহপ্রকাশশ্চ, তং হন্তুং ভীমসেনস্য প্রস্থানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
স দৃষ্ট্বা নিহতান্ সংখ্যে পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।
মহাদুঃখপরীতাত্মা বভূব জনমেজয় ॥ ১
ততস্তস্য মহান্ শোকঃ প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ ।
স্মরতঃ পুত্র-পৌত্রাণাং ভ্রাতৄণাং স্বজনস্য হ ॥ ২
তমশ্রুপরিপূর্ণাক্ষং বেপমানমচেতসম্ ।
সুহৃদো ভৃশসংবিগ্নাঃ সান্ত্বয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৩
ততস্তস্মিন্ ক্ষণে কল্যো রথেনাদিত্যবর্চসা ।
নকুলঃ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধমুপায়াৎ পরমার্তয়া ॥ ৪
উপপ্লব্যং গতা সা তু শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্ ।
তদা বিনাশং সর্বেষাং পুত্রাণাং ব্যথিতাভবৎ ॥ ৫
কম্পমানেব কদলী বাতেনাভিসমীরিতা ।
কৃষ্ণা রাজানমাসাদ্য শোকার্তা ন্যপতদ্ ভুবি ॥ ৬
বভূব বদনং তস্যাঃ সহসা শোককর্ষিতম্ ।
ফুল্লপদ্মপলাশাক্ষ্যাস্তমোগ্রস্ত ইবাংশুমান্ ॥ ৭

একাদশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের শোকে ব্যাকুলতা, দ্রৌপদীর বিলাপ ও দ্রোণপুত্রকে বধের জন্য আগ্রহপ্রকাশ এবং তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য ভীমসেনের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নিজের পুত্র, পৌত্র ও মিত্রবর্গকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় গুরুতর দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ১

সেই সময় পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও স্বজনগণকে স্মরণ করত এই মহাত্মার মনে মহাশোক উৎপন্ন হইল ॥ ২

তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহার জ্ঞান লুপ্ত হইল। তাঁহার এরূপ অবস্থা দর্শন করত তাঁহার সুহৃদ্গণ সেই সময় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ৩

এই সময় সামর্থ্যশালী নকুল সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী রথের দ্বারা শোকে অত্যন্ত পীড়িতা দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

এই সময় দ্রৌপদী উপপ্লব্য নগরে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নিজের সমস্ত পুত্রদিগের নিধনরূপ অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করত ব্যথিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করত শোকে ব্যাকুলা হইয়া দ্রৌপদী বায়ু দ্বারা আন্দোলিত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৬

প্রফুল্ল কমলদলতুল্য বিশাল ও মনোহর নেত্রসুশোভিতা দ্রৌপদীর মুখ সহসা শোকে পীড়িত হইয়া রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় তেজোহীন হইয়া যাইল ॥ ৭

ততস্তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা সংরব্ধঃ সত্যবিক্রমঃ ।
বাহুভ্যাং পরিজগ্রাহ সমুৎপত্য বৃকোদরঃ ॥ ৮
সা সমাশ্বাসিতা তেন ভীমসেনেন ভামিনী ।
রুদতী পাণ্ডবং কৃষ্ণা সা হি ভারতমব্রবীৎ ॥ ৯
দিষ্ট্যা রাজন্নবাপ্যেমামখিলাং ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্মেণ সম্প্রদায় যমায় বৈ ॥ ১০
দিষ্ট্যা ত্বং কুশলী পার্থ মত্তমাতঙ্গগামিনীম্ ।
অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং সৌভদ্রং ন স্মরিষ্যসি ॥ ১১
আত্মজান্ ক্ষত্রধর্মেণ শ্রুত্বা শূরান্ নিপাতিতান্ ।
উপপ্লব্যে ময়া সার্ধং দিষ্ট্যা ত্বং ন স্মরিষ্যসি ॥ ১২
প্রসুপ্তানাং বধং শ্রুত্বা দ্রৌণিনা পাপকর্মণা ।
শোকস্তপতি মাং পার্থ হুতাশন ইবাশ্রয়ম্ ॥ ১৩
তস্য পাপকৃতো দ্রৌণের্ন চেদদ্য ত্বয়া রণে ।

তাঁহাকে পতিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ সত্যপরাক্রমী ভীমসেন লাফাইয়া উঠিয়া দুই বাহু উপরে উত্তোলিত করিলেন এবং সেই মানিনী পত্নী দ্রৌপদীকে আশ্বাসদান করিতে লাগিলেন ॥ ৮½

সেই সময় রোদন করিতে করিতে দ্রৌপদী ভরতনন্দন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—রাজন্! সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আপনি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে স্বীয় পুত্রগণকে যমরাজের উদ্দেশ্যে উপহাররূপে প্রদান করত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এখন ইহা উপভোগ করিবেন ॥ ৯-১০

কুন্তীনন্দন! সৌভাগ্যবশতই আপনি সকুশলে থাকিয়া এই মত্তমাতঙ্গগামিনী সমুদয় পৃথিবীর রাজ্য লাভ করিয়াছেন, এখন ত' আপনার সুভদ্রাকুমার অভিমন্যুরও কথা স্মরণ হইবে না ॥ ১১

নিজের বীর পুত্রদিগকে ক্ষত্রিয়ধর্মানুসারে নিহত শুনিয়াও আপনি উপপ্লব্য নগরে আমার সহিত বাস করত তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা বিস্মৃত হইবেন—ইহাও ভাগ্যের কথা ॥ ১২

পার্থ! পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকর্তৃক আমার নিদ্রিত পুত্রগণ নিহত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করত শোক আমাকে সেইরূপে সন্তপ্ত করিতেছে, যেরূপ অগ্নি নিজের আধারভূত কাষ্ঠকেই দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১৩

যদি আজ আপনি রণাঙ্গনে পরাক্রম প্রকাশ করত অনুগামীদিগের সহিত পাপাচারী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার প্রাণহরণ না করেন, তবে আমি এ স্থানেই অনশন করিয়া নিজের প্রাণত্যাগ করিব।

হ্রিয়তে সানুবন্ধস্য যুধি বিক্রম্য জীবিতম্ ॥ ১৪
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে তন্নিবোধত পাণ্ডবাঃ ।
ন চেৎ ফলমবাপ্নোতি দ্রৌণিঃ পাপস্য কর্মণঃ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণা পাণ্ডবং প্রত্যুপাবিশৎ ।
যুধিষ্ঠিরং যাজ্ঞসেনী ধর্মরাজং যশস্বিনী ॥ ১৬
দৃষ্ট্বোপবিষ্টাং রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো মহিষীং প্রিয়াম্ ।
প্রত্যুবাচ স ধর্মাত্মা দ্রৌপদীং চারুদর্শনাম্ ॥ ১৭
ধর্ম্যং ধর্মেণ ধর্মজ্ঞে প্রাপ্তাস্তে নিধনং শুভে ।
পুত্রাস্তে ভ্রাতরশ্চৈব তান্ন শোচিতুমর্হসি ॥ ১৮
স কল্যাণি বনং দুর্গং দূরং দ্রৌণিরিতো গতঃ ।
তস্য ত্বং পাতনং সংখ্যে কথং জ্ঞাস্যসি শোভনে ॥ ১৯

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

দ্রোণপুত্রস্য সহজো মণিঃ শিরসি মে শ্রুতঃ ।
নিহত্য সংখ্যে তং পাপং পশ্যেয়ং মণিমাহৃতম্ ॥২০

পাণ্ডবগণ! ইহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। যদি অশ্বত্থামা নিজের পাপকর্ম্মের ফললাভ না করে, তবে আমি অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিব ॥ ১৪-১৫

এই কথা বলিয়া যশস্বিনী দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সম্মুখেই অনশনের জন্য উপবেশন করিলেন। ১৬

স্বীয় প্রিয় মহারাণী পরমা সুন্দরী দ্রৌপদীকে উপবাসের জন্য উপবেশন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৭

শুভে! তুমি ধর্ম্ম কি তাহা জান। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করত ধর্ম্মানুকূল মৃত্যুলাভ করিয়াছে, অতএব তাহাদের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ১৮

কল্যাণি! দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা এখান হইতে পলায়ন করত দুর্গম বনে চলিয়া গিয়াছে। শোভনে! যদি তাহাকে বিনাশ করত যুদ্ধে ভূপাতিত করাও হয়, তবে তোমার বিশ্বাস কিভাবে জন্মিবে? ১৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—মহারাজ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার মস্তকে একটি মণি আছে; যাহা সে জন্মেরই সহিত লাভ করিয়াছে। সেই পাপীকে যুদ্ধে বিনাশ করত সেই মণিকে আপনি যদি আনিয়া দেন, তবে আমি উহা দেখিব। রাজন্! সেই মণিকে আপনার মস্তকে ধারণ করাইয়া আমি জীবন ধারণ করিব, ইহাই আমার অভিমত ॥ ২০½

রাজন্ শিরসি তে কৃত্বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা পাণ্ডবং কৃষ্ণা রাজানং চারুদর্শনা ॥ ২১
ভীমসেনমথাগত্য পরমং বাক্যমব্রবীৎ।
ত্রাতুমর্হসি মাং ভীম ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্ ॥ ২২
জহি তং পাপকর্মাণং শম্বরং মঘবানিব।
ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ পুমানস্তীহ কশ্চন ॥ ২৩
শ্রুতং তৎ সর্বলোকেষু পরমব্যসনে যথা।
দ্বীপোঽভূস্ত্বং হি পার্থানাং নগরে বারণাবতে ॥ ২৪
হিড়িম্বদর্শনে চৈব তথা ত্বমভবো গতিঃ।
তথা বিরাটনগরে কীচকেন ভৃশার্দিতাম্ ॥ ২৫
মামপ্যুদ্ধৃতবান্ কৃচ্ছ্রাৎ পৌলোমীং মঘবানিব।
যথৈতান্যকৃথাঃ পার্থ মহাকর্মাণি বৈ পুরা ॥ ২৬
তথা দ্রৌণিমমিত্রঘ্ন বিনিহত্য সুখী ভব।

পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া সুন্দরী কৃষ্ণা ভীমসেনের নিকট আসিলেন এবং এই উত্তম কথা বলিলেন,—প্রিয় ভীমসেন! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুসরণ করত আমার জীবন রক্ষা করিতে পারেন ॥ ২১-২২

বীর! যেরূপ ইন্দ্র শম্বরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও এই পাপকর্মা অশ্বত্থামাকে বধ করুন। এ জগতে কোনও পুরুষ আপনার ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ২৩

এই কথা সম্পূর্ণ জগতে প্রসিদ্ধ আছে যে, বারণাবতনগরে যখন কুন্তীপুত্রগণের উপর গুরুতর বিপদ পতিত হয়, তখন আপনিই দ্বীপস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৪

এইরূপ হিড়িম্বাসুরের দর্শনসময়েও আপনি তাঁহাদের আশ্রয়-দাতা হইয়াছিলেন। বিরাটনগরে কীচক যখন আমাকে ভয়ানক উৎপীড়ন করিয়াছিল, তখন সেই মহাসঙ্কটেও আপনি আমাকে সেইভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যেরূপ ইন্দ্র শচীদেবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ২৫½

তস্যা বহুবিধং দুঃখান্নিশম্য পরিদেবিতম্ ॥ ২৭
নামর্ষয়ত কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ।
স কাঞ্চনবিচিত্রাঙ্গমারুরোহ মহারথম্ ॥ ২৮
আদায় রুচিরং চিত্রং সমার্গণগুণং ধনুঃ।
নকুলং সারথিং কৃত্বা দ্রোণপুত্রবধে ধৃতঃ ॥ ২৯
বিস্ফার্য্য সশরং চাপং তূর্ণমশ্বানচোদয়ৎ।
তে হয়াঃ পুরুষব্যাঘ্র চোদিতা বাতরংহসঃ ॥ ৩০
বেগেন ত্বরিতা জগ্মুর্হরয়ঃ শীঘ্রগামিনঃ।
শিবিরাৎ স্বাদ্ গৃহীত্বা স রথস্য পদমচ্যুতঃ ॥ ৩১
(দ্রোণপুত্রগতেনাশু যযৌ মার্গেণ ভারত।)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি দ্রৌণিবধার্থং ভীমসেনগমনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

শত্রুসূদন পার্থ! যেরূপ পূর্ব্বকালে আপনি এইরূপ মহৎ কার্য্যসকল করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকেও বিনাশ করত আপনি সুখী হউন ॥ ২৬½

দুঃখবশতঃ দ্রৌপদীর এইরূপ বহুবিধ বিলাপ শ্রবণ করত মহাবল কুন্তীকুমার ভীমসেন উহা সহ্য করিতে পারিলেন না ॥ ২৭½

তিনি দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিতে নিশ্চয় করিয়া সুবর্ণ-ভূষিত বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। তিনি বাণ ও গুণসহ এক সুন্দর এবং বিচিত্র ধনু হস্তে ধারণ পূর্ব্বক নকুলকে সারথি করিলেন। তারপর বাণসহ ধনুটিকে বিস্ফারিত করিয়া অতিদ্রুত অশ্বগণকে চালনা করিলেন ॥ ২৮-২৯½

পুরুষশ্রেষ্ঠ! নকুলকর্তৃক প্রেরিত সেই বায়ুতুল্য বেগশালী ও দ্রুতগামী অশ্বগণ ত্বরাসহকারে সবেগে যাইতে লাগিল ॥ ৩০

হে ভারত! শিবির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় ধর্ম হইতে অবিচ্যুত ভীমসেন অশ্বত্থামার রথের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে সেই পথ দিয়াই অতিসত্বর গমন করিতে লাগিলেন, যে পথ দিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা গমন করিয়াছেন ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে বধ করিবার জন্ম ভীমসেনের গমনবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেনাশ্বত্থাম্নশ্চাঞ্চল্যস্য ক্রূরতায়াশ্চ প্রসঙ্গমুত্থাপ্য সুদর্শনচক্রস্য প্রার্থনাবিষয়ঞ্চ শ্রাবয়তা ভীমসেনং রক্ষিতুমুদ্যোগশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ প্রযাতে দুর্ধর্ষে যদূনামৃষভস্ততঃ।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১

এষ পাণ্ডব তে ভ্রাতা পুত্রশোকপরায়ণঃ।
জিঘাংসুর্দ্রৌণিমাক্রন্দে এক এবাভিধাবতি ॥ ২

ভীমঃ প্রিয়স্তে সর্বেভ্যো ভ্রাতৃভ্যো ভরতর্ষভ।
তং কৃচ্ছ্রগতমদ্য ত্বং কস্মান্নাভ্যুপপদ্যসে ॥ ৩

যৎ তদাচষ্ট পুত্রায় দ্রোণঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দহেত পৃথিবীমপি ॥ ৪

তন্মহাত্মা মহাভাগঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
প্রত্যপাদয়দাচার্য্যঃ প্রীয়মাণো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৫

তং পুত্রোঽপ্যেক এবৈনমন্বযাচদমর্ষণঃ।
ততঃ প্রোবাচ পুত্রায় নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৬

বিদিতং চাপলং হ্যাসীদাত্মজস্য দুরাত্মনঃ।
সর্বধর্মবিদাচার্য্যঃ সোঽন্বশাৎ স্বসুতং ততঃ ॥ ৭

পরমাপদ্গতেনাপি ন স্ম তাত ত্বয়া রণে।
ইদমস্ত্রং প্রযোক্তব্যং মানুষেষু বিশেষতঃ ॥ ৮

ইত্যুক্তবান্ গুরুঃ পুত্রং দ্রোণঃ পশ্চাদথোক্তবান্।
ন ত্বং জাতু সতাং মার্গে স্থাতেতি পুরুষর্ষভ ॥ ৯

স তদাজ্ঞায় দুষ্টাত্মা পিতুর্বচনমপ্রিয়ম্।
নিরাশঃ সর্বকল্যাণৈঃ শোকাৎ পর্য্যচরন্মহীম্ ॥ ১০

ততস্তদা কুরুশ্রেষ্ঠ বনস্থে ত্বয়ি ভারত।
অবসদ্ দ্বারকামেত্য বৃষ্ণিভিঃ পরমার্চিতঃ ॥ ১১

স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বসন্ দ্বারবতীমনু।
এক একং সমাগম্য মামুবাচ হসন্নিব ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অশ্বত্থামার চপলতা ও ক্রূরতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সুদর্শনচক্রের প্রার্থনার কথা শুনাইতে শুনাইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দুর্দ্ধর্ষ বীর ভীমসেন গমন করিলে পর যদুকুলতিলক কমলনয়ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

পাণ্ডুনন্দন! এই আপনার ভ্রাতা ভীমসেন পুত্রশোকে মগ্ন হইয়া দ্রোণকুমার অশ্বত্থামাকে বধ করিবার ইচ্ছায় একাকীই তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে ॥ ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীমসেন আপনার সমস্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রিয়, কিন্তু আজ সে সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। সুতরাং আজ আপনি তাহার সহায়তার জন্য যাইতেছেন না কেন? ৩

শত্রুনগরজয়ী দ্রোণাচার্য্য নিজের পুত্র অশ্বত্থামাকে যে ব্রহ্মশির-নামক অস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, উহা সমগ্র ভূমণ্ডলকে দগ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ৪

সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের কেতুস্বরূপ মহাভাগ মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য প্রসন্ন হইয়া এই অস্ত্র প্রথমে অর্জ্জুনকে দিয়াছিলেন ॥ ৫

অশ্বত্থামা তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। সে দ্রোণাচার্য্যের একমাত্র পুত্র; অতএব সে-ও পিতার নিকট ঐ অস্ত্রের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তখন আচার্য্যদেব নিজ পুত্র অশ্বত্থামাকে এই অস্ত্র উপদেশ করেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন অধিক প্রসন্ন হইল না ॥ ৬

তাঁহার নিজ পুত্রের চপলতা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল, অতএব সর্ব্বধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞ আচার্য্যদেব নিজ পুত্রকে এইরূপ শিক্ষাদান করিয়াছিলেন ॥ ৭

পুত্র! গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইলেও তুমি রণাঙ্গনে বিশেষতঃ মনুষ্যগণের উপর এই অস্ত্রের প্রয়োগ করিও না ॥ ৮

নরশ্রেষ্ঠ! নিজের পুত্রকে এই কথা বলিয়া গুরু দ্রোণাচার্য্য পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—পুত্র! আমার সন্দেহ হয়, তুমি কখনও সৎপুরুষের মার্গে অবস্থিত থাকিবে না ॥ ৯

পিতার এই অপ্রিয় বাক্য অবগত হইয়া দুষ্টাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সর্ব্বপ্রকারের কল্যাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকের সহিত ভূতলে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১০

ভরতনন্দন! কুরুশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যখন আপনি বনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অশ্বত্থামা দ্বারকায় আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেস্থানে বৃষ্ণিবংশীয়গণ তাহার অতিশয় আদর সৎকার করিয়াছিল ॥ ১১

একদিন দ্বারকায় সমুদ্রের তীরে বাস করিবার সময় সে একাকীই একক আমার নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে এই কথা বলিল ॥ ১২

যৎ তদুগ্রং তপঃ কৃষ্ণ চরন্ সত্যপরাক্রমঃ।
অগস্ত্যাদ্ ভারতাচার্য্যঃ প্রত্যপদ্যত মে পিতা ॥ ১৩
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো নাম দেব-গন্ধর্বপূজিতম্।
তদদ্য ময়ি দাশার্হ যথা পিতরি মে তথা ॥ ১৪
অস্মত্তস্তদুপাদায় দিব্যমস্ত্রং যদূত্তম।
মমাপ্যস্ত্রং প্রযচ্ছ ত্বং চক্রং রিপুহণং রণে ॥ ১৫
স রাজন্ প্রিয়মাণেন ময়াপ্যুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
যাচমানঃ প্রযত্নেন মত্তোঽস্ত্রং ভরতর্ষভ ॥ ১৬
দেব-দানব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-পতগোরগাঃ।
ন সমা মম বীর্য্যস্য শতাংশেনাপি পিণ্ডিতাঃ ॥ ১৭
ইদং ধনুরিয়ং শক্তিরিদং চক্রমিয়ং গদা।
যদ্‌যদিচ্ছসি চেদস্ত্রং মত্তস্তৎ তদ্ দদামি তে ॥ ১৮
যচ্ছক্নোষি সমুদ্যন্তুং প্রয়োক্তুমপি বা রণে।
তদ্ গৃহাণ বিনাস্ত্রেণ যন্মে দাতুমভীপ্সসি ॥ ১৯

দশার্হনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! ভরতবংশের আচার্য্য আমার সত্য-পরাক্রমী পিতা উগ্র তপস্যা করত মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট হইতে যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা সম্মানিত অস্ত্র এই সময় যেরূপ আমার পিতার নিকট রহিয়াছে, সেরূপ আমার নিকটেও আছে; যদুশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি আমার নিকট হইতে সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করত রণাঙ্গনে শত্রুধ্বংসকারী আপনার চক্রনামক অস্ত্র আমাকে প্রদান করুন ॥ ১৩-১৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই অশ্বত্থামা কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে আমার নিকট সেই অস্ত্র প্রার্থনা করিল, তখন আমি প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলাম ॥ ১৬

ব্রহ্মন্! দেবতা, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পক্ষী ও নাগগণ—ইঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমার পরাক্রমের শতভাগের এক ভাগও পরাক্রম করিতে পারিবে না ॥ ১৭

এই আমার ধনু, এই শক্তি, এই চক্র ও এই গদা রহিয়াছে। তুমি যে যে অস্ত্র আমার নিকট হইতে প্রার্থনা করিবে, আমি সেই সেই অস্ত্র তোমাকে প্রদান করিব ॥ ১৮

তুমি আমাকে যে অস্ত্র প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা প্রদান না করিয়াই রণাঙ্গনে তুমি আমার যে অস্ত্র উত্তোলিত করিতে অথবা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে, সেই সেই অস্ত্রই তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৯

স সুনাভং সহস্রারং বজ্রনাভময়স্ময়ম্।
বব্রে চক্রং মহাভাগো মত্তঃ স্পর্দ্ধয়া সহ ॥ ২০
গৃহাণ চক্রমিত্যুক্তো ময়া তু তদনন্তরম্।
জগ্রাহোৎপত্য সহসা চক্রং সব্যেন পাণিনা ॥ ২১
ন চৈনমশকৎ স্থানাৎ সঞ্চালয়িতুমপ্যুত।
অথৈনং দক্ষিণেনাপি গৃহীতুমুপচক্রমে ॥ ২২
সর্বযত্নবলেনাপি গৃহ্ণন্নেবমিদং ততঃ।
ততঃ সর্ববলেনাপি যদৈনং ন শশাক হ ॥ ২৩
উদ্ধর্তুং বা চালয়িতুং দ্রৌণিঃ পরমদুর্মনাঃ।
কৃত্বা যত্নং পরিশ্রান্তঃ স ন্যবর্তত ভারত ॥ ২৪
নিবৃত্তমনসং তস্মাদভিপ্রায়াদ্ বিচেতসম্।
অহমামন্ত্র্য সংবিগ্নমশ্বত্থামানমব্রুবম্ ॥ ২৫
যঃ সদৈব মনুষ্যেষু প্রমাণং পরমং গতঃ।
গাণ্ডীবধন্বা শ্বেতাশ্বঃ কপিপ্রবরকেতনঃ ॥ ২৬

তখন সেই মহাভাগ আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া আমার নিকট হইতে এই লৌহময় চক্র প্রার্থনা করিল, যাহার সুন্দর নাভিতে বজ্র সংলগ্ন আছে এবং যাহা এক সহস্র অর দ্বারা সুশোভিত আছে ॥ ২০

আমিও বলিলাম—গ্রহণ কর এই চক্র। আমি এই কথা বলিতেই সে সহসা লম্ফ প্রদান করত বামহস্তে চক্র গ্রহণ করিল ॥ ২১

কিন্তু সে এই অস্ত্রকে স্ব স্থান হইতে স্থানান্তর করিতে পারিল না। তখন সে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ২২

সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও যখন সে চক্রকে উত্তোলিত করিতে পারিল না, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইল। ভারত! যত্ন করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে পর তখন সে উহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয় ॥ ২৩-২৪

এইভাবে যখন সে মনকে সেই অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করিল এবং দুঃখে অচৈতন্য ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল, তখন আমি অশ্বত্থামাকে আহ্বান করত বলিলাম ॥ ২৫

ব্রহ্মন্! যে সর্ব্বদা মনুষ্যসমাজে পরম প্রামাণিকরূপে গণ্য, যাহার নিকট গাণ্ডীব ধনু ও শ্বেত অশ্বসকল রহিয়াছে, যাহার ধ্বজায় শ্রেষ্ঠ বানর হনুমান্ বিরাজমান আছে, যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাক্ষাৎ দেবদেবেশ্বর নীলকণ্ঠ উমাবল্লভ ভগবান্ শঙ্করকে পরাজিত

যঃ সাক্ষাদ্ দেবদেবেশং শিতিকণ্ঠমুমাপতিম্ ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিষ্ণুস্তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ২৭
যস্মাৎ প্রিয়তরো নাস্তি মমান্যঃ পুরুষো ভুবি ।
নাদেয়ং যস্য মে কিঞ্চিদপি দারাঃ সুতাস্তথা ॥ ২৮
তেনাপি সুহৃদা ব্রহ্মন্ পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা ।
নোক্তপূর্বমিদং বাক্যং যৎ ত্বং নামভিভাষসে ॥ ২৯
ব্রহ্মচর্য্যং মহদ্ ঘোরং তীর্ত্বা দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
হিমবৎপার্শ্বমাস্থায় যো ময়া তপসার্জ্জিতঃ ॥ ৩০
সমানব্রতচারিণ্যাং রুক্মিণ্যাং যোঽন্বজায়ত ।
সনৎকুমারস্তেজস্বী প্রদ্যুম্নো নাম মে সুতঃ ॥৩১
তেনাপ্যেতন্মহদ্ দিব্যং চক্রমপ্রতিমং রণে ।
ন প্রার্থিতমভূন্মূঢ় যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩২
রামেণাতিবলেনৈতন্নোক্তপূর্ব্বং কদাচন ।
ন গদেন ন সাম্বেন যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩৩

করিবার সাহস করত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, এই ভূমণ্ডলে আমার যাহা অপেক্ষা পরম প্রিয় অপর কোন মনুষ্য নাই, যাহাকে আমার পক্ষে স্ত্রী, পুত্রাদি কোনও এরূপ বস্তু নাই, যাহা দেয় যোগ্য নহে, অনায়াসে মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ আমার সেই প্রিয় সুহৃৎ কুন্তীকুমার অর্জুনও পূর্ব্বে কখনও এরূপ কথা বলে নাই, যাহা আজ তুমি আমাকে বলিলে ॥ ২৬-২৯

মূঢ় ব্রাহ্মণ! আমি বার বৎসর যাবৎ অত্যন্ত ঘোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করত হিমালয়ের পার্শ্বভাগে অতিশয় কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমারই ন্যায় ব্রতপালনকারিণী রুক্মিণীদেবীর গর্ভ হইতে যাহার জন্ম হইয়াছে, যাহার রূপে সাক্ষাৎ তেজস্বী সনৎকুমারই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই প্রদ্যুম্ন আমার প্রিয় পুত্র। কিন্তু রণাঙ্গনে যাহার কোন তুলনা নাই, আমার সেই পরম দিব্য চক্রকে কখনও এই প্রদ্যুম্নও প্রার্থনা করে নাই, যাহা তুমি আজ প্রার্থনা করিয়াছ ॥ ৩০-৩২

অত্যন্ত বলশালী বলরামও পূর্ব্বে কখনও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, যাহা তুমি প্রার্থনা করিয়াছ, উহা (আমার পুত্রদ্বয়) গদ ও শাম্বও কখনও প্রার্থনা করে নাই। ৩৩

দ্বারকায় নিবাসকারী যে সব অন্য বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের মহারথীরা রহিয়াছে, তাহারাও কখনও আমার সম্মুখে এরূপ প্রস্তাব করে নাই, যেরূপ তুমি আজ আমার নিকট চক্রকে প্রার্থনা করিয়াছ ॥ ৩৪

দ্বারকাবাসিভিশ্চান্যৈর্বৃষ্ণ্যন্ধকমহারথৈঃ ।
নোক্তপূর্বমিদং জাতু যদিদং প্রার্থিতং ত্বয়া ॥ ৩৪
ভারতাচার্য্যপুত্রস্ত্বং মানিতঃ সর্বযাদবৈঃ ।
চক্রেণ রথিনাং শ্রেষ্ঠ কং নু তাত যুযুৎসসে ॥ ৩৫
এবমুক্তো ময়া দ্রৌণির্মামিদং প্রত্যুবাচ হ ।
প্রযুজ্য ভবতে পূজাং যোৎস্যে কৃষ্ণ ত্বয়া সহ ॥ ৩৬
প্রার্থিতং তে ময়া চক্রং দেব-দানবপূজিতম্ ।
অজেয়ঃ স্যামিতি বিভো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৭
ত্বত্তোঽহং দুর্লভং কামমনবাপ্যৈব কেশব ।
প্রতিযাস্যামি গোবিন্দ শিবেনাভিবদস্ব মাম্ ॥ ৩৮
এতৎ সুভীমং ভীমানামৃষভেণ ত্বয়া ধৃতম্ ।
চক্রমপ্রতিচক্রেণ ভুবি নান্যোঽভিপদ্যতে ॥ ৩৯
এতাবদুক্ত্বা দ্রৌণির্মাং যুগ্যানশ্বান্ ধনানি চ ।
আদায়োপযযৌ কালে রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৪০

তাত! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি ত' ভরতকুলের আচার্য্য দ্রোণের পুত্র। সমস্ত যাদবগণ তোমার অতিশয় সম্মান করিয়াছে। তাহা হইলে বল, এই চক্রের দ্বারা তুমি কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ? ৩৫

যখন আমি এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা আমাকে এই ভাবে উত্তর দান করিল,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আপনার পূজা করিয়া পুনরায় আপনারই সহিত যুদ্ধ করিব। প্রভো! আমি এই সত্য কথা বলিতেছি যে, আমি এই দেব-দানবপূজিত চক্রকে আপনার নিকট সেইজন্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম—ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি অজেয় হইব ॥ ৩৬-৩৭

কেশব! কিন্তু এখন আমি এই দুর্লভ কামনা আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত না হইয়াই ফিরিয়া যাইব। গোবিন্দ! আপনি আমাকে কেবল এই কথাই বলুন যে, তোমার কল্যাণ হউক ॥ ৩৮

এই চক্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং আপনিও ভয়ানক বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরচূড়ামণি। আপনার কোন বিরোধীর নিকট এরূপ চক্র নাই। আপনিই এই চক্র ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই ভূতলে অপর কোন পুরুষ ইহাকে উত্তোলিত করিতে পারে না ॥ ৩৯

আমাকে এই কথা বলিয়া দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা রথে যোজিত

স সংরম্ভী দুরাত্মা চ চপলঃ ক্রূর এব চ।
বেদ চাস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তস্মাদ্ রক্ষ্যো বৃকোদরঃ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি যুধিষ্ঠিরকৃষ্ণসংবাদে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২

করিবার যোগ্য অশ্বগণ, ধনসকল ও নানাবিধ রত্নসমূহ গ্রহণ করত সেস্থান হইতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল॥ ৪০

এই অশ্বত্থামা ক্রোধী, দুষ্টাত্মা, চপল (চঞ্চল) ও ক্রূর। তাহার উপর সে ব্রহ্মাস্ত্র জানে, সুতরাং তাহার নিকট হইতে ভীমসেনকে রক্ষা করিতে হইবে॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে -শ্রীকৃষ্ণের-সংবাদবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥

[শ্রীকৃষ্ণার্জুন-যুধিষ্ঠিরৈর্ভীমসেনস্যানুগমনম্, গঙ্গাতীরং গত্বা ভীমেনাশ্বত্থাম্ন আহ্বানম্, অশ্বত্থাম্না ব্রহ্মাস্ত্রস্য প্রয়োগশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সর্বযাদবনন্দনঃ।
সর্বায়ুধবরোপেতমারুরোহ রথোত্তমম্॥ ১
যুক্তং পরমকাম্বোজৈস্তুরগৈর্হেমমালিভিঃ।
আদিত্যোদয়বর্ণস্য ধুরং রথবরস্য তু॥ ২
দক্ষিণামবহচ্ছৈব্যঃ সুগ্রীবঃ সব্যতোঽভবৎ।
পার্ষ্ণিবাহৌ তু তস্যাস্তাং মেঘ-পুষ্পবলাহকৌ॥৩
বিশ্বকর্মকৃতা দিব্যা রত্নধাতুবিভূষিতা।
উচ্ছ্রিতেব রথে মায়া ধ্বজযষ্টিরদৃশ্যত॥ ৪
বৈনতেয়ঃ স্থিতস্তস্যাং প্রভামণ্ডলরশ্মিবান্।
তস্য সত্যবতঃ কেতুর্ভুজগারিরদৃশ্যত॥ ৫
অথারোহদ্‌ধৃষীকেশঃ কেতুঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
অর্জুনঃ সত্যকর্মা চ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৬
অশোভেতাং মহাত্মানৌ দাশার্হমভিতঃ স্থিতৌ।
রথস্থং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বিনাবিব বাসবম্॥ ৭
তাবুপারোপ্য দাশার্হঃ স্যন্দনং লোকপূজিতম্।
প্রতোদেন জবোপেতান্ পরমাশ্বানচোদয়ৎ॥ ৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমসেনের অনুগমন, গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ভীমসেন কর্তৃক অশ্বত্থামাকে আহ্বান এবং অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সম্পূর্ণ যাদবকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সমস্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসকলে সুসম্পন্ন উত্তম রথে আরোহণ করিলেন॥ ১

ইহাতে স্বর্ণমাল্যপরিহিত কাবুলদেশীয় অশ্বগণ যোজিত ছিল। এই শ্রেষ্ঠ রথের কান্তি উদয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় অরুণ বর্ণ ছিল। ইহার দক্ষিণ দিকের ধুরের ভার শৈব্য বহন করিতে ছিল ও বাম ধুরের ভার বহন করিতেছিল সুগ্রীব। এই দুই অশ্বের পার্শ্বভাগে ক্রমশঃ মেঘপুষ্প এবং বলাহক যোজিত ছিল॥ ২-৩

সেই রথের উপর বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা নির্ম্মিত এবং রত্নময় ধাতুসমূহে বিভূষিত দিব্য ধ্বজ দেখা যাইতেছিল, যাহা উচ্চে উত্থিত মায়ার ন্যায় প্রতীত হইতেছিল॥ ৪

এই ধ্বজের উপরে প্রভাপুঞ্জ ও কিরণসমূহে সুশোভিত বিনতানন্দন গরুড় বিদ্যমান ছিলেন। সর্পগণের শত্রু গরুড় সত্যবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথের পতাকারূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিলেন॥ ৫

সমস্ত ধনুর্দ্ধর বীরগণের কেতুস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সেই রথে আরোহণ করিলেন। তাহারপর সত্যপরাক্রমী অর্জুন এবং সর্ব্বশেষে কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আরূঢ় হইলেন॥ ৬

এই দুই মহাত্মা পাণ্ডব রথের উপর আরোহণ করত শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিরাজমান থাকিয়া ইন্দ্রের পার্শ্বে উপবিষ্ট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৭

এই দুই ভ্রাতাকে সেই লোকপূজিত রথে আরোহণ করাইয়া দশার্হবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ বেগশালী উত্তম অশ্বগণকে বেগের দ্বারা চালনা করিলেন॥ ৮

তে হয়াঃ সহসোৎপেতুর্গৃহীত্বা স্যন্দনোত্তমম্ ।
আস্থিতং পাণ্ডবেয়াভ্যাং যদূনামৃষভেণ চ ॥ ৯

বহন্তাং শার্ঙ্গধন্বানমশ্বানাং শীঘ্রগামিনাম্ ।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দঃ পক্ষিণাং পততামিব ॥১০

তে সমার্চ্ছন্নরব্যাঘ্রাঃ ক্ষণেন ভরতর্ষভ ।
ভীমসেনং মহেষ্বাসং সমনুক্রম্য বেগিতাঃ ॥ ১১

ক্রোধদীপ্তং তু কৌন্তেয়ং দ্বিষদর্থে সমুদ্যতম্ ।
নাশক্নুবন্ বারয়িতুং সমেত্যাপি মহারথাঃ ॥ ১২

স তেষাং প্রেক্ষতামেব শ্রীমতাং দৃঢ়ধন্বিনাম্ ।
যযৌ ভাগীরথীতীরং হরিভির্ভৃশবেগিতৈঃ ॥ ১৩

যত্র স্ম শ্রূয়তে দ্রৌণিঃ পুত্রহন্তা মহাত্মনাম্ ।
স দদর্শ মহাত্মানমুদকান্তে যশস্বিনম্ ॥ ১৪

কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসমাসীনমৃষিভিঃ সহ ।

এই অশ্বগণ দুই পাণ্ডুপুত্র এবং যদুকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আরূঢ় সর্ব্বোত্তম রথকে লইয়া সহসা উড়িতে লাগিল ॥ ৯

শার্ঙ্গধনুর্দ্ধর শ্রীকৃষ্ণকে বহনকারী সেই শীঘ্রগামী অশ্বগণের মহৎ শব্দ উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ন্যায় উদ্ভূত হইতেছিল ॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই তিন নরশ্রেষ্ঠ তীব্রবেগে পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

সেই সময় কুন্তীনন্দন ভীমসেন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রু অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেইজন্য এই তিন মহারথী তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ১২

এই সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর তেজস্বী বীরগণের সাক্ষাতেই তিনি অত্যন্ত বেগশালী অশ্বগণের দ্বারা ভাগীরথীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে মহাত্মা পাণ্ডবগণের পুত্রহন্তা দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া শুনা যায় ॥ ১৩১/২

সেখানে যাইয়া তিনি গঙ্গার জলের পার্শ্বে পরম যশস্বী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে অনেক মহর্ষিগণের সহিত বসিয়া থাকিতে দর্শন করিলেন। তাঁহারই পার্শ্বে ক্রূরকর্ম্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা নিজ দেহে ঘৃত মক্ষণ করত কুশের চীর (পরিধানযোগ্য কুশনির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ড) পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি আচ্ছাদিত ছিল ॥ ১৪-১৫১/২

তঞ্চৈব ক্রূরকর্ম্মাণং ঘৃতাক্তং কুশচীরিণম্ ॥ ১৫

রজসা ধ্বস্তমাসীনং দদর্শ দ্রৌণিমন্তিকে ।
তমভ্যধাবৎ কৌন্তেয়ঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ১৬

ভীমসেনো মহাবাহুস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।
স দৃষ্ট্বা ভীমধন্বানং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥ ১৭

ভ্রাতরৌ পৃষ্ঠতশ্চাস্য জনার্দনরথে স্থিতৌ ।
ব্যথিতাত্মাভবদ্ দ্রৌণিঃ প্রাপ্তং চেদমমন্যত ॥ ১৮

স তদ্ দিব্যমদীনাত্মা পরমাস্ত্রমচিন্তয়ৎ ।
জগ্রাহ চ স চৈষীকাং দ্রৌণিঃ সব্যেন পাণিনা ॥ ১৯

স তামাপদমাসাদ্য দিব্যমস্ত্রমুদৈরয়ৎ ।
অমৃষ্যমাণস্তাঞ্শূরান্ দিব্যায়ুধধরান্ স্থিতান্ ॥ ২০

অপাণ্ডবায়েতি রুষা ব্যসৃজদ্ দারুণং বচঃ ।
ইত্যুক্ত্বা রাজশার্দূল দ্রোণপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ২১

কুন্তীকুমার মহাবাহু ভীমসেন বাণসহ ধনু ধারণ করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বলিলেন,—অরে ! দাঁড়াও, দাঁড়াও ॥ ১৬১/২

অশ্বত্থামা দেখিলেন যে, ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর ভীমসেন হস্তে ধনু ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণের রথে উপবিষ্ট দুই ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন আসিতেছেন। এই সব দেখিয়া দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার হৃদয়ে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইল। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন ॥ ১৭-১৮

উদারহৃদয় অশ্বত্থামা সেই দিব্য ও উত্তম অস্ত্র চিন্তা করিলেন। সেই সঙ্গে বামহস্তে একটি ঐষীক (শরকাঠি) উঠাইয়া লইলেন ॥১৯

দিব্য অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত সেই বীরবরগণের আগমনকে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এই বিপদে পতিত হইয়া তিনি রোষসহকারে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ করিলেন এবং মুখ হইতে এই কঠোর বাক্য নিঃসারণ করিলেন যে, এই অস্ত্র সমস্ত পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করুক ॥ ২০১/২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! এই কথা বলিয়া প্রতাপশালী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমস্ত লোকসকলকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য সেই অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২১১/২

সর্বলোকপ্রমোহার্থং তদস্ত্রং প্রমুমোচ হ।
ততস্তস্যামিষীকায়াং পাবকঃ সমজায়ত।
প্রধক্ষ্যন্নিব লোকাংস্ত্রীন্ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ২২

তদনন্তর সেই ঐষীকে কাল, অন্তক ও যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর অগ্নি প্রাদুর্ভূত হইল। সেই সময় ইহা মনে হইতেছিল যে, এই অগ্নি ত্রিভুবনকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া-ফেলিবে ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রত্যাগে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ বিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রং নিবারয়িতুং ধনঞ্জয়েন ব্রহ্মাস্ত্রস্য প্রয়োগঃ, বেদব্যাসস্য তথা দেবর্ষি-নারদস্যাবির্ভাবশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইঙ্গিতেনৈব দাশার্হস্তমভিপ্রায়মাদিতঃ।
দ্রৌণের্বুদ্ধ্বা মহাবাহুরর্জ্জুনং প্রত্যভাষত ॥ ১
অর্জ্জুনার্জ্জুন যদ্দিব্যমস্ত্রং তে হৃদি বর্ততে।
দ্রোণোপদিষ্টং তস্যায়ং কালঃ সম্প্রতি পাণ্ডব ॥ ২
ভ্রাতৄণামাত্মনশ্চৈব পরিত্রাণায় ভারত।
বিসৃজৈতৎ ত্বমপ্যাজাবস্ত্রমস্ত্রনিবারণম্ ॥ ৩
কেশবেনৈবমুক্তোঽথ পাণ্ডবঃ পরবীরহা।
অবাতরদ্ রথাৎ তূর্ণং প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিবার জন্য অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ এবং বেদব্যাস ও দেবর্ষি নারদের আবির্ভাব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দশার্হনন্দন মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার চেষ্টার দ্বারা পূর্ব হইতেই তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন ॥ ১

অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! পাণ্ডুনন্দন! আচার্য্য দ্রোণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট যে দিব্য অস্ত্র তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রয়োগের এখন সময় আসিয়াছে ॥ ২

হে ভারত! ভ্রাতৃগণকে এবং নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তুমিও এই যুদ্ধে সেই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ কর। অশ্বত্থামার অস্ত্রের নিবারণ ইহারই দ্বারা হইতে পারে ॥ ৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর শত্রুবীরসংহারকারী পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন ধনুর্বাণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক অতিক্রত রথ হইতে ভূতলে নামিলেন ॥ ৪

পূর্বমাচার্য্যপুত্রায় ততোঽনন্তরমাত্মনে।
ভ্রাতৃভ্যশ্চৈব সর্বেভ্যঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা পরন্তপঃ ॥ ৫
দেবতাভ্যো নমস্কৃত্য গুরুভ্যশ্চৈব সর্বশঃ।
উৎসসর্জ শিবং ধ্যায়ন্নস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতাম্ ॥ ৬
ততস্তদস্ত্রং সহসা সৃষ্টং গাণ্ডীবধন্বনা।
প্রজজ্বাল মহার্চিষ্মদ্ যুগান্তানলসন্নিভম্ ॥ ৭
তথৈব দ্রোণপুত্রস্য তদস্ত্রং তিগ্মতেজসঃ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালং তেজোমণ্ডলসংবৃতম্ ॥ ৮
নির্ঘাতা বহবশ্চাসন্ পেতুরুল্কাঃ সহস্রশঃ।
মহদ্ ভয়ঞ্চ ভূতানাং সর্বেষাং সমজায়ত ॥ ৯

শত্রুতাপন অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রথমে এই কথা বলিলেন যে, আচার্য্য-পুত্রের কল্যাণ হউক। তাহার পর নিজের ও সমস্ত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল কামনা করত তিনি দেবতা ও সকল গুরুজনগণকে নমস্কার করিলেন। ইহার পর 'এই ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা শত্রুর ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হইয়া যাউক' এইরূপ সঙ্কল্প করত সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫ ৬

গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উহা হইতে প্রলয়াগ্নিতুল্য বড় বড় শিখাসমূহ উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ৭

এইরূপ প্রচণ্ড তেজস্বী দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামারও সেই অস্ত্র তেজোমণ্ডলে পরিবৃত বড় বড় শিখাসকলের সহিত প্রজ্বলিত হইতে থাকিল ॥ ৮

এই সময় বারংবার বজ্রপাতের ন্যায় প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল, আকাশ হইতে সহস্র সহস্র উল্কা পতিত হইতে থাকিল এবং সমস্ত প্রাণিগণের উপর মহাভয় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৯

সশব্দমভবদ্ ব্যোম জ্বালামালাকুলং ভৃশম্।
চচাল চ মহী কৃৎস্না সপর্বত-বন-দ্রুমা ॥১০
তে হ্যস্ত্রতেজসী লোকাংস্তাপয়ন্তী ব্যবস্থিতে।
মহর্ষী সহিতৌ তত্র দর্শয়ামাসতুস্তদা ॥ ১১
নারদঃ সর্বভূতাত্মা ভরতানাং পিতামহঃ।
উভৌ শময়িতুং বীরৌ ভারদ্বাজ-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১২
তৌ মুনী সর্বধর্মজ্ঞৌ সর্বভূতহিতৈষিণৌ।
দীপ্তয়োরস্ত্রয়োর্মধ্যে স্থিতৌ পরমতেজসৌ ॥ ১৩
তদনন্তরমধাধৃষ্যাবুপাগম্য যশস্বিনৌ।
আস্তামৃষিবরৌ তত্র জ্বলিতামিব পাবকৌ ॥ ১৪
প্রাণভৃদ্ভিরনাধৃষ্যৌ দেব-দানবসম্মতৌ।
অস্ত্রতেজঃ শময়িতুং লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১৫

ঋষী উচতুঃ।

নানাশস্ত্রবিদঃ পূর্বে যেঽপ্যতীতা মহারথাঃ।
নৈতদস্ত্রং মনুষ্যেষু তৈঃ প্রযুক্তঃ কথঞ্চন।
কিমিদং সাহসং বীরৌ কৃতবন্তৌ মহাত্যয়ম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি অর্জুনাস্ত্রত্যাগে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

সম্পূর্ণ আকাশ অগ্নির প্রচণ্ড শিখাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং সে স্থানে ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। পর্ব্বত, বন ও বৃক্ষসকল সহ সমগ্র পৃথিবী আন্দোলিত হইল ॥ ১০

এই দুইজনের অস্ত্রের তেজ সমস্ত লোককে সন্তপ্ত করিতে করিতে সেস্থানে অবস্থিত রহিল। এই সময় সেখানে সমস্ত ভূতগণের আত্মা নারদ এবং ভরতবংশের পিতামহ ব্যাসদেব এই দুই মহর্ষি উভয়ে একত্রে দর্শন দিলেন ॥ ১১।

সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতৈষী এই দুই পরম তেজস্বী মুনি অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুন—এই দুই বীরকে শান্ত করিবার জন্য ইঁহাদের প্রজ্বলিত অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১২-১৩

সেই অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যভাগে আসিয়া এই দুই দুর্দ্ধর্ষ ও যশস্বী মহর্ষিপ্রবর দুইটি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় সেস্থানে বিরাজমান রহিলেন ॥ ১৪

কোনও প্রাণী ইঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে পারে না। দেবতা ও দানবগণ এই উভয়েরই সম্মান করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমস্ত লোকের হিতকামনা করত এই দুই অস্ত্রের তেজ শান্ত করাইবার জন্য সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫

এই দুই ঋষি বলিলেন,—বীরদ্বয়! পূর্ব্বকালেও যে সমস্ত বহুসংখ্যক মহারথী বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নানাপ্রকার অস্ত্রসকল জানিতেন; কিন্তু তাঁহারা কোনক্রমেই মনুষ্যগণের উপর এই অস্ত্রের প্রয়োগ করেন নাই। তোমরা দুইজনে কেন এই মহাবিধ্বংসকর অস্ত্র প্রয়োগ করিলে? ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসস্যাজ্ঞয়া পার্থেন স্বীয়-ব্রহ্মাস্ত্রস্যোপসংহারঃ, স্ব-মণিং প্রদায়াশ্বত্থাম্না পাণ্ডবেয়ানাং গর্ভেষু দিব্যাস্ত্রস্য ক্ষেপণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

দৃষ্ট্বৈব নরশার্দূল তাবগ্নিসমতেজসৌ ।
গাণ্ডীবধন্বা সঞ্চিন্ত্য প্রাপ্তকালং মহারথঃ ।
সঞ্জহার শরং দিব্যং ত্বরমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১
উবাচ ভরতশ্রেষ্ঠ তাবৃষী প্রাঞ্জলিস্তদা ।
প্রমুক্তমস্ত্রমস্ত্রেণ শাম্যতামিতি বৈ ময়া ॥ ২
সংহৃতে পরমাস্ত্রেঽস্মিন্ সর্বানস্মানশেষতঃ ।
পাপকর্মা ধ্রুবং দ্রৌণিঃ প্রধক্ষ্যত্যস্ত্রতেজসা ৩
যদত্র হিতমস্মাকং লোকানাঞ্চৈব সর্বথা ।
ভবন্তৌ দেবসঙ্কাশৌ তথা সম্মন্তুমর্হতঃ ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা সঞ্জহারাস্ত্রং পুনরেবং ধনঞ্জয়ঃ ।
সংহারো দুষ্করস্তস্য দেবৈরপি হি সংযুগে ॥ ৫
বিসৃষ্টস্য রণে তস্য পরমাস্ত্রস্য সংগ্রহে ।
অশক্তঃ পাণ্ডবাদন্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ ॥ ৬
ব্রহ্মতেজোদ্ভবং তদ্ধি বিসৃষ্টমকৃতাত্মনা ।
ন শক্যমাবর্তয়িতুং ব্রহ্মচারিব্রতাদৃতে ॥ ৭
অচীর্ণব্রহ্মচর্য্যো যঃ সৃষ্ট্বা বর্তয়তে পুনঃ ।
তদস্ত্রং সানুবন্ধস্য মূর্ধানং তস্য কৃন্ততি ॥ ৮
ব্রহ্মচারী ব্রতী চাপি দুরবাপমবাপ্য তৎ ।
পরমব্যসনার্তোঽপি নার্জুনোঽস্ত্রং ব্যমুঞ্চত ৯
সত্যব্রতধরঃ শূরো ব্রহ্মচারী চ পাণ্ডবঃ ।
গুরুবর্তী চ তেনাস্ত্রং সঞ্জহারার্জুনঃ পুনঃ ॥ ১০
দ্রৌণিরপ্যথ সম্প্রেক্ষ্য তাবৃষী পুরতঃ স্থিতৌ ।
ন শশাক পুনর্ঘোরমস্ত্রং সংহর্তুমোজসা ॥ ১১
অশক্তঃ প্রতিসংহারে পরমাস্ত্রস্য সংযুগে ।
দ্রৌণির্দীনমনা রাজন্ দ্বৈপায়নমভাষত ॥ ১২

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[বেদব্যাসের আজ্ঞায় অর্জুনকর্তৃক স্বীয় অস্ত্রের উপসংহার এবং নিজের মণি প্রদান করত অশ্বত্থামাকর্তৃক পাণ্ডববংশের গর্ভে দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ! সেই অগ্নিতুল্য তেজস্বী দুই মহর্ষিকে দর্শন করিয়াই গাণ্ডীবধারী মহারথী অর্জুন সময়োচিত কর্তব্য বিচার করত ত্বরাসহকারে নিজের দিব্যাস্ত্রের উপসংহার আরম্ভ করিলেন ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মহর্ষিকে বলিলেন,—আমি ত' এই উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি যে, ইহার দ্বারা শত্রুর নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র শান্ত হইয়া যাউক। এখন এই অস্ত্র উপসংহার করিয়া লইলে পাপাচারী অশ্বত্থামা নিজ অস্ত্রের তেজে অবশ্যই আমাদের সকলকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে ॥ ২-৩

আপনারা উভয়েই দেবতুল্য; অতএব এখন যাহা করিলে আমাদের এবং সম্পূর্ণ প্রাণিগণের হিত হইবে, তাহার জন্য আপনারা আমাদের পরামর্শ দান করুন ॥ ৪

এই কথা বলিয়া অর্জুন পুনরায় সেই অস্ত্রকে উপসংহার করিলেন। যুদ্ধে এই অস্ত্রকে উপসংহার করা দেবগণের পক্ষেও দুষ্কর ছিল। সংগ্রামে একবার এই দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর পুনরায় তাহাকে উপসংহার করিতে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ব্যতীত সাক্ষাৎ ইন্দ্রও সমর্থ ছিলেন না ॥ ৫-৬

এই অস্ত্র ব্রহ্মতেজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি অজিতেন্দ্রিয় পুরুষকর্তৃক ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে ইহাকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব; কারণ, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন না করিলে ইহাকে নিবৃত্ত করা যায় না ॥ ৭

যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করে নাই, যদি সেই পুরুষ ইহার একবার প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উহার নিবর্তনের প্রচেষ্টা করে, তবে সেই অস্ত্র অনুগামীদিগের সহিত প্রয়োগকারীর শিরশ্ছেদ করিয়া থাকে ॥ ৮

অর্জুন ব্রহ্মচারী ও ব্রতধারী থাকিয়াই এই দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াও কখনও এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। ৯

সত্যব্রতধারী, ব্রহ্মচারী, বীরবর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন গুরুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন; সেইজন্য তিনি এই অস্ত্রকে পুনরায় ফিরাইয়া লইলেন ॥ ১০

অশ্বত্থামাও যখন এই ঋষিদ্বয়কে স্বীয় সম্মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন, তখন সেই ঘোর অস্ত্রকে সবলে উপসংহার করিবার জন্য প্রচেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সফল হইলেন না ॥ ১১

রাজন্! যুদ্ধে সেই দিব্য অস্ত্রকে যখন তিনি উপসংহার

উত্তমব্যসনার্ত্তেন প্রাণত্রাণমভীপ্সতা।
ময়ৈতদস্ত্রমুৎসৃষ্টং ভীমসেনভয়ান্মুনে ॥ ১৩
অধর্মশ্চ কৃতোঽনেন ধার্ত্তরাষ্ট্রং জিঘাংসতা।
মিথ্যাচারেণ ভগবন্ ভীমসেনেন সংযুগে ॥ ১৪
অতঃ সৃষ্টমিদং ব্রহ্মন্ ময়াস্ত্রমকৃতাত্মনা।
তস্য ভূয়োঽদ্য সংহারং কর্ত্তুং নাহমিহোৎসহে ॥১৫
বিসৃষ্টং হি ময়া দিব্যমেতদস্ত্রং দুরাসদম্।
অপাণ্ডবায়েতি মুনে বহ্নিতেজোঽনুমন্ত্র্য বৈ ॥ ১৬
তদিদং পাণ্ডবেয়ানামন্তকায়াভিসংহিতম্।
অদ্য পাণ্ডুসুতান্ সর্বান্ জীবিতাদ্ ভ্রংশয়িষ্যতি ॥ ১৭
কৃতং পাপমিদং ব্রহ্মন্ রোষাবিষ্টেন চেতসা।
বধমাশাস্য পার্থনাং ময়াস্ত্রং সৃজতা রণে ॥ ১৮

ব্যাস উবাচ।

অস্ত্রং ব্রহ্মশিরস্তাত বিদ্বান্ পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
উৎসৃষ্টবান্ন রোষেণ ন নাশায় তবাহবে ॥ ১৯
অস্ত্রমস্ত্রেণ তু রণে তব সংশময়িষ্যতা।
বিসৃষ্টমর্জুনেনেদং পুনশ্চ প্রতিসংহৃতম্ ॥ ২০
ব্রহ্মাস্ত্রমপ্যবাপ্যৈতদুপদেশাৎ পিতুস্তব।
ক্ষত্রধর্মান্মহাবাহুর্নাকম্পত ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২১
এবং ধৃতিমতঃ সাধোঃ সর্বাস্ত্রবিদুষঃ সতঃ।
স ভ্রাতৃবন্ধোঃ কস্মাৎ ত্বং বধমস্য চিকীর্ষসি ॥ ২২
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরো যত্র পরমাস্ত্রেণ বধ্যতে।
সমা দ্বাদশ পর্জন্যস্তদ্রাষ্ট্রং নাভিবর্ষতি ॥ ২৩
এতদর্থং মহাবাহুঃ শক্তিমানপি পাণ্ডবঃ।
ন বিহন্ত্যেতদস্ত্রং তু প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥ ২৪
পাণ্ডবাস্ত্বঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ সদা সংরক্ষ্যমেব হি।
তস্মাৎ সংহর দিব্যং ত্বমস্ত্রমেতন্মহাভুজ ॥ ২৫
অরোষস্তব চৈবাস্তু পার্থাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।
ন হ্যধর্মেণ রাজর্ষিঃ পাণ্ডবো জেতুমিচ্ছতি ॥ ২৬

করিতে পারিলেন না, তখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং বেদব্যাসকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

মুনে! আমি ভীমসেনের ভয়ে অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়া নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি ॥১৩

ভগবন্! দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইচ্ছায় এই ভীমসেন রণাঙ্গনে মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাঅধর্ম করিয়াছিল ॥১৪

ব্রহ্মন্! যদিও আমি জিতেন্দ্রিয় নহি, তথাপি আমি এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এখন পুনরায় ইহাকে উপসংহার করিবার সামর্থ্য আমার নাই ॥ ১৫

মুনে! আমি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ এই দিব্যাস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া এই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবেরা ধ্বংস হইয়া যাউক ॥ ১৬

পাণ্ডবগণের বিনাশের সঙ্কল্প লইয়া নিক্ষিপ্ত এই দিব্যাস্ত্র আজ সমস্ত পাণ্ডুপুত্রদিগকে জীবনহীন করিয়া দিবে ॥ ১৭

ব্রহ্মন্! আমি রোষাবিষ্টচিত্তে কুন্তীপুত্রগণকে বধ করিবার বাসনায় এই অস্ত্রের প্রয়োগ করত অবশ্যই গুরুতর পাপকার্য্য করিয়া ফেলিয়াছি ॥ ১৮

ব্যাসদেব বলিলেন,—তাত! কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়ও ত' এই দিব্যাস্ত্র জানে; কিন্তু সে রোষাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে তোমাকে বধ করিবার ইচ্ছায় উহা নিক্ষেপ করে নাই ॥ ১৯

দেখ, রণাঙ্গনে নিজের দ্বারা তোমার অস্ত্রকে শান্ত করিবার জন্যই অর্জুন সেই অস্ত্রের প্রয়োগ করিয়াছে এবং এখন পুনরায় উহাকে উপসংহার করিয়া লইয়াছে ॥ ২০

এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াও মহাবাহু অর্জুন তোমার পিতার উপদেশ মান্য করত ক্ষাত্র-ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই ॥ ২১

সে এরূপ ধৈর্য্যবান্, সাধু, সর্ব্ববিধ অস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সৎপুরুষ, তথাপি তুমি ভ্রাতৃ-বন্ধুবর্গের সহিত ইহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিলে কেন? ২২

যে দেশে এক ব্রহ্মাস্ত্রকে অন্য উৎকৃষ্ট অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, সেই রাষ্ট্রে বার বৎসর পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় না ॥ ২৩

সেইজন্য প্রজাবর্গের হিত কামনা করত মহাবাহু অর্জুন শক্তিশালী হইয়াও তোমার এই অস্ত্রকে নষ্ট করিল না ॥ ২৪

মহাবাহো! পাণ্ডবগণকে, নিজেকে এবং এই রাষ্ট্রকে তোমার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত, অতএব তুমি এই দিব্যাস্ত্রকে উপসংহার কর ॥ ২৫

তোমার রোষ শান্ত হউক এবং পাণ্ডবেরাও স্বস্থতা লাভ করুক। পাণ্ডুপুত্র রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কাহাকেও অধর্ম্মের দ্বারা জয় করিতে ইচ্ছুক নয় ॥ ২৬

মণিশ্চৈব প্রযচ্ছাশু যস্তে শিরসি তিষ্ঠতি।
এতদাদায় তে প্রাণান্ প্রতিদাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ২৭
দ্রৌণিরুবাচ।
পাণ্ডবৈর্যানি রত্নানি যচ্চান্যৎ কৌরবৈর্ধনম্।
অবাপ্তমিহ তেভ্যোঽয়ং মণির্মম বিশিষ্যতে ॥ ২৮
যমাবধ্য ভয়ং নাস্তি শস্ত্রব্যাধিক্ষুধাশ্রয়ম্।
দেবেভ্যো দানবেভ্যো বা নাগেভ্যো বা কথঞ্চন ॥ ২৯
ন চ রক্ষোগণভয়ং ন তস্করভয়ং তথা।
এবং বীর্য্যো মণিরয়ং ন মে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন ॥৩০
যত্তু মে ভগবানাহ তন্মে কার্য্যমনন্তরম্।
অয়ং মণিরয়ং চাহমীষিকা তু পতিষ্যতি ॥ ৩১
গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানামমোঘং চৈতদুত্তমম্।
ন চ শক্তোঽস্মি ভগবন্ সংহর্তুং পুনরুদ্যতম্ ॥ ৩২
এতদস্ত্রমতশ্চৈব গর্ভেষু বিসৃজাম্যহম্।
ন চ বাক্যং ভগবতো ন করিষ্যে মহামুনে ॥ ৩৩
ব্যাস উবাচ।
এবং কুরু ন চান্যা তু বুদ্ধিঃ কার্য্যা ত্বয়ানঘ।
গর্ভেষু পাণ্ডবেয়ানাং বিসৃজ্যৈতদুপারম ॥ ৩৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ পরমমস্ত্রং তু দ্রৌণিরুদ্যতমাহবে।
দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা গর্ভেষু প্রমুমোচ হ ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি ব্রহ্মশিরোঽস্ত্রস্য
পাণ্ডবেয়গর্ভপ্রবেশনে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

তোমার মস্তকে যে মণি রহিয়াছে, উহা আজ তুমি তাহাকে প্রদান কর। এই মণি গ্রহণ করত তাহার পরিবর্তে পাণ্ডবেরা তোমায় প্রাণদান করিবে ॥ ২৭

অশ্বত্থামা বলিলেন,—পাণ্ডবেরা আজ পর্য্যন্ত যে যে রত্ন লাভ করিয়াছে এবং কৌরবগণও যে সকল ধন প্রাপ্ত হইয়াছে, আমার এই মণি সেই সব হইতে অধিক মূল্যবান্ ॥ ২৮

ইহাকে দেহে বন্ধন করিলে পর অস্ত্র, ব্যাধি, ক্ষুধা, দেবতা, দানব অথবা নাগ হইতে কাহারও কোনরূপ ভয় থাকে না ॥ ২৯

তাহার রাক্ষসগণের নিকট কোন ভয় থাকে না এবং চৌরভয় তাহার হয় না। আমার এই মণির এইরূপ অদ্ভুত প্রভাব। সেইজন্য আমার ইহাকে কোনরূপেই ত্যাগ করা উচিত নয় ॥৩০

কিন্তু পূজ্যপাদ মহর্ষি আপনি আজ আমাকে যাহা আদেশ করিলেন, উহা আমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে; অতএব এই আমার মণি রহিল এবং এই আমি অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষিপ্ত ঈষিকা (শরকাঠী) পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপর পতিত হইবে; কারণ, এই উত্তম অস্ত্র অমোঘ। ভগবন্! এই উদ্যত অস্ত্রকে উপসংহার করিতে আমি সমর্থ নহি ॥ ৩১-৩২

মহামুনে! অতএব আমি এই অস্ত্র পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপরেই নিক্ষেপ করিতেছি। আপনার আদেশ আমি উল্লঙ্ঘন করিব না ॥ ৩৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে অনঘ! আচ্ছা, তাহাই হউক। এখন নিজ মনে আর অপর কোন বুদ্ধি আনিবে না। এই অস্ত্রকে পাণ্ডববংশের গর্ভস্থ শিশুর উপরই নিক্ষেপ করত শান্ত হইয়া যাও ॥৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশের গর্ভ লক্ষ্য করত উহা নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে ব্রহ্মাস্ত্রের পাণ্ডববংশের গর্ভে প্রবেশ-বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণতোঽভিশাপং প্রাপ্যাশ্বত্থাম্নো বনগমনম্, পাণ্ডবৈর্মণিং প্রদায় দ্রৌপদ্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদাজ্ঞায় হৃষীকেশো বিসৃষ্টং পাপকর্মণা।
হৃষ্যমাণ ইদং বাক্যং দ্রৌণিং প্রত্যব্রবীত্তদা ॥ ১
বিরাটস্য সুতাং পূর্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপপ্লব্যগতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ ॥ ২
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদস্য পরিক্ষিত্ত্বং গর্ভস্থস্য ভবিষ্যতি ॥ ৩
তস্য তদ্ বচনং সাধোঃ সত্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।
পরিক্ষিদ্ ভবিতা হ্যেষাং পুনর্বংশকরঃ সুতঃ ॥ ৪
এবং ব্রুবাণং গোবিন্দং সাত্বতাং প্রবরং তদা।
দ্রৌণিঃ পরমসংরব্ধঃ প্রত্যুবাচেদমুত্তরম্ ॥ ৫
নৈতদেবং যথাঽঽত্থ ত্বং পক্ষপাতেন কেশব।
বচনং পুণ্ডরীকাক্ষ ন চ মদ্বাক্যমন্যথা ॥ ৬
পতিষ্যতি তদস্ত্রং হি গর্ভে তস্যা ময়োদ্যতম্।
বিরাটদুহিতুঃ কৃষ্ণ যং ত্বং রক্ষিতুমিচ্ছসি ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

অমোঘঃ পরমাস্ত্রস্য পাতস্তস্য ভবিষ্যতি।
স তু গর্ভো মৃতো জাতো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যতি ॥ ৮
ত্বাং তু কাপুরুষং পাপং বিদুঃ সর্বে মনীষিণঃ।
অসকৃৎ পাপকর্মাণং বালজীবিতঘাতকম্ ॥ ৯
তস্মাত্ত্বমস্য পাপস্য কর্মণঃ ফলমাপ্নুহি।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি চরিষ্যসি মহীমিমাম্ ॥ ১০
অপ্রাপ্নুবন্ ক্বচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেনচিৎ।
নির্জনানসহায়স্ত্বং দেশান্ প্রবিচরিষ্যসি ॥ ১১
ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ।
পূয়শোণিতগন্ধী চ দুর্গকান্তারসংশ্রয়ঃ ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বত্থামার বনগমন এবং পাণ্ডবগণকর্তৃক মণি দান করত দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পাপী অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্র পাণ্ডব-বংশের গর্ভের দিকে নিক্ষেপ করিলেন, ইহা জানিতে পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। এই সময় তিনি দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

বহুদিন পূর্ব্বের এক ঘটনা, রাজা বিরাটের কন্যা এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা যখন উপপ্লব্যনগরে বাস করিতেছিল, সেই সময় কোন এক ব্রতচারী ব্রাহ্মণ তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ২

বৎসে! যখন কৌরববংশ সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণ হইয়া যাইবে, তখন তোমার এক পুত্র লাভ হইবে এবং এইজন্য সেই গর্ভস্থ শিশুর নাম 'পরিক্ষিৎ' হইবে ॥ ৩

সেই সাধু ব্রাহ্মণের এই বাক্য সত্য হইবে। উত্তরার পুত্র পরিক্ষিৎই পুনরায় পাণ্ডববংশের প্রবর্ত্তক হইবে ॥ ৪

সাত্বতবংশশিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলিতে-ছিলেন, সেই সময় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি উঁহার উত্তরদান করিতে করিতে বলিলেন ॥৫

কমলনয়ন কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত করিতে করিতে এই সময় যে কথা বলিতেছ, উহা কখনও সত্য হইবে না। আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না ॥ ৬

হে কৃষ্ণ! আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই অস্ত্র বিরাটকন্যা উত্তরার গর্ভের উপর পতিত হইবে, যাহাকে তুমি রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ॥ ৭

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই দিব্যাস্ত্রের প্রহার ত' অব্যর্থই হইবে। উত্তরার এই গর্ভ মৃত অবস্থাতেই নিষ্ক্রান্ত হইবে, তারপর সে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে ॥ ৮

কিন্তু তোমাকে সকল মনীষী পুরুষ কাপুরুষ, পাপী, বারংবার পাপকর্ম্মকারী ও শিশুপ্রাণঘাতক বলিয়াই জানিবেন। সেইজন্য তুমি এই পাপকর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হও। আজ হইতে তিন হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত তুমি এই ভূতলে বিচরণ করিতে থাকিবে। তুমি জগতে কখনও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিয়া সুখলাভ করিতে পারিবে না। তুমি একাকীই নির্জন স্থানে ঘুরিতে থাকিবে ॥৯-১১

অরে নীচ! তুমি মনুষ্যসমাজমধ্যে থাকিতে পারিবে না। তোমার দেহ হইতে পূয ও রক্তের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে; অতএব তোমার দুর্গম স্থানেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পাপাত্মন্! তুমি সর্ব্বপ্রকার রোগে পীড়িত হইয়া এদিক্ ওদিক্ পরিক্রমা করিতে থাকিবে ॥ ১২॥

বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্বব্যাধিসমন্বিতঃ।
বয়ঃ প্রাপ্য পরিক্ষিৎ তু বেদব্রতমবাপ্য চ ॥ ১৩
কৃপাচ্ছারদ্বতাচ্ছূরঃ সর্বাস্ত্রাণ্যুপপৎস্যতে।
বিদিত্বা পরমাস্ত্রাণি ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৪
ষষ্টিং বর্ষাণি ধর্মাত্মা বসুধাং পালয়িষ্যতি।
ইতশ্চোর্ধ্বং মহাবাহুঃ কুরুরাজো ভবিষ্যতি ॥ ১৫
পরিক্ষিন্নাম নৃপতির্মিষতস্তে সুদুর্মতে।
অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্য্যং সত্যস্য চ নরাধম ॥ ১৬

ব্যাস উবাচ।

যস্মাদনাদৃত্য কৃতং ত্বয়াস্মান্ কর্মদারুণম্।
ব্রাহ্মণস্য সতশ্চৈব যস্মাৎ তে বৃত্তমীদৃশম্ ॥ ১৭
তস্মাদ্ যদ্ দেবকীপুত্র উক্তবানুত্তমং বচঃ।
অসংশয়ং তে তদ্ ভাবি ক্ষত্রধর্মস্ত্বয়াহশ্রিতঃ ॥ ১৮

অশ্বত্থামোবাচ।

সহৈব ভবতা ব্রহ্মন্ স্থাস্যামি পুরুষেষ্বিহ।
সত্যবাগস্তু ভগবানয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রদায়াথ মণিং দ্রৌণিঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
জগাম বিমনাস্তেষাং সর্বেষাং পশ্যতাং বনম্ ॥ ২০
পাণ্ডবাশ্চাপি গোবিন্দং পুরস্কৃত্য হতদ্বিষঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঞ্চৈব নারদঞ্চ মহামুনিম্ ॥ ২১
দ্রোণপুত্রস্য সহজং মণিমাদায় সত্বরাঃ।
দ্রৌপদীমভ্যধাবন্ত প্রায়োপেতাং মনস্বিনীম্ ॥ ২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সদশ্বৈরনিলোপমৈঃ।
অভ্যয়ুঃ সহদাশার্হাঃ শিবিরং পুনরেব হি ॥ ২৩
অবতীর্য্য রথেভ্যস্তু ত্বরমাণা মহারথাঃ।
দদৃশুর্দ্রৌপদীং কৃষ্ণামার্তামার্ততরাঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪
তামুপেত্য নিরানন্দাং দুঃখশোকসমন্বিতাম্।
পরিবার্য্য ব্যতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ সহকেশবাঃ ॥ ২৫

পরিক্ষিৎ দীর্ঘায়ু লাভ করত ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং বেদাধ্যয়নের ব্রত ধারণ করিবে। এই বীরবর বালক শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্যের নিকট হইতেই সমস্ত অস্ত্রসকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩½

এইভাবে উত্তম অস্ত্রসকলের জ্ঞান লাভ করত ক্ষত্রিয়-ধর্মে অবস্থান পূর্ব্বক ষাট্ বৎসর এই পৃথিবী পালন করিবে ॥ ১৪½

দুর্মতে! ইহার পর তোমার সাক্ষাতেই মহাবাহু কুরুরাজ পরিক্ষিৎই এই ভূমণ্ডলের সম্রাট্ হইবে ॥১৫½

নরাধম! তোমার অস্ত্রাগ্নির তেজে দগ্ধ সেই বালককে আমি জীবিত করিয়া দিব। সেই সময় তুমি আমার তপস্যা ও সত্যের প্রভাব দেখিতে পাইবে ॥ ১৬

ব্যাসদেব বলিলেন,—দ্রোণনন্দন! তুমি আমাদের অনাদর করিয়া এই ভয়ঙ্কর কর্ম করিয়াছ, ব্রাহ্মণ হইলেও তোমার আচার এরূপ হইয়া গিয়াছে যে, তুমি ক্ষত্রিয়-ধর্মকেই নিজের করিয়া লইয়াছ; সেইজন্য দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তম বাক্য বলিয়াছেন, এই সব তোমার অবশ্যই হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এখন আমি মনুষ্যগণ মধ্যে কেবল আপনারই সঙ্গে থাকিব। এই ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বচন সত্য হউক ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ইহার পর মহাত্মা পাণ্ডবগণকে মণি প্রদান করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা বিষন্ন মনে তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাতে বনে গমন করিলেন ॥ ২০

অন্যদিকে যাঁহাদের শত্রুরা নিহত হইয়াছে, সেই পাণ্ডবগণও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং মহামুনি নারদকে অগ্রে করত দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার সহিতই উৎপন্ন মণির জন্য আমরণ অনশনে উপবিষ্টা মনস্বিনী দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অতি দ্রুত গমন করিলেন ॥ ২১-২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহ এই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেস্থান হইতে বায়ুতুল্য বেগশালী উত্তম অশ্বগণের দ্বারা পুনরায় শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩

সেস্থানে রথ হইতে নামিয়া এই মহারথী বীরগণ অতিশয় ত্বরাসহকারে আসিয়া শোকপীড়িতা দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহারা স্বয়ংও সেই সময় শোকে অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন ॥ ২৪

দুঃখ-শোকে নিমগ্না আনন্দশূন্যা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করত উপবেশন করিলেন ॥ ২৫

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রদদৌ তং মণিং দিব্যং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৬
অয়ং ভদ্রে তব মণিঃ পুত্রহন্তুর্জিতঃ স তে।
উত্তিষ্ঠ শোকমুৎসৃজ্য ক্ষাত্রধর্মমনুস্মর ॥ ২৭
প্রয়াণে বাসুদেবস্য শমার্থমসিতেক্ষণে।
যান্যুক্তানি ত্বয়া ভীরু বাক্যানি মধুঘাতিনি ॥ ২৮
নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ভ্রাতরো ন চ।
ন বৈ ত্বমিতি গোবিন্দ শমমিচ্ছতি রাজনি ॥ ২৯
উক্তবত্যসি তীব্রাণি বাক্যানি পুরুষোত্তমম্।
ক্ষত্রধর্মানুরূপাণি তানি সংস্মর্তুমর্হসি ॥ ৩০
হতো দুর্য্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্য পরিপন্থিকঃ।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং বিস্ফুরতো ময়া ॥ ৩১
বৈরস্য গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্।
জিত্বা মুক্তো দ্রোণপুত্রো ব্রাহ্মণ্যাদ্ গৌরবেণ চ ॥ ৩২
যশোঽস্য পতিতং দেবি শরীরং ত্ববশেষিতম্।
বিযোজিতশ্চ মণিনা ভ্রংশিতশ্চায়ুধং ভুবি ॥ ৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কেবলানৃণ্যমাপ্তাস্মি গুরুপুত্রো গুরুর্মম।
শিরস্যেতং মণিং রাজা প্রতিবধ্নাতু ভারত ॥ ৩৪
তং গৃহীত্বা ততো রাজা শিরস্যেবাকরোৎ তদা।
গুরোরুচ্ছিষ্টমিত্যেব দ্রৌপদ্যা বচনাদপি ॥ ৩৫
ততো দিব্যং মণিবরং শিরসা ধারয়ন্ প্রভুঃ।
শুশুভে স তদা রাজা সচন্দ্র ইব পর্বতঃ ॥ ৩৬
উত্তস্থৌ পুত্রশোকার্তা ততঃ কৃষ্ণা মনস্বিনী।
কৃষ্ণঞ্চাপি মহাবাহুঃ পরিপপ্রচ্ছ ধর্মরাট্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

তারপর রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাবল ভীমসেন সেই দিব্য মণি দ্রৌপদীর হস্তে প্রদান করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ২৬

ভদ্রে! এই তোমার পুত্রহত্যাকারী অশ্বত্থামার মণি। তোমার এই শত্রুকে আমরা পরাজিত করিয়াছি। এখন শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হও এবং ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা স্মরণ কর ॥ ২৭

কাজলবর্ণনেত্রযুক্তে! ভীরু! যখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের নিকট সন্ধি স্থাপন করাইবার জন্য গমন করিতেছিলেন, তখন তুমি তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলে, তাহা তুমি স্মরণ কর ॥ ২৮

তখন রাজা যুধিষ্ঠির শান্তির জন্য সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই সময় তুমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে এই অতিশয় কঠোর বাক্য বলিয়াছিলে—গোবিন্দ! (আমার অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া শত্রুদের সহিত সন্ধি করিতে যাইতেছ, ইহাতে আমি মনে করি যে) আমার পতিরা নাই, পুত্রগণ নাই, ভ্রাতৃবৃন্দ নাই এবং আমার তুমিও নাই। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে কথিত এই সকল বাক্য আজ তোমার স্মরণ করা উচিত ॥ ২৯-৩০

আমাদের রাজ্য অপহরণকারী পাপী দুর্য্যোধন নিহত হইয়াছে এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে ভূতলে পতিত দুঃশাসনের রক্ত আমি পান করিয়াছি। শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ আমরা লইয়াছি। এ বিষয়ে কিছু বলিতে অভিলাষী ব্যক্তি আমাদের নিন্দা করিতে পারিবে না। আমরা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া কেবল ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া আমরা তাঁহাকে জীবিত পরিত্যাগ করিয়াছি ॥ ৩১-৩২

দেবি! উঁহার যশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল দেহই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার মণি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এবং ভূতলে তাঁহাকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে ॥ ৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভারত! গুরুপুত্র ত' আমারও নিকট গুরুরই তুল্য। আমি কেবল পুত্র-বধের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক ছিলাম, উহা পাইয়াছি। এখন মহারাজ সেই মণি নিজ মস্তকে ধারণ করুন ॥ ৩৪

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সেই মণি গ্রহণ করত দ্রৌপদীর কথানুসারে উহা নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। তিনি সেই মণিকে গুরুর প্রসাদ বলিয়াই মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

এই দিব্য ও উত্তম মণিকে মস্তকে ধারণ করত শক্তিশালী রাজা যুধিষ্ঠির চন্দ্রোদয়ের শোভাযুক্ত উদয়াচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তখন পুত্রশোকে পীড়িতা মনস্বিনী কৃষ্ণা অনশন ত্যাগ করত উত্থিতা হইলেন এবং মহাবাহু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বস্য সর্ব্বেষাং পুত্রাণাং সৈন্যানাং মৃত্যুমধিকৃত্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য জিজ্ঞাসা, শ্রীকৃষ্ণেন ভগবতঃ শঙ্করস্য মহিমবর্ণনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু সৌপ্তিকে তৈ রথৈস্ত্রিভিঃ ।
শোচন্ যুধিষ্ঠিরো রাজা দাশার্হমিদমব্রবীৎ ॥ ১
কথং নু কৃষ্ণ পাপেন ক্ষুদ্রেণাকৃতকর্মণা ।
দ্রৌণিনা নিহতাঃ সর্বে মম পুত্রা মহারথাঃ ॥ ২
তথা কৃতাস্ত্রবিক্রান্তাঃ সহস্রশতযোধিনঃ ।
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রোণপুত্রেণ পাতিতাঃ ॥ ৩
যস্য দ্রোণো মহেষ্বাসো ন প্রাদাদাহবে মুখম্ ।
নিজঘ্নে রথিনাং শ্রেষ্ঠং ধৃষ্টদ্যুম্নং কথং নু সঃ ॥ ৪
কিং নু তেন কৃতং কর্ম তথাযুক্তং নরর্ষভ ।
যদেকঃ সমরে সর্বানবধীন্নো গুরোঃ সুতঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

নূনং স দেবদেবানামীশ্বরেশ্বরমব্যয়ম্ ।
জগাম শরণং দ্রৌণিরেকস্তেনাবধীদ্ বহূন্ ॥ ৬
প্রসন্নো হি মহাদেবো দদ্যাদমরতামপি ।
বীর্যঞ্চ গিরিশো দদ্যাদ্ যেনেন্দ্রমপি শাতয়েৎ ॥৭
বেদাহং হি মহাদেবং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ।
যানি চাস্য পুরাণানি কর্মাণি বিবিধানি চ ॥ ৮
আদিরেষ হি ভূতানাং মধ্যমন্তশ্চ ভারত ।
বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্বমস্যৈব কর্মণা ॥ ৯
এবং সিসৃক্ষুর্ভূতানি দদর্শ প্রথমং বিভুঃ ।
পিতামহোঽব্রবীচ্চৈনং ভূতানি সৃজ মা চিরম্ ॥ ১০
হরিকেশস্তথেত্যুক্ত্বা ভূতানাং দোষদর্শিবান্ ।
দীর্ঘকালং তপস্তেপে মগ্নোঽম্ভসি মহাতপাঃ ॥ ১১
সুমহান্তং ততঃ কালং প্রতীক্ষ্যৈনং পিতামহঃ ।
স্রষ্টারং সর্বভূতানাং সসর্জ মনসা পরম্ ॥ ১২

সপ্তদশ অধ্যায় ।

[নিজের সমস্ত পুত্র ও সৈন্যগণের মৃত্যু বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবান শঙ্করের মহিমা বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,- রাজন্! রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিবার সময় সেই তিন মহারথী পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকে যে সংহার করিয়াছিলেন, উহার জন্য শোক করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

হে কৃষ্ণ! নীচ ও পাপাত্মা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কোন বিশেষ তপস্যা বা পুণ্যকর্ম করেন নাই, যাহার ফলে উঁহার মধ্যে অলৌকিক শক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। তথাপি তিনি আমার সকল মহারথী পুত্রদিগকে কিভাবে বধ করিলেন ?২-৩

মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে যাহার সম্মুখে মুখদর্শন করাইতেন না, সেই রথী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামা কিভাবে বধ করিলেন ? ৪

নরশ্রেষ্ঠ! আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা এরূপ কোন্ উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি একাকী হইয়াও সমরাঙ্গনে আমাদের সকল সৈন্যকে বধ করিতে সমর্থ হইলেন ? ৫

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! নিশ্চয়ই অশ্বত্থামা ঈশ্বরেরও ঈশ্বর দেবাধিদেব অবিনাশী ভগবান্ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিয়াছিল, এইজন্য সে একাকীই বহুসংখ্যক বীরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ৬

পর্ব্বতের উপর শয়নকারী মহাদেব প্রসন্ন হইলে পর অমরত্বও দান করিতে পারেন। তিনি শরণগ্রহণকারী ভক্তকে এরূপ শক্তি দান করেন, যাহাতে তিনি ইন্দ্রকেও নষ্ট করিতে সমর্থ হন্ ॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি মহাদেবকে যথার্থরূপে জানি। তাঁহার যে নানাপ্রকার প্রাচীন কর্ম্মসকল আছে, তাহাদের সহিতও আমার পূর্ণ পরিচয় আছে ॥ ৮

ভরতনন্দন! এই ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্বভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত। তাঁহারই প্রভাবে এই সারা জগৎ নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে ॥ ৯

প্রভাবশালী ব্রহ্মা প্রাণিগণের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় সর্ব্ব প্রথমে মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—প্রভো! আপনি অবিলম্বে সমস্ত ভূতগণের সৃষ্টি করুন ॥ ১০

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া ভূতগণের নানাপ্রকার দোষ দর্শন করত জলে মগ্ন হইয়া যাইলেন এবং কঠোর তপস্যার আশ্রয় গ্রহণ করত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

অন্যদিকে পিতামহ ব্রহ্মা সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতীক্ষা করত নিজের মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা অপর সর্ব্বভূতস্রষ্টাকে উৎপন্ন করিলেন ॥ ১২

সোঽব্রবীৎ পিতরং দৃষ্ট্বা গিরিশং সুপ্তমম্ভসি।
যদি মে নাগ্রজোঽস্ত্যন্যস্ততঃ স্রক্ষ্যাম্যহং প্রজাঃ॥ ১৩
তমব্রবীৎ পিতা নাস্তি ত্বদন্যঃ পুরুষোঽগ্রজঃ।
স্থাণুরেষ জলে মগ্নো বিস্রব্ধঃ কুরু বৈকৃতম্॥ ১৪
ভূতান্যন্বসৃজৎ সপ্ত দক্ষাদাংস্তু প্রজাপতীন্।
যৈরিমং ব্যকরোৎ সর্বং ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্॥ ১৫
তাঃ সৃষ্টমাত্রাঃ ক্ষুধিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রজাপতিম্।
বিভক্ষয়িষবো রাজন্ সহসা প্রাদ্রবংস্তদা॥ ১৬
স ভক্ষ্যমাণস্ত্রাণার্থী পিতামহমুপাদ্রবৎ।
আভ্যো মাং ভগবাংস্ত্রাতু বৃত্তিরাসাং বিধীয়তাম্॥১৭
ততস্তাভ্যো দদাবন্নমোষধীঃ স্থাবরাণি চ।
জঙ্গমানি চ ভূতানি দুর্বলানি বলীয়সাম্॥ ১৮

সেই বিরাট্ পুরুষ বা স্রষ্টা মহাদেবকে জলমধ্যে শয়ন করিতে দেখিয়া নিজ পিতা ব্রহ্মাকে বলিলেন,—যদি অপর কোন ব্যক্তি আমা হইতে জ্যেষ্ঠ না হন্, তবে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিব॥ ১৩

ইহা শ্রবণ করত পিতা ব্রহ্মা স্রষ্টাকে বলিলেন,—তুমি ব্যতীত অপর কেহ অগ্রজ নাই; এই স্থাণু (শিব) ও জলে নিমগ্ন হইয়াছে, অতএব তুমি নিশ্চিত হইয়া সৃষ্টি কার্য আরম্ভ কর॥১৪

তখন স্রষ্টা সাত প্রকার প্রাণী ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণকে উৎপন্ন করিলেন, যাহাদের দ্বারা তিনি এই চারি প্রকার সমস্ত প্রাণিসমুদায়ের বিস্তার করিলেন॥ ১৫

রাজন্! সৃষ্টি আরম্ভ হইবামাত্র সমস্ত প্রজারা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া প্রজাপতিকেই ভক্ষণ করিবার বাসনায় সহসা তাঁহার নিকটে ধাবিত হইয়া যাইল॥ ১৬

যখন প্রজারা প্রজাপতিকে নিজেদের আহার্যরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্য তীব্র বেগে পলায়ন করত পিতামহ ব্রহ্মার সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে এই প্রজাগণ হইতে রক্ষা করুন এবং ইহাদের জন্য জীবিকাবৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিন॥ ১৭

তখন ব্রহ্মা সেই প্রজাগণের অন্ন ও ওষধিপ্রভৃতি স্থাবর বস্তুসকল জীবন নির্বাহের জন্য প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য বলবান্ হিংস্র জন্তুগণের জন্য দুর্বল জঙ্গম প্রাণিদিগকেই তাহাদের আহার্য্য রূপে স্থির করিয়া দিলেন॥ ১৮

বিহিতান্নাঃ প্রজাস্তাস্তু জগ্মুঃ সৃষ্টাঃ যথাগতম্।
ততো ববৃধিরে রাজন প্রীতিমত্যঃ স্বযোনিষু॥ ১৯
ভূতগ্রামে বিবৃদ্ধে তু তুষ্টে লোকগুরাবপি।
উদাতিষ্ঠজ্জলাজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রজাশ্চেমা দদর্শ সঃ॥২০
বহুরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা বিবৃদ্ধাশ্চ স্বতেজসা।
চুক্রোধ ভগবান্ রুদ্রো লিঙ্গং স্বং চাপ্যবিধ্যত॥ ২১
তৎ প্রবিদ্ধং তথা ভূমৌ তথৈব প্রত্যতিষ্ঠত।
তমুবাচাব্যয়ো ব্রহ্মা বচোভিঃ শময়ন্নিব॥ ২২
কিং কৃতং সলিলে শর্ব চিরকালস্থিতেন তে।
কিমর্থং চেদমুৎপাদ্য লিঙ্গং ভূমৌ প্রবেশিতম্॥ ২৩
সোঽব্রবীজ্জাতসংরম্ভস্তথা লোকগুরুর্গুরুম্।
প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পরেণেমাঃ কিং করিষ্যাম্যনেন বৈ॥ ২৪

যাহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের জন্য যখন ভোজনের ব্যবস্থা হইল, তখন সেই প্রজারা যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে তাহারা ফিরিয়া যাইল। রাজন্! তদনন্তর সমস্ত প্রজারা নিজ নিজ যোনিতেই প্রসন্নতার সহিত অবস্থান পূর্ব্বক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন॥ ১৯

যখন প্রাণিবর্গের সর্বতোভাবে বৃদ্ধি হইল এবং জগদ্গুরু ব্রহ্মাও সন্তুষ্ট হইলেন, তখন সেই জ্যেষ্ঠ পুরুষ শিব জল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাহির হইয়া আসিয়াই তিনি সেই সৃষ্ট প্রজাগণকে দেখিলেন॥ ২০

অনেক রূপবিশিষ্ট প্রজাগণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারা নিজ নিজ তেজেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ভগবান্ রুদ্র কুপিত হইলেন ও নিজ লিঙ্গ ছেদন করত নিক্ষেপ করিলেন॥ ২১

এইভাবে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত সেই লিঙ্গ সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইলেন। তখন অবিনাশী ব্রহ্মা নিজ বাক্যসমূহের দ্বারা তাঁহাকে যেন শান্ত করিতে করিতেই বলিলেন॥ ২২

রুদ্রদেব! আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করত কোন্ কার্য করিয়াছেন? এবং এই লিঙ্গকে উৎপন্ন করিয়া কিজন্য পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন? ২৩

এই প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক কুপিত জগদ্গুরু শিব ব্রহ্মাকে বলিলেন,—প্রজাগণের সৃষ্টি ত' অপর ব্যক্তি করিয়াছে, সুতরাং এই লিঙ্গকে রাখিয়া আমি আর কি করিব? ২৪

তপসাধিগতং চান্নং প্রজার্থং মে পিতামহ।
ওষধ্যঃ পরিবর্ত্তেরন্ যথৈবং সততং প্রজাঃ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা স সক্রোধো জগাম বিমনা ভবঃ।
গিরের্মুঞ্জবতঃ পাদং তপস্তপ্তুং মহাতপাঃ ॥ ২৬

পিতামহ! আমি জলমধ্যে তপস্যা করত প্রজাগণের জন্য অন্নপ্রাপ্ত হইয়াছি। এই অন্নরূপী ওষধিসকল প্রজাগণতুল্য নিরন্তর বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হইতে থাকিবে ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সৌপ্তিকপর্ব্বণি ঐষীকপর্ব্বণি যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ মহাতপস্বী মহাদেব বিষণ্নমনে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতের পাদদেশে তপস্যা করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের সংবাদবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মহাদেবস্য কোপেন দেব-যজ্ঞ-জগতাং দুরবস্থা, পুনস্তস্য প্রসাদেন সর্ব্বেষাং শান্তিলাভশ্চ।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ততো দেবযুগেঽতীতে দেবা বৈ সমকল্পয়ন্।
যজ্ঞং বেদপ্রমাণেন বিধিবদ্ যষ্টুমীপ্সবঃ ॥ ১
কল্পয়ামাসুরথ তে সাধনানি হবীংষি চ।
ভাগার্হা দেবতাশ্চৈব যজ্ঞিয়ং দ্রব্যমেব চ ॥ ২
তা বৈ রুদ্রমজানন্ত্যো যাথাতথ্যেন দেবতাঃ।
নাকল্পয়ন্ত দেবস্য স্থাণোর্ভাগং নরাধিপ ॥ ৩
সোঽকল্প্যমানে ভাগে তু কৃত্তিবাসা মখেঽমরৈঃ।
ততঃ সাধনমন্বিচ্ছন্ ধনুরাদৌ সসর্জ হ ॥ ৪
লোকযজ্ঞঃ ক্রিয়াযজ্ঞো গৃহযজ্ঞঃ সনাতনঃ।
পঞ্চভূতনৃযজ্ঞশ্চ জজ্ঞে সর্বমিদং জগৎ ॥ ৫
লোকযজ্ঞৈর্নৃযজ্ঞৈশ্চ কপর্দী বিদধে ধনুঃ।
ধনুঃ সৃষ্টমভূৎ তস্য পঞ্চকিষ্কুপ্রমাণতঃ ॥ ৬
বষট্কারোঽভবজ্জ্যা তু ধনুষস্তস্য ভারত।
যজ্ঞাঙ্গানি চ চত্বারি তস্য সংনহনেঽভবন্ ॥ ৭
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাদেবস্তদুপাদায় কার্মুকম্।
আজগামাথ তত্রৈব যত্র দেবাঃ সমীজিরে ॥ ৮
তমাত্তকার্মুকং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মচারিণমব্যয়ম্।
বিব্যথে পৃথিবী দেবী পর্বতাশ্চ চকম্পিরে ॥ ৯

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মহাদেবের কোপে দেবতা, যজ্ঞ ও জগতের দুরবস্থা এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় সকলের শান্তিলাভ।]

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তদনন্তর সত্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে পর দেবতারা বিধিপূর্ব্বক ভগবানের যজনা করিবার ইচ্ছায় বৈদিক প্রমাণানুসারে যজ্ঞের কল্পনা করিলেন ॥ ১

তাহার পর তাঁহারা যজ্ঞের সাধন, হবিষ্য, যজ্ঞভাগের অধিকারী দেবতা ও যজ্ঞোপযোগী দ্রব্যসকলের কল্পনা করিলেন ॥ ২

হে নরাধিপ! সেই সময় দেবগণ ভগবান্ রুদ্রকে যথার্থরূপে জানিতেন না; সেই কারণে তাঁহারা 'স্থাণু' নামধারী ভগবান্ শিবের যজ্ঞভাগ কল্পনা করিলেন না ॥ ৩

যখন দেবগণ যজ্ঞে তাঁহার কোন ভাগ নিয়ত করিয়া রাখিলেন না, তখন ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ভগবান্ শিব তাঁহাদের দমনের জন্য সাধন-সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ধনু সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪

লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, সনাতন গৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চপ্রকার যজ্ঞ। ইহাদের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫

মস্তকে জটাজূটধারী ভগবান্ শিব লোকযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ হইতে একটি ধনু নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার এই ধনু পাঁচ হাত প্রমাণ লম্বারূপে সৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ৬

হে ভারত! বষট্কার এই ধনুর প্রত্যঞ্চা (গুণ) ছিল। যজ্ঞের চার অঙ্গ স্নান, দান, হোম ও জপ সেই ভগবান্ শিবের জন্য কবচ হইয়াছিল ॥ ৭

তদনন্তর কুপিত মহাদেব এই ধনু গ্রহণ করত সেই স্থানে আসিলেন, যেখানে দেবগণ যজ্ঞ করিতেছিলেন ॥ ৮

এই ব্রহ্মচারী ও অবিনাশী রুদ্রকে হস্ত উদ্যত করিয়া থাকিতে দেখিয়া পৃথিবীদেবী ব্যথিতা হইলেন এবং পর্ব্বতসকল কাঁপিতে লাগিল ॥ ৯

ন ববৌ পবনশ্চৈব নাগ্নির্জজ্বাল বৈধিতঃ।
ব্যভ্রমচ্চাপি সংবিগ্নং দিবি নক্ষত্রমণ্ডলম্ ॥ ১০
ন বভৌ ভাস্করশ্চাপি সোমঃ শ্রীমুক্তমণ্ডলঃ।
তিমিরেণাকুলং সর্বমাকাশং চাভবদ্ বৃতম্ ॥ ১১
অভিভূতাস্ততো দেবা বিষয়ান্ন প্রজজ্ঞিরে।
ন প্রত্যভাচ্চ যজ্ঞঃ স দেবতাস্ত্রেসিরে তথা ॥ ১২
ততঃ স যজ্ঞং বিব্যাধ রৌদ্রেণ হৃদি পত্রিণা।
অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো মৃগো ভূত্বা সপাবকঃ ॥ ১৩
স তু তেনৈব রূপেণ দিবং প্রাপ্য ব্যরাজত।
অন্বীয়মানো রুদ্রেণ যুধিষ্ঠির নভস্তলে ॥ ১৪
অপক্রান্তে ততো যজ্ঞে সংজ্ঞা ন প্রত্যভাৎ সুরান্।
নষ্টসংজ্ঞেষু দেবেষু ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ১৫
ত্র্যম্বকঃ সবিতুর্বাহূ ভগস্য নয়নে তথা।
পূষ্ণশ্চ দশনান্ ক্রুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা ব্যশাতয়ৎ ॥ ১৬

বায়ুর গতি রুদ্ধ হইয়া যাইল, সমিধ্ ও ঘৃতাদির দ্বারা প্রজ্বলিত করিবার চেষ্টা করিলেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেন না এবং আকাশে নক্ষত্রসকল উদ্বিগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১০

সূর্যদেবও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন না, চন্দ্রমণ্ডল শ্রীহীন হইয়া যাইল এবং সমগ্র আকাশ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥১১

উহাতে অভিভূত হইয়া দেবতারা কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না, সেই যজ্ঞও উত্তমরূপে প্রতীত হইতে পারিলেন না। ইহাতে সকল দেবতারাই ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১২

তদনন্তর রুদ্রদেব ভয়ঙ্কর বাণের দ্বারা সেই যজ্ঞের হৃদয়ে আঘাত করিলেন। তখন অগ্নিসহ যজ্ঞ মৃগরূপধারণ করত সেস্থান হইতে পলাইয়া যাইলেন ॥ ১৩

এই যজ্ঞ সেইরূপে আকাশে উপস্থিত হইয়া (মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে) প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির! আকাশমণ্ডলে রুদ্রদেব সেই অবস্থাতেও (আর্দ্রা নক্ষত্ররূপে) তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

যজ্ঞ সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে পর দেবতাদের চেতনা যেন লুপ্ত হইয়া যাইল। চেতনা লোপ পাইলে দেবগণের কোন কিছুই প্রতীত হইতেছিল না ॥ ১৫

সেই সময় কুপিত ত্রিনেত্রধারী ভগবান্ শিব নিজ ধনুর কটির দ্বারা সূর্যের দুই বাহু ছেদন করিলেন, ভগের চক্ষু উৎপাটিত করিলেন এবং পূষার দন্তসকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৬

প্রাদ্রবন্ত ততো দেবা যজ্ঞাঙ্গানি চ সর্বশঃ
কেচিৎ তত্রৈব ঘূর্ণন্তো গতাসব ইবাভবন্ ॥ ১৭
স তু বিদ্রাব্য তৎ সর্বং শিতিকণ্ঠোঽবহস্য চ।
অবষ্টভ্য ধনুষ্কোটিং রুরোধ বিবুধাংস্ততঃ ॥ ১৮
ততো বাগমরৈরুক্তা জ্যাং তস্য ধনুষোঽচ্ছিনৎ।
অথ তৎ সহসা রাজংশ্ছিন্নজ্যং বিস্ফুরদ্ ধনুঃ ॥ ১৯
ততো বিধনুষং দেবা দেবশ্রেষ্ঠমুপাগমন।
শরণং সহ যজ্ঞেন প্রসাদং চাকরোৎ প্রভুঃ ॥ ২০
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ স্থাপ্য কোপং জলাশয়ে।
স জলং পাবকো ভূত্বা শোষয়ত্যনিশং প্রভো ॥ ২১
ভগস্য নয়নে চৈব বাহূ চ সবিতুস্তথা।
প্রাদাৎ পূষ্ণশ্চ দশনান্ পুনর্যজ্ঞাংশ্চ পাণ্ডব ॥ ২২
ততঃ সুস্থমিদং সর্বং বভূব পুনরেব হি।
সর্বাণি চ হবীংষ্যস্য দেবা ভাগমকল্পয়ন ॥ ২৩

তদনন্তর সমস্ত দেবগণ ও যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার অঙ্গসমূহ সেস্থান হইতে পলায়ন করিলেন। কেহ কেহ সেস্থানেই ভ্রমণ করিতে করিতে যেন প্রাণহীন হইয়া যাইলেন ॥ ১৭

এই সব কিছুই দূরে অপসারিত করিয়া ভগবান্ নীলকণ্ঠ দেবগণকে উপহাস করিতে করিতে ধনুর কটির দ্বারা তাঁহাদের সকলকে রুদ্ধ করিলেন ॥ ১৮

তাহার পর দেবগণের দ্বারা প্রেরিতা বাগ্‌দেবী মহাদেবের ধনুর গুণ ছেদন করিয়া দিলেন। রাজন্! ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়া যাইলে পর সেই ধনু স্পন্দিত হইয়া উঠিল ॥১৯

তখন দেবগণ যজ্ঞসহকারে ধনুহীন দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় ভগবান্ শিব তাঁহাদের সকলকে কৃপা করিলেন ॥ ২০

ইহার পর প্রসন্ন রুদ্রদেব নিজ ক্রোধকে সমুদ্রে স্থাপিত করিয়া দিলেন। প্রভো! সেই ক্রোধ বড়বানলরূপ ধারণ করত নিরন্তর তাহার জলকে শোষণ করিতেছে ॥ ২১

পাণ্ডুনন্দন! তারপর ভগবান্ শিব ভগের নেত্রদ্বয়, সবিতার দুই বাহু, পূষার দন্তসকল এবং দেবগণকে যজ্ঞ প্রদান করিলেন ॥২২

তদনন্তর এই সারা জগৎ পুনরায় সুস্থির হইয়া যাইল। দেবগণ সর্ব্বপ্রকার হবিষ্যতেই মহাদেবের ভাগ নিয়ত করিয়া দিলেন ॥ ২৩

তস্মিন্ ক্রুদ্ধেঽভবৎ সর্ব্বমসুস্থং ভুবনং প্রভো।
প্রসন্নে চ পুনঃ সুস্থং প্রসন্নোঽস্য চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৪

ততস্তে নিহতাঃ সর্বে তব পুত্রা মহারথাঃ।
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ পাঞ্চালস্য পদানুগাঃ ॥ ২৫

রাজন্! ভগবান্ শঙ্কর কুপিত হইলে পর সম্পূর্ণ জগৎ অসুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি প্রসন্ন হইলে পর পুনরায় উহা সুস্থির হইল। এই শক্তিশালী ভগবান্ শিব অশ্বত্থামার উপর প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২৪

সেইজন্য অশ্বত্থামা আপনার সমস্ত মহারথী পুত্রগণকে এবং পাঞ্চালরাজের অনুগামী অন্য বহুসংখ্যক বীর যোদ্ধাকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ২৫

ন তন্মনসি কর্তব্যং ন চ তদ্ দ্রৌণিনা কৃতম্।
মহাদেবপ্রসাদেন কুরু কার্য্যমনন্তরম্ ॥ ২৬

অতএব এবিষয়ে আপনি কিছু মনে রাখিবেন না। অশ্বত্থামা এই কার্য্য নিজ বলের দ্বারা নহে, মহাদেবের করুণায় সম্পন্ন করিয়াছে। এখন আপনার প্রথমে যাহা করণীয়, উহা নিষ্পন্ন করুন ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
সৌপ্তিকপর্বণি ঐষীকপর্বণি
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে সৌপ্তিকপর্ব্বান্তর্গত ঐষীকপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

সৌপ্তিকপর্ব্ব সম্পূর্ণম্

যৎ পাদপদ্মসংধ্যানবলালম্বিতশক্তিকঃ।
সৌপ্তিকপর্ব্বণো ব্যাখ্যাং কৃতবান্ বঙ্গভাষয়া ॥
শ্রীগুরুং ত্রিজগন্তাং নাথং মহামহিমমণ্ডিতম্।
নমাম্যোঙ্কারনাথং তং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে সৌপ্তিক পর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্

সূচীপত্র।

মহাভারত

সৌপ্তিকপর্ব্ব

ঐষীক-পর্ব্ব।

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

আর্য্যশাস্ত্র কার্য্যালয়
৩৮সি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

নিবেদন

আর্য্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের ইচ্ছায়

মহাত্মা রাম দয়াল মজুমদার মহাশয়ের

শ্রীগীতা

(১ম, ২য় ও তৃতীয় ষট্‌ক) ও গীতা পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে

"তিনি বলেন, দয়াল মহারাজের গীতার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি আজ সকলের নয়ন গোচর হল।
মূল্য শ্রীগীতা প্রতি খণ্ড ১৫'০০ টাকা ও গীতা পরিচয় ৪'০০ টাকা।

ইহাতে মূল সংগ্রহ, সংস্কৃতটীকা, অন্বয় ও অনুবাদ আছে। সংস্কৃতটীকায় শঙ্করাচার্য্য শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বলদেব বিদ্যাভূষণ, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ, হনুমৎস্বামী যামুনাচার্য্যের ভাষ্য ও টীকার সারাংশ চয়ন করিয়া রামদয়াল মহারাজ এক অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন।

হে সুধীবৃন্দ, হে জিজ্ঞাসু সমাজ! এই গীতামৃত পান করিয়া আপনারা ধন্য হউন, ভারতের সর্ব্বশাস্ত্র সার গীতা রসপানে জীবনের আনন্দ উপভোগ করুন।

[illegible] সংখ্যা ২৫০ টাকা]

১১শ বর্ষ, বৈশাখমাস, ১৩৮০] [একাদশসংখ্যা—চান্দ্রনী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

সীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি, ও, এম্, এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

স্ত্রীপর্ব্ব।

(জলপ্রদানিক-পর্ব্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য বিলাপঃ, তস্মৈ সঞ্জয়স্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

জনমেজয় উবাচ।

হতে দুর্য্যোধনে চৈব হতে সৈন্যে চ সর্বশঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ শ্রুত্বা কিমকরোন্মুনে ॥ ১
তথৈব কৌরবো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব কিমকুর্বত তে ত্রয়ঃ ॥ ২
অশ্বত্থাম্নঃ শ্রুতং কর্ম শাপাদন্যোন্যকারিতাৎ।
বৃত্তান্তমুত্তরং ব্রূহি যদভাষত সঞ্জয়ঃ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতে পুত্রশতে দীনং ছিন্নশাখমিব দ্রুমম্।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ধৃতরাষ্ট্রং মহীপতিম্ ॥ ৪
ধ্যানমূকত্বমাপন্নং চিন্তয়া সমভিপ্লুতম্।
অভিগম্য মহারাজ সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫
কিং শোচসি মহারাজ নাস্তি শোকে সহায়তা।
অক্ষৌহিণ্যো হতাশ্চাষ্টৌ দশ চৈব বিশাম্পতে ॥ ৬
নির্জনেয়ং বসুমতী শূন্যা সম্প্রতি কেবলা।
নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগম্য নানাদেশ্যা নরাধিপাঃ ॥ ৭
সহৈব তব পুত্রেণ সর্বে বৈ নিধনং গতাঃ।
পিতৃণাং পুত্র-পৌত্রাণাং জ্ঞাতীনাং সুহৃদাং তথা।
গুরূণাং চানুপূর্ব্যেণ প্রেতকার্য্যাণি কারয় ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা করুণং বাক্যং পুত্র-পৌত্রবধার্দিতঃ।
পপাত ভুবি দুর্দ্ধর্ষো বাতাহত ইব দ্রুমঃ ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

হতপুত্রো হতামাত্যো হতসর্বসুহৃজ্জনঃ।
দুঃখং নূনং ভবিষ্যামি বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ১০

স্ত্রীপর্ব্ব।

(জলপ্রদানিক পর্ব্ব)

প্রথম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং তাঁহাকে সঞ্জয়ের সান্ত্বনাদান।]

(অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (ইঁহার নিত্য সখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (তাঁহার লীলা সাহচয্যকারিণী) ভগবতী দুর্গাদেবী, (তাঁহার লীলাপ্রকটনকারিণী) সরস্বতী, এবং (তাঁহার লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় শাস্ত্র মহাভারত পাঠ করিবে।)

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! দুর্য্যোধন ও তাঁহার সম্পূণ সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট হইলে পর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি কি করিলেন? ১

এইরূপ কুরুবংশধর রাজা মহামনস্বী ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং কৃপাচায্য প্রভৃতি তিনজন মহারথী তাহার পর কি করিলেন? ২

কৃষ্ণ কর্তৃক অশ্বত্থামা ও অশ্বত্থামার দ্বারা পাণ্ডবগণ পরস্পর শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত আমি অশ্বত্থামার সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এখন ইহার পর সকল সংবাদ বলুন—যে সমস্ত বৃত্তান্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন? ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিজের শত পুত্র নিহত হইলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেইরূপ এক দয়নীয় অবস্থা উপনীত হইল, যেরূপ শাখাসকল ছিন্ন হইলে পর বৃক্ষের অবস্থা হইয়া থাকে। ৪

মহারাজ! তিনি পুত্রগণের ধ্যান করিতে করিতে মৌন হইয়া যাইলেন, চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় সঞ্জয় তাঁহার নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৫

মহারাজ! আপনি শোক করিতেছেন কেন? এই শোকে আপনার সহায়তা করিতে পারে, এরূপ কেহই ত' আর জীবিত নাই। প্রজানাথ! এই যুদ্ধে আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইয়াছে ॥ ৬

এই সময় এই পৃথিবী নির্জন হইয়া গিয়া যেন কেবল শূন্যার ন্যায় দেখা যাইতেছে। নানা দেশের বহু নরপতি বিবিধ দিক্ হইতে আসিয়া আপনার পুত্রের সহিতই সকলে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭

রাজন্! এখন আপনি ক্রমশঃ নিজের পিতা, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, সুহৃৎ ও গুরুজনগণের প্রেত কার্য্যসকল সম্পন্ন করান ॥ ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সঞ্জয়ের এই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ও পৌত্রগণের বধে ব্যাকুল হইয়া দুর্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রবল বায়ুর আঘাতে উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! আমার পুত্র, মন্ত্রী ও সমস্ত

কিং নু বন্ধুবিহীনস্য জীবিতেন মমাদ্য বৈ।
লূনপক্ষস্য ইব মে জরাজীর্ণস্য পক্ষিণঃ ॥ ১১
হৃতরাজ্যো হতবন্ধুর্হতচক্ষুশ্চ বৈ তথা।
ন ভ্রাজিষ্যে মহাপ্রাজ্ঞ ক্ষীণরশ্মিরিবাংশুমান্ ॥ ১২
ন কৃতং সুহৃদাং বাক্যং জামদগ্ন্যস্য জল্পতঃ।
নারদস্য চ দেবর্ষেঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ১৩
সভামধ্যে তু কৃষ্ণেন যচ্ছ্রেয়োঽভিহিতং মম।
অলং বৈরেণ তে রাজন্ পুত্রঃ সংগৃহ্যতামিতি ॥ ১৪
তচ্চ বাক্যমকৃত্বাহং ভৃশং তপ্যামি দুর্মতিঃ।
ন হি শ্রোতাস্মি ভীষ্মস্য ধর্মযুক্তং প্রভাষিতম্ ॥ ১৫
দুর্যোধনস্য চ তথা বৃষভস্যেব নর্দতঃ।
দুঃশাসনবধং শ্রুত্বা কর্ণস্য চ বিপর্যায়ম্ ॥ ১৬
দ্রোণসূর্য্যোপরাগঞ্চ হৃদয়ং মে বিদীর্য্যতে।
ন স্মরাম্যাত্মনঃ কিঞ্চিৎ পুরা সঞ্জয় দুষ্কৃতম্ ॥ ১৭

যস্যেদং ফলমদ্যেহ ময়া মূঢ়েন ভুজ্যতে।
নূনং ব্যপকৃতং কিঞ্চিন্ময়া পূর্বেষু জন্মসু ॥ ১৮
যেন মাং দুঃখভাগেষু ধাতা কর্মসু যুক্তবান্।
পরিণামশ্চ বয়সঃ সর্ববন্ধুক্ষয়শ্চ মে ॥ ১৯
সুহৃন্মিত্রবিনাশশ্চ দৈবযোগাদুপাগতঃ।
কোঽন্যোঽস্তি দুঃখিততরো মত্তোঽন্যোহি পুমান্ ভুবি॥২০
তন্মামদ্যৈব পশ্যন্তু পাণ্ডবাঃ সংশিতব্রতাঃ।
বিবৃতং ব্রহ্মলোকস্য দীর্ঘমধ্বানমাস্থিতম্ ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য লালপ্যমানস্য বহুশোকং বিতন্বতঃ।
শোকাপহং নরেন্দ্রস্য সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২২
শোকং রাজন্ ব্যপনুদ শ্রুতাস্তে বেদনিশ্চয়াঃ।
শাস্ত্রাগমাশ্চ বিবিধা বৃদ্ধেভ্যো নৃপসত্তম ॥ ২৩

সুহৃদ্গণ নিহত হইয়াছে। এখন আমি অবশ্যই এই ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে থাকিব ॥ ১০

যাহার পক্ষ ছিন্ন হইয়াছে, সেই জরাজীর্ণ পক্ষীর ন্যায় বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বৃদ্ধ আমার আর এই জীবনে প্রয়োজন কি ? ১১

মহামতে ! আমার রাজ্য হৃত হইয়াছে, আমার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে এবং চক্ষু ত' পূর্ব্ব হইতেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ক্ষীণরশ্মি সূর্য্যের সদৃশ এ-জগতে আর প্রকাশিত হইতে পারিব না ॥১২

আমি সুহৃদ্গণের কথা মানি নাই, জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই সকলেই আমাকে হিত উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কথা আমি গ্রহণ করি নাই ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে আমার পক্ষে যাহা হিতকর, তাহার পরামর্শ দিয়াছিলেন,—রাজন্ ! শত্রুতা বাড়াইয়া আপনার কি লাভ হইবে ? আপনি পুত্রদিগকে নিবারণ করুন ॥ ১৪

তাঁহার এই কথা না মানিয়া আজ আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি। তখন আমার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। হায় ! এখন আমি ভীষ্মের ধর্ম্মযুক্ত বাক্যও শুনিতে পারিব না। দুঃশাসন নিহত হইয়াছে, কর্ণের বিনাশ হইয়াছে এবং দ্রোণরূপী সূর্য্যও রাহুগ্রস্ত হইয়াছে, এই সব সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ॥১৫-১৬½

সঞ্জয় ! এই জন্মে পূর্ব্বে কখনও নিজের কৃত এরূপ কোন পাপকর্ম্মের কথা আমার স্মরণ হইতেছে না, যাহার ফলে বৃদ্ধ আমার আজ এখানে এই ফল ভোগ করিতে হইতেছে ॥ ১৭½

আমি অবশ্যই পূর্ব্ব জন্মে এরূপ কোন মহাপাপ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য বিধাতা আমাকে এই দুঃখময় কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন ॥ ১৮½

এখন আমার বার্দ্ধক্য আসিয়াছে, সমস্ত বন্ধু-বান্ধবগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং দৈববশতঃ আমার সুহৃদ্ ও মিত্রগণও নিহত হইয়াছে। অহো ! এই ভূমণ্ডলে এখন আমা অপেক্ষা অধিক মহাদুঃখী অপর কোন পুরুষ আছে ? ১৯-২০

সেইজন্য কঠোর ব্রতপালনকারী পাণ্ডবেরা আমাকে আজই ব্রহ্মলোকে উন্মুক্ত বিশাল পথে অগ্রসর হইতে দেখিবে ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন, রাজন্ ! এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন অতিশয় শোকপ্রকাশ পূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন, তখন সঞ্জয় তাঁহার শোক আপনোদনের জন্য এই কথা বলিলেন ॥ ২২

নৃপশ্রেষ্ঠ রাজন্ ! আপনি বৃদ্ধগণের মুখ হইতে সেই বেদ-সকলের সিদ্ধান্ত, নানাপ্রকার শাস্ত্র ও আগম (তন্ত্রশাস্ত্র) শ্রবণ করিয়াছেন, যাহা পুরাকালে মুনিগণ রাজা সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে পীড়িত হইলে পর শুনাইয়াছিলেন, অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন ॥ ২৩½

সৃঞ্জয়ে পুত্রশোকার্ত্তে যদূচুর্মুনয়ঃ পুরা।
যথা যৌবনজং দর্পমাস্থিতে তং সুতে নৃপ ॥ ২৪
ন ত্বয়া সুহৃদাং বাক্যং ব্রুবতামবধারিতম্।
স্বার্থশ্চ ন কৃতঃ কশ্চিল্লুব্ধেন ফলগৃদ্ধিনা ॥ ২৫
অসিনৈবৈকধারেণ স্ববুদ্ধ্যা তু বিচেষ্টিতম্।
প্রায়শোঽবৃত্তসম্পন্নাঃ সততং পর্য্যুপাসিতাঃ ॥২৬
যস্য দুঃশাসনো মন্ত্রী রাধেয়শ্চ দুরাত্মবান্।
শকুনিশ্চৈব দুষ্টাত্মা চিত্রসেনশ্চ দুর্মতিঃ ॥ ২৭
শল্যশ্চ যেন বৈ সর্বং শল্যভূতং কৃতং জগৎ।
কুরুবৃদ্ধস্য ভীষ্মস্য গান্ধার্য্যা বিদুরস্য চ ॥২৮
দ্রোণস্য চ মহারাজ কৃপস্য চ শরদ্বতঃ।
কৃষ্ণস্য চ মহাবাহো নারদস্য চ ধীমতঃ ॥ ২৯
ঋষীণাঞ্চ তথান্যেষাং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
ন কৃতং তেন বচনং তব পুত্রেণ ভারত ॥ ৩০

হে নৃপ! যখন আপনার পুত্র যৌবনোত্থিত দর্পের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনোমত আচরণ করিতেছিলেন, তখন আপনি হিতভাষী সুহৃদ্গণের কথা গ্রহণ করেন নাই ॥ ২৪॥

তাঁহার মনে লোভ ছিল এবং এই রাজ্যের সমুদয় লভ্যাংশ নিজেই ভোগ করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন, সেই কারণে তিনি অন্য কাহাকেও নিজের স্বার্থের সহায়ক বা আনুকূল্যকারী করেন নাই। একদিকে ধারযুক্ত তরবারির ন্যায় একপক্ষপাতী নিজের বুদ্ধিতেই তিনি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। প্রায়শঃ যাহারা অনাচারী পুরুষ ছিল, তাহাদিগকেই তিনি সদা সঙ্গে রাখিতেন ॥ ২৫-২৬

দুঃশাসন, দুরাত্মা রাধাপুত্র কর্ণ, দুষ্টাত্মা শকুনি, দুর্মতি চিত্রসেন এবং যিনি সম্পূর্ণ জগৎকে শল্যময় (কণ্টকাকীর্ণ) করিয়া দিয়াছিলেন, সেই শল্য—ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন ॥ ২৭॥

মহারাজ! মহাবাহো! ভারত! কুরুকুলের জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষ ভীষ্ম, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণ, মতিমান্ দেবর্ষি নারদ, অমিততেজস্বী ব্যাসদেব এবং অন্য মহর্ষিগণেরও বাক্য আপনার পুত্র মানেন নাই ॥ ২৮-৩০

তিনি সদা যুদ্ধের ইচ্ছা রাখিতেন; সেইজন্য তিনি কখনও কোন ধর্ম্মেরই সমাদরের সহিত অনুষ্ঠান করেন নাই। এই দুর্য্যোধন মন্দমতি ও অহঙ্কারী ছিলেন; সেই কারণে তিনি নিত্য

ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিন্নিত্যং যুদ্ধমভীপ্সতা।
অল্পবুদ্ধিরহঙ্কারী নিত্যং যুদ্ধমিতি ব্রুবন্।
ক্রূরো দুর্মর্ষণো নিত্যমসন্তুষ্টশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩১
শ্রুতবানসি মেধাবী সত্যবাংশ্চৈব নিত্যদা।
ন মুহ্যন্তীদৃশাঃ সন্তো বুদ্ধিমন্তো ভবাদৃশাঃ ॥ ৩২
ন ধর্মঃ সৎকৃতঃ কশ্চিৎ তব পুত্রেণ মারিষ।
ক্ষপিতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে শত্রূণাং বর্ধিতং যশঃ ॥ ৩৩
মধ্যস্থো হি ত্বমপ্যাসীর্ন ক্ষমং কিঞ্চিদুক্তবান্।
দুর্ধরেণ ত্বয়া ভারস্তুলয়া ন সমং ধৃতঃ ॥ ৩৪
আদাবেব মনুষ্যেণ বর্তিতব্যং যথাক্ষমম্।
যথা নাতীতমর্থং বৈ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ৩৫
পুত্রগৃদ্ধ্যা ত্বয়া রাজন্ প্রিয়ং তস্য চিকীর্ষিতম্।
পশ্চাত্তাপমিমং প্রাপ্তো ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩৬
মধু যঃ কেবলং দৃষ্ট্বা প্রপাতং নানুপশ্যতি।
স ভ্রষ্টো মধুলোভেন শোচত্যেবং যথা ভবান ॥ ৩৭

যুদ্ধ-যুদ্ধ বলিয়াই চীৎকার করিতেন। ইঁহার হৃদয় ক্রূরতায় পূর্ণ ছিল। ইনি সর্ব্বদা অমর্ষে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং পরাক্রমী ও অসন্তোষীও ছিলেন (সেইহেতু তাঁহার এই দুর্গতি হইয়াছে) ॥৩১

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্, মেধাবী এবং সর্ব্বদা সত্যে নিরত থাকেন। আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও সৎপুরুষগণ কখনও মোহের বশীভূত হন্ না ॥ ৩২

মাননীয় ভূপাল! আপনার এই পুত্র দুর্য্যোধন কোনও ধর্ম্মেরই সমাদর করেন নাই। তিনি সকল ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করাইয়াছিলেন এবং শত্রুদের যশ বিস্তার করিয়াছেন ॥ ৩৩

আপনিও মধ্যস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া রহিলেন, তাঁহাকে কোন উচিত পরামর্শ দিলেন না। আপনি দুর্দ্ধর্ষ বীর ছিলেন—আপনার বাক্য কেহই লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এরূপ অবস্থায় আপনি উভয়পক্ষের দিক্ হইতে কর্ত্তব্যভারকে সমভাবে তুলনা করেন নাই ॥ ৩৪

মানুষের প্রথমেই যথোচিত ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে অতীত সময়ে তাহার জন্য অনুতাপ ভোগ করিতে না হয় ॥ ৩৫

রাজন্! আপনি নিজ পুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকায় সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় করিতেছিলেন, সেইজন্য এই সময় আপনার অনুতাপ ভোগ করিবার কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এখন আপনি শোক করিবেন না ॥ ৩৬

যে ব্যক্তি উচ্চ স্থানে স্থিত মধুকে দেখিয়া সে স্থান হইতে

অর্থান্ন শোচন্ প্রাপ্নোতি ন শোচন্ বিন্দতে ফলম্।
ন শোচন্ শ্রিয়মাপ্নোতি ন শোচন্ বিন্দতে পরম্ ॥৩৮
স্বয়মুৎপাদয়িত্বাগ্নিং বস্ত্রেণ পরিবেষ্টয়ন্।
দহ্যমানো মনস্তাপং ভজতে ন স পণ্ডিতঃ ॥ ৩৯
ত্বয়ৈব সসুতেনায়ং বাক্যবায়ুসমীরিতঃ।
লোভাজ্যেন চ সংসিক্তো জ্বলিতঃ পার্থপাবকঃ ॥ ৪০
তস্মিন্ সমিদ্ধে পতিতাঃ শলভা ইব তে সুতাঃ।
তান্ বৈ শরাগ্নিনির্দগ্ধান্ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৪১
যচ্চাশ্রুপাতাৎ কলিলং বদনং বহসে নৃপ।
অশাস্ত্রদৃষ্টমেতদ্ধি ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪২
বিস্ফুলিঙ্গা ইব হ্যেতান্ দহন্তি কিল মানবান্।
জহীহি মন্যুং বুদ্ধ্যা বৈ ধারয়াত্মানমাত্মনা ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমাশ্বাসিতস্তেন সঞ্জয়েন মহাত্মনা।
বিদুরো ভূয় এবাহ বুদ্ধিপূর্বং পরন্তপ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

পতিত হইবার সম্ভাবনা করত যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মধুর লালসায় অধঃপতিত হইয়া সেইরূপ শোক করিয়া থাকে, যেরূপ আপনি শোক করিতেছেন ॥ ৩৭

শোককারী মানুষ নিজের অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিতে পারে না, শোকপরায়ণ মানুষ কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। শোককারী ব্যক্তির লক্ষ্মী লাভও হয় না এবং সে পরমাত্মাকেও লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৮

যে মানুষ নিজেই অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া উহাকে বস্ত্রে পরিবেষ্টিত করত গুরুতর দগ্ধ হইতে থাকিলে মনে মনে অনুতাপ করে, তাহাকে কখনও বুদ্ধিমান্ বলা চলে না ॥ ৩৯

পুত্র সহ আপনি নিজেকে নিজেই লোভরূপী ঘৃতে সর্বতোভাবে সিক্ত করিয়া বাক্যরূপ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া পার্থরূপী অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ॥ ৪০

এই প্রজ্বলিত অগ্নিতে আপনার সকল পুত্র পতঙ্গসমূহের ন্যায় পতিত হইয়াছেন। বাণরূপ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ সেই পুত্রগণের জন্য আপনার শোক করা উচিত নয় ৪১

হে নৃপ! আপনি যে অশ্রুধারায় সিক্ত বদনমণ্ডলকে লইয়া বিচরণ করিতেছেন, ইহা অশাস্ত্রীয় কার্য্য। বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহার প্রশংসা করেন না ॥ ৪২

এই শোকাশ্রুধারা অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এই মনুষ্যগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। অতএব আপনি শোক পরিহার করুন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে নিজেই সুস্থির করুন ॥ ৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শত্রুতাপন জনমেজয়! মহাত্মা সঞ্জয় যখন এইভাবে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বাসদান করিলেন, তখন বিদুরও পুনরায় সান্ত্বনা দান করিতে করিতে এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য বলিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে শোকনিবারণবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[শোকপরিত্যাগং কর্ত্তুং ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্যোপদেশদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽমৃতসমৈর্বাক্যৈর্হ্লাদয়ন্ পুরুষর্ষভম্।
বৈচিত্রবীর্য্যং বিদুরো যদুবাচ নিবোধ তৎ ॥ ১

বিদুর উবাচ।

উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে ধারয়াত্মানমাত্মনা।
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ ॥ ২

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্ ॥ ৩

যদা শূরঞ্চ ভীরুঞ্চ যমঃ কর্ষতি ভারত।
তৎ কিং ন যোৎস্যন্তি হি তে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ৪

অযুধ্যমানো ম্রিয়তে যুধ্যমানশ্চ জীবতি।
কালং প্রাপ্য মহারাজ ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥৫

অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত
অভাবনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা। ৬

ন শোচন্ মৃতমন্বেতি ন শোচন্ ম্রিয়তে নরঃ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুশোচসি ॥ ৭

কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্বাণি বিবিধান্যুত।
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৮

যথা বায়ুস্তৃণাগ্রাণি সংবর্তয়তি সর্বশঃ।
তথা কালবশং যান্তি ভূতানি ভরতর্ষভ ॥ ৯

একসার্থপ্রয়াতানাং সর্বেষাং তত্র গামিনাম্।
যস্য কালঃ প্রয়াত্যগ্রে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১০

ন চাপ্যেতান্ হতান্ যুদ্ধে রাজন্ শোচিতুমর্হসি।
প্রমাণং যদি শাস্ত্রাণি গতাস্তে পরমাং গতিম্ ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[শোকপরিত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের উপদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর বিদুর পুরুষপ্রবর ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ অমৃততুল্য মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা আহ্লাদিত করিতে করিতে সেখানে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহা শ্রবণ কর ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আপনি ধরাতলে পতিত আছেন কেন? আপনি উঠুন এবং বুদ্ধির দ্বারা নিজের মনকে স্থির করুন। হে লোকেশ্বর! সকল প্রাণীর ইহাই অন্তিম গতি ॥ ২

সমস্ত সংগ্রহের শেষ তাহার বিনাশেই হইয়া থাকে, ভৌতিক উন্নতির অন্ত পতনেই হয়, সকল সংযোগের অন্ত বিয়োগেই হইয়া থাকে এবং জীবনেরও শেষ মৃত্যুতেই ॥ ৩

হে ভারত! হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যখন শৌর্য্যশালী বীর ও ভীরু ব্যক্তি উভয়কেই যমরাজ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, তখন এই ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিবেন না কেন? ৪

মহারাজ! যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে না, সে-ও মরিবে এবং যে ব্যক্তি যুদ্ধ করে, সেও- জীবিত থাকে। কালকে পাইয়া কেহ তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না ॥ ৫

যত প্রাণী আছে, তাহারা জন্মের পূর্বে এখানে ব্যক্ত ছিল না। ইহারা মধ্যেই ব্যক্ত হইয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অন্তে পুনরায় তাহাদের অভাব (অব্যক্তরূপে অবস্থান)-ই হইবে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য দুঃখ-শোক করিয়া কি হইবে? ৬

শোককারী মানুষ মৃত ব্যক্তির সহিত যাইতে পারে না এবং মরিতেও পারে না। যখন জগতে এরূপই স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কাহার জন্য শোক করিতেছেন? ৭

কুরুশ্রেষ্ঠ! কাল নানাপ্রকার সমস্ত প্রাণিগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কালের কেহই প্রিয়ও নহে এবং কেহ দ্বেষের পাত্রও নহে ॥ ৮

ভরতপ্রধান! যেরূপ বায়ু তৃণসকলকে চারিদিকে উড়াইতে থাকে, সেইরূপ সমস্ত প্রাণীই কালের বশীভূত হইয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে ॥ ৯

যাহারা এক সঙ্গে সংসার-যাত্রায় আসিয়াছে, তাহাদের সকলকেই একদিন সেস্থানে (পরলোকে) যাইতে হইবে। তাহাদের মধ্যে যাহার কাল উপস্থিত হইয়াছে, সে অগ্রে গমন করে। এরূপ অবস্থায় কাহারও জন্য শোক করা উচিত নহে ॥ ১০

রাজন্! যুদ্ধে নিহত এই বীরগণের জন্য আপনার শোক করা উচিত হইবে না। যদি আপনি শাস্ত্রের প্রমাণ মানিয়া থাকেন, তবে নিশ্চিতই তাঁহারা সকলে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১১

সর্বে স্বাধ্যায়বন্তো হি সর্বে চ চরিতব্রতাঃ।
সর্বে চাভিমুখাঃ ক্ষীণাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১২
অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ।
নৈতে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পরিদেবনা ॥১৩
হতোঽপি লভতে স্বর্গং হত্বা চ লভতে যশঃ।
উভয়ং নো বহুগুণং নাস্তি নিষ্ফলতা রণে ॥ ১৪
তেষাং কামদুঘাঁল্লোকানিন্দ্রঃ সঙ্কল্পয়িষ্যতি।
ইন্দ্রস্যাতিথয়ো হ্যেতে ভবন্তি ভরতর্ষভ ॥ ১৫
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভির্ন তপোভির্ন বিদ্যয়া।
স্বর্গং যান্তি তথা মর্ত্ত্যা যথা শূরা রণে হতাঃ ॥ ১৬
শরীরাগ্নিষু শূরাণাং জুহুবুস্তে শরাহুতীঃ।
হূয়মানান্ শরাংশ্চৈব সেহুস্তেজস্বিনো মিথঃ ॥১৭
এবং রাজংস্তবাচক্ষে স্বর্গ্যং পন্থানমুত্তমম্।
ন যুদ্ধাদধিকং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্যেহ বিদ্যতে ॥ ১৮
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ।
আশিষঃ পরমাঃ প্রাপ্তা ন শোচ্যাঃ সর্ব এব হি ॥১৯
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য মা শুচঃ পুরুষর্ষভ।
নাদ্য শোকাভিভূতস্ত্বং কায়মুৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২০
মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ২১
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২২
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম।
ন মধ্যস্থঃ কচিৎকালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষতি ॥ ২৩
কালঃ পচতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ।
কালঃ সুপ্তেষু জাগর্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ২৪

এই সব বীর বেদসকলের স্বাধ্যায় করিয়াছিলেন, সকলেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন এবং সকলে যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া বীর-গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব ইঁহাদের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১২

ইঁহারা অদৃশ্য জগৎ হইতে আসিয়াছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই পুনরায় চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা আপনার ছিলেন না এবং আপনিও ইঁহাদের ছিলেন না, সুতরাং এখন শোক করিবার কি আছে? ১৩

যুদ্ধে যিনি নিহত হন্, তিনি স্বর্গলোক লাভ করেন এবং যিনি শত্রুকে বধ করেন, তিনি যশ প্রাপ্ত হন্। এই উভয় অবস্থাতেই আমাদের পক্ষে অতিশয় লাভদায়ক হইয়াছে। যুদ্ধে নিষ্ফলতা নাই ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্র এই সব বীরবৃন্দের জন্য ইচ্ছানুসারে ভোগপ্রদানকারী লোকসকলের ব্যবস্থা করিবেন; কারণ, ইঁহারা সকলেই ইন্দ্রেরই অতিথি ॥ ১৫

যুদ্ধে নিহত বীরবর যোদ্ধারা যেরূপ অনায়াসে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন, সেরূপ অনায়াসে অপর মনুষ্যগণ প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাসকলের দ্বারা গমন করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ১৬

শৌর্য্যশালী বীরগণের দেহরূপ অগ্নিতে তাঁহারা বাণরূপী আহুতিসকল প্রদান করিয়াছেন এবং এই তেজস্বী বীরবর্গ পরস্পর দেহাগ্নিতে কৃত হোমরূপ বাণসমূহ সহ্য করিয়াছেন ॥ ১৭

রাজন্! সেইজন্য আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এ জগতে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অধিক অপর কোন স্বর্গপ্রাপ্তিকারক উত্তম পথ নাই ॥ ১৮

এই সব মহাত্মা বীর ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে শোভা পাইয়া থাকেন; অতএব ইঁহারা নিজ নিজ কামনানুসারে উত্তমলোক লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের জন্য কোনরূপ শোকপ্রকাশ করাই উচিত নহে ॥ ১৯

পুরুষপ্রবর! আপনি স্বয়ংই নিজ মনকে সান্ত্বনা দান করত শোক পরিত্যাগ করুন। আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনার নিজেকে নিজে দেহত্যাগ করা উচিত হইবে না ॥ ২০

আমরা বারংবার সংসারে জন্মগ্রহণ করত সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের অনুভব করিয়াছি; কিন্তু আজ তাহারা কাহার এবং আমরা তাহাদের মধ্যেই বা কাহার? ২১

শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং ভয়েরও শত শত স্থান আছে। তাহারা প্রতিদিন মূর্খ মানুষদেরই উপর নিজের প্রভাব দেখাইয়া থাকে; বিদ্বান্ পুরুষের উপর নহে ॥ ২২

কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের কাহারও সহিত প্রেম নাই, কাহারও প্রতি শত্রুতাও নাই এবং কাহারও সহিত নিরপেক্ষ ভাবও নাই। কাল সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৩

কালই প্রাণীদিগকে পাক করেন, কালই প্রজাগণকে সংহার করেন এবং কালই সকলে নিদ্রিত হইলেও জাগরিত থাকেন। এই কালকে উল্লঙ্ঘন করা অতিশয় কঠিন ॥ ২৪

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্যসঞ্চয়ঃ ।
আরোগ্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেদেষু ন পণ্ডিতঃ ॥ ২৫
ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হসি ।
অপ্যভাবেন যুজ্যেত তচ্চাস্য ন নিবর্ত্ততে ॥ ২৬
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেৎ পরাক্রমম্ ।
ভৈষজ্যমেতদ্ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তয়েৎ ॥ ২৭
চিন্ত্যমানং হি ন ব্যেতি ভূয়শ্চাপি প্রবর্ধতে ।
অনিষ্টসম্প্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ ॥ ২৮
মানুষা মানসৈর্দুঃখৈর্দহ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ ।
নার্থো ন ধর্মো ন সুখং যদেতদনুশোচসি ॥ ২৯
ন চ নাপৈতি কার্য্যার্থাৎ ত্রিবর্গাচ্চৈব হীয়তে ।
অন্যামন্যাং ধনাবস্থাং প্রাপ্য বৈশেষিকীং নরাঃ ॥ ৩০
অসন্তুষ্টাঃ প্রমুহ্যন্তি সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ।
প্রজ্ঞয়া মানসং দুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ ।
এতদ্ বিজ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ ॥ ৩১

শয়ানং চানুশেতে হি তিষ্ঠন্তং চানুতিষ্ঠতি ।
অনুধাবতি ধাবন্তং কর্ম পূর্বকৃতং নরম্ ॥ ৩২
যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং তৎ ফলং সমুপাশ্নুতে ॥ ৩৩
যেন যেন শরীরেণ যদ্ যৎ কর্ম করোতি যঃ ।
তেন তেন শরীরেণ তৎ ফলং সমুপাশ্নুতে ॥ ৩৪
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী কৃতস্যাপকৃতস্য চ ॥ ৩৫
শুভেন কর্মণা সৌখ্যং দুঃখং পাপেন কর্মণা ।
কৃতং ভবতি সর্বত্র নাকৃতং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৬
ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেষু বহ্বপায়েষু কর্মসু ।
মূলঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

রূপ, যৌবন, জীবন, দ্রব্যসংগ্রহ, আরোগ্য এবং প্রিয় জনগণের সহিত একত্রে বাস—এ সবই অনিত্য, অতএব বিদ্বান্ পুরুষ ইহাতে কখনও আসক্ত হন্ না ॥২৫

যে দুঃখ সমগ্র দেশের উপর পতিত হইয়াছে, তাহার জন্য আপনার একাকী শোক করা উচিত নয়। শোক করিতে করিতে কেহ মরিয়া যাইলেও তাহার শোক দূরীভূত হয় না ॥ ২৬

যদি নিজের মধ্যে পরাক্রম থাকে, তবে শোক করিতে করিতে শোকের কারণ নিবারণ করিবার চেষ্টা করিবে। দুঃখকে দূর করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ ইহাই যে, তাহার চিন্তা ত্যাগ করিতে হইবে, চিন্তা করিলে দুঃখ কমিয়া যায় না, পরন্তু আরও বাড়িয়া যায় ॥ ২৭ই

মন্দমতি মানুষ অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগে মানসিক দুঃখসমূহে দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ২৮ই

আপনি যে এই শোক করিতেছেন, ইহা অর্থের সাধকও নহে এবং ধর্ম্ম ও সুখের সাধক নহে। ইহার দ্বারা মানুষ নিজ কর্ত্তব্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ হইতেও বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ই

ধনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া অসন্তোষী মানুষ মোহিত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্টই থাকেন ॥ ৩০ই

মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল—মানসিক দুঃখকে বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা এবং শারীরিক কষ্টকে ঔষধসমূহের দ্বারা দূরীভূত করা, ইহাই বিজ্ঞানের শক্তি। তাহাদের বালকগণের ন্যায় অবিবেক পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত নহে ॥ ৩১

মানুষের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম তাহার শয়নের সহিত শয়ন করে, উত্থিত হইলে উত্থিত হয় এবং ধাবিত হইলে তাহার সহিত ধাবিত হয় ॥ ৩২

মানুষ যে যে অবস্থায় যে যে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সেই অবস্থায় তাহার ফলও লাভ করে ॥ ৩৩

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে যে কর্ম্ম করিয়া থাকে, অপর জন্মে সে সেই সেই শরীরে তাহার ফল ভোগ করে ॥ ৩৪

মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। সে নিজেই নিজের শুভ ও অশুভ কর্ম্মের সাক্ষী ॥ ৩৫

শুভ কর্ম্মের দ্বারা সুখলাভ হয় এবং পাপকর্ম্মের দ্বারা দুঃখ লাভ হয়; সর্ব্বত্র কৃত কর্ম্মেরই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, কোথাও অকৃত কর্ম্মের ফললাভ হয় না ॥ ৩৬

আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ বিনাশকর বহুবিধ দোষযুক্ত এবং মূলভূত দেহেরও নাশকারী বুদ্ধিবিরুদ্ধ কর্ম্মসকলে কখনও আসক্ত হন্ না ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[দেহস্যানিত্যতাং বর্ণয়তা বিদুরেণ শোকং ত্যক্তুং ধৃতরাষ্ট্রায়োপদেশঃ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সুভাষিতৈর্মহাপ্রাজ্ঞ শোকোঽয়ং বিগতো মম।
ভূয় এব তু বাক্যানি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥ ১
অনিষ্টানাঞ্চ সংসর্গাদিষ্টানাঞ্চ বিসর্জনাৎ।
কথং হি মানসৈর্দুঃখৈঃ প্রমুচ্যন্তে তু পণ্ডিতাঃ॥ ২

বিদুর উবাচ।

যতো যতো মনো দুঃখাৎ সুখাদ্ বা বিপ্রমুচ্যতে।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতচ্ছান্তিং বিন্দেত বৈ বুধঃ॥ ৩
অশাশ্বতমিদং সর্বং চিন্ত্যমানং নরর্ষভ।
কদলীসন্নিভো লোকঃ সারো হ্যস্য ন বিদ্যতে॥ ৪
যদা প্রাজ্ঞাশ্চ মূঢ়াশ্চ ধনবন্তোঽথ নির্ধনাঃ।
সর্বে পিতৃবনং প্রাপ্য স্বপন্তি বিগতজ্বরাঃ॥ ৫
নির্মাংসৈরস্থিভূয়িষ্ঠৈর্গাত্রৈঃ স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ।
কিং বিশেষং প্রপশ্যন্তি তত্র তেষাং পরে জনাঃ॥ ৬
যেন প্রত্যবগচ্ছেয়ুঃ কুলরূপবিশেষণম্।
কস্মাদন্যোন্যমিচ্ছন্তি বিপ্রলব্ধধিয়ো নরাঃ॥ ৭
গৃহাণীব হি মর্ত্যানামাহুর্দেহানি পণ্ডিতাঃ।
কালেন বিনিযুজ্যন্তে সত্ত্বমেকং তু শাশ্বতম্॥ ৮
যথা জীর্ণমজীর্ণং বা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা তু পুরুষঃ।
অন্যদ্ রোচয়তে বস্ত্রমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্॥ ৯
বৈচিত্রবীর্য্য প্রাপ্যং হি দুঃখং বা যদি বা সুখম্।
প্রাপ্নুবন্তীহ ভূতানি স্বকৃতেনৈব কর্মণা॥ ১০
কর্মণা প্রাপ্যতে স্বর্গঃ সুখং দুঃখঞ্চ ভারত।
ততো বহতি তং ভারমবশঃ স্ববশোঽপি বা॥ ১১
যথা চ মৃন্ময়ং ভাণ্ডং চক্রারূঢ়ং বিপদ্যতে।
কিঞ্চিৎ প্রক্রিয়মাণং বা কৃতমাত্রমথাপি বা॥ ১২

তৃতীয় অধ্যায়।

[দেহের অনিত্যতার কথা বলিতে বলিতে বিদুর কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে শোকত্যাগ করিতে উপদেশ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদুর! তোমার উত্তম বাক্য শ্রবণ করত আমার এই শোক দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি তোমার এই তত্ত্বসম্বলিত বাক্য আরও শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ১

বিদ্বান্ পুরুষগণ অনিষ্টের সংযোগ এবং ইষ্টের বিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কিভাবে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন? ২

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! বিদ্বান্ পুরুষ "যে যে উপায় অবলম্বন করিলে মন দুঃখ অথবা সুখ হইতে মুক্ত হয়", সেই সেই বিষয়ে নিয়ম পূর্ব্বক মনঃসংযোগ করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন্॥ ৩

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিচার করিলে পর এই সম্পূর্ণ জগৎ অনিত্যই প্রতিভাত হইয়া থাকে। সমগ্র বিশ্ব কদলীবৃক্ষতুল্য সারহীন, ইহাতে সার বলিয়া কিছুই নাই॥ ৪

যখন বিদ্বান্ মূর্খ, ধনবান্ নির্ধন সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া শ্মশানে শয়ন করে, তখন তাহাদের মাংসহীন, নাড়ীসমূহে বদ্ধ এবং অস্থিবহুল অঙ্গসকল দেখিয়া অপর কোন ব্যক্তি কি এরূপ কোন পার্থক্য দেখিতে পায়, যাহাতে সে তাহাদের কুল ও রূপের বিশেষতা বুঝিতে পারে; তথাপি তাহারা কেন পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে? এজন্য বুঝিতে হইবে তাহাদের বুদ্ধি প্রতারিত হইয়াছে॥ ৫-৭

বিদ্বান্ পুরুষগণ মরণধর্ম্মা মানুষদের শরীরকে গৃহতুল্য বলিয়া থাকেন, কারণ, সময় আসিলে এই শরীর নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে একমাত্র সত্ত্বস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান আছেন, তিনি নিত্য—নাশবৃদ্ধিরহিত চিরকালস্থায়ী॥ ৮

যেরূপ মানুষ নূতন বা পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করিবার বাসনা করিয়া থাকে, সেইরূপ দেহধারীদিগের শরীর তাহাদের দ্বারা সময় আসিলে ত্যক্ত ও অপর দেহ গৃহীত হয়॥ ৯

বিচিত্রবীর্য্যনন্দন! যদি দুঃখ বা সুখ প্রাপ্যই হয়, তবে প্রাণিগণ উহা নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১০

হে ভারত! কর্ম্মানুসারেই পরলোকে স্বর্গ ও নরক এবং ইহলোকে সুখ বা দুঃখলাভ হয়। তাহার পর মানুষ সেই সুখ ও দুঃখকে স্বাধীন বা পরাধীন হইয়া বহন করিতে থাকে॥ ১১

যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র নির্ম্মাণ করিবার সময় কখনও চক্রের উপর আরোহণ করাইলেই নষ্ট হইয়া যায়, কখনও কিছু কিছু নির্ম্মিত হইলে, কখনও পূর্ণ নির্ম্মিত হইলে, কখনও ছিন্ন করিবার

ছিন্নং বাপ্যবরোপ্যন্তমবতীর্ণমথাপি বা।
আর্দ্রং বাপ্যথবা শুষ্কং পচ্যমানমথাপি বা॥ ১৩
উত্তার্য্যমাণমাপাকাদুদ্ধৃতঞ্চাপি ভারত।
অথবা পরিভুজ্যন্তমেবং দেহাঃ শরীরিণাম্॥ ১৪
গর্ভস্থো বা প্রসূতো বাপ্যথ বা দিবসান্তরঃ।
অর্দ্ধমাসগতো বাপি মাসমাত্রগতোঽপি বা॥ ১৫
সংবৎসরগতো বাপি দ্বিসংবৎসর এব বা।
যৌবনস্থোঽথ মধ্যস্থো বৃদ্ধো বাপি বিপদ্যতে॥ ১৬
প্রাক্কর্মভিস্তু ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুতপ্যসে॥ ১৭

সময়, কখনও চক্র হইতে নামাইবার সময়, কখনও নামাইবার পর, কখনও আর্দ্র (ভিজা) বা শুষ্ক অবস্থায়, কখনও পক্ব হইবার সময়, কখনও পাকস্থান হইতে নামাইবার সময়, কখনও পাকস্থান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাইবার সময় এবং কখনও উহা ব্যবহারের সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ দেহধারীদিগের দেহেরও এই অবস্থাই হয়॥ ১২-১৪

কখনও গর্ভে অবস্থানের সময়, কখনও জন্মের পর, কখনও কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে পর, কখনও পনের দিন, কখনও একমাস এবং কখনও এক-দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইলে পর, কখনও যুবাবস্থায়, কখনও মধ্যাবস্থায় অথবা কখনও বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলে পর মৃত্যু হয়॥ ১৫-১৬

যথা তু সলিলং রাজন্ ক্রীড়ার্থমনুসন্তরৎ।
উন্মজ্জেচ্চ নিমজ্জেচ্চ কিঞ্চিৎ সত্ত্বং নরাধিপ॥ ১৮
এবং সংসারগহনে উন্মজ্জন-নিমজ্জনে।
কর্মভোগেন বধ্যন্তে ক্লিশ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ॥ ১৯
যে তু প্রাজ্ঞাঃ স্থিতাঃ সত্ত্বে সংসারেঽস্মিন্ হিতৈষিণঃ।
সমাগমজ্ঞা ভূতানাং তে যান্তি পরমাং গতিম্॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩

প্রাণিগণ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারেই এই জগতে অবস্থান করে এবং অবস্থান করে না (অথবা জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে)। যখন লোকের এরূপ স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কেন শোক করিতেছেন? ১৭

রাজন্! নরেশ্বর! যেরূপ ক্রীড়ার জন্য জলে সন্তরণ করিবার সময় কোন প্রাণী কখনও নিমগ্ন হয় এবং কখনও উপরে উঠিয়া আসে, সেইরূপ এই অগাধ-সমুদ্রে জীবগণের মজ্জন ও উর্দ্ধে আগমনে (মরণ ও জন্মগ্রহণে) নিরত থাকে, মন্দবুদ্ধি মনুষ্যই এস্থানে কর্ম্মভোগের দ্বারা বদ্ধ ও কষ্ট প্রাপ্ত হয়॥ ১৮-১৯

যে সকল বুদ্ধিমান্ মানুষ এ জগতে সত্ত্বগুণে যুক্ত, সকলের হিতকামী ও প্রাণিগণের গমনাগমনে অভিজ্ঞ, তাঁহারা পরম গতি প্রাপ্ত হন্॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখময়-সংসারস্য স্বরূপবর্ণনম্, ততো মুক্তিলাভস্যোপায়কথনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং সংসারগহনং বিজ্ঞেয়ং বদতাং বর।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ ॥

বিদুর উবাচ।

জন্মপ্রভৃতি ভূতানাং ক্রিয়া সর্বোপলক্ষ্যতে।
পূর্বমেবেহ কলিলে বসতে কিঞ্চিদন্তরম্ ॥ ২

ততঃ স পঞ্চমেঽতীতে মাসে বাসমকল্পয়ৎ।
ততঃ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণো গর্ভো বৈ স তু জায়তে ॥

অমেধ্যমধ্যে বসতি মাংসশোণিতলেপনে।
ততস্তু বায়ুবেগেন ঊর্ধ্বপাদো হ্যধঃশিরাঃ ॥ ৪

যোনিদ্বারমুপাগম্য বহূন্ ক্লেশান্ সমৃচ্ছতি।
যোনিসম্পীড়নাচ্চৈব পূর্বকর্মভিরন্বিতঃ ॥ ৫

তস্মান্মুক্তঃ স সংসারাদন্যান্ পশ্যত্যুপদ্রবান্।
গ্রহাস্তমনুগচ্ছন্তি সারমেয়া ইবামিষম্ ॥ ৬

ততঃ প্রাপ্তোত্তরে কালে ব্যাধয়শ্চাপি তং তথা।
উপসর্পন্তি জীবন্তং বধ্যমানং স্বকর্মভিঃ ॥ ৭

তং বদ্ধমিন্দ্রিয়ৈঃ পাশৈঃ সঙ্গস্বাদুভিরাবৃতম্।
ব্যসনান্যপি বর্তন্তে বিবিধানি নরাধিপ ॥ ৮

বধ্যমানশ্চ তৈর্ভূয়ো নৈব তৃপ্তিমুপৈতি সঃ।
তদা নাবৈতি চৈবায়ং প্রকুর্বন্ সাধ্বসাধু বা ॥ ৯

তথৈব পরিরক্ষন্তি যে ধ্যানপরিনিষ্ঠিতাঃ।
অয়ং ন বুধ্যতে তাবদ্ যমলোকমথাগতম্ ॥ ১০

চতুর্থ অধ্যায়

[দুঃখময় সংসারের স্বরূপ বর্ণন এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কথন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—বাচকশ্রেষ্ঠ বিদুর! এই গহন সংসারের স্বরূপজ্ঞান কিভাবে হয়? আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার প্রশ্ন অনুসারে তুমি এ বিষয় যথার্থরূপে বর্ণনা কর ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! যখন হইতে গর্ভাশয়ে বীর্য্য ও রজের সংযোগ হয়, সেই সময় হইতেই জীবগণের গর্ভবৃদ্ধিরূপ সকল ক্রিয়া শাস্ত্রানুসারে দেখা যায়।* আরম্ভ সময়ে জীব কলিল-(বীর্য্য ও রজের সংযোগ) রূপে থাকে, তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হইলে পর উহা চৈতন্যরূপে প্রকটিত হইয়া পিণ্ডাকারে বাস করে। ইহার পর এই গর্ভস্থ পিণ্ড সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয় ॥ ২-৩

এই সময় উহাকে মাংস ও রুধিরে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত অপবিত্র গর্ভাশয়ে অবস্থান করিতে হয়। তারপর বায়ুর বেগে উহার পদ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে এবং মস্তক নিম্নভাগে থাকে ॥ ৪

* "একরাত্রোষিতং কলিলং ভবতি পঞ্চরাত্রাদ্ বুদ্বুদঃ"। এক রাত্রিতে রজ ও বীর্য্য মিলিত হইয়া 'কলিল'রূপে এবং রাত্রিতে উহা 'বুদ্বুদ' আকারে পরিণত হয়। ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে গর্ভের বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

এরূপ অবস্থায় যোনিদ্বারসমীপে উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে অতিশয় দুঃখভোগ করিতে হয়। তারপর পূর্ব্বকর্ম্মসমূহে সংযুক্ত এই জীব যোনিপথে পীড়িত হইয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করত বহির্গত হয় এবং সংসারে আসিয়া অন্যান্য নানাপ্রকারের উপদ্রবের সম্মুখীন হয়। যেরূপ কুকুর মাংসের দিকে গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ বালগ্রহগণ শিশুর পশ্চাদ্‌গামী হয় ॥ ৫-৬

তদনন্তর যত যত সময় অতিবাহিত হইবে, তত তত নিজ কর্ম্মসমূহে আবদ্ধ জীবকে জীবিত অবস্থাতেই নব নব ব্যাধিসকল আক্রমণ করে ॥ ৭

হে নরাধিপ। তারপর আসক্তিবশতঃ যাহার মধ্যে রসের প্রতীতি হইবে, সেই সব বিষয়ে পরিবৃত ও ইন্দ্রিয়রূপ পাশসকলে বদ্ধ সেই সংসারী জীবকে নানাপ্রকার সঙ্কট পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলে ॥ ৮

ইহাদের দ্বারা বদ্ধ হইলে পর পুনরায় সেই জীব কখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সে সৎ অসৎ কর্ম্মসকল করিয়াও তাহাদের বিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারে না ॥ ৯

যাঁহারা ভগবানের ধ্যানে সংলগ্ন থাকেন, তাঁহারাই শাস্ত্রানুসারে গমন করত নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন। সাধারণ জীব ত' নিজের সম্মুখে আগত যমলোককেও বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০

যমদূতৈর্বিকৃষ্যংশ্চ মৃত্যুং কালেন গচ্ছতি ।
বাগ্‌ঘীনস্য চ যন্মাত্রমিষ্টানিষ্টং কৃতং মুখে ।
ভূয় এবাত্মনাত্মানং বধ্যমানমুপেক্ষতে ।। ১১
অহো বিনিকৃতো লোকে লোভেন চ বশীকৃতঃ ।
লোভ-ক্রোধ-ভয়োন্মত্তো নাত্মানমববুধ্যতে ॥ ১২
কুলীনত্বে চ রমতে দুষ্কুলীনান্ বিকুৎসয়ন্ ।
ধনদর্পেণ দৃপ্তশ্চ দরিদ্রান্ পরিকুৎসয়ন্ ॥ ১৩
মূর্খানিতি পরানাহ নাত্মানং সমবেক্ষতে ।
দোষান্ ক্ষিপতি চান্যেষাং নাত্মানং শাস্তুমিচ্ছতি ॥১৪
যদা প্রাজ্ঞাশ্চ মূর্খাশ্চ ধনবন্তশ্চ নির্ধনাঃ ।
কুলীনাশ্চাকুলীনাশ্চ মানিনোঽথাপ্যমানিনঃ ॥ ১৫
সর্বে পিতৃবনং প্রাপ্তাঃ স্বপন্তি বিগতত্বচঃ ।
নির্মাংসৈরস্থিভূয়িষ্ঠৈর্গাত্রৈঃ স্নায়ুনিবন্ধনৈঃ ॥ ১৬
বিশেষং ন প্রপশ্যন্তি তত্র তেষাং পরে জনাঃ ।
যেন প্রত্যবগচ্ছেয়ুঃ কুলরূপবিশেষণম্ ॥ ১৭
যদা সর্বে সমং ন্যস্তাঃ স্বপন্তি ধরণীতলে ।
কস্মাদন্যোন্যমিচ্ছন্তি প্রলব্ধুমিহ দুর্বুধাঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ যো নিশম্য শ্রুতিং ত্বিমাম্ ।
অধ্রুবে জীবলোকেঽস্মিন্ যে ধর্মমনুপালয়ন্ ।
জন্মপ্রভৃতি বর্তেত প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্ ॥ ১৯
এবং সর্বং বিদিত্বা বৈ যস্তত্ত্বমনুবর্ততে ।
স প্রমোক্ষায় লভতে পন্থানং মনুজেশ্বর ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

তদনন্তর কালের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যমদূত তাহাকে দেহ হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া থাকেন এবং তাহার মৃত্যুপ্রাপ্তি হয়। সেই সময় তাহার কিছু বলিবার থাকে না। তাহার যত শুভ ও অশুভ কর্ম আছে, সেই সব কর্ম সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে। তদনুসারে নিজেকে নিজের দ্বারা পুনরায় দেহ-বন্ধনে বদ্ধ দেখিয়াও সে উপেক্ষা করিয়া থাকে—নিজের উদ্ধারের চেষ্টা করে না ॥ ১১

অহো! লোভের বশবর্তী হইয়া এই সমগ্র সংসার প্রতারিত হইতেছে। লোভ, ক্রোধ ও ভয়ে সে এরূপ উন্মত্ত হইয়া যায় যে, সে নিজেকে নিজেও চিনিতে পারে না ॥ ১২

যাহারা হীন কুলে উৎপন্ন, তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে কুলীন মনুষ্যগণ নিজের কুলীনতার গর্ব করিয়া থাকে এবং ধনী ধনের দর্পে গর্বিত হইয়া দরিদ্রদিগকে নিন্দা করিতে থাকে ॥১৩

ইহারা অন্য ব্যক্তিদিগকে মূর্খ বলে, কিন্তু নিজের দিকে কখনও দৃষ্টিপাত করে না। অপরের দোষসকলের সমালোচনা করে, কিন্তু নিজেকে সেই সব দোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের মনকে বশীভূত রাখে না ॥ ১৪

যখন জ্ঞানী ও মূর্খ, ধনবান্ ও নির্ধন, কুলীন ও অকুলীন এবং মানী ও অমানী সকলেই মৃত্যুলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের ত্বক্ (চামড়া) নষ্ট হইয়া যায় এবং নাড়ীসমূহে বদ্ধ মাংসহীন অস্থিসকলে পূর্ণ তাহাদের নগ্ন দেহই সম্মুখে আসে, তখন সে স্থানে স্থিত অপর কোন ব্যক্তিই তাহাদের এরূপ কোন পার্থক্য দেখিতে পায় না, যাহাতে একের অপেক্ষা অন্যের কুল ও রূপে বৈশিষ্ট্য জানিতে সমর্থ হয় ॥ ১৫-১৭

যখন মৃত্যুর পর শ্মশানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সকলে সমানরূপেই ধরাতলে নিদ্রিত হয়, তখন সেই মূর্খ মানব এ সংসারে কেন পরস্পরকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করে? ১৮

এই ক্ষণভঙ্গুর জগতে যে মানুষ এই বেদোক্ত উপদেশ সাক্ষাদ্ভাবে জানিয়া বা কাহারও দ্বারা শ্রুত হইয়া জন্ম হইতেই নিরন্তর ধর্মপালন করিতে থাকেন, সেই মানুষই পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন্ ॥ ১৯

হে নরেশ্বর! যে ব্যক্তি এইভাবে সব কিছু জানিয়া তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তিনি মোক্ষ পর্যন্ত গমনের জন্য পথ প্রাপ্ত হন্ ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[গহনবনস্য দৃষ্টান্তেন সংসারস্য ভয়ঙ্করস্বরূপবর্ণনম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যদিদং ধর্মগহনং বুদ্ধ্যা সমনুগম্যতে।
তদ্ধি বিস্তরতঃ সর্বং বুদ্ধিমার্গং প্রশংস মে ॥ ১

বিদুর উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি নমস্কৃত্বা স্বয়ংভুবে।
যথা সংসারগহনং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ২
কশ্চিন্মহতি কান্তারে বর্তমানো দ্বিজঃ কিল।
মহদ্ দুর্গমনুপ্রাপ্তো বনং ক্রব্যাদসঙ্কুলম্ ॥ ৩
সিংহব্যাঘ্রগজর্ক্ষৌঘৈরতিঘোরং মহাস্বনৈঃ।
পিশিতাদৈরতিভয়ৈর্মহোগ্রাকৃতিভিস্তথা ॥ ৪
সমন্তাৎ সংপরিক্ষিপ্তং যৎ স্ম দৃষ্ট্বা ত্রসেদ্ যমঃ
তদস্য দৃষ্ট্বা হৃদয়মুদ্বেগমগমং পরম্ ॥ ৫
অভ্যুচ্ছ্রয়শ্চ রোম্ণাং বৈ বিক্রিয়াশ্চ পরন্তপ।
স তদ্ বনং ব্যনুসরন্ সম্প্রধাবন্নিতস্ততঃ ॥ ৬
বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ শরণং ক ভবেদিতি।
স তেষাং ছিদ্রমন্বিচ্ছন্ প্রদ্রুতো ভয়পীড়িতঃ ॥ ৭
ন চ নির্যাতি বৈ দূরং ন বা তৈর্বিপ্রমোচ্যতে।
অথাপশ্যদ্ বনং ঘোরং সমন্তাদ্ বাগুরাবৃতম্ ॥ ৮
বাহুভ্যাং সম্পরিক্ষিপ্তং স্ত্রিয়া পরমঘোরয়া।
পঞ্চশীর্ষধরৈর্নাগৈঃ শৈলৈরিব সমুন্নতৈঃ ॥ ৯
নভঃস্পৃশৈর্মহাবৃক্ষৈঃ পরিক্ষিপ্তং মহাবনম্।
বনমধ্যে চ তত্রাভূদুদপানঃ সমাবৃতঃ ॥ ১০
বল্লীভিস্তৃণছন্নাভির্দৃঢ়াভিরভিসংবৃতঃ।
পপাত স দ্বিজস্তত্র নিগূঢ়ে সলিলাশয়ে ॥ ১১
বিলগ্নশ্চাভবৎ তস্মিন্ লতাসন্তানসঙ্কুলে।
পনসস্য যথা জাতং বৃন্তবদ্ধং মহাফলম্ ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়

[গহনবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা সংসারের ভয়ঙ্কর স্বরূপের বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! এই যে ধর্মের গূঢ়স্বরূপ, উহা বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়; অতএব তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বুদ্ধিমার্গ বিস্তার পূর্ব্বক বল ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! আমি ভগবান্ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করত সংসাররূপ গহন-বনের সেই স্বরূপ বর্ণনা করিব, যাহা মহর্ষিগণ কীর্ত্তন করেন ॥ ২

তাঁহারা বলেন—কোন এক বিশাল দুর্গম বনে কোন ব্রাহ্মণ যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি বনের অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হিংস্র জন্তুগণে পূর্ণ ছিল ॥ ৩

উচ্চৈঃস্বরে গর্জনকারী সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও ভল্লুকসমুদায় এই স্থানকে অতিশয় ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছিল। ভীষণাকৃতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মাংসভক্ষী প্রাণীরা সেই বনভাগের চারিদিক্ পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল, যাহা দেখিয়া যমরাজও ভীত হন্ ॥ ৪½

শত্রুদমন নরেশ! এই স্থান দর্শন করত ব্রাহ্মণের হৃদয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার রোমাঞ্চ হইতে লাগিল এবং মনে অন্য প্রকারের বিকার উৎপন্ন হইল ॥ ৫½

তিনি এই বন অনুসরণ করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন এবং এই ভাবিয়া চারিদিকেই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে, কোথায় আমি রক্ষা পাইবার স্থান পাইব? ৬½

তিনি সেই হিংস্র জন্তুগণের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে করিতে ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি সেখান হইতে দূরে চলিয়া যাইতে পারিলেন না এবং তাহারা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ ত্যাগ করিল না। ৭½

এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, সেই ভয়ানক বন চারিদিকে জালের দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে এবং এক ভয়ঙ্করী স্ত্রী উহাকে নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৮½

পর্ব্বততুল্য উচ্চ ও পঞ্চ মস্তকবিশিষ্ট সর্পগণ এবং বড় বড় আকাশচুম্বী বৃক্ষসমূহে এই বিশাল বন ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৯½

এই বনের মধ্যে একটি কূপ ছিল, যাহা তৃণসকলে আবৃত সুদৃঢ় লতাসমূহের দ্বারা সর্ব্বদিকে আচ্ছাদিত ছিল ॥ ১০½

এই ব্রাহ্মণ সেই গুপ্ত কূপের মধ্যে পতিত হইলেন; কিন্তু লতাসমূহ থাকায় তিনি নিম্নে পতিত হইলেন না, উপরেই আকৃষ্ট হইয়া (আটক) থাকিলেন ॥ ১১½

যেরূপ কাঁঠালের বিশাল ফল বৃন্তে আবদ্ধ থাকিয়া ঝুলিতে

স তথা লম্বতে তত্র হ্যূর্ধ্বপাদো হ্যধঃশিরাঃ।
অথ তত্রাপি চান্যোঽস্য ভূয়ো জাত উপদ্রবঃ॥ ১৩
কূপমধ্যে মহানাগমপশ্যত মহাবলম্।
কূপবীনাহবেলায়ামপশ্যত মহাগজম্॥ ১৪
ষড়্বক্ত্রং কৃষ্ণশুক্লঞ্চ দ্বিষট্‌কপদচারিণম্।
ক্রমেণ পরিসর্পন্তং বল্লীবৃক্ষসমাবৃতম্॥ ১৫
তস্য চাপি প্রশাখাসু বৃক্ষশাখাবলম্বিনঃ।
নানারূপা মধুকরা ঘোররূপা ভয়াবহাঃ॥ ১৬
আসতে মধু সংবৃত্য পূর্বমেব নিকেতজাঃ।
ভূয়ো ভূয়ঃ সমীহন্তে মধূনি ভরতর্ষভ॥ ১৭
স্বাদনীয়ানি ভূতানাং যৈর্বালো বিপ্রকৃষ্যতে।
তেষাং মধূনাং বহুধা ধারা প্রস্রবতে তদা॥ ১৮
আলম্বমানঃ স পুমান্ ধারাং পিবতি সর্বদা।
ন চাস্য তৃষ্ণা বিরতা পিবমানস্য সঙ্কটে॥ ১৯
অভীপ্সতি তদা নিত্যমতৃপ্তঃ স পুনঃ পুনঃ।
ন চাস্য জীবিতে রাজন্ নির্বেদঃ সমজায়ত॥ ২০
তত্রৈব চ মনুষ্যস্য জীবিতাশা প্রতিষ্ঠিতা।
কৃষ্ণাঃ শ্বেতাশ্চ তং বৃক্ষং কুট্টয়ন্তি চ মূষিকাঃ॥ ২১
ব্যালৈশ্চ বনদুর্গান্তে স্ত্রিয়া চ পরমোগ্রয়া।
কূপাধস্তাচ্চ নাগেন বীনাহে কুঞ্জরেণ চ॥ ২২
বৃক্ষপ্রপাতাচ্চ ভয়ং মূষিকেভ্যশ্চ পঞ্চমম্।
মধুলোভান্মধুকরৈঃ ষষ্ঠমাহুর্মহদ্ ভয়ম্॥ ২৩
এবং স বসতে তত্র ক্ষিপ্তঃ সংসারসাগরে।
ন চৈব জীবিতাশায়াং নির্বেদমুপগচ্ছতি॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫

থাকে, সেইরূপ এই ব্রাহ্মণ উপরের দিকে পদদ্বয় ও নীচের দিকে মস্তক রাখিয়া (লতাসকলের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া) কূপমধ্যে ঝুলিতে লাগিলেন॥ ১২½

সেখানেও তাঁহার সম্মুখে অপর এক উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কূপমধ্যে এক মহাবল বিশালদেহ নাগকে বসিয়া থাকিতে দর্শন করিলেন এবং কূপের উপরে তটস্থলে মুখবন্ধের (পাটের) পার্শ্বে এক বিশাল হাতীকে অবস্থান করিতে দেখিলেন। এই হাতীর ছয়টা মুখ ছিল। ইহার বর্ণ ছিল শুভ্র ও কৃষ্ণ বর্ণের এবং বারটি পদের দ্বারা গমনাগমন করিত॥ ১৩-১৪½

সে লতা ও বৃক্ষসমূহে পরিবৃত সেই কূপের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ যে বৃক্ষের শাখায় ঝুলিতে ছিলেন, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাসমূহে পূর্ব্ব হইতেই মধুর চাকে উৎপন্ন অনেক রূপবিশিষ্ট, ঘোর ও ভয়ঙ্কর মধুমক্ষিকাগণ মধুর চাক পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট ছিল॥ ১৫-১৬½

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণীদিগেরই স্বাদিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান সেই মধু; যাহার উপর বালক আকৃষ্ট হইয়া থাকে, এই মক্ষিকাগণ বারংবার উহা পান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল॥ ১৭½

সেই সময় এই মধুর অনেক ধারা সেখানে নিঃসৃত হইতেছিল এবং সেই লম্বমান পুরুষ নিরন্তর সেই মধুধারা পান করিতে ছিলেন॥১৮½

যদিও তিনি সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি সেই মধু পান করিতে করিতে তাহার তৃষ্ণার শান্তি হইতেছিল না। তিনি সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকিয়া বারংবার উহা পান করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন॥ ১৯½

রাজন্! তাঁহার এই সঙ্কটপূর্ণ জীবনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইল না। সেই মনুষ্যের মনে সেখানে ঐ অবস্থায় জীবিত থাকিয়া মধুপান করিবার আশা প্রতিষ্ঠিত ছিল॥ ২০½

যে বৃক্ষের আশ্রয় লইয়া এই ব্রাহ্মণ ঝুলিতে ছিলেন, উহাকে শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের মূষিকগণ নিরন্তর ছেদন করিতেছিল পূর্ব্বে ত' এই বনের দুর্গম প্রদেশমধ্যে বহু সর্পের ভয় ছিল, অপর ভয় হইল—সীমান্তে স্থিত সেই ভয়ঙ্করী স্ত্রীর। তৃতীয় ভয় কূপের নিম্নে স্থিত নাগগণের, চতুর্থ ভয় কূপের মুখবন্ধের পার্শ্বেই অবস্থিত হস্তীর এবং পঞ্চম ভয় মূষিকগণ ছেদন করিয়া দিলে বৃক্ষপতনের। ইহা ব্যতীত মধুলোভে মধুমক্ষিকা সকলের দিক্ হইতে যে মহাভয় ছিল, উহাকে ষষ্ঠ ভয় বলিয়া বলা হইয়াছে॥ ২১-২৩

এইরূপে সংসার-সাগরে পতিত হইয়া মানুষ এতাদৃশ ভয়সমূহে পরিবৃত হইয়া বাস করে, তথাপি তাহার জীবনের আশা জাগরিত থাকে এবং তাহার মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥

[সংসাররূপিণো বনস্য স্পষ্টীকরণম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অহো খলু মহদ্ দুঃখং কৃচ্ছ্রবাসশ্চ তস্য হ ।
কথং তস্য রতিস্তত্র তুষ্টির্বা বদতাং বর ॥ ১
স দেশঃ ক নু যত্রাসৌ বসতে ধর্মসঙ্কটে ।
কথং বা স বিমুচ্যেত নরস্তস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব সাধু চেষ্টামহে তদা ।
কৃপা মে মহতী জাতা তস্যাভ্যুদ্ধরণেন হি ॥ ৩

বিদুর উবাচ ।

উপমানমিদং রাজন্ মোক্ষবিদ্ভিরুদাহৃতম্ ।
সুকৃতং বিন্দতে যেন পরলোকেষু মানবঃ ॥ ৪
উচ্যতে যৎ তু কান্তারং মহাসংসার এব সঃ ।
বনং দুর্গং হি যচ্চৈতৎ সংসারগহনং হি তৎ ॥ ৫
যে চ তে কথিতা ব্যালা ব্যাধয়স্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
যা সা নারী বৃহৎকায়া অধ্যতিষ্ঠত তত্র বৈ ॥ ৬
তামাহুস্তু জরাং প্রাজ্ঞা রূপবর্ণবিনাশিনীম্ ।
যস্তত্র কূপো নৃপতে স তু দেহঃ শরীরিণাম্ ॥ ৭
যস্তত্র বসতেঽধস্তান্মহাহিঃ কাল এব সঃ ।
অন্তকঃ সর্বভূতানাং দেহিনাং সর্বহার্যসৌ ॥ ৮
কূপমধ্যে চ যা জাতা বল্লী যত্র স মানবঃ ।
প্রতানে লম্বতে লগ্নো জীবিতাশা শরীরিণাম্ ॥ ৯
স যস্তু কূপবীনাহে তং বৃক্ষং পরিসর্পতি ।
ষড্‌বক্ত্রঃ কুঞ্জরো রাজন্ স তু সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥ ১০
মুখানি ঋতবো মাসাঃ পাদা দ্বাদশ কীর্তিতাঃ ।
যে তু বৃক্ষং নিকৃন্তন্তি মূষিকাঃ সততোত্থিতাঃ ॥ ১১
রাত্র্যহানি তু তান্যাহুর্ভূতানাং পরিচিন্তকাঃ ।
যে তে মধুকরাস্তত্র কামাস্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১২

[সংসার রূপ বনের স্পষ্টীকরণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,— বাগ্মীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদুর! ইহা ত' অতিশয় আশ্চর্য্যের কথা যে, সেই ব্রাহ্মণের মহাদুঃখ লাভ হইতেছিল এবং বহু কষ্টে তিনি সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি কিরূপে তাঁহার মন সেস্থলে অনুরক্ত ছিল ও তাঁহার কিভাবে সন্তোষলাভ হইতেছিল? ১

কোথায় এই দেশ, যেখানে এই ব্রাহ্মণ এতাদৃশ ধর্ম্মসঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন? এই সব মহাভয় হইতে সেই ব্রাহ্মণ কিভাবে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন? ২

এই সব বিষয় আমাকে বল, তাহা হইলে আমরা পূর্ণ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সে স্থান হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিব; কারণ, তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আমার অতিশয় কৃপা জন্মিয়াছে ॥ ৩

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! মোক্ষতত্ত্বসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা বুঝিয়া বৈরাগ্য ধারণ করত মানুষ পরলোকে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

যে দুর্গম স্থান পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উহাই হইল মহাসংসার। আর এই যে অগম্য বন, উহাই সংসারের গহন স্বরূপ ॥ ৫

যে সব সর্পের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সব হইল নানাপ্রকার রোগ। সেই বনের সীমান্ত ভাগে যে বিশালাঙ্গী নারী অবস্থিত রহিয়াছে, উহাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ রূপ ও কান্তির বিনাশকারী বৃদ্ধাবস্থা বলা হইয়াছে ॥৬২

হে নৃপতে! ঐ বনে যে কূপের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই দেহধারীদিগের দেহ। উহাতে নিম্নভাগে যে বিশাল নাগ বাস করিতেছে, উহাই হইলেন কাল। ইনিই সমস্ত প্রাণীর অন্তকারী ও দেহধারীদিগের সর্ব্বস্বহরণকারী ॥ ৭-৮

কূপের মধ্যভাগে যে লতা উৎপন্ন রহিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করত মানুষ ঝুলিতে থাকে, উহাই দেহধারিগণের আশা ॥ ৯

রাজন্! কূপের মুখবন্ধের (পাটের) নিকট ছয়টি মুখবিশিষ্ট যে হাতী সেই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, উহাকে সংবৎসর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ১০

ছয়টি ঋতু উহার ছয়টি মুখ এবং বার মাস হইল উহার বারটি পদ। যে সব মূষিক সদা উদ্যত থাকিয়া ঐ বৃক্ষকে ছেদন করিতেছিল, উহাদিগকে বিচারশীল জ্ঞানী পুরুষগণ প্রাণিসকলের দিন ও রাত্রি বলিয়াছেন ॥ ১১২

আরও যাহাদিগকে মধুমক্ষিকা (মৌমাছি) বলা হইয়াছে, এ সমস্তই হইল কামনা। যে বহুসংখ্যক ধারা মধুর ধারা নিঃসরণ

যাস্তু তা বহুশো ধারাঃ স্রবন্তি মধুনিস্রবম্ ।
তাংস্তু কামরসান্ বিদ্যাদ্ যত্র মজ্জন্তি মানবাঃ ১৩
এবং সংসারচক্রস্য পরিবৃত্তিং বিদুর্বুধাঃ ।
যেন সংসারচক্রস্য পাশাংশ্ছিন্দন্তি বৈ বুধাঃ । ১৪

করিতেছিল, এই সকলকে কামরস জানিতে হইবে, যেখানে সব মানুষই নিমগ্ন হইতেছে ॥ ১২-১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬

বিদ্বান্ পুরুষগণ এই সংসারচক্রের গতি জানেন, সেইজন্য তাঁহারা বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ইহার সকল বন্ধন ছেদন করেন ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

সংসারচক্রস্য বর্ণনম্, রথ-রূপকেণ সংযম-জ্ঞানাদীনাং মুক্তেরুপায়তয়া নিরূপণঞ্চ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
অহোহভিহিতমাখ্যানং ভবতা তত্ত্বদর্শিনা ।
ভূয় এব তু মে হর্ষঃ শ্রুত্বা বাগমৃতং তব ॥ ১

বিদুর উবাচ ।
শৃণু ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি মার্গস্যৈতস্য বিস্তরম্ ।
যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যন্তে সংসারেভ্যো বিচক্ষণাঃ ॥ ২
যথা তু পুরুষো রাজন্ দীর্ঘমধ্বানমাস্থিতঃ ।
ক্বচিৎ কচিচ্ছ্রমাচ্ছ্রান্তঃ কুরুতে বাসমেব বা ॥ ৩
এবং সংসারপর্য্যায়ে গর্ভবাসেষু ভারত ।
কুর্বন্তি দুর্বুধা বাসং মুচ্যন্তে তত্র পণ্ডিতাঃ ॥ ৪

সপ্তম অধ্যায় ।

[সংসারচক্র বর্ণন এবং রথের রূপকের দ্বারা সংযম ও জ্ঞান প্রভৃতিকে মুক্তির উপায় বলিয়া নিরূপণ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! তুমি অদ্ভুত উপাখ্যান শুনাইলে। প্রকৃতপক্ষে তুমি তত্ত্বদর্শী। পুনরায় তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে ॥ ১

বিদুর বলিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন! আমি পুনরায় বিস্তৃতসহকারে সেই পথের কথা বর্ণনা করিতেছি, যাহা শ্রবণ করত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যান্ ॥ ২

হে রাজন্! যেরূপ কোন দীর্ঘ পথে গমনকারী পুরুষ পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া মধ্যে কোন কোন স্থানে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করে, সেইরূপ এই সংসারপথে গমনকারী অজ্ঞান মানুষ বিশ্রামের জন্য গর্ভে বাস করিয়া থাকে। ভারত! কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ৩-৪

তস্মাদধ্বানমেবৈতমাহুঃ শাস্ত্রবিদো জনাঃ ।
যত্তু সংসারগহনং বনমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫
সোহয়ং লোকসমাবর্তো মর্ত্যানাং ভরতর্ষভ ।
চরাণাং স্থাবরাণাঞ্চ ন গৃধ্যেৎ তত্র পণ্ডিতঃ ॥ ৬
শরীরা মানসাশ্চৈব মর্ত্যানাং যে তু ব্যাধয়ঃ ।
প্রত্যক্ষাশ্চ পরোক্ষাশ্চ তে ব্যালাঃ কথিতা বুধৈঃ ॥ ৭
ক্লিশ্যমানাশ্চ তৈর্নিত্যং বার্য্যমাণাশ্চ ভারত ।
স্বকর্মভির্মহাব্যালৈর্নোদ্বিজন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ॥ ৮
অথাপি তৈর্বিমুচ্যেত ব্যাধিভিঃ পুরুষো নৃপ ।
আবৃণোত্যেব তং পশ্চাজ্জরা রূপবিনাশিনী ॥ ৯

সেইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ গর্ভবাসকে পথের রূপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং গহন সংসারকে মনীষী পুরুষগণ বন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহাই মনুষ্যগণের এবং স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর বারবার যাতায়াতের স্থান সংসারচক্র। বিবেকী পুরুষ ইহাতে আসক্ত হইবেন না ॥ ৬

মনুষ্যগণের যাহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ শারীরিক এবং মানসিক ব্যাধিসকল রহিয়াছে, ইহাদিগকে বিদ্বান্ পুরুষগণ সর্প ও হিংস্র জীব বলিয়াছেন ॥ ৭

হে ভারত! স্বীয় কর্মরূপী এই মহাহিংস্রপশুগণের দ্বারা পীড়িত ও রুদ্ধ হইলেও মন্দবুদ্ধি মানবেরা সংসার-হইতে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত হয় না ॥ ৮

হে নৃপ! যদি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও নানাবিধ গন্ধযুক্ত, মজ্জা এবং মাংসরূপী মহাপঙ্কে পূর্ণ এবং সর্ব্বদিকে অবলম্বনশূন্য

শব্দরূপরসস্পর্শৈর্গন্ধৈশ্চ বিবিধৈরপি ।
মজ্জামাংসমহাপঙ্কে নিরালম্বে সমন্ততঃ ॥১০
সংবৎসরাশ্চ মাসাশ্চ পক্ষাহোরাত্রসন্ধয়ঃ ।
ক্রমেণাস্যোপযুঞ্জন্তি রূপমায়ুস্তথৈব চ ॥ ১১
এতে কালস্য নিধয়ো নৈতান্ জানন্তি দুর্বুধাঃ ।
ধাত্রাভিলিখিতান্যাহুঃ সর্বভূতানি কর্মণা ॥ ১২
রথঃ শরীরং ভূতানাং সত্ত্বমাহুস্তু সারথিম্ ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ কর্মবুদ্ধিস্তু রশ্ময়ঃ ॥ ১৩
তেষাং হয়ানাং যো বেগং ধাবতামনুধাবতি ।
স তু সংসারচক্রেঽস্মিংশ্চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥ ১৪
যস্তান্ সংযমতে বুদ্ধ্যা সংযতো ন নিবর্ততে ।
যে তু সংসারচক্রেঽস্মিংশ্চক্রবৎ পরিবর্তিতে ॥ ১৫
ভ্রমমাণা ন মুহ্যন্তি সংসারে ন ভ্রমন্তি তে ।
সংসারে ভ্রমতাং রাজন্ দুঃখমেতদ্ধি জায়তে ॥ ১৬

এই দেহরূপী কূপে অবস্থিত মনুষ্য এই সব ব্যাধি হইতে কোনরূপে মুক্ত হইয়া যাইলেও অন্তে রূপ-সৌন্দর্য্য বিনাশকারী বৃদ্ধাবস্থা তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে ॥ ৯-১০

বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন-রাত্রি ও সন্ধ্যাসকল ইহার রূপ এবং আয়ু ক্রমশঃ শোষণ করিতেই থাকে। এ সমস্তই কালের প্রতিনিধি। মূঢ় মানুষ ইহাদিগকে এইরূপে জানিতে পারে না। মনীষী পুরুষগণ বলেন,—বিধাতা সকল প্রাণীরই ললাটে স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। (প্রারব্ধানুসারে তাহাদের আয়ু, সুখ-দুঃখ ভোগ নিয়ত করিয়া দিয়াছেন।) ॥ ১১-১২

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন,—প্রাণীদের দেহই রথের তুল্য, সত্ত্ব (সত্ত্বগুণপ্রধান বুদ্ধি) সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও মন রশ্মি (লাগাম)। যে মানুষ স্বেচ্ছায় ধাবিত সেই অশ্বগণের বেগের অনুসরণ করে, সেই মানুষ এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে ॥ ১৩-১৪

কিন্তু যে ব্যক্তি সংযত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বগণকে বশীভূত রাখিতে পারেন, সেই ব্যক্তি এ-সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না। যে ব্যক্তি চক্রের ন্যায় ভ্রাম্যমাণ এই সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকিলেও মোহের বশীভূত হন্ না, তিনি পুনরায় এ সংসারে ফিরিয়া আসেন না ॥ ১৫½

রাজন্! সংসারে ভ্রমণকারীরাই দুঃখ প্রাপ্ত হয়; অতএব

তস্মাদস্য নিবৃত্ত্যর্থং যত্নমেবাচরেদ্ বুধঃ ।
উপেক্ষা নাত্র কর্তব্যা শতশাখঃ প্রবর্ধতে ॥ ১৭
যতেন্দ্রিয়ো নরো রাজন্ ক্রোধ-লোভনিরাকৃতঃ ।
সন্তুষ্টঃ সত্যবাদী যঃ সঃ শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১৮
যাম্যমাহূ রথং হ্যেনং মুহ্যন্তে যেন দুর্বুধাঃ ।
স চৈতৎ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজন্ যৎ ত্বং প্রাপ্তো নরাধিপ ॥১৯
অনুতর্ষুলমেবৈতদ্ দুঃখং ভবতি মারিষ ।
রাজ্যনাশং সুহৃন্নাশং সুতনাশঞ্চ ভারত ॥ ২০
সাধুঃ পরমদুঃখানাং দুঃখভৈষজ্যমাচরেৎ ।
জ্ঞানৌষধমবাপ্যেহ দূরপারং মহৌষধম্ ।
ছিন্দ্যাদ্ দুঃখমহাব্যাধিং নরঃ সংযতমানসঃ ॥ ২১
ন বিক্রমো ন চাপ্যর্থো ন মিত্রং ন সুহৃজ্জনঃ ।
তথোন্মোচয়তে দুঃখাদ্ যথাত্মা স্থিরসংযমঃ ॥ ২২

বিজ্ঞ পুরুষ এই সংসার-বন্ধনের নিবৃত্তির জন্য অবশ্যই যত্নপরায়ণ হইবেন। এ বিষয়ে কদাপি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; অন্যথায় এই সংসার শত শত শাখায় বিস্তৃত হইয়া অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে ॥ ১৬-১৭

রাজন্! যে মানুষ জিতেন্দ্রিয়, ক্রোধ ও লোভহীন, সন্তুষ্ট এবং সত্যবাদী হন্, তিনি শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৮

হে রাজন্! এই সংসারকে যাম্য (যমলোকপ্রাপক) রথ বলা হয়, যাহা দ্বারা মূর্খ মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া যায়। রাজন্! যে দুঃখ আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রত্যেক অজ্ঞান পুরুষেরই ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৯

মাননীয় ভারত! যাহার তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হয়, তাহার রাজ্য, সুহৃদ্ ও পুত্রগণের নাশরূপ এই মহাদুঃখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ২০

সাধু পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া জ্ঞানরূপী মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য চেষ্টিত থাকিবেন, যাহা পরম দুর্লভ। তিনি স্বীয় দুঃখরূপ মহাব্যাধিসকলের চিকিৎসা করিবেন। সেই জ্ঞানরূপী ঔষধির দ্বারা দুঃখরূপ মহাব্যাধিকে নাশ করিবেন ॥ ॥ ২১

পরাক্রম, ধন, মিত্র ও সুহৃদ্ও সেইভাবে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না, যেরূপ দৃঢ়তা সহকারে সংযমপরায়ণ নিজের মন দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে ॥ ২২

তস্মান্মৈত্রং সমাস্থায় শীলমাপন্ন ভারত।
দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ তে ত্রয়ো ব্রহ্মণো হয়াঃ ২৩
শীলরশ্মিসমাযুক্তঃ স্থিতো যো মানসে রথে।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং রাজন্ ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৪
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো যো দদাতি মহীপতে।
স গচ্ছতি পরং স্থানং বিষ্ণোঃ পদমনাময়ম্ ॥ ২৫
ন তৎ ক্রতুসহস্রেণ নোপবাসৈশ্চ নিত্যশঃ।
অভয়স্য চ দানেন যৎ ফলং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ২৬
ন হ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদ্ ভূতেষু নিশ্চিতম্।
অনিষ্টং সর্বভূতানাং মরণং নাম ভারত ॥ ২৭

হে ভারত! সেইজন্য সর্বত্র মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শীল (সৎস্বভাব) লাভ করিতে হইবে। দম, ত্যাগ ও সাবধানতা এই তিনটিই পরমাত্মার ধামে লইয়া যাইবার অশ্ব। যে মানুষ শীলরূপী রশ্মিকে (লাগামকে) ধারণ করত এই তিন অশ্বে যোজিত মনরূপ রথে আরোহণ করেন, তিনি মৃত্যুর ভয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন্ ॥ ২৩ ২৪

হে মহীপতে! যিনি সমস্ত প্রাণীকে অভয় দান করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর অবিনাশী পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ২৫

অভয়দানে মানুষ যে ফল প্রাপ্ত হন্, তিনি উহা সহস্র সহস্র যজ্ঞ এবং প্রতিদিন উপবাস করিলেও লাভ করিতে পারেন না ॥ ২৬

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু দয়া কার্য্যা বিপশ্চিতা।
নানামোহসমাযুক্তা বুদ্ধিজালেন সংবৃতাঃ ॥ ২৮
অসূক্ষ্মদৃষ্টয়ো মন্দা ভ্রাম্যন্তে তত্র তত্র হ।
সুসূক্ষ্মদৃষ্টয়ো রাজন্ ব্রজন্তি ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥ ২৯
(এবং জ্ঞাত্বা মহাপ্রাজ্ঞ স তেষামৌর্ধ্বদৈহিকম্।
কর্তুমর্হতি তেনৈব ফলং প্রাপ্স্যতি বৈ ভবান্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ৭ ॥

ভারত! একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, প্রাণিগণের নিজ আত্মা হইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই, সেইজন্য মৃত্যু কোন প্রাণীরই ভাল লাগে না, অতএব বিদ্বান্ পুরুষের সকল প্রাণীর প্রতিই দয়া করা উচিত ॥ ২৭½

যে মূঢ় মানুষ নানাপ্রকার মোহে নিমগ্ন আছে, যাহাকে বুদ্ধির জালের দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং যাহার দৃষ্টি স্থূল, সেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ২৮½

রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ! অতি সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী পুরুষগণ সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। ইহা জানিয়া আপনি নিজের মৃত পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের ঔর্দ্ধদৈহিক সংস্কার করুন। ইহাতে আপনার উত্তম ফললাভ হইবে ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণ-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

["সংহার অবশ্যম্ভাবী আসীৎ" ইত্যুক্ত্বা ব্যাসদেবেন ধৃতরাষ্ট্রায় প্রবোধদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরস্য তু তদ্ বাক্যং নিশম্য কুরুসত্তমঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ ॥ ১
তং তথা পতিতং ভূমৌ নিঃসংজ্ঞং প্রেক্ষ্য বান্ধবাঃ।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নশ্চৈব ক্ষত্তা চ বিদুরস্তথা ॥ ২
সঞ্জয়ঃ সুহৃদশ্চান্যে দ্বাঃস্থা যে চাস্য সম্মতাঃ।
জলেন সুখশীতেন তালবৃন্তৈশ্চ ভারত ॥ ৩
পস্পৃশুশ্চ করৈর্গাত্রং বীজমানাশ্চ যত্নতঃ।
অন্বাসন্ সুচিরং কালং ধৃতরাষ্ট্রং তথাগতম্ ॥৪
অথ দীর্ঘস্য কালস্য লব্ধসংজ্ঞো মহীপতিঃ।
বিললাপ চিরং কালং পুত্রাধিভিরভিপ্লুতঃ ॥ ৫
ধিগস্তু খলু মানুষ্যং মানুষেষু পরিগ্রহে।
যতো মূলানি দুঃখানি সম্ভবন্তি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬
পুত্রনাশেঽর্থনাশে চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিনামথ।
প্রাপ্যতে সুমহদ্ দুঃখং বিষাগ্নিপ্রতিমং বিভো ॥ ৭
যেন দহ্যন্তি গাত্রাণি যেন প্রজ্ঞা বিনশ্যতি।
যেনাভিভূতঃ পুরুষো মরণং বহু মন্যতে ॥ ৮
তদিদং ব্যসনং প্রাপ্তং ময়া ভাগ্যবিপর্যয়াৎ।
তস্যান্তং নাধিগচ্ছামি ঋতে প্রাণবিমোক্ষণাৎ ॥ ৯
তথৈবাহং করিষ্যামি অদ্যৈব দ্বিজসত্তম।
ইত্যুক্ত্বা তু মহাত্মানং পিতরং ব্রহ্মবিত্তমম্ ॥ ১০
ধৃতরাষ্ট্রোঽভবন্মূঢ়ঃ স শোকং পরমং গতঃ।
অভূচ্চ তূষ্ণীং রাজাসৌ ধ্যায়মানো মহীপতে ॥১১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং পুত্রং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২

ব্যাস উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্র মহাবাহো যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু।
শ্রুতবানসি মেধাবী ধর্মার্থকুশলঃ প্রভো ॥ ১৩

অষ্টম অধ্যায়।

[সংহার অবশ্যম্ভাবী ছিল—এই কথা বলিয়া ব্যাসদেব কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বিদুরের এই বাক্য শ্রবণ করত কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে সন্তপ্ত এবং মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১

তাঁহাকে এইভাবে অচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া সমস্ত বান্ধবগণ, ব্যাসদেব, বিদুর, সঞ্জয়, সুহৃদ্বর্গ এবং বিশ্বসনীয় যে সব দ্বারপাল ছিলেন, তাঁহারা সকলে শীতল জল সিঞ্চন করত তালের পাখাদ্বারা বাতাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার শরীরে উপর হাত বুলাইতে থাকিলেন। সেই অচৈতন্য অবস্থা হইতে ধৃতরাষ্ট্রকে অতিশয় যত্নসহকারে চেতন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আবশ্যক কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ২-৪

তদনন্তর দীর্ঘকালের পর রাজা ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল এবং তিনি পুত্রগণের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তিনি বলিলেন,—এই মনুষ্য জন্ম ধিক্। ইহার পর বিবাহাদি করিয়া পরিবার বৃদ্ধি করা আরও নিন্দনীয়; কারণ, তাহাদের জন্য বারংবার নানাপ্রকার দুঃখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৬

প্রভো! পুত্র, ধন, জ্ঞাতি ও সম্বন্ধিগণের নাশ হইলে পর বিষপান ও অগ্নিদাহের ন্যায় অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয় ॥ ৭

এই দুঃখে সমগ্র শরীর দগ্ধ হয়, বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় এবং অসহ্য শোকে পীড়িত মানুষ নিজেই জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যুকেই অত্যুত্তম বলিয়া মনে করে ॥ ৮

আজ ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে এই স্বজনগণের বিনাশরূপ মহাদুঃখ আমাকে লাভ করিতে হইল। এখন প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমি এই দুঃখ হইতে মুক্তি পাইব না ॥ ৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য আজই আমি প্রাণত্যাগ করিব। নিজের ব্রহ্মজ্ঞ পিতা মহাত্মা ব্যাসদেবকে এই কথা বলিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। রাজন্! পুত্রগণের চিন্তা করিতে করিতে এই বৃদ্ধ নরেশ সেখানে নীরবে বসিয়া রহিলেন ॥ ১০-১১

তাঁহার বাক্য শ্রবণ করত শক্তিশালী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুত্রগণের শোকে সন্তপ্ত নিজ পুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে

ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বেদিতব্যং পরন্তপ।
অনিত্যতাং হি মর্ত্ত্যানাং বিজানাসি ন সংশয়ঃ।। ১৪
অধ্রুবে জীবলোকে চ স্থানে বা শাশ্বতে সতি।
জীবিতে মরণান্তে চ কস্মাচ্ছোচসি ভারত। ১৫
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র বৈরস্যাস্য সমুদ্ভবঃ।
পুত্রং তে কারণং কৃত্বা কালযোগেন কারিতঃ।।১৬
অবশ্যং ভবিতব্যে চ কুরূণাং বৈশসে নৃপ।
কস্মাচ্ছোচসি তান্ শূরান্ গতান্ পরমিকাং গতিম্ ।।১৭
জানতা চ মহাবাহো বিদুরেণ মহাত্মনা।
যত্নিতং সর্বযত্নেন শমং প্রতি জনেশ্বর ।। ১৮
ন চ দৈবকৃতো মার্গঃ শক্যো ভূতেন কেনচিৎ।
ঘটতাপি চিরং কালং নিয়ন্তুমিতি মে মতিঃ ।।১৯
দেবতানাং হি যৎ কার্য্যং ময়া প্রত্যক্ষতঃ শ্রুতম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি যথা স্থৈর্য্যং ভবেৎ তব ।।২০

যাহা কিছু বলিব, উহা তুমি শ্রবণ কর। প্রভো! তুমি বেদশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, মেধাবী এবং ধর্ম্ম ও অর্থ সাধনে নিপুণ ॥ ১৩

শত্রুসন্তাপী নরেশ! জানিবার যোগ্য যে সব তত্ত্ব আছে, সেই সমস্তই তোমার অজ্ঞাত নয়। তুমি মানব-জীবনের অনিত্যতা ভালভাবেই জান, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৪

হে ভারত! যখন জীব-জগৎ অনিত্য, সনাতন পরম পদ নিত্য এবং এই জীবনের শেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন তুমি ইহার জন্য শোক করিতেছ কেন? ১৫

রাজেন্দ্র! তোমার পুত্রকে নিমিত্ত করিয়া কালের প্রেরণায় এই শত্রুতার উৎপত্তি ত' তোমার সম্মুখেই হইয়াছিল ॥ ১৬

হে নৃপ! যখন কৌরবগণের এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ছিল, তখন পরমগতিপ্রাপ্ত সেই বীরগণের জন্য তুমি কেন শোক করিতেছ? ১৭

মহাবাহু নরেশ্বর! মহাত্মা বিদুর ইহার ভাবী পরিণাম জানিত, সেইজন্য সে নিজের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া সন্ধির জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছিল ॥ ১৮

আমার এই বিশ্বাস আছে যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশেষ চেষ্টা করিলেও কোন প্রাণী দৈবের বিধানকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৯

দেবতাগণের যে কার্য্য আমি প্রত্যক্ষ নিজ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, উহা আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহাতে তোমার মন স্থির হইয়া যাইবে ॥ ২০

পুরাহং ত্বরিতো যাতঃ সভামৈন্দ্রীং জিতক্লমঃ।
অপশ্যং তত্র চ তদা সমবেতান্ দিবৌকসঃ ॥ ২১
নারদপ্রমুখাশ্চাপি সর্বে দেবর্ষয়োঽনঘ।
তত্র চাপি ময়া দৃষ্টা পৃথিবী পৃথিবীপতে ॥ ২২
কার্য্যার্থমুপসম্প্রাপ্তা দেবতানাং সমীপতঃ।
উপগম্য তদা ধাত্রী দেবানাহ সমাগতান্ ॥ ২৩
যৎ কার্য্যং মম যুষ্মাভির্ব্রহ্মণঃ সদনে তদা।
প্রতিজ্ঞাতং মহাভাগাস্তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥ ২৪
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ।
উবাচ বাক্যং প্রহসন্ পৃথিবীং দেবসংসদি ॥ ২৫
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং যস্তু জ্যেষ্ঠঃ শতস্য বৈ।
দুর্য্যোধন ইতি খ্যাতঃ স তে কার্য্যং করিষ্যতি ॥ ২৬
তঞ্চ প্রাপ্য মহীপালং কৃতকৃত্যা ভবিষ্যসি।
তস্যার্থে পৃথিবীপালাঃ কুরুক্ষেত্রং সমাগতাঃ ॥ ২৭

বহু পূর্ব্বের কথা, একদিন আমি এস্থান হইতে ইন্দ্রের সভায় গিয়াছিলাম। সেখানে যাইলেও আমার কোন পরিশ্রম হয় নাই, কারণ, আমি এ সমস্ত জয় করিতে সমর্থ। সেস্থানে তখন আমি দেখিলাম যে, ইন্দ্রের সভায় সমস্ত দেবগণ সমবেত হইয়াছেন ॥ ২১

অনঘ! সেস্থানে নারদাদি সকল দেবর্ষিগণও উপস্থিত ছিলেন। পৃথ্বীনাথ! আমি সেখানে এই পৃথিবী দেবীকেও দর্শন করিলাম, যিনি কোন উপলক্ষ্যে সেস্থানে দেবগণের নিকটে গিয়াছিলেন ॥ ২২½

সেই সময় বিশ্বধারিণী পৃথিবী দেবী সেখানে সমবেত দেবতামণ্ডলীর নিকট গমন করত বলিলেন,—মহাভাগ দেবগণ! আপনারা সকলে সেদিন ব্রহ্মার সভায় আমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উহা শীঘ্র পূর্ণ করুন ॥ ২৩-২৪

তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্ববন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবসভায় পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক হাস্যসহকারে বলিলেন,—শুভে! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের মধ্যে যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও দুর্য্যোধন নামে বিখ্যাত হইবে, সে-ই তোমার কার্য্য সিদ্ধ করিবে। তাহাকে রাজারূপে পাইয়া তুমি কৃতার্থা হইয়া যাইবে ॥ ২৫-২৬½

তাহার জন্যই সমস্ত ভূপতিগণ কুরুক্ষেত্রে একত্রে সমবেত হইবে ও সুদৃঢ় অস্ত্রের দ্বারা পরস্পর প্রহার করত পরস্পরকে বধ করিবে ॥ ২৭½

অন্যোন্যং যাতয়িষ্যন্তি দৃঢ়ৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রহারিণঃ।
ততস্তে ভবিতা দেবি ভারস্য যুধি নাশনম্ ॥ ২৮
গচ্ছ শীঘ্রং স্বকং স্থানং লোকান্ ধারয় শোভনে।
য এষ তে সুতো রাজন্ লোকসংহারকারণাৎ ॥ ২৯
কলেরংশঃ সমুৎপন্নো গান্ধার্য্যা জঠরে নৃপ।
অমর্ষী চপলশ্চাপি ক্রোধনো দুষ্প্রসাধনঃ ॥ ৩০
দৈবযোগাৎ সমুৎপন্না ভ্রাতরশ্চাস্য তাদৃশাঃ।
শকুনির্মাতুলশ্চৈব কর্ণশ্চ পরমঃ সখা ॥ ৩১
সমুৎপন্না বিনাশার্থং পৃথিব্যাং সহিতা নৃপাঃ।
যাদৃশো জায়তে রাজা তাদৃশোঽস্য জনো ভবেৎ ॥৩২
অধর্মো ধর্মতাং যাতি স্বামী চেদ্ ধার্মিকো ভবেৎ।
স্বামিনো গুণ-দোষাভ্যাং ভৃত্যাঃ স্যুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩
দুষ্টং রাজানমাসাদ্য গতাস্তে তনয়া নৃপ।
এতমর্থং মহাবাহো নারদো বেদতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৪
আত্মাপরাধাৎ পুত্রাস্তে বিনষ্টাঃ পৃথিবীপতে।
মা তান্ শোচস্ব রাজেন্দ্র ন হি শোকেঽস্তি কারণম্ ॥৩৫
ন হি তে পাণ্ডবাঃ স্বল্পমপরাধ্যন্তি ভারত।
পুত্রাস্তব দুরাত্মানো যৈরিয়ং ঘাতিতা মহী ॥ ৩৬
নারদেন চ ভদ্রং তে পূর্বমেব ন সংশয়ঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য সমিতৌ রাজসূয়ে নিবেদিতম্ ॥ ৩৭
পাণ্ডবাঃ কৌরবাঃ সর্বে সমাসাদ্য পরস্পরম্।
ন ভবিষ্যন্তি কৌন্তেয় যৎ তে কৃত্যং তদাচর ॥ ৩৮
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা তদাশোচন্ত পাণ্ডবাঃ।
এবং তে সর্বমাখ্যাতং দেবগুহ্যং সনাতনম্ ॥ ৩৯
কথং তে শোকনাশঃ স্যাৎ প্রাণেষু চ দয়া প্রভো।
স্নেহশ্চ পাণ্ডুপুত্রেষু জ্ঞাত্বা দৈবকৃতং বিধিম্ ॥ ৪০
এষ চার্থো মহাবাহো পূর্বমেব ময়া শ্রুতঃ।
কথিতো ধর্মরাজস্য রাজসূয়ে ক্রতূত্তমে ॥ ৪১
যতিতং ধর্মপুত্রেণ ময়া গুহ্যে নিবেদিতে।
অবিগ্রহে কৌরবাণাং দৈবং তু বলবত্তরম্ ॥ ৪২

দেবি! এইভাবে সেই যুদ্ধে তোমার ভার নাশ হইয়া যাইবে। শোভনে! এখন তুমি পুনরায় শীঘ্র গমন কর এবং পূর্ব্ববৎ সমস্ত লোককে ধারণ কর ॥ ২৮॥

রাজন্! নরেশ্বর! এই যে তোমার পুত্র দুর্য্যোধন ছিল, সে সমস্ত জগৎকে সংহার করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ অংশরূপে গান্ধারীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। সে অমর্ষশীল, ক্রোধী, চঞ্চল এবং কূট-নীতিতে কার্য্যসম্পন্ন করিতে কুশল ছিল ॥ ২৯-৩০

দৈবযোগে ইহার ভ্রাতারাও সেইভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে। মাতুল শকুনি ও পরম মিত্র কর্ণও ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল ॥ ৩১

এই সব নরপতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই একসঙ্গে ভূমণ্ডলে উৎপন্ন হইয়াছিল। রাজা যেরূপ হয়, তাহার স্বজন ও সেবকগণও সেইরূপই হইয়া থাকে ॥ ৩২

যদি স্বামী ধার্ম্মিক হয়, তবে তাহার অধার্ম্মিক সেবকও ধার্ম্মিক হইয়া যায়। সেবক স্বামীরই গুণদোষে যুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৩৩

মহাবাহু নরেশ্বর! দুষ্ট রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া তোমার সকল পুত্র তাহার সহিত নষ্ট হইয়া যাইল। এই বিষয়ে সব কিছুই তত্ত্বজ্ঞ নারদ জানেন ॥ ৩৪

পৃথিবীপতে! তোমার পুত্রগণ নিজেদেরই অপরাধে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! তাহাদের জন্য শোক করিও না; কারণ, শোক করিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই ॥ ৩৫

ভারত! পাণ্ডবেরা তোমার অল্পও অপরাধ করে নাই। তোমার পুত্রগণ দুষ্ট ছিল, তাহারা এই ভূমণ্ডলকে ধ্বংস করিয়া দিল ॥ ৩৬

রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। রাজসূয়-যজ্ঞের সময় দেবর্ষি নারদ রাজা যুধিষ্ঠিরের সভায় নিঃসন্দেহে পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইবে; কুন্তীনন্দন! অতএব তোমার পক্ষে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, উহা সম্পাদন কর ॥ ৩৭-৩৮

প্রভো! নারদের এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় পাণ্ডবগণ চিন্তিত হইয়াছিল। এইরূপ আমিও তোমাকে দেবতাগণের সেই সমুদয় সনাতন রহস্য বলিলাম, যাহাতে যে কোনপ্রকারে তোমার শোক নাশ হয়। তুমি নিজের প্রাণের প্রতি দয়া কর এবং দেবতাগণের বিধান জানিয়া পাণ্ডুর পুত্রগণের উপর তোমার স্নেহ অক্ষুণ্ণ রাখ ॥ ৩৯-৪০

মহাবাহো! এই কথা আমি বহু পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি এবং ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয়যজ্ঞে উহা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াও গিয়াছিলাম ॥ ৪১

আমার দ্বারা সেই গুপ্ত রহস্য কথিত হইলে পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করিতে লাগিল যে, কৌরবগণের মধ্যে যাহাতে পরস্পর কলহ না হয়, কিন্তু দৈবের বিধান অতিশয় প্রবল ॥ ৪২

অনতিক্রমণীয়ো হি বিধী রাজন্ কথঞ্চন।
কৃতান্তস্য তু ভূতেন স্থাবরেণ চরেণ চ ॥ ৪৩
ভবান্ ধর্মপরো যত্র বুদ্ধিশ্রেষ্ঠশ্চ ভারত।
মুহূর্তে প্রাণিনাং জ্ঞাত্বা গতিং চাগতিমেব চ ॥ ৪৪
ত্বাং তু শোকেন সন্তপ্তং মুহ্যমানং মুহুর্মুহুঃ।
জ্ঞাত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রাণানপি পরিত্যজেৎ ॥ ৪৫
কৃপালুর্নিত্যশো বীরস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
স কথং ত্বয়ি রাজেন্দ্র কৃপাং নৈব করিষ্যতি ॥ ৪৬
মম চৈব নিয়োগেন বিধেশ্চাপ্যনিবর্তনাৎ।
পাণ্ডবানাঞ্চ কারুণ্যাৎ প্রাণান্ ধারয় ভারত ॥ ৪৭
এবং তে বর্ত্তমানস্য লোকে কীর্তির্ভবিষ্যতি।
ধর্মার্থঃ সুমহাংস্তাত তপ্তং স্যাচ্চ তপশ্চিরাৎ ॥ ৪৮
পুত্রশোকং সমুৎপন্নং হুতাশং জ্বলিতং যথা।
প্রজ্ঞাম্ভসা মহাভাগ নির্বাপয় সদা সদা ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা তস্য বচনং ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
মুহূর্তং সমনুধ্যায়ন্ ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত ॥ ৫০
মহতা শোকজালেন প্রণুন্নোঽস্মি দ্বিজোত্তম।
নাত্মানমববুধ্যামি মুহ্যমানো মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫১
ইদং তু বচনং শ্রুত্বা তব দেবনিয়োগজম্।
ধারয়িষ্যাম্যহং প্রাণান্ ঘটিষ্যে ন তু শোচিতুম ॥ ৫২
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজেন্দ্র তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিশোককরণে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

রাজন্! দৈব অথবা কালের বিধানকে চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কেহই কোনরূপেও লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩

হে ভারত! তুমি ধর্মপরায়ণ ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। তুমি প্রাণিগণের গমনাগমনের রহস্যও জান, তবে কেন মোহের বশীভূত হইতেছ? ৪৪

তোমাকে বারংবার শোকে সন্তপ্ত ও মোহিত হইতে জানিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজের প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৪৫

রাজেন্দ্র! বীর যুধিষ্ঠির যখন পশু-পক্ষী আদি যোনির প্রাণিগণের উপরও সদা দয়াভাব অক্ষুণ্ণ রাখে, তখন তোমার উপর দয়া করিবে না কেন? ৪৬

ভারত! অতএব আমার আজ্ঞা মনে করিয়া, 'বিধাতার বিধান অন্যথা হয় না' ইহা জানিয়া এবং পাণ্ডবদের প্রতি করুণা করত তুমি নিজের প্রাণধারণ কর ॥ ৪৭

তাত! এইভাবে ব্যবহারপরায়ণ হইলে পর সংসারে তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে, অতিশয় ধর্ম ও অর্থসিদ্ধি হইবে এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিবার ফল তোমার লাভ হইবে ৪৮

মহাভাগ! প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ তোমার এই যে পুত্রশোক লাভ হইল, ইহাকে বিচাররূপ জলের দ্বারা চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত করিয়া দাও ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অমিততেজস্বী ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্ত্তকাল কিছুই বিচার বিবেচনা করিতে পারিলেন না; তারপর এই কথা বলিলেন ॥৫০

দ্বিজোত্তম! গুরুতর শোকজালের দ্বারা আমি সর্ব্বদিকে সমাচ্ছন্ন রহিয়াছি। আমি এখন নিজেকে নিজেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছি ॥ ৫১

'সব কিছুই দৈব-প্রেরণায় হইয়াছে' এখন আপনার এই বাক্য শ্রবণ করত আমি নিজের প্রাণধারণ করিব এবং যথাশক্তি ইহার জন্য চেষ্টাও করিব যে, যাহাতে আমার কোন শোক না হয় ॥ ৫২

রাজেন্দ্র! ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ করত সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব সেস্থানে অন্তর্হিত হইলেন ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের শোকনিবারণবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রস্য শোকপ্রকাশঃ, তস্য শোকং নিবারয়িতুং পুনর্বিদুরস্যোপদেশদানঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

গতে ভগবতি ব্যাসে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
কিমচেষ্টত বিপ্রর্ষে তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
তথৈব কৌরবো রাজা ধর্মপুত্রো মহামনাঃ।
কৃপপ্রভৃতয়শ্চৈব কিমকুর্বত তে ত্রয়ঃ ॥ ২
অশ্বত্থাম্নঃ শ্রুতং কর্ম শাপশ্চান্যোন্যকারিতঃ।
বৃত্তান্তমুত্তরং ব্রূহি যদভাষত সঞ্জয়ঃ ।৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতে দুর্য্যোধনে চৈব হতে সৈন্যে চ সর্বশঃ।
সঞ্জয়ো বিগতপ্রজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রমুপস্থিতঃ ॥ ৪

সঞ্জয় উবাচ।

আগম্য নানাদেশেভ্যো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
পিতৃলোকং গতা রাজন্ সর্বে তব সুতৈঃ সহ ॥৫
যাচ্যমানেন সততং তব পুত্রেণ ভারত।
ঘাতিতা পৃথিবী সর্বা বৈরস্যান্তং বিধিৎসতা ॥ ৬
পুত্রাণামথ পৌত্রাণাং পিতৃণাঞ্চ মহীপতে।
আনুপূর্ব্যেণ সর্বেষাং প্রেতকার্য্যাণি কারয় ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং ঘোরং সঞ্জয়স্য মহীপতিঃ।
গতাসুরিব নিশ্চেষ্টো ন্যপতৎ পৃথিবীতলে ॥ ৮
তং শয়ানমুপাগম্য পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিম্;
বিদুরঃ সর্বধর্মজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
উত্তিষ্ঠ রাজন্ কিং শেষে মা শুচো ভরতর্ষভ।
এষা বৈ সর্বসত্ত্বানাং লোকেশ্বর পরা গতিঃ ॥১০
অভাবাদীনি ভূতানি ভাবমধ্যানি ভারত।
অভাবনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥১১
ন শোচন্ মৃতমন্বেতি ন শোচন্ ম্রিয়তে নরঃ।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে কিমর্থমনুশোচসি ॥ ১২

নবম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের শোকপ্রকাশ এবং তাঁহার শোক নিবারণের জন্য বিদুরের পুনরায় উপদেশদান।]

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রর্ষে! ভগবান্ ব্যাসদেব গমন করিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? তাহা আমাকে বিস্তৃত সহকারে বলুন ॥ ১

এইরূপ কুরুবংশীয় রাজা মহামনস্বী ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং কৃপ প্রভৃতি তিন মহারথী কি করিলেন? ২

অশ্বত্থামার কর্ম্ম ত' আমি শ্রবণ করিয়াছি, পরস্পর যে শাপ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহারও বিষয় আমি অবগত হইয়াছি। এখন তাহার পরের বৃত্তান্ত বলুন, যাহা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইয়াছিলেন ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দুর্য্যোধন এবং তাঁহার সমুদয় সৈন্যবাহিনী নিহত হইলে পর সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি চলিয়া যাইল ও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সভায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নানা জনপদের অধিপতিগণ বিভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া তাঁহারা সকলেই আপনার পুত্রদের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৫

ভারত! আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের নিকট সকলে সদা শান্তির জন্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শত্রুতার অবসানের ইচ্ছায় এই সমগ্র পৃথিবীকেই ধ্বংস করিয়া দিলেন ॥ ৬

মহারাজ! আপনি এখন ক্রমশঃ নিজের পিতামহ, পিতৃব্য, পুত্র ও পৌত্রগণ সকলেরই প্রেতকার্য্য সকল (মরণের পর অবশ্য কর্ত্তব্য শবদাহ-তর্পণাদি কার্য্যসকল) করান ॥ ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! সঞ্জয়ের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করত রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রাণহীনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৮

পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে পৃথিবীতে শয়ান দেখিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদুর তাঁহার নিকটে যাইলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৯

রাজন্! আপনি উঠুন, শয়ন করিয়া আছেন কেন? ভরতশ্রেষ্ঠ! শোক করিবেন না। লোকনাথ! সমস্ত প্রাণীর ইহাই অন্তিম গতি ॥ ১০

হে ভারত! প্রাণিগণ জন্মাইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, মধ্যে ব্যক্ত হয় এবং অন্তে মৃত্যুর পর পুনরায় অব্যক্তই হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের জন্য শোক করিবার কি আছে? ১১

শোককারী মানুষ মৃতের সহিত গমন করে না এবং স্বয়ং মৃত্যুবরণও করে না। যখন এজগতে ইহাই স্বাভাবিক স্থিতি, তখন আপনি কিজন্য বারংবার শোক করিতেছেন? ১২

অযুধ্যমানো ম্রিয়তে যুধ্যমানস্তু জীবতি।
কালং প্রাপ্য মহারাজ ন কশ্চিদতিবর্ততে ॥ ১৩
কালঃ কর্ষতি ভূতানি সর্বাণি বিবিধানি চ।
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম ॥ ১৪
যথা বায়ুস্তৃণাগ্রাণি সংবর্তয়তি সর্বতঃ।
তথা কালবশং যান্তি ভূতানি ভরতর্ষভ ॥ ১৫
একসার্থপ্রয়াতানাং সর্বেষাং তত্র গামিনাম্।
যস্য কালঃ প্রয়াত্যগ্রে তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৬
যাংশ্চাপি নিহতান্ যুদ্ধে রাজংস্ত্বমনুশোচসি।
ন শোচ্যা হি মহাত্মানঃ সর্বে তে ত্রিদিবং গতাঃ ॥ ১৭
ন যজ্ঞৈর্দক্ষিণাবদ্ভির্ন তপোভির্ন বিদ্যয়া।
তথা স্বর্গমুপায়ান্তি যথা শূরাস্তনুত্যজঃ ॥ ১৮
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ।
সর্বে চাভিমুখাঃ ক্ষীণাস্তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৯
শরীরাগ্নিষু শূরাণাং জুহুবুস্তে শরাহুতীঃ।
হূয়মানান্ শরাংশ্চৈব সেহুরুত্তমপূরুষাঃ ॥ ২০
এবং রাজংস্তবাচক্ষে স্বর্গ্যং পন্থানমুত্তমম্।
ন যুদ্ধাদধিকং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়স্যেহ বিদ্যতে ॥ ২১
ক্ষত্রিয়াস্তে মহাত্মানঃ শূরাঃ সমিতিশোভনাঃ।
আশিষং পরমাং প্রাপ্তা ন শোচ্যাঃ সর্ব এব হি ॥ ২২
আত্মনাত্মানমাশ্বাস্য মা শুচঃ পুরুষর্ষভ।
নাদ্য শোকাভিভূতস্ত্বং কার্যমুৎস্রষ্টুমর্হসি ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি বিদুরবাক্যে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

মহারাজ! যে যুদ্ধ করে না, সেও মরে এবং যে যুদ্ধ করে, সেও আবার জীবিত থাকে। কালকে প্রাপ্ত হইয়া কেহই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১৩

কাল নানাবিধ সকল প্রাণীকেই আকর্ষণ করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! কালের নিকট কেহ প্রিয়ও নহে এবং কেহ আবার দ্বেষের পাত্রও নহে ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বায়ু তৃণাগ্রভাগকে সর্ব্বদিকে উড়াইতে ও ভূপাতিত করিতে থাকে, সেইরূপ সকল প্রাণীই কালের অধীনস্থ হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকে ॥ ১৫

একত্রে সমাগত সকল প্রাণীকে একদিন সেখানে যাইতেই হইবে। যাহার কাল আসিয়া গিয়াছে, সে প্রথমে চলিয়া যায়, সুতরাং তাহার জন্য বৃথা শোক করিবার কি আছে? ॥ ১৬

রাজন্! যে সকল লোক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং যাহাদের জন্য আপনি বারংবার শোক করিতেছেন, সেই মহাত্মা বীরগণ শোকযোগ্য নহেন; কারণ, তাহারা সকলে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৭

নিজ দেহ পরিত্যাগকারী বীরবর যোদ্ধারা যেভাবে স্বর্গলোকে গমন করেন, সেইভাবে দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যার দ্বারাও কেহ যাইতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮

সেই সব বীরগণ বেদজ্ঞ ও উত্তমরূপে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শত্রুর সহিত যুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া নিহত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাদের জন্য শোক করিবার আবশ্যকতা কি আছে? ॥ ১৯

সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বীর যোদ্ধাদের দেহরূপী অগ্নিতে বাণরূপ হবিষ্য আহুতি দিয়াছেন এবং নিজের দেহে যাহাদের হোম করা হইয়াছে, সেই সকল বাণের আঘাত সহ্য করিয়াছেন ॥ ২০

রাজন্! আমি আপনাকে স্বর্গপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম মার্গ বলিতেছি। এ জগতে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা স্বর্গসাধক দ্বিতীয় কোন অন্য উপায় নাই ॥ ২১

এই সব মহাত্মা ক্ষত্রিয় বীরগণ যুদ্ধে শোভা পাইয়া থাকেন। ইঁহারা উত্তম ভোগসম্পন্ন পুণ্যলোকে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব ইঁহাদের সকলের জন্য শোক করা উচিত নহে ॥ ২২

পুরুষপ্রবর! আপনি স্বয়ংই নিজ মনকে আশ্বাসদান করত শোক পরিত্যাগ করুন। আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত হইবে না ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে বিদুরের বাক্যবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[রণভূমিং গন্তুং স্ত্রীভিঃ প্রজাভিশ্চ সহ রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্য নগরাদ্ বহির্গমনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিদুরস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা তু পুরুষর্ষভঃ ।
যুজ্যতাং যানমিত্যুক্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

শীঘ্রমানয় গান্ধারীং সর্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ।
বধূং কুন্তীমুপাদায় যাশ্চান্যাস্তত্র যোষিতঃ ॥২
এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা বিদুরং ধর্মবিত্তমম্ ।
শোকবিপ্রহতজ্ঞানো যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৩
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা ভর্তুর্বচনচোদিতা ।
সহ কুন্ত্যা যতো রাজা সহ স্ত্রীভিরুপাদ্রবৎ ॥৪
তাঃ সমাসাদ্য রাজানং ভৃশং শোকসমন্বিতাঃ ।
আমন্ত্র্যান্যোন্যমীয়ুঃ স্ম ভৃশমুচ্চুক্রুশুস্ততঃ ॥ ৫
তাঃ সমাশ্বাসয়ৎ ক্ষত্তা তাভ্যশ্চার্ততরঃ স্বয়ম্ ।
অশ্রুকণ্ঠীঃ সমারোপ্য ততোঽসৌ নির্যযৌ পুরাৎ ॥৬
ততঃ প্রণাদঃ সঞ্জজ্ঞে সর্বেষু কুরুবেশ্মসু ।
আকুমারং পুরং সর্বমভবচ্ছোককর্ষিতম্ ॥ ৭
অদৃষ্টপূর্বা যা নার্য্যঃ পুরা দেবগণৈরপি ।
পৃথগ্জনেন দৃশ্যন্তে তাস্তদা নিহতেশ্বরাঃ ॥ ৮
প্রকীর্য্য কেশান্ সুশুভান্ ভূষণান্যবমুচ্য চ ।
একবস্ত্রধরা নার্য্যঃ পরিপেতুরনাথবৎ ॥৯
শ্বেতপর্বতরূপেভ্যো গৃহেভ্যস্তাস্ত্বপাক্রমন্ ।
গুহাভ্য ইব শৈলানাং পৃষত্যো হতযূথপাঃ ॥
তান্যুদীর্ণানি নারীণাং তদা বৃন্দান্যনেকশঃ ।
শোকার্তান্যদ্রবন্ রাজন্ কিশোরীণামিবাঙ্গনে ॥ ১১
প্রগৃহ্য বাহূন্ ক্রোশন্ত্যঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄনপি ।
দর্শয়ন্তীব তা হ স্ম যুগান্তে লোকসংক্ষয়ম্ ॥ ১২

দশম অধ্যায় ।

[রণভূমিতে যাইবার জন্য স্ত্রীগণ ও প্রজাগণের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে বহির্গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! বিদুরের এই কথা শ্রবণ করত পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথ যোজনা করিতে আজ্ঞা দিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—গান্ধারীকে ও ভরতবংশীয় অন্য সব স্ত্রীগণকে সত্বর লইয়া এস এবং বধূ কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া অপর যে সব স্ত্রী এখানে আছে, তাহাদিগকেও লইয়া এস ॥ ২

পরম ধর্মজ্ঞ বিদুরকে এই কথা বলিয়া শোকে যাঁহার জ্ঞান-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই ধর্মাত্মা রাজা ধৃতরাষ্ট্র রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩

গান্ধারী পুত্রশোকে পীড়িতা থাকিলেও পতির আজ্ঞায় প্রেরণালাভ করত তিনি কুন্তীদেবী ও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত যেখানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন, সেস্থানে আসিলেন ॥ ৪

সেখানে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত শোকমগ্না সেই সমস্ত স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করত কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

বিদুর এই সকল স্ত্রীগণকে আশ্বাসদান করিলেন। অশ্রুতে গদ্গদকণ্ঠ এই সব স্ত্রীবর্গকে রথে আরোহণ করাইয়া তারপর তিনি নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৬

তদনন্তর কৌরবদের সকল গৃহেই অতিশয় আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্য্যন্ত সমগ্র নগর শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৭

যে স্ত্রীগণকে পূর্ব্বে কখনও দেবগণও দেখিতে পান নাই, তাঁহাদিগকে এই সময় পতি নিহত হওয়ায় সাধারণ মানুষেরাও দেখিতে লাগিল ॥ ৮

এই সব নারীগণ নিজ নিজ সুন্দর কেশ বিকীর্ণ করিয়া দিয়া সমস্ত আভরণ মুক্ত করত একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক অনাথার ন্যায় রণভূমির দিকে যাইতে লাগিলেন ॥ ৯

কৌরবদের গৃহসকল শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় ছিল। এই সব গৃহ হইতে যখন স্ত্রীগণ বাহির হইয়া আসিলেন, তখন যাহাদের যূথপতি নিহত হইয়াছে, পর্ব্বত গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত বিচিত্রবর্ণা হরিণীসকলের ন্যায় তাঁহারা দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজন্! রাজভবনের বিশাল অঙ্গনে একত্রে সমবেত সেই কিশোরী স্ত্রীগণের বহু দল শোকে পীড়িত হইয়া রণভূমির দিকে সেইভাবে যাইতে লাগিলেন, যেরূপ অশ্বশাবকদিগকে শিক্ষাভূমিতে লইয়া আসা হয় ॥ ১১

পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করত পুত্র, ভ্রাতা ও পিতৃগণের নামগ্রহণ করিতে করিতে রোরুদ্যমানা এই কুরুকুলের নারীগণ যেন প্রলয়কালে লোকসংহারের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ১২

বিলপন্ত্যো রুদত্যশ্চ ধাবমানাস্ততস্ততঃ ।
শোকেনোপহতজ্ঞানাঃ কর্তব্যং ন প্রজজ্ঞিরে ॥ ১৩
ব্রীড়াং জগ্মুঃ পুরা যাঃ স্ম সখীনামপি যোষিতঃ ।
তা একবস্ত্রা নির্লজ্জাঃ শ্বশ্রূণাং পুরতোঽভবন্ ॥ ১৪
পরস্পরং সুসূক্ষ্মেষু শোকেষ্বাশ্বাসয়ংস্তদা ।
তাঃ শোকবিহ্বলা রাজন্নবৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥ ১৫
তাভিঃ পরিবৃতো রাজা রুদতীভিঃ সহস্রশঃ ।
নির্যযৌ নগরাদ্ দীনস্তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥ ১৬
শিল্পিনো বণিজো বৈশ্যাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ ।
তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্ বহিঃ ॥ ১৭

তাসাং বিক্রোশমানানামার্তানাং কুরুসংক্ষয়ে ।
প্রাদুরাসীন্মহান্ শব্দো ব্যথয়ন্ ভুবনান্যুত ॥ ১৮
যুগান্তকালে সম্প্রাপ্তে ভূতানাং দহ্যতামিব ।
অভাবঃ স্যাদয়ং প্রাপ্ত ইতি ভূতানি মেনিরে ॥ ১৯
ভৃশমুদ্বিগ্নমনসস্তে পৌরাঃ কুরুসংক্ষয়ে ।
প্রাক্রোশন্ত মহারাজ স্বনুরক্তাস্তদা ভৃশম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রনির্গমনে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

শোকে ইঁহাদের জ্ঞানশক্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে ধাবিত হইতেছিলেন। ইঁহাদের তখন কোনও কর্ত্তব্যবোধ ছিল না ॥ ১৩

যে সব যুবতীগণ পূর্ব্বে সখীদের সম্মুখে আসিতেও লজ্জা বোধ করিতেন, তাঁহারা সকলে এদিন লজ্জা ত্যাগ করত একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নিজের শাশুড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪

রাজন্! যে সব নারীরা অল্প শোকের সময়েও পরস্পরের নিকটে যাইয়া আশ্বাসদান করিতেন, তাঁহারা আজ শোকে ব্যাকুল হইয়া পরস্পরের প্রতি কেবল দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ১৫

এই সব ক্রন্দনরতা সহস্র সহস্র স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত দুঃখী রাজা ধৃতরাষ্ট্র নগর হইতে যুদ্ধস্থলে যাইবার জন্য অতি সত্বর নির্গত হইলেন ॥ ১৬

শিল্পী, বণিক্ বৈশ্য এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবন নির্বাহকারী মনুষ্যগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত বহির্গত হইলেন ॥ ১৭

কৌরবগণের বিনাশ হইলে পর আর্ত্তভাবে বিলাপ ও রোদন-পরায়ণা সেই সব নারীদের প্রচণ্ড আর্ত্তনাদ সমস্ত লোককে ব্যথিত করিতে করিতে উদ্ভূত হইতে লাগিল ॥ ১৮

প্রলয়কাল আসিলে দগ্ধ প্রাণিগণের চীৎকারের ন্যায় এই সব স্ত্রীগণের রোদনের অত্যন্ত শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া যাইল। তখন সকল প্রাণীই ইহা মনে করিতে থাকিল যে, এখন সংহারকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৯

মহারাজ! কুরুকুলের সংহার হইয়া যাইলে পর অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত পুরবাসীরা রাজবংশের সহিত অতিশয় অনুরাগ থাকায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের নগর হইতে নির্গমন-বিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ সহ কৃপাচার্য্যাশ্বত্থামকৃতবর্ম্মণাং সাক্ষাৎকারঃ, কৃপাচার্য্যেণ কৌরবপাণ্ডবসৈন্যানাং বিনাশ-সন্দেশোল্লেখশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা দদৃশুস্তান্ মহারথান্ ।
শারদ্বতং কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্ম্মাণমেব চ ॥ ১

তে তু দৃষ্ট্বৈব রাজানং প্রজ্ঞাচক্ষুষমীশ্বরম্
অশ্রুকণ্ঠা বিনিঃশ্বস্য রুদন্তমিদমব্রুবন্ ॥ ২

পুত্রস্তব মহারাজ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ।
গতঃ সানুচরো রাজন্ শক্রলোকং মহীপতে ॥

দুর্য্যোধনবলান্মুক্তা বয়মেব ত্রয়ো রথাঃ ।
সর্বমন্যৎ পরিক্ষীণং সৈন্যং তে ভরতর্ষভ ॥ ৪

ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং কৃপঃ শারদ্বতস্ততঃ ।
গান্ধারীং পুত্রশোকার্তামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

অভীতা যুধ্যমানাস্তে ঘ্নন্তঃ শত্রুগণান্ বহূন্ ।
বীরকর্ম্মাণি কুর্বাণাঃ পুত্রাস্তে নিধনং গতাঃ ॥ ৬

ধ্রুবং সম্প্রাপ্য লোকাংস্তে নির্মলান্ শস্ত্রনির্জিতান্ ।
ভাস্বরং দেহমাস্থায় বিহরন্ত্যমরা ইব ॥ ৭

ন হি কশ্চিদ্ধি শূরাণাং যুধ্যমানঃ পরাঙ্মুখঃ ।
শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্তো ন চ কশ্চিৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৮

এবং তাং ক্ষত্রিয়স্যাহুঃ পুরাণাঃ পরমাং গতিম্ ।
শস্ত্রেণ নিধনং সংখ্যে তন্ন শোচিতুমর্হসি ॥ ৯

ন চাপি শত্রবস্তেষামৃদ্ধ্যন্তে রাজ্ঞি পাণ্ডবাঃ ।
শৃণু যৎ কৃতমস্মাভিরশ্বত্থামপুরোগমৈঃ ॥ ১০

অধর্মেণ হতং শ্রুত্বা ভীমসেনেন তে সুতম্ ।
সুপ্তং শিবিরমাসাদ্য পাণ্ডূনাং কদনং কৃতম্ ॥ ১১

পাঞ্চালা নিহতাঃ সর্বে ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ।
দ্রুপদস্যাত্মজাশ্চৈব দ্রৌপদেয়াশ্চ পাতিতাঃ ॥ ১২

একাদশ অধ্যায় ।

[রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার সাক্ষাৎকার এবং কৃপাচার্য্য কর্তৃক কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যদের বিনাশের সংবাদ উল্লেখ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্ ! এই সব লোক হস্তিনাপুর হইতে এক ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে পর তাঁহারা শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্ম্মা এই তিন মহারথীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১

ক্রন্দনপরায়ণ ঐশ্বর্য্যশালী প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দেখিয়াই অশ্রুতে তাঁহাদের কণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা এই কথা বলিলেন ॥ ২

পৃথ্বীনাথ ! মহারাজ ! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া নিজের সেবকগণের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! দুর্য্যোধনের সৈন্যদের মধ্যে কেবল আমরা তিনজনেই জীবিত আছি। আপনার অন্য সমস্ত সৈন্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৪

রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য পুত্রশোকে পীড়িতা গান্ধারীদেবীকে এই বাক্য বলিলেন ॥ ৫

দেবি ! আপনার সকল পুত্রই নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করত এবং বহুসংখ্যক শত্রুদিগকে সংহার করত বীরোচিত কার্য্য করিয়া বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬

নিশ্চয়ই তাঁহারা অস্ত্রের দ্বারা জিত নির্মল লোকে গমন করত তেজস্বী শরীর ধারণ পূর্ব্বক সেস্থানে দেবতাদের ন্যায় বিহার করিতেছেন ॥ ৭

এই সব বীরগণের মধ্যে কেহই যুদ্ধ করিবার সময় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নাই। কেহই শত্রুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হন্ নাই এবং সকলেই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়াছেন ॥ ৮

এইরূপে যুদ্ধে যে যে অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে, উহাকে প্রাচীন মহর্ষিগণ ক্ষত্রিয়দের পক্ষে উত্তম গতি বলিয়াছেন ; অতএব তাঁহাদের জন্য আপনি শোক করিবেন না ॥ ৯

মহারাণী ! তাঁহাদের শত্রু পাণ্ডবগণও বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে নাই। অশ্বত্থামাকে অগ্রে করিয়া আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১০

ভীমসেন আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক বধ করিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করত আমরাও নিদ্রিত থাকিবার সময় পাণ্ডব-যোদ্ধাদের শিবিরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং পাণ্ডব বীরগণকে সংহার করিলাম ॥ ১১

দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সমস্ত পাঞ্চালগণ নিহত হইয়াছে এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকেও আমরা বধ করত ভূপাতিত করিয়াছি ॥ ১২

তথা বিশসনং কৃত্বা পুত্রশত্রুগণস্য তে ।
প্রাদ্রবাম রণে স্থাতুং ন হি শক্যামহে ত্রয়ঃ ॥ ১৩
তে হি শূরা মহেষ্বাসাঃ ক্ষিপ্রমেষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ
অমর্ষবশমাপন্না বৈরং প্রতিজিহীর্ষবঃ ॥ ১৪
তে হতানাত্মজান্ শ্রুত্বাপ্রমত্তাঃ পুরুষর্ষভাঃ ।
নিরীক্ষন্তঃ পদং শূরাঃ ক্ষিপ্রমেব যশস্বিনি ॥ ১৫
তেষাং তু কদনং কৃত্বা সংস্থাতুং নোৎসহামহে ।
অনুজানীহি নো রাজ্ঞি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১৬
রাজংস্ত্বমনুজানীহি ধৈর্য্যমাতিষ্ঠ চোত্তমম্ ।
দিষ্টান্তং পশ্য চাপি ত্বং ক্ষাত্রং ধর্মঞ্চ কেবলম্ ॥ ১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং কৃত্বা চাভিপ্রদক্ষিণম্ ।
কৃপশ্চ কৃতবর্মা চ দ্রোণপুত্রশ্চ ভারত ॥ ১৮
অবেক্ষমাণা রাজানং ধৃতরাষ্ট্রং মনীষিণম্ ।
গঙ্গামনু মহারাজ তূর্ণমশ্বানচোদয়ন্ ॥ ১৯
অপক্রম্য তু তে রাজন্ সর্ব এব মহারথাঃ ।
আমন্ত্র্যান্যোন্যমুদ্বিগ্নাস্ত্রিধা তে প্রযযুস্তদা ॥২০
জগাম হাস্তিনপুরং কৃপঃ শারদ্বতস্তদা
স্বমেব রাষ্ট্রং হার্দিক্যো দ্রৌণির্ব্যাসাশ্রমং যযৌ ॥ ২১
এবং তে প্রযযুর্বীরা বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ।
ভয়ার্তাঃ পাণ্ডুপুত্রাণামাগস্কৃত্বা মহাত্মনাম্ ॥ ২২
সমেত্য বীরা রাজানং তদা ত্বনুদিতে রবৌ ।
বিপ্রজগ্মুর্মহাত্মানো যথেচ্ছকমরিন্দমাঃ ॥ ২৩
সমাসাদ্যাথ বৈ দ্রৌণিং পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ ।
ব্যজয়ংস্তে রণে রাজন্ বিক্রম্য তদনন্তরম্ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি কৃপদ্রৌণিভোজদর্শনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

এইভাবে আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের শত্রুদিগকে রণাঙ্গনে বিনাশ করত আমরা তিনজনে পলায়ন করিতেছি। এখন এস্থানে আমরা অবস্থান করিতে পারিব না ॥ ১৩

কারণ, অমর্ষের বশীভূত সেই মহাধনুর্দ্ধর বীর পাণ্ডবগণ শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য অতি সত্বর এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ১৪

যশস্বিনি! নিজেদের পুত্রগণের নিধন সংবাদ শ্রবণ করত সদা সাবধানে অবস্থিত পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ আমাদের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে অতিদ্রুত আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে ॥ ১৫

মহারাণী! তাহাদের পুত্র ও সম্বন্ধিগণকে বিনাশ করত আমরা এস্থানে অবস্থান করিতে পারিব না; অতএব আমাদের গমনের অনুমতি প্রদান করুন এবং আপনি নিজ মনকে শোকে নিবিষ্ট করিবেন না ॥ ১৬

(পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,—) রাজন্! আপনিও আমাদের যাইতে আজ্ঞা দান করুন এবং উত্তম ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কেবল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত ইহাই নিরীক্ষণ করুন যে, তাঁহাদের মৃত্যু কিভাবে হইয়াছে? ॥ ১৭

ভারত! মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা মনীষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দৃষ্ট হইতে হইতে অতিদ্রুত গঙ্গাতীরের দিকে নিজ নিজ অশ্ব চালনা করিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! সেস্থান হইতে পলায়ন করত এই সব মহারথী বীরগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া তিনজনে তিন পথ ধরিয়া গমন করিলেন ॥ ২০

শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য ত' হস্তিনাপুরের দিকেই গমন করিলেন। কৃতবর্ম্মা নিজের দেশের দিকে যাইলেন এবং দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রম অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন ॥ ২১

মহাত্মা পাণ্ডবগণের অপরাধ করত ভয়ে পীড়িত হইয়া এই তিন বীর এইভাবে পরস্পরকে দেখিতে দেখিতে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ২২

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইয়া শত্রুদমন এই তিন মহাত্মা বীর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন ॥ ২৩

রাজন্! তদনন্তর মহারথী পাণ্ডবগণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সবলে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মার দর্শনবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ধৃতরাষ্ট্রেণ সহ পাণ্ডবানাং মিলনম্, ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃকো ভীমসেনস্যায়স্যাঃ প্রতিমায়া ভঙ্গঃ, তেন শোকগ্রস্তায় ধৃতরাষ্ট্রায় ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন প্রবোধদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

হতেষু সর্বসৈন্যেষু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
শুশ্রুবে পিতরং বৃদ্ধং নির্যান্তং গজসাহ্বয়াৎ ॥ ১

সোঽভ্যয়াৎ পুত্রশোকার্তঃ পুত্রশোকপরিপ্লুতম্।
শোচমানং মহারাজ ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা ॥ ২

অন্বীয়মানো বীরেণ দাশার্হেণ মহাত্মনা।
যুযুধানেন চ তথা তথৈব চ যুযুৎসুনা ॥ ৩

তমন্বগাৎ সুদুঃখার্তা দ্রৌপদী শোককর্শিতা।
সহ পাঞ্চালযোষিদ্ভির্যাস্তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥ ৪

স গঙ্গামনু বৃন্দানি স্ত্রীণাং ভরতসত্তম।
কুররীণামিবার্তানাং ক্রোশন্তীনাং দদর্শ হ ॥ ৫

তাভিঃ পরিবৃতো রাজা ক্রোশন্তীভিঃ সহস্রশঃ।
উর্ধ্ববাহুভিরার্তাভী রুদতীভিঃ প্রিয়াপ্রিয়ৈঃ ॥ ৬

ক নু ধর্মজ্ঞতা রাজ্ঞঃ ক নু সাদ্যানৃশংসতা।
যচ্চাবধীৎ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ গুরুপুত্রান্ সখীনপি ॥ ৭

ঘাতয়িত্বা কথং দ্রোণং ভীষ্মঞ্চাপি পিতামহম্।
মনস্তেঽভূন্মহাবাহো হত্বা চাপি জয়দ্রথম্ ॥ ৮

কিং নু রাজ্যেন তে কার্য্যং পিতৄন্ ভ্রাতৄনপশ্যতঃ।
অভিমন্যুঞ্চ দুর্ধর্ষং দ্রৌপদেয়াংশ্চ ভারত ॥ ৯

অতীত্য তা মহাবাহুঃ ক্রোশন্তীঃ কুররীরিব।
ববন্দে পিতরং জ্যেষ্ঠং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০

ততোঽভিবাদ্য পিতরং ধর্মেণামিত্রকর্ষণাঃ।
ন্যবেদয়ন্ত নামানি পাণ্ডবাস্তেঽপি সর্বশঃ ॥ ১১

তমাত্মজান্তকরণং পিতা পুত্রবধার্দিতঃ।
অপ্রীয়মাণঃ শোকার্তঃ পাণ্ডবং পরিষস্বজে ॥ ১২

দ্বাদশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমাভঙ্গ এবং ইহাতে শোক করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! সমস্ত সৈন্যদের সংহার হইয়া যাইলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, আমাদের বৃদ্ধ পিতা (জ্যেঠামহাশয়) সংগ্রামে মৃত বীরগণের অন্ত্যেষ্টিকর্ম করাইবার জন্য হস্তিনাপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ংই পুত্রগণের শোকে পীড়িত হইয়াও পুত্রদের শোকে নিমগ্ন চিন্তান্বিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট স্বীয় ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত গমন করিলেন ॥ ১-২

সেই সময় দশার্হকুলনন্দন বীর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি এবং যুযুৎসুও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ৩

অত্যন্ত দুঃখে কাতরা ও শোকে দুর্বলা দ্রৌপদীও সেখানে সমাগতা পাঞ্চাল মহিলাগণের সহিত তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির কুররী পক্ষিণীগণের ন্যায় আর্তস্বরে বিলাপরতা স্ত্রীবর্গের বহু দলকে দেখিলেন ॥ ৫

সেখানে পাণ্ডবদের প্রিয় ও অপ্রিয় জনগণের জন্য হস্ত উত্তোলিত করিয়া আর্তস্বরে বিলাপকারিণী ও করুণভাবে ক্রন্দনরতা সহস্র সহস্র মহিলা রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিলেন ॥ ৬

তাঁহারা বলিলেন,—অহো! রাজার সেই ধর্মজ্ঞতা ও দয়ালুতা কোথায় চলিয়া যাইল? ইনি পিতামহ, পিতৃব্য, ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকেও বধ করিলেন? ৭

মহাবাহো! দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম এবং জয়দ্রথকেও বধ করিয়া আপনার মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে? ৮

ভরতবংশধর নরেশ! নিজের পিতামহ, পিতৃব্য ও ভ্রাতৃগণ, দুর্জয় বীর অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর সকল পুত্রদিগকে না দেখিয়া এই রাজ্যে আপনার প্রয়োজন কি? ৯

ধর্মরাজ মহাবাহু যুধিষ্ঠির কুররী পক্ষিণীগণের ন্যায় ক্রন্দনরতা সেই স্ত্রীগণের বেষ্টন অতিক্রম করত নিজের জ্যেষ্ঠতাত (জ্যেঠামহাশয়) ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন ॥ ১০

তাহার পর সকল শত্রুসূদন পাণ্ডবেরা ধর্মানুসারে জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করত নিজ নিজ নাম বলিলেন ॥ ১১

পুত্রগণের বধে পীড়িত পিতা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাকুল হইয়া নিজ পুত্রদের বিনাশকারী পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিলেন; কিন্তু সেই সময় তাঁহার মন প্রসন্ন ছিল না ॥ ১২

ধর্মরাজং পরিষ্বজ্য সান্ত্বয়িত্বা চ ভারত।
দুষ্টাত্মা ভীমমন্বৈচ্ছদ্ দিধক্ষুরিব পাবকঃ ॥ ১৩
স কোপপাবকস্তস্য শোকবায়ুসমীরিতঃ।
ভীমসেনময়ং দাবং দিধক্ষুরিব দৃশ্যতে ॥ ১৪
তস্য সঙ্কল্পমাজ্ঞায় ভীমং প্রত্যশুভং হরিঃ।
ভীমমাক্ষিপ্য পাণিভ্যাং প্রদদৌ ভীমমায়সম্ ॥ ১৫
প্রাগেব তু মহাবুদ্ধির্বুদ্ধ্বা তস্যেঙ্গিতং হরিঃ।
সংবিধানং মহাপ্রাজ্ঞস্তত্র চক্রে জনার্দনঃ ॥ ১৬
তং গৃহীত্বৈব পাণিভ্যাং ভীমসেনময়স্ময়ম্।
বভঞ্জ বলবান্ রাজা মন্যমানো বৃকোদরম্ ॥ ১৭
নাগাযুতবলপ্রাণঃ স রাজা ভীমমায়সম্।
ভঙ্‌ক্ত্বা বিমথিতোরস্কঃ সুস্রাব রুধিরং মুখাৎ ॥ ১৮
ততঃ পপাত মেদিন্যাং তথৈব রুধিরোক্ষিতঃ।
প্রপুষ্পিতাগ্রশিখরঃ পারিজাত ইব দ্রুমঃ ॥ ১৯
প্রত্যগৃহ্ণাচ্চ তং বিদ্বান্ সূতো গাবল্গণিস্তদা।
মৈবমিত্যব্রবীচ্চৈনং শময়ন্ সান্ত্বয়ন্নিব ॥ ২০
স তু কোপং সমুৎসৃজ্য গতমন্যুর্মহামনাঃ।
হা হা ভীমেতি চুক্রোশ নৃপঃ শোকসমন্বিতঃ ॥ ২১
তং বিদিত্বা গতক্রোধং ভীমসেনবধাদিতম্।
বাসুদেবো বরঃ পুংসামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২২
মা শুচো ধৃতরাষ্ট্র ত্বং নৈষ ভীমস্ত্বয়া হতঃ।
আয়সী প্রতিমা হ্যেষা ত্বয়া নিষ্পাতিতা বিভো ॥ ২৩
ত্বাং ক্রোধবশমাপন্নং বিদিত্বা ভরতর্ষভ।
ময়াপকৃষ্টঃ কৌন্তেয়ো মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতঃ ॥ ২৪
ন হি তে রাজশার্দূল বলে তুল্যোঽস্তি কশ্চন।
কঃ সহেত মহাবাহো বাহ্বোর্বিগ্রহণং নরঃ ॥ ২৫

হে ভারত! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করত তাঁহাকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেনকে সেইভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি অগ্নিস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে জ্বালাইয়া দিবেন। সেই সময় তাঁহার মনে দুর্ভাবনা জাগরিত হইল ॥ ১৩

তাঁহার শোকরূপী বায়ুতে উদ্দীপিত ক্রোধময় অগ্নি এরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল, যেন এই অগ্নি ভীমসেনরূপ বনকে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ১৪

ভীমসেনের প্রতি তাঁহার অশুভ সঙ্কল্পের বিষয় জানিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে ধাক্কা দান পূর্ব্বক সরাইয়া দিয়া দুই হস্তে লৌহময়ী ভীমমূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে স্থাপন করিলেন ॥ ১৫

মহাজ্ঞানী ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি এস্থানে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন ॥ ১৬

বলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমসেনকেই প্রকৃত ভীমসেন মনে করত তাঁহাকে দুই বাহুতে ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭

যদিও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, তথাপি ভীমসেনের লৌহময় প্রতিমাকে ভগ্ন করত তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার মুখ হইতে রক্ত নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ১৮

তিনি সেই অবস্থায় রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ইহাতে মনে হইল পারিজাত বৃক্ষ শীর্ষে অগ্রভাগে বিকসিত রক্তবর্ণ পুষ্প-সমূহে সুশোভিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছে ॥ ১৯

সেই সময় তাঁহার বিদ্বান্ সারথি গবল্গণপুত্র সঞ্জয় তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক উত্তোলিত করিলেন এবং বুঝাইয়া শান্ত করত তাঁহাকে বলিলেন—আপনার এরূপ করা উচিত না ॥ ২০

যখন রোষের আবেগ চলিয়া যাইল, তখন সেই মহামনা নরেশ ক্রোধ পরিহার করত শোকে নিমগ্ন হইলেন এবং 'হা ভীম'! হা ভীম!' এই কথা বলিতে বলিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তাঁহাকে ভীমসেনের বধের আশঙ্কায় পীড়িত ও ক্রোধহীন জানিয়া পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলেন ॥ ২২

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি শোক করিবেন না। এই ভীমসেন আপনার দ্বারা নিহত হন্ নাই। প্রভো! ইহা ত' এক লৌহ প্রতিমা ছিল, যাহা আপনি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন ॥ ২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনাকে ক্রোধবশীভূত জানিয়া আমি মৃত্যুর দন্তসংলগ্ন ভীমসেনকে দূরে সরাইয়া দিয়াছি ॥ ২৪

রাজশ্রেষ্ঠ! বলে আপনার তুল্য এ জগতে অপর কেহ নাই। মহাবাহো! আপনার বাহুদ্বয়ের সবলে ধারণকে কোন্ মানুষ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ২৫

যথান্তকমনুপ্রাপ্য জীবন্ কশ্চিন্ন মুচ্যতে।
এবং বাহ্বন্তরং প্রাপ্য তব জীবেন্ন কশ্চন ॥ ২৬
তস্মাৎ পুত্রেণ যা তেঽসৌ প্রতিমা কারিতাঽঽয়সী
ভীমস্য সেয়ং কৌরব্য তবৈবোপহৃতা ময়া ॥ ২৭
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তং ধর্মাদপকৃতং মনঃ।
তব রাজেন্দ্র তেন ত্বং ভীমসেনং জিঘাংসসি ॥ ২৮
ন ত্বেতৎ তে ক্ষমং রাজন্ হন্যাস্ত্বং যদ্ বৃকোদরম্।
ন হি পুত্রা মহারাজ জীবেয়ুস্তে কথঞ্চন ॥ ২৯
তস্মাদ্ যৎ কৃতমস্মাভির্মন্যমানৈঃ শমং প্রতি।
অনুমন্যস্ব তৎ সর্বং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি আয়সভীমভঙ্গে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যেরূপ যমরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বাহুদ্বয়ের মধ্যভাগে পতিত হইলে পর কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৬

কুরুনন্দন! সেই কারণে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন যে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল, উহাই আমি আপনার সম্মুখে স্থাপনা করিয়া দিয়াছিলাম ॥ ২৭

রাজেন্দ্র! আপনার মন পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়াছিল, সেইজন্য আপনি ভীমসেনকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ॥ ২৮

রাজন্! আপনার পক্ষে ইহা কখনও উচিত হইবে না যে, আপনি ভীমসেনকে বধ করুন। মহারাজ! (ভীমসেন বধ না করিলেও) আপনার পুত্রগণ কোনরূপেই জীবিত থাকিতে পারিত না (কারণ, তাহাদের আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছিল) ॥ ২৯

অতএব আমরা সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করিয়াছি, সেই সব বিষয়কে আপনিও অনুমোদন করুন। মনকে আপনি বৃথা শোকাকুল করিবেন না ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ভীমসেনের লৌহময়ী প্রতিমা-ভঙ্গবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণেন ধৃতরাষ্ট্রমুত্তোল্য নির্ভর্ৎস্য চ তস্য ক্রোধস্য প্রশমনম্, ধৃতরাষ্ট্রেণ পাণ্ডবানামালিঙ্গনঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তত এনমুপাতিষ্ঠন্ শৌচার্থং পরিচারকাঃ।
কৃতশৌচং পুনশ্চৈনং প্রোবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১
রাজন্নধীতা বেদাস্তে শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ
শ্রুতানি চ পুরাণানি রাজধর্মাশ্চ কেবলাঃ ॥ ২
এবং বিদ্বান্ মহাপ্রাজ্ঞঃ সমর্থঃ সন্ বলাবলে।
আত্মাপরাধাৎ কস্মাৎ ত্বং কুরুষে কোপমীদৃশম্ ॥
উক্তবাংস্ত্বাং তদৈবাহং ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ ভারত।
বিদুরঃ সঞ্জয়শ্চৈব বাক্যং রাজন্ ন তৎ কৃথাঃ ॥ ৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তোলিত করিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোধ প্রশমন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে আলিঙ্গন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর সেবকগণ শৌচসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় উপস্থিত হইল। যখন তিনি শৌচকৃত্য পূর্ণ করিলেন, তখন ভগবান্ মধুসূদন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

রাজন্! আপনি বেদসকল ও নানাপ্রকার শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছেন। সমস্ত পুরাণ এবং কেবল রাজধর্ম্ম সকলও শ্রবণ করিয়াছেন ॥ ২

এরূপ বিদ্বান্, পরম বুদ্ধিমান্ ও বলাবল নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াও নিজ অপরাধের জন্য উদ্ভূত এই বিনাশকে দেখিয়া আপনি কেন এতাদৃশ ক্রোধ করিতেছেন? ৩

হে ভারত! আমি ত' সেই সময়েই আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছিলাম এবং ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয়ও আপনাকে বুঝাইয়াছিলেন। রাজন্! কিন্তু আপনি কাহারও কথা শুনেন নাই ॥ ৪

স বার্য্যমাণো নাস্মাকমকার্ষীর্বচনং তদা।
পাণ্ডবানধিকান্ জানন্ বলে শৌর্য্যে চ কৌরব ॥ ৫
রাজা হি যঃ স্থিরপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং দোষানবেক্ষতে।
দেশকালবিভাগঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ স বিন্দতি ॥ ৬
উচ্যমানস্তু যঃ শ্রেয়ো গৃহ্ণীতে নো হিতাহিতে।
আপদঃ সমনুপ্রাপ্য স শোচত্যনয়ে স্থিতঃ ॥ ৭
ততোঽন্যবৃত্তমাত্মানং সমবেক্ষস্ব ভারত।
রাজংস্ত্বং হ্যবিধেয়াত্মা দুর্য্যোধনবশে স্থিতঃ ॥ ৮
আত্মাপরাধাদাপন্নস্তৎ কিং ভীমং জিঘাংসসি।
তস্মাৎ সংযচ্ছ কোপং ত্বং স্বমনুস্মর দুষ্কৃতম্ ॥ ৯
যস্তু তাং স্পর্দ্ধয়া ক্ষুদ্রঃ পাঞ্চালীমানয়ৎ সভাম্।
স হতো ভীমসেনেন বৈরং প্রতিজিহীর্ষতা ॥ ১০
আত্মনোঽতিক্রমং পশ্য পুত্রস্য চ দুরাত্মনঃ।
যদনাগসি পাণ্ডূনাং পরিত্যাগস্ত্বয়া কৃতঃ ॥ ১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন সর্ব্বং সত্যং জনাধিপ।
উবাচ দেবকীপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ॥ ১২
এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি মাধব।
পুত্রস্নেহস্তু বলবান্ ধৈর্য্যান্মাং সমচালয়ৎ ॥ ১৩
দিষ্ট্যা তু পুরুষব্যাঘ্রো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
ত্বদ্‌গুপ্তো নাগমৎ কৃষ্ণ ভীমো বাহ্বন্তরং মম ॥ ১৪
ইদানীং ত্বহমব্যগ্রো গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
মধ্যমং পাণ্ডবং বীরং দ্রষ্টুমিচ্ছামি মাধব ॥ ১৫
হতেষু পার্থিবেন্দ্রেষু পুত্রেষু নিহতেষু চ।
পাণ্ডুপুত্রেষু বৈ শর্ম্ম প্রীতিশ্চাপ্যবতিষ্ঠতে ॥ ১৬
ততঃ স ভীমঞ্চ ধনঞ্জয়ঞ্চ
মাদ্র্যাশ্চ পুত্রৌ পুরুষপ্রবীরৌ।
পস্পর্শ গাত্রৈঃ প্ররুদন্ সুগাত্রা-
নাশ্বাস্য কল্যাণমুবাচ চৈতান্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্ব্বণি জলপ্রদানিকপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্র-কোপবিমোচনে পাণ্ডবপরিষ্বঙ্গো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

কুরুনন্দন! আমরা আপনাকে বহুবার নিবারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি বল ও শৌর্য্যে পাণ্ডবগণকে অধিক জানিয়াও আমাদের কথা গ্রহণ করেন নাই ॥ ৫

যাঁহার বুদ্ধি স্থির, এরূপ যে রাজা স্বয়ং দোষসমূহ দর্শন করেন এবং দেশ-কালের বিভাগ বুঝিতে পারেন, তিনিই পরম কল্যাণভাগী হন্ ॥ ৬

যে ব্যক্তি হিতের কথা বলিলেও হিতাহিত কথা বুঝিতে পারে না, সেই ব্যক্তি অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করত অতিশয় বিপদে পতিত হইয়া শোক করিতে থাকে ॥ ৭

হে ভারত! আপনি নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আপনার আচরণ সর্ব্বদা ন্যায়ের বিপরীত। রাজন্! আপনি নিজের মনকে বশীভূত না করিয়া সদা দুর্য্যোধনের অধীনে ছিলেন ॥ ৮

নিজেরই অপরাধে বিপদে পতিত হইয়া আপনি ভীমসেনকে কেন বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? সেইজন্য ক্রোধকে রুদ্ধ করুন এবং নিজের দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করুন ॥ ৯

যে নীচ দুর্য্যোধন মনে স্পর্দ্ধা পোষণ করত পাঞ্চালরাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে জনপূর্ণ সভামধ্যে আনাইয়া অপমানিত করিয়াছিল, সেই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী ভীমসেন তাহাকে বধ করিয়াছে ॥ ১০

আপনি নিজের এবং দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধনের সেই অত্যাচারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, যখন আপনি বিনা অপরাধেই পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নরাধিপ! যখন এইভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত সত্য কথা বলিতে থাকিলেন, তখন ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১২

মহাবাহু মাধব! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই; কিন্তু পুত্রের স্নেহ অতিশয় প্রবল, সেই স্নেহই আমাকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়া দিয়াছিল ॥ ১৩

হে কৃষ্ণ! সৌভাগ্যের কথা এই যে, আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বলবান্ সত্যপরাক্রমী পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমার দুই বাহুর মধ্যভাগে আসে নাই ॥ ১৪

মাধব! বর্ত্তমানে এই সময়ে আমি শান্ত আছি। আমার ক্রোধ চলিয়া গিয়াছে এবং চিন্তাও নষ্ট হইয়াছে, অতএব মধ্যম পাণ্ডব-বীর অর্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৫

সমস্ত রাজা ও নিজের পুত্রগণ নিহত হওয়ার পর এখন আমার প্রীতি ও হিতচিন্তন পাণ্ডুর এই পুত্রগণের উপরেই আশ্রিত আছে ॥ ১৬

তদনন্তর ক্রন্দন করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র সুন্দর দেহযুক্ত ভীমসেন, অর্জুন ও মাদ্রীর দুই পুত্র নরবীর নকুল-সহদেবকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাদের বলিলেন—তোমাদের কল্যাণ হউক ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের ক্রোধপরিহারপূর্ব্বক পাণ্ডবদের আলিঙ্গনবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[পাণ্ডবেভ্যঃ শাপদানং কর্ত্তুমুদ্যতায়ৈ গান্ধারীদেব্যৈ ব্যাসদেবস্য প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতাস্ততস্তে কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
অভ্যযুর্ভ্রাতরঃ সর্বে গান্ধারীং সহকেশবাঃ ॥ ১

ততো জ্ঞাত্বা হতামিত্রং যুধিষ্ঠিরমুপাগতম্ ।
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা শপ্তুমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ২

তস্যাঃ পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাণ্ডবান্ প্রতি ।
ঋষিঃ সত্যবতীপুত্রঃ প্রাগেব সমবুধ্যত ॥ ৩

স গঙ্গায়ামুপস্পৃশ্য পুণ্যগন্ধি পয়ঃ শুচি ।
তং দেশমুপসম্পেদে পরমর্ষির্মনোজবঃ ॥ ৪

দিব্যেন চক্ষুষা পশ্যন্ মনসা তদ্‌গতেন চ ।
সর্বপ্রাণভৃতাং ভাবং স তত্র সমবুধ্যত ॥ ৫

স স্নুষামব্রবীৎ কালে কল্যবাদী মহাতপাঃ ।
শাপকালমবাক্ষিপ্য শমকালমুদীরয়ন্ ॥ ৬

ন কোপঃ পাণ্ডবে কার্যো গান্ধারি শমমাপ্নুহি ।
বচো নিগৃহ্যতামেতচ্ছৃণু চেদং বচো মম ॥ ৭

উক্তাস্যষ্টাদশাহা'ন পুত্রেণ জয়মিচ্ছতা ।
শিবমাশাস্ব মে মাতুর্যুধ্যমানস্য শত্রুভিঃ ॥ ৮

সা তথা যাচ্যমানা ত্বং কালে কালে জয়ৈষিণা ।
উক্তবত্যসি গান্ধারি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৯

ন চাপ্যতীতাং গান্ধারি বাচং তে বিতথামহম্ ।
স্মরামি ভাষমাণায়াস্তথা প্রাণিহিতা হ্যসি ॥ ১০

বিগ্রহে তুমুলে রাজ্ঞাং গত্বা পারমসংশয়ম্ ।
জিতং পাণ্ডুসুতৈর্যুদ্ধে নূনং ধর্মস্ততোঽধিকঃ ॥ ১১

ক্ষমাশীলা পুরা ভূত্বা সাদ্য ন ক্ষমসে কথম্ ।
অধর্মং জহি ধর্মজ্ঞে যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১২

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[পাণ্ডবগণকে শাপদান করিতে উদ্যতা গান্ধারীদেবীকে ব্যাসদেবের প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া কুরুবংশীয় পাণ্ডবগণ সকল ভ্রাতাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গান্ধারীদেবীর নিকট গমন করিলেন ॥ ১

পুত্রশোকে পীড়িতা গান্ধারীদেবী যখন জানিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির নিজ শত্রুদিগকে সংহার করত-আমার নিকট আসিতেছে, তখন সেই সতী সাধ্বী দেবী তাঁহাকে শাপদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২

পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীদেবীর মনে পাপপূর্ণ এই সঙ্কল্পের কথা সত্যবতীনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় জানিয়া সেই মনের ন্যায় বেগগামী মহর্ষি ব্যাসদেব গঙ্গার পবিত্র ও সুগন্ধিত জলে আচমন করত অতিসত্বর সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩-৪

তিনি দিব্যদৃষ্টির দ্বারা এবং নিজের মনকে সমস্ত প্রাণীর সহিত একাগ্র করত তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৫

অতএব হিতভাষী এই মহাতপস্বী ব্যাসদেব যথাসময়ে নিজের পুত্রবধূ গান্ধারীদেবীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শাপের সময় অপসারিত করিয়া শান্তির সময় উপস্থাপিত করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

গান্ধাররাজকুমারি ! শান্ত হও। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের উপর তোমার ক্রোধ করা উচিত নয় সময় তোমার মুখ হইতে যে কথা নির্গত করিতে তুমি ইচ্ছুক হইয়াছ, তাহা সংযত কর এবং আমার এই কথা শ্রবণ কর ॥ ৭

গত আঠার দিনে জয়াভিলাষী হইয়া তোমার পুত্র দুর্য্যোধন প্রতিদিন তোমার নিকট যাইয়া এই কথা বলিত যে, মা ! আমি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তুমি আমার কল্যাণের জন্য আশীর্ব্বাদ কর ॥ ৮

এইভাবে যখন জয়াভিলাষী দুর্য্যোধন সময়ে সময়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করিত, তখন তুমি এই উত্তরই প্রদান করিতে যে, 'যেস্থানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয়' ॥ ৯

গান্ধারি ! তুমি অতীতকালে কখনও কথাবার্ত্তা বলিবার সময় মিথ্যা কথা বলিয়াছ, ইহা আমার স্মরণ হইতেছে না এবং তুমি সর্ব্বদা প্রাণিগণের হিতকার্য্যেই নিরত আছ ॥ ১০

রাজগণের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে পার হইয়া পাণ্ডবগণ যে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, ইহাতে নিঃসন্দেহে এই কথা সিদ্ধ হয় যে, ধর্ম্মের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ॥ ১১

ধর্ম্মজ্ঞে ! তুমি ত' পূর্ব্বে অতিশয় ক্ষমাশীলা ছিলে। এখন ক্ষমা করিতেছ না কেন ? অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর ; কারণ, যেস্থানে ধর্ম্ম, সেস্থানেই জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

স্বঞ্চ ধর্মং পরিস্মৃত্য বাচং চোক্তাং মনস্বিনি।
কোপং সংযচ্ছ গান্ধারি মৈবং ভূঃ সত্যবাদিনি ॥ ১৩
গান্ধার্য্যুবাচ।
ভগবন্নাভ্যসূয়ামি নৈতানিচ্ছামি নশ্যতঃ।
পুত্রশোকেন তু বলাম্মনো বিহ্বলতীব মে ॥ ১৪
যথৈব কুন্ত্যা কৌন্তেয়া রক্ষিতব্যাস্তথা ময়া।
তথৈব ধৃতরাষ্ট্রেণ রক্ষিতব্যা যথা ত্বয়া ॥ ১৫
দুর্য্যোধনাপরাধেন শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ কৃতোঽয়ং কুরুসংক্ষয়ঃ ॥ ১৬
নাপরাধ্যতি বীভৎসুর্ন চ পার্থো বৃকোদরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ নৈব জাতু যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৭
যুধ্যমানা হি কৌরব্যাঃ কৃন্তমানাঃ পরস্পরম্।
নিহতাঃ সহিতাশ্চান্যৈস্তচ্চ নাস্ত্যপ্রিয়ং মম ॥ ১৮
কিং তু কর্মাকরোদ্ ভীমো বাসুদেবস্য পশ্যতঃ।
দুর্য্যোধনং সমাহূয় গদাযুদ্ধে মহামনাঃ ॥ ১৯
শিক্ষয়াভ্যধিকং জ্ঞাত্বা চরন্তং বহুধা রণে।
অধো নাভ্যাঃ প্রহৃতবাংস্তন্মে কোপমবর্দ্ধয়ৎ ॥ ২০
কথং নু ধর্মং ধর্মজ্ঞৈঃ সমুদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ।
ত্যজেয়ুরাহবে শূরাঃ প্রাণহেতোঃ কথঞ্চন ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি গান্ধারীসান্ত্বনায়াং চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

মনস্বিনী গান্ধারি! নিজের ধর্ম ও কথিত বাক্য স্মরণ করত তুমি ক্রোধ পরিহার কর। সত্যবাদিনি! পুনরায় তোমার এরূপ আচরণ করা উচিত হইবে না ॥ ১৩

গান্ধারী বলিলেন,—ভগবন্! আমি পাণ্ডবগণের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করি না এবং ইহাদের বিনাশও কামনা করি না। কিন্তু কি করিব? পুত্রগণের শোকে আমার মন হঠাৎ যে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৪

কুন্তীর পুত্রগণ যেরূপ কুন্তীর দ্বারা রক্ষণীয়, সেরূপ আমারও ইহাদের রক্ষা করা উচিত। যেরূপ আপনি ইহাদের রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রেরও কর্ত্তব্য হইল—ইহাদের রক্ষা করা ॥ ১৫

কুরুকুলের এই সংহার ত' দুর্য্যোধন, আমার ভ্রাতা শকুনি, কর্ণ এবং দুঃশাসনের অপরাধেই হইয়াছে ॥ ১৬

ইহাতে অর্জুনেরও কোন অপরাধ নাই এবং কুন্তীপুত্র ভীমসেনের কোন অপরাধ নাই। নকুল-সহদেব ও যুধিষ্ঠিরেরও ইহার জন্য কোনও দোষ নাই ॥ ১৭

কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধ ও বিনাশ করিতে করিতে নিজ নিজ অপর সঙ্গীদের সহিত নিহত হইয়াছে, অতএব ইহাতে আমার অপ্রিয় হইবার কিছুই নাই ॥ ১৮

কিন্তু মহাত্মা ভীমসেন গদাযুদ্ধের জন্য দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, উহা আমার ভাল লাগে নাই। সে রণাঙ্গনে গদাযুদ্ধের বহুবিধ কৌশল দেখাইতে দেখাইতে বিচরণ করিতেছিল, অতএব শিক্ষাতে তাহাকে নিজের অপেক্ষা অধিক জানিয়া ভীমসেন যে তাহার নাভির নীচে প্রহার করিয়াছে, ইহার এই আচরণই আমার ক্রোধকে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে ॥ ২০

ধর্মজ্ঞ মহাত্মাগণ গদাযুদ্ধের জন্য যে ধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহা বীরবর যোদ্ধারা রণাঙ্গনে যে কোনরূপে নিজের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য কিভাবে ত্যাগ করিতে পারে? ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে গান্ধারীকে সান্ত্বনাদানবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্বকর্ম্ম প্রশংসতা ভীমসেনেন গান্ধারীদেব্যাঃ সমীপে ক্ষমা-প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরস্য স্বীয়াপরাধস্বীকারঃ, গান্ধার্য্যা দৃষ্টিপাতেন যুধিষ্ঠিরস্য পাদনখানাং কৃষ্ণবর্ণত্ব-প্রাপ্তিঃ, ভীতস্য ধনঞ্জয়স্য শ্রীকৃষ্ণপৃষ্ঠদেশে আত্মগোপনম্, স্বমাত্রা সহ পাণ্ডবানাং মিলনম্, দ্রৌপদ্যা বিলাপঃ, কুন্ত্যা আশ্বাসপ্রদানম্, গান্ধার্য্যানয়োরুভয়য়োর্ধৈর্য্যধারণঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা ভীমসেনোঽথ ভীতবৎ ।
গান্ধারীং প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং তদা ॥ ১

অধর্মো যদি বা ধর্মস্ত্রাসাৎ তত্র ময়া কৃতঃ ।
আত্মানং ত্রাতুকামেন তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২

ন হি যুদ্ধেন পুত্রস্তে ধর্মেণ স মহাবলঃ ।
শক্যঃ কেনচিদুদ্যন্তুমতো বিষমমাচরম্ ॥ ৩

অধর্মেণ জিতঃ পূর্বং তেন চাপি যুধিষ্ঠিরঃ ।
নিকৃতাশ্চ সদৈব স্ম ততো বিষমমাচরম্ ॥ ৪

সৈন্যস্যৈকোঽবশিষ্টোঽয়ং গদাযুদ্ধেন বীর্য্যবান্ ।
মাং হত্বা ন হরেদ্ রাজ্যমিতি বৈ তৎ কৃতং ময়া

রাজপুত্রীঞ্চ পাঞ্চালীমেকবস্ত্রাং রজস্বলাম্ ।
ভবত্যা বিদিতং সর্বমুক্তবান্ যৎ সুতস্তব ॥ ৬

সুযোধনমসংগৃহ্য ন শক্যা ভূঃ সসাগরা ।
কেবলা ভোক্তুমস্মাভিরতশ্চৈতৎ কৃতং ময়া ॥ ৭

তথাপ্যপ্রিয়মস্মাকং পুত্রস্তে সমুপাচরৎ ।
দ্রৌপদ্যা যৎ সভামধ্যে সব্যমূরুমদর্শয়ৎ ॥ ৮

তদৈব বধ্যঃ সোঽস্মাকং দুরাচারশ্চ তে সুতঃ ।
ধর্মরাজাজ্ঞয়া চৈব স্থিতাঃ স্ম সময়ে তদা ॥ ৯

বৈরমুদ্দীপিতং রাজ্ঞি পুত্রেণ তব তন্মহৎ ।
ক্লেশিতাশ্চ বনে নিত্যং তত এতৎ কৃতং ময়া ॥ ১০

বৈরস্যাস্য গতাঃ পারং হত্বা দুর্য্যোধনং রণে ।
রাজ্যং যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্তো বয়ঞ্চ গতমন্যবঃ ॥ ১১

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

[নিজ কর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে ভীমসেনের গান্ধারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, যুধিষ্ঠিরের স্বীয় অপরাধ স্বীকার, গান্ধারীর দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের পদের নখসকলের কৃষ্ণবর্ণত্ব প্রাপ্তি, ভীত অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে আত্মগোপন, নিজ মাতার সহিত পাণ্ডবদের মিলন, দ্রৌপদীর বিলাপ, কুন্তীর আশ্বাসপ্রদান এবং গান্ধারীকর্ত্তৃক ইঁহাদের উভয়ের ধৈর্য্যধারণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! গান্ধারীদেবীর এই কথা শ্রবণ করত ভীমসেন ভীতের ন্যায় তাঁহার বাক্যের উত্তর দান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১

মাতঃ ! ইহা অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম হউক, আমি দুর্য্যোধনের ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার জন্য সেস্থানে এরূপ কার্য্য করিয়াছি ; অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ২

আপনার সেই মহাবল পুত্র দুর্য্যোধনকে কেহই ধর্ম্মানুকূল যুদ্ধের দ্বারা বধ করিবার সাহস করিতে পারে না ; সেইজন্য আমি এই বিপরীত আচরণ করিয়াছি ॥ ৩

প্রথমে সে-ও অধর্ম্ম দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিল এবং আমাদের সহিত সর্ব্বদা প্রতারণা করিয়াছে, সেইজন্য আমিও তাহার সহিত বিষম আচরণ করিয়াছি ॥ ৪

কৌরবসৈন্যদের মধ্যে একাকী জীবিত এই পরাক্রমশালী বীর গদাযুদ্ধের দ্বারা আমাকে বধ করিয়া পুনরায় সমগ্র রাজ্য যাহাতে হরণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় আমি তাদৃশ অযোগ্য আচরণ করিয়াছি ॥ ৫

একবস্ত্রপরিহিতা রাজকুমারী দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় সভায় আনাইয়া তাহাকে আপনার পুত্র যাহা কিছু বলিয়াছিল, তৎসমস্তই আপনি জানেন ॥ ৬

দুর্য্যোধনকে সংহার না করিতে পারিলে আমরা নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিতে পারিব না, এইজন্য আমি এরূপ অযোগ্য কার্য্য করিয়াছি ॥ ৭

আপনার পুত্র ত আমাদের সকলের প্রতি ইহা হইতেও অধিক অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল—সে জনপূর্ণ সভামধ্যে দ্রৌপদীকে নিজ বামজঙ্ঘা দেখাইয়াছিল ॥ ৮

আপনার দুরাচার পুত্রকে ত' সেই সময়েই আমাদের বধ করা উচিত ছিল ; কিন্তু ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় আমরা সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নীরব ছিলাম ॥ ৯

মহারাণী ! আপনার পুত্র ত' সেই মহাশত্রুতার অগ্নিকে আরও প্রজ্বলিত করিয়াছিল এবং আমাদের বনে পাঠাইয়া সর্ব্বদা ক্লেশদান করিয়াছিল ; সেইজন্য তাহার সহিত আমি এরূপ ব্যবহার করিয়াছি ॥ ১০

রণাঙ্গনে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া আমরা এই শত্রুতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভ হইয়াছে এবং আমাদেরও ক্রোধ শান্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ১১

গান্ধার্য্যুবাচ।

ন তস্যৈষ বধস্তাত যৎ প্রশংসসি মে সুতম্।
কৃতবাংশ্চাপি তৎ সর্বং যদিদং ভাষসে ময়ি ॥ ১২
হতাশ্বে নকুলে যত্তু বৃষসেনেন ভারত।
অপিবঃ শোণিতং সংখ্যে দুঃশাসনশরীরজম্ ॥ ১৩
সদ্ভির্বিগর্হিতং ঘোরমনার্য্যজনসেবিতম্।
ক্রূরং কর্মাকৃথাস্তস্মাত্তদযুক্তং বৃকোদর ॥ ১৪

ভীমসেন উবাচ।

অন্যস্যাপি ন পাতব্যং রুধিরং কিং পুনঃ স্বকম্
যথৈবাত্মা তথা ভ্রাতা বিশেষো নাস্তি কশ্চন ॥ ১৫
রুধিরং ন ব্যতিক্রামদ্ দন্তোষ্ঠং মেঽম্ব মা শুচঃ।
বৈবস্বতস্তু তদ্ বেদ হস্তৌ মে রুধিরোক্ষিতৌ ॥ ১৬
হতাশ্বং নকুলং দৃষ্ট্বা বৃষসেনেন সংযুগে।
ভ্রাতৄণাং সম্প্রহৃষ্টানাং ত্রাসঃ সংজনিতো ময়া ॥ ১৭
কেশপক্ষপরামর্শে দ্রৌপদ্যা দ্যূতকারিতে।
ক্রোধাদ্ যদব্রুবং চাহং তচ্চ মে হৃদি বর্ততে ॥ ১৮
ক্ষত্রধর্মাচ্চ্যুতো রাজ্ঞি ভবেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রতিজ্ঞাং তামনিস্তীর্য্য ততস্তৎ কৃতবানহম্ ॥ ১৯
ন মামর্হসি গান্ধারি দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।
অনিগৃহ্য পুরা পুত্রানস্মাস্বনপকারিষু।
অধুনা কিং নু দোষেণ পরিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ২০

গান্ধার্য্যুবাচ

বৃদ্ধস্যাস্য শতং পুত্রান্ নিঘ্নংস্ত্বমপরাজিতঃ।
কস্মান্নাশেষয়ঃ কঞ্চিদ্ যেনাল্পমপরাধিতম্ ॥ ২১
সন্তানমাবয়োস্তাত বৃদ্ধয়োর্হৃতরাজ্যয়োঃ।
কথমন্ধদ্বয়স্যাস্য যষ্টিরেকা ন বর্জিতা ॥ ২২

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার পুত্রের এরূপ প্রশংসা করিতেছ; সেইজন্য এই বধ তাহার হয় নাই (সে নিজ যশোময় শরীরে অমর হইয়াছে) এবং আমার সম্মুখে তুমি যাহা কিছু বলিলে, সেই সমস্ত অপরাধ দুর্য্যোধন অবশ্যই করিয়াছিল ॥ ১২

ভারত! কিন্তু বৃষসেন যখন নকুলের অশ্বদিগকে বধ করত তাহাকে রথহীন করিয়া দিয়াছিল, সেই সময় তুমি দুঃশাসনকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া তাহার যে রক্ত পান করিয়াছিলে, উহা সৎপুরুষগণের দ্বারা নিন্দিত এবং নীচ পুরুষদের দ্বারা সেবিত অতিশয় ভয়ঙ্কর ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্য। বৃকোদর! তুমি সেই ক্রূর কার্য্য করিয়াছ, সেইজন্য তোমার দ্বারা অত্যন্ত অযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১৩-১৪

ভীমসেন বলিলেন,—মাতঃ! যে স্থলে অন্যেরও শোণিত পান করা উচিত নহে; সেস্থলে নিজের শোণিত কিভাবে পান করা যাইতে পারে? যেরূপ নিজের শরীর, সেইরূপ ভ্রাতারও শরীর। নিজের ও ভ্রাতার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই ॥ ১৫

মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না। সেই শোণিত আমার দন্তসকল ও ওষ্ঠদ্বয় অতিক্রম করিয়া অন্তরে প্রবেশ করে নাই। এই বিষয় সূর্য্যপুত্র যমরাজ জানেন এবং কেবল আমার দুই হস্তই রক্তে আপ্লুত হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৬

যুদ্ধে বৃষসেনের দ্বারা নকুলের অশ্বগণকে নিহত হইতে দেখিয়া দুঃশাসনের সকল ভ্রাতারা যে হর্ষে উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে সেরূপ করিয়া আমি তাহাদের মনে কেবল ভয় উৎপন্ন করিয়াছিলাম ॥ ১৭

দ্যূতক্রীড়ার সময় যখন দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ করা হইয়াছিল, সেই সময় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহার স্মরণ আমার হৃদয়ে সব সময় জাগরূক ছিল ॥ ১৮

মহারাণী! যদি আমি সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিতাম, তাহা হইলে আমাকে চিরকালের জন্য ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতে হইত; সেইজন্য আমি এই কার্য্য করিয়াছি ॥ ১৯

মাতা গান্ধারি! আপনার আমার উপর দোষের আশঙ্কা করা উচিত নহে। পূর্ব্বে যখন আমরা কোন অপরাধ না করিলেও আপনার পুত্রগণ আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছিল, তখন আপনি তাহাদের কোনরূপ নিবৃত্ত করেন নাই. পুনরায় এই সময় আপনি কেন আমার উপর দোষারোপ করিতেছেন? ২০

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—পুত্র! তুমি অপরাজিত বীর। তুমি এই বৃদ্ধ মহারাজের শত পুত্রকে বধ করিবার সময় অল্প অপরাধকারী যে কোন একজনকে কেন জীবিত পরিত্যাগ কর নাই? ২১

বৎস! আমরা উভয়েই বৃদ্ধ। আমাদের রাজ্যও তোমরা কাড়িয়া লইয়াছ। এরূপ অবস্থায় আমাদের একটি মাত্র সন্তানকে অন্ধের যষ্টির ন্যায় তুমি কেন জীবিত পরিত্যাগ কর নাই? ২২

শেষে হ্যবস্থিতে তাত পুত্রাণামন্তকে ত্বয়ি।
ন মে দুঃখং ভবেদেতদ্ যদি ত্বং ধর্মমাচরেঃ ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু গান্ধারী যুধিষ্ঠিরমপৃচ্ছত।
ক স রাজেতি সক্রোধা পুত্র-পৌত্রবধার্দিতা ॥ ২৪

তমভ্যগচ্ছদ্ রাজেন্দ্রো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
যুধিষ্ঠিরস্ত্বিদং তত্র মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৫

পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ।
শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভূতঃ শপস্ব মাম্ ॥ ২৬

ন হি মে জীবিতেনার্থো ন রাজ্যেন ধনেন বা।
তাদৃশান্ সুহৃদো হত্বা মূঢ়স্যাস্য সুহৃদ্‌দ্রুহঃ ॥ ২৭

তমেবংবাদিনং ভীতং সন্নিকর্ষগতং তদা।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ গান্ধারী নিঃশ্বাসপরমা ভৃশম্ ॥ ২৮

পুত্র! তুমি আমার সমস্ত পুত্রগণের পক্ষে যমস্বরূপ হইয়াছ। যদি তুমি ধর্ম্মের আচরণ করিতে এবং আমার যে কোন একটিও পুত্রকে অবশিষ্ট রাখিতে, তবে আমার এত দুঃখ হইত না ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র ও পৌত্রগণের বধে পীড়িতা গান্ধারীদেবী কুপিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় সেই রাজা যুধিষ্ঠির? ২৪

ইহা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে আসিলেন এবং মধুর ভাষায় বলিলেন,—দেবি! আপনার পুত্রগণের সংহারকারী ক্রূরকর্ম্মা এই আমি যুধিষ্ঠির। পৃথিবীর রাজগণের বিনাশের হেতুও আমি, সেইজন্য আমি শাপের যোগ্য। আপনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করুন ॥ ২৫-২৬

আমি সুহৃদ্‌দ্রোহী ও অবিবেকী। আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্‌গণকে বধ করিয়া এখন আমার রাজ্য, জীবন অথবা ধনের কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ২৭

যখন নিকটে আসিয়া ভীত রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলেন, তখন গান্ধারীদেবী অতিশয় শব্দ সহকারে শ্বাসত্যাগ করিতে লাগিলেন। মুখে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৮

রাজা যুধিষ্ঠির স্ব-দেহকে নত করিয়া গান্ধারীদেবীর পদদ্বয়ে পতিত হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। ঠিক এই সময়েই ধর্ম্মজ্ঞা দূরদর্শিনী দেবী গান্ধারী পট্টের (চক্ষুবন্ধনবস্ত্র; পতি ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলিয়া গান্ধারীদেবীও নিজের চক্ষুদ্বয় সব সময় বাঁধিয়া

তস্যাবনতদেহস্য পাদয়োর্নিপতিষ্যতঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য নৃপতের্ধর্মজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনী ॥ ২৯

অঙ্গুল্যগ্রাণি দদৃশে দেবী পট্টান্তরেণ সা।
ততঃ স কুনখীভূতো দর্শনীয়নখো নৃপঃ ॥ ৩০

তং দৃষ্ট্বা চার্জুনোঽগচ্ছদ্ বাসুদেবস্য পৃষ্ঠতঃ।
এবং সঞ্চেষ্টমানাংস্তানিতশ্চেতশ্চ ভারত ॥ ৩১

গান্ধারী বিগতক্রোধা সান্ত্বয়ামাস মাতৃবৎ।
তয়া তে সমনুজ্ঞাতা মাতরং বীরমাতরম্ ॥ ৩২

অভ্যগচ্ছন্ত সহিতাঃ পৃথাং পৃথুলবক্ষসঃ।
চিরস্য দৃষ্ট্বা পুত্রান্ সা পুত্রাধিভিরভিপ্লুতা ॥ ৩৩

বাষ্পমাহারয়দ্ দেবী বস্ত্রেণাবৃত্য বৈ মুখম্।
ততো বাষ্পং সমুৎসৃজ্য সহ পুত্রৈস্তদা পৃথা ॥ ৩৪

অপশ্যদেতান্ শস্ত্রৌঘৈর্বহুধা ক্ষতবিক্ষতান্।
সা তানেকৈকশঃ পুত্রান্ সংস্পৃশন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫

রাখিতেন।) মধ্য হইতেই রাজা যুধিষ্ঠির পদযুগলের অঙ্গুলি-সকলের অগ্রভাগ দেখিতে পাইলেন। ইহাতেই রাজা যুধিষ্ঠিরের নখসকল কুৎসিত হইয়া যাইল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার নখসকল অতিশয় সুন্দর ও দর্শনীয় ছিল ॥ ২৯-৩০

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতে যাইয়া লুকাইয়া পড়িলেন। ভারত! তাঁহাদিগকে এইভাবে এদিক্ ওদিকে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর ক্রোধ শান্ত হইয়া যাইল এবং তিনি তাঁহাদের সকলকে তখন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সান্ত্বনাদান করিলেন ॥ ৩১

তারপর তাঁহারা আজ্ঞা লইয়া দীর্ঘ ও আয়ত বক্ষবিশিষ্ট পাণ্ডবগণ একত্রে বীরজননী মাতা কুন্তীদেবীর নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩২

কুন্তীদেবী দীর্ঘকাল পরে নিজের পুত্রগণকে দেখিয়া তাঁহাদের কষ্টের কথা স্মরণ করত করুণায় আপ্লুত হইয়া উঠিলেন এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

পুত্রগণের সহিত অশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি বারংবার তাঁহাদের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেহ তখন অস্ত্রসকলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল ॥ ৩৪

পুনঃ পুনঃ পুত্রগণের শরীরের উপর নানাভাবে হস্ত দিয়া

অথশোচত দুঃখার্তা দ্রৌপদীঞ্চ হুতাত্মজাম্।
রুদতীমথ পাঞ্চালীং দদর্শ পতিতাং ভুবি ॥ ৩৬

দ্রৌপদ্যুবাচ।

আর্য্যে পৌত্রাঃ ক তে সর্বে সৌভদ্রসহিতা গতাঃ।
ন ত্বাং তেঽদ্যাভিগচ্ছন্তি চিরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনীম্ ॥৩৭
কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনায়াঃ সুতৈর্মম।
তাং সমাশ্বাসয়ামাস পৃথা পৃথুললোচনা ॥ ৩৮
উত্থাপ্য যাজ্ঞসেনীং তু রুদতীং শোককর্শিতাম্।
তয়ৈব সহিতা চাপি পুত্রৈরনুগতা নৃপ ॥ ৩৯
অভ্যগচ্ছত গান্ধারীমার্তামার্ততরা স্বয়ম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তামুবাচাথ গান্ধারী সহ বধ্বা যশস্বিনীম্ ॥ ৪০
মৈবং পুত্রীতি শোকার্তা পশ্য মামপি দুঃখিতাম্।
মন্যে লোকবিনাশোঽয়ং কালপর্য্যায়নোদিতঃ ॥ ৪১
অবশ্যভাবী সম্প্রাপ্তঃ স্বভাবাল্লোমহর্ষণঃ।
ইদং তৎ সমনুপ্রাপ্তং বিদুরস্য বচো মহৎ। ৪২
অসিদ্ধানুনয়ে কৃষ্ণে যদুবাচ মহামতিঃ।
তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ব্যতীতে চ বিশেষতঃ ॥ ৪৩
মা শুচো ন হি শোচ্যাস্তে সংগ্রামে নিধনং গতাঃ।
যথৈবাহং তথৈব ত্বং কো নাবাশ্বাসয়িষ্যতি।
মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি জলপ্রদানিকপর্বণি পৃথাপুত্রদর্শনে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

স্পর্শ করিতে করিতে কুন্তীদেবী দুঃখে আর্ত হইয়া যাহার সকল পুত্রই নিহত হইয়াছে, সেই দ্রৌপদীর জন্য শোক করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি দেখিলেন কি যে দ্রৌপদী নিকটেই ভূতলে পতিতা রহিয়াছেন ॥ ৩৫-৩৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—আর্য্যে! অভিমন্যুসহ আপনার সকল পৌত্রগণ কোথায় চলিয়া গিয়াছে? তাহারা দীর্ঘকাল পরে তপস্বিনী দেবী আপনাকে দেখিয়া আপনার নিকটে আসিতেছে না কেন? নিজের পুত্রগণকে হারাইয়া এখন এই রাজ্যে আমাদের কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে? ৩৭½

নৃপ! বিশাললোচনা কুন্তীদেবী শোকে কাতরা হইয়া ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীকে উঠাইয়া আশ্বস্ত করিলেন এবং তাঁহার সহিতই নিজেও অত্যন্ত শোকার্তা হইয়া গান্ধারীদেবীর নিকট গমন করিলেন ॥ ৩৮-৩৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! গান্ধারীদেবী বধূ দ্রৌপদীসহ যশস্বিনী কুন্তীদেবীকে বলিলেন,—পুত্রি! এভাবে শোকে আকুল হইও না। দেখ, আমিও ত' দুঃখে নিমগ্না রহিয়াছি। আমি বুঝিতেছি যে, সময়েরই বৈপরীত্যে প্রেরিত হইয়া এই সমগ্র জগতের বিনাশ হইয়াছে, যাহা স্বভাবতই রোমাঞ্চকর। এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেইজন্য উহা সংঘটিত হইয়াছে। যখন সন্ধি স্থাপন করাইবার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় সফল হইল না, তখন অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিদুর যে মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিল, তদনুসারেই এই সব কিছু সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪০-৪২½

যখন এই বিনাশ কোনরূপেই পরিহার করা সম্ভব হইল না, বিশেষতঃ যখন সব কিছু সংঘটিত হইয়া সমাপ্ত হইল, তখন আর তোমাদের শোক করা উচিত নহে। সেই সব বীর সংগ্রামে নিহত হইয়াছে, অতএব তাহারা শোকের যোগ্য নয়। আজ যেরূপ আমি, সেইরূপ তুমিও। আমাদের উভয়কে কে আশ্বাস দান করিবে? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ কুল ধ্বংস হইয়া যাইল ॥ ৪৩-৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত জলপ্রদানিকপর্ব্বে কুন্তীদেবীর স্বীয় পুত্রগণের দর্শনবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব ।)

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[বেদব্যাসবরদানেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্নয়া গান্ধার্য্যা যুদ্ধস্থলে নিহত-যোধানাং দর্শনম্, রোদনপরায়ণা বধূর্দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা বিলাপশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু গান্ধারী কুরূণামবকর্তনম্ ।
অপশ্যত্তত্র তিষ্ঠন্তী সর্ব্বং দিব্যেন চক্ষুষা ॥ ১

পতিব্রতা মহাভাগা সমানব্রতচারিণী ।
উগ্রেণ তপসা যুক্তা সততং সত্যবাদিনী ॥ ২

বরদানেন কৃষ্ণস্য মহর্ষেঃ পুণ্যকর্মণঃ ।
দিব্যজ্ঞানবলোপেতা বিবিধং পর্য্যদেবয়ৎ ॥ ৩

দদর্শ সা বুদ্ধিমতী দূরাদপি যথান্তিকে ।
রণাজিরং নৃবীরাণামদ্ভুতং লোমহর্ষণম্ ॥ ৪

অস্থিকেশবসাকীর্ণং শোণিতৌঘপরিপ্লুতম্ ।
শরীরৈর্বহুসাহস্রৈর্বিনিকীর্ণং সমন্ততঃ ॥ ৫

গজাশ্বরথযোধানামাবৃতং রুধিরাবিলৈঃ ।
শরীরৈরশিরস্কৈশ্চ বিদেহৈশ্চ শিরোগণৈঃ ॥ ৬

গজাশ্বনরনারীণাং নিঃস্বনৈরভিসংবৃতম্ ।
শৃগালবককাকোলকঙ্ককাকনিষেবিতম্ ॥ ৭

রক্ষসাং পুরুষাদানাং মোদনং কুররাকুলম্ ।
অশিবাভিঃ শিবাভিশ্চ নাদিতং গৃধ্রসেবিতম্ ॥ ৮

ততো ব্যাসাভ্যনুজ্ঞাতো ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।
পাণ্ডুপুত্রাশ্চ তে সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥ ৯

বাসুদেবং পুরস্কৃত্য হতবন্ধুঞ্চ পার্থিবম্ ।
কুরুস্ত্রিয়ঃ সমাসাদ্য জগ্মুরায়োধনং প্রতি ॥ ১০

সমাসাদ্য কুরুক্ষেত্রং তাঃ স্ত্রিয়ো নিহতেশ্বরাঃ ।
অপশ্যন্ত হতাংস্তত্র পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পতীন্ ॥১১

ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যমাণান্ বৈ গোমায়ু-বল-বায়সৈঃ ।
ভূতৈঃ পিশাচৈ রক্ষোভির্বিবিধৈশ্চ নিশাচরৈঃ ॥ ১২

(স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব)

ষোড়শ অধ্যায় ।

[বেদব্যাসের বরদানে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না গান্ধারী কর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিহত যোদ্ধাগণের দর্শন এবং রোদনপরায়ণা বধূগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! এই কথা বলিয়া গান্ধারীদেবী সেই স্থানেই থাকিয়া স্বীয় দিব্য দৃষ্টির দ্বারা কৌরবগণের সেই সমগ্র বিনাশস্থল দর্শন করিলেন ॥ ১

গান্ধারীদেবী অতিশয় পতিব্রতা, পরম সৌভাগ্যবতী, পতিসদৃশ ব্রতপালনকারিণী, উগ্র তপস্যাযুক্তা এবং সদা সত্যভাষিণী ছিলেন ॥ ২

পুণ্যাত্মা মহর্ষি ব্যাসদেবের বরদানে তিনি দিব্যজ্ঞান-বল-সম্পন্না হইয়াছিলেন। অতএব রণভূমির দৃশ্য দেখিয়া তিনি নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩

বুদ্ধিমতী গান্ধারীদেবী নরনারীগণের সেই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চজনক সমরাঙ্গণকে সেইভাবে দূর হইতেই দর্শন করিলেন, যেরূপ নিকটে থাকিয়াই দর্শন করা যায় ॥ ৪

সেই রণক্ষেত্র অস্থি, কেশ; চর্ব্বীসমূহে পূর্ণ ছিল, রক্তের প্রবাহে আপ্লুত ছিল এবং কয়েক হাজার মৃতদেহ সেখানে চারিদিকে পতিত ছিল ॥ ৫

গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী যোদ্ধাগণের রক্তে মলিন মস্তকহীন অগণিত মৃতদেহ এবং দেহহীন অসংখ্য মস্তকে সেই রণভূমি আবৃত ছিল ॥ ৬

হস্তী, অশ্ব, মনুষ্য ও স্ত্রীগণের আর্ত্তনাদে এই সমগ্র রণস্থল প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। শৃগাল, বক, দাঁড়কাক, হাড়গিলা ও কাকসকলে এই রণভূমি পূর্ণ ছিল ॥ ৭

এই স্থান নরভক্ষী রাক্ষসগণের আনন্দদায়ক ছিল। এস্থানে চারিদিকেই কুকুর ও পক্ষিসকলে পূর্ণ ছিল। অমঙ্গলময়ী শিবাগণ নিজ নিজ শব্দ করিতেছিল এবং গৃধ্রদল চারিদিকেই বিচরণ করিতেছিল ॥৮

সেই সময় ভগবান্ বেদব্যাসের আজ্ঞা পাইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং যুধিষ্ঠিরাদি সমস্ত পাণ্ডবগণ রণভূমির দিকে গমন করিলেন ॥ ৯

যাঁহার বন্ধু-বান্ধবগণ নিহিত হইয়াছে, সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রে করিয়া কুরুকুলের স্ত্রীগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সকলে যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন । ১০

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সেই অনাথ স্ত্রীগণ সেস্থানে নিহত নিজ নিজ পুত্র, ভ্রাতা, পিতা ও পতিসকলের দেহসমূহ দেখিতে পাইলেন। যে সকল দেহ তখন মাংসভক্ষী জীব-জন্তু, শৃগাল, দ্রোণকাক, কাক, ভূত, পিশাচ, রাক্ষস ও নানাপ্রকার নিশাচরগণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতেছিল ॥ ১১-১২

রুদ্রাক্রীড়নিভং দৃষ্ট্বা তদা বিশসনং স্ত্রিয়ঃ।
মহার্হেভ্যোঽথ যানেভ্যো বিক্রোশন্ত্যো নিপেতিরে ॥১৩
অদৃষ্টপূর্বং পশ্যন্ত্যো দুঃখার্তা ভরতস্ত্রিয়ঃ।
শরীরেষ্বস্খলন্নন্যাঃ পতন্ত্যশ্চাপরা ভুবি ॥ ১৪
শ্রান্তানাং চাপ্যনাথানাং নাসীৎ কাচন চেতনা
পাঞ্চালকুরুযোষাণাং কৃপণং তদভূন্মহৎ ॥ ১৫
দুঃখোপহতচিত্তাভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্।
দৃষ্ট্বায়োধনমত্যুগ্রং ধর্মজ্ঞা সুবলাত্মজা ॥ ১৬
ততঃ সা পুণ্ডরীকাক্ষমামন্ত্র্য পুরুষোত্তমম্।
কুরূণাং বৈশসং দৃষ্ট্বা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭
পশ্যৈতাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ স্নুষা মে নিহতেশ্বরাঃ।
প্রকীর্ণকেশাঃ ক্রোশন্তীঃ কুররীরিব মাধব ॥ ১৮
অমূস্ত্বভিসমাগম্য স্মরন্ত্যো ভর্তৃজান্ গুণান্।
পৃথগেবাভ্যধাবন্ত্যঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পতীন্ ॥১৯

রুদ্রদেবের ক্রীড়াস্থলসদৃশ সেই রণভূমিকে দর্শন করিয়া সেই স্ত্রীগণ নিজ নিজ বহুমূল্য রথ হইতে ক্রন্দন করিতে করিতে নিম্নে পতিত হইলেন (অথবা ভূমিতে নামিলেন) ॥ ১৩

যাহাকে কখনও পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই, একপ সেই অদ্ভুত রণক্ষেত্র দর্শন করত দুঃখে আতুর ভরতকুলের কিছু স্ত্রী মৃত দেহের উপর পতিত হইলেন এবং বহু স্ত্রী ধরাতলে পতিত হইলেন ॥ ১৪

এই সব পরিশ্রান্তা ও অনাথা পাঞ্চাল এবং কৌরবগণের স্ত্রীবর্গের সেখানে তখন কোন চেতনাই ছিল না। এই সময় তাঁহাদের অতিশয় দয়নীয় অবস্থা হইয়াছিল ॥ ১৫

দুঃখে ব্যাকুলচিত্তা যুবতীগণের করুণ ক্রন্দনে সেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থল সর্ব্বদিকে নিনাদিত হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধর্মজ্ঞা সুবলনন্দিনী গান্ধারীদেবী কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধিত করিয়া কৌরবগণের সেই বিনাশের উপর দৃষ্টিপাত করত এই কথা বলিলেন ॥ ১৬-১৭

কমলনয়ন মাধব! আমার এই বিধবা পুত্রবধূদিগের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ইহারা কেশ উন্মুক্ত করিয়া কুররী-পক্ষীদের ন্যায় বিলাপ করিতেছে ॥ ১৮

ইহারা নিজ নিজ পতির গুণসমূহের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাহাদের মৃতদেহের পার্শ্বে গমন করিতেছে এবং পতি, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণের শরীরের দিকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ধাবিত হইতেছে ॥ ১৯

বীরসূভির্মহারাজ হতপুত্রাভিরাবৃতম্।
কচিচ্চ বীরপত্নীভির্হতবীরাভিরাবৃতম্ ॥ ২০
শোভিতং পুরুষব্যাঘ্রৈঃ কর্ণ-ভীষ্মাভিমন্যুভিঃ।
দ্রোণ দ্রুপদ-শল্যৈশ্চ জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ ॥ ২১
কাঞ্চনৈঃ কবচৈর্নিষ্কৈর্মণিভিশ্চ মহাত্মনাম্।
অঙ্গদৈর্হস্তকেয়ূরৈঃ স্রগ্‌ভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্ ॥ ২২
বীরবাহুবিসৃষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ পরিঘৈরপি।
খড়্গৈশ্চ বিবিধৈস্তীক্ষ্ণৈঃ সশরৈশ্চ শরাসনৈঃ ॥ ২৩
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈর্মুদিতৈস্তিষ্ঠদ্ভিঃ সহিতৈঃ কচিৎ।
কচিদাক্রীড়মানৈশ্চ শয়ানৈশ্চাপরৈঃ কচিৎ ॥ ২৪
এতদেবংবিধং বীরং সম্পশ্যায়োধনং বিভো।
পশ্যমানা হি দহ্যামি শোকেনাহং জনার্দন ॥ ২৫
পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ বিনাশে মধুসূদন।
পঞ্চানাপি ভূতানামহং বধমচিন্তয়ম্ ॥ ২৬

মহারাজ! কোথাও যাঁহাদের পুত্র নিহত হইয়াছেন, সেই বীরপ্রসবিনী মাতারা এবং কোথাও যাঁহাদের পতি বিনষ্ট হইয়াছেন, সেই বীরপত্নীগণের দ্বারা যুদ্ধস্থল আবৃত হইয়া পড়িল ॥ ২০

পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী কর্ণ, ভীষ্ম, অভিমন্যু, দ্রোণ, দ্রুপদ ও শল্যের ন্যায় বীরগণের দ্বারা এই রণভূমি সুশোভিত ॥ ২১

এই মহাত্মা বীরগণের সুবর্ণময় কবচ, নিষ্ক (পদক), মণি, অঙ্গদ, কেয়ূর, ও হারসকলে সমরাঙ্গণ বিভূষিত দেখাইতেছে ॥ ২২

কোথাও বীরগণের বাহুসকলের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বহু শক্তি পতিত আছে। কোথাও পরিঘ, নানাপ্রকার তীক্ষ্ণ খড়্গ এবং বাণসহ বহু ধনু পতিত রহিয়াছে। কোথাও দলে দলে মাংসভক্ষী জীবজন্তু আনন্দমগ্ন হইয়া একত্রে দণ্ডায়মান আছে, কোথাও ইহারা খেলা করিতেছে এবং কোথাও অন্যান্য জন্তুরা শুইয়া আছে। বীর! প্রভো! এইরূপে এই সব জীব জন্তুগণে পরিপূর্ণ এই যুদ্ধস্থল পরিদর্শন কর। জনার্দ্দন! আমি ত' ইহা দেখিয়া শোকে দগ্ধ হইয়া যাইতেছি ॥ ২৩-২৫

মধুসূদন! এই পাঞ্চাল ও কৌরব বীরগণ নিহত হওয়ায় আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, পঞ্চভূতসকলেরই বিনাশ হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬

তান্ সুপর্ণাশ্চ গৃধ্রাশ্চ কর্ষয়ন্ত্যসৃগুক্ষিতাঃ।
বিগৃহ্য চরণৈর্গৃধ্রা ভক্ষয়ন্তি সহস্রশঃ ॥ ২৭
জয়দ্রথস্য কর্ণস্য তথৈব দ্রোণ-ভীষ্ময়োঃ।
অভিমন্যোর্বিনাশঞ্চ কশ্চিন্তয়িতুমর্হতি ॥ ২৮
অবধ্যকল্পান্ নিহতান্ গতসত্ত্বানচেতসঃ।
গৃধ্র-কঙ্ক-বট-শ্যেন-শ্ব শৃগালাদনীকৃতান্ ॥ ২৯
অমর্ষবশমাপন্নান্ দুর্য্যোধনবশে স্থিতান্।
পশ্যেমান্ পুরুষব্যাঘ্রান্ সংশান্তান্ পাবকানিব ॥ ৩০
শয়ানা যে পুরা সর্ব্বে মৃদুনি শয়নানি চ।
বিপন্নাস্তেঽদ্য বসুধাং বিবৃতামধিশেরতে ॥ ৩১
বন্দিভিঃ সততং কালে স্তুবদ্ভিরভিনন্দিতাঃ।
শিবানামশিবা ঘোরাঃ শৃণ্বন্তি বিবিধা গিরঃ ॥ ৩২
যে পুরা শেরতে বীরাঃ শয়নেষু যশস্বিনঃ।
চন্দনাগুরুদিগ্ধাঙ্গাস্তেঽদ্য পাংশুষু শেরতে ॥ ৩৩

এই বীরগণকে রক্তে পরিপ্লুত গরুড় ও গৃধ্র পক্ষিগণ এদিক্ ওদিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। সহস্র সহস্র গৃধ্র ইহাদের পদসকল ধরিয়া ভক্ষণ করিতেছে ॥ ২৭

এই যুদ্ধে জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম এবং অভিমন্যুর ন্যায় বীরগণ বিনষ্ট হইবেন, ইহা কে চিন্তা করিয়াছিল? ২৮

যাহারা অবধ্য বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে এবং অচৈতন্য ও প্রাণহীন হইয়া এস্থানে পতিত আছে। গৃধ্র, কঙ্ক, বট, শ্যেন, কুকুর ও শৃগালগণ তাহাদিগকে আহারে পরিণত করিয়াছে ॥ ২৯

দুর্য্যোধনের অধীনে থাকিয়া এই অমর্ষ বশীভূত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ নির্ব্বাপিত অগ্নির ন্যায় শান্ত হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর ॥ ৩০

যাহারা পূর্ব্বে কোমল শয্যায় শয়ন করিত, তাহারা সকলে এখন নিহত হইয়া আস্তরণহীন কেবল ভূমিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৩১

যাঁহাদের সর্ব্বদাই যথাসময়ে স্তুতিপাঠক বন্দীরা নিজ নিজ বাক্যসমূহের দ্বারা আনন্দিত করিত, তাঁহারাই আজ শিবাগণের অমঙ্গলময় ভয়ঙ্কর নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিতেছেন ॥ ৩২

এই সব যশস্বী বীর পূর্ব্বে নিজ নিজ দেহে চন্দন ও অগুরু লেপন করত সুখদায়িনী শয্যায় শয়ন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা এখন ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন ॥ ৩৩

তেষামাভরণান্যেতে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ।
আক্ষিপন্তি শিবা ঘোরা বিনদন্ত্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪
বাণান্ বিনিশিতান্ পীতান্ নিস্ত্রিংশান্ বিমলা গদাঃ।
যুদ্ধাভিমানিনঃ সর্ব্বে জীবন্ত ইব বিভ্রতি ॥ ৩৫
সুরূপবর্ণা বহবঃ ক্রব্যাদৈরবঘট্টিতাঃ।
ঋষভপ্রতিরূপাশ্চ শেরতে হরিতস্রজঃ ॥ ৩৬
অপরে পুনরালিঙ্গ্য গদাঃ পরিঘবাহবঃ।
শেরতেঽভিমুখাঃ শূরা দয়িতা ইব যোষিতঃ ॥ ৩৭
বিভ্রতঃ কবচান্যন্যে বিমলান্যায়ুধানি চ।
ন ধর্ষয়ন্তি ক্রব্যাদা জীবন্তীতি জনার্দ্দন ॥ ৩৮
ক্রব্যাদৈঃ কৃষ্যমাণানামপরেষাং মহাত্মনাম্।
শাতকৌম্ভ্যঃ স্রজশ্চিত্রা বিপ্রকীর্ণাঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৯
এতে গোমায়বো ভীমা নিহতানাং যশস্বিনাম্।
কণ্ঠান্তরগতান্ হারানাক্ষিপন্তি সহস্রশঃ ॥ ৪০

তাঁহাদের আভরণসকল এই গৃধ্র, শৃগাল, কাক ও ভয়ানক শিবাগণ বারংবার চীৎকার করিতে করিতে এদিক্ ওদিকে নিক্ষেপ করিতেছে ॥ ৩৪

এই সব যুদ্ধাভিমানী বীরগণ জীবিত পুরুষগণের ন্যায় এই সময়েও তীক্ষ্ণ বাণ, পীতবর্ণের তরবারি ও নির্ম্মল গদা হস্তে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩৫

সুন্দর রূপ ও কান্তিবিশিষ্ট, বৃষের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট এবং হরিতবর্ণের হার পরিধানকারী বহুসংখ্যক যোদ্ধা সেস্থানে শয়ন করিয়া আছেন ও মাংসভক্ষী জন্তুরা ইঁহাদের পরিবর্ত্তিত করিতেছে ॥ ৩৬

পরিঘতুল্য স্থূল (মোটা) বাহুবিশিষ্ট অপর বীরগণ প্রেয়সী যুবতীর ন্যায় গদাসকলকে আলিঙ্গন করত সম্মুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩৭

জনার্দ্দন! বহুসংখ্যক যোদ্ধা নির্ম্মল কবচ ও অস্ত্রসকল ধারণ করিয়া আছেন। সেইজন্য ইঁহাদের দেখিয়া জীবিত মনে করত মাংসভক্ষী জন্তুরা তাঁহাদের উপর আক্রমণ করিতেছে না ॥ ৩৮

অপর মহাত্মা বীরগণকে মাংসাহারী জীবসকল এদিক্ ওদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যাহার ফলে স্বর্ণনির্ম্মিত ইহাদের বিচিত্র মালাসমূহ চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে ॥ ৩৯

এস্থানে নিহত যশস্বী বীরগণের কণ্ঠ মধ্যে ধৃত হারসমূহ এই সহস্র সহস্র ভয়ানক গৃধ্রগণ আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৪০

সর্বেষ্বপররাত্রেষু যাননন্দন্ত বন্দিনঃ।
স্তুতিভিশ্চ পরার্ধ্যাভিরুপচারৈশ্চ শিক্ষিতাঃ ॥ ৪১
তানিমাঃ পরিদেবন্তি দুঃখার্তাঃ পরমাঙ্গনাঃ।
কৃপণং বৃষ্ণিশার্দূল দুঃখ-শোকার্দিতা ভৃশম্ ॥ ৪২
রক্তোৎপলবনানীব বিভান্তি রুচিরাণি চ।
মুখানি পরমস্ত্রীণাং পরিশুষ্কাণি কেশব ॥ ৪৩
রুদিতাদ্ বিরতা হ্যেতা ধ্যায়ন্ত্যঃ সপরিচ্ছদাঃ।
কুরুস্ত্রিয়োঽভিগচ্ছন্তি তেন তেনৈব দুঃখিতাঃ ॥ ৪৪
এতান্যাদিত্যবর্ণানি তপনীয়নিভানি চ।
রোষরোদনতাম্রাণি বক্ত্রাণি কুরুযোষিতাম্ ॥ ৪৫
শ্যামানাং বরবর্ণানাং গৌরীণামেকবাসসাম্।
দুর্যোধনবরস্ত্রীণাং পশ্য বৃন্দানি কেশব ॥ ৪৬
আসামপরিপূর্ণার্থং নিশম্য পরিদেবিতম্।
ইতরেতরসংক্রন্দান্ন বিজানন্তি যোষিতঃ ॥ ৪৭

এতা দীর্ঘমিবোচ্ছ্বস্য বিক্রুশ্য চ বিলপ্য চ।
বিস্পন্দমানা দুঃখেন বীরা জহতি জীবিতম্ ॥ ৪৮
বহ্ব্যো দৃষ্ট্বা শরীরাণি ক্রোশন্তি বিলপন্তি চ।
পাণিভিশ্চাপরা ঘ্নন্তি শিরাংসি মৃদুপাণয়ঃ ॥ ৪৯
শিরোভিঃ পতিতৈর্হস্তৈঃ সর্বাঙ্গৈর্যূথশঃ কৃতৈঃ।
ইতরেতরসম্পৃক্তৈরাকীর্ণা ভাতি মেদিনী ॥ ৫০
বিশিরস্কানথো কায়ান্ দৃষ্ট্বা হ্যেতাননিন্দিতান্।
মুহ্যন্ত্যনুগতা নার্যো বিদেহানি শিরাংসি চ ॥ ৫১
শিরঃ কায়েন সন্ধায় প্রেক্ষমাণা বিচেতসঃ।
অপশ্যন্ত্যোঽপরং তত্র নেদমস্যেতি দুঃখিতাঃ ॥ ৫২
বাহূরুচরণানন্যান্ বিশিখোন্মথিতান্ পৃথক্।
সন্দধত্যোঽসুখাবিষ্টা মূর্চ্ছন্ত্যেতাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩
উৎকৃত্তশিরসশ্চান্যান্ বিজগ্ধান্ মৃগ-পক্ষিভিঃ।
দৃষ্ট্বা কাশ্চিন্ন জানন্তি ভর্তৄন্ ভরতযোষিতঃ ॥ ৫৪

বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! প্রায় প্রত্যেক রাত্রির শেষ প্রহরে সুশিক্ষিত বন্দীগণ উত্তম স্তুতি ও উপচারসকলের দ্বারা যাঁহাদিগকে আনন্দিত করিত, তাঁহাদিগকেরই পার্শ্বে আজ এই দুঃখ ও শোকে অত্যন্ত পীড়িত সুন্দরী যুবতীগণ করুণস্বরে বিলাপ করিতেছে ॥ ৪১-৪২

কেশব! এই সুন্দরীগণের শুষ্ক সুন্দর মুখ সকল রক্তবর্ণের পদ্মসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৪৩

এই সব কুরুকুলের স্ত্রীগণ ক্রন্দন বন্ধ করত স্বজনসকলের চিন্তা করিতে করিতে পরিজনবৃন্দের সহিত তাহাদের অন্বেষণে গমন করিতেছে এবং দুঃখিতা হইয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইতেছে ॥ ৪৪

কৌরববংশের এই যুবতীগণের সূর্য্য ও সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ মুখসকল রোষ ও রোদনের দ্বারা তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৫

কেশব! দুর্য্যোধনের সুন্দর কান্তিসম্পন্না, একবস্ত্রপরিহিতা এবং শ্যাম ও গৌরবর্ণা এই সুন্দরী স্ত্রীগণের দলকে অবলোকন কর ॥ ৪৬

পরস্পরের রোদনধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যাওয়ায় ইঁহাদের বিলাপের অর্থ পূর্ণভাবে বুঝা যাইতেছে না। ইহা শ্রবণ করত অন্য স্ত্রীগণও কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না ॥ ৪৭

এই সব বীরবনিতাগণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বজনদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকিয়া দুঃখে ছট্‌ফট্ করিতে করিতে নিজেদের প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে ॥ ৪৮

বহু স্ত্রী স্বজনগণের মৃতদেহ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং বিলাপ করিতে থাকিল। কোমলহস্তা বহু রমণী নিজ নিজ হস্তের দ্বারা মস্তকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৪৯

ছিন্ন হইয়া পতিত মস্তক, হস্ত ও সম্পূর্ণ অঙ্গসকলের দ্বারা যুদ্ধস্থলে বহু রাশি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সমস্তই একের উপরে এক এইভাবে পতিত ছিল। ইহাদের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী আবৃত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে ॥ ৫০

মস্তকহীন সুন্দর দেহ ও দেহহীন মস্তকসকল দেখিয়া এই সব অনুগামিনী স্ত্রীগণ যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫১

যেন অচৈতন্যা বহু স্ত্রী স্বজনবর্গকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোন এক মস্তককে নিকটবর্ত্তী দেহের সহিত সংযোগ করিয়া দেখিতে লাগিল এবং যখন এই মস্তক ইহাতে সংযুক্ত হইল না ও অপর কোন মস্তক নিকটে দেখিতে পাওয়া যাইল না, তখন তাহারা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—ইহা ত' তাঁহার মস্তক নহে ॥ ৫২

অহো! বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পতিত বাহু, জঙ্ঘা ও পদসকল যোজনা করিতে করিতে এই সব দুঃখিতা অবলাগণ বারংবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫৩

বহু মৃতদেহের মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, বহুকে আবার মাংস-ভক্ষী পশুরা ও পক্ষীরা ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব ইঁহাদের

পাণিভিশ্চাপরা ঘ্নন্তি শিরাংসি মধুসূদন।
প্রেক্ষ্য ভ্রাতৄন্ পিতৄন্ পুত্রান্ পতীংশ্চ নিহতান্ পরৈঃ॥৫৫
বাহুভিশ্চ সগড়্গৈশ্চ শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
অগম্যকল্পা পৃথিবী মাংসশোণিতকর্দমা ॥ ৫৬
ন দুঃখেষূচিতাঃ পূর্বং দুঃখং গাহন্ত্যনিন্দিতাঃ।
ভ্রাতৃভিঃ পতিভিঃ পুত্রৈরুপাকীর্ণা বসুন্ধরা ॥ ৫৭
যূথানীব কিশোরীণাং সুকেশীনাং জনার্দন।
স্নুষাণাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পশ্য বৃন্দান্যনেকশঃ ॥ ৫৮
ইতো দুঃখতরং কিং নু কেশব প্রতিভাতি মে।
যদিমাঃ কুর্বতে সর্বা রবমুচ্চাবচং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫৯
নূনমাচরিতং পাপং ময়া পূর্বেষু জন্মসু।
যা পশ্যামি হতান্ পুত্রান্ পৌত্রান্ ভ্রাতৄংশ্চ মাধব ॥৬০
এবমার্তা বিলপতী সমাভাষ্য জনার্দনম্।
গান্ধারী পুত্রশোকার্তা দদর্শ নিহতং সুতম্ ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি আয়োধনদর্শনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

দেখিয়াও 'ইনি আমার পতি' এইভাবে ভরতবংশের রমণীরা চিনিতে পারিতেছে না ॥ ৫৪

মধুসূদন! দেখ, বহুসংখ্যক স্ত্রী শত্রুগণের দ্বারা নিহত ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও পতিবৃন্দকে দেখিয়া নিজ নিজ হস্তের দ্বারা মস্তকে আঘাত করিতেছে ॥ ৫৫

খড়্গযুক্ত বাহু ও কুণ্ডলভূষিত মস্তকসমূহে আচ্ছাদিত এই পৃথিবীর উপর গমনাগমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এস্থানে মাংস ও রক্তের কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫৬

এই সব সতী-সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রীগণ পূর্বে কখনও এরূপ দুঃখে পতিতা হয় নাই, কিন্তু আজ দুঃখসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছে। এই সমগ্র রণভূমি ইহাদের ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণের দ্বারা আবৃত হইয়া গিয়াছে ॥ ৫৭

জনার্দন! দেখ, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সুন্দর কেশযুক্তা কিশোরী পুত্রবধূগণের এই বহু দল অশ্বশিশুদলের ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ৫৮

কেশব! আমার পক্ষে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? এই সমস্ত বধূগণই এস্থানে আসিয়া নানাভাবে আর্তনাদ করিতেছে ॥ ৫৯

মাধব! নিশ্চয়ই আমি পূর্বজন্মে কোন পাপ আচরণ করিয়াছিলাম, যাহার ফলে আজ নিজ পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে এস্থানে নিহত হইতে দেখিলাম ॥ ৬০

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করত পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া এইভাবে আর্তস্বরে বিলাপকারিণী গান্ধারীদেবী যুদ্ধস্থলে নিহত স্বীয় পুত্র দুর্যোধনকে দর্শন করিলেন ॥ ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে যুদ্ধদর্শনবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনং তৎপার্শ্বে রোরুদ্যমানাঃ পুত্রবধূশ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসবিধে গান্ধারীদেব্যা বিলাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্য্যোধনং হতং দৃষ্ট্বা গান্ধারী শোককর্শিতা।
সহসা ন্যপতদ্ ভূমৌ ছিন্নেব কদলী বনে॥ ১

সা তু লব্ধ্বা পুনঃ সংজ্ঞাং বিক্রুশ্য চ বিলপ্য চ।
দুর্য্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্॥২

পরিষ্বজ্য চ গান্ধারী কৃপণং পর্য্যদেবয়ৎ।
হা হা পুত্রেতি শোকার্ত্তা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়া॥ ৩

সুগূঢ়জত্রুবিপুলং হারনিষ্কবিভূষিতম্।
বারিণা নেত্রজেনোরঃ সিঞ্চন্তী শোকতাপিতা॥ ৪

সমীপস্থং হৃষীকেশমিদং বচনমব্রবীৎ।
উপস্থিতেঽস্মিন্ সংগ্রামে জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়ে বিভো॥৫

মাময়ং প্রাহ বার্ষ্ণেয় প্রাঞ্জলির্নৃপসত্তমঃ।
অস্মিন্ জ্ঞাতিসমুদ্ধর্ষে জয়মম্বা ব্রবীতু মে॥ ৬

ইত্যুক্তে জানতী সর্বমহং স্বব্যসনাগমম্।
অব্রুবং পুরুষব্যাঘ্র যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥ ৭

যথা চ যুধ্যমানস্ত্বং ন বৈ মুহ্যসি পুত্রক।
ধ্রুবং শস্ত্রজিতাঁল্লোকান্ প্রাপ্স্যস্যমরবৎ প্রভো॥ ৮

ইত্যেবমব্রুবং পূর্বং নৈনং শোচামি বৈ প্রভো।
ধৃতরাষ্ট্রং তু শোচামি কৃপণং হতবান্ধবম্॥ ৯

অমর্ষণং যুধাং শ্রেষ্ঠং কৃতাস্ত্রং যুদ্ধদুর্মদম্।
শয়ানং বীরশয়নে পশ্য মাধব মে সুতম্॥ ১০

যোঽয়ং মূর্ধাভিষিক্তানামগ্রে যাতি পরন্তপঃ।
সোঽয়ং পাংশুষু শেতেঽদ্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্॥ ১১

ধ্রুবং দুর্য্যোধনো বীরো গতিং ন সুলভাং গতঃ।
তথা হ্যভিমুখঃ শেতে শয়নে বীরসেবিতে॥১২

সপ্তদশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন এবং তাঁহার পার্শ্বে রোরুদ্যমানা পুত্রবধূগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীদেবীর বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্য্যোধনকে নিহত হইতে দেখিয়া শোকে পীড়িতা গান্ধারী দেবী বনে ছিন্ন কদলীবৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন॥ ১

পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করত নিজ পুত্রকে চীৎকার করিয়া আহ্বান করিতে করিতে তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রক্তাপ্লুত হইয়া দুর্য্যোধনকে ধরাতলে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দীনভাবে রোদন করিতে থাকিলেন। তখন তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শোকাতুর হইয়া 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২-৩

দুর্য্যোধনের কণ্ঠের বিশাল অস্থি মাংসে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার কণ্ঠে হার ও নিষ্ক (পদক) ধৃত ছিল। সেই আভরণ ভূষিত পুত্রের বক্ষঃস্থল অশ্রুতে সিক্ত করিতে করিতে গান্ধারীদেবী শোকে তাপিতা হইয়া উঠিলেন॥ ৪

তিনি পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—বৃষ্ণিনন্দন! প্রভো! ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের বিনাশকর এই ভীষণ সংগ্রাম যখন উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময় এই নৃপশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন আমাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—মাতঃ জ্ঞাতিগণের এই সংগ্রামে আপনি আমাকে জয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন॥ ৫-৬

পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! সে এই কথা বলিলে পর আমি এ সব কিছুই জানিতে পারিয়া ছিলাম যে, আমার উপর গুরুতর সঙ্কট আসিতেছে, তথাপি আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়॥ ৭

প্রভাবশালী পুত্র! যদি তুমি যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম্ম হইতে মোহিত না হও, তবে নিশ্চয়ই দেবগণের ন্যায় অস্ত্রের দ্বারা জিত লোকসকল প্রাপ্ত হইবে॥ ৮

শক্তিশালী মাধব! এই কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি, সেইজন্য আমার এই দুর্য্যোধনের জন্য শোক হইতেছে না। আমি ত' এই দীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য শোকমগ্ন হইতেছি, যাঁহার সমস্ত বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে॥ ৯

মাধব! অমর্ষশীল, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ, রণদুর্মদ এবং বীরশয্যায় শায়িত আমার এই পুত্রের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর॥ ১০

শত্রুসন্তাপক যে দুর্য্যোধন মূর্ধাভিষিক্ত রাজাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিত, সে আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। অহো! কালের বিপরীত গতি লক্ষ্য কর॥ ১১

নিশ্চয়ই বীর দুর্য্যোধন সেই উত্তম গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা

যং পুরা পর্য্যুপাসীনা রময়ন্তি বরস্ত্রিয়ঃ।
তং বীরশয়নে সুপ্তং রময়ন্ত্যশিবাঃ শিবাঃ ॥ ১৩
যং পুরা পর্য্যুপাসীনা রময়ন্তি মহীক্ষিতঃ।
মহীতলস্থং নিহতং গৃধ্রাস্তং পর্য্যুপাসতে ॥১৪
যং পুরা ব্যজনৈ রম্যৈরুপবীজন্তি যোষিতঃ।
তমদ্য পক্ষব্যজনৈরুপবীজন্তি পক্ষিণঃ ॥ ১৫
এষ শেতে মহাবাহুর্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
সিংহেনেব দ্বিপঃ সংখ্যে ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১৬
পশ্য দুর্য্যোধনং কৃষ্ণ শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্।
নিহতং ভীমসেনেন গদাং সম্মৃজ্য ভারতম্ ॥ ১৭
অক্ষৌহিণীর্মহাবাহুর্দশ চৈকাঞ্চ কেশব।
আনয়দ্ যঃ পুরা সংখ্যে সোঽনয়ান্নিধনং গতঃ ॥ ১৮
এষ দুর্য্যোধনঃ শেতে মহেষ্বাসো মহাবলঃ।
শার্দূল ইব সিংহেন ভীমসেনেন পাতিতঃ ॥ ১৯

বিদুরং হ্যবমত্যৈষ পিতরঞ্চৈব মন্দভাক্।
বালো বৃদ্ধাবমানেন মন্দো মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ২০
নিঃসপত্না মহী যস্য ত্রয়োদশ সমাঃ স্থিতা।
স শেতে নিহতো ভূমৌ পুত্রো মে পৃথিবীপতিঃ ॥ ২১
অপশ্যং কৃষ্ণ পৃথিবীং ধার্ত্তরাষ্ট্রানুশাসিতাম্।
পূর্ণাং হস্তিগবাশ্বৈশ্চ বার্ষ্ণেয় ন তু তচ্চিরম্ ॥ ২২
তামেবাদ্য মহাবাহো পশ্যাম্যন্যানুশাসিতাম্।
হীনাং হস্তিগবাশ্বেন কিং নু জীবামি মাধব ॥ ২৩
ইদং কষ্টতরং পশ্য পুত্রস্যাপি বধান্মম।
যদিমাঃ পর্য্যুপাসন্তে হতান্ শূরান্ রণে স্ত্রিয়ঃ ॥ ২৪
প্রকীর্ণকেশাং সুশ্রোণীং দুর্য্যোধনশুভাঙ্কগাম্।
রুক্মবেদীনিভাং পশ্য কৃষ্ণ লক্ষ্মণমাতরম্ ॥ ২৫
নূনমেষা পুরা বালা জীবমানে মহীভুজে।
ভুজাবাশ্রিত্য রমতে সুভুজস্য মনস্বিনী ॥ ২৬

সকলেরই পক্ষে সুলভ নহে; কারণ, এই বীরসেবিত শয্যায় সে সম্মুখে মুখ রাখিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১২

পূর্ব্বে যাহার পার্শ্বে উপবেশন করত সুন্দরী স্ত্রীগণ তাহার মনোরঞ্জন করিত, বীরশয্যায় শয়নকারী আজ সেই বীরের এই অমঙ্গলকারিণী শিবারা মনোরঞ্জন করিতেছে ॥ ১৩

যাহার পার্শ্বে পূর্ব্বে রাজারা উপবেশন করিয়া তাহাকে আনন্দদান করিত, আজ নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত সেই বীরের পার্শ্বে বহু শকুনি বসিয়া রহিয়াছে ॥ ১৪

পূর্ব্বে যাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যুবতী স্ত্রীগণ সুন্দর পাখার দ্বারা বাতাস করিত, আজ তাহাকে পক্ষীরা নিজ নিজ পক্ষের দ্বারা বাতাস করিতেছে ॥ ১৫

এই মহাবাহু সত্যপরাক্রমী বলবান্ বীর দুর্য্যোধন ভীমসেনের দ্বারা ভূপাতিত হইয়া যুদ্ধস্থলে সিংহের দ্বারা নিহত গজরাজের ন্যায় শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৬

হে কৃষ্ণ! ভীমসেনের দ্বারা নিহত হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় গদা ধারণ করত শয়ান দুর্য্যোধনকে তুমি অবলোকন কর ॥ ১৭

কেশব! যে মহাবাহু বীর পূর্ব্বে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে আনয়ন করিয়াছিল, সে আজ নিজেরই দুর্নীতির জন্য যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৮

এক সিংহের দ্বারা নিহত অপর সিংহের ন্যায় ভীমসেনের দ্বারা নিহত এই মহাবল ও মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন শয়ন করিয়া আছে ॥১৯

এই মূর্খ ও দুর্ভাগা বালক বিদুর এবং নিজের পিতাকে অপমান করত বৃদ্ধগণের অবমাননার পাপে মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে ॥ ২০

এই সমগ্র ধরণী তের বৎসর যাবৎ নিষ্কণ্টকভাবে যাহার অধিকারে ছিল, সেই আমার পুত্র পৃথিবীপতি দুর্য্যোধন আজ নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ২১

বৃষ্ণিবংশভূষণ কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের দ্বারা শাসিত এই পৃথিবীকে হস্তী, অশ্ব ও গোসকলে পরিপূর্ণ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেই রাজ্য চিরস্থায়ী হইল না ॥ ২২

মহাবাহু মাধব! আজ আমি সেই পৃথিবীকে দেখিতেছি যে, সে অন্যের দ্বারা শাসিত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও গোসকল হীনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি আর কি জন্য জীবন ধারণ করিব? ২৩

আমার পক্ষে পুত্র বধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হইতেছে যে, এই স্ত্রীগণ রণাঙ্গনে আসিয়া নিজ নিজ বীর পতির নিকট বসিয়া রোদন করিতেছে। ইহাদের অবস্থা দেখ ॥ ২৪

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণের বেদীতুল্যা তেজস্বিনী সুন্দর কটিদেশ-সুশোভিতা এই লক্ষ্মণের মাতাকে নিরীক্ষণ কর, যে কেশ উন্মুক্ত করিয়া দুর্য্যোধনের শুভ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছে ॥ ২৫

পূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই এই মনস্বিনী বালা সুন্দর-বাহুবিশিষ্ট নিজের বীর পতির দুই বাহুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ইহার সহিত সানন্দে ক্রীড়া করিত ॥ ২৬

কথং তু শতধা নেদং হৃদয়ং মম দীর্য্যতে।
পশ্যন্ত্যা নিহতং পুত্রং পুত্রেণ সহিতং রণে ॥ ২৭
পুত্রং রুধিরসংসিক্তমুপজিঘ্রত্যনিন্দিতা।
দুর্য্যোধনং তু বামোরুঃ পাণিনা পরিমার্জতী ॥২৮
কিং নু শোচতি ভর্তারং পুত্রঞ্চৈষা মনস্বিনী।
তথা হ্যবস্থিতা ভাতি পুত্রঞ্চাপ্যভিবীক্ষ্য সা ॥ ২৯
স্বশিরঃ পঞ্চশাখাভ্যামভিহত্যায়তেক্ষণা।
পতত্যুরসি বীরস্য কুরুরাজস্য মাধব ॥ ৩০
পুণ্ডরীকনিভা ভাতি পুণ্ডরীকান্তরপ্রভা।
মুখং বিমৃজ্য পুত্রস্য ভর্তুশ্চৈব তপস্বিনী ॥ ৩১
যদি সত্যাগমাঃ সন্তি যদি বৈ শ্রুতয়স্তথা।
ধ্রুবং লোকানবাপ্তোঽয়ং নৃপো বাহুবলার্জিতান্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্ব্বণি স্ত্রীবিলাপপর্ব্বণি দুর্য্যোধনদর্শনে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

রণভূমিতে এই আমার পুত্র নিজের পুত্রের সহিত নিহত হইয়াছে। ইহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমার এই হৃদয় কেন শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না? ২৭

সুন্দর জঙ্ঘাভূষিতা আমার সতীসাধ্বী পুত্রবধূ কখনও রুধিরে সংসিক্ত নিজের পুত্র লক্ষ্মণের মুখ আঘ্রাণ করিতেছে এবং কখনও পতি দুর্য্যোধনের শরীর নিজের হাতে মার্জনা করিতেছে ॥ ২৮

বুঝিতে পারিতেছি না, এই মনস্বিনী পুত্রবধূ পুত্রের জন্য শোক করিতেছে কিংবা পতির জন্য শোক করিতেছে? এরূপ অবস্থায় এখন সে প্রতিভাত হইতেছে। মাধব! এই দেখ, এই বিশাললোচনা বধূ পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করত দুই হাতে মস্তকে আঘাত করিতে করিতে নিজের বীর পতি কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বক্ষে পতিত হইতেছে ॥ ২৯-৩০

পদ্মপুষ্পের মধ্যভাগতুল্য মনোহর কান্তিমতী ও পদ্মপুষ্পসদৃশ সুশোভিতা আমার তপস্বিনী পুত্রবধূ কখনও নিজের পুত্রের মুখ মার্জনা করিতেছে আবার কখনও নিজ পতির মুখ মার্জনা করিতেছে ॥ ৩১

হে কৃষ্ণ! যদি বেদশাস্ত্র সত্য হয়, তবে আমার এই পুত্র রাজা দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই স্বীয় বাহুবলে অর্জিত পুণ্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে দুর্য্যোধনের দর্শনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

[আত্মনোঽন্যপুত্রান্ দুঃশাসনঞ্চ দৃষ্ট্বা গান্ধার্য্যাঃ শ্রীকৃষ্ণসমীপে বিলাপঃ।]

গান্ধার্য্যুবাচ।
পশ্য মাধব পুত্রান্মে শতসংখ্যান্ জিতক্লমান্।
গদয়া ভীমসেনেন ভূয়িষ্ঠং নিহতান্ রণে ॥ ১
ইদং দুঃখতরং মেঽদ্য যদিমা মুক্তমূর্দ্ধজাঃ।
হতপুত্রা রণে বালাঃ পরিধাবন্তি মে স্নুষাঃ ॥ ২
প্রাসাদতলচারিণ্যশ্চরণৈর্ভূষণান্বিতৈঃ।
আপন্না যৎ স্পৃশন্তীমাং রুধিরার্দ্রাং বসুন্ধরাম্ ॥ ৩
কৃচ্ছ্রাদুৎসারয়ন্তি স্ম গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সান্।
দুঃখেনার্তা বিঘূর্ণন্ত্যো মত্তা ইব চরন্ত্যত ॥ ৪

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[নিজের অন্য পুত্রগণ ও দুঃশাসনকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—মাধব! যাহারা পরিশ্রমকে জয় করিয়াছে, আমার সেই অন্যান্য পুত্রগণকেও তুমি দর্শন কর, যাহাদিগকে রণাঙ্গনে ভীমসেন প্রায় স্বীয় গদার দ্বারাই বিনাশ করিয়াছে ॥ ১

আজ আমার ইহা দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাদুঃখ হইতেছে যে, এই আমার বালিকা পুত্রবধূগণ পুত্রসকল নিহত হওয়ায় রণাঙ্গণে কেশ উন্মুক্ত করিয়া স্বীয় স্বজনবৃন্দের অন্বেষণে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ২

ইহারা প্রাসাদের অন্তঃপুরমধ্যে আভরণভূষিত চরণের দ্বারা বিচরণ করিত; কিন্তু আজ আপদগ্রস্তা হইয়া তাহারা রক্তসিক্ত ধরাতলে বিচরণ করিতেছে ॥ ৩

ইহারা দুঃখে আতুর হইয়া পাগলিনী স্ত্রীর ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে বিচরণ করিতেছে এবং অতিশয় কষ্টসহকারে

এষাহন্যা ত্বনবদ্যাঙ্গী করসম্মিতমধ্যমা।
ঘোরমায়োধনং দৃষ্ট্বা নিপতত্যতিদুঃখিতা ॥ ৫
দৃষ্ট্বা মে পার্থিবসুতামেতাং লক্ষ্মণমাতরম্।
রাজপুত্রীং মহাবাহো মনো ন হ্যুপশাম্যতি ॥ ৬
ভ্রাতৄংশ্চান্যাঃ পিতৄংশ্চান্যাঃ পুত্রাংশ্চ নিহতান্ ভুবি।
দৃষ্ট্বা পরিপতন্ত্যেতাঃ প্রগৃহ্য সুমহাভুজান্ ॥ ৭
মধ্যমানাং তু নারীণাং বৃদ্ধানাঞ্চাপরাজিত।
আক্রন্দং হতবন্ধূনাং দারুণে বৈশসে শৃণু ॥ ৮
রথনীড়ানি দেহাংশ্চ হতানাং গজ-বাজিনাম্।
আশ্রিত্য শ্রমমোহার্তাঃ স্থিতাঃ পশ্য মহাভুজ ॥ ৯
অন্যাঞ্চাপহৃতং কায়াচ্চারুকুণ্ডলমুন্নসম্।
স্বস্য বন্ধোঃ শিরঃ কৃষ্ণ গৃহীত্বা পশ্য তিষ্ঠতীম্ ॥ ১০
পূর্ব্বজাতিকৃতং পাপং মন্যে নাল্পমিবানঘ।
এতাভিরনবদ্যাভির্ময়া চৈবাল্পমেধয়া ॥ ১১

শকুনি, শৃগাল ও কাকসকলকে মৃতদেহের নিকট হইতে দূরে অপসারণ করিতেছে ॥ ৪

কৃশ কটিভাগসুশোভিতা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী অপর বধূ যুদ্ধস্থলের ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে ভূতলে পতিত হইতেছে ॥ ৫

মহাবাহো! এই লক্ষ্মণের মাতা এক ভূপতির কন্যা, এই রাজকুমারীর দশা দেখিয়া আমার মন কোনরূপেই শান্ত হইতেছে না ॥ ৬

কিছু স্ত্রী রণাঙ্গনে নিহত নিজের ভ্রাতৃগণকে, কিছু স্ত্রী নিজ নিজ পিতৃদিগকে এবং কিছু স্ত্রী নিজের পুত্রসকলকে দেখিয়া সেই মহাবাহু বীরগণকে ধারণ করত ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥ ৭

অপরাজিত বীর! এই দারুণ সংগ্রামে যাহাদের বান্ধবগণ নিহত হইয়াছে, সেই মধ্যবয়স্কা ও বৃদ্ধা স্ত্রীবর্গের এই করুণাজনক ক্রন্দন শ্রবণ কর ৮ ॥

মহাবাহো! দেখ, এই স্ত্রীগণ পরিশ্রম ও মোহে পীড়িত হইয়া ভগ্ন অবস্থায় পতিত রথের আসনসমূহ এবং নিহত হস্তিসকলের মৃতদেহের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছে ॥৯

হে কৃষ্ণ! দেখ, এই অপর এক স্ত্রী কোন আত্মীয় জনের মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত ও উন্নত নাসিকাযুক্ত ছিন্ন মস্তক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ॥ ১০

হে অনঘ! আমি মনে করি, এই অনিন্দ্য সুন্দরী অবলাগণ এবং মন্দমতি আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন গুরুতর পাপকার্য্য

যদিদং ধর্ম্মরাজেন পাতিতং নো জনার্দন।
ন হি নাশোহস্তি বার্ষ্ণেয় কর্ম্মণোঃ শুভ-পাপয়োঃ ॥১২
প্রত্যগ্রবয়সঃ পশ্য দর্শনীয়কুচাননাঃ।
কুলেষু জাতা হ্রীমতাঃ কৃষ্ণপক্ষ্মাক্ষিমূর্দ্ধজাঃ ॥ ১৩
হংসগদগদভাষিণ্যো দুঃখশোকপ্রমোহিতাঃ।
সারস্য ইব বাশন্ত্যঃ পতিতাঃ পশ্য মাধব ॥ ১৪
ফুল্লপদ্মপ্রকাশানি পুণ্ডরীকাক্ষ যোষিতাম্।
অনবদ্যানি বক্ত্রাণি তাপয়ত্যেষ রশ্মিবান্ ॥ ১৫
ঈর্ষুণাং মম পুত্রাণাং বাসুদেবাবরোধনম্।
মত্তমাতঙ্গদর্পাণাং পশ্যন্ত্যদ্য পৃথগ্জনাঃ ॥ ১৬
শতচন্দ্রাণি চর্ম্মাণি ধ্বজাংশ্চাদিত্যবর্চসঃ।
রৌক্মাণি চৈব বর্ম্মাণি নিষ্কানপি চ কাঞ্চনান্ ॥ ১৭
শীর্ষত্রাণানি চৈতানি পুত্রাণাং মে মহীতলে।
পশ্য দীপ্তান গোবিন্দ পাবকান্ সুহুতানিব ॥ ১৮

করিয়াছিলাম, যাহার ফলস্বরূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদিগকে অতিশয় বিপদে পাতিত করিয়াছে; জনার্দ্দন! বৃষ্ণিনন্দন! মনে হইতেছে, পুণ্য ও পাপকর্ম্মের ফলভোগ না হইলে উহারা নাশ প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১-১২

মাধব! দেখ, এই মহিলাগণের নবীন বয়স। ইহাদের বক্ষঃস্থল ও মুখ দর্শনীয়। ইহাদের চক্ষুর পক্ষ এবং মস্তকের কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা সকলেই কুলীনা ও লজ্জাবতী। ইহারা সকলে হংসের ন্যায় গদ্‌গদ স্বরে কথা বলে, কিন্তু আজ দুঃখ ও শোকে মোহিত হইয়া শব্দকারিণী সারসী পক্ষিগণের ন্যায় রোদন ও বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইতেছে ॥ ১৩-১৪

কমলনয়ন! বিকসিত পদ্মপুষ্প-সদৃশ প্রকাশিতা যুবতীগণের সুন্দর মুখসকল এই সূর্য্যদেব সন্তপ্ত করিতেছেন ॥ ১৫

বাসুদেব! মদমত্ত হস্তিগণসদৃশ দর্পান্বিত ও ঈর্ষ্যালু আমার এই পুত্রবৃন্দের পত্নীদিগকে আজ সাধারণ লোকসকলও দর্শন করিতেছে ॥ ১৬

গোবিন্দ! দেখ, আমার পুত্রগণের এই শতচন্দ্রাকার চিহ্নে সুশোভিত ঢালসকল, সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধ্বজসমূহ, সুবর্ণময় বহু কবচ, স্বর্ণনির্ম্মিত বহু পদক ও শিরস্ত্রাণ ঘৃতাহুতি পাইয়া প্রজ্জলিত অগ্নিসমূহের ন্যায় পৃথিবীতে দেদীপ্যমান হইতেছে ॥ ১৭-১৮

এষ দুঃশাসনঃ শেতে শূরেণামিত্রঘাতিনা ।
পীতশোণিতসর্বাঙ্গো যুধি ভীমেন পাতিতঃ ॥ ১৯
গদয়া ভীমসেনেন পশ্য মাধব মে সুতম্ ।
দ্যূতক্লেশাননুস্মৃত্য দ্রৌপদীনোদিতেন চ ॥ ২০
উক্তা হ্যনেন পাঞ্চালী সভায়াং দ্যূতনির্জিতা ।
প্রিয়ং চিকীর্ষতা ভ্রাতুঃ কর্ণস্য চ জনার্দন ॥ ২১
সহৈব সহদেবেন নকুলেনার্জুনেন চ ।
দাসীভূতাসি পাঞ্চালি ক্ষিপ্রং প্রবিশ নো গৃহান্ ॥২২
ততোঽহমব্রুবং কৃষ্ণ তদা দুর্যোধনং নৃপম্ ।
মৃত্যুপাশপরিক্ষিপ্তং শকুনিং পুত্র বর্জয় ॥২৩
নিবোধৈনং সুদুর্বুদ্ধিং মাতুলং কলহপ্রিয়ম্ ।
ক্ষিপ্রমেনং পরিত্যজ্য পুত্র শাম্যস্ব পাণ্ডবৈঃ ॥ ২৪
ন বুধ্যসে ত্বং দুর্বুদ্ধে ভীমসেনমমর্ষণম্ ।
বাঙ্নারাচৈস্তুদংস্তীক্ষ্ণৈরুল্কাভিরিব কুঞ্জরম্ ॥ ২৫
তানেবং রহসি ক্রুদ্ধো বাক্শল্যানবধারয়ন্ ।
উৎসসর্জ বিষং তেষু সর্পো গোবৃষভেষ্বিব ॥ ২৬
এষ দুঃশাসনঃ শেতে বিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ ।
নিহতো ভীমসেনেন সিংহেনেব মহাগজঃ ॥ ২৭
অত্যর্থমকরোদ্ রৌদ্রং ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ ।
দুঃশাসনস্য যৎ ক্রুদ্ধোঽপিবচ্ছোণিতমাহবে ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

শত্রুঘাতী বীরবর ভীমসেন যুদ্ধে যাহাকে ভূপাতিত করিয়াছে এবং যাহার সর্বাঙ্গের শোণিত পান করিয়াছে, এই সেই দুঃশাসনও এস্থানে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১৯

মাধব ! দেখ, দ্যূতক্রীড়ার সময় প্রাপ্ত ক্লেশসমূহের কথা স্মরণ করত দ্রৌপদীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া ভীমসেন আমার এই পুত্রকে গদার দ্বারা বিনাশ করিয়াছে ॥ ২০

জনার্দন ! আমার এই পুত্র নিজের ভ্রাতা ও কর্ণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় সভাতে পাশাখেলায় পরাজিত দ্রৌপদীর প্রতি বলিয়াছিল যে, পাঞ্চালি ! তুমি নকুল, সহদেব এবং অর্জুনের সহিতই আমাদের দাসী হইয়া গিয়াছ, অতএব সত্বর তুমি আমাদের গৃহে প্রবেশ কর ॥ ২১-২২

হে কৃষ্ণ ! সেই সময় আমি রাজা দুর্যোধনকে বলিয়াছিলাম যে,—পুত্র ! শকুনি মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। তুমি ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। পুত্র ! তুমি নিজের এই নীচমতি মাতুলকে কলহপ্রিয় বলিয়াই মনে কর এবং অতি সত্বর ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। দুর্মতি ! তুমি জান না যে, ভীমসেন কিরূপ অমর্ষশীল। তথাপি প্রজ্বলিতা উল্কার দ্বারা হস্তীকে প্রহার করিবার ন্যায় তুমি স্বীয় তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে তাহাকে পীড়াদান করিতেছ ॥ ২৩-২৫

এইভাবে নির্জনে আমি তাহাদের সকলকে বুঝাইয়াছি। হে কৃষ্ণ ! এই বাক্যবাণকে স্মরণ করত ক্রুদ্ধ ভীমসেন আমার পুত্রগণের উপর নিজের ক্রোধরূপী বিষকে সেইভাবে নিক্ষেপ করিয়াছে, যেরূপ সর্প গো-বৃষসকলকে দংশন করত তাহাদের মধ্যে নিজের বিষ সঞ্চারিত করিয়া থাকে ॥ ২৬

সিংহের দ্বারা নিহত বিশাল হাতীর ন্যায় ভীমসেন কর্তৃক নিহত এই দুঃশাসন দুই বিশাল হস্ত প্রসারিত করিয়া রণাঙ্গনে পতিত রহিয়াছে ॥ ২৭

অত্যন্ত অমর্ষপূর্ণ ভীমসেন যুদ্ধস্থলে ক্রুদ্ধ হইয়া যে দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়াছিল, উহা অতিশয় ভয়ানক কর্ম করিয়াছে ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্বে গান্ধারীদেবীর বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[বিকর্ণম্, দুর্মুখম্, চিত্রসেনম্, বিবংশতিম্, দুঃসহঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে গান্ধারীদেব্যা বিলাপঃ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

এষ মাধব পুত্রো মে বিকর্ণঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ ।
ভূমৌ বিনিহতঃ শেতে ভীমেন শতধা কৃতঃ ॥১

গজমধ্যে হতঃ শেতে বিকর্ণো মধুসূদন ।
নীলমেঘপরিক্ষিপ্তঃ শরদীব নিশাকরঃ ॥ ২

অস্য চাপগ্রহেণৈব পাণিঃ কৃতকিণো মহান্ ।
কথঞ্চিচ্ছিদ্যতে গৃধ্রৈরত্তুকামৈস্তলত্রবান্ ॥ ৩

অস্য ভার্য্যামিষপ্রেপ্সূন্ গৃধ্র-কাকাংস্তপস্বিনী ।
বারয়ত্যনিশং বালা ন চ শক্নোতি মাধব ॥ ৪

যুবা বৃন্দারকঃ শূরো বিকর্ণঃ পুরুষর্ষভ ।
সুখোষিতঃ সুখার্হশ্চ শেতে পাংশুষু মাধব ॥ ৫

কর্ণি-নালীক-নারাচৈর্ভিন্নমর্মাণমাহবে ।
অদ্যাপি ন জহাত্যেনং লক্ষ্মীর্ভরতসত্তমম্ ॥ ৬

এষ সংগ্রামশূরেণ প্রতিজ্ঞাং পালয়িষ্যতা ।
দুর্মুখোঽভিমুখঃ শেতেঽহতোঽরিগণহা রণে ॥ ৭

তস্যৈতদ্ বদনং কৃষ্ণ শ্বাপদৈরর্দ্ধভক্ষিতম্ ।
বিভাত্যভ্যধিকং তাত সপ্তম্যামিব চন্দ্রমাঃ ॥ ৮

শূরস্য হি রণে কৃষ্ণ পশ্যাননমথেদৃশম্ ।
স কথং নিহতোঽমিত্রৈঃ পাংশূন্ গ্রসতি মে সুতঃ ॥ ৯

যস্যাহবমুখে সৌম্য স্থাতা নৈবোপপদ্যতে ।
স কথং দুর্মুখোঽমিত্রৈর্হতো বিবুধলোকজিৎ ॥ ১০

চিত্রসেনং হতং ভূমৌ শয়ানং মধুসূদন ।
ধার্তরাষ্ট্রমিমং পশ্য প্রতিমানং ধনুষ্মতাম্ ॥ ১১

তং চিত্রমাল্যাভরণং যুবত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
ক্রব্যাদসঙ্ঘৈঃ সহিতা রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ১২

একোনবিংশ অধ্যায় ।

[বিকর্ণ, দুর্মুখ, চিত্রসেন, বিবিংশতি ও দুঃসহকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বিলাপ ।]

গান্ধারীদেবী বলিলেন,—মাধব! এই আমার পুত্র বিকর্ণ, যে বিদ্বান্ পুরুষগণের দ্বারা সম্মানিত ছিল এবং এখন রণাঙ্গনে নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে। ভীমসেন ইহাকেও শত শত খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে ॥ ১

মধুসূদন! যেরূপ শরৎকালের কৃষ্ণবর্ণের মেঘমণ্ডলের দ্বারা পরিবৃত হইয়া চন্দ্র শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ ভীমসেন কর্তৃক নিহত বিকর্ণ হস্তিসৈন্যদের মধ্যে পতিত আছে ॥ ২

সর্বদা ধনুর্ধারণ করিয়া থাকায় ইহার বিশাল হস্ততলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইহার হস্তে এখনও দস্তানা বাঁধা আছে; সেইজন্য ইহাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষী শকুনিরা অতিশয় কষ্টের সহিত ইহার কোন কোন স্থল ছেদন করিতেছে ॥৩

মাধব! ইহার তপস্বিনী ও বালিকা পত্নী মাংসলোলুপ শকুনি ও কাকসকলকে দূর করিয়া দিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু সে সফল হইতেছে না ॥ ৪

পুরুষোত্তম মাধব! বিকর্ণ নবযুবক, দেবতুল্য কান্তিমান্, শৌর্য্যশালী বীর, সুখে পালিত এবং সুখভোগের যোগ্য ছিল; কিন্তু আজ ধূলায় লুটাইতেছে ॥ ৫

যুদ্ধে যদিও কর্ণী, নালীক ও নারাচসকলের প্রহারে ইহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার অঙ্গকান্তি এখনও ইহাকে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ৬

যে শত্রুগণের সংহারক ছিল, সেই দুর্মুখ প্রতিজ্ঞাপালনকারী রণবীর ভীমসেনকর্তৃক নিহত হইয়া সমরে সম্মুখভাগে শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৭

তাত কৃষ্ণ! ইহার এই মুখ হিংস্র জন্তুগণের দ্বারা অর্দ্ধেক ভক্ষিত হইয়াছে, সেইজন্য সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় সে আরও অধিক শোভা পাইতেছে ॥ ৮

হে কৃষ্ণ! দেখ, আমার এই বীর পুত্রের মুখ কিরূপ তেজস্বী? জানি না, আমার এই বীর পুত্র কিভাবে শত্রুদের দ্বারা নিহত হইয়া ধূলি গ্রাস করিতেছে ॥ ৯

সৌম্য! যুদ্ধে সম্মুখভাগে যাহার সমীপে কেহই থাকিতে সমর্থ হয় না, সেই দেবলোকবিজয়ী দুর্মুখকে শত্রুরা কিরূপে বিনাশ করিল? ১০

মধুসূদন! দেখ, যে ধনুর্দ্ধর যোদ্ধাগণের আদর্শ ছিল, সেই এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র চিত্রসেন নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ॥১১

বিচিত্র মাল্য ও আভরণধারী এই চিত্রসেনকে পরিবৃত করিয়া শোকে কাতর হইয়া রোদনপরায়ণা যুবতীগণ হিংস্র পশুদের সহিত তাহার পার্শ্বে বসিয়া আছে ॥ ১২

স্ত্রীণাং রুদিতনির্ঘোষঃ শ্বাপদানাঞ্চ গর্জ্জিতম্ ।
চিত্ররূপমিদং কৃষ্ণ বিচিত্রং প্রতিভাতি মে ॥ ১৩
যুবা বৃন্দারকো নিত্যং প্রবরস্ত্রীনিষেবিতঃ ।
বিবিংশতিরসৌ শেতে ধ্বস্তঃ পাংশুষু মাধব ॥১৪
শরসংকৃত্তবর্ম্মাণং বীরং বিশসনে হতম্ ।
পরিবার্য্যাসতে গৃধ্রাঃ পশ্য কৃষ্ণ বিবিংশতিম্ ॥১৫
প্রবিশ্য সমরে শূরঃ পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ।
স বীরশয়নে শেতে পরঃ সৎপুরুষোচিতে ॥ ১৬
স্মিতোপপন্নং সুনসং সুভ্রু তারাধিপোপমম্ ।
অতীব শুভ্রং বদনং কৃষ্ণ পশ্য বিবিংশতেঃ ॥ ১৭
এনং হি পর্য্যুপাসন্তে বহুধা বরযোষিতঃ ।
ক্রীড়ন্তমিব গন্ধর্ব্বং দেবকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৮
হন্তারং পরসৈন্যানাং শূরং সমিতিশোভনম্ ।
নিবর্হণমমিত্রাণাং দুঃসহং বিষহেত কঃ ॥ ১৯
দুঃসহস্যৈতদাভাতি শরীরং সংবৃতং শরৈঃ ।
গিরিরাত্মগতৈঃ ফুল্লৈঃ কর্ণিকারৈরিবাচিতঃ ॥ ২০
শাতকৌম্ভ্যা স্রজা ভাতি কবচেন চ ভাস্বতা ।
অগ্নিনেব গিরিঃ শ্বেতো গতাসুরপি দুঃসহঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

হে কৃষ্ণ! একদিকে স্ত্রীদিগের রোদনধ্বনি এবং অন্যদিকে হিংস্র পশুদের গর্জনধ্বনি যুগপদ শুনা যাইতেছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য আমার নিকট বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১৩

মাধব! দেখ, যাহাকে সুন্দরী স্ত্রীগণ সর্ব্বদা সেবা করিত, এই দেবতুল্য নবযুবক বিবিংশতি আজ বিধ্বস্ত হইয়া ধূলিতে পতিত রহিয়াছে ॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণ! দেখ, বাণসমূহে ইহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে নিহত এই বীর বিবিংশতির চারিপার্শ্বে শকুনিরা ঘিরিয়া বসিয়া আছে ॥ ১৫

যে বীর সমরাঙ্গণে পাণ্ডবদের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বিনাশ করিয়াছিল, সেই বীর আজ স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া সৎপুরুষোচিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৬

কৃষ্ণ! দেখ, বিবিংশতির মুখ অতিশয় উজ্জ্বল, ইহার অধরে এখনও ঈষৎ হাসি আছে, ইহার নাসিকাদ্বয় সুন্দর এবং ভ্রূদ্বয় মনোহর। ইহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ১৭

যেরূপ ক্রীড়ারত গন্ধর্ব্বগণের সহিত সহস্র সহস্র দেবকন্যা বিরাজমান থাকে, সেইরূপ এই বিবিংশতির সেবায় বহু সুন্দরী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিত ॥ ১৮

শত্রুসৈন্যদের সংহার করিতে সমর্থ এবং যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত বীরবর শত্রুসূদন দুঃসহের বেগ যুদ্ধে কে সহ্য করিতে পারে? ১৯

সেই দুঃসহের এই শরীর বাণসকলে সর্ব্বতোভাবে আবৃত আছে। ইহাতে সে নিজের মধ্যে প্রস্ফুটিত কর্ণিকার বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ২০

যদ্যপি দুঃসহের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, তথাপি স্বর্ণমালা ও কবচে সুশোভিত অগ্নিযুক্ত শ্বেতপর্ব্বতের ন্যায় সে প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীদেবীর বাক্যবিষয়ক
একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা উত্তরায়া বিরাটকুলস্ত্রীণাঞ্চ শোকস্য বিলাপস্য চ বর্ণনম্ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

অধ্যর্ধগুণমাহুর্যং বলে শৌর্য্যে চ কেশব ।
পিত্রা ত্বয়া চ দাশার্হ দৃপ্তং সিংহমিবোৎকটম্ ॥ ১

যো বিভেদ চমূমেকো মম পুত্রস্য দুর্ভিদাম্ ।
স ভূত্বা মৃত্যুরন্যেষাং স্বয়ং মৃত্যুবশং গতঃ ॥২

তস্যোপলক্ষয়ে কৃষ্ণ কার্ষ্ণেরমিততেজসঃ ।
অভিমন্যোর্হতস্যাপি প্রভা নৈবোপশাম্যতি ॥ ৩

এষা বিরাটদুহিতা স্নুষা গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
আর্তা বালং পতিং বীরং দৃষ্ট্বা শোচত্যনিন্দিতা ॥ ৪

তমেষা হি সমাগম্য ভার্য্যা ভর্তারমন্তিকে ।
বিরাটদুহিতা কৃষ্ণ পাণিনা পরিমার্জতি ॥ ৫

তস্য বক্ত্রমুপাঘ্রায় সৌভদ্রস্য মনস্বিনী ।
বিবুদ্ধকমলাকারং কম্বুবৃত্তশিরোধরম্ ॥ ৬

কাম্যরূপবতী চৈষা পরিষ্বজতি ভামিনী ।
লজ্জমানা পুরা চৈনং মাধ্বীকমদমূর্চ্ছিতা ॥ ৭

তস্য ক্ষতজসন্দিগ্ধং জাতরূপপরিষ্কৃতম্ ।
বিমুচ্য কবচং কৃষ্ণ শরীরমভিবীক্ষতে ॥ ৮

অবেক্ষমাণা তং বালা কৃষ্ণ ত্বামভিভাষতে ।
অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ সদৃশাক্ষো নিপাতিতঃ ॥ ৯

বলে বীর্য্যে চ সদৃশস্তেজসা চৈব তেঽনঘ ।
রূপেণ চ তথাত্যর্থং শেতে ভুবি নিপাতিতঃ ॥ ১০

অত্যন্তং সুকুমারস্য রাঙ্কবাজিনশায়িনঃ ।
কচ্চিদদ্য শরীরং তে ভূমৌ ন পরিতপ্যতে ॥ ১১

মাতঙ্গভুজবর্ষ্মাণৌ জ্যাক্ষেপকঠিনত্বচৌ ।
কাঞ্চনাঙ্গদিনৌ শেতে নিক্ষিপ্য বিপুলৌ ভুজৌ ॥ ১২

বিংশ অধ্যায় ।

[শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীকর্তৃক উত্তরা ও বিরাটবংশের স্ত্রীগণের শোক এবং বিলাপ বর্ণন ।]

গান্ধারী বলিলেন,—দশার্হনন্দন কেশব ! যে বীর বল ও শৌর্য্যে নিজ পিতা এবং তোমা অপেক্ষা দেড় গুণ অধিক বলিয়া কথিত, যে বীর প্রচণ্ড সিংহের ন্যায় অভিমানী, যে একাকীই আমার পুত্রের ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, সেই অভিমন্যু অপরের মৃত্যুস্বরূপ হইয়াও স্বয়ংই মৃত্যুর অধীনস্থ হইয়াছে ॥ ১-২

হে কৃষ্ণ ! আমি দেখিতেছি যে, নিহত হইলে পরও অমিততেজস্বী অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর কান্তি এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই ॥ ৩

এই রাজা বিরাটের কন্যা এবং গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্রবধূ সতী সাধ্বী উত্তরা নিজের বালক পতি বীর অভিমন্যুকে নিহত হইতে দেখিয়া আর্তস্বরে শোকপ্রকাশ করিতেছে ॥ ৪

হে কৃষ্ণ ! এই বিরাটের পুত্রী ও অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা নিজের পতি অভিমন্যুর নিকটে যাইয়া তাহার দেহে হাত বুলাইতেছে ॥ ৫

সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর মুখ বিকসিত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার গ্রীবা শঙ্খসদৃশ ও গোল। কমনীয় রূপ-সৌন্দর্য্যে সুশোভিতা মাননীয়া ও মনস্বিনী উত্তরা পতির মুখপদ্ম আঘ্রাণ করত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেও সে এইরূপে মধু হইতে উৎপন্ন মদে অচেতন হইয়া সলজ্জভাবে ইহাকে আলিঙ্গন করিত ॥ ৬ ৭

শ্রীকৃষ্ণ ! অভিমন্যুর সুবর্ণভূষিত কবচ রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। বালিকা উত্তরা সেই কবচ উন্মুক্ত করিয়া পতির দেহ অবলোকন করিতেছে ॥ ৮

উহাকে দেখিয়াই সেই বালিকা উত্তরা তোমাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করত বলিতেছে—কমলনয়ন ! আপনার ভাগিনেয় অভিমন্যুর নেত্রদ্বয় আপনারই তুল্য ছিল। তাহাকে আজ রণাঙ্গনে ভূপাতিত করা হইয়াছে ॥ ৯

হে অনঘ ! যে বল, বীর্য্য, তেজ ও রূপে সর্ব্বথা আপনার তুল্য ছিল, সেই এই সুভদ্রাকুমার শত্রুগণের দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১০

(কৃষ্ণ ! এখন উত্তরা নিজ পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে) প্রিয়তম ! আপনার শরীর ত' অতিশয় সুকুমার। আপনি রঙ্কুমৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন। আজ এইভাবে ভূতলে পতিত থাকিলে আপনার শরীরে কি কোন কষ্ট হইতেছে না ? ১১

যে দুই হস্ত হস্তিশুণ্ডসদৃশ ক্রমস্থূল, ধনুর গুণ আকর্ষণ করায় যাহাদের ত্বক্ (চামড়া) কঠিন হইয়া (কড়া পড়িয়া) গিয়াছে

ব্যায়ম্য বহুধা নূনং সুখসুপ্তং শ্রমাদিব ।
এবং বিলপতীমার্তাং ন হি মামভিভাষসে ॥ ১৩
ন স্মরাম্যপরাধং তে কিং মাং ন প্রতিভাষসে ।
ননু মাং ত্বং পুরা দূরাদভিবীক্ষ্যাভিভাষসে ॥ ১৪
আর্য্যামার্য্য সুভদ্রাং ত্বমিমাংশ্চ ত্রিদশোপমান্ ।
পিতৄন্ মাঞ্চৈব দুঃখার্তাং বিহায় ক্ব গমিষ্যসি ॥ ১৫
তস্য শোণিতদিগ্ধান্ বৈ কেশানুদ্যম্য পাণিনা ।
উৎসঙ্গে বক্ত্রমাধায় জীবন্তমিব পৃচ্ছতি ॥ ১৬
স্বস্রীয়ং বাসুদেবস্য পুত্রং গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
কথং ত্বাং রণমধ্যস্থং জঘ্নুরেতে মহারথাঃ ॥ ১৭
ধিগস্তু ক্রূরকর্তৄংস্তান্ কৃপ-কর্ণ-জয়দ্রথান্ ।
দ্রোণ-দ্রোণায়নী চোভৌ যৈরহং বিধবা কৃতা ॥ ১৮
রথর্ষভাণাং সর্বেষাং কথমাসীৎ তদা মনঃ ।
বালং ত্বাং পরিবার্য্যৈকং মম দুঃখায় জঘ্নুষাম্ ॥ ১৯
কথং নু পাণ্ডবানাঞ্চ পাঞ্চালানাং তু পশ্যতাম্ ।
ত্বং বীর নিধনং প্রাপ্তো নাথবান্ সন্ননাথবৎ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা বহুভিরাক্রন্দে নিহতং ত্বাং পিতা তব ।
বীরঃ পুরুষশার্দূলঃ কথং জীবতি পাণ্ডবঃ ॥ ২১
ন রাজ্যলাভো বিপুলঃ শত্রূণাঞ্চ পরাভবঃ ।
প্রীতিং ধাস্যতি পার্থানাং ত্বামৃতে পুষ্করেক্ষণ ॥ ২২
তব শস্ত্রজিতাঁল্লোকান্ ধর্মেণ চ দমেন চ ।
ক্ষিপ্রমন্বাগমিষ্যামি তত্র মাং প্রতিপালয় ॥ ২৩
দুর্মরং পুনরপ্রাপ্তে কালে ভবতি কেনচিৎ ।
যদহং ত্বাং রণে দৃষ্ট্বা হতং জীবামি দুর্ভগা ॥ ২৪
কামিদানীং নরব্যাঘ্র শ্লক্ষ্ণয়া স্মিতয়া গিরা ।
পিতৃলোকে সমেত্যান্যাং মামিবামন্ত্রয়িষ্যসি ॥ ২৫

এবং যে দুই হস্ত স্বর্ণময় অঙ্গদে ভূষিত থাকে, সেই দুই বিশাল বাহু বিস্তৃত করিয়া আপনি শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১২

নিশ্চয়ই অত্যন্ত পরিশ্রম করত ক্লান্ত হইয়া পড়ায় আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আমি এইভাবে আজ আর্ত্ত হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু আপনি আমাকে কিছুই বলিতেছেন না কেন ? ১৩

আমি কোন অপরাধ করিয়াছি, ইহা ত' আমার স্মরণ হইতেছে না; তবে কি কারণে আপনি আমার সহিত কথা বলিতেছেন না ? পূর্ব্বে ত' আপনি আমাকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেও কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না ॥ ১৪

আর্য্য ! আপনি মাতা সুভদ্রাদেবীকে, দেবতুল্য পিতামহ, পিতা ও পিতৃব্যদিগকে এবং দুঃখাতুরা পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন ? ১৫

জনার্দ্দন ! দেখ, অভিমন্যুর মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উত্তরা তাহার রক্তে অনুলিপ্ত কেশসমূহ হস্তের দ্বারা উত্তোলিত করিয়া যেন তাহাকে জীবিত মনে করত এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

প্রাণনাথ ! আপনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় এবং গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের পুত্র। রণভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত আপনাকে এই মহারথীরা কিভাবে বিনাশ করিল ? ১৬-১৭

সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ ও জয়দ্রথকে ধিক্, দ্রোণাচার্য্য ও তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামাকেও ধিক্। যাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া আমাকে বিধবা করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৮

আপনি বালক ছিলেন এবং একাকী যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথাপি আমাকে দুঃখ দিবার জন্য যাহারা সকলে মিলিত হইয়া আপনাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মহারথীদিগের মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল ? ১৯

বীর ! আপনি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতে সনাথ হইয়া অনাথের ন্যায় কিরূপে নিহত হইলেন ? ২০

আপনাকে যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্যক মহারথী যোদ্ধার দ্বারা নিহত হইতে দেখিয়া আপনার পিতা পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর অর্জুন কিভাবে জীবিত থাকলেন ? ২১

কমলনয়ন ! পাণ্ডবদের এই যে বিশাল রাজ্য লাভ হইল, তাঁহারা শত্রুগণকে যে পরাজিত করিলেন, এ সমস্তই আপনি ব্যতীত উঁহাদের কেহই প্রসন্ন করিতে পারিবে না ॥ ২২

আর্য্যপুত্র ! আপনার অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত পুণ্যলোকসকলে আমিও ধর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়সংযমের বলে শীঘ্রই আপনার অনুগমন করিব। আপনি সেখানে আমাকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৩

মনে হইতেছে, মৃত্যুকাল না আসিলে কাহারও পক্ষে মৃত্যুবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, যেহেতু অভাগিনী আমি আপনাকে যুদ্ধে নিহত দেখিয়াও এখনও জীবিত আছি ॥ ২৪

নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি পিতৃলোকে যাইয়া এই সময় আমারই ন্যায় অপর কোন স্ত্রীলোককে ঈষৎ হাস্যসহকারে মধুর বাণীতে আমন্ত্রণ করিবেন ॥ ২৫

নূনমপ্সরসাং স্বর্গে মনাংসি প্রমথিষ্যসি।
পরমেণ চ রূপেণ গিরা চ স্মিতপূর্বয়া ॥ ২৬
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাঁল্লোকানপ্সরোভিঃ সমেয়িবান্।
সৌভদ্র বিহরন্ কালে স্মরেথাঃ সুকৃতানি মে ॥ ২৭
এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।
ষণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গতঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্তবচনামেতামপকর্ষন্তি দুঃখিতাম্।
উত্তরাং মোঘসঙ্কল্পাং মৎস্যরাজকুলস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৯
উত্তরামপকৃষ্যৈনামার্তামার্ততরাঃ স্বয়ম্।
বিরাটং নিহতং দৃষ্ট্বা ক্রোশন্তি বিলপন্তি চ ॥ ৩০
দ্রোণাস্ত্রশরসংকৃত্তং শয়ানং রুধিরোক্ষিতম্।
বিরাটং বিতুদন্ত্যেতে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ ॥ ৩১
বিতুদ্যমানং বিহগৈর্বিরাটমসিতেক্ষণাঃ।
ন শক্নুবন্তি বিহগান্ নিবারয়িতুমাতুরাঃ ॥ ৩২
আসামাতপতপ্তানামায়াসেন চ যোষিতাম্।
শ্রমেণ চ বিবর্ণানাং বক্ত্রাণাং বিপ্লুতং বপুঃ ॥ ৩৩
উত্তরং চাভিমন্যুঞ্চ কাম্বোজঞ্চ সুদক্ষিণম্।
শিশূনেতান্ হতান্ পশ্য লক্ষ্মণঞ্চ সুদর্শনম্ ॥ ৩৪
আয়োধনশিরোমধ্যে শয়ানং পশ্য মাধব ॥ ৩৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করত আপনি সুন্দর রূপ ও ঈষৎ হাস্যসমন্বিত মধুর বাণীর দ্বারা স্বর্গস্থিত অপ্সরাগণের মনকে মথিত করিবেন। ২৬

সুভদ্রানন্দন! আপনি পুণ্যাত্মাগণের লোকে গমন করত অপ্সরাবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিবার সময় আমার শুভ কর্ম্মসকল স্মরণ করিবেন ॥ ২৭

বীর! এই ভূলোকে আমার সহিত আপনার ত' কেবল ছয় মাস সহবাস হইয়াছিল। সপ্তম মাসেই আপনি বীর-গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৮

যাহার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে দুঃখে নিমগ্না হইয়াছে, সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্যভাষিণী উত্তরাকে মৎস্যরাজ বিরাটের কুলস্ত্রীগণ টানিয়া লইয়া দূরে অপসারণ করিলেন। ২৯

শোকে অতিশয় পীড়িতা উত্তরাকে টানিয়া লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা সেই স্ত্রীগণ রাজা বিরাটকে নিহত হইতে দেখিয়া নিজেরাও চীৎকার করিতে ও বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

দ্রোণাচার্য্যের বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় রণাঙ্গনে পতিত রাজা বিরাটকে শকুনি, শৃগাল ও কাকসকল ভক্ষণ করিতেছিল। ৩১

বিরাটকে সেই সব পক্ষিগণের দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়া কৃষ্ণনয়না রাণীরা আর্ত্তা হইয়া পড়ায় পক্ষিসকলকে দূর করিয়া দিতে সমর্থা হইলেন না। ৩২

এই সব যুবতী স্ত্রীগণের মুখ সূর্য্যকিরণ তাপে সন্তপ্ত হইয়া গিয়াছিল, আয়াস ও পরিশ্রমে তাঁহারা বিবর্ণা হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৩৩

মাধব! উত্তর, অভিমন্যু, কাম্বোজনিবাসী সুদক্ষিণ ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর লক্ষ্মণ—ইহারা সকলে বালক ছিল। এই নিহত বালকগণকে নিরীক্ষণ কর। যুদ্ধের সম্মুখভাগে শয়ান অতিশয় সুন্দর কুমার লক্ষ্মণের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত কর ॥ ৩৪-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[গান্ধার্য্যা কর্ণং দৃষ্ট্বা তস্য শৌর্য্যস্য, তস্য পত্ন্যাশ্চ বিলাপস্য শ্রীকৃষ্ণসবিধে বর্ণনম্ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

এষ বৈকর্তনঃ শেতে মহেষ্বাসো মহারথঃ
জ্বলিতানলবৎ সংখ্যে সংশান্তঃ পার্থতেজসা ॥ ১
পশ্য বৈকর্তনং কর্ণং নিহত্যাতিরথান্ বহূন্ ।
শোণিতৌঘপরীতাঙ্গং শয়ানং পতিতং ভুবি ॥ ২
অমর্ষী দীর্ঘরোষশ্চ মহেষ্বাসো মহাবলঃ ।
রণে বিনিহতঃ শেতে শূরো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩
যং স্ম পাণ্ডবসন্ত্রাসান্মম পুত্রা মহারথাঃ ।
প্রাযুধ্যন্ত পুরস্কৃত্য মাতঙ্গা ইব যূথপম্ ॥ ৪
শার্দূলমিব সিংহেন সমরে সব্যসাচিনা ।
মাতঙ্গমিব মত্তেন মাতঙ্গেন নিপাতিতম্ ॥ ৫
সমেতাঃ পুরুষব্যাঘ্র নিহতং শূরমাহবে ।
প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ পত্ন্যো রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ৬
উদ্বিগ্নঃ সততং যস্মাদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ত্রয়োদশ সমা নিদ্রাং চিন্তয়ন্ নাধ্যগচ্ছত ॥ ৭
অনাধৃষ্যঃ পরৈর্যুদ্ধে শত্রুভির্মঘবানিব ।
যুগান্তাগ্নিরিবার্চিষ্মান্ হিমবানিব নিশ্চলঃ ॥ ৮
স ভূত্বা শরণং বীরো ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব ।
ভূমৌ বিনিহতঃ শেতে বাতভগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥ ৯
পশ্য কর্ণস্য পত্নীং ত্বং বৃষসেনস্য মাতরম্ ।
লালপ্যমানাং করুণং রুদতীং পতিতাং ভুবি ॥ ১০
আচার্য্যশাপোঽনুগতো ধ্রুবং ত্বাং
যদগ্রসচ্চক্রমিদং ধরিত্রী ।
ততঃ শরেণাপহৃতং শিরস্তে
ধনঞ্জয়েনাহবশোভিনা যুধি ॥ ১১
হা হা ধিগেষা পতিতা বিসংজ্ঞা
সমীক্ষ্য জাম্বূনদবদ্ধকক্ষম্ ।
কর্ণং মহাবাহুমদীনসত্ত্বং
সুষেণমাতা রুদতী ভৃশার্তা ॥ ১২

একবিংশ অধ্যায় ।

[গান্ধারী কর্ত্তৃক কর্ণকে দেখিয়া তাঁহার শৌর্য্য এবং তাঁহার স্ত্রীর বিলাপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বর্ণন

গান্ধারী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ ! দেখ, এই মহাধনুর্দ্ধর মহারথী সূর্য্যপুত্র কর্ণ কুন্তীকুমার অর্জ্জুনের তেজে নির্ব্বাপিত অথবা প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যুদ্ধস্থলে শান্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥১

মাধব ! দেখ, সূর্য্যপুত্র কর্ণ বহুসংখ্যক অতিরথ বীরকে সংহার করত স্বয়ংই রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়া আছে ॥২

বীরবর কর্ণ অতিশয় বলবান্ এবং মহাধনুর্দ্ধর ছিল। সে দীর্ঘকাল ধরিয়া রোষাবিষ্ট থাকিত এবং অমর্ষপরায়ণ ছিল, কিন্তু গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সে রণভূমিতে শায়িত আছে ॥ ৩

পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের ভয়ে আমার মহারথী পুত্রগণ যাহাকে অগ্রে করত যূথপতিকে সম্মুখে রাখিয়া সন্তর্পরত হস্তীদিগের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই বীর কর্ণকে সব্যসাচী অর্জ্জুন সেইভাবে যুদ্ধস্থলে বধ করিয়াছে, যেরূপ এক সিংহ অপর সিংহকে এবং এক মদমত্ত হস্তী অপর মদোন্মত্ত গজরাজকে নিহত করত ভূপাতিত করে ॥ ৪-৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! রণাঙ্গনে নিহত সেই শৌর্য্যশালী বীর কর্ণের নিকটে আসিয়া তাহার স্ত্রীগণ কেশ উন্মুক্ত করিয়া রোদন করিতেছে ॥ ৬

মাধব ! যাহা হইতে নিরন্তর উদ্বিগ্ন থাকিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের চিন্তাহেতু তের বৎসর নিদ্রা হয় নাই, যে যুদ্ধস্থলে ইন্দ্রতুল্য শত্রুদিগের পক্ষে অজেয় ছিল, প্রলয়ঙ্কর অগ্নিসদৃশ তেজস্বী এবং হিমালয়তুল্য নিশ্চল ছিল, সেই বীর কর্ণ দুর্যোধনের শরণদাতা হইয়া মৃত্যুবরণ করত প্রবল বায়ুতে ভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে ॥ ৭-৯

দেখ, কর্ণের পত্নী এবং বৃষসেনের মাতা ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে করিতে কিরূপ করুণাজনক বিলাপ করিতেছে ॥১০

প্রাণনাথ ! নিশ্চয়ই তোমার উপর আচার্য্য পরশুরামকর্ত্তৃক প্রদত্ত শাপ আজ ফলিত হইয়াছে, যাহার জন্য এই পৃথিবী তোমার রথের চক্রসকলকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। এই কারণেই যুদ্ধে সুশোভিত অর্জ্জুন রণাঙ্গনে স্বীয় বাণের দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিয়াছে ॥ ১১

হায়, হায় ! আমাকে ধিক্ ! সুবর্ণ কবচধারী উদারহৃদয় মহাবাহু কর্ণকে এই অবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত কাতরা সুষেণের মাতা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে ॥ ১২

অল্পাবশেষোঽপি কৃতো মহাত্মা
শরীরভক্ষৈঃ পরিভক্ষয়দ্ভিঃ।
দ্রষ্টুং ন নঃ প্রীতিকরঃ শশীব
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য চতুর্দশাহে ॥ ১৩
সা বর্তমানা পতিতা পৃথিব্যা-
মুত্থায় দীনা পুনরেব চৈষা।
কর্ণস্য বক্ত্রং পরিজিঘ্রমাণা
রোরূয়তে পুত্রবধাভিতপ্তা ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি কর্ণদর্শনো নামৈক-বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

মানবদেহ ভক্ষণকারী জন্তুগণ মহাত্মা কর্ণের দেহ ভক্ষণ করিয়া আর অল্পই অবশিষ্ট রাখিয়া দিয়াছে। তাহার এই অল্পাবশিষ্ট শরীর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর চন্দ্রের ন্যায় দর্শন করিলেও আমাদের প্রীতিদান করিতে পারিতেছে না ॥ ১৩

এই দীনা কর্ণের পত্নী ভূতলে পতিত হইয়া উঠিতেছে এবং উঠিয়া পুনরায় পতিত হইতেছে। কর্ণের মুখ আঘ্রাণ করিতে করিতে এই নারী স্বীয় পুত্রের বধে সন্তপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে কর্ণের দর্শনবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[স্ব-স্ব-স্ত্রীভিঃ পরিবৃতম্ অবন্তীদেশাধিপতিং জয়দ্রথঞ্চ নিরীক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে গান্ধার্য্যা বিলাপঃ।]

গান্ধার্য্যুবাচ।
আবন্ত্যং ভীমসেনেন ভক্ষয়ন্তি নিপাতিতম্।
গৃধ্র-গোমায়বঃ শূরং বহুবন্ধুমবন্ধুবৎ ॥ ১
তং পশ্য কদনং কৃত্বা শূরাণাং মধুসূদন।
শয়ানং বীরশয়নে রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥ ২
তং শৃগালাশ্চ কঙ্কাশ্চ ক্রব্যাদাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
তেন তেন বিকর্ষন্তি পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ৩
শয়ানং বীরশয়নে শূরমাক্রন্দকারিণম্।
আবন্ত্যমভিতো নার্য্যো রুদত্যঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৪
প্রাতিপেয়ং মহেষ্বাসং হতং ভল্লেন বাহ্লিকম্।
প্রসুপ্তমিব শার্দূলং পশ্য কৃষ্ণ মনস্বিনম্ ॥ ৫
অতীব মুখবর্ণোঽস্য নিহতস্যাপি শোভতে।
সোমস্যেবাভিপূর্ণস্য পৌর্ণমাস্যাং সমুদ্যতঃ ॥ ৬
পুত্রশোকাভিতপ্তেন প্রতিজ্ঞাং চাভিরক্ষতা।
পাকশাসনিনা সংখ্যে বার্দ্ধক্ষত্রির্নিপাতিতঃ ॥ ৭

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[নিজ নিজ স্ত্রীগণে পরিবৃত অবন্তীদেশপতি ও জয়দ্রথকে দেখিয়া এবং দুঃশলাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গান্ধারীর বিলাপ।]

গান্ধারী বলিলেন,—ভীমসেন যাহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে, এই সেই বীরবর অবন্তীপতি বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব সম্পন্ন ছিল; কিন্তু আজ তাহাকে বন্ধুহীনের ন্যায় গৃধ্র ও শৃগালগণ ভক্ষণ করিতেছে ॥ ১

মধুসূদন! দেখ, বহু বীর যোদ্ধাকে সংহার পূর্ব্বক রক্তে আপ্লুত হইয়া এই ভূপাল বীরশয্যায় শয়ন করিয়া আছে ॥ ২

তাহাকে শৃগাল, কঙ্ক এবং নানাবিধ মাংসভোজী জীবজন্তু এদিক্ ওদিকে টানাটানি করিতেছে। হায়, কালের বিপরীত গতি অবলোকন কর ॥ ৩

ভয়ানক বিধ্বংসকর বীরশ্রেষ্ঠ অবন্তীপতিকে বীরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার স্ত্রীগণ রোদন করিতে করিতে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে ॥ ৪

হে কৃষ্ণ! দেখ, মহাধনুর্দ্ধর প্রতীপনন্দন মনস্বী বাহ্লীক ভল্লের আঘাতে নিহত হইয়া নিদ্রিত সিংহের ন্যায় পতিত আছে ॥ ৫

রণাঙ্গনে নিহত হইলেও পূর্ণিমায় উদিত পূর্ণ চন্দ্রের তুল্য ইহার মুখের কান্তি অতিশয় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৬

হে কৃষ্ণ! পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিজের কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিতে করিতে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন যুদ্ধস্থলে বৃদ্ধক্ষত্রের পুত্র জয়দ্রথকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে। যদিও তাহার রক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞাকে

একাদশ চমূর্ভিত্বা রক্ষ্যমাণং মহাত্মনা :
সত্যং চিকীর্ষতা পশ্য হতমেনং জয়দ্রথম্ ॥ ৮
সিন্ধুসৌবীরভর্তারং দর্পপূর্ণং মনস্বিনম্ ।
ভক্ষয়ন্তি শিবা গৃধ্রা জনার্দন জয়দ্রথম্ ॥ ৯
সংরক্ষ্যমাণং ভার্য্যাভিরনুরক্তাভিরচ্যুত ।
ভীষয়ন্ত্যো বিকর্ষন্তি গহনং নিম্নমন্তিকাৎ ॥ ১০
তমেতাঃ পর্য্যুপাসন্তে রক্ষ্যমাণং মহাভুজম্ ।
সিন্ধু-সৌবীরভর্তারং কাম্বোজ-যবনস্ত্রিয়ঃ ॥ ১১
যদা কৃষ্ণামুপাদায় প্রাদ্রবৎ কেকয়ৈঃ সহ ।
তদৈব বধ্যঃ পাণ্ডূনাং জনার্দন জয়দ্রথঃ ॥ ১২
দুঃশলাং মানয়দ্ভিস্তু তদা মুক্তো জয়দ্রথঃ ।
কথমদ্য ন তাং কৃষ্ণ মানয়ন্তি স্ম তে পুনঃ ॥ ১৩

সৈষা মম সুতা বালা বিলপন্তী চ দুঃখিতা ।
আত্মনা হন্তি চাত্মানমাক্রোশন্তী চ পাণ্ডবান্ ॥ ১৪
কিং নু দুঃখতরং কৃষ্ণ পরং মম ভবিষ্যতি ।
যৎ সুতা বিধবা বালা স্নুষাশ্চ নিহতেশ্বরাঃ ॥ ১৫
হা হা ধিগ্ দুঃশলাং পশ্য বীতশোকভয়ামিব ।
শিরো ভর্তুরনাসাদ্য ধাবমানামিতস্ততঃ ॥ ১৬
তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীরং পরমদুর্জয়ম্ ।
পরিবার্য্য রুদন্ত্যেতাঃ স্ত্রিয়শ্চন্দ্রোপমাননাঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

সত্য করিয়া দেখাইতে ইচ্ছুক মহাত্মা অর্জুন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য ভেদ করত যাহাকে বধ করিয়াছিল, সেই এই জয়দ্রথ এস্থানে পতিত আছে। তুমি ইহা অবলোকন কর ॥ ৭-৮

জনার্দ্দন! সিন্ধু ও সৌবীর দেশের প্রতিপালক অভিমানী ও মনস্বী জয়দ্রথকে শকুনি এবং শৃগালেরা ভক্ষণ করিতেছে ॥ ৯

হে অচ্যুত! ইহার প্রতি অনুরক্ত ইহার পত্নীগণ যদিও ইহাকে রক্ষণে ব্যাপৃত আছে, তথাপি শকুনি প্রভৃতি জন্তুগণ তাহাদিগকে ভীত করিয়া জয়দ্রথের মৃতদেহকে তাহাদের নিকট হইতে গভীর গর্ত্তের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ॥ ১০

এই কাম্বোজ ও যবনদেশের স্ত্রীগণ সিন্ধু এবং সৌবীরদেশের অধিপতি মহাবাহু জয়দ্রথকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে এবং সে উহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছে ॥ ১১

জনার্দ্দন! যে দিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া কেকয়গণের সহিত পলায়ন করিয়াছিল, সেই দিনেই সে পাণ্ডবগণের দ্বারা বধ্য হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই সময় দুঃশলার প্রতি সম্মান দেখাইয়া তাহারা জয়দ্রথকে জীবিত ছাড়িয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণ! সেই পাণ্ডবগণ আজ পুনরায় কেন তাহার সম্মান করিল না? ১২-১৩

দেখ, এই আমার বালিকা কন্যা দুঃশলা কিরূপ দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতেছে এবং পাণ্ডবদের প্রতি আক্রোশ দেখাইয়া নিজেই নিজের বক্ষে আঘাত করিতেছে ॥ ১৪

হে কৃষ্ণ! আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি দুঃখের বিষয় আছে যে, এই আমার কন্যা অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া যাইল এবং আমার সকল পুত্রবধূ অনাথ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৫

হায়, হায়! ধিক্! দেখ, দেখ দুঃশলা যেন শোক ও ভয়হীনা হইয়া নিজের পতির মস্তক না পাওয়ায় এদিক্ ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে ॥ ১৬

যে বীর নিজেদের পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক সমস্ত পাণ্ডবগণকে একাকীই নিবারণ করিয়াছিল, সেই জয়দ্রথ বহু সৈন্যকে সংহার করত স্বয়ংই শেষে মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছে ॥ ১৭

মদমত্ত হস্তিতুল্য সেই পরম দুর্জয় বীর জয়দ্রথকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া চন্দ্রমুখী রমণীগণ রোদন করিতেছে ॥১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[শল্যম্, ভগদত্তম্, ভীষ্মম্, দ্রোণাচার্য্যঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণনিকটে গান্ধার্য্যা বিলাপঃ।]

গান্ধার্য্যুবাচ।

এষ শল্যো হতঃ শেতে সাক্ষান্নকুলমাতুলঃ।
ধর্মজ্ঞেন হতস্তাত ধর্মরাজেন সংযুগে ॥ ১
যস্ত্বয়া স্পর্ধতে নিত্যং সর্বত্র পুরুষর্ষভ।
স এষ নিহতঃ শেতে মদ্ররাজো মহাবলঃ ॥ ২
যেন সংগৃহ্নতা তাত রথমাধিরথের্যুধি।
জয়ার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং তথা তেজোবধঃ কৃতঃ ॥ ৩
অহো ধিক্ পশ্য শল্যস্য পূর্ণচন্দ্রসুদর্শনম্।
মুখং পদ্মপলাশাক্ষং কাকৈরাদষ্টমব্রণম্ ॥ ৪
অস্য চামীকরাভস্য তপ্তকাঞ্চনসপ্রভা।
আস্যাদ্ বিনিঃসৃতা জিহ্বা ভক্ষ্যতে কৃষ্ণ পক্ষিভিঃ ॥৫
যুধিষ্ঠিরেণ নিহতং শল্যং সমিতিশোভনম্।
রুদত্যঃ পর্য্যুপাসন্তে মদ্ররাজং কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৬
এতাঃ সুসূক্ষ্মবসনা মদ্ররাজং নরর্ষভম্।
ক্রোশন্ত্যোঽভ্যে সমাসাদ্য ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ॥৭
শল্যং নিপতিতং নার্য্যঃ পরিবার্য্যাভিতঃ স্থিতাঃ।
বাসিতা গৃষ্টয়ঃ পঙ্কে পরিমগ্নমিব দ্বিপম্ ॥ ৮
শল্যং শরণদং শূরং পশ্যেমং বৃষ্ণিনন্দন।
শয়ানং বীরশয়নে শরৈর্বিশকলীকৃতম্ ॥ ৯
এষ শৈলালয়ো রাজা ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
গজাঙ্কুশধরঃ শ্রীমান্ শেতে ভুবি নিপাতিতঃ ॥১০
যস্য রুক্মময়ী মালা শিরস্যেষা বিরাজতে।
শ্বাপদৈর্ভক্ষ্যমাণস্য শোভয়ন্তীব মূর্ধজান্ ॥ ১১
এতেন কিল পার্থস্য যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্।
রোমহর্ষণমত্যুগ্রং শক্রস্য বৃত্রিনা যথা ॥ ১২
যোধয়িত্বা মহাবাহুরেষ পার্থং ধনঞ্জয়ম্।
সংশয়ং গময়িত্বা চ কুন্তীপুত্রেণ পাতিতঃ ॥ ১৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[শল্য, ভগদত্ত, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গান্ধারীর বিলাপ।

গান্ধারী বলিলেন,—তাত! দেখ, এই নকুলের মাতুল শল্য নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। ইহাকে ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে বধ করিয়াছে ॥ ১

পুরুষোত্তম! যে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে, এই সেই মহাবল মদ্ররাজ শল্য এস্থানে নিহত হইয়া চির নিদ্রায় শয়ন করিয়া আছে ॥ ২

হে তাত! এই সেই শল্য, যে যুদ্ধে সূতপুত্র কর্ণের রথের সারথিকার্য্য করিবার সময় পাণ্ডবদের জয়লাভের জন্য তাহার তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিয়াছিল ॥ ৩

অহো! ধিক্! শল্যের এই পূর্ণচন্দ্রসদৃশ দর্শনীয় ও কমলদল-তুল্য নেত্রবিশিষ্ট ক্ষতহীন মুখকে কাকসকল কিছু কিছু অংশ দংশন করিয়াছে ॥ ৪

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ শল্যের মুখ হইতে তপ্ত সুবর্ণসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং পক্ষীরা উহাকে ভক্ষণ করিতেছে ॥ ৫

যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নিহত ও যুদ্ধে শোভাপ্রাপ্ত মদ্ররাজ শল্যকে এই কুলাঙ্গনাগণ চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে এবং রোদন করিতেছে ॥ ৬

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রপরিহিতা এই সব ক্ষত্রিয় রমণীগণ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ নরোত্তম মদ্ররাজ শল্যের পার্শ্বে গমন করত কিরূপ করুণ ক্রন্দন করিতেছে ॥ ৭

রণাঙ্গনে নিপতিত রাজা শল্যকে তাহার স্ত্রীগণ সেইভাবে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যেরূপ বাসিতা (ঋতুমতী) সকৃৎ-প্রসূতা হস্তিনীদল পঙ্কে মগ্ন হস্তীকে ঘিরিয়া অবস্থান করে ॥ ৮

বৃষ্ণিনন্দন! দেখ, অপরের শরণপ্রদ বীরবর শল্য বাণসমূহে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া বীরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৯

এই পর্ব্বতীয়, তেজস্বী এবং প্রতাপশালী রাজা ভগদত্ত হস্তে হস্তীর অঙ্কুশ ধারণ করিয়াই ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। ইঁহাকে অর্জুন বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছে ॥ ১০

ইঁহাকে হিংস্র জীব-জন্তুরা ভক্ষণ করিতেছে। ইঁহার মস্তকে এই স্বর্ণমাল্য বিরাজিত আছে, উহা যেন কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে ॥ ১১

যেরূপ বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের অতিশয় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়াছিল, সেইরূপ এই ভগদত্তের সহিত কুন্তীকুমার অর্জুনের অত্যন্ত দারুণ ও রোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১২

এই মহাবাহু ভগদত্ত যুদ্ধ করত কুন্তীনন্দন অর্জুনকে সংশয়াপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে এই অর্জুনের দ্বারাই নিপাতিত হন্ ॥ ১৩

যস্য নাস্তি সমো লোকে শৌর্য্যে বীর্য্যে চ কশ্চন।
স এষ নিহতঃ শেতে ভীষ্মো ভীষ্মকৃতাহবে ॥ ১৪
পশ্য শান্তনবং কৃষ্ণ শয়ানং সূর্য্যবর্চসম্।
যুগান্ত ইব কালেন পতিতং সূর্য্যমম্বরাৎ ॥১৫
এষ তপ্ত্বা রণে শত্রূন্ শস্ত্রতাপেন বীর্য্যবান্।
নরসূর্য্যোঽস্তমভ্যেতি সূর্য্যোঽস্তমিব কেশব ॥১৬
শরতল্পগতং ভীষ্মমূর্দ্ধ্বরেতসমচ্যুতম্।
শয়ানং বীরশয়নে পশ্য শূরনিষেবিতে ॥ ১৭
কর্ণিনালীকনারাচৈরাস্তীর্য্য শয়নোত্তমম্।
আবিশ্য শেতে ভগবান্ স্কন্দঃ শরবণং যথা ॥ ১৮
অতূলপূর্ণং গাঙ্গেয়স্ত্রিভির্বাণৈঃ সমন্বিতম্।
উপধায়োপধানাগ্র্যং দত্তং গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ১৯
পালয়ানঃ পিতুঃ শাস্ত্রমূর্দ্ধ্বরেতা মহাযশাঃ।
এষ শান্তনবঃ শেতে মাধবাপ্রতিমো যুধি ॥ ২০

জগতে শৌর্য্য ও বলে যাঁহার তুল্য অপর আর কেহ নাই, সেই এই যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী ভীষ্মদেব আহত হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন ॥ ১৪

হে কৃষ্ণ! দেখ, এই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কিরূপ শয়ন করিয়া আছেন; আমার এরূপ মনে হইতেছে, যেন প্রলয়কালে কালপ্রেরিত হইয়া সূর্য্যদেব আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইয়াছেন ॥ ১৫

কেশব! যেরূপ সূর্য্য সমস্ত জগৎকে তাপদানপূর্ব্বক অস্তাচলে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পরাক্রমশালী মানবসূর্য্য রণাঙ্গনে স্বীয় অস্ত্রসকলের প্রতাপে শত্রুদিগকে সন্তাপিত করত অস্ত গমন করিতেছেন ॥ ১৬

যিনি ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী থাকিয়া কখনও সত্য হইতে চ্যুত হন্ নাই, সেই ভীষ্ম শূরসেবিত বীরোচিত-শয়ন বাণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে দর্শন কর ॥ ১৭

যেরূপ ভগবান্ স্কন্দ শরবনের মধ্যে শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই ভীষ্ম কর্ণী, নালীক ও নারাচাদি বাণসকলের উত্তম শয্যায় পাতিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক শয়ন করিয়া আছেন ॥

এই গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তুলাপূর্ণ উপধান (বালিশ) গ্রহণ করেন নাই। ইনি ত' গাণ্ডীবধারী অর্জুন কর্ত্তৃক প্রদত্ত তিনটি বাণের দ্বারা নির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ উপধান (বালিশ)-ই স্বীকার করিয়াছেন ॥১৮-১৯

মাধব! পিতা শান্তনুর আজ্ঞা পালন করিতে করিতে এই মহাযশস্বী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী যুদ্ধে অতুলনীয় বীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এস্থানে শয়ান রহিয়াছেন ॥ ২০

ধর্ম্মাত্মা তাত সর্বজ্ঞঃ পারাবর্য্যেণ নির্ণয়ে।
অমর্ত্ত্য ইব মর্ত্ত্যঃ সন্নেষ প্রাণানধারয়ৎ ॥ ২১
নাস্তি যুদ্ধে কৃতী কশ্চিন্ন বিদ্বান্ ন পরাক্রমী।
যত্র শান্তনবো ভীষ্মঃ শেতেঽদ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥ ২২
স্বয়মেতেন শূরেণ পৃচ্ছ্যমানেন পাণ্ডবৈঃ।
ধর্ম্মজ্ঞেনাহবে মৃত্যুরাদিষ্টঃ সত্যবাদিনা ॥ ২৩
প্রণষ্টঃ কুরুবংশশ্চ পুনর্যেন সমুদ্ধৃতঃ
স গতঃ কুরুভিঃ সার্দ্ধং মহাবুদ্ধিঃ পরাভবম্ ॥ ২৪
ধর্ম্মেষু কুরবঃ কং নু পরিপ্রক্ষ্যন্তি মাধব।
গতে দেবব্রতে স্বর্গং দেবকল্পে নরর্ষভে ॥ ২৫
অর্জুনস্য বিনেতারমাচার্য্যং সাত্যকেস্তথা।
তং পশ্য পতিতং দ্রোণং কুরূণাং গুরুমুত্তমম্ ॥ ২৬
অস্ত্রং চতুর্বিধং বেদ যথৈব ত্রিদশেশ্বরঃ।
ভার্গবো বা মহাবীর্য্যস্তথা দ্রোণোঽপি মাধব ॥ ২৭

তাত! ইনি ধর্ম্মাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ। পরলোক এবং ইহলোক-সম্বন্ধী জ্ঞানের দ্বারা ইনি সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রশ্নসকলের নির্ণয় করিতে সমর্থ এবং মানুষ হইলেও দেবতাতুল্যই ছিলেন, ইনি এখনও নিজের প্রাণধারণ করিয়া আছেন ॥ ২১

যখন এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মও আজ শত্রুদের বাণসকলের দ্বারা নিহতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন, তখন ইহাই বলিতে হইবে যে, যুদ্ধে কেহই নিপুণ নহে, কেহই অভিজ্ঞ নহে এবং কেহ পরাক্রমীও নহে ॥ ২২

(এই শ্লোকের নিম্নরূপ অর্থও করা যায়,—যুদ্ধে যাহার তুল্য নিপুণ, অভিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী নাই, এই সেই ভীষ্ম বহু বাণে নিহতপ্রায় হইয়া আজ শয়ন করিয়া আছেন ॥ ২২)

পাণ্ডবেরা জিজ্ঞাসা করিলে পর এই ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যবাদী বীরবর ভীষ্ম স্বয়ংই নিজের মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৩

যিনি লুপ্তপ্রায় কুরুবংশকে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, এই সেই পরম বুদ্ধিমান্ ভীষ্মদেব এই কৌরবগণের সহিত পরাজিত হইয়াছেন ॥ ২৪

মাধব! এই দেবতুল্য নরশ্রেষ্ঠ দেবব্রত স্বর্গলোকে গমন করিলে পর এখন কৌরবগণ কাঁহার নিকট যাইয়া ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিবে? ২৫

যিনি অর্জুনের শিক্ষক, সাত্যকির আচার্য্য এবং কৌরবদের শ্রেষ্ঠ গুরু ছিলেন, এই সেই দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে পতিত আছেন, তুমি ইঁহাকেও দর্শন কর ॥ ২৬

মাধব! যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র অথবা মহাপরাক্রমশালী

যস্য প্রসাদাদ্ বীভৎসুঃ পাণ্ডবঃ কর্ম দুষ্করম্ ।
চকার স হতঃ শেতে নৈনমস্ত্রাণ্যপালয়ন্ ॥ ২৮
যং পুরোধায় কুরব আহ্বয়ন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ।
সোঽয়ং শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠো দ্রোণঃ শস্ত্রৈঃ পরিক্ষতঃ ॥২৯
যস্য নির্দহতঃ সেনাং গতিরগ্নেরিবাভবৎ ।
স ভূমৌ নিহতঃ শেতে শান্তার্চিরিব পাবকঃ ॥ ৩০
ধনুর্মুষ্টিরশীর্ণশ্চ হস্তাবাপশ্চ মাধব ।
দ্রোণস্য নিহতস্যাজৌ দৃশ্যতে জীবতো যথা ॥ ৩১
বেদা যস্মাচ্চ চত্বারঃ সর্বাণ্যস্ত্রাণি কেশব ।
অনপেতানি বৈ শূরাদ্ যথৈবাদৌ প্রজাপতেঃ ॥ ৩২
বন্দনার্হাবিমৌ তস্য বন্দিভির্বন্দিতৌ শুভৌ ।
গোমায়বো বিকর্ষন্তি পাদৌ শিষ্যশতার্চিতৌ ॥ ৩৩
দ্রোণং দ্রুপদপুত্রেণ নিহতং মধুসূদন ।
কৃপী কৃপণমন্বাস্তে দুঃখোপহতচেতনা ॥ ৩৪
তাং পশ্য রুদতীমার্তাং মুক্তকেশীমধোমুখীম্ ।
হতং পতিমুপাসন্তীং দ্রোণং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৩৫
বাণৈর্ভিন্নতনুত্রাণং ধৃষ্টদ্যুম্নেন কেশব ।
উপাস্তে বৈ মৃধে দ্রোণং জটিলা ব্রহ্মচারিণী ॥ ৩৬
প্রেতকৃত্যঞ্চ যততে কৃপী কৃপণমাতুরা ।
হতস্য সমরে ভর্তুঃ সুকুমারী যশস্বিনী ॥ ৩৭
অগ্নীনাধায় বিধিবচ্চিতাং প্রজ্বাল্য সর্বতঃ ।
দ্রোণমাধায় গায়ন্তি ত্রীণি সামানি সামগাঃ ॥ ৩৮
কুর্বন্তি চ চিতামেতে জটিলা ব্রহ্মচারিণঃ ।
ধনুর্ভিঃ শক্তিভিশ্চৈব রথনীড়ৈশ্চ মাধব ॥ ৩৯
শরৈশ্চ বিবিধৈরন্যৈর্ধক্ষ্যন্তে ভূরিতেজসম্ ।
ইতি দ্রোণং সমাধায় শংসন্তি চ রুদন্তি চ ॥ ৪০

পরশুরাম চারিপ্রকার অস্ত্রবিদ্যা জানেন, সেইরূপ এই দ্রোণাচার্য্যও জানিতেন ॥ ২৭

যাঁহার প্রসাদে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, সেই আচার্য্য দ্রোণ এস্থানে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই অস্ত্রসকল ইঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই ॥ ২৮

যাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, এই সেই অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছেন ॥ ২৯

শত্রুসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে করিতে যাঁহার গতি অগ্নিতুল্য হইয়া যাইত, সেই এই দ্রোণাচার্য্য নির্ব্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন ॥ ৩০

মাধব ! যুদ্ধে নিহত হইলে পরও দ্রোণাচার্য্যের হস্তমুষ্টি ধনুর সহিতই আবদ্ধ আছে, শিথিল হইয়া যায় নাই। ইঁহার হস্তত্রাণও সেইরূপই দেখাইতেছে, যেন উহা জীবিত পুরুষেরই হস্তেই আছে ॥ ৩১

কেশব ! পুরাকাল হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে বেদ কখনও পৃথক্ থাকেন না, সেইরূপ এই শৌর্য্যশালী বীরবর দ্রোণাচার্য্য হইতে চারি বেদ ও সম্পূর্ণ অস্ত্রসমূহ কখনও দূরে থাকেন নাই। যাঁহার বন্দীদিগের দ্বারা বন্দিত এই সুন্দর বন্দনীয় চরণারবিন্দ শত শত শিষ্য পূজা করিয়াছে, হায়, আজ শৃগালেরা তাঁহার সেই পদযুগল টানাটানি করিতেছে ॥ ৩২-৩৩

মধুসূদন ! দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত তাঁহার পত্নী কৃপী অতিশয় দীনভাবে বসিয়া আছেন। দুঃখে যেন তাঁহার চেতনাই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৪

দেখ, কৃপী কেশ উন্মুক্ত করিয়া নীচের দিকে মুখ করত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিজ পতি দ্রোণাচার্য্যকে রোদন করিতে করিতে আর্ত্তভাবে সেবা করিতেছে ॥ ৩৫

কেশব ! ধৃষ্টদ্যুম্ন নিজ বাণসমূহের দ্বারা যে আচার্য্য দ্রোণের কবচ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাঁহারই পার্শ্বে যুদ্ধস্থলে এই জটাধারিণী ব্রহ্মচারিণী কৃপী বসিয়া আছেন ॥ ৩৬

শোকে দীনা ও আর্ত্তা হইয়া যশস্বিনী সুকুমারী কৃপী সমরে নিহত পতিদেবের প্রেত কার্য্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥৩৭

বিধিপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপনা করত চিতাকে সর্ব্বদিকে প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপর দ্রোণাচার্য্যের শরীর রাখিয়া সামগানকারী ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ সামগান করিতেছেন ॥৩৮

মাধব ! এই জটাধারী ব্রহ্মচারীরা ধনু, শক্তি, রথের আসন, নানাপ্রকার বাণ এবং অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহে সেই চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। ইঁহারা তাহার উপর মহাতেজস্বী দ্রোণাচার্য্যকে প্রজ্বলিত করিতে অভিলাষী ছিলেন ; সেইজন্য দ্রোণাচার্য্যকে চিতার উপর রাখিয়া ইঁহারা বেদমন্ত্র পাঠ করিতে এবং রোদন করিতে লাগিলেন। কিছু ব্রহ্মচারী অন্ত সময়ের উপযোগী ত্রিবিধ সামগান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৯-৪০

সামভির্স্তিভিরন্তস্থৈরনুশংসন্তি চাপরে ।
অগ্নাবগ্নিং সমাধায় দ্রোণং হুত্বা হুতাশনে ॥ ৪১
গচ্ছন্ত্যভিমুখা গঙ্গাং দ্রোণশিষ্যা দ্বিজাতয়ঃ
অপসব্যাং চিতিং কৃত্বা পুরস্কৃত্য কৃপীঞ্চ তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গন্ধারীবচনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

চিতার অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সহ দ্রোণাচার্য্যকে রাখিয়া গঙ্গা- নদীর দিকে গমন করিতেছেন ॥ ৪১-৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভূরিশ্রবসঃ পার্শ্বে তেষাং পত্নীনাং বিলাপঃ, তাঃ সর্ব্বাঃ শকুনিঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণায় গান্ধারীদেব্যাঃ শোকজ্ঞাপনঞ্চ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ

সোমদত্তসুতং পশ্য যুযুধানেন পাতিতম্ ।
বিতুদ্যমানং বিহগৈর্বহুভির্মাধবান্তিকে ॥ ১
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ সোমদত্তো জনার্দন ।
যুযুধানং মহেষ্বাসং গর্হয়ন্নিব দৃশ্যতে ॥ ২
অসৌ হি ভূরিশ্রবসো মাতা শোকপরিপ্লুতা ।
আশ্বাসয়তি ভর্তারং সোমদত্তমনিন্দিতা ॥ ৩
দিষ্ট্যা নৈনং মহারাজ দারুণং ভরতক্ষয়ম্ ।
কুরুসংক্রন্দনং ঘোরং যুগান্তমনুপশ্যসি ॥ ৪
দিষ্ট্যা যূপধ্বজং পুত্রং বীরং ভূরিসহস্রদম্ ।
অনেকক্রতুযজ্বানং নিহতং নানুপশ্যসি ॥ ৫
দিষ্ট্যা স্নুষাণামাক্রন্দে ঘোরং বিলপিতং বহু ।
ন শৃণোষি মহারাজ সারসীনামিবার্ণবে ॥ ৬
একবস্ত্রার্ধসংবীতাঃ প্রকীর্ণাসিতমূর্ধজাঃ ।
স্নুষাস্তে পরিধাবন্তি হতাপত্যা হতেশ্বরাঃ ॥ ৭
শ্বাপদৈর্ভক্ষ্যমাণং ত্বমহো দিষ্ট্যা ন পশ্যসি ।
ছিন্নবাহুং নরব্যাঘ্রমর্জুনেন নিপাতিতম্ ॥ ৮

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

[ভূরিশ্রবার পার্শ্বে তাঁহার পত্নীগণের বিলাপ, ইঁহাদের সকলকে ও শকুনিকে দেখিয়া গান্ধারীদেবীর শ্রীকৃষ্ণের নিকট শোকজ্ঞাপন ।]

গান্ধারী বলিলেন,—মাধব ! সাত্যকি যাহাকে ভূপাতিত করিয়াছে, এই সেই সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা পার্শ্বেই আছে, দেখ । ইহাকে বহু পক্ষী চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করত পীড়াদান করিতেছে ॥ ১

জনার্দ্দন ! অন্যদিকে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া নিহত সোমদত্তকে যেন মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকির নিন্দা করিতে দেখা যাইতেছে ॥ ২

এদিকে শোকে নিমগ্না ভূরিশ্রবার সতীসাধ্বী মাতা নিজ পতি সোমদত্তকে যেন আশ্বাস দান করিতে করিতে বলিতেছে ॥ ৩

মহারাজ ! আপনি সৌভাগ্যবশতঃ এই ভরতবংশীয়গণের নিদারুণ বিনাশ, ভয়ঙ্কর প্রলয়কালতুল্য কুরুকুলের মহাসংহার দেখিবার সুযোগ পাইলেন না ॥ ৪

যাহার ধ্বজে যূপের চিহ্ন ছিল, যে সহস্র সহস্র সুবর্ণমুদ্রার প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছিল এবং যে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ণ করিয়াছে, সেই বীর পুত্র ভূরিশ্রবার মৃত্যুর কষ্ট আপনি সৌভাগ্যবশতঃ দেখিতে পান নাই ॥ ৫

মহারাজ ! সমুদ্রতীরে চীৎকারকারিণী সারসী পক্ষিণীদিগের ন্যায় এই যুদ্ধস্থলে আপনি আপনার এই পুত্রবধূগণের অতিশয় ভয়ানক বিলাপ শ্রবণ করিতে পান নাই—ইহা সৌভাগ্যেরই কথা ॥ ৬

আপনার পুত্রবধূরা একবস্ত্র অথবা অর্দ্ধবস্ত্রেই শরীরকে আবৃত করিয়া নিজেদের কৃষ্ণবর্ণ কেশসমূহ উন্মুক্ত করত এই যুদ্ধ-ভূমির চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে । ইহাদের সকলেরই পতি ও পুত্র নিহত হইয়াছে ॥ ৭

অহো ! আপনার মহাসৌভাগ্য এই যে, অর্জুন যাহার এক হস্ত ছেদন করিয়া দিয়াছে এবং সাত্যকি যাহাকে বধ করিয়াছে, যুদ্ধে নিহত সেই ভূরিশ্রবা ও শলকে হিংস্র জন্তুগণের আহারে পরিণত হইতে আপনি দেখিতে পান নাই এবং বহুবিধ রূপবিশিষ্টা

শলং বিনিহতং সংখ্যে ভূরিশ্রবসমেব চ।
স্নুষাশ্চ বিবিধাঃ সর্বা দিষ্ট্যা নাদ্যেহ পশ্যসি ॥ ৯
দিষ্ট্যা তৎ কাঞ্চনং ছত্রং যূপকেতোর্মহাত্মনঃ।
বিনিকীর্ণং রথোপস্থে সৌমদত্তের্ন পশ্যসি ॥ ১০
অমূস্তু ভূরিশ্রবসো ভার্য্যাঃ সাত্যকিনা হতম্।
পরিবার্য্যানুশোচন্তি ভর্ত্তারমসিতেক্ষণাঃ ॥ ১১
এতা বিলপ্য করুণং ভর্তৃশোকেন কর্শিতাঃ।
পতন্ত্যভিমুখা ভূমৌ কৃপণং বত কেশব ॥ ১২
বীভৎসুরতিবীভৎসং কর্মেদমকরোৎ কথম্।
প্রমত্তস্য যদচ্ছৈৎসীদ্ বাহুং শূরস্য যজ্বনঃ ॥ ১৩
ততঃ পাপতরং কর্ম কৃতবানপি সাত্যকিঃ।
যস্মাৎ প্রায়োপবিষ্টস্য প্রাহার্ষীৎ সংশিতাত্মনঃ ॥ ১৪
একো দ্বাভ্যাং হতঃ শেষে ত্বমধর্মেণ ধার্মিক।

পুত্রবধূদিগকেও আজ এই রণাঙ্গনে বিলাপ করিতে আপনি সৌভাগ্যবশতই দেখিলেন না ॥ ৮-৯

সৌভাগ্যবলে আপনি মহাত্মা পুত্র যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার রথের আসনে খণ্ডিত হইয়া পতিত সুবর্ণময় ছত্রকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০

হে কৃষ্ণ! ভূরিশ্রবার কৃষ্ণনয়না এই ভার্য্যাগণ সাত্যকির দ্বারা নিহত নিজ পতিকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া বারংবার শোক প্রকাশ করিতেছে ॥ ১১

কেশব! পতিশোকে পীড়িত এই অবলাগণ করুণাজনক বিলাপ করত পতিসম্মুখে অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইতেছে (আছাড় খাইয়া পড়িতেছে) ॥ ১২

তাহারা বলিতেছে,—অর্জুন এই অত্যন্ত ঘৃণিত কর্ম্ম কিরূপে করিল? যে অপরের সহিত যুদ্ধে নিরত আছে বলিয়া তাহার দিক্ হইতে অসাবধানে ছিল, এরূপ আপনার ন্যায় একজন বীর যোদ্ধার বাহুচ্ছেদন করিল ॥ ১৩

ইহা অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর পাপকার্য্য সাত্যকি করিয়াছে; কারণ, সে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট এক শুদ্ধাত্মা সৎপুরুষের উপর খড়্গ প্রহার করিয়াছে ॥ ১৪

ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ! তুমি একাকীই দুইজন মহারথীর দ্বারা অধর্ম্মপূর্ব্বক নিহত হইয়া রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হায়, সাত্যকি সৎপুরুষগণের সভায় ও সভ্যমধ্যে নিজের পক্ষে কলঙ্ক

কিংনু বক্ষ্যতি বৈ সৎসু গোষ্ঠীষু চ সভাসু চ ॥ ১৫
অপুণ্যময়শস্যঞ্চ কর্মেদং সাত্যকিঃ স্বয়ম্।
ইতি যূপধ্বজস্যৈতাঃ স্ত্রিয়ঃ ক্রোশন্তি মাধব ॥ ১৬
ভার্য্যা যূপধ্বজস্যৈষা করসম্মিতমধ্যমা।
কৃত্বোৎসঙ্গে ভুজং ভর্তুঃ কৃপণং পরিদেবতি ॥ ১৭
অয়ং স হন্তা শূরাণাং মিত্রাণামভয়প্রদঃ।
প্রদাতা গোসহস্রাণাং ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ করঃ ॥ ১৮
অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ ॥ ১৯
বাসুদেবস্য সাংনিধ্যে পার্থেনাক্লিষ্টকর্মণা।
যুধ্যতঃ সমরেঽন্যেন প্রমত্তস্য নিপাতিতঃ ॥ ২০
কং নু বক্ষ্যসি সংসৎসু কথাসু চ জনার্দন।
অর্জুনস্য মহৎ কর্ম স্বয়ং বা স কিরীটভৃৎ ॥ ২১

লেপনকারী এই পাপকর্ম্মের বর্ণন স্বয়ং নিজ মুখে কিপ্রকারে করিবে?' মাধব! এইভাবে যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার স্ত্রীগণ সাত্যকিকে তিরস্কার করিতেছে ॥ ১৫-১৬

হে কৃষ্ণ! দেখ, যূপধ্বজ ভূরিশ্রবার এই সূক্ষ্মকটিভাগযুক্তা ভার্য্যা পতির ছিন্ন বাহুকে ক্রোড়ে লইয়া দীনভাবে বিলাপ করিতেছে ॥ ১৭

সে বলিতেছে,—হায়, এই সেই হস্ত, যে যুদ্ধে বহু বীর যোদ্ধাকে বধ, মিত্রগণকে অভয়দান, সহস্র সহস্র গোদান এবং ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছে ॥ ১৮

এই সেই হাত, যে আমার মেখলাকে আকর্ষণ করিত, স্থূল স্তনদ্বয়কে মর্দ্দন করিত, নাভি, উরু ও জঘন প্রদেশকে স্পর্শ করিত এবং নীবিবন্ধনকে (কোমরের বস্ত্রবন্ধনকে) শিথিল করিয়া দিত ॥১৯

যখন আমার পতি সমরাঙ্গণে অপরের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিয়া অর্জুনের দিক্ হইতে অসাবধান ছিল, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অনায়াসে মহৎকার্য্য করিতে সমর্থ অর্জুন এই হস্তকে ছেদন করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে ॥ ২০

জনার্দ্দন! তুমি সৎপুরুষগণের সভায় ও আলাপ আলোচনা করিবার সময় অর্জুনের এই মহৎ কর্ম্মের কিভাবে বর্ণনা করিবে? অথবা স্বয়ং কিরীটধারী অর্জুন কিরূপে এই জঘন্য কার্য্যের আলোচনা করিবে? ২১

ইত্যেবং গর্হয়িত্বৈষ তূষ্ণীমাস্তে বরাঙ্গনা।
তামেতামনুশোচন্তি সপত্ন্যঃ স্বামিব স্নুষাম্ ॥ ২২
গান্ধাররাজঃ শকুনির্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
নিহতঃ সহদেবেন ভাগিনেয়েন মাতুলঃ ॥ ২৩
যঃ পুরা হেমদণ্ডাভ্যাং ব্যজনাভ্যাং স্ম বীজ্যতে।
স এষ পক্ষিভিঃ পক্ষৈঃ শয়ান উপবীজ্যতে ॥ ২৪
যঃ স্বরূপাণি কুরুতে শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তস্য মায়াবিনো মায়া দগ্ধাঃ পাণ্ডবতেজসা ॥ ২৫
মায়য়া নিকৃতিপ্রজ্ঞো জিতবান্ যো যুধিষ্ঠিরম্।
সভায়াং বিপুলং রাজ্যং স পুনর্জীবিতং জিতঃ ॥ ২৬
শকুন্তাঃ শকুনিং কৃষ্ণ সমন্তাৎ পর্য্যুপাসতে।
কৈতবং মম পুত্রাণাং বিনাশায়োপশিক্ষিতম্ ॥ ২৭
এতেনৈতন্মহদ্ বৈরং প্রসক্তং পাণ্ডবৈঃ সহ।
বধায় মম পুত্রাণামাত্মনঃ সগণস্য চ ॥ ২৮
যথৈব মম পুত্রাণাং লোকাঃ শস্ত্রজিতাঃ প্রভো।
এবমস্যাপি দুর্বুদ্ধের্লোকাঃ শস্ত্রেণ বৈ জিতাঃ ॥ ২৯
কথঞ্চ নায়ং তত্রাপি পুত্রান্মে ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বিরোধয়েদৃজুপ্রজ্ঞাননৃজুর্মধুসূদন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীবাক্যে চতুর্বিংশোঽধ্যায় ॥ ২৪

এইভাবে অর্জুনের নিন্দা করিতে করিতে সেই সুন্দরীগণ নীরব হইলেন। ইঁহার সপত্নীগণ ইঁহার জন্য সেইরূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যেরূপ শ্বশ্রূ বধূর জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২২

এই গান্ধারদেশের রাজা মহাবল সত্যপরাক্রমী শকুনি পতিত রহিয়াছে। ইহাকে সহদেব বিনাশ করিয়াছে। হায়, ভাগিনেয় মাতুলের প্রাণহরণ করিল ॥ ২৩

পূর্ব্বে স্বর্ণদণ্ডভূষিত দুইটি পাখার দ্বারা যাহাকে বাতাস করা হইত, এই সেই শকুনি আজ ধরাতলে শয়ন করিয়া আছে এবং পক্ষীরা নিজ নিজ পক্ষের দ্বারা তাহাকে বাতাস করিতেছে ॥ ২৪

যে নিজেকে শত শত ও সহস্র সহস্র রূপে সাজাইতে পারিত, সেই মায়াবীর সমস্ত মায়া পাণ্ডুপুত্র সহদেবের তেজে দগ্ধ হইয়া যাইল ॥ ২৫

যে প্রতারণা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল, যে দ্যূতসভায় মায়া দ্বারা যুধিষ্ঠির ও তাহার বিশাল রাজ্যকে জয় করিয়াছিল, সে আজ নিজেই নিজের জীবন হারাইতে বাধ্য হইল ॥ ২৬

হে কৃষ্ণ! আজ শকুনিরা এই গান্ধাররাজ শকুনির চারিদিকে বসিয়া তাহার উপাসনা করিতেছে। এই শকুনি আমার পুত্রগণের বিনাশের জন্যই দ্যূতবিদ্যা বা ধূর্ত্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল ॥ ২৭

এই শকুনি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিজের ও আমার পুত্রগণের বধের জন্যই পাণ্ডবদের সহিত অতিশয় শত্রুতায় আবদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৮

প্রভো! যেরূপ আমার পুত্রগণ অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ এই দুর্মতি শকুনিও অস্ত্রের দ্বারা অর্জিত উত্তম লোক লাভ করিয়াছে ॥ ২৯

মধুসূদন! আমার পুত্রগণ সকলেই সরলমতি। আমার ভয় হইতেছে যে, সেই পুণ্যলোকে গমন করত এই শকুনি পুনরায় কোনরূপে সেই সব ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর না বিরোধ উৎপন্ন করিয়া দেয় ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[অন্যানপি বীরান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা শোকাতুরায়া গান্ধার্য্যা বিলাপঃ, ক্রোধেন শ্রীকৃষ্ণায় যদুবংশবিনাশ-বিষয়কাভিশাপদানঞ্চ ।]

গান্ধার্য্যুবাচ ।

কাম্বোজং পশ্য দুর্দ্ধর্ষং কাম্বোজাস্তরণোচিতম্ ।
শয়ানমৃষভস্কন্ধং হতং পাংশুষু মাধব ॥ ১

যস্য ক্ষতজসন্দিগ্ধৌ বাহূ চন্দনভূষিতৌ ।
অবেক্ষ্য করুণং ভার্য্যা বিলপত্যতিদুঃখিতা ॥ ২

ইমৌ তৌ পরিঘপ্রখ্যৌ বাহূ শুভতলাঙ্গুলী ।
যয়োর্বিবরমাপন্নাং ন রতির্মাং পুরাজহাৎ ॥ ৩

কাং গতিং তু গমিষ্যামি ত্বয়া হীনা জনেশ্বর ।
হতবন্ধুরনাথা চ বেপন্তী মধুরস্বরা ॥ ৪

আতপে ক্লাম্যমানানাং বিবিধানামিব স্রজাম্ ।
ক্লান্তানামপি নারীণাং শ্রীর্জহাতি ন বৈ তনুঃ ॥ ৫

শয়ানমভিতঃ শূরং কালিঙ্গং মধুসূদন ।
পশ্য দীপ্তাঙ্গদযুগপ্রতিনদ্ধমহাভুজম্ ॥ ৬

মাগধানামধিপতিং জয়ৎসেনং জনার্দন ।
আবার্য্য সর্বতঃ পত্ন্যঃ প্ররুদত্যঃ সুবিহ্বলাঃ ॥ ৭

আসামায়তনেত্রাণাং সুস্বরাণাং জনার্দন ।
মনঃশ্রুতিহরো নাদো মনো মোহয়তীব মে ॥ ৮

প্রকীর্ণবস্ত্রাভরণা রুদত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
স্বাস্তীর্ণশয়নোপেতা মাগধ্যঃ শেরতে ভুবি ॥ ৯

কোশলানামধিপতিং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ।
ভর্তারং পরিবার্য্যৈতাঃ পৃথক্ প্ররুদিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১০

অস্য গাত্রগতান্ বাণান্ কার্ষ্ণিবাহুবলার্পিতান্ ।
উদ্ধরন্ত্যসুখাবিষ্টা মূর্ছমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১

আসাং সর্বানবদ্যানামাতপেন পরিশ্রমাৎ ।
প্রম্লাননলিনাভানি ভান্তি বক্ত্রাণি মাধব ॥ ১২

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

[অন্যান্য বীরগণকে নিহত দেখিয়া শোকাতুরা গান্ধারীর বিলাপ এবং ক্রোধ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে যদুবংশের বিনাশ বিষয়ক অভিশাপ প্রদান ।]

গান্ধারী বলিলেন,—মাধব ! যে কাম্বোজ (কাবুল)-দেশ নির্ম্মিত কোমল শয্যায় শয়ন করিবার যোগ্য, সেই বৃষতুল্য হৃষ্টপুষ্ট স্কন্ধযুক্ত দুর্জয় বীর কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ নিহত হইয়া ধূলিতে শয়ন করিয়া আছে ॥ ১

ইহার চন্দনচর্চ্চিত বাহুদ্বয় রক্তে আপ্লুত দেখিয়া তাহার ভার্য্যা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া করুণাজনক বিলাপ করিতেছে ॥ ২

সে বলিতেছে,—প্রাণনাথ ! সুন্দর হস্ততল ও অঙ্গুলিসমূহে যুক্ত এবং পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) এই দুই সেই বাহু, যাহাদের মধ্যে তুমি আমাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিতে ও সেই অবস্থায় আমার যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ হইত, উহা আমাকে পূর্ব্বে কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। জনেশ্বর ! এখন তোমাকে ত্যাগ করিয়া আমার কি গতি হইবে ? ৩।

হে কৃষ্ণ ! নিজের প্রাণবন্ধু নিহত হওয়ায় অনাথা এই রাণী কাঁপিতে কাঁপিতে মধুর স্বরে বিলাপ করিতেছে। রৌদ্রে পরিম্লান নানাপ্রকার পুষ্পমাল্যসমূহের ন্যায় এই সব রাজমহিষীরা রৌদ্রে ম্লান হইয়া যাইল, তথাপি ইহাদের শরীরের সৌন্দর্য্য-শ্রী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই ॥ ৪-৫

মধুসূদন ! দেখ, পার্শ্বেই এই বীরবর কলিঙ্গরাজ শয়ন করিয়া আছে, যাহার দুই বিশাল বাহুতে উজ্জ্বল অঙ্গদ ধৃত আছে ॥ ৬

জনার্দ্দন ! অন্যদিকে মগধরাজ জয়ৎসেন পতিত আছে, যাহাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার স্ত্রীগণ অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে ॥ ৭

হে কৃষ্ণ ! মধুরস্বরা এই সব বিশাললোচনা রাণীগণের মন ও কর্ণের মোহকর আর্ত্তনাদ আমার মনকে যেন মূর্চ্ছিত করিয়া দিতেছে ॥ ৮

ইহাদের বস্ত্র ও আভরণসকল বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুন্দর আস্তরণে আস্তৃত শয্যায় শয়নযোগ্যা এই সব মগধদেশীয়া রাণী শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছে ॥ ৯

স্বীয় পতি কোশলরাজ রাজকুমার বৃহদ্বলকেও চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহার স্ত্রীগণ পৃথক্ ভাবে রোদন করিতেছে ॥ ১০

অভিমন্যুর বাহুবলে প্রেরিত হইয়া কোশলরাজের অঙ্গসমূহে প্রবিষ্ট বাণসকলকে এই সব রাণীগণ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাহির করিতেছে এবং বারংবার যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১১

মাধব ! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজমহিলাগণের সুন্দর মুখ

দ্রোণেন নিহতাঃ শূরাঃ শেরতে রুচিরাঙ্গদাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নসুতাঃ সর্বে শিশবো হেমমালিনঃ ॥ ১৩
রথাগ্ন্যগারং চাপার্চিঃ শরশক্তিগদেন্ধনম্।
দ্রোণমাসাদ্য নির্দগ্ধাঃ শলভা ইব পাবকম্ ॥ ১৪
তথৈব নিহতাঃ শূরাঃ শেরতে রুচিরাঙ্গদাঃ।
দ্রোণেনাভিমুখাঃ সর্বে ভ্রাতরঃ পঞ্চ কেকয়াঃ ১৫
তপ্তকাঞ্চনবর্মাণস্তালধ্বজরথব্রজাঃ।
ভাসয়ন্তি মহীং ভাসা জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ১৬
দ্রোণেন দ্রুপদং সংখ্যে পশ্য মাধব পাতিতম্।
মহাদ্বিপমিবারণ্যে সিংহেন মহতা হতম্ ॥ ১৭
পাঞ্চালরাজ্ঞো বিমলং পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুরম্।
আতপত্রং সমাভাতি শরদীব নিশাকরঃ ॥ ১৮
এতাস্তু দ্রুপদং বৃদ্ধং স্নুষা ভার্য্যাশ্চ দুঃখিতাঃ।
দগ্ধ্বা গচ্ছন্তি পাঞ্চাল্যং রাজানমপসব্যতঃ ॥ ১৯
ধৃষ্টকেতুং মহাত্মানং চেদিপুঙ্গবমঙ্গনাঃ।
দ্রোণেন নিহতং শূরং হরন্তি হৃতচেতসঃ ॥ ২০
দ্রোণাস্ত্রমভিহত্যৈষ বিমর্দে মধুসূদন।
মহেষ্বাসো হতঃ শেতে নদ্যা হৃত ইব দ্রুমঃ ॥ ২১
এষ চেদিপতিঃ শূরো ধৃষ্টকেতুর্মহারথঃ।
শেতে বিনিহতঃ সংখ্যে হত্বা শত্রূন্ সহস্রশঃ ॥২২
বিতুদ্যমানং বিহগৈস্তং ভার্য্যাঃ পর্য্যুপাসতাঃ।
চেদিরাজং হৃষীকেশ হতং সবল-বান্ধবম্ ॥২৩
দাশার্হীপুত্রজং বীরং শয়ানং সত্যবিক্রমম্।
আরোপ্যাঙ্কে রুদন্ত্যেতাশ্চেদিরাজবরাঙ্গনাঃ ॥ ২৪
অস্য পুত্রং হৃষীকেশ সুবক্ত্রং চারুকুণ্ডলম্।
দ্রোণেন সমরে পশ্য নিকৃত্তং বহুধা শরৈঃ ॥২৫

রৌদ্রের দ্বারা ও পরিশ্রমবশতঃ অতিশয় ম্লান পদ্ম পুষ্পসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ॥ ১২

দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক নিহত এই সব ধৃষ্টদ্যুম্নের শিশু অথচ বীর পুত্রগণ রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে। ইহাদের বাহুতে সুন্দর বলয় ও কণ্ঠে স্বর্ণময় হার শোভা পাইতেছে ॥ ১৩

দ্রোণাচার্য্য প্রজ্জলিত অগ্নিতুল্য ছিলেন, তাঁহার রথই অগ্নিশালা ছিল, ধনু অগ্নির শিখা এবং বাণ, শক্তি ও গদা সমিধ্ ছিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ পতঙ্গশ্রেণীর ন্যায় এই দ্রোণরূপী অগ্নিতে প্রজ্জলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে ॥ ১৪

এই সুন্দর অঙ্গদসমূহে বিভূষিত পঞ্চ বীরবর ভ্রাতা কেকয় রাজকুমারগণ সমরাঙ্গণে দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছিল। ইহারা সকলেই তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়াছে ॥ ১৫

ইহাদের সকলের কবচ তপ্তসুবর্ণনির্ম্মিত ছিল এবং ইহাদের রথসকল তাল বৃক্ষচিহ্নিত ধ্বজসমূহে সুশোভিত ছিল। এই রাজকুমারগণ নিজ নিজ প্রভায় প্রজ্জলিত অগ্নির ন্যায় ভূতলকে প্রকাশিত করিতেছিল ॥ ১৬

মাধব! দেখ, যুদ্ধস্থলে দ্রোণাচার্য্য যাহাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছিলেন, এই সেই রাজা দ্রুপদ শয়ন করিয়া আছেন; ইহাতে মনে হইতেছে, কোন বিশাল বনে সিংহ-কর্তৃক কোন এক বিশাল গজরাজ নিহত হইয়াছে ॥ ১৭

কমললোচন কৃষ্ণ! পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এই নির্ম্মল শ্বেত-ছত্র শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে ॥ ১৮

এই বৃদ্ধ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের দুঃখিতা পত্নীগণ ও পুত্রবধূরা তাঁহাকে চিতাতে প্রজ্বালিত করিয়া প্রদক্ষিণ করত গমন করিতেছে ॥ ১৯

মহাত্মা বীরবর চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা নিহত হইয়াছে। তাহার পত্নীগণ ধৃষ্টকেতুর দাহ-সংস্কারের জন্য যেন অচৈতন্য হইয়াই তাহাকে লইয়া যাইতেছে ॥ ২০

মধুসূদন! এই মহাধনুর্দ্ধর বীর সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র-সকল নষ্ট করত নদীর বেগে ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছে ॥ ২১

এই চেদিরাজ বীরবর মহারথী ধৃষ্টকেতু সহস্র সহস্র শত্রুকে বিনাশ করত নিহত হইয়াছে এবং রণশয্যায় চিরকালের জন্য শয়ন করিয়াছে ॥ ২২

হৃষীকেশ! সৈন্য ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত নিহত এই চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুকে পক্ষীরা চঞ্চুর দ্বারা আঘাত করিতেছে এবং তাহার স্ত্রীগণ তাহাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া উপবিষ্ট আছে ॥ ২৩

দশার্হকুলের কন্যা শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপালের এই সত্য-পরাক্রমী বীর তনয় ধৃষ্টকেতু রণাঙ্গনে শয়ন করিয়া আছে। ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া এই চেদিরাজের সুন্দরী পত্নীগণ রোদন করিতেছে ॥ ২৪

হৃষীকেশ! এই দেখ, ধৃষ্টকেতুর সুন্দরবদনবিশিষ্ট ও মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত পুত্রকে দ্রোণাচার্য্য রণাঙ্গনে স্বীয় বাণসমূহের দ্বারা বহু খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ২৫

পিতরং নূনমাজিস্থং যুধ্যমানং পরৈঃ সহ।
নাজহাৎ পিতরং বীরমন্থাপি মধুসূদন ॥ ২৬
এবং মমাপি পুত্রস্য পুত্রঃ পিতরমন্বগাৎ।
দুর্য্যোধনং মহাবাহো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ॥ ২৭
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ পতিতৌ পশ্য মাধব।
হিমান্তে পুষ্পিতৌ শালৌ মরুতা গলিতাবিব ॥ ২৮
কাঞ্চনাঙ্গদবর্মাণৌ বাণখড়্গধনুর্ধরৌ।
ঋষভপ্রতিরূপাক্ষৌ শয়ানৌ বিমলস্রজৌ ॥ ২৯
অবধ্যাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ সর্ব এব ত্বয়া সহ।
যে মুক্তা দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং কর্ণাদ্ বৈকর্তনাৎ কৃপাৎ ॥৩০
দুর্য্যোধনাদ্ দ্রোণসুতাৎ সৈন্ধবাচ্চ জয়দ্রথাৎ।
সোমদত্তাদ্ বিকর্ণাচ্চ শূরাচ্চ কৃতবর্মণঃ ॥ ৩১
যে হন্যুঃ শস্ত্রবেগেন দেবানপি নরর্ষভাঃ।
ত ইমে নিহতাঃ সংখ্যে পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ৩২
নাতিভারোঽস্তি দৈবস্য ধ্রুবং মাধব কশ্চন।

মধুসূদন! রণাঙ্গনে অবস্থান করত শত্রুদের সহিত যুদ্ধরত নিজের পিতা ধৃষ্টকেতুকে কেহ কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। আজ যুদ্ধের পরও সে পিতাকে ত্যাগ করে নাই ॥ ২৬

মহাবাহো! এইরূপ আমার পুত্র দুর্য্যোধনের পুত্র শত্রুবীর-হন্তা লক্ষ্মণও নিজের পিতা দুর্য্যোধনেরই অনুসরণ করিয়াছে ॥২৭

মাধব! যেরূপ গ্রীষ্মকালে বায়ুর বেগে দুইটি পুষ্পিত শালবৃক্ষ পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবন্তীদেশের দুই বীর রাজপুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছে। তুমি ইহাদের দুইজনকেও নিরীক্ষণ কর ॥ ২৮

ইহারা উভয়ে স্বর্ণময় কবচ ধারণ করিয়াছিল, বাণ, খড়্গ ও ধনু গ্রহণ করিয়াছিল এবং বৃষতুল্য অতিশয় বৃহৎ নেত্রশোভিত এই দুই বীর নির্ম্মল হারধারণ করিয়াছিল ॥ ২৯

হে কৃষ্ণ! তোমার সহিত এই সমস্ত পাণ্ডবগণ অবধ্য মনে হইতেছে; কারণ, ইহারা সকলে দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দুর্য্যোধন, দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও বীরবর কৃতবর্ম্মার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইয়াছে ॥ ৩০-৩১

যে নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ নিজেদের অস্ত্রের বেগে দেবগণকেও নষ্ট করিতে পারেন, তাঁহারাই আজ যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন; ইহাই কালের বিপরীত গতি তুমি অবলোকন কর ॥ ৩২

যদিমে নিহতাঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৩৩
তদৈব নিহতাঃ কৃষ্ণ মম পুত্রাস্তরস্বিনঃ।
যদৈবাকৃতকামস্ত্বমুপপ্লব্যং গতঃ পুনঃ ॥ ৩৪
শান্তনোশ্চৈব পুত্রেণ প্রাজ্ঞেন বিদুরেণ চ।
তদৈবোক্তাস্মি মা স্নেহং কুরুষ্বাত্মসুতেষিতি ॥ ৩৫
তয়োর্হি দর্শনং নৈতন্মিথ্যা ভবিতুমর্হতি।
অচিরেণৈব মে পুত্রা ভস্মীভূতা জনার্দন ॥ ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ন্যপতদ্ ভূমৌ গান্ধারী শোকমূর্চ্ছিতা।
দুঃখোপহতবিজ্ঞানা ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য ভারত ॥ ৩৭
ততঃ কোপপরীতাঙ্গী পুত্রশোকপরিপ্লুতা।
জগাম শৌরিং দোষেণ গান্ধারী ব্যথিতেন্দ্রিয়া ॥ ৩৮

গান্ধার্য্যুবাচ।

পাণ্ডবা ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ দগ্ধাঃ কৃষ্ণ পরস্পরম্।
উপেক্ষিতা বিনশ্যন্তস্ত্বয়া কস্মাজ্জনার্দন ॥ ৩৯

মাধব! নিশ্চয়ই দৈবের পক্ষে কোনও কার্য্যই অতিশয় কঠিন নয়; কারণ, এই দৈবই ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা এই সব ক্ষত্রিয়-দিগকে সংহার করাইয়াছে ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! আমার বেগশালী পুত্রগণ ত' সেই দিনেই নিহত হইয়াছিল, যেদিন তুমি বিফলমনোরথ হইয়া পুনরায় উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলে ॥ ৩৪

আমাকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও জ্ঞানী বিদুর সেই দিনেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এখন তুমি নিজ পুত্রগণের উপর স্নেহ করিও না ॥ জনার্দন! এই দুইজনের সেই দৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে না; অতএব অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সমস্ত পুত্র যুদ্ধের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে ॥ ৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! এই কথা বলিয়া শোকে মূর্চ্ছিতা গান্ধারী ধৈর্য্য পরিত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইলেন। তখন দুঃখে তাঁহার বিবেকশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ৩৭

তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। পুত্রশোকে নিমজ্জিত হওয়ায় তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই সময় গান্ধারী সমস্ত দোষ শ্রীকৃষ্ণেরই উপর আরোপ করিলেন ॥ ৩৮

গান্ধারী বলিলেন,—কৃষ্ণ! জনার্দন! পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ পরস্পর সংগ্রাম করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইল। তুমি ইহাদিগকে নষ্ট হইতে দেখিয়াও কেন উহা উপেক্ষা করিলে? ৩৯

শক্তেন বহুভৃত্যেন বিপুলে তিষ্ঠতা বলে ।
উভয়ত্র সমর্থেন শ্রুতবাক্যেন চৈব হ ॥ ৪০
ইচ্ছতোপেক্ষিতো নাশঃ কুরূণাং মধুসূদন ।
যস্মাৎ ত্বয়া মহাবাহো ফলং তস্মাদবাপ্নুহি ॥ ৪১
পতিশুশ্রূষয়া যন্মে তপঃ কিঞ্চিদুপার্জিতম্ ।
তেন ত্বাং দুরবাপেন শপ্স্যে চক্র-গদাধর ॥ ৪২
যস্মাৎ পরস্পরং ঘ্নন্তো জ্ঞাতয়ঃ কুরু-পাণ্ডবাঃ ।
উপেক্ষিতাস্তে গোবিন্দ তস্মাজ্জ্ঞাতীন্ বধিষ্যসি ॥৪৩
ত্বমপ্যুপস্থিতে বর্ষে ষট্ত্রিংশে মধুসূদন ।
হতজ্ঞাতির্হতামাত্যো হতপুত্রো বনেচরঃ ॥ ৪৪
অনাথবদবিজ্ঞাতো লোকেষ্বনভিলক্ষিতঃ ।
কুৎসিতেনাভ্যুপায়েন নিধনং সমবাপ্স্যসি ॥ ৪৫
তবাপ্যেবং হতসুতা নিহতজ্ঞাতিবান্ধবাঃ ।
স্ত্রিয়ঃ পরিপতিষ্যন্তি যথৈতা ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ঘোরং বাসুদেবো মহামনাঃ ।
উবাচ দেবীং গান্ধারীমীষদভ্যুৎস্ময়ন্নিব ॥ ৪৭
জানেঽহমেতদপ্যেবং চীর্ণং চরসি ক্ষত্রিয়ে ।
দৈবাদেব বিনশ্যন্তি বৃষ্ণয়ো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮
সংহর্তা বৃষ্ণিচক্রস্য নান্যো মদ্ বিদ্যতে শুভে ।
অবধ্যাস্তে নরৈরন্যৈরপি বা দেব-দানবৈঃ ॥ ৪৯
পরস্পরকৃতং নাশমতঃ প্রাপ্স্যন্তি যাদবাঃ ।
ইত্যুক্তবতি দাশার্হে পাণ্ডবাস্ত্রস্তচেতসঃ ।
বভূবুর্ভৃশসংবিগ্না নিরাশাশ্চাপি জীবিতে ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি স্ত্রীবিলাপপর্বণি গান্ধারীশাপদানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

মহাবাহু মধুসূদন! তুমি অতিশয় শক্তিশালী পুরুষ। তোমার নিকট বহু সেবক এবং সৈন্যও ছিল। তুমি অসাধারণ বলে সুপ্রতিষ্ঠিত আছ। উভয় পক্ষকে নিজের মতে আনিবার সামর্থ্য তোমার মধ্যে ছিল। তুমি বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ও মহাত্মাগণের বাক্য শুনিয়াছ এবং জান। এ সমস্ত থাকিতেও তুমি স্বেচ্ছায় কুরুকুলের এই বিনাশকে উপেক্ষা করিয়াছ—অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়াই তুমি এই বংশকে বিনষ্ট হইতে দিয়াছ। (ইহা তোমার মহাঅপরাধ;) অতএব ইহার ফল তুমি লাভ কর ॥৪০-৪১

চক্র ও গদাধারী কেশব! আমি পতির সেবাতে যাহা কিছু তপস্যা উপার্জন করিয়াছি, সেই দুর্লভ তপোবলে আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ৪২

গোবিন্দ! যেহেতু পরস্পর সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত জ্ঞাতি কৌরব ও পাণ্ডবগণকে তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, সেইজন্য তুমিও নিজের জ্ঞাতি-বান্ধবগণকে বিনাশ করিবে ॥ ৪৩

মধুসূদন! আজ হইতে ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইলে পর তোমার জ্ঞাতি, মন্ত্রী ও পুত্রগণ সকলে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে। তুমি সকলের অপরিচিত ও অদৃষ্ট হইয়া অনাথের ন্যায় বনে বিচরণ করিবে এবং কোন এক নিন্দিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৪-৪৫

এই ভরতবংশের স্ত্রীগণের ন্যায় তোমার বংশেরও স্ত্রীগণ পুত্র, জ্ঞাতি এবং বন্ধু বান্ধবগণ নিহত হইলে পর এইরূপ শোকাকুল হইয়া ভূতলে পতিত হইবে ॥ ৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামনস্বী বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যসহকারে গান্ধারীকে বলিলেন ॥ ৪৭

ক্ষত্রিয়ে! আমি জানি, উহা এইরূপই হইবে। তুমি ত' কৃত বৃত্তান্তই পুনরায় বলিতেছ। ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই যে, বৃষ্ণিবংশের যাদবগণ দৈববশতই নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ৪৮

শুভে! বৃষ্ণিকুলের সংহারকারী আমি ভিন্ন আর অন্য কেহ নাই। যাদবগণ অন্য মনুষ্য, দেবতা ও দানবগণের পক্ষেও অবধ্য; অতএব তাহারা পরস্পর সংগ্রাম করিয়া নষ্ট হইবে ॥ ৪৯½

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে পর পাণ্ডবগণ মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং নিজ নিজ জীবন হইতেও নিরাশ হইলেন ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত স্ত্রীবিলাপপর্ব্বে গান্ধারীর শাপদান-বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[লব্ধানুস্মৃতিবিদ্যায়া দিব্যদৃষ্টেশ্চ প্রভাবেণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃকং মহাভারতযুদ্ধে হতানাং সংখ্যায়া গতেশ্চ বর্ণনম্, যুধিষ্ঠিরাদেশেন সর্বেষাং দাহসংস্কারশ্চ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গান্ধারি মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ ।
তবৈব হ্যপরাধেন কুরবো নিধনং গতাঃ ॥ ১
যৎ ত্বং পুত্রং দুরাত্মানমীর্ষ্যুমত্যন্তমানিনম্ ।
দুর্য্যোধনং পুরস্কৃত্য দুষ্কৃতং সাধু মন্যসে ॥ ২
নিষ্ঠুরং বৈরপুরুষং বৃদ্ধানাং শাসনাতিগম্ ।
কথমাত্মকৃতং দোষং ময্যাধাতুমিহেচ্ছসি ॥ ৩
মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি ।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥৪
তপোর্থীয়ং ব্রাহ্মণী ধত্ত গর্ভং
গৌর্বোঢ়ারং ধাবিতারং তুরঙ্গী ।
শূদ্রা দাসং পশুপালঞ্চ বৈশ্যা
বধার্থীয়ং ত্বদ্বিধা রাজপুত্রী ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য পুনরুক্তং বচোঽপ্রিয়ম্ ।
তূষ্ণীং বভূব গান্ধারী শোকব্যাকুললোচনা ॥ ৬
পর্য্যপৃচ্ছত্ত ধর্মজ্ঞো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৭
জীবতাং পরিমাণজ্ঞঃ সৈন্যানামসি পাণ্ডব ।
হতানাং যদি জানীষে পরিমাণং বদস্ব মে ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দশাযুতানামযুতং সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ।
কোট্যঃ ষষ্টিশ্চ ষট্ চৈব হ্যস্মিন্ রাজন্ মৃধে হতাঃ ॥ ৯
অলক্ষিতানাং বীরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ ;
দশ চান্যানি রাজেন্দ্র শতং ষষ্টিশ্চ পঞ্চ চ ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যুধিষ্ঠির গতিং কাং তে গতাঃ পুরুষসত্তম ।
আচক্ষ্ব মে মহাবাহো সর্বজ্ঞো হ্যসি মে মতঃ ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যৈর্হুতানি শরীরাণি হৃষ্টৈঃ পরমসংযুগে ।
দেবরাজসমাল্লোঁকান্ গতাস্তে সত্যবিক্রমাঃ ॥ ১২

ষড়্‌বিংশ অধ্যায় ।

(শ্রাদ্ধপর্ব্ব ।)

[প্রাপ্ত অনুস্মৃতি-বিদ্যা ও দিব্য দৃষ্টির দ্বারা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মহাভারত-যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাগণের সংখ্যা ও গতি বর্ণন এবং যুধিষ্ঠির আদেশে সকলের দাহ-সংস্কার ।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—গান্ধারী ! উঠ, উঠ । মনকে শোকে নিমজ্জিত করিও না । তোমারই অপরাধে কৌরবগণের বিনাশ হইয়াছে ॥ ১

তোমার পুত্র দুর্যোধন দুরাত্মা, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, অতিশয় অভিমানী, দুষ্কর্মকারী, নিষ্ঠুর, শত্রুতার প্রতিমূর্ত্তি এবং বৃদ্ধ জ্ঞানী পুরুষগণের আদেশ অমান্যকারী ছিল। তুমি তাহাকে অগ্রগামী নেতা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, উহা উত্তম কার্য্য বলিয়া তুমি মনে করিতেছ। নিজের কৃত দোষ কেন আমার উপর আরোপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ? ২-৩

যদি কোন মানুষ মৃত স্বজন, নষ্ট বস্তু অথবা অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক করিয়া থাকে, তবে সে এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখলাভ করে ; এইভাবে সে দুইটি অনর্থ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

ব্রাহ্মণী তপস্যার জন্য, গাভী ভারবহনের জন্য, অশ্বী তীব্র বেগে দৌড়াইবার জন্য; শূদ্রা সেবার জন্য, বৈশ্যকন্যা পশুপালন করিবার জন্য এবং তোমার ন্যায় রাজকুমারী যুদ্ধে সংগ্রাম করত মৃত্যুবরণ করিবার জন্য গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণের পুনরায় কথিত এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করত গান্ধারী নীরব হইয়া যাইলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় শোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ॥ ৬

সেই সময় ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন শোক ও মোহ রুদ্ধ করিয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি জীবিত সৈন্যগণের সংখ্যা জান। যদি মৃত সৈন্যগণের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছু জান, তবে আমাকে বল ॥ ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—রাজন্ ! এই যুদ্ধে এক অর্ব্বুদ, ছেষট্টি কোটি, বিশ হাজার যোদ্ধা নিহত হইয়াছে ॥ ৯

রাজেন্দ্র ! ইহার অতিরিক্ত চব্বিশ হাজার এক শত পঁয়ষট্টি জন বীর সৈন্য অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুরুষপ্রবর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ! তুমি ত' সর্ব্বজ্ঞ বলিয়াই আমার মনে হইতেছে ; অতএব তুমি ইহা বল যে, সেই নিহত সৈন্যগণ কোন গতি প্রাপ্ত হইয়াছে ? ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে সকল যোদ্ধা এই মহাসমরে অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত নিজের শরীরকে আহুতি দিয়াছেন, এই

যে ত্বহৃষ্টেন মনসা মর্ত্তব্যমিতি ভারত।
যুধ্যমানা হতাঃ সংখ্যে গন্ধর্বৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ॥ ১৩
যে চ সংগ্রামভূমিষ্ঠা যাচমানাঃ পরাঙ্মুখাঃ।
শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্তা গতাস্তে গুহ্যকান্ প্রতি ॥ ১৪
পাত্যমানাঃ পরৈর্যে তু হীয়মানা নিরায়ুধাঃ।
হ্রীনিষেবা মহাত্মানঃ পরানভিমুখা রণে ॥ ১৫
ছিদ্যমানাঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ ক্ষত্রধর্মপরায়ণাঃ।
গতাস্তে ব্রহ্মসদনং ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ১৬
যে তত্র নিহতা রাজন্নন্তরায়োধনং প্রতি।
যথাকথঞ্চিৎ পুরুষাস্তে গতাস্তূত্তরান্ কুরূন্ ॥ ১৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কেন জ্ঞানবলেনৈবং পুত্র পশ্যসি সিদ্ধবৎ।
তন্মে বদ মহাবাহো শ্রোতব্যং যদি বৈ ময়া ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নিদেশাদ্ ভবতঃ পূর্বং বনে বিচরতা ময়া।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সম্প্রাপ্তোঽয়মনুগ্রহঃ ॥ ১৯
দেবর্ষির্লোমশো দৃষ্টস্ততঃ প্রাপ্তোঽস্ম্যনুস্মৃতিম্।
দিব্যং চক্ষুরপি প্রাপ্তং জ্ঞানযোগেন বৈ পুরা ॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অনাথানাং জনানাঞ্চ সনাথানাঞ্চ ভারত।
কচ্চিৎ তেষাং শরীরাণি ধক্ষ্যসে বিধিপূর্বকম্ ॥ ২১
ন যেষামস্তি সংস্কর্তা ন চ যেঽত্রাহিতাগ্নয়ঃ।
বয়ঞ্চ কস্য কুর্য্যাম বহুত্বাৎ তাত কর্মণাম্ ॥ ২২
যান্ সুপর্ণাশ্চ গৃধ্রাশ্চ বিকর্ষন্তি যতস্ততঃ।
তেষাং তু কর্মণা লোকা ভবিষ্যন্তি যুধিষ্ঠির ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আদিদেশ সুধর্মাণং ধৌম্যং সূতঞ্চ সঞ্জয়ম্ ॥ ২৪

সব সত্যপরাক্রমী ও বীর যোদ্ধারা দেবরাজ ইন্দ্রের সমান লোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১২

ভারত! যাঁহারা অপ্রসন্ন মনে মরণের জন্য নিশ্চয় করত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইয়াছেন, তাঁহারা গন্ধর্ব্বগণের সহিত যাইয়া মিলিত হন্ ॥ ১৩

যাহারা রণাঙ্গনে অবস্থান করত প্রাণের প্রার্থনা করিতে করিতে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া গিয়াছিল; ইহাদের মধ্যে যাহারা অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়াছে, তাহারা গুহ্যলোকে গমন করিয়াছে ॥ ১৪

যে সব মহাত্মা যোদ্ধাকে শত্রুরা ভূপাতিত করিয়াছে, যাহাদের নিকট যুদ্ধ করিবার কোনই সাধন ছিল না, যাহারা অস্ত্রহীন ও এই অবস্থাতেও লজ্জাশীলতাবশতঃ নিরন্তর শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের দ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, এই সব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এ বিষয়ে আমার কোন অন্য বিচারবুদ্ধি নাই ॥ ১৫-১৬

রাজন্! ইহা ব্যতীত, যাহারা যুদ্ধের সীমার মধ্যে যে কোনরূপে নিহত হইয়া থাকে, তাহারা উত্তর কুরুদেশে জন্মধারণ করিবে ॥ ১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পুত্র! কোন্ জ্ঞানবলে তুমি সিদ্ধপুরুষের ন্যায় এইরূপ সব কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ? মহাবাহো! যদি আমাকে শুনান চলে, তবে উহা আমাকে বল ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে যখন আপনার অনুমতিতে আমি বনে বিচরণ করিতেছিলাম, তখন তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে এক মহাত্মার এইরূপে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই ॥ ১৯

তীর্থযাত্রার সময় দেবর্ষি লোমশের দর্শনলাভ হয়। তাঁহার নিকট হইতে আমি অনুস্মৃতি বিদ্যালাভ করিয়াছিলাম। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বে জ্ঞানযোগের প্রভাবে আমার দিব্যদৃষ্টিও লাভ হইয়াছিল ॥ ২০

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ভারত! এস্থানে যে সব অনাথ ও সনাথ যোদ্ধা নিহত হইয়াছে, তুমি কি তাহাদের সকলের দেহ বিধি অনুসারে দাহ সংস্কার করাইবে? ২১

যাহাদের সংস্কার করিবার কেহ নাই এবং যাহারা অগ্নিহোত্রী নহে, তাহাদেরও প্রেতকর্ম্ম করিতে হইবে। তাত! এখন বহুর অন্ত্যেষ্টি-কর্ম্ম আমাদের করণীয়, আমরা কোন কোন ব্যক্তির এই কার্য্য করিব? ২২

যুধিষ্ঠির! যাহাদের মৃতদেহ গরুড় ও শকুনিরা এদিক্ ওদিকে টানাটানি করিতেছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ-কর্ম্মের দ্বারাই শুভলোক লাভ হইবে ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, সুধর্ম্মা, ধৌম্য, সারথি সঞ্জয়, পরম বুদ্ধিমান্ বিদুর, কুরুবংশীয় যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সেবকগণ

বিদুরঞ্চ মহাবুদ্ধিং যুযুৎসুং চৈব কৌরবম্ ।
ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চৈব ভৃত্যান্ সূতাংশ্চ সর্বশঃ ॥ ২৫
ভবন্তঃ কারয়ন্ত্বেষাং প্রেতকার্য্যাণ্যশেষতঃ ।
যথা চানাথবৎ কিঞ্চিচ্ছরীরং ন বিনশ্যতি ॥২৬
শাসনাদ্ ধর্মরাজস্য ক্ষত্তা সূতশ্চ সঞ্জয়ঃ ।
সুধর্মা ধৌম্যসহিত ইন্দ্রসেনাদয়স্তথা ॥ ২৭
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানি তথা কালীয়কান্যুত ।
ঘৃতং তৈলঞ্চ গন্ধাংশ্চ ক্ষৌমাণি বসনানি চ ॥ ২৮
সমাহৃত্য মহার্হাণি দারুণাং চৈব সঞ্চয়ান্ ।
রথাংশ্চ মৃদিতাংস্তত্র নানাপ্রহরণানি চ ॥ ২৯
চিতাঃ কৃত্বা প্রযত্নেন যথামুখ্যান্ নরাধিপান্ ।
দাহয়ামাসুরব্যগ্রাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ৩০
দুর্যোধনঞ্চ রাজানং ভ্রাতৄংশ্চাস্য মহারথান্ ।
শল্যং শলঞ্চ রাজানং ভূরিশ্রবসমেব চ ॥ ৩১
জয়দ্রথঞ্চ রাজানমভিমন্যুঞ্চ ভারত
দৌঃশাসনিং লক্ষ্মণঞ্চ ধৃষ্টকেতুঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩২
বৃহন্তং সোমদত্তঞ্চ সৃঞ্জয়াংশ্চ শতাধিকান্ ।
রাজানং ক্ষেমধন্বানং বিরাট-দ্রুপদৌ তথা ॥৩৩
শিখণ্ডিনঞ্চ পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পার্ষতম্ ।
যুধামন্যুঞ্চ বিক্রান্তমুত্তমৌজসমেব চ ॥ ৩৪
কৌশল্যং দ্রৌপদেয়াংশ্চ শকুনিং চাপি সৌবলম্ ।
অচলং বৃষকং চৈব ভগদত্তঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩৫
কর্ণং বৈকর্তনং চৈব সহপুত্রমমর্ষণম্ ।
কেকয়াংশ্চ মহেষ্বাসাংস্ত্রিগর্তাংশ্চ মহারথান্ ॥ ৩৬
ঘটোৎকচং রাক্ষসেন্দ্রং বকভ্রাতরমেব চ ।
অলম্বুষং রাক্ষসেন্দ্রং জলসন্ধঞ্চ পার্থিবম্ ॥ ৩৭
এতাংশ্চান্যাংশ্চ সুবহূন্ পার্থিবাংশ্চ সহস্রশঃ ।
ঘৃতধারাহুতৈর্দীপ্তৈঃ পাবকৈঃ সমদাহয়ন্ ॥ ৩৮
পিতৃমেধাশ্চ কেষাঞ্চিৎ প্রাবর্তন্ত মহাত্মনাম্ ।
সামভিশ্চাপ্যগায়ন্ত তেঽন্বশোচন্ত চাপরৈঃ ॥ ৩৯
সাম্নামৃচাঞ্চ নাদেন স্ত্রীণাঞ্চ রুদিতস্বনৈঃ ।
কশ্মলং সর্বভূতানাং নিশায়াং সমপদ্যত ॥ ৪০
তে বিধূমাঃ প্রদীপ্তাশ্চ দীপ্যমানাশ্চ পাবকাঃ ।
নভসীবান্বদৃশ্যন্ত গ্রহাস্তম্বভ্রসংবৃতাঃ ॥ ৪১

ও সমস্ত সূতদিগকে এই আদেশ করিলেন—আপনারা সকলে ইহাদের প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন করান। এরূপ যেন না হয় যে, কাহারও মৃতদেহ অনাথের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪-২৬

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে বিদুর, সারথি সঞ্জয়, সুধর্ম্মা, ধৌম্য এবং ইন্দ্রসেনাদি সকলে চন্দন ও অগুরু কাষ্ঠসমূহ, কালীয়ক (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ), ঘৃত, তৈল, সুগন্ধিত পদার্থ এবং বহুমূল্য রেশমী বস্ত্রাদি বস্তুসকল একত্র করিলেন, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন, ভগ্ন রথ-সমূহ ও নানাবিধ অস্ত্রসকলও একত্রে সমবেত করিলেন। তাহার পর এই সব বস্তুসকলের দ্বারা যত্নপূর্ব্বক কয়েকটি চিতা নির্ম্মাণ করত জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ক্রমে সমস্ত রাজাদিগের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহারা শান্তভাবে দাহ-সংস্কার সম্পন্ন করাইলেন ॥২৭-৩০

রাজা দুর্য্যোধন, তাঁহার নিরানব্বই জন মহারথী বীর ভ্রাতা, রাজা, শল্য, ভূরিশ্রবা, রাজা জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসন-পুত্র, লক্ষ্মণ, রাজা ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, একশতেরও অধিক সৃঞ্জয় বীর, রাজা ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, পাঞ্চালবংশীয় দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, পরাক্রমী উত্তমৌজা, কোশলরাজ বৃহদ্বল, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সুবলসুত শকুনি, অচল, বৃষক, রাজা ভগদত্ত, পুত্রগণের সহিত অমর্ষশীল সূর্য্যনন্দন কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চ কেকয় রাজকুমার, মহারথী ত্রিগর্ত্ত, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, বকের ভ্রাতা রাক্ষসপ্রধান অলম্বুষ এবং রাজা জলসন্ধ - ইঁহাদিগকে ও অন্য বহু-সংখ্যক সহস্র সহস্র ভূপতিগণকে ঘৃতধারায় প্রজ্বলিত অগ্নি-সকলের দ্বারা তাঁহারা দাহ কার্য্য করাইলেন ॥ ৩১-৩৮

বহু মহাত্মা বীরের জন্য পিতৃমেধ (শ্রাদ্ধকর্ম্ম) আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছু লোক সেখানে সামগান করিলেন এবং বহু মনুষ্য সেখানে মৃত বিভিন্ন জনগণের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন ॥ ৩৯

সামবেদীয় মন্ত্র এবং ঋক্‌মন্ত্রসকলের শব্দ ও স্ত্রীগণের রোদন ধ্বনিতে সেখানে রাত্রিকালে সকল প্রাণীরই অতিশয় মনোবেদনা উপস্থিত হইল ॥ ৪০

এই সময় অল্প ধূমযুক্ত. প্রজ্বলিত এবং দীপ্যমান চিতার অগ্নি-সকল আকাশে সূক্ষ্ম মেঘে আবৃত গ্রহগণের ন্যায় দেখাইতেছিল ॥

ইহার পর সেস্থানে অনেক দেশ হইতে আগত যে সব অনাথ মনুষ্য নিহত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের মৃতদেহ আনাইয়া সহস্র

যে চাপ্যনাথাস্তত্রাসন্ নানাদেশসমাগতাঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ সমানায্য রাশীন্ কৃত্বা সহস্রশঃ॥ ৪২
চিত্বা দারুভিরব্যগ্রৈঃ প্রভূতৈঃ স্নেহপাচিতৈঃ।
দাহয়ামাস তান্ সর্বান্ বিদুরো রাজশাসনাৎ ৪৩
কারয়িত্বা ক্রিয়াস্তেষাং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।

সহস্র রাশির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ঘৃত ও তৈলে পরিপ্লুত বহু কাষ্ঠের দ্বারা স্থিরচিত্ত লোকসকলের সাহায্যে চিতা নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাদের সকলকে বিদুর রাজার আদেশে দগ্ধ করাইলেন॥৪১-৪৩

ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য গঙ্গামভিমুখোঽগমৎ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি শ্রাদ্ধপর্বণি কুরূণামৌর্ধ্বদেহিকে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬

এইভাবে তাঁহাদের সকলের দাহকার্য্য সকল সমাধা করাইয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত গঙ্গার দিকে গমন করিলেন॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত শ্রাদ্ধপর্ব্বে কৌরবগণের ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কারবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥

[সর্ব্বৈঃ স্ত্রী-পুরুষৈর্নিহতেভ্যঃ স্বজনেভ্যো জলাঞ্জলিদানম্, কুন্তীদেব্যা স্বীয়-গর্ভতঃ কর্ণস্য জন্মরহস্যকথনম্ কর্ণার্থং শোচয়তা যুধিষ্ঠিরেণ তস্য প্রেতকার্য্যসমাপনম্, "কিমপি রহস্যং মনসি ন তিষ্ঠেদিতি" স্ত্রীভ্যো যুধিষ্ঠির-স্যাভিশাপদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে সমাসাদ্য গঙ্গাং তু শিবাং পুণ্যজলোচিতাম্।
হ্রদিনীঞ্চ প্রসন্নাঞ্চ মহারূপাং মহাবনাম্॥ ১
ভূষণান্যুত্তরীয়াণি বেষ্টনান্যবমুচ্য চ।
ততঃ পিতৄণাং ভ্রাতৄণাং পৌত্রাণাং স্বজনস্য চ॥২
পুত্রাণামার্য্যকাণাঞ্চ পতীনাঞ্চ কুরুস্ত্রিয়ঃ।
উদকং চক্রিরে সর্বা রুদত্যো ভৃশদুঃখিতাঃ॥ ৩
সুহৃদাং চাপি ধর্মজ্ঞাঃ প্রচক্রুঃ সলিলক্রিয়াঃ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[সমস্ত স্ত্রী-পুরুষগণের নিহত নিজ নিজ স্বজনবৃন্দের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলিদান, স্বীয় গর্ভ হইতে কর্ণের জন্মরহস্য কুন্তীদেবী কর্ত্তৃক বর্ণন, কর্ণের জন্য শোক করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের দ্বারা তাঁহার প্রেতকার্য্যসমাপন এবং স্ত্রীগণের মনে 'কোন গোপন বিষয় আর গুপ্ত থাকিবে না' যুধিষ্ঠিরের এই অভিশাপ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই যুধিষ্ঠিরাদি সকলে কল্যাণময়ী, পুণ্যসলিলা, বহুজলকুণ্ডে সুশোভিতা, বিশাল রূপধারিণী এবং তীরপ্রদেশে মহাবনসকলে বিভূষিতা গঙ্গা-নদীর তীরে আসিয়া নিজেদের সমস্ত আভরণ, উত্তরীয় ও বেষ্টনী প্রভৃতি উন্মুক্ত করিলেন এবং পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্বজনগণ এবং আর্য্য বীরবৃন্দের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন॥ ১-৩

উদকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং বীরপত্নিভিঃ॥ ৪
সুপতীর্থা ভবদ্‌গঙ্গা ভূয়ো বিপ্রসসার চ।
তন্মহোদধিসঙ্কাশং নিরানন্দমনুৎসবম্॥ ৫
বীরপত্নীভিরাকীর্ণং গঙ্গাতীরমশোভত।
ততঃ কুন্তী মহারাজ সহসা শোককর্শিতা॥ ৬
রুদতী মন্দয়া বাচা পুত্রান্ বচনমব্রবীৎ।
যঃ স বীরো মহেষ্বাসো রথযূথপযূথপঃ॥ ৭

ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ নিজেদের হিতৈষী সুহৃদ্‌বর্গের উদ্দেশ্যেও জলদান কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বীর যোদ্ধাদের পত্নীগণ যখন বীরবৃন্দের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলিদান করিতে যাইতেছিলেন, তখন গঙ্গার জলে নামিবার জন্য অতিশয় সুন্দর এক পথ নির্ম্মিত হইল এবং গঙ্গার পরিধিও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল॥ ৪২

মহাসাগরসদৃশ বিশাল এই গঙ্গাতীর আনন্দ ও উৎসবহীন হইলেও সেই বীরপত্নীগণের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়ায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৫২

মহারাজ! তদনন্তর কুন্তীদেবী সহসা শোকে কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে ধীরে ধীরে স্বীয় পুত্রগণকে বলিলেন॥ ৬২

পাণ্ডবগণ! যে মহাধনুর্দ্ধর বীর রথযূথপতিগণেরও যূথপতি এবং বীরোচিত শুভলক্ষণসমূহে সম্পন্ন ছিল, যাহাকে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত করিয়াছে, যাহাকে তোমরা সূতপুত্র ও রাধাপুত্র

অর্জুনেন জিতঃ সংখ্যে বীরলক্ষণলক্ষিতঃ।
যঃ সূতপুত্রং মন্যধ্বং রাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ ॥ ৮
যো ব্যরাজচ্চ ভূমধ্যে দিবাকর ইব প্রভুঃ।
প্রত্যযুধ্যত বঃ সর্বান্ পুরা যঃ সপদানুগান্ ॥ ৯
দুর্য্যোধনবলং সর্বং যঃ প্রকর্ষন্ ব্যরোচত।
যস্য নাস্তি সমো বীর্য্যে পৃথিব্যামপি পার্থিবঃ ॥ ১০
যোঽবৃণীত যশঃ শূরঃ প্রাণৈরপি সদা ভুবি।
কর্ণস্য সত্যসন্ধস্য সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ ॥ ১১
কুরুধ্বমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্মণঃ।
স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্করান্ময্যজায়ত ॥ ১২
কুণ্ডলী কবচী শূরো দিবাকরসমপ্রভঃ।
শ্রুত্বা তু পাণ্ডবাঃ সর্বে মাতুর্বচনমপ্রিয়ম্ ॥ ১৩
কর্ণমেবানুশোচন্তো ভূয়ঃ ক্লান্ততরাভবন্।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪
উবাচ মাতরং বীরো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ।
যঃ শরোর্মিধ্বজাবর্তো মহাভুজমহাগ্রহঃ ॥ ১৫
তলশব্দানুনদিতো মহারথমহাহ্রদঃ।
যস্যেষুপাতমাসাদ্য নান্যস্তিষ্ঠেদ্ ধনঞ্জয়াৎ ॥ ১৬
কথং পুত্রো ভবত্যাঃ স দেবগর্ভঃ পুরাভবৎ।
যস্য বাহুপ্রতাপেন তাপিতাঃ সর্বতো বয়ম্ ॥ ১৭
তমগ্নিমিব বস্ত্রেণ কথং ছাদিতবত্যসি।
যস্য বাহুবলং নিত্যং ধার্তরাষ্ট্রৈরুপাসিতম্ ॥ ১৮
উপাসিতং যথাস্মাভির্বলং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
ভূমিপানাঞ্চ সর্বেষাং বলং বলবতাং বরঃ ॥ ১৯
নান্যঃ কুন্তীসুতাৎ কর্ণাদগৃহ্ণাদ্ রথিনাং রথী।
স নঃ প্রথমজো ভ্রাতা সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ২০
অসূত তং ভবত্যগ্রে কথমদ্ভুতবিক্রমম্।
অহো ভবত্যা মন্ত্রস্য গূহনেন বয়ং হতাঃ ॥ ২১

বলিয়া জান, যে সৈন্যদের মধ্যভাগে ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইত, যে পূর্ব্বে সেবকগণের সহিত তোমাদের উত্তমরূপে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করিয়াছে, দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে যে নিজের পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অতিশয় শোভা পাইত, বল ও পরাক্রমে যাহার সদৃশ ভূতলে অপর কেহই ছিল না, যে বীরবর নিজের প্রাণের পণ রাখিয়াও ভূমণ্ডলে সর্ব্বদা যশ উপার্জ্জন করিয়াছে, সংগ্রামে যে কখনও পশ্চাদপসরণ করে নাই এবং অনায়াসে মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ কর্ণ তোমাদের ভ্রাতা। তোমরা তাহার উদ্দেশ্যে জলদান কর। এই কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান্ সূর্য্যের অংশে এই বীর আমারই গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল। জন্মের সহিতই এই বীরবরের শরীরে কবচ ও কুণ্ডল শোভা পাইতেছিল। এই কর্ণ সূর্য্যেরই ন্যায় তেজস্বী ছিল ॥ ৭-১২॥

মাতার এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত পাণ্ডবগণ কর্ণের জন্য বারংবার শোক প্রকাশ করিতে করিতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩॥

তদনন্তর পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সর্পের ন্যায় দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে স্বীয় মাতাকে বলিলেন ॥ ১৪॥

মাতঃ! যিনি মুখ্য মুখ্য মহারথী যোদ্ধাগণকে নিমজ্জিত করিতে অতিশয় গভীর জলাশয়সদৃশ ছিলেন, বাণ সেই জলাশয়ের তরঙ্গ, ধ্বজ আবর্ত্ত, বড় বড় হস্ত বিরাট হিংস্র জলজন্তু এবং হস্ততলের শব্দই গম্ভীর গর্জ্জন ছিল, যাঁহার বাণপতনের সীমামধ্যে আসিয়া অর্জ্জুন ব্যতীত অপর কোন বীরই যুদ্ধে থাকিতে পারিত না, সেই সূর্য্যনন্দন তেজস্বী কর্ণ পূর্ব্বে আপনার গর্ভে কিরূপে আসিয়াছিলেন? ১৫-১৬॥

যাঁহার বাহুর প্রতাপে আমরা সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইতাম, বস্ত্রে আবৃত অগ্নির তুল্য আপনি তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত কেন গোপন করিয়াছেন? ১৭॥

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সদা ইঁহারই বাহুবলের আশ্রয় করত এইভাবে অবস্থান করিত, যেরূপ আমরা গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের বলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৮॥

কুন্তীপুত্র কর্ণ ব্যতীত অপর কোন রথী বীর এরূপ অতিশয় বলবান্ ছিলেন না, যিনি সমস্ত রাজগণের সৈন্যদিগকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন ॥ ১৯॥

এই সমস্ত অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ কি সত্যই আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি পূর্ব্বে এই অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীরকে কিভাবে প্রসব করিয়াছিলেন? ২০॥

অহো! আপনি এই গূঢ় রহস্যকে গোপন করিয়া আমাদিগকেই নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কর্ণের মৃত্যুতে ভ্রাতৃগণসহিত আমরা অতিশয় পীড়া অনুভব করিতেছি ॥ ২১॥

নিধনেন হি কর্ণস্য পীড়িতাস্ত সবান্ধবাঃ।
অভিমন্যোর্বিনাশেন দ্রৌপদেয়বধেন চ ॥ ২২
পাঞ্চালানাং বিনাশেন কুরূণাং পতনেন চ।
ততঃ শতগুণং দুঃখমিদং মামস্পৃশদ্ ভৃশম্ ॥ ২৩
কর্ণমেবানুশোচামি দহ্যাম্যগ্নাবিবাহিতঃ।
নেহ স্ম কিঞ্চিদপ্রাপ্যং ভবেদপি দিবি স্থিতম্ ॥ ২৪
ন চেদং বৈশসং ঘোরং কৌরবান্তকরং ভবেৎ।
এবং বিলপ্য বহুলং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৫
ব্যরুদচ্ছনকৈ রাজংশ্চকারাস্যোদকং প্রভুঃ ॥
ততো বিনেদুঃ সহসা স্ত্রিয়স্তাঃ খলু সর্বশঃ ॥ ২৬
অভিতো যাঃ স্থিতাস্তত্র তস্মিন্নুদককর্মণি।
তত আনায়য়ামাস কর্ণস্য সপরিচ্ছদাঃ ॥ ২৭
স্ত্রিয়ঃ কুরুপতির্ধীমান্ ভ্রাতুঃ প্রেম্ণা যুধিষ্ঠিরঃ।
স তাভিঃ সহ ধর্মাত্মা প্রেতকৃত্যমনন্তরম্ ॥ ২৮
চকার বিধিবদ্ ধীমান্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
পাপেনাসৌ ময়া শ্রেষ্ঠো ভ্রাতা জ্ঞাতির্নিপাতিতঃ।
অতো মনসি যদ্ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা স তু গঙ্গায়া উত্ততারাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈর্গঙ্গাতীরমুপেয়িবান্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং স্ত্রীপর্বণি শ্রাদ্ধপর্বণি কর্ণগূঢ়জত্বকথনে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং পাঞ্চালদের বিনাশে ও কুরুকুলের এই পতনে আমরা যেরূপ দুঃখলাভ করিয়াছিলাম, উহা হইতেও শতগুণ অধিক দুঃখ এই সময় আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে ॥ ২২-২৩

এখন ত' আমি কেবল কর্ণেরই জন্য শোক করিতেছি এবং সেইভাবে দগ্ধ হইতেছি, যেন আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যেই রাখা হইয়াছে। যদি পূর্ব্বে আমি এই কথা জানিতে পারিতাম, তবে এই কর্ণকে লাভ করিয়া আমাদের পক্ষে এই জগতে কোন স্বর্গীয় বস্তুও অলভ্য হইত না এবং কুরুকুলের ধ্বংসকর এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামও আরম্ভ হইত না ॥ ২৪॥

রাজন্! এইভাবে বহু বিলাপ করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন করিতে করিতেই তিনি ধীরে ধীরে কর্ণের উদ্দেশ্যে জলদান করিলেন। এই সব শ্রবণ করত সেখানে একত্রিত সমস্ত স্ত্রীগণ, যাঁহারা জলাঞ্জলি দান করিবার জন্য চারিদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬॥

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃপ্রেমে কর্ণের স্ত্রীগণকে পরিকরসহ আহ্বান করিয়া আনাইলেন এবং তাঁহাদের সকলের সহিত অবস্থান করত সেই ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিধি অনুসারে কর্ণের প্রেত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ২৭-২৮॥

তদনন্তর তিনি বলিলেন,—পাপী আমি এই রহস্য না জানিয়া নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করত ভূপাতিত করিয়াছি, অতএব আজ হইতে স্ত্রীগণের মনে কোন কথাই গোপন থাকিবে না ॥ ২৯

এই কথা বলিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বান্তর্গত শ্রাদ্ধপর্ব্বে কর্ণের জন্মের গূঢ় রহস্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

স্ত্রীপর্ব্ব সম্পূর্ণম্

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিপঞ্চকম্।

কৃষ্ণায় নম ঈশায় বেধসে পরমাত্মনে।
রাধানাথায় নাথায় বৃন্দাবনবিলাসিনে ॥ ১
দীনবন্ধো জগন্নাথ মাধব করুণাময়।
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাণাং কারণ পরমেশ্বর ॥ ২
মায়াধীশ মহাশক্তিধর ত্রৈলোক্য-মোহন
বিশ্বম্ভর গুণাতীত নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ৩
নির্গুণায় মহেশায় সর্ব্বদুঃখবিনাশিনে।
সত্যায় সত্যরূপায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৪
নমো নিত্যায় শুদ্ধায় বরায় বনমালিনে।
বেদবেদ্যায় ধর্ম্মায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসরচিতং

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্ব

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতম্

সূচীপত্র

স্ত্রীপর্ব্ব

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৭।৩।৬৬

অম্বুবাচী

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই যুগে যুগে আমায় দেহ ধারণ ক'রতে হয়। ধর্ম্মরাজ যম আমার ভাগবত ধর্ম্মের অন্যতম জ্ঞাতা।

আমি যখন গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য গুরুপুত্রকে আনতে যমালয়ে যাই, তখন যম আমার ভক্তি সহকারে মহতীপূজা ক'রে বলেছিল—হে বিষ্ণো! লীলামানুষ বিগ্রহ আপনাদের আমি কি ক'র্‌বো? তখন বলি আপনার কর্ম্ম নিবন্ধন আমায় গুরুপুত্রকে এখানে এনেছো, হে মহারাজ! গুরুপুত্রকে আনয়ন কর। যম আমার আজ্ঞা পালন করে। যমরাজ কোনদিন পাশহস্ত দূতের প্রতি কানে কানে বলে—হে দূত! মধুসূদনের শরণাগত ব্যক্তিগণকে তুমি পরিত্যাগ ক'রো, আমি অন্য লোকের প্রভু ইহা সত্য কিন্তু বৈষ্ণবের নহে। আমি দেবগণ-পূজিত প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক লোকহিত নিযুক্ত হ'য়ে যম নামে খ্যাত হ'য়েছি কিন্তু আমি স্বাধীন নই। পরমগুরু শ্রীহরির বশতাপন্ন কেবল বিষ্ণুই আমাকে দমন ক'র্‌তে

১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠমাস, ১৩৮০]　　　　[দ্বাদশসংখ্যা —স্নান যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তি

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ　　　শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ　　　শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা　　　প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২·৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫·০০

শ্রীমহাভারতম্

শান্তিপর্ব

(রাজধর্মানুশাসনপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরসমীপে নারদাদি-মহর্ষীণাং শুভাগমনম্, কর্ণেন সহ স্বসম্বন্ধং বদতো যুধিষ্ঠিরস্য কর্ণস্য শাপবৃত্তান্তজিজ্ঞাসা চ ।]

(নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥)

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ ॥ ১

তত্র তে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ ।
শৌচং নিবর্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ ॥ ২

কৃতোদকং তু রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
তেংভিজগ্মুর্মহাত্মানঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ ॥ ৩

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ দেবলশ্চ মহানৃষিঃ ।
দেবস্থানশ্চ কণ্বশ্চ তেষাং শিষ্যাশ্চ সত্তমাঃ ॥ ৪

অন্যে চ বেদবিদ্বাংসঃ কৃতপ্রজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ।
গৃহস্থাঃ স্নাতকাঃ সন্তো দদৃশুঃ কুরুসত্তমম্ ॥ ৫

তেঽভিগম্য মহাত্মানঃ পূজিতাশ্চ যথাবিধি ।
আসনেষু মহার্হেষু বিবিশুস্তে মহর্ষয়ঃ ॥ ৬

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং তৎকালসদৃশীং তদা ।
পর্য্যুপাসন্ যথান্যায়ং পরিবার্য্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৭

পুণ্যে ভাগীরথীতীরে শোকব্যাকুলচেতসম্ ।
আশ্বাসয়ন্তো রাজানং বিপ্রাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৮

নারদস্ত্বব্রবীৎ কালে ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
সম্ভাষ্য মুনিভিঃ সার্ধং কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদিভিঃ ॥ ৯

ভবতা বাহুবীর্য্যেণ প্রসাদান্মাধবস্য চ ।
জিতেয়মবনিঃ কৃৎস্না ধর্মেণ চ যুধিষ্ঠির ॥ ১০

দিষ্ট্যা মুক্তস্তু সংগ্রামাদস্মাল্লোকভয়ঙ্করাৎ ।
ক্ষত্রধর্মরতশ্চাপি কচ্চিন্মোদসি পাণ্ডব ॥ ১

শান্তিপর্ব্ব ।

(রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্ব ।)

প্রথম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদাদি মহর্ষিগণের শুভাগমন এবং কর্ণের সহিত নিজের সম্বন্ধের কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক কর্ণের শাপবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা ।]

(অন্তর্য্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্যসখা) নরস্বরূপ নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন, (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার প্রধান সহকারিণী) দেবী দুর্গা, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) সরস্বতী এবং (শ্রীকৃষ্ণের লীলাসঙ্কলনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়গ্রন্থ মহাভারতাদি পাঠ করিবে ।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! পাণ্ডুনন্দনগণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও ভরতবংশের সমস্ত স্ত্রীবৃন্দ—ইঁহারা সকলে গঙ্গায় নিজ নিজ সুহৃদ্বর্গের জন্য তর্পণ করিলেন ॥ ১

তদনন্তর মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ আত্মশুদ্ধিসম্পাদন করিবার ইচ্ছায় একমাস পর্য্যন্ত সেস্থানে (গঙ্গাতীরেই) নগরের বাহিরে বাস করিলেন ॥ ২

মৃতদিগের উদ্দেশ্যে তর্পণ করত উপবিষ্ট ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা উপস্থিত হইলেন ॥ ৩

দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, নারদ, মহর্ষি দেবল, দেবস্থান, কণ্ব এবং ইঁহাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্যগণও সেস্থানে আসিলেন ॥ ৪

আরও অনেক বেদজ্ঞ ও পবিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ এবং স্নাতক সাধুপুরুষগণও সেস্থানে আসিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিত হইলেন ॥ ৫

এই সব মহাত্মা মহর্ষিগণ সেখানে আগমন করত বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক প্রদত্ত বহুমূল্য আসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৬

সেই সময়োপযোগী যথাযোগ্য পূজা গ্রহণ করত এই শত শত ও সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি ভাগীরথীর পুণ্যতীরে শোকে ব্যাকুলচিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বদিকে আবৃত করিয়া আশ্বাসনপ্রদান করিতে করিতে যথাযথভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭-৮

সেই সময় কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদি মুনিগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে নারদ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ৯

মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি স্বীয় বাহুবল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও ধর্ম্মের প্রভাবে এই সম্পূর্ণা পৃথিবী জয় করিয়াছ ॥ ১০

পাণ্ডুনন্দন! সৌভাগ্যের কথা এই যে, সম্পূর্ণ জগৎকে

কচ্চিচ্চ নিহতামিত্রঃ প্রীণাসি সুহৃদো নৃপ।
কচ্চিচ্ছ্রিয়মিমাং প্রাপ্য ন ত্বাং শোকঃ প্রবাধতে ॥১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিজিতেয়ং মহী কৃৎস্না কৃষ্ণবাহুবলাশ্রয়াৎ।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ভীমার্জ্জুনবলেন চ॥ ১৩
ইদং মম মহদ্ দুঃখং বর্ততে হৃদি নিত্যদা।
কৃত্বা জ্ঞাতিক্ষয়মিমং মহান্তং লোভকারিতম্॥ ১৪
সৌভদ্রং দ্রৌপদেয়াশ্চ ঘাতয়িত্বা সুতান্ প্রিয়ান্।
জয়োঽয়মজয়াকারো ভগবন্ প্রতিভাতি মে॥ ১৫
কিং নু বক্ষ্যতি বার্ষ্ণেয়ী বধূর্মে মধুসূদনম্।
দ্বারকাবাসিনী কৃষ্ণমিতঃ প্রতিগতং হরিম্॥ ১৬
দ্রৌপদী হতপুত্রেয়ং কৃপণা হতবান্ধবা।
অস্মৎপ্রিয়হিতে যুক্তা ভূয়ঃ পীড়য়তীব মাম্॥ ১৭
ইদমন্যৎ তু ভগবন্ যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি নারদ।
মন্ত্রসংবরণেনাস্মি কুন্ত্যা দুঃখেন যোজিতঃ॥ ১৮
যঃ স নাগাযুতবলো লোকেঽপ্রতিরথো রণে।
সিংহখেলগতির্ধীমান্ ঘৃণীদানা যতব্রতঃ॥ ১৯
আশ্রয়ো ধার্তরাষ্ট্রাণাং মানী তীক্ষ্ণপরাক্রমঃ।
অমর্ষী নিত্যসংরম্ভী ক্ষেপ্তাস্মাকং রণে রণে॥ ২০
শীঘ্রাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ কৃতী চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
গূঢ়োৎপন্নঃ সুতঃ কুন্ত্যা ভ্রাতাস্মাকমসৌ কিল॥ ২১
তোয়কর্মণি তং কুন্তী কথয়ামাস সূর্যজম্।
পুত্রং সর্বগুণোপেতমবকীর্ণং জলে পুরা॥ ২২
মঞ্জুষায়াং সমাধায় গঙ্গাস্রোতস্যমজ্জয়ৎ।
যং সূতপুত্রং লোকোঽয়ং রাধেয়ং চাভ্যমন্যত॥ ২৩

ভীতকারী এই সংগ্রাম হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াছ। এখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পালনে তৎপর থাকিয়া তুমি আনন্দলাভ করিতেছ ত'? ১১

হে নৃপ! তোমার শত্রুরা ত' নিহত হইয়াছে। এখন তুমি নিজের সুহৃদ্‌বর্গকে প্রীত করিতেছ ত'? এই রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া তোমাকে কোন শোক পীড়িত করিতেছে না ত'? ১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ করায়, ব্রাহ্মণগণের কৃপালাভ করায় এবং ভীমসেন ও অর্জ্জুনের দ্বারা এই সমগ্রা পৃথিবী জয়লাভ করিয়াছি॥ ১৩

কিন্তু আমার হৃদয়ে নিরন্তর এই মহাদুঃখ রহিয়াছে যে, আমি লোভবশতঃ নিজের জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধবগণকে সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করিয়াছি॥ ১৪

ভগবন্! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর প্রিয় পুত্রদিগকে সংহার করাইয়া প্রাপ্ত এই জয়লাভও আমার নিকট পরাজয় বলিয়াই মনে হইতেছে॥ ১৫

বৃষ্ণিকুলের কন্যা আমার ভ্রাতৃবধূ সুভদ্রা এখন দ্বারকায় রহিয়াছে। যখন মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ এস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত দ্বারকায় যাইবেন, তখন ইঁহাকে সুভদ্রা ও দ্বারকাবাসিনী অন্যান্য রমণীগণ কি বলিবেন? ১৬

এই দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণা নিজের পুত্রগণ বিনষ্ট হওয়ায় অতিশয় শোকে কাতরা হইয়া গিয়াছে। এই কৃষ্ণার বন্ধু-বান্ধবগণও নিহত হইয়াছে। সে সর্ব্বদা আমাদের প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিরতা আছে। আমি যখন যখনই ইঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তখনই আমার মনে অধিক হইতেও অধিক পীড়া হইতে থাকে॥ ১৭

ভগবন্ নারদ! আমি এখন আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা আরও দুঃখদায়ক। আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্মরহস্যের বিষয় গোপন রাখিয়া আমাকে আরও দুঃখান্বিত করিয়াছেন॥১৮

যাঁহার মধ্যে দশ হাজার হস্তীর বল ছিল, জগতে যাঁহার তুল্য আর অপর কোন মহারথী যোদ্ধা ছিলেন না, যিনি রণাঙ্গনে সিংহের ন্যায় ক্রীড়া করিতে করিতেই বিচরণ করিতেন, যিনি বুদ্ধিমান্, দয়ালু, দাতা, সংযমসংস্কারে ব্রতপালনকারী, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের আশ্রয়দাতা, অভিমানী, তীব্রপরাক্রমী, অমর্ষশীল, সর্ব্বদা রোষাবিষ্ট ও প্রত্যেক যুদ্ধেই আমাদের উপর অস্ত্র ও বাণপ্রহারকারী ছিলেন, যিনি বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে জানিতেন, যিনি অতিদ্রুত অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন, ধনুর্ব্বেদে বিশেষজ্ঞ ও অদ্ভুত পরাক্রমশালী সেই কর্ণ গুপ্তভাবে উৎপন্ন হইয়া কুন্তীর পুত্র এবং আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, এই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে॥ ১৯-২১

জলদান করিবার সময় স্বয়ং মাতা কুন্তীদেবী এই রহস্য বলিয়াছেন যে, কর্ণ ভগবান্ সূর্য্যের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমারই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিল। ইহাকে আমি পূর্ব্বে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম॥ ২২

আমার মাতা কুন্তীদেবী কর্ণের জন্মের পর তাঁহাকে একটি পেটিকার মধ্যে রাখিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

স জ্যেষ্ঠপুত্রঃ কুন্ত্যা বৈ ভ্রাতাস্মাকঞ্চ মাতৃজঃ।
অজানতা ময়া ভ্রাত্রা রাজ্যলুব্ধেন ঘাতিতঃ॥ ২৪
তন্মে দহতি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।
ন হি তং বেদ পার্থোঽপি ভ্রাতরং শ্বেতবাহনঃ॥ ২৫
নাহং ন ভীমো ন যমৌ স ত্বস্মান্ বেদ সুব্রতঃ।
গতা কিল পৃথা তস্য সকাশমিতি নঃ শ্রুতম্॥ ২৬
অস্মাকং শমকামা বৈ ত্বঞ্চ পুত্রো মমেত্যথ।
পৃথায়া ন কৃতঃ কামস্তেন চাপি মহাত্মনা॥ ২৭
অপি পশ্চাদিদং মাতর্য্যবোচদিতি নঃ শ্রুতম্।
ন হি শক্ষ্যাম্যহং ত্যক্তুং নৃপং দুর্য্যোধনং রণে॥ ২৮
অনার্য্যত্বং নৃশংসত্বং কৃতঘ্নত্বঞ্চ মে ভবেৎ।
যুধিষ্ঠিরেণ সন্ধিং হি যদি কুর্য্যাং মতে তব॥ ২৯
ভীতো রণে শ্বেতবাহাদিতি মাং মংস্যতে জনঃ।

যাহাকে আজ সারা জগৎ অধিরথপুত্র ও রাধাসুত বলিয়া জানিত, তিনি কুন্তীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও আমাদের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন॥ ২৩½

আমি ইহা না জানিয়াই রাজ্যের লোভবশতঃ ভ্রাতা অর্জুনের দ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়াছি। এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমার অঙ্গ সেইভাবে দগ্ধ হইতেছে, যেরূপ তূলারাশিকে অগ্নি দগ্ধ করিয়া থাকে॥ ২৪½

কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন অর্জুনও তাঁহাকে ভ্রাতৃরূপে জানিত না। আমার, ভীমসেনের এবং নকুল-সহদেবেরও ইহা জানা ছিল না। কিন্তু উত্তম ব্রতপালনকারী কর্ণ আমাদের ভ্রাতৃরূপে জানিতেন॥ ২৫½

শুনিলাম যে, আমার মাতা কুন্তীদেবী আমাদের সহিত সন্ধি করাইবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার পুত্র। কিন্তু মহাত্মা কর্ণ মাতা কুন্তীদেবীর সেই ইচ্ছা পূর্ণ করেন নাই॥ ২৬-২৭

আমরা ইহা আরও শুনিয়াছি যে, তিনি পরে মাতা কুন্তীদেবীকে এই উত্তর দিয়াছিলেন—আমি যুদ্ধের সময় রাজা দুর্য্যোধনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিব না; কারণ, ইহাতে আমার ক্রূরতা ও কৃতঘ্নতা প্রকাশ পাইবে॥ ২৮½

যদি তোমার মতানুসারে আমি এই সময় যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করি, তবে সকল লোকে মনে করিবে যে কর্ণ যুদ্ধে অর্জুন হইতে ভীত হইয়াছে॥ ২৯½

সোঽহং নির্জিত্য সমরে বিজয়ং সহকেশবম্॥ ৩০
সন্ধাস্যে ধর্মপুত্রেণ পশ্চাদিতি চ সোঽব্রবীৎ।
তমুবাচ কিল পৃথা পুনঃ পৃথুলবক্ষসম্॥ ৩১
চতুর্ণামভয়ং দেহি কামং যুধ্যস্ব ফাল্গুনম্।
সোঽব্রবীন্মাতরং ধীমান্ বেপমানাং কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৩২
প্রাপ্তান্ বিষহ্যাংশ্চতুরো ন হনিষ্যামি তে সুতান্।
পঞ্চৈব হি সুতা দেবি ভবিষ্যন্তি তব ধ্রুবাঃ॥ ৩৩
সার্জুনা বা হতে কর্ণে সকর্ণা বা হতেঽর্জুনে।
তং পুত্রগৃদ্ধিনী ভূয়ো মাতা পুত্রমথাব্রবীৎ॥ ৩৪
ভ্রাতৃণাং স্বস্তি কুর্বীথা যেষাং স্বস্তি চিকীর্ষসি।
এবমুক্ত্বা কিল পৃথা বিসৃজ্যোপযযৌ গৃহান্॥ ৩৫
সোঽর্জুনেন হতো বীরো ভ্রাত্রা ভ্রাতা সহোদরঃ।
ন চৈব বিবৃতো মন্ত্রঃ পৃথায়াস্তস্য বা বিভো॥ ৩৬

অতএব আমি প্রথমে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুনকে পরাজিত করিয়া পরে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি করিব,—এই কথা তিনি বলিয়াছিলেন॥ ৩০½

তখন কুন্তীদেবী বিশালবক্ষা কর্ণকে পুনরায় বলিলেন,—পুত্র! তুমি ইচ্ছানুসারে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ কর, কিন্তু অন্য চারি ভ্রাতাকে অভয়দান কর॥ ৩১½

এই কথা বলিয়া মাতা কুন্তীদেবী কাঁপিতে লাগিলেন। তখন বুদ্ধিমান্ কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতাকে বলিলেন,—দেবি! তোমার চারপুত্র যদি আমার বশীভূত হয়, তবে তাহাদিগকে বধ করিব না। তোমার পাঁচপুত্র নিশ্চিতরূপে বর্ত্তমান থাকিবে। যদি কর্ণ নিহত হয়, তবে অর্জুনসহ তোমার পাঁচ পুত্র থাকিবে; আর যদি অর্জুন নিহত হয়, তবে কর্ণসহ তোমার পাঁচপুত্র বিদ্যমান থাকিবে॥ ৩২-৩৩½

তখন পুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাতা কুন্তীদেবী পুনরায় নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! তুমি যে চারি ভ্রাতার কল্যাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, উহাদের অবশ্যই তুমি কল্যাণ করিও। এই কথা বলিয়া মাতা কর্ণকে পরিত্যাগ করত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৩৪-৩৫

এই বীর সহোদর ভ্রাতা কর্ণকে ভ্রাতা অর্জুন বিনাশ করিয়াছে। প্রভো! এই গুপ্ত রহস্য মাতা কুন্তীদেবীও প্রকাশ করেন নাই এবং কর্ণও প্রকাশ করেন নাই॥ ৩৬

অথ শূরো মহেষ্বাসঃ পার্থেনাজৌ নিপাতিতঃ।
অহং ত্বজ্ঞাসিষং পশ্চাৎ স্বসোদর্য্যং দ্বিজোত্তম ॥৩৭
পূর্বজং ভ্রাতরং কর্ণ পৃথায়া বচনাৎ প্রভো।
তেন মে দূয়তে তীব্রং হৃদয়ং ভ্রাতৃঘাতিনঃ ॥ ৩৮
কর্ণার্জ্জুনসহায়োঽহং জয়েয়মপি বাসবম্।
সভায়াং ক্লিশ্যমানস্য ধার্তরাষ্ট্রৈর্দুরাত্মভিঃ। ৩৯
সহসোৎপতিতঃ ক্রোধঃ কর্ণং দৃষ্ট্বা প্রশাম্যতি।
যদা হ্যস্য গিরো রূক্ষাঃ শৃণোমি কটুকোদয়াঃ ॥ ৪০
সভায়াং গদতো দ্যূতে দুর্য্যোধনহিতৈষিণঃ।
তদা নশ্যতি মে রোষঃ পাদৌ তস্য নিরীক্ষ্য হ ॥৪১
কুন্ত্যা হি সদৃশৌ পাদৌ কর্ণস্যেতি মতির্মম।
সাদৃশ্যহেতুমন্বিচ্ছন্ পৃথায়াস্তস্য চৈব হ ॥ ৪২
কারণং নাধিগচ্ছামি কথঞ্চিদপি চিন্তয়ন্।
কথং নু তস্য সংগ্রামে পৃথিবী চক্রমগ্রসৎ ॥ ৪৩
কথং নু শপ্তো ভ্রাতা মে তত্ত্বং বক্তুমিহার্হসি।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবংস্ত্বত্তঃ সর্বং যথাতথম্।
ভবান্ হি সর্ববিদ্ বিদ্বান্ লোকে বেদ কৃতাকৃতম্ ॥৪৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণাভিজ্ঞানে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর যুদ্ধস্থলে মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কর্ণ অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হন্। প্রভো! মাতা কুন্তী এই কথা প্রকাশ করায় বহু পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, কর্ণ আমাদের জ্যেষ্ঠ ও সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আমি ভ্রাতা কর্ণকে হত্যা করাইয়াছি, অতএব আমার হৃদয়ে সেজন্য তীব্র বেদনা হইতেছে ॥৩৭-৩৮

কর্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্য পাইলে ত' আমি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিতে পারিতাম। কৌরবসভায় যখন দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাকে অতিশয় কষ্টদান করিতেছিল, তখন সহসা আমার হৃদয়ে ক্রোধ উপস্থিত হইল; কিন্তু কর্ণকে দেখিয়া উহা আমার শান্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৩৯॥

যখন দ্যূতসভায় দুর্যোধনের হিতকামনায় তিনি কথা বলিতে ছিলেন এবং তাঁহার কটু ও রুক্ষবাক্য শুনা যাইতেছিল, সেই সময় তাঁহার চরণদ্বয় দর্শন করিয়া আমার বর্দ্ধিত রোষ শান্ত হইয়া গিয়াছিল ॥ ৪০-৪১

আমার এই বিশ্বাস হইতেছে যে, কর্ণের দুই চরণদ্বয় মাতা কুন্তীদেবীর চরণদ্বয়সদৃশ ছিল। কুন্তীদেবী ও কর্ণের চরণদ্বয়ের সাদৃশ্য এরূপ কিভাবে হইল? ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে আমি বহু চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহার কোন কারণই আমি বুঝিতে পারি নাই ॥ ৪২॥

রণাঙ্গনে কর্ণের রথচক্র কেন পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিল এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ কেন এরূপ শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহা আপনি যথার্থরূপে আমাকে বলুন ॥ ৪৩॥

ভগবন্! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার নিকট হইতে যথাযথভাবে শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি; কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ এবং জগতে যাহা কিছু অতীত ও ভবিষ্যতে ঘটনা হইয়াছে এবং হইবে; আপনি এ সমস্তই জানেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণের পরিচয়বিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

[নারদেন কর্ণস্য শাপপ্রাপ্তিবিষয়স্য বর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স এবমুক্তস্তু মুনির্নারদো বদতাং বরঃ ।
কথয়ামাস তৎ সর্বং যথা শপ্তঃ স সূতজঃ ॥ ১

নারদ উবাচ ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত ।
ন কর্ণার্জুনয়োঃ কিঞ্চিদবিষহ্যং ভবেদ্ রণে ॥ ২
গুহ্যমেতৎ তু দেবানাং কথয়িষ্যামি তেঽনঘ ।
তন্নিবোধ মহাবাহো যথা বৃত্তমিদং পুরা ॥ ৩
ক্ষত্রং স্বর্গং কথং গচ্ছেচ্ছস্ত্রপূতমিতি প্রভো ।
সংঘর্ষজননস্তস্মাৎ কন্যাগর্ভো বিনির্মিতঃ ॥ ৪
স বালস্তেজসা যুক্তঃ সূতপুত্রত্বমাগতঃ ।
চকারাঙ্গিরসং শ্রেষ্ঠাদ্ ধনুর্বেদং গুরোস্তদা ॥ ৫
স বলং ভীমসেনস্য ফাল্গুনস্য চ লাঘবম্ ।
বুদ্ধিঞ্চ তব রাজেন্দ্র যময়োর্বিনয়ং তদা ॥ ৬
সখ্যঞ্চ বাসুদেবেন বাল্যে গাণ্ডীবধন্বনঃ ।
প্রজানামনুরাগঞ্চ চিন্তয়ানো ব্যদহ্যত ॥ ৭
স সখ্যমকরোদ্ বাল্যে রাজ্ঞা দুর্যোধনেন চ ।
যুষ্মাভির্নিত্যসংদ্বিষ্টো দৈবাচ্চাপি স্বভাবতঃ ॥ ৮
বীর্যাধিকমথালক্ষ্য ধনুর্বেদে ধনঞ্জয়ম্ ।
দ্রোণং রহস্যুপাগম্য কর্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ৯
ব্রহ্মাস্ত্রং বেত্তুমিচ্ছামি সরহস্যনিবর্তনম্ ।
অর্জুনেন সমং চাহং যুধ্যেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১০
সমঃ শিষ্যেষু বঃ স্নেহঃ পুত্রে চৈব তথা ধ্রুবম্ ।
ত্বৎপ্রসাদান্ন মাং ব্রূয়ুরকৃতাস্ত্রং বিচক্ষণাঃ ॥ ১১
দ্রোণস্তথোক্তঃ কর্ণেন সাপেক্ষঃ ফাল্গুনং প্রতি ।
দৌরাত্ম্যং চৈব কর্ণস্য বিদিত্বা তমুবাচ হ ॥ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক কর্ণের শাপপ্রাপ্তি বিষয়ের বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদমুনি সূতপুত্র কর্ণ যেরূপে শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ বলিলেন ॥ ১

নারদ বলিলেন,—মহাবাহু ভরতনন্দন! তুমি যেরূপ বলিতেছ, উহা ঠিক সেই রূপই। বাস্তবিক পক্ষে যুদ্ধে কর্ণ ও অর্জুনের কোন কিছুই অসাধ্য ছিল না। ২

অনঘ! ইহা দেবগণেরও গুপ্ত বিষয়। যাহা এখন আমি তোমাকে বলিতেছি। মহাবাহো! পূর্বেকার এই যথাযথ বৃত্তান্ত তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির। একদিন দেবগণের এরূপ মতি হইল যে, এমন কি উপায় আছে, যাহার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়বর্গ অস্ত্রসকলের আঘাতে পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে উপস্থিত হইতে পারিবে? এরূপ চিন্তা করত তাঁহারা সূর্য্যের দ্বারা কুন্তীর গর্ভে এক তেজস্বী বালক উৎপন্ন করাইলেন, যে এই সজ্যর্ষের জনক ছিল ॥ ৪

সেই বালক সূতপুত্ররূপে জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সে অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুরু দ্রোণাচার্য্য হইতে ধনুর্বেদের শিক্ষা লাভ করিয়াছে ॥ ৫

সে ভীমসেনের বল, অর্জুনের নৈপুণ্য, তোমার বুদ্ধি, নকুল ও সহদেবের বিনয়, গাণ্ডীবধারী অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাল্যকাল হইতেই মিত্রতা এবং পাণ্ডবগণের উপর প্রজাবর্গের অনুরাগ দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া জ্বলিতেছিল ॥ ৬-৭

সেইজন্য সে বাল্যকালেই রাজা দুর্যোধনের সহিত মিত্রতা স্থাপিত করিল এবং দৈবেরই প্রেরণায় ও স্বভাববশতই তোমাদের সহিত সর্বদা দ্বেষ করিতে লাগিল ॥ ৮

একদিন অর্জুনকে ধনুর্বেদে অধিক শক্তিশালী দেখিয়া কর্ণ নির্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত তাহাকে বলিল ॥ ৯

প্রভো! আমি নিক্ষেপ ও উপসংহারের রহস্যসহ ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। আমার এই ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। নিশ্চয়ই আপনার সকল শিষ্য ও পুত্রগণের উপর তুল্য স্নেহ আছে। আপনার কৃপায় বিদ্বান্ পুরুষগণ এ কথা যেন বলিতে না পারেন যে, কর্ণ সকল অস্ত্র জানে না ॥ ১০-১১

কর্ণ এই কথা বলিলে পর অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতযুক্ত দ্রোণাচার্য কর্ণের দুষ্টতার কথা জানিয়া তাহাকে বলিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মাস্ত্রং ব্রাহ্মণো বিদ্যাদ্ যথাবচ্চরিতব্রতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বা তপস্বী যো নান্যো বিদ্যাৎ কথঞ্চন ॥ ১৩
ইত্যুক্তোঽঙ্গিরসাং শ্রেষ্ঠমামন্ত্র্য প্রতিপূজ্য চ।
জগাম সহসা রামং মহেন্দ্রং পর্বতং প্রতি ॥ ১৪
স তু রামমুপাগম্য শিরসাভিপ্রণম্য চ।
ব্রাহ্মণো ভার্গবোঽস্মীতি গৌরবেণাভ্যগচ্ছত ॥ ১৫
রামস্তং প্রতিজগ্রাহ পৃষ্ট্বা গোত্রাদি সর্বশঃ।
উষ্যতাং স্বাগতং চেতি প্রীতিমাংশ্চাভবদ্ ভৃশম্ ॥ ১৬
তত্র কর্ণস্য বসতো মহেন্দ্রে স্বর্গসন্নিভে।
গন্ধর্বৈ রাক্ষসৈর্যক্ষৈর্দেবৈশ্চাসীৎ সমাগমঃ ॥ ১৭
স তত্রেষ্বস্ত্রমকরোদ্ ভৃগুশ্রেষ্ঠাদ্ যথাবিধি।
প্রিয়শ্চাভবদত্যর্থং দেব-দানব-রক্ষসাম্ ॥ ১৮
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে বিচরন্নাশ্রমান্তিকে।
একঃ খড়্গধনুষ্পাণিঃ পরিচক্রাম সূর্য্যজঃ ॥ ১৯
সোঽগ্নিহোত্রপ্রসক্তস্য কস্যচিদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
জঘানাজ্ঞানতঃ পার্থ হোমধেনুং যদৃচ্ছয়া ॥ ২০
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ।
কর্ণঃ প্রসাদয়ংশ্চৈনমিদমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২১
অবুদ্ধিপূর্বং ভগবন্ ধেনুরেষা হতা তব।
ময়া তত্র প্রসাদঞ্চ কুরুষ্বেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ২২
তং স বিপ্রোঽব্রবীৎ ক্রুদ্ধো বাচা নির্ভর্ৎসয়ন্নিব।
দুরাচার বধার্হস্ত্বং ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে ॥ ২৩
যেন বিস্পর্ধসে নিত্যং যদর্থং ঘটসেঽনিশম্।
যুধ্যতস্তেন তে পাপ ভূমিশ্চক্রং গ্রসিষ্যতি ॥ ২৪
ততশ্চক্রে মহীগ্রস্তে মূর্ধানং তে বিচেতসঃ।
পাতয়িষ্যতি বিক্রম্য শত্রুর্গচ্ছ নরাধম ॥ ২৫

বৎস! যথাযথভাবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী ব্রাহ্মণ অথবা তপস্বী ক্ষত্রিয় এই ব্রহ্মাস্ত্র জানিতে পারেন। অপর কেহই কোনরূপে এই অস্ত্র জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৩

দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিলে পর অঙ্গিরা গোত্রীয় ব্রাহ্মণমধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যের অনুমতি লইয়া তাঁহার যথোচিত সম্মান করত কর্ণ সহসা মহেন্দ্র-পর্ব্বতে অবস্থিত পরশুরামের নিকট গমন করিল ॥ ১৪

পরশুরামের নিকট গমন করত কর্ণ মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং 'আমি ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ' এই কথা বলিয়া গুরুভাবে তাঁহার শরণগ্রহণ করিল ॥ ১৫

পরশুরাম গোত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—বৎস! তুমি এখানে অবস্থান কর। তোমার আগমন সুখকর হউক। এই কথা বলিয়া সেই মুনি তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ১৬

স্বর্গলোকতুল্য মনোহর সেই মহেন্দ্র পর্ব্বতে অবস্থান করত কর্ণের গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও দেবতাগণের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ হইল ॥ ১৭

এই পর্ব্বতের উপরে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামের নিকট হইতে বিধি অনুসারে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করত কর্ণ তাহার অভ্যাস করিতে লাগিল। কর্ণ এই সময় দেবতা, দানব ও রাক্ষসসকলের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিল ॥ ১৮

কোন একদিনের ঘটনা, সূর্য্যপুত্র কর্ণ হাতে ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি ধারণ করত সমুদ্রের তীরে এক আশ্রমে আসিয়া একাকী পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৯

পার্থ! সেই সময় অগ্নিহোত্রে সংলগ্ন কোন এক বেদপাঠী ব্রাহ্মণের হোমধেনু সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে কর্ণ না জানিয়াই অন্য কোন হিংস্র পশু মনে করত অকস্মাৎ তাহাকে বিনাশ করিল। (কর্ণ-পর্বেও এ প্রসঙ্গ আছে। সে স্থানে কর্ণের দ্বারা ধেনুবৎসবধের কথা উল্লেখ হইয়াছে, সেজন্য এস্থলেও ধেনুবৎসই বুঝিতে হইবে।) ॥ ২০

না জানিয়া এই অপরাধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করত কর্ণ ব্রাহ্মণকে সব নিবেদন করিল এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে এই কথা বলিল ॥ ২১

ভগবন্! আমি না জানিয়া আপনার ধেনু বধ করিয়া ফেলিয়াছি, অতএব আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। কর্ণ এই কথা পুনঃ পুনঃ সেই ব্রাহ্মণকে বলিল ॥ ২২

ব্রাহ্মণ তাহার কথা শুনিয়াই কুপিত হইলেন এবং কঠোর ভাষায় তাহাকে যেন ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিলেন,—দুরাচার! তুমি বধের যোগ্য। দুর্মতে! তুমি নিজের পাপকর্ম্মের ফললাভ কর। রে পাপী! তুমি যাহার সহিত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা কর এবং যাহাকে পরাজিত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছ, তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার সময় তোমার রথচক্র ভূমি গ্রাস করিবে ॥ ২৩-২৪

অরে নরাধম! যখন ভূতলে তোমার রথচক্র বসিয়া যাইবে এবং তুমি অচেতনপ্রায় হইয়া থাকিবে, সেই সময়

যথেয়ং গৌর্হতা মূঢ় প্রমত্তেন ত্বয়া মম।
প্রমত্তস্য তথারাতিঃ শিরস্তে পাতয়িষ্যতি ॥ ২৬
শপ্তঃ প্রসাদয়ামাস কর্ণস্তং দ্বিজসত্তমম্।
গোভির্ধনৈশ্চ রত্নৈশ্চ স চৈনং পুনরব্রবীৎ ॥ ২৭
ন হি মেঽব্যাহৃতং কুর্য্যাৎ সর্বলোকোঽপি কেবলম্।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা যদ্ বা কার্য্যং তে তৎ সমাচর ॥ ২৮

ইত্যুক্তো ব্রাহ্মণেনাথ কর্ণো দৈন্যাদধোমুখঃ।
রামমভ্যগমদ্ ভীতস্তদেব মনসা স্মরন্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

তোমার শত্রু পরাক্রম প্রকাশ করত তোমার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূপাতিত করিবে। এখন তুমি চলিয়া যাও ॥ ২৫

মূর্খ! যেরূপ অসাবধান হইয়া তুমি এই ধেনুকে বধ করিয়াছ, সেইরূপ অসাবধান-অবস্থাতেই শত্রু তোমার শিরশ্ছেদ করিয়া ভূপাতিত করিবে ॥ ২৬

এই শাপ প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বহু ধেনু, ধন ও রত্ন দান করত এই সকলের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় কর্ণকে এই কথা বলিলেন ॥ ২৭

সমগ্র জগৎও যদি এখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি এস্থান হইতে যাও বা দাঁড়াইয়া থাক অথবা তোমার কোন কার্য্য যদি করিবার থাকে, তবে উহা সম্পন্ন কর ॥ ২৮

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে পর কর্ণ ভীত হইয়া পড়িল। তখন সে দীনতাবশতঃ মুখ নত করিয়া রহিল। তারপর মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কর্ণ পরশুরামের নিকট ফিরিয়া আসিল ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণকে ব্রাহ্মণের শাপ-দানবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

[কর্ণস্য ব্রহ্মাস্ত্রপ্রাপ্তিঃ, কর্ণায় পরশুরামস্য শাপদানঞ্চ।]

নারদ উবাচ।
কর্ণস্য বাহুবীর্য্যেণ প্রণয়েন দমেন চ।
তুতোষ ভৃগুশার্দূলো গুরুশুশ্রূষয়া তথা ॥ ১
তস্মৈ স বিধিবৎ কৃৎস্নং ব্রহ্মাস্ত্রং সনিবর্ত্তনম্।
প্রোবাচাখিলমব্যগ্রং তপস্বী তৎ তপস্বিনে ॥ ২
বিদিতাস্ত্রস্ততঃ কর্ণো রমমাণোঽশ্রমে ভৃগোঃ
চকার বৈ ধনুর্বেদে যত্নমদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ৩
ততঃ কদাচিদ্ রামস্তু চরন্নাশ্রমমন্তিকাৎ।
কর্ণেন সহিতো ধীমানুপবাসেন কর্শিতঃ ॥ ৪
সুষ্বাপ জামদগ্ন্যস্তু বিশ্রম্ভোৎপন্নসৌহৃদঃ।
কর্ণস্যোৎসঙ্গ আধায় শিরঃ ক্লান্তমনা গুরুঃ ॥ ৫

তৃতীয় অধ্যায়।

[কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্তি এবং কর্ণকে পরশুরামের অভিশাপ দান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বাহুবল, প্রেম, ইন্দ্রিয়-সংযম ও গুরুসেবার দ্বারা ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ১

তদনন্তর তপস্বী পরশুরাম তপোরত কর্ণকে শান্তভাবে প্রয়োগ ও উপসংহার বিধিসহ সম্পূর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়মঅনুসারে শিক্ষা দান করিলেন ॥ ২

ব্রহ্মাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করত কর্ণ পরশুরামের আশ্রমে প্রীতি সহকারে বাস করিতে লাগিল। সেই অদ্ভুত পরাক্রমশালী বীর ধনুর্বেদের অভ্যাসের জন্য অতিশয় পরিশ্রম করিল ॥ ৩

তাহার পর একদিন বুদ্ধিমান্ পরশুরাম কর্ণের সহিত নিজের আশ্রমের নিকট পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। উপবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল। কর্ণের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস থাকায় ইহার প্রতি তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। তিনি মনে মনে তখন ক্লান্তিবোধ করিতেছিলেন, সেইজন্য গুরুদেব জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন ॥ ৪-৫

অথ কৃমিঃ শ্লেষ্মমেদোমাংসশোণিতভোজনঃ ।।
দারুণো দারুণস্পর্শঃ কর্ণস্যাভ্যাসমাগতঃ ।। ৬
স তস্যোরুমথাসাদ্য বিভেদ রুধিরাশনঃ ।
ন চৈনমশকৎ ক্ষেপ্তুং হন্তুং বাপি গুরোর্ভয়াৎ ।। ৭
সন্দশ্যমানস্তু তথা কৃমিণা তেন ভারত ।
গুরোঃ প্রবোধনাশঙ্কী তমুপৈক্ষত সূর্য্যজঃ ।। ৮
কর্ণস্তু বেদনাং ধৈর্য্যাদসহ্যাং বিনিগৃহ্য তাম্ ।
অকম্পয়ন্নব্যথয়ন্ ধারয়ামাস ভার্গবম্ ।। ৯
যদাস্য রুধিরেণাঙ্গং পরিস্পৃষ্টং ভৃগূদ্বহঃ ।
তদাবুধ্যত তেজস্বী সন্ত্রস্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১০
অহোঽস্ম্যশুচিতাং প্রাপ্তঃ কিমিদং ক্রিয়তে ত্বয়া ।
কথয়স্ব ভয়ং ত্যক্ত্বা যথাতথ্যমিদং মম ।। ১১
তস্য কর্ণস্তদাঽচষ্ট কৃমিণা পরিভক্ষণম্ ।
দদর্শ রামস্তং চাপি কৃমিং শূকরসন্নিভম্ ।। ১২

এই শ্লেষ্মা, মেদ ও রক্তভোজী একটি ভয়ানক দারুণ স্পর্শ কৃমি কর্ণের নিকট আসিল। ৬

এই রক্তপায়ী কৃমি কর্ণের জঙ্ঘার নিকট আসিয়া উহাতে ছেদ করত প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু গুরুদেবের জাগরণের ভয়ে তাহাকে নিক্ষেপ করিতে ও নিহত করিতে পারিল না ॥ ৭

ভরতনন্দন! এই কীট উহাকে বারংবার দংশন করিতে লাগিল, কিন্তু সূর্য্যপুত্র কর্ণ গুরুদেবের জাগরণের ভয়ে উহা উপেক্ষা করিল ॥ ৮

যদ্যপি কর্ণের অসহ্য বেদনা হইতেছিল, তথাপি ধৈর্য্যপূর্ব্বক উহা সহ্য করত কম্পিত ও ব্যথিত না হইয়াই কর্ণ পরশুরামকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রাখিল ॥ ৯

যখন তাহার রক্ত পরশুরামের শরীরে যাইয়া স্পর্শ করিল, তখন সেই তেজস্বী ভৃগুনন্দন পরশুরাম জাগিয়া উঠিলেন এবং অতিশয় ভীত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১০

অয়ে! আমি যে অশুদ্ধ হইয়া যাইলাম। তুমি একি করিতেছ? ভয় ত্যাগ করিয়া তুমি আমাকে সব কিছু যথাযথভাবে বল ॥ ১১

তখন তাঁহার নিকট কর্ণ তাহাকে কীট কর্তৃক দংশনের ঘটনা বলিয়া শুনাইলেন। পরশুরাম নিজেও সেই কৃমিকে দর্শন করিলেন, এই কৃমি শূকরের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ১২

এই কৃমির আটটি পা ছিল এবং এর দাঁতগুলি ছিল তীক্ষ্ণ।

অষ্টপাদং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং সূচীভিরিব সংবৃতম্ ।
রোমভিঃ সংনিরুদ্ধাঙ্গমলর্কং নাম নামতঃ ॥ ১৩
স দৃষ্টমাত্রো রামেণ কৃমিঃ প্রাণানবাসৃজৎ ।
তস্মিন্নেবাসৃজি ক্লিন্নস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ১৪
ততোঽন্তরিক্ষে দদৃশে বিশ্বরূপঃ করালবান্ ।
রাক্ষসো লোহিতগ্রীবঃ কৃষ্ণাঙ্গো মেঘবাহনঃ ॥ ১৫
স রামং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বভাষে পূর্ণমানসঃ ।
স্বস্তি তে ভৃগুশার্দূল গমিষ্যেঽহং যথাগতম্ ॥ ১৬
মোক্ষিতো নরকাদস্মাদ্ ভবতা মুনিসত্তম ।
ভদ্রং তবাস্তু বন্দে ত্বাং প্রিয়ং যে ভবতা কৃতম্ ॥ ১৭
তমুবাচ মহাবাহুর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
কস্ত্বং কস্মাচ্চ নরকং প্রতিপন্নো ব্রবীহি তৎ ॥ ১৮
সোঽব্রবীদহমাসং প্রাগ্ দংশো নাম মহাসুরঃ ।
পুরা দেবযুগে তাত ভৃগোস্তুল্যবয়া ইব ॥ ১৯

সূচীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ রোমাবলিতে তার দেহ পূর্ণ এবং উহা যেন অতিশয় রুদ্ধ ছিল। 'অলর্ক' নামে এই কৃমি প্রসিদ্ধ ছিল ॥১৩

পরশুরামের দৃষ্টিতে পতিত হইতেই এই কৃমি রক্তে আপ্লুত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ইহা যেন এক অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হইল ॥ ১৪

তদনন্তর আকাশে সকলেরই রূপ ধারণ করিতে সমর্থ এক বিকরাল রাক্ষস দেখা যাইল। এই রাক্ষসের গ্রীবা রক্তবর্ণ এবং শরীরের বর্ণ ছিল কাল। এই রাক্ষস আকাশে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিল ॥ ১৫

এই রাক্ষস পূর্ণমনোরথ হইয়াও কৃতাঞ্জলি হইয়া পরশুরামকে বলিল,—ভৃগুশ্রেষ্ঠ! আপনার কল্যাণ হউক। আমি যেভাবে আসিয়াছিলাম, সেইভাবে চলিয়া যাইব। মুনিপ্রবর! আপনি আমাকে এই নরক হইতে মুক্তি দিয়াছেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আমার অতিশয় প্রিয় কার্য্য করিয়াছেন ॥ ১৬-১৭

তখন মহাবাহু প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? এবং কি কারণে এই নরকে পতিত হইয়াছিলে? বল ॥ ১৮

সেই রাক্ষস বলিল,—তাত! প্রাচীন কালে সত্যযুগের ঘটনা। আমি দংশ নামে প্রসিদ্ধ এক মহাসুর ছিলাম। মহর্ষি ভৃগুর তুল্য আমার বয়স ছিল। ১৯

সোঽহং ভৃগোঃ সুদয়িতাং ভার্য্যামপহরং বলাৎ।
মহর্ষেরভিশাপেন কৃমিভূতোঽপতং ভুবি ॥ ২০
অব্রবীদ্ধি স মাং ক্রুদ্ধস্তব পূর্বপিতামহঃ।
মূত্রশ্লেষ্মাশনঃ পাপ নিরয়ং প্রতিপৎস্যসে ॥ ২১
শাপস্যান্তো ভবেদ্ ব্রহ্মন্নিত্যেবং তমথাব্রুবম্।
ভবিতা ভার্গবাদ্ রামাদিতি মামব্রবীদ্ ভৃগুঃ ॥ ২২
সোঽহমেনাং গতিং প্রাপ্তো যথা ন কুশলং তথা।
ত্বয়া সাধো সমাগম্য বিমুক্তঃ পাপযোনিতঃ ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা নমস্কৃত্য যযৌ রামং মহাসুরঃ।
রামঃ কর্ণঞ্চ সক্রোধমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৪
অতিদুঃখমিদং মূঢ় ন জাতু ব্রাহ্মণঃ সহেৎ।
ক্ষত্রিয়স্যেব তে ধৈর্য্যং কাময়া সত্যমুচ্যতাম্ ॥ ২৫
তমুবাচ ততঃ কর্ণঃ শাপাদ্ ভীতঃ প্রসাদয়ন্।
ব্রহ্মক্ষত্রান্তরে জাতং সূতং মাং বিদ্ধি ভার্গব ॥ ২৬
রাধেয়ঃ কর্ণ ইতি মাং প্রবদন্তি জনা ভুবি।
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্নস্ত্রলুব্ধস্য ভার্গব ॥ ২৭
পিতা গুরুর্ন সন্দেহো বেদবিদ্যাপ্রদঃ প্রভুঃ।
অতো ভার্গব ইত্যুক্তং ময়া গোত্রং তবান্তিকে ॥ ২৮
তমুবাচ ভৃগুশ্রেষ্ঠঃ সরোষঃ প্রদহন্নিব।
ভূমৌ নিপতিতং দীনং বেপমানং কৃতাঞ্জলিম্ ॥ ২৯
যস্মান্মিথ্যোপচরিতো হ্যস্ত্রলোভাদিহ ত্বয়া।
তস্মাদেতদ্ধি তে মূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাস্যতি ॥ ৩০
অন্যত্র বধকালাৎ তে সদৃশেন সমীয়ুষঃ।
অব্রাহ্মণে ন হি ব্রহ্ম ধ্রুবং তিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৩১
গচ্ছেদানীং ন তে স্থানমনৃতস্যেহ বিদ্যতে।
ন ত্বয়া সদৃশো যুদ্ধে ভবিতা ক্ষত্রিয়ো ভুবি ॥ ৩২

একদিন আমি ভৃগুর প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে সবলে অপহরণ করি। ইহাতে মহর্ষি শাপদান করিয়াছিলেন এবং আমিও কৃমি হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম ॥ ২০

আপনার পূর্ব্বপিতামহ ভৃগু শাপদানের সময় কুপিত হইয়া আমাকে বলিলেন,—অরে পাপী! তুমি মূত্র ও শ্লেষ্মাদি ভক্ষণকারী কৃমি হইয়া নরকে পতিত হইবে ॥ ২১

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,—ব্রহ্মন্! এই শাপের অন্তও হওয়া উচিত। ইহা শুনিয়া ভৃগুমুনি বলিলেন,—ভৃগুবংশধর পরশুরাম হইতে তোমার এই শাপের অন্ত হইবে ॥ ২২

সেই আমি এই গতি লাভ করিয়াছিলাম, যেখানে আমি কোনদিনই কুশলে অতিবাহিত করিতে পারি নাই। সাধো! আপনার সহিত সম্মিলনে আমার এই পাপযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইল ॥ ২৩

পরশুরামকে এই কথা বলিয়া মহাসুর দংশ তাঁহাকে প্রণাম করত চলিয়া যাইল। ইহার পর পরশুরাম কর্ণকে সক্রোধে বলিলেন ॥ ২৪

অরে মূর্খ! এরূপ অতিশয় দুঃখ ব্রাহ্মণ কখনও সহ্য করিতে পারে না। তোমার ধৈর্য্য ত' দেখিতেছি ক্ষত্রিয়ের সদৃশ। তুমি স্বেচ্ছায় বল, তুমি কে? ২৫

কর্ণ পরশুরামের শাপের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। অতএব তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে করিতে কর্ণ বলিলেন,—ভৃগুবংশধর! আপনি ইহা জানুন যে, আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ভিন্ন সূতজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। ভূতলে সকল মানুষ আমাকে রাধাপুত্র কর্ণ বলিয়া আহ্বান করে। ব্রহ্মন্! ভৃগুনন্দন! আমি অস্ত্রলোভে এই কার্য্য করিয়াছি। আপনি আমাকে করুণা করুন ॥ ২৬-২৭

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বেদ ও বিদ্যাদাতা শক্তিশালী গুরু পিতারই তুল্য, সেইজন্য আমি আপনার নিকট নিজেকে 'ভার্গব' গোত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছি ॥ ২৮

এই কথা শ্রবণ করত ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম এরূপ রোষাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তিনি যেন তখন কর্ণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। অন্যদিকে কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া দীনভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলে পতিত হইল। এই সময় পরশুরাম কর্ণকে বলিলেন ॥ ২৯

মূঢ়! তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের লোভে মিথ্যা কথা বলিয়া এখানে আমার সহিত তুমি মিথ্যাচার (কপটতাপূর্ণ ব্যবহার) করিয়াছ, সেইজন্য যতকাল না তুমি নিজের সমতুল্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবে এবং তোমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হইবে, ততকাল তোমার এই অস্ত্র স্মরণ থাকিবে ॥ ৩০

যে ব্রাহ্মণ নয়, তাহার হৃদয়ে এই ব্রহ্মাস্ত্র কখনও স্থির থাকিতে পারে না। এখন তুমি এস্থান হইতে চলিয়া যাও। তোমার ন্যায় মিথ্যাবাদীর পক্ষে বাস করিবার এ স্থান নয়, কিন্তু আমার আশীর্ব্বাদে এই ভূতলের কোনও ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে তোমার সদৃশ হইতে পারিবে না ॥ ৩১-৩২

এবমুক্তঃ স রামেণ ন্যায়েনোপজগাম হ।

দুর্য্যোধনমুপাগম্য কৃতাস্ত্রোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি কর্ণাস্ত্রপ্রাপ্তির্নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

পরশুরাম এই কথা বলিলে পর কর্ণ তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করত সেস্থান হইতে ফিরিয়া আসিল এবং দুর্য্যোধনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আমি সমস্ত অস্ত্রের জ্ঞানলাভ করিয়াছি ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণের অস্ত্রপ্রাপ্তিবিষয়ক অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

[কর্ণস্য সাহায্যেন সমাগতান্ রাজগণান্ পরাজিত্য স্বয়ংবরসভাতো দুর্য্যোধনেন কলিঙ্গরাজকন্যায়া অপহরণম্।]

নারদ উবাচ।

কর্ণস্তু সমবাপ্যৈবমস্ত্রং ভার্গবনন্দনাৎ।

দুর্য্যোধনেন সহিতো মুমুদে ভরতর্ষভ ॥ ১

ততঃ কদাচিদ্ রাজানঃ সমাজগ্মুঃ স্বয়ংবরে।

কলিঙ্গবিষয়ে রাজন্ রাজ্ঞশ্চিত্রাঙ্গদস্য চ ॥ ২

শ্রীমদ্রাজপুরং নাম নগরং তত্র ভারত।

রাজানঃ শতশস্তত্র কন্যার্থে সমুপাগমন্ ॥ ৩

শ্রুত্বা দুর্য্যোধনস্তত্র সমেতান্ সর্বপার্থিবান্।

রথেন কাঞ্চনাঙ্গেন কর্ণেন সহিতো যযৌ ॥ ৪

ততঃ স্বয়ংবরে তস্মিন্ সম্প্রবৃত্তে মহোৎসবে।

সমাজগ্মুর্নৃপতয়ঃ কন্যার্থে নৃপসত্তম ॥ ৫

শিশুপালো জরাসন্ধো ভীষ্মকো বক্র এব চ।

কপোতরোমা নীলশ্চ রুক্মী চ দৃঢ়বিক্রমঃ ॥ ৬

শৃগালশ্চ মহারাজঃ স্ত্রীরাজ্যাধিপতিশ্চ যঃ।

অশোকঃ শতধন্বা চ ভোজো বীরশ্চ নামতঃ ॥ ৭

এতে চান্যে চ বহবো দক্ষিণাং দিশমাশ্রিতাঃ।

ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ রাজানঃ প্রাচ্যোদীচ্যাস্তথৈব চ ॥৮

কাঞ্চনাঙ্গদিনঃ সর্বে শুদ্ধজাম্বূনদপ্রভাঃ

সর্বে ভাস্বরদেহাশ্চ ব্যাঘ্রা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ৯

চতুর্থ অধ্যায়।

[কর্ণের সহায়তায় সমাগত রাজবৃন্দকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংবর সভা হইতে দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক কলিঙ্গরাজের কন্যাকে অপহরণ।]

নারদ বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ভৃগুবংশের আনন্দদায়ক পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করত কর্ণ দুর্য্যোধনের সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিল ॥ ১

রাজন্! তদনন্তর কোন এক সময়ে কলিঙ্গদেশের রাজা চিত্রাঙ্গদের রাজধানীতে স্বয়ংবরমহোৎসবে নানা দেশের রাজারা একত্রে সমবেত হইয়াছিল ॥ ॥ ২

ভারত! কোন এক সময় কলিঙ্গরাজের রাজধানী অতিশয় সুন্দর রাজপুরনামক নগরে ছিল। রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য শত শত নরপতি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩

দুর্য্যোধন যখন শুনিল যে, সেস্থানে সকল রাজা একত্রে সমবেত হইয়াছে, তখন সে নিজেও স্বর্ণময় রথে আরোহণ করত কর্ণের সহিত গমন করিল ॥ ৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই স্বয়ম্বর-মহোৎসব আরম্ভ হইলে পর রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য বহুসংখ্যক নরপতি সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের নাম ছিল— ॥ ৫

শিশুপাল, জরাসন্ধ, ভীষ্মক, বক্র, কপোতরোমা, নীল, সুদৃঢ় পরাক্রমশালী রুক্মী, স্ত্রী-রাজ্যের অধিপতি মহারাজ শৃগাল, অশোক, শতধন্বা, ভোজ ও বীর ॥ ৬-৭

ইহারা এবং আরও অন্যান্য রাজারা দক্ষিণদিকের এই রাজধানীতে গমন করিল। ইহাদের মধ্যে ম্লেচ্ছ, আর্য্য, পূর্ব্ব ও উত্তর সকল দেশের রাজাই ছিল ॥ ৮

ইহারা সকলে স্বর্ণের অঙ্গদ পরিধান করিয়াছিল। সকলেরই অঙ্গকান্তি শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ ছিল। সকলেরই শরীর তেজস্বী ও সকল রাজাই ব্যাঘ্রতুল্য উৎকট বলশালী ছিল ॥ ৯

ততঃ সমুপবিষ্টেষু তেষু রাজসু ভারত।
বিবেশ রঙ্গং সা কন্যা ধাত্রীবর্ষবরান্বিতা ॥ ১০
ততঃ সংশ্রাব্যমাণেষু রাজ্ঞাং নামসু ভারত।
অত্যক্রামদ্ ধার্তরাষ্ট্রং সা কন্যা বরবর্ণিনী ॥ ১১
দুর্য্যোধনস্তু কৌরব্যো নামর্ষয়ত লঙ্ঘনম্।
প্রত্যষেধচ্চ তাং কন্যামসৎকৃত্য নরাধিপান্ ॥ ১২
স বীর্য্যমদমত্তত্বাদ্ ভীষ্ম-দ্রোণাবুপাশ্রিতঃ।
রথমারোপ্য তাং কন্যামাজহার নরাধিপঃ ॥ ১৩
তমন্বগাদ্ রথী খড়্গী বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্।
কর্ণঃ শস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ পৃষ্ঠতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ১৪
ততো বিমর্দঃ সুমহান্ রাজ্ঞামাসীদ্ যুযুৎসতাম্।
সংনহ্যতাং তনুত্রাণি রথান্ যোজয়তামপি ॥ ১৫
তেঽভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাঃ কর্ণ-দুর্য্যোধনাবুভৌ।
শরবর্ষাণি মুঞ্চন্তো মেঘাঃ পর্বতয়োরিব ॥ ১৬
কর্ণস্তেষামাপততামেকৈকেন শরেণ হ।
ধনুংষি চ শরব্রাতান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৭
ততো বিধনুষঃ কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদুদ্যতকার্মুকান্।
কাংশ্চিচ্চোদ্বহতো বাণান্ রথশক্তিগদাস্তথা ॥ ১৮
লাঘবাদ্ ব্যাকুলীকৃত্য কর্ণঃ প্রহরতাং বরঃ।
হতসূতাংশ্চ ভূয়িষ্ঠানবজিগ্যে নরাধিপান্ ॥ ১৯
তে স্বয়ং বাহয়ন্তোঽশ্বান্ পাহি পাহীতি বাদিনঃ।
ব্যপেয়ুস্তে রণং হিত্বা রাজানো ভগ্নমানসাঃ ॥ ২০
দুর্য্যোধনস্তু কর্ণেন পাল্যমানোঽভ্যয়াৎ তদা।
হৃষ্টঃ কন্যামুপাদায় নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দুর্য্যোধনস্য স্বয়ংবরে কন্যাহরণং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

ভারত! যখন সকল রাজা স্বয়ংবর সভায় উপবিষ্ট হইল, তখন সেই রাজকন্যা ধাত্রী ও নপুংসকগণের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল ॥ ১০

হে ভারত! তারপর যখন তাহাকে রাজাদিগের নাম শুনাইতে শুনাইতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছিল, তখন এই সুন্দরী রাজকুমারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে অতিক্রম করিয়া যাইল ॥ ১১

কুরুবংশীয় দুর্য্যোধন ইহা সহ্য করিতে পারিল না যে, রাজকন্যা তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাউক। সে সমস্ত রাজগণকে অপমান করত তাহাকে সম্মুখেই রুদ্ধ করিল ॥ ১২

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের আশ্রিত ছিল, সেই জন্য যে বলে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সেই রাজকন্যাকে রথে বসাইয়া অপহরণ করিল ॥ ১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই সময় অস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে প্রধান কর্ণ রথে আরোহণ করত হস্তে দস্তানা বদ্ধ করিল এবং তরবারি লইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ১৪

তদনন্তর যুদ্ধের অভিলাষী রাজগণের মধ্যে কিছু রাজা কবচ বদ্ধ করিল এবং কিছু রাজা রথ যোজনা করিল। তারপর এই সব রাজাদের মধ্যে অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১৫

যেরূপ মেঘ দুইটি পর্ব্বতকে জলবর্ষণে প্লাবিত করিয়া থাকে, সেইরূপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এই নরপতিগণ কর্ণ ও দুর্য্যোধনের উপর বাণ বর্ষণ করিতে করিতে তাহার দিকে ধাবিত হইল ॥ ১৬

কর্ণ এক একটি বাণেই এই সব আক্রমণকারী রাজাদের ধনু ও বাণসমূহ ভূতলে ছেদন করত পাতিত করিল ॥ ১৭

তদনন্তর প্রহার করিতে সমর্থ যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ অতিদ্রুত বাণসকল বর্ষণ করত এই সব রাজাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। এই সময় কেহ ধনুহীন হইয়া যাইল, কেহ নিজের ধনু উপরে উঠাইয়াই রহিল, কেহ বাণ, কেহ রথশক্তি ও কেহ গদা ধারণ করিয়াছিল। তখন যে যে অবস্থায় ছিল, তাহাকে সেই অবস্থাতেই ব্যাকুল করত কর্ণ তাহাদের সারথিকে বিনাশ করিয়া দিল এবং সেই বহু সংখ্যক রাজাকে পরাজিত করিল ॥ ১৮-১৯

সেই পরাজিত ভূপতিগণ নিজেরাই অশ্বচালনা করিতে এবং 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এই কথা বলিতে বলিতে যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল ২০

দুর্য্যোধন কর্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিনাপুরে আসিল ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত 'শতসাহস্রী' সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে দুর্য্যোধন কর্তৃক স্বয়ংবর-সভায় রাজকন্যার অপহরণবিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ণস্য বল পরাক্রমবর্ণনম্, তেন জরাসন্ধস্য পরাজয়ঃ, জরাসন্ধকর্তৃকং কর্ণায়াঙ্গদেশস্থ-মালিনীনগর্য্যা রাজ্যপ্রদানঞ্চ।

নারদ উবাচ।

আবিষ্কৃতবলং কর্ণং শ্রুত্বা রাজা স মাগধঃ।
আহ্বয়দ্ দ্বৈরথেনাজৌ জরাসন্ধো মহীপতিঃ॥ ১
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং দিব্যাস্ত্রবিদুষোর্দ্বয়োঃ।
যুধি নানাপ্রহরণৈরন্যোন্যমভিবর্ষতোঃ॥ ২
ক্ষীণবাণৌ বিধনুষৌ ভগ্নখড়্গৌ মহীং গতৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামুভাবপি বলান্বিতৌ॥ ৩
বাহুকণ্টকযুদ্ধেন তস্য কর্ণোঽথ যুধ্যতঃ।
বিভেদ সন্ধিং দেহস্য জরয়া শ্লেষিতস্য হি॥ ৪
স বিকারং শরীরস্য দৃষ্ট্বা নৃপতিরাত্মনঃ।
প্রীতোঽস্মীত্যব্রবীৎ কর্ণং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ॥ ৫
প্রীত্যা দদৌ স কর্ণায় মালিনীং নগরীমথ।
অঙ্গেষু নরশার্দূল স রাজাঽঽসীৎ সপত্নজিৎ॥ ৬
পালয়ামাস চম্পাঞ্চ কর্ণঃ পরবলার্দনঃ।
দুর্য্যোধনস্যানুমতে তবাপি বিদিতং তথা॥ ৭
এবং শস্ত্রপ্রতাপেন প্রথিতঃ সোঽভবৎ ক্ষিতৌ।
ত্বদ্ধিতার্থং সুরেন্দ্রেণ ভিক্ষিতো বর্মকুণ্ডলে॥ ৮
স দিব্যে সহজে প্রাদাৎ কুণ্ডলে পরমার্জিতে।
সহজং কবচং চাপি মোহিতো দেবমায়য়া॥ ৯
বিমুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ সহজেন চ বর্মণা।
নিহতো বিজয়েনাজৌ বাসুদেবস্য পশ্যতঃ॥ ১০
ব্রাহ্মণস্যাভিশাপেন রামস্য চ মহাত্মনঃ।
কুন্ত্যাশ্চ বরদানেন মায়য়া চ শতক্রতোঃ॥ ১১
ভীষ্মাবমানাৎ সংখ্যায়াং রথস্যার্ধানুকীর্তনাৎ।
শল্যাৎ তেজোবধাচ্চাপি বাসুদেবনয়েন চ॥ ১২

পঞ্চম অধ্যায়।

[কর্ণের বল ও পরাক্রমবর্ণন, তাহার দ্বারা জরাসন্ধের পরাজয় এবং জরাসন্ধ কর্তৃক কর্ণকে অঙ্গদেশস্থ মালিনী নগরীর রাজ্য প্রদান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! কর্ণের বলের খ্যাতি শ্রবণ করত মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য তাহাকে আহ্বান করিল॥ ১

ইহারা উভয়েই দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ছিল। ইহাদের দুই জনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহারা তখন পরস্পরের প্রতি নানাপ্রকার অস্ত্রসকল বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ২

ইহাতে দুই জনেরই বাণ ক্ষীণ হইয়া যাইল, ধনু ছিন্ন হইল এবং তরবারি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইল। তখন এই দুই বলশালী বীর ভূতলে অবস্থান করত বাহুদ্বয় দ্বারা মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল॥ ৩

কর্ণ বাহুকণ্টক যুদ্ধের দ্বারা ("একাং জঙ্ঘাং পদাক্রম্য পরামুষ্যমা পাট্যতে। কেতকীপত্রবচ্ছত্রোর্যুদ্ধং তদ্ বাহুকণ্টকম্"॥) জরানাম্নী রাক্ষসী কর্তৃক যুক্ত যুদ্ধপরায়ণ জরাসন্ধের দেহের সন্ধিস্থান ভেদ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৪

রাজা জরাসন্ধ নিজের শরীরের বিকারকে দেখিয়া শত্রুতার ভাব দূর করিয়া কর্ণকে বলিল,—আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি॥ ৫

জরাসন্ধ প্রীতি সহকারে কর্ণকে এই সময় অঙ্গদেশের মালিনী নগরী প্রদান করিল। নরশ্রেষ্ঠ! শত্রুজয়ী কর্ণ এই সময় হইতেই অঙ্গদেশের রাজা হইয়াছিল। তাহার পর দুর্যোধনের অনুমতি অনুসারে শত্রু-সৈন্যহন্তা কর্ণ চম্পানগরী—চম্পারণদেশও পালন করিতে লাগিল। এ সব বৃত্তান্তই তুমি জান॥ ৬-৭

এইভাবে কর্ণ নিজের অস্ত্রসকলের প্রতাপে সমস্ত ভূমণ্ডল মধ্যে বিখ্যাত হইল। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র তোমাদের হিতের জন্য কর্ণের নিকট তাহার কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৮

দৈবমায়ায় মোহিত কর্ণ নিজের শরীরেরই সহিত উৎপন্ন দিব্য কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিল॥ ৯

এইরূপে জন্মের সহিত উৎপন্ন কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়হীন হইয়া যাওয়ায় কর্ণকে অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে বধ করিয়াছে॥ ১০

প্রথমতঃ তাহাকে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মহাত্মা পরশুরাম শাপদান করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ সে নিজেও কুন্তীর অন্য চার পুত্রকে বধ করিবে না বলিয়া বর দিয়াছিল। তৃতীয়তঃ ইন্দ্র মায়া দ্বারা কর্ণের কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ মহারথী যোদ্ধা গণনা করিবার সময় ভীষ্ম তাহাকে

রুদ্রস্য দেবরাজস্য যমস্য বরুণস্য চ ।
কুবের-দ্রোণয়োশ্চৈব কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ১৩
অস্ত্রাণি দিব্যান্যাদায় যুধি গাণ্ডীবধন্বনা ।
হতো বৈকর্তনঃ কর্ণো দিবাকরসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪

অপমান পূর্ব্বক বারংবার অর্দ্ধরথী বলিয়াছিল। পঞ্চমতঃ শল্যের নিকট হইতেও যুদ্ধকালীন তাহার তেজ নষ্ট করিবার প্রয়াস হইয়াছিল এবং ষষ্ঠ কারণ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নীতিও কর্ণের প্রতিকূলে ছিল—এই সব কারণেই কর্ণ পরাজিত হইয়াছে ॥ ১১-১২

অন্যদিকে গাণ্ডীবধারী অর্জুন রুদ্র, দেবরাজ ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, দ্রোণাচার্য্য ও মহাত্মা কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেইজন্য যুদ্ধে অর্জুন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সূর্য্যপুত্র কর্ণকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ১৪-১৪

এবং শপ্তস্তব ভ্রাতা বহুভিশ্চাপি বঞ্চিতঃ
ন শোচ্যঃ পুরুষব্যাঘ্র যুদ্ধেন নিধনং গতঃ ॥ ১৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কর্ণবীর্য্যকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! এইভাবে তোমার ভ্রাতা কর্ণ শাপপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বহু লোকে তাহাকে প্রতারিতও করিয়াছে, ইহাতেই সে যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, অতএব এই কর্ণ শোকের যোগ্য নহে ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কর্ণের পরাক্রম কথন-বিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা, কুন্তীদেব্যা তস্মৈ প্রবোধদানম্ স্ত্রীভ্যো যুধিষ্ঠিরস্য শাপদানঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এতাবদুক্ত্বা দেবর্ষিবিররাম স নারদঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্তু রাজর্ষির্দধ্যৌ শোকপরিপ্লুতঃ ॥ ১
তং দীনমনসং বীরং শোকোপহতমাতুরম্ ।
নিঃশ্বসন্তং যথানাগং পর্য্যশ্রুনয়নং তথা ॥ ২
কুন্তী শোকপরীতাঙ্গী দুঃখোপহতচেতনা ।

অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, কুন্তীদেবীর ইঁহাকে প্রবোধদান এবং স্ত্রীগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের শাপদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ নীরব হইলেন, কিন্তু রাজর্ষি যুধিষ্ঠির শোকমগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১

ইঁহার মন তখন অতিশয় দুঃখিত হইয়া উঠিল। তিনি শোকে ব্যাকুল হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। বীর যুধিষ্ঠিরের এই অবস্থা দেখিয়া কুন্তীর সর্ব্বাঙ্গ শোকে পরিব্যাপ্ত হইল। তিনি যেন দুঃখে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তারপর

অব্রবীন্মধুরাভাষা কালে বচনমর্থবৎ ॥ ৩
যুধিষ্ঠির মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ।
জহি শোকং মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৪
যাতিতঃ স ময়া পূর্বং ভ্রাত্র্যং জ্ঞাপয়িতুং তব ।
ভাস্করেণ চ দেবেন পিত্রা ধর্মভৃতাং বর ॥ ৫
যদ্বাচ্যং হিতকামেন সুহৃদা হিতমিচ্ছতা ।
তথা দিবাকরেণোক্তঃ স্বপ্নান্তে মম চাগ্রতঃ ॥ ৬

তিনি মধুরভাষায় সময়োপযোগী এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন ॥২-৩

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! কর্ণের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। মহামতে! শোক পরিত্যাগ কর এবং আমার এই কথা শ্রবণ কর ॥ ৪

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আমি প্রথমে কর্ণকে এই বিষয় বলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা তোমার ভ্রাতা। তাহার পিতা ভগবান্ সূর্য্যদেব কর্তৃক সে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫

হিতকামী এক হিতৈষী সুহৃদের যাহা কিছু বলা প্রয়োজন, উহা ভগবান্ সূর্য্য তাহাকে স্বপ্নে এবং আমার সম্মুখেই বলিয়াছিলেন ॥ ৬

ন চৈনমশকদ্ ভাতুরহং বা স্নেহকারণৈঃ।
পুরা প্রত্যনুনেতুং বা নেতুং বাপ্যেকতাং ত্বয়া ॥ ৭
ততঃ কালপরীতঃ স বৈরস্যোদ্ধরণে রতঃ।
প্রতীপকারী যুষ্মাকমিতি চোপেক্ষিতো ময়া ॥ ৮
ইত্যুক্তা ধর্মরাজস্তু মাত্রা বাষ্পাকুলেক্ষণঃ।
উবাচ বাক্যং ধর্মাত্মা শোকব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৯
ভবত্যা গূঢ়মন্ত্রত্বাৎ পীড়িতোঽস্মীত্যুবাচ তাম্ ॥ ১০
শশাপ চ মহাতেজাঃ সর্বলোকেষু যোষিতঃ।
ন গুহ্যং ধারয়িষ্যন্তীত্যেবং দুঃখসমন্বিতঃ ॥ ১১
স রাজা পুত্র-পৌত্রাণাং সম্বন্ধিসুহৃদাং তদা।
স্মরন্নুদ্বিগ্নহৃদয়ো বভূবোদ্বিগ্নচেতনঃ ॥ ১২
ততঃ শোকপরীতাত্মা সধূম ইব পাবকঃ।
নির্বেদমগমদ্ ধীমান্ রাজা সন্তাপপীড়িতঃ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি স্ত্রীশাপে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

কিন্তু ভগবান্ সূর্য্য ও আমি আমরা উভয়েই স্নেহের কারণ দেখাইয়া স্বপক্ষে আনিতে বা তোমাদের সহিত মিলন করাইতে সফল হইতে পারি নাই ॥ ৭

তদনন্তর সে কালের বশীভূত হইয়া শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তোমাদের বিপরীতই সকল কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; এই সব দেখিয়া আমি তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছি ॥ ৮

মাতা কুন্তী এই কথা বলিলে পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নেত্রদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল, শোকে তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং ধর্মাত্মা ভূপাল তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—মাতঃ! আপনি আপনার এই গোপনীয় বিষয়কে গুপ্ত রাখিয়া আমাকে অতিশয় কষ্ট দিয়াছেন ॥ ৯-১০

তার পর মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া জগতের সমস্ত স্ত্রীগণকে এই অভিশাপ দিলেন যে, আজ হইতে কোন স্ত্রী নিজের মনে কোন গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে পারিবে না ॥ ১১

রাজা যুধিষ্ঠিরের হৃদয় নিজের পুত্র, পৌত্র, সম্বন্ধী ও সুহৃদগণের কথা স্মরণ করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

তাহার পর শোকে ব্যাকুলচিত্ত বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির সন্তাপে পীড়িত হইয়া ধূমযুক্ত অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে জ্বলিতে লাগিলেন এবং জীবন হইতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে স্ত্রীগণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপবিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জুনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য খেদপ্রকাশঃ, রাজ্যং ত্যক্ত্বা বনং গন্তুং প্রস্তাবোত্থাপনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা শোকব্যাকুলচেতনঃ ।
শুশোচ দুঃখসন্তপ্তঃ স্মৃত্বা কর্ণং মহারথম্ ॥ ১

আবিষ্টো দুঃখ-শোকাভ্যাং নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ
দৃষ্ট্বার্জুনমুবাচেদং বচনং শোককর্শিতঃ ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যদ্ভৈক্ষ্যমাচরিষ্যাম বৃষ্ণ্যন্ধকপুরে বয়ম্ ।
জ্ঞাতীন্ নিষ্পুরুষান্ কৃত্বা নেমাং প্রাপ্স্যাম দুর্গতিম্ ॥৩

অমিত্রা নঃ সমৃদ্ধার্থা বৃত্তার্থাঃ কুরবঃ কিল ।
আত্মানমাত্মনা হত্বা কিং ধর্মফলমাপ্নুমঃ ॥ ৪

ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম্ ।
ধিগস্ত্বমর্ষং যেনেমামাপদং গমিতা বয়ম্ ॥ ৫

সাধু ক্ষমা দমঃ শৌচং বৈরাগ্যং চাপ্যমৎসরঃ ।
অহিংসা সত্যবচনং নিত্যানি বনচারিণাম্ ॥ ৬

বয়ং তু লোভাম্মোহাচ্চ দম্ভং মানঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা রাজ্যলাভবুভুৎসয়া ॥ ৭

ত্রৈলোক্যস্যাপি রাজ্যেন নাস্মান্ কশ্চিৎ প্রহর্ষয়েৎ ॥৮
বান্ধবান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা পৃথিব্যাং বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৮

তে বয়ং পৃথিবীহেতোরবধ্যান্ পৃথিবীশ্বরান্ ।
সম্পরিত্যজ্য জীবামো হীনার্থা হতবান্ধবাঃ ॥ ৯

আমিষে গৃধ্যমানানামশুভং বৈ শুনামিব ।
আমিষং চৈব নো হীষ্টমামিষস্য বিবর্জনম্ ॥ ১০

ন পৃথিব্যা সকলয়া ন সুবর্ণস্য রাশিভিঃ ।
ন গবাশ্বেন সর্বেণ তে ত্যাজ্যা য ইমে হতাঃ ॥ ১১

সপ্তম অধ্যায় ।

[অর্জুনের নিকট যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের চিত্ত শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি মহারথী কর্ণের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া শোকে নিমজ্জিত হইলেন ॥১

দুঃখে ও শোকে আবিষ্ট হইয়া তিনি বারংবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং অর্জুনকে দর্শন করত শোকে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন! যদি আমরা বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধক-বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের নগরী দ্বারকায় যাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিতাম, তবে আজ নিজেদের জ্ঞাতিবর্গকে নির্বংশ করিয়া আমাদের এই দুর্দশাপ্রাপ্তি হইত না ॥ ৩

আমাদের শত্রুদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে (কারণ, তাহারা আমাদের কুলের বিনাশ দেখিয়া আনন্দিত হইবে)। কৌরব-গণের প্রয়োজন ত' তাহাদের জীবনের সহিতই শেষ হইয়া গিয়াছে। আত্মীয়স্বজনগণকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং নিজেদের হত্যা করিয়া আমরা কোন্ ধর্ম্মের ফললাভ করিব ? ৪

ক্ষত্রিয়দের আচার, বল, পুরুষার্থ এবং অমর্ষকে ধিক্! যাহার কারণ আমার আজ এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছি ॥ ৫

ক্ষমা, মন ও ইন্দ্রিয়দের সংযম, বাহ্য এবং আন্তর শুদ্ধি, বৈরাগ্য, ঈর্ষ্যা না করা, অহিংসা ও সত্যভাষণ—এই সব বনবাসীদিগের নিত্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ॥ ৬

আমরা লোভে এবং মোহবশতঃ রাজ্যলাভের সুখ অনুভব করিবার ইচ্ছায় দম্ভ ও অভিমানের আশ্রয় গ্রহণ করত এই দুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৭

যখন আমরা পৃথিবীকে জয় করিতে অভিলাষী নিজেদের বন্ধু-বান্ধবগণকে নিহত হইতে দেখিলাম, তখন ত্রৈলোক্যের রাজ্যপ্রদান করিয়া আমাদের কেহই আনন্দিত করিতে পারিবে না ॥ ৮

হায়! আমরা এই তুচ্ছ পৃথিবীর জন্য অবধ্য রাজাদিগকেও বধ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করত বন্ধু-বান্ধবহীন হইয়া অর্থশূন্য ব্যক্তির ন্যায় জীবনধারণ করিতেছি ॥ ৯

যেরূপ মাংসলোভী কুকুরেরা অশুভ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজ্যে আসক্ত আমরাও অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমাদের পক্ষে মাংসতুল্য রাজ্যলাভ করা অভীষ্ট নহে, পরন্তু উহা পরিত্যাগ করাই অভীষ্ট হওয়া উচিত ॥ ১০

এই যে আমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ নিহত হইয়াছে, ইহা-দিগকে পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণ পৃথিবী, রাশি রাশি সুবর্ণ ও সমুদয় গোধন এবং বহু অশ্বের বিনিময়েও উচিত হইবে না ॥ ১১

কাম-মন্যুপরীতাস্তে ক্রোধ-হর্ষসমন্বিতাঃ।
মৃত্যুযানং সমারুহ্য গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১২
বহুকল্যাণসংযুক্তানিচ্ছন্তি পিতরঃ সুতান্
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ তিতিক্ষয়া ॥ ১৩
উপবাসৈস্তথেজ্যাভির্ব্রতকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
লভন্তে মাতরো গর্ভান্ মাসান্ দশ চ বিভ্রতি ॥ ১৪
যদি স্বস্তি প্রজায়ন্তে জাতা জীবন্তি বা যদি।
সম্ভাবিতা জাতবলাস্তে দদ্যুর্যদি নঃ সুখম্ ॥ ১৫
ইহ চামুত্র চৈবেতি কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।
তাসাময়ং সমুদ্যোগো নির্বৃত্তঃ কেবলোঽফলঃ ॥ ১৬
যদাসাং নিহতাঃ পুত্রা যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
অভুক্ত্বা পার্থিবান্ ভোগানৃণান্যনপহায় চ ॥ ১৭
পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ গতা বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১৮
যদৈষামম্ব পিতরৌ জাতকামাবুভাবপি।
সঞ্জাতধনরত্নেষু তদৈব নিহতা নৃপাঃ ॥ ১৯
সংযুক্তাঃ কাম-মন্যুভ্যাং ক্রোধহর্ষাসমঞ্জসাঃ।
ন তে জয়ফলং কিঞ্চিদ্ ভোক্তারো জাতু কর্হিচিৎ ॥ ২০
পাঞ্চালানাং কুরূণাঞ্চ হতা এব হি যে হতাঃ।
ন চেৎ সর্বানয়ং লোকঃ পশ্যেৎ স্বেনৈব কর্মণা ॥ ২১
বয়মেবাস্য লোকস্য বিনাশে কারণং স্মৃতাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেষু তৎ সর্বং প্রতিপৎস্যতি ॥ ২২
সদৈব নিকৃতিপ্রজ্ঞো দ্বেষ্টা মায়োপজীবনঃ।
মিথ্যাবিনীতঃ সততমস্মাস্বনপকারিষু ॥ ২৩
ন সকামা বয়ং তে চ ন চাস্মাভির্ন তৈর্জিতম্।
ন তৈর্ভুক্তেয়মবনির্ন নার্য্যো গীতবাদিতম্ ॥ ২৪
নামাত্য-সুহৃদাং বাক্যং ন চ শ্রুতবতাং শ্রুতম্।
ন রত্নানি পরার্ধ্যানি ন ভূর্ন দ্রবিণাগমঃ ॥ ২৫

তাহারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত ছিল, হর্ষ এবং রোষে আবিষ্ট ছিল, অতএব মৃত্যুরূপী রথে আরোহণ করত যমলোকে চলিয়া গিয়াছে ॥ ১২

সকল পিতাই তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যপালন, সত্যভাষণ এবং তিতিক্ষা আদি সাধনসমূহের দ্বারা বহুবিধ কল্যাণময় গুণসমূহে যুক্ত অনেক পুত্র লাভ করিতে চান ॥ ১৩

এইরূপ সকল মাতাই উপবাস, যজ্ঞ, ব্রত, কৌতুক ও মঙ্গলময় কৃত্যসমূহের দ্বারা উত্তম পুত্রের কামনা করিয়া দশ মাস পর্য্যন্ত নিজের গর্ভ ধারণ-পোষণ করেন। তাঁহাদের সকলেরই ইহাই উদ্দেশ্য যে, যদি কুশলতার সহিত পুত্র জন্মলাভ করে, জন্মগ্রহণের পর যদি জীবিত থাকে এবং বলবান্ হইয়া যদি সম্ভাবিত গুণসমূহে সম্পন্ন হয়, তবে আমাদের ইহলোক ও পরলোকে সেই পুত্র সুখদান করিবে। এইরূপ সেই দীনা মাতৃগণ ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ১৪-১৫½

কিন্তু তাঁহাদের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে; কারণ, আমরা সেই মাতৃগণের বিশুদ্ধ স্বুবর্ণময় কুণ্ডলে বিভূষিত নবযুবক পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি। তাহারা ভূলোকের ভোগসমূহ উপভোগ করিবার সুযোগ না পাইয়াই এবং দেবঋণ ও পিতৃঋণ হইতে মুক্ত না হইয়াই যমালয়ে গমন করিয়াছে ॥ ১৬-১৮

এই সব রাজাদের মাতা ও পিতা যখন ইহাদের উপার্জিত ধন এবং রত্নাদি উপভোগের আশা করিতেছিলেন, তখনই ইহারা সকলে নিহত হইল ॥ ১৯

যে সব ব্যক্তি কামনা ও ক্রোধে আবিষ্ট হইয়া ক্রোধ এবং হর্ষবশতঃ নিজের সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে, তাহারা কখনও কোথাও অল্পমাত্রও জয়লাভের ফল ভোগ করিতে পারে না ॥ ২০

পাঞ্চাল ও কৌরবদের যে সব বীর নিহত হইয়াছে; তাহারা ত' নিহতই হইয়াছে, তাহা না হইলে এই জগৎ দেখিত যে, এই সব বীরগণ নিজেদের পুরুষার্থের দ্বারা কিরূপ উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ॥ ২১

আমরাই এই জগতের বিনাশের কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছি, কিন্তু ইহার সমগ্র দোষ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের উপরেই পতিত হইবে ॥ ২২

আমরা কখনও কোনও অপরাধ করি নাই, তথাপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাদের উপর সর্বদা দ্বেষ করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি নিরন্তর আমাদের প্রতারিত করিবার জন্যই চিন্তাবিষ্ট থাকিত। তিনি মায়া আশ্রয় করিয়া থাকিতেন এবং মিথ্যাই বিনয় অথবা নম্রতা দেখাইতেন ॥ ২৩

এই যুদ্ধে আমাদের কামনাও সফল হইল না এবং সেই কৌরবদেরও মনোরথ সিদ্ধ হইল না, স্ত্রীগণের সুখ দেখিতে পাইল না এবং গীতবাদ্যেরও আনন্দ ভোগ করিবার অবসর আসিল না।

মন্ত্রী, সুহৃদ্ ও বেদ-শাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্গণের বাক্যও তাহারা শ্রবণ করে নাই। বহুমূল্য রত্ন, পৃথিবীর রাজ্য এবং ধনের আয়—এই সকলেরও সুখভোগ করিতে তাহারা পারিল না ॥ ২৪-২৫

অস্মদ্দ্বেষেণ সন্তপ্তঃ সুখং ন স্মেহ বিন্দতি ।
ঋদ্ধিমস্মাসু তাং দৃষ্ট্বা বিবর্ণো হরিণঃ কৃশঃ ॥ ২৬
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নৃপতিঃ সৌবলেন নিবেদিতঃ ।
তং পিতা পুত্রগৃদ্ধিত্বাদনুমেনেঽনয়ে স্থিতঃ ॥ ২৭
অনপেক্ষ্যৈব পিতরং গাঙ্গেয়ং বিদুরং তথা ।
অসংশয়ং ক্ষয়ং রাজা যথৈবাহং তথাগতঃ ॥ ২৮
অনিয়ম্যাশুচিং লুব্ধং পুত্রং কামবশানুগম্ ।
যশসঃ পতিতো দীপ্তাদ্ ঘাতয়িত্বা সহোদরান্ ॥ ২৯
ইমৌ হি বৃদ্ধৌ শোকাগ্নৌ প্রক্ষিপ্য স সুযোধনঃ ।
অস্মৎপ্রদ্বেষসংযুক্তঃ পাপবুদ্ধিঃ সদৈব হ ॥ ৩০
কো হি বন্ধুঃ কুলীনঃ সংস্তথা ব্রূয়াৎ সুহৃজ্জনে ।
যথাসাববদদ্ বাক্যং যুযুৎসুঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ৩১
আত্মনো হি বয়ং দোষাদ্ বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
প্রদহন্তো দিশঃ সর্বা ভাস্বরা ইব তেজসা ॥ ৩২

সোঽস্মাকং বৈরপুরুষো দুর্মতিঃ প্রগ্রহং গতঃ ।
দুর্যোধনকৃতে হ্যেতৎ কুলং নো বিনিপাতিতম্ ॥ ৩৩
অবধ্যানাং বধং কৃত্বা লোকে প্রাপ্তাঃ স্ম বাচ্যতাম্ ।
কুলস্যাস্যান্তকরণং দুর্মতিং পাপপূরুষম্ ॥ ৩৪
রাজা রাষ্ট্রেশ্বরং কৃত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽদ্য শোচতি ।
হতাঃ শূরাঃ কৃতং পাপং বিষয়ঃ স্বো বিনাশিতঃ ॥ ৩৫
হত্বা নো বিগতো মন্যুঃ শোকো মাং রুন্ধয়ত্যয়ম্ ।
ধনঞ্জয় কৃতং পাপং কল্যাণেনোপহন্যতে ॥ ৩৬
খ্যাপনেনানুতাপেন দানেন তপসাপি বা ।
নিবৃত্ত্যা তীর্থগমনাচ্ছ্রুতি-স্মৃতিজপেন বা ॥ ৩৭
ত্যাগবাংশ্চ পুনঃ পাপং নালংকর্তুমিতি শ্রুতিঃ ।
ত্যাগবান্ জন্মমরণে নাপ্নোতীতি শ্রুতির্যদা ॥ ৩৮
প্রাপ্তবর্ত্মা কৃতমতির্ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।
স ধনঞ্জয় নির্দ্বন্দ্বো মুনির্জ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৩৯

দুর্যোধন আমাদের প্রতি দ্বেষ করায় সদা সন্তপ্ত থাকিয়া এজগতে সুখলাভ করিতে পারে নাই। আমাদের নিকটে সেইরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহার দেহকান্তি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে চিন্তা শুকাইয়া গিয়া হরিদ্বর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২৬

সুবলপুত্র শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে দুর্যোধনের এই অবস্থার কথা জানাইয়া ছিলেন। পুত্রের প্রতি অধিক আসক্ত হওয়ায় পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্যায় পথ অবলম্বন করত তাহার ইচ্ছা অনুমোদন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি নিজ পিতা (পিতামহ) গঙ্গানন্দন ভীষ্ম এবং ভ্রাতা বিদুরের অভিমত জানিবারও ইচ্ছা করেন নাই ॥ ২৭॥

তাঁহার এই দুর্নীতির জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিঃসন্দেহে সেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যেরূপ আজ আমি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২৮

তিনি নিজের অপবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ লোভী এবং কামাসক্ত পুত্রকে স্ববশে না রাখায় দুর্যোধন তাহার সহোদর ভ্রাতৃগণকে বধ করাইয়া স্বয়ংও উজ্জ্বল যশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২৯

আমাদের সর্ব্বদা দ্বেষকারী পাপবুদ্ধি দুর্যোধন এই দুই বৃদ্ধকে শোকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে ॥ ৩০

সন্ধির স্থাপন করাইতে উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া দুর্যোধন যে সব কথা বলিয়াছিল, সেইরূপ কোন বাক্য বন্ধু ও কুলীন হইয়া নিজের কোন সুহৃৎকে লক্ষ্য করত কেহ বলিতে পারে? ৩১

আমরা তেজে প্রকাশিত সমস্ত দিক্‌সমূহে যেন অগ্নি ধরাইয়া দিয়াছি এবং নিজেরই দোষে চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছি।

আমাদের প্রতি শত্রুতার মূর্ত্তিমান্ স্বরূপ এই দুর্মতি দুর্যোধন পূর্ণতঃ বন্ধনগ্রস্তই হইয়াছে। দুর্যোধনের জন্যই আমাদের এই কুলের পতন হইয়াছে ॥ ৩২-৩৩

আমরা অবধ্য নরপতিদিগকে বধ করিয়া জগতে নিন্দার পাত্র হইয়াছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কুলের বিনাশকারী দুর্মতি ও পাপাত্মা দুর্যোধনকে এই রাষ্ট্রের রাজা করিয়া আজ শোক করিতেছেন ॥ ৩৪॥

আমরা বীরবর যোদ্ধাগণকে বধ করিয়াছি, ইহাতে পাপই করিয়াছি এবং নিজেদেরই দেশকে বিনাশ করিয়াছি। শত্রুদিগকে বধ করিয়া আমার ক্রোধ শান্ত হইয়াছে, কিন্তু এই শোক আমাকে নিরন্তর ঘিরিয়া আছে ॥ ৩৫॥

ধনঞ্জয়! কৃত পাপের বিষয় বলিলে, শুভ কর্ম্ম করিলে, দান ও তপস্যা করিলে পর কৃত পাপ নষ্ট হয় ॥ ৩৬॥

নিবৃত্তিপরায়ণ হইলে, তীর্থযাত্রা করিলে, বেদাদি শাস্ত্রসকলের বিধি অনুসারে অধ্যয়ন এবং জপের দ্বারাও পাপ দূরীভূত হয়। এই শ্রুতিবাক্য আছে যে, ত্যাগী পুরুষ পাপ করিতে পারেন না এবং তিনি জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধনেও আবদ্ধ হন্ না ॥ ৩৭-৩৮

ধনঞ্জয়! তিনি মোক্ষের পথ লাভ করেন এবং জ্ঞানী, স্থির মতি ও দ্বন্দ্বরহিত মুনি হইয়া সেই সময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন ॥ ৩৯

বনমামন্ত্র্য বঃ সর্বান্ গমিষ্যামি পরন্তপ ।
ন হি কৃৎস্নতমো ধর্মঃ শক্যঃ প্রাপ্তুমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪০
পরিগ্রহবতা তন্মে প্রত্যক্ষমরিসূদন ।
ময়া নিসৃষ্টং পাপং হি পরিগ্রহমভীপ্সতা ॥ ৪১
জন্মক্ষয়নিমিত্তঞ্চ প্রাপ্তুং শক্যমিতি শ্রুতিঃ ।
স পরিগ্রহমুৎসৃজ্য কৃৎস্নং রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৪২
গমিষ্যামি বিনির্মুক্তো বিশোকো নির্মমঃ কচিৎ ।

প্রশাধি ত্বমিমামুর্বীং ক্ষেমাং নিহতকণ্টকাম্ ॥ ৪৩
ন মমার্থোঽস্তি রাজ্যেন ভোগৈর্বা কুরুনন্দন ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
উপারমৎ ততঃ পার্থঃ কনীয়ানভ্যভাষত ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরপরিদেবনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

শত্রুতাপন অর্জুন আমি তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনে গমন করিব। শত্রুসূদন! শ্রুতি বলিয়াছেন, সংগ্রহ ও পরিগ্রহে সংযুক্ত মানুষ পূর্ণতম ধর্ম (পরমাত্মার দর্শন) লাভ করিতে পারে না। ইহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি ॥ ৪০½

আমি পরিগ্রহের (রাজ্য ও ধনসংগ্রহের) কামনাবশতঃ কেবল পাপ কার্য্যই করিয়াছি ; যাহা জন্ম ও মৃত্যুরই মুখ্য কারণ। পরিগ্রহের দ্বারাই পাপই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪১½

অতএব আমি পরিগ্রহ ত্যাগ করত সম্পূর্ণ রাজ্য এবং ইহার সুখও পরিহার পূর্ব্বক বন্ধনমুক্ত, শোক ও মমতাহীন হইয়া বনে চলিয়া যাইব ॥ ৪২½

কুরুনন্দন! তুমি এই নিষ্কণ্টক ও কল্যাণময় পৃথিবীকে শাসন কর। আমার রাজ্য ও ভোগে কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ৪৩½

এই কথা বলিয়া কুরুরাজ যুধিষ্ঠির নীরব হইলেন। তখন কুন্তীর কনিষ্ঠপুত্র অর্জুন বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের খেদপ্রকাশ-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

[অর্জুনেন যুধিষ্ঠিরস্য মতখণ্ডনপূর্ব্বকং ধনস্য মহত্ত্বকথনম্, রাজধর্মপালনায়োৎসাহঃ প্রদায় যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্ত্তুং প্রেরণা-দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথার্জুন উবাচেদমধিক্ষিপ্ত ইবাক্ষমী।
অভিনীততরং বাক্যং দৃঢ়বাদপরাক্রমঃ ॥ ১
দর্শয়ন্নৈন্দ্রিরাত্মানমুগ্রমুগ্রপরাক্রমঃ ।
স্ময়মানো মহাতেজাঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥ ২

অর্জুন উবাচ।

অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো বৈক্লব্যমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বামানুষং কর্ম ত্যজেথাঃ শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥ ৩
শত্রূন্ হত্বা মহীং লব্ধ্বা স্বধর্মেণোপপাদিতাম্।
এবংবিধং কথং সর্বং ত্যজেথা বুদ্ধিলাঘবাৎ ॥ ৪

অষ্টম অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মত খণ্ডনপূর্ব্বক ধনের মহত্ত্ব কথন এবং রাজধর্ম পালন করিতে উৎসাহদান পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন সেইভাবে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন, যেন তাঁহাকে কেহ নিন্দা পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়াছেন। ইনি কথা-বার্ত্তা বলিতে বা পরাক্রম দেখাইতে কাহারও দ্বারা প্রভাবিত হন না। ইঁহার পরাক্রম অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। এই মহাতেজস্বী ইন্দ্রনন্দন অর্জুন নিজের উগ্র রূপের পরিচয় দান করিতে করিতে এবং দুই ওষ্ঠপার্শ্ব লেহনপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য সহকারে সেইভাবে গর্ব্বযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন ; যেন তিনি কোন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছেন ॥ ১-২

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! ইহা ত' অতিশয় দুঃখ ও গুরুতর কষ্টের বিষয়! আপনার বিহ্বলতা ত' শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, আপনি অলৌকিক পরাক্রম প্রকাশ করত প্রাপ্ত এই সর্ব্বোত্তম রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিতেছেন ॥ ৩

আপনি শত্রুদিগকে সংহার করিয়া এই পৃথিবীর অধিকার লাভ করিয়াছেন। এই রাজলক্ষ্মী আপনি আপনার ধর্মানুসারেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ যাহা কিছু আপনার অধীনে আসিয়াছে, সেই সব আপনি কেন আপনার অল্পবুদ্ধির জন্য ত্যাগ করিতেছেন? ৪

ক্লীবস্য হি কুতো রাজ্যং দীর্ঘসূত্রস্য বা পুনঃ।
কিমর্থঞ্চ মহীপালানবধীঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ ॥ ৫
যো হ্যাজিজীবিষেদ্ ভৈক্ষ্যং কর্মণা নৈব কস্যচিৎ।
সমারম্ভান্ বুভূষেত হতস্বস্তিরকিঞ্চনঃ।
সর্বলোকেষু বিখ্যাতো ন পুত্রপশুসংহিতঃ ॥ ৬
কাপালীং নৃপ পাপিষ্ঠাং বৃত্তিমাসাদ্য জীবতঃ।
সন্ত্যজ্য রাজ্যমৃদ্ধং তে লোকোঽয়ং কিং বদিষ্যতি ॥৭
সর্বারম্ভান্ সমুৎসৃজ্য হতস্বস্তিরকিঞ্চনঃ।
কস্মাদাশংসসে ভৈক্ষ্যং কর্তুং প্রাকৃতবৎ প্রভো ॥ ৮
অস্মিন্ রাজকুলে জাতো জিত্বা কৃৎস্নাং বসুন্ধরাম্।
ধর্মার্থাবখিলৌ হিত্বা বনং মৌঢ্যাৎ প্রতিষ্ঠসে ॥ ৯
যদীমানি হবীংষীহ বিমথিষ্যন্ত্যসাধবঃ।
ভবতা বিপ্রহীণানি প্রাপ্তং ত্বামেব কিল্বিষম্ ॥ ১০

আকিঞ্চন্যং মুনীনাঞ্চ ইতি বৈ নহুষোঽব্রবীৎ।
কৃত্বা নৃশংসং হ্যধনে ধিগস্ত্বধনতামিহ ॥ ১১
অশ্বস্তনমৃষীণাং হি বিদ্যতে বেদ তদ্ ভবান্।
যং ত্বিমং ধর্মমিত্যাহুর্ধনাদেষ প্রবর্ততে ॥ ১২
ধর্মং সংহরতে তস্য ধনং হরতি যস্য সঃ।
হ্রিয়মাণে ধনে রাজন্ বয়ং কস্য ক্ষমেমহি ॥ ১৩
অভিশস্তং প্রপশ্যন্তি দরিদ্রং পার্শ্বতঃ স্থিতম্।
দরিদ্রং পাতকং লোকে ন তচ্ছংসিতুমর্হতি ॥ ১৪
পতিতঃ শোচ্যতে রাজন্ নির্ধনশ্চাপি শোচ্যতে।
বিশেষং নাধিগচ্ছামি পতিতস্যাধনস্য চ ॥ ১৫
অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ সম্ভৃতেভ্যস্ততস্ততঃ।
ক্রিয়াঃ সর্বা প্রবর্তন্তে পর্বতেভ্য ইবাপগাঃ ॥ ১৬

জগতে নপুংসক বা অলস ব্যক্তি কিরূপে রাজ্য লাভ করিতে পারে? যদি আপনি ইহাই করিবেন, তবে কেন ক্রোধে বিহ্বল হইয়া এত রাজাকে বধ করিলেন ও করাইলেন? ৫

যাহার কল্যাণের উপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি দরিদ্র, যাহার জগতে কোনও খ্যাতি নাই এবং যে নিজের অসামর্থতাবশতঃ পরাক্রমের দ্বারা কাহারও রাজ্য বা ধন লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে পারে না, সেই মানুষেরই ভিক্ষা করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিবার কামনা করা উচিত ॥ ৬

হে নৃপ! যখন আপনি এই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভিক্ষা করত নীচাতিনীচ বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে থাকিবেন, তখন মানুষ আপনাকে কি বলিবে? ৭

প্রভো! আপনি এই সমস্ত উদ্যোগ পরিত্যাগ করত কল্যাণহীন ও অকিঞ্চন সাধারণ পুরুষের ন্যায় ভিক্ষা করিতে কেন অভিলাষ করিতেছেন? ৮

এই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করত সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়া এখন সম্পূর্ণ অর্থ ও ধর্ম উভয়ই পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি মোহবশতই বনে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৯

যদি আপনি ত্যাগ করিলে পর যজ্ঞের এই সঞ্চিত সামগ্রী-সমূহ দুষ্ট মনুষ্যগণ নষ্ট করিয়া দেয়, তবে সেই পাপ আপনারই হইবে (অর্থাৎ আপনি যাগ-যজ্ঞ ছাড়িয়া দিলেন, অতএব আপনাকে আদর্শ মানিয়া অন্য ব্যক্তিগণও এই কর্ম্মে উদাসীন হইয়া পড়িবে, এই অবস্থায় ধর্ম্মকার্য্যের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে এবং সেই দোষ আপনার উপরেই পতিত হইবে।) ॥ ১০

রাজা নহুষ নির্ধন অবস্থাতে ক্রূরতা পূর্ণ কার্য্য করিয়া এই দুঃখপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন যে, এ জগতে যে নির্ধন তাকে ধিক্। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নির্ধন বা অকিঞ্চন হইয়া যাওয়া মুনিগণেরই ধর্ম্ম, রাজাদের নহে ॥ ১১

আপনিও এ বিষয় উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, অন্য দিনের জন্য কিছু সংগ্রহ না করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষা গ্রহণ করত জীবন-নির্ব্বাহ করা ঋষি মুনিগণেরই ধর্ম্ম। যাহা 'রাজধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা ধনের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২

রাজন্! যে মানুষ যাহার ধন অপহরণ করে, সে তাহার ধর্ম্মও নষ্ট করিয়া থাকে। যদি আমাদের ধন অপহৃত হইতে থাকে, তবে আমরা কাহাকে কিভাবে ক্ষমা করিব? ১৩

দরিদ্র মানুষ যদি পার্শ্বে অবস্থান করে, তবে তাহার দিকে সকলে এরূপভাবে দেখিতে থাকে, যেন সে কোন পাপী বা কলঙ্কিত মানুষ। অতএব দারিদ্র্য এ জগতে এক পাতকস্বরূপ। আপনি আমার সম্মুখে উহার প্রশংসা করিবেন না ॥ ১৪

রাজন্! যেরূপ পতিত মানুষ শোচনীয় হইয়া থাকে, সেইরূপ নির্ধন ব্যক্তিও; আমি পতিত ও নির্ধন মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না ॥ ১৫

যেরূপ পর্ব্বতসমূহ হইতে বহু নদ-নদী প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্দ্ধিত ও সঞ্চিত ধনরাশি হইতে সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান হইতে থাকে ॥ ১৬

অর্থাদ্ ধর্মশ্চ কামশ্চ স্বর্গশ্চৈব নরাধিপ।
প্রাণযাত্রাপি লোকস্য বিনা হ্যর্থং ন সিধ্যতি ॥ ১৭
অর্থেন হি বিহীনস্য পুরুষস্যাল্পমেধসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা ॥ ১৮
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥১৯
অধনেনার্থকামেন নার্থঃ শক্যো বিধিৎসিতুম্।
অর্থৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈরিব মহাগজাঃ ॥ ২০
ধর্মঃ কামশ্চ স্বর্গশ্চ হর্ষঃ ক্রোধঃ শ্রুতং দমঃ।
অর্থাদেতানি সর্বাণি প্রবর্তন্তে নরাধিপ ॥ ২১
ধনাৎ কুলং প্রভবতি ধনাদ্ ধর্মঃ প্রবর্ধতে।
নাধনস্যাস্ত্যয়ং লোকো ন পরঃ পুরুষোত্তম ॥ ২২
নাধনো ধর্মকৃত্যানি যথাবদনুতিষ্ঠতি।

হে নরাধিপ! ধন হইতেই ধর্ম, কাম ও স্বর্গ লাভ হয়। সকল লোকের জীবননির্ব্বাহও বিনা ধনে হইতে পারে না ॥ ১৭

যেরূপ গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকল শুকাইয়া যায়, সেইরূপ ধনহীন ও মন্দবুদ্ধি মানুষের সমস্ত কার্য্যও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায় ॥ ৮

যাহার নিকট ধন আছে, তাহার বহু মিত্রলাভ হয়। যাহার ধন আছে, তাহার বহু বন্ধুও থাকে। জগতে যাহার ধন আছে, তাহাকে পুরুষ বলা হয় এবং যাহার নিকট ধন থাকে, তাহাকে জ্ঞানী পুরুষও বলা হয় ॥ ১৯

নির্ধন মানুষ যদি ধন অভিলাষ করে, তবে তাহার পক্ষে ধন সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে (কিন্তু ধনীর ধনলাভ অনায়াসসাধ্য হয়), যেরূপ বনমধ্যে এক হাতীর পশ্চাতে পশ্চাতে বহু হাতী আসিয়া থাকে, সেইরূপ ধনের দ্বারাই ধন আসিয়া বদ্ধ (সঞ্চিত) হয় ॥ ২০

নরেশ্বর! ধনের দ্বারা ধর্মপালন, কামনাপূরণ, স্বর্গলাভ, হর্ষবৃদ্ধি, ক্রোধের সফলতা, শাস্ত্রসকল শ্রবণ ও অধ্যয়ন এবং শত্রুদমন—এ সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হয় ॥ ২১

ধনের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয় এবং ধন হইতেই ধর্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে পুরুষোত্তম! নির্ধন মানুষের পক্ষে ইহলোকও সুখদায়ক হয় না এবং পরলোকও সুখপ্রদ হয় না ॥২২

নির্ধন মানুষ ধর্মকার্য্যসকল সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেরূপ পর্ব্বত হইতে নদী প্রবাহিত হয়, সেইরূপ ধন হইতেই ধর্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

ধনাদ্ধি ধর্মঃ স্রবতি শৈলাদভি নদী যথা ॥ ২৩
যঃ কৃশার্থঃ কৃশগবঃ কৃশভৃত্যঃ কৃশাতিথিঃ।
স বৈ রাজন্ কৃশো নাম ন শরীরকৃশঃ কৃশঃ ॥ ২৪
অবেক্ষস্ব যথান্যায়ং পশ্য দেবাসুরং যথা।
রাজন্ কিমন্যজ্জ্ঞাতীনাং বধাদ্ গৃধ্যন্তি দেবতাঃ ॥ ২৫
ন চেদ্ধর্তব্যমন্যস্য কথং তদ্ধর্মমারভেৎ।
এতাবানেব বেদেষু নিশ্চয়ঃ কবিভিঃ কৃতঃ ॥ ২৬
অধ্যেতব্যা ত্রয়ী নিত্যং ভবিতব্যং বিপশ্চিতা।
সর্বথা ধনমাহার্য্যং যষ্টব্যং চাপি যত্নতঃ ॥ ২৭
দ্রোহাদ্ দেবৈরবাপ্তানি দিবি স্থানানি সর্বশঃ।
দ্রোহাৎ কিমন্যজ্জ্ঞাতীনাং গৃধ্যন্তে যেন দেবতাঃ ॥ ২৮
ইতি দেবা ব্যবসিতা বেদবাদাশ্চ শাশ্বতাঃ।
অধীয়তেঽধ্যাপয়ন্তে যজন্তে যাজয়ন্তি চ ॥ ২৯

রাজন্! যাহার নিকট ধন কৃশ (অল্প) আছে, যাহার গোধন অল্প, যাহার সেবকও অল্প এবং যাহার নিকট অতিথিগণের গমনাগমন অল্প হয়, বাস্তবিকপক্ষে সেই ব্যক্তিকেই কৃশ (দুর্ব্বল) বলা হইয়া থাকে। যে কেবল শরীরে কৃশ, উহাকে কৃশ বলা যায় না ॥ ২৪

আপনি ন্যায়ানুসারে বিচার করুন এবং দেবতা ও অসুরগণের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। রাজন্! দেবতারা নিজেদের জ্ঞাতি ভ্রাতাদের বধ করা ব্যতীত আর কিংবা আকাঙ্ক্ষা করেন। (একই পিতার সন্তান বলিয়া দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর ভ্রাতা।) ২৫

যদি রাজার পক্ষে অন্যের ধন অপহরণ করা উচিত না হইবে, তবে তিনি ধর্মের অনুষ্ঠান কিরূপে করিতে সমর্থ হইবেন? বেদশাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ রাজার পক্ষে ইহাই নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন যে, রাজা প্রতিদিন বেদসকলের স্বাধ্যায় করিবেন, বিদ্বান্ হইবেন, সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া ধনসঞ্চয় করিবেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৬-২৭

জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সহিত দ্রোহ করিয়াই দেবতারা স্বর্গলোকের সকল স্থানের উপরে অধিকার লাভ করিয়াছেন। দেবগণ যেভাবে ধন ও রাজ্যলাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, উহা জ্ঞাতি-দ্রোহ ব্যতীত আর কিইবা হইতে পারে? ২৮

ইহাই দেবগণের নিশ্চয় এবং ইহাই বেদসকলের চিরন্তন সিদ্ধান্ত। ধনের দ্বারা দ্বিজগণ অধ্যয়ন করেন ও অধ্যয়ন করান, ধনেরই দ্বারা যজ্ঞ করেন ও করান এবং রাজারা অপরকে যুদ্ধে জয়

কৃৎস্নং তদেব তচ্ছ্রেয়ো যদপ্যাদদতেঽন্যতঃ।
ন পশ্যামোঽনপকৃতং ধনং কিঞ্চিৎ কচিদ্ বয়ম্ ॥ ৩০
এবমেব হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্।
জিত্বা মমেয়ং ব্রুবতে পুত্রা ইব পিতুর্ধনম্ ॥ ৩১
রাজর্ষয়োঽপি তে স্বর্গ্যা ধর্মো হ্যেষাং নিরুচ্যতে।
যথৈব পূর্ণাদুদধেঃ স্যন্দন্ত্যাপো দিশো দশ ॥ ৩২
এবং রাজকুলাদ্ বিত্তং পৃথিবীং প্রতিতিষ্ঠতি।
আসীদিয়ং দিলীপস্য নৃগস্য নহুষস্য চ ॥ ৩৩
অম্বরীষস্য মান্ধাতুঃ পৃথিবী সা ত্বয়ি স্থিতা।
স ত্বাং দ্রব্যময়ো যজ্ঞঃ সম্প্রাপ্তঃ সর্বদক্ষিণঃ ॥ ৩৪
তং চেন্ন যজসে রাজন্ প্রাপ্তস্ত্বং রাজ্যকিল্বিষম্।
যেষাং রাজাশ্বমেধেন যজতে দক্ষিণাবতা ॥ ৩৫
উপেত্য তস্যাবভৃথে পূতাঃ সর্বে ভবন্তি তে।
বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্বমেধে মহামখে।
জুহাব সর্বভূতানি তথৈবাত্মানমাত্মনা ॥ ৩৬
শাশ্বতোঽয়ং ভূতিপথো নাস্যান্তমনুশুশ্রুম।
মহান্ দশরথঃ পন্থা মা রাজন্ কুপথং গমঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

করিয়া তাহারা ধন আহরণ করেন ও তাহার দ্বারাই তাঁহারা সমস্ত শুভ কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করেন। কোন রাজার নিকট আমি এরূপ ধন দেখিতে পাই না, যাহা অপরের অপকার না করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৯-৩০

এইরূপ সকল রাজাই এই পৃথিবীকে জয় করেন এবং জয় করিয়া বলেন যে, ইহা আমার, যেরূপ পুত্র পিতার ধনকে নিজের বলিয়া মনে করে ॥ ৩১

পুরাকালে যাঁহারা রাজর্ষি ছিলেন এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাও এইভাবেই রাজধর্ম্মকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেরূপ পরিপূর্ণ মহাসাগর হইতে মেঘরূপে উত্থিত হইয়া জল চারিদিকেই বর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ধন রাজাদিগের নিকট হইতে নিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ॥ ৩২½

পূর্ব্বে এই পৃথিবী বারে বারে রাজা দিলীপ, নৃগ, নহুষ, অম্বরীষ ও মান্ধাতার অধিকারে ছিল, সেই পৃথিবী এখন আপনার অধীনে আসিয়াছে। অতএব আপনার সম্বন্ধে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩৩-৩৪

রাজন্! যদি আপনি যজ্ঞ না করেন, তবে আপনি সমগ্র রাজ্যের পাপভাগী হইবেন। যে দেশের রাজা দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শ্রীভগবানের যজন করেন, তাঁহার সেই যজ্ঞের সমাপ্তির পর সেই দেশের সকল মানুষ সেস্থানে আসিয়া অবভৃথ-স্নান করত পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৩৫½

সমগ্র বিশ্ব যাঁহার স্বরূপ, সেই মহাদেবও সর্ব্বমেধনামক মহাযজ্ঞে সমস্ত ভূতগণকে এবং স্বয়ং নিজেকে আহুতি দিয়াছিলেন ॥৩৬

ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে কল্যাণের সনাতন পথ। ইহার কখনও অন্ত শুনা যায় না। রাজন্! ইহাই সেই সর্ব্বোত্তম পথ, যাহা অবলম্বন করত রাজা দশরথ গমন করিয়াছেন। আপনি কুপথে গমন করিবেন না ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরস্য বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসিবদ্ জীবনযাপনসিদ্ধান্তঃ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মুহূর্তং তাবদেকাগ্রো মনঃশ্রোত্রেঽন্তরাত্মনি ।
ধারয়ন্নপি তচ্ছ্রুত্বা রোচেত বচনং মম ॥ ১

সাধুগম্যমহং মার্গং ন জাতু ত্বৎকৃতে পুনঃ ।
গচ্ছেয়ং তদ্ গমিষ্যামি হিত্বা গ্রাম্যসুখান্যুত ॥ ২

ক্ষেম্যশ্চৈকাকিনা গম্যঃ পন্থাঃ কোঽস্তীতি পৃচ্ছ মাম্
অথবা নেচ্ছসি প্রষ্টুমপৃচ্ছন্নপি মে শৃণু ॥ ৩

হিত্বা গ্রাম্যসুখাচারং তপ্যমানো মহৎ তপঃ ।
অরণ্যে ফলমূলাশী চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥ ৪

জুহ্বানোঽগ্নিং যথাকালমুভৌ কালাবুপস্পৃশন্ ।
কৃশঃ পরিমিতাহারশ্চর্মচীরজটাধরঃ ॥ ৫

শীতবাতাতপসহঃ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমঃ ।
তপসা বিধিদৃষ্টেন শরীরমুপশোষয়ন্ ॥ ৬

মনঃকর্ণসুখা নিত্যং শৃণ্বন্নুচ্চাবচা গিরঃ ।
মুদিতানামরণ্যেষু বসতাং মৃগপক্ষিণাম্ ॥ ৭

আজিঘ্রন্ পেশলান্ গন্ধান্ ফুল্লানাং বৃক্ষবীরুধাম্
নানারূপান্ বনে পশ্যন্ রমণীয়ান্ বনৌকসঃ ॥ ৮

বানপ্রস্থজনস্যাপি দর্শনং কুলবাসিনাম্ ।
নাপ্রিয়াণ্যাচরিষ্যামি কিংপুনর্গ্রামবাসিনাম্ ॥ ৯

একান্তশীলী বিমৃশন্ পক্বাপক্বেন বর্তয়ন্ ।
পিতৄন্ দেবাংশ্চ বন্যেন বাগ্‌ভিরদ্ভিশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ১০

এবমারণ্যশাস্ত্রাণামুগ্রমুগ্রতরং বিধিম্ ।
সেবমানঃ প্রতীক্ষিষ্যে দেহস্যাস্য সমাপনম্ ॥ ১১

অথবৈকোঽহমেকাহমেকৈকস্মিন্ বনস্পতৌ ।
চরন্ ভৈক্ষ্যং মুনির্মুণ্ডঃ ক্ষপয়িষ্যে কলেবরম্ ॥ ১২

নবম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জীবনযাপন করিবার সিদ্ধান্ত ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জুন ! তুমি নিজের মন ও কর্ণদ্বয়কে অন্তঃকরণে স্থাপিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল একাগ্র হইয়া যাও, তারপর আমার বাক্য শ্রবণ করত তুমি তোমার অভিমত ব্যক্ত করিও ॥১

আমি গ্রাম্য সুখসকল পরিত্যাগ করত সৎপুরুষগণের প্রচলিত পথেই গমন করিব। কিন্তু তোমার আগ্রহবশতঃ কদাপি রাজ্য গ্রহণ করিব না ॥ ২

একাকী পুরুষের গমনযোগ্য কল্যাণকারী পথ কি ? তাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর অথবা তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে না চাও, তবে জিজ্ঞাসা না করিলেও আমি উহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩

আমি গ্রাম্য সুখ ও আচারসকল ত্যাগ করিয়া বনে নিবাস করত অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিব এবং ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব ॥ ৪

প্রাতঃ ও সন্ধ্যা এই উভয় কাল স্নান করত যথাসময়ে অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করিব এবং পরিমিত আহার করত দুর্ব্বল করিব। মৃগচর্ম্ম ও বল্কল বস্ত্র ধারণকরত মস্তকে জটা রাখিব ॥ ৫

শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুর আঘাত সহ্য করিব। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রম সহ্য করিবার অভ্যাস করিব এবং শাস্ত্রোক্ত তপস্যা দ্বারা এই শরীরকে শোষণ করিব॥৬

বনে আনন্দের সহিত নিবাসকারী পশু-পক্ষিগণের মন ও কর্ণের সুখদায়ক নানাবিধ রব নিত্য শ্রবণ করিব ॥ ৭

বনে বিকসিত বৃক্ষ ও লতাসমূহের মনোহর সুগন্ধ আঘ্রাণ করত অনেক রূপবিশিষ্ট সুন্দর বনবাসীদিগকে দর্শন করিব ॥ ৮

সেখানে বানপ্রস্থ মহাত্মা ও ঋষিকুলবাসী ব্রহ্মচারী ঋষি-মুনিগণকেও দর্শন করিব। আমি কোন বনবাসীর কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করিব না; সে স্থলে পুনরায় গ্রামবাসীদিগের কথা আর কি বলিব ? ৯

একান্তে অবস্থান করত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিচার করিব এবং কাঁচা পাকা যেরূপ ফল পাইব, উহাই ভক্ষণ করত জীবন নির্বাহ করিব। বনজাত ফল-মূল, মধুর বাণী ও জলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণকে তৃপ্ত করিব ॥ ১০

এইরূপ বনবাসী মুনিদিগের জন্য শাস্ত্রে কথিত কঠোর হইতেও কঠোর নিয়মসমূহ পালন করিতে করিতে এই দেহের অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করিব ॥ ১১

অথবা আমি মস্তক মুণ্ডিত করিয়া মৌনাবলম্বী সন্ন্যাসী হইব এবং এক এক দিন এক এক বৃক্ষে ভিক্ষা করিয়া নিজের দেহকে শুষ্ক করিতে থাকিব ॥ ১২

পাংশুভিঃ সমভিচ্ছন্নঃ শূন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ।
বৃক্ষমূলনিকেতো বা ত্যক্তসর্বপ্রিয়াপ্রিয়ঃ॥ ১৩
ন শোচন্ন প্রহৃষ্যংশ্চ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ১৪
আত্মারামঃ প্রসন্নাত্মা জড়ান্ধবধিরাকৃতিঃ।
অকুর্বাণঃ পরৈঃ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কৈরপি॥ ১৫
জঙ্গমাজঙ্গমান্ সর্বানবিহিংসংশ্চতুর্বিধান্।
প্রজাঃ সর্বাঃ স্বধর্মস্থাঃ সমঃ প্রাণভৃতঃ প্রতি॥ ১৬
ন চাপ্যবহসন্ কঞ্চিন্ন কুর্বন্ ভ্রুকুটীঃ ক্বচিৎ।
প্রসন্নবদনো নিত্যং সর্বেন্দ্রিয়সুসংযতঃ॥ ১৭
অপৃচ্ছন্ কস্যচিন্মার্গং প্রব্রজন্নেব কেনচিৎ।
ন দেশং ন দিশং কাঞ্চিদ্ গন্তুমিচ্ছন্ বিশেষতঃ॥ ১৮

শরীরের উপর ধূলি আচ্ছন্ন থাকিবে এবং শূন্য গৃহে আমার বাস হইবে অথবা কোন বৃক্ষের তলায় আমি বাস করিব। প্রিয় ও অপ্রিয় সব কিছুই আমি পরিত্যাগ করিব॥ ১৩

কাহারও জন্য শোকও করিব না, আবার হর্ষপ্রকাশও করিব না। নিন্দা ও স্তুতিকে সমান জ্ঞান করিব। আশা ও মমতা পরিত্যাগ করত দ্বন্দ্বহীন হইয়া যাইব এবং কখনও কোনও বস্তু সংগ্রহ করিয়া রাখিব না॥ ১৪

আত্মার চিন্তনেই সুখ অনুভব করিব, মনকে সদা প্রসন্ন রাখিব, কখনও অপরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিব না, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থান করত কাহারও সহিত আলাপ, কাহাকেও দর্শন এবং কাহারও কোন কথা শ্রবণ করিব না॥ ১৫

চারিপ্রকার সমস্ত চরাচর প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও হিংসা করিব না। নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থিত সমস্ত প্রজা এবং সকল প্রাণীদেরই প্রতি সমভাব রাখিব॥ ১৬

কাহাকেও উপহাস করিব না এবং কাহাকেও ক্রোধ প্রকাশের জন্য ভ্রূকুটিও দেখাইব না। সর্ব্বদা আমাদের মুখে প্রসন্নতাই থাকিবে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে আমি সর্ব্বতোভাবে সংযমে রাখিব॥ ১৭

যে কোন পথ ধরিয়া চলিতেই থাকিব এবং কাহাকেও পথ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব না। কোন বিশেষ স্থান ও দিকে যাইবার ইচ্ছা রাখিব না॥ ১৮

কোন স্থানে যাইবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্য হইবে না। অগ্রে যাইবার ঔৎসুক্যও রাখিব না এবং পশ্চাৎ ফিরিয়াও

গমনে নিরপেক্ষশ্চ পশ্চাদনবলোকয়ন্।
ঋজুঃ প্রণিহিতো গচ্ছংস্ত্রসস্থাবরবর্জকঃ॥ ১৯
স্বভাবস্তু প্রযাত্যগ্রে প্রভবন্ত্যশনান্যপি।
দ্বন্দ্বানি চ বিরুদ্ধানি তানি সর্ব্বাণ্যচিন্তয়ন্॥ ২০
অল্পং বাস্বাদু বা ভোজ্যং পূর্বালাভেন জাতুচিৎ।
অন্যেষ্বপি চরঁল্লাভমলাভে সপ্ত পূরয়ন্॥ ২১
বিধূমে ন্যস্তমুসলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে।
অতীতপাত্রসঞ্চারে কালে বিগতভিক্ষুকে॥ ২২
এককালং চরন্ ভৈক্ষ্যং ত্রীনথ দ্বে চ পঞ্চ বা।
স্নেহপাশং বিমুচ্যাহং চরিষ্যামি মহীমিমাম্॥ ২৩
অলাভে সতি বা লাভে সমদর্শী মহাতপাঃ।
ন জিজীবিষুবৎ কিঞ্চিন্ন মুমূর্ষুবদাচরন্॥ ২৪

দেখিব না। সরলভাবে অবস্থান করিব। আমার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী হইবে। গমনের সময় স্থাবর জঙ্গম সকল জীবকে রক্ষা করিয়া চলিব॥ ১৯

স্বভাব অগ্রে অগ্রে গমন করে, ভোজন স্বতঃই উৎপন্ন হয়, শীত-গ্রীষ্মাদি যে সব পরস্পর বিরোধী বস্তু আছে, উহারা সকলেও যাতায়াত করে, অতএব এ সমস্তের চিন্তা পরিত্যাগ করিব॥ ২০

ভিক্ষা অল্পই হউক বা স্বাদহীনই হউক তাহার বিচার না করিয়াই ভক্ষণ করিব। যদি এক গৃহে ভিক্ষা না পাই, তবে অন্য গৃহে গমন করিব। ভিক্ষা পাওয়া যায় ত' উত্তম, যদি না পাওয়া যায়, তবে ক্রমশঃ সেই অবস্থায় সপ্ত গৃহ পর্য্যন্ত ভিক্ষার জন্য গমন করিব; কিন্তু অষ্টম গৃহে আর ভিক্ষার আশায় যাইব না॥ ২১

যখন সকল গৃহ হইতে ধূম নিঃসারণ বন্ধ হইয়া যাইবে, মুষল রাখিয়া দেওয়া হইবে, উনুনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, গৃহের সকল মানুষের ভোজন শেষ হইবে, উচ্ছিষ্ট বাসন পত্রাদির এদিক্ ওদিক্ লইয়া যাওয়া বন্ধ হইবে এবং ভিক্ষুকগণের ভিক্ষা করিবার সময় অতিক্রান্ত হইবে অথবা ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুকেরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, এই সময় আমি একক ব্যক্তিই ভিক্ষার জন্য দুই, তিন কিংবা পাঁচ গৃহ পর্য্যন্ত ভিক্ষার জন্য যাইব। সর্ব্বদিকের স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভূতলে আমি বিচরণ করিতে থাকিব॥ ২২-২৩

কিছু পাওয়া যায় বা না যায়, এই উভয় অবস্থাতেই আমার

জীবিতং মরণং চৈব নাভিনন্দন্ন চ দ্বিষন্।
বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ ॥ ২৫

নাকল্যাণং ন কল্যাণং চিন্তয়ন্নুভয়োস্তয়োঃ।
যাঃ কাশ্চিজ্জীবতা শক্যাঃ কর্তুমভ্যুদয়ক্রিয়াঃ।
সর্বাস্তাঃ সমভিত্যজ্য নিমেষাদিব্যবস্থিতঃ ॥ ২৬

তেষু নিত্যমসক্তশ্চ ত্যক্তসর্বেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
সুপরিত্যক্তসঙ্কল্পঃ সুনির্ণিক্তাত্মকল্মষঃ ॥ ২৭

বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো ব্যতীতঃ সর্ববাগুরাঃ।
ন বশে কস্যচিত্তিষ্ঠন্ সধর্মা মাতরিশ্বনঃ ॥ ২৮

বীতরাগশ্চরন্নেবং তুষ্টিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্।
তৃষ্ণয়া হি মহৎ পাপমজ্ঞানাদস্মি কারিতঃ ॥ ২৯

কুশলাকুশলান্যেকে কৃত্বা কর্মাণি মানবাঃ।
কার্য্যকারণসংশ্লিষ্টং স্বজনং নাম বিভ্রতি ॥ ৩০

দৃষ্টি সমান থাকিবে। আমি কঠোর তপস্যায় রত থাকিয়া এরূপ কোন আচরণ করিব না, যাহা জীবিত কিংবা মরণোন্মুখ মানুষ করিয়া থাকে ॥ ২৪

আমি জীবনকে অভিনন্দন জানাইব না এবং মৃত্যুকেও দ্বেষ করিব না। যদি কোন মানুষ আমার এক বাহু অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে থাকে এবং অপর কোন মানুষ আমার অন্য বাহু চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিঞ্চন করে, তবে আমি পূর্ব্বের অমঙ্গল চিন্তা ও পরের মঙ্গলকামনা করিব না। এই উভয়েরই প্রতি সমান ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইব ॥ ২৫

জীবিত মানুষের দ্বারা যাহা কিছু অভ্যুদয়কারী কর্ম্ম কৃত হয়, তৎসমস্তই পরিত্যাগ করত কেবল দেহনির্ব্বাহের জন্য আমি নিমেষাদি কালের যথাযথ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিব ॥ ২৬

এই সব কার্য্যে আমি আসক্ত হইব না। সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যসমূহ হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়া মনকে সঙ্কল্পশূন্য করত অন্তঃকরণের সকল মল ক্ষালন করিব ॥ ২৭

সর্ব্বপ্রকারের আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া স্নেহের সকল বন্ধন আমি অতিক্রম করিয়া যাইব। কাহারও অধীনে না থাকিয়া আমি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিব ॥ ২৮

এইভাবে অনুরাগহীন হইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে আমার শাশ্বত সন্তোষলাভ হইবে। অজ্ঞানতাবশতঃ তৃষ্ণা আমাকে মহাপাপসকল করাইয়াছে ॥ ২৯

কিছু মানুষ শুভাশুভ কর্ম্মসকল করিয়া কার্য্যকারণবশতঃ

আয়ুষোঽন্তে প্রহায়েদং ক্ষীণপ্রাণং কলেবরম্।
প্রতিগৃহ্ণাতি তৎ পাপং কর্তুঃ কর্মফলং হি তৎ ॥ ৩১

এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্ ব্যাবিদ্ধে রথচক্রবৎ।
সমেতি ভূতগ্রামোঽয়ং ভূতগ্রামেণ কার্য্যবান্ ॥ ৩২

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি-বেদনাভিরভিদ্রুতম্।
অপারমিব চাস্বস্থং সংসারং ত্যজতঃ সুখম্ ॥ ৩৩

দিবঃ পতৎসু দেবেষু স্থানেভ্যশ্চ মহর্ষিষু।
কো হি নাম ভবেনার্থী ভবেৎ কারণতত্ত্ববিৎ ॥ ৩৪

কৃত্বা হি বিবিধং কর্ম তত্তদ্ বিবিধলক্ষণম্।
পার্থিবৈর্নৃপতিঃ স্বল্পৈঃ কারণৈরেব বধ্যতে ॥ ৩৫

তস্মাৎ প্রজ্ঞামৃতমিদং চিরান্মাং প্রত্যুপস্থিতম্।
তৎ প্রাপ্য প্রার্থয়ে স্থানমব্যয়ং শাশ্বতং ধ্রুবম্ ॥ ৩৬

নিজের সহিত সংশ্লিষ্ট স্বজনবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকে ॥ ৩০

তারপর আয়ু শেষ হইলে জীবাত্মা এই প্রাণহীন দেহকে ত্যাগ করত পূর্ব্বে কৃত সেই সব পাপকে গ্রহণ করেন; কারণ, পাপকারীই কৃত পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩১

এইরূপ রথের চক্রের ন্যায় নিরন্তর ঘুরিতে ঘুরিতে এই সংসারচক্রে আসিয়া জীবগণের এই সব কার্য্যবশতঃ অন্য জীবসকলের সহিত মিলন হয় ॥ ৩২

এই সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এ জগতে কাহারও জীবন কখনও স্বস্থ থাকে না। যে ব্যক্তি এই অপারের ন্যায় প্রতীয়মান এই সংসারকে পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তিই সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৩

যখন দেবগণও স্বর্গ হইতে পতিত হন এবং মহর্ষিবৃন্দও নিজ নিজ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তখন কারণতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন মানুষ এই জন্ম-মরণরূপ সংসারে কি প্রয়োজন রাখিবে? ৩৪

নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত নরপতিও কোন কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে অন্য ভূপতিগণের দ্বারা নিহত হন ॥ ৩৫

সেইহেতু আজ দীর্ঘকালের পর আমার এই বিবেকরূপী অমৃত লাভ হইয়াছে। ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমি অক্ষয়, অবিকারী ও সনাতন পদ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৩৬

এতয়া সন্ততং ধৃত্যা চরন্নেবংপ্রকারয়া।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবেদনাভিরভিদ্রুতম্।
দেহং সংস্থাপয়িষ্যামি নির্ভয়ং মার্গমাস্থিতঃ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে নবমোধ্যায়ঃ ॥ ৯

অতএব এই পূর্বোক্ত ধারণার দ্বারা নিরন্তর বিচরণ করিতে করিতে আমি নির্ভয় পথের আশ্রয় গ্রহণ করত জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও বেদনাসমূহে আক্রান্ত এই দেহকে পৃথক্ করিয়া রাখিব ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনেন রাজ্ঞঃ সন্ন্যাসাবলম্বনং বিরুধ্য স্বকর্তব্যপালনে দৃঢ়সিদ্ধান্তস্য জ্ঞাপনম্।]

ভীম উবাচ।

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী ॥ ১

আলস্যে কৃতচিত্তস্য রাজধর্মানসূয়তঃ।
বিনাশে ধার্তরাষ্ট্রাণাং কিং ফলং ভরতর্ষভ ॥ ২

ক্ষমানুকম্পা কারুণ্যমানৃশংস্যং ন বিদ্যতে।
ক্ষাত্রমাচরতো মার্গমপি বন্ধোস্ত্বদন্তরে ॥ ৩

যদীমাং ভবতো বুদ্ধিং বিদ্যাম বয়মীদৃশীম্।
শস্ত্রং নৈব গ্রহীষ্যামো ন বধিষ্যাম কঞ্চন ॥ ৪

ভৈক্ষ্যমেবাচরিষ্যাম শরীরস্যাবিমোক্ষণাৎ।
ন চেদং দারুণং যুদ্ধমভবিষ্যন্মহীক্ষিতাম্ ॥ ৫

প্রাণস্যান্নমিদং সর্বমিতি বৈ কবয়ো বিদুঃ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব সর্বং প্রাণস্য ভোজনম্ ॥ ৬

আদদানস্য চেদ্ রাজ্যং যে কেচিৎ পরিপন্থিনঃ।
হন্তব্যাস্ত ইতি প্রাজ্ঞাঃ ক্ষত্রধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ৭

তে সদোষা হতাস্মাভী রাজ্যস্য পরিপন্থিনঃ।
তান্ হত্বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব ধর্মেণ যুধিষ্ঠির মহীমিমাম্ ॥ ৮

যথা হি পুরুষঃ খাত্বা কূপমপ্রাপ্য চোদকম্।
পঙ্কদিগ্ধো নিবর্তেত কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ৯

দশম অধ্যায়।

[ভীমসেনকর্তৃক রাজার সন্ন্যাস-অবলম্বনের বিরোধিতা করিতে করিতে স্বীয় কর্তব্যপালন বিষয়েই দৃঢ়সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন।]

ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্! যেরূপ মন্দ ও অর্থজ্ঞানশূন্য শ্রোত্রিয়ের বুদ্ধি কেবল মন্ত্রপাঠের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আপনার বুদ্ধিও তাত্ত্বিক অর্থ লক্ষ্য করিতে ও বুঝিতে সমর্থ না হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদি রাজধর্ম নিন্দা করিতে করিতে আপনি নিজের আলস্যপূর্ণ জীবনযাপন করিতেই নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে বধ করাইয়া আপনার লাভ হইল কি? ২

ক্ষত্রিয়োচিত পথে গমনকারী পুরুষের হৃদয়ে নিজের ভ্রাতার প্রতিও ক্ষমা, দয়া, করুণা ও কোমলতার ভাব থাকে না; (আপনার হৃদয়ে এ সব ভাব কি দেখিতেছি?) ৩

যদি আমরা পূর্বেই জানিতে পারিতাম যে, আপনার এরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা অস্ত্রধারণ করিতাম না এবং কাহাকেও বধও করিতাম না ॥ ৪

আমরাও আপনারই ন্যায় দেহত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া জীবননির্বাহ করিতাম। তাহা হইলে রাজগণের মধ্যে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধই আরম্ভ হইত না ॥ ৫

বিদ্বান্ পুরুষগণ বলেন—দৃশ্যমান এই সব কিছুই প্রাণের অন্ন। স্থাবর ও জঙ্গমময় সম্পূর্ণ জগৎ প্রাণের ভোজন ॥ ৬

ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহা জানেন ও বলেন যে, নিজের রাজ্য গ্রহণ করিবার সময় যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার বাধক ও বিরোধী থাকে, তবে তাহাকে বধ করা কর্তব্য ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! যাহারা আমাদের রাজ্যের বাধক ও অপহরণকারী ছিল, তাহারা সকলেই অপরাধী, সুতরাং আমরা তাহাদিগকে বধ করিয়াছি। তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্মানুসারে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে উপভোগ করুন ॥ ৮

যেরূপ কোন মানুষ পরিশ্রম করিয়া কূপ খনন করে এবং

যথাঽহরুহ্য মহাবৃক্ষমপহৃত্য ততো মধু।
অপ্রাপ্য নিধনং গচ্ছেৎ কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ১০
যথা মহান্তমধ্বানমাশয়া পুরুষঃ পতন্।
স নিরাশো নিবর্ত্তেত কর্মৈতন্নস্তথোপমম্ ॥ ১১
যথা শত্রূন্ ঘাতয়িত্বা পুরুষঃ কুরুনন্দন:
আত্মানং ঘাতয়েৎ পশ্চাৎ কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥১২
যথান্নং ক্ষুধিতো লব্ধ্বা ন ভুঞ্জীয়াদ্ যদৃচ্ছয়া।
কামীব কামিনীং লব্ধ্বা কর্মেদং নস্তথোপমম্ ॥ ১৩
বয়মেবাত্র গর্হ্যা হি যদ্ বয়ং মন্দচেতসম্।
ত্বাং রাজন্ননুগচ্ছামো জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি ভারত ॥ ১৪
বয়ং হি বাহুবলিনঃ কৃতবিদ্যা মনস্বিনঃ।
ক্লীবস্য বাক্যে তিষ্ঠামো যথৈবাশক্তয়স্তথা ॥ ১৫

অগতীকগতীনস্মান্ নষ্টার্থানর্থসিদ্ধয়ে।
কথং বৈ নানুপশ্যেয়ুর্জনাঃ পশ্যত যাদৃশম্ ॥ ১৬
আপৎকালে হি সন্ন্যাসঃ কর্তব্য ইতি শিষ্যতে।
জরয়াভিপরীতেন শত্রুভির্ব্যংসিতেন বা ॥ ১৭
তস্মাদিহ কৃতপ্রজ্ঞাস্ত্যাগং ন পরিচক্ষতে।
ধর্মব্যতিক্রমং চৈব মন্যন্তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ ॥ ১৮
কথং তস্মাৎ সমুৎপন্নাস্তন্নিষ্ঠাস্তদুপাশ্রয়াঃ।
তদেব নিন্দাং ভাষেয়ুর্ধাতা তত্র ন গর্হ্যতে ॥ ১৯
শ্রিয়া বিহীনৈরধনৈর্নাস্তিকৈঃ সম্প্রবর্তিতম্।
বেদবাদস্য বিজ্ঞানং সত্যাভাসমিবানৃতম্ ॥ ২০
শক্যং তু মৌনমাস্থায় বিভ্রতাঽঽত্মানমাত্মনা।
ধর্মচ্ছদ্ম সমাস্থায় চ্যবিতুং ন তু জীবিতুম্ ॥ ২১

তাহাতে জল না পাইলে দেহে কর্দম লেপন করত সেস্থান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদের কৃত সমস্ত পরাক্রম আজ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ॥ ৯

যেরূপ কোন বিশাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সেস্থানে মধু সংগ্রহ করত কোন মানুষ ইহা ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বেই নিহত হইলে যেমন তাহার মধুসংগ্রহ ব্যর্থ হইয়া যায়, সেরূপ আমাদেরও সকল আয়াসসাধ্য কর্ম্ম ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ॥ ১০

যেরূপ কোন মানুষ মনে আশা লইয়া কোন একটি বৃহৎ পথ অতিক্রম করে এবং সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর আশা ভঙ্গ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেইরূপ আমাদেরও কার্য্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে ॥ ১১

কুরুনন্দন! যেরূপ কোন মানুষ শত্রুদিগকে বধ করিবার পর নিজেকেও হত্যা করিয়া থাকে, সেইরূপ আমাদেরও কার্য্য জানিবেন ॥ ১২

যেরূপ ক্ষুধার্ত্ত মানুষ ভোজন ও কামী পুরুষ কামিনী পাইয়াও দৈববশতঃ উহাকে উপভোগ করিতে পারে না, আমাদের এই কার্য্যও সেইরূপ নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে ॥ ১৩

রাজন্! ভরতবংশধর! আমরাও এ জগতে নিন্দার পাত্র, যেহেতু আপনার ন্যায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাবোধে আপনার অনুসরণ করিয়া যাইতেছি ॥ ১৪

আমরা বাহুবলে বলীয়ান্, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ পুরুষ, তথাপি অসমর্থ পুরুষের ন্যায় আমরা এক কাপুরুষ ভ্রাতার আজ্ঞার অধীনস্থ থাকি ॥ ১৫

আমরা পূর্ব্বে অশরণ মনুষ্যগণের শরণদাতা ছিলাম; কিন্তু এখন আমাদের সকল অর্থই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থসিদ্ধির জন্য আমাদের আশ্রিত ব্যক্তিরা আমাদের এই দুর্ব্বলতার প্রতি কিভাবে দৃষ্টিপাত করিবে? বন্ধুগণ! আমার এই বাক্য কিরূপ? ইহা আপনারাই বিচার করুন ॥ ১৬

শাস্ত্রের ইহাই উপদেশ যে, আপত্তিকালে, বার্দ্ধক্যে পতিত হইলে কিংবা শত্রুরা ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলে মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৭

অতএব (যখন আমাদের উপর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হয় নাই) বিদ্বান্ পুরুষ এরূপ অবস্থায় ত্যাগ বা সন্ন্যাসের প্রশংসা করেন না। সূক্ষ্মদর্শী পুরুষগণ এরূপ সময়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ ধর্ম্মের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করেন ॥ ১৮

সেইহেতু যাঁহাদের ক্ষাত্র-ধর্ম্মের জন্য উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহারা ক্ষাত্র-ধর্ম্মে আসক্ত এবং ক্ষাত্রধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ নিজেরাই কিভাবে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের নিন্দা করিবেন? এই কারণে তাঁহারা বিধাতার কেন নিন্দা করিতেছেন না, যিনি ক্ষত্রিয়দিগের জন্য এই যুদ্ধ-ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন ॥ ১৯

শ্রীহীন, নির্ধন এবং নাস্তিকগণ বেদের অর্থবাদ বাক্যসকলের দ্বারা প্রতিপাদিত বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করত সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান মিথ্যা মতের প্রচার করিয়াছে। (সেইরূপ বাক্য সকলের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার সিদ্ধ হয় না) ॥ ২০

ধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া কেবল নিজের উদরপূর্ত্তি করিতে করিতে মৌনী বাবা সাজিয়া বসিয়া থাকিলে কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা থাকে, জীবনকে সার্থক করিতে নহে ॥ ২১

শক্যং পুনররণ্যেষু সুখমেকেন জীবিতুম্ ।
অবিভ্রতা পুত্রপৌত্রান্ দেবর্ষীনতিথীন্ পিতৄন্ ॥ ২২
নেমে মৃগাঃ স্বর্গজিতো ন বরাহা ন পক্ষিণঃ ।
অথান্যেন প্রকারেণ পুণ্যমাহুর্ন তং জনাঃ ॥ ২৩
যদি সন্ন্যাসতঃ সিদ্ধিং রাজা কশ্চিদবাপ্নুয়াৎ ।
পর্বতাশ্চ দ্রুমাশ্চৈব ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৪
এতে হি নিত্যসন্ন্যাসা দৃশ্যন্তে নিরুপদ্রবাঃ ।
অপরিগ্রহবন্তশ্চ সততং ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৫
অথ চেদাত্মভাগ্যেষু নান্যেষাং সিদ্ধিমশ্নুতে ।

যে ব্যক্তি পুত্র ও পৌত্রদিগকে পালন করিতে অসমর্থ, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে পারে না এবং অতিথিদিগকে ভোজন করাইবার শক্তি রাখে না, এইরূপ মানুষই একাকী বনে বাস করিয়া সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারে (আপনার ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের এই কার্য্য যোগ্য নহে ।) ॥২২

সদা বনে বাস করিয়াও এই মৃগগণ স্বর্গলোকের অধিকারী হইতে পারে না, এরূপ না শূকর, না পক্ষিগণ স্বর্গলোকে যাইতে পারে। পুণ্যলাভ করিবার উপায় ত' অন্যপ্রকারে বলা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কেবল বনবাসকেই পুণ্যকারক বলিয়া মনে করেন না ॥ ২৩

যদি কোন রাজা সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তবে ত' পর্ব্বত ও বৃক্ষসকল সত্বর সিদ্ধিলাভের অধিকারী হইয়া যাইবে ; কারণ, ইহারা নিত্য সন্ন্যাসী, উপদ্রবহীন, পরিগ্রহরহিত এবং নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেছে দেখা যায় ॥ ২৪-২৫

তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যং নাস্তি সিদ্ধিরকর্মণঃ ॥ ২৬
ঔদকাঃ সৃষ্টয়শ্চৈব জন্তবঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ।
তেষামাত্মৈব ভর্তব্যো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে ॥ ২৭
অবেক্ষস্ব যথা স্বৈঃ স্বৈঃ কর্মভির্ব্যাপৃতং জগৎ ।
তস্মাৎ কর্মৈব কর্তব্যং নাস্তি সিদ্ধিরকর্মণঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীমবাক্যে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০

যদি নিজের ভাগ্যে অন্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মসমূহের দ্বারা সিদ্ধি না আসে, তবে সকলেরই কর্ম্ম করা আবশ্যক। অকর্ম্মণ্য পুরুষের কখনও কোন সিদ্ধি লাভ হয় না ॥ ২৬

(যদি নিজের দেহকেই ভরণ-পোষণ করিলে সিদ্ধিলাভ হইত, তবে ত') জলে অবস্থিত জীবগণ এবং স্থাবর প্রাণীদিগেরও সিদ্ধি লাভ করিবার সামর্থ আসিত ; কারণ ইহারা সকলে কেবল নিজেদেরই ভরণ-পোষণ করিতে থাকে। ইহাদের নিকট এরূপ কেহ থাকে না, যাহার ভরণ-পোষণের ভার তাহাদিগকে করিতে হইবে ॥ ২৭

দেখুন আর বিচার করুন যে, এই সমগ্র বিশ্ব কিরূপ নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত আছে, অতএব আপনারও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। যে ব্যক্তি কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনেন পক্ষিরূপধারিণ ইন্দ্রস্য ঋষি-বালকানাঞ্চ সংবাদমুল্লিখ্য গৃহস্থধর্মপালনং কর্ত্তুমভিমতপ্রকাশশ্চ ।]

অর্জুন উবাচ ।

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
তাপসৈঃ সহ সংবাদং শক্রস্য ভরতর্ষভ ॥ ১
কেচিদ্ গৃহান্ পরিত্যজ্য বনমভ্যাগমন্ দ্বিজাঃ ।
অজাতশ্মশ্রবো মন্দাঃ কুলে জাতাঃ প্রবব্রজুঃ ॥ ২
ধর্মোঽয়মিতি মন্বানাঃ সমৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণঃ ।
ত্যক্ত্বা ভ্রাতৄন্ পিতৄংশ্চৈব তানিন্দ্রোঽন্বকৃপায়ত ॥ ৩
তানাবভাষে ভগবান্ পক্ষী ভূত্বা হিরণ্ময়ঃ ।
সুদুষ্করং মনুষ্যৈশ্চ যৎ কৃতং বিঘসাশিভিঃ ॥ ৪
পুণ্যং ভবতি কর্মেদং প্রশস্তং চৈব জীবিতম্
সিদ্ধার্থাস্তে গতিং মুখ্যাং প্রাপ্তা ধর্মপরায়ণাঃ ॥ ৫

ঋষয় ঊচুঃ ।

অহো বতায়ং শকুনির্বিঘসাশান্ প্রশংসতি ।
অস্মান্ নূনময়ং শাস্তি বয়ঞ্চ বিঘসাশিনঃ ॥ ৬

শকুনিরুবাচ ।

নাহং যুষ্মান্ প্রশংসামি পঙ্কদিগ্ধান্ রজস্বলান্ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো মন্দানন্যে বৈ বিঘসাশিনঃ ॥ ৭

ঋষয় ঊচুঃ ।

ইদং শ্রেয়ঃ পরমিতি বয়মেবাভ্যুপাস্মহে ।
শকুনে ব্রূহি যচ্ছ্রেয়ো ভৃশং তে শ্রদ্দধামহে ॥৮

শকুনিরুবাচ ।

যদি মাং নাভিশঙ্কধ্বং বিভজ্যাত্মানমাত্মনা ।
ততোঽহং বঃ প্রবক্ষ্যামি যাথাতথ্যং হিতং বচঃ ॥ ৯

ঋষয় ঊচুঃ ।

শৃণুমস্তে বচস্তাত পন্থানো বিদিতাস্তব ।
নিয়োগে চৈব ধর্মাত্মন্ স্থাতুমিচ্ছাম শাধি নঃ ॥ ১০

শকুনিরুবাচ ।

চতুষ্পদাং গৌঃ প্রবরা লোহানাং কাঞ্চনং বরম্ ।
শব্দানাং প্রবরো মন্ত্রো ব্রাহ্মণো দ্বিপদাং বরঃ ॥ ১১

একাদশ অধ্যায় ।

[অর্জুন কর্তৃক পক্ষিরূপধারী ইন্দ্র ও ঋষি বালকগণের সংবাদ উল্লেখ করত গৃহস্থ ধর্মপালন করিতে অভিমত প্রকাশ ।]

অর্জুন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! এই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাপসবৃন্দের সহিত ইন্দ্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসকে উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ১

এক সময় কিছু মন্দবুদ্ধি কুলীন ব্রাহ্মণ বালক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। এই সব বালকদের তখন শ্মশ্রু (দাড়ি) বাহির হয় নাই, এরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলেন ॥ ২

যদিও ইঁহারা সকলেই ধনী ছিলেন, তথাপি ভ্রাতা-বন্ধু ও মাতা-পিতাকে ত্যাগ করিয়া উহাকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করত বনে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিলেন। একদিন দেবরাজ ইন্দ্র ইঁহাদের প্রতি করুণা করিলেন ॥ ৩

ভগবান্ ইন্দ্র সুবর্ণময় পক্ষিরূপ ধারণ করত সেস্থানে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিলেন,—যজ্ঞে অবশিষ্ট অন্ন ভোজনকারী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের যে সব কার্য্য উক্ত আছে, উহা অন্যের পক্ষে অনুষ্ঠান করা অত্যন্ত কঠিন। তাঁহাদের এই কর্ম্ম অতিশয় পবিত্র ও জীবন সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই সব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ সফলমনোরথ হইয়া শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

ঋষিগণ বলিলেন,—অহো! এই পক্ষী ত' বিঘসাশী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) পুরুষগণের প্রশংসা করিতেছে। নিশ্চয়ই সে আমাদেরই প্রশংসা করিতেছে, কারণ, এখানে আমরাই বিঘসাশী ॥ ৬

পক্ষী বলিল,—অরে ! দেহে পঙ্ক লেপনকারী, ধূলিযুক্ত ও উচ্ছিষ্টভোজী তোমাদের ন্যায় মূর্খগণের আমি প্রশংসা করিতেছি না। বিঘসাশী ত' অপর পুরুষগণ ॥ ৭

ঋষিগণ বলিলেন,—পক্ষিন্ ! ইহা শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকারী সাধন, ইহাই বুঝিয়া আমরা এই পথে চলিতেছি। তোমার দৃষ্টিতে যাহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, উহা তুমি আমাদের বল। আমরা তোমার বাক্য অধিক শ্রদ্ধা করি ॥ ৮

পক্ষী বলিল,—যদি আপনারা আমার উপর সন্দেহ না করেন, তবে আমি স্বয়ংই নিজেকে নিজে বক্তারূপে বিভক্ত করিয়া আপনাদিগকে যথাযথরূপে হিত কথা বলিব ॥ ৯

ঋষিগণ বলিলেন,—তাত ! আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিব। আমাদের বোধ হইতেছে যে, তুমি সকল পথই অবগত আছ। ধর্মাত্মন্ ! আমরা আজ্ঞার অধীনে থাকিব। তুমি আমাদের উপদেশ দান কর ॥ ১০

পক্ষী বলিল,—চারিপদ পশুগণের মধ্যে গোরু শ্রেষ্ঠ, ধাতু-

মন্ত্রোহয়ং জাতকর্মাদিব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
জীবতোঽপি যথাকালং শ্মশাননিধনাদিভিঃ ॥ ১২
কর্মাণি বৈদিকান্যস্য স্বর্গ্যঃ পন্থাস্ত্বনুত্তমঃ।
অথ সর্বাণি কর্মাণি মন্ত্রসিদ্ধানি চক্ষতে ॥ ১৩
আম্নায়দৃঢ়বাদীনি তথা সিদ্ধিরিহেষ্যতে।
মাসার্দ্ধমাসা ঋতব আদিত্যশশিতারকম্ ॥ ১৪
ঈহন্তে সর্বভূতানি তদিদং কর্মসংজ্ঞিতম্।
সিদ্ধিক্ষেত্রমিদং পুণ্যময়মেবাশ্রমো মহান্ ॥ ১৫
অথ যে কর্ম নিন্দন্তো মনুষ্যাঃ কাপথং গতাঃ।
মূঢ়ানামর্থহীনানাং তেষামেনস্তু বিদ্যতে ॥ ১৬
দেববংশান্ পিতৃবংশান্ ব্রহ্মবংশাংশ্চ শাশ্বতান্।
সন্ত্যজ্য মূঢ়া বর্তন্তে ততো যান্ত্যশ্রুতীপথম্ ॥ ১৭

এতদ্বোঽস্তু তপোযুক্তং দদামীত্যৃষিচোদিতম্।
তস্মাৎ তৎ তদ্ ব্যবস্থানং তপস্বি তপ উচ্যতে ॥ ১৮
দেববংশান্ ব্রহ্মবংশান্ পিতৃবংশাংশ্চ শাশ্বতান্।
সংবিভজ্য গুরোশ্চর্য্যাং তদ্ বৈ দুষ্করমুচ্যতে ॥১৯
দেবা বৈ দুষ্করং কৃত্বা বিভূতিং পরমাং গতাঃ।
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমুদ্বোঢুং দুষ্করং প্রব্রবীমি বঃ ॥ ২০
তপঃ শ্রেষ্ঠং প্রজানাং হি মূলমেতন্ন সংশয়ঃ।
কুটুম্ববিধিনানেন যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২১
এতদ্ বিদুস্তপো বিপ্রা দ্বন্দ্বাতীতা বিমৎসরাঃ।
তস্মাদ্ ব্রতং মধ্যমং তু লোকেষু তপ উচ্যতে ॥ ২২
দুরাধর্ষং পদং চৈব গচ্ছন্তি বিঘসাশিনঃ।
সায়ংপ্রাতর্বিভজ্যান্নং স্বকুটুম্বে যথাবিধি ॥ ২৩

সকলের মধ্যে স্বর্গ উত্তম, শব্দসমূহের মধ্যে মন্ত্র উৎকৃষ্ট এবং মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ॥ ১১

ব্রাহ্মণের পক্ষে মন্ত্রযুক্ত জাতকর্মাদি দশবিধ সংস্কার বিধান করা হইয়াছে। তিনি যতকাল জীবিত থাকেন, সময়ে সময়ে তাঁহার আবশ্যক সংস্কার হওয়া প্রয়োজন, মরণের পরও যথাসময়ে শ্মশান ভূমিতে অন্ত্যেষ্টি সংস্কার ও গৃহমধ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম বৈদিক বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিতে হয় ॥ ১২

বৈদিক কর্মসকলই ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বর্গলোকপ্রাপ্তিকারক উত্তম মার্গ। ইহা ব্যতীত, মুনিগণ সমস্ত কর্মকেই বৈদিক মন্ত্রসমূহের দ্বারা নিষ্পন্ন করিতে বলিয়াছেন। বেদে এই সকল কর্ম দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করা হইয়াছে; সেইজন্য সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানেই এ জগতে অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। মাস, পক্ষ, ঋতু, চন্দ্র ও নক্ষত্রসকলে উপলক্ষিত যে সব যজ্ঞ হইয়া থাকে, এই সব যথাসম্ভব সম্পন্ন করিবার চেষ্টা প্রায় সকল প্রাণীই করে। যজ্ঞসমূহের সম্পাদনকেই কর্ম বলা হয়। যেখানে এই কর্ম করা হয়, সেই গৃহস্থ আশ্রমই সিদ্ধির পুণ্যময় ক্ষেত্র এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম আশ্রম ॥ ১৩-১৫

যে সকল মানুষ কর্মের নিন্দা করিতে করিতে কুপথের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব পুরুষার্থহীন মানুষকে পাপ স্পর্শ করে ॥ ১৬

দেবগণ ও পিতৃগণের যজন এবং ব্রহ্মবংশ (বেদ শাস্ত্রাদির স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষি-মুনিদিগের) তৃপ্তি—এই তিনটি হইল সনাতন পথ। যে সকল মূর্খ ব্যক্তি এই সনাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন পথে গমন করে, তাহারা বেদবিরুদ্ধ পথের আশ্রয় গ্রহণ করে ॥ ১৭

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এক মন্ত্রে বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞরূপ কর্ম যজমানগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু তপস্যাযুক্ত হইয়াই ইহা সম্পন্ন হওয়া উচিত। তুমি যদি ইহার অনুষ্ঠান কর, তবে আমি তোমাকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করিব। অতএব সেই বৈদিক কর্মসমূহে পূর্ণরূপে সংলগ্ন হওয়াই তপস্বীর 'তপ' বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৮

হোমের দ্বারা দেবগণকে, স্বাধ্যায়ের দ্বারা ঋষিদিগকে এবং শ্রাদ্ধের দ্বারা সনাতন পিতৃবর্গকে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাগ সমর্পণ করত গুরুর পরিচর্য্যাকরাকে দুষ্কর ব্রত বলা হইয়াছে ॥ ১৯

এই দুষ্কর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দেবগণ উত্তম বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গৃহস্থ-ধর্মপালনই দুষ্কর ব্রত। আমি তোমাদিগকে এই দুষ্কর ব্রতের ভার বহন করিবার জন্যই বলিতেছি ॥২০

তপস্যা শ্রেষ্ঠ কর্ম। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ইহা প্রজাবর্গের মূল কারণ। কিন্তু গার্হস্থ্যধর্মবিধায়ক শাস্ত্র অনুসারে এই গার্হস্থ-ধর্মেই সকল তপস্যা প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২১

যাঁহাদের মনে কাহারও প্রতি কোন ঈর্ষ্যা নাই, যাঁহারা সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সেই ব্রাহ্মণগণ ইহাকে তপস্যা বলিয়াই মনে করেন। যদ্যপি এ জগতে ব্রতকেও তপস্যা বলিয়া বলা হইয়াছে, তথাপি উহা পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অপেক্ষা মধ্যম শ্রেণীর বলিয়া কথিত হয় ॥ ২২

কারণ বিঘসাশী (যজ্ঞশেষান্নভোজী) পুরুষ প্রাতঃ ও সায়ংকালে বিধিঅনুসারে নিজ কুটুম্বদিগের মধ্যে অন্নের বিভাগ করিয়া দিয়া দুর্জয় অবিনাশী পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দেবতাবৃন্দ,

দত্ত্বাতিথিভ্যো দেবেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ স্বজনায় চ।
অবশিষ্টানি যেঽশ্নন্তি তানাহুর্বিঘসাশিনঃ ॥ ২৪
তস্মাৎ স্বধর্মমাস্থায় সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
লোকস্য গুরবো ভূত্বা তে ভবন্ত্যনুপস্কৃতাঃ ॥ ২৫
ত্রিদিবং প্রাপ্য শক্রস্য স্বর্গলোকে বিমৎসরাঃ।
বসন্তি শাশ্বতান্ বর্ষান্ জনা দুষ্করকারিণঃ ॥ ২৬

অর্জ্জুন উবাচ।

ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
উৎসৃজ্য নাস্তীতি গত্বা গার্হস্থ্যং সমুপাশ্রিতাঃ ॥ ২৭
তস্মাৎ ত্বমপি সর্বজ্ঞ ধৈর্য্যমালম্ব্য শাশ্বতম্।
প্রশাধি পৃথিবীং কৃৎস্নাং হতামিত্রাং নরোত্তম ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে ঋষি-শকুনিসংবাদকথনে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

পিতৃগণ, অতিথিসকলও নিজের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে অন্নদান করিয়া যিনি সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট অন্নভোজন করেন, তাঁহাকে বিঘসাশী বলা হইয়াছে ॥ ২৩-২৪

সেইজন্য নিজ ধর্ম অবলম্বন করত উত্তম ব্রতপালন করিতে করিতে ও সত্য কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা জগদ্গুরু হইয়া সর্ব্বসংশয়রহিত হইয়া যান ॥ ২৫

ঈর্ষাহীন দুষ্কর ব্রতপালনকারী এই পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ইন্দ্রের স্বর্গলোকে গমন করত অনন্ত বর্ষকাল সেস্থানে নিবাস করেন ॥২৬

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ! সেই ব্রাহ্মণকুমারগণ পক্ষিরূপধারী ইন্দ্রের ধর্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করত এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন যে, আমরা যে পথে চলিতেছি, উহা আমাদের পক্ষে হিতকর নহে; অতএব তাঁহারা উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন এবং গৃহস্থ-ধর্ম্মপালন করিতে করিতে সে স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

সর্ব্বজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনিও সর্ব্বদার জন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করত শত্রুহীন এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করুন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যপ্রসঙ্গে ঋষিগণ ও পক্ষিরূপধারী ইন্দ্রের সংবাদবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[গৃহস্থধর্ম্মস্য প্রশংসাং কুর্ব্বতা নকুলেন রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা নকুলো বাক্যমব্রবীৎ।
রাজানমভিসম্প্রেক্ষ্য সর্বধর্মভৃতাং বরম্ ॥ ১
অনুরুধ্য মহাপ্রাজ্ঞো ভ্রাতুশ্চিত্তমরিন্দম।
ব্যূঢোরস্কো মহাবাহুস্তাম্রাস্যো মিতভাষিতা ॥ ২

নকুল উবাচ।

বিশাখযূপে দেবানাং সর্বেষামগ্নয়শ্চিতাঃ।
তস্মাদ্ বিদ্ধি মহারাজ দেবাঃ কর্মফলে স্থিতাঃ ॥ ৩
অনাস্তিকানাং ভূতানাং প্রাণদাঃ পিতরশ্চ যে।
তেঽপি কর্মৈব কুর্বন্তি বিধিং সম্প্রেক্ষ্য পার্থিব ॥ ৪

দ্বাদশ অধ্যায়।

[গৃহস্থ-ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে নকুলকর্ত্তৃক রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! অর্জুনের কথা শ্রবণ করত নকুলও সমস্ত ধর্ম্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন। শত্রুদমন জনমেজয়! মহাবাহু নকুল অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ইঁহার বক্ষ বিশাল এবং মুখ তাম্রবর্ণের ছিল। তিনি মিতভাষী ছিলেন এবং ভ্রাতার চিত্ত অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন। নকুল বলিলেন,—মহারাজ! বিশাখযূপ নামক ক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাগণের দ্বারা কৃত অগ্নিস্থাপনের চিহ্ন (ইষ্টকনির্ম্মিত বেদি) বিদ্যমান ছিল। ইহাতে আপনার এই কথা বুঝা উচিত যে, দেবগণও বৈদিককর্ম্ম ও তাহার ফলের উপর বিশ্বাস করেন ॥ ১-৩

রাজন্! আস্তিকবুদ্ধিহীন সমস্ত প্রাণিদিগের প্রাণদাতা পিতৃগণও শাস্ত্রের বিধিবাক্যে দৃষ্টিস্থাপন করত কর্ম্মই করিয়া থাকেন ॥ ৪

বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধি ভৃশনাস্তিকান্ ।
ন হি বেদোক্তমুৎসৃজ্য বিপ্রঃ সর্বেষু কর্মসু ॥ ৫
দেবযানেন নাকস্য পৃষ্ঠমাপ্নোতি ভারত ।
অত্যাশ্রমানয়ং সর্বানিত্যাহুর্বেদনিশ্চয়াঃ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ শ্রুতিসম্পন্নাস্তান্ নিবোধ নরাধিপ ।
বিত্তানি ধর্মলব্ধানি ক্রতুমুখ্যেষবাসৃজন্ ॥ ৭
কৃতাত্মা স মহারাজ স বৈ ত্যাগী স্মৃতো নরঃ ৮
অনবেক্ষ্য সুখাদানং তথৈবোর্ধ্বং প্রতিষ্ঠিতঃ ।
আত্মত্যাগী মহারাজ স ত্যাগী তামসো মতঃ ॥ ৯
অনিকেতঃ পরিপতন্ বৃক্ষমূলাশ্রয়ো মুনিঃ ।
অপাচকঃ সদা যোগী স ত্যাগী পার্থ ভিক্ষুকঃ ॥ ১০
ক্রোধ-হর্ষাবনাদৃত্য পৈশুন্যঞ্চ বিশেষতঃ ।
বিপ্রো বেদানধীতে যঃ স ত্যাগী পার্থ উচ্যতে ॥ ১১

ভারত ! যাহারা বেদসকলের আজ্ঞার বিরুদ্ধে গমন করে, তাহাদিগকে অতিশয় নাস্তিক বলা হয়। বেদের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিতে থাকিলেও দেবযান মার্গের দ্বারা স্বর্গলোকের পৃষ্ঠে কোন ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ না ॥ ৫½

এই গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব্ব আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কথা বেদ-সমূহের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রুতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ বলেন। নরেশ্বর ! আপনি তাঁহাদের নিকট গমন করত এই বিষয় অবগত হউন ॥ ৬½

মহারাজ ! যিনি ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ধনসকলকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহে ব্যয় করিয়া থাকেন এবং নিজের মনকে বশীভূত রাখেন, সেই মনুষ্য ত্যাগী বলিয়া কথিত হন্ ॥ ৭-৮

মহারাজ ! যিনি গৃহস্থ আশ্রমের সুখ কখনও ভোগ করেন নাই, অথচ উচ্চভূমিতে স্থিত বানপ্রস্থাদি আশ্রমসমূহে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহাকে তামস যোগী বলা হয় ॥ ৯

পার্থ ! যাঁহার কোন নিবাসস্থান নাই, যিনি এদিক্ ওদিকে বিচরণ করিয়া থাকেন এবং নীরবে কোন বৃক্ষের তলায় তাহার মূলে শয়ন করেন, যিনি নিজের জন্য কোন রন্ধন কার্য্য করেন না এবং সর্ব্বদা যোগ অবলম্বন করিয়া থাকেন, এরূপ ত্যাগী পুরুষকে ভিক্ষুক বলা হয় ॥ ১০

পার্থ ! যে ব্রাহ্মণ ক্রোধ, হর্ষ ও বিশেষতঃ খলতা অবহেলা করিয়া সর্ব্বদা বেদসকলের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন, তাঁহাকে ত্যাগী বলা হয় ॥ ১১

আশ্রমাংস্তুলয়া সর্বান্ ধৃতানাহুর্মনীষিণঃ ।
একতশ্চ ত্রয়ো রাজন্ গৃহস্থাশ্রম একতঃ ॥ ১২
সমীক্ষ্য তুলয়া পার্থ কামং স্বর্গঞ্চ ভারত ।
অয়ং পন্থা মহর্ষীণামিয়ং লোকবিদাং গতিঃ ॥ ১৩
ইতি যঃ কুরুতে ভাবং স ত্যাগী ভরতর্ষভ ।
ন যঃ পরিত্যজ্য গৃহান্ বনমেতি বিমূঢ়বৎ ॥ ১৪
যদা কামান্ সমীক্ষেত ধর্মবৈতংসিকো নরঃ ।
অথৈনং মৃত্যুপাশেন কণ্ঠে বধ্নাতি মৃত্যুরাট্ ॥ ১৫
অভিমানকৃতং কর্ম নৈতৎ ফলবদুচ্যতে ।
ত্যাগযুক্তং মহারাজ সর্বমেব মহাফলম্ ॥ ১৬
শমো দমস্তথা ধৈর্য্যং সত্যং শৌচমার্জবম্ ।
যজ্ঞো ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ নিত্যমার্ষো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৭
পিতৃদেবাতিথিকৃতে সমারম্ভোঽত্র শস্যতে ।
অত্রৈব হি মহারাজ ত্রিবর্গঃ কেবলং ফলম্ ॥ ১৮

রাজন্ ! কোন এক সময়ে মনীষী পুরুষগণ চারি আশ্রম-(ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস)কে তুলাদণ্ডে (বিবেকের) স্থাপন করত ওজন করিয়াছিলেন। ইহার একদিকে ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই তিন আশ্রম আর অন্যদিকে একমাত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল ॥ ১২

হে ভারত ! হে পার্থ ! এইভাবে বিবেকের তুলাদণ্ডে স্থাপন করত যখন ওজন করা হইল, তখন গৃহস্থ-আশ্রমই মহত্ত্ব-পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছিল, কারণ, এস্থানে ভোগ ও স্বর্গ উভয়ই সুলভ। তখন হইতেই তাঁহারা স্থির করিলেন যে, ইহাই মুনিগণের মার্গ এবং ইহাই লোকবিদ্‌গণের গতি ॥ ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! যিনি এরূপ ভাব পোষণ করেন, তিনিই ত্যাগী। যিনি মূর্খের ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করত বনে গমন করেন, তিনি ত্যাগী নন্ ॥ ১৪

বনে থাকিয়াও যদি ধর্ম্মধ্বজী কোন মানুষ কামভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত (তাহার স্মরণ) করে, তবে তাহার কণ্ঠে যমরাজ মৃত্যুপাশ বন্ধন করিয়া থাকেন ॥ ১৫

মহারাজ ! এই কর্ম্ম যদি অভিমান পূর্ব্বক করা হয়, তবে উহা সফল হয় না, কিন্তু ত্যাগের সহিত যদি সমস্ত কর্ম করা হয়, তবে উহা মহাফল দান করিয়া থাকে ॥ ১৬

শম, দম, ধৈর্য্য, সত্য, শৌচ, সরলতা, যজ্ঞ, ধৃতি ও ধর্ম্ম—এ সমস্তই ঋষিদিগের নিরন্তর পালনীয় বিধান ॥ ১৭

মহারাজ ! গৃহস্থ-আশ্রমেই দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথি-

এতস্মিন্ বর্তমানস্য বিধাবপ্রতিষেধিতে।
ত্যাগিনঃ প্রসৃতস্যেহ নোচ্ছিত্তির্বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৯

অসৃজদ্ধি প্রজা রাজন্ প্রজাপতিরকল্মষঃ।
মাং যক্ষ্যন্তীতি ধর্ম্মাত্মা যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ॥ ২০

বীরুধশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ যজ্ঞার্থং বৈ তথৌষধীঃ।
পশূংশ্চৈব তথা মেধ্যান্ যজ্ঞার্থানি হবীংষি চ ॥ ২১

গৃহস্থাশ্রমিণস্তচ্চ যজ্ঞকর্ম বিরোধকম্।
তস্মাদ্ গার্হস্থ্যমেবেহ দুষ্করং দুর্লভং তথা ॥ ২২

তৎ সম্প্রাপ্য গৃহস্থা যে পশুধান্যধনান্বিতাঃ।
ন যজন্তে মহারাজ শাশ্বতং তেষু কিল্বিষম্ ॥ ২৩

স্বাধ্যায়যজ্ঞা ঋষয়ো জ্ঞানযজ্ঞাস্তথা পরে।
অথাপরে মহাযজ্ঞান্ মনসৈব বিতন্বতে ॥ ২৪

এবং মনঃসমাধানং মার্গমাতিষ্ঠতো নৃপ।
দ্বিজাতের্ব্রহ্মভূতস্য স্পৃহয়ন্তি দিবৌকসঃ ॥ ২৫

স রত্নানি বিচিত্রাণি সংহৃতানি ততস্ততঃ।
মখেষনভিসন্ত্যজ্য নাস্তিক্যমভিজল্পসি ॥ ২৬

কুটুম্বমাস্থিতে ত্যাগং ন পশ্যামি নরাধিপ।
রাজসূয়াশ্বমেধেষু সর্বমেধেষু বা পুনঃ ॥ ২৭

যে চান্যে ক্রতবস্তাত ব্রাহ্মণৈরভিপূজিতাঃ।
তৈর্যজস্ব মহীপাল শক্রো দেবপতির্যথা ॥ ২৮

রাজ্ঞঃ প্রমাদদোষেণ দস্যুভিঃ পরিমুষ্যতাম্।
অশরণ্যঃ প্রজানাং যঃ স রাজা কলিরুচ্যতে ॥ ২৯

অশ্বান্ গাশ্চৈব দাসীশ্চ করেণূশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
গ্রামান্ জনপদাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ ॥ ৩০

অপ্রদায় দ্বিজাতিভ্যো মাৎসর্য্যাবিষ্টচেতসঃ।
বয়ং তে রাজকলয়ো ভবিষ্যামি বিশাম্পতে ॥ ৩১

দিগের জন্য সম্পাদিত আয়োজনের প্রশংসা করা হইয়াছে। এখানেই কেবল ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮

এই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বেদবিহিত বিধিপালনকারী নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী পুরুষের কখনও বিনাশ হয় না। তিনি পারলৌকিক উন্নতি হইতে কখনও বঞ্চিত হন্ না ॥ ১৯

রাজন্! নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি এই উদ্দেশ্যে প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহারা নানাপ্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা আমার যজনা করিবেন ॥ ২০

এই উদ্দেশ্যে তিনি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকার লতা-বল্লী, বৃক্ষ, ওষধি, পবিত্র পশু এবং যজ্ঞে প্রয়োজনীয় হবিসমূহ সৃষ্টি করিলেন ॥ ২১

এই যজ্ঞকর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমী পুরুষকে এক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখেন; সেইজন্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্মই এজগতে দুষ্কর ও দুর্লভ ॥ ২২

মহারাজ! যে গৃহস্থ উহা প্রাপ্ত হইয়া পশু ও ধন-ধান্যে সম্পন্ন হইয়াও যজ্ঞ করে না, তাহাকে সর্ব্বদা পাপভাগী হইতে হয় ॥ ২৩

কিছু ঋষি বেদ-শাস্ত্রের স্বাধ্যায়রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিছু ঋষি জ্ঞানযজ্ঞে নিরত থাকেন এবং অন্য বহু ঋষি মনেই ধ্যানরূপী মহাযজ্ঞসকল বিস্তার করেন ॥ ২৪

হে নৃপ! চিত্তকে একাগ্র করিবার যে সাধন, উহার আশ্রয় গ্রহণ করত ব্রহ্মভূত দ্বিজের দর্শনের অভিলাষ দেবগণও করিয়া থাকেন ॥ ২৫

এদিক ওদিক্ হইতে যে সকল বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করা হইয়াছে, উহাকে যজ্ঞে বিতরণ না করিয়া আপনি নাস্তিকের কথা বলিতেছেন ॥ ২৬

হে নররাজ! যাহার উপর কুটুম্বসকলের প্রতিপালন ভার ন্যস্ত আছে, তাহার পক্ষে ত্যাগের বিধান দেখা যায় না। তাহার রাজসূয়, অশ্বমেধ অথবা সর্ব্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ॥ ২৭

ভূপাল! ইহা ব্যতীত আরও যে সকল ব্রাহ্মণগণের দ্বারা প্রশংসিত যজ্ঞ রহিয়াছে, সেই সব যজ্ঞের দ্বারা আপনিও দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যজ্ঞপুরুষের আরাধনা করুন ॥ ২৮

রাজার অসাবধানতারূপ দোষের জন্য দস্যুরা প্রবল হইয়া প্রজাগণের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে থাকে, এরূপ অবস্থায় যদি রাজা প্রজাদিগকে শরণদান না করেন, তবে তাঁহাকেই মূর্ত্তিমান্ কলি বলা হয় ॥ ২৯

প্রজানাথ! যদি আমরা ঈর্ষ্যাপূর্ণচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে অশ্ব, গো, দাসী, সুসজ্জিতা হস্তিনী, গ্রাম, জনপদ, ক্ষেত্র ও গৃহাদি দান না করি, তবে রাজগণের মধ্যে কলিযুগ আনয়নকারী বলিয়া আমরা নির্ণীত হইব। ৩০-৩১

অদাতারঃ শরণ্যাশ্চ রাজকিল্বিষভাগিনঃ।
দোষাণামেব ভোক্তারো ন সুখানাং কদাচন ॥ ৩২
অনিষ্ট্বা চ মহাযজ্ঞৈরকৃত্বা চ পিতৃস্বধাম্।
তীর্থেষ্বনভিসম্প্লুত্য প্রব্রজিষ্যসি চেৎ প্রভো ॥ ৩৩
ছিন্নাভ্রমিব গন্তাসি বিলয়ং মারুতেরিতম্।
লোকয়োরুভয়োর্ভ্রষ্টো হ্যন্তরালে ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৪
অন্তর্বহিশ্চ যৎ কিঞ্চিন্মনোব্যাসঙ্গকারকম্।
পরিত্যজ্য ভবেৎ ত্যাগী ন হিত্বা প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৩৫
এতস্মিন্ বর্তমানস্য বিধাবপ্রতিষেধিতে।
ব্রাহ্মণস্য মহারাজ নোচ্ছিত্তির্বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৩৬

নিহত্য শত্রূংস্তরসা সমৃদ্ধান্
শক্রো যথা দৈত্যবলানি সংখ্যে।
কঃ পার্থ শোচেন্নিরতঃ স্বধর্মে
পূর্বৈঃ স্মৃতে পার্থিবশিষ্টজুষ্টে ॥ ৩৭
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ পরাক্রমেণ
জিত্বা মহীং মন্ত্রবিদ্ভ্যঃ প্রদায়।
নাকস্য পৃষ্ঠেঽসি নরেন্দ্র গন্তা
ন শোচিতব্যং ভবতাদ্য পার্থ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি নকুলবাক্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

যাহারা দান করে না, শরণাগতকে রক্ষা করে না, তাহারা রাজাদের পাপভাগী হইয়া থাকে। তাহারা দুঃখ হইতে দুঃখই ভোগ করিতে থাকে, সুখ কখনও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ॥ ৩২

প্রভো! আপনি যদি মহাযজ্ঞসকলের দ্বারা ভগবানের যজনা না করিয়া, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও তীর্থসকলে স্নান না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে বায়ুর দ্বারা ছিন্ন-ভিন্ন মেঘমণ্ডলের ন্যায় নষ্ট হইয়া যাইবেন। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া (ত্রিশঙ্কুর ন্যায়) মধ্যভাগে ঝুলিতে থাকিবেন ॥৩৩-৩৪

অন্তরে ও বাহিরে যাহা কিছু মনের আসক্তিকর বস্তু আছে, সেই সবকে ত্যাগ করিলে পর মানুষ ত্যাগী হইয়া থাকে। কেবল গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইলেই কেহ ত্যাগী হয় না ॥ ৩৫

মহারাজ! এই গৃহস্থ-আশ্রমেই থাকিয়া বেদবিহিত কর্ম্মে আসক্ত ব্রাহ্মণের কখনও উচ্ছেদ (পতন) হয় না ॥ ৩৬

হে পার্থ! যেরূপ ইন্দ্র যুদ্ধে দৈত্যদের সৈন্যদিগকে সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি বেগপূর্ব্বক শত্রুগণকে বধ করত জয় লাভ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের দ্বারা সেবিত নিজ ধর্ম্মে নিরত থাকেন, এরূপ (আপনি ব্যতীত) অন্য কোন রাজা শোক করেন? ৩৭

নরেন্দ্র! পার্থ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে পরাক্রমের দ্বারা এই পৃথিবী জয় লাভ করিয়া মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণকে যজ্ঞে বহু দক্ষিণাদান করত স্বর্গ হইতেও উপরে গমন করিবেন। অতএব আজ আপনি শোক করিবেন না ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে নকুলের বাক্যবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

[মমত্বমাসক্তিঞ্চ পরিত্যজ্য রাজ্যং পালনীয়মিতি যুধিষ্ঠিরায় সহদেবস্য পরামর্শদানম্ ।]

সহদেব উবাচ ।

ন বাহ্যং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত ।
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য সিদ্ধির্ভবতি বা ন বা ॥ ১
বাহ্যদ্রব্যবিমুক্তস্য শারীরেষনুগৃধ্যতঃ ।
যো ধর্মো যৎ সুখং বা স্যাদ্ দ্বিষতাং তৎ তথাস্তু নঃ ॥ ২
শারীরং দ্রব্যমুৎসৃজ্য পৃথিবীমনুশাসতঃ ।
যো ধর্ম্মো যৎ সুখং বা স্যাৎ সুহৃদাং তৎ তথাস্তু নঃ ॥ ৩
দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।
মমেতি চ ভবেন্মৃত্যুর্ন মমেতি চ শাশ্বতম্ ॥ ৪
ব্রহ্মমৃত্যু ততো রাজন্নাত্মন্যেব সমাশ্রিতৌ ।
অদৃশ্যমানৌ ভূতানি যোধয়েতামসংশয়ম্ ॥ ৫
অবিনাশোঽস্য সত্ত্বস্য নিয়তো যদি ভারত ।
হত্বা শরীরং ভূতানাং ন হিংসা প্রতিপৎস্যতে ॥ ৬
অথাপি চ সহোৎপত্তিঃ সত্ত্বস্য প্রলয়স্তথা ।
নষ্টে শরীরে নষ্টঃ স্যাদ্ বৃথা চ স্যাৎ ক্রিয়াপথঃ ॥ ৭
তস্মাদেকান্তমুৎসৃজ্য পূর্বৈঃ পূর্বতরৈশ্চ যঃ ।
পন্থা নিষেবিতঃ সদ্ভিঃ স নিষেব্যো বিজানতা ॥ ৮
(স্বায়ম্ভুবেন মনুনা তথান্যৈশ্চক্রবর্তিভিঃ ।
যদ্যয়ং হ্যধমঃ পন্থাঃ কস্মাৎ তৈস্তৈর্নিষেবিতঃ ॥
কৃতত্রেতাদিযুক্তানি গুণবন্তি চ ভারত ।
যুগানি বহুশস্তৈশ্চ ভুক্তেয়মবনী নৃপ ॥)
লব্ধ্বাপি পৃথিবীং কৃৎস্নাং সহস্থাবরজঙ্গমাম্ ।
ন ভুঙ্‌ক্তে যো নৃপঃ সম্যঙ্‌ নিষ্ফলং তস্য জীবিতম্ ॥৯

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

[সহদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মমত্ব ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে পরামর্শ দান ।]

সহদেব বলিলেন,—হে ভারত ! কেবল বাহিরের দ্রব্য ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না কিংবা শরীরসম্বন্ধীয় দ্রব্যসকলও ত্যাগ করিলে সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১

বাহ্য দ্রব্যসকল হইতে দূরে থাকিয়া দৈহিক সুখ-ভোগ-সমূহে আসক্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম অথবা যে সুখ লাভ হইয়া থাকে, উহা সেইরূপে আমাদের শত্রুগণের প্রাপ্তি হউক ॥ ২

কিন্তু শরীরের উপভোগে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকলের মমতা ত্যাগ করত অনাসক্তভাবে পৃথিবী শাসনকারী রাজার যে ধর্ম্ম অথবা সুখ লাভ হয়, উহা আমাদের হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের প্রাপ্তি হউক ॥ ৩

দুই অক্ষরকে 'মম' ('ইহা আমার' এরূপ ভাবকে) মৃত্যু এবং তিন অক্ষরকে ' ন মম' ('ইহা আমার নয়' এরূপ ভাবকে) অমৃত—সনাতন ব্রহ্ম বলা হয় ॥ ৪

রাজন্ ! ইহাতে এই সূচিত হয় যে, মৃত্যু ও অমৃত ব্রহ্ম এই উভয়ই নিজের মধ্যে অবস্থিত আছে। ইহারাই অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া প্রাণিগণকে পরস্পরের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া থাকে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫

হে ভারত ! যদি এই জীবাত্মার অবিনাশী হওয়াই নিশ্চিত হয়, তবে ত' প্রাণিগণের দেহকে বধ করা মাত্রই উহার হিংসা হইতে পারে না ॥ ৬

ইহার বিপরীত যদি দেহের সহিতই জীবের উৎপত্তি ও উহার নষ্ট হওয়ার সহিতই জীবের নাশ মানা হয়, তবে শরীরের নাশের সহিত জীবও নষ্ট হইয়া যাইবে ; এরূপ অবস্থায় সমস্ত বৈদিক কর্ম্মমার্গই ব্যর্থ—ইহা সিদ্ধ হইবে ॥ ৭

সেইজন্ত বিজ্ঞ পুরুষের নির্জনে বাস করিবার বিচার ত্যাগ করত পূর্ব্ববর্ত্তী ও অত্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথ সেবন করিয়া গিয়াছেন, উহারই আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ॥ ৮

(যদি আপনার দৃষ্টিতে গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করিতে করিতে রাজ্যশাসন করা অধর্ম্ম মার্গ হইয়া থাকে, স্বায়ম্ভুব মনু এবং অন্যান্য প্রখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী নরেশগণ ইহার অনুসরণ কেন করিয়াছিলেন ?

হে ভরতবংশধর নৃপ ! সেই নরপতিগণ উত্তম গুণসমূহে যুক্ত সত্যযুগ, ত্রেতাদি অনেক যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী উপভোগ করিয়া গিয়াছেন ।)

যে রাজা চরাচর প্রাণিগণে পরিপূর্ণ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে উত্তমরূপে উপভোগ করেন না, তাঁহার জীবনই নিষ্ফল ॥ ৯

অথবা বসতো রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ ।
দ্রব্যেষু যস্য মমতা মৃত্যোরাস্যে স বর্ততে ॥ ১০
বাহ্যান্তরঞ্চ ভূতানাং স্বভাবং পশ্য ভারত ।
যে তু পশ্যন্তি তদ্ ভূতং মুচ্যন্তে তে মহাভয়াৎ ॥ ১১
ভবান্ পিতা ভবান্ মাতা ভবান্ ভ্রাতা ভবান্ গুরুঃ ।
দুঃখপ্রলাপানার্তস্য তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১২

রাজন্! অথবা বনে থাকিয়া বনেরই ফল-পুষ্পসমূহে জীবন-নির্বাহ করিতে করিতেও যে পুরুষের দ্রব্যসমূহে মমত্ব বোধ থাকে, সে মৃত্যুর মুখে অবস্থান করে ॥ ১০

হে ভারত! প্রাণিগণের বাহ্য স্বভাব এক প্রকার আর আন্তর স্বভাব আবার অন্য প্রকার হইয়া থাকে। আপনি উহা নিরীক্ষণ করুন। যিনি সবেরই মধ্যে বিরাজমান পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি মহাভয় (মৃত্যু) হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ১১

তথ্যং বা যদি বাতথ্যং যন্ময়ৈতৎ প্রভাষিতম্ ।
তদ্ বিদ্ধি পৃথিবীপাল ভক্ত্যা ভরতসত্তম ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সহদেববাক্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

প্রভো! আপনি আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও গুরু। আমি আর্ত্ত হইয়া দুঃখে যাহা যাহা প্রলাপ বাক্য বলিলাম, আপনি সেই সমস্ত ক্ষমা করুন ॥ ১২

ভরতবংশভূষণ ভূপাল! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, উহা যথার্থ বা অযথার্থ হউক, আপনার প্রতি ভক্তিবশতই সেই সব বাক্য আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, ইহা আপনি সর্ব্বতোভাবে অবগত হউন ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সহদেবের বাক্য বিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজদণ্ডধারণপূর্ব্বকং রাজ্যং শাসিতুং যুধিষ্ঠিরায় দ্রৌপদ্যাঃ প্রেরণাদানঞ্চ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অব্যাহরতি কৌন্তেয়ে ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে ।
ভ্রাতৄণাং ব্রুবতাং তাংস্তান্ বিবিধান্ বেদনিশ্চয়ান্ ॥১
মহাভিজনসম্পন্না শ্রীমত্যায়তলোচনা ।
অভ্যভাষত রাজেন্দ্র দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥২
আসীনমৃষভং রাজ্ঞাং ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতম্ ।
সিংহশার্দূলসদৃশৈর্বারণৈরিব যূথপম্ ॥ ৩

অভিমানবতী নিত্যং বিশেষেণ যুধিষ্ঠিরে ।
লালিতা সততং রাজ্ঞা ধর্মজ্ঞা ধর্ম্মদর্শিনী ॥ ৪
আমন্ত্র্য বিপুলশ্রোণী সাম্না পরমবল্গুনা ।
ভর্তারমভিসম্প্রেক্ষ্য ততো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫
দ্রৌপদ্যুবাচ ।
ইমে তে ভ্রাতরঃ পার্থ শুষ্যন্তে স্তোককা ইব ।
বাবাশ্যমানাস্তিষ্ঠন্তি ন চৈনানভিনন্দসে ॥ ৬

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[দ্রৌপদী কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে প্রেরণা দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! নিজের ভ্রাতৃগণের মুখ হইতে নানা প্রকার বেদসমূহের সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়াও যখন কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কিছুই বলিলেন না, তখন মহাকুলে উৎপন্না, যুবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, স্থূল নিতম্বশোভিতা ও বিশালনয়নসম্পন্না পতিগণের বিশেষতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অভিমানবতী, রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সর্ব্বদা প্রতিপালিতা, ধর্ম্মদৃষ্টিসম্পন্না এবং ধর্ম্মজ্ঞা শ্রীমতী মহারাণী দ্রৌপদী হস্তিগণে পরিবৃত যূথপতি গজরাজের ন্যায় সিংহ ও ব্যাঘ্রতুল্য পরাক্রমশালী ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট পতিদেব নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত সান্ত্বনাপূর্ণ পরম মধুর ভাষায় এই কথা বলিলেন ॥ ১-৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—কুন্তীকুমার! চাতকপক্ষিগণ যেরূপ জলপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া যায় এবং বারংবার রব করিতে থাকে, সেইরূপ আপনার এই ভ্রাতারা আপনার সঙ্কল্প শ্রবণ করত হতাশায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, এবং বারংবার আপনাকে রাজ্য শাসন করিবার কথা উঁহারা বলিয়া যাইতেছেন, অথচ আপনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন না ॥ ৬

নন্দয়ৈতান্ মহারাজ মত্তানিব মহাদ্বিপান্ ।
উপপন্নেন বাক্যেন সততং দুঃখভাগিনঃ ॥ ৭

কথং দ্বৈতবনে রাজন্ পূর্বমুক্ত্বা তথা বচঃ ।
ভ্রাতৄনেতান্ স্ম সহিতান্ শীতবাতাতপার্দিতান্ । ৮
বয়ং দুর্যোধনং হত্বা মৃধে ভোক্ষ্যাম মেদিনীম্ ।
সম্পূর্ণাং সর্বকামানামাহবে বিজয়ৈষিণঃ ॥ ৯

বিরথাংশ্চ রথান্ কৃত্বা নিহত্য চ মহাগজান্ ।
সংস্তীর্য্য চ রথৈর্ভূমিং সসাদিভিররিন্দমাঃ ॥ ১০
যজতাং বিবিধৈর্যজ্ঞৈঃ সমৃদ্ধৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ।
বনবাসকৃতং দুঃখং ভবিষ্যতি সুখায় বঃ ॥ ১১

ইত্যেতানেবমুক্ত্বা ত্বং স্বয়ং ধর্ম্মভৃতাং বর ।
কথমদ্য পুনর্বীর বিনিহংসি মনাংসি নঃ ॥ ১২

ন ক্লীবো বসুধাং ভুঙ্‌ক্তে ন ক্লীবো ধনমশ্নুতে ।
ন ক্লীবস্য গৃহে পুত্রা মৎস্যাঃ পঙ্ক ইবাসতে ॥ ১৩

নাদণ্ডঃ ক্ষত্রিয়ো ভাতি নাদণ্ডো ভূমিমশ্নুতে ।
নাদণ্ডস্য প্রজা রাজ্ঞঃ সুখং বিন্দন্তি ভারত ॥ ১৪

মিত্রতা সর্বভূতেষু দানমধ্যয়নং তপঃ ।
ব্রাহ্মণস্যৈব ধর্ম্মঃ স্যান্ন রাজ্ঞো রাজসত্তম ॥ ১৫

অসতাং প্রতিষেধশ্চ সতাঞ্চ পরিপালনম্ ।
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্ম্মঃ সমরে চাপলায়নম্ ॥ ১৬

যস্মিন্ ক্ষমা চ ক্রোধশ্চ দানাদানে ভয়াভয়ে ।
নিগ্রহানুগ্রহৌ চোভৌ স বৈ ধর্ম্মবিদুচ্যতে ॥ ১৭

ন শ্রুতেন ন দানেন ন সান্ত্বেন ন চেজ্যয়া ।
ত্বয়েয়ং পৃথিবী লব্ধা ন সঙ্কোচেন চাপ্যুত ॥ ১৮

যৎ তদ্ বলমমিত্রাণাং তথা বীর্য্যসমুদ্যতম্ ।
হস্ত্যশ্বরথসম্পন্নং ত্রিভিরঙ্গৈরনুত্তমম্ ॥ ১৯
রক্ষিতং দ্রোণকর্ণাভ্যামশ্বত্থাম্না কৃপেণ চ ।
তৎ ত্বয়া নিহতং বীর তস্মাদ্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব বসুন্ধরাম্ ॥ ২০

মহারাজ! উন্মত্ত গজরাজগণের ন্যায় আপনার এই সব বন্ধুগণ সদা আপনার জন্যই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এখন আপনি ইঁহাদের যুক্তিযুক্ত বাক্যের দ্বারা আনন্দিত করুন ॥ ৭

রাজন্! দ্বৈতবনে এই সব ভ্রাতারা যখন আপনার সহিত শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ুতে কষ্টভোগ করিতেছিলেন, তখন আপনি ইঁহাদের ধৈর্য্যদান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—শত্রুদমনকারী বীর ভ্রাতৃগণ! জয়াভিলাষী আমরা যুদ্ধে দুর্যোধনকে বিনাশ করিয়া রথী বীরবৃন্দকে রথহীন করত মহাগজসকলকে সংহার করিব এবং অশ্বারোহী যোদ্ধাগণসহ রথসকলের দ্বারা এই ভূতল আচ্ছাদিত করিয়া দিব। তারপর সমস্ত ভোগসমূহে সুসম্পন্না এই বসুধাকে উপভোগ করিব। সেই সময় পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভগবানের আরাধনায় নিরত থাকিলে তোমাদের এই বনবাসজনিত দুঃখ সুখরূপে পরিণত হইবে। ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! বীর মহারাজ! পূর্ব্বে দ্বৈতবনে এই ভ্রাতাদের সহিত স্বয়ংই এরূপ কথা বলিয়া আজ কেন আপনি আমাদের সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছেন? ৮-১২

যে কাপুরুষ ও নপুংসক, সেই এই পৃথিবী উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। সে ধনও উপার্জন করিতে পারে না এবং উহা ভোগ করিতেও পায় না। যেরূপ কেবল পঙ্কে মৎস্যসকল উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ নপুংসকের গৃহেও পুত্র হয় না ॥ ১৩

যে দণ্ড দান করিতে পারে না, সেরূপ ক্ষত্রিয় শোভা পায় না। দণ্ডদান না করিলে রাজা এই পৃথিবীকে উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ভারত! দণ্ডহীন রাজার প্রজাগণ কখনও সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রীভাব, দানগ্রহণ করা, দান করা, অধ্যয়ন ও তপস্যা ইহা ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম, রাজার নহে ॥ ১৫

রাজাদের পরম ধর্ম্ম হইল—দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করা, সৎপুরুষগণকে পালন করা এবং যুদ্ধে কখনও পলায়ন না করা ॥ ১৬

যাঁহার মধ্যে যথাসময়ে ক্ষমা ও ক্রোধ এই দুইই উদ্ভূত হইয়া থাকে, যিনি দান গ্রহণ করে ও দান করেন, যাঁহার মধ্যে শত্রুদিগকে ভয় দেখাইবার শক্তি এবং শরণাগতকে অভয়দানের সামর্থ্য থাকে, যিনি দুষ্টগণকে দণ্ডদান ও দীন ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহাকেই ধর্ম্মজ্ঞ বলা হয় ॥ ১৭

আপনার এই পৃথিবী শাস্ত্রশ্রবণে পাওয়া যায় নাই, আপনি দানেও ইহা প্রাপ্ত হন নাই, কাহাকেও সান্ত্বনাদান করিয়া লাভ করেন নাই, যজ্ঞের দ্বারা পান নাই এবং ভিক্ষার দ্বারাও প্রাপ্ত হন নাই ॥১৮

সেই যে শত্রুদের হাতী, অশ্ব এবং রথ—এই তিন অঙ্গবিশিষ্ট পরাক্রমসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ সৈন্য ছিল; দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য যাহাকে রক্ষা করিতেছিলেন, সেই

জম্বুদ্বীপো মহারাজ নানাজনপদৈর্যুতঃ।
ত্বয়া পুরুষশার্দুল দণ্ডেন মৃদিতঃ প্রভো॥ ২১
জম্বুদ্বীপেন সদৃশঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো নরাধিপ।
অপরেণ মহামেরোর্দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া॥ ২২
ক্রৌঞ্চদ্বীপেন সদৃশঃ শাকদ্বীপো নরাধিপ।
পূর্ব্বেণ তু মহামেরোর্দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া॥ ২৩
উত্তরেণ মহামেরোঃ শাকদ্বীপেন সম্মিতঃ।
ভদ্রাশ্বঃ পুরুষব্যাঘ্র দণ্ডেন মৃদিতস্ত্বয়া॥ ২৪
দ্বীপাশ্চ সান্তরদ্বীপা নানাজনপদাশ্রয়াঃ।
বিগাহ্য সাগরং বীর দণ্ডেন মৃদিতাস্ত্বয়া॥ ২৫
এতান্যপ্রতিমেয়ানি কৃত্বা কর্ম্মাণি ভারত।
ন প্রীয়সে মহারাজ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ॥ ২৬
স ত্বং ভ্রাতৄনিমান্ দৃষ্ট্বা প্রতিনন্দস্ব ভারত।
ঋষভানিব সম্মত্তান্ গজেন্দ্রানূর্জিতানিব॥ ২৭
অমরপ্রতিমাঃ সর্ব্বে শত্রুসাহাঃ পরন্তপাঃ।
একোঽপি হি সুখায়ৈষাং মম স্যাদিতি মে মতিঃ॥ ২৮
কিং পুনঃ পুরুষব্যাঘ্র পতয়ো মে নরর্ষভাঃ।
সমস্তানীন্দ্রিয়াণীব শরীরস্য বিচেষ্টনে॥ ২৯
অনৃতং নাব্রবীচ্ছ্বশ্রূঃ সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বদর্শিনী।
যুধিষ্ঠিরস্ত্বাং পাঞ্চালি সুখে ধাস্যত্যনুত্তমে॥ ৩০
হত্বা রাজসহস্রাণি বহূন্যাশুপরাক্রমঃ।
তদ্ ব্যর্থং সম্প্রপশ্যামি মোহাৎ তব জনাধিপ॥ ৩১
যেষামুন্মত্তকো জ্যেষ্ঠঃ সর্ব্বে তেঽপ্যনুসারিণঃ।
তবোন্মাদান্মহারাজ সোন্মাদাঃ সর্ব্বপাণ্ডবাঃ॥ ৩২
যদি হি স্যুরনুন্মত্তা ভ্রাতরস্তে নরাধিপ।
বদ্ধ্বা ত্বাং নাস্তিকৈঃ সার্দ্ধং প্রশাসেয়ুর্বসুন্ধরাম্॥ ৩৩

সৈন্যবাহিনীকে আপনি বধ করিয়াছেন, তবে এই পৃথিবী আপনার অধিকারে আসিয়াছে, বীর! অতএব আপনি উহাকে উপভোগ করুন॥ ১৯-২০

প্রভো! মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বহু জনপদে যুক্ত এই জম্বূদ্বীপকে স্বীয় দণ্ডের দ্বারা মথিত করিয়াছেন॥ ২১

হে নরাধিপ! জম্বূদ্বীপেরই তুল্য ক্রৌঞ্চদ্বীপকে, যাহা মহামেরুর পশ্চিমে অবস্থিত, তাহাকে আপনি দণ্ডের দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছেন॥ ২২

নরেন্দ্র! ক্রৌঞ্চদ্বীপেরই সদৃশ, মহামেরুর পূর্ব্বে অবস্থিত নিজ দণ্ডের দ্বারা সেই শাকদ্বীপকে বশীভূত করিয়াছেন॥ ২৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহামেরুর উত্তরে শাকদ্বীপ পরিমিত যে ভদ্রাশ্ব বর্ষ রহিয়াছে, উহাকেও আপনি দণ্ডের দ্বারা অবনত করিয়া দিয়াছেন॥ ২৪

বীর! ইহার অতিরিক্ত আরও যে সব বহুসংখ্যক দেশের আশ্রয়ভূত দ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপ সমুদ্রলঙ্ঘন করিয়া অবস্থিত আছে, আপনি সেই সব স্থানকেও দণ্ডের দ্বারা বশীভূত করিয়া নিজের অধিকারে আনিয়াছেন॥ ২৫

হে ভারত! মহারাজ! আপনি এতাদৃশ অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করত দ্বিজাতিগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াও প্রসন্ন হইতেছেন না কেন? ২৬

ভারত! অতিশয় বলোন্মত্ত বৃষতুল্য বলশালী গজরাজগণের ন্যায় নিজের ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া আপনি ইঁহাদের অভিনন্দন করুন॥ ২৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ! শত্রুদমনকারী আপনার এই সব ভ্রাতা শত্রুসৈন্যদের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ, দেবগণের ন্যায় তেজস্বী, আমার বিশ্বাস যে, ইঁহাদের মধ্যে যে কোন একজন বীরই আমাকে সুখী করিতে পারেন, সুতরাং এই পাঁচ নরশ্রেষ্ঠ পতি কি করিতে না সমর্থ হইবেন? শরীরকে ক্রিয়াশীল করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের যে স্থান, আমার জীবনকে সুখী করিতেও সেইরূপ ইঁহাদের স্থান॥ ২৮-২৯

মহারাজ! আমার শ্বশ্রূমাতা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি সর্ব্বজ্ঞা ও সর্ব্বদর্শিনী। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাঞ্চালরাজকুমারি! যুধিষ্ঠির শীঘ্র পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে, সুতরাং সে বহু সহস্র রাজাকে যুদ্ধে সংহার করত তোমাকে সুখে প্রতিষ্ঠিত করিবে। জনেশ্বর! কিন্তু আপনার এই মোহ দেখিয়া শ্বশ্রূ মাতার কথিত সেই বাক্যও ব্যর্থ হইতে দেখা যাইতেছে॥ ৩০-৩১

যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্ত হইয়া যান, তাঁহারা সকলে তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন। মহারাজ! আপনার উন্মাদে সকল পাণ্ডবেরাই উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন॥ ৩২

নরেশ্বর! যদি এই আপনার ভ্রাতারা উন্মত্ত না হইতেন, তবে নাস্তিকগণের সহিত আপনাকে বন্ধন করিয়া নিজেরাই এই বসুন্ধরাকে শাসন করিতেন॥ ৩৩

কুরুতে মূঢ় এবং হি যঃ শ্রেয়ো নাধিগচ্ছতি।
ধূপৈরঞ্জনযোগৈশ্চ নস্যকর্ম্মভিরেব চ ॥ ৩৪
ভেষজৈঃ সচিকিৎস্যঃ স্যাদ্ য উন্মার্গেণ গচ্ছতি।
সাহং সর্বাধমা লোকে স্ত্রীণাং ভরতসত্তম ॥ ৩৫
তথা বিনিকৃতা পুত্রৈর্যাহমিচ্ছামি জীবিতুম্।
এতেষাং যতমানানাং ন মেঽদ্য বচনং মৃষা ॥ ৩৬
ত্বং তু সর্বাং মহীং ত্যক্ত্বা কুরুষে স্বয়মাপদম্।
যথাঽঽস্তাং সম্মতৌ রাজ্ঞাং পৃথিব্যাং রাজসত্তম ॥ ৩৭
মান্ধাতা চাম্বরীষশ্চ তথা রাজন্ বিরাজসে।
প্রশাধি পৃথিবীং দেবীং প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩৮
সপর্বতবনদ্বীপাং মা রাজন্ বিমনা ভব।
যজস্ব বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্যুধ্যস্বারীন্ প্রযচ্ছ চ।
ধনানি ভোগান্ বাসাংসি দ্বিজাতিভ্যো নৃপোত্তম ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দ্রৌপদীবাক্যে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যে মূর্খ এরূপ কার্য্য করে, সে কখনও কল্যাণভাগী হইতে পারে না। যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কুপথে চলিতে থাকে, তাহাকে ধূপে সুগন্ধ দিয়া, নয়নে সিদ্ধ অঞ্জন দিয়া, নাসিকায় গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করাইয়া অথবা কোন ঔষধ খাওইয়া সেই রোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক ॥ ৩৪॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমিই এ জগতে সকল স্ত্রীগণের মধ্যে অধম, যেহেতু আমার পুত্রগণ নিহত হইলেও আমি এখনও জীবিত থাকিতে ইচ্ছুক ॥ ৩৫॥

এই সব মানুষ আপনাকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আপনি উহা গ্রহণ করিতেছেন না। আমি এখন যাহা কিছু বলিতেছি, এই সব বাক্য আমার মিথ্যা নহে। আপনি সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য পরিত্যাগ করত নিজের জন্য নিজেই বিপদ সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৩৬॥

নৃপশ্রেষ্ঠ! যেরূপ মান্ধাতা ও অম্বরীষ ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজগণের মধ্যে সম্মানিত হইয়া সুশোভিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও সুশোভিত হইতেছেন ॥ ৩৭॥

হে রাজন! ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে করিতে পর্ব্বত, বন ও দ্বীপসমূহ সহ এই পৃথিবী দেবীকে শাসন করুন। এভাবে আর উদাসীন থাকিবেন না ॥ ৩৮॥

নৃপোত্তম! নানাপ্রকার যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করুন, শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করুন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন, ভোগসামগ্রী ও বস্ত্রসকল দান করুন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দ্রৌপদীর বাক্যবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনেন রাজদণ্ডস্য মহত্ত্ববর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ।
অনুমান্য মহাবাহুং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥ ১

অর্জুন উবাচ।

দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্বা দণ্ড এবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২
দণ্ডঃ সংরক্ষতে ধর্মং তথৈবার্থং জনাধিপ।
কামং সংরক্ষতে দণ্ডস্ত্রিবর্গো দণ্ড উচ্যতে ॥ ৩
দণ্ডেন রক্ষ্যতে ধান্যং ধনং দণ্ডেন রক্ষ্যতে।
এবং বিদ্বানুপাধৎস্ব ভাবং পশ্যস্ব লৌকিকম্। ৪
রাজদণ্ডভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
যমদণ্ডভযাদেকে পরলোকভয়াদপি ॥ ৫
পরস্পরভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে।
এবং সাংসিদ্ধিকে লোকে সর্বং দণ্ডে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেকে ন খাদন্তি পরস্পরম্।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৭
যস্মাদদান্তান্ দময়ত্যশিষ্টান্ দণ্ডয়ত্যপি।
দমনাদ্ দণ্ডনাচ্চৈব তস্মাদ্ দণ্ডং বিদুর্বুধাঃ ৮
বাচা দণ্ডো ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ভুজার্পণম্।
দানদণ্ডাঃ স্মৃতা বৈশ্যা নির্দণ্ডঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ৯
অসম্মোহায় মর্ত্যানামর্থসংরক্ষণায় চ।
মর্য্যাদা স্থাপিতা লোকে দণ্ডসংজ্ঞা বিশাম্পতে ॥১০
যত্র শ্যামো লোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরতি সূদ্যতঃ।
প্রজাস্তত্র ন মুহ্যন্তে নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ১১

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্তৃক রাজদণ্ডের মহত্ত্ব বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণার এই বাক্য শ্রবণ করত ধর্ম্ম মর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহু যুধিষ্ঠিরকে সম্মান করিতে করিতে অর্জুন পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! দণ্ড সমস্ত প্রজাগণকে শাসন করে, দণ্ডই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, সকলে নিদ্রিত হইলেও দণ্ডই জাগরিত থাকে; এই কারণে বিদ্বান্ পুরুষগণ দণ্ডকে রাজার ধর্ম্ম বলিয়া জানেন ॥ ২

হে জননায়ক! দণ্ডই ধর্ম্ম ও অর্থকে রক্ষা করিয়া থাকে, কামকেও দণ্ড সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, অতএব দণ্ডকেই ত্রিবর্গ বলা হয় ॥ ৩

দণ্ডের দ্বারা ধান্ত রক্ষিত হয়, দণ্ডের দ্বারা ধনও রক্ষিত হইয়া থাকে; এরূপ জানিয়া আপনিও দণ্ড ধারণ করুন এবং জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত করুন ॥ ৪

বহু পাপী রাজদণ্ডের ভয়ে পাপকার্য্য করে না, কোন কোন পাপী যমদণ্ডের ভয়ে, কোন কোন পাপী পরলোকের ভয়ে এবং বহু পাপী পরস্পরের ভয়ে পাপকার্য্য করে না। জগতের ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; সেইজন্ত সব কিছু দণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৫-৬

অনেকে দণ্ডেরই ভয়ে পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। যদি দণ্ড সকলকে রক্ষা করে, তবে সকলেই ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে ॥ ৭

এই দণ্ড উদ্ধত মনুষ্যদিগকে দমন করে এবং দুষ্টগণকে দণ্ড-দান করে; অতএব এই দমন ও দণ্ডের জন্তই জ্ঞানী পুরুষগণ ইহাকে দণ্ড বলেন ॥ ৮

ব্রাহ্মণগণ যদি অপরাধ করেন, তবে বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের অপমান করাই হইল দণ্ড, এইরূপ অপরাধকারী ক্ষত্রিয়দিগকে ভোজনের জন্ত বেতন দিয়া কর্ম্ম করান তাঁহাদের দণ্ড, বৈশ্যদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা (জরিমানা করিয়া অর্থগ্রহণ করা) তাঁহাদের দণ্ড, কিন্তু শূদ্র দণ্ডহীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সেবা ব্যতীত অন্ত কোন দণ্ড ইহার হইবে না ॥ ৯

প্রজানাথ! মনুষ্যদিগকে প্রমাদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদের ধন রক্ষা করিবার জন্ত জগতে যে মর্য্যাদা স্থাপিত করা হইয়াছে, উহারই নাম দণ্ড ॥১০

দণ্ডযোগ্য ব্যক্তির উপর যখন দণ্ড পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি চোখে অন্ধকার দেখিয়া থাকে বলিয়া এই দণ্ডকে শ্যাম (কৃষ্ণ) বলা হয়; দণ্ডদানকারীর চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে বলিয়া ইহার অপর নাম লোহিতাক্ষ। এরূপ দণ্ড যেখানে সর্ব্বথা শাসনের জন্ত উদ্যত হইয়া বিচরণ করে এবং নেতা বা শাসক উত্তম-

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ।
দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যা বর্ত্মনি স্থিতাঃ ॥ ১২
নাভীতো যজতে রাজন্ নাভীতো দাতুমিচ্ছতি।
নাভীতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ সময়ে স্থাতুমিচ্ছতি ॥ ১৩
নাচ্ছিত্ত্বা পরমর্ম্মাণি নাকৃত্বা কর্ম দুষ্করম্।
নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ১৪
নাঘ্নতঃ কীর্ত্তিরস্তীহ ন বিত্তং ন পুনঃ প্রজাঃ
ইন্দ্রো বৃত্রবধেনৈব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত ॥ ১৫
য এব দেবা হন্তারস্তাঁল্লোকোঽর্চয়তে ভৃশম্।
হন্তা রুদ্রস্তথা স্কন্দঃ শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ ॥ ১৬
হন্তা কালস্তথা বায়ুর্মৃত্যুর্বৈশ্রবণো রবিঃ।
বসবো মরুতঃ সাধ্যা বিশ্বেদেবাশ্চ ভারত ॥ ১৭
এতান্ দেবান্ নমস্যন্তি প্রতাপপ্রণতা জনাঃ।
ন ব্রহ্মাণং ন ধাতারং ন পূষাণং কথঞ্চন ॥ ১৮
মধ্যস্থান্ সর্বভূতেষু দান্তান্ শমপরায়ণান্।
যজন্তে মানবাঃ কেচিৎ প্রশান্তাঃ সর্বকর্মসু ॥ ১৯
ন হি পশ্যামি জীবন্তং লোকে কঞ্চিদহিংসয়া।
সত্ত্বৈঃ সত্ত্বা হি জীবন্তি দুর্বলৈর্বলবত্তরাঃ ॥ ২০
নকুলো মূষিকানত্তি বিড়ালো নকুলং তথা।
বিড়ালমত্তি শ্বা রাজন্ শ্বানং ব্যালমৃগস্তথা ॥ ২১
তানত্তি পুরুষঃ সর্বান্ পশ্য কালো যথাগতঃ।
প্রাণস্যান্নমিদং সর্বং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যৎ ॥ ২২
বিধানং দৈববিহিতং তত্র বিদ্বান্ ন মুহ্যতি।
যথা সৃষ্টোঽসি রাজেন্দ্র তথা ভবিতুমর্হসি ॥ ২৩
বিনীতক্রোধহর্ষা হি মন্দা বনমুপাশ্রিতাঃ।
বিনা বধং ন কুর্বন্তি তাপসাঃ প্রাণযাপনম্ ॥ ২৪
উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ।
ন চ কশ্চিন্ন তান্ হন্তি কিমন্যৎ প্রাণযাপনাৎ ॥ ২৫

রূপে অপরাধের উপর দৃষ্টি রাখেন, সে স্থানে প্রজারা মোহগ্রস্ত হয় না ॥ ১১

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এ সমস্ত মানুষই দণ্ডের ভয়ে নিজ নিজ পথে স্থির থাকেন ॥ ১২

রাজন্! ভীত না হইয়া কেহ যজ্ঞ করে না, ভীত না হইয়া কেহ দান করিতে ইচ্ছা করে না এবং দণ্ডের ভয় না থাকিলে কোন মানুষ স্বীয় মর্য্যাদা বা প্রতিজ্ঞাপালনেও স্থির থাকিতে ইচ্ছুক হয় না ॥ ১৩

মৎস্যঘাতী জেলেদের ন্যায় অপরের মর্ম্মস্থানসমূহ ছেদন না করিয়া, কোন দুষ্কর কর্ম্ম না করিয়া এবং বহু প্রাণী হত্যা না করিয়া কেহ বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারে না ॥ ১৪

যে অপরকে বধ করে না, সে এ জগতে কীর্ত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার ধনপ্রাপ্তি এবং পুনরায় প্রজাগণপ্রাপ্তিও হয় না। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াই মহেন্দ্র হইয়াছেন ॥ ১৫

যে সকল দেবতা অপরকে বধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জগতে মানুষ অধিক পূজা করে। রুদ্র, স্কন্দ, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, বায়ু, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য, বসু, মরুদ্গণ, সাধ্য এবং বিশ্বেদেবগণ—ইঁহারা সকলেই অপরকে (শত্রুকে) বধ করিয়াছেন; ইঁহাদের প্রতাপের সম্মুখে নতমস্তক হইয়া মনুষ্যগণ তাঁহাদের নমস্কার করেন ॥ ১৬-১৭½

কিন্তু ব্রহ্মা, ধাতা ও পূষার কেহই কোনরূপ পূজা অর্চ্চনা করে না, কারণ, ইঁহারা সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি সমতায় অক্ষুণ্ণ রাখেন বলিয়া মধ্যস্থ, জিতেন্দ্রিয় ও শান্তিপরায়ণ। যাঁহারা শান্তস্বভাবের মানুষ, তাঁহারাই সমস্ত কর্ম্মে এই ধাতা প্রভৃতির পূজা করেন ॥ ১৮-১৯

জগতে এরূপ কোন মানুষকে আমি দেখি না, যিনি অহিংসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; কারণ, প্রবল জীবগণ দুর্ব্বল জীব-সকলের দ্বারা জীবন প্রতিপালন করে ॥ ২০

রাজন্! নকুল ইঁদুরদিগকে ভক্ষণ করে, বিড়াল সেই নকুলকে, আবার এই বিড়ালকে কুকুর এবং কুকুরকে চিতাবাঘ ভক্ষণ করে ॥ ২১

কিন্তু ইহাদের সকলকে মানুষ বধ করিয়া ভোজন করে। দেখুন, যেরূপ কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই সম্পূর্ণ চরাচর জগৎ প্রাণের অন্ন ॥ ২২

এ সমস্তই দৈবের বিধান। ইহাতে বিদ্বান্ পুরুষ মোহ প্রাপ্ত হন না। রাজেন্দ্র! আপনাকে বিধাতা যে ভাবে সৃজন করিয়াছেন (অর্থাৎ যে জাতি ও কুলে আপনার জন্মদান করিয়াছেন), সেইরূপই আপনার হওয়া উচিত ॥ ২৩

যাঁহাদের মধ্যে ক্রোধ ও হর্ষ এই উভয়ই নাই, সেই মন্দবুদ্ধি ক্ষত্রিয়গণ বনে গমন করত তপস্বী হইয়া থাকে; কিন্তু বিনা হিংসায় তাঁহারা জীবন যাপন করিতে পারেন না ॥ ২৪

জলমধ্যে বহু জীব আছে, পৃথিবী ও ফলসকলের মধ্যেও বহু কীট দেখা যায়। এরূপ কোন মানুষ নাই, যে ইহাদের মধ্যে যে কোন জীবকে বধ না করে। ইহা জীবননির্বাহ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ২৫

সূক্ষ্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধপর্য্যয়ঃ ॥ ২৬
গ্রামান্ নিষ্ক্রম্য মুনয়ো বিগতক্রোধমৎসরাঃ।
বনে কুটুম্বধর্মাণো দৃশ্যন্তে পরিমোহিতাঃ ॥ ২৭
ভূমিং ভিত্ত্বৌষধীশ্ছিত্ত্বা বৃক্ষাদীনণ্ডজান্ পশূন্।
মনুষ্যাস্তন্বতে যজ্ঞাংস্তে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ২৮
দণ্ডনীত্যাং প্রণীতায়াং সর্বে সিদ্ধ্যন্ত্যুপক্রমাঃ।
কৌন্তেয় সর্বভূতানাং তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ২৯
দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষ্যন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥ ৩০
সত্যং চেদং ব্রহ্মণা পূর্বমুক্তং
দণ্ডঃ প্রজা রক্ষতি সাধু নীতিঃ।
পশ্যাগ্নয়শ্চ প্রতিশাম্য ভীতাঃ
সন্তর্জিতা দণ্ডভয়াজ্জ্বলন্তি ॥ ৩১

কত এরূপ সূক্ষ্ম যোনির জীব আছে, যাহাদের অনুমানের দ্বারাই জানা যায়। মানুষের চক্ষুর নিমেষ পতনেই যাহাদের স্কন্ধ ভগ্ন হইয়া যায় (এরূপ জীবগণের হিংসা কোন ব্যক্তি কতক্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে ? ২৬

বহু মুনি ক্রোধ ও ঈর্ষাশূন্য হইয়া গ্রাম হইতে নির্গমন পূর্ব্বক বনে চলিয়া যান, কিন্তু সে স্থানেও তাঁহারা মোহবশতঃ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মেই অনুরক্ত হইয়াছেন দেখা যায় ॥ ২৭

মনুষ্যগণ ভূমিকে ভেদ করিয়া এবং ওষধি, বৃক্ষ, লতা, পক্ষী ও পশুসকলকে উচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং স্বর্গলাভ করে ॥ ২৮

কুন্তীনন্দন! দণ্ডনীতি যদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, তবে প্রাণিগণের সকল কার্য্যই উত্তমরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৯

যদি এ জগতে দণ্ড না থাকিত, তবে সমস্ত প্রজাই নষ্ট হইয়া যাইত। যেরূপ জলে বড় বড় মৎস্যগণ ছোট ছোট মৎস্য-দিগকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ প্রবল জীবগণ দুর্বল জীবদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৩০

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পূর্ব্বেই এই সত্য কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, উত্তমরূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করা হইলে পর উহা প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। দেখ, যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তখন ফুঁক বা বাতাসরূপ তর্জন প্রাপ্ত হইয়া ভীত হয় এবং দণ্ডের ভয়ে সে পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ॥ ৩১

এজগতে যদি সৎ ও অসতের বিভাগকারী দণ্ড না থাকিত,

অন্ধং তম ইবেদং স্যান্ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
দণ্ডশ্চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী ॥ ৩২
যেঽপি সম্ভিন্নমর্য্যাদা নাস্তিকা বেদনিন্দকাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনাশু নিপীড়িতাঃ ॥ ৩৩
সর্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্জনঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াদ্ ভীতো ভোগায়ৈব প্রবর্ততে ॥ ৩৪
চাতুর্বর্ণ্যপ্রমোদায় সুনীতিনয়নায় চ।
দণ্ডো বিধাত্রা বিহিতো ধর্মার্থৌ ভুবি রক্ষিতুম্ ॥ ৩৫
যদি দণ্ডান্ন বিভ্যেয়ুর্বয়াংসি শ্বাপদানি চ।
অদ্যুঃ পশূন্ মনুষ্যাংশ্চ যজ্ঞার্থানি হবীংষি চ ॥ ৩৬
ন ব্রহ্মচার্য্যধীয়ীত কল্যাণী গৌর্ন দুহ্যতে।
ন কন্যোদ্বহনং গচ্ছেদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৭
বিষ্বগ্লোপঃ প্রবর্তেত ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
মমত্বং ন প্রজানীয়ুর্যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৮

তবে ত' সকল স্থানেই অন্ধকার নামিয়া আসিত এবং কেহ কিছুই বুঝিতে পারিত না ॥ ৩২

যাহারা ধর্ম্মের মর্য্যাদা নষ্টকারী ও বেদসকলের নিন্দুক নাস্তিক মানুষ, তাহারাও দণ্ডের দ্বারা পীড়িত হইয়া অতি সত্বর ধর্ম্মপথে গমন করে—ধর্ম্মের মর্য্যাদা পালনের জন্য উদ্যুক্ত হয় ॥ ৩৩

সকল মানুষ দণ্ডের বশীভূত হইয়া সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকে ; কারণ, এ জগতে স্বভাবতঃ শুদ্ধ মানুষ বিরল। দণ্ডের ভয়ে ভীত মানুষ মর্য্যাদা পালনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৪

বিধাতা দণ্ডের বিধান এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন যে, যাহাতে চারি বর্ণের মানুষ আনন্দে অবস্থান করিতে পারে, সকলের মধ্যে উত্তম নীতি প্রতিপালিত হউক এবং ভূতলে ধর্ম্ম ও অর্থ রক্ষিত থাকুক ॥ ৩৫

যদি পক্ষী ও হিংস্র জীবগণ দণ্ডের ভয়ে ভীত না হইত, তবে তাহারা পশু, মনুষ এবং যজ্ঞের জন্য রক্ষিত হবিসমূহ ভক্ষণ করিত ॥ ৩৬

যদি দণ্ড ধর্ম্মমর্য্যাদাকে প্রতিপালন না করিত, তবে ব্রহ্মচারী বেদ-অধ্যয়ন করিতেন না, কল্যাণকারিণী গাভী দুগ্ধদোহন করিতে দিত না এবং কোন কন্যা বিবাহ করিত না ॥ ৩৭

যদি দণ্ড মর্য্যাদাকে রক্ষা না করিত, তবে চারিদিকেই ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ হইয়া যাইত, সমস্ত মর্য্যাদা (নিয়ম-শৃঙ্খলা) নষ্ট হইত এবং মানুষ ইহা জানিতে পারিত না যে, কোন বস্তু আমার ও কোন বস্তু আমার নহে ॥ ৩৮

ন সংবৎসরসত্রাণি তিষ্ঠেয়ুরকুতোভয়াঃ।
বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৩৯
চরেয়ুর্নাশ্রমে ধর্মং যথোক্তং বিধিমাশ্রিতাঃ।
ন বিদ্যাং প্রাপ্নুয়াৎ কশ্চিদ্ যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥৪০
ন চোষ্ট্রা ন বলীবর্দা নাশ্বাশ্বতরগর্দভাঃ।
যুক্তা বহেয়ুর্যানানি যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪১
ন প্রেষ্যা বচনং কুর্য্যুর্ন বালা জাতু কর্হিচিৎ।
ন তিষ্ঠেদ্ যুবতী ধর্মে যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪২
দণ্ডে স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বা ভয়ং দণ্ডে বিদুর্বুধাঃ।
দণ্ডে স্বর্গো মনুষ্যাণাং লোকোঽয়ং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৩
ন তত্র কূটং পাপং বা বঞ্চনা বাপি দৃশ্যতে।
যত্র দণ্ডঃ সুবিহিতশ্চরত্যরিবিনাশনঃ ॥ ৪৪
হবিঃ শ্বা প্রলিহেদ্ দৃষ্ট্বা দণ্ডশ্চেন্নোদ্যতো ভবেৎ।
হরেৎ কাকঃ পুরোডাশং যদি দণ্ডো ন পালয়েৎ ॥ ৪৫
যদীদং ধর্মতো রাজ্যং বিহিতং যদ্যধর্মতঃ।
কার্য্যস্তত্র ন শোকো বৈ ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগান্ যজস্ব চ ॥৪৬
সুখেন ধর্মং শ্রীমন্তশ্চরন্তি শুচিবাসসঃ।
সংবর্ষন্তঃ ফলৈর্দানৈর্ভুঞ্জানাশ্চান্নমুত্তমম্ ।। ৪৭
অর্থে সর্বে সমারম্ভাঃ সমায়ত্তা ন সংশয়ঃ।
স চ দণ্ডে সমায়ত্তঃ পশ্য দণ্ডস্য গৌরবম্ ॥ ৪৮
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
অহিংসা সাধুহিংসেতি শ্রেয়ান্ ধর্মপরিগ্রহঃ ॥৪৯
নাত্যন্তং গুণবৎ কিঞ্চিন্ন চাপ্যত্যন্তনির্গুণম্।
উভয়ং সর্বকার্য্যেষু দৃশ্যতে সাধ্বসাধু বা ॥ ৫০
পশূনাং বৃষণং ছিত্ত্বা ততো ভিন্দন্তি মস্তকম্।
বহন্তি বহবো ভারান্ বধ্নন্তি দময়ন্তি চ ॥ ৫১

যদি দণ্ড ধর্মকে রক্ষা না করিত, তবে বিধি অনুসারে দক্ষিণা-সম্বলিত সংবৎসরসাধ্য যজ্ঞসকলও থাকিত না ॥৩৯

যদি দণ্ড মর্য্যাদাকে পালন না করিত, তবে কোন ব্যক্তিই আশ্রমসকলে (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-এই চার আশ্রমে) থাকিয়া বিধি অনুসারে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম পালন করিত না এবং কেহ বিদ্যাশিক্ষাও করিত না ॥ ৪০

যদি দণ্ড কর্ত্তব্যের পালন না করিত, তবে উষ্ট্র (উট), বলীবর্দ্দ (বলদ), অশ্ব, খচ্চর ও গাধাকে যানে যোজিত করিলেও তাহারা উহা বহন করিত না ॥ ৪১

যদি দণ্ড ধর্ম ও কর্ত্তব্য পালন না করিত, তবে সেবক প্রভুর কথা মানিত না, বালকগণ পিতা-মাতার আদেশ পালন করিত না এবং যুবতী স্ত্রীও নিজ সতী ধর্মে অবস্থান করিত না ॥ ৪২

দণ্ডেই সমস্ত প্রজাগণ স্থির থাকে এবং দণ্ডে ভয় উৎপন্ন হয়—ইহা জ্ঞানী পুরুষগণ মনে করেন। মনুষ্যদিগের ইহলোক ও স্বর্গলোক সবই দণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৪৩

যে স্থানে শত্রুগণের বিনাশকারী দণ্ড যথাযথভাবে পরি-চালিত হয়, সে স্থানে ছলনাকারী, পাপী কিংবা বঞ্চককে দেখা যায় না ॥ ৪৪

যদি দণ্ড ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত না থাকিত, তবে কুকুর হবিষ্য দেখিয়াই লেহন করিত (চাটিত) এবং যদি দণ্ড রক্ষা না করিত, তবে কাক যজ্ঞের পুরোডাশ লইয়া পলাইত ॥ ৪৫

এই রাজ্য ধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে কিংবা অধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেজন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি ভোগসকল উপভোগ করুন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করুন ॥ ৪৬

শুদ্ধ বস্ত্রধারী ধনবান্ পুরুষ সুখের সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন ও উত্তম অন্নসমূহ ভোজন করিতে করিতে ফল এবং দানসকল বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সমস্ত কার্য্যই ধনের অধীন, আর এই ধন দণ্ডের অধীন। দেখুন, দণ্ডের কিরূপ মহিমা? ৪৮

লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্যই ধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্বথা হিংসা করা না হউক বা দুষ্টের প্রতি হিংসা করা হউক, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে পর যাহার দ্বারা ধর্ম রক্ষিত হয়, উহাকে শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলা হইয়াছে ॥ ৪৯*

জগতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহাতে কেবল সর্ব্বাধিক গুণই আছে। আবার এরূপ বস্তুও দেখা যায় না, যাহাতে কোনরূপ গুণই নাই। সমস্ত কার্য্যমধ্যেই সৎ কিংবা অসৎ দেখা যায় ॥ ৫০

বহু মানুষ পশুগণের অণ্ডকোষ ছেদন করত তাহাদের মস্তকে উত্থিত দুই শৃঙ্গও বিদীর্ণ করিয়া থাকে, যাহাতে উহা অধিক বর্দ্ধিত হইতে না পারে। তারপর তাহাদের দ্বারা ভার বহন করে, তাহাদের বাঁধিয়া রাখে এবং নূতন বৎসদিগকে যানে

---

*যদি গোশালায় বাঘ আসে, তবে তাহাকে বধ করা উচিত; কারণ, সেই বাঘের দ্বারা বহু গরু নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব 'আর্ত্তরক্ষা' রূপ ধর্ম পালনের জন্য হিংস্র প্রাণীর বধ শ্রেয়স্কর হইবে।

এবং পর্য্যাকুলে লোকে বিতথৈর্জর্জরীকৃতে।
তৈস্তৈর্ন্যায়ৈর্মহারাজ পুরাণং ধর্মমাচর ॥ ৫২
যজ দেহি প্রজাং রক্ষ ধর্ম্মং সমনুপালয়।
অমিত্রান্ জহি কৌন্তেয় মিত্রাণি পরিপালয় ॥ ৫৩
মা চ তে নিঘ্নতঃ শত্রূন্ মন্যুর্ভবতু পার্থিব।
ন তত্র কিল্বিষং কিঞ্চিৎ কর্তুর্ভবতি ভারত ॥৫৪
আততায়ী হি যো হন্যাদাততায়িনমাগতম্ :
ন তেন ভ্রূণহা স স্যান্মন্যুস্তং মন্যুমার্চ্ছতি ॥ ৫৫
অবধ্যঃ সর্বভূতানামন্তরাত্মা ন সংশয়ঃ।
অবধ্যে চাত্মনি কথং বধ্যো ভবতি কস্যচিৎ ॥ ৫৬
যথা হি পুরুষঃ শালাং পুনঃ সম্প্রবিশেন্নবাম্।
এবং জীবঃ শরীরাণি তানি তানি প্রপদ্যতে ॥ ৫৭
দেহান্ পুরাণানুৎসৃজ্য নবান্ সম্প্রতিপদ্যতে।
এবং মৃত্যুমুখং প্রাহুর্জনা যে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যোজিত করিয়া তাহাদের দমন করে—তাহাদের দুর্দান্ত ভাব শান্ত করাইয়া কার্য্য করিবার অভ্যাস করাইয়া থাকে ॥ ৫১

মহারাজ! এইরূপ সম্পূর্ণ জগৎ মিথ্যা ব্যবহারে আকুল ও দণ্ডের দ্বারা জর্জরিত হইয়া থাকে। আপনিও সেই প্রসিদ্ধ ন্যায় সমূহ অনুসরণ করত সনাতন ধর্ম্মের আচরণ করুন ॥ ৫২

যজ্ঞ করুন, দান করুন, প্রজাদের রক্ষা করুন এবং নিরন্তর ধর্ম্মপালন করিতে থাকুন। কুন্তীনন্দন! আপনি শত্রুদের বধ ও মিত্রদের পালন করুন ॥ ৫৩

রাজন্! শত্রুদের বধ করিবার সময় আপনার মনে কোনরূপ দীনতা আসা উচিত নয়; কারণ, হে ভারত! শত্রুদের বধ করিলে বধকর্ত্তার কোন পাপ হয় না ॥ ৫৪

যে হস্তে অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বধ করিতে আসে, সেই আততায়ীকে যিনি স্বয়ং আততায়ী হইয়া বধ করেন, ইহাতে তাঁহার ভ্রূণহত্যার পাপ হয় না, কারণ, হত্যা করিবার জন্য উপস্থিত সেই মানুষের ক্রোধই বধকর্ত্তার মনে ক্রোধের উদ্রেক করিয়া থাকে ॥ ৫৫

সমস্ত প্রাণীর অন্তরাত্মা অবধ্য, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যখন আত্মাকে বধ করিতে পারা যায় না, তখন সে কাহারও বধ্য কিরূপে হইবে? ৫৬

যেরূপ মনুষ্য বারংবার নব নব গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ গ্রহণ করে। পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করত জীব নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ ইহাকেই মৃত্যুর মুখ বলিয়া উল্লেখ করেন ॥ ৫৭-৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥

[ভীমসেনেন প্রাপ্ত-দুঃখানাং কথা স্মারয়িত্বা মোহং পরিত্যজ্য মনশ্চ বশীভূতং কৃত্বা রাজ্যং শাসিতুং যুধিষ্ঠিরায় প্রেরণাদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অর্জুনস্য বচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ ।
ধৈর্য্যমাস্থায় তেজস্বী জ্যৈষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥ ১

রাজন্ বিদিতধর্ম্মোঽসি ন তেঽস্ত্যবিদিত কচিৎ ।
উপশিক্ষাম তে বৃত্তং সদৈব ন চ শক্নুমঃ ॥ ২

ন বক্ষ্যামি ন বক্ষ্যামীত্যেবং মে মনসি স্থিতম্ ।
অতিদুঃখাত্তু বক্ষ্যামি তন্নিবোধ জনাধিপ ॥ ৩

ভবতঃ সম্প্রমোহেন সর্বং সংশয়িতং কৃতম্ ।
বিক্লবত্বঞ্চ নঃ প্রাপ্তমবলত্বং তথৈব চ ॥ ৪

কথং হি রাজা লোকস্য সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।
মোহমাপদ্যসে দৈন্যাদ্ যথা কাপুরুষস্তথা ॥ ৫

অগতিশ্চ গতিশ্চৈব লোকস্য বিদিতা তব ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ ন তেঽস্ত্যবিদিতং প্রভো ॥ ৬

এবং গতে মহারাজ রাজ্যং প্রতি জনাধিপ ।
হেতুমত্র প্রবক্ষ্যামি তমিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৭

দ্বিবিধো জায়তে ব্যাধিঃ শারীরো মানসস্তথা ।
পরস্পরং তয়োর্জন্ম নির্দ্বন্দ্বং নোপলভ্যতে ॥৮

শারীরাজ্জায়তে ব্যাধির্মানসো নাত্র সংশয়ঃ ।
মানসাজ্জায়তে বাপি শারীর ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৯

শারীরং মানসং দুঃখং যোঽতীতমনুশোচতি ।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ চ বিন্দতি ॥ ১০

শীতোষ্ণে চৈব বায়ুশ্চ ত্রয়ঃ শারীরজা গুণাঃ ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ ১১

তেষামন্যতমোদ্রেকে বিধানমুপদিশ্যতে ।
উষ্ণেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোষ্ণং প্রবাধ্যতে ॥ ১২

ষোড়শ অধ্যায় ।

[ভীমসেন কর্তৃক প্রাপ্ত দুঃখসকলের কথা স্মরণ করাইয়া মোহ ত্যাগ করত মনকে বশীভূত করিয়া রাজ্য শাসন এবং যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণা দান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ ! অর্জুনের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অমর্ষশীল তেজস্বী ভীমসেন ধৈর্য ধারণ করত স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

রাজন্ ! আপনি ধর্ম্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ। আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই ! আমরা সকলে আপনার নিকট হইতে সর্ব্বদা সদাচারের শিক্ষা পাইয়া থাকি। আমরা আপনাকে কোন কিছু শিক্ষা দিতে পারি না ॥ ২

জনেশ্বর ! আমি বহুবার মনে এই নিশ্চয় করিয়াছি যে, এখন কিছু বলিব না, বলিব না; কিন্তু অধিক দুঃখবশতঃ বলিতে হইতেছে। আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩

আপনার এই মোহে সব কিছুই সংশয়াপন্ন হইয়াছে। আমাদের দেহে মনে ব্যাকুলতা ও দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে ॥৪

আপনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও এই জগতের রাজা হইয়া কেন কাপুরুষের ন্যায় দীনভাবশতঃ মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন ? ৫

সংসারের গতি ও অগতি এই উভয়েরই জ্ঞান আপনার রহিয়াছে। প্রভো ! আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কিছুই অবিদিত নাই ॥ ৬

মহারাজ ! জনেশ্বর ! এরূপ পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রতি আপনাকে আকৃষ্ট করিবার জন্য যে কারণ আছে, উহা আমি বলিতেছি। আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৭

মানুষের দুই প্রকার ব্যাধি আছে। এক শারীরিক, অপর মানসিক। এই উভয়ের উৎপত্তিও পরস্পরের সাহায্যেই হইয়া থাকে। একতে পরিত্যাগ করিয়া অপরের উৎপত্তি অসম্ভব ॥ ৮

কখনও শারীরিক ব্যাধি হইতে মানসিক ব্যাধি হইয়া থাকে,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। আবার কখনও মানসিক ব্যাধি হইতে শারীরিক ব্যাধি উদ্ভব হয়—ইহা নিশ্চয় আছে ॥ ৯

যে মানুষ অতিক্রান্ত মানসিক অথবা শারীরিক দুঃখের জন্য বারংবার শোক করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি এক দুঃখ হইতে অপর দুঃখ লাভ করে। সেইজন্য তাহাকে দুইটি দুইটি করিয়া অনর্থ ভোগ করিতে হয় ॥ ১০

শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ু (কফ, পিত্ত ও বাত) এই তিনটি শারীরিক গুণ। এই গুণসকলের যে সাম্যাবস্থা, উহাই সুস্থতার লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১

এই তিনের মধ্যে যদি কাহারও আধিক্য দেখা যায়, তবে তাহার চিকিৎসার বিষয় বলা হইয়াছে। উষ্ণ দ্রব্যের দ্বারা শীত এবং শীত বস্তুর দ্বারা উষ্ণের নিবারণ হয় ॥ ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি মানসাঃ স্যুস্ত্রয়ো গুণাঃ।
তেষাং গুণানাং সাম্যং যত্তদাহুঃ স্বস্থলক্ষণম্ ॥ ১৩
তেষামন্যতমোৎসেকে বিধানমুপাদিশ্যতে।
হর্ষেণ বাধ্যতে শোকো হর্ষঃ শোকেন বাধ্যতে ॥ ১৪
কশ্চিৎ সুখে বর্তমানো দুঃখস্য স্মর্তুমিচ্ছতি।
কশ্চিদ্ দুঃখে বর্তমানঃ সুখস্য স্মর্তুমিচ্ছতি ॥ ১৫
স ত্বং ন দুঃখী দুঃখস্য ন সুখী চ সুখস্য বা।
ন দুঃখী সুখজাতস্য ন সুখী দুঃখজস্য বা ॥ ১৬
স্মর্তুমিচ্ছসি কৌরব্য দিষ্টং হি বলবত্তরম্
অথবা তে স্বভাবোঽয়ং যেন পার্থিব ক্লিশ্যসে ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা সভাগতাং কৃষ্ণামেকবস্ত্রাং রজস্বলাম্।
মিষতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ন তস্য স্মর্তুমর্হসি ॥ ১৮
প্রব্রাজনঞ্চ নগরাদজিনৈশ্চ বিবাসনম্।
মহারণ্যনিবাসশ্চ ন তস্য স্মর্তুমর্হসি ॥ ১৯

জটাসুরাৎ পরিক্লেশং চিত্রসেনেন চাহবম্।
সৈন্ধবাচ্চ পরিক্লেশং কথং বিস্মৃতবানসি ॥ ২০
পুনরজ্ঞাতচর্য্যায়াং কীচকেন পদা বধম্।
দ্রৌপদ্যা রাজপুত্র্যাশ্চ কথং বিস্মৃতবানসি ॥ ২১
(বলিনো হি বয়ং রাজন্ দেবৈরপি সুদুর্জয়াঃ।
কথং ভৃত্যত্বমাপন্না বিরাটনগরে স্মর ॥)
যচ্চ তে দ্রোণ-ভীষ্মাভ্যাং যুদ্ধমাসীদরিন্দম।
মনসৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ২২
যত্র নাস্তি শরৈঃ কার্য্যং ন মিত্রৈর্ন চ বন্ধুভিঃ।
আত্মনৈকেন যোদ্ধব্যং তত্তে যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥ ২৩
তস্মিন্ননির্জিতে যুদ্ধে প্রাণান্ যদি বিমোক্ষ্যসে।
অন্যং দেহং সমাস্থায় ততস্তৈরপি যোৎস্যসে ॥ ২৪
তস্মাদদ্যৈব গন্তব্যং যুধ্যস্ব ভরতর্ষভ।
পরমব্যক্তরূপস্য বক্তুং ত্যক্ত্বা স্বকর্মভিঃ ॥ ২৫

সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি মানসিক গুণ। এই তিনের যে সম অবস্থায় অবস্থান, উহাকে মানসিক স্বস্থতার লক্ষণ বলা হইয়াছে ॥ ১৩

ইহাদের কোন একের বৃদ্ধি হইলে পর তাহার উপশমের উপায় বলিতেছি। হর্ষের (সত্ত্বের) দ্বারা শোকের (রজোগুণের) নিবারণ হয় এবং শোকের দ্বারা হর্ষের নিবৃত্তি হয় ॥ ১৪

কেহ সুখে থাকিয়া দুঃখের কথা স্মরণ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং কেহ দুঃখে থাকিয়া সুখের বিষয় স্মরণ করিতে অভিলাষী হয় ॥ ১৫

কুরুনন্দন! কিন্তু আপনি দুঃখী হইয়া দুঃখের, সুখী না হইয়াই সুখের, দুঃখজনক অবস্থায় না থাকিয়া সুখোৎপন্ন বিষয়ের এবং সুখকর অবস্থায় না থাকিয়া দুঃখজাত বিষয়ের স্মরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; কারণ, ভাগ্য অতিশয় প্রবল। মহারাজ! অথবা আপনার স্বভাবই হইল এইরূপ, যাহার জন্য আপনি সব সময় কেবল ক্লেশ ভোগই করিতেছেন ॥ ১৬-১৭

কৌরব-সভায় পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই একবস্ত্রপরিহিতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে যে আনা হইয়াছিল, তাহা আপনি দেখিয়াও স্মরণ করিতেছেন না ॥ ১৮

আপনাকে নগর হইতে বহিষ্কার করা হইল, মৃগচর্ম্ম পরাইয়া বনবাসে পাঠান হইল এবং ঘোর বনমধ্যে আপনাকে বাস করিতে হইল, এই সব কি আপনার স্মরণযোগ্য নহে? ১৯

জটাসুরের নিকট হইতে যে কষ্টপ্রাপ্তি হইয়াছিল, এই সব বিষয় আপনি কি করিয়া ভুলিয়া যাইলেন? ২০

পুনরায় অজ্ঞাতবাসের সময় কীচক যে আপনার সম্মুখেই রাজকুমারী দ্রৌপদীকে পদাঘাত করিয়াছিল, সেই আঘাত আপনি কিভাবে বিস্মৃত হইলেন? ২১

(রাজন্! আমরা বলবান্, দেবগণের পক্ষেও আমরা অতিশয় দুর্জয় ছিলাম, তথাপি বিরাটনগরে আমাদের কেন দাসত্ব করিতে হইয়াছিল? আপনি তাহা স্মরণ করুন।)

শত্রুদমন নরেশ! দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্মের সহিত যে আপনার যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ অপর এক যুদ্ধ এখন আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আপনার একমাত্র আপনার মনের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ॥ ২২

এই যুদ্ধে বাণসমূহের প্রয়োজন নাই, মিত্রগণের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না এবং বন্ধু বান্ধবসকলেরও সহায়তার প্রয়োজন হইবে না। একাকী আপনাকেই সংগ্রাম করিতে হইবে। এরূপ যুদ্ধই আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

এই যুদ্ধে জয়লাভ না করিয়াই যদি আপনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তবে অপর দেহ ধারণ করিয়াও আপনাকে সেই শত্রুদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেইজন্য প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সাকার শত্রুকে পরিত্যাগ করিয়া অব্যক্ত (সূক্ষ্ম)-শত্রুমনের সহিত যুদ্ধ করিবার

তস্মিন্ননির্জ্জিতে যুদ্ধে কামবস্থাং গমিষ্যসি।
এতজ্জিত্বা মহারাজ কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২৬
এতাং বুদ্ধিং বিনিশ্চিত্য ভূতানামগতিং গতিম্।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে শাধি রাজ্যং যথোচিতম্ ॥ ২৭
দিষ্ট্যা দুর্য্যোধনঃ পাপো নিহতঃ সানুগো যুধি।
দ্রৌপদ্যাঃ কেশপাশস্য দিষ্ট্যা ত্বং পদবীং গতঃ ॥ ২৮

জন্ম আপনার আজই গমন করা উচিত। বিচারাদি নিজস্ব বুদ্ধিজাত কর্ম্মসকলের দ্বারা আপনি তাহার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করুন ॥ ২৫

যদি যুদ্ধে আপনি আপনার মনকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে জানি না আপনি কোন অবস্থায় উপনীত হইবেন? আর যদি আপনি মনকে জয় করিতে পারেন, তবে অবশ্যই আপনি কৃতকৃত্য হইয়া যাইবেন ॥ ২৬

প্রাণিগণের গমনাগমনকে লক্ষ্য রাখিয়া এই বিচারধারাকে বুদ্ধিতে স্থির করত আপনি পিতা-পিতামহের আচরিত মার্গে

যজস্ব বাজিমেধেন বিধিবদ্ দক্ষিণাবতা।
বয়ং তে কিঙ্করাঃ পার্থ বাসুদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীমবাক্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথোচিত রূপে রাজ্যশাসন করুন ॥ ২৭

সৌভাগ্যের কথা এই যে, পাপী দুর্য্যোধন নিজের অনুগামী সেবকগণের সহিত নিহত হইয়াছে। আর ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় যে, দুঃশাসনের হস্ত হইতে মুক্ত দ্রৌপদীর কেশগুচ্ছের ন্যায় আপনি যুদ্ধ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন ॥ ২৮

কুন্তীনন্দন! আপনি বিধি অনুসারে দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। আমরা সকল ভ্রাতা এবং পরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ আপনার আজ্ঞাপালক ॥ ২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে ভীমসেনের বাক্যবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[ভীমসেনবাক্যং বিরুদ্ধ্য যুধিষ্ঠিরেণ মুনিবৃত্তেজ্ঞানিনাং মহাত্মনাঞ্চ প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অসন্তোষঃ প্রমাদশ্চ মদো রাগোঽপ্রশান্ততা।
বলং মোহোঽভিমানশ্চাপ্যুদ্বেগশ্চৈব সর্বশঃ ॥ ১
এভিঃ পাপ্মভিরাবিষ্টো রাজ্যং ত্বমভিকাঙ্ক্ষসে।
নিরামিষো বিনির্মুক্তঃ প্রশান্তঃ সুসুখী ভব ॥ ২
য ইমামখিলাং ভূমিং শিষ্যাদেকো মহীপতিঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের বাক্যের বিরোধিতা করিয়া যুধিষ্ঠির কর্তৃক মুনিবৃত্তি ও জ্ঞানী মহাত্মাগণের প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীমসেন! অসন্তোষ, প্রমাদ, মদ, রাগ, অশান্তি, বল, মোহ, অভিমান ও উদ্বেগ—এ সমস্ত পাপ তোমার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেইজন্য তুমি রাজ্যকামনা করিতেছ। সকাম কর্ম্মহীন ও বন্ধন-রহিত হইয়া তুমি সর্ব্বতো ভাবে মুক্ত, শান্ত ও সুখী হও ॥ ১-২

যে সম্রাট্ এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে একাকীই শাসন করেন,

তস্যাপ্যুদরমেকং বৈ কিমিদং ত্বং প্রশংসসি ॥ ৩
নাহ্না পূরয়িতুং শক্যাং ন মাসৈর্ভরতর্ষভ।
অপূর্য্যাং পূরয়ন্নিচ্ছামায়ুষাপি ন শক্নুয়াৎ ॥ ৪
যথেদ্ধঃ প্রজ্বলত্যগ্নিরসমিদ্ধঃ প্রশাম্যতি।
অল্পাহারতয়া ত্বগ্নিং শময়ৌদর্য্যমুত্থিতম্ ॥ ৫

তাঁহারও একটি মাত্রই উদর; অতএব তুমি কি কারণে এই রাজ্যের প্রশংসা করিতেছ? ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ইচ্ছাকে কেহ এক দিনে বা কয়েক মাসেও পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। কেবল ইহাই নহে, সম্পূর্ণ আয়ুর দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকিলেও এই অপূরণীয়া ইচ্ছাকে পূরণ করা অসম্ভব ॥ ৪

যেরূপ অগ্নিতে যতই কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হউক না কেন উহা প্রজ্বলিত হইয়া যাইবে এবং উহাতে যদি কাষ্ঠ নিক্ষেপ করা না হয়, তবে অগ্নি স্বাভাবিকভাবেই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। অতএব তুমিও নিজের আহারকে অল্প করিয়া এই উত্থিত জঠরাগ্নিকে শান্ত কর ॥ ৫

আত্মোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু।
জয়োদরং পৃথিব্যা তে শ্রেয়ো নির্জিতয়া জিতম্ ॥ ৬
মানুষান্ কামভোগাংস্ত্বমৈশ্বর্য্যঞ্চ প্রশংসসি।
অভোগিনোঽবলাশ্চৈব যান্তি স্থানমনুত্তমম্ ॥ ৭
যোগঃ ক্ষেমশ্চ রাষ্ট্রস্য ধর্মাধর্মৌ ত্বয়ি স্থিতৌ।
মুচ্যস্ব মহতো ভারাৎ ত্যাগমেবাভিসংশ্রয় ॥ ৮
একোদরকৃতে ব্যাঘ্রঃ করোতি বিঘসং বহু।
তমন্যেঽপ্যুপজীবন্তি মন্দা লোভবশা মৃগাঃ ॥ ৯
বিষয়ান্ প্রতিসংগৃহ্য সন্ন্যাসং কুরুতে যতিঃ
ন চ তুষ্যন্তি রাজানঃ পশ্য বুদ্ধ্যন্তরং যথা ॥ ১০
পত্রাহারৈরশ্মকুট্টৈর্দন্তোলূখলিকৈস্তথা।
অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ তৈরয়ং নরকো জিতঃ ॥ ১১
যস্ত্বিমাং বসুধাং কৃৎস্নাং প্রশাসেদখিলাং নৃপঃ।
তুল্যাশ্মকাঞ্চনো যশ্চ স কৃতার্থো ন পার্থিবঃ ॥ ১২
সঙ্কল্পেষু নিরারম্ভো নিরাশো নির্মমো ভব।
অশোকং স্থানমাতিষ্ঠ ইহ চামুত্র চাব্যয়ম্ ॥ ১৩
নিরামিষা ন শোচন্তি শোচসি ত্বং কিমামিষম্।
পরিত্যজ্যামিষং সর্বং মৃষাবাদাৎ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১৪
পন্থানৌ পিতৃযানশ্চ দেবযানশ্চ বিশ্রুতৌ।
ঈজানাঃ পিতৃযানেন দেবযানেন মোক্ষিণঃ ॥ ১৫
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ স্বাধ্যায়েন মহর্ষয়ঃ।
বিমুচ্য দেহাংস্তে যান্তি মৃত্যোরবিষয়ং গতাঃ ॥ ১৬
আমিষং বন্ধনং লোকে কর্মেহোক্তং তথামিষম্।
তাভ্যাং বিমুক্তঃ পাপাভ্যাং পদমাপ্নোতি তৎ পরম্ ॥ ১৭
অপি গাথাং পুরা গীতাং জনকেন বদন্ত্যত।
নির্দ্বন্দ্বেন বিমুক্তেন মোক্ষং সমনুপশ্যতা ॥ ১৮

অজ্ঞান মানুষ নিজের উদরের জন্ত বহু হিংসার কার্য্য করিয়া থাকে, অতএব তুমিও প্রথমে তোমার উদরকে জয় কর। তারপর তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই জিত পৃথিবীর দ্বারা তুমি স্বীয় কল্যাণকেও জয় করিয়াছ ॥ ৬

ভীমসেন! তুমি মনুষ্যদিগের কামভোগ ও ঐশ্বর্য্যের অতিশয় প্রশংসা করিতেছ; কিন্তু যাঁহারা ভোগ পরিহার করিয়া তপস্যা করিতে করিতে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সেই ঋষি-মুনিগণই সর্বোত্তম পদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ৭

রাজ্যের যোগ ও ক্ষেম, ধর্ম এবং অধর্ম সব তোমার মধ্যেই আছে। তুমি এই বিশাল ভার হইতে মুক্ত হও ও সর্বতো ভাবে ত্যাগেরই আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৮

ব্যাঘ্র একই উদরের জন্ত বহু প্রাণীর হিংসা করিয়া থাকে, অপর লোভী ও মূর্খ পশুরা তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্বাহ করে ॥ ৯

যত্নশীল সাধক বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তিনি সন্তোষ লাভ করেন; কিন্তু বিষয়ভোগ-সম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী রাজারা কখনও সন্তুষ্ট হন্ না। দেখ, ইঁহাদের উভয়ের বুদ্ধিতে কিরূপ পার্থক্য আছে ॥ ১০

যাঁহারা পত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন, যাঁহারা প্রস্তরে পেষণ করিয়া অথবা দন্তসমূহের দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করেন এবং যাঁহারা জল ও বায়ু ভক্ষণ করিয়াই জীবিত থাকেন, সেই তপস্বী পুরুষগণই এই নরককে জয় করিতে পারেন ॥ ১১

যে রাজা এই সমগ্র ভূমণ্ডল শাসন করেন এবং যিনি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তর ও স্বর্ণকে সমজ্ঞান করেন,—এই উভয়ের মধ্যে সেই ত্যাগী মুনিই কৃতার্থ হইয়া যান, রাজা কৃতার্থ হন্ না ॥

নিজের মনোবাসনানুযায়ী মহৎ কার্য্যসকল আরম্ভ করিও না, আশা ও মমতা রাখিও না এবং সেই শোকরহিত পদ আশ্রয় কর, যাহা ইহলোক ও পরলোকেও অক্ষয় হইয়া থাকিবে ॥ ১২-১৩

যাঁহারা ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শোক করেন না। তুমি কেন ভোগসমূহের চিন্তা করিতেছ? সমস্ত ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিলে পর তুমি মিথ্যাবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ॥ ১৪

দেবযান ও পিতৃযান—এই দুই পরলোকের প্রসিদ্ধ মার্গ। যাঁহারা সকাম যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিতৃযানে গমন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা মোক্ষের অধিকারী, তাঁহারা দেবযান মার্গে গমন করেন ॥ ১৫

মহর্ষিগণ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও স্বাধ্যায়ের (বেদপাঠের) বলে দেহত্যাগের পর এরূপ লোকে উপনীত হন্, যেস্থানে মৃত্যুর প্রবেশ নাই অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৬

এ জগতে মমতা ও আসক্তির বন্ধনকে আমিষ বলা হইয়াছে। সকাম কর্মকেও আমিষ বলে। এই দুই আমিষ স্বরূপ পাপ হইতে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরমপদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৭

এ বিষয়ে পুরাকালে রাজা জনক কর্তৃক কথিত এক গাথা মহাত্মাগণ উল্লেখ করেন। রাজা জনক সমস্ত দ্বন্দ্বরহিত ও

অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন ॥ ১৯
প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচন্‌ শোচতো জনান্‌।
জগতীস্থানিবাদ্রিস্থো মন্দবুদ্ধীনবেক্ষতে ॥ ২০
দৃশ্যং পশ্যতি যঃ পশ্যন্‌ স চক্ষুষ্মান্‌ স বুদ্ধিমান্‌।
অজ্ঞাতানাঞ্চ বিজ্ঞানাৎ সম্বোধাদ্‌ বুদ্ধিরুচ্যতে ॥ ২১
যস্তু বাচং বিজানাতি বহুমানমিয়াৎ স বৈ।
ব্রহ্মভাবপ্রপন্নানাং বৈদ্যানাং ভাবিতাত্মনাম্‌ ॥২২
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ২৩
তে জনাস্তাং গতিং যান্তি নাবিদ্বাংসোঽল্পচেতসঃ।
নাবুদ্ধয়ো নাতপসঃ সর্বং বুদ্ধৌ প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি মোক্ষস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বকে সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন ॥ ১৮

(তাঁহার সেই গাথা এইরূপ—) অপরের দৃষ্টিতে আমার নিকট বহু ধন রহিয়াছে; কিন্তু উহাদের মধ্যে আমার কিছুই নাই। সমগ্র মিথিলা যদি অগ্নিদগ্ধ হইয়াও যায়, তবে আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না ॥ ১৯

যেরূপ পর্ব্বতের শিখরে অবস্থিত মানুষ পৃথিবীতে স্থিত প্রাণিগণকে কেবল দেখিতে থাকে, তাহাদের পরিস্থিতিতে কোনরূপ প্রভাবিত হয় না, সেইরূপ বুদ্ধির অট্টালিকায় আরূঢ় মানুষ শোককারী মনুষ্যদিগকে কেবল দেখিতেই থাকেন, তাহাদের ন্যায় স্বয়ং দুঃখিত হন্‌ না ॥ ২০

যিনি স্বয়ং দ্রষ্টারূপে পৃথক্‌ থাকিয়া এই দৃশ্যপ্রপঞ্চকে দর্শন করেন এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন, তিনিই চক্ষুষ্মান্‌ ও তিনিই বুদ্ধিমান্‌! অদৃষ্ট বস্তুর দর্শন করে বলিয়া দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু ও অজ্ঞাততত্ত্বসকলের জ্ঞান এবং সম্যক্‌ বোধের কারণ অন্তঃকরণেরই এক বৃত্তির নাম বুদ্ধি ॥ ২১

যে ব্যক্তি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধাত্মা বিদ্বান্‌গণের ন্যায় বাক্য বলিতে জানেন, তাঁহার নিজের জ্ঞানের উপর অতিশয় অভিমান হইয়া থাকে (যেরূপ তুমি) ॥ ২২

যখন মানুষ প্রাণিগণের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তা একমাত্র পরমাত্মাতেই স্থিত বলিয়া দর্শন করেন এবং সেই পরমাত্মা হইতেই সমস্ত ভূতগণের বিস্তার হইয়াছে বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩

বুদ্ধিমান ও তপস্বী মহাত্মাগণই এই গতি প্রাপ্ত হন্‌। যাহারা অজ্ঞান, মন্দবুদ্ধি, শুদ্ধবুদ্ধিহীন ও তপস্যাশূন্য, তাহারা নহেন; কারণ, সব কিছু বুদ্ধিতেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞো জনকস্য রাজ্ঞ্যাশ্চ দৃষ্টান্তং প্রদায়ার্জুনেন সন্ন্যাসগ্রহণতো যুধিষ্ঠিরস্য নিবারণম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তূষ্ণীভূতং তু রাজানং পুনরেবার্জুনোঽব্রবীৎ ।
সন্তপ্তঃ শোক-দুঃখাভ্যাং রাজবাক্‌শল্যপীড়িতঃ ॥ ১

অর্জুন উবাচ ।

কথয়ন্তি পুরাবৃত্তমিতিহাসমিমং জনাঃ ।
বিদেহরাজ্ঞঃ সংবাদং ভার্য্যয়া সহ ভারত ॥ ২
উৎসৃজ্য রাজ্যং ভিক্ষার্থং কৃতবুদ্ধিং নরেশ্বরম্ ।
বিদেহরাজমহিষী দুঃখিতা যদভাষত ॥ ৩
ধনান্যপত্যং দারাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ ।
পন্থানং পাবকং হিত্বা জনকো মৌঢ্যমাস্থিতঃ ॥ ৪
তং দদর্শ প্রিয়া ভার্য্যা ভৈক্ষ্যবৃত্তিমকিঞ্চনম্ ।
ধানামুষ্টিমুপাসীনং নিরীহং গতমৎসরম্ ॥ ৫
তমুবাচ সমাগত্য ভর্তারমকুতোভয়ম্ ।
কাপালীং বৃত্তিমাস্থায় ধানামুষ্টির্ন তে বরঃ ॥ ৭
প্রতিজ্ঞা তেঽন্যথা রাজন্ বিচেষ্টা চান্যথা তব ।
যদ্ রাজ্যং মহদুৎসৃজ্য স্বল্পে তুষ্যসি পার্থিব ॥ ৮
নৈতেনাতিথয়ো রাজন্ দেবর্ষি পিতরস্তথা ।
অদ্য শক্যাস্ত্বয়া ভর্ত্তুং মোঘস্তেঽয়ং পরিশ্রমঃ ॥ ৯
দেবতাতিথিভিশ্চৈব পিতৃভিশ্চৈব পার্থিব ।
সর্বৈরেতৈঃ পরিত্যক্তঃ পরিব্রজসি নিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ১০
যস্ত্বং ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানাং সহস্রশঃ ।
ভর্তা ভূত্বা চ লোকস্য সোঽদ্য তৈর্ভৃতিমিচ্ছসি ॥ ১১
শ্রিয়ং হিত্বা প্রদীপ্তাং ত্বং শ্ববৎ সম্প্রতিবীক্ষ্যসে ।
অপুত্রা জননী তেঽদ্য কৌশল্যা চাপতিস্ত্বয়া ॥ ১২

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুন কর্তৃক রাজা জনক ও রাণীর দৃষ্টান্ত দিয়া যুধিষ্ঠিরকে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে নিবৃত্তিকরণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! যখন রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন, তখন রাজার বাক্যবাণে পীড়িত, শোকে ও দুঃখে সন্তপ্ত অর্জুন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—হে ভারত ! সকল মানুষ বিদেহরাজ জনক ও তাঁহার ভার্য্যার সংবাদরূপ এই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকে ॥ ২

একসময় রাজা জনকও রাজ্য পরিত্যাগ করত ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় বিদেহরাজের ভার্য্যা দুঃখিতা হইয়া যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই আমি আপনাকে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩

একদিন রাজা জনকের মূঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি ধন, সন্তান, স্ত্রী, নানাপ্রকার রত্ন, সনাতন মার্গ ও অগ্নিহোত্রকেও ত্যাগ করত অকিঞ্চন (নিঃস্ব) হইয়া যাইলেন। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিলেন এবং এক এক মুষ্টি খৈ ভক্ষণ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ববিধ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে কাহারও প্রতি কোনরূপ ঈর্ষ্যাভাব ছিল না। এইরূপ নির্ভয় অবস্থায় উপনীত নিজ স্বামীকে তাঁহার ভার্য্যা দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট গমন করত কুপিতা হইয়া মনস্বিনী ও প্রিয়া রাণী নির্জনে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥৪-৬

রাজন্ ! স্বীয় ধনধান্যসম্পন্ন রাজ্য পরিত্যাগ করত ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনি কেন গ্রহণ করিলেন ? এই এক মুষ্টি শস্যের আশা করা আপনার শোভা পায় না ? ৭

হে রাজন্ ! আপনার প্রতিজ্ঞা ত' অন্যরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান আপনার কার্য্যকলাপ আবার অন্যরূপ দেখা যাইতেছে। ভূপাল ! নিজের বিশালরাজ্য পরিহার করিয়া অল্প বস্তুতেই আপনি সন্তোষ লাভ করিতেছেন ॥ ৮

রাজন্ ! এই মুষ্টিপূর্ণ শস্যের দ্বারা আপনি পূর্বের ন্যায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং অতিথিদিগকে ভরণ পোষণ করিতে পারিবেন না, অতএব আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইবে ॥ ৯

ভূপাল ! আপনি সমস্ত দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া অকর্মণ্য অবস্থায় গৃহত্যাগ করিতেছেন ॥১০

তিন বেদেই বিশেষ পারদর্শী ব্রাহ্মণগণকে এবং এই সম্পূর্ণ জগৎকে ভরণ পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াও আজ আপনি তাহাদেরই দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ইচ্ছুক হইয়াছেন ॥ ১১

এই সমৃদ্ধিপূর্ণা রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করত আজ আপনি দ্বারে দ্বারে খাদ্যের আশায় পরিভ্রমণকারী কুকুরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। আজ আপনি জীবিত থাকিতেও আপনার মাতা

অমী চ ধর্মকামাস্ত্বাং ক্ষত্রিয়াঃ পর্য্যুপাসতে।
ত্বদাশামভিকাঙ্ক্ষন্তঃ কৃপণাঃ ফলহেতুকাঃ ॥ ১৩
তাংশ্চ ত্বং বিফলান্ কুর্বন্ কং নু লোকং গমিষ্যসি।
রাজন্ সংশয়িতে মোক্ষে পরতন্ত্রেষু দেহিষু ॥ ১৪
নৈব তেঽস্তি পরো লোকো নাপরঃ পাপকর্মণঃ।
ধর্ম্যান্ দারান্ পরিত্যজ্য যস্ত্বমিচ্ছসি জীবিতুম্ ॥১৫
স্রজো গন্ধানলঙ্কারান্ বাসাংসি বিবিধানি চ।
কিমর্থমভিসন্ত্যজ্য পরিব্রজসি নিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ১৬
নিপানং সর্বভূতানাং ভূত্বা ত্বং পাবনং মহৎ।
আঢ্যো বনস্পতির্ভূত্বা সোঽন্যাংস্ত্বং পর্য্যুপাসসে ॥১৭
খাদন্তি হস্তিনং ন্যাসৈঃ ক্রব্যাদা বহবোঽপ্যুত।
বহবঃ কৃময়শ্চৈব কিং পুনস্ত্বামনর্থকম্ ॥ ১৮
য ইমাং কুণ্ডিকাং ভিন্দ্যাৎ ত্রিবিষ্টব্ধং যো হরেৎ।
বাসশ্চাপি হরেৎ তস্মিন্ কথং তে মানসং ভবেৎ ॥ ১৯
যস্ত্বয়ং সর্বমুৎসৃজ্য ধানামুষ্টেরনুগ্রহঃ।
যদানেন সমং সর্বং কিমিদং হ্যবসীয়সে ॥
ধানামুষ্টেরিহার্থশ্চেৎ প্রতিজ্ঞা তে বিনশ্যতি।
কা বাহং তব কো মে ত্বং কশ্চ তে ময্যনুগ্রহঃ ॥ ২১
প্রশাধি পৃথিবীং রাজন্ যদি তেঽনুগ্রহো ভবেৎ।
প্রসাদং শয়নং যানং বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ২২
শ্রিয়া বিহীনৈরধনৈস্ত্যক্তমিত্রৈরকিঞ্চনৈঃ।
সৌখিকৈঃ সম্ভৃতানর্থান্ যঃ সন্ত্যজতি কিং নু তৎ ॥২৩

পুত্রহীনা হইয়া যাইবেন ও এই অভাগিনী কোশলরাজনন্দিনী আমি পতিহীনার ন্যায় হইয়া যাইব ॥ ১২

এই যে সব ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কামনা করিয়া আপনার সেবায় উপস্থিত আছেন, তাঁহারা আপনার নিকট বহু কিছু আশা করেন। এই সব দীন ক্ষত্রিয়গণের এখন সেবার ফল লাভ আবশ্যক ॥ ১৩

রাজন্! মোক্ষপ্রাপ্তি সংশয়াস্পদ এবং প্রাণীরা প্রারব্ধের অধীন, এরূপ অবস্থায় এই অর্থার্থী সেবকগণকে যদি আপনি বিফলমনোরথ করিয়া দেন, তবে জানি না—ইঁহারা কোন লোকে গমন করিবেন ॥ ১৪

আপনি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যে একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহাতে আপনি পাপকর্ম্মকারী হইয়াছেন; অতএব আপনার পক্ষে না ইহলোক সুখপ্রদ হইবে এবং না পরলোক সুখকর হইবে ॥ ১৫

আপনি আমাকে বলুন—এই সুন্দর সুন্দর মালা, সুগন্ধিত পদার্থ, আভরণ ও বিবিধ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করত কিজন্য কর্ম্মহীন হইয়া গৃহত্যাগ করিতেছেন? ১৬

আপনি সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষে এক পবিত্র বিশাল জলাশয় তুল্য ছিলেন, সকলেই আপনার নিকট নিজ নিজ পিপাসার শান্তির জন্য আসিত। আপনি ফলপূর্ণ বৃক্ষসদৃশ ছিলেন, ইহাতে কত প্রাণীর ক্ষুধার শান্তি হইত, কিন্তু সেই আপনিই এখন (ক্ষুধা-পিপাসার শান্তির জন্য) অন্যদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন ॥ ১৭

যদি হাতীও সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কোন এক স্থানে পতিত হয়, তবে মাংসভক্ষী জীব-জন্তুগণ এবং বহু কৃমি কীটে তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে, সেস্থলে সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থহীন আপনাকে যে তাহারা ভক্ষণ করিবে না এ বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? ১৮

যদি কেহ আপনার এই কমণ্ডলুকে বিদীর্ণ করিয়া দেয়, ত্রিদণ্ড লইয়া পলায়ন করে এবং বস্ত্র অপহরণ করিয়া থাকে, তবে আপনার সেই সময় মনের অবস্থা কিরূপ হইবে? ১৯

যদি সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াও আপনি এক মুষ্টি শস্য সংগ্রহের জন্য অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী হন্, তবে রাজ্যাদি অন্য সব বস্তুসকলও ত' ইহারই সমান, তাহা হইলে আপনার এই রাজ্যত্যাগের বিশেষত্ব কি? ২০

যদি মুষ্টিপরিমিত শস্যেরও আপনার আবশ্যকতা থাকিয়া যায়, তবে সব কিছু পরিত্যাগ করিবার যে আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। (আর সর্ব্বত্যাগী হইয়া যাইলে পর) আমি আপনার কে, আপনিই বা আমার কে এবং আমার উপর আপনার অনুগ্রহই কি? ২১

রাজন্! যদি আপনার আমার উপর অনুগ্রহ থাকে, তবে এই পৃথিবীকে শাসন করুন এবং রাজপ্রাসাদ, শয্যা, যান, বস্ত্র ও আভরণসমূহ উপভোগ করুন ॥ ২২

শ্রীহীন, নির্ধন, মিত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, অকিঞ্চন এবং সুখের অভিলাষী ব্যক্তিগণের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বস্তুতে পরিপূর্ণ রাজলক্ষ্মীকে যে আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহাতে আপনার কি লাভ হইবে? ২৩

যোঽত্যন্তং প্রতিগৃহ্নীয়াদ্-যশ্চ দদ্যাৎ সদৈব হি।
তয়োস্ত্বমন্তরং বিদ্ধি শ্রেয়াংস্তাভ্যাং ক উচ্যতে ॥ ২৪
সদৈব যাচমানেষু তথা দম্ভান্বিতেষু চ।
এতেষু দক্ষিণা দত্তা দাবাগ্নাবিব হূয়তম্ ॥ ২৫
জাতবেদা যথা রাজন্ নাদগ্ধ্বৈবোপশাম্যতি।
সদৈব যাচমানো হি তথা শাম্যতি ন দ্বিজঃ ॥ ২৬
সতাং বৈ দদতোঽন্নঞ্চ লোকেঽস্মিন্ প্রকৃতির্ধ্রুবা।
ন চেদ্ রাজা ভবেদ্ দাতা কুতঃ স্যুর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৭
অন্নাদ্ গৃহস্থা লোকেঽস্মিন্ ভিক্ষবস্তত এব চ।
অন্নাৎ প্রাণঃ প্রভবতি অন্নদঃ প্রাণদো ভবেৎ ॥ ২৮
গৃহস্থেভ্যোঽপি নির্মুক্তা গৃহস্থানেব সংশ্রিতাঃ।
প্রভবঞ্চ প্রতিষ্ঠাঞ্চ দান্তা বিন্দন্ত আসতে ॥ ২৯

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অন্যের নিকট হইতে দান গ্রহণ করে (ভিক্ষা গ্রহণ করে) এবং যে সর্ব্বদা স্বয়ংই দান করে, এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ও ইহাদের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তাহা আপনি বুঝিবার চেষ্টা করুন ॥২৪

সর্ব্বদাই যাচ্ঞাকারী ও দম্ভপরায়ণ পুরুষকে প্রদত্ত দক্ষিণা দাবানলে প্রদত্ত আহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৫

রাজন্! যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মীভূত না করিয়া অগ্নি শান্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বদাই যাচ্ঞাকারী ব্রাহ্মণ (যাচ্ঞার শেষ করিতে না পারিলে) কখনও শান্ত হইতে সমর্থ হন্ না ॥ ২৬

এই জগতে দাতার অন্নই সৎপুরুষগণের জীবিকার নিশ্চিত আশ্রয় স্থল। যদি দাতা রাজা না থাকেন, তবে মোক্ষাভিলাষী সাধু সন্ন্যাসিগণ কি ভাবে জীবন ধারণ করিবেন? ২৭

এই জগতে অন্ন হইতেই গৃহস্থগণের এবং গৃহস্থদের নিকট হইতে ভিক্ষুকসকলের জীবন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অন্নের দ্বারা প্রাণশক্তির বিকাশ হয়, অতএব অন্নদাতাই হইলেন প্রাণদাতা ॥ ২৮

জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থ-আশ্রম হইতে পৃথক্ থাকিয়াও গৃহস্থগণেরই আশ্রয়ে জীবন ধারণ করেন। এই গৃহস্থ হইতেই তাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং গৃহস্থ আশ্রমেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

কেবল ত্যাগের দ্বারাই কাহাকেও ভিক্ষুক বলিয়া জানা যায় না, মূর্খতাবশতঃ গৃহ ত্যাগ করিলেও তাহাকে ভিক্ষুক বলা চলে না এবং ভিক্ষা করিতে থাকিলেও ভিক্ষুক বলিতে পারা যায় না।

ত্যাগান্ন ভিক্ষুকং বিদ্যান্ন মৌঢ্যান্ন চ যাচনাৎ।
ঋজুস্তু যোঽর্থং ত্যজতি ন সুখং বিদ্ধি ভিক্ষুকম্ ॥ ৩০
অসক্তঃ সক্তবদ্ গচ্ছন্ নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ স বৈ মুক্তো মহীপতে ॥ ৩১
পরিব্রজন্তি দানার্থং মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
সিতা বহুবিধৈঃ পাশৈঃ সংচিন্বন্তো বৃথামিষম্ ॥ ৩২
ত্রয়ীঞ্চ নাম বার্তাঞ্চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্ ব্রজন্তি যে।
ত্রিবিষ্টব্ধঞ্চ বাসশ্চ প্রতিগৃহ্নন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩৩
অনিষ্কষায়ে কাষায়মীহার্থমিতি বিদ্ধি তম্।
ধর্মধ্বজানাং মুণ্ডানাং বৃত্ত্যর্থমিতি মে মতিঃ ॥ ৩৪
কাষায়ৈরজিনৈশ্চীরৈর্নগ্নান্ মুণ্ডান্ জটাধরান্।
বিভ্রৎ সাধূন্ মহারাজ জয় লোকান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৫

যিনি সরলভাবে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন এবং সুখভোগে আসক্ত হন্ না, তাঁহাকেই ভিক্ষুক বলিয়া জানিবেন ॥ ৩০

পৃথ্বীনাথ! যিনি আসক্তিরহিত হইয়া আসক্তের ন্যায় বিচরণ করেন, যিনি বিষয়সঙ্গহীন, যিনি সর্ব্বপ্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছেন এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহার সমান ভাব, তিনি মুক্ত ॥ ৩১

বহু মানুষ দানগ্রহণের (উদরপূর্ত্তির) জন্য মস্তক মুণ্ডন করত গেরুয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নানাপ্রকার বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় বৃথাই ভোগসমূহের অন্বেষণ করে। (এই পর্ব্বের ১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৩২

বহু মূর্খ মানুষ তিন বেদের অধ্যয়ন, ইঁহাদের মধ্যে বর্ণিত কর্ম্ম, কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে এবং ত্রিদণ্ড ও সন্ন্যাসীর বস্ত্র ধারণ করে ॥ ৩৩

যদি হৃদয়ের কাষায় (রাগাদি দোষসকল) দূর না হয়, তবে কাষায় (গেরুয়া) বস্ত্র ধারণ করা স্বার্থসিদ্ধির জন্য বুঝিতে হইবে। আমার এই ধারণা যে, ধর্ম্মের ধ্বজাধারী (ভাণকারী)-দিগের মস্তক মুণ্ডন তাহাদের জীবিকা চালাইবার একটি উপায়মাত্র ॥৩৪

মহারাজ! জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনি নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও জটাধারী সাধুদিগকে গেরুয়া বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম এবং বল্কলসমূহের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে করিতে পুণ্যলোকসকল জয় করুন ॥ ৩৫

অগ্ন্যাধেয়ানি গুর্ব্বর্থং ক্রতূনপি সুদক্ষিণান্ ।
দদাত্যহরহঃ পূর্ব্বং কো নু ধর্ম্মরতস্ততঃ ।। ৩৬

অর্জ্জুন উবাচ ।

তত্ত্বজ্ঞো জনকো রাজা লোকেঽস্মিন্নিতি গীয়তে ।
সোঽপ্যাসীন্মোহসম্পন্নো মা মোহবশমন্বগাঃ ।। ৩৭
এবং ধর্ম্মমনুক্রান্তাঃ সদা দানতপঃপরাঃ ।
আনৃশংস্যগুণোপেতাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ।। ৩৮
প্রজানাং পালনে যুক্তা দানমুত্তমমাস্থিতাঃ ।
ইষ্টাঁল্লোকানবাপ্স্যামো গুরুবৃদ্ধোপচারিনঃ ।। ৩৯
দেবতাতিথিভূতানাং নির্বপন্তো যথাবিধি ।
স্থানমিষ্টমবাপ্স্যামো ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ।। ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

যিনি প্রতিদিন প্রথমে গুরুর জন্য অগ্নিহোত্রের সমিধ্ (কাষ্ঠ) আনয়ন করেন, উত্তম দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ এবং দান করেন, ইঁহা অপেক্ষা ধর্মপরায়ণ আর কে হইবে ? ৩৬

অর্জুন বলিলেন,—মহারাজ ! রাজা জনককে এ জগতে 'তত্ত্বজ্ঞ' বলিয়া বলা হয়, তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। (রাণীর এইরূপ প্রবোধবাক্যে রাজা সন্ন্যাসগ্রহণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব) আপনিও মোহের বশীভূত হইবেন না ॥৩৭

যদি আমরা সদা দান ও তপস্যায় রত থাকিয়া এইরূপ ধর্মের অনুসরণ করি, দয়াপ্রভৃতি গুণসমূহে সম্পন্ন থাকি, কাম-ক্রোধাদি দোষসকল পরিত্যাগ করি এবং গুরুজন ও বৃদ্ধ পুরুষদের সেবা করিয়া যাই, তবে আমরা নিজেদের অভীষ্ট লোক লাভ করিতে সমর্থ হইব ॥ ৩৮-৩৯

এইরূপ দেবতা, অতিথি ও সমস্ত প্রাণীদিগকে বিধিপূর্ব্বক তাঁহাদের ভাগ সমর্পণ করিতে করিতে যদি আমরা ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী হইতে পারি, তবে আমাদের অভীষ্ট স্থানপ্রাপ্তি অবশ্যই হইবে ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

[যুধিষ্ঠিরেণ স্বমতস্য যাথার্থ্য-প্রতিপাদনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বেদাহং তাত শাস্ত্রাণি অপরাণি পরাণি চ ।
উভয়ং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ ।। ১
আকুলানি চ শাস্ত্রাণি হেতুভিশ্চিন্তিতানি চ ।
নিশ্চয়শ্চৈব যো মন্ত্রে বেদাহং তং যথাবিধি ।। ২
ত্বং তু কেবলমস্ত্রজ্ঞো বীরব্রতসমন্বিতঃ ।
শাস্ত্রার্থং তত্ত্বতো গন্তুং ন সমর্থঃ কথঞ্চন ।। ৩
শাস্ত্রার্থসূক্ষ্মদর্শী যো ধর্মনিশ্চয়কোবিদঃ ।
তেনাপ্যেবং ন বাচ্যোঽহং যদি ধর্মং প্রপশ্যসি ।। ৪

একোনবিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিজ মতের যথার্থতা প্রতিপাদন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত ! আমি ধর্ম ও ব্রহ্মের প্রতিপাদনকারী অপর ও পর এই দুই প্রকার শাস্ত্রই জানি। বেদে দুই প্রকারের বচন পাওয়া যায়—এক, "কর্ম কর" এবং দুই "কর্ম ত্যাগ কর"। আমার এই উভয়ের জ্ঞান রহিয়াছে ॥ ১

পরস্পর বিরোধী ভাবসমূহে যুক্ত যে সকল শাস্ত্রবাক্য আছে, আমি যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়াছি। বেদে এই দুই প্রকারের বাক্যসকলের যে সিদ্ধান্ত, সেই সকলও আমি জানি ॥ ২

তুমি ত' কেবল অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং বীরব্রত পালন কর। শাস্ত্রসকলের তাৎপর্য্য যথার্থরূপে জানিবার শক্তি তোমার মধ্যে কোনরূপেই পাওয়া যায় না ॥ ৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসকলের সূক্ষ্ম রহস্য জানেন এবং ধর্মের নির্ণয় করিতে নিপুণ, তিনিও আমাকে এইভাবে উপদেশ দান করিতে সমর্থ নন্। যদি ধর্মের উপর তুমি দৃষ্টি স্থাপন কর, তবে আমার এই বাক্যের যথার্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৪

ভ্রাতৃসৌহৃদমাস্থায় যদুক্তং বচনং ত্বয়া।
ন্যায্যং যুক্তঞ্চ কৌন্তেয় প্রীতোঽহং তেন তেঽর্জুন ॥ ৫
যুদ্ধধর্মেষু সর্বেষু ক্রিয়াণাং নৈপুণেষু চ।
ন ত্বয়া সদৃশঃ কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৬
ধর্মং সূক্ষ্মতরং বাচ্যং তত্র দুষ্প্রতরং ত্বয়া।
ধনঞ্জয় ন মে বুদ্ধিমভিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৭
যুদ্ধশাস্ত্রবিদেব ত্বং ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্বয়া।
সংক্ষিপ্তবিস্তরবিদাং ন তেষাং বেৎসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৮
তপস্ত্যাগোঽবিধিরিতি নিশ্চয়স্ত্বেষ ধীমতাম্।
পরং পরং জ্যায় এষাং যেষাং নৈশ্রেয়সী মতিঃ ॥ ৯
যত্ত্বেতন্মন্যসে পার্থ ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি।
তত্র তে বর্ত্তয়িষ্যামি যথা নৈতৎ প্রধানতঃ ॥ ১০

অর্জুন! কুন্তীনন্দন! তুমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ যে কথা বলিয়াছ, উহা ন্যায়সঙ্গত ও উচিত। আমি ইহাতে তোমার উপর প্রসন্নই হইয়াছি ॥ ৫

সর্ব্ববিধ যুদ্ধধর্ম ও সংগ্রাম করিবার কুশলতায় তোমার তুল্য ত্রিভুবনে আর কেহই নাই ॥ ৬

ধনঞ্জয়! ধর্মের স্বরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহাতে তোমার প্রবেশ হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমারও বুদ্ধি উহা বুঝিতে পারিয়াছে কি না, এই আশঙ্কা তোমার করা উচিত নয় ॥ ৭

তুমি যুদ্ধশাস্ত্রেই বিদ্বান্, তুমি বৃদ্ধ পুরুষগণের কখনও সেবা কর নাই, অতএব সংক্ষেপে ও বিস্তারের সহিত ধর্ম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সেই মহাপুরুষগণের কি সিদ্ধান্ত, উহা তোমার জানা নাই ॥ ৮

যে মহানুভবগণের বুদ্ধি পরম কল্যাণে আসক্ত, সেই সব বুদ্ধিমান্‌দিগের নির্ণয় এইরূপ। তপস্যা, ত্যাগ ও বিধিবিধানের অতীত (ব্রহ্মজ্ঞান) ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ॥ ৯

কুন্তীনন্দন! তুমি ইহা মনে কর যে, ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোন বস্তু নাই, এই বিষয়ে আমি তোমাকে এইরূপ বাক্য বলিব যে, তাহার দ্বারা তোমার এই বোধ জন্মাইবে, ধর্মই সর্ব্ব বিষয়ে প্রধান নয় ॥ ১০

এ জগতে তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিরত বহু ধর্মাত্মা পুরুষ দেখা

তপঃস্বাধ্যায়শীলা হি দৃশ্যন্তে ধার্মিকা জনাঃ।
ঋষয়স্তপসা যুক্তা যেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ১১
অজাতশত্রবো ধীরাস্তথান্যে বনবাসিনঃ।
অরণ্যে বহবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ ॥ ১২
উত্তরেণ তু পন্থানমার্য্যা বিষয়নিগ্রহাৎ।
অবুদ্ধিজং তমস্ত্যক্ত্বা লোকাংস্ত্যাগবতাং গতাঃ ॥ ১৩
দক্ষিণেন তু পন্থানং যং ভাস্বন্তং প্রচক্ষতে।
এতে ক্রিয়াবতাং লোকা যে শ্মশানানি ভেজিরে ॥ ১৪
অনির্দেশ্যা গতিঃ সা তু যাং প্রপশ্যন্তি মোক্ষিণঃ।
তস্মাদ্ যোগঃ প্রধানেষ্টঃ স তু দুঃখং প্রবেদিতুম্ ॥ ১৫
অনুস্মৃত্য তু শাস্ত্রাণি কবয়ঃ সমবস্থিতাঃ।
অপীহ স্যাদপীহ স্যাৎ সারাসারদিদৃক্ষয়া ॥ ১৬

যায়, ঋষিগণ ত' তপস্যাতেই আসক্ত থাকেন। ইঁহাদের সকলেরই সনাতন ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১১

এরূপ বহু ধীর মানুষ আছেন, যাঁহাদের কোন শত্রুই জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁহারা এবং আরও বহুসংখ্যক বনবাসী মানুষ আছেন, যাঁহারা বনমধ্যে স্বাধ্যায় করত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১২

বহু আর্য্য পুরুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদের রূপাদি বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া অবিবেকজনিত অজ্ঞান ত্যাগ করত উত্তরমার্গের (দেবযান-পথের) দ্বারা ত্যাগী পুরুষসকলের লোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৩

ইহা ব্যতীত যে দক্ষিণ মার্গ আছে, যাহাকে প্রকাশময় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সেস্থানে যে সব লোক রহিয়াছে, এ সমস্তই সকাম কর্মকারী সেই গৃহস্থগণের, যাহারা শ্মশানভূমি সেবা করে (জন্মমৃত্যুর চক্রে পতিত হয়) ॥ ১৪

কিন্তু মোক্ষমার্গে গমনকারী মনুষ্যগণ যে গতির সাক্ষাৎকার করেন, উহা অনির্দেশ্য, অতএব জ্ঞানযোগই সর্ব্ববিধ সাধনসমূহ হইতে প্রধান ও অভীষ্ট, কিন্তু ইহার স্বরূপ বোঝা অতিশয় কঠিন ॥ ১৫

শুনা যায়, কোন এক সময় বিদ্বান্ পুরুষগণ সার ও অসার বস্তু নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় একত্রে সমবেত হইয়া সমস্ত শাস্ত্রকে বারংবার স্মরণ করিতে করিতে এই বিচার আরম্ভ করিলেন যে, এই গার্হস্থ্য জীবন সার না ইহার ত্যাগ সার? ১৬

বেদবাদানতিক্রম্য শাস্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্ভং সারং দদৃশিরে ন তে ॥ ১৭

অথৈকান্তব্যুদাসেন শরীরে পাঞ্চভৌতিকে।
ইচ্ছাদ্বেষসমাসক্তমাত্মানং প্রাহুরিঙ্গিতৈঃ ॥ ১৮

অগ্রাহ্যং চক্ষুষা সূক্ষ্মমনির্দেশ্যঞ্চ তদ্‌গিরা।
কর্মহেতুপুরস্কারং ভূতেষু পরিবর্ততে ॥ ১৯

কল্যাণগোচরং কৃত্বা মনস্তৃষ্ণাং নিগৃহ্য চ।
কর্মসন্ততিমুৎসৃজ্য স্যান্নিরালম্বনঃ সুখী ॥ ২০

অস্মিন্নেবং সূক্ষ্মগম্যে মার্গে সদ্ভির্নিষেবিতে।
কথমর্থমনর্থাঢ্যমর্জ্জুন ত্বং প্রশংসসি ॥ ২১

পূর্বশাস্ত্রবিদোঽপ্যেবং জনাঃ পশ্যন্তি ভারত।
ক্রিয়াসু নিরতা নিত্যং দানে যজ্ঞে চ কর্মণি ॥ ২২

ভবন্তি সুদুরাবর্ত্তা হেতুমন্তোঽপি পণ্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্ব্বে স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২৩

অনৃতস্যাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ ॥ ২৪

পার্থ যান্ন বিজানীমঃ কস্তান্ জ্ঞাতুমিহার্হতি।
এবং প্রাজ্ঞাঃ শ্রুতাশ্চাপি মহান্তঃ শাস্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৫

তপসা মহদাপ্নোতি বুদ্ধ্যা বৈ বিন্দতে মহৎ।
ত্যাগেন সুখমাপ্নোতি সদা কৌন্তেয় তত্ত্ববিৎ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

তাঁহারা বেদসমূহের সকল বাক্য, শাস্ত্রসমূহ ও বৃহদারণ্যকাদি সমস্ত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ কদলীস্তম্ভ বিদীর্ণ করিতে থাকিলে উহাতে কিছুই সারাংশ দেখা যায় না, সেইরূপ এ জগতে সার বস্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না ॥ ১৭

কিছু লোক একান্তভাব পরিত্যাগ করত এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে বিভিন্ন সঙ্কেতের দ্বারা ইচ্ছা, দ্বেষাদিতে আসক্ত আত্মার স্থিতি বলিয়া বর্ণনা করে ॥ ১৮

কিন্তু আত্মার স্বরূপ ত' অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাঁহাকে নেত্রদ্বারা দেখা যায় না, বাক্যের দ্বারা তাঁহার কোন লক্ষণই বলা যায় না। তিনি সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে কর্ম্মের হেতুভূত অবিদ্যাকে সম্মুখে রাখিয়া—তাহার সাহায্যে নিজের স্বরূপকে গোপন করত বিদ্যমান আছেন ॥ ১৯

অতএব মনুষ্যগণের কর্ত্তব্য হইল মনকে কল্যাণমার্গে সংসক্ত করিয়া তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করা এবং কর্ম্মের পারম্পর্য্য পরিত্যাগ করত ধন-জনাদির অবলম্বন হইতে দূরে থাকিয়া সুখী হওয়া ॥২০

অর্জুন! এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা জানিবার যোগ্য এবং সৎপুরুষগণের দ্বারা সেবিত এই উত্তমমার্গ থাকিতে তুমি অনর্থসকলে পূর্ণ অর্থের (ধনের) প্রশংসা কেন করিতেছ? ২১

ভরতনন্দন! দান, যজ্ঞ ও অতিথিসেবাদি অন্য কর্ম্মসমূহেও নিত্য আসক্ত প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞগণও এ বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টিই রাখেন ॥ ২২

কোন কোন তর্কবাদী পণ্ডিতও নিজের পূর্ব্বজন্মের দৃঢ় সংস্কারে প্রভাবিত হইয়া এরূপ মোহগ্রস্ত হইয়া যান যে, তখন তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। তাঁহারা আগ্রহসহকারে এই কথা বলেন যে, এই (আত্মা, ধর্ম্ম, পরলোক, মর্য্যাদাদি) সব কিছুই নহে ॥ ২৩

কিন্তু এরূপ বহুশাস্ত্রজ্ঞ, বলিতে অভ্যস্ত ও বিদ্বান্ বহু ব্যক্তি আছেন, যিনি জনতার সমক্ষে জনসভায় ব্যাখ্যা করিতে করিতে ও পূর্ব্বোক্ত অসত্য মতকে খণ্ডন করত সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করেন ॥ ২৪

পার্থ! যে সব লৌকিক বিষয় আমরাও জানি না, সেই সমস্ত বিষয় কোন সাধারণ মানুষ কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? আমি যেরূপ বলিলাম, এইভাবে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ও অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণকেও বলিতে শুনা যায় ॥ ২৫

কুন্তীনন্দন! তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তপস্যা দ্বারা সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করেন, জ্ঞানযোগে সেই পরম তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং স্বার্থত্যাগের দ্বারা সদা নিত্য সুখের অনুভব হইয়া থাকে ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[মুনিবর-দেবস্থানেন রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় যজ্ঞানুষ্ঠানং কর্ত্তুং প্রেরণাদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অস্মিন্ বাক্যান্তরে বক্তা দেবস্থানো মহাতপাঃ।
অভিনীততরং বাক্যমিত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১

দেবস্থান উবাচ।

যদ্ বচঃ ফাল্গুনেনোক্তং ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি।
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি তদেকান্তমনাঃ শৃণু ॥ ২

অজাতশত্রো ধর্মেণ কৃৎস্না তে বসুধা জিতা।
তাং জিত্বা চ বৃথা রাজন্ ন পরিত্যক্তুমর্হসি ॥ ৩

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেব প্রতিষ্ঠিতা।
তাং ক্রমেণ মহাবাহো যথাবজ্জয় পার্থিব ॥ ৪

তস্মাৎ পার্থ মহাযজ্ঞৈর্যজস্ব বহুদক্ষিণৈঃ।
স্বাধ্যায়যজ্ঞা ঋষয়ো জ্ঞানযজ্ঞাস্তথাপরে ॥ ৫

কর্মনিষ্ঠাংশ্চ বুদ্ধ্যেথাস্তপোনিষ্ঠাংশ্চ পার্থিব।
বৈখানসানাং কৌন্তেয় বচনং শ্রূয়তে যথা ॥ ৬

ঈহেত ধনহেতোর্যস্তস্যানীহা গরীয়সী।
ভূয়ান্ দোষো হি বর্ধেত যস্তং ধনমুপাশ্রয়েৎ ॥ ৭

কৃচ্ছ্রাচ্চ দ্রব্যসংহারং কুর্বন্তি ধনকারণাৎ।
ধনেন তৃষিতোঽবুদ্ধ্যা ভ্রূণহত্যাং ন বুধ্যতে ॥ ৮

অনর্হতে যদ্ দদাতি ন দদাতি যদর্হতে।
অর্হানর্হাপরিজ্ঞানাদ্ দানধর্মোঽপি দুষ্করঃ ॥ ৯

যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞোদ্দিষ্টঃ পুরুষো রক্ষিতা চ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং
ধনং ততোঽনন্তর এব কামঃ ॥ ১০

যজ্ঞৈরিন্দ্রো বিবিধৈ রত্নবদ্ভি-
র্দেবান্ সর্বানভ্যয়াদ্ ভূরিতেজাঃ।
তেনেন্দ্রত্বং প্রাপ্য বিভ্রাজতেঽসৌ
তস্মাদ্ যজ্ঞে সর্বমেবোপযোজ্যম্ ॥ ১১

বিংশ অধ্যায়।

[মুনিবর দেবস্থানের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য প্রেরণাদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! যুধিষ্ঠিরের এই কথা সমাপ্ত হইলে পর মহাতপস্বী বাগ্মী দেবস্থান যুক্তিযুক্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন ॥ ১

দেবস্থান বলিলেন,—রাজন্! অর্জুন যে এই কথা বলিয়াছিল, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নাই। আমিও এ বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিব, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২

হে রাজন্! অজাতশত্রো! তুমি ধর্ম্মানুসারে এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছ। ইহাকে জয় করিয়া বৃথা ত্যাগ করা তোমার উচিত হইবে না ॥ ৩

মহাবাহু ভূপাল! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করাইবার পক্ষে চারিটি সোপান-সদৃশ, যাহা বেদেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাকে ক্রমানুসারে যথাযথভাবে জয় কর ॥ ৪

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমি বহু দক্ষিণাবিশিষ্ট অশ্বমেধাদি মহাযজ্ঞসমূহের দ্বারা পরমেশ্বরের যজনা কর। স্বাধ্যায় যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ ত' ঋষিগণ করেন ॥ ৫

রাজন্! তুমি ইহাও জান যে, ঋষিগণের মধ্যে অনেকে কর্ম্মনিষ্ঠ এবং অনেকে আবার তপোনিষ্ঠও আছেন। কুন্তীনন্দন! বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মাগণের বচন এইরূপ শুনা যায় ॥ ৬

যে ব্যক্তি ধনের জন্য চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি উহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে না; কারণ, চেষ্টা করা বা না করা অপেক্ষা চেষ্টা না করাই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু এই ধনের যে উপাসনা করে, তাহার প্রভূত দোষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭

মনুষ্যগণ ধনের জন্য অতিশয় কষ্টের সহিত নানাবিধ দ্রব্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু ধনের জন্য পিপাসু মনুষ্য অজ্ঞানতাবশতঃ ভ্রূণহত্যাসদৃশ পাপভাগী হয়, ইহা সে বুঝিতে পারে না ॥ ৮

বহুস্থলেই মানুষ অনধিকারীকে ধন দিয়া থাকে এবং অধিকারীকে ধনদান করে না। যোগ্য অযোগ্য পাত্র সহজে চিনিতে পারা যায় না বলিয়া দানধর্ম্ম করাও দুষ্কর ॥ ৯

বিধাতা যজ্ঞের জন্যই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যজ্ঞের উদ্দেশ্যেই তাহার রক্ষক পুরুষকে উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব যজ্ঞেই সমস্ত ধন নিয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে সত্বর যজমানের সকল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০

মহাতেজস্বী ইন্দ্র ধনরত্নসমূহে সম্পন্ন নানাপ্রকার যজ্ঞসকলের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন করত সমস্ত দেবতা হইতে অধিক

মহাদেবঃ সর্ব্বযজ্ঞে মহাত্মা
হুত্বাত্মানং দেবদেবো বভূব।
বিশ্বাঁল্লোকান্ ব্যাপ্য বিষ্টভ্য কীর্ত্ত্যা
বিরাজতে দ্যুতিমান্ কৃত্তিবাসাঃ ॥ ১২
আবিক্ষিতঃ পার্থিবোঽসৌ মরুত্তো
বৃদ্ধ্যা শক্রং যোঽজয়দ্ দেবরাজম্।
যজ্ঞে যস্য শ্রীঃ স্বয়ং সন্নিবিষ্টা
যস্মিন্ ভাণ্ডং কাঞ্চনং সর্ব্বমাসীৎ ॥ ১৩

হরিশ্চন্দ্রঃ পার্থিবেন্দ্রঃ শ্রুতস্তে
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা পুণ্যভাগ্ বীতশোকঃ।
ঋদ্ধ্যা শক্রং যোঽজয়ন্মানুষঃ সং—
স্তস্মাদ্ যজ্ঞে সর্ব্বমেবোপযোজ্যম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি দেবস্থানবাক্যে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

উৎকর্ষশালী হইয়া গিয়াছে; অতএব যজ্ঞেই সম্পূর্ণ ধনের বিনিয়োগ করা উচিত ॥ ১১

গজাসুরের চর্ম্মকে বস্ত্রের ন্যায় ধারণকারী মহাত্মা মহাদেব সর্ব্বস্ব সমর্পণরূপ যজ্ঞে নিজেই নিজেকে হোম করিয়া দেবতাদিগেরও দেবতা হইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ উত্তম কীর্ত্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তেজস্বী রূপে প্রকাশিত হইতেছেন ॥ ১২

অবিক্ষিতের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ মরুত্ত নিজের সমৃদ্ধির দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন। ইঁহার যজ্ঞে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই যজ্ঞের ব্যবহারোপযোগী সমুদয় পাত্রই স্বর্ণনির্ম্মিত ছিল ॥ ১৩

রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্রের নাম তুমি শ্রবণ করিয়াছ, যিনি মনুষ্য হইয়াও নিজের ধনসম্পত্তির দ্বারা ইন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনিও বহু প্রকারের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত পুণ্যভাগী ও শোকহীন হইয়া গিয়াছিলেন। সেই কারণে যজ্ঞেই সমস্ত ধনের ব্যয় করা উচিত ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দেবস্থানের বাক্যবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[দেবস্থান-মুনিনা যুধিষ্ঠিরায়োত্তমধর্ম্মং যজ্ঞাদীংশ্চানুষ্ঠাতুং পরামর্শদানম্।]

অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ইন্দ্রেণ সময়ে পৃষ্টো যদুবাচ বৃহস্পতিঃ ॥ ১
সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্।
তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরতঃ সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি

যদা সংহরতে কামান্ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
তদাত্মজ্যোতিরচিরাৎ স্বাত্মন্যেব প্রসীদতি ॥ ৩
ন বিভেতি যদা চায়ং যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।
কাম দ্বেষৌ চ জয়তি তদাত্মানঞ্চ পশ্যতি ॥ ৪

একবিংশ অধ্যায়।

[দেবস্থান-মুনিকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উত্তম ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি করিবার উপদেশদান।]

দেবস্থান বলিলেন,—রাজন্! এ বিষয়ে সকল মানুষ এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ১

রাজন্! সন্তোষ মানুষের স্বর্গপ্রাপ্তি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সন্তোষই অতিশয় সুখ। মানুষের মনে যদি উত্তমরূপে সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তবে উহা অপেক্ষা অধিক জগতে আর কিছুই নাই ॥ ২

যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকল সর্ব্বদিক্ হইতে নিজের মধ্যেই সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন মনুষ্য নিজের সকল কামনাকে সর্ব্বতোভাবে সঙ্কুচিত করিতে পারিবে, তখনই অতি সত্বর জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা নিজের অন্তঃকরণে প্রকাশিত হইয়া উঠিবেন ॥ ৩

যখন মানুষ কাহাকেও ভয় করেন না ও তাঁহার নিকট হইতেও অপরে ভীত হয় না এবং যখন তিনি কাম (বিষয়-অনুরাগ) ও দ্বেষকে জয় করিবেন, তখনই সেই মানুষ নিজের আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন ॥ ৪

যদাসৌ সর্ব্বভূতানাং ন ক্রুহ্যতি ন কাঙ্‌ক্ষতি ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৫
এবং কৌন্তেয় ভূতানি তং তং ধর্ম্মং তথা তথা ।
তদাত্মনা প্রপশ্যন্তি তস্মাদ্ বুধ্যস্ব ভারত ॥ ৬
অন্যে সাম প্রশংসন্তি ব্যায়ামমপরে জনাঃ ।
নৈকং ন চাপরং কেচিদুভয়ঞ্চ তথাপরে ॥ ৭
যজ্ঞমেব প্রশংসন্তি সন্ন্যাসমপরে জনাঃ ।
দানমেকে প্রশংসন্তি কেচিচ্চৈব প্রতিগ্রহম্ ॥ ৮
কেচিৎ সর্বং পরিত্যজ্য তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে ।
রাজ্যমেকে প্রশংসন্তি প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৯
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ কেচিদেকান্তশীলিনঃ ।
এতৎ সর্বং সমালোক্য বুধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১০
অদ্রোহেণৈব ভূতানাং যো ধর্ম্মঃ স সতাং মতঃ ।

যখন এই মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ প্রাণিগণের মধ্যে কাহারও সহিত কোনরূপ দ্রোহ করেন না এবং কোন বস্তুরই অভিলাষ করেন না, তখন তিনি পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন্ ॥ ৫

কুন্তীনন্দন! এইরূপে যখন সমস্ত জীব সেই সেই ধর্ম্মকে যথাযথভাবে পালন করিবেন, তখন তাঁহারা স্বয়ংই আত্মার দ্বারা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। ভরতনন্দন! অতএব এই সময় তুমি নিজের কর্ত্তব্য অবগত হও ॥ ৬

কেহ কেহ সামকে (প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারকে) প্রশংসা করেন এবং কেহ কেহ আবার ব্যায়ামকে (যত্ন ও পরিশ্রমকে) প্রশংসা করেন! কেহ আবার এই উভয়ের মধ্যে এক সামের প্রশংসা করেন না, কেহ আবার ব্যায়ামের প্রশংসা করেন না; আবার কেহ কেহ উভয়েরই গুণগান করিয়া থাকেন ॥ ৭

কেহ যজ্ঞের প্রশংসা করেন, অপর কেহ আবার সন্ন্যাসের গুণগান করেন। কেহ দানের প্রশংসা করেন, আবার কেহ দান-গ্রহণের প্রশংসা করেন ॥ ৮

বহু মানুষ সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া মৌনগ্রহণ করত শ্রীভগবানের ধ্যানে সংলগ্ন থাকেন (ইহারই প্রশংসা করেন) এবং অন্য আরও অনেকে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন ও বধ করিয়া রাজ্যলাভের পর প্রজাপালনরূপী ধর্ম্মের প্রশংসা করেন এবং অপর বহু মহাত্মা নির্জনে থাকিয়া আত্মচিন্তন করাকেই প্রশংসা করেন ॥ ৯½

এই সব বিষয়ের উপর বিচার করত বিদ্বান্‌গণ এইরূপ সিদ্ধান্ত

অদ্রোহঃ সত্যবচনং সংবিভাগো দয়া দমঃ ॥ ১১
প্রজনং স্বেষু দারেষু মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ।
এবং ধর্ম্মং প্রধানেষ্টং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১২
তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন কৌন্তেয় প্রতিপালয় ।
যো হি রাজ্যে স্থিতঃ শশ্বদ্ বশী তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
ক্ষত্রিয়ো যজ্ঞশিষ্টাশী রাজা শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।
অসাধুনিগ্রহরতঃ সাধুনাং প্রগ্রহে রতঃ ॥ ১৪
ধর্ম্মবর্ত্মনি সংস্থাপ্য প্রজা বর্ত্তেত ধর্ম্মতঃ ।
পুত্রসংক্রামিতশ্রীশ্চ বনে বন্যেন বর্ত্তয়ন্ ॥ ১৫
বিধিনা শ্রাবণেনৈব কুর্য্যাৎ কর্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ।
য এবং বর্ত্ততে রাজন্ স রাজা ধর্ম্মনিশ্চিতঃ ॥ ১৬
তস্যায়ঞ্চ পরশ্চৈব লোকঃ স্যাৎ সফলোদয়ঃ ।
নির্বাণং হি সুদুষ্প্রাপ্যং বহুবিঘ্নঞ্চ মে মতম্ ॥ ১৭

করিয়াছেন যে, কোন প্রাণীর প্রতিই কোনরূপ দ্রোহ আচরণ না করিয়াই যে ধর্ম্ম পালিত হয়, উহাই সৎ-পুরুষগণের মতে উত্তম ধর্ম্ম ॥ ১০½

কাহারও দ্রোহ না করা, সত্য কথা বলা, বলিবৈশ্বদেব কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহাদের যথাযোগ্য ভাগ সমর্পণ করা, সকলের প্রতি দয়াভাব রাখা, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম, নিজের পত্নীতে সন্তান উৎপাদন এবং মৃদুতা, লজ্জা ও অচাঞ্চল্যাদি গুণ-সকলকে অবলম্বন করা—এই সবই হইল শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্ট ধর্ম্ম। ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন ॥ ১১-১২

কুন্তীনন্দন! অতএব তুমিও যত্নসহকারে এই ধর্ম্ম পালন কর। যে ক্ষত্রিয় রাজা রাজসিংহাসনে অবস্থান করত নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সদা বশীভূত রাখেন, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন, যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, শাস্ত্রসকলের যথার্থ রহস্য জানেন, দুষ্টদের দমন ও সজ্জনগণের পালন করেন, সমস্ত প্রজাবর্গকে ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিয়া স্বয়ংও ধর্ম্মানুকূল আচরণ করেন, বৃদ্ধাবস্থায় রাজলক্ষ্মীকে পুত্রের অধীনস্থ করিয়া দিয়া বনে গমন পূর্ব্বক বনজাত ফলমূল আহার করত জীবন অতিবাহিত করেন এবং সেস্থানেও আলস্য পরিত্যাগ করত শাস্ত্রশ্রবণে পরিজ্ঞাত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসকল পালন করেন, এরূপ আচরণকারী সেই রাজাই ধর্ম্মকে নিশ্চিতরূপে জানেন ও মান্য করেন ॥১৩-১৬

তাঁহার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই সফল হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস যে, সন্ন্যাসের দ্বারা মোক্ষলাভ করা অত্যন্ত দুষ্কর এবং দুর্লভ; কারণ, উহাতে বহু বিঘ্ন আছে ॥ ১৭

এবং ধর্মমনুক্রান্তাঃ সত্য-দান-তপঃপরাঃ।
আনৃশংস্যগুণৈর্যুক্তাঃ কাম-ক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ ॥১৮
প্রজানাং পালনে যুক্তা ধর্মমুত্তমমাস্থিতাঃ।
গোব্রাহ্মণার্থে যুধ্যন্তঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥ ১৯
এবং রুদ্রাঃ সবসবস্তথাদিত্যাঃ পরন্তপ।

এইভাবে ধর্ম্মের অনুসরণকারী, সত্য, দান ও তপস্যায় রত, দয়াদি গুণসমূহে যুক্ত, কাম-ক্রোধাদি দোষসমূহহীন, প্রজাপালন পরায়ণ, উত্তম ধর্ম্মের আচরণকারী এবং গো ও ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধরত নরপতিসকল সর্ব্বোত্তম গতি লাভ করিয়া থাকেন। ১৮-১৯

সাধ্যা রাজর্ষিসঙ্ঘাশ্চ ধর্মমেতং সমাশ্রিতাঃ।
অপ্রমত্তাস্ততঃ স্বর্গং প্রাপ্তাঃ পুণ্যৈঃ স্বকর্মভিঃ ॥ ২০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দেবস্থানবাক্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! এইভাবে রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং সাধ্যগণ ও রাজর্ষিবৃন্দ সাবধান হইয়া এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা নিজ পুণ্যকর্ম্মসমূহের দ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দেবস্থানের বাক্যবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং প্রশংসতার্জ্জুনেন পুনঃ রাজ্ঞে যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অস্মিন্নেবান্তরে বাক্যং পুনরেবার্জ্জুনোঽব্রবীৎ।
নির্বিণ্ণমনসং জ্যেষ্ঠমিদং ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥ ১
ক্ষত্রধর্মেণ ধর্মজ্ঞ প্রাপ্য রাজ্যং সুদুর্লভম্।
জিত্বা চারীন্ নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে কি ভৃশং ভবান্ ॥ ২
ক্ষত্রিয়াণাং মহারাজ সংগ্রামে নিধনং মতম্।
বিশিষ্টং বহুভির্যজ্ঞৈঃ ক্ষত্রধর্মমনুস্মর ॥ ৩

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে করিতে অর্জুনকর্ত্তৃক পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ইহার মধ্যে দেবস্থানের ভাষণ সমাপ্ত হইলে পর অর্জুন খিন্নচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট ও ধর্ম হইতে অবিচ্যুত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

ধর্ম্মজ্ঞ নরশ্রেষ্ঠ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে এই পরম দুর্লভ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া এত অধিক সন্তপ্ত হইতেছেন কেন? ২

মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণ করুন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা ত' বহু সংখ্যক যজ্ঞ হইতেও অধিক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩

ব্রাহ্মণানাং তপস্ত্যাগঃ প্রেত্য ধর্মবিধিঃ স্মৃতঃ।
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ নিধনং সংগ্রামে বিহিতং প্রভো ॥ ৪
ক্ষাত্রধর্মো মহারৌদ্রঃ শস্ত্রনিত্য ইতি স্মৃতঃ।
বধশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ কালে শস্ত্রেণ সংযুগে ॥ ৫
ব্রাহ্মণস্যাপি চেদ্ রাজন্ ক্ষত্রধর্মেণ বর্ততঃ।
প্রশস্তং জীবিতং লোকে ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ৬
ন ত্যাগো ন পুনর্যজ্ঞো ন তপো মনুজেশ্বর।
ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়ন্তে ন পরস্বোপজীবনম্ ॥ ৭

প্রভো! তপ ও ত্যাগ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম, যাহা মৃত্যুর পর পরলোকে ধর্ম্মজনিত ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে সংগ্রামে প্রাপ্ত মৃত্যুই পারলৌকিক পুণ্যসকলের প্রদাতা ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম অতিশয় ভয়ঙ্কর, উহা সর্ব্বদা শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত এবং সময় আসিলে যুদ্ধে অস্ত্রের দ্বারা বধও হইয়া থাকে। (অতএব তাঁহার জন্য শোকের কোন কারণ নাই।) ৫

রাজন্! ব্রাহ্মণও যদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে জীবনযাপন করেন, তবে এ জগতে তাঁহারও জীবন উত্তম বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; কারণ, ক্ষত্রিয়দের উৎপত্তি ব্রাহ্মণ হইতেই হইয়াছে ॥ ৬

নরেশ্বর! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্যাগ, যজ্ঞ, তপ ও অপরের ধনে জীবননির্ব্বাহ করিবার কোন বিধান নাই ॥ ৭

স ভবান্ সর্বধর্মজ্ঞো ধর্মাত্মা ভরতর্ষভ।
রাজা মনীষী নিপুণো লোকে দৃষ্টপরাবরঃ ॥ ৮
ত্যক্ত্বা সন্তাপজং শোকং দংশিতো ভব কর্মণি।
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ হৃদয়ং বজ্রসন্নিভম্ ॥ ৯
জিত্বারীন্ ক্ষত্রধর্মেণ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
বিজিতাত্মা মনুষ্যেন্দ্র যজ্ঞদানপরো ভব ॥ ১০
ইন্দ্রো বৈ ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ঃ কর্মণাভবৎ।
জ্ঞাতীনাং পাপবৃত্তীনাং জঘান নবতীর্নব ॥ ১১
তচ্চাস্য কর্ম পূজ্যঞ্চ প্রশস্যঞ্চ বিশাম্পতে।
তেনেন্দ্রত্বং সমাপেদে দেবানামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

স ত্বং যজ্ঞৈর্মহারাজ যজস্ব বহুদক্ষিণৈঃ।
যথৈবেন্দ্রো মনুষ্যেন্দ্র চিরায় বিগতজ্বরঃ ॥ ১৩
মা ত্বমেবং গতে কিঞ্চিচ্ছোচেথাঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
গতাস্তে ক্ষত্রধর্মেণ শস্ত্রপূতাঃ পরাং গতিম্ ॥ ১৪
ভবিতব্যং তথা তচ্চ যদ্ বৃত্তং ভরতর্ষভ।
দিষ্টং হি রাজশার্দূল ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অর্জুনবাক্যে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বধর্ম্মেই বিশেষজ্ঞ, ধর্ম্মাত্মা, রাজা, মনিষী, কর্ম্মকুশল ও জগতে পর-পূর্ব্ব সকল বিষয়েরই বিবেচক (জগতে কোন্ ধর্ম্ম উত্তম ও কোন ধর্ম অধম তাহাও অবগত আছেন।) ॥৮

আপনি এই শোক-সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ক্ষত্রিয়ের হৃদয় ত' বিশেষরূপে বজ্রতুল্য অতিশয় কঠোর ॥ ৯

নরেন্দ্র! আপনি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছেন। এখন আপনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞ এবং দানকার্য্যে তৎপর হউন ॥১০

দেখুন, ইন্দ্র ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু তিনি কর্ম্মে ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছেন। তিনিও পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত নিজেরই জ্ঞাতি ভ্রাতা দৈত্যদিগের মধ্যে অষ্টশত দশ ব্যক্তিকে বধ করিয়াছেন ॥ ১১

প্রজানাথ! তাঁহার এই কর্ম্ম পূজনীয় ও প্রশংসাযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়। তিনি এই কর্ম্মের দ্বারাই দেবেন্দ্রের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহাই আমরা শুনিয়াছি ॥ ১২

মহারাজ! নরেন্দ্র! আপনিও ইন্দ্রতুল্য শোকহীন ও নিশ্চিত হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন ॥ ১৩

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! এরূপ অবস্থায় আপনি অল্পও শোক করিবেন না। যুদ্ধে নিহত সেই সব বীরগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে অস্ত্রসকলের দ্বারা পবিত্র হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহা কিছু হইয়াছে, সে সমস্ত সেইভাবেই হইবার ছিল। রাজসত্তম! দৈবের বিধানকে উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

[শঙ্খ-লিখিতোপাখ্যানং শ্রাবয়তা ব্যাসদেবেন রাজ্ঞঃ সুদ্যুম্নস্য দণ্ডধর্ম্মপালনমহত্ত্বকথনম্, রাজধর্ম্ম এব দৃঢ়তয়াবস্থাতুং যুধিষ্ঠিরায়াদেশদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ো গুড়াকেশেন পাণ্ডবঃ ।
নোবাচ কিঞ্চিৎ কৌরব্যস্ততো দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥

ব্যাস উবাচ ।

বীভৎসোর্বচনং সৌম্য সত্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির ।
শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরো ধর্ম্মঃ স্থিতো গার্হস্থ্যমাশ্রিতঃ ॥ ২
স্বধর্ম্মং চর ধর্ম্মজ্ঞ যথাশাস্ত্রং যথাবিধি ।
ন হি গার্হস্থ্যমুৎসৃজ্য তবারণ্যং বিধীয়তে ॥ ৩
গৃহস্থং হি সদা দেবাঃ পিতরোঽতিথয়স্তথা ।
ভৃত্যাশ্চৈবোপজীবন্তি তান্ ভরস্ব মহীপতে ॥ ৪
বয়াংসি পশবশ্চৈব ভূতানি চ জনাধিপ ।
গৃহস্থৈরেব ধার্য্যন্তে তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥ ৫
সোঽয়ং চতুর্ণামেতেষামাশ্রমাণাং দুরাচরঃ ।
তং চরাত্ত বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৬
বেদজ্ঞানঞ্চ তে কৃৎস্নং তপশ্চাচরিতং মহৎ ।
পিতৃপৈতামহং রাজ্যং ধুর্য্যবদ্ বোঢ়ুমর্হসি ॥ ৭
তপো যজ্ঞস্তথা বিদ্যা ভৈক্ষ্যমিন্দ্রিয়সংযমঃ ।
ধ্যানমেকান্তশীলত্বং তুষ্টির্জ্ঞানঞ্চ শক্তিতঃ ॥৮
ব্রাহ্মণানাং মহারাজ চেষ্টা সংসিদ্ধিকারিকা ।
ক্ষত্রিয়াণাং তু বক্ষ্যামি তবাপি বিদিতং পুনঃ ॥ ৯
যজ্ঞো বিদ্যা সমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি ।
দণ্ডধারণমুগ্রত্বং প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ১০
বেদজ্ঞানং তথা কৃৎস্নং তপঃ সুচরিতং তথা ।
দ্রবিণোপার্জনং ভূরি পাত্রে চ প্রতিপাদনম্ ॥১১
এতানি রাজ্ঞাং কর্ম্মাণি সুকৃতানি বিশাম্পতে ।
ইমং লোকমমুঞ্চৈব সাধয়ন্তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১২

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[শঙ্খ ও লিখিতের উপাখ্যান শুনাইতে শুনাইতে ব্যাসদেব কর্তৃক রাজা সুদ্যুম্নের দণ্ড ধর্ম্মপালনের মহত্ত্ব বর্ণন এবং রাজধর্ম্মেই দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিবার জন্য আদেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! নিদ্রাবিজয়ী অর্জুন এই কথা বলিলে পরও কুরুকুলনন্দন পাণ্ডুপুত্র কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির যখন কিছুই বলিলেন না, তখন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই কথা বলিলেন ॥১

ব্যাসদেব বলিলেন,—সৌম্য যুধিষ্ঠির! অর্জুন যে কথা বলিল, তাহা যথার্থ। শাস্ত্রোক্ত পরম ধর্ম্ম গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত আছেন ॥ ২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি শাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মেরই আচরণ কর। তোমার পক্ষে গৃহস্থ-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবার বিধান নাই ॥ ৩

মহীপতে! দেবতা, পিতৃগণ, অতিথি ও ভৃত্যবর্গ সদা গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়াই জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি তাঁহাদের ভরণ-পোষণ কর ॥ ৪

জনেশ্বর! পশু, পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণিগণও গৃহস্থদিগের দ্বারা পালিত হয়; অতএব গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই যথাযথভাবে পালন করা অতিশয় কঠিন। যাহার ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল, তাহার দ্বারা গৃহস্থাশ্রমের আচরণ করা দুষ্কর। এখন তুমি সেই দুষ্কর ধর্ম্ম পালন কর ॥ ৬

তোমার বেদসমূহের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তুমি অতিশয় কঠোর তপস্যা করিয়াছ। সেইজন্য নিজ পিতা-পিতামহের এই রাজ্যভার তোমাকে এক ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় বহন করিতে হইবে ॥ ৭

মহারাজ! তপস্যা, যজ্ঞ, বিদ্যা, ভিক্ষা, ইন্দ্রিয়সংযম, ধ্যান, নির্জনে বাস করিবার স্বভাব, সন্তোষ ও যথাশক্তি শাস্ত্রজ্ঞান—এই সমস্ত গুণ ও চেষ্টা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে সিদ্ধি প্রদানকারী ॥ ৮½

প্রজনাথ! এখন আমি পুনরায় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, যদিও তুমি তাহা জান। যজ্ঞ, বিদ্যাভ্যাস, শত্রুদের উপর আক্রমণ, রাজলক্ষ্মীপ্রাপ্তি, কখনও সন্তুষ্ট না হওয়া, দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করিতে উদ্যত থাকা, ক্ষত্রিয়তেজে সম্পন্ন, প্রজাদিগকে সর্ব্বদিকে রক্ষা করা, সমস্ত বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, তপস্যা, সদাচার, অধিক দ্রব্যোপার্জন এবং সৎপাত্রে দান—এ সমস্ত হইল রাজার কর্ম্ম, যাহা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পর ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই সফল হইয়া থাকে—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৯-১২

এষাং জ্যায়স্তু কৌন্তেয় দণ্ডধারণমুচ্যতে।
বলং হি ক্ষত্রিয়ে নিত্যং বলে দণ্ডঃ সমাহিতঃ ॥ ১৩
এতা বিদ্যাঃ ক্ষত্রিয়াণাং রাজন্ সংসিদ্ধিকারিকাঃ।
অপি গাথামিমাঞ্চাপি বৃহস্পতিরগায়ত ॥ ১৪
ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্ ॥ ১৫
সুদ্যুম্নশ্চাপি রাজর্ষিঃ শ্রূয়তে দণ্ডধারণাৎ।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং দক্ষঃ প্রাচেতসো যথা ॥ ১৬
যুধিষ্ঠির উবাচ।
ভগবন্ কর্মণা কেন সুদ্যুম্নো বসুধাধিপঃ।
সংসিদ্ধিং পরমাং প্রাপ্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তং নৃপম্ ॥ ১৭
ব্যাস উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
শঙ্খশ্চ লিখিতশ্চাস্তাং ভ্রাতরৌ সংশিতব্রতৌ ॥ ১৮
তয়োরাবসথাবাস্তাং রমণীয়ৌ পৃথক্ পৃথক্।
নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরুপেতৌ বাহুদামনু ॥ ১৯
ততঃ কদাচিল্লিখিতঃ শঙ্খস্যাশ্রমমাগতঃ।
যদৃচ্ছয়াথ শঙ্খোঽপি নিষ্ক্রান্তোঽভবদাশ্রমাৎ ॥ ২০
সোঽভিগম্যাশ্রমং ভ্রাতুঃ শঙ্খস্য লিখিতস্তদা।
ফলানি পাতয়ামাস সম্যক্পরিণতান্যুত ॥ ২১
তান্যুপাদায় বিস্রব্ধো ভক্ষয়ামাস স দ্বিজঃ।
তস্মিংশ্চ ভক্ষয়ত্যেব শঙ্খোঽপ্যাশ্রমমাগতঃ ॥ ২২
ভক্ষয়ন্তং তু তং দৃষ্ট্বা শঙ্খো ভ্রাতরমব্রবীৎ।
কুতঃ ফলান্যবাপ্তানি হেতুনা কেন খাদসি ॥ ২৩
সোঽব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমুপস্পৃত্যাভিবাদ্য চ।
ইত এব গৃহীতানি ময়েতি প্রহসন্নিব ॥ ২৪
তমব্রবীৎ তথা শঙ্খস্তীব্ররোষসমন্বিতঃ।
স্তেয়ং ত্বয়া কৃতমিদং ফলান্যাদদতা স্বয়ম্ ॥ ২৫
গচ্ছ রাজানমাসাদ্য স্বকর্ম কথয়স্ব বৈ।
অদত্তাদানমেব হি কৃতং পার্থিবসত্তম ॥ ২৬

কুন্তীনন্দন! ইহাদের মধ্যে দণ্ড ধারণ করা রাজার প্রধান ধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে; কারণ, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বলের নিত্য স্থিতি এবং বলেই দণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৩

রাজন্! এই সব বিদ্যা (ধার্মিক ক্রিয়াসমূহ) ক্ষত্রিয়গণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বৃহস্পতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন ॥ ১৪

যেরূপ সর্প গর্তমধ্যে স্থিত ইঁদুর প্রভৃতি জীবগণকে গ্রাস করে, সেইরূপ বিরোধ করিতে অসমর্থ রাজা এবং প্রবাসে গমন করিতে অশক্ত ব্রাহ্মণ এই দুই ব্যক্তিকে ভূমি গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ১৫

শুনা যায়, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন দণ্ডধারণের দ্বারা প্রচেতানন্দন দক্ষের ন্যায় পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! পৃথিবীপতি সুদ্যুম্ন কোন্ কর্মের দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমি সেই নরপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৭

ব্যাসদেব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে সকল মানুষই এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন,—শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই কঠোর ব্রতপালনকারী তপস্বী ॥ ১৮

বাহুদা নদীর তীরে এই দুই তপস্বীর পৃথক্ পৃথক্ পরম সুন্দর দুইটি আশ্রম ছিল, যে স্থানদ্বয় সর্বদা ফল-পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সুশোভিত থাকিত ॥ ১৯

একদিন লিখিত শঙ্খের আশ্রমে আসিলেন। দৈবেচ্ছায় সেই সময় শঙ্খও আশ্রমের বাহিরে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ২০

ভ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে যাইয়া লিখিত অতিশয় পরিপক্ব বহু ফল পাড়িলেন এবং সেই সব ফল গ্রহণ করত এই ব্রহ্মর্ষি লিখিত নিশ্চিন্ত সহকারে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১

তারপর সেই সময় তিনি দেখিলেন যে, শঙ্খও আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভ্রাতা লিখিতকে ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া শঙ্খ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এই সব ফল কোথা হইতে পাইলে এবং কিজন্য তুমি এই সকল ফল ভক্ষণ করিতেছ? ২২-২৩

লিখিত নিকটে গমন পূর্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খকে প্রণাম করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন—আমি এই সকল ফল এস্থান হইতেই গ্রহণ করিয়াছি ॥ ২৪

তখন শঙ্খ তীব্র রোষসহকারে বলিলেন,—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বয়ং ফল গ্রহণ করত চুরি করিয়াছ ॥ ২৫

অতএব তুমি রাজার নিকট গমন কর এবং নিজের কর্মের কথা তাঁহাকে নিবেদন কর। তাঁহাকে বলিও—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি এইভাবে অদত্ত ফলসকল গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমাকে চোর

স্তেনং মাং ত্বং বিদিত্বা চ স্বধর্মমনুপালয়।
শীঘ্রং ধারয় চৌরস্য মম দণ্ডং নরাধিপ ॥ ১৭
ইত্যুক্তস্তস্য বচনাৎ সুদ্যুম্নং স নরাধিপম্।
অভ্যগচ্ছন্মহাবাহো লিখিতঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ২৮
সুদ্যুম্নস্তস্তপালেভ্যঃ শ্রুত্বা লিখিতমাগতম্।
অভ্যগচ্ছৎ সহামাত্যঃ পদ্ভ্যামেব জনেশ্বরঃ ॥ ২৯
তমব্রবীৎ সমাগম্য স রাজা ধর্মবিত্তমম্।
কিমাগমনমাচক্ষ্ব ভগবন্ কৃতমেব তৎ ॥ ৩০
এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষিঃ সুদ্যুম্নমিদমব্রবীৎ।
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি শ্রুত্বা তৎ কর্তুমর্হসি ॥ ৩১
অনিসৃষ্টানি গুরুণা ফলানি মনুজর্ষভ।
ভক্ষিতানি মহারাজ তত্র মাং শাধি মা চিরম্ ॥ ৩২
সুদ্যুম্ন উবাচ।
প্রমাণং চেন্মতো রাজা ভবতো দণ্ডধারণে।
অনুজ্ঞায়ামপি তথা হেতুঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণর্ষভ ॥ ৩৩
স ভবানভ্যনুজ্ঞাতঃ শুচিকর্মা মহাব্রতঃ।
ব্রূহি কামানতোঽন্যাংস্ত্বং করিষ্যামি হি তে বচঃ ॥ ৩৪
ব্যাস উবাচ।
সংছন্দ্যমানো ব্রহ্মর্ষিঃ পার্থিবেন মহাত্মনা।
নান্যং স বরয়ামাস তস্মাদ্ দণ্ডাদৃতে বরম্ ॥ ৩৫
ততঃ স পৃথিবীপালো লিখিতস্য মহাত্মনঃ।
করৌ প্রচ্ছেদয়ামাস ধৃতদণ্ডো জগাম সঃ ॥ ৩৬
স গত্বা ভ্রাতরং শঙ্খমার্তরূপোঽব্রবীদিদম্।
ধৃতদণ্ডস্য দুর্বুদ্ধের্ভবাংস্তৎ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৩৭
শঙ্খ উবাচ।
ন কুপ্যে তব ধর্মজ্ঞ ন ত্বং দূষয়সে মম।
সুনির্মলং কুলং ব্রহ্মন্নস্মিন্ জগতি বিশ্রুতম্।
ধর্মস্ত্ব তে ব্যতিক্রান্তস্ততস্তে নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ৩৮

জানিয়া আপনি স্বীয় ধর্ম্ম পালন করুন। হে নৃপ! চোরের জন্য যে দণ্ড বিহিত আছে, উহা সত্বর আমাকে প্রদান করুন ॥ ২৬-২৭

মহাবাহো! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খের এই বাক্যে প্রেরিত হইয়া সেই কঠোর ব্রতপালনকারী লিখিত-মুনি রাজা সুদ্যুম্নের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৮

নরপতি সুদ্যুম্ন দ্বারপালগণের নিকট হইতে 'লিখিত-মুনি আসিয়াছেন' এই সংবাদ শ্রবণ করত স্বীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পদব্রজে তাঁহার নিকট গমন করিলেন ॥ ২৯

রাজা সুদ্যুম্ন সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কি উদ্দেশ্যে আপনার শুভাগমন হইয়াছে,—তাহা বলুন এবং আপনার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছে বলিয়াই আপনি মনে করুন ॥ ৩০

তিনি এই কথা বলিলে পর বিপ্রর্ষি লিখিত সুদ্যুম্নকে ইহা বলিলেন—রাজন্! তুমি প্রথমে প্রতিজ্ঞা কর যে, 'আমি করিব' তারপর আমার উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ কর ॥ ৩১

নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্ত্তৃক অদত্ত ফলসকল তাঁহার উপবনস্থিত বৃক্ষসমূহ হইতে গ্রহণ করত ভক্ষণ করিয়াছি; মহারাজ! ইহার জন্য তুমি আমাকে সত্বর দণ্ড দান কর ॥ ৩২

সুদ্যুম্ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি দণ্ডদান করিতে রাজাকেই প্রমাণরূপে মনে করেন, তবে উহা ক্ষমা করিয়া আপনাকে ফিরিয়া যাইবারও সে আজ্ঞা দিতেছে, কারণ, ইহাতে রাজার অধিকার আছে ॥ ৩৩

আপনি পুণ্যকর্ম্মকারী ও মহাব্রতপালনকারী। আমি আপনার অপরাধ ক্ষমা করত আপনাকে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতেছি। ইহা ব্যতীত যদি অন্য কোন বাসনা থাকে, তবে তাহাও বলুন, আমি আপনার সেই আজ্ঞা পালন করিব ॥ ৩৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন বারংবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিলেও ব্রহ্মর্ষি লিখিত সেই দণ্ড ব্যতীত অন্য কোন বর প্রার্থনা করিলেন না ॥ ৩৫

তখন সেই ভূপাল মহাত্মা লিখিতের দুই হস্ত ছেদন করাইয়া দিলেন। দণ্ড লাভ করত লিখিতও সে স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৬

স্বীয় ভ্রাতা শঙ্খের নিকট গমন পূর্ব্বক লিখিত আর্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন,—আমি দণ্ডলাভ করিয়াছি। দুর্বুদ্ধি আমার সেই অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩৭

শঙ্খ বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই। তুমি আমার কোন অপরাধ কর নাই। ব্রহ্মন্! আমাদের উভয়ের বংশ এ জগতে অত্যন্ত নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক-রূপে বিখ্যাত। তুমি ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলে, সেইজন্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছ ॥ ৩৮

ত্বং গত্বা বাহুদাং শীঘ্রং তর্পয়স্ব যথাবিধি।
দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈবং মা চাধর্ম্মে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩৯
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শঙ্খস্য লিখিতস্তদা।
অবগাহ্যাপগাং পুণ্যামুদকার্থং প্রচক্রমে ॥ ৪০
প্রাদুরাস্তাং ততস্তস্য করৌ জলজসন্নিভৌ।
ততঃ স বিস্মিতো ভ্রাতুর্দর্শয়ামাস তৌ করৌ ॥ ৪১
ততস্তমব্রবীচ্ছঙ্খস্তপসেদং কৃতং ময়া।
মা চ তেঽত্র বিশঙ্কাভূদ্ দৈবমত্র বিধীয়তে ॥ ৪২

লিখিত উবাচ।

কিং তু নাহং ত্বয়া পূতঃ পূর্ব্বমেব মহাদ্যুতে
যস্য তে তপসো বীর্য্যমীদৃশং দ্বিজসত্তম ॥৪৩

শঙ্খ উবাচ।

এবমেতন্ময়া কার্য্যং নাহং দণ্ডধরস্তব।
স চ পূতো নরপতিস্ত্বঞ্চাপি পিতৃভিঃ সহ ॥ ৪৪

ব্যাস উবাচ।

স রাজা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ান্ বৈ তেন কর্ম্মণা।
প্রাপ্তবান্ পরমাং সিদ্ধিং দক্ষঃ প্রাচেতসো যথা ॥ ৪৫
এষ ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং প্রজানাং পরিপালনম্।
উৎপথোঽন্যো মহারাজ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥৪৬
ভ্রাতুরস্য হিতং বাক্যং শৃণু ধর্ম্মজ্ঞ সত্তম।
দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্ম্মো ন মুণ্ডনম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি ব্যাসবাক্যে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩

এখন তুমি শীঘ্র বাহুদানদীর তীরে গমন করত বিধি অনুসারে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ কর। ভবিষ্যতে আর কখনও অধর্মে মনোনিবেশ করিও না ॥ ৩৯

শঙ্খের এই কথা শ্রবণ করত লিখিত সেই সময় পবিত্রনদী বাহুদাতে স্নান পূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবার চেষ্টা করিলেন, এমন সময় তাঁহার পদ্মসদৃশ দুইটি হস্ত প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৪০

তদনন্তর লিখিত বিস্মিত হইয়া নিজের ভ্রাতা শঙ্খকে সেই দুইটি হস্ত দেখাইলেন। তখন শঙ্খ তাঁহাকে বলিলেন,—এ বিষয়ে তুমি কোন কিছু আশঙ্কা করিও না; কারণ, তপস্যার দ্বারা আমিই তোমার দুইটি হস্ত উৎপন্ন করিয়াছি। ইহাতে দৈবের বিধানই সফল হইয়াছে ॥ ৪১-৪২

তখন লিখিত বলিলেন,—মহাতেজস্বী দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন আপনার তপস্যার এরূপ সামর্থ, তখন আপনি প্রথমেই কেন আমাকে পবিত্র করিয়া দেন নাই? ৪৩

শঙ্খ বলিলেন,—ভ্রাতঃ! ইহা ঠিক যে, আমি এরূপ করিতে সমর্থ ছিলাম কিন্তু তোমাকে দণ্ডদান করিবার অধিকার আমার নাই। দণ্ডদান করিবার কার্য্য হইল রাজার। এইরূপ দণ্ডদান করিয়া রাজা সুদ্যুম্ন এবং সেই দণ্ড স্বীকার করত তুমি পিতৃগণের সহিত পবিত্র হইয়া গিয়াছ ॥ ৪৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেই দণ্ডদানরূপ কর্ম্ম হইতে রাজা সুদ্যুম্ন উচ্চতম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি প্রচেতার পুত্র দক্ষের ন্যায় পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৫

মহারাজ! প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে পালন করাই রাজার মুখ্য ধর্ম্ম। অন্য কার্য তাঁহার নিকট কুপথ-তুল্য, অতএব তুমি মনকে শোকাক্রান্ত করিও না ॥ ৪৬

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তুমি সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তুমি স্বীয় ভ্রাতা এই অর্জুনের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। দণ্ডধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; মস্তক মুণ্ডন করত সন্ন্যাসগ্রহণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ॥ ৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[রাজ্ঞো হয়গ্রীবস্যোপাখ্যানং শ্রাবয়তা ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় রাজোচিতকর্তব্যং পালয়িতুমুপদেশদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পুনরেব মহর্ষিস্তং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ ।
অজাতশত্রুং কৌন্তেয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

অরণ্যে বসতাং তাত ভ্রাতৄণাং তে মনস্বিনাম্।
মনোরথা মহারাজ যে তত্রাসন্ যুধিষ্ঠির ॥ ২

তানি মে ভরতশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুবন্তু মহারথাঃ ।
প্রশাধি পৃথিবীং পার্থ যযাতিরিব নাহুষঃ ॥ ৩

অরণ্যে দুঃখবসতিরনুভূতা তপস্বিভিঃ ।
দুঃখস্যান্তে নরব্যাঘ্র সুখান্যনুভবন্তু বৈ ॥ ৪

ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ ভ্রাতৃভিঃ সহ ভারত
অনুভূয় ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থাতাসি বিশাম্পতে ॥ ৫

অর্থিনাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ দেবতানাঞ্চ ভারত ।
আনৃণ্যং গচ্ছ কৌন্তেয় তত সর্বঞ্চ করিষ্যসি ॥ ৬

সর্বমেধাশ্বমেধাভ্যাং যজস্ব কুরুনন্দন ।
ততঃ পশ্চান্মহারাজ গমিষ্যসি পরাং গতিম্ ॥ ৭

ভ্রাতৄংশ্চ সর্বান্ ক্রতুভিঃ সংযোজ্য বহুদক্ষিণৈঃ ।
সম্প্রাপ্তঃ কীর্তিমতুলাং পাণ্ডবেয় ভবিষ্যসি ॥ ৮

বিদ্মস্তে পুরুষব্যাঘ্র বচনং কুরুসত্তম ।
শৃণু ত্বেবং যথা কুর্বন্ ন ধর্মাচ্চ্যবসে নৃপ ॥ ৯

আদদানস্য বিজয়ং নিগ্রহঞ্চ যুধিষ্ঠির ।
সমানধর্মকুশলাঃ স্থাপয়ন্তি নরেশ্বর ॥ ১০

(প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ উপমানং তথাঽঽগমঃ ।
অর্থাপত্তিস্তথৈতিহ্যং সংশয়ো নির্ণয়স্তথা ।
আকারো হীঙ্গিতশ্চৈব গতিশ্চেষ্টা চ ভারত ।
প্রতিজ্ঞা চৈব হেতুশ্চ দৃষ্টান্তোপনয়ৌ তথা ॥
উক্তং নিগমনং তেষাং প্রমেয়ঞ্চ প্রয়োজনম্ ।
এতানি সাধনান্যাহুর্বহুবর্গপ্রসিদ্ধয়ে ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

[রাজা হয়গ্রীবের কথা শুনাইয়া ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে রাজোচিত কর্তব্য পালন করিতে উপদেশ দান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহর্ষি ব্যাসদেব অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় এই কথা বলিলেন ॥ ১

তাত ! মহারাজ যুধিষ্ঠির ! বনে বাস করিবার সময় তোমার মনস্বী ভ্রাতৃগণের মনে যে সকল মনোরথ উৎপন্ন হইয়াছিল, ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই সমস্তই এই মহারথী বীরগণ লাভ করুক ॥ ২½

কুন্তীনন্দন ! তুমি নহুষপুত্র যযাতির ন্যায় এই পৃথিবীকে পালন কর। তোমার এই তপস্বী ভ্রাতারা বনবাসের সময় অতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ ! এখন ইহারা সেই দুঃখের শেষে সুখ অনুভব করুক ॥ ৩-৪

ভরতনন্দন ! প্রজানাথ ! এই সময় ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি ধর্ম, অর্থ ও কাম উপভোগ কর। তাহার পরে বনে গমন করিও ॥ ৫

ভরতনন্দন ! কুন্তীকুমার ! প্রথমে যাচক ও পিতৃগণ এবং দেবতাদিগের ঋণ হইতে মুক্ত হও, তারপর অন্য সব কিছু করিবে ॥ ৬

কুরুনন্দন মহারাজ ! প্রথমে সর্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। তাহার পর তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন ! তুমি নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণকে বহু দক্ষিণা-বিশিষ্ট যজ্ঞসমূহে নিযুক্ত করিয়া অনুপমা কীর্তি লাভ করিবে ॥ ৮

কুরুশ্রেষ্ঠ ! নৃপ ! পুরুষপ্রবর ! আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি। এখন তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদনুসারে কার্য্য করিলে পর তুমি কখনও ধর্ম হইতে চ্যুত হইবে না ॥ ৯

নরেশ্বর যুধিষ্ঠির ! সমানধর্মে (দ্বিধাবর্জ্জিত ধর্মে) বিশেষজ্ঞ মহাত্মাগণ রাজার পক্ষে যুদ্ধে জয় বা পরাজয় উভয়কেই সমান বলিয়া স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন ॥ ১০

(হে ভারত ! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি, ঐতিহ্য, সংশয়, নির্ণয়, আকৃতি, সঙ্কেত, গতি, চেষ্টা, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন এবং নিগমন—এই সকলের প্রয়োজন হইল প্রমেয়ের সিদ্ধি। বহু বর্গের প্রসিদ্ধির জন্য এই সকলকে সাধন বলা হইয়াছে ॥

(ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিকেই সকলের পক্ষেই নির্ণয়ের আধার বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসকলের জ্ঞাতা পুরুষ দণ্ডনীতিতে কুশল হন্। যাহারা

প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ সর্বেষাং যোনিরিষ্যতে।
প্রমাণজ্ঞো হি শক্নোতি দণ্ডনীতৌ বিচক্ষণঃ ।।
অপ্রমাণবতাং নীতো দণ্ডো হন্যান্মহীপতিম্।)
দেশকালপ্রতীক্ষী যো দস্যূন্ মর্ষয়তে নৃপঃ।
শাস্ত্রজাং বুদ্ধিমাস্থায় যুজ্যতে নৈনসা হি সঃ ॥ ১১
আদায় বলিষড্ভাগং যো রাষ্ট্রং নাভিরক্ষতি।
প্রতিগৃহ্ণাতি তৎ পাপং চতুর্থাংশেন ভূমিপঃ ॥ ১২
নিবোধ চ যথাঽঽতিষ্ঠন্ ধর্মান্ন চ্যবতে নৃপঃ।
নিগ্রহাদ্ ধর্মশাস্ত্রাণামনুরুদ্ধ্যন্নপেতভীঃ । ১৩
কাম-ক্রোধাবনাদৃত্য পিতেব সমদর্শনঃ।
শাস্ত্রজাং বুদ্ধিমাস্থায় যুজ্যতে নৈনসা হি সঃ ॥ ১৪
দৈবেনাভ্যাহতো রাজা কর্মকালে মহাদ্যুতে।
ন সাধয়তি যৎ কর্ম ন তত্রাহুরতিক্রমম্ ॥ ১৫
তরসা বুদ্ধিপূর্বং বা নিগ্রাহ্যা এব শত্রবঃ।
পাপৈঃ সহ ন সন্দধ্যাদ্ রাজ্যং পণ্যং ন কারয়েৎ ॥ ১৬

প্রমাণহীন, তাহাদের দ্বারা প্রযুক্ত দণ্ড রাজার বিনাশকর হইয়া থাকে।)

দেশ ও কালের প্রতীক্ষাকারী যে রাজা শাস্ত্রীয় বুদ্ধির আশ্রয় বিষয়ে ব্যগ্র না হন, পরন্তু সময়ে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, তিনি পাপলিপ্ত হন্ না ॥ ১১

যে রাজা প্রজার আয়ের ষষ্ঠভাগ কররূপে গ্রহণ করিয়াও রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন না, সেই রাজা উক্ত প্রজার চতুর্থাংশ পাপের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১২

আমার এই কথা শ্রবণ কর, যাহার অনুসরণ করিলে পর রাজা ধর্ম হইতে চ্যুত হন্ না। ধর্মশাস্ত্রসকলের উপদেশ উল্লঙ্ঘনকারী রাজার পতন হইয়া থাকে এবং যদি রাজা ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া চলেন, তবে তিনি নির্ভয় হইয়া যান ॥ ১৩

যে রাজা কাম ও ক্রোধকে অবহেলা করত শাস্ত্রীয়বিধির আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক সর্বজ্ঞ পিতার ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন্, তিনি কখনও পাপলিপ্ত হন্ না ॥ ১৪

মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির! দৈবকর্তৃক প্রতিহত রাজা কার্য্য করিবার সময় যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন না, ইহাতে তাঁহার কোন দোষ বা অপরাধ হইবে না ॥ ১৫

নিজের বল ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুদিগকে সব সময় বশীভূত করিয়া রাখা আবশ্যক। পাপী ব্যক্তিগণের সহিত সদ্ভাব রাখিতে নাই। নিজের রাজ্যকে অন্য রাজ্যের পণ্য করিয়া রাখিবে না ॥১৬

শূরাশ্চার্য্যাশ্চ সৎকার্য্যা বিদ্বাংসশ্চ যুধিষ্ঠির।
গোমিনো ধনিনশ্চৈব পরিপাল্যা বিশেষতঃ ॥ ১৭
ব্যবহারেষু ধর্মেষু যোক্তব্যাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
(প্রমাণজ্ঞা মহীপাল ন্যায়শাস্ত্রাবলম্বিনঃ।
বেদার্থতত্ত্ববিদ্ রাজংস্তর্কশাস্ত্রবহুশ্রুতাঃ ।।
মন্ত্রে চ ব্যবহারে চ নিযোক্তব্যা বিজানতা।
তর্কশাস্ত্রকৃতা বুদ্ধির্ধর্মশাস্ত্রাকৃতা চ যা ।
দণ্ডনীতিকৃতা চৈব ত্রৈলোক্যমপি সাধয়েৎ।
নিযোজ্যা বেদতত্ত্বজ্ঞা যজ্ঞকর্মসু পার্থিব ।।
বেদজ্ঞা যে চ শাস্ত্রজ্ঞাস্তে চ রাজন্ সুবুদ্ধয়ঃ।
আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী-বার্তা-দণ্ডনীতিষু পারগাঃ।
তে তু সর্বত্র যোক্তব্যাস্তে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ ॥)
গুণযুক্তেঽপি নৈকস্মিন্ বিশ্বসেত বিচক্ষণঃ ॥ ১৮
অরক্ষিতা দুর্বিনীতো মানী স্তব্ধোঽভ্যসূয়কঃ।
এনসা যুজ্যতে রাজা দুর্দান্ত ইতি চোচ্যতে ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির! শৌর্য্যশালী বীর, শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও বিদ্বান্‌গণের সৎকার করা একান্ত প্রয়োজন। অধিকাধিক গো-পোষণকারী ও ধনবান্ বৈশ্যদিগকে বিশেষভাবে রক্ষা করিবে ॥ ১৭

যাহারা বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে ধর্ম ও শাসন কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত। ভূপাল! যাহারা প্রমাণসমূহের জ্ঞাতা, ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বনকারী, বেদসকলের তত্ত্বজ্ঞ এবং তর্কশাস্ত্রের বহু বিষয়েই বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্, এই সব বিজ্ঞ পুরুষদিগকে মন্ত্রণা ও শাসনকার্য্যে নিয়োগ করা কর্তব্য।

তর্কশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং দণ্ডনীতির দ্বারা প্রভাবিত বুদ্ধি ত্রিভুবনকেও সিদ্ধিদান করিতে পারে।

রাজন্! ভূপাল! যাহারা বেদসমূহের তত্ত্বজ্ঞ, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে যজ্ঞ কর্মে নিযুক্ত করা উচিত।

আন্বীক্ষিকী (বেদান্ত), বেদত্রয়ী, বার্তা (দৌত্যবিষয়) ও দণ্ডনীতিতে পারদর্শী বিদ্বান্, তাঁহাদিগকে সকল কার্য্যেই নিয়োগ করা যায়; কারণ, ইঁহারা বুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এক ব্যক্তি বহু গুণবান্ হইলেও বিদ্বান্ পুরুষ তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না।। ১৮

যে রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা করেন না, যিনি দুর্বিনীত, অভিমানী, শুষ্ক (নিষ্ক্রিয়) ও অপরের দোষদর্শী, তিনি পাপযুক্ত হন্ এবং মানুষ তাঁহাকে 'দুর্দান্ত' বলে ॥ ১৯

যেহরক্ষ্যমাণা হীয়ন্তে দৈবেনাভ্যাহতা নৃপ।
তস্করৈশ্চাপি হীয়ন্তে সর্বং তদ্ রাজকিল্বিষম্ ॥ ২০

সুমন্ত্রিতে সুনীতে চ সর্বতশ্চোপপাদিতে।
পৌরুষে কর্ম্মণি কৃতে নাস্ত্যধর্ম্মো যুধিষ্ঠির ॥ ২১

বিচ্ছিদ্যন্তে সমারব্ধাঃ সিধ্যন্তে চাপি দৈবতঃ।
কৃতে পুরুষকারে তু নৈনঃ স্পৃশতি পার্থিবম্ ॥ ২২

অত্র তে রাজশার্দূল বর্তয়িষ্যে কথামিমাম্।
যদ্ বৃত্তং পূর্ব্বরাজর্ষের্হয়গ্রীবস্য পাণ্ডব ॥ ২৩

শত্রূন্ হত্বা হতস্যাজৌ শূরস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অসহায়স্য সংগ্রামে নির্জিতস্য যুধিষ্ঠির ॥ ২৪

যৎ কর্ম্ম বৈ নিগ্রহে শাত্রবাণাং
যোগশ্চাগ্র্যঃ পালনে মানবানাম্।
কৃত্বা কর্ম্ম প্রাপ্য কীর্ত্তিং স যুদ্ধাদ্
বাজিগ্রীবো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ২৫

হে নৃপ! যে সকল প্রজা রাজা কর্ত্তৃক রক্ষিত না হওয়ায় অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বিপদে এবং চোরগণের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়, তাহাদের এই বিনাশের সমস্ত পাপ রাজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! যদি উত্তমরূপে মন্ত্রণা করা হইয়া থাকে, সুন্দর নীতিতে কার্য্য করা হইয়া থাকে এবং পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য সম্পাদিত হইলে পরও যদি প্রজাগণকে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তবে রাজার কোন অধর্ম (পাপ) হয় না ॥ ২১

আরম্ভ করিবার পর বহু কার্য্য দৈবের প্রতিকূলতায় নষ্ট হইয়া যায় এবং দৈবের অনুকূলতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু নিজের পক্ষ হইতে যথাযথভাবে পুরুষার্থ করিলে পর যদি কার্য্যের সিদ্ধি নাও হয়, তবে উহাতে রাজাকে পাপ স্পর্শ করে না ॥ ২২

রাজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! এ বিষয়ে আমি তোমাকে একটি বৃত্তান্ত শুনাইতেছি, যাহা পূর্ব্বকালবর্ত্তী রাজর্ষি হয়গ্রীবের জীবনে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২৩

হয়গ্রীব অতিশয় শৌর্য্যশালী বীর ও অনায়াসেই মহৎ কর্ম্ম করিতে সমর্থ ছিলেন। যুধিষ্ঠির! তিনি যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিহত করিয়াও পরে অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ায় শত্রুরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বধ করে ॥ ২৪

তিনি শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে যে পরাক্রম দেখাইয়া-

সংযুক্তাত্মা সমরেষ্বাততায়ী
শস্ত্রৈশ্ছিন্নো দস্যুভির্বধ্যমানঃ।
অশ্বগ্রীবঃ কর্ম্মশীলো মহাত্মা
সংসিদ্ধার্থো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ২৬

ধনুর্যূপো রশনা জ্যা শরঃ স্রুক্
স্রুবঃ খড়্গো রুধিরং যত্র চাজ্যম্।
রথো বেদী কামগো যুদ্ধমগ্নি-
শ্চাতুর্হোত্রং চতুরো বাজিমুখ্যাঃ ॥ ২৭

হুত্বা তস্মিন্ যজ্ঞবহ্নাবথারীন্
পাপান্মুক্তো রাজসিংহস্তরস্বী।
প্রাণান্ হুত্বা চাবভৃথে রণে স
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ২৮

রাষ্ট্রং রক্ষন্ বুদ্ধিপূর্বং নয়েন
সন্ত্যক্তাত্মা যজ্ঞশীলো মহাত্মা।
সর্বাল্লোঁকান্ ব্যাপ্য কীর্ত্যা মনস্বী
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ২৯

ছিলেন, মনুষ্য প্রজাদিগকে পালন করা বিষয়ে যে সর্ব্বোত্তম উদ্যোগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, উহা অদ্ভুত ছিল। তিনি পুরুষার্থ প্রকাশ করত যুদ্ধে উত্তম কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে সেই রাজা হয়গ্রীব স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৫

তিনি নিজ মনকে বশীভূত করিয়া সমরাঙ্গণে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শত্রুদিগকে বধ করিতেছিলেন, কিন্তু দস্যুরা তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্রে ছিন্ন-ভিন্ন করত বধ করিয়াছিল। এই সময় কর্ম্মপরায়ণ মহামনস্বী হয়গ্রীব পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৬

তাঁহার ধনু যূপ ছিল, ধনুর গুণ পশুবন্ধন রজ্জু, বাণ স্রুক্ (স্রুচী) এবং তরবারি স্রুবা (কোশা) ছিল। রক্তই ঘৃতে পরিণত হইয়াছিল, ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে সমর্থ রথ ছিল বেদী, যুদ্ধ অগ্নি এবং চারিটি প্রধান অশ্বই ছিল ব্রহ্মাদি চারিজন ঋত্বিক্—ব্রহ্মা, হোতা, আচার্য্য ও সদস্য। এইরূপ বেগশালী সেই রাজশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব এই যজ্ঞরূপী অগ্নিতে শত্রুদিগকে আহুতিদান করত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং নিজের প্রাণকে হোম করত যুদ্ধের সমাপ্তিরূপ অবভৃথস্নান করিয়া তিনি বর্ত্তমানে দেবলোকে আনন্দে বিহার করিতেছেন ॥ ২৭-২৮

যজ্ঞ করাই সেই মহাত্মার স্বভাব হইয়া গিয়াছিল। নীতির সাহায্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক রাজ্যকে রক্ষা করিতে করিতে দেহ পরিত্যাগ

দৈবীং সিদ্ধিং মানুষীং দণ্ডনীতিং
যোগন্যাসৈঃ পালয়িত্বা মহীঞ্চ ।
তস্মাদ্ রাজা ধর্মশীলো মহাত্মা
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩০
বিদ্বাংস্ত্যাগী শ্রদ্দধানঃ কৃতজ্ঞ—
স্ত্যক্ত্বা লোকং মানুষং কর্ম কৃত্বা ।
মেধাবিনাং বিদুষাং সম্মতানাং
তনুত্যজাং লোকমাক্রম্য রাজা ॥ ৩১
সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা মহাত্মা ।
চাতুর্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্মে
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩২

জিত্বা সংগ্রামান্ পালয়িত্বা প্রজাশ্চ
সোমং পীত্বা তর্পয়িত্বা দ্বিজাগ্র্যান্ ।
যুক্ত্যা দণ্ডং ধারয়িত্বা প্রজানাং
যুদ্ধে ক্ষীণো মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৩
বৃত্তং যস্য শ্লাঘনীয়ং মনুষ্যাঃ
সন্তো বিদ্বাংসোঽর্হয়ন্ত্যর্হণীয়ম্ ।
স্বর্গং জিত্বা বীরলোকানবাপ্য
সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ পুণ্যকীর্তির্মহাত্মা ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে চতুর্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪

করত সেই মহাত্মা হয়গ্রীব সম্পূর্ণ বিশ্বে নিজের কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া এই সময়ে দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিতেছেন ॥ ২৯

যোগ (কর্মবিষয়ক উৎসাহ) ও ন্যাসের (অহঙ্কারাদি ত্যাগের) সহিত দৈবী সিদ্ধি যজ্ঞাদি ক্রিয়া, মানুষী সিদ্ধি শত্রুদমনাদি, দণ্ডনীতি এবং পৃথিবীকে পালন করত ধর্মশীল মহাত্মা রাজা হয়গ্রীব এই সকলের পুণ্যে বর্ত্তমানে দেবলোকে সুখভোগ করিতেছেন ॥৩০

এই বিদ্বান্, ত্যাগী, শ্রদ্ধালু ও কৃতজ্ঞ রাজা হয়গ্রীব নিজের কর্ত্তব্য পালন করত মনুষ্যলোক ত্যাগ করিয়া মেধাবী, সর্ব্বসম্মানিত, জ্ঞানী ও পুণ্যতীর্থসমূহে দেহত্যাগকারী পুণ্যাত্মাগণের লোকে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩১

বেদের জ্ঞান লাভ করত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া রাজ্যকে উত্তমরূপে পালন করিতে করিতে মহাত্মা রাজা হয়গ্রীব চারিবর্ণের মনুষ্যদিগকে নিজ নিজ ধর্মে স্থাপিত করিয়া এই সময় দেবলোকে আনন্দভোগ করিতেছেন ॥ ৩২

রাজা হয়গ্রীব বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, প্রজাদিগকে পালন করিয়া, যজ্ঞসমূহে সোমরস পান করিয়া, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদির দ্বারা তৃপ্ত করিয়া এবং যুক্তির দ্বারা প্রজাসকলকে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডধারণ করিতে করিতে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং দেবলোকে সুখে বিহার করিতেছেন ॥ ৩৩

সাধু ও বিদ্বান্ পুরুষগণ তাঁহার স্পৃহণীয় ও আদরণীয় চরিত্রের সর্ব্বদা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। পুণ্যকীর্ত্তি মহাত্মা হয়গ্রীব স্বর্গলোক জয় করত বীরগণের লভ্য লোকে গমন করিয়া উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সেনজিত উপদেশবাক্যমুল্লিখ্য ব্যাসদেবস্য যুধিষ্ঠিরং বোধয়িতুং প্রবন্ধঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দ্বৈপায়নবচঃ শ্রুত্বা কুপিতে চ ধনঞ্জয়ে।
ব্যাসমামন্ত্র্য কৌন্তেয়ঃ প্রত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন পার্থিবমিদং রাজ্যং ন ভোগাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য শোকো মাং রুন্ধয়ত্যয়ম্॥

শ্রুত্বা বীরবিহীনানামপুত্রাণাঞ্চ যোষিতাম্।
পরিদেবয়মানানাং শান্তিং নোপলভে মুনে॥ ৩

ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং ব্যাসো যোগবিদাং বরঃ।
যুধিষ্ঠিরং মহাপ্রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞো বেদপারগঃ॥ ৪

ব্যাস উবাচ।

ন কর্মণা লভ্যতে চিন্তয়া বা
নাপ্যস্তি দাতা পুরুষস্য কশ্চিৎ।
পর্য্যায়যোগাদ্ বিহিতং বিধাত্রা
কালেন সর্বং লভতে মনুষ্যঃ॥ ৫

ন বুদ্ধিশাস্ত্রাধ্যয়নেন শক্যং
প্রাপ্তুং বিশেষং মনুজৈরকালে।
মূর্খোঽপি চাপ্নোতি কদাচিদর্থান্
কালো হি কার্য্যং প্রতি নির্বিশেষঃ॥৬

নাভূতিকালেষু ফলং দদন্তি
শিল্পানি মন্ত্রাশ্চ তথৌষধানি।
তান্যেব কালেন সমাহিতানি
সিধ্যন্তি বর্দ্ধন্তি চ ভূতিকালে॥ ৭

কালেন শীঘ্রাঃ প্রবহন্তি বাতাঃ
কালেন বৃষ্টির্জলদানুপৈতি।
কালেন পদ্মোৎপলবজ্জলঞ্চ
কালেন পুষ্যন্তি বনেষু বৃক্ষাঃ॥ ৮

কালেন কৃষ্ণাশ্চ সিতাশ্চ রাত্র্যঃ
কালেন চন্দ্রঃ পরিপূর্ণবিম্বঃ।
নাকালতঃ পুষ্পফলং দ্রুমাণাং
নাকালবেগাঃ সরিতো বহন্তি॥ ৯

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[সেনজিতের উপদেশযুক্ত বাক্য উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইবার চেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ব্যাসদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং অর্জুন কুপিত হইলে পর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে সম্বোধন করত উত্তরদান আরম্ভ করিলেন॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনে! এই পৃথিবীর রাজ্য এবং এই ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার ভোগ আজ আমার মনকে প্রসন্ন করিতে পারিতেছে না। এই শোক আমাকে চারিদিকে রুদ্ধ করিতেছে (অতএব গুরুজনগণ ও বন্ধুবর্গের হিতবাক্য গ্রহণ করিতে পারিতেছি না)॥ ২

মহর্ষে! পতি ও পুত্রগণহীনা যুবতী রমণীগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না॥৩

যুধিষ্ঠির এই কথা বলিলে পর যোগবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ধর্মজ্ঞ মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব তাঁহাকে পুনরায় এই কথা বলিলেন॥ ৪

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্! কোন ব্যক্তি কর্ম করিয়া নষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে না এবং চিন্তা করিয়াও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এরূপ কোন দাতাও নাই, যিনি বিনষ্ট বস্তু দান করিতে পারেন। ক্রমানুসারে বিধাতার বিধানেই মানুষ যথাসময়ে সব কিছুই পাইয়া থাকে॥ ৫

বুদ্ধি অথবা শাস্ত্রাধ্যয়নেও মানুষ অসময়ে কোন বিশেষ বস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং সময় আসিলে কখনও কখনও মূর্খও অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিয়া থাকে; অতএব কালই কার্য্যের সিদ্ধিবিষয়ে সামান্য কারণ॥ ৬

অবনতির সময় শিল্পকলাসমূহ, মন্ত্র ও ঔষধও কোন ফল দান করে না। সেই সবই আবার উন্নতির সময় যখন সেই সব ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তখন কালেরই প্রেরণায় সে সকল হয় এবং বর্দ্ধিতও হইয়া থাকে॥ ৭

সময়ানুসারে বায়ু সত্বর প্রবাহিত হয়। সময় আসিলেই মেঘ জল বর্ষণ করে, সময় হইলেই জলে পদ্ম বিকসিত হয় ও উৎপন্ন হয় এবং যথাসময়ে বনসমূহে বৃক্ষসকল পুষ্ট হইয়া থাকে॥৮

সময়ানুসারে রাত্রি শুক্লপক্ষে চন্দ্র-জ্যোৎস্নায় শুভ্রবর্ণ ও চন্দ্রের অদর্শনে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি অন্ধকারময় হইয়া যায়। সময় আসিলে চন্দ্র পরিপূর্ণ বিম্ব প্রাপ্ত হয়, অসময়ে বৃক্ষসকলের মধ্যে ফল ও

নাকালমত্তাঃ খগপন্নগাশ্চ
মৃগদ্বিপাঃ শৈলমৃগাশ্চ লোকে ।
নাকালতঃ স্ত্রীষু ভবন্তি গর্ভা
নায়ান্ত্যকালে শিশিরোষ্ণবর্ষাঃ ॥ ১০

নাকালতো ম্রিয়তে জায়তে বা
নাকালতো ব্যাহরতে চ বালঃ ।
নাকালতো যৌবনমভ্যুপৈতি
নাকালতো রোহতি বীজমুপ্তম্ ॥ ১১

নাকালতো ভানুরুপৈতি যোগং
নাকালতোঽস্তং গিরিমভ্যুপৈতি ।
নাকালতো বর্ধতে হীয়তে চ
চন্দ্রঃ সমুদ্রোঽপি মহোর্মিমালী ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
গীতং রাজ্ঞা সেনজিতা দুঃখার্তেন যুধিষ্ঠির ॥ ১৩

সর্বানেবৈষ পর্য্যায়ো মর্ত্যান্ স্পৃশতি দুঃসহঃ ।
কালেন পরিপক্বা হি ম্রিয়ন্তে সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১৪

ঘ্নন্তি চান্যান্ নরা রাজংস্তানপ্যন্যে তথা নরাঃ ।
সংজ্ঞৈষা লৌকিকী রাজন্ ন হিনস্তি ন হন্যতে ॥ ১৫

হন্তীতি মন্যতে কশ্চিন্ন হন্তীত্যপি চাপরঃ ।
স্বভাবতস্তু নিয়তৌ ভূতানাং প্রভবাপ্যয়ৌ ॥ ১৬

নষ্টে ধনে বা দারে বা পুত্রে পিতরি বা মৃতে ।
অহো দুঃখমিতি ধ্যায়ন্ দুঃখস্যাপচিতিং চরেৎ ॥ ১৭

স কিং শোচসি মূঢ়ঃ সন্ শোচ্যান্ কিমনুশোচসি ।
পশ্য দুঃখেষু দুঃখানি ভয়েষু চ ভয়ান্যপি ॥ ১৮

আত্মাপি চায়ং ন মম সর্বাপি পৃথিবী মম ।
যথা মম তথান্যেষামিতি পশ্যন্ ন মুহ্যতি ॥ ১৯

শোকস্থানসহস্রাণি হর্ষস্থানশতানি চ ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥ ২০

পুষ্পসমূহও দেখা যায় না এবং অসময়ে (গ্রীষ্মাদিকালে) নদীসমূহ স্ববেগে প্রবাহিত হয় না ॥৯

জগতে পক্ষী, সর্প, বন, মৃগ, হস্তী ও পার্ব্বত্য মৃগসকলও সময় না হইলে মত্ত হয় না। অসময়ে স্ত্রীগণের গর্ভ হয় না এবং সময় না আসিলে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাও হয় না ॥ ১০

সময় না হইলে বালক জন্মগ্রহণ করে না, মৃত্যুর বশীভূত হয় না এবং অসময়ে বালকের কোন বাক্যও স্ফুরিত হয় না। সময় না হইলে যৌবন আসে না এবং রোপণ করা বীজও অসময়ে অঙ্কুরিত হয় না ॥ ১১

অসময়ে সূর্য্য উদয়াচলের সহিত সংযুক্ত হন্ না এবং সময় না হইলে অস্তাচলেও যান না। সময় না হইলে পর চন্দ্র বর্দ্ধিত বা ক্ষীণ হন্ না এবং সমুদ্রেও বড় বড় তরঙ্গসকল উত্থিত হয় না ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অনেকেই এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। কোন এক সময়ে শোকে মুহ্যমান রাজা সেনজিৎ তাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহা আমি তোমাকে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ১৩

(রাজা সেনজিৎ মনে মনে বলিয়াছিলেন)—এই দুঃসহ কালচক্র সকল মানুষেরই উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে। একদিন সমস্ত ভূপালই কালে পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুর অধীনস্থ হইবেন ॥১৪

রাজন্! মানুষ অন্যকে বধ করে, আবার তাহাকে অন্য পুরুষ হত্যা করে। নরেশ্বর! এই মরণ ও মারণ হইল লৌকিক সংজ্ঞা। প্রকৃত পক্ষে কেহ মৃত্যুবরণ করে না এবং কেহ কাহাকেও বধ করে না ॥ ১৫

কেহ মনে করেন—আত্মার মৃত্যু হয়। আবার কেহ মনে করে—আত্মার মৃত্যু হয় না; পাঞ্চভৌতিক দেহের কেবল জন্ম মৃত্যু স্বভাবতই নিয়ন্ত্রিত আছে ॥ ১৬

ধন নষ্ট হইলে পর অথবা স্ত্রী, পুত্র বা পিতার মৃত্যুর হইলে পর মানুষ 'হায়' আমার উপর গুরুতর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই দুঃখের নিবৃত্তির চেষ্টা করে ॥১৭

তুমি মূঢ় হইয়া কেন শোক প্রকাশ করিতেছ? সেই মৃত শোচনীয় ব্যক্তিগণকে কেন বারংবার স্মরণ করিতেছ? দেখ, শোক করিলে পর দুঃখে দুঃখ এবং ভয়ে ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৮

এই দেহও কাহার নিজের নহে এবং সমগ্র পৃথিবীও কাহার নিজের নহে। ইহা যেরূপ আমার এবং সেরূপ অন্যেরও। এতাদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও মোহগ্রস্ত হয় না ॥ ১৯

শোকের সহস্র সহস্র স্থান আছে এবং হর্ষেরও শত শত স্থান আছে, কিন্তু উহা প্রতিদিন মূঢ় মানুষেরই উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, বিদ্বান্‌গণের উপর নহে ॥ ২০

এবমেতানি কালেন প্রিয়দ্বেষ্যাণি ভাগশঃ।
জীবেষু পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ২১
দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্মাৎ তদুপলভ্যতে।
তৃষ্ণার্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্তিপ্রভবং সুখম্ ॥ ২২
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্ ॥ ২৩
সুখমেব হি দুঃখান্তং কদাচিদ্ দুঃখতঃ সুখম্।
তস্মাদেতদ্ দ্বয়ং জহ্যাদ্ য ইচ্ছেচ্ছাশ্বতং সুখম্ ॥ ২৪
সুখান্তপ্রভবং দুঃখং দুঃখান্তপ্রভবং সুখম্।
যন্নিমিত্তো ভবেচ্ছোকস্তাপো বা ভৃশদারুণঃ ॥২৫
আয়াসো বাপি যন্মূলস্তদেকাঙ্গমপি ত্যজেৎ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥ ২৬
ঈষদপ্যঙ্গ দারাণাং পুত্রাণাং বা চরাপ্রিয়ম্।
ততো জ্ঞাস্যসি কঃ কস্য কেন বা কথমেব চ ॥২৭
যে চ মূঢ়তমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ত এব সুখমেধন্তে মধ্যমঃ ক্লিশ্যতে জনঃ ২৮
ইত্যব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো যুধিষ্ঠির স সেনজিৎ।
পরাবরজ্ঞো লোকস্য ধর্মবিৎ সুখদুঃখবিৎ ॥ ২৯
যেন দুঃখেন যো দুঃখী ন স জাতু সুখী ভবেৎ।
দুঃখানাং হি ক্ষয়ো নাস্তি জায়তে হ্যপরাৎ পরম্ ॥ ৩০
সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবৌ চ
লাভালাভৌ মরণং জীবিতঞ্চ।
পর্য্যায়তঃ সর্বমবাপ্নুবন্তি
তস্মাদ্ ধীরো নৈব হৃষ্যেন্ন শোচেৎ ॥৩১
দীক্ষাং রাজ্ঞঃ সংযুগে যুদ্ধমাহু-
র্যোগং রাজ্যে দণ্ডনীত্যাঞ্চ সম্যক্।
বিত্তত্যাগো দক্ষিণাঞ্চ যজ্ঞে
সম্যগ্ দানং পাবনানীতি বিদ্যাৎ ॥ ৩২

এইভাবে এই সব প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবই দুঃখ ও সুখ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সমস্ত জীবগণকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২১

সংসারে কেবল দুঃখই আছে, সুখ নাই; অতএব দুঃখই সকলের উপলব্ধি হয়। তৃষ্ণাজনিত পীড়া হইতে দুঃখ এবং দুঃখের পীড়া হইতে সুখ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দুঃখে আর্ত্ত হইয়া মানুষের দুঃখের শেষে সুখের প্রতীতি হয় ॥ ২২

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসে। কেহ জগতে সর্ব্বদা দুঃখই পাইয়া থাকে না এবং কেহ আবার নিরন্তর সুখলাভ করিতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৩

কখনও দুঃখের শেষে সুখ এবং কখনও সুখের অবসানে দুঃখ আসিয়া থাকে; অতএব যিনি নিত্য সুখের অভিলাষী, তিনি এই সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিবেন; কারণ, সুখের শেষে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ সুখও দুঃখের অবসানে অবশ্যম্ভাবী ॥ ২৪

যাহার জন্য শোক অথবা অতিশয় নিদারুণ তাপ হয় এবং যাহা আয়াসের মূল কারণ, উহা যদি নিজের দেহের কোন একটি অঙ্গও হয়, তবে উহাও পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৫

সুখ অথবা দুঃখ, প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, যখন কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন উহা হর্ষসহকারে গ্রহণ করিবে। নিজের হৃদয়ের দ্বারা উহার নিকট পরাজয় বরণ করিবে না ॥ ২৬

প্রিয় মিত্র, স্ত্রী অথবা পুত্রগণের অল্পও অপ্রিয় আচরণ কর; তারপর স্বয়ং উহা বুঝিতে পারিবে যে, কোন ব্যক্তি কি কারণে কিরূপ কাহার সহিত কত সম্বন্ধ রাখে ॥ ২৭

সংসারের যে অত্যন্ত মূর্খ অথবা যিনি বুদ্ধির পরপারে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী হন্; ইহার মধ্যবর্ত্তী মানুষ কেবল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮

যুধিষ্ঠির! জগতের ভূত (অতীত) ও ভবিষ্যৎ এবং সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ মহাজ্ঞানী সেনজিৎ এইরূপ বাক্যই বলিয়াছিলেন ॥ ২৯

যে কোন দুঃখে যে দুঃখী, সে কখনও সুখী হইতে পারে না; কারণ, তাহার আর দুঃখসকলের শেষ হয় না, এক দুঃখের পর অন্য দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩০

সুখ-দুঃখ, উৎপত্তি-বিনাশ, লাভ-ক্ষতি ও জীবন-মরণ—এই সব যথাসময়ে ক্রমানুসারে সকলকেই প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য ধীর পুরুষ ইহাদের জন্য হর্ষ ও শোক করিবেন না ॥ ৩১

রাজার পক্ষে সংগ্রামে যুদ্ধ করাই যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করা বলিয়া কথিত হইয়াছে। রাজ্যকে রক্ষা করিতে করিতে দণ্ডনীতিতে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহার পক্ষে যোগ-সাধন এবং যজ্ঞে দক্ষিণারূপে ধনদান ও উত্তমরীতিতে অন্যান্য বস্তুদানই রাজার-পক্ষে ত্যাগ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই তিনটি কার্য্যই রাজার পবিত্রকারক বলিয়া তুমি জানিবে ॥ ৩২

রক্ষন্ রাজ্যং বুদ্ধিপূর্বং নয়েন
সন্ত্যক্তাত্মা যজ্ঞশীলো মহাত্মা।
সর্বাল্লোঁকান্ ধর্মদৃষ্ট্যা চরংশ্চা-
প্যূর্ধ্বং দেহান্মোদতে দেবলোকে ॥ ৩৩

জিত্বা সংগ্রামান্ পালয়িত্বা চ রাষ্ট্রং
সোমং পীত্বা বর্ধয়িত্বা প্রজাশ্চ।
যুক্ত্যা দণ্ডং ধারয়িত্বা প্রজানাং
যুদ্ধে ক্ষীণো মোদতে দেবলোকে। ৩৪

সম্যগ্ বেদান্ প্রাপ্য শাস্ত্রাণ্যধীত্য
সম্যগ্ রাজ্যং পালয়িত্বা চ রাজা।
চাতুর্বর্ণ্যং স্থাপয়িত্বা স্বধর্মে
পূতাত্মা বৈ মোদতে দেবলোকে॥ ৩৫

যস্য বৃত্তং নমস্যন্তি স্বর্গস্থস্যাপি মানবাঃ
পৌরজানপদামাত্যাঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনজিদুপাখ্যানে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫

যে রাজা অহঙ্কার পরিত্যাগ করত বুদ্ধিপূর্বক উদ্ভাবিত নীতির দ্বারা রাজ্যের রক্ষা করেন, স্বাভাবিকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত থাকেন এবং ধর্মকে রক্ষা করিবার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সম্পূর্ণ জগতে বিচরণ করেন, সেই মহাত্মা নরপতি দেহত্যাগের পর দেবলোকে আনন্দ ভোগ করেন।। ৩৩

যে রাজা সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া, রাজ্যকে যথাযথভাবে পালন করিয়া, যজ্ঞে বিধি অনুসারে সোমরস পান করিয়া, প্রজাদিগের উন্নতি বিধান করিয়া এবং প্রজাবর্গের হিতের জন্য যুক্তিপূর্বক দণ্ডধারণ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু প্রাপ্ত হন, তিনি দেবলোকে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।। ৩৪

সম্যক্ প্রকারে বেদসকলের জ্ঞান, শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন, রাজ্যকে যথাযথভাবে পালন এবং চারি বর্ণকে নিজ নিজ ধর্মে স্থাপন করত যিনি নিজের মনকে পবিত্র করিয়াছেন, সেই রাজা দেবলোকে সুখী হন্। ৩৫

স্বর্গে অবস্থান করিলেও যাঁহার চরিত্রকে নগর ও জনপদবাসী মনুষ্য এবং মন্ত্রিগণ নতমস্তকে প্রণাম করেন, সেই রাজা সমস্ত নরপতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে সেনজিতের উপাখ্যান-বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরেণ ধনদানমহত্ত্বস্য প্রতিপাদনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
অস্মিন্নেব প্রকরণে ধনঞ্জয়মুদারধীঃ ।
অভিনীততরং বাক্যমিত্যুবাচ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১

যদেতন্মন্যসে পার্থ ন জ্যায়োঽস্তি ধনাদিতি ।
ন স্বর্গো ন সুখং নার্থো নির্ধনস্যেতি তন্মৃষা ॥ ২

স্বাধ্যায়যজ্ঞসংসিদ্ধা দৃশ্যন্তে বহবো জনাঃ ।
তপোরতাশ্চ মুনয়ো যেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ৩

ঋষীণাং সময়ং শশ্বদ্ যে রক্ষন্তি ধনঞ্জয় ।
আশ্রিতাঃ সর্বধর্মজ্ঞা দেবাস্তান্ ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ ॥ ৪

স্বাধ্যায়নিষ্ঠান্ হি ঋষীন্ জ্ঞাননিষ্ঠাংস্তথাপরান্ ।
বুধ্যেথাঃ সন্ততং চাপি ধর্মনিষ্ঠান্ ধনঞ্জয় ॥ ৫

জ্ঞাননিষ্ঠেষু কার্য্যাণি প্রতিষ্ঠাপ্যানি পাণ্ডব ।
বৈখানসানাং বচনং যথা নো বিদিতং প্রভো ॥ ৬

অজাশ্চ পৃশ্নয়শ্চৈব সিকতাশ্চৈব ভারত ।
অরুণাঃ কেতবশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতাঃ ॥ ৭

অবাপ্যৈতানি কর্ম্মাণি বেদোক্তানি ধনঞ্জয় ।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো নিগ্রহশ্চৈব দুর্গ্রহঃ ॥৮

দক্ষিণেন চ পন্থানমর্য্যম্নো যে দিবং গতাঃ ।
এতান্ ক্রিয়াবতাং লোকানুক্তবান্ পূর্বমপ্যহম্ ॥ ৯

উত্তরেণ তু পন্থানং নিয়মাদ্ যং প্রপশ্যসি ।
এতে যাগবতাং লোকা ভান্তি পার্থ সনাতনাঃ ॥ ১০

তত্রোত্তরাং গতিং পার্থ প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ ।
সন্তোষো বৈ স্বর্গতমঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্ ॥ ১১

তুষ্টের্ন কিঞ্চিৎ পরমং সা সম্যক্ প্রতিতিষ্ঠতি ।
বিনীতক্রোধহর্ষস্য সততং সিদ্ধিরুত্তমা ॥ ১২

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা গীতা যযাতিনা ।
যাভিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ ॥ ১৩

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক ধনদানের মহত্ত্বের প্রতিপাদন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই প্রসঙ্গে উদারবুদ্ধি রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥ ১

পার্থ! তুমি এই যে মনে করিতেছ, ধন হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও বস্তু নাই এবং নির্ধনের স্বর্গসুখ ও অর্থপ্রাপ্তিও হয় না; ইহা ঠিক নহে ॥ ২

বহু মানুষকে কেবল স্বাধ্যায়-যজ্ঞের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে দেখা গিয়াছে। তপস্যায় নিরত বহু মুনিও এরূপ ছিলেন, যাঁহারা সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩

ধনঞ্জয়! সর্ব্বধর্ম্ম বিষয়ে অভিজ্ঞ যে সব পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অবস্থান করত ঋষিগণের স্বাধ্যায়পরম্পরাকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, দেবতাবৃন্দ তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করেন ॥ ৪

অর্জ্জুন! তোমার সদা ইহা বুঝা আবশ্যক যে, ঋষিগণের মধ্যে অনেকে বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায়েই তৎপর থাকেন, অনেকে জ্ঞানোপার্জনে রত থাকেন এবং অনেকে আবার ধর্ম্মপালনেই সংসক্ত থাকেন ॥ ৫

প্রভাবশালী পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন! বানপ্রস্থাবলম্বী ঋষিগণের বাক্য আমরা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারেই জ্ঞাননিষ্ঠ মহাত্মাগণের উপরেই রাজ্যের সমুদয় কার্য্যভার সমর্পণ করা উচিত ॥ ৬

ভারত! অজ, পৃশ্নি সিকত, অরুণ ও কেতু নামক ঋষিগণ ত' কেবল স্বাধ্যায়ের দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়াছেন ॥ ৭

ধনঞ্জয়! দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও নিগ্রহ—এ সমস্ত কর্ম্মই অতিশয় কঠিন। এই বেদোক্ত কর্ম্মসকলের (সকাম ভাবে) আশ্রয় গ্রহণ করত সূর্য্যের দক্ষিণ পথ দিয়া স্বর্গে গমন করেন। এই সব কর্ম্মমার্গী পুরুষগণের আলোচনা আমি পূর্ব্বেও করিয়াছি ॥৮-৯

কুন্তীনন্দন! সূর্য্যের উত্তরে অবস্থিত যে পথ আছে, তুমি যাহাকে নিয়মের প্রভাবে দর্শন করিতেছ, সে স্থানে এই যে সনাতন লোক প্রকাশিত হইতেছে, উহা নিষ্কাম যজ্ঞকারিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১০

পার্থ! প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই দুই মার্গের মধ্যে উত্তর মার্গেরই প্রশংসা করেন। প্রকৃতপক্ষে সন্তোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ এবং সন্তোষই সর্ব্বোত্তম সুখ ॥ ১১

সন্তোষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। যিনি ক্রোধ ও হর্ষকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সেই পরম বৈরাগ্যরূপ সন্তোষের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা তিনি সর্ব্বদা উত্তম সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ১২

এই প্রসঙ্গে মানুষ রাজা যযাতি কর্ত্তৃক কথিত এই গাথা

যদা চায়ং ন বিভেতি যদা চাস্মান্ন বিভ্যতি।
যদা নেচ্ছতি ন দ্বেষ্টি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৪
যদা ন ভাবং কুরুতে সর্বভূতেষু পাপকম্।
কর্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৫
বিনীতমানমোহশ্চ বহুসঙ্গবিবর্জিতঃ।
তদাঽঽত্মজ্যোতিষঃ সাধোর্নির্বাণমুপপদ্যতে ॥ ১৬
ইদং তু শৃণু মে পার্থ ব্রুবতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
ধর্মমন্যে বৃত্তমন্যে ধনমীহন্তি চাপরে ॥ ১৭
ধনহেতোর্য ঈহেত তস্যানীহা গরীয়সী।
ভূয়ান্ দোষো হি বিত্তস্য যশ্চ ধর্মস্তদাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
প্রত্যক্ষমনুপশ্যামি ত্বমপি দ্রষ্টুমর্হসি।
বর্জনং বর্জনীয়ানামীহমানেন দুষ্করম্ ॥ ১৯
যে বিত্তমভিপদ্যন্তে সম্যক্‌ত্বং তেষু দুর্লভম্।
দ্রুহ্যতঃ প্রৈতি তৎ প্রাহুঃ প্রতিকূলং যথাতথম্ ॥ ২০
যস্তু সম্ভিন্নবৃত্তঃ স্যাদ্ বীতশোকভয়ো নরঃ।
অল্পেন তৃষিতো দ্রুহ্যন্ ভ্রূণহত্যাং ন বুধ্যতে ॥ ২১
দুষ্যন্ত্যাদদতো ভৃত্যা নিত্যং দস্যুভয়াদিব।
দুর্লভঞ্চ ধনং প্রাপ্য ভৃশং দত্ত্বানুতপ্যতে ॥ ২২
অধনঃ কস্য কিং বাচ্যো বিমুক্তঃ সর্বশঃ সুখী।
দেবস্বমুপগৃহ্যৈব ধনেন ন সুখী ভবেৎ ॥ ২৩
অত্র গাথাং যজ্ঞগীতাং কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
ত্রয়ীমুপাশ্রিতাং লোকে যজ্ঞ সংস্তরকারিকাম্ ॥ ২৪
যজ্ঞায় সৃষ্টানি ধনানি ধাত্রা
যজ্ঞায় সৃষ্টঃ পুরুষো রক্ষিতা চ।
তস্মাৎ সর্বং যজ্ঞ এবোপযোজ্যং
ধনং ন কামায় হিতং প্রশস্তম্ ॥ ২৫

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেন। যাহার দ্বারা মানুষ সমস্ত কামনাকেই সেইভাবে প্রত্যাহার করিয়া থাকে, যেরূপ কচ্ছপ নিজের অঙ্গসকলকে সবদিক্ হইতে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে ॥ ১৩

রাজা যযাতি বলিয়াছিলেন,—যখন কোন মানুষ কাহারও নিকট হইতে ভীত হন্ না, যখন তাঁহার নিকট হইতেও কেহ ভীত হয় না এবং যখন তিনি কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না ও কাহাকেও দ্বেষ করেন না, তখন সেই মানুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৪

যখন এই মানুষ মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত ভূতগণের প্রতি পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে পাইয়া থাকেন ॥ ১৫

যাঁহার মান ও মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যিনি নানাপ্রকার বিষয়ের আসক্তিশূন্য এবং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই সাধু পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৬

কুন্তীনন্দন! আমি এখন যে কথা তোমাকে বলিব, উহা তুমি সমস্ত ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া শ্রবণ কর। অনেকে ধর্ম, অনেকে সদাচার এবং অন্য বহু ব্যক্তি আবার ধন লাভের আশায় চেষ্টা করিতে থাকেন ॥ ১৭

যে ব্যক্তি ধনের জন্য চেষ্টা করে, তাহার সে চেষ্টা না করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা ভাল; কারণ, ধন ও তাহার দ্বারা অর্জিত ধর্মে মহাদোষ দেখা যায় ॥১৮

আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি এবং তুমিও দেখিতে পাইতেছ যে, যে ব্যক্তি ধনোপার্জনের চেষ্টায় নিরত আছে, তাহার পক্ষে ত্যাজ্য কর্মসকল ত্যাগ করা অতিশয় কঠিন ॥ ১৯

যাহারা ধনের মোহে পতিত, তাহাদের মধ্যে সাধুতা দুর্লভ; কারণ, যাহারা অপরের দ্রোহ করিয়া থাকে, তাহাদেরই ধনলাভ হয়—ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, আবার সেই প্রাপ্ত ধন প্রকারান্তরে ধনীকে চৌরাদির ভয় দেখাইতে থাকিয়া তাহার প্রতিকূল হইয়া যায় ॥ ২০

শোক ও ভয়রহিত হইলেও যে মানুষ সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হয়, তাহার যদি অতি অল্পও ধনের তৃষ্ণা থাকে, তবে সে ঐ ধনের জন্য অপরের প্রতি এরূপ দ্রোহ করিতে থাকে যে, ভ্রূণহত্যার ন্যায় পাপকার্য্য করিয়াও সে সেই পাপের বিষয় বুঝিতে পারে না ॥ ২১

নিজেদের বেতন যথা সময়ে পাইলেও যখন ভৃত্যগণের সন্তোষ হয় না; তখন তাহারা প্রভুর প্রতি অপ্রসন্ন হয় এবং সেই ধনী দুর্লভ ধন প্রাপ্ত হইয়া যদি সেবকগণকে প্রভূত ধন দিতে বাধ্য হয়, তবে উহা প্রদান করত সে দস্যুভয়ের ন্যায় তাহাদের প্রতি ভীত হইয়া অনুতাপ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২২

দান ও যজ্ঞাদি কার্য্যসকল না করিলেও নির্ধন মানুষকে কে কি বলিতে পারে? সে দস্যু-তস্করাদি সর্বপ্রকার ভয় হইতে মুক্ত থাকিয়া সুখী হয়। দেবতাগণের সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াও কেহ ধন হইতে সুখী হয় না ॥ ২৩

এবিষয়ে যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণের দ্বারা গীত এক গাথা আছে, যাহা তিন বেদকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই গাথা যজ্ঞের প্রতিষ্ঠাকারিণী। পুরাতন বৃত্তান্তসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ॥ ২৪

বিধাতা যজ্ঞের জন্যই ধনের সৃষ্টি করিয়াছেন; এই কারণে সমস্ত ধনই যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। ভোগের জন্য ধনের ব্যবহার হিতকর নয় এবং প্রশস্তও নয় ॥ ২৫

এতৎ স্বার্থে চ কৌন্তেয় ধনং ধনবতাং বর ।
ধাতা দদাতি মর্ত্যেভ্যো যজ্ঞার্থমিতি বিদ্ধি তৎ ॥ ২৬
তস্মাদ্ বুধ্যন্তি পুরুষা ন হি তৎ কস্যচিদ্‌ধ্রুবম্ ।
শ্রদ্দধানস্ততো লোকো দদ্যাচ্চৈব যজেত চ ॥ ২৭
লব্ধস্য ত্যাগমিত্যাহুর্ন ভোগং ন চ সঞ্চয়ম্ ।
তস্য কিং সঞ্চয়েনার্থঃ কার্য্যে জ্যায়সি তিষ্ঠতি ॥২৮
যে স্বধর্মাদপেতেভ্যঃ প্রযচ্ছন্ত্যল্পবুদ্ধয়ঃ ।
শতং বর্ষাণি তে প্রেত্য পুরীষং ভুঞ্জতে জনাঃ ॥ ২৯
অনর্হতে যদ্ দদাতি ন দদাতি যদর্হতে ।
অর্হানর্হাপরিজ্ঞানাদ্ দানধর্মোঽপি দুষ্করঃ ॥ ৩০
লব্ধানামপি বিত্তানাং বোদ্ধব্যৌ দ্বাবতিক্রমৌ ।
অপাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ পাত্রে চাপ্রতিপাদনম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরবাক্যে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬

ধনবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়! বিধাতা মনুষ্যগণের স্বার্থের জন্তও যে ধন দিয়া থাকেন, উহাও যজ্ঞের নিমিত্তই জানিবে ॥ ২৬

সেইহেতু বুদ্ধিমান্ এই কথা বুঝিয়া থাকেন যে, ধন কখনও কোন একজনের নিকট স্থিরভাবে থাকে না ; অতএব শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি ধন দান করিবেন এবং উহা যজ্ঞে বিনিয়োগ করিবেন ॥ ২৭

প্রাপ্ত ধনের দান করাই উচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা ভোগে ব্যয় করা এবং সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় রাখা কর্ত্তব্য নহে। যাহার সম্মুখে অতিবৃহৎ কার্য্য যজ্ঞাদি রহিয়াছে, তাহার পক্ষে ধন সংগ্রহ করিয়া রাখার কি আবশ্যকতা আছে ? ২৮

যে সকল মন্দমতি মানুষ নিজ ধর্ম হইতে চ্যুত ব্যক্তিদিগকে ধনদান করে, সেই সব মানুষ মৃত্যুর পর শতবর্ষ পর্যন্ত নরকে থাকিয়া বিষ্ঠা ভোজন করিতে থাকে ॥ ২৯

মানুষ অনধিকারীকে ধন দান করে এবং অধিকারীকে ধন দান করে না,—এই উভয় কার্য্যই তাহার দোষ উৎপাদন করে। যোগ্য-অযোগ্য পাত্রের জ্ঞান না হইলে পর দান ধর্ম সম্পাদন করাও অতিশয় কঠিন হইয়া পড়ে ॥ ৩০

প্রাপ্ত ধনের ব্যবহার বিষয়ে দুই প্রকার অতিক্রম (কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন) আছে বলিয়া জানিবে। প্রথম অতিক্রম—অপাত্রকে ধন দান এবং দ্বিতীয় হইল—সুপাত্রে ধনদান না করা ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের বাক্যবিষয়ক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শোকাকুলতয়া দেহং ত্যক্তুমুদ্যতং যুধিষ্ঠিরং নিবার্য্য তস্মৈ ব্যাসদেবস্য প্রবোধদানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অভিমন্যৌ হতে বালে দ্রৌপদ্যাস্তনয়েষু চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে বিরাটে চ দ্রুপদে চ মহীপতৌ ॥ ১
বৃষসেনে চ ধর্মজ্ঞে ধৃষ্টকেতৌ তু পার্থিবে।
তথান্যেষু নরেন্দ্রেষু নানাদেশ্যেষু সংযুগে ॥ ২
ন চ মুঞ্চতি মাং শোকো জ্ঞাতিঘাতিনমাতুরম্।
রাজ্যকামুকমত্যুগ্রং স্ববংশোচ্ছেদকারিণম্ ॥ ৩
যস্যাঙ্কে ক্রীড়মানেন ময়া বৈ পরিবর্ত্তিতম্।
স ময়া রাজ্যলুব্ধেন গাঙ্গেয়ো যুধি পাতিতঃ ॥ ৪
যদা হ্যেনং বিঘূর্ণন্তমপশ্যং পার্থসায়কৈঃ।
কম্পমানং যথা বজ্রৈঃ প্রেক্ষ্যমাণং শিখণ্ডিনা ॥ ৫
জীর্ণসিংহমিব প্রাংশুং নরসিংহং পিতামহম্।
কীর্য্যমাণং শরৈর্দৃষ্ট্বা ভৃশং মে ব্যথিতং মনঃ ॥ ৬
প্রাঙ্মুখং সীদমানঞ্চ রথে পররথারুজম্।
ঘূর্ণমানং যথা শৈলং তদা মে কশ্মলোঽভবৎ ॥ ৭
যঃ স বাণধনুষ্পাণির্যোধয়ামাস ভার্গবম্।
বহূন্যহানি কৌরব্যঃ কুরুক্ষেত্রে মহামৃধে ॥ ৮
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং বারাণস্যাং নদীসুতঃ।
কন্যার্থমাহ্বয়দ্ বীরো রথেনৈকেন সংযুগে ॥ ৯
যেন চোগ্রায়ুধো রাজা চক্রবর্ত্তী দুরাসদঃ।
দগ্ধশ্চাস্ত্রপ্রতাপেন স ময়া যুধি ঘাতিতঃ ॥ ১০
স্বয়ং মৃত্যুং রক্ষমাণঃ পাঞ্চাল্যং যঃ শিখণ্ডিনম্।
ন বাণৈঃ পাতয়ামাস সোঽর্জ্জুনেন নিপাতিতঃ ॥ ১১
যদৈনং পতিতং ভূমাবপশ্যং রুধিরোক্ষিতম্।
তদৈবাবিশদত্যুগ্রো জ্বরো মাং মুনিসত্তম ॥ ১২

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[শোকবশতঃ যুধিষ্ঠিরকে দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করত ব্যাসদেব কর্ত্তৃক প্রবোধ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে বালক অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, রাজা দ্রুপদ, ধর্মজ্ঞ বৃষসেন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং নানা দেশের অধিপতিগণ ও অন্যান্য নরপতিগণও বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি জ্ঞাতিগণের ঘাতক, রাজ্য- লোভী, অত্যন্ত ক্রূর এবং নিজের বংশধ্বংসকারী ব্যক্তি। এই সব চিন্তা করিতে থাকায় আমাকে শোক পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে না এবং আমি অতিশয় আতুর হইয়া পড়িয়াছি ॥ ১-৩

যাঁহার ক্রোড়ে আমি খেলা করিতাম ও পরিবর্ত্তিত হইতাম (ওলট পালট করিতাম), সেই পিতামহ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকেও আমি রাজ্য-লোভে আহত করিয়া ভূপাতিত করিয়াছি ॥৪

যখন আমি দেখিলাম যে, অর্জ্জুনের বজ্রোপম বাণসমূহে আহত হইয়া বৃদ্ধ সিংহসদৃশ উন্নতদেহ পুরুষসিংহ আমার পিতামহ কম্পিত হইতেছেন এবং তিনি যেন ঘুরিতেছেন, শিখণ্ডী তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও তাঁহার দেহ বাণসকলে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন এই সব দেখিয়া আমার মনে অতিশয় ব্যথা উপস্থিত হইল ॥ ৫-৬

যিনি শত্রুদলের রথী বীরগণকেও পীড়াদান করিতে সমর্থ ছিলেন, তিনি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া নীরবে উপবেশন করত বাণসমূহের আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং যেরূপ পর্ব্বত ঘূর্ণিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অবস্থায় তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার যেন মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৭

কুরুকুলধুরন্ধর যে বীর কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া হস্তে ধনুর্বাণ ধারণ করত বহুদিন পর্য্যন্ত পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে বীর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম বারাণসী নগরীতে কাশীরাজের কন্যাগণের জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর একমাত্র রথের দ্বারা সেস্থানে সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয়নরপতিগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং যিনি দুর্জ্জয় চক্রবর্ত্তী রাজা উগ্রায়ুধকে নিজের অস্ত্রসকলের প্রতাপে দগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি যুদ্ধে বধ করাইয়াছি ॥ ৮-১০

যিনি নিজের মৃত্যুরূপে উপস্থিত পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডীকে স্বয়ংই রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বাণসমূহে ভূপাতিত করেন নাই, সেই পিতামহ ভীষ্মকে আমি অর্জ্জুনের দ্বারা ধরাশায়ী করাইয়াছি ॥ ১১

মুনিশ্রেষ্ঠ! যখন আমি পিতামহ ভীষ্মকে রক্তাপ্লুত হইয়া

যেন সংবর্দ্ধিতা বালা যেন স্ম পরিরক্ষিতাঃ।
স ময়া রাজ্যলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা ॥ ১৩
অল্পকালস্য রাজ্যস্য কৃতে মূঢ়েন ঘাতিতঃ।
আচার্য্যশ্চ মহেষ্বাসঃ সর্বপার্থিবপূজিতঃ ॥ ১৪
অভিগম্য রণে মিথ্যা পাপেনোক্তঃ সুতং প্রতি।
তন্মে দহতি গাত্রাণি যন্মাং গুরুরভাষত ॥ ১৫
সত্যমাখ্যাহি রাজংস্ত্বং যদি জীবতি মে সুতঃ।
সত্যমামর্ষয়ন্ বিপ্রো ময়ি তৎ পরিপৃষ্টবান্ ॥ ১৬
কুঞ্জরং চান্তরং কৃত্বা মিথ্যোপচরিতং ময়া।
সুভৃশং রাজলুব্ধেন পাপেন গুরুঘাতিনা ॥ ১৭
সত্যকঞ্চুকমুন্মুচ্য ময়া স গুরুরাহবে।
অশ্বত্থামা হত ইতি নিরুক্তঃ কুঞ্জরে হতে ॥ ১৮
কাঁল্লোকাংস্তু গমিষ্যামি কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
অঘাতয়ঞ্চ যৎ কর্ণং সমরেষ্বপলায়িনম্ ॥ ১৯
জ্যেষ্ঠভ্রাতরমত্যুগ্রং কো মত্তঃ পাপকৃত্তমঃ।
অভিমন্যুঞ্চ যদ্ বালং জাতং সিংহমিবাদ্রিষু ॥ ২০
প্রাবেশয়মহং লুব্ধো বাহিনীং দ্রোণপালিতাম্।
তদাপ্রভৃতি বীভৎসুং ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্ ॥ ২১
কৃষ্ণঞ্চ পুণ্ডরীকাক্ষং কিল্বিষী ভ্রূণহা যথা।
দ্রৌপদীং চাপি দুঃখার্তাং পঞ্চ পুত্রৈর্বিনাকৃতাম্ ॥ ২২
শোচামি পৃথিবীং হীনাং পঞ্চভিঃ পর্বতৈরিব।
সোঽহমাগস্করঃ পাপঃ পৃথিবীনাশকারকঃ ॥ ২৩
আসীন এবমেবেদং শোষয়িষ্যে কলেবরম্।
প্রায়োপবিষ্টং জানীধ্বমথ মাং গুরুঘাতিনম্ ॥ ২৪
জাতিষ্বন্যাস্বপি যথা ন ভবেয়ং কুলান্তকৃৎ।
ন ভোক্ষ্যে ন চ পানীয়মুপভোক্ষ্যে কথঞ্চন ॥ ২৫

ভূতলে পতিত হইতে দেখিলাম, সেই সময় আমার উপর অত্যন্ত ভয়ঙ্কর শোক জ্বরের আবেগ আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২

যিনি আমাদের বাল্যকাল হইতে ভরণ-পোষণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বদিক্ হইতে আমাদের রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকেই পাপী, রাজ্যলোভী, গুরুঘাতী ও মূর্খ আমি অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের জন্য বধ করাইয়াছি ॥ ১৩,

সমস্ত রাজগণের দ্বারা পূজিত, মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্যের নিকট যাইয়া পাপী আমি তাঁহার পুত্রের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছি ॥ ১৪½

সেই সময় গুরু দ্রোণাচার্য্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— রাজন্! যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তবে তুমি সত্য কথা বল। সেই বিপ্র সত্যের নির্ণয়ের জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যখন আমার এই কথা স্মরণ হয়, তখনই আমার সর্ব্বাঙ্গ শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে ॥ ১৫-১৬

কিন্তু অতিশয় রাজ্যে লুব্ধ হইয়া পাপী আমি গুরুকে হত্যা করিবার বাসনায় তাঁহাকে হস্তীর নামে নিজেকে আবৃত রাখিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছি এবং তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছি ॥ ১৭

আমি সত্যের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া যুদ্ধে অশ্বত্থামা নামে হাতীর মৃত্যুতে গুরুদেবকে বলিলাম যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে। (ইহাতে তিনি নিজের পুত্রই নিহত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন) ॥ ১৮

আমি এই সব অত্যন্ত দুষ্কর পাপকার্য্য করিয়া কোন্ লোকে গমন করিব? যুদ্ধে যিনি কখনও পলায়ন করেন না, সেই অতিশয় উগ্র পরাক্রমশালী নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ণকেও আমি বধ করাইয়াছি, অতএব আমা অপেক্ষা মহাপাপকারী ব্যক্তি আর কে আছে? ১৯,

আমি রাজ্যলোভে পতিত হইয়া যখন উৎপন্ন সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী অভিমন্যুকে দ্রোণাচার্য্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত কৌরব্য সৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম, তখন হইতেই ভ্রূণ-হত্যাকারীর ন্যায় পাপাচারী আমি অর্জুন ও কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেছি না ॥ ২০-২১½

পৃথিবী পঞ্চ পর্ব্বতহীন হইয়া যাইলে তাঁহার যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ নিজের পঞ্চ পুত্রহীন হইয়া দুঃখকাতরা দ্রৌপদীর জন্য আমার নিরন্তর শোক হইতেছে ॥ ২২,

অতএব আমি পাপী, অপরাধী ও সম্পূর্ণ পৃথিবীর বিনাশকারী, সেইজন্য এ স্থানে এইরূপে উপবিষ্ট এই নিজের দেহকে শুষ্ক করিয়া দিব ॥ ২৩,

আপনারা গুরুঘাতী আমাকে আমরণ অনশনের জন্য উপবিষ্ট বলিয়াই অবগত হউন, যাহাতে পর জন্মে আমি পুনরায় এরূপ নিজের কুলবিনাশকারী না হই ॥ ২৪½

তপোধনগণ! এখন আমি কোনরূপেই অন্নও ভক্ষণ করিব না এবং জলও পান করিব না। এ স্থানে অবস্থান করত আমি নিজের প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥২৫½

শোষয়িষ্যে প্রিয়ান্ প্রাণানিহস্থোঽহং তপোধনাঃ।
যথেষ্টং গম্যতাং কামমনুজানে প্রসাদ্য বঃ॥ ২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সর্ব্বে মামনুজানীত ত্যক্ষ্যামীদং কলেবরম্।
তমেবংবাদিনং পার্থং বন্ধুশোকেন বিহ্বলম্॥ ২৭

ব্যাস উবাচ।

নৈবমিত্যব্রবীদ্ ব্যাসো নিগৃহ্য মুনিসত্তমঃ।
অতিবেলং মহারাজ ন শোকং কর্তুমর্হসি॥ ২৮
পুনরুক্তং তু বক্ষ্যামি দিষ্টমেতদিতি প্রভো।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা জাতানাং প্রাণিনাং ধ্রুবম্॥২৮
বুদ্বুদা ইব তোয়েষু ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ॥ ৩০
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্।
সুখং দুঃখান্তমালস্যং দাক্ষ্যং দুঃখং সুখোদয়ম্।
ভূতিঃ শ্রীর্হ্রীর্ধৃতিঃ কীর্ত্তির্দক্ষে বসতি নালসে॥ ৩১
নালং সুখায় সুহৃদো নালং দুঃখায় শত্রবঃ।
ন চ প্রজ্ঞালমর্থেভ্যো ন সুখেভ্যোঽপ্যলং ধনম্॥ ৩২
যথা সৃষ্টোঽসি কৌন্তেয় ধাত্রা কর্ম্মসু তৎ কুরু।
অতএব হি সিদ্ধিস্তে নেশস্ত্বং কর্মণাং নৃপ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি ব্যাসবাক্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭

আমি আপনাদিগকে প্রসন্ন করত আপনাদের জানাইতেছি যে, আপনারা নিজ নিজ স্থানে ইচ্ছানুসারে গমন করুন। আপনারা সকলে আমাকে অনুমতি দান করুন যে, আমি অনশন করত এই দেহকে পরিত্যাগ করিব॥ ২৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! স্বীয় বন্ধুগণের শোকে বিহ্বল হইয়া যুধিষ্ঠিরকে এরূপ কথা বলিতে দেখিয়া মুনিবর ব্যাসদেব তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন—না, এরূপ হইতে পারে না॥ ২৭॥

ব্যাসদেব বলিলেন,—মহারাজ! তুমি সব সময় এরূপ শোক করিও না। প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! আমি পূর্ব্বে কথিত বাক্যই পুনরায় বলিতেছি,—এ সমস্তই প্রারব্ধের ফল॥ ২৮৷

যেরূপে জলে বুদ্বুদ উত্থিত হয় ও আবার উহাতেই মিশিয়া যায়, সেইরূপ জগতে উৎপন্ন প্রাণিগণের যে পরস্পর সংযোগ হইয়া থাকে, উহার শেষও নিশ্চয়ই বিয়োগেই হইয়া থাকে॥ ২৯।

সমস্ত সঞ্চয়ের শেষ ক্ষয়েই হইয়া থাকে, সকল উন্নতির অন্ত পতনে হয়, সংযোগের অন্ত বিয়োগে হইয়া থাকে এবং জীবনের অন্ত মরণে হয়॥ ৩০॥

আলস্য সুখরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার অন্তে দুঃখলাভ হইয়া থাকে এবং কার্যনৈপুণ্য দুঃখরূপে প্রতীত হয়, কিন্তু ইহা হইতে সুখের উদয় হয়। ইহা ব্যতীত—ঐশ্বর্য্য, লক্ষ্মী, লজ্জা, ধৃতি ও কীর্ত্তি—ইহারা কার্য্যদক্ষ পুরুষেই বাস করে—অলস পুরুষে নহে॥৩১

সুহৃদ্গণও সুখদান করিতে সমর্থ হন না, আবার শত্রুরাও দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে না। সেইরূপ প্রজ্ঞারাও ধনদান করিতে সমর্থ হয় না এবং ধনও সুখদান করিতে পারে না॥ ৩২

কুন্তীনন্দন! নৃপ! বিধাতা যেরূপ কর্ম্মসকলের জন্য তোমায় সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি সেই সকল কর্ম অনুষ্ঠান কর। তাহার দ্বারা তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। তুমি কর্ম্মসকল ত্যাগ করিবার অধিকারী নও॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[অশ্ম-জনকসংবাদমুল্লিখ্য প্রারব্ধস্য প্রবলতাং বর্ণয়তা ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জ্ঞাতিশোকাভিতপ্তস্য প্রাণানভ্যুৎসিসৃক্ষতঃ ।
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডুপুত্রস্য ব্যাসঃ শোকমপানুদৎ ॥ ১

ব্যাস উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
অশ্মগীতং নরব্যাঘ্র তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২

অশ্মানং ব্রাহ্মণং প্রাজ্ঞং বৈদেহো জনকো নৃপঃ
সংশয়ং পরিপপ্রচ্ছ দুঃখশোকসমন্বিতঃ ॥ ৩

জনক উবাচ ।

আগমে যদি বাপায়ে জ্ঞাতীনাং দ্রবিণস্য চ ।
নরেণ প্রতিপত্তব্যং কল্যাণং কথমিচ্ছতা ॥ ৪

অশ্মোবাচ ।

উৎপন্নমিমমাত্মানং নরস্যানন্তরং ততঃ ।
তানি তান্যনুবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৫

তেষামন্যতরাপত্তৌ যদ্ যদেবোপপদ্যতে ।
তদস্য চেতনামাশু হরত্যভ্রমিবানিলঃ ॥ ৬

অভিজাতোঽস্মি সিদ্ধোঽস্মি নাস্মি কেবলমানুষঃ ।
ইত্যেভির্হেতুভিস্তস্য ত্রিভিশ্চিত্তং প্রসিচ্যতে ॥ ৭

সম্প্রসক্তমনা ভোগান্ বিসৃজ্য পিতৃসঞ্চিতান্ ।
পরিক্ষীণঃ পরস্বানামাদানং সাধু মন্যতে ॥ ৮

তমতিক্রান্তমর্য্যাদমাদদানমসাম্প্রতম্ ।
প্রতিষেধন্তি রাজানো লুব্ধা মৃগমিবেষুভিঃ ॥ ৯

যে চ বিংশতিবর্ষা বা ত্রিংশদ্বর্ষাশ্চ মানবাঃ ।
পরেণ তে বর্ষশতান্ন ভবিষ্যন্তি পার্থিব ॥ ১০

তেষাং পরমদুঃখানাং বুদ্ধ্যা ভৈষজ্যমাচরেৎ ।
সর্বপ্রাণভৃতাং বৃত্তং প্রেক্ষমাণস্ততস্ততঃ ॥ ১১

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

[অশ্মাঋষি ও জনকের সংবাদের কথা উল্লেখ করিয়া প্রারব্ধের প্রবলতার কথা বলিতে বলিতে ব্যাসদেব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয় ! মহর্ষি ব্যাসদেব জ্ঞাতিগণের শোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া নিজের প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছুক পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের শোক এইভাবে দূর করিয়াছিলেন ॥ ১

ব্যাসদেব বলিলেন,—নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! জ্ঞানী পুরুষগণ এ প্রসঙ্গে অশ্মা ব্রাহ্মণের গীতসম্বন্ধযুক্ত এই প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, তুমি উহা শ্রবণ কর ॥ ২

কোন একদিন দুঃখ শোকে নিমগ্ন বিদেহরাজ জনক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ অশ্মকে নিজের মনের এই সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

জনক বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! জ্ঞাতি ও ধনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হইলে পর কল্যাণকামী মানুষের কিরূপ কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত ? ৪

অশ্মা বলিলেন,—রাজন্ ! মানুষের এই দেহ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহার সহিত সুখ ও দুঃখও তাহার অনুগমন করে ॥ ৫

এই সুখ-দুঃখের মধ্যে তাহার কোন না কোন একটি প্রাপ্তি হইতেই থাকে ; অতএব যেই সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইবে, তখনই উহা মানুষের জ্ঞানকে সেইভাবে হরণ করিয়া থাকে, যেরূপ বায়ু মেঘমণ্ডলকে উড়াইয়া লইয়া যায় ॥ ৬

ইহার ফলে "আমি উচ্চকুলসম্ভূত, আমি সিদ্ধ এবং আমি একজন সাধারণ মানুষ নহি" অহঙ্কারের এই ত্রিবিধ ধারা মানুষের চিত্তকে সিক্ত করিতে থাকে ॥ ৭

তারপর সেই মানুষ ভোগে আসক্তচিত্ত হইয়া ক্রমশঃ পিতৃ-পিতামহ কর্তৃক সঞ্চিত ধনরাশি যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া যায় এবং অপরের ধন গ্রহণ করাকে উত্তম উপায় মনে করিতে থাকে ॥ ৮

যেরূপ ব্যাধ নিজের বাণসকলের দ্বারা মৃগগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ মর্য্যাদা (শাস্ত্রবিধি) অতিক্রম করত অনুচিত উপায়ে অপরের ধন অপহরণকারী সেই মানুষকে রাজারা দণ্ডদানের দ্বারা কুপথে গমন হইতে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন ॥ ৯

রাজন্ ! বিশ অথবা ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে সকল মনুষ্য চৌর্য্যাদি কুমার্গে গমন করে, তাহারা শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১০

যে যে স্থলে সমস্ত প্রাণিগণের দুঃখদায়ক আচরণ অনুষ্ঠিত হইবে, উহা দর্শন করত রাজা বা জ্ঞানী ব্যক্তি সেই মহাদুঃখসকলকে নিবারণ করিবার জন্য বুদ্ধির দ্বারা ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন (অর্থাৎ উপদেশাদির দ্বারা তাহাদিগকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহাদের মহাদুঃখসকলের প্রতীকার করিবেন) ॥ ১১

মানসানাং পুনর্যোনির্দুঃখানাং চিত্তবিভ্রমঃ।
অনিষ্টোপনিপাতো বা তৃতীয়ং নোপপদ্যতে ॥ ১২
এবমেতানি দুঃখানি তানি তানীহ মানবম্।
বিবিধান্যুপবর্তন্তে তথা সংস্পর্শজান্যপি ॥ ১৩
জরা-মৃত্যূ হি ভূতানাং খাদিতারৌ বৃকাবিব।
বলিনাং দুর্বলানাঞ্চ হ্রস্বানাং মহতামপি ॥ ১৪
ন কশ্চিজ্জাত্বতিক্রামেজ্জরা-মৃত্যূ হি মানবঃ।
অপি সাগরপর্য্যন্তাং বিজিত্যেমাং বসুন্ধরাম্ ॥ ১৫
সুখং বা যদি বা দুঃখং ভূতানাং পর্য্যুপস্থিতম্।
প্রাপ্তব্যমবশৈঃ সর্বং পরিহারো ন বিদ্যতে ॥ ১৬
পূর্বে বয়সি মধ্যে বাপ্যুত্তরে বা নরাধিপ।
অবর্জনীয়াস্তেঽর্থা বৈ কাঙ্ক্ষিতা যে ততোঽন্যথা ॥ ১৭
অপ্রিয়ৈঃ সহ সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সুপ্রিয়ৈঃ।
অর্থানর্থৌ সুখং দুঃখং বিধানমনুবর্ত্ততে ॥ ১৮

মনুষ্যগণের বারংবার দুঃখপ্রাপ্তির কারণ হইল দুই প্রকার,—চিত্তের ভ্রম ও অনিষ্টাগম। এ বিষয়ে তৃতীয় কোন কারণ পাওয়া যায় না ॥ ১২

এইরূপ এই দুই কারণেই ভিন্ন ভিন্ন দুঃখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিষয়সমূহের আসক্তিতেও দুঃখলাভ হয় ॥ ১৩

বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু—এই দুইটি দুইটি চিতাবাঘের তুল্য, ইহারা বলবান্, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীকেই ভক্ষণ করে ॥ ১৪

কোন মানুষই কখনও বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতে সমর্থ হয় না। ইহারা এই সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জয় করিয়াছে ॥ ১৫

প্রাণিগণের নিকট যে সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হয়, উহা সকলকেই বিবশ হইয়া সহ্য করিতে হয়; কারণ, ইহাকে অতিক্রম করিবার কোনই উপায় নাই। ১৬

হে নরাধিপ! বাল্যকালে, যুবাবয়সে অথবা বার্দ্ধক্যকে—কখনও না কখনও অনিবার্য্যরূপে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, যাহাকে মানুষ তাহার বিপরীতরূপে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। (অর্থাৎ সুখের পর সুখই কামনা করে, কিন্তু তাহাকে কষ্ট ভোগও করিতে হয়) ॥ ১৭

অপ্রিয় বস্তুসকলের সহিত সংযোগ, অত্যন্ত প্রিয় বস্তুসমূহের বিয়োগ, অর্থ, অনর্থ, সুখ ও দুঃখ—এ সকলের প্রাপ্তি প্রারব্ধের বিধানানুসারে হইয়া থাকে ॥ ১৮

প্রাদুর্ভাবশ্চ ভূতানাং দেহত্যাগস্তথৈব চ।
প্রাপ্তির্ব্যায়ামযোগশ্চ সর্বমেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৯
গন্ধ-বর্ণ-রস স্পর্শা নিবর্তন্তে স্বভাবতঃ।
তথৈব সুখ-দুঃখানি বিধানমনুবর্ততে ॥ ২০
আসনং শয়নং যানমুত্থানং পান-ভোজনম্।
নিয়তং সর্বভূতানাং কালেনৈব ভবত্যুত ॥ ২১
বৈদ্যাশ্চাপ্যাতুরাঃ সন্তি বলবন্তশ্চ দুর্বলাঃ।
শ্রীমন্তশ্চাপরে ষণ্ডা বিচিত্রঃ কালপর্য্যয়ঃ ॥ ২২
কুলে জন্ম তথা বীর্য্যমারোগ্যং রূপমেব চ।
সৌভাগ্যমুপভোগশ্চ ভবিতব্যেন লভ্যতে ॥ ২৩
সন্তি পুত্রাঃ সুবহবো দরিদ্রাণামনিচ্ছতাম্।
নাস্তি পুত্রঃ সমৃদ্ধানাং বিচিত্রং বিধিচেষ্টিতম্ ॥ ২৪
ব্যাধিরগ্নির্জলং শস্ত্রং বুভুক্ষাশ্চাপদো বিষম্।
জ্বরশ্চ মরণং জন্তোরুচ্চাচ্চ পতনং তথা ॥ ২৫

প্রাণিগণের উৎপত্তি, দেহত্যাগ, লাভ ও ক্ষতি—এ সমস্তই প্রারব্ধের আধারেই অবস্থিত আছে ॥ ১৯

যেরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ স্বভাবতই আসিয়া থাকে ও নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্য সুখ এবং দুঃখসকল প্রারব্ধানুসারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০

সকল প্রাণীরই উপবেশন, শয়ন, গমনাগমন, উত্থান, পান ও ভোজন—এসমস্ত কার্য্যই সময় অনুসারে নিয়ত রূপে হইতে থাকে ॥ ২১

এ জগতে বৈদ্য ও রোগী, বলবান্ ও দুর্ব্বল এবং সুশ্রী পুরুষ ও বিশ্রী নপুংসক—এইরূপ যুগপৎ বহু ব্যক্তি রহিয়াছে। অতএব কালেরই গতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ২২

উত্তম কুলে জন্ম, বল পরাক্রম, আরোগ্য, রূপ, সৌভাগ্য ও উপভোগ সামগ্রী—এ সমস্তই ভবিতব্য অনুসারে লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৩

যাহারা দরিদ্র ও সন্তানের কামনা করে না, তাহাদের বহু পুত্র হইয়া থাকে এবং যাহারা ধনী, তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও আবার একটিও পুত্র লাভ হয় না, অতএব বিধাতার কার্য্য অতিশয় বিচিত্র ॥ ২৪

রোগ, অগ্নি, জল, অস্ত্র, ক্ষুধা, পিপাসা, বিপত্তি, বিষ, জ্বর ও উচ্চস্থান হইতে পতন—এ সমস্ত জীবের মৃত্যুর কারণ। জন্মের সময় যাহার জন্য প্রারব্ধবশতঃ যে নিমিত্ত নির্দিষ্ট করিয়া

নির্ম্মাণে যস্য যদ্ দিষ্টং তেন গচ্ছতি সেতুনা।
দৃশ্যতে নাপ্যতিক্রামন্ন নিষ্ক্রান্তোঽথবা পুনঃ ॥ ২৬
দৃশ্যতে চাপ্যতিক্রামন্ননিগ্রাহ্যোঽথবা পুনঃ।
দৃশ্যতে হি যুবৈবেহ বিনশ্যন্ বসুমান্ নরঃ।
দরিদ্রশ্চ পরিক্লিষ্টঃ শতবর্ষো জরান্বিতঃ ॥ ২৭
অকিঞ্চনাশ্চ দৃশ্যন্তে পুরুষাশ্চিরজীবিনঃ।
সমৃদ্ধে চ কুলে জাতা বিনশ্যন্তি পতঙ্গবৎ ॥ ২৮
প্রায়েণ শ্রীমতাং লোকে ভোক্তুং শক্তির্ন বিদ্যতে।
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্য্যন্তে দরিদ্রাণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২৯
অহমেতৎ করোমীতি মন্যতে কালনোদিতঃ।
যদ্ যদিষ্টমসন্তোষাদ্ দুরাত্মা পাপমাচরেৎ ॥ ৩০
মৃগয়াক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ পানং প্রসঙ্গা নিন্দিতা বুধৈঃ।
দৃশ্যন্তে পুরুষাশ্চাত্র সম্প্রযুক্তা বহুশ্রুতাঃ ॥ ৩১

দেওয়া হইয়াছে, উহাই তাহার অদৃষ্ট, অতএব তাহার দ্বারা সে গমন করে অর্থাৎ পরলোকে গমন করে ॥ ২৫২

কাহাকেও এই অদৃষ্টকে উল্লঙ্ঘন করিতে দেখা যায় না কিংবা পূর্ব্বে কেহই ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, এরূপও দেখা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি যে (তপস্যাদি প্রবল পুরুষার্থের দ্বারা) দৈবের নিয়ন্ত্রণে থাকিবার যোগ্য হন্ না, তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টকে উল্লঙ্ঘন করিতেও দেখা যায় ॥ ২৬২

এ জগতে ধনী মানুষও যুবক অবস্থায় নষ্ট হয়—ইহা দেখা যায়, আবার ক্লেশে পতিত দরিদ্রও শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে—ইহাও দেখা যায় ॥২৭

যাহার নিকট কিছুই নাই, এরূপ দরিদ্রকেও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকিতে দেখা যায়। ধনীর বংশে উৎপন্ন মনুষ্যকেও কীট পতঙ্গের ন্যায় নষ্ট হইতে দেখা যায় ॥ ২৮

জগতে প্রায় ধনবান্‌গণের ভোজন করিয়া উহা পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না, কিন্তু দরিদ্রদিগের উদরে কাষ্ঠও সর্ব্বতোভাবে পরিপাক হইয়া যায় ॥ ২৯

দুরাত্মা মনুষ্য কালপ্রেরিত হইয়া এই অভিমান করিতে থাকে যে, আমি ইহা করিব। তাহার পর অসন্তোষবশতঃ তাহার যাহা যাহা অভিরুচি হয়, সেই সব পাপপূর্ণ কার্য্যও সে করিতে থাকে ॥ ৩০

জ্ঞানী পুরুষগণ মৃগয়া (শিকার করা), পাশাখেলা, স্ত্রীগণের সংসর্গে থাকা, মদ্যপান এবং অসৎসংসর্গ—এই সকলকে নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই সব পাপকর্ম্মে বহু শাস্ত্র শ্রবণ ও অধ্যয়নকারী পুরুষগণকেও সংলগ্ন থাকিতে দেখা যায় ॥ ৩১

ইতি কালেন সর্বর্থানীপ্সিতানীপ্সিতানিহ।
স্পৃশন্তি সর্বভূতানি নিমিত্তং নোপলভ্যতে ॥ ৩২
বায়ুমাকাশমগ্নিঞ্চ চন্দ্রাদিত্যাবহঃক্ষপে।
জ্যোতীংষি সরিতঃ শৈলান্ কঃ করোতি বিভর্ত্তি চ ॥৩৩
শীতমুষ্ণং তথা বর্ষং কালেন পরিবর্ততে।
এবমেব মনুষ্যাণাং সুখ-দুঃখে নরর্ষভ ॥ ৩৪
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ।
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবম্ ॥ ৩৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহোদধৌ।
সমেত্য চ ব্যপেয়াতাং তদ্বদ্ ভূতসমাগমঃ ৩৬
যে চৈব পুরুষাঃ স্ত্রীভির্গীতবাদ্যৈরুপস্থিতাঃ।
যে চানাথাঃ পরান্নাদাঃ কালস্তেষু সমক্রিয়ঃ ॥ ৩৭

এইরূপে কালপ্রভাবে সমস্ত প্রাণী ইষ্ট ও অনিষ্ট পদার্থসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে অদৃষ্ট ব্যতীত আর অন্য কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ৩২

বায়ু, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, দিন, রাত্রি, নক্ষত্র, নদী ও পর্ব্বতসকলকে কাল ব্যতীত অন্য কে নির্ম্মাণ করিতে এবং ধারণ করিতে পারেন? ৩৩

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল প্রভৃতি ঋতুসমূহও কালেরই প্রেরণায় পরিবর্তিত হইতে থাকে, নরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ মনুষ্যগণের সুখ দুঃখও কালেরই দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় ॥ ৩৪

বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর বশীভূত মনুষ্যকে না ঔষধ, না মন্ত্র, না হোম এবং না জপ রক্ষা করিতে পারে ॥ ৩৫

যেরূপ মহাসাগরে কোন কাষ্ঠ এক দিক হইতে আসিয়া এবং অপর কোন কাষ্ঠ অন্য দিক্ হইতে আসিয়া অল্পকালের জন্য মিলিত হইয়া পুনরায় বিযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ এ জগতে প্রাণীগণেরও সংযোগ ও বিয়োগ হইতে থাকে ॥ ৩৬

জগতে যে সব ধনবান্ পুরুষগণের প্রীতিবিধানের জন্য বহু সুন্দরী গীত ও বাদ্যাদির দ্বারা তাহাদের সেবায় নিরতা থাকে, তাহাদের প্রতি যে সব অনাথ পুরুষ পরের অন্নের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিতে থাকে, ইহাদের সকলেরই প্রতি কাল সমান ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি কস্য তে কস্য বা বয়ম্ ॥ ৩৮
নৈবাস্য কশ্চিদ্ ভবিতা নায়ং ভবতি কস্যচিৎ।
পথি সঙ্গতমেবেদং দারবন্ধুসুহৃজ্জনৈঃ ॥ ৩৯
ক্বাসে ক চ গমিষ্যামি কো ন্বহং কিমিহাস্থিতঃ।
কস্মাৎ কিমনুশোচেয়মিত্যেবং স্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৪০
অনিত্যে প্রিয়সংবাসে সংসারে চক্রবদ্গতৌ।
পথি সঙ্গতমেবৈতদ্ ভ্রাতা মাতা পিতা সখা ॥৪১
ন দৃষ্টপূর্বং প্রত্যক্ষং পরলোকং বিদুর্বুধাঃ।
আগমাংস্ত্বনতিক্রম্য শ্রদ্ধাতব্যং বুভূষতা ॥ ৪২
কুর্বীত পিতৃদৈবত্যং ধর্ম্যাণি চ সমাচরেৎ।
যজেচ্চ বিদ্বান্ বিধিবৎ ত্রিবর্গং চাপ্যুপাচরেৎ ॥ ৪৩
সংনিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
জরামৃত্যুমহাগ্রাহে ন কশ্চিদববুধ্যতে ॥ ৪৪
আয়ুর্বেদমধীয়ানাঃ কেবলং সপরিগ্রহাঃ।
দৃশ্যন্তে বহবো বৈদ্যা ব্যাধিভিঃ সমভিপ্লুতাঃ ॥৪৫
তে পিবন্তঃ কষায়াংশ্চ সর্পীংষি বিবিধানি চ।
ন মৃত্যুমতিবর্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ ॥ ৪৬
রসায়নবিদশ্চৈব সুপ্রযুক্তরসায়নাঃ।
দৃশ্যন্তে জরয়া ভগ্না নগা নাগৈরিবোত্তমৈঃ ॥ ৪৭
তথৈব তপসোপেতাঃ স্বাধ্যায়াভ্যসনে রতাঃ।
দাতারো যজ্ঞশীলাশ্চ ন তরন্তি জরান্তকৌ ॥ ৪৮
ন হ্যহানি নিবর্তন্তে ন মাসা ন পুনঃ সমাঃ।
জাতানাং সর্বভূতানাং ন পক্ষা ন পুনঃ ক্ষপাঃ ॥ ৪৯
সোঽয়ং বিপুলমধ্বানং কালেন ধ্রুবমধ্রুবঃ।
নরোঽবশঃ সমভ্যেতি সর্বভূতনিষেবিতম্ ॥ ৫০

এ জগতে বহুবার জন্মগ্রহণ করত সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রগণের সুখ অনুভব করা হইয়াছে, কিন্তু এখন তাঁহারা কাহার এবং আমরাই বা তাঁহাদের কে? ৩৮

বস্তুতঃ জগতে এই জীবের কেহ চিরসম্পর্কী হইবে না এবং সেও কাহারও চিরসম্পর্কী নয়। যেরূপ পথে চলিবার সময় অন্য পথিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেইরূপ এ জগতে ভ্রাতা-বন্ধু, স্ত্রী পুত্র এবং সুহৃদ্গণের সহিত মিলন হইয়া সম্পর্ক স্থাপিত হয় ॥ ৩৯

অতএব বিবেকবান্ পুরুষের নিজের মনে এই বিচার করা উচিত যে, আমি কোথায় কোন স্থানে যাইব, এ জগতে কিজন্য আসিয়াছি এবং কিজন্য কাহার উদ্দেশ্যে শোক করিব? ৪০

এই সংসার চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ইহার মধ্যে প্রিয় জনগণের সহবাস অনিত্য। এ স্থানে ভ্রাতা, মিত্র, পিতা ও মাতা প্রভৃতির সহিত মিলন পথিমধ্যে মিলিত পথিকগণের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৪১

যদিও জ্ঞানী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, পরলোক প্রত্যক্ষ দেখা যায় না এবং পূর্ব্বে কেহই তাহাকে দর্শন করে নাই, তথাপি নিজের কল্যাণকামী পুরুষের পক্ষে শাস্ত্রের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া তাহার উপর বিশ্বাস স্থির রাখা কর্ত্তব্য ॥ ৪২

বিদ্বান্ পুরুষ পিতৃগণের শ্রাদ্ধ ও দেবতাদিগের যজন করিবেন। ধর্ম্মানুকূল কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিবেন ও যজ্ঞ করিবেন এবং বিধি অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ করিবেন ॥ ৪৩

যাহার মধ্যে বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুরূপী বড় বড় গ্রাহ (হিংস্রজলজন্তু)-সকল পূর্ণ হইয়া আছে, আর সেই গম্ভীর কালসাগরে দৃশ্যমান সম্পূর্ণ জগৎ নিমজ্জিত আছে, কিন্তু কেহই ইহা বুঝিতে পারেন না ॥ ৪৪

কেবল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নকারী বহু চিকিৎসকগণকেও পরিবার-বর্গের সহিত রোগসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায় ॥ ৪৫

তাঁহারা বহুপ্রকারের রসায়ন ঔষধ ভক্ষণ ও নানা প্রকার ঘৃত পান করিতে থাকিলেও যেরূপ মহাসাগর নিজের তীরভাগ উল্লঙ্ঘন করিয়া যায় না, সেইরূপ মৃত্যুকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না ॥ ৪৬

রসায়ন-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৈদ্যগণকে নিজের জন্য রসায়ন সকলের উত্তমরূপে প্রয়োগ করিয়াও বার্দ্ধক্যের দ্বারা সেইরূপ জর্জরিত হইয়া পড়িতে দেখা যায়, যেরূপ শ্রেষ্ঠ হস্তীদিগের আঘাতে ভগ্ন বৃক্ষসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭

সেইরূপ শাস্ত্রসকলের স্বাধ্যায় ও অভ্যাসে নিরত বিদ্বান্, তপস্বী, দানী এবং যজ্ঞশীল পুরুষগণও জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারেন না ॥ ৪৮

সংসারে জন্মগ্রহণকারী সকল প্রাণীদিগেরই দিবস, রজনী, বর্ষ, মাস ও পক্ষ একবার অতিবাহিত হইয়া যাইলে উহা আর ফিরিয়া আসে না ॥ ৪৯

মৃত্যুর এই বিশাল পথের সেবা সকল প্রাণীকেই করিতে হয়। এই অনিত্য মানবকেও কালের দ্বারা বিবশ হইয়া সর্ব্বদা অবিচলিত মৃত্যুর পথেই গমন করিতে হয় ॥ ৫০

দেহো বা জীবতোঽভ্যেতি জীবো বাভ্যেতি দেহতঃ।
পথি সঙ্গমমভ্যেতি দারৈরন্যৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৫১

নায়মত্যন্তসংবাসো লভ্যতে জাতু কেনচিৎ।
অপি স্বেন শরীরেণ কিমুতান্যেন কেনচিৎ ॥ ৫২

ক নু তেঽদ্য পিতা রাজন্ ক নু তেঽদ্য পিতামহাঃ।
ন ত্বং পশ্যসি তানদ্য ন ত্বাং পশ্যন্তি তেঽনঘ ॥ ৫৩

ন চৈব পুরুষো দ্রষ্টা স্বর্গস্য নরকস্য চ।
আগমস্তু সতাং চক্ষুর্নৃপতে তমিহাচর ॥ ৫৪

চরিতব্রহ্মচর্য্যো হি প্রজায়েত যজেত চ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামানৃণ্যাদনসূয়কঃ ॥ ৫৫

স যজ্ঞশীলঃ প্রজনে নিবিষ্টঃ
প্রাগ্ ব্রহ্মচারী প্রবিবিক্তচক্ষুঃ।
আরাধয়েৎ স্বর্গমিমঞ্চ লোকং
পরঞ্চ মুক্ত্বা হৃদয়ব্যলীকম্ ॥ ৫৬

সমং হি ধর্মং চরতো নৃপস্য
দ্রব্যাণি চাভ্যাহরতো যথাবৎ।
প্রবৃত্তধর্মস্য যশোঽভিবর্ধতে
সর্বেষু লোকেষু চরাচরেষু ॥ ৫৭

ইত্যেবমাজ্ঞায় বিদেহরাজো
বাক্যং সমগ্রং পরিপূর্ণহেতুঃ।
অশ্মানমামন্ত্র্য বিশুদ্ধবুদ্ধি-
র্যযৌ গৃহং স্বং প্রতি শান্তশোকঃ ॥৫৮

তথা ত্বমপ্যচ্যুত মুঞ্চ শোক-
মুত্তিষ্ঠ শক্রোপম হর্ষমেহি।
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ মহী জিতা তে
তাং ভুঙ্‌ক্ষ্ব কুন্তীসুত মাবমংস্থাঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
ব্যাসবাক্যেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮

(আস্তিক মতানুসারে) জীব (চেতন) হইতে দেহের উৎপত্তি হউক অথবা (নাস্তিক মতানুসারে) দেহ হইতেই জীবের উৎপত্তি হউক, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যে মিলন হয়, উহা পথে গমন করিবার সময় পথিকগণের সহিত মিলনের ন্যায় অল্পকালই হইয়া থাকে ॥৫১

কোন ব্যক্তিরই সর্ব্বদা কোন অন্য এক ব্যক্তির সহিত একস্থানে থাকিবার সুযোগ হয় না। যখন নিজের দেহেরই সহিত বহুদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ থাকে না, তখন আর অপর কাহার সহিত সেই সম্বন্ধ থাকিতে পারে ? ৫২

রাজন্ ! আজ তোমার পিতা কোথায় ? আজ তোমার পিতামহই বা কোথায় গিয়াছেন ? নিষ্পাপ নরেশ ! আজ তুমি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না এবং না তাঁহারা তোমায় দেখিতে পাইতেছেন ॥ ৫৩

কোনও মানুষই জগৎ হইতে এই স্থূল নয়নদ্বয়ের দ্বারা স্বর্গ ও নরককে দেখিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের দেখিবার জন্য সৎ পুরুষগণের নিকট শাস্ত্রই একমাত্র নেত্র ; নৃপতে ! অতএব তুমি এস্থানে সেই শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করিয়া চল ॥ ৫৪

মানুষ প্রথমে পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করত গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে এবং পিতৃঋণ, দেবঋণ ও মনুষ্য ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সন্তানোৎপাদন এবং যজ্ঞ করিবে, কাহারও প্রতি দোষদৃষ্টি রাখিবে না ॥ ৫৫

মানুষ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করত সন্তানোৎপাদনের জন্য বিবাহ করিবে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলকে পবিত্র রাখিবে এবং স্বর্গলোক ও ইহলোকের সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের শোক-সন্তাপ দূর করত যজ্ঞপরায়ণ হইয়া পরমাত্মার আরাধনা করিতে থাকিবে ॥ ৫৬

রাজা যদি নিয়মপূর্ব্বক প্রজাগণের নিকট হইতে কররূপে দ্রব্যগ্রহণ করেন এবং রাগ-দ্বেষহীন হইয়া রাজধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন, তবে সেই ধর্ম্মপরায়ণ নরেশের সুযশ সম্পূর্ণ চরাচর জগতে বিস্তৃত হইয়া থাকে ॥ ৫৭

নির্ম্মল বুদ্ধিবিশিষ্ট বিদেহরাজ জনক অশ্মার এই যুক্তিপূর্ণ সমগ্র উপদেশ শ্রবণ করত শোকরহিত হইয়া যাইলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ৫৮

নিজ ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী কুন্তীনন্দন তুমি শোক পরিত্যাগ কর, উঠ এবং হৃদয়ে হর্ষ ধারণ কর। তুমি নিজ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবীকে জয় করিয়াছ, অতএব ইহাকে উপভোগ কর। তুমি ইহাকে অবহেলা করিও না ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসদেবের বাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণেন নারদ সৃঞ্জয়সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শরাজোপাখ্যানং শ্রাবয়িত্বা যুধিষ্ঠিরস্য শোকং নিবারয়িতুমুদ্যোগঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অব্যাহরতি রাজেন্দ্র ধর্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে।
গুডাকেশো হৃষীকেশমভ্যভাষত পাণ্ডবঃ ॥ ১
অর্জুন উবাচ।
জ্ঞাতিশোকাভিসন্তপ্তো ধর্মপুত্রঃ পরন্তপঃ।
এষ শোকার্ণবে মগ্নস্তমাশ্বাসয় মাধব ॥ ২
সর্বে স্ম তে সংশয়িতাঃ পুনরেব জনার্দন।
অস্য শোকং মহাবাহো প্রণাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু গোবিন্দো বিজয়েন মহাত্মনা।
পর্য্যবর্তত রাজানং পুণ্ডরীকেক্ষণোঽচ্যুতঃ ॥ ৪
অনতিক্রমণীয়ো হি ধর্মরাজস্য কেশবঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি গোবিন্দঃ প্রীত্যা চাভ্যধিকোঽর্জুনাৎ ॥ ৫
সম্প্রগৃহ্য মহাবাহুর্ভুজং চন্দনভূষিতম্।
শৈলস্তম্ভোপমং শৌরিরুবাচাভিবিনোদয়ন্ ॥ ৬
শুশুভে বদনং তস্য সুদংষ্ট্রং চারুলোচনম্।
ব্যাকোশমিব বিস্পষ্টং পদ্মং সূর্য্য ইবোদিতে ॥ ৭
বাসুদেব উবাচ।
মা কৃথাঃ পুরুষব্যাঘ্র শোকং ত্বং গাত্রশোষণম্।
ন হি তে সুলভা ভূয়ো যে হতাস্মিন্ রণাজিরে ॥ ৮
স্বপ্নলব্ধা যথা লাভা বিতথাঃ প্রতিবোধনে।
এবং তে ক্ষত্রিয়া রাজন্ যে ব্যতীতা মহারণে ॥ ৯
সর্বেঽপ্যভিমুখাঃ শূরা বিজিতা রণশোভিনঃ।
নৈষাং কশ্চিৎ পৃষ্ঠতো বা পলায়ন্ বাপি পাতিতঃ ॥ ১০
সর্বে ত্যক্ত্বাঽঽত্মনঃ প্রাণান্ যুদ্ধ্বা বীরা মহামৃধে।
শস্ত্রপূতা দিবং প্রাপ্তা ন তান্ শোচিতুমর্হসি ॥ ১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নারদ-সৃঞ্জয় সংবাদপ্রসঙ্গে ষোড়শ সংখ্যক রাজার উপাখ্যান শুনাইয়া যুধিষ্ঠিরের শোক নিবারণের উদ্যোগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সকলেই এইভাবে বুঝাইতে থাকিলে পরও যখন ধর্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির নীরব রহিলেন, তখন পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

অর্জুন বলিলেন,—মাধব! শত্রুদিগের সন্তাপদায়ক এই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং জ্ঞাতিগণের শোকে সন্তপ্ত হইয়া শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। আপনি ইঁহাকে ধৈর্য্যদান করুন ॥ ২

মহাবাহু জনার্দ্দন! আমরা সকলে পুনরায় সেই মহাসংশয়ে পতিত হইয়াছি। আপনি ইঁহার শোকনাশ করুন ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা অর্জুন এই কথা বলিলে পর স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত কমললোচন ভগবান্ গোবিন্দ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে ঘুরিয়া বসিলেন ॥ ৪

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা কখনও উল্লঙ্ঘন করিতেন না, কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অর্জুন অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন ॥ ৫

মহাবাহু গোবিন্দ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভের ন্যায় চন্দন-চর্চ্চিত বাহু স্বীয় হস্তে ধারণ করত তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

সেই সময় সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তিতে সুশোভিত ও মনোহর নেত্রদ্বয়ে ভূষিত তাঁহার বদন সূর্য্যোদয়ের সময় পূর্ণরূপে বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ॥ ৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি শোক করিও না। শোক ত' দেহকে শুষ্ক করিয়া দেয়। এই সমরাঙ্গণে যে সকল বীর নিহত হইয়াছে, তাহারা পুনরায় সহজে মিলিত হইবে, ইহা অসম্ভব ॥ ৮

রাজন্! যেরূপ স্বপ্নে লব্ধ ধনসকল জাগরিত হইলেই মিথ্যা হইয়া যায়, সেইরূপ যে সব ক্ষত্রিয় মহারণে নিহত হইয়াছে, তাহাদের দর্শন এখন অতিশয় দুর্লভ ॥ ৯

সংগ্রামে সুশোভিত এই সব বীরবর যোদ্ধারা শত্রুদের সম্মুখীন হইয়া পরাজিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহই পৃষ্ঠে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া এবং যুদ্ধ ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে করিতে নিহত হয় নাই ॥ ১০

সকল বীরই মহাযুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে নিজ নিজ প্রাণত্যাগ করত অস্ত্রসকলের দ্বারা পবিত্র হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছে; অতএব তোমার তাহাদের জন্য শোক করা উচিত হইবে না ॥ ১১

ক্ষত্রধর্মরতাঃ শূরা বেদ-বেদাঙ্গপারগাঃ।
প্রাপ্তা বীরগতিং পুণ্যাং তান্ ন শোচিতুমর্হসি ॥ ১২
মৃতান্ মহানুভাবাংস্ত্বং শ্রুত্বৈব পৃথিবীপতীন্।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১৩
সৃঞ্জয়ং পুত্রশোকার্তং যথায়ং নারদোঽব্রবীৎ।
সুখ-দুঃখৈরহং ত্বঞ্চ প্রজাঃ সর্বাশ্চ সৃঞ্জয় ॥ ১৪
অবিমুক্তা মরিষ্যামস্তত্র কা পরিদেবনা।
মহাভাগ্যং পুরা রাজ্ঞাং কীর্ত্যমানং ময়া শৃণু ॥ ১৫
গচ্ছাবধানং নৃপতে ততো দুঃখং প্রহাস্যসি।
মৃতান্ মহানুভাবাংস্ত্বং শ্রুত্বৈব পৃথিবীপতীন্ ॥ ১৬
শমমানয় সন্তাপং শৃণু বিস্তরশশ্চ মে।
ক্রূরগ্রহাভিশমনমায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্ ॥ ১৭
অগ্রিমাণাং ক্ষিতিভুজামুপাদানং মনোহরম্।
আবিক্ষিতং মরুত্তঞ্চ মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ১৮

ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে তৎপর, বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী এই বীরবর নরপতিগণ পুণ্যময়ী বীর-গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে নিহত মহানুভব ভূপতিগণের চরিত্র শ্রবণ করত এই বন্ধু বান্ধববৃন্দের জন্ম তুমি শোক করিও না ॥ ১২৷

এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দেওয়া হয়—যেরূপ এই দেবর্ষি নারদ পুত্রশোকে পীড়িত রাজা সৃঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন ॥ ১৩৷

সৃঞ্জয়! আমি, তুমি ও এই সমস্ত প্রজাবর্গ কেহই সুখ ও দুঃখের বন্ধন হইতে মুক্ত নহি এবং একদিন আমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করিব। সুতরাং সে বিষয়ে শোক করিবার কি আছে? ॥ ১৪৷

নৃপতে! আমি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের মহাসৌভাগ্যের বিষয় বর্ণনা করিব। তুমি উহা শ্রবণ কর এবং সাবধান হইয়া যাও। ইহাতে তোমার দুঃখ দূর হইয়া যাইবে ॥ ১৫৷

মৃত মহানুভব ভূপতিগণের নাম শ্রবণ করিয়াই তুমি নিজের মানসিক সন্তাপকে শান্ত কর এবং আমার নিকট হইতে সবিস্তারে তাঁহাদের সকলের পরিচয় শ্রবণ কর ॥ ১৬৷

সেই পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শ্রবণযোগ্য মনোহর বৃত্তান্ত অতিশয় উত্তম, ক্রূরগ্রহগণের শান্তিকারক এবং আয়ুর্বর্দ্ধক ॥ ১৭৷

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, অবিক্ষিতের পুত্র রাজা মরুত্তও নিহত হইয়াছেন, যে মহাত্মা নরপতির যজ্ঞে ইন্দ্র ও বরুণসহ সমস্ত

যস্য সেন্দ্রাঃ সবরুণা বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
দেবা বিশ্বসৃজো রাজ্ঞো যজ্ঞমীয়ুর্মহাত্মনঃ ॥ ১৯
যঃ স্পর্ধয়াযজচ্ছক্রং দেবরাজং পুরন্দরম্।
শক্রপ্রিয়ৈষী যং বিদ্বান্ প্রত্যাচষ্ট বৃহস্পতিঃ ॥ ২০
সংবর্তো যাজয়ামাস যবীয়ান্ স বৃহস্পতেঃ।
যস্মিন্ প্রশাসতি মহীং নৃপতৌ রাজসত্তম।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী বিবভৌ চৈত্যমালিনী ॥ ২১
আবিক্ষিতস্য বৈ সত্রে বিশ্বেদেবাঃ সভাসদঃ।
মরুতঃ পরিবেষ্টারঃ সাধ্যাশ্চাসন্ মহাত্মনঃ ॥ ২২
মরুদ্গণা মরুত্তস্য যৎ সোমমপিবংস্ততঃ।
দেবান্ মনুষ্যান্ গন্ধর্বানত্যরিচ্যন্ত দক্ষিণা ॥ ২৩
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ২৪

দেবতা এবং প্রজাপতিগণ বৃহস্পতিকে অগ্রে করত উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ১৮-১৯

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিতেন বলিয়া নিজ যজ্ঞ-বৈভবের দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের প্রিয় করিতে অভিলাষী বৃহস্পতি যখন তাঁহার যজ্ঞ করিবার জন্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সংবর্ত্ত মরুত্তকে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন ॥ ২০৷

নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা মরুত্ত যখন এই পৃথিবীকে শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় কর্ষণ ও বপন না করিলেও পৃথিবী অন্ন উৎপন্ন করিতেছিলেন এবং সমস্ত ভূমণ্ডলে দেবালয়সমূহ মালার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, ইহার দ্বারা এই পৃথিবী অতিশয় শোভা-প্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ২১

মহাত্মা মরুত্তের যজ্ঞে বিশ্বেদেবগণ সভাসদ্ ছিলেন এবং মরুদ্গণ ও সাধ্যগণ পরিবেশনকারী ছিলেন ॥ ২২

মরুদ্গণ মরুত্তের যজ্ঞে সেই সময় প্রচুর সোমরস পান করিয়াছিলেন। রাজা যে সব দক্ষিণা দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই দেবতা, মনুষ্য ও গন্ধর্ব্বগণ হইতেও অধিক ছিল ॥ ২৩

সৃঞ্জয়! ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি বিষয়ে রাজা মরুত্ত তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও নিহত হইয়াছেন, তখন আর অন্যের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্ম শোক করিও না ॥ ২৪

সুহোত্রং চৈবাতিথিনং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্মিন্ হিরণ্যং ববৃষে মঘবা পরিবৎসরম্ ॥ ২৫
সত্যনামা বসুমতী যং প্রাপ্যাসীজ্জনাধিপম্।
হিরণ্যমবহন্ নদ্যস্তস্মিন্ জনপদেশ্বরে ॥ ২৬
কূর্মান্ কর্কটকান্ নক্রান্ মকরান্ শিংশুকানপি।
নদীষ্বপাতয়দ্ রাজন্ মঘবা লোকপূজিতঃ ॥ ২৭
হিরণ্যান্ পাতিতান্ দৃষ্ট্বা মৎস্যান্ মকর-কচ্ছপান্।
সহস্রশোঽথ শতশস্ততোঽস্ময়দথোঽতিথিঃ ॥ ২৮
তদ্ধিরণ্যমপর্য্যন্তমাবৃতং কুরুজাঙ্গলে।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমার্পয়ৎ ॥ ২৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৩০
অদক্ষিণমযজ্বানং শ্বৈত্য সংশাম্য মা শুচঃ।

সৃঞ্জয়! অতিথিপ্রিয় রাজা সুহোত্রও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার রাজ্যে ইন্দ্র এক বর্ষ পর্য্যন্ত স্বর্ণ বর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

সুহোত্রকে রাজারূপে পাইয়া পৃথিবীর 'বসুমতী' নাম সার্থক হইয়া গিয়াছে। যে সময় তিনি জনপদের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় সেখানকার সকল নদী জলের সহিত সুবর্ণও বহন করিত ॥ ২৬

রাজন্! লোকপূজিত ইন্দ্র স্বর্ণনির্ম্মিত বহু কচ্ছপ, কর্কটক (কাঁকড়া), কুম্ভীর, মকর, শিশুক ও মৎস্য সেই নদীসমূহে পাতিত করিয়াছিলেন ॥ ২৭

এই সব নদীতে শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় সুবর্ণময় মৎস্য, মকর ও কচ্ছপকে (ইন্দ্রকর্ত্তৃক) পাতিত হইতে দেখিয়া অতিথিপ্রিয় রাজা সুহোত্র বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ২৮

এই অনন্ত স্বর্ণরাশি কুরুজাঙ্গলপ্রদেশকে আবৃত করিয়াছিল। রাজা সুহোত্র সেস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত ধনরাশি ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ২৯

শ্বেতপুত্র সৃঞ্জয়! তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনি নিহত হইয়াছেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না; কারণ, সে কোন যজ্ঞও করে নাই এবং কোন দক্ষিণাদানও করে নাই, সুতরাং তাহার জন্য শোক করিও না, শান্ত হও ॥ ৩০½

অঙ্গং বৃহদ্রথঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ৩১
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং শ্বেতানশ্বানবাসৃজৎ।
সহস্রঞ্চ সহস্রাণাং কন্যা হেমপরিষ্কৃতাঃ ॥ ৩২
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং গজানাং পদ্মমালিনাম্ ॥ ৩৩
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
শতং শতসহস্রাণি বৃষাণাং হেমমালিনাম্ ॥ ৩৪
গবাং সহস্রানুচরং দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।
অঙ্গস্য যজমানস্য তদা বিষ্ণুপদে গিরৌ ॥ ৩৫
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ।
যস্য যজ্ঞেষু রাজেন্দ্র শতসংখ্যেষু বৈ পুরা ॥ ৩৬
দেবান্ মনুষ্যান্ গন্ধর্ব্বানত্যরিচ্যন্ত দক্ষিণাঃ।
ন জাতো জনিতা নান্যঃ পুমান্ যঃ সম্প্রদাস্যতি ॥ ৩৭

সৃঞ্জয়! অঙ্গদেশের রাজা বৃহদ্রথও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমি শুনিয়াছি। তিনি যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞে দশ লক্ষ শ্বেতবর্ণের অশ্ব ও স্বর্ণের আভরণে ভূষিত দশ লক্ষ কন্যা দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২½

এইরূপ যজমান বৃহদ্রথ সেই বিস্তৃত যজ্ঞে সুবর্ণময় পদ্মের মাল্যে বিভূষিত দশ লক্ষ হস্তীও দক্ষিণারূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৩½

তিনি সেই যজ্ঞে এক কোটি সুবর্ণমাল্যযুক্তা গাভী, বৃষ ও তাহাদের জন্য সহস্র সহস্র সেবক দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৪½

যজমান অঙ্গ যখন বিষ্ণুপদ পর্ব্বতে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই সময় ইন্দ্র সেস্থানে সোমরস পান করত মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাসকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণও আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ৩৫½

রাজেন্দ্র! প্রাচীন কালে অঙ্গরাজ এরূপ শত যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই সব যজ্ঞে তিনি যে সমস্ত দক্ষিণা দিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দক্ষিণা দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের যজ্ঞ হইতেও অধিক ছিল ॥ ৩৬½

অঙ্গরাজ সপ্ত সোমসংস্থাতে (অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম—এই সপ্ত সোম-সংস্থা।) যেরূপ ধনদান করিয়াছিলেন, তাদৃশ ধনদান করিতে সমর্থ কোন মানুষ অদ্যাবধি জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও জন্মগ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭½

যদঙ্গঃ প্রদদৌ বিত্তং সোমসংস্থাসু সপ্তসু ।
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ॥ ৩৮
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ।
শিবিমৌশীনরঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ॥ ৩৯
য ইমাং পৃথিবীং সর্বাং চর্মবৎসমবেষ্টয়ৎ ।
মহতা রথঘোষেণ পৃথিবীমনুনাদয়ন্ ॥ ৪০
একচ্ছত্রাং মহীঞ্চক্রে জৈত্রেণৈকরথেন যঃ ।
যাবদদ্য গবাশ্বং স্যাদারণ্যৈঃ পশুভিঃ সহ ॥ ৪১
তাবতীঃ প্রদদৌ গাঃ স শিবিরৌশীনরোঽধ্বরে ।
ন বোঢারং ধুরং তস্য কশ্চিন্মেনে প্রজাপতিঃ ॥ ৪২
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ সর্বরাজসু সৃঞ্জয় ।
অন্যত্রৌশীনরাচ্ছৈব্যাদ্ রাজর্ষেরিন্দ্রবিক্রমাৎ ॥ ৪৩
অদক্ষিণমযজ্বানং মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ।
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।

! পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে বৃহদ্রথ তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন, অতএব তুমি পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না ॥ ৩৮½

সৃঞ্জয়! যিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ নিজের অধীনস্থ করিয়াছিলেন, সেই উশীনরপুত্র রাজা শিবিও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৩৯½

তিনি নিজের রথের গম্ভীর ধ্বনিতে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে একমাত্র বিজয়শীল রথের দ্বারা এই ভূমণ্ডলকে একচ্ছত্ররূপে শাসন করিয়াছিলেন ॥ ৪০½

আজ জগতে বনজাত পশুগণের সহিত যত গরু (গাভী, বৃষ বলদ) ও অশ্ব আছে, তত সংখ্যক কেবল গরু উশীনরপুত্র শিবি নিজ যজ্ঞে দান করিয়াছিলেন ॥ ৪১½

সৃঞ্জয়! প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী উশীনরপুত্র রাজা শিবি ব্যতীত সমস্ত রাজাদের মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে কোন রাজাকেই শিবির কার্য্যভার বহন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন না ॥ ৪২-৪৩

সৃঞ্জয়! রাজা শিবি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন আর অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না; কারণ, এই পুত্র কোন যজ্ঞ করে নাই এবং দক্ষিণাও প্রদান করে নাই। তুমি এরূপ পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ৪৪

পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৪৪
ভরতঞ্চৈব দৌষ্মন্তিং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ।
শাকুন্তলং মহাত্মানং ভূরিদ্রবিণসঞ্চয়ম্ ॥ ৪৫
যো বদ্ধ্বা ত্রিশতং চাশ্বান্ দেবেভ্যো যমুনামনু ।
সরস্বতীং বিংশতিঞ্চ গঙ্গামনু চতুর্দশ ॥ ৪৬
অশ্বমেধসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ ।
ইষ্টবান্ স মহাতেজা দৌষ্মন্তির্ভরতঃ পুরা ॥৪৭
ভরতস্য মহৎ কর্ম সর্বরাজসু পার্থিবাঃ ।
খং মর্ত্যা ইব বাহুভ্যাং নানুগন্তুমশক্নুবন্ ॥ ৪৮
পরং সহস্রাদ্ যো বদ্ধান্ হয়ান্ বেদীবিতত্য চ ।
সহস্রং যত্র পদ্মানাং কণ্বায় ভরতো দদৌ ॥ ৪৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৫০

সৃঞ্জয়! দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র অতিশয় ধনবান্ মহাত্মা ভরতও মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৪৫

এই মহাতেজস্বী দুষ্মন্তকুমার ভরত পূর্ব্বে দেবতাগণের প্রসন্নতার জন্য যমুনার তীরে তিন শত, সরস্বতীর তীরে বিশ এবং গঙ্গার তীরে চৌদ্দটি অশ্ব বন্ধন করিয়া তত সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।* ইনি নিজের জীবনে এক হাজার অশ্বমেধ ও এক শত রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৬-৪৭

যেরূপ মানুষ দুই বাহুর দ্বারা আকাশের অনুসরণ করিতে পারে না, সেইরূপ এ সকল রাজাদের মধ্যে কেহই ভরতের মহৎ কর্ম্মের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

তিনি সহস্র হইতেও অধিক অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞবেদিসকল বিস্তার করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সব যজ্ঞে ভরত আচার্য্য কণ্বকে এক হাজার স্বর্ণনির্ম্মিত পদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯

সৃঞ্জয়! ইনি সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ—এই চারিটি কল্যাণকারিণী নীতি অথবা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি

* পূর্ব্বে দ্রোণপর্ব্বে এই ষোড়শ রাজার উপাখ্যান প্রসঙ্গ ও এ স্থানের ষোড়শ রাজার উপাখ্যানের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য দেখা যায়। সে স্থলে (দ্রোণপর্ব্বে) ভরত কর্ত্তৃক যমুনাতীরে শত, সরস্বতীর তীরে তিন শত ও গঙ্গার তীরে চারিশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল—ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যোঽন্বকম্পত বৈ নিত্যং প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্॥ ৫১
বিধবা যস্য বিষয়ে নানাথাঃ কাশ্চনাভবন্।
সদৈবাসীৎ পিতৃসমো রামো রাজ্যং যদন্বশাৎ॥ ৫২
কালবর্ষী চ পর্জন্যঃ শস্যানি সমপাদয়ৎ।
নিত্যং সুভিক্ষমেবাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৩
প্রাণিনো নাপ্সু মজ্জন্তি নান্যথা পাবকোঽদহৎ।
রুজাভয়ং ন তত্রাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৪
আসন্ বর্ষসহস্রিণ্যস্তথা বর্ষসহস্রকাঃ।
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৫
নান্যোঽন্যেন বিবাদোঽভূৎ স্ত্রীণামপি কুতো নৃণাম্।
ধর্মনিত্যাঃ প্রজাশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৬

মঙ্গলকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র হইতেও ইনি অধিক পুণ্যাত্মা। যখন ইনিও জীবিত থাকিতে পারেন নাই, তখন অপর আর কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে? অতএব তুমি নিজের মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না॥ ৫০

সৃঞ্জয়! শুনিয়াছি যে, দশরথনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও এই ধরণী হইতে পরম ধামে গমন করিয়াছেন। ইনি নিজ প্রজাগণের উপর ঔরসজাত পুত্রদের ন্যায় করুণা করিতেন॥ ৫১

তাঁহার রাজ্যে কোন স্ত্রী বিধবা ও অনাথা হন্ নাই। শ্রীরামচন্দ্র যতকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, ততকাল তিনি নিজের প্রজাগণের নিকট পিতৃতুল্য কৃপালু ছিলেন॥ ৫২

যথাকালে বর্ষণ করিয়া মেঘ ক্ষেত্রে শস্যসকল উৎপাদন করিত। শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে সর্ব্বদা অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যাইত (অথবা সব সময় সুকাল ছিল, কোন সময়েই অকাল আসিত না) ৫৩

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্য শাসনের সময় কখনও কোন প্রাণী জলে নিমগ্ন হইত না, অগ্নি অনুচিত ভাবে কখনও কাহাকেও প্রজ্বলিত করিত না এবং কোন প্রাণীরই রোগের ভয় ছিল না॥ ৫৪

শ্রীরামচন্দ্র যখন রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় সকল স্ত্রী হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন এবং সকল পুরুষও হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন। কাহারও কোন রোগ হইত না ও সকল মানুষের সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পূর্ণ হইত॥ ৫৫

সন্তুষ্টাঃ সর্বসিদ্ধার্থা নির্ভয়াঃ স্বৈরচারিণঃ।
নরাঃ সত্যব্রতাশ্চাসন্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৭
নিত্যপুষ্পফলাশ্চৈব পাদপা নিরুপদ্রবাঃ।
সর্বা দ্রোণদুঘা গাবো রামে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৫৮
স চতুর্দশবর্ষাণি বনে প্রোষ্য মহাতপাঃ।
দশাশ্বমেধান্ জারূথ্যানাজহার নিরর্গলান্॥ ৫৯
যুবা শ্যামো লোহিতাক্ষো মাতঙ্গ ইব যূথপঃ।
আজানুবাহুঃ সুমুখঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ॥ ৬০
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
অযোধ্যাধিপতির্ভূত্বা রামো রাজ্যমকারয়ৎ॥ ৬১
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ॥ ৬২

স্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইত না, সুতরাং পুরুষদিগের মধ্যে কিভাবে বিবাদ সম্ভব হইবে? শ্রীরামের রাজ্যশাসন কালে সকল প্রজাই ধর্ম্ম নিরত ছিলেন॥ ৫৬

শ্রীরামচন্দ্র যে সময় রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সেই সময় সকল মানুষই সন্তুষ্ট, পূর্ণকাম, নির্ভয়, স্বাধীন ও সত্যব্রতী ছিলেন॥ ৫৭

শ্রীরামের রাজ্যশাসন কালে সকল বৃক্ষই নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বদা পুষ্প ও ফলদান করিত এবং সমস্ত গাভীই এক এক কলস দুগ্ধ প্রদান করিত॥ ৫৮

মহাতপস্বী শ্রীরাম চৌদ্দ বর্ষ পর্য্যন্ত বনে বাস করত রাজ্যপ্রাপ্তির পর দশটি এরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যে সকল যজ্ঞ স্তুতিযোগ্য ছিল এবং সর্ব্বপ্রকার যাচকগণের জন্য কোন সময়েই দ্বার বন্ধ থাকিত না॥ ৫৯

শ্রীরামচন্দ্র নবযুবক ও শ্যামবর্ণ ছিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ঈষৎ রক্তবর্ণ ছিল। ইনি যূথপতি গজরাজগণের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও জানু পর্য্যন্ত লম্বা ছিল। তাঁহার বদন সুন্দর এবং স্কন্ধ সিংহস্কন্ধের ন্যায় মাংসল ছিল॥ ৬০

শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার অধিপতি হইয়া দশ হাজার ও দশ শত বর্ষ অর্থাৎ এগার হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন॥ ৬১

সৃঞ্জয়! ইনিও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও এ জগৎ পরিত্যাগ করত নিত্য ধামে গমন করিয়াছেন, তখন আর

ভগীরথঞ্চ রাজানং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্যেন্দ্রো বিততে যজ্ঞে সোমং পীত্বা মদোৎকটঃ।। ৬৩
অসুরাণাং সহস্রাণি বহূনি সুরসত্তমঃ।
অজয়দ্ বাহুবীর্য্যেণ ভগবান্ পাকশাসনঃ।। ৬৪
যঃ সহস্রং সহস্রাণাং কন্যা হেমবিভূষিতাঃ।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে দক্ষিণামত্যকালয়ৎ।। ৬৫
সর্ব্বা রথগতাঃ কন্যা রথাঃ সর্বে চতুর্যুজঃ।
শতং শতং রথে নাগাঃ পদ্মিনো হেমমালিনঃ॥ ৬৬
সহস্রমশ্বা একৈকং হস্তিনং পৃষ্ঠতোঽন্বয়ুঃ।
গবাং সহস্রমশ্বেঽশ্বে সহস্রং গব্যজাবিকম্॥ ৬৭
উপহ্বরে নিবসতো যস্যাঙ্কে নিষসাদ হ।
গঙ্গা ভাগীরথী তস্মাদুর্বশী চাভবৎ পুরা॥ ৬৮
ভূরিদক্ষিণমিক্ষ্বাকুং যজমানং ভগীরথম্।
ত্রিলোকপথগা গঙ্গা দুহিতৃত্বমুপেয়ুষী॥ ৬৯

অপরের কথা কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের পুত্রের জন্য শোক করিও না॥ ৬২

সৃঞ্জয়! রাজা ভগীরথও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। যাঁহার বিস্তৃত যজ্ঞে সোমপান করত মদোন্মত্ত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পাকাসুরহন্তা ইন্দ্র নিজের বাহুবলে কয়েক হাজার অসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন॥ ৬৩ ৬৪

যিনি যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিরাট যজ্ঞে স্বর্ণাভরণে বিভূষিতা দশ লক্ষ কন্যাকে দক্ষিণারূপে প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৬৫

এই সব কন্যা পৃথক পৃথক্ রথে উপবিষ্টা ছিলেন। প্রত্যেক রথে চারিটি করিয়া অশ্ব যোজিত ছিল এবং প্রতি রথের পশ্চাতে স্বর্ণমাল্যে অলঙ্কৃত ও মস্তকের উপর পদ্মের চিহ্নে সুশোভিত শত শত হাতী ছিল॥ ৬৬

প্রত্যেক হাতীর পশ্চাতে এক এক হাজার অশ্ব, এক এক অশ্বের পশ্চাতে হাজার হাজার গরু এবং এক এক গরুর পশ্চাতে হাজার হাজার ছাগল ও মেষ ছিল॥ ৬৭

তীরের নিকটে বাস করিবার সময় গঙ্গা রাজা ভগীরথের ক্রোড়ে আসিয়া বসিতেন। সেই কারণে তিনি পূর্ব্বে ভাগীরথী ও উর্ব্বশী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন॥ ৬৮

ত্রিপথগামিনী গঙ্গা কন্যাভাবপ্রাপ্ত হইয়া প্রভূত দক্ষিণা-দাতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় যজমান ভগীরথকে নিজের পিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন॥ ৬৯

স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ॥ ৭০
দিলীপঞ্চ মহাত্মানং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যস্য কর্মাণি ভূরীণি কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥ ৭১
য ইমাং বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপঃ।
দদৌ তস্মিন্ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমাহিতঃ॥ ৭২
যস্যেহ যজমানস্য যজ্ঞে যজ্ঞে পুরোহিতঃ।
সহস্রং বারণান্ হৈমান্ দক্ষিণামত্যকালয়ৎ॥ ৭৩
যস্য যজ্ঞে মহানাসীদ্ যূপঃ শ্রীমান্ হিরণ্ময়ঃ।
তং দেবাঃ কর্ম কুর্বাণাঃ শক্রজ্যেষ্ঠা উপাশ্রয়ন্॥ ৭৪
চষালে যস্য সৌবর্ণে তস্মিন্ যূপে হিরণ্ময়ে।
ননৃতুর্দেবগন্ধর্বাঃ ষট্ সহস্রাণি সপ্তধা॥ ৭৫
অবাদয়ৎ তত্র বীণাং মধ্যে বিশ্বাবসুঃ স্বয়ম্।
সর্বভূতান্যমন্যন্ত মম বাদয়তীত্যয়ম্।। ৭৬

সৃঞ্জয়! ইনিও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তোমার পুত্রের জন্য অনুতাপ করিও না॥ ৭০

সৃঞ্জয়! মহাত্মা রাজা দিলীপও নিহত হইয়াছেন,—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার মহৎ কর্ম্মসকল আজও ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করেন॥ ৭১

একাগ্রচিত্ত হইয়া এই নরপতি নিজের সেই বিখ্যাত মহাযজ্ঞে রত্ন ও ধনে পরিপূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবীকে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন॥ ৭২

যজমান দিলীপের প্রত্যেক যজ্ঞে পুরোহিত স্বর্ণনির্ম্মিত এক হাজর হাতী দক্ষিণারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৭৩

তাঁহার যজ্ঞে স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত উজ্জ্বল অতি বৃহৎ যূপ শোভা পাইত। যজ্ঞ কর্ম্ম করিবার সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ সদা সেই যূপের আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করিতেছিলেন॥ ৭৪

তাঁহার সেই সুবর্ণময় যূপে যে স্বর্ণের চষাল (বেষ্টন) ছিল, তাহার উপর ছয় হাজার দেব-গন্ধর্ব্ব নৃত্য করিতেন। সে স্থানে সাক্ষাৎ বিশ্বাবসু মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া সপ্ত স্বর অনুসারে বীণা বাজাইতেছিলেন। সেই সময় সকল প্রাণী ইহাই মনে করিত যে, এই বীণা আমারই সম্মুখে বাদিত হইতেছে॥ ৭৫-৭৬

এতদ্ রাজ্ঞো দিলীপস্য রাজানো নানুচক্রিরে ।
যস্যেভা হেমসংছন্নাঃ পথি মত্তাঃ স্ম শেরতে ॥ ৭৭
রাজানং শতধন্বানং দিলীপং সত্যবাদিনম্ ।
যেঽপশ্যন্ সুমহাত্মানং তেঽপি স্বর্গজিতো নরাঃ ॥ ৭৮
ত্রয়ঃ শব্দা ন জীর্য্যন্তে দিলীপস্য নিবেশনে
স্বাধ্যায়ঘোষো জ্যাঘোষো দীয়তামিতি বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৭৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৮০
মান্ধাতারং যৌবনাশ্বং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম ।
যং দেবা মরুতো গর্ভং পিতুঃ পার্শ্বাদপাহরন্ । ৮১
সমৃদ্ধো যুবনাশ্বস্য জঠরে যো মহাত্মনঃ ।
পৃষদাজ্যোদ্ভবঃ শ্রীমাংস্ত্রিলোকবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৮২
য দৃষ্ট্বা পিতুরুৎসঙ্গে শয়ানং দেবরূপিণম্ ।
অন্যোন্যমব্রুবন্ দেবাঃ কময়ং ধাস্যতীতি বৈ ॥ ৮৩
মামেব ধাস্যতীত্যেবমিন্দ্রোঽথাভ্যুপপদ্যত ।
মান্ধাতেতি ততস্তস্য নাম চক্রে শতক্রতুঃ ॥ ৮৪
ততস্তু পয়সো ধারাং পুষ্টিহেতোর্মহাত্মনঃ ।
তস্যাস্যে যৌবনাশ্বস্য পাণিরিন্দ্রস্য চাস্রবৎ ৮৫
তং পিবন্ পাণিমিন্দ্রস্য শতমহ্না ব্যবর্ধত ।
স আসীদ্ দ্বাদশসমো দ্বাদশাহেন পার্থিবঃ ॥ ৮৬
তমিমং পৃথিবী সর্বা একাহ্না সমপদ্যত ।
ধর্মাত্মানং মহাত্মানং শূরমিন্দ্রসমং যুধি ॥ ৮৭
যশ্চাঙ্গারং তু নৃপতিং মরুত্তমসিতং গয়ম্ ।
অঙ্গং বৃহদ্রথং চৈব মান্ধাতা সমরেঽজয়ৎ ॥ ৮৮
যৌবনাশ্বো যদাঙ্গারং সমরে প্রত্যযুধ্যত ।
বিস্ফারৈর্ধনুষো দেবা দ্যৌরভেদীতি মেনিরে ॥ ৮৯

রাজা দিলীপের এই মহৎ কর্ম্মের অনুসরণ অপর কোন রাজাই করিতে সমর্থ হইবেন না। স্বর্ণের আভরণে বিভূষিত ও সুসজ্জিত মদমত্ত বহু হস্তী পথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত। সত্যবাদী শতধন্বা মহাত্মা রাজা দিলীপকে যে সব মানুষ দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও স্বর্গলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৭৭-৭৮

মহারাজ দিলীপের ভবনে বেদসমূহের স্বাধ্যায়ের গম্ভীর ধ্বনি, বীরবৃন্দের ধনুর টঙ্কার ধ্বনি এবং 'দান কর' এইরূপ শব্দ —এই তিন প্রকার শব্দ কখনও বন্ধ হইত না ॥ ৭৯

সৃঞ্জয়! এই রাজা দিলীপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন অন্যের নিধনের বিষয়ে আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজের নিহত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ৮০

সৃঞ্জয়! যাঁহাকে মরুদ্ দেবতাগণ গর্ভাবস্থায় পিতার পার্শ্ব-ভাগ বিদীর্ণ করত নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিলেন, সেই যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতাও নিহত হইয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৮১

ত্রিলোকবিজয়ী শ্রীমান্ রাজা মান্ধাতা পৃষদাজ্য (দধিমিশ্রিত যে ঘৃত পুত্রোৎপত্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল) হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিজ পিতা মহাত্মা যুবনাশ্বের উদরেই সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন ॥ ৮২

যখন তিনি বাল্যকালে পিতার গর্ভ হইতে জন্মলাভ করত তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার রূপ দেব-বালকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এরূপ অবস্থায় দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলেন—এই মাতৃহীন বালক কাহার দুগ্ধ পান করিবে? ৮৩

ইহা শ্রবণ করত ইন্দ্র বলিলেন,—'মাং ধাতা' আমার দুগ্ধ পান করিবে। যখন ইন্দ্র এইভাবে তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইবার কথা স্বীকার করিয়া লইলেন, তখন হইতেই তিনি এই বালকের নাম 'মান্ধাতা' রাখিয়া দিলেন ॥ ৮৪

তদনন্তর সেই মহাত্মা বালক যুবনাশ্ব-পুত্রের পুষ্টির জন্য তাঁহার মুখে ইন্দ্রের হস্ত দুগ্ধ ধারা নিঃসারণ করিতে লাগিল ॥ ৮৫

ইন্দ্রের সেই হস্ত পান করিতে করিতে এই বালক একদিনেই শত দিনের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। বার দিনে রাজকুমার বার বৎসরের বালকের ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন ॥ ৮৬

রাজা মান্ধাতা অতিশয় ধার্ম্মিক এবং মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য প্রকাশ করিতেন। এই সমগ্র পৃথিবী একদিনেই তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল ॥৮৭

মান্ধাতা সমরাঙ্গণে রাজা অঙ্গার, মরুত্ত, অসিত, গয় ও অঙ্গরাজ বৃহদ্রথকেও পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ৮৮

যে সময় যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতা রণাঙ্গনে রাজা অঙ্গারের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় দেবগণ ইহাই মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহার ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে সম্পূর্ণ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে ॥ ৮৯

যত্র সূর্য্য উদেতি স্ম যত্র চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সর্বং তদ্ যৌবনাশ্বস্য মান্ধাতুঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে ॥ ৯০
অশ্বমেধশতেনেষ্ট্বা রাজসূয়শতেন চ।
অদদাদ্ রোহিতান্ মৎস্যান্ ব্রাহ্মণেভ্যো
বিশাম্পতে ॥ ৯১
হৈরণ্যান্ যোজনোৎসেধানায়তান্ দশযোজনম্।
অতিরিক্তান্ দ্বিজাতিভ্যো ব্যভজংস্তিতরে জনাঃ ॥ ৯২
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৯৩
যযাতিং নাহুষং চৈব মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং বিজিত্য সহসাগরাম্ ॥ ৯৪
শম্যাপাতেনাভ্যতীয়াদ্ বেদীভিশ্চিত্রয়ন্ মহীম্।

যেস্থানে সূর্য্য উদিত হন্ সেস্থান হইতে এবং যেস্থানে সূর্য্য অস্ত যান, সেস্থান পর্যন্ত সমগ্র দেশকে যুবনাশ্ব-পুত্র মান্ধাতারই রাজ্য বলিয়া বলা হইত ॥ ৯০

প্রজানাথ! তিনি শত অশ্বমেধ এবং শত রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া দশ যোজন লম্বা ও এক যোজন উচ্চ বহুসংখ্যক স্বর্ণের রোহিত মৎস্য নির্মাণ করত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ লইয়া যাইবার পর আরও যত অবশিষ্ট ছিল, সেই সমস্তই তিনি অপর ব্যক্তিদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন ॥ ৯১-৯২

সৃঞ্জয়! এই রাজা মান্ধাতাও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ৯৩

সৃঞ্জয়! নহুষপুত্র যযাতিও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—ইহা আমরা শুনিয়াছি। তিনি সমুদ্রসহ এই সমগ্র পৃথিবীকে জয় করিয়া শম্যাপাতের* দ্বারা পৃথিবীকে পরিমাপ করত যজ্ঞবেদী

ঈজানঃ ক্রতুভির্মুখ্যৈঃ পর্য্যগচ্ছদ্ বসুন্ধরাম্ ॥ ৯৫
ইষ্ট্বা ক্রতুসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তর্পয়ামাস বিপ্রেন্দ্রাংস্ত্রিভিঃ কাঞ্চনপর্বতৈঃ ॥ ৯৬
ব্যূঢেনাসুরযুদ্ধেন হত্বা দৈতেয়দানবান্।
ব্যভজৎ পৃথিবীং কৃৎস্নাং যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ৯৭
অন্ত্যেষু পুত্রান্ নিক্ষিপ্য যদুদ্রুহ্যুপুরোগমান্।
পূরুং রাজ্যেঽভিষিচ্যাথ সদারঃ প্রাবিশদ্ বনম্ ॥ ৯৮
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ৯৯
অম্বরীষঞ্চ নাভাগিং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
যং প্রজা বব্রিরে পুণ্যং গোপ্তারং নৃপসত্তমম্ ॥ ১০০

নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব বেদীর দ্বারা পৃথিবীর বিচিত্র শোভা হইতেছিল। এই সকল বেদীর উপর তিনি প্রধান প্রধান যজ্ঞসকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে সম্পূর্ণ ভারতভূমি পরিক্রমা করিয়াছিলেন ॥ ৯৪-৯৫

তিনি এক হাজার শ্রৌত যজ্ঞ ও এক শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণের তিনটি পর্ব্বত দান করত পূর্ণরূপে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৯৬

নহুষপুত্র যযাতি ব্যূহ-রচনাযুক্ত আসুর যুদ্ধের দ্বারা দৈত্য ও দানবগণকে সংহার করত এই সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজের পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৯৭

তিনি সীমান্ত প্রদেশসমূহে নিজের তিন পুত্র যদু, দ্রুহ্যু ও অনুকে স্থাপিত করত মধ্যভারতের রাজ্য পূরুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তারপর স্বীয় স্ত্রীবর্গের সহিত তিনি বন গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯৮

সৃঞ্জয়! ইনিও তোমা অপেক্ষা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ৯৯

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, নাভাগের পুত্র অম্বরীষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সেই নৃপশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে সমস্ত প্রজারাই নিজেদের পুণ্যময় রক্ষকরূপে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ১০০

* নিম্নভাগ স্থূল (মোটা) কাষ্ঠ দণ্ডকে 'শম্যা' বলা হয়। ইহাকে যখন কোন বলবান্ পুরুষ উত্তোলন করত সবলে নিক্ষেপ করে, তখন যত দূরে গিয়া উহা পতিত হয়; তত দূর পর্য্যন্ত ভূভাগকে 'শম্যাপাত' বলে। এরূপ এক এক শম্যাপাত অন্তর এক একটি যজ্ঞ বেদী রাজা যযাতি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

যঃ সহস্রং সহস্রাণাং রাজ্ঞামযুতযাজিনাম্ ।
ঈজানো বিততে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেভ্যঃ সুসংহিতঃ ॥ ১০১
নৈতৎ পূর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
ইত্যম্বরীষং নাভাগিমন্বমোদন্ত দক্ষিণাঃ ॥ ১০২
শতং রাজসহস্রাণি শতং রাজশতানি চ ।
সর্বেঽশ্বমেধৈরীজানাস্তেঽভ্যযুর্দক্ষিণায়নম্ ॥ ১০৩
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১০৪
শশবিন্দুঃ চৈত্ররথং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যস্য ভার্য্যাসহস্রাণাং শতমাসীন্মহাত্মনঃ ॥১০৫
সহস্রং তু সহস্রাণাং যস্যাসন্ শাশবিন্দবাঃ ।
হিরণ্যকবচাঃ সর্বে সর্বে চোত্তমধন্বিনঃ ॥ ১০৬
শতং কন্যা রাজপুত্রমেকৈকং পৃথগন্বয়ুঃ ।
কন্যাং কন্যাং শতং নাগা নাগং নাগং শতং রথাঃ ॥ ১০৭
রথে রথে শতং চাশ্বা দেশজা হেমমালিনঃ ।
অশ্বে অশ্বে শতং গাবো গবাং তদ্বদজাবিকম্ ॥ ১০৮
এতদ্ ধনমপর্য্যন্তমশ্বমেধে মহামখে ।
শশবিন্দুর্মহারাজ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সমার্পয়ৎ ॥ ১০৯
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১১০
গয়ঞ্চামূর্তরয়সং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয় ।
যঃ স বর্ষশতং রাজা হুতশিষ্টাশনোঽভবৎ ॥ ১১১
যস্মৈ বহ্নির্বরং প্রাদাৎ ততো বব্রে বরান্ গয়ঃ ।
দদতো মেঽক্ষয়ং বিত্তং ধর্মে শ্রদ্ধা চ বর্ধতাম্॥১১২

ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিমান্ রাজা অম্বরীষ যজ্ঞ করিবার সময় নিজের বিশাল যজ্ঞ-মণ্ডপে দশ লক্ষ সেইরূপ রাজাকে সেই ব্রাহ্মণগণের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যাঁহারা স্বয়ংই দশ দশ হাজার যজ্ঞ করিয়াছেন ॥ ১০১

এই যজ্ঞকর্মে নিপুণ ব্রাহ্মণগণ নাভাগপুত্র অম্বরীষের প্রশংসা করিতে করিতে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, এরূপ যজ্ঞ পূর্ব্বে কেহ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ১০২

তাঁহার যজ্ঞে এক লক্ষ দশ হাজার রাজা সেবা কার্য্য করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করত দক্ষিণায়নের পর উপস্থিত উত্তরায়ণ মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১০৩

সৃঞ্জয়! রাজা অম্বরীষ ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র অপেক্ষা অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও জীবিত থাকিতে সমর্থ হন্ নাই, তখন অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি নিজ পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১০৪

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দুও মৃত্যু হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই মহাত্মা নরপতির এক লক্ষ ভার্য্যা ছিলেন এবং ইঁহাদের গর্ভ হইতে রাজার দশ লক্ষ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১০৫ ½

এই সব রাজকুমার স্বর্ণময় কবচধারী ও উত্তম ধনুর্দ্ধর ছিলেন। এক এক রাজকুমারের পৃথক্ পৃথক্ শত শত কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই সব প্রত্যেক কন্যার সহিত শত শত হাতী রাজকুমারগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এক এক হাতীর সহিত শত শত রথও লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১০৬-১০৭

প্রত্যেক রথের সহিত স্বর্ণ মাল্যধারী শত শত দেশীয় অশ্ব ছিল। প্রতি অশ্বের পশ্চাতে শত শত গরু এবং এক এক গরুর পশ্চাতে শত শত ছাগল ও মেষ ছিল ॥ ১০৮

মহারাজ! রাজা শশবিন্দু এই অত্যন্ত ধনরাশি অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১০০

সৃঞ্জয়! ইনিও ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারি প্রকার কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন তিনিও মৃত্যু হইতে রক্ষা পান নাই, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১১০

সৃঞ্জয়! আমরা শুনিয়াছি যে, অমূর্তরায়ের পুত্র রাজা গয়ও নিহত হইয়াছিলেন। তিনি শত বৎসর যাবৎ হোমের শেষে অবশিষ্ট অন্নই ভোজন করিতেন ॥ ১১১

এক সময় অগ্নিদেব তাঁহাকে বর প্রার্থনার জন্য বলিয়াছিলেন, তখন রাজা গয় এই বর প্রার্থনা করিলেন—অগ্নিদেব! আপনার কৃপায় দান করিবার সময় আমার নিকট অক্ষয় ধন ভাণ্ডার যেন পূর্ণই থাকে। ধর্মে যেন আমার শ্রদ্ধা বৰ্দ্ধিত হয় এবং আমার মন সর্ব্বদা সত্যেই অনুরক্ত থাকে ॥ ১১২½

মনো মে রমতাং সত্যে ত্বৎপ্রসাদাদ্ধুতাশন।
লেভে চ কামাংস্তান্ সর্বান্ পাবকাদিতি নঃ শ্রুতম্॥১১৩
দর্শৈশ্চ পূর্ণমাসৈশ্চ চাতুর্মাস্যৈঃ পুনঃ পুনঃ।
অযজদ্ধয়মেধেন সহস্রং পরিবৎসরান্॥ ১১৪
শতং গবাং সহস্রাণি শতমশ্বতরাণি চ।
উত্থায়োত্থায় বৈ প্রাদাৎ সহস্রং পরিবৎসরান্॥ ১১৫
তর্পয়ামাস সোমেন দেবান্ বিত্তৈর্দ্বিজানপি।
পিতৄন্ স্বধাভিঃ কামৈশ্চ স্ত্রিয়ঃ স পুরুষর্ষভ॥ ১১৬
সৌবর্ণীং পৃথিবীং কৃত্বা দশব্যামাং দ্বিরায়তাম্।
দক্ষিণামদদদ্ রাজা বাজিমেধে মহাক্রতৌ॥ ১১৭
যাবত্যঃ সিকতা রাজন্ গঙ্গায়াং পুরুষর্ষভ।
তাবতীরেব গাঃ প্রাদাদামূর্তরয়সো গয়ঃ॥ ১১৮
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ॥ ১১৯

শুনিয়াছি, অগ্নিদেবের নিকট হইতে তিনি সমস্ত মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এক হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত বারংবার দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥ ১১৩-১১৪

তিনি হাজার বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া এক লক্ষ গরু এবং শত শত খচ্চর দান করিতেন॥ ১১৫

পুরুষপ্রবর! ইনি সোমরসের দ্বারা দেবগণকে, ধনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে, শ্রাদ্ধকর্ম্মের দ্বারা পিতৃগণকে এবং কামভোগের দ্বারা স্ত্রীগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন॥ ১১৬

রাজা গয় অশ্বমেধ-মহাযজ্ঞে দশ ব্যাম (পঞ্চাশ হাত) প্রস্থ ও তাহার দ্বিগুণ লম্বা স্বর্ণের পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষিণারূপে দান করিয়াছিলেন॥ ১১৭

পুরুষপ্রবর নরেশ! গঙ্গার মধ্যে যত বালুকণা আছে, অমূর্ত্তরায়ের পুত্র গয় ততসংখ্যক গরু দান করিয়াছিলেন॥ ১১৮

সৃঞ্জয়! ইনিও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতে অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না॥ ১১৯

সৃঞ্জয়! সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন—

রন্তিদেবঞ্চ সাঙ্কৃত্যং মৃতং সৃঞ্জয় শুশ্রুম।
সম্যগারাধ্য যঃ শক্রাদ্ বরং লেভে মহাতপাঃ॥১২০
অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদাতিথীংশ্চ লভেমহি।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমন্মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন॥ ১২১
উপাতিষ্ঠন্ত পশবঃ স্বয়ং তং সংশিতব্রতম্।
গ্রাম্যারণ্যা মহাত্মানং রন্তিদেবং যশস্বিনম্॥ ১২২
মহানদী চর্মরাশেরুৎক্লেদাৎ সসৃজে যতঃ।
ততশ্চর্মণ্বতীত্যেবং বিখ্যাতা সা মহানদী॥ ১২৩
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ নিষ্কান্ সদসি প্রততে নৃপঃ।
তুভ্যং নিষ্কং তুভ্যং নিষ্কমিতি ক্রোশন্তি বৈ দ্বিজাঃ॥১২৪
সহস্রং তুভ্যমিত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণান্ সম্প্রপদ্যতে।
অন্বাহার্য্যোপকরণং দ্রব্যোপকরণঞ্চ যৎ॥১২৫
ঘটাঃ পাত্র্যঃ কটাহানি স্থাল্যশ্চ পিঠরাণি চ।
নাসীৎ কিঞ্চিদসৌবর্ণং রন্তিদেবস্য ধীমতঃ॥ ১২৬

ইহা আমরা শুনিয়াছি। সেই মহাতপস্বী নরপতি ইন্দ্রের উত্তমরূপে আরাধনা করত তাঁহার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, আমাদের বহু অন্ন হউক, আমরা যেন সর্ব্বদা অতিথির সেবা করিবার সুযোগ পাই, আমাদের শ্রদ্ধা যেন নষ্ট না হয় এবং আমরা কাহারও নিকট যেন কিছু প্রার্থনা না করি॥ ১২০-১২১

কঠোর ব্রতপালনকারী, যশস্বী ও মহাত্মা রাজা রন্তিদেবের নিকট গরু প্রভৃতি গ্রাম্য ও মৃগ প্রভৃতি আরণ্য পশুগণ স্বতই যজ্ঞের জন্য উপস্থিত হইত॥ ১২২

রন্তিদেবের যজ্ঞে নিহত পশুগণের চর্ম্মরাশির রক্ত হইতে যে জল নিঃসৃত হইত, উহার দ্বারা এক বিশাল নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। এই নদী চর্ম্মণ্বতী (চম্বল) নামে বিখ্যাত॥১২৩

রাজা নিজের বিশাল যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণনির্ম্মিত পদক দান করিয়াছিলেন। সেস্থানে বহু দ্বিজ চীৎকার করিতে করিতে বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ! এই আপনার নিষ্ক (পদক, কেহ বলেন 'মোহর'), এই আপনার নিষ্ক, কিন্তু কেহই তখন উহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন্ নাই। তখন পুনরায় তাঁহারা এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, এই আপনার জন্য এক সহস্র নিষ্ক; এইভাবে তাঁহারা বহু ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥১২৪½

বুদ্ধিমান্ রাজা রন্তিদেবের সেই যজ্ঞে অন্বাহার্য্য-অগ্নিতে আহুতি দান করিবার জন্য যে উপকরণ ও দ্রব্যসংগ্রহের জন্য

সাঙ্কৃতে রন্তিদেবস্য যাং রাত্রিমবসন্ গৃহে।
আলভ্যন্ত শতং গাবঃ সহস্রাণি চ বিংশতিঃ ॥ ১২৭
তত্র স্ম সূদাঃ ক্রোশন্তি সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
সূপং ভূয়িষ্ঠমশ্নীধ্বং নাদ্য ভোজ্যং যথা পুরা ॥ ১২৮
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১২৯
সগরঞ্চ মহাত্মানং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয়।
ঐক্ষ্বাকং পুরুষব্যাঘ্রমতিমানুষবিক্রমম্ ॥ ১৩০
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি যং যান্তমনুজগ্মিরে।
নক্ষত্ররাজং বর্ষান্তে ব্যভ্রে জ্যোতির্গণা ইব ॥ ১৩১
একচ্ছত্রা মহী যস্য প্রতাপাদভবৎ পুরা।
যোঽশ্বমেধসহস্রেণ তর্পয়ামাস দেবতাঃ ॥ ১৩২
যঃ প্রাদাৎ কনকস্তম্ভং প্রাসাদং সর্বকাঞ্চনম্।
পূর্ণং পদ্মদলাক্ষীণাং স্ত্রীণাং শয়নসঙ্কুলম্ ॥ ১৩৩
দ্বিজাতিভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ কামাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।
যস্যাদেশেন তদ্ বিত্তং ব্যভজন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩৪
খানয়ামাস যঃ কোপাৎ পৃথিবীং সাগরাঙ্কিতাম্।
যস্য নাম্না সমুদ্রশ্চ সাগরত্বমুপাগতঃ ॥ ১৩৫
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১৩৬
রাজানঞ্চ পৃথুং বৈন্যং মৃতং শুশ্রুম সৃঞ্জয়।
যমভ্যষিঞ্চন্ সম্ভূয় মহারণ্যে মহর্ষয়ঃ ॥ ১৩৭
প্রথয়িষ্যতি বৈ লোকান্ পৃথুরিত্যেব শব্দিতঃ।
ক্ষতাদ্ যো বৈ ত্রায়তীতি স তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥১৩৮

যে সব পাত্র—কলস, থালা কড়াই, হাড়ী ও পিড়ি সব কিছুই সমান ছিল। ইহাদের মধ্যে কোন পাত্রই এরূপ ছিল না, যাহা স্বর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই ॥ ১২৫-১২৬

সঙ্কৃতির পুত্র রাজা রন্তিদেবের গৃহে যে রাত্রিতে অতিথিসকল ভোজনের জন্য বাস করিতেন, সেই সময় বিশ হাজার এক শত গরু বধ করা হইত ॥ ১২৭

হাতেও বিশুদ্ধ মণিময় কুণ্ডলধারণকারী পাচকগণ চীৎকার করত বলিতেছিলেন যে, আপনারা পরিপূর্ণভাবে ডাল-ভাত ভক্ষণ করুন। আজ যে ভোজন লাভ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বের তুল্য নহে অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় অধিক মাংস আজ আর নাই ॥১২৮

সৃঞ্জয়! রন্তিদেব তোমা অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি উহার জন্য শোক করিও না ॥ ১২৯

সৃঞ্জয়! ইক্ষ্বাকুবংশীয় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সগরও মৃত্যু হইতে রক্ষা পান নাই—ইহা আমার শুনিয়াছি। ইঁহার পরাক্রম অলৌকিক ছিল ॥ ১৩০

যেরূপ বর্ষার শেষে শরৎকালে মেঘহীন আকাশের মধ্যে তারাসকল নক্ষত্ররাজ চন্দ্রের অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা সগর যখন যুদ্ধাদির জন্য কোথাও যাত্রা করিতেন, তখন তাঁহার ষাট্ হাজার পুত্র তাঁহার অনুসরণ করিয়া যাইতেন ॥১৩১

পুরাকালে রাজা সগরের প্রতাপে একচ্ছত্র পৃথিবী তাঁহার অধিকারে আসিয়াছিল। তিনি এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ করত দেবগণকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩২

রাজা সগর স্বর্ণস্তম্ভযুক্ত পূর্ণরূপে স্বর্ণেরই দ্বারা এক অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই অন্তঃপুর কমলনয়না সুন্দরী স্ত্রীগণের শয্যা দ্বারা সুশোভিত ছিল। এইরূপ অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করত রাজা সগর ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত নানাপ্রকার ভোগ্যসামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সমস্ত ধন পরস্পর বিভাগ করত গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৩৩-১৩৪

এক সময় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সাগরচিহ্নিত সমগ্র পৃথিবীকে খনন করাইয়া ছিলেন। সেই হইতে তাঁহার নামানুসারে সমুদ্রের সাগর নাম হইয়াছে ॥ ১৩৫

সৃঞ্জয়! ইনিও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি তাহার জন্য শোক করিও না ॥ ১৩৬

সৃঞ্জয়! বেনের পুত্র মহারাজ পৃথুকেও নিজের প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে—ইহা আমরা শুনিয়াছি। মহর্ষিগণ মহাবনে একত্রে সমবেত হইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন ॥ ১৩৭

ঋষিগণ এই চিন্তাই করিয়াছিলেন যে, এই ব্যক্তি সমস্ত লোকের মধ্যেই ধর্ম্মকে প্রথিত (স্থাপিত) করিবে; এই কারণে তাঁহার নামও পৃথু রাখিলেন। যিনি ক্ষত অর্থাৎ দুঃখ ও সঙ্কট হইতে সকলকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হয় ॥ ১৩৮

পৃথুং বৈণ্যং প্রজা দৃষ্ট্বা রক্তাঃ স্মেতি যদব্রুবন্ ।
ততো রাজেতি নামাস্য অনুরাগাদজায়ত ॥ ১৩৯
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী পুটকে পুটকে মধু ।
সর্বা দ্রোণদুঘা গাবো বৈণ্যস্যাসন্ প্রশাসতঃ ॥ ১৪০
অরোগাঃ সর্বসিদ্ধার্থা মনুষ্যা অকুতোভয়াঃ ।
যথাভিকামমবসন্ ক্ষেত্রেষু চ গৃহেষু চ ॥ ১৪১
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ ।
সরিতশ্চানুদীর্যন্ত ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ ॥ ১৪২
হৈরণ্যাংস্ত্রিনলোৎসেধান্ পর্বতানেকবিংশতিম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা যোঽশ্বমেধে মহামখে ॥ ১৪৩
স চেন্মমার সৃঞ্জয় চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া ।
পুত্রাৎ পুণ্যতরশ্চৈব মা পুত্রমনুতপ্যথাঃ ॥ ১৪৪
কিংবা তূষ্ণীং ধ্যায়তে সৃঞ্জয় ত্বং
ন মে রাজন্ বাচমিমাং শৃণোষি ।
ন চেন্মোঘং বিপ্রলপ্তং মমেদং
পথ্যং মুমূর্ষোরিব সুপ্রযুক্তম্ ॥ ১৪৫

সঞ্জয় উবাচ ।

শৃণোমি তে নারদ বাচমেনাং
বিচিত্রার্থাং স্রজমিব পুণ্যগন্ধাম্ ।
রাজর্ষীণাং পুণ্যকৃতাং মহাত্মনাং
কীর্ত্ত্যা যুক্তানাং শোকনির্ণাশনার্থাম্ ॥ ১৪৬
ন তে মোঘং বিপ্রলপ্তং মহর্ষে
দৃষ্ট্বৈবাহং নারদ ত্বাং বিশোকঃ
শুশ্রূষে তে বচনং ব্রহ্মবাদিন্
ন তে তৃপ্যাম্যমৃতস্যেব পানাৎ ॥ ১৪৭
অমোঘদর্শিন্ মম চেৎ প্রসাদং
সন্তাপদগ্ধস্য বিভো প্রকুর্য্যাঃ ।
সুতস্য সঞ্জীবনমদ্য মে স্যাৎ
তব প্রসাদাৎ সুতসঙ্গমশ্চ ॥ ১৪৮

বেননন্দন পৃথুকে দেখিয়া সমস্ত প্রজাগণ বলিয়াছিলেন যে, আমরা ইঁহার প্রতি অনুরক্ত, এইভাবে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম 'রাজা' হইয়াছিল ॥ ১৩৯

পৃথুর রাজ্যশাসনকালে পৃথিবী বিনা কর্ষণেই শস্য উৎপন্ন করিতেন, প্রত্যেক মধুচক্রেই মধু পূর্ণ থাকিত এবং সকল গাভীই এক এক কলস দুগ্ধ প্রদান করিতেন ॥ ১৪০

সকল মানুষ নীরোগ ছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ হইত এবং তাঁহারা কাহারও নিকট হইতে ভীত হইতেন না। সমস্ত মানুষ নিজেদের ইচ্ছানুসারে গৃহে ও ক্ষেত্রে বাস করিতেন ॥ ১৪১

যখন তিনি সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিতেন, তখন সমুদ্রের জল স্থির হইয়া যাইত। নদীসকলের বৃদ্ধি শান্ত হইত এবং তাঁহার রথের ধ্বজ কখনও ভগ্ন হইত না ॥ ১৪২

রাজা পৃথু অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞে পঞ্চদশ (প্রাচীনগণের মতে চারিশত) হস্ত উচ্চ একুশটি স্বর্ণময় পর্ব্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন ॥ ১৪৩

সৃঞ্জয়! ইনি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য—এই চারিটি কল্যাণকারী গুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তোমার পুত্র হইতেও অধিক পুণ্যাত্মা ছিলেন। যখন ইনিও নিহত হইয়াছেন, তখন তোমার পুত্রের কথা আর কি বলিবার আছে? অতএব তুমি মৃত পুত্রের জন্য শোক করিও না ॥ ১৪৪

সৃঞ্জয়! তুমি নীরবে কি চিন্তা করিতেছ? রাজন্! আমার এই কথা কেন শ্রবণ করিতেছ না? যেরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর উত্তমরূপে প্রযুক্ত ঔষধও ব্যর্থ হইয়া যায়, সেইরূপ আমার এই সমগ্র উপদেশবাক্য নিষ্ফল হইয়া যায় নাই ত? ১৪৫

সৃঞ্জয় বলিলেন,—নারদ! পবিত্রগন্ধযুক্ত মালার ন্যায় বিচিত্র অর্থে পরিপূর্ণ আপনার এই উপদেশ বাণী আমি শ্রবণ করিতেছি। পুণ্য কার্য্যকারী মহাত্মা কীর্ত্তিমান্ রাজর্ষিগণের চরিত্রযুক্ত আপনার এই বচন সমস্ত শোকের বিনাশক ॥ ১৪৬

মহর্ষি নারদ! আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, আপনার সেই উপদেশ ব্যর্থ হয় নাই। আপনাকে দর্শন করিয়া আমি শোকহীন হইয়া গিয়াছি। ব্রহ্মবাদী মুনে! আমি আপনার এই বচন আরও শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কারণ, অমৃতপানের ন্যায় আপনার উপদেশ শুনিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ১৪৭

প্রভো! আপনার দর্শন অব্যর্থ। আমি পুত্রশোকের সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিলাম। যদি আপনি আমার প্রতি করুণা করেন, তবে আমার পুত্র পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিবে এবং আপনার প্রসাদে আমার পুত্রমিলন সুখ সুলভ হইবে ॥ ১৪৮

নারদ উবাচ।

যস্তে পুত্রো গমিতোঽয়ং বিজাতঃ
স্বর্ণষ্ঠীবী যমদাৎ পর্বতস্তে।
পুনস্তু তে পুত্রমহং দদামি
হিরণ্যনাভং বর্ষসহস্রিণঞ্চ ॥ ১৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ষোড়শরাজোপাখ্যানে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই যে স্বর্ণষ্ঠীবী নামক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল এবং যাহাকে পর্ব্বতমুনি তোমায় প্রদান করিয়াছিল, সে ত' চলিয়া গিয়াছে। এখন আমি পুনরায় তোমাকে হিরণ্যনাভনামক এক পুত্র তোমায় প্রদান করিতেছি, যাহার আয়ু এক হাজার বৎসর হইবে॥ ১৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে ষোড়শরাজোপাখ্যান-বিষয়ক* একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

* এই ষোড়শরাজোপাখ্যান দ্রোণপর্ব্বেও আছে। তাহারই কিছু সংক্ষেপ করিয়া এস্থলে পুনরায় উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বের পরশুরামের চরিত্র এস্থলে নাই এবং পূর্ব্বে রাজা পৌরবের চরিত্রস্থলে এস্থানে অঙ্গরাজ বৃহদ্রথের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। কথার ক্রমমধ্যেও ক্রমভঙ্গ আছে এবং শ্লোকের পাঠমধ্যেও স্থানে স্থানে ভেদ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত
অনুবাদ সমাপ্ত।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৮।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করি। ভাগবত ধর্ম্মবেত্তা সনৎকুমার মুনিগণকে উপদেশ ক'রেছিলেন।

সেই বিশ্বরূপ পরমাত্মা সকলের পরম কারণ। যিনি সর্ব্বস্বরূপ তাঁকে জানেন তিনি ভীত হন না, কোথাও যান না। আমি কোথায়? আমি কার? আমি কার নই? কোন কোন সাধনের দ্বারা কার্য্য করি? ইত্যাদি বিচার ত্যাগ ক'রে পরমাত্মাকেই অনুভব করেন, সেই পরমাত্মা যুগে যুগে ব্যাপক, তিনি জড়াত্মক প্রপঞ্চ হ'তে ভিন্নরূপে পৃথক্ অবস্থিত, সেই পরমাত্মা হ'তে ভিন্ন যে কোন জড়বস্তু তার পারমার্থিক সত্ত্বা নাই। বায়ু এক হয়েও অনেকরূপে সঞ্চারিত হয়, পক্ষী মৃগ ব্যাঘ্র ও মনুষ্য এবং বেণুতে যথার্থরূপে স্থিত হ'য়ে একই বায়ু ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে হ'য়ে যায়। যিনি আত্মা তিনি পরমাত্মা কিন্তু তাঁকে জীবাত্মা হ'তে ভিন্নের মত দেখা যায়, এইরূপ সেই আত্মাই পরমাত্মা; তিনি গমন করেন, সেই আত্মাই সকলকে

১২শ বর্ষ, আষাঢ়মাস, ১৩৮০]

প্রথমসংখ্যা রথযাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীযুক্তরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পুজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পুজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ .আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দেবর্ষি-নারদ-পর্বতয়োরুপাখ্যানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স কথং কাঞ্চনষ্ঠীবী সৃঞ্জয়স্য সুতোঽভবৎ।
পর্বতেন কিমর্থং বা দত্তস্তেন মমার চ ॥ ১
যদা বর্ষসহস্রায়ুস্তদা ভবতি মানবঃ।
কথমপ্রাপ্তকৌমারঃ সৃঞ্জয়স্য সুতো মৃতঃ ॥ ২
উতাহো নামমাত্রং বৈ সুবর্ণষ্ঠীবিনোঽভবৎ।
কথং বা কাঞ্চনষ্ঠীবীত্যেতদিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি যথাবৃত্তং জনেশ্বর।
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব দ্বাবৃষী লোকসত্তমৌ ॥ ৪
মাতুলো ভাগিনেয়শ্চ দেবলোকাদিহাগতৌ।
বিহর্তুকামৌ সম্প্রীত্যা মানুষেষু পুরা বিভো ॥ ৫
হবিঃপবিত্রভোজ্যেন দেবভোজ্যেন চৈব হি।
নারদো মাতুলশ্চৈব ভাগিনেয়শ্চ পর্বতঃ ॥ ৬
তাবুভৌ তপসোপেতাববনীতলচারিণৌ।
ভুঞ্জানৌ মানুষান্ ভোগান্ যথাবৎ পর্য্যধাবতাম্ ॥ ৭
প্রীতিমন্তৌ মুদা যুক্তৌ সময়ং চৈব চক্রতুঃ।
যো ভবেদ্ধৃদি সঙ্কল্পঃ শুভো বা যদি বাশুভঃ ॥ ৮
অন্যোন্যস্য স আখ্যেয়ো মৃষা শাপোঽন্যথা ভবেৎ।
তৌ তথেতি প্রতিজ্ঞায় মহর্ষী লোকপূজিতৌ ॥ ৯
সৃঞ্জয়ং শ্বৈত্যমভ্যেত্য রাজানমিদমূচতুঃ।
আবাং ভবতি বৎস্যাবঃ কঞ্চিৎ কালং হিতায় তে ॥ ১০
যথাবৎ পৃথিবীপাল আবয়োঃ প্রগুণীভব।
তথেতি কৃত্বা রাজা তৌ সৎকৃত্যোপচচার হ ॥ ১১
ততঃ কদাচিত্তৌ রাজা মহাত্মানৌ তপোধনৌ।
অব্রবীৎ পরমপ্রীতঃ সুতেয়ং বরবর্ণিনী ॥ ১২
একৈব মম কন্যৈষা যুবাং পরিচরিষ্যসি।
দর্শনীয়ানবদ্যাঙ্গী শীলবৃত্তসমাহিতা ॥ ১৩

ত্রিংশ অধ্যায়।

[দেবর্ষি নারদ ও পর্বতের উপাখ্যান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! কাঞ্চনষ্ঠীবী সৃঞ্জয়ের পুত্র কিরূপে হইয়াছিল? পর্ব্বত কি নিমিত্ত সৃঞ্জয়কে ঐ পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন? কি নিমিত্ত-ই বা সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ১

যখন মনুষ্যগণ সহস্রবর্ষ জীবিত থাকিত, সেই সময়ে সৃঞ্জয়পুত্র কৌমার অবস্থার পূর্বে-ই (পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই) কেন-ই বা প্রাণত্যাগ করিল? ২

ঐ পুত্র কি নামে-ই কাঞ্চনষ্ঠীবী ছিল অথবা যথার্থ-ই কাঞ্চন-ষ্ঠীবন করিত? কেন-ই বা তাহার কাঞ্চনষ্ঠীবী নাম হইয়াছিল—এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে অভিলাষ হইতেছে ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—জনেশ্বর! তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা করিতেছি। নারদ ও পর্বত এই দুইজন লোকশ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন ॥ ৪

ইঁহারা পরস্পর মাতুল ও ভাগিনেয়। হে বিভু! ইঁহারা মনুষ্যলোকে ভ্রমণ করিবার জন্য প্রেমপূর্বক দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৫

তাঁহারা দেবভোজ্য অমৃত ও পবিত্রভোজ্য ঘৃতাদি ভোজন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে নারদ মাতুল আর পর্ব্বত ভাগিনেয় ছিলেন ॥ ৬

সেই তপস্বীদ্বয় অবনীতলে মনুষ্যভোজ্য ভোজনপূর্বক স্বেচ্ছানুসারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

তাঁহারা প্রীতি ও আনন্দের সহিত প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মনে যাহার যাহা উদয় হইবে তাহা ভাল-ই হউক বা মন্দ-ই হউক তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করিবেন নতুবা শাপভাগী হইবেন ॥ ৮½

লোকপূজিত মহর্ষিদ্বয় এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া শ্বেতপুত্র রাজা সৃঞ্জয়ের নিকট গমন করত বলিলেন ॥ ৯½

'ভূপাল! আমরা দুইজনে তোমার মঙ্গলের জন্য কিছুদিন এইস্থানে বাস করিব। তুমি আমাদের প্রতি অনুকূল হও' ॥ ১০½

রাজা সৃঞ্জয় তাঁহাদের দুইজনের বাক্য "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করত সাদরে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর একদা নরপতি সৃঞ্জয় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাপসদ্বয়কে বলিলেন—হে মহর্ষিদ্বয়! পরমাসুন্দরী, সুশীলা, গুণবতী, সদাচারসম্পন্না, কমলকেশরতুল্য কান্তিমতী, সুকুমারী কুমারী আমার একমাত্র কন্যা আজ হইতে আপনাদের সেবা করিবে ॥ ১১-১৩½

সুকুমারী কুমারী চ পদ্মকিঞ্জল্কসুপ্রভা ।
পরমং সৌম্যমিত্যুক্তং তাভ্যাং রাজা শশাস তাম্ ॥১৪
কন্যে বিপ্রাবুপচর দেববৎ পিতৃবচ্চ হ ।
সা তু কন্যা তথেত্যুক্ত্বা পিতরং ধর্মচারিণী ॥ ১৫
যথানিদেশং রাজস্তৌ সৎকৃত্যোপচচার হ ।
তস্যাস্তেনোপচারেণ রূপেণাপ্রতিমেন চ ॥ ১৬
নারদং হৃচ্ছয়স্তূর্ণং সহসৈবাভ্যপদ্যত ।
ববৃধে হি ততস্তস্য হৃদি কামো মহাত্মনঃ ॥ ১৭
যথা শুক্লস্য পক্ষস্য প্রবৃত্তৌ চন্দ্রমাঃ শনৈঃ ।
ন চ তং ভাগিনেয়ায় পর্বতায় মহাত্মনে ॥ ১৮
শশংস হৃচ্ছয়ং তীব্রং ব্রীড়মানঃ স ধর্মবিৎ ।
তপসা চেঙ্গিতৈশ্চৈব পর্বতোঽথ বুবোধ তম্ ॥ ১৯
কামার্ত্তং নারদং ক্রুদ্ধঃ শশাপৈনং ততো ভৃশম্ ।
কৃত্বা সময়মব্যগ্রো ভবান্ বৈ সহিতো ময়া ॥ ২০
যো ভবেদ্ধৃদি সঙ্কল্পঃ শুভো বা যদি বাশুভঃ ।
অন্যোন্যস্য স আখ্যেয় ইতি তদ্ বৈ ময়া কৃতম্ ॥ ২১

তাপসদ্বয় "অতি শোভন প্রস্তাব" বলিয়া স্বীকার করিলে রাজা কন্যাকে তাহাদের সেবার আদেশ দিয়া বলিলেন—'বৎসে ! তুমি আজ হইতে দেবতা ও পিতার ন্যায় এই বিপ্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা কর' ॥ ১৪½

ধর্মচারিণী সেই কন্যা পিতার বাক্য 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করত আদেশ অনুযায়ী সৎকার পূর্বক সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫½

তাহার ঐকান্তিকী সেবা ও অনুপম রূপলাবণ্য দর্শনে সহসা নারদের হৃদয়ে কামভাবের সঞ্চার হইল ॥ ১৬½

তদনন্তর মহাত্মা নারদের হৃদয়ে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রমার ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ কামভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥ ১৭½

ধর্মজ্ঞ নারদ লজ্জাবশতঃ ভাগিনেয় মহাত্মা পর্বতকে আপনার হৃদয়স্থ দুঃসহ কামভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেন না ॥ ১৮½

অনন্তর পর্বত তপস্যা ও আকার-ইঙ্গিতে নারদকে কামপীড়িত বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অভিসম্পাতে উদ্যত হইয়া বলিলেন ॥ ১৯½

সুস্থচিত্তে আমাদের উভয়ের প্রতিজ্ঞা ছিল 'যখন যাহার মনে যে ভাব উদয় হইবে তাহা ভাল-ই হউক বা মন্দ-ই হউক তৎক্ষণাৎ একে অন্যের নিকট প্রকাশ করিব।' কিন্তু ব্রহ্মন্ !

ভবতা বচনং ব্রহ্মংস্তস্মাদেষ শপাম্যহম্ ।
ন হি কামং প্রবর্তন্তং ভবানাচষ্ট মে পুরা ॥২২
সুকুমার্য্যাং কুমার্য্যাং তে তস্মাদেষ শপাম্যহম্ ।
ব্রহ্মচারী গুরুর্যস্মাৎ তপস্বী ব্রাহ্মণশ্চ সন্ ॥ ২৩
অকার্ষীঃ সময়ভ্রংশমাবাভ্যাং যঃ কৃতো মিথঃ ।
শপ্স্যে তস্মাৎ সুসংক্রুদ্ধো ভবন্তং তং নিবোধ মে ॥ ২৪
সুকুমারী চ তে ভার্য্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
বানরঞ্চৈব তে রূপং বিবাহাৎ প্রভৃতি প্রভো ॥২৫
সংদ্রক্ষ্যন্তি নরাশ্চান্যে স্বরূপেণ বিনাকৃতম্ ।
স তদ্ বাক্যং তু বিজ্ঞায় নারদঃ পর্বতং তথা ॥ ২৬
অশপত্তমপি ক্রোধাদ্ ভাগিনেয়ং স মাতুলঃ ।
তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন চ দমেন চ ॥ ২৭
যুক্তোঽপি নিত্যধর্মশ্চ ন বৈ স্বর্গমবাপ্স্যসি
তৌ তু শপ্ত্বা ভৃশং ক্রুদ্ধৌ পরস্পরমমর্ষণৌ ॥ ২৮
প্রতিজগ্মতুরন্যোন্যং ক্রুদ্ধাবিব গজোত্তমৌ ।
পর্বতং পৃথিবীং কৃৎস্নাং বিচচার মহামতিঃ ॥ ২৯

আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করায় অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ২০-২১½

এই সুকুমারী কুমারীর প্রতি আপনার হৃদয়ে যখন প্রথম কামভাবের সঞ্চার হয়, তখন আপনি আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করেন নাই—এইজন্য আপনাকে আমি শাপ দিতেছি ॥ ২২½

আপনি ব্রহ্মচারী গুরুজন তপস্বী ও ব্রাহ্মণ, তথাপি আমাদের উভয়ের মধ্যে যে শর্ত ছিল, তাহা ভঙ্গ করায় আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিতেছি – শ্রবণ করুন ॥ ২৩-২৪

প্রভু ! এই সুকুমারী আপনার ভার্য্যা হইবেন - ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু বিবাহান্তে ঐ কন্যা এবং অন্যান্য সকলে আপনার স্বরূপ দর্শনে অক্ষম হইয়া আপনাকে বানরের ন্যায় দেখিবে ॥২৫½

ঐ কথা শ্রবণে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া মাতুল নারদ ভাগিনেয় পর্বতকে শাপ দিলেন -তুমি ধর্মপরায়ণ, তপস্বী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী ও দমগুণযুক্ত হইয়াও স্বর্গে গমন করিতে পারিবে না ॥ ২৬-২৭½

এইরূপে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সেই তাপসদ্বয় পরস্পর শাপপ্রদান করিয়া ক্রুদ্ধ হস্তিদ্বয়ের ন্যায় বিযুক্ত হইলেন ॥ ২৮½

ভারত ! মহামতি পর্বত স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যথোচিত সম্মান লাভ করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯½

পূজ্যমানো যথান্যায়ং তেজসা স্বেন ভারত।
অথ তামলভৎ কন্যাং নারদঃ সৃঞ্জয়াত্মজাম্ ॥ ৩০
ধর্মেণ বিপ্রপ্রবরঃ সুকুমারীমনিন্দিতাম্।
সা তু কন্যা যথাশাপং নারদং তং দদর্শ হ ॥ ৩১
পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিয়োগাদেব নারদম্।
সুকুমারী চ দেবর্ষিং বানরপ্রতিমাননম্ ॥ ৩২
নৈবাবামন্যত তদা প্রীতিমত্যেব চাভবৎ।
উপতস্থে চ ভর্তারং ন চান্যং মনসাপ্যগাৎ ॥ ৩৩
দেবং মুনিং বা যক্ষং বা পতিত্বে পতিবৎসলা।
ততঃ কদাচিদ্ ভগবান্ পর্বতোঽনুচচার হ ॥৩৪
বনং বিরহিতং কিঞ্চিৎ তত্রাপশ্যৎ স নারদম্।
ততোঽভিবাদ্য প্রোবাচ নারদং পর্ব্বতস্তদা ॥ ৩৫
ভবান্ প্রসাদং কুরুতাৎ স্বর্গাদেশায় মে প্রভো।
তমুবাচ ততো দৃষ্ট্বা পর্বতং নারদস্তথা ॥ ৩৬
কৃতাঞ্জলিমুপাসীনং দীনং দীনতরঃ স্বয়ম্।
ত্বয়াহং প্রথমং শপ্তো বানরত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৩৭
ইত্যুক্তেন ময়া পশ্চাচ্ছপ্তস্ত্বমপি মৎসরাৎ।
অদ্য প্রভৃতি বৈ বাসং স্বর্গে নাবাপ্স্যসীতি হ ॥ ৩৮
তব নৈতদ্ধি বিসদৃশং পুত্রস্থানে হি মে ভবান্।
ন্যবর্তয়েতাং তৌ শাপাবন্যোন্যেন তদা মুনী ॥৩৯
শ্রীসমৃদ্ধং তদা দৃষ্ট্বা নারদং দেবরূপিণম্।
সুকুমারী প্রদুদ্রাব পরপত্যভিশঙ্কয়া ॥ ৪০
তাং পর্বতস্ততো দৃষ্ট্বা প্রদ্রবন্তীমনিন্দিতাম্।
অব্রবীৎ তব ভর্তৈষ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪১
ঋষিঃ পরমধর্মাত্মা নারদো ভগবান্ প্রভুঃ।
তবৈবাভেদ্যহৃদয়ো মা তেঽভূদত্র সংশয়ঃ ॥ ৪২
সানুনীতা বহুবিধং পর্বতেন মহাত্মনা।
শাপদোষঞ্চ তং ভর্তুঃ শ্রুত্বা প্রকৃতিমাগতা ॥ ৪৩
পর্বতোঽথ যযৌ স্বর্গং নারদোঽভ্যাগমদ্ গৃহান্।

বাসুদেব উবাচ।

প্রত্যক্ষকর্তা সর্বস্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
এষ বক্ষ্যতি তে পৃষ্টো যথাবৃত্তং নরোত্তম ॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি নারদ-পর্বতোপাখ্যানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০

অনন্তর বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ অনিন্দ্যসুন্দরী সৃঞ্জয়াত্মজা সুকুমারীকে ধর্মপত্নীরূপে লাভ করিলেন ॥ ৩০ই

সেই কন্যা পাণিগ্রহণমন্ত্র শেষ হইবামাত্রই অভিশাপ অনুযায়ী নারদ-মুনির মুখমণ্ডল বানর-বদনের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩১ই

সুকুমারী দেবর্ষির বানর-বদনদর্শনে অবহেলা করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার প্রেম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩২ই

পতিপ্রেমপরায়ণা সুকুমারী স্বামীর সেবায় তৎপর হইলেন এবং অন্য কোন পুরুষকে, এমন কি কোন যক্ষ, মুনি অথবা দেবতাকেও তিনি মনে মনে পতিরূপে চিন্তা করেন নাই। ৩৩ই

তদনন্তর একদা ভগবান্ পর্বত নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে নির্জন বনে উপনীত হইলেন এবং নারদকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৪ই

তখন পর্বত মহাত্মা নারদকে অভিবাদন পূর্বক বলিলেন— আপনি কৃপা করিয়া আমায় স্বর্গ গমনের অনুমতি প্রদান করুন ॥

তখন নারদ পর্বতকে দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত দীনভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫-৩৬ই

তুমি প্রথমে আমাকে বানরত্বের অভিসম্পাত করিয়াছিলে, পশ্চাৎ বিদ্বেষবশতঃ আমিও তোমাকে শাপপ্রদান করি—আজ হইতে তুমি স্বর্গে যাইতে পারিবে না। তুমি পুত্রস্থানীয় ইহা তোমার উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই ॥ ৩৭-৩৮ই

তাপসদ্বয় কথোপকথনান্তে পরস্পরকে শাপমুক্ত করিলেন। তখন সুকুমারী নারদের অনুপম দেবরূপ দর্শনে পরপতি আশঙ্কায় প্রস্থানে উদ্যত হইলেন ॥ ৩৯-৪০

পর্বত অনিন্দিত রাজকন্যাকে পলায়নপরায়ণা দেখিয়া বলিলেন,—দেবি! ইনি তোমার ই পতি, এ বিষয়ে চিন্তার অবসর নাই ॥ ৪১

(হে সাধ্বি!) ইনি তোমার ই পতি অভিন্নহৃদয় পরম ধর্মাত্মা প্রভু ভগবান্ নারদ, এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ করা উচিত নয় ॥ ৪২

মহাত্মা পর্বত বহুভাবে বুঝাইলেন এবং পতিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণে সুকুমারী ইহাতে স্বস্থ হইলেন। তাহারপর পর্বত স্বর্গে ও নারদ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৪৩ই

বাসুদেব বলিলেন নরোত্তম! এই ভগবান্ নারদ ঋষি সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, অতএব ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি যথাযথভাবে সব কিছুই বলিবেন ॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে নারদ-পর্বত উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[সুবর্ণষ্ঠীবিনো-জন্ম-মৃত্যোঃ পুনর্জীবনস্য চ বৃত্তান্তকথনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজা পাণ্ডুসুতো নারদং প্রত্যভাষত ।
ভগবন্‌ শ্রোতুমিচ্ছামি সুবর্ণষ্ঠীবিসম্ভবম্ ॥ ১

এবমুক্তস্তু স মুনির্ধর্মরাজেন নারদঃ ।
আচচক্ষে যথাবৃত্তং সুবর্ণষ্ঠীবিনং প্রতি ॥ ২

নারদ উবাচ ।

এবমেতন্মহাবাহো যথায়ং কেশবোঽব্রবীৎ ।
কার্য্যস্যাস্য তু যচ্ছেষং তৎ তে বক্ষ্যামি পৃচ্ছতঃ ॥ ৩

অহঞ্চ পর্বতশ্চৈব স্বস্রীয়ো মে মহামুনিঃ ।
বস্তুকামাবভিগতৌ সৃঞ্জয়ং জয়তাং বরম্ ॥ ৪

তত্রাবাং পূজিতৌ তেন বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ।
সর্বকামৈঃ সুবিহিতৌ নিবসাবোঽস্য বেশ্মনি ॥ ৫

ব্যতিক্রান্তাসু বর্ষাসু সময়ে গমনস্য চ ।
পর্বতো মামুবাচেদং কালে বচনমর্থবৎ ॥ ৬

আবামস্য নরেন্দ্রস্য গৃহে পরমপূজিতৌ ।
উষিতৌ সময়ে ব্রহ্মংস্তদ্ বিচিন্তয় সাম্প্রতম্ ॥ ৭

ততোঽহমব্রুবং রাজন্ পর্বতং শুভদর্শনম্ ।
সর্বমেতৎ ত্বয়ি বিভো ভাগিনেয়োপপদ্যতে ॥ ৮

বরেণ চ্ছন্দ্যতাং রাজা লভতাং যদ্ যদিচ্ছতি ।
আবয়োস্তপসা সিদ্ধিং প্রাপ্নোতু যদি মন্যসে ॥ ৯

তত আহূয় রাজানং সৃঞ্জয়ং জয়তাং বরম্ ।
পর্বতোঽনুমতো বাক্যমুবাচ কুরুপুঙ্গব ॥ ১০

প্রীতৌ স্বো নৃপ সৎকারৈর্ভবদার্জবসম্ভৃতৈঃ ।
আবাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতো বরং নৃবর চিন্তয় ॥ ১১

দেবানামবিহিংসায়াং ন ভবেন্মানুষক্ষয়ম্ ।
তদ্ গৃহাণ মহারাজ পূজার্হো নৌ মতো ভবান্ ॥ ১২

সৃঞ্জয় উবাচ ।

প্রীতৌ ভবন্তৌ যদি মে কৃতমেতাবতা মম ।
এষ এব পরো লাভো নির্বৃত্তো মে মহাফলঃ ॥ ১৩

একত্রিংশ অধ্যায় ।

[সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্ম-মৃত্যু ও পুনর্জীবন বৃত্তান্ত কথন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে বলিলেন—ভগবন্! আমি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে নারদমুনি সুবর্ণষ্ঠীবীর জন্ম-বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিতে লাগিলেন ॥ ২

নারদ বলিলেন—মহাবাহো! কেশব যাহা বলিলেন, তাহা সব সত্য। এ বিষয়ে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা তোমার প্রশ্নানুসারে বলিতেছি ॥ ৩

আমি ও ভাগিনেয় মহামুনি পর্বত বীরশ্রেষ্ঠ সৃঞ্জয়ের গৃহে বাস করিবার জন্য উপস্থিত হইলাম ॥ ৪

আমরা উভয়ে সৃঞ্জয়কর্তৃক বিধানানুসারে পূজিত হইয়া অভিলষিত ভোগসুখ অনুভব করত তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলাম ॥ ৫

বর্ষাকাল অতীত হইলে আমাদের গমনসময়ে পর্বত আমাকে সময়োচিত ও অর্থযুক্ত এই বাক্য বলিল ॥ ৬

(মাতুল!) আমরা পরম আদরে সৎকৃত হইয়া রাজা সৃঞ্জয়ের গৃহে অবস্থান করিয়াছি; ব্রহ্মন্! এখন ইঁহার কিছু উপকারের কথা চিন্তা করা উচিত ॥ ৭

রাজন্! তখন আমি শুভদর্শন পর্বতকে বলিলাম, বৎস ভাগিনেয়! এই সমস্ত বাক্য তোমার উপযুক্ত ॥ ৮

রাজাকে বরদানে সন্তুষ্ট কর, তিনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন তৎসমুদয় প্রাপ্ত হউন। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাদের উভয়ের তপস্যার দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হউন ॥ ৯

কুরুশ্রেষ্ঠ! তখন আমার অনুমতি অনুসারে পর্বত বিজয়িশ্রেষ্ঠ রাজা সৃঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১০

হে নৃপ! আমরা উভয়ে তোমার অকপট সেবায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। নরেন্দ্র! তোমার অভিলষিত বরপ্রার্থনার অনুমতি প্রদান করিতেছি ॥ ১১

মহারাজ! এইরূপ বর প্রার্থনা কর, যাহাতে দেবতাদিগের হিংসা অথবা মনুষ্যদিগের সংহার না হয়; কারণ তুমি আমাদের মানার্হ ॥ ১২

সৃঞ্জয় বলিলেন যদি আপনারা উভয়ে ইহাতে (সেবাতে) প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে-ই আমি কৃতার্থ এবং ইহাই আমার পরম লাভ ॥ ১৩

তমেবংবাদিনং ভূয়ঃ পর্বতঃ প্রত্যভাষত।
বৃণীষ রাজন্ সঙ্কল্পং যৎ তে হৃদি চিরং স্থিতম্ ॥ ১৪
সৃঞ্জয় উবাচ।
অভীপ্সামি সুতং বীরং বীর্যবন্তং দৃঢ়ব্রতম্।
আয়ুষ্মন্তং মহাভাগং দেবরাজসমদ্যুতিম্ ॥ ১৫
পর্বত উবাচ।
ভবিষ্যত্যেষ তে কামো ন ত্বায়ুষ্মান্ ভবিষ্যতি।
দেবরাজাভিভূত্যর্থং সঙ্কল্পো হ্যেষ তে হৃদি ॥ ১৬
খ্যাতঃ সুবর্ণষ্ঠীবীতি পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
রক্ষ্যশ্চ দেবরাজাৎ স দেবরাজসমদ্যুতিঃ ॥ ১৭
তচ্ছ্রুত্বা সৃঞ্জয়ো বাক্যং পর্বতস্য মহাত্মনঃ।
প্রসাদয়ামাস তদা নৈতদেবং ভবেদিতি ॥ ১৮
আয়ুষ্মান্ মে ভবেৎ পুত্রো ভবতস্তপসা মুনে।
ন চ তং পর্বতঃ কিঞ্চিদুবাচেন্দ্রব্যপেক্ষয়া ॥ ১৯
তমহং নৃপতিং দীনমব্রুবং পুনরেব চ।
স্মর্তব্যোঽস্মি মহারাজ দর্শয়িষ্যামি তে সুতম্ ॥ ২০
অহং তে দয়িতং পুত্রং প্রেতরাজবশং গতম্।
পুনর্দাস্যামি তদ্রূপং মা শুচঃ পৃথিবীপতে ॥২১
এবমুক্ত্বা তু নৃপতিং প্রযাতৌ স্বো যথেপ্সিতম্।
সৃঞ্জয়শ্চ যথাকামং প্রবিবেশ স্বমন্দিরম্ ॥ ২২
সৃঞ্জয়স্যাথ রাজর্ষেঃ কস্মিংশ্চিৎ কালপর্যয়ে।
জজ্ঞে পুত্রো মহাবীর্যস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব ॥ ২৩
ববৃধে স যথাকালং সরসীব মহোৎপলম্।
বভূব কাঞ্চনষ্ঠীবী যথার্থং নাম তস্য তৎ ॥ ২৪
তদদ্ভুততমং লোকে পপ্রথে কুরুসত্তম।
বুবুধে তচ্চ দেবেন্দ্রো বরদানং মহর্ষিতঃ ॥ ২৫
ততঃ স্বাভিভবাদ্ ভীতো বৃহস্পতিমতে স্থিতঃ।
কুমারস্যান্তরপ্রেক্ষী বভূব বলবৃত্রহা ॥ ২৬
চোদয়ামাস তদ্ বজ্রং দিব্যাস্ত্রং মূর্তিমৎ স্থিতম্।
ব্যাঘ্রো ভূত্বা জহীমং ত্বং রাজপুত্রমিতি প্রভো ॥ ২৭

রাজা এইরূপ বলিলে পর্বত পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন - রাজন্! তোমার চিত্তের বহুদিনের যে সঙ্কল্প তাহাই প্রার্থনা কর ॥ ১৪

সৃঞ্জয় বলিলেন (ভগবন্!) আমার এইরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন, যে পুত্র বীর, বলবান্, দৃঢ়ব্রত, দীর্ঘজীবী, সৌভাগ্যশালী এবং দেবরাজের তুল্য তেজস্বী হইবে ॥ ১৫

পর্বত বলিলেন—তুমি যেইরূপ প্রার্থনা করিলে সেইরূপ পুত্র-ই লাভ করিবে, কিন্তু দীর্ঘজীবী হইবে না; কারণ, তোমার এই সঙ্কল্প দেবরাজকে পরাভূত করিবার জন্য ॥ ১৬

তোমার ঐ পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবী নামে বিখ্যাত ও দেবরাজতুল্য কান্তিমান্ হইবে। তুমি ইন্দ্র হইতে তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিবে ॥ ১৭

মহাত্মা পর্বতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৃঞ্জয় তাহাকে প্রসন্ন করত বলিলেন তাহা হইবে না; মুনে! আপনার তপস্যাপ্রভাবে আমার পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু পর্বত ইন্দ্রের অপেক্ষায় (অনুরোধে) মৌন রহিলেন ॥ ১৮-১৯

তখন আমি সেইদিন নরপতিকে বলিলাম মহারাজ! ঐ সময়ে তুমি আমায় স্মরণ করিলে আমি পুনরায় তোমার পুত্রকে দেখাইব। পৃথিবীপতে! শোক করিও না। আমি যমালয় হইতে তোমার প্রিয় পুত্রকে পূর্বাকৃতিতে-ই তোমার নিকট আনিয়া দিব ॥ ২০-২১

রাজাকে এই কথা বলিয়া আমরা উভয়ে স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন করিলাম। রাজা সৃঞ্জয়ও অভীষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২২

তদনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের মহাবলবান্ তেজঃসম্পন্ন একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৩

যথাকালে সরোবরে পদ্ম যেমন বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ রাজকুমার বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি কাঞ্চনষ্ঠীবী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন তাঁহার ঐ নাম সার্থক হইয়াছিল* ॥ ২৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! ঐ অদ্ভুত বৃত্তান্ত সর্বত্র প্রচারিত হইল। দেবেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন—মহর্ষি পর্বতের বরে-ই ইহার জন্ম (বরের-ই ফল।) ॥ ২৫

তদনন্তর বল ও বৃত্রাসুরবধকারী নিজ পরাভব-ভয়ে ভীত দেবরাজ বৃহস্পতির পরামর্শানুযায়ী কুমারের রন্ধ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

প্রভো! ইন্দ্র সম্মুখে উপস্থিত মূর্তিমান্ দিব্য অস্ত্র বজ্রকে বলিলেন বজ্র! মহর্ষি পর্বতের বরপ্রভাবে এই সৃঞ্জয় পুত্র

(*) কাঞ্চনষ্ঠীবী যাহার থুথু নিক্ষেপমাত্র সুবর্ণে পরিণত হয়।

প্রবৃদ্ধঃ কিল বীর্য্যেণ মামেষোঽভিভবিষ্যতি ।
সৃঞ্জয়স্চ সুতো বজ্র যথৈনং পর্বতোঽব্রবীৎ ॥ ২৮
এবমুক্তস্তু শক্রেণ বজ্রঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
কুমারমন্তরপ্রেক্ষী নিত্যমেবাম্বপদ্যত ॥ ২৯
সৃঞ্জয়োঽপি সুতং প্রাপ্য দেবরাজসমদ্যুতিম্ ।
হৃষ্টঃ সান্তঃপুরো রাজা বননিত্যো বভূব হ ॥ ৩০
ততো ভাগীরথীতীরে কদাচিন্নির্জনে বনে ।
ধাত্রীদ্বিতীয়ো বালঃ স ক্রীড়ার্থং পর্য্যধাবত ॥ ৩১
পঞ্চবর্ষকদেশীয়ো বালো নাগেন্দ্রবিক্রমঃ ।
সহসোৎপতিতং ব্যাঘ্রমাসসাদ মহাবলম্ ॥ ৩২
স বালস্তেন নিষ্পিষ্টো বেপমানো নৃপাত্মজঃ ।
ব্যসুঃ পপাত মেদিন্যাং ততো ধাত্রী বিচুক্রুশে ॥ ৩৩
হত্বা তু রাজপুত্রং স তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
শার্দূলো দেবরাজস্য মায়য়ান্তর্হিতস্তদা ॥ ৩৪
ধাত্র্যাস্তু নিনদং শ্রুত্বা রুদত্যাঃ পরমার্ত্তবৎ ।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরাক্রমে আমায় পরাস্ত করিবে ; অতএব তুমি ব্যাঘ্র হইয়া ইহাকে পরাস্ত কর ॥ ২৭-২৮

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে শত্রুবিজয়ী বজ্র কুমারের অদূরে অবস্থান করত সর্ব্বদা রন্ধ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৯

রাজা সৃঞ্জয়ও দেবরাজতুল্য পরাক্রমী পুত্র লাভ করিয়া পত্নীগণের সহিত আনন্দিত মনে নিরন্তর বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

তদনন্তর ভাগীরথীতীরে নির্জন বনে ধাত্রী-সহায় সেই বালক ক্রীড়ার্থ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল ॥ ৩১

গজরাজের ন্যায় বিক্রমশালী ঐ পঞ্চম বর্ষীয় বালক সহসা আগত এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল ॥ ৩২

কম্পমান বালক রাজকুমার ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিষ্পিষ্ট হওয়ায় প্রাণহীন দেহে ভূতলে পতিত হইলে ধাত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল ॥৩৩

ব্যাঘ্র রাজপুত্রকে বধ করিয়া সেইখানে-ই (দেখিতে দেখিতে) অন্তর্হিত হইল; কারণ, দেবরাজের প্রভাবে সেই ব্যাঘ্রের অন্তর্দ্ধানের শক্তি ছিল ॥ ৩৪

অন্যদিকে রোদনপরায়ণা ধাত্রীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করত উৎকণ্ঠিত হইয়া রাজা সৃঞ্জয় স্বয়ং সেইস্থানে দ্রুতপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫

অভ্যধাবত তং দেশং স্বয়মেব মহীপতিঃ ॥ ৩৫
স দদর্শ শয়ানং তং গতাসুং পীতশোণিতম্ ।
কুমারং বিগতানন্দং নিশাকরমিব চ্যুতম্ ॥ ৩৬
স তমুৎসঙ্গমারোপ্য পরিপীড়িতমানসঃ ।
পুত্রং রুধিরসংসিক্তং পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥ ৩৭
ততস্তা মাতরস্তস্য রুদত্যঃ শোককর্শিতাঃ ।
অভ্যধাবন্ত তং দেশং যত্র রাজা স সৃঞ্জয়ঃ ॥ ৩৮
ততঃ স রাজা সস্মার মামেব গতমানসঃ ।
তদাহং চিন্তনং জ্ঞাত্বা গতবাংস্তস্য দর্শনম্ ॥ ৩৯
ময়ৈতানি চ বাক্যানি শ্রাবিতঃ শোকলালসঃ ।
যানি তে যদুবীরেণ কথিতানি মহীপতে ॥ ৪০
সঞ্জীবিতশ্চাপি পুনর্বাসবানুমতে তদা ।
ভবিতব্যং তথা তচ্চ ন তচ্ছক্যমতোঽন্যথা ॥ ৪১
তত ঊর্দ্ধং কুমারস্তু স্বর্ণষ্ঠীবী মহাযশাঃ ।
চিত্তং প্রসাদয়ামাস পিতুর্মাতুশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৪২

সেই রাজা আনন্দহীন, আকাশ হইতে পতিত চন্দ্রের ন্যায় দৃশ্যমান ও নিষ্প্রাণ কুমারকে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিলেন। তখন ব্যাঘ্র তাহার রক্ত পান করিয়াছে ॥ ৩৬

তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে রক্তাক্ত পুত্রের দেহ কোলে তুলিয়া লইলেন এবং ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

তদনন্তর সেই রাজা সৃঞ্জয় যেখানে বিলাপ করিতেছিলেন সেই বালকের মাতারা শোকার্ত্তচিত্তে রোদন করিতে করিতে দ্রুতপদে সেখানে আগমন করিলেন ॥ ৩৮

তখন সেই রাজা অবশভাবে আমাকে স্মরণ করিলেন। আমি তাঁহার স্মরণের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলাম (দৃষ্টিগোচরীভূত হইলাম) ॥ ৩৯

হে মহীপতে! যদুবীর শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বলিলেন আমি শোকাকুল সেই রাজাকে সেই সব কথাই শ্রবণ করাইলাম (বলিলাম) ॥ ৪০

তখন ইন্দ্রের অনুমতি অনুসারে সেই বালককে পুনর্জীবিত করিলাম। যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই, কেহ তাহা অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ৪১

তদনন্তর মহাযশা বলবান্ কুমার স্বর্ণষ্ঠীবী জীবিত হইয়া মাতাপিতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল ॥ ৪২

কারয়ামাস রাজ্যঞ্চ পিতরি স্বর্গতে নৃপ।
বর্ষাণাং শতমেকঞ্চ সহস্রং ভীমবিক্রমঃ ॥ ৪৩
তত ঈজে মহাযজ্ঞৈর্বহুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ :
তর্পয়ামাস দেবাংশ্চ পিতৄংশ্চৈব মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৪
উৎপাদ্য চ বহূন্ পুত্রান্ কুলসন্তানকারিণঃ।
কালেন মহতা রাজন্ কালধর্মমুপেয়িবান্ ॥ ৪৫
স ত্বং রাজেন্দ্র সঞ্জাতং শোকমেনং নিবর্তয়।
যথা ত্বাং কেশবঃ প্রাহ ব্যাসশ্চ সুমহাতপাঃ ॥৪৬
পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমাস্থায় ধুরমুদ্বহ।
ইষ্ট্বা পুণ্যৈর্মহাযজ্ঞৈরিষ্টং লোকমবাপ্স্যসি ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি স্বর্ণষ্ঠীবিসম্ভবোপাখ্যানে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১

হে নৃপ! সেই ভয়ানক পরাক্রমশালী কুমার পিতার স্বর্গবাসের পর একসহস্র শতবর্ষকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

তদনন্তর ঐ মহাতেজস্বী রাজকুমার ভূরিদক্ষিণা সহকারে বহু মহাযজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পূজা-শ্রাদ্ধাদির দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

হে রাজন্! তদনন্তর কুলপ্রবর্তক বহু পুত্র উৎপাদনান্তে দীর্ঘকালের পর তিনি কালধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (দেহত্যাগ করিয়াছিলেন) ॥

হে রাজন্! এক্ষণে তুমি নিজ হৃদয়ে উৎপন্ন শোক দূর কর। মহাতপস্বী ব্যাস ও কেশবের বাক্যানুসারে পৈতৃকরাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহার ভার বহন কর এবং পুণ্যদায়ক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা অভীষ্টলোকে গমন কর ॥ ৪৫-৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনপর্বান্তর্গত শান্তিপর্বে সুবর্ণষ্ঠীবীসম্ভব উপাখ্যানে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[ব্যাসদেবেন যুধিষ্ঠিরায় প্রবোধদানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ
তং তু রাজানং শোচমানং
তপস্বী ধর্মতত্ত্বজ্ঞঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ ॥ ১
ব্যাস উবাচ।
প্রজানাং পালনং ধর্মো রাজ্ঞাং রাজীবলোচন।
ধর্মঃ প্রমাণং লোকস্য নিত্যং ধর্মানুবর্তিনঃ ॥ ২
অনুতিষ্ঠস্ব তদ্ রাজন্ পিতৃ-পৈতামহং পদম্।
ব্রাহ্মণেষু তপো ধর্মঃ স নিত্যো বেদনিশ্চিতঃ ॥ ৩
তৎ প্রমাণং ব্রাহ্মণানাং শাশ্বতং ভরতর্ষভ।
তস্য ধর্মস্য কৃৎস্নস্য ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষিতা ॥ ৪
যঃ স্বয়ং প্রতিহন্তি স্ম শাসনং বিষয়ে রতঃ।
স বাহুভ্যাং বিনিগ্রাহ্যো লোকযাত্রাবিঘাতকঃ ॥ ৫
প্রমাণমপ্রমাণং যঃ কুর্য্যান্মোহবশং গতঃ
ভৃত্যো বা যদি বা পুত্রস্তপস্বী বাথ কশ্চন ॥ ৬
পাপান্ সর্বৈরুপায়ৈস্তান্ নিয়চ্ছেচ্ছাতয়ীত বা।
অতোঽন্যথা বর্তমানো রাজা প্রাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৭

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[ব্যাসদেবকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদানম।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন জনমেজয়! শোকপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৌন থাকিতে দেখিয়া ধর্মতত্ত্বজ্ঞ তপস্বী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিলেন ॥ ১

ব্যাস বলিলেন—হে কমললোচন! প্রজাপালন রাজার ধর্ম। ধর্মকে অনুসরণকারী লোকের পক্ষে ধর্মই নিত্য প্রমাণ ॥ ২

রাজন্! অতএব তুমি পিতৃপিতামহের রাজ্য গ্রহণ করিয়া ধর্মানুসারে পালন কর। তপস্যা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম—ইহা বেদের সিদ্ধান্ত ॥ ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই তপস্যা ব্রাহ্মণের সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রমাণিত! ক্ষত্রিয় সেই সমগ্র ধর্মের পরিরক্ষক ॥ ৪

যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া লোকমর্যাদা লঙ্ঘনপূর্বক শাসন-ধর্মকে অতিক্রম করে, ভুজবলের দ্বারা তাহাকে দমন করা ক্ষত্রিয়ের উচিত ॥ ৫

যে ব্যক্তি মোহবশে শাস্ত্র ও ধর্মকে অমান্য করে, সেই ব্যক্তি ভৃত্য, পুত্র, তপস্বী অথবা যে কেউ হউক না কেন, সর্বতোভাবে তাহাকে দমন করা অথবা নাশ করা কর্তব্য ॥ ৬½

অতএব ইহার অন্যথাকারী রাজা পাপভাগী হয়। ধর্মকে নষ্ট হইতে দেখিয়াও যে রাজা রক্ষা না করেন, তিনি ধর্মহন্তা ॥৭½

ধর্ম্মং বিনশ্যমানং হি যো ন রক্ষেৎ স ধর্ম্মহা।
তে ত্বয়া ধর্ম্মহন্তারো নিহতাঃ সপদানুগাঃ ॥ ৮
স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানস্ত্বং কিং নু শোচসি পাণ্ডব।
রাজা হি হন্যাদ্ দদ্যাচ্চ প্রজা রক্ষেচ্চ ধর্ম্মতঃ ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন তেঽভিশঙ্কে বচনং যদ্ ব্রবীষি তপোধন।
অপরোক্ষো হি তে ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বর ॥ ১০
ময়া ত্ববধ্যা বহবো ঘাতিতা রাজ্যকারণাৎ।
তানি কর্ম্মাণি মে ব্রহ্মন্ দহন্তি চ পচন্তি চ ॥ ১১

ব্যাস উবাচ।

ঈশ্বরো বা ভবেৎ কর্ত্তা পুরুষো বাপি ভারত।
হঠো বা বর্ত্ততে লোকে কর্ম্মজং বা ফলং স্মৃতম্ ॥ ১২
ঈশ্বরেণ নিযুক্তো হি সাধ্বসাধু চ ভারত।
কুরুতে পুরুষঃ কর্ম্ম ফলমীশ্বরগামি তৎ ॥ ১৩
যথা হি পুরুষংশ্ছিন্দ্যাদ্ বৃক্ষং পরশুনা বনে।
ছেত্তুরেব ভবেৎ পাপং পরশোর্ন কথঞ্চন ॥ ১৪
অথবা তদুপাদানাৎ প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্মণঃ ফলম্।
দণ্ডশস্ত্রকৃতং পাপং পুরুষে তন্ন বিদ্যতে ॥ ১৫
ন চৈতদিষ্টং কৌন্তেয় যদন্যেন কৃতং ফলম্।
প্রাপ্নুয়াদিতি যস্মাচ্চ ঈশ্বরে তন্নিবেশয় ॥ ১৬
অথাপি পুরুষঃ কর্ত্তা কর্ম্মণোঃ শুভপাপয়োঃ।
ন পরো বিদ্যতে তস্মাদেবমেতচ্ছুভং কৃতম্ ॥ ১৭
ন হি কশ্চিৎ ক্বচিদ্ রাজন্ দিষ্টং প্রতিনিবর্ত্ততে।
দণ্ডশস্ত্রকৃতং পাপং পুরুষে তন্ন বিদ্যতে ॥ ১৮
যদি বা মন্যসে রাজন্ হতমেকং প্রতিষ্ঠিতম্।
এবমপ্যশুভং কর্ম্ম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৯
অথাভিপত্তির্লোকস্য কর্ত্তব্যা পুণ্য-পাপয়োঃ।
অভিপন্নমিদং লোকে রাজ্ঞামুদ্যতদণ্ডনম্ ॥ ২০

পাণ্ডব! তুমি তো অনুগামিগণের সহিত ধর্ম্মহন্তাদিগকেই বধ করিয়াছ। তুমি স্বধর্ম্মে থাকিয়া কেন শোক করিতেছ? যেহেতু ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে দান, রক্ষা ও বধ করা রাজার কর্ত্তব্য ॥ ৮-৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন—সকল ধর্ম্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ তপোধন! আপনার ধর্ম্মবিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আপনি যে কথা বলিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই ॥ ১০

ব্রহ্মন্! আমি এই রাজ্যের জন্য বহু অবধ্য পুরুষকেও সংহার করাইয়াছি। সেই কর্ম্মসকল আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ ও দগ্ধ করিতেছে ॥ ১১

("ময়া ত্ববধ্যা বহবো ঘাতিতা রাজ্যকারণাৎ" তুমি যে এই কথা বলিলে; তাহাতে এই ভারত-যুদ্ধে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহাদের বধের দায়িত্ব কাহার উপর বর্ত্তাইবে?) সকলের প্রেরক ঈশ্বর এস্থলে কর্ত্তা? বধকারী পুরুষ কর্ত্তা? নিহত পুরুষের হঠ (বিচার না করিয়াই কার্য্য করিবার দুরাগ্রহ স্বভাব) কর্ত্তা অথবা নিহতের প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলই বর্ত্তমানে সেইরূপে উপস্থিত হওয়ায় প্রারব্ধই কর্ত্তা? ১২

হে ভারত! মানুষ যদি ঈশ্বরকে কর্ত্তা মানিয়া ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত চিন্তা করিয়া কর্ম্ম করে, তবে সেই ফল শুভ বা অশুভ যাহাই হউক না কেন, ঈশ্বরই উহার ফলভাগী হন ॥ ১৩

যদি কোন ব্যক্তি বনে কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ ছেদন করে, তবে তাহাতে ছেদনকারীরই পাপ হয়, কোন রকমে কুঠারের পাপ হয় না ॥ ১৪

অথবা যদি বল, কুঠার অচেতন পদার্থ তাই তার পাপ হয় না, চেতন পুরুষই (ছেদনকারীই) কর্ম্মের ফলভাগী, তাহা হইলে যে অস্ত্র তৈরী করিয়াছে ও যে তাহাতে মুষ্টি দণ্ড (বাঁট) লাগাইয়াছে তাহাদেরই ফলভাগী হওয়া উচিত কুঠার চালনাকারীর কর্ম্মের কোন দায়িত্ব আসে না ॥ ১৫

কৌন্তেয়! এক ব্যক্তির কৃতকর্ম্মের ফল অন্যে সংক্রমণ কাম্য নয়। সেইজন্য সকল কর্ম্মের ফল সর্ব্বপ্রেরক ঈশ্বরেই সমর্পণ কর ॥ ১৬

যদি বল পুণ্য ও পাপকর্ত্তা পুরুষই ফলভাগী, অন্য (ঈশ্বর) কেহ নহে—এই কথা স্বীকার করিলেও তুমি পাপী ও পাপের সমর্থককে বধ করিয়া এক শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ। অথবা, তাহারা প্রারব্ধ ভোগ করিয়াছে, তুমি নিমিত্তমাত্র ॥ ১৭

রাজন্! কেহ কখনও বিধির বিধান ব্যর্থ করিতে পারে না। অতএব দণ্ড বা অস্ত্র দ্বারা কৃত পাপের ফলভাগী পুরুষ হয় না ॥ ১৮

হে রাজন্! যদি তুমি স্বীকার কর যে, যুদ্ধকারী উভয়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত, তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবে আগত ভূত বা ভবিষ্য কোন কর্ম্মের সহিত তোমার সম্পর্ক সম্ভব নয় ॥ ১৯

যদি তুমি (শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে) লোকের পাপ-পুণ্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্র অনুসারেই দুষ্টকে দণ্ড দেওয়া রাজাদের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ২০

তথাপি লোকে কর্ম্মাণি সমাবর্ত্তন্তি ভারত ।
শুভাশুভফলঞ্চৈতে প্রাপ্নুবন্তীতি মে মতিঃ ॥ ২১
এবমপ্যশুভং কর্ম কর্মণস্তৎফলাত্মকম্ ।
ত্যজ ত্বং রাজশার্দূল মৈবং শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২২
স্বধর্মে বর্তমানস্য সাপবাদেঽপি ভারত ।
এবমাত্মপরিত্যাগস্তব রাজন্ ন শোভনঃ ॥ ২৩
বিহিতানি হি কৌন্তেয় প্রায়শ্চিত্তানি কর্মণাম্ ।

নৃপশ্রেষ্ঠ ভারত ! তথাপি আমার মতে, ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্ম্মসকল মানুষের সম্মুখে স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্ম করে, তদনুযায়ী তাহাকে তদ্রূপ ফলভোগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় যে কর্ম্ম করিলে তাহার ফলস্বরূপ অশুভপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তুমি সেই পাপমূলক কর্ম্ম ত্যাগ কর—মনকে শোকনিমগ্ন করিও না॥২১-২২

রাজন্! ভরতনন্দন! নিজ ধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও স্বধর্ম্মে অবস্থিত তোমার মত ধর্ম্মাত্মা রাজার নিজ দেহ পরিত্যাগ

শরীরবাংস্তানি কুর্য্যাদশরীরঃ পরাভবেৎ ॥ ২৪
তদ্ রাজন্ জীবমানস্ত্বং প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যসি ।
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্বা তু প্রেত্য তপ্তাসি ভারত ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি প্রায়শ্চিত্তবিধৌ দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২

শোভন হয় না ॥ ২৩

হে কুন্তীনন্দন ! মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন; অতএব মানুষ জীবিত থাকিলে অনায়াসে স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। কিন্তু জীবন ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয় বলিয়া পাপের পর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াই মৃত্যু হইলে সেই ব্যক্তি পাপের ফলে পরাভূত হইয়া থাকে ॥ ২৪

অতএব হে রাজন্! তুমি জীবিত থাকিয়াই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া মরিলে তোমায় অনুতাপ করিতে হইবে ॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বান্তর্গত শান্তিপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তবিধিবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[যুধিষ্ঠিরং প্রবোধয়তা ব্যাসদেবেন কালস্য প্রাবল্যবর্ণনম্, দেবাসুরসংগ্রামনিদর্শনেন দুষ্টদমনৌচিত্য প্রতিপাদনপূর্ব্বকং প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তুং সমুপদেশদানঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ভ্রাতরঃ পিতরস্তথা ।
শ্বশুরা গুরবশ্চৈব মাতুলাশ্চ পিতামহাঃ ॥ ১
ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানঃ সম্বন্ধি-সুহৃদস্তথা ।
বয়স্যা ভাগিনেয়াশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ পিতামহ ॥ ২
বহবশ্চ মনুষ্যেন্দ্রা নানাদেশসমাগতাঃ ।
ঘাতিতা রাজ্যলুব্ধেন ময়ৈকেন পিতামহ ॥ ৩
তাংস্তাদৃশানহং হত্বা ধর্মনিত্যান্ মহীক্ষিতঃ ।
অসকৃৎ সোমপান্ বীরান্ কিং প্রাপ্স্যামি তপোধন ॥ ৪

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধদান করিতে করিতে ব্যাসদেবকর্ত্তৃক কালের প্রাবল্যবর্ণন এবং দেবাসুরসংগ্রামের উদাহরণ দিয়া দুষ্টদিগের দমনের ঔচিত্য প্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশদান ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ ! রাজ্যলোভী একা আমি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, শ্বশুর, গুরু, মাতুল, পিতামহ, সম্বন্ধী, ভাগিনেয়, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণ এবং নানাদেশ হইতে সমাগত রাজগণকে বধ করিয়াছি ॥ ১-৩

তপোধন ! ধর্ম্মপরায়ণ বহুবার সোমরসপায়ী বীর মহীপতি-

দহ্যাম্যনিশমদ্যাপি চিন্তয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ।
হীনাং পার্থিবসিংহৈস্তৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা জ্ঞাতিবধং ঘোরং হতাংশ্চ শতশঃ পরান্ ।
কোটিশশ্চ নরানন্যান্ পরিতপ্যে পিতামহ ॥ ৬
কা নু তাসাং বরস্ত্রীণামবস্থাদ্য ভবিষ্যতি ।
বিহীনানাং তু তনয়ৈঃ পতিভির্ভ্রাতৃভিস্তথা ॥ ৭
অস্মানন্তকরান্ ঘোরান্ পাণ্ডবান্ বৃষ্ণিসংহতান্ ।
আক্রোশন্ত্যঃ কৃশা দীনাঃ প্রপতিষ্যন্তি ভূতলে ॥ ৮

গণকে বধ করিয়া আমি কি লাভ করিব ? ৪

হে পিতামহ ! শ্রীসম্পন্ন নৃপসিংহগণবিহীন এই পৃথিবীর কথা বারংবার চিন্তা করায় আমি সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছি। ভ্রাতা, বন্ধুদিগের ভয়ঙ্কর বধ তথা শত শত শত্রুবিনাশ এবং কোটি কোটি অন্য মানবগণের সংহার দেখিয়া সর্ব্বদা পরিতপ্ত হইতেছি ॥ ৫-৬

হায় ! পুত্র, পতি ও ভ্রাতৃবিহীন সুন্দরী রমণীগণের আজ কি দশা ঘটিবে ? ৭

আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকির সহিত মিলিত হইয়া পতি এবং পুত্রদিগকে বধ করিয়াছি বলিয়া শোকে কাতর ও কৃশ সেই

অপশ্যন্ত্যঃ পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ পতীন্ পুত্রাংশ্চ যোষিতঃ।
ত্যক্ত্বা প্রাণান্ স্ত্রিয়ঃ সর্বা গমিষ্যন্তি যমক্ষয়ম্ ॥৯
বৎসলত্বাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
ব্যক্তং সৌক্ষ্ম্যাচ্চ ধর্মস্য প্রাপ্স্যামঃ স্ত্রীবধং বয়ম্ ॥ ১০
যদ্ বয়ং সুহৃদো হত্বা কৃত্বা পাপমনন্তকম্।
নরকে নিপতিষ্যামো হ্যধঃশিরস এব হ ॥ ১১
শরীরাণি বিমোক্ষ্যামস্তপসোগ্রেণ সত্তম।
আশ্রমাণাং বিশেষং ত্বমথাচক্ষ্ব পিতামহ ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্য তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা দ্বৈপায়নস্তদা।
নিরীক্ষ্য নিপুণং বুদ্ধ্যা ঋষিঃ প্রোবাচ পাণ্ডবম্ ॥ ১৩

ব্যাস উবাচ।

মা বিষাদং কৃথা রাজন্ ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্।
স্বধর্মেণ হতা হ্যেতে ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ১৪
কাঙ্ক্ষমাণাঃ শ্রিয়ং কৃৎস্নাং পৃথিব্যাঞ্চ মহদ্ যশঃ।
কৃতান্তবিধিসংযুক্তাঃ কালেন নিধনং গতাঃ ॥ ১৫
ন ত্বং হন্তা ন ভীমোঽয়ং নার্জুনো ন যমাবপি।
কালঃ পর্য্যায়ধর্মেণ প্রাণানাদত্ত দেহিনাম্ ॥১৬
ন তস্য মাতাপিতরৌ নানুগ্রাহ্যো হি কশ্চন।
কর্মসাক্ষী প্রজানাং যস্তেন কালেন সংহৃতাঃ ॥ ১৭
হেতুমাত্রমিদং তস্য বিহিতং ভরতর্ষভ।
যদ্ধন্তি ভূতৈর্ভূতানি তদস্মৈ রূপমৈশ্বরম্ ॥ ১৮
কর্মসূত্রাত্মকং বিদ্ধি সাক্ষিণং শুভপাপয়োঃ।
সুখ-দুঃখগুণোদর্কং কালং কালফলপ্রদম্ ॥ ১৯
তেষামপি মহাবাহো কর্মাণি পরিচিন্তয়।
বিনাশহেতুকানি ত্বং যৈস্তে কালবশং গতাঃ ॥ ২০
আত্মনশ্চ বিজানীহি নিয়তব্রতশাসনম্।
যদা ত্বমীদৃশং কর্ম বিধিনাঽঽক্রম্য কারিতঃ ॥ ২১
ত্বষ্ট্রেব বিহিতং যন্ত্রং যথা চেষ্টয়িতুর্বশে।
কর্মণা কালযুক্তেন তথেদং চেষ্টতে জগৎ ॥ ২২

রমণীগণ আমাদের উপর আক্রোশপ্রকাশ করিতে থাকিয়া ভূতলে পতিত হইবেন ॥ ৮

পিতা, ভ্রাতা, পতি ও পুত্রগণকে দেখিতে না পাইয়া স্ত্রীসকল প্রাণত্যাগ করিয়া যমলোকে যাত্রা করিবে ॥ ৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বাৎসল্যবশতঃ ঐরূপ যে সঙ্ঘটিত হইবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম হওয়ায় আমরা নিশ্চয়ই স্ত্রীবধের পাপভাগী হইব ॥১০

যেহেতু আমরা বন্ধুগণকে সংহার করিয়া ঘোরতর পাপকার্য্য করিয়াছি, সেইহেতু নিশ্চয়ই আমাদিগকে অধোমস্তকে নরকে পতিত হইতে হইবে ॥ ১১

হে সাধুশ্রেষ্ঠ পিতামহ। আমি উগ্র তপস্যার দ্বারা এই দেহ পরিত্যাগ করিব। এইজন্য কোন বিশেষ আশ্রম যদি থাকে, তবে আমায় তাহা বলুন ॥ ১২

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তখন যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এই বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবকে (যুধিষ্ঠিরকে) বলিলেন ॥ ১৩

ব্যাসদেব বলিলেন—রাজন্! ক্ষত্রিয়-শিরোমণি তুমি বারংবার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণকরত বিষণ্ণ হইও না। যেহেতু সেই ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্ম্ম অনুসারেই ধ্বংস হইয়াছে ॥ ১৪

তাহারা সকলে ভূমণ্ডলব্যাপী যশ ও সমগ্র রাজলক্ষ্মী লাভের চেষ্টা করায় কালধর্ম্ম অনুসারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১৫

তুমি, ভীম, অর্জুন বা নকুল-সহদেব কেহ-ই বধের কর্ত্তা নও। কাল পর্য্যায়ক্রমে দেহিদিগের প্রাণ গ্রহণ করে (সংহার করে) ॥

কালের মাতাপিতা নাই, অনুগ্রহের পাত্রও নাই, প্রজাগণের কর্মের সাক্ষী যে কাল, সেই কালই তোমার শত্রুগণকে সংহার করিয়াছে ॥ ১৬-১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! কাল এই যুদ্ধকে নিমিত্তমাত্র করিয়াছে। ঐ কাল প্রাণিগণ দ্বারা যে প্রাণিগণের সংহার করাইয়া থাকে, তাহাই তাহার ঐশ্বরিক রূপ ॥ ১৮

পাপ-পুণ্যের সাক্ষী কর্মসূত্রাত্মক কাল যথাকালে ভবিষ্যের সুখ-দুঃখের উৎপাদন করিয়া থাকে ইহা জানিবে ॥১৯

হে মহাবাহো! তুমি সেই ক্ষত্রিয়গণের বিনাশের কারণ-ভূত কর্ম্মসকল বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখ যে, ঐ কর্ম্মসকল-ই তাহাদিগকে কাল-কবলে পাতিত করিয়াছে ॥ ২০

যেহেতু তুমি নিজেকে জ্ঞাত আছ, তথাপি নিয়ম ব্রত-আচরণকারী তোমাকে কাল বলপূর্ব্বক অধীনস্থ করিয়া এইরূপ কর্ম্ম করাইয়াছে ॥ ২১

কর্ম্মকার (বিশ্বকর্ম্মা) নির্ম্মিত যন্ত্র যেমন চালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তদ্রূপ বিশ্ব কালপ্রেরিত কর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে ॥ ২২

পুরুষস্য হি দৃষ্টে মানুৎপত্তিমনিমিত্ততঃ।
যদৃচ্ছয়া বিনাশঞ্চ শোক-হর্ষাবনর্থকৌ ॥ ২৩
ব্যলীকমপি যৎ ত্বত্র চিত্তবৈতংসিকং তব।
তদর্থমিষ্যতে রাজন্ প্রায়শ্চিত্তং তদাচর ॥ ২৪
ইদং তু শ্রূয়তে পার্থ যুদ্ধে দেবাসুরে পুরা।
অসুরা ভ্রাতরো জ্যেষ্ঠা দেবাশ্চাপি যবীয়সঃ ॥ ২৫
তেষামপি শ্রীনিমিত্তং মহানাসীৎ সমুচ্ছ্রয়ঃ।
যুদ্ধং বর্ষসহস্রাণি দ্বাত্রিংশদভবৎ কিল ॥ ২৬
একার্ণবাং মহীং কৃত্বা রুধিরেণ পরিপ্লুতাম্।
জঘ্নুর্দৈত্যাংস্তথা দেবাস্ত্রিদিবং চাভিলেভিরে ॥ ২৭
তথৈব পৃথিবীং লব্ধ্বা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
সংশ্রিতা দানবানাং বৈ সাহ্যার্থং দর্পমোহিতাঃ ॥ ২৮
শালাবৃকা ইতি খ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু ভারত।
অষ্টাশীতিসহস্রাণি তে চাপি বিবুধৈর্হতাঃ ॥ ২৯
ধর্মব্যুচ্ছিত্তিমিচ্ছন্তো যেঽধর্মস্য প্রবর্তকাঃ।

যেহেতু নিমিত্তবিহীনভাবে জীবের উৎপত্তি ও যদৃচ্ছাক্রমে বিনাশপ্রাপ্তি দেখিয়া হর্ষ ও বিষাদ প্রকাশ নিষ্ফল ॥২৩

রাজন্! এই বিষয়ে তোমার যে মিথ্যা মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্য যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর ॥ ২৪

এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে রাজ্য-শ্রীলাভের নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসুর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবতাদিগের সহিত ঘোরতর মহাসংগ্রাম হইয়াছিল। এই যুদ্ধ বত্রিশ হাজার বৎসরব্যাপী চলিয়াছিল ॥ ২৫-২৬

দেবতাগণ পৃথিবীকে শোণিত সাগরে নিমগ্ন করিয়া দৈত্যদিগকে বধ তথা স্বর্গলোক অধিকার করিয়াছিলেন ॥ ২৭

হে ভারত! এইভাবে পৃথিবীকে অধিকার করিয়া দেবতাগণ তিনলোকে শালাবৃক নামে বিখ্যাত অষ্টাশীতি সহস্র বেদপারগ দর্পমোহিত দানবগণের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণগণকেও সংহার করিয়াছিলেন ॥ ২৮-২৯

যাহারা ধর্মকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক এবং অধর্ম প্রবর্তনে সচেষ্ট সেই দুরাত্মাদিগকে অচিরেই বধ করা উচিত। যেমন দেবতারা উদ্দণ্ড দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩০

যদি এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে একটি কুল অথবা, একটি কুলকে বিনাশ করিলে সমস্ত রাজ্যে সুখ ও শান্তি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা অবশ্য কর্তব্য, তাহাতে ধর্মের নাশ হয় না ॥ ৩১

হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো দেবৈর্দৈত্যা ইবোল্বণাঃ ॥ ৩০
একং হত্বা যদি কুলে শিষ্টানাং স্যাদনাময়ম্।
কুলং হত্বা চ রাষ্ট্রঞ্চ ন তদ্ বৃত্তোপঘাতকম্ ॥ ৩১
অধর্মরূপো ধর্মো হি কশ্চিদস্তি নরাধিপ।
ধর্মশ্চাধর্মরূপোঽস্তি তচ্চ জ্ঞেয়ং বিপশ্চিতা ॥ ৩২
তস্মাৎ সংস্তম্ভয়াত্মানং শ্রুতবানসি পাণ্ডব।
দেবৈঃ পূর্বগতং মার্গমনুযাতোঽসি ভারত ॥ ৩৩
ন হীদৃশা গমিষ্যন্তি নরকং পাণ্ডবর্ষভ।
ভ্রাতৄনাশ্বাসয়ৈতাংস্ত্বং সুহৃদশ্চ পরন্তপ ॥ ৩৪
যো হি পাপসমারম্ভে কার্য্যে তদ্ভাবভাবিতঃ।
কুর্বন্নপি তথৈব স্যাৎ কৃত্বা চ নিরপত্রপঃ ॥ ৩৫
তস্মিংস্তৎ কলুষং সর্বং সমাপ্তমিতি শব্দিতম্।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি হ্রাসো বা পাপকর্মণঃ ॥ ৩৬
ত্বং তু শুক্লাভিজাতীয়ঃ পরদোষেণ কারিতঃ।
অনিচ্ছমানঃ কর্মেদং কৃত্বা চ পরিতপ্যসে ॥ ৩৭

হে নরাধিপ! কখনও ধর্ম অধর্মের মত এবং অধর্মও ধর্মের মত পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট ধর্মের ও অধর্মের রহস্য-বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত ॥ ৩২

পাণ্ডুনন্দন! তুমি বেদজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ পুরুষের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ। এইজন্য চিত্তকে স্থির কর, শোকে বিচলিত হইও না। হে ভারত! দেবগণ পূর্ব্ব হইতেই যে পথে চলিয়াছেন তুমি তো সেই পদবীই অনুসরণ করিয়াছ ॥ ৩৩

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তোমাদের মত লোককে নরকে যাইতে হইবে না। পরন্তপ! তুমি তোমার ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুগণকে এই আশ্বাস প্রদান কর ॥ ৩৪

যে দুরাত্মা পাপকার্য্য বুঝিয়াও পাপানুষ্ঠানে রত হয় এবং পাপকার্য্য করিয়াও উহাতে লজ্জিতও হয় না, সেই ব্যক্তিতেই পাপ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

উহার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাও তাহার পাপের ক্ষয় হয় না ॥ ৩৫-৩৬

তুমি আজন্ম শুদ্ধস্বভাব, যুদ্ধে অনিচ্ছুক, শত্রুগণের অপরাধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছ এবং যুদ্ধ করিয়াও পরিতাপ করিতেছ ॥ ৩৭

অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্ ।
তমাহর মহারাজ বিপাপ্মৈবং ভবিষ্যসি ।। ৩৮

মরুদ্ভিঃ সহ জিত্বারীন্ ভগবান্ পাকশাসনঃ ।
একৈকং ক্রতুমাহৃত্য শতকৃত্বঃ শতক্রতুঃ । ৩৯

ধুতপাপ্মা জিতস্বর্গো লোকান্ প্রাপ্য সুখোদয়ান্
মরুদ্গণৈর্বৃতঃ শক্রঃ শুশুভে ভাসয়ন্ দিশঃ ।। ৪০

স্বর্গে লোকে মহীয়ন্তমপ্সরোভিঃ শচীপতিম্ ।
ঋষয়ঃ পর্য্যুপাসন্তে দেবাশ্চ বিবুধেশ্বরম্ ।।৪১

সেয়ং ত্বামনুসম্প্রাপ্তা বিক্রমেণ বসুন্ধরা ।
নির্জ্জিতাশ্চ মহীপালা বিক্রমেণ ত্বয়ানঘ ।। ৪২

তেষাং পুরাণি রাষ্ট্রাণি গত্বা রাজন্ সুহৃদ্বৃতঃ ।
ভ্রাতৄন্ পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ
স্বে স্বে রাজ্যেঽভিষেচয়ে ।। ৪৩

বালানপি চ গর্ভস্থান্ সান্ত্বেন সমুদাচরন্ ।
রঞ্জয়ন্ প্রকৃতীঃ সর্বাঃ পরিপাহি বসুন্ধরাম্ ॥ ৪৪

কুমারো নাস্তি যেষাঞ্চ কন্যাস্তত্রাভিষেচয় ।
কামাশয়ো হি স্ত্রীবর্গঃ শোকমেবং প্রহাস্যসি ॥ ৪৫

এবমাশ্বাসনং কৃত্বা সর্বরাষ্ট্রেষু ভারত ।
যজস্ব বাজিমেধেন যথেন্দ্রো বিজয়ী পুরা ॥ ৪৬

অশোচ্যাস্তে মহাত্মানঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ ।
স্বকর্ম্মভির্গতা নাশং কৃতান্তবলমোহিতাঃ ॥ ৪৭

অবাপ্তঃ ক্ষত্রধর্মস্তে রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্ ।
রক্ষস্ব ধর্মং কৌন্তেয় শ্রেয়ান্ যঃ প্রেত্য ভারত ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়োপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

ইহার জন্য মহাযজ্ঞ—অশ্বমেধ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহারাজ! তুমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া পাপমুক্ত হইবে ॥ ৩৮

মরুদ্গণ সহিত ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) শত্রুজয় করত একশটি অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি শতক্রতু নামে খ্যাত হন্ ॥ ৩৯

বিগতপাপ, স্বর্গবিজয়ী, সুখদায়ক লোকসকল লাভ করিয়া ইন্দ্র দিক্সকল উদ্ভাসিত করিয়া মরুদ্গণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪০

স্বর্গলোকে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত অপ্সরা-পূজিত দেবরাজ শচীপতিকে দেবতা ও ঋষিসকলও পূজা করেন ॥ ৪১

অনঘ! তুমিও স্বপরাক্রমে এই বসুন্ধরা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং বিক্রমের দ্বারা মহীপালগণকে পরাস্ত করিয়াছ ॥ ৪২

রাজন্! তুমি বন্ধুগণের সহিত নিহত রাজগণের রাষ্ট্রে ও নগরে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের ভ্রাতা পুত্র অথবা পৌত্রদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে অভিষিক্ত কর ॥ ৪৩

যেস্থলে গর্ভস্থ বালক উত্তরাধিকারী তাহার সুরক্ষা করত তাহার প্রজাগণকে সান্ত্বনাদান পূর্ব্বক সকল প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়া পৃথিবী পালন কর ॥ ৪৪

যে রাজার পুত্র নাই সেইস্থলে কন্যাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। কারণ স্ত্রীগণ স্বভাবতঃ ভোগাভিলাষিণী, সুতরাং এইরূপ করিলে তাহাদের শোক দূরীভূত হইবে ॥ ৪৫

এইরূপে সকল রাষ্ট্রে শান্তিস্থাপনপূর্ব্বক পুরাকালে বিজয়ী ইন্দ্রের মত তুমিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ৪৬

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! যে মহাত্মা ক্ষত্রিয়সকল কালবলমোহিত হইয়া স্বকর্ম্মের ফলস্বরূপ নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়। (তাহারা শোকের যোগ্য নয়) ॥ ৪৭

হে কুন্তিপুত্র! হে ভরতনন্দন! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ। এখন ধর্ম্ম রক্ষা কর যাহাতে পরলোকে তোমার কল্যাণ হইবে ॥ ৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তোপাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতয়া কর্ম্মণাং বিভাগপূর্ব্বকং "কেন কর্ম্মণা প্রায়শ্চিত্তভাগী, কেন চ কর্ম্মণা প্রায়শ্চিত্তভাগী ন ভবতীতি" বিবেচনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কানি কৃত্বেহ কর্ম্মাণি প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।
কিং কৃত্বা মুচ্যতে তত্র তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধানি চাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে হ্যেবং নরো মিথ্যানুবর্ত্তয়ন্ ॥ ২
সূর্য্যেণাভ্যুদিতো যশ্চ ব্রহ্মচারী ভবত্যুত।
তথা সূর্য্যাভিনির্মুক্তঃ কুনখী শ্যাবদন্নপি ॥ ৩
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা ব্রহ্মঘ্নো যশ্চ কুৎসকঃ।
দিধিষূপপতির্যঃ স্যাদগ্রেদিধিষুরেব চ ॥ ৪
অবকীর্ণী ভবেদ্ যশ্চ দ্বিজাতিবধকস্তথা।
অতীর্থে ব্রাহ্মণত্যাগী তীর্থে চাপ্রতিপাদকঃ ॥ ৫
গ্রামঘাতী চ কৌন্তেয় মাংসস্য পরিবিক্রয়ী।
যশ্চাগ্নীনপবিধ্যেত তথৈব ব্রহ্মবিক্রয়ী ॥ ৬
স্ত্রীশূদ্রবধকো যশ্চ পূর্ব্বঃ পূর্ব্বস্তু গর্হিতঃ।
যথা পশুসমালম্ভী গৃহদাহস্য কারকঃ ॥ ৭
অনৃতেনোপবর্ত্তী চ প্রতিরোদ্ধা গুরোস্তথা।
এতান্যেনাংসি সর্ব্বাণি ব্যুৎক্রান্তসময়শ্চ যঃ ॥ ৮
অকার্য্যাণি তু বক্ষ্যামি যানি তানি নিবোধ মে।
লোকবেদবিরুদ্ধানি তান্যেকাগ্রমনাঃ শৃণু ॥ ৯
স্বধর্ম্মস্য পরিত্যাগঃ পরধর্ম্মস্য চ ক্রিয়া।
অযাজ্যযাজনং চৈব তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্ ॥ ১০
শরণাগতসন্ত্যাগো ভৃত্যস্যাভরণং তথা।
রসানাং বিক্রয়শ্চাপি তির্য্যগ্‌যোনিবধস্তথা ॥ ১১
আধানাদীনি কর্ম্মাণি শক্তিমান্ন করোতি যঃ।
অপ্রযচ্ছংশ্চ সর্ব্বাণি নিত্যদেয়ানি ভারত ॥ ১২
দক্ষিণানামদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্বাভিমর্শনম্।
সর্ব্বাণ্যেতান্যকার্য্যাণি প্রাহুর্ধর্ম্মবিদো জনাঃ ॥ ১৩
পিত্রা বিবদতে পুত্রো যশ্চ স্যাদ্ গুরুতল্পগঃ।
অপ্রজায়ন্ নরব্যাঘ্র ভবত্যধার্ম্মিকো নরঃ ॥ ১৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যরূপে কর্ম্মসকলের বিভাগপূর্ব্বক "কর্ম্মের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তভাগী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তভাগী হইতে হয় না" ইহার বিবেচনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! ইহলোকে কোন কোন কর্ম্ম করিলে মানুষ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হয়? কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে মানুষ সেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়? কৃপা করিয়া তৎসমুদয় আমায় বলুন ॥ ১

ব্যাস বলিলেন—যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করে না, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, মিথ্যা আচরণ করে—সেইরূপ ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী হয় ॥ ২

যে ব্রহ্মচারী সূর্য্য উদয়ের পর শয্যা ত্যাগ করে এবং সূর্য্যাস্ত-কালে শয়ান থাকে সেই ব্যক্তি কুনখী* ও শ্যাবদন্ত‡ হয় ॥ ৩

কুন্তিনন্দন! যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইতে বিবাহ করে (পরিবেত্তা), যাহার অনূঢ় অবস্থায় তাহার কনিষ্ঠের বিবাহ হয় (পরিবিত্তি), ব্রহ্মঘাতী, পরচর্চ্চাকারী ও যে ব্যক্তি শশুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে, ব্রতনাশী ব্রহ্মচারী, দ্বিজ হত্যাকারী, অপাত্রে দান, সৎপাত্রে কৃপণ, গ্রাম নাশকারী, মাংসবিক্রয়ী, বেদবিক্রয়ী, স্ত্রীশূদ্রবধকারী ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যক্তি অধিক পাপী। তদ্রূপ পশুবধকারী পরগৃহদাহকারী, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগকারী, গুরুর প্রতি অপমান ও মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী—এই সকল ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী ॥ ৪-৮

ইহা ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম লোক ও বেদবিরুদ্ধ তাহা বর্ণনা করিতেছি একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৯

ভারত! স্বধর্ম্ম ত্যাগ, পরধর্ম্ম গ্রহণ, অন্ত্যজ পতিতাদির পৌরহিত্য, অভক্ষ্যভক্ষণ, শরণাগত-ত্যাগ, নির্ভরশীল অর্থাৎ ভরণ-পোষণযোগ্যকে ভরণ না করা, রসাদি (লবণ মধু প্রভৃতি) বিক্রয়, পশুপক্ষি হত্যা, সামর্থসত্ত্বেও অগ্ন্যাধানাদি না করা, নিত্যকর্ম্ম গোগ্রাসাদি দান না করা, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা না দেওয়া, ব্রাহ্মণের সম্পদ হরণ করা এই সকল কার্য্যকে ধর্ম্মবিদ্‌গণ অকার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১০-১৩

নরব্যাঘ্র! যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে গুরুর শয্যায় শয়ন করে অথবা (গুরুপত্নীগামী), ঋতুকালে যে ধর্ম্মপত্নী গমন না করে—সেই লোক অধার্ম্মিক পদবাচ্য ॥ ১৪

* কুনখী (নোখকুনি রোগগ্রস্ত)
‡ কৃষ্ণদন্তযুক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ মাড়ীযুক্ত ॥

উক্তান্যেতানি কর্ম্মাণি বিস্তরেণেতরেণ চ।
যানি কুর্ব্বন্নকুর্ব্বংশ্চ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥ ১৫
এতান্যেব তু কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি মানবাঃ।
যেষু যেষু নিমিত্তেষু ন লিপ্যন্তেঽথ তান্ শৃণু॥ ১৬
প্রগৃহ্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ ১৭
ইতি চাপ্যত্র কৌন্তেয় মন্ত্রো বেদেষু পঠ্যতে।
বেদপ্রমাণবিহিতং ধর্ম্মং চ প্রব্রবীমি তে॥ ১৮
অপেতং ব্রাহ্মণং বৃত্তাদ্ যো হন্যাদাততায়িনম্।
ন তেন ব্রহ্মহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি॥ ১৯
প্রাণাত্যয়ে তথাজ্ঞানাদাচরন্মদিরামপি।
আদেশিতো ধর্ম্মপরৈঃ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ২০
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং কৌন্তেয়াভক্ষ্যভক্ষণম্।
প্রায়শ্চিত্তবিধানেন সর্বমেতেন শুধ্যতি॥ ২১
গুরুতল্পং হি গুর্বর্থং ন দূষয়তি মানবম্।
উদ্দালকঃ শ্বেতকেতুং জনয়ামাস শিষ্যতঃ॥ ২২
স্তেয়ং কুর্বংশ্চ গুর্বর্থমাপৎসু ন নিষিধ্যতে।
বহুশঃ কামকারেণ ন চেদ্ যঃ সম্প্রবর্ত্ততে॥ ২৩
অন্যত্র ব্রাহ্মণস্বেভ্য আদদানো ন দুষ্যতি।
স্বয়মপ্রাশিতা যশ্চ ন স পাপেন লিপ্যতে॥ ২৪
প্রাণত্রাণেঽনৃতং বাচ্যমাত্মনো বা পরস্য চ।
গুর্বর্থে স্ত্রীষু চৈব স্যাদ্ বিবাহকরণেষু চ॥ চ॥ ২৫
নাবর্ত্ততে ব্রতং স্বপ্নে শুক্রমোক্ষে কথঞ্চন।
আজ্যহোমঃ সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে॥ ২৬
পারিবিত্ত্যং তু পতিতে নাস্তি প্রব্রজিতে তথা।
ভিক্ষিতে পারদার্য্যঞ্চ তদ্ ধর্ম্মস্য ন দূষকম্॥ ২৭
বৃথা পশুসমালম্ভং নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ।
অনুগ্রহঃ পশূনাং হি সংস্কারো বিধিনোদিতঃ॥ ২৮
অনর্হে ব্রাহ্মণে দত্তমজ্ঞানাৎ তন্ন দূষকম্।
সৎকারাণাং তথা তীর্থে নিত্যং বা প্রতিপাদনম্॥ ২৯

সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে যে সকল কর্ম্মের কথা বর্ণনা করিলাম, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির অনুষ্ঠানে ও কতকগুলির অননুষ্ঠানে (অকরণে) প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য (অধিকারী) হয়॥ ১৫

মানবগণ যে সকল স্থলে (কারণে) এই সকল কর্ম্ম করিয়াও পাপভাগী হয় না, সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৬

যুদ্ধে বেদ-বেদান্তের পারগামী ব্রাহ্মণ এ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বধ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না॥ ১৭

হে কুন্তীনন্দন! এই বিষয়ে বেদে একটি মন্ত্র পাওয়া যায়। বেদপ্রমাণমূলক ধর্ম্ম-ই তোমাকে বলিতেছি॥ ১৮

ব্রাহ্মণোচিত আচারভ্রষ্ট, সশস্ত্র আক্রমণে উদ্যত যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় না। কারণ আক্রমণকারীর ক্রোধও সংহারকারীর ক্রোধের উদ্দীপক॥ ১৯

অজ্ঞানবশে অথবা প্রাণসঙ্কটে যদি মদ্য পান করে, তাহা হইলে ধর্ম্মাত্মা পুরুষের আজ্ঞানুসারে পুনরায় সংস্কার করা কর্ত্তব্য॥ ২০

হে কুন্তীনন্দন! অন্য সব অভক্ষ্যভক্ষণবিষয়ে যে সব কথা বলিয়াছি, তৎসমুদয়ই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধ হয়॥ ২১

গুরুর আজ্ঞাতে গুরুর জন্য গুরুতল্প গমনে দোষ হয় না। উদ্দালক শিষ্য দ্বারা আপন পুত্র শ্বেতকেতুর উৎপাদন করাইয়াছিলেন॥ ২২

আপৎকালে এবং গুরুর জন্য চুরি করিলে পাপভাগী হইতে হয় না। যদি মনে বারবার চৌর্যপ্রবৃত্তি জাগরিত না হয় এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের ধন আপৎকালে চুরি করিলে পাপভাগী হইতে হয় না এবং যে ঐ চুরির অন্ন নিজে খায় না, সে-ও পাপে লিপ্ত হয় না॥ ২৩-২৪

নিজের অথবা অন্যের প্রাণ রক্ষার জন্য, গুরুর জন্য, নিজ পত্নীর চিত্তবিনোদনের জন্য অথবা বিবাহ-প্রসঙ্গে মিথ্যা বলিলে পাপ হয় না॥ ২৫

ব্রহ্মচারীর কোন কারণে স্বপ্নে রেতঃস্খলিত হইলে পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে হয় না। ইহার জন্য প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃত-সমিধ হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয়॥ ২৬

অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পতিত অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে দোষ হয় না। সন্তানপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্ত্রীর দ্বারা প্রার্থিত হইয়া পরস্ত্রী গমন করিলে ধর্ম্ম লোপ হয় না॥ ২৭

কখনও বৃথা পশুবধ করিবে না বা করাইবে না। বিধিপূর্ব্বক পশুগণের যে সংস্কার, তাহা অনুগ্রহই॥ ২৮

অজ্ঞাতসারে (অজ্ঞাতে) কোন অযোগ্য ব্রাহ্মণকে দান করিলে অথবা যোগ্য ব্রাহ্মণকে সৎকার পূর্ব্বক দান করিতে না পারিলে, তাহা দোষজনক নহে॥ ২৯

স্ত্রিয়াস্তথাপচারিণ্যা নিষ্কৃতিঃ স্যাদদূষিকাঃ।
অপি সা পূয়তে তেন ন তু ভর্তা প্রদুষ্যতি ॥ ৩০
তত্ত্বং জ্ঞাত্বা তু সোমস্য বিক্রয়ঃ স্যাদদোষবান্।
অসমর্থস্য ভৃতস্য বিসর্গঃ স্যাদদোষবান্।
বনদাহো গবামর্থে ক্রিয়মাণো ন দূষকঃ ॥ ৩১
উক্তান্যেতানি কর্ম্মাণি যানি কুর্বন্ন দুষ্যতি।
প্রায়শ্চিত্তানি বক্ষ্যামি বিস্তরেণৈব ভারত ॥ ৩২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়ে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪

ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তিরস্কার দোষাবহ নহে। কারণ ইহার দ্বারা স্ত্রীর শুদ্ধি হয় এবং পতিও দোষের ভাগী হন না ॥ ৩০

সোমরসের তত্ত্বজ্ঞের সোমরস বিক্রয়ে দোষ হয় না। যে ভৃত্য কর্ম্মে অক্ষম তাহাকে পরিত্যাগ করিলে দোষ হয় না। গোগণের সুবিধার জন্য বনদাহে পাপ হয় না ॥ ৩১

হে ভরতনন্দন! যে সকল কর্ম্ম করিলে দোষের ভাগী হইতে হয় না আমি সেই সকল বলিলাম। এখন প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিতেছি ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাপকর্ম্মণাং প্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্।]

ব্যাস উবাচ।
তপসা কর্ম্মণা চৈব প্রদানেন চ ভারত।
পুনাতি পাপং পুরুষঃ পুনশ্চেন্ন প্রবর্ততে ॥ ১
এককালং তু ভুঞ্জীত চরন্ ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্মকৃৎ।
কপালপাণিঃ খট্বাঙ্গী ব্রহ্মচারী সদোত্থিতঃ ॥ ২
অনসূয়ুরধঃশায়ী কর্ম্ম লোকে প্রকাশয়ন্।
পূর্ণৈর্দ্বাদশভির্বর্ষৈর্ব্রহ্মহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ৩
লক্ষ্যঃ শস্ত্রভৃতাং বা স্যাদ্ বিদুষামিচ্ছয়াঽঽত্মনঃ।
প্রাস্যেদাত্মানমগ্নৌ বা সমিদ্ধে ত্রিরবাক্‌শিরাঃ ॥ ৪
জপন্ বান্যতমং বেদং যোজনানাং শতং ব্রজেৎ।
সর্ব্বস্বং বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ ॥ ৫
ধনং বা জীবনায়ালং গৃহং বা সপরিচ্ছদম্।
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া গোপ্তা গোব্রাহ্মণস্য চ ॥ ৬
ষড়্‌ভির্বর্ষৈঃ কৃচ্ছ্রভোজী ব্রহ্মহা পূয়তে নরঃ।
মাসে মাসে সমশ্নংস্তু ত্রিভির্বর্ষৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৭
সংবৎসরেণ মাসাশী পূয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
তথৈবোপবসন্ রাজন্ স্বল্পেনাপি প্রপূয়তে ॥ ৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[পাপকর্ম্মসমূহের প্রায়শ্চিত্তবর্ণন।]

ব্যাসদেব বলিলেন—ভারত! মানুষ তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি দ্বারা সব কৃত পাপক্ষয় করত স্বয়ং পবিত্র হইতে পারে, যদি ঐ পাপে পুনঃ প্রবৃত্ত না হয় ॥ ১

খট্বাঙ্গ (খাটের পায়া) ও নরকপাল ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিয়া একবারমাত্র আহারকারী, সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিত, অসূয়াশূন্য, ভূমিশায়ী, যাগযজ্ঞপরায়ণ, স্বকর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদনকারী এবং সকলের নিকটে নিজ পাপকর্ম্ম প্রকাশকারী ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষে ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২-৩

অথবা প্রায়শ্চিত্তবিধানদানকারী কোন ব্রাহ্মণের বিধানে বা নিজের ইচ্ছায় শস্ত্রধারীর শস্ত্রে জীবনদান অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি অথবা অধঃশির হইয়া যে কোন একটি বেদ পাঠ করিতে করিতে তিন শত যোজন যাত্রা করিলে অথবা বেদবিদ্ কোনও ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলে বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত ধন দান করিলে, অথবা সপরিচ্ছদ গৃহ ব্রাহ্মণকে দান করিলে এবং গো, ব্রাহ্মণের রক্ষা করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪-৬

ব্রহ্মহত্যাকারী কৃচ্ছ্রব্রতের নিয়মে ভোজন করিলে ষট্ বর্ষে শুদ্ধ হয়, আর এক এক মাসে এক এক কৃচ্ছ্রব্রতনির্বাহ পূর্ব্বক ভোজন করিলে তিন বৎসরে পাপ মুক্ত হয় ॥ ৭

যে ব্যক্তি এক মাস প্রাতঃকালে আহার, এক মাস সায়ংকালে

ক্রতুনা চাশ্বমেধেন পূয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
যে চাপ্যবভৃথস্নাতাঃ কেচিদেবংবিধা নরাঃ॥ ৯
তে সর্বে ধূতপাপ্মানো ভবন্তীতি পরা শ্রুতিঃ।
ব্রাহ্মণার্থে হতো যুদ্ধে মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ১০
গবাং শতসহস্রং তু পাত্রেভ্যঃ প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রহ্মহা বিপ্রমুচ্যতে সর্বপাপেভ্য এব চ॥ ১১
কপিলানাং সহস্রাণি যো দদ্যাৎ পঞ্চবিংশতিম্।
দোগ্ধ্রীণাং স চ পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যো বিপ্রমুচ্যতে॥ ১২
গোসহস্রং সবৎসানাং দোগ্ধ্রীণাং প্রাণসংশয়ে।
সাধুভ্যো বৈ দরিদ্রেভ্যো দত্ত্বা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ॥১৩
শতং বৈ যস্তু কাম্বোজান্ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
নিয়তেভ্যো মহীপাল স চ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৪
মনোরথং তু যো দদ্যাদেকস্মা অপি ভারত।
ন কীর্তয়েত দত্ত্বা যঃ স চ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫
সুরাপানং সকৃৎ কৃত্বা যোঽগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
স পাবয়ত্যথাত্মানমিহ লোকে পরত্র চ॥ ১৬
মরুপ্রপাতং প্রপতন্ জ্বলনং বা সমাবিশন্।
মহাপ্রস্থানমাতিষ্ঠন্ মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ॥ ১৭
বৃহস্পতিসবেনেষ্ট্বা সুরাপো ব্রাহ্মণঃ পুনঃ।
সমিতিং ব্রহ্মণো গচ্ছেদিতি বৈ ব্রাহ্মণঃ শ্রুতিঃ॥১৮
ভূমিপ্রদানং কুর্য্যাদ্ যঃ সুরাং পীত্বা বিমৎসরঃ।
পুনর্ন চ পিবেদ্ রাজন্ সংস্কৃতঃ স চ শুধ্যতি॥ ১৯
গুরুতল্পী শিলাং তপ্তামায়াসীমভিসংবিশেৎ।
অবকৃত্যাত্মনঃ শেফং প্রব্রজেদূর্ধ্বদর্শনঃ॥ ২০
শরীরস্য বিমোক্ষেণ মুচ্যতে কর্ম্মণোঽশুভাৎ।
কর্ম্মভ্যো বিপ্রমুচ্যন্তে যত্তাঃ সংবৎসরং স্ত্রিয়ঃ॥ ২১
মহাব্রতং চরেদ্ যস্তু দদ্যাৎ সর্বস্বমেব তু।
গুর্বর্থে বা হতো যুদ্ধে স মুচ্যেৎ কর্ম্মণোঽশুভাৎ॥ ২২
অনৃতেনোপবর্তী চেৎ প্রতিরোদ্ধা গুরোস্তথা।
উপাহৃত্য প্রিয়ং তস্মৈ তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে॥ ২৩

আহার, এক মাস অযাচিত ব্রত অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসরে শুদ্ধ হয়। রাজন্! কেবলমাত্র উপবাসের দ্বারা অল্প সময়ে মানুষ শুদ্ধি লাভ করেন॥ ৮

অশ্বমেধযজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মহত্যা পাপ শুদ্ধ হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যাহারা এইভাবে মহাযজ্ঞসমূহেঅবভৃত স্নান করে, তাহারা সকলে পাপ মুক্ত হয়—ইহা শ্রুতিতে দেখা যায়॥ ৯½

ব্রাহ্মণের জন্য যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। সহস্রধেনু সৎপাত্রে দান করিলে ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য গুরুতর পাপ সকল হইতে নিস্তার পায়॥ ১০-১১

যে ব্যক্তি পঞ্চবিংশতি সহস্র দুগ্ধবতী কপিলা গাভী দান করে সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ১২

মৃত্যু সময়ে যে ব্যক্তি সদাচারী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এক সহস্র দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী দান করিয়া থাকে, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়॥১৩

মহীপাল! যে ব্যক্তি নিয়মশীল ব্রাহ্মণকে এক শত কম্বোজদেশীয় (কাবুলের) অশ্বদান করে, সেই ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ১৪

ভারত! যে ব্যক্তি একজন ব্রাহ্মণকেও তাহার বাঞ্ছিত বস্তু দান করে এবং জনসমাজে প্রকাশ না করে, তাহা হইলে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ১৫

যে ব্যক্তি একবার মাত্র সুরা পান করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অগ্নিবর্ণ (অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত) সুরা পান করিলেই ইহ ও পরলোকে আপনার পবিত্রতাসম্পাদনে সমর্থ হয়॥ ১৬

জলহীন দেশে পর্বত হইতে পতন, অগ্নি প্রবেশ ও মহাপ্রস্থান দ্বারা সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়॥ ১৭

শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়—মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ 'বৃহস্পতি সব' নাম যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মসভায় গমনে সমর্থ হয়॥ ১৮

রাজন্! যদি সুরাপায়ী ব্যক্তি ঈর্ষা-দ্বেষরহিত হইয়া ভূমিদান করে এবং যদি কখনও পুনরায় সুরা পান না করে, তাহা হইলে সে স্ব-স্ব বেদোক্ত সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া শুদ্ধ হয়॥ ১৯

যে ব্যক্তি গুরুপত্নী হরণ করে, সে তপ্তলৌহ ফলকে শয়ন অথবা স্বলিঙ্গচ্ছেদন পূর্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে। এইভাবে শরীর পরিত্যাগ করিলে পাপমুক্ত হয়॥ ২০½

স্ত্রীগণ মিতাহার ও সংযমপূর্বক একবর্ষ অবস্থান করিলে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাব্রতের অনুষ্ঠান, সর্বস্ব দান অথবা গুরুকার্য সাধনার্থ যুদ্ধে প্রাণদানকারী সকল অশুভ কর্ম হইতে মুক্ত হয়॥ ২১-২২

মিথ্যা বাক্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী ও গুরুকে অপমানকারী পুরুষ গুরুর অভিলষিত বস্তু দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ২৩

অবকীর্ণিনিমিত্তং তু ব্রহ্মহত্যাব্রতং চরেৎ।
গোচর্ম্মবাসাঃ ষণ্মাসাংস্তথা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২৪
পরদারাপহারী তু পরস্যাপহরন্ বসু।
সংবৎসরং ব্রতী ভূত্বা তথা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২৫
ধনং তু যস্যাপহরেৎ তস্মৈ দদ্যাৎ সমং বসু।
বিবিধেনাভ্যুপায়েন তদা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২৬
কৃচ্ছ্রাদ্ দ্বাদশরাত্রেণ সংযতাত্মা ব্রতে স্থিতঃ।
পরিবেত্তা ভবেৎ পূতঃ পরিবিত্তিস্তথৈব চ ॥ ২৭
নিবেশ্যং তু পুনস্তেন সদা তারয়তা পিতৄন্।
ন তু স্ত্রিয়া ভবেদ্ দোষো ন তু সা তেন লিপ্যতে ॥২৮
ভোজনং ত্বন্তরাশুদ্ধং চাতুর্ম্মাস্যে বিধীয়তে।
স্ত্রিয়স্তেন প্রশুধ্যন্তি ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ ॥ ২৯
স্ত্রিয়স্ত্বাশঙ্কিতাঃ পাপা নোপগম্যা বিজানতা।
রজসা তা বিশুধ্যন্তে ভস্মনা ভাজনং যথা ॥ ৩০
পাদজোচ্ছিষ্টকাংস্যং যদ্ গবা আতমথাপি বা।
গণ্ডূষোচ্ছিষ্টমপি বা বিশুধ্যেদ্ দশভিস্তু তৎ ॥ ৩১
চতুষ্পাৎ সকলো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
পাদাবকৃষ্টো রাজন্যে তথা ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ৩২
তথা বৈশ্যে চ শূদ্রে চ পাদঃ পাদো বিধীয়তে।
বিদ্যাদেবংবিধৈরেষাং গুরু-লাঘবনিশ্চয়ম্ ॥৩৩
তির্য্যগ্‌যোনিবধং কৃত্বা দ্রুমাংশ্ছিত্ত্বেতরান্ বহূন্।
ত্রিরাত্রং বায়ুভক্ষঃ স্যাৎ কর্ম চ প্রথয়ন্নরঃ ॥ ৩৪
অগম্যাগমনে রাজন্ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
আর্দ্রবস্ত্রেণ ষণ্মাসান্ বিহার্য্যং ভস্মশায়িনা ॥৩৫
এষ এব তু সর্বেষামকার্য্যাণাং বিধির্ভবেৎ।
ব্রাহ্মণোক্তেন বিধিনা দৃষ্টান্তাগমহেতুভিঃ ॥৩৬
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত শুচৌ দেশে মিতাশনঃ।
অহিংসো মন্দকোঽজল্পো মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥ ৩৭
অহঃসু সততং তিষ্ঠেদভ্যাকাশং নিশাং স্বপন্।
ত্রিরহ্নি ত্রিনিশায়াঞ্চ সবাসা জলমাবিশেৎ ॥ ৩৮

যে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যব্রত নষ্ট হইয়াছে, সেই পাপ নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মহত্যানিমিত্ত ব্রতের অনুষ্ঠান ও ছয়মাস গোচর্ম পরিধান করিলে সেই ব্রহ্মচারী পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৪

যে ব্যক্তি পরদারগমন ও পরধন হরণ করে, সেই ব্যক্তি একবর্ষ-ব্যাপী কঠোরব্রতের পালন করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২৫

যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অন্যের অর্থ অপহরণ করে, উপাজন পূর্বক তাহাকে সেই পরিমাণ অর্থদান করিলে সেই ব্যক্তির পাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে বিবাহ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উভয়ে দ্বাদশ রাত্রি নিয়ম পূর্বক ব্রতপালন করিলে উভয়ে পবিত্র হয় ॥ ২৭

উপরন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য পুনঃ বিবাহ সংস্কার করিবে। তাহা হইলে স্বয়ং ও পূর্ববিবাহিত পত্নীও দোষশূন্য হইবে ॥ ২৮

ধর্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন চাতুর্মাস্য কালে একদিন অন্তর একদিন ভোজন দ্বারা স্ত্রীগণ শুদ্ধি লাভ করে ॥২৯

যদি স্বস্ত্রীকে মানস-পাপ দ্বারা দূষিত আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে রজোদর্শনের পূর্ব পর্য্যন্ত সহবাস করিবে না। যেরূপ ভস্মমর্দিত হইয়া পাত্র শুদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ রজোদর্শনে স্ত্রীগণ শুদ্ধ হয় "রজসা শুধ্যতে নারী নদী বেগেন শুধ্যতে" ॥ ৩০

কাংস্যপাত্র শূদ্রের উচ্ছিষ্ট, গো কর্তৃক আঘ্রাত বা গণ্ডূষ দ্বারা (কুলকুচাজলদ্বারা) দূষিত হইলে, দশবস্তু দ্বারা (পঞ্চগব্য, মৃত্তিকা, জল, ভস্ম, অম্ল ও অগ্নিতাপ দ্বারা) শুদ্ধ করিবে ॥ ৩১

সকল ধর্ম ব্রাহ্মণের চতুষ্পাদ, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপাদ, বৈশ্যের দ্বিপাদ ও শূদ্রের একপাদ পালনীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য যদি ৪ দিন উপবাসের বিধান হয়, তাহা হইলে ঐস্থলে ক্ষত্রিয়ের ৩ দিন, বৈশ্যের ২ দিন ও শূদ্রের ১ দিন উপবাস বিধান হইবে ॥ ৩২½

এইরূপে পাপের গুরুতা ও লঘুতা বিচার করিবে। পশু-পক্ষিবধ ও বহুবিধ বৃক্ষচ্ছেদন-জনিত পাপকথা জনসমাজে প্রচার ও তিন দিবারাত্রি বায়ু ভক্ষণ (পান) করিয়া থাকিবে ॥ ৩৩ ৩৪

রাজন্! অগম্যাগমন করিলে ছয় মাস ভস্মশয়ন ও আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিবে—ইহাই প্রায়শ্চিত্ত বিধান ॥ ৩৫

ঐ সকল কুকার্য্যের এই সব বিধান হইয়া থাকে। প্রজাপতি ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন ॥ ৩৬

যে ব্রাহ্মণ পবিত্রস্থানে (উপবেশন করত) অহিংস, মিতভাষী, পরিমিতভোজী, মানাপমান শূন্য ও মৌনভাবে অবস্থান করত গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করে, তাহার সব পাপ ধ্বংস হয় ॥ ৩৭

যে ব্যক্তি দিবসে আকাশতলে অবস্থান ও রাত্রে শূন্যস্থানে (আকাশ-তলে) নিদ্রা, দিবা ও রাত্রে তিনবার সবস্ত্রস্নান

স্ত্রীশূদ্রং পতিতং চাপি নাভিভাষেদ্ ব্রতান্বিতঃ।
পাপান্যজ্ঞানতঃ কৃত্বা মুচ্যেদেবংব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৩৯
শুভাশুভফলং প্রেত্য লভতে ভূতসাক্ষিকম্
অতিরিচ্যেত যো যত্র তৎকর্ত্তা লভতে ফলম্ ॥ ৪০
তস্মাদ্ দানেন তপসা কর্ম্মণা চ ফলং শুভম্।
বর্ধয়েদশুভং কৃত্বা যথা স্যাদতিরেকবান্ ॥ ৪১
কুর্য্যাচ্ছুভানি কর্ম্মাণি নিবর্ত্তেৎ পাপকর্ম্মণঃ।
দদ্যান্নিত্যঞ্চ বিত্তানি তথা মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ৪২
অনুরূপং হি পাপস্য প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্।
মহাপাতকবর্জ্জং তু প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৩
ভক্ষ্যাভক্ষ্যেষু চান্যেষু বাচ্যাবাচ্যে তথৈব চ।
অজ্ঞান-জ্ঞানয়ো রাজন্ বিহিতান্যনুজানতঃ ॥ ৪৪
জানতা তু কৃতং পাপং গুরু সর্বং ভবত্যুত।
অজ্ঞানাৎ স্বল্পকো দোষঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ৪৫
শক্যতে বিধিনা পাপং যথোক্তেন ব্যপোহিতুম্।
আস্তিকে শ্রদ্দধানে চ বিধিরেষ বিধীয়তে ॥ ৪৬
নাস্তিকাশ্রদ্দধানেষু পুরুষেষু কদাচন।
দম্ভ-দ্বেষপ্রধানেষু বিধিরেষ ন দৃশ্যতে ॥৪৭
শিষ্টাচারশ্চ শিষ্টশ্চ ধর্মো ধর্মভৃতাং বর।
সেবিতব্যো নরব্যাঘ্র প্রেত্যেহ চ সুখেপ্সুনা ॥৪৮
স রাজন্ মোক্ষ্যসে পাপাৎ তেন পূর্ব্বেণ হেতুনা
প্রাণার্থং বা ধনেনৈষামথবা নৃপকর্মণা ॥ ৪৯
অথবা তে ঘৃণা কাচিৎ প্রায়শ্চিত্তং চরিষ্যসি।
মা ত্বেবানার্য্যজুষ্টেন মন্যুনা নিধনং গমঃ ॥৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তেন প্রত্যুবাচ তপোধনম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়ে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

এবং স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিত্যাগ করিলে অজ্ঞানকৃত সকল পাপ নাশ হয় ॥৩৮-৩৯

মানব পঞ্চভূতসাক্ষীভূত পাপ পুণ্যের ফল দেহান্তে লাভ করিয়া থাকে। যে অধিক পুণ্য বা অধিক পাপ করে, তাহাকে ঐ অধিক ফলভোগ করিতে হয় ॥ ৪০

সেইহেতু দান তপস্যা ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুভ অপেক্ষা শুভ ফলের বৃদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪১

নিত্য শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, পাপকর্ম্ম বর্জন পূর্ব্বক ধন দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪২

পাপের অনুরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধির বর্ণনা করিলাম। মহাপাতক ভিন্ন সকল পাপের-ই এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ॥ ৪৩

রাজন্! অন্যান্য ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও বাচ্যাবাচ্য-বিষয়ে জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত যে সকল প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিলাম, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৪৪

জ্ঞানকৃত পাপ গুরু এবং অজ্ঞানকৃত পাপ লঘু—এই উভয়বিধ পাপের বিচার পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তবিধির প্রয়োগ হইবে ॥ ৪৫

আস্তিক এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি-ই বিধিপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত হইতে পারেন ॥ ৪৬

নাস্তিক শ্রদ্ধাহীন দাম্ভিক অতিশয় দ্বেষযুক্ত ব্যক্তির জন্য এইরূপ কোন প্রায়শ্চিত্তবিধি দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৭

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র! যে ব্যক্তি ইহ ও পরলোকে সুখের প্রত্যাশা করে, সেই ব্যক্তির শিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ ও পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮

রাজন্! তুমি মাত্র নিজ প্রাণ ও ধনরক্ষার জন্য অথবা রাজধর্ম্ম হেতু ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়াছ, অতএব এইসব পথ্যাপ্ত কারণের দ্বারা তুমি অবশ্যই পাপমুক্ত হইবে ॥ ৪৯

অথবা যদি তোমার মনে অতীত ঘটনার জন্য ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর। কিন্তু অজ্ঞের ন্যায় অথবা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মহত্যা করিও না ॥ ৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভগবান্ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ব্যাসদেবকে এই প্রকার বলিলেন ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তবর্ণনপ্রসঙ্গে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

[মানবধর্মশাস্ত্রানুসারেণ ভক্ষ্যাভক্ষ্যপাত্র পাত্রবিবেচনম্]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ভক্ষ্যং চাপ্যভক্ষ্যঞ্চ কিঞ্চ দেয়ং প্রশস্যতে।
কিঞ্চ পাত্রমপাত্রং বা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ব্যাস উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সিদ্ধানাং চৈব সংবাদং মনোশ্চৈব প্রজাপতেঃ ॥ ২
ঋষয়স্তু ব্রতপরাঃ সমাগম্য পুরা বিভুম্।
ধর্মং পপ্রচ্ছুরাসীনমাদিকালে প্রজাপতিম্ ॥ ৩
কথমন্নং কথং পাত্রং দানমধ্যয়নং তপঃ।
কার্য্যাকার্য্যঞ্চ যৎ সর্বং শংস বৈ ত্বং প্রজাপতে ॥ ৪
তৈরেবমুক্তো ভগবান্ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
শুশ্রূষধ্বং যথাবৃত্তং ধর্মং ব্যাসসমাসতঃ ॥ ৫
অনাদেশে জপো হোম উপবাসস্তথৈব চ।
আত্মজ্ঞানং পুণ্যনদ্যো যত্র প্রায়শ্চ তৎপরাঃ ॥ ৬
অনাদিষ্টং তথৈতানি পুণ্যানি ধরণীভৃতঃ।
সুবর্ণপ্রাশনমপি রত্নাদিস্নানমেব চ ॥ ৭
দেবস্থানাভিগমনমাজ্যপ্রাশনমেব চ।
এতানি মেধ্যং পুরুষং কুর্বন্ত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥ ৮
ন গর্বেণ ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ কদাচিদপি মানবঃ।
দীর্ঘমায়ুরথেচ্ছন্ হি ত্রিরাত্রং চোষ্ণপো ভবেৎ ॥ ৯
অদত্তস্যানুপাদানং দানমধ্যয়নং তপঃ।
অহিংসা সত্যমক্রোধ ইজ্যা ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১০
স এব ধর্মঃ সোঽধর্মো দেশ-কালে প্রতিষ্ঠিতঃ।
আদানমনৃতং হিংসা ধর্মো হ্যাবস্থিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১১
দ্বিবিধৌ চাপ্যুভাবেতৌ ধর্মাধর্মৌ বিজানতাম্।
অপ্রবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিশ্চ দ্বৈবিধ্যং লোকবেদয়োঃ ॥ ১২
অপ্রবৃত্তেরমর্ত্যত্বং মর্ত্যত্বং কর্মণঃ ফলম্।
অশুভস্যাশুভং বিদ্যাচ্ছুভস্য শুভমেব চ।
এতয়োশ্চোভয়োঃ স্যাতাং শুভাশুভতয়া তথা ॥ ১৩

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

[মনুকথিত ধর্মশাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও পাত্রাপাত্র বিচার।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! কোন্ বস্তু ভক্ষ্য ও কোন্ বস্তু অভক্ষ্য? কোন্ বস্তুর দান উত্তম? কাহাকেই বা পাত্র, কাহাকেই বা অপাত্র বলা যায়?—এই সব বিষয়ে উপদেশ করুন ॥ ১

ব্যাসদেব বলিলেন এই বিষয়ে প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু ও সিদ্ধপুরুষগণের সংবাদের এক "প্রাচীন ইতিহাস" মনীষী পুরুষগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

পুরাকালে ব্রতপরায়ণ ঋষিগণ একত্রিত হইয়া উপবিষ্ট প্রভু প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ধর্মসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৩

প্রজাপতে! অন্ন কি? দানের পাত্র কে? দান, অধ্যয়ন ও তপস্যার স্বরূপ কি? কর্তব্য ও অকর্তব্য কি? এই সব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৪

মহর্ষিগণ এইরূপ বলিলে ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু বলিলেন—মহর্ষিগণ! আমি সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে ধর্মের স্বরূপ যথাযথরূপে কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৫

যে কর্মের দোষ বিশেষরূপে উল্লিখিত হয় নাই, সেইরূপ কর্মের দোষ নিবারণ জন্য জপ, হোম, উপবাস, আত্মজ্ঞান, পবিত্র নদীতে স্নান জপ হোমাদিপরায়ণ পুরুষগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত স্থানের সেবা—এই সকল পুণ্যদায়ক কর্ম সামান্য (স্বাভাবিক)-প্রায়শ্চিত্ত। পবিত্র পর্বতসেবন, সুবর্ণ প্রাশন, রত্নাদি স্নান, দেবস্থান যাত্রা, ঘৃত পান—এই সব কর্ম মানুষকে শীঘ্র পবিত্র করে; ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৬-৮

বুদ্ধিমান্ মানব কখনও গর্বিত হইবে না। দীর্ঘায়ু অভিলাষী ব্যক্তি ত্রিরাত্র উষ্ণপা হইবে! (অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রোক্ত তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রতের আচরণ করত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত ও জলপান করিবে) ॥ ৯

অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, যজ্ঞ—এই সব ধর্মের লক্ষণ ॥ ১০

দেশ এবং কালের প্রভেদে একই ক্রিয়া (কার্য) ধর্ম বা অধর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। চুরি, মিথ্যা, হিংসা প্রভৃতি আপেক্ষিকভাবে (অবস্থাবিশেষে) ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয় ॥ ১১

এই ধর্ম ও অধর্ম দেশকাল অনুযায়ী দুই দুই প্রকার ভেদ হয়। প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি, লৌকিক এবং বৈদিক এই দ্বিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। (অর্থাৎ লৌকিক অপ্রবৃত্তি, লৌকিক প্রবৃত্তি; বৈদিক অপ্রবৃত্তি, বৈদিক প্রবৃত্তি) ॥ ১২

বৈদিক অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি-ধর্মের ফল মোক্ষ, আর

দৈবঞ্চ দৈবসংযুক্তং প্রাণশ্চ প্রাণদশ্চ হ।
অপেক্ষাপূর্বকরণাদশুভানাং শুভং ফলম্ ॥ ১৪
ঊর্ধ্বং ভবতি সন্দেহাদিহ দৃষ্টার্থমেব চ।
অপেক্ষাপূর্বকরণাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥ ১৫
ক্রোধমোহকৃতে চৈব দৃষ্টান্তাগমহেতুভিঃ।
শরীরাণামুপক্লেশো মনসশ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে।
তদৌষধৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ প্রায়শ্চিত্তৈশ্চ শাম্যতি ॥ ১৬
উপবাসমেকরাত্রং দণ্ডোৎসর্গে নরাধিপঃ।
বিশুধ্যেদাত্মশুদ্ধ্যর্থং ত্রিরাত্রং তু পুরোহিতঃ ॥ ১৭
ক্ষয়ং শোকং প্রকুর্বাণো ন ম্রিয়েত যদা নরঃ।
শস্ত্রাদিভিরুপাবিষ্টস্ত্রিরাত্রং তত্র নির্দিশেৎ ॥ ১৮
জাতিশ্রেণ্যধিবাসানাং কুলধর্মাংশ্চ সর্বতঃ।
বর্জয়ন্তি চ যে ধর্মং তেষাং ধর্মো ন বিদ্যতে ॥ ১৯
দশ বা বেদশাস্ত্রজ্ঞাস্ত্রয়ো বা ধর্মপাঠকাঃ।
যদ্ ব্রূয়ুঃ কার্য্য উৎপন্নে স ধর্মো ধর্মসংশয়ে ॥ ২০

বৈদিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের ফল জন্ম, মরণ, সংহার—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকম্ আবিশন্তি"। লৌকিক অপ্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির ফল শুভাশুভ অর্থাৎ শুভ কর্ম্মের ফল শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফল অশুভ ॥ ১৩

দেবতার জন্য, শাস্ত্রীয় কর্ম্মজন্য, প্রাণের জন্য ও প্রাণদাতার জন্য অপেক্ষা করিয়া যে কোন কার্য করা যায়, তাহাতে অশুভও শুভ ফল দান করিয়া থাকে ॥ ১৪

প্রাণ সংশয় না হইলে অথবা কোন প্রত্যক্ষ লাভের আশায় ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পাপকর্ম্ম (দোষজনক) অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দোষ নিবৃত্তির জন্যই প্রায়শ্চিত্ত বিধান ॥ ১৫

যদি ক্রোধ ও মোহবশে মনের প্রিয় বা অপ্রিয় অশুভ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঐ দোষ নিবারণ জন্য শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে ঔষধ মন্ত্র উপবাস প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সেই পাপ নষ্ট হয় ॥১৬

যদি রাজা দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে দণ্ডিত না করেন, তাহা হইলে রাজাকে এক দিবারাত্রি উপবাস করিতে হয়। যদি পুরোহিত রাজাকে এইরূপ স্থলে কর্ত্তব্যের উপদেশ না দেন, তাহা হইলে পুরোহিতকে তিন রাত্রি উপবাস করিতে হয় ॥ ১৭

যদি পুত্রাদির মৃত্যুশোকে অধীর হইয়া মৃত্যুর জন্য উপবাস করে অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যু না ঘটিলে ঐ নিন্দিত কর্ম্মের দোষ নিবারণ জন্য তাহাতে তিনরাত্রি উপবাস করিতে হইবে ॥ ১৮

অনড্বান্ মৃত্তিকা চৈব তথা ক্ষুদ্রপিপীলিকাঃ।
শ্লেষ্মাতকস্তথা বিপ্রৈরভক্ষ্যং বিষমেব চ ॥২১
অভক্ষ্যা ব্রাহ্মণৈর্মৎস্যাঃ শল্কৈর্যে বৈ বিবর্জিতাঃ।
চতুষ্পাৎ কচ্ছপাদন্যো মণ্ডূকা জলজাশ্চ যে ॥২২
ভাসা হংসাঃ সুপর্ণাশ্চ চক্রবাকাঃ প্লবা বকাঃ।
কাকো মদ্গুশ্চ গৃধ্রশ্চ শ্যেনোলূকস্তথৈব চ ॥ ২৩
ক্রব্যাদা দংষ্ট্রিণঃ সর্বে চতুষ্পাৎ পক্ষিণশ্চ যে।
যেষাং চোভয়তো দন্তাশ্চতুর্দংষ্ট্রাশ্চ সর্বশঃ ॥ ২৪
এড়কাশ্ব-খরোষ্ট্রীণাং সূতিকানাং গবামপি।
মানুষীণাং মৃগীণাঞ্চ ন পিবেদ্ ব্রাহ্মণঃ পয়ঃ ॥ ২৫
প্রেতান্নং সূতিকান্নঞ্চ যচ্চ কিঞ্চিদনির্দশম্।
অভোজ্যং চাপ্যপেয়ঞ্চ ধেনোর্দুগ্ধমনির্দশম্ ॥ ২৬
রাজান্নং তেজ আদত্তে শূদ্রান্নং ব্রহ্মচর্য্যসম্।
আয়ুঃ সুবর্ণকারান্নমবীরায়াশ্চ যোষিতঃ ॥ ২৭

যাহারা স্ব-জাতি, আশ্রম, কুলধর্ম্ম ও ধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করে, তাহাদের শুদ্ধির নিমিত্ত কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্ম সংশয় উপস্থিত হইলে বেদশাস্ত্রজ্ঞ দশজন অথবা ধর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞ তিনজনকে প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা যাহা বলিবেন, তাহাই ধর্ম্ম ॥ ২০ ॥

বৃষ, মাটী, ক্ষুদ্র পিপীলিকা, শ্লেষ্মাত্মক (কীটবিশেষ) ও বিষ এইগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে অভক্ষ্য ॥ ২১

শল্করহিত (আঁশশূন্য) মৎস্য, কচ্ছপ ভিন্ন অন্য চতুষ্পদ জন্তু, ভেক ও অন্য জলজ প্রাণী ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য ॥ ২২

কুক্কুট, হংস, গরুড়, চক্রবাক্, বক, জলচর, মদ্গু, কাক, গৃধ্র, শ্যেন, উলূক ও চতুষ্পদ পক্ষী, মাংসাশী দ্বিদন্ত বা চতুর্দ্দন্ত প্রাণী (দাঁড়াওয়ালা)—এই সব জীব অভক্ষ্য ॥ ২৩-২৪ ॥

ব্রাহ্মণ মেষ, ঘোটকী, উষ্ট্রী, সূতিকাবস্থা গাভী, মানুষী ও মৃগীর দুগ্ধ পান করিবেন না ॥ ২৫

দশদিন অতীত না হইলে অশৌচভাগীর অন্ন ও পেয় গ্রহণ করিবে না এবং দশদিন গত না হইলে যে গাভীর বৎস হইয়াছে, তাহার দুগ্ধ পান করিবে না ॥ ২৬ ॥

রাজার অন্ন তেজ, শূদ্রের অন্ন ব্রহ্মতেজ, সুবর্ণকারের ও পতিপুত্রহীন স্ত্রীর অন্ন আয়ু নাশ করে ॥ ২৭ ॥

বিষ্ঠা বার্ধুষিকস্যান্নং গণিকান্নমথেন্দ্রিয়ম্ ।
মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতান্নঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২৮
দীক্ষিতস্য কদর্য্যস্য ক্রতুবিক্রয়িকস্য চ ।
তক্ষ্ণশ্চর্মাবকর্তুশ্চ পুংশ্চল্যা রজকস্য চ ॥ ২৯
চিকিৎসকস্য যচ্চান্নমভোজ্যং রক্ষিণস্তথা ।
গণগ্রামাভিশস্তানাং রঙ্গস্ত্রীজীবিনাং তথা ॥৩০
পরিবিত্তানাং পুংসাঞ্চ বন্দি-দ্যূতবিদাং তথা ।
বামহস্তাহৃতং চান্নং ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ ॥৩১
সুরানুগতমুচ্ছিষ্টমভোজ্যং শোষিতঞ্চ যৎ ।
পিষ্টস্য চেক্ষুশাকানাং বিকারাঃ পয়সস্তথা ॥ ৩২
সক্তুধানাকরম্ভাণাং নোপভোগ্যাশ্চিরস্থিতাঃ ।
পায়সং কৃসরং মাংসমপূপাশ্চ বৃথাকৃতাঃ ॥ ৩৩
অপেয়াশ্চাপ্যভক্ষ্যাশ্চ ব্রাহ্মণৈর্গৃহমেধিভিঃ ।
দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥৩৪
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্ গৃহস্থো ভোক্তুমর্হতি ।
যথা প্রব্রজিতো ভিক্ষুস্তথৈব স্বে গৃহে বসেৎ ॥ ৩৫

বৃদ্ধিজীবির (সুদখোরের) অন্ন বিষ্ঠার সমান এবং বেশ্যা দুশ্চরিত্রার (পরপতি অভিলাষিণীর) ও স্ত্রীজিত-ব্যক্তির অন্ন বীর্য্যতুল্য ।। ২৮

অগ্নিসোমীয় হোমের পূর্ব্বে যজ্ঞদীক্ষিতের অন্ন, কৃপণের অন্ন, যজ্ঞবিক্রয়ীর অন্ন, সূত্রধরের অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, রজকের অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, চৌকিদারের অন্ন ভোজন করিতে নাই ।। ২৯½

গ্রামে বা সমাজে যে দোষী বলিয়া স্বীকৃত, রঙ্গস্ত্রীজীবী (স্ত্রীর অভিনয় উপার্জ্জিত অন্নজীবী), পরিবিত্তি পুরুষের এবং বন্দী ও দ্যূতবিদ্‌গণের (জুয়াড়ীদের) অন্ন অগ্রাহ্য ।। ৩০½ ।।

বামহস্তে প্রদত্ত অন্ন, পর্য্যুষিত (বাসী) অন্ন, সুরামিশ্রিত অন্ন, উচ্ছিষ্টান্ন, শোষিত অন্ন (অন্যকে বঞ্চিত করিয়া রক্ষিত অন্ন) ভোজন করা উচিত নয় ।। ৩১½ ।।

বিকৃত (পচা) পিষ্টক, ইক্ষুরস, শাক, দুগ্ধ, শক্তু (ছাতু), ভৃষ্ট যব, দধিমিশ্রিত শক্তু দীর্ঘ সময়ের পর ভোজন করিবে না ।। ৩২½

পায়স, খিচুড়ী, মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি দেবতাকে নিবেদন না করিয়া গৃহী ব্রাহ্মণগণের ভোজন বা পান করা উচিত নয় ।। ৩৩½ ।।

প্রথমে দেবতা, ঋষি, অতিথি এবং গৃহস্থিত সকল দেবদেবীগণকে পূজা করিয়া তৎপর ভোজন করা উচিত ।। ৩৪½

এবংবৃত্তঃ প্রিয়ৈর্দারৈঃ সংবসন্ ধর্মমাপ্নুয়াৎ ।
ন দদ্যাদ্ যশসে দানং ন ভয়ান্নোপকারিণে ॥ ৩৬
ন নৃত্য-গীতশীলেষু হাসকেষু চ ধার্মিকঃ ।
ন মত্তে চৈব নোন্মত্তে ন স্তেনে ন চ কুৎসকে ॥ ৩৭
ন বাগ্‌ঘীনে বিবর্ণে বা নাঙ্গহীনে ন বামনে ।
ন দুর্জনে দৌষ্কুলে বা ব্রতৈর্যো বা ন সংস্কৃতঃ ।
ন শ্রোত্রিয়মৃতে দানং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্জিতে ॥ ৩৮
অসম্যক্ চৈব যদ্ দত্তমসম্যক্ চ প্রতিগ্রহঃ ।
উভয়ং স্যাদনর্থায় দাতুরাদাতুরেব চ ॥ ৩৯
যথা খদিরমালম্ব্য শিলাং বাপ্যর্ণবং তরন্ ।
মজ্জেত মজ্জতস্তদ্বদ্ দাতা যশ্চ প্রতিগ্রহী ॥ ৪০
কাষ্ঠৈরার্দ্রৈর্যথা বহ্নিরুপস্তীর্ণো ন দীপ্যতে ।
তপঃস্বাধ্যায়চারিত্রৈরেবং হীনঃ প্রতিগ্রহী ॥ ৪১
কপালে যদ্বদাপঃ স্যুঃ শ্বদৃতৌ চ যথা পয়ঃ ।
আশ্রয়স্থানদোষেণ বৃত্তহীনে তথা শ্রুতম্ ॥ ৪২

পরিব্রাজকের ন্যায় গৃহস্থ আসক্তি ও মমতাশূন্য হইয়া গৃহে বাস করিবে। যে এইভাবে সস্ত্রীক গৃহে বাস করে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের পূর্ণফল লাভ করিয়া থাকে ।। ৩৫½ ।।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি যশের জন্য বা ভয়ে অথবা উপকারীকে, নৃত্যগীতপরায়ণকে, পরিহাসজীবীকে, ভণ্ডকে, উন্মত্তকে মদমত্তকে, চোরকে, নিন্দুককে, মূর্খকে (হাবাকে), বিবর্ণকে, বিকলাঙ্গকে, বামনকে, দুর্জনকে, দুষ্কুলজাতকে, অশ্রোত্রিয়কে, বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকে ও ব্রতহীন ব্যক্তিকে দান করা উচিত নয় ।। ৩৬ ৩৮ ।।

অশাস্ত্রীয় দান ও অশাস্ত্রীয় প্রতিগ্রহ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই অমঙ্গলজনক হইয়া থাকে ।। ৩৯

খদির কাষ্ঠের ফলক (ফলা) অথবা প্রস্তরখণ্ড অবলম্বন করিয়া সাগরের পরপারে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে যেমন সমুদ্রে স্বয়ং নিমগ্ন হয় ও আশ্রিতকে নিমগ্ন করে, তদ্রূপ অশাস্ত্রীয় দাতা আপনাকে ও প্রতিগ্রহীতাকে পাপসাগরে নিমজ্জিত করে ।। ৪০

যেমন অগ্নি আর্দ্রকাষ্ঠে সংযুক্ত হইলে প্রজ্জ্বলিত হয় না, তদ্রূপ তপঃ-স্বাধ্যায়শূন্য চরিত্রহীন প্রতিগৃহীতাকেও ফলদানে সমর্থ হয় না ॥৪১

নরকপালে জল ও কুকুরচর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রে দুগ্ধ রাখিলে

নির্ম্মন্ত্রো নির্ব্রতো যঃ স্যাদশাস্ত্রজ্ঞোঽনসূয়কঃ।
অনুক্রোশাৎ প্রদাতব্যং হীনেষ্বব্রতিকেষু চ ॥ ৪৩
ন বৈ দেয়মনুক্রোশাদ্ দীনায়াপ্যপকারিণে।
আপ্তাচরিত ইত্যেব ধর্ম ইত্যেব বা পুনঃ ॥ ৪৪
নিষ্কারণং স্মৃতং দত্তং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবর্জিতে।
ভবেদপাত্রদোষেণ ন চাত্রাস্তি বিচারণা ॥ ৪৫
যথা দারুময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ৪৬
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
শকুনির্বাপ্যপক্ষঃ স্যান্নির্মন্ত্রো ব্রাহ্মণস্তথা ॥ ৪৭

গ্রামো ধান্যৈর্যথা শূন্যো যথা কূপশ্চ নির্জলঃ।
যথা হুতমনগ্নৌ চ তথৈব স্যান্নিরাকৃতৌ ॥ ৪৮
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ হব্যকব্যবিনাশকঃ।
শত্রুরর্থহরো মূর্খো ন লোকান্ প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ৪৯
এতৎ তে কথিতং সর্বং যথাবৃত্তং যুধিষ্ঠির।
সমাসেন মহদ্ধ্যেতচ্ছ্রোতব্যং ভরতর্ষভ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাসবাক্যে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৬

যেমন উহা আশ্রয়স্থান দোষে অপবিত্র হয়, তদ্রূপ ব্রতবিহীন (সদাচারহীন) ব্যক্তিরও শাস্ত্রজ্ঞান দূষিত (ব্যর্থ) হয় ॥৪২

যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রহীন, ব্রতহীন, মূর্খ (শাস্ত্রজ্ঞানহীন), অসূয়াযুক্ত হীনচরিত্র, তাহাকে কেবল দয়া করিয়াই দান করা যায় ॥৪৩

দীন পরাপকারীকে দয়া করিয়াও দান করা উচিত নয়—ইহাই শিষ্টাচার ও ধর্ম্মসম্মত ॥৪৪

বেদহীন ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে অপাত্র দোষে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে বিচারের কোন প্রয়োজন নাই ॥৪৫

বেদাধ্যয়নহীন ব্রাহ্মণ কাষ্ঠময় হস্তী ও চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় কেবল নামমাত্র ধারণ করে অর্থাৎ নামেই ব্রাহ্মণ। অতএব এই তিন প্রাণী নামমাত্রই ধারণ করে ; কিন্তু নামানুসারে কর্ম্ম করিতে পারে না ॥ ৪৬

স্ত্রীর নিকট নপুংসক যেমন নিষ্ফল, গাভীর সহিত গাভীর মিলন যেমন নিষ্ফল, পক্ষহীন পক্ষীর উৎপতনের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল, তদ্রূপ বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণও নিষ্ফল ॥৪৭

ধান্যহীন গ্রাম, জলশূন্য কূপ, অগ্নিশূন্য স্থানে আহুতি যেমন ব্যর্থ, তদ্রূপ মূর্খ ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত দান ব্যর্থ হয় ॥৪৮

মূর্খ ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃগণের হব্যকব্য বিনাশক হয় এবং সে অর্থ অপহরণকারী শত্রু। তাহাকে দান করিলে কদাচ উত্তম লোক লাভ করাইতে পারে না ॥৪৯

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তোমাকে এই সকল মহৎ বিষয় আমি সংক্ষেপে যথাযথভাবে বলিলাম। এই বৃত্তান্ত সকলেরই শ্রবণ করা উচিত ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাসবচনবিষয়ে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজ-যুধিষ্ঠিরস্য হস্তিনাপুরপ্রবেশঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ বিস্তরেণ মহামুনে।
রাজধর্মান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ চাতুর্বর্ণ্যস্য চাখিলান্ ॥ ১

আপৎসু চ যথা নীতিঃ প্রণেতব্যা দ্বিজোত্তম।
ধর্ম্যমালক্ষ্য পন্থানং বিজয়েয়ং কথং মহীম্ ॥ ২

প্রায়শ্চিত্তকথা হ্যেষা ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবর্জিতা।
কৌতূহলানুপ্রবণা হর্ষং জনয়তীব মে ॥ ৩

ধর্মচর্য্যা চ রাজ্যঞ্চ নিত্যমেব বিরুধ্যতে।
এবং মুহ্যতি মে চেতশ্চিন্তয়ানস্য নিত্যশঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ মহারাজ ব্যাসো বেদবিদাং বরঃ।
নারদং সমভিপ্রেক্ষ্য সর্বজ্ঞানাং পুরাতনম্ ॥ ৫

শ্রোতুমিচ্ছসি চেদ্ ধর্মং নিখিলেন নরাধিপ।
প্রৈহি ভীষ্মং মহাবাহো বৃদ্ধং কুরুপিতামহম্ ॥

স তে ধর্মরহস্যেষু সংশয়ান্ মনসি স্থিতান্।
ছেত্তা ভাগীরথীপুত্রঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বধর্মবিৎ ॥ ৭

জনয়ামাস যং দেবী দিব্যা ত্রিপথগা নদী।
সাক্ষাদ্ দদর্শ যো দেবান্ সর্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ৮

বৃহস্পতিপুরোগাংস্তু দেবর্ষীনসকৃৎ প্রভুঃ।
তোষয়িত্বোপচারেণ রাজনীতিমধীতবান্ ॥ ৯

উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ দেবগুরুর্দ্বিজঃ।
তচ্চ সর্বং সবৈয়াখ্যং প্রাপ্তবান্ কুরুসত্তমঃ ॥ ১০

ভার্গবাচ্চ্যবনাচ্চাপি বেদানঙ্গোপবৃংহিতান্।
প্রতিপেদে মহাবাহুর্বশিষ্ঠাচ্চরিতব্রতঃ ॥ ১

পিতামহসুতং জ্যেষ্ঠং কুমারং দীপ্ততেজসম্।
অধ্যাত্মগতিতত্ত্বজ্ঞমুপাশিক্ষত যঃ পুরা ॥ ১২

মার্কণ্ডেয়মুখাৎ কৃৎস্নং যতিধর্মমবাপ্তবান্।
রামাদস্ত্রাণি শক্রাচ্চ প্রাপ্তবান্ পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৩

মৃত্যুরাত্মেচ্ছয়া যস্য জাতস্য মনুজেষ্বপি।
তথানপত্যস্য সতঃ পুণ্যলোকা দিবি শ্রুতাঃ ॥ ১৪

যস্য ব্রহ্মর্ষয়ঃ পুণ্যা নিত্যমাসন্ সভাসদঃ।
যস্য নাবিদিতং কিঞ্চিজ্ জ্ঞানযজ্ঞেষু বিদ্যতে ॥ ১৫

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে প্রবেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন -- ভগবন্! মহামুনে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চারিবর্ণের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম তথা সমস্ত রাজধর্ম্ম বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥১

দ্বিজোত্তম! আপৎকালে আমার কিরূপ নীতি গ্রহণ করা উচিত? কি ভাবেই বা ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখিয়া এই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিব? ২

আপনার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত ভক্ষ্যাভক্ষ্যবর্জিতা উপবাসাত্মক প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত যেন কৌতূহলাবিষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছে ॥

ধর্ম্মাচরণ ও রাজ্যপালনে ইহারা উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যশাসন করিতে পারে সর্ব্বদা এই চিন্তা করিয়া আমি মোহবশে বারংবার অভিভূত হইতেছি ॥ ৩-৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, -- মহারাজ! তখন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ভগবান্ ব্যাসদেব সর্ব্বজ্ঞগণের মধ্যে পুরাতন দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, -- মহাবাহো! যদি তোমার সমগ্র ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে কুরুকুলপিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন কর ॥ ৫-৬

সেই সমগ্র ধর্ম্মবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ ও গঙ্গানন্দন ভীষ্মই ধর্ম্মরহস্য বিষয়ে তোমার মনে অবস্থিত সকল সংশয় ছেদন করিবেন ॥৭

স্বর্গীয়া নদী ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবী যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে প্রভাবশালী ভীষ্ম বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে সেবায় বারংবার সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে রাজনীতি শিক্ষালাভ করিয়াছেন, দ্বিজ শুক্রাচার্য্য ও দেবগুরু বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র জানেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম তৎসমস্তই ব্যাখ্যার সহিত প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৮-১০

ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকারী মহাবাহু ভীষ্ম ভৃগুবংশজাত চ্যবন এবং মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকট হইতে শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গসহ বেদসমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন ॥ ১১

যিনি পূর্ব্বকালে উদ্দীপ্ত তেজস্বী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতির জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের নিকট অধ্যাত্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন ॥১২

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখ হইতে সমগ্র যতিধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছেন এবং পরশুরাম ও ইন্দ্রের নিকট হইতে অস্ত্রলাভ করিয়াছেন ॥ ১৩

মনুষ্যগণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াও মৃত্যু যাঁহার ইচ্ছাধীন, যিনি অপুত্র হইয়াও উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিবার যোগ্য বলিয়া স্বর্গে বিখ্যাত ছিলেন ॥ ১৪

পুণ্যাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ প্রতিনিয়ত যাঁহার সভাসদ্ হইতেন, জ্ঞান-

স তে বক্ষ্যতি ধর্মজ্ঞঃ সূক্ষ্মধর্মার্থতত্ত্ববিৎ।
তমভ্যেহি পুরা প্রাণান্ স বিমুঞ্চতি ধর্মবিৎ॥ ১৬
এবমুক্তস্তু কৌন্তেয়ো দীর্ঘপ্রজ্ঞো মহামতিঃ।
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্॥ ১৭
যুধিষ্ঠির উবাচ।
বৈশসং সুমহৎ কৃত্বা জ্ঞাতীনাং রোমহর্ষণম্।
আগস্কৃৎ সর্বলোকস্য পৃথিবীনাশকারকঃ॥ ১৮
ঘাতয়িত্বা তমেবাজৌ ছলেনাজিহ্মযোধিনম্।
উপসম্প্রষ্টুমর্হামি তমহং কেন হেতুনা॥ ১৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠং চাতুর্বর্ণ্যহিতেপ্সয়া।
পুনরাহ মহাবাহুর্যদুশ্রেষ্ঠো মহামতিঃ॥ ২০
বাসুদেব উবাচ।
নেদানীমতিনির্বন্ধং শোকে ত্বং কর্তুমর্হসি।
যদাহ ভগবান্ ব্যাসস্তৎ কুরুষ্ব নৃপোত্তম॥ ২১
ব্রাহ্মণাস্ত্বাং মহাবাহো ভ্রাতরশ্চ মহৌজসঃ।
পর্জন্যমিব ঘর্মান্তে নাথমানা উপাসতে॥ ২২
হতশিষ্টাশ্চ রাজানঃ কৃৎস্নং চৈব সমাগতম্।
চাতুর্বর্ণ্যং মহারাজ রাষ্ট্রং তে কুরুজাঙ্গলম্॥ ২৩
প্রিয়ার্থমপি চৈতেষাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্।
নিয়োগাদস্য চ গুরোর্ব্যাসস্যামিততেজসঃ॥ ২৪
সুহৃদামস্মদাদীনাং দ্রৌপদ্যাশ্চ পরন্তপ।
কুরু প্রিয়মমিত্রঘ্ন লোকস্য চ হিতং কুরু॥ ২৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তঃ স কৃষ্ণেন রাজা রাজীবলোচনঃ।
হিতার্থং সর্বলোকস্য সমুত্তস্থৌ মহামনাঃ॥ ২৬
সোঽনুনীতো নরব্যাঘ্র বিষ্টরশ্রবসা স্বয়ম্।
দ্বৈপায়নেন চ তথা দেবস্থানেন জিষ্ণুনা॥ ২৭
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিরনুনীতো যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্যজহান্মানসং দুঃখং সন্তাপঞ্চ মহাযশাঃ॥ ২৮
শ্রুতবাক্যঃ শ্রুতনিধিঃ শ্রুতশ্রাব্যবিশারদঃ।
ব্যবস্য মনসঃ শান্তিমগচ্ছৎ পাণ্ডুনন্দনঃ॥ ২৯
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য স্বপুরং প্রবিবেশ হ॥ ৩০

শাস্ত্র মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে॥১৫

ধর্মজ্ঞ, সূক্ষ্ম ধর্মের তাৎপর্য্যবেত্তা ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। ঐ ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম এখন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, অতএব তাহার পূর্ব্বেই তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট গমন কর॥ ১৬

ব্যাসদেবকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দূরদর্শী মহামতি যুধিষ্ঠির বাগ্মিশ্রেষ্ঠ সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেবকে বলিলেন॥ ১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে মুনে! আমি নিঃশেষে জ্ঞাতিগণের রোমহর্ষণকারী সংহার পূর্ব্বক পৃথিবীর নাশকারী বলিয়া সকলের নিকট অপরাধী হইয়াছি। সরলতা অবলম্বনপূর্ব্বক যুদ্ধরত যে ভীষ্মদেবকে যুদ্ধে পাতিত (সংহার) করিয়াছি, সেই ভীষ্মদেবের নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত কিভাবে উপস্থিত হইব? ১৮-১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তখন মহামতি মহাবাহু যদুকুলতিলক বাসুদেব বর্ণচতুষ্টয়ের হিতবাসনায় পুনরায় নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে এই প্রকার বলিলেন॥ ২০

বাসুদেব বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! অত্যন্ত আগ্রহবশতঃ শোকের বশীভূত হওয়া আপনার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে ভগবান্ ব্যাস যেরূপ বলিলেন, আপনি তাহার অনুষ্ঠান করুন॥ ২১

মহাবাহো! যেমন গ্রীষ্মাবসানে লোকে জল প্রার্থনা করত মেঘের উপাসনা করে, তেমনি সমস্ত ব্রাহ্মণগণ এবং আপনার মহাতেজস্বী ভ্রাতৃবর্গ ইঁহারা সকলেই আপনার নিকট হইতে সুখের বাসনা করিয়া আপনার উপাসনা করিতেছেন॥ ২২

মহারাজ! হতাবশিষ্ট ভূপালগণ, কুরুজাঙ্গলবাসীরা ও সমগ্র চারিবর্ণের জনগণের সহিত সমগ্র রাষ্ট্রই আজ সমাগত হইয়াছে॥ ২৩

হে পরন্তপ! হে শত্রুঘাতী! অমিততেজা গুরু ব্যাসদেবের আদেশে এই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের প্রিয় করিবার জন্ত অস্মদাদি সুহৃদ্গণের ও দ্রৌপদীর প্রিয় করুন এবং সমগ্র জগতের কল্যাণ করুন॥ ২৪-২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে কমললোচন মহামনস্বী যুধিষ্ঠির জগতের কল্যাণের জন্ত উত্থিত হইলেন॥ ২৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, দ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবস্থান, অর্জুন অথবা অন্যান্য বহু জন তাঁহাকে অনুনয় করিলে মহাযশস্বী যুধিষ্ঠির মানসিক দুঃখ ও সন্তাপ ত্যাগ করিলেন॥২৭-২৮

সদ্ব্যক্তি উপদিষ্ট বেদশাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রবিশারদ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির নিজ কর্ত্তব্য নিশ্চয় করত মনে পূর্ণ শান্তিলাভ করিলেন॥ ২৯

নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের দ্বারা

প্রবিবিক্ষুঃ স ধর্মজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্চয়ামাস দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ সহস্রশঃ॥ ৩১
ততো নবং রথং শুভ্রং কম্বলাজিনসংবৃতম্।
যুক্তং ষোড়শভির্গোভিঃ পাণ্ডুরৈঃ শুভলক্ষণৈঃ॥ ৩২
মন্ত্রৈরভ্যর্চিতং পুণ্যৈঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ।
আরুরোহ যথা দেবঃ সোমোঽমৃতময়ং রথম্॥ ৩৩
জগ্রাহ রশ্মীন্ কৌন্তেয়ো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
অর্জুনঃ পাণ্ডুরং ছত্রং ধারয়ামাস ভানুমৎ॥ ৩৪
ধ্রিয়মাণঞ্চ তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং রথমূর্ধনি।
শুশুভে তারকাকীর্ণং সিতমভ্রমিবাম্বরে॥ ৩৫
চামর-ব্যজনে ত্বস্য বীরৌ জগৃহতুস্তদা।
চন্দ্ররশ্মিপ্রভে শুভ্রে মাদ্রীপুত্রাবলঙ্কৃতে॥ ৩৬
তে পঞ্চ রথমাস্থায় ভ্রাতরঃ সমলঙ্কৃতাঃ।
ভূতানীব সমস্তানি রাজন্ দদৃশিরে তদা॥ ৩৭
আস্থায় তু রথং শুভ্রং যুক্তমশ্বৈর্মনোজবৈঃ।
অন্বয়াৎ পৃষ্ঠতো রাজন্ যুযুৎসুঃ পাণ্ডবাগ্রজম্॥ ৩৮
রথং হেমময়ং শুভ্রং শৈব্য-সুগ্রীবযোজিতম্।
সহ সাত্যকিনা কৃষ্ণঃ সমাস্থায়ান্বয়াৎ কুরূন্॥ ৩৯
নরযানেন তু জ্যেষ্ঠঃ পিতা পার্থস্য ভারত।
অগ্রতো ধর্মরাজস্য গান্ধারীসহিতো যযৌ॥ ৪০
কুরুস্ত্রিয়শ্চ তাঃ সর্বাঃ কুন্তী কৃষ্ণা তথৈব চ।
যানৈরুচ্চাবচৈর্জগ্মু র্বিদুরেণ পুরস্কৃতাঃ॥ ৪১
ততো রথাশ্চ বহুলা নাগাশ্বসমলঙ্কৃতাঃ।
পাদাতাশ্চ হয়াশ্চৈব পৃষ্ঠতঃ সমনুব্রজন্॥ ৪২
ততো বৈতালিকৈঃ সূতৈর্মাগধৈশ্চ সুভাষিতৈঃ।
স্তূয়মানো যযৌ রাজা নগরং নাগসাহ্বয়ম্॥ ৪৩
তৎ প্রয়াণং মহাবাহোর্বভূবাপ্রতিমং ভুবি।
আকুলাকুলমুৎক্রুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনাকুলম্॥৪৪
অভিযানে তু পার্থস্য নরৈর্নগরবাসিভিঃ।
নগরং রাজমার্গাশ্চ যথাবৎসমলঙ্কৃতাঃ॥ ৪৫

পরিবৃত হইয়া ও ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্তী করিয়া নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন (হস্তিনাপুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন)॥ ৩০

সেই ধর্মজ্ঞ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির নগরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সহস্র সহস্র দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি কম্বল ও মৃগচর্মে সংবৃত, মন্ত্র দ্বারা অভিপূজিত, শুভলক্ষণসম্পন্ন শ্বেতবর্ণ ষোড়শ বলীবর্দ্দযুক্ত শুভ্র রথে বন্দীজনকর্তৃক স্তুত হইয়া আরোহণ করিলেন॥৩১-৩৩

ভীমপরাক্রম কুন্তীনন্দন ভীমসেন তাহাদের রথের রজ্জু গ্রহণ করিলেন এবং অর্জুন তেজস্বী শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন॥ ৩৪

অর্জুন কর্তৃক তেজোময় শ্বেতচ্ছত্র রথোপরি ধৃত হওয়ায় সেই ছত্র গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল-শোভিত শ্বেতমেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৩৫

তখন বীর মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন রত্নভূষিত শ্বেত-চামর এবং ব্যজন ধারণ করিলেন॥৩৬

রাজন্! বস্ত্রভূষণাদি বিভূষিত সেই পঞ্চ ভ্রাতা রথারোহণ করিলে ঐ রথ পঞ্চভূতাত্মক দেহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৩৭

রাজন্! মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগণসংযুক্ত শুভ্ররথে আরোহণ করিয়া যুযুৎসু (ধৃতরাষ্ট্রকুমার) যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৮

সাত্যকির সহিত কৃষ্ণ শৈব্য ও সুগ্রীব এই অশ্বদ্বয়সংযোজিত হেমময় শুভ্র রথে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন॥ ৩৯

ভরতনন্দন! কুন্তীপুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ পিতা (জেঠামহাশয়) অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত মনুষ্যবাহিত যান পাল্কীতে আরূঢ় হইয়া যুধিষ্ঠিরের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৪০

কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারিণীগণ যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন যানে আরোহণ করত মহাত্মা বিদুর কর্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৪১

তদনন্তর সকলের পশ্চাতে অসংখ্য হস্তী ও অশ্বগণে সুসজ্জিত বহু রথী, অশ্বারোহী এবং পদাতিগণ অনুসরণ করিতে লাগিল॥৪২

এইরূপে মহারাজা যুধিষ্ঠির বৈতালিক, সূত ও মাগধগণের দ্বারা সুন্দর ভাষায় উচ্চারিত নিজের স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে হস্তিনানগর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন॥ ৪৩

মহাবাহু যুধিষ্ঠিরের সেই যাত্রা অনুপম হইয়াছিল। ঐ সময়ে অসংখ্য হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তির সমাগমে ও তাঁহাদের কোলাহলে যাত্রাপথ রমণীয় হইয়াছিল॥ ৪৪

রাজা যুধিষ্ঠিরের সেই যাত্রাকালে নগরবাসী মনুষ্যগণ নগর ও রাজপথসকল সুন্দরভাবে সুসজ্জিত করিয়াছিল॥ ৪৫

পাণ্ডুরেণ চ মাল্যেন পতাকাভিশ্চ মেদিনী।
সংস্কৃতো রাজমার্গোঽভূদ্ধূপনৈশ্চ প্রধূপিতঃ ॥ ৪৬
অথ চূর্ণৈশ্চ গন্ধানাং নানাপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুভিঃ
মাল্যদামভিরাসক্তৈ রাজবেশ্মাভিসংবৃতম্ ॥ ৪৭
কুম্ভাশ্চ নগরদ্বারি বারিপূর্ণা নবা দৃঢ়াঃ।
সিতাঃ সুমনসো গৌরাঃ স্থাপিতাস্তত্র তত্র হ ॥ ৪৮

শুভ্র মাল্য ও পতাকাসকলে নগরভূমি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। রাজমার্গ সুসংস্কৃত ও ধূপের সুগন্ধে সুরভিত ছিল ॥৪৬

রাজভবন বিবিধ গন্ধদ্রব্যচূর্ণ, পুষ্প ও মাল্যসমূহ এবং প্রিয়ঙ্গুসকলের দ্বারা উত্তমরূপে সুশোভিত করা হইয়াছিল ॥ ৪৭

তথা স্বলঙ্কৃতদ্বারং নগরং পাণ্ডুনন্দনঃ।
স্তূয়মানঃ শুভৈর্বাক্যৈঃ প্রবিবেশ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রবেশে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

নগরদ্বারে সুদৃঢ় ও জলপূর্ণ নূতন বহু কলস এবং স্থানে স্থানে শ্বেত পুষ্পগুচ্ছ স্থাপন করা হইয়াছিল ॥ ৪৮

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির বন্ধুগণপরিবেষ্টিত হইয়া সুন্দর বাক্যসমূহের দ্বারা বন্দীগণের কৃত স্তুতি শ্রবণ করিতে করিতে সমলঙ্কৃত নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরের নগরে প্রবেশবিষয়ক সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

[নগরপ্রবেশসময়ে পুরবাসিভির্বান্ধবৈশ্চ রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য সৎকারঃ, তস্য নিন্দাকারিণাং চার্বাকাণাং ব্রাহ্মণৈর্বধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রবেশনে তু পার্থানাং জনানাং পুরবাসিনাম্।
দিদৃক্ষূণাং সহস্রাণি সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ১
স রাজমার্গঃ শুশুভে সমলঙ্কৃতচত্বরঃ।
যথা চন্দ্রোদয়ে রাজন্ বর্ধমানো মহোদধিঃ ॥ ২
গৃহাণি রাজমার্গেষু রত্নবন্তি মহান্তি চ।
প্রাকম্পন্তেব ভারেণ স্ত্রীণাং পূর্ণানি ভারত ॥ ৩
তাঃ শনৈরিব সব্রীড়ং প্রশশংসুর্যুধিষ্ঠিরম্।
ভীমসেনার্জুনৌ চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥ ৪

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে নগরবাসী ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের সৎকার এবং তাঁহার নিন্দাকারী চার্বাকদিগকে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক বিনাশ]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পার্থগণের নগরে প্রবেশের সময়ে সহস্র সহস্র পুরবাসী জনগণ তাঁহাদের দর্শন বাসনায় সমবেত হইয়াছিল ॥ ১

রাজন্! চন্দ্রোদয়ে বর্ধমান মহাসাগরের শোভার ন্যায় বিবিধ দ্রব্যে চারিদিকে সুশোভিত রাজমার্গ জনপূর্ণ হইয়া শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ২

রাজপথে নিকটবর্তী সুশোভিত অট্টালিকাসমূহ পরিপূর্ণ রমণীগণের ভারে যেন কম্পিত হইতেছিল ॥ ৩

সেই রমণীগণ লজ্জা-বিনম্রভাবে মৃদুস্বরে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন এবং পাণ্ডুনন্দন মাদ্রীকুমার নকুল, সহদেবের প্রশংসা করিতেছিল ॥ ৪

ধন্যা ত্বমসি পাঞ্চালি যা ত্বং পুরুষসত্তমান্।
উপতিষ্ঠসি কল্যাণি মহর্ষীনিব গৌতমী ॥ ৫
তব কর্মাণ্যমোঘানি ব্রতচর্য্যা চ ভাবিনি।
ইতি কৃষ্ণাং মহারাজ প্রশশংসুস্তদা স্ত্রিয়ঃ ॥ ৬
প্রশংসাবচনৈস্তাসাং মিথঃশব্দৈশ্চ ভারত।
প্রীতিজৈশ্চ তদা শব্দৈঃ পুরমাসীৎ সমাকুলম্ ॥৭
তমতীত্য যথাযুক্তং রাজমার্গং যুধিষ্ঠিরঃ।
অলঙ্কৃতং শোভমানমুপায়াদ্ রাজবেশ্ম হ ॥ ৮

তাহারা বলিল, কল্যাণি! পাঞ্চালি! তুমি ধন্যা, গৌতমী (গৌতমবংশীয়া জটিলা) যেমন মহর্ষিগণকে সেবা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই পঞ্চ পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণকে সেবা করিতেছ। ভাবিনি! তোমার ব্রত এবং পুণ্যকর্মসকল সার্থক ॥ ৫-৬

মহারাজ! স্ত্রীগণ তখন এইভাবে দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। ভারত! তাহাদের পরস্পর প্রশংসা বাক্যের ও হর্ষসূচক বাক্যের আলাপন শব্দে সমগ্র নগরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৬-৭

রাজন্! যুধিষ্ঠির ক্রমে সেই সুসজ্জিত ও সুশোভিত রাজমার্গ যথাযথভাবে অতিক্রম করিয়া সমলঙ্কৃত রাজভবনসমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮

ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ পৌরা জানপদাস্তদা।
উচুঃ কর্ণসুখা বাচঃ সমুপেত্য ততস্ততঃ॥ ৯

দিষ্ট্যা জয়সি রাজেন্দ্র শত্রূন্ শত্রুনিষূদন।
দিষ্ট্যা রাজ্যং পুনঃ প্রাপ্তং ধর্মেণ চ বলেন চ॥ ১০

ভব নস্ত্বং মহারাজ রাজেহ শরদাং শতম্।
প্রজাঃ পালয় ধর্মেণ যথেন্দ্রস্ত্রিদিবং তথা॥ ১১

এবং রাজকুলদ্বারি মঙ্গলৈরভিপূজিতঃ।
আশীর্বাদান্ দ্বিজৈরুক্তান্ প্রতিগৃহ্য সমন্ততঃ॥ ১২

প্রবিশ্য ভবনং রাজা দেবরাজগৃহোপমম্।
শ্রদ্ধাবিজয়সংযুক্তং রথাৎ পশ্চাদবাতরৎ॥ ১৩

প্রবিশ্যাভ্যন্তরং শ্রীমান্ দৈবতান্যভিগম্য চ।
পূজয়ামাস রত্নৈশ্চ গন্ধমাল্যৈশ্চ সর্বশঃ॥ ১৪

নিশ্চক্রাম ততঃ শ্রীমান্ পুনরেব মহাযশাঃ।
দদর্শ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সোঽভিরূপানবস্থিতান্॥ ১৫

স সংবৃতস্তদা বিপ্রৈরাশীর্বাদবিবক্ষুভিঃ।
শুশুভে বিমলশ্চন্দ্রস্তারাগণবৃতো যথা॥ ১৬

তাংস্তু বৈ পূজয়ামাস কৌন্তেয়ো বিধিবদ্ দ্বিজান্।
ধৌম্যং গুরুং পুরস্কৃত্য জ্যেষ্ঠং পিতরমেব চ॥ ১৭

সুমনোমোদকৈ রত্নৈর্হিরণ্যেন চ ভূরিণা।
গোভির্বস্ত্রৈশ্চ রাজেন্দ্র বিবিধৈশ্চ কিমিচ্ছকৈঃ॥ ১৮

ততঃ পুণ্যাহঘোষোঽভূদ্ দিবং স্তব্ধ্বেব ভারত।
সুহৃদাং প্রীতিজননঃ পুণ্যঃ শ্রুতিসুখাবহঃ॥ ১৯

হংসবদ্ বিদুষাং রাজন্ দ্বিজানাং তত্র ভারতী।
শুশ্রুবে বেদবিদুষাং পুষ্কলার্থপদাক্ষরা॥ ২০

ততো দুন্দুভিনির্ঘোষঃ শঙ্খানাঞ্চ মনোরমঃ।
জয়ং প্রবদতাং তত্র স্বনঃ প্রাদুরভূন্নৃপ॥ ২১

নিঃশব্দে চ স্থিতে তত্র ততো বিপ্রজনে পুনঃ।
রাজানং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মা চার্বাকো রাক্ষসোঽব্রবীৎ॥ ২২

তত্র দুর্যোধনসখা ভিক্ষুরূপেণ সংবৃতঃ।
সাক্ষঃ শিখী ত্রিদণ্ডী চ ধৃষ্টো বিগতসাধ্বসঃ॥ ২৩

বৃতঃ সর্বৈস্তথা বিপ্রৈরাশীর্বাদবিবক্ষুভিঃ।
পরঃসহস্রৈ রাজেন্দ্র তপোনিয়মসংবৃতৈঃ॥ ২৪

তদনন্তর মন্ত্রী ও সেনাপতিপ্রভৃতি প্রকৃতিবর্গ ও ইতস্ততঃ সমাগত নগরবাসী এবং জনপদবাসী প্রজাগণ সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রবণসুখকর বাক্য বলিতে লাগিলেন॥৯

হে শত্রুনিষূদন রাজেন্দ্র! আপনি ভাগ্যবশে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন; ধর্ম্ম ও বলের দ্বারা ভাগ্যক্রমে আপনি পুনরায় রাজ্য-প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ১০

হে মহারাজ! আপনি শতবর্ষব্যাপী আমাদিগের রাজা হইয়া অবস্থান করুন এবং ইন্দ্র যেরূপ ধর্ম্মানুসারে দেবতাগণকে পালন করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগকে পালন করুন॥১১

এইরূপে শ্রদ্ধা ও বিজয়সংযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির দ্বারদেশে মাঙ্গল্যদ্রব্যদ্বারা অভিপূজিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত ইন্দ্রালয়-তুল্য রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পরে রথ হইতে অবতরণ করিলেন॥ ১২-১৩

শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির রাজভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত দেবতাগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া রত্ন ও গন্ধমাল্যের দ্বারা তাঁহাদের সকলকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করিলেন॥ ১৪

মহাযশস্বী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির তাহারপর পুনরায় রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং তিনি আশীর্ব্বচনসংযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন॥ ১৫

তখন যুধিষ্ঠির আশীর্ব্বচনবাচনে উদ্যত ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত বিমল চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৬

রাজা যুধিষ্ঠির গুরু ধৌম্য ও জ্যেষ্ঠ পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুসারে পূজা করিলেন॥১৭

রাজেন্দ্র! তিনি বহু ফুল, মিষ্টিদ্রব্য, রত্ন, স্বর্ণ, গো, বস্ত্র প্রভৃতি যাহার যাহা প্রার্থনা, তদ্রূপ অভিলষিত পদার্থ দ্বারা তাঁহাদের সকলের সেবা করিলেন॥ ১৮

ভারত! তদনন্তর শ্রবণসুখকর, পবিত্র, সুহৃদ্‌গণের প্রীতিজনক পুণ্যাহবাচন ধ্বনিতে আকাশ যেন স্তব্ধ হইয়া উঠিল॥ ১৯

রাজন্! তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের হংসতুল্য হৃষ্টগদ্‌গদে কথিত পর্য্যাপ্ত অর্থ, পদ ও অক্ষরসংযুক্ত বাণী সুস্পষ্টভাবে শ্রুত হইতে লাগিল॥২০

নৃপ! তদনন্তর দুন্দুভি ও শঙ্খের মনোরম ধ্বনি হইতে লাগিল এবং জয়ধ্বনিকারীদিগের 'জয়' শব্দ উত্থিত হইল॥ ২১

ব্রাহ্মণগণ নিস্তব্ধ হইলে তখন ব্রাহ্মণছদ্মবেশী রাক্ষস চার্বাক পুনরায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিল॥ ২২

সেই সময় দুর্য্যোধনসখা, ভিক্ষুকরূপধারী এবং অক্ষমালা, শিখা ও ত্রিদণ্ডধারী, প্রগল্‌ভ, নির্ভীক সেই রাক্ষস যুধিষ্ঠিরকে বলিতে উদ্যত হইল॥ ২৩

রাজেন্দ্র! তপস্যা ও নিয়মসংযুক্ত, আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত

স দুষ্টঃ পাপমাশংসুঃ পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
অনামন্ত্র্যৈব তান্ বিপ্রাংস্তমুবাচ মহীপতিম্ ॥ ২৫

চার্বাক উবাচ ।

ইমে প্রাহুর্দ্বিজাঃ সর্বে সমারোপ্য বচো ময়ি ।
ধিগ্ ভবন্তং কুনৃপতিং জ্ঞাতিঘাতিনমস্তু বৈ ॥ ২৬
কিং তেন স্যাদ্ধি কৌন্তেয় কৃত্বেমং জ্ঞাতিসংক্ষয়ম্ ।
ঘাতয়িত্বা গুরূংশ্চৈব মৃতং শ্রেয়ো ন জীবিতম্ ॥ ২৭
ইতি তে বৈ দ্বিজাঃ শ্রুত্বা তস্য দুষ্টস্য রক্ষসঃ ।
বিব্যথুশ্চুক্রুশুশ্চৈব তস্য বাক্যপ্রধর্ষিতাঃ ॥ ২৮
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
ব্রীড়িতাঃ পরমোদ্বিগ্নাস্তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে ॥ ২৯

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

প্রসীদন্তু ভবন্তো মে প্রণতস্যাভিযাচতঃ ।
প্রত্যাসন্নব্যসনিনং ন মাং ধিক্কর্তুমর্হথ ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজন্ ব্রাহ্মণাস্তে সর্ব এব বিশাম্পতে ।
উচুর্নৈতদ্ বচোঽস্মাকং শ্রীরস্তু তব পার্থিব ॥ ৩১
জজ্ঞুশ্চৈব মহাত্মানস্ততস্তং জ্ঞানচক্ষুষা ।
ব্রাহ্মণা বেদবিদ্বাংসস্তপোভির্বিমলীকৃতাঃ ॥ ৩২

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

এষ দুর্য্যোধনসখা চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ ।
পরিব্রাজকরূপেণ হিতং তস্য চিকীর্ষতি ॥ ৩৩
বয়ং ব্রূমো ন ধর্মাত্মন্ ব্যেতু তে ভয়মীদৃশম্ ।
উপতিষ্ঠতু কল্যাণং ভবন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে হুঙ্কারৈঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ।
নির্ভর্ৎসয়ন্তঃ শুচয়ো নিজঘ্নুঃ পাপরাক্ষসম্ ॥ ৩৫
স পপাত বিনির্দগ্ধস্তেজসা ব্রহ্মবাদিনাম্ ।
মহেন্দ্রাশনিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥ ৩৬
পূজিতাশ্চ যযুর্বিপ্রা রাজানমভিনন্দ্য তম্ ।
রাজা চ হর্ষমাপেদে পাণ্ডবঃ সসুহৃজ্জনঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চার্বাকবধে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮

সহস্র হইতেও অধিকসংখ্যক এই সব ব্রাহ্মণে পরিবৃত সেই দুষ্ট রাক্ষস মহাত্মা পাণ্ডবদিগের বিনাশকামনায় ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫

চার্বাক বলিল—রাজন্ ! এই ব্রাহ্মণসকল তোমাকে এই সব কথা বলিবার জন্য আমাকে ভার দিয়াছেন যে,—হে কুন্তীনন্দন ! জ্ঞাতিঘাতী ও কুৎসিত নৃপতি তোমাকে ধিক্। জ্ঞাতিগণকে বিনাশ ও গুরুজনদের সংহার করিয়া তোমার কি লাভ হইল ? তোমার মৃত্যুই শ্রেয় জীবিত থাকা নিরর্থক ॥ ২৬-২৭

সেই দুষ্ট রাক্ষসের বাক্যসকল শ্রবণ করত ব্রাহ্মণগণ তাহার সেই বাক্যে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়া ব্যথিত হইলেন এবং মনে মনে ঐ বাক্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

প্রজানাথ ! তদনন্তর ঐ ব্রাহ্মণসকল এবং রাজা যুধিষ্ঠির—সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও লজ্জিত হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য মৌনাবলম্বন করিলেন ॥২৯

তাহার পর যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ ! আমি প্রণত হইয়া আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে,—আপনারা প্রসন্ন হউন। আমি অত্যন্ত বিপন্ন ; অতএব ধিক্কার দিবেন না ॥৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্ ! প্রজানাথ ! তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, মহারাজ ! ঐ সকল কথা আমরা বলি নাই (ঐ সকল আমাদের বক্তব্য নহে)। আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনার রাজলক্ষ্মী লাভ হউক ॥ ৩১

সেই বেদজ্ঞ তপস্যাপূতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহাকে রাক্ষস বলিয়া জানিতে পারিলেন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—ধর্ম্মাত্মন্ ! ঐ ব্যক্তি দুর্য্যোধনসখা চার্বাক নামক রাক্ষস, পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে তাহার (দুর্য্যোধনের) মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক। আমরা ঐ সব কিছু বলি নাই। আপনার কোন ভয় নাই। আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি—ভ্রাতৃগণের সহিত আপনার কল্যাণ হউক ॥ ৩২-৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে জনমেজয় ! অনন্তর শুদ্ধাত্মা ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সেই রাক্ষসকে অনেক ভর্ৎসনা করত হুঙ্কার দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন ॥ ৩৫

যেরূপ ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা অঙ্কুরযুক্ত বৃক্ষ ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবাদী সেই ব্রাহ্মণগণের তেজে দগ্ধ হইয়া সেই রাক্ষস ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৬

তদনন্তর রাজা কর্তৃক পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ অভিনন্দন করত প্রস্থান করিলেন এবং অন্যদিকে পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরও সুহৃদ্গণের সহিত আহ্লাদিত হইলেন ॥ ৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে চার্বাকবধবিষয়ক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীকৃষ্ণেন চার্বাকলব্ধ-বরাদীনাং বর্ণনম্ ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তত্র তু রাজানং তিষ্ঠন্তং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
উবাচ দেবকীপুত্রঃ সর্বদর্শী জনার্দনঃ॥ ১

বাসুদেব উবাচ।
ব্রাহ্মণাস্তাত লোকেঽস্মিন্নর্চনীয়াঃ সদা মম।
এতে ভূমিচরা দেবা বাগ্বিষাঃ সুপ্রসাদকাঃ॥ ২

পুরা কৃতযুগে রাজংশ্চার্বাকো নাম রাক্ষসঃ।
তপস্তেপে মহাবাহো বদর্য্যাং বহুবার্ষিকম্॥ ৩

বরেণ ছন্দ্যমানশ্চ ব্রাহ্মণা চ পুনঃ পুনঃ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো বরয়ামাস ভারত॥ ৪

দ্বিজাবমানাদন্যত্র প্রাদাদ্ বরমনুত্তমম্।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদৌ তস্মৈ জগৎপতিঃ॥ ৫

স তু লব্ধবরঃ পাপো দেবানমিতবিক্রমঃ।
রাক্ষসস্তাপয়ামাস তীব্রকর্মা মহাবলঃ॥ ৬

ততো দেবাঃ সমেতাশ্চ ব্রহ্মাণমিদমব্রুবন্।
বধায় রক্ষসস্তস্য বলবিপ্রকৃতাস্তদা॥ ৭

তানুবাচ ততো দেবো বিহিতস্তত্র বৈ ময়া।
যথাস্য ভবিতা মৃত্যুরচিরেণেতি ভারত॥ ৮

রাজা দুর্য্যোধনো নাম সখাস্য ভবিতা নৃপ:
তস্য স্নেহাববদ্ধোঽসৌ ব্রাহ্মণানবমংস্যতে॥ ৯

তত্রৈনং রুষিতা বিপ্রা বিপ্রাকারপ্রধর্ষিতাঃ।
ধক্ষ্যন্তি বাগ্বলাঃ পাপং ততো নাশং গমিষ্যতি॥ ১০

স এষ নিহতঃ শেতে ব্রহ্মদণ্ডেন রাক্ষসঃ।
চার্বাকো নৃপতিশ্রেষ্ঠ মা শুচো ভরতর্ষভ॥ ১১

হতাস্তে ক্ষত্রধর্মেণ জ্ঞাতয়স্তব পার্থিব।
স্বর্গতাশ্চ মহাত্মানো বীরাঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ॥ ১২

স ত্বমাতিষ্ঠ কার্য্যাণি মা তেঽভূদ্ গ্লানিরচ্যুত।
শত্রূন্ জহি প্রজা রক্ষ দ্বিজাংশ্চ পরিপূজয়॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চার্বাকবরদানাদিকথনে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৯

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক চার্বাকের লব্ধ বরাদির বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! তদনন্তর সর্বদর্শী দেবকীনন্দন জনার্দন সেস্থানে ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থিত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন॥ ১

বাসুদেব বলিলেন—তাত! এই ব্রাহ্মণসকল সর্বদা আমার পূজনীয়। ইঁহারা পৃথিবীতে বিচরণশীল বিগ্রহবান্ দেবতা। ইঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে ইঁহাদের বাক্য বিষের ন্যায় প্রভাবশালী হইয়া উঠে। ইঁহারা যেরূপ সহজে প্রসন্ন হন, সেইরূপ অনায়াসে অপরকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন॥২

রাজন্। মহাবাহো! পূর্বে সত্যযুগে চার্বাক নামে এক রাক্ষস বদরিকাশ্রমে বহু বৎসরব্যাপী তপস্যা করিয়াছিল॥ ৩

ভরতনন্দন! যখন পিতামহ ব্রহ্মা তাহাকে বারংবার বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন সে প্রার্থনা করিল—কোনও প্রাণী হইতেই আমার যেন ভয় (প্রাণভয়) না হয়॥ ৪

প্রজাপতি ব্রহ্মা দ্বিজ অবমাননা ভিন্ন অন্যত্র সকল ভূত হইতে অভয়রূপ অতি উত্তম বর তাহাকে দান করিলেন॥ ৫

অমিত পরাক্রমী, মহাবলশালী ও দুঃসহকর্মকারী সেই পাপাত্মা রাক্ষস বরপ্রভাবে দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল॥ ৬

তখন তাহার (রাক্ষসের) বলপ্রয়োগে অত্যাচারিত দেবতাগণ একত্রিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে সেই রাক্ষসের বধ প্রার্থনা করিল॥ ৭

হে ভরতনন্দন! তখন ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন—যাহাতে অচিরেই ঐ রাক্ষসের মৃত্যু হয়, তাহার বিধান করিয়াছি॥ ৮

নরলোকে দুর্য্যোধন নামক এক রাজার সহিত ইহার সখ্যতা জন্মিবে। তাহার স্নেহবশে ঐ রাক্ষস ব্রাহ্মণগণকে অপমান করিবে॥ ৯

তখন অপমানিত ক্রুদ্ধ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন (সত্যবাক্) ব্রাহ্মণগণ ঐ পাপাত্মাকে দগ্ধ করিবে ও ইহাতে সে নাশপ্রাপ্ত হইবে॥ ১০

নৃপশ্রেষ্ঠ! ভরতভূষণ! আপনি শোক করিবেন না। এই সেই রাক্ষস চার্বাক ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে॥ ১১

রাজন্! আপনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াছেন এবং সেই মহামনস্বী ক্ষত্রিয় নরপতিগণ স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন॥ ১২

হে অচ্যুত! এখন আপনি গ্লানি পরিত্যাগ করত নিজের কর্তব্য পালন করুন। শত্রুসংহার, প্রজাগণরক্ষা এবং ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করা আপনার কর্তব্য॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে চার্বাকের প্রাপ্ত বরদানবিষয়ক একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(যুধিষ্ঠিরস্য রাজ্যাভিষেকঃ।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কুন্তীসুতো রাজা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ।
কাঞ্চনে প্রাঙ্‌মুখো হৃষ্টো ন্যষীদৎ পরমাসনে॥ ১
তমেবাভিমুখো পীঠে প্রদীপ্তে কাঞ্চনে শুভে।
সাত্যকির্বাসুদেবশ্চ নিষীদতুররিন্দমৌ॥ ২
মধ্যে কৃত্বা তু রাজানং ভীমসেনার্জ্জুনাবুভৌ।
নিষীদতুর্মহাত্মানৌ শ্লক্ষয়োর্মণিপীঠয়োঃ॥ ৩
দান্তে সিংহাসনে শুভ্রে জাম্বূনদবিভূষিতে।
পৃথাপি সহদেবেন সহাস্তে নকুলেন চ॥ ৪
সুধর্ম্মা বিদুরো ধৌম্যো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কৌরবঃ।
নিষেদুর্জ্জ্বলনাকারেম্বাসনেষু পৃথক্ পৃথক্॥ ৫
যুযুৎসুঃ সঞ্জয়শ্চৈব গান্ধারী চ যশস্বিনী।
ধৃতরাষ্ট্রো যতো রাজা ততঃ সর্ব্বে সমাবিশন্॥ ৬
তত্রোপবিষ্টো ধর্ম্মাত্মা শ্বেতঃ সুমনসোঽস্পৃশৎ।
স্বস্তিকানক্ষতান্ ভূমিং সুবর্ণং রজতং মণিম্॥ ৭
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ পুরস্কৃত্য পুরোহিতম্।
দদৃশুর্ধর্ম্মরাজানমাদায় বহুমঙ্গলম্॥ ৮
পৃথিবীঞ্চ সুবর্ণঞ্চ রত্নানি বিবিধানি চ।
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং সর্ব্বসম্ভারসম্ভৃতম্॥ ৯
কাঞ্চনোদুম্বরাস্তত্র রাজতাঃ পৃথিবীময়াঃ।
পূর্ণকুম্ভাঃ সুমনসো লাজা বর্হীংষি গোরসম্॥ ১০
শমী-পিপ্পল-পালাশসমিধো মধু-সর্পিষী।
স্রুব ঔদুম্বরঃ শঙ্খস্তথা হেমবিভূষিতঃ॥ ১১
দাশার্হেণাভ্যনুজ্ঞাতস্তত্র ধৌম্যঃ পুরোহিতঃ।
প্রাগুদক্‌প্রবণাং বেদীং লক্ষণেনোপলিখ্য চ॥ ১২
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরে শুক্লে সর্ব্বতোভদ্র আসনে।
দৃঢ়পাদপ্রতিষ্ঠানে হুতাশনসমত্বিষি॥ ১৩
উপবেশ্য মহাত্মানং কৃষ্ণাঞ্চ দ্রুপদাত্মজাম্।
জুহাব পাবকং ধীমান্ বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্॥ ১৪
তত উত্থায় দাশার্হঃ শঙ্খমাদায় পূজিতম্।
অভ্যষিঞ্চৎ পতিং পৃথ্যাঃ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১৫

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর শোক ও চিন্তাশূন্য হইয়া কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির প্রসন্নতার সহিত সুন্দর সুবর্ণ সিংহাসনে পূর্বমুখে উপবিষ্ট হইলেন॥ ১

তাহার পর অরিন্দম সাত্যকি ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুলক্ষণসম্পন্ন স্বর্ণময় উজ্জ্বল সিংহাসনে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিলেন॥২

মহাত্মা ভীমসেন ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে মধ্যস্থলে রাখিয়া দুটি মনোহর মণিময় পীঠে উপবেশন করিলেন॥ ৩

মনস্বিনী কুন্তী সহদেব ও নকুলের সহিত সুবর্ণভূষিত গজদন্ত-নির্ম্মিত অন্য একটি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন॥ ৪

সুধর্ম্মা, বিদুর, ধৌম্য ও কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র অগ্নির ন্যায় তেজস্বী পৃথক পৃথক আসনে উপবেশন করিলেন॥ ৫

ধৃতরাষ্ট্র যাঁহাদিগের রাজা ছিলেন, সেই যুযুৎসু সঞ্জয় ও যশস্বিনী গান্ধারী প্রভৃতি সকলে তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন॥ ৬

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মঙ্গলদায়ক, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), স্বস্তিক (পিটুলীনির্ম্মিত দ্রব্য), শ্বেতপুষ্প, ভূমি, সুবর্ণ, রজত ও মণি স্পর্শ করিলেন॥ ৭

তদনন্তর প্রকৃতিবর্গ বহু মঙ্গল দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল॥ ৮

তখন মৃত্তিকা, সুবর্ণ, বিবিধ রত্ন, কাঞ্চনময়, তাম্রময়, রজতময় ও মৃন্ময় পূর্ণকুম্ভ, পুষ্প, লাজ(খৈ), অগ্নি, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব, হেমভূষিত শঙ্খ এবং শমী, পিপ্পল ও পলাশের সমিধ্ প্রভৃতি অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল॥ ৯-১১

তখন বুদ্ধিমান্ পুরোহিত ধৌম্য শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞানুসারে বিধানানুমত পূর্ব্বোত্তরে ক্রমশঃ নিম্ন বেদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে গোময় লেপন করত কুশের দ্বারা রেখাকরণ করা হইলে পর তদুপরি হুতাশনতুল্য ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সর্ব্বতোভদ্র আসনে মহাত্মা যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদকুমারী কৃষ্ণাকে উপবেশন করাইয়া মন্ত্রানুসারে যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ১২-১৪

তদনন্তর দশার্হবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ উত্থিত হইয়া সুপূজিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ গ্রহণ করত পৃথিবীপতি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতিবর্গ সকলে অভিষেকের অংশ গ্রহণ করিলেন॥ ১৫½

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ রাজর্ষিঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তথা।
অনুজ্ঞাতোঽথ কৃষ্ণেন ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
পাঞ্চজন্যাভিষিক্তশ্চ রাজামৃতমুখোঽভবৎ।
ততোঽনুবাদয়ামাসুঃ পণবানক-দুন্দুভীন্ ॥ ১৭
ধর্ম্মরাজোঽপি তৎ সর্ব্বং প্রতিজগ্রাহ ধর্ম্মতঃ।
পূজয়ামাস তাংশ্চাপি বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণঃ ॥ ১৮
ততো নিষ্কসহস্রেণ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়ন্।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নান্ ধৃতিশীলসমন্বিতান্ ॥ ১৯
তে প্রীতা ব্রাহ্মণা রাজন্ স্বস্ত্যূচুর্জয়মেব চ।
হংসা ইব চ নদন্তঃ প্রশশংসুর্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২০
যুধিষ্ঠির মহাবাহো দিষ্ট্যা জয়সি পাণ্ডব।
দিষ্ট্যা স্বধর্ম্মং প্রাপ্তোঽসি বিক্রমেণ মহাদ্যুতে ॥ ২১
দিষ্ট্যা গাণ্ডীবধন্বা চ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ।
ত্বং চাপি কুশলী রাজন্ মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥২২
মুক্তা বীরক্ষয়াৎ তস্মাৎ সংগ্রামাদ্ বিজিতদ্বিষঃ।
ক্ষিপ্রমুত্তরকার্য্যাণি কুরু সর্ব্বাণি ভারত ॥ ২৩
ততঃ প্রত্যর্চিতঃ সদ্ভির্ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রতিপেদে মহদ্ রাজ্যং সুহৃদ্ভিঃ সহ ভারত ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাভিষেকে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় পাঞ্চজন্য শঙ্খদ্বারা অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান করত অমৃতময় মুখদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৬½

তদনন্তর পণব, আনক ও দুন্দুভিসকল মধুরনিঃস্বনে বাদিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরাজও ধর্ম্মানুসারে তৎসমুদয় (স্বাগতজ্ঞাপক অনুষ্ঠানসমূহ) স্বীকার করিলেন ॥ ১৭½

ধৈর্য্যশালী বেদাধ্যয়নসম্পন্ন সৎস্বভাবযুক্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া ভূরিদক্ষিণাদাতা রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দান করত বিধিবৎ পূজা করিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রীত হইয়া দ্বিজগণ হংসের ন্যায় সুমধুর স্বরে স্বস্তিবাচন ও জয়ধ্বনি করত তাঁহার এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২০

পাণ্ডব! মহাবাহো! যুধিষ্ঠির ভাগ্যক্রমে তোমার জয়লাভ হইয়াছে। হে মহাতেজস্বী! পরাক্রম দ্বারা স্বধর্ম্মানুকূল রাজ্যও তুমি ভাগ্যক্রমে লাভ করিয়াছ ॥ ২১

গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন, এবং তুমি মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেবের সহিত সেই বীরবিনাশক ভীষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়া শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছ। হে ভারত! এক্ষণে পরে কর্ত্তব্যকার্য্য সকল সমাধা কর ॥২২-২৩

তাহার পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে সাধুদিগের দ্বারা পূজিত ও সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া আপন বিস্তীর্ণ রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন। ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্যাধীনে স্থিত্বা রাজ্যং পরিচালয়িতুং রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ভ্রাতৃণাম্ অন্যেষাঞ্চ জনানাং বিবিধকার্য্যেষু নিযুক্তিঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রকৃতীনাঞ্চ তদ্ বাক্যং দেশ-কালোপবৃংহিতম্।
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা চোত্তরং প্রত্যভাষত ॥ ১

ধন্যাঃ পাণ্ডুসুতা নূনং যেষাং ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।
তথ্যান্ বাপ্যথবাতথ্যান্ গুণানাহুঃ সমাগতাঃ ॥ ২

অনুগ্রাহ্যা বয়ং নূনং ভবতামিতি মে মতিঃ।
যদেবং গুণসম্পন্নানস্মান্ ব্রূথ বিমৎসরাঃ ॥ ৩

ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ পিতা মে দৈবতং পরম্।
শাসনেঽস্য প্রিয়ে চৈব স্থেয়ং মৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৪

এতদর্থং হি জীবামি কৃত্বা জ্ঞাতিবধং মহৎ।
অস্য শুশ্রূষণং কার্য্যং ময়া নিত্যমতন্দ্রিণা ॥ ৫

যদি চাহমনুগ্রাহ্যো ভবতাং সুহৃদাং তথা।
ধৃতরাষ্ট্রে যথাপূর্ব্বং বৃত্তিং বর্ত্তিতুমর্হথ ॥ ৬

এষ নাথো হি জগতো ভবতাঞ্চ ময়া সহ।
অস্যৈব পৃথিবী কৃৎস্না পাণ্ডবাঃ সর্ব এব চ ॥ ৭

এতন্মনসি কর্তব্যং ভবদ্ভির্বচনং মম।
অনুজ্ঞাপ্যাথ তান্ রাজা যথেষ্টং গম্যতামিতি ॥ ৮

পৌর-জানপদান্ সর্বান্ বিসৃজ্য কুরুনন্দনঃ।
যৌবরাজ্যেন কৌন্তেয়ং ভীমসেনমযোজয়ৎ ॥ ৯

মন্ত্রে চ নিশ্চয়ে চৈব ষাড়্গুণ্যস্য চ চিন্তনে।
বিদুরং বুদ্ধিসম্পন্নং প্রীতিমান্ স সমাদিশৎ ॥১০

কৃতাকৃতপরিজ্ঞানে তথাঽঽয়ব্যয়চিন্তনে।
সঞ্জয়ং যোজয়ামাস বৃদ্ধং সর্বগুণৈর্যুতম্ ॥ ১১

বলস্য পরিমাণে চ ভক্ত-বেতনয়োস্তথা।
নকুলং ব্যাদিশদ্ রাজা কর্মণাং চান্ববেক্ষণে ॥ ১২

পরচক্রোপরোধে চ দুষ্টানাং চাবমর্দনে।
যুধিষ্ঠিরো মহারাজ ফাল্গুনং ব্যাদিদেশ হ ॥১৩

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করিবার জন্য রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! প্রকৃতিগণের (মন্ত্রী, প্রজাদিগণের) দেশকালোচিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার উত্তরে রাজা যুধিষ্ঠির বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১

আমাদের গুণ থাকুক অথবা না থাকুক; এরূপ অবস্থায় যেহেতু সমাগত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ আমাদের গুণগান করিতেছেন সেইহেতু নিশ্চয়ই পাণ্ডুপুত্রগণ আমরা সকলেই ধন্য ॥ ২

যখন মাৎসর্য্যবিহীন আপনারা আমাদিগকে গুণবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমরা আপনাদের অনুগ্রহভাজন ইহা স্থির করিয়াছি ॥ ৩

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমার পিতা (জ্যেষ্ঠ পিতা) এবং পরম দেবতা। আপনারা যদি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উঁহার আজ্ঞাধীন ও হিতানুষ্ঠানপরায়ণ হইবেন ॥৪

মহান্ জ্ঞাতিবধ করিয়াও ইঁহার জন্যই আমি জীবিত আছি, অতএব অতন্দ্রিতভাবে ইঁহার শুশ্রূষা করা আমার কর্ত্তব্য ॥ ৫

যদি আপনাদের তথা সুহৃদবর্গের অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকি, তাহা হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি আপনারা পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিতেন, এখন সেইরূপ ব্যবহারই করুন ॥ ৬

ইনি আপনাদিগের সহিত আমারও এই জগতের প্রভু। এই সমগ্র পৃথিবী এবং পাণ্ডবগণ ইঁহারই আয়ত্তাধীন। আমার এই বাক্য আপনারা সর্ব্বদা মনে মনে প্রণিধান করুন (আপনাদের ইহা মনে রাখা উচিত) ॥ ৭১/২

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির "আপনারা অভীষ্ট স্থানে গমন করুন" পুরবাসী ও জনপদবাসীগণকে এই বলিয়া গমনের অনুমতি দিলেন। তাহারা গমন করিলে পর কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির কুন্তীকুমার ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৮-৯

প্রীতিমান্ যুধিষ্ঠির বুদ্ধিমান্ বিদুরকে মন্ত্রণা, কর্ত্তব্যনিশ্চয় তথা ষড়্গুণবিষয়ক (সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন- দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়) চিন্তাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১০

সর্ব্বগুণসম্পন্ন বৃদ্ধ সঞ্জয়কে কোন কার্য্য করা হইয়াছে এবং কোন কার্য্য করা হয় নাই, ইহা জানিবার জন্য ও অর্থের আয়-ব্যয়ের বিচার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন ॥ ১১

রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যের পরিমাণ, তাহাদিগের ভোজন ও বেতন প্রদান এবং তাহাদের কার্য্য পরীক্ষার জন্য নকুলকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১২

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির শত্রুর নগর আক্রমণ ও দুষ্টগণের দমন-কার্য্যে ফাল্গুনকে (অর্জ্জুনকে) নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৩

দ্বিজানাং দেবকার্য্যেষু কার্য্যেষ্বন্যেষু চৈব হ ।
ধৌম্যং পুরোধসাং শ্রেষ্ঠং নিত্যমেব সমাদিশৎ ॥ ১৪
সহদেবং সমীপস্থং নিত্যমেব সমাদিশৎ ।
তেন গোপ্যো হি নৃপতিঃ সর্বাবস্থো বিশাম্পতে ॥ ১৫
যান্ যানমন্যদ্ যোগ্যাংশ্চ যেষু যেষ্বিহ কর্মসু ।
তাংস্তাংস্তেষ্বেব যুযুজে প্রীয়মাণো মহীপতিঃ ॥ ১৬
বিদুরং সঞ্জয়ং চৈব যুযুৎসুঞ্চ মহামতিম্ ।
অব্রবীৎ পরবীরঘ্নো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ ॥ ১৭
উত্থায়োত্থায় তৎ কার্য্যমস্য রাজ্ঞঃ পিতুর্মম ।
সর্বং ভবদ্ভিঃ কর্তব্যমপ্রমত্তৈর্যথাযথম্ ॥ ১৮
পৌর-জানপদানাঞ্চ যানি কার্য্যাণি সর্বশঃ ।
রাজানং সমনুজ্ঞাপ্য তানি কর্মাণি ভাগশঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীমাদিকর্মনিয়োগে একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১

ব্রাহ্মণকার্য্য ও দেবকার্য্য তথা অন্যান্য ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের জন্য পুরোহিতশ্রেষ্ঠ ধৌম্যকে সার্ব্বকালিকভাবে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৪

হে প্রজানাথ! রাজা যুধিষ্ঠির সর্ব্বাবস্থায় নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সহদেবকে নিকটে থাকিতে আদেশ দিলেন ॥ ১৫

প্রসন্নচেতা যুধিষ্ঠির যে যে ব্যক্তি যে যে কার্য্যের যোগ্য, সেই সেই ব্যক্তিকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ॥ ১৬

তদনন্তর শত্রুবীরসংহারী ধর্ম্মবৎসল ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির বিদুর, সঞ্জয় এবং পরমবুদ্ধিমান্ যুযুৎসুকে বলিলেন—আপনারা সতত অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া আমার জ্যেষ্ঠ পিতা রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন যেরূপ আদেশ করিবেন তৎসমুদয় যথোচিতভাবে সম্পাদন করিবেন ॥ ১৭-১৮

পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের যে যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎসমুদয়ও উঁহার আজ্ঞা লইয়া সম্পাদন করিবেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীমাদির কর্ম্মে নিয়োগবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞা যুধিষ্ঠিরেণ ধৃতরাষ্ট্রেণ চ যুদ্ধে নিহতানাং জ্ঞাতীনাং তথা অন্যেষাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রাদ্ধকর্ম্মকরণম ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা জ্ঞাতীনাং যে হতা যুধি ।
শ্রাদ্ধানি কারয়ামাস তেষাং পৃথগ্ উদারধীঃ ॥ ১
ধৃতরাষ্ট্রো দদৌ রাজা পুত্রাণামৌর্ধ্বদেহিকম্ ।
সর্বকামগুণোপেতমন্নং গাশ্চ ধনানি চ ॥ ২
রত্নানি চ বিচিত্রাণি মহার্হাণি মহাযশাঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্তু দ্রোণস্য কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩
ধৃষ্টদ্যুম্নাভিমন্যুভ্যাং হৈড়িম্বস্য চ রক্ষসঃ ।
বিরাটপ্রভৃতীনাঞ্চ সুহৃদামুপকারিণাম্ ॥ ৪
দ্রুপদ-দ্রৌপদেয়ানাং দ্রৌপদ্যা সহিতো দদৌ ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি পৃথগেকৈকমুদ্দিশন্ ॥ ৫
ধনৈ রত্নৈশ্চ গোভিশ্চ বস্ত্রৈশ্চ সমতর্পয়ৎ ।
যে চান্যে পৃথিবীপালা যেষাং নাস্তি সুহৃজ্জনঃ ॥ ৬

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[রাজা যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবন্ধুগণ এবং অন্যান্য রাজাদের জন্য শ্রাদ্ধ কর্ম্মকরণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে নিহত জ্ঞাতিবর্গের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করাইলেন ॥ ১

মহাযশস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের শ্রাদ্ধে সমস্ত কমনীয় গুণযুক্ত অন্ন, গো, ধন ও বহুমূল্য রত্নসকল প্রদান করিলেন ॥ ২½

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত আচার্য্য দ্রোণ, মহাত্মা কর্ণ, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, হিড়িম্বার পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ, বিরাট প্রভৃতি উপকারী সুহৃদ্বর্গ ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের শ্রাদ্ধ করিলেন ॥ ৩-৪½

তিনি প্রত্যেকের উদ্দেশে হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, রত্ন, গো ও বস্ত্র দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৫½

অন্য যে সকল রাজাদের আত্মীয় স্বজন ছিল না, তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রাদ্ধাদি করিলেন ॥ ৬½

উদ্দিশ্যোদ্দিশ্য তেষাঞ্চ চক্রে রাজৌর্ধ্বদৈহিকম্ ।
সভাঃ প্রপাশ্চ বিবিধাস্তটাকানি চ পাণ্ডবঃ ॥ ৭
সুহৃদাং কারয়ামাস সর্বেষামৌর্ধ্বদেহিকম্ ।
স তেষামনৃণো ভূত্বা গত্বা লোকেম্ববাচ্যতাম্ ॥ ৮
কৃতকৃত্যোঽভবদ্ রাজা প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ।
ধৃতরাষ্ট্রং যথাপূর্বং গান্ধারীং বিদুরং তথা ॥ ৯
সর্বাংশ্চ কৌরবান্ মান্যান্ ভৃত্যাংশ্চ সমপূজয়ৎ ।
যাশ্চ তত্র স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিদ্ধতবীরা হতাত্মজাঃ ॥ ১০
সর্বাস্তাঃ কৌরবো রাজা সম্পূজ্যাপালয়দ্ ঘৃণী ।
দীনান্ধকৃপণানাঞ্চ গৃহাচ্ছাদনভোজনৈঃ ॥ ১১
আনৃশংস্যপরো রাজা চকারানুগ্রহং প্রভুঃ ।
স বিজিত্য মহীং কৃৎস্নামানৃণ্যং প্রাপ্য বৈরিষু ।
নিঃসপত্নঃ সুখী রাজা বিজহার যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি শ্রাদ্ধক্রিয়ায়াং দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির সুহৃদ্‌গণের উদ্দেশে তাঁহাদের নামে নামাঙ্কিত করিয়া বিবিধ সভাভবন, ধর্ম্মশালা, পানীয়শালা (জলসত্র) ও জলাশয় প্রভৃতি সম্পাদন করত সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন ॥ ৭।

সেই রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের সকলের নিকট হইতে অঋণী ও সকলের নিন্দার অবিষয় হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করত কৃতকৃত্য হইলেন ॥ ৮।

যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য বহু মাননীয় কৌরবগণকে পূর্বের ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন এবং ভৃত্যগণকে সাদরে আপ্যায়ন করিতে থাকিলেন ॥ ৯।

সেস্থানে যে সকল স্ত্রীগণ ছিলেন, যাঁহারা পতিপুত্রহীনা হইয়া গিয়াছেন, দয়ালু কুরুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে আদরের সহিত সম্যক্‌ভাবে ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০।

কোমলহৃদয় শক্তিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির দীন, অন্ধ ও বধিরাদিগণকে গৃহ, আচ্ছাদন ও ভোজন দান করত তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১১।

সেই রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুতার পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করত সমগ্র পৃথিবী বিজয় করিয়া পরম সুখে নিষ্কণ্টক (শত্রুহীন) রাজ্যভোগ করত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১২।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে শ্রাদ্ধকর্ম্মবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভিষিক্তো মহাপ্রাজ্ঞো রাজ্যং প্রাপ্য যুধিষ্ঠিরঃ।
দাশার্হং পুণ্ডরীকাক্ষমুবাচ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ ॥ ১

তব কৃষ্ণ প্রসাদেন নয়েন চ বলেন চ।
বুদ্ধ্যা চ যদুশার্দূল তথা বিক্রমণেন চ ॥ ২

পুনঃ প্রাপ্তমিদং রাজ্যং পিতৃপৈতামহং ময়া।
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ পুনঃ পুনররিন্দম ॥ ৩

ত্বামেকমাহুঃ পুরুষং ত্বামাহুঃ সাত্বতাং পতিম্।
নামভিস্ত্বাং বহুবিধৈঃ স্তুবন্তি প্রয়তা দ্বিজাঃ ॥ ৪

বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
বিষ্ণো জিষ্ণো হরে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম ॥ ৫

অদিত্যাঃ সপ্তধা ত্বং তু পুরাণো গর্ভতাং গতঃ।
পৃশ্নিগর্ভস্ত্বমেবৈকস্ত্রিযুগং ত্বাং বদন্ত্যপি ॥ ৬

শুচিশ্রবা হৃষীকেশো ঘৃতার্চির্হংস উচ্যতে।
ত্রিচক্ষুঃ শম্ভুরেকস্ত্বং বিভুর্দামোদরোঽপি চ ॥ ৭

বরাহোঽগ্নির্বৃহদ্ভানুর্বৃষভস্তার্ক্ষ্যলক্ষণঃ।
অনীকসাহঃ পুরুষঃ শিপিবিষ্ট উরুক্রমঃ ॥ ৮

বরিষ্ঠ উগ্রসেনানীঃ সত্যো বাজসনির্গুহঃ।
অচ্যুতশ্চ্যাবনোঽরীণাং সংস্কৃতো বিকৃতির্বৃষঃ ॥ ৯

কৃষ্ণধর্মস্ত্বমেবাদির্বৃষদর্ভো বৃষাকপিঃ।
সিন্ধুর্বিধর্মস্ত্রিককুপ্ ত্রিধামা ত্রিদিবাচ্চ্যুতঃ ॥ ১০

সম্রাড্ বিরাট্ স্বরাট্ চৈব সুররাজো ভবোদ্ভবঃ।
বিভুর্ভূরভিভূঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণবর্ত্মা ত্বমেব চ ॥ ১১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! রাজ্যাভিষেকের পর রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির পবিত্রভাবে কমললোচন দশার্হকুলভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ॥ ১

যদুশার্দ্দূল! কৃষ্ণ! কেবলমাত্র তোমারই অনুগ্রহ, নীতি, বল, বুদ্ধি, কৌশল ও বিক্রমের প্রভাবেই আমি পিতৃ-পিতামহোপভুক্ত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। পদ্মপলাশলোচন! অরিন্দম! তোমাকে বারংবার প্রণাম ॥ ২-৩

জিতেন্দ্রিয় দ্বিজগণ তোমাকে যাদবদিগের প্রভু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা তোমাকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলেন এবং তোমাকে বহুবিধ নামের দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৪

বিশ্বসম্ভব (যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি), বিশ্বাত্মন্ (যিনি বিশ্বের আত্মা), বিশ্বকর্ম্মন্ (বিশ্বস্রষ্টা), বিষ্ণু (ব্যাপ্তিহেতু), জিষ্ণু (জয়শীল), হরি (পাপতাপহরণকারী), কৃষ্ণ (কর্ষণকারী), বৈকুণ্ঠ (মায়া অতীত), পুরুষোত্তম (ক্ষর অক্ষর পুরুষ হইতে উত্তম।)—তোমাকে নমস্কার ॥ ৫

তুমি সপ্ত আদিত্য। তুমি পৃশ্নিগর্ভ। তুমি একমাত্র হইয়াও বিভিন্ন গর্ভে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছ। তুমি তিন যুগেই বিদ্যমান, সেইজন্য তোমাকে ত্রিযুগও বলা হয় ॥ ৬

তুমি শুচিশ্রবা (পবিত্রকীর্ত্তি), হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়সকলের ঈশ্বর), ঘৃতার্চি (যজ্ঞপুরুষ), হংস (বিশুদ্ধ পরমাত্মা), ত্রিচক্ষুঃ (ত্রিনেত্রধারী) ভগবান্ শিব ও আপনি এক, বিভু (সর্ব্বব্যাপী) দামোদর (যশোদা কর্তৃক যিনি উদরে দাম বদ্ধ হইয়াছিলেন) বলিয়া কথিত ॥ ৭

বরাহ, অগ্নি, বৃহদ্ভানু (সূর্য্য), বৃষভ (ধর্ম্ম), গরুড়ধ্বজ (ধ্বজায় গরুড়) অনীকসাহ (শত্রুসেনাসহনশীল), পুরুষ (অন্তর্যামী), শিপিবিষ্ট (আত্মরূপে সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট), উরুক্রম (বামন)—এই সকল আপনারই নাম ॥ ৮

বরিষ্ঠ (সকলের শ্রেষ্ঠ), উগ্রসেনানী (ভয়ঙ্কর সেনাপতি), সত্য (সত্যস্বরূপ), বাজসনি (অন্নদাতা), গুহ (কার্ত্তিকেয়), অচ্যুত (ষড়্বিধভাববিকাররহিত), অরিবিনাশক, সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজ, বর্ণসঙ্কর এবং বৃষ (কামনাবর্ষণকারী) তুমি-ই ॥ ৯

কৃষ্ণধর্ম্ম (যজ্ঞস্বরূপ) সকলের আদিকারণ, বৃষদর্ভ (ইন্দ্রের দর্পহারী), বৃষাকপি (শ্রেষ্ঠধর্ম্মস্বরূপ হরিহর), সিন্ধু (সমুদ্র), বিধর্ম্ম (নির্গুণ পরমাত্মা) ত্রিককুপ্ (উপর নিম্ন ও মধ্য), ত্রিধামা (সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি—এই ত্রিবিধ তেজ), ত্রিদিব (স্বর্গ), অচ্যুত (ষড়্বিকাররহিত) ॥ ১০

তুমি সম্রাট্, বিরাট্, স্বরাট্ (স্বয়ং প্রকাশ), ইন্দ্র,ভবোদ্ভব (বিশ্বের উদ্ভবস্থান), বিভু (সর্ব্বব্যাপী), ভূঃ (সত্তারূপ), অভিভূঃ (নিরাকার পরমাত্মা), কৃষ্ণ (সকলকে আকর্ষণকারী) এবং তুমি-ই কৃষ্ণবর্ত্মা (অগ্নি) ॥ ১১

স্বিষ্টকৃদ্ ভিষগাবর্তঃ কপিলস্ত্বঞ্চ বামনঃ।
যজ্ঞো ধ্রুবঃ পতঙ্গশ্চ যজ্ঞসেনস্ত্বমুচ্যসে ॥ ১২
শিখণ্ডী নহুষো বভ্রুর্দিবঃস্পৃক্ ত্বং পুনর্বসুঃ।
সুবভ্রু রুক্মযজ্ঞশ্চ সুষেণো দুন্দুভিস্তথা ॥ ১৩
গভস্তিনেমিঃ শ্রীপদ্মঃ পুষ্করঃ পুষ্পধারণঃ।
ঋভুর্বিভুঃ সর্বসূক্ষ্মশ্চারিত্রং চৈব পঠ্যসে ॥ ১৪
অম্ভোনিধিস্ত্বং ব্রহ্মা ত্বং পবিত্রং ধাম ধামবিৎ।
হিরণ্যগর্ভং ত্বামাহুঃ স্বধা স্বাহা চ কেশব ॥ ১৫
যোনিস্ত্বমস্য প্রলয়শ্চ কৃষ্ণ
ত্বমেবেদং সৃজসে বিশ্বমগ্রে।
বিশ্বং চেদং ত্বদ্বশে বিশ্বযোনে
নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গচক্রাসিপাণে ॥ ১৬

তুমি স্বিষ্টকৃদ্ (সকলেরই অভীষ্টসাধক), ভিষগাবর্ত (অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের পিতা সূর্য), কপিল, বামন, যজ্ঞ, ধ্রুব, গরুড় এবং তুমি-ই যজ্ঞসেন বলিয়া কথিত হও ॥ ১২

তুমি শিখণ্ডী, নহুষ, মহেশ্বর, দিবঃস্পৃক্ (দিক্ দেশাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), পুনর্বসু, সুবভ্রু (অতিপিঙ্গল বর্ণ), রুক্মযজ্ঞ (সুবর্ণ দক্ষিণার দ্বারা পূর্ণযজ্ঞ), সুষেণ এবং তুমি ই দুন্দুভি ॥ ১৩

তুমি গভস্তিনেমি (কালচক্র), শ্রীপদ্ম, পুষ্কর, পুষ্পধার, ঋভু, বিভু, সর্বসূক্ষ্ম এবং তুমি-ই সদাচারস্বরূপ ॥ ১৪

তুমি অম্ভোনিধি (সমুদ্র), তুমি ব্রহ্ম, তুমি পবিত্রধাম ও ধামবিদ্। হে কেশব! তুমি-ই হিরণ্যগর্ভ, স্বাহা ও স্বধা নামে অভিহিত হও ॥ ১৫

এবং স্তুতো ধর্মরাজেন কৃষ্ণঃ
সভামধ্যে প্রীতিমান্ পুষ্করাক্ষঃ।
তমভ্যনন্দদ্ ভারতং পুষ্কলাভি-
র্বাগ্ভির্জ্যেষ্ঠং পাণ্ডবং যাদবাগ্র্যঃ ॥ ১৭
(এতন্নামশতং বিষ্ণোর্ধর্মরাজেন কীর্তিতম্।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বাসুদেবস্তুতৌ ত্রিচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

কৃষ্ণ! তুমি-ই জগতের আদি কারণ, প্রলয় ও কল্পারম্ভে প্রথম প্রভবস্থান বিশ্বকারণ! এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তোমার-ই অধীন, ধনু, চক্র ও খড়্গধারী তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬

রাজা যুধিষ্ঠির যদুকুলশিরোমণি কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে স্তব করিলেন। অথন তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া ভরতবংশভূষণ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরকে উত্তম বচন দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন ॥ ১৭

(যে ব্যক্তি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক বর্ণিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই শত নাম পাঠ বা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যান।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শ্রীকৃষ্ণস্তুতিবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মহারাজ-যুধিষ্ঠিরেণ প্রদত্তেষু বিবিধেষু ভবনেষু ভীমসেনাদীনাং ভ্রাতৄণাং প্রবেশো বিশ্রামশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বিসর্জয়ামাস সর্বাঃ প্রকৃতয়ো নৃপঃ।
বিবিশুশ্চাভ্যনুজ্ঞাতা যথাস্বানি গৃহাণি তে ॥ ১

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ভীমং ভীমপরাক্রমম্।
সান্ত্বয়ন্নব্রবীচ্ছ্রীমানর্জুনং যমজৌ তথা ॥ ২

শত্রুভির্বিবিধৈঃ শস্ত্রৈঃ ক্ষতদেহা মহারণে।
শ্রান্তা ভবন্তঃ সুভৃশং তাপিতাঃ শোকমন্যুভিঃ ॥ ৩

অরণ্যে দুঃখবসতীর্মৎকৃতে ভরতর্ষভাঃ।
ভবদ্ভিরনুভূতা হি যথা কুপুরুষৈস্তথা ॥ ৪

যথাসুখং যথাজোষং জয়োঽয়মনুভূয়তাম্।
বিশ্রান্তাল্লঁব্ধবিজ্ঞানান্ শ্বঃ সমেতাস্মি বঃ পুনঃ ॥ ৫

ততো দুর্যোধনগৃহং প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
বহুরত্নসমাকীর্ণং দাসী-দাসসমাকুলম্ ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতং ভ্রাত্রা দত্তং বৃকোদরঃ।
প্রতিপেদে মহাবাহুর্মন্দিরং মঘবানিব ॥ ৭

যথা দুর্যোধনগৃহং তথা দুঃশাসনস্য তু।
প্রাসাদমালাসংযুক্তং হেমতোরণভূষিতম্ ॥ ৮

দাসীদাসসুসম্পূর্ণং প্রভূতধনধান্যবৎ
প্রতিপেদে মহাবাহুরর্জুনো রাজশাসনাৎ ॥ ৯

দুর্মর্ষণস্য ভবনং দুঃশাসনগৃহাদ্ বরম্।
কুবেরভবনপ্রখ্যং মণিহেমবিভূষিতম্ ॥ ১০

নকুলায় বরার্হায় কর্শিতায় মহাবনে।
দদৌ প্রীতো মহারাজ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১

দুর্মুখস্য চ বেশ্মাগ্র্যং শ্রীমৎ কনকভূষণম্।
পূর্ণপদ্মদলাক্ষীণাং স্ত্রীণাং শয়নসঙ্কুলম্ ॥ ১২

প্রদদৌ সহদেবায় সততং প্রিয়কারিণে।
মুমুদে তচ্চ লব্ধাসৌ কৈলাসং ধনদো যথা ॥ ১৩

যুযুৎসুর্বিদুরশ্চৈব সঞ্জয়শ্চ বিশাম্পতে।
সুধর্মা চৈব ধৌম্যশ্চ যথাস্বান্ জগ্মুরালয়ান্ ॥ ১৪

সহ সাত্যকিনা শৌরিরর্জুনস্য নিবেশনম্।
বিবেশ পুরুষব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রো গিরিগুহামিব ॥ ১৫

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভবনে ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণের প্রবেশ ও বিশ্রাম।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে বিদায় দান করিলে পর তাহারা রাজা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব গৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিল ॥ ১

তখন শ্রীমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ভয়ানক পরাক্রমী ভীমসেন, অর্জুন ও নকুল-সহদেবকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২

মহাযুদ্ধে শত্রুগণের বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা তোমরা ক্ষতদেহ ও পরিশ্রান্ত এবং শোক-দুঃখে (ক্রোধে) অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছ ॥৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার নিমিত্তই তোমাদিগকে ভাগ্যহীন পুরুষের ন্যায় বনবাসের দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করিতে হইয়াছিল ॥ ৪

অধুনা তোমরা মনোমত স্থানে ইচ্ছানুসারে সুখে অবস্থান করত বিজয়ানন্দ অনুভব কর। উত্তমরূপে বিশ্রা ম করিবার পর তোমাদের চিত্ত স্বচ্ছ হইলে পর কল্য পুনরায় আমরা মিলিত হইব ॥ ৫

তদনন্তর জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি লইয়া বৃকোদরকে রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রদত্ত প্রাসাদপরিশোভিত নানারত্নখচিত দাসদাসী পরিপূর্ণ ইন্দ্রালয়তুল্য দুর্যোধনের গৃহ ভীমসেনকে অর্পিত করিলেন। মহাবাহু বৃকোদর ইন্দ্রের স্ব মন্দিরে প্রবেশের ন্যায় সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥৬ ৭

রাজার আদেশে মহাবাহু অর্জুন দুর্যোধনের গৃহের ন্যায় বহু প্রাসাদে পরিবেষ্টিত, স্বর্ণতোরণবিভূষিত দাসদাসীসমাকুল ও প্রভূত ধনধান্যপরিপূর্ণ দুঃশাসনভবন প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮-৯

মহারাজ! ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রীত হইয়া দুঃশাসনের গৃহ অপেক্ষা সুন্দর, কুবেরভবনের ন্যায় সুশোভিত, স্বর্ণ ও মণিভূষিত দুর্মর্ষণের ভবন বনবাসে কষ্ট ভোগকারী বরযোগ্য নকুলকে দান করিলেন ॥ ১০-১১

রাজা যুধিষ্ঠির সতত প্রিয়কারী সহদেবকে শ্রীসম্পন্ন, স্বর্ণভূষিত ও বিকসিত-কমললোচনা স্ত্রীগণের শয্যাপরিপূর্ণ দুর্মুখের শ্রেষ্ঠ ভবন দান করিলেন। কৈলাস প্রাপ্ত হইয়া কুবের যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন সহদেব তদ্রূপ এই ভবনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১২-১৩

প্রজানাথ! যুযুৎসু, বিদুর, সঞ্জয়, সুধর্মা ও ধৌম্যমুনি তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থিত স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৪

ব্যাঘ্র যেরূপ গিরিগহ্বরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সাত্যকির সহিত পুরুষব্যাঘ্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫

তত্র ভক্ষ্যান্নপানৈস্তে মুদিতাঃ সুসুখোষিতাঃ ।
সুখপ্রবুদ্ধা রাজানমুপতস্থুর্যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি গৃহবিভাগে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

এইরূপে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করত বিবিধ বস্তু উপভোগ ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া পরদিবস পুনরায় যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে গৃহবিভাগবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরেণ ব্রাহ্মণানামাশ্রিত-জনানাঞ্চ সৎকারঃ, তেভ্যো বিবিধ-বস্তুদানম্, শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমনপূর্ব্বকং তস্য স্তবং কুর্বতো যুধিষ্ঠিরস্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশশ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
প্রাপ্য রাজ্যং মহাবাহুর্ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
যদন্যদকরোদ্ বিপ্র তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ১
ভগবান্ বা হৃষীকেশস্ত্রৈলোক্যস্য পরো গুরুঃ ।
ঋষে যদকরোদ্ বীরস্তচ্চ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
শৃণু তত্ত্বেন রাজেন্দ্র কীর্ত্যমানং ময়ানঘ ।
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য যদকুর্বত পাণ্ডবঃ ॥ ৩
প্রাপ্য রাজ্যং মহারাজ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
চাতুর্বর্ণ্যং যথাযোগ্যং স্বে স্বে স্থানে ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪
ব্রাহ্মণানাং সহস্রঞ্চ স্নাতকানাং মহাত্মনাম্ ।
সহস্রং নিষ্কমেকৈকং দাপয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥ ৫
তথাঽনুজীবিনো ভৃত্যান্ সংশ্রিতানতিথীনপি ।
কামৈঃ সন্তর্পয়ামাস কৃপণাংস্তর্ককানপি ॥ ৬
পুরোহিতায় ধৌম্যায় প্রাদাদযুতশঃ স গাঃ ।
ধনং সুবর্ণং রজতং বাসাংসি বিবিধান্যপি ॥ ৭
কৃপায় চ মহারাজ গুরুবৃত্তিমবর্তত ।
বিদুরায় চ রাজাসৌ পূজাং চক্রে যতব্রতঃ ॥ ৮
ভক্ষ্যান্নপানৈর্বিবিধৈর্বাসোভিঃ শয়নাসনৈঃ ।
সর্বান্ সন্তোষয়ামাস সংশ্রিতান্ দদতাং বরঃ ॥ ৯
লব্ধপ্রশমনং কৃত্বা স রাজা রাজসত্তম ।
যুযুৎসোর্ধার্তরাষ্ট্রস্য পূজাং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১০

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ব্রাহ্মণগণ ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগের সৎকার, তাঁহাদিগকে বিবিধ বস্ত্র দান এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে যুধিষ্ঠির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ।]

জনমেজয় বলিলেন—বিপ্র ! মহাবাহু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১

মহর্ষে ! ত্রিলোকের পরমগুরু বীরবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ঐসময় কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন ॥ ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নিষ্পাপ রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবগণ ভগবান্ বাসুদেবকে অগ্রে করত যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তত্ত্বতঃ তৎসমস্ত আমি বর্ণনা করিতেছি—শ্রবণ করুন ॥ ৩

মহারাজ ! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া চারিবর্ণ জাত ব্যক্তিদিগকে যোগ্যতানুসারে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৪

তৎপরে পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সহস্র মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করাইলেন ॥৫

ইহার পর অনুজীবী ভৃত্য, আশ্রিত অতিথি, দীন-দরিদ্র ও প্রশ্নোত্তরদাতা জ্যোতিষকে তাহাদের প্রত্যেকের ইচ্ছানুসারে ভোগ্য বস্তুর দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৬

সেই রাজা যুধিষ্ঠির পুরোহিত ধৌম্যকে দশহাজার গাভী, ধন, স্বর্ণ, রৌপ্য বহুবিধ বস্ত্র বিশেষভাবে দান করিলেন ॥ ৭

মহারাজ ! ব্রতপরায়ণ সেই রাজা যুধিষ্ঠির কৃপাচার্য্যকে গুরুর ন্যায় সম্মান ও ব্যবহার এবং বিদুরকেও যথোচিত সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ৮

দাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আশ্রিতগণকে অন্ন, পান, বস্ত্র, শয্যা, আসন প্রভৃতি দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৯

রাজশ্রেষ্ঠ ! মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত ধনের যথাযথভাবে বিভক্ত করিয়া দিয়া ইহাদের ন্যায় করত ধৃতরাষ্ট্র ও যুযুৎসুর পূজা করিলেন ॥ ১০

ধৃতরাষ্ট্রায় তদ্ রাজ্যং গান্ধার্য্যৈ বিদুরায় চ।
নিবেদ্য সুস্থবদ্ রাজা সুখমাস্তে যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১
তথা সর্বং স নগরং প্রসাদ্য ভরতর্ষভ।
বাসুদেবং মহাত্মানমভ্যগচ্ছৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১২
ততো মহতি পর্য্যঙ্কে মণিকাঞ্চনভূষিতে।
দদর্শ কৃষ্ণমাসীনং নীলমেঘসমদ্যুতিম্ ॥ ১৩
জাজ্বল্যমানং বপুষা দিব্যাভরণভূষিতম্।
পীতকৌশেয়বসনং হেম্নেবোপগতং মণিম্ ॥ ১৪
কৌস্তুভেনোরসিস্থেন মণিনাভিবিরাজিতম্।
উদ্যতেবোদয়ং শৈলং সূর্য্যেণাভিবিরাজিতম্ ॥১৫
নৌপম্যং বিদ্যতে তস্য ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
সোঽভিগম্য মহাত্মানং বিষ্ণুং পুরুষবিগ্রহম্ ॥ ১
উবাচ মধুরং রাজা স্মিতপূর্বমিদং তদা।
সুখেন তে নিশা কচ্চিদ্ ব্যুষ্টা বুদ্ধিমতাং বর ॥ ১৭
কচ্চিজ্ জ্ঞানানি সর্বাণি প্রসন্নানি তবাচ্যুত।
তথৈবোপশ্রিতা দেবী বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং বর ॥ ১৮
বয়ং রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পৃথিবী চ বশে স্থিতা।
তব প্রসাদাদ্ ভগবংস্ত্রিলোকগতিবিক্রম ॥ ১৯
জয়ং প্রাপ্তা যশশ্চাগ্র্যং ন চ ধর্মচ্যুতা বয়ম্।
তং তথা ভাষমাণং তু ধর্মরাজমরিন্দমম্।
নোবাচ ভগবান্ কিঞ্চিদ্ ধ্যানমেবাম্বপদ্যত ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণং প্রতি যুধিষ্ঠির-বাক্যে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরকে সেই সমগ্র রাজ্য নিবেদন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সুখী ও নিশ্চিন্ত (শান্ত) হইলেন ॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে নগরের সমস্ত প্রজাগণকে প্রসন্ন করিয়া সেই যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে মহাত্মা বাসুদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১২

তদনন্তর সেই রাজা দেখিলেন—নীল মেঘতুল্যকান্তি দিব্য আভরণভূষিত তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বরপরিধান পূর্ব্বক স্বর্ণশোভিত মণির শোভার ন্যায় শোভাধারণ করত মণি-কাঞ্চনসমলঙ্কৃত পর্যঙ্কে উপবিষ্ট রহিয়াছেন ॥ ১৩-১৪

বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণিদ্বারা অলঙ্কৃত হওয়ায় তিনি উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডল চিহ্নিত উদয়াচলের শোভাধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

ত্রিলোকে তাঁহার কোনও উপমা নাই। রাজা যুধিষ্ঠির মানব বিগ্রহধারী পরমাত্মা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া স্মিতহাস্যে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬½

বুদ্ধিমানগণের শ্রেষ্ঠ অচ্যুত! আপনি পরম সুখে নিশা অতিবাহিত করিয়াছেন ত? আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল সুপ্রসন্ন আছে ত'? ১৭½

বুদ্ধিমানদিগের শ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিদেবী আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে ত'? আপনার প্রসাদে আমরা রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পৃথিবীও আমাদের অধিকারে আসিয়াছে। ত্রিলোকগতি-বিক্রম! (আপনি-ই ত্রিলোকের আশ্রয় ও পরাক্রম) ভগবন্! আপনার দয়াতে-ই আমরা বিজয় ও যশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ধর্ম-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হই নাই ॥ ১৮-১৯½

অরিন্দম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলিলেন না; তিনি ধ্যানমগ্ন রহিলেন ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠির-বাক্য-বিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরয়োঃ কথোপকথনম্ শ্রীকৃষ্ণেন ভীষ্মস্য প্রশংসা, তৎসমীপে গন্তুং যুধিষ্ঠিরায়াদেশদানঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমিদং পরমাশ্চর্য্যং ধ্যায়স্যমিতবিক্রম।
কচ্চিল্লোকত্রয়স্যাস্য স্বস্তি লোকপরায়ণ ॥ ১
চতুর্থং ধ্যানমার্গং ত্বমালম্ব্য পুরুষর্ষভ।
অপক্রান্তো যতো দেবস্তেন মে বিস্মিতং মনঃ ॥ ২
নিগৃহীতো হি বায়ুস্তে পঞ্চকর্মা শরীরগঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসন্নানি মনসি স্থাপিতানি তে ॥ ৩
বাক্ চ সত্ত্বঞ্চ গোবিন্দ বুদ্ধৌ সংবেশিতানি তে।
সর্বে চৈব গুণা দেবাঃ ক্ষেত্রজ্ঞে তে নিবেশিতাঃ ॥ ৪
নেঙ্গন্তি তব রোমাণি স্থিরা বুদ্ধিস্তথা মনঃ।
কাষ্ঠকুড্যাশিলাভূতো নিরীহশ্চাসি মাধব ॥ ৫
যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জ্বলতে পুনঃ।
তথাসি ভগবন্ দেব পাষাণ ইব নিশ্চলঃ ॥ ৬
যদি শ্রোতুমিহার্হামি ন রহস্যঞ্চ তে যদি
ছিন্ধি মে সংশয়ং দেব প্রপন্নায়াভিযাচতে ॥ ৭
ত্বং হি কর্তা বিকর্তা চ ক্ষরং চৈবাক্ষরঞ্চ হি।
অনাদিনিধনশ্চাদ্যস্ত্বমেব পুরুষোত্তম ॥ ৮
ত্বৎপ্রপন্নায় ভক্তায় শিরসা প্রণতায় চ।
ধ্যানস্যাস্য যথা তত্ত্বং ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং বর ॥ ৯
ততঃ স্বে গোচরে ন্যস্য মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি সঃ।
স্মিতপূর্বমুবাচেদং ভগবান্ বাসবানুজঃ ॥ ১০

বাসুদেব উবাচ।

শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাসনঃ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্‌গতং মনঃ ॥ ১১
যস্য জ্যাতলনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ন সেহে দেবরাজোঽপি তমস্মি মনসা গতঃ ॥১২
যেনাভিজিত্য তরসা সমস্তং রাজমণ্ডলম্।
উঢ়াস্তিস্রস্তু তাঃ কন্যাস্তমস্মি মনসা গতঃ ১৩

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভীষ্মের প্রশংসা ও তাঁহার নিকট যাইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে আদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে অমিতবিক্রম! লোকপরায়ণ! (জগতের আশ্রয়) পুরুষোত্তম! আপনি কাহার ধ্যানে মগ্ন?—আশ্চর্য্য ব্যাপার। ত্রিলোকের কুশল ত'? আপনি জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ তুরীয় অবস্থা অবলম্বনে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের উর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। ইহা আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য মনে হইতেছে ॥ ১-২

আপনার শরীরে স্থিত ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদি পঞ্চ কর্মকারী প্রাণবায়ু অবরুদ্ধ হইয়া গিয়ছে। আপনি সহজ প্রসন্ন ইন্দ্রিয়গণকে মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৩

গোবিন্দ! আপনি মনোবাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং সমস্ত গুণ ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ॥ ৪

আপনার লোমসকল স্থির ও দণ্ডায়মান। মনবুদ্ধিও স্থির। মাধব! আপনি কাষ্ঠ, প্রাচীর ও প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫

হে ভগবন্! দেবদেব! যেমন বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা অচঞ্চল ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ আপনি স্থির, যেন পাষাণ ॥৬

দেব! যদি আমি শুনিবার অধিকারী হই এবং অতি গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে আমার সংশয় দূর করুন—এইজন্য বারংবার আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৭

হে পুরুষোত্তম! আপনিই জগতের স্রষ্টা ও ধ্বংসকারী, অপনিই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ, আপনার আদি ও অন্ত নাই, অপনিই আদি কারণ ॥ ৮

আমি আপনার শরণাগত ভক্ত, আপনার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিতেছি। ধর্মাত্মাগণশ্রেষ্ঠ! এই ধ্যানের রহস্য আমায় কৃপা করিয়া বলুন ॥ ৯

যুধিষ্ঠিরের এই প্রার্থনা শ্রবণ করত বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে যথাস্থানে স্থাপন পূর্বক ইন্দ্রানুজ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন ॥ ১০

বাসুদেব বলিলেন—নির্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় শরশয্যায় শয়নে ভীষ্মদেব আমায় ধ্যান করিতেছেন; এইজন্যই আমিও তদ্‌গতচিত্ত হইয়াছি ॥ ১১

বজ্রধ্বনির ন্যায় যাহার জ্যা শব্দ দেবরাজ ইন্দ্রও সহ্য করিতে সমর্থ হইতেন না, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলাম ॥১২

যিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত রাজমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া স্বয়ংবর স্থল হইতে কাশীরাজের তিন কন্যাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আমি সেই ভীষ্মকেই ধ্যান করিতেছিলাম ॥ ১৩

ত্রয়োবিংশতিরাত্রং যো যোধয়ামাস ভার্গবম্ ।
ন চ রামেণ নিস্তীর্ণস্তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৪
একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং মনঃ সংযম্য মেধয়া ।
শরণং মামুপাগচ্ছৎ ততো মে তদ্‌গতং মনঃ ॥ ১৫
যং গঙ্গা গর্ভবিধিনা ধারয়ামাস পার্থিব ।
বশিষ্ঠশিক্ষিতং তাত তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৬
দিব্যাস্ত্রাণি মহাতেজা যো ধারয়তি বুদ্ধিমান্ ।
সাঙ্গাংশ্চ চতুরো বেদাংস্তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৭
রামস্য দয়িতং শিষ্যং জামদগ্ন্যস্য পাণ্ডব ।
আধারং সর্ববিদ্যানাং তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৮
স হি ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভরতর্ষভ ।
বেত্তি ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠং তমস্মি মনসা গতঃ ॥ ১৯
তস্মিন্ হি পুরুষব্যাঘ্রে কর্মভিঃ স্বৈর্দিবং গতে ।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী ॥ ২০
তদ্ যুধিষ্ঠির গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং ভীমপরাক্রমম্ ।
অভিগম্যোপসংগৃহ্য পৃচ্ছ যৎ তে মনোগতম্ ॥ ২১
চাতুর্বিদ্যং চাতুর্হোত্রং চাতুরাশ্রম্যমেব চ ।
রাজধর্মাংশ্চ নিখিলান্ পৃচ্ছৈনং পৃথিবীপতে ॥ ২২
তস্মিন্নস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে ।
জ্ঞানান্যস্তং গমিষ্যন্তি তস্মাৎ ত্বাং চোদয়াম্যহম্ ॥ ২৩
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবস্য তথ্যং বচনমুত্তমম্ ।
সাশ্রুকণ্ঠঃ স ধর্মজ্ঞো জনার্দনমুবাচ হ ॥ ২৪
যদ্ ভবানাহ ভীষ্মস্য প্রভাবং প্রতি মাধব ।
তথা তন্নাত্র সন্দেহো বিদ্যতে মম মাধব ॥ ২৫
মহাভাগ্যঞ্চ ভীষ্মস্য প্রভাবশ্চ মহাদ্যুতে ।
শ্রুতং ময়া কথয়তাং ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২৬
ভবাংশ্চ কর্তা লোকানাং যদ্ ব্রবীত্যরিসূদন ।
তথা তদনভিধ্যেয়ং বাক্যং যাদবনন্দন ॥ ২৭
যদি ত্বনুগ্রহবতী বুদ্ধিস্তে ময়ি মাধব ।
ত্বামগ্রতঃ পুরস্কৃত্য ভীষ্মং যাস্যামহে বয়ম্ ॥ ২৮

ত্রয়োবিংশতি অহোরাত্র –২৩ দিন পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভৃগুনন্দন পরশুরাম যুদ্ধ করিয়া যাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, আমার মন সেই ভীষ্মে সংযুক্ত ছিল ॥১৪

যে ভীষ্ম স্বীয় সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে একত্র করত বুদ্ধির দ্বারা মনের সংযম পুর্বক আমার শরণাগত হইয়াছেন, আমি সেই ভীষ্মের ধ্যান করিতেছিলাম ॥ ১৫

তাত! ভূপাল! যাহাকে গঙ্গাদেবী বিধিপূর্বক গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি বশিষ্ঠ দ্বারা বেদ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমার মন সেই ভীষ্মে সংলগ্ন ছিল ॥ ১৬

মহাতেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ যে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্রসকল এবং এক সঙ্গে চারি বেদ ধারণ করিয়া আছেন, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তা করিতেছিলাম ॥ ১৭

পাণ্ডুনন্দন! যিনি জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের প্রিয় শিষ্য এবং সকল বিদ্যার আধার, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম ॥১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ, যিনি ধর্মজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আমি সেই ভীষ্মের চিন্তা করিতেছিলাম ॥১৯

পার্থ! যখন সেই পুরুষসিংহ ভীষ্ম স্বীয় কর্মানুযায়ী স্বর্গলোকে গমন করিবেন, তখন এই পৃথিবী অমাবস্যার রাত্রির ন্যায় শ্রীহীন হইবে ॥ ২০

মহারাজ যুধিষ্ঠির! অতএব আপনি সেই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট গমন করত চরণে প্রণত হইয়া আপনার মনের প্রশ্নসকল নিবেদন করুন ॥ ২১

পৃথিবীপতি! ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বিদ্যা, হোতা, উদ্‌গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু প্রভৃতির সম্বন্ধরক্ষক যজ্ঞাদিকর্ম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমধর্ম ও রাজধর্ম প্রভৃতি সমুদয় বিষয় প্রশ্ন করুন ॥ ২২

সেই কৌরববংশের ভারবহনকারী ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে সকল প্রকার জ্ঞান এককালে নষ্ট হইত, আমি সেইজন্য আপনাকে তাঁহার নিকট গমন করিতে বলিতেছি ॥২৩

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উত্তম ও যথার্থ বচন শ্রবণ করত ধর্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জনার্দ্দনকে বলিলেন ॥ ২৪

মাধব! ভীষ্মদেবের প্রভাব আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তৎ সমুদয় যথার্থ এবং ঐ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২৫

হে মহাতেজস্বী কেশব! আমি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের মুখে ভীষ্মদেবের সৌভাগ্য ও প্রভাবের কথা শুনিয়াছি ॥ ২৬

শত্রুসূদন! যাদবনন্দন! আপনি লোকসকলের কর্ত্তা, আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন তৎসমুদয় বিষয়ে চিন্তার বা সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ ২৭

মাধব! যদি আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মদেবের নিকট লইয়া চলুন ॥ ২৮

আবৃত্তে ভগবত্যর্কে স হি লোকান্ গমিষ্যতি।
ত্বদ্দর্শনং মহাবাহো তস্মাদর্হতি কৌরবঃ ॥ ২৯
তব চাদ্যস্য দেবস্য ক্ষরস্যৈবাক্ষরস্য চ।
দর্শনং তস্য লাভঃ স্যাৎ ত্বং হি ব্রহ্মময়ো নিধিঃ ৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বৈবং ধর্মরাজস্য বচনং মধুসূদনঃ।
পার্শ্বস্থং সাত্যকিং প্রাহ রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ৩১
সাত্যকিস্ত্বাশু নিষ্ক্রম্য কেশবস্য সমীপতঃ।
দারুকং প্রাহ কৃষ্ণস্য যুজ্যতাং রথ ইত্যুত ॥ ৩২
স সাত্যকেরাশু বচো নিশম্য
রথোত্তমং কাঞ্চনভূষিতাঙ্গম্।
মসারগল্বর্কময়ৈর্বিভঙ্গৈ—
র্বিভূষিতং হেমনিবদ্ধচক্রম্ ॥ ৩৩
দিবাকরাংশুপ্রভমাশুগামিনং
বিচিত্রনানামণিভূষিতান্তরম্।
নবোদিতং সূর্য্যমিব প্রতাপিনং
বিচিত্রতার্ক্ষ্যধ্বজিনং পতাকিনম্ ॥৩৪
সুগ্রীবশৈব্যপ্রমুখৈর্বরাশ্বৈ—
র্মনোজবৈঃ কাঞ্চনভূষিতাঙ্গৈঃ।
সংযুক্তমাবেদয়দচ্যুতায়
কৃতাঞ্জলির্দারুকো রাজসিংহ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি মহাপুরুষস্তবে ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

মহাবাহো! উত্তরায়ণে সূর্য্যদেবের গতি হইলে-ই ভীষ্মদেব দেবলোকে গমন করিবেন। অতএব আপনার দর্শন তাঁহার অবশ্য প্রাপ্তব্য ॥২৯

আপনি আদিদেব তথা ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ আপনার দর্শন তাঁহার পক্ষে পরম লাভজনক; কারণ, আপনি ব্রহ্মস্বরূপ এবং দয়ার সাগর ॥ ৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন রাজন্! ধর্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ করত মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ পার্শ্বস্থ সাত্যকিকে রথযোজন করিতে বলিলেন ॥ ৩১

আজ্ঞামাত্র সাত্যকি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে গমন করত দারুককে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের রথ প্রস্তুত কর ॥ ৩২

রাজসিংহ! সাত্যকির এই বচন শ্রবণ করিয়া দারুক মরকত, চন্দ্রকান্ত ও সূর্য্যকান্ত মণির জ্যোতির্ম্ময়ী তরঙ্গ-বিমণ্ডিত, স্বর্ণময়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত, স্বর্ণ-সংযুক্তচক্র—এইরূপ রথ যোজনা করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিলেন। সূর্য্য-কিরণ সদৃশ উদ্ভাসিত শীঘ্রগামী সেই প্রতাপশালী রথ অশ্বসংযুক্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। রথের অভ্যন্তর নানা মণি-বিমণ্ডিত ছিল। সেই রথে গরুড়চিহ্নিত ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছিল এবং উত্তম স্বর্ণভূষণে বিভূষিত মনের ন্যায় দ্রুতগামী সুগ্রীব ও শৈব্য আদি সুন্দর অশ্ব যোজিত ছিল ॥৩৩-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে মহাপুরুষ-স্তববিষয়ক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ—ভীষ্মস্তবরাজঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

শরতল্পে শয়ানস্তু ভরতানাং পিতামহঃ।
কথমুৎসৃষ্টবান্ দেহং কঞ্চ যোগমধারয়ৎ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
ভীষ্মস্য কুরুশার্দূল দেহোৎসর্গং মহাত্মনঃ ॥ ২
(শুক্লপক্ষস্য চাষ্টম্যাং মাঘমাসস্য পার্থিব।
প্রাজাপত্যে চ নক্ষত্রে মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে ॥)
নিবৃত্তমাত্রে ত্বয়ন উত্তরে বৈ দিবাকরে।
সমাবেশয়দাত্মানমাত্মন্যেব সমাহিতঃ ॥ ৩
বিকীর্ণাংশুরিবাদিত্যো ভীষ্মঃ শরশতৈশ্চিতঃ।
শুশুভে পরয়া লক্ষ্ম্যা বৃতো ব্রাহ্মণসত্তমৈঃ ॥ ৪
ব্যাসেন বেদবিদুষা নারদেন সুরর্ষিণা।
দেবস্থানেন বাৎস্যেন তথাশ্মক-সুমন্তুনা ॥৫
তথা জৈমিনিনা চৈব পৈলেন চ মহাত্মনা।
শাণ্ডিল্য-দেবলাভ্যাঞ্চ মৈত্রেয়েণ চ ধীমতা ॥ ৬
অসিতেন বশিষ্ঠেন কৌশিকেন মহাত্মনা।
হারীত-লোমশাভ্যাঞ্চ তথাঽঽত্রেয়েণ ধীমতা ॥ ৭
বৃহস্পতিশ্চ শুক্রশ্চ চ্যবনশ্চ মহামুনিঃ।
সনৎকুমারঃ কপিলো বাল্মীকিস্তুম্বুরুঃ কুরুঃ ॥৮
মৌদ্গল্যো ভার্গবো রামস্তৃণবিন্দুর্মহামুনিঃ।
পিপ্পলাদোঽথ বায়ুশ্চ সংবর্তঃ পুলহঃ কচঃ ॥ ৯
কাশ্যপশ্চ পুলস্ত্যশ্চ ক্রতুর্দক্ষঃ পরাশরঃ।
মরীচিরঙ্গিরাঃ কাশ্যো গৌতমো গালবো মুনিঃ ॥ ১০
ধৌম্যো বিভাণ্ডো মাণ্ডব্যো ধৌম্রঃ কৃষ্ণানুভৌতিকঃ।
উলূকঃ পরমো বিপ্রো মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ১১
ভাস্করিঃ পূরণঃ কৃষ্ণঃ সূতঃ পরমধার্মিকঃ।
এতৈশ্চান্যৈর্মুনিগণৈর্মহাভাগৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ১২
শ্রদ্ধা-দম-শমোপেতৈর্বৃতশ্চন্দ্র ইব গ্রহৈঃ।
ভীষ্মস্তু পুরুষব্যাঘ্রঃ কর্মণা মনসা গিরা ॥ ১৩
শরতল্পগতঃ কৃষ্ণং প্রদধ্যৌ প্রাঞ্জলিঃ শুচিঃ।
স্বরেণ হৃষ্টপুষ্টেন তুষ্টাব মধুসূদনম্ ॥ ১৪
যোগেশ্বরং পদ্মনাভং বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগৎপতিম্।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাগ্মিদাং প্রবরঃ প্রভুঃ ॥ ১৫

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

(ভীষ্ম কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি—ভীষ্মস্তবরাজ।)

জনমেজয় বলিলেন শরশয্যায় শায়িত ভরতবংশীয় পিতামহ ভীষ্মদেব কিরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং ঐ সময় তিনি কোন যোগ-ই বা অবলম্বন করিয়াছিলেন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি পবিত্র ও একাগ্রচিত্তে সাবধানতার সহিত মহাত্মা ভীষ্মদেবের দেহত্যাগ-বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ২

রাজন্! দক্ষিণায়নান্তে উত্তরায়ণারম্ভে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রে মধ্যাহ্নকালে ভীষ্মদেব ধ্যানমগ্ন হইয়া নিজের মনকে পরমাত্মায় লীন করিয়া দিলেন ॥৩

অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে পরিবৃত ও শরজালে আবৃত হইয়া ভীষ্ম কিরণাবকিরণকারী সূর্য্যের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪

বেদজ্ঞ বেদব্যাস, দেবর্ষি নারদ, দেবস্থান, বাৎস্য, অশ্মক সুমন্তু, জৈমিনী, মহাত্মা পৈল, শাণ্ডিল্য, দেবল, জ্ঞানী মৈত্রেয়, অসিত, বশিষ্ঠ, মহাত্মা বিশ্বামিত্র, হারীত, লোমশ, ধীমান্ আত্রেয়, বৃহস্পতি, শুক্র, মহামুনি চ্যবন, সনৎকুমার, কপিল, বাল্মীকি, তুম্বুরু, কুরু, মৌদ্গল্য, ভৃগুনন্দন রাম, মহামুনি তৃণবিন্দু, পিপ্পলাদ, বায়ু, সংবর্ত্ত, পুলহ, কচ, কাশ্যপ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, পরাশর, মরীচি, অঙ্গিরা, কাশ্য, গৌতম, গালব, ধৌম্য, বিভাণ্ডক, মাণ্ডব্য, কৃষ্ণানুভৌতিক, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ উলূক, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, ভাস্করি, পূরণ, কৃষ্ণ, পরম ধার্মিক সূত ও শ্রদ্ধা, শম-দম আদি গুণসম্পন্ন সৌভাগ্যশালী বহু মহাত্মাগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করায় গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫-১২½

শরশয্যায় শয়ান পুরুষসিংহ ভীষ্মদেব পবিত্রভাবে করযোড়ে মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১৩½

তিনি ধ্যানকালে জলদ গম্ভীরস্বরে ভগবান্ মধুসূদনের স্তব করিতে লাগিলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বলবান্ পরম ধর্মাত্মা ভীষ্মদেব করযোড়ে পদ্মনাভ, সর্বব্যাপী, বিজয়শীল জগদীশ্বর বাসুদেব ইত্যাদি দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫½

ভীষ্মঃ পরমধর্ম্মাত্মা বাসুদেবমথাস্তুবৎ ।
ভীষ্ম উবাচ ।
আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি যাম্ ॥১৬
তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং পুরুষোত্তমঃ ।
শুচিং শুচিপদং হংসং তৎপদং পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১৭
যুক্ত্বা সর্ব্বাত্মনাঽঽত্মানং তং প্রপদ্যে প্রজাপতিম্ ।
অনাদ্যন্তং পরং ব্রহ্ম ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ ॥ ১৮
একো যং বেদ ভগবান্ ধাতা নারায়ণো হরিঃ ।
নারায়ণাদৃষিগণাস্তথা সিদ্ধ-মহোরগাঃ ॥ ১৯
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব যং বিদুঃ পরমব্যয়ম্ ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥২০
যং ন জানন্তি কো হ্যেষ কুতো বা ভগবানিতি ।
যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশন্তি চ ॥ ২১

ভীষ্মদেব বলিলেন—আমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া যে বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা সংক্ষিপ্ত হউক অথবা বিস্তৃতই হউক তৎসমুদয় দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৬॥

সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া যিনি স্বয়ং শুদ্ধ, যাহাকে প্রাপ্তির পথও শুদ্ধ, যিনি হংসস্বরূপ, যিনি তৎপদের লক্ষ্যার্থ পরমাত্মা ও প্রজাপালক পরমেষ্ঠী, আমি সমস্ত বিষয় হইতে সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তাঁহাতেই মনকে সংযুক্ত করত সর্ব্বতোভাবে সেই সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ১৭॥

যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে দেবতা বা ঋষিগণও জ্ঞাত নহেন, একমাত্র সকলের ধারণ ও পোষণকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণ হরি তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন ॥১৮॥

শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, মহোরগগণ, দেবতাগণ ও দেবর্ষিগণ যাঁহাকে অবিনাশী পরমাত্মারূপে অংশতঃ জ্ঞাত হইয়াছেন ॥ ১৯॥

দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণও যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহেন—সেই আপনি কে এবং কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ? ॥ ২০॥

যাঁহাতে সকল প্রাণী অবস্থিত ও লয় হয়, সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় সেই ভূতেশ্বর পরমাত্মাতে ত্রিগুণ দ্বারা গ্রথিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ২১॥

গুণভূতানি ভূতেশে সূত্রে মণিগণা ইব ।
যস্মিন্ নিত্যে ততে তন্তৌ দৃঢ়ে স্রগিব তিষ্ঠতি ॥ ২২
সদসদ্গ্রথিতং বিশ্বং বিশ্বাঙ্গে বিশ্বকর্ম্মণি ।
হরিং সহস্রশিরসং সহস্রচরণেক্ষণম্ ॥ ২৩
সহস্রবাহুমুকুটং সহস্রবদনোজ্জ্বলম্ ।
প্রাহুর্নারায়ণং দেবং যং বিশ্বস্য পরায়ণম্ ॥ ২৪
অণীয়সামণীয়াংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থবীয়সাম্ ।
গরীয়সাং গরিষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ শ্রেয়সামপি ॥ ২৫
যং বাকেম্বনুবাকেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ ।
গৃণন্তি সত্যকর্ম্মাণং সত্যং সত্যেষু সামসু ॥ ২৬
চতুর্ভিশ্চতুরাত্মানং সত্ত্বস্থং সাত্বতাং পতিম্ ।
যং দিব্যৈর্দেবমর্চন্তি গুহ্যৈঃ পরমনামভিঃ ॥ ২৭
যস্মিন্ নিত্যং তপস্তপ্তং যদঙ্গেম্বনুতিষ্ঠতি ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্ববিৎ সর্ব্বঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ২৮

যিনি নিত্য বর্ত্তমান; গ্রথিত পুষ্পমাল্যে সুদৃঢ় সূত্রের ন্যায় যাঁহাতে কার্য্য কারণসম্বন্ধে এই বিশ্ব গ্রথিত, যিনি ইহার স্রষ্টা ও যাঁহার শ্রীঅঙ্গে এই বিশ্ব অবস্থিত ॥ ২২॥

যে হরি সহস্রশিরাঃ, সহস্রচরণ, সহস্রনেত্র, সহস্রবাহু, সহস্রমুকুট, সেই হরি সহস্রমুখ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৩॥

যিনি এই বিশ্বের পরম আধার, যিনি নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, স্থূল হইতে স্থূলতম, গুরু হইতে গুরুতম, উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হইতেও উত্তম ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৪-২৫

বাক্য ও অনুবাক্য (মন্ত্রব্রাহ্মণ), নিষদ (কর্মকাণ্ডাত্মক বেদবাক্য) ও উপনিষদ (জ্ঞানকাণ্ডাত্মক বেদ বাক্য), সত্য-প্রকাশক সামবেদ মন্ত্র যাঁহাকে সত্য ও সত্য কর্ম বলিয়া বর্ণনা করেন ॥ ২৬

যিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি নাম দ্বারা, দিব্য গোপনীয় ও উত্তম নাম দ্বারা, ব্রহ্ম, জীব, মন ও অহঙ্কার—এই চারি রূপে প্রকটিত, যিনি সকলের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান, সেই ভক্তপ্রতিপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতেছি ॥ ২৭

যিনি সকলের হৃদ্দেশে বিরাজমান, যিনি সকলের আত্মা সর্ববিৎ সর্বস্বরূপ সর্বজ্ঞ সকলের স্রষ্টা, সেই ভগবান্ বাসুদেবের প্রসন্নতার জন্য নিত্য তপস্যা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥ ২৮

যং দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ দীপ্তমগ্নিমিবারণিঃ ॥ ২৯

যমনন্যো ব্যপেতাশীরাত্মানং বীতকল্মষম্।
দৃষ্ট্বানন্ত্যায় গোবিন্দং পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥ ৩০

অতিবায্বিন্দ্রকর্মাণমতিসূর্য্যাতিতেজসম্।
অতিবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মানং তং প্রপদ্যে প্রজাপতিম্ ॥ ৩১

পুরাণে পুরুষং প্রোক্তং ব্রহ্ম প্রোক্তং যুগাদিষু।
ক্ষয়ে সঙ্কর্ষণং প্রোক্তং তমুপাস্যমুপাস্মহে ॥ ৩২

যমেকং বহুধাঽঽত্মানং প্রাদুর্ভূতমধোক্ষজম্।
নান্যভক্তাঃ ক্রিয়াবন্তো যজন্তে সর্বকামদম্ ॥ ৩৩

যমাহুর্জগতঃ কোশং যস্মিন্ সন্নিহিতাঃ প্রজাঃ।
যস্মিঁল্লোকাঃ স্ফুরন্তীমে জলে শকুনয়ো যথা ॥৩৪

ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম যৎ তৎ সদসতোঃ পরম্।
অনাদিমধ্যপর্য্যন্তং ন দেবা নর্ষয়ো বিদুঃ ॥৩৫

যং সুরাসুরগন্ধর্বাঃ সিদ্ধা ঋষি-মহোরগাঃ।
প্রযতা নিত্যমর্চন্তি পরমং দুঃখভেষজম্ ॥ ৩৬

অনাদিনিধনং দেবমাত্মযোনিং সনাতনম্।
অপ্রেক্ষ্যমনভিজ্ঞেয়ং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৩৭

যং বৈ বিশ্বস্য কর্তারং জগতস্তস্থুষাং পতিম্।
বদন্তি জগতোঽধ্যক্ষমক্ষরং পরমং পদম্। ৩৮

হিরণ্যবর্ণং যং গর্ভমদিতের্দৈত্যনাশনম্।
একং দ্বাদশধা জজ্ঞে তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯

শুক্লে দেবান্ পিতৄন্ কৃষ্ণে তর্পয়ত্যমৃতেন যঃ।
যশ্চ রাজা দ্বিজাতীনাং তস্মৈ সোমাত্মনে নমঃ ॥ ৪০

(হুতাশনমুখৈর্দেবৈর্ধার্য্যতে সকলং জগৎ।
হবিঃ প্রথমভোক্তা যস্তস্মৈ হোত্রাত্মনে নমঃ ॥)

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ ॥ ৪১

এই জগতে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের রক্ষার জন্য অরণি যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিকে প্রকট করে, সেইরূপ দেবকীদেবী বসুদেবের তেজ হইতে সেই ভগবান্ বাসুদেবকে প্রকট করিয়াছিলেন ॥২৯

নিখিল কামনাত্যাগে অনন্যচিত্ত মোক্ষেচ্ছু সাধক স্বীয় বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে পাপ-রহিত শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মা গোবিন্দকে জ্ঞানদৃষ্টিতে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, যাঁহার পরাক্রম বায়ু ও ইন্দ্রের অধিক, যিনি স্বীয় তেজ দ্বারা সূর্য্যকেও পরাভূত করেন তথা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি যাঁহার স্বরূপ পর্য্যন্ত গমন করিতে অক্ষম, সেই প্রজাপালক পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩০-৩১

যিনি পুরাণে পুরুষ নামে কথিত, সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম এবং প্রলয়ে সঙ্কর্ষণ নামে কথিত হন, সেই উপাস্য পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছি ॥ ৩২

যিনি এক হইয়াও অনেকরূপে প্রকটিত হইয়াছেন যিনি ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় অধোক্ষজ বলিয়া কথিত, যিনি উপাসকের সকল কামনা পূর্ণ করেন, অনন্য ভক্ত যজ্ঞাদি কর্ম ও পূজন দ্বারা যাঁহার যজন করেন, যিনি জগতের কোষস্বরূপ, যাঁহাতে সকল প্রজা স্থিত, জলের উপর ভাসমান জলচরপক্ষিগণের ন্যায়, যাঁহাতে এই সম্পূর্ণ জগৎ স্ফুরিত, যিনি পরমার্থ সত্যস্বরূপ ও একাক্ষর প্রণব ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ, যাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, যাঁহাকে দেবতাগণ ও ঋষিগণও তত্ত্বতঃ জানেন না, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযম পূর্বক সম্পূর্ণ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সিদ্ধ ঋষি ও বৃহৎ নাগগণ সদা যাঁহার পূজা করেন, যিনি দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির মহৌষধ, যিনি জনম-মরণ-রহিত স্বয়ম্ভূ এবং সনাতন দেবতা, যাঁহাকে এই চর্ম চক্ষু দ্বারা দর্শন ও বুদ্ধি দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব, সেই ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণের শরণগ্রহণ করিতেছি ॥ ৩৩-৩৭

যিনি এই বিশ্বের বিধাতা এবং চরাচর জগতের পতি, যিনি সংসারের সাক্ষী ও অবিনাশী পরমপদ বলিয়া কথিত, সেই পরমাত্মার স্মরণ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৩৮

যিনি সুবর্ণতুল্য কান্তিমান্, অদিতির গর্ভ হইতে উৎপন্ন, দৈত্যগণের নাশক এবং এক হইয়াও দ্বাদশ রূপে প্রকটিত, সেই সূর্য্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৩৯

যিনি নিজ অমৃতময়ী কলাসকলের দ্বারা শুক্লপক্ষে দেবতাগণকে ও কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন এবং যিনি সকল দ্বিজগণের রাজা সেই সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৪০

(অগ্নি যাঁহার মুখ, যে দেবতা সম্পূর্ণ জগৎ ধারণ করেন, যিনি হবির প্রথম ভোক্তা, সেই অগ্নিহোত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি) ॥

যিনি অজ্ঞানময় অন্ধকারের পারে স্থিত এবং জ্ঞানালোক দ্বারা অত্যন্ত প্রকটিত আত্মা, যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য চির অমরণ লাভ করে, সেই জ্ঞেয়স্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪১

যং বৃহন্তং বৃহত্যুক্‌থে যমগ্নৌ যং মহাধ্বরে।
যং বিপ্রসঙ্ঘা গায়ন্তি তস্মৈ বেদাত্মনে নমঃ ॥ ৪২
ঋগ্‌যজুঃ সামধামানং দশার্ধহবিরাত্মকম্‌।
যং সপ্ততন্তুং তন্বন্তি তস্মৈ যজ্ঞাত্মনে নমঃ ॥ ৪৩
চতুর্ভিশ্চ চতুর্ভিশ্চ দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব চ।
হূয়তে চ পুনর্দ্বাভ্যাং তস্মৈ হোমাত্মনে নমঃ ॥ ৪৪
যঃ সুপর্ণো যজুর্নাম ছন্দোগাত্রস্ত্রিবৃচ্ছিরাঃ।
রথন্তরং বৃহৎ সাম তস্মৈ স্তোত্রাত্মনে নমঃ ॥ ৪৫
যঃ সহস্রসমে সত্রে জজ্ঞে বিশ্বসৃজামৃষিঃ।
হিরণ্যপক্ষঃ শকুনিস্তস্মৈ হংসাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬
পাদাঙ্গং সন্ধিপর্বাণং স্বরব্যঞ্জনভূষণম্‌।
যমাহুরক্ষরং দিব্যং তস্মৈ বাগাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭
যজ্ঞাঙ্গো যো বরাহো বৈ ভূত্বা গামুজ্জহার হ।
লোকত্রয়হিতার্থায় তস্মৈ বীর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ৪৮

উক্‌থনামক বৃহৎ যজ্ঞের সময় অগ্ন্যাধানকালে ও মহাযোগে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহার স্তব করেন, সেই বেদস্বরূপ ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৪২

ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ তথা সামবেদ যাঁহার আশ্রয়, পঞ্চ প্রকার হবিঃ যাঁহার স্বরূপ, গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দ যাঁহার তন্তুস্বরূপ, যজ্ঞরূপে প্রকটিত সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করি ॥ ৪৩

যাঁহাকে চার (আশ্রাবয়), চার (অস্তুশ্রৌষট্‌), দ্বি (যজ), পঞ্চ (যজামহে), দ্বি (বষট্‌)—এই সব মন্ত্র দ্বারা হবিঃ অর্পণ করা হয়, সেই হোমস্বরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪৪

যিনি যজুনামধারী বেদপুরুষ, গায়ত্রী আদি ছন্দ যাঁহার অবয়ব, যজ্ঞ যাঁহার মস্তক এবং রথন্তর সাম ও বৃহৎসাম যাঁহার সান্ত্বনাপ্রদ বাণী, সেই স্তোত্ররূপী শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করি ॥ ৪৫

যে ঋষি সহস্রবর্ষব্যাপী প্রজাপতির যজ্ঞে স্বর্ণপক্ষধারী পক্ষিরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই হংসরূপধারী পরমেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ৪৬

পদসকল যাঁহার অঙ্গ, সন্ধিসকল যাঁহার পর্ব্ব, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যাঁহার ভূষণ এবং যিনি দিব্য অক্ষর নামে কথিত, সেই বাণীরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪৭

যিনি লোকত্রয়ের মঙ্গলের জন্য যজ্ঞময় বরাহরূপ ধারণ করত রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বীর্য্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রণাম করি ॥ ৪৮

যঃ শেতে যোগমাস্থায় পর্য্যঙ্কে নাগভূষিতে।
ফণাসহস্ররচিতে তস্মৈ নিদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯
(বিশ্বে চ মরুতশ্চৈব রুদ্রাদিত্যাশ্বিনাবপি।
বসবঃ সিদ্ধ-সাধ্যাশ্চ তস্মৈ দেবাত্মনে নমঃ ॥
অব্যক্তবুদ্ধ্যহঙ্কারমনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
তন্মাত্রাণি বিশেষাশ্চ তস্মৈ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ ভূতাদিপ্রভবাপ্যয়ঃ।
যোঽগ্রজঃ সর্বভূতানাং তস্মৈ ভূতাত্মনে নমঃ ॥
যং হি সূক্ষ্মং বিচিন্বন্তি পরং সূক্ষ্মবিদো জনাঃ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মঞ্চ যদ্‌ ব্রহ্ম তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ॥
মৎস্যো ভূত্বা বিরিঞ্চায় যেন বেদাঃ সমাহৃতাঃ।
রসাতলগতঃ শীঘ্রং তস্মৈ মৎস্যাত্মনে নমঃ ॥
মন্দরাদ্রির্ধৃতো যেন প্রাপ্তে হ্যমৃতমন্থনে।
অতিকর্কশদেহায় তস্মৈ কূর্মাত্মনে নমঃ ॥

যিনি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া সহস্র ফণাযুক্ত শেষ নাগরূপ পর্য্যঙ্কে (খট্টায়) শায়িত, সেই নিদ্রাস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৪৯

বিশ্বদেব, মরুৎগণ, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, বসু, সিদ্ধ এবং সাধ্যসকল যাঁহার বিভূতি, সেই দেবস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥

অব্যক্ত প্রকৃতি বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব) অহঙ্কার মন জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল তন্মাত্রসকল ও তৎকার্য্যসমুদয় যাঁহার স্বরূপ, সেই তত্ত্বময় পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালস্বরূপ, যিনি ভূতাদির উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, যিনি প্রাণিগণের অগ্রজ বলিয়া কথিত, সেই ভূতাত্মা পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥

সূক্ষ্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু জ্ঞানী পুরুষ যে পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুসরণ করেন, যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ (যিনি ব্রহ্মস্বরূপ) সেই সূক্ষ্মাত্মাকে নমস্কার করি ॥

যিনি মৎস্য-শরীর ধারণপূর্ব্বক রসাতলগত সম্পূর্ণ বেদকে উদ্ধার করত অতিক্রত ব্রহ্মাকে দান করেন, সেই মৎস্যরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি অমৃতের জন্য সমুদ্রমন্থনকালে স্বীয় পৃষ্ঠদেশে মন্দার পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অত্যন্ত কঠোর দেহধারী কচ্ছপরূপী ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥

বারাহং রূপমাস্থায় মহীং সবন-পর্বতাম্ ।
উদ্ধরত্যেকদংষ্ট্রেণ তস্মৈ ক্রোড়াত্মনে নমঃ ॥
নারসিংহবপুঃ কৃত্বা সর্বলোকভয়ঙ্করম্ ।
হিরণ্যকশিপুং জঘ্নে তস্মৈ সিংহাত্মনে নমঃ ॥
বামনং রূপমাস্থায় বলিং সংযম্য মায়য়া ।
ত্রৈলোক্যং ক্রান্তবান্ যস্তু তস্মৈ ক্রান্তাত্মনে নমঃ
জমদগ্নিসুতো ভূত্বা রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
মহীং নিঃক্ষত্রিয়াং চক্রে তস্মৈ রামাত্মনে নমঃ ॥
ত্রিঃ সপ্তকৃত্বো যশ্চৈকো ধর্মে ব্যুৎক্রান্তগৌরবান্
জঘান ক্ষত্রিয়ান্ সংখ্যে তস্মৈ ক্রোধাত্মনে নমঃ ॥
রামো দাশরথির্ভূত্বা পুলস্ত্যকুলনন্দনম্ ।
জঘান রাবণং সংখ্যে তস্মৈ ক্ষত্রাত্মনে নমঃ ॥
যো হলী মুসলী শ্রীমান্ নীলাম্বরধরঃ স্থিতঃ ।
রামায় রৌহিণেয়ায় তস্মৈ ভোগাত্মনে নমঃ ॥

যিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া বন ও পর্বতসহিত সমগ্র পৃথিবীকে একদন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই বরাহরূপধারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥

যিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করত সমগ্র জগতের ভয়প্রদ হিরণ্যকশিপুনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহরূপধারী শ্রীহরিকে নমস্কার করি ॥

যিনি বামনরূপ ধারণ পূর্বক মায়া দ্বারা বলিকে বন্ধন করত ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ক্রান্তিকারী বামনরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ।

যিনি শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ জমদগ্নিকুমার পরশুরামরূপ ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥

যিনি একাই ধর্মের মর্যাদালঙ্ঘনকারী ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে একবিংশতিবার সংহার করিয়াছিলেন, সেই ক্রোধাত্মা পরশুরামকে নমস্কার ॥

যিনি দশরথনন্দন রামরূপ ধারণ করত যুদ্ধে পুলস্ত্যনন্দন রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়াত্মা শ্রীরামস্বরূপ শ্রীহরিকে নমস্কার ॥

যিনি সর্বদা হলমুষল ধারণ করায় পরম শোভাসম্পন্ন, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ নীলবস্ত্রশোভিত, সেই শেষাবতার রোহিণীনন্দন রামকে নমস্কার ॥

শঙ্খিনে চক্রিণে নিত্যং শার্ঙ্গিণে পীতবাসসে ।
বনমালাধরায়ৈব তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ ক্রীড়িতো নন্দগোকুলে ।
কংসস্য নিধনার্থায় তস্মৈ ক্রীড়াত্মনে নমঃ ॥
বাসুদেবত্বমাগম্য যদোর্বংশসমুদ্ভবঃ ।
ভূভারহরণং চক্রে তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ॥
সারথ্যমর্জুনস্যাজৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥
দানবাংস্তু বশে কৃত্বা পুনর্বুদ্ধত্বমাগতঃ ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ বুদ্ধাত্মনে নমঃ ॥
হনিষ্যতি কলৌ প্রাপ্তে ম্লেচ্ছাংস্তুরগবাহনঃ ।
ধর্মসংস্থাপকো যস্তু তস্মৈ কল্ক্যাত্মনে নমঃ ॥
তারাময়ে কালনেমিং হত্বা দানবপুঙ্গবম্ ।
দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় তস্মৈ মুখ্যাত্মনে নমঃ ॥

যিনি সতত শঙ্খ চক্র ও শৃঙ্গ নির্মিত ধনু ধারণ করেন এবং পীতবস্ত্র পরিধান করেন, সেই বনমালী কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া কংসকে বধ করিবার নিমিত্ত নন্দের গোকুলে ক্রীড়াচ্ছলে যুদ্ধ অভ্যাস করিতেন, সেই লীলাময় ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি যদুবংশীয় বসুদেবের পুত্র, শিশুপাল প্রভৃতিকে বধ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করত ত্রিভুবনের উপকারের নিমিত্ত অর্জুনকে গীতামৃত দান করিয়াছিলেন, সেই পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি বরাহ প্রভৃতি রূপে অবতরণপূর্বক হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দানবগণকে বশীভূত করত অহিংস ধর্ম প্রচার দ্বারা সৃষ্টি রক্ষার অভিলাষে পুনরায় বুদ্ধ হইবেন, সেই বুদ্ধরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

কলিকালে যিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিবেন, সেই কল্কিরূপী নারায়ণকে নমস্কার করি ॥

যিনি তারাময় সংগ্রামে দানবশ্রেষ্ঠ কালনেমিকে বধ করত ইন্দ্রকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুরূপী পরব্রহ্মকে নমস্কার ॥

যঃ সর্বপ্রাণিনাং দেহে সাক্ষিভূতো হ্যবস্থিতঃ।
অক্ষরঃ ক্ষরমাণানাং তস্মৈ সাক্ষ্যাত্মনে নমঃ॥
নমোঽস্তু তে মহাদেব নমস্তে ভক্তবৎসল।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু প্রসীদ পরমেশ্বর॥
অব্যক্তব্যক্তরূপেণ ব্যাপ্তং সর্বং ত্বয়া বিভো।
নারায়ণং সহস্রাক্ষং সর্বলোকমহেশ্বরম্॥
হিরণ্যনাভং যজ্ঞাঙ্গমমৃতং বিশ্বতোমুখম্।
প্রপদ্যে পুণ্ডরীকাক্ষং প্রপদ্যে পুরুষোত্তমম্॥
সর্বদা সর্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো দেবেশো মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥
মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ।
মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ॥)
যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥ ৫০

যিনি প্রাণীসমূহের হৃদয়ে সাক্ষিরূপে অবস্থিত, যিনি বিনাশী দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে অবিনাশিরূপে বিরাজমান, সেই সাক্ষিরূপী জীব ব্রহ্মকে নমস্কার করি।

মহাদেব! আপনাকে নমস্কার। ভক্তবৎসল! আপনাকে নমস্কার। বেদের অতিশয় হিতকারী বিষ্ণু! আপনাকে নমস্কার। পরমেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥

প্রভু! আপনি ব্রহ্মময় সূর্য্যরূপে অখিল জগৎ আলোকিত করেন। আমি সদা সকল কার্য্যে সহস্রনয়ন, নিখিল জগতের প্রধান নিয়ন্তা, স্বর্ণময় নাভিযুক্ত, যজ্ঞসম্পন্নকারী অগ্নিস্বরূপ, নিত্যমুক্ত ও সর্বদিগ্‌বর্তি-মুখশালী কমললোচন পুরুষোত্তম নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলাম।

যাঁহাদের হৃদয়ে মঙ্গলময় দেবেশ্বর শ্রীহরি বিরাজমান, সতত সকল কার্য্যে তাঁহাদের অমঙ্গল নাই॥

কারণ, এই ভগবান্ বিষ্ণু মঙ্গলময়, মধুসূদন মঙ্গলময়, কমলনয়ন মঙ্গলময় এবং গরুড়ধ্বজ মঙ্গলময়॥)

যিনি সত্য, মুক্তির কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ও নিষ্কাম ধর্মসম্পাদক যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ দ্বারা মোক্ষার্থিদিগের ভবতরণের উপায় করিয়া থাকেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি॥৫০

ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানকারী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্মাভিলাষী মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আচরণে যাঁহার অর্চনা করেন সেই ধর্মরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি॥৫১

যে অনঙ্গের প্রেরণার দ্বারা সম্পূর্ণ অঙ্গধারী প্রাণিগণের জন্ম

যং পৃথগ্ধর্মচরণাঃ পৃথগ্ধর্মফলৈষিণঃ।
পৃথগ্ধর্মৈঃ সমর্চন্তি তস্মৈ ধর্মাত্মনে নমঃ॥ ৫১
যতঃ সর্বে প্রসূয়ন্তে হ্যনঙ্গাত্মাঙ্গদেহিনঃ।
উন্মাদঃ সর্বভূতানাং তস্মৈ কামাত্মনে নমঃ॥ ৫২
যঞ্চ ব্যক্তস্থমব্যক্তং বিচিন্বন্তি মহর্ষয়ঃ।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞমাসীনং তস্মৈ ক্ষেত্রাত্মনে নমঃ॥ ৫৩
যং ত্রিধাঽঽত্মানমাত্মস্থং, বৃতং ষোড়শভির্গুণৈঃ।
প্রাহুঃ সপ্তদশং সাংখ্যাস্তস্মৈ সাংখ্যাত্মনে নমঃ॥ ৫৪
যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সত্ত্বস্থাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥ ৫৫
অপুণ্যপুণ্যোপরমে যং পুনর্ভবনির্ভয়াঃ।
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনো যান্তি তস্মৈ মোক্ষাত্মনে নমঃ॥৫৬
যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চির্বিভাবসুঃ।
সম্ভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥ ৫৭

হয়, যিনি সমস্ত প্রাণীর উন্মত্ততা জন্মাইয়া থাকেন, সেই কামরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার॥ ৫২

যিনি স্থূল জগতে অব্যক্তরূপে বিরাজ করেন, সকল মহর্ষি যাঁহার তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, যিনি সকল ক্ষেত্রে (দেহে) ক্ষেত্রজ্ঞরূপে (জীবাত্মারূপে) অবস্থান করিতেছেন, সেই ক্ষেত্ররূপী পরমাত্মাকে (জীবাত্মাকে) নমস্কার॥ ৫৩

যিনি জাগ্রদবস্থায় বিশালরূপে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মরূপে, সুষুপ্তি অবস্থায় সুপ্তরূপে, দেহে অবস্থান করত ত্রিবিধরূপে প্রতীত হন এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শটি অপ্রধান পদার্থে সর্বদা পরিবেষ্টিত এবং পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চবায়ু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ পদার্থময় লিঙ্গ-দেহ ব্যাপিয়া বিরাজিত, কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণ সেই রূপেই যাঁহাকে বলেন, সেই সাংখ্যরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি॥ ৫৪

যিনি নিদ্রা ও শ্বাস জয় করত ইন্দ্রিয়গণকে বশপূর্বক শুদ্ধ সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত এবং নিরন্তর যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া যাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেই যোগরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করি॥ ৫৫

সকল পাপ-পুণ্যের অবসানে পুনর্জন্ম ভয়মুক্ত শান্তচিত্ত সন্ন্যাসীরা যাঁহাকে লাভ করেন, সেই মোক্ষরূপ পরমেশ্বরকে নমস্কার করি॥ ৫৬

যিনি প্রতি সহস্র যুগের পরে প্রজ্বলিত যুগান্ত অগ্নিরূপ ধারণ

সম্ভক্ষ্য সর্বভূতানি কৃত্বা চৈকার্ণবং জগৎ।
বালঃ স্বপিতি যশ্চৈকস্তস্মৈ মায়াত্মনে নমঃ ॥ ৫৮
তদ্ যস্য নাভ্যাং সম্ভূতং যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
পুষ্করে পুষ্করাক্ষস্য তস্মৈ পদ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৫৯
সহস্রশিরসে চৈব পুরুষায়ামিতাত্মনে।
চতুঃসমুদ্রপর্য্যায়যোগনিদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৬০
যস্য কেশেষু জীমূতা নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ॥ ৬১
যস্মাৎ সর্বাঃ প্রসূয়ন্তে সর্গ-প্রলয়-বিক্রিয়াঃ।
যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়ন্তে তস্মৈ হেত্বাত্মনে নমঃ ॥ ৬১
যো নিষণ্ণো ভবেদ্ রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ ॥ ৬৩
অকুণ্ঠং সর্বকার্য্যেষু ধর্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্।
বৈকুণ্ঠস্য চ তদ্ রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥৬৪
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো যঃ ক্ষত্রং ধর্মব্যুৎক্রান্তগৌরবম্।
ক্রুদ্ধো নিজঘ্নে সমরে তস্মৈ ক্রৌর্য্যাত্মনে নমঃ ॥ ৬৫
বিভজ্য পঞ্চধাঽঽত্মানং বায়ুর্ভূত্বা শরীরগঃ।
যশ্চেষ্টয়তি ভূতানি তস্মৈ বায়্বাত্মনে নমঃ ॥ ৬৬
যুগেষ্বাবর্ততে যোগৈর্মাসর্ত্ব য়নহায়নৈঃ।
সর্গ-প্রলয়য়োঃ কর্তা তস্মৈ কালাত্মনে নমঃ ॥ ৬৭
ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতাঃ শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ ॥ ৬৮
যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ ॥ ৬৯
পরঃ কালাৎ পরো যজ্ঞাৎ পরাৎ পরতরশ্চ যঃ।
অনাদিরাদিবিশ্বস্য তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ ॥ ৭০
(বৈদ্যুতো জাঠরশ্চৈব পাবকঃ শুচিরেব চ।
দহনঃ সর্বভক্ষাণাং তস্মৈ বহ্ন্যাত্মনে নমঃ ॥)

করিয়া সকল ভূতগণকে সংহার করেন, সেই ঘোররূপধারী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৫৭

যিনি এইরূপে সকল ভূতগণকে ভক্ষণপূর্ব্বক জগৎ জলময় করিয়া স্বয়ং বালকরূপ ধারণ করত অক্ষয় বটপত্রে শয়ন করেন, সেই মায়াময় বাল মুকুন্দকে নমস্কার করি ॥ ৫৮

যাহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মাণ্ডকমল যে পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই কমলরূপধারী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৫৯

যাঁহার সহস্র মস্তক, যিনি অন্তর্যামিরূপে সকলের অন্তরে বিরাজমান, যাঁহার স্বরূপ অসীম, যিনি চতুঃসমুদ্র একার্ণবত্ব প্রাপ্ত হইলে যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করত শয়ন করেন, সেই যোগনিদ্রারূপ ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৬০

যাঁহার কেশে মেঘসকল বিচরণ করে, যাঁহার সমস্ত অঙ্গের সন্ধিদেশে নদীসকল প্রবাহিত এবং যাঁহার উদরে চারি সমুদ্র বর্ত্তমান, সেই জলরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬১

যাহা হইতে সৃষ্টিও রক্ষা হইতেছে এবং যাঁহাতে প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সর্বকারণরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬২

যিনি রাত্রিতে উপবিষ্ট থাকেন, দিনে দণ্ডায়মান হন এবং সমস্ত পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম দর্শন করেন, সেই সর্ব্বদ্রষ্টারূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬৩

যিনি সকল কার্য্যে অকুণ্ঠ (নিপুণ) এবং জগতে ধর্ম স্থাপনের জন্য সর্বদা উদ্যত, সেই কার্য্যরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৬৪

তৎকালে ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারী ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণকে অপমান করায় ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥৬৫

যিনি শরীরস্থ বায়ু হইয়া পঞ্চ বায়ুরূপে (প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান) আপনাকে বিভক্ত করিয়া ভূতগণকে নানা কার্য্য করাইতেছেন ; সেই বায়ুরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৬৬

যিনি প্রত্যেক যুগে মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসররূপে বারংবার আসিয়া থাকেন এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, সেই কালরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৬৭

ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ, সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয় জাতি যাঁহার বাহু, বৈশ্য জাতি যাঁহার জঙ্ঘা ও উদর এবং শূদ্র জাতি যাঁহার চরণাশ্রিত, সেই চাতুর্ব্বর্ণরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৬৮

অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী যাঁহার পদদ্বয়, সূর্য্য যাঁহার নেত্র এবং দিক্‌সকল যাঁহার কর্ণ, সেই লোকরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৬৯

যিনি কাল ও যজ্ঞের অতীত, যিনি পর হইতে পরতর, যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি, কিন্তু যাঁহার আদি কেহ নাই (অনাদি), সেই বিশ্বাত্মরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭০

(যিনি মেঘে বিদ্যুৎ, উদরে জঠরানলরূপে অবস্থিত, যিনি সকলকে পবিত্র করার হেতু পাবক এবং স্বরূপতঃ শুচি বলিয়া

বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যং তে বৈশেষিকৈগু ণৈঃ।
প্রাহুর্বিষয়গোপ্তারং তস্মৈ গোপ্ত্রাত্মনে নমঃ ॥ ৭১
অন্নপানেন্ধনময়ো রসপ্রাণবিবর্ধনঃ।
যো ধারয়তি ভূতানি তস্মৈ প্রাণাত্মনে নমঃ ॥ ৭২
প্রাণানাং ধারণার্থায় যোঽন্নং ভুঙ্‌ক্তে চতুর্বিধম্।
অন্তর্ভূ তঃ পচত্যগ্নিস্তস্মৈ পাকাত্মনে নমঃ ॥ ৭৩
পিঙ্গেক্ষণসটং যস্য রূপং দংষ্ট্রানখায়ুধম্।
দানবেন্দ্রান্তকরণং তস্মৈ দৃপ্তাত্মনে নমঃ ॥ ৭৪
যং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন দৈত্যা ন চ দানবাঃ।
তত্ত্বতো হি বিজানন্তি তস্মৈ সূক্ষ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৭৫
রসাতলগতঃ শ্রীমাননন্তো ভগবান্ বিভুঃ।
জগদ্ ধারয়তে কৃৎস্নং তস্মৈ বীর্য্যাত্মনে নমঃ ॥৭৬
যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ ॥ ৭৭
আত্মজ্ঞানমিদং জ্ঞানং জ্ঞাত্বা পঞ্চস্ববস্থিতম্।
যং জ্ঞানেনাভিগচ্ছন্তি তস্মৈ জ্ঞানাত্মনে নমঃ ॥ ৭৮
অপ্রমেয়শরীরায় সর্বতোবুদ্ধিচক্ষুষে।
অনন্তপরিমেয়ায় তস্মৈ দিব্যাত্মনে নমঃ ॥৭৯
জটিনে দণ্ডিনে নিত্যং লম্বোদরশরীরিণে।
কমণ্ডলুনিষঙ্গায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥ ৮০
শূলিনে ত্রিদশেশায় ত্র্যম্বকায় মহাত্মনে।
ভস্মদিগ্ধাঙ্গলিঙ্গায় তস্মৈ রুদ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৮১
চন্দ্রার্ধকৃতশীর্ষায় ব্যালযজ্ঞোপবীতিনে।
পিনাকশূলহস্তায় তস্মা উগ্রাত্মনে নমঃ ॥ ৮২
সর্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ ॥ ৮৩

কথিত, সমস্ত ভোজ্য পদার্থের দহনকারী (অগ্নিদেব) যাঁহার স্বরূপ, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি।)

যাঁহারা বৈশেষিক দর্শনে উল্লিখিত রূপ রস আদি গুণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিষয়-সেবনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ঐ বিষয়াসক্তি হইতে রক্ষাকারী রক্ষকরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি। ৭১

যিনি অন্ন জলরূপ ইন্ধন দ্বারা শরীরাভ্যন্তরের রস ও প্রাণশক্তির বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণ প্রাণিগণকে ধারণ করেন, সেই প্রাণাত্মরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭২

যিনি প্রাণিগণের রক্ষার জন্য ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য ও লেহ্য -- এই চারিপ্রকার অন্ন ভোজন করেন এবং স্বয়ং উদরে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থান করত সেই সকলকে পরিপাক করেন, সেই পাকরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭৩

যিনি দানবরাজ হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন, যাঁহার নেত্রলোম (পক্ষ্ম) এবং কেশর পিঙ্গলবর্ণ ছিল, যাঁহার দীর্ঘ দন্ত-সকল এবং নখসকল অস্ত্র ছিল, সেই দর্পরূপধারী ভগবান্ নরসিংহকে নমস্কার করি ॥৭৪

যাঁহাকে দেবতা গন্ধর্ব দৈত্য এবং দানবগণও যথাযথভাবে জানিতে অক্ষম, সেই সূক্ষ্মরূপী পরমাত্মাকে নমস্কার করি ॥ ৭৫

যিনি সর্বব্যাপক ভগবান্ অনন্তনামক শেষনাগরূপে রসাতলে অবস্থান করত নিখিল জগৎকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন, সেই বীর্য্যরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭৬

যিনি এই সৃষ্টি পরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত প্রাণীমণ্ডলীকে স্নেহপাশে বদ্ধ করত মোহিত করেন, সেই মোহরূপী ভগবানকে নমস্কার করি। ৭৭

অন্নময়াদি পঞ্চ কোষে স্থিত অন্তরতম আমার জ্ঞান হইলে বিশুদ্ধ বোধ দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ যাঁহাকে লাভ করেন, সেই জ্ঞানরূপী পরব্রহ্মকে নমস্কার করি ॥ ৭৮

যাঁহার স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর, যাঁহার বুদ্ধি ও চক্ষু সর্বগামী এবং যাঁহার পরিমাণ অসীম, সেই দিব্যাত্মরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৭৯

যিনি দণ্ড ও জটা ধারণ করেন, যিনি লম্বোদর শরীরধারী এবং যাঁহার কমণ্ডলু তূণীরের কার্য্য করে, সেই ব্রহ্মরূপী ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৮০

যিনি ত্রিশূলধারী দেবতাদিগের প্রভু, যাঁহার তিন চক্ষু, যিনি মহাত্মা এবং যাঁহার শরীর বিভূতিভূষিত, সেই রুদ্ররূপী পরমেশ্বর-কে নমস্কার করি ॥ ৮১

যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র, শরীরে সর্পরূপ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে, যিনি পিনাক ও ত্রিশূল ধারণ করেন সেই উগ্ররূপধারী ভগবান্ শঙ্করকে নমস্কার করি ॥ ৮২

যিনি সকল প্রাণীর আত্মা ও সকলের জন্ম মৃত্যুর কারণ, যাঁহাতে সর্বতোভাবে ক্রোধ, দ্রোহ ও মোহের অভাব দৃষ্ট হয়, সেই শান্তাত্মরূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৮৩

যস্মিন্ সর্বং যতঃ সর্বং যঃ সর্বে সর্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্বাত্মনে নমঃ॥ ৮৪
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
অপবর্গোঽসি ভূতানাং পঞ্চানাং পরতঃ স্থিতঃ॥ ৮৫
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু নমস্তে পরতস্ত্রিষু।
নমস্তে দিক্ষু সর্বাসু ত্বং হি সর্বময়ো নিধিঃ॥ ৮৬
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো লোকানাং প্রভবাপ্যয়।
ত্বং হি কর্তা হৃষীকেশ সংহর্তা চাপরাজিতঃ॥ ৮৭
ন হি পশ্যামি তে ভাবং দিব্যং হি ত্রিষু বর্ত্মসু।
ত্বাং তু পশ্যামি তত্ত্বেন যৎ তে রূপং সনাতনম্॥ ৮৮
দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং পদ্ভ্যাং দেবী বসুন্ধরা।
বিক্রমেণ ত্রয়ো লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ॥ ৮৯
দিশো ভুজা রবিশ্চক্ষুর্বীর্যে শুক্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
সপ্ত মার্গা নিরুদ্ধাস্তে বায়োরমিততেজসঃ॥ ৯০
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং ন তেষাং বিদ্যতে ভয়ম্॥ ৯১
একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতঃ প্রণামো
দশাশ্বমেধাবভৃথেন তুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়॥ ৯২
কৃষ্ণব্রতাঃ কৃষ্ণমনুস্মরন্তো
রাত্রৌ চ কৃষ্ণং পুনরুত্থিতা যে।
তে কৃষ্ণদেহাঃ প্রবিশন্তি কৃষ্ণ-
মাজ্যং যথা মন্ত্রহুতং হুতাশে॥ ৯৩
নমো নরকসন্ত্রাসরক্ষামণ্ডলকারিণে।
সংসারনিম্নগাবর্ততরিকাষ্ঠায় বিষ্ণবে॥ ৯৪
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ৯৫
প্রাণকান্তারপাথেয়ং সংসারোচ্ছেদভেষজম্।
দুঃখশোকপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ ৯৬

যাঁহাতে সব কিছু অবস্থিত, যাঁহা হইতে সব উৎপন্ন, যিনি স্বয়ং সর্বস্বরূপ, যিনি সদা সর্বব্যাপী ও সর্বময়, সেই সর্বাত্মককে নমস্কার করি॥ ৮৪

বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। বিশ্বাত্মন্! (বিশ্বের আত্মাস্বরূপ), বিশ্বসম্ভব! (বিশ্বের উৎপত্তি স্থানভূত) আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পঞ্চভূতের অতীত এবং সকল প্রাণিগণের মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত॥ ৮৫

ত্রিলোকব্যাপী! আপনাকে নমস্কার করি। ত্রিভুবনের অতীত! আপনাকে নমস্কার করি। সকল দিক্‌ব্যাপী! আপনাকে নমস্কার করি, কারণ, আপনি সব পদার্থের পূর্ণ ভাণ্ডারস্বরূপ॥ ৮৬

হে ভগবন্ বিষ্ণু! আপনি জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কারণ, আপনাকে নমস্কার করি। হৃষীকেশ! আপনি সকলের জন্মদাতা ও সংহারকর্তা, আপনি সকলের অপরাজেয়॥ ৮৭

ত্রিলোকের কেহই আপনার দিব্য জন্ম কর্ম রহস্য জানিতে পারে না, কিন্তু আমি তত্ত্বদৃষ্টিদ্বারা আপনার সনাতন রূপ দর্শন করিতেছি॥ ৮৮

স্বর্গলোক আপনার মস্তকে, পৃথিবী আপনার পদদ্বয়ে, ত্রিভুবন আপনার ত্রিপদক্ষেপ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আপনি সনাতন পুরুষ॥ ৮৯

দিক্‌সকল আপনার বাহু, সূর্য্য আপনার নেত্র, শুক্রাচার্য্য আপনার বীর্য্য, আপনিই অত্যন্ত তেজস্বী বায়ুরূপে সপ্তমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিত॥ ৯০

অতসী পুষ্পের ন্যায় নীলবর্ণ, পীতবসন পরিধারী, বীরব্রত হইতে অচ্যুত (অভ্রষ্ট) গোবিন্দকে যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহাদের কোনও ভয় থাকে না॥ ৯১

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি মাত্র প্রণাম দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য হইয়া থাকে। দশাশ্বমেধকারী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রণামীকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না॥ ৯২

কৃষ্ণভজনই যাঁহাদের ব্রত, যাঁহারা কৃষ্ণকে নিরন্তর স্মরণ করেন এবং রাত্রে ও প্রাতঃকালে কৃষ্ণকে স্মরণ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণের ন্যায় দেহধারী হইয়া মন্ত্রপূত আহুত ঘৃত যেমন অগ্নিতে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা কৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকেন॥ ৯৩

যিনি মানুষকে নরক ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং যিনি সংসাররূপ ভবসাগর হইতে তরণের কাষ্ঠস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি॥ ৯৪

যিনি ব্রহ্মণ্য দেব, গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতকারী এবং জগতের হিতসাধক, সেই কৃষ্ণরূপী গোবিন্দকে বারংবার নমস্কার করি॥ ৯৫

"হরি"—এই দুইটি অক্ষর জীবনরূপ দুর্গম পথের পাথেয়,

যথা বিষ্ণুময়ং সত্যং যথা বিষ্ণুময়ং জগৎ।
যথা বিষ্ণুময়ং সর্বং পাপ্মা মে নশ্যতাং তথা ॥ ৯৭
ত্বাং প্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছ্রেয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ ধ্যায়স্ব সুরোত্তম ॥ ৯৮
ইতি বিদ্যাতপোযোনিরযোনির্বিষ্ণুরীড়িতঃ।
বাগ্ যজ্ঞেনার্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দনঃ ॥ ৯৯
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণঃ পরো দেবঃ সর্বং নারায়ণঃ সদা ॥ ১০০

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতাবদুক্ত্বা বচনং ভীষ্মস্তদ্গতমানসঃ।
নম ইত্যেব কৃষ্ণায় প্রণামমকরোৎ তদা ॥ ১০১
অভিগম্য তু যোগেন ভক্তিং ভীষ্মস্য মাধবঃ।
ত্রৈলোক্যদর্শনং জ্ঞানং দিব্যং দত্ত্বা যযৌ হরিঃ ॥ ১০২
(যং যোগিনঃ প্রাণবিয়োগকালে
যত্নেন চিত্তে বিনিবেশয়ন্তি।
স তং পুরস্তাদ্ধরিমীক্ষমাণঃ
প্রাণান্ জহৌ প্রাপ্তফলো হি ভীষ্মঃ ॥)
তস্মিন্ উপরতে শব্দে ততস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
ভীষ্মং বাগ্ভির্বাষ্পকণ্ঠাস্তমানর্চুর্মহামতিম্ ॥ ১০৩
তে স্তুবন্তশ্চ বিপ্রাগ্র্যাঃ কেশবং পুরুষোত্তমম্।
ভীষ্মঞ্চ শনকৈঃ সর্বে প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০৪
বিদিত্বা ভক্তিযোগং তু ভীষ্মস্য পুরুষোত্তমঃ।
সহসোত্থায় সংহৃষ্টো যানমেবাষপদ্যত ॥ ১০৫
কেশবঃ সাত্যকিশ্চাপি রথেনৈকেন জগ্মতুঃ।
অপরেণ মহাত্মানৌ যুধিষ্ঠির-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ১০৬
ভীমসেনো যমৌ চোভৌ রথমেকং সমাশ্রিতাঃ।
কৃপো যুযুৎসুঃ সূতশ্চ সঞ্জয়শ্চ পরন্তপঃ ॥ ১০৭
তে রথৈর্নগরাকারৈঃ প্রযাতাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
নেমিঘোষেণ মহতা কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১০৮

সংসাররোগ নাশের ঔষধ এবং দুঃখ ও শোকের হাত হইতে রক্ষাকারী ॥ ৯৬

যেমন সত্য বিষ্ণুময়, যেমন অখিল সংসার বিষ্ণুময়, যেমন সব কিছুই বিষ্ণুময়—ইহা যেমন নিশ্চিত, তদ্রূপ এই সত্যপ্রভাবে আমার পাপনাশও নিশ্চিত হউক ॥ ৯৭

হে কমলনয়ন ভগবন! হে সুরোত্তম! আমি আপনার শরণাগত ভক্ত। সকলের যে অভীষ্ট গতি, তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, আপনি সেইরূপ চিন্তা করুন ॥ ৯৮

যিনি তত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যার কারণ, জন্মবিহীন বিষ্ণু আমি এই প্রকার বাণীরূপ যজ্ঞের দ্বারা পূজা করিলাম। ইহার দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৯৯

নারায়ণই পরব্রহ্মস্বরূপ, নারায়ণই সর্ব তপোময়, নারায়ণই পরম দেবতা এবং নারায়ণই সর্বদা সর্বময় ॥১০০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণ-গতচিত্ত ভীষ্ম উক্ত প্রকারে স্তব করত পরিশেষে "নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়" বলিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ১০১

শ্রীকৃষ্ণ যোগপ্রভাবে ভীষ্মের ভক্তির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্বক ভীষ্মকে ত্রৈলোক্য দর্শন করিবার উপযোগী দিব্যজ্ঞান দান করতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ১০২

(যোগী পুরুষগণ প্রাণপ্রয়াণসময়ে অতিশয় যত্নের সহিত হৃদ্দেশে যাঁহাকে স্থাপিত করেন, সেই শ্রীহরিকে সম্মুখে দর্শন করত ভীষ্মদেব জীবনে সার্থকতা লাভ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন ॥)

ভীষ্মদেবের বাক্যাবসানে তত্রস্থ ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে মহামতি ভীষ্মদেবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৩

সেই সকল ব্রাহ্মণশিরোমণি মহর্ষিগণ ভগবান্ পুরুষোত্তম কেশবের স্তুতি করিতে করিতে ধীরে ধীরে বারংবার ভীষ্মদেবেরও প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৪

অন্যদিকে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবের সেই ভক্তির বিষয় জানিতে পারিয়া আনন্দিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রথের নিকট গমন করিলেন ॥ ১০৫

শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এক রথে এবং মহামনা যুধিষ্ঠির ও অর্জুন অন্য রথে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৬

এক রথে ভীমসেন, নকুল ও সহদেব আরোহণ করিলেন এবং কৃপাচার্য্য যুযুৎসু ও শত্রুসন্তাপদায়ী সারথি সঞ্জয় অপর রথে আরূঢ় হইলেন ॥ ১০৭

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠগণ নগরতুল্য রথে আরোহণ করত গম্ভীর রথ-নির্ঘোষে ভূতল কম্পিত করিতে করিতে যাত্রা করিলেন ॥১০৮

ততো গিরঃ পুরুষবরস্তবান্বিতা
দ্বিজেরিতাঃ পথি সুমনাঃ স শুশ্রুবে।
কৃতাঞ্জলিং প্রণতমথাপরং জনং
স কেশিহা মুদিতমনাভ্যনন্দত॥ ১০৯
ইতি স্মরন্ পঠতি চ শার্ঙ্গধন্বনঃ
শৃণোতি বা যদুকুলনন্দনস্তবম্।
স চক্রভৃৎপ্রতিহত সর্বকিল্বিষো
জনার্দনং প্রবিশতি দেহসংক্ষয়ে॥
স্তবরাজঃ সমাপ্তোঽয়ং বিষ্ণোরদ্ভুতকর্মণঃ।
গাঙ্গেয়েন পুরা গীতো মহাপাতকনাশনঃ॥
ইমং নরঃ স্তবরাজং মুমুক্ষুঃ
পঠন্ শুচিঃ কলুষিতকল্মষাপহম্।
অতীত্য লোকানমলান্ সনাতনান্
পদং স গচ্ছত্যমৃতং মহাত্মনঃ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মস্তবরাজে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৪৭

সেই সময়ে পথপার্শ্বস্থ ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও প্রসন্ন-মনে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ১০৯

অনন্তর অন্য জনগণ কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণও হৃষ্টচিত্তে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন॥ ১১০

যে ব্যক্তি শার্ঙ্গধনুর্ধারণকারী যদুকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণের এই স্তব পাঠ করে, স্মরণ করে কিম্বা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি দেহাবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিয়া থাকে—চক্রধারী শ্রীহরি তাহার সমস্ত পাপ নাশ করেন॥

গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেব পুরাকালে যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপাতকনাশক সেই বিষ্ণুর স্তবরাজ সমাপ্ত হইল॥

এই স্তবরাজ পাপীর সকল পাপনাশক, মুমুক্ষু ইহা শুদ্ধভাবে পাঠ করিলে পর নির্ম্মল সনাতন লোকসকল অতিক্রম করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় ধাম প্রাপ্ত হন॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীষ্ম-স্তবরাজ-বিষয়ক সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পরশুরামকর্তৃকক্ষত্রিয়সংহারবিষয়ে রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ স চ হৃষীকেশঃ স চ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃপাদয়শ্চ তে সর্বে চত্বারঃ পাণ্ডবাশ্চ তে॥ ১
রথৈস্তৈর্নগরপ্রখ্যৈঃ পতাকাধ্বজশোভিতৈঃ।
যযুরাশু কুরুক্ষেত্রং বাজিভিঃ শীঘ্রগামিভিঃ॥ ২
তেঽবতীর্য্য কুরুক্ষেত্রং কেশ-মজ্জাস্থিসঙ্কুলম্।
দেহন্যাসঃ কৃতো যত্র ক্ষত্রিয়ৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ॥ ৩
গজাশ্বদেহাস্থিচয়ৈঃ পর্বতৈরিব সঞ্চিতম্।
নরশীর্ষকপালৈশ্চ শঙ্খৈরিব চ সর্বশঃ॥ ৪
চিতাসহস্রপ্রচিতং বর্মশস্ত্রসমাকুলম্।
আপানভূমিং কালস্য তথা ভুক্তোজ্ঝিতামিব॥ ৫

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

[পরশুরামকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়সংহারবিষয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্, তদনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন প্রভৃতি চারি পাণ্ডব এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলে ধ্বজ-পতাকাশোভিত, নগরতুল্য বৃহৎ এবং শীঘ্রগামী অশ্বগণ সংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর কুরুক্ষেত্র অভিমুখে করিলেন॥ ১-২

যে কুরুক্ষেত্রে মহামনস্বী ক্ষত্রিয় বীরগণ দেহত্যাগ করিয়াছেন, যে স্থানটি কেশ মজ্জা এবং অস্থিতে পরিপূর্ণ, তথায় ইঁহারা সকলে অবতীর্ণ হইলেন॥ ৩

যে স্থানে হস্তী ও অশ্বের অস্থিসমূহ এবং দেহসকল সঞ্চিত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত; যেখানে শঙ্খের ন্যায় বহু শুভ্র নরমুণ্ড ও নরকপাল সমাচ্ছন্ন॥ ৪

সেই স্থানে সহস্র সহস্র চিতা জ্বলিতেছিল, কবচ, বর্ম্ম ও অস্ত্রসমূহে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং মনে হইতেছিল যেন কাল প্রথমে ভোজন ও পান করত পরে উচ্ছিষ্ট স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছেন॥ ৫

ভূতসঙ্ঘানুচরিতং রক্ষোগণনিষেবিতম্।
পশ্যন্তস্তে কুরুক্ষেত্রং যযুরাশু মহারথাঃ॥ ৬
গচ্ছন্নেব মহাবাহুঃ স বৈ যাদবনন্দনঃ।
যুধিষ্ঠিরায় প্রোবাচ জামদগ্ন্যস্য বিক্রমম্॥ ৭
অমী রামহ্রদাঃ পঞ্চ দৃশ্যন্তে পার্থ দূরতঃ।
তেষু সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ ক্ষত্রিয়শোণিতৈঃ॥ ৮
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বসুধাং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
ইহেদানীং ততো রামঃ কর্মণো বিররাম হ॥ ৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী কৃতা নিঃক্ষত্রিয়া পুরা।
রামেণেতি তথাহ্হথ ত্বমত্র মে সংশয়ো মহান্॥ ১০
ক্ষত্রবীজং যথা দগ্ধং রামেণ যদুপুঙ্গব।
কথং ভূয়ঃ সমুৎপত্তিঃ ক্ষত্রস্যামিতবিক্রম॥ ১১
মহাত্মনা ভগবতা রামেণ যদুপুঙ্গব।
কথমুৎসাদিতং ক্ষত্রং কথং বৃদ্ধিমুপাগতম্॥ ১২
মহতা রথযুদ্ধেন কোটিশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ।
তথাভূচ্চ মহী কীর্ণা ক্ষত্রিয়ৈর্বদতাং বর॥ ১৩
কিমর্থং ভার্গবেণেদং ক্ষত্রমুৎসাদিতং পুরা।
রামেণ যদুশার্দূল কুরুক্ষেত্রে মহাত্মনা॥ ১৪
এতস্মে ছিন্ধি বার্ষ্ণেয় সংশয়ং তার্ক্ষ্যকেতন।
আগমো হি পরঃ কৃষ্ণ ত্বত্তো নো বাসবানুজ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যথাবৎ স গদাগ্রজঃ প্রভুঃ
শশংস তস্মৈ নিখিলেন তত্ত্বতঃ।
যুধিষ্ঠিরায়াপ্রতিমৌজসে তদা
যথাভবৎ ক্ষত্রিয়সঙ্কুলা মহী॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রামোপাখ্যানে অষ্টচত্বারিংশোধ্যায়ঃ॥ ৪৮

যেখানে দলে দলে ভূতগণ বিচরণ করিতেছিল সেই কুরুক্ষেত্র দর্শন করিতে করিতে সেই মহারথিগণ দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন॥৬

মহাবাহু ভগবান্ যাদবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরকে জামদগ্ন্যকুমার পরশুরামের বিক্রম বিষয় বলিতে লাগিলেন॥ ৭

হে কুন্তীনন্দন! ঐ দূরে যে পঞ্চ হ্রদ দেখা যাইতেছে, উহারা রামহ্রদ নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে তিনি (পরশুরাম) ক্ষত্রিয়-গণের রক্তদ্বারা পিতৃপুরুষের তর্পণ করিয়াছিলেন॥ ৮

পুরাকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এইস্থানে আগমন করত ক্ষত্রিয় সংহার ব্যাপার হইতে বিরত হইয়াছিলেন॥ ৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রভু! পুরাকালে পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন—আপনি এই যে কথা বলিতেছেন; এবিষয়ে আমার অত্যন্ত সংশয় হইতেছে॥ ১০

অতিপরাক্রমী যদুশ্রেষ্ঠ! যখন পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের বীজ একেবারে নষ্ট করিয়া দিলেন তখন পুনরায় সেই ক্ষত্রিয় জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইল? ১১

যদুপুঙ্গব! মহাত্মা ভগবান্ পরশুরাম কি কারণে ক্ষত্রিয়-জাতিকে সংহার করিয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা সেই ক্ষত্রিয় জাতির পুনরায় বৃদ্ধি সম্ভব হইল? ১২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! পরশুরাম রথযুদ্ধে কোটি কোটি ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিয়াছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়-শবে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল॥ ১৩

হে যদুশ্রেষ্ঠ! পুরাকালে ভৃগুবংশীয় মহাত্মা পরশুরাম কি জন্য এই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়াছিলেন? ১৪

বৃষ্ণিনন্দন! গরুড়ধ্বজ! উপেন্দ্র! কৃষ্ণ! আপনি আমার সন্দেহ নিবারণ করুন; কারণ, আপনি শাস্ত্রেরও পর (শ্রেষ্ঠ)॥ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রশ্ন করিলে গদাগ্রজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিমতেজস্বী যুধিষ্ঠিরকে ঐ বৃত্তান্ত সকল যথাযথভাবে বলিতে লাগিলেন· যেরূপে ক্ষত্রিয়-কুলের শবে কুরুক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল॥১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে পরশুরাম-উপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[পরশুরামস্যোপাখ্যানম্—ক্ষত্রিয়াণাং বিনাশঃ, পুনরুৎপত্তিশ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু কৌন্তেয় রামস্য প্রভাবো যো ময়া শ্রুতঃ।
মহর্ষীণাং কথয়তাং বিক্রমং তস্য জন্ম চ ॥ ১

যথা চ জামদগ্ন্যেন কোটিশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ।
উদ্‌ভূতা রাজবংশেষু যে ভূয়ো ভারতে হতাঃ ॥ ২

জহ্নোরজস্তু তনয়ো বলাকাশ্বস্তু তৎসুতঃ।
কুশিকো নাম ধর্মজ্ঞস্তস্য পুত্রো মহীপতে ॥ ৩

অগ্র্যং তপঃ সমাতিষ্ঠৎ সহস্রাক্ষসমো ভুবি।
পুত্রং লভেয়মজিতং ত্রিলোকেশ্বরমিত্যুত ॥ ৪

তমুগ্রতপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
সমর্থং পুত্রজননে স্বয়মেবাভ্যপদ্যত ॥ ৫

পুত্রত্বমগমদ্ রাজংস্তস্য লোকেশ্বরেশ্বরঃ।
গাধির্নামাভবৎ পুত্রঃ কৌশিকঃ পাকশাসনঃ ॥ ৬

তস্য কন্যাভবদ্ রাজন্ নাম্না সত্যবতী প্রভো।
তাং গাধির্ভৃগুপুত্রায় সর্চীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥ ৭

তস্যাঃ প্রীতঃ স শৌচেন ভার্গবঃ কুরুনন্দন।
পুত্রার্থং শ্রপয়ামাস চরুং গাধেস্তথৈব চ ॥ ৮

আহূয়োবাচ তাং ভার্য্যাং সর্চীকো ভার্গবস্তদা।
উপযোজ্যশ্চরুরয়ং ত্বয়া মাত্রাপ্যয়ং তব ॥ ৯

তস্যা জনিষ্যতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
অজয্যঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনঃ ॥ ১০

তবাপি পুত্রং কল্যাণি ধৃতিমন্তং শমাত্মকম্।
তপোঽন্বিতং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চরুরেষ বিধাস্যতি ॥ ১১

ইত্যেবমুক্ত্বা তাং ভার্য্যাং সর্চীকো ভৃগুনন্দনঃ।
তপস্যভিরতঃ শ্রীমান্ জগামারণ্যমেব হি ॥ ১২

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[পরশুরামের উপাখ্যান—ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ ও পুনরায় উৎপত্তি।]

বাসুদেব বলিলেন—কুন্তীনন্দন! আমি মুনিগণের মুখ হইতে পরশুরামের প্রভাব, পরাক্রম ও জন্মকথা যেরূপ শুনিয়াছি তদ্রূপ বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১

যে প্রকারে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কোটি কোটি ক্ষত্রিয়কে সংহার করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষত্রিয়গণ রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন এবং পুনরায় তাঁহারা ভারত-যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন (তৎসমুদয় বলিতেছি) ॥ ২

পুরাকালে জহ্নু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম অজ। পৃথিবীপতি! অজ হইতে বলাকাশ্বনামক পুত্রের জন্ম হয়, বলাকাশ্বের পুত্রের নাম কুশিক—কুশিক বিশেষ ধর্মজ্ঞ ছিলেন ॥ ৩

পৃথিবীতে ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী সেই কুশিক ত্রিভুবন-শাসক ও সকলের অপরাজেয় পুত্রলাভেচ্ছু হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥ ৪

তাঁহার সেই উগ্র তপস্যা দর্শন করিয়া তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ পুত্র-জননে সমর্থ জাত হইয়া লোকপালগণের প্রভু সহস্রাক্ষ পাকশাসন ইন্দ্র স্বয়ংই তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম লইয়াছিলেন। রাজন্! সেই কুশিক-পুত্র গাধি নামে প্রসিদ্ধ হন ॥ ৫-৬

প্রভাবশালী রাজন্! তৎপরে গাধিরাজার একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিল; তাহার নাম সত্যবতী। গাধিরাজা সেই কন্যাটিকে ভৃগুর পুত্র ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৭

কৌরবনন্দন! ঋচীক সত্যবতীর পবিত্রতা গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রের জন্য এবং গাধির পুত্রের জন্যও দুইটি চরু পাক করাইলেন ॥ ৮

তখন ভৃগুবংশীয় ঋচীক স্বীয় পত্নী সত্যবতীকে ডাকিয়া বলিলেন—এই চরু তুমি ভক্ষণ করিবে এবং এই দ্বিতীয় চরু তোমার মাতা ভোজন করিবেন ॥ ৯

তোমার মাতা এই চরু ভক্ষণ করিলে অত্যন্ত তেজস্বী ক্ষত্রিয় শিরোমণি একটি পুত্র হইবে। তাহাকে জগতে কোন ক্ষত্রিয় পরাজিত করিতে পারিবে না। তিনি বীর ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিবেন ॥ ১০

কল্যাণি! তুমি এই চরু ভক্ষণ করিলে তোমারও একটি ধৈর্য্য-বান্, শান্ত, তপস্যাপরায়ণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পুত্র উৎপন্ন হইবে ॥ ১১

স্বীয় পত্নীকে এইরূপ বলিয়া ভৃগুনন্দন ঋচীক মুনি তপস্যা করিবার মানসে বন উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ॥ ১২

এতস্মিন্নেব কালে তু তীর্থযাত্রাপরো নৃপঃ।
গাধিঃ সদারঃ সম্প্রাপ্তঃ সর্চীকস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ১৩
চরুদ্বয়ং গৃহীত্বা চ রাজন্ সত্যবতী তদা।
ভর্ত্তুর্বাক্যং তদাব্যগ্রা মাত্রে হৃষ্টা ন্যবেদয়ৎ ॥১৪
মাতা তু তস্যাঃ কৌন্তেয় দুহিত্রে স্বং চরুং দদৌ।
তস্যাশ্চরুমথাজ্ঞানাদাত্মসংস্থং চকার হ ॥ ১৫
অথ সত্যবতী গর্ভং ক্ষত্রিয়ান্তকরং তদা।
ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ঘোরদর্শনম্ ॥ ১৬
তামৃচীকস্তদা দৃষ্ট্বা তস্যা গর্ভগতং দ্বিজম্।
অব্রবীদ্ ভৃগুশার্দূলঃ স্বাং ভার্য্যাং দেবরূপিণীম্ ॥ ১৭
মাত্রাসি ব্যংসিতা ভদ্রে চরুব্যত্যাসহেতুনা।
ভবিষ্যতি হি তে পুত্রঃ ক্রূরকর্মাত্যমর্ষণঃ ॥ ১৮
উৎপৎস্যতি চ তে ভ্রাতা ব্রহ্মভূতস্তপোরতঃ।
বিশ্বং হি ব্রহ্ম সুমহচ্চরৌ তব সমাহিতম্ ॥ ১৯
ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ সকলং তব মাত্রে সমর্পিতম্।
বিপর্য্যয়েণ তে ভদ্রে নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ২০

মাতুস্তে ব্রাহ্মণো ভূয়াৎ তব চ ক্ষত্রিয়ঃ সুতঃ।
সৈবমুক্তা মহাভাগা ভর্ত্রা সত্যবতী তদা ॥ ২১
পপাত শিরসা তস্মৈ বেপন্তী চাব্রবীদিদম্।
নার্হোঽসি ভগবন্নদ্য বক্তুমেবংবিধং বচঃ।
ব্রাহ্মণাপসদং পুত্রং প্রাপ্স্যসীতি হি মাং প্রভো ॥ ২২

ঋচীক উবাচ।

নৈষ সঙ্কল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথা ত্বয়ি।
উগ্রকর্মা সমুৎপন্নশ্চরুব্যত্যাসহেতুনা ॥ ২৩

সত্যবত্যুবাচ

ইচ্ছঁল্লোকানপি মুনে সৃজেথাঃ কিং পুনঃ সুতম্।
শমাত্মকমৃজুং পুত্রং দাতুমর্হসি মে প্রভো

ঋচীক উবাচ।

নোক্তপূর্বানৃতং ভদ্রে স্বৈরেষপি কদাচন।
কিমুতাগ্নিং সমাধায় মন্ত্রবচ্চরুসাধনে ॥ ২৫
দৃষ্টমেতৎ পুরা ভদ্রে জ্ঞাতঞ্চ তপসা ময়া।
ব্রহ্মভূতং হি সকলং পিতুস্তব কুলং ভবেৎ ॥ ২৬

সে সময়ে তীর্থ-পর্য্যটন করিতে করিতে সপত্নীক রাজা গাধি ঋচীকমুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩

রাজন্! তখন সত্যবতী সেই দুই চরু গ্রহণ করিয়া শান্তভাবে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আনন্দের সহিত মাতাকে ভর্ত্তার বাক্যসকল নিবেদন করিলেন ॥ ১৪

কুন্তীনন্দন! সত্যবতীর মাতা অনবধানবশতঃ সত্যবতীকে নিজের চরু অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং সত্যবতীর চরু ভক্ষণ করিলেন ॥ ১৫

তদনন্তর সত্যবতী স্বীয় তেজস্বী দেহে এক ভীষণাকৃতি ক্ষত্রিয়সংহারকারী গর্ভ ধারণ করিলেন ॥ ১৬

তখন ভৃগুশ্রেষ্ঠ ঋচীক গর্ভগত বালককে দেখিয়া দেবরূপিণী স্বীয় পত্নীকে বলিলেন—ভদ্রে! তোমার মাতা চরু পরিবর্ত্তন দ্বারা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তোমার পুত্র অত্যন্ত ক্রোধী ও ক্রূর কর্ম্মকারী হইবে ॥ ১৭-১৮

পরন্তু তোমার ভ্রাতা ব্রাহ্মণ-স্বরূপ এবং তপস্যাপরায়ণ হইবে; কারণ, তোমার চরুতে মহান্ ব্রহ্মতেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম এবং তোমার মাতার চরুতে ক্ষত্রিয়যোগ্য বল-পরাক্রম ও তেজের সমাবেশ করিয়াছিলাম। কল্যাণি! চরু পরিবর্ত্তনের ফলে ঐরূপ আর হইবে না, তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে এবং তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে ॥১৯-২০॥

পতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাভাগা সত্যবতী কাঁপিতে কাঁপিতে পতির চরণে পতিত হইলেন এবং বলিলেন—প্রভু! ভগবন্! আজ আমাকে এইরূপ বাক্য আর বলিবেন না যে "তোমার একটি ব্রাহ্মণাধম পুত্র হইবে" ॥ ২১-২২

ঋচীক বলিলেন— ভদ্রে! তোমার এতাদৃশ পুত্র হইবে এইরূপ সঙ্কল্প আমি করি নাই, কিন্তু চরু পরিবর্ত্তনের ফলে-ই তোমার উগ্রকর্ম্মা পুত্র হইবে ॥২৩

সত্যবতী বলিলেন—মুনে! আপনি ইচ্ছা করিলে নূতন ত্রিভুবন সৃষ্টি করিতে পারেন; ইচ্ছানুরূপ পুত্রের কথা আর কি বলিব? প্রভু! অতএব আমাকে একটি শান্ত ও সরল পুত্র দান করুন ॥ ২৪

ঋচীক বলিলেন—ভদ্রে! আমি পূর্ব্বে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিহাসচ্ছলেও কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই। এক্ষণে অগ্নিস্থাপন করত মন্ত্রপ্রযুক্ত চরু নির্ম্মাণকালে যে সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে? ২৫

কল্যাণি! তপস্যা দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই ইহা আমি দেখিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে,—তোমার পিতার সমগ্র কুল ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে ॥ ২৬

সত্যবত্যুবাচ।
কামমেবং ভবেৎ পৌত্রো মমেহ তব চ প্রভো।
শমাত্মকমহং পুত্রং লভেয়ং জপতাং বর ॥ ২৭

ঋচীক উবাচ।
পুত্রে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রে চ বরবর্ণিনি।
যথা ত্বয়োক্তং বচনং তথা ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ২৮

বাসুদেব উবাচ।
ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস ভার্গবম্।
তপস্যভিরতং শান্তং জমদগ্নিং যতব্রতম্ ॥ ২৯
বিশ্বামিত্রঞ্চ দায়াদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ।
যঃ প্রাপ ব্রহ্মসমিতং বিশ্বৈর্ব্রহ্মগুণৈর্যুতম ॥ ৩০
ঋচীকো জনয়ামাস জমদগ্নিং তপোনিধিম্।
সোঽপি পুত্রং হ্যজনয়জ্জমদগ্নিং সুদারুণম্ ॥ ৩১
সর্ববিদ্যান্তগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥ ৩২

তোষয়িত্বা মহাদেবং পর্বতে গন্ধমাদনে।
অস্ত্রাণি বরয়ামাস পরশুং চাতিতেজসম্ ॥ ৩৩
স তেনাকুণ্ঠধারেণ জ্বলিতানলবর্চসা।
কুঠারেণাপ্রমেয়েণ লোকেষ্বপ্রতিমোঽভবৎ ॥ ৩৪
এতস্মিন্নেব কালে তু কৃতবীর্য্যাত্মজো বলী।
অর্জুনো নাম তেজস্বী ক্ষত্রিয়ো হৈহয়াধিপঃ ॥ ৩৫
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন রাজা বাহুসহস্রবান্।
চক্রবর্তী মহাতেজা বিপ্রাণামাশ্বমেধিকে ॥ ৩৬
দদৌ স পৃথিবীং সর্বাং সপ্তদ্বীপাং সপর্বতাম্।
স্ববাহ্বস্ত্রবলেনাজৌ জিত্বা পরমধর্মবিৎ ॥ ৩৭
তৃষিতেন চ কৌন্তেয় ভিক্ষিতশ্চিত্রভানুনা।
সহস্রবাহুবিক্রান্তঃ প্রাদাদ্ ভিক্ষামথাগ্নয়ে ॥ ৩৮
গ্রামান্ পুরাণি রাষ্ট্রাণি ঘোষাংশ্চৈব তু বীর্য্যবান্।
জজ্বাল তস্য বাণাগ্রাচ্চিত্রভানুর্দিধক্ষয়া ॥ ৩৯
স তস্য পুরুষেন্দ্রস্য প্রভাবেণ মহৌজসঃ।
দদাহ কার্তবীর্যস্য শৈলানথ বনস্পতীন্ ॥ ৪০

সত্যবতী বলিলেন—প্রভো! আপনি জাপক ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ। আপনার এবং আমার একটি উগ্রস্বভাব পৌত্র হউক ইহা ভাল, কিন্তু আমায় একটি শান্তস্বভাব পুত্র দান করুন ॥ ২৭

ঋচীক বলিলেন—সুন্দরি! আমার নিকট পুত্র ও পৌত্রের কোন পার্থক্য নাই। ভদ্রে! তুমি যেরূপ বলিবে, সেইরূপই হইবে ॥ ২৮

বাসুদেব বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর সত্যবতী শান্ত সংযমপরায়ণ ও তপস্বী ভৃগুবংশীয় জমদগ্নিকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন ॥ ২৯

কুশিকনন্দন গাধি বিশ্বামিত্রনামক পুত্র প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন যে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩০

ঋচীকমুনি তপোনিধি জমদগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। সেই জমদগ্নিও যথাকালে সকলবিদ্যায় পারগামী, ধনুর্বেদে পারদর্শী, শ্রেষ্ঠ বীর, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, অতি ক্রূরস্বভাব, ক্ষত্রিয়হন্তা রামনামক (পরশুরাম) একটি পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৩১-৩২

সেই পরশুরাম গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহাদেবকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করত বররূপে অনেক প্রকার অস্ত্র এবং অত্যন্ত তেজস্বী কুঠার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩

সেই পরশুর ধার কখনও কুণ্ঠিত হইত না এবং প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দৃষ্ট হইত। সেই অপ্রমেয় শক্তিশালী কুঠারের শক্তিতে পরশুরাম জগতে অতুলনীয়, বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪

সেই সময়ে হৈহয়াধিপতি কৃতবীর্য্যরাজার পুত্র, ক্ষত্রিয় ও পরম ধর্ম্মজ্ঞ, মহাতেজস্বী, চক্রবর্ত্তী রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দত্তাত্রেয় মুনির অনুগ্রহে সহস্রবাহু ও সার্ব্বভৌম হইয়া বাহুবলে ও অস্ত্রবলে বন, পর্ব্বত ও সমুদ্রের সহিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে বিজয়পূর্ব্বক অশ্বমেধযজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন ॥ ৩৫-৩৭

কুন্তীনন্দন! একদা ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া অগ্নিদেব পরাক্রমশালী সহস্রবাহু অর্জ্জুনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। অর্জ্জুনও তাঁহাকে প্রার্থিত বিষয় ভিক্ষা দেন ॥ ৩৮

তদনন্তর বলশালী অগ্নিদেব গ্রাম, গোষ্ঠ, নগর ও রাষ্ট্রকে ভস্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বাণের অগ্রভাগে প্রজ্বলিত হইলেন ॥ ৩৯

অনন্তর সেই অগ্নিদেব মহাপরাক্রমশালী রাজা কার্ত্তবীর্য্যের প্রভাবে পর্ব্বত ও বনস্পতিগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০

স শূন্যমাশ্রমং রম্যমাপবস্য মহাত্মনঃ।
দদাহ পবনেনেদ্ধশ্চিত্রভানুঃ সহৈহয়ঃ ॥ ৪১
আপবস্তু ততো রোষাচ্ছশাপার্জুনমচ্যুত।
দগ্ধেঽঽশ্রমে মহাবাহো কার্ত্তবীর্য্যেণ বীর্য্যবান্ ॥৪২
ত্বয়া ন বর্জ্জিতং যস্মান্মমেদং হি মহদ্ বনম্।
দগ্ধং তস্মাদ্ রণে রামো বাহূংস্তে ছেৎস্যতেঽর্জুন ॥ ৪৩
অর্জুনস্তু মহাতেজা বলী নিত্যং শমাত্মকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ দাতা শূরশ্চ ভারত ॥ ৪৪
নাচিন্তয়ৎ তদা শাপং তেন দত্তং মহাত্মনা।
তস্য পুত্রাস্তু বলিনঃ শাপেনাসন্ পিতুর্বধে ॥ ৪৫
নিমিত্তাদবলিপ্তা বৈ নৃশংসাশ্চৈব সর্বদা।
জমদগ্নিধেন্বাস্তে বৎসমানিন্যুর্ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
অজ্ঞাতং কার্ত্তবীর্য্যেণ হৈহয়েন্দ্রেণ ধীমতা।
তন্নিমিত্তমভূদ্ যুদ্ধং জামদগ্নের্মহাত্মনঃ ॥ ৪৭
ততোঽর্জুনস্য বাহূংস্তাংশ্ছিত্ত্বা রামো রুষান্বিতঃ।
তং ভ্রমন্তং ততো বৎসং জামদগ্ন্যঃ স্বমাশ্রমম্ ॥৪৮
প্রত্যানয়ত্ত রাজেন্দ্র তেষামন্তঃপুরাৎ প্রভুঃ।
অর্জুনস্য সুতাস্তে তু সম্ভূয়াবুদ্ধয়স্তদা ॥ ৪৯
গত্বাঽঽশ্রমমসম্বদ্ধা জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
অপাতয়ন্ত ভল্লাগ্রৈঃ শিরঃ কায়ান্নরাধিপ ॥ ৫০
সমিৎকুশার্থং রামস্য নির্যাতস্য যশস্বিনঃ।
ততঃ পিতৃবধামর্ষাদ্ রামঃ পরমমন্যুমান্ ॥ ৫১
নিঃক্ষত্রিয়াং প্রতিশ্রুত্য মহীং শস্ত্রমগৃহ্নত।
ততঃ স ভৃগুশার্দূলঃ কার্ত্তবীর্য্যস্য বীর্য্যবান্ ॥ ৫২
বিক্রম্য নিজঘানাশু পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ সর্বশঃ।
স হৈহয়সহস্রাণি হত্বা পরমমন্যুমান্ ॥ ৫৩
চকার ভার্গবো রাজন্ মহীং শোণিতকর্দমাম।
স তথা-ঽশু মহাতেজাঃ কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥ ৫৪
কৃপয়া পরয়াঽঽবিষ্টো বনমেব জগাম হ।
ততো বর্ষসহস্রেষু সমতীতেষু কেষুচিৎ ॥ ৫৫

পবনসহায়ে উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত অগ্নিদেব হৈহয়রাজকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা আপবমুনির শূন্য এবং সুন্দর আশ্রম প্রজ্বলিত করত ভস্মসাৎ করিলেন ॥ ৪১

মহাবাহু অচ্যুত! কার্ত্তবীর্য্য দ্বারা আপন আশ্রম প্রজ্বলিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া শক্তিশালী আপব মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কৃতবীর্য্য-পুত্র অর্জুনকে অভিসম্পাত করিলেন ॥ ৪২

অর্জুন! যেহেতু তুমি আমার এই বিশাল বনকে দগ্ধ না করিয়া পরিত্যাগ কর নাই, সেইহেতু পরশুরাম যুদ্ধে তোমার এই বাহুসকল ছেদন করিবেন ॥ ৪৩

ভারত! অর্জুন মহাতেজস্বী, শক্তিমান্, সমগুণসম্পন্ন, ব্রাহ্মণ-সেবক, শরণাগতের আশ্রয়দাতা, দানশীল ও শূর ছিলেন ॥ ৪৪

অতএব তখন মহাত্মাপ্রদত্ত শাপ-বিষয়ে তিনি কোন চিন্তা করেন নাই। শাপহেতু তাঁহার বলবান্ পুত্রই পিতার বধের কারণ হইয়াছিল ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই শাপ-হেতু সর্ব্বদা পুরকর্ম্মকারী গর্ব্বিত রাজকুমারগণ একদিন জমদগ্নিমুনির হোমধেনুর বৎস অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৪৬

যদিও ঐ বৎস অপহরণবিষয়ে বুদ্ধিমান্ হৈহয়রাজ কার্ত্তবীর্য্য জানিতেন না? তথাপি তজ্জন্ত মহাত্মা পরশুরামের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৪৭

রাজেন্দ্র! তখন ক্রুদ্ধ প্রভাবশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম অর্জুনের ভুজসকল ছেদন করত ইতস্ততঃ বিচরণশীল সেই বৎসকে হৈহয়রাজের অন্তঃপুর হইতে নিজ আশ্রমে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ই

নরাধিপ! যখন মহাযশস্বী পরশুরাম সমিধ্ ও কুশ আহরণ জন্য আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছিলেন, তখন কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের বুদ্ধিহীন পুত্রগণ একত্রিত হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে গমন করত ভল্লাগ্রদ্বারা তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিযুক্ত করিয় দিলেন ॥ ৪৯-৫০ই

তদনন্তর পিতৃবধের বিষয় জ্ঞাত হইলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫১ই

তদনন্তর ভৃগুশ্রেষ্ঠ শক্তিমান্ পরশুরাম স্বীয় বিক্রম দ্বারা অর্জুনের সকল পুত্র এবং পৌত্রগণকে শীঘ্র সংহার করিলেন ॥ ৫২ই

রাজন্! অতিশয় ক্রোধী পরশুরাম সহস্র সহস্র হৈহয়বংশীয় বীরগণকে নিহত করত পৃথিবীকে শোণিত কর্দ্দমময় করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ই

এই প্রকারে শীঘ্র পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া মহাতেজস্বী পরশুরাম অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে বনে গমন করিয়াছিলেন। ৫৪ই

তদনন্তর বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে স্বভাবতঃ ক্রোধশীল পরশুরাম সেখানে একদিন আক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥৫৫ই

ক্ষেপং সম্প্রাবাংস্তত্র প্রকৃত্যা কোপনঃ প্রভুঃ।
বিশ্বামিত্রস্য পৌত্রস্তু রৈভ্যপুত্রো মহাতপাঃ॥ ৫৬
পরাবসুর্মহারাজ ক্ষিপ্ত্বাহহহ জনসংসদি।
যে তে যযাতিপতনে যজ্ঞে সন্তঃ সমাগতাঃ॥ ৫৭
প্রতর্দনপ্রভৃতয়ো রাম কিং ক্ষত্রিয়া ন তে।
মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো রাম ত্বং কত্থসে জনসংসদি॥ ৫৮
ভয়াৎ ক্ষত্রিয়বীরাণাং পর্বতং সমুপাশ্রিতঃ।
সা পুনঃ ক্ষত্রিয়শতৈঃ পৃথিবী সর্বতঃ স্তৃতা॥ ৫৯
পরাবসোর্বচঃ শ্রুত্বা শস্ত্রং জগ্রাহ ভার্গব।
ততো যে ক্ষত্রিয়া রাজন্ শতশস্তেন বর্জিতাঃ॥ ৬০
তে বিবৃদ্ধা মহাবীর্য্যাঃ পৃথিবীপতয়োঽভবন্।
স পুনস্তান্ জঘানাশু বালানপি নরাধিপ॥ ৬১
গর্ভস্থৈস্তু মহী ব্যাপ্তা পুনরেবাভবৎ তদা।
জাতং জাতং স গর্ভং তু পুনরেব জঘান হ॥ ৬২
অরক্ষংশ্চ সুতান্ কাংশ্চিৎ তদা ক্ষত্রিয়যোষিতঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ॥৬৩
দক্ষিণামশ্বমেধান্তে কশ্যপায়াদদৎ ততঃ।
স ক্ষত্রিয়াণাং শেষার্থং করেণোদ্দিশ্য কশ্যপঃ॥ ৬৪
স্রুক্প্রগ্রহবতা রাজংস্ততো বাক্যমথাব্রবীৎ।
গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে॥ ৬৫
ন তে মদ্বিষয়ে রাম বস্তব্যমিহ কর্হিচিৎ।
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্মমে॥ ৬৬
সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্তমহীতলম্।
কশ্যপস্তাং মহারাজ প্রতিগৃহ্য বসুন্ধরাম্॥ ৬৭
কৃত্বা ব্রাহ্মণসংস্থাং বৈ প্রবিষ্টঃ সুমহদ্ বনম্।
ততঃ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চ যথা স্বৈরপ্রচারিণঃ॥ ৬৮
অবর্তন্ত দ্বিজাগ্র্যাণাং দারেষু ভরতর্ষভ।
অরাজকে জীবলোকে দুর্বলা বলবত্তরৈঃ॥ ৬৯
পীড্যন্তে ন হি বিপ্রেষু প্রভুত্বং কস্যচিৎ তদা।
ততঃ কালেন পৃথিবী পীড্যমানা দুরাত্মভিঃ॥ ৭০
বিপর্য্যয়েণ তেনাশু প্রবিবেশ রসাতলম্।
অরক্ষ্যমাণা বিধিবৎ ক্ষত্রিয়ৈর্ধর্মরক্ষিভিঃ॥ ৭১

মহারাজ! বিশ্বামিত্রের পৌত্র, রৈভ্যের পুত্র মহাতপস্বী পরাবসু একদিন মহতী সভায় পরশুরামকে নিন্দা করত বলিয়াছিলেন—রাম! যযাতির স্বর্গ হইতে পতন সময়ে যে যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহাতে আগমনকারী প্রতর্দন প্রভৃতি সাধুগণ কি ক্ষত্রিয় ছিলেন না? তোমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা, সুতরাং জনসমাজে কেন মিথ্যা আত্মশ্লাঘা করিতেছ? আমরা মনে করি, তুমি বীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছ। পুনরায় এখন সমগ্র পৃথিবী শত শত ক্ষত্রিয়ে পরিপূর্ণ॥ ৫৬-৫৯

রাজন্! পরাবসুর এই কথা শ্রবণ করত ভৃগুবংশীয় পরশুরাম পুনরায় অস্ত্রগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে শত শত ক্ষত্রিয়গণকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন॥ ৬০২

নরেশ্বর! তিনি পুনরায় বালক ক্ষত্রিয়গণকেও শীঘ্রই সংহার করিলেন। তদনন্তর গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়গণে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল। তখন পরশুরাম যে যে ক্ষত্রিয় জন্মিতে লাগিল, বারংবার সেই সেই ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিতে লাগিলেন। তখন ক্ষত্রিয় রমণীগণ কিছু সংখ্যক পুত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৬১-৬২২

এইভাবে শক্তিশালী পরশুরাম এই পৃথিবীকে একুশ বার নিঃক্ষত্রিয় করত অশ্বমেধ যজ্ঞান্তে কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন॥ ৬৩২

রাজন্! তদনন্তর হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার মানসে কশ্যপ স্রুক্‌যুক্ত হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করত বলিতে লাগিলেন,—মহামুনি রাম! এখন তুমি দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে গমন কর। কোন সময়েই তুমি আমার রাজ্যে কখনও বাস করিবে না॥ ৬৪ ৬৫২

তদনন্তর সমুদ্র সহসা পরশুরামের বাসের জন্য আপন জল মধ্যে শূর্পারকনামক দেশ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাহার অপর নাম অপরান্ত ভূমি॥ ৬৬২

মহারাজ! কশ্যপ এই পৃথিবীকে দানরূপে প্রতিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণগণের অধীনস্থ করিয়া গহন কাননে প্রস্থান করিলেন॥ ৬৭২

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন স্বেচ্ছাচারী বৈশ্য ও শূদ্রগণ শ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণের স্ত্রীগণের সহিত অনাচার করিতে লাগিল॥ ৬৮২

সারাজগতে অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। প্রবলেরা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল এবং তখন ব্রাহ্মণগণের কোন প্রভুত্ব রহিল না॥ ৬৯২

তদনন্তর কালক্রমে দুরাত্মা মনুষ্যগণ নিজেদের অত্যাচারে পৃথিবীকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মরক্ষক ক্ষত্রিয়েরা যথাবিধানে রক্ষা করিতে না থাকায় এবং সেইরূপ ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হওয়ায় পৃথিবী রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন॥ ৭০-৭১

তাং দৃষ্ট্বা দ্রবতীং তত্র সন্ত্রাসাৎ স মহামনাঃ।
উরুণা ধারয়ামাস কশ্যপঃ পৃথিবীং ততঃ ॥ ৭২
ধৃতা তেনোরুণা যেন তেনোর্ব্বীতি মহী স্মৃতা।
রক্ষণার্থং সমুদ্দিশ্য যযাচে পৃথিবী তদা ॥ ৭৩
প্রসাদ্য কশ্যপং দেবী বরয়ামাস ভূমিপম্।

পৃথিব্যুবাচ।

সন্তি ব্রহ্মন্ ময়া গুপ্তাঃ স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়পুঙ্গবাঃ ॥ ৭৪
হৈহয়ানাং কুলে জাতাস্তে সংরক্ষন্তু মাং মুনে।
অস্তি পৌরবদায়াদো বিদূরথসুতঃ প্রভো ॥ ৭৫
ঋক্ষৈঃ সংবর্ধিতো বিপ্র ঋক্ষবত্যথ পর্বতে।
তথানুকম্পমানেন যজ্বনাথামিতৌজসা ॥ ৭৬
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবৎ তস্য স দ্বিজঃ ॥ ৭৭
সর্ব্বকর্ম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
শিবিপুত্রো মহাতেজা গোপতির্নাম নামতঃ ॥ ৭৮
বনে সংবর্ধিতো গোভিঃ সোঽভিরক্ষতু মাং মুনে।

ভয়ে পৃথিবীকে রসাতলে পলায়ন করিতে দেখিয়া মহামনস্বী কশ্যপ তাঁহাকে নিজ উরুতে ধারণ করিলেন ॥ ৭২ ॥

কশ্যপ উরুতে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবী 'উর্ব্বী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তখন পৃথিবী দেবী আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কশ্যপকে প্রসন্ন করত ভূপাললাভের বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৭৩½

পৃথিবী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি হৈহয়বংশীয় কতকগুলি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠকে স্ব স্ব জননী গর্ভে রক্ষা করিয়াছি, তাহারা আমাকে পালন করুন ॥ ৭৪½

বিপ্র! প্রভো! পুরুবংশীয় বিদূরথের একটি পুত্র ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে আছে; ভল্লুকেরা তাহাকে পালন করত বর্দ্ধিত করিয়াছে ॥ ৭৫½

এই প্রকারে অমিত শক্তিশালী যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষি পরাশর দয়াপরবশ হইয়া সৌদাসের একটি পুত্রকে রক্ষা করিয়াছেন সেই রাজকুমার দ্বিজ (ক্ষত্রিয়) হইয়াও শূদ্রের ন্যায় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সর্ব্বকর্ম্মা নামে খ্যাত হইয়াছে। তিনি রাজা হইয়া আমায় রক্ষা করুন ॥ ৭৬-৭৭½

মুনি! বনমধ্যে গোগণ শিবির পুত্র মহাতেজা গোপতিকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছে। আপনার অনুমতি হইলে তিনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন ॥ ৭৮½

প্রতর্দনস্য পুত্রস্তু বৎসো নাম মহাবলঃ ॥ ৭৯
বৎসৈঃ সংবর্ধিতো গোষ্ঠে স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ।
দধিবাহনপৌত্রস্তু পুত্রো দিবিরথস্য চ ॥ ৮০
গুপ্তঃ স গৌতমেনাসীদ্ গঙ্গাকূলেঽভিরক্ষিতঃ।
বৃহদ্রথো মহাতেজা ভূরিভূতিপরিষ্কৃতঃ ॥ ৮১
গোলাঙ্গুলৈর্মহাভাগো গৃধ্রকূটেঽভিরক্ষিতঃ।
মরুত্তস্যান্ববায়ে চ রক্ষিতাঃ ক্ষত্রিয়াত্মজাঃ ॥ ৮২
মরুৎপতিসমা বীর্য্যে সমুদ্রেণাভিরক্ষিতাঃ।
এতে ক্ষত্রিয়দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ ॥ ৮৩
ভোকার-হেমকারাদিজাতিং নিত্যং সমাশ্রিতাঃ।
যদি মামভিরক্ষন্তি ততঃ স্থাস্যামি নিশ্চলা ॥ ৮৪
এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ।
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥ ৮৫
তেষামপচিতিশ্চৈব ময়া কার্য্যা মহামুনে।
ন হ্যহং কাময়ে নিত্যমতিক্রান্তেন রক্ষণম্।
বর্তমানেন বর্তেয়ং তৎ ক্ষিপ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥৮৬

প্রতর্দনের মহাবলশালী পুত্র বৎসও রাজা হইয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারে; গোষ্ঠে বৎসগণ তাহাকে পালন করায় সে 'বৎস' নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৭৯½

দধিবাহনের পৌত্র দিবিরথের পুত্রকেও মহর্ষি গৌতম গঙ্গাতীরে গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৮০½

মহাতেজস্বী মহাভাগ বৃহদ্রথ বিপুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, ছিলেন বানরগণ তাঁহাকে গৃধ্রকূট পর্ব্বতে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৮১½

ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মরুদ্বংশীয় ক্ষত্রিয়-বালকগণকে সমুদ্র রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৮২½

এই সকল ক্ষত্রিয়-বালকগণ নিত্য সৌধকার ও স্বর্ণকার জাতিকে আশ্রয় করিয়া সেই সেই স্থানে রহিয়াছে ॥ ৮৩½

যদি ইহারা আমাকে রক্ষা করে, তাহা হইলে আমি স্থিরভাবে থাকিতে পারিব। ইহাদের পিতৃ-পিতামহগণ আমার জন্যই যুদ্ধে অক্লিষ্টকারী পরশুরামের হাতে নিহত হইয়াছেন ॥ ৮৪-৮৫

মহামুনে! ঋণমুক্তির নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যুপকার আমার কর্ত্তব্য। আমি ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী রাজার দ্বারা রক্ষা ইচ্ছা করি না। যিনি ধর্ম্মে স্থিত এবং ধর্ম্ম-রক্ষণে তৎপর

বাসুদেব উবাচ।
ততঃ পৃথিব্যা নির্দিষ্টাংস্তান্ সমানীয় কশ্যপঃ।
অভ্যষিঞ্চন্মহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্য্যসম্মতান্ ॥ ৮৭
তেষাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ যেষাং বংশাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
এবমেতৎ সুরাবৃত্তং যন্মাং পৃচ্ছসি পাণ্ডব ॥ ৮৮
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং ব্রুবংস্তঞ্চ যদুপ্রবীরো
যুধিষ্ঠিরং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
রথেন তেনাশু যযৌ মহাত্মা
দিশঃ প্রকাশন্ ভগবানিবার্কঃ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রামোপাখ্যানে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

সেইরূপ রাজাকে কামনা করি, অতএব আপনি শীঘ্র ইহার ব্যবস্থা করুন ॥ ৮৬

বাসুদেব বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর পৃথিবীকথিত সেই সব পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণকে আনয়ন করত কশ্যপমুনি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৮৭

তাহাদেরই পুত্র-পৌত্র ক্রমে বর্তমান রাজগণ প্রতিষ্ঠিত। পাণ্ডব! আপনি যে বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাই সেই পুরাবৃত্ত ॥ ৮৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভগবান্ সূর্য্যদেব যেমন দিক্‌সকল প্রকাশ করিতে করিতে রথারোহণে গমন করেন, তদ্রূপ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ধার্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিতে বলিতে রথারোহণে শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে পরশুরাম উপাখ্যান-বিষয়ক একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন ভীষ্মস্য গুণ-প্রভাবাণাং বিস্তরেণ সহ বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো রামস্য তৎ কর্ম শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দনম্ ॥ ১
অহো রামস্য বার্ষ্ণেয় শক্রস্যেব মহাত্মনঃ।
বিক্রমো বসুধা যেন ক্রোধান্নিঃক্ষত্রিয়া কৃতা ॥ ২
গোভিঃ সমুদ্রেণ তথা গোলাঙ্গূলর্ক্ষবানরৈঃ।
গুপ্তা রামভয়োদ্বিগ্নাঃ ক্ষত্রিয়াণাং কুলোদ্বহাঃ ॥ ৩
অহো ধন্যো নৃলোকোঽয়ং সভাগ্যাশ্চ নরা ভুবি।
যত্র কর্মেদৃশং ধর্ম্যং দ্বিজেন কৃতমিত্যুত ॥ ৪
তথাবৃত্তৌ কথাং তাত তাবচ্যুত-যুধিষ্ঠিরৌ।
জগ্মতুর্যত্র গাঙ্গেয়ঃ শরতল্পগতঃ প্রভুঃ ॥ ৫
ততস্তে দদৃশুর্ভীষ্মং শরপ্রস্তরশায়িনম্।
স্বরশ্মিজালসংবীতং সায়ংসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৬

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

(শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভীষ্মের গুণ ও প্রভাবসমূহের বিস্তার সহকারে বর্ণন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পরশুরামের সেই অদ্ভুত কর্মের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনরায় কৃষ্ণকে বলিলেন ॥ ১

বৃষ্ণিনন্দন! যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা পরশুরামের বিক্রম ইন্দ্রতুল্য অতিশয় অদ্ভুত ॥ ২

গো, সমুদ্র, কৃষ্ণবানর, ভল্লুক ও সাধারণ বানরগণ পরশুরামের ভয়ে ভীত ও কম্পিত ক্ষত্রিয়বংশধরগণকে রক্ষা করিয়াছিল ॥ ৩

অহো! এই মনুষ্য লোক ধন্য এবং মনুষ্যরাও ভাগ্যবান্—যেখানে দ্বিজবর পরশুরাম এইরূপ ধর্মসঙ্গত কার্য্য করিয়াছিলেন ॥ ৪

তাত! যেস্থানে প্রভাবশালী ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আলাপ আলোচনা করিতে করিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫

তখন তাঁহারা আপন রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত শরশয্যায় শয়ান ভীষ্মকে দর্শন করিলেন ॥ ৬

উপাস্যমানং মুনিভির্দেবৈরিব শতক্রতুম্।
দেশে পরমধর্মিষ্ঠে নদীমোঘবতীমনু ॥ ৭
দূরাদেব তমালোক্য কৃষ্ণো রাজা চ ধর্মজঃ।
চত্বারঃ পাণ্ডবাশ্চৈব তে চ শারদ্বতাদয়ঃ ॥ ৮
অবস্কন্দ্যাথ বাহেভ্যঃ সংযম্য প্রচলং মনঃ।
একীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামমুপতস্থুর্মহামুনীন্ ॥ ৯
অভিবাদ্য তু গোবিন্দঃ সাত্যকিস্তে চ পার্থিবাঃ।
ব্যাসাদীনৃষিমুখ্যাংশ্চ গাঙ্গেয়মুপতস্থিরে ॥ ১০
ততো বৃদ্ধং তথা দৃষ্ট্বা গাঙ্গেয়ং যদু-কৌরবাঃ।
পরিবার্য্য ততঃ সর্বে নিষেদুঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১১
ততো নিশাম্য গাঙ্গেয়ং শাম্যমানমিবানলম্।
কিঞ্চিদ্ দীনমনা ভীষ্মমিতি হোবাচ কেশবঃ ॥ ১২
কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি প্রসন্নানি যথা পুরা।
কচ্চিন্ন ব্যাকুলা চৈব বুদ্ধিস্তে বদতাং বর ॥ ১৩
শরাভিঘাতদুঃখাৎ তে কচ্চিদ্ গাত্রং ন দূয়তে।
মানসাদপি দুঃখাদ্ধি শারীরং বলবত্তরম্ ॥১৪
বরদানাৎ পিতুঃ কামং ছন্দমৃত্যুরসি প্রভো।
শান্তনোর্ধর্মনিত্যস্য ন ত্বেতন্মম কারণম্ ॥ ১৫
সুসূক্ষ্মোঽপি তু দেহে বৈ শল্যো জনয়তে রুজম্।
কিং পুনঃ শরসঙ্ঘাতৈশ্চিতস্য তব পার্থিব ॥ ১৬
কামং নৈতৎ তবাখ্যেয়ং প্রাণিনাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
উপদেষ্টুং ভবান্ শক্তো দেবানামপি ভারত ॥ ১৭
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ পুরুষর্ষভ।
সর্বং তজ্জ্ঞানবৃদ্ধস্য তব ভীষ্ম প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮
সংহারশ্চৈব ভূতানাং ধর্মস্য চ ফলোদয়ঃ।
বিদিতস্তে মহাপ্রাজ্ঞ ত্বং হি ধর্মময়ো নিধিঃ ॥ ১৯
ত্বাং হি রাজ্যে স্থিতং স্ফীতে সমগ্রাঙ্গমরোগিণম্।
স্ত্রীসহস্রৈঃ পরিবৃতং পশ্যামীবোর্ধ্বরেতসম্ ॥ ২০

যেরূপ দেবতাগণ ইন্দ্রের উপাসনা করেন, সেইরূপ মহর্ষিগণ পরম পবিত্র স্থানে ওঘবতী নদীতীরে ভীষ্মের উপাসনা করিতেছিলেন ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, অন্য চারিজন পাণ্ডব এবং কৃপাচার্য্য আদি সকলে দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিজ নিজ রথ হইতে অবতরণ করিলেন ও মনকে সংযত এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত মহর্ষিগণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮-৯

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও অন্যান্য রাজগণ ব্যাসাদি মহর্ষিগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন ॥ ১০

তদনন্তর যাদবশ্রেষ্ঠ ও কুরুশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ পুরুষগণ ভীষ্মদেবকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন ॥ ১১

তাহার পর ঈষৎ ব্যথিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির ন্যায় ভীষ্মকে দর্শন করত এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১২

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আপনার সকল জ্ঞানই পূর্ব্বের ন্যায়ই নির্মল রহিয়াছে ত'? আপনার বুদ্ধি ব্যাকুল হইয়া পড়ে নাই ত'? ১৩

বাণাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে জ্বালা অনুভব করিতেছেন না ত'? কেন না মানসিক দুঃখ হইতে শারীরিক দুঃখ অধিক প্রবল হইয়া থাকে ॥ ১৪

প্রভু! আপনি আপনার পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যুকে আপনার অধীন করিয়াছেন। ইহা আপনার পিতার বরদানের প্রভাব—আমার প্রভাব নহে ॥ ১৫

রাজন্! যদি শরীরে অতি সূক্ষ্ম সূচীও প্রবেশ করে, তাহা হইলেও যাতনা অনুভব হয়। আপনার দেহে বাণসকল প্রবিষ্ট হওয়ায় যে বেদনা অনুভব হইবে এবিষয়ে আর বলিবার কি আছে? ১৬

ভরতনন্দন! অবশ্য আপনার নিকট একথা বলা উচিত হইবে না। "সকল প্রাণীর জন্ম মরণ প্রারব্ধ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত, অতএব ইহা দৈবের বিধান মনে করিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন না"। আপনাকে কে কি উপদেশ দিবে? আপনি দেবতা-দিগকেও উপদেশ দানে সক্ষম। ১৭

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ, সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সবই আপনার বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৮

মহাপ্রাজ্ঞ! প্রাণিগণের সংহার এবং ধর্ম্মের ফলোদয় সমস্তই আপনার জ্ঞাত; কারণ, আপনি ধর্ম্মময় এবং জ্ঞানের সাগরস্বরূপ ॥ ১৯

আপনি সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অধিকারী আপনার সকল অঙ্গ সম্পূর্ণ এবং সতেজ ছিল। আপনাকে সহস্র স্ত্রীলোক বেষ্টন করিয়া থাকিলেও আমি আপনাকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন দেখিতাম ॥ ২০

ঋতে শান্তনবাদ্ ভীষ্মাৎ ত্রিষু লোকেষু পার্থিব ।
সত্যধর্মান্মহাবীর্য্যাচ্ছূরাদ্ ধর্মৈকতৎপরাৎ ॥ ২১
মৃত্যুমাবার্য্য তপসা শরসংস্তরশায়িনঃ ।
নিসর্গপ্রভবং কিঞ্চিন্ন চ তাতানুশুশ্রুম ॥ ২২
সত্যে তপসি দানে চ যজ্ঞাধিকরণে তথা ।
ধনুর্বেদে চ বেদে চ নীত্যাং চৈবানুরক্ষণে ॥ ২৩
অনৃশংসং শুচিং দান্তং সর্বভূতহিতে রতম্ ।
মহারথং ত্বৎসদৃশং ন কঞ্চিদনুশুশ্রুম ॥ ২৪
ত্বং হি দেবান্ সগন্ধর্বানসুরান্ যক্ষ-রাক্ষসান্ ।
শক্তস্ত্বেকরথেনৈব বিজেতুং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫
স ত্বং ভীষ্ম মহাবাহো বসূনাং বাসবোপমঃ ।
নিত্যং বিপ্রৈঃ সমাখ্যাতো নবমোঽনবমো গুণৈঃ ॥২৬
অহঞ্চ ত্বাভিজানামি যস্ত্বং পুরুষসত্তম ।
ত্রিদশেষ্বপি বিখ্যাতস্ত্বং শক্ত্যা পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৭
মনুষ্যেষু মনুষ্যেন্দ্র ন দৃষ্টো ন চ মে শ্রুতঃ ।

তাত ! পৃথ্বীনাথ ! সত্যপরায়ণ মহাবল বীর ও ধর্ম্মতৎপর একমাত্র শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যতীত ত্রিভুবনে অন্য কেহই তপস্যার প্রভাবে স্বভাবসিদ্ধ মৃত্যুকে জয় করত শরশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে পারে—এরূপ শুনি নাই ॥ ২১-২২

সত্য, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ, বেদ, নীতি এবং প্রজাপালন—এই সমস্ত বিষয়ে আপনার তুল্য অনৃশংস, বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র ও জিতেন্দ্রিয় আপনার সমান অন্য কোন মহারথের কথা আমরা শুনি নাই ॥২৩-২৪

আপনি দেবতা, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ এবং রাক্ষসগণকে একরথেই আরোহণ করিয়া জয় করিতে পারিতেন—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ২৫

মহাবাহো ভীষ্ম ! আপনি বসুগণের মধ্যে বাসব (ইন্দ্র)-তুল্য। আপনি অষ্ট বসুর নবম এবং গুণপ্রভাবে অনবম (আদিম) - ইহা ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছেন ॥ ২৬

পুরুষোত্তম ! আপনার উৎপত্তি এবং স্বরূপ আমি জানি। আপনি পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং দেবলোকেও বিখ্যাত ॥ ২৭

নরেন্দ্র ! মনুষ্যগণের মধ্যে আপনার সমান গুণযুক্ত পুরুষ এই পৃথিবীতে কোথাও আমি দেখি নাই বা শুনিও নাই ॥ ২৮

রাজন্ ! আপনি সমস্ত গুণে বিভূষিত হওয়ায় দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন এবং তপস্যাপ্রভাবে চরাচর লোকসকল

ভবতো বা গুণৈর্যুক্তঃ পৃথিব্যাং পুরুষঃ কচিৎ ॥২৮
ত্বং হি সর্বগুণৈ রাজন্ দেবানপ্যতিরিচ্যসে ।
তপসা হি ভবান্ শক্তঃ স্রষ্টুং লোকাংশ্চরাচরান্ ॥ ২৯
কিং পুনশ্চাত্মনো লোকানুত্তমানুত্তমৈর্গুণৈঃ ।
তদস্য তপ্যমানস্য জ্ঞাতীনাং সংক্ষয়েণ বৈ ॥ ৩০
জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডুপুত্রস্য শোকং ভীষ্ম ব্যপানুদ ।
যে হি ধর্মাঃ সমাখ্যাতাশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য ভারত ॥ ৩১
চাতুরাশ্রম্যসংযুক্তাঃ সর্বে তে বিদিতাস্তব ।
চাতুর্বিদ্যে চ যে প্রোক্তাশ্চাতুর্হোত্রে চ ভারত ॥ ৩২
যোগে সাংখ্যে চ নিয়তা যে চ ধর্মাঃ সনাতনাঃ ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য যশ্চোক্তো ধর্মো ন স্ম বিরুধ্যতে ॥ ৩৩
সেব্যমানঃ সবৈয়াখ্যো গাঙ্গেয় বিদিতস্তব ।
প্রতিলোমপ্রসূতানাং বর্ণানাং চৈব যঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪
দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ জানীষে ধর্মলক্ষণম্ ।
বেদোক্তো যশ্চ শিষ্টোক্তঃ সদৈব বিদিতস্তব ॥ ৩৫

সৃষ্টি করিতেও পারেন ॥ ২৯

আপনি নিজের জন্য উত্তম গুণসম্পন্ন লোক যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম—ইহা আর অধিক কি ? হে ভীষ্ম ! অতএব আপনার নিকট নিবেদন যে, এই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিক্ষয়হেতু অত্যন্ত শোকানলে সন্তপ্ত—ইহার শোক দূর করুন ॥ ৩০½

ভারত ! ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের যে ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারি আশ্রমের যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই আপনি বিদিত আছেন। চারি বিদ্যায় (তর্কশাস্ত্র, বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রে) যে ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং চারি হোতার (হোতা, তন্ত্রধারক, ব্রহ্মা ও সদস্য এই চতুর্বিধ যাজ্ঞিকের) যে কর্ত্তব্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সে সকল-ই আপনি জ্ঞাত আছেন ॥ ৩১-৩২

গঙ্গানন্দন ! যে সকল ধর্ম্ম যোগদর্শন ও সাংখ্যদর্শনে নির্দ্ধারিত হইয়াছে; যে সকল ধর্ম্ম চিরকাল সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণের যে ধর্ম্মগুলি পরস্পর অবিরুদ্ধ আপনি সেই সকল ধর্ম্মের সেবা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া তৎসমুদয় ব্যাখ্যার সহিত অবগত আছেন ॥ ৩৩½

বিলোমক্রমে উৎপন্ন বর্ণসঙ্করগণের যে ধর্ম্ম, উহা আপনার অপরিচিত নহে। দেশ, জাতি ও কুলের যে

ইতিহাস-পুরাণার্থাঃ কার্ৎস্ন্যেন বিদিতাস্তব।
ধর্মশাস্ত্রঞ্চ সকলং নিত্যং মনসি তে স্থিতম্ ॥ ৩৬
যে চ কেচন লোকেঽস্মিন্নর্থাঃ সংশয়কারকাঃ।
তেষাং ছেত্তা নাস্তি লোকে ত্বদন্যঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৩৭
স পাণ্ডবেয়স্য মনঃসমুত্থিতং
নরেন্দ্র শোকং ব্যপকর্ষ মেধয়া ;
ভবদ্বিধা হ্যুত্তমবুদ্ধিবিস্তরা
বিমুহ্যমানস্য নরস্য শান্তয়ে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

ধর্ম্মের লক্ষণ আছে, তাহাও আপনি জ্ঞাত আছেন। বেদে যে ধর্ম উক্ত হইয়াছে এবং সৎপুরুষগণ যে ধর্ম বলিয়াছেন, তাহাও আপনি সর্ব্বদা অবগত আছেন ॥ ৩৪-৩৫

ইতিহাস ও পুরাণের অর্থসমূহও আপনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্র আপনার মানসে সতত বিরাজিত ॥ ৩৬

পুরুষপ্রবর! সংসারে যে সকল সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে, তাহার সমাধান করিবার আপনি-ই একমাত্র ব্যক্তি, দ্বিতীয় আর কেহই নাই ॥ ৩৭

নরেন্দ্র! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের হৃদয়ে যে শোক সমুত্থিত হইয়াছে, আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা তাহা দূর করুন আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ পুরুষগণই শোকগ্রস্ত মনুষ্যগণের শোক দূর করত শান্তি দানে সমর্থ ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, ভীষ্মং প্রশংসতো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যুধিষ্ঠিরায় ধর্ম্মোপদেশং দাতুং তৎপ্রতি নির্দ্দেশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শ্রুত্বা তু বচনং ভীষ্মো বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
কিঞ্চিদুন্নাম্য বদনং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ ॥১
ভীষ্ম উবাচ।
নমস্তে ভগবন্ কৃষ্ণ লোকানাং প্রভবাপ্যয়।
ত্বং হি কর্তা হৃষীকেশ সংহর্তা চাপরাজিতঃ ॥ ২
বিশ্বকর্মন্ নমস্তেঽস্তু বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
অপবর্গোঽসি ভূতানাং পঞ্চানাং পরতঃ স্থিতঃ ॥ ৩
নমস্তে ত্রিষু লোকেষু নমস্তে পরতস্ত্রিষু।
যোগেশ্বর নমস্তেঽস্তু ত্বং হি সর্বপরায়ণঃ ॥ ৪
মৎসংশ্রিতং যদাঽঽত্থ ত্বং বচঃ পুরুষসত্তম।
তেন পশ্যামি তে দিব্যান্ ভাবান্ হি ত্রিষু বর্ত্মসু ॥ ৫
তচ্চ পশ্যামি গোবিন্দ যৎ তে রূপং সনাতনম্।
সপ্ত মার্গা নিরুদ্ধাস্তে বায়োরমিততেজসঃ ॥ ৬

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং ভীষ্মের প্রশংসা করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে তাঁহার প্রতি নির্দ্দেশ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! বুদ্ধিমান্ বসুদেবনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মুখমণ্ডল ঈষৎ উত্তোলন পূর্ব্বক করযোড়ে এই সকল বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভগবন্ কৃষ্ণ! আপনি এই লোকসকলের উৎপত্তি ও প্রলয়ের অধিষ্ঠান; আপনাকে নমস্কার করি। হৃষীকেশ! আপনিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা এবং সর্ব্বত্র অপরাজিত ॥২

বিশ্বকর্ম্মন্! (বিশ্বের স্রষ্টা), বিশ্বাত্মন্ (বিশ্বের আত্ম-স্বরূপ)! বিশ্বসম্ভব (যাঁহাতে বিশ্ব বিকশিত)! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি পঞ্চভূতাতীত এবং প্রাণিগণের মোক্ষস্থান ॥ ৩

আপনি ত্রিলোকব্যাপী সমকালে ত্রিকালাতীত আপনাকে নমস্কার করি। যোগেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের পরম আশ্রয় ॥ ৪

পুরুষপ্রবর! আপনি আমার বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন সেই বাক্যপ্রভাবেই ত্রিলোকব্যাপী আপনার দিব্যভাবসত্তা দর্শন করিতেছি ॥ ৫

গোবিন্দ! আপনার যে সনাতন রূপ তাহাও দর্শন করিতেছি, আপনার সেই রূপ-ই অত্যন্ত তেজস্বী বায়ুর সাতটি পথই রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৬

দিবং তে শিরসা ব্যাপ্তং পদ্ভ্যাং দেবী বসুন্ধরা।
দিশো ভুজা রবিশ্চক্ষুর্বীর্য্যে শুক্রঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭
অতসীপুষ্পসঙ্কাশং পীতবাসসমচ্যুতম্।
বপুর্হ্যনুমিমীমস্তে মেঘস্যেব সবিদ্যুতঃ ॥ ৮
ত্বৎপ্রপন্নায় ভক্তায় গতিমিষ্টাং জিগীষবে।
যচ্ছ্রেয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষ তদ্ ধ্যায়স্ব সুরোত্তম ॥ ৯

বাসুদেব উবাচ।

যতঃ খলু পরা ভক্তির্ময়ি তে পুরুষর্ষভ।
ততো ময়া বপুর্দিব্যং ত্বয়ি রাজন্ প্রদর্শিতম্ ॥ ১০
ন হ্যভক্তায় রাজেন্দ্র ভক্তায়ানৃজবে ন চ।
দর্শয়াম্যহমাত্মানং ন চাশান্তায় ভারত ॥ ১১
ভবাংস্তু মম ভক্তশ্চ নিত্যং চার্জবমাস্থিতঃ।
দমে তপসি সত্যে চ দানে চ নিরতঃ শুচিঃ ॥ ১২
অর্হস্ত্বং ভীষ্ম মাং দ্রষ্টুং তপসা স্বেন পার্থিব।
তব হ্যুপস্থিতা লোকা যেভ্যো নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥১৩
পঞ্চাশতং ষট্ চ কুরুপ্রবীর
শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য।
ততঃ শুভৈঃ কর্মফলোদয়ৈস্ত্বং
সমেষ্যসে ভীষ্ম বিমুচ্য দেহম্ ॥ ১৪
এতে হি দেবা বসবো বিমানা—
ন্যাস্থায় সর্বে জ্বলিতাগ্নিকল্পাঃ।
অন্তর্হিতাস্ত্বাং প্রতিপালয়ন্তি
কাষ্ঠাং প্রপদ্যন্তমুদক্‌পতঙ্গম্ ॥ ১৫
ব্যাবর্তমানে ভগবত্যুদীচীং
সূর্য্যে দিশং কালবশাৎ প্রপন্নে।
গন্তাসি লোকান্ পুরুষপ্রবীর
নাবর্ত্ততে যানুপলভ্য বিদ্বান্ ॥ ১৬
অমুঞ্চ লোকং ত্বয়ি ভীষ্ম যাতে
জ্ঞানানি নঙ্‌ক্ষ্যন্ত্যখিলেন বীর।
অতস্তু সর্বে ত্বয়ি সন্নিকর্ষং
সমাগতা ধর্মবিবেচনায় ॥ ১৭

স্বর্গ আপনার মস্তক, পৃথিবী আপনার চরণযুগল, দিক্‌সকল আপনার বাহুযুগল, সূর্য্য আপনার নেত্র, শুক্রাচার্য্য আপনার বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ॥ ৭

আপনার শ্রীবিগ্রহ অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, তাহাতে পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, আপনি কখনও স্বীয় মহিমা হইতে চ্যুত নহেন। আপনি বিদ্যুদ্‌বিমণ্ডিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৮

আমি আপনার ভক্ত ও শরণাগত, এক্ষণে অভীষ্ট গতিলাভের ইচ্ছা করিতেছি। কমললোচন! সুরশ্রেষ্ঠ! আমার নিমিত্ত কল্যাণদায়ক উপায় চিন্তা করুন ॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাতে আপনার পরা ভক্তি বিদ্যমান, সেইহেতু আপনাকে আমার দিব্যরূপ দর্শন করাইয়াছি ॥ ১০

হে ভারত! হে রাজেন্দ্র! যিনি আমার ভক্ত নহেন, অথবা ভক্ত হইয়াও সরলস্বভাব হইতে পারেন নাই; যাহার মনে শান্তি নাই, তাঁহাকে আমি আমার এই রূপ প্রদর্শন করাই না ॥১১

পরন্তু আপনি আমার ভক্ত, আপনার স্বভাব সরল, আপনি জিতেন্দ্রিয়; তপস্যা, সত্য ও দানে নিরত এবং পরম পবিত্র ॥ ১২

পার্থিব! আপনি আপনার তপোবলেই আমার দর্শন লাভের যোগ্য। যে দিব্যলোকে গমন করিলে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেইরূপ দিব্যলোক আপনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ॥ ১৩

কুরুপ্রবর ভীষ্ম! যুদ্ধারম্ভের দিন হইতে অদ্যাবধি পঞ্চাশ দিন গত হইয়াছে, এক্ষণে আপনার জীবনের মাত্র ছয় দিন অবশিষ্ট আছে। তদনন্তর আপনি এই দেহত্যাগ করিয়া শুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ উত্তমলোক লাভ করিবেন ॥ ১৪

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী দেবতা ও বসুগণ বিমানারোহণে আকাশমার্গে অদৃশ্যরূপে অবস্থিত হইয়া আপনাকে লইবার জন্য সূর্য্যের উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥ ১৫

পুরুষপ্রবীর! কালবশে ভগবান্ সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে আগমন করিলে জ্ঞানী পুরুষগণ যে লোক লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন না, আপনিও সেই লোক লাভ করিবেন ॥ ১৬

বীর ভীষ্ম! আপনি অভীষ্ট লোকে গমন করিলে সকল জ্ঞানই সর্ব্বথা নাশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন ॥ ১৭

তজ্জ্ঞাতিশোকোপতপ্তশ্রুতায়
সত্যাভিসন্ধায় যুধিষ্ঠিরায়।
প্রব্রূহি ধর্মার্থসমাধিযুক্তং
সত্যং বচোঽস্যাপনুদাশু শোকম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১

সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিচ্যুতপ্রায়, অতএব আপনি তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সমাধিবিষয়ে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার শোক অপনোদন করুন ॥১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কৃষ্ণবাক্যবিষয়ক একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ স্বস্যাসামর্থ্যপ্রকাশঃ, তস্মৈ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বরদানম্, অপরদিবসে আগন্তুং পাণ্ডবান্ ঋষীংশ্চ বিজ্ঞাপ্য সর্বেষাং স্ব-স্ব-স্থানে গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণস্য তদ্ বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
শ্রুত্বা শান্তনবো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১
লোকনাথ মহাবাহো শিব নারায়ণাচ্যুত।
তব বাক্যমুপশ্রুত্য হর্ষেণাস্মি পরিপ্লুতঃ ॥ ২
কিং চাহমভিধাস্যামি বাক্যং তে তব সন্নিধৌ।
যদা বাচোগতং সর্বং তব বাচি সমাহিতম্ ॥ ৩
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিল্লোকে কর্তব্যং ক্রিয়তে চ যৎ।
ত্বত্তস্তন্নিঃসৃতং দেব লোকে বুদ্ধিমতো হি তে ॥ ৪
কথয়েদ্ দেবলোকং যো দেবরাজসমীপতঃ।
ধর্মকামার্থমোক্ষাণাং সোঽর্থং ব্রূয়াৎ তবাগ্রতঃ ॥
শরাভিতাপাদ্ ব্যথিতং মনো মে মধুসূদন।
গাত্রাণি চাবসীদন্তি ন চ বুদ্ধিঃ প্রসীদতি ॥ ৬
ন চ মে প্রতিভা কাচিদস্তি কিঞ্চিৎ প্রভাষিতুম্।
পীড্যমানস্য গোবিন্দ বিষানলসমৈঃ শরৈঃ ॥ ৭
বলং মে প্রজহাতীব প্রাণাঃ সংত্বরয়ন্তি চ।
মর্মাণি পরিতপ্যন্তি ভ্রান্তচিত্তস্তথা হ্যহম্ ॥ ৮
দৌর্বল্যাৎ সজ্জতে বাঙ্ মে স কথং বক্তুমুৎসহে
সাধু মে ত্বং প্রসীদস্ব দাশার্হকুলবর্ধন ॥ ৯

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিজের অসামর্থ্যপ্রকাশ, তাঁহাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বরদান এবং অন্য দিনে আসিবার জন্য পাণ্ডব ও ঋষিদিগকে বিজ্ঞাপিত করিয়া সকলের নিজ নিজ স্থানে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত হিতকর সেই সকল বাক্য শ্রবণ করত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—জগন্নাথ! মহাবাহু! সর্ব্বমঙ্গলকর! নারায়ণ! অচ্যুত! আপনার বাক্য শ্রবণে আমি আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি ॥ ২

অহো! আমি আপনার নিকটে আর কি বলিব? কারণ, বাক্যের সমস্ত বিষয়ই আপনার বাক্যস্বরূপ বেদে নিহিত রহিয়াছে ॥ ৩

দেব! জগতে যে কোন স্থানে যাহা কিছু হিতের জন্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই বুদ্ধিমান্ পরমেশ্বর আপনা হইতেই প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪

যে মনুষ্য দেবরাজের নিকট দেবলোকের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে সাহস করে, সেই মনুষ্য আপনার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বিষয় বলিতে পারে ॥ ৫

হে মধুসূদন! বাণের আঘাতের বেদনায় আমার মন ব্যথিত, অঙ্গসকল অবসন্ন, বুদ্ধিও প্রসন্ন হইতেছে না॥ ৬

গোবিন্দ! বিষ ও অগ্নিতুল্য বেদনাদায়ী বাণের দ্বারা আমি নিরন্তর পীড়িত হইতেছি। অতএব আমার কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই ॥ ৭

শক্তি যেন আমার দেহ ত্যাগ করিতেছে, প্রাণও নির্গত হইবার জন্য চঞ্চল হইয়াছে, মর্ম্মস্থানসকল পরিতপ্ত হইতেছে, অতএব ভ্রান্তি চিত্তে আশ্রয় লইয়াছে ॥ ৮

দুর্ব্বলতাবশতঃ আমার বাক্য লোপ পাইতেছে, সুতরাং আমি কিরূপে বলিতে সমর্থ হইব? দশার্হকুলবর্দ্ধন! আপনি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হউন ॥ ৯

তৎ ক্ষমস্ব মহাবাহো ন ব্রূয়াং কিঞ্চিদচ্যুত।
ত্বৎসন্নিধৌ চ সীদেদ্ধি বাচস্পতিরপি ব্রুবন্ ॥ ১০
ন দিশঃ সম্প্রজানামি নাকাশং ন চ মেদিনীম্।
কেবলং তব বীর্য্যেণ তিষ্ঠামি মধুসূদন ॥ ১১
স্বয়মেব ভবাংস্তস্মাদ্ ধর্মরাজস্য যদ্ধিতম্।
তদ্ ব্রবীত্বাশু সর্বেষামাগমানাং ত্বমাগমঃ ॥ ১২
কথং ত্বয়ি স্থিতে কৃষ্ণে শাশ্বতে লোককর্তরি।
প্রব্রূয়ান্মদ্বিধঃ কশ্চিদ্ গুরৌ শিষ্য ইব স্থিতে ॥ ১৩

বাসুদেব উবাচ।

উপপন্নমিদং বাক্যং কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
মহাবীর্য্যে মহাসত্ত্বে স্থিরে সর্বার্থদর্শিনি ॥ ১৪
যচ্চ মামাথ গাঙ্গেয় বাণঘাতরুজং প্রতি।
গৃহাণাত্র বরং ভীষ্ম মৎপ্রসাদকৃতং প্রভো ॥ ১৫
ন তে গ্লানির্ন তে মূর্চ্ছা ন দাহো ন চ তে রুজা।
প্রভবিষ্যন্তি গাঙ্গেয় ক্ষুৎ-পিপাসে ন চাপ্যুত ॥ ১৬
জ্ঞানানি চ সমগ্রাণি প্রতিভাস্যন্তি তেঽনঘ।
ন চ তে ক্বচিদাসক্তির্বুদ্ধেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥ ১৭
সত্ত্বস্থং চ মনো নিত্যং তব ভীষ্ম ভবিষ্যতি।
রজস্তমোভ্যাং রহিতং ঘনৈর্মুক্ত ইবোড়ুরাট্ ॥ ১৮
যদ্ যচ্চ ধর্মসংযুক্তমর্থযুক্তমথাপি চ।
চিন্তয়িষ্যসি তত্রাগ্র্যা বুদ্ধিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ১৯
ইমঞ্চ রাজশার্দূল ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্।
চক্ষুর্দিব্যং সমাশ্রিত্য দ্রক্ষ্যস্যমিতবিক্রম ॥ ২০
সংসরন্তং প্রজাজালং সংযুক্তো জ্ঞানচক্ষুষা।
ভীষ্ম দ্রক্ষ্যসি তত্ত্বেন জলে মীন ইবামলে ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততস্তে ব্যাসসহিতাঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।
ঋগ্-যজুঃ-সামসহিতৈর্বচোভিঃ কৃষ্ণমার্চয়ন্ ॥ ২২
ততঃ সর্বার্তবং দিব্যং পুষ্পবর্ষং নভস্তলাৎ।
পপাত যত্র বার্ষ্ণেয়ঃ সগাঙ্গেয়ঃ সপাণ্ডবঃ ॥ ২৩

মহাবাহো! সেইজন্য ক্ষমা করুন। আমি কিছু বলিতে পারিব না। আপনার অগ্রে স্বয়ং বৃহস্পতিরও ভাষণ শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং আমার কথা আর বলিবার কি আছে? ॥ ১০

মধুসূদন! এখন আমি দিক্ আকাশ ও পৃথিবী চিনিতে পারিতেছি না, কেবলমাত্র আপনার প্রভাবেই জীবিত আছি ॥ ১১

সেইহেতু আপনি স্বয়ং-ই যাহাতে ধর্মরাজের মঙ্গল হয়, তাহা বলুন; কারণ, আপনি সকল শাস্ত্রের শাস্ত্রস্বরূপ ॥ ১২

কৃষ্ণ! গুরু থাকিতে শিষ্যের ন্যায় জগৎকর্তা সনাতন পুরুষ আপনার উপস্থিতিতে আমার ন্যায় মানুষ কি ভাবে উপদেশ দানে সক্ষম হইবে? ১৩

বাসুদেব বলিলেন—ভীষ্মদেব! কুরুকুলধুরন্ধর (কুরুকুলের ভারবহনকারী), মহাপরাক্রমী, পরম ধৈর্য্যবান্, স্থির এবং সর্ব্বার্থদর্শী আপনার এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে ॥ ১৪

গঙ্গানন্দন ভীষ্ম! প্রভো! আপনি বাণাঘাত জন্য যে পীড়ার বিষয় আমাকে বলিতেছেন, সেই বিষয়ে প্রসন্নচিত্তে আমি বর দিতেছি, এই বর গ্রহণ করুন ॥ ১৫

গঙ্গানন্দন! এখন গ্লানি, মূর্চ্ছা, সন্তাপ, অন্য প্রকার পীড়া, ক্ষুধা অথবা পিপাসা ইহাদের কোনটিই আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না ॥ ১৬

অনঘ! সকল জ্ঞানই আপনার অন্তঃকরণে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইবে। আপনার বুদ্ধি কোন বিষয়েতেই আসক্ত থাকবে না ॥ ১৭

ভীষ্ম! আপনার মন মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় রজ ও তম গুণ-মুক্ত হইয়া কেবল সত্ত্বগুণস্থই হইবে ॥ ১৮

আপনি যে যে ধর্মযুক্ত বা অর্থযুক্ত বিষয়ে চিন্তা করিবেন, সেই সেই বিষয়ে আপনার বুদ্ধি সফলতাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইবে ॥ ১৯

হে রাজশার্দূল! আপনি দিব্যদৃষ্টি দ্বারা স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ—এই চারি প্রকার প্রাণিগণকে দেখিতে পাইবেন ॥ ২০

ভীষ্ম! আপনি জ্ঞাননেত্র লাভ করত নির্মল জলে অবস্থিত মৎস্যের ন্যায় ইহলোক ও পরলোক গমনকারী এই সংসারে আবদ্ধ জীবসমূহকে যথার্থভাবে দেখিতে পাইবেন ॥ ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর ব্যাসসহিত মহর্ষিগণ ঋক্, যজু এবং সামবেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলেন ॥ ২২

অনন্তর গঙ্গানন্দন ভীষ্ম ও পাণ্ডবগণের সহিত বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই স্থানে আকাশ হইতে সমস্ত ঋতুজাত পুষ্পসকল বর্ষিত হইতে লাগিল ॥ ২৩

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি জগুশ্চাপ্সরসাং গণাঃ।
ন চাহিতমনিষ্টঞ্চ কিঞ্চিত্তত্র প্রদৃশ্যতে ॥ ২৪
ববৌ শিবঃ সুখো বায়ুঃ সর্বগন্ধবহঃ শুচিঃ।
শান্তায়াং দিশি শান্তাশ্চ প্রাবদন্ মৃগ-পক্ষিণঃ ॥ ২৫
ততো মুহূর্ত্তাদ্ ভগবান্ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ।
দহন্ বৈনমিবৈকান্তে প্রতীচ্যাং প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২৬
ততো মহর্ষয়ঃ সর্বে সমুত্থায় জনার্দনম্।
ভীষ্মমামন্ত্রয়াঞ্চক্রু রাজানঞ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৭
ততঃ প্রণামমকরোৎ কেশবঃ সহপাণ্ডবঃ।
সাত্যকিঃ সঞ্জয়শ্চৈব স চ শারদ্বতঃ কৃপঃ ॥ ২৮
ততস্তে ধর্মনিরতাঃ সম্যক্ তৈরভিপূজিতাঃ।
শ্বঃ সমেষ্যাম ইত্যুক্ত্বা যথেষ্টং ত্বরিতা যযুঃ ॥ ২৯
তথৈবামন্ত্র্য গাঙ্গেয়ং কেশবঃ পাণ্ডবাস্তথা।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য রথানারুরুহুঃ শুভান্ ॥ ৩০
ততো রথৈঃ কাঞ্চনচিত্রকূবরৈ-
র্মহীধরাভৈঃ সমদৈশ্চ দন্তিভিঃ।
হয়ৈঃ সুপর্ণৈরিব চাশুগামিভিঃ
পদাতিভিশ্চাত্তশরাসনাদিভিঃ ॥ ৩১
যযৌ রথানাং পুরতো হি সা চমূ-
স্তথৈব পশ্চাদতিমাত্রসারিণী।
পুরশ্চ পশ্চাচ্চ যথা মহানদী
তমৃক্ষবন্তং গিরিমেত্য নর্মদা ॥ ৩২
ততঃ পুরস্তাদ্ ভগবান্ নিশাকরঃ
সমুত্থিতস্তামভিহর্ষয়ংশ্চমূম্।
দিবাকরাপীতরসা মহৌষধীঃ
পুনঃ স্বকেনৈব গুণেন যোজয়ন্ ॥ ৩৩
ততঃ পুরং সুরপুরসম্মিতদ্যুতি
প্রবিশ্য তে যদুবৃষপাণ্ডবাস্তদা।
যথোচিতান্ ভবনবরান্ সমাবিশন্
শ্রমান্বিতা মৃগপতয়ো গুহা ইব ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
যুধিষ্ঠিরাদ্যাগমনে দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সকল প্রকার বাদ্য বাজিতে লাগিল, অপ্সরাগণ গান করিতে লাগিল, কিন্তু সে স্থানে তখন কোন প্রকার অহিতকর বা অনিষ্টজনক লক্ষণ দৃষ্ট হইল না ॥ ২৪

শীতল, সুখদ, মন্দ অথচ পবিত্র এবং সর্ব্ব সুগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল শান্ত দিক্‌সকলে শান্ত পশু-পক্ষিগণ শান্তস্বরে রব করিতে লাগিল ॥ ২৫

তদনন্তর পশ্চিমদিকে একপ্রান্তে ভগবান্ সহস্রাংশু সূর্য দেব যেন অরণ্য দগ্ধ করিতেছেন এইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ॥ ২৬

তখন মহর্ষিগণ সকলেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ, ভীষ্ম ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রস্থানকালীন সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন ॥ ২৭

তদনন্তর কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি, সঞ্জয় ও শরদ্বানের পুত্র কৃপ মহর্ষিগণের চরণে প্রণত হইলেন ॥ ২৮

তখন কৃষ্ণ প্রভৃতি কর্ত্তৃক যথানিয়মে অভিপূজিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে নিরত সেই মহর্ষিগণ "কল্য পুনঃ আসিব" এই কথা বলিয়া দ্রুত অভীষ্ট স্থানোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ॥ ২৯

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ গঙ্গানন্দন ভীষ্মদেবের অনুমতি অনুসারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত মঙ্গলময় নিজ নিজ রথ আরোহণ করিলেন ৩০

তাঁহারা গমন করিতে থাকিলে সৈন্যের মধ্যে স্বর্ণখচিত বিচিত্র কূবরগুলি (কাষ্ঠ বিশেষগুলি) প্রতি রথে প্রকাশ পাইতে লাগিল, পর্ব্বতের ন্যায় দীর্ঘকায় ও মদস্রাবী হস্তীসকল, গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী অশ্বগণ এবং ধনুর্ব্বাণ আদি অস্ত্রধারী সৈন্যগণ তাঁহাদের সহিত বেগে চলিতে লাগিল। যেরূপ অতিশয় দ্রুতগামিনী মহানদী নর্মদা যথা ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সম্মুখে ও পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ সেই সেনাগণ পাণ্ডবগণের সম্মুখে ও পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১-৩২

তদনন্তর তাঁহাদের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে চন্দ্রদেব উদিত হইয়া তাঁহাদের সকলকে আনন্দিত করিলেন এবং সূর্য্যশোষিত তরুলতাগণকে সুধাবর্ষী কিরণ দ্বারা পুনরায় উহাদিগকে স্বাভাবিক গুণসম্পন্ন করিতে থাকিলেন অর্থাৎ রসসংযুক্ত করিতে থাকিলেন। ৩৩

তদনন্তর পরিশ্রান্ত কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ সুরপুরতুল্য হস্তিনায় প্রবেশ করত সিংহগণ যেমন স্ব স্ব গুহায় প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাঁহারাও যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠ আপন আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির আগমনবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতশ্চর্য্যা, সাত্যকিনা তৎসন্দেশং প্রাপ্য ভ্রাতৃভিঃ সহ যুধিষ্ঠিরস্য শ্রীকৃষ্ণেন সাকং কুরুক্ষেত্রে গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শয়নমাবিশ্য প্রসুপ্তো মধুসূদনঃ।
যামমাত্রার্দ্ধশেষায়াং যামিন্যাং প্রত্যবুধ্যত ॥ ১
স ধ্যানপথমাবিশ্য সর্ব্বজ্ঞানানি মাধবঃ।
অবলোক্য ততঃ পশ্চাদ্ দধ্যৌ ব্রহ্ম সনাতনম ॥ ২
ততঃ স্তুতিপুরাণজ্ঞা রক্তকণ্ঠাঃ সুশিক্ষিতাঃ।
অস্তুবন্ বিশ্বকর্ম্মাণং বাসুদেবং প্রজাপতিম্ ॥ ৩
পঠন্তি পাণিস্বনিকাস্তথা গায়ন্তি গায়নাঃ।
শঙ্খানথ মৃদঙ্গাংশ্চ প্রবাদ্যন্তি সহস্রশঃ ॥ ৪
বীণা-পণব-বেণুনাং স্বনশ্চাতিমনোরমঃ।
সহাস ইব বিস্তীর্ণঃ শুশ্রুবে তস্য বেশ্মনঃ ॥ ৫
ততো যুধিষ্ঠিরস্যাপি রাজ্ঞো মঙ্গলসংহিতাঃ।
উচ্চেরুর্ম্মধুরা বাচো গীত-বাদিত্রনিঃস্বনাঃ ॥ ৬
তত উত্থায় দাশার্হঃ স্নাতঃ প্রাঞ্জলিরচ্যুতঃ।
জপ্ত্বা গুহ্যং মহাবাহুরগ্নীনাশ্রিত্য তস্থিবান্ ॥৭
ততঃ সহস্রং বিপ্রাণাং চতুর্ব্বেদবিদাং তথা।
গবাং সহস্রেণৈকৈকং বাচয়ামাস মাধবঃ ॥ ৮
মঙ্গলালম্ভনং কৃত্বা আত্মানমবলোক্য চ।
আদর্শে বিমলে কৃষ্ণস্ততঃ সাত্যকিমব্রবীৎ ॥৯
গচ্ছ শৈনেয় জানীহি গত্বা রাজনিবেশনম্।
অপি সজ্জো মহাতেজা ভীষ্মং দ্রষ্টুং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১০
ততঃ কৃষ্ণস্য বচনাৎ সাত্যকিস্ত্বরিতো যযৌ।
উপগম্য চ রাজানং যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ১১
যুক্তো রথবরো রাজন্ বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
সমীপমাপগেয়স্য প্রযাস্যতি জনার্দনঃ ॥ ১২
ভবৎপ্রতীক্ষঃ কৃষ্ণোঽসৌ ধর্ম্মরাজ মহাদ্যুতে।
যদত্রানন্তরং কৃত্যং তদ্ ভবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৩

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্য এবং সাত্যকির দ্বারা সংবাদ পাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণসহ কুরুক্ষেত্রে গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—(জনমেজয়!) তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শয্যায় প্রবেশ করত নিদ্রিত হইলেন এবং একপ্রহর মাত্র রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে জাগরিত হইলেন ॥ ১

তদনন্তর মাধব ধ্যানযোগে সম্পূর্ণ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক স্বীয় সনাতন ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২

তখন স্তুতি ও পূর্ব্ববৃত্তান্তে অভিজ্ঞ মধুকণ্ঠ ও সুশিক্ষিত স্তুতি পাঠকেরা বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বাসুদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩

বহু লোক করতলধ্বনি সহকারে স্তুতি করিতে লাগিল, বহু গায়ক গান করিতে লাগিল, সহস্র সহস্র বাদক শঙ্খ ও মৃদঙ্গাদি বাজাইতে লাগিল ॥ ৪

বীণা, পণব ও বংশীর মনোরম ধ্বনিতে মনে হইতেছিল যেন শ্রীকৃষ্ণের নিকেতন হাস্যরবে মুখরিত ॥ ৫

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরের ভবনেও মধুর মঙ্গলময়ী বাণী এবং গীত বাদ্যাদির ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৬

তদনন্তর অচ্যুত মহাবাহু কৃষ্ণ শয্যাত্যাগান্তে স্নান পূর্ব্বক সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করত হস্তযুগল সংযোজন পূর্ব্বক হোমাগ্নির নিকটে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭

তদনন্তর কৃষ্ণ এক সহস্র গাভীর মধ্য হইতে এক একটি গাভী চতুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করত বেদমন্ত্র অর্থাৎ স্বস্তি, ঋদ্ধি ও পুণ্যাহ পাঠ করাইলেন ॥ ৮

মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল স্পর্শ করত শ্রীকৃষ্ণ স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিরূপ দর্শন পূর্ব্বক সাত্যকিকে বলিলেন ॥৯

শৈনেয় (শিনিনন্দন)! যাও, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গৃহে গমন পূর্ব্বক সংবাদ লও, ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হইয়াছেন কিনা? ১০

শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞালাভান্তে সাত্যকি সত্বর গমন করিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ॥১১

রাজন্! পরম বুদ্ধিমান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তম রথ সজ্জিত হইয়াছে। তিনি শীঘ্রই গঙ্গানন্দন ভীষ্মের সমীপে গমন করিবেন। ১২

মহাতেজস্বী ধর্ম্মরাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, অতএব এখন যাহা করণীয়, তাহা আপনি পালন করুন ॥ ১৩

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুজ্যতাং মে রথবরঃ ফাল্গুনাপ্রতিমহ্যতে ॥ ১৪

ন সৈনিকৈশ্চ যাতব্যং যাস্যামো বয়মেব হি।

ন চ পীড়য়িতব্যো মে ভীষ্মো ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ১৫

অতঃ পুরঃসরাশ্চাপি নিবর্ত্তন্তু ধনঞ্জয়।

অদ্যপ্রভৃতি গাঙ্গেয়ঃ পরং গুহ্যং প্রবক্ষ্যতি ॥ ১৬

অতো নেচ্ছামি কৌন্তেয় পৃথগ্জনসমাগমম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তদ্বাক্যমথাজ্ঞায় কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৭

যুক্তং রথবরং তস্মা আচচক্ষে নরর্ষভঃ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা যমৌ ভীমার্জুনাবপি ॥ ১৮

ভূতানীব সমস্তানি যযুঃ কৃষ্ণনিবেশনম্।

আগচ্ছৎস্বথ কৃষ্ণোঽপি পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১৯

শৈনেয়সহিতো ধীমান্ রথমেবান্বপদ্যত।

রথস্থাঃ সংবিদং কৃত্বা সুখাং পৃষ্ট্বা চ শর্বরীম্ ॥ ২০

মেঘঘোষৈ রথবরৈঃ প্রযযুস্তে নরর্ষভাঃ।

বলাহকং মেঘপুষ্পং শৈব্যং সুগ্রীবমেব চ ॥ ২১

দারুকশ্চোদয়ামাস বাসুদেবস্য বাজিনঃ।

তে হয়া বাসুদেবস্য দারুকেণ প্রচোদিতাঃ ॥ ২২

গাং খুরাগ্রৈস্তথা রাজল্লিঁখন্তঃ প্রযযুস্তদা।

তে গ্রসন্ত ইবাকাশং বেগবন্তো মহাবলাঃ ॥ ২৩

ক্ষেত্রং ধর্মস্য কৃৎস্নস্য কুরুক্ষেত্রমবাতরন্।

ততো যযুর্যত্র ভীষ্মঃ শরতল্পগতঃ প্রভুঃ ॥ ২৪

আস্তে মহর্ষিভিঃ সার্ধং ব্রহ্মা দেবগণৈর্যথা।

ততোঽবতীর্য্য গোবিন্দো রথাৎ স চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৫

ভীমো গাণ্ডীবধন্বা চ যমৌ সাত্যকিরেব চ।

ঋষীনভ্যর্চয়ামাসুঃ করানুদ্যম্য দক্ষিণান্ ॥ ২৬

স তৈঃ পরিবৃতো রাজা নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।

অভ্যাজগাম গাঙ্গেয়ং ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ২৭

সাত্যকি এইরূপ বলিলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বলিলেন ॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—অনুপম তেজস্বী অর্জুন! আমার উত্তম রথখানি সজ্জিত কর। আজ সৈন্যগণকে আমাদের সহিত যাইতে হইবে না, কেবলমাত্র আমরাই যাইব। ধনঞ্জয়! ধর্ম্মাত্মশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে বহু জন-সমাগমে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় অতএব অগ্রগামী সৈন্যগণেরও যাইবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৩-১৫১/২

কুন্তীনন্দন! অদ্য হইতে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আমাদের নিকটে পরম গোপনীয় বিষয় বলিবেন, অতএব বিভিন্ন রুচিসম্পন্ন সাধারণ লোকের উপস্থিত ইচ্ছা করি না ॥ ১৬১/২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(জনমেজয়!) যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত কুন্তীনন্দন নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং আগমন করত 'শ্রেষ্ঠ রথ প্রস্তুত' এই সংবাদ নিবেদন করিলেন ॥ ১৭১/২

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রথারোহণে পঞ্চভূতের ন্যায় মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮১/২

মহাত্মা পাণ্ডবগণ আগমন করিলে সাত্যকির সহিত বুদ্ধিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথে আরোহণ করিলেন ॥১৯১/২

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর অভিবাদনপূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া "রাত্রে সুখনিদ্রা হইয়াছে ত" এইরূপ কুশল প্রশ্নাদি করিতে করিতে মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দকারী উত্তম রথে গমন করিতে লাগিলেন। ২০১/২

তখন সারথি দারুক বলাহক, মেঘপুষ্প শৈব্য ও সুগ্রীবনামক কৃষ্ণের চারিটি অশ্বকে চালাইতে লাগিলেন ॥ ২১১/২

রাজন্! তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই চারিটি অশ্বই দারুক দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষুরাগ্র দ্বারা পৃথিবীকে ক্ষুণ্ণ করিতে করিতে চলিতে লাগিল ॥ ২২১/২

সেই অশ্বগুলি বল ও বেগ দ্বারা আকাশমণ্ডলকে যেন গ্রাস করিতে করিতে সমস্ত ধর্ম্মেরই ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩১/২

তদনন্তর ব্রহ্মার দেবগণের সহিত অবস্থিতির ন্যায় মহর্ষিগণের সহিত শরশয্যাগত প্রভাবশালী ভীষ্ম যেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪১/২

তদনন্তর কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করত মহর্ষিগণের অভ্যর্চ্চনা করিলেন ॥ ২৫-২৬

ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, সেইরূপ নক্ষত্রসকলে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় স্বজনগণে পরিবেষ্টিত রাজা যুধিষ্ঠিরও ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭

শরতল্পে শয়ানং তমাদিত্যং পতিতং যথা।
স দদর্শ মহাবাহুঃ ভয়াচ্চাগতসাধ্বসঃ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মাভিগমনে ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫৩

তখন তিনি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত সূর্য্যের ন্যায় শরশয্যায় মহাবাহু ভীষ্মকে পতিত থাকিতে দর্শন করিলেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের রোষভয়ে ভীত হইয়া রহিলেন॥২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে ভীষ্মাভিগমনবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভীষ্মস্য চ কথোপকথনম্।]

জনমেজয় উবাচ।
ধর্মাত্মনি মহাবীর্য্যে সত্যসন্ধে জিতাত্মনি।
দেবব্রতে মহাভাগে শরতল্পগতেঽচ্যুতে॥ ১
শয়ানে বীরশয়নে ভীষ্মে শান্তনুনন্দনে।
গাঙ্গেয়ে পুরুষব্যাঘ্রে পাণ্ডবৈঃ পর্য্যুপাসিতে॥২
কাঃ কথাঃ সমবর্তন্ত তস্মিন্ বীরসমাগমে।
হতেষু সর্বসৈন্যেষু তন্মে শংস মহামুনে॥৩
বৈশম্পায়ন উবাচ।
শরতল্পগতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে।
আজগ্মুঋষয়ঃ সিদ্ধা নারদপ্রমুখা নৃপ॥ ৪

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের কথোপকথন।]

জন্মেজয় বলিলেন—মহামুনে! ধর্ম্মাত্মা, মহাবীর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতাত্মা, মহাভাগ, ধর্ম্মে অচঞ্চল, শান্তনুনন্দন, গঙ্গাকুমার পুরুষসিংহ দেবব্রত ভীষ্ম বীর-শয়নে শরশয্যায় শায়িত হইলে, সমস্ত সৈন্য নিহত হইলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সেবায় উপস্থিত হইলে এবং অন্যান্য বীরগণ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন্ বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন॥ ১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে নৃপ! কৌরবকুলের ভারবহনকারী ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত হইলে তখন সেখানে নারদাদি সিদ্ধ মহর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন॥ ৪

হতশিষ্টাশ্চ রাজানো যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কৃষ্ণশ্চ ভীমার্জুন-যমাস্তথা॥৫
তেঽভিগম্য মহাত্মানো ভরতানাং পিতামহম্।
অন্বশোচন্ত গাঙ্গেয়মাদিত্যং পতিতং যথা॥ ৬
মুহূর্তমিব চ ধ্যাত্বা নারদো দেবদর্শনঃ।
উবাচ পাণ্ডবান্ সর্বান্ হতশিষ্টাংশ্চ পার্থিবান্॥ ৭
প্রাপ্তকালং সমাচক্ষে ভীষ্মোঽয়মনুযুজ্যতাম্।
অস্তমেতি হি গাঙ্গেয়ো ভানুমানিব ভারত॥ ৮
অয়ং প্রাণানুৎসিসৃক্ষুস্তং সর্বেঽভ্যনুপৃচ্ছত।
কৃৎস্নান্ হি বিবিধান্ ধর্মাংশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য বেত্ত্যয়ম্॥৯

ভারতযুদ্ধে হতাবশিষ্ট রাজগণ, যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই সকল মহামনস্বী পুরুষগণ ভূপতিত সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত, ভরতবংশীয় পিতামহ এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকটে বারংবার শোক করিতে লাগিলেন॥৫-৬

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন নারদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করত পাণ্ডবগণকে ও হতাবশিষ্ট রাজগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন॥ ৭

ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! আমি তোমাদিগকে কালোপযোগী কথা বলিতেছি। এখন তোমাদের অভীষ্ট বিষয়ে (অধ্যাত্ম-বিষয়ে) জিজ্ঞাসা কর, যেহেতু ভীষ্মদেব সূর্যের ন্যায় অস্তগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছ॥৮

ভীষ্মদেব প্রাণপ্রয়াণে ইচ্ছুক। অতএব তোমরা সকলে ভীষ্মদেবকে অভীষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, যেহেতু ইনি চাতুর্ব্বর্ণ্যের ধর্ম্ম এবং অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবেত্তা॥ ৯

এষ বৃদ্ধঃ পরাল্লোঁকান্ সম্প্রাপ্নোতি তনুং ত্যজন্।
তং শীঘ্রমনুযুঞ্জীধ্বং সংশয়ান্ মনসি স্থিতান্॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে নারদেন ভীষ্মমীয়ুর্নরাধিপাঃ।
প্রষ্টুং চাশক্নুবন্তস্তে বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্॥ ১১
অথোবাচ হৃষীকেশং পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নান্যস্ত দেবকীপুত্রাচ্ছক্তঃ প্রষ্টুং পিতামহম্॥ ১২
প্রব্যাহর যদুশ্রেষ্ঠ ত্বমগ্রে মধুসূদন।
ত্বং হি নস্তাত সর্বেষাং সর্বধর্মবিদুত্তমঃ॥ ১৩
এবমুক্তঃ পাণ্ডবেন ভগবান্ কেশবস্তদা।
অভিগম্য দুরাধর্ষং প্রব্যাহারয়দচ্যুতঃ॥ ১৪

বাসুদেব উবাচ।

কচ্চিৎ সুখেন রজনী ব্যুষ্টা তে রাজসত্তম।
বিস্পষ্টলক্ষণা বুদ্ধিঃ কচ্চিচ্চোপস্থিতা তব॥ ১৫
কচ্চিজ্জ্ঞানানি সর্বাণি প্রতিভান্তি চ তেঽনঘ।
ন গ্লায়তে চ হৃদয়ং ন চ তে ব্যাকুলং মনঃ॥ ১৬

ভীষ্ম উবাচ।

দাহো মোহঃ শ্রমশ্চৈব ক্লমো গ্লানিস্তথা রুজা।
তব প্রসাদাদ্ বার্ষ্ণেয় সদ্যঃ প্রতিগতানি মে॥ ১৭
যচ্চ ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ পরমদ্যুতে।
তৎ সর্বমনুপশ্যামি পাণৌ ফলমিবার্পিতম্॥ ১৮
বেদোক্তাশ্চৈব যে ধর্মা বেদান্তাধিগতাশ্চ যে।
তান্ সর্বান্ সম্প্রপশ্যামি বরদানাৎ তবাচ্যুত॥ ১৯
শিষ্টৈশ্চ ধর্মো যঃ প্রোক্তঃ স চ মে হৃদি বর্ততে;
দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ ধর্মজ্ঞোঽস্মি জনার্দন॥ ২০
চতুর্ষ্বাশ্রমধর্মেষু যোঽর্থঃ স চ হৃদি স্থিতঃ।
রাজধর্মাংশ্চ সকলানবগচ্ছামি কেশব॥ ২১
যচ্চ যত্র চ বক্তব্যং তদ্ বক্ষ্যামি জনার্দন।
তব প্রসাদাদ্ধি শুভা মনো মে বুদ্ধিরাবিশৎ॥ ২২

ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং দেহত্যাগ করিয়া পরলোকগমনে উদ্যুক্ত, অতএব তোমরা তোমাদের চিত্তের ধর্মসংশয়বিষয়ে শীঘ্র প্রশ্ন কর॥ ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! নারদ এইরূপ বলিলে রাজগণ ভীষ্মের নিকটে আসিলেন। তাঁহারা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতে অসমর্থ হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। (পরস্পর মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন)॥ ১১

তখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির হৃষীকেশকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অপর কেহ এইরূপ নাই, যিনি পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করিতে সমর্থ হইবেন॥ ১২

মধুসূদন! যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি-ই প্রথমে কথা আরম্ভ করুন। তাত! আমাদের সকলের মধ্যে আপনিই সম্পূর্ণ ধর্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ॥ ১৩

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে ভগবান্ অচ্যুত কেশব দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন॥ ১৪

বাসুদেব বলিলেন—হে রাজশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! রাত্রে আপনার সুখনিদ্রা হইয়াছে ত? সুসিদ্ধান্তকারী নির্ম্মল বুদ্ধি বিকশিত হইতেছে ত?॥ ১৫

নিষ্পাপ! আপনার চিত্তে সর্বজ্ঞান প্রস্ফুরিত হইতেছে ত? আপনার হৃদয়ে কোন গ্লানি নাই ত? আপনার মন ব্যাকুল হয় নাই ত?॥ ১৬

ভীষ্ম বলিলেন—বৃষ্ণিনন্দন! শরীরের সন্তাপ, মোহ, শ্রান্তি, ক্লান্তি, গ্লানি এবং রোগ এই সব আপনার কৃপাতে তৎকালেই অর্থাৎ বরদান সময়েই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে॥ ১৭

মহাতেজা! অধুনা আমি হস্তস্থিত ফলের ন্যায় ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের সব কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি॥ ১৮

হে অচ্যুত! যে সকল ধর্ম বেদে উক্ত হইয়াছে, যে সকল ধর্ম বেদান্তের দ্বারা জ্ঞাত হইতে হয়, আপনার বর প্রভাবে তৎসমুদয় ধর্মই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি॥ ১৯

জনার্দ্দন! শিষ্ট পুরুষগণ যে ধর্মের উপদেশ করেন, তাহা আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে। দেশ, জাতি ও কুল-বিষয়ক যে ধর্ম, সেই সকল বিষয়েই আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিয়াছে॥ ২০

চারি আশ্রমের ধর্মের যে তত্ত্ব, তাহাও আমার হৃদয়ে বিকশিত হইতেছে। কেশব! সকল রাজধর্ম আমার মনে প্রকাশিত হইতেছে॥ ২১

হে জনার্দ্দন! যে বিষয়ে যাহা বলা উচিত, সেই বিষয়ে

যুবেবাস্মি সমাবৃত্তস্তদনুধ্যানবৃংহিতঃ।
বক্তুং শ্রেয়ঃ সমর্থোঽস্মি ত্বৎপ্রসাদাজ্জনার্দন ॥ ২৩
স্বয়ং কিমর্থং তু ভবান্ শ্রেয়ো ন প্রাহ পাণ্ডবম্।
কিং তে বিবক্ষিতং চাত্র তদাশু বদ মাধব ॥ ২৪

বাসুদেব উবাচ।

যশসঃ শ্রেয়সশ্চৈব মূলং মাং বিদ্ধি কৌরব।
মত্তঃ সর্বেঽভিনির্বৃত্তা ভাবাঃ সদসদাত্মকাঃ ॥ ২৫
শীতাংশুশ্চন্দ্র ইত্যুক্তে লোকে কো বিস্ময়িষ্যতি।
তথৈব যশসা পূর্ণে ময়ি কো বিস্ময়িষ্যতি ॥ ২৬
আধেয়ং তু ময়া ভূয়ো যশস্তব মহাদ্যুতে।
ততো মে বিপুলা বুদ্ধিস্ত্বয়ি ভীষ্ম সমর্পিতা ॥ ২৭
যাবদ্ধি পৃথিবীপাল পৃথ্বীয়ং স্থাস্যতি ধ্রুবা।
তাবৎ তবাক্ষয়া কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি ॥ ২৮
যচ্চ ত্বং বক্ষ্যসে ভীষ্ম পাণ্ডবায়ানুপৃচ্ছতে।
বেদপ্রবাদ ইব তে স্থাস্যন্তে বসুধাতলে ॥ ২৯
যশ্চৈতেন প্রমাণেন যোক্ষ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স ফলং সর্বপুণ্যানাং প্রেত্য চানুভবিষ্যতি ॥ ৩০
এতস্মাৎ কারণাদ্ ভীষ্ম মতির্দিব্যা ময়া হি তে।
দত্তা যশো বিপ্রথয়েৎ কথং ভূয়স্তবেতি হ ॥ ৩১
যাবদ্ধি প্রথমে লোকে পুরুষস্য যশো ভুবি।
তাবৎ তস্যাক্ষয়ং স্থানং ভবতীতি বিনিশ্চিতা ॥৩২
রাজানো হতশিষ্টাস্ত্বাং রাজন্নভিত আসতে।
ধর্মাননুযুযুক্ষন্তস্তেভ্যঃ প্রব্রূহি ভারত ॥ ৩৩
ভবান্ হি বয়সা বৃদ্ধঃ শ্রুতাচারসমন্বিতঃ।
কুশলো রাজধর্মাণাং সর্বেষামপরাশ্চ যে ॥৩৪
জন্মপ্রভৃতি তে কশ্চিদ্ বৃজিনং ন দদর্শ হ।
জ্ঞাতারং সর্বধর্মাণাং ত্বাং বিদুঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ৩৫
তেভ্যঃ পিতেব পুত্রেভ্যো রাজন্ ব্রূহি পরং নয়ম্।
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ ত্বয়া নিত্যমুপাসিতাঃ ॥ ৩৬

আমি তাহা বলিব। যেহেতু আপনার কৃপায় আমার হৃদয়ে নিশ্চল মনে কল্যাণময়ী বুদ্ধির আবেশ হইয়াছে ॥ ২২

জনার্দন! আপনার অনুধ্যানে আমার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় যুবত্ব লাভ করিয়াছি। আপনার করুণায় এখন আমি কল্যাণকারী উপদেশদানে সক্ষম হইয়াছি ॥ ২৩

হে মাধব! আপনি স্বয়ংই পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের কল্যাণকারী উপদেশ প্রদান করিতেছেন না কেন? এই বিষয়ে আপনি কি বলিতে ইচ্ছুক? তাহা শীঘ্র বলুন ॥ ২৪

বাসুদেব বলিলেন—কুরুনন্দন! আপনি আমাকে যশ ও মঙ্গলের মূল বলিয়া অবগত হউন, সংসারের যাহা কিছু সৎ ও অসৎ পদার্থ, তৎসমুদায় আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৫

চন্দ্রের কিরণ শীতল এইরূপ বলিলে জগতে কোন্ ব্যক্তি বিস্মিত হইবে? সেইরূপ আমাকে যশে পরিপূর্ণ বলিলে কেহ কি বিস্মিত হইবে? ২৬

মহাতেজস্বী ভীষ্ম! জগতে তোমার প্রচুর যশ প্রতিষ্ঠা করা আমার কর্ত্তব্য, অতএব আমার যে বিপুল বুদ্ধি তাহা তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি ॥ ২৭

ভূপাল! যতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবী স্থির থাকিবে, ততকালই আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে ॥ ২৮

ভীষ্ম! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে আপনি যাহা বলিবেন, সেই বাক্যসকল পৃথিবীতে বেদবাক্যের ন্যায় মান্যতা লাভ করিবে ॥ ২৯

যে মনুষ্য আপনার উপদেশসকল শ্রবণ করত স্বীয় জীবনে প্রয়োগ করিবে, সেই মনুষ্য মৃত্যুর পর সর্ব্বপ্রকার পুণ্যের ফল লাভ করিবে ॥ ৩০

ভীষ্ম! যাহাতে আপনার মহান্ যশ ভূতলে বিস্তার লাভ করে, এই চিন্তায় আপনাকে আমার দিব্য বুদ্ধি প্রদান করিয়াছি ॥ ৩১

মনুষ্যের যশ যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে, সেই পর্য্যন্ত সেই মনুষ্যের পরলোকে অচলা স্থিতি হয়—ইহা নিশ্চিত ॥ ৩২

ভারত! রাজন্! হতাবশিষ্ট রাজগণ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জন্য আপনার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট। আপনি ইঁহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করুন ॥ ৩৩

যেহেতু আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং রাজধর্ম্ম-বিষয়ে তথা ধর্ম্ম বিষয়ে আপনি অত্যন্ত কুশল ॥ ৩৪

আজন্ম কেহ আপনার পাপ দেখে নাই, সকল রাজগণই আপনাকে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ৩৫

রাজন্! আপনি পিতা যেমন পুত্রদিগকে উত্তম নীতি উপদেশ করেন, আপনি সেইরূপ এই রাজগণকে উত্তম নীতি উপদেশ করুন। আপনি দেবতা ও ঋষিগণকে সদা উপাসনা করিয়াছেন, সেইহেতু আপনার অবশ্যই সম্পূর্ণ ধর্ম্মের উপদেশ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬½

তস্মাদ্ বক্তব্যমেবেদং ত্বয়াবশ্যমশেষতঃ।
ধর্ম্মং শুশ্রূষমাণেভ্যঃ পৃষ্টেন চ সতা পুনঃ ॥ ৩৭

বক্তব্যং বিদুষা চেতি ধর্ম্মমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
অপ্রতিব্রুবতঃ কষ্টো দোষো হি ভবিতা প্রভো ॥ ৩৮

তস্মাৎ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ ধর্ম্মান্ পৃষ্টান্ সনাতনান্
বিদ্বান্ জিজ্ঞাসমানৈস্ত্বং প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি কৃষ্ণবাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪

মনীষিগণ বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ পুরুষকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার উচিত শ্রবণেচ্ছুগণকে ধর্ম্ম উপদেশ করা ॥ ৩৭½

প্রভু! যে মনুষ্য জ্ঞাত হইয়াও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রশ্নকারীকে উপদেশ দান করে না, তাহাকে অত্যন্ত দুঃখদায়ক দোষ প্রাপ্ত হইতে হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পুত্র ও পৌত্রগণ ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলে সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করুন—আপনি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ॥ ৩৮-৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য গুণবর্ণনপূর্ব্বকং তস্মৈ প্রশ্নং কর্ত্তুং ভীষ্মস্যাদেশদানম্, শ্রীকৃষ্ণেন তস্য ভীতের্লজ্জায়াশ্চ কারণস্যোল্লেখঃ ভীষ্মস্যাশ্বাসং প্রাপ্য তৎসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাব্রবীন্মহাতেজা বাক্যং কৌরবনন্দনঃ।
হন্ত ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি দৃঢ়ে বাঙ্-মনসী মম ॥
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাত্মা মাং ধর্ম্মাননুপৃচ্ছতু।
এবং প্রীতো ভবিষ্যামি ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি চাখিলান্ ॥
যস্মিন্ রাজর্ষভে জাতে ধর্ম্মাত্মনি মহাত্মনি।
অহৃষ্যন্নৃষয়ঃ সর্ব্বে স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৩
সর্ব্বেষাং দীপ্তযশসাং কুরূণাং ধর্ম্মচারিণাম্।
যস্য নাস্তি সমঃ কশ্চিৎ স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥৪

ধৃতির্দমো ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষমা ধর্ম্মশ্চ নিত্যদা।
যস্মিন্নোজশ্চ তেজশ্চ স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৫
সম্বন্ধিনোঽতিথীন্ ভৃত্যান্ সংশ্রিতাংশ্চৈব যো ভৃশম্
সম্মানয়তি সৎকৃত্য স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৬
সত্যং দানং তপঃ শৌর্য্যং শান্তির্দাক্ষ্যমসম্ভ্রমঃ।
যস্মিন্নেতানি সর্ব্বাণি স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৭
যো ন কামান্ন সংরম্ভান্ন ভয়ান্নার্থকারণাৎ।
কুর্য্যাদধর্ম্মং ধর্ম্মাত্মা স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥৮

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের গুণ বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে ভীষ্মের আদেশ দান, তাঁহার ভীতি ও লজ্জার কারণ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উল্লেখ এবং ভীষ্মের আশ্বাস পাইয়া তাঁহার নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের আনন্দদায়ক মহাতেজস্বী ভীষ্ম বলিলেন—গোবিন্দ! আপনি ভূতসকলের সনাতন আত্মা। আপনার প্রসাদে আমার বাক্শক্তি সুদৃঢ় এবং মন স্থির হইয়াছে। অতএব আমি সকল ধর্ম্ম বলিব ॥ ১½

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্রমান্বয়ে ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রশ্ন করিতে থাকুক তাহাতে আমার চিত্তে প্রসন্নতা আসিবে এবং আমি সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ করিতে সক্ষম হইব ॥ ২

যে ধর্ম্মাত্মা রাজশ্রেষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ঋষিগণ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেই যুধিষ্ঠির আমায় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করুক ॥ ৩

উজ্জ্বলযশসম্পন্ন ধর্ম্মাচারী কৌরবগণের মধ্যে যাহার তুল্য কেহ নাই, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে জিজ্ঞাসা করুক ॥ ৪

যাহাতে ধৈর্য্য, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, ধর্ম্ম ওজঃ ও তেজ সদা বিরাজিত, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক ॥৫

যে সম্বন্ধী, অতিথি, ভৃত্য ও শরণাগতগণকে সতত সৎকার পূর্ব্বক সম্মান করেন, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক ॥৬

যাহাতে সত্য, দান, তপস্যা, বীরত্ব, শান্তি এবং নৈপুণ্য এই গুণসকল বিদ্যমান, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক ॥ ৭

যে কাম ক্রোধ ভয় অথবা অন্য কোন প্রয়োজনেও অধর্ম্মাচরণ করে না, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমাকে প্রশ্ন করুক ॥ ৮

সত্যনিত্যঃ ক্ষমানিত্যো জ্ঞাননিত্যোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
যো দদাতি সতাং নিত্যং স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ৯
ইজ্যাধ্যয়ননিত্যস্য ধর্মে চ নিরতঃ সদা।
ক্ষান্তঃ শ্রুতরহস্যশ্চ স মাং পৃচ্ছতু পাণ্ডবঃ ॥ ১০

বাসুদেব উবাচ।

লজ্জয়া পরয়োপেতো ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিশাপভয়াদ্ ভীতো ভবন্তং নোপসর্পতি ॥ ১১
লোকস্য কদনং কৃত্বা লোকনাথো বিশাম্পতে।
অভিশাপভয়াদ্ ভীতো ভবন্তং নোপসর্পতি ॥ ১২
পূজ্যান্ মান্যাংশ্চ ভক্তাংশ্চ গুরূন্ সম্বন্ধি-বান্ধবান্
অর্ঘার্হানিষুভির্ভিত্ত্বা ভবন্তং নোপসর্পতি ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

ব্রাহ্মণানাং যথা ধর্মো দানমধ্যয়নং তপঃ।
ক্ষাত্রিয়াণাং তথা কৃষ্ণ সমরে দেহপাতনম্ ॥ ১৪
পিতৄন্ পিতামহান্ ভ্রাতৄন্ গুরূন্ সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
মিথ্যাপ্রবৃত্তান্ যঃ সংখ্যে নিহন্যাদ্ ধর্ম এব সঃ ॥ ১৫
সময়ত্যাগিনো লুব্ধান্ গুরূনপি চ কেশব।
নিহন্তি সমরে পাপান্ ক্ষত্রিয়ো যঃ স ধর্মবিৎ ॥ ১৬
যো লোভান্ন সমীক্ষেত ধর্মসেতুং সনাতনম্।
নিহন্তি যস্তং সমরে ক্ষত্রিয়ো বৈ স ধর্মবিৎ ॥ ১৭
লোহিতোদাং কেশতৃণাং গজশৈলাং ধ্বজদ্রুমাম্।
মহীং করোতি যুদ্ধেষু ক্ষত্রিয়ো যঃ স ধর্মবিৎ ॥ ১৮
আহূতেন রণে নিত্যং যোদ্ধব্যং ক্ষত্রবন্ধুনা।
ধর্ম্যং স্বর্গ্যঞ্চ লোক্যঞ্চ যুদ্ধং হি মনুরব্রবীৎ ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীষ্মেণ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বিনীতবদুপাগম্য তস্থৌ সন্দর্শনেঽগ্রতঃ ॥ ২০
অথাস্য পাদৌ জগ্রাহ ভীষ্মশ্চাপি ননন্দ তম্।
মূর্দ্ধি চৈনমুপাঘ্রায় নিষীদেত্যব্রবীৎ তদা ॥ ২১
তমুবাচাথ গাঙ্গেয়ো বৃষভঃ সর্বধন্বিনাম্।
মাং পৃচ্ছ তাত বিস্রব্ধং মা ভৈস্তং কুরুসত্তম ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৫

যাহাতে সদা সত্য, ক্ষমা ও জ্ঞান নিত্য স্থিত, যে অতিথিপ্রিয় সৎপুরুষ ও নিত্য দানশীল, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুক ॥ ৯

যে শাস্ত্রের রহস্য জ্ঞাত, যে সর্ব্বদা যজ্ঞ, স্বাধ্যায় ও ধর্ম্মাচরণে নিরত এবং ক্ষমাশীল, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমায় প্রশ্ন করুক ॥ ১০

বাসুদেব বলিলেন—প্রজানাথ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অত্যন্ত লজ্জিত এবং অভিশাপের ভয়ে ভীত হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিতেছেন না ॥ ১১

প্রজাপালক ভীষ্ম! লোকনাথ যুধিষ্ঠির লোকসকলকে সংহার করত শাপভয়ে ত্রস্ত, সেইজন্য অভিশাপভয়ে ভীত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিতেছেন না ॥ ১২

পূজনীয়, মাননীয়, গুরুজন ভক্ত এবং অর্ঘ্যাদির দ্বারা সৎকারযোগ্য সম্বন্ধিগণ ও বন্ধুবান্ধবজনকে বাণদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ভয়ে তিনি আপনার নিকটে আগমন করিতেছেন না ॥ ১৩

ভীষ্ম বলিলেন—দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা যেরূপ ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম, সেইরূপ রণভূমিতে শত্রুগণের দেহসকল নিপাতিত করাই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম ॥ ১৪

যিনি অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, গুরু, সম্বন্ধী এবং অন্যান্য বন্ধুজনগণকে যুদ্ধে বধ করেন, তিনি ধর্ম্মই করেন ॥১৫

কেশব! যিনি অসদাচারী, লোভী ও পাপী গুরুজনকেও যুদ্ধে বধ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৬

যিনি লোভবশতঃ সনাতন ধর্ম্মমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁহাকে যে ক্ষত্রিয় সমরভূমিতে নিপাতিত করেন তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৭

যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধভূমিতে রক্তময় জলের স্রোত প্রবাহিত করেন, কেশরূপ তৃণ প্রস্তুত করেন, হস্তিরূপ পর্ব্বত নিপাতিত করেন এবং ধ্বজরূপ বৃক্ষ ধরাশায়ী করেন, তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মজ্ঞ ॥১৮

যুদ্ধের জন্য আহূত হইলে সৎক্ষত্রিয়ের অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিত। যেহেতু মনু বলিয়াছেন—"যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত, স্বর্গজনক এবং ইহলোকে মঙ্গলদায়ক" ॥ ১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীষ্ম এইরূপ বলিলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার সমীপে গমন করত বিনীতভাবে দৃষ্টিপথে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ২০

তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মের চরণযুগল ধারণ করিলেন। ভীষ্মও তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত করত যুধিষ্ঠিরের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং বলিলেন উপবেশন কর ॥ ২১

অনন্তর সর্ব্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—তাত! এখন আমি সুস্থ, তুমি নির্ভয়ে প্রশ্ন করিতে পার। কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি ভয় করিও না ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসনদানবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রার্থনয়া ভীষ্মেণ রাজধর্ম্মস্য বর্ণনম্,—রাজ্ঞাং পুরুষার্থ-সত্যয়োরাবশ্যকতা, ব্রাহ্মণানামদণ্ডনীয়তা, রাজ্ঞাং পারিহাস্যমার্দবাভ্যামুদ্ভূতানাং দোষাণাঞ্চ বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রণিপত্য হৃষীকেশমভিবাদ্য পিতামহম্।
অনুমান্য গুরূন্ সর্বান্ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাজ্ঞাং বৈ পরমো ধর্ম ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
মহান্তমেতং ভারঞ্চ মন্যে তদ্ ব্রূহি পার্থিব॥ ২
রাজধর্মান্ বিশেষেণ কথয়স্ব পিতামহ।
সর্বস্য জীবলোকস্য রাজধর্মঃ পরায়ণম্॥ ৩
ত্রিবর্গো হি সমাসক্তো রাজধর্মেষু কৌরব।
মোক্ষধর্মশ্চ বিস্পষ্টঃ সকলোঽত্র সমাহিতঃ॥ ৪
যথা হি রশ্ময়োঽশ্বস্য দ্বিরদস্যাঙ্কুশো যথা।
নরেন্দ্রধর্মো লোকস্য তথা প্রগ্রহণং স্মৃতম্॥ ৫
তত্র চেৎ সম্প্রমুহ্যেত ধর্মে রাজর্ষিসেবিতে।
লোকস্য সংস্থা ন ভবেৎ সর্বঞ্চ ব্যাকুলীভবেৎ
উদয়ন্ হি যথা সূর্য্যো নাশয়ত্যশুভং তমঃ।
রাজধর্মাস্তথালোক্যাং নিক্ষিপন্ত্যশুভাং গতিম্॥ ৭
তদগ্রে রাজধর্মান্ হি মদর্থে ত্বং পিতামহ।
প্রব্রূহি ভরতশ্রেষ্ঠ ত্বং হি ধর্মভৃতাং বরঃ॥ ৮
আগমশ্চ পরস্ত্বত্তঃ সর্বেষাং নঃ পরন্তপ।
ভবন্তং হি পরং বুদ্ধৌ বাসুদেবোঽভিমন্যতে॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥১০
শৃণু কার্ৎস্নেন মত্তস্ত্বং রাজধর্মান্ যুধিষ্ঠির।
নিরুচ্যমানান্ নিয়তো যচ্চান্যদপি বাঞ্ছসি॥ ১১
আদাবেব কুরুশ্রেষ্ঠ রাজ্ঞা রঞ্জনকাম্যয়া।
দেবতানাং দ্বিজানাঞ্চ বর্তিতব্যং যথাবিধি॥ ১২
দেবতান্যর্চয়িত্বা হি ব্রাহ্মণাংশ্চ কুরূদ্বহ।
আনৃণ্যং যাতি ধর্মস্য লোকেন চ সমর্চ্যতে॥১৩

ষটপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় ভীষ্ম কর্তৃক রাজ ধর্ম্মের বর্ণন,—রাজাদের পুরুষার্থ ও সত্যের আবশ্যকতা, ব্রাহ্মণগণের রাজগণের পরিহাস ও মৃদুতা হইতে উদ্‌ভূত দোষবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রাজন্! তদনন্তর যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মকে প্রণাম করত অন্যান্য গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করিলেন॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ রাজধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলেন। আমিও ইহাকে অত্যন্ত গুরুভার বলিয়াই মনে করি। ভূপাল! অতএব আপনি আমাকে রাজধর্ম্ম উপদেশ করুন॥২

পিতামহ! রাজধর্ম্ম সম্পূর্ণ জীবজগতের পরম আশ্রয়, অতএব আপনি রাজধর্ম্মই বিশেষরূপে বর্ণনা করুন॥ ৩

কুরুনন্দন! ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটিই রাজধর্ম্মে সংসক্ত এবং ইহাও অতিশয় স্পষ্ট যে সম্পূর্ণ মোক্ষধর্ম্মও রাজধর্ম্মে নিহিত॥ ৪

অশ্বের মুখরজ্জু যেমন অশ্বকে ও হস্তীর অঙ্কুশ যেমন হস্তীকে বিপথ হইতে নিবর্ত্তন করে, সেইরূপ রাজধর্ম্ম মনুষ্যগণকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে॥ ৫

প্রাচীন রাজর্ষিগণ-সেবিত রাজধর্ম্মে রাজা যদি মোহিত হন, তাহা হইলে সংসারের স্থিতি থাকে না এবং সমস্তই ব্যাকুলিত হয়॥ ৬

যেমন সূর্য্যদেব উদিত হইলে অন্ধকার নাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রাজধর্ম্ম মানুষের অশুভগতিকে দূর করিয়া দেয়॥ ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! অতএব আপনি আমার জন্য প্রথমে রাজধর্ম্ম বর্ণনা করুন। যেহেতু আপনি ধর্ম্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ॥ ৮

পরন্তপ পিতামহ! আমরা সকলেই আপনার নিকট হইতে উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত লাভ করিতে পারিব। যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন—মহান্ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিশ্ববিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া আমি সনাতন ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিব॥ ১০

যুধিষ্ঠির! তুমি নিয়মপূর্ব্বক একাগ্র চিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে সম্পূর্ণ রাজধর্ম্ম শ্রবণ কর এবং অন্য যাহা কিছু শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহাও শ্রবণ কর॥১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! রাজার প্রথমেই প্রজারঞ্জন কামনায় দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি শাস্ত্রীয় ব্যবহারসম্পন্ন হওয়া উচিত অর্থাৎ তাঁহাদের পূজা ও সম্মাননা কর্ত্তব্য॥ ১২

কুরুকুলভূষণ! দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া ধর্ম্মীয় ঋণ হইতে রাজা মুক্ত হয় এবং জগতে তাঁহার যশ বিস্তার হইয়া থাকে॥ ১৩

উত্থানেন সদা পুত্র প্রযতেথা যুধিষ্ঠির।
ন হ্যুত্থানমৃতে দৈবং রাজ্ঞামর্থং প্রসাদয়েৎ ॥ ১৪
সাধারণং দ্বয়ং হ্যেতদ্ দৈবমুত্থানমেব চ।
পৌরুষং হি পরং মন্যে দৈবং নিশ্চিতমুচ্যতে ॥ ১৫
বিপন্নে চ সমারম্ভে সন্তাপং মা স্ম বৈ কৃথাঃ।
ঘটস্বৈব সদাত্মানং রাজ্ঞামেষ পরো নয়ঃ ॥ ১৬
ন হি সত্যাদৃতে কিঞ্চিদ্ রাজ্ঞাং বৈ সিদ্ধিকারকম্।
সত্যে হি রাজা নিরতঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥ ১৭
ঋষীণামপি রাজেন্দ্র সত্যমেব পরং ধনম্।
তথা রাজ্ঞাং পরং সত্যান্নান্যদ্ বিশ্বাসকারণম্ ॥ ১৮
গুণবান্ শীলবান্ দান্তো মৃদুর্ধর্ম্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সুদর্শঃ স্থূললক্ষ্যশ্চ ন ভ্রশ্যেত সদা শ্রিয়ঃ ॥ ১৯
আর্জবং সর্বকার্য্যেষু শ্রয়েথাঃ কুরুনন্দন।
পুনর্নয়বিচারেণ ত্রয়ীসংবরণেন চ ॥ ২০

পুত্র যুধিষ্ঠির! তুমি সর্ব্বদা পুরুষকারের জন্য যত্নবান্ হও; কারণ, পুরুষকার ভিন্ন মাত্র প্রারব্ধের দ্বারা রাজগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না ॥ ১৪

যদিও কার্যসিদ্ধি বিষয়ে দৈব ও পুরুষকার উভয়কেই সাধারণ কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তথাপি আমার মনে হয় পুরুষকারই এ বিষয়ে প্রধান; যেহেতু প্রারব্ধ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ॥ ১৫

অতএব যদি আরব্ধ কার্য্য সমাপন করিতে না পার, তথাপি দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। তুমি সর্ব্বদা তোমার পুরুষকারকে কর্ম্মে প্রযুক্ত কর, ইহাই রাজগণের সর্ব্বোত্তম নীতি ॥ ১৬

সত্য ভিন্ন অপর কোন বস্তু রাজাদের সিদ্ধিকারক হয় না। সত্যপরায়ণ রাজা ইহলোক ও পরলোকে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭

রাজেন্দ্র! ঋষিগণের সত্যই পরম ধন। সেইরূপ সত্য হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ সাধন নাই, যদ্দ্বারা প্রজাগণের বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারে ॥ ১৮

গুণবান্ শীলবান্, জিতেন্দ্রিয়, কোমলস্বভাব, ধর্ম্মপরায়ণ, সুদর্শন দানশীল উদারচিত্ত রাজা কখনও রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হন না ॥ ১৯

কুরুনন্দন! তুমি সকল কার্য্যে সরলতা ও কোমলতা অবলম্বন করিবে। কিন্তু নিজ ছিদ্রানুসন্ধানে, নিজ মন্ত্রণা বিষয়ে ও স্বীয় কার্য্যকৌশলবিষয়ে—এই তিন বিষয়ে নীতিশাস্ত্রমত গ্রহণ কর্ত্তব্য; (সর্ব্বদা সরলতা অবলম্বনীয় নহে ॥ ২০)

মৃদুর্হি রাজা সততং লঙ্ঘ্যো ভবতি সর্বশঃ।
তীক্ষ্ণাচ্চোদ্বিজতে লোকস্তস্মাদুভয়মাশ্রয় ॥ ২১
অদণ্ড্যাশ্চৈব তে পুত্র বিপ্রাশ্চ দদতাং বর।
ভূতমেতৎ পরং লোকে ব্রাহ্মণো নাম পাণ্ডব ॥ ২২
মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা।
ধর্মেষু স্বেষু কৌরব্য হৃদি তৌ কর্তুমর্হসি ॥ ২৩
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥ ২৪
অয়ো হন্তি যদাশ্মানমগ্নিনা বারি হন্যতে।
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রিয়ো দ্বেষ্টি তদা সীদন্তি তে ত্রয়ঃ ॥ ২৫
এবং কৃত্বা মহারাজ নমস্যা এব তে দ্বিজাঃ।
ভৌমং ব্রহ্ম দ্বিজশ্রেষ্ঠা ধারয়ন্তি সমর্চিতাঃ ॥ ২৬
এবং চৈব নরব্যাঘ্র লোকত্রয়বিঘাতকাঃ।
নিগ্রাহ্যা এব সততং বাহুভ্যাং যে স্যুরীদৃশাঃ ॥ ২৭

যে রাজা সর্ব্বদা মৃদুতা অবলম্বন করে, জনগণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে এবং যে রাজা কেবল কঠোরতা অবলম্বন করে জনগণ তৎপ্রতি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। অতএব তুমি আবশ্যকতা অনুসারে কঠোরতা ও কোমলতা অবলম্বন করিবে ॥ ২১

দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুত্র! তুমি ব্রাহ্মণগণকে কখনও দণ্ড (দৈহিক) দিবে না; কারণ, জগতের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২২

রাজেন্দ্র! কুরুনন্দন! মহাত্মা মনু এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন। তুমি ঐ দুইটি শ্লোক হৃদয়ে ধারণ কর ॥ ২৩

অগ্নি জল হইতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে এবং লৌহ প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অগ্নি প্রভৃতির তেজ সর্ব্বত্র প্রভাব দেখাইলেও নিজ নিজ উৎপত্তিস্থানে তাহাদের তেজ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

লোহা যখন পাষাণ ভগ্ন করে, অগ্নি জল শুষ্ক করে, ক্ষত্রিয় যখন ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ করে, তখনই এই তিনটি (লৌহ, অগ্নি ও ক্ষত্রিয়) অবসন্ন হয় ॥ ২৫

মহারাজ! এই সব বিবেচনা করিয়া তুমি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা নমস্কার করিবে; কারণ, পূজিত ব্রাহ্মণগণ ভূতলগত ব্রহ্মকে অর্থাৎ বেদকে ধারণ করে ॥ ২৬

পুরুষসিংহ! যদিও এইরূপ উক্ত আছে, তথাপি যদি ব্রাহ্মণও ত্রিলোক বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তবে সেইরূপ ব্রাহ্মণকে নিজ বাহুবলে নিগ্রহ করিবে ॥ ২৭

শ্লোকৌ চোশনসা গীতৌ পুরা তাত মহর্ষিণা।
তৌ নিবোধ মহারাজ ত্বমেকাগ্রমনা নৃপ ॥ ২৮
উদ্যম্য শস্ত্রমায়ান্তমপি বেদান্তগং রণে।
নিগৃহ্ণীয়াৎ স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মাপেক্ষী নরাধিপঃ ॥ ২৯
বিনশ্যমানং ধর্ম্মং হি যোঽভিরক্ষেৎ স ধর্ম্মবিৎ।
ন তেন ধর্ম্মহা স স্যান্মন্যুস্তন্মন্যুমৃচ্ছতি ॥ ৩০
এবং চৈব নরশ্রেষ্ঠ রক্ষ্যা এব দ্বিজাতয়ঃ।
সাপরাধানপি হি তান্ বিষয়ান্তে সমুৎসৃজেৎ ॥ ৩১
অভিশস্তমপি হ্যেষাং কৃপায়ীত বিশাম্পতে।
ব্রহ্মঘ্নে গুরুতল্পে চ ভ্রূণহত্যে তথৈব চ ॥ ৩২
রাজদ্বিষ্টে চ বিপ্রস্য বিষয়ান্তে বিসর্জনম্।
বিধীয়তে ন শারীরং দণ্ডমেষাং কদাচন ॥ ৩৩
দয়িতাশ্চ নরাস্তে স্যুর্ভক্তিমন্তো দ্বিজেষু যে।
ন কোশঃ পরমোঽন্যোঽস্তি রাজ্ঞাং পুরুষসঞ্চয়াৎ ॥৩৪

তাত! নরেশ্বর! এই বিষয়ে মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের দুইটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে। মহারাজ! তুমি একাগ্রচিত্তে শ্লোক দুইটি শ্রবণ কর ॥ ২৮

বেদান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ যদি যুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে ধর্ম্মপালনকারী রাজা স্বীয় ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে যুদ্ধে নিগৃহীত করিবে ॥ ২৯

যে রাজা নষ্টোন্মুখ ধর্ম্মকে রক্ষা করে, সেই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ; অতএব উহাকে বধ করিলে "ধর্ম্ম-নাশ হইল" এইরূপ স্বীকার করা যায় না বাস্তবিক পক্ষে সেই ব্রাহ্মণের ক্রোধই রাজার ক্রোধ উদ্রেকের কারণ ॥ ৩০

নরশ্রেষ্ঠ! এই সব কথিত হইলেও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করা উচিত। যদি উহা দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে প্রাণদণ্ড বিধান না করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য ॥ ৩২

প্রজানাথ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যদি কেহ অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে কৃপা করাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নীগমন, ভ্রূণহত্যা এবং রাজদ্রোহিতা—এই সব অপরাধে ব্রাহ্মণকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে, তাঁহাকে শারীরিক দণ্ড দিবে না ॥৩২-৩৩

যাঁহারা ব্রাহ্মণভক্ত, তাঁহারা লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। রাজার জনপ্রিয়তা অর্জ্জন অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ কোষ নাই ॥ ৩৪

মহারাজ! মরুভূমি, জল, পৃথিবী বন, পর্ব্বত ও মনুষ্য—এই

দুর্গেষু চ মহারাজ ষট্সু যে শাস্ত্রনিশ্চিতাঃ।
সর্বদুর্গেষু মন্যন্তে নরদুর্গং সুদুস্তরম্ ॥ ৩৫
তস্মান্নিত্যং দয়া কার্য্যা চাতুর্বর্ণ্যে বিপশ্চিতা।
ধর্মাত্মা সত্যবাক্ চৈব রাজা রঞ্জয়তি প্রজাঃ ॥ ৩৬
ন চ ক্ষান্তেন তে নিত্যং ভাব্যং পুত্র সমন্ততঃ।
অধর্ম্মো হি মৃদু রাজা ক্ষমাবানিব কুঞ্জরঃ ॥ ৩৭
বার্হস্পত্যে চ শাস্ত্রে চ শ্লোকো নিগদিতঃ পুরা।
অস্মিন্নর্থে মহারাজ তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ৩৮
ক্ষমমাণং নৃপং নিত্যং নীচঃ পরিভবেজ্জনঃ।
হস্তিযন্তা গজস্যৈব শির এবারুরুক্ষতি ॥ ৩৯
তস্মান্নৈব মৃদুর্নিত্যং তীক্ষ্ণো নৈব ভবেন্নৃপঃ।
বাসন্তার্ক ইব শ্রীমান্ ন শীতো ন চ ঘর্মদঃ ॥ ৪০
প্রত্যক্ষেণানুমানেন তথৌপম্যাগমৈরপি।
পরীক্ষ্যাস্তে মহারাজ স্বে পরে চৈব নিত্যশঃ ॥ ৪১

ছয় প্রকার দুর্গের মধ্যে মনুষ্য দুর্গই প্রধান। শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞ বিদ্বান্ ঐ সকল দুর্গ হইতেও মানব দুর্গকে অত্যন্ত দুর্ল্লঙ্ঘ্য দুর্গ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ৩৫

অতএব বিদ্বান্ রাজা চারি বর্ণকে সর্ব্বদা দয়া করিবে। ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী রাজা প্রজাগণকে প্রসন্ন করিতে সক্ষম হন ॥ ৩৬

পুত্র! "সর্ব্বদা সবাইকে ক্ষমা করিবে" তুমি এরূপ কথা অনুসরণ করিবে না। যেহেতু ক্ষমাশীল হস্তিতুল্য রাজা (রাজশ্রেষ্ঠ) অপরের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে অক্ষম হইলে অধর্ম্মের প্রসারের সহায়ক হইবেন ॥ ৩৭

মহারাজ! এই বাক্যের সমর্থনে বার্হস্পত্য-শাস্ত্রে একটি প্রাচীন শ্লোক উল্লিখিত আছে। আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৮

যেমন হাতীর মাহুত (হস্তীপক) সর্ব্বদা তাহার উপর আরোহণ করিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ নীচ মনুষ্যগণ ক্ষমাশীল রাজাকে সর্ব্বদা অবমাননা করে ॥ ৩৯

যেমন বসন্ত ঋতুতে তেজস্বী সূর্য্য অধিক উত্তাপ বা অধিক শীতলতা প্রদান করেন না, সেইরূপ রাজারও অধিক কোমল বা অধিক কঠোর হওয়া উচিত নয় ॥ ৪০

মহারাজ! প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা স্বকীয় ও পরকীয় লোকদিগকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিবে ॥ ৪১

ব্যসনানি চ সর্বাণি ত্যজেথা ভূরিদক্ষিণ।
ন চৈব ন প্রযুঞ্জীত সঙ্গং তু পরিবর্জয়েৎ ॥ ৪২
লোকস্য ব্যসনী নিত্যং পরিভূতো ভবত্যুত।
উদ্বেজয়তি লোকঞ্চ যোঽতিদ্বেষী মহীপতিঃ ॥ ৪৩
ভবিতব্যং সদা রাজ্ঞা গর্ভিণীসহধর্মিণা।
কারণঞ্চ মহারাজ শৃণু যেনেদমিষ্যতে ॥ ৪৪
যথা হি গর্ভিণী হিত্বা স্বং প্রিয়ং মনসোঽনুগম্।
গর্ভস্য হিতমাধত্তে তথা রাজ্ঞাপ্যসংশয়ম্ ॥ ৪৫
বর্তিতব্যং কুরুশ্রেষ্ঠ সদা ধর্মানুবর্তিনা।
স্বং প্রিয়ং তু পরিত্যজ্য যদ্ যল্লোকহিতং ভবেৎ ॥ ৪৬
ন সন্ত্যাজ্যঞ্চ তে ধৈর্য্যং কদাচিদপি পাণ্ডব।
ধীরস্য স্পষ্টদণ্ডস্য ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ ॥ ৪৭
পরিহাসশ্চ ভৃত্যৈস্তে নাত্যর্থং বদতাং বর।
কর্তব্যো রাজশার্দূল দোষমত্র হি মে শৃণু ॥ ৪৮

অবমন্যন্তি ভর্তারং সম্ভর্ষাদুপজীবিনঃ।
স্বে স্থানে ন চ তিষ্ঠন্তি লঙ্ঘয়ন্তি চ তদ্বচঃ ॥ ৪৯
প্রেষ্যমাণা বিকল্পন্তে গুহ্যং চাপ্যনুযুঞ্জতে।
অযাচ্যং চৈব যাচন্তে ভোজ্যান্যাহারয়ন্তি চ ॥ ৫০
ক্রুধ্যন্তি পরিদীপ্যন্তি ভূমিপায়াধিতিষ্ঠতে।
উৎকোচৈর্বঞ্চনাভিশ্চ কার্য্যাণ্যনুবিহন্তি চ ॥ ৫১
জর্জরং চাস্য বিষয়ং কুর্বন্তি প্রতিরূপকৈঃ।
স্ত্রীরক্ষিভিশ্চ সজ্জন্তে তুল্যবেশা ভবন্তি চ ॥ ৫২
বাতং নিষ্ঠীবনং চৈব কুর্বতে চাস্য সংনিধৌ।
নির্লজ্জা রাজশার্দূল ব্যাহরন্তি চ তদ্বচঃ ॥ ৫৩
হয়ং বা দন্তিনং বাপি রথং বা নৃপসত্তম।
অভিরোহন্ত্যনাদৃত্য হর্ষুলে পার্থিবে মৃদৌ ॥ ৫৪
ইদং তে দুষ্করং রাজন্নিদং তে দুষ্টচেষ্টিতম্।
ইত্যেবং সুহৃদো বাচং বদন্তে পরিষদগতাঃ ॥ ৫৫

প্রচুর দক্ষিণাদানকারী যুধিষ্ঠির! তুমি সকল প্রকার ব্যসন ত্যাগ করিবে, কিন্তু সাহস প্রভৃতি ব্যসন একেবারে প্রয়োগ করিবে না এমন নহে। অতএব সকল প্রকার ব্যসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে ॥ ৪২

ব্যসনাসক্ত রাজা সকলের অনাদরের পাত্র এবং যে রাজা সকলের প্রতি দ্বেষ করেন, তিনি লোকসকলের উদ্বেগ উৎপাদন করেন ॥ ৪৩

মহারাজ! রাজা সর্ব্বদাই গর্ভিণীর তুল্য স্বভাবসম্পন্ন হইবেন। যেজন্য এই কথা বলিতেছি তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৪৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! যেমন গর্ভবতী স্ত্রী মনের অনুকূল প্রিয় ভোজনাদি পরিত্যাগ করত গর্ভস্থ বালকের হিতসাধনে তৎপর হয়, সেইরূপ ধার্মিক রাজা নিজের প্রিয় কার্য্য ও বস্তুসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহা যাহা জনহিতকর, তৎসমুদায়ই করিতে সদা প্রবৃত্ত থাকিবেন —এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৫-৪৬

পাণ্ডুনন্দন! তুমি কখনও ধৈর্য্য ত্যাগ করিবে না। যে রাজা ধীর এবং অপরাধীকে অসঙ্কোচে দণ্ডদান করেন, সেই রাজার কখনও ভয় হয় না ॥ ৪৭

বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! রাজেন্দ্র! তুমি ভৃত্যগণের সহিত অধিক হাস্য পরিহাস করিবে না, তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা শ্রবণ কর ॥৪৮

অধিক পরিহসিত ভৃত্যগণ পরিহাসচ্ছলেই প্রভুকে অপমান করে, নিজ অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে এবং প্রভুর আজ্ঞাও লঙ্ঘন করিতে থাকে ॥ ৪৯

সেই রাজা কর্তৃক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে ভৃত্য দ্বিধা করত উদাসীন হয়। রাজার গোপনীয় দোষসকল প্রকাশ করিয়া দেয়। অপ্রার্থনীয় বস্তু প্রার্থনা করে। রাজার ভোজ্য আপনারা ভোজন করে ॥ ৫০

ঐরূপ রাজা রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও ভৃত্যগণ তাঁহাকে তিরস্কার করে, তাঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করে, ঘুষ এবং বঞ্চনার দ্বারা রাজকার্য্য নষ্ট করে ॥ ৫১

এইরূপ ভৃত্যগণ কৃত্রিম লেখ্যপত্র (মিথ্যা বা জাল দলিল প্রভৃতি) দিয়া প্রজাবর্গকে প্রতারিত করিয়া রাজ্যকে এবং রাজাকে বিপন্ন করে। রাজার স্ত্রীরক্ষকদিগের সহিত মেলামেশা করে (মিলিত হয়) এবং রাজার মত বেশভূষা ধারণ ॥৫২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ ভৃত্যগণ নির্লজ্জ হইয়া রাজার সমীপে সশব্দে অধোবায়ু ত্যাগ, থুৎকার এবং গুহ্য রাজবাক্য প্রচার করিয়া দেয়। ৫৩

নৃপশিরোমণি! রাজা পরিহাসশীল কোমলস্বভাব হইলে ভৃত্যেরা রাজাকে অবজ্ঞা করিয়া আনন্দের সহিত রাজার হস্তী, অশ্ব এবং যান-বাহনাদি ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৫৪

রাজসভায় উপবিষ্ট কৃত্রিম বন্ধুগণ এইরূপ বলিয়া থাকে—

ক্রুদ্ধে চাস্মিন্ হসন্ত্যেব ন চ হৃষ্যন্তি পূজিতাঃ।
সঙ্ঘর্ষশীলাশ্চ তদা ভবন্ত্যন্যোন্যকারণাৎ ॥ ৫৬
বিস্রংসয়ন্তি মন্ত্রঞ্চ বিবৃণ্বন্তি চ দুষ্কৃতম্।
লীলয়া চৈব কুর্বন্তি সাবজ্ঞাস্তস্য শাসনম্ ॥ ৫৭
অলঙ্কারে চ ভোজ্যে চ তথা স্নানানুলেপনে।
হেলনানি নরব্যাঘ্র স্বস্থাস্তস্যোপশৃণ্বতঃ ॥ ৫৮
নিন্দন্তে স্বানধীকারান্ সন্ত্যজন্তে চ ভারত।
ন বৃত্ত্যা পরিতুষ্যন্তি রাজদেয়ং হরন্তি চ ॥ ৫৯
ক্রীড়িতুং তেন চেচ্ছন্তি সসূত্রেণেব পক্ষিণা।
অস্মৎপ্রণেয়ো রাজেতি লোকাংশ্চৈব বদন্ত্যুত ॥ ৬০
এতে চৈবাপরে চৈব দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যুত।
নৃপতৌ মার্দবোপেতে হর্ষুলে চ যুধিষ্ঠির ॥ ৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ভীষ্মবাক্যে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬

রাজন্! এই কার্য্য আপনার পক্ষে দুষ্কর এবং আপনার কর্ম্ম-পদ্ধতি অত্যন্ত দুষ্ট ॥ ৫৫

এই সকল কথাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা হাস্য করিতে থাকে এবং রাজা সম্মান করিলে তাহারা আনন্দিত হয়। সেই ভৃত্যগণ পরস্পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য (রাজার সহিত) বিবাদে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৫৬

ঐরূপ ভৃত্যেরা রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা বাহিরে প্রকাশ করে, অন্যায় কার্য্যগুলি প্রচারিত করে এবং রাজার প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া অবহেলার সহিত রাজার আদেশ পালন করে ॥ ৫৭

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! কোমলস্বভাববিশিষ্ট রাজার ভূষণ, খাদ্য, স্নানীয় ও অনুলেপনের বিষয়ে সেই ভৃত্যেরা নিরুদ্বেগ থাকিয়াই রাজা শুনিতে পান এমনভাবে অবজ্ঞার কথা বলে ॥ ৫৮

ভরতনন্দন! সেই ভৃত্যেরা নিজ নিজ পদগুলির নিন্দা করে, কোন কোন সময়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারেই তাহারা আপন আপন পদগুলি পরিত্যাগ করে, যাহা বেতন পায় তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না এবং রাজা যাহা দিবেন, তাহা তাঁহার অনুমতি ব্যতীতই নিজেরা গ্রহণ করে ॥ ৫৯

ঐ সকল ভৃত্য একই সূত্রে গ্রথিত পক্ষীর ন্যায় সেই রাজার সহিত খেলা করিবার ইচ্ছা করে এবং লোকমধ্যে প্রচার করে—"রাজাকে ত আমরাই পরিচালনা করি" ॥ ৬০

যুধিষ্ঠির! রাজা কোমল হইলে কিংবা ভৃত্যগণের সহিত হাস্য পরিহাস করিলে এই সকল দোষ এবং অনেক প্রকার ত্রুটি আসিয়া পড়ে ॥ ৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ধর্ম্মানুকূল-নীতিপূর্ণব্যবহারবর্ণনম্‌।]

ভীষ্ম উবাচ

নিত্যোদ্যুক্তেন বৈ রাজ্ঞা ভবিতব্যং
প্রশস্যতে ন রাজা হি নারীবোদ্যমবর্জ্জিতঃ॥ ১

ভগবানুশনা চাহ শ্লোকমত্র বিশাম্পতে।
তদিহৈকমনা রাজন্‌ গদতস্তং নিবোধ মে॥ ২

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণঃ চাপ্রবাসিনম্‌॥ ৩

তদেতন্নরশার্দূল হৃদি ত্বং কর্তুমর্হসি।
সন্ধেয়ানভিসন্ধৎস্ব বিরোধ্যাংশ্চ বিরোধয়॥ ৪

সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য বিপরীতং য আচরেৎ।
গুরুর্ব্বা যদি বা মিত্রং প্রতিহন্তব্য এব সঃ॥ ৫

মরুত্তেন হি রাজ্ঞা বৈ গীতঃ শ্লোকঃ পুরাতনঃ।
রাজাধিকারে রাজেন্দ্র বৃহস্পতিমতে পুরা॥ ৬

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাশ্বতঃ॥ ৭

বাহোঃ পুত্রেণ রাজ্ঞা চ সগরেণ চ ধীমতা।
অসমঞ্জাঃ সুতো জ্যেষ্ঠস্ত্যক্তঃ পৌরহিতৈষিণা॥ ৮

অসমঞ্জাঃ সরয্বাং স পৌরাণাং বালকান্‌ নৃপ।
ন্যমজ্জয়দতঃ পিত্রা নির্ভর্ৎস্য স বিবাসিতঃ॥ ৯

ঋষিণোদ্দালকেনাপি শ্বেতকেতুর্মহাতপাঃ।
মিথ্যা বিপ্রানুপচরন্‌ সন্ত্যক্তো দয়িতঃ সুতঃ॥ ১০

লোকরঞ্জনমেবাত্র রাজ্ঞাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যস্য রক্ষণং চৈব ব্যবহারস্য চার্জবম্‌॥ ১১

ন হিংস্যাৎ পরবিত্তানি দেয়ং কালে চ দাপয়েৎ।
বিক্রান্তঃ সত্যবাক্‌ ক্ষান্তো নৃপো ন চলতে পথঃ॥ ১২

আত্মবাংশ্চ জিতক্রোধঃ শাস্ত্রার্থকৃতনিশ্চয়ঃ।
ধর্ম্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ সততং রতঃ॥ ১৩

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[রাজার ধর্ম্মানুকূল নীতিপূর্ণ ব্যবহার বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন— রাজার সদা উদ্যমশীল হওয়া উচিত। যে রাজা উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, তাঁহাকে কেহই প্রশংসা করে না॥ ১

প্রজানাথ! ভগবান্‌ শুক্রাচার্য্য এ বিষয়ে একটি শ্লোক বলিয়াছেন, আমি সেই শ্লোক বলিতেছি—তুমি একাগ্রচিত্তে তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর॥ ২

সর্প যেমন ভূগর্ভস্থ মূষিককে গ্রাস করে, তদ্রূপ ভূমি বিরোধ-বর্জ্জনকারী রাজা এবং অপ্রবাসী ব্রাহ্মণকে গ্রাস করিয়া থাকে॥ ৩

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কথা স্মরণে রাখিও, যে সন্ধির যোগ্য তাহার সহিত সন্ধি করিবে এবং যে বিরোধের যোগ্য তাহার সহিত বিরোধ করিবে॥ ৪

রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, দেশ, দুর্গ ও সৈন্য এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ। যে কোন ব্যক্তি ইহার বিরুদ্ধ আচরণ করিবে সেই ব্যক্তি গুরুই হোন্‌ অথবা মিত্রই হোন্‌, তিনি রাজার অবশ্য বধ্য হইবেন॥ ৫

রাজেন্দ্র! পূর্ব্বকালে রাজা মরুত্ত বৃহস্পতির মতানুসারে রাজাদের বিষয়ে একটি পুরাতন শ্লোক বলিয়াছেন॥ ৬

যিনি কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বোঝেন না, কুমার্গে গমন করেন এবং গর্ব্বিত হন, তাহা হইলে তিনি যদি গুরুও হন, তথাপি তাঁহার বিহিত দণ্ডদান করা উচিত॥ ৭

বাহুর পুত্র বুদ্ধিমান্‌ রাজা সগর রাজগণের মঙ্গল কামনায় নিজ পুত্র অসমঞ্জকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ৮

নরেশ্বর! অসমঞ্জা পুরবাসিগণের কয়েকটি বালককে সরয়ূ নদীতে নিমজ্জিত করিয়াছিল সেইহেতু পিতা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন॥ ৯

উদ্দালক ঋষি প্রিয় পুত্র মহাতেজস্বী শ্বেতকেতুকে ব্রাহ্মণ-গণের সেই মিথ্যা ও কপটতাপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ১০

অতএব এই জগতে প্রজারঞ্জন, সত্যরক্ষা এবং সরল ব্যবহার রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম॥ ১১

অপরের ধন নষ্ট করিবে না। যাহাকে যাহা কিছু দেয়, তাহাকে যথাসময়ে তাহা দিবার ব্যবস্থাপনা এবং পরাক্রমী সত্যবাদী ও ক্ষমাশীল হওয়া রাজার কর্ত্তব্য; এইরূপ আচরণশীল রাজা কখনও পথভ্রষ্ট হন না॥ ১২

যিনি মনোজয়ী, জিতক্রোধ, শাস্ত্রসিদ্ধান্তে কৃতনিশ্চয়, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের নিরন্তর সেবা করেন, যিনি

ত্রয্যাং সংবৃত্তমন্ত্রশ্চ রাজা ভবিতুমর্হতি।
বৃজিনঞ্চ নরেন্দ্রাণাং নান্যচ্চারক্ষণাৎ পরম্ ॥ ১৪
চাতুর্বর্ণ্যস্য ধর্মাশ্চ রক্ষিতব্যা মহীক্ষিতা।
ধর্মসঙ্কররক্ষা চ রাজ্ঞাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১৫
ন বিশ্বসেচ্চ নৃপতির্ন চাত্যর্থঞ্চ বিশ্বসেৎ।
ষাড়্গুণ্যগুণদোষাংশ্চ নিত্যং বুদ্ধ্যাবলোকয়েৎ ॥ ১৬
দ্বিট্‌চ্ছিদ্রদর্শী নৃপতির্নিত্যমেব প্রশস্যতে।
ত্রিবর্গে বিদিতার্থশ্চ যুক্তচারোপধিশ্চ যঃ ॥ ১৭
কোশস্যোপার্জনরতির্যম-বৈশ্রবণোপমঃ।
বেত্তা চ দশবর্গস্য স্থানবৃদ্ধিক্ষয়াত্মনঃ ॥ ১৮
অভৃতানাং ভবেদ্ ভর্ত্তা ভৃতানামন্ববেক্ষকঃ।
নৃপতিঃ সুমুখশ্চ স্যাৎ স্মিতপূর্বাভিভাষিতা ॥ ১৯
উপাসিতা চ বৃদ্ধানাং জিততন্দ্রিরলোলুপঃ।
সতাং বৃত্তে স্থিতমতিঃ সংতোষ্যশ্চারুদর্শনঃ ॥ ২০
ন চাদদীত বিত্তানি সতাং হস্তাৎ কদাচন।
অসদ্ভ্যশ্চ সমাদদ্যাৎ সদ্ভ্যস্তু প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২১
স্বয়ং প্রহর্ত্তা দাতা চ বশ্যাত্মা রম্যসাধনঃ।
কালে দাতা চ ভোক্তা চ শুদ্ধাচারস্তথৈব চ ॥ ২২
শূরান্ ভক্তানসংহার্য্যান্ কুলে জাতানরোগিণঃ।
শিষ্টান্ শিষ্টাভিসম্বন্ধান্মানিনোঽনবমানিনঃ ॥ ২৩
বিদ্যাবিদো লোকবিদঃ পরলোকান্ববেক্ষকান্।
ধর্মে চ নিরতান্ সাধূনচলানচলানিব ॥ ২৪
সহায়ান্ সততং কুর্য্যাদ্ রাজা ভূতিপুরস্কৃতঃ।
তৈশ্চ তুল্যো ভবেদ্ ভোগৈশ্ছত্রমাত্রাজ্ঞয়াধিকঃ ॥২৫
প্রত্যক্ষা চ পরোক্ষা চ বৃত্তিশ্চাস্য ভবেৎ সমা।
এবং কুর্বন্ নরেন্দ্রোঽপি ন খেদমিহ বিন্দতি ॥ ২৬

তিন বেদে জ্ঞানসম্পন্ন, যিনি নিজ গুপ্ত মন্ত্রণা গোপনে রাখিতে সক্ষম, তিনিই রাজা হইবার যোগ্য। প্রজাগণের অরক্ষণের ন্যায় রাজগণের দ্বিতীয় কোন পাপ নাই।। ১৩-১৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের ধর্ম্ম রক্ষণ এবং যাহাতে কোন বর্ণেরই ধর্ম্ম সঙ্কর না হয়, তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা রাজাদের সনাতন ধর্ম্ম ।।১৫

রাজা কাহাকেও বিশ্বাস করিবেন না, বিশ্বাস্য ব্যক্তিকেও অতিশয় বিশ্বাস করিবেন না এবং স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে সন্ধি, বিগ্রহ, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা (যান), স্থিরভাবে থাকা (আসন), একের আনুকূল্য ও অন্যের প্রাতিকূল্য করা (দ্বৈধীভাব), প্রবলের আক্রমণে অন্য বলবানের আশ্রয় লওয়া (সমাশ্রয়),—এই ছয়টি বিষয়ের গুণ ও দোষ বিচার করিবেন।। ১৬

শত্রুর ছিদ্র জানিতে সক্ষম রাজাই সতত প্রশংসার যোগ্য। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের তত্ত্ব জানেন, শত্রুর গুপ্ত তথ্য জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন এবং বিপক্ষে ভেদ জন্মাইবার জন্য ছল প্রয়োগ করেন, সেই রাজাকে সকলেই প্রশংসা করেন।। ১৭

রাজার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা কোষাগার পরিপূর্ণ রাখা। তিনি ন্যায়-বিচারে যমের তুল্য, ধন-সংগ্রহে কুবের-তুল্য হইবেন এবং ক্ষয় ও বৃদ্ধির হেতুভূত দশবর্গের* জ্ঞানসম্পন্ন হইবেন। ১৮

রাজা যাহাদের ভরণ পোষণ হইতেছে না তাহাদের ভরণ পোষণ করিবেন; যাহাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রসন্নবদনে অবস্থান এবং মৃদুহাস্য সহকারে আলাপ করা রাজার কর্ত্তব্য ॥ ১৯

রাজা বৃদ্ধগণের সেবক হইবেন, আলস্যবিহীন ও লোভহীন হইবেন, সৎ-পুরুষগণের ব্যবহার স্মরণ করিবেন, সন্তুষ্টচেতা এবং সুদর্শন হইবেন ॥ ২০

কখনও সজ্জনগণের হাত হইতে ধন গ্রহণ করিবেন না। অসাধু পুরুষগণের নিকট হইতে (দণ্ডস্বরূপ) ধনগ্রহণ করিবেন এবং সজ্জন (সাধু)-গণকে ধন দান করিবেন ॥ ২১

রাজা দুষ্টকে প্রহার করিবেন, দানশীল হইবেন, মন সংযম করিবেন, মনোরম উপায় অবলম্বন করিবেন. যথাকালে ধনদান ও উপভোগ করিবেন, নিরন্তর শুদ্ধ এবং সদাচারী হইবেন ॥ ২২

যাঁহারা বীর ও ভক্ত, বিপক্ষ যাঁহাদিগকে ভেদ করিতে (ঘুষের দ্বারা আয়ত্ত করিতে) পারে না, যাঁহারা সদ্‌বংশজাত, নীরোগ, নিজেরা শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের পরিবারবর্গ শাস্ত্রানুসারে চলিয়া থাকেন, যাঁহারা তেজস্বী কিন্তু অন্যকে অপমান করেন না, যাঁহারা বিদ্বান্ ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ, যাঁহারা অন্যের স্বার্থে লক্ষ্য রাখেন, যাঁহারা ধার্ম্মিক এবং সচ্চরিত্র, যাঁহারা পর্ব্বতের ন্যায় ধীর স্থির ভাবে অবস্থান করিতে সক্ষম—এইরূপ মনুষ্যগণকে রাজা স্বীয় সহায়করূপে স্বীকার করত অর্থের দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। রাজা তাঁহাদিগকে স্বীয়তুল্য সুখ সুবিধা প্রদান করিবেন। রাজোচিত ছত্রধারণ এবং সকলকে আজ্ঞা প্রদান—কেবলমাত্র এই দুই বিষয়েই তিনি সেই সহায়কগণ অপেক্ষা অধিক হইবেন ॥ ২৩-২৫

তাহাদিগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহার সমান হওয়া উচিত। এইরূপ ব্যবহারকারী রাজা এই জগতে কখনও কষ্ট পান না ॥ ২৬

*মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ ও দণ্ড—এই পাঁচটি 'প্রকৃতি' বলা হয়। এই প্রকৃতিই স্বপক্ষের ও শত্রুপক্ষের মিলিয়া 'দশবর্গ' রূপে কথিত হয়।

সর্ব্বাভিশঙ্কী নৃপতির্যশ্চ সর্বহরো ভবেৎ।
স ক্ষিপ্রমনৃজুর্লুব্ধঃ স্বজনেনৈব বধ্যতে ॥ ২৭
শুচিস্তু পৃথিবীপালো লোকচিত্তগ্রহে রতঃ।
ন পতত্যরিভির্গ্রস্তঃ পতিতশ্চাবতিষ্ঠতে ॥ ২৮
অক্রোধনো হ্যব্যসনী মৃদুদণ্ডো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাজা ভবতি ভূতানাং বিশ্বাস্যো হিমবানিব ॥ ২৯
প্রাজ্ঞস্ত্যাগগুণোপেতঃ পররন্ধ্রেষু তৎপরঃ।
সুদর্শঃ সর্ববর্ণানাং নয়াপনয়বিৎ তথা ॥ ৩০
ক্ষিপ্রকারী জিতক্রোধঃ সুপ্রসাদো মহামনাঃ।
অরোষপ্রকৃতির্যুক্তঃ ক্রিয়াবানবিকত্থনঃ ॥ ৩১
আরব্ধান্যেব কার্য্যাণি সুপর্য্যবসিতানি চ।
যস্য রাজ্ঞঃ প্রদৃশ্যন্তে স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩২
পুত্রা ইব পিতুর্গেহে বিষয়ে যস্য মানবাঃ।
নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৩
অগূঢ়বিভবা যস্য পৌরা রাষ্ট্রনিবাসিনঃ।
নয়াপনয়বেত্তারঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ৩৪
স্বকর্ম্মনিরতা যস্য জনা বিষয়বাসিনঃ।
অসঙ্ঘাতরতা দান্তাঃ পাল্যমানা যথাবিধি ॥ ৩৫
বশ্যা নেয়া বিধেয়াশ্চ ন চ সঙ্ঘর্ষশীলিনঃ।
বিষয়ে দানরুচয়ো নরা যস্য চ পার্থিবঃ ॥ ৩৬
ন যস্য কূটং কপটং ন মায়া ন চ মৎসরঃ।
বিষয়ে ভূমিপালস্য তস্য ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৭
যঃ সৎকরোতি জ্ঞানানি জ্ঞেয়ে পরহিতে রতঃ।
সতাং বর্ত্মানুগস্ত্যাগী স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৮
যস্য চারাশ্চ মন্ত্রাশ্চ নিত্যং চৈব কৃতাকৃতাঃ।
ন জ্ঞায়ন্তে হি রিপুভিঃ স রাজা রাজ্যমর্হতি ॥ ৩৯
শ্লোকশ্চায়ং পুরা গীতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।
আখ্যাতে রাজচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত ॥ ৪০
রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
রাজন্যসতি লোকস্য কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥ ৪১
তদ্‌রাজ্যে রাজ্যকামানাং নান্যো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ঋতে রক্ষাং তু বিস্পষ্টাং রক্ষা লোকস্য ধারিণী ॥ ৪২

যে রাজা সকলকে সন্দেহ করে, সকলের সব কিছু অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে, সেই লোভী কুটিল রাজা স্বজন কর্ত্তৃকই বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ২৭

যে রাজা নির্দ্দোষ এবং লোকরঞ্জনে নিরত, তিনি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও পতিত হন না (রাজ্যভ্রষ্ট হন না); যদিও বা পতিত হন (রাজ্যভ্রষ্ট হন), সহায়ক বলে তিনি শীঘ্রই উত্থিত হন ॥ ২৮

যিনি ক্রোধী, যিনি দুর্ব্যসন-শূন্য, যাঁহার দণ্ড অকঠোর, যিনি জিতেন্দ্রিয়, সেই হিমালয়-তুল্য রাজা সকল প্রাণীর বিশ্বাসভাজন হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যিনি বুদ্ধিমান্, ত্যাগী, শত্রুর ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর, সৌম্য-মূর্ত্তি এবং সমস্ত বর্ণের সুনীতি ও দুর্নীতি জ্ঞাত আছেন, যিনি ক্ষিপ্রকারী ক্রোধজয়ী ও উদারচিত্ত, যাঁহাকে আশু প্রসন্ন করা যায় যিনি অকোপনস্বভাব সমস্ত কর্ম্মে মনোযোগী এবং সৎক্রিয়া অনুষ্ঠানকারী হইয়াও আত্মশ্লাঘা করেন না এবং যাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তিনিই সকল রাজগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩০-৩২

পুত্র যেমন পিতৃগৃহে নির্ভয়ে অবস্থান করে, তদ্রূপ যে রাজার রাজত্বে প্রজাগণ নির্ভয়ে বিচরণ করে, সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৩

যে রাজার রাজত্বে প্রজাগণ স্বীয় ধনসম্পদ লুকাইয়া (চোর ভয়ে) রাখে না এবং ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে সমর্থ হয়, সেই রাজাই সমস্ত রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৪

যাঁহার রাজ্যবাসী ব্যক্তিগণ বিধিপূর্ব্বক সুরক্ষিত ও পালিত হইয়া নিজ-নিজ কর্ম্মরত দেহাসক্তিশূন্য এবং জিতেন্দ্রিয়, বশী, নেয় (বিনীত), বিধেয় (শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু), আজ্ঞাপালনকারী, অবিবাদশীল দান-প্রবৃত্তিসম্পন্ন, সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৫-৩৬

যে রাজার রাজ্যে অধিবাসীদের মনে কুটিলতা, কপটতা, অলীক ব্যবহার ও কার্য্যাবলী এবং পরশ্রীকাতরতা স্থান পায় না, সেই রাজার ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৭

যে রাজা গুণী ব্যক্তির সমাদর করেন, প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, সৎপথে চলেন ও ত্যাগী হন, সেই রাজাই রাজত্ব করিবার যোগ্য ॥ ৩৮

যাঁহার গুপ্তচর, মন্ত্রণা এবং কৃত ও অকৃত কার্য্যগুলি বিপক্ষের নিকট অজ্ঞাত থাকে, সেই রাজাই দীর্ঘদিন রাজত্ব করিতে পারেন ॥ ৩৯

ভরতনন্দন ! ভৃগুর পুত্র মহাত্মা শুক্রাচার্য্য রাজার বিষয়ে রামচরিত্র উপাখ্যানে এই শ্লোকটি বলিয়াছেন ॥ ৪০

'প্রজা প্রথমে রাজাকেই লাভ করে, তাহার পর ভার্য্যা এবং তৎপরে ধনলাভ করিয়া থাকে ; সুতরাং সেই রাজাই না থাকিলে প্রজার ভার্য্যা ও ধন লাভ হইবে কি করিয়া' ? ৪১

রাজত্বাভিলাষী ক্ষত্রিয়গণের রাজ্যমধ্যে সুস্পষ্ট প্রজারক্ষা

প্রাচেতসেন মনুনা শ্লোকৌ চেমাবুদাহৃতৌ।
রাজধর্মেষু রাজেন্দ্র তাবিহৈকমনাঃ শৃণু ॥ ৪৩
ষড়েতান্ পুরুষো জহ্যাদ্ ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে
অপ্রবক্তারমাচার্য্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্ ॥৪৪

ব্যতীত অন্য কোন সনাতন ধর্ম্ম নাই। রাজকর্ত্তৃক রক্ষাই জগৎকে ধারণ করে॥ ৪২

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! প্রচেতার পুত্র মনু রাজধর্ম্মবিষয়ে এই দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন। তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৪৩

অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্ ॥ ৪৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি
সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭

'মানুষ যেমন সমুদ্রমধ্যে বিদীর্ণ নৌকা পরিত্যাগ করে; সেইরূপ এই ছয়টীকেও পরিত্যাগ করিবে। যথা—অবাক্পটু আচার্য্য, অবেদাধ্যায়ী পুরোহিত, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামবাসার্থী গোপাল ও বনবাসার্থী নাপিত' ॥ ৪৪-৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ সমাসতো রাজধর্ম্মস্য বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
এতৎ তে রাজধর্মাণাং নবনীতং
বৃহস্পতির্হি ভগবান্ ন্যায্যং ধর্মং প্রশংসতি ॥ ১
বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ ॥২
ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩
রক্ষামেব প্রশংসন্তি ধর্মং ধর্মভৃতাং বর।
রাজ্ঞাং রাজীবতাম্রাক্ষ সাধনং চাত্র মে শৃণু ॥ ৪

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক সংক্ষেপে রাজধর্ম্ম বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! তোমার নিকট এই যাহা বলিলাম, ইহাই রাজধর্ম্মের নবনীত (দুগ্ধের ননীর ন্যায় রাজ-ধর্ম্মের সার)। কারণ—ভগবান্ বৃহস্পতি রাজধর্ম্মের মধ্যে এই প্রজারক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মের প্রশংসা করেন না ॥ ১

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্রাচার্য্য সহস্রনয়ন ইন্দ্র, প্রচেতার পুত্র মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ ও গৌর-শিরামুনি,—এই সকল বেদহিতৈষী, বেদবক্তা ও রাজশাস্ত্র-প্রণেতা মহাত্মারা প্রজারক্ষারূপ রাজধর্ম্মেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৎস পদ্মনয়ন! রাজাদের এই রাজধর্ম্মের সিদ্ধির উপায়গুলি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ২-৪

চারশ্চ প্রণিধিশ্চৈব কালে দানমমৎসরাৎ।
যুক্ত্যাদানং ন চাদানমযোগেন যুধিষ্ঠির ॥ ৫
সতাং সংগ্রহণং শৌর্য্যং দাক্ষ্যং সত্যং প্রজাহিতম্।
অনার্জবৈরার্জবৈশ্চ শত্রুপক্ষস্য ভেদনম্ ॥ ৬
কেতনানাঞ্চ জীর্ণানামবেক্ষা চৈব সীদতাম্।
দ্বিবিধস্য চ দণ্ডস্য প্রয়োগঃ কালচোদিতঃ ॥ ৭
সাধুনামপরিত্যাগঃ কুলীনানাঞ্চ ধারণম্।
নিচয়শ্চ নিচেয়ানাং সেবা বুদ্ধিমতামপি ॥ ৮

! গুপ্তচর, প্রকাশ্য চর, যথাসময়ে ভৃত্য ও সৈন্য প্রভৃতিকে বেতনাদি দান, ন্যায় অনুসারে ও বিনা বিদ্বেষে প্রজাদের নিকট হইতে করগ্রহণ এবং অন্যায় ভাবে কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ না করা ॥ ৫

সজ্জনদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করা, বীরত্ব, শাসন-নৈপুণ্য, সত্য ব্যবহার; প্রজাদের হিতসাধন করা এবং কুটিল ও সরল উপায়ে বিপক্ষমধ্যে ভেদ উৎপাদন করা ॥৬

জীর্ণ গৃহ ও অবসন্ন লোকদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা এবং কাল অনুসারে দৈহিক দণ্ড ও আর্থিক দণ্ড প্রয়োগ করা ॥ ৭

সজ্জনদিগকে পরিত্যাগ না করা, সৎকুলোৎপন্নদিগকে পোষণ করা, সঞ্চয়যোগ্য শস্য সঞ্চয় করা এবং বুদ্ধিমান্দিগের সেবা করা ॥ ৮

বলানাং হর্ষণং নিত্যং প্রজানামন্ববেক্ষণম্ ।
কার্য্যেষখেদঃ কোষস্য তথৈব চ বিবর্ধনম্ ॥ ৯
পুরগুপ্তিরবিশ্বাসঃ পৌরসঙ্ঘাতভেদনম্ ।
অরিমধ্যস্থমিত্রাণাং যথাবচ্চান্ববেক্ষণম্ ॥ ১০
উপজাপশ্চ ভৃত্যানামাত্মনঃ পুরদর্শনম্ ।
অবিশ্বাসঃ স্বয়ং চৈব পরস্যাশ্বাসনং তথা ॥ ১১
নীতিধর্মানুসরণং নিত্যমুত্থানমেব চ ।
রিপূণামনবজ্ঞানং নিত্যং চানার্য্যবর্জনম্ ॥ ১২
উত্থানং হি নরেন্দ্রাণাং বৃহস্পতিরভাষত ।
রাজধর্মস্য তন্মূলং শ্লোকাংশ্চাত্র নিবোধ মে ॥ ১৩
উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ ।
উত্থানেন মহেন্দ্রেণ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তং দিবীহ চ ॥ ১৪
উত্থানবীরঃ পুরুষো বাগ্বীরানধিতিষ্ঠতি ।
উত্থানবীরান্ বাগ্বীরা রময়ন্ত উপাসতে ॥ ১৫

সৈন্যগণের সন্তোষ উৎপাদন, দুঃস্থ প্রজাদিগের পর্য্যবেক্ষণ, কার্য্যে ক্লান্তিবোধ না করা এবং কোসবৃদ্ধি করা ॥ ৯

নগর রক্ষা, দুর্জ্জনের প্রতি অবিশ্বাস, পুরবাসীরা বিরোধী হইয়া মিলিত হইতে লাগিলে, তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন এবং শত্রু-মধ্যবর্ত্তী মিত্রগণের যথানিয়মে পর্য্যবেক্ষণ ॥ ১০

ভৃত্যেরা কোন দুরভিসন্ধিবশতঃ মিলিত হইতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে ভেদ উৎপাদন, নিজেরই নগর পরিদর্শন, ভৃত্য-মাত্রের উপরেই বিশ্বাস না করা এবং নিজেই অন্য দুঃস্থ ব্যক্তি-দিগকে আশ্বস্ত করা ॥ ১১

নীতি ও ধর্ম্মের অনুসরণ, সর্ব্বদা উদ্‌যোগ, ক্ষুদ্র শত্রুর উপরেও অবজ্ঞা না করা এবং অন্যায্য কার্য্য পরিত্যাগ করা ॥ ১২

বৃহস্পতি রাজগণের উদ্যমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন। কেননা সেই উদ্যমই রাজধর্ম্মের মূল। যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৩

ইন্দ্র উদ্যম করিয়াই সমুদ্রমন্থন পূর্ব্বক অমৃত লাভ করিয়াছিলেন, উদ্যম করিয়াই অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং উদ্যমের গুণেই স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ১৪

উদ্যমী বীরপুরুষ বাক্যমাত্রে বীর পুরুষদিগকে অভিভূত করিয়া থাকেন। আর বাক্যমাত্রে বীর পুরুষেরা স্তুতি বাক্যে আনন্দিত করিতে থাকিয়া উদ্যমী বীর পুরুষগণের সেবা করে ॥ ১৫

উত্থানহীনো রাজা হি বুদ্ধিমানপি নিত্যশঃ ।
প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রূণাং ভুজঙ্গ ইব নির্বিষঃ ॥ ১৬
ন চ শত্রুরবজ্ঞেয়ো দুর্বলোঽপি বলীয়সা ।
অল্পোঽপি হি দহত্যগ্নির্বিষমল্পং হিনস্তি চ ॥ ১৭
একাঙ্গেনাপি সম্ভূতঃ শত্রুর্দুর্গমুপাশ্রিতঃ ।
সর্বং তাপয়তে দেশমপি রাজ্ঞঃ সমৃদ্ধিনঃ ॥ ১৮
রাজ্ঞো রহস্যং যদ্ বাক্যং জয়ার্থং লোকসংগ্রহঃ ।
হৃদি যচ্চাস্য জিহ্মং স্যাৎ কারণেন চ যদ্ ভবেৎ ॥ ১৯
যচ্চাস্য কার্য্যং বৃজিনমার্জবেনৈব ধারয়েৎ ।
দম্ভনার্থঞ্চ লোকস্য ধর্মিষ্ঠামাচরেৎ ক্রিয়াম্ ॥ ২০
রাজ্যং হি সুমহৎ তন্ত্রং ধার্য্যতে নাকৃতাত্মভিঃ ।
ন শক্যং মৃদুনা বোঢুমায়াসস্থানমুত্তমম্ ॥ ২১
রাজ্যং সর্বামিষং নিত্যমার্জবেনেহ ধার্য্যতে ।
তস্মান্মিশ্রেণ সততং বর্তিতব্যং যুধিষ্ঠির ॥ ২২

উদ্যমবিহীন রাজা বুদ্ধিমান্ হইয়াও নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ন্যায় সর্বদা-ই শত্রুগণের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন ॥ ১৬

বলবান্ রাজা দুর্ব্বল শত্রুকেও উপেক্ষা করেন না; যেহেতু অল্প অগ্নিও দগ্ধ করিতে সক্ষম এবং অল্প বিষও প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১৭

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গ বলের মধ্যে কোন একটিমাত্র অঙ্গ লইয়াও শত্রু দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকিলে সেই শত্রু সেনাঙ্গ চতুষ্টয়সম্পন্ন রাজার দেশকেও উপদ্রব করিতে পারে ॥ ১৮

রাজার যাহা কিছু গুপ্ত কথা, জয়লাভের জন্য যে সৈন্য সংগ্রহ, মনে মনে যে সকল কূটাভিসন্ধি, কোন কারণে যে সকল আয়োজন করা হয় এবং যে সকল অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, রাজা সরলতা প্রকাশ দ্বারা সে সমস্ত-ই সাধারণ লোকের নিকট গোপন রাখিবেন। আর তিনি জনমত সংগ্রহ করিবার জন্য ধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন ॥ ১৯-২০

রাজ্য একটি প্রধান বস্তু; অশিক্ষিত নরপতিগণের তাহা রক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই এবং মৃদু রাজা সে রাজ্যভার বহন করিতেও পারেন না; পরন্তু তাহা তাঁহার পক্ষে অধিকতর আয়াসের স্থানই হইয়া থাকে ॥ ২১

যুধিষ্ঠির! রাজ্য সকলের নিকটেই আমিষের ন্যায় সর্বদা লোভনীয়। উহা কেবল সরলতা দ্বারা রক্ষা করা যায় না।

যত্তপ্যস্য বিপত্তিঃ স্যাদ্ রক্ষমাণস্য বৈ প্রজাঃ।
সোঽপ্যস্য বিপুলো ধর্ম এবংবৃত্তা হি ভূমিপাঃ ॥ ২৩
এষ তে রাজধর্মাণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ।
ভূয়স্তে যত্র সন্দেহস্তদ্ ব্রূহি কুরুসত্তম ॥ ২৪
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ব্যাসশ্চ ভগবান্ দেবস্থানোঽশ্ম এব চ
বাসুদেবঃ কৃপশ্চৈব সাত্যকিঃ সঞ্জয়স্তথা ॥ ২৫
সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টাঃ পুষ্প্যমাণৈরিবাননৈঃ।
অস্তুবংশ্চ নরব্যাঘ্রং ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্ ॥ ২৬
ততো দীনমনা ভীষ্মমুবাচ কুরুসত্তমঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং পাদৌ তস্য শনৈঃ স্পৃশন্ ॥২৭
শ্ব ইদানীং স্বসন্দেহং প্রক্ষ্যামি ত্বাং পিতামহ।

ক্ষেত্রানুসারে সরলতা ও কুটীলতা—এই উভয় অবলম্বন করিয়াই রাজার চলিতে হইবে ॥ ২২

রাজা প্রজাপালন করিতে থাকিলে যদি তাঁহার বিপদ উপস্থিত হয়, তবে তাহাও তাঁহার মহৎ ধর্ম। কারণ, রাজাদের চরিত্রই এইরূপ ॥ ২৩

কৌরবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে রাজধর্মের এই অল্প অংশ মাত্র বর্ণনা করিলাম। এখন তোমার যেস্থানে সন্দেহ রহিয়াছে, উহা পুনরায় আমাকে তুমি বল ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তদনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস, দেবস্থান, অশ্ম, শ্রীকৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য, সাত্যকি ও সঞ্জয়—ইঁহারা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া প্রফুল্লবদনে ‘সাধু’ ‘সাধু’ উচ্চারণ করত মনুষ্যপ্রধান ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬

উপৈতি সবিতা হ্যস্তং রসমাপীয় পার্থিবম্ ॥ ২৮
ততো দ্বিজাতীনভিবাদ্য কেশবঃ
কৃপশ্চ তে চৈব যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য মহানদীসুতং
ততো রথানারুরুহুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৯
দৃষদ্বতীং চাপ্যবগাহ্য সুব্রতাঃ
কৃতোদকার্থাঃ কৃতজপ্যমঙ্গলাঃ।
উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ পরন্তপা—
স্ততঃ পুরং তে বিবিশুর্গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদিস্বস্থানগমনে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

তখন বিষণ্ণচিত্ত কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সাশ্রুনয়নে ধীরে ধীরে ভীষ্মের চরণযুগল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন -॥ ২৭

‘পিতামহ! আপনার নিকট নিজের সন্দেহের কথা আগামী কল্য বিবৃত করিব। কারণ, সূর্য্য পৃথিবীর রস পান করত এখন অস্তাচলগামী হইয়াছেন ॥ ২৮

তদনন্তর কৃষ্ণ, শ্রীকৃপাচার্য্য এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন পূর্বক ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করত পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২৯

তাহার পর সদাচারপরায়ণ এবং শত্রুসন্তাপকারী যুধিষ্ঠির প্রভৃতি দৃষদ্বতী নদীতে অবগাহন, হস্তপদ প্রক্ষালন, মাঙ্গলিক ইষ্টমন্ত্র জপ এবং যথাবিধানে সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তে হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন। ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে যুধিষ্ঠিরাদি-স্বস্থানগমনবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্মণো নীতিশাস্ত্রস্য রাজ্ঞঃ পৃথোশ্চ চরিত্রবর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কল্যং সমুত্থায় কৃতপূর্বাহ্ণিকক্রিয়াঃ।
যযুস্তে নগরাকারৈ রথৈঃ পাণ্ডব-যাদবাঃ॥ ১

প্রতিপদ্য কুরুক্ষেত্রং ভীষ্মমাসাদ্য চানঘ।
সুখাঞ্চ রজনীং পৃষ্ট্বা গাঙ্গেয়ং রথিনাং বরম্॥ ২

ব্যাসাদীনভিবাদ্যর্ষীন্ সর্বৈস্তৈশ্চাভিনন্দিতাঃ,
নিষেদুরভিতো ভীষ্মং পরিবার্য্য সমন্ততঃ॥ ৩

ততো রাজা মহাতেজা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভীষ্মং প্রতিপূজ্য যথাবিধি॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

য এষ রাজন্ রাজেতি শব্দশ্চরতি ভারত।
কথমেষ সমুৎপন্নস্তন্মে ব্রূহি পরন্তপ॥ ৫

তুল্যপাণিভুজগ্রীবস্তুল্যবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মকঃ।
তুল্যদুঃখসুখাত্মা চ তুল্যপৃষ্ঠমুখোদরঃ॥ ৬

তুল্যশুক্রাস্থিমজ্জা চ তুল্যমাংসাসৃগেব চ।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসতুল্যশ্চ তুল্যপ্রাণশরীরবান্॥ ৭

সমানজন্মমরণঃ সমঃ সর্বৈর্গুণৈর্নৃণাম্।
বিশিষ্টবুদ্ধীন্ শূরাংশ্চ কথমেকোঽধিতিষ্ঠতি॥ ৮

কথমেকো মহীং কৃৎস্নাং শূরবীরার্য সঙ্কুলাম্।
রক্ষত্যপি চ লোকস্য প্রসাদমভিবাঞ্ছতি॥ ৯

একস্য তু প্রসাদেন কৃৎস্নো লোকঃ প্রসীদতি।
ব্যাকুলে ব্যাকুলঃ সর্বো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ১০

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ।
কৃৎস্নং তন্মে যথাতত্ত্বং প্রব্রূহি বদতাং বর॥ ১১

নৈতৎ কারণমল্পং হি ভবিষ্যতি বিশাম্পতে।
যদেকস্মিন্ জগৎ সর্বং দেববদ্ যাতি সন্নতিম্॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

নিয়তস্ত্বং নরব্যাঘ্র শৃণু সর্বমশেষতঃ।
যথা রাজ্যং সমুৎপন্নমাদৌ কৃতযুগেঽভবৎ॥ ১৩

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[ব্রহ্মার নীতিশাস্ত্র এবং রাজা পৃথুর চরিত্রবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নগরাকৃতি বৃহৎ বৃহৎ রথে আরোহণ করত কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন॥ ১

নিষ্পাপ রাজন্! তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাত্রিটি আপনার সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত?" অনন্তর তাঁহারা ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণকে অভিবাদন করিলেন; পরে তাঁহারাও তাঁহাদিগকে শুভাশীর্বাদে অভিনন্দিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দিকেই উপবেশন করিলেন॥ ২-৩

তদনন্তর মহাতেজা ধর্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির যথানিয়মে ভীষ্মকে অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—শত্রুসন্তাপক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! লোকসমাজে এই যে 'রাজা' এই শব্দটি চলিতেছে—ইহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন॥৫

হস্ত, বাহু, গ্রীবা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, আত্মা, সুখ, দুঃখ, মন, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, প্রাণ, শরীর, জন্ম, মৃত্যু এবং সমস্ত গুণ এইগুলি অন্যান্য মানুষের যেমন আছে রাজারও তেমনই থাকে। তথাপি এক সেই রাজা অন্যান্য বিশিষ্টবুদ্ধি লোক ও বীরগণের উপরে কি করিয়া অধিষ্ঠান করেন॥ ৬-৮

একমাত্র রাজা শূর, বীর ও সজ্জনে পরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী কি প্রকারে রক্ষা করেন? আবার সমস্ত লোকই কিজন্য তাঁহার অনুগ্রহ কামনা করে? ৯

তারপর ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাজার মনে যদি উদ্বেগ না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত লোকই নিরুদ্বেগ থাকে। আবার একমাত্র রাজা আকুল হইলে সকল লোকই আকুল হইয়া পড়ে॥ ১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার কারণ আমি আপনার নিকট যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! অতএব আপনি যথাযথভাবে সেই সমস্ত বিষয় আমার নিকট ব্যক্ত করুন॥ ১১

নরনাথ! এই রাজপ্রভাবের কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। যেহেতু দেবতার ন্যায় এক রাজার নিকটে সমস্ত জগৎ অবনত থাকে॥ ১২

ন বৈ রাজ্যং ন রাজাঽঽসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥ ১৪
পাল্যমানাস্তথান্যোন্যং নরা ধর্মেণ ভারত।
খেদং পরমুপাজগ্মুস্ততস্তান্ মোহ আবিশৎ ॥ ১৫
তে মোহবশমাপন্না মনুজা মনুজর্ষভ।
প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্মস্তেষামনীনশৎ ॥ ১৬
নষ্টায়াং প্রতিপত্তৌ চ মোহবশ্যা নরাস্তদা।
লোভস্য বশমাপন্নাঃ সর্বে ভরতসত্তম ॥ ১৭
অপ্রাপ্তস্যাভিমর্শং তু কুর্বন্তো মনুজাস্ততঃ।
কামো নামাপরস্তত্র প্রত্যপদ্যত বৈ প্রভো ॥ ১৮
তাংস্তু কামবশং প্রাপ্তান্ রাগো নাম সমস্পৃশৎ।
রক্তাশ্চ নাভ্যজানন্ত কার্য্যাকার্য্যে যুধিষ্ঠির ॥১৯
অগম্যাগমনং চৈব বাচ্যাবাচ্যং তথৈব চ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ রাজেন্দ্র দোষাদোষঞ্চ নাত্যজন্ ॥ ২০

বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্ম চৈব ননাশ হ।
নাশাচ্চ ব্রহ্মণো রাজন্ ধর্মো নাশমথাগমৎ ॥ ২১
নষ্টে ব্রহ্মণি ধর্মে চ দেবাংস্ত্রাসঃ সমাবিশৎ।
তে ত্রস্তা নরশার্দূল ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥ ২২
প্রসাদ্য ভগবন্তং তে দেবং লোকপিতামহম্।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে দুঃখবেগসমাহতাঃ ॥ ২৩
ভগবন্ নরলোকস্থং গ্রস্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।
লোভ-মোহাদিভির্ভাবৈস্ততো নো ভয়মাবিশৎ ॥ ২৪
ব্রহ্মণশ্চ প্রণাশেন ধর্মো ব্যনশদীশ্বর।
ততঃ স্ম সমতাং যাতা মর্ত্যৈস্ত্রিভুবনেশ্বর ॥ ২৫
অধো হি বর্ষমস্মাকং নরাস্তূর্দ্ধ্বপ্রবর্ষিণঃ।
ক্রিয়াব্যুপরমাৎ তেষাং ততো গচ্ছাম সংশয়ম্ ॥ ২৬
অত্র নিঃশ্রেয়সং যন্নস্তদ্ ধ্যায়স্ব পিতামহ।
ত্বৎপ্রভাবসমুত্থোঽসৌ স্বভাবো নো বিনশ্যতি ॥ ২৭

ভীষ্ম বলিলেন- নরশ্রেষ্ঠ! সেই সত্যযুগের প্রথম সময়ে যেভাবে রাজত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল; তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সমস্ত বিষয় শ্রবণ কর ॥ ১৩

তৎকালে রাজা, রাজ্য, দণ্ড ও দণ্ডযোগ্য লোক ছিল না। কিন্তু সকল লোকই ধর্মের গুণে পরস্পরকে রক্ষা করিত ॥১৪

ভরতনন্দন! তৎকালে লোকসকল ধর্মের গুণে পরস্পর রক্ষিত হইতে থাকিয়া, অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর তাহাদের মধ্যে চিত্তের বিকার আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই লোকেরা ক্রমশঃ অত্যন্ত চিত্তবিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাতে ন্যায়বুদ্ধি লোপ পাইতে লাগিল; ক্রমে তাহাদের সেধর্ম্মও বিনষ্ট হইতে থাকিল ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! ন্যায়বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে, সেই সকল লোক ক্রমে মোহের বশীভূত হইয়া লোভী হইতে লাগিল ॥ ১৭

রাজন্! অতঃপর লোকেরা অন্যায় ভাবেও অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। তখন কাম নামে অপর একটি দোষ তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে থাকিল ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির! তাহারা কামের বশীভূত হইয়া উঠিলে, রাগ আসিয়া তাহাদিগকে স্পর্শ করিল। পরে তাহারা রাগের বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধি হারাইতে লাগিল ॥ ১৯

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে অগম্যাগমন, বক্তব্য ও অবক্তব্য, খাদ্য ও অখাদ্য এবং দোষ ও অদোষ—ইহাদের মধ্যে কোনটাই তাহারা ত্যাগ করিতে পারিল না ॥ ২০

রাজন্! এইভাবে মর্ত্ত্যলোক বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িলে, বেদ বিলুপ্ত হইল এবং বেদ বিলুপ্ত হইলে, ধর্ম্মও বিনষ্ট হইল ॥ ২১

নরশ্রেষ্ঠ! বেদ ও ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে, দেবগণের উদ্বেগ উপস্থিত হইল। তখন সেই উদ্বিগ্ন দেবতারা যাইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন ॥ ২২

ক্রমে দেবতারা অভিবাদন প্রভৃতির দ্বারা ভগবান্ লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া দুঃখের আবেগে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৩

ভগবন্! লোভ ও মোহ প্রভৃতি দোষের ফলে মর্ত্ত্যলোকস্থ সনাতন বেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪

ঈশ্বর! ত্রিভুবনের অধীশ্বর! বেদ-লোপে ধর্মেরও লোপ হইয়াছে; তাহাতেই আমরা মনুষ্যদের সমান হইতে বসিয়াছি ॥২৫

কারণ, আমরা নীচের দিকে মেঘের জল বর্ষণ করিয়া থাকি; আবার মানুষেরাও উপরের দিকে যজ্ঞের হবি বর্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই মানুষদের যজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য বিলুপ্ত হওয়ায় আমাদের জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ২৬

পিতামহ! অতএব আমাদের যাহাতে মঙ্গল হয়, আপনি

তানুবাচ সুরান্ সর্বান্ স্বয়ম্ভূর্ভগবাংস্ততঃ।
শ্রেয়োঽহং চিন্তয়িষ্যামি ব্যেতু বো ভীঃ সুরর্ষভাঃ ॥২৮
ততোঽধ্যায়সহস্রাণাং শতং চক্রে স্ববুদ্ধিজম্।
যত্র ধর্মস্তথৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ ॥ ২৯
ত্রিবর্গ ইতি বিখ্যাতো গণ এষ স্বয়ম্ভুবা।
চতুর্থো মোক্ষ ইত্যেব পৃথগর্থঃ পৃথগ্ গুণঃ ॥ ৩০
মোক্ষস্যাস্তি ত্রিবর্গোঽন্যঃ প্রোক্তঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
স্থানং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়শ্চৈব ত্রিবর্গশ্চৈব দণ্ডজঃ ॥ ৩১
আত্মা দেশশ্চ কালশ্চাপ্যুপায়াঃ কৃত্যমেব চ।
সহায়াঃ কারণং চৈব ষড়্ বর্গো নীতিজঃ স্মৃতঃ ॥ ৩২
ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥ ৩৩
অমাত্যরক্ষা প্রণিধী রাজপুত্রস্য লক্ষণম্।
চারশ্চ বিবিধোপায়ঃ প্রণিধেয়ঃ পৃথগ্বিধঃ ॥ ৩৪
সাম ভেদঃ প্রদানঞ্চ ততো দণ্ডশ্চ পার্থিব।
উপেক্ষা পঞ্চমী চাত্র কার্ৎস্ন্যেন সমুদাহৃতা ॥ ৩৫
মন্ত্রশ্চ বর্ণিতঃ কৃৎস্নস্তথা ভেদার্থ এব চ।
বিভ্রমশ্চৈব মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোশ্চ যৎ ফলম্ ॥ ৩৬
সন্ধিশ্চ ত্রিবিধাভিখ্যো হীনো মধ্যস্তথোত্তমঃ।
ভয়সৎকারবিত্তাখ্যং কার্ৎস্ন্যেন পরিবর্ণিতম্ ॥ ৩৭
যাত্রাকালাশ্চ চত্বারস্ত্রিবর্গস্য চ বিস্তরঃ।
বিজয়ো ধর্মযুক্তশ্চ তথার্থবিজয়শ্চ হ ॥ ৩৮
আসুরশ্চৈব বিজয়স্তথা কার্ৎস্ন্যেন বর্ণিতঃ।
লক্ষণং পঞ্চবর্গস্য ত্রিবিধং চাত্র বর্ণিতম্ ॥ ৩৯
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ দণ্ডোঽথ পরিশব্দিতঃ।
প্রকাশোঽষ্টবিধস্তত্র গুহ্যশ্চ বহুবিস্তরঃ ॥ ৪০

সেই বিষয় চিন্তা করুন। আপনার প্রভাবেই আমাদের এই দেবত্ব হইয়াছিল; এখন তাহা বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে ॥ ২৭

তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবতাকে বলিলেন— দেবশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের ভয় দূরীভূত হউক, আমি তোমাদের মঙ্গল চিন্তা করিব ॥ ২৮

তাহার পর ব্রহ্মা আপন বুদ্ধিবলে এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত বিশাল একটি শাস্ত্র রচনা করিলেন। যে শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ২৯

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি পুরুষার্থের সমূহের নাম ত্রিবর্গ এবং চতুর্থ পুরুষার্থের নাম মোক্ষ। ইহার প্রকার ও প্রয়োজন উক্ত ত্রিবর্গ হইতে ভিন্ন। এ সমস্তই ব্রহ্মা সেই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

মোক্ষেরও তিনটি ভেদ রহিয়াছে। যথা—জীবন্মুক্তি, বিদেহমুক্তি ও নির্ব্বাণ মুক্তি। গুণ তিনটী। যথা—সত্ত্ব, রজ ও তম এবং দণ্ড হইতেও তিনটি অবস্থার আবির্ভাব হয়। যথা—কাহার সমান ভাব, কাহার বৃদ্ধি এবং কাহার ক্ষয়। ইহাও ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন ॥ ৩১

আত্মা, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় এই ছয়টির উন্নতি বা অবনতি, নীতির গুণে হইয়া থাকে—ইহাও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদবিদ্যা, তর্কবিদ্যা, জীবিকা নির্ব্বাহোপায়-বিদ্যা এবং বিপুল দণ্ডনীতি বিদ্যা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩৩

রাজন্! রাজ-কর্ম্মচারী পালন, প্রকাশ্য চর, রাজপুত্রের লক্ষণ, গুপ্তচর, নানাবিধ কার্য্যের উপায়, নানা প্রকার ভৃত্য, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এবং পঞ্চ উপায় উপেক্ষা—এই সমস্তই সেই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল ॥ ৩৪-৩৫

সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রণা, ভেদ প্রয়োগের প্রয়োজন, মন্ত্রণার ভ্রম এবং মন্ত্রের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির যে ফল, তাহা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩৬

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ সন্ধি। তাহার মধ্যে ধনলাভ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহা উত্তম সন্ধি; সম্মান লাভ করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহা মধ্যম সন্ধি এবং ভয়ে ভয়ে যে সন্ধি করা হয়, তাহা অধম সন্ধি—এই সকলও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৩৭

বিজয় যাত্রা, অনুকূল ও প্রতিকূল কাল, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ। তাহার মধ্যে প্রথম তিন বর্গের বিস্তার, ধর্ম্ম জয়, অধর্ম জয় এবং আসুর জয় ইহাও ঐ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল। এই শাস্ত্রে অমাত্য, রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও কোষ এই পাঁচটির উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ লক্ষণ উক্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮-৩৯

সেই শাস্ত্রে প্রকাশ্য ও গোপনীয় এই দুই প্রকার দণ্ড (দমনের উপায় সৈন্য প্রভৃতি) বর্ণিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রকাশ্য দণ্ড অষ্টবিধ এবং গোপনীয় দণ্ড বহুবিধ কথিত হইয়াছিল ॥ ৪০

রথা নাগা হয়াশ্চৈব পাদাতাশ্চৈব পাণ্ডব।
বিষ্টির্নাবশ্চরাশ্চৈব দেশিকা ইতি চাষ্টমম॥ ৪১
অঙ্গান্যেতানি কৌরব্য প্রকাশানি বলস্য তু।
জঙ্গমাজঙ্গমাশ্চোক্তশ্চূর্ণযোগা বিষাদয়ঃ॥ ৪২
স্পর্শে চাভ্যবহার্য্যে চাপ্যুপাংশুর্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
অরির্মিত্র উদাসীন ইত্যেতেঽপ্যনুবর্ণিতাঃ॥ ৪৩
কৃৎস্না মার্গগুণাশ্চৈব তথা ভূমিগুণাশ্চ হ।
আত্মরক্ষণমাশ্বাসঃ সর্গাণাং চান্ববেক্ষণম্॥ ৪৪
কল্পনা বিবিধাশ্চাপি নৃ-নাগ-রথ-বাজিনাম্।
ব্যূহাশ্চ বিবিধাভিখ্যা বিচিত্রং যুদ্ধকৌশলম্॥ ৪৫
উৎপাতাশ্চ নিপাতাশ্চ সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্।
শস্ত্রাণাং পালনং জ্ঞানং তথৈব ভরতর্ষভ॥ ৪৬
বলব্যসনমুক্তঞ্চ তথৈব বলহর্ষণম্।
পীড়া চাপদকালশ্চ পত্তিজ্ঞানঞ্চ পাণ্ডব॥ ৪৭

পাণ্ডুনন্দন! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, শকট, নৌকা, চর এবং উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ প্রকাশ্য দণ্ড॥ ৪১

কৌরবনন্দন! এই অষ্টবিধ সৈন্যের প্রকাশ্য অঙ্গ। আর গোপনীয় অঙ্গ জঙ্গম সর্প প্রভৃতি, অজঙ্গম কাষ্ঠময় বিষ প্রভৃতি এবং বিষ প্রভৃতি চূর্ণ ঔষধবিশেষ॥ ৪২

এই সকল গোপনীয় দণ্ড (বিপক্ষের দমন-সাধন বিষ প্রভৃতি) বিপক্ষের স্পর্শে ও খাদ্যে এবং অন্ত বিবিধ দ্রব্যে ব্যবহৃত হইবার নির্দ্দেশ ছিল। শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ ও উদাসীনপক্ষ এইগুলিও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল॥ ৪৩

সর্ব্বপ্রকার পথের গুণ, সমরভূমির গুণ, আত্মরক্ষা আশ্বাস এবং রথযন্ত্রাদি নির্ম্মাণের পরীক্ষাও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল॥ ৪৪

হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির নানাবিধ বেশভূষা, বহুপ্রকার ব্যূহ এবং বিচিত্র যুদ্ধ-কৌশল সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! উৎপাত, মহামারী, সম্যক্‌যুদ্ধ, নৈপুণ্য সহকারে পলায়ন, অস্ত্র রক্ষা ও অস্ত্রের পরীক্ষা সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল॥ ৪৬

পাণ্ডুনন্দন! বিপদ হইতে সৈন্যগণের উদ্ধার, সৈন্যগণের আনন্দ উৎপাদন, রোগ, বিপদের সময়ও পদাতিগণের পরীক্ষা সেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছিল॥ ৪৭

তথা খাতবিধানঞ্চ যোগঃ সঞ্চার এব চ।
চৌরৈরাটবিকৈশ্চোগ্রৈঃ পররাষ্ট্রস্য পীড়নম্॥ ৪৮
অগ্নিদৈর্গরদৈশ্চৈব প্রতিরূপককারকৈঃ।
শ্রেণিমুখ্যোপজাপেন বীরুধশ্ছেদনেন চ॥ ৪৯
দূষণেন চ নাগানামাতঙ্কজননেন চ।
আরাধনেন ভক্তস্য প্রত্যয়োপার্জনেন চ॥ ৫০
সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য হ্রাসবৃদ্ধিসমঞ্জসম্।
দূতসামর্থ্যসংযোগাৎ সরাষ্ট্রস্য বিবর্ধনম্॥ ৫১
অরিমধ্যস্থমিত্রাণাং সম্যক্ চোক্তং প্রপঞ্চনম্।
অবমর্দঃ প্রতীঘাতস্তথৈব চ বলীয়সাম্॥ ৫২
ব্যবহারঃ সুসূক্ষ্মশ্চ তথা কণ্টকশোধনম্।
শ্রমো ব্যায়ামযোগশ্চ ত্যাগো দ্রব্যস্য সংগ্রহঃ॥ ৫৩
অভৃতানাঞ্চ ভরণং ভৃতানাং চান্ববেক্ষণম্।
অর্থস্য কালে দানঞ্চ ব্যসনে চাপ্রসঙ্গিতা॥ ৫৪

দুর্গের সকল দিকে পরিখা নির্ম্মাণ, সৈন্যগণের যুদ্ধসজ্জা ও জয়যাত্রা এবং চৌর, ভীষণ বনবাসী দস্যু, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, ছদ্মবেশী, এক এক শ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন, শস্যাদি ছেদন, ক্রূর সর্পের রোষোৎপাদন, আতঙ্কের সৃষ্টি, অনুনয় করিয়া বিপক্ষানুরক্ত লোকদিগের মধ্যে ভেদ উৎপাদন এবং দুরভিসন্ধি করিয়া বিপক্ষের বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা বিপক্ষ রাজ্যের মধ্যে গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি, সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল॥ ৪৮-৫০

সপ্তাঙ্গ রাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধিও সমানভাবে স্থাপন এবং দূত ও শক্তি প্রয়োগে রাজ্যের বৃদ্ধি করা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল॥ ৫১

শত্রু-মধ্যবর্ত্তী মিত্রগণের বিস্তার এবং প্রবল শত্রুগণের দমন ও বাধা দান সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল॥ ৫২

বিচারকদিগের অতি সূক্ষ্ম বিচার, ক্ষুদ্র শত্রুনিবারণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম এবং ধনের সঞ্চয় ও ব্যয় সেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছিল॥ ৫৩

যাহাদের ভরণ পোষণ চলে না তাহাদের ভরণ পোষণ করা, যাহাদের ভরণ পোষণ চলে তাহাদেরও পর্য্যবেক্ষণ করা, যথাসময়ে ধনদান এবং পূর্ব্বে উল্লিখিত অষ্টাদশ প্রকার ব্যসনে অনাসক্ততার বিষয়ও সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল॥ ৫৪

তথা রাজগুণাশ্চৈব সেনাপতিগুণাশ্চ হ।
কারণঞ্চ ত্রিবর্গস্য গুণদোষাস্তথৈব চ ॥ ৫৫
দুশ্চেষ্টিতঞ্চ বিবিধং বৃত্তিশ্চৈবানুবর্তিনাম্।
শঙ্কিতত্বঞ্চ সর্বস্য প্রমাদস্য চ বর্জনম্ ॥ ৫৬
অলব্ধলাভো লব্ধস্য তথৈব চ বিবর্ধনম্।
প্রদানঞ্চ বিবৃদ্ধস্য পাত্রেভ্যো বিধিবত্ততঃ ॥ ৫৭
বিসর্গোঽর্থস্য ধর্মার্থং কামহৈতুকমুচ্যতে।
চতুর্থং ব্যসনাঘাতে তথৈবাত্রানুবর্ণিতম্ ॥ ৫৮
ক্রোধজানি তথোগ্রাণি কামজানি তথৈব চ।
দশোক্তানি কুরুশ্রেষ্ঠ ব্যসনান্যত্র চৈব হ ॥ ৫৯
মৃগয়াক্ষাস্তথা পানং স্ত্রিয়শ্চ ভরতর্ষভ।
কামজান্যাহুরাচার্য্যাঃ প্রোক্তানীহ স্বয়ম্ভুবা ॥৬০
বাক্‌পারুষ্যং তথোগ্রত্বং দণ্ডপারুষ্যমেব চ।
আত্মনো নিগ্রহস্ত্যাগো হ্যর্থদূষণমেব চ ॥ ৬১

রাজার গুণ, সেনাপতির গুণ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের হেতু, গুণ ও দোষ সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৫৫

লোকের নানাপ্রকার দুশ্চেষ্টা, অনুবর্ত্তী লোকদিগের ব্যবহার, সকলের উপরেই রাজার আশঙ্কা এবং অনবধানতা ত্যাগ করা, এই সমস্ত বিষয়ও সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল ॥ ৫৬

অলব্ধ অর্থের লাভ, লব্ধ অর্থের বৃদ্ধি করা এবং যথা বিধানে সৎপাত্রে বর্দ্ধিত অর্থের প্রদানও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৫৭

প্রথম ধর্ম্মার্থে ব্যয়, দ্বিতীয় কামার্থে ব্যয়, তৃতীয় রোগ-নিবারণার্থে ব্যয় এবং চতুর্থ বিপৎপ্রতীকারার্থে ব্যয়ও সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ॥ ৫৮

কৌরবশ্রেষ্ঠ! সেই শাস্ত্রে ক্রোধজাত ভীষণ ছয় প্রকার এবং কামজাত কোমল চারি প্রকার ব্যসন অভিহিত হইয়াছিল ॥ ৫৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রী-বিলাস এই চারি প্রকার ব্যসনকে আচার্য্যেরা কোমল ব্যসন বলেন। ব্রহ্মা এইগুলিকেও সেই শতসহস্রাধ্যায় গ্রন্থে বলিয়াছিলেন ॥ ৬০

নিষ্ঠুর বাক্য, উগ্রতা, নিষ্ঠুর দণ্ড, আত্মনির্য্যাতন, গৃহ প্রভৃতি ত্যাগ ও অর্থ নষ্ট করা এই ছয় প্রকার উগ্র ব্যসনও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৬১

বহু প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণপ্রণালী, সেগুলির ক্রিয়া এবং শত্রুর

যন্ত্রাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাঞ্চ বর্ণিতাঃ।
অবমর্দঃ প্রতীঘাতঃ কেতনানাঞ্চ ভঞ্জনম্ ॥ ৬২
চৈত্যদ্রুমাবমর্দশ্চ রোধঃ কর্মানুশাসনম্।
অপস্করোঽথ বসনং তথোপায়াশ্চ বর্ণিতাঃ ॥ ৬৩
পণবানকশঙ্খানাং ভেরীণাঞ্চ যুধিষ্ঠির।
উপার্জনঞ্চ দ্রব্যাণাং পরিমর্দশ্চ তানি ষট্ ॥ ৬৪
লব্ধস্য চ প্রশমনং সতাং চৈবাভিপূজনম্।
বিদ্বদ্‌ভিরেকীভাবশ্চ দানহোমবিধিজ্ঞতা ॥ ৬৫
মঙ্গলালম্ভনং চৈব শরীরস্য প্রতিক্রিয়া।
আহারযোজনং চৈব নিত্যমাস্তিক্যমেব চ ॥ ৬৬
একেন চ যথোত্থেয়ং সত্যত্বং মধুরা গিরঃ।
উৎসবানাং সমাজানাং ক্রিয়াঃ কেতনজাস্তথা ॥ ৬৭
প্রত্যক্ষাশ্চ পরোক্ষাশ্চ সর্বাধিকরণেষ্বথ।
বৃত্তের্ভরতশার্দূল নিত্যং চৈবান্ববেক্ষণম্ ॥৬৮

দমন, বাধা দান ও গৃহ ভগ্ন করা সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥৬২

শত্রুর যজ্ঞশালা প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী বৃক্ষসকল ভগ্ন করা, শত্রুর গ্রাম-নগরাদির অবরোধ, কৃষি ও শিল্পাদি কার্য্যের উপদেশ, রথের চক্রপ্রভৃতি অঙ্গ নিম্মাণ, গ্রাম ও নগর প্রভৃতিতে বাস করার প্রকার এবং জীবিকা নির্ব্বাহের নানাবিধ উপায় সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ॥ ৬৩

যুধিষ্ঠির! পণব, আনক, শঙ্খ ও ভেরী প্রভৃতি বাদ্য নির্ম্মাণ, ধন উপার্জ্জন, ধন ব্যয় এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, পিত্তল ও লৌহ এই ষড়্‌বিধ ধনের বিষয় সেই শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছিল ॥ ৬৪

অধিকৃত দেশে শান্তি স্থাপন, সৎপুরুষগণের সেবা, বিদ্বান্‌গণের সহিত অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি, দান ও হোমের বিধি জানা এবং মাঙ্গলিক বস্তুর স্পর্শ, দেহকে বস্ত্রাদির দ্বারা বিভূষিতকরণ, ভোজন ব্যবস্থাপনা, সর্ব্বদা আস্তিক্য বুদ্ধি রক্ষা—এই সব কথাও সেই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৬৫-৬৬

মানুষ একাকীই যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, সেই উপায়, সত্য ব্যবহার, উৎসবে ও সমাজে মধুর বাক্য বলা এবং গৃহ-নির্ম্মাণাদি কৌশলও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৬৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত বিচারালয়ে যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিচার হইয়া থাকে এবং তত্রত্য রাজপুরুষগণের যে সমস্ত ব্যবহার হয়, রাজা সেই সমস্ত বিষয়েরই প্রত্যহ পর্য্যালোচনা করিবেন, ইহাও সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৬৮

অদণ্ড্যত্বঞ্চ বিপ্রাণাং যুক্ত্যা দণ্ডনিপাতনম্ ।
অনুজীবিস্বজাতিভ্যো গুণেভ্যশ্চ সমুদ্ভবঃ ॥ ৬৯
রক্ষণং চৈব পৌরাণাং রাষ্ট্রস্য চ বিবর্দ্ধনম্ ।
মণ্ডলস্থা চ যা চিন্তা রাজন্ দ্বাদশরাজিকা ॥ ৭০
দ্বাসপ্ততিবিধা চৈব শরীরস্য প্রতিক্রিয়া ।
দেশ-জাতি-কুলানাঞ্চ ধর্ম্মাঃ সমনুবর্ণিতাঃ ॥ ৭১
ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষশ্চাত্রানুবর্ণিতাঃ ।
উপায়াশ্চার্থলিপ্সা চ বিবিধা ভূরিদক্ষিণ ॥ ৭২
মূলকর্ম্মক্রিয়া চাত্র মায়াযোগশ্চ বর্ণিতঃ ।
দূষণং স্রোতসাং চৈব বর্ণিতং চাস্থিরাম্ভসাম্ ॥ ৭৩
যৈর্যৈরুপায়ৈর্লোকস্তু ন চলেদার্য্যবর্ত্মনঃ ।
তৎ সর্বং রাজশার্দূল নীতিশাস্ত্রেঽভিবর্ণিতম্ ॥ ৭৪
এতৎ কৃত্বা শুভং শাস্ত্রং ততঃ স ভগবান্ প্রভুঃ ।
দেবানুবাচ সংহৃষ্টঃ সর্বান্ শক্রপুরোগমান্ ॥ ৭৫
উপকারায় লোকস্য ত্রিবর্গস্থাপনায় চ ।
নবনীতং সরস্বত্যা বুদ্ধিরেষা প্রভাবিতা ॥ ৭৬
দণ্ডেন সহিতা হ্যেষা লোকরক্ষণকারিকা ;
নিগ্রহানুগ্রহরতা লোকাননুচরিষ্যতি ॥ ৭৭
দণ্ডেন নীয়তে চেদং দণ্ডং নীয়তি বা পুনঃ ।
দণ্ডনীতিরিতি খ্যাতা ত্রীঁল্লোকানভিবর্ত্ততে ॥ ৭৮
ষাড়্‌গুণ্যগুণসারৈষা স্থাস্যত্যগ্রে মহাত্মসু ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ সকলা হ্যত্র শব্দিতাঃ ॥ ৭৯
ততস্তাং ভগবান্ নীতিং পূর্বং জগ্রাহ শঙ্করঃ ।
বহুরূপো বিশালাক্ষঃ শিবঃ স্থাণুরুমাপতিঃ ॥ ৮০
প্রজানামায়ুষো হ্রাসং বিজ্ঞায় ভগবান্ শিবঃ ।
সঞ্চিক্ষেপ ততঃ শাস্ত্রং মহার্থং ব্রহ্মণা কৃতম্ ॥ ৮১

ব্রাহ্মণগণের দৈহিক দণ্ড করিবে না, যুক্তি অনুসারে অপরাধীদিগকে দণ্ডদান করিবে এবং অনুজীবী, স্বজাতি ও বিদ্বান্‌দিগেরও যোগ্য দণ্ড হইবে, এই সকল সেই শাস্ত্রে লিখিত ছিল ॥ ৬৯

রাজন্ ! পুরবাসিগণের রক্ষা ও রাজ্য বৃদ্ধি করা এবং দ্বাদশ প্রকার রাজার বিষয়ে, রাজ্য সম্বন্ধে, যে চিন্তা হইতে পারে; তাহাও সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ।

দ্বাদশ প্রকার রাজা যথা ১ । শত্রুরাজা । ২ । মিত্ররাজা । ৩ । শত্রুর মিত্ররাজা । ৪ । মিত্রের মিত্ররাজা ৫ । শত্রুর মিত্রের মিত্ররাজা ৬ । নিজের পৃষ্ঠদিক্ হইতে সাহায্যের জন্য স্বয়ং উপস্থিত রাজা ৭ । শত্রুর সাহায্যের জন্য তাহার পৃষ্ঠ দিক্ হইতে স্বয়ং উপস্থিত রাজা । ৮ । স্বপক্ষে আহূত রাজা । ৯ । শত্রুপক্ষে আহূত রাজা । ১০ । জয়াভিলাষী রাজা স্বয়ং । ১১ । নিজের ও শত্রু উভয়ের মধ্যস্থ রাজা । ১২ । সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি উদাসীন রাজা ॥ ৭০

বাহাত্তর প্রকার শারীরিক চিকিৎসা এবং দেশ জাতি ও কুলের ধর্ম্ম সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছিল ॥ ৭১

প্রচুর দক্ষিণাদাতা যুধিষ্ঠির ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্মার্জ্জন প্রভৃতির উপায় এবং নানাবিধ অর্থলিপ্সা সেই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছিল ॥ ৭২

কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতির প্রকার, কূটকৌশল এবং স্রোতোজল ও স্থির জলের দোষ সেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছিল ॥ ৭৩

রাজশ্রেষ্ঠ ! মানুষ যে যে কারণে সৎপথ হইতে বিচ্যুত হয় না ; সেই সমস্ত কারণই এই নীতিশাস্ত্রে ব্রহ্মা বর্ণনা করিয়াছিলেন ॥ ৭৪

প্রভাবশালী ভগবান্ ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলকারী এই শাস্ত্র রচনা করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭৫

'দেবগণ ! লোকের উপকারের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সংস্থাপনের জন্য সরস্বতীদেবী আমার আত্মাতে সমস্ত বুদ্ধির সার এই বুদ্ধি প্রকাশিত করিয়াছিলেন ॥ ৭৬

দণ্ডবিধানের সহিত এই নীতিসকল সম্পূর্ণ জগতের রক্ষাকারক, ইহা দুষ্টের নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিখিল বিশ্বে প্রচলিত থাকিবে ॥ ৭৭

এই শাস্ত্রানুসারে দণ্ডের দ্বারা জগৎকে সৎপথে স্থাপনা করিবেন অথবা রাজা এই শাস্ত্রানুসারে প্রজাবর্গের মধ্যে দণ্ডবিধান করিবেন বলিয়া ইহা দণ্ডনীতি বলিয়া বিখ্যাত হইবে। ইহা ত্রিভুবনে সর্ব্বত্রই বিস্তার লাভ করিবে ॥ ৭৮

এই বিদ্যা সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়্‌গুণের সারভূত। ইহা মহাত্মাদিগের অগ্রে স্থাপিত হইবে—এই শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার পুরুষকার নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৭৯

তদনন্তর সর্ব্বপ্রথম ভগবান্ শঙ্কর এই নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুরূপ বিশালাক্ষ, শিব, স্থাণু উমাপতি আদি নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৮০

সেই বিশালাক্ষ ভগবান্ শিব মানুষের আয়ুষ্কাল জানিয়া

বৈশালাক্ষমিতি প্রোক্তং তদিন্দ্রঃ প্রত্যপদ্যত ।
দশাধ্যায়সহস্রাণি সুব্রহ্মণ্যো মহাতপাঃ ॥ ৮২
ভগবানপি তচ্ছাস্ত্রং সংচিক্ষেপ পুরন্দরঃ ।
সহস্রৈঃ পঞ্চভিস্তাত যদুক্তং বাহুদণ্ডকম্ ॥ ৮৩
অধ্যায়ানাং সহস্রৈস্তু ত্রিভিরেব বৃহস্পতিঃ ।
সংচিক্ষেপেশ্বরো বুদ্ধ্যা বার্হস্পত্যং তদুচ্যতে ॥ ৮৪
অধ্যায়ানাং সহস্রেণ কাব্যঃ সংক্ষেপমব্রবীৎ ।
তচ্ছাস্ত্রমমিতপ্রজ্ঞো যোগাচার্য্যো মহাযশাঃ ॥ ৮৫
এবং লোকানুরোধেন শাস্ত্রমেতন্মহর্ষিভিঃ ।
সংক্ষিপ্তমায়ুর্বিজ্ঞায় মর্ত্যানাং হ্রাসমেব চ ॥ ৮৬
অথ দেবাঃ সমাগম্য বিষ্ণুমূচুঃ প্রজাপতিম্ ।
একো যোঽর্হতি মর্ত্যেষু শ্রৈষ্ঠ্যং বৈ তং সমাদিশ ॥ ৮৭
ততঃ সংচিন্ত্য ভগবান্ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
তৈজসং বৈ বিরজসং সোঽসৃজন্মানসং সুতম্ ॥ ৮৮

ব্রহ্মারচিত সেই মহান্ শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত করিলেন। তজ্জন্য ইহার নাম বৈশালাক্ষ। সেই শাস্ত্র ইন্দ্র প্রথমে গ্রহণ করিলেন ॥ ৮১½

মহাতপস্বী সুব্রহ্মণ্য (বেদের অতিশয় হিতকারী) ইন্দ্র যখন ইহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তখন এই শাস্ত্রে দশ হাজার অধ্যায় ছিল। পুনরায় ইন্দ্র ইহা সংক্ষেপ করেন তাহারই ফলে পাঁচ হাজার অধ্যায় দৃষ্ট হয়। তাত! সেই গ্রন্থ 'বাহুদন্তক' নীতি শাস্ত্ররূপে জগতে খ্যাত হইয়াছে ॥ ৮২-৮৩

তদনন্তর সার সংগ্রহক্ষম বৃহস্পতি বুদ্ধিপ্রভাবে 'বাহু দন্তক' নীতিশাস্ত্রকে তিন হাজার অধ্যায়ে সংক্ষেপ করিলেন। সেই সংক্ষিপ্তরূপ বার্হস্পত্য নীতি শাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল ॥ ৮৪

পুনরায় মহাযশস্বী যোগশাস্ত্রের আচার্য্য অসাধারণ বুদ্ধিমান্ সেই শাস্ত্রকে এক হাজার অধ্যায়ে সংক্ষেপ করিলেন ॥ ৮৫

এই প্রকারে মনুষ্যের আয়ুকাল ক্রমান্বয়ে হ্রাস হইতে দেখিয়া জগতের কল্যাণের জন্য মহর্ষিগণ এই শাস্ত্র সংক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৮৬

তদনন্তর দেবতাগণ প্রজাপতি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করত বলিলেন—ভগবন্! মনুষ্যলোকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ পাইবার যোগ্য অধিকারী এইরূপ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করুন ॥ ৮৭

তখন প্রভাবশালী ভগবান্ নারায়ণ বিশেষভাবে বিচার করিয়া নিজ তেজ হইতে 'বিরজা' নামক একটি মানস পুত্রের সৃষ্টি করিলেন ॥ ৮৮

বিরজাস্তু মহাভাগঃ প্রভুত্বং ভুবি নৈচ্ছত ।
ন্যাসায়ৈবাভবদ্ বুদ্ধিঃ প্রণীতা তস্য পাণ্ডব ॥ ৮৯
কীর্ত্তিমাংস্তস্য পুত্ত্রোঽভূৎ সোঽপি পঞ্চাতিগোঽভবৎ ।
কর্দমস্তস্য তু সুতঃ সোঽপ্যতপ্যন্মহৎ তপঃ ॥ ৯০
প্রজাপতেঃ কর্দমস্য তনয়ো নাম বৈ সুতঃ
প্রজা রক্ষয়িতা সাধুর্দণ্ডনীতিবিশারদঃ ॥ ৯১
অনঙ্গপুত্ত্রোঽতিবলো নীতিমানভিগম্য বৈ ।
প্রতিপেদে মহারাজ্যমথেন্দ্রিয়বশোঽভবৎ ॥ ৯২
মৃত্যোস্তু দুহিতা রাজন্ সুনীথা নাম মানসী ।
প্রখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু যাসৌ বেণমজীজনৎ ॥ ৯৩
তং প্রজাসু বিধর্ম্মাণং রাগ দ্বেষবশানুগম্ ।
মন্ত্রপূতৈঃ কুশৈর্জঘ্নুঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯৪
মমন্থুর্দক্ষিণং চোরুমৃষয়স্তস্য মন্ত্রতঃ ।
ততোঽস্য বিকৃতো জজ্ঞে হ্রস্বাঙ্গঃ পুরুষো ভুবি ॥ ৯৫

হে পাণ্ডুনন্দন! মহাভাগ বিরজা পৃথিবীর রাজা হইতে ইচ্ছুক হইলেন না, তাহার বুদ্ধি সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক হইল ॥ ৮৯

বিরজার 'কীর্ত্তিমান্' নামক এক পুত্র হইয়াছিল তিনিও পঞ্চ ভূতাতীত হইয়া মোক্ষ মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কীর্ত্তিমানের পুত্র কর্দম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনিও উগ্র তপস্যায় নিরত হইলেন ॥ ৯০

প্রজাপতি কর্দমের পুত্রের নাম 'অনঙ্গ'। সেই সাধু অনঙ্গ কালক্রমে দণ্ড নীতি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া প্রজারক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৯১

অনঙ্গের পুত্রের নাম 'অতিবল'। সেই নীতিশাস্ত্রজ্ঞ অতিবল বিশাল পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়াছিলেন ॥ ৯২

রাজন্! মৃত্যুর মানসী কন্যা 'সুনীথা' রূপে ও গুণে ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি অতিবলের ঔরসে 'বেণ' নামক পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৯৩

বেণ রাগ দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মত্যাগ করত প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তখন বেদবাদী ঋষিগণ মন্ত্রপূত কুশের দ্বারা তাঁহাকে সংহার করেন ॥ ৯৪

তদনন্তর ঋষিগণ বেণের দক্ষিণ জঙ্ঘা মন্থন করিলেন, এই মন্থনে বিকৃতাকার খর্ব্বদেহ একটি পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥ ৯৫

দগ্ধস্থূণাপ্রতীকাশো রক্তাক্ষঃ কৃষ্ণমূর্দ্ধজঃ।
নিষীদেত্যেবমূচুস্তমৃষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯৬
তস্মান্নিষাদাঃ সম্ভূতাঃ ক্রূরাঃ শৈলবনাশ্রয়াঃ।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়া ম্লেচ্ছাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৯৭
ভূয়োঽস্য দক্ষিণং পাণিং মমন্থুস্তে মহর্ষয়ঃ।
ততঃ পুরুষ উৎপন্নো রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ ॥৯৮
কবচী বদ্ধনিস্ত্রিংশঃ সশরঃ সশরাসনঃ।
বেদবেদাঙ্গবিচ্চৈব ধনুর্বেদে চ পারগঃ ॥ ৯৯
তং দণ্ডনীতিঃ সকলা শ্রিতা রাজন্ নরোত্তমম্।
ততস্তু প্রাঞ্জলির্বৈণ্যো মহর্ষীংস্তানুবাচ হ ॥ ১০০
সুসূক্ষ্মা মে সমুৎপন্না বুদ্ধির্ধর্মার্থদর্শিনী।
অনয়া কিং ময়া কার্য্যং তন্মে তত্ত্বেন শংসত ॥ ১০১
যন্মাং ভবন্তো বক্ষ্যন্তি কার্য্যমর্থসমন্বিতম্।
তদহং বৈ করিষ্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১০২
তমূচুস্তত্র দেবাস্তে তে চৈব পরমর্ষয়ঃ।
নিয়তো যত্র ধর্ম্মো বৈ তমশঙ্কঃ সমাচর ॥ ১০৩
প্রিয়াপ্রিয়ে পরিত্যজ্য সমঃ সর্বেষু জন্তুষু।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
মানং চোৎসৃজ্য দূরতঃ ॥ ১০৪
যশ্চ ধর্মাৎ প্রবিচলেল্লোকে কশ্চন মানবঃ।
নিগ্রাহ্যস্তে স্ববাহুভ্যাং শশ্বদ্ ধর্মমবেক্ষতা ॥ ১০৫
প্রতিজ্ঞাং চাধিরোহস্ব মনসা কর্মণা গিরা।
পালয়িষ্যাম্যহং ভৌমং ব্রহ্ম ইত্যেব চাসকৃৎ ॥ ১০৬
যশ্চাত্র ধর্মো নিত্যোক্তো দণ্ডনীতিব্যপাশ্রয়ঃ।
তমশঙ্কঃ করিষ্যামি স্ববশো ন কদাচন ॥ ১০৭
অদণ্ড্যা মে দ্বিজাশ্চেতি প্রতিজানীহি হে বিভো।
লোকঞ্চ সঙ্করাৎ কৃৎস্নং ত্রাতাস্মীতি পরন্তপ ॥ ১০৮
বৈণ্যস্ততস্তানুবাচ দেবানৃষিপুরোগমান্।
ব্রাহ্মণা মে মহাভাগা নমস্যাঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০৯

সেই পুরুষের আকৃতি দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল। বেদবাদী ঋষিগণ তাঁহাকে বলিলেন --'নিষীদ' অর্থাৎ "উপবেশন কর" ॥ ৯৬

তাহা হইতেই পর্ব্বত ও বনবাসী নিষ্ঠুর প্রকৃতি ব্যাধগণের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসী যে সকল লক্ষ লক্ষ ম্লেচ্ছ দৃষ্ট হয়, তাহারাও সেই পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥৯৭

তদনন্তর মহর্ষিগণ পুনরায় বেণের দক্ষিণ বাহু মন্থন করিলেন, তাহার ফলে রূপে দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় অপর একটি পুরুষ উৎপন্ন হইলেন ॥ ৯৮

তাঁহার দেহে কবচ (বর্ম্ম), কটিদেশে তরবারি, হস্তে ধনুর্ব্বাণ ছিল। তিনি বেদ ও বেদাঙ্গজ্ঞ এবং ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী ছিলেন ॥ ৯৯

রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ বেণকুমারের দণ্ডনীতিতে সহজাত জ্ঞান ছিল, তদনন্তর বেণপুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিগণকে বলিলেন ॥১০০

মহর্ষিগণ! ধর্ম্মার্থদর্শিনী অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি স্বতঃই প্রাপ্ত হইয়াছি এই বুদ্ধি দ্বারা আমি আপনাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিব তাহা যথার্থরূপে আদেশ করুন ॥ ১০১

আপনারা অর্থ-সমন্বিত যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, আমি সেই কার্য্যই সম্পন্ন করিব সেই বিষয়ে আমার বিচার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১০২

তখন দেবতা ও মহর্ষিগণ তাহাকে বলিলেন—বেণনন্দন যাহাতে ধর্ম্ম সংস্থিত থাকে, তাহা নির্ভয়ে আচরণ কর ॥১০৩

প্রিয় অপ্রিয় বিচার পরিত্যাগ করত কাম ক্রোধ লোভ ও অভিমানকে বিদূরিত করিয়া সকল প্রাণীর প্রতি সমভাবাপন্ন হও ॥১০৪

জগতে যে মনুষ্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইবে, তুমি সনাতন ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করত বাহুবলে তাহাকে দণ্ড দিবে ॥ ১০৫

তুমি কায়মনোবাক্যে বারংবার প্রতিজ্ঞা কর "ভূতলগত জীবরূপী ব্রহ্মকে (বেদকে) নিরন্তর পালন করিব" ॥ ১০৬

"দণ্ডনীতি শাস্ত্রে যাহাকে সর্ব্বদা ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা পালন করিব—কখনও স্বেচ্ছাচারী হইব না" ॥ ১০৭

হে পরন্তপ প্রভু (প্রভাবশালী)! "আমি ব্রাহ্মণগণের দৈহিক দণ্ডবিধান করিব না এবং সকলকেই বর্ণসঙ্কর হইতে রক্ষা করিব"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর ॥ ১০৮

তখন বেণনন্দন পৃথু অগ্রবর্ত্তী দেবগণ ও ঋষিগণকে বলিলেন —পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাভাগ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আমার নমস্য থাকিবেন ॥ ১০৯

তিনি এইরূপ বলিলে দেবতা ও ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে বলিলেন—"এইরূপই হউক।" বৈদিক জ্ঞানের আধার শুক্রাচার্য্য তাহার পৌরহিত্য স্বীকার করিলেন ॥ ১১০

[, শ্রাবণমাস, ১৩৮০]

দ্বিতীয়সংখ্যা—শারদী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীযুক্তরঘুনাথকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

• • •

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
[]সত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

এবমস্ত্বিতি বৈণ্যস্ত তৈরুক্তো ব্রহ্মবাদিভিঃ।
পুরোধাশ্চাভবৎ তস্য শুক্রো ব্রহ্মময়ো নিধিঃ॥ ১১০
মন্ত্রিণো বালখিল্যাশ্চ সারস্বত্যো গণস্তথা।
মহর্ষির্ভগবান্ গর্গস্তস্য সাংবৎসরোঽভবৎ॥ ১১১
আত্মনাষ্টম ইত্যেব শ্রুতিরেষা পরা নৃষু।
উৎপন্নৌ বন্দিনৌ চাস্য তৎপূর্বৌ সূত-মাগধৌ॥ ১১২
তয়োঃ প্রীতো দদৌ রাজা পৃথুর্বৈণ্যঃ প্রতাপবান্।
অনূপদেশং সূতায় মগধং মাগধায় চ॥ ১১৩
সমতাং বসুধায়াশ্চ স সম্যগুদপাদয়ৎ।
বৈষম্যং হি পরং ভূমেরাসীদিতি চ নঃ শ্রুতম্॥ ১১৪
মন্বন্তরেষু সর্বেষু বিষমা জায়তে মহী।
উজ্জহার ততো বৈণ্যঃ শিলাজালান্ সমন্ততঃ॥ ১১৫
ধনুষ্কোট্যা মহারাজ তেন শৈলা বিবর্ধিতাঃ।
স বিষ্ণুনা চ দেবেন শক্রেণ বিবুধৈঃ সহ॥ ১১৬
ঋষিভিশ্চ প্রজাপালৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চাভিষেচিতঃ।

বালখিল্য ঋষিগণ ও সরস্বতী নদীতীরবাসী মুনিগণ তাঁহার মন্ত্রী হইলেন এবং মহর্ষি ভগবান্ গর্গ রাজসভার জ্যোতিষ হইলেন॥ ১১১

মনুষ্যলোকে কিম্বদন্তী আছে আদিপুরুষ বিষ্ণু হইতে পৃথু অষ্টম পুরুষ ছিলেন (১। বিষ্ণু ২। বিরজা ৩। কীর্তিমান্ ৪। কর্দম ৫। অনঙ্গ ৬। অতিবল ৭। বেণ ৮। পৃথু)। তাহার জন্মের পূর্ব্বেই সূত ও মাগধ নামে দুইটি পুরুষ জন্মিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার স্তুতি পাঠক হইবেন॥ ১১২

বেণপুত্র প্রতাপশালী রাজা পৃথু তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া সূতকে অনূপদেশ (কচ্ছদেশ) এবং মাগধকে মাগধদেশ দিয়াছিলেন॥ ১১৩

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে পৃথুর সময়ে পৃথিবী যথেষ্ট অসমতল (উঁচুনীচু) ছিল, তিনিই এই পৃথিবীকে সমতল করিয়াছেন ইহা আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি॥ ১১৪

মহারাজ! সকল মন্বন্তরেই এই পৃথিবী অসমতল হইয়া থাকে। সেই সময় বেণকুমার পৃথু ধনুষ্কোটির দ্বারা শিলাসকল উত্তোলন করত পর্ব্বত সকলকে বর্দ্ধিত করেন॥ ১১৫

ভগবান্ বিষ্ণু, দেবগণের সহিত ইন্দ্র, ঋষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া পৃথুকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন॥ ১১৬

তং সাক্ষাৎ পৃথিবী ভেজে রত্নান্যাদায় পাণ্ডব॥ ১১৭
সাগরঃ সরিতাং ভর্তা হিমবাংশ্চাচলোত্তমঃ।
শক্রশ্চ ধনমক্ষয্যং প্রাদাৎ তস্মৈ যুধিষ্ঠির॥ ১১৮
রুক্মং চাপি মহামেরুঃ স্বয়ং কনকপর্বতঃ।
যক্ষ-রাক্ষসভর্তা চ ভগবান্ নরবাহনঃ॥১১৯
ধর্মে চার্থে চ কামে চ সমর্থং প্রদদৌ ধনম্।
হয়া রথাশ্চ নাগাশ্চ কোটিশঃ পুরুষাস্তথা॥ ১
প্রাদুর্বভূবুর্বৈণ্যস্য চিন্তনাদেব পাণ্ডব।
ন জরা ন চ দুর্ভিক্ষং নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা॥ ১২১
সরীসৃপেভ্যঃ স্তেনেভ্যো ন চান্যোন্যাৎ কদাচন।
ভয়মুৎপদ্যতে তত্র তস্য রাজ্ঞোঽভিরক্ষণাৎ॥ ১২২
আপস্তস্তম্ভিরে চাস্য সমুদ্রমভিযাস্যতঃ।
পর্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ॥ ১২৩
তেনেয়ং পৃথিবী দুগ্ধা শস্যানি দশ সপ্ত চ।
যক্ষ-রাক্ষস-নাগৈশ্চাপীপ্সিতং যস্য যস্য যৎ॥ ১২৪

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! তখন সাক্ষাৎ পৃথিবী দেবী রত্নসকল উপঢৌকনস্বরূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সরিদ্‌গণের স্বামী সমুদ্র, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান্, অক্ষয় ধন উপহার প্রদান করেন॥ ১১৭-১১৮

সুবর্ণময় পর্ব্বত মহামেরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সুবর্ণরাশি উপঢৌকন দিলেন। যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রভু নরবাহন ভগবান্ কুবের-প্রদত্ত ধনরাশি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনের পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল॥ ১১৯½

পাণ্ডুনন্দন! পৃথু চিন্তা করিবামাত্রই কোটি কোটি ঘোটক, রথ, হস্তী ও পদাতিক প্রাদুর্ভূত হইল॥ ১২০½

তাঁহার রাজত্বে জরা, দুর্ভিক্ষ এবং আধিব্যাধি ছিল না। রাজার প্রতাপে রাজ্য সুরক্ষিত হওয়ায় কখনও কাহারও সর্প, চৌর তথা মনুষ্যগণের পরস্পর ভয় উৎপন্ন হইত না॥ ১২১-১২২

তিনি সমুদ্র যাত্রা করিলে সমুদ্র স্থির থাকিত। তিনি পর্ব্বত যাত্রা করিলে পর্ব্বতসকল তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিত, তাঁহার রথের ধ্বজা কখনও ভঙ্গ হইত না॥ ১২৩

পৃথুরাজা পৃথিবী হইতে সপ্তদশ প্রকার ধান্য দোহন করিয়াছিলেন এবং যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগগণের অভীষ্ট বস্তুসকলও তিনি দোহন করেন॥ ১২৪

তেন ধর্মোত্তরশ্চায়ং কৃতো লোকো মহাত্মনা।
রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে ॥ ১২৫
ব্রাহ্মণানাং ক্ষতত্রাণাৎ ততঃ ক্ষত্রিয় উচ্যতে।
প্রথিতা ধর্মতশ্চেয়ং পৃথিবী বহুভিঃ স্মৃতা ॥ ১২৬
স্থাপনং চাকরোদ্ বিষ্ণুঃ স্বয়মেব সনাতনঃ।
নাতিবর্তিষ্যতে কশ্চিদ্ রাজংস্ত্বামিতি ভারত ॥ ১২৭
তপসা ভগবান্ বিষ্ণুরাবিবেশ চ ভূমিপম্।
দেববন্নরদেবানাং নমতে যং জগন্নৃপম্ ॥ ১২৮
দণ্ডনীত্যা চ সততং রক্ষিতব্যং নরেশ্বর।
নাধর্ষয়েৎ তথা কশ্চিচ্চারনিষ্পন্দদর্শনাৎ ॥ ১২৯
শুভং হি কর্ম রাজেন্দ্র শুভত্বায়োপকল্পতে।
আত্মনা কারণৈশ্চৈব সমস্যেহ মহীক্ষিতঃ ॥১৩০
কো হেতুর্যদ্ বশে তিষ্ঠেল্লোকো দৈবাদৃতে গুণাৎ।
বিষ্ণোর্ললাটাৎ কমলং সৌবর্ণমভবৎ তদা ॥ ১৩১

সেই মহাত্মা সম্পূর্ণ জগতে ধর্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত প্রজাগণকে রঞ্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই রাজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১২৫

ব্রাহ্মণগণকে সকল রকম ক্ষতি হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিত। তিনি ধর্মের দ্বারা এই পৃথিবীকে প্রথিত করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা পৃথিবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ॥ ১২৬

ভরতনন্দন! স্বয়ং সনাতন বিষ্ণু এই কথা বলিয়া পৃথুকে রাজপদে স্থাপন করিয়াছিলেন—"রাজন্! কেহ তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইবে না" ॥ ১২৭

রাজা পৃথুর তপস্যাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। সমস্ত রাজগণ এবং সারা জগৎ রাজা পৃথুকে দেবতার ন্যায় নমস্কার করিতেন (মস্তক নত করিয়া থাকিতেন) ॥ ১২৮

নরেশ্বর! তুমি গুপ্তচর নিযুক্ত করত সকলের মনোভাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত হইয়া দণ্ডনীতির দ্বারা রাজ্য পালন করিলে কেহই তোমার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না ॥ ১২৯

রাজেন্দ্র! সমভাবসম্পন্ন রাজার শুভকর্মসকল তাঁহার স্বভাব এবং ব্যবহারের গুণেই জগতে মঙ্গল উৎপাদনে সমর্থ। দৈবগুণ ব্যতীত এমন কি হেতু থাকিতে পারে যাহার বলে জগৎ রাজার অধীনতা স্বীকার করে ॥ ১৩০½

শ্রীঃ সম্ভূতা যতো দেবী পত্নী ধর্মস্য ধীমতঃ।
শ্রিয়ঃ সকাশাদর্থশ্চ জাতো ধর্মেণ পাণ্ডব ॥ ১৩২
অথ ধর্মস্তথৈবার্থঃ শ্রীশ্চ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতা।
সুকৃতস্য ক্ষয়াচ্চৈব স্বর্লোকাদেত্য মেদিনীম্ ॥ ১৩৩
পার্থিবো জায়তে তাত দণ্ডনীতিবিশারদঃ।
মহত্ত্বেন চ সংযুক্তো বৈষ্ণবেন নরো ভুবি ॥ ১৩৪
বুদ্ধ্যা ভবতি সংযুক্তো মাহাত্ম্যং চাধিগচ্ছতি।
স্থাপিতঞ্চ ততো দেবৈর্ন কশ্চিদতিবর্ততে।
তিষ্ঠত্যেকস্য চ বশে তং চেদং ন বিধীয়তে ॥ ১৩৫
শুভং হি কর্ম রাজেন্দ্র শুভত্বায়োপকল্পতে।
তুল্যস্যৈকস্য যস্যায়ং লোকো বচসি তিষ্ঠতে ॥ ১৩৬
যোঽস্য বৈ মুখমদ্রাক্ষীৎ সৌম্যং সোঽস্য বশানুগঃ।
সুভগং চার্থবন্তঞ্চ রূপবন্তঞ্চ পশ্যতি ॥ ১৩৭

তখন বিষ্ণুর ললাট হইতে একটি সুবর্ণময় পদ্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। যাহাতে বুদ্ধিমান্ ধর্মের পত্নী শ্রীদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন ॥ ১৩১½

পাণ্ডুনন্দন! ধর্মের দ্বারা শ্রীদেবী হইতে অর্থের উৎপত্তি হইয়াছিল। অনন্তর ধর্ম, অর্থ ও শ্রী এই তিনটি পৃথুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল ॥ ১৩২½

তাত! পুণ্য ক্ষয় হইলে স্বর্গলোক হইতে মর্ত্যলোকে আসিয়া দণ্ডনীতি-বিশারদ রাজারূপে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩৩½

সেই মনুষ্য এই পৃথিবীতে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রভাবযুক্ত এবং বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া বিশেষ মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৪½

তদনন্তর তাঁহাকে দেবতাগণ রাজপদে স্থাপিত করিয়াছেন এইরূপ স্বীকার করায় কেহ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। এই সারা জগৎ একমাত্র সেই রাজার অধীনে থাকে। তাঁহার উপরে জগতের শাসন চলে না ॥ ১৩৫

রাজেন্দ্র! শুভকর্মের পরিণাম শুভই হয়, তথাপি অন্য মনুষ্যের সমান হইলেও একমাত্র রাজার আজ্ঞায় জগতের স্থিতি দৃষ্ট হয় ॥ ১৩৬

যে ব্যক্তি (পৃথুর) রাজার মুখমণ্ডল দর্শন করিত, সেই ব্যক্তিই তাঁহার বশীভূত হইত। প্রত্যেক মনুষ্য রাজাকে (পৃথুকে) সৌভাগ্যশালী, ধনবান্ এবং রূপবান্ দেখিত ॥ ১৩৭

মহত্ত্বাৎ তস্য দণ্ডস্য নীতির্বিস্পষ্টলক্ষণা।
নয়চারশ্চ বিপুলো যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ১৩৮
আগমশ্চ পুরাণানাং মহর্ষীণাঞ্চ সম্ভবঃ।
তীর্থবংশশ্চ বংশশ্চ নক্ষত্রাণাং যুধিষ্ঠির ॥ ১৩৯
সকলং চাতুরাশ্রম্যং চাতুর্হোত্রং তথৈব চ।
চাতুর্বর্ণ্যং তথৈবাত্র চাতুর্বিদ্যঞ্চ কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৪০
ইতিহাসাশ্চ বেদাশ্চ ন্যায়ঃ কৃৎস্নশ্চ বর্ণিতঃ।
তপো জ্ঞানমহিংসা চ সত্যাসত্যেন যঃ পরঃ ॥ ১৪১
বৃদ্ধোপসেবা দানঞ্চ শৌচমুত্থানমেব চ।
সর্বভূতানুকম্পা চ সর্বমত্রোপবর্ণিতম্ ॥ ১৪২

ভুবি চাধোগতং যচ্চ তচ্চ সর্বং সমর্পিতম্।
তস্মিন্ পৈতামহে শাস্ত্রে পাণ্ডবৈতন্ন সংশয়ঃ ॥ ১৪৩
ততো জগতি রাজেন্দ্র সততং শব্দিতং বুধৈঃ।
দেবাশ্চ নরদেবাশ্চ তুল্যা ইতি বিশাম্পতে ॥ ১৪৪
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং মহত্ত্বং প্রতি রাজসু।
কার্ৎস্ন্যেন ভরতশ্রেষ্ঠ কিমন্যদিহ বর্ত্ততে ॥ ১৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সূত্রাধ্যায়ে একোনষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৯

পূর্ব্বোক্ত দণ্ডনীতির মহত্ত্ব-হেতু স্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত নীতি এবং ন্যায়োচিত আচারের অধিক প্রচার হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা জগদ্ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ১৩৮

যুধিষ্ঠির! পুরাণশাস্ত্র এবং মহর্ষিগণের উৎপত্তি, তীর্থসমূহ, নক্ষত্রসকল, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি প্রকার আশ্রম, হোত্রাদি চারি প্রকার ঋত্বিক্‌সাধ্য যজ্ঞকর্ম্ম, চারি বর্ণ ও চারি বিদ্যা বিষয় পূর্ব্বোক্ত নীতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৩৯-১৪০

ইতিহাস, বেদ, ন্যায় এই সবের সম্পূর্ণ বর্ণন উহাতে আছে। তপস্যা, জ্ঞান, অহিংসা, সত্য এবং অসত্যের পরও যাহা তাহার এবং বৃদ্ধ-জনসেবা, দান, শৌচ, কর্ম্মোদ্যম এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া আদি সেই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪১-১৪২

পাণ্ডুনন্দন! অধিক আর কি বলিব, যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আছে এবং পাতালে যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই ব্রহ্ম প্রণীত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রে সমাবিষ্ট হইয়াছে—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১৪৩

রাজেন্দ্র! প্রজানাথ! তখন হইতেই জগতে বিদ্বান্‌গণ এই ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন—"দেবতা ও নরদেবতা (রাজা) দুই-ই সমান"। ১৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার রাজার যে মহত্ত্ব তৎসমুদয় সম্পূর্ণ-রূপে তোমাকে বলিলাম, এ বিষয়ে তোমার আর কি জিজ্ঞাস্য আছে? ১৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সূত্রাধ্যায়-বিষয়ক একোন ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ণধর্ম্মস্য বর্ণনম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পুনঃ স গাঙ্গেয়মভিবাদ্য পিতামহম্।
প্রাঞ্জলির্নিয়তো ভূত্বা পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১

কে ধর্ম্মাঃ সর্ববর্ণানাং চাতুর্বর্ণ্যস্য কে পৃথক্।
চাতুর্বর্ণ্যাশ্রমাণাঞ্চ রাজধর্ম্মাশ্চ কে মতাঃ ॥ ২

কেন বৈ বর্ধতে রাষ্ট্রং রাজা কেন বিবর্ধতে।
কেন পৌরাশ্চ ভৃত্যাশ্চ বর্ধন্তে ভরতর্ষভ ॥ ৩

কোশং দণ্ডঞ্চ দুর্গঞ্চ সহায়ান্ মন্ত্রিণস্তথা।
ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যান্ কীদৃশান্ বর্জয়েন্নৃপঃ ॥ ৪

কেষু বিশ্বসিতব্যং স্যাদ্ রাজ্ঞা কস্যাঞ্চিদাপদি।
কুতো বাঽঽত্মা দৃঢ়ং রক্ষ্যস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥ ৬

অক্রোধঃ সত্যবচনং সংবিভাগঃ ক্ষমা তথা।
প্রজনঃ স্বেষু দারেষু শৌচমদ্রোহ এব চ ॥ ৭

আর্জবং ভৃত্যভরণং নবৈতে সার্ববর্ণিকাঃ।
ব্রাহ্মণস্য তু যো ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি কেবলম্ ॥ ৮

দমমেব মহারাজ ধর্মমাহুঃ পুরাতনম্।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব তত্র কর্ম সমাপ্যতে ॥ ৯

তং চেদ্ দ্বিজমুপাগচ্ছেদ্ বর্তমানং স্বকর্মণি।
অকুর্বাণং বিকর্মাণি শান্তং প্রজ্ঞানতর্পিতম্ ॥ ১০

কুর্বীতাপত্যসন্তানমথো দদ্যাদ্ যজেত চ।
সংবিভজ্য চ ভোক্তব্যং ধনং সদ্ভিরিতীর্য্যতে ॥১১

পরিনিষ্ঠিতকার্য্যস্তু স্বাধ্যায়েনৈব ব্রাহ্মণঃ
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ১২

ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত।
দদ্যাদ্ রাজন্ ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ ॥ ১৩

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[বর্ণধর্মবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যুধিষ্ঠির একাগ্রচিত্তে গঙ্গানন্দন পিতামহ ভীষ্মকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১

পিতামহ! চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কি? চারিবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মই বা কি? চারিবর্ণের চারি আশ্রম ধর্ম্মই বা কিরূপ? রাজগণের পালনীয় ধর্ম্মই বা কি? ২

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাষ্ট্রের বৃদ্ধির উপায় কি? কিভাবে রাজার অধিক অভ্যুদয় হয়? কি প্রকারেই বা পুরবাসী ও যোগ্য ভৃত্যগণের উন্নতি সম্ভব? ৩

রাজা কিরূপ কোষ, দণ্ড, দুর্গ, সহায়ক, মন্ত্রী, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যকে পরিত্যাগ করিবেন? ৪

পিতামহ! কিরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে রাজা কীদৃশ লোককে বিশ্বাস করিবেন এবং কোন্ মনুষ্যের নিকট হইতে দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিবেন—এই সকল আমায় বলুন। ৫

ভীষ্ম বলিলেন—মহান্ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিশ্ববিধাতা কৃষ্ণকে নমস্কার। এখন আমি ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের বিষয় বর্ণনা করিতেছি। ৬

অক্রোধ, সত্যভাষণ, ধনসংবিভাগ, ক্ষমা, নিজ পত্নীতে পুত্র উৎপাদন, শৌচ, অদ্রোহতা, সরলতা ও ভৃত্যভরণ এই সকল সার্ব্ববর্ণিক ধর্ম্ম। এখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণের যে ধর্ম্ম তাহা বলিতেছি। ৭-৮

মহারাজ! ইন্দ্রিয়দমনই ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণের বেদের স্বাধ্যায় এবং অভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ বেদেই তাঁহাদের সকল কর্ম্মের পরিপূর্ত্তি হয় (বেদের দ্বারাই ব্রাহ্মণগণের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে)। ৯

যদি আপন বর্ণোচিত কর্ম্মে নিরত শান্ত ও জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণ সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ উপযোগী ধন প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিবেন, ধন দান করিবেন, যজ্ঞ করিবেন এবং যথাযথ বিভাগ পূর্ব্বক ধনভোগ করিবেন—মহাত্মারা এইরূপ বলিয়াছেন। ১০-১১

ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র বেদের স্বাধ্যায়ে কৃতকৃত্য হইবেন—তিনি অন্য কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হইলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। ১২

ভরতনন্দন! ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম্ম তাহাও তোমাকে বলিতেছি। রাজন্! ক্ষত্রিয় দান করিবে কাহারও নিকট কিন্তু প্রার্থনা করিবে না। যজন করিবেন কিন্তু যাজন করিবেন না। ১৩

নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্‌যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্ ॥১৪
যে তু ক্রতুভিরীজানাঃ শ্রুতবন্তশ্চ ভূমিপাঃ।
য এবাহবজেতারস্ত এষাং লোকজিত্তমাঃ ॥ ১৫
অবিক্ষতেন দেহেন সমরাদ্ যো নিবর্ত্ততে।
ক্ষত্রিয়ো নাস্য তৎ কর্ম প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ ॥ ১৬
এবং হি ক্ষত্রবন্ধূনাং মার্গমাহুঃ প্রধানতঃ।
নাস্য কৃত্যতমং কিঞ্চিদন্যদ্ দস্যুনিবর্হণাৎ ॥ ১৭
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো রাজ্ঞাং ক্ষেমো বিধীয়তে।
তস্মাদ্ রাজ্ঞা বিশেষেণ যোদ্ধব্যং ধর্মমীপ্সতা ॥ ১৮
স্বেষু ধর্মেষবস্থাপ্য প্রজাঃ সর্বা মহীপতিঃ।
ধর্মেণ সর্বকৃত্যানি শমনিষ্ঠানি কারয়েৎ ॥ ১৯
পরিনিষ্ঠিতকার্য্যস্তু নৃপতিঃ পরিপালনাৎ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদৈন্দ্রো রাজন্য উচ্যতে ॥ ২০
বৈশ্যস্যাপি হি যো ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি শাশ্বতম্।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ শৌচেন ধনসঞ্চয়ঃ ॥ ২১
পিতৃবৎ পালয়েদ্ বৈশ্যো যুক্তঃ সর্বান্ পশূনিহ।
বিকর্ম তদ্ ভবেদন্যৎ কর্ম যৎ স সমাচরেৎ ॥ ২২
রক্ষয়া স হি তেষাং বৈ মহৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদৌ পশূন্ ॥ ২৩
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্বাঃ পরিদদৌ প্রজাঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ তস্যোপজীবনম্ ॥ ২৪
ষণ্ণামেকাং পিবেদ্ ধেনুং শতাচ্চ মিথুনং হরেৎ।
লব্ধাচ্চ সপ্তমং ভাগং তথা শৃঙ্গে কলাং খুরে ॥ ২৫
শস্যানাং সর্ববীজানামেষা সাংবৎসরী ভৃতিঃ।
ন চ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি ॥ ২৬

ক্ষত্রিয় নিজে বেদ অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু অন্য কাহাকেও বেদ অধ্যয়ন করাইবেন না, প্রজাপালন করিবেন, চোর এবং দস্যুদিগের উচ্ছেদসাধন করিবেন এবং যুদ্ধে শৌর্য্যের পরিচয় দিবেন ॥ ১৪

ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, যাঁহারা যজ্ঞ করেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে বিজয়ী হন, তাঁহারাই প্রধানতঃ স্বর্গের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ১৫

যে ক্ষত্রিয় অক্ষতদেহে যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার সে কার্য্যের প্রশংসা করেন না ॥ ১৬

যুদ্ধে পলায়ন করায় অধম ক্ষত্রিয় হইলেও তাঁহার ইহাই প্রধান ধর্ম যে চোর ডাকাত নিবারণ অপেক্ষা অন্য কোন প্রধান কর্ত্তব্য হয় না ॥ ১৭

দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ রাজার পক্ষে ধর্মজনক বটে; কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক ধর্মাভিলাষী রাজা যুদ্ধ করিবেন ॥ ১৮

রাজা প্রজাগণকে আপন আপন ধর্মে স্থাপন করিয়া মন্ত্রী বা অন্যান্য কর্মচারীদিগের দ্বারা শান্তভাবে সমস্ত কার্য্য করাইবেন ॥১৯

রাজা সুহৃৎ প্রভৃতির সঙ্গে সামদানাদি কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া প্রজাগণকেই পালন করিতে থাকিবেন। তৎকালে তিনি যাগ অন্য কার্য্য করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন। যে রাজা এইভাবে প্রজাপালন করেন, তাঁহাকে সকলেই রাজশ্রেষ্ঠ বলে ॥২০

যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যাহা চিরন্তন ধর্ম, তাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি। দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ এবং পবিত্রভাবে ধন সঞ্চয় করা এইগুলিই বৈশ্যের ধর্ম ॥ ২১

বৈশ্য সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বপ্রকার পশু পালন করিবেন। কিন্তু তিনি পশুপালন ভিন্ন অন্য যে কর্ম করিবেন, তাহা তাঁহার পক্ষে বিরুদ্ধ কর্ম করা হইবে ॥ ২২

বৈশ্য একমাত্র পশুরক্ষার দ্বারাই গুরুতর সুখ পাইবেন। কারণ, বিধাতা পশু সৃষ্টি করিয়া তাহা বৈশ্যকেই দিয়াছিলেন ॥ ২৩

আর বিধাতা সর্ব্বপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে হিতসাধনার্থে ব্রাহ্মণকে এবং পালনার্থে রাজাকে দান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, বৈশ্যের ব্যবসায়ও তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় আমি বলিতেছি ॥ ২৪

বৈশ্য যদি রাজা বা অন্যের সাতটি ধেনু এক বৎসর পর্য্যন্ত পালন করেন, তাহা হইলে তিনি উহার একটি ধেনুর দুধ পান করিতে পারিবেন (উহাই তাহার বেতন স্বরূপ হইবে)। বৈশ্য অন্যের এক শত ধেনু পালন করিলে, তাহার মধ্য হইতে একটি বৃষ তিনি বেতনস্বরূপ পাইবেন। অর্থাৎ তিনি সেই দুগ্ধ বিক্রয়লব্ধ ধন হইতে সাত ভাগের এক ভাগ পাইবেন কিম্বা সেই সকল গরুর শৃঙ্গ বা ক্ষুর বিক্রয় হইলে, তৎপ্রাপ্ত ধনের যোল ভাগের এক ভাগ বৈশ্য পাইবেন ॥ ২৫

বৈশ্য এক বৎসর যাবৎ অন্যের শস্য বা সর্ব্বপ্রকার বীজ রক্ষা করিলে, তাহাতেও তাঁহার এইরূপই বেতন হইবে। কিন্তু বৈশ্য কখনও এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবে না যে সে অন্যের পশু পালন করিবে না ॥ ২৬

বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন।
শূদ্রস্যাপি হি যো ধর্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত ॥ ২৭
প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।
তস্মাচ্ছূদ্রস্য বর্ণানাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে ॥২৮
তেষাং শুশ্রূষণাচ্চৈব মহৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
শূদ্র এতান্ পরিচরেৎ ত্রীন্ বর্ণাননুপূর্বশঃ ॥ ২৯
সঞ্চয়াংশ্চ ন কুর্বীত জাতু শূদ্রঃ কথঞ্চন।
পাপীয়ান্ হি ধনং লব্ধ্বা বশে কুর্য্যাদ্ গরীয়সঃ ॥৩০
রাজ্ঞা বা সমনুজ্ঞাতঃ কামং কুর্বীত ধার্মিকঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি যচ্চ তস্যোপজীবনম্ ॥ ৩১
অবশ্যং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে।
ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদ্ ব্যজনানি চ ॥ ৩২
যাতযামানি দেয়ানি শূদ্রায় পরিচারিণে।
অধার্য্যাণি বিশীর্ণানি বসনানি দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৩
শূদ্রায়ৈব প্রদেয়ানি তস্য ধর্মধনং হি তৎ।
যশ্চ কশ্চিদ্ দ্বিজাতীনাং শূদ্রঃ শুশ্রূষুরাব্রজেৎ ॥৩৪
কল্প্যাং তেন তু তে প্রাহুর্বৃত্তিং ধর্মবিদো জনাঃ।
দেয়ঃ পিণ্ডোঽনপত্যায় ভর্তব্যৌ বৃদ্ধ-দুর্বলৌ ॥৩৫
শূদ্রেণ তু ন হাতব্যো ভর্তা কস্যাঞ্চিদাপদি।
অতিরেকেণ ভর্তব্যো ভর্তা দ্রব্যপরিক্ষয়ে ॥ ৩৬
ন হি স্বমস্তি শূদ্রস্য ভর্তৃহার্য্যধনো হি সঃ।
উক্তস্ত্রয়াণাং বর্ণানাং যজ্ঞস্তস্য চ ভারত।
স্বাহাকার-বষট্কারৌ মন্ত্রঃ শূদ্রে ন বিদ্যতে ॥ ৩৭
তস্মাচ্ছূদ্রঃ পাকযজ্ঞৈর্যজেতাব্রতবান্ স্বয়ম্।
পূর্ণপাত্রময়ীমাহুঃ পাকযজ্ঞস্য দক্ষিণাম্ ॥ ৩৮
শূদ্রঃ পৈজবনো নাম সহস্রাণাং শতং দদৌ।
ইন্দ্রাগ্নেন বিধানেন দক্ষিণামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৯
যতো হি সর্ববর্ণানাং যজ্ঞস্তস্যৈব ভারত।
অগ্রে সর্বেষু যজ্ঞেষু শ্রদ্ধাযজ্ঞো বিধীয়তে ॥ ৪০

আবার এদিকেও বৈশ্য যদি অপর লোকের পশু পালন করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অন্য বর্ণ কোন প্রকারেই অন্যের পশু পালন করিবে না। ভরতনন্দন! এখন শূদ্রের যে ধর্ম, তাহাও আমি তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ২৭

বিধাতাই শূদ্রকে অন্য তিন বর্ণের দাস কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পক্ষে বিহিত রহিয়াছে ॥ ২৮

শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিয়া বিশেষ সুখ লাভ করে; অতএব শূদ্র যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করিবে ॥ ২৯

শূদ্র কোন প্রকারেই ধন সঞ্চয় করিবে না। কারণ অধম ব্যক্তি ধন সঞ্চয় করিয়া উত্তম ব্যক্তিগণকে বশীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩০

অথবা শূদ্র ধার্মিক থাকিয়া রাজার অনুমতিক্রমে ধন সঞ্চয় করিতে পারে। এখন সেই শূদ্রের বৃত্তি ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বলিতেছি ॥ ৩১

শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের অবশ্য ভরণীয়। অতএব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণ জীর্ণ ছত্র ও শিরোবেষ্টন, নিজ ব্যবহৃতাবশিষ্ট অনুলেপন, পুরাতন জুতা ও পাখা প্রভৃতি পরিচারক শূদ্রকে সমর্পণ করিবেন ॥ ৩২½

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীর্ণ বস্ত্র প্রভৃতি নিজেরা ব্যবহার করিবেন না। কারণ ধর্মতঃ ঐ সমস্ত ব্যবহৃত বস্তুগুলি শূদ্রেরই সম্পত্তি ॥ ৩৩½

পরিচর্য্যামানসে শূদ্র ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের কর্তব্য সেই শূদ্রের জীবিকার ব্যবস্থা করা—ধর্মজ্ঞ পুরুষগণ এইরূপ বলিয়াছেন ॥

সেই দ্বিজাতি সন্তান-শূন্য হইলে, শূদ্রই তাহার সবর্ণ ব্যক্তিদ্বারা তাঁহার পিণ্ডদান করাইবে এবং সেই দ্বিজাতি বৃদ্ধ বা অসমর্থ হইলে, তাঁহার ভরণ পোষণও করিবে ॥ ৩৪-৩৫

কোন আপদেই শূদ্র প্রভুকে পরিত্যাগ করিবে না এবং সেই প্রভু কোন কারণে নিঃস্ব হইয়া পড়িলে, শূদ্র অন্য স্থান হইতেও ধন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ভরণ পোষণ করিবে ॥ ৩৬

ভরতনন্দন! কোন ধনই শূদ্রের নিজের নাই। কারণ, প্রভুই শূদ্রের ধন পাইয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের শুশ্রূষাই শূদ্রের যজ্ঞ। আর স্বাহা ও বষট্কার মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ৩৭

শূদ্র নিজে বেদোক্ত নিয়ম-শূন্য হইয়া ব্রাহ্মণাদি কৃত চরু প্রভৃতি দ্বারা যজ্ঞ করিবে এবং শিষ্টেরা বলেন—তাহার সেই যজ্ঞের দক্ষিণা হইবে পূর্ণ পাত্র ॥ ৩৮

শুনা যায়—পৈজবন নামক এক শূদ্র ইন্দ্রাগ্নি যাগের বিধান অনুসারে আপন যজ্ঞের দক্ষিণারূপে এক লক্ষ পূর্ণ পাত্র দান করিয়াছিলেন ॥ ৩৯

দৈবতং হি মহচ্ছ্রদ্ধা পবিত্রং যজতাঞ্চ যৎ।
দৈবতং হি পরং বিপ্রাঃ স্বেন স্বেন পরস্পরম্ ॥ ৪১
অযজন্নিহ সত্রৈস্তে তৈস্তৈঃ কামৈঃ সমাহিতাঃ ;
সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ ॥ ৪২
দেবানামপি যে দেবা যদ্ ব্রূয়ুস্তে পরং হিতম্।
তস্মাদ্ বর্ণৈঃ সর্বযজ্ঞাঃ সংসৃজ্যন্তে ন কাম্যয়া ॥ ৪৩
ঋগ্-যজুঃ-সামবিৎ পূজ্যো নিত্যং স্যাদ্ দেববদ্ দ্বিজঃ।
অনৃগ্‌যজুরসামা চ প্রাজাপত্য উপদ্রবঃ।
যজ্ঞো মনীষয়া তাত সর্ববর্ণেষু ভারত ॥ ৪৪
নাস্য যজ্ঞকৃতো দেবা ঈহন্তে নেতরে জনাঃ ;
ততঃ সর্বেষু বর্ণেষু শ্রদ্ধাযজ্ঞো বিধীয়তে ॥ ৪৫
স্বং দৈবতং ব্রাহ্মণঃ স্বেন নিত্যং
পরান্ বর্ণানযজন্নৈবমাসীৎ।
অধরো বিতানঃ সংসৃষ্টো বৈশ্যো
ব্রাহ্মণস্ত্রিষু বর্ণেষু যজ্ঞসৃষ্টঃ ॥ ৪৬
তস্মাদ্ বর্ণা ঋজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ
সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব।
একং সাম যজুরেকমৃগেকা
বিপ্রশ্চৈকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ ॥ ৪৭
অত্র গাথা যজ্ঞগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ।
বৈখানসানাং রাজেন্দ্র মুনীনাং যষ্টুমিচ্ছতাম্ ॥ ৪৮
উদিতেঽনুদিতে বাপি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বহ্নিং জুহোতি ধর্মেণ শ্রদ্ধা বৈ কারণং মহৎ ॥ ৪৯
যত স্কন্নমস্য তৎ পূর্বং যদস্কন্নং তদুত্তরম্।
বহূনি যজ্ঞরূপাণি নানাকর্মফলানি চ ॥ ৫০

ভরতনন্দন! যেহেতু দ্বিজাতিগণের যজ্ঞই শূদ্রের যজ্ঞ, (কারণ, এই সব যজ্ঞে সেবাকার্যে ব্রতী থাকায় তাহার ও যজ্ঞফল লাভ করিয়া থাকে। সেইহেতু সমস্ত যজ্ঞের প্রথমেই শ্রদ্ধারূপ যজ্ঞের বিধান আছে ॥ ৪০

কারণ যজ্ঞকারিগণের শ্রদ্ধাই (দৃঢ় বিশ্বাসই) পরম দেবতা ও পবিত্রকারক এবং ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাদ্‌ভাবে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করেন বলিয়া পরম দেবতরূপে সম্মানিত হন। অতএব ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণেরা আপন আপন কর্ম দ্বারাই পরস্পর ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৪১

ব্রাহ্মণগণই অপর তিন বর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা; সুতরাং ব্রাহ্মণসৃষ্ট সেই ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিন বর্ণ একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সেই কামনা করিয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া আসিতেছেন ॥ ৪২

যাঁহারা দেবতাগণেরও দেবতা সেই ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহা অপর সকল বর্ণেরই হিতজনক। অতএব অপর সকল বর্ণই সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ অনুসারেই সমস্ত যজ্ঞ করিয়া থাকেন; কিন্তু আপন আপন ইচ্ছা অনুসারে করেন না ॥ ৪৩

বৎস ভরতনন্দন! দ্বিজাতিরা ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে অধিকারী বলিয়া সর্ব্বদাই দেবতার ন্যায় গৌরবের যোগ্য। কিন্তু শূদ্র ঋক্, যজুঃ ও সাম এই কোন বেদেই অধিকারী নয় বলিয়া বেদজ্ঞানশূন্য হইলেও উহাকে 'প্রাজাপত্য' (প্রজাপতির ভক্ত) বলা হয়। বৎস ভারত! মানসিক সঙ্কল্পের দ্বারা যে ভাবনাত্মক যজ্ঞ হয়, উহাতে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে ॥ ৪৪

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যজ্ঞকারী শূদ্রের যজ্ঞ সম্পাদনের চেষ্টা করেন না। অতএব সমস্ত বর্ণের সেই সেই যজ্ঞে দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই শূদ্রের পক্ষে বিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫

ব্রাহ্মণ আপন কর্ম দ্বারাই সর্ব্বদা অন্যান্য বর্ণের আপন আপন দেবতাস্বরূপ হইয়া থাকেন। অতএব সেই ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণের যজ্ঞ করেন নাই এমন কখনও হয় নাই। কিন্তু বৈশ্য যে যজ্ঞে আচার্য্য প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হন, সে যজ্ঞ নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণকেই অপর তিন বর্ণের যজ্ঞের আচার্য্য প্রভৃতি রূপে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৪৬

বিধাতা একমাত্র সেই ব্রাহ্মণ হইতে অপর তিন বর্ণকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুতরাং অপর তিন বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্যই সরল এবং তাঁহার জ্ঞাতি বর্ণ বলিয়াই গণ্য হন; সুতরাং অপর তিন বর্ণ সেই ব্রাহ্মণেরই সন্তান। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ যেমন একমাত্র অকার হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল; সেইরূপ একমাত্র ব্রাহ্মণ হইতেই অপর তিন বর্ণ আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণই অপর তিন বর্ণের উৎপাদক ॥ ৪৭

রাজশ্রেষ্ঠ! প্রাচীন অভিজ্ঞ লোকেরা এই বিষয়ে বনবাসী যজ্ঞাভিলাষী মুনিগণের যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় স্তুতিমূলক শ্লোকগুলির উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮

সূর্য্য উদিত হইলে, কিংবা তাঁহার অনুদিত অবস্থায় শ্রদ্ধাশীল ও জিতেন্দ্রিয় লোকসকল যে হোম করিয়া থাকেন, শ্রদ্ধাই তাহার প্রধান কারণ ॥ ৪৯

সেই হোতাদের যে হোমের দেবতা বায়ু, সেই স্কন্নাত্মক হোমই ষোড়শ প্রকার হোমের মধ্যে প্রথম এবং যে হোমের

তানি যঃ সম্প্রজানাতি জ্ঞাননিশ্চয়নিশ্চিতঃ।
দ্বিজাতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ স যষ্টুং পুরুষোঽর্হতি ॥ ৫১
স্তেনো বা যদি বা পাপো যদি বা পাপকৃত্তমঃ।
যষ্টুমিচ্ছতি যজ্ঞং যঃ সাধুমেব বদন্তি তম্ ॥ ৫২
ঋষয়স্তং প্রশংসন্তি সাধু চৈতদসংশয়ম্।
সর্বথা সর্বদা বর্ণৈর্যষ্টব্যমিতি নির্ণয়ঃ ॥ ৫৩

দেবতা বায়ু নহেন, এরূপ যে স্কন্ননামক হোম, উহা অন্তিম বা সর্বোৎকৃষ্ট। রৌদ্রাদি বহুপ্রকার যজ্ঞও আছে, যাহারা নানাবিধ ফলপ্রদান করে ॥ ৫০

যিনি এই ষোড়শপ্রকার যজ্ঞ জানেন, তিনি যজ্ঞ বিষয়ে অসন্দিগ্ধজ্ঞানশালী হন, সেই শ্রদ্ধাশীল দ্বিজাতিব্যক্তিই যজ্ঞ করিতে পারেন ॥ ৫২

চোরই হউক, অল্প পাপীই হউক, কিংবা গুরুতর পাপীই হউক, যে মানুষ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে সকলে সাধুই বলে ॥ ৫২

ন হি যজ্ঞসমং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
তস্মাদ্ যষ্টব্যমিত্যাহুঃ পুরুষেণানসূয়তা।
শ্রদ্ধাপবিত্রমাশ্রিত্য যথাশক্তি যথেচ্ছয়া ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

ঋষিরাও তাহার প্রশংসা করেন। কেন না, একার্য্য যে ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণই সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে যজ্ঞ করিবেন, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ণয় ॥ ৫৩

এই ত্রিভুবনে যজ্ঞের তুল্য ফলজনক কোন কর্ম্মই নাই। অতএব জ্ঞানীরা বলেন—মানুষ অসূয়া পরিত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধা ও পবিত্রভাব অবলম্বন করিয়া শক্তি ও ইচ্ছা অনুসারে যজ্ঞ করিবে ॥ ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবিষয়ক ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[আশ্রমধর্ম-বর্ণনম্]

ভীষ্ম উবাচ।

আশ্রমাণাং মহাবাহো শৃণু সত্যপরাক্রম।
চতুর্ণামপি নামানি কর্মাণি চ যুধিষ্ঠির ॥ ১
বানপ্রস্থং ভৈক্ষ্যচর্য্যং গার্হস্থ্যঞ্চ মহাশ্রমম্
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং প্রাহুশ্চতুর্থং ব্রাহ্মণৈর্বৃতম্ ॥
জটাধারণসংস্কারং দ্বিজাতিত্বমবাপ্য চ।
আধানাদীনি কর্মাণি প্রাপ্য বেদমধীত্য চ ৩
সদারো বাপ্যদারো বা আত্মবান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বানপ্রস্থাশ্রমং গচ্ছেৎ কৃতকৃত্যো গৃহাশ্রমাৎ ॥ ৪
তত্রারণ্যকশাস্ত্রাণি সমধীত্য স ধর্মবিৎ।
ঊর্ধ্বরেতাঃ প্রব্রজিত্বা গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্ ॥ ৫
এতান্যেব নিমিত্তানি মুনীনামূর্ধ্বরেতসাম্।
কর্তব্যানীহ বিপ্রেণ রাজন্নাদৌ বিপশ্চিতা ॥ ৬
চরিতব্রহ্মচর্য্যস্য ব্রাহ্মণস্য বিশাম্পতে।
ভৈক্ষচর্য্যাস্বধীকারঃ প্রশস্ত ইহ মোক্ষিণঃ ॥ ৭
যত্রাস্তমিতশায়ী স্যান্নিরাশীরনিকেতনঃ।
যথোপলব্ধজীবী স্যান্মুনির্দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮

একষষ্টিতম অধ্যায়।

(আশ্রমধর্ম্মবর্ণন।)

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহু সত্যপরাক্রম যুধিষ্ঠির! এখন তুমি চারিটি আশ্রমেরই নাম এবং কর্ম্মসকল শ্রবণ কর ॥ ১

বানপ্রস্থ, ভৈক্ষ্যচর্য্য (সন্ন্যাস), মহাশ্রম গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য ও প্রব্রজ্যা,—এই চারিটী আশ্রমের নাম। ব্রাহ্মণেরা কেবল চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ॥ ২

উপনয়ন সংস্কার, জটাধারণ, অগ্নিগ্রহণ ও বেদাধ্যয়ন করিয়া, ক্রমে গৃহস্থ প্রশস্তচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃতকৃত্য অবস্থায় ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া কিম্বা ভার্য্যার সহিত মিলিত ভাবে সেই গার্হস্থ্যাশ্রম হইতে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে ॥ ৩-৪

সেই ধর্ম্মজ্ঞ মানুষ এই বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঊর্দ্ধরেতা হইয়া ক্রমে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন ॥ ৫

রাজন্! জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের আচরিত এই সকল উপায়ই প্রথমে অবলম্বন করিবেন ॥ ৬

নরনাথ! মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরই প্রব্রজ্যাশ্রমের (সন্ন্যাসাশ্রমের) উত্তম অধিকার হইয়া থাকে ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! সেই ব্রাহ্মণ বিচরণ করিবার সময়ে যেখানে

নিরাশীঃ স্যাৎ সর্বসমো নির্ভোগো নির্বিকারবান্ ।
বিপ্রঃ ক্ষেমাশ্রমং প্রাপ্তো গচ্ছত্যক্ষরসাত্মতাম্ ॥ ৯

অধীত্য বেদান্ কৃতসর্বকৃত্যঃ
সন্তানমুৎপাদ্য সুখানি ভুক্ত্বা ।
সমাহিতঃ প্রচরেদ্ দুশ্চরং যো
গার্হস্থ্যধর্মং মুনিধর্মজুষ্টম্ ॥ ১০

স্বদারতুষ্টস্ত্বৃতুকালগামী
নিয়োগসেবী ন শঠো ন জিহ্মঃ ।
মিতাশনো দেবরতঃ কৃতজ্ঞঃ
সত্যো মৃদুশ্চানৃশংসঃ ক্ষমাবান্ ॥ ১১

দান্তো বিধেয়ো হব্যকবেঽপ্রমত্তো
হ্যন্নস্য দাতা সততং দ্বিজেভ্যঃ ।
অমৎসরী সর্বলিঙ্গপ্রদাতা
বৈতাননিত্যশ্চ গৃহাশ্রমী স্যাৎ ॥ ১২

অথাত্র নারায়ণগীতমাহু-
র্মহর্ষয়স্তাত মহানুভাবাঃ ।
মহার্থমত্যন্তপঃপ্রযুক্তং
তদুচ্যমানং হি ময়া নিবোধ ॥ ১৩

সত্যার্জবং চাতিথিপূজনঞ্চ
ধর্মস্তথার্থশ্চ রতিঃ স্বদারৈঃ ।
নিষেবিতব্যানি সুখানি লোকে
হ্যস্মিন্ পরে চৈব মতং মমৈতৎ ॥ ১৪

ভরণং পুত্র-দারাণাং বেদানাং ধারণং তথা ।
বসতামাশ্রমং শ্রেষ্ঠং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৫

এবং হি যো ব্রাহ্মণো যজ্ঞশীলো
গার্হস্থ্যমধ্যাবসতে যথাবৎ ।
গৃহস্থবৃত্তিং প্রবিশোধ্য সম্যক্
স্বর্গে বিশুদ্ধং ফলমাপ্নুতে সঃ ॥ ১৬

তস্য দেহপরিত্যাগাদিষ্টাঃ কামাক্ষয়া মতাঃ ।
আনন্ত্যায়োপতিষ্ঠন্তি সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখাঃ ॥ ১৭

সুখ্য অস্ত গমন করিবেন, সেই স্থানেই তিনি রাত্রি যাপন করিবেন, তিনি কোন বস্তুরই প্রত্যাশা করিবেন না; তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন গৃহ থাকিবে না, তিনি যাহা পাইবেন, তাহা ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিবেন, মৌনী হইবেন, মনকে সংযত রাখিবেন এবং বহিরিন্দ্রিয়গুলিকেও দমন করিবেন ॥ ৮

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করিবেন না এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, ভোগশূন্য ও নির্ব্বিকার হইবেন, এমন হইলে তিনি নির্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারেন ॥ ৯

যিনি বেদাধ্যয়ন, সাংসারিক সমস্ত কার্য্য, সন্তান উৎপাদন ও সুখ ভোগ করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানে একাগ্রচিত্ত থাকিয়া, মুনিগণ-সেবিত দুষ্কর গৃহস্থ-ধর্ম্ম আচরণ করিবার ইচ্ছা করেন; তিনি কেবল আপন ভার্য্যাসম্ভোগেই সন্তুষ্ট থাকিবেন; ঋতুকালেই সেই ভার্য্যা গমন করিবেন, গুরুর আদেশ পালন করিবেন, শঠ বা কুটিলস্বভাব হইবেন না, পরিমিত আহার করিবেন, দেবসেবায় নিরত থাকিবেন, সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ রহিবেন, সত্যবাদী, কোমলস্বভাব, অনৃশংস, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয়, শিষ্টজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী, দেবদ্রব্য ও পিতৃদ্রব্য প্রস্তুত করিবার বিষয়ে সাবধান, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে অন্নদানকারী, বিদ্বেষশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার বেশধারিদিগকেই তাহাদের অভীষ্ট বস্তু প্রদাতা হইবেন এবং প্রত্যহ বেদোক্ত হোম করিবেন। এমন হইলেই তিনি প্রশস্ত গৃহস্থ হইতে পারিবেন ॥ ১০-১২

বৎস যুধিষ্ঠির! পূর্ব্ব কালে ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাপ্রভাবশালী মহর্ষিরা বর্ত্তমান সময়ে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। সেই বাক্যের অর্থ অত্যন্ত প্রশস্ত এবং গুরুতর তপস্যার ফলস্বরূপ। তাহাই আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর ॥ ১৩

গৃহস্থ ইহলোকে সত্য, সরলতা, অতিথিসেবা, ধর্ম্ম, অর্থ এবং আপন ভার্য্যার সহিত সম্ভোগ সুখভোগ করিবে। তাহা হইলে পরলোকেও সেই গৃহস্থ যথেষ্ট সুখভোগ করিতে পারে; ইহা আমার মত ॥ ১৪

মহর্ষিরা বলেন—মানুষ শ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রধান ভাবে পুত্র-কলত্রদিগের ভরণ পোষণ এবং বেদের অনুশীলন করিবে ॥ ১৫

যজ্ঞপরায়ণ যে ব্রাহ্মণ এই ভাবে যথানিয়মে গৃহস্থের ব্যবহার পালন করিতে থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন, তিনি স্বর্গেও তাহার নির্ম্মল ফল লাভ করেন ॥ ১৬

দেহত্যাগের পর সেই গৃহস্থের অভীষ্ট বস্তুসকল, অক্ষয় হইয়া উপস্থিত হইতে থাকে এবং অনন্ত সুখ ভোগের জন্য সকল সময়ই তাহার যথেষ্ট নয়ন, মস্তক ও মুখ আবির্ভূত হয় ॥ ১৭

স্মরন্নেকো জপন্নেকঃ সর্বানেকো যুধিষ্ঠির ।
একস্মিন্নেব চাচার্য্যে শুশ্রূষুর্মলপঙ্কবান্ ॥ ১৮
ব্রহ্মচারী ব্রতী নিত্যং নিত্যং দীক্ষাপরো বশী ।
পরিচার্য্য তথা বেদং কৃত্যং কুর্বন্ বসেৎ সদা ॥ ১৯
শুশ্রূষাং সততং কুর্বন্ গুরোঃ সম্প্রণমেত চ ।
ষট্‌কর্মসু নিবৃত্তশ্চ ন প্রবৃত্তশ্চ সর্বশঃ ॥ ২০
ন চরত্যধিকারেণ সেবেত দ্বিষতো ন চ ।
এষোঽঽশ্রমপদস্তাত ব্রহ্মচারিণ ইষ্যতে ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চতুরাশ্রমধর্মকথনে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১

যুধিষ্ঠির ! ব্রহ্মচারী সর্ব্বদাই একাকী থাকিয়া অধীত বেদের চিন্তা, ইষ্টমন্ত্র জপ, পান ভোজনাদি সমস্ত কার্য্য এবং মল-কর্দ্দম সংসৃষ্ট থাকিয়াও একমাত্র গুরুর শুশ্রূষা করিবেন এবং সর্ব্বদা ব্রতপরায়ণ, নূতন নূতন বৈধকার্য্যে প্রবৃত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবেন ; আর বেদ পর্য্যালোচনা করিয়া তদুক্ত কার্য্য করিতে থাকিয়া বাস করিবেন ।। ১৮-১৯

আর ব্রহ্মচারী সর্ব্বদাই গুরুর শুশ্রূষা করিতে থাকিয়া তাঁহার নিকট অবনত থাকিবেন। যজন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম করিবেন না এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যসনে প্রবৃত্ত হইবেন না, ক্ষমতা থাকিলেও পর্য্যটন করিবেন না, বিদ্বেষীর সংশ্রবে যাইবেন না। বৎস যুধিষ্ঠির ! এইরূপই ব্রহ্মচারীর আশ্রম মুনিগণের অভিপ্রেত ॥ ২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে চতুরাশ্রম-ধর্ম্মবিষয়ক একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণধর্ম্মস্য কর্ত্তব্যপালনস্য চ মহত্ত্ববর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
শিবান্ সুখান্ মহোদর্কানহিংস্রাল্লোঁকসম্মতান্ ।
ব্রূহি ধর্মান্ সুখোপায়ান্ মদ্বিধানাং সুখাবহান্ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ ।
ব্রাহ্মণস্য তু চত্বারস্তাশ্রমা বিহিতাঃ প্রভো ।
বর্ণাস্তান্ নানুবর্ত্তন্তে ত্রয়ো ভারতসত্তম ॥ ২
উক্তানি কর্মাণি বহূনি রাজন্
স্বর্গ্যাণি রাজন্যপরায়ণানি ।
নেমানি দৃষ্টান্তবিধৌ স্মৃতানি
ক্ষাত্রে হি সর্বং বিহিতং যথাবৎ ॥ ৩
ক্ষাত্রাণি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ
শৌদ্রাণি কর্মাণি চ ব্রাহ্মণঃ সন্
অস্মিঁল্লোকে নিন্দিতো মন্দচেতাঃ
পরে চ লোকে নিরয়ং প্রয়াতি ॥ ৪
যা সংজ্ঞা বিহিতা লোকে দাসে শুনি বৃকে পশৌ ।
বিকর্মণি স্থিতে বিপ্রে সৈব সংজ্ঞা চ পাণ্ডব ॥ ৫

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

(ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপালনের মহত্ত্ববর্ণন।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ ! যে সকল ধর্ম্ম হইতে মাদৃশ লোকদিগের ইহলোক ও পরলোকে সুখ, মঙ্গল ও ভবিষ্যতে অভ্যুদয়কারী হয় ; সেই সকল লোকপ্রিয়, সুখসাধ্য ও হিংসারহিত ধর্ম্ম আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ প্রভো ! ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চারিটী আশ্রমই বিহিত আছে ; কিন্তু ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণ সে সমস্ত আশ্রমের অনুসরণ করেন না ॥ ২

রাজন্ ! ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্বর্গজনক হিংসাপ্রধান বহুতর কর্ম্মই উক্ত আছে ; কিন্তু সেগুলি ব্রাহ্মণ-কর্ম্মে দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে যথাযথভাবে হিংসা ও অহিংসা এই উভয়রূপ কর্ম্মই বিহিত আছে ॥ ৩

যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও মন্দবুদ্ধিবশতঃ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্রের কর্ম্ম করেন ; তিনি ইহলোকে নিন্দার পাত্র হন এবং পরলোকে নরকে গমন করেন ।। ৪

পাণ্ডুনন্দন ! জগতে শূদ্র, কুকুর, ব্যাঘ্র কিংবা সাধারণ পশুর উপরেই মানুষ যেমন ঘৃণা সূচনা করে ; সেইরূপ বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণের উপরেও ঘৃণা সূচনা করিয়া থাকে ॥ ৫

ষট্‌কর্মসম্প্রবৃত্তস্য আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি ।
সর্বধর্মোপপন্নস্য সংবৃতস্য কৃতাত্মনঃ ॥ ৬

ব্রাহ্মণস্য বিশুদ্ধস্য তপস্যভিরতস্য চ ।
নিরাশিষো বদান্যস্য লোকা হ্যক্ষরসম্মিতাঃ ॥ ৭

যো যস্মিন্ কুরুতে কর্ম যাদৃশং যেন যত্র চ ;
তাদৃশং তাদৃশেনৈব স গুণং প্রতিপদ্যতে ॥ ৮

বৃদ্ধ্যা কৃষিবণিক্‌ত্বেন জীবসঞ্জীবনেন চ ।
বেত্তুমর্হসি রাজেন্দ্র স্বাধ্যায়গণিতং মহৎ ॥ ৯

কালসঞ্চোদিতো লোকঃ কালপর্য্যায়নিশ্চিতঃ ।
উত্তমাধমমধ্যানি কর্মাণি কুরুতেঽবশঃ ॥ ১০

অন্তবন্তি প্রধানানি পুরা শ্রেয়স্করাণি চ ।
স্বকর্মনিরতো লোকে হ্যক্ষরঃ সর্বতোমুখঃ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২

যে ব্রাহ্মণ চারিটি আশ্রমেই যজন যাজন প্রভৃতি ছয়টি কার্য্যেই প্রবৃত্ত থাকেন, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকার্য্য করেন, লোভশূন্য ও সংযত চিত্ত হন, পবিত্রচিত্ত ও তপস্যায় ব্যাপৃত থাকেন, কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং দানশীল হন; সেই ব্রাহ্মণের স্বর্গসুখভোগ অতিদীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে ॥ ৬-৭

যে মানুষ পূর্ব্বজন্মে যে বয়সে, যেভাবে এবং যে দেশে ও যে কালে যেমন কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই মানুষ ইহ জন্মেও সেই ভাবে এবং সেই দেশে ও সেই কালে তেমন ফল পাইয়া থাকে ॥ ৮

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন এবং বৈশ্যের কুসীদ (সুদ লওয়া), কৃষি ও বাণিজ্যের তুল্যই ব্রাহ্মণের বেদাভ্যাসকে প্রধান কর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৯

মানুষ পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য ও পাপে প্রেরিত হইয়া ইহজন্মেও সেই বয়সেই অবশভাবে উত্তম, মধ্যম ও অধম কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ১০

সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্ম উভয়ই যথাক্রমে মঙ্গল ও অমঙ্গল উৎপাদন করিয়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষ যথার্থ আপন কর্ম্মে (স্ব স্ব বর্ণোচিত কর্ত্তব্য কর্মে) নিরত থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া সর্ব্বব্যাপী হয় ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বর্ণাশ্রমধর্মকথনবিষয়ক দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বর্ণাশ্রমধর্মবর্ণনম্, রাজধর্মে তায়াঃ প্রতিপাদনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

জ্যাকর্ষণং শত্রুনিবর্হণঞ্চ
কৃষির্বণিজ্যা পশুপালনঞ্চ।
শুশ্রূষণং চাপি তথার্থহেতো-
রকার্য্যমেতৎ পরমং দ্বিজস্য ॥১

সেব্যং তু ব্রহ্ম ষট্‌কর্ম গৃহস্থেন মনীষিণা।
কৃতকৃত্যস্য চারণ্যে বাসো বিপ্রস্য শস্যতে ॥ ২

রাজপ্রেষ্যং কৃষিধনং জীবনঞ্চ বণিক্‌পথা।
কৌটিল্যং কৌলটেয়ঞ্চ কুসীদঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩

শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবন্ধু-
র্দুশ্চারিত্রো যশ্চ ধর্মাদপেতঃ।
বৃষলীপতিঃ পিশুনো নর্তনশ্চ
রাজপ্রেষ্যো যশ্চ ভবেদ্ বিকর্মা ॥ ৪

জপন্ বেদানজপংশ্চাপি রাজন্
সমঃ শূদ্রৈর্দাসবচ্চাপি ভোজ্যঃ।
এতে সর্বে শূদ্রসমা ভবন্তি
রাজন্নেতান্ বর্জয়েদ্ দেবকৃত্যে ॥ ৫

নির্মর্য্যাদে চাশুচৌ ক্রূরবৃত্তৌ
হিংসাত্মকে ত্যক্তধর্মস্ববৃত্তে।
হব্যং কব্যং যানি চান্যানি রাজন্
দেয়ান্যদেয়ানি ভবন্তি চাস্মৈ ॥ ৬

তস্মাদ্ ধর্মো বিহিতো ব্রাহ্মণস্য
দমঃ শৌচমার্জবং চাপি রাজন্।
তথা বিপ্রস্যাশ্রমাঃ সর্ব এব
পুরা রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ নিসৃষ্টাঃ ॥ ৭

যঃ স্যাদ্ দান্তঃ সোমপশ্চার্য্যশীলঃ
সানুক্রোশঃ সর্বসহো নিরাশীঃ।
ঋজুর্মৃদুরনৃশংসঃ ক্ষমাবান্
স বৈ বিপ্রো নেতরঃ পাপকর্মা ॥ ৮

শূদ্রং বৈশ্যং রাজপুত্রঞ্চ রাজ-
ল্লোঁকাঃ সর্বে সংশ্রিতা ধর্মকামাঃ।
তস্মাদ্ বর্ণাদ্ শান্তিধর্মেষ্বসক্তান্
মত্বা বিষ্ণুর্নেচ্ছতি পাণ্ডুপুত্র ॥ ৯

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[বর্ণাশ্রমধর্মের বর্ণন এবং রাজধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রতিপাদন]

ক্ষত্রিয়োচিত ধনুর গুণাকর্ষণ ও শত্রুদমন, বৈশ্যোচিত কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন এবং অর্থ উপার্জ্জনের জন্য শূদ্রোচিত পরসেবা—এইগুলি ব্রাহ্মণের পক্ষে অত্যন্ত অকার্য্য ॥১

কিন্তু জ্ঞানী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বেদাভ্যাস ও যজনাদি ষট্ কর্ম্ম করিবেন। এইভাবে গৃহস্থ কার্য্য শেষ করার পরে তাঁহার বানপ্রস্থাশ্রমই প্রশস্ত ॥ ২

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ রাজার দাসত্ব, কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন উপার্জ্জন, বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, কুটিলতা করা এবং ব্যভিচারিণীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। ৩

রাজন্! যে ব্রাহ্মণ অযাজ্য যাজনহেতু নিকৃষ্ট, দুশ্চরিত্র, স্বধর্মভ্রষ্ট শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণকারী, খলস্বভাব নৃত্যজীবী, গ্রামের ভৃত্য এবং বিরুদ্ধ কর্ম্মচারী হন, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র তুল্যই হইয়া থাকেন ॥ ৪

রাজন্! শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বেদপাঠ করুন বা নাই করুন, তাহাকে শূদ্রেরই তুল্য ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করাইবে। এই সকল (পূর্ব্বোক্ত) ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্যই হইয়া থাকেন। অতএব রাজন্! ইহাদিগকে দেবকার্য্যে বর্জন করিবে ॥ ৫

রাজন্! আত্মসম্মান-শূন্য, অপবিত্র, নিষ্ঠুর ব্যবহার, হিংস্র স্বভাব এবং ধর্ম্ম ও নিজ বৃত্তিভোগী এই ব্রাহ্মণকে হব্য কিম্বা অন্যান্য দ্রব্য দান করিলেও তাহা অদানেরই তুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬

রাজন্! অতএব ইন্দ্রিয়দমন, পবিত্রতা ও সরলতা এই সকল ধর্ম্মই ব্রাহ্মণের বিহিত হইয়াছে। রাজন্! আর পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণের পক্ষে সমস্ত আশ্রমই বিধান করিয়াছেন ॥ ৭

যিনি জিতেন্দ্রিয়, সোমপায়ী, সৎস্বভাব, দয়ালু, সহিষ্ণু, নিস্পৃহ, সরলস্বভাব, কোমলপ্রকৃতি, নিষ্ঠুরতাশূন্য এবং ক্ষমাশীল, তিনিই ব্রাহ্মণ; কিন্তু পাপকর্ম্মা অন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে ॥ ৮

পাণ্ডুনন্দন! রাজন্! জগতের সকল লোকই ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার জন্য তাহাতে সাহায্য লাভের ইচ্ছায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

লোকে চেদং সর্বলোকস্য ন স্যা-
চ্চাতুর্বর্ণ্যং বেদবেদাশ্চ ন স্যুঃ।
সর্বাশ্চেজ্যাঃ সর্বলোকক্রিয়াশ্চ
সদ্যঃ সর্বে চাশ্রমস্থা ন বৈ স্যুঃ ॥ ১০
যশ্চ ত্রয়াণাং বর্ণানামিচ্ছেদাশ্রমসেবনম্।
চাতুরাশ্রম্যদৃষ্টাংশ্চ ধর্মাংস্তান্ শৃণু পাণ্ডব ॥ ১১
শুশ্রূষাকৃতকার্য্যস্য কৃতসন্তানকর্মণঃ।
অভ্যনুজ্ঞাতরাজস্য শূদ্রস্য জগতীপতে ॥ ১২
অল্পান্তরগতস্যাপি দশধর্মগতস্য বা।
আশ্রমা বিহিতাঃ সর্বে বর্জয়িত্বা নিরাশিষম্ ॥ ১৩
ভৈক্ষ্যচর্য্যাং ততঃ প্রাহুস্তস্য তদ্ধর্মচারিণঃ।
তথা বৈশ্যস্য রাজেন্দ্র রাজপুত্রস্য চৈব হি ॥ ১৪
কৃত্যকৃত্যো বয়োঽতীতো রাজ্ঞঃ কৃতপরিশ্রমঃ।
বৈশ্যো গচ্ছেদনুজ্ঞাতো নৃপেণাশ্রমসংশ্রয়ম্ ॥ ১৫
বেদানধীত্য ধর্মেণ রাজশাস্ত্রাণি চানঘ।

শূদ্রকে করিয়া আশ্রয় থাকে। অতএব যে সকলবর্ণই পরের সাহায্য ব্যতিরেকে মোক্ষধর্মে অসমর্থ, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগকে ধর্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯

সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা না থাকিলে, জগতে সমস্ত লোকের (ধর্মভাববশতঃ) সুখ হইতে পারে না; চারিবর্ণের ব্যবস্থা থাকে না; বেদবাক্যসকলও থাকিতে পারে না এবং সমস্ত যাগ, সমস্ত ধর্মকার্য্য এবং সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, (অতএব বিষ্ণুর ইচ্ছা জন্মাইবার জন্য তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য) ॥ ১০

পাণ্ডুনন্দন! যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের আশ্রম ধর্ম পালন করার ইচ্ছা করেন; তাঁহার শাসনাধীন চারিটি আশ্রমের সেই সকল ধর্ম শ্রবণ কর ॥ ১১

রাজন্! যে শূদ্র ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সেবা ও পুত্রোৎপাদন করিয়াছে, শৌচ ও আচারে প্রায় বৈশ্যের তুল্য হইয়াছে এবং দেশীয় সমস্ত আচার পালন করিয়াছে; এখন গুরুমুখ হইতে আত্মতত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করে, রাজার অনুমতিক্রমে সেই শূদ্রের পক্ষেও একমাত্র সন্ন্যাস ব্যতীত সমস্ত আশ্রমই বিহিত আছে ॥ ১২-১৩

রাজশ্রেষ্ঠ! উক্ত ধর্মচারী শূদ্রের পক্ষে সন্ন্যাস ব্যতিরেকে কেবল প্রব্রজ্যা; আর বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাসপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা হইতে পারে ইহা মুনিরা বলেন ॥ ১৪

সন্তানাদীনি কর্মাণি কৃত্বা সোমং নিষেব্য চ ॥ ১৬
পালয়িত্বা প্রজাঃ সর্বা ধর্মেণ বদতাং বর।
রাজসূয়াশ্বমেধাদীন্ মখানন্যাংস্তথৈব চ ॥ ১৭
আনয়িত্বা যথাপাঠং বিপ্রেভ্যো দত্তদক্ষিণঃ।
সংগ্রামে বিজয়ং প্রাপ্য তথাল্পং যদি বা বহু ॥ ১৮
স্থাপয়িত্বা প্রজাপালং পুত্রং রাজ্যে চ পাণ্ডব।
অন্যগোত্রং প্রশস্তং বা ক্ষত্রিয়ং ক্ষত্রিয়র্ষভ ॥ ১৯
অর্চয়িত্বা পিতৄন্ সম্যক্ পিতৃযজ্ঞৈর্যথাবিধি।
দেবান্ যজ্ঞৈঋষীন্ বেদৈরর্চয়িত্বা তু যত্নতঃ ॥ ২০
অন্তকালে চ সম্প্রাপ্তে য ইচ্ছেদাশ্রমান্তরম্।
সোঽনুপূর্ব্যাশ্রমান্ রাজন্ গত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১
রাজর্ষিত্বেন রাজেন্দ্র ভৈক্ষ্যচর্য্যাং ন সেবয়া।
অপেতগৃহধর্মোঽপি চরেজ্জীবিতকাম্যয়া ॥ ২২
ন চৈতন্নৈষ্ঠিকং কর্ম ত্রয়াণাং ভূরিদক্ষিণ।
চতুর্ণাং রাজশার্দূল প্রাহুরাশ্রমবাসিনাম্ ॥ ২৩

বৈশ্য প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ধর্মানুষ্ঠানের পর গৃহস্থাশ্রমে কৃষি ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সের পর রাজার অনুমতিক্রমে ক্ষত্রিয়োচিত আশ্রম অবলম্বন করিবে ॥ ১৫

নিষ্পাপ বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয়প্রধান যুধিষ্ঠির! বেদ ও রাজনীতি অধ্যয়ন, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে সন্তানোৎপাদন, যজ্ঞে সোমপান, ধর্মানুসারে সমস্ত প্রজাপালন, যথানিয়মে রাজসূয়, অশ্বমেধ ও অন্যান্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাদান, যুদ্ধে জয়লাভ, অল্প বা বহুধন সংগ্রহ, রাজ্যে আপন পুত্রকে কিংবা অন্য প্রশস্ত ক্ষত্রিয়কে স্থাপন, যথাবিধানে শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণের সন্তোষ এবং যত্নক্রমে যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের সন্তোষ বিধান করিয়া অন্তকাল উপস্থিত হইলে, যে ক্ষত্রিয় অন্য আশ্রমে যাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি যথাকালে অন্যান্য আশ্রমে যাইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ॥ ১৬-২১

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্ষত্রিয় গৃহস্থাশ্রম হইতে নির্গত হইয়াও জীবন রক্ষার জন্যই নিজের নিজের রাজর্ষিত্ব নিবন্ধন ভিক্ষাচরণ করিবেন, কিন্তু ব্রহ্মচারীর ন্যায় গুরুসেবার উদ্দেশ্যে নহে ॥ ২২

প্রচুর দক্ষিণাদাতা রাজশ্রেষ্ঠ! এই ভিক্ষা করাটি প্রথম তিনটি আশ্রমে নিত্য (অবশ্য কর্ত্তব্য) নহে; কিন্তু প্রব্রজ্যাশ্রমে চারি বর্ণেরই নিত্য ॥ ২৩

বাহ্বায়ত্তং ক্ষত্রিয়ৈর্মানবানাং
লোকশ্রেষ্ঠং ধর্মমাসেবমানৈঃ।
সর্বে ধর্মাঃ সোপধর্মাস্ত্রয়াণাং
রাজ্ঞো ধর্মাদিতি বেদাচ্ছৃণোমি ॥ ২৪
যথা রাজন্ হস্তিপদে পদানি
সংলীয়ন্তে সর্বসত্ত্বোদ্ভবানি।
এবং ধর্মান্ রাজধর্মেষু সর্বান্
সর্বাবস্থান্ সম্প্রলীনান্ নিবোধ ॥ ২৫
অল্পাশ্রয়ানল্পফলান্ বদন্তি
ধর্মানন্যান্ ধর্মবিদো মনুষ্যাঃ।
মহাশ্রয়ং বহুকল্যাণরূপং
ক্ষাত্রং ধর্মং নেতরং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥২৬
সর্বে ধর্মা রাজধর্মপ্রধানাঃ
সর্বে বর্ণাঃ পাল্যমানা ভবন্তি।
সর্বস্ত্যাগো রাজধর্মেষু রাজং-
স্ত্যাগং ধর্মং চাহুরগ্র্যং পুরাণম্ ॥ ২৭

রাজন্! বাহুবলের অধীন লোকশ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্মের সেবক ক্ষত্রিয়েরা প্রজাগণকে রক্ষা করেন। অতএব উপধর্ম্মের সহিত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা আমি বেদশাস্ত্র হইতে শুনিয়া থাকি ॥ ২৪

রাজন্! অন্যান্য জন্তুগণের পদচিহ্নসকল যেমন এক হস্তি-পদচিহ্নে লয় পাইয়া থাকে; তেমন উপধর্ম্মসমূহের সহিত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই এই রাজধর্ম্মে লয় পাইয়া থাকে—ইহা অবগত হও ॥২৫

ধর্ম্মজ্ঞ ও সৎস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যেরা বলেন যে, অন্যান্য সকল ধর্ম্মেরই বিষয়ও অল্প, ফলও অল্প; কিন্তু রাজধর্ম্মের বিষয়ও বিশাল, ফলও অনেক। সুতরাং অন্য ধর্ম রাজধর্ম্মের সমান নহে ॥ ২৬

রাজন্! সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে রাজধর্ম্মই প্রধান এবং রাজধর্ম্মের গুণেই সকল বর্ণ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে; আর রাজধর্ম্মে সর্ব্ব-প্রকার ত্যাগই রহিয়াছে এবং মুনিরা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম্ম বলেন ॥ ২৭

মজ্জেৎ ত্রয়ী দণ্ডনীতৌ হতায়াং"
সর্বে ধর্মাঃ প্রক্ষয়েয়ুর্বিবৃদ্ধাঃ।
সর্বে ধর্মাশ্চাশ্রমাণাং হতাঃ স্যুঃ
ক্ষাত্রে ত্যক্তে রাজধর্মে পুরাণে ॥ ২৮
সর্বে ত্যাগা রাজধর্মেষু দৃষ্টাঃ
সর্বা দীক্ষা রাজধর্মেষু চোক্তাঃ।
সর্বা বিদ্যা রাজধর্মেষু যুক্তাঃ
সর্বে লোকা রাজধর্মে প্রবিষ্টাঃ ॥ ২৯
যথা জীবাঃ প্রাকৃতৈর্বধ্যমানা
ধর্মশ্রুতানামুপপীড়নায়।
এবং ধর্মা রাজধর্মৈর্বিযুক্তাঃ
সংচিন্বন্তো নাদ্রিয়ন্তে স্বধর্মম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৩

রাজধর্ম্মের দণ্ডনীতি যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বেদ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সমাজে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, আর ক্ষত্রিয়সম্বন্ধী প্রাচীন রাজধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইলে সমস্ত আশ্রমের সকল ধর্ম্মই লোপ পাইয়া যায় ॥ ২৮

সমস্ত ত্যাগই রাজধর্ম্মে রহিয়াছে দেখা যায়, সর্ব্ব প্রকার কার্য্য-প্রবৃত্তিও রাজধর্ম্মে উক্ত আছে, সমস্ত বিদ্যাই রাজধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে এবং সমস্ত লোকই রাজধর্ম্মের আশ্রয়ে আছে ॥ ৯

ব্যাধ যখন পশুপক্ষিগণকে বধ করে, তখন যেমন সেই পশু-পক্ষিগণ সেই ব্যাধের ধর্ম্ম ও তৎ-সম্বন্ধী বেদের ক্ষতি করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য ধর্ম্ম যদি রাজধর্ম্মরহিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মলিপ্সু লোকেরা দস্যু তস্কর প্রভৃতির উৎপাতবশতঃ আর আদর পূর্ব্বক আপন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া জগতের ক্ষতিই করিয়া থাকে ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বর্ণাশ্রমবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজধর্মস্য শ্রেষ্ঠতাবর্ণনম্, অস্মিন্ বিষয়ে ইন্দ্ররূপধারিণো বিষ্ণোর্মান্ধাতুশ্চ সন্দেশকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

চাতুরাশ্রম্যধর্মাশ্চ যতিধর্মাশ্চ পাণ্ডব।
লোকবেদোত্তরাশ্চৈব ক্ষাত্রধর্মে সমাহিতাঃ ॥ ১
সর্বাণ্যেতানি কর্মাণি ক্ষাত্রে ভরতসত্তম।
নিরাশিষো জীবলোকাঃ ক্ষাত্রধর্মেঽব্যবস্থিতে ॥
অপ্রত্যক্ষং বহুদ্বারং ধর্মমাশ্রমবাসিনাম্।
প্ররূপয়ন্তি তদ্‌ভাবমাগমৈরেব শাশ্বতম্ ॥ ৩
অপরে বচনৈঃ পুণ্যৈর্বাদিনো লোকনিশ্চয়ম্।
অনিশ্চয়জ্ঞা ধর্মাণামদৃষ্টান্তে পরে হতাঃ ॥ ৪
প্রত্যক্ষং সুখভূয়িষ্ঠমাত্মসাক্ষিকমচ্ছলম্।
সর্বলোকহিতং ধর্মং ক্ষত্রিয়েষু প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৫
ধর্মাশ্রমেঽধ্যবসিনাং ব্রাহ্মণানাং যুধিষ্ঠির।
যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং সংখ্যাতোপশ্রুতিঃ পুরা ॥
রাজধর্মেষ্বনুমতা লোকাঃ সুচরিতৈঃ সহ।
উদাহৃতং তে রাজেন্দ্র যথা বিষ্ণুং মহৌজসম্ ॥৭
সর্বভূতেশ্বরং দেবং প্রভুং নারায়ণং পুরা।
জগ্মুঃ সুবহুশঃ শূরা রাজানো দণ্ডনীতয়ে ॥ ৮
একৈকমাত্মনঃ কর্ম তুলয়িত্বাঽঽশ্রমং পুরা।
রাজানঃ পর্য্যুপাসন্ত দৃষ্টান্তবচনে স্থিতাঃ ॥ ৯
সাধ্যা দেবা বসবশ্চাশ্বিনৌ চ
রুদ্রাশ্চ বিশ্বে মরুতাং গণাশ্চ।
সৃষ্টাঃ পুরা হ্যাদিদেবেন দেবাঃ
ক্ষাত্রে ধর্মে বর্তয়ন্তে চ সিদ্ধাঃ ॥ ১০
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি ধর্মমর্থবিনিশ্চয়ম্।
নির্মর্য্যাদে বর্তমানে দানবৈকার্ণবে পুরা ॥ ১১

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজধর্মের শ্রেষ্ঠতাবর্ণন, এই বিষয়ে ইন্দ্ররূপধারী বিষ্ণু ও মান্ধাতার সংবাদ কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন—পাণ্ডুনন্দন! লোকাচার ও বেদবোধিত চারিটি আশ্রমের ধর্ম এবং আজীবন ব্রহ্মচারীর ধর্ম একমাত্র রাজধর্মের মধ্যে নিহিত আছে ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! একমাত্র রাজধর্মের মধ্যে এই সকল আশ্রমের কার্য্যগুলিও রহিয়াছে। এই রাজধর্ম একেবারে না থাকিলে, জগতের সমস্ত লোকই মঙ্গললাভে নিরাশ হইয়া যাইত ॥ ২

তথাপি আশ্রমবাসিগণের চিরন্তন ধর্ম অনেক উপায়ে নিষ্পন্ন হয়, অথচ তাহা প্রত্যক্ষ হয় না, আস্তিকের শাস্ত্র দ্বারাই সেই ধর্মের অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন ॥ ৩

অপর আস্তিকেরা বলেন—'ধর্মবোধক বেদাদি বাক্যদ্বারাই লোকসমাজে ধর্মের অস্তিত্ব নিরূপণ হয়'। কিন্তু নাস্তিকেরা ধর্মের অস্তিত্বে কোন নিশ্চয় নাই—ইহা মনে করে। সুতরাং তাহারা ভবিষ্যতে তুলনাবিহীন ঘোর নরকে পতিত হইবে এবং বর্তমানেও তাহারা পাপের প্রভাবে হতপ্রায় হইয়াই থাকে ॥ ৪

অথবা ধর্ম একেবারে অপ্রত্যক্ষ হইবে কেন, বহু স্থানেই ইহা প্রত্যক্ষের তুল্যই প্রকাশ পায়। কারণ, উহা হইতে বহুতর সুখ হইতে দেখা যায়। উহা যে আছে সে বিষয়ে আপন মনই সাক্ষ্য দেয়, উহাতে কোন ছল নাই এবং উহা সকল লোকেরই হিতসাধন করে; সেই ধর্ম ক্ষত্রিয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! ধর্মোপার্জনে অধ্যবসায়শালী ব্রাহ্মণগণের যেমন সমস্ত আশ্রমধর্মে অধিকার আছে বলিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; তেমন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অপর তিন বর্ণেরও সমস্ত আশ্রম ধর্মেই অধিকার আছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৬

সেইরূপ সৎস্বভাবসম্পন্ন সকল লোকই রাজধর্মে অধিকারী বলিয়া মুনিরা অনুমোদন করিয়াছেন। রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে বীর বহুতর রাজা দণ্ডনীতি জানিবার জন্য মহাতেজা, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর ও প্রভু নারায়ণ দেবের নিকট যে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই তোমার নিকট বলিয়াছি ॥ ৭-৮

সেই রাজারা প্রাধান্যের নিদর্শন দেখাইতে থাকিয়া—আপনাদের এক একটি কর্ম্ম ও আশ্রমের উল্লেখ পূর্ব্বক বিবাদ করিতে থাকিয়াই যাইয়া বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ৯

পূর্ব্বকালে আদিদেব ব্রহ্মা যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সাধ্য, সিদ্ধ, বসু, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, বিশ্বদেব ও মরুদ্গণ ক্ষত্রিয় ধর্মে বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১০

যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বকালে সমগ্র জগৎ যখন দানবগণে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ের ধর্ম ও অর্থের বিষয় তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ১১

বভূব রাজা রাজেন্দ্র মান্ধাতা নাম বীর্য্যবান্ ।
পুরা বসুমতীপালো যজ্ঞং চক্রে দিদৃক্ষয়া ॥ ১২
অনাদিমধ্যনিধনং দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ।
স রাজা রাজশার্দূল মান্ধাতা পরমেশ্বরম্ ॥ ১৩
জগাম শিরসা পাদৌ যজ্ঞে বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ ।
দর্শয়ামাস তং বিষ্ণু রূপমাস্থায় বাসবম্ ॥ ১৪
স পার্থিবৈর্বৃতঃ সদ্ভিরর্চয়ামাস তং প্রভুম্ ।
তস্য পার্থিবসিংহস্য তস্য চৈব মহাত্মনঃ ।
সংবাদোঽয়ং মহানাসীদ্ বিষ্ণুং প্রতি মহাদ্যুতিম্ ॥১৫

ইন্দ্র উবাচ ।

কিমিষ্যতে ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠ
যদ্ দ্রষ্টুকামোঽসি তমপ্রমেয়ম্ ।
অনন্তমায়ামিতমন্ত্রবীর্য্যং
নারায়ণং হ্যাদিদেবং পুরাণম্ ॥ ১৬
নাসৌ দেবো বিশ্বরূপো ময়াপি
শক্যো দ্রষ্টুং ব্রহ্মণা বাপি সাক্ষাৎ ।
যেঽন্যে কামাস্তব রাজন্ হৃদিস্থা
দাস্যে চৈতাংস্ত্বং হি মর্ত্ত্যেষু রাজা ॥১৭
সত্ত্বে স্থিতো ধর্মপরো জিতেন্দ্রিয়ঃ
শূরো দৃঢ়প্রীতিরতঃ সুরাণাম্ ।
বুদ্ধ্যা ভক্ত্যা চোত্তমশ্রদ্ধয়া চ
ততস্তেঽহং দদ্মি বরান্ যথেষ্টম্ ॥১৮

মান্ধাতোবাচ ।

অসংশয়ং ভগবন্নাদিদেবং
দ্রক্ষ্যামি ত্বাহং শিরসা সম্প্রসাদ্য ।
ত্যক্ত্বা কামান্ ধর্মকামো হ্যরণ্য—
মিচ্ছে গন্তুং সৎপথং লোকদৃষ্টম্ ॥ ১৯
ক্ষাত্রাদ্ ধর্মাদ্ বিপুলাদপ্রমেয়া—
ল্লোকাঃ প্রাপ্তাঃ স্থাপিতং স্বং যশশ্চ ।
ধর্মো যোঽসাবাদিদেবাৎ প্রবৃত্তো
লোকশ্রেষ্ঠং তং ন জানামি কর্ত্তুম্ ॥২০

রাজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে মান্ধাতা নামে একজন বলবান্ রাজা ছিলেন। সেই রাজা বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য একটি যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ১২

রাজশ্রেষ্ঠ! যাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই এবং যিনি অসাধারণ প্রভাবশালী ও পরমেশ্বর রাজা মান্ধাতা আপন যজ্ঞে সেই বিষ্ণু নারায়ণদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

মান্ধাতা যজ্ঞের সময়ে মস্তক অবনত করিয়া মহাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কার করিতে থাকিলেন। ক্রমে বিষ্ণু ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া মান্ধাতার দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ১৪

তখন মান্ধাতা সৎস্বভাবসম্পন্ন রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিষ্ণুর পূজা করিলেন। ক্রমে মহাতেজা বিষ্ণুর বিষয়ে সেই রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতার ও মহাত্মা ইন্দ্রের এইরূপ পরস্পর প্রশস্ত আলাপ হইয়াছিল ॥ ১৫

ইন্দ্র বলিলেন—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যাঁহার মায়া অনন্ত, শক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিমান নাই এবং যিনি আদিদেব ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেই অজ্ঞেয় নারায়ণদেবের যে সাক্ষাৎকার লাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাতে আপনি তাঁহার নিকট কি লাভ করিবার ইচ্ছা করেন? ১৬

রাজন্! আমি কিংবা স্বয়ং ব্রহ্মা আমরাও সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ নহি। অতএব তদ্ভিন্ন আপনার মনে যে অভিলাষ রহিয়াছে, তাহা আমি পূরণ করিব। কেন না, আপনি মর্ত্ত্যলোকের রাজা ॥ ১৭

নরনাথ! আপনি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, ধর্ম্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, বীর, দেবগণের প্রতি দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধি, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উত্তম। অতএব আমি আপনাকে অভীষ্ট বরদান করিব ॥ ১৮

মান্ধাতা বলিলেন—ভগবান্ দেবরাজ! আমি নিশ্চয়ই আদিদেব নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিব। আমি মস্তক অবনমনপূর্ব্বক আপনাকে প্রসন্ন করিয়া এবং সাংসারিক সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মলাভের অভিলাষী হইয়া লোকদৃষ্ট সৎপথস্বরূপ বনে গমন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৯

আমি বিশাল ও অপরিমেয় রাজধর্ম্মের গুণে সকল স্বর্গলাভ করিবার অধিকারী হইয়াছি এবং জগতে নিজের যশ স্থাপন করিয়াছি। কিন্তু আদিদেব নারায়ণ হইতে ঐ যে সন্ন্যাস ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, সেই লোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আমি কি করিতে পারিব না? ২০

ইন্দ্র উবাচ ।

অসৈনিকা ধর্মপরাশ্চ ধর্মে
পরাং গতিং ন নয়ন্তে হ্যযুক্তম্ ।
ক্ষাত্রো ধর্মো হ্যাদিদেবাৎ প্রবৃত্তঃ
পশ্চাদন্যে শেষভূতাশ্চ ধর্মাঃ ॥ ২১

শেষাঃ সৃষ্টা হ্যন্তবন্তো হ্যনন্তাঃ
সপ্রস্থানাঃ ক্ষাত্রধর্মা বিশিষ্টাঃ ।
অস্মিন্ ধর্মে সর্বধর্মাঃ প্রবিষ্টা—
স্তস্মাদ্ ধর্মং শ্রেষ্ঠমিমং বদন্তি ॥ ২২

কর্মণা বৈ পুরা দেবা ঋষয়শ্চামিতৌজসঃ ।
ত্রাতাঃ সর্বে প্রসহ্যারীন্ ক্ষত্রধর্মেণ বিষ্ণুনা ॥ ২৩

যদি হ্যসৌ ভগবান্ নাহনিষ্যদ্
রিপূন্ সর্বানসুরানপ্রমেয়ঃ ।
ন ব্রাহ্মণা ন চ লোকাদিকর্তা
নায়ং ধর্মো নাদিধর্মোঽভবিষ্যৎ ॥২৪

ইমামুর্বীং নাজয়দ্ বিক্রমেণ
দেবশ্রেষ্ঠঃ সাসুরামাদিদেবঃ ।
চাতুর্বর্ণ্যং চাতুরাশ্রম্যধর্মাঃ
সর্বে ন স্যুর্ব্রহ্মণানাং বিনাশাৎ ॥২৫

নষ্টা ধর্মাঃ শতধা শাশ্বতেন
ক্ষাত্রেণ ধর্মেণ পুনঃ প্রবৃদ্ধাঃ ।
যুগে যুগে হ্যাদিধর্মাঃ প্রবৃত্তা
লোকজ্যেষ্ঠং ক্ষাত্রধর্মং বদন্তি ॥ ২৬

আত্মত্যাগঃ সর্বভূতানুকম্পা
লোকজ্ঞানং পালনং মোক্ষণঞ্চ ।
বিষণ্ণানাং মোক্ষণং পীড়িতানাং
ক্ষাত্রে ধর্মে বিদ্যতে পার্থিবানাম্ ॥ ২৭

নির্মর্য্যাদাঃ কামমন্যুপ্রবৃত্তা
ভীতা রাজ্ঞো নাধিগচ্ছন্তি পাপম্ ।
শিষ্টাশ্চান্যে সর্বধর্মোপপন্নাঃ
সাধ্বাচারাঃ সাধু ধর্মং বদন্তি ॥ ২৮

পুত্রবৎ পাল্যমানানি রাজধর্মেণ পার্থিবৈঃ ।
লোকে ভূতানি সর্বাণি চরন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯

ইন্দ্র বলিলেন—অযোদ্ধা লোকেরা ধর্মপরায়ণ হইয়াও সেই সেই ধর্মে অপ্রাপ্য বীরোচিত উত্তম গতি লাভ করিতে পারেন না। কারণ, ক্ষত্রিয় ধর্ম আদিদেব নারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহার পরে সেই ক্ষত্রিয় ধর্মেরই অঙ্গস্বরূপ অন্যান্য ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছিল ॥ ২১

আদিদেব নারায়ণ ক্ষত্রিয় ধর্মের অঙ্গস্বরূপ অন্যান্য ধর্ম বিনশ্বরভাবেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অতএব প্রব্রজ্যাধর্মের সহিত ক্ষত্রিয়ধর্মই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ অন্যান্য সমস্ত ধর্মই এই ক্ষত্রিয় ধর্মের অন্তর্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং মনস্বীরা এই ক্ষত্রিয় ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলেন ॥ ২২

পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধ দ্বারাই মহাতেজা দেবগণ ও ঋষিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৩

অজেয় শক্তি ভগবান্ বিষ্ণু যদি সমস্ত অসুরকে বধ না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মা, ক্ষত্রিয়ধর্ম কিংবা অন্যান্য কোন ধর্মই জগতে থাকিত না ॥ ২৪

আদিদেব দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু বিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুরগণের সহিত এই পৃথিবী যদি জয় না করিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের বিনাশবশতঃ চারিবর্ণের ধর্ম বা চারি আশ্রমের ধর্ম একেবারেই থাকিত না ॥ ২৫

অন্যান্য ধর্ম শত শত ভাবে বিফল হইয়া যায়; আবার চিরস্থায়ী রাজধর্মের গুণে সেই সকল ধর্ম যথাযথভাবে চলিতে থাকে, কারণ, অন্যান্য ধর্ম যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উৎপন্ন হয়; (কিন্তু রাজধর্ম এক প্রকারই থাকে) অতএব মনস্বীরা রাজধর্মকে জগতে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলেন ॥ ২৬

পরের উপকারের জন্য আত্মত্যাগ, সকল প্রাণীর উপরে দয়া, লোকচরিত্র জ্ঞান, দুর্গতি হইতে দুর্গতদিগের উদ্ধার এবং পীড়িতগণের পরিপালন—এই সকল গুণ রাজধর্মে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৭

মানুষ কাম ও ক্রোধের উত্তেজনাবশতঃ বিশৃঙ্খল হইয়াও রাজার ভয়ে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। আবার শিষ্টলোকেরা সর্ব্বধর্মসম্পন্ন থাকিয়া রাজধর্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন ॥ ২৮

রাজারা প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পরিপালন করেন। সেই জন্যই তাহারা জগতে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম আচরণ করিয়া থাকে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২৯

সর্বধর্মপরং ক্ষাত্রং লোকশ্রেষ্ঠং সনাতনম্
শশ্বদক্ষরপর্য্যন্তমক্ষরং সর্বতোমুখম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বর্ণাশ্রমধর্মকথনে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

"অতএব সনাতন রাজধর্ম" সমস্ত ধর্ম অপেক্ষা প্রধান, জগতে শ্রেষ্ঠ, মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী ও সর্ব্বব্যাপী ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্মবিষয়ক ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্ররূপধারিণো বিষ্ণোর্মান্ধাতুশ্চ কথোপকথনম্।]

ইন্দ্র উবাচ।

এবংবীর্য্যঃ সর্বধর্মোপপন্নঃ
ক্ষাত্রঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধর্মেষু ধর্মঃ।
পাল্যো যুষ্মাভির্লোকহিতৈরুদারৈ—
বিপর্য্যয়ে স্যাদভবঃ প্রজানাম্ ॥ ১

ভূসংস্কারং রাজসংস্কারযোগ—
মভৈক্ষ্যচর্য্যাং পালনঞ্চ প্রজানাম্।
বিদ্যাদ্ রাজা সর্বভূতানুকম্পী
দেহত্যাগং চাহবে ধর্ম্মমগ্র্যম্ ॥ ২

ত্যাগং শ্রেষ্ঠং মনুয়্যো বৈ বদন্তি
সর্বশ্রেষ্ঠং যচ্ছরীরং ত্যজেত।
নিত্যং রক্তং রাজধর্মেষু সর্বং
প্রত্যক্ষং তে ভূমিপালা যথৈব ॥ ৩

বহুশ্রুত্যা গুরুশুশ্রূষয়া চ
পরস্পরং বহুমানা বদন্তি।
নিত্যং ধর্মং ক্ষত্রিয়ো ব্রহ্মচারী
চরেদেকো হ্যাশ্রমং ধর্মকামঃ ॥৪

সামান্যার্থে ব্যবহারে প্রবৃত্তে
প্রিয়াপ্রিয়ে বর্জয়ন্নেব যত্নাৎ।
চাতুর্বর্ণ্যস্থাপনাৎ পালনাচ্চ
তৈস্তৈর্যোগৈর্নিয়মৈরৌরসৈশ্চ ॥ ৫

সর্বোদ্যোগৈরাশ্রমং ধর্মমাহুঃ
ক্ষাত্রং শ্রেষ্ঠং সর্বধর্মোপপন্নম্।
স্বং স্বং ধর্মং যেন চরন্তি বর্ণা—
স্তাংস্তান্ ধর্মানন্যথার্থান্ বদন্তি ॥ ৬

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্ররূপধারী বিষ্ণু ও মান্ধাতার কথোপকথন।]

ইন্দ্র বলিলেন—মহারাজ! রাজধর্ম এইরূপ শক্তিশালী ও অন্যান্য সমস্ত ধর্মযুক্ত। সুতরাং এই রাজধর্ম অন্যান্য সমস্ত ধর্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত ও উদার-স্বভাব আপনারা এই রাজধর্ম পালন করিবেন, আপনারা ইহা পালন না করিলে প্রজাদের রক্ষা হইতে পারে না ॥ ১

সর্ব্বভূতে দয়ালু রাজা ভূসংস্কার, আত্মসংস্কার, যাচ্ঞা-পরিত্যাগ ও প্রজাপালন এবং যুদ্ধে দেহত্যাগ করিবেন ॥ ২

মুনিরা দানধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে যুদ্ধে দেহত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সকলেই রাজধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত। কারণ ইহা আপনার প্রত্যক্ষ যে সকল রাজাই রাজধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত আছেন ॥ ৩

বহুমানাস্পদ মুনিরা পরস্পর বলেন—ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী ধর্ম্মার্থী হইয়া বহুবিধ জ্ঞানোপার্জনে ও গুরুশুশ্রূষা দ্বারা নিঃসঙ্গভাবে প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পালন করিবেন ॥ ৪

সাধারণের জন্য কোন কার্য্যারম্ভ করিতে হইলে রাজা যত্নপূর্ব্বক নিজের প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর বিষয় পরিত্যাগ করিবেন এবং দৈহিক ও মানসিক উপায়ে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি-বর্ণের স্থাপন ও পালন করিতে থাকিবেন ॥ ৫

মুনিরা বলেন—গৃহস্থাশ্রমী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে সর্বপ্রকার উদ্‌যোগ বিদ্যমান থাকে এবং উহা সর্বধর্মসম্পন্ন। এই জন্যই ক্ষত্রিয় ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। মুনিরা আরও বলেন যে, বিভিন্নবর্ণ যখন আপন আপন ধর্ম আচরণ করে, তখন সেই ধর্মগুলি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে আচরিত হয় ॥ ৬

নির্ম্ম্যাদান্ নিত্যমর্থে নিবিষ্টা—
নাহুস্তাংস্তান্ বৈ পশুভূতান্ মনুষ্যান্ ।
যথা নীতিং গময়ত্যর্থযোগা-
চ্ছ্রেয়স্তস্মাদাশ্রমাৎ ক্ষত্রধর্ম্মঃ ॥ ৭
ত্রৈবিদ্যানাং যা গতির্ব্রাহ্মণানাং
যে চৈবোক্তাশ্চাশ্রমা ব্রাহ্মণানাম্ ।
এতৎ কর্ম ব্রাহ্মণস্যাহুরগ্র্য-
মন্যৎ কুর্ব্বন্ শূদ্রবচ্ছস্ত্রবধ্যঃ ॥ ৮
চাতুরাশ্রম্যধর্ম্মাশ্চ বেদধর্ম্মাশ্চ পার্থিব ।
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যা নান্যো বিদ্যাৎ কদাচন ॥ ৯
অন্যথা বর্তমানস্য নাসৌ বৃত্তিঃ প্রকল্প্যতে ।
কর্ম্মণা বর্দ্ধতে ধর্ম্মো যথাধর্ম্মস্তথৈব সঃ ॥ ১০
যো বিকর্ম্মস্থিতো বিপ্রো ন স সম্মানমর্হতি ।
কর্ম্ম স্বং নোপযুঞ্জানমবিশ্বাস্যং হি তং বিদুঃ ॥১১
এতে ধর্ম্মাঃ সর্ববর্ণেষু লীনা
উৎকৃষ্টব্যাঃ ক্ষত্রিয়ৈরেষ ধর্ম্মঃ ।

যাহারা আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে অভিনিবেশবশতঃ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, মনস্বীরা তাহাদিগকে পশুর তুল্য মানুষ বলিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় ধর্ম যখন প্রয়োজনবশতঃ নীতিজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই অন্য আশ্রমধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৭

ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে যে কার্য্য বিহিত হইয়াছে এবং তাহাদের যে সকল আশ্রমকর্ম্ম উক্ত আছে, তাহাদের পক্ষে সেই সকল কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাঁহারা যদি অন্য প্রকার কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগকে রাজা অস্ত্র দ্বারাই শাসন করিবেন ॥ ৮

রাজন্! ব্রাহ্মণ চারিটি আশ্রমের ধর্ম এবং বেদোক্ত ধর্ম্মের অনুসরণ করিবেন। কিন্তু শূদ্রাদি অন্য কেহ কখনও সেই সকল ধর্ম্ম জানিতে সমর্থ হইবে না। ৯

ব্রাহ্মণ যদি অন্য প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকেন, তাহা হইলে আর তাঁহার যাজনাদি বৃত্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, কর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্ম বৃদ্ধি পায় এবং এবং ধর্ম্ম যেমন কর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পায়, তেমন ব্রাহ্মণও কর্ম্ম দ্বারাই উন্নতি লাভ করেন ॥ ১০

যে ব্রাহ্মণ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করেন, তিনি ব্রাহ্মণের সমান হইতে পারেন না। আর যে ব্রাহ্মণ আপন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করাও চলে না ॥ ১১

তস্মাজ্জ্যেষ্ঠা রাজধর্ম্মা ন চান্যে
বীর্য্যজ্যেষ্ঠা বীরধর্ম্মা মতা মে ॥ ১২
মান্ধাতোবাচ ।
যবনাঃ কিরাতা গান্ধারাশ্চীনাঃ শবর-বর্ব্বরাঃ ।
শকাস্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবাশ্চান্ধ্র-মদ্রকাঃ ॥ ১৩
পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্বশঃ ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ ॥ ১৪
কথং ধর্ম্মাংশ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ ।
মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ ॥ ১৫
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ভগবংস্তদ্ ব্রবীহি মে ।
ত্বং বন্ধুভূতো হ্যস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং সুরেশ্বর ॥ ১৬
ইন্দ্র উবাচ ।
মাতাপিত্রোর্হি শুশ্রূষা কর্তব্যা সর্বদস্যুভিঃ ।
আচার্য্যগুরুশুশ্রূষা তথৈবাশ্রমবাসিনাম্ ॥১৭
ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্তব্যা সর্বদস্যুভিঃ ।
বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥ ১৮

এই সকল ধর্ম্ম সমস্ত বর্ণে অবস্থিত রহিয়াছে, রাজারা এই সকল ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। অতএব রাজধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, অন্য ধর্ম্ম সেইরূপ শ্রেষ্ঠ নহে। কারণ, আমার মত এই যে রাজধর্ম্মে শক্তিই প্রধান ॥ ১২

মান্ধাতা বলিলেন—যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, বর্ব্বর, শক, তুষার, কঙ্ক, পহ্লব, অন্ধ্র, মদ্র, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, রমঠ, কাম্বোজ এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে অবৈধভাবে উৎপন্ন বৈশ্য ও শূদ্র আমার রাজ্যবাসী এই সকল মানুষ কি প্রকার ধর্ম্ম আচরণ করিবে এবং আমার মত রাজারা ইহাদিগকে ও দস্যু-সকলকে কিভাবে স্থাপন করিবেন? ১৩-১৫

ভগবন্ দেবরাজ! আমি এই বিষয়গুলি শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি আমার নিকট এই সকল বিষয় বলুন। কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনি আমাদের বন্ধুস্বরূপ' ॥ ১৬

ইন্দ্র বলিলেন—মহারাজ! সকল নীচ জাতিরও যেমন মাতাপিতার শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য, তেমন আশ্রমবাসিদেরও আচার্য্য গুরুর শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭

সেই নীচ জাতি লোকদিগের পক্ষে রাজার শুশ্রূষাও কর্ত্তব্য। আর বেদোক্ত ধর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম ॥ ১৮

পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ ।
দানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা ॥১৯
অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ানুপালনম্ ।
ভরণং পুত্র-দারাণাং শৌচমদ্রোহ এব চ ॥ ২০
দক্ষিণা সর্বযজ্ঞানাং দাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা ।
পাকযজ্ঞা মহার্হাশ্চ দাতব্যাঃ সর্বদস্যুভিঃ ॥ ২১
এতান্যেবংপ্রকারাণি বিহিতানি পুরানঘ ।
সর্বলোকস্য কর্মাণি কর্তব্যানীহ পার্থিব ॥ ২২

মান্ধাতোবাচ ।

দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ববর্ণেষু দস্যবঃ ।
লিঙ্গান্তরে বর্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষপি ॥ ২৩

ইন্দ্র উবাচ ।

বিনষ্টায়াং দণ্ডনীত্যাং রাজধর্মে নিরাকৃতে ।
সম্প্রমুহ্যন্তি ভূতানি রাজদৌরাত্ম্যতোঽনঘ ॥ ২৪
অসংখ্যাতা ভবিষ্যন্তি ভিক্ষবো লিঙ্গিনস্তথা ।
আশ্রমাণাং বিকল্পাশ্চ নিবৃত্তেঽস্মিন্ কৃতে যুগে ॥ ২৫
অশৃণ্বানাঃ পুরাণানাং ধর্মাণাং পরমা গতীঃ ।
উৎপথং প্রতিপৎস্যন্তে কামমন্যুসমীরিতাঃ ॥ ২৬
যদা নিবর্ততে পাপো দণ্ডনীত্যা মহাত্মভিঃ ।
তদা ধর্মো ন চলতে সদ্ভূতঃ শাশ্বতঃ পরঃ ॥ ২৭
সর্বলোকগুরুং চৈব রাজানং যোঽবমন্যতে ।
ন তস্য দত্তং ন হুতং ন শ্রাদ্ধং ফলতে ক্বচিৎ ॥ ২৮
মানুষাণামধিপতিং দেবভূতং সনাতনম্ ।
দেবাপি নাবমন্যন্তে ধর্মকামং নরেশ্বরম্ ॥ ২৯
প্রজাপতির্হি ভগবান্ সর্বং চৈবাসৃজজ্জগৎ ।
স প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যর্থং ধর্মাণাং ক্ষত্রমিচ্ছতি ॥ ৩০
প্রবৃত্তস্য হি ধর্মস্য বুদ্ধ্যা যঃ স্মরতে গতিম্ ।
স মে মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ তত্র ক্ষত্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৩১

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ মরুদ্গণবৃতঃ প্রভুঃ ।
জগাম ভবনং বিষ্ণোরক্ষরং শাশ্বতং পদম্ ॥ ৩২

সেই যবন প্রভৃতি শূদ্রের তুল্য শ্রাদ্ধ, জলাশয়নির্ম্মাণ, পানীয়শালাস্থাপন ও শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে এবং তাহারা যথাসময়ে ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিবে ॥ ১৯

সত্য, হিংসা ও ক্রোধবর্জ্জন, বেদোক্ত আচার পালন, পৈতৃক ধনগ্রহণ, পুত্র কলত্র পরিপালন, শৌচ, দ্রোহত্যাগ এবং সমস্ত যজ্ঞের দক্ষিণাদান, এইগুলি উন্নতিকামী নীচজাতিগণও করিবে। এবং তাহারা বিশেষ প্রশস্ত পাকযজ্ঞও ব্রাহ্মণ দ্বারা করাইবে ॥ ২০-২১

নিষ্পাপ রাজন্! পূর্ব্বকালে বিধাতা এই প্রকার এই সকল কর্ম্ম ইহাদের জন্য বিধান করিয়াছেন। সুতরাং উহারা অন্যান্য সকল লোকের কার্য্যই করিবে ॥ ২২

মান্ধাতা বলিলেন— মনুষ্যলোকে দেখা যায়, সকল বর্ণে ও সকল আশ্রমে থাকিয়াই কতকগুলি নিকৃষ্ট লোক বিভিন্ন প্রকার বেশভূষাদি ধারণ করিয়া বিচরণ করে ॥ ২৩

ইন্দ্র বলিলেন—নিষ্পাপ রাজন্! রাজার দমননীতি না থাকিলে প্রজারা রাজার ধর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করিলে কিংবা রাজার দৌরাত্ম্য চলিতে লাগিলে প্রজারা বিপথগামী হইয়া থাকে ॥ ২৪

এই সত্যযুগ শেষ হইলে অসংখ্য ভিক্ষুক ও বহুতর বিকৃত বেশধারী হইবে এবং আশ্রমগুলির ব্যতিক্রম হইতে থাকিবে ॥ ২৫

তৎকালে অনেক মানুষই কাম ও ক্রোধের প্রেরণাবশতঃ প্রাচীন ধর্ম্মের উত্তম অবস্থার বিষয় শ্রবণ না করিতে থাকিয়া উৎপথগামী হইবে ॥ ২৬

যখন মহাত্মা রাজাদের দমননীতির গুণে পাপ নিবৃত্তি পায়, তখন উৎকৃষ্ট প্রাচীন ধর্ম্ম বিচলিত হয় না ॥ ২৭

যে মানুষ সকল লোকের শিক্ষাদাতা রাজার প্রতি অবজ্ঞা করে; তাহার দান, হোম ও শ্রাদ্ধ কখনই ফল উৎপাদন করে না ॥ ২৮

যিনি মনুষ্যগণের অধিপতি, সনাতন দেবস্বরূপ এবং জগতেরই ধর্ম্ম কামনা করেন, সেই রাজাকে দেবতারাও অবজ্ঞা করেন না ॥ ২৯

যে ভগবান্ প্রজাপতি সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ও পাপের নিবৃত্তির জন্য রাজার থাকা আবশ্যক মনে করেন ॥ ৩০

যে মানুষ আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রচলিত ধর্ম্মের গতি ভাবিয়া চলিতে পারে, সেই মানুষ আমার মাননীয় ও পূজনীয়। কারণ সেই ধর্ম্মের উপরেই রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৩১

ভীষ্ম বলিলেন এইরূপ বলিয়া সেই ইন্দ্ররূপী ভগবান্ নারায়ণ দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবিনশ্বর সনাতন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥ ৩২

এবং প্রবর্ত্তিতে ধর্মে পুরা সুচরিতেঽনঘ।
কঃ ক্ষত্রমবমন্যেত চেতনাবান্ বহুশ্রুতঃ॥ ৩৩

অন্যায়েন প্রবৃত্তানি নিবৃত্তানি তথৈব চ।
অন্তরা বিলয়ং যান্তি যথা পথি বিচক্ষুষঃ॥ ৩৪

আদৌ প্রবর্তিতে চক্রে তথৈবাদিপরায়ণে।
বর্তস্ব পুরুষব্যাঘ্র সংবিজানামি তেঽনঘ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্র-মান্ধাতৃসংবাদে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৫

যুধিষ্ঠির! স্বয়ং বিধাতাই এইভাবে বৈদিক ধর্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণই যথানিয়মে সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। এই অবস্থায় শাস্ত্রজ্ঞ কোন্ মানুষ ক্ষত্রিয়কে অবজ্ঞা করিতে পারে? ৩৩

যুধিষ্ঠির! পথে চলিবার সময়ে অতীত ও অনাগত স্থানগুলি যেমন অন্ধ লোকের বিষয়ে লয় পাইয়া যায়, সেইরূপ ন্যায়ের উপরে অপ্রতিষ্ঠিত এবং অন্যায়ভাবে তিরোহিত ধর্মসকল মধ্য দেশেই লয় পাইয়া যায়॥ ৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভগবান্ বিধাতা সৃষ্টির প্রথমেই এই ভাবে ধর্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং এই ধর্মচক্র সকলের পরম আশ্রয়স্বরূপ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। অতএব তুমি সেই ধর্মেই থাক। উহাতে থাকিবার শক্তি তোমার আছে ইহা আমি ভালভাবে জানি॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ইন্দ্রমান্ধাতৃ সংবাদবিষয়ক চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজধর্ম্মপালনেন চতুর্ণামাশ্রমাণাং ফললাভকথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতা মে কথিতাঃ পূর্বে চত্বারো মানবাশ্রমাঃ।
ব্যাখ্যানয়িত্বা ব্যাখ্যানমেষামাচক্ষ পৃচ্ছতঃ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

বিদিতাঃ সর্ব এবেহ ধর্মাস্তব যুধিষ্ঠির।
যথা মম মহাবাহো বিদিতাঃ সাধুসম্মতাঃ॥ ২

যত্তু লিঙ্গান্তরগতং পৃচ্ছসে মাং যুধিষ্ঠির।
ধর্মং ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ তন্নিবোধ নরাধিপঃ॥ ৩

সর্বাণ্যেতানি কৌন্তেয় বিদ্যন্তে মনুজর্ষভ।
সাধ্বাচারপ্রবৃত্তানাং চাতুরাশ্রম্যকারিণাম্॥ ৪

অকামদ্বেষযুক্তস্য দণ্ডনীত্যা যুধিষ্ঠির।
সমদর্শিনশ্চ ভূতেষু ভৈক্ষ্যাশ্রমপদং ভবেৎ॥ ৫

বেত্তি জ্ঞানং বিসর্গঞ্চ নিগ্রহানুগ্রহং তথা।
যথোক্তবৃত্তের্ধীরস্য ক্ষেমাশ্রমপদং ভবেৎ॥ ৬

অর্হান্ পূজয়তো নিত্যং সংবিভাগেন পাণ্ডব।
সর্বতস্তস্য কৌন্তেয় ভৈক্ষ্যাশ্রমপদং ভবেৎ॥ ৭

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজধর্মপালনের দ্বারা চারিটি আশ্রমের ফললাভকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—আপনি যে পূর্ব্বে মানবমাত্রেরই চারিটি আশ্রমের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এই আশ্রমগুলির ব্যাখ্যা করুন এবং স্পষ্টভাবে উহাদের বিবরণ বলুন॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! সাধুসম্মত ধর্মসকল আমার যেমন জানা আছে, তোমারও তেমনিই সেই সকল জানা রহিয়াছে॥ ২

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তবে তুমি আশ্রমগুলির বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের কথা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ সেই বিষয়গুলি শ্রবণ কর॥৩

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! সদাচারনিরত চতুরাশ্রমবাসী চারিটী বর্ণেরই এই সকল ধর্ম্ম হইতে পারে॥ ৪

যুধিষ্ঠির! যাঁহার কোন কামনা নাই, দ্বেষ নাই, যিনি পরমাত্মাতে একাগ্রচিত্ত ও কাহাকেও দমন করিবার ইচ্ছা করেন না এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তাঁহারই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে॥ ৫

আর যিনি তত্ত্বজ্ঞান, সর্ব্বত্যাগ ও ইন্দ্রিয়দমনের উপায় এবং লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিতে জানেন, বিশেষতঃ যথোক্ত সদাচারে থাকেন, সেই ধীর প্রকৃতি মানুষেরই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে॥ ৬

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! যিনি যথাশক্তি দ্রব্য দান করিয়া সর্ব্বদা

জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-মিত্রাণি ব্যাপন্নানি যুধিষ্ঠির।
সমভ্যুদ্ধরমাণস্য দীক্ষাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৮
লোকমুখ্যেষু সৎকারং লিঙ্গিমুখ্যেষু চাসকৃৎ।
কুর্বতস্তস্য কৌন্তেয় বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ৯
আহ্নিকং পিতৃযজ্ঞাংশ্চ ভূতযজ্ঞান্ সমানুষান্।
কুর্বতঃ পার্থ বিপুলান্ বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১০
সংবিভাগেন ভূতানামতিথীনাং তথার্চনাৎ।
দেবযজ্ঞৈশ্চ রাজেন্দ্র বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১১
মর্দনং পররাষ্ট্রাণাং শিষ্টার্থং সত্যবিক্রম।
কুর্বতঃ পুরুষব্যাঘ্র বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১২
পালনাৎ সর্বভূতানাং স্বরাষ্ট্রপরিপালনাৎ।
দীক্ষা বহুবিধা রাজন্ সত্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৩
বেদাধ্যয়ননিত্যত্বং ক্ষমাথাচার্য্যপূজনম্।
অথোপাধ্যায়শুশ্রূষা ব্রহ্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৪
আহ্নিকং জপমানস্য দেবান্ পূজয়তঃ সদা।
ধর্মেণ পুরুষব্যাঘ্র ধর্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৫
মৃত্যুর্বা রক্ষণং বেত্তি যস্য রাজ্ঞো বিনিশ্চয়ঃ।
প্রাণদ্যূতে ততস্তস্য ব্রহ্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৬
অজিহ্মমশঠং মার্গং বর্তমানস্য ভারত।
সর্বদা সর্বভূতেষু ব্রহ্মাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৭
বানপ্রস্থেষু বিপ্রেষু ত্রৈবিদ্যেষু চ ভারত।
প্রযচ্ছতোঽর্থান্ বিপুলান্ বন্যাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ১৮
সর্বভূতেষ্বনুক্রোশং কুর্বতস্তস্য ভারত।
আনৃশংস্যপ্রবৃত্তস্য সর্বাবস্থং পদং ভবেৎ ॥ ১৯
বালবৃদ্ধেষু কৌন্তেয় সর্বাবস্থং যুধিষ্ঠির।
অনুক্রোশক্রিয়া পার্থ সর্বাবস্থং পদং ভবেৎ ॥ ২০
বলাৎকৃতেষু ভূতেষু পরিত্রাণং কুরূদ্বহ।
শরণাগতেষু কৌরব্য কুর্বন্ গার্হস্থ্যমাবসেৎ ॥ ২১

মাননীয় ব্যক্তিগণের সম্মান করেন, তাঁহার সর্ব্ব প্রকারেই সন্ন্যাস-আশ্রম হইতে পারে ॥ ৭

জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও মিত্রগণ বিশেষ বিপদাপন্ন হইলে যিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, তাঁহারই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পারে ॥৮

কুন্তীনন্দন! যিনি প্রধান প্রধান লোকের ও প্রধান প্রধান সন্ন্যাসি প্রভৃতির বার বার সৎকার করেন, তাঁহারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ৯

পৃথানন্দন! প্রতিদিন কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দন প্রভৃতি, পিতৃশ্রাদ্ধ, বলি বৈশ্বদেব—এই সকল কার্য্য যিনি প্রচুরভাবে করেন, তাঁহারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১০

রাজশ্রেষ্ঠ! যিনি বিভাগ করিয়া করিয়া প্রাণিগণকে ও অতিথিদিগকে অন্ন প্রভৃতি দান করেন, আর যিনি দেবতা পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১১

যথার্থ বিক্রমশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ! যিনি শিষ্টজনের উপকারের নিমিত্ত অন্যান্য রাজ্যের উপরে উৎপীড়ন করেন, সেই রাজারই বানপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১২

রাজন্! গৃহস্থাশ্রমে আপন রাজ্য রক্ষা ও বানপ্রস্থাশ্রমে হিংসা ত্যাগের পর নানাবিধ ব্রতারম্ভ হইতে পারে বলিয়া রাজার সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৩

যিনি প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন, ক্ষমা, গুরুকে দক্ষিণাদান ও গুরুর শুশ্রূষা করেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনাদি, ইষ্টমন্ত্র জপ, নিত্য দেবপূজা এই সকল কার্য্য যিনি ধর্ম্মোদ্দেশে করেন, তাঁহার গৃহস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৫

যে রাজা যুদ্ধে মৃত্যুই হউক কিম্বা সপক্ষ রক্ষাই হউক, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হন, সেই রাজারই সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৬

ভরতনন্দন! যিনি সর্ব্বদা সকল প্রাণীর উপরে সরল ও শঠতাবিহীন ব্যবহার করেন তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রম হইতে পারে ॥১৭

যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও বানপ্রস্থাশ্রমী ও ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ দান করেন, তাঁহার বাণপ্রস্থাশ্রম হইতে পারে ॥ ১৮

ভরতনন্দন! যিনি সমস্ত প্রাণীর উপরেই দয়া করেন এবং কোথাও নৃশংসতা করেন না, তাঁহার সকল আশ্রমই হইতে পারে ॥ ১৯

পৃথানন্দন যুধিষ্ঠির! যিনি সম্পদে বা বিপদে বালক বৃদ্ধের উপরে দয়া করেন তাঁহার সমস্ত আশ্রমই হইতে পারে ॥ ২০

কৌরবশ্রেষ্ঠ! কেহ বলপূর্ব্বক কোন প্রাণীর উপরে অত্যাচার করিতে লাগিলে এবং সেই অত্যাচারিত প্রাণী শরণাগত হইলে যিনি তাহাকে রক্ষা করেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য হন ॥ ২১

চরাচরাণাং ভূতানাং রক্ষণং চাপি সর্বশঃ।
যথার্হপূজাঞ্চ তথা কুর্বন্ গার্হস্থ্যমাবসেৎ ॥ ২২
জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠপত্নীনাং ভ্রাতৄণাং পুত্রনপ্তৄণাম্।
নিগ্রহানুগ্রহৌ পার্থ গার্হস্থ্যমিতি তৎ তপঃ ॥ ২৩
সাধূনামর্চনীয়ানাং পূজা সুবিদিতাত্মনাম্।
পালনং পুরুষব্যাঘ্র গৃহাশ্রমপদং ভবেৎ ॥ ২৪
আশ্রমস্থানি ভূতানি যস্য বেশ্মনি ভারত।
আদদীতেহ ভোজ্যেন গার্হস্থ্যং যুধিষ্ঠির ॥
যঃ স্থিতঃ পুরুষো ধর্মে ধাত্রা সৃষ্টে যথার্থবৎ।
আশ্রমাণাং হি সর্বেষাং ফলং প্রাপ্নোত্যনাময়ম্ ॥ ২৬
যস্মিন্ন নশ্যন্তি গুণাঃ কৌন্তেয় পুরুষে সদা।
আশ্রমস্থং তমপ্যাহুর্নরশ্রেষ্ঠং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৭
স্থানমানং কুলে মানং বয়োমানং তথৈব চ।
কুর্বন্ বসতি সর্বেষু হ্যাশ্রমেষু যুধিষ্ঠির ॥ ২৮
দেশধর্মাংশ্চ কৌন্তেয় কুলধর্মাংস্তথৈব চ।
পালয়ন্ পুরুষব্যাঘ্র রাজা সর্বাশ্রমী ভবেৎ ॥ ২৯
কালে বিভূতিং ভূতানামুপহারাংস্তথৈব চ।
অর্হয়ন্ পুরুষব্যাঘ্র সাধূনামাশ্রমে বসেৎ ॥ ৩০
দশধর্মগতশ্চাপি যো ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে।
সর্বলোকস্য কৌন্তেয় রাজা ভবতি সোঽহশ্রমী ॥ ৩১
যে ধর্মকুশলা লোকে ধর্মং কুর্বন্তি ভারত।
পালিতা যস্য বিষয়ে ধর্মাংশস্তস্য ভূপতে ॥ ৩২
ধর্মারামান্ ধর্মপরান্ যে ন রক্ষন্তি মানবান্।
পার্থিবাঃ পুরুষব্যাঘ্র তেষাং পাপং হরন্তি তে ॥ ৩৩
যে চাপ্যত্র সহায়াঃ স্যুঃ পার্থিবানাং যুধিষ্ঠির।
তে চৈবাংশহরাঃ সর্বে ধর্মে পরকৃতেঽনঘ ॥ ৩৪
সর্বাশ্রমপদেঽপ্যাহুর্গার্হস্থ্যং দীপ্তনির্ণয়ম্।
পাবং পুরুষব্যাঘ্র যং ধর্মং পর্যুপাস্মহে ॥ ৩৫
আত্মোপমস্তু ভূতেষু যো বৈ ভবতি মানবঃ।
ন্যস্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ প্রেত্যেহ লভতে সুখম্ ॥ ৩৬

যিনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণের রক্ষা ও তাঁহাদের যথাযোগ্য আদর করেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য হন ॥ ২২

পৃথানন্দন! জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পত্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্র ইহারা অন্যায় কার্য্য করিলে তিরস্কার এবং ভাল কার্য্য করিলে পুরস্কার যিনি করেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য হন এবং সেই কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে তপস্যা ॥ ২৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সুপ্রসিদ্ধ পূজনীয় সাধুগণের পূজা ও রক্ষা করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য ॥ ২৪

যুধিষ্ঠির! আপন বাড়ীতে বা ঘরে যে সকল প্রাণী থাকে খাদ্যবস্তু দান করিয়া যিনি তাহাদিগকে বশে রাখেন, তিনিই গৃহস্থ হইবার যোগ্য ॥ ২৫

বিধাতা ন্যায় অনুসারে যে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন; সেই ধর্ম্মে যিনি থাকেন, তিনি সমস্ত আশ্রমেরই অক্ষুণ্ণ ফল লাভ করেন ॥ ২৬

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! যে পুরুষের দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ কখনও বিনষ্ট হয় না, সেই পুরুষ গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও তাঁহাকে সকলে নরশ্রেষ্ঠ বলে ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির! যিনি স্থান, বংশ ও বয়সের অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারেন, তিনি সকল আশ্রমেই বাস করিতে সমর্থ হন ॥ ২৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন! যে রাজা আপন কৌলিক ধর্ম্ম এবং রাজ্যস্থিত অপর দশজনের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তিনি সমস্ত আশ্রমেই বাস করিবার যোগ্য হন ॥ ২৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যিনি যথা সময়ে সাধুজনের উন্নতি সাধন এবং সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহার দান করেন, তিনি যে কোন আশ্রমেই বাস করিতে পারেন ॥ ৩০

কুন্তীনন্দন! যিনি দেশীয় ধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও আপন রাজ্যের অন্তর্গত অন্য দেশীয় ধর্ম্মেরও পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনিই বাস্তবিক গৃহস্থ হইতে সমর্থ হন ॥ ৩১

ভরতনন্দন! জগতে যে রাজার রাজ্যে থাকিয়া এবং যে রাজার চেষ্টায় রক্ষিত হইয়া ধর্ম্মনিপুণ লোকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন সেই রাজার ও সেই ধর্ম্মের ষষ্ঠ অংশ লভ্য হইয়া থাকে ॥ ৩২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে রাজারা ধর্ম্মে নিরত ও ধর্ম্মপরায়ণ মানুষগণকে রক্ষা করেন না, সেই রাজারা সেই মানুষগণের পাপ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! মানুষ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে রক্ষা করা সম্বন্ধে যাঁহারা রাজাদের সহায় হন, তাঁহারাও সেই ধর্ম্মের অংশ পাইয়া থাকেন ॥ ৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা বলেন—আমরা যে গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মের সেবা করিতেছি, সমস্ত আশ্রমের মধ্যেই সেই গৃহস্থাশ্রম পবিত্র এবং উহার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নহে ॥ ৩৫

যে মানুষ নিজের মতই অন্যান্য প্রাণিগণের উপরেও ব্যবহার করে, কাহাকেও দমন করিবার ইচ্ছা করে না এবং সর্ব্বদাই

ধর্মে স্থিতা সত্ত্ববীর্য্যা ধর্মসেতুবটারকা।
ত্যাগবাতাধ্বগা শীঘ্রা নৌস্তং সন্তারয়িষ্যতি ॥ ৩৭
যদা নিবৃত্তঃ সর্বস্মাৎ কামো যোঽস্য হৃদি স্থিতঃ।
তদা ভবতি সত্ত্বস্থস্ততো ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ৩৮
সুপ্রসন্নস্তু ভাবেন যোগেন চ নরাধিপ।
ধর্মং পুরুষশার্দূল প্রাপ্স্যসে পালনে রতঃ ॥ ৩৯
বেদাধ্যয়নশীলানাং বিপ্রাণাং সাধুকর্মণাম্।
পালনে যত্নমাতিষ্ঠ সর্বলোকস্য চৈব হ ॥ ৪০
বনে চরন্তি যে ধর্মমাশ্রমেষু চ ভারত।
রক্ষণাৎ তচ্ছতগুণং ধর্মং প্রাপ্নোতি পার্থিবঃ ॥ ৪১
এষ তে বিবিধো ধর্মঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ কীর্তিতঃ।
অনুতিষ্ঠ ত্বমেনং বৈ পূর্বদৃষ্টং সনাতনম্ ॥ ৪২
চাতুরাশ্রম্যমৈকাগ্র্যং চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ পাণ্ডব
ধর্মং পুরুষশার্দূল প্রাপ্স্যসে পালনে রতঃ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি চাতুরাশ্রম্যবিধৌ ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬

ক্রোধকে দমন করিয়া রাখিতে পারে, সেই মনুষ্য ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ করে ॥ ৩৬

মানুষের যে চেষ্টারূপ নৌকা কোন নদরূপ ধর্ম্মে থাকে, নিজের সত্ত্বগুণরূপ নাবিকের শক্তি যে নৌকাচলন শক্তি উৎপাদন করে, শাস্ত্রই যে নৌকার বন্ধন রজ্জু হয়, দানরূপ বায়ুই যে নৌকাকে সঞ্চালন করে এবং যে নৌকা সংসারময় জলপথে সত্বর গমন করিয়া থাকে, সেই চেষ্টা নৌকাই সেই ধার্ম্মিক পুরুষকে সংসার-সাগর পার করিয়া দেয় ॥ ৩৭

মানুষের মনে যে যে কামনা থাকে, সে সমস্তই যখন সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি পাইয়া যায়, তখনই সেই মানুষ কেবল সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়; তাহার পর সে ব্রহ্মলাভ করে ॥ ৩৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি তিরোহিত হওয়ায় অথবা যোগাভ্যাস করায় তোমার চিত্ত যখন অত্যন্ত নির্ম্মল হইবে, তখনই তুমি প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকিয়াও যথার্থ ধর্ম্ম লাভ করিবে ॥ ৩৯

যুধিষ্ঠির! বেদাধ্যয়নকারী ও সৎকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের এবং অন্যান্য সমস্ত লোকের পালন বিষয়ে তুমি প্রধানভাবে যত্ন অবলম্বন কর ॥ ৪০

ভরতনন্দন! মানুষ বনে যাইয়া কিংবা ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া যে ধর্ম্ম সঞ্চয় করে, রাজা একমাত্র প্রজাপালন করিয়াই তাহার শতগুণ ধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪১

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই তোমার নিকট আমি নানাবিধ ধর্ম্মের বিষয় বলিলাম; এই সকল ধর্ম্ম চিরকাল চলিয়া আসিতেছে এবং প্রাচীন রাজারাও ইহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও এই সকল ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর ॥ ৪২

পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন! চারিটি আশ্রম গ্রহণ, ব্রহ্মে একাগ্রতা এবং চারিবর্ণের আপন আপন অনুষ্ঠানে যে ধর্ম্ম হয়, তুমি একমাত্র প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকিয়াই সেই ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিবে ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে চাতুরাশ্রমবিধিবিষয়ক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্যস্য রক্ষণায় সমুন্নতয়ে চ রাজ্ঞঃ প্রয়োজনকথনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।

চাতুরাশ্রম্যমুক্তং তে চাতুর্বর্ণ্যং তথৈব চ।
রাষ্ট্রস্য যৎ কৃত্যতমং ততো ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

রাষ্ট্রস্যৈতৎ কৃত্যতমং রাজ্ঞ এবাভিষেচনম্।
অনিন্দ্রমবলং রাষ্ট্রং দস্যবোঽভিভবন্ত্যুত ॥ ২
অরাজকেষু রাষ্ট্রেষু ধর্মো ন ব্যবতিষ্ঠতে।
পরস্পরঞ্চ খাদন্তি সর্বথা ধিগরাজকম্ ॥ ৩
ইন্দ্রমেব প্রবৃণুতে যদ্‌রাজানমিতি শ্রুতিঃ।
যথৈবেন্দ্রস্তথা রাজা সম্পূজ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৪
নারাজকেষু রাষ্ট্রেষু বস্তব্যমিতি রোচয়ে।
নারাজকেষু রাষ্ট্রেষু হব্যমগ্নির্বহত্যুত ॥ ৫
অথ চেদাভিবর্তেত রাজ্যার্থী বলবত্তরঃ।
অরাজকাণি রাষ্ট্রাণি হতবীর্য্যাণি বা পুনঃ ॥ ৬
প্রত্যুদ্‌গম্যাভিপূজ্যঃ স্যাদেতদত্র সুমন্ত্রিতম্।
ন হি পাপাৎ পরতরমস্তি কিঞ্চিদরাজকাৎ ॥ ৭
স চেৎ সমনুপশ্যেত সমগ্রং কুশলং ভবেৎ।
বলবান্ হি প্রকুপিতঃ কুর্য্যান্নিঃশেষতামপি ॥ ৮
ভূয়াংসং লভতে ক্লেশং যা গৌর্ভবতি দুর্দ্দুহা।
অথ যা সুদুহা রাজন্ নৈব তাং বিতুদন্ত্যপি ॥ ৯
যদতপ্তং প্রণমতে নৈতৎ সন্তাপমর্হতি।
যৎ স্বয়ং নমতে দারু ন তৎ সন্নাময়ন্ত্যপি ॥১০
এতয়োপময়া বীর সংনমেত বলীয়সে।
ইন্দ্রায় চ প্রণমতে নমতে যো বলীয়সে ॥ ১১
তস্মাদ্ রাজৈব কর্তব্যঃ সততং ভূতিমিচ্ছতা।
ন ধনার্থো ন দারার্থস্তেষাং যেষামরাজকম্ ॥ ১২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজ্যের রক্ষা ও সার্বিক উন্নতির জন্য রাজার প্রয়োজন কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! আপনি চারিটি আশ্রম ও চারিটি বর্ণের ধর্ম বলিয়াছেন, এখন রাজ্যসম্বন্ধে যাহা প্রধান কর্তব্য, তাহা আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজ্য সম্বন্ধে ইহাই প্রধান কর্তব্য যে, প্রথমে রাজ্যে কোন রাজাকে অভিষিক্ত করিতেই হইবে। কারণ, যে রাজ্যে রাজা না থাকেন এবং সৈন্যও না থাকে, দস্যুরা সেই রাজ্যে উপদ্রব করে ॥ ২

বিশেষতঃ অরাজক রাজ্যে ধর্ম থাকে না এবং লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে। অতএব অরাজক রাজ্যকে সকলেই ধিক্কার দেয় ॥ ৩

এইরূপ শুনা যায় যে, পূর্ব্বকালে দেবতারা ইন্দ্রকে রাজত্বে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেবতারা যেমন ইন্দ্রকে রাজত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তেমন উন্নতিকামী মানুষগণেরও কোন রাজাকে বরণ করা অবশ্যকর্তব্য ॥ ৪

আমি মনে করি—অরাজক রাজ্যে কাহারও বাস করা উচিত নহে। বিশেষতঃ অরাজক রাজ্যে অগ্নি যজ্ঞফল দান করেন না ॥ ৫

তারপর, যে সকল রাজ্যে রাজা ও সৈন্য সামন্ত থাকে না সেই সকল রাজ্য অধিকার করিবার জন্য যদি কোন প্রবল রাজা আগমন করেন; তাহা হইলে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া সম্মান পূর্ব্বক সেই রাজাকে গ্রহণ করাই তত্রত্য লোকদিগের উচিত। এই বিষয়ে ইহাই সুপরামর্শ কারণ, অরাজক রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা অধিক অনিষ্টজনক আর কিছুই নাই ॥ ৬-৭

তৎপরে সেই রাজা যদি তত্রত্য লোকদিগকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তাহা হইলে সেই লোকদিগের সকলদিকেই মঙ্গল হয়। পক্ষান্তরে প্রবলরাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সেই লোকদিগকে একেবারে নিঃশেষ করিয়াও ফেলিতে পারেন ॥ ৮

রাজন্! যে গরুর দুগ্ধদোহন করা কষ্টকর, সেই গরু গো-পালকের প্রহারে গুরুতর কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে, যে গরুর দুগ্ধ দোহন করায় কষ্ট হয় না, সেই গরুকে গো-পালকেরা ব্যথা দেয় না ॥ ৯

যে রাজা উৎপীড়িত না হইয়াই রাজার নিকট অবনত হয় সেই রাজ্য কখনও রাজার উৎপীড়ন ভোগ করিবার যোগ্য হয় না। দেখ, যে কাষ্ঠ আপনা আপনিই অবনত হয়, সেই কাষ্ঠকে কেহই অগ্নিতে সন্তপ্ত করেনা ॥ ১০

হে বীর! এই দৃষ্টান্ত অনুসারেই প্রবলের নিকট অবনত হইবে। যে মানুষ প্রবলের নিকটে অবনত সেই মানুষ ইন্দ্রের নিকটেই অবনত হইয়া থাকে। সুতরাং উহাতে কোন দোষ নাই ॥ ১১

অতএব উন্নতিকামী লোকদিগের একজনকে রাজা করা

প্রীয়তে হি হরন্ পাপঃ পরবিত্তমরাজকে।
যদাস্য উদ্ধরন্ত্যন্যে তদা রাজানমিচ্ছতি ॥ ১৩
পাপা হ্যপি তদা ক্ষেমং ন লভন্তে কদাচন।
একস্য হি দ্বৌ হরতো দ্বয়োশ্চ বহবোঽপরে ॥ ১৪
অদাসঃ ক্রিয়তে দাসো হ্রিয়ন্তে চ বলাৎ স্ত্রিয়ঃ।
এতস্মাৎ কারণাদ্ দেবাঃ প্রজাপালান্ প্রচক্রিরে ॥১৫
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে পৃথিব্যাং দণ্ডধারকঃ।
জলে মৎস্যানিবাভক্ষন্ দুর্বলান্ বলবত্তরাঃ ॥ ১৬
অরাজকাঃ প্রজা পূর্বং বিনেশুরিতি নঃ শ্রুতম্।
পরস্পরং ভক্ষয়ন্তো মৎস্যা ইব জলে কৃশান্ ॥১৭
সমেত্য তাস্ততশ্চক্রুঃ সময়ানিতি নঃ শ্রুতম্।
বাক্‌শূরো দণ্ডপরুষো যশ্চ স্যাৎ পারজায়িকঃ ॥ ১৮
যঃ পরস্বমথাদদ্যাৎ ত্যাজ্যা নস্তাদৃশা ইতি।
বিশ্বাসার্থঞ্চ সর্বেষাং বর্ণানামবিশেষতঃ।

অবশ্য কর্ত্তব্য; কারণ; যাহাদের রাজ্যে রাজা থাকেন না তাহাদের ধন বা ভার্য্যা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না ॥ ১২

পাপী লোক অরাজক রাজ্যে প্রথমে পরের ধন হরণ করিয়া সন্তোষ লাভ করে। তারপর যখন অন্য লোকেরা আবার তাহার সেই ধন হরণ করে, তখন সেই পাপী একজন রাজা চাহে ॥ ১৩

সেই পাপিষ্ঠেরাও তখন কোন প্রকারেই মঙ্গল লাভ করে না। কারণ দুইজনে মিলিয়া একজনের ধন হরণ করে, আবার অন্য বহু লোক মিলিয়া সেই দুইজনের ধন হরণ করিয়া থাকে ॥ ১৪

মানুষ বলপূর্ব্বক অদাস লোককে দাস করে এবং পরস্ত্রী হরণ করে। এই সকল কারণে দেবতারা পূর্ব্বকালে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে দিক্‌পাল করিয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজা যদি পৃথিবীতে লোকের দণ্ড না করিতেন, তাহা হইলে জলে মৎস্য যেমন দুর্ব্বল মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, তেমন প্রবল লোকেরা দুর্ব্বল লোকদিগকে ভক্ষণ করিত ॥ ১৬

মৎস্য যেমন জলে দুর্ব্বল মৎস্যগণকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বকালে অরাজক মানুষেরা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করিতে থাকিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল, ইহা আমাদের শুনা আছে। তারপর ইহাও আমাদের শুনা আছে যে, সেই মানুষেরা পরস্পর মিলিত হইয়া কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিল ॥ ১৭

যে লোক অত্যন্ত কটুভাষী, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর দণ্ডকারী; যে মানুষ পরস্ত্রীগামী এবং যে জন পরস্বাপহারী, সেই সকলপ্রকার লোক সামাজিক ব্যবহারে আমাদের পরিত্যাজ্য ॥ ১৮

তাস্তথা সময়ং কৃত্বা সময়েনাবতস্থিরে ॥ ১৯
সহিতাস্তাস্তদা জগ্মুরসুখার্তাঃ পিতামহম্।
অনীশ্বরা বিনশ্যামো ভগবন্নীশ্বরং দিশ ॥ ২০
যং পূজয়েম সম্ভূয় যশ্চ নঃ প্রতিপালয়েৎ।
ততো মনুং ব্যাদিদেশ মনুর্নাভিননন্দ তাঃ ॥ ২১

মনুরুবাচ।

বিভেমি কর্মণঃ পাপাদ্ রাজ্যং হি ভৃশদুস্তরম্।
বিশেষতো মনুষ্যেষু মিথ্যাবৃত্তেষু নিত্যদা ॥ ২২

ভীষ্ম উবাচ।

তমব্রুবন্ প্রজা মা ভৈঃ কর্তৄনেনো গমিষ্যতে।
পশূনামধিপঞ্চাশদ্ধিরণ্যস্য তথৈব চ ॥ ২৩
ধান্যস্য দশমং ভাগং দাস্যামঃ কোষবর্ধনম্।
কন্যাং শুল্কে চারুরূপাং বিবাহেষূদ্যতাসু চ ॥ ২৪

তাহার পর সেই প্রজারা সমস্ত বর্ণের বিশ্বাসের জন্য তাহাদের কোন বৈষম্য না রাখিয়া সেইরূপ নিয়ম করিয়া তদনুসারে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৯

কালক্রমে সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিলে তখন সেই প্রজারা উৎপীড়িত ও মিলিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিল (এবং তাঁহার নিকট নিবেদন করিল)—ভগবন্! আমাদের রাজা না থাকায় আমরা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতেছি। অতএব আমাদের একজন রাজা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন ॥ ২০

"আমরা সম্মিলিত হইয়া যাঁহাকে পূজা করিব এবং যিনি আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন।" তাহার পর ব্রহ্মা তাহাদের রাজা হইবার জন্য মনুকে আদেশ করিলেন; কিন্তু মনু আনন্দের সহিত সেই আদেশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ॥ ২১

মনু বলিলেন—আমি পাপ কার্য্যের ভয় করি। কারণ, রাজত্ব করা অতি দুষ্কর, বিশেষতঃ মনুষ্যেরা সর্ব্বদাই মিথ্যা ব্যবহার করে; সুতরাং তাহাদের রাজত্ব করা আরও দুষ্কর ॥ ২২

ভীষ্ম বলিলেন,—তখন প্রজারা মনুকে বলিল—আপনি ভীত হইবেন না। যাহারা পাপকার্য্য করে, তাহাদেরই পাপভাগী হইতে হয়। আমাদের পশু ও ধনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ আপনাকে দান করিব ॥ ২৩

আমরা যে ধান্য লাভ করিব, তাহার দশ ভাগের একভাগ আপনাকে দিব—ইহাতে আপনার রাজকোষ বর্দ্ধিত হইবে।

মুখ্যেন শস্ত্রপত্রেণ যে মনুষ্যাঃ প্রধানতঃ।
ভবন্তং তেঽনুযাস্যন্তি মহেন্দ্রমিব দেবতাঃ ॥ ২৫
স ত্বং জাতবলো রাজা দুষ্প্রধর্ষঃ প্রতাপবান্।
সুখে ধাস্যসি নঃ সর্বান্ কুবের ইব নৈর্ঋতান্ ॥ ২৬
যঞ্চ ধর্মং চরিষ্যন্তি প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য ত্বৎসংস্থং বৈ ভবিষ্যতি ॥ ২৭
তেন ধর্মেণ মহতা সুখং লব্ধেন ভাবিতঃ।
পাহ্যস্মান্ সর্বতো রাজন্ দেবানিব শতক্রতুঃ ॥ ২৮
বিজয়ায় হি নির্যাহি প্রতপন্ রশ্মিবানিব।
মানং বিধম শত্রূণাং জয়োঽস্তু তব সর্বদা ॥ ২৯
স নির্যযৌ মহাতেজা বলেন মহতা বৃতঃ।
মহাভিজনসম্পন্নস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব ॥ ৩০
তস্য দৃষ্ট্বা মহত্ত্বং তে মহেন্দ্রস্যেব দেবতাঃ।
অপতত্রসিরে সর্বে স্বধর্মে চ দধুর্মনঃ ॥ ৩১
ততো মহীং পরিযযৌ পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।
শময়ন্ সর্বতঃ পাপান্ স্বকর্মসু চ যোজয়ন্ ॥ ৩২
এবং যে ভূতিমিচ্ছেয়ুঃ পৃথিব্যাং মানবাঃ কচিৎ।
কুর্যু রাজানমেবাগ্রে প্রজানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৩৩
নমস্যেরংশ্চ তং ভক্ত্যা শিষ্যা ইব গুরুং সদা।
দেবা ইব চ দেবেন্দ্রং তত্র রাজানমন্তিকে ॥ ৩৪
সৎকৃতং স্বজনেনেহ পরোঽপি বহু মন্যতে।
স্বজনেন ত্ববজ্ঞাতং পরে পরিভবন্ত্যত ॥ ৩৫
রাজ্ঞঃ পরৈঃ পরিভবঃ সর্বেষামসুখাবহঃ।
তস্মাচ্ছত্রঞ্চ পত্রঞ্চ বাসাংস্যাভরণানি চ ॥ ৩৬
ভোজনান্যথ পানানি রাজ্ঞে দদ্যুর্গৃহাণি চ।
আসনানি চ শয্যাশ্চ সর্বোপকরণানি চ ॥ ৩৭

বিহাহে উদ্যত কন্যাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী একটি কন্যাকে রাজত্ব করার শুল্করূপে আপনাকে দান করিব ॥ ২৪

যে সকল মানুষ উত্তম অস্ত্র ও বাহন ব্যবহারে প্রধান, সেই সকল মানুষই যুদ্ধে দেবতারা যেমন ইন্দ্রের অনুসরণ করেন, সেইরূপ আপনার অনুসরণ করিবে ॥ ২৫

এই সৈন্যগণের সাহায্যে আপনি শক্তিশালী, প্রতাপান্বিত ও দুর্দ্ধর্ষ হইবেন। তখন কুবের যেমন রাক্ষসগণকে সুখভোগে স্থাপন করেন; তেমন আপনিও আমাদের সকলকে সুখভোগে স্থাপন করিবেন ॥ ২৬

আপনি রাজা হইয়া রক্ষা করিতে থাকিলে প্রজারা যে ধর্ম সঞ্চয় করিবে, তাহার চারিভাগের একভাগ আপনার হইবে ॥ ২৭

রাজন্! আপনি সেই অনায়াসলব্ধ বিশাল ধর্মদ্বারা—ইন্দ্র যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, তেমন আপনি আমাদিগকে সর্ব-প্রকারে রক্ষা করুন ॥ ২৮

আপনি সূর্য্যের ন্যায় শত্রুগণকে সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া বিজয়-লাভের জন্য নির্গত হউন এবং শত্রুগণের সম্মান বিনষ্ট করুন; সর্ব্বদা আপনার জয়লাভ হউক ॥ ২৯

তৎপরে অত্যন্ত তেজস্বী ও উচ্চবংশসম্ভূত মনু বিশাল সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আপন তেজে যেন জ্বলিতে থাকিয়া নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩০

পূর্ব্বকালে দেবতারা যেমন ইন্দ্রের মহত্ত্ব দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, তেমন মর্ত্তলোকবাসীরা সকলেই সেই মনুর মহত্ত্ব দেখিয়া ভীত হইল এবং আপন আপন ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিল ॥ ৩১

তদনন্তর মনু বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া সকল দিকের পাপ নিবৃত্তি এবং প্রজাগণকে আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে করিতে ভূমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ৩২

এইভাবে পৃথিবীতে যে কোন কালে যে কোন মানবসমাজ সম্পদ লাভ করিবার ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রথমেই প্রজাবর্গের উপরে অনুগ্রহ করাইবার জন্য কোন একজন উপযুক্ত লোককে রাজা করিবে ॥ ৩৩

শিষ্যেরা যেমন গুরুর নিকটে ও দেবতারা যেরূপ ইন্দ্রের সন্নিধানে অবনত থাকেন, তেমন প্রজারা রাজার নিকটে সর্ব্বদা অবনত থাকিবে ॥ ৩৪

কারণ, আত্মীয় লোকেরা যাঁহার সম্মান করে, অনাত্মীয় লোকেরাও তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে. আবার আত্মীয় লোকেরা যাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করে, অনাত্মীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি তিরস্কারই করিতে থাকে ॥ ৩৫

রাজার উপরে লোকের তিরস্কার সকল প্রজারই দুঃখ উৎপাদন করে। অতএব প্রজারা রাজাকে ছত্র, বাহন, বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য, পেয়, গৃহ, আসন, শয্যা ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার উপকরণ উপহার দান করিবে ॥ ৩৬-৩৭

গোপ্তা তস্মাদ্ দুরাধর্ষঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিতা
আভাষিতশ্চ মধুরং প্রত্যাভাষেত মানবান্ ৩৮
কৃতজ্ঞো দৃঢ়ভক্তিঃ স্যাৎ সংবিভাগী জিতেন্দ্রিয়ঃ
ঈক্ষিতঃ প্রতিবীক্ষেত মৃদু বল্গু চ সুষ্ঠু চ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাষ্ট্রে রাজকরণাবশ্যকত্বকথনে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

ঐ সকল উপহার দান করার পর দুর্দ্ধর্ষ রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া দাতাদিগের সহিত আলাপ করিবেন এবং প্রজারা মধুর সম্ভাষণ করিলে রাজা তাহাদের প্রতি মধুর সম্ভাষণ করিবেন ॥ ৩৮

রাজা কৃতজ্ঞ হইবেন, গুরুজনের প্রতি দৃঢ় ভক্তি করিবেন, অতিথি প্রভৃতিকে বিভাগ করিয়া করিয়া অন্ন দিবেন, জিতেন্দ্রিয় হইবেন এবং কেহ প্রসন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিলে রাজাও কোমল, সুন্দর ও সম্যক্ দৃষ্টিপাত করিবেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে রাজ্যে রাজকরণাবশ্যকত্ববিষয়ক ষটষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বসুমনসাঙ্গিরসয়োর্বৃত্তান্তমুল্লিখ্য নৃপাভাবে প্রজানাং ক্ষতেস্তদ্ভাবে তেষাং লাভস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কিমাহুর্দৈবতং বিপ্রা রাজানং ভরতর্ষভ।
মনুষ্যাণামধিপতিং তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃহস্পতিং বসুমনা যথা পপ্রচ্ছ ভারত ॥ ২
রাজা বসুমনা নাম কৌসল্যো ধীমতাং বরঃ।
মহর্ষি কিল পপ্রচ্ছ কৃতপ্রজ্ঞং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩
সর্বং বৈনয়িকং কৃত্বা বিনয়জ্ঞো বৃহস্পতিম্।
দক্ষিণানন্তরো ভূত্বা প্রণম্য বিধিপূর্বকম্ ॥ ৪
বিধিং পপ্রচ্ছ রাজ্যস্য সর্বলোকহিতে রতঃ।
প্রজানাং সুখমন্বিচ্ছন্ ধর্মশীলং বৃহস্পতিম্ ॥ ৫
বসুমনা উবাচ।
কেন ভূতানি বর্ধন্তে ক্ষয়ং গচ্ছন্তি কেন বা।
কমর্চন্তো মহাপ্রাজ্ঞ সুখমব্যয়মাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬
এবং পৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞঃ কৌশল্যেনামিতৌজসা।
রাজসৎকারমব্যগ্রং শশংসাস্মৈ বৃহস্পতিঃ ॥ ৭
বৃহস্পতিরুবাচ।
রাজমূলো মহাপ্রাজ্ঞ ধর্মো লোকস্য লক্ষ্যতে।
প্রজা রাজভয়াদেব ন খাদন্তি পরস্পরম্ ॥ ৮

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[বসুমনা ও আঙ্গিরসের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া রাজার অবর্ত্তমানে প্রজাগণের ক্ষতি এবং রাজার বিদ্যমানে তাহাদের লাভ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! পৃথিবীর দেবতা ব্রাহ্মণেরাও কি জন্য মানবাধিপতি রাজাকে দেবতা বলেন; তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন! "বসুমনা" এইরূপ নামধারী কোন রাজা পূর্ব্বকালে বৃহস্পতিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই প্রাচীন বৃত্তান্তরূপ এই ইতিহাসটি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই বিষয়ে উল্লেখ করেন ॥ ২

একদা সর্ব্ববিষয়ে লব্ধবুদ্ধি মহর্ষি বৃহস্পতি উপস্থিত হইলে, বুদ্ধিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ ও বিনয়-নিয়মাভিজ্ঞ কোশলদেশাধিপতি বসুমনা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাবিধানে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া রাজ্যশাসনের প্রকারসকল তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩-৪

সমস্ত লোকের হিতসাধনে নিরত বসুমনা প্রজাদের সুখ-সম্পাদন করিবার ইচ্ছা করিয়াই ধর্ম্মজ্ঞ বৃহস্পতির নিকট রাজ্য-শাসনের প্রকারগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৫

বসুমনা বলিলেন—"মহাপ্রাজ্ঞ দেবর্ষি! মানুষ কি করিয়া উন্নতি লাভ করে, কেনই বা অবনতি প্রাপ্ত হয়, কাহার সেবা করিয়াই বা স্থায়ী সুখ লাভ করে?" ৬

অমিততেজা কোশলাধিপতি বসুমনা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বৃহস্পতি তাহার নিকটে ধীরভাবে তৎকৃত সম্মানের প্রশংসা করিলেন ॥ ৭

বৃহস্পতি বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! দেখা যায় জগতের ধর্ম্মের মূল একমাত্র রাজা এবং রাজার ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না ॥ ৮

রাজা হ্যেবাখিলং লোকং সমুদীর্ণং সমুৎসুকম্।
প্রসাদয়তি ধর্মেণ প্রসাদ্য চ বিরাজতে ॥ ৯
যথা হ্যনুদয়ে রাজন্ ভূতানি শশি-সূর্য্যয়োঃ।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুরপশ্যন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ১০
যথা হ্যনুদকে মৎস্যা নিরাক্রন্দে বিহঙ্গমাঃ।
বিহরেয়ুর্যথাকামং বিহিংসন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১
বিমথ্যাতিক্রমেরংশ্চ বিষহ্যাপি পরস্পরম্।
অভাবমচিরেণৈব গচ্ছেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
এবমেব বিনা রাজ্ঞা বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
অন্ধে তমসি মজ্জেয়ুরগোপাঃ পশবো যথা ॥ ১৩
হরেয়ুর্বলবন্তোঽপি দুর্বলানাং পরিগ্রহান্।
হন্যুর্ব্যায়চ্ছমানাংশ্চ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৪
মমেদমিতি লোকেঽস্মিন্ ন ভবেৎ সম্পরিগ্রহঃ।
ন দারা ন চ পুত্রঃ স্যান্ন ধনং ন পরিগ্রহঃ।
বিষ্বগ্‌লোপঃ প্রবর্ত্তেত যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৫

মানুষ দুষ্কর্ম্মে উদ্যত কিংবা পরের অনিষ্টকরণে উৎসুক হইলে, রাজাই ধর্ম্ম অনুসারে তাহাকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সেইরূপ করিয়া আপন গুণে বিরাজমান থাকেন ॥ ৯

রাজন্! আকাশে চন্দ্র ও সূর্য্য না থাকিলে, প্রাণিগণ যেমন গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া যায় এবং পরস্পরকে দেখিতে পায় না, আবার যেমন অল্প জলে মৎস্যগণ এবং রক্ষকশূন্য বনে পক্ষিগণ ইচ্ছানুসারে পরস্পরকে হিংসা করিতে থাকিয়া বিচরণ করে, এইভাবে তাহারা কখনও অন্যকে প্রহারে কাতর কিংবা কখনও অন্যের প্রহার বিশেষভাবে সহ্য করিয়া চলিয়া যায়, এইরূপে অচিরকালমধ্যে তাহারা বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইরূপই রাজা থাকিলে রক্ষকবিহীন পশুগণের ন্যায় প্রজারা গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন ও বিনষ্ট হইয়া যাইত ॥ ১০-১৩

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রবলেরা দুর্ব্বলগণের দ্রব্য হরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে চেষ্টা করিতে থাকিলেও দুর্ব্বলগণকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ১৪

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে এই জগতে এই দ্রব্য আমার এবং এই স্ত্রী, পুত্র, অন্ন, ধন ও অন্যান্য বস্ত্র আমার এইরূপ ব্যবহার থাকে না। আর সকল দিকের সকল আত্মীয় ব্যবহার লোপ পাইয়া যায় ॥ ১৫

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে পাপিষ্ঠেরা পরের

যানং বস্ত্রমলঙ্কারান্ রত্নানি বিবিধানি চ।
হরেয়ুঃ সহসা পাপা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৬
পতেদ্ বহুবিধং শস্ত্রং বহুধা ধর্মচারিষু।
অধর্মঃ প্রগৃহীতঃ স্যাদ্ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৭
মাতরং পিতরং বৃদ্ধমাচার্য্যমতিথিং গুরুম্।
ক্লিশ্নীয়ুরপি হিংস্যুর্বা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৮
বধবন্ধপরিক্লেশো নিত্যমর্থবতাং ভবেৎ।
মমত্বঞ্চ ন বিন্দেয়ুর্যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ১৯
অন্তাশ্চাকাল এব স্যুর্লোকোঽয়ং দস্যুসাদ্ ভবেৎ।
পতেয়ুর্নরকং ঘোরং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২০
ন যোনিদোষো বর্ত্তেত ন কৃষির্ন বণিক্‌পথঃ।
মজ্জেদ্ ধর্মস্ত্রয়ী ন স্যাদ্ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২১
ন যজ্ঞাঃ সম্প্রবর্ত্তেয়ুর্বিধিবৎ স্বাপ্তদক্ষিণাঃ।
ন বিবাহাঃ সমাজো বা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২২

যান, বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানাবিধ রত্ন হরণ করিয়া লইয়া যায় ॥ ১৬

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাচারিগণের উপরেও নানাবিধ অস্ত্রপাত হইতে থাকে এবং সকলেই অধর্ম্মের আশ্রয় লইতে থাকে ॥ ১৭

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে দুর্জ্জনেরা মাতা, পিতা, বৃদ্ধ আচার্য্য, অতিথি ও অন্যান্য গুরুজনকে কষ্ট দেয়, এমন কি বিনষ্ট করিয়াও ফেলে ॥ ১৮

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সর্ব্বদাই ধনিগণের বধ, বন্ধন কিম্বা সর্ব্বতোভাবে কষ্ট হইতে থাকে এবং কেহই আপনার বস্তুতেও ইহা আমার এইরূপ ধারণা করিতে পারে না ॥ ১৯

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বহু লোকেরই অকালেই মৃত্যু হইতে থাকে, সকল লোকই দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়া যায় এবং সকলেই ঘোর নরকে গমন করে ॥ ২০

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচারে দোষ মনে করে না এবং কৃষি ও বাণিজ্য চলে না, ধর্ম্ম ডুবিয়া যায়, বেদও থাকে না ॥ ২১

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন যজ্ঞসকল যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হয় না। বিবাহের কোন নিয়ম থাকে না এবং সমাজের শৃঙ্খলাও উঠিয়া যায় ॥ ২২

ন বৃষাঃ সম্প্রবর্তেরন্ ন মথ্যেরংশ্চ গর্গরাঃ।
ঘোষাঃ প্রণাশং গচ্ছেয়ুর্যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৩
ত্রস্তমুদ্বিগ্নহৃদয়ং হাহাভূতমচেতনম্।
ক্ষণেন বিনশেৎ সর্বং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৪
ন সংবৎসরসত্রাণি তিষ্ঠেয়ুরকুতোভয়াঃ।
বিধিবদ্ দক্ষিণাবন্তি যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৫
ব্রাহ্মণাশ্চতুরো বেদান্ নাধীয়ীরংস্তপস্বিনঃ।
বিদ্যাস্নাতা ব্রতস্নাতা যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৬
ন লভেদ্ ধর্মসংশ্লেষং হতবিপ্রহতো জনঃ।
হর্তা স্বস্থেন্দ্রিয়ো গচ্ছেদ্ যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৭
হস্তাদ্ধস্তং পরিমুষেদ্ ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ।
ভয়ার্তং বিদ্রবেৎ সর্বং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৮
অনয়াঃ সম্প্রবর্তেরন্ ভবেদ্ বৈ বর্ণসঙ্করঃ।
দুর্ভিক্ষমাবিশেদ্ রাষ্ট্রং যদি রাজা ন পালয়েৎ ॥ ২৯

বিবৃত্য হি যথাকামং গৃহদ্বারাণি শেরতে।
মনুষ্যা রক্ষিতা রাজ্ঞা সমন্তাদকুতোভয়াঃ ॥ ৩০
নাক্রুষ্টং সহতে কশ্চিৎ কুতো বা হস্তলাঘবম্।
যদি রাজা ন সম্যগ্ গাং রক্ষয়ত্যপি ধার্মিকঃ ॥ ৩১
স্ত্রিয়শ্চাপুরুষা মার্গং সর্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
নির্ভয়াঃ প্রতিপদ্যন্তে যদি রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩২
ধর্মমেব প্রপদ্যন্তে ন হিংসন্তি পরস্পরম্।
অনুগৃহ্নন্তি চান্যোন্যং যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩৩
যজন্তে চ মহাযজ্ঞৈস্ত্রয়ো বর্ণাঃ পৃথগ্বিধৈঃ।
যুক্তাশ্চাধীয়তে বিদ্যাং যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩৪
বার্তামূলো হ্যয়ং লোকস্ত্রয্যা বৈ ধার্য্যতে সদা।
তৎ সর্বং বর্ততে সম্যগ্ যদা রক্ষতি ভূমিপঃ ॥ ৩৫
যদা রাজা ধুরং শ্রেষ্ঠামাদায় বহতি প্রজাঃ।
মহতা বলযোগেন তদা লোকঃ প্রসীদতি ॥ ৩৬

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বৃষগণ ধেনুগণের সঙ্গম করিতে পারে না। দধিমথনের পাত্র মথিত হয় না এবং গোপপল্লীসকল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সমস্ত লোকই ভীত, উদ্বিগ্ন ও অচেতনপ্রায় হইয়া হাহাকার করিতে থাকিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৪

রাজা যদি রক্ষা না করেন তাহা হইলে মানুষ দক্ষিণাযুক্ত বর্ষব্যাপী যজ্ঞসকল যথাবিধানে অকুতোভয়ে সম্পাদন করিতে পারে না ॥ ২৫

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তপস্বী, বিদ্বান্ ও ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা চারিটি বেদ অধ্যয়ন করিতে পারেন না ॥ ২৬

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, মানুষ আহত ও নিহত হইতে থাকায় কেহই ধর্মকার্য্যের সম্পর্কও লাভ করিতে পারে না এবং পরদ্রব্যহারী লোক সুস্থ চিত্তে চলিয়া যাইতে পারে ॥ ২৭

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে দস্যু ও তস্করেরা মানুষের হাতের বস্ত্রও কাড়িয়া লইতে পারে। সমাজের সমস্ত নিয়ম বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং সকলে ভয়ার্ত্ত হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে ॥ ২৮

রাজা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে মানুষেরা নীতি পরিত্যাগ করিয়া সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইতে থাকে এবং দুর্ভিক্ষ আসিয়া রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করে ॥ ২৯

আর রাজা যদি রক্ষা করিতে থাকেন, তাহা হইলে মানুষেরা সকল দিক্ হইতেই নির্ভয় চিত্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে রাত্রিতেও গৃহের দ্বারসকল উদ্ঘাটন করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে ॥ ৩০

পক্ষান্তরে ধার্মিক রাজা যদি পৃথিবী রক্ষা না করেন, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি পরের গালাগালি বা হস্ত প্রহার সহ্য না করিয়া পারে ? ৩১

আর রাজা যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলে সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত স্ত্রীগণও পুরুষদিগকে সঙ্গে না লইয়া নির্ভয়ে পথে গমনাগমন করিতে পারে ॥ ৩২

রাজা যখন রক্ষা করিতে থাকেন, তখন মানুষেরা ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে, পরস্পর হিংসা করে না এবং পরস্পরের সাহায্য করিতে থাকে ॥ ৩৩

রাজা যখন রক্ষা করিতে থাকেন, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন এবং অভিনিবিষ্ট হইয়া বিদ্যার অনুশীলন করিতেও সমর্থ হন ॥ ৩৪

লোকবৃত্তান্ত জানার গুণেই জগতের স্থিতি হয়। সুতরাং রাজা লোকবৃত্তান্তের হেতুভূত ত্রয়ী বিদ্যার দ্বারাই সর্বদা জগৎ রক্ষা করেন। আবার রাজা যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলেই সেই সমস্ত থাকিতে পারে ॥ ৩৫

রাজা যখন বিশাল শক্তির গুণে শ্রেষ্ঠ শাসন ভার গ্রহণ করিয়া প্রজা রক্ষা করিতে থাকেন, তখনই মানুষ প্রসন্নচিত্তে কালযাপন করে ॥ ৩৬

যস্তাভাবেন ভূতানামভাবঃ স্যাৎ সমন্ততঃ।
ভাবে চ ভাবো নিত্যং স্যাৎ কস্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥৩৭
তস্য যো বহতে ভারং সর্বলোকভয়াবহম্।
তিষ্ঠন্ প্রিয়হিতে রাজ্ঞ উভৌ লোকাবিমৌ জয়েৎ ॥৩৮
যস্তস্য পুরুষঃ পাপং মনসাপ্যনুচিন্তয়েৎ।
অসংশয়মিহ ক্লিষ্টঃ প্রেত্যাপি নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩৯
ন হি জাত্ববমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৪০
কুরুতে পঞ্চরূপাণি কালযুক্তানি যঃ সদা।
ভবত্যগ্নিস্তথাঽঽদিত্যো মৃত্যুর্বৈশ্রবণো যমঃ ॥ ৪১
যদা হ্যাসীদতঃ পাপান্ দহত্যুগ্রেণ তেজসা।
মিথ্যোপচরিতো রাজা তদা ভবতি পাবকঃ ॥ ৪২
যদা পশ্যতি চারেণ সর্বভূতানি ভূমিপঃ।
ক্ষেমঞ্চ কৃত্বা ব্রজতি তদা ভবতি ভাস্করঃ ॥ ৪৩

অশুচীংশ্চ যদা ক্রুদ্ধঃ ক্ষিণোতি শতশো নরান্।
সপুত্র-পৌত্রান্ সামাত্যাংস্তদা ভবতি সোঽন্তকঃ ॥৪৪
যদা ত্বধার্মিকান্ সর্বাংস্তীক্ষ্ণৈর্দণ্ডৈর্নিযচ্ছতি।
ধার্মিকাংশ্চানুগৃহ্লাতি ভবত্যথ যমস্তদা ॥৪৫
যদা তু ধনধারাভিস্তর্পয়ত্যুপকারিণঃ।
আচ্ছিনত্তি চ রত্নানি বিবিধান্যপকারিণাম্ ॥ ৪৬
শ্রিয়ং দদাতি কস্মৈচিৎ কস্মাচ্চিদপকর্ষতি।
তদা বৈশ্রবণো রাজল্লোঁকে ভবতি ভূমিপঃ ॥ ৪৭
নাস্যাপবাদে স্থাতব্যং দক্ষেণাক্লিষ্টকর্মণা।
ধর্মমাকাঙ্ক্ষতা লোকমীশ্বরস্যানসূয়তা ॥ ৪৮
ন হি রাজ্ঞঃ প্রতীপানি কুর্বন্ সুখমবাপ্নুয়াৎ।
পুত্রো ভ্রাতা বয়স্যো বা যদ্যপ্যাত্মসমো ভবেৎ ॥ ৪৯
কুর্য্যাৎ কৃষ্ণগতিঃ শেষং জ্বলিতোঽনিলসারথিঃ।
ন তু রাজাভিপন্নস্য শেষং কচন বিদ্যতে ॥ ৫০

যাঁহার অভাবে মানুষের সর্ব্বদাই সকলদিকেই অভাব চলিতে থাকে, আবার যিনি থাকিলে মানুষের সর্ব্বদাই সকল থাকে, কোন্ লোক সেই রাজার সম্মান না করে? ৩৭

যিনি সেই রাজার প্রীতি ও হিতসাধনে নিরত থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বলোকভয়াবহ শাসনভার বহন করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৮

আর যে লোক মনে মনেও সেই রাজার অনিষ্ট চিন্তা করে, সেই লোক নিশ্চয়ই ইহলোকে কষ্ট ভোগ করে এবং পরলোকেও নরকে যায় ॥ ৩৯

'ইনি ত একটি কেবল মানুষ' ইহা ভাবিয়া কখনও রাজার প্রতি অবজ্ঞা করিবে না। কারণ, ইনি একজন প্রধান দেবতা মানুষরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪০

যে রাজা সময় অনুসারে সর্ব্বদা পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করেন; সেই রাজা কখনও অগ্নি, কখনও সূর্য্য, কখনও মৃত্যু কখনও কুবের এবং কখনও যম হইয়া থাকেন ॥ ৪১

পাপিষ্ঠ লোকেরা রাজার সহিতও মিথ্যা প্রতারণা করে। তৎপরে রাজা তাহা জানিয়া সেই পাপিষ্ঠগণকে আনাইয়া যখন ভয়ঙ্কর তেজে তাহাদিগকে দগ্ধ করেন, তখন তিনি অগ্নি হন ॥ ৪২

যখন রাজা গুপ্তচর দ্বারা প্রজাগণকে যথাযথভাবে দর্শন করেন এবং মঙ্গল বিধান করিতে থাকিয়া রাজকার্য্য চালান, তখন তিনি সূর্য্য হন ॥ ৪৩

যখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া শত শত মহাপাপীকে পুত্র, পৌত্র ও অমাত্যগণের সহিত সংহার করেন, তখন তিনি মৃত্যুস্বরূপ হন ॥ ৪৪

রাজা যখন তীক্ষ্ণ দণ্ডদ্বারা সমস্ত অধার্ম্মিককে সৎপথে চালিত করেন এবং ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি যম (ধর্মরাজ) হন ॥ ৪৫

রাজন্! নৃপতি যখন অবিচ্ছিন্নভাবে ধন দান করিয়া উপকারিগণকে সন্তুষ্ট করেন, অপকারিগণের নিকট হইতে নানাবিধ রত্ন কাড়িয়া লন এবং কাহাকেও সম্পত্তি দান করেন আবার কাহারও নিকট হইতে সম্পত্তি হরণ করেন, তখন তিনি জগতে কুবের হন ॥ ৪৬-৪৭

যিনি সমস্ত কার্য্যে নিপুণ, অনায়াসে কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ, ধর্ম্ম ও স্বর্গ কামনা করেন এবং রাজার অসূয়া করেন না, তিনি রাজার অপবাদ করিবেন না ॥ ৪৮

রাজার পুত্র, ভ্রাতা ও সখা ইঁহারা যদিও রাজারই তুল্য তথাপি ইঁহারা রাজার প্রতিকূল কার্য্য করিয়া সুখ অনুভব করেন না। (সুতরাং উঁহারাও রাজার প্রতিকূল কার্য্য করিবেন না) ॥ ৪৯

বায়ুচালিত অগ্নিও দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন বস্তুর শেষ রাখেন; কিন্তু রাজা আক্রমণ করিয়া কোথাও কাহারও শেষ রাখেন না ॥ ৫০

তস্য সর্ব্বাণি রক্ষ্যাণি দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।
মৃত্যোরিব জুগুপ্সেত রাজস্বহরণান্নরঃ ॥ ৫১

নশ্যেদভিমৃশন্ সদ্যো মৃগঃ কূটমিব স্পৃশন্।
আত্মস্বমিব রক্ষেত রাজস্বমিহ বুদ্ধিমান্ ॥ ৫২

মহান্তং নরকং ঘোরমপ্রতিষ্ঠমচেতনম্।
পতন্তি চিররাত্রায় রাজবিত্তাপহারিণঃ ॥ ৫৩

রাজা ভোজো বিরাট্ সম্রাট্ ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চ্চিতুমর্হতি ॥ ৫৪

তস্মাদ্ বুভূষুর্নিয়তো জিতাত্মা নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মেধাবী স্মৃতিমান্ দক্ষঃ সংশ্রয়েত মহীপতিম্ ॥ ৫৫

কৃতজ্ঞং প্রাজ্ঞমক্ষুদ্রং দৃঢ়ভক্তিং জিতেন্দ্রিয়ম্।
ধর্ম্মনিত্যং স্থিতং নীত্যং মন্ত্রিণং পূজয়েন্নৃপঃ ॥ ৫৬

দৃঢ়ভক্তিং কৃতপ্রজ্ঞং ধর্ম্মজ্ঞং সংযতেন্দ্রিয়ম্।
শূরমক্ষুদ্রকর্ম্মাণং নিষিদ্ধজনমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৭

রাজা প্রগল্ভং কুরুতে মনুষ্যং
রাজা কৃশং বৈ কুরুতে মনুষ্যম্।
রাজাভিপন্নস্য কুতঃ সুখানি
রাজাভ্যুপেতং সুখিনং করোতি ॥ ৫৮

রাজা প্রজানাং প্রথমং শরীরং
প্রজাশ্চ রাজ্ঞোঽপ্রতিমং শরীরম্।
রাজ্ঞা বিহীনা ন ভবন্তি দেশা
দেশৈর্বিহীনা ন নৃপা ভবন্তি ॥৫৯

রাজা প্রজানাং হৃদয়ং গরীয়ো
গতিঃ প্রতিষ্ঠা সুখমুত্তমঞ্চ।
সমাশ্রিতা লোকমিমং পরঞ্চ
জয়ন্তি সম্যক্ পুরুষা নরেন্দ্র ॥ ৬০

নরাধিপশ্চাপ্যনুশিষ্য মেদিনীং
দমেন সত্যেন চ সৌহৃদেন।
মহদ্ভিরিষ্ট্বা ক্রতুভির্মহাযশা-
স্ত্রিবিষ্টপে স্থানমুপৈতি শাশ্বতম্ ॥ ৬১

মানুষ রক্ষণীয় রাজদ্রব্য দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে এবং মৃত্যুর ন্যায় রাজস্বহরণকে নিন্দা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্তি পাইবে ॥ ৫১

হরিণ যেমন মারণযন্ত্র স্পর্শ করিয়াই বিনষ্ট হয়, তেমন মানুষ হরণোদ্দেশ্যে রাজস্ব স্পর্শ করিয়াই বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ নিজের ধনের ন্যায় রাজার ধন রক্ষা করিবে ॥ ৫২

রাজস্বাপহারী লোকেরা বিশাল, ভীষণ, অস্থির ও চৈতন্য লোপকারী নরকে চিরকালের জন্য পতিত হইয়া থাকে ॥ ৫৩

রাজা, ভোজ, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি ও নৃপ এই সকল শব্দ দ্বারা মানুষ সর্ব্বদা যাঁহার স্তব করে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পূজা না করে? ৫৪

অতএব উন্নতিকামী, শাস্ত্রানুবর্ত্তী, সংযতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, মেধাবী, ধৈর্য্যশীল ও দক্ষ লোক অবশ্যই রাজার আশ্রয় লইবেন ॥ ৫৫

কৃতজ্ঞ, বিচক্ষণ, উদারচেতা, দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ মন্ত্রীকে রাজা সর্ব্বদাই সম্মান করিবেন ॥৫৬

দৃঢ়ভক্তিসম্পন্ন, যুদ্ধে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বৃহৎ কার্য্যসাধক এবং যিনি নিজের সাহায্য করিবার পক্ষে অন্য লোককে নিষেধ করেন, সেইরূপ একজন বীরপুরুষকে রাজা সেনাপতি করিবেন ॥৫৭

রাজা মানুষকে (নানাবিধ শিক্ষা দিয়া) চতুর করেন; রাজা মানুষকে ছোট ও বড় করিয়া থাকেন। রাজার রোষে পড়িলে কি করিয়া মানুষের সুখ হইতে পারে? কিন্তু রাজা আশ্রিত লোককে সুখীই করিয়া থাকেন ॥ ৫৮

রাজা প্রজাদের প্রধান শরীর; আবার প্রজারাও রাজার অতুলনীয় শরীর এবং রাজা ছাড়া রাজ্য হইতে পারে না; আবার রাজ্য ছাড়াও রাজা হইতে পারেন না ॥ ৫৯

কোশলরাজ! রাজা প্রজাদের প্রধান হৃদয়, উপায়, আশ্রয়-স্থান এবং প্রধান সুখের কারণ। অতএব প্রজারা রাজাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে সম্পদ এবং পরলোকে স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬০

আবার রাজাও ইন্দ্রিয়দমন, সত্য ব্যবহার ও প্রজারঞ্জন সহকারে পৃথিবী শাসন করিয়া এবং প্রধান প্রধান যজ্ঞানুষ্ঠানের গুণে অত্যন্ত যশস্বী হইয়া স্বর্গলোকে সনাতন স্থান লাভ করেন ॥ ৬১

স এবমুক্তোঽঙ্গিরসা কৌশল্যো রাজসত্তমঃ।
প্রযত্নাৎ কৃতবান্ বীরঃ প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি আঙ্গিরসবাক্যে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮

বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে, বীর ও রাজশ্রেষ্ঠ বসুমনা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে আঙ্গিরসের বাক্যবিষয়ক অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মুখ্যকর্ত্তব্যানাং দণ্ডনীত্যা যুগনির্ম্মাণস্য চ বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পার্থিবেন বিশেষেণ কিং কার্য্যমবশিষ্যতে।
কথং রক্ষ্যো জনপদঃ কথং জেয়াশ্চ শত্রবঃ ॥ ১
কথঞ্চারং প্রযুঞ্জীত বর্ণান্ বিশ্বাসয়েৎ কথম্।
কথং ভৃত্যান্ কথং দারান্ কথং পুত্রাংশ্চ ভারত ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

রাজবৃত্তং মহারাজ শৃণুষ্বাবহিতোঽখিলম্।
যৎ কার্য্যং পার্থিবেনাদৌ পার্থিবপ্রকৃতেন বা ॥৩
আত্মা জেয়ঃ সদা রাজ্ঞা ততো জেয়াশ্চ শত্রবঃ।
অজিতাত্মা নরপতির্বিজয়েত কথং রিপূন্ ॥ ৪
এতাবানাত্মবিজয়ঃ পঞ্চবর্গবিনিগ্রহঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো নরপতির্বাধিতুং শক্নুয়াদরীন্ ॥ ৫
ন্যসেত গুল্মান্ দুর্গেষু সন্ধৌ চ কুরুনন্দন।
নগরোপবনে চৈব পুরোদ্যানেষু চৈব হ ॥ ৬
সংস্থানেষু চ সর্বেষু পুরেষু নগরেষু চ।
মধ্যে চ নরশার্দূল তথা রাজনিবেশনে ॥ ৭
প্রণিধীংশ্চ ততঃ কুর্য্যাজ্জড়ান্ধবধিরাকৃতীন্ :
পুংসঃ পরীক্ষিতান্ প্রাজ্ঞান্ ক্ষুৎপিপাসাশ্রমক্ষমান্ ॥৮
অমাত্যেষু চ সর্বেষু মিত্রেষু বিবিধেষু চ।
পুত্রেষু চ মহারাজ প্রণিদধ্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৯
পুরে জনপদে চৈব তথা সামন্তরাজসু।
যথা ন বিদ্যুরন্যোন্যং প্রণিধেয়াস্তথা হি তে ॥১০

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজার প্রধান কর্ত্তব্যসকল ও দণ্ডনীতির দ্বারা যুগনির্ম্মাণের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—রাজার কর্ত্তব্য আর কি অবশিষ্ট আছে? কি প্রকারেই বা রাজা জনপদ রক্ষা করিবেন? এবং কি ভাবেই বা শত্রুগণকে জয় করিবেন? ১

ভরতনন্দন! রাজা কি প্রকারে প্রজাদের মধ্যে গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন? এবং কি প্রকারেই বা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, ভৃত্যগণ, আত্মজ ও স্ত্রীগণের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইবেন? ২

ভীষ্ম বলিলেন—'মহারাজ! তুমি মনোযোগী হইয়া রাজার সমস্ত ব্যবহারের কথা শ্রবণ কর এবং প্রথমে রাজার ও তাঁহার অমাত্যগণের যাহা করণীয়, তাহা শ্রবণ কর। ৩

রাজা প্রথমে আপনাকে জয় করিবেন; তাহার পরেই শত্রুগণকে জয় করিবার চেষ্টা করিবেন। যিনি আপনাকে জয় করেন নাই, সেই রাজা কিরূপে শত্রুজয়ে সমর্থ হইবেন? ৪

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে যে জয় করে, তাহার নামই আত্মজয়। জিতেন্দ্রিয় রাজাই শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন ॥ ৫

নরশ্রেষ্ঠ কৌরবনন্দন! দুর্গ, রাজ্যসীমান্ত, রাজধানীর উদ্যান, রাজবাটীস্থ উপবন, নগরপালগণের অবস্থান দেশ, স্বরাজ্যস্থ অন্য নগর, রাজান্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং রাজার উৎসব ভবন—এই সকল স্থানে রাজা সৈন্য স্থাপন করিবেন ॥৬-৭

যাহারা নির্ব্বোধ, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় থাকে, যাহারা ক্ষুধা, পিপাসা ও পরিশ্রম সহনশীল এবং যাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া সত্যবাদিতাদি গুণসম্পন্ন বলিয়া জানা গিয়াছে, সেই সকল বিচক্ষণ মানুষকে রাজা গুপ্তচর নিযুক্ত করিবেন ॥ ৮

মহারাজ! রাজা একাগ্রচিত্ত হইয়া অমাত্যবর্গ, নানাবিধ মিত্র ও পুত্রগণের নিকট গুপ্তচর প্রেরণ করিবেন ॥ ৯

রাজন্! রাজধানী ও রাজ্যমধ্যে এবং সামন্ত নৃপতিগণের নিকটে গুপ্তচর নিয়োগ করিবেন। গুপ্তচরেরা যাহাতে পরস্পরকে চিনিতে না পারে, রাজা সেই ব্যবস্থাও করিবেন ॥১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আবার রাজা ক্রয়-বিক্রয় স্থান, লোকের

চারাংশ্চ বিদ্যাৎ প্রহিতান্ পরেণ ভরতর্ষভ।
আপণেষু বিহারেষু সমাজেষু চ ভিক্ষুষু ॥ ১১
আরামেষু তথোদ্যানে পণ্ডিতানাং সমাগমে।
দেশেষু চত্বরে চৈব সভাস্বাবসথেষু চ ॥ ১২
এবং বিচিনুয়াদ্ রাজা পরচারং বিচক্ষণঃ।
চারে হি বিদিতে পূর্ব্বং হিতং ভবতি পাণ্ডব ॥ ১৩
যদা তু হীনং নৃপতির্বিদ্যাদাত্মানমাত্মনা।
অমাত্যৈঃ সহ সম্মন্ত্র্য কুর্য্যাৎ সন্ধিং বলীয়সা ॥ ১৪
(বিদ্বাংসঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ।
দণ্ডনীতৌ তু নিষ্পন্না মন্ত্রিণঃ পৃথিবীপতে ॥
প্রষ্টব্যো ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বং নীতিশাস্ত্রস্য তত্ত্ববিৎ।
পশ্চাৎ পৃচ্ছেত ভূপালঃ ক্ষত্রিয়ং নীতিকোবিদম্ ॥
বৈশ্য-শূদ্রৌ তথা ভূয়ঃ শাস্ত্রজ্ঞৌ হিতকারিণৌ।)
অজ্ঞায়মানে হীনত্বে সন্ধিং কুর্য্যাৎ পরেণ বৈ।
লিপ্সুর্বা কঞ্চিদেবার্থং ত্বরমাণো বিচক্ষণঃ ॥ ১৫
গুণবন্তো মহোৎসাহা ধর্ম্মজ্ঞাঃ সাধবশ্চ যে।
সন্দধীত নৃপস্তৈশ্চ রাষ্ট্রং ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥ ১৬
উচ্ছিদ্যমানমাত্মানং জ্ঞাত্বা রাজা মহীপতিঃ।
পূর্ব্বাপকারিণো হন্যাল্লোকদ্বিষ্টাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৭
যো নোপকর্ত্তুং শক্নোতি নাপকর্ত্তুং মহীপতিঃ।
ন শক্যরূপশ্চোদ্ধর্ত্তুমুপেক্ষ্যস্তাদৃশো ভবেৎ ॥ ১৮
যাত্রায়াং যদি বিজ্ঞাতমনাক্রন্দমনন্তরম্।
ব্যাসক্তঞ্চ প্রমত্তঞ্চ দুর্ব্বলঞ্চ বিচক্ষণঃ ॥ ১৯
যাত্রামাজ্ঞাপয়েদ্ বীরঃ কল্যঃ পুষ্টবলঃ সুখী ;
পূর্ব্বং কৃত্বা বিধানঞ্চ যাত্রায়াং নগরে তথা ॥ ২০
ন চ বশ্যো ভবেদস্য নৃপো যশ্চাতিবীর্য্যবান্।
হীনশ্চ বল-বীর্য্যাভ্যাং কর্ষয়ংস্তৎপরো বসেৎ ॥ ২১
রাষ্ট্রঞ্চ পীড়য়েৎ তস্য শস্ত্রাগ্নিবিষমূর্চ্ছনৈঃ।
অমাত্যবল্লভানাঞ্চ বিবাদাংস্তস্য কারয়েৎ ॥ ২২

বিচরণ স্থান, লোকসমাজ ও ভিক্ষুকগণের নিকটে অন্ত বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া গুপ্তচরেরা কি করে তাহাও জানিবেন ॥ ১১

পাণ্ডুনন্দন! নিজের কৃত্রিম উপবন, সাধারণ উপবন, পণ্ডিত-সম্মেলন, সাধারণ লোক সমাগম স্থান, উৎসব স্থান, সভা এবং প্রধান গৃহ এই সকল স্থানে গুপ্তচর পাঠাইয়া বিচক্ষণ রাজা বিপক্ষের গুপ্তচরের সন্ধান লইবেন। কারণ বিপক্ষের গুপ্তচর-দিগকে পূর্ব্বে জানিতে পারিলে বিশেষ হিত হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ১২-১৩

রাজা যখন নিজেই নিজেকে বিপক্ষ অপেক্ষায় ন্যূন বুঝিতে পারিবেন; তখন তিনি মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রবল বিপক্ষের সঙ্গে সন্ধি করিবেন ॥ ১৪

(পৃথিবীপতে! বিদ্বান্ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যদি দণ্ডনীতির জ্ঞানে নিপুণ হন্, তবে তাঁহাদিগকে মন্ত্রী করা উচিত। প্রথমে নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কোন কার্য্যের জন্য পরামর্শ চাহিবেন। ইহার পর পৃথিবীপালক নরপতির উচিত হইল—নীতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট অভীষ্ট বিষয়ে সেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা। তাহার পর নিজের হিতে নিরত শাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য ও শূদ্রের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।)

আবার নিজের ন্যূনত্ব বুঝিতে না পারিলেও বিচক্ষণ রাজা অন্য কোন বিষয় লাভ করিবার জন্য বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিবেন ॥ ১৫

রাজা ধর্ম্ম অনুসারে আপন রাজ্য পালন করিতে থাকিয়া গুণবান্ মহোৎসাহসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও সাধুদিগের সহিত সন্ধি করিবেন ॥ ১৬

নিজে উচ্ছিন্ন হইতেছেন ইহা বুঝিয়া রাজা (যে কোন ভাবেই পারুন না কেন) পূর্ব্বাপকারী লোকবিদ্বিষ্ট লোকদিগকে হত্যা করিবেন ॥ ১৭

যে রাজা উপকার করিতেও পারেন না কিম্বা অপকার করিতেও সমর্থ হন না, অথচ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কবশতঃ উচ্ছেদ করিবারও যোগ্য নহেন, তাদৃশ রাজাকে উপেক্ষা করাই উচিত ॥ ১৮

বিচক্ষণ রাজা সন্নিহিত যুদ্ধান্তর ব্যাপৃত, অনবহিত ও দুর্ব্বল বিপক্ষ রাজাকে জয় করিবার জন্য কোলাহল প্রভৃতি না করিয়া অজ্ঞাতভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবেন ॥ ১৯

বীর ও যুদ্ধে পটু রাজা প্রথমে আপন রাজধানীর রক্ষা সম্পাদন করত বলীয়ান্ ও উৎফুল্লচিত্ত হইয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধ-যাত্রার আদেশ করিবেন ॥ ২০

যে রাজা অত্যন্ত বলশালী তিনি কখনও পরের বশীভূত হন না, কিন্তু যিনি অতিশয় বলবীর্য্যশালী নহেন, সেই রাজাকে উৎপীড়ন করিতে থাকিয়া এবং তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া জিগীষু রাজা অবস্থান করিবেন ॥ ২১

সেই জিগীষু রাজা উপযুক্ত লোক দ্বারা অস্ত্র, অগ্নি, বিষ ও মোহজনক বস্তু প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাজার রাজ্যমধ্যে উৎপীড়ন করিতে থাকিবেন এবং সেই রাজার অমাত্য ও বন্ধুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে চেষ্টা করিবেন ॥ ২২

বর্জনীয়ং সদা যুদ্ধং রাজ্যকামেন ধীমতা ।
উপায়ৈস্ত্রিভিরাদানমর্থস্যাহ বৃহস্পতিঃ ॥২৩
সান্ত্বেন তু প্রদানেন ভেদেন চ নরাধিপ ;
যদর্থং শক্নুয়াৎ প্রাপ্তুং তেন তুষ্যেত পণ্ডিতঃ ॥ ২৪
আদদীত বলিঞ্চাপি প্রজাভ্যঃ কুরুনন্দন ।
স ষড্‌ভাগমপি প্রাজ্ঞস্তাসামেবাভিগুপ্তয়ে ॥ ২৫
দশধর্মগতেভ্যো যদ্ বসু বহ্বল্পমেব চ ।
তন্নাদদীত সহসা পৌরাণাং রক্ষণায় বৈ ॥ ২৬
যথা পুত্রাস্তথা পৌত্রা দ্রষ্টব্যাস্তে ন সংশয়ঃ ।
ভক্তিশ্চৈষাং ন কর্তব্যা ব্যবহারে প্রদর্শিতে ॥ ২৭
শ্রোতুং চৈব ন্যসেদ্ রাজা প্রাজ্ঞান্ সর্বার্থদাশনঃ ।
ব্যবহারেষু সততং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ২৮
আকরে লবণে শুল্কে তরে নাগবলে তথা ।
ন্যসেদমাত্যান্ নৃপতিঃ স্বাপ্তান্ বা পুরুষান্ হিতান্ ॥২৯
সম্যগ্‌দণ্ডধরো নিত্যং রাজা ধর্মমবাপ্নুয়াৎ ।
নৃপস্য সততং দণ্ডঃ সম্যগ্ ধর্মঃ প্রশস্যতে ॥ ৩০
বেদবেদাঙ্গবিৎ প্রাজ্ঞঃ সুতপস্বী নৃপো ভবেৎ ।
দানশীলশ্চ সততং যজ্ঞশীলশ্চ ভারত ॥ ৩১
এতে গুণাঃ সমস্তাঃ স্যুর্নৃপস্য সততং স্থিরাঃ
ব্যবহারলোপে নৃপতেঃ কুতঃ স্বর্গঃ কুতো যশঃ ॥ ৩২
যদা তু পীড়িতো রাজা ভবেদ্ রাজ্ঞা বলীয়সা ।
তদাভিসংশ্রয়েদ্ দুর্গং বুদ্ধিমান্ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৩
বিধাবাক্রম্য মিত্রাণি বিধানমুপকল্পয়েৎ
সামভেদান্ বিরোধার্থং বিধানমুপকল্পয়েৎ ॥ ৩৪
ঘোষান্ ন্যসেত মার্গেষু গ্রামানুত্থাপয়েদপি ।
প্রবেশয়েচ্চ তান্ সর্বান্ শাখানগরকেষ্বপি ॥ ৩৫

বৃহস্পতি বলেন—রাজ্যকামী বুদ্ধিমান্ রাজা সর্ব্বদাই যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন ; কিন্তু সাম, দান ও ভেদ এই তিনটি উপায় দ্বারাই স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন ॥ ২৩

বুদ্ধিমান্ রাজা সাম, দান ও ভেদ এই তিনটি উপায় দ্বারা যে স্বার্থসাধন করিতে পারিবেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন ॥ ২৪

কৌরবনন্দন ! মেধাবী রাজা প্রজাগণকেই রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর উৎপন্ন শস্য প্রভৃতির ছয় ভাগের এক ভাগ কর গ্রহণ করিবেন ॥ ২৫

রাজ্যমধ্যে যে সকল দস্যু, তস্কর, প্রবঞ্চক, শঠ, লম্পট, মত্ত, উন্মত্ত, দ্যূতকার, কৃত্রিমলেখক (জালীয়াৎ) ও উৎকোচগ্রাহী (ঘুষখোর) থাকে, তাহাদের অধিক ধনই থাক বা অল্প ধনই থাক, রাজা পুরবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য সেই দস্যু প্রভৃতির নিকট হইতে দণ্ডরূপে (জরিমানা স্বরূপ) সেই ধন গ্রহণ করিবেন ॥ ২৬

রাজা অবশ্যই পুরবাসিগণকে পুত্রের ন্যায় দেখিবেন ; কিন্তু উহাদের কোন ব্যবহার উত্থাপিত (মোকদ্দমা রুজু) হইলে তখন ভালবাসাবশতঃ কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিবেন না ॥ ২৭

রাজা প্রজাদের ব্যবহারে (মোকদ্দমায়) বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি প্রত্যুক্তি শুনিবার জন্য সুপণ্ডিত ও সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ লোকদিগকে বিচারকভাবে নিযুক্ত করিবেন। কেননা ঐ সকল বিচারের উপরেই রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে ॥ ২৮

স্বর্ণ প্রভৃতির খনি, লবণোৎপত্তি স্থান, শুল্কগ্রহণ স্থান, নদী প্রভৃতি পার করিবার স্থান এবং বন্য হস্তী ধরিবার স্থানে রাজগ্রাহ্য কর আদায় করিবার জন্য রাজা নিজের বিশ্বস্ত ও হিতৈষী মন্ত্রিগণকে কিম্বা অপর লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২৯

রাজা সর্ব্বদা অপরাধানুসারে দণ্ডবিধান করিতে থাকিয়া ধর্ম্ম লাভই করেন। রাজা সর্ব্বদা যে দণ্ড বিধান করেন, তাহাই তাঁহার সমীচীন রাজধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মেরই সকলে প্রশংসা করে ॥ ৩০

ভরতনন্দন ! রাজা বেদবেদাঙ্গবিৎ, বিচক্ষণ, অত্যন্ত তপস্বী এবং সর্ব্বদা দানশীল ও যজ্ঞানুষ্ঠায়ী হইবেন ॥ ৩১

এই গুণগুলি সমস্তই রাজার সর্ব্বদা স্থির থাকিবে ; আর রাজার যদি ন্যায় বিচার না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বর্গ ই বা হইবে কেন ? যশই বা হইবে কেন ? ৩২

যখন কোন প্রবল রাজা আসিয়া দুর্গ-শূন্য স্থানে রাজাকে যুদ্ধে উৎপীড়ন করেন, তখন সেই উৎপীড়িত রাজা বুদ্ধিমান্ হইলে অবশ্যই তিনি কোন দুর্গ আশ্রয় করিবেন ॥ ৩৩

সেই পীড়িত রাজা স্বার্থসাধনের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রবল রাজার মিত্রগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের দ্বারা সন্ধি করাইবেন। কিম্বা তাহাদের মধুর বাক্য দ্বারা প্রবল রাজাকে নিবৃত্ত করাইবেন, অথবা তাহাদের মধ্যে ভেদ ঘটাইবেন, কিম্বা যুদ্ধেরই সুবিধার উপায় করিবেন ॥ ৩৪

উক্ত চারিটি কল্পই সম্ভবপর না হইলে সেই পীড়িত রাজা আপন রাজ্যের গোপ প্রভৃতি ইতরজনকে আনয়ন করিয়া নিজের রাজধানীর রাজপথ প্রভৃতির স্থানে রাখিবেন এবং রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ লোকদিগকে উঠাইয়া দিবেন। তাহার পর আবার তাহাদের সকলকে রাজধানীর শাখানগরে (সহরতলীতে) বাস করাইবেন ॥ ৩৫

(দেবানামাশ্রয়াশ্চৈত্ত্যা যক্ষ-রাক্ষস-ভোগিনাম্।
পিশাচ-পন্নগানাঞ্চ গন্ধর্ব্বাপ্সরসামপি।
রৌদ্রাণাং চৈব ভূতানাং তস্মাত্তান্ পরিবর্জয়েৎ॥
শ্রূয়তে হি নিকুম্ভেন সৌদাসস্য বলং হতম্।
মহেশ্বরগণেশেন বরাণস্যাং নরাধিপ॥)
যে গুপ্তাশ্চৈব দুর্গাশ্চ দেশাস্তেষু প্রবেশয়েৎ।
ধনিনো বলমুখ্যাংশ্চ সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥ ৩৬
শস্যাভিহারং কুর্য্যাচ্চ স্বয়মেব নরাধিপঃ।
অসম্ভবে প্রবেশস্য দহেদ্ দাবাগ্নিনা ভৃশম্॥ ৩৭
ক্ষেত্রস্থেষু চ শস্যেষু শত্রোরুপজয়েন্নরান্।
বিনাশয়েদ্ বা তৎ সর্বং বলেনাথ স্বকেন বা॥ ৩৮
নদীমার্গেষু চ তথা সংক্রমানবসাদয়েৎ।
জলং বিস্রাবয়েৎ সর্বমবিস্রাব্যঞ্চ দূষয়েৎ॥ ৩৯

তদাত্বেনায়ত্যাঞ্চিশ্চ নিবসেদ্ ভূম্যনন্তরম্।
প্রতীঘাতং পরস্যাজৌ মিত্রকার্য্যেঽপ্যুপস্থিতে॥ ৪০
দুর্গাণাং চাভিতো রাজা মূলচ্ছেদং প্রকারয়েৎ।
সর্বেষাং ক্ষুদ্রবৃক্ষাণাং চৈত্যবৃক্ষান্ বিবর্জয়েৎ॥ ৪১
প্রবৃদ্ধানাঞ্চ বৃক্ষাণাং শাখাং প্রচ্ছেদয়েৎ তদা।
চৈত্যানাং সর্বথা ত্যাজ্যমপি পত্রস্য পাতনম্॥ ৪২
প্রগণ্ডীঃ কারয়েৎ সম্যগাকাশজননীস্তদা।
আপূরয়েচ্চ পরিখাং স্থাণু-নক্র-ঝষাকুলাম্॥ ৪৩
সঙ্কটদ্বারকাণি স্যুরুচ্ছ্বাসার্থং পুরস্য চ।
তেষাঞ্চ দ্বারবদ্ গুপ্তিঃ কার্য্যা সর্বাত্মনা ভবেৎ॥ ৪৪
দ্বারেষু চ গুরূণ্যেব যন্ত্রাণি স্থাপয়েৎ সদা।
আরোপয়েচ্ছতঘ্নীশ্চ স্বাধীনানি চ কারয়েৎ॥ ৪৫
কাষ্ঠানি চাভিহার্য্যাণি তথা কূপাংশ্চ খানয়েৎ।
সংশোধয়েৎ তথা কূপান্ কৃতপূর্বান্ পয়োঽর্থিভিঃ॥৪৬

এবং সেই পীড়িত রাজা মধুর বাক্যে বার বার আশ্বস্ত করিয়া রাজধানীর ধনিগণ ও প্রধান সৈন্যগণকে রাজ্যের যে কোন দুর্গে লইয়া স্থাপন করিবেন॥ ৩৬

সেই পীড়িত রাজা নিজেই তত্ত্বাবধান করিয়া সম্পন্ন শস্যসকল সেই দুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইবেন। সেইভাবে প্রবেশ করান অসম্ভব হইলে প্রবল অগ্নিদ্বারা সেই শস্যগুলিকে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন॥ ৩৭

আর সেই শস্যসকল ক্ষেত্রে থাকিলে সেইগুলির গ্রহণবিষয়ে শত্রুপক্ষের লোকদিগের মতভেদ জন্মাইবেন; তাহা না পারিলে আপন সৈন্যগণ দ্বারাই সেইগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন॥ ৩৮

আর রাজ্যের নদীপথের সেতুগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবেন এবং নদীর জল সরাইয়া ফেলিবেন। কিংবা সরাইতে না পারিলে বিষ নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল জলকে মারাত্মকভাবে দূষিত করিয়া রাখিবেন॥ ৩৯

মিত্রের কার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া সেই পীড়িত রাজা তৎকালে এবং তাহার পরবর্ত্তী কালে যুদ্ধে সেই প্রবল রাজার আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া সেই দুর্গ মধ্যেই বাস করিবেন॥ ৪০

ক্রমে সেই পীড়িত রাজা আপন অধিষ্ঠিত দুর্গগুলির সকল দিকে অবস্থিত সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষছেদন করাইবেন। কিন্তু দেব-বৃক্ষগুলিকে ছেদন করাইবেন না॥ ৪১

আর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের শাখা ছেদন করাইবেন। কিন্তু দেব-বৃক্ষসমূহের একটি পত্রও ছেদন করাইবেন না॥ ৪২

(কারণ, বট প্রভৃতি বৃক্ষ—দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, সর্প, গন্ধর্ব্ব অপ্সরা এবং মহাদেবের ভূতগণের বাসস্থান। অতএব সেইগুলিকে ছেদন করাইবেন না॥

নরনাথ! শুনা যায় কাশীতে সৌদাসরাজা ঐসকল চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, সেইজন্যই মহাদেবের প্রমথগণের অধিপতি নিকুম্ভ সেই সৌদাসরাজার সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন॥)

তৎকালে সেই পীড়িত রাজা আপন দুর্গের ভিত্তির গাত্রে বাণ ও গুলিকা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবার উপযুক্ত রন্ধ্রসকল করাইয়া রাখিবেন এবং দুর্গের পরিখাসকল জলদ্বারা পরিপূরণ করাইবেন; আর তাহাতে কুম্ভীর ও মকর প্রভৃতি জলজন্তু ছাড়িয়া দিবেন এবং অসংখ্য শূল পুঁতিয়া রাখিবেন॥ ৪৩

দুর্গবাসিগণের আশ্বাসের জন্য দুর্গভিত্তিতে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার নির্ম্মিত হইবে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে বৃহৎ দ্বারসকলেরই তুল্য সেই ক্ষুদ্র দ্বারগুলিকেও সুরক্ষিত করিবে॥ ৪৪

সর্ব্বদাই দ্বারগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্র (কামান) স্থাপন করিবেন এবং দ্বারের সন্নিহিত গুম্ভের উপরে ও দুর্গ প্রাচীরের উপরে শতঘ্নী (কামান-বিশেষ) তুলিয়া রাখিবেন। আর সেইগুলির নিকটে নিকটে রক্ষী সৈন্য রাখিয়া সেইগুলিকে আপন আয়ত্তে রাখিবেন॥ ৪৫

বাহির হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া দুর্গমধ্যে আনাইয়া রাখিবেন এবং দুর্গমধ্যে নূতন নূতন কূপ খনন করাইবেন;

তৃণচ্ছন্নানি বেশ্মানি পঙ্কেনাথ প্রলেপয়েৎ।
নির্হরেচ্চ তৃণং মাসি চৈত্রে বহ্নিভয়াৎ তথা ॥ ৪৭
নক্তমেব চ ভক্তানি পাচয়েত নরাধিপঃ।
ন দিবা জ্বালয়েদগ্নিং বর্জয়িত্বাঽহগ্নিহোত্রিকম্ ॥ ৪৮
(যথাসম্ভবশৈলানি চৈষ্টকানি চ কারয়েৎ।
মৃন্ময়ানি চ কুর্ব্বীত জ্ঞাত্বা দেশং বলাবলম্ ॥)
কর্মারারিষ্টশালাসু জ্বলেদগ্নিঃ সুরক্ষিতঃ।
গৃহাণি চ প্রবেশ্যান্তর্বিধেয়ঃ স্যাদ্ হুতাশনঃ ॥ ৪৯
মহাদণ্ডশ্চ তস্য স্যাদ্ যস্যাগ্নির্বৈ দিবা ভবেৎ।
প্রঘোষয়েদথৈবঞ্চ রক্ষণার্থং পুরস্য চ ॥ ৫০
ভিক্ষুকাংশ্চাক্রিকাংশ্চৈব ক্লীবোন্মত্তান্ কুশীলবান্।
বাহ্যান্ কুর্য্যান্নরশ্রেষ্ঠ দোষায় স্যুর্হিতেঽন্যথা ॥ ৫১
চত্বরেম্বথ তীর্থেষু সভাস্বাবসথেষু চ।
যথার্থবর্ণং প্রণিধিং কুর্য্যাৎ সর্বস্য পার্থিবঃ ॥ ৫২

আর জলার্থীরা পূর্ব্বে দুর্গমধ্যে যে সকল কূপ খনন রাখিয়াছিল, সেই গুলির সংস্কার করাইবেন ॥ ৪৬

অগ্নির ভয়ে তৃণাবৃত গৃহগুলিকে কর্দ্দম দ্বারা লেপন করাইবেন এবং প্রবল বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কালে দুর্গের নিকট হইতে তৃণসকল অপসারিত করাইবেন ॥ ৪৭

সেই উৎপীড়িত রাজা রাত্রিতেই অন্নপ্রভৃতি পাক করাইবেন ; এমন কি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অগ্নি ভিন্ন অপর কোন অগ্নিই দিনের বেলায় প্রজ্বলিত করাইবেন না ॥ ৪৮

(সেই রাজা দেশের অবস্থা এবং নিজের শক্তি ও অশক্তি বুঝিয়া দুর্গের নিকটে যথাসম্ভব প্রস্তরময়, ইষ্টকময় কিংবা মৃন্ময় উচ্চ স্তম্ভসকল করাইবেন ॥)

কর্ম্মকারের গৃহে এবং সূতিকাগৃহে সুরক্ষিত অবস্থায় দিবা-ভাগেও অগ্নি জ্বলিতে পারে। তবে সেই সকল স্থানেও প্রথমে ক্ষুদ্র অগ্নি গৃহের ভিতরে লইয়া পরে তাহা জ্বালাইয়া দিবে ॥ ৪৯

দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য রাজা এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিবেন যে 'দিবাভাগে যাহার গৃহে অগ্নি জ্বলিবে, তাহার গুরুতর দণ্ড হইবে' ॥ ৫০

নরশ্রেষ্ঠ! ভিক্ষুক, গো-শকটচালক, নপুংসক, মত্ত ও নটদিগকে রাজা দুর্গের বাহির করিয়া দিবেন ; না হইলে তাহাদের থাকা দোষের জন্যই হইয়া থাকে ॥ ৫১

বিশালান্ রাজমার্গাংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ।
প্রপাশ্চ বিপণাংশ্চৈব যথোদ্দেশং সমাদিশেৎ ॥ ৫৩
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারান্ যোধাগারাংশ্চ সর্বশঃ।
অশ্বাগারান্ গজাগারান্ বলাধিকরণানি চ ॥ ৫৪
পরিখাশ্চৈব কৌরব্য প্রতোলীর্নিষ্কুটানি চ।
ন জাত্বন্যঃ প্রপশ্যেত গুহ্যমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৫৫
অর্থসংনিচয়ং কুর্য্যাদ্ রাজা পরবলার্দিতঃ।
তৈলং বসা মধু ঘৃতমৌষধানি চ সর্বশঃ ॥ ৫৬
অঙ্গারকুশমুঞ্জানাং পলাশশরবর্ণিনাম্।
যবসেন্ধনদিগ্ধানাং কারয়েত চ সঞ্চয়ান্ ॥ ৫৭
আয়ুধানাঞ্চ সর্বেষাং শক্ত্যৃষ্টিপ্রাসবর্মণাম্।
সঞ্চয়ানেবমাদীনাং কারয়েত নরাধিপঃ ॥ ৫৮
ঔষধানি চ সর্বাণি মূলানি চ ফলানি চ।
চতুর্বিধাংশ্চ বৈদ্যান্ বৈ সংগৃহ্ণীয়াদ্ বিশেষতঃ ॥৫৯

আয়তন, তীর্থ, সভা ও প্রধান গৃহে স্বপক্ষ বা পরপক্ষের নিকটে বর্ণসঙ্কর ভিন্ন অপর লোককেই রাজা গুপ্তচর করিয়া পাঠাইবেন ॥ ৫২

রাজা দুর্গমধ্যে বিশাল বিশাল রাজপথ নির্ম্মাণ করাইবেন এবং যথাস্থানে পানীয়শালা ও বিপণি (দোকানশ্রেণী) নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিবেন ॥ ৫৩

কৌরবনন্দন যুধিষ্ঠির! কোষগৃহ, অস্ত্রগৃহ, সৈন্যগৃহ, অশ্বশালা, হস্তিশালা, সৈন্যগণের বিচারগৃহ, পরিখা, রথ্যা এবং গৃহসংলগ্ন উদ্যানসকল নির্ম্মাণ করাইবেন। কিন্তু এই সকল অন্য কেহ দেখিতে পারিবে না, গোপনীয় থাকিবে ॥ ৫৪-৫৫

শত্রুবলপীড়িত সে রাজা আপন দুর্গমধ্যে অর্থ, তৈল, মধু, ঘৃত, শস্য এবং সর্ব্বপ্রকার ঔষধ সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন ॥ ৫৬

অঙ্গার (কাষ্ঠ কয়লা), কুশ, মুঞ্জ, পলাশপত্র, শর (তৃণ-বিশেষ), চিত্রকর, ঘাস, কাষ্ঠ এবং বিষাক্ত বাণসকল সঞ্চয় করাইয়া রাখিবেন ॥ ৫৭

শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, বর্ম্ম এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র, আর এইরূপ অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সংগ্রহ করাইবেন ॥ ৫৮

সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, ফল ও মূল দিয়া রোগ-চিকিৎসক, বিষ-চিকিৎসক, ক্ষত-চিকিৎসক ও ভূত-চিকিৎসক এই চারিপ্রকার চিকিৎসকে বিশেষভাবে দুর্গমধ্যে বাস করাইবেন ॥ ৫৯

নটাশ্চ নর্ত্তকাশ্চৈব মল্লা মায়াবিনস্তথা।
শোভয়েয়ুঃ পুরবরং মোদয়েয়ুশ্চ সর্বশঃ ॥ ৬০
যতঃ শঙ্কা ভবেচ্চাপি ভৃত্যতোঽথাপি মন্ত্রিতঃ।
পৌরেভ্যো নৃপতের্বাপি স্বাধীনান্ কারয়েত তান্ ॥৬১
কৃতে কর্মণি রাজেন্দ্র পূজয়েদ্ ধনসঞ্চয়ৈঃ।
দানেন চ যথার্হেণ সান্ত্বেন বিবিধেন চ ॥ ৬২
নির্বেদয়িত্বা তু পরং হত্বা বা কুরুনন্দন।
ততোঽনৃণো ভবেদ্ রাজা যথা শাস্ত্রে নিদর্শিতম্ ॥৬৩
রাজ্ঞা সপ্তৈব রক্ষ্যাণি তানি চৈব নিবোধ মে।
আত্মামাত্যাশ্চ কোশশ্চ দণ্ডো মিত্রাণি চৈব হি ॥৬৪
তথা জনপদাশ্চৈব পুরঞ্চ কুরুনন্দন।
এতৎ সপ্তাত্মকং রাজ্যং পরিপাল্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৬৫
ষাড়্‌গুণ্যঞ্চ ত্রিবর্গঞ্চ ত্রিবর্গং পরমং তথা।
যো বেত্তি পুরুষব্যাঘ্র স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমিমাম্ ॥৬৬
ষাড়্‌গুণ্যমিতি যৎ প্রোক্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির।
সন্ধানাসনমিত্যেব যাত্রাসন্ধানমেব চ ॥ ৬৭
বিগৃহ্যাসনমিত্যেব যাত্রাং সংপরিগৃহ্য চ।
দ্বৈধীভাবস্তথান্যেষাং সংশ্রয়োঽথ পরস্য চ ॥ ৬৮
ত্রিবর্গশ্চাপি যঃ প্রোক্তস্তমিহৈকমনাঃ শৃণু।
ক্ষয়ঃ স্থানঞ্চ বৃদ্ধিশ্চ ত্রিবর্গঃ পরমস্তথা ॥ ৬৯
ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ সেবিতব্যোঽথ কালতঃ।
ধর্মেণ চ মহীপালশ্চিরং পালয়তে মহীম্ ॥ ৭০
অস্মিন্নর্থে চ শ্লোকৌ দ্বৌ গীতাবঙ্গিরসা স্বয়ম্।
যাদবীপুত্র ভদ্রং তে তাবপি শ্রোতুমর্হসি ॥ ৭১
কৃত্বা সর্বাণি কার্য্যাণি সম্যক্ সম্পাল্য মেদিনীম্।
পালয়িত্বা তথা পৌরান্ পরত্র সুখমেধতে ॥ ৭২
কিং তস্য তপসা রাজ্ঞঃ কিঞ্চ তস্যাধ্বরৈরপি।
সুপালিতপ্রজো যঃ স্যাৎ সর্বধর্মবিদেব সঃ ॥ ৭৩
(শ্লোকাশ্চোশনসা গীতাস্তান্ নিবোধ যুধিষ্ঠির।
দণ্ডনীতেশ্চ যন্মূলং ত্রিবর্গস্য চ ভূপতে ॥

নট, নর্ত্তক, মল্লযোদ্ধা ও মায়াবী (ভোজবাজিকারী) ইহারা বাস করিতে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকারে সেই দুর্গটির শোভা জন্মাইবে এবং সকলের আমোদ উৎপাদন করিবে ॥ ৬০

ভৃত্য, মন্ত্রী, পুরবাসী কিংবা রাজার অন্য কোন লোক ইহাদের মধ্যে যাহার উপরেই বিপক্ষাশ্রয়ক বলিয়া রাজার আশঙ্কা হইবে, রাজা দান ও সম্মান প্রভৃতির দ্বারা তাহাকেই নিজের অধীন করিবেন ॥ ৬১

কোন লোক বিশেষ কোন উপকার করিলে, রাজা ধন বা অন্য উপযুক্ত বস্তু দান করিয়া কিংবা মধুর বাক্য বলিয়া তাহাকে সম্মানিত করিবেন ॥ ৬২

কৌরবনন্দন! রাজা বিপক্ষকে অপমানিত কিংবা নিহত করিয়া তাহার পরেই শাস্ত্রমতে অনৃণী হইবেন ॥ ৬৩

কৌরবনন্দন! রাজা সাতটি বিষয় অবশ্য রক্ষা করিবেন। সেই সাতটি বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। আপনি, অমাত্যগণ কোশ, সৈন্য, মিত্র, দেশ ও রাজধানী সেই সপ্তাত্মক রাজ্য রাজা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন ॥ ৬৪-৬৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে রাজা ষড়্‌গুণ, ত্রিবর্গ ও পরম ত্রিবর্গ জানেন তিনি এই পৃথিবী ভোগ করিতে পারেন ॥ ৬৬

যুধিষ্ঠির! আমি যে ষড়্‌গুণের কথা বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর। সন্ধি, যাত্রা, বিগ্রহ, আসন (যাত্রার উদ্দেশ্যে থাকা), দ্বৈধীভাব (একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত যুদ্ধ) এবং আশ্রয় (অন্যের দুর্গ বা অন্য রাজাকে অবলম্বন) ॥ ৬৭-৬৮

আমি যে ত্রিবর্গের কথা বলিলাম, তাহাও একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ক্ষয় (নিজের বা অপরের অবনতি), স্থান (নিজের বা পরের সমানভাবে স্থিতি) এবং বৃদ্ধি (নিজের বা পরের উন্নতি)। এখন পরম ত্রিবর্গের কথা শ্রবণ কর ॥ ৬৯

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটি উত্তম ত্রিবর্গ। কাল অনুসারে ইহার প্রত্যেকটির সেবা করিতে হইবে। রাজা ধর্ম্মের গুণেই চিরকাল পৃথিবী পালন করেন ॥ ৭০

এই বিষয়ে মহর্ষি স্বয়ং অঙ্গিরা দুইটি শ্লোক বলিয়াছেন। কুন্তীনন্দন! তুমি সেই দুইটি শ্লোকও শুনিতে পার, তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৭১

রাজা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যথা নিয়মে পৃথিবী ও পুরবাসিগণকে পালন করিয়া পরলোক গমন করিলে, সেইখানে তাঁহার সুখ বৃদ্ধি পায় ॥ ৭২

রাজার তপস্যা বা যজ্ঞের প্রয়োজন কি? যিনি যথা নিয়মে প্রজাপালন করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৭৩

(যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে শুক্রাচার্য্যকর্ত্তৃক কথিত কিছু শ্লোক আছে, সেই শ্লোকগুলি তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

ভার্গবাঙ্গিরসং কর্ম ষোড়শাঙ্গঞ্চ যদ্ বলম্ ।
বিষং মায়া চ দৈবঞ্চ পৌরুষং চার্থসিদ্ধয়ে ॥

প্রাগুদক্প্রবণং দুর্গং সমাসাদ্য মহীপতিঃ ।
ত্রিবর্গত্রয়সম্পূর্ণমুপাদায় তমুদ্বহেৎ ॥

ষট্ পঞ্চ চ বিনির্জিত্য দশ চাষ্টৌ চ ভূপতিঃ ।
ত্রিবর্গৈর্দশভির্যুক্তঃ সুরৈরপি ন জীয়তে ॥

ন বুদ্ধিং পরিগৃহ্লীত স্ত্রীণাং মূর্খজনস্য চ ।
দৈবোপহতবুদ্ধীনাং যে চ বেদৈর্বিবর্জিতাঃ ॥

ন তেষাং শৃণুয়াদ্ রাজা বুদ্ধিস্তেষাং পরাঙ্মুখী ।
স্ত্রীপ্রধানানি রাজ্যানি বিদ্বদ্ভির্বর্জিতানি চ ॥

মূর্খামাত্যপ্রতপ্তানি শুষ্যন্তে জলবিন্দুবৎ ।
বিদ্বাংসঃ প্রথিতা যে চ যে চাপ্তাঃ সর্বকর্মসু ॥

যুদ্ধেষু দৃষ্টকর্মাণস্তেষাঞ্চ শৃণুয়ান্নৃপঃ ।
দৈবং পুরুষকারঞ্চ ত্রিবর্গঞ্চ সমাশ্রিতঃ ॥

দৈবতানি চ বিপ্রাংশ্চ প্রণম্য বিজয়ী ভবেৎ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

দণ্ডনীতিশ্চ রাজা চ সমস্তৌ তাবুভাবপি ।
কস্য কিং কুর্বতঃ সিধ্যেৎ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥৭৪

ভীষ্ম উবাচ ।

মহাভাগ্যং দণ্ডনীত্যাঃ সিদ্ধৈঃ শব্দৈঃ সহেতুকৈঃ ।
শৃণু মে শংসতো রাজন্ যথাবদিহ ভারত ॥ ৭৫

দণ্ডনীতিঃ স্বধর্মেভ্যশ্চাতুর্বর্ণ্যং নিযচ্ছতি ।
প্রযুক্তা স্বামিনা সম্যগধর্মেভ্যো নিযচ্ছতি ॥ ৭৬

চাতুর্বর্ণ্যে স্বকর্মস্থে মর্য্যাদানামসঙ্করে ।
দণ্ডনীতিকৃতে ক্ষেমে প্রজানামকুতোভয়ে ॥ ৭৭

স্বাম্যে প্রযত্নং কুর্বন্তি ত্রয়ো বর্ণা যথাবিধি ।
তস্মাদেব মনুষ্যাণাং সুখং বিদ্ধি সমাহিতম্ ॥ ৭৮

রাজন্! ঐ শ্লোকসমূহে যে ভাব সন্নিবেশিত আছে, উহাই দণ্ডনীতি ও ত্রিবর্গের মূল। ভার্গবাঙ্গিরস কর্ম, ষোড়শাঙ্গ বল, বিষ, মায়া দৈব এবং পুরুষার্থ—এ সমস্ত বস্তুই রাজার অর্থসিদ্ধির কারণ। রাজার কর্ত্তব্য হইল - যাহার পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের ভূমি নিম্ন এবং ত্রিবিধ ত্রিবর্গে পরিপূর্ণ, সেই দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করত রাজকার্য্যের ভার বহন করা।

ষড়্বর্গ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য), পঞ্চবর্গ (শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, বাসনা ও ঘ্রাণ), দশবিধ দোষ (মৃগয়া, পাশাখেলা, দিবানিদ্রা, অপরের নিন্দা করা, স্ত্রীগণে আসক্তি, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্যবাদন ও বৃথাভ্রমণ) এবং অষ্টপ্রকার অন্য দোষ (ঔদ্ধত্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, দোষদর্শন, অর্থদূষণ, বাক্পারুষ্য ও দণ্ডের কঠোরতা) এই সমস্ত জয় করিয়া ত্রিবর্গযুক্ত (ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি এবং মন্ত্রশক্তি) ও দশবর্গের জ্ঞানসম্পন্ন (মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ এবং দণ্ড এই পাচ শত্রুর ও নিজের মিলিয়া দশবর্গ হয়) রাজা দেবগণের দ্বারাও পরাজিত হন্ না।

রাজা কখনও স্ত্রীগণ ও মূর্খ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না। যাহার বুদ্ধি দৈবকর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বেদজ্ঞানশূন্য, তাহার কথা রাজা কখনও শুনিবেন না ; কারণ, ইহাদের বুদ্ধি নীতিবিমুখ।

যে সকল রাজ্যে স্ত্রীগণই প্রধান এবং যে সকল রাজ্য বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সব রাজ্য মূর্খ মন্ত্রীদের পরামর্শে সন্তপ্ত হইয়া জল বুদ্‌বুদের ন্যায় শুকাইয়া যায়।

যাঁহারা নিজেদের বিদ্যাবত্তায় বিখ্যাত, সকল কার্য্যেই বিশ্বাসের যোগ্য এবং যুদ্ধের সময় যাঁহাদের কার্য্য নিরীক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ মন্ত্রিগণের বাক্যই রাজা শ্রবণ করিবেন।

দৈব, পুরুষার্থ ও ত্রিবর্গের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করত রাজা যুদ্ধে যাত্রা করিলে বিজয়ী হন্।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! দণ্ডনীতি ও রাজা এই দুইটি মিলিত হইয়াই কার্য্য করে। তাহার মধ্যে কোন্‌টি কি করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ৭৪

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন রাজন্! আমি প্রসিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত শব্দদ্বারা যথাযথভাবে দণ্ডনীতির প্রভাবের কথা বলিতেছি ; তুমি শ্রবণ কর ॥ ৭৫

রাজা যদি যথানিয়মে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই দণ্ডনীতি চারিটী বর্ণকেই আপন আপন ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত এবং অধর্ম হইতে নিবর্ত্তিত করে ॥ ৭৬

চারিটী বর্ণই আপন আপন কর্ম্মে রত থাকিলে, বৃত্তির মিশ্রণ না হইলে, দণ্ডনীতি সেইরূপ সমাজের মঙ্গল করিলে এবং সেই অবস্থায় সকল লোকই অকুতোভয়ে চলিতে লাগিলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটি বর্ণ ই যথাবিধানে নিম্ন বর্ণের উপরে প্রভুত্ব করিবার যত্ন করিতে পারে। যুধিষ্ঠির! সেইজন্যই এক দণ্ডনীতির উপরেই মনুষ্যগণের সুখ রহিয়াছে—ইহা জানিয়া রাখ ॥ ৭৭-৭৮

কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণম্।
ইতি তে সংশয়ো মা ভূদ্ রাজা কালস্য কারণম্ ॥৭৯
দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা সম্যক্ কার্ৎস্ন্যেন বর্ত্ততে।
তদা কৃতযুগং নাম কালসৃষ্টং প্রবর্ততে ॥ ৮০
ততঃ কৃতযুগে ধর্মো নাধর্মো বিদ্যতে কচিৎ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং নাধর্মে রমতে মনঃ ॥ ৮১
যোগক্ষেমাঃ প্রবর্ত্তন্তে প্রজানাং নাত্র সংশয়ঃ।
বৈদিকানি চ সর্বাণি ভবন্ত্যপি গুণান্যুত ॥ ৮২
ঋতবশ্চ সুখাঃ সর্বে ভবন্ত্যুত নিরাময়াঃ।
প্রসীদন্তি নরাণাঞ্চ স্বরবর্ণমনাংসি চ ॥ ৮৩
ব্যাধয়ো ন ভবন্ত্যত্র নাল্পায়ুর্দৃশ্যতে নরঃ।
বিধবা ন ভবন্ত্যত্র কৃপণো ন তু জায়তে ॥ ৮৪
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী ভবন্ত্যোষধয়স্তথা।
ত্বক্‌পত্রফলমূলানি বীর্য্যবন্তি ভবন্তি চ ॥ ৮৫

কৌরবনন্দন! কাল রাজভাব পরিবর্ত্তনের কারণ কিম্বা রাজা কালভাব পরিবর্ত্তনের কারণ? তোমার যেন এইরূপ সন্দেহ হয় না। কেননা রাজাই কালভাব পরিবর্ত্তনের কারণ ॥ ৭৯

রাজা যখন উপযুক্তভাবে সর্ব্বত্র দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন তখনই সত্যযুগনামক শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয় ॥ ৮০

সত্যযুগে সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম থাকে; কিন্তু কোথাও অধর্ম্ম থাকে না। কারণ সকল বর্ণের মনই অধর্ম্মের দিকে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ৮১

রাজা যথানিয়মে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিতে থাকিলে প্রজাদের উপার্জ্জন ও সংরক্ষণ উত্তমরূপেই চলিতে থাকে এবং বেদোক্ত সকল কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে হইতে থাকে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৮২

সমস্ত ঋতুই সুখজনক ও নিরুপদ্রব হয় এবং মানুষের কণ্ঠস্বর, দেহের বর্ণ ও মন নির্ম্মল হইয়া থাকে ॥ ৮৩

যথানিয়মে দণ্ডনীতি চলিতে থাকিলে রোগ হয় না, অল্পায়ু মানুষ দেখা যায় না, নারী বিধবা হইতে পারে না এবং কেহই কৃপণ হয় না ॥ ৮৪

ভূমি কর্ষণ না করিলেও পৃথিবীতে শস্যসকল আপনা আপনি জন্মিয়া থাকিয়া থাকে। লতাসকলও সেইভাবে উৎপন্ন হয় এবং তাহার বল্কল, পত্র ফল ও মূল বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৮৫

তখন একমাত্র ধর্ম্মই বিরাজ করে, অধর্ম্ম একেবারেই থাকে

নাধর্মো বিদ্যতে তত্র ধর্ম এব তু কেবলম্।
ইতি কার্তযুগানেতান্ ধর্মান্ বিদ্ধি যুধিষ্ঠির ॥ ৮৬
দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা ত্রীনংশাননুবর্ততে।
চতুর্থমংশমুৎসৃজ্য তদা ত্রেতা প্রবর্ততে ॥ ৮৭
অশুভস্য চতুর্থাংশস্ত্রীনংশাননুবর্ততে।
কৃষ্টপচ্যৈব পৃথিবী ভবন্ত্যোষধয়স্তথা ॥ ৮৮
অর্ধং ত্যক্ত্বা যদা রাজা নীত্যর্ধমনুবর্ততে
ততস্তু দ্বাপরং নাম স কালঃ সম্প্রবর্ততে ॥ ৮৯
অশুভস্য যদা ত্বর্ধং দ্বাবংশাবনুবর্ততে।
কৃষ্টপচ্যৈব পৃথিবী ভবত্যর্ধফলা তথা ॥ ৯০
দণ্ডনীতিং পরিত্যজ্য যদা কার্ৎস্ন্যেন ভূমিপঃ।
প্রজাঃ ক্লিশ্নাত্যযোগেন প্রবর্তেত তদা কলিঃ ॥ ৯১
কলাবধর্মো ভূয়িষ্ঠং ধর্মো ভবতি ন কচিৎ।
সর্বেষামেব বর্ণানাং স্বধর্মাচ্চ্যবতে মনঃ ॥ ৯২

না। যুধিষ্ঠির! তুমি সত্যযুগের এই সকল অবস্থা জানিয়া রাখ ॥ ৮৬

যখন রাজা দণ্ডনীতির চতুর্থ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তিন অংশের অনুসরণ করেন, তখন ত্রেতাযুগ আবির্ভূত হয় ॥ ৮৭

রাজা দণ্ডনীতির তিন অংশের অনুসরণ করেন, বলিয়া পাপেরও চারি ভাগের এক ভাগ আসিয়া আবির্ভূত হয়। সুতরাং সেই ত্রেতাযুগে কৃষ্ট ভূমিতেই শস্য জন্মিয়া থাকিতে থাকে এবং লতাসকলও কৃষ্ট ভূমিতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৮৮

যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধ পরিত্যাগ করিয়া অপরার্দ্ধের অনুসরণ করেন, তখন দ্বাপর নামে প্রসিদ্ধ সেই যুগ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৮৯

যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধেকের অনুসরণ করেন, তখন পাপেরও অর্দ্ধ আসিয়া আবির্ভূত হয়। সুতরাং সেই দ্বাপর যুগে কৃষ্ট ভূমিতেই শস্য জন্মিয়া পরিপক হয় এবং ফলও (ফসলও) অর্দ্ধই হইয়া থাকে ॥ ৯০

যখন রাজা সমস্ত দণ্ডনীতি পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ভাবে প্রজাদের কষ্ট উৎপাদন করেন, তখন কলিযুগ উপস্থিত হয় ॥ ৯১

সেই কলিযুগে পাপই অতি প্রচুর হইতে থাকে, কিন্তু কোথাও ধর্ম্ম হয় না। কারণ সমস্ত বর্ণেরই মন আপন আপন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় ॥ ৯২

শূদ্রা ভৈক্ষ্যেণ জীবন্তি ব্রাহ্মণাঃ পরিচর্য্যয়া।
যোগক্ষেমস্য নাশশ্চ বর্ততে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৯৩
বৈদিকানি চ কর্মাণি ভবন্তি বিগুণান্যুত।
ঋতবো ন সুখাঃ সর্বে ভবন্ত্যাময়িনস্তথা॥ ৯৪
হ্রসন্তি চ মনুষ্যাণাং স্বরবর্ণমনাংস্যুত।
ব্যাধয়শ্চ ভবন্ত্যত্র ম্রিয়ন্তে চা শতায়ুষঃ॥ ৯৫
বিধবাশ্চ ভবন্ত্যত্র নৃশংসা জায়তে প্রজা।
কচিদ্ বর্ষতি পর্জন্যঃ কচিৎ শস্যং প্ররোহতি॥ ৯৬
রসাঃ সর্বে ক্ষয়ং যান্তি যদা নেচ্ছতি ভূমিপঃ।
প্রজা সংরক্ষিতুং সম্যগ্ দণ্ডনীতিসমাহিতঃ॥ ৯৭
রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্॥ ৯৮
কৃতস্য করণাদ্ রাজা স্বর্গমত্যন্তমশ্নুতে।
ত্রেতায়াঃ করণাদ্ রাজা স্বর্গং নাত্যন্তমশ্নুতে॥ ৯৯
প্রবর্তনাদ্ দ্বাপরস্য যথাভাগমুপাশ্নুতে।
কলেঃ প্ররর্তনাদ্ রাজা পাপমত্যন্তমশ্নুতে॥ ১০০
ততো বসতি দুষ্কর্মা নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
প্রজানাং কল্মষে মগ্নোঽকীর্তিং পাপঞ্চ বিন্দতি॥ ১০১
দণ্ডনীতিং পুরস্কৃত্য বিজানন্ ক্ষত্রিয়ঃ সদা।
অনবাপ্তঞ্চ লিপ্সেত লব্ধঞ্চ পরিপালয়েৎ॥ ১০২
(যোগক্ষেমাঃ প্রবর্তন্তে প্রজানাং নাত্র সংশয়ঃ।)
লোকস্য সীমন্তকরী মর্যাদা লোকভাবিনী।
সম্যঙ্ নীতা দণ্ডনীতির্যথা মাতা যথা পিতা॥ ১০৩
যস্যাং ভবন্তি ভূতানি তদ্ বিদ্ধি মনুজর্ষভ।
এষ এব পরো ধর্মো যদ্ রাজা দণ্ডনীতিমান্॥ ১০৪
তস্মাৎ কৌরব্য ধর্মেণ প্রজাঃ পালয় নীতিমান্।
এবংবৃত্তঃ প্রজা রক্ষন্ স্বর্গং জেতাসি দুর্জয়ম্॥ ০৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৯

শূদ্রেরা ভিক্ষা দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা পরের সেবা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। আর ন্যায়ভাবে অর্জ্জন ও রক্ষণ লোপ পাইয়া যায় এবং বর্ণসঙ্কর জন্মিতে থাকে॥ ৯৩

বৈদিক কর্ম্মসকল অঙ্গহীন হয়, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুসকল সুখ উৎপাদন করে না এবং প্রত্যেক ঋতুতেই নানাবিধ রোগ উপস্থিত হইতে থাকে॥ ৯৪

সেই কলিযুগে মানুষের কণ্ঠস্বর খর্ব্ব হইয়া যায়, দেহের বর্ণ উজ্জ্বল হয় না এবং মন কলুষিত হইয়া থাকে। নানাবিধ রোগ জন্মে এবং শতবর্ষ আয়ু পূর্ণ হইবার আগেই মানুষ মরিয়া যায়॥৯৫

সেই কলিযুগে নারীরা বিধবা হয়, মানুষ নৃশংস হইয়া পড়ে। কোন বৎসর মেঘ বারি বর্ষণ করে এবং কোন কোন বৎসর শস্য উৎপন্ন হয়॥ ৯৬

যখন রাজা যথানিয়মে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া প্রজাপালন করিবার ইচ্ছা করেন না, তখন সমস্ত রসই ক্ষয় পাইতে থাকে॥ ৯৭

অতএব রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন॥ ৯৮

রাজা সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করেন আর ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া সেইরূপ দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিতে পারেন না॥ ৯৯

রাজা দ্বাপর যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া সত্যযুগের অর্দ্ধকাল স্বর্গ ভোগ করেন। আর কলিযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া অত্যন্ত পাপভাগী হন॥ ১০০

তাহার পর সেই দুষ্কর্ম্মকারী রাজা প্রজাদের পাপে নিমগ্ন থাকিয়া দীর্ঘকাল নরকে বাস করেন এবং অকীর্ত্তির পাত্র হন॥ ১০১

এইভাবে রাজা সর্ব্বদা প্রজাদের দোষ জানিতে থাকিয়া দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া অলব্ধ রাজ্য প্রভৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন এবং লব্ধরাজ্য প্রভৃতি পরিপালন করিবেন॥ ১০২

যথাযথভাবে প্রযুক্ত দণ্ডনীতি মাতা ও পিতার ন্যায় প্রজাবর্গের সম্পত্তির পরিমাণকারিণী সীমাস্বরূপ হয় এবং প্রজাবৃদ্ধি করিয়া থাকে॥ ১০৩

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! প্রজাবর্গ যে দণ্ডনীতির উপরে রহিয়াছে, সেই দণ্ডনীতি শিক্ষা কর। কেননা, রাজা যে দণ্ডনীতি অনুসরণ করেন তাহাই তাঁহার পরম ধর্ম্ম॥ ১০৪

অতএব কৌরবনন্দন! তুমি দণ্ডনীতির অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন কর। এইভাবে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া তুমি দুর্লভ স্বর্গ লাভ করিবে॥ ১০৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে দণ্ডনীতিবিষয়ক একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ইহলোকে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকারকাণাং ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যকানাং গুণানাং বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেন বৃত্তেন বৃত্তজ্ঞ বর্তমানো মহীপতিঃ।
সুখেনার্থান্ সুখোদর্কানিহ চ প্রেত্য চাপ্নুয়াৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অয়ং গুণানাং ষট্‌ত্রিংশৎ ষট্‌ত্রিংশদ্‌গুণসংবৃতঃ।
যান্ গুণাংস্তু গুণোপেতঃ কুর্বন্ গুণমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২

চরেদ্ ধর্মানকটুকো মুঞ্চেৎ স্নেহং ন চাস্তিকঃ।
অনৃশংসশ্চরেদর্থং চরেৎ কামমনুদ্ধতঃ ॥ ৩

প্রিয়ং ব্রূয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ।
দাতা নাপাত্রবর্ষী স্যাৎ প্রগল্‌ভঃ স্যাদনিষ্ঠুরঃ ॥ ৪

সন্দধীত ন চানার্যৈর্বিগৃহ্ণীয়ান্ন বন্ধুভিঃ।
নাভক্তং চারয়েচ্চারং কুর্য্যাৎ কার্য্যমপীড়য়া ॥৫

অর্থং ব্রূয়ান্ন চাসৎসু গুণান্ ব্রূয়ান্ন চাত্মনঃ।
আদদ্যান্ন চ সাধুভ্যো নাসৎপুরুষমাশ্রয়েৎ ॥ ৬

নাপরীক্ষ্য নয়েদ্ দণ্ডং ন চ মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ।
বিসৃজেন্ন চ লুব্ধেভ্যো বিশ্বসেন্নাপকারিষু ॥ ৭

অনীর্ষুর্গুপ্তদারঃ স্যাচ্চোক্ষঃ স্যাদঘৃণী নৃপঃ।
স্ত্রিয়ঃ সেবেত নাত্যর্থং মৃষ্টং ভুঞ্জীত নাহিতম্ ॥ ৮

অস্তব্ধঃ পূজয়েন্মান্যান্ গুরূন্ সেবেদমায়য়া।
অর্চেদ্ দেবানদম্ভেন শ্রিয়মিচ্ছেদকুৎসিতাম্ ॥ ৯

সেবেত প্রণয়ং হিত্বা দক্ষঃ স্যান্ন ত্বকালবিৎ।
সান্ত্বয়েন্ন চ মোক্ষায় অনুগৃহ্নন্ন চাক্ষিপেৎ ॥ ১০

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজার ইহলোক ও পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকারক ছত্রিশ প্রকার গুণসকলের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ব্যবহারজ্ঞ পিতামহ! রাজা কি প্রকার ব্যবহার করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখজনক বিষয়সকল অনায়াসে লাভ করিতে পারেন, তাহা আপনি বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণবান্ রাজা যে গুণগুলির অনুষ্ঠান করিতে থাকিয়া উৎকর্ষ লাভ করেন, এই সেই "ষট্‌-ত্রিংশৎ" প্রকার গুণ আমি বলিতেছি। রাজা এই ষট্‌-ত্রিংশৎ-প্রকার গুণসম্পন্ন হইবার চেষ্টা করিবেন ॥ ২

রাজা ঈর্ষা, বিদ্বেষাদি শূন্য হইয়া ধর্মকার্য্য করিবেন (১) আস্তিক হইয়াও পুত্র-কলত্রাদির স্নেহ ত্যাগ করিবেন না—(২) অনৃশংস হইয়া কার্য্য করিবেন—(৩) বিনীত থাকিয়া কাম ভোগ করিবেন—(৪) ॥ ৩

অধিক প্রিয়বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত না হইয়া প্রিয়বাক্য বলিবেন—(৫) বীর হইবেন, কিন্তু আত্মশ্লাঘা করিবেন না (৬) হইবেন, কিন্তু অপাত্রে দান করিবেন না—(৭) চতুর হইবেন, কিন্তু নিষ্ঠুর হইবেন না—(৮) ॥৪

অসজ্জনের সহিত সন্ধি করিবেন না—(৯) বন্ধুজনের সহিত বিগ্রহ করিবেন না—(১০) অননুরক্ত লোককে গুপ্তচর করিয়া পাঠাইবেন না—(১১) কাহারও পীড়া না জন্মাইয়া কার্য্য করিবেন—(১২) ॥ ৫

অসজ্জনের নিকটে কোন সারগর্ভ বিষয় বলিবেন না—(১৩)। নিজের গুণ নিজে প্রকাশ করিবেন না—(১৪) সাধু ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোন বস্তু লইবেন না—(১৫) অসৎ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না—(১৬) ॥ ৬

দোষী বা নির্দ্দোষ ইহা বিশেষ না জানিয়া রাজা কাহারও দণ্ড করিবেন না—(১৭)। মন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না—(১৮)। কোন কার্য্য সাধনের জন্য লোভী লোকদিগকে পারিশ্রমিক দিবেন না—(১৯)। অপকারী লোকদিগের উপরে বিশ্বাস করিবেন না—(২০) ॥ ৭

অন্য পুরুষের উপরে ঈর্ষা না করিয়া ভার্য্যাকে গোপনে রাখিবেন—(২১) নিজে শুদ্ধ থাকিবেন, কিন্তু অশুদ্ধের উপরে ঘৃণা করিবেন না—(২২) অত্যন্ত স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না—(২৩) পরিষ্কৃত বস্তু ভোজন করিবেন, কিন্তু অহিতকর বস্তু ভোজন করিবেন না—(২৪) ॥ ৮

কিছু প্রিয়বাক্য বলিয়া মাননীয় ব্যক্তিগণের সম্মান করিবেন—(২৫) কপটতা না করিয়া গুরুশুশ্রূষা করিবেন—(২৬)। ছল না করিয়া দেবপূজা করিবেন—(২৭)। অকুৎসিত সম্পদ লাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন—(২৮) ॥ ৯

বিনয় নম্র থাকিয়া লোক সেবা করিবেন (২৯) কাল অনুসারে সমস্ত কার্য্যে নিপুণ হইবেন—(৩০) অপরাধীকে কারাগারে পাঠাইবার সময়ে তাহার মুক্তি হইবে বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন না—(৩১) কাহারও প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাকিয়া তাহার নিন্দা করিবেন না—(৩২) ॥ ১০

প্রহরেন্ন ত্ববিজ্ঞায় হত্বা শত্রূন্ ন শোচয়েৎ।
ক্রোধং কুর্য্যান্ন চাকস্মান্মৃদুঃ স্যান্নাপকারিষু॥ ১১
এবং চরস্ব রাজ্যস্থো যদি শ্রেয় ইহেচ্ছসি।
অতোঽন্যথা নরপতির্ভয়মৃচ্ছত্যনুত্তমম্॥ ১২
ইতি সর্বান্ গুণানেতান্ যথোক্তান্ যোঽনুবর্ততে।
অনুভূয়েহ ভদ্রাণি প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে॥ ১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইদং বচঃ শান্তনবস্য শুশ্রুবান্
যুধিষ্ঠিরঃ পাণ্ডবমুখ্যসংবৃতঃ।
তদা ববন্দে চ পিতামহং নৃপো
যথোক্তমেতচ্চ চকার বুদ্ধিমান্॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭০

না জানিয়া কাহাকেও প্রহার করিবেন না—(৩৩)। শত্রুকে বধ করিয়া তাহার জন্য শোক করিবেন না—(৩৪)। হঠাৎ কাহারও উপরে ক্রোধ করিবেন না (৩৫)। এবং রাজা অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকটে কোমল হইবেন না (৩৬)॥ ১১

যুধিষ্ঠির! তুমি যদি মঙ্গল লাভ করিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে রাজপদে থাকিয়া এইরূপ আচরণ করিতে থাক। রাজা ইহার অন্যরূপ আচরণ করিলে গুরুতর ভয় পাইয়া থাকেন॥ ১২

'যে রাজা উক্তরূপে এই সকল গুণের অনুসরণ করেন, তিনি ইহলোকে সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গে অবস্থান করেন'॥ ১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রধান পুরুষগণে পরিবেষ্টিত বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া তখন তাঁহার বন্দনা করিলেন এবং তাঁহারই উক্তিক্রমে এই সকল গুণের অনুসরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্মানুসারেণ প্রজানাং পালনমেব রাজ্ঞো মহান্ ধর্ম্ম ইতি প্রতিপাদনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কথং রাজা প্রজা রক্ষন্নাধিবন্ধেন যুজ্যতে।
ধর্মেণ নাপরাধ্নোতি তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।
সমাসেনৈব তে রাজন্ ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্।
বিস্তরেণৈব ধর্মাণাং ন জাত্বন্তমবাপ্নুয়াৎ॥ ২
ধর্মনিষ্ঠান্ শ্রুতবতো বেদব্রতসমাহিতান্।
অর্চয়িত্বা যজেথাস্ত্বং গৃহে গুণবতো দ্বিজান্॥৩
প্রত্যুত্থায়োপসংগৃহ্য চরণাবভিবাদ্য চ।
অথ সর্বাণি কুর্বীথাঃ কার্য্যাণি সপুরোহিতঃ॥ ৪
ধর্মকার্য্যাণি নির্বর্ত্য মঙ্গলানি প্রযুজ্য চ।
ব্রাহ্মণান্ বাচয়েথাস্ত্বমর্থসিদ্ধিজয়াশিষঃ॥ ৫

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ধর্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করাই রাজার মহৎ ধর্ম—ইহাই প্রতিপাদন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজা প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া কিভাবে পাপ হইতে মুক্ত থাকিবেন এবং কি প্রকারেই বা ধর্ম্মের কাছে দোষী হইবেন না। তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন॥ ১

ভীষ্ম তদুত্তরে বলিলেন—রাজন্! আমি তোমার কাছে নাতিবিস্তৃতভাবে সনাতন ধর্ম ব্যক্ত করিব। কেননা, কেহই বিস্তরক্রমে বলিতে আরম্ভ করিয়া কখনও ধর্মের অন্ত পায় না॥২

যুধিষ্ঠির! তুমি নিজ গৃহে ধার্ম্মিক, শাস্ত্রজ্ঞ, দেবার্চ্চননিরত ও গুণবান্ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া অগ্নিহোত্রাদি যাগ করিব॥ ৩

সেই ব্রাহ্মণগণ যখন উপস্থিত হইবেন, তখন তুমি দাঁড়াইবে, তাঁহাদের চরণ ধারণ ও অভিবাদন করিয়া তাহার পর পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিবে॥ ৪

প্রথমে সন্ধ্যাবন্দনাদি ধর্ম কার্য্য সম্পাদন ও মাঙ্গলিক দ্রব্য দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি ও জয়াশীর্ব্বাদ করাইবে॥ ৫

আর্জবেন চ সম্পন্নো ধৃত্যা বুদ্ধ্যা চ ভারত।
যথার্থং প্রতিগৃহ্লীয়াৎ কাম-ক্রোধৌ চ বর্জয়েৎ ॥ ৬
কাম-ক্রোধৌ পুরস্কৃত্য যোঽর্থং রাজানুতিষ্ঠতি-।
ন স ধর্মং ন চাপ্যর্থং প্রতিগৃহ্লাতি বালিশঃ ॥ ৭
মাস্ম লুব্ধাংশ্চ মূর্খাংশ্চ কামার্থে চ প্রযূযুজঃ।
অলুব্ধান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ সর্বকর্মসু যোজয়েৎ ॥৮
মূর্খো হ্যধিকৃতোঽর্থেষু কার্য্যাণামবিশারদঃ।
প্রজাঃ ক্লিশ্নাত্যযোগেন কাম-ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৯
বলিষষ্ঠেন শুল্কেন দণ্ডেনাথাপরাধিনাম্।
শাস্ত্রানীতেন লিপ্সেথা বেতনেন ধনাগমম্ ॥ ১০
দাপয়িত্বা করং ধর্ম্যং রাষ্ট্রং নীত্যা যথাবিধি।
তথৈতং কল্পয়েদ্ রাজা যোগক্ষেমমতন্দ্রিতঃ ॥ ১১
গোপায়িতারং দাতারং ধর্মনিত্যমতন্দ্রিতম্।
অকামদ্বেষসংযুক্তমনুরজ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১২
মাস্মাধর্মেণ লোভেন লিপ্সেথাস্ত্বংধনা গমম্।
ধর্মার্থাবধ্রুবৌ তস্য যো ন শাস্ত্রপরো ভবেৎ ॥ ১৩
অপশাস্ত্রপরো রাজা ধর্মার্থান্নাধিগচ্ছতি।
অস্থানে চাস্য তদ্ বিত্তং সর্বমেব বিনশ্যতি ॥ ১৪
অর্থমূলোঽপি হিংসাঞ্চ কুরুতে স্বয়মাত্মনঃ।
করৈরশাস্ত্রদৃষ্টৈর্হি মোহাৎ সম্পীড়য়ন্ প্রজাঃ ॥ ১৫
উধশ্ছিন্দ্যাৎ তু যো ধেন্বাঃ ক্ষীরার্থী ন লভেৎ পয়ঃ।
এবং রাষ্ট্রমযোগেন ভুঞ্জানো লভতে ফলম্ ॥ ১৬
যো হি দোগ্ধ্রীমুপাস্তে চ স নিত্যং বিন্দতে পয়ঃ।
এবং রাষ্ট্রমুপায়েন ভুঞ্জানো লভতে ফলম্ ॥ ১৭
অথ রাষ্ট্রমুপায়েন ভুজ্যমানং সুরক্ষিতম্।
জনয়ত্যতুলাং নিত্যং কোষবৃদ্ধিং যুধিষ্ঠির ॥ ১৮

ভরতনন্দন! রাজা ধৈর্য্য, বিবেকবুদ্ধি ও সরলতাসম্পন্ন হইয়া যথোপস্থিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিবেন। তৎকালে কাম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৬

যে রাজা কাম ও ক্রোধকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থসাধন করিবার ইচ্ছা করেন, সেই মূর্খ রাজা ধর্ম্ম বা অর্থ ইহার কোনটিই লাভ করিতে পারেন না ॥ ৭

যুধিষ্ঠির! তুমি কামসাধন বা অর্থসাধনের জন্য লোভী বা মূর্খ লোকদিগকে নিযুক্ত করিও না। কেননা, রাজা অলোভী ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগকেই সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৮

কারণ, কার্য্যে অনিপুণ অথচ কাম-ক্রোধযুক্ত অজ্ঞ লোককে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে সে অসঙ্গতভাবে প্রজাগণকে কষ্ট দিয়া থাকে ॥ ৯

রাজা শাস্ত্রানুমোদিত উৎপন্ন শস্যাদির ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ, শুল্ক-গ্রহণ, অপরাধিগণের দণ্ড বিধান এবং বণিক্‌দিগের পণ্য রক্ষা করায় তৎপ্রদত্ত বেতন দ্বারা ধন সংগ্রহ করিবেন ॥ ১০

রাজা সর্ব্বদা সাবধান হইয়া প্রজাদের নিকট হইতে ধর্ম্মসঙ্গত কর গ্রহণ এবং ন্যায়ানুসারে ও যথাবিধানে রাজ্য পরিচালনা করিয়া প্রজাদের যোগক্ষেম কল্পনা করিবেন। (নির্দ্দিষ্ট কর দান করায়, অগ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় অথবা দস্যু তস্করে অপহরণ করায়, অন্ন, বস্ত্র, প্রভৃতির অভাব উপস্থিত হইলে রাজা প্রজাগণকে সেই সমস্ত দান করিবেন ও রক্ষা করিবেন) ॥ ১১

রক্ষাকারী, দাতা, ধর্ম্মশীল, উদ্‌যোগী ও রাগদ্বেষশূন্য রাজার প্রতি প্রজারা অনুরক্ত থাকে ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! তুমি লোভবশতঃ অধর্ম্ম অনুসারে ধন লাভ করিবার ইচ্ছা করিও না। কারণ, যে লোক শাস্ত্রের অনুসরণ করে না তাহার ধর্ম্ম ও অর্থলাভ অনিশ্চিত হয় ॥ ১৩

শাস্ত্রের অননুসারী রাজা ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ করিতে পারেন না; যদি কখনও পারেন তাহা হইলে তাঁহার সেই সমস্ত ধনই অস্থানে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৪

অর্থার্থী রাজা মোহবশতঃ শাস্ত্রানুক্তকরগ্রহণ দ্বারা প্রজাগণকে পীড়ন করিতে থাকিয়া নিজের নিজের হিংসা করেন ॥ ১৫

দুগ্ধগ্রহণার্থী যে লোক গরুর স্তনমণ্ডলটি ছেদন করে, সে লোক দুগ্ধ লাভ করে না। এইরূপ অসঙ্গতভাবে নিপীড়িত রাজ্য উন্নতি লাভ করে না ॥ ১৬

আর যে লোক প্রত্যহ ঘাস ও জল প্রভৃতি দিয়া দুগ্ধবতী গাভীর সেবা করে, সে লোক প্রত্যহই দুগ্ধ লাভ করে। এইরূপ সঙ্গতভাবে রাজ্য ভোগ করিতে থাকিয়া রাজাও উন্নতি লাভ করেন ॥ ১৭

যুধিষ্ঠির! রাজা ন্যায্য উপায়ে সুরক্ষিত রাজ্য ভোগ করিতে থাকিলে সেই রাজ্যই অতুলনীয় ভাবে কোষবৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ১৮

দোগ্ধ্রী ধান্যং হিরণ্যঞ্চ মহী রাজ্ঞা সুরক্ষিতা।
নিত্যং স্বেভ্যঃ পরেভ্যশ্চ তৃপ্তা মাতা যথা পয়ঃ ॥ ১৯
মালাকারোপমো রাজন্ ভব মাঽঽঙ্গারিকোপমঃ।
তথা যুক্তশ্চিরং রাজ্যং ভোক্তুং শক্ষ্যসি পালয়ন্ ॥২০
পরচক্রাভিযানেন যদি তে স্যাদ্ ধনক্ষয়ঃ।
অথ সাম্নৈব লিপ্সেথা ধনমব্রাহ্মণেষু যৎ ॥ ২১
মাস্ম তে ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ধনস্থং প্রচলেন্মনঃ।
অন্ত্যায়ামপ্যবস্থায়াং কিমু স্ফীতস্য ভারত ॥ ২২
ধনানি তেভ্যো দদ্যাস্ত্বং যথাশক্তি যথার্হতঃ।
সান্ত্বয়ন্ পরিরক্ষংশ্চ স্বর্গমাপ্স্যসি দুর্জয়ম্ ॥ ২৩
এবং ধর্মেণ বৃত্তেন প্রজাস্ত্বং পরিপালয়।
স্বন্তং পুণ্যং যশো নিত্যং প্রাপ্স্যসে কুরুনন্দন ॥ ২৪

মাতা যেমন সন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের বা অন্যের সন্তানদিগকে স্তনের দুগ্ধ দান করিয়া থাকেন, তেমন রাজকর্তৃক সুরক্ষিত ভূমিও নিজদেশের ও পরদেশের লোকদিগকে শস্য ও ধন দিয়া থাকে ॥ ১৯

রাজন্! তুমি মালাকারের মত হও, কিন্তু অঙ্গারকারীর (কাঠের কয়লাকারীর) তুল্য হইও না। (যেমন মালাকার পুষ্পচয়ন করিয়া লয় বৃক্ষের কোনরূপ ক্ষতি করে না, তেমনি রাজা প্রজাদের নিকট হইতে কর লইবেন, কিন্তু প্রজাদের রক্ষা করিবেন; অপর পক্ষে যাহারা অঙ্গার বা কয়লা-বিক্রয়কারী তাহারা গাছ কাটিয়া ফেলে এবং পোড়াইয়া অঙ্গার তৈয়ার করে। রাজা অঙ্গারকারীর কার্য্য অনুসরণ করিবেন না অর্থাৎ প্রজাদের উৎসন্ন করিবেন না) সেইরূপ হইয়া পালন করিতে থাকিয়া দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারিবে ॥ ২০

যুধিষ্ঠির! ধনলাভের জন্য পররাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত গমন করিতে তোমার যদি ধন ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কেবল অনুনয়-বিনয় দ্বারাই ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির যে ধন থাকে সেই ধন লইবার চেষ্টা করিও ॥ ২১

ভরতনন্দন! ধনসম্পন্ন অবস্থার কথা আর কি বলিব। একেবারে নির্ধন অবস্থাতেও কোন ধনী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহার ধন গ্রহণ করিবার জন্য সেইদিকে তোমার মন যেন ধাবিত হয় না ॥ ২২

কারণ যুধিষ্ঠির! তুমি ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিষ্ট কথা বলিবে এবং মধুর ব্যবহার করিবে এবং তাঁহাদের রক্ষা করিতে থাকিয়া, নিজের শক্তি ও তাহাদের যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাদিগকে কেবল ধনদানই করিবে ॥ ২৩

কৌরবনন্দন! তুমি এইরূপে ধর্মপথ অনুসরণ করিয়া প্রজাপালন কর। তাহা হইলে পরিণামে শোভনপুণ্য ও স্থায়ী যশ লাভ করিতে পারিবে ॥ ২৪

ধর্মেণ ব্যবহারেণ প্রজাঃ পালয় পাণ্ডব।
যুধিষ্ঠির যথাযুক্তো নাধিবন্ধেন যোক্ষ্যসে ॥ ২৫
এষ এব পরো ধর্মো যদ্ রাজা রক্ষতি প্রজাঃ।
ভূতানাং হি যথা ধর্মো রক্ষণং পরমা দয়া ॥ ২৬
তস্মাদেবং পরং ধর্মং মন্যন্তে ধর্মকোবিদাঃ।
যো রাজা রক্ষণে যুক্তো ভূতেষু কুরুতে দয়াম্ ॥ ২৭
যদহ্না কুরুতে পাপমরক্ষন্ ভয়তঃ প্রজাঃ।
রাজা বর্ষসহস্রেণ তস্যান্তমধিগচ্ছতি ॥ ২৮
যদহ্না কুরুতে ধর্মং প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্।
দশবর্ষসহস্রাণি তস্য ভুঙ্‌ক্তে ফলং দিবি ॥২৯
স্বিষ্টিঃ স্বধীতিঃ সুতপা লোকান্ জয়তি যাবতঃ।
ক্ষণেন তানবাপ্নোতি প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩০

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্মানুমোদিত ব্যবহারে প্রজাপালন করিতে থাক। তাহা হইলে জনসাধারণ তোমার অপবাদ করিতে পারিবে না ॥ ২৫

রাজা যে প্রজাপালন করেন, তাহাই তাঁহার পরম ধর্ম। কারণ, প্রজারক্ষা রাজার ধর্ম; কেননা, উহা বিশেষ দয়াপ্রযুক্তই হইয়া থাকে ॥ ২৬

যে রাজা রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাণিগণের প্রতি দয়া করেন; ধর্মজ্ঞেরা তাহাই তাঁহার পক্ষে পরম ধর্ম বলিয়া মনে করেন ॥ ২৭

রাজা ভয়বশতঃ প্রজারক্ষা না করিয়া একদিনে যে পাপ করেন; তিনি সহস্র বৎসরে সেই পাপের নাশ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৮

রাজা ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া একদিনে যে ধর্ম সঞ্চয় করেন, দশসহস্র বৎসর যাবৎ স্বর্গে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

মানুষ উত্তম যজ্ঞ, সমীচীনভাবে বেদাধ্যয়ন ও গুরুতর তপস্যা করিয়া যতগুলি স্বর্গলাভ করিবার অধিকারী হয়; রাজা ধর্মানুসারে ক্ষণকাল প্রজাপালন করিয়া ততগুলি স্বর্গ লাভ করেন ॥ ৩০

এবং ধর্মং প্রযত্নেন কৌন্তেয় পরিপালয় ।
ততঃ পুণ্যফলং লব্ধ্বা নাধিবন্ধেন যোক্ষ্যসে ॥ ৩১
স্বর্গলোকে সুমহতীং শ্রিয়ং প্রাপ্স্যসি পাণ্ডব ।
অসম্ভবশ্চ ধর্মাণামীদৃশানামরাজসু ॥৩২
তস্মাদ্ রাজৈব নান্যোঽস্তি যো ধর্মফলমাপ্নুয়াৎ ।
স রাজ্যং ধৃতিমান্ প্রাপ্য ধর্মেণ পরিপালয় ।
ইন্দ্রং তর্পয় সোমেন কামৈশ্চ সুহৃদো জনান্ ॥ ৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১

কুন্তীনন্দন ! তুমি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক এইরূপ ধর্ম্ম পরিপালন করিতে থাক। তাহাতে স্বর্গরূপ পুণ্যফল লাভ করিবে এবং কোনরূপ অপবাদগ্রস্ত হইবে না ॥ ৩১

পাণ্ডুনন্দন ! আর তাহাতে স্বর্গলোকেও বিশেষ সুখসম্পদ লাভ করিবে। নিকৃষ্ট রাজাদের এইরূপ ধর্মলাভ হওয়া অসম্ভব ॥ ৩২

অতএব তোমার তুল্য অন্য কোন রাজাই নাই, যিনি এইরূপ ধর্ম্মপালন করিতে পারেন। সেই তুমি রাজ্যলাভ করিয়া ধৈর্য্যশীল হইয়া ধর্ম্মানুসারে তাহা পালন কর এবং যজ্ঞীয় সোমরস দ্বারা ইন্দ্রের সন্তোষবিধান ও অভীষ্ট সম্পাদন দ্বারা বন্ধুজনের প্রীতিসাধন করিতে থাক ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে
একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞঃ সদাচারি-জ্ঞানি-পুরোহিতস্যাবশ্যকতায়াঃ, প্রজাপালনমহত্ত্বস্য চ বর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

য এব তু সতো রক্ষেদসতশ্চ নিবর্তয়েৎ ।
স এব রাজ্ঞঃ কর্তব্যো রাজন্ রাজপুরোহিতঃ ॥ ১
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
পুরূরবস ঐলস্য সংবাদং মাতরিশ্বনঃ ॥ ২

পুরূরবা উবাচ ।

কুতঃ স্বিদ্ ব্রাহ্মণো জাতো বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ ।
কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

মাতরিশ্বোবাচ ।

ব্রহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম ।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ ॥ ৪
বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ ।
বর্ণশ্চতুর্থঃ পশ্চাৎ তু পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ ॥ ৫
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামনুজায়তে ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোশস্য গুপ্তয়ে ॥ ৬

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় ।

(রাজার সদাচারী ও জ্ঞানী পুরোহিতের আবশ্যকতা এবং প্রজাপালনমহত্ত্বের বর্ণন।)

ভীষ্ম বলিলেন রাজন্ ! যিনি সজ্জনগণকে রক্ষা করেন এবং অসজ্জনগণকে অসৎকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণকেই রাজা রাজপুরোহিত করিবেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়েই ইলাপুত্র পুরূরবা ও বায়ুর সংবাদরূপ প্রাচীন বৃত্তান্ত মনস্বীরা উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ২

পুরূরবা বলিলেন –'পবনদেব ! ব্রাহ্মণ কোথা হইতে জন্মিলেন এবং অপর তিন বর্ণই বা কোথা হইতে জন্মিয়াছেন ? তাহা আপনি আমার নিকট বলুন' ॥ ৩

বায়ু বলিলেন—'রাজশ্রেষ্ঠ ! ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহুযুগল হইতে এবং বৈশ্য উরু হইতে জন্মিয়াছেন ॥ ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ ! ইহার পর চতুর্থবর্ণ শূদ্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উপস্থিত তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবার জন্য ব্রহ্মারই চরণযুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৫

তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াই পৃথিবীতে অন্য সমস্ত বর্ণের নিয়ন্তা ও ধর্ম্মকোষের রক্ষক হইয়া থাকেন ॥ ৬

অতঃ পৃথিব্যা যন্তারং ক্ষত্রিয়ং দণ্ডধারিণম্ ।
দ্বিতীয়ং বর্ণমকরোৎ প্রজানামনুগুপ্তয়ে ॥ ৭
বৈশ্যস্তু ধন-ধান্যেন ত্রীন্ বর্ণান্ বিভৃয়াদিমান্ ।
শূদ্রো হ্যেতান্ পরিচরেদিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ৮
ঐল উবাচ ।
দ্বিজস্য ক্ষত্রবন্ধোর্বা কস্যেয়ং পৃথিবী ভবেৎ ।
ধর্মতঃ সহ বিত্তেন সম্যগ্ বায়ো প্রচক্ষ্ব মে ॥ ৯
বায়ুরুবাচ ।
বিপ্রস্য সর্বমেবৈতদ্ যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ।
জ্যেষ্ঠেনাভিজনেনেহ তদ্ধর্মকুশলা বিদুঃ ॥ ১০
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ ।
গুরুর্হি সর্ববর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ বৈ দ্বিজঃ ॥ ১১
পত্যভাবে যথৈব স্ত্রী দেবরং কুরুতে পতিম্ ।
আনন্তর্য্যাৎ তথা ক্ষত্রং পৃথিবী কুরুতে পতিম্ ।
এষ তে প্রথমঃ কল্প আপদ্যন্যো ভবেৎ ততঃ ॥ ১২
যদি স্বর্গং পরং স্থানং স্বধর্মং পরিমার্গসি ।
যৎ কিঞ্চিজ্জয়সে ভূমিং ব্রাহ্মণায় নিবেদয় ॥ ১৩
শ্রুতবৃত্তোপপন্নায় ধর্মজ্ঞায় তপস্বিনে ।
স্বধর্মপরিতৃপ্তায় যো ন বিত্তপরো ভবেৎ ॥ ১৪
যো রাজানং নয়েদ্ বুদ্ধ্যা সর্বতঃ পরিপূর্ণয়া ।
ব্রাহ্মণো হি কুলে জাতঃ কৃতপ্রজ্ঞো বিনীতবান্ ॥ ১৫
শ্রেয়ো নয়তি রাজানং ব্রুবংশ্চিত্রাং সরস্বতীম্ ।
রাজা চরতি যদ্ ধর্মং ব্রাহ্মণেন নিদর্শিতম্ ॥ ১৬
শুশ্রূষুরনহংবাদী ক্ষত্রধর্মব্রতে স্থিতঃ ।
তাবতা সংকৃতঃ প্রাজ্ঞশ্চিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ১৭
তস্য ধর্মস্য সর্বস্য ভাগী রাজপুরোহিতঃ ।
এবমেব প্রজাঃ সর্বা রাজানমভিসংশ্রিতাঃ ॥ ১৮
সম্যগ্বৃত্তাঃ স্বধর্মস্থা ন কুতশ্চিদ্ ভয়ান্বিতাঃ ।
রাষ্ট্রে চরন্তি যং ধর্মং রাজ্ঞা সাধ্বভিরক্ষিতাঃ ॥
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য রাজা ভাগং তু বিন্দতি ॥ ১৯
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরো গন্ধর্বোরগ-রাক্ষসাঃ ।
যজ্ঞমেবোপজীবন্তি নাস্তি চেষ্টমরাজকে ॥ ২০

তাহার পর ব্রহ্মা প্রজাগণের রক্ষার জন্য পৃথিবীর শাসনকর্তা ও দণ্ডদানে সমর্থ ক্ষত্রিয়রূপ দ্বিতীয় বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৭

তদনন্তর বৈশ্য ধন ও ধান্যদ্বারা অপর তিন বর্ণের ভরণ পোষণ করিবেন এবং শূদ্র অন্য তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিবে, ইহা মনে করিয়া ব্রহ্মা বৈশ্য ও শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৮

পুরূরবা বলিলেন—পবনদেব! ধনের সহিত এই পৃথিবী ধর্মানুসারে ব্রাহ্মণের হইবে না, ক্ষত্রিয়ের হইবে—ইহা আপনি আমার নিকট সমীচীনভাবে বলুন ॥ ৯

বায়ু বলিলেন,—ধর্মজ্ঞেরা মনে করেন যে, জ্যেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যনিবন্ধন পৃথিবীর এই সমস্ত দ্রব্যই ব্রাহ্মণের ॥ ১০

অতএব ব্রাহ্মণ আপনার দ্রব্যই ভোগ করেন; আপনার বস্ত্রই পরিধান করেন এবং আপনার দ্রব্যই দান করেন। বিশেষভাবে বলিতে গেলে ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ॥ ১১

স্ত্রী যেমন পতির অভাবে দেবরকে পতি করে; সেইরূপ পৃথিবী ব্রাহ্মণের পরে ক্ষত্রিয়কে পতি করিয়া থাকে। ইহাই আপনার নিকট প্রথম কল্প বলিলাম; আপৎকালে ইহা হইতে অন্য কল্পও হইতে পারে। ১২

রাজন্! আপনি যদি ধর্মের বলে উত্তম স্বর্গের অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে আপনি যে ভূমি জয় করিবেন, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ, সদ্ব্যবসায়ী, ধর্মজ্ঞ, তপস্বী, স্বধর্মপরিতৃপ্ত ও ধনার্জনবিমুখ ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিবেন। যিনি আপনার বিশাল বুদ্ধির গুণে রাজাকে সকল দিকে চালাইয়া লইতে সক্ষম হন; কেননা, রাজা ব্রাহ্মণ-প্রদর্শিত ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ওদিকে আবার সৎকুলজাত, নিপুণবুদ্ধি ও বিনয়ী ব্রাহ্মণ বিচিত্র কথা বলিতে থাকিয়া রাজাকে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করেন ॥ ১৩-১৬

তারপর ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও নিয়মাবলী এবং অহঙ্কারশূন্য রাজা ব্রাহ্মণবাক্য শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিতই থাকেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্ রাজা সেই ব্রাহ্মণবাক্যেই সংকৃত ও পরিচালিত হইতে থাকিয়া চিরকালই যশ লাভ করিতে থাকেন ॥ ১৭

আবার রাজ-পুরোহিতও সেই সমস্ত ধর্মের অংশভাগী হন। এইরূপ হইলে সমস্ত প্রজাই রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকে ॥ ১৮

রাজা যাহাদিগকে যথাযথভাবে রক্ষা করেন, সেই প্রজারা যথানিয়মে চলিতে থাকিয়া, আপন ধর্মে প্রবৃত্ত রহিয়াও অকুতোভয় হইয়া যে ধর্ম আচরণ করে; রাজা তাহার চতুর্থভাগ লাভ করেন। ১৯

দেবগণ, মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, নাগগণ ও রাক্ষসগণ যজ্ঞ অবলম্বন করিয়াই জীবনধারণ করেন, অথচ অরাজক রাজ্যে যজ্ঞ হইতে পারে না ॥ ২০

হতো দত্তেন জীবন্তি দেবতাঃ পিতরস্তথা।
রাজন্যেবাস্য ধর্ম স্য যোগক্ষেমঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ২১
ছায়ায়ামপ্সু বায়ৌ চ সুখমুষ্ণেঽধিগচ্ছতি।
অগ্নৌ বাসসি সূর্য্যে চ সুখং শীতেঽধিগচ্ছতি॥ ২২
শব্দে স্পর্শে রসে রূপে গন্ধে চ রমতে মনঃ॥২৩
তেষু ভোগেষু সর্বেষু ন ভীতো লভতে সুখম্।
অভয়স্য হি যো দাতা তস্যৈব সুমহৎ ফলম্।
ন হি প্রাণসমং দানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ২৪
ইন্দ্রো রাজা যমো রাজা ধর্মো রাজা তথৈব চ।
রাজা বিভর্তি রূপাণি রাজ্ঞা সর্বমিদং ধৃতম্॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭২

দেবগণ ও পিতৃগণ এই মর্ত্ত্যমণ্ডলপ্রদত্ত যজ্ঞীয় দ্রব্য দ্বারাই জীবনধারণ করেন, অথচ রাজার উপরেই এই ধর্ম্মের অর্জ্জন ও রক্ষণ চেষ্টিত আছে॥ ২১

দারুণ গ্রীষ্ম উপস্থিত হইলে মানুষ ছায়ায়, জল ও বায়ুতে সুখলাভ করে। আবার প্রবল শীত উপস্থিত হইলে অগ্নিতে, বস্ত্রাবরণে ও সূর্য্যের তাপে সুখ পায়; (কিন্তু অরাজকতার ভয় উপস্থিত হইলে মানুষ কোথাও সুখ পায় না)॥ ২২

তারপর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধে মানুষের মন আনন্দ অনুভব করে; কিন্তু ভীত মানুষ তাহার কোনটাতেই সুখ অনুভব করিতে পারে না॥ ২৩

অতএব যিনি অভয়দান করেন, তাঁহার গুরুতর ফল হয় এবং প্রাণদানের তুল্য দান ত্রিভুবনেই নাই॥ ২৪

অতএব রাজা ইন্দ্রস্বরূপ, যমস্বরূপ ও ধর্ম্মস্বরূপ; রাজা কোনও ভীষণপ্রকৃতি নানারূপ ধারণ করেন এবং রাজাই এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্যসৃষ্টিবিষয়ক দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুষঃ সদাচারিণঃ পুরোহিতস্য প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়য়োর্মৈত্র্যে লাভবিষয়কং রাজ্ঞঃ পুরূরবস উপাখ্যানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
রাজ্ঞা পুরোহিতঃ কার্য্যো ভবেদ্ বিদ্বান্ বহুশ্রুতঃ।
উভৌ সমীক্ষ্য ধর্মার্থাবপ্রমেয়াবনন্তরম্॥ ১
ধর্মাত্মা মন্ত্রবিদ্ যষাং রাজ্ঞাং রাজন্ পুরোহিতঃ
রাজা চৈবংগুণো যেষাং কুশলং তেষু সর্বশঃ॥ ২
(তেষামর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চেতি বিনিশ্চয়ঃ।
শ্লোকাংশ্চোশনসা গীতাংস্তান্ নিবোধ যুধিষ্ঠির॥
উচ্ছিষ্টঃ স ভবেদ্ রাজা যস্য নাস্তি পুরোহিতঃ।
রক্ষসামসুরাণাঞ্চ পিশাচোরগ-পক্ষিণাম্।
শত্রূণাঞ্চ ভবেদ্ বধ্যো যস্য নাস্তি পুরোহিতঃ॥
ব্রূয়াৎ কার্য্যাণি সততং মহোৎপাতানি যানি চ।
ইষ্টমঙ্গলযুক্তানি তথাঽন্তঃপুরিকাণি চ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

[বিদ্বান্ সদাচারী পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিত্রতা থাকায় লাভবিষয়ক রাজা পুরূরবার উপাখ্যান]

ভীষ্ম বলিলেন—বিদ্বান্ ও বহুজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণই রাজার পুরোহিত হইবার যোগ্য। অতএব রাজা সত্বরই অনন্ত ধর্ম্ম ও অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাদৃশ ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন॥ ১

রাজন্! ধার্ম্মিক ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ যে সকল রাজার পুরোহিত হন এবং যাহাদের রাজাও এইরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহাদের সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গল হয়॥ ২

(তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে শুক্রাচার্য্য কর্তৃক গীত কিছু শ্লোক আছে, সেই সকল শ্লোক তুমি শ্রবণ কর। যে রাজার নিকট পুরোহিত নাই, সেই রাজা উচ্ছিষ্ট (অপবিত্র) হইয়া যান।

যে রাজার নিকট পুরোহিত নাই, সেই রাজা রাক্ষস, অসুর, পিশাচ, নাগ, পক্ষী ও শত্রুদিগের বধ্য হন্।

রাজার পক্ষে যাহা সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য, যে সমস্ত মহা উৎপাত আছে, যাহা অভীষ্ট ও মাঙ্গলিক কৃত্য এবং যাহা অন্তঃপুরের

গীতনৃত্তাধিকারেষু সম্মতেষু মহীপতেঃ।
কর্তব্যং করণীয়ং বৈ বৈশ্বদেববলিস্তথা॥
নক্ষত্রস্যানুকূল্যেন যঃ সঞ্জাতো নরেশ্বরঃ।
রাজশাস্ত্রবিনীতশ্চ শ্রেয়ান্ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ॥
অথান্যানাং নিমিত্তানামুৎপাতানামথার্থবিৎ॥
শত্রুপক্ষক্ষয়জ্ঞশ্চ শ্রেয়ান্ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ।)
উভৌ প্রজা বর্ধয়তো দেবান্ সর্বান্ সুতান্ পিতৄন্।
ভবেয়াতাং স্থিতৌ ধর্মে শ্রদ্ধেয়ৌ সুতপস্বিনৌ॥ ৩
পরস্পরস্য সুহৃদৌ বিহিতৌ সমচেতসৌ।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রস্য সম্মানাৎ প্রজা সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪
বিমাননাৎ তয়োরেব প্রজা নশ্যেয়ুরেব হি।
ব্রহ্ম-ক্ষত্রং হি সর্বেষাং বর্ণানাং মূলমুচ্যতে॥ ৫
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ঐল-কশ্যপসংবাদং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির॥ ৬

ঐল উবাচ

যদা হি ব্রহ্ম প্রজহাতি ক্ষত্রং
ক্ষত্রং যদা বা প্রজহাতি ব্রহ্ম।

সহিত সম্বন্ধযুক্ত বৃত্তান্ত, এ সমস্তই রাজাকে পুরোহিত অবশ্য বলিবেন।

রাজার প্রিয় গীত ও নৃত্যসম্বন্ধীয় কার্য্য—এই উভয়ের মধ্যে করণীয় কর্তব্য রাজাকে পুরোহিত উপদেশ করিবেন। বলি-বৈশ্বদেব কর্ম্মের সম্পাদন করিবেন।

যে নরপতি অনুকূল নক্ষত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং রাজশাস্ত্রে পূর্ণরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এরূপ নরপতি অপেক্ষা তাঁহার পুরোহিত আরও শ্রেষ্ঠ হইবেন।

যিনি ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তসকল ও উৎপাতসমূহের যথার্থ রহস্য জানেন এবং শত্রুপক্ষের বিনাশের প্রণালীও জানেন, এরূপ শ্রেষ্ঠতম পুরুষই রাজপুরোহিত হইবার যোগ্য।)

এইরূপ রাজা ও রাজপুরোহিত প্রজাদের উন্নতিবৃদ্ধি এবং দেবগণ, পিতৃগণ ও পুত্রগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকেন। আবার তাঁহারাও দুইজনই ধার্ম্মিক, সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, বিশেষ তপস্বী, পরস্পর সৌহার্দ্দসম্পন্ন ও পরস্পর সমান চিত্তবৃত্তি হইবেন। প্রজারা এইরূপ পুরোহিত ও রাজার সম্মান করিয়া সুখলাভ করে॥ ৩-৪

আবার প্রজারা যদি সেই পুরোহিত ও রাজার অসম্মান ও অবমাননা করে, তাহা হইলে প্রজারা বিনষ্ট হয়। কারণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই অন্য সকল বর্ণের উন্নতির মূল॥ ৫

অন্যবলং কতমেঽস্মিন্ ভজন্তে
তথা বর্ণাঃ কতমেঽস্মিন্ শ্রিয়ন্তে॥ ৭

কশ্যপ উবাচ।

বিদ্ধং রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য ভবতি
ব্রহ্ম ক্ষত্রং যত্র বিরুধ্যতীহ।
অন্যবলং দস্যবস্তদ্ ভজন্তে
তথা বর্ণং তত্র বিদন্তি সন্তঃ॥ ৮
নৈষামুক্ষা বর্ধতে নোত পুত্রা
ন গর্গরো মথ্যতে নো যজন্তে।
নৈষাং পুত্রা বেদমধীয়তে চ
যদা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াঃ সন্ত্যজন্তি॥ ৯
নৈষামর্থো বর্ধতে জাতু গেহে
নাধীয়তে সুপ্রজা নো যজন্তে।
অপধ্বস্তা দস্যুভূতা ভবন্তি
যে ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়াঃ সন্ত্যজন্তি॥১০
এতৌ হি নিত্যং সংযুক্তাবিতরেতরধারণে।
ক্ষত্রং বৈ ব্রহ্মণো যোনির্যোনিঃ ক্ষত্রস্য বৈ দ্বিজঃ॥১১

যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে মহর্ষিরা কশ্যপ ও পুরূরবার সংবাদরূপ এক প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন॥ ৬

পুরূরবা কশ্যপ প্রজাপতির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহর্ষি! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর মিলিত শক্তি; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়কে ত্যাগ করেন, কিম্বা ক্ষত্রিয় যখন ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করেন, তখন অন্যান্য বর্ণ তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে আশ্রয় করে, এবং কাহার উপরই বা অবস্থান করে? ৭

কশ্যপ বলিলেন—বিচক্ষণ লোকেরা জানেন যে, এই জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যখন পরস্পর বিরোধ করেন, তখন ক্ষত্রিয়ের রাজ্য বিনষ্ট হয় এবং দস্যুরা পরস্পর মিলিতশক্তি সেই দুইটি বর্ণকে ও অন্যান্য বর্ণকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে॥ ৮

ক্ষত্রিয়েরা যখন ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করেন, তখন সেই ক্ষত্রিয়দের পশু বা বংশবৃদ্ধি পায় না, দধি বা দুগ্ধ মথিত হয় না কিম্বা তাহাদের পুত্রেরা বেদ অধ্যয়ন করে না॥ ৯

যে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘরে অর্থবৃদ্ধি পায় না; পুত্রেরা শাস্ত্রপাঠ করে না বা যজ্ঞ করে না। সুতরাং তাহারা দস্যুর ন্যায় নিকৃষ্ট হইয়া যায়॥ ১০

রাজন্! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি উভয়ে উভয়কে রক্ষা করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উন্নতির কারণ হন, আবার ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের উন্নতির কারণ হইয়া থাকেন॥১১

উভাবেতৌ নিত্যমভিপ্রপন্নৌ
সম্প্রাপতুর্মহতীং সম্প্রতিষ্ঠাম্ ।
তয়োঃ সন্ধির্ভিদ্যতে চেৎ পুরাণ-
স্ততঃ সর্ব্বং ভবতি হি সম্প্রমূঢ়ম্ ॥ ১২

নাত্র পারং লভতে পারগামী
মহাগাধে নৌরিব সম্প্রপন্না ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ভবতি হি সম্প্রমূঢ়ং
প্রজাস্ততঃ ক্ষয়সংস্থা ভবন্তি ॥ ১৩

ব্রহ্মবৃক্ষো রক্ষ্যমাণো মধু হেম চ বর্ষতি ।
অরক্ষ্যমাণঃ সততমশ্রু পাপঞ্চ বর্ষতি ॥ ১৪

ন ব্রহ্মচারী চরণাদপেতো
যদা ব্রহ্ম ব্রহ্মণি ত্রাণমিচ্ছেৎ ।
আশ্চর্য্যতো বর্ষতি তত্র দেব-
স্তত্রাভীক্ষ্ণং দুঃসহাশ্চাবিশন্তি ॥ ১৫

স্ত্রিয়ং হত্বা ব্রাহ্মণং বাপি পাপঃ
সভায়াং যত্র লভতে সাধুবাদম্ ।
রাজ্ঞঃ সকাশে ন বিভেতি চাপি
ততো ভয়ং বিদ্যতে ক্ষত্রিয়স্য ॥ ১৬

পাপৈঃ পাপে ক্রিয়মাণেঽতিবেলং
ততো রুদ্রো জায়তে দেব এষঃ ।
পাপৈঃ পাপাঃ সংজনয়ন্তি রুদ্রং
ততঃ সর্ব্বান্ সাধ্বসাধূন্ হিনস্তি ॥ ১৭

ঐল উবাচ ।

কুতো রুদ্রঃ কীদৃশো বাপি রুদ্রঃ
সত্ত্বৈঃ সত্ত্বং দৃশ্যতে বধ্যমানম্ ।
এতৎ সর্ব্বং কশ্যপ মে প্রচক্ষ্ব
যতো রুদ্রো জায়তে দেব এষঃ ॥ ১৮

কশ্যপ উবাচ ।

আত্মা রুদ্রো হৃদয়ে মানবানাং
স্বং স্বং দেহং পরদেহঞ্চ হন্তি ।
বাতোৎপাতৈঃ সদৃশং রুদ্রমাহু-
র্দৈবৈর্জীমূতৈঃ সদৃশং রূপমস্য ॥ ১৯

ঐল উবাচ ।

ন বৈ বাতঃ পরিবৃণোতি কশ্চি-
ন্ন জীমূতো বর্ষতি নাপি দেবঃ ।
তথা যুক্তো দৃশ্যতে মানুষেষু
কামদ্বেষাদ্ বধ্যতে মুচ্যতে চ ॥ ২০

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা মিলিত থাকিলে তাঁহারা অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আর যদি তাঁহাদের পূর্ব্বসম্মেলন না থাকে, তাহা হইলে জগতের সকলেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ॥১২

আর বিদীর্ণ নৌকা যেমন মহাসমুদ্রের পারে যাইতে পারে না, তেমন মানুষও জীবনযাত্রার শেষ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিটি বর্ণই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং সকল লোকই ক্ষয়োন্মুখ হইতে থাকে ॥ ১৩

রক্ষা করিতে থাকিলে ব্রাহ্মণরূপ বৃক্ষ মধু ও স্বর্ণ বর্ষণ করে; আর তাহাকে রক্ষা না করিলে সকলেরই সর্ব্বদা অশ্রু ও পাপ আবির্ভূত হয় ॥ ১৪

ব্রাহ্মণ যখন দস্যুর হাত হইতে বেদকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন এবং যখন কেহই ব্রহ্মচারী হন না বা যখন প্রায় সকল লোকই অধীত বেদ হইতে বিচ্যুত হয়, তখন দেবরাজ অত্যন্ত অল্প বর্ষণ করেন, আর সেই সময়ে দুঃসহ উৎপাতসকল আবির্ভূত হইতে থাকে ॥ ১৫

পাপী ও দুষ্কৃতকারীরা যখন স্ত্রীহত্যা করিয়া জনসমাজে প্রশংসা লাভ করে এবং রাজার নিকটেও ভয়শূন্যভাবে বিচরণ করে, তখন রাজার আত্মবিনাশের ভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৬

পাপাত্মারা অত্যন্ত পাপ করিতে থাকিলে এই রুদ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং পাপাত্মারাই পাপদ্বারা রুদ্রদেবকে উৎপাদন করে। তৎপরে সেই রুদ্রদেবই সাধু ও অসাধু সকল লোককে সংহার করেন ॥ ১৭

পুরূরবা বলিলেন—এই রুদ্র কোথা হইতে আসিলেন এবং তিনি কি প্রকার? জগতে দেখা যায় প্রাণিরাই প্রাণিগণকে সংহার করে; (তবে আর রুদ্র সংহার করেন কি করিয়া?) এই রুদ্রদেব কোথা হইতেই বা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? মহর্ষি কশ্যপ! আপনি এই সকল বিষয় আমার নিকট বলুন ॥ ১৮

কশ্যপ বলিলেন—"(রুদ্রদেব কোন স্থান হইতে আসেনও নাই এবং জন্মগ্রহণও করেন নাই) এই রুদ্রদেব জীবরূপে প্রাণিগণের হৃদয়ে অবস্থান করেন এবং যথাকালে আপন আপন দেহ ও অন্যান্যের দেহ বিনাশ করেন। জ্ঞানীরা বলেন, রুদ্রদেব উৎপাত বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং নবীন মেঘের মত উঁহার রূপ ॥ ১৯

পুরূরবা বলিলেন—কোন বায়ু কাহাকেও আশ্রয় করে না,

কশ্যপ উবাচ।
যথৈকগেহে জাতবেদাঃ প্রদীপ্তঃ
কৃৎস্নং গ্রামং দহতে চত্বরং বা।
বিমোহনং কুরুতে দেব এষ
ততঃ সর্বং স্পৃশ্যতে পুণ্যপাপৈঃ ॥ ২১

ঐল উবাচ।
যদি দণ্ডঃ স্পৃশতেঽপুণ্যপাপং
পাপৈঃ পাপে ক্রিয়মাণে বিশেষাৎ।
কস্য হেতোঃ সুকৃতং নাম কুর্য্যাদ্
দুষ্কৃতং বা কস্য হেতোর্ন কুর্য্যাৎ ॥ ২২

কশ্যপ উবাচ।
অসন্ত্যাগাৎ পাপকৃতামপাপাং-
স্তুল্যো দণ্ডঃ স্পৃশতে মিশ্রভাবাৎ।
শুষ্কেণার্দ্রং দহ্যতে মিশ্রভাবা-
ন্ন মিশ্রঃ স্যাৎ পাপকৃদ্ভিঃ কথঞ্চিৎ ॥২৩

ঐল উবাচ।
সাধ্বসাধূন্ ধারয়তীহ ভূমিঃ
সাধ্বসাধূংস্তাপয়তীহ সূর্য্যঃ।
সাধ্বসাধূংশ্চাপি বাতীহ বায়ু-
রাপস্তথা সাধ্বসাধূন্ পুনন্তি ॥ ২৪

কশ্যপ উবাচ।
এবমস্মিন্ বর্ত্ততে লোক এব
নামুত্রৈবং বর্ত্ততে রাজপুত্র।
প্রেত্যৈতয়োরন্তরাবান্ বিশেষো
যো বৈ পুণ্যং চরতে যশ্চ পাপম্ ॥ ২৫

পুণ্যস্য লোকো মধুমান্ ঘৃতার্চি-
র্হিরণ্যজ্যোতিরমৃতস্য নাভিঃ।
তত্র প্রেত্য মোদতে ব্রহ্মচারী
ন তত্র মৃত্যুর্ন জরা নোত দুঃখম্ ॥ ২৬

মেঘ বর্ষা করে, কিন্তু রুদ্রদেব বর্ষা করেন না অথচ যেমন বায়ু ও মেঘকে আকাশে সংযুক্ত দেখা যায়, তেমন এই জীবরূপী রুদ্রকে প্রাণিগণে সংযুক্ত দেখা যায়। আবার জীব কাম ও দ্বেষবশতঃ বদ্ধও হয়, মুক্তও হয় ॥ ২০

কশ্যপ বলিলেন—অগ্নি যেমন কোন একটি গৃহে প্রজ্বলিত হইয়া তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত গ্রাম ও প্রাঙ্গণস্থ তৃণাদি দগ্ধ করে, সেইরূপ এই রুদ্রদেব কোন একটি প্রাণীতে থাকিয়া বিশেষভাবে অন্তান্তের মোহ উৎপাদন করেন, তাহাতেই সমস্ত প্রাণী পুণ্য ও পাপে সম্বন্ধ হইয়া থাকে ॥ ২১

পুরূরবা বলিলেন—"পুণ্যাত্মারা পুণ্য এবং পাপাত্মারা পাপ বিশেষভাবে করিতে লাগিলেও এই জীবরূপী রুদ্র যদি পুণ্য বা পাপ স্পর্শ না করেন, তাহা হইলে মানুষ কি নিমিত্ত পুণ্য করে, কি নিমিত্তই বা পাপ করে না" ॥ ২২

কশ্যপ বলিলেন,—জীবরূপী রুদ্র নিয়ত সহচর ও বাস্তবিক পাপকারী অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে না পারায় এবং তাহার সহিত মিশ্রিত থাকায়ও পাপ করে না এবং অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত মিশ্রিত আর্দ্র কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তেমনি জীবাত্মা অহঙ্কারের সহিত একসঙ্গে থাকিয়াও কোনপ্রকারেই তাহার সহিত মিশ্রিত হয় না ॥ ২৩

পুরূরবা বলিলেন—এই জগতে পৃথিবী সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ লোককেই ধারণ করেন, এই জগতে সূর্য্যও সাধু ও অসাধু এই উভয়প্রকার লোককেই সন্তপ্ত করিয়া থাকেন। এই জগতে বায়ুও সাধু ও অসাধু এই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই স্পর্শ করেন এবং জলও সাধু ও অসাধু বিবিধ লোককেই পবিত্র করিয়া থাকে; (সেইরূপ জীবাত্মাও পাপ এবং পুণ্য এই উভয়ই করুক) ॥ ২৪

কশ্যপ বলিলেন—রাজপুত্র! ইহা হইলে এই জীবাত্মা ইহলোকে থাকে আবার পরলোকে যাইয়া সেখানেও থাকে। (সুতরাং ইহলোকে জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে পরলোকেও তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়, অথচ ইহলোকে কর্ম্ম আছে, পরলোকে কর্ম নাই; অতএব একেরই একবার কর্তৃত্ব আবার অকর্তৃত্ব বলা যায় না)। কিন্তু যে অহঙ্কার পুণ্য ও পাপ করে তাহার কর্তৃত্ব অকর্তৃত্ব উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু জীবাত্মার সন্নিহিত অহঙ্কার, অতএব ইহাই এই জীবাত্মা ও অহঙ্কারের পার্থক্য ॥ ২৫

পুণ্যের ফল স্বর্গ, সেখানে প্রচুর মধু আছে, ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, স্বর্ণের ন্যায় তাহার তেজ প্রকাশ পাইতেছে এবং অমৃতের হ্রদ রহিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মচারী সেস্থানে গমন করিয়া আমোদ অনুভব করেন। সেখানে মৃত্যু নাই, জরা নাই এবং কোন দুঃখও নাই ॥ ২৬

পাপস্য লোকো নিরয়োঽপ্রকাশো
নিত্যং দুঃখং শোকভূয়িষ্ঠমেব।
তত্রাত্মানং শোচতি পাপকর্মা
বহ্বীঃ সমাঃ প্রতপন্নপ্রতিষ্ঠঃ ॥ ২৭
মিথোভেদাদ্ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াণাং
প্রজা দুঃখং দুঃসহং চাবিশন্তি।
এবং জ্ঞাত্বা কার্য্য এবেহ নিত্যং
পুরোহিতো নৈকবিদ্যো নৃপেণ ॥ ২৮
তং চৈবান্বভিষিচ্যেত তথা ধর্মো বিধীয়তে।
অগ্র্যো হি ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ সর্বস্যৈবেহ ধর্মতঃ ॥ ২৯
পূর্বং হি ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিরিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ।
জ্যেষ্ঠেনাভিজনেনাস্য প্রাপ্তং পূর্বং যদুত্তরম্ ॥ ৩০
তস্মান্মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ ব্রাহ্মণঃ প্রসৃতাগ্রভুক্।
সর্বং শ্রেষ্ঠং বিশিষ্টঞ্চ নিবেদ্যং তস্য ধর্মতঃ ॥ ৩১
অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং রাজ্ঞা বলবতাপি হি।
ব্রহ্ম বর্ধয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রহ্ম বর্ধতে।
এবং রাজ্ঞা বিশেষেণ পূজ্যা বৈ ব্রাহ্মণাঃ সদা।
রাজাঃ সর্বস্য চান্যস্য স্বামী রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহাস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঐলকশ্যপ-সংবাদে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩

পাপিষ্ঠের গন্তব্য স্থান নরক, সেখানে আলোক নাই, সর্ব্বদাই শোকবহুল দুঃখ রহিয়াছে, পাপকারী মানুষ সেস্থানে যাইয়া সর্ব্বদা দুঃখ সন্তাপ অনুভব করিতে থাকিয়া অস্থির অবস্থায় বহু বৎসর যাবৎ আত্মশোক করিয়া থাকে ॥ ২৭

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রজাদের দুঃসহ দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহা জানিয়া রাজা অবশ্যই বহু বিদ্যা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবেন ॥ ২৮

রাজা প্রথমে তাদৃশ কোন ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্য পদে অভিষিক্ত করিয়া পরে আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, সেইরূপ ধর্ম্মই বিহিত হইয়াছে। কারণ ধর্ম্মানুসারে এই জগতে ব্রাহ্মণই সকলের অগ্রবর্তী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২৯

কেননা, বেদবিদ্ মনস্বীরা ইহা অবগত আছেন যে, ব্রাহ্মণই ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি। অতএব জ্যেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্যনিবন্ধন সকলের পূর্ব্বে উত্তম বস্তু ব্রাহ্মণেরই লভ্য ॥ ৩০

অতএব ব্রাহ্মণ মাননীয়, পূজনীয় এবং প্রসারিত বস্তুর অগ্রভুক্ হইয়া থাকেন; সুতরাং ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণকেই শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট সমস্ত বস্তু নিবেদন করিবে, আর রাজা বলবান্ হইলেও অবশ্যই পুরোহিত বরণ করিবেন ॥ ৩১

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের উন্নতিসাধন করেন; আবার ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উন্নতি লাভ করেন। এইভাবে রাজা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা বিশেষভাবে পূজিত হইবার যোগ্য। যেহেতু রাজা অন্য সমস্ত বস্তুর স্বামী, আর রাজার স্বামী পুরোহিত ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পুরূরবা ও কশ্যপের সংবাদবিষয়ক ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়য়োর্মৈত্র্যে লাভস্য প্রতিপাদকং মুচুকুন্দস্যোপাখ্যানম্ ।]

(যুধিষ্ঠির উবাচ ।

(ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য সামর্থ্যং কথিতং তে পিতামহ ।
পুরোহিতপ্রভাবশ্চ লক্ষণঞ্চ পুরোধসঃ ॥
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্ম-ক্ষত্রবিনির্ণয়ম্ ।
ব্রহ্ম ক্ষত্রং হি সর্ব্বস্য কারণং জগতঃ পরম্ ॥
যোগক্ষেমো হি রাষ্ট্রস্য তাভ্যামায়ত্ত এব চ ॥)

ভীষ্ম উবাচ ।

যোগক্ষেমো হি রাষ্ট্রস্য রাজন্যায়ত্ত উচ্যতে ।
যোগক্ষেমো হি রাজ্ঞো হি সমায়ত্তঃ পুরোহিতে ॥ ১
যত্রাদৃষ্টং ভয়ং ব্রহ্ম প্রজানাং শময়ত্যুত ।
দৃষ্টঞ্চ রাজা বাহুভ্যাং তদ্রাজ্যং সুখমেধতে ॥ ২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
মুচুকুন্দস্য সংবাদং রাজ্ঞো বৈশ্রবণস্য চ ॥ ৩
মুচুকুন্দো বিজিত্যেমাং পৃথিবীং পৃথিবীপতিঃ ।
জিজ্ঞাসমানঃ স্ববলমভ্যায়াদলকাধিপম্ ॥ ৪
ততো বৈশ্রবণো রাজা রাক্ষসানসৃজৎ তদা ।
তে বলান্যবমৃদ্‌নন্ত মুচুকুন্দস্য নৈর্ঋতাঃ ॥৫
স হন্যমানে সৈন্যে স্বে মুচুকুন্দো নরাধিপঃ ।
গর্হয়ামাস বিদ্বাংসং পুরোহিতমরিন্দমঃ ॥ ৬
তত উগ্রং তপস্তপ্ত্বা বশিষ্ঠো ধর্মবিত্তমঃ ।
রক্ষাংস্যুপাবধীৎ তস্য পন্থানং চাপ্যবিন্দত ॥ ৭
ততো বৈশ্রবণো রাজা মুচুকুন্দমদর্শয়ৎ ।
বধ্যমানেষু সৈন্যেষু বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৮

ধনদ উবাচ ।

বলবন্তস্ত্বয়া পূর্বে রাজানঃ সুপুরোহিতাঃ ।
ন চৈবং সমবর্তন্ত যথা ত্বমিহ বর্ত্তসে ॥ ৯
তে খল্বপি কৃতাস্ত্রাশ্চ বলবন্তশ্চ ভূমিপাঃ ।
আগম্য পর্য্যুপাসন্তে মামীশং সুখ-দুঃখয়োঃ ॥ ১০
যদ্যস্তি বাহুবীর্য্যং তে তদ্ দর্শয়িতুমর্হসি ।
কিং ব্রাহ্মণবলেন ত্বমতিমাত্রং প্রবর্ত্তসে ॥ ১১

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় ।

(ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মৈত্রীতে লাভের প্রতিপাদনকারী মুচুকুন্দের উপাখ্যান ।)

(যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ ! আপনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শক্তির কথা এবং পুরোহিতের প্রভাব ও লক্ষণের কথা বলিয়াছেন ॥

এখন আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ব্যবহারের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ই সমগ্র জগতের উন্নতির মূল; বিশেষতঃ রাজ্যের বৃদ্ধি ও রক্ষা তাঁহাদেরই অধীন ॥)

ভীষ্ম বলিলেন—রাজ্যের রক্ষা ও বৃদ্ধি রাজার অধীন, আবার রাজার বৃদ্ধি ও রক্ষা তাঁহার পুরোহিতের অধীন ॥১

ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া যে রাজ্যে প্রজাদের দৈব ভয় নিবারণ করেন এবং রাজা বাহুবলে প্রজাদের প্রত্যক্ষ ভয় দূর করেন, সেই রাজ্য অনায়াসে উন্নতি লাভ করে ॥ ২

মনস্বীরা এই বিষয়ে কুবের ও মুচুকুন্দ রাজার সংবাদরূপ প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৩

পূর্ব্বকালে রাজা মুচুকুন্দ এই পৃথিবী জয় করিয়া আপন সৈন্যের শক্তি জানিবার জন্য অলকাধিপতি কুবেরের অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন ॥ ৪

তাহার পর কুবের তখনই রাক্ষস-সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা যাইয়া মুচুকুন্দের সৈন্য সংহার করিতে থাকিল ॥৫

রাক্ষসেরা আপন সৈন্য সংহার করিতে থাকিলে শত্রুদমনকারী মুচুকুন্দ রাজা আপন পুরোহিত জ্ঞানী বশিষ্ঠের নিন্দা করিলেন ॥৬

তদনন্তর ধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ভীষণ তপস্যা করিয়া কুবেরের রাক্ষস-সৈন্য বিনাশ করিলেন এবং কুবেরের জয় করিবার পথও পাইলেন ॥ ৭

তৎপরে বশিষ্ঠ আপন সৈন্য সংহার করিতে লাগিলে কুবের মুচুকুন্দের নিকটে যাইয়া দেখা দিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ৮

কুবের বলিলেন—মুচুকুন্দ ! তুমি যেমন এখন আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমা অপেক্ষা বলবান্ ও পুরোহিত সমন্বিত পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা এভাবে প্রবৃত্ত হন নাই ॥ ৯

তাঁহারাও অস্ত্রে সুশিক্ষিত ও বলবানই ছিলেন, তথাপি তাঁহারা আসিয়া আমার উপাসনাই করিতেন। কেননা, আমি মানুষের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা ॥ ১০

সে যাহা হউক, তোমার যদি বাহুবলই থাকে, তবে তাহা তুমি নিজেই দেখাইতে পার. কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভাবে এরূপ অত্যন্ত গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ কেন ? ১১

মুচুকুন্দস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ প্রত্যুবাচ ধনেশ্বরম্ ।
ন্যায়পূর্বমসংরব্ধমসম্ভ্রান্তমিদং বচঃ ॥ ১২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রমিদং সৃষ্টমেকযোনি স্বয়ম্ভুবা ।
পৃথগ্বলবিধানং তন্ন লোকং পরিপালয়েৎ ॥ ১৩
তপোমন্ত্রবলং নিত্যং ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতম্ ।
অস্ত্রবাহুবলং নিত্যং ক্ষত্রিয়েষু প্রতিষ্ঠিতম ॥ ১৪
তাভ্যাং সম্ভুয় কর্তব্যং প্রজানাং পরিপালনম্ ।
তথা চ মাং প্রবর্তন্তং কিং গর্হস্যলকাধিপ ॥ ১৫
ততোঽব্রবীদ্ বৈশ্রবণো রাজানং সুপুরোহিতম্
নাহং রাজ্যমনির্দিষ্টং কস্মৈচিদ্ বিদধাম্যুত ॥ ১৬
নাচ্ছিন্দে চাপ্যনির্দিষ্টমিতি জানীহি পার্থিব ।
প্রশাধি পৃথিবীং কৃৎস্নাং মদ্দত্তামখিলামিমাম্ ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ মুচুকুন্দো মহীপতিঃ ॥ ১৭

মুচুকুন্দ উবাচ ।

নাহং রাজ্যং ভবদ্দত্তং ভোক্তুমিচ্ছামি পার্থিব ।
বাহুবীর্য্যার্জিতং রাজ্যমশ্নীয়ামিতি কাময়ে ॥ ১৮

ভীষ্ম উবাচ ।

ততো বৈশ্রবণো রাজা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ।
ক্ষত্রধর্মে স্থিতং দৃষ্ট্বা মুচুকুন্দমসম্ভ্রমম্ ॥ ১৯
ততো রাজা মুচুকুন্দঃ সোঽন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্ ।
বাহুবীর্য্যার্জিতাং সম্যক্ ক্ষত্রধর্মমনুব্রতঃ ॥২০
এবং যো ধর্মবিদ্ রাজা ব্রহ্মপূর্বং প্রবর্ততে ।
জয়ত্যবিজিতামুর্বীং যশশ্চ মহদশ্নুতে ॥ ২১
নিত্যোদকী ব্রাহ্মণঃ স্যান্নিত্যশস্ত্রশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ।
তয়োর্হি সর্বমায়ত্তং যৎ কিঞ্চিজ্জগতীগতম্ ॥ ২২
(যশশ্চ তেজশ্চ মহীঞ্চ কৃৎস্নাং
প্রাপ্নোতি রাজন্ বিপুলাঞ্চ কীর্ত্তিম্ ।
প্রধানধর্ম্মং নৃপতে নিযচ্ছ
তথা চ ধর্ম্মস্য চতুর্থমংশম্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি মুচুকুন্দোপাখ্যানে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

তাহার পর মুচুকুন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যের সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে কুবেরকে এই কথা বলিলেন ॥ ১২

ব্রহ্মা একবিধ উপাদান দ্বারাই এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যদি শক্তি ও কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ হইত, তবে তাঁহারা এই জগৎ পালন করিতে পারিতেন না ॥ ১৩

তপোবল ও মন্ত্রবল সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে; আর অস্ত্রবল ও বাহুবল ক্ষত্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৪

অতএব সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ে মিলিয়াই একসাথে প্রজাপালন করিবেন। আমি সেইভাবেই (সেই নীতি অনুসারেই কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হইয়াছি; অলকাধিপতি! তথাপি আপনি আমাকে নিন্দা করিতেছেন কেন? ১৫

তাহার পর কুবের পুরোহিতের সহিত মুচুকুন্দকে বলিলেন—"রাজন্! আমি কাহাকেও অনির্দ্দিষ্ট (ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত) রাজ্য প্রদান করি না এবং কাহারও অনির্দ্দিষ্ট রাজ্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করি না, ইহা আপনি জানিয়া রাখিবেন ॥ ১৬

আপনি আমার প্রদত্ত এই নিষ্কণ্টক ধরিত্রী শাসন করুন, কুবের এইরূপ বলিলে, নৃপতি মুচুকুন্দ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭

মুচুকুন্দ বলিলেন—যক্ষরাজ! আমি আপনার প্রদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষী নহি; কিন্তু (স্বীয়) বাহুবলার্জ্জিত রাজ্যই ভোগ করিতে ইচ্ছুক ॥ ১৮

ভীষ্ম বলিলেন—অনন্তর যক্ষরাজ কুবের শত্রুদমনকারী মুচুকুন্দকে (এবম্প্রকার) ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১৯

তাহার পর ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ নৃপতি মুচুকুন্দ, বাহুবলার্জ্জিত পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২০

এইভাবে যে ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি অবিজিত রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হন এবং সুমহান্ যশলাভ করেন ॥ ২১

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা উদকক্রিয়া সংযুক্ত (স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি-পরায়ণ) হইবেন এবং ক্ষত্রিয় সর্ব্বদা অস্ত্রধারণ করিবেন। কারণ, ভূ-মধ্যে যত কিছু পদার্থ আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধীন ॥ ২২

(হে ধরণীধর! এইরূপ আচরণশীল নরপতি যশ, তেজ, সমগ্র মেদিনী ও সুবিশাল কীর্ত্তি লাভে সমর্থ হন। অতএব হে নরাধিপ! তুমি আপনাতে সেই প্রধান ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নিয়ত কর এবং প্রজাকৃত ধর্ম্মের চতুর্থ অংশ গ্রহণ কর ॥)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে মহারাজ মুচুকুন্দ-উপাখ্যানবিষয়ক চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজকর্ত্তব্যস্য বর্ণনম্, রাজ্যাতো যুধিষ্ঠিরস্য বৈরাগ্যম্, ভীষ্মেণ পুনঃ রাজ্যস্য মহিমবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যয়া বৃত্ত্যা মহীপালো বিবর্দ্ধয়তি মানবান্।
পুণ্যাংশ্চ লোকান্ জয়তি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

দানশীলো ভবেদ্ রাজা যজ্ঞশীলশ্চ ভারত।
উপবাসতপঃশীলঃ প্রজানাং পালনে রতঃ ॥ ২

সর্বাশ্চৈব প্রজা নিত্যং রাজা ধর্মেণ পালয়ন্।
উত্থানেন প্রদানেন পূজয়েচ্চাপি ধার্মিকান্ ॥ ৩

রাজ্ঞা হি পূজিতো ধর্মস্ততঃ সর্বত্র পূজ্যতে।
যদ্ যদাচরতে রাজা তৎপ্রজানাং স্ম রোচতে ॥ ৪

নিত্যমুদ্যতদণ্ডশ্চ ভবেন্মৃত্যুরিবারিষু।
নিহন্যাৎ সর্বতো দস্যূন্ ন রাজ্ঞো দস্যুষু ক্ষমা ॥ ৫

যং হি ধর্মং চরন্তীহ প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য রাজা ভারত বিন্দতি ॥ ৬

যদধীতে যদ্ দদাতি যজ্জুহোতি যদর্চতি।
রাজা চতুর্থভাক্ তস্য প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ৭

যদ্ রাষ্ট্রেঽকুশলং কিঞ্চিদ্ রাজ্ঞো রক্ষয়তঃ প্রজাঃ।
চতুর্থং তস্য পাপস্য রাজা ভারত বিন্দতি ॥ ৮

অপ্যাহুঃ সর্বমেবেতি ভূয়োঽর্দ্ধমিতি নিশ্চয়ঃ।
কর্মণঃ পৃথিবীপাল নৃশংসোঽনৃতবাগপি ॥ ৯

তাদৃশাৎ কিল্বিষাদ্ রাজা শৃণু যেন প্রমুচ্যতে।
প্রত্যাহর্তুমশক্যং স্যাদ্ ধনং চোরৈর্হৃতং যদি।
তৎ স্বকোষাৎ প্রদেয়ং স্যাদশক্তেনোপজীবতঃ ॥ ১০

সর্ববর্ণৈঃ সদা রক্ষ্যং ব্রহ্মস্বং ব্রাহ্মণা যথা।
ন স্থেয়ং বিষয়ে তেন যোঽপকুর্য্যাদ্ দ্বিজাতিষু ॥ ১১

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন, রাজ্য হইতে যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক পুনরায় রাজ্যের মহিমা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজা যেরূপ ব্যবহার দ্বারা মানুষের উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হন এবং পুণ্যলোক আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজা দানশীল, যজ্ঞশীল এবং উপবাস ও তপস্যাপরায়ণ হইবেন, আর প্রজাপালনে নিরত থাকিবেন ॥ ২

নৃপতি সর্ব্বদা (বর্ণাশ্রম-) ধর্ম্ম অনুসারে সমস্ত প্রজা পালন করিতে থাকিবেন এবং গাত্রোত্থান ও দান দ্বারা ধার্ম্মিকগণের পূজা করিবেন ॥ ৩

রাজা যদি আদরপূর্ব্বক (কোন) ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সে ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই সাদরে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কারণ, রাজা যে যে আচরণ করেন, সেই সেই আচরণ করিতেই প্রজাদের ইচ্ছা হয় ॥ ৪

রাজা যমের ন্যায় সর্ব্বদাই শত্রুগণের উপরে দণ্ড উত্তোলন করিয়া থাকিবেন এবং সমস্ত দস্যু সংহার করিবেন, কিন্তু দস্যুর উপরে ক্ষমা করা রাজার উচিত নহে ॥ ৫

ভারত! এই জগতে রাজ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত প্রজারা যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, রাজা সেই ধর্ম্মের চারিভাগের একভাগ লাভ করেন ॥ ৬

প্রজাকুল যাহা অধ্যয়ন করে, যে হোম করে এবং যে পূজা করে, (বর্ণাশ্রম-) ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনকারী রাজা সেই সমুদয় ধর্ম্মের চতুর্থ অংশ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭

হে ভরতনন্দন! আবার রাজা প্রজাপালন করিতে থাকিলে, সেই রাজ্যে যে কিছু অমঙ্গল হয়, সেই রাজা সেই পাপেরও চতুর্থাংশ ভাগী হন ॥ ৮

হে নরনাথ! রাজা যদি নৃশংস বা মিথ্যাবাদী হন, তাহা হইলে প্রজারাও তাঁহার অনুকরণে নৃশংস ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অনেকে বলেন, রাজা সেই প্রজাকৃত পাপের সমান পাপভাগী হন এবং অন্য কেহ কেহ বলেন, তাদৃশ রাজা সেই প্রজাকৃত পাপ অপেক্ষাও অধিক পাপভাগী হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, তাদৃশ স্থলে সেই রাজা প্রজাকৃত পাপের অর্দ্ধ পাপভাগী হইবেন ॥ ৯

(যুধিষ্ঠির!) রাজা যেভাবে তাদৃশ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর—দস্যু বা তস্কর কোন প্রজার ধন হরণ করিলে, রাজা যদি সেই ধন ফিরাইয়া আনিয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই অসমর্থ রাজা আপন কোষ হইতে সেই পরিমাণ ধন সেই প্রজাকে দিবেন ॥ ১০

সকল বর্ণই সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিবে।

ব্রহ্মস্বে রক্ষ্যমাণে তু সর্বং ভবতি রক্ষিতম্ ।
তেষাং প্রসাদে নির্বৃত্তে কৃতকৃত্যো ভবেন্নৃপঃ ॥ ১২
পর্জন্যমিব ভূতানি মহাদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ।
নরাস্তমুপজীবন্তি নৃপং সর্বার্থসাধকম্ ॥ ১৩
ন হি কামাত্মনা রাজ্ঞা সততং শঠবুদ্ধিনা ।
নৃশংসেনাতিলুব্ধেন শক্যং পালয়িতুং প্রজাঃ ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নাহং রাজ্যসুখান্বেষী রাজ্যমিচ্ছাম্যপি ক্ষণম্ ।
ধর্মার্থং রোচয়ে রাজ্যং ধর্মশ্চাত্র ন বিদ্যতে ॥ ১৫
তদলং মম রাজ্যেন যত্র ধর্মো ন বিদ্যতে ।
বনমেব গমিষ্যামি তস্মাদ্ ধর্মচিকীর্ষয়া ॥ ১৬
তত্র মেধ্যেষরণ্যেষু ন্যস্তদণ্ডো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ধর্মমারাধয়িষ্যামি মুনির্মূলফলাশনঃ ॥ ১৭

ভীষ্ম উবাচ ।

বেদাহং তব যা বুদ্ধিরানৃশংস্যগুণৈব সা ।
ন চ শুদ্ধানৃশংস্যেন শক্যং রাজ্যমুপাসিতুম্ ॥ ১৮
সদৈব ত্বাং মৃদুপ্রজ্ঞমত্যার্য্যমতিধার্মিকম্ ।
ক্লীবং ধর্মঘৃণাযুক্তং ন লোকো বহু মন্যতে ॥ ১৯
রাজধর্ম্মমবেক্ষস্ব পিতৃপৈতামহোচিতম্ ।
নৈতদ্ রাজ্ঞাং তথা বৃত্তং যথা ত্বং স্থাতুমিচ্ছসি ॥ ২০
ন হি বৈক্লব্যসংসৃষ্টমানৃশংস্যমিহাস্থিতঃ ।
প্রজাপালনসম্ভূতমাপ্তা ধর্মফলং হ্যসি ॥ ২১
ন হ্যেতামাশিষং পাণ্ডুর্ন চ কুন্ত্যভ্যভাষত ।
বিচিত্রবীর্য্যো ধর্ম্মাত্মা চিত্রবীর্য্যো নরাধিপঃ ॥ ২২
শান্তনুশ্চ মহীপালঃ সর্বক্ষত্রস্য পূজিতঃ ।
তবৈতাং প্রাজ্ঞতাং তাত ! যথা চরসি মেধয়া ॥২৩
শৌর্য্যং বলঞ্চ সত্যঞ্চ পিতা তব সদাঽব্রবীৎ ।
মহত্ত্বং বলমৌদার্য্যং ভবতঃ কুন্ত্যযাচত ॥২৪
নিত্যং স্বাহা স্বধা নিত্যং চোভে মানুষদৈবতে ।
পুত্রেষ্বাশাসতে নিত্যং পিতরো দৈবতানি চ ॥ ২৫

সুতরাং যে রাজা ব্রাহ্মণের অপকার করেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার রাজ্যে বাস করিবেন না ॥ ১১

এক ব্রহ্মস্ব রক্ষা করিলে, সমস্তই রক্ষিত হয়; আর ব্রাহ্মণদের চিত্তপ্রসাদ নিষ্পন্ন হইলে, রাজা কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন ॥ ১২

প্রাণিগণ যেমন মেঘকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে এবং পক্ষিগণ যেমন মহাবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে, তেমন মানুষ সর্ব্বার্থসাধক রাজাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে ॥ ১৩

সর্ব্বদা কামুক, শঠবুদ্ধি, নৃশংস ও অত্যন্ত লুব্ধ রাজা প্রজাপালন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ ! আমি রাজ্যসুখের অন্বেষণ করি না; রাজ্যও ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছা করি এবং সে রাজ্যেচ্ছাও ধর্ম্মের নিমিত্তই করিয়া থাকি; অথচ এ রাজ্যে ধর্ম্মার্জ্জন হয় না ॥ ১৫

অতএব যেখানে ধর্ম্ম নাই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমি ধর্ম্মাচরণ করিবার ইচ্ছায় বনেই যাই' ॥ ১৬

দণ্ড পরিত্যাগ করত আমি সেই পবিত্র বনমধ্যে জিতেন্দ্রিয় ও ফলমূলভোজী মুনি হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিব ॥ ১৭

ভীষ্ম বলিলেন যুধিষ্ঠির ! আমি জ্ঞাত আছি, তোমার যে বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কেবলমাত্র কোমলতাই তাহার গুণ। কেবলমাত্র কোমলতার দ্বারাই রাজ্যশাসন সম্ভব নয় ॥ ১৮

সদাই তুমি কোমলবুদ্ধি, অতিসজ্জন এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক। ধর্মেই তোমার আগ্রহ অধিক। এইসব গুণ থাকিলেও জগতের লোক তোমাকে ক্লীব (নিস্তেজ, অক্ষম) মনে করিয়া আদর করিবে না ॥ ১৯

অতএব তুমি পিতৃ-পিতামহাচরিত রাজধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা রাজাদের ভাব নহে ॥ ২০

এই প্রকার ব্যাকুলতানিমিত্ত কোমলতা আশ্রয় করিলে তুমি প্রজাপালনসম্ভূত রাজধর্মের ফললাভে সক্ষম হইবে না ॥ ২১

তুমি আপন বুদ্ধি ও বিচার অনুসারে যেমন আচরণ করিতেছ; এইরূপ আশীর্বাদ আশ্চর্য্যশক্তি বিচিত্রবীর্য্য ভগবানের নিকট পাণ্ডু বা কুন্তী করেন নাই ॥ ২২

স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে তুমি যে আচরণ করিতে উদ্যত হইতেছ, সর্ব্বক্ষত্রিয় সম্মানিত রাজা শান্তনুও তোমার এরূপ বুদ্ধির প্রার্থনা করেন নাই ॥ ২৩

তোমার পিতৃদেব পাণ্ডু সর্ব্বদাই ইষ্ট দেবতার নিকট তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য ও সত্য অনুযায়ী বুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং (মাতা) কুন্তীদেবীও তোমার মহত্ত্ব, বল ও উদারতার জন্য (স্বীয়) ইষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন ॥ ২৪

পিতৃগণ ও দেবকুল সর্ব্বদাই মানুষ ও দেবতার আহ্লাদজনক প্রাত্যহিক যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের আশা করেন ॥ ২৫

দানমধ্যয়নং যজ্ঞং প্রজানাং পরিপালনম্ ।
ধর্ম্ম্যমেতদধর্ম্ম্যং বা জন্মনৈবাভ্যজায়থাঃ ॥ ২৬
কালে ধুরি চ যুক্তানাং বহতাং ভারমাহিতম্ ।
সীদতামপি কৌন্তেয় ন কীর্ত্তিরবসীদতি ॥ ২৭
সমন্ততো বিনীতো যো বহত্যস্খলিতো হি যঃ ।
নির্দোষকর্মবচনাৎ সিদ্ধিঃ কর্মণ এব সা ॥ ২৮
নৈকান্তবিনিপাতেন বিচচারেহ কশ্চন ।
ধর্মী গৃহী বা রাজা বা ব্রহ্মচারী যথা পুনঃ ॥ ২৯
অল্পং হি সারভূয়িষ্ঠং যৎকর্ম্মোদারমেব তৎ ।
কৃতমেবাকৃতাচ্ছ্রেয়ো ন পাপীয়োঽস্ত্যকর্ম্মণঃ ॥ ৩০
যদা কুলীনো ধর্মজ্ঞঃ প্রাপ্নোত্যৈশ্বর্যামুত্তমম্ ।
যোগক্ষেমস্তদা রাজ্ঞঃ কুশলায়ৈব কল্পতে ॥ ৩১
দানেনান্যং বলেনান্যমন্যং সূনৃতয়া গিরা ।
সর্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্যেহ ধার্মিকঃ ॥ ৩২
যং হি বৈদ্যাঃ কুলে জাতা হ্যবৃত্তিভয়পীড়িতাঃ ।
প্রাপ্য তৃপ্তাঃ প্রতিষ্ঠন্তি ধর্ম্মঃ কোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ৩৩

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং তাত পরমং স্বর্গ্যং কা ততঃ প্রীতিরুত্তমা ।
কিং ততঃ পরমৈশ্বর্য্যং ব্রূহি মে যদি পশ্যসি ॥৩৪

ভীষ্ম উবাচ ।

যস্মিন্ ভয়াদিতঃ সম্যক্ ক্ষেমং বিন্দত্যপি ক্ষণম্ ।
স স্বর্গজিত্তমোঽস্মাকং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৩৫
ত্বমেব প্রীতিমাংস্তস্মাৎ কুরূণাং কুরুসত্তম ।
ভব রাজা জয় স্বর্গং সতো রক্ষাসতো জহি ॥৩৬
অনু ত্বাং তাত জীবন্তু সুহৃদঃ সাধুভিঃ সহ ।
পর্জন্যমিব ভূতানি স্বাদুদ্রুমমিব দ্বিজাঃ ॥ ৩৭

দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন এই কার্য্যগুলি ধর্মসঙ্গতই বা অধর্ম্মসঙ্গতই হউক, এই কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবার জন্যই তুমি এই (বর্ত্তমান) জন্মলাভ করিয়াছ ॥ ২৬

হে কুন্তীনন্দন ! যথাসময়ে ভারবহনে নিয়োজিত মানবসকল প্রদত্ত ভার বহন করিতে থাকিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেও তাহাদের কীর্ত্তি অবসন্ন হয় না ॥ ২৭

যে মানুষ ভারবহনে শিক্ষিত হইয়া সকল দিকের ভার বহন করিতে থাকে, সে কখনও কোন ভার বহন করিতে না পারিলেও, ভারবহনে অস্খলিতই থাকে। কারণ, (সাধু) লোকে তাহার সে কার্য্যগুলিকে নির্দ্দোষ বলিতে থাকেন বলিয়া, সেইটাই তার কার্য্যসিদ্ধি মনে করা উচিত ॥ ২৮

(একমাত্র ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষ ব্যতিরেকে) ধর্ম্মচারী, গৃহস্থ, রাজা কিংবা ব্রহ্মচারী কোন ব্যক্তিই চিরদিন পূর্ণরূপে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ধর্ম্ম আচরণ করিতে সক্ষম হন নাই (কিছু না কিছু অধর্ম্মের সংমিশ্রণ হইয়াই থাকে) ॥ ২৯

কার্য্য অল্প হইলেও তাহার মধ্যে যদি সার বেশী থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যকে মহৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু একেবারে কার্য্য না করা অপেক্ষা কিছু (শাস্ত্রসম্মত) কার্য্য করাও ভাল। কেননা, একেবারে নিষ্কর্ম্মা লোক অপেক্ষা পাপী লোক কেহ নাই ॥ ৩০

যখন সৎকুলোৎপন্ন ও ধার্ম্মিক মানুষ রাজার সহভাবে বিশেষ প্রভুত্ব লাভ করেন, তখনই রাজার আপন মঙ্গলের জন্য অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষা (যোগ ও ক্ষেম) চলিতে থাকে ॥ ৩১

ধার্ম্মিক রাজা রাজ্যলাভ করত সকল স্থান হইতে কাহাকেও দানের দ্বারা, কাহাকেও বলদ্বারা এবং অন্য কাহাকেও সত্যপ্রিয় ভাষণে নিজের আয়ত্তে আনিবেন ॥ ৩২

বিদ্যাবান্, সদ্বংশজাত ও কুৎসিত বৃত্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ যাহাকে পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ করেন, তাহা অপেক্ষা প্রধান ধার্ম্মিক কে ? ৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ ! আপনার যদি জানা থাকে, তাহা হইলে আপনি, আমার নিকট বলুন যে, প্রধান স্বর্গজনক কি ? তাহা হইতে উত্তম প্রীতি বা কি প্রকার ? এবং তদপেক্ষা পরম ঐশ্বর্য্যই বা কি ? ৩৪

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির। ভয়ার্ত্ত লোক যাঁহার নিকট যাইয়া ক্ষণকালের জন্যও যথার্থ মঙ্গল লাভ করে, সেই ব্যক্তিই স্বর্গজয়িগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহাই আমাদিগের মত—ইহা আমি সত্য বলিতেছি ॥ ৩৫

কৌরবশ্রেষ্ঠ ! তুমিই কৌরবগণের মধ্যে সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, অতএব তুমি রাজা হও, ধর্ম্মের দ্বারা স্বর্গকে জয় কর, সজ্জনদিগকে রক্ষা কর এবং অসজ্জনগণকে ধ্বংস কর ॥ ৩৬

বৎস ! পক্ষিগণ যেরূপ সুস্বাদুফলযুক্ত বৃক্ষকে এবং প্রাণিগণ যেরূপ মেঘকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ সাধুগণের

ধৃষ্টং শূরং প্রহর্ত্তারমনৃশংসং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।
বৎসলং সংবিভক্তারমুপজীবন্তি তং নরাঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

সহিত সুহৃদ্গণ তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করুক ॥৩৭

যেহেতু বন্ধুগণ প্রগলভ, বীর, শত্রুবর্গের উপরে প্রহারকারী, অনৃশংস, জিতেন্দ্রিয়, স্নেহপরায়ণ ও অন্নাদিদাতা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকে ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[উত্তমাধমব্রাহ্মণৈঃ সহ রাজ্ঞো ব্যবহারঃ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

স্বকর্ম্মণ্যপরে যুক্তাস্তথৈবান্যে বিকর্ম্মণি ।
তেষাং বিশেষমাচক্ষ্ব ব্রাহ্মণানাং পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

বিদ্যালক্ষণসম্পন্নাঃ সর্বত্র সমদর্শিনঃ ।
এতে ব্রহ্মসমা রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২
ঋগ্‌-যজুঃ-সামসম্পন্নাঃ স্বেষু কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ।
এতে দেবসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানা ভবন্ত্যুত ॥ ৩
ঐশ্বর্য্যকাম্য যে চাপি সামিষা বাপি ভারত ।
নিগ্রহানুগ্রহরতাংস্তান্ দ্বিজান্ ক্ষত্রিয়ান্ বিদুঃ ॥ ৪
অশ্বারোহা গজারোহা রথিনোঽথ পদাতয়ঃ
এতে ক্ষত্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যুত ॥ ৫
গোঽজাবি-মহিষাণাঞ্চ বড়বানাঞ্চ পোষকাঃ ।
বৃত্ত্যর্থং প্রতিপদ্যন্তে তান্ বৈশ্যান্ সম্প্রচক্ষতে ॥ ৬
জন্মকর্ম্মবিহীনা যে কদর্য্যা ব্রহ্মবন্ধবঃ ।
এতে শূদ্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যুত ॥ ৭
অশ্রোত্রিয়াঃ সর্ব এব সর্বে চানাহিতাগ্নয়ঃ ।
তান্ সর্বান্ ধার্মিকো রাজা বলিং বিষ্টিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৮
আহ্বায়কা দেবলকা নাক্ষত্রা গ্রামযাজকাঃ ॥
এতে ব্রাহ্মণ-চাণ্ডালা মহাপথিকপঞ্চমাঃ ॥ ৯

ষট্সপ্ততিতম অধ্যায় ।

[উত্তম-অধম ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজার ব্যবহার ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ ! যে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় যজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং যে ব্রাহ্মণগণ পরকীয় বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিরত হন, সেই ব্রাহ্মণগণের "বিশেষ" (বিভাগ) আপনি বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্ ! জ্ঞান ও সদাচারাদি গুণে অলঙ্কৃত সর্বভূতে সমদর্শী ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মার তুল্য বলিয়া সর্বত্র পরিকীর্ত্তিত হন ॥ ২

নরপুঙ্গব ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ জানেন এবং আপন কর্ম্মে (যাজনাদি) প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহারা দেবকল্প বলিয়া খ্যাত হন ॥ ৩

ভরতনন্দন ! যে সকল ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের অভিলাষী কিংবা পররাজ্য প্রভৃতি গ্রহণে লোভী হন এবং দুর্জ্জনের উপর নিগ্রহ ও সজ্জনের প্রতি অনুগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, সেই সকল ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়তুল্য বলিয়া মনীষিগণ জানেন ॥ ৪

রাজন্ ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ করেন ও পদাতি সৈন্য হন, তাঁহারাও ক্ষত্রিয়সম ব্রাহ্মণ ॥ ৫

যে সকল ব্রাহ্মণ জীবিকানির্ব্বাহার্থে গরু, ছাগল, মেষ, মহিষ ও অশ্ব প্রভৃতি পশু পালন করেন, মহর্ষিগণ সেই সকল ব্রাহ্মণকে বৈশ্যের তুল্য আখ্যা দিয়া থাকেন ॥ ৬

রাজন্ ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা জন্ম হইতেই সংস্কার কর্ম-বিহীন হন ও দুষ্কর্ম্ম করেন, সেই নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের তুল্য হইয়া থাকেন ॥ ৭

ইহারা সকলে-ই অশ্রোত্রিয় ও অসাগ্নিক । অতএব ধার্মিক রাজা ইহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন এবং বিনা বেতনে রাজসেবা করাইবেন ॥ ৮

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মাধিকারী, যাঁহারা বেতন লইয়া দেবপূজা করেন, যাঁহারা গ্রহ-নক্ষত্রাদি গণনা করেন, যাঁহারা বহু ব্যক্তির যজনকারী, যাঁহারা বেতন লইয়া শব বহন করেন, তাঁহারা চণ্ডালতুল্য ব্রাহ্মণ ॥ ৯

(ম্লেচ্ছদেশাস্তু যে কেচিৎ পাপৈরধ্যুষিতা নরৈঃ।
গত্বা তু ব্রাহ্মণস্তাংশ্চ চাণ্ডালঃ প্রেত্য চেহ চ
ব্রাত্যান্ ম্লেচ্ছাংশ্চ শূদ্রাংশ্চ যাজয়িত্বা দ্বিজাধমঃ।
অকীর্তিমিহ সম্প্রাপ্য নরকং প্রতিপদ্যতে ॥
ব্রাহ্মণো ঋগ্‌যজুঃসাম্নাং মূঢ়ঃ কৃত্বা তু বিপ্লবম্।
কল্পমেকং কৃমিঃ সোঽথ নানাবিষ্ঠাসু জায়তে ॥)
ঋত্বিক্ পুরোহিতো মন্ত্রী দূতো বার্তানুকর্ষকঃ।
এতে ক্ষত্রসমা রাজন্ ব্রাহ্মণানাং ভবন্ত্যুত ॥ ১০
ম্লেচ্ছদেশাশ্চ যে কেচিৎ পাপৈরধ্যুষিতা নরৈঃ।
গত্বা তু ব্রাহ্মণস্তাংশ্চ চণ্ডালঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ১১
ব্রাত্যান্ ম্লেচ্ছাংশ্চ শূদ্রাংশ্চ যাজয়িত্বা দ্বিজাধমঃ।
অকীর্তিমিহ সংপ্রাপ্য নরকং প্রতিপদ্যতে ॥ ১২
মহাবৃন্দসমুদ্রাভ্যাং পর্য্যায়েনৈকবিংশতিম্।
ব্রাহ্মণ ঋগ্‌-যজুঃ-সাম্নাং মূঢ়ঃ কৃত্বা তু বিপ্লবম্ ॥ ১৩
কল্পমেকং কৃমিস্তোঽথ নানাবিষ্ঠাসু জায়তে।

(যে কোন ম্লেচ্ছদেশ সকল এবং যেস্থানে পাপী মনুষ্যগণ বাস করে, সেস্থানে যাইয়া ব্রাহ্মণ ইহলোকে চণ্ডালতুল্য এবং মৃত্যুর পর অধোগতি প্রাপ্ত হন।

সংস্কারভ্রষ্ট, ম্লেচ্ছ এবং শূদ্রদিগকে যজ্ঞ করাইয়া পতিত ও অধম ব্রাহ্মণ এ জগতে অপযশভাগী হন্ এবং মৃত্যুর পর নরকে পতিত হন্।

যে মূর্খ ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রসকলকে বিকৃত করেন, তিনি এক কল্প পর্য্যন্ত নানা প্রাণিগণের বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া থাকেন।)

রাজন্! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঋত্বিক্, রাজপুরোহিত মন্ত্রী, রাজদূত অথবা বার্ত্তাবহ—এই সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সমান ॥ ১০

যে সকল ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছদেশে বা অন্য দস্যু দেশে গমন করেন, সেই ব্রাহ্মণ ইহলোক ও পরলোকে চণ্ডাল-তুল্য হইয়া থাকেন ॥ ১১

যে দ্বিজাধমগণ ব্রাত্য, দস্যু ও শূদ্রগণের যাজন করেন, তাঁহারা ইহলোকে নিন্দাভাজন ও পরলোকে নরকে গমন করেন ॥ ১২

যে সকল ব্রাহ্মণ-ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে অজ্ঞ, তাঁহারা ক্রমশঃ একুশ বার দস্যুদের মধ্যে অবস্থান করত বিদ্রোহ ঘটাইয়া এবং সমুদ্র পার হইয়া এককল্প পর্যন্ত বহুপ্রকার বিষ্ঠার মধ্যে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥

ব্রাত্যে ম্লেচ্ছে তথা শূদ্রে তস্করে পতিতেঽশুচৌ ॥ ১৪
কুদেশে চ সুরাপে চ ব্রহ্মঘ্নে বৃষলীপতৌ।
অনধীতেষু সর্ব্বত্র ভুঞ্জানে যত্র তত্র বা। ১৫
বাল-স্ত্রী-বৃদ্ধহন্তৃশ্চ মাতা-পিত্রোর্গুরোস্তথা।
মিত্রদ্রুহি কৃতঘ্নে চ গোঘ্নে চৈব কথঞ্চন ॥ ১৬
পুত্রঘাতিনি শত্রৌ চ ন মন্ত্রাদ্ যাজয়েদ্ দ্বিজঃ।
স তেষাং বিপ্লবঃ প্রোক্তো মন্ত্রবিদ্‌ভিঃ সনাতনৈঃ ॥ ১৭
যদি বিপ্রো বিদেশস্থস্তীর্থযাত্রং গতোঽপি বা।
যদি ভীতঃ প্রপন্নো বা কুদেশং শৌচবর্জ্জিতম্ ॥ ১৮
আর্ত্তশ্চোচ্চারয়েন্মন্ত্রমার্ত্তত্রাণপরোঽথ বা ॥ ১৮
হীনেষ্বপি প্রযুঞ্জানো নাসৌ বিপ্লাবকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯
ক্রূরকর্ম্মা বিকর্ম্মা বা কর্ম্মভির্বঞ্চিতোঽথবা।
তত্ত্ববিৎ তরতে পাপং শীলবান্ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
এতেভ্যো বলিমাদদ্যাদ্ধীনকোষো মহীপতিঃ।
ঋতে ব্রহ্মসমেভ্যশ্চ দেবকল্পেভ্য এব চ ॥ ২১

যাঁহারা ব্রাত্য, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, তস্কর, পতিত, অপবিত্র, কুদেশবাসী, মদ্যপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, বৃষলীপতি, মূর্খ, যত্র তত্র ভোজনকারী, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীহন্তা, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা ও গুরুহন্তা, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, গো-হত্যাকারী, পুত্রঘাতী ও শত্রু, তাহাদের যাজনা ব্রাহ্মণ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া করিবেন না। কারণ, সনাতন মন্ত্রজ্ঞেরা তাঁহাদের যাজনকেই ব্যতিক্রম বলিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৭

যদি ব্রাহ্মণ বিদেশে অবস্থান করেন, তীর্থ পর্য্যটনে নিরত হয়েন, ভীত বা বিপদাপন্ন হয়েন, অথবা অপবিত্র কুদেশে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি সংযতচিত্ত ও পবিত্র হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ॥ ১৮

যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা আর্ত্তজনের পরিত্রাণে নিরত, তিনি অপবিত্র থাকিয়াও মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন এবং ঐ অবস্থায় ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির নিকটে থাকিয়াও ব্যতিক্রমকারী হন না ॥ ১৯

যদি ব্রাহ্মণ নিষ্ঠুর কার্য্যকারী, বিরুদ্ধকার্য্যকারী অথবা স্বকর্ম্মত্যাগী হন, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ কিংবা সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সংযমী হইলে পাপমুক্ত হইবেন ॥ ২০

যদি কোষ ধনশূন্য হইয়া উঠে, তখন রাজা ব্রহ্মতুল্য ও দেবতুল্য ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে পারেন ॥ ২১

অব্রাহ্মণানাং বিত্তস্য স্বামী রাজেতি নঃ শ্রুতিঃ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ যে কেচিদ্ বিকর্ম্মস্থা ইতি শ্রুতিঃ॥
প্রাগুক্তাংশ্চাপ্যনুক্তাংশ্চ সর্ব্বাংস্তান্ দাপয়েৎ করান্ ॥২২
বিকর্মস্থাশ্চ নোপেক্ষ্যা বিপ্রা রাজ্ঞা কথঞ্চন।
নিয়ম্যাঃ সংবিভজ্যাশ্চ ধর্মানুগ্রহকাম্যয়া॥ ২৩
যস্য স্ম বিষয়ে রাজন্ স্তেনো ভবতি বৈ দ্বিজঃ।
রাজ্ঞ এবাপরাধং তং মন্যন্তে তদ্বিদো জনাঃ॥ ২৪
অবৃত্ত্যা যো ভবেৎ স্তেনো বেদবিৎ স্নাতকস্তথা।
রাজন্ স রাজ্ঞা ভর্ত্তব্য ইতি বেদবিদো বিদুঃ॥ ২৫
স চেন্নাপি নিবর্ত্তেত কৃতবৃত্তিঃ পরন্তপ।
ততো নির্বাসনীয়ঃ স্যাৎ তস্মাদ্ দেশাৎ সবান্ধবঃ॥ ২৬
যজ্ঞঃ শ্রুতমপৈশুন্যমহিংসাতিথিপূজনম্।
দমঃ সত্যং তপো দানমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৬

পূর্ব্বাধিকারী পরম্পরা না থাকিলে অব্রাহ্মণগণের সম্পদের অধিকারী রাজাই হইবেন—ইহাই শ্রুত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণও যদি বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী হন এবং পূর্ব্বাধিকারী পরম্পরা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ধনাধিকারী রাজাই হইবেন—ইহাই শ্রুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত বা পূর্ব্বে অনুক্ত সকলের নিকট হইতেই রাজা কর গ্রহণ করিবেন॥ ২২

যাঁহারা বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ, তাঁহাদিগকে রাজা ধর্ম্মরক্ষার্থে উপেক্ষা করিবেন না, শাসন করিবেন এবং ব্রহ্মসমবিপ্রগণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবেন॥ ২৩

তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা মনে করেন যে, যদি কোন রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ চৌর বৃত্তি গ্রহণ করে, তবে তাহা সেই রাজারই অপরাধ॥ ২৪

রাজন্! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে সকল বেদজ্ঞ ও স্নাতক ব্রাহ্মণ আপন বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে ব্যর্থ হইয়া চৌরবৃত্তি গ্রহণ করেন, সেই সকল ব্রাহ্মণের ভরণ পোষণ করিবেন॥ ২৫

শত্রুসন্তাপহারী যুধিষ্ঠির! যদি রাজা বৃত্তিদান করিলেও সেই সকল ব্রাহ্মণ তস্করবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি বন্ধুবর্গের সাহায্য লইয়া সেই সকল ব্রাহ্মণকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন॥ ২৬

যজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞান, অহিংসা, অতিথিসেবা, ইন্দ্রিয়দমন, সত্যকথন তপস্যা ও দান - এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ॥২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কেকয়রাজস্য রাক্ষসস্য চোপাখ্যানম্, কেকয়রাজ্যস্য শ্রেষ্ঠত্ববর্ণনঞ্চ]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেষাং প্রভবতে রাজা বিত্তস্য ভরতর্ষভ।
কয়া চ বৃত্ত্যা বর্তেত তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অব্রাহ্মণানাং বিত্তস্য স্বামী রাজেতি বৈদিকম্।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ যে কেচিদ্ বিকর্ম্মস্থা ভবন্ত্যত ॥ ২

বিকর্ম্মস্থাশ্চ নোপেক্ষ্যা বিপ্রা রাজ্ঞা কথঞ্চন।
ইতি রাজ্ঞাং পুরাবৃত্তমভিজল্পন্তি সাধবঃ ॥ ৩

যস্য স্ম বিষয়ে রাজ্ঞঃ স্তেনো ভবতি বৈ দ্বিজঃ।
রাজ্ঞ এবাপরাধং তং মন্যন্তে কিল্বিষং নৃপ ॥ ৪

অভিশস্তমিবাত্মানং মন্যন্তে তেন কর্ম্মণা।
তস্মাদ্ রাজর্ষয়ঃ সর্বে ব্রাহ্মণানন্বপালয়ন্ ॥ ৫

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
গীতং কেকয়রাজেন হ্রিয়মাণেন রক্ষসা ॥ ৬

কেকয়ানামধিপতিং রক্ষো জগ্রাহ দারুণম্।
স্বাধ্যায়েনান্বিতং রাজন্নরণ্যে সংশিতব্রতম্ ॥ ৭

রাজোবাচ।

ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ।
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ৮

ন চ মে ব্রাহ্মণোঽবিদ্বান্নাব্রতী নাপ্যসোমপঃ।
দ্বিজাতিবিষয়ে মহ্যং মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ৯

নানাপ্তদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজন্তে বিষয়ে মম।
অধীতে নাব্রতী কশ্চিন্মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ১০

অধীয়তেঽধ্যাপয়ন্তি যজন্তে যাজয়ন্তি চ।
দদতি প্রতিগৃহ্নন্তি ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতাঃ ॥ ১১

পূজিতাঃ সংবিভক্তাশ্চ মৃদবঃ সত্যবাদিনঃ।
ব্রাহ্মণা যে স্বকর্ম্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ১২

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

[কেকয়রাজ ও রাক্ষসের উপাখ্যান এবং কেকয় রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্বকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভরতপ্রধান! পিতামহ! রাজা কাহাদের ধনের অধিকারী হইবেন এবং কোন রীতিই বা অবলম্বন করিবেন তাহা আপনি আমাকে বিবৃত করুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—ইহাই বেদোক্ত মত যে, যাঁহারা অব্রাহ্মণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা বিরুদ্ধকর্ম করেন, রাজা তাঁহাদের ধনের অধিকারী হইবেন ॥ ২

যে সকল ব্রাহ্মণ বিরুদ্ধকার্য্যকারী, রাজা কোন প্রকারেই তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না, ইহাই রাজাদের প্রাচীন রীতি, একথা সাধুগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৩

রাজন্! যে রাজার রাজ্যে ব্রাহ্মণ চৌর হন, তাহা সেই রাজারই পাপজনক অপরাধ ॥ ৪

যদি স্বরাজ্যস্থ ব্রাহ্মণগণ চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাজা আপনাকে গ্লানিযুক্ত মনে করিতেন, সেইজন্য সমস্ত রাজর্ষিগণ সেইভাবে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেন ॥ ৫

কোন রাক্ষস আপনাতে অধিষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলে, কেকয়রাজ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই প্রাচীন বৃত্তান্ত এই বিষয়ে মনস্বীরা বলিয়া থাকেন ॥ ৬

রাজন্! সে এক পুরাকালের কথা। কেকয়রাজ যখন বনমধ্যে সংশিতব্রত পালন (তপস্যা) ও স্বাধ্যায়ে রত ছিলেন, সেই সময় এক ভীষণাকার রাক্ষস তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল ॥ ৭

তখন কেকয়রাজ বলিলেন—রাক্ষস! আমার রাজ্যে চোর, কদর্য্য, সুরাপায়ী, অসাগ্নিক বা অযাজ্ঞিকের বাস নাই, অতএব তুমি আমার উপরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না (আমাতে প্রবেশ করিতে পার না) ॥ ৮

রাক্ষস! আমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই অবিদ্বান্, অব্রতী ও অসোমরসপায়ী নহেন, সুতরাং তুমি আমার মধ্যে প্রবেশ করিও না ॥ ৯

আমার রাজ্যে কোন ব্রাহ্মণই দক্ষিণা না পাইয়া যজ্ঞ করেন না এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া অধ্যয়ন করেন না, অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইও না ॥ ১০

আমার রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণগন সকলেই অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মে নিরত আছেন ॥ ১১

আমার রাজ্যের ব্রাহ্মণকুল সম্মানিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই নম্রস্বভাব ও সত্যবাদী এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে আপন আপন বৃত্তিতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছেন, সুতরাং তুমি আমার অন্তরে প্রবেশ করিও না ॥ ১২

ন যাচন্তে প্রযচ্ছন্তি সত্যধর্ম্মবিশারদাঃ।
নাধ্যাপয়ন্ত্যধীয়ন্তে যজন্তে যাজয়ন্তি ন॥ ১৩
ব্রাহ্মণান্ পরিরক্ষন্তি সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।
ক্ষত্রিয়া মে স্বকর্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ১৪
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যমুপজীবন্ত্যমায়য়া।
অপ্রমত্তাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ॥ ১৫
সংবিভাগং দমং শৌচং সৌহৃদঞ্চ ব্যপাশ্রিতাঃ।
মম বৈশ্যাঃ স্বকর্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ১৬
ত্রীন্ বর্ণাননুপজীবন্তি যথাবদনসূয়কাঃ;
মম শূদ্রাঃ স্বকর্মস্থা মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ১৭
কৃপণানাথবৃদ্ধানাং দুর্বলাতুরযোষিতাম্।
সংবিভক্তাস্মি সর্বেষাং মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ১৮
কুলদেশাদিধর্মাণাং প্রস্থিতানাং যথাবিধি।
অব্যুচ্ছেত্তাস্মি সর্বেষাং মা মমান্তরমাবিশঃ॥১৯
তপস্বিনো মে বিষয়ে পূজিতাঃ পরিপালিতাঃ।
সংবিভক্তাশ্চ সৎকৃত্য মা মমান্তরমাবিশঃ॥২০
নাসংবিভজ্য ভোক্তাস্মি ন বিশামি পরস্ত্রিয়ম্।
স্বতন্ত্রো জাতু ন ক্রীড়ে মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ২১
নাব্রহ্মচারী ভিক্ষাবান্ ভিক্ষুর্বা ব্রহ্মচর্য্যবান্।
অনৃত্বিজা হুতং নাস্তি মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ২২
কৃতং রাজ্যং ময়া সর্বং রাজ্যস্থেনাপি কার্য্যবৎ।
নাহং ব্যুৎক্রামিতঃ সত্যান্মা মমান্তরমাবিশঃ॥২৩
নাবজানাম্যহং বৈদ্যান্ন বৃদ্ধান্ন তপস্বিনঃ।
রাষ্ট্রে স্বপতি জাগর্মি মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ২৪
শুক্লকর্মাস্মি সর্বত্র ন দুর্গতিভয়ং মম।
ধর্মচারী গৃহস্থশ্চ মা মমান্তরমাবিশঃ॥ ২৫

পুনশ্চ, সত্যদ্রষ্টা ব্রাহ্মণগণের অনেকেই প্রার্থনা করেন না, অথচ দান করেন, যাজন করেন না অথচ যজন করেন, অধ্যাপনা করেন না, কিন্তু অধ্যয়ন করেন॥১৩

আমার রাজ্যবাসী ক্ষত্রিয়গণ রণক্ষেত্রে পলায়নে পরাঙ্মুখ। তাঁহারা আপন বৃত্তিতে থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেছেন। অতএব তুমি আমার মধ্যে আবিষ্ট হইতে পার না॥ ১৪

আমার রাজ্যবাসী বৈশ্যগণ আপন বৃত্তিতে (কর্ম্মে) অবহিত (দক্ষ)। তাঁহারা যাগাদি কর্ম্মে ক্রিয়াবান্, চরিত্রবান্ ও সত্যবাদী। তাঁহারা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য সরলভাবেই করিতেছেন॥ ১৫

আমার রাজ্যবাসী বৈশ্যগণ পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহারা বিভাগ করিয়া করিয়া অন্ন প্রভৃতি দান করেন, সংযতেন্দ্রিয় এবং সর্বদা পবিত্র থাকেন। অতএব তুমি আমার উপর অধিষ্ঠিত হইতে পার না॥ ১৬

যাঁহারা শূদ্র, তাঁহারাও আপন বৃত্তিতে থাকিয়া কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া সম্যকরূপে উপরের তিনবর্ণের সেবা করিয়া থাকেন॥ ১৭

তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না; কারণ, আমিও কৃপণ, নিরাশ্রয়, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ক্লিষ্ট ও নারীগণকে যথাযথভাবে বিভক্ত করিয়া অন্নাদি দান করিয়া থাকি॥ ১৮

যে সকল কুলধর্ম্ম ও দেশধর্মাদি যথাবিধানে চলিয়া আসিতেছে, আমি সেগুলির উচ্ছেদ করি নাই। অতএব তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না॥১৯

মদীয় রাজ্যমধ্যে তপস্বিগণ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা উত্তমাদি ভেদে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সমাদর পূর্ব্বক স্থাপিত রহিয়াছেন; অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে পার না॥ ২০

আমি অতিথি প্রভৃতিগণকে বিভাগ পূর্ব্বক অন্নাদি দান না করিয়া ভোজন করি না এবং পরস্ত্রী সংসর্গ করি না, আর নিজের ইচ্ছানুসারে স্ত্রীসঙ্গম করি না। অতএব তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না॥ ২১

আমার রাজ্যে অপুরোহিত হোম করেন না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া কেহ ভিক্ষা করেন না কিংবা ভিক্ষু হইয়া অব্রহ্মচারী হয়েন না। অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে পার না॥ ২২

আমি আমার সমস্ত রাজ্যটিকেই সত্যপরায়ণ করিয়াছি এবং রাজ্যবাসী কোন লোকই (প্রজাগণ) আপন প্রয়োজন অনুসারে আমাকে সত্যভ্রষ্ট করেন নাই। সুতরাং তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না॥ ২৩

রাত্রিচর! আমি বিদ্বান্, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণকে অবজ্ঞা করি না। সমস্ত রাজ্যবাসী অসাবধান হইয়া পড়িলেও আমি সতর্ক থাকি। অতএব তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না॥ ২৪

আমি সর্ব্বত্রই নিষ্পাপ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকি; আমি ধর্ম-

বেদাধ্যয়নসম্পন্নস্তপস্বী সর্বধর্মবিৎ।
স্বামী সর্বস্য রাষ্ট্রস্য ধীমান্ মম পুরোহিতঃ ॥ ২৬
দানেন দিব্যানভিবাঞ্ছামি লোকান্
সত্যেনাথ ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুপ্ত্যা।
শুশ্রূষয়া চাপি গুরূনুপৈমি
ন মে ভয়ং বিদ্যতে রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ২৭
ন মে রাষ্ট্রে বিধবা ব্রহ্মবন্ধু-
র্ন ব্রাহ্মণঃ কিতবো নোত চৌরঃ।
নাযাজ্যযাজী ন চ পাপকর্মা
ন মে ভয়ং বিদ্যতে রাক্ষসেভ্যঃ ॥ ২৮
ন মে শস্ত্রৈরনির্ভিন্নং গাত্রে দ্ব্যঙ্গুলমন্তরম্।
ধর্মার্থং যুধ্যমানস্য মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ২৯
গো-ব্রাহ্মণেভ্যো যজ্ঞেভ্যো নিত্যং স্বস্ত্যয়নং মম।
আশাসতে জনা রাষ্ট্রে মা মমান্তরমাবিশঃ ॥ ৩০
রাক্ষস উবাচ।
নারীণাং ব্যভিচারাচ্চ অন্যায়াচ্চ মহীক্ষিতাম্।
বিপ্রাণাং কর্মদোষাচ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্ ॥ ৩১
অবৃষ্টির্মারকো দোষঃ সততং ক্ষুদ্‌ভয়ানি চ।
বিগ্রহশ্চ সদা তস্মিন্ দেশে ভবতি দারুণঃ ॥ ৩২
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচেভ্যো নাসুরেভ্যঃ কথঞ্চন।
ভয়মুৎপদ্যতে তত্র যত্র বিপ্রাঃ সুসংযতাঃ ॥ ৩৩
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পন্নগাশ্চ সরীসৃপাঃ।
মানবান্ন জিঘাংসন্তি যত্র নার্য্যঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা যত্র শূদ্রাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ।
নানাবৃষ্টিভয়ং তত্র ন দুর্ভিক্ষং ন বিভ্রমঃ ॥ ৩৫
ধার্ম্মিকো যত্র ভূপালো ন তত্রাস্তি পরাভবঃ।
উৎপাতা ন চ দৃশ্যন্তে ন দিব্যা ন চ মানুষাঃ ॥ ৩৬
যস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু ধর্মমেবান্ববেক্ষসে।
তস্মাৎ প্রাপ্নুহি কৈকেয় গৃহং স্বস্তি ব্রজাম্যহম্ ॥৩৭
যেষাং গো-ব্রাহ্মণা রক্ষ্যাঃ প্রজা রক্ষ্যাশ্চ কেকয়।
ন রক্ষোভ্যো ভয়ং তেষাং কুত এব তু পাতকম্ ॥ ৩৮

পরায়ণ গৃহস্থ, সুতরাং দুর্গতির (অধোগতির) ভয় আমার নাই। তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না ॥২৫

আমার পুরোহিত বেদাধ্যায়ী, তপস্যাপরায়ণ, জ্ঞানী ও সত্যধর্মজ্ঞ এবং তিনিই সমগ্র রাজ্যের পরিচালক ॥ ২৬

আমি দান, সত্যপালন, ব্রাহ্মণরক্ষা ও গুরুজনদিগের শুশ্রূষা দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আমি রাক্ষসের ভয়ে ভীত নই ॥ ২৭

আমার রাজ্যে বিধবা রমণী ও অধম, ধূর্ত্ত, চৌর, অযাজ্যযাজী এবং পাপাচারী ব্রাহ্মণই নাই। অতএব আমার রাক্ষসের ভয়ও নাই ॥ ২৮

রাক্ষস! যখন আমি ধর্মার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার গাত্রে শত্রুপক্ষের অস্ত্রে অবিদীর্ণ দুই আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও থাকে না। অতএব তুমি আমার অন্তরে আবিষ্ট হইতে পার না ॥ ২৯

আমার রাজ্যবাসিগণ সর্বদাই গো, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞের মঙ্গল কামনা করেন, সুতরাং তুমি আমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইতে পার না ॥ ৩০

রাক্ষস বলিল—রাজ্যমধ্যে নারীগণের ব্যভিচার, রাজার অন্যায় আচরণ এবং ব্রাহ্মণগণের (অযাজ্যযাজনাদি) কর্ম্মদোষে প্রজাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয় ॥ ৩১

সেই দেশে অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং সর্বদা দারুণ যুদ্ধ চলিতে থাকে ॥ ৩২

পুনশ্চ, যে দেশের ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত সংযমী, সে দেশে রাক্ষস ও যক্ষ, অসুর ও পিশাচগণ হইতে কোন প্রকার ভয় থাকে না ॥ ৩৩

যে দেশের নারীগণ পতিপরায়ণা, সে দেশে গন্ধর্ব্ব, নাগ, অপ্সরা, সিদ্ধ ও সর্পগণ হিংসা করে না ॥ ৩৪

যে দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ধার্ম্মিক হন, সে দেশে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্য কোন বিপদের ভয় থাকে না ॥ ৩৫

যে দেশের রাজা ধার্ম্মিক হন, সে দেশে কাহারও বিনাশ হয় না এবং সে দেশে বজ্রপাত ও জলপ্লাবনাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটে না ॥ ৩৬

হে কেকয়রাজ! যেহেতু আপনি সকল অবস্থাতেই কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সেইহেতু আপনি কুশলে গৃহে গমন করুন। আপনার কল্যাণ হউক। আমিও এখন চলিয়া যাইতেছি ॥ ৩৭

কেকয়পতে! যে সকল নৃপতি গো, ব্রাহ্মণ ও প্রজাবর্গকে রক্ষা করাই আপনার ধর্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের রাক্ষসের ভয় হয় না, পাপের ভয় আর হইবে কেন? ৩৮

যেষাং পুরোগমা বিপ্রা যেষাং ব্রহ্ম পরং বলম্।
সুরক্ষিতাস্তথা বিপ্রাস্তে বৈ স্বর্গজিতো নৃপাঃ ॥৩৯
তস্মাদ্ দ্বিজাতীন্ রক্ষেত তে হি রক্ষন্তি রক্ষিতাঃ।
আশীরেষাং ভবেদ্ রাজন্ রাজ্যং সম্যক্ প্রবর্ত্ততাম্ ॥৪০
তস্মাদ্ রাজ্ঞা বিশেষেণ বিকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
নিয়ম্যাঃ সংবিভজ্যাশ্চ প্রজানুগ্রহকারণাৎ ॥ ৪১

ব্রাহ্মণ যে সকল রাজার অগ্রগামী হন এবং যে সকল রাজার ব্রাহ্মণই পরম বল আর যাঁহারা ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন, সেই সকল নরপতি অবশ্যই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন ॥৩৯

অতএব নৃপতি সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবেন। কারণ, ব্রাহ্মণেরা রক্ষিত হইয়া আর সকলকে রক্ষা করেন। নরনাথ! বিশেষতঃ নৃপকুল যখন উত্তমরূপে ধর্ম্ম-যুদ্ধাদি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্যাপৃত হন, তখন এই ব্রাহ্মণগণের শুভাশীর্ব্বাদ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ৪০

এবং যো বর্ত্ততে রাজা পৌরজানপদেম্বিহ।
অনুভূয়েহ ভদ্রাণি প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি কৈকেয়োপাখ্যানে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৭

অতএব রাজা বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে সেই বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবেন এবং প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট ভেদে সেই ব্রাহ্মণগণকে উচ্চ-নীচ ভাবে স্থাপন করিবেন ॥ ৪১

এই জগতে যে রাজা এইভাবে পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণের সহিত ব্যবহারপরায়ণ হন, তিনি ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ ও সুখভোগ করেন এবং মৃত্যুর পর ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কেকয়পতির উপাখ্যান-বিষয়ক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[আপৎকালে ব্রাহ্মণো বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবিতুং শক্নুয়াদিতি নির্দ্দেশঃ, দস্যুভ্যঃ স্বস্যান্যেষাঞ্চ রক্ষণায় সর্ব্বেষাং শস্ত্রগ্রহণেঽধিকারোঽস্তীতি কথনম্, রক্ষকস্য সম্মানার্হত্ববর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
ব্যাখ্যাতা রাজধর্ম্মেণ বৃত্তিরাপৎসু ভারত।
কথং স্বিদ্ বৈশ্যধর্ম্মেণ সংজীবেদ্ ব্রাহ্মণো ন বা ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
অশক্তঃ ক্ষত্রধর্ম্মেণ বৈশ্যধর্ম্মেণ বর্ত্তয়েৎ।
কৃষিগোরক্ষ্যমাস্থায় ব্যসনে বৃত্তিসংক্ষয়ে ॥ ২
যুধিষ্ঠির উবাচ।
কানি পণ্যানি বিক্রীণন্ স্বর্গলোকান্ন হীয়তে।
ব্রাহ্মণো বৈশ্যধর্ম্মেণ বর্ত্তয়ন্ ভরতর্ষভ ॥ ৩
ভীষ্ম উবাচ।
সুরা-লবণমিত্যেব তিলান্ কেশরিণঃ পশূন্।
বৃষভান্ মধু মাংসঞ্চ কৃতান্নঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৪
সর্বাস্ববস্থাস্বেতানি ব্রাহ্মণঃ পরিবর্জয়েৎ।
এতেষাং বিক্রয়াৎ তাত ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[আপৎকালে ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তিদ্বারাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন—ইহা নির্দ্দেশ, দস্যুগণের নিকট হইতে নিজেকে ও অন্য সকলকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রগ্রহণে সকলেরই অধিকার আছে—ইহা কথন এবং রক্ষকের সম্মানযোগ্যতাবর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন "হে ভরতকুলজাত পিতামহ! অস্ত্রধারণাদি রাজধর্ম্ম আপৎকালে ব্রাহ্মণের অবলম্বন হইতে পারে ইহা আপনি বলিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ অস্ত্রধারণাদি রাজধর্ম্ম দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, কোনরূপ বৈশ্য ধর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন কি না?" ১

ভীষ্ম বলিলেন -"স্বীয় যাজনাদি বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অসম্ভব হওয়ায় বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অস্ত্র ধারণাদি ক্ষত্র-ধর্ম্ম দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মণ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে ভরতসত্তম! ব্রাহ্মণ বৈশ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোন্ কোন্ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে থাকিয়া স্বর্গচ্যুত হয় না? ৩

ভীষ্ম বলিলেন—"যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতেই মদ্য, লবণ, তিল, কেশরযুক্ত পশু, বৃষ, মধু, মাংস ও পাক করা খাদ্য বিক্রয় করিবেন না। কারণ বৎস! এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ নিরয়গামী হন ॥ ৪-৫

অজোঽগ্নির্বরুণো মেষঃ সূর্য্যোঽশ্বঃ পৃথিবী বিরাট্।
ধেনুর্যজ্ঞশ্চ সোমশ্চ ন বিক্রেয়াঃ কথঞ্চন ॥ ৬
পক্বেনামস্য নিময়ং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
নিময়েৎ পক্বমামেন ভোজনার্থায় ভারত ॥ ৭
বয়ং সিদ্ধমশিষ্যামো ভবান্ সাধয়তামিদম্।
এবং সংবীক্ষ্য সময়ং নাধর্মোঽস্তি কথঞ্চন ॥ ৮
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যথা ধর্মঃ সনাতনঃ।
ব্যবহারপ্রবৃত্তানাং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৯
ভবতেঽহং দদানীদং ভবানেতৎ প্রযচ্ছতু।
রুচিতো বর্ততে ধর্মো ন বলাৎ সম্প্রবর্ততে ॥১০
ইত্যেবং সম্প্রবর্তন্তে ব্যবহারাঃ পুরাতনাঃ।
ঋষীণামিতরেষাঞ্চ সাধু চৈতদসংশয়ম্ ॥ ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ তাত যদা সর্বাঃ শস্ত্রমাদদতে প্রজাঃ।
ব্যুৎক্রমন্তে স্বধর্মেভ্যঃ ক্ষত্রস্য ক্ষীয়তে বলম্ ॥ ১২
তদা ত্রাতা তু কো নু স্যাৎ কো ধর্মঃ কিং পরায়ণম্।
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি বিস্তরেণ পিতামহ ॥ ১৩

ভীষ্ম উবাচ।

দানেন তপসা যজ্ঞৈরদ্রোহেণ দমেন চ।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ ক্ষেমমিচ্ছেয়ুরাত্মনঃ ॥ ১৪
তেষাং যে বেদবলিনস্তেঽভ্যুত্থায় সমন্ততঃ।
রাজ্ঞো বলং বর্ধয়েয়ুর্মহেন্দ্রস্যেব দেবতাঃ ॥ ১৫
রাজ্ঞোঽপি ক্ষীয়মাণস্য ব্রহ্মৈবাহুঃ পরায়ণম্।
তস্মাদ্ ব্রহ্মবলেনৈব সমুত্থেয়ং বিজানতা ॥ ১৬
যদা তু বিজয়ী রাজা ক্ষেমং রাষ্ট্রেঽভিসন্দধেৎ।
তদা বর্ণা যথাধর্মং নিবিশেয়ুঃ কথঞ্চন ॥ ১৭

ছাগ অগ্নিস্বরূপ, মেষ বরুণস্বরূপ, অশ্ব ভাস্কর সদৃশ, ভূমি বিরাট্ পুরুষস্বরূপ এবং গো যজ্ঞ ও চন্দ্রস্বরূপ। অতএব ব্রাহ্মণের এই সকল বস্তু কখনও কোন প্রকারেই বিক্রয় করা উচিত নহে ॥ ৬

হে ভরতনন্দন! পক্বান্ন প্রদান করিয়া তৎপরিবর্তে আমান্ন গ্রহণ সাধুদের মতে প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু কেবল উদর পূর্ত্তির জন্য আমান্ন প্রদান করিয়া তৎপরিবর্তে পক্বান্ন গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৭

তবে আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আমি আপনার এই সিদ্ধান্ন ভোজন করি; আর আপনি তত ক্ষুধার্ত্ত নহেন বলিয়া আমার এই আমান্ন লইয়া পাক করিয়া ভোজন করুন—এইরূপ নিয়ম করিলে সে স্থলে পক্বান্ন দ্বারা আমান্নের বিনিময় হইলেও কোন প্রকার অধর্ম্ম হয় না ॥ ৮

হে যুধিষ্ঠির! বিনিময়ে প্রবৃত্ত জনগণের মধ্যে যে সনাতন ধর্ম্ম আবহমানকাল আচরিত হইতেছে, তাহা আমি এক্ষণে তোমার নিকট বিবৃত করিব, শ্রবণ কর ॥ ৯

'আমি আমার এই বস্তু আপনাকে দান করিতেছি আপনার ঐ দ্রব্যটি আপনি আমায় প্রদান করুন'—এইরূপ বচন প্রয়োগ করিয়া দাতা ও গ্রহীতার উভয়ের অভিপ্রায় অনুসারেই যে বিনিময় সংঘটিত হয়, তাহা ধর্মসম্মত; পরন্তু বলপ্রয়োগ দ্বারা যে বিনিময় নিষ্পন্ন হয়, তাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে ॥ ১০

প্রাচীনকাল হইতেই ঋষিগণ ও অন্যান্য সকলের মধ্যে এইরূপ ব্যবহারই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং এইরূপ (ধর্ম্মানুমোদিত) ব্যবহারই যে উত্তম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে পিতামহ! যখন (অধিকারী নির্ব্বিশেষে) সমস্ত প্রজাই অস্ত্রধারণ করে এবং নিজ নিজ স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন ক্ষত্রিয়ের বল ক্ষীণ হইয়া থাকে ॥ ১২

এমত সময়ে কে রক্ষা করিবেন, ধর্ম্মের গতিই বা কি প্রকার হইবে এবং কেই বা প্রধান আশ্রয় হইবেন? পিতামহ! আপনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া আমার এই সংশয়ের নিরসন করুন ॥ ১৩

ভীষ্ম বলিলেন—তখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণসকল কাহারও দ্রোহাচরণ না করিয়া তপস্যা, যজ্ঞ ও ইন্দ্রিয়দমন দ্বারা স্ব স্ব কল্যাণ কামনা করিবেন ॥ ১৪

ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বেদ-বলে বলীয়ান্ হইবেন তাঁহারা সকল দিক্ হইতে উদ্‌যোগী হইয়া, দেবগণ যেরূপ শচীপতি ইন্দ্রের বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজার বল বৃদ্ধি করিবেন ॥ ১৫

উক্ত প্রকারে রাজা ক্ষীণবল হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণই রাজার প্রধান অবলম্বন হইবেন। অতএব রাজা ব্রহ্মশক্তির মহিমা জানিয়া ব্রাহ্মণের বল অবলম্বন করিয়াই সেই বিদ্রোহ দমন করিবেন ॥ ১৬

রাজা বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া রাজ্যমধ্যে মঙ্গল বিধান

উন্মর্য্যাদে প্রবৃত্তে তু দস্যুভিঃ সঙ্করে কৃতে।
সর্ব্বে বর্ণা ন দুষ্যেয়ুঃ শস্ত্রবন্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ চেৎ সর্ব্বতঃ ক্ষত্রং প্রদুষ্যেদ্ ব্রাহ্মণং প্রতি।
কস্তস্য ব্রাহ্মণাংস্ত্রাতা কো ধর্ম্মঃ কিং পরায়ণম্ ॥ ১৯

ভীষ্ম উবাচ।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শস্ত্রেণ চ বলেন চ।
অমায়য়া মায়য়া চ নিয়ন্তব্যং তদা ভবেৎ ॥ ২০
ক্ষত্রিয়স্যাতিবৃত্তস্য ব্রাহ্মণেষু বিশেষতঃ।
ব্রহ্মৈব সংনিয়ন্তৃ স্যাৎ ক্ষত্রং হি ব্রহ্মসম্ভবম্ ॥ ২১
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্ব-স্ব-যোনিষু শাম্যতি ॥ ২২
যদা ছিনত্ত্যয়োঽশ্মানমগ্নিশ্চাপোঽভিগচ্ছতি।
ক্ষত্রং বা ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি তদা শাম্যন্তি তে ত্রয়ঃ ॥২৩
তস্মাদ্ ব্রহ্মণি শাম্যন্তি ক্ষত্রিয়াণাং যুধিষ্ঠির।
সমুদীর্ণান্যজেয়ানি তেজাংসি চ বলানি চ ॥ ২৪
ব্রহ্মবীর্য্যে মৃদৌ ভূতে ক্ষত্রবীর্য্যে চ দুর্ব্বলে।
দুষ্টেষু সর্ব্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণান্ প্রতি ভারত ॥ ২৫
যে তত্র যুদ্ধং কুর্ব্বন্তি ত্যক্ত্বা জীবিতমাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ পরিরক্ষন্তো ধর্ম্মমাত্মানমেব চ ॥২৬
মনস্বিনো মন্যুমন্তঃ পুণ্যশ্লোকা ভবন্তি তে।
ব্রাহ্মণার্থং হি সর্ব্বেষাং শস্ত্রগ্রহণমিষ্যতে ॥ ২৭
অতিস্বিষ্টমধীতানাং লোকানতিতপস্বিনাম্।
অনাশকাগ্ন্যাহিতানাং শূরা যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ২৮
ব্রাহ্মণস্ত্রিষু বর্ণেষু শস্ত্রং গৃহ্নন্ন দুষ্যতি।
এষ এবাত্মনস্ত্যাগো নান্যং ধর্ম্মং বিদুর্জ্জনাঃ ॥২৯

করিতে আরম্ভ করিলে সেই বিদ্রোহী বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের জনগণ ধর্ম্মসম্মত স্ব স্ব কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইবেন ॥ ১৭

কিন্তু যুধিষ্ঠির! যখন দস্যুরা আসিয়া বলপূর্ব্বক বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করে, প্রজাকুলের মধ্যে বর্ণসঙ্করতা দোষ সৃষ্টি করে এবং ফলে লোকসকল মর্য্যাদাহীন হইয়া উঠে, তখন সমস্ত বর্ণ এই অত্যাচারের প্রতিকারের নিমিত্ত অস্ত্রধারণ করিয়াও দোষী হন না ॥ ১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'যদি ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি দ্রোহাচরণ করে, তবে সে ক্ষেত্রে, হে পিতামহ! কে ব্রাহ্মণগণের রক্ষক হইবেন, ধর্ম্মের গতিই বা কিরূপ হইবে এবং কে প্রধান অবলম্বন হইবেন? ১৯

ভীষ্ম কহিলেন "তৎকালে ব্রাহ্মণই তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য অস্ত্র ও দৈহিক শক্তি দ্বারা সরলভাবে অথবা কূটকৌশলে ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্মে নিয়মিত করিবেন ॥ ২০

যখন ক্ষত্রিয় প্রজাকুলের উপর বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিতে থাকে, সেই ভূদেবমণ্ডলীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণই সেই দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিয়ামক হইবেন, কারণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছেন ॥ ২১

অগ্নি জল হইতে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইতে এবং লৌহ পাষাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সেই অগ্নি প্রভৃতির তেজ ও প্রভাব সর্ব্বত্রই আপনার কার্য্য করে, কিন্তু আপনার উৎপত্তির মূল কারণ জল প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের সেই তেজ ও প্রভাব লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, শান্ত হইয়া যায় ॥ ২২

যখন লৌহময় অস্ত্র প্রস্তর ছেদন করিতে আরম্ভ করে, অগ্নি জলের অভিমুখে গমন করে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে বিদ্বেষ করে, তখনই সেই তিনটী পদার্থ লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

সুতরাং হে তাত যুধিষ্ঠির! ক্ষত্রিয়গণের তেজ ও বল প্রচণ্ড এবং অন্যের অজেয় হইলেও ব্রাহ্মণের নিকটই তাহা শান্ত হইয়া যায়, নিবৃত্ত হয় ॥ ২৪

হে ভরতনন্দন! ব্রাহ্মণের শক্তি মন্দীভূত হইয়া পড়িলে ও ক্ষত্রিয়ের শক্তি হ্রাস পাইলে, বৈশ্য আদি সকল বর্ণ ব্রাহ্মণগণের প্রতি সর্ব্ব প্রকারে দুর্ব্যবহার করিতে থাকিলে যে সকল মনস্বী ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম ও আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া সে সময়ে সেই (বিদ্রোহী দুষ্ট) বৈশ্য প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করেন, তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হইয়া থাকেন। কারণ, ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য সকলেরই অস্ত্র গ্রহণ করা উচিত—ইহাই স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণের অভিমত ॥ ২৫-২৭

বহু যজ্ঞকারী, বহু বেদাধ্যয়নশীল, সুকঠোর তপস্যা-পরায়ণ নিত্য উপবাসী ও সাগ্নিকগণের যে সকল স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, এই সব বীর মহাত্মাগণ সেই সকল স্বর্গ (উর্দ্ধলোক) ও নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

(ঐ অবস্থায়) ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ত্রিবর্ণের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াও দোষভাগী হন না। এই প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগই পরম ধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তৎকালে আর নাই—ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণের মত ॥ ২৯

তেভ্যো নমশ্চ ভদ্রঞ্চ যে শরীরাণি জুহ্বতি।
ব্রহ্মদ্বিষো জিঘাংসন্তস্তেষাং নোঽস্তু সলোকতা।
ব্রহ্মলোকজিতঃ স্বর্গ্যান্ বীরাংস্তান্ মনুরব্রবীৎ ॥ ৩০
যথাশ্বমেধাবভৃথে স্নাতাঃ পূতা ভবন্ত্যত।
দুষ্কৃতস্য প্রণাশেন তথা শস্ত্রহতা রণে ॥ ৩১
ভবত্যধর্মো ধর্মো হি ধর্মাধর্মাবুভাবপি।
কারণাদ্ দেশকালস্য দেশকালঃ স তাদৃশঃ ॥ ৩২
মৈত্রাঃ ক্রূরাণি কুর্বন্তো জয়ন্তি স্বর্গমুত্তমম্।
ধর্ম্যাঃ পাপানি কুর্বাণা গচ্ছন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণস্ত্রিষু কালেষু শস্ত্রং গৃহ্ণন্ন দুষ্যতি।
আত্মত্রাণে বর্ণদোষে দুর্দম্যনিয়মেষু চ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অভ্যুত্থিতে দস্যুবলে ক্ষত্রার্থে বর্ণসঙ্করে।
সম্প্রমূঢ়েষু বর্ণেষু যদ্যন্যোঽভিভবেদ্ বলী ॥৩৫
ব্রাহ্মণো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম।
দস্যুভ্যোঽথ প্রজা রক্ষেদ্ দণ্ডং ধর্মেণ ধারয়ন্ ॥ ৩৬
কার্য্যং কুর্য্যান্ন বা কুর্য্যাৎ স বার্য্যো বা ভবেন্ন বা।
তস্মাচ্ছস্ত্রং গ্রহীতব্যমন্যত্র ক্ষত্রবন্ধুতঃ ॥৩৭

ভীষ্ম উবাচ।

অপারে যো ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদি বাপ্যন্যঃ সর্বথা মানমর্হতি ॥ ৩৮
যমাশ্রিত্য নরা রাজন্ বর্তয়েযুর্যথাসুখম্।
অনাথাস্তপ্যমানাশ্চ দস্যুভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥ ৩৯
তমেব পূজয়েয়ুস্তে প্রীত্যা স্বমিব বান্ধবম্।
মহদভীষ্টং কৌরব্য কর্তা সম্মানমর্হতি ॥ ৪০

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"যে সকল মহাত্মা বেদদ্বেষী বা ব্রাহ্মণদ্বেষী লোকদিগকে বিনাশের জন্য স্বীয় তনুগুলিকে সমরানলে আহুতি দেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি, তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করি, তাঁহারা আমাদের সমান লোকে বাস করুন, ইহা কামনা করি। বিশেষতঃ তাঁহারাই স্বর্গলোকসকল ও ব্রহ্মলোকের অধিকারী হন—ইহা মনে করি।" ৩০

অশ্বমেধ যজ্ঞাবসানে অবভৃথ স্নান (বিশেষ যজ্ঞীয় স্নান) করিয়া পার্থিবগণ যেরূপ নিষ্পাপ ও পবিত্র হন; দুষ্কৃতকারী, পাপিষ্ঠগণের বিনাশের জন্য যুদ্ধে শস্ত্রহত হইয়া প্রাণত্যাগেও মানব তদ্রূপ পবিত্র হইয়া থাকেন ॥ ৩১

দেশ ও কালের পরিস্থিতি অনুসারে অধর্মও ধর্ম হয়, আবার ধর্মও অধর্মরূপে পরিগণিত হয়। উভয় প্রকারই হয়। কারণ, সেই দেশ ও কালের গুণেই সেইরূপ হইয়া থাকে ॥ ৩২

সমস্ত জীবকুলের প্রতি মৈত্রী-ভাবাপন্ন সাধু ব্যক্তি পরের রক্ষা ও উপকারের জন্য আপাতঃ নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াও উত্তম স্বর্গের অধিকারী হন এবং ধর্মনিষ্ঠ মানবকুল অপরের হিতার্থে, রক্ষাণার্থে (হিংসা আদি) পাপ কার্য্য করিয়াও পরম গতি লাভ করেন ॥ ৩৩

স্বীয় প্রাণরক্ষা, কোনও বর্ণের মধ্যে আগন্তুক কোনও বিরুদ্ধ কর্মদোষ নিবারণের জন্য এবং দুর্দমনীয় দস্যু তস্কর আদি শাসন করার জন্য—এই তিন সময়ে ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ দোষাবহ নহে ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"হে নৃপসত্তম পিতামহ! দস্যুসৈন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আক্রমণের জন্য উদ্‌যোগী হইয়াছে, ক্ষত্রিয়গণ উৎপথগামী হইয়া পড়িয়াছেন, ব্যভিচারহেতু সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইতেছে, সকল বর্ণই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন—এমত বিষম অবস্থায় যদি ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা শূদ্র) বলবান্ ব্যক্তি সেই প্রতিকূল অবস্থানিচয়ের প্রতিকার করিতে সক্ষম হন এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্তই ধর্মানুসারে দণ্ডধারণ করিয়া সেই দস্যুগণ হইতে প্রজাকুলকে রক্ষা করেন, তবে সেই ক্ষত্রিয়-ভিন্ন জাতীয় পুরুষপ্রবর রাজার ন্যায় রাজ্যশাসন করিতে পারেন কি না? সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ এই কার্য্য (ক্ষত্রিয় নৃপতির ন্যায় রাজ্য শাসন) হইতে নিবারণ করা উচিত কিনা? আমার তো মনে হয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর বর্ণের জনসঙ্ঘেরও এই সঙ্কটকালে শস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্য ॥৩৫-৩৭

ভীষ্ম বলিলেন—"যে শূদ্র কিংবা অপর যে কোন বর্ণ অপার বিপৎসাগরে পারস্বরূপ হন, তরণীবিহীন আপৎসমুদ্রে ভেলাস্বরূপ হইয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে রাজা সম্মান পাইবার যোগ্য ॥ ৩৮

হে কুরুকুলজাত নৃপসত্তম! অনাথ, দস্যু প্রপীড়িত, বিবিধ তাপে জর্জ্জরিত, ক্লিষ্ট মানবকুল যে পুরুষোত্তমকে আশ্রয় করিয়া যথাসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তাঁহাকেই তাহারা আপন বান্ধবের ন্যায় প্রীতিসহকারে পূজা করিবে। প্রজাকুলের সেই সুমহান্ অভীষ্ট পূরণকারী নরশ্রেষ্ঠই রাজসম্মান লাভের যোগ্য ॥ ৩৯-৪০

কিমুক্ষাবহতা কৃত্যঃ কিং ধেন্বা বাপ্যদুগ্ধয়া।
বন্ধ্যায়া ভার্য্যয়া কোঽর্থঃ কোঽর্থো রাজ্ঞাপ্যরক্ষতা॥৪১
যথা দারুময়ো হস্তী যথা চর্মময়ো মৃগঃ।
যথা হ্যনক্ষঃ পুরুষঃ পথি ক্ষেত্রং যথোষরম্॥ ৪২
এবং বিপ্রোঽনধীয়ানো রাজা যশ্চ ন রক্ষিতা।
মেঘো ন বর্ষতে যশ্চ সর্ব এব নিরর্থকাঃ॥৪৩

নিত্যং যস্তু সতো রক্ষেদসতশ্চ নিবর্তয়েৎ।
স এব রাজা কর্তব্যস্তেন সর্বমিদং ধৃতম্॥ ৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৮

ভারবহনে অক্ষম বৃষ অন্য কোন্ কার্য্যসাধন করিতে পারে? যে গাভী দুগ্ধ প্রদান করে না, তাহা দ্বারা আর কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? যে ভার্য্যা বন্ধ্যা, তাহা দ্বারাই বা কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে? এইরূপে যে রাজা রক্ষা করিতে পারেন না, সেই অক্ষম নৃপতিরই বা কি প্রয়োজন? ৪১

হে পৃথাপুত্র! যেরূপ কাষ্ঠনির্মিত হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, কার্য্যে অদক্ষ পুরুষ, উষর ক্ষেত্র, নপুংসক মানব, বর্ষণবিমুখ মেঘমালা ব্যর্থ, নিষ্ফল তাহাদের আবির্ভাব, তদ্রূপ বেদ-অধ্যয়নবিমুখ ব্রাহ্মণ ও রক্ষণকার্য্যে অসমর্থ নৃপতি সর্ব্বতোভাবে নিরর্থক, কোনও প্রয়োজনই তাঁহাদের দ্বারা সাধিত হয় না॥ ৪২-৪৩

যিনি সর্ব্বদা সজ্জনদিগকে রক্ষা করিতে এবং অসৎ দুষ্ট জনগণকে দণ্ড দানাদি দ্বারা অসৎ কর্ম্ম সম্পাদন হইতে নিরস্ত করিতে সমর্থ, তিনিই রাজপদে বৃত হইবার যোগ্য; কারণ, তাঁহা-দ্বারাই এই সমুদয় জগৎ সুরক্ষিত হইয়া থাকে, সনাতন ধর্ম্মমার্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে॥ ৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋত্বিজাং লক্ষণস্য, যজ্ঞ-দক্ষিণয়োর্মহত্ত্বস্য, তপসঃ শ্রেষ্ঠতায়াশ্চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কিংসমুত্থাঃ কথংশীলা ঋত্বিজঃ স্যুঃ পিতামহঃ।
কথংবিধাশ্চ রাজেন্দ্র তদ্ ব্রূহি বদতাং বর॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
প্রতিকর্মপরাচার ঋত্বিজাং স্ম বিধীয়তে।
ছন্দঃ সামাদি বিজ্ঞায় দ্বিজানাং শ্রুতমেব চ॥ ২

যে ত্বেকরতয়ো নিত্যং ধীরাশ্চ প্রিয়বাদিনঃ।
পরস্পরস্য সুহৃদঃ সমন্তাৎ সমদর্শিনঃ॥ ৩
আনৃশংস্যং সত্যবাক্যমকুসীদমথার্জবম্।
অদ্রোহোঽনভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ॥৪
ধীমান্ সত্যধৃতির্দান্তো ভূতানামবিহিংসকঃ।
অকাম-দ্বেষসংযুক্তস্ত্রিভিঃ শুক্রৈঃ সমন্বিতঃ॥ ৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[পুরোহিতের লক্ষণ, যজ্ঞ ও দক্ষিণার মহত্ত্ব এবং তপস্যার শ্রেষ্ঠতার বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন "হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রধান পিতামহ! পুরোহিতগণ কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবই বা কিরূপ হওয়া উচিত, ইঁহারা কোন্ কোন্ প্রকারেরই বা হইয়া থাকেন,—তাহা আপনি বলুন"॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—"যে সকল ব্রাহ্মণ ছন্দঃ শাস্ত্র, সামাদি তিনটী বেদ ও মীমাংসাদি ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রসকলের জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহারাই পুরোহিতপদে বৃত হইবার যোগ্য। যজমানের শান্তিকর্ম্ম ও পুষ্টিকর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠান করাই তাঁহাদের পক্ষে বিহিত হইয়াছে॥ ২

আর যাঁহারা সর্ব্বদা একমাত্র যজমানের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, ধীর, প্রিয়ভাষী, পরস্পরের সুহৃদ্ ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন তাঁহারা পুরোহিত হইবার যোগ্য॥ ৩

কোমলতা, সত্যভাষণ, অনুত্তমর্ণতা (সুদগ্রহণ না করা), সরলতা, দ্রোহশূন্যতা, অভিমানশূন্যতা, লজ্জা, সহিষ্ণুতা এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়দমন—এইগুলি তাঁহাদের স্বভাব॥ ৪

পুরোহিতগণ বুদ্ধিমান্, সত্য-ধারণক্ষম, যথার্থ ধৈর্য্যশালী, ইন্দ্রিয়জয়ী, প্রাণিকুলের প্রতি হিংসা-বিরহিত, কাম ও দ্বেষশূন্য এবং বিশুদ্ধ ব্যবহার ও বিশুদ্ধ পিতৃ-মাতৃবংশসমন্বিত হইবেন॥৫

অহিংসকো জ্ঞানতৃপ্তঃ স ব্রহ্মাসনমর্হতি
এতে মহর্ত্বিজস্তাত সর্বে মান্যা যথার্হতঃ ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদিদং বেদবচনং দক্ষিণাসু বিধীয়তে।
ইদং দেয়মিদং দেয়ং ন ক্বচিদ্ ব্যবতিষ্ঠতে ॥ ৭
নেদং প্রতিধনঃ শাস্ত্রমাপদ্ধর্মানুশাস্ত্রতঃ।
আজ্ঞা শাস্ত্রস্য ঘোরেয়ং ন শক্তিং সমবেক্ষতে ॥ ৮
শ্রদ্ধাবতা চ যষ্টব্যমিত্যেষাং বৈদিকী শ্রুতিঃ।
মিথ্যোপেতস্য যজ্ঞস্য কিমু শ্রদ্ধা করিষ্যতি ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

ন বেদানাং পরিভবান্ন শাঠ্যেন ন মায়য়া।
কশ্চিন্মহদবাপ্নোতি মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥ ১০
যজ্ঞাঙ্গং দক্ষিণা তাত বেদানাং পরিবৃংহণম্।
ন যজ্ঞা দক্ষিণাহীনাস্তারয়ন্তি কথঞ্চন ॥ ১১
শক্তিস্তু পূর্ণপাত্রেণ সম্মিতা ন সমা ভবেৎ।
অবশ্যং তাত যষ্টব্যং ত্রিভির্বর্ণৈর্যথাবিধি ॥ ১২
সোমো রাজা ব্রাহ্মণানামিত্যেষা বৈদিকী স্থিতিঃ।
তঞ্চ বিক্রেতুমিচ্ছন্তি ন বৃথা বৃত্তিরিষ্যতে ॥১৩
তেন ক্রীতেন যজ্ঞেন ততো যজ্ঞঃ প্রতায়তে।
ইত্যেবং ধর্মতো খ্যাতমৃষিভির্ধর্মচারিভিঃ ॥ ১৪
পুমান্ যজ্ঞশ্চ সোমশ্চ ন্যায়বৃত্তো যদা ভবেৎ।
অন্যায়বৃত্তঃ পুরুষো ন পরস্য ন চাত্মনঃ ॥ ১৫
শারীরং বৃত্তমাস্থায় ইত্যেষা শ্রূয়তে শ্রুতিঃ
নাতিসম্যক্ প্রণীতানি ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৬
তপো যজ্ঞাদপি শ্রেষ্ঠমিত্যেষা পরমা শ্রুতিঃ।
তৎ তে তপঃ প্রবক্ষ্যামি বিদ্বংস্তদপি মে শৃণু ॥ ১৭

বৎস! যিনি কাহারও হিংসা করেন না এবং আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানেই তৃপ্তিলাভ করেন, তিনিই ব্রহ্মার আসন পাইবার যোগ্য। আর এই মহান্ পুরোহিতগণের সকলেই যোগ্যতাহেতু মাননীয় ॥ ৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যজ্ঞসম্বন্ধীয় দক্ষিণার বিষয়ে "ইহা দান করা উচিত" "ইহা দান করা কর্তব্য"—এই যে বেদবাক্য জানিতে পারা যায় এই বেদ বিধান, কিন্তু কোন সীমিত নির্দিষ্ট বস্তুকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে। ৭

দক্ষিণার্থ দেয় ধনবিষয়ে এই শাস্ত্রবচন কিন্তু আপৎকালের শাস্ত্রানুযায়ী নহে। শাস্ত্রের এই আজ্ঞা ভয়ঙ্কর; কারণ ইহা যজমানের সামর্থ্যের অপেক্ষা করে না ॥ ৮

"শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে" এই শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ দরিদ্র ব্যক্তির উচিত দক্ষিণা দিতে অক্ষম হওয়া, অতএব ঈদৃশ মিথ্যা ভাব বিষয়ে শ্রদ্ধা কিরূপে কার্য্যকারী হইবে? ৯

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির। বেদের অপবাদ, ক্রূরতা অথবা কৌশল প্রয়োগ করিয়া কেহই যজ্ঞের পূর্ণ ফললাভ করিতে পারে না। অতএব তোমার যেন এরূপ বুদ্ধি হয় না ॥ ১০

বৎস! দক্ষিণা যজ্ঞের অঙ্গ এবং তাহা বেদোক্ত যজ্ঞসমূহের পূর্ণতা দান করে। অতএব দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ পাপ হইতে মুক্ত করে না ॥ ১১

বৎস! দরিদ্রের যে কতটুকু দক্ষিণা দিবার সামর্থ্য আছে তাহা কেবল পূর্ণপাত্রদান দ্বারাই বুঝা যায়, অতএব দরিদ্রের সেই শক্তি দ্বাদশ শত দক্ষিণাদানে সক্ষম ধনীর সামর্থ্যের সমতুল্য হইতে পারে না, তথাপি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের যথাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য ॥ ১২

এইরূপ বেদোক্ত আছে যে, সোম ব্রাহ্মণগণের অধিপতি, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপযোগী অর্থসংগ্রহের জন্য সেই সোমরস বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাঁহারা বৃথা (যজ্ঞাদি নিমিত্ত ব্যতীত) বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ১৩

সেই সোমরস বিক্রয় লব্ধ অর্থ দ্বারা যজ্ঞের উপকরণসকল ক্রয় করা হয়, তাহার পর সেই সকল উপকরণ দ্বারা ব্যাপকভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, ধর্মপরায়ণ ঋষিগণ ধর্মানুযায়ী সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৪

যজ্ঞকর্তা পুরুষ, যজ্ঞ ও সোমরস—এই তিনটিই যখন ন্যায়সম্পন্ন হইবে, তখনই যজ্ঞ যথার্থরূপে সম্পন্ন হইবে। আর পুরুষ যখন অন্যায়পরায়ণ হয়, তখন সে অপরের উপকারক হইতে পারে না, নিজেও উপকৃত হয় না ॥ ১৫

এইরূপ শ্রুতিবাক্য শুনা যায় যে, যে সকল মহাত্মা ব্রাহ্মণ কেবল শরীরের পরিশ্রম অবলম্বন করিয়া যথার্থভাবে যজ্ঞাদি সম্পাদন করেন, তাহার মধ্যেও হিংসা প্রভৃতি থাকে বলিয়া তাহাও বিশেষ ফলদায়ক হয় না ॥ ১৬

জ্ঞানবান্ যুধিষ্ঠির! এরূপ পরম বেদবাক্য শুনা যায় যে, যজ্ঞ অপেক্ষাও তপস্যা শ্রেষ্ঠ। আমি তোমার নিকট সেই তপস্যার বিষয় বলিতেছি, তুমি তাহাও আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৭

অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যং দমো ঘৃণা।
এতৎ তপো বিদুর্ধীরা ন শরীরস্য শোষণম্ ॥১৮
অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাং চাভিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্বত্র তদ্ বৈ নাশনমাত্মনঃ ॥১৯
নিবোধ দেবহোতৄণাং বিধানং পার্থ যাদৃশম্।
চিত্তিঃ স্রুক্ চিত্তমাজ্যঞ্চ পবিত্রং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥

অহিংসা, সত্যকথন, কোমলতা, সংযম ও সর্ব্বভূতে দয়া,—জ্ঞানীরা এই গুলিকেই তপস্যা বলিয়া মনে করেন, কেবলমাত্র শরীরশোষণকে তপস্যা বলেন না ॥ ১৮

বেদের অপ্রামাণ্য উক্তি, স্মৃতি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের অন্যথাচরণ এবং সর্ব্বত্র অব্যবস্থা,—এই গুলি আত্মনাশের মূল ॥ ১৯

পার্থ! হোতাদের যে দশবিধ যজ্ঞোপকরণ আছে, তাহা

ন শাঠ্যং ন চ জিহ্মত্বং কালো দেশশ্চ তে দশ ॥২০
সর্বং জিহ্মং মৃত্যুপদমার্জবং ব্রহ্মণঃ পদম্।
এতাবান্ জ্ঞানবিষয়ঃ কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি ॥ ২১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯

শ্রবণ কর—যজ্ঞে প্রবল প্রবৃত্তি, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি পাত্র, নিষ্কলুষ-চিত্ত, ঘৃত, পবিত্র (কুশনির্ম্মিত), সম্যক্ বিধি বোধ, অশাঠ্য, অকুটিলতা, স্থান ও কাল ॥ ২০

সর্ব্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যু সাধন করে এবং সর্ব্বপ্রকার সরলতা পরব্রহ্ম পদ দান করে কেবল ইহাই জানিবার বিষয়, ভ্রান্তদিগের অনর্থক বাক্য কি করিবে? ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মিত্রস্যামিত্রস্য বর্ণনম্, তৈঃ সহ রাজ্ঞো নীতিযুক্তব্যবহারস্যামাত্যলক্ষণানাঞ্চ কথনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যদপ্যল্পতরং কর্ম তদপ্যেকেন দুষ্করম্।
পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্ঞা পিতামহ ॥ ১
কিংশীলঃ কিংসমাচারো রাজ্ঞোঽথ সচিবো ভবেৎ।
কীদৃশে বিশ্বসেদ্ রাজা কীদৃশে ন চ বিশ্বসেৎ ॥ ২

অশীতিতম অধ্যায়।

[রাজার মিত্র ও অমিত্রগণের বর্ণন এবং তাঁহাদের সহিত রাজার নীতিযুক্ত ব্যবহার ও অমাত্য লক্ষণসমূহের কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'পিতামহ! এক একটি সংসারের যে অতি অল্প কার্য্য থাকে, নিঃসহায় কোন ব্যক্তির তাহাও সম্পাদন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; তদপেক্ষা রাজার কার্য্য বৃহত্তর। সুতরাং একাকী কি করিয়া রাজা তাহা সম্পাদন করিবেন? (অতএব রাজার রাজকার্য্য সম্পাদনে সহায়তা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মধ্যে মন্ত্রী প্রধান সহায়) ॥১

সেই রাজমন্ত্রীর কিরূপ স্বভাব এবং কিরূপ আচরণ হওয়া উচিত? আর রাজা কিরূপ লোকের উপরে বিশ্বাস করিবেন, কিরূপ লোকের উপরেই বা বিশ্বাস করিবেন না? ২

ভীষ্ম উবাচ।
চতুর্বিধানি মিত্রাণি রাজ্ঞাং রাজন্ ভবন্ত্যুত।
সহার্থো ভজমানশ্চ সহজঃ কৃত্রিমস্তথা ॥ ৩
ধর্মাত্মা পঞ্চমং মিত্রং স তু নৈকস্য ন দ্বয়োঃ।
যতো ধর্মস্ততো বা স্যাদ্ ধর্মস্থো বা ততো ভবেৎ ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! রাজাদের চতুর্ব্বিধ মিত্র হইতে পারে। প্রথম—সহার্থ (যাঁহার সহিত রাজা চুক্তিতে আবদ্ধ হন), দ্বিতীয়—ভজমান (পরম্পরাগত বংশসম্বন্ধে যাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে), তৃতীয়—সহজ (পিসতুত ভাই প্রভৃতি), আর চতুর্থ—কৃত্রিম (যাঁহাদের সহিত ধন-দানাদির দ্বারা মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে) ॥ ৩

ধর্ম্মাত্মা মানুষ মাত্রই পঞ্চম সহায় বা মিত্র; সেই ধর্ম্মাত্মা মানুষ একজনের পক্ষপাতী হন না এবং দুই পক্ষের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিয়া কপটপূর্ব্বক দুই পক্ষেরই মিত্র হয়েন না, কিন্তু যে পক্ষে ধর্ম্ম দেখেন, সেই পক্ষেরই সহায় হন। কোন পক্ষেরই ধর্ম্ম না দেখিলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন ॥ ৪

যস্তস্যার্থো ন রোচেত ন তং তস্য প্রকাশয়েৎ।
ধর্মাধর্মেণ রাজানশ্চরন্তি বিজিগীষবঃ॥ ৫
চতুর্ণাং মধ্যমৌ শ্রেষ্ঠৌ নিত্যং শঙ্ক্যৌ তথাপরৌ।
সর্বে নিত্যং শঙ্কিতব্যাঃ প্রত্যক্ষং কার্য্যমাত্মনঃ॥৬
ন হি রাজ্ঞা প্রমাদো বৈ কর্ত্তব্যো মিত্ররক্ষণে।
প্রমাদিনং হি রাজানং লোকাঃ পরিভবন্ত্যুত॥ ৭
অসাধুঃ সাধুতামেতি সাধুর্ভবতি দারুণঃ।
অরিশ্চ মিত্রং ভবতি মিত্রং চাপি প্রদুষ্যতি॥ ৮
অনিত্যচিত্তঃ পুরুষস্তস্মিন্ কো জাতু বিশ্বসেৎ।
তস্মাৎ প্রধানং যৎ কার্য্যং প্রত্যক্ষং তৎ সমাচরেৎ॥৯
একান্তেন হি বিশ্বাসঃ কৃৎস্নো ধর্মার্থনাশকঃ।
অবিশ্বাসশ্চ সর্বত্র মৃত্যুনা চ বিশিষ্যতে॥ ১০
অকালমৃত্যুর্বিশ্বাসোঽবিশ্বসন্ হি বিপদ্যতে।
যস্মিন্ করোতি বিশ্বাসমিচ্ছতস্তস্য জীবতি॥ ১১

তস্মাদ্ বিশ্বসিতব্যঞ্চ শঙ্কিতব্যঞ্চ কেষুচিৎ।
এষা নীতিগতিস্তাত লক্ষ্যা চৈব সনাতনী॥ ১২
যং মন্যেত মমাভাবাদিমমর্থাগমঃ স্পৃশেৎ।
নিত্যং তস্মাচ্ছঙ্কিতব্যমমিত্রং তদ্ বিদুর্বুধাঃ॥ ১৩
যস্য ক্ষেত্রাদপ্যুদকং ক্ষেত্রমন্যস্য গচ্ছতি।
ন তত্রানিচ্ছতস্তস্য ভিদ্যেরন্ সর্বসেতবঃ॥ ১৪
তথৈবাত্যুদকাদ্ ভীতস্তস্য ভেদনমিচ্ছতি।
যমেবং লক্ষণং বিদ্যাৎ তমমিত্রং বিনির্দিশেৎ॥ ১৫
যস্তু বৃদ্ধ্যা ন তৃপ্যেত ক্ষয়ে দীনতরো ভবেৎ।
এতদুত্তমমিত্রস্য নিমিত্তমভিচক্ষতে॥ ১৬
যং মন্যেত মমাভাবাদস্যাভাবো ভবেদিতি।
তস্মিন্ কুর্বীত বিশ্বাসং যথা পিতরি বৈ তথা॥ ১৭
তং শক্ত্যা বর্ধমানশ্চ সর্বতঃ পরিবৃংহয়েৎ।
নিত্যং ক্ষতাদ্ বারয়তি যো ধর্মেষ্বপি কর্মসু॥ ১৮

অধর্মসংসৃষ্ট বিষয় ধার্মিক লোকের অভিপ্রেত নহে বলিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ বিজয়াভিলাষী রাজারা ধর্ম ও অধর্ম—এই দুই পক্ষেই চলিয়া থাকেন॥৫

চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজ—এই দুই প্রকার মিত্রই শ্রেষ্ঠ, অপর দুই প্রকার (সহার্থ ও কৃত্রিম) মিত্রের উপরে সর্ব্বদাই আশঙ্কা করিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে, সর্ব্বপ্রকার মিত্রের উপরেই আশঙ্কা করা উচিত। সুতরাং রাজার নিজের মন্ত্রী প্রভৃতির শাসন মিত্রদের সমক্ষে করা উচিত নহে॥ ৬

রাজা মিত্ররক্ষার বিষয়ে কখনও অমনোযোগী হইবেন না। কারণ অনবধানযুক্ত রাজাকে সকলেই অবজ্ঞা করে॥ ৭

কার্য্যবশতঃ অসাধুও সাধু হইয়া যায়, আবার সাধুও ভীষণ হয়, মিত্রও শত্রু হইয়া পড়ে এবং শত্রুও মিত্রে পরিণত হয়॥ ৮

মনুষ্যচিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির। তাহার উপর কে কখন বিশ্বাস করে? সুতরাং যে কার্য্যটি প্রধান হইবে, রাজার তাহা নিজের সমক্ষে করা উচিৎ॥ ৯

কাহারও উপরে সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ় বিশ্বাস করিলে কখনও ধর্ম ও অর্থ দুইই নষ্ট হইয়া যায়, আবার সর্ব্বত্র অবিশ্বাস করিলেও তাহা মৃত্যুরই সমতুল্য হয়; এমন কি সে অবিশ্বাস ও মৃত্যুর কোনই প্রভেদ থাকে না॥ ১০

বিশ্বাস করাটা অকালমৃত্যুস্বরূপ; আবার সর্ব্বত্র অবিশ্বাস করিয়াও মানুষ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। যাহার উপরে বিশ্বাস করা হয়, তাহার ইচ্ছানুসারীই মানুষ জীবিত থাকে॥ ১১

অতএব বৎস! কতকগুলি লোকের উপরে বিশ্বাসও করিতে হইবে, আবার আশঙ্কাও করিতে হইবে; এই চিরন্তন নীতি তুমি সর্ব্বদাই অনুসরণ করিয়া চলিবে॥ ১২

আমার অবর্ত্তমানে আমার অর্থ-সম্পত্তির অধিকারী ইনিই হইবেন—এইরূপ যাহাকে মনে করিবে তাহার উপরে সর্ব্বদাই আশঙ্কা রাখিবে এবং পণ্ডিতগণ তাহাকেই শত্রু বলিয়া মনে করেন॥ ১৩

যাহার ক্ষেত্র হইতে জল ক্ষেত্রান্তরিত হয়, সেই ব্যক্তি অপরের ইচ্ছা ব্যতীত জলের সকল জলবন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবে না॥ ১৪

সেস্থলে জলাধিক্যের জন্য ভীত হইয়া নিজের জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে সেই ব্যক্তিকে 'অমিত্র' বলিয়া জানিবে॥ ১৫

কাহারও উন্নতিতে যাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না এবং তাহার অবনতিতে যে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সেই ব্যক্তি তাহার উত্তম মিত্র এবং ইহাই উত্তম মিত্রের লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়। ১৬

যদি কোন ব্যক্তিকে এরূপ মনে করিতে পার যে, আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিলে ইহার প্রাণত্যাগ হইবে, তবে পিতার ন্যায় তাহার উপর বিশ্বাস রাখিবে॥ ১৭

যে লোক ধর্মকার্য্যে বা অন্যান্য কার্য্যে সর্ব্বদা বিপদ হইতে রক্ষা করে, উন্নতিশীল লোক যথাশক্তি তাহাকে উন্নত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে॥ ১৮

ক্ষতাদ্ ভীতং বিজানীয়াদুত্তমং মিত্রলক্ষণম্ ।
যে তস্য ক্ষতমিচ্ছন্তি তে তস্য রিপবঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯
ব্যসনান্নিত্যভীতো যঃ সমৃদ্ধ্যা যো ন তুষ্যতি ।
যৎ স্যাদেবংবিধং মিত্রং তদাত্মসমমুচ্যতে ॥ ২০
রূপবর্ণস্বরোপেতস্তিতিক্ষুরনসূয়কঃ ।
কুলীনঃ শীলসম্পন্নঃ স তে স্যাৎ প্রত্যনন্তরঃ ॥ ২১
মেধাবী স্মৃতিমান্ দক্ষঃ প্রকৃত্যা চানৃশংস্যবান্ ।
যো মানিতোঽমানিতো বা ন চ দুষ্যেৎ কদাচন ॥ ২২
ঋত্বিগ্বা যদি বাচার্য্যঃ সখা বাত্যন্তসংস্তুতঃ ।
গৃহে বসেদমাত্যস্তে স স্যাৎ পরমপূজিতঃ ॥ ২৩
স তে বিদ্যাৎ পরং মন্ত্রং প্রকৃতিং চার্থ-ধর্ময়োঃ ।
বিশ্বাসস্তে ভবেৎ তত্র যথা পিতরি বৈ তথা ॥ ২৪
নৈব দ্বৌ ন ত্রয়ঃ কার্য্যা ন মৃষ্যেরন্ পরস্পরম্ ।
একার্থে হ্যেব ভূতানাং ভেদো ভবতি সর্বদা ॥ ২৫

তোমার বিপদে যিনি ভীত হন, তাঁহাকেই তোমার মিত্র বলিয়া জানিবে। কারণ, উহাই উত্তম মিত্রের লক্ষণ। আর যাঁহারা তোমার বিপদেরই কামনা করেন, তাঁহাদিগকে তোমার শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ১৯

যিনি মিত্রের বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে সর্ব্বদা ভীত ভাবে অবস্থান করেন এবং তাঁহার (মিত্রের) অভ্যুদয় দর্শনে মনে মনে ঈর্ষা পোষণ করেন না, এইরূপ মিত্রই স্বীয় আত্মার তুল্য বলিয়া কথিত হন ॥ ২০

হে যুধিষ্ঠির ! সুন্দর রূপ, বর্ণ ও মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত, সহিষ্ণু, অনিন্দুক (যিনি পরের দোষ আবিষ্কার করেন না), সৎকুলোৎপন্ন ও সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিই তোমার মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত ॥ ২১

যিনি মেধাবী, (প্রখর) স্মৃতিশক্তিশালী, সর্ব্বকার্য্য সাধনকুশল, স্বভাবতঃই দয়ালু, কোমলস্বভাব, যিনি সম্মানিত হউন অথবা অপমানিত হউন কোনও অবস্থাতেই হৃদয়ে দ্বেষ বা দ্রোহ পোষণ করেন না—এইরূপ ব্যক্তি যদি তোমার পুরোহিত, আচার্য্য অথবা অত্যন্ত প্রশংসিত মিত্র হন বা তোমার মন্ত্রী হইয়া অবস্থান করেন, তবে তাঁহাকে তুমি বিশেষ আদর ও সম্মান করিও ॥ ২২-২৩

তিনি তোমার গুপ্ত মন্ত্রণা, ধর্ম্ম এবং অর্থেরও প্রকৃতি জানিবার অধিকারী। আর পুত্র যেমন পিতার উপর বিশ্বাস করে, তুমিও তাঁহাকে তদ্রূপ বিশ্বাস করিবে ॥ ২৪

দুই বা তিন জনকে প্রধান মন্ত্রী করিও না। কারণ, তাঁহারা পরস্পরকে সহ্য করিবেন না এবং একই বিষয়ে সর্ব্বদাই প্রাণিগণের পরস্পর মতভেদ হইয়া থাকে ॥ ২৫

কীর্ত্তিপ্রধানো যস্তু স্যাদ্ যশ্চ স্যাৎ সময়ে স্থিতঃ ।
সমর্থান্ যশ্চ ন দ্বেষ্টি নানার্থান্ কুরুতে চ যঃ ॥ ২৬
যো ন কামাদ্ ভয়াল্লোভাৎ ক্রোধাদ্ বা ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ ।
দক্ষঃ পর্য্যাপ্তবচনঃ স তে স্যাৎ প্রত্যনন্তরঃ ॥ ২৭
কুলীনঃ শীলসম্পন্নস্তিতিক্ষুরবিকত্থনঃ ।
শূরশ্চার্য্যশ্চ বিদ্বাংশ্চ প্রতিপত্তিবিশারদঃ ॥২৮
এতে হ্যমাত্যাঃ কর্তব্যাঃ সর্বকর্মস্ববস্থিতাঃ ।
পূজিতাঃ সংবিভক্তাশ্চ সুসহায়াঃ স্বনুষ্ঠিতাঃ ॥২৯
কৃৎস্নমেতে বিনিক্ষিপ্তাঃ প্রতিরূপেষু কর্মসু ।
যুক্তা মহৎসু কার্য্যেষু শ্রেয়াংস্যুত্থাপয়ন্ত্যুত ॥ ৩০
এতে কর্মাণি কুর্বন্তি স্পর্ধমানা মিথঃ সদা ।
অনুতিষ্ঠন্তি চৈবার্থমাচক্ষাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩১
জ্ঞাতিভ্যশ্চৈব বুধ্যেথা মৃত্যোরিব ভয়ং সদা ।
উপরাজেব রাজর্ধিং জ্ঞাতির্ন সহতে সদা ॥ ৩২

যিনি শক্তিশালী অন্য ব্যক্তিগণের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন না, যিনি অত্যন্ত যশস্বী ও সদাচারী হইবেন, যিনি স্বেচ্ছায় অনর্থ ঘটাইবেন না এবং যিনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও ভয়হেতু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ ও বাক্‌পটু লোকই যেন তোমার ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী হন ॥ ২৬-২৭

সৎবংশোদ্ভূত, আত্মপ্রশংসায় বিমুখ, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিবেচনায় অতিশয় নিপুণ, ক্ষমাশীল, বীর, সাধুপ্রকৃতি, সুশীল, বিদ্বান্—এইরূপ লোকদিগকেই মন্ত্রী করিবে। তাঁহারা তোমার সমস্ত কার্য্যেই থাকিবেন, সম্মানিত হইবেন এবং প্রধান সহায় হইয়া সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন ; আবার তুমিও তাঁহাদিগকে প্রধান ও অপ্রধানভাবে স্থাপন করিবে ॥ ২৮-২৯

রাজা অনুরূপকার্য্য ইঁহাদিগকে নিযুক্ত করিলে, ইঁহারাও প্রধান প্রধান কার্য্যে মনোযোগী হইয়া সর্ব্বপ্রকারে রাজার মঙ্গলসাধন করিবেন ॥ ৩০

ইঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া কার্য্য করেন এবং পরস্পরের সহিত আলোচনা করিয়া কঠিন কঠিন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির ! তুমি সর্ব্বদাই মৃত্যুর ন্যায় জ্ঞাতিজনকে ভয় করিয়া

ঋজোর্মৃদোর্বদান্যস্য হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
নান্যো জ্ঞাতের্মহাবাহো বিনাশমভিনন্দতি ॥ ৩৩
অজ্ঞাতয়োঽপ্যসুখদা জ্ঞাতয়োঽপি সুখাবহাঃ।
অজ্ঞাতিমন্তং পুরুষং পরে চাভিভবন্ত্যত ॥ ৩৪
নিকৃতস্য নরৈরন্যৈর্জ্ঞাতিরেব পরায়ণম্।
নান্যো নিকারং সহতে জ্ঞাতির্জ্ঞাতেঃ কদাচন ॥ ৩৫
আত্মানমেব জানাতি নিকৃতং বান্ধবৈরপি।
তেষু সন্তি গুণাশ্চৈব নৈর্গুণ্যং চৈব লক্ষ্যতে ॥ ৩৬
নাজ্ঞাতিরনুগৃহ্নাতি ন চাজ্ঞাতির্নমস্যতি।
উভয়ং জ্ঞাতিবর্গেষু দৃশ্যতে সাধ্বসাধু চ ॥ ৩৭
সম্মানয়েৎ পূজয়েচ্চ বাচা নিত্যঞ্চ কর্মণা।
কুর্য্যাচ্চ প্রিয়মেতেভ্যো নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥৩৮
বিশ্বস্তবদবিশ্বস্তস্তেষু বর্তেত সর্বদা।
ন হি দোষো গুণো বেতি নিরূপ্যস্তেষু দৃশ্যতে ॥ ৩৯
অস্যৈবং বর্তমানস্য পুরুষস্যাপ্রমাদিনঃ।
অমিত্রাঃ সংপ্রসীদন্তি তথামিত্রীভবন্ত্যপি ॥ ৪০
য এবং বর্ততে নিত্যং জ্ঞাতিসম্বন্ধিমণ্ডলে।
মিত্রেষ্বমিত্রে মধ্যস্থে চিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০

চলিবে। কারণ, অধীনস্থ রাজা যেরূপ রাজার সমৃদ্ধি সহ্য করে না, জ্ঞাতিরাও সেইরূপ তোমার সমৃদ্ধি সহ্য করিবে না ॥ ৩২

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! জ্ঞাতিভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সরল, কোমলস্বভাব, দানশীল, লজ্জাশীল ও সত্যবাদী ব্যক্তির বিনাশের সমর্থন করেন না ॥ ৩৩

আবার আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্য লোকেরাও মানুষের দুঃখ উৎপাদন করে এবং জ্ঞাতিরাও সুখ সম্পাদন করিয়া থাকে। তবে একথা সত্য যে, অন্য লোকেরা আত্মীয়স্বজনহীন মানুষকে পরাভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৪

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কাহারও কর্তৃক অপমানিত হন, তবে জ্ঞাতিই তাঁহার প্রধান আশ্রয় হয়; কারণ, এক জ্ঞাতি অপর জ্ঞাতির অপমান কখনও সহ্য করে না ॥ ৩৫

যদি কোন জ্ঞাতি আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপমানিত হন, তবে অপর জ্ঞাতি আপনাকেই অপমানিত বলিয়া মনে করেন এবং ঐ জ্ঞাতির সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও অন্য জ্ঞাতি তাহার গুণহীনতাই দেখিতে পায় ॥ ৩৬

আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অপর লোক অনুগ্রহ করে না এবং আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্য লোক অবনত হয় না, আর জ্ঞাতিবর্গে ভালমন্দ দুইই দেখা যায় ॥ ৩৭

মানুষ বাক্য ও ধর্মের দ্বারা সর্ব্বদাই জ্ঞাতিবর্গের সম্মান ও গৌরব করিবে এবং সর্ব্বদাই তাহাদের তৃপ্তিদায়ক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিবে না ॥ ৩৮

মানুষ আত্মীয়স্বজনগণের উপরে মনে মনে অবিশ্বাসী থাকিয়াও বাহিরে বিশ্বস্তের ন্যায় আচরণ করিবে; তাহাদের গুণ বা দোষের পর্য্যালোচনা করিবে না ॥ ৩৯

যদি মানুষ সর্ব্বদা সাবধান হইয়া এইভাবে চলিতে থাকে, তবে অনেক শত্রু প্রসন্ন হইয়া পড়িবে এবং বহু শত্রু একেবারে মিত্র হইয়াই উঠিবে ॥ ৪০

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, মিত্র, অমিত্র ও মধ্যবর্ত্তিগণের সহিত এইভাবে চলিতে পারে, সে ব্যক্তি চিরদিনই যশোলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[একস্মিন্নেব কুলে নিবসতাং বহূনাং জ্ঞাতিজনানাং মধ্যে সঙ্ঘভেদে সমুৎপন্নে কুলপ্রধানস্য সঙ্ঘপতেঃ কিং করণীয়মিতি বক্তুং শ্রীকৃষ্ণ-নারদয়োঃ সংবাদবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমগ্রাহ্যকে তস্মিন্ জ্ঞাতিসম্বন্ধিমণ্ডলে।
মিত্রেষ্বমিত্রেষ্বপি চ কথং ভাবো বিভাব্যতে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং বাসুদেবস্য সুরর্ষের্নারদস্য চ ॥ ২

বাসুদেব উবাচ।

নাসুহৃৎপরমং মন্ত্রং নারদার্হতি বেদিতুম্।
অপণ্ডিতো বাপি সুহৃৎ পণ্ডিতো বাপ্যনাত্মবান্ ॥৩

স তে সৌহৃদমাস্থায় কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি নারদ।
কৃৎস্নং বুদ্ধিবলং প্রেক্ষ্য সংপৃচ্ছেৎ ত্রিদিবঙ্গম ॥ ৪

দাস্যমৈশ্বর্য্যবাদেন জ্ঞাতীনাং ন করোম্যহম্।
অর্দ্ধং ভোক্তাস্মি ভোগানাং বাগ্দুরুক্তানি চ ক্ষমে ॥৫

অরণীমগ্নিকামো বা মথ্নাতি হৃদয়ং মম।
বাচা দুরুক্তং দেবর্ষে তন্মে দহতি নিত্যদা ॥ ৬

বলং সঙ্কর্ষণে নিত্যং সৌকুমার্য্যং পুনর্গদে।
রূপেণ মত্তঃ প্রদ্যুম্নঃ সোঽসহায়োঽস্মি নারদ ॥ ৭

অন্যে হি সুমহাভাগা বলবন্তো দুরুৎসহাঃ।
নিত্যোত্থানেন সম্পন্না নারদান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥ ৮

যস্য ন স্যুর্ন বৈ স স্যাদ্ যস্য স্যুঃ কৃৎস্নমেব তৎ।
দ্বাভ্যাং নিবারিতো নিত্যং বৃণোম্যেকতরং ন চ ॥ ৯

স্যাতাং যস্যাহুকাক্রূরৌ কিং নু দুঃখতরং ততঃ।
যস্য চাপি ন তৌ স্যাতাং কিং নু দুঃখতরং ততঃ ॥১০

সোঽহং কিতবমাতেব দ্বয়োরপি মহামতে।
একস্য জয়মাশংসে দ্বিতীয়স্যাপরাজয়ম্ ॥ ১১

একাশীতিতম অধ্যায়।

[একই বংশে বসবাসকারী বহু জ্ঞাতিজনের মধ্যে সঙ্ঘভেদ উপস্থিত হইলে পর কুলপ্রধান সঙ্ঘপতির কি করা উচিত—ইহাই বলিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও নারদের সংবাদ বর্ণন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! পরস্পর স্পর্দ্ধা থাকায় জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, মিত্র ও অমিত্র—ইহাদের মধ্যে কাহাকেও বশীভূত করা যায় না, এই অবস্থায় কি প্রকারে তাঁহাদের চিত্তকে বশীভূত করিতে পারা যায়? ১

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! মহাত্মাগণ এই বিষয়েও বাসুদেব ও দেবর্ষি নারদের সংবাদে যে প্রাচীন বৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন ॥ ২

একদা নারদ উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন - দেবর্ষি! যে ব্যক্তি সুহৃদ্ বটেন, কিন্তু পণ্ডিত নহেন, আবার যে ব্যক্তি পণ্ডিত বটেন, কিন্তু সুহৃদ্ নহেন, কিংবা যে ব্যক্তি পণ্ডিতও বটেন, সুহৃদ্ও বটেন, কিন্তু উদারচিত্ত নহেন, তাঁহাদের কাহারও প্রধান মন্ত্রণা জানিবার যোগ্যতা নাই ॥ ৩

হে স্বর্গচারী নারদ! আমি আপনার সহৃদয়তার প্রতি আস্থাবশতঃ আপনাকে কোন্ বিষয় বলিব? কারণ, যাহাতে মানুষ বুদ্ধি ও বলের আধিক্য দেখে, তাহাকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে ॥ ৪

নিজের প্রভুত্ব প্রকাশ করিয়া আত্মীয়-স্বজনগণের উপরে দাসত্ব স্থাপনের অভিলাষ আমার নাই। আমি ভোগ্য বস্তুর এক অর্দ্ধ ভোগ করি, অপরার্দ্ধ জ্ঞাতিগণকে দিয়া থাকি এবং তাহাদের সকল কটুবাক্য সহ্য করিয়া থাকি ॥ ৫

নারদ! অগ্নিকামী ব্যক্তি যেরূপ অরণী (কাষ্ঠবিশেষ) মন্থন করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণের কটুবাক্য সর্ব্বদাই আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে এবং দহন করিয়া থাকে ॥ ৬

দেবর্ষি! বলরামে শক্তি রহিয়াছে, সে মত্ত। আবার গদে কোমলত্ব আছে। সে পরিশ্রম-বিমুখ। প্রদ্যুম্নে রূপ রহিয়াছে—এই অভিমানে সে মত্ত। এই প্রকার বহু সহায় থাকা সত্ত্বেও আমি অসহায় ॥ ৭

নারদ! অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় অন্যান্য বহু ব্যক্তি মহান্ সৌভাগ্যশালী, বলবান্, দুর্দ্দমনীয়। ইহারা সকলেই সর্ব্বদা উদ্যোগশীল ॥ ৮

ইঁহারা যাহার পক্ষে না থাকিবেন, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, আর ইঁহারা যাহার পক্ষে যাইবেন, সে জগৎটাই জয়ে সক্ষম হইবে। কিন্তু আহুক ও অক্রূর আমাকে নিষেধ করেন বলিয়া আমি কোন পক্ষই অবলম্বন করিতেছি না—নিরপেক্ষ আছি ॥৯

পরস্পর বিবাদেচ্ছুক আহুক ও অক্রূরের সহিত যাহার আত্মীয় সম্পর্ক স্থাপিত আছে, দুই নৌকায় পদার্পণকারীর ন্যায় তাহার তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ১০

মহামনস্বিন্! দ্যূতকারের মাতা যেমন পরস্পর জয়েচ্ছু সন্তানদ্বয়ের মধ্যে একের জয় কামনা করেন, কিন্তু পরাজয় কামনা

মমৈবং ক্লিশ্যমানস্য নারদোভয়দর্শনাৎ।
বক্তু মর্হসি যচ্ছ্রেয়ো জ্ঞাতীনামাত্মনস্তথা॥ ১২

নারদ উবাচ।

আপদো দ্বিবিধাঃ কৃষ্ণ বাহ্যাশ্চাভ্যন্তরাশ্চ হ।
প্রাদুর্ভবন্তি বার্ষ্ণেয় স্বভাবাদ্ যদি বান্যতঃ॥ ১৩
সেয়মাভ্যন্তরা তুভ্যমাপৎকৃচ্ছ্রা স্বকর্মজা।
অক্রূরভোজপ্রভবা সর্বে হ্যেতে তদন্বয়াঃ॥ ১৪
অর্থহেতোর্হি কামাদ্ বা বাচা বীভৎসয়াপি বা।
আত্মনা প্রাপ্তমৈশ্বর্য্যমন্যত্র প্রতিপাদিতম্॥১৫
কৃতমূলমিদানীন্তু জ্ঞাতিশব্দং সহায়বন্।
ন শক্যং পুনরাদাতুং বান্তমন্নমিব ত্বয়া॥ ১৬
বভ্রুগ্রসেনয়ো রাজ্যং নাপ্তুং শক্যং কথঞ্চন।
জ্ঞাতিভেদভয়াৎ কৃষ্ণ ত্বয়া চাপি বিশেষতঃ॥ ১৭
তচ্চ সিধ্যেৎ প্রযত্নেন কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
মহাক্ষয়ং ব্যয়ো বা স্যাদ্ বিনাশো বা পুনর্ভবেৎ॥ ১৮
অনায়সেন শস্ত্রেণ মৃদুনা হৃদয়চ্ছিদা।
জিহ্বামুদ্ধর সর্বেষাং পরিমৃজ্যানুমৃজ্য চ॥ ১৯

বাসুদেব উবাচ।

অনায়সং মুনে শস্ত্রং মৃদু বিদ্যামহং কথম্।
যেনৈষামুদ্ধরে জিহ্বাং পরিমৃজ্যানুমৃজ্য চ॥২০

নারদ উবাচ।

শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষার্জবমার্দবম্।
যথার্হপ্রতিপূজা চ শস্ত্রমেতদনায়সম্॥ ২১
জ্ঞাতীনাং বক্তু কামানাং কটুকানি লঘূনি চ।
গিরা ত্বং হৃদয়ং বাচং শময়স্ব মনাংসি চ॥ ২২
নামহাপুরুষঃ কশ্চিন্নানাত্মা নাসহায়বান্।
মহতীং ধুরমাধত্তে তামুদ্যম্যোরসা বহ॥ ২৩

করেন না; তদ্রূপ আমিও একজনের জয় কামনা করি, কিন্তু অন্য জনের পরাজয় কামনা করি না॥ ১১

নারদ! আমি উভয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া কষ্ট পাইতেছি। অতএব আপনি এরূপ উপদেশ করুন যাহাতে আমার ও আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গল হয়॥ ১২

নারদ বলিলেন—হে কৃষ্ণ! সেই আপদ বাহ্য ও আন্তরভেদে দ্বিবিধ। বৃষ্ণিনন্দন! তাহারা পুনরায় স্বকৃত ও পরকৃত ভেদে দ্বিবিধ॥ ১৩

অক্রূর ও আহুক হইতে উৎপন্ন যে কষ্টদায়ক আপদ, তাহা আন্তর ও স্ব-কর্মজাত এবং ইঁহারা সকলে আপনারই বংশজাত॥ ১৪

আপনি স্বয়ং যে ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ কোন প্রয়োজনে কিংবা স্বেচ্ছায় অথবা নিন্দাভয়ে অন্যকে দান করিয়াছেন॥ ১৫

সহায়বান্ কৃষ্ণ! আপনি তাহাদিগকে জ্ঞাতিশব্দ সমর্পণ করিয়াছেন এবং উহা এখন দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব উদ্গীর্ণ অন্ন যেমন গ্রহণ করা যায় না, তদ্রূপ প্রদত্ত জ্ঞাতিশব্দও গ্রহণীয় নয়॥ ১৬

কৃষ্ণ! অক্রূর ও উগ্রসেনকে প্রদত্ত রাজ্য অধুনা আদান (পুনর্গ্রহণ) অসম্ভব। অধিক কি সর্বশক্তিমান্ আপনি স্বয়ংও জ্ঞাতিভেদ ভয়ে পুনর্গ্রহণে অসমর্থ॥ ১৭

অতি যত্নসহকারে সুদুষ্কর মহাসংহাররূপ যুদ্ধের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে পর্য্যাপ্ত ধন ও বহু স্বজন ক্ষয় হইবে॥ ১৮

অতএব কৃষ্ণ! আপনি কোমল অলৌহনির্ম্মিত হৃদয়চ্ছেদে সমর্থ এইরূপ একটি অস্ত্র দ্বারা পরিমার্জন[১] ও অনুমার্জন[২] করত তাহাদের জিহ্বা উৎপাটন করুন॥ ১৯

বাসুদেব বলিলেন—মুনে! অলৌহনির্ম্মিত ও মৃদু অস্ত্রটি কি, তাহা আমি কি প্রকারে জ্ঞাত হইব—যাহাদ্বারা পরিমার্জন ও অনুমার্জন করত উঁহাদের জিহ্বা উৎপাটন করিব॥ ২০

নারদ বলিলেন,—সদা সামর্থ্যানুসারে অন্নদান, সহিষ্ণুতা, সরলতা, কোমলতা ও যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন—এই সকলই অলৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র॥ ২১

যখন জ্ঞাতিগণ আপনাকে তুচ্ছ ও কটুবাক্যসকল বলিতে উদ্যত হইবে, তখন আপনি মধুর বাক্যে তাহাদের হৃদয়, মন ও বাক্যকে শান্ত করিবেন॥ ২২

যিনি মহাপুরুষ নহেন, যিনি প্রশস্তচিত্ত নহেন, যিনি সহায়-সম্পন্ন নহেন, তিনি গুরুতর ভার বহন করিতে অসমর্থ। আপনি মহাপুরুষ, প্রশস্তচিত্ত ও সহায়সম্পন্ন, সেইহেতু আপনি সেই গুরুতর ভার বক্ষে তুলিয়া লইয়া বহন করুন॥২৩

---

(১) পরিমার্জন—ক্ষমা, সরলতা ও কোমলতা দ্বারা দোষের দূরীকরণ।

(২) অনুমার্জন—যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন ও শ্রদ্ধার দ্বারা প্রীতি-উৎপাদন।

সর্ব এব গুরুং ভারমনড্বান্ বহতে সমে।
দুর্গে প্রতীতঃ সুগবো ভারং বহতি দুর্বহম্ ॥ ১৪
ভেদাদ্ বিনাশঃ সঙ্ঘানাং সঙ্ঘমুখ্যোঽসি কেশব।
যথা ত্বাং প্রাপ্য নোৎসীদেদয়ং সঙ্ঘস্তথা কুরু ॥ ২৫
নান্যত্র বুদ্ধি-ক্ষান্তিভ্যাং নান্যত্রেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
নান্যত্র ধনসন্ত্যাগাদ্ গুণঃ প্রাজ্ঞেঽবতিষ্ঠতে ॥ ২৬
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বপক্ষোদ্‌ভাবনং সদা।
জ্ঞাতীনামবিনাশঃ স্যাদ্ যথা কৃষ্ণ তথা কুরু ॥ ২৭
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ ন তেঽস্ত্যবিদিতং প্রভো।

সমতল ভূমিতে সকল বৃষভ-ই গুরুভার বহন করিতে পারে। কিন্তু দুর্গম ভূমিতে উত্তম বৃষভ-ই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে পারে॥ ২৪

কেশব! আপনি এই যাদবসঙ্ঘের প্রধান। সঙ্ঘে ভেদ জন্মিলে সঙ্ঘ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব আপনি এইরূপ করুন যাহাতে যাদবসঙ্ঘ আপনাকে পাইয়া নষ্ট না হয়॥ ২৫

বুদ্ধি (বিবেচনা), ক্ষমা, সংযম, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধন ব্যয় ব্যতীত কোন "গণ" অথবা সঙ্ঘ কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষের আজ্ঞাধীনে থাকে না॥ ২৬

কৃষ্ণ! সর্ব্বদা নিজ পক্ষের উন্নতি হওয়া উচিত। যাহাতে ধন, যশ ও আয়ুর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং কুটুম্বগণের রক্ষা হয়, আপনি তাহা করুন॥ ২৭

ষাড়্‌গুণ্যস্য বিধানেন যাত্রা যানবিধৌ তথা ॥ ২৮
যাদবাঃ কুকুরা ভোজাঃ সর্বে চান্ধক-বৃষ্ণয়ঃ।
ত্বয্যাসক্তা মহাবাহো লোকা লোকেশ্বরাশ্চ যে ॥ ২৯
উপাসতে হি ত্বদ্‌বুদ্ধিমৃষয়শ্চাপি মাধব।
ত্বং গুরুঃ সর্বভূতানাং জানীষে ত্বং গতাগতম্।
ত্বামাসাদ্য যদুশ্রেষ্ঠমেধন্তে যাদবাঃ সুখম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বাসুদেবনারদসংবাদো নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১

হে প্রভু! সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় এই ছয় গুণের প্রয়োগ এবং যুদ্ধযাত্রায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কি পরিণাম—এই সকল কিছুই আপনার অবিদিত নাই॥ ২৮

মহাবাহু মাধব! যাদব, কুকুর, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণ; সাধারণ জনগণ, রাজগণ ও ঋষিগণ সকলেই আপনাতে অনুরক্ত এবং আপনার বুদ্ধিরই আশ্রয় লইতেছে॥ ২৯

আপনি সকল প্রাণীরই গুরু। আপনি ভূত-ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞাত আছেন। আপনি যদুশ্রেষ্ঠ। আপনাকে আশ্রয় করিয়াই যদুবংশীয়েরা উন্নতি লাভ করিবে॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে বাসুদেব-নারদ-সংবাদ-বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়

[মন্ত্রিণাং পরীক্ষায়াং রাজ্ঞো রাজপুরুষেভ্যশ্চ স্বাত্মানং পরিত্রাতুং সতর্কতাবিষয়ে কালকবৃক্ষীয়মুনেরুপাখ্যানম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

এষা প্রথমতো বৃত্তির্দ্বিতীয়াং শৃণু ভারত ।
যঃ কশ্চিজ্জনয়েদর্থং রাজ্ঞা রক্ষ্যঃ সমানবঃ ॥ ১
হ্রিয়মাণমমাত্যেন ভৃত্যো বা যদি বাভৃতঃ ।
যো রাজকোষং নশ্যন্তমাচক্ষীত যুধিষ্ঠির ॥ ২
শ্রোতব্যমস্য চ রহো রক্ষ্যশ্চামাত্যতো ভবেৎ ।
অমাত্যা হ্যপহর্তারো ভূয়িষ্ঠং ঘ্নন্তি ভারত ॥ ৩
রাজকোষস্য গোপ্তারং রাজকোষবিলোপকাঃ ।
সমেত্য সর্বে বাধন্তে স বিনশ্যত্যরক্ষিতঃ ॥ ৪
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয়ঃ কৌশল্যং যদুবাচ হ ॥ ৫
কোশলানামাধিপত্যং সম্প্রাপ্তং ক্ষেমদর্শিনম্ ।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় আজগামেতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৬
স কাকং পঞ্জরে বদ্ধ্বা বিষয়ং ক্ষেমদর্শিনঃ ।
সর্বং পর্য্যচরদ্ যুক্তঃ প্রবৃত্ত্যর্থী পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
অধীধ্বং বায়সীং বিদ্যাং শংসন্তি মম বায়সাঃ ।
অনাগতমতীতঞ্চ যচ্চ সম্প্রতিবর্ততে ॥ ৮
ইতি রাষ্ট্রে পরিপতন্ বহুভিঃ পুরুষৈঃ সহ ।
সর্বেষাং রাজযুক্তানাং দুষ্করং পরিদৃষ্টবান্ ॥ ৯
স বুদ্ধ্বা তস্য রাষ্ট্রস্য ব্যবসায়ং হি সর্বশঃ ।
রাজযুক্তাপহারাংশ্চ সর্বান্ বুদ্ধ্বা ততস্ততঃ ॥ ১০
ততঃ স কাকমাদায় রাজানং দ্রষ্টুমাগমৎ ।
সর্বজ্ঞোঽস্মীতি বচনং ব্রুবাণঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ১১
স স্ম কৌশল্যমাগম্য রাজামাত্যমলঙ্কৃতম্
প্রাহ কাকস্য বচনাদমুত্রেদং ত্বয়া কৃতম্ ॥ ১২
অসৌ চাসৌ চ জানীতে রাজকোষস্ত্বয়া হৃতঃ ।
এবমাখ্যাতি কাকোঽয়ং তচ্ছীঘ্রমনুগম্যতাম্ ॥ ১৩

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

[মন্ত্রীদের পরীক্ষা বিষয়ে রাজা ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন সম্বন্ধে কালকবৃক্ষীয় মুনির উপাখ্যান ।]

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন ! ইহা রাজ্য বা রাজনীতির প্রথম কথা—দ্বিতীয় কথা শ্রবণ কর। যে কোন ব্যক্তি রাজার অর্থ বৃদ্ধি করিবে, তাহাকে সদা রক্ষা করা রাজার উচিত ॥ ১

যুধিষ্ঠির ! অমাত্য কর্তৃক ধন অপহৃত হইতে থাকিলে, রাজকোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, তখন রাজার কোন ভৃত্য-ই হউক অথবা অভৃত্য-ই হউক রাজাকে ঐ সংবাদ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাহা নির্জনে শ্রবণ করিবেন এবং মন্ত্রিগণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। ভরতনন্দন ! কারণ অপকর্মের প্রকাশভয়ে অপকর্মকারী ঐ বিষয় প্রকাশককে প্রায়শই বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ২-৩

রাজকোষবিনাশকগণ মিলিতভাবে রাজকোষ রক্ষককে পীড়িত করে। তখন রাজা তাহাকে রক্ষা না করিলে সে অবশ্য-ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪

এই বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পুরাকালে কালকবৃক্ষীয় মুনি রাজা কোশলকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ৫

আমরা শুনিয়াছি—যখন রাজা ক্ষেমদর্শী কোশলদেশের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কালকবৃক্ষীয় মুনি তথায় আগমন করেন ॥ ৬

একটি কাক পক্ষীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া সেই কালকবৃক্ষীয় মুনি রাজ্যের সমাচার সংগ্রহে মনোযোগী হইয়া তৎপরতার সহিত সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

দেশবাসিগণ ! তোমরা বায়সী বিদ্যা শিক্ষা কর। কারণ, বায়সেরা আমায় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সব বিষয়-ই বলিয়া থাকে ॥ ৮

এইরূপ বলিতে বলিতে সেই কালকবৃক্ষীয় মুনি বহু লোকের সহিত মিলিত হওয়ায় রাজকর্মচারিগণের দুষ্কার্যসকল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সেই রাজ্যের সকল অধ্যবসায়, রাজকর্মচারিগণের অপকর্মসকল ও রাজপুরুষগণের ধনাপহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া "আমি সর্বজ্ঞ"—এই কথা বলিতে বলিতে সঙ্গী কাকটিকে লইয়া রাজ-দর্শনে উপস্থিত হইলেন ॥ ১০-১১

কোশলরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া মুনি অলঙ্কারধারী কোন মন্ত্রীকে বলিলেন—আমার কাক বলিতেছে—তুমি অমুক স্থানে রাজার ধন অপহরণ করিয়াছ। অমুক অমুক ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, তুমি রাজার ধন অপহরণ করিয়াছিলে—এই কাকটি বলিতেছে। অতএব সত্বর স্বীয় অপরাধ স্বীকার কর ॥ ১২-১৩

তথাঽন্যানপি স প্রাহ রাজকোষহরাংস্তদা ।
ন চাস্য বচনং কিঞ্চিদনৃতং শ্রূয়তে ক্বচিৎ ॥ ১৪

তেন বিপ্রকৃতাঃ সর্ব্বে রাজযুক্তাঃ কুরূদ্বহ ।
তমস্যাভিপ্রসুপ্তস্য নিশি কাকমবেধয়ন্ ॥ ১৫

বায়সং তু বিনির্ভিন্নং দৃষ্ট্বা বাণেন পঞ্জরে ।
পূর্ব্বাহ্ণে ব্রাহ্মণো বাক্যং ক্ষেমদর্শিনমব্রবীৎ ॥ ১৬

রাজংস্ত্বামভয়ং যাচে প্রভুং প্রাণধনেশ্বরম্ ।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া ব্রূয়াং বচনং ভবতো হিতম্ ॥ ১৭

মিত্রার্থমভিসন্তপ্তো ভক্ত্যা সর্ব্বাত্মনাগতঃ ।
হ্রিয়ন্তে হি মহার্থাশ্চ পুরুষে বিক্রমত্যপি ॥১৮

সম্বুবোধয়িষুর্মিত্রং সদশ্বমিব সারথিঃ ।
অতিমন্যুপ্রসক্তো হি প্রসহ্য হিতকারণাৎ ॥ ১৯

তথাবিধস্য সুহৃদা ক্ষন্তব্যং সংবিজানতা ।
ঐশ্বর্য্যমিচ্ছতা নিত্যং পুরুষেণ বুভূষতা ॥ ২০

সেইরূপ অন্যান্য রাজকোষাপহারিগণকে বলিলেন—'তুমি চুরি করিয়াছ' আমার কাক বলিতেছে। এই কাক কখনও মিথ্যা বলিয়াছে এরূপ শ্রুত হয় নাই ॥ ১৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই মুনি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া রাজকর্ম্মচারিগণ রাত্রে মুনির নিদ্রাকালে সেই কাককে বাণ দ্বারা বিদীর্ণ করাইলেন ॥ ১৫

স্বীয় কাককে পিঞ্জরমধ্যে বাণের দ্বারা বিদীর্ণ দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাহ্ণে রাজা ক্ষেমদর্শীকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১৬

রাজন্! আপনি প্রজাগণের প্রাণ ও ধনের রক্ষক প্রভু। আমি অভয় প্রার্থনা করিতেছি। যদি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আপনার হিতবাক্য বলিব ॥ ১৭

আপনি আমার মিত্র। আপনার মঙ্গলের জন্য হৃদয়ে ভক্তিভাব ধারণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনার ক্ষয়-ক্ষতি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত ॥

'এই ব্যক্তি আপনার ধন হরণ করিতেছে' যে সুহৃদ্ এই কথা বলে, তাহাকে ক্ষমা করা উচিত অর্থাৎ কাকের ন্যায় অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করা উচিত নয়। সারথি যেরূপ উত্তম অশ্বকে কর্ত্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কোন মিত্র আপনাকে জ্ঞাত করিবার জন্য আসিয়া মিত্রের অনিষ্ট দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া রাজার নিকট হঠাৎ প্রকাশ করত বলিতে আরম্ভ করে—রাজন্! আপনার এই ধন অপহৃত হইতেছে। তখন স্বীয় অভ্যুদয় লাভেচ্ছু রাজার সেই সুহৃৎ পুরুষ নিজ মিত্রের বাক্য শ্রবণ করা উচিত এবং সেই অপরাধ ক্ষমা করা উচিত ॥ ১৮-২০

তং রাজা প্রত্যুবাচেদং যৎ কিঞ্চিন্মাং ভবান্ বদেৎ ।
কস্মাদহং ন ক্ষমেয়মাকাঙ্ক্ষন্নাত্মনো হিতম্ ॥ ২১

ব্রাহ্মণ প্রতিজানে তে প্রব্রূহি যদিহেচ্ছসি ।
করিষ্যামি হি তে বাক্যং যদস্মান বিপ্র বক্ষ্যসি ॥২২

মুনিরুবাচ ।

বিজ্ঞায়ানয়ানপায়াংশ্চ ভয়াখ্যাতৃন্ ভয়ানি চ ।
ভক্ত্যা বৃত্তিং সমাখ্যাতুং ভবতোঽন্তিকমাগতঃ ॥ ২৩

প্রাগেবোক্তস্তু দোষোঽয়মাচার্য্যৈর্নৃপসেবিনাম্ ।
অগতেঃ কুগতির্হ্যেষা যা রাজ্ঞা সহজীবিকা ॥ ২৪

আশীবিষৈশ্চ তস্যাহুঃ সঙ্গমং যস্য রাজভিঃ ।
বহুমিত্রাশ্চ রাজানো বহ্বমিত্রাস্তথৈব চ ॥ ২৫

তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য এবাহুর্ভয়ং রাজোপজীবিনাম্ ।
তথৈষাং রাজতো রাজন্ মুহূর্ত্তাদাগতং ভয়ম্ ॥২৬

নৈকান্তেনাপ্রমাদো হি শক্যং কর্ত্তুং মহীপতৌ ।
ন তু প্রমাদঃ কর্ত্তব্যঃ কথঞ্চিদ্ ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২৭

রাজা সেই মুনিকে বলিলেন—ব্রাহ্মণ! আপনি যাহা বলিতে ইচ্ছুক, বলুন। অভয় দান করিতেছি। আপনি হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে কেন ক্ষমা করিব না? বিপ্রবর! আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, বলিতে পারেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আপনি যাহা বলিবেন, তাহা-ই করিব ॥২১-২২

মুনি বলিলেন—মহারাজ! আপনার সেবকগণের মধ্যে কে অপরাধী ও কে নিরপরাধী, তাহা জানিয়া কোন সেবক হইতে আপনার ভয় আসিতে পারে তৎসমুদয় জ্ঞাত হইয়া প্রেমপূর্ব্বক সমগ্র রাজ্যের সমাচার বিজ্ঞাপিত করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ২৩

নীতি শাস্ত্রের আচার্য্যগণ পূর্ব্বে-ই বলিয়াছেন রাজসেবা একটি দোষ। জীবিকা কোন উপায় না হইলে 'রাজার সহিত মিলিয়া'মিশিয়া জীবন যাপন করা কুৎসিত উপায় ॥ ২৪

রাজার সহিত সম্মেলন ও তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের সহিত সম্মেলন —ইহা এক-ই কথা—ইহা নীতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাজার বহু মিত্র শত্রু হইয়া থাকে। রাজসেবিগণের তাহাদের সকলের নিকট হইতে ভয় আসিতে পারে। অধিক কি মুহূর্ত্ত মধ্যে-ই স্বয়ং রাজার নিকট হইতে ভয় উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৫-২৬

রাজার নিকট প্রসাদ হইবে না ইহা অসম্ভব। মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির রাজার নিকট জ্ঞাতসারে কোন প্রমাদ কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৭

প্রমাদাদ্ধি স্খলেদ্ রাজা স্খলিতে নাস্তি জীবিতম্ ।
অগ্নিং দীপ্তমিবাসীদেদ্ রাজানমুপশিক্ষিতঃ ॥ ২৮
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং প্রভুং প্রাণধনেশ্বরম্ ।
যত্নেনোপচরেন্নিত্যং নাহমস্মীতি মানবঃ ॥ ২৯
দুর্ব্যাহৃতাচ্ছঙ্কমানো দুঃস্থিতাদ্ দুরনুষ্ঠিতাৎ ।
দুরাসিতাদ্ দুর্ব্রজিতাদিঙ্গিতাদঙ্গচেষ্টিতাৎ ॥ ৩০
দেবতেব হি সর্বার্থান্ কুর্য্যাদ্ রাজা প্রসাদিতঃ ।
বৈশ্বানর ইব ক্রুদ্ধঃ সমূলমপি নির্দহেৎ ॥ ৩১
ইতি রাজন্ যমঃ প্রাহ বর্ততে চ তথৈব তৎ ।
অথ ভূয়াংসমেবার্থং করিষ্যামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩২
দদাত্যস্মদ্বিধোঽমাত্যো বুদ্ধিসাহায্যমাপদি ।
বায়সস্ত্বেষ মে রাজন্মনুকার্য্যাভিসংহিতঃ ॥ ৩৩
ন চ মেঽত্র ভবান্ গর্হ্যো ন চ যেষাং ভবান্ প্রিয়ঃ ।
হিতাহিতাংস্তু বুধ্যেথা মা পরোক্ষমতির্ভবেঃ ॥৩৪
যে ত্বাদানপরা এব বসন্তি ভবতো গৃহে ।
অভূতিকামা ভূতানাং তাদৃশৈর্মেঽভিসংহিতম্ ॥ ৩৫
যে বা ভবদ্ বিনাশেন রাজ্যমিচ্ছন্ত্যনন্তরম্ ।
আন্তরৈরভিসন্ধায় রাজন্ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৩৬
তেষামহং ভয়াদ্ রাজন্ গমিষ্যাম্যন্যমাশ্রমম্ ।
তৈর্হি মে সন্ধিতো বাণঃ কাকে নিপতিতঃ প্রভো ॥৩৭
ছদ্মকামৈরকামস্য গমিতো যমসাদনম্ ।
দৃষ্টং হ্যেতন্ময়া রাজংস্তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা ॥ ৩৮
বহুনক্রঝষগ্রাহাং তিমিঙ্গিলগণৈর্যুতাম্ ।
কাকেন বালিশেনেমাং যামতার্ষমহং নদীম্ ॥ ৩৯
স্থাণ্বশ্মকণ্টকবতীং সিংহ-ব্যাঘ্রসমাকুলাম্ ।
দুরাসদাং দুষ্প্রসহাং গুহাং হৈমবতীমিব ॥ ৪০

সেবকের অসাবধানতার জন্য কোন অপরাধ হইলে রাজা সেবকের পূর্ব্ব উপকার ভুলিয়া কুপিত হইয়া মর্য্যাদা ভ্রষ্ট হন, মর্যাদা ভ্রষ্ট হইলে জীবনের আশা থাকে না। অতএব শিক্ষিত ব্যক্তি যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট গমন করে, তদ্রূপ রাজার নিকটে গমন করিবে ।। ২৮

প্রাণ ও ধনদাতা প্রভু রাজা যখন কুপিত হইয়া থাকেন, তখন বিষধর সর্পের তুল্য ভয়ঙ্কর হইয়া থাকেন। 'আমি যেন নাই' এইরূপ চিন্তা পূর্ব্বক অতিশয় যত্নের সহিত রাজার সেবা করা মানুষমাত্রেরই কর্তব্য ।। ২৯

অসঙ্গত বাক্য যেন প্রযুক্ত না হয়, হীন কার্য্য যেন সমাদৃত না হয়, উত্থানে উপবেশনে গমনে সঙ্কেতে অথবা কোন অঙ্গসঞ্চালনে কোনরূপ অসভ্যতার বা অশোভনতার প্রকাশ না হয়—এ সকল বিষয়ে সদা সতর্ক হওয়া উচিত । ৩০

রাজা সন্তুষ্ট হইলে দেবতাসকল অভীষ্ট পূরণ করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে বৈশ্বানরের ন্যায় সমূলে অভীষ্ট দহন করেন ।।৩১

রাজন্! স্বয়ং যমরাজ যাহা বলিয়াছেন, সেই সকল যথার্থ সত্য। তথাপি আমি বারংবার আপনার বহুতর হিতসাধন করিব ।। ৩২

রাজন্! আমার মত মন্ত্রী যেমন আপৎকালে বুদ্ধির দ্বারা সহায়তা করে, তদ্রূপ আমার একটি কাক আপনার কার্য্যসাধনে তৎপর ছিল, কিন্তু সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ।। ৩৩

ইহার জন্য আমি আপনার বা আপনার প্রিয়গণের নিন্দা করিতেছি না। আমি এইমাত্র বলিতেছি যে, আপনি আপনার হিত ও অহিত জ্ঞাত হউন। প্রত্যেক কার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করুন। অন্যের তত্ত্বাবধানে আস্থা রাখিবেন না ।। ৩৪

আপনার যে সকল স্বজন ধনহরণে ব্যাপৃত এবং আপনার গৃহেই বসবাস করেন, তাঁহারা প্রজাগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন। সেই সকল ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতা করিতেছে।। ৩৫

হে নরনাথ! যাঁহারা আপনাকে বিনাশ করিয়া আপনার পর এই রাজ্য অধিকার করিতে চাহেন, তাঁহাদের এই কর্ম্ম অন্তঃপুরে সেবকদের সহিত মিলিয়া কোনও ষড়যন্ত্র করিলেই সফল হইতে পারে, অন্যথায় নহে ।। ৩৬

হে রাজন্! আমি তাহাদের ভয়ে অন্যত্র চলিয়া যাইব। কারণ, আমার প্রসুপ্তি কালে তাহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বাণ সন্ধান করিয়াছিল, সেই বাণই আমার কাকটির উপর পতিত হইয়াছিল ।। ৩৭

হে নরাধিপ! আমি কামনাশূন্য পুরুষ, আর তাহারা কপটতা করিয়া আপনার রাজ্যলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ; তাই তাহারাই আমার কাকটিকে যমালয়ে পাঠাইয়াছে ;—তপোবললব্ধ দূরদৃষ্টি দ্বারা এই ঘটনা আমি দেখিয়াছি। ৩৮

এই রাজনীতি এক নদীর সমান। রাজকীয় পুরুষগণ উহাতে মকর, মৎস্য, কুম্ভীর ও তিমিঙ্গিলসমূহের ন্যায়। বেচারী কাকের দ্বারা আমি কোনও প্রকারে এই নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছি ।। ৩৯

সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুসকলের নিবাসহেতু এবং মুণ্ডিত

অগ্নিনা তামসং দুর্গং নৌভিরাপ্যঞ্চ গম্যতে।
রাজদুর্গাবতরণে নোপায়ং পণ্ডিতা বিদুঃ ॥ ৪১
গহনং ভবতো রাজ্যমন্ধকারং তমোঽন্বিতম্।
নেহ বিশ্বসিতুং শক্যং ভবতাপি কুতো ময়া ॥৪২
অতো নায়ং শুভো বাসস্তুল্যে সদসতী ইহ।
বধো হ্যেবাত্র সুকৃতেদুর্স্কৃতে ন চ সংশয়ঃ ॥ ৪৩
ন্যায়তো দুষ্কৃতে ঘাতঃ সুকৃতে ন কথঞ্চন।
নেহ যুক্তং স্থিরং স্থাতুং জবেনৈবাব্রজেদ্ বুধঃ ॥ ৪৪
সীতা নাম নদী রাজন্ প্লবো যস্যাং নিমজ্জতি।
তথোপমামিমাং মন্যে বাগুরাং সর্বঘাতিনীম্ ॥ ৪৫
মধুপ্রপাতো হি ভবান্ ভোজনং বিষসংযুতম্।
অসতামিব তে ভাবো বর্ত্ততে ন সতামিব ॥ ৪৬

আশীবিষৈঃ পরিবৃতঃ কূপস্ত্বমসি পার্থিব।
দুর্গতীর্থা বৃহৎকূলা কারীরা বেত্রসংযুতা ॥ ৪৭
নদী মধুরপানীয়া যথা রাজংস্তথা ভবান্।
শ্ব-গৃধ্র-গোমায়ুযুতো রাজহংসসমো হ্যসি ॥৪৮
যথাশ্রিত্য মহাবৃক্ষং কক্ষঃ সংবর্ধতে মহান্।
ততস্তং সংবৃণোত্যেব তমতীত্য চ বর্ধতে ॥ ৪৯
তেনৈবোগ্রেন্ধনেনৈনং দাবো দহতি দারুণঃ।
তথোপমা হ্যমাত্যাস্তে রাজংস্তান্ পরিশোধয় ॥ ৫০
ত্বয়া চৈব কৃতা রাজন্ ভবতা পরিপালিতাঃ।
ভবন্তং পর্য্যবজ্ঞায় জিঘাংসন্তি ভবৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫১
উষিতং শঙ্কমানেন প্রমাদং পরিরক্ষতা।
অন্তঃসর্প ইবাগারে বীরপত্ন্যা ইবালয়ে।
শীলং জিজ্ঞাসমানেন রাজ্ঞশ্চ সহজীবিনঃ ॥ ৫২

বৃক্ষ, প্রস্তর ও কণ্টক সমাচ্ছন্ন হওয়ায় হিমালয় পর্ব্বতের কন্দর-সমূহ যেরূপ প্রবেশ ও বাসের অযোগ্য, ঐরূপ দুষ্ট অধিকারী সকলের জন্য এই রাজ্যে কোন সৎপুরুষের অবস্থান করাই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৪০

মানব অগ্নি দ্বারা অন্ধকারময় দুর্গম স্থান এবং নৌকা দ্বারা জলময় দুর্গম প্রদেশ উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, কিন্তু পণ্ডিতগণও রাজকর্ম্মচারিগণের কূটনীতিময় দুর্গ উত্তীর্ণ হইবার উপায় জানেন না ॥ ৪১

মহারাজ! আপনার রাজ্যটী অন্ধকারময়, বিপৎসঙ্কুল ও মোহ সমাচ্ছন্ন; এই হেতু আপনিও এই রাজ্যের উপরে বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাহাতে আমি কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি? ৪২

অতএব এই রাজ্যে বাস করা কল্যাণকর নহে; কারণ, এখানে ভাল মন্দ উভয়ই সমান। এখানে ধর্ম্ম করিলেও মানুষ নিহত হয়, আর পাপ করিলে যে নিহত হইবে তাহাতে তো কোন সংশয়ই নাই ॥ ৪৩

পাপানুষ্ঠান করিলে বধ করা ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু পুণ্যানুষ্ঠান করিলে হত্যা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। অতএব এই রাজ্যে স্থিরভাবে থাকা উচিত নহে; বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সত্বরই এ রাজ্য হইতে চলিয়া যাইবেন ॥ ৪৪

মহারাজ! সীতা নামে এক নদী আছে। উহা আবর্ত্ত-সঙ্কুল হওয়ায় উহাতে যেরূপ নৌকাসকল নিমজ্জিত হইয়া যায়, তদ্রূপ আপনার এই রাজ্যটিও মৃগবন্ধন জালের ন্যায় সর্ব্বনাশা কূটনীতি-পূর্ণ বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৪৫

রাজন্! আপনি মধুসমন্বিত উচ্চদেশের তুল্য, যেখান হইতে পতনের ভয় আছে; আপনি বিষমিশ্রিত অন্নের তুল্য, আপনার ভাব অসজ্জনের ন্যায়, রাজোচিত নহে ॥ ৪৬

হে ভূপাল! আপনি সর্পবেষ্টিত কূপের ন্যায়। মহারাজ! আপনার অবস্থা একটি সুমিষ্ট জলপূর্ণা নদীর ন্যায় যাহার ঘাটটি দুর্গম, দুই তট অতিউচ্চ এবং তীরে তীরে বহু বাঁশের করালী, বেতের ঝাড় জন্মিয়া আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। আপনি কুকুর, শৃগাল ও শকুনপরিবেষ্টিত রাজহংসের তুল্য হইয়া পড়িয়াছেন ॥ ৪৭-৪৮

মহারাজ! বিশাল তৃণলতারাশি যেমন প্রথমে কোন বৃহৎ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমে তাহাকে পরিবেষ্টন করে, তৎপরে সেই বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠে এবং শুকাইয়া যায়; পরে ভীষণ দাবানল আসিয়া সেই বিশাল শুষ্ক কাষ্ঠের সহিতই সেই বৃহৎ বৃক্ষকে দগ্ধ করে; আপনার কর্ম্মচারীরাও সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আপনি সেই কর্ম্মচারিগণের সংস্কার করুন ॥ ৪৯-৫০

রাজন্! আপনি তাহাদিগকে অমাত্য করিয়াছেন, পরিপালন করিয়া আসিতেছেন; তথাপি তাহারা আপনার প্রতি কপটভাব রক্ষা করিয়া আপনারই মঙ্গলজনক কার্য্য-সকল নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৫১

আমি রাজার সহিত বাসকারী অধিকারী পুরুষগণের শীল-স্বভাব জানিতে চাই, তাই সদা শঙ্কিত অবস্থায় অতি সাবধানে

কচ্চিজ্জিতেন্দ্রিয়ো রাজা কচ্চিদস্যান্তরা জিতাঃ।
কচ্চিদেষাং প্রিয়ো রাজা
কচ্চিদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়াঃ প্রজাঃ ॥ ৫৩

বিজিজ্ঞাসুরিহ প্রাপ্তস্তবাহং রাজসত্তম।
তস্য মে রোচতে রাজন্ ক্ষুধিতস্যেব ভোজনম্। ৫৪

অমাত্যা মে ন রোচন্তে বিতৃষ্ণস্য যথোদকম্।
ভবতোঽর্থকৃদিত্যেবং ময়ি দোষো হি তৈঃ কৃতঃ।
বিদ্যতে কারণং নান্যদিতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫

নহি তেষামহং দ্রোগ্ধা তত্তেষাং দোষদর্শনম্।
অরেহি দুর্হৃদাদ্ ভেয়ং ভগ্নপৃষ্ঠাদিবোরগাৎ ॥ ৫৬

রাজোবাচ।

ভূয়সা পরিহারেণ সৎকারেণ চ ভূয়সা।
পূজিতো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভূয়ো বস গৃহে মম ॥ ৫৭

যে ত্বাং ব্রাহ্মণ নেচ্ছন্তি তে ন বৎস্যন্তি মে গৃহে।
ভবতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং যত্তদেষামনন্তরম্ ॥৫৮

যথা স্যাৎ সুধৃতো দণ্ডো যথা চ সুকৃতং কৃতম্।
তথা সমক্ষ্য ভগবন্ শ্রেয়সে বিনিযুঙ্ক্ষ্ব মাম্ ॥ ৫৯

মুনিরুবাচ।

অদর্শয়ন্নিমং দোষমেকৈকং দুর্বলীকুরু।
ততঃ কারণমাজ্ঞায় পুরুষং পুরুষং জহি ॥ ৬০

একদোষো হি বহবো মৃদ্নীয়ুরপি কণ্টকান্।
মন্ত্রভেদভয়াদ্ রাজংস্তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬১

অর্থে সর্ব্বং জগদ্‌বদ্ধমর্থে নৈব নিবধ্যতে।
অর্থে দর্পো মনুষ্যাণাং তস্মাদর্থং বিরোচয় ॥ ৬২

একৈনৈকস্য দোষেণ তদ্‌বিরুদ্ধং প্রচোদয়।
স তস্য দোষানুদ্‌ভাব্য তস্যার্থং গ্রাহয়িষ্যতি ॥ ৬৩

এখানে অবস্থান করিতেছি। সর্পযুক্ত গৃহে মানুষ যেরূপে অবস্থান করে; শূর-বীরের স্ত্রীর গৃহে তাহার উপপতি যেমন সশঙ্কভাবে অবস্থান করে ॥ ৫২

এই দেশের রাজা জিতেন্দ্রিয় কি না; ইঁহার অন্তঃপুরবাসী সেবকবৃন্দ ইঁহার বশীভূত কি না; এখানকার প্রজাদের রাজার উপর প্রীতি আছে কি না এবং রাজাও প্রজাগণের উপর স্নেহশীল কি না—এই সকল তথ্য জানিবার ইচ্ছায় হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার এখানে আসিয়াছি। রাজন্! তারপর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ অন্নের উপর অভিরুচি হয়, তেমন আপনার উপর আমার অভিরুচি হইয়াছে ॥ ৫৩-৫৪

যেমন তৃষ্ণাবিহীন লোকের জলের উপরে রুচি হয় না, তেমন আপনার মন্ত্রীদের উপরে আমার রুচি হইতেছে না এবং আমি আপনার অভীষ্ট সম্পাদন করিব ইহা মনে করিয়াই সেই মন্ত্রীরা আমার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি পোষণ করিতেছে। উহা ভিন্ন আমার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করার অন্য কোন কারণ নাই, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহও নাই ॥ ৫৫

আমি তাহাদের কোন প্রকার অপকার করিতেছি না, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দুরভিসন্ধি দেখিতেছি; অতএব ভগ্নপৃষ্ঠ সর্পের ন্যায় দুষ্টচিত্ত শত্রু হইতে সর্ব্বদাই ভয় করিতে হইবে ॥ ৫৬

রাজা বলিলেন—"ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি অধিক পরিমাণেই আমার দোষ ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিব এবং অধিক পরিমাণেই আপনার আদর গৌরব করিব, সুতরাং আপনি আরও কিছুদিন যাবৎ আমার গৃহে সম্মানিত হইয়া অবস্থান করুন ॥৫৭

ব্রাহ্মণ! যাহারা আপনাকে অভিলাষ করে না, তাহারা আমার গৃহে অবস্থান করিতে পারিবে না। ইহার পর আমি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা করিব, তাহা আপনি জানিতে পারিবেন। ৫৮

ভগবন্! আমি যেভাবে সমীচীন দণ্ড প্রয়োগ করি এবং যেভাবে কার্য্য করিতে থাকি, তাহা দেখিয়া আপনি আমাকে মঙ্গলে নিযুক্ত করুন ॥ ৫৯

মুনি বলিলেন—"রাজন্! আপনি এই সকল দোষ না দেখিয়া প্রথমে উহাদের হাত হইতে অনেক কার্য্য কাড়িয়া লইয়া উহাদিগকে দুর্ব্বল করুন; তাহার পর উপযুক্ত কারণ জানিয়া এক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করুন ॥ ৬০

মহারাজ! একবিধ দোষযুক্ত বহুলোক মিলিত হইয়া কণ্টক পর্য্যন্ত কোমল করিতে পারে, অতএব আপনার গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ পাইবার ভয়ে আমি আপনার নিকট এইরূপ বলিলাম ॥ ৬১

রাজন্! সমগ্র জগতেরই অর্থের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, মানুষ অর্থদ্বারাই মানুষকে বশীভূত করে এবং অর্থ থাকিলেই মানুষের দর্প হয়, অতএব আপনি সেই অর্থরক্ষার চেষ্টা করুন ॥ ৬২

একজন দোষী অমাত্যদ্বারা অপর দোষী অমাত্যের সহিত বিরোধ ঘটাইতে আরম্ভ করুন, সেই অমাত্য অপর অমাত্যের

সামপূর্ব্বঞ্চ কেষাঞ্চিদ্ ভেদেন চ পরস্পরম্ ।
বৈরং কারয় ভূপাল পশ্চাদ্দণ্ডং প্রচোদয় ॥ ৬৪
বিল্বেন চ যথা বিল্বমাকারং ছাদ্য বুদ্ধিমান্ ।
অশুদ্ধং সচিবং রাজন্নশুদ্ধেনৈব নাশয় ॥ ৬৫
বয়ং তু ব্রাহ্মণা নাম মৃদুদণ্ডাঃ কৃপালবঃ ।
স্বস্তি চেচ্ছাম ভবতঃ পরেষাঞ্চ যথাত্মনঃ ॥ ৬৬
রাজন্নাত্মানমাচক্ষে সম্বন্ধী ভবতো হ্যহম্ ।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় ইত্যেবমভিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬৭
পিতুঃ সখা চ ভবতঃ সম্মতঃ সত্যসঙ্গরঃ ।
ব্যাপন্নে ভবতো রাজ্যে রাজন্ পিতরি সংস্থিতে ॥ ৬৮
সর্বকামান্ পরিত্যজ্য তপস্তপ্তং তদা ময়া ।
স্নেহাৎ ত্বাং তু ব্রবীম্যেতন্মা ভূয়ো বিভ্রমেদিতি ॥ ৬৯

উভে দৃষ্ট্বা দুঃখ-সুখে রাজ্যং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়া ।
রাজ্যেনামাত্যসংস্থেন কথং রাজন্ প্রমাদ্যসি ॥ ৭০

ভীষ্ম উবাচ ।

ততো রাজকুলে নান্দী সজজ্ঞে ভূয়সা পুনঃ ।
পুরোহিতকুলে চৈব সম্প্রাপ্তে ব্রাহ্মণর্ষভে ॥ ৭১
একচ্ছত্রাং মহীং কৃত্বা কৌশল্যায় যশস্বিনে ।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয় ঈজে ক্রতুভিরুত্তমৈঃ ॥ ৭২
হিতং তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌশল্যোঽপ্যজয়ন্মহীম্ ।
তথা চ কৃতবান্ রাজা যথোক্তং তেন ভারত ॥ ৭৩

ইত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি অমাত্যপরীক্ষায়াং কালকবৃক্ষীয়োপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২

দোষ প্রকাশ করিয়া তৎকর্ত্তৃক অপহৃত ধন অন্য দ্বারা আনয়ন করাইবে ॥ ৬৩

রাজন্ ! সাম প্রয়োগ কিংবা ভেদ প্রয়োগ করিয়া কতক-গুলি মন্ত্রীর মধ্যে পরস্পর শত্রুতা উৎপাদন করুন, তাহার পরে তাহাদের দণ্ড বিধান করুন ॥ ৬৪

রাজন্ ! আপনি বুদ্ধিমান্ পুরুষ, অতএব আপনি নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়া একটী বিল্বফল দ্বারা যেমন অপর বিল্ব-ফলকে ভগ্ন করে, সেইরূপ একজন দোষী মন্ত্রী দ্বারা অপর দোষী মন্ত্রীকে বিনষ্ট করুন ॥ ৬৫

রাজন্ ! আমরা ব্রাহ্মণ, সুতরাং আমরা অপরাধীর প্রতি কোমল দণ্ডই দিয়া থাকি। তা'রপর, নিজের ন্যায় অন্যেরও আপনার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি ॥ ৬৬

রাজন্ ! এখন আমি আত্মপরিচয় দিতেছি—আমি আপনার কোন বিশিষ্ট সম্পর্কী এবং আমার নাম 'কালকবৃক্ষীয়মুনি' ॥ ৬৭

মহারাজ ! আমি আপনার পিতার প্রিয়সখা এবং সত্য-প্রতিজ্ঞ। আপনার পিতার মৃত্যু হইলে এবং তৎকালে আপনার রাজ্য বিপৎসঙ্কুল হইয়া পড়িলে, আমি অন্য সমস্ত কামনাই পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার রাজ্যেরই হিতসাধনের জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম। এখন স্নেহবশতঃ আপনাকে এই কথা বলিতেছি যে, আপনি যেন পুনরায় ভ্রমে পতিত না হন ॥৬৮-৬৯

রাজন্ ! আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছায় রাজ্য লাভ করিয়া সুখ ও ও দুঃখ উভয়ই দেখিতে থাকিয়া রাজ্যটীকে অমাত্যদের উপরে রাখিয়া নিজে কেন অনবহিত রহিতেছেন' ॥ ৭০

ভীষ্ম বলিলেন 'তাহার পর পুরোহিত কুলসম্ভূত কোন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী হইয়া উপস্থিত হইলে, পুনরায় রাজার গৃহে আনন্দজনক প্রচুর মঙ্গলস্তুতি পাঠ হইতে লাগিল ॥ ৭১

ওদিকে কালক বৃক্ষীয় মুনি যশস্বী কোশল রাজের রাজ্যটিকে নিষ্কণ্টক করিয়া তাঁহারই জন্য প্রধান প্রধান অনেক যজ্ঞ করিলেন ॥ ৭২

ভরতনন্দন ! কোশলরাজও কালকবৃক্ষীয় মুনির হিতকর বাক্য শুনিয়া রাজ্যকে আপন করায়ত্ত করিলেন এবং সেই মুনি যেমন বলিয়াছিলেন, তেমন ভাবেই কার্য্য করিতে লাগিলেন' ॥ ৭৩

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কালকবৃক্ষ-উপাখ্যানে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[সভাসৎপ্রভৃতীনাং লক্ষণকথনম্, গুপ্তমন্ত্রণাশ্রবণায়াধিকারিণামনধিকারিণাঞ্চ নিরূপণম্, মন্ত্রবিদ্ভির্মন্ত্রণায়াঃ স্থানস্য বর্ণনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সভাসদঃ সহায়াশ্চ সুহৃদশ্চ বিশাম্পতে ।
পরিচ্ছদাস্তথামাত্যাঃ কীদৃশাঃ স্যুঃ পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

হ্রীনিষেবাস্তথা দান্তাঃ সত্যার্জবসমন্বিতাঃ ।
শক্তাঃ কথয়িতুং সম্যক্ তে তব স্যুঃ সভাসদঃ ॥ ২

অমাত্যাংশ্চাতিশূরাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ পরিশ্রুতান্ ।
সুসন্তুষ্টাংশ্চ কৌন্তেয় মহোৎসাহাংশ্চ কর্মসু ॥ ৩

এতান্ সহায়াল্লিঁপ্সেথাঃ সর্বাস্বাপৎসু ভারত ।
কুলীনঃ পূজিতো নিত্যং ন হি শক্তিং নিগূহতি ॥ ৪

প্রসন্নমপ্রসন্নং বা পীড়িতং হৃতমেব বা ।
আবর্তয়তি ভূয়িষ্ঠং তদেব হ্যনুপালিতম্ ॥ ৫

কুলীনা দেশজাঃ প্রাজ্ঞা রূপবন্তো বহুশ্রুতাঃ ।
প্রগল্ভাশ্চানুরক্তাশ্চ তে তব স্যুঃ পরিচ্ছদাঃ ॥৬

দৌষ্কুলেয়াশ্চ লুব্ধাশ্চ নৃশংসা নিরপত্রপাঃ ।
তে ত্বাং তাত নিষেবেয়ুর্যাবদার্দ্রকপাণয়ঃ ॥ ৭

কুলীনান্ শীলসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননিষ্ঠুরান্ ।
দেশকালবিধানজ্ঞান্ ভর্তৃকার্য্যহিতৈষিণঃ ॥ ৮

নিত্যমর্থেষু সর্বেষু রাজা কুর্বীত মন্ত্রিণঃ ।
অর্থমানার্ঘসৎকারৈর্ভোগৈরুচ্চাবচৈঃ প্রিয়ান্ ।
যানর্থভাজো মন্যেথাস্তে তে স্যুঃ সুখভাগিনঃ ॥ ৯

অভিন্নবৃত্তা বিদ্বাংসঃ সদ্বৃত্তাশ্চরিতব্রতাঃ ।
ন ত্বাং নিত্যার্থিনো জহ্যুরক্ষুদ্রাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ১০

অনার্য্যা যে ন জানন্তি সময়ং মন্দচেতসঃ ।
তেভ্যঃ পরিজুগুপ্সেথা যে চাপি সময়চ্যুতাঃ ॥ ১১

নৈকমিচ্ছেদ্ গণং হিত্বা স্যাচ্চেদন্যতরগ্রহঃ ।
যস্ত্বেকো বহুভিঃ শ্রেয়ান্ কামং তেন গণং ত্যজেৎ ॥১২

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

[সভাসৎ-প্রভৃতিগণের লক্ষণকথন গুপ্তমন্ত্রণা-শ্রবণে অধিকারী ও অনধিকারীদিগের নিরূপণ এবং মন্ত্রবিদ্‌গণের মন্ত্রণার স্থান বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'প্রজাপালক পিতামহ ! কোন্ কোন্ মানুষ রাজার সভাসদ্, সহায়, সুহৃৎ, পরিজন ও সমরসচিব হইবেন ?' ১

ভীষ্ম বলিলেন—'যে সকল মানুষ লজ্জাশীল, ইন্দ্রিয়দমনে সমর্থ, সত্য ও সরলতাযুক্ত এবং সমীচীনভাবে প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় বলিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারাই যেন তোমার সভাসদ্ হন ॥ ২

ভরতনন্দন ! সর্বপ্রকার অমাত্য, মহাবীর, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও কার্য্যমাত্রে মহোৎসাহশীল লোকদিগকে সমস্ত বিপদে সহায় লাভ করিবার ইচ্ছা করিও। কারণ, সৎকুলোৎপন্ন ও নিত্য সম্মানিত ব্যক্তি কখনও কার্য্যকালে আপন শক্তি গোপন করেন না ॥ ৩-৪

যে মিত্রকে প্রীতির পাত্র বলিয়া রাখিলে সে কখনও পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ রাজা প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন কিংবা পীড়িত অথবা নিহতই হউন, যে লোক অধিক পরিমাণে বার বার অনুসরণ করে, সেই লোকই যেন তোমার সুহৃদ হয় ॥ ৫

যাঁহারা সৎকুলোৎপন্ন, উত্তমদেশজাত, রূপবান্, বহুশাস্ত্রজ্ঞ চতুর ও অনুরক্ত হইবেন, তাঁহারাই তোমার পরিজন হইবেন ॥ ৬

বৎস যুধিষ্ঠির ! আর যাহারা দুষ্কুলজাত, লুব্ধ, নৃশংস ও নির্লজ্জ—তাহারা যে পর্য্যন্ত তোমার নিকট কিছু কিছু লাভ করিবে, সেই পর্য্যন্তই তোমার সেবা করিবে ॥ ৭

যাঁহারা সৎকুলজাত, সৎস্বভাবসম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, কোমল-স্বভাব, দেশ ও কাল অনুসারে কার্য্য করিতে নিপুণ এবং স্বামীর হিতৈষী—তাঁহাদিগকেই রাজা সমস্ত বিষয়ে মন্ত্রী করিবেন। ধন, মান, উপহার, আদর ও নানাবিধ ভোগ্যবস্তু দান দ্বারা তোমার প্রীতিকর ও প্রয়োজন সাধক বলিয়া যাহাদিগকে তুমি মনে করিবে, তাহারাই যেন তোমার সহিত সুখভোগী হন ॥ ৮-৯

একবিধ স্বভাবসম্পন্ন, বিদ্বান্, সদ্ব্যবসায়ী, বেতনভোগী, উদারচেতা ও সত্যবাদী লোকেরা কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ১০

যুধিষ্ঠির ! নিকৃষ্টচিত্ত যে সকল অসজ্জন ন্যায্য ও অন্যায্য বোঝে না এবং যাহারা প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ট হয়, তুমি তাহাদের নিকট আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে ॥ ১১

যে স্থলে একজাতীয় বহু লোক থাকে, সে স্থলে একজনকে লওয়া সঙ্গত হইলেও সে বহু লোক পরিত্যাগ করিয়া একজনকে লইবে না ; কিন্তু সেই বহুলোকের মধ্যে যদি একজন শ্রেষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ একজনকেই লইবে এবং অপর বহু লোককে ত্যাগ করিবে ॥ ১২

শ্রেয়সো লক্ষণং চৈতদ্ বিক্রমো যস্য দৃশ্যতে।
কীর্তিপ্রধানো যশ্চ স্যাৎ সময়ে যশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ১৩
সমর্থান্ পূজয়েদ্ যশ্চ নাস্পর্ধ্যৈঃ স্পর্ধতে চ যঃ।
ন চ কামাদ্ ভয়াৎ ক্রোধাল্লোভাদ্
বা ধর্মমুৎসৃজেৎ ॥ ১৪
অমানী সত্যবান্ ক্ষান্তো জিতাত্মা মানসংযুতঃ।
স তে মন্ত্রসহায়ঃ স্যাৎ সর্বাবস্থাপরীক্ষিতঃ ॥ ১৫
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তিতিক্ষুর্দক্ষ আত্মবান্।
শূরঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যশ্চ শ্রেয়সঃ পার্থ লক্ষণম্ ॥ ১৬
তস্যৈবং বর্তমানস্য পুরুষস্য বিজানতঃ।
অমিত্রাঃ সম্প্রসীদন্তি তথা মিত্রীভবন্ত্যপি ॥ ১৭
অত ঊর্ধ্বমমাত্যানাং পরীক্ষেত গুণাগুণম্।
সংযতাত্মা কৃতপ্রজ্ঞো ভূতিকামশ্চ ভূমিপঃ ॥ ১৮
সম্বন্ধিপুরুষৈরাপ্তৈরভিজাতৈঃ স্বদেশজৈঃ।
অহার্য্যৈরব্যভীচারৈঃ সর্বশঃ সুপরীক্ষিতৈঃ ॥ ১৯

যৌনাঃ শ্রৌতাস্তথা মৌলাস্তথৈবাপ্যনহঙ্কৃতাঃ।
কর্তব্যা ভূতিকামেন পুরুষেণ বুভূষতা ॥ ২০
যেষাং বৈনয়িকী বুদ্ধিঃ প্রকৃতিশ্চৈব শোভনা।
তেজো ধৈর্য্যং ক্ষমা শৌচমনুরাগঃ স্থিতির্ধৃতিঃ ॥ ২১
পরীক্ষ্য চ গুণান্ নিত্যং প্রৌঢ়ভাবান্ ধুরন্ধরান্।
পঞ্চোপধাব্যতীতাংশ্চ কুর্য্যাদ্ রাজার্থকারিণঃ ॥ ২২
পর্য্যাপ্তবচনান্ বীরান্ প্রতিপত্তিবিশারদান্।
কুলীনান্ সত্ত্বসম্পন্নানিঙ্গিতজ্ঞাননিষ্ঠুরান্ ॥ ২৩
দেশকালবিধানজ্ঞান্ ভর্তৃকার্য্যহিতৈষিণঃ।
নিত্যমর্থেষু সর্বেষু রাজন্ কুর্বীত মন্ত্রিণঃ ॥ ২৪
হীনতেজোঽভিসংসৃষ্টো নৈব জাতু ব্যবস্যতি।
অবশ্যং জনয়ত্যেব সর্বকর্মসু সংশয়ম্ ॥ ২৫
এবমল্পশ্রুতো মন্ত্রী কল্যাণাভিজনোঽপ্যুত।
ধর্মার্থকামসংযুক্তো নালং মন্ত্রং পরীক্ষিতুম্ ॥ ২৬
তথৈবানভিজাতোঽপি কামমস্তু বহুশ্রুতঃ।
অনায়ক ইবাচক্ষুর্মুহ্যত্যণুষু কর্মসু ॥ ২৭

শ্রেষ্ঠের লক্ষণ ইহাই—যাহার বিক্রম দেখা যায়, যাহার কীর্ত্তি অসাধারণ এবং যিনি আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে সমর্থ হন ॥১৩

যিনি শক্তিশালী লোকদিগকে সম্মান করেন, যিনি স্পর্দ্ধার অযোগ্য লোকদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করেন না এবং যিনি কাম ক্রোধ, ভয় বা লোভবশতঃ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির! যিনি অহংকার করেন না, সত্যবাক্য বলেন এবং ক্ষমাশীল, সংযতচিত্ত ও উন্নতহৃদয় হন, তুমি সমস্ত অবস্থাতেই পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রণার সহায় করিবে ॥ ১৫

পৃথানন্দন! সৎকুলসম্ভূত, অধ্যবসায়যুক্ত, সহিষ্ণু, কার্য্যনিপুণ, প্রশস্তচিত্ত, বীর, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী—এইগুলি শ্রেষ্ঠের লক্ষণ ॥ ১৬

রাজা বিশেষভাবে সকল দিক্পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া এইরূপ মন্ত্রী প্রভৃতি লইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত থাকিলে, তাঁহার শত্রুরা প্রসন্ন হয়, এমন কি একেবারে মিত্র হইয়াই পড়ে ॥ ১৭

সংযতচিত্ত, শিক্ষিতবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যকামী রাজা উক্তবিধ কর্ম্মচারি নিয়োগের পর সম্পর্কযুক্ত, বিশ্বস্ত, উচ্চবংশসমুদ্ভূত, স্বদেশজাত, স্থিরপ্রকৃতি, ব্যতিক্রমশূন্য এবং সর্ব্ব প্রকারে সুপরীক্ষিত পুরুষগণ দ্বারা সেই কর্ম্মচারিগণের দোষ-গুণের পরীক্ষা করিবেন ॥ ১৮-১৯

ঐশ্বর্য্যকামী ও উন্নতিলিপ্সু রাজা যোনিসম্বন্ধযুক্ত, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, পুরুষ-পরম্পরাগত ও অহংকারশূন্য লোকদিগকেই মন্ত্রী প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২০

যাহাদের বুদ্ধি বিনয়সম্পন্ন ও স্বভাব সুন্দর হয় এবং তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা পবিত্রতা, অনুরাগ, পদমর্য্যাদানুরূপ কার্য্যকলাপ ও মেধা থাকে, রাজা সেই সব গুণকে পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বদা দৃঢ়সঙ্কল্প, কার্য্যভার বহনক্ষম ও কপটতাশূন্য পাঁচজন মন্ত্রী করিবেন ॥ ২১-২২

বাক্পটু, সূক্ষ্মবুদ্ধি, সৎকুলোৎপন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, কোমলপ্রকৃতি, দেশ ও কাল অনুসারে কার্য্যকারী এবং রাজার হিতৈষী লোকদিগকেই রাজা সমস্ত কার্য্যে মন্ত্রী করিবেন ॥ ২৩-২৪

রাজা যদি কোন তেজোহীন মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি কখনও কোন কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে সমর্থ হন না। কারণ, তেজোহীন মন্ত্রী অবশ্যই সমস্ত কার্য্যে সন্দেহ জন্মাইয়া থাকে ॥ ২৫

মন্ত্রী উচ্চকুলজাত এবং ধর্ম্মার্থকাম বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও যদি অল্পজ্ঞ হন, তবে তিনি মন্ত্রীর বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হ'ন না ॥ ২৬

মন্ত্রী বহুশাস্ত্রজ্ঞ হউন, তথাপি তিনি যদি উচ্চবংশসম্ভূত না হন, তবে তিনি নায়ক-হীনের ন্যায় এবং অন্ধের ন্যায় অত্যল্প কার্য্য করিবার সময়েও কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন ॥ ২৭

যো বাপ্যস্থিরসঙ্কল্পো বুদ্ধিমানাগতাগমঃ।
উপায়জ্ঞোঽপি নালং স কর্ম প্রাপয়িতুং চিরম্ ॥ ২৮
কেবলাৎ পুনরাদানাৎ কর্মণো নোপপদ্যতে।
পরামর্শো বিশেষাণামশ্রুতস্যেহ দুর্মতেঃ ॥ ২৯
মন্ত্রিণ্যননুরক্তে তু বিশ্বাসো নোপপদ্যতে।
তস্মাদননুরক্তায় নৈব মন্ত্রং প্রকাশয়েৎ ॥ ৩০
ব্যথয়েদ্ধি স রাজানং মন্ত্রিভিঃ সহিতোঽনৃজুঃ।
মারুতোপহিতচ্ছিদ্রৈঃ প্রবিশ্যাগ্নিরিব দ্রুমম্ ॥ ৩১
সংক্রুদ্ধশ্চৈকদা স্বামী স্থানাচ্চৈবাপকর্ষতি।
বাচা ক্ষিপতি সংরব্ধঃ পুনঃ পশ্চাৎ প্রসীদতি ॥ ৩২
তানি তান্যনুরক্তেন শক্যানি হি তিতিক্ষিতুম্ ;
মন্ত্রিণাঞ্চ ভবেৎ ক্রোধো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ ॥ ৩৩
যস্তু সংহরতে তানি ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
সমানসুখ-দুঃখং তং পৃচ্ছেদর্থেষু মানবম্ ॥ ৩৪

যে মন্ত্রী বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও উপায়বিৎ, কিন্তু স্থির-সঙ্কল্প নহেন; তিনি দীর্ঘকাল কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হন না ॥ ২৮

এই জগতে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী কেবল মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন বলিয়াই বিশেষ কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না ॥ ২৯

অননুরক্ত মন্ত্রীর উপরে রাজার বিশ্বাস করা উচিত নহে। অতএব রাজা অননুরক্ত মন্ত্রীর নিকটে গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিবেন না ॥ ৩০

অগ্নি যেমন বায়ুযুক্ত রন্ধ্রদ্বারা প্রবেশ করিয়া বৃক্ষকে ব্যথিত করে, সেইরূপ কুটিল-মন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে ব্যথিত করিয়া থাকেন ॥ ৩১

ওদিকে রাজাও কোন সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া কোন মন্ত্রীকে মন্ত্রিপদ হইতে নামাইয়া দেন, কোন সময়ে ক্রুদ্ধ হইয়া মুখে নিন্দা করেন, আবার পরে প্রসন্ন হন ॥ ৩২

তখন অননুরক্ত মন্ত্রী রাজার সেই সকল ব্যবহার সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন না, আর অননুরক্ত মন্ত্রীদের তীব্র বজ্রপাতের ন্যায় ক্রোধ উপস্থিত হয় ॥ ৩৩

যে মন্ত্রী রাজার প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সেই সকল ব্যবহার সহ্য করেন, সেই মন্ত্রী রাজার সুখ-দুঃখের সমান-ভাগী বলিয়া গণ্য হন, সুতরাং রাজা কর্ত্তব্যবিষয়ে সেই মন্ত্রীর নিকটেই প্রশ্ন করিবেন ॥ ৩৪

অনৃজুস্ত্বনুরক্তোঽপি সম্পন্নশ্চেতরৈর্গুণৈঃ।
রাজ্ঞঃ প্রজ্ঞানযুক্তোঽপি ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৫
যোঽমিত্রৈঃ সহ সম্বদ্ধো ন পৌরান্ বহু মন্যতে।
অসুহৃৎ তাদৃশো জ্ঞেয়ো ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৬
অবিদ্বানশুচিঃ স্তব্ধঃ শত্রুসেবী বিকত্থনঃ।
অসুহৃৎ ক্রোধনো লুব্ধো ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৩৭
আগন্তুশ্চানুরক্তোঽপি কামমস্তু বহুশ্রুতঃ।
সৎকৃতঃ সংবিভক্তো বা ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥৩৮
বিধর্মতো বিপ্রকৃতঃ পিতা যস্যাভবৎ পুরা।
সৎকৃতঃ স্থাপিতঃ সোঽপি ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥৩৯
যঃ স্বল্পেনাপি কার্য্যেণ সুহৃদাক্ষারিতো ভবেৎ।
পুনরন্যৈর্গুণৈর্যুক্তো ন মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪০
কৃতপ্রজ্ঞশ্চ মেধাবী বুধো জানপদঃ শুচিঃ।
সর্বকর্মসু যঃ শুদ্ধঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪১

মন্ত্রী রাজার অনুরক্ত, অন্যান্য গুণসম্পন্ন এবং বিশেষ জ্ঞানবান্ হইয়াও যদি কুটিল হন তবে তিনি রাজার গুপ্ত মন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য হন না ॥ ৩৫

যিনি শত্রুপক্ষের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া পুরবাসিগণের আদর করেন না, সেইরূপ মন্ত্রীকে রাজা শত্রু বলিয়া জানিবেন; সুতরাং তাদৃশ মন্ত্রী গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহেন ॥ ৩৬

বিদ্যাশূন্য, অপবিত্র, অলস, শত্রুসেবী, আত্মশ্লাঘাকারী, অসুহৃৎ, ক্রোধী ও লোভী মানুষ গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহে ॥ ৩৭

মানুষ যথেষ্ট অনুরক্ত, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সকলের আদৃত এবং বিভাগপূর্ব্বক মন্ত্রিপদে স্থাপিত হউন, তথাপি তিনি যদি নূতন আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য হইতে পারেন না ॥ ৩৮

যাঁহার পিতা ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করায় কোথাও দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তিনি সকলের আদৃত ও মন্ত্রিপদে স্থাপিত হইলেও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহেন ॥ ৩৯

যিনি অল্প দুষ্কার্য্য করিয়াও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তিনি সুহৃদ্ বা অন্যান্য গুণযুক্ত হইলেও গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য নহেন ॥ ৪০

যিনি শিক্ষিত, বুদ্ধি, মেধাবী, বিদ্বান্, স্বদেশজাত, পবিত্রচিত্ত এবং সমস্ত কার্য্যেই নির্দ্দোষ—তিনি গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪১

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নঃ প্রকৃতিজ্ঞঃ পরাত্মনোঃ।
সুহৃদাত্মসমো রাজ্ঞঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪২

সত্যবাক্ শীলসম্পন্নো গম্ভীরং সত্রপো মৃদুঃ।
পিতৃপৈতামহো যঃ স্যাৎ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৩

সন্তুষ্টঃ সম্মতঃ সত্যঃ শৌটীরো দ্বেষ্যপাপকঃ।
মন্ত্রবিৎ কালবিচ্ছূরঃ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৪

সর্বলোকমিমং শক্তঃ সান্ত্বেন কুরুতে বশে।
তস্মৈ মন্ত্রঃ প্রযোক্তব্যো দণ্ডমাধিৎসতা নৃপ ॥ ৪৫

পৌরজানপদা যস্মিন্ বিশ্বাসং ধর্মতো গতাঃ।
যোদ্ধা নয়বিপশ্চিচ্চ স মন্ত্রং শ্রোতুমর্হতি ॥ ৪৬

তস্মাৎ সর্বৈগুর্ণৈরেতৈরুপপন্নাঃ সুপূজিতাঃ।
মন্ত্রিণঃ প্রকৃতিজ্ঞাঃ স্যুস্ত্র্যবরা মহদীপ্সবঃ ॥ ৪৭

স্বাসু প্রকৃতিষুচ্ছিদ্রং লক্ষয়েরন্ পরস্য চ।
মন্ত্রিণাং মন্ত্রমূলং হি রাজ্ঞো রাষ্ট্রং বিবর্দ্ধতে ॥ ৪৮

নাস্য চ্ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেষু পরমন্বিয়াৎ।
গুহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪৯

মন্ত্রগূঢ়া হি রাজ্যস্য মন্ত্রিণো যে মনীষিণঃ।
মন্ত্রসংহননো রাজা মন্ত্রাঙ্গানীতরে জনাঃ ॥ ৫০

রাজ্যং প্রণিধিমূলং হি মন্ত্রসারং প্রচক্ষতে।
স্বামিনং ত্বনুবর্তন্তে বৃত্ত্যর্থমিহ মন্ত্রিণঃ ॥ ৫১

সংবিনীয় মদ-ক্রোধৌ মানমীর্ষ্যাঞ্চ নির্বৃতাঃ।
নিত্যং পঞ্চোপধাতীতৈর্মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫২

তেষাং ত্রয়াণাং বিবিধং বিমর্ষং
বিবুধ্য চিত্তং বিনিবেশ্য তত্র
স্বনিশ্চয়ং তৎ পরনিশ্চয়ঞ্চ
নিবেদয়েদ্গুরবে মন্ত্রকালে ॥ ৫৩

যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, পরের বা আত্মীয়ের স্বভাব জানেন এবং নিজের তুল্য সুহৃৎ, তিনি রাজার গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪২

যিনি সত্যবাদী; সচ্চরিত্র, গম্ভীরপ্রকৃতি, লজ্জাশীল, কোমল স্বভাব এবং পিতৃপিতামহক্রমে আগত, তিনি গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪৩

যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সকলের প্রিয়, সত্যপরায়ণ, চতুর, পাপদ্বেষী, মন্ত্রজ্ঞ, কালজ্ঞ ও বীর হইবেন, তিনি গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য হইবেন ॥ ৪৪

রাজন্! যে শক্তিমান্ পুরুষ মধুর বাক্য দ্বারা সমস্ত লোককে বশীভূত করিতে পারেন, দণ্ডদানাভিলাষী রাজার তাঁহার নিকটেই গুপ্তমন্ত্রণা বলা উচিৎ ॥ ৪৫

ন্যায় অনুসারে চলেন বলিয়া যে মন্ত্রীর উপরে পুরবাসিগণ ও দেশবাসিগণ বিশ্বাস করে, যোদ্ধাও নীতিনিপুণ সেই মন্ত্রীই গুপ্তমন্ত্রণা শুনিবার যোগ্য ॥ ৪৬

অতএব এই সকল গুণসম্পন্ন, সকলের সম্মানভাজন, রাজার সমৃদ্ধিকামী ও লোকচরিত্রাভিজ্ঞ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন মন্ত্রী হইবেন ৪৭

সেই মন্ত্রীরা আপন প্রজাদের ও অন্য রাজার প্রজাদের ছিদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিবেন, আর রাজার রাজ্য যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়, মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাই তাহার মূল ॥ ৪৮

ইঁহার ছিদ্র অন্যে দেখিবে না; কিন্তু ইনি পরের ছিদ্র পাইয়াই আক্রমণ করিবেন, কূর্ম্ম যেমন তাহার অঙ্গসকল সংবৃত করে, রাজাও তেমন তাহার রাজ্যাঙ্গসকল সংবৃত করিবেন এবং নিজের ছিদ্র গুপ্ত রাখিবেন। ৪৯

যাঁহারা বিচক্ষণ মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা মন্ত্রণা গুপ্ত রাখিবেন; মন্ত্রণাই রাজার কবচ এবং অন্যান্য লোক সেই মন্ত্রণার সম্পাদক। ৫০

বিচক্ষণ লোকেরা বলেন—রাজত্বের মূল গুপ্তচর এবং তাহাতে মন্ত্রণাই সার। কিন্তু মন্ত্রীরা বেতন লাভের জন্যেই রাজার অনুসরণ করেন; (সুতরাং তাঁহাদিগকে রাজ্যের মূল বা সার বলা যায় না।) ॥ ৫১

যাঁহারা মত্ততা, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হইতে পারেন এবং যাঁহারা কায়িক, বাচনিক মানসিক, কর্ম্মকৃত ও সঙ্কেত-জনিত এই পঞ্চবিধ ছল অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, সেইরূপ মন্ত্রিগণের সহিতই রাজা মন্ত্রণা করিবেন ॥ ৫২

রাজা সেই মন্ত্রিগণের মধ্যে তিনজন মন্ত্রীর নানাবিধ বিবেচনার বিষয় বুঝিয়া এবং সে বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া পরবর্ত্তী মন্ত্রণার সময়ে নিজেদের নিশ্চয় এবং তদ্ভিন্ন লোকের নিশ্চয় গুরুদেবের নিকট জানাইবেন ॥ ৫৩

ধর্মার্থকামজ্ঞমুপেত্য পৃচ্ছেদ্
যুক্তো গুরুং ব্রাহ্মণমুত্তরার্থম্ ।
নিষ্ঠা কৃতা তেন যদা সহঃ স্যাৎ
তং মন্ত্রমার্গং প্রণয়েদসক্তঃ ॥ ৫৪

এবং সদা মন্ত্রয়িতব্যমাহু-
র্যে মন্ত্রতত্ত্বার্থবিনিশ্চয়জ্ঞাঃ ।
তস্মাৎ তমেবং প্রণয়েৎ সদৈব
মন্ত্রং প্রজাসংগ্রহণে সমর্থম্ ॥ ৫৫

ন বামনাঃ কুব্জ-কৃশা ন খঞ্জা
নান্ধো জড়ঃ স্ত্রী চ নপুংসকঞ্চ ।
ন চাত্র তির্য্যক্ চ পুরো ন পশ্চা-
ন্নোর্ধ্বং ন চাধঃ প্রচরেৎ কথঞ্চিৎ ॥ ৫৬

আরুহ্য বা বেশ্ম তথৈব শূন্যং
স্থলং প্রকাশং কুশকাশহীনম্ ।
বাগঙ্গদোষান্ পরিহৃত্য সর্বান্
সম্মন্ত্রয়েৎ কার্য্যমহীনকালম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্বণি সভ্যাদিলক্ষণকথনে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩

রাজা যাইয়া মনোযোগী হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে অভিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ গুরুদেবের নিকটে তাঁহার উত্তরের জন্য জিজ্ঞাসা করিবেন। যখন তিনি কোন নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, তখন সেই মন্ত্রণা যদি কার্য্যোপযোগী হয়, তবে রাজা অন্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সেই মন্ত্রণা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবেন ॥৫৪

যাহারা মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ তাঁহারা বলেন—'সর্ব্বদাই এইভাবে মন্ত্রণা করিতে হইবে'। অতএব প্রজাগণকে বশীভূত করিতে সমর্থ মন্ত্রণাকে সর্ব্বদাই এইভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে ॥ ৫৫

মন্ত্রণাস্থানে বামন, কুব্জ, কৃশ পঙ্গু, অন্ধ, জড়, স্ত্রী ও নপুংসক পার্শ্বে, সম্মুখে, পিছনে, উপরে কিংবা নীচে কোন প্রকারেই বিচরণ করিতে পারিবে না ॥ ৫৬

রাজা যথাকালে নৌকায় উঠিয়া কিংবা কুশকাশবিহীন কোন প্রকাশ্য শূন্যস্থানে যাইয়া সমস্ত বাক্যদোষ ও অঙ্গদোষ পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যসম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[মধুরবাক্যমহিমকথনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদং শক্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ১

শক্র উবাচ ।

কিং স্বিদেকপদং ব্রহ্মন্ পুরুষঃ সম্যগাচরন্ ।
প্রমাণং সর্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥ ২

বৃহস্পতিরুবাচ ।

সান্ত্বমেকপদং শক্র পুরুষঃ সম্যগাচরন্ ।
প্রমাণং সর্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥ ৩

এতদেকপদং শক্র সর্বলোকসুখাবহম্ :
আচরন্ সর্বভূতেষু প্রিয়ো ভবতি সর্বদা ॥ ৪

যো হি নাভাষতে কিঞ্চিৎ সর্বদা ভ্রুকুটীমুখঃ
দ্বেষ্যো ভবতি ভূতানাং স সান্ত্বমিহ নাচরন্ ॥

যস্তু সর্বমভিপ্রেক্ষ্য পূর্বমেবাভিভাষতে ।
স্মিতপূর্বাভিভাষী চ তস্য লোকঃ প্রসীদতি ॥ ৬

দানমেব হি সর্বত্র সান্ত্বেনানভিজল্পিতম্ ।
ন প্রীণয়তি ভূতানাং নির্ব্যঞ্জনমিবাশনম ॥ ৭

আদানাদপি ভূতানাং মধুরামীরয়ন্ গিরম্ । ·
সর্বলোকমিমং শক্র সান্ত্বেন কুরুতে বশে ॥ ৮

তস্মাৎ সান্ত্বং প্রযোক্তব্যং দণ্ডমাধিৎসতোঽপি হি
ফলঞ্চ জনয়ত্যেবং ন চাস্যোদ্বিজতে জনঃ ॥ ৯

সুকৃতস্য হি সান্ত্বস্য শ্লক্ষ্ণস্য মধুরস্য চ ।
সম্যগাসেব্যমানস্য তুল্যং জাতু ন বিদ্যতে ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ কৃতবান্ সর্বে যথা শক্রঃ পুরোধসা
তথা ত্বমপি কৌন্তেয় সম্যগেতৎ সমাচর ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৪

চতুরশীতিতম অধ্যায় ।

(মধুর বাক্যের মহিমাকথন ।)

ভীষ্ম বলিলেন 'যুধিষ্ঠির ! এই বিষয়েও মনস্বীরা ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদরূপ এক প্রাচীন বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥ ১

ইন্দ্র বলিলেন—ব্রহ্মন্ ! মানুষ কোন্ একটী বস্তুমাত্র সম্যক্ আচরণ করিয়া সকলের প্রিয় হয় এবং বিশাল যশ লাভ করে ? ২

বৃহস্পতি বলিলেন—ইন্দ্র ! মানুষ একমাত্র মধুর বাক্য বলিয়া সকল প্রাণীর প্রীতির পাত্র হইতে পারে এবং বিশাল যশ লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩

ইন্দ্র ! মানুষ সমস্ত লোকের সুখজনক এই একটী মাত্র বস্তু আচরণ করিতে থাকিয়া সর্ব্বদা সকল লোকেরই প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৪

আর যে লোক সর্ব্বদা ভ্রুকুটীকুটিলমুখ হইয়া কাহারও সহিত আলাপ করে না, সেই লোক একমাত্র মধুরবাক্য না বলার জন্যই সকল লোকের বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে ॥ ৫

আর যে লোক মন্দহাস্যপূর্ব্বক কথা বলে এবং সকলকে দেখিয়াই প্রথমে আলাপ করে, তাহার উপরে সমস্ত লোকই প্রসন্ন হয় ॥ ৬

উপকরণশূন্য ভোজনে যেমন মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, তেমন মধুর বাক্য না বলিয়া দান করিলেও তাহা মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭

মানুষ মধুর বাক্য বলিয়া কাহারও কিছু গ্রহণ করিলেও সে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না। ইন্দ্র ! কারণ, মানুষ একমাত্র মধুর বাক্য দ্বারাই এই সমগ্র লোককে বশীভূত করিতে পারে ॥ ৮

অতএব মানুষ কাহারও দণ্ড দান করিবার ইচ্ছা করিয়াও মধুর বাক্যই প্রয়োগ করিবে। এইরূপ করিলে তাহার ফলও উৎপন্ন হইবে এবং কোন লোক উদ্বিগ্নও হইবে না ॥ ৯

সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকারী মানুষ কোমল ও মধুর বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহার তুল্য উপকারক কোন বস্তুই এই জগতে কখনও হইতে পারে না ॥ ১০

ভীষ্ম বলিলেন—কুন্তীনন্দন ! পুরোহিত বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তদবধি সর্ব্বদা এই মধুর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, তেমন তুমিও সর্ব্বত্রই সমীচীনভাবে এইরূপ আচরণ করিতে থাক ॥ ১১

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ইন্দ্র-বৃহস্পতির সংবাদবিষয়ক চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো ব্যবহারিকী নীতিঃ, মন্ত্রিমণ্ডলিসংঘটনম্; দণ্ডস্যৌচিত্যম্, দূত-দ্বারপাল-শিরোরক্ষক-মন্ত্রি-সেনাপতীনাঞ্চ গুণাশ্চেতি বর্ণনম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং স্বিদিহ রাজেন্দ্র পালয়ন্ পার্থিবঃ প্রজাঃ।
প্রীতিং ধর্মবিশেষেণ কীর্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

ব্যবহারেণ শুদ্ধেন প্রজাপালনতৎপরঃ।
প্রাপ্য ধর্মঞ্চ কীর্তিঞ্চ লোকানাপ্নোত্যুভৌ শুচিঃ ॥২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কীদৃশৈর্ব্যবহারৈস্তু কৈশ্চ ব্যবহরেন্নৃপঃ।
এতৎপৃষ্টো মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি ॥ ৩
যে চৈব পূর্বং কথিতা গুণাস্তে পুরুষং প্রতি।
নৈকস্মিন্ পুরুষে হ্যেতে বিদ্যন্ত ইতি মে মতিঃ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি বুদ্ধিমন্।
দুর্লভঃ পুরুষঃ কশ্চিদেভির্যুক্তো গুণৈঃ শুভৈঃ ॥৫
কিন্তু সংক্ষেপতঃ শীলং প্রযত্নেনেহ দুর্লভম্।
বক্ষ্যামি তু যথামাত্যান্ যাদৃশাংশ্চ করিষ্যসি ॥ ৬
চতুরো ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ প্রগল্ভান্ স্নাতকান্ শুচীন্।
ক্ষত্রিয়াংশ্চ তথা চাষ্টৌ বলিনঃ শস্ত্রপাণিনঃ ॥ ৭
বৈশ্যান্ বিত্তেন সম্পন্নানেকবিংশতিসংখ্যয়া।
ত্রীংশ্চ শূদ্রান্ বিনীতাংশ্চ শুচীন্ কর্মণি পূর্বকে ॥ ৮
অষ্টাভিশ্চ গুণৈর্যুক্তং সূতং পৌরাণিকং তথা।
পঞ্চাশদ্বর্ষবয়সং প্রগল্ভমনসূয়কম্ ॥ ৯
শ্রুতিস্মৃতিসমাযুক্তং বিনীতং সমদর্শিনম্।
কার্যে বিবদমানানাং শক্তমর্থেষ্বলোলুপম্ ॥১০
বর্জিতং চৈব ব্যসনৈঃ সুঘোরৈঃ সপ্তভির্ভৃশম্।
অষ্টানাং মন্ত্রিণাং মধ্যে মন্ত্রং রাজোপধারয়েৎ ॥ ১১
ততঃ সম্প্রেষয়েদ্ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ায় চ দর্শয়েৎ।
অনেন ব্যবহারেণ দ্রষ্টব্যাস্তে প্রজাঃ সদা ॥ ১২
ন চাপি গূঢ়ং দ্রব্যং তে গ্রাহ্যং কার্যোপঘাতকম্।
কার্যে খলু বিপন্নে ত্বাং সোঽধর্মস্তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥ ১৩

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

[রাজার ব্যাবহারিক নীতি, মন্ত্রিমণ্ডলি সংগঠন, দণ্ডের ঔচিত্য ও দূত-দ্বারপাল-শিরোরক্ষক-মন্ত্রি-সেনাপতিগণের গুণসকল—ইহাই বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজা বিশেষ ধর্ম অনুসারে প্রজাপালন করিতে থাকিয়া কি প্রকারে চিরস্থায়িনী প্রীতি ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজা পবিত্রচিত্তে প্রজাপালনে ব্যাপৃত থাকিয়া পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারের দ্বারা ধর্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ! রাজা কীদৃশ লোকদের সহিত কীদৃশ ব্যবহার করিবেন, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি যথাযথভাবে উহা আমাকে বলুন ॥ ৩

পিতামহ! আপনি পূর্ব্বে পুরুষের যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, সে সমস্ত গুণই একজন পুরুষে থাকিতে পারে না, ইহা আমার ধারণা ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! তুমি বুদ্ধি ও মহাবিচক্ষণশালী, সুতরাং এখন যাহা বলিলে তাহা সত্য। কারণ, এইরূপ সর্ব্ববিধ শুভগুণসম্পন্ন পুরুষকে পাওয়া দুষ্কর ॥ ৫

যুধিষ্ঠির! এই জগতে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সৎস্বভাববিশিষ্ট মানুষ পাওয়া দুষ্কর, তথাপি তুমি যেভাবে যাদৃশ অমাত্য করিবে, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি ॥৬

বিদ্বান্, চতুর, গৃহস্থ ও পবিত্র চারিজন ব্রাহ্মণ, বলবান্ ও হস্তে অস্ত্রধারী আটজন ক্ষত্রিয়, ধনবান্ একুশজন বৈশ্য, পূর্ব্বোক্ত দ্বিজশুশ্রূষাদিকার্য্যে ব্যাপৃত ও শিক্ষিত তিনজন শূদ্র, অনুরাগাদি অষ্টগুণযুক্ত একজন সূত ও একজন পৌরাণিক এই আটত্রিশজন লোককে রাজা মন্ত্রী করিবেন। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন হইবে না। প্রত্যেকেই চতুর, অসূয়াশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞ, বিনয়ী, সমদর্শী ও পরস্পর বিবদমানদিগের বিচার কার্য্যে সমর্থ হইবেন, কিন্তু কেহই অর্থলোভী হইবেন না, আর উঁহাদের কাহারও সপ্তবিধ ব্যসন থাকিবে না; এই আটত্রিশজন মন্ত্রীর মধ্যে আটজন উপস্থিত হইলেই রাজা তাঁহাদের নিকট মন্ত্রণার প্রস্তাব করিবেন ॥ ৭-১১

তাহার পর রাজা সেই মন্ত্রণানিরূপিত বিষয় রাজ্যমধ্যে প্রচার করিবেন এবং প্রবীণ শাসনকর্ত্তাকে জানাইয়া দিবেন। যুধিষ্ঠির! তুমি এই নিয়মে প্রজাগণকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে ॥ ১২

নন্দন! তুমি কাহারও কোন গুপ্তধন গ্রহণ করিবে না।

বিদ্রবেয়ৈব রাষ্ট্রং তে শ্যেনাৎ পক্ষিগণা ইব।
পরিস্রবেচ্চ সততং নৌর্বিশীর্ণেব সাগরে ॥ ১৪
প্রজাঃ পালয়তোঽসম্যগধর্মেণেহ ভূপতেঃ।
হার্দং ভয়ং সম্ভবতি স্বর্গশ্চাস্য বিরুধ্যতে ॥ ১৫
অথ যোঽধর্মতঃ পাতি রাজামাত্যোঽথ বাত্মজঃ।
ধর্মাসনে সংনিযুক্তো ধর্মমূলে নরর্ষভ ॥ ১৬
কার্য্যেম্বধিকৃতাঃ সম্যগকুর্বন্তো নৃপানুগাঃ।
আত্মানং পুরতঃ কৃত্বা যান্ত্যধঃ সহপার্থিবাঃ ॥১৭
বলাৎকৃতানাং বলিভিঃ কৃপণং বহু জল্পতাম্।
নাথো বৈ ভূমিপো নিত্যমনাথানাং নৃণাং ভবেৎ ॥ ১৮
ততঃ সাক্ষিবলং সাধু দ্বৈধবাদকৃতং ভবেৎ।
অসাক্ষিকমনাথং বা পরীক্ষ্যং তদ্ বিশেষতঃ ॥ ১৯
অপরাধানুরূপঞ্চ দণ্ডং পাপেষু ধারয়েৎ।

কেননা, তাহা হইলে তোমার ন্যায় বিচার বিনষ্ট হইবে। ন্যায় বিচার বিনষ্ট হইলে, সেই অধর্ম্ম তোমাকে ও তোমার বিচারকদিগকে পীড়ন করিবে ॥ ১৩

আর শ্যেনপক্ষীর নিকট হইতে অন্য পক্ষিগণ যেমন অপসৃত হয়, সেইরূপ তোমার রাজ্যও তোমার নিকট হইতে অপসৃত হইবে এবং বিদীর্ণ নৌকা যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, তেমন তোমার রাজ্যও সর্ব্বদাই বিপদ সমুদ্রে মগ্ন হইতে থাকিবে ॥ ১৪

এই জগতে যে ভূপতি অন্যায়ভাবে ও অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তাঁহার মান ক্ষয় হইতে থাকে এবং পাপে উঁহার স্বর্গ রুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ১৫

নরশ্রেষ্ঠ! যে রাজা মন্ত্রী, রাজপুত্র, বিচারকপদে নিযুক্ত লোক, কিংবা রাজার অনুচর ধর্ম্মমূলক ধর্ম্মাসনে বসিয়া অধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন করেন, কিংবা সম্যক্ বিচার না করেন, তাঁহারা আপনাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাজার সহিতই নরকে গমন করেন ।। ১৬-১৭

প্রবল লোকেরা বলপূর্ব্বক যদি দুর্ব্বল লোকদিগকে পীড়ন করে এবং তাহাতে সেই দুর্ব্বল লোকেরা যদি কাতরভাবে বহু কথা বলে, তাহা হইলে রাজা সেই দুর্ব্বল লোকদিগের রক্ষক হইবেন ॥ ১৮

বাদী ও প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া দুইপ্রকার কথা বলিলে, রাজা তাহাদের সাক্ষী আনয়ন করিবেন; কিন্তু তাহাদের সাক্ষী বা বিবাদ পরিচালক উপযুক্ত লোক না থাকিলে, রাজা নিজেই বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিচার করিবেন ॥ ১৯

বিয়োজয়েদ্ ধনৈর্ঋদ্ধানধনানথ বন্ধনৈঃ ॥ ২০
বিনয়েচ্চাপি দুর্বৃত্তান্ প্রহারৈরপি পার্থিবঃ।
সান্ত্বেনোপপ্রদানেন শিষ্টাংশ্চ পরিপালয়েৎ ॥ ২১
রাজ্ঞো বধং চিকীর্ষেদ্ যস্তস্য চিত্রো বধো ভবেৎ।
আদীপকস্য স্তেনস্য বর্ণসঙ্করিকস্য চ ॥ ২২
সম্যক্ প্রণয়তো দণ্ডং ভূমিপস্য বিশাম্পতে।
যুক্তস্য বা নাস্ত্যধর্মো ধর্ম এব হি শাশ্বতঃ ॥২৩
কামকারেণ দণ্ডং তু যঃ কুর্য্যাদবিচক্ষণঃ।
স ইহাকীর্ত্তিসংযুক্তো মৃতো নরকমৃচ্ছতি ॥ ২৪
ন পরস্য প্রবাদেন পরেষাং দণ্ডমর্পয়েৎ।
আগমানুগমং কৃত্বা বধ্নীয়ান্মোক্ষয়ীত বা ॥ ২৫
ন তু হন্যান্নৃপো জাতু দূতং কস্যাঞ্চিদাপদি।
দূতস্য হন্তা নিরয়মাবিশেৎ সচিবৈঃ সহ ॥ ২৬

রাজা অপরাধিগণের অপরাধের দণ্ড দান করিবেন; তাহাতে ধনিগণের অর্থদণ্ড এবং দরিদ্রগণের কারাদণ্ড বিধান করিবেন ।।২০

রাজা বেত্রপ্রহরাদিদ্বারাও দুর্ব্বৃত্তগণকে শিক্ষা দিবেন এবং মধুর বাক্য প্রয়োগ ও উপহার দান দ্বারা সজ্জনদিগকে পালন করিবেন ।। ২১

যে লোক রাজাকেই বধ করিবার চেষ্টা করে, কিংবা পরের গৃহ দগ্ধ করে, অথবা প্রচুর পরিমাণে পরের ধন হরণ করে বা বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে, বিচিত্রভাবে বধ করাই তাহার উপযুক্ত দণ্ড ।। ২২

নরনাথ! যে রাজা অবহিত হইয়া সমীচীনভাবে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার অধর্ম্ম ত হয়ই না; বরং চিরস্থায়ী ধর্ম্মই হইয়া থাকে ।। ২৩

কিন্তু যে মূর্খ রাজা ইচ্ছানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তিনি ইহলোকে নিন্দার পাত্র হন এবং মৃত্যুর পরে নরকে গমন করেন ।। ২৪

রাজা পরের দোষে পরের দণ্ড বিধান করিবেন না; কিন্তু শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া দণ্ড দান করিবেন; কিংবা মুক্ত করিয়া দিবেন ।। ২৫

রাজা কোন সময়ে কোন বিপদেই দূতকে বধ করিবেন না। কেননা, দূতহন্তা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত নরকে প্রবেশ করিয়া থাকেন ।। ২৬

যথোক্তবাদিনং দূতং ক্ষত্রধর্মরতো নৃপঃ।
যো হন্যাৎ পিতরস্তস্য ভ্রূণহত্যামবাপ্নুয়ুঃ ॥ ২৭
কুলীনঃ শীলসম্পন্নো বাগ্মী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।
যথোক্তবাদী স্মৃতিমান্ দূতঃ স্যাৎ সপ্তভির্গুণৈঃ ॥২৮
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ প্রতিহারোঽস্য রক্ষিতা।
শিরোরক্ষশ্চ ভবতি গুণৈরেতৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ২৯
ধর্মশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সান্ধিবিগ্রহিকো ভবেৎ।
মতিমান্ ধৃতিমান্ হ্রীমান্ রহস্যবিনিগূহিতা ॥৩০
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ শুক্লোঽমাত্যঃ প্রশস্যতে।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তস্তথা সেনাপতির্ভবেৎ ॥ ৩১

ব্যূহযন্ত্রায়ুধানাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞো বিক্রমান্বিতঃ
বর্ষশীতোষ্ণবাতানাং সহিষ্ণুঃ পররন্ধ্রবিৎ ॥ ৩২
বিশ্বাসয়েৎ পরাংশ্চৈব বিশ্বসেচ্চ ন কস্যচিৎ।
পুত্রেষ্বপি হি রাজেন্দ্র বিশ্বাসো ন প্রশস্যতে ॥ ৩৩
এতচ্ছাস্ত্রার্থতত্ত্বং তু ময়াখ্যাতং তবানঘ।
অবিশ্বাসো নরেন্দ্রাণাং গুহ্যং পরমমুচ্যতে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি অমাত্যবিভাগে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫

তারপর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিরত যে রাজা নিজের প্রভুর বাক্যানুসারে যথার্থ বাক্যভাষী দূতকে বধ করেন, তাঁহার পিতৃলোকেরা ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হন ॥ ২৭

সংকুলোৎপন্ন, সংস্বভাবসম্পন্ন, বাক্পটু, কার্য্যনিপুণ, প্রিয়ভাষী, যথোক্তবাদী ও মেধাবী এই সাতটী গুণে দূত হইয়া থাকে ॥ ২৮

রাজভবনরক্ষক দ্বারপালও এই সমস্ত গুণসম্পন্ন হইবে এবং রাজার দেহরক্ষকগণও এই সকল গুণসমন্বিত হইবে ॥ ২৯

ধর্ম্মশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, গোপ্য গোপনকারী, সংকুলোৎপন্ন' বলবান্, নির্দ্দোষ চিত্ত এবং সন্ধি-বিগ্রহাভিজ্ঞ লোকই রাজার সমরসচিব হওয়া প্রশস্ত। আর রাজার সেনাপতিও এই সকল গুণসম্পন্নই হইবেন, বিশেষতঃ তিনি ব্যূহ, যন্ত্র (কামান প্রভৃতি) ও সমস্ত অস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং বিক্রমশালী হইবেন, আর তিনি বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম ও বায়ু সহ্য করিতে পারিবেন এবং তিনি পরচ্ছিদ্র বুঝিতে সক্ষম হইবেন ॥ ৩০-৩২

রাজশ্রেষ্ঠ! রাজা নিজের উপরে অন্যান্যের বিশ্বাস জন্মাইবেন, কিন্তু নিজে কাহারও উপরে বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি পুত্রদের উপরেও বিশ্বাস করা প্রশস্ত নহে ॥ ৩৩

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্ব বলিলাম, এখন বলিতেছি যে, সর্ব্বত্র অবিশ্বাস করাই প্রজাদের পরম গুহ্য বিষয় ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নিবাসযোগ্য-নগরবর্ণনম্, দুর্গনিরূপণম্, রাজ্ঞঃ প্রজাপালনসম্বন্ধীয়-ব্যবহারকথনম্, তপস্বিনাং সমাদরং কর্ত্তুং নির্দ্দেশশ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথংবিধং পুরং রাজা স্বয়মাবস্তুমর্হতি।
কৃতং বা কারয়িত্বা বা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

বস্তব্যং যত্র কৌন্তেয় সপুত্র-জ্ঞাতি-বন্ধুনা।
ন্যায্যং তত্র পরিপ্রষ্টুং বৃত্তিং গুপ্তিঞ্চ ভারত ॥ ২
তস্মাৎ তে বর্তয়িষ্যামি দুর্গকর্ম বিশেষতঃ।
শ্রুত্বা তথা বিধাতব্যমনুষ্ঠেয়ঞ্চ যত্নতঃ ॥ ৩
ষড়্‌বিধং দুর্গমাস্থায় পুরাণ্যথ নিবেশয়েৎ।
সর্বসম্পৎপ্রধানং যদ্ বাহুল্যঞ্চাপি সম্ভবেৎ ॥ ৪
ধন্বদুর্গং মহীদুর্গং গিরিদুর্গং তথৈব চ।
মনুষ্যদুর্গং অব্দুর্গং বনদুর্গঞ্চ তানি ষট্ ॥ ৫
যৎপুরং দুর্গসম্পন্নং ধান্যায়ুধসমন্বিতম্।
দৃঢ়প্রাকারপরিখং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ॥ ৬
বিদ্বাংসঃ শিল্পিনো যত্র নিচয়াশ্চ সুসঞ্চিতাঃ।
ধার্মিকশ্চ জনো যত্র দাক্ষ্যমুত্তমমাস্থিতঃ ॥ ৭
ঊর্জস্বিনরনাগাশ্বং চত্বরাপণশোভিতম্।
প্রসিদ্ধব্যবহারঞ্চ প্রশান্তমকুতোভয়ম্ ॥ ৮
সুপ্রভং সানুনাদঞ্চ সুপ্রশস্তনিবেশনম্।
শূরাঢ্যজনসম্পন্নং ব্রহ্মঘোষানুনাদিতম্ ॥ ৯
সমাজোৎসবসম্পন্নং সদা পূজিতদৈবতম্।
বশ্যামাত্যবলো রাজা তৎপুরং স্বয়মাবিশেৎ ॥ ১০
তত্র কোশং বলং মিত্রং ব্যবহারঞ্চ বর্ধয়েৎ।
পুরে জনপদে চৈব সর্বদোষান্ নিবর্তয়েৎ ॥ ১১
ভাণ্ডাগারায়ুধাগারং প্রযত্নেনাভিবর্ধয়েৎ।
নিচয়ান্ বর্ধয়েৎ সর্বাংস্তথা যন্ত্রায়ুধালয়ান্ ॥ ১২
কাষ্ঠলোহতুষাঙ্গারদারুশৃঙ্গাস্থিবৈণবান্।
মজ্জা-স্নেহ-বসা ক্ষৌদ্র-মৌষধগ্রামমেব চ ॥ ১৩

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

[রাজার নিবাসযোগ্য নগরবর্ণন, দুর্গনিরূপণ এবং রাজার প্রজাপালন-সম্বন্ধীয় ব্যবহার কথন তপস্বিগণকে সমাদর করিতে নির্দ্দেশ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—পিতামহ! রাজা অন্যকৃত কিংবা নিজে করাইয়া কোন্ প্রকার পুরে বাস করিবেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতনন্দন কুন্তীপুত্র! রাজা পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গের সহিত যে পুরে বাস করিবেন, সেই পুরের বিষয়ে ব্যবহার ও রক্ষাসম্বন্ধে প্রশ্ন করা তোমার উচিতই হইয়াছে ॥ ২

অতএব আমি তোমার নিকটে বিশেষভাবে সেই দুর্গকর্ম বলিতেছি। তুমি শ্রবণ করিয়া সেইরূপ বিধান করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩

যে স্থানটী সর্ব্বপ্রকার সম্পদে প্রধান ও বিস্তৃত হইবে, সেই প্রকার ষড়্‌বিধ দুর্গ অবলম্বন করিয়া রাজা নগর স্থাপন করিবেন ॥ ৪

সেই দুর্গ হইল ছয় প্রকার—যথা মরুদুর্গ, ভূমিদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃত্তিকাদুর্গ ও বনদুর্গ ॥ ৫

যে নগরটী উক্তবিধ কোন দুর্গযুক্ত হইবে, যাহার বাহিরে দৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা থাকিবে এবং মধ্যে ধান্য, অস্ত্র, হস্তী, অশ্ব ও রথ রহিবে, সে নগরে বিদ্বান্, শিল্পী, ধার্ম্মিক ও সর্ব্ব কার্য্যনিপুণ লোকসকল অবস্থান করিবেন এবং নানাবিধ শস্য সঞ্চিত থাকিবে; যে নগরে বলবান্ মানুষ, হস্তী ও অশ্ব বিচরণ করিবে, বহুতর চত্বর (পার্ক) ও নানাবিধ দ্রব্যের দোকান সাজান থাকিবে, সর্ব্বপ্রকার বিবাদের বিচারালয় রহিবে এবং কোন প্রকার উপদ্রব বা ভয় থাকিবে না, যে নগরে গৃহসকল সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে, গীত, বাদ্য ও বেদধ্বনি চলিতে থাকিবে এবং বীর জন ও ধনিজন বিচরণ করিবেন, আর যে নগরে ভিন্ন ভিন্ন জনসমাজ নানাবিধ উৎসব হইতে থাকিবে এবং সর্ব্বদাই দেবালয়সমূহে দেবগণ পূজিত হইতে থাকিবেন, সেইরূপ নগরে রাজা নিজে বাস করিবেন এবং সেই নগরেই মন্ত্রিপ্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবেন, সৈন্যগণও রাজার আজ্ঞাবহ হইয়া সেই নগরেই বাস করিবে ॥ ৬-১০

রাজা সেই নগরে কোষ, সৈন্য, মিত্র ও বাণিজ্য বর্দ্ধিত করিবেন এবং সেই নগরের ও দেশের সমস্ত দোষ (ম্যালেরিয়া প্রভৃতি) নিবারিত করিবেন ॥ ১১

ধনাগার ও অস্ত্রাগারসকল যত্নপূর্ব্বক বর্দ্ধিত করিবেন এবং সমস্ত শস্যরাশি ও যন্ত্রালয় (কামানপ্রভৃতি নির্ম্মাণ গৃহ) বৃদ্ধি করিবেন ॥ ১২

আর সেই নগরে কাষ্ঠ, লৌহ, তুষ, অঙ্গার, রথাদি নির্ম্মাণো-

শণং সর্জ্জরসং ধান্যমায়ুধানি শরাংস্তথা।
চর্ম স্নায়ুং তথা বেত্রং মুঞ্জবল্বজবন্ধনান্ ॥ ১৪
আশয়াশ্চোদপানাশ্চ প্রভূতসলিলাকরাঃ।
নিরোদ্ধব্যাঃ সদা রাজ্ঞা ক্ষীরিণশ্চ মহীরুহাঃ ॥ ১৫
সংকৃতাশ্চ প্রযত্নেন আচার্য্যর্ত্বিক্‌পুরোহিতাঃ।
মহেষ্বাসাঃ স্থপতয়ঃ সাংবৎসরচিকিৎসকাঃ ॥ ১৬
প্রাজ্ঞা মেধাবিনো দান্তা দক্ষাঃ শূরা বহুশ্রুতাঃ।
কুলীনাঃ সত্ত্বসম্পন্না যুক্তাঃ সর্বেষু কর্মসু ॥ ১৭
পূজয়েদ্ ধার্মিকান্ রাজা নিগৃহ্নীয়াদধার্মিকান্।
নিযুঞ্জ্যাচ্চ প্রযত্নেন সর্ববর্ণান্ স্বকর্মসু ॥ ১৮
বাহ্যমাভ্যন্তরং চৈব পৌরজানপদং তথা।
চারৈঃ সুবিদিতং কৃত্বা ততঃ কর্ম প্রযোজয়েৎ ॥ ১৯
চরান্মন্ত্রঞ্চ কোশঞ্চ দণ্ডং চৈব বিশেষতঃ।
অনুতিষ্ঠেৎ স্বয়ং রাজা সর্বং হ্যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২০
উদাসীনারিমিত্রাণাং সর্বমেব চিকীর্ষিতম্।
পুরে জনপদে চৈব জ্ঞাতব্যং চারচক্ষুষা ॥ ২১

ততস্তেষাং বিধাতব্যং সর্বমেবাপ্রমাদতঃ।
ভক্তান্ পূজয়তা নিত্যং দ্বিষতশ্চ নিগৃহ্নতা ॥ ২২
যষ্টব্যং ক্রতুভির্নিত্যং দাতব্যং চাপ্যপীড়য়া।
প্রজানাং রক্ষণং কার্য্যং ন কার্য্যং ধর্মবাধকম্ ॥২৩
কৃপণানাথবৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ যোষিতাম্।
যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ নিত্যমেব প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৪
আশ্রমেষু যথাকালং চৈলভাজনভোজনম্।
সদৈবোপহরেদ্ রাজা সংকৃত্যাভ্যর্চ্য মান্য চ ॥ ২৫
আত্মানং সর্বকার্য্যাণি তাপসে রাষ্ট্রমেব চ
নিবেদয়েৎ প্রযত্নেন তিষ্ঠেৎ প্রহ্বশ্চ সর্বদা ॥ ২৬
তে কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং শরণং শরণার্থিনে।
রাজ্ঞে দদ্যুর্যথাকামং তাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥ ২৭
সর্বার্থত্যাগিনং রাজা কুলে জাতং বহুশ্রুতম্
পূজয়েৎ তাদৃশং দৃষ্ট্বা শয়নাসনভোজনৈঃ ॥ ২৮
তস্মিন্ কুর্বীত বিশ্বাসং রাজা কস্যাঞ্চিদাপদি।
তাপসেষু হি বিশ্বাসমপি কুর্বন্তি দস্যবঃ ॥ ২৯

পযোগী কাষ্ঠ, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, ঘৃত, তৈল, বসা, মধু, ঔষধসমূহ, বাণ, ধূপ, ধান্য, শূলপ্রভৃতি অস্ত্র, শর, চর্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ, বল্বজ ও পাট সংগ্রহ রাখিবেন ॥ ১৩-১৪

পুষ্করিণী, কূপ, প্রচুর খাত ও ক্ষীরীবৃক্ষ সকল সর্ব্বদাই রাজা রক্ষা করিবেন ॥ ১৫

আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, মহাধনুর্দ্ধর, স্থপতি (রাজমিস্ত্রী); দৈবজ্ঞ ও চিকিৎসক এবং অন্যান্য বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, কার্য্যনিপুণ, বীর, বহুবিষয়জ্ঞ, কুলীন ও অধ্যবসায়ী লোকদিগকে রাজা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ১৬-১৭

রাজা ধার্ম্মিকগণের সম্মান, অধার্ম্মিকগণের দমন এবং সমস্ত বর্ণকে আপন আপন কর্ম্মে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক নিযুক্ত করিবেন ॥১৮

রাজা গুপ্তচর প্রেরণ করিয়া দেশের ও নগরের ভিতর ও বাহির ভাল করিয়া জানিয়া তাহার পর অনুরূপ কার্য্য করিবেন ॥১৯

গুপ্তচর, মন্ত্রণা, কোশ ও দণ্ড এই সমস্ত বিষয়ে রাজা নিজেই বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। কারণ, এই বিষয়গুলির উপরেই সমস্ত শাসনকার্য্য নির্ভর করে ॥ ২০

দেশে ও নগরে শত্রু, মিত্র ও উদাসীনেরা যে কিছু কার্য্য করিবার ইচ্ছা করে, রাজা চার চক্ষু দ্বারা সে সমস্তই জানিয়া লইবেন ॥ ২১

তা'রপর, রাজা সাবধানে অনুরক্তগণের সম্মান ও শত্রুগণের দমন করিতে থাকিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য করিবেন ॥ ২২

রাজা নিত্য যজ্ঞ করিবেন, পরের পীড়ন না করিয়া দান করিবেন এবং প্রজাদের রক্ষা করিবেন, কিন্তু ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করিবেন না ॥ ২৩

রাজা নিত্যই দীন, অনাথ, বৃদ্ধ ও বিধবা স্ত্রীলোকদিগের ভরণ পোষণ করিবেন ॥ ২৪

রাজা সর্ব্বদাই আশ্রমস্থ লোকদিগের যথাসম্ভব আদর, সম্মান ও পূজা করিয়া সেই আশ্রমে যথাসময়ে অন্ন, বস্ত্র ও পাত্র উপহার রূপে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ২৫

রাজা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তপস্বিজনের নিকটে সমস্ত কার্য্য, রাজ্য ও আপনাকে নিবেদন করিবেন এবং সর্ব্বদা অবনত হইয়া থাকিবেন ॥ ২৬

আবার যদি রাজাও কোন অবস্থায় সেই আশ্রমে যাইয়া আশ্রয়-প্রার্থী হন; তবে দৃঢ় ব্রতচারী সেই তপস্বীরাও তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন ॥ ২৭

রাজা সৎকুলোৎপন্ন ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ তাদৃশ সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া আসন ও ভোজন দ্বারা তাঁহার সম্মান করিবেন ॥ ২৮

কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে, রাজা সেই তপস্বীর উপরে

তস্মিন্ নিধীনাদধীত প্রজ্ঞাং পর্য্যাদদীত চ।
ন চাপ্যভীক্ষ্ণং সেবেত ভৃশং বা প্রতিপূজয়েৎ ॥ ৩০
অন্যঃ কার্য্যঃ স্বরাষ্ট্রেষু পররাষ্ট্রেষু চাপরঃ।
অটবীষু পরঃ কার্য্যঃ সামন্তনগরেষ্বপি ॥ ৩১
তেষু সৎকারমানাভ্যাং সংবিভাগাংশ্চ কারয়েৎ।
পররাষ্ট্রাটবীস্থেষু যথা স্ববিষয়ে তথা ॥ ৩২

বিশ্বাস করিবেন। কারণ দস্যুরাও তপস্বীদের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকে ॥ ২৯

রাজা সেই তপস্বীর নিকটে নিধি (ধনের মেঠে) রাখিবেন, তাঁহার নিকট পরামর্শ লইবেন, কিন্তু বার বার তাঁহার সেবা কিংবা অত্যন্ত সম্মান দেখাইবেন না ॥ ৩০

রাজা নিজের রাজ্যে, পরের রাজ্যে, বনে এবং অধীনস্থ রাজার নগরে রাজার এক একজন করিয়া তপস্বী সুহৃৎ রাখিবেন ॥ ৩১

এষ তে লক্ষণোদ্দেশঃ সংক্ষেপেণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যাদৃশে নগরে রাজা স্বয়মাবস্তুমর্হতি ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি দুর্গপরীক্ষায়াং ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬

তা'রপর যেমন নিজের রাজ্যে তেমন পররাজ্য ও বনে যে যে তপস্বী সুহৃৎ থাকিবেন, রাজা সৎকার ও সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্যয়োপযোগী ধন বিভাগ করিয়া দিবেন ॥ ৩২

যুধিষ্ঠির! রাজা নিজে যাদৃশ নগরে বাস করিবার যোগ্য হন, এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে তাদৃশ নগরের লক্ষণ প্রভৃতি বলিলাম ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দুর্গপরীক্ষাবিষয়ক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সম্পূর্ণ।

পথপ্রদর্শিকা এই মর্য্যাদা স্থাপন ক'রেছেন। দেবতা এবং পিতৃগণের পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য—এই তাঁর আজ্ঞা। ব্রহ্মা রুদ্র মনু দক্ষ ভৃগু ধর্ম্ম তপ যম মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ পরমেষ্ঠী সূর্য্য চন্দ্রমা কর্দ্দম ক্রোধ এবং বিক্রীত এই একুশ জন প্রজাপতি ঐ পরমাত্মা হ'তে উৎপন্ন হয়েছেন এবং সেই পরমাত্মা সনাতন ধর্ম্ম মর্য্যাদা পালন এবং পূজন করেন। শ্রেষ্ঠ দ্বিজসমূহ তাঁর উদ্দেশ্যে কত দেবতা ও পিতৃসম্বন্ধী কার্য্য যথাবিধি জেনে স্ব স্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হন। স্বর্গস্থিত যে কোন প্রাণীসমূহও সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করেন। তাঁর কৃপা প্রসাদে তাঁর আজ্ঞানুসারে ফলদায়িনী উত্তমগতি প্রাপ্ত হন। যিনি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ মন এবং বুদ্ধিরূপ সত্ত্বেরো গুণ হতে, সমস্ত কর্ম্ম রহিত এবং পঞ্চদশ কলা ত্যাগ ক'রে অবস্থিত হন, তিনিই মুক্ত—এই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মন্! মুক্ত পুরুষগণের গতি ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মা ইহা কল্পিত হ'য়েছে তাঁকে সর্ব্ব গুণসম্পন্ন এবং নির্গুণ বলা হয়। জ্ঞানযোগের দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকার হয়, আমাদের দুজনের উৎপত্তি তা হ'তে জেনে আমরা সেই সনাতন পরমাত্মার পূজা করি। চতুর্ব্বেদ চারি আশ্রম ও নানা প্রকার মতাবলম্বী জনগণ ভক্তি পূর্ব্বক তাঁরই পূজা ক'রে থাকেন এবং তিনি এঁদের শীঘ্র উত্তম গতি প্রদান করেন। যিনি সতত তাঁর স্মরণ করেন ও অনন্যভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করেন, তাঁদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ এই হয় যে, তাঁরা তাঁর স্বরূপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। আমার ধর্ম্ম হ'ল দেবতা ও পিতৃপূজা। দেবতা ও পিতৃপূজার দ্বারা মানুষ চিত্তশুদ্ধি লাভ ক'রে আমায় প্রাপ্ত হয়।

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

৯।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্ম সংস্থাপন কর্‌বার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই। দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে আমায় দর্শন করবার জন্য গমন করত দ্বিশত নামের দ্বার আমার স্তব করেন। আমি তাকে দর্শন দিয়ে আমার স্বরূপ ব'লেছিলাম—বাসুদেব হ'তে সঙ্কর্ষণ সঙ্কষণ হ'তে প্রদ্যুম্ন ও প্রদ্যুম্ন হ'তে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব হ'য়েছে,—এ সমস্তই আমি। বার বার উৎপন্ন এই সৃষ্টি বিস্তার আরাই। আমার অনিরুদ্ধমূর্ত্তির নাভিকমল হ'তে ব্রহ্মা উৎপন্ন হ'য়েছেন তাঁ হ'তে চরাচর সর্ব্বভূত সঞ্জাত হ'য়েছে।

হে নারদ! তুমি আমার অবতার সকলের নাম শোন—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ও কল্কি এই দশ অবতার। প্রথমে মৎস্যরূপে প্রকট হ'য়ে প্রজাগণকে

১২শ বর্ষ, ভাদ্রমাস, ১৩৮০] [তৃতীয়সংখ্যা – দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পূজক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম-এ, ডি-লিট
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

১।	মন্বাদি সমস্ত স্মৃতিসংহিতা—	২২·৫০
২।	শ্রীবাল্মীকিরামায়ণ—	৩০·০০
৩।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ—	৯·০০
৪।	শ্রীমদ্ভাগবত—	৪৫·০০

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্যস্য সংরক্ষণ- সংবর্দ্ধনোপায়কথনম্ ।]

রাষ্ট্রগুপ্তিঞ্চ মে রাজন্ রাষ্ট্রস্যৈব তু সংগ্রহম্ ।
সম্যগ্‌জিজ্ঞাসমানায় প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

রাষ্ট্রগুপ্তিঞ্চ তে সম্যগ্ রাষ্ট্রস্যৈব তু সংগ্রহম্ ।
হন্ত সর্বং প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বমেকমনাঃ শৃণু ॥ ২

গ্রামস্যাধিপতিঃ কার্য্যো দশগ্রাম্যাস্তথা পরঃ ।
দ্বিগুণায়াঃ শতস্যৈবং সহস্রস্য চ কারয়েৎ ॥ ৩

গ্রামীয়ান্ গ্রামদোষাংশ্চ গ্রামিকঃ প্রতিভাবয়েৎ ।
তান্ ব্রূয়াদ্ দশপায়াসৌ স তু বিংশতিপায় বৈ ॥ ৪

সোঽপি বিংশত্যধিপতির্বৃত্তং জানপদে জনে ।
গ্রামাণাং শতপালায় সর্বমেব নিবেদয়েৎ ॥ ৫

যানি গ্রাম্যাণি ভোজ্যানি গ্রামিকস্তান্যুপাশ্নীয়াৎ ।
দশপস্তেন ভর্তব্যস্তেনাপি দ্বিগুণাধিপঃ ॥ ৬

গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষো ভোক্তুমর্হতি সংকৃতঃ ।
মহান্তং ভরতশ্রেষ্ঠ সুস্ফীতং জনসঙ্কুলম্ ॥ ৭

তত্র হ্যনেকপায়ত্তং রাজ্ঞো ভবতি ভারত ।
শাখানগরমর্হস্তু সহস্রপতিরুত্তমঃ ॥ ৮

ধান্যহৈরণ্যভোগেন ভোক্তুং রাষ্ট্রিয়সঙ্গতঃ ।
তেষাং সংগ্রামকৃত্যং স্যাদ্ গ্রামকৃত্যঞ্চ তেষু যৎ ॥ ৯

ধর্মজ্ঞঃ সচিবঃ কশ্চিৎ তৎ তৎপশ্যেদতন্দ্রিতঃ ।
নগরে নগরে বা স্যাদেকঃ সর্বার্থচিন্তকঃ ॥ ১০

উচ্চৈঃ স্থানে ঘোররূপো নক্ষত্রাণামিব গ্রহঃ ।
ভবেৎ স তান্ পরিক্রামেৎ সর্বানেব সভাসদঃ ।
তেষাং বৃত্তিং পরিণয়েৎ কশ্চিদ্ রাষ্ট্রেষু তচ্চরঃ ॥ ১১

জিঘাংসবঃ পাপকামাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ ।
রক্ষাভ্যধিকৃতা নাম তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

[রাজ্যের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের উপায়কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! আমি রাজ্যরক্ষার উপায় এবং নূতন রাজ্য বৃদ্ধির উপায় যথাযথভাবে জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট রাজ্য রক্ষার উপায় ও নূতন রাজ্য বৃদ্ধির উপায়সকল যথাযথভাবে বলিতেছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২

রাজা এক গ্রামের একজন অধিপতি (প্রধান) করিবেন, তাঁহার উপরে দশ গ্রামের একজন, এইরূপে বিংশতি গ্রামের একজন এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি করিবেন ॥ ৩

যিনি এক গ্রামের অধিপতি, তিনি যদি এইরূপ মনে করেন যে, এই গ্রামের দোষসকল আমি নিবারণ করিতে পারিব না, তাহা হইলে তিনি তাহা দশ গ্রামের অধিপতিকে জানাইবেন, এইভাবে দশ গ্রামের অধিপতি আবার তাহা বিংশতি গ্রামের অধিপতিকে বিজ্ঞাপিত করিবেন ॥৪

সেই বিংশতি গ্রামের অধিপতি আবার সেই সকল দেশস্থিত লোকের বৃত্তান্ত শত গ্রামের অধিপতির নিকট সব কিছুই নিবেদন করিবেন ॥৫

এক গ্রামে যে সকল খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইবে, এক গ্রামাধিপতি তাহার ন্যায্য অংশ বেতনরূপে ভোগ করিবেন, এইরূপ দশগ্রামাধিপতি সেই দশগ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য অংশ বেতনরূপে পাইবেন এবং বিংশতি গ্রামাধিপতিও এই নিয়মেই বিংশতি গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য অংশ বেতনরূপে লাভ করিবেন ॥ ৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শত গ্রামের অধিপতি সকলের দ্বারা আদৃত হইয়া কোন একখানি জনবসতিপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ বিশাল গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতনরূপে ভোগ করিতে পারিবেন ॥ ৭

ভরতনন্দন! সর্ব্বপ্রধান সহস্র গ্রামের অধিপতি সেই রাজ্যমধ্যে শত গ্রামাধিপতির অধীন কোন একটী শাখা নগরে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ বেতনরূপে পাইবার যোগ্য হইবেন ॥ ৮

সেই সহস্র গ্রামাধিপতি রাজ্যের প্রধান শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ধন ও ধান্যের অংশ বেতনরূপে ভোগ করিতে পারিবেন। আর সেই সব গ্রামে ধনধান্য উৎপন্ন হইবে, তাহাদ্বারা তাহাদের তত্রত্য যুদ্ধকার্য্য এবং সেই গ্রামের কূপখননাদি কার্য্য সম্পাদিত হইবে ॥ ৯

কোন একজন ধার্ম্মিক মন্ত্রী নিরলস হইয়া সেই সকল কার্য্য পরিদর্শন করিবেন, কিংবা এক এক নগরে এক একজন করিয়া সর্ব্ববিষয়পরিদর্শক হইবেন ॥ ১০

ভয়ঙ্করমূর্ত্তি কোনও গ্রহ যেমন নক্ষত্রগণের উপরে থাকিয়া পরিভ্রমণ করে, তেমন সেই সর্ব্ববিষয়পরিদর্শক গুরুগম্ভীর মূর্ত্তিতে

বিক্রয়ং ক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিচ্ছদম্ ।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজাং কারয়েৎ করান্ ॥ ১৩
উৎপত্তিং দানবৃত্তিঞ্চ শিল্পং সম্প্রেক্ষ্য চাসকৃৎ ।
শিল্পং প্রতি করানেবং শিল্পিনঃ প্রতি কারয়েৎ ॥ ১৪
উচ্চাবচকরা দাপ্যা মহারাজ্ঞা যুধিষ্ঠির
যথা যথা ন সীদেরংস্তথা কুর্য্যান্মহীপতিঃ ॥১৫
ফলং কর্ম চ সম্প্রেক্ষ্য ততঃ সর্বং প্রকল্পয়েৎ ।
ফলং কর্ম চ নির্হেতু ন কশ্চিৎ সম্প্রবর্ততে ॥ ১৬
যথা রাজা চ কর্তা চ স্যাতাং কর্মণি ভাগিনৌ ।
সমবেক্ষ্য তু তথা রাজ্ঞা প্রণেয়াঃ সততং করাঃ ॥ ১৭
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনো মূলং পরেষাঞ্চাপি তৃষ্ণয়া ।
ঈহাদ্বারাণি সংরুধ্য রাজা সম্প্রীতদর্শনঃ ॥ ১৮
প্রদ্বিষন্তি পরিখ্যাতং রাজানমতিখাদিনম্ ।
প্রদ্বিষ্টস্য কুতঃ শ্রেয়ো নাপ্রিয়ো লভতে ফলম্ ॥ ১৯
বৎসৌপম্যেন দোগ্ধব্যং রাষ্ট্রমক্ষীণবুদ্ধিনা ।
ভৃতো বৎসো জাতবলঃ পীড়াং সহতি ভারত ॥২০
ন কর্ম কুরুতে বৎসো ভৃশং দুগ্ধো যুধিষ্ঠির ।
রাষ্ট্রমপ্যতিদুগ্ধং হি ন কর্ম কুরুতে মহৎ ॥ ২১
যো রাষ্ট্রমনুগৃহ্ণাতি পরিরক্ষন্ স্বয়ং নৃপঃ ।
সঞ্জাতমুপজীবন্ স লভতে সুমহৎ ফলম্ ॥ ২২
আপদর্থঞ্চ নির্য্যাতং রাজ্ঞা ন ইহ বিন্দতে ।
রাষ্ট্রঞ্চ কোশভূতং স্যাৎ কোশো বেশ্মগতস্তথা । ২৩
পৌরজানপদান্ সর্বান্ সংশ্রিতোপাশ্রিতাংস্তথা ।
যথাশক্ত্যনুকম্পেত সর্বান্ স্বল্পধনানপি ॥ ২৪
বাহ্যং জনং ভেদয়িত্বা ভোক্তব্যো মধ্যমঃ সুখম্ ।
এবং নাস্য প্রকুপ্যন্তি জনাঃ সুখিতদুঃখিতাঃ ॥২৫

উচ্চস্থানে থাকিয়া সেই সমস্ত সভাসদ্‌গণের নিকটে পরিভ্রমণ করিবেন, আর তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কোন গুপ্তচর রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া সেই সভাসদ্‌গণের ব্যবহার অবগত হইবে ॥ ১১

রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রক্ষী ব্যক্তিগণ প্রায়ই হিংস্রস্বভাব, পরের অনিষ্টকারী, পরধনহারী ও শঠ হইয়া থাকে ; সুতরাং সেই সর্ব্ববিষয়পরিদর্শক তাহাদের নিকট হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন ॥ ১২

রাজা বণিক্‌দিগের ক্রয়, বিক্রয়, পথ, অন্ন ও পরিচ্ছদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের কর নির্দ্ধারণ করিবেন ॥ ১৩

কি প্রকার শিল্প, কিরূপ শিল্প দ্রব্যসকল উৎপন্ন হয়, শিল্পীর করদানের ক্ষমতা কিরূপ আছে, এই সমস্ত বার বার পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা শিল্পিগণের কর নিরূপণ করিয়া দিবেন ॥ ১৪

যুধিষ্ঠির ! রাজা প্রজাদের নানাবিধ কর নির্দ্ধারণ করিবেন ; কিন্তু প্রজারা যাহাতে অবসন্ন হইয়া না পড়ে, রাজা সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ॥ ১৫

রাজা প্রজাদের কার্য্যের ফল ও কার্য্য দেখিয়া তাহার পর সর্ব্বপ্রকার কর নির্দ্ধারণ করিবেন ; কারণ, কার্য্যের ফল ও কার্য্য উভয়ই যদি নিষ্প্রয়োজন হয়, তবে কেহই সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১৬

যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্ত্তা উভয়ই কার্য্যের গুণদোষভাগী হন, সেইভাবে রাজা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা প্রজাদের উপরে কর নিরূপণ করিবেন ॥ ১৭

রাজা লোভবশতঃ নিজের বা পরের মূলচ্ছেদ করিবেন না এবং লোভের সর্ব্ববিধ কারণকে সংযত করিয়া সকলের প্রিয়দর্শন হইবেন ॥ ১৮

রাজা বহুভোজী বলিয়া যদি প্রসিদ্ধ হইয়া পড়েন, তবে প্রজারা তাঁহার উপরে বিদ্বেষ করে ; সুতরাং সেই লোকবিদিষ্ট রাজার কি করিয়া মঙ্গল হয়, আর লোকের অপ্রিয় সেই রাজা কোন প্রকার ফল লাভও করিতে পারেন না ॥১৯

ভরতনন্দন ! পূর্ণ বুদ্ধি সহকারে রাজা গোবৎসের ন্যায় রাজ্য দোহন করিবেন। কারণ, গো-বৎস পরিপুষ্ট ও বলবান্ হইয়া উঠিতে পারিলে, তবেই সে যথাকালে গুরুতর ভারবহনের ব্যথাও সহ্য করিতে পারে ॥ ২০

যুধিষ্ঠির ! যেরূপ ধেনুকে অধিক দোহন করিলে বৎস দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং সে কোন কার্য্য করিতে পারে না ; এইরূপ রাজ্যকেও অধিক দোহন করিলে, সে রাজ্য গুরুতর কার্য্য করিতে পারে না ॥২১

যে রাজা নিজেই প্রজাপালন করিতে থাকিয়া রাজ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি সে রাজ্যকে উপজীব্য করিয়া রাজ্যোৎপন্ন প্রচুর ফল লাভ করেন ॥২২

রাজা আপদ্‌নিবারণের জন্য যে ধন ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, সে ধন আর তিনি ফিরাইয়া পান না। তখন তাঁহার রাজ্যই কোশস্বরূপ হইয়া যায়, আর শূন্য রাজকোশ রাজার ভবনেই থাকে ॥ ২৩

রাজা শক্তি অনুসারে পুরবাসী, দেশবাসী, সম্পর্কবশতঃ আশ্রিত এবং দরিদ্র সকলেরই প্রতি দয়া করিবেন ।। ২৪

রাজা নিকৃষ্ট লোকদিগকে দূরে সরাইয়া দিয়া মাধ্যমিক লোকদিগকে যথাসুখে পালন করিবেন। এইরূপ করিলে সুখী বা দুঃখী কোন লোকই সেই রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না ।। ২৫

প্রাগেব তু ধনাদানমনুভাষ্য ততঃ পুনঃ।
সন্নিপত্য স্ববিষয়ে ভয়ং রাষ্ট্রে প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৬
ইয়মাপৎ সমুৎপন্না পরচক্রভয়ং মহৎ।
অপি চান্তায় কল্পন্তে বেণোরিব ফলাগমাঃ ॥ ২৭
অরয়ো মে সমুত্থায় বহুভির্দস্যুভিঃ সহ।
ইদমাত্মবধায়ৈব রাষ্ট্রমিচ্ছন্তি বাধিতুম্ ॥ ২৮
অস্যামাপদি ঘোরায়াং সম্প্রাপ্তে দারুণে ভয়ে।
পরিত্রাণায় ভবতঃ প্রার্থয়িষ্যে ধনানি বঃ ॥ ২৯
প্রতিদাস্যে চ ভবতাং সর্বঞ্চাহং ভয়ক্ষয়ে।
নারয়ঃ প্রতিদাস্যন্তি যদ্ধরেয়ুর্বলাদিতঃ ॥ ৩০
কলত্রমাদিতঃ কৃত্বা সর্বং বো বিনশেদিতি।
অপি চেৎ পুত্রদারার্থমর্থসঞ্চয় ইষ্যতে ॥ ৩১
নন্দামি বঃ প্রভাবেণ পুত্রাণামিব চোদয়ে

যথাশক্ত্যুপগৃহ্লামি রাষ্ট্রস্যাপীড়য়া চ বঃ ॥ ৩২
আপৎস্বেব চ বোঢব্যং ভবদ্ভিঃ পুঙ্গবৈরিব।
ন চ প্রিয়তরং কার্য্যং ধনং কস্যাঞ্চিদাপদি ॥ ৩৩
ইতি বাচা মধুরয়া শ্লক্ষ্ময়া সোপচারয়া।
স্বরশ্মীনভ্যবসৃজেদ্ যোগমাধায় কালবিৎ ॥ ৩৪
প্রকারং ভৃত্যভরণং ব্যয়ং সংগ্রামতো ভয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য গোমিনঃ কারয়েৎ করম্ ॥ ৩৫
উপক্ষিতা হি নশ্যেয়ুর্গোমিনোঽরণ্যবাসিনঃ।
তস্মাৎ তেষু বিশেষেণ মৃদুপূর্বং সমাচরেৎ ॥ ৩৬
সান্ত্বনং রক্ষণং দানমবস্থা চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
গোমিনাং পার্থ কর্তব্যঃ সংবিভাগঃ প্রিয়াণি চ ॥ ৩৭
অজস্রমুপযোক্তব্যং ফলং গোমিষু ভারত।
প্রভাবয়ন্তি রাষ্ট্রঞ্চ ব্যবহারং কৃষিং তথা ॥ ৩৮

রাজা প্রথমেই 'ধন গ্রহণ করিব' বলিয়া প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করত তাহার পরে আপন রাজ্যমধ্যে যাইয়া সেই প্রজাদের নিকট রাজ্য-সম্বন্ধে ভয়ের কথা প্রকাশ করিবেন ॥ ২৬

এই বিপদ আসিয়াছে; শত্রু কর্তৃক আক্রমণের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। বংশের ফলোৎপত্তির ন্যায় আপনাদের এই সমৃদ্ধি আপনাদের ও আমার ধ্বংস ঘটাইতে পারে ॥ ২৭

আমার শত্রুগণ বহুসংখ্যক দস্যুর সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ উদ্যোগ করিয়া নিজেদের বিনাশের জন্যই আমার এই রাজ্যকে উৎপীড়িত করিবার ইচ্ছা করিতেছে ॥ ২৮

সুতরাং এই ভয়ঙ্কর বিপদে এবং দারুণ ভয়ের সময়ে আমি আপনাদের রক্ষা করিবার জন্যই আপনাদের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২৯

এই ভয় দূরীভূত হইলে আমি আপনাদের সমস্ত ধনই আপনাদিগকে ফিরাইয়া দিব, কিন্তু শত্রুরা বলপূর্ব্বক আপনাদের নিকট হইতে যে ধন হরণ করিবে, তাহা আর ফিরাইয়া দিবে না। (অতএব আমাকে ধনদান করাই আপনাদের উচিত বলিয়াই আমি মনে করি) ॥ ৩০

যদিও আপনারা স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণ করার জন্যই অর্থ-সঞ্চয় করা উচিত বলিয়া মনে করেন; তাহা হইলেও আপনাদের সেই স্ত্রী-পুত্রাদি সমস্তই বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে ॥ ৩১

পুত্রগণের উন্নতির ন্যায় আপনাদের এই সমৃদ্ধিতে আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজ্যের উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় আপনাদের নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারেই আমি আপনাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিব ॥ ৩২

বৃষগণ যেরূপ ভার বহন করে, সেইরূপ আপদ্ নিবারণ করিবার জন্যই আপনাদের ধন বহন করা উচিত। কিন্তু কোনও আপদ্ উপস্থিত হইলে পর ধনকে প্রিয় করা আপনাদের উচিত নহে ॥ ৩৩

কালজ্ঞ রাজা এইরূপ মধুর, কোমল ও অনুনয়যুক্ত বাক্য দ্বারা ধনগ্রহণের উপায় স্থির করিয়া নিজের আদায়কারী কর্ম্মচারী-দিগকে সেই প্রজাদের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ॥ ৩৪

অনন্তর রাজা প্রাচীর নির্ম্মাণ, সৈন্যদের ভরণ-পোষণ, অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা প্রভৃতির ব্যয় এবং যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া বৈশ্যদের নিকট হইতেও ধন গ্রহণ করিবেন ॥ ৩৫

যুধিষ্ঠির! বনবাসী গো-পালক বৈশ্যগণকে উপেক্ষা করিলে তাহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব রাজা তাহাদের উপর বিশেষ কোমল ব্যবহার করিবেন ॥ ৩৬

পৃথানন্দন! রাজা সেই গো-পালক বৈশ্যগণ-সম্বন্ধে মধুর বাক্য, রক্ষণাবেক্ষণ, পারিতোষিক দান, নিকটে যাইয়া অবস্থান, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবস্থা ও প্রীতিকর আচরণ করিবেন ॥ ৩৭

ভরতনন্দন! রাজা সর্ব্বদাই সেই বৈশ্যগণের উন্নতি সম্পাদন করিবেন, যেহেতু তাহারাই রাজ্য, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিয়া থাকে ॥ ৩৮

তস্মাদ্ গোমিষু যত্নেন প্রীতিং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
দয়াবানপ্রমত্তশ্চ করান্ সম্প্রণয়ন্ মৃদূন্ ॥ ৩৯
সর্বত্র ক্ষেমচরণং সুলভং নাম গোমিষু।
ন হ্যতঃ সদৃশং কিঞ্চিদ্ বরমস্তি যুধিষ্ঠির ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাষ্ট্রগুপ্ত্যাদিকথনে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭

সেইহেতু বিচক্ষণ রাজা দয়ালু ও সাবধান হইয়া কোমল ব্যবহারে কর নিরূপণ পূর্বক যত্নসহকারে বৈশ্যগণের প্রীতিবিধান করিবেন ॥ ৩৯

যুধিষ্ঠির! সর্ব্ব সময়ে বৈশ্যগণের নিকটে অনায়াসে মঙ্গল লাভ করা যায়, সুতরাং ইহার তুল্য রাজ্যের উন্নতিসাধক আর কোন উপায় নাই ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে রাজ্যরক্ষাদিবর্ণনবিষয়ক সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

(প্রজাভ্যঃ করগ্রহণ-ধনসংগ্রহোপায়-কথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।
যদা রাজা সমর্থোঽপি কোশার্থী স্যান্মহামতে।
কথং প্রবর্ত্তেত তদা তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ।
যথাদেশং যথাকালং যথাবুদ্ধি যথাবলম্।
অনুশিষ্যাৎ প্রজা রাজা ধর্মার্থী তদ্ধিতে রতঃ ॥ ২
যথা তাসাঞ্চ মন্যেত শ্রেয় আত্মন এব চ।
তথা কর্মাণি সর্বাণি রাজা রাষ্ট্রেষু বর্তয়েৎ ॥ ৩
মধুদোহং দুহেদ্ রাষ্ট্রং ভ্রমরা ইব পাদপম্।
বৎসাপেক্ষী দুহেচ্চৈব স্তনাংশ্চ ন বিকুট্টয়েৎ ॥ ৪
জলৌকাবৎ পিবেদ্ রাষ্ট্রং মৃদুনৈব নরাধিপঃ।
ব্যাঘ্রীব চ হরেৎ পুত্রান্ সন্দশেন্ন চ পীড়য়েৎ ॥ ৫
যথা শল্যকবানাখুঃ পদং ধূনয়তে সদা।
অতীক্ষ্ণেনাভ্যুপায়েন তথা রাষ্ট্রং সমাপিবেৎ ॥ ৬
অল্পেনাল্পেন দেয়েন বর্ধমানং প্রদাপয়েৎ।
ততো ভূয়স্ততো ভূয়ঃ ক্রমবৃদ্ধিং সমাচরেৎ ॥ ৭

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

(প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ ও ধন সংগ্রহের উপায় কথন।)

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহামতি পিতামহ! যদি রাজা গৃহস্থিত ধন দ্বারা সমস্ত কার্য্যসম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াও কোশবৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কিভাবে চলিবেন, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ধর্ম্মার্থী রাজা প্রজাদের হিতসাধনে নিরত থাকিয়া দেশ, কাল, বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে সেই প্রজাগণকে শাসন করিবেন ॥ ২

যাহাতে প্রজাদের এবং নিজের মঙ্গললাভ হয়, সেইভাবে রাজা রাজ্যের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিবেন ॥ ৩

যেমন ভ্রমরগণ মধুপ্রদ বৃক্ষ হইতে মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজা ধনপ্রসূ রাজ্য হইতে ধন গ্রহণ করিবেন এবং গোপাল যেমন বৎসের অপেক্ষা রাখিয়া ধেনু দোহন করে, কিন্তু তাহার স্তনচ্ছেদন করে না, সেইরূপ রাজাও প্রজাদের অপেক্ষা রাখিয়া রাজ্য হইতে ধন গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সে প্রজাদিগকে নিঃস্ব করিয়া ফেলিবেন না ॥ ৪

জলৌকা (জোঁক) যেমন ধীরে ধীরে মানুষ প্রভৃতির রক্ত পান করে, তেমন রাজাও কোমল উপায়েই প্রজাদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন এবং ব্যাঘ্রী যেমন তাহার পুত্রদের দন্তের দ্বারা কামড়াইয়া ধরিয়া সেগুলিকে স্থানান্তরে লইয়া যায়, কিন্তু তাহাদিগকে পীড়ন করে না; রাজাও তেমন প্রজাগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাহাদিগকে পীড়ন করিবেন না ॥ ৫

তীক্ষ্ণদন্ত হইয়াও মূষিক যেমন কোমলভাবে নিদ্রিত ব্যক্তির চরণের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে; তখন সেই নিদ্রিত ব্যক্তি কেবল চরণ সঞ্চালন করে, কিন্তু তাহার কোন পীড়ার জ্ঞান হয় না; তেমন রাজাও কোমল উপায়ে প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করিবেন, যাহাতে প্রজারা কোনরূপ দুঃখী না হয় ॥ ৬

রাজা প্রথমে অল্প অল্প কর আদায় করিতে থাকায় প্রজারা উন্নতি লাভ করিতে থাকে; সুতরাং তা'রপর বেশী, তারপর বেশী এইভাবে ক্রমশঃ রাজা প্রজাদের করবৃদ্ধি করিবেন ॥ ৭

দম্যমিব দম্যানি শশ্বদ্ ভারং বিবর্ধয়েৎ।
মৃদুপূর্বং প্রযত্নেন পাশানভ্যবহারয়েৎ ॥ ৮
সকৃৎপাশাবকীর্ণাস্তে ন ভবিষ্যন্তি দুর্দমাঃ।
উচিতেনৈব ভোক্তব্যাস্তে ভবিষ্যন্তি যত্নতঃ ॥ ৯
তস্মাৎ সর্বসমারম্ভো দুর্লভঃ পুরুষং প্রতি।
যথামুখ্যান্ সান্ত্বয়িত্বা ভোক্তব্য ইতরো জনঃ ॥১০
ততস্তান্ ভেদয়িত্বা তু পরস্পরবিবক্ষিতান্।
ভুঞ্জীত সান্ত্বয়ংশ্চৈব যথাসুখমযত্নতঃ ॥ ১১
ন চাস্থানে ন চাকালে করাংস্তেভ্যো নিপাতয়েৎ।
আনুপূর্ব্যেণ সান্ত্বেন যথাকালং যথাবিধি ॥ ১২
উপায়ান্ প্রব্রবীম্যেতান্ ন মে মায়া বিবক্ষিতা।
অনুপায়েন দময়ন্ প্রকোপয়তি বাজিনঃ ॥ ১৩
পানাগারনিবেশাশ্চ বেশ্যাঃ প্রাপণিকাস্তথা।
কুশীলবাঃ সকিতবা যে চান্যে কেচিদীদৃশাঃ ॥ ১৪
নিয়ম্যাঃ সর্ব এবৈতে যে রাষ্ট্রস্যোপঘাতকাঃ।
এতে রাষ্ট্রেঽভিতিষ্ঠন্তো বাধন্তে ভদ্রিকাঃ প্রজাঃ ॥১৫
ন কেনচিদ্ যাচিতব্যঃ কশ্চিৎ কস্যাঞ্চিদাপদি।
ইতি ব্যবস্থা ভূতানাং পুরস্তান্মনুনা কৃতা ॥ ১৬
সর্বে তথানুজীবেয়ুর্ন কুর্য্যুঃ কর্ম চেদিহ।
সর্ব এব ইমে লোকা ন ভবেয়ুরসংশয়ম্ ॥ ১৭
প্রভুর্নিয়মনে রাজা য এতান্ ন নিযচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে স তস্য পাপস্য চতুর্ভাগমিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৮
ভোক্তা তস্য তু পাপস্য সুকৃতস্য যথা তথা।
নিয়ন্তব্যাঃ সদা রাজ্ঞা পাপা যে স্যুর্নরাধিপ ॥ ১৯
কৃতপাপস্ত্বসৌ রাজা য এতান্ ন নিযচ্ছতি।
তথা কৃতস্য ধর্মস্য চতুর্ভাগমুপাশ্নুতে ॥ ২০

যেরূপ গো-বৎসগণকে ক্রমশঃ অধিক অধিক ভারবহনের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেইরূপ রাজাও ক্রমশঃ অধিক অধিক কর দেওয়াইয়া প্রজাদের অধিক করদানের শিক্ষা দিবেন এবং গো-পালক যেমন প্রথমে কোমলভাবে সযত্নে গো-বৎসের কণ্ঠে রজ্জুবন্ধন করে, সেইরূপ রাজাও কোমলভাবে যত্নসহকারে প্রজাদের উপর কর ধার্য্য করিবেন ॥৮

একবার গলদেশে রজ্জুবন্ধন করিতে পারিলে গো-বৎস যেমন আর দুর্দ্দমনীয় হইবে না, তেমন একবার কর ধার্য্য করিতে পারিলে প্রজারা আর দুর্দ্দমনীয় হইবে না। তাহার পর রাজা উপযুক্ত উপায়ে যত্নসহকারে সেই প্রজাগণকে ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৯

অতএব প্রথমেই প্রজাদের উপরে অধিক কর নির্দ্ধারণ করা দুষ্কর; সুতরাং প্রজাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে যথানিয়মে মধুর বাক্যে বশীভূত করিয়া পরে অপ্রধান লোকদিগকে রাজা ভোগ করিবেন ॥ ১০

রাজা প্রথমে সেই প্রধান ব্যক্তিগণ দ্বারা করভার বহনেচ্ছু ইতর লোকদিগের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া মধুর বাক্যে তাহাদিগকে প্রসন্ন করিতে থাকিয়া যথাসুখে ও অনায়াসে ভোগ করিতে থাকিবেন ॥ ১১

রাজা অস্থানে বা অসময়ে প্রজাদের উপরে করভার অর্পণ করিবেন না; কিন্তু যথাকালে যথাবিধানে প্রধানক্রমে মধুর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের উপরে করভার অর্পণ করিবেন ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! আমি এই সব প্রজাদের সন্ধ-ভেদের সদুপায় বলিলাম, কিন্তু আমি ঐ বিষয়ে কূটকৌশল বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, মানুষ নিকৃষ্ট উপায়ে দমন করিতে যাইয়া অশ্বদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ১৩

মদ্যপায়ী, বেশ্যা, কুৎসিত নিয়মে ক্রয়-বিক্রয়কারী, নট, দ্যূতকারী এবং অন্য যে কেহ এইরূপ মন্দলোক, আর যাহারা রাজ্যের অনিষ্টকারী, তাহাদের সকলকেই রাজা দমন করিবেন। কেননা, ইহারা রাজ্যে থাকিয়া ভাল লোকদিগের পীড়া উৎপাদন করে ॥ ১৪-১৫

কোন রাজা বা কোন অধমর্ণই কোন বিপদেই কোন প্রজাকে বা উত্তমর্ণকে কর বা ঋণ প্রার্থনা করিবেন না, পূর্ব্বকালেই মনু মনুষ্যগণের এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ॥১৬

এই জগতে সকলেই যদি কর্ম্ম না করিত, তবে তাহারা এক প্রার্থনাই অনুসরণ করিত। এমন হইলে এই সমস্ত লোকই আর জীবন ধারণ করিতে পারিত না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১৭

(সে যাহা হউক), যে রাজা প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন না, তিনি সেই প্রজাকৃত পাপের চতুর্থাংশ ভোগ করেন, ইহা আমাদের শুনা আছে ॥ ১৮

নরনাথ! প্রজানিয়ন্ত্রণকারী রাজা যেরূপ সেই প্রজাকৃত পুণ্যের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রজাদিগকে নিয়ন্ত্রিত না করিলেও তিনি পাপের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। অতএব যাহারা পাপকার্য্য করিবে, রাজা সর্ব্বদা তাহাদিগকে স্বশাসনে রাখিবেন ॥ ১৯

যে রাজা পাপ করিতে উদ্যত প্রজাগণকে সংযত না করিবেন তিনিও তেমনই পাপকারী হইবেন এবং রাজা যদি প্রজাগণকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনিও প্রজাকৃত পুণ্যের চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন ॥ ২০

স্থানান্যেতানি সংযম্য প্রসঙ্গো ভূতিনাশনঃ।
কামে প্রসক্তঃ পুরুষঃ কিমকার্য্যং বিবর্জয়েৎ ॥২১

মদ্যমাংসপরস্বানি তথা দারা ধনানি চ।
আহরেদ্ রাগবশগস্তথা শাস্ত্রং প্রদর্শয়ে ॥ ২২

আপৎস্বেব তু যাচন্তে যেষাং নাস্তি পরিগ্রহঃ।
দাতব্যং ধর্মতস্তেভ্যস্ত্বনুক্রোশাদ্ ভয়ান্ন তু ॥ ২৩

মা তে রাষ্ট্রে যাচনকা ভূবন্মা চাপি দস্যবঃ।
এষাং দাতার এবৈতে নৈতে ভূতস্য ভাবকাঃ ॥ ২৪

যে ভূতান্যনুগৃহ্নন্তি বর্দ্ধয়ন্তি চ যে প্রজাঃ
তে তে রাষ্ট্রেষু বর্তন্তাং মা ভূতানামভাবকাঃ ॥ ২৫

দণ্ড্যাস্তে চ মহারাজ ধনাদানপ্রয়োজকাঃ।
প্রয়োগং কারয়েয়ুস্তান্ যথাবলিকরাস্তথা ২৬

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্।
পুরুষৈঃ কারয়েৎ কর্ম বহুভিঃ কর্মভেদতঃ ॥ ২৭

নরশ্চেৎ কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং চাপ্যনুষ্ঠিতঃ।
সংশয়ং লভতে কিঞ্চিৎ তেন রাজা বিগর্হ্যতে ॥ ২৮

ধনিনঃ পূজয়েন্নিত্যং পানাচ্ছাদনভোজনৈঃ।
বক্তব্যাশ্চানুগৃহ্নীধ্বং প্রজাঃ সহ ময়েতি বৈ ॥ ২৯

অঙ্গমেতন্মহদ্ রাজ্যে ধনিনো নাম ভারত।
ককুদং সর্বভূতানাং ধনস্থো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০

প্রাজ্ঞঃ শূরো ধনস্থশ্চ স্বামী ধার্মিক এব চ।
তপস্বী সত্যবাদী চ বুদ্ধিমাংশ্চাপি রক্ষতি ॥ ৩১

তস্মাৎ সর্বেষু ভূতেষু প্রীতিমান্ ভব পার্থিব।
সত্যমার্জবমক্রোধমানৃশংস্যঞ্চ পালয় ॥ ৩২

এবং দণ্ডঞ্চ কোশঞ্চ মিত্রং ভূমিঞ্চ লপ্স্যসি।
সত্যার্জবপরো রাজন্ মিত্রকোশবলান্বিতঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কোশসঞ্চয়প্রকারকথনে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮

রাজা এই স্থানগুলিকে সংযত করিয়া রাখিবেন, না হইলে তিনি স্বয়ংও সেই গুলিতে আসক্ত হইয়া সম্পত্তি বিনষ্ট করিতে থাকিবেন, কারণ, কামে অতিশয় আসক্ত মানুষ কোন্ অকার্য্য ত্যাগ করিতে পারে? ২১

মদ্যপান, অভক্ষ্য মাংসভক্ষণ, পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীগমন এবং অবৈধ উপায়ে ধন উপার্জ্জন—মানুষ রাগের বশবর্ত্তী হইয়া এই সব কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং রাজা তখন এইগুলির নিষেধক শাস্ত্র দেখাইবেন ॥ ২২

যাহাদের ধন না থাকিবে, তাহারাই বিপদের সময় পরের নিকট উহা প্রার্থনা করিবে; আবার দাতারাও ভয়ে নহে দয়াবশতই ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে ধন দান করিবেন ॥ ২৩

যুধিষ্ঠির! তোমার রাজ্যে যেন ভিক্ষাকারী বা দস্যুরা থাকে না, কেননা, ইহারা প্রজাদের ধনই কেবল হরণ করে, তাহারা ইহাদের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধক হয় না ॥২৪

যাঁহারা প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং প্রজাদের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই যেন তোমার রাজ্যে বাস করেন। কিন্তু প্রাণিগণের বিনাশকারীরা নহে ॥ ২৫

মহারাজ! যে রাজকর্ম্মচারীরা নির্দ্দিষ্ট কর অপেক্ষা অধিক কর আদায় করে বা করাইয়া থাকে, তুমি তাহাদের দণ্ড বিধান করিবে। পরে প্রজারা যাহাতে সেই নির্দ্দিষ্ট কর দান করে, তাহার জন্য তুমি নূতন লোক নিযুক্ত করিবে ॥ ২৬

কৃষি, গো-পালন, বাণিজ্য এবং অন্য যে কিছু এইরূপ বহু জনহিতকর কর্ম্ম আছে, তাহা বহু লোক দ্বারাই রাজা করাইবেন। না হইলে এই সকল কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥২৭

যদি মানুষ কৃষি, গো-পালন কিংবা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়া দস্যু-তস্করাদি হইতে সংশয় প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতে রাজার নিন্দা হইয়া থাকে ॥ ২৮

রাজা সর্ব্বদা পান, বসন ও ভোজন দ্বারা ধনিগণের সম্মান করিবেন এবং তাঁহাদিগকে বলিবেন যে, 'আপনারা আমার সহিত প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন' ॥ ২৯

ভরতনন্দন! কারণ, এই ধনিগণ রাজ্যের একটা প্রধান অঙ্গ এবং এই ধনবান্ পুরুষ সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই প্রধান, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ৩০

বিদ্বান্, বীর, ধনী, নেতা, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী এবং বুদ্ধিমান্ লোকও রাজার সহায়করূপে রাজ্য রক্ষা করেন ॥ ৩১

রাজন্! অতএব তুমি সমস্ত প্রাণীর উপরেই সন্তুষ্ট থাক এবং সত্য, সরলতা, শান্ততা এবং কোমলতা প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মসকল পালন কর ॥ ৩২

রাজন্! তুমি এইভাবে সত্য ও সরলতাসম্পন্ন এবং মিত্র, কোশ ও শক্তিসমন্বিত হইয়া দমনের শক্তি, বর্দ্ধিত কোশ, মিত্র এবং নূতন নূতন রাজ্য লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কোশসঞ্চয়প্রকারবর্ণন বিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনলবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যস্থ বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

বনস্পতীন্ ভক্ষ্যফলান্ ন চ্ছিন্দ্যুবিষয়ে তব।
ব্রাহ্মণানাং মূলফলং ধর্ম্ম্যমাহুর্মনীষিণঃ॥ ১
ব্রাহ্মণেভ্যোঽতিরিক্তঞ্চ ভুঞ্জীরন্নিতরে জনাঃ।
ন ব্রাহ্মণাপরাধেন হরেদন্যঃ কথঞ্চন॥ ২
বিপ্রশ্চেৎ ত্যাগমাতিষ্ঠেদাত্মার্থে বৃত্তি কর্শিতঃ।
পরিকল্প্যাস্য বৃত্তিং স্যাৎ সদারস্য নরাধিপ॥৩
স চেন্নোপনিবর্ত্তেত বাচ্যো ব্রাহ্মণসংসদি
কস্মিন্নিদানীং মর্য্যাদাময়ং লোকঃ করিষ্যতি॥ ৪
অসংশয়ং নিবর্ত্তেত ন চেদ্ বক্ষ্যত্যতঃ পরম্।
পূর্ব্বং পরোক্ষং কর্তব্যমেতৎ কৌন্তেয় শাশ্বতম্॥ ৫
আহুরেতজ্জনা ব্রহ্মন্ ন চৈতচ্ছ্রদ্দধাম্যহম্।
নিমন্ত্র্যশ্চ ভবেদ্ ভোগৈরবৃত্ত্যা চ তদাচরেৎ॥ ৬
কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং লোকানামিহ জীবনম্।
ঊর্দ্ধ্বং চৈব ত্রয়ী বিদ্যা সা ভূতান্ ভাবয়ত্যুত॥ ৭
তস্যাং প্রবর্তমানায়াং যে স্যুস্তৎপরিপন্থিনঃ।
দস্যবস্তদ্বধায়েহ ব্রহ্মা ক্ষত্রমথাসৃজৎ॥ ৮
শত্রূন্ জয় প্রজা রক্ষ যজস্ব ক্রতুভির্নৃপ।
যুধ্যস্ব সমরে বীরো ভূত্বা কৌরবনন্দন॥ ৯
সংরক্ষ্যান্ পালয়েদ্ রাজা স রাজা রাজসত্তমঃ।
যে কেচিৎ তান্ ন রক্ষন্তি তৈরর্থো নাস্তি কশ্চন॥ ১০
সদৈব রাজ্ঞা যোদ্ধব্যং সর্বলোকাদ্ যুধিষ্ঠির।
তস্মাদ্ধেতোর্হি যুঞ্জীত মনুষ্যানেব মানবঃ॥ ১১

একোননবতিতম অধ্যায়।

(রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।)

ভীষ্ম বলিলেন যে সকল বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করা হয়, সে সকল বৃক্ষ যেন তোমার রাজ্যমধ্যে কেহই ছেদন না করে এবং ব্রাহ্মণদের ফল-মূলও যেন কেহ নষ্ট না করে; ইহাকেই জ্ঞানী পুরুষগণ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন॥ ১

ব্রাহ্মণগণের ভোগের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহাই অন্য লোকে ভোগ করিবে। কিন্তু অন্য লোক ব্রাহ্মণদিগকে বঞ্চনা করিয়া কোন প্রকারেই যেন ভোগ্য বস্তু হরণ করে না॥ ২

নরনাথ! যদি কোনও ব্রাহ্মণ আপন বৃত্তিতে নিজের সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া নিজের ভরণ-পোষণের জন্যই রাজ্য ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে রাজা পরিবার বর্গের সহিত সেই ব্রাহ্মণের বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন॥৩

তাহাতেও যদি সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণসভায় তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, এই মনুষ্যসমাজ এইরূপ হইলে কি ভাবে ব্রাহ্মণদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? ৪

কুন্তীনন্দন! এইরূপ বলিলে নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইবেন, যদি নিবৃত্ত না-ই হন, তবে ইহার পর তাঁহাকে বলিতে হইবে যে, ভগবন্! আপনি পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হউন। ইহা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৫

ব্রাহ্মণ! 'ভোগ্যবস্তু না পাওয়ায় ভোগার্থী হইয়া ব্রাহ্মণ যদি রাজ্য ত্যাগ করিতে থাকেন; তাহা হইলে রাজা ভোগদানের আশ্বাস দিয়া থাকিবার জন্য সেই ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিবেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে না থাকায় জীবিকার্থী হইয়া ব্রাহ্মণ যদি রাজ্য ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে রাজা বৃত্তিদানের আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিবেন' ইহা লোকে বলিয়া থাকে; কিন্তু আমি ইহা বিশ্বাস করি না॥ ৬

এই জগতে কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়। আর বেদবিদ্যা জীবিকানির্ব্বাহের এক শ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা, সেই বেদবিদ্যা মানুষকে উন্নত করে॥ ৭

সেই বেদবিদ্যা প্রচলিত থাকিলে যে সকল দস্যু তা'র বিরোধিতা করিবে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্যই ব্রহ্মা জগতে ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ৮

কৌরবনন্দন নৃপ! অতএব তুমি শত্রুদিগকে জয় কর, প্রজাগণকে রক্ষা কর, নানাবিধ যজ্ঞ কর এবং বীর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ কর॥ ৯

যে রাজা রক্ষণীয় সকল ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, সেই রাজাই রাজশ্রেষ্ঠ, আর যাঁহারা রক্ষণীয় ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না, তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না॥ ১০

যুধিষ্ঠির! রাজা সমস্ত লোকের হিতের জন্য (প্রয়োজন অনুসারে) সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিবেন। সেইহেতু জগতে মানুষ মানুষের সুখ-ভোগের কারণ হইয়া থাকে॥১১

আন্তরেভ্যঃ পরান্ রক্ষন্ পরেভ্যঃ পুনরান্তরান্।
পরান্ পরেভ্যঃ স্বান্ স্বেভ্যঃ সর্বান্ পালয় নিত্যদা ॥১২
আত্মানং সর্বতো রক্ষন্ রাজন্ রক্ষস্ব মেদিনীম্।
আত্মমূলমিদং সর্বমাহুর্বৈ বিদুষো জনাঃ ॥ ১৩
কিং ছিদ্রং কো নু সঙ্গো
মে কিং বাস্ত্যবিনিপাতিতম্।
কুতো মামাশ্রয়েদ্ দোষ ইতি নিত্যং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৪
অতীতদিবসে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
গুপ্তৈশ্চারৈরনুমতৈঃ পৃথিবীমনুসারয়েৎ ॥ ১৫
জানীয়ুর্যদি তে বৃত্তং প্রশংসন্তি ন বা পুনঃ।
কচ্চিদ্ রোচেজ্জনপদে কচ্চিদ্ রাষ্ট্রে চ মে যশঃ ॥ ১৬
ধর্মজ্ঞানাং ধৃতিমতাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্।
রাষ্ট্রে তু যেঽনুজীবন্তি যে তু রাজ্ঞোঽনুজীবিনঃ ॥১৭
অমাত্যানাঞ্চ সর্বেষাং মধ্যস্থানাঞ্চ সর্বশঃ।

যুধিষ্ঠির! তুমি সর্ব্বদা পুত্রাদি অন্তরঙ্গ হইতে অন্যদিগকে, অন্যদের নিকট হইতে পুত্রাদিকে, অন্য হইতে অন্যকে এবং আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে রক্ষা করিতে থাকিয়া সকলকেই রক্ষা কর ॥১২

রাজন্! তুমি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে থাকিয়া পৃথিবীকে রক্ষা কর। কেননা, জ্ঞানী পুরুষগণ বলেন এই সমস্তই আত্মমূলক ॥ ১৩

আমার কি ছিদ্র আছে? কোন্ ব্যসনে আমার আসক্তি জন্মিতেছে? আমার কোন্ শত্রু নিপাতিত হয় নাই এবং কোথা হইতে দোষ আসিয়া আমাকে আশ্রয় করিতেছে? এইরূপ সর্ব্বদাই রাজা চিন্তা করিবেন ॥ ১৪

গত দিবসে আমার যে কার্য্য হইয়া গিয়াছে, লোকে তাহার প্রশংসা করে কি না? রাজা ইহা নিজের অভিমত গুপ্তচর দ্বারা রাজ্যমধ্যে অনুসন্ধান করিবেন ॥ ১৫

যদি প্রজারা আমার বৃত্তান্ত জানে, তবে তাহারা তাঁহার প্রশংসা করে কি না? এবং আমার যশ দেশবাসী ও রাজ্যবাসী ধর্ম্মজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল বীরগণের অভিপ্রেত হইতেছে কিনা? (গুপ্তচর দ্বারা রাজা ইহারও অনুসন্ধান করিবেন) ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির! তোমার রাজ্যমধ্যে যাহারা নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, যাহারা রাজার অনুগ্রহে জীবনধারণ করিতেছে এবং সমস্ত অমাত্য ও সকল উদাসীনের মধ্যে যাহারা তোমার প্রশংসা বা নিন্দা করে, তুমি

যে চ ত্বাভিপ্রশংসেয়ুর্নিন্দেয়ুরথবা পুনঃ ॥ ১৮
একান্তেন হি সর্বেষাং ন শক্যং তাত রোচিতুম্।
মিত্রামিত্রমথো মধ্যং সর্বভূতেষু ভারত ॥ ১৯
যুধিষ্ঠির উবাচ।
তুল্যবাহুবলানাঞ্চ তুল্যানাঞ্চ গুণৈরপি।
কথং স্যাদধিকঃ কশ্চিৎ স চ ভুঞ্জীত মানবান্ ॥ ২০
ভীষ্ম উবাচ।
যচ্চরা হ্যচরানদ্যুরদংষ্ট্রান্ দংষ্ট্রিণস্তথা।
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গান্ ভুজগা ইব ॥ ২১
এতেভ্যশ্চাপ্রমত্তঃ স্যাৎ সদা শত্রোর্যুধিষ্ঠির।
ভারুণ্ডসদৃশা হ্যেতে নিপতন্তি প্রমাদ্যতঃ ॥ ২২
কচ্চিৎ তে বণিজো রাষ্ট্রে নোদ্বিজন্তি করার্দিতাঃ।
ক্রীণন্তো বহুনাল্পেন কান্তারকৃতবিশ্রমাঃ। ২৩
কচ্চিৎ কৃষিকরা রাষ্ট্রং ন জহত্যতিপীড়িতাঃ।
যে বহন্তি ধুরং রাজ্ঞাং তে ভরন্তীতরানপি ॥ ২৪

তাঁহাদের সকলকেই সমাদর করিবে ॥ ১৭-১৮

বৎস ভরতনন্দন! মিত্র, অমিত্র ও মধ্যবর্ত্তী এই সকল লোকের মধ্যে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায় না ॥ ১৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাহাদের বাহুবল সমান এবং যাহারা গুণেও তুল্য, তাহাদের মধ্যে কোন লোক কি করিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া যায়? এবং কি করিয়াই বা সে অন্যান্য লোককে আপন বশে রাখে? ২০

ভীষ্ম বলিলেন—জঙ্গম প্রাণীরা যেমন স্থাবর প্রাণিগণকে, এবং ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণবিষ সর্পগণ যেমন বিষহীন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমন সমান বাহুবল ও সমান গুণশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎ বিশেষ কারণবশতঃই অধিক হইয়া থাকে ॥ ২১

যুধিষ্ঠির! মানুষ শত্রুর ন্যায় এই দন্তধর কুম্ভীর প্রভৃতির নিকটে সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিবে। না হইলে এই সব প্রাণীরা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় অসাবধান লোকের উপরে যাইয়া পতিত হয় ॥ ২২

যাহারা দূরদেশে যাইয়া বহুমূল্যে বা অল্পমূল্যে দ্রব্যসকল ক্রয় করিয়া আসিবার সময় বিশাল বনমধ্যে বিশ্রাম করে, সেই বণিক্‌গণ তোমার রাজ্যে করভারে পীড়িত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে বাস করে না ত? ২৩

যুধিষ্ঠির! যে কৃষকেরা রাজাদের ভার বহন করে, তাহারা

ইতো দত্তেন জীবন্তি দেবাঃ পিতৃগণাস্তথা।
মানুষোরগরক্ষাংসি বয়াংসি পশবস্তথা ॥ ২৫
এষা তে রাষ্ট্রবৃত্তিশ্চ রাজ্ঞাং গুপ্তিশ্চ ভারত।
এতমেবার্থমাশ্রিত্য ভূয়ো বক্ষ্যামি পাণ্ডব ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি রাষ্ট্রগুপ্তৌ একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯

লোকদিগেরও ভরণপোষণ করিয়া থাকে। অতএব এই সব কৃষকেরা করভারে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তোমার রাজ্য পরিত্যাগ করে না ত ? ২৪

এই মর্ত্ত্যলোক হইতে যে সকল হবি ও অন্ন প্রভৃতি দেওয়া হয়, সেই সমস্তেরই দ্বারা দেব ও পিতৃগণ এবং মনুষ্য, নাগ, রাক্ষস, পক্ষী ও পশুগণ জীবনধারণ করেন ॥ ২৫

হে ভারত! এই আমি তোমার নিকটে রাজ্যের অবস্থা ও রাজাদের রক্ষার উপায় বলিলাম, পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির! এই বিষয় লইয়াই আমি পুনরায় তোমাকে আরও কিছু বলিব ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে রাজ্যরক্ষাবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মান্ধাত্রে উতথ্যস্যোপদেশঃ—রাজ্ঞো ধর্ম্মপালনস্যাবশ্যকতা।]

ভীষ্ম উবাচ।
যানঙ্গিরাঃ ক্ষত্রধর্ম্মানুতথ্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
মান্ধাত্রে যৌবনাশ্বায় প্রীতিমানভ্যভাষত ॥ ১
স যথানুশশাসৈনমুতথ্যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
তৎ তে সর্ব্বং প্রবক্ষ্যামি নিখিলেন যুধিষ্ঠির ॥ ২
উতথ্য উবাচ।
ধর্ম্মায় রাজা ভবতি ন কামকরণায় তু।
মান্ধাতরিতি জানীহি রাজা লোকস্য রক্ষিতা ॥ ৩
রাজা চরতি চেদ্ ধর্ম্মং দেবত্বায়ৈব কল্পতে।
স চেদধর্ম্মং চরতি নরকায়ৈব গচ্ছতি ॥ ৪
ধর্ম্মে তিষ্ঠন্তি ভূতানি ধর্ম্মো রাজনি তিষ্ঠতি।
তং রাজা সাধু যঃ শাস্তি স রাজা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৫
রাজা পরমধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মীবান্ ধর্ম্ম উচ্যতে।
দেবাশ্চ গর্হাং গচ্ছন্তি ধর্ম্মো নাস্তীতি চোচ্যতে ॥ ৬
স্বধর্ম্মে বর্ত্তমানানামর্থসিদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে।
তদেব মঙ্গলং লোকঃ সর্ব্বঃ সমনুবর্ত্ততে ॥ ৭

নবতিতম অধ্যায়।

[মান্ধাতাকে উতথ্যের উপদেশ—রাজার পক্ষে ধর্ম্মপালনের আবশ্যকতা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরাপুত্র উতথ্য যুবনাশ্বসুত মান্ধাতাকে প্রীতি সহকারে যে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন—উহা শ্রবণ কর ॥ ১

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মজ্ঞানিগণের মধ্যে প্রধান উতথ্য যে ভাবে সেই উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সব প্রসঙ্গ পূর্ণরূপে তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

উতথ্য বলিলেন,—মান্ধাতঃ! রাজা ধর্ম্মের পালন ও প্রচার করিবার জন্যই উৎপন্ন হন, বিষয়সুখ উপভোগ করিবার জন্য নহে। তোমার ইহা জানা উচিত যে, রাজা সমস্ত জগতের রক্ষক ॥ ৩

যদি রাজা ধর্ম্মাচরণ করেন, তবে তিনি দেবতা হইয়া যান, আর যদি তিনি অধর্ম্মাচরণ করেন, তবে তিনি নরকে গমন করেন ॥ ৪

সমস্ত প্রাণীই ধর্ম্মের আশ্রয়ে অবস্থিত এবং ধর্ম্ম রাজার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যে রাজা উত্তমরূপে ধর্ম্মের পালন এবং ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন, তিনি বহুকাল ধরিয়া এই পৃথিবীর অধিপতি হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৫

অতিশয় ধর্ম্মাত্মা ও ঐশ্বর্য্যশালী রাজাকেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের স্বরূপ বলা হয়। যদি এই ধর্ম্মপালন না করেন, তবে দেবতারাও নিন্দিত হন এবং ধর্ম্ম নাই—ইহা সকলে বলিতে থাকে ॥ ৬

যাঁহারা নিজ ধর্ম্ম পালনে তৎপর থাকেন, তাঁহাদেরই অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। সকল লোকই সেই মঙ্গলময় ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৭

উচ্ছিদ্যতে ধর্ম্মবৃত্তমধর্ম্মো বর্ততে মহান্।
ভয়মাহুর্দিবারাত্রং যদা পাপো ন বার্য্যতে ॥ ৮
মমেদমিতি নৈবৈতৎ সাধূনাং তাত ধর্ম্মতঃ।
ন বৈ ব্যবস্থা ভবতি যদা পাপো ন বার্য্যতে ॥৯
নৈব ভার্য্যা ন পশবো ন ক্ষেত্রং ন নিবেশনম্।
সংদৃশ্যেত মনুষ্যাণাং যদা পাপবলং ভবেৎ ॥ ১০
দেবাঃ পূজাং ন জানন্তি ন স্বধাং পিতরস্তদা।
ন পূজ্যন্তে হ্যতিথয়ো যদা পাপো ন বার্য্যতে ॥ ১১
ন বেদানধিগচ্ছন্তি ব্রতবন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
ন যজ্ঞাংস্তন্বতে বিপ্রা যদা পাপো ন বার্য্যতে ॥ ১২
বৃদ্ধানামিব সত্ত্বানাং মনো ভবতি বিহ্বলম্।
মনুষ্যাণাং মহারাজ যদা পাপো ন বার্য্যতে ॥ ১৩
উভৌ লোকাবভিপ্রেক্ষ্য রাজানমৃষয়ঃ স্বয়ম্।
অসৃজন্ সুমহদ্ ভূতময়ং ধর্ম্মো ভবিষ্যতি ॥ ১৪

যখন পাপকে নিবারণ করা হয় না, তখন জগতে ধর্ম্মময় ব্যবহার নষ্ট হইয়া যায় এবং চারিদিকে অধর্ম্মই অবস্থান করে. ইহাতে প্রজারা দিবারাত্র ভয়ের কথা বলিতে থাকে ॥ ৮

তাত! যদি পাপ প্রবৃত্তিকে নিবারণ করিতে না পারা যায়, তবে 'এই বস্তু আমার' এই কথা সজ্জনদিগের পক্ষে বলা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সেই সময় কোনও ধর্ম্মীয় ব্যবস্থাই থাকিতে পারে না ॥৯

যখন মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবল পাপ চলিতে থাকে, তখন ভার্য্যা, পশু, ক্ষেত্র গৃহাদি বস্তুসকল কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিরই স্থির থাকিতে দেখা যায় না ॥ ১০

যখন পাপকে নিবারণ করা যাইবে না, তখন দেবগণ পূজা জানিতে পারিবেন না এবং পিতৃগণও স্বধা (শ্রাদ্ধ) অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই সময় অতিথিগণও কোন সম্মাদর লাভ করিতে পারিবে না ॥ ১১

যখন পাপকে নিবারণ করা যাইবে না, তখন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনকারী দ্বিজগণ বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবেন এবং ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞকার্য্য করিতে পারিবেন না ॥ ১২

মহারাজ! যখন পাপ নিবারিত হইবে না, তখন বৃদ্ধ প্রাণিগণের ন্যায় যুবক মনুষ্যদেরও মন দুর্বল হইয়া পড়িবে ॥ ১৩

ইহলোক ও পরলোক—এই উভয় লোক লক্ষ্য করিয়াই ঋষিগণ 'রাজা' নামক মহাশক্তিশালী মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইনিই সাক্ষাদ্ ধর্ম্মস্বরূপ হইবেন ॥ ১৪

অতএব যাঁহার মধ্যে ধর্ম্ম বিরাজমান আছেন, তাঁহাকেই

যস্মিন্ ধর্ম্মো বিরাজেত তং রাজানং প্রচক্ষতে।
যস্মিন্ বিলীয়তে ধর্ম্মস্তং দেবা বৃষলং বিদুঃ ॥ ১৫
বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মো যস্তস্য কুরুতে হ্যলম্।
বৃষলং তং বিদুর্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং বিবর্ধয়েৎ ॥ ১৬
ধর্ম্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হ্রীয়তে তস্মাদ্ ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥ ১৭
ধনাৎ স্রবতি ধর্ম্মো হি ধারণাদ্ বেতি নিশ্চয়ঃ।
অকার্য্যাণাং মনুষ্যেন্দ্র স সীমান্তকরঃ স্মৃতঃ ॥১৮
প্রভবার্থং হি ভূতানাং ধর্ম্মঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।
তস্মাৎ প্রবর্তয়েদ্ ধর্ম্মং প্রজানুগ্রহকারণাৎ ॥ ১৯
তস্মাদ্ধি রাজশার্দূল ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠতরঃ স্মৃতঃ।
স রাজা যঃ প্রজাঃ শাস্তি সাধুকৃৎ পুরুষর্ষভ ॥ ২০
কামক্রোধাবনাদৃত্য ধর্মমেবানুপালয়।
ধর্মঃ শ্রেয়স্করতমো রাজ্ঞাং ভরতসত্তম ॥ ২১

'রাজা' বলা হয় এবং যাহার মধ্যে ধর্ম্ম (তপস্যা, সত্য, দয়া ও দান এই চতুষ্পাদপূর্ণ বৃষ) লয় হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই দেবগণ 'বৃষল' (শূদ্র) বলিয়া থাকেন ॥ ১৫

বৃষই হইলেন সাক্ষাদ্ ভগবান্ ধর্ম্ম; যে সেই ধর্ম্মকে 'অলম্' নিষেধ করিয়া থাকে, তাহাকে দেবগণ 'বৃষল' মনে করেন অতএব সকল মানুষই সর্ব্বদা ধর্ম্মের বৃদ্ধিই করিবেন ॥ ১৬

ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে সমস্ত প্রাণীদের অভ্যুদয় হইয়া থাকে এবং তাঁহার হ্রাস হইলে পর সকলেই হ্রাস পাইয়া থাকে; অতএব কোন সময়েই ধর্ম্মের লোপ করিবে না ॥ ১৭

হে নরেন্দ্র! ধন হইতেই ধর্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সকলকেই ধারণ করেন বলিয়াই তিনি 'ধর্ম্ম' নামে নিশ্চিতরূপে কথিত হন। এই ধর্ম্মই অকর্ত্তব্যের (পাপের) সীমার অন্তকারী বলিয়া বর্ণিত হন ॥ ১৮

স্বয়ং বিধাতা প্রাণিগণের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য রাজার কর্ত্তব্য হইল—প্রজাদিগের প্রতি করুণা করিবার জন্য নিজ রাজ্যে ধর্ম্মের প্রচার করা ॥ ১৯

রাজশ্রেষ্ঠ! এই কারণে ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পুরুষপ্রধান! যিনি সদ্ধর্ম্মপালন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে শাসন করেন, তিনিই রাজা ॥ ২০

হে ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! তুমিও কাম এবং ক্রোধকে অবহেলা করত নিরন্তর ধর্ম্ম পালন কর। ধর্ম্মই হইলেন রাজার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণকারী ॥২১

ধর্মস্য ব্রাহ্মণো যোনিস্তস্মাৎ তান্ পূজয়েৎ সদা।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ মান্ধাতঃ কুর্য্যাৎ কামানমৎসরী ॥২২
তেষাং হ্যকামকরণাদ্ রাজ্ঞঃ সঞ্জায়তে ভয়ম্।
মিত্রাণি ন চ বর্ধন্তে তথামিত্রীভবন্ত্যপি ॥ ২৩
ব্রাহ্মণানাং সদাসূয়াদ্ বাল্যাদ্ বৈরোচনো বলিঃ।
অথাস্মাচ্ছ্রীরপাক্রামদ্ যাস্মিন্নাসীৎ প্রতাপিনী ॥ ২৪
ততস্তস্মাদপাক্রম্য সাগচ্ছৎ পাকশাসনম্।
অথ সোঽন্বতপৎ পশ্চাচ্ছ্রিয়ং দৃষ্ট্বা পুরন্দরে ॥ ২৫
এতৎ ফলমসূয়ায়া অভিমানস্য বা বিভো।
তস্মাদ্ বুধ্যস্ব মান্ধাতর্মা ত্বাং জহ্যাৎ প্রতাপিনী ॥ ২৬
দর্পো নাম শ্রিয়ঃ পুত্রো জজ্ঞেঽধর্মাদিতি শ্রুতিঃ।
তেন দেবাসুরা রাজন্ নীতাঃ সুবহবো ব্যয়ম্ ॥ ২৭
রাজর্ষয়শ্চ বহবস্তথা বুধ্যস্ব পার্থিব।
রাজা ভবতি তং জিত্বা দাসস্তেন পরাজিতঃ ॥ ২৮
স যথা দর্পসহিতমধর্মং নানুসেবতে।
তথা বর্তস্ব মান্ধাতশ্চিরং চেৎ স্থাতুমিচ্ছসি ॥ ২৯
মত্তাৎ প্রমত্তাৎ পৌগণ্ডাদুন্মত্তাচ্চ বিশেষতঃ।
তদভ্যাসাদুপাবর্ত সংহিতানাঞ্চ সেবনাৎ ॥ ৩০
নিগৃহীতাদমাত্যাচ্চ স্ত্রীভ্যশ্চৈব বিশেষতঃ।
পর্বতাদ্ বিষমাদ্ দুর্গাদ্ধস্তিনোঽশ্বাৎ সরীসৃপাৎ ॥ ৩১
এতেভ্যো নিত্যযত্তঃ স্যান্নক্তঞ্চর্য্যাঞ্চ বর্জয়েৎ।
অত্যাগং চাভিমানঞ্চ দম্ভং ক্রোধঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৩২
অবিজ্ঞাতাসু চ স্ত্রীষু ক্লীবাসু স্বৈরিণীষু চ।
পরভার্য্যাসু কন্যাসু নাচরেন্মৈথুনং নৃপঃ ॥৩৩
কুলেষু পাপরক্ষাংসি জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাৎ।
অপুমাংসোঽঙ্গহীনাশ্চ স্থূলজিহ্বা বিচেতসঃ ॥৩৪

মান্ধাতঃ! ধর্মের মূল হইলেন ব্রাহ্মণ, সেইজন্য ব্রাহ্মণকে সর্ব্বদা সম্মান করিতে হয়। ব্রাহ্মণদের সকল কামনা বিদ্বেষহীন হইয়া পূর্ণ করা উচিত ॥ ২২

তাঁহাদের কামনা পূর্ণ না হইলে রাজগণের উপর ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজার মিত্রগণের বৃদ্ধি হয় না, পরন্তু শত্রুতাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২৩

বিরোচনপুত্র বলি বাল্যকাল হইতেই সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন, সেইজন্য তাঁহার শত্রুসন্তাপ-দায়িনী রাজলক্ষ্মী তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া ছিলেন ॥ ২৪

বলির নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সেই রাজলক্ষ্মী দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। তারপর ইন্দ্রের নিকটে সেই রাজলক্ষ্মীকে দেখিয়া রাজা বলি পরে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

প্রভো! ইহা অভিমান কিংবা অসূয়ার ফল। মান্ধাতঃ! অতএব তুমি সাবধান হও, যাহাতে তোমারও শত্রুর তাপদায়িনী লক্ষ্মী তোমাকে ছাড়িয়া না যায় ॥ ২৬

রাজন্! সম্পত্তির পুত্র হইল দর্প। এই দর্প অধর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা শ্রুতির বচন! এই দর্প বহু দেবতা, অসুর ও রাজর্ষিগণকে বিনাশ করিয়াছে। ভূপাল! অতএব তুমি এখনও সাবধান হও। যে দর্পকে জয় করিয়াছে, সে রাজা হইতে সমর্থ এবং যে দর্পের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি তাহার দাস হইয়া যায় ॥ ২৭-২৮

মান্ধাতঃ! যদি তুমি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাজসিংহাসনে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এইরূপ আচরণ কর, যাহাতে তোমার দ্বারা দর্প ও অধর্ম্ম সেবিত না হয় ॥ ২৯

মদমত্ত, প্রমত্ত, বালক ও উন্মত্তের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা কর। ইহাদের সম্পর্ক হইতেও দূরে অবস্থান কর এবং যদি ইহারা একসঙ্গে থাকিয়া সেবা করিতে আসে, তবে তাহা হইতেও নিজেকে রক্ষা করিবে ॥ ৩০

যাহাকে একবার বন্দী করা হইয়াছে, সেরূপ মন্ত্রী, বিশেষতঃ প্রিয়তমা স্ত্রীগণ, উচ্চাবচ (উঁচু-নীচু) ও দুর্গম পর্ব্বত এবং হস্তী, অশ্ব ও সর্পগণের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া রাজার অবস্থান করা উচিত। ইহাদের নিকট হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে এবং রাত্রিতে পরিভ্রমণ বর্জন করিবে। কার্পণ্য, অভিমান, দম্ভ এবং ক্রোধও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১-৩২

অপরিচিতা স্ত্রী, বন্ধ্যা স্ত্রী, বেশ্যা স্ত্রী, পরস্ত্রী এবং কুমারী কন্যাগণের সহিত রাজা কখনও মৈথুন করিবে না ॥৩৩

যখন রাজা ধর্মের দিকে অসাবধান থাকেন, তখন বর্ণসঙ্করতা-বশতঃ উত্তম বংশেও পাপী এবং রাক্ষসগণ জন্মগ্রহণ করে। নপুংসক, অন্ধ, মূক (বোবা), বধির ও বুদ্ধিহীন বালকগণের

এতে চান্যে চ জায়ন্তে যদা রাজা প্রমাদ্যতি।
তস্মাদ্ রাজ্ঞা বিশেষেণ বর্তিতব্যং প্রজাহিতে ॥ ৩৫
ক্ষত্রিয়স্য প্রমত্তস্য দোষঃ সঞ্জায়তে মহান্।
অধর্মা সম্প্রবর্দ্ধন্তে প্রজাসঙ্করকারকাঃ ॥ ৩৬
অশীতে বিদ্যতে শীতং শীতে শীতং ন বিদ্যতে।
অবৃষ্টিরতিবৃষ্টিশ্চ ব্যাধিশ্চাপ্যাবিশেৎ প্রজাঃ ॥ ৩৭
নক্ষত্রাণ্যুপতিষ্ঠন্তি গ্রহা ঘোরাস্তথাগতে।
উৎপাতাশ্চাত্র দৃশ্যন্তে বহবো রাজনাশনাঃ ॥ ৩৮
অরক্ষিতাত্মা যো রাজা প্রজাশ্চাপি ন রক্ষতি।

উৎপত্তি হইতে থাকে। ইহারা এবং আরও অন্যান্য বহু কুৎসিত সন্তানগণ জন্মগ্রহণ করে। সেইজন্য সবিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ও সাবধান হইয়া প্রজাগণের হিতসাধনে রাজার তৎপর হওয়া উচিৎ। ৩৪-৩৫

রাজা প্রমাদ (অনবধান) হইতে গুরুতর দোষসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে. তখন বর্ণসঙ্করের জন্মদাতা পাপকর্ম্মসমূহের বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৬

গ্রীষ্মকালে শীত থাকে এবং শীতকালে গ্রীষ্মের প্রাচুর্ভাব হয়। কখনও বৃষ্টিই হয় না সব শুকাইয়া যায়. কখনও আবার অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং প্রজাগণের মধ্যে নানাপ্রকার রোগসকল বিস্তৃত হইয়া পড়ে ॥ ৩৭

আকাশে ভয়ানক গ্রহ এবং ধূমকেতু প্রভৃতি তারাসকল উদিত হয় ও রাষ্ট্রের বিনাশসূচক বহুসংখ্যক উৎপাত দেখা যায় ॥ ৩৮

প্রজাশ্চ তস্য ক্ষীয়ন্তে ততঃ সোঽনুবিনশ্যতি ॥ ৩৯
দ্বাবাদদাতে হ্যেকস্য দ্বয়োঃ সুবহবোঽপরে।
কুমার্য্যঃ সম্প্রলুপ্যন্তে তদাহুর্নৃপদূষণম্ ॥৪০
মমেদমিতি নৈকস্য মনুষ্যেষ্ববতিষ্ঠতি।
ত্যক্ত্বা ধর্মং যদা রাজা প্রমাদমনুতিষ্ঠতি ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি উতথ্যগীতাসু নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

যে রাজা নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন না, সেই রাজা প্রজাদিগকেও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। প্রথমে তাঁহার প্রজারা ক্ষীণ হইয়া যায়, পরে সেই রাজা স্বয়ও নষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৩৯

যখন দুই ব্যক্তি মিলিত হইয়া অন্য কোন এক ব্যক্তির বস্তু কাড়িয়া লয়, বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া দুই জনের বস্তু অপহরণ করে এবং কুমারী কন্যাগণের উপর বলাৎকার করে, সেই সময় এই সব অপরাধের প্রকৃত কারণ রাজাকেই বলা হইয়া থাকে ॥৪০

যখন রাজা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত প্রমাদগ্রস্ত হন, তখন মনুষ্যগণের মধ্যে একজনও নিজের ধনকে 'ইহা আমার ধন' এইরূপ বুঝিয়া স্থির থাকিতে পারে না ॥৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে উতথ্য গীতাবিষয়ক নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[উতথ্যোপদেশে ধর্ম্মাচরণস্য মহত্ত্বস্য রাজধর্ম্মস্য চ বর্ণনম্ ।]

উতথ্য উবাচ।

কালবর্ষী চ পর্জন্যো ধর্মচারী চ পার্থিবঃ।
সম্পদ্ যদেষা ভবতি সা বিভর্তি সুখং প্রজাঃ॥ ১

যো ন জানাতি হর্ত্তুং বা বস্ত্রাণাং রজকো মলম্।
রক্তানাং বা শোধয়িতুং যথা নাস্তি তথৈব সঃ॥ ২

এবমেতদ্ দ্বিজেন্দ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং তথা।
শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণানাং নানাকর্মস্ববস্থিতঃ॥ ৩

কর্ম শূদ্রে কৃষির্বৈশ্যে দণ্ডনীতিশ্চ রাজনি।
ব্রহ্মচর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ সত্যঞ্চাপি দ্বিজাতিষু॥ ৪

তেষাং যঃ ক্ষত্রিয়ো বেদ বস্ত্রাণামিব শোধনম্।
শীলদোষান্ বিনির্হর্তুং স পিতা স প্রজাপতিঃ॥ ৫

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ ভরতর্ষভ।
রাজবৃত্তানি সর্বাণি রাজৈব যুগমুচ্যতে॥ ৬

চাতুর্বর্ণ্যং তথা বেদাশ্চাতুরাশ্রম্যমেব চ।
সর্বং প্রমুহ্যতে হ্যেতদ্ যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥ ৭

অগ্নিস্ত্রেতা ত্রয়ী বিদ্যা যজ্ঞাশ্চ সহদক্ষিণাঃ
সর্ব এব প্রমাদ্যন্তি যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥ ৮

রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজৈব চ বিনাশকঃ।
ধর্মাত্মা যঃ স কর্তা স্যাদধর্মাত্মা বিনাশকঃ॥ ৯

রাজ্ঞো ভার্য্যাশ্চ পুত্রাশ্চ বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
সমেত্য সর্বে শোচন্তি যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥ ১০

হস্তিনোঽশ্বাশ্চ গাবশ্চাপ্যুষ্ট্রাশ্বতরগর্দভাঃ।
অধর্মভূতে নৃপতৌ সর্বে সীদন্তি জন্তবঃ॥ ১১

দুর্বলার্থং বলং সৃষ্টং ধাত্রা মান্ধাতরুচ্যতে।
অবলং তু মহদ্ভূতং যস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥১২

একনবতিতম অধ্যায়।

[উতথ্যের উপদেশে ধর্ম্মাচরণের মহত্ত্ব এবং রাজধর্ম্মের বর্ণন।]

উতথ্য বলিলেন,—রাজন্! রাজা ধর্ম্মের আচরণ করিবে এবং মেঘ যথাকালে বর্ষণ করিবে। এইভাবে যে সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইবে, উহা সুখের সহিত প্রজাবর্গকে ভরণ-পোষণ করিতে থাকে॥ ১

যদি রজক (ধোবা) বস্ত্রসকলের মল (ময়লা) পরিষ্কার করিতে না জানে অথবা রক্তে রঞ্জিত বস্ত্রসমূহ শোধন করিতে ও উজ্জল করিতে না জানে, তবে সেরূপ রজক থাকিয়াও না থাকারই ন্যায় হইয়া যায়॥ ২

এইরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং চতুর্থ শূদ্র বর্ণের মনুষ্য যদি নিজেদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মসকল জানিয়াও সেই সব কর্ম্মে নিরত না হন্, তবে তাঁহাদের থাকা না থাকা উভয়ই সমান॥ ৩

শূদ্রে দ্বিজগণের সেবা, বৈশ্যে কৃষি-ব্যাণিজ্য, রাজা বা ক্ষত্রিয়ে দণ্ডনীতি এবং ব্রাহ্মণে ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, বেদমন্ত্র ও সত্য নিজ নিজ কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ৪

ইহাদের মধ্যে যে ক্ষত্রিয় বস্ত্রের মলশোধনকারী রজকের ন্যায় নিজের চরিত্রদোষকে দূর করতে জানেন, তিনিই প্রজাগণের পিতা এবং তিনিই প্রজাগণের অধিপতি। ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ—এ সমস্তই রাজার আচরণে স্থিত। রাজাই যুগের প্রবর্ত্তক বলিয়া 'যুগ' নামে কথিত হন্॥ ৬

যখন রাজা প্রমত্ত থাকেন, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবেদ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ৭

যখন রাজা প্রমাদে পূর্ণ থাকেন, তখন গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি—এই তিন অগ্নি, ঋক্, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ এবং দাক্ষিণাসহ সমস্ত যজ্ঞও বিকৃত হইয় হইয়া যায়॥ ৮

রাজাই প্রাণিগণের কর্ত্তা (জীবনদাতা) এবং রাজাই তাহাদের বিনাশকারী। যে রাজা ধর্ম্মাত্মা, তিনি প্রাণিগণের জীবনদাতা, আর যিনি পাপাত্মা তিনি তাহাদের বিনাশকর্ত্তা।৯

যখন রাজা প্রমত্ত হন্, তখন তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, বান্ধব ও সুহৃদ্গণ সকলে মিলিত হইয়া শোক করিতে থাকেন॥ ১০

রাজা পাপপরায়ণ হইয়া পড়িলে তাঁহার হস্তী, অশ্ব, গরু, উষ্ট্র, খচ্চর ও গর্দ্দভাদি জন্তুগণ দুঃখ পাইয়া থাকে॥ ১১

মান্ধাতঃ! বিধাতা দুর্ব্বল প্রাণিগণের রক্ষার জন্য বলশালী রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা কথিত হইয়াছে। নির্ব্বল প্রাণিগণের বিশাল সমুদায় রাজার বলেই প্রতিষ্ঠিত থাকে॥ ১২

যচ্চ ভূতং সম্ভজতে যে চ ভূতাস্তদম্বয়াঃ।
অধর্মস্থে হি নৃপতৌ সর্বে শোচন্তি পার্থিব ॥ ১৩
দুর্বলস্য চ যচ্চক্ষুর্মুনেরাশীবিষস্য চ।
অবিষহ্যতমং মন্যে মা স্ম দুর্বলমাসদঃ ॥ ১৪
দুর্বলাংস্তাত বুধ্যেথা নিত্যমেবাবিমানিতান্।
মা ত্বাং দুর্বলচক্ষূংষি প্রদহেয়ুঃ সবান্ধবম্ ॥ ১৫
ন হি দুর্বলদগ্ধস্য কুলে কিঞ্চিৎ প্ররোহতি।
আমূলং নিদ্দহত্যেব মা স্ম দুর্বলমাসদঃ ॥ ১৬
অবলং বৈ বলাচ্ছ্রেয়ো যচ্চাতিবলবদ্ বলম্।
বলস্যাবলদগ্ধস্য ন কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ১৭
বিমানিতো হতঃ ক্রুষ্টস্ত্রাতারং চেন্ন বিন্দতি।
অমানুষকৃতস্তত্র দণ্ডো হন্তি নরাধিপম্ ॥ ১৮
মা স্ম তাত রণে স্থিত্বা ভুঞ্জীথা দুর্বলং জনম্।

ভূপাল! রাজা যে প্রাণিগণকে অন্নাদি দান করত তাহাদের সেবা করেন এবং যে সকল প্রাণী রাজার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে, তাহারা সকলেই রাজা অধর্ম্মপরায়ণ হইলে পর শোক প্রকাশ করিতে থাকে ॥ ১৩

দুর্ব্বল মনুষ্য, মুনি ও বিষধর সর্প—এই সকলের দৃষ্টিকে আমি অত্যন্ত দুঃসহ বলিয়া মনে করি; সেইজন্য তুমি কোন দুর্ব্বল প্রাণীকে অবজ্ঞা করিও না ॥ ১৪

তাত! তুমি দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে সর্ব্বদাই অপমানের পাত্র বলিয়া মনে করিও না, দুর্ব্বল প্রাণিগণের চক্ষু বন্ধু-বান্ধববর্গের সহিত তোমাকে প্রজ্বলিত করিয়া যেন ভস্মীভূত করিয়া না দেয়—সেইজন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে ॥ ১৫

দুর্ব্বল মানুষ যাহাকে নিজের ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করে, তাহার বংশে আর কোন অঙ্কুরই উদ্গত হয় না। সে আদি মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দেয়, অতএব তুমি দুর্ব্বলকে কখনও অপমান করিও না ॥ ১৬

দুর্ব্বল প্রাণী বলবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ; কারণ, যে অত্যন্ত বলবান্ তাহার বল অপেক্ষা দুর্ব্বলের বল অধিক। দুর্ব্বল প্রাণিকর্তৃক ভস্মীভূত বলবান্ প্রাণীর কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ১৭

যদি অপমানিত, হতাহত ও কটুবাক্যে তিরস্কৃত দুর্ব্বল মানুষ রাজাকে নিজের রক্ষকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে সেস্থলে দৈবকর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড রাজাকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ১৮

তাত! তুমি যুদ্ধ করিতে থাকিয়া দুর্ব্বল মানুষের নিকট হইতে কর গ্রহণ করত তাহাকে নিজের উপভোগের বিষয়

মা ত্বাং দুর্বলচক্ষূংষি দহন্ত্বগ্নিরিবাশ্রয়ম্ ॥ ১৯
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রোদতাম্।
তানি পুত্রান্ পশূন্ ঘ্নন্তি তেষাং মিথ্যাভিশংসনাৎ ॥ ২০
যদি নাত্মনি পুত্রেষু ন চেৎ পৌত্রেষু নপ্তৃষু।
ন হি পাপং কৃতং কর্ম সদ্যঃ ফলতি গৌরিব ॥ ২১
যত্রাবলো বধ্যমানস্ত্রাতারং নাধিগচ্ছতি।
মহান্ দৈবকৃতস্তত্র দণ্ডঃ পততি দারুণঃ ॥ ২২
যুক্তা যদা জানপদা ভিক্ষন্তে ব্রাহ্মণা ইব।
অভীক্ষ্ণং ভিক্ষুরূপেণ রাজানং ঘ্নন্তি তাদৃশাঃ ॥ ২৩
রাজ্ঞো যদা জনপদে বহবো রাজপুরুষাঃ।
অনয়েনোপবর্তন্তে তদ্ রাজ্ঞঃ কিল্বিষং মহৎ ॥ ২৪
যদা যুক্ত্যা নয়েদর্থান্ কামাদর্থবশেন বা।
কৃপণং যাচমানানাং তদ্ রাজ্ঞো বৈশসং মহৎ ॥ ২৫

করিবে না। যেরূপ অগ্নি আশ্রয়ভূত কাষ্ঠকে প্রজ্বলিত করে, সেইরূপ দুর্ব্বল প্রাণিগণের চক্ষু তোমাকে যেন দগ্ধ করিয়া না দেয় ॥ ১৯

মিথ্যা অপরাধে অপরাধী করিলে পর ক্রন্দনরত দীন-দুর্ব্বল মনুষ্যগণের নেত্র হইতে যে অশ্রু নির্গত হইয়া থাকে, উহা মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিবার ফলে সেই অপরাধে অপরাধীদিগের পুত্র এবং পশুগণকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ২০

যদি পাপের ফল নিজে ভোগ করিতে না পায় এবং পুত্রও না পায়, তবে উহা পৌত্র ও নাতীদের অবশ্যই করিতে হইবে। যেরূপে ভূমিতে রোপিত বীজ অতিসত্বর ফলদান করে না, সেইরূপ কৃত পাপও তৎক্ষণাৎ ফলদান করে না (সময় আসিলে উহার ফললাভ হইয়া থাকে) । ২১

তিরস্কৃত বা প্রহৃত দুর্ব্বল মনুষ্য যেস্থানে নিজের জন্য কোন রক্ষক না পায়, সেস্থানে তিরস্কারকারী বা প্রহারকারী সেই পাপীর উপর দৈবপ্রদত্ত ভয়ঙ্কর দণ্ড পতিত হইয়া থাকে ॥ ২২

যখন গ্রামের মানুষ একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ভিক্ষুকরূপে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ভিক্ষা করিতে থাকে, তখন এইরূপ সব মানুষ একদিন রাজাকে বিনাশ করিয়া ফেলে ॥ ২৩

যখন রাজার বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী দেশে অন্যায়পূর্ণ ব্যবহার করিতে থাকে, তখন এই মহাপাপ রাজাকেও স্পর্শ করে ॥ ২৪

যদি কোন রাজকীয় কর্ম্মচারী দীনতার সহিত ভিক্ষাকারী প্রজাদিগের সেই প্রার্থনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া স্বেচ্ছায় অথবা

মহান্ বৃক্ষো জায়তে বর্ধতে চ
তং চৈব ভূতানি সমাশ্রয়ন্তি।
যদা বৃক্ষশ্ছিদ্যতে দহ্যতে চ
তদাশ্রয়া অনিকেতা ভবন্তি ॥ ২৬

যদা রাষ্ট্রে ধর্মমগ্র্যং চরন্তি
সংস্কারং বা রাজগুণং ব্রুবাণাঃ।
তৈরেবাধর্মশ্চরিতো ধর্মমোহাৎ
তূর্ণং জহ্যাৎ সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চ ॥ ২৭

যত্র পাপা জ্ঞায়মানাশ্চরন্তি
সতাং কলির্বিন্দতে তত্র রাজ্ঞঃ।
যদা রাজা শাস্তি নরানশিষ্টাং-
স্তদা রাজ্যং বর্ধতে ভূমিপস্য ॥ ২৮

যশ্চামাত্যান্ মানয়িত্বা যথার্থং
মন্ত্রে চ যুদ্ধে চ নৃপো নিযুঞ্জ্যাৎ।
বিবর্ধতে তস্য রাষ্ট্রং নৃপস্য
ভুঙ্‌ক্তে মহীং চাপ্যখিলাং চিরায় ॥২৯

যচ্চাপি সুকৃতং কর্ম বাচং চৈব সুভাষিতাম্।
সমীক্ষ্য পূজয়ন্ রাজা ধর্মং প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্ ॥ ৩০

সংবিভজ্য যদা ভুঙ্‌ক্তে নামাত্যানবমন্যতে।
নিহন্তি বলিনং দৃপ্তং স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩১

ত্রায়তে হি যদা সর্বং বাচা কায়েন কর্মণা।
পুত্রস্যাপি ন মৃষ্যেচ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩২

সংবিভজ্য যদা ভুঙ্‌ক্তে নৃপতির্দুর্বলান্ নরান্।
তদা ভবন্তি বলিনঃ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৩

যদা রক্ষতি রাষ্ট্রাণি যদা দস্যূনপোহতি।
যদা জয়তি সংগ্রামে স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৪

পাপমাচরতো যত্র কর্মণা ব্যাহৃতেন বা।
প্রিয়স্যাপি ন মৃষ্যেত স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥৩৫

ধনের লোভবশতঃ কোন না কোন যুক্তি দেখাইয়া ধনের অপহরণ করিয়া থাকে, তবে উহা রাজার পক্ষে গুরুতর ধ্বংসের কারণ হয় ।। ২৫

যখন কোন এক বিশাল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন বহুসংখ্যক পক্ষী আসিয়া উহার উপর আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর যখন সেই বৃক্ষকে ছেদন করা বা প্রজ্বলিত করা হয়, তখন তাহার উপর বাসকারী সকল প্রাণীই নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে ।। ২৬

যখন রাজ্যমধ্যে অবস্থিত সকল মানুষ রাজার গুণগান করিতে করিতে বৈদিক-সংস্কারসমূহের সহিত উত্তম ধর্ম আচরণ করিতে থাকে, তখন রাজা পাপমুক্ত হন্ এবং যখন এই সব মানুষ ধর্ম-বিষয়ে মোহিত হইয়া পড়ায় অধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে, তখন সেই রাজা অতিসত্বর পুণ্যহীন হইয়া যান ॥ ২৭

যেস্থানে পাপী মানুষ সকলের জ্ঞাত অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকে, সেস্থানে সৎপুরুষগণের দৃষ্টিতে জানা যায় কলিযুগ রাজাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে ; কিন্তু যখন রাজা দুষ্ট মানুষকে দণ্ডদান করেন, তখন তাঁহার রাজ্য সর্ব্বতোভাবে উন্নত হইতে থাকে ॥ ২৮

যে রাজা নিজের মন্ত্রীদিগকে যথার্থভাবে সম্মান করত তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা অথবা যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহার রাজ্য দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তিনি সুদীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২৯

যে রাজা নিজের কর্ম্মচারী অথবা প্রজাদের পুণ্যকর্ম্ম দেখিয়া এবং তাহাদের সুন্দর বাক্য শ্রবণ করত সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মপ্রাপ্ত হন। ৩০

যখন রাজা সকলকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিয়া স্বয়ং বিষয়াদি উপভোগ করেন, মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনাদর করেন না এবং বলদর্পে দর্পিত দুষ্ট পুরুষ বা শত্রুদিগকে বধ করেন, তখন তাঁহার সেই সব কার্য্যকে ধর্ম্ম অর্থাৎ রাজকার্য্য বলা হয় ।। ৩১

যখন রাজা মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা সকলকে রক্ষা করেন এবং পুত্রের অপরাধও ক্ষমা করেন না, তখন সেই রাজার উক্ত আচরণকে 'রাজধর্ম্ম' বলা হয় ।। ৩২

যখন রাজা দুর্ব্বল মনুষ্যদিগকে প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রদান করত পরে স্বয়ং ভোজন করেন, তখন সেই সব দুর্ব্বল মনুষ্য বলবান্ হইয়া যায়। রাজার এই দানকে 'রাজধর্ম্ম' বলা হইয়াছে ।। ৩৩

যখন রাজা সমগ্র রাজ্যকে রক্ষা করেন; যখন দস্যুদিগকে শাসন করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তখন রাজার এই সব কার্য্যকে 'রাজধর্ম্ম' বলিয়া বর্ণনা করা হয় ॥ ৩৪

প্রিয় হইতে প্রিয় ব্যক্তিও যদি কার্য্য বা বাক্যের দ্বারা পাপানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে রাজার কর্ত্তব্য হইল উহাকে ক্ষমা

যদা শারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি ।
ভিনত্তি চ ন মর্য্যাদাং স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৬

যদাঽপ্তদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্যজতে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
কাম-দ্বেষাবনাদৃত্য স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৭

কৃপণানাথ-বৃদ্ধানাং যদাশ্রু পরিমার্জ্জতি ।
হর্ষং সঞ্জনয়ন্ নৃণাং স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৮

বিবর্দ্ধয়তি মিত্রাণি তথারীংশ্চাপি কর্ষতি ।
সম্পূজয়তি সাধূংশ্চ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩৯

সত্যং পালয়তি প্রীত্যা নিত্যং ভূমিং প্রযচ্ছতি ।
পূজয়েদতিথীন্ ভৃত্যান্ স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৪০

নিগ্রহানুগ্রহৌ চোভৌ যত্র স্যাতাং প্রতিষ্ঠিতৌ ।
অস্মিন্ লোকে পরে চৈব রাজা স প্রাপ্নুতে ফলম্ ॥৪১

যমো রাজা ধার্মিকাণাং মান্ধাতঃ পরমেশ্বরঃ ।
সংযচ্ছন্ ভবতি প্রাণানসংযচ্ছংস্তু পাতুকঃ ॥ ৪২

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যান্ সৎকৃত্যানবমন্য চ ।
যদা সম্যক্ প্রগৃহ্ণাতি স রাজ্ঞো ধর্ম উচ্যতে ॥৪৩

যমো যচ্ছতি ভূতানি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ ।
তথা রাজ্ঞানুকর্তব্যং যন্তব্যা বিধিবৎ প্রজাঃ ॥ ৪৪

সহস্রাক্ষেণ রাজা হি সর্বথৈবোপমীয়তে ।
স পশ্যতি চ যং ধর্মং স ধর্মঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৪৫

অপ্রমাদেন শিক্ষেথাঃ ক্ষমাং বুদ্ধিং ধৃতিং মতিম্ ।
ভূতানাং চৈব জিজ্ঞাসা সাধ্বসাধু চ সর্বদা ৪৬

সংগ্রহঃ সর্বভূতানাং দানঞ্চ মধুরং বচঃ ।
পৌরজানপদাশ্চৈব গোপ্তব্যাস্তে যথাসুখম্ ॥ ৪৭

না করা অর্থাৎ তাহাকেও যথাযোগ্য দণ্ডদান করিতে হইবে। রাজার এই যে কর্ত্তব্য, উহাকেই 'রাজধর্ম্ম' বলা হয় ॥ ৩৫

যখন রাজা শরণাগত ব্যক্তিদিগকে বা আশ্রিতদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করেন এবং ধর্ম্মের মর্য্যাদা ভঙ্গ না করেন, তখন ইহাকেও 'রাজধর্ম্ম' বলা হয় ॥ ৩৬

যখন রাজা কামনা দ্বেষকে অনাদর করত প্রভূত দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞসকলের দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজ্ঞ করেন, তখন উহাকে 'রাজধর্ম্ম' বলা হয় ॥ ৩৭

যখন রাজা দীন, অনাথ ও বৃদ্ধদিগের অশ্রুমোচন করেন এবং এইরূপ কার্য্যের দ্বারা সকল লোকের হৃদয়ে হর্ষ উৎপন্ন করেন, তখন তাঁহার এই সদ্ভাবকে 'রাজধর্ম্ম' বলা হয় ॥ ৩৮

যখন রাজা মিত্রগণের বৃদ্ধি করেন, শত্রুদিগকে বিনাশ করেন এবং সৎপুরুষবৃন্দের সমাদর করেন, তখন রাজার সেই কার্য্যকে 'রাজধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় ।। ৩৯

যে রাজা প্রীতিসহকারে সত্যের পালন করেন, প্রতিদিন ভূমিদান করেন এবং অতিথি ও ভরণ-পোষণযোগ্য ব্যক্তিদিগকে সমাদরের সহিত প্রতিপালন করেন, সেই রাজার এই সব কার্য্যকে 'রাজধর্ম্ম' রূপে বর্ণনা করা হয় ।। ৪০

যাঁহার মধ্যে নিগ্রহ (দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করিবার স্বভাব ও অনুগ্রহ, দীন-দুঃখী ও স্বজন পুরুষদের প্রতি দয়া এবং সহানুভূতি) এই উভয়ই প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই রাজা ইহলোক এবং পরলোকে মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকেন । ৪১

মান্ধাতঃ! রাজা দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করেন বলিয়া তাহাদের নিকট যম এবং ধার্ম্মিক পুরুষগণকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট পরমেশ্বররূপে প্রতীত হন। যখন রাজা নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিয়া রাখেন, তখন তিনি রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন এবং যখন তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে সংযত করিতে পারেন না, তখন অধঃপতিত হন ।। ৪২

যখন রাজা ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যকে অবজ্ঞা না করিয়া সমাদরসহকারে যথোচিত আচরণ করত স্বপক্ষে আনয়ন করেন, তখন রাজার সেই কার্য্যকে 'রাজধর্ম্ম' বলা হয় ।। ৪৩

যেরূপ যমরাজ সকল প্রাণীর প্রতি সমানভাবে শাসন করেন, সেইরূপ রাজাও কোনরূপ ভেদভাব না রাখিয়া সমস্ত প্রজার প্রতি বিধি-অনুসারে নিজের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন ।। ৪৪

পুরুষপ্রবর! রাজার উপমা সর্ব্বপ্রকারে সহস্রলোচন ইন্দ্রের সহিতই দেওয়া যায়; অতএব রাজা যে ধর্ম্মকে উত্তমরূপে বুঝিয়া নিশ্চিত করেন, উহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা হয় ।। ৪৫

রাজন্! তুমি সাবধান থাকিয়া ক্ষমা, বিবেক, ধৃতি ও বুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ কর। সমস্ত প্রাণীর শক্তি ও ভাল-মন্দ সদা বুঝিবার জন্য যত্ন কর ।। ৪৬

সমস্ত প্রাণীদিগকে নিজের অনুকূল করিয়া রাখা, নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা এবং মধুর বাক্য বলা একান্ত কর্ত্তব্য। নগর ও গ্রামে অবস্থিত লোকদিগকে তোমার এরূপে রক্ষা করা উচিত, যাহাতে তাহাদের সুখলাভ হইতে পারে ॥ ৪৭

ন হ্যত্বদক্ষো নৃপতিঃ প্রজাঃ শক্নোতি রক্ষিতুম্।
ভারো হি সুমহাংস্তাত রাজ্যং নাম সুদুষ্করম্ ॥ ৪৮
তদ্দণ্ডবিন্নৃপঃ প্রাজ্ঞঃ শূরঃ শক্নোতি রক্ষিতুম্।
ন হি শক্যমদণ্ডেন ক্লীবেনাবুদ্ধিনাপি বা ॥ ৪৯
অভিরূপৈঃ কুলে জাতৈর্দক্ষৈর্ভক্তৈর্বহুশ্রুতৈঃ।
সর্বা বুদ্ধীঃ পরীক্ষেথাস্তাপসাশ্রমিণামপি ॥ ৫০
অতস্ত্বং সর্বভূতানাং ধর্মং বেৎস্যসি বৈ পরম্।
স্বদেশে পরদেশে বা ন তে ধর্মো বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৫১
তস্মাদর্থাচ্চ কামাচ্চ ধর্ম এবোত্তরো ভবেৎ।
অস্মিঁল্লোকে পরে চৈব ধর্মাত্মা সুখমেধতে ॥ ৫২
ত্যজন্তি দারান্ পুত্রাংশ্চ মনুষ্যাঃ পরিপূজিতাঃ।
সংগ্রহশ্চৈব ভূতানাং দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥ ৫৩
অপ্রমাদশ্চ শৌচঞ্চ রাজ্ঞো ভূতিকরং মহৎ।
এতেভ্যশ্চৈব মান্ধাতঃ সততং মা প্রমাদিথাঃ ॥ ৫৪
অপ্রমত্তো ভবেদ্ রাজা ছিদ্রদর্শী পরাত্মনোঃ।
নাস্যচ্ছিদ্রং পরঃ পশ্যেচ্ছিদ্রেষু পরমন্বিয়াৎ ॥ ৫৫
এতদ্ বৃত্তং বাসবস্য যমস্য বরুণস্য চ।
রাজর্ষীণাঞ্চ সর্বেষাং তৎ ত্বমপ্যনুপালয় ॥ ৫৬
তৎ কুরুষ্ব মহারাজ বৃত্তং রাজর্ষিসেবিতম্।
আতিষ্ঠ দিব্যং পন্থানমহ্নায় পুরুষর্ষভ ॥ ৫৭
ধর্মবৃত্তং হি রাজানং প্রেত্য চেহ চ ভারত।
দেবর্ষি-পিতৃ-গন্ধর্বাঃ কীর্তয়ন্তি মহৌজসঃ ॥ ৫৮

ভীষ্ম উবাচ।

স এবমুক্তো মান্ধাতা তেনোতথ্যেন ভারত।
কৃতবানবিশঙ্কশ্চ একঃ প্রাপ চ মেদিনীম্ ॥৫৯

তাত! যে রাজা দক্ষ নন, তিনি কখনও প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না; কারণ, রাজ্যসঞ্চালনরূপ অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য এক গুরুতর ভারস্বরূপ ॥ ৪৮

সেই রাজাই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন, যিনি বুদ্ধিমান্, শৌর্য্যশালী বীর এবং দণ্ডদান করিবার নীতি জানেন। যে রাজা দণ্ডদান করিতে পারেন না ও বুদ্ধিহীন, সেই নপুংসক (তুল্য অসমর্থ) রাজা কখনও রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪৯

তুমি রূপবান্, কুলীন, কার্য্যদক্ষ, রাজভক্ত এবং বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ মন্ত্রীদের সহিত অবস্থান করত তাপস ও আশ্রমবাসী মনুষ্যদেরও সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিকে (নানারূপ বিচারশক্তিকে) পরীক্ষা করিবে ॥ ৫০

এইরূপ করিলে পর তোমার সম্পূর্ণ ভূতগণের পরম ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান হইয়া যাইবে; তখন তুমি স্বদেশেই থাক বা পরদেশেই থাক, কখনও তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না ॥ ৫১

এইরূপ বিচার করিলে পর অর্থ ও কাম অপেক্ষা ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ইহা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। ধর্ম্মাত্মা পুরুষ ইহলোক ও পরলোকেও সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫২

যদি মনুষ্যগণকে সম্মান করা যায়, তবে তাহারা সম্মানদাতার হিতের জন্য নিজেদের পুত্র ও ভার্য্যাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সমস্ত প্রাণীকেই নিজের পক্ষে করিয়া রাখা, দান করা, মধুর ভাষণ, প্রমাদ পরিহার করা এবং বাহিরে ও অন্তরে পবিত্র থাকা—এই সমস্ত হইল রাজার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকারী সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। মান্ধাতঃ! তুমি এই বিষয়ে কখনও অনবধান হইও না ॥ ৫৩-৫৪

রাজা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন। তিনি শত্রুর এবং নিজেরও ছিদ্র লক্ষ্য করিবেন। আর এরূপ প্রযত্ন করিয়া চলিবেন, যাহাতে কোনও শত্রু তাঁহার কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে না পায়; কিন্তু শত্রুর ছিদ্র (দুর্ব্বলতা) যদি রাজা জানিতে পারেন, তবে তিনি সেই শত্রুর উপর আক্রমণ করিবেন ॥ ৫৫

ইন্দ্র, যম, বরুণ এবং সমস্ত রাজর্ষিগণেরও এইরূপই চরিত্র। তুমিও ইহা নিরন্তর পালন কর ॥ ৫৬

পুরুষপ্রধান মহারাজ! রাজর্ষিগণকর্তৃক সেবিত সেই আচারকে তুমিও পালন কর এবং অতিসত্বর প্রকাশমান দিব্য মার্গ অবলম্বন কর ॥ ৫৭

ভারত!* মহাতেজস্বী দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব-বৃন্দ ইহলোক ও পরলোকেও ধর্ম্মপরায়ণ রাজার যশোগান করিতে থাকেন ॥ ৫৮

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! উতথ্য এইভাবে উপদেশ দান করিলে পর মান্ধাতা নিঃশঙ্ক হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৯

* উতথ্য রাজা মান্ধাতাকে এই সব উপদেশ করিয়াছিলেন। মান্ধাতা সূর্য্যবংশের নরপতি ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে যদিও 'ভারত' এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ ঠিক হয় নাই, তথাপি এই প্রসঙ্গ ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে তিনি 'ভারত' এই বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভবানপি তথা সম্যঙ্‌ মান্ধাতেব মহীপতে ।
ধর্ম্মং কৃত্বা মহীং রক্ষ স্বর্গে স্থানমবাপ্স্যসি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি উতথ্যগীতাসু একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১

হে নৃপতে! মান্ধাতার ন্যায় তুমিও উত্তমরূপে ধর্ম্মপালন করিতে করিতে এই পৃথিবীকে রক্ষা কর; তাহা হইলে তুমিও স্বর্গে স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে উতথ্যগীতাবিষয়ক একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ধর্ম্মানুসারেণ রাজ্ঞ আচারবিষয়ে রাজ্ঞে বসুমনসে মহর্ষি-বামদেবস্যোপদেশদানম্ ।]

চ।

কথং ধর্ম্মে স্থাতুমিচ্ছন্ রাজা বর্ত্তেত ধার্মিকঃ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
গীতং দৃষ্টার্থতত্ত্বেন বামদেবেন ধীমতা ॥ ২
রাজা বসুমনা নাম জ্ঞানবান্ ধৃতিমান্ শুচিঃ ।
মহর্ষিং পরিপপ্রচ্ছ বামদেবং তপস্বিনম্ ॥ ৩
ধর্ম্মার্থসহিতৈর্বাক্যৈর্ভগবন্ননুশাধি মাম্ ।
যেন বৃত্তেন বৈ তিষ্ঠন্ ন হীয়েয়ং স্বধর্ম্মতঃ ॥ ৪
তমব্রবীদ্ বামদেবস্তেজস্বী তপতাং বরঃ ।
হেমবর্ণং সুখাসীনং যযাতিমিব নাহুষম্ ॥ ৫

বামদেব উবাচ ।

ধর্ম্মমেবানুবর্ত্তস্ব ন ধর্ম্মাদ্ বিদ্যতে পরম্ ।
ধর্ম্মে স্থিতা হি রাজানো জয়ন্তি পৃথিবীমিমাম্ ॥৬
অর্থসিদ্ধেঃ পরং ধর্ম্মং মন্যতে যো মহীপতিঃ ।
বৃদ্ধ্যাঞ্চ কুরুতে বুদ্ধিং স ধর্ম্মেণ বিরাজতে ॥ ৭
অধর্মদর্শী যো রাজা বলাদেব প্রবর্ত্ততে ।
ক্ষিপ্রমেবাপয়াতোঽস্মাদুভৌ প্রথম-মধ্যমৌ ॥ ৮
অসৎপাপিষ্ঠসচিবো বধ্যো লোকস্য ধর্ম্মহা ।
সহৈব পরিবারেণ ক্ষিপ্রমেবাবসীদতি ॥ ৯

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

[ধর্ম্মানুসারে রাজার আচার বিষয়ে রাজা বসুমনাকে মহর্ষি বামদেবের উপদেশ দান ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! ধর্ম্মাত্মা রাজা যদি ধর্ম্মে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাঁহার কিরূপ আচরণ-করা উচিত? ইহা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই বিষয়ে সজ্জনগণ তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা বামদেব কর্ত্তৃক কথিত উপদেশরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

বসুমনা নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা জ্ঞানবান্ ও পবিত্র আচার-পরায়ণ ছিলেন। তিনি একদিন তপস্বী মহর্ষি বামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

ভগবন্! আমি কিরূপ আচরণ পালন করিয়া যাইব, যাহাতে আমি কখনও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইব না? আপনি স্বীয় অর্থ ও ধর্ম্মযুক্ত বাক্যের দ্বারা আমাকে সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন ॥ ৪

তখন তাপসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বী মহর্ষি বামদেব নহুষপুত্র যযাতির ন্যায় সুখে উপবিষ্ট সুবর্ণসদৃশ কান্তিমান্ রাজা বসুমনাকে বলিলেন ॥ ৫

বামদেব বলিলেন,—রাজন্! তুমি ধর্ম্মেরই অনুসরণ কর। ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুই নাই; কারণ, ধর্ম্মে অবস্থিত রাজা এই সমগ্র ধরণীকে জয় করিতে পারেন ॥ ৬

যে নৃপতি ধর্ম্মকে অর্থসিদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারই বৃদ্ধিতে নিজের মন ও বুদ্ধিকে অভিনিবিষ্ট করিয়া থাকেন, তিনি ধর্ম্মবশতঃ অতিশয় শোভা প্রাপ্ত হন ॥ ৭

ইহার বিপরীত যে রাজা অধর্ম্মের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলপূর্ব্বক তাহাতেই প্রবৃত্ত হন। তাঁহাকে ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয় পুরুষার্থই সত্বর পরিত্যাগ করিয়া যায় ॥ ৮

যে রাজা দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ মন্ত্রিগণের সহায়তায় ধর্ম্মের হানি

অর্থানামননুষ্ঠাতা কামচারী বিকত্থনঃ।
অপি সর্বাং মহীং লব্ধ্বা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১০
অথাদদানঃ কল্যাণমনসূয়ুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বর্দ্ধতে মতিমান্ রাজা স্রোতোভিরিব সাগরঃ ॥ ১১
ন পূর্ণোঽস্মীতি মন্যেত ধর্মতঃ কামতোঽর্থতঃ।
বুদ্ধিতো মিত্রতশ্চাপি সততং বসুধাধিপঃ ॥ ১২
এতেষ্বেব হি সর্বেষু লোকযাত্রা প্রতিষ্ঠিতা।
এতানি শৃণ্বঁল্লভতে যশঃ কীর্তিং শ্রিয়ং প্রজাঃ ॥ ১৩
এবং যো ধর্মসংরম্ভী ধর্মার্থপরিচিন্তকঃ।
অর্থান্ সমীক্ষ্য ভজতে স ধ্রুবং মহদশ্নুতে ॥ ১৪
অদাতা হ্যনতিস্নেহো দণ্ডেনাবর্তয়ন্ প্রজাঃ।
সাহসপ্রকৃতী রাজা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১৫
অথ পাপকৃতং বুদ্ধ্যা ন চ পশ্যত্যবুদ্ধিমান্।
অকীর্ত্যাভিসমাযুক্তো ভূয়ো নরকমশ্নুতে ॥ ১৬
অথ মানয়িতুর্দাতুঃ শ্লক্ষ্ণস্য বশবর্ত্তিনঃ।
ব্যসনং স্বমিবোৎপন্নং বিজিঘাংসন্তি মানবাঃ ॥ ১৭
যস্য নাস্তি গুরুর্ধর্মে ন চান্যানপি পৃচ্ছতি।
সুখতন্ত্রোঽর্থলাভেষু ন চিরং সুখমশ্নুতে ॥ ১৮
গুরুপ্রধানো ধর্মেষু স্বয়মর্থানবেক্ষিতা।
ধর্মপ্রধানো লাভেষু স চিরং সুখমশ্নুতে ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বামদেবগীতাসু দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২

করেন, সেই রাজা অন্যের বধ্য হন এবং স্বীয় পরিবারের সহিত অতি সত্বর সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ৯

যে রাজা অর্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন না এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বাক্য বলিতে থাকেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও শীঘ্রই বিনষ্ট হন ॥ ১০

কিন্তু যে রাজা কল্যাণকারী গুণসকল গ্রহণ করেন, অনিন্দুক, জিতেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিমান্, তিনি সেইরূপ বৃদ্ধিলাভ করেন, যেরূপ নদীসকলের প্রবাহে সমুদ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ১১

রাজার কর্ত্তব্য হইল—সর্ব্বদা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বুদ্ধি ও মিত্র-সকলে সম্পন্ন হইয়াও কখনও নিজেকে পূর্ণ বলিয়া মনে না করা সর্ব্বদা এই সকলের সংগ্রহ বৃদ্ধি করা ॥ ১২

রাজার জীবনযাত্রা এই সবেরই উপর অবলম্বিত। এই সব বিষয় শ্রবণ ও গ্রহণ করিলে রাজার যশ, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী ও প্রজাসকলের প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩

যে ব্যক্তি এইরূপে ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করেন এবং অর্থ বিষয়ে উত্তমরূপে বিচার বিবেচনা করিয়া উহার সেবা করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহৎ ফল লাভে সমর্থ হন ॥ ১৪

যে রাজা দুঃসাহসী, দান করেন না, স্নেহশূন্য এবং দণ্ডের দ্বারা প্রজাগণকে বারবার উৎপীড়িত করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥ ১৫

যে বুদ্ধিহীন রাজা পাপ করিয়াও নিজের বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে পাপী বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তিনি এ জগতে অপযশে কলঙ্কিত হইয়া পরলোকে নরক ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৬

যিনি সকলকেই মান্য করেন, দানী, স্নেহযুক্ত এবং অপরের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার উপর যদি কোন সঙ্কট পতিত হয়, তবে সকল মানুষই সেই সঙ্কটকে নিজের সঙ্কট বলিয়া মনে করত উহার মোচনের চেষ্টা করেন ॥ ১৭

যাহার ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদান করিবার কোনই গুরু নাই এবং যে ব্যক্তি অপর কাহারও নিকটে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না এবং ধনলাভ হইলে কেবল সুখভোগেই আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সুখ ভোগ হয় না ॥ ১৮

যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে গুরুকেই প্রধান মনে করিয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলেন, যিনি অর্থসম্বন্ধীয় সমগ্র কার্য্য স্বয়ংই পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং সর্ব্বপ্রকার লাভে ধর্ম্মকেই প্রধান লাভ বলিয়া মনে করেন, তিনি বহুকাল ধরিয়া সুখভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বামদেবগীতাবিষয়ক দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[মহর্ষি-বামদেবেন রাজোচিত-ব্যবহারাণাং বর্ণনম্ ।]

বামদেব উবাচ ।

যত্রাধর্মং প্রণয়তে দুর্বলে বলবত্তরঃ ।
তাং বৃত্তিমুপজীবন্তি যে ভবন্তি তদন্বয়াঃ ॥ ১
রাজানমনুবর্তন্তে তং পাপাভিপ্রবর্তকম্ ।
অবিনীত-মনুষ্যং তৎ ক্ষিপ্রং রাষ্ট্রং বিনশ্যতি ॥ ২
যদ্ বৃত্তমুপজীবন্তি প্রকৃতিস্থস্য মানবাঃ ।
তদেব বিষমস্থস্য স্বজনোঽপি ন মৃষ্যতে ॥ ৩
সাহসপ্রকৃতির্যত্র কিঞ্চিদুল্বণমাচরেৎ ।
অশাস্ত্রলক্ষণো রাজা ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ৪
যোঽত্যন্তাচরিতাং বৃত্তিং ক্ষত্রিয়ো নানুবর্ততে ।
জিতানামজিতানাঞ্চ ক্ষত্রধর্মাদপৈতি সঃ ॥ ৫
দ্বিষন্তং কৃতকল্যাণং গৃহীত্বা নৃপতিং রণে ।
যো ন মানয়তে দ্বেষাৎ ক্ষত্রধর্মাদপৈতি সঃ ॥ ৬
শক্তঃ স্যাৎ সুসুখো রাজা কুর্য্যাৎ করণমাপদি ।
প্রিয়ো ভবতি ভূতানাং ন চ বিভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ ॥৭
অপ্রিয়ং যস্য কুর্বীত ভূয়স্তস্য প্রিয়ং চরেৎ ।
নচিরেণ প্রিয়ঃ স স্যাদ্ যোঽপ্রিয়ঃ প্রিয়মাচরেৎ ॥ ৮
মৃষাবাদং পরিহরেৎ কুর্য্যাৎ প্রিয়মযাচিতঃ ।
ন কামান্ন চ সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ ধর্মমুৎসৃজেৎ ॥ ৯
(অমায়য়ৈব বর্তেত ন চ সত্যং ত্যজেদ্ বুধঃ ।
দমং ধর্মঞ্চ শীলঞ্চ ক্ষত্রধর্মং প্রজাহিতম্ ॥)
নাপত্রপেত প্রশ্নেষু নাবিভাব্যাং গিরং সৃজেৎ ।
ন ত্বরেত ন চাসূয়েৎ তথা সংগৃহ্যতে পরঃ ॥ ১০

ত্রিনবতিতম অধ্যায় ।

[মহর্ষি বামদেব কর্তৃক রাজোচিত ব্যবহারসকলের বর্ণন ।]

বামদেব বলিলেন,—রাজন্ ! যে রাজ্যে অত্যন্ত বলশালী রাজা দুর্ব্বল প্রজাদের উপর অধর্ম বা অত্যাচার করিতে থাকেন, সেস্থানে তাঁহার অনুচরগণও সেই কার্য্যকেই নিজেদের জীবিকার সাধনরূপে গ্রহণ করে ॥ ১

তাহারা সেই পাপপ্রবর্ত্তক রাজারই অনুসরণ করিয়া চলে ; অতএব উদ্ধত পুরুষগণে পূর্ণ সেই রাষ্ট্র অতি সত্বর বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২

উত্তম অবস্থায় অবস্থানের সময় মানুষের যে ব্যবহারকে অন্য মানুষগণও আশ্রয় করে, সঙ্কটে পতিত হইলে পর তাহার সেই ব্যবহারকে স্বজনও সহ্য করিতে পারে না ॥ ৩

দুঃসাহসপ্রকৃতি যে রাজা যেস্থানে যাহা কিছু ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন, ইহাতে সেস্থানে শাস্ত্রোক্ত মর্যাদালঙ্ঘনকারী সেই রাজা অতি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হন ॥৪

যে ক্ষত্রিয় রাজা রাজ্যে অবস্থিত বিজিত ও অবিজিত মনুষ্যগণের অত্যন্ত আচরণের দ্বারা আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তন করেন না (অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ পরম্পরাগত আচার-বিচার পালন করিতে দেন না), সেই ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন ॥ ৫

যদি কোন রাজা পূর্ব্বে উপকার করিয়াছেন এবং পরে কোন কারণবশতঃ বর্ত্তমানকালে দ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে সেই যে ভূপতি তাঁহাকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া দ্বেষবশতঃ তাঁহার সম্মান করেন না, তিনিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হন ॥ ৬

রাজা যদি সমর্থ হন, তবে উত্তম সুখ অনুভব করিবেন ও করাইবেন এবং বিপদে পতিত হইলে উহার নিবারণে যত্নবান্ হইবেন। এরূপ করিলে তিনি সকল প্রাণীরই প্রিয় হইয়া উঠিবেন এবং রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না ॥ ৭

রাজার কর্ত্তব্য হইল—যদি তিনি কখনও কাহারও অপ্রিয় করেন, তবে পরে তাহার প্রিয় কার্য্যও করিবেন। এইভাবে অপ্রিয় পুরুষও প্রিয় কার্য্য করিতে থাকেন, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি প্রিয় হইয়া উঠিবেন ॥ ৮

মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করিবে, কোনরূপ যাচ্ঞা বা প্রার্থনা না করিলেও অপরের প্রিয় কার্য্য করিবে। কোনও কামনাবশতঃ, ক্রোধ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও ধর্ম্মত্যাগ করিবে না ॥ ৯

(বিদ্বান্ রাজা ছল-কপটতা পরিত্যাগ করত আচরণ করিয়া যাইবেন। কখনও সত্য পরিত্যাগ করিবেন না। ইন্দ্রিয়-সংযম, ধর্ম্মাচরণ, সুশীলতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও প্রজার হিত কখনও পরিহার করিবেন না।) যদি কেহ কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার উত্তর দান করিতে সঙ্কোচবোধ করিবেন না। কোন কিছু না ভাবিয়া কথা বলিবেন না, কোনও কার্য্যে সত্বরতা

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ।
ন তপ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু প্রজাহিতমনুস্মরন্ ॥ ১১
যঃ প্রিয়ং কুরুতে নিত্যং গুণতো বসুধাধিপঃ।
তস্য কর্মাণি সিধ্যন্তি ন চ সন্ত্যজ্যতে শ্রিয়া ॥ ১২
নিবৃত্তং প্রতিকূলেষু বর্তমানমনুপ্রিয়ে।
ভক্তং ভজেত নৃপতিঃ সদৈব সুসমাহিতঃ ॥ ১৩
অপ্রকীর্ণেন্দ্রিয়গ্রামমত্যন্তানুগতং শুচিম্।
শক্তং চৈবানুরক্তঞ্চ যুঞ্জ্যান্মহতি কর্মণি ॥ ১৪
এবমেতৈর্গুণৈর্যুক্তো যোঽনুরজ্যতি ভূমিপম্।
ভর্তুরর্থেষ্বপ্রমত্তং নিযুঞ্জ্যাদর্থকর্মণি ॥ ১৫
মূঢ়মৈন্দ্রিয়কং লুব্ধমনার্যাচরিতং শঠম্।
অনতীতোপধং হিংস্রং দুর্বুদ্ধিমবহুশ্রুতম্ ॥ ১৬
ত্যক্তোদাত্তং মদ্যরতং দ্যূতস্ত্রীমৃগয়াপরম্।
কার্যে মহতি যুঞ্জানো হীয়তে নৃপতিঃ শ্রিয়া ॥ ১৭
রক্ষিতাত্মা চ যো রাজা রক্ষ্যান্ যশ্চানুরক্ষতি।
প্রজাশ্চ তস্য বর্ধন্তে ধ্রুবঞ্চ মহদশ্নুতে ॥ ১৮
যে কেচিদ্ ভূমিপতয়ঃ সর্বাংস্তানন্ববেক্ষয়েৎ।
সুহৃদ্ভিরনভিখ্যাতৈস্তেন রাজা ন রিষ্যতে ॥ ১৯
অপকৃত্য বলস্থস্য দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ।
শ্যেনাভিপাতৈরেতে নিপতন্তি প্রমাদ্যতঃ ॥ ২০
দৃঢ়মূলস্ত্বদুষ্টাত্মা বিদিত্বা বলমাত্মনঃ।
অবলানভিযুঞ্জীত ন তু যে বলবত্তরাঃ ॥ ২১
বিক্রমেণ মহীং লব্ধ্বা প্রজা ধর্মেণ পালয়েৎ।
আহবে নিধনং কুর্যাদ্ রাজা ধর্মপরায়ণঃ ॥২২
মরণান্তমিদং সর্বং নেহ কিঞ্চিদনাময়ম্।
তস্মাদ্ ধর্মে স্থিতো রাজা প্রজা ধর্মেণ পালয়েৎ ॥২৩

করিবেন না এবং কাহারও নিন্দা করিবেন না, এরূপ আচরণ করিলে শত্রুও নিজের বশীভূত হইয়া যাইবে। ১০

যদি নিজের কোন প্রিয় হয়, তবে রাজা অতিশয় হৃষ্ট হইবেন না এবং যদি অপ্রিয় হয়, তবে বিশেষ চিন্তা করিবেন না। যদি আর্থিক সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে প্রজাগণের হিত চিন্তা করিতে করিতে অল্পও সন্তপ্ত হইবেন না ॥ ১১

যে ভূপতি নিজের গুণসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা সকলের প্রিয় করেন, তাঁহার সকল কর্ম্মই সফল হয় এবং ধনসম্পদ কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না ॥ ১২

রাজা সাবধান থাকিয়া সর্ব্বদা নিজের সেবককে নিজের পক্ষে রাখিবেন; যাহাতে সে প্রতিকূল কার্য্যসকল হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং রাজার নিরন্তর প্রিয় করিতে থাকে ॥১৩

জিতেন্দ্রিয়, অত্যন্ত অনুগত, পবিত্রচিত্ত, শক্তিশালী ও অনুরক্ত পুরুষকে মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ১৪

এইরূপ যাহার মধ্যে এই সব গুণসকল বিদ্যমান আছে, যে রাজাকে প্রসন্ন রাখিতে পারে এবং প্রভুর কার্য্য সাধন করিতে সতত সাবধান থাকে, তাহাকে অর্থ আগমবিষয়ক কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ১৫

মূর্খ, ইন্দ্রিয়লোলুপ, লোভী, দুরাচারী, শঠ, কপটাচারী; হিংসুক, দুর্বুদ্ধি, বহু শাস্ত্রের জ্ঞানশূন্য, উচ্চ ভাবনাহীন, মদ্যপায়ী, অক্ষক্রীড়াপরায়ণ, স্ত্রীলম্পট ও মৃগয়াসক্ত পুরুষকে যে রাজা মহত্ত্বপূর্ণ কার্য্যে নিয়োগ করেন, তিনি লক্ষ্মীহীন হইয়া যান ॥ ১৬-১৭

যে রাজা নিজের দেহ রক্ষা করিয়া রক্ষণীয় পুরুষদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, তাঁহার প্রজারা অভ্যুদয় লাভ করে এবং এই রাজাও নিশ্চয়ই মহৎ ফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১৮

যে রাজা নিজের অপ্রসিদ্ধ সুহৃদ্‌গণের দ্বারা গুপ্তরূপে অন্য ভূপতিগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনি নিজের এই আচরণের দ্বারা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া যান ॥ ১৯

কোন বলবান্ শত্রুর অপকার করিয়া আমি দূরে যাইয়া বাস করিব, এরূপ মনে করত নিশ্চিন্ত হইবেন না; কারণ, যেরূপ বাজপক্ষী দূর হইতে লক্ষ্য বস্তু লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে পতিত হয়, সেইরূপ সেই দূরস্থ শত্রুও অসাবধান অবস্থায় আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২০

রাজা নিজেকে দৃঢ়মূল (স্বীয় রাজধানী সুরক্ষিত) করিয়া, বিরোধী লোকদিগকে দূরে রাখিয়া এবং নিজের শক্তি জানিয়া স্বীয় অপেক্ষা দুর্ব্বল শত্রুর উপর আক্রমণ করিবেন। যে শত্রু নিজের অপেক্ষা প্রবল, তাহাকে আক্রমণ করিবেন না ২১

পরাক্রমের দ্বারা এই পৃথিবীর রাজ্য লাভ করত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন এবং যুদ্ধে শত্রুদিগকে বধ করিবেন ॥ ২২

রাজন্! এই জগতে সকল পদার্থই অন্তে বিনষ্ট হইয়া যায়; এস্থানে কোন বস্তুই নীরোগ ও অবিনাশী নহে। সেইজন্য ধর্ম্মেই অবস্থান করত রাজা প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিবেন ॥ ২৩

রক্ষাধিকরণং যুদ্ধং তথা ধর্মানুশাসনম্ ।
মন্ত্রচিন্তা সুখং কালে পঞ্চভির্বর্ধতে মহী ॥ ২৪
এতানি যস্য গুপ্তানি স রাজা রাজসত্তমঃ ।
সততং বর্তমানোঽত্র রাজা ধত্তে মহীমিমাম্ ॥ ২৫
নৈতান্যেকেন শক্যানি সাতত্যেনানুবীক্ষিতুম্ ।
তেষু সর্বং প্রতিষ্ঠাপ্য রাজা ভুঙ্‌ক্তে চিরং মহীম্ ॥ ২৬
দাতারং সংবিভক্তারং মার্দবোপগতং শুচিম্ ।
অসন্ত্যক্তমনুষ্যঞ্চ তং জনাঃ কুর্বতে নৃপম্ ॥ ২৭
যস্তু নিঃশ্রেয়সং শ্রুত্বা জ্ঞানং তৎ প্রতিপদ্যতে ।
আত্মনো মতমুৎসৃজ্য তং লোকোঽনুবিধীয়তে ॥ ২৮
যোঽর্থকামস্য বচনং প্রাতিকূল্যান্ন মৃষ্যতে ।
শৃণোতি প্রতিকূলানি সর্বদা বিমনা ইব ॥ ২৯

রক্ষার স্থান দুর্গ প্রভৃতি, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন, মন্ত্রচিন্তা এবং যথাসময়ে সকলকে সুখ প্রদান করা—এই পাচটির দ্বারা রাজ্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৪

যাঁহার এই সব বিষয় গুপ্ত বা সুরক্ষিত থাকে, সেই রাজা সমস্ত রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। ইহাদের পালনে সর্ব্বদা নিরত নরপতিই এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারেন ॥ ২৫

একই পুরুষ সব বিষয়ের উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হয় না, সেইজন্য এই সমস্তের ভার সুযোগ্য অধিকারিগণের উপর সমর্পণ করিয়া রাজা দীর্ঘকাল এই ভূতলের রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হন ॥ ২৬

যে ব্যক্তি দাতা, সকলকে আবশ্যক সব কিছু বস্তু বিভাগ করিয়া বিতরণ করেন, মৃদুলস্বভাব, শুদ্ধাচারী এবং কোন মানুষকে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাকেই সকলে 'রাজা' করিয়া থাকে ॥ ২৭

যিনি কল্যাণকারী উপদেশ শ্রবণ করত স্বীয় মতের আগ্রহ পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানাহরণ করেন, সকল লোকে তাঁহারই অনুগামী হইয়া থাকে ॥ ২৮

যে ব্যক্তি মনের প্রতিকূল হওয়ায় নিজেরই প্রয়োজন সম্পন্ন করিতে অভিলাষী সুহৃদের বাক্য সহ্য করিতে পারে না এবং নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির বিপরীত বাক্যও শুনিয়া থাকে, সর্ব্বদা বিমনা হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ শিষ্ট পুরুষগণের আচরিত ব্যবহার সতত আচরণ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং পরাজিত বা

অগ্রাম্যচরিতাং বুদ্ধিং যো ন সেবেত নিত্যদা ।
জিতানামজিতানাঞ্চ ক্ষত্রধর্মাদপৈতি সঃ ॥ ৩০
নিগৃহীতাদমাত্যাচ্চ স্ত্রীভ্যশ্চৈব বিশেষতঃ ।
পর্বতাদ্ বিষমাদ্ দুর্গাদ্ধস্তিনোঽশ্বাৎ সরীসৃপাৎ ।
এতেভ্যো নিত্যযুক্তঃ সন্ রক্ষেদাত্মানমেব তু ॥ ৩১
মুখ্যানমাত্যান্ যো হিত্বা নিহীনান্ কুরুতে প্রিয়ান্
স বৈ ব্যসনমাসাদ্য গাধমার্তো ন বিন্দতি ॥ ৩২
যঃ কল্যাণগুণান্ জ্ঞাতীন্ প্রদ্বেষান্নো বুভূষতি ।
অদৃঢ়াত্মা দৃঢ়ক্রোধঃ স মৃত্যোর্বসতেঽন্তিকে ॥ ৩৩
অথ যো গুণসম্পন্নান্ হৃদয়স্যাপ্রিয়ানপি ।
প্রিয়েণ কুরুতে বশ্যাংশ্চিরং যশসি তিষ্ঠতি ॥ ৩৪
নাকালে প্রণয়েদর্থান্নাপ্রিয়ে জাতু সংজ্বরেৎ ।
প্রিয়ে নাতিভৃশং তুষ্যেদ্ যুজ্যেতারোগ্যকর্মণি ॥ ৩৫

অপরাজিত ব্যক্তিদিগকে তাহাদের পরম্পরাগত আচারকে পালন করিতে দেয় না, সেই ব্যক্তি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় ॥ ২৯-৩০

যাহাকে কোন সময়ে বন্দী করা হইয়াছিল, এরূপ মন্ত্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ, বিষম পর্ব্বত, দুর্গম স্থান, হস্তী, অশ্ব ও সর্পগণ হইতে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া রাজা নিজেকে রক্ষা করিবেন ॥ ৩১

যিনি প্রধান মন্ত্রীদিগকে ত্যাগ করত নিম্নশ্রেণীর মন্ত্রিগণকে নিজের প্রিয় করিয়া থাকেন, তিনি সঙ্কটের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে পতিত ও পীড়িত হইয়া নিজের কোন আশ্রয় পান না ॥ ৩২

যে ব্যক্তি দ্বেষবশতঃ কল্যাণকারী গুণযুক্ত নিজের সজাতীয় বন্ধুবর্গকে এবং জ্ঞাতিবর্গকে সম্মান করে না, যাহার চিত্ত চঞ্চল ও যে ব্যক্তি ক্রোধকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রাখে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা মৃত্যুর নিকটে বাস করে ॥ ৩৩

যে রাজা মনের প্রিয় না হইলেও গুণবান্ সজ্জনগণকে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখেন, তিনি দীর্ঘকাল যশস্বী হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৩৪

রাজার কর্ত্তব্য ইহা—তিনি অসময়ে করের সাহায্যে ধন সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন না। কোন অপ্রিয় কার্য্য হইয়া যাইলে কখনও চিন্তাক্লিষ্ট হইবেন না এবং কোন প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িবেন না। সর্ব্বদা দেহকে নীরোগ করিয়া রাখিবার কার্য্যে তৎপর থাকিবেন ॥ ৩৫

কে বাহনুরক্তা রাজানঃ কে ভয়াৎ সমুপাশ্রিতাঃ।
মধ্যস্থদোষাঃ কে চৈষামিতি নিত্যং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৬
ন জাতু বলবান্ ভূত্বা দুর্বলে বিশ্বসেৎ ক্বচিৎ।
ভারুণ্ডসদৃশা হ্যেতে নিপতন্তি প্রমাদতঃ ॥ ৩৭
অপি সর্বগুণৈর্যুক্তং ভর্তারং প্রিয়বাদিনম্।
অভিদ্রুহ্যতি পাপাত্মা ন তস্মাদ্ বিশ্বসেজ্জনাৎ ৩৮

রাজার সর্ব্বদা এই বিষয়ে চিন্তা রাখা আবশ্যক যে, কোন্ রাজারা আমার অনুরক্ত এবং কাহারা ভীত হইয়া আমার আশ্রয় লইয়াছে? ইহাদের মধ্যে কোন্ জন আবার মধ্যস্থ এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমার শত্রু ৩৬

রাজা স্বয়ং বলবান্ হইয়াও কখনও নিজের দুর্ব্বল শত্রুকে বিশ্বাস করিবেন না; কারণ, সেই শত্রু অসাবধান অবস্থায় বাজপক্ষীর ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসে ॥ ৩৭

এবং রাজোপনিষদং যযাতিঃ স্মাহ নাহুষঃ।
মনুষ্যবিষয়ে যুক্তো হন্তি শত্রূননুত্তমান্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বামদেবগীতাসু ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩

যে পাপাত্মা দুষ্ট নিজের সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বদা প্রিয়ভাষী প্রভুকেও অকারণ দ্রোহ করে, তাহার প্রতি কখনও বিশ্বাস করিবে না ॥ ৩৮

নহুষপুত্র রাজা যযাতি মানুষমাত্রেরই হিতে তৎপর থাকিয়া রাজোপনিষদ বর্ণন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকেন, তিনি শক্তিশালী প্রধান প্রধান শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন। ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বামদেব-গীতাবিষয়ক ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বামদেবোপদেশে রাজ্ঞো রাজস্য চ কল্যাণকর-মার্গস্য বর্ণনম]

বামদেব উবাচ।

অযুদ্ধেনৈব বিজয়ং বর্ধয়েদ্ বসুধাধিপঃ।
জঘন্যমাহুর্বিজয়ং যুদ্ধেন চ নরাধিপ ॥ ১
ন চাপ্যলব্ধং লিপ্সেত মূলে নাতিদৃঢ়ে সতি।
ন হি দুর্বলমূলস্য রাজ্ঞো লাভো বিধীয়তে ॥২
যস্য স্ফীতো জনপদঃ সম্পন্নঃ প্রিয়রাজকঃ।
সন্তুষ্টপুষ্টসচিবো দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥ ৩
যস্য যোধাঃ সুসন্তুষ্টাঃ সান্ত্বিতাঃ সুপধাস্থিতাঃ।
অল্পেনাপি স দণ্ডেন মহীং জয়তি পার্থিবঃ ॥ ৪
(দণ্ডো হি বলবান্ যত্র তত্র সাম প্রযুজ্যতে।
প্রদানং সামপূর্বঞ্চ ভেদমূলং প্রশস্যতে ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[বামদেবের উপদেশে রাজা ও রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর মার্গের বর্ণন।]

বামদেব বলিলেন,—নরেশ্বর! রাজা যুদ্ধ ব্যতীত অন্য যে কোনও উপায়ে প্রথমে নিজের বিজয়-বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন; যুদ্ধের দ্বারা যে বিজয়লাভ হইয়া থাকে, উহা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয় ॥ ১

যদি রাজ্যের মূল (বক্ষ্যমাণ জনপদাদি) সুদৃঢ় না থাকে, তবে রাজার অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং অনধিকৃত দেশসকলের উপর অধিকারের কামনা করা উচিত হইবে না; কারণ, যাহার মূলেই দুর্ব্বলতা, সেই রাজার তাদৃশ লাভ হওয়া সম্ভব নহে ॥ ২

যে রাজার দেশ সমৃদ্ধিশালী, ধনধান্যে সম্পন্ন, রাজার প্রিয় মনুষ্যে পরিপূর্ণ এবং হৃষ্ট-পুষ্ট মন্ত্রিগণে সুশোভিত, সেই ভূপতিকে দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবে ॥ ৩

যাঁহার সৈন্যগণ সন্তুষ্ট, রাজার দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত এবং শত্রুদিগকে প্রতারণা করিতে সমর্থ, সেই ভূপতি অল্প সৈন্যের দ্বারাও পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন্ ॥ ৪

(যেস্থলে শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনী অধিক প্রবল, সেস্থলে প্রথমে সামনীতিরই প্রয়োগ করা উচিত। যদি উহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে শান্তিপূর্ণ ভাবে ধন বা উপহার দানের নীতি গ্রহণ করিতে হয়। এই দান নীতির মূলেও যদি ভেদ নীতির প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়, তবে উহাই উত্তম নীতি বলিয়া ধরা হয়।

ত্রয়াণাং বিফলং কর্ম যদা পশ্যেত ভূমিপঃ।
রন্ধ্রং জ্ঞাত্বা ততো দণ্ডং প্রযুঞ্জীতাবিচারয়ন্ ॥)
পৌরজানপদা যস্য ভূতেষু চ দয়ালবঃ।
সধনা ধান্যবন্তশ্চ দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥ ৫
(রাষ্ট্রকর্মকরা হ্যেতে রাষ্ট্রস্য চ বিরোধিনঃ।
দুর্বিনীতা বিনীতাশ্চ সর্বে সাধ্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥
চাণ্ডালম্লেচ্ছজাত্যাশ্চ পাষণ্ডাশ্চ বিকর্মিণঃ।
বলিনশ্চাশ্রমাশ্চৈব তথা গায়ক-নর্তকাঃ ॥
যস্য রাষ্ট্রে বসন্ত্যেতে ধান্যোপচয়কারিণঃ।
আয়বৃদ্ধৌ সহায়াশ্চ দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥)
প্রতাপকালমধিকং যদা মন্যেত চাত্মনঃ।
তদা লিপ্সেত মেধাবী পরভূমিধনান্যুত ॥৬
ভোগেষ্বদয়মানস্য ভূতেষু চ দয়াবতঃ।
বর্ধতে ত্বরমাণস্য বিষয়ো রক্ষিতাত্মনঃ ॥ ৭
তক্ষেদাত্মানমেবং স বনং পরশুনা যথা।
যঃ সম্যগ্ বর্তমানেষু স্বেষু মিথ্যা প্রবর্ততে ॥ ৮
নৈব দ্বিষন্তো হীয়ন্তে রাজ্ঞো নিত্যমনিঘ্নতঃ।
ক্রোধং নিহন্তুং যো বেদ তস্য দ্বেষ্টা ন বিদ্যতে ॥ ৯
যদার্যজনবিদ্বিষ্টং কর্ম তন্নাচরেদ্ বুধঃ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ ॥ ১০
নৈনমন্যেঽবজানন্তি নাত্মনা পরিতপ্যতে।
কৃত্যশেষেণ যো রাজা সুখান্যনুবুভূষতি ॥ ১১
ইদং বৃত্তং মনুষ্যেষু বর্ততে যো মহীপতিঃ।
উভৌ লোকৌ বিনির্জিত্য বিজয়ে সম্প্রতিষ্ঠতে ॥১

যদি রাজা সাম, দান ও ভেদ—এই তিন নীতির প্রয়োগ করিয়া উহা নিষ্ফল হইতে দেখেন, তবে শত্রুর দুর্ব্বলতার সুযোগ সন্ধান করত মনে অন্য কোন রূপ বিচার বিবেচনা না করিয়াই দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিবেন শত্রুর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন।)

যাঁহার নগর ও জনপদসমূহে অবস্থিত সমস্ত মানুষই সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াপরায়ণ এবং ধন-ধান্য-সম্পন্ন, সেই ভূপাল দৃঢ়মূল বলিয়া কথিত হন্ ॥ ৫

(যে নগর ও জনপদসমূহের অধিবাসী মনুষ্যগণ রাজ্যের কার্য্যসিদ্ধিকারী ও রাজ্যের বিরোধী, দুর্বিনীত এবং বিনীত, তাহাদের সকলকে রাজা নিজের বশে আনিবেন।

চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, শাস্ত্র বিরুদ্ধকর্ম্মকারী, বলবান্, সকল আশ্রমের অধিবাসী, গায়ক এবং নর্ত্তক—এই সকলকে যত্নসহকারে রাজা নিজের বশীভূত করিবেন। যাঁহার রাজ্য-মধ্যে এই সব লোক ধন-ধান্যের বৃদ্ধিকারী ও আয়বৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়া বাস করে, সেই রাজার মূল সুদৃঢ়।)

বুদ্ধিমান্ রাজা যখন নিজের প্রতাপকে প্রকাশিত করিবার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিবেন, তখনই তিনি অপরের রাজ্য ও ধন গ্রহণ করিবার অভিলাষী হইবেন ॥ ৬

যাঁহার বৈভব-ভোগ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যিনি সকল প্রাণীর প্রতিই দয়াবান্, সর্ব্ববিধ কার্য্যে ত্বরাযুক্ত এবং নিজের দেহকে রক্ষা করিবার বিষয়ে সচেষ্ট থাকেন, সেই রাজার রাজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ৭

যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহারপরায়ণ স্বজনগণের প্রতি মিথ্যা ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি তাদৃশ আচরণে কুঠারের দ্বারা ছিন্ন বনের ন্যায় নিজেরই উচ্ছেদ করিতে থাকে ॥ ৮

যদি রাজা কখনও কোন দ্বেষকারীকে দণ্ডদান না করেন, তবে তাহাতে দ্বেষকারীর কোন হানি হয় না, কিন্তু যিনি ক্রোধকে নষ্ট করিবার কৌশল জানেন, তাঁহার কোন দ্বেষকারী থাকে না ॥ ৯

যাহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন, বুদ্ধিমান্ রাজা সেরূপ কর্ম্ম কখনও করিবেন না। তিনি যে কার্য্যকে সকলের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিবেন, সেই কার্য্যে নিজেকেই নিজে নিয়োগ করিবেন ॥ ১০

যে রাজা নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ণ করিয়াই সুখ অনুভব করিতে অভিলাষী হন, তাঁহাকে অপর কেহই অনাদর করে না এবং তিনি নিজেও কখনও সন্তপ্ত হন না ॥ ১১

যে রাজা প্রজাগণের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোক জয় করিয়া বিজয়ে চিরপ্রতিষ্ঠিত হন ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্তো বামদেবেন সর্বং তৎ কৃতবান্ নৃপঃ।
তথা কুর্বংস্ত্বমপ্যেতৌ লোকৌ জেতা ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! মহর্ষি বামদেব এইরূপ উপদেশ দান করিলে পর রাজা বসুমনা সকল কার্য্যই সেইরূপে করিতে লাগিলেন। যদি তুমিও এইরূপ আচরণ কর, তাহা হইলে তুমি ইহলোক ও পরলোক নিঃসন্দেহে জয় করিতে সমর্থ হইবে। ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বামদেবগীতাসু চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বামদেব গীতাবিষয়ক চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিজয়াভিলাষিণো রাজ্ঞো ধর্ম্মানুকূলব্যবহারস্য যুদ্ধনীতেশ্চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ যো বিজিগীষেত ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়ং যুধি।
কস্তস্য বিজয়ে ধর্মো হ্যেতৎ পৃষ্টো বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ

সসহায়োঽসহায়ো বা রাষ্ট্রমাগম্য ভূমিপঃ।
ব্রূয়াদহং বো রাজেতি রক্ষিষ্যামি চ বঃ সদা ॥২
মম ধর্মবলিং দত্ত কিংবা মাং প্রতিপৎস্যথ।
তে চেৎ তমাগতং তত্র বৃণুয়ুঃ কুশলং ভবেৎ ॥ ৩
তে চেদক্ষত্রিয়াঃ সন্তো বিরুধ্যেরন্ কথঞ্চন।
সর্বোপায়ৈর্নিয়ন্তব্যা বিকর্মস্থা নরাধিপ ॥ ৪
অশস্ত্রং ক্ষত্রিয়ং মত্বা শস্ত্রং গৃহ্ণাদ্ যথাপরঃ।
ত্রাণায়াপ্যসমর্থং তং মন্যমানমতীব চ ॥ ৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অথ যঃ ক্ষত্রিয়ো রাজা ক্ষত্রিয়ং প্রত্যুপাব্রজেৎ।
কথং সম্প্রতি যোদ্ধব্যস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৬

ভীষ্ম উবাচ।

নৈবাসন্নদ্ধকবচো যোদ্ধব্যঃ ক্ষত্রিয়ো রণে।
এক একেন বাচ্যশ্চ বিসৃজেতি ক্ষিপামি চ ॥ ৭

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

[বিজয়াভিলাষী রাজার ধর্ম্মানুকূল ব্যবহার এবং যুদ্ধনীতির বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি কোন ক্ষত্রিয় রাজা অপর ক্ষত্রিয় রাজাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁহার নিজের জয়লাভের জন্য কোন্ ধর্ম পালন করা উচিত? আমি ইহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি ইহার উত্তর দান করুন ॥১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! প্রথমে রাজা সহায়কগণের সহিত অথবা বিনা সহায়কেই যাহাকে জয় করিতে ইচ্ছুক হন, তিনি সেই রাজ্যবাসী প্রজাগণকে বলিবেন 'আমি তোমাদের রাজা এবং সর্ব্বদা তোমাদের রক্ষা করিব, আমাকে ধর্ম্মানুসারে কর প্রদান কর অথবা আমার সহিত যুদ্ধ কর।' তিনি এই কথা বলিলেন পর যদি সেই সব প্রজারা সমাগত উক্ত রাজাকে নিজেদের রাজারূপে বরণ করিয়া লয়, তবে সকলের কুশলই হইবে ॥ ২-৩

নরেশ্বর! যদি তাহারা ক্ষত্রিয় না হইয়াও কোনরূপ বিরোধিতা করে, তবে বর্ণের বিপরীত কর্ম্মকারী সেই সব মনুষ্যগণকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ের দ্বারা দমন করিবে ॥ ৪

যদি সেই দেশের ক্ষত্রিয় অস্ত্রহীন হইয়া পড়েন এবং নিজেকে রক্ষা করিতে নিজেই অতিশয় অসমর্থ হন, তবে সেই দেশের ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য বর্ণের মনুষ্যগণও দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন ॥ ৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন, --পিতামহ! যদি কোন ক্ষত্রিয় রাজা অপর কোন ক্ষত্রিয় রাজার উপর আক্রমণ করেন, তাহা হইলে সেই সময় ঐ রাজার সহিত কিভাবে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন ॥ ৬

ভীষ্ম বলিলেন—রাজন্! যে ক্ষত্রিয় যোদ্ধা কবচবন্ধন করেন নাই, তাহার সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা উচিত নয়। যুদ্ধে এক যোদ্ধা অপর এক যোদ্ধাকে বলিবেন, তুমি আমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ কর, আমিও তোমার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিব ॥ ৭

স চেৎ সন্নদ্ধ আগচ্ছেৎ সন্নদ্ধব্যং ততো ভবেৎ ।
স চেৎ সসৈন্য আগচ্ছেৎ সসৈন্যস্তমথাহ্বয়েৎ ॥ ৮
স চেন্নিকৃত্যা যুধ্যেত নিকৃত্যা প্রতিযোধয়েৎ ।
অথ চেদ্ ধর্মতো যুধ্যেদ্ ধর্মেণৈব নিবারয়েৎ ॥ ৯
নাশ্বেন রথিনং যায়াদুদিয়াদ্ রথিনং রথী ।
ব্যসনে ন প্রহর্তব্যং ন ভীতায় জিতায় চ ॥ ১০
ইষুর্লিপ্তো ন কর্ণী স্যাদসতামেতদায়ুধম্ ।
যথার্থমেব যোদ্ধব্যং ন ক্রুধ্যেত জিঘাংসতঃ ॥ ১১
সাধূনাং তু মিথো ভেদাৎ সাধুশ্চেদ্ ব্যসনী ভবেৎ ।
নিষ্প্রাণো নাভিহন্তব্যো নানপত্যঃ কথঞ্চন ॥ ১২
ভগ্নশস্ত্রো বিপন্নশ্চ কৃত্তজ্যো হতবাহনঃ ।
চিকিৎস্যঃ স্যাৎ স্ববিষয়ে প্রাপ্যো বা স্বগৃহে ভবেৎ ॥১৩
নির্ব্রণশ্চ স মোক্তব্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।

যদি সেই যোদ্ধা কবচ বন্ধন করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে স্বয়ংও সেই ক্ষেত্রে কবচ ধারণ করিবে। যদি সেই শত্রু সসৈন্যে আসিয়া থাকে, তবে নিজেও সৈন্যের সহিত আসিয়া শত্রুকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিবে ॥ ৮

যদি সেই শত্রু ছলের দ্বারা যুদ্ধ করে, তবে নিজেও সেই রীতিতেই ছলের দ্বারা যুদ্ধ করিবে। যদি সে ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তবে ধর্ম্মানুসারেই তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ৯

অশ্বের দ্বারা রথী যোদ্ধার উপর আক্রমণ করিবে না। রথীর সহিত রথী হইয়াই যুদ্ধ করিতে হয়। যদি শত্রু কোনরূপ সঙ্কটে পতিত হয়, তবে তাহার উপর প্রহার করিবে না। ভীত ও পরাজিত শত্রুর উপরেও কখনও প্রহার করিতে নাই ॥ ১০

যুদ্ধে বিষলিপ্ত ও কর্ণী বাণের প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ, এই সব অস্ত্র হইল দুষ্টগণের। যথার্থ রীতিতেই যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি যুদ্ধে কাহাকেও বধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে তাহার উপর ক্রোধ করিতে নাই। (কিন্তু যথাযোগ্য তাহার প্রতীকার করিতে মনোনিবেশ করিবে।) ১১

যদি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি হইলে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সঙ্কটে পতিত হয়, তবে তাহার উপর প্রহার করা উচিত নয়। যে যোদ্ধা বলহীন এবং সন্তানহীন, তাহাকে কোনরূপ প্রাণান্তকর আঘাত করিবে না ॥ ১২

যাহার অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে বিপদে পতিত হইয়াছে, যাহার ধনুর গুণ ছিন্ন হইয়াছে এবং যাহার বাহন নিহত হইয়াছে, এরূপ যোদ্ধার উপর প্রহার করা কর্ত্তব্য নহে। এরূপ যোদ্ধা যদি নিজের রাজ্যে বা অধিকারে আসে, তবে তাহার ক্ষতের চিকিৎসা করাইবে অথবা তাহাকে তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিবে ॥ ১৩

তস্মাদ্ ধর্মেণ যোদ্ধব্যমিতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১৪
সৎসু নিত্যঃ সতাং ধর্মস্তমাস্থায় ন নাশয়েৎ ।
যো বৈ জয়ত্যধর্মেণ ক্ষত্রিয়ো ধর্মসঙ্গরঃ ॥ ১৫
আত্মানমাত্মনা হন্তি পাপো নিকৃতিজীবনঃ ।
কর্ম চৈতদসাধূনামসাধুন্ সাধুনা জয়েৎ ॥ ১৬
ধর্মেণ নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্মণা ।
নাধর্মশ্চরিতো রাজন্ সদ্যঃ ফলতি গৌরিব ॥ ১৭
মূলানি চ প্রশাখাশ্চ দহন্ সমধিগচ্ছতি ।
পাপেন কর্মণা বিত্তং লব্ধ্বা পাপঃ প্রহৃষ্যতি ॥১৮
স বর্ধমানঃ স্তেয়েন পাপঃ পাপে প্রসজ্জতি ।
ন ধর্মোঽস্তীতি মন্বানঃ শুচীনবহসন্নিব ॥ ১৯
অশ্রদ্দধানশ্চ ভবেদ্ বিনাশমুপগচ্ছতি ।
সম্বদ্ধো বারুণৈঃ পাশৈরমর্ত্য ইব মন্যতে ॥ ২০

চিকিৎসার পর তাহার ক্ষত সারিয়া গেলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবে —ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করা উচিত, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন ॥ ১৪

সৎপুরুষগণের ধর্ম্ম সৎপুরুষগণের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করত তাঁহাকে নাশ করিবে না। ধর্ম্মযুদ্ধে নিরত যে ক্ষত্রিয় অধর্ম্মের দ্বারা জয়লাভ করে, ছল কপটতার দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী সেই পাপী স্বয়ংই নিজেকে নিজের বিনাশ সাধন করে ॥ ১৫½

এই কর্ম্ম হইল অসদ্গণের। সৎপুরুষের কর্ত্তব্য হইল— দুষ্টগণকেও ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারাই জয় করা। ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয়, কিন্তু পাপ কর্ম্মের দ্বারা জয়লাভ করা উচিত নয় ॥ ১৬½

রাজন্! যেরূপ ভূমিতে রোপিত বীজ তৎক্ষণাৎ ফলদান করে না, সেইরূপ কৃত পাপের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না; কিন্তু যখন সেই পাপ ফল দান করে, তখন মূল ও শাখা সবই দগ্ধ করিয়া দেয় ॥ ১৭½

পাপী মানুষ পাপকর্ম্মের দ্বারা ধন লাভ করত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। এই পাপী চুরি করিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া পাপেই আসক্ত হয় এবং 'ধর্ম্ম নাই' এরূপ মনে করিয়া পবিত্রচিত্ত সৎপুরুষগণকে উপহাস করিতে থাকে। ধর্ম্মে তাহার অল্পও শ্রদ্ধা থাকে না

মহাদৃতিরিবাধ্মাতঃ সুকৃতে নৈব বর্ত্ততে।
ততঃ সমূলো হ্রিয়তে নদীকূলাদিব দ্রুমঃ॥ ২১
অথৈনমভিনিন্দন্তি ভিন্নং কুম্ভমিবাশ্মনি।
তস্মাদ্ ধর্মেণ বিজয়ং কোষং লিপ্সেত ভূমিপঃ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৫

ও পাপেরই দ্বারা সে বিনাশের মুখে আসিয়া পতিত হয়। সে নিজেকে দেবতার ন্যায় অজর অমর মনে করে, কিন্তু সে বরুণের পাশে সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে॥ ১৮-২০

যেরূপ চর্ম্মের বিশাল থলি বায়ুর দ্বারা ফুলিয়া উঠে, সেইরূপ পাপী পাপেরই দ্বারা ফুলিয়া উঠে। সে কখনও পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। তারপর যেরূপ নদীর উভয় তীরে স্থিত বৃক্ষ সে স্থানে সমূলে উৎপাটিত হইয়া নদীতে বহিয়া যায়, সেইরূপ ঐ পাপীও সমূলে নষ্ট হইয়া ধ্বংসের দিকেই চলিয়া যায়॥ ২১

প্রস্তরে পতিত হইয়া ভগ্ন কুম্ভের ন্যায় সে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং সকল লোকেই তাহার নিন্দা করিতে থাকে; অতএব রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি ধর্ম্মানুসারেই ধন ও জয়লাভ করিবার ইচ্ছা করিবেন ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে জয়াভিলাষী রাজার আচরণ-বিষয়ক পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নিশ্ছল-ধর্মযুক্তব্যবহারস্য প্রশংসা।]

ভীষ্ম উবাচ।

নাধর্মেণ মহীং জেতুং লিপ্সেত জগতীপতিঃ।
অধর্মবিজয়ং লব্ধ্বা কো নু মন্যেত ভূমিপঃ॥ ১
অধর্মযুক্তো বিজয়ো হ্যধ্রুবোঽস্বর্গ্য এব চ।
সাদয়ত্যেষ রাজানং মহীঞ্চ ভরতর্ষভ॥ ২
বিশীর্ণকবচং চৈব তবাস্মীতি চ বাদিনম্।
কৃতাঞ্জলিং ন্যস্তশস্ত্রং গৃহীত্বা ন হি হিংসয়েৎ॥
বলেন বিজিতো যশ্চ ন তং যুধ্যেত ভূমিপঃ।
সংবৎসরং বিপ্রণয়েৎ তস্মাজ্জাতঃ পুনর্ভবেৎ॥ ৪
নার্বাক্‌সংবৎসরাৎ কন্যা প্রষ্টব্যা বিক্রমাহৃতা।
এবমেব ধনং সর্বং যচ্চান্যৎ সহসাহৃতম্॥ ৫
ন তু বধ্যধনং তিষ্ঠেৎ পিবেয়ুর্ব্রাহ্মণাঃ পয়ঃ।
যুঞ্জীরন্নপ্যনডুহঃ ক্ষন্তব্যং বা তদা ভবেৎ॥ ৬

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়

[রাজার ছলনাহীন ধর্ম্মযুক্ত ব্যবহারের প্রশংসা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—কোনও ভূপতিই অধর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীকে জয় করিতে ইচ্ছা করিবেন না। অধর্ম্মের দ্বারা জয়লাভ করিয়া কোন্ রাজা সম্মানিত হইতে পারেন? ১

অধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত জয়লাভ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় এবং সেই জয় অস্থায়ী হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! এরূপ জয় রাজা ও রাজ্য উভয়কেই পাতিত করে॥ ২

যাহার কবচ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, যে 'আমি আপনারই' এই কথা বলিতে থাকে, যে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, এরূপ বিপক্ষ যোদ্ধাকে বন্দী করিয়া বধ করিবে না॥ ৩

যাহাকে বলের দ্বারা পরাজিত করা হইয়াছে, তাহার সহিত কখনও রাজা যুদ্ধ করিবেন না। তাহাকে বন্দী করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত অনুকূল থাকিবার শিক্ষা দিবেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম হইবে। সে বিজয়ী রাজার নিকট পুত্রের ন্যায় হইয়া যায় (এই কারণে এক বৎসর পর তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হয়)॥ ৪

যদি রাজা কোন কন্যাকে নিজ পরাক্রমে হরণ করিয়া আনেন, তবে এক বৎসরকাল তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না (এক বৎসরের পর জিজ্ঞাসা করিলে সেই কন্যা যদি অন্য কাহাকেও বরণ করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহাকে রাজা ফিরাইয়া দিবেন)। এইভাবে সহসা ছলের দ্বারা অপহৃত সমস্ত ধন সম্বন্ধেও জানিতে হইবে (উহাও এক বৎসরের পর তাহার প্রভুকে (মালিককে) ফিরাইয়া দেওয়া উচিত)॥ ৫

চোরাদি অপরাধিগণের যদি ধন নেওয়া হয়, তবে উহা নিজের নিকটে রাখিবে না (কোন সার্ব্বজনীন কার্য্যে তাহা ব্যয় করিবে) এবং যদি গরু অপহরণ করিয়া আনা হয়, তবে উহার দুধ স্বয়ং

রাজ্ঞা রাজ্ঞৈব যোদ্ধব্যস্তথা ধর্ম্মো বিধীয়তে।
নান্যো রাজানমভ্যসেদরাজন্যঃ কথঞ্চন ॥ ৭
অনীকয়োঃ সংহতয়োর্যদীয়াদ্ ব্রাহ্মণোঽন্তরা।
শান্তিমিচ্ছন্ উভয়তো ন যোদ্ধব্যং তদা ভবেৎ ॥ ৮
মর্য্যাদাং শাশ্বতীং ভিন্দ্যাদ্ ব্রাহ্মণং যোঽভিলঙ্ঘয়েৎ।
অথ চেল্লঙ্ঘয়েদেব মর্য্যাদাং ক্ষত্রিয়ব্রুবঃ ॥ ৯
অসংখ্যেয়স্তদূর্দ্ধ্বং স্যাদনাদেয়শ্চ সংসদি।
যস্তু ধর্মবিলোপেন মর্য্যাদাভেদনেন চ ॥ ১০
তাং বৃত্তিং নানুবর্ত্তেত বিজিগীষুর্মহীপতিঃ।
ধর্মলব্ধাদ্ধি বিজয়াল্লাভঃ কোঽভ্যধিকো ভবেৎ ॥ ১১
সহসানার্য্যভূতানি ক্ষিপ্রমেব প্রসাদয়েৎ।
সান্ত্বেন ভোগদানেন স রাজ্ঞাং পরমো নয়ঃ ॥১২

পান না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে পান করাইবে। যদি বলীবর্দ্দ (বলদ) গরু হয়, তাহা হইলে উহা ব্রাহ্মণের যানেই (গাড়ীতেই) যোজনা করিবে অথবা এইসব অপহৃত বস্তু বাধনের স্বামী আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার ধন ফিরাইয়া দিবে ॥ ৬

রাজার রাজার সহিতই যুদ্ধ করা উচিত। তাঁহার পক্ষে ইহাই ধর্ম্ম। যে রাজা বা রাজকুমার নহে, তাহারও কোনরূপেই রাজার উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করা উচিত নয় ॥ ৭

উভয় পক্ষের সৈন্যরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িলে যদি সেই সময় উহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ সন্ধি করাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষেরই যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত ॥ ৮

ইহাদের মধ্যে যে কোনও পক্ষ যদি সেই ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পক্ষ অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সনাতন মর্য্যাদাকেই অতিক্রম করে। যদি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিতকারী কোন অধম যোদ্ধা সেই মর্য্যাদাকে লঙ্ঘন করে, তবে তাহার পর তাহাকে আর ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা করা উচিত হইবে না এবং কোন ক্ষত্রিয় সভায় তাহাকে স্থানও দেওয়া উচিত হইবে না ॥ ৯

যদি কেহ ধর্ম্মের লোপ ও মর্য্যাদা ভঙ্গ করত জয়লাভ করে, তবে তাহার সেই আচরণ কোনও জয়াভিলাষী নরপতির অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত জয়লাভ হইতে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কি লাভ আছে? ১০-১১

ভুজ্যমানা হ্যযোগেন স্বরাষ্ট্রাদভিতাপিতাঃ।
অমিত্রাংস্তমুপাসীরন্ ব্যসনৌঘপ্রতীক্ষিণঃ ॥ ১৩
অমিত্রোপগ্রহং চাস্য তে কুর্য্যুঃ ক্ষিপ্রমাপদি।
সন্তুষ্টাঃ সর্বতো রাজন্ রাজব্যসনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৪
নামিত্রো বিনিকর্ত্তব্যো নাতিচ্ছেদ্যঃ কথঞ্চন।
জীবিতং হ্যপ্যতিচ্ছিন্নঃ সন্ত্যজেচ্চ কদাচন ॥ ১৫
অল্পেনাপি সংযুক্তস্তুষ্যত্যেব নরাধিপঃ।
শুদ্ধং জীবিতমেবাপি তাদৃশো বহু মন্যতে ॥ ১৬
যস্য স্ফীতো জনপদঃ সম্পন্নঃ প্রিয়রাজকঃ।
সন্তুষ্টভৃত্যসচিবো দৃঢ়মূলঃ স পার্থিবঃ ॥ ১৭
ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্য্যা যে চান্যে শ্রুতসত্তমাঃ।
পূজার্হাঃ পূজিতা যস্য স বৈ লোকবিদুচ্যতে ॥ ১৮

বিজয়ী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি মধুর বাক্য বলিয়া এবং উপভোগের বস্তু সকল প্রদান করিয়া অনার্য্য ম্লেচ্ছাদি প্রজাদিগকে অতিসত্বর প্রসন্ন করিবেন। ইহাই রাজার সর্ব্বোত্তম নীতি ॥ ১২

যদি এরূপ না করিয়া অনুচিত কঠোরতার দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করা হয়, তবে তাহারা দুঃখিত হইয়া নিজেদের দেশ হইতে চলিয়া যাইবে এবং শত্রু হইয়া বিজয়ী রাজার বিপদের পর বিপদ দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করত অন্য কোন স্থানে অবস্থান করিতে থাকে ॥ ১৩

রাজন্! যখন বিজয়ী রাজার উপর কোন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই রাজার বিপদাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট হইয়া শত্রুর পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৪

শত্রুর সহিত ছলনা করিতে নাই। তাহাকে কোন রূপেই সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ করাও যুক্তিযুক্ত নহে। অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলে পর সে কোন সময়ে নিজের জীবন ত্যাগও করিতে পারে ॥ ১৫

যে রাজা অল্প লাভে সংযুক্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন, এরূপ নরপতি নির্দোষ জীবনকেই অধিক মহত্ত্ব বলিয়া মনে করেন ॥ ১৬

যে রাজার দেশ সমৃদ্ধিশালী, ধন-ধান্যে সম্পন্ন এবং রাজভক্ত, যাঁহার সেবক ও মন্ত্রিগণ সন্তুষ্ট থাকেন, সেই ভূপাল দৃঢ়মূল বলিয়া পরিচিত ॥ ১৭

যে রাজা ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও অন্যান্য পূজাযোগ্য শাস্ত্রজ্ঞগণের সর্ব্বতোভাবে পূজা করেন, সেই রাজাকে লোকগতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া বলা হয় ॥ ১৮

এতেনৈব চ বৃত্তেন মহীং প্রাপ সুরোত্তমঃ।
অনেন চেন্দ্রবিষয়ং বিজিগীষন্তি পার্থিবাঃ॥ ১৯
ভূমিবর্জ্জং ধনং রাজা জিত্বা রাজন্ মহাহবে।
অপি চান্নৌষধীঃ শশ্বদাজহার প্রতর্দনঃ॥ ২০
অগ্নিহোত্রাগ্নিশেষঞ্চ হবির্ভোজনমেব চ।
আজহার দিবোদাসস্ততো বিপ্রকৃতোঽভবৎ ২১
সরাজকানি রাষ্ট্রাণি নাভাগো দক্ষিণাং দদৌ।
অন্যত্র শ্রোত্রিয়স্বাচ্চ তাপসার্থাচ্চ ভারত॥ ২২

এইরূপ আচরণের দ্বারাতেই দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যলাভ করিয়াছেন এবং এইরূপ আচরণেই ভূপতিগণ স্বর্গরাজ্য জয় করিতে সমর্থ হন॥ ১৯

রাজন্! পুরাকালে রাজা প্রতর্দ্দন মহাযুদ্ধে জয়লাভ করত পরাজিত রাজার কেবল ভূমি পরিত্যাগ করত অবশিষ্ট সমস্ত ধন, অন্ন ও ওষধিসমূহ নিজের রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন॥ ২০

রাজা দিবেদাস অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অঙ্গীভূত হবিষ্য এবং ভোজনও আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি তিরস্কৃত হইয়াছিলেন॥ ২১

উচ্চাবচানি বিত্তানি ধর্মজ্ঞানাং যুধিষ্ঠির।
আসন্ রাজ্ঞাং পুরাণানাং সর্বং তন্মম রোচতে॥ ২৩
সর্ববিদ্যাতিরেকেণ জয়মিচ্ছেন্মহীপতিঃ।
ন মায়য়া ন দম্ভেন য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯৬

হে ভারত! রাজা নাভাগ শ্রোত্রিয় ও তাপসগণের ধন পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সম্পূর্ণ রাষ্ট্রকেই দক্ষিণারূপে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়াছিলেন॥ ২২

যুধিষ্ঠির! প্রাচীন ধর্মজ্ঞ রাজাদের নিকট যে সমস্ত নানা প্রকার ধন ছিল, সেই সব আমারও অতিশয় রুচিকর ছিল॥ ২৩

যে রাজার নিজের বৈভব বৃদ্ধির ইচ্ছা আছে, তিনি সমস্ত বিদ্যার উৎকর্ষের দ্বারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী হইবেন, দম্ভ বা মায়ার দ্বারা নহে॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণবিষয়ক ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ

[বীরবর-ক্ষত্রিয়াণাং কর্তব্যস্য, তেষামাত্মশুদ্ধেঃ, সদ্‌-গতেশ্চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্ষত্রধর্মাদ্ধি পাপীয়ান্ন ধর্মোঽস্তি নরাধিপ।
অপযানেন যুদ্ধেন রাজা হন্তি মহাজনম্ ॥ ১
অথ স্ম কর্মণা কেন লোকান্ জয়তি পার্থিবঃ।
বিদ্বন্ জিজ্ঞাসমানায় প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

নিগ্রহেণ চ পাপানাং সাধূনাং সংগ্রহেণ চ।
যজ্ঞৈর্দানৈশ্চ রাজানো ভবন্তি শুচয়োঽমলাঃ ॥ ৩
উপরুন্ধন্তি রাজানো ভূতানি বিজয়ার্থিনঃ।
ত এব বিজয়ং প্রাপ্য বর্ধয়ন্তি পুনঃ প্রজাঃ ॥ ৪
অপবিধ্যন্তি পাপানি দানযজ্ঞতপোবলৈঃ।
অনুগ্রহায় ভূতানাং পুণ্যমেষাং বিবর্ধতে ॥ ৫
যথৈব ক্ষেত্রনির্যাতা নির্যাতং ক্ষেত্রমেব চ।
হিনস্তি ধান্যং কক্ষঞ্চ ন চ ধান্যং বিনশ্যতি ॥ ৬
এবং শস্ত্রাণি মুঞ্চন্তো ঘ্নন্তি বধ্যাননেকধা।
তস্যৈষাং নিষ্কৃতিঃ কৃৎস্না ভূতানাং ভাবনং পুনঃ ॥ ৭
যো ভূতানি ধনাক্রান্ত্যা বধাৎ ক্লেশাচ্চ রক্ষতি।
দস্যুভ্যঃ প্রাণদানাৎ স ধনদঃ সুখদো বিরাট্ ॥ ৮
স সর্বযজ্ঞৈরীজানো রাজাথাভয়দক্ষিণৈঃ।
অনুভূয়েহ ভদ্রাণি প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্ ॥ ৯
ব্রাহ্মণার্থে সমুৎপন্নে যোঽভিনিঃসৃত্য যুধ্যতি।
আত্মানং যূপমুৎসৃজ্য স যজ্ঞোঽনন্তদক্ষিণঃ ॥ ১০
অভীতো বিকিরন্ শত্রূন্ প্রতিগৃহ্য শরাংস্তথা।
ন তস্মাত্ত্রিদশাঃ শ্রেয়ো ভুবি পশ্যন্তি কিঞ্চন ॥ ১১

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

[বীরবর ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের আত্মশুদ্ধি এবং সদ্‌গতি বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—নরেশ্বর! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে অধিক পাপপূর্ণ অন্য কোন আর দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই; কারণ, রাজা কোন দেশের উপর আক্রমণের দ্বারা এবং যুদ্ধের দ্বারা প্রভূত জনসংহার করিয়া থাকেন ॥ ১

বিদ্বন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন আমি ইহাই জানিতে চাই যে, এরূপ অবস্থায় রাজার কোন্ কর্ম্মের দ্বার পুণ্য লোকপ্রাপ্তি হয়; অতএব আপনি উহাই আমাকে বলুন ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পাপিগণকে দণ্ডদান এবং সকল পুরুষকে স্বপক্ষে সাদরপূর্ব্বক আনয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দানকর্ম্ম করিলে পর রাজারা সর্ব্বপ্রকারে দোষসকল হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল এবং শুদ্ধ হইয়া যান ॥ ৩

যে রাজা জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া যুদ্ধের সময় প্রাণিগণকে কষ্ট দান করেন, তিনিই জয়লাভের পর পুনরায় প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতিবিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪

তিনি দান, যজ্ঞ ও তপস্যার প্রভাবে সমস্ত পাপ দূরীভূত করেন। তারপর প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ফলে তাঁহার পুণ্যেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫

যেরূপ নিড়াইতে ইচ্ছুক কোন কৃষক জমি নিড়াইবার সময় ঘাস প্রভৃতির সহিত কত ধানগাছও কাটিয়া ফেলে, তথাপি ধান নষ্ট হয় না। পরন্তু নিড়াইবার ফলে সেই ধানের আরও গোছ বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ যে রাজা যুদ্ধে নানাপ্রকার অস্ত্রসকল প্রহার করিয়া রাজসৈন্যদের বধ করিবার যোগ্য শত্রুসৈন্যদের নানাভাবে বধ করে, রাজার সেই কর্ম্মের ইহাই পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত যে, সেই যুদ্ধের পর সেই রাজ্যের প্রাণিগণের পুনরায় সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি সাধন করা ॥ ৬-৭

যে রাজা সমস্ত প্রজাদের ধনক্ষয়, প্রাণনাশ ও দুঃখসকল হইতে রক্ষা করেন এবং দস্যুদের নিকট হইতে রক্ষা করিয়া জীবন দান করেন, সেই রাজা প্রজাগণের সুখ ও ধনদাতা পরমেশ্বর বলিয়া কথিত হন্ ॥ ৮

এই রাজা সমস্ত যজ্ঞসমূহের দ্বারা শ্রীভগবানের আরাধনা করত প্রাণিগণকে অভয় দান করিতে করিতে ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং পরলোকেও ইন্দ্রতুল্য স্বর্গলোকের অধিকারী হন ॥ ৯

ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার সুযোগ আসিলে যিনি অগ্রসর হইয়া শত্রুদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং নিজের দেহকে যূপের ন্যায় উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহার এই ত্যাগ অনন্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের সদৃশ ॥ ১০

যিনি নির্ভয় হইয়া শত্রুদের উপর বাণসমূহ বর্ষণ করেন এবং স্বয়ংও বাণসকলের আঘাত সহ্য করেন, সেই ক্ষত্রিয়ের ঐ কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ এ জগতে অন্য কোন কল্যাণকারী কর্ম্ম দেবতারাও দেখিতে পান না ॥ ১১

তস্য শস্ত্রাণি যাবন্তি ত্বচং ভিন্দন্তি সংযুগে।
তাবতঃ সোঽশ্নুতে লোকান্ সর্বকামদুহোঽক্ষয়ান্ ॥১২
যদস্য রুধিরং গাত্রাদাহবে সম্প্রবর্ততে।
সহ তেনৈব রক্তেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৩
যানি দুঃখানি সহতে ক্ষত্রিয়ো যুধি তাপিতঃ।
তেন তেন তপো ভূয় ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥ ১৪
পৃষ্ঠতো ভীরবঃ সংখ্যে বর্তন্তেঽধর্মপুরুষাঃ।
শূরাচ্ছরণমিচ্ছন্তঃ পর্জন্যাদিব জীবনম্ ॥ ১৫
যদি শূরস্তথা ক্ষেমং প্রতিরক্ষেদ্ যথাভয়ে।
প্রতিরূপং জনং কুর্য্যান্ন চেৎ তদ্বর্ততে তথা ॥ ১৬
যদি তে কৃতমাজ্ঞায় নমস্কুর্য্যুঃ সদৈবতম্।
যুক্তং ন্যায্যঞ্চ কুর্য্যুস্তে ন চ তদ্ বর্ততে তথা ॥ ১৭
পুরুষাণাং সমানানাং দৃশ্যতে মহদন্তরম্।

যুদ্ধস্থলে যত সংখ্যক অস্ত্র সেই বীর যোদ্ধার ত্বক্ (চামড়া) বিদীর্ণ করে, তিনি ততসংখ্যক সর্ব্বকামনাপূরক অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২

সমরাঙ্গণে তাঁহার দেহে যে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই রক্তের সহিতই তিনি সমস্ত পাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া যান ॥ ১৩

যুদ্ধে বাণসমূহে পীড়িত ক্ষত্রিয় যে সকল দুঃখ সহ্য করেন, সেই সব কষ্টের দ্বারা তাঁহার তপস্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে—ইহাই ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ জানেন ॥ ১৪

যেরূপ সমস্ত প্রাণী মেঘ হইতে জীবনদায়ক জলের কামনা করে, সেইরূপ বীর যোদ্ধা হইতে নিজের রক্ষার্থী ভীত ও নীচ শ্রেণীর মানুষ যুদ্ধে বীর যোদ্ধাগণেরই পশ্চাতে অবস্থান করে ॥১৫

অভয়কাল সদৃশ সেই ভয়ের কালেও যদি কোন বীর যোদ্ধা সেই ভীরু পুরুষকে কুশলের সহিত রক্ষা করেন, তবে তাহার প্রতি সেই যোদ্ধা নিজের অনুরূপ উপকার ও পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। যদি পৃষ্ঠবর্ত্তী পুরুষকে সেই যোদ্ধা নিজের ন্যায় রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলেও তিনি পূর্ব্ব কথিত পুণ্যভাগী হইয়া থাকেন ॥ ১৬

সেই রক্ষিত মানুষসকল কৃতজ্ঞ হইয়া সর্ব্বদাই উক্ত বীর যোদ্ধার সম্মুখে নতমস্তক হইয়া অবস্থান করিবে এবং তাহার প্রতি উচিত ও ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্য পালন করিবে, অন্যথা তাহাদের স্থিতি ইহার বিপরীত হইয়া যাইবে ॥ ১৭

সংগ্রামেঽনীকবেলায়ামুৎক্রুষ্টেঽভিপতৎসু তু ॥ ১৮
পতত্যভিমুখঃ শূরঃ পরান্ ভীরুঃ পলায়তে।
আস্থায় স্বর্গ্যমধ্বানং সহায়ান্ বিষমে ত্যজেৎ ॥ ১৯
মা স্ম তাংস্তাদৃশাংস্তাত জনিষ্ঠাঃ পুরুষাধমান্।
যে সহায়ান্ রণে হিত্বা স্বস্তিমন্তো গৃহান্ যযুঃ ॥ ২০
অস্বস্তি তেভ্যঃ কুর্বন্তি দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
ত্যাগেন যঃ সহায়ানাং স্বান্ প্রাণাংস্ত্রাতুমিচ্ছতি ॥২১
তং হন্যুঃ কাষ্ঠলোষ্টৈর্বা দহেয়ুর্বা কটাগ্নিনা।
পশুবন্মারয়েয়ুর্বা ক্ষত্রিয়া যে স্যুরীদৃশাঃ ॥ ২২
অধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষ যচ্ছয্যামরণং ভবেৎ।
বিসৃজন্ শ্লেষ্মমূত্রাণি কৃপণং পরিদেবয়ন্ ॥ ২৩
অবিক্ষতেন দেহেন প্রলয়ং যোঽধিগচ্ছতি।
ক্ষত্রিয়ো নাস্য তৎ কর্ম প্রশংসন্তি পুরাবিদঃ ॥২৪

সকল পুরুষই দেখিতে সমান হইলেও যুদ্ধস্থলে যখন সৈন্যগণের পরস্পর মিলিত হইবার সময় আসিবে এবং চারিদিকে বীরযোদ্ধাদের আহ্বান হইতে থাকিবে, সেই সময় তাহাদের মধ্যে অতিশয় পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। এক শ্রেণীর বীর ত' নির্ভয় হইয়াই শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন, আর অন্য এক শ্রেণীর বীর নিজেদের প্রাণ রক্ষার চিন্তায় আক্রান্ত হন। ১৮

বীরবর যোদ্ধা শত্রুর দিকে সবেগে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ভীরু পুরুষ পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এই যোদ্ধা স্বর্গলোকের পথে উপস্থিত হইয়াও নিজের সহায়কগণকে সেই সঙ্কটের সময়ও একাকী পরিত্যাগ করে ॥ ১৯

তাত! যে ব্যক্তিগণ রণাঙ্গনে নিজের সহায়কদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সকুশলে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসে, সেই নরাধম পুরুষগণকে তুমি কখনও জন্মাইতে দিবে না।

ইন্দ্রাদিদেবগণও তাহাদের অমঙ্গল করেন। যে যোদ্ধা নিজের সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার ইচ্ছা করে, এরূপ কাপুরুষকে তাহার সঙ্গী ক্ষত্রিয়গণ কাষ্ঠ ও লোষ্ট (ঢিল) সকলের দ্বারা আঘাত করিবে অথবা তৃণরাশির অগ্নিতে দগ্ধ করিবে কিংবা পশুর ন্যায় গলা টিপিয়া বধ করিবে।' ২১-২২

শয্যায় শয়ন করত মৃত্যুবরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম। যে ক্ষত্রিয় কফ ও মলমূত্র ত্যাগ করে এবং দুঃখী হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অক্ষত দেহে মৃত্যুলাভ করে, তাহার এই কর্ম্মকে প্রাচীন ধর্ম্মে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ প্রশংসা করেন না ॥২৩-২৪

ন গৃহে মরণং তাত ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
শৌটীরাণামশৌটীর্য্যমধর্ম্মং কৃপণঞ্চ তৎ ॥ ২৫
ইদং দুঃখং মহৎ কষ্টং পাপীয় ইতি নিষ্টনন্।
প্রতিধ্বস্তমুখঃ পূতিরমাত্যাননুশোচয়ন্ ॥ ২৬
অরোগাণাং স্পৃহয়তে মুহুর্ম্মৃত্যুমপীচ্ছতি।
বীরো দৃপ্তোঽভিমানী চ নেদৃশং মৃত্যুমর্হতি ॥ ২৭
রণেষু কদনং কৃত্বা জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ।
তীক্ষ্ণৈঃ শস্ত্রৈরভিক্লিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো মৃত্যুমর্হতি ॥ ২৮
শূরো হি কাম-মন্যুভ্যামাবিষ্টো যুধ্যতে ভৃশম্।
হন্যমানানি গাত্রাণি পরৈর্নৈবাববুধ্যতে ॥ ২৯

তাত। কারণ, বীর ক্ষত্রিয়গণের গৃহে মৃত্যু হউক, ইহা তাঁহাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় নহে। বীরবৃন্দের পক্ষে কাতরতা ও দীনতা প্রকাশ অধর্ম্ম কার্য্য ॥ ২৫

'ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত পীড়া হইতেছে এবং ইহা আমার কোন মহাপাপের সূচক' এরূপ আর্ত্তনাদ করা, বিকৃত মুখ হইয়া যাওয়া, দুর্গন্ধপূর্ণ দেহ মন্ত্রীদের জন্য সর্ব্বদা শোক করা, নীরোগ মানুষের ন্যায় অবস্থান করিবার কামনা করা এবং বর্ত্তমান রুগ্নাবস্থায় বারংবার মৃত্যুর ইচ্ছা প্রকাশ করা—এরূপ মৃত্যু কোন স্বাভিমানী বীরের যোগ্য নয় ॥ ২৬-২৭

ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য হইল—নিজের সজাতীয় বন্ধুবর্গে পরিপূর্ণ সমরাঙ্গণে শত্রুদের সংহার করিতে করিতে তাহাদের তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করা, কারণ, ক্ষত্রিয় এরূপ মৃত্যুরই যোগ্য ॥ ২৮

শৌর্য্যশালী বীর ক্ষত্রিয় বিজয়কামনা ও শত্রুর প্রতি রোষযুক্ত হইয়া তীব্রবেগে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। শত্রুগণের দ্বারা অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকিলেও তাঁহার কোন বোধ থাকে না ॥ ২৯

স সংখ্যে নিধনং প্রাপ্য প্রশস্তং লোকপূজিতম্।
স্বধর্ম্মং বিপুলং প্রাপ্য শক্রস্যেতি সলোকতাম্ ॥ ৩০
সর্ব্বোপায়ৈ রণমুখমাতিষ্ঠংস্ত্যক্তজীবিতঃ।
প্রাপ্নোতীন্দ্রস্য সালোক্যং শূরঃ পৃষ্ঠমদর্শয়ন্ ॥ ৩১
যত্র যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবারিতঃ।
অক্ষয়াল্লঁভতে লোকান্ যদি দৈন্যং ন সেবতে ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭

তিনি যুদ্ধে লোকপূজিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৃত্যু ও বিপুল স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করেন ॥ ৩০

বীর যোদ্ধা প্রাণের মোহ পরিত্যাগ করত যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করত সর্ব্ববিধ উপায়ে যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং শত্রুকে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করান না, এরূপ বীর ইন্দ্রতুল্য লোকের অধিকারী হন্ ॥ ৩১

শত্রুগণে পরিবৃত বীর যোদ্ধা যদি মনে দীনতা না আনেন, তবে তিনি যে অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করুন না কেন অক্ষয় লোক তিনি অবশ্যই লাভ করেন ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রাম্বরীষয়োঃ সংবাদে নদী-যজ্ঞরূপকাণাং বর্ণনম্, সমরাঙ্গণে যুদ্ধং কুর্ব্বতাং মৃত্যুবরণকারিণাং যোধানামুত্তম-লোকপ্রাপ্তিকথনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কে লোকা যুধ্যমানানাং শূরাণামনিবর্ত্তিনাম্।
ভবন্তি নিধনং প্রাপ্য তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অম্বরীষস্য সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২

অম্বরীষো হি নাভাগিঃ স্বর্গং গত্বা সুদুর্লভম্।
দদর্শ সুরলোকস্থং শক্রেণ সচিবং সহ ॥ ৩

সর্বতেজোময়ং দিব্যং বিমানবরমাস্থিতম্।
উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তং স্বং বৈ সেনাপতিং প্রভুম্ ॥৪

স দৃষ্ট্বোপরি গচ্ছন্তং সেনাপতিমুদারধীঃ।
ঋদ্ধিং দৃষ্ট্বা সুদেবস্য বিস্মিতঃ প্রাহ বাসবম্ ॥ ৫

অম্বরীষ উবাচ।

সাগরান্তাং মহীং কৃৎস্নামনুশাস্য যথাবিধি।
চাতুর্ব্বর্ণ্যে যথাশাস্ত্রং প্রবৃত্তো ধর্ম্মকাম্যয়া ॥ ৬

ব্রহ্মচর্য্যেণ ঘোরেণ গুর্ব্বাচারেণ সেবয়া।
বেদানধীত্য ধর্ম্মেণ রাজশাস্ত্রঞ্চ কেবলম্ ॥ ৭

অতিথীনন্নপানেন পিতৄংশ্চ স্বধয়া তথা।
ঋষীন্ স্বাধ্যায়দীক্ষাভির্দেবান্ যজ্ঞৈরনুত্তমৈঃ ॥ ৮

ক্ষত্রধর্মে স্থিতো ভূত্বা যথাশাস্ত্রং যথাবিধি।
উদীক্ষমাণঃ পৃতনাং জয়ামি যুধি বাসব ॥ ৯

দেবরাজ সুদেবোঽয়ং মম সেনাপতিঃ পুরা।
আসীদ্ যোধঃ প্রশান্তাত্মা সোঽয়ং কস্মাদতীব মাম্ ॥১০

অনেন ক্রতুভির্মুখ্যৈর্নেষ্টং নাপি দ্বিজাতয়ঃ।
তর্পিতা বিধিবচ্ছক্র সোঽয়ং কস্মাদতীব মাম্ ॥ ১১

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও অম্বরীষের সংবাদে নদী এবং যজ্ঞের রূপকসকলের বর্ণন এবং সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যুবরণকারী যোদ্ধাগণের উত্তমলোকসকল প্রাপ্তিকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যে সব বীর যোদ্ধা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং কখনও যুদ্ধ হইতে পলায়ন করেন না, উঁহারা রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করত কোন্ লোকে গমন করেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! জ্ঞানিগণ এ বিষয়ে অম্বরীষ ও ইন্দ্রের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

নাভাগপুত্র অম্বরীষ অত্যন্ত দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করত দর্শন করিলেন, তাঁহার সেনাপতি দেবলোকে ইন্দ্রের সহিত বিরাজমান আছেন ॥ ৩

তিনি সম্পূর্ণ তেজস্বী, দিব্য ও শ্রেষ্ঠ বিমানে আরোহণ করত তাঁহার উপরে উপরে গমন করিতেছিলেন। নিজের শক্তিশালী সেনাপতিকে তাঁহা হইতে উপরে যাইতে দেখিয়া সুদেবের সেই সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ দর্শন করত উদারবুদ্ধি রাজা অম্বরীষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইন্দ্রকে বলিলেন ॥ ৪-৫

অম্বরীষ বলিলেন,—দেবরাজ! আমি সমুদ্রপর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীকে বিধি অনুসারে শাসন ও সংরক্ষণ করিয়াছি। শাস্ত্রের বাক্যানুসারে ধর্ম্ম কামনা করিয়া ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পালনে তৎপর ছিলাম ॥ ৬

আমি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করত গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট আচার ও গুরুসেবা দ্বারা ধর্ম্মানুসারে বেদসকল অধ্যয়ন করিয়া রাজশাস্ত্রও বিশেষভাবে শিক্ষা করিয়াছি ॥ ৭

অন্ন-পানাদির দ্বারা অতিথিগণকে, শ্রাদ্ধ-কর্ম্মের দ্বারা পিতৃগণকে, স্বাধ্যায়ে ব্রতী হইয়া ঋষিগণকে এবং সর্ব্বোত্তম যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাগণকে পূজা করিয়াছি ॥ ৮

দেবেন্দ্র! আমি শাস্ত্রোক্ত বিধি-অনুসারে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে অবস্থান করত সৈন্যদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছি ॥ ৯

দেবরাজ! এই সুদেব প্রথমে আমার সেনাপতি ছিল। সে অতিশয় শান্তচিত্তের যোদ্ধা ছিল, সুতরাং সে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে যাইতেছে? ১০

হে ইন্দ্র! এই সুদেব প্রধান প্রধান যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করে নাই এবং বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্তও করে নাই। সেই এই সুদেব আজ আমাকে লঙ্ঘন করিয়া আমার উপরে উপরে কিভাবে যাইতেছে? ১১

শক্র উবাচ।

ঐশ্বর্য্যমীদৃশং প্রাপ্তঃ সর্বদেবৈঃ সুদুর্লভম্।
যদনেন কৃতং কর্ম প্রত্যক্ষং তে মহীপতে ॥
পুরা পালয়তঃ সম্যক্ পৃথিবীং ধর্মতো নৃপ।
শত্রবো নির্জ্জিতাঃ সর্বে যে তবাহিতকারিণঃ ॥
সংযমো বিষমশ্চৈব সুযমশ্চ মহাবলঃ।
রাক্ষসা দুর্জয়া লোকে ত্রয়স্তে যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥
পুত্রাস্তে শতশৃঙ্গস্য রাক্ষসস্য মহীপতে ॥
অথ তস্মিন্ শুভে কালে তব যজ্ঞং বিতন্বতঃ।
অশ্বমেধং মহাযাগং দেবানাং হিতকাম্যয়া।
তস্য তে খলু বিঘ্নার্থং আগতা রাক্ষসাস্ত্রয়ঃ।
কোটীশতপরীবারাং রাক্ষসানাং মহাচমূম্।
পরিগৃহ্য ততঃ সর্বাঃ প্রজা বন্দীকৃতাস্তব ॥
বিহ্বলাশ্চ প্রজাঃ সর্বাঃ সর্বে চ তব সৈনিকাঃ।
নিরাকৃতস্ত্বয়া চাসীৎ সুদেবঃ সৈন্যনায়কঃ ॥

সুদেব এরূপ ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে পাইল, যাহা সমস্ত দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুর্লভ? ইন্দ্র বলিলেন,—ভূপতে! নৃপ! পূর্ব্বে যখন আপনি ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবীকে ভালভাবে পালন করিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় সুদেব যে পরাক্রম করিয়াছিল, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন।

মহীপাল! সেই সময় আপনার তিনজন শত্রু ছিল—সংযম, বিষম ও মহাবল সুযম। ইহারা সকলেই আপনার অহিত করিত। ইহারা শতশৃঙ্গ নামক রাক্ষসের পুত্র ছিল। জগতে এই তিন রণদুর্ম্মদ রাক্ষসকে জয় করা অতিশয় কঠিন ছিল। সুদেব ইহাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছিল।

এক সময় যখন আপনি দেবগণের হিতকামনায় শুভমুহূর্ত্তে অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই সময় আপনার এই যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টি করিবার জন্য ঐ তিন রাক্ষস সংযম, বিষম ও সুযম সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা শতকোটি রাক্ষসের বিশাল সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তখন আক্রমণ করিয়াছিল এবং আপনার সমস্ত প্রজাগণকে ধরিয়া বন্দী করিয়াছিল। ইহাতে আপনার সমস্ত প্রজারা ও সমস্ত সৈন্যবাহিনী ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সেই দিন সেনাপতির বিরুদ্ধ মন্ত্রিগণের কথা শুনিয়া আপনি সেনাপতি সুদেবকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত কার্য্য হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছিলেন।

তত্রামাত্যবচঃ শ্রুত্বা নিরস্তঃ সর্বকর্মসু ॥
শ্রুত্বা তেষাং বচো ভূয়ঃ সোপধং বসুধাধিপ।
সর্বসৈন্যসমাযুক্তঃ সুদেবঃ প্রেরিতস্ত্বয়া ॥
রাক্ষসানাং বধার্থায় দুর্জয়ানাং নরাধিপ।
নাজিত্বা রাক্ষসীং সেনাং পুনরাগমনং তব ॥
বন্দীমোক্ষমকৃত্বা চ ন চাগমনমিষ্যতে।
সুদেবস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা প্রস্থানমকরোন্নৃপ ॥
সম্প্রাপ্তশ্চ স তং দেশং যত্র বন্দীকৃতাঃ প্রজাঃ।
পশ্যতি স্ম মহাঘোরাং রাক্ষসানাং মহাচমূম্ ॥
দৃষ্ট্বা সঞ্চিন্তয়ামাস সুদেবো বাহিনীপতিঃ।
নেয়ং শক্যা চমূর্জেতুমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ ॥
নাম্বরীষঃ কলামেকামেষাং ক্ষপয়িতুং ক্ষমঃ।
দিব্যাস্ত্রবলভূয়িষ্ঠঃ কিমহং পুনরীদৃশঃ ॥
ততঃ সেনাং পুনঃ সর্বাং প্রেষয়ামাস পার্থিব।
যত্র ত্বং সহিতঃ সর্বৈর্মন্ত্রিভিঃ সোপধৈর্নৃপ ॥

পৃথিবীনাথ! নরেশ্বর! পুনরায় সেই মন্ত্রিগণের কপটতাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনি সেই দুর্জয় রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য সৈন্যসহ সুদেবকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি করেন।

তাহার গমনের সময় আপনি বলিয়াছিলেন—রাক্ষস-সৈন্যদের পরাজিত করিয়া বন্দী প্রজা ও সৈন্যদিগকে উদ্ধার না করিয়া তুমি ফিরিয়া আসিবে না।

হে নৃপ! আপনার এই কথা শ্রবণ করত সুদেব অতি সত্বর প্রস্থান করিল এবং সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যেস্থানে আপনার প্রজারা বন্দী হইয়াছিল। সেস্থানে সুদেব রাক্ষসদের মহাভয়ঙ্কর বিশাল সৈন্য দেখিতে পাইল।

এই রাক্ষস-সৈন্য দেখিয়া সুদেব চিন্তা করিল—এই বিশাল রাক্ষস-বাহিনী ত' ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং অসুরগণও জয় করিতে সমর্থ হইবেন না। মহারাজ অম্বরীষ দিব্য অস্ত্র ও দিব্য বলশালী, কিন্তু তিনিও এই সৈন্য-বাহিনীর ষোলভাগের এক ভাগও সংহার করিতে সমর্থ হইবেন না। যখন তাঁহারই এই অবস্থা, তখন আমার ন্যায় একজন সাধারণ সৈন্য এই সৈন্যদের কিরূপ জয় লাভ করিবে?

রাজন্! ইহা চিন্তা করিয়া সুদেব পুনরায় সেই সব সৈন্যদিগকে সেস্থানে পাঠাইয়া ছিল, যেস্থানে আপনি সেই কপট মন্ত্রিগণের সহিত বিরাজমান ছিলেন।

ততো রুদ্রং মহাদেবং প্রপন্নো জগতঃ পতিম্ ।
শ্মশাননিলয়ং দেবং তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥
স্তুত্বা শাস্ত্রং সমাদায় স্বশিরশ্ছেত্তুমুদ্যতঃ ।
কারুণ্যাদ্ দেবদেবেন গৃহীতস্তস্য দক্ষিণঃ ॥
সপাণিঃ সহ শস্ত্রেণ দৃষ্ট্বা চেদমুবাচ হ ।
রুদ্র উবাচ ।
কিমিদং সাহসং পুত্র কর্তুকামো বদস্ব মে ।
ইন্দ্র উবাচ ।
স উবাচ মহাদেবং শিরসা ত্ববনীং গতঃ ॥
ভগবন্ বাহিনীমেনাং রাক্ষসানাং সুরেশ্বর ।
অশক্তোঽহং রণে জেতুং তস্মাৎ ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥
গতির্ভব মহাদেব মমার্তস্য জগৎপতে ।
নাগন্তব্যমজিত্বা চ মামাহ জগতীপতিঃ ॥
অম্বরীষো মহাদেব ক্ষারিতঃ সাচবৈঃ সহ ।
তমুবাচ মহাদেবঃ সুদেবং পতিতং ক্ষিতৌ ।
অধোমুখং মহাত্মানং সত্ত্বানাং হিতকাম্যয়া ॥
ধনুর্বেদং সমাহূয় সগুণং সহবিগ্রহম্ ।
রথনাগাশ্বকলিলং দিব্যাস্ত্রসমলঙ্কৃতম্ ॥
রথঞ্চ সুমহাভাগং যেন তৎ ত্রিপুরং হতম্ ।
ধনুঃ পিনাকং খড়্গঞ্চ রৌদ্রমস্ত্রঞ্চ শঙ্করঃ ॥
নিজঘানাসুরান্ সর্বান্ যেন দেবস্ত্র্যম্বকঃ ।
উবাচ চ মহাদেবঃ সুদেবং বাহিনীপতিম্ ॥
রুদ্র উবাচ ।
রথাদস্মাৎ সুদেব ত্বং দুর্জয়স্তু সুরাসুরৈঃ ।
মায়য়া মোহিতো ভূমৌ ন পদং কর্তুমর্হসি ॥
অত্রস্থস্ত্রিদশান্ সর্বান্ জেষ্যসে সর্বদানবান্ ।
রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ন শক্তা দ্রষ্টুমীদৃশম্ ॥
রথং সূর্য্যসহস্রাভং কিমু যোদ্ধুং ত্বয়া সহ ।
ইন্দ্র উবাচ ।
স জিত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ কৃত্বা বন্দীবিমোক্ষণম্
ঘাতয়িত্বা চ তান্ সর্বান্ বাহুযুদ্ধে ত্বয়ং হতঃ ॥
বিষমং প্রাপ্য ভূপাল বিষমশ্চ নিপাতিতঃ ॥)

তদনন্তর সুদেব শ্মশানবাসী মহাদেব জগদীশ্বর রুদ্রদেবের শরণ গ্রহণ করিল এবং ভগবান্ বৃষভধ্বজের স্তব করিতে লাগিল।

স্তুতি করত তিনি হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া নিজের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। তখন দেবাধিদেব মহাদেব করুণাবশতঃ সুদেবের খড়্গ সহ দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার দিকে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করত এই কথা বলিলেন।

রুদ্রদেব বলিলেন,—পুত্র! তুমি এরূপ সাহস করিতে কেন উদ্যত হইয়াছ? আমাকে তাহা বল।

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! তখন সুদেব মহাদেবকে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিল এবং এইরূপ বলিল,—ভগবন্! সুরেশ্বর! আমি এই রাক্ষসসৈন্যদিগকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ নহি; সেইজন্য এই জীবনকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। মহাদেব জগৎপতে! আপনি আর্ত্ত আমাকে শরণদান করুন। মন্ত্রিগণের সহিত মহারাজ অম্বরীষ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টরূপে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, তুমি এই সৈন্যদের পরাজিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে না। তখন মহাদেব ভূতলের দিকে মুখ অবনত করিয়া পতিত মহাত্মা সুদেবকে সমস্ত প্রাণিগণের হিত কামনা করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছুক হইলেন। প্রথমে তিনি গুণ ও শরীরের সহিত ধনুর্বেদকে আহ্বান করিয়া রথ, হস্তী ও অশ্বগণে পরিপূর্ণ সৈন্য-বাহিনীকে আহ্বান করিলেন। এই বাহিনী দিব্য অস্ত্রসমূহে বিভূষিত ছিল। তাহার পর তিনি সেই মহাভাগ্যশালী রথকেও সে স্থানে উপস্থিত করাইলেন, যাহার দ্বারা তিনি পূর্বে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। তারপর পিনাকনামক ধনু, স্বীয় খড়্গ ও অস্ত্রও ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে প্রদান করিলেন, যে অস্ত্রের দ্বারা সেই ভগবান্ ত্রিলোচন সমস্ত অসুরদিগকে সংহার করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাদেব সেনাপতি সুদেবকে এইরূপ বলিলেন।

রুদ্রদেব বলিলেন,—সুদেব! তুমি এই রথের জন্য দেবতা ও অসুরদিগেরও দুর্জয় হইয়া উঠিবে, কিন্তু কোন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তুমি নিজের পদ ভূমিতে রাখিবে না। এই রথের উপরেই যদি বসিয়া থাক, তবে দেবতা এবং দানবগণকেও জয় করিতে পারিবে। এই রথ সহস্র সূর্য্যতুল্য তেজস্বী। রাক্ষস এবং দেবতা পিশাচেরা ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইবে না, সুতরাং তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার কথা আর কি বলিবার আছে?

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর সুদেব সেই রথের দ্বারা সমস্ত রাক্ষসগণকে জয় করত বন্দী প্রজাদিগকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং সমস্ত শত্রুদিগকে সংহার করত

ইন্দ্র উবাচ।

এতস্য বিততস্তাত সুদেবস্য বভূব হ।
সংগ্রামযজ্ঞঃ সুমহান্ যশ্চান্যো যুধ্যতে নরঃ॥ ১২
সন্নদ্ধো দীক্ষিতঃ সর্ব্বো যোধঃ প্রাপ্য চমূমুখম্।
য জ্ঞযজ্ঞাধিকারস্থো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ॥ ১৩

অম্বরীষ উবাচ

কানি যজ্ঞে হবীংষ্যস্মিন্ কিমাজ্যং কা চ দক্ষিণা।
ঋত্বিজশ্চাত্র কে প্রোক্তাস্তন্মে ব্রূহি শতক্রতো॥১৪

ইন্দ্র উবাচ।

ঋত্বিজঃ কুঞ্জরাস্তত্র বাজিনোঽধ্বর্য্যবস্তথা।
হবীংষি পরমাংসানি রুধিরং ত্বাজ্যমুচ্যতে॥ ১৫
শৃগাল-গৃধ্র-কাকোলাঃ সদস্যাস্তত্র পত্রিণঃ।
আজ্যশেষং পিবন্ত্যেতে হবিঃ প্রাশ্নন্তি চাধ্বরে॥ ১৬
প্রাস-তোমরসঙ্ঘাতাঃ খড়্গা-শক্তি-পরশ্বধাঃ।
জ্বলন্তো নিশিতাঃ পীতাঃ স্রুচস্তস্যাথ সত্রিণঃ॥ ১৭

বিষমের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে করিতে স্বয়ংও নিহত হয় এবং সেই সঙ্গে বিষমকেও যুদ্ধে বধ করে।)

ইন্দ্র বলিলেন,—তাত! এই সুদেব অতিশয় বিস্তারের সহিত বিশাল এক রণযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে। অন্য যে মানুষ যুদ্ধ করিয়া থাকে, তাহার দ্বারাও এইরূপ রণযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে॥ ১২

কবচ ধারণ করত যুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যেক যোদ্ধা সৈন্যদের সম্মুখভাগে গমন করিয়া এইরূপ রণযজ্ঞের অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাই আমার নিশ্চিত মত॥ ১৩

অম্বরীষ বলিলেন,—শতযজ্ঞকারী দেবরাজ! এই রণযজ্ঞে কোন বস্তুসকল হবিষ্য ছিল? ঘৃতই বা কি? ইহার দক্ষিণাই বা কি? এবং ইহাতে কোন্ কোন্ ঋত্বিক্ কথিত হইয়াছেন? ইহা আমাকে বলুন॥ ১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—রাজন্! এই যুদ্ধে হস্তিগণই হইল ঋত্বিক্, অশ্বসকল অধ্বর্য্যু, শত্রুদের মাংসই হবিষ্য এবং তাহাদের রক্তই হইল ঘৃত॥ ১৫

শৃগাল, শকুনি, কাক ও অন্য সব মাংসভক্ষী পক্ষী সেই যজ্ঞশালার সদস্য। ইহারা যজ্ঞাবশিষ্ট ঘৃত পান ও সেই যজ্ঞে অর্পিত হবিস্ (মাংস) ভক্ষণ করিতেছিল॥ ১৬

প্রাস, তোমরসমূহ, খড়্গ, শক্তি, পরশুপ্রভৃতি নির্ম্মল, তীক্ষ্ণ ও পীতবর্ণের অস্ত্রসকল যজ্ঞকর্ত্তার পক্ষে স্রুকের (কুশীর) কার্য্য করিতেছিল॥ ১৭

চাপবেগায়তস্তীক্ষ্ণঃ পরকায়াবভেদনঃ।
ঋজুঃ সুনিশিতঃ পীতঃ সায়কশ্চ স্রুবো মহান্॥ ১৮
দ্বীপিচর্ম্মাবনদ্ধশ্চ নাগদন্তকৃতৎসরুঃ।
হস্তিহস্তহরঃ খড়্গঃ স্ফ্যো ভবেৎ তস্য সংযুগে॥ ১৯
জ্বলিতৈর্নিশিতৈঃ প্রাস-শক্ত্যৃষ্টি-সপরশ্বধৈঃ।
শৈক্যায়সময়ৈস্তীক্ষ্ণৈরভিঘাতো ভবেদ্ বসু॥ ২০
সংখ্যাসময়বিস্তীর্ণমভিজাতোদ্ভবং বহু।
আবেগাদ্ যচ্চ রুধিরং সংগ্রামে স্রবতে ভুবি॥ ২১
সাস্য পূর্ণাহুতির্হোমে সমৃদ্ধা সর্বকামধুক্
ছিন্ধি ভিন্ধীতি যঃ শব্দঃ শ্রূয়তে বাহিনীমুখে॥ ২২
সামানি সামগাস্তস্য গায়ন্তি যমসাদনে।
হবির্ধানং তু তস্যাহুঃ পরেষাং বাহিনীমুখম্॥ ২৩
কুঞ্জরাণাং হয়ানাঞ্চ বর্ম্মিণাঞ্চ সমুচ্চয়ঃ।
অগ্নিঃ শ্যেনচিতো নাম স চ যজ্ঞে বিধীয়তে॥ ২৪

ধনুর বেগে দূর পর্য্যন্ত গমন করায় যাহারা বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল, শত্রুর দেহ বিদীর্ণ করিতে সমর্থ তীক্ষ্ণ, সরলগামী, অতিশয় ধারযুক্ত ও পীতবর্ণের বাণসমূহই যজমানের হস্তে স্থিত বিশাল স্রুব (যজ্ঞপাত্রবিশেষ)॥ ১৮

যে খড়্গ ব্যাঘ্র চর্ম্মের কোষে বদ্ধ, যাহার মুষ্টি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ছিল এবং যে হস্তীর শুণ্ডদণ্ড ছেদন করিতে সমর্থ ছিল, সেই খড়্গ এই যুদ্ধে স্ফ্যর (ভূতলে রেখা করিবার কাষ্ঠবিশেষ) কার্য্য করিত॥ ১৯

উজ্জ্বল, তেজস্বী, তীক্ষ্ণধার, সম্পূর্ণ লৌহে নির্ম্মিত ও তীক্ষ্ণ প্রাস, শক্তি, ঋষ্টি এবং পরশুপ্রভৃতি অস্ত্রসকলের দ্বারা যে আঘাত করা হইত, উহাই সেই যুদ্ধ-যজ্ঞের বহুসংখ্যক, অধিক সময়-সাধ্য ও কুলীন পুরুষগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত নানাবিধ দ্রব্য॥ ২০৷

বীরগণের দেহ হইতে রণাঙ্গনে তীব্রবেগে যে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল, উহাই সেই যুদ্ধযজ্ঞের হোম সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থা সমৃদ্ধিশালিনী পূর্ণাহুতি॥ ২১৷

সৈন্যদের সম্মুখভাগে 'ছেদন কর, বিদীর্ণ কর' এইরূপ যে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতেছিল, উহাই হইল সামগান। সৈনরূপী শত্রুসৈন্যদের সম্মুখভাগ সেই বীর যজমানের পক্ষে হবির্ধান (হবিষ্য রাখিবার পাত্র) বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ২২-২৩

হস্তী, অশ্ব ও কবচধারী বীর পুরুষগণের সজ্বই সেই যুদ্ধ-যজ্ঞের 'শ্যেনচিত' নামক অগ্নি॥ ২৪

উত্তিষ্ঠতে কবন্ধোঽত্র সহস্রে নিহতে তু যঃ ।
স যূপস্তস্য শূরস্য খাদিরোঽষ্টাস্রিরুচ্যতে ॥ ২৫
ইডোপহূতাঃ ক্রোশন্তি কুঞ্জরাস্ত্বঙ্কুশেরিতাঃ ।
ব্যাঘুষ্টতলনাদেন বষট্কারেণ পার্থিব ॥ ২৬
উদ্গাতা তত্র সংগ্রামে ত্রিসামা দুন্দুভির্নৃপ ।
ব্রহ্মস্বে হ্রিয়মাণে তু ত্যক্ত্বা যুদ্ধে প্রিয়াং তনুম্ ॥ .
আত্মানং যূপমুৎসৃজ্য স যজ্ঞোঽনন্তদক্ষিণঃ ।
ভর্তুরর্থে চ যঃ শূরো বিক্রমেদ্ বাহিনীমুখে ॥ ২৮
ন ভয়াদ্ বিনিবর্তেত তস্য লোকা যথা মম ।
নীলচর্মাবৃতৈঃ খড়্গৈর্বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ ॥ ২৯
যস্য বেদিরুপস্তীর্ণা তস্য লোকা যথা মম ।
যস্তু নাপেক্ষতে কঞ্চিৎ সহায়ং বিজয়ে স্থিতঃ ॥ ৩০
বিগাহ্য বাহিনীমধ্যং তস্য লোকা যথা মম ।
যস্য শোণিতসঙ্ঘাতা ভেরী-মণ্ডূক-কচ্ছপা ॥৩১
বীরাস্থিশর্করা দুর্গা মাংস-শোণিত-কর্দমা ।
অসি-চর্মপ্লবা ঘোরা কেশশৈবল-শাদ্বলা ॥ ৩২
অশ্ব-নাগ-রথৈশ্চৈব সংছিন্নৈঃ কৃতসংক্রমা ।
পতাকাধ্বজবানীরা হতবারণবাহিনী ॥ ৩৩
শোণিতোদা সুসম্পূর্ণা দুস্তরা পারগৈর্নরৈঃ ।
হতনাগমহানক্রা পরলোকবহাশিবা ॥ ৩৪
ঋষ্টিখড়্গমহানৌকা গৃধ্র-কঙ্ক-বল-প্লবা ।
পুরুষাদানুচরিতা ভীরূণাং কশ্মলাবহা ॥ ৩৫
নদী যোধস্য সংগ্রামে তদস্যাবভৃথং স্মৃতম্ ।
বেদির্যস্য ত্বমিত্রাণাং শিরোভ্যশ্চ প্রকীর্যতে ॥ ৩৬

সহস্র সহস্র বীর নিহত হওয়ায় যে সমস্ত কবন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইতেছিল, উহাই যেন সেই শৌর্যশালী বীরের যজ্ঞে খদিরকাষ্ঠনির্মিত অষ্টকোণ-যুক্ত যূপকাষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইতেছিল ॥ ২৫

রাজন্! বাক্যের দ্বারা আহ্বান এবং মাহুতগণের দ্বারা অঙ্কুশের আঘাত পাইয়া হস্তীদিগের যে চীৎকার, কোলাহল ও করতলধ্বনির সহিত উদ্ভূত চীৎকার শব্দ সেই যজ্ঞে বষট্কার। হে নৃপ! সংগ্রামে দুন্দুভির যে গম্ভীর শব্দ উহাই সামবেদের তিনটি মন্ত্রের গায়ক উদ্গাতা ॥ ২৬½

যখন দস্যুরা ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সেই সময় বীর পুরুষ তাহার সহিত কৃত যুদ্ধে নিজের প্রিয় দেহকে ত্যাগ করিবার জন্য যে উদ্যম করে অথবা দেহরূপ যূপ উৎসর্গ করত যে প্রহার করে, তাহার এই যুদ্ধ অনন্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞনামে উক্ত হয় ॥ ২৭½

যে বীর যোদ্ধা নিজের প্রভুর জন্য সৈন্যদের সম্মুখভাগে অবস্থান করত পরাক্রম প্রকাশ করে এবং ভয়ে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, তাহার আমার ন্যায় লোকসকল প্রাপ্তি হয় ॥ ২৮½

যাহার যুদ্ধযজ্ঞের বেদী নীলচর্মের দ্বারা নির্মিত কোষের মধ্যে স্থিত তরবারিসমূহ এবং পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহুসকলের দ্বারা আস্তীর্ণ হইয়া থাকে, সেই বীরও আমার তুল্য লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯½

যে বীর জয় লাভের জন্য যুদ্ধে অবস্থান করত শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অপর কোন সহায়কগণের অপেক্ষা করে না, তাহারও আমার ন্যায় লোকসকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩০½

যে যোদ্ধার যুদ্ধরূপী যজ্ঞে রক্তের নদী প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহার পক্ষে উহা অবভৃথ স্নান-সদৃশ পুণ্যজনক। রক্তই এই নদীর জলরাশি, ভেরী হইল ভেক (ব্যাঙ) ও কচ্ছপ-সদৃশ, বীরগণের অস্থিসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকর এবং বালুকা। ইহার মধ্যে প্রবেশ করা অতিশয় কঠিন, মাংস ও রক্ত এই নদীর কর্দম, ঢাল এবং তরবারি ঐ নদীর নৌকা, এই ভয়ানক নদী কেশরূপ শেওলা ও তৃণে আবৃত। ছিন্ন অশ্ব, হস্তী এবং রথসকলই এই নদীতে নামিবার সোপান (সিঁড়ি), ধ্বজ পতাকাসমূহ এই নদীর তীরবর্তী বেতসলতা, মৃত হস্তীদিগকেও এই নদী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, রক্তরূপী জলের দ্বারা এই নদী সর্বতোভাবে পূর্ণ ছিল। পরপারে যাইতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণের নিকট এই নদী দুস্তর ছিল। মৃত হস্তিগণ ইহার সর্প ও বিশাল মকর ছিল, পরলোক অভিমুখে প্রবাহিতা এই নদী সদা অমঙ্গলময়ী বলিয়া প্রতীতা হইয়া থাকে। ঋষ্টি ও খড়্গসকল এই নদী পার হইবার বিশাল নৌকা-সদৃশ ছিল। শকুনি ও কাকের দল এই নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা। ইহার চারি পার্শ্বে রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে এবং ইহা ভীরু পুরুষগণকে মোহে পাতিত করে ॥ ৩১-৩৫½

যাহার যুদ্ধ-যজ্ঞের বেদী শত্রুগণের মস্তকসমূহ, অশ্বস্কন্ধসকল এবং হস্তীদিগের স্কন্দসমুদয়, সেই বীরের আমার ন্যায় লোকসকল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৬½

অশ্বস্কন্ধৈর্গজস্কন্ধৈস্তস্য লোকা যথা মম ।
পত্নীশালা কৃতা যস্য পরেষাং বাহিনীমুখম্ ॥ ৩৭

হবির্ধানং স্ববাহিন্যাস্তদস্যাহুর্মনীষিণঃ ।
সদস্যা দক্ষিণা যোধা আগ্নীধ্রশ্চোত্তরাং দিশম্ ॥ ৩৮

শত্রুসেনাকলত্রস্য সর্বলোকা ন দূরতঃ ।
যদা তুভয়তো ব্যূহে ভবত্যাকাশমগ্রতঃ ॥৩৯

সাস্য বেদিস্তদা যজ্ঞৈর্নিত্যং বেদাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ।
যস্তু যোধঃ পরাবৃত্তঃ সন্ত্রস্তো হন্যতে পরৈঃ ॥ ৪০

অপ্রতিষ্ঠঃ স নরকং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
যস্য শোণিতবেগেন বেদিঃ স্যাৎ সম্পরিপ্লুতা ॥ ৪১

কেশ-মাংসাস্থিসম্পূর্ণা স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ।
যস্তু সেনাপতিং হত্বা তদ্‌যানমধিরোহতি ॥ ৪২

স বিষ্ণুবিক্রমক্রামী বৃহস্পতিসমঃ প্রভুঃ ।
নায়কং তৎকুমারং বা যো বা স্যাদ্ যত্র পূজিতঃ ॥৪৩

জীবগ্রাহং প্রগৃহ্ণাতি তস্য লোকা যথা মম ।
আহবে তু হতং শূরং ন শোচেত কথঞ্চন ॥ ৪৪

অশোচ্যো হি হতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
ন হ্যন্নং নোদকং তস্য ন স্নানং নাপ্যশৌচকম্ ॥ ৪৫

হতস্য কর্তুমিচ্ছন্তি তস্য লোকান্ শৃণুষ্ব মে ।
বরাপ্সরঃসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্ ॥ ৪৬

ত্বরমাণাভিধাবন্তি মম ভর্তা ভবেদিতি ।
এতৎ তপশ্চ পুণ্যঞ্চ ধর্মশ্চৈব সনাতনঃ ॥ ৪৭

চত্বারশ্চাশ্রমাস্তস্য যো যুদ্ধমনুপালয়েৎ
বৃদ্ধ-বালৌ ন হন্তব্যৌ ন চ স্ত্রী নৈব পৃষ্ঠতঃ ॥ ৪৮

যে বীর শত্রুসৈন্যদের সম্মুখভাগকে পত্নীগৃহ করিয়া থাকে, মনীষী পুরুষগণ তাহার পক্ষে নিজের সৈন্যবাহিনী অন্য ভাগকে যুদ্ধ-যজ্ঞের হবনীয় পদার্থসমূহের রাখিবার পাত্র বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩৭ ॥

যে বীরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যোদ্ধারা সদস্য, উত্তর দিক্‌স্থিত যোদ্ধাগণ আগ্নীধ্র (ঋত্বিক্) এবং শত্রুসৈন্যবাহিনী পত্নী-স্বরূপ তাহার নিকট সমস্ত পুণ্যলোক দূরে নহে ॥ ৩৮ ॥

যখন নিজের সৈন্য ও শত্রুসৈন্যগণ পরস্পর পরস্পরের সম্মুখে ব্যূহ নির্ম্মাণ করত উপস্থিত হয়, সেই সময় উভয়ের মধ্যে যাহার সম্মুখভাগ কেবল জনশূন্য আকাশই থাকে, সেই নির্জন আকাশই সেই বীরের পক্ষে যুদ্ধযজ্ঞের বেদী। সেই স্থানে যেন সর্ব্বদা যজ্ঞ হইতেছে এবং তিন বেদ ও ত্রিবিধ অগ্নি সতত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

যে যোদ্ধা ভীত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত পলাইয়া যায় এবং সেই অবস্থায় শত্রুগণের দ্বারা নিহত হয়, সে অন্য কোথাও আর না থাকিয়া অবশ্যই নরকে গমন করে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪০ ॥

যাহার রক্তের বেগে কেশ, মাংস ও অস্থিতে পূর্ণ রণযজ্ঞের বেদী আপ্লাবিত হইয়া উঠে, সেই বীর যোদ্ধা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

যে যোদ্ধা শত্রুর সেনাপতিকে বধ করিয়া তাহার রথে আরোহণ করেন, সেই যোদ্ধা ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমশালী, বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ এবং শক্তিশালী বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥

যে শত্রুপক্ষের সেনাপতি, তাঁহার পুত্র অথবা সেই পক্ষের সেনাপতি, তাঁহার পুত্র অথবা সেই পক্ষের কোনও সম্মানিত বীরকে জীবিত অবস্থায় ধরিতে পারে, তাহার আমার সদৃশ লোকসকল লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

যুদ্ধস্থলে নিহত শৌর্য্যশালী বীরের জন্য কোনরূপ শোক করা উচিত নয়। সেই নিহত বীর স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, অতএব কদাপি শোকের যোগ্য নহে ॥ ৪৪ ॥

যুদ্ধে নিহত বীরের আত্মীয় স্বজন তাহার জন্য (অশুদ্ধি-নাশক) স্নান করিবে না, কোনরূপ অশৌচ পালন করিবে না, অন্নদান (শ্রাদ্ধ) করিবার ইচ্ছা করিবে না, জলদানও (তর্পণও) করিবে না; কারণ, যুদ্ধে সম্মুখসমরে নিহত বীর যোদ্ধার যে পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়, তাহা তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

যুদ্ধস্থলে নিহত শৌর্য্যশালী বীরের দিকে সহস্র সহস্র সুন্দরী অপ্সরা এই আশা লইয়া অতিশয় ত্বরাসহকারে ধাবিত হইয়া যায় যে, ইনি আমার পতি হইবেন ॥ ৪৬ ॥

যে যোদ্ধা নিরন্তর যুদ্ধধর্ম্ম পালন করে, তাহার পক্ষে ইহাই তপস্যা পুণ্য, সনাতন ধর্ম্ম এবং চারিবর্ণের আশ্রম নিয়ম পালন ॥ ৪৭ ॥

যুদ্ধে বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রীগণকে বধ করা উচিত নয়, পলায়মান কোন যোদ্ধার পৃষ্ঠেও আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে, যে মুখে তৃণ লইয়া শরণ গ্রহণ করে এবং বলিতে থাকে যে, আমি আপনার, তাহাকেও বধ করা ন্যায় সম্মত নয় ॥ ৪৮ ॥

তৃণপূর্ণমুখশ্চৈব তবাস্মীতি চ যো বদেৎ।
জম্ভং বৃত্রং বলং পাকং শতমায়ং বিরোচনম্ ॥ ৪৯
দুর্বার্য্যং চৈব নমুচিং নৈকমায়ঞ্চ শম্বরম্।
বিপ্রচিত্তিঞ্চ দৈতেয়ং দনোঃ পুত্রাংশ্চ সর্বশঃ।
প্রহ্লাদঞ্চ নিহত্যাজৌ ততো দেবাধিপোঽভবম্ ॥ ৫০

জম্ভ, বৃত্রাসুর, বলাসুর, পাকাসুর, শত শত মায়ায় অভিজ্ঞ বিরোচন, দুর্জয় বীর নমুচি, বিবিধ মায়াবিৎ শম্বরাসুর, দৈত্যবংশধর বিপ্রচিত্তি, সমস্ত দানবগণ এবং প্রহ্লাদকেও যুদ্ধে বধ করিয়া আমি দেবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি ॥ ৪৯-৫০

ভীষ্ম উবাচ।
ইত্যেতচ্ছক্রবচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।
যোধানামাত্মনঃ সিদ্ধিমম্বরীষোঽভিপন্নবান্ ॥ ৫১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্রাম্বরীষসংবাদে অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করত রাজা অম্বরীষ মনে মনেই ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তিনি ইহাও মানিয়া লইলেন যে, যোদ্ধাগণের স্বতঃই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ইন্দ্র ও অম্বরীষের সংবাদ-বিষয়ক অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বীরাণাং স্বর্গপ্রাপ্তি-বিষয়ে কাপুরুষাণাঞ্চ নরকপ্রাপ্তি-বিষয়ে মিথিলেশ্বর-জনকস্যেতিহাসবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রতর্দনো মৈথিলশ্চ সংগ্রামং যত্র চক্রতুঃ ॥ ১
যজ্ঞোপবীতী সংগ্রামে জনকো মৈথিলো যথা।
যোধানুদ্ধর্ষয়ামাস তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
জনকো মৈথিলো রাজা মহাত্মা সর্বতত্ত্ববিৎ।
যোধান্ স্বান্ দর্শয়ামাস স্বর্গং নরকমেব চ ॥ ৩
অভীরূণামিমে লোকা ভাস্বন্তো হন্ত পশ্যত।
পূর্ণা গন্ধর্বকন্যাভিঃ সর্বকামদুহোঽক্ষয়াঃ ॥ ৪
ইমে পলায়মানানাং নরকাঃ প্রত্যুপস্থিতাঃ।
অকীর্তিঃ শাশ্বতী চৈব পতিতব্যমনন্তরম্ ॥ ৫
তান্ দৃষ্ট্বারীন্ বিজয়ত ভূত্বা সন্ত্যাগবুদ্ধয়ঃ।
নরকস্যাপ্রতিষ্ঠস্য মা ভূত বশবর্তিনঃ ॥ ৬

নবনবতিতম অধ্যায়।

[বীরগণের স্বর্গপ্রাপ্তি ও কাপুরুষগণের নরকপ্রাপ্তিবিষয়ে মিথিলেশ্বর জনকের ইতিহাস বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই বিষয়ে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহাতে জানা যায়—কোন এক সময়ে রাজা প্রতর্দন ও মিথিলেশ্বর জনক পরস্পর সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির! যজ্ঞোপবীতধারী মিথিলাপতি জনক রণাঙ্গনে স্বীয় যোদ্ধাদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ২

মিথিলার রাজা জনক সর্ব্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ মহাত্মা ছিলেন। তিনি যোগবলে স্বীয় যোদ্ধাদিগকে স্বর্গ ও নরক প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়াছিলেন (এবং তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন) ॥ ৩

বীরগণ! দেখ, এই যে তেজস্বী লোকসকল দেখা যাইতেছে, উহা নির্ভয় হইয়া যুদ্ধকারী বীরবৃন্দের জন্য। এই অবিনাশী লোকসকল অসংখ্য গন্ধর্ব্বকন্যায় পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বপ্রকার কামনার বস্তু প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৪

আরও দেখ, এই যে তোমাদের সম্মুখে নরক উপস্থিত হইয়াছে, উহা যুদ্ধ হইতে পলায়নকারী যোদ্ধাগণের প্রাপ্য। যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে এ জগতে তাহার চিরকালস্থায়ী অপকীর্ত্তি লাভ হয়, অতএব তোমরা যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হও ॥ ৫

স্বর্গ ও নরক এই উভয়বিধ লোক দর্শন করত তোমরা যুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জনের দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া অবস্থান কর এবং শত্রুদিগকে জয় কর। যাহার কোথাও কোনও প্রতিষ্ঠা নাই, সেই নরকের অধীন তোমরা হইও না ॥ ৬

ত্যাগমূলং হি শূরাণাং স্বর্গদ্বারমনুত্তমম্ ।
ইত্যুক্তান্তে নৃপতিনা যোধাঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ৭
অজয়ন্ত রণে শত্রূন্ হর্ষয়ন্তো নরেশ্বরম্ ।
তস্মাদাত্মবতা নিত্যং স্থাতব্যং রণমূর্ধনি ॥ ৮
গজানাং রথিনো মধ্যে রথানামনু সাদিনঃ ।
সাদিনামন্তরে স্থাপ্যং পাদাতমপি দংশিতম্ ॥ ৯
য এবং ব্যূহতে রাজা স নিত্যং জয়তি দ্বিষঃ ।
তস্মাদেবং বিধাতব্যং নিত্যমেব যুধিষ্ঠির ॥ ১০
সর্বে স্বর্গতিমিচ্ছন্তি সুযুদ্ধেনাতিমন্যবঃ ।
ক্ষোভয়েয়ুরনীকানি সাগরং মকরা যথা ॥ ১১
হর্ষয়েয়ুর্বিষণ্ণাংশ্চ ব্যবস্থাপ্য পরস্পরম্ ।
জিতাঞ্চ ভূমিং রক্ষেত ভগ্নান্ নাত্যনুসারয়েৎ ॥ ১২
পুনরাবর্তমানানাং নিরাশানাঞ্চ জীবিতে ।
বেগঃ সুদুঃসহো রাজংস্তস্মান্নাত্যনুসারয়েৎ ॥ ১৩

ন হি প্রহর্তুমিচ্ছন্তি শূরাঃ প্রদ্রবতো ভৃশম্ ।
তস্মাৎ পলায়মানানাং কুর্য্যান্নাত্যনুসারণম্ ॥ ১৪
চরাণামচরা হ্যন্নমদংষ্ট্রা দংষ্ট্রিণামপি ।
আপঃ পিপাসতামন্নমন্নং শূরস্য কাতরাঃ ॥ ১৫
সমানপৃষ্ঠোদরপাণিপাদাঃ
পরাভবং ভীরবো বৈ ব্রজন্তি ।
অতো ভয়ার্তাঃ প্রণিপত্য ভূয়ঃ
কৃত্বাঞ্জলীনুপতিষ্ঠন্তি শূরান্ ॥ ১৬
শূরবাহুষু লোকোঽয়ং লম্বতে পুত্রবৎ সদা ।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু শূরঃ সম্মানমর্হতি ॥ ১৭
ন হি শৌর্য্যাৎ পরং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
শূরঃ সর্বং পালয়তি সর্বং শূরে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯

বীর যোদ্ধাগণের যে সর্ব্বোত্তম স্বর্গলোকের দ্বার প্রাপ্তি হয়, উহাতে তাঁহাদের ত্যাগই মূল কারণ। শত্রুনগরবিজয়ী যুধিষ্ঠির! রাজা জনক এই কথা বলিলে পর সেই যোদ্ধারা রণাঙ্গনে নিজেদের মহারাজের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহার শত্রুদিগকে জয় করিলেন। অতএব মনস্বী বীরের সর্ব্বদা যুদ্ধের সম্মুখভাগে অবস্থান করা উচিত ॥ ৭-৮

গজারোহী যোদ্ধাদের মধ্যে রথী যোদ্ধাদিগকে, রথিগণের পশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্য এবং ইহাদের মধ্যে কবচ ও অস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত পদাতি সৈন্যদিগকে সন্নিবেশিত করিবে ॥ ৯

যে রাজা নিজের সৈন্যদের এইভাবে ব্যূহবদ্ধ করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বদা শত্রুদিগকে জয় করেন; যুধিষ্ঠির! অতএব তুমিও সদা এইরূপে ব্যূহ রচনা করিবে ॥ ১০

সকল ক্ষত্রিয়ই উত্তম যুদ্ধের দ্বারা স্বর্গলোক লাভ করিতে অভিলাষ করেন, যেরূপ মকরগণ সমুদ্রে ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া শত্রুদিগকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দিবেন ॥ ১১

যদি নিজের সৈন্যরা বিসাদগ্রস্ত বা শিথিল হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় ব্যূহবদ্ধ করিয়া পরস্পর স্থাপিত করিবেন এবং সমস্ত যোদ্ধাগণের হর্ষ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। যে ভূমি জয় করা হইয়াছে, উহাকে রক্ষা করিবে, কিন্তু শত্রুদের যে সব সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে থাকে, বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে না ॥ ১২

রাজন্! যাহারা জীবনে নিরাশ হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য ফিরিয়া আসে, তাহাদের বেগ অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া থাকে, অতএব পলায়নকারীদের পশ্চাতে অধিক দূর পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া যাইবে না ॥ ১৩

বীর যোদ্ধারা দ্রুত ধাবিত হইয়া পলায়মান যোদ্ধাগণের উপর প্রহার করিতে ইচ্ছা করেন না, অতএব পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাতে অধিক দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে না ॥ ১৪

গমনশীল প্রাণিগণের অন্ন হইল স্থাবর, দন্তযুক্ত প্রাণিগণের অন্ন হইল দন্তহীন প্রাণীরা, পিপাসু ব্যক্তিদিগের অন্ন জল এবং বীর যোদ্ধাদের অন্ন হইল কাপুরুষগণ ॥ ১৫

বীর ও কাপুরুষগণের পৃষ্ঠ, উদর, হস্ত ও পদ সমানই হইয়া থাকে, তথাপি কাপুরুষেরা জগতে অপমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভয়াতুর মনুষ্যগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বীর পুরুষবৃন্দের শরণাপন্ন হয় ॥ ১৬

যেরূপ পুত্র সর্ব্বদা পিতাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ জগৎ বীর পুরুষগণের বাহুবলেই অবলম্বন করত অবস্থান করে; সেইজন্য সর্ব্ববিধ অবস্থায় বীর পুরুষগণ সম্মান পাইবার যোগ্য ॥ ১৭

এই ত্রিভুবনে বীরত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোনও বস্তু নাই। বীর পুরুষ সকলকেই পালন করেন এবং সব কিছুই বীর পুরুষেই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণবিষয়ক নবনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শততমোঽধ্যায়ঃ

(সৈন্যসঞ্চালনস্য রীতি-নীতিবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যথা জয়ার্থিনঃ সেনাং নয়ন্তি ভরতর্ষভ ।
ঈষদ্ ধর্মং প্রপীড্যাপি তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

সত্যেন হি স্থিতো ধর্ম উপপত্ত্যা তথা পরে ।
সাধ্বাচারতয়া কেচিৎ তথৈবৌপয়িকাদপি ॥ ২
উপায়ধর্মান্ বক্ষ্যামি সিদ্ধার্থানর্থধর্ময়োঃ ।
নির্মর্য্যাদা দস্যবস্তু ভবন্তি পরিপন্থিনঃ ॥ ৩
তেষাং প্রতিবিঘাতার্থং প্রবক্ষ্যাম্যথ নৈগমম্ ।
কার্য্যাণাং সর্বসিদ্ধ্যর্থং তানুপায়ান্ নিবোধ মে ॥ ৪
উভে প্রজ্ঞে বেদিতব্যে ঋজ্বী বক্রা চ ভারত ।
জানন্ বক্রাং ন সেবেত প্রতিবাধেত চাগতাম্ ॥ ৫
অমিত্রা এব রাজানং ভেদেনোপচরন্ত্যুত ।
তাং রাজা নিকৃতিং জানন্ যথামিত্রান্ প্রবাধতে ॥ ৬
গজানাং পার্থ বর্মাণি গোবৃষাজগরাণি চ ।
শল্য-কণ্টক-লোহানি তনুত্র-চমরাণি চ ॥ ৭
সিত-পীতানি শস্ত্রাণি সন্নাহাঃ পীত-লোহিতাঃ ।
নানারঞ্জনরক্তাঃ স্যুঃ পতাকাঃ কেতবশ্চ হ ॥৮
ঋষ্টয়স্তোমরাঃ খড়্গা নিশিতাশ্চ পরশ্বধাঃ ।
ফলকান্যথ চর্মাণি প্রতিকল্প্যান্যনেকশঃ ॥ ৯
অভিনীতানি শস্ত্রাণি যোধাশ্চ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
চৈত্র্যাং বা মার্গশীর্ষ্যাং বা সেনাযোগঃ প্রশস্যতে ॥১০
পক্বশস্যা হি পৃথিবী ভবত্যম্বুমতী তদা ।
নৈবাতিশীতো নাত্যুষ্ণঃ কালো ভবতি ভারত ॥১১

শততম অধ্যায় ।

[সৈন্য-সঞ্চালনের রীতি-নীতি বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! বিজয়াভিলাষী রাজা যেভাবে ধর্মের ঈষৎ হানি করিয়া নিজের সৈন্যদের লইয়া যান, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কাহারও মত হইল—ধর্ম সত্যেই স্থির থাকেন। অপর বহু লোকের অভিমত হইল—যুক্তিবাদের দ্বারাই ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করা হইয়াছে। কাহারও মত হইল সৎ আচরণের মধ্যেই ধর্ম অবস্থিত এবং বহু লোক আবার যথাসম্ভব সাম-দানাদি উপায়সমূহের অবলম্বনেই ধর্মের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করেন ॥ ২

যুধিষ্ঠির! এখন আমি অর্থসিদ্ধির সাধনভূত ধর্মসমূহের বর্ণনা করিব। যদি দস্যু-তস্করগণ অর্থ ও ধর্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিতে থাকে, তবে তাহাদের বিনাশের জন্য বেদে যে সব উপায় বর্ণিত আছে, আমি এখন সেই সব বলিব। তুমি কার্য্যসকলের সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধির জন্য সেই সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ৩-৪

হে ভারত! বুদ্ধি দুই প্রকার বলিয়া জানিবে। এক সরল এবং দ্বিতীয় কুটিল। রাজার এই দুই প্রকারের বুদ্ধিই জানা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব জানিয়া শুনিয়া কুটিল বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না। যদি উহা স্বতই আসিয়া যায়, তবে উহা বাধাদান করিবে ॥ ৫

যাহারা প্রকৃত মিত্র নহে, তাহারা রাজার অজ্ঞাতসারে (ভিতরে ভিতরে) রাজার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে করিতে বহির্ভাবে (উপরে উপরে) তাঁহার সেবা করিতে থাকে। রাজা তাহাদের শঠতা বুঝিতে সচেষ্ট থাকিবেন এবং শত্রুদেরই ন্যায় উহাদের প্রতিরোধ করিবেন ॥ ৬

কুন্তীনন্দন! রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি গরু, বৃষ ও অজগরের চর্মসকলের দ্বারা হস্তীদিগের রক্ষা করিবার জন্য বর্ম নির্মাণ করিবেন। ইহা ব্যতীত লৌহের শঙ্কু, লৌহ-কবচ, চামর এবং শুভ্র ও পীতবর্ণের অস্ত্র, পীত ও রক্তবর্ণের কবচ, বহু বর্ণের ধ্বজ-পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, তীক্ষ্ণ পরশু, ফলক ও ঢাল—এই সমস্ত বহুসংখ্যক প্রস্তুত করাইয়া সর্ব্বদা নিজের পার্শ্বে রাখিবেন ॥ ৭-৯

যদি অস্ত্র প্রস্তুত থাকে এবং যোদ্ধারাও শত্রুদের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তবে চৈত্র ও অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় সৈন্যদিগের যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত হওয়া উত্তম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১০

কারণ, এই সময় পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রসমূহ পক্ক শস্যে পূর্ণ থাকে এবং ভূতলে জলও সর্বত্র থাকে। হে ভারত! এই সময়ে অতিশয় শীত থাকে না এবং অতিশয় গ্রীষ্ম (গরম) থাকে না ॥ ১১

তস্মাৎ তদা যোজয়েত পরেষাং ব্যসনেঽথবা।
এতে হি যোগাঃ সেনায়াঃ প্রশস্তাঃ পরবাধনে ॥ ১২
জলবাংস্তৃণবান্ মার্গঃ সমো গম্যঃ প্রশস্যতে।
চারৈঃ সুবিদিতাভ্যাসঃ কুশলৈর্বনগোচরৈঃ ॥ ১৩
ন হ্যরণ্যেন শক্যেত গন্তুং মৃগগণৈরিব।
তস্মাৎ সেনাসু তানেব যোজয়ন্তি জয়ার্থিনঃ ॥ ১৪
অগ্রতঃ পুরুষানীকং শক্তং চাপি কুলোদ্ভবম্।
আবাসস্তোয়বান্ দুর্গঃ পর্য্যাকাশঃ প্রশস্যতে ॥১৫
পরেষামুপসর্পাণাং প্রতিষেধস্তথা ভবেৎ।
আকাশাৎ তু বনাভ্যাশং মন্যন্তে গুণবত্তরম্ ॥ ১৬
বহুভির্গুণজাতৈশ্চ যে যুদ্ধকুশলা জনাঃ।
উপন্যাসো ভবেৎ তত্র বলানাং নাতিদূরতঃ ॥ ১৭

সেইজন্য এই সময়ে আক্রমণ করিবে অথবা যে সময়ে শত্রু সঙ্কটে পতিত হয়, সেই সময় আক্রমণ করিবে। শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১২

যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিবার সময় পথ সমতল ও সুগম হওয়া এবং সেস্থানে জল ও তৃণাদি সুলভে পাওয়া সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বনে বিচরণকারী গুপ্তচরগণের দ্বারা পথের সকল বিষয় সর্ব্বতোভাবে জানিয়া লইবে॥ ১৩

বনজাত পশুগণের ন্যায় মানুষেরা বনের মধ্যে দিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে না; সেইজন্য জয়াকাঙ্ক্ষী রাজারা সৈন্যদের পথ দেখাইবার জন্য সেই সব গুপ্তচরদিগকে নিয়োগ করিয়া থাকে॥ ১৪

সৈন্যদের সর্ব্বাগ্রে কুলীন ও শক্তিশালী পদাতি সৈন্যদের স্থাপন করিতে হয়। শত্রুগণের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যদের আবাস স্থান শিবির এরূপ হওয়া উচিত, যেস্থানে উপস্থিত হওয়া অতিশয় কঠিন, যাহার চারিদিক্ জলে পূর্ণ খাত ও (আকাশচুম্বী) অত্যুচ্চ প্রসাদ থাকিবে এবং তাহার চারিদিকে আকাশ অনাবৃত থাকিবে॥ ১৫

সেইস্থানে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবারও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। যুদ্ধ-নিপুণ ব্যক্তিগণ সৈন্য-শিবির স্থাপন করিবার জন্য অনাবৃত স্থান অপেক্ষা বহুগুণবিশিষ্ট বনের নিকটবর্ত্তী স্থানকেই অধিক লাভদায়ক মনে করেন। সুতরাং সেই বনেরই নিকট সৈন্যশিবির স্থান করিবে॥ ১৬-১৭

সে স্থানে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য রথ ও বাহনসকল হইতে

উপন্যাসাবতরণং পদাতীনাঞ্চ গূহনম্।
অথ শত্রুপ্রতীঘাতমাপদর্থং পরায়ণম্ ॥ ১৮
সপ্তর্ষীন্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা যুধ্যেয়ুরচলা ইব।
অনেন বিধিনা শত্রূন্ জিগীষেতাপি দুর্জ্জয়ান্ ॥ ১৯
যতো বায়ুর্যতঃ সূর্য্যো যতঃ শুক্রস্ততো জয়ঃ।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং জ্যায় এষাং সন্নিপাতে যুধিষ্ঠির ॥ ২০
অকর্দমামনুদকামমর্য্যাদামলোষ্টকাম্।
অশ্বভূমিং প্রশংসন্তি যে যুদ্ধকুশলা জনাঃ ॥ ২১
অপঙ্কা গর্তরহিতা রথভূমিঃ প্রশস্যতে।
নীচদ্রুমা মহাকক্ষা সোদকা হস্তিযোধিনাম্ ॥ ২২
বহুদুর্গা মহাকক্ষা বেণুবেত্রসমাকুলা।
পদাতীনাং ক্ষমা ভূমিঃ পর্বতোপবনানি চ ॥ ২৩

অবতরণ করা এবং সৈন্যদিগকে গোপনে রাখা সম্ভব হইবে। সেস্থানে থাকিয়াই শত্রুদের আঘাতের প্রত্যাঘাত করিবার জন্য সুযোগ পাওয়া যাইবে এবং বিপদের সময় লুকাইয়া পড়িবারও সুবিধা হইবে॥ ১৮

যোদ্ধাদের কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাতে রাখিয়া অবিচলভাবে যুদ্ধ করিবেন। এই বিধি অনুসারে আক্রমণকারী রাজা দুর্জ্জয় শত্রুদিগকেও জয় করিবার আশা করিতে পারেন॥ ১৯

যে দিকে বায়ু, যে দিকে সূর্য্য এবং যে দিকে শুক্র বিদ্যমান থাকে, সেই দিকে পৃষ্ঠভাগ্ রাখিয়া যুদ্ধ করিলে যুদ্ধে জয় লাভ হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠির! এই তিনটি বস্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন দিকে বর্ত্তমান থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তু শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বায়ুকে পশ্চাতে রাখিয়া অবশিষ্ট দুইটিকে সম্মুখে রাখিয়াও যুদ্ধ করা যাইতে পারে॥ ২০

অশ্বারোহী সৈন্যদের পক্ষে যুদ্ধনিপুণ পুরুষগণ সেই ভূমিকে প্রশংসা করেন, যে ভূমিতে কর্দ্দম, জল, বাঁধ ও মৃত্তিকার স্তূপ (টিলা) নাই॥ ২১

রথ-সৈন্যদের পক্ষে সেই ভূমি সর্ব্বোত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যেস্থানে কর্দ্দম ও গর্ত্ত নাই। যে ভূমিতে বহু নীচু বৃক্ষ, তৃণ নির্ম্মিত বড় বড় কুটীর ও জলাশয় রহিয়াছে, উহা গজারোহী যোদ্ধাদের পক্ষে অনুকূল বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ২২

যে ভূমি অত্যন্ত দুর্গম, অধিক তৃণাদিনির্ম্মিত কক্ষসকল আছে, বাঁশ ও বেত্রে পূর্ণ এবং পর্ব্বত ও উপবনসমূহে সংযুক্ত, উহা পদাতিসৈন্যদের যোগ্য॥ ২৩

পদাতিবহুলা সেনা দৃঢ়া ভবতি ভারত।
রথাশ্ববহুলা সেনা সুদিনেষু প্রশস্যতে ॥ ২৪
পদাতিনাগবহুলা প্রাবৃট্‌কালে প্রশস্যতে।
গুণানেতান্ প্রসংখ্যায় দেশ-কালৌ প্রযোজয়েৎ ॥২৫
এবং সঞ্চিন্ত্য যো যাতি তিথি-নক্ষত্রপূজিতঃ।
বিজয়ং লভতে নিত্যং সেনাং সম্যক্ প্রযোজয়ন্।
প্রসুপ্তাংস্তৃষিতান্ শ্রান্তান্ প্রকীর্ণান্ নাভিঘাতয়েৎ ॥২৬
মোক্ষে প্রযানে চলনে পান-ভোজনকালয়োঃ।
অতিক্ষিপ্তান্ ব্যতিক্ষিপ্তান্ নিহতান্ প্রতনূকৃতান্ ॥ ২৭
সুবিশ্রব্ধান্ কৃতারম্ভানুপন্যাসান্ প্রতাপিতান্।
বাহিশ্চরানুপন্যাসান্ কৃতবেশ্মানুসারিণঃ ॥ ২৮
পারম্পর্য্যাগতে দ্বারে যে কেচিদনুবর্তিনঃ।
পরিচর্য্যাবতো দ্বারে যে চ কেচন বর্গিণঃ ॥২৯
অনীকং যে বিভিন্দন্তি ভিন্নং সংস্থাপয়ন্তি চ।
সমানাশনপানান্তে কার্য্যাঃ দ্বিগুণবেতনাঃ ॥৩০
দশাধিপতয়ঃ কার্য্যাঃ শতাধিপতয়স্তথা।
ততঃ সহস্রাধিপতিং কুর্য্যাচ্ছূরমতন্দ্রিতম্ ॥৩১
যথামুখ্যান্ সংনিপাত্য বক্তব্যাঃ সংশপামহে।
বিজয়ার্থং হি সংগ্রামে ন ত্যক্ষ্যামঃ পরস্পরম্ ॥ ৩২
ইহৈব তে নিবর্তন্তাং যে চ কেচন ভীরবঃ।
যে ঘাতয়েয়ুঃ প্রবরং কুর্বাণাস্তুমুলং প্রতি ॥ ৩৩
ন সন্নিপাতে প্রদরং বধং বা কুর্য্যুরীদৃশাঃ।
আত্মানঞ্চ স্বপক্ষঞ্চ পালয়ন্ হন্তি সংযুগে ॥ ৩৪

হে ভারত! যে সৈন্যবাহিনীমধ্যে পদাতি সৈন্য সংখ্যায় অধিক, সেই বাহিনী দৃঢ় হইয়া থাকে। যে বাহিনীমধ্যে রথ ও অশ্বগণের সংখ্যা অধিক, সেই বাহিনী উত্তম দিনে (বর্ষা যখন হয় না) শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ২৪

বর্ষাকালে সেই সৈন্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়, যে সৈন্য মধ্যে পদাতি এবং হস্তীর সংখ্যা অধিক। এই সব গুণের বিষয় বিচার করত দেশ ও কাল নির্ণয় পূর্ব্বক সৈন্যসঞ্চালন করিতে হয়। ২৫

যে রাজা এই সব বিষয় বিচার করিয়া শুভ তিথি ও শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রসমূহে যুক্ত হইয়া শত্রুদের উপর আক্রমণ করেন, তিনি সৈন্যদের যথার্থ রীতিতে সঞ্চালন করত সদাই জয় লাভ করিয়া থাকেন। যাহারা নিদ্রিত, পিপাসিত, পরিশ্রান্ত অথবা এদিক্ ওদিকে পলায়ন করিতে থাকে, তাহাদের উপর আঘাত করিবে না ॥ ২৬

অস্ত্র ও কবচ ত্যাগ করিলে পর, যুদ্ধস্থানে গমন করিবার সময়, পরিভ্রমণের সময় এবং পান ও ভোজনের সময়ে কাহাকেও বধ করিবে না। এইরূপ যাহারা অতিশয় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা উন্মত্ত, যাহারা গুরুতর আহত হওয়ায় নিহত-প্রায়, যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া উপবিষ্ট, যাহারা অন্য কোন কর্ম্মে নিরত, যাহারা লেখার কার্য্যে ব্যাপৃত, যাহারা পীড়ায় সন্তপ্ত, যাহারা বাহিরে বিচরণ করে, যাহারা একজনের বস্তু লইয়া অপর একজনের নিকট লইয়া যাওয়ার কার্য্য করিয়া থাকে অথবা যাহারা শিবির অভিমুখে গমন করিতে থাকে, তাহাদের উপরেও প্রহার করিতে নাই ॥ ২৭ ২৮

যাহারা পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত রাজদ্বার রক্ষাদি সেবা কার্য্য করে অথবা যে সমস্ত রাজসেবক মন্ত্রী প্রভৃতির দ্বার রক্ষা করে এবং যাহারা কোন দলের অধিপতি, তাহাদেরও বধ করিতে নাই ॥ ২৯

যাহারা শত্রু-সৈন্যদের ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকেন এবং নিজের ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যদের পুনরায় সংগঠিত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে স্থাপিত করিবার শক্তি রাখেন, এরূপ লোকদিগকে রাজা নিজেরই সমান ভোজন পানের সুবিধা দান করত সম্মানিত করিবেন এবং দ্বিগুণ বেতন প্রদান করিবেন ॥ ৩০

সৈন্যদের মধ্যে কিছু লোককে দশ দশ সৈন্যের নায়ক করিবেন, কিছু লোককে শত সৈন্যের এবং কোন প্রধান ও আলস্যহীন বীরকে এক হাজার যোদ্ধার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন ॥ ৩১

তাহার পর মুখ্য মুখ্য বীরবৃন্দকে একত্রে সমবেত করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করাইবেন যে, আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য প্রাণ থাকিতে একে অপরকে পরিত্যাগ করিয়া যাইব না ॥ ৩২

যে সকল লোক ভীরু, তাহারা এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাউক এবং যাহারা ভয়ানক সংগ্রাম করিতে করিতে শত্রুপক্ষে প্রধান বীরগণকে বধ করিতে পারেন, তাঁহারা এ স্থানে অবস্থান করুন ॥ ৩৩

কারণ, এরূপ ভীরু মনুষ্যগণকে তুমুল যুদ্ধে শত্রুদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহাদের বধ করিতেও পারে না। বীর পুরুষগণই যুদ্ধে নিজেকে এবং স্বপক্ষের অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করিতে থাকিয়া শত্রুগণকে সংহার করিতে পারেন ॥ ৩৪

অর্থনাশো বধোঽকীর্তিরযশশ্চ পলায়নে।
অমনোজ্ঞাসুখা বাচঃ পুরুষস্য পলায়নে ॥ ৩৫
প্রতিধ্বস্তোষ্ঠদন্তস্য ন্যস্তসর্বায়ুধস্য চ।
অমিত্রৈরবরুদ্ধস্য দ্বিষতামস্তু নঃ সদা ॥ ৩৬
মনুষ্যাপসদা হ্যেতে যে ভবন্তি পরাঙ্‌মুখাঃ।
রাশিবর্ধনমাত্রাস্তে নৈব তে প্রেত্য নো ইহ ॥৩৭
অমিত্রা হৃষ্টমনসঃ প্রত্যুদ্‌যান্তি পলায়িনম্‌।
জয়িনস্তু নরাস্তাত চন্দনৈর্মণ্ডনেন চ ॥ ৩৮
যস্য স্ম সংগ্রামগতা যশো বৈ ঘ্নন্তি শত্রবঃ।
তদসহ্যতরং দুঃখমহং মন্যে বধাদপি ॥ ৩৯
জয়ং জানীত ধর্মস্য মূলং সর্বসুখস্য চ।
যা ভীরূণাং পরা গ্লানিঃ শূরস্তামধিগচ্ছতি ॥ ৪০

সৈন্যদের জানিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিলে কতপ্রকার দোষ হইয়া থাকে, এক—নিজের প্রয়োজন ও ধন নাশ হইয়া থাকে, দুই—পলায়ন করিবার সময় শত্রুদের হস্তে মৃত্যু হইবার ভয় থাকে, তিন—পলায়নকারীকে সকলে নিন্দা করে এবং চারিদিকে তাহার অপযশ ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিলে অন্যান্য লোকসকলের মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ অপ্রিয় ও দুঃখদায়ক বাক্যও শুনিতে হয় ॥ ৩৫

যাহার ওষ্ঠ এবং দন্ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি সমস্ত অস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়াছে এবং যাহাকে শত্রুগণ চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এরূপ যোদ্ধা সর্ব্বদা আমাদের শত্রুদের মধ্যেই থাকুক ॥ ৩৬

যে সকল ব্যক্তি যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহারা অধম এবং কেবল যোদ্ধাগণের সংখ্যাই তাহারা বর্দ্ধিত করে। তাহারা ইহলোক ও পরলোক কোথাও সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ৩৭

বৎস! শত্রুরা প্রসন্নচিত্ত হইয়া পলায়নকারী যোদ্ধার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া থাকে এবং বিজয়ী মনুষ্যগণ চন্দন ও আভরণ-সমূহের দ্বারা পূজিত হন ॥ ৩৮

সংগ্রামস্থলে উপস্থিত শত্রুগণ যাহার যশের নাশ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে সেই দুঃখ আমি মৃত্যু অপেক্ষাও অসহ্য বলিয়াই মনে করি ॥ ৩৯

বীরগণ! তোমরা যুদ্ধে জয়লাভকেই ধর্ম ও সকল সুখের মূল বলিয়া জানিবে। ভীরু ব্যক্তিগণের যাহার দ্বারা অতিশয় গ্লানি উপস্থিত হয়, বীর পুরুষগণ কিন্তু সেই অস্ত্রপ্রহার ও মৃত্যুকে সহর্ষে গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০

তে বয়ং স্বর্গমিচ্ছন্তঃ সংগ্রামে ত্যক্তজীবিতাঃ।
জয়ন্তো বধ্যমানা বা প্রাপ্নুয়াম চ সদ্‌গতিম্‌ ॥৪১
এবং সংশপ্তশপথাঃ সমভিত্যক্তজীবিতাঃ।
অমিত্রবাহিনীং বীরাঃ প্রতিগাহন্ত্যভীরবঃ ॥ ৪২
অগ্রতঃ পুরুষানীকমসিচর্মবতাং ভবেৎ।
পৃষ্ঠতঃ শকটানীকং কলত্রং মধ্যতস্তথা ॥ ৪৩
পরেষাং প্রতিঘাতার্থং পদাতীনাঞ্চ বৃংহণম্‌।
অপি তস্মিন্‌ পুরে বৃদ্ধা ভবেয়ুর্যে পুরোগমাঃ ॥ ৪৪
যে পুরস্তাদভিমতাঃ সত্ত্ববন্তো মনস্বিনঃ।
তে পূর্বমভিবর্তেরংস্তানেবেতরে জনাঃ ॥ ৪৫
অপি চোদ্ধর্ষণং কার্য্যং ভীরূণামপি যত্নতঃ।
স্কন্ধদর্শনমাত্রাত্তু তিষ্ঠেয়ুর্বা সমীপতঃ ॥ ৪৬

অতএব তোমরা এই নিশ্চয় করিয়া লও যে, আমরা স্বর্গ কামনা করিয়া প্রাণের মোহ ত্যাগ করত যুদ্ধ করিব। যুদ্ধে হয় জয়লাভ করিব, নতুবা যুদ্ধে নিহত হইয়া সদ্‌গতি লাভ করিব ॥ ৪১

যাহারা এইভাবে শপথ গ্রহণ করত জীবনে মায়া পরিত্যাগ করেন, সেই বীরগণ নির্ভয় হইয়া শত্রুসৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন ॥ ৪২

সৈন্যদের গমনাগমনের সময় সর্ব্বাগ্রে অসি ও ঢালধারী পুরুষগণের বাহিনীকে স্থাপিত করিতে হয়। পশ্চাদ্‌ভাগে রথী সৈন্যদিগকে স্থাপিত করিবে এবং মধ্যভাগে রাজস্ত্রীগণকে স্থাপিত করিতে হয় ॥ ৪৩

সেই নগরে যে সব বৃদ্ধ পুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিবেন, তাঁহারা শত্রুদিগের সম্মুখীন হইবেন ও তাহাদের বিনাশের জন্য পদাতি সৈন্যসকলকে প্রোৎসাহিত এবং বর্দ্ধিত করিবেন ॥ ৪৪

যাহারা পূর্ব্ব হইতেই নিজের শৌর্য্যের জন্য সম্মানিত, ধৈর্য্যশালী ও মনস্বী, তাঁহারা অগ্রে থাকিবেন এবং অন্য সব যোদ্ধারা পশ্চাতে থাকিবেন ॥ ৪৫

যে সব সৈন্য ভীরু, তাহাদিগেরও যত্নসহকারে উৎসাহ বর্দ্ধন করা উচিত অথবা তাহারা সৈন্যবাহিনীর বিশেষ দলকেই দর্শন করিবার জন্য সমীপেই অবস্থান করিতে থাকিবে ॥ ৪৬

সংহতান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন্।
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পানাং বহুভিঃ সহ ॥ ৪৭
সম্প্রবৃত্তে নিকৃষ্টে বা সত্যং বা যদি বানৃতম্।
প্রগৃহ্য বাহূন্ ক্রোশেত ভগ্না ভগ্নাঃ পরে ইতি ॥ ৪৮
আগতং মে মিত্রবলং প্রহরধ্বমভীতবৎ।
সত্ত্ববন্তোঽভিধাবেয়ুঃ কুর্বন্তো ভৈরবান্ রবান্ ॥ ৪৯
ক্ষ্বেডাঃ কিলকিলাশব্দাঃ ক্রকচা গোবিষাণিকাঃ।
ভেরী-মৃদঙ্গ-পণবান্ নাদয়েয়ুঃ পুরশ্চরান্ ॥ ৫০
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনানীতিকথনে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০

যদি নিজের নিকট অল্পও সৈন্য থাকে, তবে তাহাদের সকলকে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ করত যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশদান করিবে এবং যদি বহু সৈন্য থাকে, তবে তাহাদিগকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া রাখিবে। যদি অল্প সৈন্যকে বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়, তবে সেস্থলে তাহাদের পক্ষে সূচীমুখ ব্যূহই উপযোগী হইয়া থাকে ॥ ৪৭

নিজের সৈন্যরা অনুকূল অবস্থায় থাকুক বা প্রতিকূল অবস্থায় থাকুক, সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় হস্ত উপরে উত্তোলিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিবে যে, ঐ শত্রুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে এবং আমাদের মিত্রবাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব এখন নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৪৮ ১/২

এই কথা শ্রবণ করিয়াই ধৈর্য্যবান্ ও শক্তিশালী বীর যোদ্ধা ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রুসৈন্যদের উপর আক্রমণ করিবেন ॥ ৪৯

যে সব সৈন্য-বাহিনী অগ্রে থাকিবে, তাহারা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে এবং কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে ক্রকচ, নরসিংহ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও ঢোলাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে থাকিবে ॥ ৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সৈন্যনীতি-কথনবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নানাদেশীয়যোধানাং স্বভাব-রূপ-বলাচার-লক্ষণানাং বর্ণনম্।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিংশীলাঃ কিংসমাচারাঃ কথংরূপাশ্চ ভারত।
কিংসন্নাহাঃ কথংশস্ত্রা জনাঃ স্যুঃ সঙ্গরে ক্ষমাঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

যথাঽঽচরিতমেবাত্র শস্ত্রং পত্রং বিধীয়তে।
আচারাদ্ বীরপুরুষস্তথা কর্মসু বর্ততে ॥ ২
গান্ধারাঃ সিন্ধু-সৌবীরা নখরপ্রাসযোধিনঃ।
অভীরবঃ সুবলিনস্তদ্বলং সর্বপারগম্ ॥ ৩
সর্বশস্ত্রেষু কুশলাঃ সত্ত্ববন্তো হ্যুশীনরাঃ।
প্রাচ্যা মাতঙ্গযুদ্ধেষু কুশলাঃ কূটযোধিনঃ ॥ ৪
তথা যবন-কাম্বোজা মথুরামভিতশ্চ যে।
এতে নিযুদ্ধকুশলা দাক্ষিণাত্যাসিপাণয়ঃ ॥ ৫
সর্বত্র শূরা জায়ন্তে মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ।
প্রায় এষ সমুদ্দিষ্টো লক্ষণানি তু মে শৃণু ॥ ৬
সিংহ-শার্দুলবাঙ্নেত্রাঃ সিংহ-শার্দুলগামিনঃ।
পারাবতকুলিঙ্গাক্ষাঃ সর্বে শূরাঃ প্রমাথিনঃ ॥৭
মৃগস্বরা দ্বীপিনেত্রা ঋষভাক্ষাস্তরস্বিনঃ।
প্রমাদিনশ্চ মন্দাশ্চ ক্রোধনাঃ কিঙ্কিনীস্বনাঃ ॥ ৮
মেঘস্বনাঃ ক্রোধমুখাঃ কেচিৎ করভসন্নিভাঃ।
জিহ্মনাসাগ্রজিহ্বাশ্চ দূরগা দূরপাতিনঃ ॥ ৯
বিড়াল-কুব্জতনবস্তনুকেশাস্তনুত্বচঃ।
শীঘ্রাশ্চপলবৃত্তাশ্চ তে ভবন্তি দুরাসদাঃ ॥ ১০
গোধানিমীলিতাঃ কেচিন্মৃদুপ্রকৃতয়স্তথা।
তুরঙ্গগতিনির্ঘোষাস্তে নরাঃ পারয়িষ্ণবঃ ॥ ১১

একাধিক শততম অধ্যায়।

[ভিন্ন ভিন্ন দেশের যোদ্ধাগণের স্বভাব, রূপ, বল, আচরণ ও লক্ষণসমূহ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! যুদ্ধস্থলে কিরূপ স্বভাব, কিরূপ আচরণ এবং কীদৃশ রূপবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন্? তাঁহাদের কবচ ও অস্ত্রসকলও কিরূপ হইবে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—অস্ত্র ও বাহনাদি যোদ্ধাগণের দেশ এবং কুলের আচারের অনুরূপই হইবে। বীর পুরুষ নিজের পরম্পরা-আচারের অনুসরণ করত সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ২

গান্ধার, সিন্ধু, ও সৌবীর দেশের যোদ্ধারা নখর ও প্রাসের দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এই সব যোদ্ধারা অতিশয় বলবান্ ও নির্ভীক। ইঁহারা সমস্ত সৈন্যকে লঙ্ঘন করিতে পারেন ॥ ৩

উশীনর-দেশের বীরগণ সর্ব্ববিধ অস্ত্রসমূহে কুশল এবং অত্যন্ত বলশালী। পূর্ব্বদেশের যোদ্ধারা হস্তীতে আরোহণ করত যুদ্ধ করিতে অতিশয় নিপুণ ও ইঁহারা কপট-যুদ্ধেও অভিজ্ঞ ॥ ৪

যবন, কাম্বোজ, ও মথুরার নিকটবর্ত্তী দেশবাসী যোদ্ধারা মল্লযুদ্ধে নিপুণ এবং দক্ষিণ দেশের অধিবাসী সৈন্যগণ হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা তরবারি-যুদ্ধে অভ্যস্ত ॥ ৫

প্রায়শঃ সকল দেশেই অধিক ধৈর্য্যবান্, মহাবলশালী এবং বীর বহু যোদ্ধা উৎপন্ন হন। ইঁহাদের সকলের উল্লেখ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি। এখন তুমি আমার নিকট হইতে তাঁহাদের লক্ষণসকল শ্রবণ কর ॥ ৬

যাঁহাদের বাক্য, নেত্র ও গতি সিংহ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় ও যাঁহাদের নয়ন পারাবত (পায়রা) ও সর্পের ন্যায়, ইঁহারা সকলেই শৌর্য্যশালী এবং শত্রুসৈন্যদিগকে মথিত করিতে সমর্থ ॥ ৭

যাহাদের কণ্ঠস্বর মৃগ-কণ্ঠস্বরতুল্য, নেত্র ব্যাঘ্রনেত্র ও বৃষনেত্র-সদৃশ, এই সব বীরগণ, বেগশালী, অসাবধান ও দুষ্ট। যাহাদের কণ্ঠস্বর কিঙ্কিনীর শব্দের ন্যায়, তাহাদের স্বভাব অতিশয় ক্রোধী ॥ ৮

যাহাদের গর্জন মেঘবৎ, মুখ ক্রোধযুক্ত, দেহ হস্তীর ন্যায় এবং মুখ ও জিহ্বা বক্র, তাহারা বহুদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে পারে এবং অতিশয় দূরবর্ত্তী লক্ষ্যকেও ভূপাতিত করিতে সমর্থ ॥ ৯

যাঁহাদের দেহ বিড়ালের ন্যায় কুব্জ এবং মস্তকের কেশ ক্ষুদ্র ও শরীরের চর্ম্ম মসৃণ, তাহারা অতিদ্রুত অস্ত্র চালাইতে পারেন, চঞ্চল এবং দুর্জ্জয় হইয়া থাকেন ॥ ১০

যাঁহারা গোসাপের ন্যায় চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকেন, যাঁহাদের স্বভাব কোমল এবং যাঁহারা চলিলে অশ্বের ক্ষুরশব্দের খট্‌খট্ শব্দ হইতে থাকে, সেই সব মনুষ্য যুদ্ধের পরপারে যাইতে সমর্থ হন ॥ ১১

সুসংহতাঃ সুতনবো ব্যূঢ়োরস্কাঃ সুসংস্থিতাঃ।
প্রবাদিতেষু কুপ্যন্তি হৃষ্যন্তি কলহেষু চ॥ ১২
গম্ভীরাক্ষা নিঃসৃতাক্ষাঃ পিঙ্গাক্ষা ভ্রুকুটীমুখাঃ।
নকুলাক্ষাস্তথা চৈব সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ॥ ১৩
জিহ্মাক্ষাঃ প্রললাটাশ্চ নির্মাংসহনবোঽপি চ।
বজ্রবাহ্বঙ্গুলীচক্রাঃ কৃশা ধমনিসন্ততাঃ॥ ১৪
প্রবিশন্তি চ বেগেন সাম্পরায়ে হ্যুপস্থিতে।
বারণা ইব সম্মত্তাস্তে ভবন্তি দুরাসদাঃ॥ ১৫
দীপ্তস্ফুটিতকেশান্তাঃ স্থূলপার্শ্বহনুমুখাঃ।
উন্নতাংসাঃ পৃথুগ্রীবা বিকটাঃ স্থূলপিণ্ডিকাঃ॥ ১৬
উদ্বৃত্তা ইব সুগ্রীবা বিনতাবিহগা ইব।
পিণ্ডশীর্ষাহিবক্ত্রাশ্চ বৃষদংশমুখাস্তথা॥ ১৭
উগ্রস্বরা মন্যুমন্তো যুদ্ধেষ্বারাবসারিণঃ।
অধর্মজ্ঞাবলিপ্তাশ্চ ঘোরা রৌদ্রপ্রদর্শনাঃ॥ ১৮
ত্যক্তাত্মানঃ সর্ব এতে অন্ত্যজা হ্যনিবর্তিনঃ।
পুরস্কার্য্যাঃ সদা সৈন্যে হন্যন্তে ঘ্নন্তি চাপি যে॥১৯
অধার্মিকা ভিন্নবৃত্তাঃ সান্ত্বেনৈষাং পরাভবঃ।
এবমেব প্রকুপ্যন্তি রাজ্ঞোঽপ্যেতে হ্যভীক্ষ্ণশঃ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি বিজিগীষমাণবৃত্তে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০১

যাহাদের দেহের গঠন দৃঢ়, দেখিতে দেহ সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অতিশয় দৃঢ়, সেই সব বীর যুদ্ধের কথা শুনিয়া কুপিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহারা সকল যুদ্ধেই আনন্দিত হন॥ ১২

যাহাদের চক্ষু গম্ভীর অথবা বৃহৎ বলিয়া যেন বাহির হইয়া গিয়াছে,—মনে হয়, যাহাদের নেত্র পিঙ্গলবর্ণ এবং যাহাদের নয়ন নকুল-নেত্রতুল্য ও মুখ ভ্রূকুটিপূর্ণ, এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট মনুষ্যগণ বীর এবং রণাঙ্গনে শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন॥ ১৩

যাহাদের চক্ষু বক্র, ললাট উচ্চ এবং হনু মাংসহীন, যাহাদের বাহুতে বজ্র ও অঙ্গুলিতে চক্রের চিহ্ন আছে, যাহারা কৃশ ও যাহাদের নাড়ী প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াই তীব্রবেগে শত্রুদের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং মদমত্ত হস্তিগণের ন্যায় শত্রুদের পক্ষে দুর্জয় হইয়া উঠে॥ ১৪-১৫

যাহাদের কেশাগ্রভাগ প্রদীপ্ত ও খণ্ড খণ্ড, হনু ও মুখ লম্বা এবং স্থূল (মোটা), স্কন্ধ উচ্চ, গ্রীবা (ঘাড়) স্থূল ও মাংসল, যাহারা দেখিতে বিকট, সুগ্রীব জাতীয় অশ্বসদৃশ ও গরুড়-পক্ষিতুল্য, উদ্ধতস্বভাব, যাহাদের মস্তক বর্ত্তুল (গোলাকার) এবং বিশাল, যাহারা বিড়ালের ন্যায় মুখবিশিষ্ট, যাহাদের স্বরে কঠোরতা থাকে, তাহারা অতিশয় ক্রোধী এবং যুদ্ধে গর্জন করিতে করিতে বিচরণ করিয়া থাকে। তাহাদের কোন ধর্মজ্ঞান থাকে না। তাহারা গর্বিত ও অত্যন্ত ভীষণ এবং দেখিতেও অতিশয় ভয়ঙ্কর॥ ১৬-১৮

ইহারা সকলেই অন্ত্যজ (কোল-ভীলাদি) যাহারা যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করে না এবং দেহের মায়া ত্যাগ করিয়া সংগ্রাম করিয়া থাকে। সৈন্যদের মধ্যে এরূপ লোক দিগকে সর্ব্বদা পুরস্কার দেওয়া উচিত ও ইহাদের সর্ব্বদা অগ্রে অগ্রে রাখা আবশ্যক, কারণ ইহারা ধৈর্য্য সহকারে শত্রুদের প্রহার সহ্য করিতে পারে এবং তাহাদের প্রহারও করিতে পারে॥ ১৯

ইহারা অধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মের নীতি ভঙ্গ করে। এইরূপ ইহারা বারংবার রাজার উপরেও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব ইহাদের সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে সব সময় আয়ত্ত করিয়া রাখা আবশ্যক॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণবিষয়ক একাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বিজয়সূচকশুভাশুভলক্ষণানাং নিরূপণম্, উৎসাহিনাং বলবতাং সৈন্যানাং বর্ণনম্, রাজ্ঞো যুদ্ধসম্বন্ধীয়-নীতিকথনঞ্চ

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জয়িত্র্যাঃ কানি রূপাণি ভবন্তি ভরতর্ষভ।
পৃতনায়াঃ প্রশস্তানি তানি চেচ্ছামি বেদিতুম্ ॥১

ভীষ্ম উবাচ।

জয়িত্র্যা যানি রূপাণি ভবন্তি ভরতর্ষভ।
পৃতনায়াঃ প্রশস্তানি তানি বক্ষ্যামি সর্বশঃ ॥ ২
দৈবে পূর্বং প্রকুপিতে মানুষে কালচোদিতে।
তদ্বিদ্বাংসোঽনুপশ্যন্তি জ্ঞানদিব্যেন চক্ষুষা ॥ ৩
প্রায়শ্চিত্তবিধিং চাত্র জপহোমাংশ্চ তদ্বিদঃ।
মঙ্গলানি চ কুর্বন্তি শময়ন্ত্যহিতানি চ ॥ ৪
উদীর্ণমনসো যোধা বাহনানি চ ভারত।
যস্যাং ভবন্তি সেনায়াং ধ্রুবং তস্যাং পরো জয়ঃ ॥ ৫
অন্বেতান্ বায়বো যান্তি তথৈবেন্দ্রধনূংষি চ।
অনুপ্লবন্তো মেঘাশ্চ তথাঽঽদিত্যস্য রশ্ময়ঃ ॥ ৬
গোমায়বশ্চানুকূলা বলগৃধ্রাশ্চ সর্বশঃ।
অর্হয়েয়ুর্যদা সেনাং তদা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ৭
প্রসন্নভাঃ পাবকশ্চোর্ধ্বরশ্মিঃ
প্রদক্ষিণাবর্তশিখো বিধূমঃ।
পুণ্যা গন্ধাশ্চাহুতীনাং ভবন্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ৮
গম্ভীরশব্দাশ্চ মহাস্বনাশ্চ
শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ নদন্তি যত্র।
যুযুৎসবশ্চাপ্রতীপা ভবন্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ৯
ইষ্টা মৃগাঃ পৃষ্ঠতো বামতশ্চ
সম্প্রস্থিতানাঞ্চ গমিষ্যতাঞ্চ।
জিঘাংসতাং দক্ষিণাঃ সিদ্ধমাহু-
র্যেত্বগ্রতস্তে প্রতিষেধয়ন্তি ॥ ১০

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[বিজয়সূচক শুভাশুভ লক্ষণসমূহ নিরূপণ, উৎসাহী বলবান্ সৈন্যদের বর্ণন এবং রাজার যুদ্ধসম্বন্ধীয় নীতিকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! বিজয়ী সৈন্যদের কিরূপ শুভ লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, ইহাই আমি জানিতে অভিলাষী হইয়াছি। ১

ভীষ্ম বলিলেন—ভরতবংশভূষণ! বিজয়ী সৈন্যদের নিকট যে সব শুভলক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেই সমস্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২

কালপ্রেরিত মনুষ্যের উপর প্রথমে দৈবের কোপ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জ্ঞানী পুরুষ যখন জ্ঞানময়ী দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া থাকেন, তখন তাহার প্রতীকারসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান—জপ, হোমাদি মাঙ্গলিক কৃত্য করিয়া থাকেন এবং সেই অহিতকারক দৈবী উপদ্রব শান্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩-৪

হে ভারত! যে সকল যোদ্ধা ও বাহন মনে মনে প্রসন্ন ও উৎসাহযুক্ত থাকে, তাহাদের উত্তম জয় অবশ্যই হইয়া থাকে ॥ ৫

যদি সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার সময় সৈন্যদের পশ্চাতে মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, সম্মুখে ইন্দ্রধনুর উদয় হয়, বারংবার মেঘের ছায়া হইতে থাকে, সূর্যের কিরণও প্রকাশিত হয় এবং শৃগাল, কাক ও শকুনিগণও অনুকূল দিকে আসিয়া সৈন্যদের সংবর্দ্ধনা করে, তবে সেই সৈন্যদের পরম সিদ্ধিলাভ হয়। ৬-৭

যদি বিনা ধূমে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহার প্রভা নির্মল হয় এবং শিখা উপরে উত্থিত হইতে থাকে অথবা সেই অগ্নিশিখা দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখা যায় এবং আহুতির পবিত্র গন্ধ প্রকাশিত হয়, তবে এই সবকে ভাবী বিজয়ের শুভ চিহ্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ৮

যেস্থানে শঙ্খে গম্ভীর ধ্বনি এবং রণভেরীর প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইতে থাকে, যুদ্ধাভিলাষী সৈন্যরা সর্বতোভাবে অনুকূলেই থাকে, তবে ইহাও সেস্থলে ভাবী বিজয়সূচক শুভ লক্ষণ কথিত হইয়াছে ॥ ৯

সৈন্যরা যুদ্ধে প্রস্থান করিবার সময় অথবা প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় যদি প্রিয় গবাদি পশুগণ পশ্চাতে ও বামভাগে আসিয়া থাকে, তবে উহা ঈপ্সিত ফল দান করে। যদি যুদ্ধ করিবার সময় ইহারা দক্ষিণ দিকে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা সিদ্ধির সূচনা বলিয়া বলা হয়। কিন্তু ইহারা যদি সম্মুখে পড়ে, তবে সেইস্থলে যুদ্ধে যাত্রা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে ॥ ১০

মাঙ্গল্যশব্দান্ শকুনা বদন্তি
হংসাঃ ক্রৌঞ্চাঃ শতপত্রাশ্চ চাষাঃ।
হৃষ্টা যোধাঃ সত্ত্ববন্তো ভবন্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ১১
শস্ত্রৈর্যন্ত্রৈঃ কবচৈঃ কেতুভিশ্চ
সুভানুভির্মুখবর্ণৈশ্চ যূনাম্।
ভ্রাজিষ্মতী দুষ্প্রতিবীক্ষণীয়া
যেষাং চমূস্তেঽভিভবন্তি শত্রূন্ ॥ ১২
শুশ্রূষবশ্চানভিমানিনশ্চ
পরস্পরং সৌহৃদমাস্থিতাশ্চ।
যেষাং যোধাঃ শৌচমনুষ্ঠিতাশ্চ
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ ॥ ১৩
শব্দাঃ স্পর্শাস্তথা গন্ধা বিচরন্তি মনঃপ্রিয়াঃ।
ধৈর্য্যং চাবিশতে যোধান্ বিজয়স্য মুখঞ্চ তৎ ॥ ১৪

যখন হংস, ক্রৌঞ্চ, শতপত্র ও নীলকণ্ঠাদি পক্ষিগণ মঙ্গলসূচক শব্দ করিতে থাকে এবং সৈন্যদিগকে হর্ষ ও উৎসাহসম্পন্ন দেখা যায়, তবে ইহাকেও ভাবী জয়লাভের শুভলক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১১

যাহাদের সৈন্যবাহিনী নানাবিধ অস্ত্র, কবচ, যন্ত্র এবং ধ্বজসমূহে সুশোভিত থাকে, যে সব নবযুবক সৈন্যদের মুখের সুন্দর প্রভাময়ী কান্তিতে সৈন্যবাহিনী প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই সব সৈন্যদের অভিমুখে শত্রুগণের দৃষ্টিপাত করিবারও সাহস থাকে না ; তাহারা নিশ্চয় ইশত্রুদলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২

যাহাদের যোদ্ধারা প্রভুর সেবায় উৎসাহী, নিরহঙ্কারী, পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শৌচাচার পালন করিতে থাকে, ইহাই তাহাদের ভাবী বিজয়ের শুভ লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৩

যদি যোদ্ধাগণের মনের প্রিয় শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সর্ব্বদিকে বিস্তৃত থাকে এবং ধৈর্য্য যোদ্ধাদিগের অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইতে থাকে, তবে ইহাকে জয়লাভের দ্বার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ১৪

ইষ্টো বামঃ প্রবিষ্টস্য দক্ষিণঃ প্রবিবিক্ষতঃ।
পশ্চাৎ সংসাধয়ত্যর্থং পুরস্তাচ্চ নিষেধতি ॥১৫
সম্ভৃত্য মহতীং সেনাং চতুরঙ্গাং যুধিষ্ঠির।
সাম্নৈব বর্ত্তয়েঃ পূর্বং প্রযতেথাস্ততো যুধি ॥ ১৬
জঘন্য এষ বিজয়ো যদ্ যুদ্ধং নাম ভারত।
যাদৃচ্ছিকো যুধি জয়ো দৈবো বেতি বিচারণম্ ॥১৭
অপামিব মহাবেগস্ত্রস্তা ইব মহামৃগাঃ।
দুর্নিবার্য্যতমা চৈব প্রভগ্না মহতী চমূঃ ॥ ১৮
ভগ্না ইত্যেব ভজ্যন্তে বিদ্বাংসোঽপি ন কারণম্।
উদারসারা মহতী রুরুসঙ্ঘোপমা চমূঃ ॥ ১৯
পরস্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টাস্ত্যক্তপ্রাণাঃ সুনিশ্চিতাঃ।
অপি পঞ্চাশতং শূরা নিঘ্নন্তি পরবাহিনীম্ ॥ ২০
অপি বা পঞ্চ ষট্ সপ্ত সংহতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ।
কুলীনাঃ পূজিতাঃ সম্যগ্ বিজয়ন্তীহ শাত্রবান্ ॥ ২১

যদি যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবেশ করিবার সময় শৃগাল দক্ষিণভাগে এবং প্রবিষ্ট হইবার পর শৃগাল বামভাগে আসিয়া থাকে, তবে উহা শুভ হয়। পশ্চাদ্‌ভাগে আসিলেও সিদ্ধিকারক হয়, কিন্তু সম্মুখে আসিলে উহা জয়লাভের বাধক হইয়া থাকে ॥ ১৫

যুধিষ্ঠির! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী একত্রিত করিবার পরও প্রথমে শত্রুর সহিত সামনীতি অনুসারে সন্ধি করিবার চেষ্টা করা তোমার আবশ্যক। যদি ইহাতে সফল না হও, তবে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইবে ॥ ১৬

হে ভারত! যুদ্ধ করিয়া যে জয়লাভ হয়, উহা নিকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভ যদৃচ্ছাক্রমে বা দৈবেচ্ছায় হয়, উহা বিচার করা প্রয়োজন ॥ ১৭

যদি বিশাল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়, তবে তাহা জলের প্রবল বেগের ন্যায় এবং ভীত দীর্ঘাকৃতি মৃগের ন্যায় নিরোধ করা অতিশয় দুষ্কর হইয়া উঠে ॥ ১৮

বিশাল সৈন্যবাহিনী মৃগের দলের ন্যায় জানিবে। সেই বাহিনীতে কত বলবান্ বীর বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কিছু সৈন্য পলায়ন করিতেছে, ইহা দেখিয়া অন্য সব সৈন্যরাও পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, তখন যুদ্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও উহাদিগকে সংস্থাপিত করিতে সক্ষম হন না ॥ ১৯

পরস্পর পরস্পরকে জানে, হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ, প্রাণের মোহ ত্যাগ করিতে সমর্থ এবং 'মারিব, না হয় মরিব' এরূপ দৃঢ়নিশ্চয়কারী পঞ্চাশ জন বীর যোদ্ধাও সম্পূর্ণ শত্রু-সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে পারে ॥ ২০

উত্তম বংশেজাত, পরস্পর সংগঠিত এবং রাজার দ্বারা সম্মানিত পাঁচ, ছয় বা সাতজন বীরও যদি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধে বিদ্যমান

সংনিপাতো ন মন্তব্যঃ শক্যে সতি কথঞ্চন ।
সান্ত্বভেদপ্রদানানাং যুদ্ধমুত্তরমুচ্যতে ॥ ২২
সন্দর্শে নৈব সেনায়া ভয়ং ভীরূন্ প্রবাধতে ।
বজ্রাদিব প্রজ্বলিতাদিয়ং ক নু পতিষ্যতি ॥ ২৩
অভিপ্রয়াতাং সমিতিং জ্ঞাত্বা যে প্রতিযান্ত্যথ ।
তেষাং স্যন্দন্তি গাত্রাণি যোধানাং বিজয়স্য চ ॥ ২৪
বিষয়ো ব্যথতে রাজন্ সর্বঃ সস্থাণুজঙ্গমঃ ।
অস্য প্রতাপতপ্তানাং মজ্জা সীদতি দেহিনাম্ ॥ ২৫
তেষাং সান্ত্বং ক্রূরমিশ্রং প্রণেতব্যং পুনঃ পুনঃ ।
সম্পীড্যমানা হি পরৈর্যোগমায়ান্তি সর্বতঃ ॥ ২৬
আন্তরাণাঞ্চ ভেদার্থং চরানভ্যবচারয়েৎ ।
যশ্চ তস্মাৎ পরো রাজা তেন সন্ধিঃ প্রশস্যতে ॥ ২৭

নহি তস্যান্যথা পীড়া শক্যা কর্তুং তথাবিধা ।
যথা সার্ধমমিত্রেণ সর্বতঃ প্রতিবাধনম্ ॥ ২৮
ক্ষমা বৈ সাধুমায়াতি ন হ্যসাধূন্ ক্ষমা সদা ।
ক্ষমায়াশ্চাক্ষমায়াশ্চ পার্থ বিদ্ধি প্রয়োজনম্ ॥ ২৯
বিজিত্য ক্ষমমাণস্য যশো রাজ্ঞো বিবর্ধতে ।
মহাপরাধে হ্যপ্যস্মিন্ বিশ্বসন্ত্যপি শত্রবঃ ॥ ৩০
মন্যতে কর্শয়িত্বা তু ক্ষমা সাধ্বীতি শম্বরঃ ।
অসন্তপ্তং তু যদ্ দারু প্রত্যেতি প্রকৃতিং পুনঃ ॥ ৩১
নৈতৎ প্রশংসন্ত্যাচার্য্যা ন চ সাধুনিদর্শনম্ ।
অক্রোধেনাবিনাশেন নিয়ন্তব্যাঃ স্বপুত্রবৎ ॥ ৩২
দ্বেষ্যো ভবতি ভূতানামুগ্রো রাজা যুধিষ্ঠির ।
মৃদুমপ্যবমন্যন্তে তস্মাদুভয়মাচরেৎ ॥ ৩৩

থাকে, তবে যুদ্ধে সম্যগ্‌রূপেই শত্রুদিগকে জয় করিতে পারা যায় ॥ ২১

যতক্ষণ যে কোনরূপে সন্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ যুদ্ধ করিতে নাই। প্রথমে সামনীতি অনুসারে বুঝাইবে। ইহাতে যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তবে ভেদনীতির দ্বারা শত্রুদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিবে। ইহার দ্বারাও যদি সফলতা না আসে, তাহা হইলে দান নীতির প্রয়োগ করিবে। এই তিন উপায়েও যদি কোন রূপেই কার্য্যসিদ্ধি না হয়, তখন সর্ব্বশেষে যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ২২

শত্রু-সৈন্যদের দেখিবামাত্রই ভয় ভীরু-পুরুষদিগকে পীড়িত করে; তখন মনে হয়, তাহার উপর প্রজ্বলিত বজ্র পতিত হইতেছে। তাহারা চিন্তা করে—না জানি এই সৈন্য কাহার উপর পতিত হইবে? ২৩

যুদ্ধ উপস্থিত জানিয়া যাহারা সেই যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়, সেই বীরগণের দেহে বিজয়ের আশায় আনন্দজনিত ঘর্ম্মবিন্দু উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৪

রাজন্! যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিগণের সহিত সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে এবং অস্ত্রসকলের প্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া দেহধারী প্রাণীদিগের মজ্জাও অবসন্ন হইয়া পড়ে ॥ ২৫

তখন সেই দেশবাসিগণের প্রতি কঠোরতার সহিত সান্ত্বনাপূর্ণ মধুর বাক্য বারংবার প্রয়োগ করা উচিত; অন্যথা কেবল কঠোর বাক্যে পীড়িত হইয়া তাহারা চারিদিকে গমন করত শত্রুর সহিত মিলিত হয় ॥ ২৬

শত্রুর মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করা আবশ্যক এবং সেই শত্রু অপেক্ষাও যিনি বলবান্ রাজা, তাঁহার সহিত সন্ধি করাই উত্তম উপায় ॥ ২৭

অন্যথা তাঁহাকে সেরূপ পীড়িত করিতে পারা যাইবে না, যেরূপ পীড়া সন্ধি স্থাপন করিলে দেওয়া যাইবে। যুদ্ধ সেইভাবে করা আবশ্যক, যাহাতে শত্রুপক্ষ সর্ব্বতোভাবে সঙ্কটে পতিত হয় ॥ ২৮

কুন্তীনন্দন! সৎপুরুষদিগকেই সদা ক্ষমা করিতে হয়, দুষ্টদিগকে নহে। ক্ষমা করা ও না করার প্রয়োজন-বিষয়ে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর এবং বুঝিয়া গ্রহণ কর ॥ ২৯

যে রাজা শত্রুকে জয় করিবার পর তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন, তাঁহার যশ বর্দ্ধিত হয়। তখন তিনি যদি কোন গুরুতর অপরাধও করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও শত্রুরা তাঁহাকে বিশ্বাস করে ॥ ৩০

শম্বরাসুরের অভিমত হইল—প্রথমে শত্রুকে পীড়ার দ্বারা অতিশয় দুর্ব্বল করিয়া পরে তাহাকে ক্ষমা করা ভাল; কারণ, যদি বক্র কাষ্ঠকে তপ্ত না করিয়াই সরল করিতে যাওয়া হয়, তবে উহা পুনরায় সরল না হইয়া বক্রই হইয়া যায় ॥৩১

কিন্তু আচার্য্যগণ এই বাক্যের প্রশংসা করেন না; যেহেতু উহা সৎপুরুষগণের দৃষ্টান্ত নয়। রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি পুত্রের ন্যায় বিনা ক্রোধেই শত্রুকে বশীভূত করিবেন, তাহার বিনাশসাধন করিবেন না ॥ ৩২

যুধিষ্ঠির! রাজা যদি উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হন, তবে তিনি সমস্ত প্রাণীরই বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা কোমলস্বভাব-

প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচন্নিব রুদন্নিব ॥ ৩৪
ন মে প্রিয়ং যন্নিহতাঃ সংগ্রামে মামকৈর্নরৈঃ।
ন চ কুর্বন্তি মে বাক্যমুচ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৫
অহো জীবিতমাকাঙ্ক্ষেন্নেদৃশো বধমর্হতি।
সুদুর্লভাঃ সুপুরুষাঃ সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ ॥ ৩৬
কৃতং মমাপ্রিয়ং তেন যেনায়ং নিহতো মৃধে।
ইতি বাচা বদন্ হন্তৄন্ পূজয়েত রহোগতঃ ॥ ৩৭
হন্তৄণামাহতানাঞ্চ যৎ কুর্য্যুরপরাধিনঃ।
ক্রোশেদ্ বাহুং প্রগৃহ্যাপি চিকীর্ষন্ জনসংগ্রহম্ ॥ ৩৮
এবং সর্বাস্ববস্থাসু সান্ত্বপূর্বং সমাচরেৎ।
প্রিয়ো ভবতি ভূতানাং ধর্মজ্ঞো বীতভীর্নৃপঃ ॥ ৩৯
বিশ্বাসং চাত্র গচ্ছন্তি সর্বভূতানি ভারত।
বিশ্বস্তঃ শক্যতে ভোক্তুং যথাকামমুপস্থিতঃ ॥ ৪০
তস্মাদ্ বিশ্বাসয়েদ্ রাজা সর্বভূতান্যমায়য়া।
সর্বতঃ পরিরক্ষেচ্চ যো মহীং ভোক্তুমিচ্ছতি ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সেনানীতিকথনে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২

বিশিষ্ট হন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করেন, অতএব প্রয়োজনবোধে রাজা উগ্রতা ও কোমলতা উভয়ই অবলম্বন করিবেন ॥ ৩৩

হে ভারত! রাজা শত্রুর উপর প্রহার করিবার পূর্ব্বে এবং প্রহার করিবার সময়েও প্রিয় বাক্যই বলিবেন। প্রহার করিবার পরেও শোক প্রকাশ করিতে করিতে ও রোদন করিতে করিতে তাহার প্রতি দয়া দেখাইবেন ॥ ৩৪

তিনি শত্রুকে শুনাইতে শুনাইতে এইরূপ বলিবেন,—অহহ! এই যুদ্ধে আমার সৈন্যরা যে এত বীরকে নিহত করিয়াছে, উহা আমার প্রিয় নহে; কিন্তু আমি কি করিব? আমি বারংবার বলিলেও তাহারা আমার কথা পালন করে নাই ॥ ৩৫

অহো! সকল লোকই নিজ নিজ প্রাণ রক্ষা করিতে অভিলাষী হয়, অতএব এরূপ ব্যক্তিগণকে বধ করা উচিত নয়। সংগ্রামে পলায়ন করে না, এতাদৃশ সৎপুরুষগণ অতিশয় দুর্লভ। আমার যে সব সৈন্যরা এই যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বহু বীরকে বধ করিয়াছে, তাহারা দ্বারা আমার অতিশয় কার্য্য হইয়াছে। শত্রুপক্ষের সম্মুখে বাক্যের দ্বারা এরূপ খেদ প্রকাশ করিতে করিতে রাজা নির্জন স্থানে গমন করত নিজের সেই বীর যোদ্ধাগণের প্রশংসা করিবেন, যাহারা শত্রুপক্ষের প্রধান বীরগণকে বধ করিয়াছে ॥ ৩৬-৩৭

এই শত্রুপক্ষের বিনাশক স্বীয় পক্ষের বীরগণের মধ্যে যাহারা হতাহত হইয়াছে, তাহাদের জন্য অপরাধীর ন্যায় সেইভাবে দুঃখ প্রকাশ করিবেন। জনমতকে নিজের অনুকূলে আনিবার বাসনায় যাহার হানি হইয়াছে, তাহার বাহু ধারণ করত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবেন এবং বিলাপ করিবেন ॥ ৩৮

এইরূপ সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই যিনি সান্ত্বনাপূর্ণ আচরণ করেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজা সকল লোকের প্রিয় হন এবং নির্ভয় হইয়া যান ॥ ৩৯

হে ভারত! তাঁহার উপর সকল প্রাণীই বিশ্বাস করিতে থাকে। একবার বিশ্বাসের পাত্র হইয়া যাইলে পর সেই রাজা সকলেরই নিকট অবস্থান করত সম্পূর্ণ রাজ্যকে ইচ্ছানুসারে ভোগ করিতে সমর্থ হন ॥ ৪০

অতএব যে রাজা এই পৃথিবীকে ভোগ করিতে বাসনা করিবেন, তাঁহার কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি ছল-কপটতা পরিত্যাগ করত নিজের উপর সকল প্রাণীর বিশ্বাস উৎপন্ন করিবেন এবং এই পৃথিবীকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণরূপে রক্ষা করিবেন ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সৈন্যনীতি-বর্ণনবিষয়ক দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শত্রুং বশীভূতং কর্ত্তুং রাজ্ঞা কা নীতিগ্র্হণীয়া, কথং দুষ্টান্ জ্ঞাতুং শক্যাদিত্যত্রেন্দ্র-বৃহস্পতিসংবাদশ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং মৃদৌ কথং তীক্ষ্ণে মহাপক্ষে চ পার্থিব।
আদৌ বর্ত্তেত নৃপতিস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃহস্পতেশ্চ সংবাদমিন্দ্রস্য চ যুধিষ্ঠির ॥ ২

বৃহস্পতিং দেবপতিরভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ বাসবঃ পরবীরহা ॥ ৩

ইন্দ্র উবাচ।

অহিতেষু কথং ব্রহ্মন্ প্রবর্ত্তেয়মতন্দ্রিতঃ।
অসমুচ্ছিদ্য চৈবৈতান্ নিযচ্ছেয়মুপায়তঃ ॥ ৪

সেনয়োর্ব্যতিষঙ্গেণ জয়ঃ সাধারণো ভবেৎ।
কিংকুর্বাণং ন মাং জহ্যাজ্জ্বলিতা শ্রীঃ প্রতাপিনী ॥ ৫

ততো ধর্মার্থকামানাং কুশলঃ প্রতিভানবান্
রাজধর্মবিধানজ্ঞঃ প্রত্যুবাচ পুরন্দরম্ ॥ ৬

বৃহস্পতিরুবাচ।

ন জাতু কলহেনেচ্ছেন্নিয়ন্তুমপকারিণঃ।
বালৈরাসেবিতং হ্যেতদ্ যদমর্ষো যদক্ষমা ॥ ৭

ন শত্রুর্বিবৃতঃ কার্য্যো বধমস্যাভিকাঙ্ক্ষতা।
ক্রোধং ভয়ঞ্চ হর্ষঞ্চ নিয়ম্য স্বয়মাত্মনি ॥ ৮

অমিত্রমুপসেবেত বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্।
প্রিয়মেব বদেন্নিত্যং নাপ্রিয়ং কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৯

বিরমেচ্ছুষ্কবৈরেভ্যঃ কণ্ঠায়াসাংশ্চ বর্জয়েৎ।
যথা বৈতংসিকো যুক্তো দ্বিজানাং সদৃশস্বনঃ ॥ ১০

তান্ দ্বিজান্ কুরুতে বশ্যাংস্তথা যুক্তো মহীপতিঃ।
বংশং চোপনয়েচ্ছত্রূন্ নিহন্যাচ্চ পুরন্দর ॥ ১১

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[শত্রুকে বশীভূত করিবার জন্য রাজার কোন নীতিতে কার্য্য করা উচিত এবং দুষ্টগণকে কিভাবে জানিতে পারা যাইবে —এ বিষয়ে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ভূপাল! যাহার পক্ষ প্রবল ও বিশাল, সেই শত্রু যদি কোমল স্বভাবের হয়, তবে তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করা আবশ্যক? আর যদি শত্রু তীক্ষ্ণ স্বভাবের হয়, তাহার সহিত প্রথমে কিরূপ আচরণ করা রাজার কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

পুরাকালে কোন এক সময়ে শত্রুবীর-সংহারকারী দেবরাজ ইন্দ্র বৃহস্পতির নিকটে গমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

ইন্দ্র বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি নিরলস হইয়া নিজের শত্রুদের প্রতি কিরূপ ব্যববার করিব? তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ না করিয়াই কোন্ উপায়ের দ্বারা তাহাদের বশীভূত করিব? ৪

উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া যাইলে পর বিজয় উভয় পক্ষেরই নিকট সাধারণ বস্তু হইয়া যায় (এই পক্ষের জয় হইবে—এরূপ নিয়ম থাকে না।), অতএব আমার কি করা কর্ত্তব্য, যাহাতে শত্রুদিগের সন্তাপদায়িনী দেদীপ্যমনা রাজলক্ষ্মী আমাকে কখনও পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না ॥ ৫

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতিপাদনে কুশল, প্রতিভাশালী এবং রাজধর্ম্মের বিধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃহস্পতি তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছিলেন ॥ ৬

বৃহস্পতি বলিলেন,—রাজন্! কোনও রাজা কখনও কলহ বা যুদ্ধের দ্বারা অপকারকারী শত্রুদিগকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিবেন না। সহ্যশক্তি ত্যাগ করা বা ক্ষমা না করা—ইহা ত' বালক কিংবা মূর্খগণের দ্বারা সেবিত পথ ॥ ৭

শত্রুকে বধ করিতে অভিলাষী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি ক্রোধ, ভয় ও হর্ষকে নিজের মনেই সংযত করিয়া রাখিবেন এবং শত্রুকে শত্রুতা প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবেন না ॥ ৮

অন্তরে বিশ্বাস না করিলেও বাহিরে বিশ্বস্ত পুরুষের ন্যায় নিজের ভাব দেখাইতে দেখাইতে শত্রুর সেবা করিতে হয়। সর্ব্বদা তাহার সহিত প্রিয়বাক্য বলিবে, কখনও কোনও অপ্রিয় আচরণ করিবে না ॥ ৯

শত্রুনগরভেদকারী ইন্দ্র! শুষ্ক শত্রুতা হইতে বিরত থাকিবে, কণ্ঠকে পীড়িতকারী বাদ-বিবাদ পরিত্যাগ করিবে, যেরূপ ব্যাধ নিজের কার্য্যে সাবধানে নিরত থাকিয়া পক্ষিগণকে ধরিবার জন্য তাহাদেরই সমান শব্দ করিতে থাকে এবং সুযোগ

ন নিত্যং পরিভূয়ারীন্ সুখং স্বপিতি বাসব ।
জাগর্ত্তোব হি দুষ্টাত্মা সঙ্করেঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১২
ন সন্নিপাতঃ কর্ত্তব্যঃ সামান্যে বিজয়ে সতি ।
বিশ্বাস্যৈবোপসন্নার্থো বশে কৃত্বা রিপুঃ প্রভো ॥১৩
সম্প্রধার্য্য সহামাত্যৈর্মন্ত্রবিদ্ভির্মহাত্মভিঃ ।
উপেক্ষ্যমাণোঽবজ্ঞাতো হৃদয়েনাপরাজিতঃ ॥ ১৪
অথাস্য প্রহরেৎ কালে কিঞ্চিদ্‌বিচলিতে পদে ।
দণ্ডঞ্চ দূষয়েদস্য পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥ ১৫
আদি-মধ্যাবসানজ্ঞঃ প্রচ্ছন্নঞ্চ বিধারয়েৎ ।
বলানি দূষয়েদস্য জানন্নেব প্রমাণতঃ ॥ ১৬
ভেদেনোপপ্রদানেন সংসৃজেদৌষধৈস্তথা ।
ন ত্বেবং খলু সংসর্গং রোচয়েদরিভিঃ সহ ॥১৭
দীর্ঘকালমপীক্ষেত নিহন্যাদেব শাত্রবান্ ।
কালাকাঙ্ক্ষী হি ক্ষপয়েদ্ যথা বিশ্রম্ভমাপ্নুয়ুঃ ॥১৮
ন সদ্যোঽরীন্ বিহন্যাচ্চ দ্রষ্টব্যো বিজয়ো ধ্রুবঃ ।
ন শল্যং বা ঘটয়তি ন বাচা কুরুতে ব্রণম্ ॥ ১৯
প্রাপ্তে চ প্রহরেৎ কালে ন চ সংবর্ত্ততে পুনঃ ।
হন্তুকামস্য দেবেন্দ্র পুরুষস্য রিপূন্ প্রতি ॥ ২০
যো হি কালো ব্যতিক্রামেৎ পুরুষং কালকাঙ্ক্ষিণম্ ।
দুর্লভঃ স পুনস্তেন কালঃ কর্মচিকীর্ষুণা ॥ ২১
ওজশ্চ জনয়েদেব সংগৃহ্ন্ সাধুসম্মতম্ ।
অকালে সাধয়েন্মিত্রং ন চ প্রাপ্তে প্রপীড়য়েৎ ॥ ২২

আসিলেই পক্ষিগণকে বশীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ উদ্যোগী রাজা ধীরে ধীরে শত্রুদিগকে বশীভূত করিবেন। তাহার পর তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন ॥ ১০-১১

ইন্দ্র! যে সর্ব্বদা শত্রুদিগকে তিরস্কারই করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি কোনরূপ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না। সেই দুষ্টাত্মা নরপতি বংশ ও তৃণাদিতে প্রজ্বলিত হইয়া চট্‌চট শব্দকারী অগ্নির ন্যায় সর্ব্বদা জাগরিতই থাকে ॥ ১২

প্রভাবশালী ইন্দ্র! যখন যুদ্ধে জয়লাভ এক সাধারণ বস্তু (যে কোন পক্ষেরই উহা লাভ হইতে পারে), তখন তাহার জন্য প্রথমেই যুদ্ধ করা উচিত নয়, কিন্তু শত্রুতে উত্তমরূপে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া বশীভূত করিবার পর সুযোগ বুঝিয়া তাহার যাবতীয় ধন-বলাদি নষ্ট করিয়া দিবে ॥ ১৩

শত্রুর দ্বারা উপেক্ষিত বা অবহেলিত হইলেও রাজা নিজের মনে বিশ্বাস হারাইবেন না। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী ও মন্ত্রবেত্তা মহাপুরুষগণের সহিত কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করত সময় আসিলেই যখন শত্রুর অবস্থা কিছু বিভ্রান্তিকর হইবে, তখন তাহার উপর প্রহার করিবে এবং বিশ্বাসের পাত্র মহাপুরুষগণকে প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শত্রুসৈন্যমধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করিবে ॥ ১৪-১৫

রাজা শত্রুর রাজ্যের আদি, মধ্য ও অন্তিম সীমা জানিয়া গুপ্তরূপে মন্ত্রিগণের সহিত উপবিষ্ট হইয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং শত্রুসৈন্যের সংখ্যা কত, তাহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন ॥ ১৬

রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি দূরে থাকিয়াই গুপ্তচরগণের দ্বারা শত্রুর সৈন্যদের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন করিবেন। ধনাদি প্রদান করত লোকসকলকে নিজের পক্ষে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবেন কিংবা তাহাদের উপর বিভিন্ন ঔষধসমূহ প্রয়োগ করিবেন, কিন্তু কোনরূপেই শত্রুর সহিত প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার ইচ্ছা রাখিবেন না ॥ ১৭

অনুকূল সময় পাইবার জন্য কালক্ষেপ করিয়া যাইবে। তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করাই সঙ্গত হইবে, ইহাতে শত্রুদের ভালভাবে বিশ্বাস হইয়া যাইবে। তারপর সুযোগ পাইয়াই তাহাকে বধ করিবে ॥ ১৮

রাজা শত্রুগণের উপর তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিবেন না, অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের উপায় বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাহাদের উপর বিষ প্রয়োগও করিবেন না এবং তাহাদের কঠোর বাক্যে আঘাতও করিবেন না ॥ ১৯

দেবেন্দ্র! যে ব্যক্তি শত্রুদিগকে বধ করিতে অভিলাষী হয়, তাহার পক্ষে বারংবার কোন সুযোগ আসে না; অতএব যখন কোনও একবার সুযোগ আসিবে, সেই সময়েই তাহার উপর প্রহার করিবে ॥ ২০

সময়ের প্রতীক্ষাকারী পুরুষের নিকট যখন উপযুক্ত সময় আসিয়াও চলিয়া যায়, সেই অভীষ্ট কার্য্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির পুনরায় সেরূপ সুযোগ আসা অতিশয় দুর্লভ হইয়া উঠে ॥ ২১

শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা নিজের বলকে সর্ব্বদা বৰ্দ্ধিত করিতে থাকিবেন। যতক্ষণ না অনুকূল সময় আসিবে, ততক্ষণ মিত্রগণের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিয়া যাইবেন এবং শত্রুদিগকেও পীড়িত করিবেন না; কিন্তু যদি সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে শত্রুদের উপর প্রহার করিতে বিস্মৃত হইবেন না ॥ ২২

বিহায় কামং ক্রোধঞ্চ তথাহঙ্কারমেব চ।
যুক্তো বিবরমন্বিচ্ছেদহিতানাং পুনঃ পুনঃ ॥২৩
মার্দবং দণ্ড আলস্যং প্রমাদশ্চ সুরোত্তম।
মায়াঃ সুবিহিতাঃ শক্র সাদয়ন্ত্যবিচক্ষণম্ ॥ ২৪
নিহত্যৈতানি চত্বারি মায়াং প্রতিবিধায় চ।
ততঃ শক্নোতি শত্রূণাং প্রহর্তুমবিচারয়ন্ ॥ ২৫
যদৈবৈকেন শক্যেত গুহ্যং কর্তুং তদাচরেৎ।
যচ্ছন্তি সচিবা গুহ্যং মিথো বিশ্রাবয়ন্ত্যপি ॥ ২৬
অশক্যমিতি কৃত্বা বা ততোঽন্যৈঃ সংবিদং চরেৎ।
ব্রহ্মদণ্ডমদৃষ্টেষু দৃষ্টেষু চতুরঙ্গিণীম্ ॥ ২৭
ভেদঞ্চ প্রথমং যুঞ্জ্যাৎ তূষ্ণীং দণ্ডং তথৈব চ।
কালে প্রয়োজয়েদ্ রাজা তস্মিংস্তস্মিংস্তদা তদা ॥২৮

রাজা কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করত সাবধানতার সহিত বারংবার শত্রুদের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়াই যাইবেন ॥ ২৩

সুরোত্তম ইন্দ্র! কোমলতা, দণ্ড, আলস্য, অসাবধানতা এবং শত্রুদের দ্বারা উত্তমরূপে প্রযুক্ত মায়া (কূট কৌশল)—এ সমস্তই অনভিজ্ঞ রাজাকে অতিশয় কষ্ট দান করে ॥২৪

কোমলতা দণ্ড, আলস্য ও প্রমাদ—এই চারিটিকে নষ্ট করিয়া শত্রুর প্রযুক্ত মায়ারও প্রতিকার করিবেন। তারপর কোনরূপ বিচার না করিয়াই রাজা শত্রুর উপর প্রহার করিবেন ॥ ২৫

রাজা একাকীই যে গুপ্ত কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহা অবশ্যই তিনি সম্পন্ন করিবেন ; কারণ, মন্ত্রিগণ কখনও কখনও গুপ্তবিষয়কেও প্রকাশিত করিয়া দেয় অথবা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরকে শুনাইতে থাকে ॥ ২৬

যে কার্য্য করা একাকী অসম্ভব, তাহার জন্য অপর যোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত অবশ্যই মন্ত্রণা করিবে। যদি শত্রু দূরে থাকায় দৃষ্টিগোচর না হয়, তবে তাহার উপর ব্রহ্মদণ্ডের প্রয়োগ করিবে এবং যদি শত্রু নিকটে থাকে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহার উপর হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া আক্রমণ করিবে ॥ ২৭

রাজা শত্রুর প্রতি প্রথমে ভেদনীতির প্রয়োগ করিবেন। তাহার পর তিনি উপযুক্ত সময় আসিলে পরে নীরবে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিবেন ॥ ২৮

যদি বলবান্ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন এবং সেই শত্রুরই সময় তখন অনুকূল থাকে, তবে রাজা নতমস্তক হইয়া প্রণত হইবেন। তারপর সেই শত্রু যখন অসাবধান হইয়া পড়িবে, তখন তিনি

প্রণিপাতঞ্চ গচ্ছেত কালে শত্রোর্বলীয়সঃ।
যুক্তোঽস্য বধমন্বিচ্ছেদপ্রমত্তঃ প্রমাদ্যতঃ ॥ ২৯
প্রণিপাতেন দানেন বাচা মধুরয়া ব্রুবন্।
অমিত্রমপি সেবেত ন চ জাতু বিশঙ্কয়েৎ ॥ ৩০
স্থানানি শঙ্কিতানাঞ্চ নিত্যমেব বিবর্জয়েৎ।
ন চ তেষ্বাশ্বসেদ্ রাজা জাগ্রতীহ নিরাকৃতাঃ ॥ ৩১
ন হ্যতো দুষ্করং কর্ম কিঞ্চিদস্তি সুরোত্তম।
যথা বিবিধবৃত্তানামৈশ্বর্য্যমমরাধিপ ॥৩২
তথা বিবিধবৃত্তানামপি সম্ভব উচ্যতে।
যত্নাত্তে যোগমাস্থায় মিত্রামিত্রং বিচারয়েৎ ॥ ৩৩
মৃদুমপ্যবমন্যন্তে তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে জনঃ।
মা তীক্ষ্ণো মা মৃদুর্ভূস্ত্বং তীক্ষ্ণো ভব মৃদুর্ভব ॥৩৪

স্বয়ং সাবধানে থাকিয়া ও উদ্যোগী হইয়া তাহার বধের উপায় অন্বেষণ করিবেন ॥ ২৯

রাজার কর্ত্তব্য হইল— তিনি মস্তক নত করিয়া, দানের দ্বারা এবং মধুর বাক্যের দ্বারা শত্রুকেও মিত্রেরই ন্যায় সেবা করিবেন। তাহার মনে কখনও কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে দিবেন না ॥ ৩০

যে শত্রুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করা কিংবা যাতায়াত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। রাজা তাহার উপর কখনও বিশ্বাস করিবেন না ; কারণ, এ জগতে তাহার দ্বারা তিরস্কৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত শত্রুরা সর্ব্বদা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত থাকে ॥ ৩১

দেবরাজ! সুরোত্তম! নানাবিধ ব্যবহারে নিপুণ লোক সকলের ঐশ্বর্য্যের উপর শাসন করা যেরূপ কঠিন কার্য্য, সেরূপ আর কোন দুষ্কর কার্য্য—এ জগতে নাই ॥ ৩২

এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারচতুর লোকসকলের ঐশ্বর্য্যের উপরেও শাসন করা তখনই সম্ভব বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, যখন রাজা মনোযোগের সহিত সর্ব্বদা এবিষয়ে যত্নশীল থাকেন এবং কোন্ ব্যক্তি মিত্র ও কোন্ ব্যক্তি শত্রু ইহা বিচার করিতে থাকেন ॥ ৩৩

মানুষ কোমলস্বভাববিশিষ্ট রাজাকে অপমান করে এবং অত্যন্ত কঠোর স্বভাবসম্পন্ন রাজা হইতে উদ্বিগ্ন হয় ; অতএব তুমি কঠোরও হইও না এবং কোমলও হইও না। তবে সময়ে সময়ে কখনও কঠোরতা এবং কখনও কোমলতা অবলম্বন করিবে ॥ ৩৪

যথা বপ্রে বেগবতি সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে ।
নিত্যং বিবরণাদ্ বাধস্তথা রাজ্যং প্রমাদতঃ ॥ ৩৫
ন বহূনভিযুঞ্জীত যৌগপদ্যেন শাত্রবান্ ।
সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন চ পুরন্দর ॥ ৩৬
একৈকমেষাং নিষ্পিষ্য শিষ্টেষু নিপুণং চরেৎ ।
ন তু শক্তোঽপি মেধাবী সর্বানেবারভেন্নৃপঃ ॥ ৩৭
যদা স্যান্মহতী সেনা হয়-নাগ-রথাকুলা ।
পদাতিযন্ত্রবহুলা অনুরক্তা ষড়ঙ্গিনী ॥ ৩৮
যদা বহুবিধাং বৃদ্ধিং মন্যেত প্রতিলোমতঃ ।
তদা বিবৃত্য প্রহরেদ্ দস্যূনামবিচারয়ন্ ॥ ৩৯
ন সামদণ্ডোপনিষৎ প্রশস্যতে
ন মার্দবং শত্রুষু যাত্রিকং সদা ।
ন শস্যঘাতো ন চ সঙ্করক্রিয়া
ন চাপি ভূয়ঃ প্রকৃতের্বিচারণা ॥ ৪০

মায়াবিভেদানুপসর্জনানি
তথৈব পাপং ন যশঃপ্রয়োগাৎ ।
আপ্তৈর্মনুষ্যৈরুপচারয়েত
পুরেষু রাষ্ট্রেষু চ সম্প্রযুক্তান্ ॥ ৪১
পুরাপি চৈষামনুসৃত্য ভূমিপাঃ
পুরেষু ভোগানখিলান্ জয়ন্তি ।
পুরেষু নীতিং বিহিতাং যথাবিধি
প্রয়োজয়ন্তো বলবৃত্রসূদন ॥ ৪২
প্রদায় গূঢ়ানি বসূনি রাজন্
প্রচ্ছিদ্য ভোগানবধায় চ স্বান্ ।
দুষ্টান্ স্বদোষৈরিতি কীর্তয়িত্বা
পুরেষু রাষ্ট্রেষু চ যোজয়ন্তি ॥ ৪৩

যেরূপ জলের প্রবাহ তীব্রবেগে বহিয়া যায় এবং চারিদিকেই জলে জলময় হইয়া যায়, সেই সময় নদীর তীর বিদীর্ণ হইয়া যাইবার সর্বদা ভয় থাকে, সেইরূপ রাজা যদি সাবধান না থাকেন, তবে তাঁহার রাজ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে ॥ ৩৫

পুরন্দর ! বহুসংখ্যক শত্রুর উপর একই সঙ্গে আক্রমণ করা উচিত নয় । সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের দ্বারা সেই সব শত্রুগণের মধ্যে এক একজনকে বারে বারে নিষ্পেষিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুকে পেষণ করিবার জন্য নিপুণতার সহিত চেষ্টা আরম্ভ করিবে । বুদ্ধিমান্ রাজা শক্তিশালী হইয়াও সকল শত্রুকে একই সঙ্গে নিষ্পেষিত করিবার কার্য আরম্ভ করিবেন না ॥ ৩৬-৩৭

যখন সৈন্যবাহিনী হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পূর্ণ থাকিবে এবং বহু পদাতি সৈন্য থাকিবে ও যন্ত্রসকল (কামানাদি অস্ত্রসমূহ), হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, কোষ ও ধনী বৈশ্য এই ষড়ঙ্গ বিশাল সৈন্য রাজার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, যখন শত্রু অপেক্ষা নিজের নানা প্রকারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে, সেই সময় রাজা অন্য কোনরূপ বিচার না করিয়াই প্রকাশ্যভাবে দস্যু ও তস্করাদিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৮-৩৯

শত্রুর প্রতি সামনীতির প্রয়োগ উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই, পক্ষান্তরে সেস্থলে গুপ্তভাবে দণ্ডনীতির প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । শত্রুদের প্রতি কোমল ব্যবহার এবং সর্বদা তাহাদের উপর আক্রমণ করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই । তাহাদের ক্ষেত্রে শস্যসমূহ বিধ্বস্ত করা এবং সেখানকার জলে বিষপ্রয়োগ করাও উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই । ইহা ব্যতীত রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল (সৈন্য) এই সপ্ত প্রকৃতির উপর বিচার করাও প্রশস্ত নহে (অতএব এরূপ স্থলে গুপ্ত দণ্ড প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ) ॥ ৪০

রাজা বিশ্বস্ত মনুষ্যগণের দ্বারা শত্রুর নগর এবং রাজ্যে নানাপ্রকার ছল-চাতুরী ও পরস্পর বৈরীভাবের সৃষ্টি করাইবেন । এইভাবে ছদ্মবেশে সেই সেই স্থানে নিজের গুপ্তচরগণকেও নিযুক্ত করিবেন ; কিন্তু নিজের যশ রক্ষার জন্য সেস্থানে নিজের পক্ষ হইতে চুরি কিংবা গুপ্তহত্যাদি কোন পাপকার্য হইতে দিবেন না ॥ ৪১

বল এবং বৃত্রাসুরের বিনাশকারী ইন্দ্র ! পৃথিবীপালনকারী রাজারা প্রথমে সেই শত্রুগণের সকল নগরে বিধি অনুসারে ব্যবহারোপযোগী নীতির প্রয়োগ করিয়া দেখাইবেন । এইভাবে তাহাদের অনুকূল ব্যবহার করত তাঁহারা শত্রুদের রাজধানীসমূহে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর উপর নিজেদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪২

দেবরাজ ! রাজা নিজেরই লোকজনদের বিষয়ে এই প্রচার করিয়া দেন যে, এই সব লোক দোষে দূষিত হইয়া গিয়াছে, অতএব আমি এই দুষ্টগণকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি । ইহারা অপর দেশে চলিয়া গিয়াছে । এইরূপ করিয়া সেই রাজারা শত্রুদের রাজ্যে ও নগরসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার কার্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন । বাহ্যভাবে তাঁহারা ইহাদের সমস্ত ভোগসামগ্রী কাড়িয়া লইলেও গুপ্তভাবে তাহাদের প্রচুর ধন অর্পিত করিয়া তাহাদের কিছু অন্য আত্মীয়জনকেও নিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৪৩

তথৈব চান্যৈরপি শাস্ত্রবেদিভিঃ
স্বলঙ্কৃতৈঃ শাস্ত্রবিধানদৃষ্টিভিঃ।
সুশিক্ষিতৈর্ভাষ্যকথাবিশারদৈঃ
পরেষু কৃত্যামুপধারয়েচ্চ ॥৪৪

ইন্দ্র উবাচ।

কানি লিঙ্গানি দুষ্টস্য ভবন্তি দ্বিজসত্তম।
কথং দুষ্টং বিজানীয়ামেতৎ পৃষ্টো বদস্ব মে ॥ ৪৫

বৃহস্পতিরুবাচ।

পরোক্ষমগুণানাহ সদ্‌গুণানভ্যসূয়তে।
পরৈর্ব্বা কীর্ত্যমানেষু তুষ্ণীমাস্তে পরাঙ্‌মুখঃ ॥ ৪৬
তুষ্ণীম্ভাবেঽপি বিজ্ঞেয়ং ন চেদ্ ভবতি কারণম্।
নিঃশ্বাসং চোষ্ঠসন্দংশং শিরসশ্চ প্রকম্পনম্ ॥ ৪৭
করোত্যভীক্ষ্ণং সংসৃষ্টমসংসৃষ্টশ্চ ভাষতে।
অদৃষ্টিতো ন কুরুতে দৃষ্টো নৈবাভিভাষতে ॥ ৪৮
পৃথগেত্য সমশ্নাতি নেদমদ্য যথাবিধি।

এইরূপ অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রীয় বিধিসমূহে অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত এবং ভাষ্যকথাবিশারদ বিদ্বান্ পুরুষদিগকে বস্ত্রালঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা শত্রুদের উপর কৃত্যার (শত্রু-নাশক শাস্ত্রীয় যাগবিশেষ) প্রয়োগ করাইবেন ॥ ৪৪

ইন্দ্র বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দুষ্টের কি কি লক্ষণসমূহ আছে? আমি দুষ্টকে কিভাবে চিনিতে পারিব? আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে উহার উত্তর দান করুন ॥ ৪৫

বৃহস্পতি বলিলেন,—যে ব্যক্তি পরোক্ষে কোন ব্যক্তির কেবল দোষসকলই কীর্ত্তন করে, তাহার সদ্‌গুণসকলেও দোষারোপ করিতে থাকে এবং যদি অপর লোক তাহার গুণসমূহ বর্ণনা করে, তবে যে মুখ ফিরাইয়া নীরবে বসিয়া থাকে, উহাকেই দুষ্ট বলা হয় ॥ ৪৬

নীরবে বসিয়া থাকিলেও সেই ব্যক্তির দুষ্টতাকে এইভাবে জানা যাইতে পারে,—নিঃশ্বাস ফেলিবার কোন কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি কাহারও গুণকীর্ত্তনের সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, ওষ্ঠদংশন করিতে থাকে এবং মস্তক কাঁপাইতে থাকে, তাহাকে দুষ্ট বলা হয় ॥ ৪৭

যে বারংবার আসিয়া সম্পর্ক স্থাপন করে, দূরে যাইলে দোষ কীর্ত্তন করে, কোন কার্য্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও দৃষ্টির অগোচর হইলেই উহা আর সম্পন্ন করে না এবং দৃষ্টিগোচর হইলে সে বিষয়ে আর কোন কথা বলে না, তাহাকে দুষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮

আসনে শয়নে যানে ভাবা লক্ষ্যা বিশেষতঃ ॥ ৪৯
আর্তিরার্তে প্রিয়ে প্রীতিরেতাবন্মিত্রলক্ষণম।
বিপরীতং তু বোদ্ধব্যমরিলক্ষণমেব তৎ ॥ ৫০
এতান্যেব যথোক্তানি বুধ্যেথাস্ত্রিদশাধিপ।
পুরুষাণাং প্রদুষ্টানাং স্বভাবো বলবত্তরঃ ॥ ৫১
ইতি দুষ্টস্য বিজ্ঞানমুক্তং তে সুরসত্তম।
নিশম্য শাস্ত্রতত্ত্বার্থং যথাবদমরেশ্বর ॥ ৫২

ভীষ্ম উবাচ।

স তদ্বচঃ শত্রুনিবর্হণে রত-
স্তথা চকারাবিতথং বৃহস্পতেঃ।
চচার কালে বিজয়ায় চারিহা
বশঞ্চ শত্রূননয়ৎ পুরন্দরঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদে ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩

যে ব্যক্তি কোনস্থান হইতে একসঙ্গে আসিয়া পৃথক্‌ভাবে বসিয়া ভোজন করে এবং এই কথা বলে যে, আজ যেরূপ ভোজন হওয়া উচিত, সেরূপ প্রস্তুত হয় নাই (সেই ব্যক্তিও দুষ্ট)। এইরূপে উপবেশন, শয়ন ও গমনাগমনাদিতে দুষ্ট ব্যক্তির দুষ্টতাপূর্ণ ভাব বিশেষরূপে দেখা যায় ॥ ৪৯

যদি মিত্র পীড়িত হইলে পর কাহারও নিজেরই পীড়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং মিত্র প্রসন্ন থাকিলে তাহার মনও প্রসন্ন থাকে, ইহাই হইল মিত্রের লক্ষণ। ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি কাহাকেও পীড়িত হইতে দেখিয়া প্রসন্ন হয় এবং প্রসন্ন থাকিতে দেখিয়া পীড়া অনুভব করে, তবে বুঝিতে হইবে ইহা শত্রুর লক্ষণ ॥ ৫০

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র! এইরূপ যে মনুষ্যগণের লক্ষণসমূহ কথিত হইয়াছে, উহা দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। দুষ্ট পুরুষগণের স্বভাব অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে ॥ ৫১

সুরশ্রেষ্ঠ! দেবেশ্বর! শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে যথাযথরূপে বিচার করত এই আমি তোমাকে দুষ্ট পুরুষ চিনিবার লক্ষণ বলিলাম ॥ ৫২

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! শত্রুদের বিনাশসাধন করিতে উদ্যত শত্রুনাশক ইন্দ্র বৃহস্পতির এই যথার্থ বাক্য শ্রবণ করিয়া উহা পালন করিলেন। তিনি উপযুক্ত সময়ে জয়লাভ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং সমস্ত শত্রুদিগকে নিজের অধীনস্থ করিয়া লইলেন ॥ ৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির সংবাদ-বিষয়ক ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(রাজ্য-ধন-সৈন্যাদিরহিতায়াসহায়ায় রাজ্ঞে ক্ষেমদর্শিনে কালকবৃক্ষীয়মুনেরুপদেশদানম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ধার্মিকোঽর্থানসম্প্রাপ্য রাজামাত্যৈঃ প্রবাধিতঃ ।
চ্যুতঃ কোশাচ্চ দণ্ডাচ্চ সুখমিচ্ছন্ কথং চরেৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রায়ং ক্ষেমদর্শীয় ইতিহাসোঽনুগীয়তে ।
তৎ তেঽহং সম্প্রবক্ষ্যামি তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২

ক্ষেমদর্শী নৃপসুতো যত্র ক্ষীণবলঃ পুরা ।
মুনিং কালকবৃক্ষীয়মাজগামেতি নঃ শ্রুতম্ ।
তং পপ্রচ্ছানুসংগৃহ্য কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ ॥ ৩

রাজোবাচ ।

অর্থেষু ভাগী পুরুষ ঈহমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
অলব্ধ্বা মদ্বিধো রাজ্যং ব্রহ্মন্ কিং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৪

অন্যত্র মরণাদ্ দৈন্যাদন্যত্র পরসংশ্রয়াৎ ।
ক্ষুদ্রাদন্যত্র চাচারাৎ তন্মমাচক্ষ্ব সত্তম ॥ ৫

ব্যাধিনা চাভিপন্নস্য মানসেনেতরেণ বা ।
ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ ত্বদ্বিধঃ শরণং ভবেৎ ॥ ৬

নির্বিদ্যতি নরঃ কামান্নির্বিদ্য সুখমেধতে ।
ত্যক্ত্বা প্রীতিঞ্চ শোকঞ্চ লব্ধ্বা বুদ্ধিময়ং বসু ॥ ৭

সুখমর্থাশ্রয়ং যেষামনুশোচামি তানহম্ ।
মম হ্যর্থাঃ সুবহবো নষ্টা স্বপ্ন ইবাগতাঃ ॥ ৮

দুষ্করং বত কুর্বন্তি মহতোঽর্থাংস্ত্যজন্তি যে ।
বয়ং ত্বেতান্ পরিত্যক্তুমসতোঽপি ন শক্নুমঃ ॥ ৯

ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তং দীনমার্ত্তং শ্রিয়া চ্যুতম্ ।
যদন্যৎ সুখমস্তীহ তদ্ ব্রহ্মন্নমুশাধি মাম্ ॥ ১০

চতুরধিক শততম অধ্যায় ।

[রাজ্য, ধন ও সৈন্যপ্রভৃতি হইতে বঞ্চিত অসহায় রাজা ক্ষেমদর্শীর প্রতি কালকবৃক্ষীয় মুনির বৈরাগ্যপূর্ণ উপদেশ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! যদি রাজা ধর্ম্মাত্মা হইয়া উদ্যোগ করিতে থাকিলেও কোন ধন না পাইয়া থাকেন, সেই অবস্থায় মন্ত্রীরা যদি তাঁহাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করে এবং তাঁহার নিকট ধনাগার ও সৈন্য যদি না থাকে, তবে সুখকামনাকারী সেই রাজার কিরূপে কার্য্যসাধন করিতে হয় ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এ বিষয়ে এই ক্ষেমদর্শীর ইতিহাস জগতে বার বার কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। উহাই আমি তোমাকে বলিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২

আমরা শুনিয়াছি যে, প্রাচীনকালে একবার কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শী অতিশয় গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ সৈন্যশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় তিনি কালকবৃক্ষীয় মুনির নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তিনি সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! মানুষ ধনের ভাগী বলিয়া কথিত হয় ; কিন্তু আমার ন্যায় পুরুষ বারংবার উদ্যোগ করিয়াও যদি রাজ্য পাইতে সমর্থ না হয়, তবে এ অবস্থায় কি করা উচিত ? ৪

সজ্জনশ্রেষ্ঠ ! আত্মহত্যা করা, দীনতা দেখান, অপরের শরণ গ্রহণ করা এবং ইহা হইতেও অধিক আরও নীচকর্ম্ম করিবার কথা পরিত্যাগ করত অন্য কোন বিশেষ উপায় যদি থাকে, তবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫

যে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক রোগে পীড়িত, এইরূপ মানুষকে আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ মহাত্মাই শরণদান করিয়া থাকেন ॥ ৬

মানুষের যখন কোন বিষয়ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, তখন বিরক্ত হইয়া সে হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করে এবং জ্ঞানময় ধন লাভ করত নিজ সুখ অনুভব করিতে থাকে ॥ ৭

যাহাদের সুখের আধার ধন অর্থাৎ যাহারা ধনের দ্বারাই সুখলাভ হয় বলিয়া মনে করে, সেই মনুষ্যদের জন্য আমি নিরন্তর শোক প্রকাশ করি, কারণ, আমার নিকট বহু ধন ছিল, কিন্তু সেই সমস্ত স্বপ্নে প্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৮

আমার মতে যাহারা নিজের বিশাল সম্পদকে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহারা অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য করিয়া থাকে ; কারণ, আমার নিকট এখন কিছুই ধন নাই, তথাপি আমি সেই ধনের মোহ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥ ৯

ব্রহ্মন্ ! আমি রাজলক্ষ্মী হইতে ভ্রষ্ট, দীন ও আর্ত্ত হইয়া এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এ জগতে ধন হইতে অতিরিক্ত যে সুখ আছে, উহাই আমাকে উপদেশ করুন ॥ ১০

কৌশল্যেনৈবমুক্তস্তু রাজপুত্রেণ ধীমতা।
মুনিঃ কালকবৃক্ষীয়ঃ প্রত্যুবাচ মহাদ্যুতিঃ ॥ ১১

মুনিরুবাচ।

পুরস্তাদেব তে বুদ্ধিরিয়ং কার্য্যা বিজানতা।
অনিত্যং সর্বমেবৈতদহঞ্চ মম চাস্তি যৎ ॥ ১২
যৎ কিঞ্চিন্মন্যসেঽস্তীতি সর্বং নাস্তীতি বিদ্ধি তৎ।
এবং ন ব্যথতে প্রাজ্ঞঃ কৃচ্ছ্রামপ্যাপদং গতঃ ॥ ১৩
যদ্ধি ভূতং ভবিষ্যঞ্চ সর্বং তন্ন ভবিষ্যতি।
এবং বিদিতবেদ্যস্ত্বমধর্মেভ্যঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥ ১৪
যচ্চ পূর্বং সমাহারে যচ্চ পূর্বং পরে পরে।
সর্বং তন্নাস্তি তে চৈব তজ্‌জ্ঞাত্বা কোঽনুসংজ্বরেৎ ॥১৫
ভূত্বা চ ন ভবত্যেতদভূত্বা চ ভবিষ্যতি।
শোকে ন হ্যস্তি সামর্থ্যং শোকং কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥১৬

বুদ্ধিমান্ কোশলরাজকুমার এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর মহাতেজস্বী কালকবৃক্ষীয় মুনি এই উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ১১

কালকবৃক্ষীয় মুনি বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি বুঝিতে সমর্থ; অতএব তোমার প্রথমেই নিজের বুদ্ধির দ্বারা এরূপই নিশ্চয় করা উচিত ছিল। এ জগতে 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া যাহা কিছু বুঝা বা গ্রহণ করা হয়, সেই সমস্তই অনিত্য ॥ ১২

তুমি যে কোন বস্তুকে যদি মনে কর যে, এই বস্তু আছে, তবে সর্ব্বাগ্রে ইহা অবগত হও যে, সেই বস্তু নাই। এরূপ নিত্যানিত্য বস্তু বুঝিতে সমর্থ বিদ্বান্ পুরুষ গুরুতর বিপদে পতিত হইয়াও ব্যথিত হন না ॥ ১৩

যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল ও ভবিষ্যতে হইবে, সেই সব বস্তু ছিলও না এবং হইবেও না। এইরূপ জানিবার যোগ্য তত্ত্ব তুমি জানিয়া লইলে সমস্ত অধর্ম্ম হইতে মুক্তি পাইবে ॥ ১৪

যে বস্তু পূর্ব্বে কোন বিশাল সম্প্রদায়ের অধীনে (গণতন্ত্রে) ছিল এবং যাহা একের পর অন্যের এইভাবে পরস্পরের অধীন হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্তও তোমার নহে; এই বিষয় ভালভাবে জানিতে পারিলে পর কাহার বারংবার চিন্তা হইবে? ১৫

এই রাজলক্ষ্মী তোমার হইয়াও রহিল না এবং যাহার উহা ছিল না, তাহার নিকট যাইয়া এই রাজলক্ষ্মী উপস্থিত হইল; কিন্তু শোকের সেরূপ সামর্থ্য নাই যে, সে অন্যত্র গত রাজলক্ষ্মীকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিবে; অতএব কোনরূপেই উহার জন্য শোক করা উচিত নয় ॥ ১৬

ক নু তেঽদ্য পিতা রাজন্ ক নু তেঽদ্য পিতামহঃ।
ন ত্বং পশ্যসি তানদ্য ন ত্বাং পশ্যন্তি তেঽপি চ ॥ ১৭
আত্মনোঽধ্রুবতাং পশ্যংস্তাংস্ত্বং কিমনুশোচসি।
বুদ্ধ্যা চৈবানুবুদ্ধ্যস্ব ধ্রুবং হি ন ভবিষ্যসি ॥ ১৮
অহঞ্চ ত্বঞ্চ নৃপতে সুহৃদঃ শত্রবশ্চ তে।
অবশ্যং ন ভবিষ্যামঃ সর্বঞ্চ ন ভবিষ্যতি ॥ ১৯
যে তু বিংশতিবর্ষা বৈ ত্রিংশদ্‌বর্ষাশ্চ মানবাঃ।
অর্বাগেব হি তে সর্বে মরিষ্যন্তি শরচ্ছতাৎ ॥ ২০
অপি চেন্মহতো বিত্তান্ন প্রমুচ্যেত পূরুষঃ।
নৈতন্মমেতি তন্মত্বা কুর্বীত প্রিয়মাত্মনঃ ॥ ২১
অনাগতং যন্ন মমেতি বিদ্যা-
দতিক্রান্তং যন্ন মমেতি বিদ্যাৎ।
দিষ্টং বলীয় ইতি মন্যমানা-
স্তে পণ্ডিতাস্তৎসতাং স্থানমাহুঃ ॥ ২২

রাজন্! বল ত' এখন, তোমার পিতা আজ কোথায়? তোমার পিতামহই বা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন? আজ তুমি তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছ না এবং তাঁহারাও তোমায় দেখিতে পাইতেছেন না ॥ ১৭

এই শরীর অনিত্য, ইহা তুমি দেখিতে ও বুঝিতে পারিতেছ, তথাপি তুমি পূর্ব্বজ-গণের জন্য কেন নিরন্তর শোক করিতেছ? বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা কর যে, নিশ্চয়ই তুমিও একদিন থাকিবে না ॥ ১৮

হে নৃপতে! আমি, তুমি, তোমার মিত্রগণ এবং শত্রুরা—এই আমরা সকলেই একদিন থাকিব না। এ সমস্তই একদিন নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১৯

এই সময়ে যে সমস্ত মানুষ বিংশতিবর্ষ বা ত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়স্ক রহিয়াছে, তাহারা সকলেই শতবৎসর বয়সের পূর্ব্বেই নিহত হইবে ॥ ২০

এরূপ অবস্থায় যদি মানুষ অতি বিশাল সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়, তবে উহাকে 'ইহা আমার নহে' এইরূপ বুঝিয়া নিজের কল্যাণসাধন অবশ্যই করা উচিত ॥ ২১

যে বস্তু ভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে, উহাকে এরূপ মনে করিতে হইবে যে, উহা আমার নয় এবং যাহা মিলিতভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহার বিষয়ে এরূপ ভাব স্থির রাখা আবশ্যক যে, ইহা আমার ছিল না। যাঁহারা ইহা মনে করেন যে, প্রারব্ধই সর্বাপেক্ষা

অনাঢ্যাশ্চাপি জীবন্তি রাজ্যং চাপ্যনুশাসতি।
বুদ্ধি-পৌরুষসম্পন্নাস্ত্বয়া তুল্যাধিকা জনাঃ ॥ ২৩
ন চ ত্বমিব শোচন্তি তস্মাৎ ত্বমপি মা শুচঃ।
কিং ন ত্বং তৈর্নরৈঃ শ্রেয়াংস্তুল্যো বা বুদ্ধিপৌরুষৈঃ ॥২৪

রাজোবাচ।

যাদৃচ্ছিকং সর্বমাসীৎ তদ্ রাজ্যমিতি চিন্তয়ে।
হ্রিয়তে সর্বমেবেদং কালেন মহতা দ্বিজ ॥ ২৫
তস্যৈব হ্রিয়মাণস্য স্রোতসেব তপোধন।
ফলমেতৎ প্রপশ্যামি যথালব্ধেন বর্ত্তয়ন্ ॥ ২৬

মুনিরুবাচ।

অনাগতমতীতঞ্চ যথাতথ্যবিনিশ্চয়াৎ।
নানুশোচেত কৌশল্য সর্বার্থেষু তথা ভব ॥ ২৭
অবাপ্যান্ কাময়ন্নর্থান্ নানবাপ্যান্ কদাচন।
প্রত্যুৎপন্নাননুভবন্ মা শুচস্ত্বমনাগতান্ ॥ ২৮
যথালব্ধোপপন্নার্থৈস্তথা কৌশল্য রংস্যসে।
কচ্চিচ্ছুদ্ধস্বভাবেন শ্রিয়া হীনো ন শোচসি ॥ ২৯
পুরস্তাদ্ ভূতপূর্বত্বাদ্ধীনভাগ্যো হি দুর্মতিঃ
ধাতারং গর্হতে নিত্যং লব্ধার্থশ্চ ন মৃষ্যতে ॥ ৩০
অনর্হানপি চৈবান্যান্মন্যতে শ্রীমতো জনান্।
এতস্মাৎ কারণাদেতদ্ দুঃখং ভূয়োঽনুবর্ততে ॥ ৩১
ঈর্ষ্যাভিমানসম্পন্না রাজন্ পুরুষমানিনঃ।
কচ্চিৎ ত্বং ন তথা রাজন্ মৎসরী কোশলাধিপ ॥ ৩২
সহস্ব শ্রিয়মন্যেষাং যদ্যপি ত্বয়ি নাস্তি সা।
অন্যত্রাপি সতীং লক্ষ্মীং কুশলা ভুঞ্জতে সদা ॥ ৩৩
অভিনিষ্যন্দতে শ্রীর্হি সত্যপি দ্বিষতো জনম্।
শ্রিয়ঞ্চ পুত্র-পৌত্রঞ্চ মনুষ্যা ধর্মচারিণঃ।
যোগধর্মবিদো ধীরাঃ স্বয়মেব ত্যজন্ত্যুত ॥ ৩৪

প্রবল, তাঁহারা বিদ্বান্ এবং তাঁহারা সৎপুরুষগণের আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২২

যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন, তাঁহারাও জীবিত থাকেন এবং রাজ্যও শাসন করেন। ইঁহাদের কিছু ব্যক্তি তোমার ন্যায় বুদ্ধিবিশিষ্ট ও পৌরুষসম্পন্ন এবং অনেকে তোমা অপেক্ষা আবার অধিক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইঁহারাও তোমার ন্যায় শোক প্রকাশ করেন না, অতএব তুমি শোক করিও না। তুমি কি বুদ্ধি ও পুরুষার্থে সেই সব মনুষ্যগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বা সমান নও ? ২৩-২৪

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ! আমি ত' ইহাই মনে করি যে, এই রাজ্য স্বতই আমার অনায়াসেই লাভ হইয়াছে এবং মহাশক্তিশালী কাল এই সব কিছুই আমার কাড়িয়া লইয়াছেন ॥২৫

তপোধন ! যেরূপ জলের প্রবাহ কোন বস্তুকে বহন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ কালের বেগে আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ আমি শোক অনুভব করিতেছি এবং যে কোন প্রকারে যাহা কিছু পাওয়া যায়, উহাতেই জীবননির্ব্বাহ করিতেছি। মুনি কালকবৃক্ষীয় বলিলেন,—কোশলরাজকুমার ! যথার্থতত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে মানুষ ভবিষ্যতের ও অতীতের কোন বস্তুরই জন্য শোক করে না। অতএব তুমিও সেই সব পদার্থের জন্য এইভাবে শোকশূন্য হইয়া যাও ॥ ২৬-২৭

মানুষ লাভ করিবার যোগ্য বস্তুই কামনা করে। অপ্রাপ্য বস্তু কখনও কামনা করে না। সেইজন্য তুমিও যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছ, তৎসমস্তই উপভোগ করিতে থাকিয়া অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য কোনরূপ শোকপ্রকাশ করিও না ॥ ২৮

কোশলরাজ ! তুমি কি দৈববশতঃ যাহা কিছু পাওয়া যাইবে, তাহাতেই সেইভাবে আনন্দে থাকিতে পারিবে না, যেরূপ পূর্ব্বে ছিলে ? আজ রাজলক্ষ্মী হইতে বঞ্চিত হইয়াও তুমি কি শুদ্ধহৃদয়ে শোক ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না ? ২৯

যখন পূর্ব্বে সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া পরে নষ্ট হইয়া যায়, তখন সেইজন্য নিজেকে ভাগ্যহীন বলিয়া গণনাকারী দুর্বুদ্ধি মনুষ্য সর্ব্বদা বিধাতার নিন্দা করিতে থাকে এবং প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্ত পদার্থসমূহের দ্বারা তাহার সন্তোষ লাভ হয় না ॥ ৩০

সে অন্য ধনী মনুষ্যগণকে ধনলাভের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। এই কারণে তাহার উক্ত ঈর্ষ্যাজনক দুঃখ সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১

রাজন্ ! নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিমানকারী বহু মানুষ ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কারে পূর্ণ থাকে। কোশলরাজ ! তুমি ত' এরূপ ঈর্ষ্যাপরায়ণ নও ? ৩২

যদিও তোমার নিকট রাজলক্ষ্মী বর্ত্তমানে নাই, তথাপি তুমি অপরের ধনসম্পদ দেখিয়া সহ্য করিয়া যাও ; কারণ, চতুর মানুষেরা অপরের নিকট স্থিত সম্পত্তিরও সদা উপভোগ করিয়া থাকে এবং যে সব মানুষ দ্বেষ করে, উহাদের নিকট যদি সম্পদ থাকে, তবে উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩৩½

যোগধর্ম্ম-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা বীর মনুষ্যগণ নিজেদের সম্পত্তি এবং পুত্র পৌত্রাদিগকে স্বয়ংই ত্যাগ করিয়া দেন ॥৩৪

(ত্যক্তং স্বায়ম্ভুবে বংশে শুভেন ভরতেন চ।
নানারত্নসমাকীর্ণং রাজ্যং স্ফীতমিতি শ্রুতম্ ॥
তথাগৈন্যর্ভূমিপালৈশ্চ ত্যক্তং রাজ্যং মহোদয়ম্।
ত্যক্ত্বা রাজ্যানি সর্ব্বে চ বনে বন্য-ফলাশনাঃ ॥
গতাশ্চ তপসঃ পারং দুঃখস্যান্তঞ্চ ভূমিপাঃ)
বহুসঙ্কুসুকং দৃষ্ট্বা বিধিৎসাসাধনেন চ।
তথান্যে সন্ত্যজন্ত্যেব মত্বা পরমদুর্লভম্ ॥ ৩৫

ত্বং পুনঃ প্রাজ্ঞরূপঃ সন্ কৃপণং পরিতপ্যসে।
অকাম্যান্ কাময়ানোঽর্থান্ পরাধীনানুপদ্রবান্ ॥৩৬

তাং বুদ্ধিমুপজিজ্ঞাসুস্ত্বমেবৈতান্ পরিত্যজ।
অনর্থাশ্চার্থরূপেণ হ্যর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ ॥ ৩৭

অর্থায়ৈব হি কেষাঞ্চিদ্ ধননাশো ভবত্যুত।
আনন্ত্যং তৎসুখং মত্বা শ্রিয়মন্যঃ পরীপ্সতি ॥ ৩৮

রমমাণঃ শ্রিয়া কশ্চিন্নান্যচ্ছ্রেয়োঽভিমন্যতে।
তথা তস্যেহমানস্য সমারম্ভো বিনশ্যতি ॥ ৩৯
কৃচ্ছ্রাল্লব্ধমভিপ্রেতং যদি কৌশল্য নশ্যতি।
তদা নির্বিদ্যতে সোঽর্থাৎ পরিভগ্নক্রমো নরঃ ॥ ৪০
(অনিত্যাং তাং শ্রিয়ং মত্বা শ্রিয়ং বা কঃ পরীপ্সতি)
ধর্মমেকেঽভিপদ্যন্তে কল্যাণাভিজনা নরাঃ।
পরত্র সুখমিচ্ছন্তো নির্বিদ্যেয়ুশ্চ লৌকিকাৎ ॥ ৪১
জীবিতং সন্ত্যজন্ত্যেকে ধনলোভপরা জনাঃ।
ন জীবিতার্থং মন্যন্তে পুরুষাহি ধনাদৃতে ॥ ৪২
পশ্য তেষাং কৃপণতাং পশ্য তেষামবুদ্ধিতাম্।
অধ্রুবে জীবিতে মোহাদর্থদৃষ্টিমুপাশ্রিতাঃ ॥ ৪৩
সঞ্চয়ে চ বিনাশান্তে মরণান্তে চ জীবিতে।
সংযোগে চ বিয়োগান্তে কো নু বিপ্রণয়েন্মনঃ ॥ ৪৪

(স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে উৎপন্ন শুভ আচার-বিচারসম্পন্ন রাজা ভরত নানাবিধ রত্নসম্পন্ন নিজের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।

এইরূপ অন্যান্য ভূপতিগণও অতিশয় অভ্যুদয়সম্পন্ন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজ্য পরিত্যাগকরত এই সমস্ত ভূপতি বনে বনজাত ফলমূল খাইয়া বাস করিতেন। সেস্থানেই তাঁহারা তপস্যা ও দুঃখের পরপারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।)

নিরন্তর প্রচেষ্টায় নিরত থাকিলে ধনলাভ হইয়া থাকে, তারপর উহা অত্যন্ত অস্থির, ইহা দেখিয়া এবং উহা অতিশয় দুর্লভ মনে করিয়া অপর লোকেরা উহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে ॥৩৫

কিন্তু তুমি বিজ্ঞ পুরুষ, তোমার বোধশক্তিও আছে, ভোগ প্রারব্ধের অধীন ও অস্থির, তথাপি তুমি কামনায় অযোগ্য সেই সব বস্তুকে কামনা করিতেছ এবং দীনতা দেখাইতে দেখাইতে শোকপ্রকাশ করিতেছ ॥ ৩৬

তুমি পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিকে বুঝিবার চেষ্টা কর এবং এই সব ভোগকে পরিত্যাগ কর। তোমার অর্থরূপে যাহা প্রতীত হইতেছে, উহা অনর্থ; কারণ বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত ভোগই অনর্থস্বরূপ ॥ ৩৭

এই অর্থ বা ভোগের জন্যই কত লোকের ধননাশ হইয়া থাকে। অন্য লোক সম্পত্তিকেই অক্ষয় সুখ মনে করিয়া উহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করে ॥ ৩৮

কোন কোন মানুষ ধনসম্পত্তিতে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়ে যে, যেন উহা অপেক্ষা সুখের সাধন আর কিছুই তাহার জানা নাই। অতএব সে ধনোপার্জনেরই চেষ্টায় নিরত থাকে। কিন্তু দেখা যায়—দৈববশতঃ সেই মানুষের সকল উদ্যোগ অকস্মাৎ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৩৯

কোশলরাজ! অতিশয় কষ্টে প্রাপ্ত সেই অভীষ্ট ধন যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার সকল উদ্যোগ ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া যায় এবং সে ধনে বিরক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ সেই ধনকে অনিত্য মনে করিয়া কোন ব্যক্তি উহা লাভ করিবার চেষ্টা করে? ৪০

উত্তম কুলে উৎপন্ন কিছু মানুষ এরূপ আছে যে, তাহারা ধর্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পরলোকে সুখের কামনা করিয়া সমস্ত লৌকিক ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া যায় ॥ ৪১

কিছু লোক এরূপ আছে, যাহারা ধনের লোভে পড়িয়া নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এরূপ মানুষ ধন ব্যতীত জীবনের আর কোন্ প্রয়োজন আছে বলিয়া বুঝিতে পারে না। ৪২

তাহাদের দীনতা দেখ এবং তাহাদের মূর্খতাও দেখ, যাহারা অনিত্য জীবনের জন্য মোহবশতঃ ধনেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দেয় ॥ ৪৩

যখন সঞ্চয়ের অন্ত বিনাশ, জীবনের অন্ত মৃত্যু এবং যখন সংযোগের অন্ত বিয়োগেই হইয়া থাকে, তখন সেই বিষয়ের দিকে কোন্ ব্যক্তি মনঃসংযোগ করিবে? ৪৪

ধনং বা পুরুষো রাজন্ পুরুষং বা পুনর্ধনম্ ।
অবশ্যং প্রজহাত্যেব তদ্ বিদ্বান্ কোঽনুসংজ্বরেৎ ॥ ৪৫
(অন্যত্রোপনতা হ্যাপৎ পুরুষং তোষয়ত্যুত ।
তেন শান্তিং ন লভন্তে নাহমেবেতি কারণাৎ ॥)
অন্যেষামপি নশ্যন্তি সুহৃদশ্চ ধনানি চ ।
পশ্য বুদ্ধ্যা মনুষ্যাণাং রাজন্নাপদমাত্মনঃ ॥ ৪৬
নিযচ্ছ যচ্ছ সংযচ্ছ ইন্দ্রিয়াণি মনো গিরম্ ।
প্রতিষেদ্ধা ন চাপ্যেষু দুর্বলেষহিতেষপি ॥ ৪৭
প্রাপ্তিস্থৈয্যেষু ভাবেষু ব্যপকৃষ্টেষসম্ভবে ।
প্রজ্ঞানতৃপ্তো বিক্রান্তস্ত্বদ্বিধো নানুশোচতি ॥ ৪৮
অল্পমিচ্ছন্নচপলো মৃদুর্দান্তঃ সুনিশ্চিতঃ ।
ব্রহ্মচর্যোপপন্নশ্চ ত্বদ্বিধো নৈব শোচতি ॥ ৪৯
ন ত্বেব জাল্মীং কাপালীং বৃত্তিমেষিতুমর্হসি ।
নৃশংসবৃত্তিং পাপিষ্ঠাং দুষ্টাং কাপুরুষোচিতাম্ ॥ ৫০
অপি মূল-ফলাজীবো রমস্বৈকো মহাবনে ।
বাগ্‌যতঃ সংগৃহীতাত্মা সর্বভূতদয়ান্বিতঃ ॥ ৫১
সদৃশং পণ্ডিতস্যৈতদীষাদন্তেন দন্তিনা ।
যদেকো রমতেঽরণ্যেষারণ্যে নৈব তুষ্যতি ॥ ৫২
মহাহ্রদঃ সংক্ষুভিত আত্মনৈব প্রসীদতি ।
(ইত্থং নরোঽপ্যাত্মনৈব কৃতপ্রজ্ঞঃ প্রসীদতি ।)
এতদেবংগতস্যাহং সুখং পশ্যামি জীবিতুম্ ॥ ৫৩
অসম্ভবে শ্রিয়ো রাজন্ হীনস্য সচিবাদিভিঃ ।
দৈবে প্রতিনিবিষ্টে চ কিং শ্রেয়ো মন্যতে ভবান্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কালকবৃক্ষীয়ে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

রাজন্ ! হয় মানুষ ধনকে ত্যাগ করে অথবা ধনই মানুষকে ত্যাগ করিয়া যায়। একদিন অবশ্যই এরূপ হইবে। সুতরাং এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন্ মানুষ ধনের জন্য চিন্তা করিবে ? ৪৫

(অপরের উপরে পতিত আপদ মূর্খ মানুষকে সন্তোষ দান করে। আর সে নিজে বুঝিতে থাকে যে, আমি এই সঙ্কটে পতিত হই নাই। এই ভেদদৃষ্টির জন্য সে কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না।)

রাজন্ ! অন্য পুরুষগণেরও ধনরাশি এবং বন্ধুবর্গ নষ্ট হইয়া যায় ; অতএব বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া দেখ যে, অপর মানুষেরই সমান তোমার নিজের বিপদও ॥ ৪৬

ইন্দ্রিয়দিগকে সংযমে রাখ, মনকে বশীভূত কর এবং বাক্যকে সংযত করিয়া মৌন হইয়া অবস্থান কর। এই মন, বাক্য ও ইন্দ্রিয়গণ দুর্ব্বল বা অহিতকারক, ইহাদের বিষয় অভিমুখে গতিকে রুদ্ধ করিতে অন্য কেহ আর নাই ॥ ৪৭

যখন ধনাদি সমস্ত পদার্থ কাহারও সম্পর্কে আসে, তখনই দৃষ্টিগোচর হয়। আর দূরে থাকিলে উহার দর্শন সম্ভব হয় না। এরূপ অবস্থায় জ্ঞান ও বিজ্ঞানে তৃপ্ত এবং পরাক্রমশালী তোমার ন্যায় পুরুষ উহার জন্য শোক করে না ॥ ৪৮

তোমার ইচ্ছা অল্প। তোমার মধ্যে চপলতা (চঞ্চলতা) দোষ নাই, তোমার হৃদয় কোমল এবং বুদ্ধি একই নিশ্চয়ে দৃঢ় ভাবে স্থিত এবং তুমি জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন ; অতএব তোমার ন্যায় পুরুষের শোক করা উচিত নয় ॥ ৪৯

হাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষাকারী এবং নির্দ্দয় পুরুষগণের সেই কপটতাপূর্ণ বৃত্তির ইচ্ছা তোমার করা উচিত নয়, কারণ, এই বৃত্তি অত্যন্ত পাপপূর্ণা, অনেক দোষে দূষিতা এবং কাপুরুষগণের যোগ্যা ॥ ৫০

তুমি ফলমূলে জীবন নির্ব্বাহ করিতে করিতে বিশাল বনে একাকী বিচরণ কর। বাক্যকে সংযত রাখিয়া মন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া রাখ এবং সমস্ত প্রাণিগণের উপর দয়াভাব অক্ষুন্ন রাখ ॥ ৫১

তোমার ন্যায় বিদ্বান্ পুরুষের কার্য্য হইল—ঈষাদণ্ডের তুল্য বড় বড় দন্তযুক্ত বন্য হস্তীর ন্যায় বনে একাকী বিচরণ করা এবং বনেরই পত্র, পুষ্প এবং ফলমূল ভক্ষণে সন্তুষ্ট থাকা ॥ ৫২

যেরূপ অতিশয় ক্ষুব্ধ বিশাল সরোবরও স্বয়ংই পরে নির্ম্মল হইয়া যায়, সেই প্রকার বিশুদ্ধবুদ্ধি মনুষ্য ক্ষুব্ধ হইলেও পরে স্বয়ং নির্ম্মল হইয়া যান। রাজকুমার ! অতএব এই অবস্থায় তোমার মনে এই বিশুদ্ধভাবের উদয় হওয়া শুভ। এইভাবে আমি জীবনকেই সুখময় বলিয়া মনে করি ॥ ৫৩

রাজন্ ! তোমার পক্ষে এখন ধনসম্পত্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তুমি মন্ত্রী প্রভৃতি হইতেও বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছ এবং দৈব তোমার প্রতিকূল, এরূপ অবস্থায় তুমি নিজের পক্ষে কোন্ পথের অবলম্বনকে উত্তম বলিয়া মনে কর ? ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কালকবৃক্ষীয় মুনির উপদেশ-বিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(কালকমুনিনা কথিতস্য রাজ্যপ্রাপ্তের্নানাবিধোপায়স্য বর্ণনম্ ।)

মুনিরুবাচ।

অথ চেৎ পৌরুষং কিঞ্চিৎ ক্ষত্রিয়াত্মনি পশ্যসি।
ব্রবীমি তাং তু তে নীতিং রাজ্যস্য প্রতিপত্তয়ে ॥ ১
তাং চেচ্ছক্লোষি নির্মাতুং কর্ম চৈব করিষ্যসি।
শৃণু সর্বমশেষেণ যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ২
আচরিষ্যসি চেৎ কর্ম মহতোঽর্থানবাপ্স্যসি।
রাজ্যং রাজ্যস্য মন্ত্রং বা মহতীং বা পুনঃ শ্রিয়ম্ ॥ ৩
অথৈতদ্ রোচতে রাজন্ পুনর্ব্রূহি ব্রবীমি তে।

রাজোবাচ।

ব্রবীতু ভগবান্ নীতিমুপপন্নোঽস্ম্যহং প্রভো ॥ ৪
অমোঘোঽয়ং ভবত্বদ্য ত্বয়া সহ সমাগমঃ।
হিত্বা দম্ভং চ কামং চ ক্রোধং হর্ষং ভয়ং তথা ॥৫

মুনিরুবাচ।

অপ্যমিত্রাণি সেবস্ব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।
তমুত্তমেন শৌচেন কর্মণা চাভিধারয় ॥ ৬
দাতুমর্হতি তে বিত্তং বৈদেহঃ সত্যসঙ্গরঃ।
প্রমাণং সর্বভূতেষু প্রগ্রহঞ্চ ভবিষ্যসি ॥ ৭
ততঃ সহায়ান্ সোৎসাহাঁল্লপ্স্যসেঽব্যসনান্ শুচীন্।
বর্তমানঃ স্বশাস্ত্রেণ সংযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
অভ্যুদ্ধরতি চাত্মানং প্রসাদয়তি চ প্রজাঃ।
তেনৈব ত্বং ধৃতিমতা শ্রীমতা চাভিসৎকৃতঃ ॥ ৯
প্রমাণং সর্বভূতেষু গত্বা চ গ্রহণং মহৎ
ততঃ সুহৃদ্বলং লব্ধ্বা মন্ত্রয়িত্বা সুমন্ত্রিভিঃ ॥১০
আন্তরৈর্ভেদয়িত্বারীন্ বিল্বং বিল্বেন ভেদয়।
পরৈর্বা সংবিদং কৃত্বা বলমপ্যস্য ঘাতয় ॥১১
অলভ্যা যে শুভা ভাবাঃ স্ত্রিয়শ্চাচ্ছাদনানি চ।
শয্যাসনানি যানানি মহার্হাণি গৃহাণি চ ॥ ১২

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[কালকবৃক্ষীয় মুনিকর্তৃক কথিত রাজ্য প্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় বর্ণন।]

মুনি কালকবৃক্ষীয় বলিলেন, রাজকুমার! যদি তুমি নিজের মধ্যে কিছু পুরুষার্থ দেখিয়া থাক, তবে আমি তোমাকে রাজ্য-প্রাপ্তির পক্ষে এক নীতি বর্ণনা করিব ॥ ১

যদি তুমি তাহাকে কার্য্যরূপে পরিণত করিতে পার, তাহার অনুসরণ করত সকল কার্য্য সম্পন্ন কর, তবে আমি সেই নীতির যথার্থরূপে বর্ণনা করিব। তুমি উহা পূর্ণরূপে শ্রবণ কর ॥ ২

যদি তুমি আমার কথিত নীতি অনুসারে কার্য্য কর, তবে তুমি পুনরায় মহাবৈভব, রাজ্য, রাজ্যের মন্ত্রণা এবং বিশাল সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে। রাজন্! যদি আমার এই কথা তোমার ভাল লাগে, তবে পুনরায় বল তোমাকে এ বিষয়ে কিছু তথ্য বর্ণনা করিব ॥ ৩½

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন—প্রভো! আপনি অবশ্যই সেই নীতি বর্ণনা করুন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনার সহিত আজ যে এই আমার সমাগম উহা যেন ব্যর্থ না হয় ॥ ৪½

মুনি কালকবৃক্ষীয় বলিলেন—রাজন্! তুমি দম্ভ, কাম, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত শত্রু-দিগেরও সেবা কর ॥ ৫½

তুমি পবিত্র ব্যবহার ও উত্তম কর্মের দ্বারা নিজের প্রতি বিদেহরাজের বিশ্বাস উৎপন্ন কর। বিদেহরাজ জনক সত্য প্রতিজ্ঞ; অতএব অবশ্যই তিনি তোমাকে ধন প্রদান করিবেন। যদি এরূপ সম্ভব হয়, তবে তুমি সমস্ত প্রাণিগণের প্রমাণভূত (বিশ্বাসপাত্র) এবং রাজার দক্ষিণ হস্ত হইতে পারিবে ॥৬-৭

তারপর তুমি বহুসংখ্যক শুভহৃদয়, দুর্ব্যসনরহিত ও উৎসাহী সহায়ক লাভ করিতে পারিবে। যে মানুষ শাস্ত্রের অনুকূল আচরণ করিতে করিতে নিজের মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া রাখে, সে নিজেকে ত' উদ্ধার করে-ই আবার প্রজাগণকেও প্রসন্ন করিয়া থাকে ॥ ৮½

রাজা জনক অতিশয় বীর এবং শ্রীসম্পন্ন। যখন তিনি তোমার সৎকার করিবেন, তখন তুমি সকল লোকের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইবে। সেই অবস্থায় তুমি মিত্রদের সৈন্যগণকে লাভ করিয়া উত্তম মন্ত্রিবৃন্দের সহিত পরামর্শ করত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণের দ্বারা শত্রুদলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করত বিল্বের দ্বারা বিল্বকে ছেদন কর (শত্রুর সহযোগে শত্রুকে ধ্বংস কর) ॥ ৯-১০½

অথবা অপর ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদেরই দ্বারা শত্রুর বলকে নাশ করাও। রাজকুমার! যে সব শুভ পদার্থ অলভ্য, স্ত্রীগণ, আচ্ছাদন-বস্ত্রসকল এবং উত্তম পালঙ্ক, আসন বাহন,

পক্ষিণো মৃগজাতানি রস-গন্ধাঃ ফলানি চ।
তেষ্বেব সজ্জয়েথাস্ত্বং যথা নশ্যত্বয়ং পরঃ॥ ১৩
যদ্যেবং প্রতিষেদ্ধব্যো যদ্যুপেক্ষণমর্হতি।
ন জাতু বিবৃতঃ কার্য্যঃ শত্রুঃ সুনয়মিচ্ছতা॥ ১৪
রমস্ব পরমামিত্রে বিষয়ে প্রাজ্ঞসম্মতঃ।
ভজস্ব শ্বেতকাকীয়ৈর্মিত্রধর্মমনর্থকৈঃ॥ ১৫
আরম্ভাংশ্চাস্য মহতো দুশ্চরাংশ্চ প্রয়োজয়।
নদীবচ্চ বিরোধাংশ্চ বলবদ্ভির্বিরুধ্যতাম্॥ ১৬
উদ্যানানি মহার্হাণি শয়নান্যাসনানি চ।
প্রতিভোগসুখেনৈব কোষমস্য বিরেচয়॥ ১৭
যজ্ঞদানে প্রশাধ্যস্মৈ ব্রাহ্মণাননুবর্ণ্য তান্।
তে ত্বাং প্রতিকরিষ্যন্তি তং ভোক্ষ্যন্তি বৃকা ইব॥ ১৮
অসংশয়ং পুণ্যশীলঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।
ত্রিবিষ্টপে পুণ্যতমং স্থানং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥ ১৯
কোশক্ষয়ে ত্বমিত্রাণাং বশং কৌশল্য গচ্ছতি।
উভয়ত্র প্রযুক্তস্য ধর্মেণাধর্ম এব চ॥ ২০
ফলার্থমূলং ব্যুচ্ছিন্দ্যাৎ তেন নন্দন্তি শত্রবঃ।
ন চাস্মৈ মানুষং কর্ম দৈবমস্যোপবর্ণয়॥ ২১
অসংশয়ং দৈবপরঃ ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।
যাজয়ৈনং বিশ্বজিতা সর্বস্বেন বিযুজ্য তম্॥২২
ততো গচ্ছসি সিদ্ধার্থঃ পীড্যমানং মহাজনম্।
যোগধর্মবিদং পুণ্যং কঞ্চিদস্যোপবর্ণয়েৎ॥২৩
অপি ত্যাগং বুভূষেত কচ্চিদ্ গচ্ছেদনাময়ম্।
সিদ্ধেনৌষধিযোগেন সর্বশত্রুবিনাশিনা।
নাগানশ্বান্ মনুষ্যাংশ্চ কৃতকৈরুপঘাতয়েৎ॥ ২৪

বহুমূল্য গৃহ, পক্ষী, পশু, রস, গন্ধ ও ফলসকল—এই সব বস্তুতে শত্রুকে সেইভাবে আসক্ত কর, যাহাতে সেই শত্রু ধীরে ধীরে ধনহীন হইয়া স্বতই নষ্ট হইয়া যায়॥১১-১৩

যদি এইরূপ করিবার সময় কখনও শত্রুকে সেই ব্যসনের দিকে যাইতে নিবৃত্ত করা বা নিষিদ্ধ করার আবশ্যকতা দেখা যায়, তবে তাহাও করিবে অথবা যদি উপেক্ষা করার যোগ্য হয়, তবে উপেক্ষাই করিয়া যাইবে, কিন্তু উত্তম নীতির ফলকামী রাজার কর্ত্তব্য হইল তিনি কোনও অবস্থাতেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবেন না॥ ১৪

তুমি বিদ্বান্‌গণের বিশ্বাসভাজন হইয়া নিজ মহাশত্রুর রাজ্য-মধ্যে সানন্দে বিচরণ কর এবং শ্বেত-কাকের ন্যায় কপট ব্যবহার করিতে করিতে সর্ব্বত্র অবস্থান করত নিরর্থক আচরণের দ্বারা বিদেহরাজ জনকের প্রতি মিত্র ধর্ম্মপালন কর॥ ১৫

শত্রুকে বহু ব্যয়সাধ্য বৃহৎ বৃহৎ এরূপ কার্য্য করিতে প্রেরণা দিবে, যাহার পূর্ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং বলবান্ রাজাদের সহিত শত্রুর এরূপ বিরোধ লাগাইয়া দাও, যাহা কোন বিশাল নদীর সমান অত্যন্ত দুস্তর॥ ১৬

বৃহৎ বৃহৎ উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া, বহুমূল্য পালঙ্কশয্যা এবং ভোগবিলাসের অন্য সব উপকরণে ব্যয় করাইয়া তাহার সম্পূর্ণ ধনাগার শূন্য করিয়া দাও॥ ১৭

তুমি মিথিলার প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বিদেহরাজকে মহাযজ্ঞসমূহ ও দান করিবার উপদেশ প্রদান করাও। নিত্যই সেই ব্রাহ্মণগণ তোমার উপকার করিবেন এবং বিদেহরাজ জনককে বৃক-(চিতাবাঘ)গণের ন্যায় ভক্ষণ করিতে থাকিবেন॥ ১৮

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, পুণ্যশীল মানুষ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলোকেও পরম পবিত্র স্থান প্রাপ্ত হইবেন॥ ১৯

কোশলরাজ! ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম—এই উভয়েই প্রবৃত্ত রাজার ধনাগার নিশ্চয়ই শূন্য হইয়া যায়। ধনাগার শূন্য হইলেই রাজা নিজের শত্রুগণের স্বতঃই বশীভূত হইয়া পড়েন॥ ২০

শত্রুর রাজ্যমধ্যে যে সব ফলমূল ও ক্ষেত্রাদি আছে, উহা গুপ্তরূপে নষ্ট করাইয়া দাও। ইহাতে তাহার শত্রুগণ প্রসন্ন হইয়া যাইবে। এই কার্য্য কোন্ মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বলিবে না। দৈবী ঘটনা বলিয়া উহা বর্ণনা করিবে॥ ২১

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, দৈব কর্ত্তৃক নিহত মানুষ সত্বর নষ্ট হইয়া যায়। পার যদি শত্রুকে দিয়া 'বিশ্বজিৎ' নামক যজ্ঞ করাও এবং সেই যজ্ঞে দক্ষিণারূপে তাহার সর্ব্বস্ব দান করাইয়া তাহাকে নিঃস্ব করাইয়া দাও॥ ২২

ইহার দ্বারা তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তদনন্তর কষ্টপ্রাপ্ত কোন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের দুরবস্থা এবং যোগধর্ম্মে অভিজ্ঞ কোন পুণ্যাত্মা পুরুষের মহিমা রাজার নিকট তোমার বর্ণনা করা উচিত, যাহাতে শত্রু রাজা নিজের রাজ্যকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। যদি কখনও তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া যান, তাঁহার উপর বৈরাগ্যের প্রভাব পতিত না হয়, তবে নিজের দ্বারা নিযুক্ত পুরুষগণের

এতে চান্যে চ বহবো দম্ভযোগাঃ সুচিন্তিতাঃ।
শক্যা বিষহতা কর্ত্তুং পুরুষেণ কৃতাত্মনা ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি রাজধর্মানুশাসনপর্ববণি কালকবৃক্ষীয়ে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮

সাহায্যে সর্ব্বশত্রুবিনাশক সিদ্ধ ঔষধের প্রয়োগে শত্রুর হস্তী, অশ্ব এবং মনুষ্যগণকে বিনষ্ট করাইবে ॥ ২৩-২৪

রাজকুমার! নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ পুরুষ যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে ইহা এবং আরও যে সব সুচিন্তিত কপটতাপূর্ণ প্রয়োগ আছে, তাহাও তিনি করিতে পারেন ॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কালকবৃক্ষীয়মুনির উপদেশ-বিষয়ক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কালবৃক্ষীয়মুনিনা বিদেহরাজকোশলরাজকুমারয়োর্মিলনম্, বিদেহরাজেন জামাতৃরূপেণ কোশলরাজস্য গ্রহণঞ্চ।]

রাজোরুবাচ।

ন নিকৃত্যা ন দম্ভেন ব্রহ্মন্নিচ্ছামি জীবিতুম্।
নাধর্মযুক্তানিচ্ছেয়মর্থান্ সুমহতোঽপ্যহম্ ॥ ১
পুরস্তাদেব ভগবন্ ময়ৈতদপবর্জিতম্।
যেন মাং নাভিশঙ্কেত যেন কৃৎস্নং হিতং ভবেৎ ॥ ২
আনৃশংস্যেন ধর্মেণ লোকে হ্যস্মিন্ জিজীবিষুঃ।
নাহমেতদলং কর্ত্তুং নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ॥ ৩

মুনিরুবাচ।

উপপন্নস্ত্বমেতেন যথা ক্ষত্রিয় ভাষসে।
প্রকৃত্যা হ্যুপপন্নোঽসি বুদ্ধ্যা বা বহুদর্শনঃ ॥ ৪
উভয়োরেব বামর্থে যতিষ্যে তব তস্য চ।
সংশ্লেষং বা করিষ্যামি শাশ্বতং হ্যনপায়িনম্ ॥ ৫
ত্বাদৃশং হি কুলে জাতমনৃশংসং বহুশ্রুতম্।
অমাত্যং কো ন কুর্বীত রাজ্যপ্রণয়কোবিদম্ ॥ ৬
যস্ত্বং প্রচ্যাবিতো রাজ্যাদ্ ব্যসনং চোত্তমং গতঃ।
আনৃশংস্যেন বৃত্তেন ক্ষত্রিয়েচ্ছসি জীবিতুম্ ॥ ৭
আগন্তা মদ্‌গৃহং তাত বৈদেহঃ সত্যসঙ্গরঃ।
অথাহং তং নিযোক্ষ্যামি তৎ করিষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৮

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

[কালবৃক্ষীয় মুনি কর্ত্তৃক বিদেহরাজ ও কোশলরাজকুমারের মধ্যে মিলন এবং কোশলরাজকে বিদেহরাজের নিজের জামাতারূপে গ্রহণ।

রাজা ক্ষেমদর্শী বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি কপটতা ও দম্ভের আশ্রয় লইয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না। অধর্ম্মের সহযোগে বিশাল সম্পদ লাভ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না ॥ ১

ভগবন্! আমি ত' পূর্ব্ব হইতেই এই দুর্গুণ পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে কাহারও আমার উপর সন্দেহ না হয় এবং সকলেরই সম্পূর্ণরূপে হিত হয় ॥ ২

আমি দয়া-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত এ জগতে জীবিত থাকিতে বাসনা করি। আমার দ্বারা এরূপ অধর্ম্মাচরণ কদাপি সম্ভব নহে এবং এরূপ উপদেশ দেওয়া আপনারও শোভা পায় না ॥ ৩

মুনি কালকবৃক্ষীয় বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি যেরূপ বলিতেছ, তিনি সেইরূপই গুণসম্পন্ন। তুমি ধার্ম্মিক স্বভাবে যুক্ত এবং নিজের বুদ্ধির দ্বারা অনেক কিছু দেখিবার ও বুঝিবার শক্তি তোমার আছে ॥ ৪

আমি তুমি ও রাজা জনক—এই উভয়েরই হিতের জন্য এখন স্বয়ংই প্রচেষ্টা করিব এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত করিব, যাহা অচ্ছেদ্য এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে ॥ ৫

তোমার জন্ম উচ্চকুলে হইয়াছে। তুমি দয়ালু, বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং রাজ্যপরিচালনা বিদ্যায় নিপুণ। তোমার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে কোন রাজা না মন্ত্রী করিবেন? ৬

রাজকুমার! তোমাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। তুমি ভয়ঙ্কর সঙ্কটে পতিত হইয়াছ, তথাপি তুমি ক্রূরতার আশ্রয় গ্রহণ কর নাই, তুমি দয়াযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা জীবনযাপন করিতে বাসনা করিতেছ ॥ ৭

তাত! সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদেহরাজ জনক যখন আমার আশ্রমে আসিতেন, সেই সময় আমি তাঁহাকে যাহাই করিতে আদেশ করিব, তিনি নিঃসন্দেহে তাহা পূর্ণ করিবেন ॥ ৮

ততঃ আহূয় বৈদেহং মুনির্বচনমব্রবীৎ ।
অয়ং রাজকুলে জাতো বিদিতাভ্যন্তরো মম ॥ ৯
আদর্শ ইব শুদ্ধাত্মা শারদশ্চন্দ্রমা যথা ।
নাস্মিন্ পশ্যামি বৃজিনং সর্বতো মে পরীক্ষিতঃ ॥ ১০
তেন তে সন্ধিরেবাস্তু বিশ্বসাস্মিন্ যথা ময়ি ।
ন রাজ্যমনমাত্যেন শক্যং শাস্তুমপি ত্র্যহম্ ॥ ১১
অমাত্যঃ শূর এব স্যাদ্ বুদ্ধিসম্পন্ন এব বা ।
তাভ্যাং চৈবোভয়ং রাজন্ পশ্য রাজ্যপ্রয়োজনম্ ॥ ১২
ধর্মাত্মনাং ক্বচিল্লোকে নান্যাস্তি গতিরীদৃশী ।
মহাত্মা রাজপুত্রোঽয়ং সতাং মার্গমনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৩
সুসংগৃহীতস্ত্বেবৈষ ত্বয়া ধর্মপুরোগমঃ ।
সংসেব্যমানঃ শত্রূংস্তে গৃহ্নীয়ান্মহতো গণান্ ॥ ১৪
যদ্যয়ং প্রতিযুধ্যেত ত্বাং স্বকর্ম ক্ষত্রিয়স্য তৎ ।
জিগীষমাণস্ত্বাং যুদ্ধে পিতৃপৈতামহে পদে ॥ ১৫
ত্বং চাপি প্রতিযুধ্যেথা বিজিগীষুব্রতে স্থিতঃ ।
অযুদ্ধ্বৈব নিয়োগান্মে বশে কুরু হিতে স্থিতঃ ১৬
স ত্বং ধর্মমবেক্ষস্ব হিত্বা লোভমসাম্প্রতম্ ।
ন চ কামান্ন চ দ্রোহাৎ স্বধর্মং হাতুমর্হসি ॥ ১৭
নৈব নিত্যং জয়স্তাত নৈব নিত্যং পরাজয়ঃ ।
তস্মাদ্ ভোজয়িতব্যশ্চ ভোক্তব্যশ্চ পরো জনঃ ॥ ১৮
আত্মন্যপি চ সন্দৃশ্যাবুভৌ জয়-পরাজয়ৌ ।
নিঃশেষকারিণাং তাত নিঃশেষকারণাদ্ ভয়ম্ ॥ ১৯
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং বচনং ব্রাহ্মণর্ষভম্ ।
প্রতিপূজ্যাভিসৎকৃত্য পূজার্হমনুমান্য চ ॥ ২০

তাহার পর মুনি বিদেহরাজ জনককে আহ্বান করিয়া আনাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন—রাজন্ ! এই রাজকুমার রাজবংশে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার আন্তরিক অভিপ্রায় আমি সবই বিদিত আছি ॥ ৯

ইহার হৃদয় দর্পণের ন্যায় শুদ্ধ এবং শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল। আমি ইহাকে সর্বপ্রকারে পরীক্ষা করিয়াছি। আমি ইহার মধ্যে কোন পাপ বা দোষ দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১০

অতএব ইহার সহিত আপনার অবশ্যই সন্ধি হউক। আপনি যেরূপ আমাকে বিশ্বাস করেন, সেরূপ বিশ্বাস ইহার উপরেও করুন। কোনও রাজ্য মন্ত্রী বিনা তিন দিন চলিতে পারে না ॥ ১১

মন্ত্রী সেই ব্যক্তিই হইতে পারে, যে বীর অথবা বুদ্ধিমান্। শৌর্য ও বুদ্ধি দ্বারা মানুষ ইহলোক এবং পরলোক এই উভয় লোকই জয় করিতে পারে। রাজন্ ! উভয় লোকের সিদ্ধির জন্য রাজ্যের প্রয়োজন, ইহা তুমি অবগত হও ॥ ১২

জগতে ধর্মাত্মা রাজাগণের জন্য উত্তম মন্ত্রিতুল্য আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। এই রাজপুত্র মহাত্মা এবং সে সৎপুরুষগণের পথ অবলম্বন করিয়াছে ॥ ১৩

যদি তুমি ধর্মকে সম্মুখে রাখিয়া ইহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ কর, তবে এই রাজকুমার তোমার দ্বারা সেবিত হইয়া তোমার বিশাল শত্রুদলকেও সংযত করিতে পারিবে ॥ ১৪

যদি এই কুমার নিজের পিতৃ-পিতামহ অনুশাসিত রাজ্যের জন্য জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়, তবে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা স্বধর্মপালনই হইবে ॥ ১৫

সেই সময় তুমিও বিজয়াভিলাষী রাজার ব্রতে অবস্থান করত ইহার সহিত যুদ্ধই করিবে। অতএব আমার আদেশ মানিয়া ইহার হিতসাধনে তুমি তৎপর হও এবং বিনা যুদ্ধেই ইহাকে বশীভূত কর ॥ ১৬

অনুচিত লোভ পরিত্যাগ করত তুমি ধর্মের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, কামনা অথবা দ্রোহবশতঃ নিজের ধর্ম ত্যাগ করিবে না ॥ ১৭

তাত ! কাহারও সর্বদা জয় লাভ হয় না এবং নিত্য কাহারও পরাজয়ও হয় না। যেরূপ রাজা অপর মনুষ্যগণকে জয় করত তাহাদিগকে এবং তাহাদের সকল সম্পত্তি উপভোগ করে, সেইরূপ অপরকেও নিজের সম্পত্তি ভোগ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত ॥ ১৮

বৎস ! নিজেরও জয় এবং পরাজয় উভয়ই দেখা আবশ্যক। যে অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করত তাহার নিকট কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, তাহার সেই সর্বস্বাপহারী পাপের দ্বারা নিজেরও জন্য সর্বদা ভয় পোষণ করা উচিত ॥ ১৯

মুনি কালকবৃক্ষীয় এই কথা বলিলে পর রাজা জনক সেই পূজনীয় ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষিকে পূজা ও আদর সৎকার করত তাঁহার কথা অনুমোদন করিয়া এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন ॥ ২০

যথা ব্রূয়ান্মহাপ্রাজ্ঞো যথা ব্রূয়ান্মহাশ্রুতঃ।
শ্রেয়স্কামো যথা ব্রূয়াদুভয়োরেব তৎ ক্ষমম্ ॥ ২১
যদ্ যদ্ বচনমুক্তোঽস্মি করিষ্যামি চ তৎ তথা।
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ো ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা ॥ ২২
ততঃ কৌশল্যমাহূয় মৈথিলো বাক্যমব্রবীৎ।
ধর্মতো নীতিতশ্চৈব লোকশ্চ বিজিতো ময়া ॥ ২৩
অহং ত্বয়া চাত্মগুণৈর্জিতঃ পার্থিবসত্তম।
আত্মানমনবজ্ঞায় জিতবদ্ বর্ততাং ভবান্ ॥ ২৪
নাবমন্যামি তে বুদ্ধিং নাবমন্যে চ পৌরুষম্।
নাবমন্যে জয়ামীতি জিতবদ্ বর্ততাং ভবান্ ॥ ২৫

অতিশয় বুদ্ধিমান্ কোন ব্যক্তি যে কথা বলিয়া থাকেন, কোন অত্যন্ত বিদ্বান্ যেরূপ বাক্য বলিতে পারেন এবং অপরের কল্যাণকামী মহাপুরুষ যাদৃশ উপদেশ দিয়া থাকেন, সেইরূপ বাক্যই আপনি বলিয়াছেন। (ইহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই শিরোধার্য করা উচিত) ॥ ২১

ভগবন্! আপনি আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্তই আমি তদনুসারে পালন করিব। ইহা আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর বিষয়। এবিষয়ে আমার আর অন্য কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ২২

তদনন্তর মিথিলাধিপতি জনক কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শীকে নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম ও নীতি অবলম্বন করত সম্পূর্ণ জগৎকে জয় করিয়াছি, কিন্তু আজ তুমি নিজের গুণসমূহের দ্বারা আমাকেও জয় করিয়াছ। অতএব তুমি নিজেকে অবজ্ঞা না করিয়া এক বিজয়ী বীরের ন্যায় আচরণ কর ॥ ২৩-২৪

যথাবৎ পূজিতো রাজন্ গৃহং গন্তাসি মে ভৃশম্।
ততঃ সম্পূজ্য তৌ বিপ্রং বিশ্বস্তৌ জগ্মতুর্গৃহান্ ॥ ২৬
বৈদেহস্ত্বথ কৌশল্যং প্রবেশ্য গৃহমঞ্জসা।
পাদ্যার্ঘ্যমধুপর্কৈস্তং পূজার্হং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ২৭
দদৌ দুহিতরং চাস্মৈ রত্নানি বিবিধানি চ।
এষ রাজ্ঞাং পরো ধর্মোঽনিত্যৌ জয়-পরাজয়ৌ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কালকবৃক্ষীয়ে ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

আমি তোমার বুদ্ধির অনাদর করি না, তোমার পুরুষার্থকেও অবহেলা করি না এবং আমি 'জয় করিয়াছি' এই মনে করিয়া তোমাকে তিরস্কারও করি না, অতএব তুমি একজন বীরের ন্যায় আচরণ কর ॥ ২৫

রাজন! তুমি আমার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত হইয়া আমার গৃহে গমন কর। এই কথা বলিয়া তাঁহারা পরস্পর বিশ্বস্ত হইলেন এবং সেই ব্রহ্মর্ষি কালকবৃক্ষীয়কে পূজা করত গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ২৬

বিদেহরাজ জনক কোশলরাজকুমার ক্ষেমদর্শীকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া যাইয়া পূজনীয় সেই অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয় ও মধুপর্কের দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ২৭

তারপর তাঁহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিলেন এবং উপহাররূপে নানাবিধ রত্ন দান করিলেন। ইহাই রাজগণের পরম ধর্ম্ম জয় ও পরাজয়ও এজগতে অনিত্য ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কালকবৃক্ষীয়মুনির উপদেশবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(গণতন্ত্ররাজস্য বর্ণনম্, তস্য নীতিকথনঞ্চ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
ধর্মবৃত্তঞ্চ বিত্তঞ্চ বৃত্ত্যুপায়াঃ ফলানি চ॥ ১
রাজ্ঞাং বিত্তঞ্চ কোশঞ্চ কোশসঞ্চয়নং জয়ঃ।
অমাত্যগুণবৃত্তিশ্চ প্রকৃতীনাং চ বর্ধনম্॥ ২
ষাড়্গুণ্যগুণকল্পশ্চ সেনাবৃত্তিস্তথৈব চ।
পরিজ্ঞানঞ্চ দুষ্টস্য লক্ষণঞ্চ সতামপি॥ ৩
সমহীনাধিকানাঞ্চ যথাবল্লক্ষণঞ্চ যৎ।
মধ্যমস্য চ তুষ্ট্যর্থং যথা স্থেয়ং বিবর্ধতা॥ ৪
ক্ষীণগ্রহণবৃত্তিশ্চ যথাধর্মং প্রকীর্তিতম্।
লঘুনা দেশরূপেণ গ্রন্থযোগেন ভারত॥ ৫
বিজিগীষোস্তথা বৃত্তমুক্তং চৈব তথৈব তে।
গণানাং বৃত্তিমিচ্ছামি শ্রোতুং মতিমতাং বর॥ ৬
যথা গণাঃ প্রবর্ধন্তে ন ভিদ্যন্তে চ ভারত।
অরীংশ্চ বিজিগীষন্তে সুহৃদঃ প্রাপ্নুবন্তি চ॥ ৭
ভেদমূলো বিনাশো হি গণানামুপলক্ষয়ে।
মন্ত্রসংবরণং দুঃখং বহূনামিতি মে মতিঃ॥ ৮
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং নিখিলেন পরন্তপ।
যথা চ তে ন ভিদ্যেরংস্তচ্চ মে বদ পার্থিব॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

গণানাঞ্চ কুলানাঞ্চ রাজ্ঞাং ভরতসত্তম।
বৈরসন্দীপনাবেতৌ লোভামর্ষৌ নরাধিপ॥ ১০
লোভমেকো হি বৃণুতে ততোঽমর্ষমনন্তরম্।
তৌ ক্ষয়-ব্যয়সংযুক্তাবন্যোন্যঞ্চ বিনাশিনৌ॥ ১১
চারমন্ত্রবলাদানৈঃ সামদানবিভেদনৈঃ।
ক্ষয়ব্যয়ভয়োপায়ৈঃ প্রকর্ষন্তীতরেতরম্॥ ১২

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

[গণতন্ত্র রাজ্যের বর্ণন এবং তাহার নীতি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুতাপন ভরতবংশধর পিতামহ! আপনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের ধর্মময় আচার, ধন, জীবিকার উপায় এবং ধর্ম প্রভৃতির ফল বর্ণনা করিলেন। রাজাদের ধন, কোশ, কোশ সংগ্রহ, শত্রুবিজয়, মন্ত্রিগণের গুণ ও ব্যবহার, প্রজাদের উন্নতি, সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় গুণের প্রয়োগ, সৈন্যদের আচরণ, দুষ্টগণের লক্ষণ, সৎপুরুষসকলের লক্ষণ, যাহারা নিজের তুল্য, নিজ অপেক্ষা হীন এবং নিজ হইতে উৎকৃষ্ট—সেই সব লোকের লক্ষণ, মধ্যমবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য উন্নতিশীল রাজার কি ভাবে অবস্থান করা উচিত—ইহার নির্দ্দেশ, দুর্ব্বল পুরুষগণকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করা এবং তাহার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা—এই সমস্ত বিষয় আপনি দেশাচার ও শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে ধর্ম্মের অনুকূলে প্রতিপাদন করিয়াছেন॥ ১-৫

বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! আপনি বিজয়াভিলাষী রাজার আচরণও বর্ণনা করিয়াছেন। এখন আমি গণসকলের (গণতন্ত্র রাজ্যসমূহের) আচরণ ও বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি॥ ৬

ভারত! গণতন্ত্ররাজ্যের জনতা যেভাবে নিজেদের উন্নতি করে, যেভাবে নিজেদের মধ্যে মতভেদ বা বিভেদ সৃষ্টি হইতে দেয় না, যেভাবে শত্রুদের উপরে জয়লাভ করিতে অভিলাষী হয় এবং যে উপায়ে তাহারা সুহৃদ্ লাভ করিয়া থাকে—এই সব বিষয় আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি॥ ৭

আমি দেখিতেছি,—সঙ্ঘবদ্ধ (গণতন্ত্র) রাজ্যের বিনাশের মূল কারণ হইল পারস্পরিক ভেদ। আমার বিশ্বাস—বহুসংখ্যক মানুষের যে সমুদায়, তাহার পক্ষে কোন গুপ্তমন্ত্রণা বা বিচার গোপন রাখা কঠিন॥ ৮

শত্রুতাপন ভূপাল! এই সমস্ত বিষয় আমি পূর্ণরূপে শ্রবণ করিতে চাই। কিভাবে এই সঙ্ঘ বা গণ পরস্পর বিভেদগ্রস্ত হয় না, ইহা আমাকে বলুন॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! নরাধিপ! গণসকলের মধ্যে, বংশমধ্যে ও রাজাদের মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার দুইটি দোষ আছে—লোভ ও অমর্ষ (ক্রোধ)॥ ১০

প্রথমে একজন মানুষ লোভকে বরণ করে (লোভবশতঃ অপরের ধনগ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়), তদনন্তর দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে অমর্ষের উদ্ভব হয়; তারপর ইহারা উভয়ে লোভ ও অমর্ষে প্রভাবিত হইয়া ব্যক্তিসমুদায়, ধন ও জনের গুরুতর হানি করিতে করিতে পরস্পরের বিনাশক হইয়া থাকে॥ ১১

উহারা ভেদসৃষ্টির জন্য গুপ্তচরদিগকে প্রেরণ করে, গুপ্ত মন্ত্রণা

তত্রাদানে ভিদ্যন্তে গণাঃ সঙ্ঘাতবৃত্তয়ঃ।
ভিন্না বিমনসঃ সর্ব্বে গচ্ছন্ত্যরিবশং ভয়াৎ ॥ ১৩
ভেদে গণা বিনেশুর্হি ভিন্নাস্তু সুজয়াঃ পরৈঃ।
তস্মাৎ সঙ্ঘাতযোগেন প্রযতেরন্ গণাঃ সদা ॥ ১৪
অর্থাশ্চৈবাধিগম্যন্তে সঙ্ঘাতবলপৌরুষৈঃ।
বাহ্যাশ্চ মৈত্রীং কুর্ব্বন্তি তেষু সঙ্ঘাতবৃত্তিষু ॥ ১৫
জ্ঞানবৃদ্ধাঃ প্রশংসন্তি শুশ্রূষন্তঃ পরস্পরম্।
বিনিবৃত্তাভিসন্ধানাঃ সুখমেধন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ১৬
ধর্মিষ্ঠান্ ব্যবহারাংশ্চ স্থাপয়ন্তশ্চ শাস্ত্রতঃ।
যথাবৎ প্রতিপশ্যন্তো বিবর্দ্ধন্তে গণোত্তমাঃ ॥ ১৭
পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ নিগৃহ্নন্তো বিনয়ন্তশ্চ তান্ সদা।
বিনীতাংশ্চ প্রগৃহ্নন্তো বিবর্দ্ধন্তে গণোত্তমাঃ ॥ ১৮
চারমন্ত্রবিধানেষু কোশসংনিচয়েষু চ।
নিত্যযুক্তা মহাবাহো বর্দ্ধন্তে সর্ব্বতোগণাঃ ॥ ১৯
প্রাজ্ঞান্ শূরান্ মহোৎসাহান্ কর্ম্মসু স্থিরপৌরুষান্।
মানয়ন্তঃ সদা যুক্তা বিবর্দ্ধন্তে গণা নৃপ ॥ ২০
দ্রব্যবন্তশ্চ শূরাশ্চ শস্ত্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রপারগাঃ।
কৃচ্ছ্রাস্বাপৎসু সম্মূঢ়ান্ গণাঃ সন্তারয়ন্তি তে ॥ ২১
ক্রোধো ভেদো ভয়ং দণ্ডঃ কর্ষণং নিগ্রহো বধঃ।
নয়ত্যরিবশং সদ্যো গণান্ ভরতসত্তম ॥ ২২
তস্মান্মানয়িতব্যাস্তে গণমুখ্যাঃ প্রধানতঃ।
লোকযাত্রা সমায়ত্তা ভূয়সী তেষু পার্থিব ॥ ২৩

করিতে থাকে এবং সৈন্যসমাবেশ করিতে আরম্ভ করে। সাম, দান ও ভেদ নীতির প্রয়োগ করিতে থাকে এবং জনসংহার, অপার ধনরাশির ব্যয় ও নানাপ্রকারে ভয় উপস্থিত করিতে সমর্থ বহুবিধ উপায়সমূহের দ্বারা পরস্পরকে দুর্ব্বল করিতে থাকে ॥ ১২

সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জীবননির্ব্বাহকারী গণরাজ্যের সৈন্যরাও যদি যথাসময়ে ভোজন ও বেতন না পায়, তবে তাহারাও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইলে সকলের মন পরস্পরের বিপরীত হইয়া যায় এবং তাহারা সকলে ভয়বশতঃ শত্রুর অধীনস্থ হইয়া পড়ে ॥ ১৩

পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সংঘটিত হইলেই সঙ্ঘ বা গণরাজ্য নষ্ট হইয়া যায়। মতভেদ ঘটিলেই শত্রুরা অনায়াসে তাহাদিগকে জয় করিয়া লয়; অতএব গণসকলের কর্ত্তব্য হইল—তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ—একমত হইয়াই বিজয়লাভের জন্য চেষ্টা করিবে ॥ ১৪

যাহারা সামগ্রিক বল ও পৌরুষসম্পন্ন, তাহারা অনায়াসেই অভীষ্ট পদার্থসকল প্রাপ্ত হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জীবননির্ব্বাহকারী লোকসকলের সহিত সঙ্ঘের বাহিরের লোকেরাও মৈত্রী স্থাপিত করে ॥ ১৫

জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষগণ গণরাজ্যের নাগরিকদের প্রশংসা করিয়া থাকেন। সঙ্ঘবদ্ধ লোকদের মনে পরস্পরের মধ্যে প্রতারণা করিবার দুর্ভাবনা থাকে না। তাহারা সকলে পরস্পরের সেবা করিতে করিতে সুখের সহিত উন্নতি করিতে থাকে ॥ ১৬

গণরাজ্যের শ্রেষ্ঠ নাগরিকেরা শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুকূল ব্যবহার-সকল স্থাপিত করে। তাহারা যথোচিত দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখিতে থাকিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ ১৭

গণরাজ্যের শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা পুত্র ও ভ্রাতৃগণও যদি কুপথে চলে, তবে তাহাদিগকেও দণ্ডদান করিয়া থাকে। সর্ব্বদা উত্তম শিক্ষাদান করে এবং শিক্ষিত হইলে পর অতিশয় আদরের সহিত তাহাদের গ্রহণ করিয়া থাকে। সেই কারণে তাহারা বিশেষ উন্নতি লাভ করে ॥ ১৮

মহাবাহু যুধিষ্ঠির! গণরাজ্যের নাগরিকেরা গুপ্তচর বা দূতের কার্য্য করা, রাজ্যের হিতের জন্য গুপ্ত মন্ত্রণা করা, বিধান উদ্ভাবনা করা এবং রাজ্যের জন্য কোষসংগ্রহ করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত থাকে, সেইজন্য সর্ব্বতোভাবে তাহারা অভ্যুদয় লাভ করে ॥ ১৯

হে নৃপ! সঙ্ঘরাজ্যের সদস্যরা সদা বুদ্ধিমান্, শৌর্য্যশালী বীর, অতিশয় উৎসাহবান্ এবং সকল কার্য্যে দৃঢ়পুরুষার্থের পরিচয়দাতা লোকদিগকে সর্ব্বদা সম্মান করিতে করিতে রাজ্যের উন্নতির জন্য উদ্যোগশীল থাকে। সেইজন্য তাহারা সতত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২০

গণরাজ্যের সকল নাগরিক ধনবান্, বীর, অস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ এবং শাস্ত্রপারদর্শী বিদ্বান্ হয়। তাহারা কঠিন সঙ্কটে পতিত হইয়া মোহিত লোকসকলকে উদ্ধার করিয়া থাকে ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সঙ্ঘরাজ্যের লোকসকলের মধ্যে যদি ক্রোধ, ভেদ, ভয়, দণ্ডপ্রহার, অপরকে দুর্ব্বল করা, বন্ধনকরা ও হত্যা করিবার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়, তবে সত্বর তাহারা শত্রুগণের বশীভূত হইয়া পড়ে ॥ ২২

রাজন্! এই কারণে গণরাজ্যের যাহারা প্রধান প্রধান অধিকারী, তাহাদিগকে তোমার সম্মান করা উচিত; যেহেতু লোকযাত্রার প্রভূত ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত থাকে ॥ ২৩

মন্ত্রগুপ্তিঃ প্রধানেষু চারশ্চামিত্রকর্ষণ।
ন গণাঃ কৃৎস্নশো মন্ত্রং শ্রোতুমর্হন্তি ভারত ॥ ২৪
গণমুখ্যৈস্তু সম্ভূয় কার্য্যং গণহিতং মিথঃ।
পৃথগ্‌ গণস্য ভিন্নস্য বিততস্য ততোঽন্যথা ॥ ২৫
অর্থাঃ প্রত্যবসীদন্তি তথানর্থা ভবন্তি চ
তেষামন্যোন্যভিন্নানাং স্বশক্তিমনুতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬
নিগ্রহঃ পণ্ডিতৈঃ কার্য্যঃ ক্ষিপ্রমেব প্রধানতঃ।
কুলেষু কলহা জাতাঃ কুলবৃদ্ধৈরুপেক্ষিতাঃ ॥ ২৭
গোত্রস্য নাশং কুর্বন্তি গণভেদস্য কারকম্
আভ্যন্তরং ভয়ং রক্ষ্যমসারং বাহ্যতো ভয়ম্ ॥ ২৮
আভ্যন্তরং ভয়ং রাজন্ সদ্যো মূলানি কৃন্ততি।
অকস্মাৎ ক্রোধ-মোহাভ্যাং লোভাদ্ বাপি স্বভাবজাৎ ২৯
অন্যোন্যং নাভিভাষন্তে তৎপরাভবলক্ষণম্।
জাত্যা চ সদৃশাঃ সর্বে কুলেন সদৃশাস্তথা ॥ ৩০
ন চোদ্যোগেন বুদ্ধ্যা বা রূপদ্রব্যেণ বা পুনঃ।
ভেদাচ্চৈব প্রদানাচ্চ ভিদ্যন্তে রিপুভির্গণাঃ ॥ ৩১
তস্মাৎ সঙ্ঘাতমেবাহুর্গণানাং শরণং মহৎ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি গণবৃত্তে
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

শত্রুসূদন! ভারত! গণের বা সঙ্ঘের সকল লোকই গুপ্ত-মন্ত্রণা শুনিবার অধিকারী নহে। মন্ত্রণা গোপন রাখিতে এবং গুপ্তচরগণের নিযুক্তির কার্য্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগেরই অধীন থাকে ॥ ২৪

গণের মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিরা পরস্পর মিলিত হইয়া সমস্ত গণ-রাজ্যের হিতসাধন করিবে। যদি সঙ্ঘমধ্যে ভেদসৃষ্টি হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ বহুদলের বিস্তার হইয়া যায় তবে তাহাদের সকল কার্য্যই নষ্ট হয় এবং বহু অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ২৫ ॥

পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নিজ শক্তির প্রয়োগকারী লোকসকলের যাহারা মুখ্য মুখ্য নেতা, তাহাদিগকে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অতিসত্বর দমন করিবেন ॥ ২৬ ॥

বংশে যে সমস্ত কলহ উপস্থিত হয়, উহা যদি বৃদ্ধ পুরুষগণ উপেক্ষা করে, তবে সেই সব কলহ গণসকলের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করত সমস্ত কুলকেই নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

অভ্যন্তরের ভয় দূর করত সঙ্ঘকে রক্ষা উচিত। যদি সঙ্ঘমধ্যে একতা ঠিক থাকে, তবে তাহার পক্ষে বাহিরের ভয় অসার হইয়া যায় (উহা কোন কার্য্যই নষ্ট করিতে পারে না)। রাজন্! অভ্যন্তরের ভয় সদ্যই সঙ্ঘরাজ্যের মূল ছেদন করিয়া দেয় ॥ ২৮ ॥

অকস্মাৎ উৎপন্ন ক্রোধ বা মোহ অথবা স্বাভাবিক লোভের দ্বারা যখন সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া থাকে, তখন উহাই তাহার (গণতন্ত্রের) পরাজয়ের লক্ষণ ॥ ২৯ ॥

জাতিতে ও কুলে সঙ্ঘবদ্ধ লোকেরা এক সমান হইতে পারে, কিন্তু উদ্যোগ, বুদ্ধি ও রূপসম্পত্তিতে সকলের এক সমান হওয়া অসম্ভব। শত্রুরা গণরাজের মধ্যে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্যে কিছু লোককে ধনদান করিয়াও গণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে, অতএব সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকাই গণরাজ্যের নাগরিকগণের পরম আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৩০-৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে গণতন্ত্রের বৃত্তান্তবিষয়ক সপ্তাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(মাতাপিত্রোর্গুরুসেবায়াশ্চ মহত্ত্বকথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহানয়ং ধর্মপথো বহুশাখশ্চ ভারত।
কিংস্বিদেবেহ ধর্মাণামনুষ্ঠেয়তমং মতম্ ॥ ১
কিং কার্য্যং সর্বধর্মাণাং গরীয়ো ভবতো মতম্।
যথাহং পরমং ধর্মমিহ চ প্রেত্য চাপ্নুয়াম্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

মাতাপিত্রোর্গুরূণাঞ্চ পূজা বহুমতা মম।
ইহ যুক্তো নরো লোকান্ যশশ্চ মহদশ্নুতে ॥ ৩
যচ্চ তেঽভ্যনুজানীয়ুঃ কর্ম তাত সুপূজিতাঃ।
ধর্মাধর্মবিরুদ্ধং বা তৎ কর্তব্যং যুধিষ্ঠির ॥ ৪
ন চ তৈরভ্যনুজ্ঞাতো ধর্মমন্যং সমাচরেৎ।
যঞ্চ তেঽভ্যনুজানীয়ুঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫
এত এব ত্রয়ো লোকা এত এবাশ্রমাস্ত্রয়ঃ।
এত এব ত্রয়ো বেদা এত এব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ৬
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥ ৭
ত্রিষপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীংল্লোকাংশ্চ বিজেষ্যসি।
পিতৃবৃত্ত্যা ত্বিমং লোকং মাতৃবৃত্ত্যা তথা পরম্ ॥ ৮
ব্রহ্মলোকং গুরোর্বৃত্ত্যা নিয়মেন তরিষ্যসি।
সম্যগেতেষু বর্তস্ব ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥ ৯
যশঃ প্রাপ্স্যসি ভদ্রং তে ধর্মঞ্চ সুমহৎ ফলম্।
নৈতানতিশয়েজ্জাতু নাত্যশ্নীয়ান্ন দূষয়েৎ ॥ ১০
নিত্যং পরিচরেচ্চৈব তদ্ বৈ সুকৃতমুত্তমম্ :
কীর্তিং পুণ্যং যশো লোকান্ প্রাপ্স্যসে রাজসত্তম ॥ ১১

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

[মাতা-পিতা ও গুরুসেবার মহত্ত্ব কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! ধর্ম্মের এই পথ অতিশয় বৃহৎ এবং ইহার শাখাও বহু আছে। এই ধর্ম্মসকলের মধ্যে আপনি কাহাকে বিশেষরূপে আচরণের যোগ্য বলিয়া মনে করেন? ১

সমস্ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে কোন্ কার্য্যকে আপনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন, যাহার অনুষ্ঠান করত আমি ইহলোক ও পরলোকেও পরম ধর্ম্মফল লাভ করিতে পারিব? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আমার ত' মাতা-পিতা এবং শ্রীগুরুর (মন্ত্রদাতার) পূজাই অধিক মহত্ত্বের বস্তু বলিয়া মনে হয়। এই লোকে এই পুণ্যকার্য্যে নিরত হইয়া মানুষ যশ ও শ্রেষ্ঠ লোক লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩

বৎস যুধিষ্ঠির! উত্তমরূপে পূজিত মাতা পিতা ও শ্রীগুরু যে কার্য্যের জন্ত আদেশ করিবেন, তাহা যদি ধর্ম্মের অনুকূল বা বিরুদ্ধও হয়, তবে উহা পালন করা উচিত ॥ ৪

যে ব্যক্তি তাঁহাদের আজ্ঞাপালনে নিরত থাকে, তাহার পক্ষে অন্ত কোন ধর্ম্মের আচরণের আবশ্যকতা নাই। যে কার্য্যের জন্ত তাঁহারা আদেশ করিবেন, উহাই ধর্ম্ম; ইহাই ধর্ম্মাত্মাগণের সিদ্ধান্ত ॥ ৫

এই মাতা-পিতা ও গুরুজনই তিন লোক—ইহলোক, পরলোক ও ব্রহ্মলোক, ইঁহারাই ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই তিন আশ্রম এবং তাঁহারাই গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ ও এই তিন অগ্নি, ইঁহারাই ঋগ্, যজু ও সাম এই তিন বেদ ॥ ৬

পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং শ্রীগুরু আহবনীয় অগ্নি। লৌকিক অগ্নিসকল হইতে মাতা-পিতাদি ত্রিবিধ অগ্নির গৌরব অধিক ॥ ৭

যদি তুমি এই তিনজনের সেবাতে কোনরূপ অসাবধান না হও, তবে তুমি তিনলোক জয় করিতে সমর্থ হইবে। পিতার সেবায় ইহলোক, মাতার সেবায় পরলোক এবং নিয়ম অনুসারে শ্রীগুরুর সেবায় তুমি ব্রহ্মলোকও অতিক্রম করিতে পারিবে ॥৮½

হে ভারত! সেইজন্ত তুমি ত্রিবিধ লোকস্বরূপ এই পিতা, মাতা ও শ্রীগুরুর প্রতি উত্তম আচরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক। এরূপ করিলে তুমি যশ ও মহৎ ফলদাতা ধর্ম্মকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৯½

এই তিনজনের আজ্ঞা কখনও উল্লঙ্ঘন করিবে না, ইঁহাদের ভোজন করাইবার পূর্ব্বে স্বয়ং ভোজন করিবে না, ইঁহাদের উপর কোনরূপ দোষারোপ করিবে না এবং সর্ব্বদা ইঁহাদের সেবায় তুমি নিরত থাকিবে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পুণ্যকর্ম্ম। নৃপশ্রেষ্ঠ! ইঁহাদের সেবায় তুমি কীর্ত্তি, পবিত্র যশ ও উত্তম লোক সব কিছুই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০-১১

সর্বে তস্যাদৃতা লোকা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ১২
ন চায়ং ন পরো লোকস্তস্য চৈব পরন্তপ।
অমানিতা নিত্যমেব যস্যৈতে গুরবস্ত্রয়ঃ ॥ ১৩
ন চাস্মিন্নপরে লোকে যশস্তস্য প্রকাশতে।
ন চান্যদপি কল্যাণং পরত্র সমুদাহৃতম্ ॥ ১৪
তেভ্য এব হি যৎ সর্বং কৃত্বা চ বিসৃজাম্যহম্
তদাসীন্মে শতগুণং সহস্রগুণমেব চ ॥ ১৫
তস্মান্মে সম্প্রকাশন্তে ত্রয়ো লোকা যুধিষ্ঠির
দশৈব তু সদাচার্য্যঃ শ্রোত্রিয়ানতিরিচ্যতে ॥ ১৬
দশাচার্য্যানুপাধ্যায় উপাধ্যায়ান্ পিতা দশ।
পিতৃন্ দশ তু মাতৈকা সর্বাং বা পৃথিবীমপি ॥১৭
গুরুত্বেনাভিভবতি নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ ১৮
উভৌ হি মাতাপিতরৌ জন্মনোবোপযুজ্যতঃ
শরীরমেব সৃজতঃ পিতা মাতা চ ভারত ॥ ১৯
আচার্য্যশিষ্টা যা জাতিঃ সা দিব্যা সাজরামরা।
অবধ্যা হি সদা মাতা পিতা চাপ্যপকারিণৌ ॥ ২০
ন সংদুষ্যতি তৎ কৃত্বা ন চ তে দূষয়ন্তি তম্।
ধর্মায় যতমানানাং বিদুর্দেবা মহর্ষিভিঃ ॥ ২১
যশ্চাবৃণোত্যবিতথেন কর্মণা
ঋতং ব্রুবন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।
তং বৈ মন্যেত পিতরং মাতরঞ্চ
তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কৃতমস্য জানন্ ॥২২
বিদ্যাং শ্রুত্বা যে গুরুং নাদ্রিয়ন্তে
প্রত্যাসন্না মনসা কর্মণা বা।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
নান্যস্তেভ্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে।
যথৈব তে গুরুভির্ভাবনীয়া-
স্তথা তেষাং গুরবোঽভ্যর্চনীয়াঃ ॥ ২৩

যে ব্যক্তি এই তিন গুরুজনের আদর করে, তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ লোকসমূহ আদৃত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি ইঁহাদের অনাদর করে, তাহার সমস্ত শুভফল নিষ্ফল হইয়া যায়। ১২

শত্রুতাপন যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি এই তিন গুরুজনকে সর্ব্বদা অপমান করে, তাহার ইহলোক সুখপ্রদ হয় না এবং পরলোকও সুখপ্রদ হয় না।। ১৩

তাহার ইহলোকে ও পরলোকে যশও প্রকাশিত হয় না। পরলোকে যে অন্যবিধ কল্যাণময় সুখের প্রাপ্তি উল্লিখিত হইয়াছে, উহাও তাহার সুলভ হয় না।। ১৪

আমি ত' সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিয়া এই তিন গুরুজনকেই সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। ইহাতে আমার সেই সব শুভ কর্ম্ম সকলের পুণ্য শতগুণ ও সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির! সেইহেতু আমার দৃষ্টিতে তিন লোক সমানভাবে প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইতেছে ॥ ১৫ই

আচার্য্য(১) সর্ব্বদা দশ শ্রোত্রিয়(২) হইতে অধিক। এইরূপ উপাধ্যায় (অধ্যাপক) দশ আচার্য্য হইতে অধিক, পিতা দশ উপাধ্যায় হইতে অধিক এবং মাতার মহত্ত্ব দশ পিতা হইতেও অধিক। ইনি একাকিনীই নিজ গৌরবের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীকেও অভিভূত করিয়া থাকেন। অতএব মাতার তুল্য অন্য কোন গুরু নাই ॥ ১৬ ১৭ই

কিন্তু আমার অভিমত হইল—গুরু পিতা ও মাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ, কারণ পিতা এবং মাতা কেবল এই দেহের জন্মদান করিতেই উপযুক্ত ।। ১৮ই

ভারত! পিতা ও মাতা কেবল এই শরীরকেই জন্মদান করেন; কিন্তু ধর্ম্মাচরণপরায়ণ শ্রীগুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইলে যে দ্বিতীয় জন্ম হয়, উহা অলৌকিক, অজর ও অমর ।।১৯ই

পিতা-মাতা যদি কোন অপরাধও করেন, তথাপি তাঁহারা অবধ্য, পুত্র বা শিষ্য পিতা-মাতা এবং গুরুর অপরাধ করিলেও ইঁহাদের দৃষ্টিতে তাহারা নির্দোষই থাকে। এই গুরুজনগণ পুত্র বা শিষ্যের উপর স্নেহবশতঃ দোষারোপণ করেন না; পরন্তু ধর্ম্মপথেই পরিচালিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনগণের এরূপ মহত্ত্ব মহর্ষিগণ সহ দেবতারাও জানেন।। ২০-২১

যিনি সত্য কর্ম্মের (ও যথার্থ উপদেশের) দ্বারা পুত্র বা শিষ্যকে কবচের ন্যায় আবৃত করিয়া রাখেন, সত্যস্বরূপ বেদের উপদেশ দান করেন এবং অসত্যকে রুদ্ধ করেন, সেই গুরুকেই পিতা ও মাতা বলিয়া জানিবে এবং তাঁহার উপকার অবগত হইয়া তাঁহাকে কখনও দ্রোহ করিবে না।। ২২

যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শ্রীগুরুকে আদর করে না, নিকটে থাকিয়া মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা শ্রীগুরুর সেবা করে না, তাহার

(১) উপনীয় দদদ্ বেদমাচার্য্যঃ স উদাহৃতঃ।
(২) যজন-যাজনাধ্যয়নাধ্যাপন দান-প্রতিগ্রহরূপ-ষট্‌কর্ম্মনিরতো বেদবিদ্ ব্রাহ্মণঃ।
(৩) উপাধ্যায়ো বেদাদ্যধ্যাপকঃ।

তস্মাৎ পূজয়িতব্যাশ্চ সংবিভজ্যাশ্চ যত্নতঃ ।
গুরবোঽর্চয়িতব্যাশ্চ পুরাণং ধর্মমিচ্ছতা ॥ ২৪
যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ ।
প্রীণাতি মাতরং যেন পৃথিবী তেন পূজিতা ॥ ২৫
যেন প্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন স্যাদ্ ব্রহ্ম পূজিতম্ ।
মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ ॥২৬
ঋষয়শ্চ হি দেবাশ্চ প্রীয়ন্তে পিতৃভিঃ সহ ।
পূজ্যমানেষু গুরুষু তস্মাৎ পূজ্যতমো গুরুঃ ॥ ২৭
কেনচিন্ন চ বৃত্তেন হ্যবজ্ঞেয়ো গুরুর্ভবেৎ ।
ন চ মাতা ন চ পিতা মন্যতে যাদৃশো গুরুঃ ॥২৮
ন তেঽবমানমর্হন্তি ন তেষাং দূষয়েৎ কৃতম্ ।
গুরূণামেব সৎকারং বিদুর্দেবা মহর্ষিভিঃ ॥ ২৯
উপাধ্যায়ং পিতরং মাতরঞ্চ
যেঽভিদ্রুহ্যন্তে মনসা কর্মণা বা ।
তেষাং পাপং ভ্রূণহত্যাবিশিষ্টং
তস্মান্নান্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে ॥ ৩০
ভৃতো বৃদ্ধো যো ন বিভর্তি পুত্রঃ
স্বযোনিজঃ পিতরং মাতরঞ্চ ।
তদ্ বৈ পাপং ভ্রূণহত্যা বিশিষ্টং
তস্মান্নান্যঃ পাপকৃদস্তি লোকে ॥ ৩১
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য স্ত্রীঘ্নস্য গুরুঘাতিনঃ ।
চতুর্ণাং বয়মেতেষাং নিষ্কৃতিং নানুশুশ্রুম ॥৩২
এতৎসর্বমনির্দেশেনৈবমুক্তং
যৎ কর্তব্যং পুরুষেণেহ লোকে ।
এতচ্ছ্রেয়ো নান্যদস্মাদ্ বিশিষ্টং
সর্বান্ ধর্মাননুসৃত্যৈতদুক্তম্ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি মাতৃপিতৃগুরুমাহাত্ম্যে অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

ভ্রূণহত্যা হইতেও অধিক পাপ হয়। যেরূপ গুরুগণের কার্য্য হইল, শিষ্যদিগকে আত্মোন্নতির পথে পরিচালিত করা, সেইরূপ শিষ্যদেরও ধর্ম্ম হইল গুরুগণের পূজা করা ॥ ২৩

অতএব যে ব্যক্তি পুরাতন (সনাতন) ধর্ম্মের ফললাভ করিতে অভিলাষী, তাহার কর্ত্তব্য হইল—গুরুজনগণের পূজা-অর্চনা করা এবং যত্ন সহকারে তাঁহাদের আবশ্যক দ্রব্যসমূহ যথাযথভাবে বিভাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমর্পণ করা ॥ ২৪

মানুষ যে কর্ম্মের দ্বারা পিতাকে প্রসন্ন করে, সেই কর্ম্মের দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মাও প্রসন্ন হন এবং যে কর্ম্মের দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করে, সেই কর্ম্মের দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথিবীর পূজা হইয়া যায় ॥২৫

যে কর্ম্মের দ্বারা শিষ্য উপাধ্যায় (বিদ্যাগুরু)-কে প্রসন্ন করে, সেই কর্ম্মের দ্বারা পরব্রহ্ম পরমাত্মার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব গুরু মাতা-পিতা হইতেও অধিক পূজনীয় ॥২৬

গুরুগণ পূজিত হইলে পর পিতৃগণের সহিত দেবতা ও ঋষি-সকলও প্রসন্ন হন ; সেইজন্য গুরু পরম পূজনীয় ॥২৭

কোনও ব্যবহারের দ্বারা গুরু অপমানের যোগ্য নন্। এইরূপ মাতা এবং পিতাও কখনও অনাদরের যোগ্য নহেন। যেরূপ গুরু মাননীয় মনে করা হয়, সেইরূপ মাতা-পিতাকেও মাননীয় বলিয়া জানিবে ॥ ২৮

মাতা, পিতা ও গুরু কখনও অপমানের যোগ্য নন্। তাঁহাদের কোন কার্য্যের দোষাবিষ্কার করিবে না। গুরুজনগণের এই সৎকারকে মহর্ষিগণের সহিত সকল দেবতা নিজেদেরই সৎকার বলিয়া মনে করেন ॥ ২৯

অধ্যাপক, পিতা ও মাতার প্রতি বাক্য, মন এবং ক্রিয়ার দ্বারা যাহারা দ্রোহ করিয়া থাকে, তাহাদের ভ্রূণহত্যা হইতেও অধিক পাপ হয়। সংসারে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য কেহ অধিকপাপকারী ব্যক্তি নাই ॥ ৩০

যে মাতা-পিতার ঔরসজাত পুত্র এবং তাঁহারা যাঁহাকে পালন-পোষণ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই পুত্র যদি নিজের মাতা-পিতার ভরণ পোষণ না করে, তবে তাহার ভ্রূণহত্যা হইতেও অধিক পাপ হয় এবং জগতে তাহা অপেক্ষা অধিক পাপাত্মা আর কেহ নাই ॥ ৩১

মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, স্ত্রীহত্যাকারী ও গুরুঘাতী - এই চারি-জনের প্রায়শ্চিত্ত আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই ॥ ৩২

এই সমস্ত বিষয় যাহা এ জগতে মানুষের দ্বারা পালনীয়, এস্থলে তাহা সবিস্তারে কথিত হইল। ইহাই সকলের কল্যাণকর পথ। ইহা অপেক্ষা অন্য কোন পথ নাই। সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের অনুসরণ করত এস্থানে আমি সকলের সার বর্ণনা করিয়াছি ॥ ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে মাতা, পিতা ও গুরুর মাহাত্ম্যবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সত্যাসত্যবিচারঃ, ধর্ম্মস্য লক্ষণম্, ব্যাবহারিক-নীতিশ্চেতি বর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং ধর্মে স্থাতুমিচ্ছন্ নরো বর্ত্তেত ভারত।
বিদ্বন্ জিজ্ঞাসমানায় প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ১
সত্যং চৈবানৃতং চোভে লোকানাবৃত্য তিষ্ঠতঃ।
তয়োঃ কিমাচরেদ্ রাজন্ পুরুষো ধর্মনিশ্চিতঃ ॥ ২
কিংস্বিৎ সত্যং কিমনৃতং কিংস্বিদ্ ধর্ম্যং সনাতনম্।
কস্মিন্ কালে বদেৎ সত্যং কস্মিন্ কালেঽনৃতং বদেৎ।

ভীষ্ম উবাচ।

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্ বিদ্যতে পরম্।
যত্তু লোকেষু দুর্জ্ঞানং তৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত ॥ ৪
ভবেৎ সত্যং ন বক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যথানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যং বাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥ ৫
তাদৃশো বধ্যতে বালো যত্র সত্যমনিষ্ঠিতম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্মবিৎ ॥ ৬
অপ্যনার্য্যোঽকৃতজ্ঞঃ পুরুষোঽপ্যতিদারুণঃ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং বলাকোঽন্ধবধাদিব ॥ ৭
কিমাশ্চর্য্যঞ্চ যন্মূঢ়ো ধর্মকামোঽপ্যধর্মবিৎ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যং গঙ্গায়ামিব কৌশিকঃ ॥ ৮
তাদৃশোঽয়মনুপ্রশ্নো যত্র ধর্মঃ সুদুর্লভঃ।
দুষ্করঃ প্রতিসংখ্যাতুং তৎ কেনাত্র ব্যবস্যতি ॥ ৯
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১০

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[সত্য-অসত্যের বিচার, ধর্মের লক্ষণ এবং ব্যবহারিক নীতির বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! ধর্মে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে? হে বিদ্বন্! হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে উহা সর্ব্বতো ভাবে উপদেশ করুন ॥ ১

রাজন্! সত্য ও অসত্য—এই উভয়ই সম্পূর্ণ জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, কিন্তু ধর্মে বিশ্বাসকারী মানুষ এই উভয়ের মধ্যে কাহার আচরণ করিবে? ১

সত্য কি? এবং অসত্যই বা কি? কোন্ কার্য্য সনাতন ধর্মের অনুকূল? কোন্ সময়ে সত্য কথা বলিতে হয় ও কোন্ সময়েই বা মিথ্যা কথা বলিতে হয়? ৩

ভীষ্ম বলিলেন, ভারত! সত্য কথা বলা সর্ব্বোত্তম। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর কিছুই নাই, পরন্তু এই সত্যকে জানা জগতে অত্যন্ত কঠিন বিষয়, আমি উহাই বিস্তৃতি সহকারে তোমাকে বলিব ॥ ৪

যেস্থানে মিথ্যা সত্য হয় (কোন প্রাণীকে সঙ্কট হইতে রক্ষা করে) কিংবা সত্যই মিথ্যা হইয়া যায় (কোন প্রাণীর জীবনকে সংশয়াপন্ন করিয়া তুলে), সেই স্থানে সত্য বলা উচিত নয়। তখন মিথ্যা কথাই বলিতে হইবে ॥ ৫

যাহার মধ্যে সত্য স্থির নাই, এরূপ মূর্খ মনুষ্যই মৃত্যুকবলিত হয়। সত্য ও অসত্য নির্ণয় করত সত্যপালনকারী পুরুষকেই ধর্মজ্ঞ বলা হয় ॥ ৬

যে ব্যক্তি নীচ, যাহার বুদ্ধি শুদ্ধ নহে এবং যে অত্যন্ত ক্রূর-স্বভাববিশিষ্ট, সেই মনুষ্যও কখনও কখনও অন্ধ পশুহত্যাকারী বলাকনামক ব্যাধের ন্যায় (কর্ণপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোক হইতে ৪৫ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।) অতিশয় পুণ্যলাভ করিয়া থাকে ॥ ৭

কিরূপ আশ্চর্য্য বিষয় ইহা যে, ধর্মাভিলাষী কোন এক মূর্খ তপস্বী সত্য কথা বলিয়াও অধর্মের ফলপ্রাপ্ত হইয়াছিল (কর্ণ পর্ব্বের ৬৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) এবং গঙ্গার তীরে অবস্থিত পেচকের ন্যায় হিংসা করত* অতিশয় পুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥৮

যুধিষ্ঠির! তোমার এই দ্বিতীয় প্রশ্নও এইরূপই। তদনুসারে ধর্মের স্বরূপ বিবেচনা করা বা বুঝা অত্যন্ত কঠিন, এই কারণে উহার প্রতিপাদন করাও দুষ্কর; অতএব ধর্মের বিষয়ে কে কিরূপ নিশ্চয় করিতে পারে? ৯

প্রাণিগণের অভ্যুদয় ও কল্যাণের জন্যই ধর্মের প্রবচন করা

* গঙ্গার তীরে কোন এক সর্পিণী এক হাজার ডিম উৎপন্ন করিয়া রাখিয়া যায়। তারপর কোন এক পেচক সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নষ্ট করে। ইহাতে সেই পেচক মহাপুণ্যের ফল প্রাপ্ত হয়; অন্যথায় সেই সব ডিম হইতে হাজার বিষাক্ত সর্প উৎপন্ন হইয়া কত লোককে বিনাশ করিত।

ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১১
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাদহিংসাসম্পৃক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১২
(অহিংসা সত্যমক্রোধস্তপো দানং দমো মতিঃ।
অনসূয়াপ্যমাৎসর্য্যমনীর্ষ্যা শীলমেব চ॥
এষ ধর্মঃ কুরুশ্রেষ্ঠ কথিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
ব্রহ্মণা দেবদেবেন অয়ং চৈব সনাতনঃ॥
অস্মিন্ ধর্মে স্থিতো রাজন্ নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।)
শ্রুতিধর্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরে জনাঃ।
ন চ তৎপ্রত্যসূয়ামো ন হি সর্বং বিধীয়তে॥ ১৩
যেঽন্যায়েন জিহীর্ষন্তো ধনমিচ্ছন্তি কস্যচিৎ।
তেভ্যস্তু ন তদাখ্যেয়ং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ ১৪

অকূজনেন চেন্মোক্ষো নাবকূজেৎ কথঞ্চন।
অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজনাৎ॥ ১৫
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বক্তুং সত্যাদিতি বিচারিতম্।
যঃ পাপৈঃ সহ সম্বন্ধান্মুচ্যতে শপথাদপি॥ ১৬
ন তেভ্যোঽপি ধনং দেয়ং শক্যে সতি কথঞ্চন।
পাপেভ্যো হি ধনং দত্তং দাতারমপি পীড়য়েৎ॥ ১৭
স্বশরীরোপরোধেন ধনমাদাতুমিচ্ছতঃ।
সত্যসম্প্রতিপত্ত্যর্থং যদ্ ব্রূয়ুঃ সাক্ষিণঃ কচিৎ॥ ১৮
অনুক্ত্বা তত্র তদ্বাচ্যং সর্বে তেঽনৃতবাদিনঃ।
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥ ১৯
অর্থস্য রক্ষণার্থায় পরেষাং ধর্মকারণাৎ।
পরেষাং সিদ্ধিমাকাঙ্ক্ষন্ নীচঃ স্যাদ্ ধর্মভিক্ষুকঃ॥ ০

হইয়াছে অর্থাৎ ঋষিগণকর্তৃক স্পষ্টভাষায় ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে; অতএব যাহা এই উদ্দেশ্যযুক্ত অর্থাৎ যাহা দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয়, উহাই ধর্ম্ম, এরূপই শাস্ত্রজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত॥১০

সকলকে 'ধারণ' করেন বলিয়া 'ধর্ম্ম' নামে উক্ত হন (অর্থাৎ যিনি অধোগতি হইতে রক্ষা করেন এবং জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখেন, তিনিই ধর্ম্ম।) ধর্ম্মই এই সমস্ত প্রজাগণকে ধারণ করিয়া আছেন; অতএব যাহার দ্বারা ধারণ ও পোষণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্ম—ইহাই শাস্ত্রজ্ঞগণের নিশ্চয়॥ ১১

প্রাণিগণের যাহাতে হিংসা না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের উপদেশ করা হইয়াছে, অতএব যাহা অহিংসাযুক্ত, উহাই ধর্ম্ম, ইহাই ধার্ম্মিকগণের সিদ্ধান্ত॥ ১২

(রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, তপস্যা, দান, মন ও ইন্দ্রিয়সংযম, বিশুদ্ধবুদ্ধি, কাহারও দোষ না দেখা, মাৎসর্য্য না দেখান, ঈর্ষ্যা না করা এবং উত্তমশীল-স্বভাবের পরিচয় দেওয়া—ইহাই ধর্ম্ম। দেবাধিদেব পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এই সবকেই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যে মানুষ এই সনাতন ধর্ম্মে অবস্থিত, সে-ই সর্ব্ববিধ কল্যাণ দর্শন করে।)

বেদে যাহার প্রতিপাদন করা হইয়াছে, উহাই 'ধর্ম্ম'—ইহা একশ্রেণী বিদ্বান্‌গণের অভিমত, কিন্তু অন্য বহু বিদ্বান্ ইহা স্বীকার করেন না। আমি কাহারও মতে দোষারোপণ করিতেছি না। তবে ইহা ঠিক যে, বেদে সর্ব্ব বিষয়ের বিধান নাই॥ ১৩

যাহারা অন্যায় উপায়ে অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি কোন এক ধনীর ধনের গুপ্তস্থান জানিতে ইচ্ছা করে তবে সেই দস্যুকে উহা বলা উচিত নয়, ইহাই ধর্ম্ম, জ্ঞানিগণের এই সিদ্ধান্ত॥১৪

যদি না বলিলে ধনীর ধন রক্ষা হইয়া থাকে, তবে কিছুই সেস্থলে বলিবে না, কিন্তু যদি বলা অনিবার্য্য হইয়া উঠে এবং না বলিলে দস্যুদের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হয়, তবে সেস্থলে সত্য বলা অপেক্ষা মিথ্যা বলাই কল্যাণকর, ইহাই এবিষয়ে বিচার করত নির্ণয় করা হইয়াছে॥ ১৫৳

যদি শপথ করিলেও সেই সব পাপীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে তাহাই করিবে; যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণই পাপীদিগকে ধন না দিয়া থাকিবে, কারণ, পাপী ব্যক্তিগণকে ধনদান করিলে দাতাকেও পীড়িত করিয়া থাকে॥ ১৬-১৭

যাহারা ঋণ গ্রহীতাদিগকে নিজেদের অধীনস্থ করিয়া তাহাদিগের দ্বারা শারীরিক সেবা করাইয়া ধন পরিশোধ করিয়া লইতে অভিলাষী হয়, তাহাদের এই সব বিষয়ে যদি কিছু স্বাক্ষরাদি করিবার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হয় এবং এরূপ স্থলে যদি সাক্ষীরা নিজেদের কথনযোগ্য সত্য বাক্য না বলে, তবে তাহারা সকলে মিথ্যাবাদী হয়॥ ১৮৳

কিন্তু প্রাণসঙ্কটের সময়, বিবাহ, ধন রক্ষা করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে॥ ১৯৳

কোন নীচ মানুষও যদি অপরের কার্য্য সিদ্ধির ইচ্ছায় ধর্ম্মের জন্য ভিক্ষা করিতে আসে, তবে তাহাকে ধনদানের প্রতিজ্ঞা করিলে পর ধন অবশ্যই দিবে। এইরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জনকারী যদি

প্রতিশ্রুত্য প্রদাতব্যঃ স্বকার্য্যস্তু বলাৎকৃতঃ ।
যঃ কশ্চিদ্ ধর্মসময়াৎ প্রচ্যুতো ধর্মসাধনঃ ॥ ২১
দণ্ডেনৈব স হন্তব্যস্তং পন্থানং সমাশ্রিতঃ ।
চ্যুতঃ সদৈব ধর্মেভ্যোঽমানবং ধর্মমাস্থিতঃ ॥ ২২
শঠঃ স্বধর্মমুৎসৃজ্য তমিচ্ছেদুপজীবিতুম্ ।
সর্বোপায়ৈর্নিহন্তব্যঃ পাপো নিকৃতিজীবনঃ ॥ ২৩
ধনমিত্যেব পাপানাং সর্বেষামিহ নিশ্চয়ঃ ।
অবিষহ্যা হ্যসম্ভোজ্যা নিকৃত্যা পতনং গতাঃ ॥ ২৪
চ্যুতা দেব-মনুষ্যেভ্যো যথা প্রেতাস্তথৈব তে ।
নির্যজ্ঞাস্তপসা হীনা মা স্ম তৈঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ২৫
ধননাশাদ্ দুঃখতরং জীবিতাদ্ বিপ্রয়োজনম্ ।
অয়ং তে রোচতাং ধর্ম ইতি বাচ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২৬
ন কশ্চিদস্তি পাপানাং ধর্ম ইত্যেষ নিশ্চয়ঃ ।
তথাগতঞ্চ যো হন্যান্নাসৌ পাপেন লিপ্যতে ॥ ২৭
স্বকর্মণা হতং হন্তি হত এব স হন্যতে ।
তেষু যঃ সময়ং কশ্চিৎ কুর্বীত হতবুদ্ধিষু ॥ ২৮
যথা কাকাশ্চ গৃধ্রাশ্চ তথৈবোপধিজীবিনঃ ।
উর্দ্ধং দেহবিমোক্ষাৎ তে ভবন্ত্যেতাসু যোনিষু ॥ ২৯
যস্মিন্ যথা বর্ততে যো মনুষ্য—
তস্মিংস্তথা বর্তিতব্যং স ধর্মঃ ।
মায়াচারো মায়য়া বাধিতব্যঃ
সাধ্বাচারঃ সাধুনা প্রত্যুপেয়ঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি সত্যানৃতকবিভাগে নবাধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১০৯

কপটতা পূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডের পাত্র হয় ॥ ২০½

যদি কোন ধর্ম্মসাধক মানুষ ধার্ম্মিক আচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পাপপথ আশ্রয় করে, তবে তাহাকে অবশ্যই দণ্ডের দ্বারা বধ করিবে ॥ ২১½

যে ব্যক্তি ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আসুরী প্রকৃতিতে সংসক্ত থাকে এবং স্বধর্ম পরিত্যাগ করত পাপের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে কপটতার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী এই পাপাত্মাকে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বিনাশ করিবে ; কারণ, সকল পাপীর এরূপ নিশ্চয় থাকে যে, যে ভাবেই হউক ধন অপহরণ করিতেই হইবে ॥ ২২-২৩½

এরূপ ব্যক্তিরা অপরের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। ইহাদের অন্ন কেহ ভোজন করে না এবং অন্যেরাও ইহাদিগকে অন্ন ভোজন করিতে দেয় না , কারণ, ইহারা নিজেদের ছল-কপটতার দ্বারা অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে এবং দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই উভয় লোক হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রেততুল্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল ইহাই নহে, তাহারা যজ্ঞ ও তপস্যা হইতেও চ্যুত হয়, অতএব তুমি কখনও ইহাদের সংসর্গ করিবে না ॥ ২৪-২৫

'কাহারও ধননাশ হইতে অধিক দুঃখদায়ক হইল—জীবননাশ, অতএব তুমি ধর্ম্মেই প্রীতি রাখিবে', এই কথা তুমি যত্নসহকারে দুষ্টদিগকে বলিবে এবং বুঝাইয়া দিবে ॥ ২৬

পাপিগণের এই সিদ্ধান্ত থাকে যে, ধর্ম বলিয়া কিছুই নাই , এরূপ লোকসকলকে যে ব্যক্তি বধ করে, তাহার কোন পাপ হয় না ॥ ২৭

পাপী মানুষ নিজের কর্ম্মের দ্বারাই নিহত হইয়া যায়, অতএব তাহাকে যে বধ করে, সে মৃত মানুষকেই বধ করে। তাহাকে বিনাশ করিলে কোন পাপ হয় না, অতএব যে কোনও মানুষ এই হতবুদ্ধি পাপীদিগকে বধ করিবার শপথ গ্রহণ করিতে পারে ॥ ২৮

যেরূপ কাক ও শকুনিরা হইয়া থাকে, সেইরূপই হইয়া থাকে যাহারা কপটতা করিয়া জীবিকা অর্জন করে। তাহারা মৃত্যুর পর কাক ও শকুনি যোনিতেই জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৯

যে মানুষ যাহার সহিত যেরূপ আচরণ করে, সেই মানুষের সহিত সেইরূপ আচরণই করিতে হয়—ইহাই ধর্ম (ন্যায়)। কপটতাপূর্ণ আচরণকারীদিগকে কপটতাপূর্ণ আচরণ করিয়াই দমন করিতে হয় এবং সদাচারীদিগকে সদ্ব্যবহারের দ্বারা আপ্যায়ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে সত্যাসত্যবিভাগবিষয়ক নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(সদাচারেশ্বরভক্তিপ্রভৃতীনাং দুঃখমুক্তেরুপায়রূপেণ নির্দ্ধারণম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ

ক্লিশ্যমানেষু ভূতেষু তৈস্তৈর্ভাবৈস্ততস্ততঃ।
দুর্গাণ্যতিতরেদ্ যেন তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

আশ্রমেষু যথোক্তেষু যথোক্তং যে দ্বিজাতয়ঃ।
বর্ত্তন্তে সংযতাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২

যে দম্ভান্নাচরন্তি স্ম যেষাং বৃত্তিশ্চ সংযতা।
বিষয়াংশ্চ নিগৃহ্ণন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৩

প্রত্যাহুর্নোচ্যমানা যে ন হিংসন্তি চ হিংসিতাঃ।
প্রযচ্ছন্তি ন যাচন্তে দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৪

বাসয়ন্ত্যতিথীন্ নিত্যং নিত্যং যে চানসূয়কাঃ।
নিত্যং স্বাধ্যায়শীলাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৫

মাতাপিত্রোশ্চ যে বৃত্তিং বর্ত্তন্তে ধর্মকোবিদাঃ।
বর্জয়ন্তি দিবা স্বপ্নং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৬

যে বা পাপং ন কুর্বন্তি কর্মণা মনসা গিরা।
নিক্ষিপ্তদণ্ডা ভূতেষু দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৭

যে ন লোভান্নয়ন্ত্যর্থান্ রাজানো রাজসাত্বিতাঃ।
বিষয়ান্ পরিরক্ষন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৮

স্বেষু দারেষু বর্ত্তন্তে ন্যায়বৃত্তিমৃতাবৃতৌ।
অগ্নিহোত্রপরাঃ সন্তো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ৯

আহবেষু চ যে শূরাস্ত্যক্ত্বা মরণজং ভয়ম্।
ধর্মেণ জয়মিচ্ছন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১০

যে বদন্তীহ সত্যানি প্রাণত্যাগেঽপ্যুপস্থিতে।
প্রমাণভূতা ভূতানাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১১

দশাধিকশততম অধ্যায়।

[সদাচার ও ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতিকে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়রূপে নির্দ্ধারণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহ! জগতের জীব ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমূহের দ্বারা যেখানে সেখানে নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে; অতএব যে উপায়ের দ্বারা মানুষ সেই সব দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়, উহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যে সকল দ্বিজ নিজেদের মনকে সংযত রাখিয়া শাস্ত্রোক্ত চারি আশ্রমে অবস্থান করত আশ্রমানুসারে যথার্থ আচরণসমূহপালন করিতে থাকেন, তাঁহারা দুঃখসকল হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন ॥ ২

যাঁহারা দম্ভপূর্ণ আচরণ করেন না, যাঁহাদের জীবিকা নিয়মানুকূলে চলিতে থাকে এবং যাঁহারা বিষয়সমূহ হইতে নিজের ইচ্ছাকে সংযত করিয়া রাখেন, তাঁহারা সকল দুঃখকে অতিক্রম করিয়া যান ॥ ৩

অপরে কটুবাক্য শুনাইতে কিংবা নিন্দা করিতে থাকিলেও যাঁহারা স্বয়ং তাহাদের কোন উত্তর দান করেন না, প্রহার খাইয়াও কাহাকেও প্রহার করে না অথবা অন্যে হিংসা করিতে থাকিলেও যাঁহারা অপরকে হিংসা করেন না এবং নিজেরা দান করেন, পরন্তু অন্য কাহারও নিকট কিছু ভিক্ষা করেন না, তাঁহারাই দুর্গম সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইয়া থকেন ॥ ৪

যাঁহারা প্রতিদিন নিজেদের গৃহে অতিথিগণকে সৎকারের সহিত বাস করান, কখনও কাহার দোষদর্শন করেন না এবং নিত্য নিয়মপূর্ব্বক বেদাদি সদ্‌গ্রন্থসকল পাঠ করেন, তাঁহারা দুর্গম দুঃখসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন

যে সব ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদা মাতা-পিতার সেবায় নিরত থাকেন এবং দিনের বেলা নিদ্রা যাওয়া পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া যান ॥ ৬

যাঁহারা মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কখনও পাপ করেন না এবং কোন প্রাণীকেই কষ্ট দেন না, তাঁহারাও সঙ্কটসকল হইতে উদ্ধার হইয়া যান ॥ ৭

রজোগুণসম্পন্ন যে সকল রজা লোভবশতঃ প্রজাদের ধন অপহরণ করেন না এবং নিজের রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তাঁহারা সকল দুঃখ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। ৮

যে সব গৃহস্থ প্রতিদিন অগ্নিহোত্র কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ঋতুকালে নিজেরই স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মানুকূল সমাগম করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হন ॥ ৯

যে সব বীরগণ যুদ্ধস্থলে মৃত্যুভয় পরিহার করত ধর্ম্মানুসারে বিজয় লাভ করিতে বাসনা করেন, ইঁহারাও সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন ॥ ১০

যে ব্যক্তিগণ প্রাণত্যাগের কাল উপস্থিত হইলেও সত্যভাষণ

কর্মাণ্যকুহকার্থানি যেষাং বাচশ্চ সুনৃতাঃ।
যেষামর্থাশ্চ সম্বদ্ধা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১২
অনধ্যায়েষু যে বিপ্রাঃ স্বাধ্যায়ং নেহ কুর্বতে।
তপোনিষ্ঠাঃ সুতপসো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৩
যে তপশ্চ তপস্যন্তি কৌমারব্রহ্মচারিণঃ।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৪
যে চ সংশান্তরজসঃ সংশান্ততমসশ্চ যে।
সত্ত্বে স্থিতা মহাত্মানো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৫
যেষাং ন কশ্চিৎ ত্রসতি ন ত্রসন্তি হি কস্যচিৎ।
যেষামাত্মসমো লোকো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৬
পরশ্রিয়া ন তপ্যন্তি যে সন্তঃ পুরুষর্ষভাঃ।
গ্রাম্যাদর্থান্নিবৃত্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৭
সর্বান্ দেবান্ নমস্যন্তি সর্বধর্মাংশ্চ শৃণ্বতে
যে শ্রদ্দধানাঃ শান্তাশ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৮
যে ন মানিত্বমিচ্ছন্তি মানয়ন্তি চ যে পরান্।
মান্যমানান্ নমস্যন্তি দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ১৯
যে চ শ্রাদ্ধানি কুর্বন্তি তিথ্যাং তিথ্যাং প্রজার্থিনঃ।
সুবিশুদ্ধেন মনসা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২০
যে ক্রোধং সংনিযচ্ছন্তি ক্রুদ্ধান্ সংশময়ন্তি চ।
ন চ কুপ্যন্তি ভূতানাং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২১
মধু মাংসঞ্চ যে নিত্যং বর্জয়ন্তীহ মানবাঃ।
জন্মপ্রভৃতি মদ্যঞ্চ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২২
যাত্রার্থং ভোজনং যেষাং সন্তানার্থঞ্চ মৈথুনম্।
বাক্ সত্যবচনার্থায় দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২৩
ঈশ্বরং সর্বভূতানাং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্।
ভক্তা নারায়ণং দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে ॥ ২৪

ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সকল প্রাণীর বিশ্বাসভাজন হইয়া দুঃখসমূহ হইতে মুক্ত হন্ ॥ ১১

যাঁহাদের শুভ কর্ম্মসকল দেখাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা মধুর বাক্য বলেন এবং যাঁহাদের ধন সৎকর্ম্মসমূহে নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাঁহারা দুর্গম সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ॥ ১২

যাঁহারা অনধ্যায় সময়সমূহে বেদের অধ্যয়নাদি করেন না এবং তপস্যাতেই সংসক্ত থাকেন, সেই সব উত্তম তপস্বী ব্রাহ্মণগণ দুস্তর বিপদ হইতে মুক্ত হন ॥ ১৩

যাঁহারা তপস্যা করেন, কুমার-বয়সে ব্রহ্মচর্য্যপালনে রত থাকেন এবং বিদ্যা ও বেদসমূহের অধ্যয়ন সম্পর্কযুক্ত ব্রত পূর্ণ করত স্নাতক হইয়াছেন, তাঁহারা দুস্তর দুঃখ হইতে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন্ ॥ ১৪

যাঁহাদের রজোগুণ ও তমোগুণ শান্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত, সেই সব মহাত্মারা দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কটকেও অতিক্রম করিয়া যান ॥ ১৫

যাঁহাদের নিকট হইতে কেহ ভীত হন না, যাঁহারা কাহাদের নিকট হইতে ভয় পান না এবং যাঁহাদের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ জগৎ আত্মারই তুল্য, তাঁহারা দুস্তর সঙ্কট হইতে মুক্ত হন ॥১৬

যাঁহারা অপরের সম্পত্তি দেখিয়া ঈর্ষ্যায় সন্তাপ ভোগ করেন না এবং যাঁহারা গ্রাম্য-বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, মনুষ্যগণের মধ্যে এই সব সাধুপুরুষগণ দুরতিক্রমণীয় সর্ব্ববিধ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ১৭

যাঁহারা সকল দেবতাকে নমস্কার করেন এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করেন, যাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও শান্তি বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন ॥১৮

যাঁহারা অপরের নিকট হইতে সম্মানকামনা করেন না, পরন্তু অন্যসকলকে সর্ব্বদা সম্মান করেন এবং সম্মাননীয় পুরুষদিগকে নমস্কার করেন, তাঁহারা দুর্গম দুঃখসকল অতিক্রম করিতে সমর্থ হন ॥ ১৯

যাঁহারা সন্তান কামনা করিয়া প্রত্যেক তিথিতে বিশুদ্ধহৃদয়ে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা দুর্গম বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন ॥ ২০

যাঁহারা ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখেন, ক্রোধী মনুষ্যদিগকে শান্ত করিতে থাকেন এবং স্বয়ং কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, তাঁহারা দুর্লঙ্ঘ্য সঙ্কট হইতে অতিক্রম করিয়া যান ॥ ২১

যে সকল মানব জন্ম হইতেই চিরকালের জন্য মধু, মাংস ও মদ ত্যাগ করিয়া দেন, তাঁহারা দুস্তর দুঃখরাশি হইতে মুক্তি পান ॥ ২২

যাঁহাদের ভোজন কেবল আস্বাদগ্রহণের জন্য নহে, পরন্তু জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, বিষয়বাসনা তৃপ্তির জন্য নহে, সন্তানের জন্যই যাঁহারা মৈথুনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহাদের বাক্য কেবল সত্য বলিবার জন্য, তাঁহারা সমস্ত সঙ্কটের পরপারে গমন করেন ॥ ২৩

যাঁহারা সমস্ত প্রাণীর অধিপতি এবং জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতুভূত ভগবান্ নারায়ণে ভক্তিভাব পোষণ করত তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা সকল দুঃখের পারগামী হন ॥ ২৪

য এষ পদ্মরক্তাক্ষঃ পীতবাসা মহাভুজঃ।
সুহৃদ্ ভ্রাতা চ মিত্রঞ্চ সম্বন্ধী চ তথাচ্যুতঃ॥ ২৫
য ইমান্ সকলাঁল্লোকাংশ্চর্মবৎ পরিবেষ্টয়েৎ।
ইচ্ছন্ প্রভুরচিন্ত্যাত্মা গোবিন্দঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ২৬
স্থিতঃ প্রিয়হিতে জিষ্ণোঃ স এষ পুরুষোত্তমঃ।
রাজংস্তব চ দুর্ধর্ষো বৈকুণ্ঠঃ পুরুষর্ষভ॥ ২৭
য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভক্ত্যা নারায়ণং হরিম্।
তে তরন্তীহ দুর্গাণি ন চাত্রাস্তি বিচারণা॥ ২৮
(অস্মিন্নর্পিতকর্মাণঃ সর্বভাবেন ভারত।
কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
ব্রহ্মাণং লোককর্তারং যে নমস্যন্তি সৎপতিম্।
যষ্টব্যং ক্রতুভির্দেবং দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥
যং বিষ্ণুরিন্দ্রঃ শম্ভুশ্চ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্॥
তমর্চয়ন্তি যে শশ্বদ্ দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥)
দুর্গাতিতরণং যে চ পঠন্তি শ্রাবয়ন্তি চ।
কথয়ন্তি চ বিপ্রেভ্যো দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥ ২৯
ইতি কৃত্যসমুদ্দেশঃ কীর্তিতস্তে ময়ানঘ।
তরন্তে যেন দুর্গাণি পরত্রেহ চ মানবাঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দুর্গাতিতরণং নাম দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১০

যুধিষ্ঠির! এই যে পদ্মপুষ্পসদৃশ ঈষৎ রক্তবর্ণ নয়নসুশোভিত পীতাম্বরধারী আজানুলম্বিতবাহু শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান আছেন, যিনি তোমাদের সুহৃৎ, ভ্রাতা, মিত্র ও সম্বন্ধী, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ ২৫

ইঁহার স্বরূপ অচিন্তনীয়। এই পুরুষোত্তম ভগবান্ গোবিন্দ এই সমস্ত লোকসমূহকে চর্ম্মের ন্যায় পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন॥ ২৬

পুরুষপ্রবর যুধিষ্ঠির! এই দুর্দ্ধর্ষ বীর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধামনিবাসী শ্রীবিষ্ণু। রাজন্! ইনি বর্ত্তমানে তোমার ও অর্জুনের প্রিয় এবং হিতসাধনে নিরত আছেন॥ ২৭

যে সকল ভক্ত এই ভগবান্ শ্রীহরি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ-গ্রহণ করেন, তাঁহারা দুস্তর সঙ্কটসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই॥ ২৮

(হে ভারত! যাঁহারা পদ্মপত্রসদৃশ আয়তনেত্র শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ ভক্তিভাবে নিজের সমস্ত কর্ম্ম সমর্পিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা দুর্গম বিপদসকল অতিক্রম করিয়া যান।

যিনি যজ্ঞসমূহের দ্বারা আরাধনার যোগ্য, সেই সৎপ্রতিপালক বিশ্ববিধাতা ভগবান্ ব্রহ্মাকে যাঁহারা নমস্কার করেন, তাঁহারা সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তি পান।

বিষ্ণু ইন্দ্র, শিব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা নানাবিধ স্তবসমূহের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরের যাঁহারা আরাধনা করেন, তাঁহারা দুর্গম সঙ্কটরাশি হইতে মুক্ত হন।)

যাঁহারা এই 'দুর্গাতিতরণ' নামক অধ্যায় পাঠ করেন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকটে এই অধ্যায়ের চর্চা করেন, তাঁহারা দুর্গম সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে অতিক্রম করিয়া যান॥ ২৯

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! এইরূপে আমি এই স্থানে সংক্ষেপে সেই কর্ত্তব্যের প্রতিপাদন করিয়াছি, যাহা পালন করিলে পর মানুষ ইহলোক ও পরলোকে সমস্ত দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দুর্গাতিতরণনামক দশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মনুষ্যস্বভাব-পরিচয়প্রদাত্রোঃ ব্যাঘ্র-শৃগালয়োঃ কথাবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসৌম্যাঃ সৌম্যরূপেণ সৌম্যাশ্চাসৌম্যদর্শনাঃ।
ঈদৃশান্ পুরুষাংস্তাত কথং বিদ্যামহে বয়ম্ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ব্যাঘ্র-গোমায়ুসংবাদং তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ২
পুরিকায়াং পুরি পুরা শ্রীমত্যাং পৌরিকো নৃপঃ।
পরহিংসারতিঃ ক্রূরো বভূব পুরুষাধমঃ ॥ ৩
স ত্বায়ুষি পরিক্ষীণে জগামানীপ্সিতাং গতিম্।
গোমায়ুত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তো দূষিতঃ পূর্বকর্মণা ॥ ৪
সংস্মৃত্য পূর্বভূতিঞ্চ নির্বেদং পরমং গতঃ।
ন ভক্ষয়তি মাংসানি পরৈরুপহৃতান্যপি ॥ ৫
অহিংস্রঃ সর্বভূতেষু সত্যবাক্ সদৃঢ়ব্রতঃ।
স চকার যথাকালমাহারং পতিতৈঃ ফলৈঃ ॥৬
(পর্ণাহারঃ কদাচিচ্চ নিয়মব্রতবানপি।
কদাচিদুদকেনাপি বর্তয়ন্নুপযন্ত্রিতঃ ॥)
শ্মশানে তস্য চাবাসো গোমায়োঃ সম্মতোঽভবৎ।
জন্মভূম্যনুরোধাচ্চ নান্যবাসমরোচয়ৎ ॥ ৭
তস্য শৌচমমৃষ্যন্তস্তে সর্বে সহজাতয়ঃ।
চালয়ন্তি স্ম তাং বুদ্ধিং বচনৈঃ প্রশ্রয়োত্তরৈঃ ॥ ৮
বসন্ পিতৃবনে রৌদ্রে শৌচে বর্তিতুমিচ্ছসি।
ইয়ং বিপ্রতিপত্তিস্তে যদা ত্বং পিশিতাশনঃ ॥ ৯
তৎসমানো ভবাস্মাভির্ভোজ্যং দাস্যামহে বয়ম্।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব শৌচং পরিত্যজ্য যদি ভুক্তং সদাস্তু তে ॥১০

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[মানুষের স্বভাবের পরিচয়প্রদানকারী ব্যাঘ্র ও শৃগালের কথা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! ক্রূরস্বভাববিশিষ্ট বহু মানুষ উপরে কোমল ও শান্তভাব দেখাইয়া থাকে এবং কোমল-স্বভাবের বহু লোক আবার বাহিরে কঠোরতা দেখাইয়া থাকে, এরূপ মানবদিগকে কিভাবে আমি যথার্থ বুঝিতে পারিব? ১

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষগণ এক ব্যাঘ্র ও শৃগালের সংবাদ উদাহরণ দিয়া থাকেন। সেই পুরাতন উপাখ্যান তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর॥ ২

বহু পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত, প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন 'পুরিকা' নামে নগরীতে পৌরিক নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। তিনি অতিশয় ক্রূর ও নরাধম ছিলেন এবং অপর প্রাণিগণের হিংসাতেই নিরত থাকিতেন॥ ৩

ধীরে ধীরে তাঁহার আয়ু শেষ হইয়া আসিল এবং তিনি এরূপ এক গতি প্রাপ্ত হইলেন, যাহা কোন প্রাণীরই অভীষ্ট নহে। তিনি নিজের পূর্ব্ব কর্ম্মদোষে দূষিত হইয়া পরজন্মে শৃগাল হইলেন॥ ৪

সেই সময় নিজের পূর্ব্ব জন্মের বৈভব স্মরণ করত সেই শৃগালের অতিশয় খেদ ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। অতএব সে অপরের দেওয়া মাংসও ভক্ষণ করিত না॥ ৫

তখন সে অন্য জীবের হিংসা পরিত্যাগ করিল, সত্য কথা বলিবার নিয়ম গ্রহণ করিল এবং দৃঢ়তাসহকারে নিজের ব্রতপালন করিতে লাগিল। এই সময় সে যথাসময়ে বৃক্ষসকল হইতে পতিত ফলসমূহ আহার করিত॥ ৬

(ব্রত ও নিয়মপালনে তৎপর হইয়া কখনও পাতা ভক্ষণ করিত এবং কখনও কেবল জলই খাইয়া থাকিত। ইহাতে তাহার জীবন তখন সংযমে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।)

সে শ্মশানভূমিতে বাস করিতে লাগিল; সেস্থানে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহার সেই স্থানই ভাল লাগিত। তাহার আর কোন স্থানে যাইয়া বাস করিবার অভিপ্রায় রহিল না॥ ৭

এই শৃগালকে সেইভাবে পবিত্র আচার-বিচার পালন করিতে দেখিয়া তাহার সকল সহজাতিরা উহা সহ্য করিতে পারিল না; সেই কারণে তাহারা প্রেম ও বিনয়পূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে তাহার বুদ্ধি বিচলিত করিতে লাগিল॥ ৮

তাহারা বলিল,—তুমি মাংসাহারী জীব এবং ভয়ঙ্কর শ্মশান-ভূমিতে বাস কর, অথচ তুমি পবিত্র আচার-বিচারপরায়ণ হইয়া থাকিতে অভিলাষী হইয়াছ—ইহা তোমার বিপরীত সিদ্ধান্ত॥ ৯

অতএব তুমি আমাদের সমান হইয়াই বাস কর। তোমাকে ভোজন আমরাই আনিয়া দি; তুমি এই সব শৌচাচারের নিয়ম ত্যাগ করিয়া নীরবে ভোজন করিতে থাক। তোমার জাতির যাহা চিরকালের ভোজন, উহা তোমারও হউক॥ ১০

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ সমাহিতঃ।
মধুরৈঃ প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈর্হেতুমদ্‌ভিরনিষ্ঠুরৈঃ ॥ ১১
অপ্রমাণা প্রসূতির্মে শীলতঃ ক্রিয়তে কুলম্‌।
প্রার্থয়ামি চ তৎ কর্ম যেন বিস্তীর্য্যতে যশঃ ॥১২
শ্মশানে যদি মে বাসঃ সমাধির্মে নিশম্যতাম্‌।
আত্মা ফলতি কর্মাণি নাশ্রমো ধর্মকারণম্‌ ॥ ১৩
আশ্রমে যো দ্বিজং হন্যাদ্‌ গাং বা দদ্যাদনাশ্রমে।
কিং তু তৎপাতকং ন স্যাৎ তদ্বা দত্তং বৃথা ভবেৎ ॥১৪
ভবন্তঃ স্বার্থলোভেন কেবলং ভক্ষণে রতাঃ।
অনুবন্ধে ত্রয়ো দোষাস্তান্‌ ন পশ্যন্তি মোহিতাঃ ॥১৫
অপ্রত্যয়কৃতাং গর্হ্যামর্থাপনয়দূষিতাম্‌।
ইহ চামুত্র চানিষ্টাং তস্মাদ্‌ বৃত্তিং ন রোচয়ে ॥ ১৬
তং শুচিং পণ্ডিতং মত্বা শার্দূলঃ খ্যাতবিক্রমঃ
কৃত্বাত্মসদৃশীং পূজাং সাচিব্যেঽবরয়ৎ স্বয়ম্‌ ॥ ১৭

তাহাদের এই কথা শ্রবণ করত শৃগাল একাগ্রচিত্ত হইয়া মধুর, বিস্তৃত, যুক্তিযুক্ত এবং কোমল বাক্যসমূহের দ্বারা এইরূপ বলিল ॥ ১১

নিজেদের আচরণসমূহে আমার জাতির কোন বিশ্বাস নাই। উত্তম স্বভাব ও আচরণসকলের দ্বারা কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে; অতএব আমিও উহাই করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, যাহার দ্বারা নিজের বংশের যশ বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১২

যদি আমার নিবাসভূমি শ্মশানই হয়, তবে আমি এবিষয়ে যাহা সমাধানমূলক বিষয় বলিব, উহা তোমরা শ্রবণ কর আত্মাই শুভ কর্ম্মসকলের জন্য প্রেরণ দিয়া থাকেন, কিন্তু কোন আশ্রমই ধর্ম্মের কারণ হইতে পারে না ॥ ১৩

যদি কেহ আশ্রমে থাকিয়া ব্রাহ্মণহত্যা করে, তবে কি তাহার কোন পাপ হইবে না এবং যদি কেহ আশ্রমে না থাকিয়া গোদান করে, কি উহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে? ১৪

তোমরা কেবল স্বার্থেরই লোভে মাংসভক্ষণে নিরত আছ। উহার পরিণামস্বরূপ যে (নিম্নোক্ত) ত্রিবিধ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার দিকে তোমরা মোহবশতঃ দৃষ্টি দিতে পারিতেছ না ॥ ১৫

তোমাদের জীবিকা মাংসভক্ষণরীতি অন্যের অবিশ্বাসবশতঃ নিন্দনীয়, ধর্ম্মের হানিকর বলিয়া দূষিত এবং ইহলোক ও পরলোকে অনিষ্টফল দান করিয়া থাকে, সেইজন্য উহাতে আমার রুচি নাই ॥ ১৬

শৃগালের এই পবিত্র আচার-বিচারের চর্চা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে কোন এক প্রখ্যাত পরাক্রমশালী ব্যাঘ্র তাহাকে বিদ্বান্‌ ও বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্ন মনে করিয়া তাহাকে নিজের অনুরূপ পূজা করত স্বয়ংই মন্ত্রী হইবার জন্য বরণ করিল ॥ ১৭

সৌম্য বিজ্ঞাতরূপস্ত্বং গচ্ছ যাত্রাং ময়া সহ।
ব্রিয়ন্তামীপ্সিতা ভোগাঃ পরিহার্য্যাশ্চ পুষ্কলাঃ ॥ ১৮
তীক্ষ্ণা ইতি বয়ং খ্যাতা ভবন্তং জ্ঞাপয়ামহে।
মৃদুপূর্বং হিতং চৈব শ্রেয়শ্চাধিগমিষ্যসি ॥ ১৯
অথ সম্পূজ্য তদ্‌ বাক্যং মৃগেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
গোমায়ুঃ সংশ্রিতং বাক্যং বভাষে কিঞ্চিদানতঃ ॥ ২০

গোমায়ুরুবাচ

সদৃশং মৃগরাজৈতৎ তব বাক্যং মদন্তরে।
যৎ সহায়ান্‌ মৃগয়সে ধর্মার্থকুশলান্‌ শুচীন্‌ ॥ ২১
ন শক্যং হ্যনমাত্যেন মহত্ত্বমনুশাসিতুম্‌।
দুষ্টামাত্যেন বা বীর শরীরপরিপন্থিনা ॥ ২২
সহায়ানুনুরক্তাংশ্চ নয়জ্ঞানুপসংহিতান্‌।
পরস্পরমসংসৃষ্টান্‌ বিজিগীষূনলোলুপান্‌ ॥ ২৩

ব্যাঘ্র বলিল,—সৌম্য! আমি তোমার স্বভাব পরিচিত আছি। তুমি আমার সহিত গমন কর এবং নিজের রুচি অনুসারে প্রভূত ভোগসমূহ উপভোগ কর। যে সকল বস্তু তোমার প্রিয় নয়, সেই সমস্ত পরিত্যাগ কর ॥ ১৮

কিন্তু একটি বিষয় তোমাকে জানিয়ে দিতেছি—সম্পূর্ণ জগতে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, আমাদের জাতির স্বভাব ক্রূর, অতএব তুমি কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে করিতে যদি আমার হিতসাধনে নিরত থাক, তবে অবশ্যই কল্যাণভাগী হইবে ॥ ১৯

মহাত্মা পশুরাজ ব্যাঘ্রের সেই কথা সর্ব্বতোভাবে সমাদর করত শৃগাল ঈষৎ আনত হইয়া বিনয়পূর্ণ বাক্যে বলিল ॥ ২০

শৃগাল বলিল,—মৃগরাজ! আপনি আমার জন্য যে কথা বলিলেন, উহা আপনার যোগ্য কথা এবং আপনি যে ধর্ম্ম ও অর্থ-সাধনে নিপুণ এবং শুদ্ধস্বভাববিশিষ্ট সহায়কগণের (মন্ত্রিগণের) অন্বেষণ করিতেছ, উহাই আপনার উচিত কার্য্য। ২১

বীর! মন্ত্রী ব্যতীত একাকী রাজা বিশাল রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন না। যদি দেহের পরিপন্থী কোন দুষ্ট মন্ত্রী থাকে, তবে তাহার দ্বারাও শাসনকার্য্য চালান সম্ভব হয় না ॥২২

মহাভাগ! এই কারণে আপনার উচিত হইল, যাহারা আপনার অনুরক্ত, যাহারা নীতি সকলে অভিজ্ঞ, সদ্ভাবসম্পন্ন, পরস্পর গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া না থাকে, জয়লাভ করিতে অভিলাষী, নির্লোভ, কপটনীতিতে কুশল, বুদ্ধিমান্‌, স্বামীর হিতসাধনে

অনতীতোপধান্ প্রাজ্ঞান্ হিতে যুক্তান্ মনস্বিনঃ।
পূজয়েথা মহাভাগ যথাচার্য্যান্ যথা পিতৃন্ ॥ ২৪
ন ত্বেব মম সন্তোষাদ্ রোচতেঽন্যন্মৃগাধিপ।
ন কাময়ে সুখান্ ভোগানৈশ্বর্য্যঞ্চ তদাশ্রয়ম্ ॥ ২৫
ন যোক্ষ্যতি হি মে শীলং তব ভৃত্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
তে ত্বাং বিভেদয়িষ্যন্তি দুঃশীলাশ্চ মদন্তরে ॥ ২৬
সংশ্রয়ঃ শ্লাঘনীয়স্ত্বমন্যেষামপি ভাস্বতাম্।
কৃতাত্মা সুমহাভাগঃ পাপকেষ্বপ্যদারুণঃ ॥ ২৭
দীর্ঘদর্শী মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষ্যো মহাবলঃ।
কৃতী চামোঘকর্তাসি ভাগ্যৈশ্চ সমলঙ্কৃতঃ ॥ ২৮
কিং তু স্বেনাস্মি সন্তুষ্টো দুঃখবৃত্তিরনুষ্ঠিতা।
সেবায়াং চাপি নাভিজ্ঞঃ স্বচ্ছন্দেনঃ বনেচরঃ ॥ ২৯
রাজোপক্রোশদোষাশ্চ সর্বে সংশ্রয়বাসিনাম্।
ব্রতচর্য্যা তু নিঃসঙ্গা নির্ভয়া বনবাসিনাম্ ॥ ৩০

তৎপর এবং মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ, এরূপ ব্যক্তিদিগকে আপনি সহায়ক বা মন্ত্রী করিয়া পিতা ও গুরুর ন্যায় তাহাদের সম্মান করুন ॥ ২৩-২৪

পশুরাজ! আমার ত সন্তোষ ব্যতীত অন্য আর কোন বস্তুই রুচিকর নহে। আমি সুখ ভোগ ও তাহার আধারভূত ঐশ্বর্য্য কামনা করি না ॥ ২৫

আপনার পুরাতন সেবকগণের সহিত আমার শীল-স্বভাবের কোনরূপ মিলই হইবে না তাহারা দুষ্ট স্বভাবের জীব, অতএব আমার জন্য তাহারা আপনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে থাকিবে ॥ ২৬

আপনি অন্যান্য প্রাণিগণেরও স্পৃহণীয় আশ্রয়। আপনার বুদ্ধি সুশিক্ষিত। আপনি মহাভাগশালী ও অপরাধীদিগের প্রতিও দয়ালু ॥ ২৭

আপনি দূরদর্শী, মহাউৎসাহশালী, স্থূললক্ষ্য (উদ্দেশ্য স্পষ্ট), মহাবল, কৃতার্থ, সফলতাপূর্ব্বক কার্য্যকারী এবং সৌভাগ্যশালী ॥ ২৮

অন্যদিকে আমি নিজেকে নিজেই সন্তুষ্ট। আমি এরূপ জীবিকাই গ্রহণ করিয়াছি, যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি রাজসেবাকার্য্যে অনভিজ্ঞ এবং বনে স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকি ॥ ২৯

যাহারা রাজার আশ্রয়ে বাস করে, তাহাদের সকলের উপর রাজার সর্ব্ববিধ তিরস্কার পতিত হইয়া থাকে। আর অন্যদিকে আমার ন্যায় বনবাসীর ব্রতচর্য্যা সর্ব্বথা অসঙ্গ এবং নির্ভয় ॥ ৩০

নৃপেণাহূয়মানস্য যৎ তিষ্ঠতি ভয়ং হৃদি।
ন তৎ তিষ্ঠতি তুষ্টানাং বনে মূল-ফলাশিনাম্ ॥ ৩১
পানীয়ং বা নিরায়াসং স্বাদ্বন্নং বা ভয়োত্তরম্।
বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নির্বৃতি ॥ ৩২
অপরাধৈর্ন তাবন্তো ভৃত্যাঃ শিষ্টা নরাধিপৈঃ।
উপঘাতৈর্যথা ভৃত্যা দূষিতা নিধনং গতাঃ ॥ ৩৩
যদি ত্বেতন্ময়া কার্য্যং মৃগেন্দ্র যদি মন্যসে।
সময়ং কৃতমিচ্ছামি বর্তিতব্যং যথা ময়ি ॥ ৩৪
মদীয়া মাননীয়াস্তে শ্রোতব্যঞ্চ হিতং বচঃ।
কল্পিতা যা চ মে বৃত্তিঃ সা ভবেৎ ত্বয়ি সুস্থিরা ॥ ৩৫
ন মন্ত্রয়েয়মন্যৈস্তে সচিবৈঃ সহ কর্হিচিৎ।
নীতিমন্তঃ পরীপ্সন্তো বৃথা ব্রূয়ুঃ পরে ময়ি ॥ ৩৬
এক একেন সঙ্গম্য রহো ব্রূয়াং হিতং বচঃ।
ন চ তে জ্ঞাতিকার্য্যেষু প্রষ্টব্যোঽহং হিতাহিতে ॥ ৩৭

রাজা যাহাকে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন, তাহার হৃদয়ে তখন যে ভয় থাকে, তাহা বনে ফল-মূল খাইয়া জীবন ধারণপূর্ব্বক সদা সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণের নাই ॥ ৩১

একস্থানে নির্ভয়ে কেবল জল পাওয়া যায় এবং অন্য স্থানে ভয় সহকারে স্বাদিষ্ট অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই উভয়কে বিচার করিয়া আমি দেখিতেছি যে, সেখানেই সুখ, যেখানে কোন ভয় নাই ॥ ৩২

লোকসকলের দ্বারা মিথ্যাদোষে কলঙ্কিত হইয়া কত ভৃত্য নৃপতিগণের দ্বারা নিহত হইয়া থাকে, আবার রাজারা বাস্তবিক বহু অপরাধের জন্য কত ভৃত্যকে দণ্ড দান ও করেন না ॥ ৩৩

পশুরাজ! যদি আপনি আমাকে মন্ত্রিত্ব করিবার কার্য্যে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আপনাকে একটি শর্ত্ত করাইতে চাই, তদনুসারে আপনার আমার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে ॥ ৩৪

আমার আত্মীয় স্বজনদিগকে আপনার সম্মান করিতে হইবে। আমার কথিত হিতকর বাক্য আপনাকে শুনিতে হইবে। আমার জন্য আপনি যে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, উহা আপনারই নিকট সুস্থির ও সুরক্ষিত থাকিবে ॥ ৩৫

আমি আপনার অন্য মন্ত্রিগণের সহিত বসিয়া কখনও কোন মন্ত্রণা করিব না ; কারণ, অন্য সব নীতিজ্ঞ মন্ত্রীরা আমার উপর ঈর্ষ্যা করিয়া আমার প্রতি ব্যর্থতার কথা বলিতে থাকিবে ॥ ৩৬

আমি একান্তে একাকী আপনার সহিত মিলিত হইয়া

ময়া সম্মন্ত্র্য পশ্চাচ্চ ন হিংস্যাঃ সচিবাস্ত্বয়া।
মদীয়ানাঞ্চ কুপিতো মা ত্বং দণ্ডং নিপাতয়েঃ॥ ৩৮
এবমস্ত্বিতি তেনাসৌ মৃগেন্দ্রেণাভিপূজিতঃ।
প্রাপ্তবান্ মতিসাচিব্যং গোমায়ুর্ব্যাঘ্রযোনিতঃ॥ ৩৯
তং তথা সুকৃতং দৃষ্ট্বা পূজ্যমানং স্বকর্মসু।
প্রাদ্বিষন্ কৃতসঙ্ঘাতাঃ পূর্বভৃত্যা মুহুর্মুহুঃ॥ ৪০
মিত্রবুদ্ধ্যা চ গোমায়ুং সান্ত্বয়িত্বা প্রসাদ্য চ।
দোষৈস্তু সমতাং নেতুমৈচ্ছন্নশুভবুদ্ধয়ঃ॥ ৪১
অন্যথা হ্যষিতাঃ পূর্বং পরদ্রব্যাভিহারিণঃ।
অশক্তাঃ কিঞ্চিদাদাতুং দ্রব্যং গোমায়ুযন্ত্রিতাঃ॥ ৪২
ব্যুত্থানঞ্চ বিকাঙ্ক্ষদ্ভিঃ কথাভিঃ প্রতিলোভ্যতে।
ধনেন মহতা চৈব বুদ্ধিরস্য বিলোভ্যতে॥ ৪৩
ন চাপি স মহাপ্রাজ্ঞস্তস্মাদ্ ধৈর্য্যাচ্চচাল হ।
অথাস্য সময়ং কৃত্বা বিনাশায় তথা পরে॥ ৪৪
ঈপ্সিতং তু মৃগেন্দ্রস্য মাংসং যৎ যত্র সংস্কৃতম্।
অপনীয় স্বয়ং তদ্ধি তৈর্ন্যস্তং তস্য বেশ্মনি॥ ৪৫
যদর্থং চাপ্যপহৃতং যেন তচ্চৈব মন্ত্রিতম্।
তস্য তদ্ বিদিতং সর্বং কারণার্থঞ্চ মর্ষিতম॥ ৪৬
সময়োঽয়ং কৃতস্তেন সাচিব্যমুপগচ্ছতা।
নোপঘাতস্ত্বয়া কার্য্যো রাজন্ মৈত্রীমিহেচ্ছতা॥ ৪৭

ভীষ্ম উবাচ।

ক্ষুধিতস্য মৃগেন্দ্রস্য ভোক্তুমভ্যুত্থিতস্য চ।
ভোজনায়োপহর্তব্যং তন্মাংসং নোপদৃশ্যতে॥ ৪৮
মৃগরাজেন চাজ্ঞপ্তং দৃশ্যতাং চোর ইত্যুত।
কৃতকৈশ্চাপি তন্মাংসং মৃগেন্দ্রায়োপবর্ণিতম্॥ ৪৯

আপনার হিত কথা বলিব। আপনিও আপনার জ্ঞাতিগণের কার্য্যে আমাকে হিতাহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমার সহিত পরামর্শ করিবার পর যদি আপনার পূর্ব্বমন্ত্রিগণের ভ্রম প্রমাণিত হইয়া যায়, তবে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ড দিবেন না এবং কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া আগমন করত আমার আত্মীয়স্বজনদিগকেও প্রহার করিবে না॥ ৩৭-৩৮

'আচ্ছা তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সেই পশুরাজ ব্যাঘ্র তাহার অতিশয় সম্মান করিল। শৃগাল ব্যাঘ্ররাজের বুদ্ধিদায়ক মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল॥ ৩৯

শৃগাল বহু উত্তম কার্য্যসকল করিতে লাগিল এবং তাহার নিজের সর্ব্বাধিক কার্য্যে অতিশয় প্রশংসা পাইতে থাকিল। এইভাবে তাহাকে সম্মানিত হইতে দেখিয়া পূর্ব্বেকার রাজসেবকগণ সংগঠিত হইয়া বারংবার তাহাকে দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৪০

সেই দুর্মতি রাজসেবকগণ মিত্রভাবে শৃগালের নিকট আসিতে আরম্ভ করে এবং তাহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া প্রসন্ন করত নিজেদের সমান দোষপথে চালাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল॥ ৪১

তাহার অসিবার পূর্ব্বে এই সব রাজসেবকেরা একভাবে ছিল। তাহারা অন্যের ধন অপহরণ করিত, পরন্তু এখন তাহারা আর সেই সব কার্য্য করিতে পারিতেছে না। শৃগাল তাহাদের সকলের উপর তীক্ষ্ণ নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিল, এই কারণে তাহারা অন্যের দ্রব্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যাইল॥ ৪২

তাহাদের এই ইচ্ছা ছিল যে, শৃগালও কুপিত হউক, সেইজন্য তাহারা নানাবিধ কথার দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল এবং প্রভূত ধনদানের লোভ দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে লুব্ধ করিতে আরম্ভ করিল॥ ৪৩

কিন্তু শৃগাল অতিশয় বুদ্ধিমান্, অতএব সে তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইল না। তখন অন্যান্য সেবকগণও সকলে মিলিত হইয়া তাহার বিনাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করিল এবং তদনুসারে চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিল॥৪৪

একদিন সেই সব সেবকগণ পশুরাজের ভোজনের জন্য যে মাংস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, উহা সেই স্থান হইতে লইয়া গিয়া শৃগালের গৃহে রাখিয়া আসিল॥ ৪৫

যে রাজসেবক তাহার জন্য সেই মাংস অপহরণ করিয়াছিল এবং যে উহা করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা সব কিছুই শৃগালের জ্ঞাত হইয়া যাইলেও কোন বিশেষ কারণবশতঃ শৃগাল তৎসমস্ত সহ্য করিয়া যাইল॥ ৪৬

মন্ত্রীর পদে আসিবার সময় শৃগাল এই শর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিল যে, রাজন্! যদি আপনি আমার মৈত্রী কামনা করেন, তবে কাহারও দুষ্ট পরামর্শে আমাকে বিনাশ করিবেন না॥৪৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অন্যদিকে যখন ব্যাঘ্রের ক্ষুধা উপস্থিত হইল এবং সে ভোজনের জন্য উঠিল, তখন তাহার জন্য যে সব উপহার রাখা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সেই মাংস সে দেখিতে পাইল না॥ ৪৮

তখন মৃগরাজ সেবকগণকে আজ্ঞা দিল যে, চোরের অনুসন্ধান

সচিবেনাপনীতং তে বিদুষা প্রাজ্ঞমানিনা।
সরোষস্তথ শার্দুলঃ শ্রুত্বা গোমায়ুচাপলম্ ॥ ৫০
বভূবামর্ষিতো রাজা বধং চাস্য ব্যরোচয়ৎ।
ছিদ্রং তু তস্য তদ্ দৃষ্ট্বা প্রোচুস্তে পূর্বমন্ত্রিণঃ ॥ ৫১
সর্বেষামেব সোঽস্মাকং বৃত্তিভঙ্গে প্রবর্ততে।
নিশ্চিত্যৈব পুনস্তস্য তে কর্মাণ্যপি বর্ণয়ন্ ॥ ৫২
ইদং তস্যেদৃশং কর্ম কিং তেন ন কৃতং ভবেৎ।
শ্রুতশ্চ স্বামিনা পূর্বং যাদৃশো নৈব তাদৃশঃ ॥ ৫৩
বাঙ্মাত্রেণৈব ধর্মিষ্ঠঃ স্বভাবেন তু দারুণঃ।
ধর্মচ্ছদ্মা হ্যয়ং পাপো বৃথাচারপরিগ্রহঃ ॥ ৫৪
কার্য্যার্থং ভোজনার্থেষু ব্রতেষু কৃতবান্ শ্রমম্।
যদি বিপ্রত্যয়ো হ্যেষ তদিদং দর্শয়াম তে ॥ ৫৫
তন্মাংসং চৈব গোমায়োস্তৈঃ ক্ষণাদাশু ঢৌকিতম্
মাংসাপনয়নং জ্ঞাত্বা ব্যাঘ্রঃ শ্রুত্বা চ তদ্বচঃ ॥৫৬
অজ্ঞাপয়ামাস তদা গোমায়ুর্বধ্যতামিতি।
শার্দুলস্য বচঃ শ্রুত্বা শার্দুলজননী ততঃ ॥ ৫৭
মৃগরাজং হিতৈর্বাক্যৈঃ সম্বোধয়িতুমাগমৎ।
পুত্র নৈতৎ ত্বয়া গ্রাহ্যং কপটারম্ভসংযুতম্ ॥ ৫৮
কর্মসঙ্ঘর্ষজৈর্দোষৈর্দুষ্যেতাশুচিভিঃ শুচিঃ।
নোচ্ছ্রিতং সহতে কশ্চিৎ প্রক্রিয়া বৈরকারিকা ॥৫৯
শুচেরপি হি যুক্তস্য দোষ এব নিপাত্যতে।
মুনেরপি বনস্থস্য স্বানি কর্মাণি কুর্বতঃ ॥ ৬০
উৎপাদ্যন্তে ত্রয়ঃ পক্ষা মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
লুব্ধানাং শুচয়ো দ্বেষ্যাঃ কাতরাণাং তরস্বিনঃ ॥ ৬১
মূর্খাণাং পণ্ডিতা দ্বেষ্যা দরিদ্রাণাং মহাধনাঃ,
অধার্মিকাণাং ধর্মিষ্ঠা বিরূপাণাং সুরূপিণঃ ॥ ৬২

কর। তখন যাহারা সেই সব কার্য্য করিয়াছিল, তাহারা সেই মাংসসম্বন্ধে ব্যাঘ্রকে বলিল মহারাজ! আপনার অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ এবং নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্কারকারী সেই মন্ত্রী শৃগাল এই মাংস অপহরণ করিয়াছে ॥ ৪৯২

শৃগালের সেই চপলতা শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র রোষাবিষ্ট হইয়া উঠিল। রাজা তাহার সেই কার্য্য কোনরূপেই সহ্য করিতে পারিল না, মৃগরাজ তখন তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিল ॥৫০২

তাহার এই ছিদ্র দেখিয়া পূর্ব্বের মন্ত্রিগণ পরস্পর বলিতে লাগিল, আমাদের সকলের জীবিকা সে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, অতএব আমরাও তাহার প্রতিশোধ লইব, এরূপ নিশ্চয় করত তাহারা পুনরায় শৃগালের দোষসকল বর্ণনা করিতে লাগিল ॥৫১-৫২

মহারাজ! যখন তাহার দ্বারা এরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, তখন সে আর কি না করিতে পারে? প্রভু আপনি পূর্ব্বে ইহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা সেইরূপ নয় ॥ ৫৩

সে বাক্যেই ধর্ম্মাত্মা হইয়াছে, স্বভাবে ত' অতিশয় ক্রূর। সে পাপী, কিন্তু উপরে উপরে ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মার আবরণ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার সকল আচার বিচার বৃথা এবং উহা কেবল দেখাইবার জন্যই ॥ ৫৪

সে নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এবং উদরপূর্ত্তির জন্যই ব্রত করিবার পরিশ্রম করিয়াছে। যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমরা এখনই তাহার গৃহ হইতে মাংস আনিয়া দেখাইব ॥ ৫৫

এই কথা বলিয়া তাহারা ক্ষণকালের মধ্যেই শৃগালের গৃহ হইতে সেই মাংস লইয়া আসিল। মাংসের অপহরণের কথা শুনিয়া এবং সেই সকল সেবকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাঘ্র সেই সময় এই আজ্ঞা দিল যে, শৃগালকে বধ কর ॥ ৫৬২

ব্যাঘ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার মাতা হিতকর বাক্য-সমূহের দ্বারা তাহাকে বুঝাইবার জন্য নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল—পুত্র! এ বিষয়ে কপটতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র আছে বলিয়া মনে হইতেছে; অতএব তুমি ইহাতে বিশ্বাস করত উহা গ্রাহ্য করিও না ॥ ৫৭-৫৮

কর্ম্মসকলের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে যাহাদের মনে শুদ্ধভাব নাই, তাহারাই নির্দোষ ব্যক্তির উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। কাহাকেও নিজ হইতে উচ্চাবস্থায় দেখিয়া কেহ কেহ ঈর্ষ্যাবশতঃ উহা সহ্য করিতে পারে না। ইহাই হইল শত্রুতা উৎপাদনকারিণী এক বিশেষ প্রক্রিয়া ॥ ৫৯

যে যতই শুদ্ধ ও উদ্যোগী হউক না কেন মানুষ তাহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। নিজ ধর্ম্মোচিত কার্য্যে আসক্ত বনবাসী মুনিরও সেই সব কর্ম্ম শত্রু, মিত্র ও উদাসীন (নিরপেক্ষ) —এই তিন পক্ষের উদ্ভব করে ॥ ৬০২

লোভী মানুষ নির্লোভ ব্যক্তিগণের সহিত, কাতর পুরুষেরা বলবান্দিগের সহিত, মূর্খগণ বিদ্বান্ পুরুষসকলের সহিত, অধার্ম্মিকগণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের সহিত, দরিদ্রেরা অতিশয় ধনবান্ ব্যক্তিদের সহিত এবং কুরূপগণ সুন্দর রূপবিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের সহিত দ্বেষ করিয়া থাকে ॥ ৬১-৬২

বহবঃ পণ্ডিতা মূর্খা লুব্ধা মায়োপজীবিনঃ।
কুর্য্যুর্দোষমদোষস্য বৃহস্পতিমতেরপি ॥৬৩
শূন্যাৎ তচ্চ গৃহান্মাংসং যদ্যপ্যপহৃতং তব।
নেচ্ছতে দীয়মানঞ্চ সাধু তাবদ্ বিমৃশ্যতাম্ ॥ ৬৪
অসভ্যাঃ সভ্যসঙ্কাশাঃ সভ্যাশ্চাসভ্যদর্শনাঃ।
দৃশ্যন্তে বিবিধা ভাবাস্তেষু যুক্তং পরীক্ষণম্ ॥ ৬৫
তলবদ্ দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন চৈবাস্তি বলং ব্যোম্নি খদ্যোতে ন হুতাশনঃ ॥ ৬৬
তস্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টোঽপি যুক্তো হ্যর্থঃ পরীক্ষিতুম্।
পরীক্ষ্য জ্ঞাপয়ন্নর্থান্ন পশ্চাৎ পরিতপ্যতে ॥ ৬৭
ন দুষ্করমিদং পুত্র যৎ প্রভুর্ঘাতয়েৎ পরম্।
শ্লাঘনীয়া যশস্যা চ লোকে প্রভবতাং ক্ষমা ॥ ৬৮
স্থাপিতোঽয়ং ত্বয়া পুত্র সামন্তেষ্বপি বিশ্রুতঃ।
দুঃখেনাসাদ্যতে পাত্রং ধার্য্যতামেষ তে সুহৃৎ ॥ ৬৯
দূষিতং পরদোষৈর্হি গৃহ্লতে যোঽন্যথা শুচিম্।
স্বয়ং সংদূষিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ৭০
তস্মাদপ্যরিসঙ্ঘাতাদ্ গোমায়োঃ কশ্চিদাগতঃ।
ধর্মাত্মা তেন চাখ্যাতং যথৈতৎ কপটং কৃতম্ ॥ ৭১
ততো বিজ্ঞাতচরিতঃ সৎকৃত্য স বিমোক্ষিতঃ।
পরিস্বক্তশ্চ সস্নেহং মৃগেন্দ্রেণ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭২
অনুজ্ঞাপ্য মৃগেন্দ্রং তু গোমায়ুর্নীতিশাস্ত্রবিৎ।
তেনামর্ষেণ সন্তপ্তঃ প্রায়মাসিতুমৈচ্ছত ॥ ৭৩
শার্দূলস্তং তু গোমায়ুং স্নেহাৎ প্রোৎফুল্ললোচনঃ।
অবারয়ৎ স ধর্মিষ্ঠং পূজয়া প্রতিপূজয়ন্ ॥ ৭৪
তং স গোমায়ুরালোক্য স্নেহাদাগতসম্ভ্রমম্।
উবাচ প্রণতো বাক্যং বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ৭৫

বিদ্বান্ পুরুষগণের মধ্যেও এরূপ বহু অবিবেকী, লোভী ও কপটী পুরুষ আছে, যাহারা বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ নির্দোষ ব্যক্তির দোষ অন্বেষণ করিতে থাকে ॥ ৬৩

একদিকে তোমার শূন্য গৃহ হইতে মাংস অপহৃত হইয়াছে, আর অন্যদিকে একজনকে মাংস দিলেও সে মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হয় না,—এই দুই বিষয়ের উপর তুমি বিচার কর ॥ ৬৪

জগতে বহু অসভ্য প্রাণীকে সভ্য প্রাণীর ন্যায় এবং বহু সভ্য লোককে অসভ্য লোকের ন্যায় দেখা যায়। এইরূপ বহু প্রকারের ভাব দেখা যায়, সুতরাং এই সব বিষয়ে পরীক্ষা করা উচিত ॥ ৬৫

আকাশ অন্ধকারময় বলিয়া তাহাকে কটাহের তলবৎ দেখা যায় এবং জোনাকী পোকা অগ্নিসদৃশ দৃষ্টিগোচর হয়; পরন্তু আকাশের কোন তল নাই ও জোনাকী পোকাতেও অগ্নি নাই ॥ ৬৬

এই কারণে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তুরও পরীক্ষা করা উচিত। যে পরীক্ষা করত ভালভাবে বুঝিয়া কোন কার্য্যের জন্য অনুমতি করে, তাহাকে পরে আর অনুতাপ করিতে হয় না ॥ ৬৭

পুত্র! যদি শক্তিশালী রাজা কাহাকেও বধ করাইয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে উহা কঠিন কার্য্য নহে; কিন্তু যদি শক্তিশালী পুরুষগণের মধ্যে ক্ষমাভাব থাকে, তাহা হইলে জগতে তাঁহারা প্রশংসনীয় হইয়া থাকেন এবং তাহাতে রাজাদের যশও বর্দ্ধিত হয় ॥ ৬৮

পুত্র! তুমিই এই শৃগালকে মন্ত্রীর পদে বসাইয়াছ এবং তোমার সামন্তগণের মধ্যে ইহার খ্যাতি বাড়িয়া গিয়াছে। কোন সৎপাত্র ব্যক্তিকে অতিশয় কষ্টের সহিত পাওয়া যায়। এই শৃগাল তোমার হিতৈষী সুহৃৎ, অতএব তুমি ইহাকে রক্ষা কর ॥ ৬৯

যে অপরের দ্বারা মিথ্যা কলঙ্ক দোষ আরোপিত হইলে নির্দোষ ব্যক্তিকে দণ্ডদান করে, দুষ্ট মন্ত্রিপরিবেষ্টিত সেই রাজা অতিসত্বর নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭০

তদনন্তর সেই শত্রুসমূহের মধ্য হইতে কোন ধর্ম্মাত্মা শৃগাল আসিয়া (যে ব্যাঘ্রের গুপ্তচরের কার্য্য করিত) শৃগালের সহিত যে সমস্ত ছল কপটতা করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত ব্যাঘ্রকে বলিল ॥ ৭১

ইহাতে সেই ব্যাঘ্র শৃগালের সচ্চরিত্রতার পরিচয় পাইল এবং সে তখন সেই শৃগালের সৎকার করত অভিযোগ হইতে মুক্ত করিয়া দিল। কেবল ইহাই নহে, মৃগরাজ স্নেহ সহকারে বারংবার নিজের মন্ত্রী শৃগালকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ ৭২

তাহার পর নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ শৃগাল মৃগরাজের আজ্ঞা গ্রহণ করত অমর্ষে সন্তপ্ত হইয়া উপবাসপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিল ॥ ৭৩

ব্যাঘ্র ধর্ম্মাত্মা শৃগালকে সবিশেষ সমাদর করিয়া তাহাকে উপবাস হইতে নিবৃত্ত করাইল। সেই সময় তাহার নেত্র স্নেহে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ৭৪

শৃগাল দেখিল রাজার হৃদয় স্নেহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে তাহাকে প্রণাম করত অশ্রু গদ্গদ্ বাক্যে এই কথা বলিল ॥ ৭৫

পূজিতোহহং ত্বয়া পূর্ব্বং পশ্চাচ্চৈব বিমানিতঃ।
পরেষামাস্পদং নীতো বস্তুং নার্হাম্যহং ত্বয়ি ॥ ৭৬
অসন্তুষ্টাশ্চ্যুতাঃ স্থানান্মানাৎ প্রত্যবরোপিতাঃ।
স্বয়ং চোপগৃহীতা ভৃত্যা যে চাপ্যুপহিতাঃ পরৈঃ ॥ ৭৭
পরিক্ষীণাশ্চ লুব্ধাশ্চ ক্রুদ্ধা ভীতাঃ প্রতারিতাঃ।
হৃতস্বা মানিনো যে চ ত্যক্তাদানা মহেপ্সবঃ ॥ ৭৮
সন্তাপিতাশ্চ যে কেচিদ্ ব্যসনৌঘপ্রতীক্ষিণঃ।
অন্তর্হিতাঃ সোপহিতাস্তে সর্বে পরসাধনাঃ ॥ ৭৯
অবমানেন যুক্তস্য স্থানভ্রষ্টস্য বা পুনঃ।
কথং যাস্যসি বিশ্বাসমহং তিষ্ঠামি বা কথম্ ॥ ৮০
সমর্থ ইতি সংগৃহ্য স্থাপয়িত্বা পরীক্ষিতঃ।
কৃতঞ্চ সময়ং ভিত্ত্বা ত্বয়াহমবমানিতঃ ॥ ৮১

মহারাজ! প্রথমে আপনি আমাকে সম্মান দিয়াছিলেন এবং পরে আমাকে অপমানিত করেন এবং শত্রুর পর্য্যায়ে পাতিত করেন (অথবা অন্যের অধীন করিয়া দিয়াছেন), অতএব এখন আমি আপনার সহিত বাস করিতে পারি না ॥ ৭৬

যাহারা নিজ পদ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় অসন্তুষ্ট হইয়াছে, যাহাদিগকে অপমানিত করা হইয়াছে, যাহারা স্বয়ং রাজার দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াও অপরের দ্বারা কলঙ্ক লিপ্ত হওয়ায় আদর হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যাহারা ক্ষীণ, লোভী, ক্রোধী, ভীত ও প্রতারিত, যাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করা হইয়াছে, যাহারা মানী, যাহাদের আয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহারা অন্যের উপর বহু বিপদ পতিত হইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, যাহারা উচ্চপদ লাভ করিতে ইচ্ছুক, যাহাদিগকে কোন ভাবে সন্তাপিত করা হইয়াছে, যাহারা গোপনে অবস্থান করে এবং মনে কপটভাব পোষণ করে, এই সব সেবক শত্রুগণের কার্য্য করিতে থাকে ॥ ৭৭-৭৯

যখন আমি একবার নিজ পদ হইতে ভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়াছি, তখন আপনি আমার উপর আবার কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? অথবা আমিই বা আপনার নিকট কিভাবে বাস করিব? ৮০

আপনি আমাকে যোগ্য বুঝিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রীর পদে বসাইয়া আমাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর আপনি নিজ পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আমার অপমান করিয়াছেন ॥ ৮১

পূর্ব্বে পরিপূর্ণ সভামধ্যে শীলবান্ বলিয়া যাহার পরিচয় দিয়া-

প্রথমং যঃ সমাখ্যাতঃ শীলবানিতি সংসদি।
ন বাচ্যং তস্য বৈগুণ্যং প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা ॥ ৮২
এবং চাবমতস্যেহ বিশ্বাসং মে ন যাস্যসি।
ত্বয়ি চাপেতবিশ্বাসে মমোদ্বেগো ভবিষ্যতি ॥ ৮৩
শঙ্কিতস্ত্বমহং ভীতঃ পরচ্ছিদ্রানুদর্শিনঃ।
অস্নিগ্ধাশ্চৈব দুস্তোষাঃ কর্ম চৈতদ্ বহুচ্ছলম্ ॥ ৮৪
দুঃখেন শ্লিষ্যতে ভিন্নং শ্লিষ্টং দুঃখেন ভিদ্যতে।
ভিন্না শ্লিষ্টা তু যা প্রীতির্ন সা স্নেহেন বর্ততে ॥ ৮৫
কশ্চিদেব হিতে ভর্তুর্দৃশ্যতে ন পরাত্মনোঃ।
কার্য্যাপেক্ষা হি বর্তন্তে ভাবস্নিগ্ধাঃ সুদুর্লভাঃ ॥ ৮৬
সুদুঃখং পুরুষজ্ঞানং চিত্তং হ্যেষাং চলাচলম্।
সমর্থো বাপ্যশক্তো বা শতেষ্বেকোহধিগম্যতে ॥ ৮৭

ছিলেন, প্রতিজ্ঞা পালনকারী কোন পুরুষের পক্ষেই পরে তাহার দোষ বর্ণন করা উচিত নহে ॥ ৮২

যখন আমি এইভাবে এখানে একবার অপমানিত হইয়াছি, তখন আপনার উপর আমার আর বিশ্বাস হইবে না। এরূপ অবস্থায় আপনার জন্য সদা আমাকে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হইবে ॥ ৮৩

আপনি আমার উপর সন্দেহ করিবেন এবং আমি আপনাকে ভয় করিব, অন্যদিকে পরের দোষ অন্বেষণকারী আপনার সেবকগণও উপস্থিত থাকিবে। আমার প্রতি ইহাদের অল্পও স্নেহ নাই এবং ইহাদের সন্তুষ্ট রাখাও আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আর এই মন্ত্রীর কার্য্যও নানাবিধ ছলকপটতায় পূর্ণ ॥ ৮৪

প্রেমের বন্ধন অতি কষ্টে ছিন্ন হয়, কিন্তু যখন উহা একবার ছিন্ন হইয়া যায়, তখন অতিশয় কষ্টে আবার আবদ্ধ হয়। যে প্রেম বারংবার ছিন্ন হয় এবং আবদ্ধ হয়, সেই প্রেমে স্নেহ নাই ॥ ৮৫

এরূপ মানুষ একজনই হয়, যে নিজের কিংবা পরের হিতে নিরত না থাকিয়া প্রভুরই হিতসাধনে সংলগ্ন আছে, ইহা দেখা যায়। কারণ, নিজের কার্য্যের অপেক্ষা রাখিয়া স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রেমাবদ্ধ মানুষ বহু আছে, কিন্তু শুদ্ধভাবে স্নেহ রাখিয়া প্রেমাবদ্ধ মানুষ অতিশয় দুর্লভ ॥ ৮৬

যোগ্য মানুষকে চিনিতে পারা রাজার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর; কারণ, তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল। শত শত মানুষকে পাওয়া যায়, যিনি সর্ব্বপ্রকারে সুযোগ্য হইয়াও সন্দেহের অতীত ॥ ৮৭

অকস্মাৎ প্রক্রিয়া নৃণামকস্মাচ্চাপকর্ষণম্ ।
শুভাশুভে মহত্ত্বঞ্চ প্রকর্তুং বুদ্ধিলাঘবম্ ॥ ৮৮

এবংবিধং সান্ত্বমুক্ত্বা ধর্মকামার্থহেতুমৎ ।
প্রসাদয়িত্বা রাজানং গোমায়ুর্বনমভ্যগাৎ ॥ ৮৯

অগৃহ্যানুনয়ং তস্য মৃগেন্দ্রস্য চ বুদ্ধিমান্ ।
গোমায়ুঃ প্রায়মাস্থায় ত্যক্ত্বা দেহং দিবং যযৌ ॥ ৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ব্যাঘ্রগোমায়ু-সংবাদে একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

মনুষ্যগণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ (উন্নতি ও অবনতি) অকস্মাৎ হইয়া থাকে। কাহারও উপকার করিয়া মঙ্গল করা এবং কাহাকেও মহত্ত্ব দান করত অধঃপাতিত করা বুদ্ধির পরিণাম ॥৮৮

এইরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম এবং যুক্তিসমূহে পূর্ণ সান্ত্বনাযুক্ত বাক্য বলিয়া শৃগাল ব্যাঘ্ররাজাকে প্রসন্ন করত তাহার অনুমতি লইয়া বনে গমন করিল ॥ ৮৯

এই শৃগাল অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিল, অতএব ব্যাঘ্রের অনুনয় বিনয় না মানিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশনে থাকিবার ব্রত গ্রহণ করত একস্থানে উপবিষ্ট হইল এবং অন্তে দেহ ত্যাগ করত স্বর্গধামে গমন করিল ॥ ৯০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ব্যাঘ্র ও শৃগালের সংবাদ-বিষয়ক একাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

কস্যচিৎ তপস্বিন উষ্ট্রস্যালস্যকুপরিণামস্য রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যস্য চ বর্ণনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং পার্থিবেন কর্তব্যং কিঞ্চ কৃত্বা সুখী ভবেৎ ।
এতদাচক্ষ তত্ত্বেন সর্বধর্মভৃতাং বর ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

হন্ত তেঽহং প্রবক্ষ্যামি শৃণু কার্যৈকনিশ্চয়ম্ ।
যথা রাজ্ঞেহ কর্তব্যং যচ্চ কৃত্বা সুখী ভবেৎ ॥ ২

ন চৈবং বর্ত্তিতব্যং স্ম যথেদমনুশুশ্রুম ।
উষ্ট্রস্য তু মহদ্ বৃত্তং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৩

জাতিস্মরো মহানুষ্ট্রঃ প্রাজাপত্যে যুগেঽভবৎ ।
তপঃ সুমহদাতিষ্ঠদরণ্যে সংশিতব্রতঃ ॥ ৪

তপসস্তস্য চান্তেঽথ প্রীতিমানভবদ্ বিভুঃ ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ততশ্চৈনং পিতামহঃ ॥ ৫

উষ্ট্র উবাচ ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদান্মে দীর্ঘা গ্রীবা ভবেদিয়ম্ ।
যোজনানাং শতং সাগ্রং গচ্ছামি চরিতুং বিভো ॥ ৬

এবমস্ত্বিতি চোক্তঃ স বরদেন মহাত্মনা ।
প্রতিলভ্য বরং শ্রেষ্ঠং যযাবুষ্ট্রঃ স্বকং বনম্ ॥ ৭

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[কোন এক তপস্বী উটের আলস্যের কুপরিণাম ও রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সমস্ত ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! রাজার কি করা কর্ত্তব্য? কোন্ কার্য্য করিলে তিনি সুখী হইবেন? ইহা আমাকে বলুন ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজার যাহা কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে তিনি সুখী হইবেন, সেই কার্য্য আমি নির্ণয় করিয়া তোমাকে বলিতেছি, উহা শ্রবণ কর ॥ ২

যুধিষ্ঠির! আমি এক উটের যে মহৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, উহা তুমি শ্রবণ কর। রাজার সেরূপ কার্য্য করা উচিত নয় ॥ ৩

প্রাজাপত্যযুগে (সত্যযুগে) এক বিশাল উট ছিল। তাহার পূর্ব্ব জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ছিল। সেইজন্য সে কঠোর ব্রতপালনের নিয়ম গ্রহণ করত বনে অতিশয় উগ্র তপস্যা আরম্ভ করিল ॥ ৪

তাহার তপস্যার শেষে পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তিনি সেই উটকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ॥ ৫

উট বলিল,—ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার এই গ্রীবা অত্যন্ত দীর্ঘ হউক, যখন আমি আহার করিবার জন্য যাইব, তখন যাহাতে শতযোজন দূর পর্য্যন্ত স্থানে স্থিত খাদ্য বস্তু গ্রহণ করিতে পারি ॥ ৬

বরদায়ক মহাত্মা ব্রহ্মা 'এইরূপই হউক' এই কথা বলিয়া তাহার প্রার্থিত বরদান করিলেন। এই উত্তম বর লাভ করত সেই উট নিজের বনে চলিয়া যাইল ॥ ৭

স চকার তদালস্যং বরদানাৎ সুদুর্মতিঃ।
ন চৈচ্ছচ্চরিতুং গন্তুং দুরাত্মা কালমোহিতঃ ॥ ৮
স কদাচিৎ প্রসার্য্যৈব তাং গ্রীবাং শতযোজনম্।
চচারাশ্রান্তহৃদয়ো বাতশ্চাগাৎ ততো মহান্ ॥ ৯
স গুহায়াং শিরো গ্রীবাং নিধায় পশুরাত্মনঃ।
আস্তে তু বর্ষমভ্যাগাৎ সুমহৎ প্লাবয়জ্জগৎ ॥ ১০
অথ শীতপরীতাঙ্গো জম্বুকঃ ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ।
সদারস্তাং গুহামাশু প্রবিবেশ জলার্দিতঃ ॥ ১১
স দৃষ্ট্বা মাংসজীবী তু সুভৃশং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতঃ।
অভক্ষয়ৎ ততো গ্রীবামুষ্ট্রস্য ভরতর্ষভ ॥ ১২
যদা ত্ববুধ্যতাত্মানং ভক্ষ্যমাণং স বৈ পশুঃ।
তদা সঙ্কোচনে যত্নমকরোদ্ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ১৩
যাবদূর্দ্ধ্বমধশ্চৈব গ্রীবাং সংক্ষিপতে পশুঃ।
তাবৎ তেন সদারেণ জম্বুকেন স ভক্ষিতঃ ॥ ১৪

স হত্বা ভক্ষয়িত্বা চ তমুষ্ট্রং জম্বুকস্তদা।
বিগতে বাতবর্ষে তু নিশ্চক্রাম গুহামুখাৎ ॥ ১৫
এবং দুর্বুদ্ধিনা প্রাপ্তমুষ্ট্রেণ নিধনং তদা।
আলস্যস্য ক্রমাৎ পশ্য মহান্তং দোষমাগতম্ ॥ ১৬
ত্বমপ্যেবংবিধং হিত্বা যোগেন নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
বর্ত্তস্ব বুদ্ধিমূলং তু বিজয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৭
বুদ্ধিশ্রেষ্ঠানি কর্ম্মাণি বাহুমধ্যানি ভারত।
তানি জঙ্ঘাজঘন্যানি ভারপ্রত্যবরাণি চ ১৮
রাজ্যং তিষ্ঠতি দক্ষস্য সংগৃহীতেন্দ্রিয়স্য চ।
আর্ত্তস্য বুদ্ধিমূলং হি বিজয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৯
গুহ্যং মন্ত্রং শ্রুতবতঃ সুসহায়স্য চানঘ।
পরীক্ষ্যকারিণো হ্যর্থাস্তিষ্ঠন্তীহ যুধিষ্ঠির।
সহায়যুক্তেন মহী কৃৎস্না শক্যা প্রশাসিতুম্ ॥ ২০

অতিশয় নীচমতি সেই উট বরলাভ করিয়া কোথাও যাওয়া-আসা বিষয়ে আলস্য করিতে লাগিল। সেই দুরাত্মা উট কালের দ্বারা মোহিত হইয়া চরিবার জন্য কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিল না ॥ ৮

সে কোন একদিন নিজের শত যোজন দীর্ঘ গ্রীবা বিস্তার করিয়া চরিতেছিল, এই সময় তাহার মনে কোন শ্রান্ত হওয়ার ভাব ছিল না। হঠাৎ এই সময়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠিল ॥ ৯

সেই পশু কোন এক গুহায় নিজের গ্রীবা রাখিয়া চরিতেছিল, এই সময় সম্পূর্ণ জগৎকে প্লাবিত করিতেকরিতে ভয়ঙ্কর জল বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ১০

বর্ষা আরম্ভ হইলে পর ক্ষুধা ও পরিশ্রমে কাতর এক শৃগাল নিজের স্ত্রীর সহিত অতি সত্বর সেই গুহায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। এই সময় শৃগাল জলে পীড়িত ছিল এবং শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিভূত ছিল ॥ ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই মাংসজীবী শৃগাল অত্যন্ত ক্ষুধাবশতঃ কষ্ট পাইতেছিল, অতএব সে উটের গ্রীবার মাংস ছেদন করিতে করিতে খাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১২

যখন সেই পশু বুঝিতে পারিল যে, তাহার গ্রীবা ভক্ষিত হইতেছে, তখন সে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করিল ॥ ১৩

সেই পশু যখন নিজের গ্রীবাকে উপরে ও নিম্নে সঙ্কুচিত করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ের মধ্যেই স্ত্রীর সহিত সেই শৃগাল তাহাকে খাইয়া ফেলিল ॥ ১৪

এই উটকে বিনাশ করত ভক্ষণ করিবার পর যখন ঝড় ও বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইল, তখন সেই শৃগাল গুহার মুখ হইতে নির্গত হইল ॥ ১৫

এইভাবে সেই মূর্খ উটের মৃত্যু হইল। দেখ, তাহার আলস্যের ক্রমে কিরূপ গুরুতর দোষ উপস্থিত হইল ॥ ১৬

সেইজন্য তোমরাও এতাদৃশ আলস্য ত্যাগ করত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া বুদ্ধিসহকারে অবস্থান কর। মনু বলিয়াছেন—বিজয়ের মূল হইল বুদ্ধি ॥ ১৭

ভারত! বুদ্ধি অনুসারে অনুষ্ঠিত কার্য্য শ্রেষ্ঠ, বাহুবলে কৃতকার্য্য মধ্যম, জঙ্ঘা অর্থাৎ পদের বলে কৃতকার্য্য অধম এবং মস্তকের দ্বারা ভারবহন কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর ॥ ১৮

যে রাজা জিতেন্দ্রিয় এবং কার্য্যদক্ষ, তাঁহার রাজ্য স্থির থাকে। মনু বলিয়াছেন—সঙ্কটে পতিত রাজার বিজয়ের মূল হইল বুদ্ধির বল ॥ ১৯

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যিনি সচিবাদিকৃত গুপ্ত শুনিয়া থাকেন, যাঁহার সহায়কগণ সৎ এবং যিনি পরীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া তবে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারই নিকট ধন স্থির থাকে। সহায়কগণ-পরিবৃত নরপতিই সমগ্র ধরণীকে শাসন করিতে সমর্থ হন ॥ ২০

ইদং হি সদ্ভিঃ কথিতং বিধিজ্ঞৈঃ
পুরা মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রভাব।
ময়াপি চোক্তং তব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা
যথৈব বুদ্‌ধ্বা প্রচরস্ব রাজন্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি উষ্ট্রগ্রীবোপাখ্যানে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! পুরাকালে রাজ্য সঞ্চালনের বিধিসমূহে অভিজ্ঞ সৎপুরুষগণ এই কথা বলিয়াছেন। আমিও শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে তোমাকে সেই কথা বর্ণনা করিলাম। রাজন্! ইহা উত্তমরূপে বুঝিয়া ইহারই অনুসারে যথাযথভাবে চল ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে উটের গ্রীবার উপাখ্যান-বিষয়ক দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শক্তিশালি-শত্রুসমীপে বেতবন্নতিবিধেয়েতি উপদেষ্টুং সরিৎ-সমুদ্রোপাখ্যানবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

রাজা রাজ্যমনুপ্রাপ্য দুর্লভং ভরতর্ষভ।
অমিত্রস্যাতিবৃদ্ধস্য কথং তিষ্ঠেদসাধনঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সরিতাং চৈব সংবাদং সাগরস্য চ ভারত ॥ ২
সুরারিনিলয়ঃ শশ্বৎ সাগরঃ সরিতাম্পতিঃ।
পপ্রচ্ছ সরিতঃ সর্বাঃ সংশয়ং জাতমাত্মনঃ ॥ ৩

সাগর উবাচ।

সমূলশাখান্ পশ্যামি নিহতান্ কায়িনো দ্রুমান্।
যুষ্মাভিরিহ পূর্ণাভির্নত্বস্তত্র ন বেতসম্ ॥ ৪
অকায়শ্চাল্পসারশ্চ বেতসঃ কূলজশ্চ বঃ
অবজ্ঞয়া বা নানীতঃ কিঞ্চ বা তেন বঃ কৃতম্ ॥ ৫
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি সর্বাসামেব বো মতম্
যথা চেমানি কূলানি হিত্বা নায়াতি বেতসঃ ॥ ৬
তত্র প্রাহ নদী গঙ্গা বাক্যমুত্তমমর্থবৎ।
হেতুমদ্ গ্রাহকং চৈব সাগরং সরিতাম্পতিম্ ॥ ৭

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

[শক্তিশালী শত্রুর নিকটে বেতের ন্যায় নতি হইবার বিধান প্রসঙ্গে উপদেশ দানের জন্য নদীসকলের সহিত সাগরের উপাখ্যান বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজা এক দুর্লভ রাজ্য পাইয়াও সৈন্য ও কোষাদি সাধন (সহায়)-রহিত হইয়া অতিশয় উন্নত শত্রুর সম্মুখে কি ভাবে অবস্থান করিবেন ॥১

ভীষ্ম বলিলেন, ভারত! এবিষয়ে জ্ঞানী পুরুষগণ নদী-সকলের সহিত সাগরের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ২

একদিন দৈত্যগণের নিবাসস্থান ও নদী-সকলের অধিপতি সাগর সকল নদীরই নিকট নিজের মনে কোন এই সন্দেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সাগর বলিলেন,—নদীগণ! আমি দেখিতেছি, যখন তোমাদের বৃদ্ধি হয়, তখন তোমরা জলে পূর্ণ হইয়া বিশালকায় বৃক্ষসকলকে মূল ও শাখাসমূহের সহিত উৎপাটিত করিয়া জলে ভাসাইয়া লইয়া যাও; কিন্তু সেস্থলে বেতসলতার কোন হানিই হয় না ॥ ৪

বেতসলতার দেহ অতিশয় কৃশ। উহার সারও অতি অল্প এবং সে তোমাদের তীরেই উৎপন্ন হয়, তথাপি কেন তোমরা তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাও না? তোমরা কি অবজ্ঞা-বশতঃ তাহাকে আন নাই, কিংবা সে তোমাদের কোন উপকার করিয়াছে? ৫

এবিষয়ে তোমাদের সকলের অভিমত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, যে জন্য এই বেতস তোমার তীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া না আসে? ৬

এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর গঙ্গানদী নদীসকলের অধিপতি সমুদ্রকে এই উত্তম অর্থপূর্ণ, যুক্তিযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী বাক্য বলিলেন ॥ ৭

গঙ্গোবাচ।

তিষ্ঠন্ত্যেতে যথাস্থানং নগা হ্যেকনিকেতনাঃ।
তে ত্যজন্তি ততঃ স্থানং প্রাতিলোম্যান্ন বেতসঃ ॥ ৮

বেতসো বেগমায়ান্তং দৃষ্ট্বা নমতি নাপরে।
সরিদ্বেগেঽভ্যতিক্রান্তে স্থানমাসাদ্য তিষ্ঠতি ॥ ৯

কালজ্ঞ সময়জ্ঞশ্চ সদা বশ্যশ্চ নোদ্ধতঃ।
অনুলোমস্তথাস্তব্ধস্তেন নাভ্যেতি বেতসঃ ॥ ১০

মারুতোদকবেগেন যে নমন্ত্যুন্নমন্তি চ।
ওষধ্যঃ পাদপা গুল্মা ন তে যান্তি পরাভবম্ ॥ ১১

গঙ্গা বলিলেন,— এই সকল বৃক্ষ একই স্থানে নিজ নিজ স্থান অধিকার করত বর্ত্তমান আছে এবং আমাদের প্রবাহের সম্মুখে মস্তক নত করে না। এই প্রতিকূল আচরণের জন্ত নষ্ট হইয়া তাহাদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু বেতস সেরূপ নয় ॥ ৮

বেতস নদীর জলবেগ আসিতে দেখিয়া নত হইয়া যায়, কিন্তু অন্ত বৃক্ষেরা তাহা করে না, এই কারণে বেতস নদীসকলের বেগ শান্ত হইয়া যাইলে পর পুনরায় নিজের স্থানেই অবস্থান করে ॥ ৯

বেতস সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, সে তদনুসারে ব্যবহার করিতেও জানে, সর্ব্বদা আমাদের বশীভূত থাকে, কখনও উদ্ধত হয় না, আমাদের অনুকূল আচরণই করে এবং বিরোধিতা করিলেও নীরবে অবস্থান করে, সেইজন্ত তাহাকে স্থানত্যাগ করিয়া আসিতে হয় না ॥ ১০

যে সকল ওষধি, বৃক্ষ এবং লতা-গুল্ম বায়ু ও জলের বেগে নত হইয়া যায়, তারপর বেগ শান্ত হইলে পুনরায় উত্থিত হয়, তাহারা কখনও পরাভূত হয় না ॥ ১১

ভীষ্ম উবাচ।

যো হি শত্রোর্বিবৃদ্ধস্য প্রভোর্বন্ধবিনাশনে।
পূর্ব্বং ন সহতে বেগং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥ ১২

সারাসারং বলং বীর্য্যমাত্মনো দ্বিষতশ্চ যঃ।
জানন্ বিচরতি প্রাজ্ঞো ন স যাতি পরাভবম্ ॥ ১৩

এবমেব যদা বিদ্বান্ মন্যতেঽতিবলং রিপুম্।
সংশ্রয়েদ্ বৈতসীং বৃত্তিমেতৎ প্রজ্ঞানলক্ষণম্ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি সরিৎসাগরসংবাদে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

ভীষ্ম বলিলেন,— এইরূপ যে রাজা বলশালী, বন্ধন করিতে ও বধ করিতে সমর্থ শত্রুর প্রথম বেগ মস্তক নত করিয়া সহ্য না করেন, তিনি সত্বর নষ্ট হইয়া যান ॥ ১২

যে বুদ্ধিমান্ রাজা নিজের এবং শত্রুর সার ও অসার বল-পরাক্রম জানিয়া তদনুসারে আচরণ করেন, তাঁহার কখনও পরাজয় হয় না ॥ ১৩

এইরূপ বিদ্বান রাজা শত্রুর বলকে যখন নিজের অপেক্ষা অধিক বুঝিবেন, তখন বেতসের আচরণ গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ শত্রুর সম্মুখে নত হইবেন ইহাই হইল বুদ্ধিমানের লক্ষণ ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে নদীসকল ও সাগরের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুষ্টমনুষ্যগণকৃতনিন্দাসহনেন লাভকথনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিদ্বান্ মূর্খপ্রগল্‌ভেন মৃদুস্তীক্ষ্ণেন ভারত।
আক্রুশ্যমানঃ সদসি কথং কুর্য্যাদরিন্দম ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল যথৈষোঽর্থোঽনুগীয়তে।
সদা সুচেতাঃ সহতে নরস্যেহাল্পমেধসঃ ॥ ২

অরুষ্যন্ ক্রুশ্যমানস্য সুকৃতং নাম বিন্দতি।
দুষ্কৃতং চাত্মনো মর্ষী রুষ্যত্যেবাপমার্ষ্টি বৈ ॥ ৩

টিট্টিভং তমুপেক্ষেত বাশমানমিবাতুরম্।
লোকবিদ্বেষমাপন্নো নিষ্ফলং প্রতিপদ্যতে ॥ ৪

ইতি সংশ্লাঘতে নিত্যং তেন পাপেন কর্ম্মণা।
ইদমুক্তো ময়া কশ্চিৎ সম্মতো জনসংসদি ॥ ৫

স তত্র ব্রীড়িতঃ শুষ্কো মৃতকল্পোঽবতিষ্ঠতে।
শ্লাঘন্নশ্লাঘনীয়েন কর্মণা নিরপত্রপঃ ॥ ৬

উপেক্ষিতব্যো যত্নেন তাদৃশঃ পুরুষাধমঃ।
যদ্ যদ্ ব্রূয়াদল্পমতিস্তত্তদস্য সহেদ্ বুধঃ ॥ ৭

প্রাকৃতো হি প্রশংসন্ বা নিন্দন্ বা কিং করিষ্যতি।
বনে কাক ইবাবুদ্ধির্বাশমানো নিরর্থকম্ ॥ ৮

যদি বাগ্‌ভিঃ প্রয়োগঃ স্যাৎ প্রয়োগে পাপকর্মণঃ।
বাগেবার্থো ভবেৎ তস্য ন হ্যেবার্থো জিঘাংসতঃ ॥ ৯

নিষেকং বিপরীতং স আচষ্টে বৃত্তচেষ্টয়া।
ময়ূর ইব কৌপীনং নৃত্যং সন্দর্শয়ন্নিব ॥ ১০

যস্যাবাচ্যং ন লোকেঽস্তি নাকার্য্যং চাপি কিঞ্চন।
বাচং তেন ন সন্দধ্যাচ্ছুচিঃ সংক্লিষ্টকর্মণা ॥ ১১

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

[দুষ্ট মনুষ্যগণের দ্বারা কৃত নিন্দা সহ্য করিলে লাভকথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শত্রুদমন ভারত! যদি কোন মূর্খ মধুর বা তীক্ষ্ণ শব্দসকলের দ্বারা পূর্ণ সভামধ্যে কোন বিদ্বান্ পুরুষের নিন্দা করিতে থাকে, তবে তাহার সহিত কিরূপ আচারণ করিতে হয়? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভূপাল! শ্রবণ কর, এবিষয়ে সর্ব্বদা যেরূপ কথা বলা হইয়া থাকে, উহা বলিতেছি। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এজগতে সর্ব্বদা মূর্খ মনুষ্যগণের কঠোর বাক্য সহ্য করিয়া থাকেন ॥ ২

যে ব্যক্তি নিন্দাকারী পুরুষের উপর ক্রোধ করেন না, তিনি নিন্দাকারীর পুণ্য লাভ করেন। এই সহনশীল ব্যক্তি নিজের সমস্ত পাপ ক্রোধী পুরুষের উপর ক্ষালিত করিয়া থাকেন ॥ ৩

উত্তম পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি টিট্টিভ ও রোগীর ন্যায় উৎকট শব্দকারী নিন্দুক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন। ইহাতে সেই নিন্দকারী সকল লোকেরই রোষের পাত্র হইয়া থাকেন এবং তাহার সমস্ত সৎকর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৪

এই মূর্খ সেই পাপ কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বদা নিজের প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে থাকে যে, আমি অমুক সম্মানিত ব্যক্তিকে জনপূর্ণ সভামধ্যে এমন এমন কথা শুনাইয়াছি যে, সে অতিশয় লজ্জিত হইয়া গিয়াছে; এইরূপ নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়া সে নিজের প্রশংসা করিতে থাকে এবং অল্পও লজ্জিত হয় না ॥ ৫-৬

এরূপ নরাধমকে যত্নসহকারে উপেক্ষা করা উচিত। মূর্খ মানুষ যাহা কিছু বলিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি তৎসমস্তই সহ্য করিয়া যাইবেন ॥ ৭

যেরূপ বনমধ্যে কাক বৃথা 'কা কা' শব্দ করিয়া থাকে, সেইরূপ মূর্খ মানুষও অকারণই নিন্দা করিতে থাকে। সে প্রশংসা করুক বা নিন্দা করুক, ইহাতে সে কাহার কি ভাল বা মন্দ করিতে পারে? অর্থাৎ সে কিছু করিতে পারে না ॥ ৮

যদি পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তি কটুবাক্য বলিলে পর তাহার প্রতিশোধের জন্য উহাকেও কটুবাক্য প্রয়োগ করা হয়, তবে তাহাতে কেবল বাক্যের দ্বারা কলহমাত্রই হইবে। যে হিংসা করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে কটুবাক্য বলিলে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? ৯

ময়ূর যখন নৃত্য করে, সে যেমন তখন নিজের গুপ্ত অঙ্গও দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ যে মূর্খ অনুচিত আচরণ করে, সে নিজের সেই কুচেষ্টার দ্বারা গুপ্ত স্ব-দোষসকল প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১০

জগতে যাহার পক্ষে কোন কিছু বলা কিংবা নিষ্পাদন করা অসম্ভব নহে, এরূপ মানুষ সেই সৎপুরুষের কথাও মান্য করে না, যিনি নিজের সৎকর্ম্মের দ্বারা বিশুদ্ধ বলিয়া পরিচিত আছেন ॥ ১১

প্রত্যক্ষং গুণবাদী যঃ পরোক্ষে চাপি নিন্দকঃ।
স মানবঃ শ্ববল্লোকে নষ্টলোকপরাবরঃ॥ ১২
তাদৃগ্ জনশতস্যাপি যদ্দদাতি জুহোতি চ।
পরোক্ষেণাপবাদী যস্তং নাশয়তি তৎক্ষণাৎ॥১৩
তস্মাৎ প্রাজ্ঞো নরঃ সদ্যস্তাদৃশং পাপচেতসম্।
বর্জয়েৎ সাধুভির্বর্জ্যং সারমেয়ামিষং যথা॥ ১৪
পরিবাদং ব্রুবাণো হি দুরাত্মা বৈ মহাজনে।
প্রকাশয়তি দোষাংস্তু সর্পঃ ফণমিবোচ্ছ্রিতম্॥ ১৫
তং স্বকর্মাণি কুর্বাণং প্রতিকর্তুং য ইচ্ছতি।
ভস্মকূট ইবাবুদ্ধিঃ খরো রজসি সজ্জতি॥ ১৬
মনুষ্যশালাবৃকমপ্রশান্তং
জনাপবাদে সততং নিবিষ্টম্।
মাতঙ্গমুন্মত্তমিবোন্নদন্তং
ত্যজেত তং শ্বানমিবাতিরৌদ্রম্॥ ১৭
অধীরজুষ্টে পথি বর্তমানং
দমাদপেতং বিনয়াচ্চ পাপম্।
অরিব্রতং নিত্যমভূতিকামং
ধিগস্তু তং পাপমতিং মনুষ্যম্॥ ১৮
প্রত্যুচ্যমানস্তুভিভূয় এভি—
র্নিশাম্য মা ভূস্ত্বমথার্তরূপঃ।
উচ্চস্য নীচেন হি সম্প্রয়োগং
বিগর্হয়ন্তি স্থিরবুদ্ধয়ো যে॥ ১৯
ক্রুদ্ধো দশার্ধেন হি তাড়য়েদ্ বা
স পাংশুভির্বা বিকিরেৎ তুষৈর্বা।
বিবৃত্য দন্তাংশ্চ বিভীষয়েদ্ বা
সিদ্ধং হি মূঢ়ে কুপিতে নৃশংসে॥ ২০
বিগর্হণাং পরমদুরাত্মনা কৃতাং
সহেত যঃ সংসদি দুর্জনান্নরঃ।
পঠেদিদং চাপি নিদর্শনং সদা
ন বাঙ্ময়ং স লভতি কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি (টিট্টিভকং নাম) চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০৪

যে ব্যক্তি সম্মুখে আসিলে গুণগান করে এবং অসাক্ষাতে নিন্দা করিতে থাকে, তাহার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়॥ ১২

পরোক্ষে পরনিন্দাকারী মানুষ শত শত মনুষ্যকে যাহা কিছু দান করে এবং হোম করে, সেই সব নিজের কর্মকে সে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া থাকে॥ ১৩

সেইজন্য বুদ্ধিমান্ মানুষের কর্তব্য হইল, তিনি সেইরূপ পাপপূর্ণ অভিপ্রায়যুক্ত ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবেন; কারণ, এরূপ ব্যক্তি কুকুরের মাংসের ন্যায় সর্বদা ত্যাজ্য॥১৪

যেরূপ সর্প নিজের ফণাকে উপরে তুলিয়া প্রকাশিত করিয়া থাকে, সেইরূপ জনসমুদায়ে কোন মহাপুরুষের নিন্দাকারী দুরাত্মা নিজের দোষসমূহ প্রকাশ করিয়া ফেলে॥ ১৫

যে ব্যক্তি পরনিন্দারূপ নিজের কর্মকারী দুষ্ট পুরুষের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, সেই মূর্খ ভস্মস্তূপে গর্দভের ন্যায় কেবল দুঃখেই নিমগ্ন হয়॥১৬

যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের নিন্দায় রত থাকে, সেই ব্যক্তি মানুষের দেহরূপ গৃহে স্থিত কুকুর। সে সর্বদা অশান্ত থাকে। মদমত্ত হস্তীর ন্যায় সে চীৎকার করে এবং কুকুরের ন্যায় অত্যন্ত ধাবিত হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠ পুরুষের কর্তব্য হইল—উহাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করা॥ ১৭

সে মূর্খগণের দ্বারা সেবিত পথে গমন করে, ইন্দ্রিয় সংযম ও বিনয়হীন হইয়া যায়, শত্রুতার ব্রত গ্রহণ করে এবং সে সর্বদা সকলের অবনতি কামনা করে. সেই পাপাত্মা ও পাপমতি মনুষ্যকে ধিক্॥ ১৮

যদি এরূপ দুষ্ট মানুষ তাহারও উপর আক্রমণ করত তাহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করে এবং উহা শুনিয়া কোন সজ্জন তাহার উত্তর দিবার জন্য উদ্যত হন, তবে তাঁহাকে নিবারণ করত বলিতে হইবে যে, আপনি দুঃখিত হইবেন না; কারণ, যাঁহাদের বুদ্ধি স্থির, সেই মহাত্মাগণ সব উচ্চ পুরুষগণের নীচদিগের সহিত সংযোগের নিন্দা করিয়া থাকেন॥ ১৯

যদি ক্রূরস্বভাবের মূর্খ মানুষ কুপিত হইয়া উঠে, তবে সে হস্তের দ্বারা প্রহার করিতে পারে, মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে এবং দাঁত বাহির করিয়া ভয় দেখাইতে পারে। তাহার পক্ষে সকল প্রকার কুচেষ্টা হওয়া সম্ভব॥ ২০

যে ব্যক্তি এই দৃষ্টান্ত সদা পাঠ করেন এবং যে ব্যক্তি মনুষ্য সভামধ্যে কোন অত্যন্ত দুরাত্মা দ্বারা কৃত নিন্দা সহ্য করিতে পারেন, সেই ব্যক্তি দুর্জন মনুষ্য হইতে কখনও বাক্যদ্বারা উৎপন্ন নিন্দাজনিত কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখেরও ভাগী হন না॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্বে চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[রাজ্ঞো রাজসেবকানাঞ্চাবশ্যকগুণাবলিনিরূপণম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ো মে মহানয়ম্ ।
সংছেত্তব্যস্ত্বয়া রাজন্ ভবান্ কুলকরো হি নঃ ॥ ১

পুরুষাণাময়ং তাত দুর্বৃত্তানাং দুরাত্মনাম্ ।
কথিতো বাক্যসঞ্চারস্ততো বিজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ২

যদ্ধিতং রাজ্যতন্ত্রস্য কুলস্য চ সুখোদয়ম্ ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ ক্ষেমবৃদ্ধিকরঞ্চ যৎ ॥ ৩

পুত্রপৌত্রাভিরামঞ্চ রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরঞ্চ যৎ ।
অন্নপানে শরীরে চ হিতং যত্তদ্ ব্রবীহি মে ॥ ৪

অভিষিক্তো হি যো রাজা রাষ্ট্রস্থো মিত্রসংবৃতঃ ।
অসুহৃৎসমুপেতো বা স কথং রঞ্জয়েৎ প্রজাঃ ॥ ৫

যো হ্যসৎপ্রগ্রহরতিঃ স্নেহরাগবলাৎকৃতঃ ।
ইন্দ্রিয়াণামনীশত্বাদসজ্জনবুভূষকঃ ॥ ৬

তস্য ভৃত্যা বিগুণতাং যান্তি সর্বে কুলোদগতাঃ ।
ন চ ভৃত্যফলৈরর্থৈঃ স রাজা সম্প্রযুজ্যতে ॥ ৭

এতন্মে সংশয়স্যাস্য রাজধর্মান্ সুদুর্বিদান্ ।
বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা ভবান্ শংসিতুমর্হতি ॥ ৮

শংসিতা পুরুষব্যাঘ্র ত্বন্নঃ কুলহিতে রতঃ ।
ক্ষত্তা চৈকো মহাপ্রাজ্ঞো যো নঃ শংসতি সর্বদা ॥ ৯

ত্বত্তঃ কুলহিতং বাক্যং শ্রুত্বা রাজ্যহিতোদয়ম্ ।
অমৃতস্যাব্যয়স্যেব তৃপ্তঃ স্বপ্স্যাম্যহং সুখম্ ॥ ১০

কীদৃশাঃ সংনিকর্ষস্থা ভৃত্যাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ ।
কীদৃশৈঃ কিং কুলীনৈর্বা সহ যাত্রা বিধীয়তে ॥ ১১

ন হ্যেকো ভৃত্যরহিতো রাজা ভবতি রক্ষিতা ।
রাজ্যং চেদং জনঃ সর্বস্তৎকুলীনোঽভিকাঙ্ক্ষতি ॥ ১২

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়

[রাজা এবং রাজসেবকগণের আবশ্যক গুণাবলিনিরূপণ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ! আমার মনে এক তীব্র সংশয় আছে। রাজন্ ! আপনি আমার সেই সংশয় নিবারণ করুন ; কারণ, আপনিই আমাদের বংশের প্রবর্তক ॥ ১

তাত ! আপনি দুরাত্মা ও দুরাচারী ব্যক্তিগণের কথাবার্তা আলোচনা করিলেন, সেইজন্য আমি আপনাকে কিছু নিবেদন করিব ॥ ২

আপনি আমাকে এরূপ কোন উপায় বলুন, যাহা আমাদের এই রাজতন্ত্রের পক্ষে হিতকর, কুলের পক্ষে সুখদায়ক, বর্তমান ও ভবিষ্যতেও কল্যাণ বৃদ্ধিকারী, পুত্র পৌত্র পরম্পরাক্রমে প্রীতিপদ রাষ্ট্রের উন্নতিকারক এবং অন্ন, জল ও শরীরের পক্ষে লাভজনক হইবে ॥ ৩-৪

যে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া দেশে মিত্রগণে পরিবৃত থাকেন এবং যিনি হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের দ্বারাও পরিবেষ্টিত থাকেন, তিনি কিভাবে নিজের প্রজাদিগের অনুরঞ্জন করেন ? ৫

যিনি অসদ্ বস্তুসমূহ সংগ্রহ করিতে অনুরক্ত থাকেন, স্নেহ ও রাগের বশীভূত, ইন্দ্রিয়সকলের উপর স্ব-শক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য না থাকায় সজ্জন হইতে চেষ্টা করেন না, সেই রাজার উত্তম কুলোৎপন্ন সমস্ত সেবকগণও বিপরীত গুণবান্ হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সেবকগণকে রাখিবার ফল যে, ধনের বৃদ্ধি প্রভৃতি, তাহা হইতেও রাজা সর্বথা বঞ্চিত হইয়া যান ॥৬-৭

আমার এই সংশয় নিবারণ করত আপনি দুর্বোধ রাজধর্মসমূহ বর্ণন করুন, কারণ, আপনি বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসদৃশ ॥ ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমাদের বংশের হিতসাধনে নিরত আপনিও আমাকে তাদৃশ উপদেশ দান করিতে সমর্থ। দ্বিতীয়তঃ আমাদের হিতৈষী মহাজ্ঞানী বিদুরও আমাদিগকে সর্বদা সদুপদেশ দিয়া থাকেন ॥ ৯

আপনার নিকট হইতে কুলের পক্ষে হিতকর ও রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকারী উপদেশ শ্রবণ করত আমি অক্ষয় অমৃতে তৃপ্ত হওয়ার ন্যায় সুখে নিদ্রা যাইব ॥ ১০

কিরূপ সর্বগুণসম্পন্ন সেবকগণ রাজার নিকটে অবস্থান করে এবং কোন কুলে উৎপন্ন কীদৃশ সৈন্যবৃন্দের সহিত রাজার যুদ্ধযাত্রা করা উচিত ? ১১

ভৃত্যহীন একাকী রাজা রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন না ; কারণ, উত্তমকুলে উৎপন্ন সকল লোক এই রাজ্য অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১২

ভীষ্ম উবাচ।

ন চ প্রশাস্তুং রাজ্যং হি শক্যমেকেন ভারত।
অসহায়বতা তাত নৈবার্থাঃ কেচিদপ্যত॥ ১৩
লব্ধুং লব্ধা হ্যপি সদা রক্ষিতুং ভরতর্ষভ।
যস্য ভৃত্যজনঃ সর্ব্বো জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদঃ॥ ১৪
হিতৈষী কুলজঃ স্নিগ্ধঃ স রাজ্যফলমশ্নুতে॥ ১৫
মন্ত্রিণো যস্য কুলজা অসংহার্য্যাঃ সহোষিতাঃ।
নৃপতের্মতিদাঃ সন্তঃ সম্বন্ধজ্ঞানকোবিদাঃ॥ ১৬
অনাগতবিধাতারঃ কালজ্ঞানবিশারদাঃ।
অতিক্রান্তমশোচন্তঃ স রাজ্যফলমশ্নুতে॥ ১৭
সমদুঃখসুখা যস্য সহায়াঃ প্রিয়কারিণঃ।
অর্থচিন্তাপরাঃ সত্যাঃ স রাজ্যফলমশ্নুতে॥ ৮
যস্য নার্ত্তো জনপদঃ সংনিকর্ষগতঃ সদা।
অক্ষুদ্রঃ সৎপথালম্বী স রাজা রাজ্যভাগ্ ভবেৎ॥১৯
কোশাখ্যপটলং যস্য কোশবৃদ্ধিকরৈর্নরৈঃ।
আপ্তৈস্তুষ্টৈশ্চ সততং চীয়তে স নৃপোত্তমঃ॥ ২০
কোষ্ঠাগারমসংহার্য্যৈরাপ্তৈঃ সঞ্চয়তৎপরৈঃ।
পাত্রভূতৈরলুব্ধৈশ্চ পাল্যমানং গুণী ভবেৎ॥ ২১
ব্যবহারশ্চ নগরে যস্য কর্ম্মফলোদয়ঃ।
দৃশ্যতে শঙ্খলিখিতঃ স ধর্ম্মফলভাঙ্ নৃপঃ॥ ২২
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ যো রাজা রাজধর্ম্মবিৎ।
ষড়্বর্গং প্রতিগৃহ্ণাতি স ধর্ম্মফলমশ্নুতে॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বণি
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—তাত ভরতনন্দন। কেহই সহায়কগণ না থাকিলে রাজ্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হন না। কেবল রাজ্য কেন? সহায়কগণ না থাকিলে কাহার কোনরূপ অর্থপ্রাপ্তিও হয় না। যদি বা প্রাপ্তি হয়, কিন্তু উহা রক্ষা করা সর্ব্বথা অসম্ভব হইয়া পড়ে (অতএব সেবক বা সহায়কগণের অবশ্যই প্রয়োজন আছে)। যাঁহার সমস্ত সেবক জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, হিতৈষী, সৎকুলজাত এবং স্নেহপ্রবণ, সেই রাজার রাজ্যফল ভোগ হইয়া থাকে॥১৩-১৫

যাঁহার মন্ত্রিগণ সদ্বংশজাত, ধনলোভে বিভেদগ্রস্ত হন না, উত্তম বুদ্ধিদাতা, সৎপুরুষ, সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন, ভবিষ্যৎ কালের উত্তম পরিকল্পনা রচয়িতা, সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং অতীত-বিষয় লইয়া শোকপ্রকাশ করেন না, সেই রাজাই রাজ্যের ফলভোগ করিয়া থাকেন॥ ১৬-১৭

যে সহায়কগণ রাজার সুখে নিজের সুখ এবং তাঁহার দুঃখে নিজের দুঃখ বলিয়া মনে করেন, সর্ব্বদা রাজার প্রিয়কারী, রাজার কিভাবে ধনবৃদ্ধি হয়, সেই চিন্তায় আবিষ্ট এবং সত্যাশ্রয়ী সেই রাজা রাজ্যের ফলভোগ করেন॥ ১৮

যাঁহার দেশ উৎপীড়িত হয় না এবং সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী থাকে, যিনি স্বয়ং নীচমনা না হইয়া সদা সৎপথ অবলম্বন করেন, সেই রাজা রাজ্যের ফলভোগ করেন॥ ১৯

বিশ্বাসপাত্র, সন্তুষ্ট ও কোষবৃদ্ধি করিতে সতত সচেষ্ট কোষ-গ্রাহক মনুষ্যগণকর্ত্তৃক যাঁহার কোষ (ধনাগার) সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তিনি নৃপসকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ২০

লোভবশতঃ যাঁহারা বিভেদগ্রস্ত হন না, সেরূপ বিশ্বাসভাজন, ধনাদি সঞ্চয়নিপুণ, সৎপাত্র এবং নির্লোভ মনুষ্যগণ যদি অন্নাদি ভাণ্ডার রক্ষায় তৎপর থাকেন, তবে তাঁহার বিশেষ উন্নতি হয়॥২১

যাঁহার নগরে কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্তি প্রতিপাদনকারী শঙ্খ-লিখিত মুনিকর্ত্তৃক বিরচিত ন্যায় ব্যবহার প্রতিপালিত হয়, সেই রাজা ধর্ম্মের ফলভাগী হইয়া থাকেন॥ ২২

যে রাজা রাজধর্ম্ম জানেন, নিজের রাজনীতিতে উত্তম মনুষ্যগণকে সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখেন এবং সময় অনুসারে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব এবং সমাশ্রয়নামক ছয়টি গুণ ব্যবহার করেন, তিনি ধর্ম্মের ফলভাগী হন॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সজ্জনানাং চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপেণ মহর্ষি-সারমেয়বৃত্তান্তবর্ণনম্

যুধিষ্ঠির উবাচ।
(ন সন্তি কুলজা যত্র সহায়াঃ পার্থিবস্য তু।
অকুলীনাশ্চ কর্তব্যা ন বা ভরতসত্তম ॥)
ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্
নিদর্শনং পরং লোকে সজ্জনাচরিতে সদা ॥ ১
অস্যৈবার্থস্য সদৃশং যচ্ছ্রুতং মে তপোবনে।
জামদগ্ন্যস্য রামস্য যদুক্তমৃষিসত্তমৈঃ ॥ ২
বনে মহতি কস্মিংশ্চিদমনুষ্যনিষেবিতে।
ঋষির্মূলফলাহারো নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩
দীক্ষাদমপরঃ শান্তঃ স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ।
উপবাসবিশুদ্ধাত্মা সততং সত্ত্বমাস্থিতঃ ॥ ৪
তস্য সংদৃশ্য সদ্ভাবমুপবিষ্টস্য ধীমতঃ।
সর্বে সত্ত্বাঃ সমীপস্থা ভবন্তি বনচারিণঃ ॥ ৫
সিংহ ব্যাঘ্রগণাঃ ক্রূরা মত্তাশ্চৈব মহাগজাঃ।
দ্বীপিনঃ খড়্গ-ভল্লুকা যে চান্যে ভীমদর্শনাঃ ॥ ৬
তে সুখপ্রশ্নদাঃ সর্বে ভবন্তি ক্ষতজাশনাঃ।
তস্যর্ষেঃ শিষ্যবচ্চৈব ন্যগ্ভূতাঃ প্রিয়কারিণঃ ॥৭
দত্ত্বা চ তে সুখপ্রশ্নং সর্বে যান্তি যথাগতম্।
গ্রাম্যস্ত্বেকঃ পশুস্তত্র নাজহাৎ স মহামুনিম্ ॥ ৮
ভক্তোঽনুরক্তঃ সততমুপবাসকৃশোঽবলঃ।
ফলমূলোদকাহারঃ শান্তঃ শিষ্টাকৃতির্যথা ॥ ৯
তস্যর্ষেরুপবিষ্টস্য পাদমূলে মহামতে।
মনুষ্যবদ্গতো ভাবো স্নেহবদ্ধোঽভবদ্ ভৃশম্ ॥ ১০

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

[সজ্জনগণের চরিত্রবিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে এক মহর্ষি ও কুকুরের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যেস্থলে রাজার নিকট উত্তমকুলোৎপন্ন সহায়কগণ নাই, সেস্থলে নীচকুলোৎপন্ন মনুষ্যগণকে সহায়ক করিতে পারা যায় কি না? :)

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরাবিদ্গণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ প্রদান করেন, যাহা জগতে সৎপুরুষসকলের আচরণসম্বন্ধে সর্ব্বদা উত্তম আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ১

আমি এই বিষয়ে তপোবনে অনুরূপ এক বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, যাহা শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ জমদগ্নিনন্দন পরশুরামকে বলিয়াছিলেন ॥ ২

কোন এক বিশাল নির্জন বনে ফলমূল আহার করত অবস্থানকারী নিয়মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি বাস করিতেছিলেন ॥ ৩

তিনি উত্তম ব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করত ইন্দ্রিয়সংযম ও মনোনিগ্রহ করিতে করিতে প্রতিদিন পবিত্রভাবে বেদশাস্ত্রের স্বাধ্যায় করিতে লাগিলেন। উপবাসে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি সতত সত্ত্বগুণে অবস্থিত ছিলেন ॥ ৪

একদিন কোন একস্থানে উপবিষ্ট সেই বুদ্ধিমান্ মহর্ষির সদ্ভাব দেখিয়া সমস্ত বনচারী জীব-জন্তু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫

ক্রূরস্বভাব সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ, মদমত্ত বিশাল বহু হস্তী, চিতাবাঘ, গণ্ডার, ভল্লুক এবং আরও অন্যান্য দেখিতে ভয়ঙ্কর প্রাণীরা সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬

যদিও ইহারা সকলেই দলকে দল মাংসাহারী হিংস্র প্রাণী ছিল, তথাপি তাহারা সেই ঋষির শিষ্যের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তাঁহার সুখ ও স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে থাকিল ॥ ৭

এই সব জীব-জন্তু ঋষিকে তাঁহার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে চলিয়া যাইল। কিন্তু এক গ্রামজাত কুকুর সেই মহামুনিকে ত্যাগ করিয়া গমন করিল না ॥ ৮

সে এই মহামুনির ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল এবং উপবাস করিতে থাকায় দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়া যাইল। সে-ও ফল-মূল এবং জল আহার করিত, মনকে সংযত করিয়া রাখিত এবং সৎপুরুষের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে লাগিল ॥ ৯

মহামতি যুধিষ্ঠির! সেই মহর্ষির চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট সেই কুকুরের মনে মনুষ্যের ন্যায় ভাব (স্নেহ) উৎপন্ন হইল। সে মহর্ষির প্রতি অত্যন্ত স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পড়িল॥ ১০

নির্ভয় অবস্থায় স্থাপিত ক'র্‌বো। মহাসাগরে মজ্জমান লোক ও বেদ সকলকে রক্ষা কর্‌বো, হেমকূট পর্ব্বতের ন্যায় কচ্ছপদেহ ধারণ ক'রে অমৃতমন্থন কালে মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠদেশে ধারণ ক'র্‌বো। বরাহরূপ ধারণ করত পৃথিবীকে উদ্ধার ও হিরণ্যাক্ষকে বধ কর্‌বো। অনন্তর নরসিংহমূর্ত্তি ধ'রে দিতি-নন্দন হিরণ্যকশিপুকে সংহার ক'রবো। বিরোচনপুত্র বলি দেবগণকে জয় ক'রে রাজা হ'লে তার যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক তিনপাদ ভূমি ছলে সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'রে ইন্দ্রকে দিব। ত্রেতাযুগে পরশুরামরূপ ধারণ ক'রে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল ক'র্‌বো। ত্রেতাযুগে রামরূপ ধারণ করত বানরগণ সহায়ে সীতা হরণকারী রাবণকে সবংশে নিধন ক'র্‌বো। অনন্তর দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে কংসকেশী কালাসুর মহাদৈত্য অরিষ্টাসুর চানুর মুষ্টিক প্রলম্ব আদি অসুরগণকে সংহার কর্‌বো। ব্রজে কালীয়দমন গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি বহু লীলা করত মথুরায় কংশকে বিনাশকরণান্তর দ্বারকায় বাস ক'র্‌বো। নরকাসুর বধান্তে কৃকলাস যোনি হ'তে অভিশপ্ত নৃগরাজাকে উদ্ধার ক'র্‌বে। অনিরুদ্ধের জন্য শোণিত পুরে গিয়ে সসৈন্য বাণাসুর ও ভগবান্ শঙ্কর ও কার্ত্তিকেয়কে পরাজিত ক'র্‌বো। ইতিপূর্ব্বে মথুরা হ'তেই কালযবণকে সংহার ক'র্‌বো। জারাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি রাজা-গণকে বিনাশ ক'রে রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্বরাজ্যে স্থাপন ক'র্‌বো। অনন্তর যদু বংশকে সংহার করত স্বধামে গমন কর্‌বো। যখন যখন বেদশ্রুতি নষ্ট হ'য়েছে, তখন তখন অবতার মূর্ত্তি ধারণ ক'রে পুনরায় তা প্রকাশ করি। আমি প্রথম সত্যযুগে বেদের সহিত শ্রুতিকে প্রকট ক'রেছিলাম। অদ্যাবধি আমার যে সমস্ত অবতার হ'য়েছে, তুমি পুরাণে তা শুনেছো আমরা উত্তম উত্তম অবতার সকল প্রাদুর্ভূত হ'য়ে গেছে। এই অবতার সকল লোকের হিতকর কার্য্য ক'রে আমার মূল স্বরূপে মিশে গেছে। আমার প্রতি অনন্য ভক্তির জন্য

।৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কার মঠ

১১।৩।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান্ রুদ্রদেবকে ব'লেছিলেন—হে সাধুশিরোমণি! সেই বিরাট্ পুরুষ যেরূপ সনাতন অধিকারী অবিনাশী অপ্রমেয় এবং সর্ব্বব্যাপী আমি তা ব'ল্‌ছি। তুমি বা আমি অথবা অন্য কেহই সেই নির্গুণ সগুণ বিশ্বাত্মা পুরুষকে এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখ্‌তে সমর্থ হয় না, তিনি জ্ঞানদৃষ্টি বলে স্মৃত হন। তিনি স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ তিন দেহরহিত হ'য়েও সকলের শরীরে নিবাস করেন এবং সেই শরীর সকলে নিবাস করেও কখনও তাদের কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন্ না। তিনি তোমার আমার এবং অন্য দেহধারী জীবগণের অন্তরাত্মা সকলের সাক্ষী পুরুষোত্তম কখন কারও দ্বারা গ্রাহ্য নন, সম্পূর্ণ বিশ্বই তাঁর মস্তক বাহু চরণ নয়ন এবং নাসিকা। স্বচ্ছন্দ বিহারকারী একমাত্র পুরুষোত্তম সমুদয় ক্ষেত্রে সুখে বিচরণ করেন। সেই

১২শ বর্ষ, আশ্বিনমাস, ১৩৮০] চতুর্থসংখ্যা – বামনপার্শ্বীয়া যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্
শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মাধ্যক্ষ :—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এস, ডি.পি.এইচ.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ (লণ্ডন)
কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পাদক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড,
কলিকাতা—৩৫

ততোঽভ্যয়াম্মহাবীর্য্যো দ্বীপী ক্ষতজভোজনঃ।
স্বার্থমত্যন্তসন্তুষ্টঃ ক্রূরকাল ইবান্তকঃ ॥ ১১
লেলিহ্যমানস্তৃষিতঃ পুচ্ছাস্ফোটনতৎপরঃ।
ব্যাদিতাস্যঃ ক্ষুধাভুগ্নঃ প্রার্থয়ানস্তদামিষম্ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা তং ক্রূরমায়ান্তং জীবিতার্থী নরাধিপ।
প্রোবাচ শ্বা মুনিং তত্র তচ্ছৃণুষ্ব বিশাম্পতে ॥ ১৩
শ্বশত্রুর্ভগবন্নেষ দ্বীপী মাং হন্তুমিচ্ছতি।
ত্বৎপ্রসাদাদ্ ভয়ং ন স্যাদস্মান্মম মহামুনে ॥ ১৪
তথা কুরু মহাবাহো সর্বজ্ঞস্ত্বং ন সংশয়ঃ :
স মুনিস্তস্য বিজ্ঞায় ভাবজ্ঞো ভয়কারণম্।
রুতজ্ঞঃ সর্বসত্ত্বানাং তমৈশ্বর্য্যসমন্বিতঃ ॥১৫

মুনিরুবাচ :

ন ভয়ং দ্বীপিনঃ কার্য্যং মৃত্যুতস্তে কথঞ্চন।
এষ শ্বরূপরহিতো দ্বীপী ভবসি পুত্রক ॥ ১৬
ততঃ শ্বা দ্বীপিতাং নীতো জাম্বূনদনিভাকৃতিঃ।
চিত্রাঙ্গো বিস্ফুরদ্দংষ্ট্রো বনে বসতি নির্ভয়ঃ ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা সম্মুখে দ্বীপী আত্মনঃ সদৃশং পশুম্।
অবিরুদ্ধস্তস্তস্য ক্ষণেন সমপদ্যত ॥ ১৮
ততোঽভ্যয়াম্মহারৌদ্রো ব্যাদিতাস্যঃ ক্ষুধান্বিতঃ।
দ্বীপিনং লেলিহদ্ বক্ত্রো ব্যাঘ্রো রুধিরলালসঃ ১৯
ব্যাঘ্রং দৃষ্ট্বা ক্ষুধাভুগ্নং দংষ্ট্রিণং বনগোচরম্।
দ্বীপী জীবিতরক্ষার্থমৃষিং শরণমেয়িবান্ ॥ ২০
সংবাসজং পরং স্নেহমৃষিণা কুর্বতা তদা।
স দ্বীপী ব্যাঘ্রতাং নীতো রিপূণাং বলবত্তরঃ ॥ ২১
ততো দৃষ্ট্বা স শার্দুলো নাহনৎ তং বিশাম্পতে।
স তু শ্বা ব্যাঘ্রতাং প্রাপ্য বলবান্ পিশিতাশনঃ ॥ ২২

তদনন্তর একদিন কোন মহাবল রক্তভোজী চিতাবাঘ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই কুকুরটি ধরিবার জন্য ক্রূর কাল এবং যমরাজের ন্যায় সেস্থানে আসিল ॥ ১১

সে বারংবার নিজের দুই ওষ্ঠপ্রান্ত জিহ্বার দ্বারা চাটিতে লাগিল এবং পুচ্ছের শব্দ করিতে আরম্ভ করিল এবং তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই ব্যাঘ্র নিজের মুখ তখন বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল এবং সে কুকুরের মাংস ভোজন করিবার জন্য বাসনা করিতে লাগিল ॥ ১২

প্রজানাথ! নরেশ্বর! সেই ক্রূর চিতাবাঘকে আসিতে দেখিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে অভিলাষী কুকুর মুনিকে যাহা কিছু বলিয়াছিল, সেই সমস্ত শ্রবণ কর ॥ ১৩

ভগবন্! এই চিতাবাঘ সকলের শত্রু এবং আমাকে বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। মহামুনে! মহাবাহো! আপনি এরূপ করুন, যাহাতে আপনার কৃপায় এই চিতাবাঘ হইতে আমার কোন ভয় না হয়! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। (অতএব আমার প্রার্থনা শ্রবণ করত উহা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।) ॥ ১৪½

সেই সিদ্ধির ঐশ্বর্য্যশালী মুনি সকলের মনের ভাব জানিতে পারিতেন এবং সকল জীবেরই ভাষা বুঝিতে পারিতেন। তিনি কুকুরের ভয়ের কারণ জানিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৫

মুনি বলিলেন,—পুত্র! নিজেরই পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ এই চিতাবাঘকে তুমি কোনরূপ ভয় করিও না। তুমি বর্ত্তমানে কুকুররূপরহিত হইয়া চিতাবাঘ হও ॥ ১৬

তদনন্তর মুনি কুকুরকে চিতাবাঘ করিয়া দিলেন। তাহার আকৃতি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে নানারূপ চিত্র দেখা যাইল এবং বড় বড় দাঁতগুলি প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। সে তখন নির্ভয় হইয়া বনে বাস করিতে থাকিল ॥ ১৭

তারপর চিতাবাঘ যখন দেখিল, তাহার সম্মুখে তাহারই ন্যায় একটি জীব অবস্থিত, তখন তাহার বিরোধী ভাব ক্ষণকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১৮

তদনন্তর অন্য একদিন মহাভয়ঙ্কর অপর একটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্র তাহার রক্তপান করিবার ইচ্ছায় মুখবিস্তার করত নিজের দুই ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে সেই চিতাবাঘের পশ্চাদ্ধাবন করিল ॥ ১৯

দন্তযুক্ত বনচারী ব্যাঘ্রকে ক্ষুধায় কুটিলভাব ধারণ করিতে দেখিয়া সেই চিতাবাঘ (কুকুর হইতে ঋষির কৃপায় চিতাবাঘে পরিণত) নিজের জীবন রক্ষার জন্য পুনরায় ঋষির শরণ গ্রহণ করিল ॥ ২০

তখন সহবাসজনিত উত্তম স্নেহনির্ব্বাহ করিতে করিতে মহর্ষি সেই চিতাবাঘকে ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। এই ব্যাঘ্র নিজের শত্রুর পক্ষে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল ॥ ২১

প্রজানাথ! তদনন্তর সেই ব্যাঘ্র তাহাকে নিজের সমান রূপবিশিষ্ট দেখিয়া বধ করিল না। অন্যদিকে সেই কুকুর ঋষির করুণায় বলবান্ ব্যাঘ্র হইয়া মাংস আহার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২২

ন মূল-ফলভোগেষু স্পৃহামপ্যকরোৎ তদা।
যথা মৃগপতির্নিত্যং প্রকাঙ্‌ক্ষতি বনৌকসঃ।
তথৈব স মহারাজ ব্যাঘ্রঃ সমভবৎ তদা॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৬

মহারাজ! এখন ত' তাহার ফলমূল খাইবার কোন ইচ্ছাই জাগরিত হয় না। যেরূপ বনরাজ সিংহ প্রতিদিন জন্তুগণের মাংস খাইতে অভিলাষ করে, সেইরূপ এই ব্যাঘ্রও সেই সময় মাংসভোজী হইয়া উঠিল॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্বযোনিতঃ শরভযোনিং গতস্য সারমেয়স্য মহর্ষি শাপেন পুনঃ কুকুরযোনৌ প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
ব্যাঘ্রশ্চোটজমূলস্থস্তৃপ্তঃ সুপ্তো হতৈর্মৃগৈঃ।
নাগশ্চাগাৎ তমুদ্দেশং মত্তো মেঘ ইবোদ্ধতঃ॥ ১
প্রভিন্নকরটঃ প্রাংশুঃ পদ্মী বিততকুম্ভকঃ।
সুবিষাণো মহাকায়ো মেঘগম্ভীরনিঃস্বনঃ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা কুঞ্জরং মত্তমায়ান্তং বলগর্বিতম্।
ব্যাঘ্রো হস্তিভয়াৎ ত্রস্তস্তমৃষিং শরণং যযৌ॥ ৩
ততোঽনয়ৎ কুঞ্জরত্বং ব্যাঘ্রং তমৃষিসত্তমঃ।
মহামেঘনিভং দৃষ্ট্বা স ভীতো হ্যভবদ্ গজঃ॥৪

ততঃ কমলষণ্ডানি শল্লকীগহনানি চ।
ব্যচরৎ স মুদাযুক্তঃ পদ্মরেণুবিভূষিতঃ॥ ৫
কদাচিদ্ ভ্রমমাণস্য হস্তিনঃ সম্মুখং তদা।
ঋষেস্তস্যোটজস্থস্য কালোঽগচ্ছন্নিশানিশম্॥ ৬
অথাজগাম তং দেশং কেশরী কেশরারুণঃ।
গিরিকন্দরজো ভীমঃ সিংহো নাগকুলান্তকঃ॥ ৭
তং দৃষ্ট্বা সিংহমায়ান্তং নাগঃ সিংহভয়ার্দিতঃ।
ঋষিং শরণমাপেদে বেপমানো ভয়াতুরঃ॥ ৮
স ততঃ সিংহতাং নীতো নাগেন্দ্রো মুনিনা তদা।
বন্যং নাগণয়ৎ সিংহং তুল্যজাতিসমন্বয়াৎ॥ ৯

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

[কুকুর হইতে শরভযোনিতে গমন করত পুনরায় ঋষিশাপে কুকুরযোনিতে প্রত্যাবর্ত্তন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই ব্যাঘ্র (ঋষির কৃপায় কুকুর-যোনি হইতে ব্যাঘ্র-যোনিতে উপনীত) নিজের দ্বারা নিহত মৃগগণের মাংস ভক্ষণ করত তৃপ্ত হইয়া মহর্ষির কুটীরের পার্শ্বেই শয়ন করিত। এই সময়ে সেস্থানে উচ্চ হইয়া উত্থিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের এক মদোন্মত্ত হাতী আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ১

তাহার গণ্ডস্থল হইতে মদধারা নিঃসৃত হইতেছিল এবং কুম্ভস্থল অতিশয় বিস্তৃত ছিল। তাহার উপরে পদ্মের চিহ্ন ছিল ও দন্তগুলি সুন্দর ছিল। এই বিশাল দেহ উচ্চ হস্তী মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করিতে লাগিল॥ ২

সেই বলগর্বিত মদমত্ত গজরাজকে আসিতে দেখিয়া সেই ব্যাঘ্র হস্তিভয়ে পুনরায় ঋষির শরণ গ্রহণ করিল॥ ৩

তখন সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ঐ ব্যাঘ্রকে হাতী করিয়া দিলেন। সেই মহামেঘসদৃশ বিশাল হাতীকে দেখিয়া বনজাত পূর্ব্ব হাতী ভীত হইয়া পলায়ন করিল॥ ৪

তদনন্তর সেই হাতী কমলসকলের পরাগে বিভূষিত ও আনন্দিত হইয়া পদ্মবনে এবং শল্লকী লতাসকলের উপবনে বিচরণ করিতে লাগিল॥ ৫

কখনও কখনও আশ্রমবাসী ঋষির সম্মুখেও বিচরণ করিতে থাকিল। এইভাবে তাহার রাত্রির বহুলাংশই অতিবাহিত হইল॥ ৬

তদনন্তর সেই প্রদেশে একটি কেশরযুক্ত সিংহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সিংহের কেশরসমূহের বর্ণ ঈষৎ রক্তিম ছিল। পর্ব্বত-গুহায় উৎপন্ন সেই ভয়ানক সিংহ গজবংশবিনাশী কালসদৃশ ছিল॥ ৭

সেই সিংহকে আসিতে দেখিয়া উক্ত হস্তী তাহার ভয়ে পীড়িত এবং ভয়বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিল এবং ঋষির শরণ গ্রহণ করিল॥ ৮

তখন মুনি সেই গজরাজকে সিংহ করিয়া দিলেন। তখন সে

দৃষ্ট্বা চ সোঽভবৎ সিংহো বন্যো ভয়সমন্বিতঃ ।
স চাশ্রমেঽবসৎ সিংহস্তস্মিন্নেব মহাবনে ॥ ১০
তস্ময়াৎ পশবো নান্যে তপোবনসমীপতঃ ।
ব্যদৃশ্যন্ত তদা ত্রস্তা জীবিতাকাঙ্ক্ষিণস্তথা ॥ ১১
কদাচিৎ কালযোগেন সর্বপ্রাণিবিহিংসকঃ ।
বলবান্ ক্ষতজাহারো নানাসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥ ১২
অষ্টপাদূর্ধ্বনয়নঃ শরভো বনগোচরঃ ।
তং সিংহং হন্তুমাগচ্ছন্মুনেস্তস্য নিবেশনম্ ॥১৩
(তং দৃষ্ট্বা শরভং যান্তং সিংহঃ পরভয়াতুরঃ ।
ঋষিং শরণমাপেদে বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥)
তং মুনিঃ শরভং চক্রে বলোৎকটমরিন্দম ।
ততঃ স শরভো বন্যো মুনেঃ শরভমগ্রতঃ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা বলিনমত্যুগ্রং দ্রুতং সম্প্রাদ্রবদ্ বনাৎ ।
স এবং শরভস্থানে সংস্থতো মুনিনা তদা ॥ ১৫

নিজের সমান জাতি বলিয়া বনজাত সেই সিংহকে কোনরূপ গণ্যই করিল না ॥ ৯

উহা দেখিয়া বনজাত সিংহ নিজেই ভীত হইয়া পড়িল। তারপর সেই সিংহরূপধারী কুকুর মহাবনে সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিল ॥ ১০

তাহার ভয়ে বনের অন্য সব পশুরা ভীত হইয়া উঠিল এবং নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তপোবনের সমীপে কখনও দেখা দিত না ॥ ১১

তদনন্তর কালক্রমে সেস্থানে সমস্ত বনবাসী প্রাণীর হিংসক বলবান্ এক শরভ আসিয়া উপস্থিত হইল। রক্তপানকারী এই জন্তুর আটটি পদ ও উপরের দিকে নেত্র ছিল এবং বনজাত নানাপ্রকার জন্তুগণের মনে ভয় উৎপাদন করিতেছিল। সে সেই সিংহকে বধ করিবার জন্য ঋষির আশ্রমসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১২-১৩

(এই শরভকে আসিতে দেখিয়া সিংহ অত্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল-চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋষির শরণ গ্রহণ করিল।)

শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তখন সেই মুনি তাহাকে বলোন্মত্ত শরভ করিয়া দিলেন। তখন বনজাত সেই শরভ মুনিসৃষ্ট অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বলবান্ শরভকে সম্মুখে দেখিয়া ভীত মনে অতিদ্রুত সেই বন হইতে পলায়ন করিল ॥ ১৪২

এইভাবে সেই মুনি উক্ত কুকুরকে সেই সময় শরভের স্থানে

মুনেঃ পার্শ্বগতো নিত্যং শরভঃ সুখমাপ্তবান্ ।
ততঃ শরভসন্ত্রস্তাঃ সর্বে মৃগগণাস্তদা ॥ ১৬
দিশঃ সম্প্রাদ্রবন্ রাজন্ ভয়াজ্জীবিতকাঙ্ক্ষিণঃ ।
শরভোঽপ্যতিসংহৃষ্টো নিত্যং প্রাণিবধে রতঃ ॥ ১৭
ফলমূলাশনং কর্তুং নৈচ্ছৎ স পিশিতাশনঃ ।
ততো রুধিরবর্ষেণ বলিনা শরভোঽন্বিতঃ ॥ ১৮
ইয়েষ তং মুনিং হন্তুমকৃতজ্ঞঃ শ্বযোনিজঃ ।
(চিন্তয়ামাস চ তদা শরভঃ শ্বানপূর্বকঃ ।
অস্য প্রভাবাৎ সম্প্রাপ্তো বাঙ্মাত্রেণ তু কেবলম্ ॥
শরভত্বং সুদুষ্প্রাপং সর্বভূতভয়ঙ্করম্ ।
অন্যেঽপ্যত্র ভয়ত্রস্তাঃ সন্তি হস্তিভয়ার্দিতাঃ ॥
মুনিমাশ্রিত্য জীবন্তো মৃগাঃ পক্ষিগণাস্তথা ।
তেষামপি কদাচিচ্চ শরভত্বং প্রযচ্ছতি ॥

প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন। এই শরভ প্রতিদিন মুনির নিকটে সুখে বাস করিতে লাগিল ॥ ১৫২

রাজন্! এই শরভ হইতে ভীত বনের সকল পশুই নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য ভয়বশতঃ চারিদিকে পলাইয়া যাইল ১৬২

শরভও অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা প্রাণিগণকে বধ করিবার কার্য্যে নিরত রহিল। সেই মাংসভোজী জীব ফল-মূল খাইবার আর বাসনা করিল না ॥ ১৭২

তদনন্তর কুকুর জাতি হইতে ক্রমানুসারে শরভে পরিণত এই অকৃতজ্ঞ পশু একদিন প্রবল রক্তের পিপাসায় পীড়িত হইয়া সেই মুনিকেই বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইল ॥ ১৮২

(পূর্ব্বে যে কুকুর ছিল এবং পরে যে শরভ হইয়াছে, সেই পশু চিন্তা করিতে লাগিল যে, এই মহর্ষির প্রভাবে ইনি কেবল বাক্যের দ্বারা বলিবামাত্রই আমি অতিশয় দুর্লভ শরভ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শরভ সমস্ত প্রাণিগণের পক্ষেই ভয়ঙ্কর।

এই মুনীশ্বরের শরণ গ্রহণ করিয়া আরও বহু মৃগ ও পক্ষী বাস করিতেছে, তাহারা হাতী ও অন্য ভয়ানক জন্তুগণের দ্বারা ভীত হইয়া বাস করে। যদি সম্ভব হয়, তবে এই মুনি যদি কোনদিন তাহাদিগকে তাদৃশ শরভ হইবার বর দান করেন, যাহার মধ্যে জগতের সকল প্রাণিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ বল প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে পক্ষিগণকে গরুড়ের বল দান করিতে পারেন। অতএব দয়ায় বশীভূত হইয়া এই মুনি যতক্ষণ

সর্বসত্ত্বোত্তমং লোকে বলং যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ।
পক্ষিণামপ্যয়ং দদ্যাৎ কদাচিদ্ গারুড়ং বলম ॥
যাবদন্যস্য সম্প্রীতঃ কারুণ্যঞ্চ সমাশ্রিতঃ ।
ন দদাতি বলং তুষ্টঃ সত্ত্বস্যান্যস্য কস্যচিৎ ॥
তাবদেনমহং বিপ্রং বধিষ্যামি চ শীঘ্রতঃ ।
স্থাতুং ময়া শক্যমিহ মুনিঘাতান্ন সংশয়ঃ ॥)
ততস্তেন তপঃ শক্ত্যা বিদিতো জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ১৯

বিজ্ঞায় স মহাপ্রাজ্ঞো মুনিঃ শ্বানং তমুক্তবান্ ।
শ্বা ত্বং দ্বীপিত্বমাপন্নো দ্বীপী ব্যাঘ্রত্বমাগতঃ ॥ ১০
ব্যাঘ্রান্নাগো মদপটুর্নাগঃ সিংহত্বমাগতঃ ।

না এতাদৃশ বল অন্ত কাহার উপরে স্থাপিত করেন, সেই সময়ের মধ্যেই আমি এই ব্রহ্মর্ষিকে সংহার করিব। মুনি নিহত হইলে পর আমি এস্থানে নিরুদ্বেগে বাস করিতে পারিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।)

জ্ঞাননেত্রসম্পন্ন সেই মুনীশ্বর নিজের তপঃশক্তির প্রভাবে শরভের সেই মনোভাবের কথা জানিতে পারিলেন। উহা জানিয়াই সেই মহাজ্ঞানী মুনি কুকুরকে বলিলেন ॥ ১৯২

অরে ! তুমি ত' পূর্ব্বে কুকুর ছিলে, তারপর আমি তোমাকে চিতাবাঘ করি, তারপর সেই চিতা হইতে ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র হইতে মদোন্মত্ত হস্তী, হস্তী হইতে সিংহ-যোনিতে আসিয়াছ

সিংহস্ত্বং বলমাপন্নো ভূয়ঃ শরভতাং গতঃ ॥ ২১
ময়া স্নেহপরীতেন বিসৃষ্টো ন কুলান্বয়ঃ ।
যস্মাদেবমপাপং মাং পাপ হিংসিতুমিচ্ছসি ।
তস্মাৎ স্বযোনিমাপন্নঃ শ্বৈব ত্বং হি ভবিষ্যসি ॥ ২২
ততো মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্টাত্মা প্রাকৃতোঽবুধঃ ।
ঋষিণা শরভঃ শপ্তস্তদ্রূপং পুনরাপ্তবান্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১১৭

এবং বলবান্ সিংহ হইয়া পরে পুনরায় এই শরভ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ২০-২১

যদিও তুমি নীচকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলে, তথাপি আমি তোমাকে স্নেহবশতঃ পরিত্যাগ করি নাই। রে পাপী কুকুর! তোমার উপর আমার মনে কখনও পাপভাব উদয় হয় নাই, তথাপি তুমি এইরূপে আমাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। অতএব তুমি পুনরায় নিজ যোনিতেই আসিয়া কুকুর হইয়া যাও ॥২২

মহর্ষি এইভাবে শাপ দান করিলে পর সেই মুনিজনদ্রোহী দুষ্টাত্মা নীচ ও মূর্খ শরভ পুনরায় কুকুররূপে পরিণত হইল ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ, তৎসেবক-সচিব-সেনাপতি প্রভৃতীনাম্ উত্তমগুণানাঞ্চ বর্ণনম্, ততো লাভবিষয়নিরূপণঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স শ্বা প্রকৃতিমাপন্নঃ পরং দৈন্যমুপাগতঃ।
ঋষিণা হুঙ্‌কৃতঃ পাপস্তপোবনবহিষ্কৃতঃ॥ ১

এবং রাজ্ঞা মতিমতা বিদিত্বা সত্যশৌচতাম্।
আর্জবং প্রকৃতিং সত্যং শ্রুতং বৃত্তং কুলং দমম্॥ ২

অনুক্রোশং বলং বীর্য্যং প্রভাবং প্রশ্রয়ং ক্ষমাম্।
ভৃত্যা যে যত্র যোগ্যাঃ স্যুস্তত্র স্থাপ্যাঃ সুরক্ষিতাঃ॥৩

নাপরীক্ষ্য মহীপালঃ সচিবং কর্তুমর্হতি।
অকুলাননরাকীর্ণো ন রাজা সুখমেধতে॥ ৪

কুলজঃ প্রাকৃতো রাজ্ঞা স্বকুলীনতয়া সদা।
ন পাপে কুরুতে বুদ্ধিং ভিদ্যমানোঽপ্যনাগসি॥ ৫

অকুলীনস্তু পুরুষঃ প্রাকৃতঃ সাধুসংশ্রয়াৎ।
দুর্লভৈশ্বর্য্যতাং প্রাপ্তো নিন্দিতঃ শত্রুতাং ব্রজেৎ॥৬

কুলীনং শিক্ষিতং প্রাজ্ঞং জ্ঞানবিজ্ঞানপারগম্।
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং সহিষ্ণুং দেশজং তথা॥ ৭

কৃতজ্ঞং বলবন্তঞ্চ ক্ষান্তং দান্তং জিতেন্দ্রিয়ম্।
অলুব্ধং লব্ধসন্তুষ্টং স্বামিমিত্রবুভূষকম্॥ ৮

সচিবং দেশকালজ্ঞং সত্ত্বসংগ্রহণে রতম্।
সততং যুক্তমনসং হিতৈষিণমতন্দ্রিতম্॥ ৯

যুক্তচারং স্ববিষয়ে সন্ধিবিগ্রহকোবিদম্।
রাজ্ঞস্ত্রিবর্গবেত্তারং পৌরজানপদপ্রিয়ম্॥ ১০

খাতকব্যূহতত্ত্বজ্ঞং বলহর্ষণকোবিদম্।
ইঙ্গিতাকারতত্ত্বজ্ঞং যাত্রাজ্ঞানবিশারদম্॥ ১১

অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়।

[রাজা, তাঁহার সেবক সচিব ও সেনাপতি প্রভৃতি এবং উত্তম গুণসকলের বর্ণন ও উহা হইতে লাভের বিষয় নিরূপণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এইরূপে নিজের যোনিতে আসিয়া সেই কুকুর দীনদশা প্রাপ্ত হইল। ঋষি হুঙ্কার দিয়া সেই পাপীকে তপোবন হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন॥১

সেইরূপ বুদ্ধিমান্ রাজার কর্ত্তব্য হইল—প্রথমে নিজের সেবকগণের সত্য, শুদ্ধতা, সরলতা, স্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞান, সদাচার, কুলীনতা, জিতেন্দ্রিয়তা, দয়া, বল, পরাক্রম, প্রভাব, বিনয় এবং ক্ষমা প্রভৃতি গুণসকল পরীক্ষা করিয়া যে সেবক যে কার্য্যের যোগ্য বলিয়া মনে হইবে, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন॥ ২-৩

ভূপতি পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও নিজের মন্ত্রী করিবেন না; কারণ, নীচ কুলে উৎপন্ন মনুষ্যগণের সান্নিধ্যে রাজা কখনও সুখলাভ করিতে পারেন না এবং তাঁহার কোন উন্নতিও হয় না॥ ৪

কুলীন পুরুষ যদি কখনও রাজা কর্তৃক বিনা অপরাধে তিরস্কৃত হন এবং লোকে যদি তাঁহার রাজার সহিত বিচ্ছেদের চেষ্টাও করে, তথাপি তিনি নিজের কুলীনতাবশতঃ রাজার অনিষ্ট করিবার কথা মনেও আনিতে পারেন না॥ ৫

কিন্তু নীচকুলের মানুষ সাধুস্বভাব রাজার আশ্রয় গ্রহণ করত যদিও দুর্লভ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার সুযোগ পায়, তথাপি যদি একবারও রাজা তাহার নিন্দা করেন, তবে সে তাঁহার শত্রু হইয়া যায়॥ ৬

অতএব রাজা তাঁহাকেই মন্ত্রী করিবেন, যিনি কুলীন, সুশিক্ষিত, বিদ্বান্, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী, সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, সহনশীল, স্বদেশবাসী, কৃতজ্ঞ, বলবান্, ক্ষমাশীল, মনকে দমন করিতে সমর্থ, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট, প্রভু ও তাঁহার মিত্রগণের উন্নতিকামী, দেশ কালসম্বন্ধে অভিজ্ঞ, প্রয়োজনীয় বস্তুসকলের সংগ্রহে নিপুণ, সদা মনকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ, প্রভুহিতৈষী, আলস্য-রহিত, নিজ রাজ্যে গুপ্তচর নিয়োগকারী, সন্ধি ও বিগ্রহের (যুদ্ধের) সময় বুঝিতে সমর্থ, রাজার ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উন্নতির উপায়-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, নগর ও গ্রামবাসী সকলের প্রিয়, খাত ও সুরঙ্গনির্ম্মাণ এবং ব্যূহনির্ম্মাণের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, নিজের সৈন্যদের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে প্রবীণ, হাবভাব ও চেষ্টা দেখিয়াই মনের যথার্থ ভাব বুঝিতে সমর্থ, শত্রুদের উপর আক্রমণ করিবার সময় বুঝিতে বিশেষ চতুর, হস্তিশিক্ষায় নিপুণ, অহঙ্কারহীন, নির্ভীক, উদার, সংযমী, বলবান্, উচিত কার্য্যকারী, শুদ্ধ, শুদ্ধ-পুরুষযুক্ত, প্রসন্নমুখ, প্রিয়দর্শন, নেতা, নীতিকুশল, শ্রেষ্ঠ গুণ ও উত্তম চেষ্টাসমূহে সংযুক্ত, ঔদ্ধত্যহীন, বিনয়শীল,

হস্তিশিক্ষাসু তত্ত্বজ্ঞমহঙ্কারবিবর্জিতম্ ।
প্রগল্ভং দক্ষিণং দান্তং বলিনং যুক্তকারিণম্ ॥ ১১
চৌক্ষং চৌক্ষজনাকীর্ণং সুমুখং সুখদর্শনম্ ।
নায়কং নীতিকুশলং গুণচেষ্টাসমন্বিতম্ ॥ ১৩
অস্তব্ধং প্রশ্রিতং শ্লক্ষ্ণং মৃদুবাদিনমেব চ ।
ধীরং শূরং মহর্দ্ধিঞ্চ দেশকালোপপাদকম্ ॥ ১৪
সচিবং যঃ প্রকুরুতে ন চৈনমবমন্যতে ।
তস্য বিস্তীর্য্যতে রাজ্যং জ্যোৎস্না গ্রহপতেরিব ॥১৫
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তো রাজা শাস্ত্রবিশারদঃ ।
এষ্টব্যো ধর্মপরমঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১৬
ধীরো মর্ষী শুচিস্তীক্ষ্ণঃ কালে পুরুষকারবিৎ ।
শুশ্রূষুঃ শ্রুতবান্ শ্রোতা উহাপোহবিশারদঃ ॥ ১৭
মেধাবী ধারণাযুক্তো যথান্যায়োপপাদকঃ ।
দান্তঃ সদা প্রিয়াভাষী ক্ষমাবাংশ্চ বিপর্য্যয়ে ॥১৮
দানাচ্ছেদে স্বয়ংকারী শ্রদ্ধালুঃ সুখদর্শনঃ ।
আর্তহস্তপ্রদো নিত্যমাপ্তামাত্যো নয়ে রতঃ ॥ ১৯
নাহংবাদী ন নির্দ্বন্দ্বো ন যৎকিঞ্চনকারকঃ ।
কৃতে কর্মণ্যমাত্যানাং কর্তা ভৃত্যজনপ্রিয়ঃ ॥ ২০
সংগৃহীতজনোহস্তব্ধঃ প্রসন্নবদনঃ সদা ।
সদা ভৃত্যজনাপেক্ষী ন ক্রোধী সুমহামনাঃ ॥ ২১
যুক্তদণ্ডো ন নির্দণ্ডো ধর্মকার্য্যানুশাসনঃ ।
চারনেত্রঃ প্রজাবেক্ষী ধর্মার্থকুশলঃ সদা ॥ ২২
রাজা গুণশতাকীর্ণ এষ্টব্যস্তাদৃশো ভবেৎ ।
যোধাশ্চৈব মনুষ্যেন্দ্র সর্বে গুণগণৈর্বৃতাঃ ॥ ২৩
অন্বেষ্টব্যাঃ সুপুরুষাঃ সহায়া রাজ্যধারণে ।
ন বিমানয়িতব্যাস্তে রাজ্ঞা বৃদ্ধিমভীপ্সতা ॥ ২৪
যোধাঃ সমরশৌটীরাঃ কৃতজ্ঞাঃ শস্ত্রকোবিদাঃ ।
ধর্মশাস্ত্রসমাযুক্তাঃ পদাতিজনসংবৃতাঃ ॥ ২৫
অভয়া গজপৃষ্ঠস্থা রথচর্য্যাবিশারদাঃ ।
ইষ্বস্ত্রকুশলা যস্য তস্যেয়ং নৃপতে মহী ॥ ২৬

স্নেহপরায়ণ, মৃদুভাষী, ধীর, শৌর্য্যশালী বীর, মহৎ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং দেশ ও কালের নিয়ম অনুসারে সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে সক্ষম ॥ ৭-১৪

যে রাজা এরূপ যোগ্য ব্যক্তিকে নিজের সচিব করেন এবং তাঁহার কখনও অনাদর করেন না, তাঁহার রাজ্য চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত হয় ॥ ১৫

রাজারও এতাদৃশ গুণবান্ হওয়া আবশ্যক। এই সঙ্গে তাঁহার মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্ম্মপরায়ণতা ও প্রজাপালনে তৎপরতা থাকা উচিত ; এরূপ রাজাই প্রজাগণের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ॥ ১৬

রাজা বীর, ক্ষমাশীল, পবিত্র, প্রয়োজনস্থলে সময়ে সময়ে উগ্র স্বভাবধারী, পুরুষার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, বেদজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত এবং তর্ক-বিতর্কে কুশল হইবেন ॥ ১৭

তিনি মেধাবী, ধারণী-শক্তিসম্পন্ন, যথোচিত কার্য্য করিতে সক্ষম, ইন্দ্রিয়সংযমী, প্রিয়ভাষী এবং শত্রুকে ক্ষমাকারী হইবেন ॥ ১৮

রাজা দানপরম্পরাকে স্বয়ং উচ্ছেদ করিবেন না। তিনি শ্রদ্ধালু, দর্শনমাত্রেই সুখপ্রদাতা, দীন ও পীড়িতদিগকে হস্তের আশ্রয় প্রদানকারী, বিশ্বাসযোগ্য মন্ত্রিগণে পরিবৃত এবং নীতিপরায়ণ হইবেন ॥ ১৯

রাজা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেন, দ্বন্দ্বে প্রভাবিত হইবেন না, যাহা মনে উদয় হইবে, তাহাই নির্বিচারে সম্পন্ন করিবেন না, মন্ত্রিগণের কৃত কর্ম্মসকল অনুমোদন করিবেন এবং সেবকদিগের প্রীতিকারক হইবেন ॥ ২০

উত্তম মনুষ্যদিগকে সংগ্রহ করিবেন, জড়তা ত্যাগ করিবেন, সর্ব্বদা প্রসন্নবদনে থাকিবেন, ভৃত্যগণের কথা সতত মনে রাখিবেন, কাহারও উপর ক্রোধ করিবেন না এবং অতিশয় উদারহৃদয় হইবেন ॥ ২১

ন্যায়োচিত দণ্ডদান করিবেন, দণ্ড কখনও ত্যাগ করিবেন না, ধর্ম্মকার্য্যের উপদেশ দিবেন, গুপ্তচররূপী নেত্রের দ্বারা রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, প্রজাগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিবেন এবং সর্ব্বদা অর্থ ও ধর্ম্মের উপার্জনবিষয়ে নৈপুণ্যের সহিত সচেষ্ট থাকিবেন ॥ ২২

এইরূপ শত শত গুণসমূহে সম্পন্ন রাজাই প্রজাগণের বাঞ্ছনীয় হন। নরেন্দ্র! রাজ্যের রক্ষায় সহায়তাকারী সমস্ত সৈন্যগণও এইরূপ শ্রেষ্ঠ গুণসমূহে সম্পন্ন হইবেন। এই কার্য্যে সৎপুরুষদিগেরই অন্বেষণ করা উচিত এবং নিজের উন্নতিকামী রাজাও কখনও স্বীয় সৈন্যগণকে অপমান করিবেন না ॥ ২৩-২৪

যাঁহার যোদ্ধাগণ যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া থাকেন, কৃতজ্ঞ, অস্ত্রচালন-বিদ্যায় নিপুণ, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, পদাতি সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টিত, নির্ভয়, হস্তীর পৃষ্ঠে উপবেশন করত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, রথচর্য্যায় নিপুণ এবং ধনুর্বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, সেই রাজার অধীনে এই সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের রাজ্য থাকে ॥ ২৫-২৬

(জ্ঞাতীনামনবজ্ঞানং ভৃত্যেষ্বশঠতা সদা।
নৈপুণ্যং চার্থচর্য্যাসু যস্যৈতে তস্য সা মহী ॥
আলস্যং চৈব নিদ্রা চ ব্যসনান্যতিহাস্যতা।
যস্যৈতানি ন বিদ্যন্তে তস্যৈব সুচিরং মহী ॥
বৃদ্ধসেবী মহোৎসাহো বর্ণানাং চৈব রক্ষিতা।
ধর্মচর্য্যাঃ সদা যস্য তস্যেয়ং সুচিরং মহী ॥
নীতিমার্গানুসরণং নিত্যমুত্থানমেব চ।
রিপূণামনবজ্ঞানং তস্যেয়ং সুচিরং মহী ॥
উত্থানং চৈব দৈবঞ্চ তয়োর্নানাত্বমেব চ।
মনুনা বর্ণিতং পূর্বং বক্ষ্যে শৃণু তদেব হি ॥
উত্থানং হি নরেন্দ্রাণাং বৃহস্পতিরভাষত।
নয়ানয়বিধানজ্ঞঃ সদা ভব কুরূদ্বহ ॥
দুহৃর্দাং ছিদ্রদর্শী যঃ সুহৃদামুপকারবান্।
বিশেষবিচ্চ ভৃত্যানাং স রাজ্যফলমশ্নুতে ॥)
সর্বসংগ্রহণে যুক্তো নৃপো ভবতি যঃ সদা।
উত্থানশীলো মিত্রাঢ্যঃ স রাজা রাজসত্তমঃ ॥ ২৭
শক্যা চাশ্বসহস্রেণ বীরারোহেণ ভারত।
সংগৃহীতমনুষ্যেণ কৃৎস্না জেতুং বসুন্ধরা ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষিসংবাদে অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

(যিনি জ্ঞাতিবর্গকে অপমান ও সেবকগণের প্রতি কখনও শঠতা করেন না এবং কার্য্যসাধনে কুশল, সেই রাজার অধিকারে এই পৃথিবী অবস্থিত থাকে।

যে রাজার মধ্যে আলস্য, নিদ্রা, দুর্ব্যসন এবং অত্যন্ত হাস্যপ্রিয়তা এই সব দুর্গুণ নাই, তাঁহার অধিকারে এই পৃথিবী দীর্ঘকাল থাকে।

যিনি বৃদ্ধগণের সেবা করেন, অতিশয় উৎসাহশালী, চারি বর্ণের রক্ষক এবং সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহার অধিকারে এই পৃথিবী দীর্ঘকাল সুস্থির থাকে।

যে রাজা নীতিমার্গের অনুসরণ করেন, সর্ব্বদাই উদ্যোগী থাকেন এবং শত্রুগণকে অবহেলা করেন না, তাঁহার অধিকারে দীর্ঘকাল এই পৃথিবী থাকে।

পুরাকালে মনু পুরুষার্থ, দৈব এবং এই উভয়ের অনেক ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

কুরুশ্রেষ্ঠ! বৃহস্পতি রাজাদের সর্ব্বদা উদ্যোগী হইতে উপদেশ করিয়াছেন। তুমি সতত নীতি ও অনীতির বিধান জানিতে উৎসুক হইবে।

যিনি শত্রুদিগের ছিদ্র দর্শন করেন, সুহৃদ্বর্গের উপকার করেন এবং সেবকগণের বৈশিষ্ট্য বুঝেন, তিনি রাজফল ভোগ করেন।)

যে রাজা সর্ব্বদা সকলকে সংগ্রহ করেন অর্থাৎ নিজের অনুকূলে আনয়ন করেন, উদ্যোগপরায়ণ হন এবং মিত্রগণে পরিবেষ্টিত থাকেন, তিনি সমস্ত রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ২৭

ভারত! যিনি পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যগণকে সংগ্রহ করেন, তিনি কেবল এক সহস্র অশ্বারোহী বীরের দ্বারা এই পৃথিবীকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক অষ্টাদশাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(রাজ্যপরিচালনবিষয়ে রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যবর্ণনম্ ।)

ভীষ্ম উবাচ।

এবং গুণযুতান্ ভৃত্যান্ স্বে স্বে স্থানে নরাধিপঃ।
নিয়োজয়তি কৃত্যেষু স রাজ্যফলমশ্নুতে ॥ ১
ন শ্বা স্বং স্থানমুৎক্রম্য প্রমাণমভিসংকৃতঃ।
আরোপ্যঃ শ্বা স্বকাৎ স্থানাদুৎক্রম্যান্যৎ প্রমাদ্যতি ॥
স্বজাতিগুণসম্পন্নাঃ স্বেষু কর্ম্মসু সংস্থিতাঃ।
প্রকর্ত্তব্যা হ্যমাত্যাস্তু নাস্থানে প্রক্রিয়া ক্ষমা ॥ ৩
অনুরূপাণি কর্ম্মাণি ভৃত্যেভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
স ভৃত্যগুণসম্পন্নো রাজা ফলমুপাশ্নুতে ॥ ৪
শরভঃ শরভস্থানে সিংহঃ সিংহ ইবোর্জ্জিতঃ।
ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্র ইব স্থাপ্যো দ্বীপী দ্বীপী যথা তথা ॥ ৫
কর্ম্মস্বিহানুরূপেষু ন্যস্যা ভৃত্যা যথাবিধি।
প্রতিলোমং ন ভৃত্যাস্তে স্থাপ্যাঃ কর্ম্মফলৈষিণা ॥ ৬
যঃ প্রমাণমতিক্রম্য প্রতিলোমং নরাধিপঃ।
ভৃত্যান্ স্থাপয়তেঽবুদ্ধির্ন স রঞ্জয়তে প্রজাঃ ॥ ৭
ন বালিশা ন চ ক্ষুদ্রা নাপ্রাজ্ঞা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ।
নাকুলীনা নরাঃ সর্ব্বে স্থাপ্যা গুণগণৈষিণা ॥ ৮
সাধবঃ কুলজাঃ শূরা জ্ঞানবন্তোঽনসূয়কাঃ।
অক্ষুদ্রাঃ শুচয়ো দক্ষাঃ স্যুর্নরাঃ পারিপার্শ্বিকাঃ ॥ ৯
ন্যগ্ভূতাস্তৎপরাঃ শান্তাশ্চৌক্ষাঃ প্রকৃতিজৈঃ শুভাঃ।
স্বস্থানানপক্রুষ্টা যে তে স্যু রাজ্ঞাং বহিশ্চরাঃ ॥ ১০

একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজ্যপরিচালনা-বিষয়ে রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইরূপ যে রাজা গুণবান্ ভৃত্যদিগকে নিজ নিজ যোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ কার্য্যে আবদ্ধ রাখেন; তিনি রাজ্যের যথার্থ ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ১

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস হইতে ইহাই জানা যায় যে, কুকুর স্বস্থান ত্যাগ করিয়া উচ্চ স্থানে আরোহণ করিলেও বিশ্বাসের যোগ্য হয় না এবং কখনও তাহার সংকারও করা হয় না। কুকুরকে তাহার নিজ স্থান হইতে উঠাইয়া কখনও উচ্চে স্থাপিত করিবে না; কারণ, সে অত্র উচ্চস্থানে উঠিয়া প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে (এইরূপ হীন-বংশে উৎপন্ন মানুষকেও যদি তাহার যোগ্যতা ও মর্য্যাদা হইতে উচ্চস্থানে স্থাপিত করা হয়, তবে সে অহঙ্কারবশতঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়।) ॥ ২

যাঁহারা স্বজাতি-গুণসম্পন্ন এবং নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্ম্মে নিরত থাকেন, তাঁহাদের মন্ত্রী করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও যোগ্যতার বাহিরে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নয় ॥ ৩

যে রাজা নিজের সেবকদিগকে তাহাদের যোগ্যতা অনুরূপ কার্য্যের ভার অর্পণ করেন, তিনি ভৃত্যগণের গুণসম্পন্ন হইয়া উত্তম ফলভাগী হন ॥ ৪

শরভকে শরভ স্থানে, বলবান্ সিংহকে সিংহের স্থানে, ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্রের স্থানে এবং চিতাবাঘকে চিতাবাঘের স্থানে নিযুক্ত করা উচিত। (ইহার তাৎপর্য্য হইল—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মানুষকে তাঁহাদের মর্য্যাদা অনুরূপ কার্য্যের ভার দেওয়া উচিত।) ॥ ৫

সমস্ত সেবককেই তাহাদের যোগ্যকার্য্যে নিয়মানুসারে নিযুক্ত করিবেন। কর্ম্মফল লাভ করিতে অভিলাষী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজের সেবকদিগকে এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না, যাহা তাহাদের যোগ্যতা ও মর্য্যাদার প্রতিকূল হইবে ॥ ৬

যে বুদ্ধিহীন নরপতি মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ভৃত্যদিগকে প্রতিকূল কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তিনি প্রজাগণকে প্রসন্ন রাখিতে সমর্থ হন না

উত্তম গুণসমূহের অভিলাষী নরপতির কর্ত্তব্য হইল—তিনি এই সব মনুষ্যদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না, যাহারা মূর্খ, নীচ, বুদ্ধিহীন, অজিতেন্দ্রিয় এবং নিন্দিত কুলে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮

সাধু, কুলীন, শৌর্য্যশালী বীর, জ্ঞানবান্, অদোষদর্শী, উত্তম স্বভাববিশিষ্ট, পবিত্র ও কার্য্যদক্ষ মনুষ্যদিগকেই রাজা নিজের পার্শ্ববর্ত্তী সেবক করিবেন ॥ ৯

যাঁহারা বিনীত, কার্য্যপরায়ণ, শান্তস্বভাব, চতুর, স্বাভাবিক শুভ গুণসম্পন্ন এবং নিজ নিজ পদে অনিন্দিত, তাঁহারাই রাজাদের বাহ্য সেবক হইবার যোগ্য ॥ ১০

সিংহস্য সততং পার্শ্বে সিংহ এবানুগো ভবেৎ।
অসিংহঃ সিংহসহিতঃ সিংহবল্লভতে ফলম্ ॥ ১১
যস্তু সিংহ শ্বভিঃ কীর্ণঃ সিংহকর্মফলে রতঃ।
ন স সিংহফলং ভোক্তুং শক্তঃ শ্বভিরুপাসিতঃ ॥ ১২
এবমেতন্মনুষ্যেন্দ্র শূরৈঃ প্রাজ্ঞৈর্বহুশ্রুতৈঃ।
কুলীনৈঃ সহ শক্যেত কৃৎস্না জেতুং বসুন্ধরা ॥ ১৩
নাবিদ্যো নানৃজুঃ পার্শ্বে নাপ্রাজ্ঞো নামহাধনঃ।
সংগ্রাহ্যো বসুধাপালৈর্ভৃত্যো ভৃত্যবতাং বর ॥ ১৪
বাণবদ্‌বিসৃতা যান্তি স্বামিকার্য্যপরা নরাঃ।
যে ভৃত্যাঃ পার্থিবহিতাস্তেষাং সান্ত্বং প্রয়োজয়েৎ ॥১৫
কোষশ্চ সততং রক্ষ্যো যত্নমাস্থায় রাজভিঃ।
কোষমূলা হি রাজানঃ কোষো বৃদ্ধিকরো ভবেৎ ॥ ১৬
কোষ্ঠাগারঞ্চ তে নিত্যং স্ফীতৈর্ধান্যৈঃ সুসংবৃতম্।
সদাস্তু সৎসু সংন্যস্তং ধনধান্যপরো ভব ॥ ১৭
নিত্যযুক্তাশ্চ তে ভৃত্যা ভবন্তু রণকোবিদাঃ।
বাজিনাঞ্চ প্রয়োগেষু বৈশারদ্যমিহেষ্যতে ॥ ১৮
জ্ঞাতিবন্ধুজনাবেক্ষী মিত্রসম্বন্ধিসংবৃতঃ।
পৌরকার্য্যহিতান্বেষী ভব কৌরবনন্দন ॥ ১৯
এষা তে নৈষ্ঠিকী বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাস্বভিহিতা ময়া।
শুনো নিদর্শনং তাত কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি ঋষিসংবাদে একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

সিংহের পার্শ্বে সর্ব্বদা সিংহই সেবক থাকে। যদি সিংহের নিকটে সিংহ ভিন্ন অন্য প্রাণী থাকে, তবে সেই প্রাণীও সিংহের সদৃশ তুল্য ফলভোগ করে ॥ ১১

কিন্তু যে সিংহ কুকুরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া সিংহোচিত কর্ম্ম ও ফলে অনুরক্ত থাকে, তবে সেই সিংহ কুকুরের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় সিংহোচিত কর্ম্মফলের উপভোগ করিতে পারে না ॥ ১২

নরেন্দ্র! এইরূপ বীর, বিদ্বান্, বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং কুলীন পুরুষগণের সহিত অবস্থান করিয়াই এই সম্পূর্ণা পৃথিবীকে জয় করিতে পারা যায় ॥ ১৩

ভৃত্যবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভূপতিগণের কর্ত্তব্য হইল—তিনি এরূপ ভৃত্যবৃন্দকে সংগ্রহ করিবেন না, যাহারা বিদ্যাহীন, সরলতা-রহিত, মূর্খ এবং দরিদ্র ॥ ১৪

যে সব মানুষ প্রভুর কার্য্যে তৎপর থাকে, তাহারা ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণসকলের ন্যায় লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য অগ্রে অগ্রে ধাবিত হইতে থাকে। যে সেবকগণ রাজার হিতসাধনে নিরত থাকে, রাজা মধুর বাক্য বলিয়া তাহাদের উৎসাহিত করিবেন ॥ ১৫

সকল রাজার কর্ত্তব্য হইল—তাঁহারা বিশেষ প্রচেষ্টা দ্বারা নিজেদের কোষ (ধনাগার) রক্ষা করিবেন; কারণ, কোষই হইল তাঁহাদের মূল এবং কোষই হইল তাঁহাদের অভ্যুদয়ের কারণ ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির! তোমার অন্ন-ভাণ্ডার সর্ব্বদা পুষ্টিকারক ধান্যাদিতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং তাহাদের রক্ষার ভার শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের হস্তে ন্যস্ত করিবে। তুমি সতত ধন-ধান্যের বৃদ্ধিকারী হও। ১৭

তোমার সকল সেবক সর্ব্বদা উদ্যোগশীল এবং যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হউক। অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে অথবা তাহাদের উপর আরোহণ করিতে সেবকগণের বিশেষ দক্ষতা থাকা আবশ্যক ॥ ১৮

কৌরবনন্দন! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবগণের কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবে, মিত্র ও সম্বন্ধিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবে নগরবাসীদিগের কার্য ও হিতসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করিতে সচেষ্ট হইবে? ১৯

বৎস যুধিষ্ঠির! এই আমি তোমার নিকট প্রজাপালন-বিষয়ক স্থির বুদ্ধি প্রতিপাদিত করিলাম এবং কুকুরের দৃষ্টান্ত সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। এখন তুমি আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ২০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে কুকুর ও ঋষির সংবাদ-বিষয়ক একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(রাজধর্ম্মস্য সারবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

রাজবৃত্তান্যনেকানি ত্বয়া প্রোক্তানি ভারত ।
পূর্বৈঃ পূর্বনিযুক্তানি রাজধর্মার্থবেদিভিঃ ॥ ১

তদেব বিস্তরেণোক্তং পূর্বদৃষ্টং সতাং মতম্ ।
প্রণেয়ং রাজধর্মাণাং প্রব্রূহি ভরতর্ষভ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

রক্ষণং সর্বভূতানামিতি ক্ষাত্রং পরং মতম্ ।
তদ্ যথা রক্ষণং কুর্য্যাৎ তথা শৃণু মহীপতে ॥৩

যথা বর্হাণি চিত্রাণি বিভর্তি ভুজগাশনঃ ।
তথা বহুবিধং রাজা রূপং কুর্বীত ধর্মবিৎ ॥ ৪

তৈক্ষ্ণ্যং জিহ্মত্বমাদাল্ভ্যং সত্যমার্জবমেব চ ।
মধ্যস্থঃ সত্ত্বমাতিষ্ঠংস্তথা বৈ সুখমৃচ্ছতি ॥ ৫

যস্মিন্নর্থে হিতং যৎ স্যাৎ তদ্বর্ণং রূপমাদিশেৎ ।
বহুরূপস্য রাজ্ঞো হি সূক্ষ্মোঽপ্যর্থো ন সীদতি ॥ ৬

নিত্যং রক্ষিতমন্ত্রঃ স্যাদ্ যথা মূকঃ শরচ্ছিখী ।
শ্লক্ষ্ণাক্ষরতনুঃ শ্রীমান্ ভবেচ্ছাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৭

আপদ্দ্বারেষু যুক্তঃ স্যাজ্জলপ্রস্রবণেষ্বিব ।
শৈলবর্ষোদকানীব দ্বিজান্ সিদ্ধান্ সমাশ্রয়েৎ ।
অর্থকামঃ শিখাং রাজা কুর্য্যাদ্ধর্মধ্বজোপমাম্ ॥ ৮

নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যাদাচরেদপ্রমাদতঃ ।
লোকে চায়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা বৃহদ্বৃক্ষমিবাস্রবৎ ॥৯

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

[রাজধর্ম্মের সারবর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতবংশধর ! রাজধর্ম্মের তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা পুরাকালে যাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই বহুবিধ রাজোচিত ব্যবহারের বৃত্তান্ত আপনি বলিয়াছেন ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত ও সজ্জন-সম্মত যে সব শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম সবিস্তরে বর্ণনা করিয়াছেন, উহাদের সারতত্ত্ব এরূপ সংক্ষিপ্ত করিয়া বলুন, যাহাতে সেই সব বিশেষ-রূপে পালন করিতে পারা যায় ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—ভূপাল ! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমস্ত প্রাণিগণকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেই রক্ষা কার্য্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩

যেরূপ সর্পভক্ষী ময়ূর বিচিত্র পক্ষ ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মজ্ঞ রাজাও সময়ে সময়ে নিজেকে বহুরূপে প্রকটিত করিবেন ॥ ৪

রাজা মধ্যস্থভাবে থাকিয়া তীক্ষ্ণতা, কুটিল নীতি, অভয়-দান, সত্য, সরলতা ও শ্রেষ্ঠ ভাব অবলম্বন করিবেন ॥ ৫

যে কার্য্যে যাহা হিতকর হইবে, সেই কার্য্যে উহাই তদ্রূপে প্রকটিত করিবে (যেমন অপরাধীকে দণ্ডদান করিবার সময় উগ্ররূপ এবং দীনের উপর অনুগ্রহ করিবার সময় শান্ত ও দয়ালু রূপ ধারণ করিতে হয়)। এইভাবে বহু রূপ ধারণকারী রাজার কোন ক্ষুদ্র কার্য্যও বিকৃত হয় না ॥ ৬

যেরূপ শরৎকালের ময়ূর নীরব থাকে, সেইরূপ রাজাও নীরবে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজকীয় গুপ্ত বিচারসকল সুরক্ষিত রাখিবেন। তিনি মধুর বাক্য বলিবেন, শান্তরূপে থাকিবেন, শোভা সম্পন্ন হইবেন এবং শাস্ত্রসকলের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবেন ॥ ৭

বন্যার সময় যে দিক্ দিয়া জল আসিয়া গ্রামাদি প্লাবিত করিবার বিপদ উপস্থিত করে, সেই স্থানে সকল লোক যেরূপ শক্ত বাঁধ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ যে সব দ্বার দিয়া বিপদ আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে, উহা সুদৃঢ় করিতে এবং বন্ধ করিতে রাজা সতত সাবধান হইয়া অবস্থান করিবেন। যেরূপ পর্ব্বতসকলের উপর বৃষ্টি হইলে পর সমস্ত জল একত্রে হইয়া নদী বা পুষ্করিণী-রূপে অবস্থিত থাকে এবং উহা ব্যবহার করিবার জন্য মানুষ সেই নদী বা পুষ্করিণী আশ্রয় করে, সেইরূপ রাজার সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে আশ্রয় করা উচিত ও যেরূপ ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি মস্তকে জটাধারণ করে, সেইরূপ রাজারও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য উচ্চ লক্ষণ-সমূহ ধারণ করিবেন ॥ ৮

তিনি সর্ব্বদা অপরাধীদিগকে দণ্ডদান করিতে উদ্যত থাকিবেন, প্রত্যেক কার্য্য সাবধনাতার সহিত সম্পন্ন করিবেন এবং সকল ব্যক্তির আয়-ব্যয়ের তথ্য জানিয়া যেরূপ তাল বা খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে রস নিঃসারণ করা হয়, সেইরূপ তাহাদের নিকট হইতে ধনরূপ রস নিঃসারণ করিয়া লইবেন। (অর্থাৎ

মৃজাবান্ স্যাৎ স্বযুথ্যেষু ভৌমানি চরণৈঃ ক্ষিপেৎ।
জাতপক্ষঃ পরিস্পন্দেৎ প্রেক্ষেদ্ বৈকল্যমাত্মনঃ ॥ ১০

দোষান্ বিবৃণুয়াচ্ছত্রোঃ পরপক্ষান্ বিধূনয়েৎ।
কাননেষ্বিব পুষ্পাণি বহিরর্থান্ সমাচরন্ ॥ ১১

উচ্ছ্রিতান্ নাশয়েৎ স্ফীতান্ নরেন্দ্রানচলোপমান্।
শ্রয়েচ্ছায়ামবিজ্ঞাতাং গুপ্তং রণমুপাশ্রয়েৎ ॥ ১২

প্রাবৃষীবাসিতগ্রীবো মজ্জেত নিশি নির্জনে।
মায়ূরেণ গুণেনৈব স্ত্রীভিশ্চালক্ষিতশ্চরেৎ ॥ ১৩

ন জহ্যাচ্চ তনুত্রাণং রক্ষেদাত্মানমাত্মনা।
চারভূমিষ্বভিগতান্ পাশাংশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৪

প্রণয়েদ্ বাপিং তাং ভূমিং প্রণশ্যেদ্ গহনে পুনঃ।
হন্যাৎ ক্রুদ্ধানতিবিষাংস্তান্ জিহ্মগতয়োঽহিতান্ ॥ ১৫

নাশয়েদ্ বলবর্হাণি সংনিবাসান্ নিবাসয়েৎ।
সদা বর্হিনিভঃ কামং প্রশস্তং কৃতমাচরেৎ ॥
সর্বতশ্চাদদেৎ প্রজ্ঞাং পতঙ্গং গহনেষ্বিব ॥ ১৬

এবং ময়ূরবদ্ রাজা স্বরাজ্যং পরিপালয়েৎ।
আত্মবৃদ্ধিকরীং নীতিং বিদধীত বিচক্ষণঃ ॥ ১৭

আত্মসংযমনং বুদ্ধ্যা পরবুদ্ধ্যাবধারণম্।
বুদ্ধ্যা চাত্মগুণপ্রাপ্তিরেতচ্ছাস্ত্রনিদর্শনম্ ॥ ১৮

পরং বিশ্বাসয়েৎ সাম্না স্বশক্তিং চোপলক্ষয়েৎ।
আত্মনঃ পরিমর্শেন বুদ্ধিং বুদ্ধ্যা বিচারয়েৎ ॥ ১৯

যেরূপ তালরস গ্রহণ করিতে হইলে তাল বৃক্ষকে সম্পূর্ণ ছেদন করিতে হয় না, সেইরূপ প্রজাদিগকেও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিবেন না) ॥ ৯

রাজা নিজের দলের লোকজনদের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার করিবেন। শত্রুদের রাজ্যে যে সব ক্ষেত্র (চাষযোগ্য জমী) আছে, সেই সব নিজের দলের অশ্বাদি বা গবাদি পশুর পদের দ্বারা বিধ্বস্ত করাইয়া দিবেন। নিজের পক্ষ বলবান্ হইলে পর শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করিবেন। নিজের কোথায় কিরূপ দুর্বলতা আছে, উহা সর্ব্বতোভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন ॥ ১০

শত্রুর দোষসকল প্রকাশিত করিয়া দিবেন এবং শত্রুপক্ষের লোকজনকে নিজের দলে আনিবার জন্ম বিচলিত করিবেন। যেরূপ মানুষ বনের পুষ্পসমূহ চয়ন করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা বাহির হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন ॥ ১১

পর্ব্বতের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া অবিচলভাবে অবস্থিত ধনী নরপতিগণকে বিনাশ করিবেন। তাঁহাদিগকে না জানাইয়াই তাঁহাদের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিভেদের সৃষ্টি করিবেন এবং গুপ্তরূপে সময় দেখিয়া তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবেন ॥ ১২

যেরূপ ময়ূর অর্দ্ধরাত্রির সময় একান্ত স্থানে আত্মগোপন করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা বর্ষাকালে শত্রুর উপর আক্রমণ না করিয়া অদৃশ্যভাবে থাকিবেন এবং ময়ূরের গুণ অবলম্বন করত স্ত্রীগণের অলক্ষিত থাকিয়া বিচরণ করিবেন ॥ ১৩

রাজা নিজের কবচ কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। স্বয়ংই নিজের দেহকে রক্ষা করিবেন। বিচরণস্থানসমূহে শত্রুরা যে জাল পাতিয়া রাখে, উহার নিবারণ করিবেন ॥ ১৪

রাজা যদি নিজের সুবিধা বুঝেন, তবে শত্রুর জালপাতা বিচরণ-ভূমিতে নিজেকে লইয়া যাইবেন। যদি সঙ্কটের সম্ভাবনা থাকে, তবে গহন-বনে আত্মগোপন করিবেন এবং যে শত্রুরা কূট কৌশল অবলম্বন করে, রাজা তাহাদিগকে ক্রুদ্ধ অত্যন্ত বিষাক্ত সর্পগণের ন্যায় বিনাশ করিবেন ॥ ১৫

রাজা শত্রুসৈন্যদের পাখা ছেদন করিয়া দিবেন অর্থাৎ তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া দিবেন। যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইবেন। ময়ূরের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে উত্তম কার্য্য সম্পন্ন করিবেন অর্থাৎ ময়ূর যেমন নিজের পাখা বিস্তার করে, সেইরূপ রাজা নিজের পক্ষ (সৈন্য ও সহায়কগণকে) বিস্তার করিবেন। সকলের নিকট হইতে বুদ্ধি—সদ্বিচার গ্রহণ করিবেন এবং পতঙ্গদল বনমধ্যে যে বৃক্ষে যাইয়া বসে, তাহার যেরূপ একটি পাতাও অবশিষ্ট না রাখিয়া সব নিঃশেষ করিয়া দেয়, সেইরূপ রাজা শত্রুর উপর আক্রমণ করিয়া তাহার কিছুই অবশেষ রাখিবেন না এবং সমূলে তাহাকে নষ্ট করিয়া দিবেন ॥ ১৬

এইরূপ বুদ্ধিমান্ রাজা নিজের স্থান রক্ষাকারী ময়ূরের ন্যায় নিজের রাজ্যকে উত্তমরূপে পালন করিবেন এবং নিজের উন্নতির সহায়ক নীতি অবলম্বন করিবেন ॥ ১৭

কেবল নিজের বুদ্ধির দ্বারাই মনকে বশীভূত করা যায়। মন্ত্রীপ্রভৃতি অন্য ব্যক্তিগণের বুদ্ধির সহযোগে কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে হয় এবং শাস্ত্রীয় বুদ্ধির দ্বারাই আত্মগুণ লাভ করা যায় এই কারণে শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় ॥ ১৮

রাজা মধুর বাক্যে নিজের প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবেন, নিজের শক্তিও দেখাইবেন এবং নিজের বিচার ও বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন ॥ ১৯

সান্ত্বযোগমতিঃ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যাকার্য্যপ্রয়োজকঃ।
নিগূঢ়বুদ্ধের্ধীরস্য বক্তব্যে বা কৃতং তথা ॥ ২০
স নিকৃষ্টাং কথাং প্রাজ্ঞো যদি বুদ্ধ্যা বৃহস্পতিঃ
স্বভাবমেষ্যতে তপ্তং কৃষ্ণায়সমিবোদকে ॥ ২১
অনুযুঞ্জীত কৃত্যানি সর্বাণ্যেব মহীপতিঃ।
আগমৈরুপদিষ্টানি স্বস্য চৈব পরস্য চ ॥ ২২
মৃদুশীলং তথা প্রাজ্ঞং শূরং চার্থবিধানবিৎ।
স্বকর্মণি নিযুঞ্জীত যে চান্যে চ বলাধিকাঃ ॥ ২৩
অথ দৃষ্ট্বা নিযুক্তানি স্বানুরূপেষু কর্মসু।
সর্বাংস্তাননুবর্তেত স্বরাংস্তন্ত্রীরিবায়তা ॥ ২৪
ধর্মাণামবিরোধেন সর্বেষাং প্রিয়মাচরেৎ।
মমায়মিতি রাজা যঃ স পর্বত ইবাচলঃ ॥ ২৫
ব্যবসায়ং সমাধায় সূর্য্যো রশ্মীনিবায়তান্।

রাজার সকলকে বুঝাইয়া যুক্তির দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিবার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। তিনি নিজেই জ্ঞানার্জন করিবেন এবং অপরকে কর্ত্তব্যের প্রেরণা দিবেন ও অকর্ত্তব্য হইতে অন্যকে নিবৃত্ত করিবেন। যাঁহার বুদ্ধি গূঢ় বা গম্ভীর, সেই ধীর পুরুষকে উপদেশ দিবার কি আবশ্যকতা আছে? ২০

সেই বুদ্ধিমান্ রাজা বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-তুল্য হইয়াও কোন কারণবশতঃ যদি নিম্নশ্রেণীর ন্যায় বাক্য বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কর্ত্তব্য হইল—যেরূপ তপ্ত লৌহ জলে পাতিত হইলে শান্ত হইয়া যায়, সেইরূপ তিনি নিজের শান্ত স্বভাব গ্রহণ করিবেন ॥ ২১

রাজা নিজেকে এবং অন্যান্য সকল ব্যক্তিকে শাস্ত্র-কথিত কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করাইতে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২২

কার্য্যসাধনের উপায়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজা নিজের কার্য্যেই কোমল স্বভাব, বিদ্বান্ ও বীর মনুষ্যগণকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২৩

যেরূপ বীণার বিস্তৃত তার সপ্ত স্বরকেই অনুসরণ করে, সেইরূপ রাজা নিজের কর্ম্মচারিদিগকে যোগ্যতানুসারে স্ব স্ব কর্ম্মে সংলগ্ন থাকিতে দেখিয়া তাহাদের সকলের প্রতি অনুকূল ব্যবহার করিবেন ॥ ২৪

রাজা ধর্ম্মের কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করিয়া অপরের প্রিয় আচরণ করিবেন। প্রজাগণকে (ইহারা আমার প্রিয়জন) এরূপ মনে করিয়া রাজা পর্ব্বতসদৃশ অবিচল থাকিবেন ॥ ২৫

যেরূপ সূর্য্যদেব নিজের বিস্তৃত কিরণাবলি গ্রহণ করত

ধর্মমেবাভিরক্ষেত কৃত্বা তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ২৬
কুলপ্রকৃতিদেশানাং ধর্মজ্ঞান্ মৃদুভাষিণঃ।
মধ্যে বয়সি নির্দোষান্ হিতে যুক্তানবিক্লবান্ ॥ ২৭
অলুব্ধান্ শিক্ষিতান্ দান্তান্ ধর্মেষু পরিনিষ্ঠিতান্।
স্থাপয়েৎ সর্বকার্যেষু রাজা ধর্মার্থরক্ষিণঃ ॥২৮
এতেন চ প্রকারেণ কৃত্যানামাগতিং গতিম্।
যুক্তঃ সমনুতিষ্ঠেত তুষ্টশ্চারৈরুপস্কৃতঃ ॥ ২৯
অমোঘক্রোধহর্ষস্য স্বয়ং কৃত্যান্ববেক্ষিতুঃ।
আত্মপ্রত্যয়কোশস্য বসুদৈব বসুন্ধরা ॥ ৩০
ব্যক্তশ্চানুগ্রহো যস্য যথার্থশ্চাপি নিগ্রহঃ।
গুপ্তাত্মা গুপ্তরাষ্ট্রশ্চ স রাজা রাজধর্মবিৎ ॥ ৩১
নিত্যং রাষ্ট্রমবেক্ষেত গোভিঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ।
চরান্ স্বনুচরান্ বিদ্যাৎ তথা বুদ্ধ্যা স্বয়ং চরেৎ ॥৩২

সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা প্রিয় ও অপ্রিয়কে সমান বুঝিয়া সুদৃঢ় উদ্যোগ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মকেই রক্ষা করিবেন ॥ ২৬

যাঁহারা কুল, স্বভাব ও দেশ— এই সকলের ধর্ম্ম জানেন, যাঁহারা মধুরভাষী, যুবাবস্থায় যাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক থাকে, যাঁহারা নিজের ও পরের হিতসাধনে নিরত থাকেন, যাঁহাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয় না, যাঁহাদের মধ্যে লোভ নাই, যাঁহারা শিক্ষিত, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্ম ও অর্থকে রক্ষা করেন তাঁহাদিগকেই রাজা নিজের সর্ব্ববিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥২৭-২৮

এইভাবে রাজা সতত সাবধানে থাকিয়া রাজ্যের প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ ও সমাপন করিবেন। নিজে সন্তুষ্ট থাকিয়া রাজা গুপ্তচরগণের দ্বারা রাজ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন ॥২৯

যাঁহার হর্ষ ও ক্রোধ কখনও নিষ্ফল হয় না, যিনি স্বয়ংই সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন এবং আত্মবিশ্বাসই যাঁহার ধনাগার, সেই রাজার পক্ষে এই পৃথিবী ধনদায়িনী হইয়া থাকেন ॥ ৩০

যাঁহার অনুগ্রহ সকলের উপরই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয় এবং যাঁহার নিগ্রহ (দণ্ডদান) প্রকৃত কারণেই ব্যবহৃত হয়, যিনি নিজেকে এবং রাজ্যকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, সেই রাজাই রাজধর্ম্ম জানেন ॥ ৩১

যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইয়া প্রতিদিন নিজের কিরণাবলির দ্বারা সম্পূর্ণ জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজা সর্ব্বদা নিজের স্বচক্ষেই সম্পূর্ণ রাজ্যকে পর্যবেক্ষণ করিবেন।

কালং প্রাপ্তমুপাদদ্যান্নার্থং রাজা প্রসূচয়েৎ।
অহন্যহনি সংদুহ্যান্মহীং গামিব বুদ্ধিমান্ ॥ ৩৩
যথা ক্রমেণ পুষ্পেভ্যশ্চিনোতি মধু ষট্পদঃ।
তথা দ্রব্যমুপাদায় রাজা কুর্বীত সঞ্চয়ম্ ॥ ৩৪
যদ্ধি গুপ্তাবশিষ্টং স্যাৎ তদ্বিত্তং ধর্ম-কাময়োঃ।
সঞ্চয়ান্ন বিসর্গী স্যাদ্ রাজা শাস্ত্রবিদাত্মবান্ ॥ ৩৫
নার্থমল্পং পরিভবেন্নাবমন্যেত শাত্রবান্।
বুদ্ধ্যা তু বুধ্যেদাত্মানং ন চাবুদ্ধিষু বিশ্বসেৎ ॥ ৩৬
ধৃতির্দাক্ষ্যং সংযমো বুদ্ধিরাত্মা
ধৈর্য্যং শৌর্য্যং দেশ-কালাপ্রমাদঃ।
অল্পস্য বা বহুনো বা বিবৃদ্ধৌ
ধনস্যৈতানাষ্ট সমিদ্ধনানি ॥ ৩৭
অগ্নিঃ স্তোকো বর্ধতেঽপ্যাজ্যসিক্তো
বীজং চৈকং রোহসহস্রমেতি।
আয়-ব্যয়ৌ বিপুলৌ সংনিশাম্য
তস্মাদল্পং নাবমন্যেত বিত্তম্ ॥৩৮
বালোঽপ্যবালঃ স্থবিরো রিপুর্যঃ
সদা প্রমত্তং পুরুষং নিহন্যাৎ।
কালেনান্যস্তস্য মূলং হরেত
কালজ্ঞাতা পার্থিবানাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৩৯
হরেৎ কীর্তিং ধর্মমস্যোপরুন্ধ্যা-
দর্থে দীর্ঘং বীর্য্যমাস্যোপহন্যাৎ।
রিপুর্দ্বেষ্টা দুর্বলো বা বলী বা
তস্মাচ্ছত্রোর্নৈব হীয়েদ্ যতাত্মা ॥ ৪০
ক্ষয়ং বৃদ্ধিং পালনং সঞ্চয়ং বা
বুদ্ধ্বাপ্যুভৌ সংহতৌ সর্বকামৌ।
ততশ্চান্যন্মতিমান্ সন্দধীত
তস্মাদ্ রাজা বুদ্ধিমন্তাং শ্রয়েত ॥৪১

গুপ্তচরগণকে বারংবার প্রেরিত করিয়া রাজ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইবেন এবং স্বয়ংই নিজের বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন ॥ ৩২

বুদ্ধিমান্ রাজা সময় আসিলেই প্রজাগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। নিজের অর্থসংগ্রহের নীতি কাহারও নিকট প্রকটিত করিবেন না। যেরূপ বুদ্ধিমান্ মানুষ গাভীকে রক্ষা করিতে থাকিয়াই তাঁহার দুগ্ধ দোহন করেন, সেইরূপ রাজা পৃথিবীকে পালন করিতে করিতে তাঁহাকে দোহন করিবেন ॥ ৩৩

যেরূপ মধুমক্ষিকাগণ ক্রমশঃ বহু পুষ্প হইতে রস গ্রহণ করিয়া মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ রাজা সমস্ত প্রজাগণের নিকট হইতে অল্প অল্প ধন গ্রহণ করত উহা সঞ্চয় করিবেন ॥ ৩৪

যে ধন রাজ্য রক্ষা করিবার পর অবশিষ্ট থাকিবে, উহাই ধর্ম্ম ও উপভোগ বিষয়ে ব্যয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ ও মনস্বী রাজা-কোষাগারে সঞ্চিত ধন হইতে ব্যয় করিবেন না ॥৩৫

যদি অল্প ধন পাওয়াও যায়, তবে উহার জন্য তিরস্কার করিবেন না, শত্রু যদি শক্তিহীন হয়, তথাপি তাহাকে অবহেলা করা উচিত নয়। বুদ্ধির দ্বারা নিজের স্বরূপ এবং অবস্থা বুঝিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং যাহারা বুদ্ধিহীন, তাহাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবেন না ॥ ৩৬

ধারণাশক্তি, নিপুণতা, সংযম, বুদ্ধি, শরীর, ধৈর্য্য, শৌর্য্য এবং দেশ-কালের পরিস্থিতি বিষয়ে অসাবধান না থাকা এই আটটি গুণ অল্প বা অধিক ধনবৃদ্ধি করিবার মুখ্য সাধন অর্থাৎ ধনরূপী অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার কাষ্ঠবিশেষ ॥ ৩৭

অল্পও অগ্নিতে যদি ঘৃত নিক্ষেপ করা হয়, তবে উহাও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। একটি ক্ষুদ্র বীজ বপন করিলেও উহা হইতেই পরে যেমন সহস্র সহস্র বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিপুল আয়-ব্যয় বিষয়ে বিচার করত অল্প ধনকেও অনাদর করিবেন না ॥৩৮

শত্রু বালক, যুবক ও বৃদ্ধ যাহাই হউক না কেন, সর্ব্বদা সাবধানে না থাকিলে উহা বিনাশ করে। অপর কোন ধন-সম্পন্ন শত্রু অনুকূল সময়ের সহযোগিতা পাইয়া রাজার মূল্য পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে যে ভূপতি সময়কে জানেন, তিনিই সমস্ত রাজাদের শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৯

দ্বেষকারী শত্রু দুর্ব্বল হউক বা বলবান্ হউক, সে রাজার কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া দেয়, তাঁহার ধর্ম্মে বাধা সৃষ্টি করে এবং অর্থোপার্জনে তাঁহার বর্দ্ধিত শক্তিকেও বিনষ্ট করে, সেইজন্য মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ রাজা শত্রু হইতে অসাবধান থাকিবেন না ॥ ৪০

ক্ষতি ও বৃদ্ধি (লাভ), রক্ষা ও সঞ্চয় এবং সর্ব্বদা পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্য ও ভোগ উত্তমরূপে বুঝিয়া বুদ্ধিমান্ রাজার শত্রুর সহিত সন্ধি বা বিগ্রহ করা উচিত; এই বিষয় বিচার করিবার জন্য বুদ্ধিমান্দিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ॥ ৪১

বুদ্ধির্দীপ্তা বলবন্তং হিনস্তি
বলং বুদ্ধ্যা পাল্যতে বর্দ্ধমানম্ ।
শত্রুর্বুদ্ধ্যা সীদতে বর্দ্ধমানো
বুদ্ধেঃ পশ্চাৎ কর্ম যত্তৎ প্রশস্তম্ ॥ ৪২
সর্বান্ কামান্ কাময়ানো হি ধীরঃ
সত্ত্বেনাল্পেনাপ্নুতে হীনদোষঃ ।
যশ্চাত্মানং প্রার্থয়তেঽর্থ্যমানৈঃ
শ্রেয়ঃ পাত্রং পূরয়তে চ নাল্পম্ ॥ ৪৩
তস্মাদ্ রাজা প্রগৃহীতঃ প্রজাসু
মূলং লক্ষ্ম্যাঃ সর্বশো হ্যাদদীত ।
দীর্ঘং কালং হ্যপি সম্পীড্যমানো
বিদ্যুৎসম্পাতমপি বা নোর্জিতঃ স্যাৎ ॥৪৪
বিদ্যা তপো বা বিপুলং ধনং বা
সর্বং হ্যেতদ্ ব্যবসায়েন শক্যম্ ।
বুদ্ধ্যায়ত্তং তন্নিবসেদ্ দেহবৎসু
তস্মাদ্ বিদ্যাদ্ ব্যবসায়ং প্রভূতম্ ॥৪৫

যত্রাসতে মতিমন্তো মনস্বিনঃ
শক্রো বিষ্ণুর্যত্র সরস্বতী চ ।
বসন্তি ভূতানি চ যত্র নিত্যং
তস্মাদ্ বিদ্বান্ নাবমন্যেত দেহম্ ॥৪৬
লুব্ধং হন্যাৎ সম্প্রদানেন নিত্যং
লুব্ধস্তৃপ্তিং পরবিত্তস্য নৈতি ।
সর্বো লুব্ধঃ কর্মগুণোপভোগে
যোঽর্থৈর্হীনো ধর্মকামৌ জহাতি ॥৪৭
ধনং ভোগ্যং পুত্রদারং সমৃদ্ধিং
সর্বং লুব্ধঃ প্রার্থয়তে পরেষাম্ ।
লুব্ধে দোষাঃ সম্ভবন্তীহ সর্বে
তস্মাদ্ রাজা প্রগৃহ্নীত লুব্ধম্ ॥৪৮
সন্দর্শনেন পুরুষং জঘন্যমপি চোদয়েৎ ।
আরম্ভান্ দ্বিষতাং প্রাজ্ঞঃ সর্বার্থাংশ্চ প্রসূদয়েৎ ॥৪৯

প্রতিভান্বিতা বুদ্ধি বলবান্ ব্যক্তিকেও পরাভূত করে। বুদ্ধির দ্বারা বিনাশোন্মুখ বলও রক্ষিত হয়। বর্দ্ধিত শত্রুও বুদ্ধির দ্বারা পরাজিত হইয়া কষ্ট ভোগ করে। বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া যে কর্ম্ম সম্পন্ন করা হয়, উহাই সর্ব্বোত্তম হইয়া থাকে ॥ ৪২

যিনি সর্ব্বপ্রকার দোষ ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, সেই বীর রাজা যদি কোন বস্তু কামনা করেন, তবে তিনি অল্প বল অবলম্বনেই সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি আবশ্যক বস্তুসমূহে সম্পন্ন থাকিয়াও নিজের আরও কিছু কামনা করেন, সেই লোভী ও অহঙ্কারী নরপতি নিজের শ্রেয়ের ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৪৩

সেইজন্য রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি সকল প্রজার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে করিতেই তাহাদের নিকট হইতে 'কর' গ্রহণ করিবেন। তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রজাগণকে বিশেষভাবে পীড়িত করিয়া তাহাদের উপর বিদ্যুৎসদৃশ পতিত হইয়া নিজের প্রভাব দেখাইবেন না ॥ ৪৪

বিদ্যা, তপস্যা এবং প্রচুর ধন এ সমস্তই উদ্যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই উদ্যোগ প্রাণীদিগের বুদ্ধির অধীন হইয়া থাকে; অতএব উদ্যোগকেই সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি-বিষয়ে পর্য্যাপ্ত সাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫

অতএব যেস্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলে বুদ্ধিমান্ ও মনস্বী মহর্ষিগণ নিবাস করেন *, যাহার মধ্যে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা দেবতারূপে ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতীর নিবাস এবং যাহার মধ্যে সদা সম্পূর্ণ প্রাণীরা বাস করে অর্থাৎ যে দেহ সমস্ত প্রাণিগণের জীবন নির্ব্বাহের আধার, বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—সেই মানবদেহকে কোনরূপেই অবহেলা না করা ॥ ৪৬

রাজা লুব্ধ মানুষকে সর্ব্বদাই কিছু ধনাদি দিয়া দাবাইয়া রাখেন; কারণ, লোভী মানুষ অপরের ধনে কখনও তৃপ্ত হয় না। সৎকর্ম্মসমূহের ফলস্বরূপ সুখ উপভোগ করিবার জন্য ত' সকলেই লুব্ধ, কিন্তু যে লোভী ধনহীন, সে ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই ত্যাগ করিয়া দেয় ॥ ৪৭

লোভী মানুষ অপরের ধন, ভোগ্যসামগ্রী, স্ত্রী-পুত্র ও সমৃদ্ধি সবই লাভ করিতে অভিলাষী হয়। লোভী ব্যক্তির সর্ব্ববিধ দোষ প্রকাশিত হয়; অতএব রাজা তাহাকে নিজের কোনস্থানে কর্ম্মের জন্য নিযুক্ত করিবেন না ॥ ৪৮

বুদ্ধিমান্ রাজা নীচ মানুষকে দেখিতে দেখিতেই নিজের স্থান

---

* "ইমাবেব গৌতম-ভরদ্বাজৌ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে সম্পূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত সম্বন্ধ সূচিত হয়।

ধর্মাধিতেষু বিজ্ঞাতা মন্ত্রী গুপ্তশ্চ পাণ্ডব ।
আপ্তো রাজা কুলীনশ্চ পর্য্যাপ্তো রাজসংগ্রহে ॥৫০
বিধিপ্রযুক্তান্ নরদেবধর্মা-
ন্নুক্তান্ সমাসেন নিবোধ বুদ্ধ্যা ।
ইমান্ বিদধ্যাদ্ ব্যতিসৃত্য যো বৈ
রাজা মহীং পালয়িতুং স শক্তঃ ॥ ৫১
অনীতিজং যস্য বিধানজং সুখং
হঠপ্রণীতং বিধিবৎ প্রদৃশ্যতে ।
ন বিদ্যতে তস্য গতির্মহীপতে -
র্ন বিদ্যতে রাজ্যসুখং হ্যনুত্তমম্ ॥ ৫২
ধনৈর্বিশিষ্টান্ মতিশীলপূজিতান্
গুণোপপন্নান্ যুধি দৃষ্টবিক্রমান্ ।
গুণেষু দৃষ্ট্বা ন চিরাদিবাত্মবান্
যতোঽভিসন্ধায় নিহন্তি শাত্রবান্ ॥ ৫৩
পশ্যেদুপায়ান্ বিবিধৈঃ ক্রিয়াপথৈ-
র্ন চানুপায়েন মতিং নিবেশয়েৎ ।
শ্রিয়ং বিশিষ্টাং বিপুলং যশো ধনং
ন দোষদর্শী পুরুষঃ সমশ্নুতে ॥ ৫৪
প্রীতিপ্রবৃত্তৌ বিনিবর্তিতৌ যথা
সুহৃৎসু বিজ্ঞায় নিবৃত্য চোভয়োঃ ।
যদেব মিত্রং গুরুভারমাবহেৎ
তদেব সুস্নিগ্ধমুদাহরেদ্ বুধঃ ॥৫৫
এতান্ ময়োক্তাংশ্চর রাজধর্মান্ ।
নৃণাঞ্চ গুপ্তৌ মতিমাদধৎস্ব ।
অবাপ্স্যসে পুণ্যফলং সুখেন
সর্বো হি লোকো নৃপ ধর্মমূলঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি রাজধর্মকথনে
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

হইতে দূরে সরাইয়া দিবেন এবং যদি তাঁহার সামর্থ্য চলে, তবে তিনি শত্রুদের সমস্ত উদ্যোগ এবং কার্য্যসকল ধ্বংস করিয়া দিবেন ॥ ৪৯

পাণ্ডুনন্দন ! ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণের মধ্যে যিনি বিশেষরূপে সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে রাজা মন্ত্রী করিবেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবারও বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। প্রজাগণের বিশ্বাসপাত্র ও কুলীন রাজা অন্য নৃপতিদিগকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হন ॥ ৫০

রাজার যাহা শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম, উহাই আমি সংক্ষেপে এস্থলে বলিলাম। তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত উহা হৃদয়ে ধারণ কর। যিনি এই রাজধর্ম্ম গুরুর নিকট শিক্ষা করত হৃদয়ে ধারণ করেন এবং আচরণ করেন, সেই রাজা নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন ॥ ৫১

যাহা অন্যায়ে উপার্জিত, হঠকারিতায় প্রাপ্ত এবং বিধান অনুসারে উপলব্ধ সুখ বিধি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়ার ন্যায় দেখা যায়, রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ সেই রাজার কোন গতি নাই (তাঁহার স্বর্গলাভ হয় না) এবং তাঁহার সর্ব্বোত্তম রাজ্যসুখ চিরস্থায়ী হয় না ॥ ৫২

উক্ত রাজধর্ম্ম অনুসারে সন্ধি-বিগ্রহাদি গুণসকলের প্রয়োগে সতত সাবধানচিত্ত নরপতি ধনসম্পন্ন, বুদ্ধি ও শীলের দ্বারা সম্মানিত, গুণবান্ এবং যুদ্ধে যাহাদের পরাক্রম দেখা গিয়াছে, সেই বীর শত্রুদিগকেও কূটকৌশলপূর্ব্বক নষ্ট করিতে পারেন ॥ ৫৩

রাজা নানাপ্রকারের কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা শত্রুবিজয়ের নানাবিধ উপায় অন্বেষণ করিবেন। তিনি অযোগ্য উপায়ে কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার চিন্তা করিবেন না। যে মানুষ নির্দোষ ব্যক্তিরও দোষ দর্শন করে, সেই মানুষ বিশিষ্ট সম্পত্তি, প্রভূত যশ ও প্রচুর ধন লাভ করিতে পারে না ॥ ৫৪

সুহৃদ্‌গণের মধ্যে যে দুইজন মিত্র প্রেমপূর্ব্বক একসঙ্গে একই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং একই সঙ্গে উভয়ে নিবৃত্ত হয়, পরস্পর পরস্পরকে উত্তমরূপে জানিয়া সেই দুইজনের মধ্যে যে মিত্র ফিরিয়া আসিয়া অন্য মিত্রের গুরুতর ভার বহন করিয়া থাকে, তাহাকে বিদ্বান্ পুরুষ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ মিত্র মনে করিয়া অপরের নিকট তাঁহার উদাহরণ দিবেন ॥ ৫৫

হে নৃপ ! আমার দ্বারা কথিত এই রাজধর্ম্ম আচরণ কর এবং প্রজাপালনে মনকে সংযুক্ত কর। ইহাতে তুমি সুখের সহিত পুণ্য ফল লাভ করিতে পারিবে; কারণ, সমস্ত জগতের মূল হইলেন—ধর্ম্ম ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে রাজধর্ম্মকথনবিষয়ক বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

দণ্ডস্য স্বরূপ-নাম-লক্ষণ-প্রভাব-প্রয়োগাণাং বর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অয়ং পিতামহেনোক্তো রাজধর্মঃ সনাতনঃ।
ঈশ্বরশ্চ মহাদণ্ডো দণ্ডে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১

দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্।
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচানাং সাধ্যানাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২

সর্বেষাং প্রাণিনাং লোকে তির্য্যগ্‌যোনিনিবাসিনাম্।
সর্বব্যাপী মহাতেজা দণ্ডঃ শ্রেয়ানিতি প্রভো ॥ ৩

ইত্যেবমুক্তং ভবতা দণ্ডে বৈ সচরাচরম্।
পশ্যতা লোকমাসক্তং সসুরাসুরমানুষম্।
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ॥ ৪

কো দণ্ডঃ কীদৃশো দণ্ডঃ কিংরূপঃ কিংপরায়ণঃ।
কিমাত্মকঃ কথংভূতঃ কথংমূর্তিঃ কথং প্রভো ॥ ৫

জাগর্তি চ কথং দণ্ডঃ প্রজাস্ববহিতাত্মকঃ।
কশ্চ পূর্বাপরমিদং জাগর্তি প্রতিপালয়ন্ ॥ ৬
কশ্চ বিজ্ঞায়তে পূর্বং কো বরো দণ্ডসংজ্ঞিতঃ।
কিংসংস্থশ্চ ভবেদ্ দণ্ডঃ কা বাস্য গতিরুচ্যতে ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু কৌরব্য যো দণ্ডো ব্যবহারো যথা চ সঃ।
যস্মিন্ হি সর্বমায়ত্তং স দণ্ড ইহ কেবলঃ ॥ ৮
ধর্মস্যাখ্যা মহারাজ ব্যবহার ইতীষ্যতে।
তস্য লোপঃ কথং ন স্যাল্লোকেষ্ববহিতাত্মনঃ ॥ ৯
ইত্যেবং ব্যবহারস্য ব্যবহারত্বমিষ্যতে।
অপি চৈতৎ পুরা রাজন্ মনুনা প্রোক্তমাদিতঃ ১০
সুপ্রণীতেন দণ্ডেন প্রিয়াপ্রিয়সমাত্মনা।
প্রজা রক্ষতি যঃ সম্যগ্ধর্ম এব স কেবলঃ ॥১১

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দণ্ডের স্বরূপ, নাম, লক্ষণ, প্রভাব এবং প্রয়োগের বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি এই সনাতন রাজধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন। এতদনুসারে মহাদণ্ডই সকলের ঈশ্বর এবং দণ্ডেই সব কিছু প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১

প্রভো! দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ এবং মহাত্মা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সাধ্যগণ এবং পশু-পক্ষি-যোনিতে নিবাসকারী জগতের সমস্ত প্রাণিগণেরই পক্ষে সর্ব্বব্যাপী মহাতেজস্বী দণ্ডই কল্যাণের সাধন ॥ ২-৩

দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের সহিত এই সম্পূর্ণ বিশ্বকে আপনি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে দেখিতেই বলিলেন যে, দণ্ডেই চরাচর জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যথাযথভাবে এই সব জানিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ৪

দণ্ড কি এবং কিরূপ? তাহার স্বরূপ কি প্রকার ও তাহার স্থিতি কোন আধারে আছে? প্রভো! তাহার উপাদান কি? তাহার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? তাহার আকারই কিরূপ?৫

এই দণ্ড কিভাবে সাবধানে থাকিয়া সমস্ত প্রাণিগণের উপর নিজের শাসন স্থির রাখিবার জন্য উদ্‌যুক্ত থাকে? কোন্ দণ্ড এই পূর্ব্বাপর জগৎকে প্রতিপালন করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকে? ৬

প্রথমে ইহাকে কোন্ নামে জানা যাইত? কোন্ দণ্ড প্রসিদ্ধ? দণ্ডের আধার কি? এবং উহার গতি কাহাকে বলা হইয়াছে? ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুনন্দন যাহা দণ্ডের স্বরূপ এবং যেভাবে উহার 'ব্যবহার' হয়, সেই সমস্ত আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এ জগতে সব কিছু যাহার অধীন, সেই অদ্বিতীয় পদার্থকেই 'দণ্ড' বলা হয় ॥ ৮

মহারাজ। ধর্ম্মের অপর নাম 'ব্যবহার'। জগতে সতত সাবধানে অবস্থিত মানুষের যাহাতে কোনরূপে ধর্ম্মের লোপ না হয়, সেইজন্যই দণ্ডের প্রয়োজন এবং এইরূপে তাহার ব্যবহারের ব্যবহারত্ব দেখা যায় অর্থাৎ "বিগতঃ অবহারঃ ধর্ম্মস্য যেন সঃ ব্যবহারঃ"। যাহার দ্বারা ধর্ম্মের অবহার (লোপ) নিরুদ্ধ হয়, তাহাই ব্যবহার, অতএব এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ধর্ম্মকে লুপ্ত হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করাই হইল ব্যবহারের ব্যবহারত্ব ॥ ৯½

রাজন্! পুরাকালে ভগবান্ মনু এই উপদেশ করিয়াছেন যে, রাজা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি সমান ভাব রাখিবেন—কাহারও প্রতি পক্ষপাত না করিয়া দণ্ডের যথাযথ প্রয়োগ করিতে করিতে প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেন, তাঁহার এই কার্য্যই কেবল ধর্ম্ম ॥ ১০-১১

যথোক্তমেতদ্ বচনং প্রাগেব মনুনা পুরা
যন্ময়োক্তং মনুষ্যেন্দ্র ব্রহ্মণো বচনং মহৎ ॥ ১২
প্রাগিদং বচনং প্রোক্তমতঃ প্রাগ্বচনং বিদুঃ।
ব্যবহারস্য চাখ্যানাদ্ ব্যবহার ইহোচ্যতে ॥ ১৩
দণ্ডে ত্রিবর্গঃ সততং সুপ্রণীতে প্রবর্ততে।
দৈবং হি পরমো দণ্ডো রূপতোঽগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥ ১৪

নীলোৎপলদলশ্যামশ্চতুর্দংষ্ট্রশ্চতুর্ভুজঃ।
অষ্টপান্নৈকনয়নঃ শঙ্কুকর্ণোর্ধ্বরোমবান্ ॥ ১৫
জটী দ্বিজিহ্বস্তাম্রাস্যো মৃগরাজতনুচ্ছদঃ।
এতদ্ রূপং বিভর্ত্যুগ্রং দণ্ডো নিত্যং দুরাধরঃ ॥ ১৬
অসির্ধনুর্গদা শক্তিস্ত্রিশূলং মুদ্গরঃ শরঃ।
মুসলং পরশুশ্চক্রং পাশো দণ্ডর্ষ্টি-তোমরাঃ ॥ ১৭

নরেন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত এই বাক্য মনু পূর্ব্বেই উপদেশ করিয়াছেন এবং আমি যে কথা এখন বলিতেছি, উহা ব্রহ্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী। এই বচন মনুকর্তৃক পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহাকে 'প্রাগ্‌বচন' নামেও মহাত্মাগণ জানেন। ইহাতে শিষ্ট ব্যবহারের কথা উপদেশ থাকায় এস্থলে উহাকে 'ব্যবহার' নামে উল্লেখ করিলাম ॥ ১২-১৩

দণ্ডের যথাযথ প্রয়োগ হইলে পরই রাজার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই কারণে দণ্ডই পরম দেবতা এবং তিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বীরূপে সর্ব্বদা প্রকাশিত আছেন ॥ ১৪

ইঁহার দেহের কান্তি নীল, পদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং ইঁহার চারিটি দন্ত ও চারিটি হস্ত আছে। ইঁহার পদ আটটি এবং নেত্র অনেক। ইঁহার কর্ণদ্বয় শঙ্কু (খোটা বা পেরেক)-সদৃশ এবং রোমগুলি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত* ॥ ১৫

ইঁহার মস্তকে জটা, মুখে দুইটি জিহ্বা, মুখের বর্ণ তাম্রতুল্য এবং শরীরকে আবৃত রাখিবার জন্য তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে দুর্দ্ধর্ষ দণ্ড সর্ব্বদা এই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। (মহাভারতের প্রখ্যাত টীকাকার মহামতি নীলকণ্ঠ ১৫ ও ১৬ সংখ্যক শ্লোকে ব্যাবহারিক দণ্ডের বিশেষণরূপেও ইহাদের অর্থসঙ্গতি করিয়াছেন এবং এই সকল বিশেষণকে 'রূপক' বোধে অর্থ করিয়াছেন) ॥ ১৬

খড়্গ, ধনু, গদা, শক্তি, ত্রিশূল, মুদ্গর, বাণ, মুসল, পরশু, চক্র, পাশ, দণ্ড, ঋষ্টি, তোমর ও অন্যান্য আরও বহুবিধ যে সব প্রহার

* পাপের বর্ণ শ্যাম বলিয়া সেই পাপের নিবারণকারী দণ্ডও শ্যামলরূপে কল্পিত হইয়াছে।

চতুর্দংষ্ট্র—অর্থাৎ অপরাধীর চারিপ্রকার ক্ষতিকারী। যথা ধনহরণ (জরিমানা), কারাগারে নিক্ষেপ, দেশান্তরে নির্বাসন এবং অঙ্গ ও প্রাণহানি।

চতুর্ভুজ—অপরাধীকে স্বগৃহ হইতে আনয়ন, পরগৃহ হইতে আনয়ন, গুপ্ত স্থান হইতে ও জল হইতে আনয়ন করেন বলিয়া দণ্ডের চারিটি হস্ত নিরূপিত হইয়াছে।

অষ্টপাৎ—দণ্ড-শব্দে মোকদ্দমাও বুঝায়, সুতরাং এস্থলে দণ্ডের অর্থ হইল মোকদ্দমা। তাহার আটটি পদ অর্থাৎ আটটি অংশ যথা—ভাষা (আর্জি), উত্তর (বর্ণনা), সাক্ষ্য (সাক্ষী দেওয়ান) এবং লেখ্য (দলিলপত্র দেখান) এই চারিটি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই দ্বারা প্রযুক্ত হয়। আর শ্রবণ (বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি-প্রত্যুক্তি শোনা), প্রশ্ন (জেরা করা), তর্ক (জুরীদের সহিত বা মনে মনে বিচার করা) এবং সিদ্ধান্ত (রায় প্রকাশ করা)—এই চারিটি বিচারক কর্তৃক প্রযুক্ত হয়, সুতরাং দণ্ড (মোকদ্দমা) অষ্টপদসমন্বিত।

নৈকনয়ন—বহুনয়ন অর্থাৎ বহু বিষয় দেখিতে হয় বলিয়া দণ্ড নৈকনয়ন।

শঙ্কুকর্ণ—শঙ্কুসদৃশ (লোহার পেরেক) সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত কর্ণদ্বয় সমন্বিত। অর্থাৎ পেরেক দিয়া আঘাত করিলে (খোঁচা দিলে) যেরূপ অঙ্গে ও মনে ব্যথা লাগে, সেইরূপ অর্থাদি দণ্ড করায় মনে ব্যথা লাগে এবং বেত্রাঘাতাদি দণ্ড দিলে অঙ্গে ব্যথা লাগে।

ঊর্দ্ধরোমবান্—উচ্চৈঃস্বরে তর্ক-বিতর্ক করিতে হয় বলিয়া দণ্ড ঊর্দ্ধরোমযুক্ত।

জটী—জটা যেরূপ মস্তকের উপরে থাকে, সেইরূপ বিচারক সর্ব্বোপরি থাকেন বলিয়া দণ্ডকে জটাধারী বলা হইয়াছে।

দ্বিজিহ্ব—বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই রস গ্রহণকারী বলিয়া দণ্ড দ্বিজিহ্ব।

তাম্রাস্য—বিচারক যখন দণ্ডবিধান করেন, তখন ক্রোধে তাঁহার মুখ তাম্রবর্ণ হইয়া থাকে বলিয়া দণ্ড তাম্রাস্য।

সিংহতুল্য চর্ম্মযুক্ত—যেরূপ সিংহের চর্ম্ম দর্শন করিলে মনে ভয় হয়, সেইরূপ এই দণ্ড দর্শন করিলে দর্শকের ভয় হইয়া থাকে।

সর্বপ্রহরণীয়ানি সন্তি যানীহ কানিচিৎ।
দণ্ড এব স সর্বাত্মা লোকে চরতি মূর্তিমান্ ॥ ১৮
ভিন্দংশ্ছিন্দন্ রুজন্ কৃন্তন্ দারয়ন্ পাটয়ংস্তথা।
ঘাতয়ন্নভিধাবংশ্চ দণ্ড এব চরত্যুত ॥ ১৯
অসির্বিশসনো ধর্মস্তীক্ষ্ণবর্মা দুরাধরঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়ঃ শাস্তা ব্যবহারঃ সনাতনঃ ॥ ২০
শাস্ত্রং ব্রাহ্মণমন্ত্রাশ্চ শাস্তা প্রাগ্বদতাং বরঃ।
ধর্মপালোঽক্ষরো দেবঃ সত্যগো নিত্যগোঽগ্রজঃ ॥২১
অসঙ্গো রুদ্রতনয়ো মনুর্জ্যেষ্ঠঃ শিবঙ্করঃ।
নামান্যেতানি দণ্ডস্য কীর্তিতানি যুধিষ্ঠির ॥ ২২
দণ্ডো হি ভগবান্ বিষ্ণুর্দণ্ডো নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শশ্বদ্ রূপং মহদ্ বিভ্রন্মহান্ পুরুষ উচ্যতে ॥ ২৩
তথোক্তা ব্রহ্মকন্যেতি লক্ষ্মীর্বৃত্তিঃ সরস্বতী।
দণ্ডনীতির্জগদ্ধাত্রী দণ্ডো হি বহুবিগ্রহঃ ॥ ২৪
অর্থানর্থৌ সুখং দুঃখং ধর্মাধর্মৌ বলাবলে।
দৌর্ভাগ্যং ভাগধেয়ঞ্চ পুণ্যাপুণ্যে গুণাগুণৌ ॥ ২৫
কামাকামাবৃতুর্মাসঃ শর্বরী দিবসঃ ক্ষণঃ।
অপ্রমাদঃ প্রমাদশ্চ হর্ষ-ক্রোধৌ শমো দমঃ ॥ ২৬
দৈবং পুরুষকারশ্চ মোক্ষামোক্ষৌ ভয়াভয়ে।
হিংসাহিংসে তপো যজ্ঞঃ সংযমোঽথ বিষাবিষম্ ॥ ২৭
অন্তশ্চাদিশ্চ মধ্যঞ্চ কৃত্যানাঞ্চ প্রপঞ্চনম্।
মদঃ প্রমাদো দর্পশ্চ দম্ভো ধৈর্য্যং নয়ানয়ৌ ॥ ২৮
অশক্তিঃ শক্তিরিত্যেবং মান-স্তম্ভৌ ব্যয়াব্যয়ৌ।
বিনয়শ্চ বিসর্গশ্চ কালাকালৌ চ ভারত ॥ ২৯
অনৃতং জ্ঞানিতা সত্যং শ্রদ্ধাশ্রদ্ধে তথৈব চ।
ক্লীবতা ব্যবসায়শ্চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ॥ ৩০
তীক্ষ্ণতা মৃদুতা মৃত্যুরাগমানাগমৌ তথা।
বিরোধশ্চাবিরোধশ্চ কার্য্যাকার্য্যে বলাবলে ॥৩১
অসূয়া চানসূয়া চ ধর্মাধর্মৌ তথৈব চ।
অপত্রপানপত্রপে হ্রীশ্চ সম্পদ্বিপৎপদম্ ॥ ৩২
তেজঃ কর্মাণি পাণ্ডিত্যং বাক্শক্তিস্তত্ত্ববুদ্ধিতা।
এবং দণ্ডস্য কৌরব্য লোকেঽস্মিন্ বহুরূপতা ॥ ৩৩
ন স্যাদ্ যদীহ দণ্ডো বৈ প্রমথেয়ুঃ পরস্পরম্।
ভয়াদ্ দণ্ডস্য নান্যোন্যং ঘ্নন্তি চৈব যুধিষ্ঠির ॥৩৪
দণ্ডেন রক্ষ্যমাণা হি রাজন্নহরহঃ প্রজাঃ।
রাজানং বর্ধয়ন্তীহ তস্মাদ্ দণ্ডঃ পরায়ণম্ ॥ ৩৫

করিবার যোগ্য অস্ত্রসকল আছে, সেই সমস্ত রূপে সর্ব্বাত্মা দণ্ডই মূর্ত্তিমান্ হইয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন ॥ ১৭-১৮

তিনি অপরাধীদিগকে ভিন্ন, ছিন্ন, রুগ্ন, খণ্ডিত, বিদীর্ণ, উৎপাটিত ও বিনাশিত করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতেছেন এবং এই দণ্ড স্বয়ং সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন ॥ ১৯

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! অসি, বিশসন, ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাধর, শ্রীগর্ভ, বিজয়, শাস্তা, ব্যবহার, সনাতন, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, শাস্তা, প্রাগ্বদতাংবর, ধর্ম্মপাল, অক্ষর, দেব, সত্যগ, নিত্যগ, অগ্রজ, অসঙ্গ, রুদ্রতনয়, মনু, জ্যেষ্ঠ শিবঙ্কর—এ সকল দণ্ডেরই নাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ২০-২২

দণ্ড সর্ব্বত্র ব্যাপক বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু এবং নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় বলিয়া নারায়ণ নামে কথিত হন্। ইনি প্রভাবশালী বলিয়া প্রভু ও সতত মহৎ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সেই কারণে 'মহাপুরুষ' রূপে তিনি কথিত হন ॥ ২৩

এইরূপ দণ্ডনীতিও ব্রহ্মার কন্যা বলিয়া উল্লিখিতা হইয়াছেন। লক্ষ্মী, বৃত্তি, সরস্বতী ও জগদ্ধাত্রীও তাঁহারই নাম। এইভাবে দণ্ড বহু রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪

অর্থ-অনর্থ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, বল-অবল, দৌর্ভাগ্য-সৌভাগ্য, পুণ্য-পাপ, গুণ-অবগুণ, কাম-অকাম, ঋতু-মাস, দিন-রাত্রি, ক্ষণ, প্রমা-অপ্রমাদ, হর্ষ-ক্রোধ, শম-দম, দৈব-পুরুষার্থ, বন্ধ-মোক্ষ, ভয়-অভয়, হিংসা-অহিংসা, তপ-যজ্ঞ, সংযম, বিষ-অবিষ, আদি, অন্ত, মধ্য, কার্য্যবিস্তার, মদ, অসাবধানতা, দর্প, দম্ভ, ধৈর্য, নীতি-অনীতি, শক্তি-অশক্তি, মান, শুব্ধতা, ব্যয়-অব্যয়, বিনয়, দান, কাল-অকাল, সত্য-অসত্য, জ্ঞান, শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা, অকর্ম্মণ্যতা, উদ্যোগ, লাভ-হানি, জয়-পরাজয়, তীক্ষ্ণতা-মৃদুতা, মৃত্যু, আসা-যাওয়া, বিরোধ-অবিরোধ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য, সরলতা-নির্ব্বলতা, অসূয়া-অনসূয়া, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, লজ্জা-অলজ্জা, সম্পত্তি-বিপত্তি, স্থান, তেজ, কর্ম্ম, পাণ্ডিত্য, বাক্শক্তি এবং তত্ত্ববোধ—এ সমস্তই জগতে দণ্ডের অনেক নাম ও রূপ বলিয়া জানিবে ॥২৫-৩৩

যুধিষ্ঠির! যদি জগতে দণ্ডের ব্যবস্থা না থাকিত, তবে সকল লোক পরস্পর পরস্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলিত। দণ্ডেরই ভয়ে মানুষ পরস্পরকে বিনাশ করে না ॥ ৩৪

রাজন্! দণ্ডের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিয়া সকল প্রজা এ-জগতে

ব্যবস্থাপয়তি ক্ষিপ্রমিমং লোকং নরেশ্বর।
সত্যে ব্যবস্থিতো ধর্মো ব্রাহ্মণেষ্ববতিষ্ঠতে ॥ ৩৬

ধর্মযুক্তা দ্বিজশ্রেষ্ঠা বেদযুক্তা ভবন্তি চ।
বভূব যজ্ঞো বেদেভ্যো যজ্ঞঃ প্রীণাতি দেবতাঃ ॥৩৭

প্রীতাশ্চ দেবতা নিত্যমিন্দ্রে পরিবদন্ত্যপি।
অন্নং দদাতি শক্রশ্চাপ্যনুগৃহ্ণন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৮

প্রাণাশ্চ সর্বভূতানাং নিত্যমন্নে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তস্মাৎ প্রজাঃ প্রতিষ্ঠন্তে দণ্ডো জাগর্তি তাসু চ ॥ ৩৯

এবংপ্রয়োজনশ্চৈব দণ্ডো ক্ষত্রিয়তাং গতঃ।
রক্ষন্ প্রজাঃ স জাগর্তি নিত্যং স্ববহিতোঽক্ষরঃ ॥ ৪০

ঈশ্বরঃ পুরুষঃ প্রাণঃ সত্ত্বং চিত্তং প্রজাপতিঃ।
ভূতাত্মা জীব ইত্যেবং নামভিঃ প্রোচ্যতেঽষ্টভিঃ ॥৪১

অদদদ্ দণ্ডমেবাস্মৈ ধৃতমৈশ্বর্য্যমেব চ।
বলেন যশ্চ সংযুক্তঃ সদা পঞ্চবিধাত্মকঃ ॥ ৪২

কুলং বহুধনামাত্যাঃ প্রজ্ঞা প্রোক্তা বলানি তু।
আহার্য্যমষ্টকৈর্দ্রব্যৈর্বলমন্যদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৪৩

হস্তিনোঽশ্বা রথাঃ পত্তির্নাবো বিষ্টিস্তথৈব চ।
দৈশিকাশ্চাবিকাশ্চৈব তদষ্টাঙ্গং বলং স্মৃতম্ ॥ ৪৪

অথবাঙ্গস্য যুক্তস্য রথিনো হস্তিযায়িনঃ।
অশ্বারোহাঃ পদাতাশ্চ মন্ত্রিণো রসদাশ্চ যে ॥ ৪৫

ভিক্ষুকাঃ প্রাড়্বিবাকাশ্চ মৌহূর্তা দৈবচিন্তকাঃ।
কোশো মিত্রাণি ধান্যঞ্চ সর্বোপকারণানি চ ॥৪৬

সপ্তপ্রকৃতি চাষ্টাঙ্গং শরীরামহ যদ্ বিদুঃ।
রাজ্যস্য দণ্ডমেবাঙ্গং দণ্ডঃ প্রভব এব চ ॥ ৪৭

ঈশ্বরেণ প্রযত্নেন কারণাৎ ক্ষত্রিয়স্য চ।
দণ্ডো দত্তঃ সমানাত্মা দণ্ডো হীদং সনাতনম্ ॥ ৪৮

নিজ নিজ রাজাকে প্রতিদিন ধনধান্য-সম্পন্ন করিতে থাকে। সেইহেতু দণ্ডই হইলেন সকলের আশ্রয়দাতা ॥ ৩৫

নরেশ্বর! দণ্ডই এই লোককে সত্বর সত্যে স্থাপিত করিয়া থাকেন। সত্যেই ধর্মের স্থিতি এবং ধর্ম ব্রাহ্মণগণে অবস্থিত আছেন ॥ ৩৬

ধর্মযুক্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বেদের স্বাধ্যায়ে নিরত থাকেন। বেদ হইতেই যজ্ঞ আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যজ্ঞ দেবগণকে তৃপ্ত করেন। তৃপ্ত দেবগণ প্রজাদিগের জন্য প্রতিদিন ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করেন, ইহাতে ইন্দ্র প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহ করত তাহাদিগকে (যথাসময়ে জলবর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রে উৎপন্ন) অন্ন দান করেন। আর সমস্ত প্রাণিগণের প্রাণ সদা অন্নেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কারণে দণ্ডেই প্রজাগণ প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং দণ্ডও এই সব প্রজাগণে সর্বদা উদ্যুক্ত রহিয়াছেন ॥ ৩৭-৩৯

এইভাবে রক্ষারূপ প্রয়োজনসিদ্ধকারী দণ্ডই ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই অবিনাশী দণ্ড সতত সাবধানে থাকিয়া প্রজাদের রক্ষার জন্য উদ্যোগী রহিয়াছেন ॥ ৪০

ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা ও জীব — দণ্ডই এই অষ্টবিধ নামে উক্ত হইয়াছেন ॥ ৪১

যিনি সদা সৈন্যদলে বেষ্টিত এবং যিনি ধর্ম, ব্যবহার, দণ্ড, ঈশ্বর ও জীব—এই পাঁচ রূপ (কাহারও মতে প্রজার জীবন, ধন, মান, স্বাস্থ্য ও ন্যায় রক্ষা করেন বলিয়া রাজার স্বরূপ পাঁচ) ধারণ করেন, সেই রাজাকেই ঈশ্বর দণ্ডনীতি ও নিজের ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন ॥ ৪২

যুধিষ্ঠির! রাজার বল দুই প্রকার। এক—প্রাকৃত, দ্বিতীয়—আহার্য। এই উভয়ের মধ্যে কুল, প্রচুর ধন, মন্ত্রী ও বুদ্ধি—এই চারিটি প্রাকৃত 'বল' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং আহার্য্য 'বল' এই সব হইতে ভিন্ন। উহা নিম্নপ্রদর্শিত অষ্টবিধ বস্তুর দ্বারা অষ্ট প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৪৩

হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, বিষ্টি (বেতনগ্রাহী ভৃত্য) দেশের প্রজারা ও ভেঁড়া প্রভৃতি পশু—এই অষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট বলকে 'আহার্য্য' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৪৪

অথবা অঙ্গসংযুক্ত রথী, গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতি, মন্ত্রী, বৈদ্য, ভিক্ষুক, প্রাড্বিবাক (উকিল), জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ, কোষ, মিত্র, ধান্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী, রাজার সপ্ত প্রকৃতি (রাজা, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও সেনা) ও পূর্বোক্ত অষ্ট অঙ্গযুক্ত বল—এই সমস্তকে রাজ্যের শরীর বলা হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে দণ্ডই প্রধান অঙ্গ; কারণ, দণ্ডই সকলের উৎপত্তির কারণ ॥ ৪৫-৪৭

ঈশ্বর যত্নসহকারে ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য ক্ষত্রিয়ের হস্তে তাহার সমজাতিসম্পন্ন দণ্ডকে সমর্পণ করিয়াছেন; এইজন্য দণ্ডই এই সনাতন ব্যবহারের কারণ ॥ ৪৮

রাজ্ঞাং পূজ্যতমো নান্যো যথা ধর্ম্মঃ প্রদর্শিতঃ।
ব্রহ্মণা লোকরক্ষার্থং স্বধর্মস্থাপনায় চ ॥ ৪৯
ভর্ত্তৃপ্রত্যয় উৎপন্নো ব্যবহারস্তথাপরঃ।
তস্মাদ্ যঃ স হিতো দৃষ্টো ভর্ত্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ ॥ ৫০
ব্যবহারস্তু বেদাত্মা বেদপ্রত্যয় উচ্যতে।
মৌলশ্চ নরশার্দ্দূল শাস্ত্রোক্তশ্চ তথা পরঃ ॥ ৫১
উক্তো যশ্চাপি দণ্ডোঽসৌ ভর্ত্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ।
জ্ঞেয়ো নঃ স নরেন্দ্রস্থো দণ্ডঃ প্রত্যয় এব চ ॥৫২
দণ্ডঃ প্রত্যয়দৃষ্টোঽপি ব্যবহারাত্মকঃ স্মৃতঃ।
ব্যবহারঃ স্মৃতো যশ্চ স বেদবিষয়াত্মকঃ ॥ ৫৩
যশ্চ বেদপ্রসূতাত্মা স ধর্ম্মো গুণদর্শনঃ।
ধর্মপ্রত্যয় উদ্দিষ্টো যথাধর্মং কৃতাত্মভিঃ ॥ ৫৪
ব্যবহারঃ প্রজাগোপ্তা ব্রহ্মদিষ্টো যুধিষ্ঠির।
ত্রীন্ ধারয়তি লোকান্ বৈ সত্যাত্মা ভূতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫৫
যশ্চ দণ্ডঃ স দৃষ্টো নো ব্যবহারঃ সনাতনঃ।
ব্যবহারশ্চ দৃষ্টো যঃ স বেদ ইতি নিশ্চিতম্ ॥৫৬
যশ্চ বেদঃ স বৈ ধর্ম্মো যশ্চ ধর্মঃ স সৎপথঃ।
ব্রহ্মা পিতামহঃ পূর্ব্বং বভূবাথ প্রজাপতিঃ ॥৫৭
লোকানাং স হি সর্ব্বেষাং সসুরাসুর-রক্ষসাম্।
সমনুষ্যোরগবতাং কর্ত্তা চৈব স ভূতকৃৎ ॥ ৫৮
ততোঽন্যো ব্যবহারোঽয়ং ভর্ত্তৃপ্রত্যয়লক্ষণঃ।
তস্মাদিদমথোবাচ ব্যবহারনিদর্শনম্ ॥ ৫৯
মাতা পিতা চ ভ্রাতা চ ভার্য্যা চৈব পুরোহিতঃ।
নাদণ্ড্যো বিদ্যতে রাজ্ঞো যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি ॥ ৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি দণ্ডস্বরূপাধিকথনে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

ব্রহ্মা লোকরক্ষা ও স্বধর্ম স্থাপনের জন্য যে ধর্ম্মের প্রদর্শন (উপদেশ) করিয়াছেন, উহা দণ্ডই। রাজাদের পক্ষে তাহা হইতে অধিক পরম পূজনীয় দ্বিতীয় ধর্ম্ম নাই ॥ ৪৯

স্বামী অথবা বিচারকের বিশ্বাস অনুসারে যে ব্যবহার উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহা (বাদী-প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিবাদ হইতে উৎপন্ন ব্যবহার অপেক্ষা) ভিন্ন। উহার দ্বারা যে দণ্ড দেওয়া হয়, তাহার নাম হইল 'ভর্ত্তৃপ্রত্যয়-লক্ষণ। ইহা সম্পূর্ণ জগতের পক্ষেই হিতকর বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে (ইহা প্রথম ভেদ) ॥৫০

নরশ্রেষ্ঠ! বেদপ্রতিপাদিত দোষসকলের আচরণকারী অপরাধীদের জন্ম যে ব্যবহার বা বিচার হয়, উহাকে 'বেদপ্রত্যয়' বলা হয় (ইহা দ্বিতীয় ভেদ) এবং কুলাচার ভঙ্গ করিলে সেই অপরাধের উপর যে বিচার বা ব্যবহার করা হয়, উহাকে 'মৌল' বলে (ইহা তৃতীয় ভেদ)। এই সকলের মধ্যেও শাস্ত্রোক্ত দণ্ডেরই বিধান করা হইয়াছে ॥ ৫১

প্রথমে যে 'ভর্ত্তৃপ্রত্যয়লক্ষণ' দণ্ড কথিত হইয়াছে, উহা আমাদের ন্যায় রাজগণের মধ্যেই স্থিত বলিয়া জানিবে; কারণ, এই বিশ্বাস ও দণ্ড রাজাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ৫২

যদ্যপি প্রভুর বিশ্বাসের আধারের উপরেই এই দণ্ড দৃষ্ট হয়, তথাপি উহাকেও ব্যবহারস্বরূপ বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। যাহাকে ব্যবহাররূপে গণ্য করা হয়, উহাও বেদোক্ত বিষয় হইতে ভিন্ন নহে ॥ ৫৩

যাহার স্বরূপ বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই হইলেন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম নিজের গুণ (লোভ) দেখাইয়া থাকেন। পুণ্যাত্মা পুরুষগণ ধর্ম্মানুসারেই ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক দণ্ডের প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫৪

যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট প্রজারক্ষকরূপ যে ব্যবহার, উহা সত্যস্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকারী। এই ব্যবহারই তিন লোক ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫৫

যাহা দণ্ড, উহাই হইল আমাদের দৃষ্টিতে সনাতন ব্যবহার। যে ব্যবহার দেখা গিয়াছে, উহাই বেদ, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে ॥ ৫৬

যাহা বেদ, উহাই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম, উহা সৎপুরুষগণের সৎপথ। সৎপুরুষ হইলেন লোকপিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা। ইনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥৫৭

ইনিই দেব, মনুষ্য, নাগ, অসুর ও রাক্ষসগণের সহিত সম্পূর্ণ লোকসকলের কর্ত্তা এবং সমস্ত প্রাণীদিগের স্রষ্টা ॥ ৫৮

এই ব্রহ্মা হইতেই 'ভর্ত্তৃপ্রত্যয়' নামক এই অপর এক দণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে; সেইহেতু তিনিই এই ব্যবহারের জন্ম এরূপ এক আদর্শ বাক্য উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৫৯

মাতা, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী ও পুরোহিত যে কেহই হউন না কেন, যিনি নিজ ধর্ম্মে স্থির থাকিবেন না, রাজা অবশ্যই তাঁহাকে দণ্ড দান করিবেন। রাজার নিকট কেহই অদণ্ডনীয় নহে ॥ ৬০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দণ্ডের স্বরূপবর্ণনবিষয়ক একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দণ্ডোৎপত্তিঃ, ক্ষত্রিয়োপরি তস্য ন্যাসবিষয়ে পূর্ব্বপরম্পরা বর্ণনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
অঙ্গেষু রাজা দ্যুতিমান্ বসুহোম ইতি শ্রুতঃ ॥ ১
স রাজা ধর্ম্মবিন্নিত্যং সহ পত্ন্যা মহাতপাঃ।
মুঞ্জপৃষ্ঠং জগামাথ পিতৃদেবর্ষিপূজিতম্ ॥ ২
তত্র শৃঙ্গে হিমবতো মেরৌ কনকপর্ব্বতে।
যত্র মুঞ্জাবটে রামো জটাহরণমাদিশৎ ॥ ৩
তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র ঋষিভিঃ সংশিতব্রতৈঃ।
মুঞ্জপৃষ্ঠ ইতি প্রোক্তঃ স দেশো রুদ্রসেবিতঃ ॥ ৪
স তত্র বহুভির্যুক্তস্তদা শ্রুতিময়ৈর্গুণৈঃ।
ব্রাহ্মণানামনুমতো দেবর্ষিসদৃশোঽভবৎ ॥ ৫
তং কদাচিদদীনাত্মা সখা শক্রস্য মানিতঃ।
অভ্যগচ্ছন্মহীপালে মান্ধাতা শত্রুকর্শনঃ ॥ ৬
সোপসৃত্য তু মান্ধাতা বসুহোমং নরাধিপম্।
দৃষ্ট্বা প্রকৃষ্টতপসং বিনতোঽগ্রেঽভ্যতিষ্ঠত ॥ ৭
বসুহোমোঽপি রাজ্ঞো বৈ পাদ্যমর্ঘ্যং ন্যবেদয়ৎ।
সপ্তাঙ্গস্য তু রাজ্যস্য পপ্রচ্ছ কুশলাব্যয়ে ॥ ৮
সদ্ভিরাচরিতং পূর্ব্বং যথাবদনুযায়িনম্।
অপৃচ্ছদ্ বসুহোমস্তং রাজন্ কিং করবাণি তে ॥ ৯
সোঽব্রবীৎ পরমপ্রীতো মান্ধাতা রাজসত্তমম্।
বসুহোমং মহাপ্রাজ্ঞমাসীনং কুরুনন্দন ॥ ১০

মান্ধাতোবাচ।

বৃহস্পতের্মতং রাজন্নধীতং সকলং ত্বয়া।
তথৈবৌশনসং শাস্ত্রং বিজ্ঞাতং তে নরোত্তম ॥ ১১
তদহং জ্ঞাতুমিচ্ছামি দণ্ড উৎপদ্যতে কথম্।
কিং চাস্য পূর্ব্বং জাগর্তি কিং বা পরমমুচ্যতে ॥ ১২

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[দণ্ডের উৎপত্তি এবং ক্ষত্রিয়ের উপর উহার ন্যস্ত হইবার পূর্ব্ব পরম্পরা বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই দণ্ডের বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানিগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন। উহা তুমি শ্রবণ কর। অঙ্গদেশে বসুহোম নামে প্রসিদ্ধ এক তেজস্বী রাজা রাজ্য করিতেছিলেন ॥ ১

সেই মহাতেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞ নরপতি নিজের পত্নীর সহিত দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক পূজিত মুঞ্জপৃষ্ঠ নামক তীর্থস্থানে আসিয়াছিলেন ॥ ২

রাজেন্দ্র! সেই স্থান সুবর্ণময় পর্ব্বত সুমেরুর নিকটবর্ত্তী হিমালয়ের শিখরের উপর অবস্থিত। যেস্থানে মুঞ্জাবটে পরশুরাম নিজের জটা বাঁধিবার আদেশ করিয়াছিলেন। তখন হইতেই কঠোর ব্রতপালনকারী ঋষিগণ সেই রুদ্রসেবিত প্রদেশকে মুঞ্জপৃষ্ঠ নাম দিয়াছিলেন ॥ ৩-৪

এই স্থানে রাজা বসুহোম বহুসংখ্যক বেদোক্ত গুণসমূহে যুক্ত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই তপস্যার প্রভাবেই তিনি দেবর্ষিতুল্য হইয়া যাইলেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তাঁহার অতিশয় সম্মান হইতে লাগিল ॥ ৫

একদিন দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মানিত সখা উদারহৃদয় শত্রুসূদন রাজা মান্ধাতা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৬

রাজা মান্ধাতা উত্তম তপস্বী অঙ্গপতি বসুহোমের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করত তাঁহার সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৭

বসুহোমও রাজা মান্ধাতাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন এবং তাঁহার সপ্ত অঙ্গযুক্ত রাজ্যের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৮

পুরাকালে সৎপুরুষগণ যে পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সেই পথেরই যথাযথভাবে নিরন্তর অনুগমনকারী মান্ধাতাকে বসুহোম জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন্! আমি আপনার কি সেবা করিব? ৯

কুরুনন্দন! তখন অতিশয় প্রসন্ন রাজা মান্ধাতা সেই স্থানে উপবিষ্ট মহাজ্ঞানী নৃপশ্রেষ্ঠ বসুহোমকে বলিলেন ॥ ১০

মান্ধাতা বলিলেন,—রাজন্! নরশ্রেষ্ঠ! আপনি বৃহস্পতির সম্পূর্ণ মত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্রও আপনি ভালভাবে জানেন ॥ ১১

অতএব আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি যে, কিভাবে দণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? ইহার পূর্ব্বে কোন বস্তু জাগরূক ছিল? এবং এই দণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কেন বলা হয়? ১২

কথং ক্ষত্রিয়সংস্থশ্চ দণ্ডঃ সম্প্রত্যবস্থিতঃ।
ব্রূহি মে সুমহাপ্রাজ্ঞ দদাম্যাচার্য্যবেতনম্ ॥১৩
বসুহোম উবাচ।
শৃণু রাজন্ যথা দণ্ডঃ সম্ভূতো লোকসংগ্রহঃ।
প্রজাবিনয়রক্ষার্থং ধর্মস্যাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মা যিযক্ষুর্ভগবান্ সর্বলোকপিতামহঃ।
ঋত্বিজং নাত্মনস্তুল্যং দদর্শেতি হি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৫
স গর্ভং শিরসা দেবো বহুবর্ষাণ্যধারয়ৎ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু স গর্ভঃ ক্ষুবতোঽপতৎ ॥ ১৬
স ক্ষুপো নাম সম্ভূতঃ প্রজাপতিররিন্দম।
ঋত্বিগাসীন্মহারাজ যজ্ঞে তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৭
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সত্রে তু ব্রহ্মণঃ পার্থিবর্ষভ।
দৃষ্টরূপপ্রধানত্বাদ্ দণ্ডঃ সোঽন্তর্হিতোঽভবৎ ॥ ১৮
তস্মিন্নন্তর্হিতে চাপি প্রজানাং সঙ্করোঽভবৎ।
নৈব কার্য্যং ন বাকার্য্যং ভোজ্যাভোজ্যং ন বিদ্যতে ॥১৯
পেয়াপেয়ে কুতঃ সিদ্ধির্হিংসন্তি চ পরস্পরম্।
গম্যাগম্যং তদা নাসীৎ স্বং পরস্বঞ্চ বৈ সমম্ ॥ ২০
পরস্পরং বিলুম্পন্তি সারমেয়া যথামিষম্।
অবলান্ বলিনো ঘ্নন্তি নির্মর্য্যাদমবর্তত ॥ ২১
ততঃ পিতামহো বিষ্ণুং ভগবন্তং সনাতনম্।
সম্পূজ্য বরদং দেবং মহাদেবমথাব্রবীৎ ॥ ২২
অত্র ত্বমনুকম্পাং বৈ কর্তুমর্হসি শঙ্কর।
সঙ্করো ন ভবেদত্র যথা তদ্ বৈ বিধীয়তাম্ ॥ ২৩
ততঃ স ভগবান্ ধ্যাত্বা চিরং শূলবরায়ুধঃ।
আত্মানমাত্মনা দণ্ডং সসৃজে দেবসত্তমঃ ॥ ২৪
তস্মাচ্চ ধর্মচরণান্নীতির্দেবী সরস্বতী।
সসৃজে দণ্ডনীতিং সা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥ ২৫
ভূয়ঃ স ভগবান্ ধ্যাত্বা চিরং শূলবরায়ুধঃ।
তস্য তস্য নিকায়স্য চকারৈকৈকমীশ্বরম্ ॥ ২৬

এই দণ্ড কিভাবে ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে? মহামতে! এই সমস্তই আপনি আমাকে বলুন। আমি আপনাকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিব ॥ ১৩

বসুহোম বলিলেন, রাজন্! দণ্ড সম্পূর্ণ জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখে। দণ্ডই ধর্মের সনাতন স্বরূপ। প্রজাদিগকে ঔদ্ধত্য হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই দণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সেই দণ্ডের যেভাবে উৎপত্তি হইয়াছে, উহা শ্রবণ করুন ॥ ১৪

আমরা শুনিয়াছি যে, সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কোন এক সময় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের যোগ্য কোন ঋত্বিক্ দেখিতে পাইলেন না ॥ ১৫

তখন তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিজের মস্তকে এক গর্ভ ধারণ করিলেন। যখন এক হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হইল, তখন ব্রহ্মার হাঁচি উপস্থিত হইল এবং তিনি হাঁচিলে পর সেই বেগে উক্ত গর্ভ পতিত হয় ॥ ১৬

শত্রুদমন রাজন্! উহা হইতে যে বালক উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম 'ক্ষুপ' রাখা হয়। মহারাজ! মহাত্মা ব্রহ্মার সেই যজ্ঞে প্রজাপতি ক্ষুপই ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন ॥ ১৭

নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ আরম্ভ হইতেই সেখানে প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত যজ্ঞের প্রাধান্য হইতে থাকিলে ব্রহ্মার সেই দণ্ড অন্তর্হিত হইয়া যাইলেন ॥ ১৮

দণ্ড লুপ্ত হইতেই প্রজাগণের মধ্যে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইল। তখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই রহিল না এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচারও থাকিল না ॥ ১৯

সুতরাং পেয়াপেয়ের বিচার কোথায় থাকিবে? সকল লোকই পরস্পরকে হিংসা করিতে লাগিল। সেই সময় গম্যাগম্যেরও কিছু বিচার রহিল না। নিজের এবং পরের ধনকে সকলে সমান বলিয়াই বুঝিতে লাগিল ॥ ২০

যেরূপ কুকুরের দল মাংসের জন্য পরস্পর বিবাদ করে, সেইরূপ মনুষ্যগণও পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে। বলবান্ মানুষেরা দুর্ব্বলদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। সর্ব্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যাইল ॥ ২১

এরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে পর পিতামহ ব্রহ্মা সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করত বরদাতা দেবতা মহাদেবকে বলিলেন,—শঙ্কর! এই পরিস্থিতিতে আপনি কৃপা করুন। যাহাতে সংসারে বর্ণসঙ্কর বিস্তৃত হইয়া না পড়ে, সেইরূপ এক উপায় উদ্‌ভাবন করুন ॥ ২২-২৩

তখন শূলনামক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব বহুকাল চিন্তা করিয়া স্বয়ংই নিজেকে নিজে দণ্ডরূপে প্রকাশিত করিলেন।

ইহার দ্বারা ধর্ম্মাচরণ হইতে দেখিয়া নীতিস্বরূপা দেবী সরস্বতী সেইরূপ এক দণ্ডনীতির রচনা করিলেন, যাহা তিনলোকে বিখ্যাত ॥ ২৪-২৫

ভগবান্ শূলপাণি পুনরায় দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে এক-একজনকে রাজা করিলেন ॥ ২৬

দেবানামীশ্বরং চক্রে দেবং দশশতেক্ষণম্ ।
যমং বৈবস্বতং চাপি পিতৄণামকরোৎ প্রভুম্ ॥ ২৭
ধনানাং রাক্ষসানাঞ্চ কুবেরমপি চেশ্বরম্ ।
পর্বতানাং পতিং মেরুং সরিতাঞ্চ মহোদধিম্ ॥ ২৮
অপাং রাজ্যেঽসুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণং প্রভুম্ ।
মৃত্যুং প্রাণেশ্বরমথো তেজসাঞ্চ হুতাশনম্ ॥ ২৯
রুদ্রাণামপি চেশানং গোপ্তারং বিদধে প্রভুম্ ।
মহাত্মানং মহাদেবং বিশালাক্ষং সনাতনম্ ॥ ৩০
বশিষ্ঠমীশং বিপ্রাণাং বসূনাং জাতবেদসম্ ।
তেজসাং ভাস্করং চক্রে নক্ষত্রাণাং নিশাকরম্ ॥ ৩১
বীরুধামংশুমন্তঞ্চ ভূতানাঞ্চ প্রভুং বরম্ ।
কুমারং দ্বাদশভুজং স্কন্দং রাজানমাদিশৎ ॥ ৩২
কালং সর্বেশমকরোৎ সংহারবিনয়াত্মকম্ ।
মৃত্যোশ্চতুর্বিভাগস্য দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৩৩
ঈশ্বরঃ সর্বদেবস্তু রাজরাজো নরাধিপ ।
সর্বেষামেব রুদ্রাণাং শূলপাণিরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪
তমেনং ব্রহ্মণঃ পুত্রমনুজাতং ক্ষুপং দদৌ ।
প্রজানামধিপং শ্রেষ্ঠং সর্বধর্মভৃতামপি ॥ ৩৫
মহাদেবস্ততস্তস্মিন্ বৃত্তে যজ্ঞে যথাবিধি ।
দণ্ডং ধর্মস্য গোপ্তারং বিষ্ণবে সৎকৃতং দদৌ ॥৩৬
বিষ্ণুরঙ্গিরসে প্রাদাদঙ্গিরা মুনিসত্তমঃ ।
প্রাদাদিন্দ্র-মরীচিভ্যাং মরীচির্ভৃগবে দদৌ ॥ ৩৭
ভৃগুর্দদাবৃষিভ্যস্তু দণ্ডং ধর্মসমাহিতম্ ।
ঋষয়ো লোকপালেভ্যো লোকপালাঃ ক্ষুপায় চ ॥ ৩৮
ক্ষুপস্তু মনবে প্রাদাদাদিত্যতনয়ায় চ ।
পুত্রেভ্যঃ শ্রাদ্ধদেবস্তু সূক্ষ্মধর্মার্থকারণাৎ ॥ ৩৯
বিভজ্য দণ্ডঃ কর্তব্যো ধর্মেণ ন যদৃচ্ছয়া ।
দুষ্টানাং নিগ্রহো দণ্ডো হিরণ্যং বাহ্যতঃ ক্রিয়া ॥ ৪০
ব্যঙ্গত্বঞ্চ শরীরস্য বধো নাল্পস্য কারণাৎ ।
শরীরপীড়াস্তাস্তাশ্চ দেহত্যাগো বিবাসনম্ ॥ ৪১

তিনি সহস্রলোচন ইন্দ্রদেবকে দেবগণের ঈশ্বর করিলেন এবং সূর্য্যপুত্র যমকে পিতৃগণের প্রভু (ঈশ্বর) করিয়া দিলেন ॥ ২৭

তিনি কুবেরকে ধন ও রাক্ষসগণের ঈশ্বর করিলেন, মেরুকে পর্ব্বতসকলের পতি এবং মহাসাগরকে নদীসমূহের পতি করিলেন ॥ ২৮

শক্তিশালী ভগবান্ বরুণকে জল ও অসুরগণের রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি মৃত্যুকে প্রাণের এবং অগ্নিদেবকে তেজের আধিপত্য প্রদান করিলেন ॥ ২৯

বিশাললোচন সনাতন মহাত্মা মহাদেব নিজেকে রুদ্রগণের অধীশ্বর ও শক্তিশালী সংরক্ষক করিলেন ॥ ৩০

তিনি বশিষ্ঠকে ব্রাহ্মণগণের, জাতবেদা অগ্নিকে বসুসকলের, সূর্য্যকে তেজস্বী গ্রহসমূহের ও চন্দ্রকে নক্ষত্রদের অধিপতি করিয়া দিলেন ॥ ৩১

অংশুমান্‌কে লতাসমূহের এবং দ্বাদশবাহুসমন্বিত শক্তিশালী কুমার স্কন্দকে ভূতগণের শ্রেষ্ঠ রাজারূপে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৩২

সংহার ও বিনয় (উৎপাদন) যাঁহার স্বরূপ, সেই সর্ব্বেশ্বর কালকে রোগজ, আঘাতজ, পতনজ ও বন্ধনজ এই চারিপ্রকার মৃত্যু, সুখ ও দুঃখের অধিপতি করিলেন ॥৩৩

সকলের দেবতা, রাজাদেরও রাজা ও মনুষ্যগণের অধিপতি শূলপাণি ভগবান্ শিব স্বয়ং রুদ্রগণের অধীশ্বর হইলেন—ইহ শুনা যায় ॥ ৩৪

ব্রহ্মার কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষুপকে তিনি সমস্ত প্রজা ও সম্পূর্ণ ধর্ম্ম ধারীদিগের শ্রেষ্ঠ অধিপতি করিলেন ॥ ৩৫

তদনন্তর ব্রহ্মার সেই যজ্ঞ যখন বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া যাইল, তখন মহাদেব ধর্ম্মরক্ষক ভগবান্ বিষ্ণুকে সৎকৃত করিয়া তাঁহাকে এই দণ্ড সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৬

ভগবান্ বিষ্ণু উহা অঙ্গিরামুনিকে প্রদান করিলেন। মুনিবর অঙ্গিরা পরে ইন্দ্র ও মরীচিকে দান করেন এবং মরীচি ভৃগুকে সমর্পণ করেন ॥ ৩৭

ভৃগু ধর্ম্মসংরক্ষক সেই দণ্ড মহর্ষিগণকে প্রদান করেন। ঋষিরা লোকপালদিগকে, লোকপালগণ ক্ষুপকে, ক্ষুপ সূর্য্যপুত্র মনু (শ্রাদ্ধদেব)-কে এবং শ্রাদ্ধদেব সেই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ও অর্থকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮-৩৯

অতএব ধর্ম্মানুসারে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়াই দণ্ডের বিধান করা উচিত, নিজের ইচ্ছানুসারে নহে। দুষ্টদিগকে দমন করাই দণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করত কোষ পূর্ণ করিবার জন্য নহে। দণ্ডদান করত স্বর্ণগ্রহণ করা ত' বাহ্যাঙ্গ—গৌণ কর্ম্ম ॥ ৪০

কোন অল্প অপরাধের জন্য প্রজার অঙ্গ ভঙ্গ করা, তাহাকে বধ করা, নানাভাবে দৈহিক যাতনা দেওয়া এবং তাহাকে দেহ-ত্যাগ করিতে বিবশ করা অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা উচিত নয় ॥ ৪১

তং দদৌ সূর্য্যপুত্রস্তু মনুর্বৈ রক্ষণার্থকম্ ।
আনুপূর্ব্যাচ্চ দণ্ডোঽয়ং প্রজা জাগর্ত্তি পালয়ন্ ॥ ৪২
ইন্দ্রো জাগর্ত্তি ভগবানিন্দ্রাদগ্নির্বিভাবসুঃ ।
অগ্নের্জাগর্ত্তি বরুণো বরুণাচ্চ প্রজাপতিঃ ॥৪৩
প্রজাপতেস্ততো ধর্মো জাগর্ত্তি বিনয়াত্মকঃ ।
ধর্মাচ্চ ব্রাহ্মণঃ পুত্রো ব্যবসায়ঃ সনাতনঃ ॥ ৪৪
ব্যবসায়াৎ ততস্তেজো জাগর্ত্তি পরিপালয়ৎ ।
ওষধ্যস্তেজসস্তস্মাদোষধীভ্যশ্চ পর্বতাঃ ॥ ৪৫
পর্বতেভ্যশ্চ জাগর্ত্তি রসো রসগুণাৎ তথা ।
জাগর্ত্তি নির্ঋতির্দেবী জ্যোতীংষি নির্ঋতেরপি ॥ ৪৬
বেদাঃ প্রতিষ্ঠা জ্যোতির্ভ্যস্ততো হয়শিরাঃ প্রভুঃ ।
ব্রহ্মা পিতামহস্তস্মাজ্জাগর্ত্তি প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ৪৭
পিতামহান্মহাদেবো জাগর্ত্তি ভগবান্ শিবঃ ।

সূর্য্যপুত্র মনু (শ্রাদ্ধদেব) প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যই নিজের পুত্রাদিগের উপর দণ্ড সমর্পণ করিয়াছিলেন। উহাই ক্রমশঃ উত্তরোত্তর অধিকারী ব্যক্তিগণের হস্তে যাইয়া প্রজাপালন করিতে করিতে জাগরিত রহিয়াছে ॥ ৪২

ভগবান্ ইন্দ্র দণ্ডের বিধান করিতে সর্ব্বদা জাগরূক থাকেন। ইন্দ্র হইতে দেদীপ্যমান অগ্নি, অগ্নি হইতে বরুণ এবং বরুণ হইতে প্রজাপতি সেই দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার যথাযথ প্রয়োগের জন্য সদা জাগরিত আছেন ॥ ৪৩

যিনি সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই ধর্ম্ম প্রজাপতি হইতে দণ্ড গ্রহণ করত প্রজার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা জাগরূক্ রহিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র সনাতন ব্যবসায় সেই দণ্ড ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেতন আছেন ॥ ৪৪

ব্যবসায় হইতে দণ্ড গ্রহণ করত তেজ জগৎকে রক্ষা করিতে করিতে জাগরিত আছেন। তেজ হইতে ওষধিসকল, ওষধিসকল হইতে পর্ব্বতসমূহ, পর্ব্বতসমূহ হইতে রস, রস হইতে নির্ঋতি এবং নির্ঋতি হইতে জ্যোতিঃসমূহ ক্রমশঃ সেই দণ্ড গ্রহণ করত লোকরক্ষার জন্য জাগরূক্ রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ৪৬

জ্যোতিঃসমূহ হইতে দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বেদসকল হইতে ভগবান্ হয়গ্রীব এবং হয়গ্রীব হইতে অবিনাশী প্রভু ব্রহ্মা সেই দণ্ড লাভ করত লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেতন আছেন ॥ ৪৭

বিশ্বেদেবাঃ শিবাচ্চাপি বিশ্বেভ্যশ্চ তথর্ষয়ঃ ॥ ৪৮
ঋষিভ্যো ভগবান্ সোমঃ সোমাদ্ দেবাঃ সনাতনাঃ ।
দেবেভ্যো ব্রাহ্মণা লোকে জাগ্রতীত্যুপধারয় ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রাজন্যা লোকান্ রক্ষন্তি ধর্মতঃ ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব ক্ষত্রিয়েভ্যঃ সনাতনম্ ॥ ৫০
প্রজা জাগর্ত্তি লোকেঽস্মিন্ দণ্ডো জাগর্ত্তি তাসু চ ।
সর্বং সংক্ষিপতে দণ্ডঃ পিতামহসমপ্রভঃ ॥ ৫১
জাগর্ত্তি কালঃ পূর্বঞ্চ মধ্যে চান্তে চ ভারত ।
ঈশ্বরঃ সর্বলোকস্য মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৫২
দেবদেবঃ শিবঃ সর্বো জাগর্ত্তি সততং প্রভুঃ ।
কপর্দী শঙ্করো রুদ্রঃ শিবঃ স্থাণুরুমাপতিঃ ॥ ৫৩
ইত্যেষ দণ্ডো বিখ্যাত আদৌ মধ্যে তথাবরে ।
ভূমিপালো যথান্যায়ং বর্তেতানেন ধর্মবিৎ ॥ ৫৪

পিতামহ ব্রহ্মা হইতে দণ্ড ও রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়া মহাদেব ভগবান্ শিব জাগরিত রহিয়াছেন। শিব হইতে বিশ্বেদেবগণ, বিশ্বেদেবগণ হইতে ঋষিরা, ঋষিদের নিকট হইতে ভগবান্ সোম, সোম হইতে সনাতন দেবগণ এবং দেবগণ হইতে ব্রাহ্মণেরা সেই দণ্ড গ্রহণ করত লোকরক্ষার জন্য সর্ব্বদা জাগরূক আছেন। ইহা তুমি সর্ব্বতোভাবে অবগত হও ॥ ৪৮-৪৯

তদনন্তর ব্রাহ্মণগণ হইতে দণ্ডধারণের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মানুসারে সম্পূর্ণ জগৎ রক্ষা করিতেছেন। ক্ষত্রিয়দিগের দ্বারাই এই সনাতন চরাচর জগৎ সুরক্ষিত হইতেছে ॥ ৫০

এই জগতে প্রজারা জাগরিত থাকে এবং তাহাদের মধ্যে দণ্ডও জাগরূক্ থাকেন। পিতামহ ব্রহ্মাসদৃশ তেজস্বী এই দণ্ড সকলকে একটি মর্য্যাদার (নিয়মের) মধ্যে আবদ্ধ রাখেন ॥ ৫১

ভরতবংশধর ! এই কালরূপ দণ্ড সৃষ্টির আদিতে, মধ্যে এবং অন্তেও জাগরিত থাকেন। ইনিই সর্ব্বলোকেশ্বর মহাদেবের স্বরূপ এবং ইনিই সমস্ত প্রজাগণের পালক ॥ ৫২

এই দণ্ডের রূপে দেবাধিদেব কল্যাণস্বরূপ সর্ব্বাত্মা প্রভু জটাজুটধারী উমাবল্লভ দুঃখহারী স্থাণুস্বরূপ লোকমঙ্গলকারী ভগবান্ নিজেই সর্ব্বদা জাগরিত আছেন ॥ ৫৩

এইভাবে সেই দণ্ড আদি, মধ্য ও অন্তে বিখ্যাত হইয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞ রাজার কর্ত্তব্য হইল—ইহার দ্বারা ন্যায়োচিত ব্যবহার করা ॥ ৫৪

ভীষ্ম উবাচ।

ইতীদং বসুহোমস্য শৃণুয়াদ্ যো মতং নরঃ।
শ্রুত্বা সম্যক্ প্রবর্ত্তেত সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫
ইতি তে সর্বমাখ্যাতং যো দণ্ডো মনুজর্ষভ।
নিয়ন্তা সর্বলোকস্য ধর্মাক্রান্তস্য ভারত ॥ ৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি দণ্ডোৎপত্ত্যুপাখ্যানে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে নরপতি এইভাবে কথিত বসুহোমের এই মত শ্রবণ করেন ও শ্রবণ করত যথাযথ ব্যবহার করেন, তিনি সমস্ত কামনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৫

নরশ্রেষ্ঠ! ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! যে দণ্ড সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক জগৎকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন, সেই দণ্ড সম্বন্ধে যত বিষয় আছে, তৎসমস্তই আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে দণ্ডের উৎপত্তিবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ত্রিবর্গাণাং বিচারঃ, পাপেন পদচ্যুতস্য রাজ্ঞঃ পুনরুত্থানবিষয়ে আঙ্গরিষ্ঠকামন্দকবৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তাত ধর্মার্থকামানাং শ্রোতুমিচ্ছামি নিশ্চয়ম্।
লোকযাত্রা হি কার্ৎস্ন্যেন ত্রিষ্বেৎ কেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥১
ধর্মার্থকামাঃ কিংমূলাস্ত্রয়াণাং প্রভবশ্চ কঃ।
অন্যোন্যং চানুষজ্জন্তে বর্তন্তে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

যদা তে স্যুঃ সুমনসো লোকে ধর্মার্থনিশ্চয়ে।
কালপ্রভবসংস্থাসু সজ্জন্তে চ ত্রয়স্তদা ॥ ৩
ধর্মমূলঃ সদৈবার্থঃ কামোঽর্থফলমুচ্যতে।
সঙ্কল্পমূলাস্তে সর্বে সঙ্কল্পো বিষয়াত্মকঃ ॥ ৪
বিষয়াশ্চৈব কার্ৎস্ন্যেন সর্ব আহারসিদ্ধয়ে।
মূলমেতৎ ত্রিবর্গস্য নিবৃত্তির্মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৫
ধর্মাচ্ছরীরসংগুপ্তির্ধর্মার্থং চার্থ উচ্যতে।
কামো রতিফলশ্চাত্র সর্বে তে চ রজস্বলাঃ ॥ ৬
সংনিকৃষ্টাংশ্চরেদেতান্ ন চৈতান্ মনসা ত্যজেৎ।
বিমুক্তস্তপসা সর্বান্ ধর্মাদীন্ কামনৈষ্ঠিকান্ ॥ ৭

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ত্রিবর্গের বিচার এবং পাপের জন্য পদচ্যুত রাজার পুনরুত্থান বিষয়ে আঙ্গরিষ্ঠ ও কামন্দকের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তাত! আমি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয়ে আপনার নিশ্চিন্ত অভিমত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। কাহাদের উপর অবলম্বন করিলে পর লোকযাত্রা পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? ১

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মূল কি? এই তিনটির উৎপত্তির কারণই বা কি? ইহারা কোন স্থলে একত্রে মিলিতভাবে এবং কোন স্থলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কেন অবস্থান করে? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সংসারে যখন মনুষ্যগণের চিত্ত শুদ্ধ থাকে এবং তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে কোন অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সেই সময় উচিত কাল, কারণ ও কর্ম্মানুষ্ঠান-বশতঃ ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম একসঙ্গে মিলিত হইয়া অবস্থিত থাকে ॥ ৩

ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মই সর্ব্বদা অর্থপ্রাপ্তির কারণ এবং কাম সেই অর্থের ফল বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এই তিনটিরই মূল কারণ হইল সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্কল্প হইল বিষয়স্বরূপ ॥ ৪

সমস্ত বিষয় পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়গণের উপভোগে আনিবার জন্যই হইয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের মূল, ইহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই 'মোক্ষ' বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৫

ধর্ম্ম হইতে শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে, ধর্ম্ম উপার্জন করিবার জন্যই অর্থের আবশ্যকতা আছে বলিয়া কথিত হয় এবং কামের ফল রতি। এ সবই রজোগুণময় ॥ ৬

এই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম যেভাবে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিজের বাস্তবিক হিত করিয়া থাকে, সেইভাবেই তাহাদের সেবা করিবে অর্থাৎ ইহাদিগকে কল্যাণসাধনের উপায়রূপে ব্যবহার করিবে। মনের দ্বারাও ইহাদের ত্যাগ করিবে না, সুতরাং স্বরূপতঃ দেহের দ্বারা ত্যাগ করার কথা আর কি বলিবার আছে? কেবল তপ অথবা বিচারের দ্বারাই উহাদের নিকট হইতে নিজেকে মুক্ত

শ্রেষ্ঠে বুদ্ধিস্ত্রিবর্গস্য যদয়ং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
কর্ম্মণা বুদ্ধিপূর্ব্বেণ ভবত্যর্থো ন বা পুনঃ ॥ ৮
অর্থার্থমন্যদ্ ভবতি বিপরীতমথাপরম্।
অনর্থার্থমবাপ্যার্থমন্যত্রাদ্যোপকারকম্।
বুদ্ধ্যাবুদ্ধিরিহার্থে ন তদজ্ঞাননিকৃষ্টয়া ॥ ৯
অপধ্যানমলো ধর্ম্মো মলোঽর্থস্য নিগূহনম্।
সম্প্রমোদমলঃ কামো ভূয়ঃ স্বগুণবর্জ্জিতঃ ॥ ১০
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
কামন্দকস্য সংবাদমাঙ্গরিষ্ঠস্য চোভয়োঃ ॥ ১১
কামন্দমৃষিমাসীনমভিবাদ্য নরাধিপঃ।
আঙ্গরিষ্ঠোঽথ পপ্রচ্ছ কৃত্বা সময়পর্য্যয়ম্ ॥ ১২
যঃ পাপং কুরুতে রাজা কাম-মোহবলাৎকৃতঃ।
প্রত্যাসন্নস্য তস্যর্ষে কিং স্যাৎ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৩
অধর্ম্মং ধর্ম্ম ইতি চ যোঽজ্ঞানাদাচরেন্নরঃ।
তং চাপি প্রথিতং লোকে কথং রাজা নিবর্ত্তয়েৎ ॥১৪

কামন্দক উবাচ।

যো ধর্ম্মার্থৌ পরিত্যজ্য কামমেবানুবর্ত্ততে।
স ধর্ম্মার্থপরিত্যাগাৎ প্রজ্ঞানাশমিহার্চ্ছতি ॥১৫
প্রজ্ঞানাশাত্মকো মোহস্তথা ধর্ম্মার্থনাশকঃ।
তস্মান্নাস্তিকতা চৈব দুরাচারশ্চ জায়তে ॥ ১৬
দুরাচারান্ যদা রাজা প্রদুষ্টান্ ন নিযচ্ছতি।
তস্মাদুদ্বিজতে লোকঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব ॥ ১৭
তং প্রজা নানুবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণা ন চ সাধবঃ।
ততঃ সংশয়মাপ্নোতি তথা বধ্যত্বমেতি চ ॥ ১৮
অপধ্বস্তস্ত্ববমতো দুঃখং জীবিতমৃচ্ছতি।
জীবেচ্চ যদপধ্বস্তস্তচ্ছুদ্ধং মরণং ভবেৎ ॥ ১৯

রাখিবে অর্থাৎ আসক্তি ও ফল ত্যাগ করত এই সব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করা উচিত ॥ ৭

আসক্তি ও ফলেচ্ছা ত্যাগ করত ত্রিবর্গের যদি উপভোগ করা হয়, তবে উহাতে শেষে কল্যাণই হইয়া থাকে। যদি মানুষ এই ত্রিবর্গ প্রাপ্ত হয়, তবে উহা অতিশয় সৌভাগ্যের কথা। অর্থসিদ্ধির জন্য বুদ্ধিসহকারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পরও কখনও অর্থসিদ্ধি হয় আবার কখনও অর্থসিদ্ধি হয়ও না ॥৮

ইহা ব্যতীত কখনও অন্য অন্য উপায়ও অর্থের সাধক হইয়া থাকে এবং অর্থসাধক কার্য্যও আবার বিপরীত ফল দিয়া থাকে। কোন সময়ে ধন পাইয়া মানুষ অনর্থকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং ধন হইতে ভিন্ন অন্য যে সব সাধন আছে, উহারা ধর্ম্মের সহায়ক হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্ম হইতে ধন ও ধন হইতে ধর্ম্ম, এই বিচার্য্য বিষয়ে অজ্ঞানময়ী নিকৃষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মোহিত মূর্খ মানুষ বিশ্বাস রাখিতে পারে না, সেইজন্য তাহার এই উভয়ের ফল সুলভ হয় না ॥ ৯

ফলকামনা হইল ধর্ম্মের মল (দোষ), সংগৃহীত করিয়া সঞ্চয় রাখা হইল অর্থের মল এবং আমোদ-প্রমোদ হইল কামের মল ; কিন্তু এই ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম) যদি নিজ নিজ দোষ হইতে মুক্ত থাকে, তবে উহা কল্যাণকারক হয় ॥ ১০

এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহাত্মাগণ রাজা অঙ্গরিষ্ঠ ও কামন্দক মুনির সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ১১

কোন এক সময়ে কামন্দক ঋষি নিজের আশ্রমে বসিয়া আছেন। সেই সময় তাঁহাকে প্রণাম করত রাজা আঙ্গরিষ্ঠ প্রশ্নের উপযুক্ত সময় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১২

মহর্ষি! যদি কোন রাজা কাম ও মোহের বশীভূত হইয়া পাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরে তাঁহার অনুতাপ হইলে পর সেই পাপ দূর করিবার জন্য তিনি কি প্রায়শ্চিত্ত করিবেন ? ১৩

যিনি অজ্ঞানতাবশতঃ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করিয়া তাহার আচরণ করেন, সেই লোকবিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজা কিভাবে সেই অধর্ম্ম হইতে দূরে রাখিবেন ? ১৪

কামন্দক বলিলেন,—রাজন্! যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করত কেবল কামেরই সেবা করে, তাহার এই উভয় পরিত্যাগে বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৫

বুদ্ধির নাশ হইল—মোহ। উহা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়কেই নাশ করিয়া থাকে। ইহাতে মনুষ্যের মধ্যে নাস্তিকতা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সে দুরাচার হইয়া যায় ॥ ১৬

যখন রাজা দুষ্ট ও দুরাচারীদিগকে দণ্ড দান করিয়া দমন না করিবেন, তখন সমস্ত প্রজা গৃহে স্থিত সর্পের ন্যায় সেই রাজা হইতে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে ॥ ১৭

এই অবস্থায় প্রজারা সেই রাজার অনুগামী হয় না। সাধু এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহার অনুসরণ করেন না। তখন সেই রাজার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া পড়ে এবং প্রজাদের হস্তে তিনি নিহতই হইয়া থাকেন ॥ ১৮

তিনি নিজ পদ হইতে ভ্রষ্ট ও অপমানিত হইয়া দুঃখময় জীবন

অত্রৈতদাহুরাচার্য্যাঃ পাপস্য পরিগর্হণম্ ।
সেবিতব্যা ত্রয়ী বিদ্যা সৎকারো ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ২০
মহামনা ভবেদ্ ধর্মে বিবহেচ্চ মহাকুলে ।
ব্রাহ্মণাংশ্চাপি সেবেত ক্ষমাযুক্তান্ মনস্বিনঃ ॥ ২১
জপেদুদকশীলঃ স্যাৎ সততং সুখমাস্থিতঃ ।
ধর্মান্বিতান্ সম্প্রবিশেদ্ বহিঃ কৃত্বেহ দুষ্কৃতীন্ ॥ ২২
প্রসাদয়েন্মধুরয়া বাচা বাপ্যথ কর্মণা ।
তবাস্মীতি বদেন্নিত্যং পরেষাং কীর্তয়ন্ গুণান্ ॥ ২৩
অপাপো হ্যেবমাচারঃ ক্ষিপ্রং বহুমতো ভবেৎ ।
পাপান্যপি হি কৃচ্ছ্রাণি শময়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪
গুরবো হি পরং ধর্মং যং ব্রূয়ুস্তং তথা কুরু ।
গুরূণাং হি প্রসাদাদ্ বৈ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যসি ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি কামন্দকাঙ্গরিষ্ঠসংবাদে ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

অতিবাহিত করেন। যদি পদভ্রষ্ট হইয়া জীবিতও থাকেন, তবে সেই জীবন স্পষ্টতঃ মরণই বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১৯

এই অবস্থায় আচার্য্যগণ তাঁহার পক্ষে এই কর্ত্তব্য বলিয়াছেন —তিনি নিজ পাপসমূহের নিন্দা করিবেন, বেদসকলের নিরন্তর স্বাধ্যায় করিবেন এবং ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করিবেন ॥ ২০

তিনি ধর্ম্মাচরণে বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিবেন, উত্তম-বংশে বিবাহ করিবেন এবং উদার ও ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণগণের সেবায় নিরত থাকিবেন ॥ ২১

তিনি জলে অবস্থান করত গায়ত্রী জপ করিবেন, সদা প্রসন্ন থাকিবেন এবং পাপীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণের সঙ্গ করিবেন ॥ ২২

মধুর বাক্য ও উত্তম কর্ম্মের দ্বারা সকলকে প্রসন্ন রাখিবেন, অপর ব্যক্তিদিগের গুণসকল কীর্ত্তন করিয়া সকলকেই বলিতে থাকিবেন—আমি আপনার (আপনি আমাকে আপনারই বলিয়া জানুন) ॥ ২৩

যে রাজা এইভাবে নিজের আচার পালন করিয়া থাকেন, তিনি শীঘ্রই নিষ্পাপ হইয়া সকলের সম্মানের পাত্র হন। তিনি নিজের কঠিন হইতেও কঠিন পাপসকল নষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন —ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৪

রাজন্! গুরুজনগণ তোমার পক্ষে যাহা উত্তম ধর্ম্মের উপদেশ করিবেন, তুমি সেই সব সেইভাবেই পালন করিবে। গুরুজনগণের করুণায় তাহা হইলে তুমি পরম কল্যাণভাগী হইবে ॥ ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে কামন্দক ও আঙ্গরিষ্ঠের সংবাদবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্র-প্রহ্লাদবৃত্তান্তপ্রসঙ্গে শীলস্য প্রভাবঃ, শীলস্যাভাবেন ধর্ম্ম-সত্য-সদাচার-বল-লক্ষ্মীণাঞ্চাভাববিষয়বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইমে জনা নরশ্রেষ্ঠ প্রশংসন্তি সদা ভুবি।
ধর্মস্য শীলমেবাদৌ ততো মে সংশয়ো মহান্ ॥ ১
যদি তচ্ছক্যমস্মাভির্জ্ঞাতুং ধর্মভৃতাং বর।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং যথৈতদুপলভ্যতে ॥ ২
কথং তৎ প্রাপ্যতে শীলং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত।
কিংলক্ষণঞ্চ তৎ প্রোক্তং ব্রূহি মে বদতাং বর ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

পুরা দুর্য্যোধনেনেহ ধৃতরাষ্ট্রস্য মানদ।
আখ্যাতং তপ্যমানেন শ্রিয়ং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্ ॥ ৪
ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ তব সভ্রাতৃকস্য হ।
সভায়াং চাহ বচনং তৎ সর্বং শৃণু ভারত ॥ ৫
ভবতস্তাং সভাং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিং চাপ্যনুত্তমাম্।
দুর্য্যোধনস্তদাঽঽসীনঃ সর্বং পিত্রে ন্যবেদয়ৎ ॥ ৬
শ্রুত্বা হি ধৃতরাষ্ট্রশ্চ দুর্য্যোধনবচস্তদা।
অব্রবীৎ কর্ণসহিতং দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কিমর্থং তপ্যসে পুত্র শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রুত্বা ত্বামনুনেষ্যামি যদি সম্যগ্ ভবিষ্যতি ॥ ৮
ত্বয়া চ মহদৈশ্বর্য্যং প্রাপ্তং পরপুরঞ্জয়।
কিঙ্করা ভ্রাতরঃ সর্বে মিত্রসম্বন্ধিনঃ সদা ॥ ৯
আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি পিশিতৌদনম্।
আজানেয়া বহন্ত্যশ্বাঃ কেনাসি হরিণঃ কৃশঃ ॥ ১০

দুর্য্যোধন উবাচ।

দশ তানি সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যুধিষ্ঠিরনিবেশনে ॥ ১১
দৃষ্ট্বা চ তাং সভাং দিব্যাং দিব্যপুষ্পফলান্বিতাম্।
অশ্বাংস্তিত্তিরিকল্মাষান্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ১২

চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে শীলের প্রভাব, শীলের অভাবে ধর্ম্ম, সত্য, সদাচার, বল এবং লক্ষ্মীরও অভাবের বিষয় বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বললেন,—নরশ্রেষ্ঠ! পিতামহ! ভূতলের এই সকল মানুষই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মের অনুরূপ শীলেরই অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন, অতএব এ বিষয়ে আমার অতিশয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! যদি আমি উহা জানিতে সমর্থ হই, তবে যেভাবে আমার সেই শীলের উপলব্ধি হইবে, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি ॥ ২

ভারত! সেই শীল কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়? উহা শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা জাগরিত হইয়াছে। বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! উহার লক্ষণ কিভাবে কথিত হইয়াছে? তাহা আমাকে বলুন ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—মানপ্রদ মহারাজ যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়-যজ্ঞের সময় ভ্রাতৃগণের সহিত তোমার তাদৃশ অদ্ভুত শ্রী-সম্পত্তি, সেই সর্ব্বোত্তম সভা ও সমৃদ্ধি দেখিয়া সন্তপ্ত দুর্য্যোধন কৌরবসভায় উপবেশন করত পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের গভীর চিন্তার কথা প্রকাশ করিয়াছিল—সমস্ত মনোব্যথা বলিয়া শুনাইয়াছিল। ভারত! সে সভামধ্যে যে সব কথা বলিয়াছিল, তুমি সেই সব শ্রবণ কর ॥ ৪-৬

সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের কথা শ্রবণ করত কর্ণের সহিত তাহাকে এইভাবে বলিয়াছিল ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিল,—পুত্র! তুমি কিজন্য সন্তপ্ত হইতেছ? তাহা আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। উহা শ্রবণ করত যদি উচিত বলিয়া বুঝিতে পারি, তবে তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব ॥ ৮

শত্রুনগরবিজয়ী বীর! তুমিও প্রভূত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার সমস্ত ভ্রাতারা, মিত্র ও সম্বন্ধিগণ সতত তোমার সেবায় নিরত আছে ॥ ৯

তুমি উত্তম উত্তম বস্ত্র ও চাদর প্রভৃতি আচ্ছাদন করিতেছ, পিশিতৌদন (মাংসযুক্ত অন্ন) ভোজন করিতেছ এবং 'আজানেয়' অশ্ব-(আরবী-অশ্ব)-গণ তোমার রথ বহন করে, তবে তুমি কেন শ্বেতবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছ? ১০

দুর্য্যোধন বলিল,—পিতঃ! যুধিষ্ঠিরের অন্তপুরে দশ হাজার মহাত্মা স্নাতক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন স্বর্ণের পাত্রে ভোজন করেন ॥ ১১

দিব্য পুষ্পসমূহে সুশোভিত সেই দিব্য সভা তিত্তিরিপক্ষির তুল্য নানা বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র অশ্ব ও নানাবিধ দিব্য বস্ত্র-(আমার

দৃষ্ট্বা তাং পাণ্ডবেয়ানামৃদ্ধিং বৈশ্রবণীং শুভাম্ ।
অমিত্রাণাং সুমহতীমনুশোচামি ভারত ॥ ১৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যদীচ্ছসি শ্রিয়ং তাত যাদৃশী সা যুধিষ্ঠিরে ।
বিশিষ্টাং বা নরব্যাঘ্র শীলবান্ ভব পুত্রক ॥ ১৪
শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ ॥১৫
একরাত্রেণ মান্ধাতা ত্র্যহেণ জনমেজয়ঃ ।
সপ্তরাত্রেণ নাভাগঃ পৃথিবীং প্রতিপেদিরে ॥ ১৬
এতে হি পার্থিবাঃ সর্বে শীলবন্তো দয়ান্বিতাঃ ।
অতস্তেষাং গুণক্রীতা বসুধা স্বয়মাগতা ॥ ১৭

দুর্য্যোধন উবাচ ।

কথং তৎ প্রাপ্যতে শীলং শ্রোতুমিচ্ছামি ভারত ।
যেন শীলেন তৈঃ প্রাপ্তা ক্ষিপ্রমেব বসুন্ধরা ॥ ১৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
নারদেন পুরা প্রোক্তং শীলমাশ্রিত্য ভারত ॥ ১৯
প্রহ্লাদেন হৃতং রাজ্যং মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ।
শীলমাশ্রিত্য দৈত্যেন ত্রৈলোক্যঞ্চ বশে কৃতম্ ॥ ২০
ততো বৃহস্পতিং শক্রঃ প্রাঞ্জলিঃ সমুপস্থিতঃ ।
তমুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ শ্রেয় ইচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ২১
ততো বৃহস্পতিস্তস্মৈ জ্ঞানং নৈঃশ্রেয়সং পরম্ ।
কথয়ামাস ভগবান্ দেবেন্দ্রায় কুরূদ্বহ ॥ ২২
এতাবচ্ছ্রেয় ইত্যেব বৃহস্পতিরভাষত ।
ইন্দ্রস্তু ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ কো বিশেষো ভবেদিতি ॥ ২৩

বৃহস্পতিরুবাচ ।

বিশেষোঽস্তি মহাংস্তাত ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ।
অত্রাগময় ভদ্রং তে ভূয় এব সুরর্ষভ ॥ ২৪
আত্মনস্তু ততঃ শ্রেয়ো ভার্গবাৎ সুমহাতপাঃ ।
জ্ঞানমাগময়ৎ প্রীত্যা পুনঃ স পরমদ্যুতিঃ ॥ ২৫

নিকট উহা কোথায় ? এই সব) সকল দেখিয়া নিজের শত্রু পাণ্ডবদের সেই কুবেরসদৃশ শুভ ও বিশাল ঐশ্বর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আমি নিরন্তর শোকে নিমগ্ন হইতেছি ॥ ১২-১৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বৎস ! নরশ্রেষ্ঠ ! পুত্র ! যুধিষ্ঠিরের নিকট যেরূপ সম্পত্তি আছে, সেরূপ বা তাহা হইতেও অধিক যদি রাজলক্ষ্মী লাভ করিতে চাও, তবে তুমি শীলবান্ হও ॥ ১৪

ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, শীলের (সৎস্বভাবের) দ্বারা তিনলোক জয় করিতে পারা যায়। শীলবান্‌গণের পক্ষে এ জগতে কিছুই অসাধ্য নয় ॥ ১৫

মান্ধাতা এক দিনে, জনমেজয় তিন দিনের এবং নাভাগ সাত দিনে এই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৬

এই সব রাজাই শীলবান্ ও দয়ালু ছিলেন। অতএব তাঁহাদের দ্বারা গুণরূপ মূল্যে ক্রীতা হইয়া এই পৃথিবী স্বয়ংই তাঁহাদের পার্শ্বে গিয়াছিলেন ॥ ১৭

দুর্য্যোধন বলিল,—ভারত ! যাহার দ্বারা এই রাজারা অতিসত্বর সমগ্র ভূমণ্ডলের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই 'শীল' কিরূপে লাভ করিতে পারা যায় ? উহা আমি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিল, ভরতবংশজাত দুর্য্যোধন ! এ বিষয়ে মহাত্মাগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহা নারদ পূর্ব্বে শীল-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ॥ ১৯

দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ শীলের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন এবং তিনলোককেও নিজের বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ২০

তখন মহাবুদ্ধিমান্ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বৃহস্পতির সেবায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন,—ভগবন্ ! আমি নিজের কল্যাণের উপায় জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ২১

কুরুশ্রেষ্ঠ ! তখন ভগবান্ বৃহস্পতি সেই দেবেন্দ্রকে কল্যাণকারী পরম জ্ঞানের উপদেশ করিলেন ॥ ২২

এইরূপই হইল শ্রেয় (কল্যাণের উপায়), এই কথা বৃহস্পতি বলিলেন। তখন ইন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা হইতে বিশেষ বস্তু কি ? ২৩

বৃহস্পতি বলিলেন, তাত ! সুরশ্রেষ্ঠ ! ইহা হইতেও বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ বস্তুর জ্ঞান মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের রহিয়াছে। তোমার কল্যাণ হইক। তুমি তাঁহার নিকট গমন করত পুনরায় সেই বস্তুর জ্ঞানলাভ কর ॥ ২৪

তখন পরম তেজস্বী মহাতপস্বী ইন্দ্র প্রীতিসহকারে শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে পুনরায় নিজের জন্য শ্রেয়োজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৫

তেনাপি সমনুজ্ঞাতো ভার্গবেণ মহাত্মনা।
শ্রেয়োঽস্তীতি পুনর্ভূয়ঃ শুক্রমাহ শতক্রতুঃ॥ ২৬
ভার্গবস্ত্বাহ সর্বজ্ঞঃ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
জ্ঞানমস্তি বিশেষেণেত্যুক্তো হৃষ্টশ্চ সোঽভবৎ॥ ২৭
স ততো ব্রাহ্মণো ভূত্বা প্রহ্লাদং পাকশাসনঃ।
গত্বা প্রোবাচ মেধাবী শ্রেয় ইচ্ছামি বেদিতুম্॥ ২৮
প্রহ্লাদস্ত্বব্রবীদ্ বিপ্রং ক্ষণো নাস্তি দ্বিজর্ষভ।
ত্রৈলোক্যরাজ্যসক্তস্য ততো নোপদিশামি তে॥ ২৯
ব্রাহ্মণস্ত্বব্রবীদ্ রাজন্ যস্মিন্ কালে ক্ষণো ভবেৎ।
তদোপাদেষ্টুমিচ্ছামি যদাচয়মনুত্তমম্॥ ৩০
ততঃ প্রীতোঽভবদ্ রাজা প্রহ্লাদো ব্রহ্মবাদিনঃ।
তথেত্যুক্ত্বা শুভে কালে জ্ঞানতত্ত্বং দদৌ তদা॥ ৩১
ব্রাহ্মণোঽপি যথান্যায়ং গুরুবৃত্তিমনুত্তমাম্।
চকার সর্বভাবেন যদস্য মনসেপ্সিতম্॥ ৩২

মহাত্মা ভার্গব যখন তাঁহাকে উপদেশ দান করিলেন, তখন ইন্দ্র পুনরায় শুক্রাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা হইতেও কি কোন বিশেষ শ্রেয় বস্তু আছে? ২৬

তখন সর্ব্বজ্ঞ শুক্রাচার্য্য বলিলেন,—মহাত্মা প্রহ্লাদের ইহা হইতেও বিশেষ শ্রেয় জ্ঞান আছে। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র অতিশয় প্রসন্ন হইলেন॥ ২৭

তদনন্তর বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপধারণ করত প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—রাজন্! আমি শ্রেয় জানিতে অভিলাষী হইয়াছি॥ ২৮

প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকের রাজ্য-পরিচালনা বিষয়ে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় আমার সময় নাই, অতএব আমি আপনাকে উপদেশ দিতে পারিব না॥ ২৯

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রাজন্! যখন আপনার সময় হইবে, সেই সময়েই আমি আপনার নিকট হইতে সর্ব্বোত্তম আচরণীয় ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করিতে বাসনা করি॥ ৩০

ব্রাহ্মণের এই বাক্যে রাজা প্রহ্লাদ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং শুভ সময়ে তাঁহাকে জ্ঞানতত্ত্বের উপদেশ দিলেন॥ ৩১

ব্রাহ্মণও তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সর্ব্বোত্তম গুরুভক্তিপূর্ণ ব্যবহার করত তাঁহার মনের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সেবা করিলেন॥ ৩২

ত্রৈলোক্যরাজ্যং ধর্মজ্ঞ কারণং তদ্ ব্রবীহি মে।
প্রহ্লাদোঽপি মহারাজ ব্রাহ্মণং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৩

প্রহ্লাদ উবাচ।

নাসূয়ামি দ্বিজান্ বিপ্র রাজাস্মীতি কদাচন।
কাব্যানি বদতাং তেষাং সংযচ্ছন্তি চ মাং সদা॥ ৩৪
তে বিস্রব্ধাঃ প্রভাষন্তে সংযচ্ছামি চ মাং সদা।
তে মাং কাব্যপথে যুক্তং শুশ্রূষুমনসূয়কম্॥ ৩৫
ধর্মাত্মানং জিতক্রোধং নিয়তং সংযতেন্দ্রিয়ম্।
সমাসিঞ্চন্তি শাস্তারঃ ক্ষৌদ্রং মধ্বিব মক্ষিকাঃ॥ ৩৬
সোঽহং বাগগ্রবিষ্টানাং রসানামবলেহিতা।
স্বজাত্যানধিতিষ্ঠামি নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ॥ ৩৭
এতৎ পৃথিব্যামমৃতমেতচ্চক্ষুরনুত্তমম্।
যদ্ ব্রাহ্মণমুখে কাব্যমেতচ্ছ্রুত্বা প্রবর্ততে॥ ৩৮

ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি কি প্রকারে এই ত্রিলোকের উত্তম রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ইহার কারণ আমাকে বলুন। মহারাজ! তখন প্রহ্লাদও ব্রাহ্মণকে এই কথা বলিলেন॥ ৩৩

প্রহ্লাদ বলিলেন,—বিপ্রবর! 'আমি রাজা' এই অভিমানে অভিমানী হইয়া কখনও ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করি না, কারণ, যখন তাঁহারা আমাকে শুক্রাচার্য্যকথিত নীতির উপদেশ দান করিতেন তখন আমি সংযম সহকারে তাঁহাদের সেই সব উপদেশবাক্য শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতাম॥ ৩৪

সেই ব্রাহ্মণগণ বিশ্বস্ত হইয়া আমাকে নীতিপথের উপদেশ দান করিতেন এবং সদা সংযমে রাখিতেন। আমি সর্ব্বদাই যথাশক্তি শুক্রাচার্য্যকথিত নীতিপথে গমন করি, ব্রাহ্মণগণের সেবা করি, কাহারও দোষদর্শন করি না এবং ধর্ম্মে মনকে সংযুক্ত করিয়া রাখি। ক্রোধকে জয় করত মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখিয়াছি। অতএব যেরূপ মৌমাছিরা পুষ্পসকলের স্তবক হইতে রস গ্রহণ করত তাহার দ্বারা মধুচক্রকে সিঞ্চিত করিয়া থাকে, সেইরূপ উপদেশ দাতা ব্রাহ্মণগণ আমাকে শাস্ত্রের অমৃতময় বাণী-সমূহের দ্বারা সিক্ত করিয়া থাকেন। ৩৫-৩৬

আমি তাঁহাদের নীতি বিদ্যার রস আস্বাদন করি এবং যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রদিগকে শাসন করেন, সেইরূপ আমিও আমার জ্ঞাতি বন্ধুদের মধ্যে রাজ্য করি॥ ৩৭

ব্রাহ্মণের মুখে শুক্রাচার্য্যের যে নীতিবাক্য বিদ্যমান আছে,

এতাবচ্ছ্রেয় ইত্যাহ প্রহ্লাদো ব্রহ্মবাদিনম্ ।
শুশ্রূষিতস্তেন তদা দৈত্যেন্দ্রো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৯
যথাবদ্ গুরুবৃত্ত্যা তে প্রীতোঽস্মি দ্বিজসত্তম ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে প্রদাতাস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
কৃতমিত্যেব দৈত্যেন্দ্রমুবাচ স চ বৈ দ্বিজঃ ।
প্রহ্লাদস্ত্বব্রবীৎ প্রীতো গৃহ্যতাং বর ইত্যুত ॥ ৪১

ব্রাহ্মণ উবাচ :

যদি রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ।
ভবতঃ শীলমিচ্ছামি প্রাপ্তুমেষ বরো মম ॥ ৪২
ততঃ প্রীতস্তু দৈত্যেন্দ্রো ভয়মস্যাভবন্মহৎ ।
বরে প্রদিষ্টে বিপ্রেণ নাল্পতেজায়মিত্যুত ॥ ৪৩
এবমস্ত্বিতি স প্রাহ প্রহ্লাদো বিস্মিতস্তদা ।
উপাকৃত্য তু বিপ্রায় বরং দুঃখান্বিতোঽভবৎ ॥৪৪
দত্তে বরে গতে বিপ্রে চিন্তাসীন্মহতী তদা ।
প্রহ্লাদস্য মহারাজ নিশ্চয়ং ন চ জগ্মিবান্ ॥ ৪৫
তস্য চিন্তয়তস্তাবচ্ছায়াভূতং মহাদ্যুতি ।
তেজো বিগ্রহবৎ তাত শরীরমজহাৎ তদা ॥ ৪৬
তমপৃচ্ছন্মহাকায়ং প্রহ্লাদঃ কো ভবানিতি ।
প্রত্যাহতং তু শীলোঽস্মি ত্যক্তো গচ্ছাম্যহং ত্বয়া ॥৪৭
তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে রাজন্ বৎস্যাম্যহমনিন্দিতে ।
যোঽসৌ শিষ্যত্বমাগম্য ত্বয়ি নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ৪৮
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতং তদ্ বৈ শক্রং চান্বাবিশৎ প্রভো ।
তস্মিংস্তেজসি যাতে তু তাদৃগ্রূপস্ততোঽপরঃ ॥ ৪৯
শরীরান্নিঃসৃতস্তস্য কো ভবানিতি চাব্রবীৎ ।
ধর্মং প্রহ্লাদ মাং বিদ্ধি যত্রাসৌ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৫০

উহাই এই ভূতলে অমৃত, ইহাই সর্ব্বোত্তম চক্ষু। রাজা ইহা শ্রবণ করত তদনুসারে আচরণ করিবেন ॥ ৩৮

ইহাই হইল শ্রেয়, এই কথাই প্রহ্লাদকে ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে বলিয়াছিলেন। ইহার পরও তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিলে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার দ্বারা যথাযথভাবে কৃত গুরু-সেবাতে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি কোন বর প্রার্থনা কর। আমি উহা তোমাকে প্রদান করিব—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৪০

তখন সেই ব্রাহ্মণ দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে বলিলেন,—আপনি আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ করিয়া দিন। ইহা শ্রবণ করত প্রহ্লাদ আরও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—তুমি কোন বর অবশ্যই প্রার্থনা কর ॥ ৪১

ব্রাহ্মণ বলিলেন—রাজন্! যদি আপনি প্রসন্ন হন্ এবং আমার প্রিয় করিতে আপনার বাসনা থাকে, তবে আমি আপনার 'শীল' (এই অধ্যায়ের৬৬ শ্লোক হইতে শীলের ব্যাখ্যা আছে) লাভ করিতে অভিলাষী, ইহাই হইল আমার বর ॥ ৪২

ইহা শ্রবণ করত দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ প্রসন্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা করিলে পর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই ব্যক্তি কোন সাধারণ তেজস্বী পুরুষ নয় ॥৪৩

তারপর 'এবমস্তু' এই কথা বলিয়া প্রহ্লাদ সেই বর দান করিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁহার অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণকে সেই বর দিয়া তিনি নিজে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন ॥৪৪

মহারাজ! বরদান করিবার পর যখন সেই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলেন, তখন তাঁহার অতিশয় চিন্তা হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, এখন কি করা উচিত? কিন্তু কোন এক নিশ্চয়ে তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না ॥ ৪৫

তাত! যখন তিনি এই চিন্তা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে পরম কান্তিমান্ ছায়াময় এক তেজ মূর্তিমান্ হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি নিজের দেহ ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৪৬

প্রহ্লাদ সেই বিশালকায় পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন—আমি 'শীল'। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছ, সেজন্য আমি চলিয়া যাইতেছি ॥ ৪৭

রাজন্! এখন আমি যিনি প্রতিদিন তোমার প্রিয় শিষ্য হইয়া এস্থানে অতিশয় সাবধানতার সহিত বাস করিতেন, সেই অনিন্দিত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের শরীরে বাস করিব ॥৪৮

প্রভো! এই কথা বলিয়া 'শীল' অদৃশ্য হইয়া যাইলেন এবং ইন্দ্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই তেজ চলিয়া যাইলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে অপর এক তেজ প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন প্রহ্লাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন—প্রহ্লাদ! তুমি আমাকে 'ধর্ম' বলিয়া জান। যে স্থানে সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, আমি সে স্থানে যাইব। দৈত্যরাজ! যে স্থানে 'শীল' থাকে, সেস্থানে আমিও অবস্থান করি ॥ ৪৯-৫০ই

তত্র যাস্যামি দৈত্যেন্দ্র যতঃ শীলং ততো হ্যহম্ ।
ততোঽপরো মহারাজ প্রজ্বলন্নিব তেজসা ॥ ৫১
শরীরান্নিঃসৃতস্তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ।
কো ভবানিতি পৃষ্টশ্চ তমাহ স মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫২
সত্যং বিদ্ধ্যসুরেন্দ্রাদ্য প্রায়স্যে ধর্মমন্বহম্ ।
তস্মিন্ননুগতে সত্যে মহান্ বৈ পুরুষোঽপরঃ ॥ ৫৩
নিশ্চক্রাম ততস্তস্মাৎ পৃষ্টশ্চাহ মহাবলঃ ।
বৃত্তং প্রহ্লাদ মাং বিদ্ধি যতঃ সত্যং ততো হ্যহম্ ॥৫৪
তস্মিন্ গতে মহাশব্দঃ শরীরাৎ তস্য নির্যযৌ ।
পৃষ্টশ্চাহ বলং বিদ্ধি যতো বৃত্তমহং ততঃ ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র যতো বৃত্তং নরাধিপ ।
ততঃ প্রভাময়ী দেবী শরীরাৎ তস্য নির্যযৌ ॥ ৫৬
তামপৃচ্ছৎ স দৈত্যেন্দ্রঃ সা শ্রীরিত্যেনমব্রবীৎ ।
উষিতাস্মি স্বয়ং বীর ত্বয়ি সত্যপরাক্রম ॥ ৫৭

মহারাজ! তদনন্তর মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক তৃতীয় পুরুষ আবির্ভূত হইলেন, যিনি স্বীয় তেজে যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন ॥ ৫১১/২

আপনি কে? এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই মহাতেজস্বী তাঁহাকে উত্তর দিয়া বলিলেন—অসুরেন্দ্র! তুমি আমাকে 'সত্য' বলিয়া জান। এখন আমি ধর্ম্মের অনুগমন করিব ॥৫২১/২

'সত্য' চলিয়া যাইলে, পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে অপর এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই মহাবল উত্তর দিলেন যে, প্রহ্লাদ তুমি আমাকে 'সদাচার' বলিয়া জানিও। যেস্থানে 'সত্য' থাকেন, আমিও সেই স্থানেই বাস করি ॥ ৫৩-৫৪

তিনি চলিয়া যাইলে পর প্রহ্লাদের দেহ হইতে প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে পুনরায় এক পুরুষ প্রকটিত হইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর বলিলেন—আমাকে 'বল' বলিয়া জানিও। যেস্থানে 'সদাচার' বিদ্যমান থাকে, উহা আমারও স্থান ॥ ৫৫

হে নরাধিপ! এই কথা বলিয়া 'বল' 'সদাচারে'র পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। তারপর প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী আবির্ভূতা হইলেন। দৈত্যরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? তখন তিনি বলিলেন—আমি 'লক্ষ্মী'। সত্যপরাক্রমী বীর! আমি স্বয়ংই আসিয়া তোমার দেহে বাস করিতেছি, কিন্তু এখন তুমি

ত্বয়া ত্যক্তা গমিষ্যামি বলং হ্যনুগতা হ্যহম্ ।
ততো ভয়ং প্রাদুরাসীৎ প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ৫৮
অপৃচ্ছৎ স ততো ভূয়ঃ ক যাসি কমলালয়ে ।
ত্বং হি সত্যব্রতা দেবী লোকস্য পরমেশ্বরী ।
কশ্চাসৌ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠস্তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৫৯

শ্রীরুবাচ ।

স শক্রো ব্রহ্মচারী যস্ত্বত্তশ্চৈবোপশিক্ষিতঃ
ত্রৈলোক্যে তে যদৈশ্বর্য্যং তৎ তেনাপহৃতং প্রভো ॥৬০
শীলেন হি ত্রয়ো লোকাস্ত্বয়া ধর্মজ্ঞ নির্জিতাঃ ।
তদ্বিজ্ঞায় সুরেন্দ্রেণ তব শীলং হৃতং প্রভো ॥ ৬১
ধর্মঃ সত্যং তথা বৃত্তং বলং চৈব তথাপ্যহম্ ।
শীলমূলা মহাপ্রাজ্ঞ সদা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্ত্বা গতা শ্রীস্তু তে চ সর্বে যুধিষ্ঠির ।
দুর্যোধনস্তু পিতরং ভূয় এবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ৬৩

আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, সেই জন্য আমি চলিয়া যাইতেছি, কারণ, আমি 'বলে'র অনুগামিনী ॥ ৫৬-৫৭১/২

তখন মহাত্মা প্রহ্লাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—কমলালয়ে! তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি ত' সত্যব্রতা দেবী এবং সম্পূর্ণ জগতের পরমেশ্বরী। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কে ছিলেন? উহা আমি যথাযথ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫৮-৫৯

লক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—প্রভাবশালী প্রহ্লাদ! তুমি যাঁহাকে উপদেশ দিয়াছ, সেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের বেশে সাক্ষাৎ ইন্দ্র ছিলেন। তিন লোকে তোমার যে ঐশ্বর্য্যের বিস্তার হইয়াছিল, উহা তিনি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন ॥ ৬০

ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি শীলের দ্বারাই তিন লোক জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। প্রভো! ইহা জানিতে পারিয়াই সুরেন্দ্র তোমার শীল অপহরণ করিয়াছেন ॥ ৬১

মহাপ্রাজ্ঞ! ধর্ম্ম, সত্য, সদাচার, বল ও আমি (লক্ষ্মী) ইঁহারা সকলে সদা শীলেরই আধারে বিদ্যমান থাকেন। শীলই হইলেন এই সকলের মূল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৬২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া লক্ষ্মী ও সেই শীল প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণসমূহ ইন্দ্রের নিকট গমন করিলেন। এই কথা শ্রবণ করত দুর্য্যোধন পুনরায় নিজের পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে

শীলস্য তত্ত্বমিচ্ছামি বেত্তুং কৌরবনন্দন।
প্রাপ্যতে চ যথা শীলং তং চোপায়ং বদস্ব মে ॥ ৬৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সোপায়ং পূর্বমুদ্দিষ্টং প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
সংক্ষেপেণ তু শীলস্য শৃণু প্রাপ্তিং নরেশ্বর ॥ ৬৫
অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ শীলমেতৎ প্রশস্যতে ॥ ৬৬
যদন্যেষাং হিতং ন স্যাদাত্মনঃ কর্ম পৌরুষম্।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্যাৎ কথঞ্চন ॥ ৬৭
তত্তু কর্ম তথা কুর্য্যাদ্ যেন শ্লাঘ্যেত সংসদি।
শীলং সমাসেনৈতৎ তে কথিতং কুরুসত্তম ॥ ৬৮
যদ্যপ্যশীলা নৃপতে প্রাপ্নুবন্তি শ্রিয়ং ক্বচিৎ।
ন ভুঞ্জতে চিরং তাত সমূলাশ্চ ন সন্তি তে ॥ ৬৯
এতদ্ বিদিত্বা তত্ত্বেন শীলবান্ ভব পুত্রক।
যদীচ্ছসি শ্রিয়ং তাত সুবিশিষ্টাং যুধিষ্ঠিরাৎ ॥ ৭০

ভীষ্ম উবাচ।

এতৎ কথিতবান্ পুত্রে ধৃতরাষ্ট্রো নরাধিপঃ।
এতৎ কুরুষ কৌন্তেয় ততঃ প্রাপ্স্যসি তৎ ফলম্ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি শীলবর্ণনং নাম চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

বলিলেন—কৌরবনন্দন! আমি শীলের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। শীল যেভাবে লাভ করা যায়, তাহার উপায় আমাকে বলুন ॥ ৬৩-৬৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—নরেশ্বর! শীলের স্বরূপ ও তাহার লাভের উপায়—এই উভয়ই মহাত্মা প্রহ্লাদ পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন। আমি সংক্ষেপে শীলের প্রাপ্তির উপায় মাত্র বলিতেছি, উহা শ্রবণ কর ॥ ৬৫

মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কোন প্রাণীর দ্রোহ না করা, সকলের উপর দয়া করা এবং যথাশক্তি দান করা—ইহাকে 'শীল' বলা হয়। সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়া থাকে ॥ ৬৬

নিজের যে কোন পুরুষার্থ ও কর্ম্ম অপরের পক্ষে হিতকর হইবে না অথবা যাহা করিলে মনে সঙ্কোচের অনুভব হয়, উহা কোনরূপেই করিবে না ॥ ৬৭

যে কর্ম্ম যেভাবে করিলে জনপূর্ণ সভামধ্যে তাহার প্রশংসা হইবে, উহা সেইভাবেই সম্পাদন করিবে। কুরুশ্রেষ্ঠ! এই আমি তোমাকে সংক্ষেপে শীলের কথা বলিলাম ॥ ৬৮

তাত! নরেশ্বর! যদিও কোন কোন স্থানে শীলহীন মানুষও রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে, তথাপি সে দীর্ঘকাল ধরিয়া উহা উপভোগ করিতে পারে না এবং মূলসহ সে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬৯

পুত্র! যদি তুমি যুধিষ্ঠির হইতেও উত্তম সম্পত্তি লাভ করিতে বাসনা কর, তবে এই উপদেশ যথাযথভাবে বুঝিয়া শীলবান্ হও ॥ ৭০

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র নিজের পুত্র দুর্য্যোধনকে এই উপদেশ দিয়াছিল। তুমিও ইহার আচরণ কর, ইহাতে তুমি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে শীলবর্ণনবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃকাশাবিষয়কপ্রশ্নস্যোত্তর প্রসঙ্গে রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য ঋষভমুনেশ্চেতিহাসারম্ভঃ, তত্র মৃগমনু রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য ধাবনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শীলং প্রধানং পুরুষে কথিতং তে পিতামহ।
কথং ত্বাশা সমুৎপন্না যা চাশা তদ্ বদস্ব মে ॥ ১
সংশয়ো মে মহানেষ সমুৎপন্নঃ পিতামহ।
ছেত্তা চ তস্য নান্যোঽস্তি ত্বত্তঃ পরপুরঞ্জয় ॥ ২
পিতামহাশা মহতী মামাসীদ্ধি সুযোধনে।
প্রাপ্তে যুদ্ধে তু তদ্ যুক্তং তত কর্তায়মিতি প্রভো ॥৩
সর্বস্যাশা সুমহতী পুরুষস্যোপজায়তে।
তস্যাং বিহন্যমানায়াং দুঃখো মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৪
সোঽহং হতাশো দুর্বুদ্ধিঃ কৃতস্তেন দুরাত্মনা।
ধার্তরাষ্ট্রেণ রাজেন্দ্র পশ্য মন্দাত্মতাং মম ॥ ৫
আশাং মহত্তরাং মন্যে পর্বতাদপি সদ্রুমাৎ।
আকাশাদপি বা রাজন্নপ্রমেয়ৈব বা পুনঃ ॥ ৬
এষা চৈব কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্বিচিন্ত্যা সুদুর্লভা।
দুর্লভত্বাচ্চ পশ্যামি কিমন্যদ্ দুর্লভং ততঃ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ তৎ।
ইতিহাসং সুমিত্রস্য নির্বৃত্তমৃষভস্য চ ॥ ৮
সুমিত্রো নাম রাজর্ষির্হৈহয়ো মৃগয়াং গতঃ।
সসার স মৃগং বিদ্ধ্বা বাণেনানতপর্বণা ॥ ৯
স মৃগো বাণমাদায় যযাবমিতবিক্রমঃ।
স চ রাজা বলাৎ তূর্ণং সসার মৃগযূথপম্ ॥ ১০
ততো নিম্নং স্থলং চৈব স মৃগোঽদ্রবদাশুগঃ।
মুহূর্তমিব রাজেন্দ্র সমেন স পথাগমৎ ॥১১

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের আশাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে রাজা সুমিত্র ও ঋষভ নামক ঋষির ইতিহাস আরম্ভ, এই প্রসঙ্গে মৃগের পশ্চাতে রাজা সুমিত্রের ধাবন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি পুরুষের মধ্যে শীলই প্রধান বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এখন আমি ইহা জানিতে চাই যে, আশার উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে? আশা কি? ইহা আমাকে বলুন। শত্রুনগরবিজয়ী পিতামহ! আমার মনে এই তীব্র সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এই সংশয় ছেদন করিতে আপনি ব্যতীত অপর আর কেহ নাই ॥ ১-২

পিতামহ! দুর্য্যোধনের উপর আমার অতিশয় আশা ছিল যে, যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে পর সে উচিত কার্য্যই করিবে। প্রভো! আমি মনে করিতাম যে, সে যুদ্ধ বিনাই আমাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবে ॥ ৩

প্রায় প্রতি মানুষেরই হৃদয়ে কোন না কোন প্রবল আশা উত্থিত হইয়া থাকে। সেই আশা ভঙ্গ হইলে পর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, আবার কাহারও কাহারও আশা ভঙ্গ হইলে মৃত্যুও হইয়া থাকে - ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥৪

রাজেন্দ্র! সেই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের দুর্বুদ্ধি আমাকে হতাশা করিয়া দিয়াছে। দেখুন, আমি কিরূপ মন্দভাগ্য ॥ ৫

রাজন্! আমি আশাকে বৃক্ষসহ পর্ব্বত হইতেও অধিক বলিয়া মনে করি অথবা সে আকাশ হইতেও অধিক অপ্রমেয় ॥ ৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই আশা অচিন্ত্যনীয়া ও অতিশয় দুর্লভ—ইহাকে জয় করা কঠিন কার্য্য। উহা দুর্লভ বা দুর্জয় হওয়ার কারণবশতঃই আমি তাহাকে এরূপ বৃহৎ দেখিতেছি ও বুঝিতে পারিতেছি। অহো! এই আশা হইতে অধিক দুর্লভ আর কি আছে? ৭

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে আমি রাজা সুমিত্র ও ঋষভমুনির পূর্ব্ব সংঘটিত এক ইতিহাস তোমাকে বলিব। উহা সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ৮

রাজর্ষি সুমিত্র হৈহয়বংশীয় রাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন। তিনি আনতপর্ব্বযুক্ত একটি বাণে কোন এক মৃগকে বিদ্ধ করত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ৯

সেই মৃগ অতিশয় বেগে দৌড়াইতেছিল। সে রাজার বাণ লইয়া পলায়ন করিতেছিল। রাজাও বলসহকারে অতিক্রত সেই মৃগযূথপতির পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১০

রাজেন্দ্র! শীঘ্র পলায়নকারী সেই মৃগ সেস্থান হইতে নিম্ন ভূমির দিকে দৌড়াইতে লাগিল। তারপর সে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই সমতলভূমি দিয়া পলাইয়া যাইল ॥ ১১

ততঃ স রাজা তারুণ্যাদৌরসেন বলেন চ।
সসার বাণাসনভৃৎ সখড়্গোঽসৌ তনুত্রবান্ ॥১২
ততো নদান্ নদীশ্চৈব পল্বলানি বনানি চ।
অতিক্রম্যাভ্যতিক্রম্য সসারৈকো বনেচরঃ ॥ ১৩
স তু কামান্মৃগো রাজন্নাসাদ্যাসাদ্য তং নৃপম্।
পুনরভ্যেতি জবনো জবেন মহতা ততঃ ॥ ১৪
স তস্য বাণৈর্বহুভিঃ সমভ্যস্তো বনেচরঃ।
প্রক্রীড়ন্নিব রাজেন্দ্র পুনরভ্যেতি চান্তিকম্ ॥১৫
পুনশ্চ জবমাস্থায় জবনো মৃগযূথপঃ।
অতীত্যাতীত্য রাজেন্দ্র পুনরভ্যেতি চান্তিকম্ ॥ ১৬

তস্য মর্ম্মচ্ছিদং ঘোরং তীক্ষ্ণং চামিত্রকর্শনঃ।
সমাদায় শরং শ্রেষ্ঠং কার্মুকে তু তথাসৃজৎ ॥ ১৭
ততো গব্যূতিমাত্রেণ মৃগযূথপযূথপঃ।
তস্য বাণপথং মুক্ত্বা তস্থিবান্ প্রহসন্নিব ॥ ১৮
তস্মিন্ নিপতিতে বাণে ভূমৌ জ্বলিততেজসি।
প্রবিবেশ মহারণ্যং মৃগো রাজাপ্যথাদ্রবৎ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

রাজাও নবযুবক বলিয়া অতিশয় শক্তিশালী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কবচ বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব ধনুর্বাণধারী এই রাজা তরবারি ধারণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন ॥ ১২

অন্যদিকে সেই বনে বিচরণকারী মৃগও একাকী বহু নদী, নদ, গর্ত্ত ও বনভূমি বারংবার লঙ্ঘন করত অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

রাজন্! সেই বেগশালী মৃগ নিজের ইচ্ছায় রাজার নিকট আগমন করত পুনরায় দ্রুতবেগে অগ্রে অগ্রে পলাইতে থাকিল ॥ ১৪

রাজেন্দ্র! যদ্যপি রাজার বহু বাণ সেই মৃগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তথাপি এই বনচারী মৃগ যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই বারংবার তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল ॥ ১৫

রাজেন্দ্র! এই মৃগ মৃগদলের মধ্যে প্রধান ছিল। ইহার বেগও ছিল অতিশয় তীব্র। সে পুনঃ পুনঃ দ্রুতগতিতে পলায়ন করিতে লাগিল, আবার বহুদূরের ভূমি লঙ্ঘন করিতে করিতে পুনরায় তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল ॥ ১৬

তখন শত্রুনাশক নরপতি মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিতে সমর্থ এক অতিশয় ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ শ্রেষ্ঠ বাণ গ্রহণ করত ধনুতে স্থাপন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭

ইহা দেখিয়া মৃগদলের সেই যূথপতি রাজার বাণমার্গ পরিত্যাগ করত দুই ক্রোশ দূরে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং হাস্য করিতে করিতে সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৮

যখন রাজার সেই তেজস্বী বাণ ভূতলে পতিত হইল, তখন মৃগ এক বিশাল বনে প্রবেশ করিল। রাজা তখনও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভগীতাবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃগান্বেষণং কুর্ব্বতো রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য তপস্বি-মুনীনামাশ্রমে গমনম্, তেষাং সমীপে আশাবিষয়ক-প্রশ্নশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

প্রবিশ্য স মহারণ্যং তাপসানামথাশ্রমম্।
আসসাদ ততো রাজা শ্রান্তশ্চোপাবিশৎ তদা ॥ ১

তং কার্মুকধরং দৃষ্ট্বা শ্রমার্তং ক্ষুধিতং তদা।
সমেত্য ঋষয়স্তস্মিন্ পূজাং চক্রুর্যথাবিধি ॥ ২

স পূজামৃষিভির্দত্তাং সম্প্রগৃহ্য নরাধিপঃ।
অপৃচ্ছৎ তাপসান্ সর্বাংস্তপসো বৃদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ৩

তে তস্য রাজ্ঞো বচনং সম্প্রগৃহ্য তপোধনাঃ।
ঋষয়ো রাজশার্দূলং তমপৃচ্ছন্ প্রয়োজনম্ ॥ ৪

কেন ভদ্র সুখার্থেন সম্প্রাপ্তোঽসি তপোবনম্।
পদাতির্বদ্ধনিস্ত্রিংশো ধন্বী বাণী নরেশ্বর ॥ ৫

এতদিচ্ছামহে শ্রোতুং কুতঃ প্রাপ্তোঽসি মানদ।
কস্মিন্ কুলে তু জাতস্ত্বং কিংনামা চাসি ব্রূহি নঃ ॥৬

ততঃ স রাজা সর্বেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ পুরুষর্ষভ।
আচচক্ষে যথান্যায়ং পরিচর্য্যাঞ্চ ভারত ॥ ৭

হৈহয়ানাং কুলে জাতঃ সুমিত্রো মিত্রনন্দনঃ।
চরামি মৃগযূথানি নিঘ্নন্ বাণৈঃ সহস্রশঃ ॥ ৮

বলেন মহতা গুপ্তঃ সামাত্যঃ সাবরোধনঃ।
মৃগস্তু বিদ্ধো বাণেন ময়া সরতি শল্যবান্ ॥ ৯

তং দ্রবন্তমনুপ্রাপ্তো বনমেতদ্ যদৃচ্ছয়া।
ভবৎসকাশং নষ্টশ্রীর্হতাশঃ শ্রমকর্শিতঃ ॥ ১০

কিং নু দুঃখমতোঽন্যদ্ বৈ যদহং শ্রমকর্শিতঃ।
ভবতামাশ্রমং প্রাপ্তো হতাশো ভ্রষ্টলক্ষণঃ ॥ ১১

ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[মৃগের অন্বেষণ করিতে করিতে রাজা সুমিত্রের তপস্বী মুনিগণের আশ্রমে গমন ও তাঁহাদের নিকট আশাবিষয়ক প্রশ্ন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সেই বিশাল বনে প্রবেশ করত রাজা সুমিত্র তাপসগণের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান্ত হইয়া সেস্থানে উপবেশন করিলেন ॥ ১

তখন তিনি পরিশ্রমে পীড়িত ও ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই অবস্থায় ধনর্দ্ধারী রাজা সুমিত্রকে দেখিয়া বহু ঋষি তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং সকলে মিলিত ভাবে বিধি অনুসারে তাঁহার স্বাগত-সৎকার করিলেন ॥ ২

ঋষিগণের দ্বারা কৃত সেই স্বাগত-সৎকার গ্রহণ করত রাজাও সেই সব তাপসগণের তপস্যার সর্ব্বাত্মক বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩

সেই তপোরূপ ধনশালী মহর্ষিগণ রাজার বাক্যকে সাদরে গ্রহণ করত সেই নৃপশ্রেষ্ঠ সেস্থানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪

কল্যাণময় নরেশ্বর! কোন সুখের জন্য আপনি তরবারি বন্ধন পূর্ব্বক ধনু ও বাণ ধারণ করত এই তপোবনে পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫

মানদ! আমরা সকলে ইহা শুনিতে বাসনা করি যে, আপনি কোন স্থান হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন ও কোন্ কুলে আপনার জন্ম হইয়াছে? আপনার নাম কি? এসমস্তই আপনি আমাদের বলুন ॥ ৬

পুরুষপ্রবর ভরতনন্দন! তদনন্তর রাজা সুমিত্র সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত বাক্য বলিলেন এবং নিজের কার্য্যক্রম বলিতে লাগিলেন ॥ ৭

তপোধনগণ! হৈহয়কুলে আমার জন্ম হইয়াছে। আমি মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী রাজা সুমিত্র এবং সহস্র সহস্র বাণ-সমূহের আঘাতে মৃগদিগকে বিনাশ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছি ॥ ৮

আমার সহিত বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। তাহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমি মন্ত্রী ও অন্তঃপুর-স্ত্রীগণের সহিত আসিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া এক মৃগ বাণসহ এদিকে পলাইয়া আসিয়াছে ॥ ৯

সেই পলায়মান মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে আমি অকস্মাৎ এই বনে আপনাদের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমার সমস্ত শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি হতাশ হইয়া অতিশয় পরিশ্রমে কষ্ট পাইতেছি ॥ ১০

আমি পরিশ্রমের জন্য যে এত কষ্ট পাইতেছি এবং নিজের রাজচিহ্নসমূহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া এক হতাশ ব্যক্তির ন্যায় আপনাদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। ইহা হইতে আর কি দুঃখ হইতে পারে? ১১

ন রাজলক্ষণত্যাগো ন পুরস্য তপোধনাঃ।
দুঃখং করোতি তৎ তীব্রং যথাশা বিহতা মম ॥১২
হিমবান্ বা মহাশৈলঃ সমুদ্রো বা মহোদধিঃ।
মহত্ত্বান্নান্বপদ্যেতাং নভসো বান্তরং তথা ॥ ১৩
আশায়াস্তপসি শ্রেষ্ঠাস্তথা নান্তমহং গতঃ।
ভবতাং বিদিতং সর্বং সর্বজ্ঞা হি তপোধনাঃ ॥ ১৪
ভবন্তঃ সুমহাভাগাস্তস্মাৎ পৃচ্ছামি সংশয়ম্।
আশাবান্ পুরুষো যঃ স্যাদন্তরিক্ষমথাপি বা ॥ ১৫
কিংনু জ্যায়স্তরং লোকে মহত্ত্বাৎ প্রতিভাতি বঃ।
এতাদিচ্ছামি তত্ত্বেন শ্রোতুং কিমিহ দুর্লভম্ ॥ ১৬

তপোধনগণ! নগর ও রাজচিহ্নসমূহের পরিত্যাগ আমাকে সেরূপ তীব্র কষ্ট দিতে পারিতেছে না, যেরূপ আমার ভগ্ন আশা আমাকে কষ্ট দান করিতেছে ॥ ১২

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় অথবা অগাধ জলরাশিপূর্ণ সমুদ্র নিজ নিজ বিশালতার দ্বারা আশার সমানতা করিতে পারে না। তপস্যায় শ্রেষ্ঠ তপোধনগণ! যেরূপ আকাশের কোনই অন্ত দেখা যায় না, সেইরূপ আমি আশারও কোন অন্ত দেখিতে পাইতেছি না। আপনারা ত' সবকিছুই জানেন, কারণ, তপোধন মুনিগণ হইলেন সর্ব্বজ্ঞ ॥ ১৩-১৪

আপনার মহাসৌভাগ্যশালী তপস্বী, সেইজন্য আপনাদের নিকটেই আমি আমার মনের সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিতেছি। একদিকে আশাবান্ পুরুষ এবং অন্যদিকে অনন্ত আকাশ যদি থাকে, তবে এই জগতে মহত্ত্বের দৃষ্টিতে আপনারা কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন? আমি ইহা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি আরও শুনিতে বাসনা করি যে, এসংসারে আসিয়া কোন বস্তু দুর্লভ থাকে? ১৫-১৬

যদি গুহ্যং ন বো নিত্যং তদা প্রব্রূত মা চিরম্।
ন গুহ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি যুষ্মত্তো দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ১৭
ভবৎতপোবিঘাতো বা যদি স্যাদ্ বিরমে ততঃ।
যদি বাস্তি কথাযোগো যোঽয়ং প্রশ্নো ময়েরিতঃ ॥১৮
এতৎ কারণসামর্থ্যং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
ভবন্তোঽপি তপোনিত্যা ব্রূয়ুরেতৎ সমন্বিতাঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু ষড্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

যদি আপনাদের নিকট ইহা গোপন রাখিবার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে বিলম্ব না করিয়া উহা আমার নিকট বর্ণন করুন। বিপ্রবরগণ! আমি আপনাদের নিকট হইতে এরূপ কোন বিষয় শুনিতে অভিলাষী নই, যাহা আপনাদের গোপনীয় রহস্য ॥ ১৭

যদি আমার এই প্রশ্নে আপনাদের তপস্যার কোন বিঘ্নসৃষ্টি করে, তবে আমি ইহা হইতে বিরত হইলাম এবং যদি আপনাদের নিকটে কথাবার্ত্তা বলিবার সময় থাকে, তবে আমি যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছি, আপনারা তাহার সমাধান করুন। আমি এই আশার কারণ ও সামর্থ্যের বিষয়ে সব কিছু যথাযথ ভাবে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা সর্ব্বদা তপস্যায় নিরত আছেন, অতএব সকলে সমবেতভাবে এই প্রশ্নের উত্তরদান করুন ॥ ১৮ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভগীতাবিষয়ক ষড্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষভেণ রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্য সমীপে বীরদ্যুম্নস্য তনুমুনেশ্চ বৃত্তান্তকথনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তেষাং সমস্তানামৃষীণামৃষিসত্তমঃ।
ঋষভো নাম বিপ্রর্ষির্বিস্ময়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ১

পুরাহং রাজশার্দূল তীর্থান্যনুচরন্ প্রভো।
সমাসাদিতবান্ দিব্যং নর-নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২

যত্র সা বদরী রম্যা হ্রদো বৈহায়সস্তথা।
যত্র চাশ্বশিরা রাজন্ বেদান্ পঠতি শাশ্বতান্ ॥৩

তস্মিন্ সরসি কৃত্বাহং বিধিবৎ তর্পণং পুরা।
পিতৄণাং দেবতানাঞ্চ ততোঽঽশ্রমমিয়াং তদা ॥ ৪

রেমাতে যত্র তৌ নিত্যং নর-নারায়ণাবৃষী।
অদূরাদাশ্রমং কঞ্চিদ্ বাসার্থমগমং তদা ॥ ৫

তত্র চীরাজিনধরং কৃশমুচ্চমতীব চ।
অদ্রাক্ষমৃষিমায়ান্তং তনুং নাম তপোধনম্ ॥ ৬

অন্যৈর্নরৈর্মহাবাহো বপুষাষ্টগুণান্বিতম্।
কৃশতা চাপি রাজর্ষে ন দৃষ্টা তাদৃশী ক্বচিৎ ॥ ৭

শরীরমপি রাজেন্দ্র তস্য কানিষ্ঠিকাসমম্।
গ্রীবা বাহূ তথা পাদৌ কেশাশ্চাদ্ভুতদর্শনাঃ ॥ ৮

শিরঃ কায়ানুরূপঞ্চ কর্ণৌ নেত্রে তথৈব চ
তস্য বাক্ চৈব চেষ্টা চ সামান্যে রাজসত্তম ॥ ৯

দৃষ্ট্বাহং তং কৃশং বিপ্রং ভীতঃ পরমদুর্মনাঃ।
পাদৌ তস্যাভিবাদ্যাথ স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ ॥

নিবেদ্য নাম-গোত্রে চ পিতরঞ্চ নরর্ষভ
প্রদিষ্টে চাসনে তেন শনৈরহমুপাবিশম্ ॥ ১১

ততঃ স কথয়ামাস কথাং ধর্মার্থসংহিতাম্।
ঋষিমধ্যে মহারাজ তনুর্ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ১২

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

[ঋষভ কর্তৃক রাজা সুমিত্রের নিকটে বীরদ্যুম্ন ও তনুমুনির বৃত্তান্ত কথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তদনন্তর সেই সমস্ত ঋষিগণের মধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি ঋষভ বিস্মিত হইয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১

নৃপশ্রেষ্ঠ! পুরাকালের ঘটনা, আমি একদিন সমস্ত তীর্থে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান্ নর-নারায়ণের দিব্য আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ২

রাজন্! যেস্থানে সেই রমণীয় বদরী বৃক্ষ (কুল গাছ) ছিল, যেস্থানে বৈহায়স * কুণ্ড এবং যেস্থানে অশ্বশিরা (হয়গ্রীব) সনাতন বেদসমূহের পাঠ করেন (সেই স্থানই নর-নারায়ণ আশ্রম।) ॥ ৩

আমি সেই বৈহায়সকুণ্ডে স্নান করত বিধি অনুসারে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলাম। তারপর সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলাম, যেস্থানে মুনিবর নর ও নারায়ণ নিত্য আনন্দসহকারে বাস করেন ॥ ৪ঃ

কিয়ৎকাল পরে সেস্থান হইতে নিকটেই অন্য এক আশ্রমে আমি বাস করিবার জন্য গমন করিলাম। সেস্থানে আমি তনু নামক এক তপোধন ঋষিকে আসিতে দেখিলাম। তিনি তখন চীর (বস্ত্রখণ্ড কৌপিন) ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর অতিশয় উন্নত এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল ॥ ৫-৬

মহাবাহো! এই মহর্ষির দেহ অন্য মনুষ্যগণ অপেক্ষা অষ্টগুণ লম্বা ছিল। রাজর্ষে! আমি তাঁহার ন্যায় শরীরের কৃশতা আর অন্যত্র কোথাও দেখি নাই ॥৭

রাজেন্দ্র! তাঁহার শরীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় কৃশ (ক্ষীণ) ছিল। তাঁহার গ্রীবা, বাহুদ্বয়, পদযুগল ও মস্তকের কেশসমূহ দেখিতে অদ্ভুত ছিল ॥ ৮

দেহের অনুরূপই তাঁহার মস্তক, কর্ণদ্বয় এবং নেত্রদ্বয় ছিল। নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার বাক্য ও চেষ্টা (কার্য্যোদ্যম) সাধারণ ছিল ॥৯

আমি সেই কৃশ অথচ লম্বা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িলাম এবং মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তারপর তাঁহার চরণে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম ॥ ১০

নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সম্মুখে নিজের নাম, গোত্র এবং পিতার পরিচয় প্রদান করত তাঁহারই দেওয়া আসনে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলাম ॥ ১১

মহারাজ! তদনন্তর ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তনু ঋষিদিগের

---

* 'বিহায়সা গচ্ছন্ত্যা মন্দাকিন্যা বৈহায়স্যা অয়ং বৈহায়সঃ' অর্থাৎ আকাশপথে গমনকারিণী মন্দাকিনী বা আকাশ-গঙ্গার নাম হইল বৈহায়সী। সেই স্থানেরই জলে পূর্ণ হওয়ায় এই কুণ্ড বৈহায়স নামে প্রসিদ্ধ। বদরিকাশ্রমে গঙ্গার নাম হইল অলকানন্দা।

তস্মিংস্তু কথয়ত্যেব রাজা রাজীবলোচনঃ।
উপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সবলঃ সাবরোধনঃ ॥ ১৩
স্মরন্ পুত্রমরণ্যে বৈ নষ্টং পরমদুর্মনাঃ।
ভূরিদ্যুম্নপিতা শ্রীমান বীরদ্যুম্নো মহাযশাঃ ॥ ১৪
ইহ দ্রক্ষ্যাম তং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীহেত পার্থিবঃ।
এবমাশাহৃতো রাজা চরন্ বনমিদং পুরা ॥ ১৫
দুর্লভঃ স ময়া দ্রষ্টুং নূনং পরমধার্মিকঃ।
একঃ পুত্রো মহারণ্যে নষ্ট ইত্যসকৃৎ তদা ॥ ১৬
দুর্লভঃ স ময়া দ্রষ্টুমাশা চ মহতী মম।
তয়া পরীতগাত্রোঽহং মুমূর্ষুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭
এতচ্ছ্রুত্বা তু ভগবাংস্তনুর্মুনিবরোত্তমঃ।
অবাক্‌শিরা ধ্যানপরো মুহূর্তমিব তস্থিবান্ ॥ ১৮
তমনুধ্যাস্তমালক্ষ্য রাজা পরমদুর্মনাঃ।
উবাচ বাক্যং দীনাত্মা মন্দং মন্দমিবাসকৃৎ ॥ ১৯

দুর্লভং কিং নু দেবর্ষে আশায়াশ্চৈব কিং মহৎ।
ব্রবীতু ভগবানেতদ্ যদি গুহ্যং ন তে ময়ি ॥

মুনিরুবাচ।

মহর্ষির্ভগবাংস্তেন পূর্বমাসীদ্ বিমানিতঃ।
বালিশাং বুদ্ধিমাস্থায় মন্দভাগ্যতয়াত্মনঃ ॥ ২১
অর্থয়ন্ কলসং রাজন্ কাঞ্চনং বল্কলানি চ।
অবজ্ঞাপূর্বকেনাপি ন সম্পাদিতবাংস্ততঃ।
নির্বিণ্ণঃ স তু বিপ্রর্ষির্নিরাশঃ সমপদ্যত ॥ ২২
এবমুক্তোঽভিবাদ্যাথ তমৃষিং লোকপূজিতম্।
শ্রান্তোঽবসীদদ্ ধর্মাত্মা যথা ত্বং নরসত্তম ॥ ২৩
অর্ঘ্যং ততঃ সমানীয় পাদ্যং চৈব মহানৃষিঃ।
আরণ্যেনৈব বিধিনা রাজ্ঞে সর্বং ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৪
ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে পরিবার্য্য নরর্ষভম্।
উপাবিশন্ নরব্যাঘ্র সপ্তর্ষয় ইব ধ্রুবম ॥ ২৫

মধ্যে উপবেশন করত ধর্ম ও অর্থপূর্ণ এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১২

তাঁহার সেই কথা বলিবার সময়েই পদ্মতুল্য নেত্রসুশোভিত এক নরপতি বেগগামী অশ্বগণের দ্বারা নিজের সৈন্য ও অন্তঃপুর-স্ত্রীগণের সহিত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩

তাঁহার পুত্র বনমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার কথা স্মরণ করিয়া রাজা মনে মনে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল ভূরিদ্যুম্ন ও ভূরিদ্যুম্নের পিতার নাম ছিল মহাযশস্বী শ্রীমান্ বীরদ্যুম্ন ॥ ১৪

সেস্থানে পুত্র ভূরিদ্যুম্নকে অবশ্যই দেখিতে পাইব - এই আশায় আকৃষ্ট হইয়া ভূপতি রাজা বীরদ্যুম্ন সেই বনে তখন বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ১৫

রাজা বীরদ্যুম্ন অতিশয় ধার্মিক ছিলেন, এখন তাঁহার দর্শন পাওয়া আমার পক্ষে দুর্লভ। আমার একটি মাত্র পুত্র ছিল, সে-ও এই বিশাল বনে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, এই কথা আমার বারংবার স্মরণ হইতেছিল ॥ ১৬

আমার পক্ষে তাঁহাকে দেখা দুর্লভ, তথাপি আমার মনে প্রবল আশার সঞ্চার হইয়াছে। সেই আশা আমার সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমি তাহার জন্য মৃত্যু পর্য্যন্তও স্বীকার করিতে পারি ॥ ১৭

রাজা বীরদ্যুম্নের এই কথা শ্রবণ করত মুনিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ তনু নতমস্তক ও ধ্যানমগ্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল নীরবে অবস্থান করিলেন ॥ ১৮

তাঁহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া অতিশয় বিষণ্ণচিত্ত রাজা বীরদ্যুম্ন দীনহৃদয়ে মন্দ মন্দ বাক্যে এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯

দেবর্ষে! কোন্ বস্তু দুর্লভ? এবং আশা হইতেও অধিক কোন্ বস্তু আছে? যদি ইহা আমার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় না হয়, তবে আমাকে উহা বলুন ॥ ২০

মুনি তনু বলিলেন,— রাজন্! আপনার এই পুত্র ভূরিদ্যুম্ন পূর্ব্বে কোন এক সময় মূঢ় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ এক পূজনীয় মহর্ষির অপমান করিয়াছিল ॥ ২১

রাজন্! তিনি রাজপুত্রের নিকট একটি সুবর্ণময় কলস ও বল্কল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আপনার পুত্র ভূরিদ্যুম্ন অবজ্ঞা করিয়াই সেই মহর্ষির ইচ্ছা পূর্ণ করিল না; ইহাতে সেই বিপ্র ঋষি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ২২

(ঋষভ বলিলেন) নরশ্রেষ্ঠ! তিনি এই কথা বলিলে পর সেই লোকপূজিত মহর্ষিকে প্রণাম করত ধর্ম্মাত্মা রাজা বীরদ্যুম্ন তোমারই ন্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া অবসাদগ্রস্ত হইলেন ॥ ২৩

তাহার পর সেই মহর্ষি তপোবনে প্রচলিত শিষ্টাচার বিধি অনুসারে রাজাকে পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রভৃতি বস্তু সমর্পণ করিলেন ॥ ২৪

নরশ্রেষ্ঠ! তখন সেই সব মুনিগণ নরপ্রধান রাজা বীরদ্যুম্নকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

অপৃচ্ছংশ্চৈব তং তত্র রাজানমপরাজিতম্ ।
প্রয়োজনমিদং সর্ব্বমাশ্রমস্য নিবেশমে ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্ব্বণি ঋষভগীতাসু সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায় ॥ ১২৭

ইহাতে মনে হইল—সপ্তর্ষিগণ যেন ধ্রুবতারাকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥ ২৫

সেই সব মহর্ষিরা সে স্থানে এই অপরাজিত বীর বীরদ্যুম্নকে আশ্রমে আসিবার সমস্ত কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভগীতাবিষয়ক সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

(রাজ্ঞো বীরদ্যুম্নস্য সমীপে তনুমুনিনা আশায়াঃ স্বরূপকথনম্, ঋষভোপদেশেন রাজ্ঞঃ সুমিত্রস্যাশাপরিত্যাগশ্চ)

রাজোবাচ ।

বীরদ্যুম্ন ইতি খ্যাতো রাজাহং দিক্ষু বিশ্রুতঃ ।
ভূরিদ্যুম্নং সুতং নষ্টমন্বেষ্টুং বনমাগতঃ ॥ ১
একঃ পুত্রঃ স বিপ্রাগ্র্য বাল এব চ মেঽনঘ ।
ন দৃশ্যতে বনে চাস্মিংস্তমন্বেষ্টুং চরাম্যহম্ ॥ ২

ঋষভ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তে বচনে রাজ্ঞা মুনিরধোমুখঃ ।
তূষ্ণীমেবাভবৎ তত্র ন চ প্রত্যুক্তবান্ নৃপম্ ॥ ৩
স হি তেন পুরা বিপ্রো রাজ্ঞা নাত্যর্থমানিতঃ ।
আশাকৃতশ্চ রাজেন্দ্র তপো দীর্ঘং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪
প্রতিগ্রহমহং রাজ্ঞাং ন করিষ্যে কথঞ্চন ।
অন্যেষাং চৈব বর্ণানামিতি কৃত্বা ধিয়ং তদা ॥ ৫
আশা হি পুরুষং বালমুত্থাপয়তি তস্থুষী ।
তামহং ব্যপনেষ্যামি ইতি কৃত্বা ব্যবস্থিতঃ ।
বীরদ্যুম্নস্তু তং ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমম্ ॥ ৬

রাজোবাচ ।

আশায়াঃ কিং কৃশত্বঞ্চ কিং চেহ ভুবি দুর্লভম্ ।
ব্রবীতু ভগবানেতৎ ত্বং হি ধর্মার্থদর্শিবান্ ॥ ৭
ততঃ সংস্মৃত্য তৎ সর্বং স্মারয়িষ্যন্নিবাব্রবীৎ ।
রাজানং ভগবান্ বিপ্রস্ততঃ কৃশতনুস্তদা ॥ ৮

ঋষিরুবাচ ।

কৃশত্বেন সমং রাজন্নাশায়া বিদ্যতে নৃপ ।
তস্যা বৈ দুর্লভত্বাচ্চ প্রার্থিতাঃ পার্থিবা ময়া ॥ ৯

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় ।

(রাজা বীরদ্যুম্নের নিকট তনুমুনি কর্তৃক আশার স্বরূপ কথন এবং ঋষভের উপদেশে রাজা সুমিত্রের আশা পরিত্যাগ ।)

রাজা বলিলেন,—আমি চারিদিকে বিখ্যাত বীরদ্যুম্ন নামক রাজা এবং আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ভূরিদ্যুম্নের অন্বেষণ করিবার জন্য এই বনে আসিয়াছি ॥ ১

নিষ্পাপ বিপ্রবর ! আমার একটি মাত্রই পুত্র ছিল, তাও আবার বালক। সে এই বনে আসিলে পর আর কোথাও দেখিতে পাইতেছি না ; আমি তাহাকেই অন্বেষণ করিবার জন্য চারিদিকে বিচরণ করিতেছি ॥ ২

ঋষভ বলিলেন,—রাজন্ ! রাজা বীরদ্যুম্ন এই কথা বলিলে পর সেই মুনি তনু অধোমুখ হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। রাজাকে কিছুই উত্তর দান করিতে পারিলেন না ॥ ৩

রাজেন্দ্র ! পূর্ব্বকালে এই রাজা কোন এক সময়ে সেই ঋষিকে বিশেষ আদর করেন নাই। তাঁহার আশা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে সেই মুনি 'আমি কোন প্রকারেই কোন রাজা বা অন্য বর্ণের লোক কর্তৃক প্রদত্ত দান গ্রহণ করিব না' এরূপ নিশ্চয় করত দীর্ঘকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছিলেন ॥ ৪-৫

বহুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত হইয়া আশা মূর্খ মানুষকেই উদ্যমশীল করিয়া থাকে। আমি তাহাকে দূর করিয়া দিব এরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি তপস্যার আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর বীরদ্যুম্ন পুনরায় সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৬

রাজা বীরদ্যুম্ন বলিলেন, বিপ্রবর ! আপনি ধর্ম্ম ও অর্থ-নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব আপনি ইহা বলুন যে, আশা হইতে অধিক দুর্ব্বলতা কি আছে ? এবং এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ বস্তু কি আছে ? ॥ ৭

তখন সেই দুর্ব্বলদেহ পূজ্যপাদ ঋষি তনু পুরাকালের সকল বিষয় স্মরণ করত রাজাকেও যেন স্মরণ করাইতে করাইতে এই কথা বলিলেন ॥ ৮

ঋষি তনু বলিলেন,—হে নৃপ ! আশার বস্তু দুর্লভ হয় বলিয়া

রাজোবাচ।

কৃশাকৃশে ময়া ব্রহ্মন্ গৃহীতে বচনাৎ তব।
দুর্লভত্বঞ্চ তস্যৈব বেদবাক্যমিব দ্বিজ ॥ ১০

সংশয়স্তু মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জাতো হৃদয়ে মম।
তন্মুনে মম তত্ত্বেন বক্তুমর্হসি পৃচ্ছতঃ ॥ ১১

ত্বত্তঃ কৃশতরং কিং নু ব্রবীতু ভগবানিদম্।
যদি গুহ্যং ন তে কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে মুনিসত্তম ॥ ১২

কৃশ উবাচ।

দুর্লভোঽপ্যথবা নাস্তি যোঽর্থী ধৃতিমবাপ্নুয়াৎ।
স দুর্লভতরস্তাত যোঽর্থিনং নাবমন্যতে ॥ ১৩

সংকৃত্য নোপকুরুতে পরং শক্ত্যা যথার্হতঃ।
যা সক্তা সর্বভূতেষু সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৪

কৃতঘ্নেষু চ যা সক্তা নৃশংসেষ্বলসেষু চ।
অপকারিষু চাসক্তা সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৫

একপুত্রঃ পিতা পুত্রে নষ্টে বা প্রোষিতেঽপি বা।
প্রবৃত্তিং যো ন জানাতি সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৬

প্রসবে চৈব নারীণাং বৃদ্ধানাং পুত্রকারিতা।
তথা নরেন্দ্র ধনিনাং সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৭

প্রদানকাঙ্ক্ষিণীনাঞ্চ কন্যানাং বয়সি স্থিতে।
শ্রুত্বা কথাস্তথাযুক্তাঃ সাঽঽশা কৃশতরী ময়া ॥ ১৮

এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজন্ স রাজা সাবরোধনঃ।
সংস্পৃশ্য পাদৌ শিরসা নিপপাত দ্বিজর্ষভম্ ১৯

রাজোবাচ।

প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ পুত্রেণেচ্ছামি সঙ্গমম্।
যদেতদুক্তং ভবতা সম্প্রতি দ্বিজসত্তম ॥ ২০

আশাবানের দুর্ব্বলতাতুল্য আর কোন দুর্ব্বলতা নাই। যে বস্তুর আশা করা যায়, উহার দুর্লভতার জন্যই আমি বহু রাজাকে ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম ॥ ৯

রাজা বীরদ্যুম্ন বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি আপনার বাক্যানুসারে ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, যে ব্যক্তি আশাতে বদ্ধ, সে দুর্ব্বল এবং যে ব্যক্তি আশাকে জয় করিয়াছে, সে পুষ্ট। হে দ্বিজ! আপনার এই বাক্যকে আমি বেদবাক্য-তুল্য গ্রহণ করিলাম। যে বস্তুর আশা করা হয়, উহা অত্যন্ত দুর্লভ হইয়া যায় ॥ ১০

মহাপ্রাজ্ঞ! মুনে! কিন্তু আমার মনে এক সংশয় আছে, যাহা আমি এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি উহা যথাযথ ভাবে আমাকে বলুন ॥ ১১

মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি কোন বস্তু আপনার পক্ষে গোপনীয় না হয়, তবে আপনি আমাকে বলুন যে, আপনা হইতে অত্যন্ত দুর্ব্বল বস্তু আর কি আছে? ১২

দুর্ব্বলদেহ তনুমুনি বলিলেন,—বৎস! যে যাচক ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন অর্থাৎ কোন বস্তুর আবশ্যকতা হইলে পরও যিনি উহা কাহারও নিকট প্রার্থনা না করেন, তিনি দুর্লভ এবং যিনি যাচ্ঞাকারী যাচককে অবহেলা না করেন—সমাদরের সহিত তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন, এরূপ পুরুষ সংসারে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৩

যখন মানুষ সংকার করত যাচকের আশা জাগরিত করিয়া শক্তি অনুসারে যথাযোগ্য উপকার না করে, সেই পরিস্থিতিতে সমস্ত ভূতগণের মনে যে আশার সঞ্চার হয়, উহা আমা হইতেও অত্যন্ত কৃশ হইয়া থাকে ॥ ১৪

কৃতঘ্ন, নৃশংস, আলস্যপরায়ণ এবং অন্যের অপকারকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে আশা উত্থিত হয়, তাহা (কখনও পূর্ণ না হওয়ায় চিন্তায় দুর্ব্বল করিয়া দেয়, সেইজন্য উহা) আশা হইতেও অত্যন্ত কৃশ ॥ ১৫

পিতার একটিমাত্র পুত্র, সেই পুত্র যদি নিরুদ্দেশ হয় কিংবা বিদেশে যায়, তবে পিতা তাহার কোন বৃত্তান্ত না জানিতে পারিলে যে আশা জাগরিত হয়, উহা আমা অপেক্ষা কৃশ ॥ ১৬

নরেন্দ্র! বৃদ্ধা নারীগণের হৃদয়ে যে পুত্র জন্মাইবার আশা সঞ্চারিত থাকে এবং ধনী ব্যক্তিদের মনে যে ক্রমবর্দ্ধমান ধনের আশা বিদ্যমান থাকে, তাহা আমা হইতেও অত্যন্ত কৃশ ॥ ১৭

তরুণ বয়স হইলে পর বিবাহের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কন্যাগণের হৃদয়ে যে আশা বর্ত্তমান থাকে, উহা আমা অপেক্ষাও অত্যন্ত কৃশ (আশাকে অত্যন্ত কৃশ বলিবার তাৎপর্য্য হইল যে, আশা মানুষকে অত্যন্ত কৃশ করিয়া দেয়।) ॥ ১৮

রাজন্! ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সেই ঋষির বাক্য শ্রবণ করত রাজা স্বীয় রাণীর সহিত তাঁহার চরণদ্বয় মস্তক দিয়া স্পর্শ করত সেস্থানে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৯

রাজা বলিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। পুত্রের সহিত মিলিত হইবার আমার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়াছে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে এই সময়

সত্যমেতন্ন সন্দেহো যদেতদ্ ব্যাহৃতং ত্বয়া ।
ততঃ প্রহস্য ভগবাংস্তনুর্ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ২১
পুত্রমস্যানয়ৎ ক্ষিপ্রং তপসা চ শ্রুতেন চ ।
স সমানীয় তৎপুত্রং তমুপালভ্য পার্থিবম্ ॥ ২২
আত্মানং দর্শয়ামাস ধর্মং ধর্মভৃতাং বরঃ ।
স দর্শয়িত্বা চাত্মানং দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্ ।
বিপাপ্মা বিগতক্রোধশ্চচার বনমন্তিকাৎ ॥ ২৩
এতদ্ দৃষ্টং ময়া রাজংস্তথা চ বচনং শ্রুতম্ ।
আশামপনয়স্বাশু ততঃ কৃশতরীমিমাম্ ॥ ২৪

ভীষ্ম উবাচ ।
স তথোক্তস্তদা রাজন্ ঋষভেণ মহাত্মনা ।
সুমিত্রোঽপনয়ৎ ক্ষিপ্রমাশাং কৃশতরীং ততঃ ॥ ২৫
এবং ত্বমপি কৌন্তেয় শ্রুত্বা বাণীমিমাং মম ।
স্থিরো ভব মহারাজ হিমবানিব পর্বতঃ ॥ ২৬
ত্বং হি প্রষ্টা চ শ্রোতা চ কৃচ্ছ্রেষ্বনুগতেষ্বিহ ।
শ্রুত্বা মম মহারাজ ন সন্তপ্তুমিহার্হসি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ঋষভগীতাসু অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮

যাহা কিছু উপদেশ করিলেন, তৎ সমস্তই সত্য,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২০½

তখন ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ তনু হাস্য করত নিজের তপস্যা ও শাস্ত্রজ্ঞানের প্রভাবে রাজপুত্র ভূরিদ্যুম্নকে অতিশয় সত্বর সেস্থানে আনয়ন করিলেন ॥ ২১½

এইভাবে সেই রাজপুত্রকে সেস্থানে আনাইয়া এবং রাজা বীরদ্যুম্নকে তিরস্কার করিয়া ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তনু মুনি তাঁহাকে নিজের সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপকে দর্শন করাইলেন ॥২২½

দিব্য ও দেখিতে অদ্ভুত নিজের স্বরূপ তাঁহাকে দর্শন করাইয়া ক্রোধ ও পাপহীন তনুমুনি নিকটবর্ত্তী বনে গমন করিলেন ॥ ২৩

ঋষভ মুনি (রাজা সুমিত্রকে) বলিলেন,—রাজন্! আমি এই সব কিছুই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তনু মুনির এই সব কথাও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এইরূপ তুমিও শরীরকে অত্যন্ত কৃশকারী সেই মৃগবিষয়ক দুরাশা পরিত্যাগ কর ॥ ২৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মহাত্মা ঋষভ এই কথা বলিলে পর সুমিত্র শরীরকে অত্যন্ত দুর্ব্বলকারী সেই আশাকে অতি সত্বর ত্যাগ করিলেন ২৫

মহারাজ! কুন্তীকুমার! তুমিও আমার এই কথা শ্রবণ করত আশা পরিত্যাগ কর এবং হিমালয় পর্ব্বতসদৃশ স্থির হইয়া যাও ॥ ২৬

মহারাজ! এরূপ সঙ্কট উপস্থিত হইলে পরও তুমি উপযুক্ত প্রশ্ন করিতেছ এবং তাহার যোগ্য উত্তরও শুনিতেছ; সেইজন্য দুর্য্যোধনের সহিত তোমার সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় তাহার জন্য তুমি সন্তপ্ত হইও না ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ঋষভ-গীতাবিষয়ক অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(যম-গৌতময়োর্বৃত্তান্তবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নামৃতস্যেব পর্য্যাপ্তির্মমাস্তি ব্রুবতি ত্বয়ি ।
যথা হি স্বাত্মবৃত্তিস্থস্তথা তৃপ্তোঽস্মি ভারত ॥ ১

তস্মাৎ কথয় ভূয়স্ত্বং ধর্মমেব পিতামহ ।
ন হি তৃপ্তিমহং যামি পিবন্ ধর্মামৃতং হি তে ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
গৌতমস্য চ সংবাদং যমস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৩

পারিযাত্রং গিরিং প্রাপ্য গৌতমস্যাশ্রমো মহান্ ।
উবাস গৌতমো যঞ্চ কালং তমপি মে শৃণু ॥ ৪

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি সোঽতপ্যদ্ গৌতমস্তপঃ ।
তমুগ্রতপসা যুক্তং ভাবিতং সুমহামুনিং ॥ ৫

উপযাতো নরব্যাঘ্র লোকপালো যমস্তদা ।
তমপশ্যৎ সুতপসমৃষিং বৈ গৌতমং তদা ॥ ৬

স তং বিদিত্বা ব্রহ্মর্ষির্যমমাগতমোজসা ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো ভূত্বা উপবিষ্টস্তপোধনঃ ॥ ৭

তং ধর্মরাজো দৃষ্ট্বৈব সৎকৃত্যৈব দ্বিজর্ষভম্ ।
ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মেণ ক্রিয়তাং কিমিতি ব্রুবন্ ॥ ৮

গৌতম উবাচ ।

মাতাপিতৃভ্যামানৃণ্যং কিং কৃত্বা সমবাপ্নুয়াৎ ।
কথঞ্চ লোকানাপ্নোতি পুরুষো দুর্লভান্ শুচীন্ ॥৯

যম উবাচ

তপঃশৌচবতা নিত্যং সত্যধর্মরতেন চ ।
মাতাপিত্রোরহরহঃ পূজনং কার্য্যমঞ্জসা ॥ ১০

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[যম ও গৌতমের বৃত্তান্ত বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত ! যেরূপ অমৃত পান করিতে থাকিলেও উহার পান-বাসনা পূর্ণ হয় না এবং আরও পান করিবার ইচ্ছা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ যখন আপনি উপদেশ করিতে থাকেন, সেই সময় উহা শ্রবণ করিয়া আমার মন পূর্ণ হয় না। যেরূপ পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন যোগী পরমানন্দে তৃপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আমিও অত্যন্ত তৃপ্তি অনুভব করিতেছি ॥ ১

পিতামহ ! অতএব আপনি পুনরায় ধর্ম্মের কথাই বলুন। আপনার ধর্ম্মোপদেশ রূপ অমৃত পান করিবার সময় আমার এই অনুভব হয় না যে, এখন তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইলাম ; কিন্তু শুনিবার বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! এই ধর্ম্ম-বিষয়ে বিজ্ঞ পুরুষগণ গৌতম ও মহাত্মা যমের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৩

পারিযাত্রনামক পর্ব্বতের উপরে মহর্ষি গৌতমের এক বিশাল আশ্রম ছিল। এই আশ্রমে গৌতম যে সময় পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ৪

গৌতম এই আশ্রমে যাট্ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। নরশ্রেষ্ঠ ! একদিন উগ্রতপস্যায় নিরত পবিত্র মহাত্মা মহামুনি এই গৌতমের নিকট লোকপাল যম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেস্থানে আসিয়া উত্তম তপস্বী গৌতম মুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ৫-৬

ব্রহ্মর্ষি গৌতম সেই স্থানে উপস্থিত যমরাজকে তাঁহার তেজের দ্বারাই জানিতে পারিলেন। তারপর সেই তপোধন মুনি কৃতাঞ্জলি হইয়া সংযতচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৭

ধর্ম্মরাজ যম বিপ্রবর গৌতমকে দেখিয়াই তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন আপনার কি সেবা করিব ? এই কথা বলিলে পর তিনি ধর্ম্মালোচনা করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিলেন ॥ ৮

তখন গৌতম মুনি বলিলেন,—ভগবন্ ! মনুষ্য কোন্ কর্ম্ম করিয়া মাতা-পিতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ? এবং কিভাবে তাহার দুর্লভ ও পবিত্র লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? ৯

যম বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! মনুষ্য তপস্যা করিবে, অন্তরে ও বাহিরে পবিত্র থাকিবে এবং সর্ব্বদা সত্যভাষণরূপ ধর্ম্মপালনে তৎপর হইবে। এই সব করিতে করিতেই তাহার নিত্য মাতা-পিতার সেবা-পূজা করা আবশ্যক ॥ ১০

অশ্বমেধৈশ্চ যষ্টব্যং বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তেন লোকানবাপ্নোতি পুরুষোঽদ্ভুতদর্শনান্ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি যমগৌতম-সংবাদে একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত অনেক অশ্বমেধ যজ্ঞও রাজার করা উচিত। এরূপ করিলে পর মানুষ অদ্ভুত দৃশ্যসমূহে সম্পন্ন পুণ্যলোক লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে যম ও গৌতমের সংবাদ-বিষয়ক একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(আপৎকালে রাজধর্ম্মবর্ণনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মিত্রৈঃ প্রহীয়মাণস্য বহ্বমিত্রস্য কা গতিঃ।
রাজ্ঞঃ সংক্ষীণকোশস্য বলহীনস্য ভারত ॥ ১
দুষ্টামাত্যসহায়স্য চ্যুতমন্ত্রস্য সর্বতঃ।
রাজ্যাৎ প্রচ্যবমানস্য গতিমগ্র্যামপশ্যতঃ ॥ ২
পরচক্রাভিযাতস্য পররাষ্ট্রাণি মৃদ্নতঃ।
বিগ্রহে বর্ত্তমানস্য দুর্বলস্য বলীয়সা ॥ ৩
অসংবিহিতরাষ্ট্রস্য দেশকালাবজানতঃ।
অপ্রাপ্যঞ্চ ভবেৎ সান্ত্বং ভেদো বাপ্যতিপীড়নাৎ।
জীবিতং ত্বর্থহেতুর্বা তত্র কিং সুকৃতং ভবেৎ ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ।

গুহ্যং ধর্মজ্ঞ মা প্রাক্ষীরতীব ভরতর্ষভ।
অপৃষ্টো নোৎসহে বক্তুং ধর্মমেতং যুধিষ্ঠির ॥৫
ধর্মো হ্যণীয়ান্ বচনাদ্ বুদ্ধিশ্চ ভরতর্ষভ।
শ্রুত্বোপাস্য সদাচারৈঃ সাধুর্ভবতি স কচিৎ ॥ ৬
কর্মণা বুদ্ধিপূর্বেণ ভবত্যাঢ্যো ন বা পুনঃ।
তাদৃশোঽয়মনুপ্রশ্নঃ সংব্যবস্যঃ স্বয়া ধিয়া ॥ ৭
উপায়ং ধর্মবহুলং যাত্রার্থং শৃণু ভারত।
নাহমেতাদৃশং ধর্মং বুভূষে ধর্মকারণাৎ ॥ ৮

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[আপদকালীন রাজার ধর্ম্ম বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! যদি রাজার শত্রু বহু হইয়া যায়, মিত্ররা তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে থাকে, ধনাগার ও শেষ হইয়া যায় এবং শক্তিহীন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার পক্ষে কোন্ পথ কল্যাণকর হইবে? ১

দুষ্ট মন্ত্রীরা যাঁহার সহায়ক, সেইজন্য যিনি উত্তম পরামর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, রাজ্য হইতে যাঁহার বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং যিনি নিজের উন্নতির কোন শ্রেষ্ঠ উপায় দেখিতে পান না, তাঁহার পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য? ২

যিনি শত্রু-সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিয়া শত্রুর রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিতে থাকেন; এই সময়ে যদি কোন বলবান্ রাজা তাঁহার উপর আক্রমণ করেন, তবে তাঁহার সহিত যুদ্ধরত সেই দুর্ব্বল রাজার আশ্রয় কি? ৩

যিনি নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, যাঁহার দেশ ও কালের জ্ঞান নাই, অত্যন্ত পীড়া দেওয়ায় যাঁহার পক্ষে সাম অথবা ভেদনীতির প্রয়োগ অসম্ভব, তাঁহার কি করা কর্ত্তব্য? তিনি জীবন রক্ষা করিবেন বা ধনের সাধন রক্ষা করিবেন? তাঁহার পক্ষে কি করা কল্যাণকর? ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—ধর্ম্মনন্দন! ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! তুমি ত' ইহা আমাকে অতিশয় গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যদি তোমার দ্বারা কোন প্রশ্ন উত্থাপিত না হইত, তবে বর্ত্তমানে এই সঙ্কটকালীন ধর্ম্মের বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিতাম না ॥ ৫

ভরতভূষণ! ধর্ম্মের বিষয় অতিশয় সূক্ষ্ম, শাস্ত্রবাক্যসমূহের অনুশীলনে উহার জ্ঞান হয়। শাস্ত্র শ্রবণ করিবার পর নিজের সদাচরণসমূহের দ্বারা তাঁহার সেবা করত সদ্ভাবে জীবনযাপন-কারী পুরুষ কোথাও কোথাও বিরল হইয়া থাকে ॥ ৬

বুদ্ধি পূর্ব্বক কৃত কার্য্যের দ্বারা মানুষ ধনশালী হইতে পারে কিংবা ধনশালী না হইতেও পারে। এরূপ প্রশ্নের উপর তুমি স্বয়ং বুদ্ধি দ্বারা বিচার করত কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে ॥ ৭

ভারত! পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটের সময় রাজাদের জীবন রক্ষার জন্য আমি এরূপ এক উপায় বলিব, যাহাতে ধর্ম্মেরই প্রাচুর্য্য আছে।

দুঃখাদান ইহ হ্যেষ স্যাৎ তু পশ্চাৎ ক্ষয়োপমঃ।
অভিগম্যমতীনাং হি সর্বাসামেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৯

যথা যথা হি পুরুষো নিত্যং শাস্ত্রমবেক্ষতে।
তথা তথা বিজানাতি বিজ্ঞানমথ রোচতে ॥ ১০

অবিজ্ঞানাদযোগো হি পুরুষস্যোপজায়তে।
বিজ্ঞানাদপি যোগশ্চ যোগো ভূতিকরঃ পরঃ ॥ ১১

অশঙ্কমানো বচনমনসূয়ুরিদং শৃণু।
রাজ্ঞঃ কোশক্ষয়াদেব জায়তে বলসংক্ষয়ঃ ॥ ১২

কোশঞ্চ জনয়েদ্ রাজা নির্জলেভ্যো যথা জলম্।
কালং প্রাপ্যানুগৃহ্ণীয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
উপায়ধর্মং প্রাপ্যেমং পূর্বৈরাচরিতং জনৈঃ ॥ ১৩

তুমি উহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ কর। কিন্তু আমি ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যেই এরূপ ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি ॥ ৮

বিপদের সময়েও যদি প্রজাগণকে দুঃখ দান করত রাজা ধন গ্রহণ করেন, তবে উহা রাজার পক্ষে বিনাশের তুল্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আশ্রয়গ্রহণযোগ্য সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন যত লোক আছে, সেই সমস্তের ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ৯

মানুষ প্রতিদিন যেরূপ যেরূপ শাস্ত্রের স্বাধ্যায় করিবে, তাহার সেইরূপ সেইরূপ জ্ঞান বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, অতঃপর তাহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য বাসনা জাগরিত হয় ॥ ১০

জ্ঞান না হইলে পর মানুষের সঙ্কটকালে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন যোগ্য উপায় বুঝিতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানেরই দ্বারা সে উপায় জ্ঞাত হইতে পারে। উচিত উপায়ই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার শ্রেষ্ঠ সাধন ॥ ১১

তুমি আমার বাক্যে কোন সন্দেহ না করিয়াই দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করত আমার উপদেশ শ্রবণ কর। রাজার ধনাগার নষ্ট হইয়া যাইলে পরই তাঁহার বলও নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১২

যেরূপ মানুষ নির্জল স্থানেও খনন করিয়া জল বাহির করিয়া থাকে, সেইরূপ রাজা সঙ্কটকালেও নির্ধন প্রজাগণের নিকট হইতে যথাসাধ্য ধন গ্রহণ করত নিজের কোষ পূর্ণ করিবেন। তারপর যোগ্য কাল উপস্থিত হইলে পর সেই ধনের দ্বারা রাজা প্রজাদের উপর অনুগ্রহ করিবেন। ইহাই অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারাও বিপদকালে এই উপায়-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার আচরণ করিয়াছেন ॥ ১৩

অন্যো ধর্মঃ সমর্থানামাপৎস্বন্যশ্চ ভারত।
প্রাক্‌কোশাৎ প্রাপ্যতে ধর্মো বৃত্তির্ধর্মাদ্ গরীয়সী ॥ ১৪

ধর্মং প্রাপ্য ন্যায়বৃত্তিং ন বলীয়ান্ ন বিন্দতি।
যস্মাদ্ বলস্যোপপত্তিরেকান্তেন ন বিদ্যতে ॥ ১৫

তস্মাদাপৎস্বধর্মোঽপি শ্রূয়তে ধর্মলক্ষণঃ।
অধর্মো জায়তে তস্মিন্নিতি বৈ কবয়ো বিদুঃ ॥ ১৬

অনন্তরং ক্ষত্রিয়স্য তত্র কিং বিচিকিৎস্যতে।
যথাস্য ধর্মো ন গ্লায়েন্নেয়াচ্ছত্রুবশং যথা।
তৎ কর্তব্যমিহেত্যাহুর্নাত্মানমবসাদয়েৎ ॥ ১৭

সর্বাত্মনৈব ধর্মস্য ন পরস্য ন চাত্মনঃ।
সর্বোপায়ৈরুজ্জিহীর্ষেদাত্মানমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৮

ভারত! সামর্থ্যশালী পুরুষগণের ধর্ম্ম হইল অন্য প্রকার এবং বিপন্ন মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম আবার অন্যপ্রকার। প্রথমে কোষ সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই রাজার পক্ষে তপস্যাদির দ্বারা ধর্ম্মপালন করিবার সুযোগ আসে। জগতে জীবননির্ব্বাহ করিবার সাধনলাভ করা ধর্ম্ম হইতে অধিক ॥ ১৪

দুর্ব্বল মানুষ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াও ন্যায়োচিত জীবিকা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মাচরণ করিলে পর অবশ্যই বলপ্রাপ্তি থাকে, এরূপ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, সেইজন্য আপদকালে অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে শ্রুত হয়। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এরূপ মনে করেন যে, আপৎকালেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ করিলে পর অধর্ম্মই হইয়া থাকে ॥ ১৫-১৬

বিপদ চলিয়া যাইবার পর ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য? তিনি তখন প্রায়শ্চিত্ত করিবেন কিংবা প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিবেন; এই সংশয় উপস্থিত হয়। তাহার সমাধান এই যে, তিনি এরূপ আচরণ করিবেন, যাহাতে ধর্ম্মের হানি না হয় এবং তাহাকে শত্রুর অধীন হইতে না হয়। বিদ্বান্ পুরুষগণ তাঁহার পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন যে, তিনি কোনরূপেই নিজেকে সঙ্কটাপন্ন করিবেন না ॥ ১৭

সঙ্কটকালে মানুষ নিজের অথবা পরের ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না; পরন্তু সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে নিজেকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিবে; ইহাই ধার্ম্মিকগণের সিদ্ধান্ত ॥ ১৮

তত্র ধর্মবিদাং তাত নিশ্চয়ো ধর্মনৈপুণম্ ।
উদ্যমো নৈপুণং ক্ষাত্রে বাহুবীর্য্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৯
ক্ষত্রিয়ো বৃত্তিসংরোধে কস্য নাদাতুমর্হতি ।
অন্যত্র তাপসস্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্বাচ্চ ভারত ॥ ২০
যথা বৈ ব্রাহ্মণঃ সীদন্নযাজ্যমপি যাজয়েৎ ।
অভোজ্যান্নানি চাশ্নীয়াৎ তথেদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২১
পীড়িতস্য কিমদ্বারমুৎপথো বিধৃতস্য চ ।
অদ্বারতঃ প্রদ্রবতি যদা ভবতি পীড়িতঃ ॥ ২২
যস্য কোশবলগ্লান্যা সর্বলোকপরাভবঃ ।
ভৈক্ষ্যচর্য্যা ন বিহিতা ন চ বিট্ শূদ্রজীবিকা ॥ ২৩
স্বধর্মানন্তরা বৃত্তির্জাত্যানমুপজীবতঃ ।
জহতঃ প্রথমং কল্পমনুকল্পেন জীবনম্ ॥ ২৪

তাত! ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণের সিদ্ধান্ত যেরূপ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক নিপুণতাই সূচিত করিয়া থাকে, সেইরূপ নিজের বাহুবলে নিজের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হওয়া ক্ষত্রিয়ের নিপুণতার সূচক হয়, ইহাই শ্রুতিনির্ণয় ॥ ১৯

হে ভারত! ক্ষত্রিয় যদি নিজের জীবিকা হইতে পরিত্যক্ত হয়, তবে তাঁহার তপস্বীর ধন ও ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত অন্যের ধন কি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না? (অর্থাৎ সকলেরই ধন গ্রহণ করিবেন) ॥ ২০

যেরূপ ব্রাহ্মণ যদি জীবিকার অভাবে কষ্ট পাইতে থাকেন, তবে তিনি যেমন যজ্ঞের অনধিকারী ব্যক্তিদিগকেও যজ্ঞ করাইতে পারেন এবং প্রাণরক্ষার জন্য খাওয়ার অযোগ্য অন্নও ভোজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২১

বিপদাপন্ন মানুষের পক্ষে কোন্ দ্বার তাহার নহে? অর্থাৎ যেদিক দিয়া বিপন্মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাই তাহার নিকট দ্বারস্বরূপ হইবে। বন্দীর পক্ষে কুপথ বলিয়া কি আছে? অর্থাৎ সে যদি কুপথে গিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারে, তবে উহা দূষণীয় বলা যায় না। মানুষ যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবে সে অদ্বার দিয়াও পলায়ন করিতে পারে ॥ ২২

ধনাগার ও সৈন্য না থাকায় যে ক্ষত্রিয়ের সর্ব্ব লোকের নিকট হইতে পরাভব প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহারই পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলা হইয়াছে। ভিক্ষা করা এবং বৈশ্য বা শূদ্রের জীবিকা গ্রহণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত হয় নাই ॥ ২৩

কিন্তু যখন নিজের জাতির জন্য প্রতিপাদিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কাহারও জীবন নির্ব্বাহ হইবে না, তখনই তাহার স্বধর্ম্ম হইতে বিপরীত বৃত্তি গ্রহণও কথিত হইয়াছে; কারণ, আপৎকালে প্রথম কল্প অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুকূল বৃত্তি ত্যাগকারী পুরুষের নিজ হইতেও নীচবর্ণের বৃত্তি দ্বারা জীবিকা চালাইবার বিধান আছে ॥ ২৪

আপদ্গতেন ধর্মাণামন্যায়েনোপজীবনম্ ।
অপি হ্যেতদ্ ব্রাহ্মণেষু দৃষ্টং বৃত্তিপরিক্ষয়ে ॥ ২৫
ক্ষত্রিয়ে সংশয়ঃ কস্মাদিত্যেবং নিশ্চিতং সদা ।
আদদীত বিশিষ্টেভ্যো নাবসীদেৎ কথঞ্চন ॥ ২৬
হন্তারং রক্ষিতারঞ্চ প্রজানাং ক্ষত্রিয়ং বিদুঃ ।
তস্মাৎ সংরক্ষতা কার্য্যমাদানং ক্ষত্রবন্ধুনা ॥ ২৭
অন্যত্র রাজন্ হিংসায়া বৃত্তির্নেহাস্তি কস্যচিৎ ।
অপ্যরণ্যসমুত্থস্য একস্য চরতো মুনেঃ ॥ ২৮
ন শঙ্খলিখিতাং বৃত্তিং শক্যমাস্থায় জীবিতুম্ ।
বিশেষতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ প্রজাপালনমীপ্সয়া ॥ ২৯
পরস্পরং হি সংরক্ষা রাজ্ঞা রাষ্ট্রেণ চাপদি ।
নিত্যমেব হি কর্তব্যা এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩০

যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করিতে পারে। জীবিকা ক্ষীণ হইয়া যাইলে পর ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এরূপ ব্যবহার দেখা যায় ॥ ২৫

সুতরাং সে বিষয়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর কিরূপে সন্দেহ করা যাইতে পারে? তাঁহার জন্যও সর্ব্বদা এই নিশ্চিতই আছে যে, তিনি আপত্তিকালে বিশিষ্ট অর্থাৎ ধনবান্ পুরুষগণের নিকট হইতে সবলে ধন গ্রহণ করিবেন। ধনের অভাবে তিনি কোনভাবেই কষ্টভোগ করিবেন না ॥ ২৬-২৭

রাজন্! এ জগতে কাহারও এরূপ বৃত্তি নাই, যাহা হিংসাশূন্য হইতে পারে। অন্যের কথা আর কি বলিবার আছে? বনে অবস্থান করত একাকী বিচরণকারী তপস্বী মুনিরও বৃত্তি সর্ব্বথা হিংসারহিত নহে ॥ ২৮

কুরুশ্রেষ্ঠ! কোনও ব্যক্তি ললাটে লিখিত বৃত্তির দ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব প্রজাপালন করিতে ইচ্ছুক রাজার ভাগ্য সহায় করিয়া জীবন-নির্ব্বাহ করা ত' সর্ব্বথা অসম্ভব ॥ ২৯

সেইজন্য আপৎকালে রাজা ও রাজ্যের প্রজাসকল উভয়েরই উভয়কে রক্ষা করা কর্ত্তব্য—ইহাই হইল অনাদিকাল প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৩০

রাজা রাষ্ট্রং যথাঽঽপৎসু দ্রব্যৌঘৈরপি রক্ষতি
রাষ্ট্রেণ রাজা ব্যসনে রক্ষিতব্যস্তথা ভবেৎ ॥ ৩১
কোষং দণ্ডং বলং মিত্রং যদন্যদপি সঞ্চিতম্ ।
ন কুর্বীতান্তরং রাষ্ট্রে রাজা পরিগতঃ ক্ষুধা ॥ ৩২
বীজং ভক্তেন সম্পাদ্যমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ।
অত্রৈতচ্ছম্বরস্যাহুর্মহামায়স্য দর্শনম্ ॥ ৩৩
ধিক্ তস্য জীবিতং রাজ্ঞো রাষ্ট্রং যস্যাবসীদতি ।
অবৃত্ত্যান্যমনুষ্যোঽপি যো বৈদেশিক ইত্যপি ॥ ৩৪
রাজ্ঞঃ কোষবলং মূলং কোষমূলং পুনর্বলম্ ।
তন্মূলং সর্বধর্মাণাং ধর্মমূলাঃ পুনঃ প্রজাঃ ॥ ৩৫
নান্যানপীড়য়িত্বেহ কোষঃ শক্যঃ কুতো বলম্ ।
তদর্থং পীড়য়িত্বা চ দোষং প্রাপ্তুং ন সোঽর্হতি ॥ ৩৬
আকার্য্যমপি যজ্ঞার্থং ক্রিয়তে যজ্ঞকর্মসু ।
এতস্মাৎ কারণাদ্ রাজা ন দোষং প্রাপ্তুমর্হতি ॥ ৩৭
অর্থার্থমন্যদ্ ভবতি বিপরীতমথাপরম্ ।
অনর্থার্থমথাপ্যন্যৎ তৎ সর্বং হ্যর্থকারণম্ ।
এবং বুদ্ধ্যা সম্প্রপশ্যেন্মেধাবী কার্য্যনিশ্চয়ম্ ॥৩৮
যজ্ঞার্থমন্যদ্ ভবতি যজ্ঞোঽন্যার্থস্তথা পরঃ ।
যজ্ঞস্যার্থার্থমেবান্যৎ তৎ সর্বং যজ্ঞসাধনম্ ॥ ৩৯
উপমামত্র বক্ষ্যামি ধর্মতত্ত্বপ্রকাশিনীম্ ।
যূপং ছিন্দন্তি যজ্ঞার্থং তত্র যে পরিপন্থিনঃ ॥ ৪০
দ্রুমাঃ কেচন সামন্তা ধ্রুবং ছিন্দন্তি তানপি ।
তে চাপি নিপতন্তোঽন্যান্ নিঘ্নন্ত্যেব বনস্পতীন্ ॥ ৪১
এবং কোষস্য মহতো যে নরাঃ পরিপন্থিনঃ ।
তানহত্বা ন পশ্যামি সিদ্ধিমত্র পরন্তপ ॥ ৪২

যেরূপ রাজা সঙ্কটকালে রাজ্যকে অর্থাৎ রাজ্যবাসী প্রজাদিগকে রাশি রাশি নানা দ্রব্যসম্ভার ব্যয় করিয়া রক্ষা করেন, সেইরূপ রাজার উপর সঙ্কট পতিত হইলে রাজ্যবাসী প্রজাদের তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত ॥ ৩১

রাজা ক্ষুধায় পীড়িত হইলে পরও—জীবিকার জন্য কষ্ট পাইলেও কোষ, রাজদণ্ড, সেনা, মিত্র এবং অন্য সঞ্চিত সাধনসমূহ কখনও রাজ্য হইতে দূরে রাখিবেন না ॥ ৩২

ধর্মজ্ঞ মহাত্মাগণ বলেন যে, সকল মানুষ নিজেদের ভোজনের জন্য সঞ্চিত অন্নসকল হইতেও বীজ রক্ষা করিয়া রাখিবে। এবিষয়ে অত্যন্ত মায়াবী শম্বরাসুরেরও অভিমত এইরূপই ॥ ৩৩

যাঁহার রাজ্যের প্রজারা এবং সেখানে উপস্থিত বিদেশবাসী ব্যক্তিরা জীবিকা না পাইয়া কষ্টভোগ করিতে থাকে, সেই রাজার জীবনকে ধিক্কার ॥ ৩৪

রাজার মূল হইল সৈন্যবাহিনী ও কোষ (ধনাগার)। ইহাদের মধ্যে কোষ সৈন্যবাহিনীর মূল। সৈন্যবাহিনী সমস্ত ধর্মের রক্ষার মূল কারণ এবং ধর্ম প্রজাদের মূল ॥ ৩৫

অপরকে পীড়া না দিয়া ধন সংগ্রহ হয় না এবং ধনসংগ্রহ না হইলে কিরূপে সৈন্যসংগ্রহ করিতে পারা যাইবে? অতএব আপৎকালে কোষসংগ্রহ করিবার জন্য যদি প্রজাদিগকে পীড়া দিয়াও থাকেন, তবে রাজা দোষের ভাগী হন না ॥ ৩৬

যেরূপ যজ্ঞকার্য্যসমূহে যজ্ঞের জন্য অকার্য্যও করা হইয়া থাকে (পরন্তু উহাতে কোন দোষ হয় না), সেইরূপ আপৎকালে প্রজাপীড়ন করিলেও রাজার কোন দোষ হয় না ॥ ৩৭

আপৎকালে প্রজাপীড়ন অর্থসাধনরূপ প্রয়োজন সাধিত হওয়ায় অর্থকারক হয়, সেইরূপ ইহার বিপরীত উহার পীড়ন না করিলে অনর্থকারক হইয়া যায়। এইরূপ যে অন্যপ্রকার অনর্থকারী (ব্যয়বৃদ্ধিকর সৈন্যসংগ্রহাদি) কার্য্য আছে, উহাও যুদ্ধের সঙ্কট উপস্থিত হইলে পর অর্থকারী (বিজয়সাধক) সিদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ পুরুষ এইভাবে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত কর্ত্তব্যের সিদ্ধান্ত করিবেন ॥ ৩৮

যেরূপ অন্যান্য সামগ্রীসমূহ যজ্ঞে সিদ্ধির জন্য হইয়া থাকে, উত্তম যজ্ঞ আরও কোন প্রয়োজনের জন্য হইয়া থাকে, যজ্ঞসম্বন্ধী অন্যান্য বিষয়ও কোন না কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে এবং এ সব কিছুই যজ্ঞেরই সাধন ॥ ৩৯

এখন আমি এস্থলে ধর্মের তত্ত্বপ্রকাশকারী এক উপমা বলিতেছি। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞের যূপ নির্ম্মাণ করিবার জন্য বৃক্ষ ছেদন করিয়া থাকেন, সেই বৃক্ষকে ছেদন করত বাহির করিবার সময় পার্শ্ববর্ত্তী যে যে বৃক্ষ উহার বাধক হয়, তাহাদের সকলকেও নিশ্চয়ই তাঁহারা ছেদন করেন। ছিন্ন বৃক্ষ পতিত হইবার সময়েও অন্য বড় বড় বৃক্ষকেও প্রায়শঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকে ॥ ৪০-৪১

শত্রুতাপন! এইভাবে যে সব মানুষ (প্রজা রক্ষার জন্য কৃত) প্রভূত কোষসংগ্রহে বাধার সৃষ্টি করে, তাহাকে বধ না করিলে আমি সেই কার্য্যের সফলতা দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৪২

ধনেন জয়তে লোকাবুভৌ পরমিমং তথা।
সত্যঞ্চ ধর্মবচনং যথা নাস্ত্যধনস্তথা ॥ ৪৩
সর্বোপায়ৈরাদদীত ধনং যজ্ঞপ্রয়োজনম্।
ন তুল্যদোষঃ স্যাদেবং কার্য্যাকার্য্যেষু ভারত ৪৪
নৈতৌ সম্ভবতো রাজন্ কথঞ্চিদপি পার্থিব।
ন হ্যরণ্যেষু পশ্যামি ধনবৃদ্ধানহং ক্বচিৎ ॥৪৫
যদিদং দৃশ্যতে বিত্তং পৃথিব্যামিহ কিঞ্চন।
মমেদং স্যান্মমেদং স্যাদিত্যেবং কাঙ্ক্ষতে জনঃ ॥ ৪৬
ন চ রাজ্যসমো ধর্মঃ কশ্চিদস্তি পরন্তপ।
ধর্মঃ সংশব্দিতো রাজ্ঞামাপদর্থমতোঽন্যথা ॥ ৪৭

ধনের দ্বারা মানুষ ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই জয় করিয়া থাকে এবং সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারে, কিন্তু নির্ধন ব্যক্তির এই সব কার্য্যে তাদৃশ সফলতা লাভ হয় না। তাহার অস্তিত্ব না থাকারই ন্যায় হইয়া যায় ॥ ৪৩

হে ভারত! যজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্য লইয়া সর্ব্ববিধ উপায়ে ধন সংগ্রহ করিবে; এইভাবে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে পর কর্ত্তার অন্য সব সময়েও তুল্য দোষ হয় না ॥ ৪৪

রাজন্! পৃথ্বীনাথ! ধনের সংগ্রহ ও তাহার ত্যাগ—এই উভয় এক ব্যক্তির মধ্যে একই সঙ্গে কোনরূপেই থাকিতে পারে না; কারণ, আমি বনবাসী ত্যাগী মহাত্মাগণকে কোথাও ধনে সমৃদ্ধিশালী দেখিতে পাই নাই ॥ ৪৫

এ জগতে যাহা কিছুও ধন দেখা যায়, 'ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক' এরূপ অভিলাষ সকল লোকেই করিয়া থাকে ॥ ৪৬

দানেন কর্মণা চান্যে তপসান্যে তপস্বিনঃ।
বুদ্ধ্যা দাক্ষ্যেণ চৈবান্যে বিদন্তি ধনসঞ্চয়ান্ ॥ ৪৮
অধনং দুর্বলং প্রাহুর্ধনেন বলবান্ ভবেৎ।
সর্বং ধনবতা প্রাপ্যং সর্বং তরতি কোষবান্ ॥ ৪৯
কোষেন ধর্মঃ কামশ্চ পরলোকস্তথা হ্যয়ম্।
তঞ্চ ধর্মেণ লিপ্সেত নাধর্মেণ কদাচন ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি রাজধর্মানুশাসনপর্বণি ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

শত্রুতাপন! রাজার পক্ষে রাজ্যরক্ষা-সদৃশ অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই. এস্থলে যে ধর্ম্মের আলোচনা করা হইয়াছে, উহা কেবল রাজাদের পক্ষে আপৎকালেই আচরণযোগ্য, অন্যথা নহে ॥ ৪৭

কিছু লোক দানের দ্বারা, কিছু লোক যজ্ঞ-কর্ম্মের দ্বারা, কিছু তপস্বী তপস্যার দ্বারা, কিছু লোক বুদ্ধির দ্বারা এবং অন্য বহু মানুষ নিজ নিজ নিপুণতার দ্বারা ধনরাশি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৮

জ্ঞানিগণ নির্ধন মানুষকে দুর্ব্বল বলেন, কারণ, ধনের দ্বারা মানুষ বলবান্ হয়। ধনবান্ ব্যক্তি সব কিছুই লাভ করিতে পারে। যাহার নিকট ধন সঞ্চিত আছে, সে সমস্ত সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ৪৯

ধনসঞ্চয়ের দ্বারাই ধর্ম্ম, কাম, ইহলোক ও পরলোক সবই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সেই ধন ধর্ম্মানুসারেই লাভ করিবার ইচ্ছা করিবে, অধর্ম্মের দ্বারা কখনই নহে ॥৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসনপর্ব্বে ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(আপদ্ধর্ম্মপর্ব্ব ।)

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(বিপদাপন্ন-রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ক্ষীণস্য দীর্ঘসূত্রস্য সোনুক্রোশস্য বন্ধুষু ।
পরিশঙ্কিতবৃত্তস্য শ্রুতমন্ত্রস্য ভারত ॥১
বিভক্তপুররাষ্ট্রস্য নির্দ্রব্যনিচয়স্য চ ।
অসম্ভাবিতমিত্রস্য দুর্বলস্য বলীয়সা ।
আপন্নচেতসো ব্রূহি কিং কার্য্যমবশিষ্যতে ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ ।

বাহ্যশ্চেদ্ বিজিগীষুঃ স্যাদ্ ধর্মার্থকুশলঃ শুচিঃ ।
জবেন সন্ধিং কুর্বীত পূর্বভুক্তান্ বিমোচয়েৎ ॥ ৪
যোঽধর্মবিজিগীষুঃ স্যাদ্ বলবান্ পাপনিশ্চয়ঃ ।
আত্মনঃ সংনিরোধেন সন্ধিং তেনাপি রোচয়েৎ ॥ ৫
অপাস্য রাজধানীং বা তরেদ্ দ্রব্যেণ চাপদম্ ।
তদ্ভাবযুক্তো দ্রব্যাণি জীবন্ পুনরুপার্জয়েৎ ॥ ৬
যাস্তু কোষ-বলত্যাগাচ্ছক্যাস্তরিতুমাপদঃ ।
কস্তত্রাধিকমাত্মানং সন্ত্যজেদর্থধর্মবিৎ ॥ ৭
অবরোধান্ জুগুপ্সেত কা সপত্নধনে দয়া ।
ন ত্বেবাত্মা প্রদাতব্যঃ শক্যে সতি কথঞ্চন ॥ ৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আভ্যন্তরে প্রকুপিতে বাহ্যে চোপনিপীড়িতে ।
ক্ষীণে কোষে শ্রুতে মন্ত্রে কিং কার্য্যমবশিষ্যতে ॥ ৯

(আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব ।)

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[বিপদাপন্ন রাজার কর্ত্তব্য বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত ! যাঁহার সৈন্য ও ধন সম্পত্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, যিনি আলস্যপরায়ণ, বন্ধু-বান্ধবগণের উপর অধিক দয়া প্রদর্শনবশতঃ তাঁহার নাশের আশঙ্কায় যিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না, যিনি মন্ত্রী প্রভৃতির চরিত্রের উপর সন্দেহ করেন অথবা যাঁহার চরিত্র স্বয়ংই শঙ্কাস্পদ, যাঁহার মন্ত্রণা গুপ্ত থাকে না, উহা অপরে শ্রবণ করিয়া থাকে, যাঁহার নগর ও রাজ্যের কোন কোন ভাগকে বিভক্ত করিয়া শত্রুরা নিজেদের অধীন করিয়া লয়, ইহার জন্য যাঁহার নিকট কোন দ্রব্যেরও সংগ্রহ নাই, দ্রব্যাভাবের জন্যই সমাদর না পাওয়ায় যাঁহার মিত্রের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, যাঁহার মন্ত্রীরাও শত্রুর দ্বারা বিভেদগ্রস্ত হইয়াছেন, যাঁহার উপর শত্রুদলের আক্রমণ হইয়াছে, যিনি দুষ্ট হইয়া বলবান্ শত্রুর দ্বারা পীড়িত হইয়াছেন, এবং বিপদে পতিত হইয়া যাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট থাকে ?—এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার কি করা উচিত ? ১-৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! যদি জয়লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া আক্রমণকারী রাজা বাহিরের হন, তাঁহার আচার বিচার শুদ্ধ হয় এবং অর্থনীতিতে তিনি যদি কুশল হন, তাহা হইলে অতি সত্বর তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করা উচিত এবং যে সকল গ্রাম ও নগর নিজের পূর্ব্বজগণের অধিকারে ছিল, সেই সব যদি আক্রমণকারীর অধিকারে চলিয়া যায়, তবে তাহার সহিত মধুর বাক্যে আলোচনা করিয়া উহা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিবে ॥৪

যে বিজয়কামী শত্রু অধার্ম্মিক এবং বলবান্ বলিয়া পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, তাহার সহিত নিজের কোন কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া সন্ধিস্থাপন করিবে ॥ ৫

অথবা প্রয়োজন হইলে নিজের রাজধানীও পরিত্যাগ করিয়া বহু দ্রব্য দান করত সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। যদি আক্রান্ত রাজা জীবিত থাকেন, তবে তিনি রাজোচিত গুণে যুক্ত হইয়া পুনরায় ধন উপার্জন করিতে পারিবেন ॥ ৬

কোষ ও সৈন্যদের ত্যাগ করিলেই যে স্থলে বিপদ হইতে পার হওয়া যাইবে, এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থ ও ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি নিজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বস্তু শরীরকে ত্যাগ করিবেন ? ৭

শত্রুর দ্বারা অবরোধ সৃষ্টি হইলে পর রাজার সর্ব্বাগ্রে নিজের অন্তঃপুর রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। যদি সেস্থান শত্রুর অধিকারে চলিয়া যায়, তবে তাহা হইতে মোহ মমতা অপসারণ করিয়া লইবে, কারণ, শত্রুর দ্বারা অধিকৃত ধন ও পরিবারের উপর দয়া দেখাইয়া কি লাভ হইবে ? যতদূর সম্ভব, নিজেকে কোনরূপেই শত্রুর হস্তে সমর্পিত হইতে দিবে না ॥ ৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! যদি বাহিরের রাজ্য ও দুর্গ প্রভৃতির উপর আক্রমণ করত শত্রু তাহাদিগকে পীড়িত করিতে থাকে এবং অভ্যন্তরে মন্ত্রী আদিও কুপিত হইয়া উঠে,

ভীষ্ম উবাচ।

ক্ষিপ্রং বা সন্ধিকামঃ স্যাৎ ক্ষিপ্রং বা তীক্ষ্ণবিক্রমঃ।
তদাপনয়নং ক্ষিপ্রমেতাবৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ১০
অনুরক্তেন চেষ্টেন হৃষ্টেন জগতীপতিঃ।
অল্পেনাপি হি সৈন্যেন মহীং জয়তি ভূমিপঃ ॥ ১১
হতো বা দিবমারোহেদ্ধত্বা বা ক্ষিতিমাবসেৎ।
যুদ্ধে হি সন্ত্যজন্ প্রাণান্ শক্রস্যৈতি সলোকতাম্ ॥১২
সর্বলোকাগমং কৃত্বা মৃদুত্বং গন্তুমেব চ।
বিশ্বাসাদ্ বিনয়ং কুর্য্যাদ্ বিশ্বসেচ্চাপ্যুপায়তঃ ॥ ১৩
অপচিক্রমিষুঃ ক্ষিপ্রং সাম্না বা পরিসান্ত্বয়ন্।
বিলঙ্ঘয়িত্বা মন্ত্রেণ ততঃ স্বয়মুপক্রমেৎ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি
একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

কোষ শূন্য হইয়া যায় এবং রাজার গুপ্ত রহস্য সকলের কর্ণগোচর হইয়া থাকে, তবে সেই রাজার কি করা কর্ত্তব্য ? ৯

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! সেই অবস্থায় রাজা অতি সত্বর সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া লইবেন অথবা অতিদ্রুত দুঃসহ পরাক্রম প্রকাশ করত শত্রুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবেন। এরূপ উদ্যোগ করিবার সময় যদি কদাচিৎ মৃত্যুও হইয়া থাকে, তবে উহা পরলোকে মঙ্গলকারী হইবে ॥ ১০

যদি সৈন্যরা প্রভুর প্রতি অনুরক্ত থাকে, প্রিয় ও হৃষ্ট-পুষ্ট হয়, তবে ভূপতি অল্প সৈন্যের দ্বারাও পৃথিবীকে জয় করিতে পারেন ॥ ১১

যদি তিনি নিহত হন, তবে স্বর্গে আরোহণ করিবেন অথবা যদি শত্রুকে বধ করিতে পারেন, তবে তিনি পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন ॥ ১২

অথবা দুর্ব্বল রাজা শত্রুর মনে কোমল ভাব আনিবার জন্য বিপক্ষের লোকদিগকে সন্তুষ্ট করত তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য অনুনয়-বিনয় করিবেন এবং স্বয়ং উপায় সহকারে তাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিবেন ॥ ১৩

অথবা তিনি মধুর বাক্যে বিরোধী দলের মন্ত্রী প্রভৃতিকে প্রসন্ন করত দুর্গ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিবেন। তদনন্তর কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সম্মতি গ্রহণ করত নিজের সম্পত্তি অথবা রাজ্যকে পুনরায় লাভ করিতে সচেষ্ট হইবেন ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(ব্রাহ্মণানাং নৃপশ্রেষ্ঠানাঞ্চ ধর্ম্মকথনম্, ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মগতিনিরূপণঞ্চ)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হীনে পরমকে ধর্মে সর্বলোকাভিসংহিতে।
সর্বস্মিন্ দস্যুসাদ্ভূতে পৃথিব্যামুপজীবনে ॥ ১
কেনস্বিদ্ ব্রাহ্মণো জীবেজ্জঘন্যে কাল আগতে।
অসন্ত্যজন্ পুত্র-পৌত্রাননুক্রোশাৎ পিতামহ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

বিজ্ঞানবলমাস্থায় জীবিতব্যং তথাগতে।
সর্বং সাধ্বর্থমেবেদমসাধ্বর্থং ন কিঞ্চন ॥ ৩
অসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃচ্ছ্রধর্মবিদেব সঃ ॥ ৪
আকাঙ্ক্ষন্নাত্মনো রাজ্যং রাজ্যে স্থিতিমকোপয়ন্।
অদত্তমেবাদদীত দাতুর্বিত্তং মমেতি চ ॥ ৫
বিজ্ঞানবলপূতো যো বর্ততে নিন্দিতেষ্বপি।
বৃত্তিবিজ্ঞানবান্ ধীরঃ কস্তং বা বক্তুমর্হতি ॥ ৬
যেষাং বলকৃতা বৃত্তিস্তেষামন্যা ন রোচতে।
তেজসাভিপ্রবর্তন্তে বলবন্তো যুধিষ্ঠির ॥ ৭
যদৈব প্রাকৃতং শাস্ত্রমবিশেষেণ বর্ততে।
তদৈবমভ্যসেদেবং মেধাবী বাপ্যথোত্তরম্ ॥ ৮
ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যান্ সৎকৃতানভিসৎকৃতান্।
ন ব্রাহ্মণান্ ঘাতয়ীত দোষান্ প্রাপ্নোতি ঘাতয়ন্। ৯
এতৎ প্রমাণং লোকস্য চক্ষুরেতৎ সনাতনম্।
তৎ প্রমাণোঽবগাহেত তেন তৎ সাধ্বসাধু বা ॥ ১০

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ রাজগণের ধর্মকথন এবং ধর্মের সূক্ষ্মগতি নিরূপণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যদি রাজার সম্পূর্ণ লোকসকলের রক্ষায় অবলম্বিত পরম ধর্ম ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পৃথিবীর সকল জীবিকাব্যবস্থা দস্যুদের অধিকারে চলিয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ জঘন্য সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে পর যদি ব্রাহ্মণ দয়াবশতঃ নিজের পুত্র ও পৌত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তবে তিনি কোন বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন? ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণের নিজের বিজ্ঞান-বলের আশ্রয় গ্রহণ করত জীবন-নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এ জগতে যাহা কিছু ধন দেখা যায়, সেই সব কিছুই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের জন্য, দুষ্টদিগের জন্য নহে ॥ ৩

যিনি নিজেকে সেতু করিয়া দুষ্ট পুরুষগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করত শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে দান করেন, তিনিই আপদ্ধর্ম জানেন ॥ ৪

যিনি নিজ রাজ্যকে সুস্থির রাখিতে অভিলাষী, সেই রাজার উচিত হইল—তিনি রাজ্যের ব্যবস্থার উপর কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়াই ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে 'রাজ্যের ধনী ব্যক্তিদের ধন আমারই' এইরূপ মনে করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত না হইলেও বল পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিবেন ॥ ৫

যিনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে পবিত্র এবং কোন বৃত্তির দ্বারা তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা যিনি উত্তমরূপে জানেন, সেই বীর নরপতি যদি রাজ্যকে সঙ্কট হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিন্দিত কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হন, তবে কোন্ ব্যক্তি তাহার নিন্দা করিবেন? ৬

যুধিষ্ঠির! যিনি বল ও পরাক্রমের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তাঁহার অন্য বৃত্তি ভাল লাগে না। বলবান্ পুরুষ নিজের তেজেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭

যখন আপদ্ধর্ম্মোপযোগী প্রকৃত শাস্ত্রই সামান্যরূপে চলিয়া যায়, সেই আপৎকালে 'নিজের অথবা অপরের রাজ্য হইতে যেরূপেই সম্ভব হইবে, ধন গ্রহণ করত কোষ পূর্ণ করা উচিত, ইত্যাদি বাক্যানুসারে রাজা জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু যিনি মেধাবী, তিনি ইহা হইতেও অগ্রসর হইয়া যাহারা উভয় রাজ্যে বাসকারী ধনী, কৃপণ অথবা অসদাচরণের দ্বারা দণ্ড পাইবার যোগ্য, তাহাদের নিকট হইতেও ধন গ্রহণ করিবে' ইত্যাদি বিশেষ শাস্ত্র অবলম্বন করিবেন ॥ ৮

যেরূপ বিপদই আসুক না কেন, ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য এবং সৎকৃত বা অসৎকৃত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহারা ধনী হইলেও তাঁহাদের ধন গ্রহণ করত পীড়া দিবেন না। যদি রাজা তাঁহাদের ধনাপহরণ দ্বারা কষ্ট দিতে থাকেন, তবে তিনি পাপী হইবেন ॥ ৯

ইহা আমি তোমাকে সকল লোকের জন্য প্রমাণস্বরূপ বাক্য বলিতেছি। ইহা সনাতন দৃষ্টি। রাজা ইহাকে প্রমাণ মানিয়া

বহবো গ্রামবাস্তব্যা রোষাদ্ ব্রূয়ুঃ পরস্পরম্ ।
ন তেষাং বচনাদ্ রাজা সৎকুর্য্যাদ্ ঘাতয়ীত বা ॥১১
ন বাচ্যঃ পরিবাদোঽয়ং ন শ্রোতব্যঃ কথঞ্চন ।
কর্ণাবথ পিধাতব্যৌ প্রস্থেয়ং চান্যতো ভবেৎ ॥ ১২
অসতাং শীলমেতদ্ বৈ পরিবাদোঽথ পৈশুনম্ ।
গুণানামেব বক্তারঃ সন্তঃ সৎসু নরাধিপ ॥ ১৩
যথা সুমধুরৌ দম্যৌ সুদান্তৌ সাধুবাহিনৌ ।
ধুরমুদ্যম্য বহতস্তথা বর্ত্তেত বৈ নৃপঃ ॥ ১৪
যথা যথাস্য বহবঃ সহায়াঃ স্যুস্তথা পরে ।
আচারমেব মন্যন্তে গরীয়ো ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ১৫
অপরে নৈবমিচ্ছন্তি যে শঙ্খলিখিতপ্রিয়াঃ ।
মাৎসর্য্যাদথবা লোভান্ন ব্রূয়ুর্বাক্যমীদৃশম্ ॥১৬
আর্ষমপ্যত্র পশ্যন্তি বিকর্মস্থস্য পাতনম্ ।
ন তাদৃক্সদৃশং কিঞ্চিৎ প্রমাণং দৃশ্যতে ক্বচিৎ ॥ ১৭
দেবতাশ্চ বিকর্মস্থং পাতয়ন্তি নরাধমম্ ।
ব্যাজেন বিন্দন্ বিত্তং হি ধর্ম্মাৎ স পরিহীয়তে ॥১৮
সর্বতঃ সৎকৃতঃ সদ্ভির্ভূতিপ্রবরকারণৈঃ ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তং ব্যবস্যতি ॥ ১৯
যশ্চতুর্গুণসম্পন্নং ধর্ম্মং ব্রূয়াৎ স ধর্ম্মবিৎ ।
অহেরিব হি ধর্ম্মস্য পদং দুঃখং গবেষিতুম্ ॥২০
যথা মৃগস্য বিদ্ধস্য পদমেকং পদং নয়েৎ ।
লক্ষেদ্ রুধিরলেপেন তথা ধর্ম্মপদং নয়েৎ ॥ ২১
এবং সদ্ভির্বিনীতেন পথা গন্তব্যমিত্যুত ।
রাজর্ষীণাং বৃত্তমেতদবগচ্ছ যুধিষ্ঠির ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্ম্মপর্বণি রাজর্ষিবৃত্তং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

ব্যবহারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন এবং তদনুসারে আপদকালে তাহার সৎ বা অসৎ কর্ম্মের নির্ণয় করা উচিত ॥ ১০

যদি বহুসংখ্যক গ্রামবাসী মানুষ পরস্পর রোষবশতঃ রাজার নিকট আসিয়া পরস্পরের নিন্দা-স্তুতি করিতে থাকে, তবে রাজা কেবল তাহাদের কথানুসারেই কাহাকেও দণ্ডদানও করিবেন না এবং কাহাকেও সমাদরও করিবেন না ॥ ১১

কাহারও নিন্দা করা উচিত নয় এবং নিন্দা কোন প্রকারে শ্রবণ করাও উচিত নয়। যদি কেহ অপরের নিন্দা করে, তবে সেস্থানে নিজের কর্ণ বন্ধ করিয়া দিবে অথবা সেস্থান হইতে উঠিয়া অন্যত্র গমন করিবে ॥ ১২

নরেশ্বর! অপরের নিন্দা করা এবং হিংসা করা দুষ্টগণের স্বভাব। সৎপুরুষগণ ত' সজ্জনবৃন্দের নিকটে অপরের গুণগানই করিয়া থাকেন ॥ ১৩

যেরূপ মনোহর আকৃতিবিশিষ্ট, সুশিক্ষিত এবং উত্তমরূপে ভার বহন করিতে সমর্থ (নবযুবক) বৃষদ্বয় স্কন্ধে ভার উত্থাপিত করিয়া সুন্দর রীতিতে বহন করিতে থাকে, সেইরূপ রাজাও নিজের রাজ্যভার উত্তমরূপে বহন করিবেন ॥ ১৪

যেরূপ যেরূপ আচরণ করিলে রাজার বহুসংখ্যক অন্য সহায়ক হইবেন, সেইরূপ আচরণই রাজার করা উচিত। ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ আচারকেই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে করেন ॥ ১৫

কিন্তু যাহারা শঙ্খ ও লিখিত মুনির অনুরাগী তাঁহাদের মতের অনুসরণকারী, তাহারা এই সব ভিন্ন মত (ঋত্বিক্ প্রভৃতিকে দণ্ড না দেওয়া প্রভৃতি) স্বীকার করেন না। তাঁহারা ঈর্ষ্যা বা লোভবশতঃ এরূপ কথা বলেন না। ধর্ম্ম মনে করিয়াই বলিয়া থাকেন ॥ ১৬

শাস্ত্রবিপরীত কর্ম্মকারীর প্রতি দণ্ডদানের যে কথা এস্থলে আসিয়া পড়ে, উহাতে আর্ষপ্রমাণও দেখা যায়। ঋষিগণের বাক্য-সদৃশ অন্য কোনও প্রমাণও দেখা যায় না ॥ ১৭

দেবতারাও বিপরীত কর্ম্মে সংযুক্ত অধম মানুষকে নরকে পাতিত করেন, অতএব যে ব্যক্তি ছলনা করিয়া ধনপ্রাপ্ত হয়, সেই ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৮

ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি বিষয়ে যাহা শ্রেষ্ঠ কারণ, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যাহাকে সর্ব্ব-প্রকারে সমাদর করেন এবং হৃদয় দিয়া তাঁহারা যাহার অনুমোদন করেন, রাজা সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১৯

যাহা বেদবিহিত, স্মৃতি দ্বারা অনুমোদিত, সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সেবিত এবং নিজের প্রিয়, উহাকে চতুর্গুণসম্পন্ন ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যিনি সেই ধর্ম্মের উপদেশ করেন, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ। সর্পের পদচিহ্নের ন্যায় ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন কার্য্য ॥ ২০

যেরূপ বাণে বিদ্ধ মৃগের এক পদ ভূতলে রক্তের লেপ করিয়া দেওয়ায় ব্যাধকে মৃগের বাসস্থানের লক্ষিত করাইয়া তাহাকে সেস্থানে উপস্থিত করিতে দেয়, সেইরূপ উক্ত চতুর্গুণ সম্পন্ন ধর্ম্মও ধর্ম্মের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করাইয়া থাকেন ॥ ২১

যুধিষ্ঠির! এইরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে পথ দিয়া গমন করিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়াই গমন কর। ইহাকেই তুমি রাজর্ষিগণের সদাচার ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে রাজর্ষিগণের চরিত্রবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজ্ঞঃ কৃতে কোষসংগ্রহস্যাবশ্যকতা, মর্য্যাদাস্থাপনম্, নির্মর্য্যাদ-দস্যুবৃত্তের্নিন্দা চ।)

ভীষ্ম উবাচ।

স্বরাষ্ট্রাৎ পররাষ্ট্রাচ্চ কোষং সঞ্জনয়েন্নৃপঃ।
কোষাদ্ধি ধর্ম কৌন্তেয় রাজ্যমূলঞ্চ বর্ধতে ॥ ১
তস্মাৎ সঞ্জনয়েৎ কোষং সংকৃত্য পরিপালয়েৎ।
পরিপাল্যানুতনুয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥২
ন কোষঃ শুদ্ধশৌচেন ন নৃশংসেন জাতুচিৎ
মধ্যমং পদমাস্থায় কোষসংগ্রহণং চরেৎ ॥ ৩
অবলস্য কুতঃ কোষো হ্যকোষস্য কুতো বলম্।
অবলস্য কুতো রাজ্যমরাজ্ঞঃ শ্রীর্ভবেৎ কুতঃ ॥ ৪
উচ্চৈর্বৃত্তেঃ শ্রিয়ো হানির্যথৈব মরণং তথা।
তস্মাৎ কোষং বলং মিত্রমথ রাজা বিবর্ধয়েৎ ॥ ৫
হীনকোষং হি রাজানমবজানন্তি মানবাঃ।
ন চাস্যাল্পেন তুষ্যন্তি কার্য্যমপ্যুৎসহন্তি চ ॥ ৬
শ্রিয়ো হি কারণাদ্ রাজা সৎক্রিয়াং লভতে পরাম্।
সাস্য গূহতি পাপানি বাসো গুহ্যমিব স্ত্রিয়াঃ ॥ ৭
ঋদ্ধিমস্যানু তপ্যন্তে পুরা বিপ্রকৃতা নরাঃ
শালাবৃকা ইবাজস্রং জিঘাংসুমেব বিন্দতি ॥ ৮
ঈদৃশস্য কুতো রাজ্ঞঃ সুখং ভবতি ভারত।
উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্ ॥৯
অপ্যপর্বণি ভজ্যেত ন নমেতেহ কস্যচিৎ
অপ্যরণ্যং সমাশ্রিত্য চরেন্মৃগগণৈঃ সহ ॥ ১০

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[রাজার পক্ষে কোষসংগ্রহের আবশ্যকতা, মর্য্যাদা স্থাপন ও অমর্য্যাদাপূর্ণ দস্যুবৃত্তির নিন্দা।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির! রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজের এবং শত্রুর রাজ্য হইতে ধন লইয়া কোষ পূর্ণ করিবেন। কোষেরই দ্বারা ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং রাজ্যের মূলও বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ সুদৃঢ় হয় ॥ ১

এইজন্য রাজা কোষ সংগ্রহ করিবেন, সংগ্রহের পর উহা সাদরে রক্ষা করিবেন এবং রক্ষা করত নিরন্তর উহাকে বর্দ্ধিত করিবেন। ইহাই হইল রাজার অনাদিকাল প্রচলিত সনাতন ধর্ম্ম ॥ ২

যিনি বিশুদ্ধ আচার বিচারে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি উহার দ্বারা কখনও কোষ সংগ্রহ করিতে পারেন না। যিনি অত্যন্ত ক্রূর, তিনিও কদাপি ইহাতে সফল হইতে সমর্থ হন না, অতএব মধ্যম পন্থা অবলম্বন করত কোষ (ধনরাশি) সংগ্রহ করিবেন ॥ ৩

যদি রাজা বলহীন হন্, তবে তাঁহার নিকট কোষ কিভাবে সঞ্চিত থাকিবে? কোষহীন রাজার নিকটে সৈন্যবাহিনীই বা কিভাবে থাকিবে? যাঁহার নিকটে সৈন্য নাই, তাঁহার রাজ্য কিরূপে সুস্থির থাকিবে? এবং রাজ্যহীনের নিকটে লক্ষ্মী (ধনসম্পত্তি) কিভাবে থাকিবেন? ৪

যিনি ধনের জন্য উচ্চ ও মহত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার যদি ধনক্ষয় হইয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু তুল্যই কষ্ট হইতে থাকে। অতএব রাজার কোষ, সেনা ও মিত্রের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা কর্ত্তব্য ॥ ৫

যে রাজার নিকটে ধনভাণ্ডার নাই, তাঁহাকে সাধারণ মানুষেরাও অবহেলা করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে অল্প ধন লইয়া সন্তুষ্ট হন না এবং তাঁহার কোন কার্য্য করিতেও সেই সব মানুষ উৎসাহ বোধ করেন না ॥ ৬

লক্ষ্মীর (ধনরাশির) জন্যই রাজা সর্ব্বত্র অতিশয় সমাদৃত হইয়া থাকেন। যেরূপ বস্ত্র নারীর গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ লক্ষ্মী রাজার সমস্ত দোষ গোপন করিয়া রাখেন ॥ ৭

পূর্ব্বে তিরস্কৃত মনুষ্যগণ এই রাজার বর্দ্ধিত সমৃদ্ধি দেখিয়া জ্বলিতে থাকে এবং নিজের বধ কামনা করিয়া সেরূপ কপটতা পূর্ব্বক সেই রাজারই আশ্রয় গ্রহণ করত তাহার সেবা করে, যেরূপ কুকুর নিজেরই ঘাতক চণ্ডালের সেবা করিয়া থাকে ॥ ৮

ভারত! এরূপ নরপতির কিভাবে সুখ মিলিবে? অতএব রাজার সর্ব্বদা উদ্যম করা আবশ্যক, কাহারও সম্মুখে নত হইবে না; কারণ, উদ্যমই হইল পুরুষত্ব। যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ বিনা গ্রন্থিতেই ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু নত হয় না, সেইরূপ রাজা নষ্ট হইয়া যাইবেন, তথাপি কখনও তিনি নত হইবেন না ॥৯½

রাজা বনের আশ্রয় গ্রহণ করত মৃগগণের সহিত বিচরণ করিবেন, তথাপি তিনি মর্য্যাদাভঙ্গকারী দস্যুদের সহিত বাস করিবেন না ॥ ১০½

অত্রৈতদাহুরাচার্য্যাঃ পাপস্য পরিমোক্ষণে।
ত্রয়ীং বিদ্যামবেক্ষেত তথোপাসীত বৈ দ্বিজান্ ॥ ১২
প্রসাদয়েন্মধুরয়া বাচা চাপ্যথ কর্ম্মণা।
মহামনাশ্চাপি ভবেদ্ বিবহেচ্চ মহাকুলে ॥ ১৩
ইত্যস্মীতি বদেদেবং পরেষাং কীর্ত্তয়েদ্ গুণান্।
জপেদুদকশীলঃ স্যাৎ পেশলো নাতিজল্পকঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মক্ষত্রং সম্প্রবিশেদ্ বহু কৃত্বা সুদুষ্করম্।

দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইভাবে এতাদৃশ বাক্যবাণে আবৃত সেই ব্যক্তি অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠে ॥ ১১

যেস্থলে অধর্ম্মপূর্ব্বক ধনের উপার্জ্জন করিলে যে পাপ হয়, উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আচার্য্যগণ এই এই উপায় উপদেশ করিয়াছেন—উক্ত পাপে লিপ্ত রাজা তিন বেদের স্বাধ্যায় করিবেন, ব্রাহ্মণগণের সেবায় উপস্থিত থাকিবেন, মধুর বাক্য ও সৎকর্ম্মসকলের দ্বারা তাঁহাদের প্রসন্ন করিবেন, নিজের মনকে উদার করিবেন এবং উচ্চ বংশে বিবাহ করিবেন ॥১২-১৩

আমি অমুক নামযুক্ত আপনার সেবক, এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়া অপরের গুণসকল কীর্ত্তন করিবেন, প্রতিদিন স্নান

উচ্যমানো হি লোকেন বহুকৃৎ তদচিন্তয়ন্ ॥ ১৫
অপাপো হ্যেবমাচারঃ ক্ষিপ্রং বহুমতো ভবেৎ।
সুখঞ্চ চিত্রং ভুঞ্জীত কৃতেনৈকেন গোপয়েৎ ॥ ১৬
লোকে চ লভতে পূজাং পরত্রেহ মহৎ ফলম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্ম্মপর্বণি চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪

করত ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন, উত্তম স্বভাবসম্পন্ন হইবেন, অধিক কথা বলিবেন না, লোকে তাহাকে অতিশয় পাপাচারী বলিয়া নিন্দা করিলেও কোনরূপ উহা গণ্য করিবেন না এবং অত্যন্ত দুষ্কর ও বহু পুণ্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সমাজে প্রবেশ করিবেন ॥ ১৪-১৫

এরূপ আচারবিশিষ্ট পুরুষ সত্বর পাপহীন হইয়া বহুসংখ্যক মানুষের সমাদরের পাত্র হইয়া যান। তিনি তখন নানাপ্রকার সুখ উপভোগ করেন এবং নিজের কৃত এক সৎকর্ম্মের প্রভাবেই তিনি নিজের রক্ষা নিজেই করিয়া থাকেন। জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার সমাদর হইতে থাকে এবং তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই মহৎ ফল লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ১৬-১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[মর্য্যাদাপালনকারিণঃ কায়ব্যদস্যোঃ সদ্গতিবর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা দস্যুঃ সমর্য্যাদঃ প্রেত্যভাবে ন নশ্যতি ॥ ১
প্রহর্ত্তা মতিমান্ শূরঃ শ্রুতবাননৃশংসবান্।
রক্ষন্নাশ্রমিণাং ধর্মং ব্রহ্মণ্যো গুরুপূজকঃ ॥ ২

নিষাদ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ ক্ষত্রধর্মানুপালকঃ।
কায়ব্যো নাম নৈষাদির্দস্যুত্বাৎ সিদ্ধিমাপ্তবান্ ॥৩
অরণ্যে সায়ং পূর্বাহ্ণে মৃগযূথপ্রকোপিতা।
বিধিজ্ঞো মৃগজাতীনাং নৈষাদানাঞ্চ কোবিদঃ ॥৪

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[মর্য্যাদাপালনকারী কায়ব্যনামক দস্যুর সদ্গতি বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে দস্যু মর্য্যাদা পালন করে, সে মৃত্যুর পর দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। এবিষয়ে বিদ্বান্ পুরুষগণ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ১

কায়ব্যনামে এক নিষাদপুত্র দস্যু হইলেও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সে প্রহারনিপুণ, বীর, বুদ্ধিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ, ক্রূরতাহীন, আশ্রম-বাসিগণের ধর্ম্মরক্ষক, ব্রাহ্মণভক্ত ও গুরুপূজক ছিল। সে ক্ষত্রিয় পিতা হইতে নিষাদ-জাতির এক স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অতএব সে নিরন্তর ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল ॥ ২-৩

কায়ব্য প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালের সময় বনে যাইয়া মৃগসমূহের দলকে উত্তেজিত করিয়া দিত। সে বিভিন্ন জাতির মৃগগণের স্বভাবের সহিত পরিচিত ও তাহাদের বশে রাখিবার বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল। নিষাদগণের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ছিল ॥ ৪

সর্বকাননদেশজ্ঞঃ পারিযাত্রচরঃ সদা।
ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতানামমোঘেষুর্দৃঢ়ায়ুধঃ ॥ ৫
অপ্যনেকশতাং সেনামেক এব জিগায় সঃ।
স বৃদ্ধাবন্ধ-বধিরৌ মহারণ্যেঽভ্যপূজয়ৎ ॥ ৬
মধুমাংসৈর্মূলফলৈরন্নৈরুচ্চাবচৈরপি।
সংকৃত্য ভোজয়ামাস মান্যান্ পরিচচার চ ॥ ৭
আরণ্যকান্ প্রব্রজিতান্ ব্রাহ্মণান্ পরিপূজয়ন্।
অপি তেভ্যো গৃহান্ গত্বা নিনায় সততং বনে ॥ ৮
যেঽস্মান্ন প্রতিগৃহ্ণন্তি দস্যুভোজনশঙ্কয়া।
তেষামাসজ্য গেহেষু কল্য এব স গচ্ছতি ॥ ৯
বহূনি চ সহস্রাণি গ্রামণীত্বেঽভিবব্রিরে।
নির্মর্য্যাদানি দস্যূনাং নিরনুক্রোশবর্তিনাম্ ॥

দস্যব উচুঃ।

মুহূর্তদেশকালজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ শূরো দৃঢ়ব্রতঃ।
গ্রামণীর্ভব নো মুখ্যঃ সর্বেষামেব সম্মতঃ ॥ ১১
যথা যথা বক্ষ্যসি নঃ করিষ্যামস্তথা তথা।
পালয়াস্মান্ যথান্যায়ং যথা মাতা যথা পিতা ॥ ১২

কায়ব্য উবাচ।

মা বধীস্ত্বং স্ত্রিয়ং ভীরুং মা শিশুং মা তপস্বিনম্।
নাযুধ্যমানো হন্তব্যো ন চ গ্রাহ্যা বলাৎ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৩
সর্বথা স্ত্রী ন হন্তব্যা সর্বসত্ত্বেষু কেনচিৎ।
নিত্যং তু ব্রাহ্মণে স্বস্তি যোদ্ধব্যঞ্চ তদর্থতঃ ॥ ১৪
শস্যঞ্চ চাপি হর্তব্যং সারবিঘ্নঞ্চ মা কৃথাঃ।
পূজ্যন্তে যত্র দেবাশ্চ পিতরোঽতিথয়স্তথা ॥ ১৫
সর্বভূতেষ্বপি চ বৈ ব্রাহ্মণো মোক্ষমর্হতি।
কার্য্যা চোপচিতিস্তেষাং সর্বস্বেনাপি যা ভবেৎ ॥ ১৬
যস্য হ্যেতে সম্প্ররুষ্টা মন্ত্রয়ন্তি পরাভবম্।
ন তস্য ত্রিষু লোকেষু ত্রাতা ভবতি কশ্চন ॥ ১৭

বনের সমস্ত প্রদেশের জ্ঞান তাহার ছিল। সে সর্ব্বদা পারিযাত্র-পর্ব্বতের উপর বিচরণ করিত এবং সমস্ত প্রাণীরই ধর্ম্মের বিষয় জানিত। তাহার বাণ লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অব্যর্থ ছিল এবং তাহার সমস্ত অস্ত্রই সুদৃঢ় ছিল ॥ ৫

সে শত শত মনুষ্য-সৈন্যকে একাই জয় করিতে পারিত এবং সেই মহাবনে বাস করত অন্ধ ও বধির মাতা-পিতার সেবা-পূজা করিত ॥ ৬

সেই নিষাদ মধু, মাংস, ফল, মূল ও নানাপ্রকার অন্নের দ্বারা মাতা-পিতার সৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভোজন করাইত এবং অন্যান্য মাননীয় পুরুষদিগেরও সেবা-পূজা করিত ॥ ৭

সে বনে অবস্থিত বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণের পূজা করিত এবং প্রতিদিন তাঁহাদের বাসস্থানে যাইয়া তাঁহাদের অন্নাদি বস্তুসকল প্রদান করিত ॥ ৮

যাঁহারা দস্যুর গৃহের ভোজনের আশঙ্কায় তাহার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিত না, এই নিষাদ তাঁহাদের প্রত্যেকের বাসস্থানে যাইয়া বড় বড় পাত্রে করিয়া অন্ন ও ফল পুষ্প রাখিয়া আসিত ॥ ৯

একদিন মর্য্যাদা অতিক্রমকারী ও নানাবিধ ক্রূরতাপূর্ণ কার্য্যকারী কয়েক হাজার দস্যু তাহাকে নিজেদের নেতা করিবার জন্য প্রার্থনা করিল ॥ ১০

দস্যুরা বলিল, তুমি দেশ, কাল ও মুহূর্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, বিদ্বান্, বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইজন্য আমাদের সকলের সম্মতি অনুসারে তুমি আমাদের অগ্রগামী মুখ্য নেতা হও ॥ ১১

তুমি আমাদের যেরূপ যেরূপ আজ্ঞা দিবে, সেই সমস্তই আমরা পালন করিব। তুমি মাতা-পিতার ন্যায় আমাদের যথানিয়মে রক্ষা কর ॥১২

কায়ব্য তাহাদের বলিল, তোমরা কখনও স্ত্রী, ভীত, বালক ও তপস্বীকে হত্যা করিও না। যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, তাহাদিগকেও তোমরা বধ করিও না। আর স্ত্রীগণকে কখনও বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে না ॥ ১৩

তোমাদের মধ্যে কেহই যেন সকল প্রাণীরই স্ত্রীবর্গকে কোন রূপেই হত্যা না করে। ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা হিত চিন্তা করিবে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহাদের জন্য যুদ্ধও করিবে ॥১৪

ক্ষেত্রের শস্য হরণ করিবে না, বিবাহাদি উৎসবে বিঘ্নসৃষ্টি করিবে না, যেস্থানে দেবতা, অতিথি ও পিতৃগণের পূজা হয়, সেস্থানে কোনও উপদ্রব করিবে না ॥ ১৫

সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণই দস্যুর হাত হইতে নিস্তার পাইবার অধিকারী। নিজের সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমরা উঁহাদের সেবা-পূজা অবশ্য করিবে ॥ ১৬

দেখ, ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া যাহার পরাভব চিন্তা করিবেন, তাহার ত্রিভুবনে আর কেহই রক্ষক থাকে না ॥ ১৭

যো ব্রাহ্মণান্ পরিবদেদ্ বিনাশং চাপি রোচয়েৎ।
সূর্য্যোদয় ইব ধ্বান্তে ধ্রুবং তস্য পরাভবঃ॥ ১৮
ইহৈব ফলমাসীনঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষেত সর্বশঃ।
যে যে নো ন প্রদাস্যন্তি তাংস্তাংস্তেনাভিযাস্যসি॥১৯
শিষ্টার্থং বিহিতো দণ্ডো ন বৃদ্ধ্যর্থং বিনিশ্চয়ঃ।
যে চ শিষ্টান্ প্রবাধন্তে দণ্ডস্তেষাং বধঃ স্মৃতঃ॥ ২০
যে চ রাষ্ট্রোপরোধেন বৃদ্ধিং কুর্বন্তি কেচন।
তদৈব তেঽনুমার্য্যন্তে কুণপে কৃময়ো যথা॥ ২১
যে পুনর্ধর্মশাস্ত্রেণ বর্তেরন্নিহ দস্যবঃ।
অপি তে দস্যবো ভূত্বা ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ॥ ২২

যে ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করে এবং তাহাদের বিনাশ কামনা করে, সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার নাশ হয়, সেইরূপ অবশ্যই তাহার পতন হইয়া থাকে॥ ১৮

তোমরা এস্থানে বসিয়া বসিয়াই দস্যুবৃত্তির যে ফল, উহা লাভ করিবার চেষ্টা কর। যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা আমাদের স্বেচ্ছায় ধনদান করিবে না, তাহাদের সকলের উপর তোমরা দল বাঁধিয়া আক্রমণ কর॥ ১৯

দণ্ডের বিধান হইল—দুষ্টগণের দমন, নিজের ধন বৃদ্ধির জন্য নহে। যাহারা শিষ্ট পুরুষগণকে পীড়িত করে, তাহাদের বধই তাহাদের দণ্ড বলিয়া কথিত হয়॥ ২০

যাহারা রাষ্ট্রের হানি করত নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, তাহাদিগকে মৃতদেহে উৎপন্ন কৃমিসকলের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিতে হয়॥ ২১

যাহারা দস্যু-জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে আচরণ করে, তাহারা দস্যু হইলেও অতিসত্বর সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে (এই সব আচরণ যদি তোমরা গ্রহণ কর, তবে আমি তোমাদের নেতা হইবে।)॥ ২২

ভীষ্ম উবাচ।

তে সর্বমেবানুচক্রুঃ কায়ব্যস্যানুশাসনম্।
বৃদ্ধিঞ্চ লেভিরে সর্বে পাপেভ্যশ্চাপ্যুপারমন্॥ ২৩
কায়ব্যঃ কর্মণা তেন মহতীং সিদ্ধিমাপ্তবান্।
সাধুনামাচরন্ ক্ষেমং দস্যূন্ পাপান্নিবর্তয়ন্॥ ২৪
ইদং কায়ব্যচরিতং যো নিত্যমনুচিন্তয়েৎ।
নারণ্যেভ্যো হি ভূতেভ্যো ভয়ং প্রাপ্নোতি কিঞ্চন॥২৫
ন ভয়ং তস্য ভূতেভ্যঃ সর্বেভ্যশ্চৈব ভারত।
নাসতো বিদ্যতে রাজন্ স হ্যরণ্যেষু গোপতিঃ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্ম্মপর্বণি কায়ব্যচরিতে ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ইহা শ্রবণ করত সেই সব দস্যু কায়ব্যের সকল আদেশ গ্রহণ করিল এবং সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের সকলের উন্নতি হইল এবং তাহারা পাপ-কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইল॥ ২৩

কায়ব্য সেই পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা উত্তম সিদ্ধিলাভ করিল, কারণ, সে সাধুপুরুষগণের কল্যাণ করিতে করিতে সেই সব দস্যুকে পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল॥ ২৪

যে ব্যক্তি প্রতিদিন কায়ব্যের এই চরিত্রের কথা চিন্তা করে, তাহার বনবাসী প্রাণীদের নিকট হইতে কিছুমাত্রও ভয়প্রাপ্তি হয় না॥ ২৫

ভারত! তাহার সম্পূর্ণ প্রাণিগণ হইতেও ভয় থাকে না রাজন্! কোন দুষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতেও তাহার ভয় হয় না। সে বনমধ্যে পশুগণের অধিপতি হইয়া থাকে॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কায়ব্যচরিত্রবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞা কস্য ধনং গ্রহণীয়ম্, কস্য ধনং ন গ্রহণীয়মিতি, কেন সহ কীদৃশো ব্যবহারঃ করণীয় ইতি চ বিচারঃ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্র গাথা ব্রহ্মগীতাঃ কীর্তয়ন্তি পুরাবিদঃ ।
যেন মার্গেণ রাজা বৈ কোষং সঞ্জনয়ত্যুত ॥ ১

ন ধনং যজ্ঞশীলানাং হার্য্যং দেবস্বমেব চ ।
দস্যূনাং নিষ্ক্রিয়াণাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো হর্তুমর্হতি ॥ ২

ইমাঃ প্রজাঃ ক্ষত্রিয়াণাং রাজ্যভোগাশ্চ ভারত ।
ধনং হি ক্ষত্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩

তদস্য স্যাদ্ বলার্থং বা ধনং যজ্ঞার্থমেব চ ।
অভোগ্যাশ্চৌষধীশ্ছিত্ত্বা ভোগ্যা এব পচন্ত্যুত ॥ ৪

যো বৈ ন দেবান্ ন পিতৄন্ ন মর্ত্যান্ হবিষার্চতি ।
অনর্থকং ধনং তত্র প্রাহুর্ধর্মবিদো জনাঃ ॥ ৫

হরেৎ তদ্ দ্রবিণং রাজন্ ধার্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ।
ততঃ প্রীণয়তে লোকং ন কোষং তদ্বিধং নৃপঃ ॥ ৬

অসাধুভ্যোঽর্থমাদায় সাধুভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি ।
আত্মানং সংক্রমং কৃত্বা কৃৎস্নধর্মবিদেব সঃ ॥ ৭

তথা তথা জয়েল্লোকান্ শক্ত্যা চৈব যথা যথা ।
উদ্ভিজ্জা জন্তবো যদ্বচ্ছুক্রজীবা যথা যথা ॥ ৮

অনিমিত্তাৎ সম্ভবন্তি তথা যজ্ঞঃ প্রজায়তে ॥৯

যথৈব দংশমশকং যথা চাণ্ডপিপীলিকম্ ।
সৈব বৃত্তিরযজ্ঞেষু যথা ধর্মো বিধীয়তে ॥ ১০

যথা হ্যকস্মাদ্ ভবতি ভূমৌ পাংশুবিলোলিতঃ ।
তথৈবেহ ভবেদ্ ধর্মঃ সূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মতরস্তথা ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬

ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[রাজা কাহার ধন গ্রহণ করিবেন এবং কাহার ধন গ্রহণ করিবেন না ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন—ইহার বিচার ।]

ভীষ্ম বলিলেন—যুধিষ্ঠির ! যে মার্গের দ্বারা বা উপায়ে রাজা নিজের ধনাগার সঞ্চিত করেন, সেই বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত কিছু গাথা কীর্ত্তন করেন ॥১

যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দ্বিজগণের ধন রাজার গ্রহণ করা উচিত নয় ; এইরূপ তাঁহার দেবসম্পত্তিও গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। তিনি দস্যুদের ও নিষ্ক্রিয় মনুষ্যদের ধন গ্রহণ করিবেন ॥ ২

হে ভারত ! এই সমস্ত প্রজাই ক্ষত্রিয়গণের ; রাজ্যভোগও ক্ষত্রিয়দেরই জন্য এবং সম্পূর্ণ ধনও তাঁহাদের , অপরের নহে। কিন্তু এই সব ধন তাঁহার সৈন্যদের জন্য এবং যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার জন্য ॥ ৩½

রাজন্ ! যাহা ভোজনের যোগ্য নহে, সেই সব ওষধি বা বৃক্ষ ছেদন করত মনুষ্যগণ উহাদের দ্বারা ভোজনযোগ্য ওষধিসকল পাক করিয়া থাকে। এইরূপে যাহারা দেবতা, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণকে হবিষ্য দ্বারা পূজা করে না, তাহাদের ধনকে ধর্মজ্ঞ পুরুষেরা ব্যর্থ বলিয়া বর্ণনা করেন। অতএব ধর্মাত্মা রাজা এরূপ ধনকে গ্রহণ করিবেন এবং উহার দ্বারা প্রজাপালন করিবেন, কিন্তু ঐ সব ধনের দ্বারা রাজা নিজের কোষ পূর্ণ করিবেন না ॥ ৪-৬

যে রাজা দুষ্টগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগকে বিভাগপূর্ব্বক প্রদান করেন, তিনি নিজেকে নিজেই সেতুরূপে পরিণত করিয়া সকলকে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত ধর্মসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়াই উক্ত হন ॥ ৭

ধর্মজ্ঞ রাজা নিজের শক্তি অনুসারে যেইভাবে সেইভাবে সকল লোককে জয় করিয়া থাকেন, যেরূপ উদ্ভিজ্জ জন্তু (পিপীলিকা প্রভৃতি) নিজের শক্তি অনুসারে অগ্রসর হইতে থাকে এবং যেরূপ বজ্রকীটাদি ক্ষুদ্র জীবসকল বিনা নিমিত্তেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিনা কারণেই যজ্ঞহীন কর্তব্যবিরোধী বহু মনুষ্যও রাজ্যে উৎপন্ন হয়, অতএব রাজার কর্তব্য হইল মাছি, ডাঁস ও অণ্ড পিপীলিকাদি কীটের সহিত যেরূপ আচরণ করা হয়, তিনি সেইরূপ সৎকর্মবিরোধীদের সহিত আচরণ করিবেন, যাহাতে ধর্মের প্রচার হইতে থাকে ॥৮-১০

যেভাবে অকস্মাৎ পৃথিবীর ধূলি লইয়া শিলাতে পিষ্ট করা হইলে, উহা যেরূপ আরও মসৃণ হইয়া যায়, সেইরূপ বিচার করিলে পর ধর্মের স্বরূপ উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম বলিয়াই বোধ হয় ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভাবি-সঙ্কটতঃ সাবধানে স্থাতুং দূরদর্শী, তৎকালজ্ঞঃ, দীর্ঘসূত্রী চেতি মৎস্যত্রয়াণাং দৃষ্টান্তোপস্থাপনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ।
দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি॥ ১

অত্রৈব চেদমব্যগ্রং শৃণুষ্বাখ্যানমুত্তমম্।
দীর্ঘসূত্রমুপাশ্রিত্য কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে॥ ২

নাতিগাধে জলাধারে সুহৃদঃ কুশলাস্ত্রয়ঃ।
প্রভূতমৎস্যে কৌন্তেয় বভূবুঃ সহচারিণঃ॥ ৩

তত্রৈকো দীর্ঘকালজ্ঞ উৎপন্নপ্রতিভোঽপরঃ।
দীর্ঘসূত্রশ্চ তত্রৈকস্ত্রয়াণাং সহচারিণাম্॥ ৪

কদাচিৎ তং জলস্থায়ং মৎস্যবন্ধাঃ সমন্ততঃ।
নিস্রাবয়ামাসুরথো নিম্নেষু বিবিধৈর্মুখৈঃ॥ ৫

প্রক্ষীয়মাণং তং দৃষ্ট্বা জলস্থায়ং ভয়াগমে।
অব্রবীদ্ দীর্ঘদর্শী তু তাবুভৌ সুহৃদৌ তদা॥৬

ইয়মাপৎ সমুৎপন্না সর্বেষাং সলিলৌকসাম্।
শীঘ্রমন্যত্র গচ্ছাম পন্থা যাবন্ন দুষ্যতি॥ ৭

অনাগতমনর্থং হি সুনয়ৈর্যঃ প্রবাধয়েৎ।
স ন সংশয়মাপ্নোতি রোচতাং ভো ব্রজামহে॥ ৮

দীর্ঘসূত্রস্তু যস্তত্র সোঽব্রবীৎ সম্যগুচ্যতে।
ন তু কার্য্যা ত্বরা তাবদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৯

অথ সম্প্রতিপত্তিজ্ঞঃ প্রাব্রবীদ্ দীর্ঘদর্শিনম্।
প্রাপ্তে কালে ন মে কিঞ্চিন্ন্যায়তঃ পরিহাস্যতে॥ ১০

এবং শ্রুত্বা নিরাক্রম্য দীর্ঘদর্শী মহামতিঃ।
জগাম স্রোতসা তেন গম্ভীরং সলিলাশয়ম্॥ ১১

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভাবী সঙ্কট হইতে সাবধানে থাকিবার জন্য দূরদর্শী, তৎকালজ্ঞ এবং দীর্ঘসূত্রী—এই তিন মৎস্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি সঙ্কট আসিবার পূর্ব্বেই নিজের রক্ষার উপায় স্থির করেন, তাঁহাকে 'অনাগতবিধাতা' বলে এবং যাঁহার যথাসময়ে আত্মরক্ষার উপায় বোধ হয়, তাঁহাকে 'প্রত্যুৎপন্নমতি' বলে। এই উভয়বিধ ব্যক্তিই সুখের সহিত নিজের উন্নতি করিতে পারেন; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্যে অনাবশ্যক বিলম্ব করে; এই 'দীর্ঘসূত্রী' মানুষ স্বতই নষ্ট হইয়া যায়॥ ১

কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যে নিশ্চয়ে যে ব্যক্তি দীর্ঘসূত্রী হয়, তাহার সম্বন্ধে আমি এক সুন্দর উপাখ্যান শুনিয়াছি, তুমি স্বস্থচিত্ত হইয়া উহা শ্রবণ কর॥ ২

কুন্তীনন্দন! যাহা অতিশয় গভীর ছিল না, এরূপ একটি জলাধার ছিল। ইহাতে বহু মৎস্য বাস করিত। এই জলাশয়ে তিনটি কার্য্যদক্ষ মৎস্যও ছিল, যাহারা একসঙ্গে বিচরণ করিত এবং পরস্পর পরস্পরের সুহৃদ্ ছিল॥ ৩

এই তিন সহচারী মৎস্যগণের মধ্যে একটি (ছিল অনাগত-বিধাতা, যে) মৎস্য দীর্ঘকালের বিষয়ও জানিতে পারিত। অপর একটি প্রত্যুৎপন্নমতি ছিল, যাহার প্রতিভা যথাসময়ে কার্য্য করিত এবং তৃতীয় মৎস্য ছিল দীর্ঘসূত্রী (যে প্রত্যেক কার্য্যে অনাবশ্যক বিলম্ব করিত)॥৪

একদিন কিছু মৎস্যগ্রাহী ধীবর (জেলে) সেই জলাশয়ের চারিদিকে নালী প্রস্তুত করিয়া অনেক দ্বার দিয়া তাহার জল পার্শ্বভাগস্থিত নিম্ন ভূমিতে নিষ্কাশন করিতে লাগিল॥ ৫

জলাশয়ের জলক্ষীণ হইয়া যাইতে দেখিয়া ভয় আসিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া দূরবর্ত্তী বিষয় বুঝিতে সমর্থ মৎস্য নিজের সেই দুই বন্ধুকে বলিল॥ ৬

মনে হইতেছে, এই জলাশয়ে স্থিত সকল প্রাণীর উপরেই সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেইজন্য যতক্ষণ না আমাদের বাহির হইয়া যাইবার পথ দূষিত হয়, ততক্ষণের মধ্যেই অতিসত্বর আমাদের এই স্থান হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র যাইতে হইবে॥ ৭

যে অনাগত সঙ্কট আসিবার পূর্ব্বেই নিজের উত্তম নীতির দ্বারা উহাকে বাধা দিয়া থাকে, সে কখনও প্রাণ নষ্ট হইবার সংশয়ে পতিত হয় না। যদি তোমাদের আমার কথা ভাল লাগে, তবে চল আমরা অন্য জলাশয়ে চলিয়া যাইব॥ ৮

ইহার পর সেখানে যে দীর্ঘসূত্রী ছিল, সে বলিল—মিত্র! তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, কিন্তু আমার এই দৃঢ় বিচার যে, এখনই আমাদের ত্বরা করিবার আবশ্যক নাই॥ ৯

তদনন্তর প্রত্যুৎপন্নমতি দূরদর্শীকে বলিল—মিত্র! যখন সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমার বুদ্ধি ন্যায়তঃ কোন যুক্তি অন্বেষণে কখনও আলস্য করে না॥ ১০

এই কথা শ্রবণ করত অতিশয় বুদ্ধিমান্ দীর্ঘদর্শী (অনাগত-বিধাতা) সেস্থান হইতে নির্গত হইয়া এক নালীর পথ দিয়া গভীর জলাশয়ে চলিয়া যাইল॥ ১১

ততঃ প্রস্রুততোয়ং তং প্রসমীক্ষ্য জলাশয়ম্ ।
ববন্ধুর্বিবিধৈর্যোগৈর্মৎস্যান্ মৎস্যোপজীবিনঃ ॥ ১২
বিলোড্যমানে তস্মিংস্তু স্রুততোয়ে জলাশয়ে ।
অগচ্ছদ্ বন্ধনং তত্র দীর্ঘসূত্রঃ সহাপরৈঃ ॥ ১৩
উদ্ধানে ক্রিয়মাণে তু মৎস্যানাং তত্র রজ্জুভিঃ ।
প্রবিশ্যান্তরমেতেষাং স্থিতঃ সম্প্রতিপত্তিমান্ ॥ ১৪
গ্রস্তমেব তদুদ্ধানং গৃহীত্বা তং তথৈব সঃ ।
সর্বানেব চ তাংস্তত্র তে বিদুর্গ্রথিতানিতি ॥ ১৫
ততঃ প্রক্ষাল্যমানেষু মৎস্যেষু বিপুলে জলে
মুক্ত্বা রজ্জুং প্রমুক্তোঽসৌ শীঘ্রং সম্প্রতিপত্তিমান্ ॥১৬
দীর্ঘসূত্রস্তু মন্দাত্মা হীনবুদ্ধিরচেতনঃ ।
মরণং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ো যথৈবোপহতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭

তদনন্তর মৎস্যদের দ্বারা জীবিকার্জনকারী ধীবরগণ যখন দেখিল যে, জলাশয়ের জল প্রায় বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা নানা উপায়ে সে স্থানের সকল মৎস্যকে জালবদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১২

যাহার জল বাহিরে নিঃসরণ করা হইয়াছে, সেই জলাশয় যখন মথিত হইতে লাগিল, তখন দীর্ঘসূত্রী মৎস্যটিও অন্যান্য মৎস্যের সহিত ধীবরের জালে বদ্ধ হইয়া পড়িল ॥ ১৩

যখন মৎস্যজীবিগণ রজ্জুর দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মৎস্যপূর্ণ সেই জালকে উঠাইতে লাগিল, তখন প্রত্যুৎপন্নমতিও সেই সব মৎস্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জালে আবদ্ধ হইল ॥ ১৪

সেই জাল মুখের দ্বারা গ্রহণযোগ্য ছিল; অতএব তাহার জালকে মুখে লইয়া সে-ও অন্যান্য মৎস্যদের ন্যায় আবদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। মৎস্যজীবীরা সেই সব মৎস্যকে সেখানে জালে আবদ্ধ বলিয়াই মনে করিতে থাকিল ॥ ১৫

তদনন্তর সেই জাল লইয়া যখন মৎস্যজীবীরা অন্য এক অগাধ জলাশয়ের নিকট গমন করিল এবং মৎস্যদিগকে ধৌত করিতে লাগিল, তখন সেই সময় প্রত্যুৎপন্নমতি মুখে ধৃত জালের রজ্জু পরিত্যাগ করত উহার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইল এবং জলে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১৬

কিন্তু বুদ্ধিহীন ও অলস মূর্খ দীর্ঘসূত্রী অচেতন হইয়া সেইভাবে মৃত্যু বরণ করিল, যেরূপ কোন প্রাণী ইন্দ্রিয়বর্গ নষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৭

এবং প্রাপ্তমমং কালং যো মোহান্নাববুধ্যতে ।
স বিনশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং দীর্ঘসূত্রো যথা ঝষঃ ॥ ১৮
আদৌ ন কুরুতে শ্রেয়ঃ কুশলোঽস্মীতি যঃ পুমান্ ।
স সংশয়মবাপ্নোতি যথা সম্প্রতিপত্তিমান্ ॥ ১৯
অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ ।
দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসূত্রো বিনশ্যতি ॥ ২০
কাষ্ঠাঃ কলা মুহূর্তাশ্চ দিবা রাত্রিস্তথা লবাঃ ।
মাসাঃ পক্ষাঃ ষড্ ঋতবঃ কল্পঃ সংবৎসরাস্তথা ॥ ২১
পৃথিবী দেশ ইত্যুক্তঃ কালঃ স চ ন দৃশ্যতে ।
অভিপ্রেতার্থসিদ্ধ্যর্থং ধ্যায়তে যচ্চ তত্তথা । ২২
এতৌ ধর্মার্থশাস্ত্রেষু মোক্ষশাস্ত্রেষু চর্ষিভিঃ ।
প্রধানাবিতি নির্দিষ্টৌ কামে চাভিমতৌ নৃণাম্ ॥ ২৩

এইরূপ যে মানুষ মোহবশতঃ নিজের মস্তকে পতিত কালকে বুঝিতে পারে না সেই মানুষ দীর্ঘসূত্রী মৎস্যের ন্যায় নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৮

যে মানুষ ইহা মনে করে যে, আমি অতিশয় কর্মদক্ষ, সেইজন্য প্রথমেই নিজের কল্যাণের উপায় স্থির করে না, সেই মানুষ প্রত্যুৎপন্ন মৎস্যের ন্যায় প্রাণসংশয় পরিস্থিতিতে পতিত হয় ॥ ১৯

যে ব্যক্তি সঙ্কট আসিবার পূর্বেই নিজের রক্ষার উপায় স্থির করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অনাগতবিধাতা ও যে যথাসময়ে আত্মরক্ষার উপায় বুঝিতে সমর্থ —এই উভয়ের ন্যায় সুখের সহিত নিজের উন্নতি করে, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে অনাবশ্যক বিলম্বকারী 'দীর্ঘসূত্রী' নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২০

কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত, দিন, রাত্রি, লব, মাস, পক্ষ, ছয় ঋতু, সংবৎসর ও কল্প ইহাদের 'কাল' বলা হয় এবং পৃথিবীকে 'দেশ' বলা হয়। ইহাদের মধ্যে দেশকে দেখা যায়, কিন্তু 'কাল' দৃষ্টিগোচর হয় না। অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধির জন্য যে দেশ ও কালকে উপযোগী মনে করিয়া উহার বিচার করে, উহাকে যথযথভাবে গ্রহণ করা উচিত ॥ ২১-২২

ঋষিগণ ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্রে এই দেশ এবং কালকেই কার্য্য-সিদ্ধির প্রধান উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মানুষের কামনাসিদ্ধি বিষয়েও এই দেশ এবং কালই প্রধান বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে ॥২৩

পরীক্ষ্যকারী যুক্তশ্চ স সম্যগুপপাদয়েৎ।
দেশকালাববিপ্রেতৌ তাভ্যাং ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪

যে ব্যক্তি বুঝিয়া ও জানিয়া কার্য্য করেন এবং সতত সাবধানে থাকেন, তিনিই অভীষ্ট দেশ ও কালের যথাযথ ব্যবহার করেন এবং তাহাদের সহযোগিতায় ইচ্ছানুসারে ফল লাভ করেন ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি শাকুলোপাখ্যানে সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে শাকুলোপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শত্রুপরিবেষ্টিত-রাজ্ঞঃ কর্ত্তব্যবিষয়ে বিড়াল-মূষিকয়োরুপাখ্যানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ

সর্বত্র বুদ্ধিঃ কথিতা শ্রেষ্ঠা তে ভরতর্ষভ।
অনাগতা তথোৎপন্না দীর্ঘসূত্রা বিনাশিনী ১
তদিচ্ছামি পরাং শ্রোতুং বুদ্ধিং তে ভরতর্ষভ।
যথা রাজা ন মুহ্যেত শত্রুভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ২
ধর্মার্থকুশলো রাজা ধর্মশাস্ত্রবিশারদঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং কুরুশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩
শত্রুভির্বহুভির্গ্রস্তো যথা বর্তেত পার্থিবঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং সর্বমেব যথাবিধি ॥ ৪
বিষমস্থং হি রাজানং শত্রবঃ পরিপন্থিনঃ।
বহবোঽপ্যেকমুদ্ধর্তুং যতন্তে পূর্বতাপিতাঃ ॥ ৫
সর্বত্র প্রার্থ্যমানেন দুর্বলেন মহাবলৈঃ।
একেনৈবাসহায়েন শক্যং স্থাতুং ভবেৎ কথম্ ॥ ৬
কথং মিত্রমরিং চাপি বিন্দতে ভরতর্ষভ।
চেষ্টিতব্যং কথঞ্চাত্র শত্রোর্মিত্রস্য চান্তরে ॥ ৭
প্রজ্ঞাতলক্ষণে মিত্রে তথৈবামিত্রতাং গতে।
কথং নু পুরুষঃ কুর্য্যাৎ কৃত্বা কিংবা সুখী ভবেৎ ॥ ৮

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[শত্রু-পরিবেষ্টিত রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে বিড়াল ও ইঁদুরের উপাখ্যান।]

বলিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বত্র অনাগত (সঙ্কট আসিবার পূর্ব্বেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকারী) এবং প্রত্যুৎপন্ন (সময় আসিলে রক্ষা পাইবার উপায়বিষয়ে চিন্তাকারী) বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ও প্রত্যেক কার্য্যে আলস্যবশতঃ বিলম্বকারী বুদ্ধিকে বিনাশকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব এখন আমি সেই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির বিষয়ে আপনাকে শুনাইতে ইচ্ছা করি যে, যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম ও অর্থে কুশল এবং ধর্ম্মবিশারদ রাজা শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও মোহে পতিত হন না, কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই বুদ্ধির বিষয়ে আমি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, অতএব আপনি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন ॥ ২-৩

বহুসংখ্যক শত্রু আক্রমণ করিলে পর রাজার কিরূপ আচরণ করা উচিত? এই সব কিছুই আমি বিধি অনুসারে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪

পূর্ব্বে সন্তাপিত দস্যু প্রভৃতি শত্রুরা যখন রাজাকে সঙ্কটে পতিত হইতে দেখে, তখন তাহারা বহুসংখ্যক মিলিত হইয়া অসহায় রাজাকে উৎপাটিত করিতে যত্ন করে ॥৫

যখন অনেক মহাবল শত্রু কোন দুর্ব্বল রাজাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তখন সেই একাকী অসহায় নরপতি সেই পরিস্থিতির কিভাবে সম্মুখীন করিতে সমর্থ হইবেন? ৬

রাজা কিভাবে মিত্র ও শত্রুদিগকে নিজের বশে আনিবেন? এবং তিনি মিত্রের মধ্যে অবস্থান করত কিরূপ চেষ্টা করিয়া যাইবেন? ৭

পূর্ব্বে লক্ষণসমূহের দ্বারা যাহাকে মিত্র বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, সেই মনুষ্য যদি শত্রু হইয়া যায়, তখন তাহার সহিত কোন্ পুরুষ কিরূপ আচরণ করিবে? অথবা কি করিয়া সে সুখী হইবে? ৮

বিগ্রহং কেন বা কুর্য্যাৎ সন্ধিং বা কেন যোজয়েৎ ।
কথং বা শত্রুমধ্যস্থো বর্ত্তেত বলবানপি ॥ ৯

এতদ্ বৈ সর্বকৃত্যানাং পরং কৃত্যং পরন্তপ ।
নৈতস্য কশ্চিদ্ বক্তাস্তি শ্রোতা বাপি সুদুর্লভঃ ॥ ১০

ঋতে শান্তনবাদ্ ভীষ্মাৎ সত্যসন্ধাজ্জিতেন্দ্রিয়াৎ ।
তদন্বিষ্য মহাভাগ সর্বমেতদ্ বদস্ব মে ॥ ১১

ভীষ্ম উবাচ ।

যদ্‌যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো যুধিষ্ঠির সুখোদয়ঃ ।
শৃণু মে পুত্র কার্ৎস্ন্যেন গুহ্যমাপৎসু ভারত ॥ ১২

অমিত্রো মিত্রতাং যাতি মিত্রং চাপি প্রদুষ্যতি ।
সামর্থ্যযোগাৎ কার্য্যাণামনিত্যা বৈ সদা গতিঃ ॥ ১৩

তস্মাদ্ বিশ্বসিতব্যঞ্চ বিগ্রহঞ্চ সমাচরেৎ ।
দেশং কালঞ্চ বিজ্ঞায় কার্য্যাকার্য্যবিনিশ্চয়ে ॥১৪

সন্ধাতব্যং বুধৈর্নিত্যং ব্যবস্য চ হিতার্থিভিঃ ।
অমিত্রৈরপি সন্ধেয়ং প্রাণা রক্ষ্যা হি ভারত ॥ ১৫

যো হ্যমিত্রৈর্নরো নিত্যং ন সন্দধ্যাদপণ্ডিতঃ ।
ন সোঽর্থং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ ফলান্যপি চ ভারত ॥ ১৬

যস্ত্বমিত্রেণ সন্দধ্যান্মিত্রেণ চ বিরুধ্যতে ।
অর্থযুক্তিং সমালোক্য সুমহদ্ বিন্দতে ফলম্ ॥১৭

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
মার্জারস্য চ সংবাদং ন্যগ্রোধে মূষিকস্য চ ॥ ১৮

বনে মহতি কস্মিংশ্চিন্ন্যগ্রোধঃ সুমহানভূৎ ।
লতাজালপরিচ্ছিন্নো নানাদ্বিজগণান্বিতঃ ॥ ১৯

স্কন্ধবান্ মেঘসঙ্কাশঃ শীতচ্ছায়ো মনোরমঃ ।
অরণ্যমভিতো জাতঃ স তু ব্যালমৃগাকুলঃ ॥ ২০

তস্য মূলং সমাশ্রিত্য কৃত্বা শতমুখং বিলম্ ।
বসতি স্ম মহাপ্রাজ্ঞঃ পলিতো নাম মূষিকঃ ॥ ২১

কাহার সহিত বিগ্রহ (যুদ্ধ) করিবে ? অথবা কাহার সহিত সন্ধি করিবে ? এবং বলবান্ পুরুষও যদি শত্রুর মধ্যে অবস্থান করে, তবে তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ? ৯

পরন্তপ পিতামহ! এই কার্য্য সমস্ত কার্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি এই বিষয় বলিতে সমর্থ হইবে ? ইহার শ্রোতাও দুর্লভ। অতএব মহাভাগ : আপনি ইহার অনুসন্ধান করত এই সমগ্র বিষয় আমাকে উপদেশ করুন ॥ ১০-১১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতনন্দন পুত্র যুধিষ্ঠির ! তোমার এই সবিস্তরে প্রশ্ন করা যথার্থ হইয়াছে। ইহা সুখপ্রাপ্তিকারক বিপদের সময় কি করা উচিত ? এই বিষয় গোপনীয় বলিয়া সকলের বোধগম্য নয়। তুমি এই সব রহস্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১২

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের এতাদৃশ প্রভাব প্রতিফলিত হয় যে, যাহার জন্য কখনও শত্রুও মিত্র হইয়া যায়, আবার কখনও মিত্রের মন দ্বেষভাবে দূষিত হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে শত্রু-মিত্রের পরিস্থিতি সর্বত্র সমান নহে ॥ ১৩

অতএব দেশ-কাল বুঝিয়া কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য নিশ্চয় করত কাহারও উপর বিশ্বাস করিবে এবং কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ১৪

ভারত! কর্ত্তব্যের বিচার করত সদা হিতকামী বিদ্বান্ মিত্রগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করা আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে শত্রুদেরও সহিত সন্ধি করা উচিত ; কারণ, প্রাণিগণকে রক্ষা করাই সর্বদা কর্ত্তব্য ॥ ১৫

ভারত। যে অজ্ঞান মূর্খ মানুষ শত্রুদের সহিত কখনও কোন অবস্থাতেই সন্ধি করে না, সেই মানুষ কোন সময়েই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না এবং কোন ফললাভও করিতে পারে না ॥ ১৬

যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দেখিয়াই শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে পারে এবং মিত্রের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি অতিশয় মহৎ ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ১৭

এই বিষয়ে বিদ্বান পুরুষ বটবৃক্ষের আশ্রয়ে অবস্থানকারী এক বিড়াল ও ইঁদুরের সংবাদ-রূপ এক প্রাচীন ইতিহাস দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন ॥ ১৮

কোন এক গভীর বনে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল, যাহা লতাসমূহে আচ্ছাদিত ও নানাবিধ পক্ষিগণে সুশোভিত ছিল ॥ ১৯

এই বৃক্ষ নিজ বিশাল বিশাল শাখাসমূহে পূর্ণ থাকায় মেঘ-সদৃশ দেখাইতেছিল। উহার ছায়া শীতল। এই মনোরম বৃক্ষ বনের নিকটে থাকায় বহু সংখ্যক সর্প ও পশুর আশ্রয় ছিল ॥ ২০

তাহার মূলে শত দ্বারবিশিষ্ট একটি বিল (গর্ত্ত) নির্ম্মাণ করিয়া পলিত নামে এক অতিশয় বুদ্ধিমান্ ইঁদুর বাস করিত ॥ ২১

শাখাং তস্য সমাশ্রিত্য বসতি স্ম সুখং পুরা।
লোমশো নাম মার্জারঃ পক্ষিসঙ্ঘাতখাদকঃ ॥ ২২
তত্র চাগত্য চাণ্ডালো হ্যরণ্যে কৃতকেতনঃ।
প্রয়োজয়তি চেন্মাথং নিত্যমস্তংগতে রবৌ ॥ ২৩
তত্র স্নায়ুময়ান্ পাশান্ যথাবৎ সংবিধায় সঃ।
গৃহং গত্বা সুখং শেতে প্রভাতামেতি শর্বরীম্ ॥ ২৪
তত্র স্ম নিত্যং বধ্যন্তে নক্তং বহুবিধা মৃগাঃ।
কদাচিদত্র মার্জরস্তুপ্রমত্তো ব্যবধ্যত ॥ ৫
তস্মিন্ বদ্ধে মহাপ্রাণে শত্রৌ নিত্যাততায়িনি।
তং কালং পলিতো জ্ঞাত্বা প্রচচার সুনির্ভয়ঃ ॥ ২৬
তেনানুচরতা তস্মিন্ বনে বিশ্বস্তচারিণা।
ভক্ষ্যং মৃগয়মাণেন চিরাদ্ দৃষ্টং তদামিষম্ ॥ ২৭
স তমুন্মাথমারুহ্য তদামিষমভক্ষয়ৎ ॥ ২৮

এই বটবৃক্ষেরই শাখায় প্রথমে লোমশ নামক এক বিড়ালও অতিশয় সুখের সহিত বাস করিত। পক্ষিসমূহই তাহার ভোজন ছিল ॥ ২২

এই বনে এক চণ্ডালও গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। সে প্রতিদিন সায়ংকালে সূর্য্যাস্ত হইলে পর সেস্থানে আসিয়া পশু পক্ষী ধরিবার জন্ত একপ্রকার কুট যন্ত্র পাতিয়া রাখিত এবং নাড়ীময় বহু জালও যথাস্থানে সংযোজন করত গৃহে যাইয়া সুখে শয়ন করিত; তারপর সকাল হইলে সেস্থানে আগমন করিত ॥ ২৩-২৪

রাত্রিতে প্রতিদিনই সেই জালে বহু পশু বদ্ধ হইয়া থাকিত। (এই কারণে সে প্রতিদিন সকালে আসিত।) একদিন নিজে সাবধানে থাকিয়াও পূর্ব্বোক্ত বিড়াল সেই জালে আবদ্ধ হইল ॥ ২৫

সেই মহাশক্তিশালী ও নিত্য আততায়ী (প্রাণিবধকারী) শত্রু (বিড়াল) জালবদ্ধ হইয়া গিয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া পলিত গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নির্ভয় চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৬

সেই বনে বিশ্বস্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে এবং আহার অন্বেষণ করিতে করিতে সেই ইঁদুর বহুক্ষণ পরে একখণ্ড মাংস দেখিতে পাইল, যাহা জালে আবদ্ধ ছিল। মূষিক (ইঁদুর) তখন জালের উপর আরোহণ করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥২৭-২৮

জালের উপর মাংসভক্ষণরত সেই ইঁদুর নিজের শত্রুর

তস্যোপরি সপত্নস্য বুদ্ধস্য মনসা হসন্।
আমিষে তু প্রসক্তঃ স কদাচিদবলোকয়ন্ ॥ ২৯
অপশ্যদপরং ঘোরমাত্মনঃ শত্রুমাগতম্।
শরপ্রসূনসঙ্কাশং মহীবিবরশায়িনম্ ॥ ৩০
নকুলং হরিণং নাম চপলং তাম্রলোচনম্।
তেন মূষিকগন্ধেন ত্বরমাণমুপাগতম্ ॥ ৩১
ভক্ষ্যার্থং সংলিহানং তং ভূমাবূর্দ্ধমুখং স্থিতম্।
শাখাগতমরিং চান্যমপশ্যৎ কোটরালয়ম্ ॥ ৩২
উলূকং চন্দ্রকং নাম তীক্ষ্ণতুণ্ডং ক্ষপাচরম্।
গতস্য বিষয়ং তত্র নকুলোলূকয়োস্তথা ॥ ৩৩
অথাস্যাসীদিয়ং চিন্তা তৎ প্রাপ্য সুমহদ্ ভয়ম্।
আপদ্যস্যাং সুকষ্টায়াং মরণে প্রত্যুপস্থিতে ॥ ৩৪

দিকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাস্য করিতেছিল। এই সময়ে কখনও আবার তাহার দৃষ্টি দূরে ক্ষিপ্ত হইতেছিল ॥২৯

তারপর সে সেস্থলে অপর এক ভয়ঙ্কর সেইরূপ শত্রুকে সেস্থানে আসিতে দেখিল, যে শরপুষ্পের ন্যায় শুভ্র বর্ণের ছিল এবং ভূতলে গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিত ॥ ৩০

সে জাতিতে নকুল ছিল। তাম্রবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট এই নকুল হরিণ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং ইঁদুরের গন্ধ পাইয়াই অতিক্রত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩১

এক দিকে এই নকুল নিজের আহার গ্রহণ করিবার জন্ত জিহ্বা লপ্ লপ্ করিতে করিতে উপর দিকে মুখ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতেছিল এবং অন্যদিকে বটবৃক্ষের শাখায় অবস্থিত অপর একটি শত্রু উলূককে (পেচককে) সে দেখিতে পাইল। সে বৃক্ষের শাখার মধ্যেই বাস করিত। তাহার নাম ছিল চন্দ্রক। ইহার চঞ্চু অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং সে রাত্রিতে চারিদিকে বিচরণ করিত ॥ ৩২½

নকুল ও উলূক এই উভয়ের লক্ষ্যভূত সেই ইঁদুর অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল। তখন তাহার এরূপ চিন্তা হইতে লাগিল ॥ ৩৩½

অহো! এই কষ্টদায়ক বিপদ আজ মৃত্যুর নিকট উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকেই ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী সেই প্রাণীর কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত? ৩৪½

সমন্তাদ্ ভয় উৎপন্নে কথং কার্য্যং হিতৈষিণা।
স তথা সর্বতো রুদ্ধঃ সর্বত্র ভয়দর্শনঃ ॥ ৩৫
অভবদ্ ভয়সন্তপ্তশ্চক্রে চ পরমাং মতিম্।
আপদ্‌বিনাশভূয়িষ্ঠং গতৈঃ কার্য্যং হি জীবিতম্ ॥ ৩৬
সমন্তাৎ সংশয়াৎ সৈষা তস্মাদাপত্নুপস্থিতা।
গত্বং মাং সহসা ভূমিং নকুলো ভক্ষয়িষ্যতি ॥ ৩৭
উলূকশ্চেহ তিষ্ঠন্তং মার্জারঃ পাশসংক্ষয়াৎ।
ন ত্বেবাস্মদ্‌বিধঃ প্রাজ্ঞঃ সম্মোহং গন্তুমর্হতি ॥ ৩৮
করিষ্যে জীবিতে যত্নং যাবদ্ যুক্ত্যা প্রতিগ্রহাৎ।
ন হি বুদ্ধ্যান্বিতঃ প্রাজ্ঞো নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৯
নিমজ্জত্যাপদং প্রাপ্য মহতীং দারুণামপি ॥ ৪০
ন ত্বন্যামিহ মার্জারাদ্ গতিং পশ্যামি সাম্প্রতম্।
বিষমস্থো হ্যয়ং শত্রুঃ কৃত্যং চাস্য মহন্ময়া ॥ ৪১

এইভাবে চারিদিকেই তাহার মার্গ অবরুদ্ধ হইয়া যাইল। চারিদিকে সে ভয়ই দেখিতে লাগিল এবং এই ভয়ে সে সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। ইহার পর সে পুনরায় শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অবলম্বন করত চিন্তা আরম্ভ করিল ॥ ৩৫½

বিপদে পতিত হইয়া বিনাশের নিকটে উপস্থিত প্রাণিগণের ও নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য যত্ন করা উচিত। আজ চারিদিকেই প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এই আমার উপর অতিশয় বিপদ পতিত হইয়াছে ॥ ৩৬½

যদি আমি ভূতলে নামিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করি, তবে এই নকুল সহসা আসিয়া আমাকে ধরিয়া ভক্ষণ করিবে। আর যদি এস্থানেই অবস্থান করি, তবে উলুক চঞ্চু দ্বারা আঘাত করত আমাকে বিনাশ করিবে এবং যদি জাল ছেদন করত মধ্যে প্রবেশ করি, তবে বিড়াল আমাকে জীবিত রাখিবে না। ৩৭½

তথাপি আমার ন্যায় বুদ্ধিমানের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। অতএব যে পর্য্যন্ত যুক্তি কার্য্যে আসিবে, সেই পর্য্যন্ত আমি পরস্পর সহযোগিতার আদান-প্রদান করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা করিয়া যাইব ॥ ৩৮½

বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও নীতিশাস্ত্রে নিপুণ পুরুষ গুরুতর ও ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হইয়াও উহাতে মগ্ন হইয়া পড়েন না, পরন্তু উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া যান ॥ ৩৯-৪০

আমি এই সময় বিড়ালের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না। যদিও এই বিড়াল আমার অতিশয় শত্রু, তথাপি এই সময় সে নিজেই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহারও আজ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে ॥ ৪১

জীবিতার্থী কথং ত্বদ্য শত্রুভিঃ প্রার্থিতস্ত্রিভিঃ।
তস্মাদেনমহং শত্রুং মার্জারং সংশ্রয়ামি বৈ ॥ ৪২
নীতিশাস্ত্রং সমাশ্রিত্য হিতমস্যোপবর্ণয়ে।
যেনেমং শত্রুসঙ্ঘাতং মতিপূর্বেণ বঞ্চয়ে ॥৪৩
অয়মত্যন্তশত্রুর্মে বৈষম্যং পরমং গতঃ।
মূঢ়ো গ্রাহয়িতুং স্বার্থং সঙ্গত্যা যদি শক্যতে ॥ ৪৪
কদাচিদ্ ব্যসনং প্রাপ্য সন্ধিং কুর্য্যান্ময়া সহ।
বলিনা সংনিকৃষ্টস্য শত্রোরপি পরিগ্রহঃ ॥ ৪৫
কার্য্য ইত্যাহুরাচার্য্যা বিষমে জীবিতার্থিনা।
শ্রেষ্ঠো হি পণ্ডিতঃ শত্রুন চ মিত্রমপণ্ডিতঃ ॥ ৪৬
মম ত্বমিত্রে মার্জারে জীবিতং সম্প্রতিষ্ঠিতম্।
হন্তাস্মৈ সম্প্রবক্ষ্যামি হেতুমাত্মাভিরক্ষণে ॥ ৪৭

অন্য দিকে আমিও জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তিনজন শত্রু আমাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছে, অতএব কেন আমি আজ আমার শত্রু বিড়ালের আশ্রয় গ্রহণ করিব না? ৪২

আজ নীতিশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত ইহার হিত বর্ণনা করিব, যাহাতে বুদ্ধির দ্বারা এই শত্রুগণকে বঞ্চিত করিতে পারি ॥ ৪৩

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বিড়াল আমার অত্যন্ত শত্রু, তথাপি এখন সে অতিশয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছে। যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই মূঢ়কে কৌশল সহকারে স্বার্থসিদ্ধি বিষয়ে বুঝাইতে পারিব ॥ ৪৪

হয় ত' সে এই বিপদে পড়িয়া আমার সহিত সন্ধি করিতেও পারে। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইলে পর জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক বলবান্ ব্যক্তিও নিজের নিকটবর্ত্তী শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৫½

বিদ্বান্ শত্রুও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মূর্খ মিত্রও উত্তম নহে। আমার জীবন ত' আজ আমার শত্রু বিড়ালের অধীন ॥ ৪৬½

আচ্ছা, এখন আমি আত্মরক্ষার জন্য এক যুক্তি বলিতেছি। যদি সম্ভব হয়, তবে এই শত্রু বর্ত্তমানে আমার সহিত সংসর্গে বিদ্বান্ হইবে—বিবেক লাভ করত উহাদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে উৎসুক হইবে ॥ ৪৭½

অপীদানীময়ং শত্রুঃ সঙ্গত্যা পণ্ডিতে ভবেৎ।
এবং বিচিন্তয়ামাস মূষিকঃ শত্রুচেষ্টিতম্ ॥ ৪৮
ততোঽর্থগতিতত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধি-বিগ্রহকালবিৎ।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যং মার্জারং মূষিকোঽব্রবীৎ ॥ ৪৯
সৌহৃদেনাভিভাষে ত্বাং কচ্চিন্মার্জার জীবসি।
জীবিতং হি তবেচ্ছামি শ্রেয়ঃ সাধারণং হি নৌ ॥৫০
ন তে সৌম্য ভয়ং কার্য্যং জীবিষ্যসি যথাসুখম্।
অহং ত্বামুদ্ধরিষ্যামি যদি মাং ন জিঘাংসসি ॥ ৫১
অস্তি কশ্চিদুপায়োঽত্র দুষ্করঃ প্রতিভাতি মে।
যেন শক্যস্ত্বয়া মোক্ষঃ প্রাপ্তুং শ্রেয়স্তথা ময়া ॥ ৫২
ময়াপ্যুপায়ো দৃষ্টোঽয়ং বিচার্য্য মতিমাত্মনঃ।
আত্মার্থঞ্চ ত্বদর্থঞ্চ শ্রেয়ঃ সাধারণং হি নৌ ॥ ৫৩
ইদং হি নকুলোলূকং পাপবুদ্ধ্যাভিসংস্থিতম্।
ন ধর্ষয়তি মার্জার তেন মে স্বস্তি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৪
কূজংশ্চপলনেত্রোঽয়ং কৌশিকো মাং নিরীক্ষতে।
নগশাখাগ্রগঃ পাপস্তস্যাহং ভৃশমুদ্বিজে ॥ ৫৫
সতাং সাপ্তপদং মৈত্রং স সখা মেঽসি পণ্ডিতঃ।
সাংবাস্যকং করিষ্যামি নাস্তি তে ভয়মদ্য বৈ ॥ ৫৬
ন হি শক্তোঽসি মার্জার পাশং ছেত্তুং ময়া বিনা।
অহং ছেৎস্যামি পাশাংস্তে যদি মাং ত্বং ন হিংসসি ॥৫৭
ত্বমাশ্রিতো দ্রুমস্যাগ্রং মূলং ত্বহমুপাশ্রিতঃ।
চিরোষিতাবুভাবাবাং বৃক্ষেঽস্মিন্ বিদিতঞ্চ তে ॥ ৫৮
যস্মিন্নাশ্বাসতে কশ্চিদ্ যশ্চ নাশ্বসিতি ক্বচিৎ।
ন তৌ ধীরাঃ প্রশংসন্তি নিত্যমুদ্বিগ্নমানসৌ ॥ ৫৯
তস্মাদ্ বিবর্দ্ধতাং প্রীতির্নিত্যং সঙ্গতমস্তু নৌ।
কালাতীতমিহার্থং তু ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬০

এইভাবে সেই মূষিক শত্রুর কার্য্যের উপর বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিল। সে অর্থসিদ্ধির উপায়কে যথার্থরূপে জানে এবং সন্ধি ও যুদ্ধের প্রকৃত সময়ও সে বুঝিতে পারে। সে বিড়ালকে সান্ত্বনা দিতে দিতে মধুর বাক্যে বলিল ॥ ৪৮ ৪৯

ভ্রাতঃ বিড়াল। আমি তোমার সহিত মৈত্রীভাব রাখিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। তুমি এখন জীবিত আছ ত'? আমি কামনা করি, তোমার জীবন সুরক্ষিত হউক; কারণ, ইহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই সমান মঙ্গল রহিয়াছে ॥ ৫০

সৌম্য! তুমি ভীত হইও না, তুমি আনন্দের সহিত জীবিত থাকিতে পারিবে। যদি তুমি আমাকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, তবে আমি তোমাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিব ॥ ৫১

একটি উপায় আছে, যাহার দ্বারা তুমি এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবে এবং আমিও কল্যাণভাগী হইব। যদিও সেই উপায় আমার নিকট অতিশয় দুষ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫২

আমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া নিজের ও তোমার জন্য এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছি, যাহার দ্বারা আমাদের উভয়েরই সমান মঙ্গল হইতে পারে ॥ ৫৩

বিড়াল! দেখ, এই নকুল ও উলুক উভয়েই পাপবুদ্ধি লইয়া এস্থানে অবস্থান করিতেছে। ইহারা আমাকেই লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত আছে। যতক্ষণ না তাহারা আমার উপর আক্রমণ করে, ততক্ষণই আমি কুশলে আছি ॥ ৫৪

এই চঞ্চলনেত্র পাপী উলুক বৃক্ষের শাখায় থাকিয়া 'হু হু' করিতে করিতে আমারই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। ইহাতে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে ॥ ৫৫

সাধু পুরুষগণের সহিত যদি সাত পদ গমন হয়, তবে উহাতেই মিত্রতা স্থাপিত হইয়া যায়। আমি ও তুমি এস্থানে সতত এক সঙ্গে বাস করিতেছি; অতএব তুমি আমার বিদ্বান্ মিত্র হও। আমি এতাবৎ কাল একসঙ্গে বসতি করায় নিজের মিত্রোচিত ধর্ম্ম অবশ্যই পালন করিব, সেইজন্য এখন তোমার কোনও ভয় নাই ॥ ৫৬

বিড়াল! তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত নিজের এই বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। যদি তুমি আমায় হিংসা না কর, তবে আমি তোমার সমস্ত ছেদন করিব ॥ ৫৭

তুমি এই বৃক্ষের অগ্রে বাস কর, আর আমি এই বৃক্ষের মূলে বাস করি। এইভাবে আমরা উভয়ে বহুকাল ধরিয়া এই বৃক্ষকে আশ্রয় করত বাস করিতেছি, এই বিষয় তোমার জানা আছে ॥ ৫৮

যাহার উপর কোন বিশ্বাস নাই এবং যে স্বয়ং অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করে না, এই উভয়েরই বীর পুরুষগণ প্রশংসা করেন না; কারণ, ইহাদের মনে সর্ব্বদা উদ্বেগ থাকে ॥ ৫৯

সেই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম বর্দ্ধিত হউক এবং আমাদের দৈনন্দিন এই সম্মেলন চলিতে থাকুক। যখন কার্য্যের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার পর বিদ্বান্ পুরুষগণ আর উহার প্রশংসা করেন না ॥ ৬০

অর্থযুক্তিমিমাং তত্র যথাভূতাং নিশাময়।
তব জীবিতমিচ্ছামি ত্বং মমেচ্ছসি জীবিতম্ ॥ ৬১
কশ্চিৎ তরতি কাষ্ঠেন সুগম্ভীরাং মহানদীম্।
স তারয়তি তৎ কাষ্ঠং স চ কাষ্ঠেন তার্য্যতে ॥৬২
ঈদৃশো নৌ সমাযোগো ভবিষ্যতি সুবিস্তরঃ।
অহং ত্বাং তারয়িষ্যামি মাঞ্চ ত্বং তারয়িষ্যসি ॥ ৬৩
এবমুক্ত্বা তু পলিতস্তমর্থমুভয়োর্হিতম্।
হেতুমদ্ গ্রহণীয়ঞ্চ কালাপেক্ষী ন্যবেক্ষ্য চ ॥ ৬৪
অথ সুব্যাহৃতং শ্রুত্বা তস্য শত্রোর্বিচক্ষণঃ।
হেতুমদ্ গ্রহণীয়ার্থং মার্জারো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫
বুদ্ধিমান্ বাক্যসম্পন্নস্তদ্বাক্যমনুবর্ণয়ন্।
স্বামবস্থাং সমীক্ষ্যাথ সাম্নৈব প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৬৬
ততস্তীক্ষ্ণাগ্রদশনো মণিবৈদূর্য্যলোচনঃ।

বিড়াল! আমাদের উভয়েরই প্রয়োজনের এই যে তুল্য সংযোগ হইয়াছে, উহা যথার্থরূপে শ্রবণ কর। আমি তোমার জীবনের রক্ষা কামনা করিতেছি এবং তুমিও আমার জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করিতেছ ॥ ৬১

কোন মানুষ যখন এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করত অগাধ ও বিশাল নদী পার হয়, তখন সেই কাষ্ঠখণ্ডকে সে বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কাষ্ঠ খণ্ডও তাহার উত্তীর্ণ হইবার সহায়ক হয় ॥৬২

এইভাবে আমাদের উভয়ের পারস্পরিক মিলন চিরস্থায়ী হইবে। আমি তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব এবং তুমিও আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৬৩

এইভাবে সেই পলিতনামক ইঁদুর উভয়েরই হিতকর, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য বাক্য বলিয়া উত্তর লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে করিতে বিড়ালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৬৪

নিজের সেই শত্রুর এই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য সুন্দর বাক্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধিমান্ বিড়াল কিছু বলিতে উদ্যত হইল ॥ ৬৫

তাহার বুদ্ধি উত্তম ছিল এবং সে ভাল বলিতেও পারিত। প্রথমে সে মনে মনে ইঁদুরেরই কথা আলোচনা করিতে লাগিল। তারপর নিজের দশার উপর দৃষ্টিপাত করত সে সামনীতিতে সেই ইঁদুরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৬৬

তাহার পর যাহার দন্তের অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ এবং দুই চক্ষু বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ঝক্‌ঝকে ছিল, সেই লোমশনামক বিড়াল ইঁদুরের দিকে দৃষ্টিপাত করত এইরূপ বলিল ॥ ৬৭

মূষিকং মন্দমুদ্বীক্ষ্য মার্জারো লোমশোঽব্রবীৎ ॥ ৬৭
নন্দামি সৌম্য ভদ্রং তে যো মাং জীবিতুমিচ্ছসি।
শ্রেয়শ্চ যদি জানীষে ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥ ৬৮
অহং হি ভৃশমাপন্নস্ত্বমাপন্নতরো মম।
দ্বয়োরাপন্নয়োঃ সন্ধিঃ ক্রিয়তাং মা চিরায় চ ॥ ৬৯
বিধাস্যে প্রাপ্তকালং যৎ কার্য্যং সিদ্ধিকরং বিভো।
ময়ি কৃচ্ছ্রাদ্ বিনির্মুক্তে ন বিনঙ্ক্ষ্যতি তে কৃতম্ ॥৭০
ন্যস্তমানোঽস্মি ভক্তোঽস্মি শিষ্যস্ত্বদ্ধিতকৃৎ তথা।
নিদেশবশবর্ত্তী চ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৭১
ইত্যেবমুক্তঃ পলিতো মার্জারং বশমাগতম্।
বাক্যং হিতমুবাচেদমভিনীতার্থমর্থবিৎ ॥ ৭২
উদারং যদ্ ভবানাহ নৈতচ্চিত্রং ভবদ্বিধে।
বিহিতো যস্তু মার্গো মে হিতার্থং শৃণু তং মম ॥ ৭৩

সৌম্য! আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তোমার কল্যাণ হউক, কারণ, তুমি আমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যদি আমার কল্যাণের উপায় তুমি জানিয়া থাক, তবে তুমি উহা অবশ্যই কার্য্যে পরিণত কর। তাহার কোন অন্যথা করিও না ॥ ৬৮

আমি ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি এবং তুমিও মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছ। অতএব এইভাবে বিপদে পতিত আমাদের উভয়ের সন্ধি স্থাপন করা উচিত। ইহাতে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬৯

প্রভো! সময় আসিলে পর তোমার অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি যাহা হইবে, আমি উহা অবশ্যই করিব। এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া আমি তোমার কৃত উপকার বিস্মৃত হইব না; ইহার প্রত্যুপকার অবশ্যই করিব ॥ ৭০

এই সময় আমার মানভঙ্গ হইয়াছে। আমি তোমার ভক্ত ও শিষ্য হইয়াছি। তোমার হিতসাধন আমি অবশ্যই করিব এবং সর্ব্বদা তোমার আজ্ঞাধীনে থাকিব। আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার শরণাগত হইলাম ॥ ৭১

বিড়াল এই কথা বলিলে পর নিজের প্রয়োজন বুঝিতে সমর্থ পলিত বশীভূত সেই বিড়ালকে এই অভিপ্রায়পূর্ণ হিতকর বাক্য বলিল ॥ ৭২

ভ্রাতঃ বিড়াল! তুমি যে উদারতাপূর্ণ বাক্য বলিলে, উহা তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানের পক্ষে বলা আশ্চর্য্যজনক নহে। আমি

অহং ত্বামনুপ্রবেক্ষ্যামি নকুলান্মে মহদ্ ভয়ম্ ।
ত্রায়স্ব ভো মা বধীস্ত্বং শক্তোঽস্মি তব রক্ষণে ॥ ৭৪
উলূকাচ্চৈব মাং রক্ষ ক্ষুদ্রঃ প্রার্থয়তে হি মাম্ ।
অহং ছেৎস্যামি তে পাশান্ সখে সত্যেন তে শপে ॥৭৫
তদ্বচঃ সঙ্গতং শ্রুত্বা লোমশো যুক্তমর্থবৎ ।
হর্ষাদুদ্বীক্ষ্য পলিতং স্বাগতেনাভ্যপূজয়ৎ । ৭৬
তং সম্পূজ্যাথ পলিতং মার্জারঃ সৌহৃদে স্থিতঃ ।
স বিচিন্ত্যাব্রবীদ্ ধীরঃ প্রীতস্ত্বরিত এব চ ॥ ৭৭
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে ত্বং মে প্রাণসমঃ সখা ।
তব প্রাজ্ঞ প্রসাদাদ্ধি প্রায়ঃ প্রাপ্স্যামি জীবিতম্ ॥৭৮
যদ্ যদেবংগতেনাদ্য শক্যং কর্তুং ময়া তব ।
তদাজ্ঞাপয় কর্তাস্মি সন্ধিরেবাস্তু নৌ সখে । ৭৯
অস্মাৎ তু সঙ্কটান্মুক্তঃ সমিত্রগণবান্ধবঃ ।
সর্ব্বকার্য্যাণি কর্তাহং প্রিয়াণি চ হিতানি চ ॥৮০
মুক্তশ্চ ব্যসনাদস্মাৎ সৌম্যাহমপি নাম তে ।
প্রীতিমুৎপাদয়েয়ঞ্চ প্রীতিকর্তুশ্চ সৎক্রিয়াম্ ॥ ৮১
প্রত্যুপকুর্বন্ বহ্বপি ন ভাতি
পূর্ব্বোপকারিণা তুল্যঃ ।
একঃ করোতি হি কৃতে
নিষ্কারণমেব কুরুতেঽন্যঃ ॥ ৮২
ভীষ্ম উবাচ ।
গ্রাহয়িত্বা তু তং স্বার্থং মার্জারং মূষিকস্তথা ।
প্রবিবেশ তু বিশ্রভ্য ক্রোড়মস্য কৃতাগসঃ ॥ ৮৩
এবমাশ্বাসিতো বিদ্বান্ মার্জারেণ স মূষিকঃ ।
মার্জারোরসি বিস্রব্ধঃ সুষ্বাপ পিতৃমাতৃবৎ ॥ ৮৪
লীনং তু তস্য গাত্রেষু মার্জারস্য চ মূষিকম্ ।
দৃষ্ট্বা তৌ নকুলোলূকৌ নিরাশৌ প্রত্যপদ্যতাম্ ॥ ৮৫

উভয়েরই হিতের জন্য যে বিষয় চিন্তা করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৭৩

ভ্রাতঃ ! এই নকুল হইতে আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। সেইজন্য আমি তোমার পশ্চাতে এই জালে প্রবেশ করিব ; কিন্তু ভ্রাতঃ ! তুমি আমাকে বিনাশ করিও না, রক্ষা করিও ; কারণ, আমি জীবিত থাকিলেই তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব ॥ ৭৪

এদিকে এই নীচ উলুকও আমাকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তুমি ইহার নিকট হইতেও আমাকে রক্ষা করিও। সখে! আমি সত্যের শপথ করিয়া তোমাকে বলিতেছি, তোমার জালবন্ধন আমি অবশ্যই ছেদন করিয়া দিব ॥ ৭৫

ইঁদুরের এই যুক্তিযুক্ত, সুসঙ্গত ও অভিপ্রায়পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমশ তাহার দিকে হর্ষপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং স্বাগত সহকারে তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ৭৬

এইভাবে পলিতকে প্রশংসা ও পূজা করিয়া সৌহার্দে প্রতিষ্ঠিত ধীরবুদ্ধি বিড়াল উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া অতি সত্বর প্রসন্নতাপূর্ব্বক তাহাকে বলিল ॥ ৭৭

ভ্রাতঃ! শীঘ্র এস। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ত' আমার প্রাণতুল্য প্রিয় সখা। বিদ্বন্! এই সময়ে তোমার কৃপায় প্রায়শঃ আমার জীবন প্রাপ্তি হইবে। ৭৮

সখে! সেই অবস্থায় পতিত সেবক আমার দ্বারা তোমার যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে, উহার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি কর, আমি অবশ্যই উহা পূর্ণ করিব। আমাদের উভয়ের সন্ধি স্থাপিত হউক ॥ ৭৯

এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইতে পারিলে আমি আমার সকল মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার সকল প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিতে থাকিব ॥ ৮০

সৌম্য! এই বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার পরও আমি তোমার হৃদয়ে প্রীতি উৎপন্ন করিব। তুমি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে উৎসুক হইয়াছ, অতএব আমিও তোমার সর্ব্বতোভাবে আদর সৎকার করিব ॥ ৮১

কোন ব্যক্তি কাহারও উপকারের পরিবর্ত্তে বহু প্রত্যুপকার করিয়াও সেরূপ শোভা পায় না, যেরূপ প্রথম উপকারকারী শোভা পাইয়া থাকে। কারণ, একজন উপকার করিবার পর তাহার পরিবর্ত্তে উপকার করে, আর অন্যজন কোন কারণ না থাকিলেও পূর্ব্বে তাহার উপকার করিয়াছে ॥ ৮২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইভাবে ইঁদুর বিড়ালকে নিজের অভিপ্রায় গ্রহণ করাইয়া স্বয়ংও তাহাকে বিশ্বাস করত সেই অপরাধী শত্রুর ক্রোড়ে যাইয়া উপবিষ্ট হইল ॥ ৮৩

বিড়াল যখন সেই বিদ্বান্ ইঁদুরকে পূর্ব্বোক্তরূপে আশ্বাসদান করিল, তখন, সে মাতা-পিতার ক্রোড়ের ন্যায় সেই বিড়ালের বক্ষঃস্থলে যাইয়া নির্ভয়ে উপবিষ্ট হইল ॥ ৮৪

ইঁদুরকে বিড়ালের অঙ্গে আত্মগোপন করিতে দেখিয়া নকুল ও উলূক এই উভয়েই নিরাশ হইয়া যাইল ॥ ৮৫

তথৈব তৌ সুসম্ভ্রান্তৌ দৃঢ়মাগততন্দ্রিতৌ।
দৃষ্ট্বা তয়োঃ পরাং প্রীতিং বিস্ময়ং পরমং গতৌ ॥৮৬
বলিনৌ মতিমন্তৌ চ সুবৃত্তৌ চাপ্যুপাসিতৌ।
অশক্তৌ তু নয়াৎ তস্মাৎ সম্প্রধর্ষয়িতুং বলাৎ ॥ ৮৭
কার্য্যার্থং কৃতসন্ধী তৌ দৃষ্ট্বা মার্জ্জার-মূষিকৌ।
উলূকনকুলৌ তূর্ণং জগ্মতুস্তৌ স্বমালয়ম্ ॥ ৮৮
লীনঃ স তস্য গাত্রেষু পলিতো দেশকালবিৎ।
চিচ্ছেদ পাশান্ নৃপতে কালাপেক্ষী শনৈঃ শনৈঃ॥৮৯
অথ বন্ধপরিক্লিষ্টো মার্জ্জারো বীক্ষ্য মূষিকম্।
ছিন্দন্তং বৈ তদা পাশানত্বরন্তং ত্বরান্বিতঃ ॥ ৯০
তমত্বরন্তং পলিতং পাশানাং ছেদনে তথা।
সঙ্কোদয়িতুমারেভে মার্জ্জারো মূষিকং তদা ॥ ৯১
কিং সৌম্য নাতিত্বরসে কিং কৃতার্থোঽবমন্যসে।
ছিন্ধি পাশানমিত্রঘ্ন পুরা শ্বাপচ এতি চ ॥ ৯২
ইত্যুক্তস্ত্বরতা তেন মতিমান্ পলিতোঽব্রবীৎ।
মার্জ্জারমকৃতপ্রজ্ঞং পথ্যমাত্মহিতং বচঃ ॥ ৯৩
তূষ্ণীং ভব ন তে সৌম্য ত্বরা কার্য্যা ন সম্ভ্রমঃ।
বয়মেবাত্র কালজ্ঞা ন কালঃ পরিহাস্যতে ॥ ৯৪
অকালে কৃত্যমারব্ধং কর্তুর্নার্থায় কল্পতে।
তদেব কাল আরব্ধং মহতেঽর্থায় কল্পতে ॥ ৯৫
অকালে বিপ্রমুক্তান্মে ত্বত্ত এব ভয়ং ভবেৎ।
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব কিমিতি ত্বরসে সখে ॥ ৯৬
যদা পশ্যামি চাণ্ডালমায়ান্তং শস্ত্রপাণিনম্।
ততশ্ছেৎস্যামি তে পাশান্ প্রাপ্তে সাধারণে ভয়ে ॥ ৯৭
তস্মিন্ কালে প্রমুক্তস্ত্বং তরুমেবাধিরোক্ষ্যসে।
ন হি তে জীবিতাদন্যৎ কিঞ্চিৎ কৃত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৯৮

সেই সময় তাহাদের উভয়ের অতিশয় তন্দ্রা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহারা অত্যন্ত ভীতও হইয়া পড়িল। তখন ইঁদুর ও বিড়ালের তাদৃশ পারস্পরিক প্রীতি দেখিয়া নকুল এবং উলুক অতিশয় বিস্মিত হইল ॥ ৮৬

যদিও তাহারা বলবান্, বুদ্ধিমান্, সুন্দর আচরণকারী, কার্য্য কুশল ও নিকটবর্ত্তী ছিল, তথাপি তাহারা সন্ধিনীতিতে কার্য্য করিতে থাকায় সেই ইঁদুর ও বিড়ালের উপর তাহারা বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৮৭

নিজ নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইঁদুর ও বিড়াল পরস্পর সন্ধি স্থাপন করিল। ইহা দেখিয়া উলুক ও নকুল তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ আবাস স্থানে ফিরিয়া যাইল ॥ ৮৮

নৃপতে! ইঁদুর দেশ-কালের গতি উত্তমরূপে জানিত; সেইজন্য সে বিড়ালের অঙ্গে আত্মগোপন করিয়া চণ্ডালের আসিবার সময় প্রতীক্ষা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই জাল ছেদন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৮৯

বিড়াল সেই বন্ধনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দেখিল, ইঁদুর জাল ছেদন করিতেছে বটে, কিন্তু সে এই কার্য্যে ব্যগ্রতা দেখাইতেছে না; তখন বিড়াল ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধন ছেদনে অব্যগ্র সেই পলিতকে প্রেরণা দান করিতে করিতে বলিল ॥ ৯০-৯১

সৌম্য! তুমি অতিশয় ত্বরা সহকারে বন্ধন ছেদন করিতেছ না কেন? তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কি আমাকে অবহেলা করিতেছ? শত্রুসূদন! দেখ, এখন সেই চণ্ডাল আসিতেছে। সে এস্থানে আসিবার পূর্ব্বেই তুমি আমার বন্ধন ছেদন করিয়া দাও ॥ ৯২

অতিশয় ব্যগ্র বিড়াল এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ পলিত বুদ্ধিসম্পন্ন সেই বিড়ালকে নিজের পক্ষে হিতকর ও লাভদায়ক এই কথা বলিল ॥ ৯৩

সৌম্য! তুমি নীরবে থাক। তোমার ত্বরা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। তুমি বিভ্রান্ত হইও না। আমি সময়সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যথার্থ সময় আসিলেই আমি সেই সময়কে ত্যাগ করিব না ॥ ৯৪

অসময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে উহা লাভদায়ক হয় না এবং সেই কার্য্য যদি উপযুক্ত সময় আসিলে অনুষ্ঠিত হয়, তবে উহা প্রভূত প্রয়োজন সাধিত করিয়া থাকে ॥ ৯৫

যদি অসময়েই তুমি মুক্তি পাও, তবে তোমার দ্বারাই আমার ভয়প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকবে। সেই জন্য মিত্র! তুমি আর কিছুকাল অপেক্ষা কর, কেন তুমি ত্বরা করিতেছ? ৯৬

যখন আমি দেখিব চণ্ডাল হস্তে অস্ত্র লইয়া এখানে আসিতেছে, তখন তোমার সাধারণ ভয় উপস্থিত হইলে পরই আমি সেই সময় তোমার বন্ধন সত্বর ছেদন করিয়া দিব ॥ ৯৭

সেই সময় তুমি দ্রুত ধাবিত হইয়া আবাসস্থান ঐ বৃক্ষে যাইয়া আরোহণ করিতে সমর্থ হইবে। নিজের প্রাণ রক্ষা ব্যতীত তখন আর অন্য কার্য্য তোমার আবশ্যক বলিয়া প্রতীত হইবে না। ৯৮

ততো ভবত্যপক্রান্তে ত্রস্তে ভীতে চ লোমশ।
অহং বিলং প্রবেক্ষ্যামি ভবান্ শাখাং ভজিষ্যতি ॥ ৯৯
এবমুক্তস্তু মার্জারো মূষিকেণাত্মনো হিতম্।
বচনং বাক্যতত্ত্বজ্ঞো জীবিতার্থী মহামতিঃ ॥ ১০০
অথাত্মকৃত্যে ত্বরিতঃ সম্যক্ প্রশ্রিতমাচরন্।
উবাচ লোমশো বাক্যং মূষিকং চিরকারিণম্ ॥ ১০১
ন হ্যেবং মিত্রকার্য্যাণি প্রীত্যা কুর্বন্তি সাধবঃ।
যথা ত্বং মোক্ষিতঃ কৃচ্ছ্রাৎ ত্বরমাণেন বৈ ময়া ॥ ১০২
তথা হি ত্বরমাণেন ত্বয়া কার্য্যং হিতং মম।
যত্নং কুরু মহাপ্রাজ্ঞ যথা রক্ষাঽঽবয়োর্ভবেৎ ॥ ১০৩
অথবা পূর্ববৈরং ত্বং স্মরন্ কালং জিহীর্ষসি।
পশ্য দুষ্কৃতকর্মং ত্বং ব্যক্তমায়ুঃক্ষয়ং তব ॥ ১০৪

যদি কিঞ্চিন্ময়াজ্ঞানাৎ পুরস্তাদ্ দুষ্কৃতং কৃতম্।
ন তন্মনসি কর্তব্যং ক্ষাময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥ ১০৫
তমেবংবাদিনং প্রাজ্ঞঃ শাস্ত্রবুদ্ধিসমন্বিতঃ।
উবাচেদং বচঃ শ্রেষ্ঠং মার্জারং মূষিকস্তদা ॥ ১০৬
শ্রুতং মে তব মার্জার স্বমর্থং পরিগৃহ্নতঃ।
মমাপি ত্বং বিজানাসি স্বমর্থং পরিগৃহ্নতঃ ॥ ১০৭
যন্মিত্রং ভীতবৎসাধ্যং যন্মিত্রং ভয়সংহিতম্।
সুরক্ষিতব্যং তৎ কার্য্যং পাণিঃ সর্পমুখাদিব ॥ ১০৮
কৃত্বা বলবতা সন্ধিমাত্মানং যেন রক্ষতি।
অপথ্যমিব তদ্ ভুক্তং তস্য নার্থায় কল্পতে ॥ ১০৯
ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ রিপুঃ।
অর্থতস্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ১১০

লোমশ! যখন তুমি ত্রাস ও ভয়ে আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিয়া যাইবে, সেই সময় আমিও দ্রুত বিলমধ্যে প্রবেশ করিব এবং তুমি বৃক্ষের শাখায় গিয়া আরোহণ করিবে ॥ ৯৯

ইঁদুর বিড়ালকে এই কথা বলিলে পর বাক্যের মর্ম্মার্থ বুঝিতে সমর্থ ও নিজের জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষী অতিশয় বুদ্ধিমান্ বিড়াল নিজের হিতের কথা বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১০০

লোমশের স্বীয় কার্য্য সম্পাদনে ত্বরা ছিল, অতএব সে উত্তমরূপে বিনয়পূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিতে করিতে বিলম্বকারী ইঁদুরকে এই কথা বলিল ॥ ১০১

সৎপুরুষগণ মিত্রের কার্য্যসকল অতিশয় প্রেম ও প্রসন্নতার সহিত সত্বর সম্পন্ন করিয়া থাকে; (তোমার ন্যায় বিলম্ব সহকারে নহে) যেরূপ আমি তোমাকে অতিক্রান্ত সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছি ॥ ১০২

সেইভাবে তুমিও আমার হিত কার্য্য অতিশয় ত্বরাসহকারে নিষ্পন্ন কর। মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি এরূপ প্রযত্ন কর, যাহাতে আমরা উভয়েই রক্ষিত হইতে পারি ॥ ১০৩

অথবা যদি পূর্ব্বের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া তুমি এস্থানে বৃথা সময় অতিবাহিত করিতে থাক, দুষ্কৃতকারী ইঁদুর! তবে দেখিবে, ইহার কিরূপ ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে? নিশ্চয়ই তোমার আয়ু ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে ॥ ১০৪

যদি আমি অজ্ঞানতাবশতঃ পূর্ব্বে কখনও তোমার অপরাধ করিয়া থাকি, তবে উহা তোমার মনে করা কর্ত্তব্য নহে, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার উপর প্রসন্ন হও ॥ ১০৫

ইঁদুর অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিল এবং নীতি শাস্ত্রও জানিত। সেই সময় সে উক্ত বাক্যভাষী বিড়ালকে এই উত্তম কথা বলিল ॥ ১০৬

ভ্রাতঃ বিড়াল! তুমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যাহা কিছু বলিলে, তৎসমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। আর আমিও নিজের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তোমাকে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও তুমি বিদিত আছ ॥ ১০৭

কোন ভীত প্রাণীর দ্বারা যে মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছে এবং যে স্বয়ংই ভীত হইয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপিত করিয়াছে—এই উভয় প্রকারই মিত্রতা রক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যেরূপ ক্রীড়াকারী সাপুড়ে সর্পের মুখ হইতে হস্তকে রক্ষা করিয়াই সর্পকে ক্রীড়া করাইয়া থাকে, সেইরূপ তাহাদের পরস্পর বা পরস্পরকে রক্ষা করিতে থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত ॥ ১০৮

যে ব্যক্তি বলবানের সহিত সন্ধি করত নিজের রক্ষার ব্যবস্থা করে না, তাহার সেই সন্ধি করা তখন ভুক্ত অপথ্য অন্নেরই ন্যায় হিতকর হয় না ॥ ১০৯

কোন ব্যক্তি কাহারও মিত্র নহে, আবার কোন ব্যক্তি কাহার শত্রুও নহে। কেবল স্বার্থ লইয়াই পরস্পর পরস্পরের শত্রু ও মিত্র হইয়া থাকে। যেরূপ গৃহপালিত হস্তিগণের দ্বারা বনজাত হস্তিগণ ধৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ অর্থের দ্বারাই অর্থ বদ্ধ হয় ॥ ১১০ ॥

অর্থৈরর্থা নিবধ্যন্তে গজৈর্বনগজা ইব ।
ন চ কশ্চিৎ কৃতে কার্য্যে কর্ত্তারং সমবেক্ষতে ॥১১১
তস্মাৎ সর্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ।
তস্মিন্ কালেঽপি চ ভবান্ দিবাকীর্ত্তিভয়ার্দ্দিতঃ ॥১১২
মম ন গ্রহণে শক্তঃ পলায়নপরায়ণঃ ।
ছিন্নং তু তন্তুবাহুল্যং তন্তুরেকোঽবশেষিতঃ ॥ ১১৩
ছেৎস্যাম্যহং তমপ্যাশু নির্বৃতো ভব লোমশ ।
তয়োঃ সংবদতোরেবং তথৈবাপন্নয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ১১৪
ক্ষয়ং জগাম সা রাত্রির্লোমশং ত্বাবিশদ্ ভয়ম্ ।
ততঃ প্রভাতসময়ে বিকৃতঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ১১৫
স্থূলস্ফিগ্ বিকৃতো রূক্ষঃ শ্বযূথপরিবারিতঃ ।
শঙ্কুকর্ণো মহাবক্ত্রো মলিনো ঘোরদর্শনঃ ॥ ১১৬
পরিঘো নাম চাণ্ডালঃ শস্ত্রপাণিরদৃশ্যত ।
তং দৃষ্ট্বা যমদূতাভং মার্জ্জারস্ত্রস্তচেতনঃ ॥ ১১৭
উবাচ বচনং ভীতঃ কিমিদানীং করিষ্যসি ।
অথ তাবপি সন্ত্রস্তৌ তং দৃষ্ট্বা ঘোরসঙ্কুলম্ ॥ ১১৮
ক্ষণেন নকুলোলূকৌ নৈরাশ্যমুপজগ্মতুঃ ।
বলিনৌ মতিমন্তৌ চ সঙ্ঘাতে চাপ্যুপগতৌ ॥ ১১৯
অশক্তৌ সুনয়াৎ তস্মাৎ সম্প্রধর্ষয়িতুং বলাৎ ।
কার্য্যার্থে কৃতসন্ধানৌ দৃষ্ট্বা মার্জ্জারমূষিকৌ ॥ ১২০
উলূক-নকুলৌ তত্র জগ্মতুঃ স্বং স্বমালয়ম্ ।
ততশ্চিচ্ছেদ তং পাশং মার্জ্জারস্য চ মূষিকঃ ॥ ১২১
বিপ্রমুক্তোঽথ মার্জ্জারস্তমেবাভ্যপতদ্ দ্রুমম্ ।
স তস্মাৎ সম্ভ্রমাবর্ত্তান্মুক্তো ঘোরেণ শত্রুণা ॥ ২২
বিলং বিবেশ পলিতঃ শাখাং লেভে স লোমশঃ ।
উন্মাথমপ্যথাদায় চাণ্ডালো বীক্ষ্য সর্বশঃ ॥ ১২৩
বিহতাশঃ ক্ষণেনাস্তে তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমৎ ।
জগাম স স্বভবনং চাণ্ডালো ভরতর্ষভ ॥ ১২৪

কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যাইলে পর কোন ব্যক্তিই তাহার আর কৃতিকে দেখিতে পায় না—তাহার হিতের দিকে চিন্তা করে না, অতএব সমস্ত কার্য্যই কিছু অবশিষ্ট রাখিবে ॥ ১১১½

যখন চণ্ডাল আসিয়া পড়িবে, তখন তুমি তাহারই ভয়ে পীড়িত হইয়া পলাইতে থাকিবে ; পরন্তু আমাকে ধরিবার তোমার ক্ষমতা থাকিবে না ॥ ১১২½

আমি বহু তন্তু ছেদন করিয়া দিয়াছি, কেবল একটি তন্তুই অবশিষ্ট আছে। উহাও সত্বর আমি ছেদন করিব, লোমশ! অতএব তুমি শান্ত হও, উদ্বিগ্ন হইও না ॥ ১১৩½

এইভাবে সঙ্কটে পতিত তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল। তখন লোমশের মনে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল ॥ ১১৪½

তদনন্তর প্রাতঃকালে পরিঘনামক চণ্ডালকে হস্তে অস্ত্র লইয়া আসিতে দেখা যাইল। এই চণ্ডালের আকৃতি বিকরাল ছিল, তাহার শরীরের বর্ণ কৃষ্ণ ও পীত, বহু অঙ্গ বিকৃত, নিতম্বভাগ স্থূল এবং স্বভাব তীক্ষ্ণ ছিল। সে বহু কুকুরে পরিবেষ্টিত, মলিন বেশধারী ও দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। তাহার মুখ বিশাল এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুর ন্যায় (খুঁটির ন্যায় সোজা) ছিল ॥১১৫-১১৬½

যমদূতের ন্যায় চণ্ডালকে আসিতে দেখিয়া বিড়ালের চিত্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে ভীত হইয়া বলিল—তুমি এখন কি করিবে? ১১৭½

একদিকে উভয়েই ভয়ে ভীত ছিল, অন্য দিকে ভয়ানক প্রাণিগণে পরিবেষ্টিত সেই চণ্ডাল আসিতেছিল ; তাহাদের সকলকে দেখিয়া নকুল ও উলূক ক্ষণকালের মধ্যেই নিরাশ হইয়া পড়িল ॥ ১১৮½

তাহারা উভয়ে বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিল। ইঁদুরের গর্ত্তের পার্শ্বেই তাহারা উপবিষ্ট ছিল ; কিন্তু ইঁদুর ও বিড়াল পরস্পর উত্তম নীতিতে সঙ্ঘবদ্ধ ছিল বলিয়া তাহারা ইহাদের বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে পারিল না ॥১১৯½

ইঁদুর ও বিড়ালকে নিজ নিজ কার্য্যবশতঃ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া উলূক ও নকুল উভয়েই নিজ নিজ নিবাস স্থানে চলিয়া যাইল ॥ ১২০½

তদনন্তর ইঁদুর বিড়ালের বন্ধন ছেদন করিয়া দিল। জাল মুক্ত হইতেই বিড়াল সেই বৃক্ষের দিকে দ্রুত ধাবিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর শত্রু ও বিভ্রান্তিকর দুরবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া পলিত (ইঁদুর) নিজ গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল এবং লোমশ (বিড়াল) বৃক্ষের শাখায় গিয়া আরোহণ করিল ॥১২১-১২২½

ভরতশ্রেষ্ঠ! চণ্ডাল সেই জালকে তুলিয়া লইয়া এদিক ওদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করত নিরাশ হইয়া ক্ষণকালের মধ্যেই সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইল এবং শেষে নিজ গৃহে গমন করিল ॥ ১২৩-১২৪

ততস্তস্মাদ্ ভয়ান্মুক্তো দুর্লভং প্রাপ্য জীবিতম্।
বিলস্থং পাদপগ্রস্থঃ পলিতং লোমশোঽব্রবীৎ ॥ ১২৫
অকৃত্বা সংবিদং কাঞ্চিৎ সহসা সমবপ্লুতঃ।
কৃতজ্ঞং কৃতকর্ম্মাণং কচ্চিন্মাং নাভিশঙ্কসে ॥ ১২৬
গত্বা চ মম বিশ্বাসং দত্ত্বা চ মম জীবিতম্।
মিত্রোপভোগসময়ে কিং মাং ত্বং নোপসর্পসি ॥ ১২৭
কৃত্বা হি পূর্বং মিত্রাণি যঃ পশ্চান্নানুতিষ্ঠতি।
ন স মিত্রাণি লভতে কৃচ্ছ্রাস্বাপৎসু দুর্মতিঃ ॥ ১২৮
সৎকৃতোঽহং ত্বয়া মিত্র সামর্থ্যাদাত্মনঃ সখে।
স মাং মিত্রত্বমাপন্নমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ১২৯
যানি মে সন্তি মিত্রাণি যে চ সম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
সর্বে ত্বাং পূজয়িষ্যন্তি শিষ্যা গুরুমিব প্রিয়ম্ ॥ ১৩০
অহঞ্চ পূজয়িষ্যে ত্বাং সমিত্রগণবান্ধবম্।
জীবিতস্য প্রদাতারং কৃতজ্ঞঃ কো ন পূজয়েৎ ॥ ১৩১
ঈশ্বরো মে ভবানস্তু স্বশরীরগৃহস্য চ।
অর্থানাং চৈব সর্বেষামনুশাস্তা চ মে ভব ॥ ১৩২
অমাত্যো মে ভব প্রাজ্ঞ পিতেবেহ প্রশাধি মাম্।
ন তেঽস্তি ভয়মস্মত্তো জীবিতেনাত্মনঃ শপে ॥ ১৩৩
বুদ্ধ্যা ত্বমুশনা সাক্ষাদ্ বলেনাধিকৃতা বয়ম্।
ত্বং মন্ত্রবলযুক্তো হি দত্ত্বা জীবিতমদ্য মে ॥ ১৩৪
এবমুক্তঃ পরাং শান্তিং মার্জ্জারেণ স মূষিকঃ।
উবাচ পরমমন্ত্রজ্ঞঃ শ্লক্ষ্ণমাত্মহিতং বচঃ ॥ ১৩৫
যদ্ ভবানাহ তৎ সর্বং ময়া তে লোমশ শ্রুতম্।
মমাপি তাবদ্ ব্রুবতঃ শৃণু যৎ প্রতিভাতি মে ॥১৩৬
বেদিতব্যানি মিত্রাণি বিজ্ঞেয়াশ্চাপি শত্রবঃ।
এতৎ সুসূক্ষ্মং লোকেঽস্মিন্ দৃশ্যতে প্রাজ্ঞসম্মতম্ ॥১৩৭

সেই ভয় হইতে মুক্ত হইয়া ও জীবন লাভ করত বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট লোমশ বিলের মধ্যে অবস্থিত ইঁদুরকে বলিল ॥১২৫

তুমি আমার সহিত কোনরূপ বার্ত্তালাপ না করিয়াই এই-ভাবে বিলের মধ্যে সহসা কেন প্রবিষ্ট হইলে? আমি কৃতজ্ঞ, তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াও আমি তোমার এক মহৎ কর্ম সম্পন্ন করিয়াছি, তথাপি তুমি আমার দিক্ দিয়া কোনরূপ ভীতি পোষণ করিতেছ না ত'? ১২৬

মিত্র! তুমি বিপদের সময় আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ এবং আমাকে জীবনদানও করিয়াছ। এখন মৈত্রী সুখ অনুভব করিবার সময় আসিলেও তুমি কেন আমার নিকট আসিতেছ না? ১২৭

যে দুর্মতি, সে-ই প্রথমে বহুভাবে মিত্রতা স্থাপিত করিয়া পরে সেই মিত্রভাবে স্থির থাকে না, সেই ব্যক্তি পরে কষ্টদায়ক বিপদে পতিত হইলে মিত্রকে প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহার আর কোন সাহায্য সে পায় না ॥ ১২৮

মিত্র! তুমি নিজ শক্তি অনুসারে আমার সৎকার করিয়াছ এবং আমি তোমার মিত্র হইয়াছি; সখে! অতএব আমার সহিত অবস্থান করত তুমিও মিত্রতা সুখ অনুভব কর ॥ ১২৯

আমার যে সব মিত্র, সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহারাও তোমার সেইভাবে সেবা-পূজা করিবে, যেরূপ শিষ্যগণ নিজ নিজ ইষ্ট গুরুদেবের সেবা-পূজা করিয়া থাকে ॥১৩০

আমিও মিত্র ও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার সর্ব্বদাই আদর-সৎকার করিতে থাকিব। জগতে এরূপ কোন্ পুরুষ আছে, যে নিজের জীবনদাতাকে পূজা না করিবে? ১৩১

তুমি আমার নিজ দেহের ও গৃহের প্রভু হইয়া যাও। আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তৎ সমস্ত তোমারই হইল, তুমি আমার শাসক ও ব্যবস্থাপক হও ॥ ১৩২

প্রাজ্ঞ! তুমি আমার মন্ত্রী হও এবং পিতার ন্যায় আমাকে কর্ত্তব্যের উপদেশ কর। আমি আমার জীবনের শপথ করত বলিতেছি যে, আমাদের দিক্ হইতে তোমার কোনও ভয় নাই ॥ ১৩৩

তুমি সাক্ষাৎ শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বুদ্ধিমান্, অতএব তোমার মধ্যে মন্ত্রণার বল বিদ্যমান আছে। আজ তুমি আমাকে জীবন দান করত স্বীয় মন্ত্রণা বলে আমাদের সকলের হৃদয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ১৩৪

বিড়ালের এইরূপ অতিশয় শান্তিপূর্ণ মধুর বাক্য শ্রবণ করত মন্ত্রণাবিষয়ে অভিজ্ঞ ইঁদুর মধুর বাক্যে নিজের পক্ষে হিতকর এই কথা বলিলেন ॥ ১৩৫

লোমশ! তুমি যাহা কিছু বলিলে, তৎ সমস্তই আমি শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমার বুদ্ধিতে যে বিচার স্ফুরিত হইতেছে, উহা বলিতেছি, তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ১৩৬

যেমন মিত্রদিগকে জানা উচিত এবং সেইরূপ শত্রুগণকেও ভালভাবে জানা উচিত। এ জগতে মিত্র ও শত্রুকে জানিতে

শক্ররূপাঃ হি সুহৃদো মিত্ররূপাশ্চ শত্রবঃ।
সন্ধিতাস্তে ন বুধ্যন্তে ন কাম-ক্রোধবশং গতাঃ॥ ১৩৮
নাস্তি জাতু রিপুর্নাম মিত্রং নাম ন বিদ্যতে।
সামর্থ্যযোগাজ্জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ১৩৯
যো যস্মিন্ জীবতি স্বার্থং পশ্যেৎ পীড়াং ন জীবতি।
স তস্য মিত্রং তাবৎ স্যাদ্ যাবন্ন স্যাদ্ বিপর্য্যয়ঃ॥১৪০
নাস্তি মৈত্রী স্থিরা নাম ন চ ধ্রুবমসৌহৃদম্।
অর্থযুক্ত্যানুজায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ ১৪১
মিত্রঞ্চ শত্রুতামেতি কস্মিংশ্চিৎ কালপর্য্যয়ে।
শত্রুশ্চ মিত্রতামেতি স্বার্থো হি বলবত্তরঃ॥ ১৪২
যো বিশ্বসিতি মিত্রেষু ন বিশ্বসিতি শত্রুষু।
অর্থযুক্তিমবিজ্ঞায় যঃ প্রীতৌ কুরুতে মনঃ॥ ১৪৩
মিত্রে বা যদি বা শত্রৌ তস্যাপি চলিতা মতিঃ।
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ॥ ১৪৪
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নমপি মূলানি কৃন্তন্তি।
অর্থযুক্ত্যা হি জায়ন্তে পিতা মাতা সুতস্তথা॥ ১৪৫
মাতুলা ভাগিনেয়াশ্চ তথা সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ।
পুত্রং হি মাতাপিতরৌ ত্যজতঃ পতিতং প্রিয়ম্॥ ১৪৬
লোকো রক্ষতি চাত্মানং পশ্য স্বার্থস্য সারতাম্।
সামান্যা নিষ্কৃতিঃ প্রাজ্ঞ যো মোক্ষাৎ প্রত্যনন্তরম্॥১৪৭
কৃতং মৃগয়সে শত্রুং সুখোপায়মসংশয়ম্।
অস্মিন্ নিলয় এব ত্বং ন্যগ্রোধাদবতারিতঃ॥১৪৮
পূর্ব্বং নিবিষ্টমুন্মাথং চপলত্বান্ন বুদ্ধবান্।
আত্মানশ্চপলো নাস্তি কুতোঽন্যেষাং ভবিষ্যতি॥১৪৯

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন হয়—ইহা দেখা যায় এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের অভিমতও ইহাই॥ ১৩৭

কোন কোন বিশেষ সময়ে মিত্ররা শত্রু হইয়া যায় এবং শত্রুরাও মিত্র হইয়া যায়। পরস্পর সন্ধি করিয়া লইলেও যখন তাহারা কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন ইহা জানা অসম্ভব হইয়া উঠে যে, তাহারা মিত্রভাবসম্পন্ন কিংবা শত্রু-ভাবাপন্ন? ১৩৮

কেহ কাহারও কখনও শত্রু হয় না এবং কেহ কাহারও মিত্রও হয় না। প্রয়োজনীয় সামর্থ্যানুসারে কাহারা মিত্র হয় এবং কাহারা শত্রুও হইয়া থাকে॥ ১৩৯

যে জীবিত থাকিলে যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধি হইতে দেখে এবং যে মৃত হইলে নিজের হানি হইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তি মনে করে, সেই ব্যক্তি সেই পর্য্যন্তই তাহার মিত্র থাকে, যদি কখনও এই নিয়মের বিপর্যয় না ঘটে॥ ১৪০

মৈত্রী কোন স্থির বস্তু নহে এবং শত্রুতাও সর্ব্বদা স্থির থাকে না। স্বার্থের সম্বন্ধানুসারে কখনও মিত্র হইয়া থাকে॥ ১৪১

কখনও কখনও সময়ের বিপর্য্যয়ে মিত্র শত্রু হইয়া যায় এবং শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে; কারণ, স্বার্থই সর্ব্বত্র অতিশয় বলবান্॥ ১৪২

যে ব্যক্তি স্বার্থের সম্বন্ধে বিচার না করিয়াই মিত্রদের উপর কেবল বিশ্বাস ও শত্রুদের উপর সতত অবিশ্বাস করে এবং যে ব্যক্তি শত্রু বা মিত্র সকলেরই প্রতি প্রেমভাব স্থাপিত করিতে আরম্ভ করে, তাহার বুদ্ধিও 'চঞ্চল' জানিতে হইবে॥ ১৪৩½

যে বিশ্বাসের পাত্র নহে, তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না এবং যে বিশ্বাসের পাত্র, তাহারও উপর অধিক বিশ্বাস করিবে না; কারণ, বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় সকলের মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে॥ ১৪৪½

মাতা-পিতা, পুত্র, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধব—এই সকলের মধ্যে স্বার্থসম্বন্ধবশতঃই স্নেহ বিদ্যমান থাকে॥১৪৫½

নিজের প্রিয় পুত্রও যদি পতিত হয়, তবে মাতা-পিতা তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং সকল ব্যক্তিই সর্ব্বদা নিজেকে রক্ষা করিয়াই থাকেন। অতএব এ জগতে স্বার্থের সারত্ব অবলোকন কর॥ ১৪৬½

বুদ্ধিমান্ লোমশ! যে তুমি আজ জালবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার পরই কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমার নিজের শত্রুদের সুখ-ভোগের জন্য নিঃসংশয়ে যে উপায় অন্বেষণ করিতেছ, তাহার কারণ কি? যে পর্য্যন্ত উপকারের প্রত্যুপকার করা সম্ভব, সেই পর্যন্ত তোমার ও আমার সমানই স্থিতি অর্থাৎ যদি আমি তোমাকে প্রাণ-সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাকি, তবে তুমিও ত' আমাকে তাদৃশ বিপদ হইতেই রক্ষা করিয়াছ? এরূপ অবস্থায় আমি তোমার কিছুই করিতেছি না, তবে তুমি কেন উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ব্যগ্র হইয়াছ? ১৪৭½

তুমি এ স্থানে এই বটবৃক্ষ হইতে নামিয়াছিলে এবং পূর্ব্ব হইতেই এস্থানে জাল পাতা ছিল; কিন্তু তুমি চঞ্চলতাবশতঃ উহা কোনরূপে বুঝিতে পার নাই; সুতরাং আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলে॥ ১৪৮½

চঞ্চল প্রাণী যখন নিজের জন্যই কল্যাণকারী হইতে পারে না, তখন সে অপরের কল্যাণ কি করিয়া করিবে? অতএব এবিষয়ে

তস্মাৎ সর্বাণি কার্য্যাণি চপলো হন্ত্যসংশয়ম্ ।
ব্রবীষি মধুরং যচ্চ প্রিয়ো মেঽদ্য ভবানিতি ॥ ১৫০
তন্মিত্র কারণং সর্বং বিস্তরেণাপি মে শৃণু ।
কারণাৎ প্রিয়তামেতি দ্বেষ্যো ভবতি কারণাৎ ॥১৫১
অর্থার্থী জীবলোকোঽয়ং ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ প্রিয়ঃ ।
সখ্যং সোদর্য্যয়োর্ভ্রাত্রোর্দম্পত্যোর্বা পরস্পরম্ ॥১৫২
কস্যচিন্নাভিজানামি প্রীতিং নিষ্কারণামিহ ।
যদ্যপি ভ্রাতরঃ ক্রুদ্ধা ভার্য্যা বা কারণান্তরে ॥ ১৫৩
স্বভাবতস্তে প্রীয়ন্তে নেতরঃ প্রীয়তে জনঃ ।
প্রিয়ো ভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ ॥ ১৫৪
মন্ত্র-হোম-জপৈরন্যঃ কার্য্যার্থং প্রীয়তে জনঃ ।
উৎপন্না কারণে প্রীতিরাসীন্নৌ কারণান্তরে ॥ ১৫৫

নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারা যায় যে, চঞ্চল ব্যক্তি সকল কার্য্যই নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ১৪৯½

ইহা ব্যতীত তুমি যে এখন মধুর মধুর বাক্য বলিতেছ, (আজ তুমি আমার অতিশয় প্রিয়) এ সবেরও কারণ আছে; মিত্র! সেই সমস্ত আমি সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ কর। এ জগতে কারণবশতঃই একে অন্যের প্রিয়পাত্র হয় এবং কারণ-বশতঃই একজন অপর জনের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে ॥ ১৫০-১৫১

এই জীবজগৎ স্বার্থান্বেষী কেহ কাহারও প্রিয় নহে। সহোদর দুই ভ্রাতার মধ্যে এবং পতি ও পত্নীর যে পরস্পর প্রেম, উহাও স্বার্থমূলক। এ জগতে কাহারও প্রেম নিষ্কারণ (স্বার্থরহিত) আছে, উহা আমি জানি না ॥ ১৫২½

কখনও কখনও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে ভ্রাতাও কুপিত হয় অথবা পত্নীও ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে। যদ্যপি ইহারা পরস্পর স্বভাবতঃ যেরূপ প্রেম করিয়া থাকে, তাহা অন্য কোন সাধারণ মানুষ করিতে পারে না ॥ ১৫৩½

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হইয়া থাকে, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা অপরের প্রীতিভাজন হয় এবং কোন কার্য্য সিদ্ধির জন্য মন্ত্র, হোম ও জপ করিলে কেহ আবার কাহারও প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে ॥ ১৫৪½

কোন কারণ (স্বার্থ) লইয়া উৎপন্ন প্রীতি যতক্ষণ সেই কারণ থাকে, ততক্ষণই উহা বিদ্যমান থাকে। সেই কারণের আশ্রয় যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার জন্য কৃত কারণও স্বতই নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫৫½

প্রধ্বস্তে কারণস্থানে সা প্রীতির্বিনিবর্ত্ততে ।
কিং নু তৎ কারণং মন্যে যেনাহং ভবতঃ প্রিয়ঃ ॥১৫৬
অন্যত্রাভ্যবহারার্থং তত্রাপি চ বুধা বয়ম্ ।
কালো হেতুং বিকুরুতে স্বার্থস্তমনু বর্ত্ততে ॥ ১৫৭
স্বার্থং প্রাজ্ঞোঽভিজানাতি প্রাজ্ঞং লোকোঽনুবর্ত্ততে।
ন ত্বীদৃশং ত্বয়া বাচ্যং বিদুষি স্বার্থপণ্ডিতে ॥ ১৫৮
অকালে হি সমর্থস্য স্নেহহেতুরয়ং তব ।
তস্মান্নাহং চলে স্বার্থাৎ সুস্থিরঃ সন্ধিবিগ্রহে ॥ ১৫৯
অভ্রাণামিব রূপাণি বিকুর্বন্তি ক্ষণে ক্ষণে ।
অদ্যৈব হি রিপুর্ভূত্বা পুনরদ্যৈব মে সুহৃৎ ॥ ১৬০
পুনশ্চ রিপুরদ্যৈব যুক্তীনাং পশ্য চাপলম্ ।
আসীন্মৈত্রী তু তাবন্নৌ যাবদ্ধেতুরভূৎ পুরা ॥১৬১

এখন আমার দেহকে ভোজন করা ব্যতীত অপর আর কি কারণ আছে, যাহার দ্বারা আমি বুঝিতে পারি যে, সত্যই আমার উপর তোমার প্রীতি আছে? এই সময় তোমার যে স্বার্থ, উহা আমি উত্তমরূপে জানি ॥ ১৫৬½

সময় কারণের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় এবং স্বার্থ সেই সময়ের অনুসরণ করে। বিদ্বান্ পুরুষ সেই স্বার্থকে বুঝিতে পারেন, সেইজন্য সাধারণ মানুষ সেই বিদ্বান্ পুরুষের অনুগমন করে। ইহার তাৎপর্য্য হইল—আমি বিদ্বান্। সেই কারণে তোমার স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিতেছি, অতএব তুমি আমার সহিত এরূপ বাক্যালাপ আর করিবে না ॥১৫৭-১৫৮

তুমি শক্তিশালী হইয়াও এই যে অসময়ে আমার উপর এতাদৃশ স্নেহ দেখাইতেছ, ইহাতে এই স্বার্থই হইল কারণ; অতএব আমিও নিজের স্বার্থ হইতে কখনও বিচলিত হইব না। সন্ধি ও বিগ্রহ (কলহ) বিষয়ে আমার বিচার সুনিশ্চিত ॥ ১৫৯

মিত্রতা ও শত্রুতার রূপ মেঘের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আজ তুমি আমার শত্রু হইয়া পুনরায় আজই তুমি আমার মিত্র হইয়া যাইতে পারিবে। দেখ, এই স্বার্থের সম্বন্ধ কিরূপ চঞ্চল? ১৬০½

পূর্ব্বে যখন উপযুক্ত কারণ ছিল, তখন আমাদের উভয়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সময় যাহাকে উপস্থিত করিয়াছিল, সেই কারণ নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার সহিত আমাদের মৈত্রীও চলিয়া গিয়াছে ॥ ১৬১½

সা গতা সহ তেনৈব কালযুক্তেন হেতুনা ।
ত্বং হি মে জাতিতঃ শত্রুঃ সামর্থ্যান্মিত্রতাং গতঃ ॥১৬২
তৎ কৃত্যমভিনির্বর্ত্য প্রকৃতিঃ শত্রুতাং গতা ;
সোঽহমেবং প্রণীতানি জ্ঞাত্বা শাস্ত্রাণি তত্ত্বতঃ ॥ ১৬৩
প্রবিশেয়ং কথং পাশং ত্বৎকৃতে তদ্ বদস্ব মে ।
ত্বদ্বীর্যেণ প্রমুক্তোঽহং মদ্বীর্যেণ তথা ভবান্ ॥১৬৪
অন্যোন্যানুগ্রহে বৃত্তে নাস্তি ভূয়ঃ সমাগমঃ ।
ত্বং হি সৌম্য কৃতার্থোঽদ্য নির্বৃত্তার্থাস্তথা বয়ম্ ॥১৬৫
ন তেঽস্ত্যদ্য ময়া কৃত্যং কিঞ্চিদন্যত্র ভক্ষণাৎ ।
অহমন্নং ভবান্ ভোক্তা দুর্বলোঽহং ভবান্ বলী ॥ ১৬৬
নাবয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্বিযুক্তে বিষমে বলে ।
স মন্যেঽহং তব প্রজ্ঞাং যন্মোক্ষাৎ প্রত্যনন্তরম্ ॥ ১৬৭
ভক্ষ্যং মৃগয়সে নূনং সুখোপায়েন কর্মণা ।
ভক্ষ্যার্থং হ্যববদ্ধস্ত্বং স মুক্তঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ১৬৮
শাস্ত্রজাং মতিমাস্থায় নূনং ভক্ষয়িতাদ্য মাম্ ।
জানামি ক্ষুধিতং তু ত্বামাহারসময়শ্চ তে ॥ ১৬৯
স ত্বং মামভিসন্ধায় ভক্ষ্যং মৃগয়সে পুনঃ ।
ত্বং চাপি পুত্রদারস্থো যৎ সন্ধিং সৃজসে ময়ি ॥ ১৭০
শুশ্রূষাং যতসে কর্তুং সখে মম ন তৎ ক্ষমম্ ।
ত্বয়া মাং সহিতং দৃষ্ট্বা প্রিয়া ভার্য্যা সুতাশ্চ তে ॥ ১৭১
কস্মাৎ তে মাং ন খাদেয়ুর্হৃষ্টাঃ প্রণয়িনস্ত্বয়ি ।
নাহং ত্বয়া সমেষ্যামি বৃত্তো হেতুঃ সমাগমে ॥১৭২
শিবং ধ্যায়স্ব মে স্বস্থঃ সুকৃতং স্মরসে যদি ।
শত্রোরনার্য্যভূতস্য ক্লিষ্টস্য ক্ষুধিতস্য চ ॥ ১৭৩
ভক্ষ্যং মৃগয়মাণস্য কঃ প্রাজ্ঞো বিষয়ং ব্রজেৎ ।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি দূরাদপি তবোদ্বিজে ॥ ১৭৪

তুমি আমার জাতিগত শত্রু, কিন্তু কোন এক বিশেষ প্রয়োজনে মিত্র হইয়াছিলে। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার পর তোমার প্রকৃতি এখন সেই সহজ শত্রুতায় পরিণত হইয়াছে ॥ ১৬২॥

আমি এইভাবে শুক্রাদি আচার্য্যগণের নীতি শাস্ত্রবাক্য-সমূহ যথাযথভাবে জানিয়াও তোমার জন্ম সেই জালের মধ্যে কেন প্রবেশ করিয়াছিলাম? ইহা তুমি আমাকে বল ॥ ১৬৩॥

তোমার পরাক্রমে আমি প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছি। যখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার কার্য্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন পুনরায় আমাদের পরস্পর মিলিত হইবার কোনও আবশ্যকতা নাই ॥ ১৬৪॥

সৌম্য! এখন তোমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমারও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এখন আমাকে ভোজন করা ব্যতীত আমার দ্বারা আর তোমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৫॥

আমি অন্ন, আর তুমি উহার ভোক্তা। আমি দুর্ব্বল আর তুমি বলবান্। এইভাবে আমার ও তোমার বলের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য নাই। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বহু। অতএব আমাদের উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইতে পারে না ॥ ১৬৬॥

আমি তোমার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছি। নিশ্চয়ই তুমি জাল হইতে মুক্ত হইবার পর হইতে সহজ উপায় ও প্রযত্নের দ্বারা আহার অন্বেষণ করিতেছ ॥ ১৬৭॥

আহারের অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াই তুমি জালে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং এখন সেই জাল হইতে মুক্ত হইয়া তুমি ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছ। নিশ্চয়ই শাস্ত্রীয় বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত এখন তুমি আমাকে ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। আমি জানি, তুমি ক্ষুধিত এবং এখনই ভোজনের সময়; অতএব পুনরায় আমার সহিত সন্ধি করিয়া নিজের জন্ম তুমি ভোজন অন্বেষণ করিতেছ ॥ ১৬৮-১৬৯॥

সখে! তুমি যে পুত্র-ভার্য্যাদির মধ্যে অবস্থান করত আমার সহিত সন্ধির ভাব দেখাইতেছ এবং আমার সেবা করিবার যত্ন করিতেছ, সেই সব আমার যোগ্য নহে ॥ ১৭০॥

তোমার সহিত আমাকে দেখিয়া তোমার উপর প্রণয়াবদ্ধ তোমার প্রিয় পত্নী ও পুত্রগণ হৃষ্ট হইয়া কেন আমাকে ভোজন করিবে না? ১৭১॥

এখন আমি তোমার সহিত মিলিত হইব না। আমাদের উভয়ের মিলনের যে উদ্দেশ্য ছিল, উহা পূর্ণ হইয়াছে। যদি তোমার আমার শুভ কর্ম্মের (উপকারের) স্মরণ হয়, তবে তুমি স্বয়ংই স্বস্থ হইয়া আমারও কল্যাণ চিন্তা কর ॥ ১৭২॥

যে নিজের ভোজনের জন্ম অনুসন্ধান করিতেছে, সে যদি শত্রু, দুষ্ট, কষ্টে পতিত এবং ক্ষুধিতও হয়, তবে তাহার সম্মুখে কোন্ বুদ্ধিমান্ গমন করিয়া থাকে? ১৭৩॥

তোমার কল্যাণ হউক। এখন আমি চলিয়া যাইব। দূর হইতেও আমার তোমাকে ভয় হয়। আমার গমন বিশ্বাস পূর্ব্বক হউক কিংবা প্রমাদবশতঃ হউক; এই সময় ইহাই আমার

বিশ্বস্তং বা প্রমত্তং বা এতদেব কৃতং ভবেৎ।
বলবৎসন্নিকর্ষো হি ন কদাচিৎ প্রশস্যতে॥ ১৭৫
নাহং ত্বয়া সমেষ্যামি নিবৃত্তো ভব লোমশ।
যদি ত্বং সুকৃতং বেৎসি তৎ সখ্যমনুসারয়॥ ১৭৬
প্রশান্তাদপি মে পাদাদ্ ভেতব্যং বলিনঃ সদা।
যদি স্বার্থং ন তে কার্য্যং ব্রূহি কিং করবাণি তে॥১১৭
কামং সর্বং প্রদাস্যামি ন ত্বাত্মানং কদাচন।
আত্মার্থে সন্ততিস্ত্যাজ্যা রাজ্যং রত্নং ধনানি চ॥ ১৭৮
অপি সর্বস্বমুৎসৃজ্য রক্ষেদাত্মানমাত্মনা।
ঐশ্বর্য্যধনরত্নানাং প্রত্যমিত্রে নির্বততাম্॥ ১৭৯
দৃষ্টা হি পুনরাবৃত্তির্জীবতামিতি নঃ শ্রুতম্।
ন ত্বাত্মনঃ সম্প্রদানং ধনরত্নবদিষ্যতে॥ ১৮০
আত্মা হি সর্বদা রক্ষ্যো দারৈরপি ধনৈরপি।

করণীয়। বলবানের নিকট অবস্থান করা দুর্ব্বল প্রাণীর পক্ষে উত্তম বলিয়া কথিত হয় নাই॥ ১৭৪-১৭৫

লোমশ! এখন আমি তোমার সহিত কখনই মিলিত হইব না। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, আমি তোমার উপকার করিয়াছি, তাহা হইলে তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা মৈত্রীভাব অনুসরণ করিয়া যাইবে॥১৭৬

যে বলবান্ ও পাপী, সে শান্তভাবে থাকিলেও আমার তাহা হইতে সর্ব্বদা ভয় হওয়া উচিত। যদি আমার দ্বারা তোমার কোন স্বার্থসিদ্ধি করিতে না হয়, তবে বল, ইহার অতিরিক্ত তোমার আর কোন কার্য্য করিব? ১৭৭

আমি তোমাকে ইচ্ছানুসারে সব কিছুই দান করিতে পারি, কিন্তু আমি আমাকে কখনও তোমায় দিব না। আমি আমাকে রক্ষা করিবার জন্ত সন্তান, রাজ্য, রত্ন ও ধনসকলও ত্যাগ করিতে সমর্থ। নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও স্বয়ংই নিজেকে রক্ষা করা উচিত॥ ১৭৮½

আমি শুনিয়াছি যে, যদি প্রাণী জীবিত থাকে, তবে সে শত্রু-কর্তৃক অধিকৃত ঐশ্বর্য্য, ধন ও রত্নসকল পুনরায় ফিরিয়া পাইতে পারে। এ বিষয় আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছি॥ ১৭৯½

ধন ও রত্নসমূহের ন্তায় নিজেকে নিজেই শত্রুর হস্তে অর্পণ করা অভীষ্ট নহে; যেহেতু ধনসকল এবং স্ত্রীর দ্বারাও অর্থাৎ এই সকল ত্যাগ করিয়াও সর্ব্বদা নিজেকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য॥ ১৮০½

আত্মরক্ষণতন্ত্রাণাং সুপরীক্ষিতকারিণাম্॥ ১৮১
আপদো নোপপদ্যন্তে পুরুষাণাং স্বদোষজাঃ।
শত্রূন্ সম্যগ্ বিজানন্তি দুর্বলা যে বলীয়সঃ॥ ১৮২
ন তেষাং চাল্যতে বুদ্ধিঃ শাস্ত্রার্থকৃতনিশ্চয়া।
ইত্যভিব্যক্তমেবং স পালিতেনাভিভর্ৎসিতঃ॥ ১৮৩
মার্জারো ব্রীড়িতো ভূত্বা মূষিকং বাক্যমব্রবীৎ॥ ১৮৪
লোমশ উবাচ।
সত্যং শপে ত্বয়াহং বৈ মিত্রদ্রোহো বিগর্হিতঃ।
তন্মন্যেঽহং তব প্রজ্ঞাং যত্ত্বং মম হিতে রতঃ॥ ১৮৫
উক্তবানর্থতত্ত্বেন ময়াসন্তিন্নদর্শনঃ।
ন তু মামন্যথা সাধো ত্বং গ্রহীতুমিহার্হসি॥ ১৮৬
প্রাণপ্রদানজং ত্বত্তো ময়ি সৌহৃদমাগতম্।
ধর্মজ্ঞোঽস্মি গুণজ্ঞোঽস্মি কৃতজ্ঞোঽস্মি বিশেষতঃ॥১৮৭

যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর এবং সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করত কার্য্যসম্পন্ন করে, এরূপ পুরুষগণ নিজেদেরই দোষে উৎপন্ন বিপদে পতিত হয় না॥ ১৮১½

যাহারা দুর্ব্বল, তাহারা যদি নিজেদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানিতে সমর্থ হয়, তবে তাহাদের শাস্ত্রের অর্থজ্ঞানের দ্বারা স্থিরীকৃত বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় না॥ ১৮২½

পলিত (ইঁদুর) কর্তৃক যখন এইভাবে কঠোর ভাষায় স্পষ্টরূপে বিড়াল ভর্ৎসিত হইল, তখন বিড়াল লজ্জিত হইয়া পুনরায় ইঁদুরকে এই কথা বলিল॥১৮৩-১৮৪

লোমশ বলিল,—সখে! আমি তোমাকে সত্যের শপথ লইয়া বলিতেছি যে, মিত্রদ্রোহ করা অতিশয় ঘৃণিত কার্য্য। তুমি যে সর্ব্বদা আমার হিতে নিরত আছ, ইহাতে আমি তোমার উত্তম বুদ্ধির পরিণাম বুঝিতে পারিতেছি॥ ১৮৫

তুমি যথাযথভাবে নীতিশাস্ত্রের সার আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছ। আমার মতের সহিত তোমার মতের কোনরূপই ভেদ নাই। সৎপুরুষ! কিন্তু তুমি আমাকে অন্তরূপে অর্থাৎ বিপরীতভাবে গ্রহণ করিও না॥ ১৮৬

তুমি আমাকে প্রাণদান করিয়াছ। ইহার দ্বারা আমার উপর তোমার সৌহার্দ্দের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমি ধর্ম্মকে জানি, গুণসকলের বিষয়ও বুঝি, বিশেষতঃ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, মিত্রবৎসল ও সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বাক্য এই যে, আমি তোমার ভক্ত; অতএব সাধো! তুমি আমার সহিত সেইরূপ

মিত্রেষু বৎসলশ্চাস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
তস্মাদেবং পুনঃ সাধো মষ্যাচরিতুমর্হসি ॥ ১৮৮
ত্বয়া হি বাচ্যমানোহহং জহ্যাং প্রাণান্ সবান্ধবঃ।
বিশ্রব্ধো হি বুধৈর্দৃষ্টো মদ্বিধেষু মনস্বিষু ॥১৮৯
তদেতদ্ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ন ত্বং শঙ্কিতুমর্হসি।
ইতি সংস্তূয়মানোহপি মার্জারেণ স মূষিকঃ ॥ ১৯০
মনসা ভাবগম্ভীরো মার্জারং বাক্যমব্রবীৎ।
সাধুর্ভবান্ শ্রুতার্থোহস্মি প্রীয়ে চ ন চ বিশ্বসে ॥ ১৯১
সংস্তবৈর্বা ধনৌঘৈর্বা নাহং শক্যঃ পুনস্ত্বয়া
ন হ্যমিত্রে বশং যান্তি প্রাজ্ঞা নিষ্কারণং সখে ॥ ১৯২
অস্মিন্নর্থে চ গাথে দ্বে নিবোধোশনসা কৃতে।
শত্রুসাধারণে কৃত্যে কৃত্বা সন্ধিং বলীয়সা ॥ ১৯৩
সমাহিতশ্চরেদ্ যুক্ত্যা কৃতার্থশ্চ ন বিশ্বসেৎ।

আচরণ কর—পরস্পর মিলিত হইয়া একত্রে আমার সহিত বিচরণ কর ॥ ১৮৭-১৮৮

যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত তোমার জন্য নিজের প্রাণও ত্যাগ করিতে পারি। বিদ্বান্‌গণ আমার ন্যায় মনস্বী পুরুষদের উপর সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং বিশ্বস্ত বলিয়া দৃষ্টিদান করিয়াছেন ॥ ১৮৯

ধর্ম্মের তত্ত্বে অভিজ্ঞ পলিত! আমার উপর তোমার সন্দেহ করা উচিত নহে। বিড়ালকর্তৃক এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রশংসিত হইলে পর ইঁদুর নিজের মনে গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল। সে পুনরায় বিড়ালকে বলিল, সখে! সত্যই তুমি সৎপুরুষ, এই কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। উহাতে আমি প্রীতই হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করিতে পার নাই। তুমি আমার যতই স্তব-স্তুতি কর এবং আমার জন্য যতই ধনরাশি দান কর, আমি এখন তোমার সহিত কোনরূপেই মিলিত হইতে পারিব না; কারণ, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ পুরুষগণ কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে নিজের শত্রুর বশীভূত হন্ না ॥ ১৯০-১৯২

এবিষয়ে শুক্রাচার্য্যের দুইটি উল্লিখিত গাথা আছে। উহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। যখন নিজের উপর ও শত্রুর উপর একই বিপদ আসিবে, তখন নির্বল ব্যক্তির সবল শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় সাবধানতা ও যুক্তির সহিত নিজের কার্য্য সমাধা করিতে হয়। কার্য্যসমাধা হইলে পর পুনরায় সেই শত্রুর উপর আর বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৯৩½

দ্বিতীয় গাথা হইল—যে বিশ্বাসের পাত্র নয়, তাহাকে বিশ্বাস

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ ॥ ১৯৪
নিত্যং বিশ্বাসয়েদন্যান্ পরেষাং তু ন বিশ্বসেৎ।
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষেজ্জীবিতমাত্মনঃ ॥ ১৯৫
দ্রব্যাণি সন্ততিশ্চৈব সর্বং ভবতি জীবিতঃ।
সংক্ষেপো নীতিশাস্ত্রাণামবিশ্বাসঃ পরো মতঃ ॥ ১৯৬
নৃষু তস্মাদবিশ্বাসং পুষ্কলং হিতমাত্মনঃ।
বধ্যন্তে ন হ্যবিশ্বস্তাঃ শত্রুভির্দুর্বলা অপি ॥ ১৯৭
বিশ্বস্তাস্তেষু বধ্যন্তে বলবন্তোহপি দুর্বলৈঃ।
ত্বদ্বিধেভ্যো ময়া হ্যাত্মা রক্ষ্যো মার্জার সর্বদা ॥ ১৯৮
রক্ষ ত্বমপি চাত্মানং চাণ্ডালাজ্জাতিকিল্বিষাৎ।
স তস্য ব্রুবতস্ত্বেবং সংত্রাসাজ্জাতসাধ্বসঃ ॥১৯৯
শাখাং হিত্বা জবেনাশু মার্জারঃ প্রযযৌ ততঃ।
ততঃ শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বুদ্ধিসামর্থ্যমাত্মনঃ ॥ ২০০

করিবে না এবং যে বিশ্বাসভাজন, তাহার উপরও অধিক বিশ্বাস করিবে না। নিজের উপর অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু নিজে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না ॥১৯৪½

সেইজন্য সকল অবস্থায় নিজের জীবন রক্ষা করিবে; কারণ, জীবিত থাকিলে পরই প্রাণীর বহু ধন ও সন্তান—সবই লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯৫½

সংক্ষেপে নীতিশাস্ত্রের সারও হইল ইহাই যে, কাহাকেও বিশ্বাস না করাই উত্তম মত। সেই কারণে অপরকে বিশ্বাস না করিলেই নিজের বিশেষ বিশেষ হিত হইয়া থাকে ॥ ১৯৬½

যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া সাবধানে থাকে, তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণের দ্বারা নিহত হয় না। কিন্তু যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রুদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৯৭½

বিড়াল! তোমাদের ন্যায় প্রাণীর নিকট হইতে সর্ব্বদা আমার নিজেকে রক্ষা করা উচিত এবং তুমিও নিজেকে তোমার জন্মজাত শত্রু চণ্ডাল হইতে রক্ষা কর ॥ ১৯৮½

ইঁদুর এই কথা বলিবার সময় চণ্ডালের নাম শুনিয়াই বিড়াল অতিশয় ভীত হইয়া উঠিল এবং সে তখন সেই শাখা ছাড়িয়া অতিক্রত অন্যদিকে পলাইয়া যাইল ॥ ১৯৯½

তদনন্তর নীতিশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পলিত নিজের বুদ্ধির সামর্থ্যের পরিচয়দান করত অপর গর্ত্তে গমন করিল ॥ ২০০½

বিশ্রাব্য পলিতঃ প্রাজ্ঞো বিলমভ্যজগাম হ।
এবং প্রজ্ঞাবতা বুদ্ধ্যা দুর্বলেন মহাবলাঃ ॥ ২০১
একেন বহবোঽমিত্রাঃ পলিতেনাভিসন্ধিতাঃ।
অরিণাপি সমর্থেন সন্ধিং কুর্বীত পণ্ডিতঃ ॥ ২০২
মূষিকশ্চ বিড়ালশ্চ মুক্তোবন্যোন্যসংশ্রয়াৎ।
ইত্যেবং ক্ষত্রধর্মস্য ময়া মার্গো নিদর্শিতঃ ॥ ২০৩
বিস্তরেণ মহারাজ সংক্ষেপমপি মে শৃণু।
অন্যোন্যকৃতবৈরৌ তু চক্রতুঃ প্রীতিমুত্তমাম্ ॥ ২০
অন্যোন্যমভিসন্ধাতুং সম্বভূব তয়োর্মতিঃ।
তত্র প্রাজ্ঞোঽভিসন্ধত্তে সম্যগ্ বুদ্ধিসমাশ্রয়াৎ ২০৫
অভিসন্ধীয়তে প্রাজ্ঞঃ প্রমাদাদপি বা বুধৈঃ।
তস্মাদভীতবদ্ ভীতো বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্ ॥ ২০৬
ন হ্যপ্রমত্তশ্চলতি চলিতো বা বিনশ্যতি।
কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে মিত্রেণ বিগ্রহঃ ॥ ২০৭
কার্য্য ইত্যেব সন্ধিজ্ঞাঃ প্রাহুর্নিত্যং নরাধিপ।
এতজ্জ্ঞাত্বা মহারাজ শাস্ত্রার্থমভিগম্য চ ॥ ২০৮
অভিযুক্তোঽপ্রমত্তশ্চ প্রাগ্ ভয়াদ্ ভীতবচ্চরেৎ।
ভীতবৎ সন্ধিঃ কার্য্যঃ প্রতিসন্ধিস্তথৈব চ ॥ ২০৯
ভয়াদুৎপদ্যতে বুদ্ধিরপ্রমত্তাভিযোগজা।
ন ভয়ং বিদ্যতে রাজন্ ভীতস্যানাগতে ভয়ে ॥২১০
অভীতস্য চ বিশ্রব্ধাৎ সুমহজ্জায়তে ভয়ম্।
অভীশ্চরতি যো নিত্যং মন্ত্রোঽদেয়ঃ কথঞ্চন ॥ ২১১
অবিজ্ঞানাদ্ধি বিজ্ঞাতো গচ্ছেদাস্পদদর্শিষু।
তস্মাদভীতবদ্ ভীতো বিশ্বস্তবদবিশ্বসন্ ॥ ২১২
কার্য্যাণাং গুরুতাং প্রাপ্য নানৃতং কিং চিদাচরেৎ
এবমেতন্ময়া প্রোক্তমিতিহাসং যুধিষ্ঠির ॥ ২১৩

এইভাবে দুর্ব্বল ও একাকী হইলে পরও বুদ্ধিমান্ পলিত নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক নিজের শত্রুকে পরাজিত করিল, অতএব বিপদের সময় বিদ্বান্ পুরুষ বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবেন। দেখ, এই বিড়াল ও ইঁদুর পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিল ॥ ২০১-২০২৷৷

মহারাজ! এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি তোমাকে সবিস্তারে ক্ষত্রিয় ধর্মের পথ দেখাইলাম। এখন সংক্ষেপে আরও কিছু কথা আমার নিকট শ্রবণ কর ২০৩৷৷

ইঁদুর ও বিড়াল পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন প্রাণী হইয়াও তাহারা সঙ্কটকালে পরস্পর উত্তম প্রীতি স্থাপিত করিয়াছিল। তারপর তাহাদের মধ্যে সন্ধি করিবার বুদ্ধি উৎপন্ন হইল ॥ ২০৪৷৷

এরূপ সময়ে জ্ঞানী পুরুষ উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন করত সন্ধি স্থাপন করিয়া পরাভূত করিয়া থাকেন। এইভাবে বিদ্বান্ পুরুষ যদি অসাবধান থাকেন, তবে অন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করেন ॥ ২০৫৷৷

এই কারণে মানুষ ভীত হইয়াও নির্ভয়তুল্য থাকিবে এবং কাহারও উপর বিশ্বাস না করিলেও বিশ্বাসকারীর ন্যায় আচরণ করিবে, তাহার কখনও অসাবধান হইয়া চলা উচিত নহে। যদি অসাবধানেই চলিতে থাকে, তবে নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ২০৬৷৷

হে নরাধিপ! সময়ানুসারে শত্রুর সহিত সন্ধি এবং মিত্রের সহিত যুদ্ধ করাও উচিত। সন্ধিসম্বন্ধে অভিজ্ঞ পুরুষগণ সর্ব্বদা এই কথাই বলিয়া থাকেন ॥ ২০৭৷৷

মহারাজ! এরূপ জানিয়া নীতিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করত উদ্যোগী হইয়া ও সাবধানে অবস্থান করিয়া ভয় আসিবার পূর্ব্বেই ভীতের ন্যায় আচরণ করা উচিত ॥ ২০৮৷৷

বলবান্ শত্রুর নিকট ভীতের ন্যায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। তাহার সহিত সেইভাবে সন্ধি স্থাপনও করা উচিত। সাবধান পুরুষ যদি সর্ব্বদা উদ্যোগী হয়, তবে তাহার স্বতই সঙ্কট হইতে রক্ষাকারিণী বুদ্ধি উৎপন্না হইয়া থাকে ॥ ২০৯৷৷

রাজন্! যে পুরুষ ভয় আসিবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে ভীত হইয়া অবস্থান করে, তাহার আর কোন ভয় থাকে না; কিন্তু যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ হইয়া অপরকে বিশ্বাস করে, তাহাকে সহসা অতিশয় ভীতের সম্মুখীন হইতে হয় ॥ ২১০৷৷

যে মানুষ নিজেকে বুদ্ধিমান্ মনে করিয়া নির্ভয়ে সতত বিচরণ করে, তাহাকে কখনও কোন পরামর্শ দিবে না; কারণ, সে তখন অন্যের পরামর্শ শ্রবণ করে না। ভয় না জানা অপেক্ষা জানা ভাল; যেহেতু সে তখন সেই ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উপায় জানিবার ইচ্ছায় পরিণামদর্শী মহাপুরুষগণের নিকটে গমন করে ॥ ২১১৷৷

সেইজন্য বুদ্ধিমান্ পুরুষের উচিত ভীত হইয়াও নির্ভয়ে ন্যায় অবস্থান করা অথবা অন্তরে বিশ্বাস না করিলেও বাহিরে বিশ্বস্ত পুরুষের তুল্য আচরণ করা। কার্য্যের কঠিনতা দেখিয়াও কোন মিথ্যাচরণ করা উচিত নহে ॥ ২১২৷৷

যুধিষ্ঠির! এইভাবে আমি তোমার সম্মুখে এই নীতিকথা বলিবার জন্য ইঁদুর ও বিড়ালের এই প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিলাম। ইহা শ্রবণ করত তুমি নিজের সুহৃদগণের মধ্যে যথাযোগ্য আচরণ কর ॥ ২১৩৷৷

শ্রুত্বা তং সুহৃদাং মধ্যে যথাবৎ সমুপাচর।
উপলভ্য মতিং চাগ্র্যামরিমিত্রান্তরং তথা ॥ ২১৪
সন্ধি-বিগ্রহকালৌ চ মোক্ষোপায়স্তথৈব চ।
শত্রুসাধারণে কৃত্যে কৃত্বা সন্ধিং বলীয়সা ॥ ২১৫
সমাগতশ্চরেদ্ যুক্ত্যা কৃতার্থো ন চ বিশ্বসেৎ।
অবিরুদ্ধাং ত্রিবর্গেণ নীতিমেতাং মহীপতে ॥ ২১৬
অভ্যুত্তিষ্ঠ শ্রুতাদস্মাদ্ ভূয়ঃ সংরক্ষয়ন্ প্রজাঃ।
ব্রাহ্মণৈশ্চাপি তে সার্ধং যাত্রা ভবতু পাণ্ডব ॥২১৭
ব্রাহ্মণা বৈ পরং শ্রেয়ো দিবি চেহ চ ভারত।
এতে ধর্মস্য বেত্তারঃ কৃতজ্ঞঃ সততং প্রভো ॥ ২১৮
পূজিতাঃ শুভকর্তারঃ পূজয়েৎ তান্ নরাধিপ।
রাজ্যং শ্রেয়ঃ পরং রাজন্ যশঃ কীর্তিঞ্চ লপ্স্যসে ॥২১৯
কুলস্য সন্ততিং চৈব যথান্যায়ং যথাক্রমম্ ॥ ২২০
দ্বয়োরিমং ভারত সন্ধিবিগ্রহং
সুভাষিতং বুদ্ধিবিশেষকারকম্।
যথা হ্যবেক্ষ্য ক্ষিতিপেন সর্বদা
নিষেবিতব্যং নৃপ শত্রুমণ্ডলে ॥ ২২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি মার্জার-মূষিকসংবাদে
অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮

রাজার মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ শ্রেষ্ঠ করিয়া বুদ্ধি অবলম্বন করত মিত্রের ভেদ, সন্ধি ও বিবাদের সময় জানিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জ্ঞান লাভ করা উচিত ॥২১৪॥

নিজের ও শত্রুর প্রয়োজন যদি সমান হয়, তবে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করত তাহার সহিত মিলিত হইয়া যুক্তি অনুসারে স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে এবং কার্য্য সমাধা হইলে পর পুনরায় তাহাকে কোনরূপ বিশ্বাস করিবে না ॥ ২১৫॥

মহীপতে! এই নীতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অনুকূল। তুমি ইহাকে অবলম্বন কর। আমার নিকট হইতে শ্রুত এই উপদেশ অনুসারে কর্ত্তব্য পালনে তৎপর থাকিয়া সমস্ত প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে করিতে তুমি নিজের উন্নতির জন্য উত্থিত হও ॥ ২১৬॥

পাণ্ডুনন্দন! তোমার জীবনযাত্রা ব্রাহ্মণগণের সহিত হওয়া উচিত। হে ভারত! কারণ, ব্রাহ্মণগণ ইহলোক ও পরলোকে পরম কল্যাণকারী ॥ ২১৭॥

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! এই ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মজ্ঞ এবং সতত কৃতজ্ঞ থাকেন। সম্মানিত হইলে পর ইঁহারা শুভকারক ও শুভচিন্তক হন্। হে নরাধিপ! অতএব ইঁহাদের সর্ব্বদা আদর-সম্মান করা কর্ত্তব্য ॥ ২১৮॥

রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণগণের যথোচিত সৎকারের দ্বারা ক্রমশঃ রাজ্য, পরম কল্যাণ, যশ, কীর্ত্তি ও বংশপরম্পরা রক্ষাকারী পুত্র-কন্যা সব কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥২১৯-২২০

ভারত! ইঁদুর ও বিড়ালের এই যে সুন্দর উপাখ্যান কথিত হইল, ইহা সন্ধি ও বিগ্রহের জ্ঞান এবং বিশেষ বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া থাকে। হে নৃপ! ভূপতি সর্ব্বদা এই উপাখ্যানে বর্ণিত নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শত্রুগণের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করিবেন ॥ ২২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ইঁদুর ও বিড়ালের উপাখ্যান-বিষয়ক অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(শত্রুতঃ সদা সাবধানতাবলম্বনবিষয়ে রাজ্ঞো ব্রহ্মদত্তস্য পূজন্যাশ্চ সংবাদবর্ণনম্ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তো মন্ত্রো মহাবাহো বিশ্বাসো নাস্তি শত্রুষু।
কথং হি রাজা বর্ত্তেত যদি সর্বত্র নাশ্বসেৎ ॥ ১

বিশ্বাসাদ্ধি পরং রাজন্ রাজ্ঞামুৎপদ্যতে ভয়ম্।
কথং হি নাশ্বসন্ রাজা শত্রূন্ জয়তি পার্থিবঃ ॥

এতন্মে সংশয়ং ছিন্ধি মতির্মে সম্প্রমুহ্যতি।
অবিশ্বাসকথামেতামুপশ্রুত্য পিতামহ ॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণুষ্ব রাজন্ যদ্ বৃত্তং ব্রহ্মদত্তনিবেশনে।
পূজন্যা সহ সংবাদং ব্রহ্মদত্তস্য ভূপতেঃ ॥ ৪

কাম্পিল্যে ব্রহ্মদত্তস্য ত্বন্তঃপুরনিবাসিনী।
পূজনী নাম শকুনির্দীর্ঘকালং সহোষিতা ॥ ৫

রুতজ্ঞা সর্বভূতানাং যথা বৈ জীবজীবকঃ।
সর্বজ্ঞা সর্বতত্ত্বজ্ঞা তির্য্যগ্‌যোনিং গতাপি সা ॥৬

অভিপ্রজাতা সা তত্র পুত্রমেকং সুবর্চসম্।
সমকালঞ্চ রাজ্ঞোঽপি দেব্যাং পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৭

তয়োরর্থে কৃতজ্ঞা সা খেচরী পূজনী সদা।
সমুদ্রতীরং সা গত্বা আজহার ফলদ্বয়ম্ ॥ ৮

পুষ্ট্যর্থঞ্চ স্বপুত্রস্য রাজপুত্রস্য চৈব হ।
ফলমেকং সুতায়াদাদ্ রাজপুত্রায় চাপরম্ ॥ ৯

অমৃতাস্বাদসদৃশং বলতেজোঽভিবর্ধনম্।
আদায়াদায় সৈবাশু তয়োঃ প্রাদাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০

ততোঽগচ্ছৎ পরাং বৃদ্ধিং রাজপুত্রঃ ফলাশনাৎ।
ততঃ স ধাত্র্যা কক্ষেণ উহ্যমানো নৃপাত্মজঃ ॥১১

দদর্শ তং পক্ষিসুতং বাল্যাদাগত্য বালকঃ।
ততো বাল্যাচ্চ যত্নেন তেনাক্রীড়ত্ পক্ষিণা ॥ ১২

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[শত্রুর নিকট হইতে সর্ব্বদা সাবধানতা অবলম্বন বিষয়ে রাজা ব্রহ্মদত্ত ও পূজনীর সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন;—মহাবাহো! আপনি এই পরামর্শ দিলেন যে, শত্রুদের উপর বিশ্বাস করা উচিত নহে। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিলেন যে, কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যদি রাজা সর্ব্বত্র অবিশ্বাসই করেন, তবে তিনি কিরূপে রাজ্য-পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবেন? ১

রাজন্! যদি বিশ্বাসের দ্বারা রাজাদের মহাভয় উপস্থিত হয়, তবে সর্ব্বত্র অবিশ্বাসকারী ভূপাল নিজের শত্রুদিগকে কিভাবে জয় করিতে পারেন? ২

পিতামহ! আপনার এই অবিশ্বাস কথা শ্রবণ করত আমার বুদ্ধির উপর মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া আমার এই সংশয়ের নিবারণ করুন ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে পূজনী পক্ষিণীর এক সংবাদ আছে, উহাই তোমার প্রশ্নের সমাধানের জন্য উত্থাপিত করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪

কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্তনামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পূজনী নামে প্রসিদ্ধ এক পক্ষিণী বাস করিত। সে দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ছিল ॥ ৫

এই পক্ষিণী 'জীবজীবক' নামক বিশেষ পক্ষীর ন্যায় সমস্ত প্রাণিগণের রব (ভাষা) বুঝিতে পারিত এবং তির্য্যগ যোনিতে উৎপন্ন হইয়াও সর্ব্বজ্ঞ ও সমস্ত তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিল ॥ ৬

একদিন এই পক্ষিণী একটি অতিশয় তেজস্বী পুত্র প্রসব করিল। এইদিনে একসময়ে রাজা ব্রহ্মদত্তের রাণীর গর্ভ হইতে এক বালক উৎপন্ন হইল। ৭

আকাশে বিচরণকারিণী সেই রুতজ্ঞা পূজনী প্রতিদিন সমুদ্র-তীরে গমন করত সে স্থান হইতে সেই দুই সন্তানের জন্য দুইটি করিয়া ফল আনিত ॥ ৮

সে নিজের পুত্রের পুষ্টির জন্য একটি ফল তাহাকে দিত এবং রাজপুত্রের পুষ্টির জন্য অপর ফলটি রাজকুমারকে অর্পণ করিত ॥ ৯

পূজনীকর্ত্তৃক আনীত সেই ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদিষ্ট এবং বল ও তেজের বৃদ্ধিকারী ছিল। সে বারংবার সেই ফল আনিয়া অতিসত্বর সেই দুই পুত্রকে প্রদান করিতে লাগিল। ১০

রাজকুমার সেই ফল ভোজন করত অতিশয় হৃষ্ট-পুষ্ট হইল। একদিন ধাত্রী সেই রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। এই বালক রাজকুমার বাল-স্বভাবশতঃ আসিয়া পক্ষিশাবককে দেখিল এবং তাহার সহিত যত্নসহকারে খেলা করিতে লাগিল ॥ ১১-১২

শূন্যে চ তমুপাদায় পক্ষিণং সমজাতকম্।
হত্বা ততঃ স রাজেন্দ্র ধাত্র্যা হস্তমুপাগতঃ ॥ ১৩

অথ সা পূজনী রাজন্নাগমৎ ফলহারিণী।
অপশ্যন্নিহতং পুত্রং তেন বালেন ভূতলে ॥ ১৪

বাষ্পপূর্ণমুখী দীনা দৃষ্ট্বা তং রুদতী সুতম্।
পূজনী দুঃখসন্তপ্তা রুদতী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৫

ক্ষত্রিয়ে সঙ্গতং নাস্তি ন প্রীতির্ন চ সৌহৃদম্।
কারণাৎ সান্ত্বয়ন্ত্যেতে কৃতার্থাঃ সন্ত্যজন্তি চ ॥ ১৬

ক্ষত্রিয়েষু ন বিশ্বাসঃ কার্য্যঃ সর্বাপকারিষু।
অপকৃত্যাপি সততং সান্ত্বয়ন্তি নিরর্থকম্ ॥ ১৭

অহমস্য করোম্যদ্য সদৃশীং বৈরযাতনাম্।
কৃতঘ্নস্য নৃশংসস্য ভৃশং বিশ্বাসঘাতিনঃ ॥ ১৮

সহসঞ্জাতবৃদ্ধস্য তথৈব সহভোজিনঃ।
শরণাগতস্য চ বধস্ত্রিবিধং হ্যেব পাতকম্ ॥ ১৯

রাজেন্দ্র! নিজের সহিত উৎপন্ন সেই পক্ষিবালককে শূন্যে তুলিয়া লইয়া রাজকুমার বধ করিল এবং তাহাকে বিনাশ করত ধাত্রীর ক্রোড়ে যাইয়া উপবিষ্ট হইল ॥ ১৩

রাজন্! তদনন্তর যখন পূজনী ফল লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে, রাজকুমার তাহার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে এবং সে ভূতলে পতিত রহিয়াছে ॥ ১৪

নিজের পুত্রের সেইরূপ দুর্গতি দেখিয়া পূজনীর মুখের উপর অশ্রুধারা পতিত হইল এবং সে দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে এই কথা বলিল ॥ ১৫

ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সঙ্গতি (মিলিয়া মিশিয়া থাকার সদ্ভাব) নাই; প্রীতি নাই এবং সৌহার্দ্দও নাই। ইহারা কোন কারণে বা স্বার্থের জন্যই অন্যদের সান্ত্বনা-দান করে। যখন ইহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যায়, তখন ইহারা আশ্রিত ব্যক্তিদিগকেও পরিত্যাগ করে ॥ ১৬

ক্ষত্রিয়েরা সকলের অপকারই করে; সুতরাং ইহাদের কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। ইহারা অন্য ব্যক্তিগণের অপকার করিয়া বৃথাই তাহাদের সান্ত্বনা দেয় ॥ ১৭

দেখ, এই রাজকুমার কিরূপ কৃতঘ্ন, অত্যন্ত ক্রূর ও বিশ্বাসঘাতক। আচ্ছা, আজ আমি এই শত্রুতার যোগ্য প্রতিশোধ লইব ॥ ১৮

একসঙ্গে জাত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, একসঙ্গে ভোজনকারী ও শরণাগত এরূপ ব্যক্তিকে বধ করিলে পূর্বোক্ত তিন প্রকার পাপ হইয়া থাকে ॥ ১৯

ইত্যুক্ত্বা চরণাভ্যাং তু নেত্রে নৃপসুতস্য সা।
ভিত্ত্বা স্বস্থা তত ইদং পূজনী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০

ইচ্ছয়েহ কৃতং পাপং সদ্যস্তং চোপসর্পতি।
কৃতং প্রতিকৃতং যেষাং ন নশ্যতি শুভাশুভম্ ॥ ২১

পাপং কর্ম কৃতং কিঞ্চিদ্ যদি তস্মিন্ ন দৃশ্যতে।
নৃপতে তস্য পুত্রেষু পৌত্রেষ্বপি চ নপ্তৃষু ॥ ২২

ব্রহ্মদত্তঃ সুতং দৃষ্ট্বা পূজন্যাহৃতলোচনম্।
কৃতে প্রতিকৃতং মত্বা পূজনীমিদমব্রবীৎ ॥ ২৩

ব্রহ্মদত্ত উবাচ।

অস্তি বৈ কৃতমস্মাভিরস্তি প্রতিকৃতং ত্বয়া।
উভয়ং তৎ সমীভূতং বস পূজনি মা গমঃ ॥ ২৪

পূজন্যুবাচ

সকৃৎ কৃতাপরাধস্য তত্রৈব পরিলম্বতঃ।
ন তদ্ বুধাঃ প্রশংসন্তি শ্রেয়স্তত্রাপসর্পণম্ ॥ ২৫

এই কথা বলিয়া পূজনী নিজের দুই চরণের দ্বারা রাজকুমারের দুই চক্ষু ভেদ করিয়া আকাশে অবস্থান করত এই কথা বলিল ॥ ২০

এ জগতে স্বেচ্ছায় যে পাপ করা হয়, তাহার ফল তৎক্ষণাৎ সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহাদের পাপের প্রতিফল লাভ হয়, তাহাদের পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম নষ্ট হয় না ॥ ২১

রাজন্! যদি এ জগতে কৃত পাপ-কর্মের ফল পাপকারী না লাভ করে, তবে ইহা বুঝিতে হইবে যে, তাহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ নাতীরা সেই পাপের ফল ভোগ করিবে ॥ ২২

রাজা ব্রহ্মদত্ত দেখিলেন যে, পূজনী তাঁহার পুত্রের চক্ষুদ্বয় তুলিয়া লইয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন—রাজকুমার তাহার কৃতকর্মেরই ফল লাভ করিয়াছে। এই কথা চিন্তা করত তিনি রোষ পরিত্যাগ করিলেন এবং পূজনীকে বলিলেন ॥ ২৩

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! আমরা তোমার অপরাধ করিয়াছিলাম, তুমি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছ। এখন আমাদের উভয়ের কার্য্য পরস্পর সমান। সেই কারণে তুমি এ স্থানেই অবস্থান কর, কোন অন্য স্থানে যাইও না ॥ ২৪

বলিল,—রাজন্! একবার কাহারও অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহার আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থান করাকে বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রশংসা করেন না। সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেই তাহার কল্যাণ হয় ॥ ২৫

সান্ত্বে প্রযুক্তে সততং কৃতবৈরে ন বিশ্বসেৎ।
ক্ষিপ্রং স বাধ্যতে মূঢ়ো ন হি বৈরং প্রশাম্যতি ॥২৬
অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং পুত্রপৌত্রং নিয়চ্ছতি।
পুত্রপৌত্রবিনাশে চ পরলোকং নিয়চ্ছতি ॥ ২৭
সর্বেষাং কৃতবৈরাণামবিশ্বাসঃ সুখোদয়ঃ।
একান্ততো ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো বিশ্বাসঘাতকৈঃ ॥ ২৮
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নমপি মূলং নিকৃন্ততি।
কামং বিশ্বাসয়েদন্যান্ পরেষাঞ্চ ন বিশ্বসেৎ ॥ ২৯
মাতা পিতা বান্ধবানাং বরিষ্ঠৌ
ভার্য্যা জরা বীজমাত্রং তু পুত্রঃ।
ভ্রাতা শত্রুঃ ক্লিন্নপাণির্বয়স্য
আত্মা হ্যেকঃ সুখ দুঃখস্য ভোক্তা ॥৩০

অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং ন সন্ধিরুপপদ্যতে।
স চ হেতুরতিক্রান্তো যদর্থমহমাবসম্ ॥ ৩১
পূজিতস্যার্থমা-ভ্যাং জন্তোঃ পূর্বাপকারিণঃ।
মনো ভবত্যবিশ্বস্তং কর্ম ত্রাসয়তেঽবলান্ ॥ ৩২
পূর্বং সম্মাননা যত্র পশ্চাচ্চৈব বিমাননা।
জহ্যাৎ তৎ সত্ত্ববান্ স্থানং শত্রোঃ সম্মানিতোঽপি সন্॥৩৩
উষিতাস্মি তবাগারে দীর্ঘকালং সমর্চিতা।
তদিদং বৈরমুৎপন্নং সুখমাশু ব্রজাম্যহম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মদত্ত উবাচ।
যঃ কৃতে প্রতিকুর্য্যাদ্ বৈ ন স তত্রাপরাধ্নুয়াৎ
অনৃণস্তেন ভবতি বস পূজনি মা গমঃ ॥ ৩৫
পূজন্যুবাচ।
ন কৃতস্য তু কর্তুশ্চ সখ্যং সন্ধীয়তে পুনঃ।
হৃদয়ং তত্র জানাতি কর্তুশ্চৈব কৃতস্য চ ॥ ৩৬

যদি কাহার সহিত শত্রুতা করা হয়, তবে সে যদি নানা প্রকার সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যও বলে, তথাপি কখনও উহাকে বিশ্বাস করিবে না; কারণ, তাহার দ্বারা শত্রুতার শান্তি হয় না, বরং সেই বিশ্বাসকারী মূর্খ শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬

যাহারা পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হয়, তাহাদের সেই শত্রুতা পুত্র ও পৌত্রদিগকেও পীড়া দান করে। পুত্র-পৌত্রগণ বিনষ্ট হইলে পর পরলোকেও যাইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে ॥ ২৭

যাহারা পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হয়, তাহাদের সকলের পক্ষে সুখপ্রাপ্তির উপায় হইল যে, তাহারা পরস্পর কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদিগকে ত' কখনই বিশ্বাস করিতে নাই ॥ ২৮

যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। কোন ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য হইলেও তাহাকে অধিক বিশ্বাস করিতে নাই; কারণ, বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ভয় বিশ্বাসকারীর মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। নিজের প্রতি অন্যদের ভালভাবে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু স্বয়ং অন্য ব্যক্তিগণকে বিশ্বাস করিবে না ॥ ২৯

মাতা ও পিতা স্বাভাবিক স্নেহসম্পন্ন বলিয়া বান্ধবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পত্নী বীর্য্য নাশ করে বলিয়া বৃদ্ধাবস্থার মূর্ত্তিমানরূপ, পুত্র নিজেরই অংশ মাত্র, ভ্রাতা ধনভাগের অধিকারী বলিয়া শত্রু এবং মিত্র সেই পর্য্যন্ত মিত্র থাকে, যতক্ষণ তাহার হস্ত ক্লিন্ন থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার দান-মানাদিদ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হইতে থাকে। অতএব আত্মাই সুখ ও দুঃখের ভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৩০

যখন পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করা উচিত নহে। আমি এতকাল যে উদ্দেশ্যে এস্থানে ছিলাম, তাহা ত' শেষ হইয়া গিয়াছে ॥ ৩১

যাহারা প্রথমে অপকার করিয়াছে, তাহারা যদি দান ও মান দ্বারা পূজিতও হয়, তথাপি তাহাদের মন বিশ্বাসযোগ্য হয় না। নিজের কৃত অনুচিত কার্য্যই দুর্ব্বল প্রাণীদিগকে ভীত করিতে থাকে ॥ ৩২

যেস্থানে প্রথমে সম্মান পাওয়া যায়, সেস্থানে যদি পরে অপমান প্রাপ্তি হয়, তবে প্রত্যেক শক্তিশালী পুরুষের পরে সম্মান পাইলেও সেই শত্রুর স্থান পরিত্যাগ করা কর্তব্য ॥ ৩৩

রাজন্! আমি আপনার গৃহে বহুকাল সমাদরের সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু এখন এই শত্রুতা উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য আমি অতি দ্রুত এ স্থান সুখের সহিত পরিত্যাগ করিয়া যাইব ॥ ৩৪

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! যে ব্যক্তি অন্যে অপরাধ করিলে পরই পরিবর্তে স্বয়ংও কিছু করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি কোনও অপরাধ করে না অর্থাৎ তাহাকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হয় না। ইহাতে ত' পূর্ব্বাপরাধকারী ঋণমুক্ত হইয়া যায়; সেই কারণে তুমি এ স্থানেই থাক, কোথাও যাইও না ॥ ৩৫

পূজনী বলিল,—রাজন্! যাহার অপরাধ করা হয় এবং যে অপকার করে, এই উভয়ের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্দ হয় না। যে

ব্রহ্মদত্ত উবাচ ।

কৃতস্য চৈব কর্ত্তুশ্চ সখ্যং সন্ধীয়তে পুনঃ ।
বৈরস্যোপশমো দৃষ্টঃ পাপং নোপাশ্নুতে পুনঃ ॥ ৩৭

পূজন্যুবাচ ।

নাস্তি বৈরমতিক্রান্তং সান্ত্বিতোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ ।
বিশ্বাসাদ্ বধ্যতে লোকে তস্মাচ্ছ্রেয়োঽপ্যদর্শনম্ ॥৩৮
তরসা যে ন শক্যন্তে শস্ত্রৈঃ সুনিশিতৈরপি ।
সাম্না তেঽপি নিগৃহ্যন্তে গজা ইব করেণুভিঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মদত্ত উবাচ ।

সংবাসাজ্জায়তে স্নেহো জীবিতান্তকরেষ্বপি ।
অন্যোন্যস্য চ বিশ্বাসঃ শ্বপচেন শুনো যথা ॥ ৪০
অন্যোন্যকৃতবৈরাণাং সংবাসান্মৃদুতাং গতম্ ।
নৈব তিষ্ঠতি তদ্ বৈরং পুষ্করস্থমিবোদকম্ ॥ ৪১

অপরাধ করে এবং যাহার অপরাধ করে, এই উভয়ের হৃদয়ই উহা জানিতে পারে ॥ ৩৬

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী ! প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ত' শত্রুতা শান্ত হইয়া যায় এবং অপরাধকারীর তাহার ফল ভোগ করিতেও হয় না। অতএব অপরাধকারী ও অপরাধ সহকারী এই উভয়ের মধ্যে পুনরায় সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইতে পারে ॥ ৩৭

পূজনী বলিল,—রাজন্ ! এইভাবে কখনও শত্রুতার অবসান হয় না। 'শত্রু আমাকে সান্ত্বনাদান করিতেছে' এরূপ বুঝিয়া তাহার উপর কখনও বিশ্বাস করা উচিত নহে। এরূপ অবস্থায় বিশ্বাস করিলে পর জগতে নিজের বিনাশসাধন হইতে পারে, সেইজন্য সেখানে দর্শন না দেওয়াই কল্যাণকর হয় ॥ ৩৮

যাহারা বলপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের দ্বারাও কখনও বশীভূত হয় না, হস্তিনীর সহায়তায় হস্তীকে বশীভূত করার ন্যায় তাহাদিগকে মধুর বাক্যে বশীভূত করা যাইতে পারে ॥ ৩৯

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী ! প্রাণনাশকারীরাও যদি পরস্পর একত্রে বাস করে, তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর স্নেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাসও করিতে থাকে ; যেরূপ চণ্ডালের সহিত বাস করিতে থাকায় কুকুরের তাহার প্রতি স্নেহ ও বিশ্বাস উৎপন্ন হয় ॥ ৪০

যাহারা পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের সেই শত্রুতাও একত্রে বাস করিলে পর ক্ষীণ হইয়া যায় ; অতএব কমলের পত্রের উপর যেরূপ জল থাকে না, সেইরূপ সেই শত্রুতাও একত্রে থাকিতে পারে না ॥ ৪১

পূজন্যুবাচ

বৈরং পঞ্চসমুত্থানং তচ্চ বুধ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ।
স্ত্রীকৃতং বাস্তুজং বাগ্‌জং সসাপত্নং পরাধজম্ ॥ ৪২
তত্র দাতা ন হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ ।
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা বুদ্‌ধ্বা দোষবলাবলম্ ॥ ৪৩
কৃতবৈরে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যস্ত্বিহ সুহৃদ্যপি ।
ছন্নং সন্তিষ্ঠতে বৈরং গূঢ়োঽগ্নিরিব দারুষু ॥৪৪
ন বিত্তেন ন পারুষ্যৈর্ন সান্ত্বেন ন চ শ্রুতৈঃ
কোপাগ্নিঃ শাম্যতে রাজংস্তোয়াগ্নিরিব সাগরে ॥৪৫
ন হি বৈরাগ্নিরুদ্ভূতঃ কর্ম চাপ্যপরাধজম্ ।
শাম্যত্যদগ্ধ্বা নৃপতে বিনা হ্যেকতরক্ষয়াৎ ॥ ৪৬
সৎকৃতস্যার্থমানাভ্যাং তত্র পূর্বাপকারিণঃ ।
নাদেয়োঽমিত্রবিশ্বাসঃ কর্ম ত্রাসয়তেঽবলান্ ॥ ৪৭

পূজনী বলিল,—রাজন্ ! শত্রুতা পাঁচটি কারণে হইয়া থাকে ; ১। স্ত্রীর জন্য, ২। গৃহ ও বাস্তু জমির জন্য, ৩। কঠোর বাক্যের জন্য, ৪। জাতিগত দ্বেষের কারণ এবং ৫। কোন সময়ে কৃত অপরাধের জন্য ॥ ৪২

ইহাদের মধ্যেও যে ব্যক্তি দাতা অর্থাৎ পরোপকারী, তাহাকে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে রাজার বধ করা উচিত নয়। প্রথমে তাহার অপরাধের গুরুত্ব ও অগুরুত্ব বিচার করিয়া পরে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয় ॥ ৪৩

যে ব্যক্তি শত্রুতা করিয়াছে, এরূপ সুহৃদ্‌কেও এ জগতে বিশ্বাস করিবে না। যেরূপ কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গূঢ়ভাবে থাকে, সেইরূপ তাহার হৃদয়ে শত্রুতাও গুপ্তভাবে থাকে ॥ ৪৪

রাজন্ ! যেরূপ বড়বানল সমুদ্রে কোনরূপেই শান্ত হয় না, সেইরূপ ক্রোধাগ্নিও কোনরূপেই না ধনের দ্বারা, না কঠোরতার দ্বারা, না মধুর বাক্যে এবং না শাস্ত্রজ্ঞানে শান্ত হয় ॥ ৪৫

নৃপতে ! প্রজ্বলিত শত্রুতারূপ অগ্নি একপক্ষকে দগ্ধ না করিয়া শান্ত হয় না এবং অপরাধজনিত কর্ম্মও এক পক্ষকে ধ্বংস না করিয়া ক্ষান্ত হয় না ॥ ৪৬

যে ব্যক্তি পূর্ব্বে অপকার করিয়াছে, তাহাকে যদি অপকৃত ব্যক্তি ধন ও মান দ্বারা সৎকার করিয়াও থাকে, তবে তাহার সেই শত্রুকে বিশ্বাস করা উচিত নহে ; কারণ, নিজের কৃত পাপ কর্ম্ম দুর্ব্বলগণকে ভীত করিয়া থাকে ॥ ৪৭

নৈবাপকারে কস্মিংশ্চিদহং ত্বয়ি তথা ভবান্ ।
উষিতাস্মি গৃহেঽহং তে নেদানীং বিশ্বসাম্যহম্ ॥ ৪৮

ব্রহ্মদত্ত উবাচ ।

কালেন ক্রিয়তে কার্য্যং তথৈব বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ।
কালেনৈতে প্রবর্ত্তন্তে কঃ কস্যেহাপরাধ্যতি ॥ ৪৯
তুল্যং চোভে প্রবর্ত্তেতে মরণং জন্ম চৈব হ ।
কার্য্যতে চৈব কালেন তন্নিমিত্তং ন জীবতি ॥৫০
বধ্যন্তে যুগপৎ কেচিদেকৈকস্য ন চাপরে ।
কালো দহতি ভূতানি সম্প্রাপ্যাগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥ ৫১
নাহং প্রমাণং নৈব ত্বমন্যোন্যং কারণং শুভে ।
কালো নিত্যমুপাদত্তে সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ৫২
এবং বসেহ সস্নেহা যথাকামমহিংসিতা ।
যৎ কৃতং তৎ তু মে ক্ষান্তং ত্বঞ্চ বৈ ক্ষম পূজনি ॥ ৫৩

পূজন্যুবাচ ।

যদি কালঃ প্রমাণং তে ন বৈরং কস্যচিদ্ ভবেৎ ।

এখন পর্য্যন্ত আমি আপনার কোন অপকার করি নাই এবং আপনিও আমার কোন ক্ষতি করেন নাই, সেই কারণে আমি আপনার অন্তঃপুরে বাস করিতেছিলাম, কিন্তু এখন আমি আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না ॥ ৪৮

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী ! কালই সমস্ত কার্য্য করেন এবং কালেরই প্রভাবে নানাবিধ ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে কে কাহার অপরাধ করিয়া থাকে ? ৪৯

জন্ম ও মৃত্যু—এই দুইটি ক্রিয়াই সমানরূপে চলিতে থাকে এবং কালই এই কার্য্য পরিচালনা করেন। এইজন্য কোন প্রাণী চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ৫০

কিছু প্রাণী একসঙ্গে নিহত হয়, কিছু প্রাণী একটি একটি করিয়া বিনষ্ট হয় এবং কিছু প্রাণী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিহত হয় না। যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠকে পাইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ কালই সমস্ত প্রাণীকে দগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৫১

শুভে ! পরস্পরের প্রতি কৃত অপরাধের জন্য তুমিও যথার্থ কারণ নও এবং আমিও বাস্তবিক হেতু নহি। কালই সদা সমস্ত দেহধারীদিগের সুখ-দুঃখকে গ্রহণ ও উৎপন্ন করেন ॥ ৫২

পূজনী ! আমি তোমার কোনরূপ হিংসা করিব না। তুমি এ স্থানে নিজের ইচ্ছানুসারে স্নেহসহকারে বাস কর। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ, আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা তুমি ক্ষমা কর ॥ ৫৩

কস্মাৎ ত্বপচিতিং যান্তি বান্ধবা বান্ধবৈর্হতৈঃ ॥ ৫৪
কস্মাদ্ দেবাসুরাঃ পূর্ব্বমন্যোন্যমভিজঘ্নিরে ।
যদি কালেন নির্য্যাণং সুখং দুঃখং ভবাভবৌ ॥৫৫
ভিষজো ভৈষজং কর্ত্তুং কস্মাদিচ্ছন্তি রোগিণঃ ।
যদি কালেন পচ্যন্তে ভেষজৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥৫৬
প্রলাপঃ সুমহান্ কস্মাৎ ক্রিয়তে শোকমূর্চ্ছিতৈঃ ।
যদি কালঃ প্রমাণং তে কস্মাদ্ ধর্ম্মোঽস্তি কর্তৃষু ॥ ৫৭
তব পুত্রো মমাপত্যং হতবান্ স হতো ময়া ।
অনন্তরং ত্বয়াহঞ্চ হন্তব্যা হি নরাধিপ ॥ ৫৮
অহং হি পুত্রশোকেন কৃতপাপা তবাত্মজে ।
যথা ত্বয়া প্রহর্ত্তব্যং তথা তত্ত্বঞ্চ মে শৃণু ॥ ৫৯
ভক্ষ্যার্থং ক্রীড়নার্থঞ্চ নরা বাঞ্ছন্তি পক্ষিণঃ ।
তৃতীয়ো নাস্তি সংযোগো বধবন্ধাদৃতে ক্ষমঃ ॥৬০

পূজনী বলিল,—রাজন্ ! যদি আপনি কালকেই সকল ক্রিয়ার কারণ বলিয়া মনে করেন, তবে ত' কাহারও অন্য কাহার সহিত শত্রুতা না হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবগণ নিহত হইলে পর তাহার সুহৃদ্বর্গ কেন উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে ?৫৪

যদি কালেরই দ্বারা মৃত্যু, সুখ-দুঃখ ও উন্নতি অবনতি প্রভৃতি সম্পাদিত হয়, তবে পুরাকালে দেবতা ও অসুরগণ কেন পরস্পর যুদ্ধ করত পরস্পরকে বধ করিয়াছিলেন ? ৫৫

যদি কালই সকলকে পক্ক করেন, তবে বৈদ্যগণ কেন রোগীদিগের জন্য ঔষধ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে ? এবং ঔষধেরই বা প্রয়োজন কি ? ৫৬

যদি আপনি কালকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তবে শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণীরা কেন অতিশয় প্রলাপ ও হাহাকার করে ? আবার যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের জন্য বিধি-নিষেধ রূপ ধর্ম্মপালনের নিয়ম কেন করা হইয়াছে ? ৫৭

হে নরাধিপ ! আপনার পুত্র আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে এবং আমিও তাহার নেত্রদ্বয় নষ্ট করিয়া দিয়াছি। ইহার পর এখন আপনি আমাকে বধ করিবেন ॥ ৫৮

যেরূপ আমি পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া আপনার পুত্রের উপর পাপপূর্ণ আচরণ করিয়াছি, সেইরূপ আপনিও আমাকে প্রহার করিতে পারেন। এ বিষয়ে যাহা প্রকৃত ঘটনা, তাহা আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ৫৯

মনুষ্যগণ ভক্ষণের জন্য এবং খেলা করিবার জন্যই পক্ষীদিগকে

বধ-বন্ধভয়াদেতে মোক্ষতন্ত্রমুপাশ্রিতাঃ।
জনীমরণজং দুঃখং প্রাহুর্বেদবিদো জনাঃ॥ ৬১
সর্বস্য দয়িতাঃ প্রাণাঃ সর্বস্য দয়িতাঃ সুতাঃ।
দুঃখাদুদ্বিজতে সর্বঃ সর্বস্য সুখমীপ্সিতম্॥ ৬২
দুঃখং জরা ব্রহ্মদত্ত দুঃখমর্থবিপর্য্যয়ঃ।
দুঃখং চানিষ্টসংবাসো দুঃখমিষ্টবিয়োজনম্॥৬৩
বধবন্ধকৃতং দুঃখং স্ত্রীকৃতং সহজং তথা।
দুঃখং সুতেন সততং জনান্ বিপরিবর্ত্ততে॥ ৬৪
ন দুঃখং পরদুঃখে বৈ কেচিদাহুরবুদ্ধয়ঃ।
যো দুঃখং নাভিজানাতি স জল্পতি মহাজনে॥ ৬৫
যস্তু শোচতি দুঃখার্ত্তঃ স কথং বক্তুমুৎসহেৎ।
রসজ্ঞঃ সর্বদুঃখস্য যথাঽঽত্মনি তথা পরে॥ ৬৬
যৎ কৃতং তে ময়া রাজংস্ত্বয়া চ মম যৎ কৃতম্।
ন তদ্ বর্ষশতৈঃ শক্যং ব্যপোহিতুমরিন্দম॥ ৬৭
আবয়োঃ কৃতমন্যোন্যং পুনঃ সন্ধির্ন বিদ্যতে।
স্মৃত্বা স্মৃত্বা হি তে পুত্রং নবং বৈরং ভবিষ্যতি॥৬৮
বৈরমন্তিকমাসাদ্য যঃ প্রীতিং কর্ত্তুমিচ্ছতি।
মৃন্ময়স্যেব ভগ্নস্য যথা সন্ধির্ন বিদ্যতে॥ ৬৯
নিশ্চয়ঃ স্বার্থশাস্ত্রেষু বিশ্বাসশ্চাসুখোদয়ঃ।
উশনা চৈব গাথে দ্বে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা॥ ৭০
যে বৈরিণঃ শ্রদ্দধতে সত্যে সত্যেতরেঽপি বা।
বধ্যন্তে শ্রদ্দধানাস্তু মধু শুষ্কতৃণৈর্যথা॥ ৭১
ন হি বৈরাণি শাম্যন্তি কুলে দুঃখগতানি চ।
আখ্যাতারশ্চ বিদ্যন্তে কুলে বৈ ম্রিয়তে পুমান্॥ ৭২
উপগৃহ্য তু বৈরাণি সান্ত্বয়ন্তি নরাধিপ।
অথৈনং প্রতিপিংষন্তি পূর্ণং ঘটমিবাশ্মনি॥৭৩

কামনা করে। বধ করা বা বন্ধন করা ব্যতীত তৃতীয় অন্য কোন সম্পর্ক পক্ষিগণের সহিত তাহাদের নাই॥ ৬০

এই বধ ও বন্ধনের ভয়েই সকল মুমুক্ষু মোক্ষশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, কারণ, বেদজ্ঞ পুরুষগণ বলেন যে, জন্ম ও মরণের দুঃখ অসহ্য॥ ৬১

নিজ নিজ প্রাণ সকলেরই প্রিয়, নিজ নিজ পুত্রগণ সকলেরই প্রিয়, সকল প্রাণীই দুঃখে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে এবং সুখলাভ করা সকলেরই অভীষ্ট॥ ৬২

মহারাজ ব্রহ্মদত্ত! দুঃখের অনেক রূপ আছে। বার্দ্ধক্য একরকম দুঃখ, ধননাশ এক প্রকার দুঃখ, অপ্রিয় ব্যক্তিগণের সহিত বাস করা অন্য একপ্রকার দুঃখ এবং প্রিয়জনগণের বিয়োগ আর একপ্রকার দুঃখ॥ ৬৩

বধ এবং বন্ধনে সকলেরই দুঃখ হয়। স্ত্রীর জন্য এবং স্বাভাবিক কারণেও দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। পুত্র যদি নষ্ট হয় বা দুষ্ট হইয়া পলায়ন করে কিংবা উদ্ধত ও অবাধ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেও মনুষ্যগণের দুঃখ লাভ হয়॥ ৬৪

বুদ্ধিহীন বহু মূর্খ মানুষ বলে যে, পরের দুঃখে কাহারও দুঃখ লাভ হয় না; কিন্তু এরূপ কথা সেই মহাপুরুষের নিকট বলা যায়, যিনি কোন দুঃখ অনুভব করেন নাই॥ ৬৫

যিনি দুঃখে পীড়িত হইয়া শোক করেন এবং যিনি পরের ও নিজের সকল দুঃখের রস জানেন, তিনি এরূপ কথা কিভাবে বলিতে পারেন? ৬৬

শত্রুদমন রাজন্! আপনি যে আমার অপকার করিয়াছেন এবং আমি যে তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি, ইহা শতবর্ষেও বিস্মৃত হইবার নহে॥ ৬৭

এইভাবে পরস্পর অপকার করায় এখন আমরা উভয়ে পরস্পর মিলিত হইতে পারিব না। পুত্রকে স্মরণ করিয়া আপনার শত্রুতা নূতন করিয়া উত্থিত হইতে থাকিবে॥৬৮

এইভাবে মরণান্ত শত্রুতা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রীতিভাব স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়, তাহার সেই প্রীতিভাব স্থাপন করা সেইভাবে অসম্ভব হইয়া উঠে, যেরূপ মৃত্তিকার পাত্র একবার ভাঙ্গিয়া যাইলে পুনরায় সংযোগ হওয়া অসম্ভব হইয়া থাকে॥৬৯

বিশ্বাস দুঃখদান করে—ইহাই নীতিশাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্ত। প্রাচীনকালে শুক্রাচার্য্যও প্রহ্লাদকে এ বিষয়ে দুইটি গাথা বলিয়াছিলেন॥ ৭০

যেরূপ শুষ্ক তৃণসমূহে আচ্ছাদিত গর্ত্তের মধ্যে স্থিত মধু গ্রহণ করিতে অভিলাষী মানুষ নিহত হয়, সেইরূপ যে সব ব্যক্তি শত্রুতামূলক মিথ্যা বা সত্য বাক্য বিশ্বাস করে, তাহারাও মৃত্যু বরণ করে॥ ৭১

যখন কোনবংশে দুঃখদায়ক শত্রুতা আরম্ভ হয়, তখন উহা আর সহজে শান্ত হয় না। সেই শত্রুতার বর্ণনাকারী বহু লোকই কুলে অবস্থান করে, অতএব যতকাল একজনও সেই বংশে জীবিত থাকিবে, ততকাল সেই শত্রুতা শান্ত হয় না॥ ৭২

হে নরাধিপ! দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ মনে শত্রুতা লইয়া বাহিরে শত্রুকে মধুর বাক্যের শত্রুকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা-দান করিতে থাকে। তারপর সুযোগ পাইলেই সে শত্রুকে

সদা ন বিশ্বসেদ্ রাজন্ পাপং কৃত্বেহ কস্যচিৎ।
অপকৃত্য পরেষাং হি বিশ্বাসাদ্ দুঃখমশ্নুতে ॥ ৭৪
ব্রহ্মদত্ত উবাচ।
নাবিশ্বাসাদ্ বিন্দতেঽর্থানীহতে চাপি কিঞ্চন।
ভয়াৎ ত্বেকতরান্নিত্যং মৃতকল্পা ভবন্তি চ ॥ ৭৫
পূজন্যুবাচ।
যস্যেহ ব্রণিনৌ পাদৌ পদ্ভ্যাঞ্চ পরিসর্পতি।
খন্যেতে তস্য তৌ পাদৌ সুগুপ্তমিহ ধাবতঃ ॥ ৭৬
নেত্রাভ্যাং সরুজাভ্যাং যঃ প্রতিবাতমুদীক্ষতে।
তস্য বায়ুরুজাত্যর্থং নেত্রয়োর্ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ৭৭
দুষ্টং পন্থানমাসাদ্য যো মোহাদুপপদ্যতে।
আত্মনো বলমজ্ঞায় বদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥ ৭৮
যস্তু বর্ষমবিজ্ঞায় ক্ষেত্রং কর্ষতি কর্ষকঃ।
হীনঃ পুরুষকারেণ শস্যং নৈবাপ্নুতে ততঃ ॥ ৭৯

সেইভাবে পেষণ করিয়া থাকে, যেরূপ কোন জলপূর্ণ কলসকে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়। ৭৩

রাজন্! সংসারে কাহারও অপরাধ করিয়া পুনরায় তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। অপরের অপকার করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিলে পর বিশ্বাসকারীকে দুঃখ ভোগই করিতে হয় ॥৭৪

ব্রহ্মদত্ত বলিলেন,—পূজনী! অবিশ্বাস করিলে পর ত' জগতে কোন মানুষই নিজের অভীষ্ট পদার্থসমূহ লাভ করিতে পারে না এবং কোন কার্য্যের জন্যও কেহ কোনরূপ চেষ্টা করিত না; যদি মনে কোন পক্ষে সর্ব্বদা ভয়ই থাকে, তবে সে ত' মৃতকল্প হইয়া যায়—তাহার জীবন নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৭৫

পূজনী বলিল,—রাজন্! যাহার দুই পদে ক্ষত (ব্রণ) হইয়াছে, অথচ সেই দুই পদের দ্বারা চলিতে থাকে, তাহাতে যতই সে পদদ্বয়কে রক্ষা করিয়া চলুক না কেন, দৌড়াইতে দৌড়াইতে পদদ্বয়ের ক্ষত পুনরায় বর্দ্ধিতই হইবে ॥ ৭৬

যে ব্যক্তি নিজের দুই রোগগ্রস্ত নেত্রের দ্বারা বায়ুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে তাহার সেই নেত্রদ্বয়ে বায়ুর জন্য অবশ্যই অধিক পীড়া হইবে। ৭৭

যে ব্যক্তি নিজের শক্তি না বুঝিয়া মোহবশতঃ দুর্গম পথ প্রাপ্ত হইয়া সেই দিকেই গমন করে, তাহার জীবন সেস্থানেই শেষ হইয়া যায়। ৭৮

যে কৃষক বর্ষার সময় বিচার না করিয়াই জমি কর্ষণ করে, তাহার সেই পুরুষার্থ ব্যর্থ হইয়া যায় এবং সেই বর্ষণে তাহার

যস্তু তিক্তং কষায়ং বা স্বাদু বা মধুরং হিতম্।
আহারং কুরুতে নিত্যং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ৮০
পথ্যং মুক্ত্বা তু যো মোহাদ্ দুষ্টমশ্নাতি ভোজনম্।
পরিণামমবিজ্ঞায় তদন্তং তস্য জীবিতম্ ॥৮১
দৈবং পুরুষকারশ্চ স্থিতাবন্যোন্যসংশ্রয়াৎ।
উদারাণাং তু সৎকর্ম দৈবং ক্লীবা উপাসতে ॥ ৮২
কর্ম চাত্মহিতং কার্য্যং তীক্ষ্ণং বা যদি বা মৃদু।
গ্রস্যতেঽকর্মশীলস্তু সদানর্থৈরকিঞ্চনঃ ॥ ৮৩
তস্মাৎ সর্বং ব্যপোহ্যার্থং কার্য্য এব পরাক্রমঃ।
সর্বস্বমপি সন্ত্যজ্য কার্য্যমাত্মহিতং নরৈঃ ॥ ৮৪
বিদ্যা শৌর্য্যঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ বলং ধৈর্য্যঞ্চ পঞ্চমম্।
মিত্রাণি সহজান্যাহুর্বর্তয়ন্তীহ তৈর্বুধাঃ ॥ ৮৫
নিবেশনঞ্চ কুপ্যঞ্চ ক্ষেত্রং ভার্য্যা সুহৃজ্জনঃ।
এতান্যুপহিতান্যাহুঃ সর্বত্র লভতে পুমান্ ॥৮৬

কোন শস্য হয় না। ৭৯

যে ব্যক্তি প্রতিদিন তিক্ত, কষায়, স্বাদিষ্ট অথবা মধুর, যেরূপই হউক, হিতকর ভোজন করে, সেই অন্ন তাহার পক্ষে অমৃততুল্য হইয়া থাকে ॥ ৮০

কিন্তু যে ব্যক্তি পরিণামের কোন বিচার না করিয়াই মোহবশতঃ পথ্য ত্যাগ করিয়া অপথ্য ভোজন করে, তাহার জীবন সেস্থানে শেষ হইয়া যায়। ৮১

দৈব ও পুরুষার্থ এই উভয়ই উভয়কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু উদারহৃদয় মহাত্মাগণ সর্ব্বদা শুভ কর্ম করেন এবং নপুংসক দৈবকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ৮২

কঠোর কিংবা কোমল, যাহাই নিজের পক্ষে হিতকর হইবে, সেই কর্ম অবশ্যই সম্পন্ন করিবে। যে ব্যক্তি কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াছে, সে নির্ধন হইয়া কেবল অনর্থসমূহে আবৃত হইয়া পড়ে ॥৮৩

অতএব কাল, দৈব ও স্বভাবাদি সমস্ত পদার্থসকলের আশা পরিত্যাগ করত পরাক্রম করাই উচিত। মনুষ্যগণের উচিত হইল—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও নিজের হিতসাধন করা। ৮৪

বিদ্যা, বীরত্ব, নৈপুণ্য, বল ও পঞ্চম ধৈর্য্য—এই পাঁচটি মানুষের স্বাভাবিক মিত্র বলিয়া কথিত হয়। জ্ঞানী মহাত্মাগণ এই পাঁচটির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করেন। ৮৫

গৃহ, তাম্রাদি ধাতু, ক্ষেত্র (জমী), স্ত্রী ও সুহৃজ্জন—এই পাঁচটিকে উপধিজ বলা হয়। এ সকলকে মানুষ সর্ব্বত্র লাভ করিতে পারে। ৮৬

সর্বত্র রমতে প্রাজ্ঞঃ সর্বত্র চ বিরাজতে।
ন বিভীষয়তে কশ্চিদ্ ভীষিতো ন বিভেতি চ ॥ ৮৭
নিত্যং বুদ্ধিমতোঽপ্যর্থঃ স্বল্পকোঽপি বিবর্ধতে।
দাক্ষ্যেণ কুর্বতঃ কর্ম সংযমাৎ প্রতিতিষ্ঠিতি ॥ ৮৮
গৃহস্নেহাববদ্ধানাং নরাণামল্পমেধসাম্।
কুস্ত্রী খাদতি মাংসানি মাঘমাং সেগবা ইব ॥ ৮৯
গৃহং ক্ষেত্রাণি মিত্রাণি স্বদেশ ইতি চাপরে।
ইত্যেবমবসীদন্তি নরা বুদ্ধিবিপর্য্যয়ে ॥ ৯০
উৎপতেৎ সহজাদ্ দেশাদ্ ব্যাধিদুর্ভিক্ষপীড়িতাৎ।
অন্যত্র বস্তুং গচ্ছেদ্ বা বসেদ্ বা নিত্যমানিতঃ ॥ ৯১
তস্মাদন্যত্র যাস্যামি বস্তুং নাহমিহোৎসহে।
কৃতমেতদনার্য্যং মে তব পুত্রে চ পার্থিব ॥ ৯২
কুভার্য্যাঞ্চ কুপুত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুসম্বন্ধং কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৯৩
কুপুত্রে নাস্তি বিশ্বাসঃ কুভার্য্যায়াং কুতো রতিঃ।
কুরাজ্যে নির্বৃতির্নাস্তি কুদেশে নাস্তি জীবিকা ॥ ৯৪
কুমিত্রে সঙ্গতির্নাস্তি নিত্যমস্থিরসৌহৃদে।
অমবানঃ কুসম্বন্ধে ভবত্যর্থবিপর্য্যয়ে ॥ ৯৫
সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যত্র নির্বৃতিঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে ॥ ৯৬
যত্র নাস্তি বলাৎকারঃ স রাজা তীব্রশাসনঃ।
ভীরেব নাস্তি সম্বন্ধো দরিদ্রং যো বুভূষতে ॥ ৯৭
ভার্য্যা দেশোঽথ মিত্রাণি পুত্রসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
এতে সর্বে গুণবতি ধর্মনেত্রে মহীপতৌ ॥ ৯৮
অধর্মজ্ঞস্য বিলয়ং প্রজা গচ্ছন্তি নিগ্রহাৎ।
রাজা মূলং ত্রিবর্গস্য স্বপ্রমত্তোঽনুপালয়েৎ ॥ ৯৯

বিদ্বান্ পুরুষ সর্বত্র আনন্দে অবস্থান করে এবং সর্বত্র তিনি শোভা প্রাপ্ত হন। কেহ তাঁহাকে ভয় দেখাইতে পারে না এবং ভয় দেখাইলেও তিনি কোথাও ভীত হন না ॥ ৮৭

বুদ্ধিমানের নিকট যদি অল্প ধনও থাকে, তবে উহা সর্ব্বদা বর্দ্ধিতই হয়। তিনি নিজের দক্ষতাসহকারে কার্য্য করিতে করিতে সংযমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৮৮

যেরূপ কাঁকড়ী-মাতাকে তাহার সন্তানেরা নষ্ট করিয়া দেয়, সেইরূপ গৃহের আসক্তিতে আবদ্ধ মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণের মাংস কুটিল স্ত্রী ভক্ষণ করে অর্থাৎ তাহাকে নানাভাবে যাতনা দিতে থাকে ॥ ৮৯

বুদ্ধি বিপরীত হইলে পর অপরাপর বহু মানুষ গৃহ, ক্ষেত্র, মিত্র ও নিজের দেশাদির চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে ॥ ৯০

নিজের জন্মস্থানও যদি রোগ ও দুর্ভিক্ষাদির দ্বারা পীড়িত হয়, তবে আত্মরক্ষার জন্য সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া উচিত। যদি সেস্থানে বাস করিতেই হয়, তবে সদা সম্মানের সহিত অবস্থান করিবে ॥ ৯১

ভূপাল! আমি তোমার পুত্রের সহিত দুষ্টতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছি, সেইজন্য আমি এ-স্থানে থাকিতে সাহস পাইতেছি না। আমি অন্যত্র চলিয়া যাইব ॥ ৯২

দুষ্টা ভার্য্যা, দুষ্ট পুত্র, কুটিল রাজা, দুষ্ট মিত্র, দূষিত সম্বন্ধ এবং দুষ্ট দেশ—এ সকলকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ৯৩

কুপুত্রকে বিশ্বাস নাই। দুষ্টা ভার্য্যার উপর কিভাবে প্রীতি থাকিবে? কুটিল রাজার রাজ্যে কখনও শান্তি থাকে না এবং দুষ্ট দেশে (সজ্জনগণের) জীবননির্ব্বাহ হইতে পারে না ॥ ৯৪

কুমিত্রের স্নেহ কখনও স্থির থাকে না, সেই কারণ তাহার সহিত সব সময় সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে—ইহা অসম্ভব এবং যেখানে দূষিত সম্বন্ধ থাকে, সেখানে স্বার্থের কোন হানি হইলেই অপমানিত হইতে হয় ॥ ৯৫

সেই ভার্য্যাই ভার্য্যা, যিনি প্রিয়ভাষিণী হন; সেই পুত্রই পুত্র,যাহার দ্বারা সুখলাভ হইয়া থাকে। সেই মিত্রও প্রকৃত মিত্র, যাহার সহিত বিশ্বাস অবিচল থাকে এবং সেই দেশই দেশ, যেখানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ॥ ৯৬

উগ্র শাসনকারী সেই রাজাই রাজা, যাঁহার রাজ্যে কোনরূপ বলাৎকার হয় না, কোনরূপ ভয় থাকে না, যিনি দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক এবং প্রজাদের সহিত যাঁহার পাল্য-পালক সম্বন্ধ সর্ব্বদা স্থির থাকে ॥ ৯৭

যে দেশের রাজা গুণবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হন, সে দেশের স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্বন্ধী ও দেশ এই সবই উত্তম গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯৮

যে রাজা ধর্ম্ম জানেন না, তাঁহার অত্যাচারে প্রজাদের নাশ হইয়া থাকে; কারণ, রাজাই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মূল। অতএব তিনি পূর্ণ সাবধানে থাকিয়া নিরন্তর নিজের প্রজাদিগকে পালন করিবেন ॥ ৯৯

বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ।
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগ্ যঃ স পার্থিবতস্করঃ॥ ১০০
দত্ত্বাভয়ং যঃ স্বয়মেব রাজা
ন তৎ প্রমাণং কুরুতেঽর্থলোভাৎ।
স সর্বলোকাদুপলভ্য পাপং
সোঽধর্মবুদ্ধির্নিরয়ং প্রয়াতি॥ ১০১
দত্ত্বাভয়ং স্বয়ং রাজা প্রমাণং কুরুতে যদি।
স সর্বসুখকৃজ্জ্ঞেয়ঃ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্॥ ১০২
মাতা পিতা গুরুর্গোপ্তা বহ্নির্বৈশ্রবণো যমঃ।
সপ্ত রাজ্ঞো গুণানেতান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥ ১০৩
পিতা হি রাজা রাষ্ট্রস্য প্রজানাং যোঽনুকম্পনঃ।
তস্মিন্ মিথ্যাবিনীতো হি তির্য্যগ্ গচ্ছতি মানবঃ॥১০৪
সম্ভাবয়তি মাতেব দীনমপ্যুপপদ্যতে।
দহত্যগ্নিরিবানিষ্টান্ যময়ন্নসতো যমঃ॥ ১০৫
ইষ্টেষু বিসৃজন্নর্থান্ কুবের ইব কামদঃ।
গুরুর্ধর্মোপদেশেন গোপ্তা চ পরিপালয়ন্॥ ১০৬
যস্তু রঞ্জয়তে রাজা পৌরজানপদান্ গুণৈঃ।
ন তস্য ভ্রমতে রাজ্যং স্বয়ং ধর্মানুপালনাৎ॥ ১০৭
স্বয়ং সমুপজানন্ হি পৌরজানপদার্চনম্।
স সুখং প্রেক্ষতে রাজা ইহলোকে পরত্র চ॥ ১০৮
নিত্যোদ্বিগ্নাঃ প্রজা যস্য করভারপ্রপীড়িতাঃ।
অনর্থৈর্বিপ্রলুপ্যন্তে স গচ্ছতি পরাভবম্॥ ১০৯
প্রজা যস্য বিবর্ধন্তে সরসীব মহোৎপলম্।
স সর্বফলভাগ্ রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥ ১১০
বলিনা বিগ্রহো রাজন্ ন কদাচিৎ প্রশস্যতে।
বলিনা বিগ্রহো যস্য কুতো রাজ্যং কুতঃ সুখম্॥১১১
ভীষ্ম উবাচ।
সৈবমুক্ত্বা শকুনিকা ব্রহ্মদত্তং নরাধিপ।
রাজানং সমনুজ্ঞাপ্য জগামাভীপ্সিতাং দিশম্॥১১২

যিনি প্রজাদের আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ কররূপে গ্রহণ করত উহা উপভোগ করেন অথচ প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করেন না, তিনি ত' রাজাদের মধ্যে 'চোর'॥ ১০০

যিনি প্রজাদিগকে অভয় দান করত ধনের লোভে স্বয়ংই তাহাদের পালন করেন না, সেই পাপমতি রাজা সম্পূর্ণ জগতের পাপ গ্রহণ করত নরকে গমন করেন॥ ১০১

যিনি প্রজাদিগকে অভয় দান করত ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পালন করিতে করিতে স্বয়ংই নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্যে প্রমাণিত করিয়া থাকেন, সেই রাজাকে সকলের সুখদাতা বলিয়া জানিবে॥ ১০২

প্রজাপতি মনু রাজার সাতটি গুণের কথা বলিয়াছেন এবং তদনুসারেই তিনি তাঁহাকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষক, অগ্নি, কুবের ও যমের সহিত উপমা দিয়া গিয়াছেন॥ ১০৩

যে রাজা প্রজাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃপা করেন, তিনি নিজ রাজ্যের পিতৃতুল্য হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রতি যে মানুষ মিথ্যা-ভাব প্রদর্শন করে, সেই মনুষ্য পর জন্মে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে॥ ১০৪

রাজা দীন-দুঃখী প্রজাদিগকেও রাজ্যে বাস করান এবং তাহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করেন, এই কারণে তিনি মাতৃতুল্য। তিনি নিজের ও প্রজাদের অপ্রিয়গণকে সর্ব্বদা তাপ দান করেন বলিয়া অগ্নি-সদৃশ এবং দুষ্টদিগকে রাজা দমন করত সংযমে রাখেন বলিয়া 'যম'-সদৃশ কথিত হন্॥ ১০৫

রাজা প্রিয়জনদিগকে অর্থসকল দান করেন এবং তাহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন বলিয়া 'কুবের'-তুল্য রূপে অভিহিত হন্। তিনি ধর্ম্মের উপদেশ করেন বলিয়া 'গুরু' এবং সকলকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া 'রক্ষক' নামে কথিত হন॥ ১০৬

যে রাজা নিজের গুণসমূহের দ্বারা নগর ও জনপদের সমস্ত মানুষকে প্রীত রাখেন, তাঁহার রাজ্য কখনও উপদ্রুত হয় না, কারণ, তিনি স্বয়ং নিরন্তর ধর্ম্ম পালন করেন॥ ১০৭

যিনি স্বয়ং নগর এবং গ্রামের লোকসকলকে সম্মান করিতে জানেন, সেই রাজা ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্র সুখই দর্শন করেন॥ ১০৮

যে রাজার প্রজারা সর্ব্বদা করের ভারে পীড়িত হইয়া নিত্য উদ্বিগ্ন থাকে এবং নানাপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইতে থাকে, সেই রাজা পরাভব প্রাপ্ত হন॥ ১০৯

ইহার বিপরীত যাহার প্রজারা সরোবরে পদ্মের ন্যায় বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি সর্ব্বপ্রকারের পুণ্যফলভাগী হন এবং স্বর্গলোকেও সম্মানিত হন॥ ১১০

রাজন্! বলবানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করা কখনও উচিত বলিয়া কথিত হয় না। যাহার বলবানের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়, তাহার রাজ্যই কোথায় এবং সুখই বা কোথায়? ১১১

ভীষ্ম বলিলেন,—নরাধিপ! রাজা ব্রহ্মদত্তকে এই কথা

এতৎ তে ব্রহ্মদত্তস্য পূজন্যা সহভাষিতম্ ।
ময়োক্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৩

বলিয়া সেই পূজনী পক্ষী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত অভীষ্ট দিকে গমন করিল ॥ ১১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি আপদ্ধর্মপর্ববণি ব্রহ্মদত্ত-পূজন্যোঃ সংবাদ একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯

নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজা ব্রহ্মদত্তের পূজনী পক্ষীর সহিত যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, উহা আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি তুমি শুনিতে বাসনা কর ? ১১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত ও পূজনীর সংবাদবিষয়ক একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

ভারদ্বাজ-কণিকেন সৌরাষ্ট্রদেশাধিপতি-শত্রুঞ্জয়ায় কূটনীতেরুপদেশদানম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
যুগক্ষয়াৎ পরিক্ষীণে ধর্মে লোকে চ ভারত
দস্যুভিঃ পীড্যমানে চ কথং স্থেয়ং পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ ।
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি নীতিমাপৎসু ভারত ।
উৎসৃজ্যাপি ঘৃণাং কালে যথা বর্তেত ভূমিপঃ ॥২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ভারদ্বাজস্য সংবাদং রাজ্ঞঃ শত্রুঞ্জয়স্য চ ॥ ৩
রাজা শত্রুঞ্জয়ো নাম সৌবীরেষু মহারথঃ ।
ভারদ্বাজমুপাগম্য পপ্রচ্ছার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪
অলব্ধস্য কথং লিপ্সা লব্ধং কেন বিবর্ধতে ।
বর্ধিতং পাল্যতে কেন পালিতং প্রণয়েৎ কথম্ ॥ ৫
তস্মৈ বিনিশ্চিতার্থায় পরিপৃষ্টোঽর্থনিশ্চয়ম্ ।
উবাচ ব্রাহ্মণো বাক্যমিদং হেতুমদুত্তমম্ ॥ ৬
নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ ।
অচ্ছিদ্রশ্ছিদ্রদর্শী চ পরেষাং বিবরানুগঃ ॥ ৭
নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য ভৃশমুদ্বিজতে নরঃ ।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ ॥ ৮

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভারদ্বাজ কণিক কর্তৃক সৌরাষ্ট্র দেশের রাজা শত্রুঞ্জয়কে কূটনীতির উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভারত ! পিতামহ ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগ প্রায় শেষ হইতে চলিল, সেইজন্য জগতে ধর্মের ক্ষয় হইতেছে। দস্যুগণ ধর্মে আরও বাধা দান করিতেছে, এরূপ অবস্থায় কি ভাবে অবস্থান করা উচিত ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির ! আমি এখন আপৎকালের সেই নীতি বলিতেছি, যখন ভূপতি দয়া-ভাব পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ আচরণ করিয়া যাইবেন॥ ২

এবিষয়ে ভরদ্বাজবংশজাত কণিক এবং রাজা শত্রুঞ্জয়ের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগণ দিয়া থাকেন ॥ ৩

সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ এক মহারথী বীর রাজা ছিলেন। তিনি ভারদ্বাজ কণিকের নিকট গমন করত নিজের কর্তব্য নিশ্চয় করিবার জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪

অপ্রাপ্ত বস্তুর কি ভাবে প্রাপ্তি হয় ? প্রাপ্ত দ্রব্য কিরূপে বর্দ্ধিত হয় ? বর্দ্ধিত দ্রব্যের রক্ষা কি ভাবে করিতে হয় এবং সেই সুরক্ষিত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হয় ? ॥ ৫

রাজা শত্রুঞ্জয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি যখন কর্ত্তব্য নিশ্চয়ের জন্য প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ কণিক এই যুক্তিযুক্ত উত্তম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬

রাজা সর্ব্বথা দণ্ডদান করিবার জন্য উদ্যত থাকিবেন এবং সর্ব্বদাই পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া যাইবেন। রাজা নিজের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্ব্বলতা রাখিবেন না, অথচ শত্রুপক্ষের ছিদ্র সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন এবং যদি শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতার সুযোগ পান, তবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিবেন ॥৭

যে রাজা সর্ব্বদা দণ্ডদান করিবার জন্য উদ্যত থাকেন, তাঁহাকে প্রজারা অতিশয় ভয় করে ; সেই হেতু সমস্ত দিগকে দণ্ডেরই দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিবেন ॥ ৮

বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য বলিং সমুপযোজয়েৎ।
ন রক্ষতি প্রজাঃ সম্যগ্ যঃ স পার্থিবতস্করঃ ॥ ১০০
দত্ত্বাভয়ং যঃ স্বয়মেব রাজা
ন তৎ প্রমাণং কুরুতেঽর্থলোভাৎ।
স সর্বলোকাদুপলভ্য পাপং
সোঽধর্মবুদ্ধির্নিরয়ং প্রয়াতি ॥ ১০১
দত্ত্বাভয়ং স্বয়ং রাজা প্রমাণং কুরুতে যদি।
স সর্বসুখকৃজ্‌জ্ঞেয়ঃ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ১০২
মাতা পিতা গুরুর্গোপ্তা বহ্নির্বৈশ্রবণো যমঃ।
সপ্ত রাজ্ঞো গুণানেতান্ মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ১০৩
পিতা হি রাজা রাষ্ট্রস্য প্রজানাং যোঽনুকম্পনঃ।
তস্মিন্ মিথ্যাবিনীতো হি তির্য্যগ্ গচ্ছতি মানবঃ ॥১০৪
সম্ভাবয়তি মাতেব দীনমপ্যুপপদ্যতে।
দহত্যগ্নিরিবানিষ্টান্ যময়ন্নসতো যমঃ ॥ ১০৫
ইষ্টেষু বিসৃজন্নর্থান্ কুবের ইব কামদঃ।
গুরুর্ধর্মোপদেশেন গোপ্তা চ পরিপালয়ন্ ॥ ১০৬
যস্তু রঞ্জয়তে রাজা পৌরজানপদান্ গুণৈঃ।
ন তস্য ভ্রমতে রাজ্যং স্বয়ং ধর্মানুপালনাৎ ॥ ১০৭
স্বয়ং সমুপজানন্ হি পৌরজানপদার্চনম্।
স সুখং প্রেক্ষতে রাজা ইহলোকে পরত্র চ ॥ ১০৮
নিত্যোদ্বিগ্নাঃ প্রজা যস্য করভারপ্রপীড়িতাঃ।
অনর্থৈর্বিপ্রলুপ্যন্তে স গচ্ছতি পরাভবম্ ॥ ১০৯
প্রজা যস্য বিবর্দ্ধন্তে সরসীব মহোৎপলম্।
স সর্বফলভাগ্ রাজা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১১০
বলিনা বিগ্রহো রাজন্ ন কদাচিৎ প্রশস্যতে।
বলিনা বিগ্রহো যস্য কুতো রাজ্যং কুতঃ সুখম্ ॥১১১
ভীষ্ম উবাচ।
সৈবমুক্ত্বা শকুনিকা ব্রহ্মদত্তং নরাধিপ।
রাজানং সমনুজ্ঞাপ্য জগামাভীপ্সিতাং দিশম্ ॥১১২

যিনি প্রজাদের আয়ের ছয় ভাগের এক ভাগ কররূপে গ্রহণ করত উহা উপভোগ করেন অথচ প্রজাদিগকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করেন না, তিনি ত' রাজাদের মধ্যে 'চোর' ॥ ১০০

যিনি প্রজাদিগকে অভয় দান করত ধনের লোভে স্বয়ংই তাহাদের পালন করেন না, সেই পাপমতি রাজা সম্পূর্ণ জগতের পাপ গ্রহণ করত নরকে গমন করেন ॥ ১০১

যিনি প্রজাদিগকে অভয় দান করত ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পালন করিতে করিতে স্বয়ংই নিজের প্রতিজ্ঞাকে সত্যে প্রমাণিত করিয়া থাকেন, সেই রাজাকে সকলের সুখদাতা বলিয়া জানিবে ॥ ১০২

প্রজাপতি মনু রাজার সাতটি গুণের কথা বলিয়াছেন এবং তদনুসারেই তিনি তাঁহাকে মাতা, পিতা, গুরু, রক্ষক, অগ্নি, কুবের ও যমের সহিত উপমা দিয়া গিয়াছেন ॥ ১০৩

যে রাজা প্রজাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃপা করেন, তিনি নিজ রাজ্যের পিতৃতুল্য হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রতি যে মানুষ মিথ্যা-ভাব প্রদর্শন করে, সেই মনুষ্য পর জন্মে পশু-পক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১০৪

রাজা দীন-দুঃখী প্রজাদিগকেও রাজ্যে বাস করান এবং তাহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করেন, এই কারণে তিনি মাতৃতুল্য। তিনি নিজের ও প্রজাদের অপ্রিয়গণকে সর্ব্বদা তাপ দান করেন বলিয়া অগ্নি-সদৃশ এবং দুষ্টদিগকে রাজা দমন করত সংযমে রাখেন বলিয়া 'যম'-সদৃশ কথিত হন্ ॥ ১০৫

রাজা প্রিয়জনদিগকে অর্থসকল দান করেন এবং তাহাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ করেন বলিয়া 'কুবের'-তুল্য রূপে অভিহিত হন্। তিনি ধর্ম্মের উপদেশ করেন বলিয়া 'গুরু' এবং সকলকে সংরক্ষণ করেন বলিয়া 'রক্ষক' নামে কথিত হন ॥ ১০৬

যে রাজা নিজের গুণসমূহের দ্বারা নগর ও জনপদের সমস্ত মানুষকে প্রীত রাখেন, তাঁহার রাজ্য কখনও উপদ্রুত হয় না, কারণ, তিনি স্বয়ং নিরন্তর ধর্ম্ম পালন করেন ॥ ১০৭

যিনি স্বয়ং নগর এবং গ্রামের লোকসকলকে সম্মান করিতে জানেন, সেই রাজা ইহলোক ও পরলোক সর্ব্বত্র সুখই দর্শন করেন ॥ ১০৮

যে রাজার প্রজারা সর্ব্বদা করের ভারে পীড়িত হইয়া নিত্য উদ্বিগ্ন থাকে এবং নানাপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইতে থাকে, সেই রাজা পরাভব প্রাপ্ত হন ॥ ১০৯

ইহার বিপরীত যাঁহার প্রজারা সরোবরে পদ্মের ন্যায় বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তিনি সর্ব্বপ্রকারের পুণ্যফলভাগী হন এবং স্বর্গলোকেও সম্মানিত হন ॥ ১১০

রাজন্! বলবানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করা কখনও উচিত বলিয়া কথিত হয় না। যাহার বলবানের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়, তাহার রাজ্যই কোথায় এবং সুখই বা কোথায়? ১১১

ভীষ্ম বলিলেন,—নরাধিপ! রাজা ব্রহ্মদত্তকে এই কথা

এতৎ তে ব্রহ্মদত্তস্য পূজন্যা সহভাষিতম্ ।
ময়োক্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি ব্রহ্মদত্ত-পূজন্যোঃ সংবাদ একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৯

বলিয়া সেই পূজনী পক্ষী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত অভীষ্ট দিকে গমন করিল ॥ ১১২

নৃপশ্রেষ্ঠ ! রাজা ব্রহ্মদত্তের পূজনী পক্ষীর সহিত যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, উহা আমি তোমাকে বলিলাম। এখন আর কি তুমি শুনিতে বাসনা কর ? ১১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ব্রহ্মদত্ত ও পূজনীর সংবাদবিষয়ক একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

ভারদ্বাজ-কণিকেন সৌরাষ্ট্রদেশাধিপতি-শত্রুঞ্জয়ায় কূটনীতেরুপদেশদানম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
যুগক্ষয়াৎ পরিক্ষীণে ধর্ম্মে লোকে চ ভারত
দস্যুভিঃ পীড্যমানে চ কথং স্থেয়ং পিতামহ ॥ ১
ভীষ্ম উবাচ ।
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি নীতিমাপৎসু ভারত ।
উৎসৃজ্যাপি ঘৃণাং কালে যথা বর্ত্তেত ভূমিপঃ ॥২
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ভারদ্বাজস্য সংবাদং রাজ্ঞঃ শত্রুঞ্জয়স্য চ ॥ ৩
রাজা শত্রুঞ্জয়ো নাম সৌবীরেষু মহারথঃ ।
ভারদ্বাজমুপাগম্য পপ্রচ্ছার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৪
অলব্ধস্য কথং লিপ্সা লব্ধং কেন বিবর্দ্ধতে ।
বর্দ্ধিতং পাল্যতে কেন পালিতং প্রণয়েৎ কথম্ ॥ ৫
তস্মৈ বিনিশ্চিতার্থায় পরিপৃষ্টোঽর্থনিশ্চয়ম্ ।
উবাচ ব্রাহ্মণো বাক্যমিদং হেতুমদুত্তমম্ ॥ ৬
নিত্যমুদ্যতদণ্ডঃ স্যান্নিত্যং বিবৃতপৌরুষঃ ।
অচ্ছিদ্রশ্ছিদ্রদর্শী চ পরেষাং বিবরানুগঃ ॥ ৭
নিত্যমুদ্যতদণ্ডস্য ভৃশমুদ্বিজতে নরঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি দণ্ডেনৈব প্রসাধয়েৎ ॥ ৮

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ভারদ্বাজ কণিক কর্ত্তৃক সৌরাষ্ট্র দেশের রাজা শত্রুঞ্জয়কে কূটনীতির উপদেশ দান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভারত ! পিতামহ ! সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগ প্রায় শেষ হইতে চলিল, সেইজন্য জগতে ধর্ম্মের ক্ষয় হইতেছে। দস্যুগণ ধর্ম্মে আরও বাধা দান করিতেছে, এরূপ অবস্থায় কি ভাবে অবস্থান করা উচিত ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির ! আমি এখন আপৎকালের সেই নীতি বলিতেছি, যখন ভূপতি দয়া-ভাব পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ আচরণ করিয়া যাইবেন॥ ২

এবিষয়ে ভরদ্বাজবংশজাত কণিক এবং রাজা শত্রুঞ্জয়ের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগণ দিয়া থাকেন ॥ ৩

সৌবীর দেশে শত্রুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধ এক মহারথী বীর রাজা ছিলেন। তিনি ভারদ্বাজ কণিকের নিকট গমন করত নিজের কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবার জন্য তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৪

অপ্রাপ্ত বস্তুর কি ভাবে প্রাপ্তি হয় ? প্রাপ্ত দ্রব্য কিরূপে বর্দ্ধিত হয় ? বর্দ্ধিত দ্রব্যের রক্ষা কি ভাবে করিতে হয় এবং সেই সুরক্ষিত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে করিতে হয় ? ॥ ৫

রাজা শত্রুঞ্জয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি যখন কর্ত্তব্য নিশ্চয়ের জন্য প্রশ্ন উপস্থাপিত করিলেন, তখন ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ কণিক এই যুক্তিযুক্ত উত্তম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬

রাজা সর্ব্বথা দণ্ডদান করিবার জন্য উদ্যত থাকিবেন এবং সর্ব্বদাই পুরুষার্থ প্রকাশ করিয়া যাইবেন। রাজা নিজের ছিদ্র অর্থাৎ দুর্ব্বলতা রাখিবেন না, অথচ শত্রুপক্ষের ছিদ্র সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন এবং যদি শত্রুপক্ষের দুর্ব্বলতার সুযোগ পান, তবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিবেন ॥৭

যে রাজা সর্ব্বদা দণ্ডদান করিবার জন্য উদ্যত থাকেন, তাঁহাকে প্রজারা অতিশয় ভয় করে ; সেই হেতু সমস্ত প্রাণী-দিগকে দণ্ডেরই দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখিবেন ॥ ৮

এবং দণ্ডঃ প্রশংসন্তি পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।
তস্মাচ্চতুষ্টয়ে তস্মিন্ প্রধানো দণ্ড উচ্যতে ॥ ৯
ছিন্নমূলে ত্বধিষ্ঠানে সর্বেষাং জীবনং হতম্ ।
কথং হি শাখাস্তিষ্ঠেয়ুশ্ছিন্নমূলে বনস্পতৌ ॥ ১০
মূলমেবাদিতশ্ছিন্দ্যাৎ পরপক্ষস্য পণ্ডিতঃ ।
ততঃ সহায়ান্ পক্ষঞ্চ মূলমেবানুসাধয়েৎ ॥ ১১
সুমন্ত্রিতং সুবিক্রান্তং সুযুদ্ধং সুপলায়িতম্ ।
আপদাস্পদকালে তু কুর্বীত ন বিচারয়েৎ ॥ ১২
বাঙ্মাত্রেণ বিনীতঃ স্যাদ্ধৃদয়েন যথা ক্ষুরঃ ।
শ্লক্ষ্নপূর্বাভিভাষী চ কাম-ক্রোধৌ বিবর্জয়েৎ ॥১৩
সপত্নসহিতে কার্য্যে কৃত্বা সন্ধিং ন বিশ্বসেৎ ।
অপক্রামেৎ ততঃ শীঘ্রং কৃতকার্য্যে বিচক্ষণঃ ॥ ১৪

তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এরূপ দণ্ডের প্রশংসা করেন। অতএব সাম, দানাদি চারিপ্রকার উপায় সকলের মধ্যে দণ্ডকেই প্রধান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ৯

যদি মূল আধার নষ্ট হইয়া যায়, তবে উহার আশ্রয়ে জীবন নির্ব্বাহকারী সকল জীবেরই জীবন নষ্ট হইয়া যায়। যদি বৃক্ষের মূল ছেদন করা হয়, তবে তাহার শাখাসমূহ কিভাবে থাকিবে? ১০

বিদ্বান্ পুরুষ প্রথমে শত্রুপক্ষের মূলই উচ্ছেদ করিয়া দিবেন। অতঃপর তাহার সহায়ক ও পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগকেও সেই মূলেরই পথের অনুসরণ করাইবেন ॥ ১১

সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে পর রাজা সময়োপযোগী মন্ত্রণা, উত্তম পরাক্রম এবং সেরূপ কোন সময় আসিলে পর সুন্দর গতিতে পলায়নও করিবেন। আপৎকালের সময় আবশ্যক কর্ম্মই করিতে হয়, কিন্তু কোনরূপ বিচার বিবেচনা করিবেন না ॥ ১২

রাজা কেবল বাক্যালাপেই অত্যন্ত বিনয়শীল হইবেন, হৃদয়কে ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ রাখিবেন, ঈষৎ হাস্য সহকারে মধুর বাক্য বলিবেন এবং কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৩

শত্রুর সহিত বিবাদের পর ঐকামতস্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে সন্ধি করিয়াও তাহার উপর বিশ্বাস করিবেন না। নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইলে পর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতি সত্বর সেস্থান হইতে দূরে চলিয়া যাইবেন ॥ ১৪

শত্রুকে তাহার মিত্র সাজিয়া শান্ত বাক্যে সান্ত্বনা দান করিবেন; কিন্তু যেরূপ সর্পযুক্ত গৃহ হইতে মানুষ ভীত হয়,

শত্রুঞ্চ মিত্ররূপেণ সান্ত্বেনৈবাভিসান্ত্বয়েৎ ।
নিত্যশশ্চোদ্বিজেৎ তস্মাদ্ গৃহাৎ সর্পযুতাদিব ॥ ১৫
যস্য বুদ্ধিঃ পরিভবেৎ তমতীতেন সান্ত্বয়েৎ ।
অনাগতেন দুষ্প্রজ্ঞং প্রত্যুৎপন্নেন পণ্ডিতম্ ॥ ১৬
অঞ্জলিং শপথং সান্ত্বং প্রণম্য শিরসা বদেৎ ।
অশ্রুপ্রমার্জনং চৈব কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১৭
বহেদমিত্রং স্কন্ধেন যাবৎকালস্য পর্য্যয়ঃ ।
প্রাপ্তকালং তু বিজ্ঞায় ভিন্দ্যাদ্ ঘটমিবাশ্মনি ॥ ১৮
মুহূর্তমপি রাজেন্দ্র তিন্দুকালাতবজ্জ্বলেৎ ।
ন তুষাগ্নিরিবানর্চির্ধূমায়েত চিরং নরঃ ॥ ১৯
নানার্থিকোঽর্থসম্বন্ধং কৃতঘ্নেন সমাচরেৎ ।
অর্থী তু শক্যতে ভোক্তুং কৃতকার্য্যোঽবমন্যতে ।
তস্মাৎ সর্বাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ ২০

সেইরূপ সেই শত্রু হইতেও রাজা সদা উদ্বিগ্ন থাকিবেন ॥ ১৫

যাহার বুদ্ধি সঙ্কটে পতিত হইয়া শোকাভিভূত হয়, তাহাকে অতীতকালের বৃত্তান্ত (রাজা নল ও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্ত) শুনাইয়া সান্ত্বনা দান করিবেন। যাহার বুদ্ধি দুষ্ট, তাহাকে ভবিষ্যতে লাভের আশা দেখাইয়া এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ ধনাদি দান করত শান্ত করিবেন ॥ ১৬

ঐশ্বর্য্যকামী রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি সুযোগমত শত্রুর সম্মুখে কখনও কৃতাঞ্জলি হইবেন, কখনও তাহাকে আশ্বস্ত করিবেন এবং কখনও তাহার চরণে মস্তক নত করিয়া আলাপ-আলোচনা করিবেন। কেবল ইহাই নহে, শত্রুকে ধৈর্য্যদানপূর্ব্বক তাহার অশ্রু মার্জ্জনাও করিবেন ॥ ১৬

যতক্ষণ না সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া নিজের অনুকূল হয়, ততক্ষণ যদি শত্রুকে স্কন্ধে বসাইয়া বহন করিতেও হয়, তবে তাহাই করিবে; কিন্তু যখন অনুকূল সময় আসিবে, তখন তাহাকে সেইভাবে নষ্ট করিয়া দিবে, যেরূপ কলসকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া বিদীর্ণ করা হয় ॥ ১৮

রাজেন্দ্র! মুহূর্ত্তকাল হইলেও মানুষ শত্রুর সম্মুখে তিন্দুক (গাব)-কাষ্ঠের মশালের ন্যায় প্রবল বেগে জ্বলিতে থাকিবে অর্থাৎ শত্রুর সম্মুখে ভয়ঙ্কর পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আবার দীর্ঘকাল তুষের অগ্নির ন্যায় বিনা শিখায় ধূম্র উদ্গার করিবে না অর্থাৎ মন্দ পরাক্রমের পরিচয় দিবে না ॥ ১৯

নানাবিধ প্রয়োজনাভিলাষী মানুষ কৃতঘ্নের সহিত আর্থিক

কোকিলস্য বরাহস্য মেরোঃ শূন্যস্য বেশ্মনঃ।
নটস্য ভক্তিমিত্রস্য যচ্ছ্রেয়স্তৎ সমাচরেৎ ॥ ২১
উত্থায়োত্থায় গচ্ছেত নিত্যযুক্তো রিপোর্গৃহান্।
কুশলং চাস্য পৃচ্ছেত যদ্যপ্যকুশলং ভবেৎ ॥ ২২
নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ ন ক্লীবা নাভিমানিনঃ।
ন চ লোকরবাদ্ ভীতা ন বৈ শশ্বৎ প্রতীক্ষিণঃ ॥ ২৩
নাস্যচ্ছিদ্রং রিপুর্বিদ্যাদ্ বিদ্যাচ্ছিদ্রং পরস্য তু।
গূহেৎ কূর্ম ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্ বিবরমাত্মনঃ ॥ ২৪
বৃকবচ্চিন্তয়েদর্থান্ সিংহবচ্চ পরাক্রমেৎ
বৃকবচ্চাবলুম্পেত শরবচ্চ বিনিষ্পতেৎ ॥ ২৫
পানমক্ষাস্তথা নার্য্যো মৃগয়া গীতবাদিতম্।
এতানি যুক্ত্যা সেবেত প্রসঙ্গো হ্যত্র দোষবান্ ॥ ২৬
কুর্য্যাৎ তৃণময়ং চাপং শয়ীত মৃগশায়িকাম্।
অন্ধঃ স্যাদন্ধবেলায়াং বাধির্য্যমপি সংশ্রয়েৎ ॥ ২৭
দেশ-কালৌ সমাসাদ্য বিক্রমেত বিচক্ষণঃ।
দেশকালব্যতীতো হি বিক্রমো নিষ্ফলো ভবেৎ ॥ ২৮
কালাকালৌ সম্প্রধার্য্য বলাবলমথাত্মনঃ।
পরস্য চ বলং জ্ঞাত্বা তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ ॥ ২৯
দণ্ডেনোপনতং শত্রুং যো রাজা ন নিযচ্ছতি।
স মৃত্যুমুপগৃহ্ণাতি গর্ভমশ্বতরী যথা ॥৩০
সুপুষ্পিতঃ স্যাদফলঃ ফলবান্ স্যাদ্ দুরারুহঃ।
আমঃ স্যাৎ পক্কসঙ্কাশো ন চ শীর্য্যেত কস্যচিৎ ॥৩১

সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না, কাহারও কার্য্য পূর্ণ সমাধা করিবে না, কারণ, যে ব্যক্তি প্রয়োজনসিদ্ধিকামী, তাহাকে ত' বারংবার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়; কিন্তু যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যাইবে, সে নিজের উপকারকারী ব্যক্তিকে উপেক্ষা করে, সেইজন্য অপরের কোন কার্য্যই পূর্ণরূপে সমাধা করিবে না, তাহার কিছু অবশেষ রাখিয়াই দিবে ॥ ২০

কোকিল, শূকর, সুমেরু পর্ব্বত, শূন্য গৃহ, নট এবং অনুরক্ত সুহৃদ্—ইহাদের মধ্যে যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাই রাজা কামনা করিবেন। (কোকিলের শ্রেষ্ঠ গুণ হইল কণ্ঠস্বরের মধুরতা, শূকরের আক্রমণকে প্রতিরোধ করা কঠিন, মেরুর গুণ হইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হওয়া, শূন্য-গৃহের বৈশিষ্ট্য হইল—বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া, নটের গুণ হইল—নিজের ক্রিয়া কৌশলের দ্বারা অপরকে সন্তুষ্ট করা এবং অনুরক্ত সুহৃদগণের বৈশিষ্ট্য হইল—হিতপরায়ণতা) ॥ ২১

রাজার কর্ত্তব্য হইল—প্রতিদিন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া পূর্ণ সাবধানতার সহিত শত্রুর গৃহে যাইবেন এবং তাহার অমঙ্গল হইতে থাকিলেও সদা তাহার কুশল কামনা করিবেন এবং তাহার মঙ্গল প্রশ্ন করিবেন ॥ ২২

যাহারা অলস, কাপুরুষ, অভিমানী, লোক-চর্চায় ভীত এবং সময়ের প্রতীক্ষা করত বসিয়া থাকে, এরূপ ব্যক্তিগণ নিজেদের অভীষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারে না ॥ ২৩

রাজা সেইভাবে সদা সতর্ক থাকিবেন, যাহাতে তাঁহার ছিদ্র শত্রুরা জানিতে না পারে, কিন্তু তিনি শত্রুর ছিদ্র সবসময় লক্ষ্য রাখিবেন। যেরূপ কচ্ছপ নিজের সকল অঙ্গকে সঙ্কুচিত করিয়া গোপন করে, সেইরূপ রাজা নিজের ছিদ্রকে গোপন রাখিবেন ॥২৪

রাজা বকের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিবেন। তিনি সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিবেন এবং চিতাবাঘের তুল্য সহসা আক্রমণ করত শত্রুর ধন অপহরণ করিবেন এবং বাণের ন্যায় শত্রুর উপর পতিত হইবেন ॥ ২৫

পান, পাশা, স্ত্রী, মৃগয়া ও গীত-বাদ্য-এ সমস্ত সংযম সহকারে অনাসক্ত-ভাবে সেবন করিবেন, এই সবে আসক্তি হওয়া অনিষ্ট-কারক ॥ ২৬

রাজা বাঁশের ধনু নির্ম্মাণ করিবেন, হরিণের ন্যায় শয়ন করিবেন, অন্ধ হইয়া থাকিবার যোগ্য সময়ে অন্ধের ভাব অবলম্বন করিবেন এবং সময়ানুসারে কখনও কখনও বধিরও হইবেন ॥২৭

বুদ্ধিমান্ রাজা দেশ ও কালকে নিজের অনুকূলে পাইয়া পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। দেশ-কালের অনুকূলতা না থাকিলে কৃত পরাক্রম নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ২৮

বর্ত্তমান সময় নিজের পক্ষে উপযোগী বা অনুপযোগী, নিজের পক্ষ প্রবল কিংবা দুর্ব্বল? এই সব বিষয় সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া স্থির করত এবং শত্রুর বলকে বুঝিয়া যুদ্ধ বা সন্ধিকার্য্যে নিজেকে নিয়োগ করিবে ॥ ২৯

যে রাজা দণ্ডের দ্বারা নতমস্তক শত্রুকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহাকে নষ্ট না করেন, তিনি নিজের মৃত্যুর জন্য গর্দভীর গর্ভ ধারণের ন্যায় নিজের মৃত্যুকে নিজেই আমন্ত্রিত করেন ॥ ৩০

নীতিজ্ঞ রাজা সেইরূপ বৃক্ষের ন্যায় অবস্থান করিবেন, যে বৃক্ষে বহু পুষ্প থাকে, কিন্তু ফল একটিও থাকে না। ফল থাকিলেও সেইরূপ বৃক্ষের ন্যায় হইবেন, যে বৃক্ষে আরোহণ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। রাজা যদিও কাঁচা বৃক্ষের ন্যায় রহিবেন,

আশাং কালবতীং কুর্য্যাৎ তাঞ্চ বিঘ্নেন যোজয়েৎ।
বিঘ্নং নিমিত্ততো ব্রূয়ান্নিমিত্তং চাপি হেতুতঃ ॥ ৩২
ভীতবৎ সংবিধাতব্যং যাবদ্ ভয়মনাগতম্।
আগতং তু ভয়ং দৃষ্ট্বা প্রহর্ত্তব্যমভীতবৎ ॥ ৩৩
ন সংশয়মনারুহ্য নরো ভদ্রাণি পশ্যতি।
সংশয়ং পুনরারুহ্য যদি জীবতি পশ্যতি ॥ ৩৪
অনাগতং বিজানীয়াদ্ যচ্ছেদ্ ভয়মুপস্থিতম্।
পুনর্ব্বৃদ্ধিভয়াৎ কিঞ্চিদনিবৃত্তং নিশাময়েৎ ॥ ৩৫
প্রত্যুপস্থিতকালস্য সুখস্য পরিবর্জনম্।
অনাগতসুখাশা চ নৈব বুদ্ধিমতাং নয়ঃ ॥ ৩৬
যোঽরিণা সহ সন্ধায় সুখং স্বপিতি বিশ্বসন্।
স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তো বা পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৩৭

তথাপি তিনি যেন পাকা বৃক্ষের সদৃশই সুদৃঢ় থাকেন এবং কোন কারণেই স্বয়ং জীর্ণ হইবেন না। ॥ ৩১

রাজা শত্রুর আশাকে পূর্ণ হইতে বিলম্ব করিয়া দিবেন এবং তাহাতে বিঘ্নসৃষ্টি করিবেন। কোন কোন কারণবশতঃ সেই বিঘ্নের কথা বলিয়া দিবেন এবং সেই কারণকে আবার যুক্তিসঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিবেন ॥৩২

যতক্ষণ না নিজের উপর ভয় আসে, ততক্ষণ ভীতের ন্যায় উহাকে প্রতিরোধ করিতে থাকিবেন ; কিন্তু যদি ভয়কে সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পান, তখন যেন নির্ভয় হইয়াই শত্রুর উহার প্রহার আরম্ভ করিবেন ॥ ৩৩

প্রাণসংশয়রূপ কষ্ট স্বীকার না করিলে পর মানুষ কল্যাণ দর্শন করিতে পায় না। প্রাণসংশয়রূপ কষ্ট পতিত হইয়া সে যদি পুনরায় জীবিত থাকে, তবে সে নিজের কল্যাণ দর্শন করে ॥ ৩৪

ভবিষ্যতে যে সঙ্কট আসিবে, উহাকে প্রথমে জানিবার চেষ্টা করিবে এবং যে ভয় সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, উহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধ করিবে। প্রতিরুদ্ধ ভয় পুনরায় বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে, এই ভয়ে সর্ব্বদা 'ভয় নিবৃত্ত হয় নাই' এইভাবে সাবধানে থাকিবে ॥ ৩৫

যাহার সুলভ হওয়ার সময় আসিয়াছে, এরূপ সুখকে পরিত্যাগ করিবে এবং ভবিষ্যতে লাভ হইবার যোগ্য সুখেরই আশা করিতে হয়—ইহাই বুদ্ধিমানের নীতি ॥ ৩৬

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া বিশ্বাস সহকারে সুখে নিদ্রা যায়, সেই ব্যক্তি সেই মনুষ্যের ন্যায়, যে মানুষ বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। এতাদৃশ ব্যক্তি নীচেতে পতিত হইলেই (শত্রুর দ্বারা সঙ্কটে পতিত হইলেই) সজাগ বা সচেতন হয় ॥ ৩৭

কর্ম্মণা যেন তেনৈব মৃদুনা দারুণেন চ।
উদ্ধরেদ্ দীনমাত্মানং সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ ॥৩৮
যে সপত্নাঃ সপত্নানাং সর্বাংস্তানুপসেবয়েৎ।
আত্মনশ্চাপি বোদ্ধব্যাশ্চারা বিনিহিতাঃ পরৈঃ ॥৩৯
চারঃ সুবিদিতঃ কার্য্য আত্মনোঽথ পরস্য চ।
পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রে প্রবেশয়েৎ ॥৪০
উদ্যানেষু বিহারেষু প্রপাস্বাবসথেষু চ।
পানাগারে প্রবেশেষু তীর্থেষু চ সভাসু চ ॥ ৪১
ধর্মাভিচারিণঃ পাপাশ্চৌরা লোকস্য কণ্টকাঃ।
সমাগচ্ছন্তি তান্ বুদ্ধা নিযচ্ছেচ্ছময়ীত চ ॥ ৪২
ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ।
বিশ্বাসাদ্ ভয়মভ্যেতি নাপরীক্ষ্য চ বিশ্বসেদ্ ॥ ৪৩

মানুষ কোমল বা কঠোর যে কোন উপায়ে সম্ভব হউক, নিজেকে দীনদশা হইতে উদ্ধার করিবে। ইহার পর শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ধর্ম্মাচরণ করিবে ॥ ৩৮

যাহারা শত্রুর শত্রু, তাহাদের সকলকে সেবা করিবে। নিজের উপর শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরদিগকে জানিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে ॥ ৩৯

নিজের এবং শত্রুর রাজ্যে এরূপ গুপ্তচরগণকে নিযুক্ত করিবে, যাহাদিগকে কেহই জানিতে পারিবে না। শত্রুর রাজ্যে পাষণ্ডবেশধারী ও তপস্বী প্রভৃতিকেও গুপ্তচর করিয়া প্রেরণ করিবে ॥ ৪০

সেই সব গুপ্তচর উদ্যান, বিচরণ স্থান, জলপান স্থান, ধর্মশালা, মদ্য বিক্রয়ের স্থান, নগরের প্রবেশ দ্বার, তীর্থস্থান ও সভাস্থানসমূহে বিচরণ করিবেন ॥ ৪১

কপটতাপূর্ণ ধর্ম্মাচরণকারী, পাপাত্মা, চোর এবং জগতের পক্ষে কণ্টকস্বরূপ যে সব মানুষ ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই সকল স্থানে আসিবে, তাহাদের সকলকে ভালভাবে বুঝিয়া বন্দী করিবে অথবা ভয় দেখাইয়া তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি শান্ত করিবে ॥ ৪২

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের পাত্র নহে তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য, তাহাকেও অধিক বিশ্বাস করা উচিত নয় ; কারণ, অধিক বিশ্বাস করিলে ভয় উৎপন্ন হয়, অতএব কোনরূপ কাহাকেও পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিবে না ॥ ৪৩

বিশ্বাসয়িত্বা তু পরং তত্ত্বভূতেন হেতুনা।
অথাস্য প্রহরেৎ কালে কিঞ্চিদ্ বিচলিতে পদে ॥৪৪
অশঙ্ক্যমপি শঙ্কেত নিত্যং শঙ্কেত শঙ্কিতাৎ।
ভয়ং হ্যশঙ্কিতাজ্জাতং সমূলমপি কৃন্ততি ॥ ৪৫
অবধানেন মৌনেন কাষায়েণ জটাজিনৈঃ।
বিশ্বাসয়িত্বা দ্বেষ্টারমবলুম্পেদ্ যথা বৃকঃ ॥ ৪৬
পুত্রো বা যদি বা ভ্রাতা পিতা বা যদি বা সুহৃৎ।
অর্থস্য বিঘ্নং কুর্বাণা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৪৭
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য দণ্ডো ভবতি শাসনম্ ॥ ৪৮
অভ্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং সম্প্রদানেন কেনচিৎ।
প্রতিপুষ্পফলাঘাতী তীক্ষ্ণতুণ্ড ইব দ্বিজঃ ॥ ৪৯
নাচ্ছিত্ত্বা পরমর্মাণি নাকৃত্বা কর্ম দারুণম্।

কোন যথার্থ কারণের দ্বারা শত্রুর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করত যখন তাহার চরণ স্খলিত হইতে থাকিবে, তখন তাহার উপর প্রহার আরম্ভ করিয়া দিবে ॥ ৪৪

যে ব্যক্তি সন্দেহের পাত্র নহে, এরূপ ব্যক্তিকেও সন্দেহ করিবে তাহার দিক্ দিয়াও সজাগ থাকিবে এবং যাহার দিক্ হইতে ভয়ের আশঙ্কা থাকে, তাহার দিক্ হইতে ত' সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হয়, কারণ, যাহার দিক্ হইতে কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা থাকে না, তাহার দিক্ হইতে যদি ভয় উৎপন্ন হয়, তবে উহা ত' মূলের সব নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৪৫

শত্রুর হিতের প্রতি মনোযোগ দেখাইয়া, মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া, গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং জটা ও মৃগচর্ম্ম ধারণ করিয়া নিজের প্রতি অন্যের বিশ্বাস উৎপন্ন করিবে এবং যখন সেই বিশ্বাস জন্মিবে, তখন সুযোগ বুঝিয়া চিতাবাঘের ন্যায় শত্রুর উপর আক্রমণ করিবে ॥ ৪৬

পুত্র, ভ্রাতা, পিতা অথবা মিত্র যে কেহই হউক না কেন, কেহ যদি অর্থপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তবে ঐশ্বর্য্যকামী রাজা তাহাকে অবশ্যই বধ করিবেন ॥ ৪৭

যদি গুরুও গর্ব্বিত হইয়া কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয় না বুঝেন এবং কুপথে গমন করেন, তবে তাঁহাকেও দণ্ডদান করিবেন; কারণ, দণ্ডই তাঁহাকে সৎপথে পরিচালিত করে ॥ ৪৮

শত্রু আসিলে পর উত্থিত হইয়া তাহাকে স্বাগত জানাইবে, তাহাকে প্রণাম করিবে এবং কোন অপূর্ব্ব বস্তু তাহাকে দান করিবে। এইসব আচরণের দ্বারা প্রথমে তাহাকে বশীভূত করিবে। তাহার পর তীক্ষ্ণ চঞ্চুবিশিষ্ট কোন পক্ষী যেরূপ বৃক্ষের প্রত্যেক ফল ও পুষ্পে চঞ্চুর আঘাত করে, সেইরূপ শত্রুর উপর আঘাত করিবে ॥ ৪৯

নাহত্বা মৎস্যঘাতীব প্রাপ্নোতি মহতীং শ্রিয়ম্ ॥ ৫০
নাস্তি জাত্যা রিপুর্নাম মিত্রং বাপি ন বিদ্যতে।
সামর্থ্যযোগাজ্জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥ ৫১
অমিত্রং নৈব মুঞ্চেত বদন্তং করুণান্যপি।
দুঃখং তত্র ন কর্তব্যং হন্যাৎ পূর্বাপকারিণম্ ॥ ৫২
সংগ্রহানুগ্রহে যত্নঃ সদা কার্য্যোঽনসূয়তা।
নিগ্রহশ্চাপি যত্নেন কর্তব্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫৩
প্রহরিষ্যন্ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহৃত্যৈব প্রিয়োত্তরম্।
অসিনাপি শিরশ্ছিত্ত্বা শোচেত চ রুদেত চ ॥ ৫৪
নিমন্ত্রয়ীত সান্ত্বেন সম্মানেন তিতিক্ষয়া।
লোকারাধনমিত্যেতৎ কর্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৫৫
ন শুষ্কবৈরং কুর্বীত বাহুভ্যাং ন নদীং তরেৎ।
অনর্থকমনায়ুষ্যং গোবিষাণস্য ভক্ষণম্।

রাজা মৎস্যঘাতী ধীবরগণের ন্যায় অপরের মর্মস্থল বিদীর্ণ না করিয়া, অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্ম না করিয়া এবং বহু ব্যক্তির প্রাণহরণ না করিয়া বিশাল সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫০

কেহই জন্ম হইতেই মিত্র এবং কেহ শত্রু হয় না। নিজের কর্ম্মের নানারূপ প্রভাবেরই ফলে কেহ শত্রু এবং কেহ মিত্র হইয়া থাকে ॥ ৫১

শত্রু যদি করুণাজনক বাক্যও বলিতে থাকে, তবে তাহাকে বধ না করিয়া ছাড়িবে না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে নিজের অপকার করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই বিনাশ করিবে এবং উহাতে দুঃখিত হইবে না ॥ ৫২

ঐশ্বর্য্যকামী রাজা দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করত সদা অন্য লোকসকলকে স্বপক্ষাবলম্বী করিয়া রাখিবেন, অপরের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবেন এবং যত্নসহকারে শত্রুদিগকে বা দুষ্টদিগকে দমনও করিবেন ॥ ৫৩

প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াও প্রিয় বাক্য বলিবে, প্রহার করিবার পরও প্রিয় বাক্য বলিবে, তরবারির দ্বারা শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া শোক করিবে এবং রোদনও করিবে ॥ ৫৪

ঐশ্বর্য্যকামী রাজা মধুর বাক্য বলিয়া অপরকে সম্মান করত সহনশীল হইয়া সকল লোককে নিজের নিকটে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন, ইহাই লোকসকলের আরাধনা বা সাধারণ জনতার সম্মান। ইহা অবশ্যই করিতে হইবে ॥ ৫৫

শুষ্ক শত্রুতা করিবে না এবং দুই বাহুর সাহায্যে নদীসন্তরণ করিয়া যাইবে না। কুকুরের দ্বারা গরুর শৃঙ্গ চর্ব্বণের ন্যায় ইহা

দন্তাশ্চ পরিমৃজ্যন্তে রসশ্চাপি ন লভ্যতে ॥ ৫৬
ত্রিবর্গে ত্রিবিধা পীড়ানুবন্ধাস্ত্রয় এব চ।
অনুবন্ধাঃ শুভা জ্ঞেয়াঃ পীড়াশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥৫৭
ঋণশেষমগ্নিশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ।
পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধন্তে তস্মাচ্ছেষং ন ধারয়েৎ ॥ ৫৮
বর্ধমানমৃণং তিষ্ঠেৎ পরিভূতাশ্চ শত্রবঃ।
জনয়ন্তি ভয়ং তীব্রং ব্যাধয়শ্চাপ্যুপেক্ষিতাঃ ॥ ৫৯
নাসম্যক্‌কৃতকারী স্যাদপ্রমত্তঃ সদা ভবেৎ।
কণ্টকোহপি হি দুশ্ছিন্নো বিকারং কুরুতে চিরম্ ॥৬০
বধেন চ মনুষ্যাণাং মার্গাণাং দূষণেন চ।
অগারাণাং বিনাশৈশ্চ পররাষ্ট্রং বিনাশয়েৎ ॥ ৬১

নিরর্থক ও আয়ুনাশক ; ইহার ফলে কেবল দন্তসকলই ঘর্ষিত হয়, পরন্তু কোন রস পাওয়া যায় না। ॥ ৫৬

ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবিধ পুরুষার্থসেবনে লোভ, মূর্খতা ও দুর্ব্বলতা—এই তিন প্রকারের বাধা উপস্থিত হয়। সেইরূপ তাহার শান্তি, সর্ব্বহিতকারী কর্ম্ম ও উপভোগ এই তিন প্রকার ফলও লাভ হয়। এই তিন প্রকার ফল শুভ, কিন্তু উক্ত তিন প্রকারের বাধা হইতে যত্ন সহকারে নিজেকে রক্ষা করিবে ॥৫৭

ঋণ, অগ্নি ও শত্রু—এই তিনের শেষ থাকিলে উহা পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই কারণে এই তিনের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না ॥ ৫৮

ক্রমবর্দ্ধমান ঋণ যদি অবশিষ্ট থাকে, তিরস্কৃত শত্রু যদি জীবিত থাকে এবং উপেক্ষিত রোগ যদি স্বল্পও অবশিষ্ট থাকে, তবে উহা তীব্র ভয় উৎপন্ন করে ॥ ৫৯

কোন কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন না করিয়া পরিত্যাগ করিবে না এবং সদা সাবধানে থাকিবে। শরীরে প্রবিষ্ট কণ্টকও যদি পূর্ণরূপে নিষ্ক্রামণ করা না হয় এবং উহার কিছু অংশ শরীরের মধ্যে ভগ্ন হইয়া থাকিয়া যায়, তবে উহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিকার উৎপন্ন করে ॥ ৬০

মনুষ্যগণকে বধ করিয়া, পথসকল বিধ্বস্ত করিয়া এবং গৃহসমূহ ধ্বংস করিয়া শত্রুর রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করিবে ॥ ৬১

রাজা শকুনির ন্যায় দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, বকের ন্যায় লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন, কুকুরের ন্যায় চেষ্টাযুক্ত থাকিবেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিবেন, কোন সময়েই উদ্বিগ্ন হইবেন না, কাকের তুল্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিয়া অপরের কার্য্যসকল লক্ষ্য রাখিবেন এবং অপরের গর্ত্তে প্রবিষ্ট সর্পের ন্যায় শত্রুর ছিদ্র দেখিয়া তাহার উপর আক্রমণ করিবেন ॥ ৬২

গৃধ্রদৃষ্টির্বকালীনঃ শ্বচেষ্টঃ সিংহবিক্রমঃ।
অনুদ্বিগ্নঃ কাকশঙ্কী ভুজঙ্গচরিতং চরেৎ ॥ ৬২
শূরমঞ্জলিপাতেন ভীরুং ভেদেন ভেদয়েৎ।
লুব্ধমর্থপ্রদানেন সমং তুল্যেন বিগ্রহঃ ॥৬৩
শ্রেণীমুখ্যোপজাপেষু বল্লভানুনয়েষু চ।
অমাত্যান্ পরিরক্ষেত ভেদসঙ্ঘাতয়োরপি ॥৬৪
মৃদুরিত্যবজানন্তি তীক্ষ্ণ ইত্যুদ্বিজন্তি চ।
তীক্ষ্ণকালে ভবেৎ তীক্ষ্ণো মৃদুকালে মৃদুর্ভবেৎ ॥ ৬৫
মৃদুনৈব মৃদুং হন্তি মৃদুনা হন্তি দারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীক্ষ্ণতরো মৃদুঃ ॥ ৬৬

যে শত্রু নিজের অপেক্ষা বলবান্, রাজা তাহার নিকট অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিবেন। যে শত্রু ভীত, তাহাকে ভয় দেখাইয়া বিভেদগ্রস্ত করিবেন। যে শত্রু লোভী, তাহাকে ধন দান করত অধীনে আনিবেন এবং যে শত্রু নিজের সমান, তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন ॥ ৬৩

(অনেক জাতির মানুষ যে একটি কার্য্যসাধনের জন্য পরস্পর সংগঠিত হইয়া দল বদ্ধ হয়, সেই সব দলকে শ্রেণী বলে। এরূপ) শ্রেণীসকলের যিনি প্রধান, উহাদের মধ্যে যখন বিভেদ সৃষ্টি হইতে থাকে এবং নিজের মিত্রগণকে অনুনয়-বিনয় দ্বারা যখন অপর লোকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে, এই ভাবে যখন চারিদিকে ভেদনীতি ও দল সংগঠনের ভাব চলিতে থাকিবে, সেই সময়ে রাজা নিজের মন্ত্রীদের রক্ষা করিবেন (তাহা না হইলে মন্ত্রীরাও দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন এবং নিজেরাই কোন দল গঠন করিয়া রাজার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন। সেইজন্য রাজা এবিষয়ে সতত সাবধানে থাকিবেন।) ৬৪

রাজা যদি সতত কোমল থাকেন, তবে সকলেই তাঁহাকে অবহেলা করিবে এবং সর্ব্বদা যদি তিনি কঠোর থাকেন, তবে সকল লোক উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। অতএব যখন কঠোরতা দেখাইবার সময় হইবে, তখন রাজা কঠোর হইবেন এবং যখন কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করিবার সময় হইবে, তখন তিনি কোমল হইবেন ॥ ৬৫

বুদ্ধিমান্ রাজা কখনও কোমল উপায়ে কোমল শত্রুকে বিনাশ করিবেন, আবার কখনও কোমল উপায়েই কঠোর শত্রুকে সংহার করিবেন ; কারণ, কোমল উপায়ের দ্বারা কিছুই অসাধ্য থাকে না ; অতএব কোমল উপায়ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উপায় ॥ ৬৬

১২শ বর্ষ, কার্ত্তিকমাস, ১৩৮০] [পঞ্চমসংখ্যা—ওখানীযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

• • •

যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ এম্-এ, ডি-লিট্

শ্রীনিত্যানন্দস্মৃতিতীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—

ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,

ডি. ও. এম্. এস্, ডি.পি.এইচ.,

ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

এফ.আর.এস্.টি.এম এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)

কিঙ্কর বিমলানন্দ

কার্য্যালয় :—

৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও বাংলাদেশে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পরও দেবী-ভাগবতাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্রের মুদ্রণ-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক, আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক সমস্ত পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন। ফোন নং ৩৪-৪৪০৮

মণি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা এবং গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩ ও ৫ নং নিয়মাবলি পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড
কলিকাতা—৩৫

কালে মৃদুর্যো ভবতি কালে ভবতি দারুণঃ।
প্রসাধয়তি কৃত্যানি শত্রুং চাপ্যধিতিষ্ঠতি ॥ ৬৭

পণ্ডিতেন বিরুদ্ধঃ সন্ দূরস্থোঽস্মীতি নাশ্বসেৎ।
দীর্ঘৌ বুদ্ধিমতো বাহূ যাভ্যাং হিংসতি হিংসিতঃ ॥৬৮

ন তৎ তরেদ্ যস্য ন পারমুত্তরে-
ন্ন তদ্ধরেদ্ যৎ পুনরাহরেৎ পরঃ।
ন তৎ খনেদ্ যস্য ন মূলমুদ্ধরে-
ন্ন তং হন্যাদ্ যস্য শিরো ন পাতয়েৎ ॥ ৬৯

ইতীদমুক্তং বৃজিনাভিসংহিতং
ন চৈতদেবং পুরুষঃ সমাচরেৎ।
পরপ্রযুক্তে ন কথং বিভাবয়ে-
দতো ময়োক্তং ভবতো হিতার্থিনা ॥৭০

যথাবদুক্তং বচনং হিতার্থিনা
নিশম্য বিপ্রেণ সুবীররাষ্ট্রপঃ।
তথাকরোদ্ বাক্যমদীনচেতনঃ
শ্রিয়ঞ্চ দীপ্তাং বুভুজে সবান্ধবঃ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি কণিকোপদেশে চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০

যিনি সময় বুঝিয়া কখনও কোমল এবং সময় বুঝিয়া কখনও কঠোর হন, তিনি নিজের সকল কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারেন এবং শত্রুদের উপর নিজের অধিকার স্থাপিত করেন ॥ ৬৭

বিদ্বান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধ করিয়া 'আমি দূরে আছি' এরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না, কারণ, বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রতীকারের উপায় বহু দূর পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে, অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষের উপর যদি আঘাত করা হয়, তবে তিনি নিজের বিশাল বাহুদ্বয়ের দ্বারা বহু দূরস্থিত শত্রুকেও বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮

যাহার পার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, সেইরূপ নদীকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার সাহস করিবে না। যাহাকে শত্রু পুনরায় বলের সহিত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে, এরূপ ধন অপহরণ করিবে না। এরূপ বৃক্ষকে বা শত্রুকে ছেদন করিতে কিংবা নষ্ট করিতে উদ্যত হইবে না, যাহার মূল উৎপাটিত করিবার সামর্থ্য থাকিবে না এবং সেই বীরকে আঘাত করিবে না, যাহার মস্তক ছেদন করত ভূতলে নিক্ষেপ করিতে না পারিবে ॥ ৬৯

আমি এই যে শত্রুর প্রতি পাপপূর্ণ ব্যবহারের উপদেশ করিলাম, ইহাতে সমর্থ ব্যক্তি সম্পদের সময় কখনও উহার ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যখন শত্রু এতাদৃশ ব্যবহার করিয়া নিজের উপর সঙ্কট উপস্থাপিত করিবে, তখন তাহার প্রতীকারের জন্য এই সব উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার চিন্তা করিবে। তোমার হিতকামনা করিয়া আমি এই সব উপায় তোমাকে উপদেশ করিলাম ॥ ৭০

হিতার্থী ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজবংশজাত কণিক কর্ত্তৃক কথিত এই সব যথার্থ বাক্য শ্রবণ করত সৌবীরদেশের রাজা শত্রুঞ্জয় উহা যথাযথভাবে পালন করিলেন। ইহার ফলে তিনি বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে কণিকের উপদেশবিষয়ক চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভয়ঙ্করে প্রাণসঙ্কটকালে ব্রাহ্মণঃ কথং জীবেদিত্যত্র বিশ্বামিত্রমুনেশ্চাণ্ডালস্য চ সংবাদবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

হীনে পরমকে ধর্মে সর্বলোকাভিলঙ্ঘিতে।
অধর্মে ধর্মতাং নীতে ধর্মে চাধর্মতাং গতে ॥ ১

মর্য্যাদাসু বিনষ্টাসু ক্ষুভিতে ধর্মনিশ্চয়ে।
রাজভিঃ পীড়িতে লোকে পরৈর্বাপি বিশাম্পতে ॥ ২

সর্বাশ্রমেষু মূঢ়েষু কর্মসূপহতেষু চ।
কামাল্লোভাচ্চ মোহাচ্চ ভয়ং পশ্যৎসু ভারত ॥ ৩

অবিশ্বস্তেষু সর্বেষু নিত্যং ভীতেষু পার্থিব।
নিকৃত্যা হন্যমানেষু বঞ্চয়ৎসু পরস্পরম্ ॥ ৪

সম্প্রদীপ্তেষু দেশেষু ব্রাহ্মণে চাতিপীড়িতে।
অবর্ষতি চ পর্জন্যে মিথো ভেদে সমুত্থিতে ॥ ৫

সর্বস্মিন্ দস্যুসাদ্ ভূতে পৃথিব্যামুপজীবনে।
কেনস্বিদ্ ব্রাহ্মণো জীবেজ্জঘন্যে কাল আগতে ॥ ৬

অতিতিক্ষুঃ পুত্রপৌত্রাননুক্রোশান্ নরাধিপ।
কথমাপৎসু বর্তেত তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ৭

কথঞ্চ রাজা বর্তেত লোকে কলুষতাং গতে।
কথমর্থাচ্চ ধর্মাচ্চ ন হীয়েত পরন্তপ ॥ ৮

ভীষ্ম উবাচ।

রাজমূলা মহাবাহো যোগ-ক্ষেম-সুবৃষ্টয়ঃ।
প্রজাসু ব্যাধয়শ্চৈব মরণঞ্চ ভয়ানি চ ॥ ৯

কৃতং ত্রেতাং দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চ ভরতর্ষভ।
রাজমূলা ইতি মতির্মম নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১০

তস্মিংস্ত্বভ্যাগতে কালে প্রজানাং দোষকারকে
বিজ্ঞানবলমাস্থায় জীবিতব্যং ভবেৎ তদা ॥ ১১

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বিশ্বামিত্রস্য সংবাদং চাণ্ডালস্য চ পক্কণে ॥ ১২

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রাহ্মণ ভয়ঙ্কর সঙ্কটকালে কিভাবে জীবন-ধারণ করিবেন —এবিষয়ে বিশ্বামিত্র মুনি এবং চাণ্ডালের সংবাদ বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রজানাথ! ভারত! ভূপাল! যখন সকল লোকেরই দ্বারা ধর্ম উল্লঙ্ঘিত হইতে থাকায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম ক্ষীণ হইতে থাকিবে, অধর্মকে ধর্ম বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে, ধর্মকে অধর্ম বলিয়া মনে হইবে, সমস্ত মর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে, ধর্মের নিশ্চয়বিষয়ে নানাপ্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে' রাজা অথবা শত্রুরা প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে থাকিবে, সমস্ত আশ্রমই (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িবে, ধর্ম-কর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, কাম, লোভ ও মোহবশতঃ সকলেরই সর্বত্র ভয় দর্শন হইতে থাকিবে, কাহারও কোন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস না থাকিবে, সকলেই সদা ভীত রহিবে, লোকসকল পরস্পরকে প্রতারিত করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করিবে, সকলেই সকলকে বঞ্চনা করিতে থাকিবে, দেশে সর্বত্র অভাব-অনটনাদিতে সন্তাপিত হইতে থাকিবে, ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত পীড়িত হইবেন, বৃষ্টি না হইবে, পরস্পর পরস্পরের শত্রুতা বৃদ্ধি ও বিভেদবুদ্ধি হইতে থাকিবে এবং পৃথিবীতে জীবিকার সমস্ত উপায় দস্যুগণের অধীনস্থ হইয়া পড়িবে, এরূপ অত্যন্ত জঘন্য সময় উপস্থিত হইলে পর তখন ব্রাহ্মণ কিভাবে জীবন-নির্বাহ করিবেন? ১-৬

নরেশ্বর পিতামহ! যদি ব্রাহ্মণ এরূপ আপৎকালে দয়াবশতঃ নিজের পুত্র-পৌত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক না হন্, তবে কিভাবে জীবিকা চালাইবেন? উহা আমাকে বলুন ॥ ৭

শত্রুতাপন পিতামহ! যখন লোক পাপ-পরায়ণ হইবে, এরূপ অবস্থায় রাজা কিরূপ আচরণ করিবেন? যাহাতে তিনি ধর্ম ও অর্থ হইতে পরিভ্রষ্ট না হন্ ॥ ৮

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহো! প্রজার যোগ (যাহা নাই, তাহার প্রাপণ), ক্ষেম (লব্ধবস্তুর রক্ষণ), উত্তম বৃষ্টি, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয়—এই সবেরই মূল কারণ হইলেন রাজা ॥৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগেরও মূল কারণ রাজাই—ইহাই আমার অভিমত; ইহার সত্যতা বিষয়ে আমার কোনও সংশয় নাই ॥১০

প্রজাগণের নানবিধ দোষ উৎপন্নকারী এরূপ ভয়ানক সময় (কলিযুগ) আসিলে পর বিজ্ঞান বল অবলম্বন করত অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণের জীবন-নির্বাহ করা কর্তব্য ॥ ১১

এ বিষয়ে চাণ্ডালগৃহে চাণ্ডাল ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যে সংবাদ হইয়াছিল, সেই প্রাচীন ইতিহাসের উদাহরণ মহাত্মাগ প্রদান করেন ॥ ১২

ত্রেতা-দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ তদা দৈববিধিক্রমাৎ।
অনাবৃষ্টিরভূদ্ ঘোরা লোকে দ্বাদশবার্ষিকী ॥ ১৩
প্রজানামতিবৃদ্ধানাং যুগান্তে সমুপস্থিতে।
ত্রেতাবিমোক্ষসময়ে দ্বাপরপ্রতিপাদনে ॥ ১৪
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষঃ প্রতিলোমোঽভবদ্ গুরুঃ।
জগাম দক্ষিণং মার্গং সোমো ব্যাবৃত্তলক্ষণঃ ॥ ১৫
নাবশ্যায়োঽপি তত্রাভূৎ কুত এবাভ্রজাতয়ঃ।
নদ্যঃ সংক্ষিপ্ততোয়ৌঘাঃ কিঞ্চিদন্তর্গতাস্ততঃ ॥ ১৬
সরাংসি সরিতশ্চৈব কূপাঃ প্রস্রবণানি চ।
হতত্বিষো ন লক্ষ্যন্তে নিসর্গাদ্ দৈবকারিতাৎ ॥ ১৭
উপশুষ্কজলস্থায়া বিনিবৃত্তসভাপ্রপা।
নিবৃত্তযজ্ঞস্বাধ্যায়া নির্বষট্কারমঙ্গলা ॥ ১৮
উচ্ছিন্নকৃষিগোরক্ষা নিবৃত্তবিপণাপণা।
নিবৃত্তযূপসম্ভারা বিপ্রনষ্টমহোৎসবা ॥ ১৯

অস্থিসঞ্চয়সঙ্কীর্ণা মহাভূতরবাকুলা।
শূন্যভূয়িষ্ঠনগরা দগ্ধগ্রামনিবেশনা ॥ ২০
কচিচ্চোরৈঃ কচিচ্ছস্ত্রৈঃ কচিদ্ রাজভিরাতুরৈঃ।
পরস্পরভয়াচ্চৈব শূন্যভূয়িষ্ঠনির্জনা ॥ ২১
গতদৈবতসংস্থানা বৃদ্ধবালবিনাকৃতা।
গোজাবিমহিষীহীনা পরস্পরপরাহতা ॥ ২২
হতবিপ্রা হতারক্ষা প্রনষ্টৌষধিসঞ্চয়া।
সর্বভূতরুতপ্রায়া বভূব বসুধা তদা ॥ ২৩
তস্মিন্ প্রতিভয়ে কালে ক্ষতে ধর্মে যুধিষ্ঠির।
বভূবুঃ ক্ষুধিতা মর্ত্যাঃ খাদমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ২৪
ঋষয়ো নিয়মাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্যাগ্নিদৈবতাঃ।
আশ্রমান্ সম্পরিত্যজ্য পর্য্যধাবন্নিতস্ততঃ ॥২৫
বিশ্বামিত্রোঽথ ভগবান্ মহর্ষিরনিকেতনঃ।
ক্ষুধাপরিগতো ধীমান্ সমন্তাৎ পর্য্যধাবত ॥২৬

ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের সন্ধিসময়ের বৃত্তান্ত, তখন দৈববশতঃ এ জগতে বার বর্ষ পর্যন্ত ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হয় (কোনরূপ বৃষ্টিই হয় নাই)॥ ১৩

ত্রেতাযুগ প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, দ্বাপরযুগের আরম্ভের কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময় অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রজাগণের প্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত হইলে পর সহস্রলোচন ইন্দ্র বারিবর্ষণ করিলেন না, বৃহস্পতি প্রতিলোম (বক্রী) হইলেন, চন্দ্র বিকৃতমণ্ডল হইয়া পড়িলেন এবং তিনি দক্ষিণ মার্গে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৫

সেই সময় কুয়াসাই হইত না, সুতরাং মেঘমণ্ডল কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? নদীসকলের জলপ্রবাহ অতিশয় ক্ষীণ হইয়া যাইল এবং বহু নদীই তখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল ॥ ১৬

বড় বড় সরোবর, নদী, কূপ এবং ঝরণাসকলও সেই দৈববিহিত অথবা স্বাভাবিক অনাবৃষ্টিতে শ্রীহীন হইয়া পড়ায় তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যাইল না ॥ ১৭

সেই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়সকল সর্ব্বথা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, জলাভাবের জন্য সমস্ত জলপানশালা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ভূতলে যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ের লোপ হইয়াছিল, বষট্কার ও মাঙ্গলিক উৎসব কোথাও দেখা যাইল না, কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষা সর্ব্বতোভাবে উৎসাদিত হইয়াছিল, সমস্ত বাজার-হাট বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, যূপ ও যজ্ঞসকলের আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছিল এবং সর্ব্ববিধ মহোৎসব নষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৮-১৯

চারিদিকে অস্থির রাশি সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রাণিগণের তীব্র আর্ত্তনাদে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, নগরের অধিকাংশ স্থানই জনশূন্য হইয়াছিল এবং গ্রাম ও গৃহসকল যেন দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল ॥ ২০

কোন স্থান চোর, কোন স্থান অস্ত্র, কোন স্থান রাজা ও কোন স্থান ক্ষুধার্ত্ত মনুষ্যগণের দ্বারা উপদ্রুত হইতে থাকায় এবং পারস্পরিক ভয়েও পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগ জনশূন্য হইয়া যাইল ॥ ২১

দেবালয় ও মঠ-মন্দিরাদি সংস্থাসমূহও উঠিয়া যাইল, বালক ও বৃদ্ধগণ নিহত হইয়া পড়িল, গো, ছাগল, ভেড়া এবং মহিষ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাইল। ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীরা পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ২২

ব্রাহ্মণগণ নষ্ট হইয়া যাইল, রক্ষকবৃন্দও ধ্বংস হইয়া যাইল, ওষধিসমূহ (শাকাদি ও ফলাদি) নষ্ট হইল, জগতের সর্ব্বদিক্ সমস্ত প্রাণীদিগের হাহাকারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৩

যুধিষ্ঠির! এইরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে ধর্মের নাশ হইয়া যাওয়ায় ক্ষুধাপীড়িত মনুষ্যগণ পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৪

অগ্নির উপাসক ঋষিগণ নিয়ম ও অগ্নিহোত্র ত্যাগ করত এবং নিজ নিজ আশ্রমও পরিহার পূর্ব্বক ভোজনের জন্য এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৫

সেই সময় বুদ্ধিমান্ মহর্ষি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ক্ষুধায় পীড়িত

ত্যক্ত্বা দারাংশ্চ পুত্রাংশ্চ কস্মিংশ্চ জনসংসদি।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যসমো ভূত্বা নিরগ্নিরনিকেতনঃ ॥২৭
স কদাচিৎ পরিপতন্ শ্বপচানাং নিবেশনম্।
হিংস্রাণাং প্রাণিঘাতানামাসসাদ বনে ক্বচিৎ ॥ ২৮
বিভিন্নকলসাকীর্ণং শ্বচর্ম্মচ্ছেদনাবৃতম্।
বরাহ-খরভগ্নাস্থিকপালঘটসঙ্কুলম্ ॥ ২৯
মৃতচৈলপরিস্তীর্ণং নির্মাল্যকৃতভূষণম্।
সর্পনির্মোকমালাভিঃ কৃতচিহ্নকুটীমঠম্ ॥ ৩০
কুক্কুটারাববহুলং গর্দভধ্বনিনাদিতম্।
উদ্‌ঘোষস্তিঃ খরৈর্বাক্যৈঃ কলহন্তিঃ পরস্পরম্ ॥ ৩১
উলূকপক্ষিধ্বনিভির্দেবতায়তনৈর্বৃতম্।
লোহঘণ্টাপরিষ্কারং শ্বযূথপরিবারিতম্ ॥ ৩২
তৎ প্রবিশ্য ক্ষুধাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ।
আহারান্বেষণে যুক্তঃ পরং যত্নং সমাস্থিতঃ ॥৩৩
ন চ ক্বচিদবিন্দৎ স ভিক্ষমাণোঽপি কৌশিকঃ।
মাংসমন্নং ফলং মূলমন্যদ্ বা তত্র কিঞ্চন ॥ ৩৪
অহো কৃচ্ছ্রং ময়া প্রাপ্তমিতি নিশ্চিত্য কৌশিকঃ।
পপাত ভূমৌ দৌর্বল্যাৎ তস্মিংশ্চাণ্ডালপক্কণে ॥ ৩৫
স চিন্তয়ামাস মুনিঃ কিং নু মে সুকৃতং ভবেৎ।
কথং বৃথা ন মৃত্যুঃ স্যাদিতি পার্থিবসত্তম ॥ ৩৬
স দদর্শ শ্বমাংসস্য কুতন্ত্রীং বিততাং মুনিঃ।
চাণ্ডালস্য গৃহে রাজন্ সদ্যঃ শস্ত্রহতস্য বৈ ॥ ৩৭
স চিন্তয়ামাস তদা স্তৈন্যং কার্য্যমিতো ময়া।
ন হীদানীমুপায়ো মে বিদ্যতে প্রাণধারণে ॥ ৩৮
আপৎসু বিহিতং স্তৈন্যং বিশিষ্ট-সম হীনতঃ।
বিপ্রেণ প্রাণরক্ষার্থং কর্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯

হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করত চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকিলেন ॥২৬

তিনি নিজের পত্নী ও পুত্রদিগকে কোন জনসমুদায়ে ত্যাগ করিয়া অগ্নিহোত্র এবং আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খাদ্য ও অখাদ্য বিষয়ে সমানভাব রাখিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

সেই সময় কোন একদিন তিনি বনের মধ্যে প্রাণিবধকারী হিংস্র চাণ্ডালগণের পল্লীতে অনাহারজনিত দুর্ব্বলতাবশতঃ কোনরূপে পতিত হইতে হইতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮

সেস্থানে খণ্ড-বিখণ্ড গৃহসকলের অংশবিশেষ পতিত ছিল, কুকুরের চর্ম্মসমূহ ছেদন করিবার জন্য নানাবিধ অস্ত্র রক্ষিত ছিল, শূকর-গর্দ্দভসমূহের চূর্ণ বিচূর্ণ অস্থি, কপাল (মাথার খুলি) ও ঘটসকল চারিদিকে পূর্ণ ছিল ॥২৯

মৃত ব্যক্তিগণের বস্ত্রে চারিদিক পরিবৃত ছিল এবং মৃতদেহ হইতে গৃহীত মাল্যসমূহে চাণ্ডালগণের গৃহসকল সজ্জিত ছিল। চাণ্ডালদের কুটীর ও মঠসমূহ সর্পের নির্মোক (খোলোস) সকলের মাল্যে বিভূষিত ও চিহ্নিত ছিল ॥৩০

সেই পল্লীতে চারিদিক্ কুক্কুট (মুর্গী)-গণের রবে পূর্ণ ছিল। গর্দ্দভদিগের ধ্বনিতে চারিদিক্ নিনাদিত ছিল। আর সেই চণ্ডালগণ পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে করিতে অতিশয় কর্কশ বাক্যের দ্বারা কোলাহল করিতেছিল ॥ ৩১

সেস্থানে বহু দেবালয় ছিল। এই সব দেবালয়ের মধ্যে উলুক (পেচক) পক্ষীর শব্দ হইতেছিল। চাণ্ডালদের গৃহসকল লৌহনির্ম্মিত বহু ঘণ্টায় সজ্জিত এবং দলে দলে কুকুরগণ সেই সব গৃহকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল ॥ ৩২

এই চাণ্ডাল-পল্লীতে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষুধাপীড়িত মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় যত্নের সহিত আহারের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

বিশ্বামিত্র সেখানে গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কোথাও মাংস, অন্ন, ফল, মূল ও অপর কোন বস্তু পাইলেন না ॥ ৩৪

অহো! আমি অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছি, এরূপ নিশ্চয় করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত দুর্ব্বলতার জন্য সেস্থানে কোন এক চাণ্ডালের গৃহে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৫

ভূপতিশ্রেষ্ঠ! তখন সেই মুনি বিশ্বামিত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিভাবে আমার মঙ্গল হইবে? কি উপায় করা যায়, যাহাতে অন্নের জন্য বৃথা মৃত্যু না হয়? ৩৬

রাজন্! এই সময়ে তিনি দেখিলেন,—চাণ্ডালের গৃহে সদ্যই অস্ত্রের দ্বারা নিহত কুকুরের জঙ্ঘামাংসের একটি বড় খণ্ড নাড়ীসহ পড়িয়া আছে ॥ ৩৭

তখন মুনি চিন্তা করিলেন,—এখন এই মাংস আমায় এস্থান হইতে চুরি করিতে হইবে; কারণ, এই সময় আমার পক্ষে নিজের প্রাণ রক্ষা বিষয়ে ইহা ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই ॥ ৩৮

আপৎকালে প্রাণরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণকর্তৃক শ্রেষ্ঠ, সমান ও হীন মনুষ্যের গৃহ হইতে চুরি করা কর্তব্য, ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চিত বিধান ॥ ৩৯

হীনাদাদেয়মাদৌ স্যাৎ সমানাৎ তদনন্তরম্ ।
অসম্ভবে বাঽঽদদীত বিশিষ্টাদপি ধার্মিকাৎ ॥ ৪০
সোঽহমন্ত্যাবসায়ানাং হরাম্যেনাং প্রতিগ্রহাৎ ।
ন স্তৈন্যদোষং পশ্যামি হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥ ৪১
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ।
তস্মিন্ দেশে স সুষ্বাপ শ্বপচো যত্র ভারত ॥ ৪২
স বিগাঢাং নিশাং দৃষ্ট্বা সুপ্তে চাণ্ডালপক্কণে ।
শনৈরুত্থায় ভগবান্ প্রবিবেশ কুটীমঠম্ ॥ ৪৩
স সুপ্ত ইব চাণ্ডালঃ শ্লেষ্মাপিহিতলোচনঃ ।
পরিভিন্নস্বরো রূক্ষঃ প্রোবাচাপ্রিয়দর্শনঃ ॥ ৪৪

শ্বপচ উবাচ ।

কঃ কুতন্ত্রীং ঘটয়তি সুপ্তে চাণ্ডালপক্কণে ।
জাগর্মি নাত্র সুপ্তোঽস্মি হতোঽসীতি চ দারুণঃ ॥ ৪৫

বিশ্বামিত্রস্ততো ভীতঃ সহসা তমুবাচ হ ।
তত্র ব্রীড়াকুলমুখঃ সোদ্বেগস্তেন কর্মণা ॥ ৪৬
বিশ্বামিত্রোঽহমায়ুষ্মন্নাগতোঽহং বুভুক্ষিতঃ ।
মা বধীর্মম সদ্বুদ্ধে যদি সম্যক্ প্রপশ্যসি ॥ ৪৭
চাণ্ডালস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
শয়নাদুপসম্ভ্রান্ত উদ্যযৌ প্রতি তং ততঃ ॥ ৪৮
স বিসৃজ্যাশ্রু নেত্রাভ্যাং বহুমানাৎ কৃতাঞ্জলিঃ ।
উবাচ কৌশিকং রাত্রৌ ব্রহ্মন্ কিং তে চিকীর্ষিতম্ ॥ ৪৯
বিশ্বামিত্রস্তু মাতঙ্গমুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ।
ক্ষুধিতোঽহং গতপ্রাণো হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥ ৫০
ক্ষুধিতঃ কলুষং যাতো নাস্তি হ্রীরশনার্থিনঃ ।
ক্ষুচ্চ মাং দূষয়ত্যত্র হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্ ॥ ৫১

প্রথমে হীন মানুষের গৃহ হইতে তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্য চুরি করা উচিত। সেস্থানে যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তবে সমান ব্যক্তির গৃহে খাদ্য বস্তু অপহরণ করিবেন। যদি সেস্থানেও নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তবে নিজের অপেক্ষা বিশিষ্ট কোন ধর্ম্মাত্মা পুরুষের গৃহে সেই ভোজ্য বস্তু অপহরণ করিবেন ॥ ৪০

অতএব এই চাণ্ডালের গৃহ হইতে আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা-মাংস অপহরণ করিব। কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ অপেক্ষা অধিক দোষ এই চৌর্য্য কার্য্যে আমি দেখিতেছি না, অতএব আমি ইহা অবশ্যই অপহরণ করিব ॥ ৪১

হে ভারত! এইরূপ নিশ্চয় করত মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই স্থানে শয়ন করিলেন, যেস্থানে সেই চাণ্ডাল রহিয়াছে ॥ ৪২

যখন প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত অর্দ্ধরাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভগবান্ বিশ্বামিত্র ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া সেই চাণ্ডালের কুটীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৩

সেস্থানে চাণ্ডাল যেন নিদ্রিত বলিয়া মনে হইতেছিল। তাহার লোচনদ্বয় শ্লেষ্মায় আবৃত ছিল। কিন্তু সে জাগরিত ছিল। দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর সেই চাণ্ডালের স্বভাব অতিশয় রূক্ষ ছিল, সেই মুনিকে আসিতে দেখিয়াই ব্যক্তস্বরে বলিয়া উঠিল ॥ ৪৪

চাণ্ডাল বলিল,—অরে! চাণ্ডালগণের গৃহে ত' সকলেই নিদ্রিত হইয়াছে। তবে কে এখানে আসিয়া কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? আমি জাগরিত আছি, নিদ্রিত হই নাই। আমি দেখিতেছি, তুমি নিহত হইলে। ক্রূরস্বভাব সেই চাণ্ডাল যখন এই কথা বলিল, তখন বিশ্বামিত্র ভীত হইয়া পড়িলেন। লজ্জা তাঁহার মুখকে আবৃত করিয়া ফেলিল। সেই নীচকর্ম্মে উদ্বিগ্ন হইয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন ॥ ৪৫ ৪৬

আয়ুষ্মন্! আমি বিশ্বামিত্র। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া এস্থানে আসিয়াছি। উত্তম বুদ্ধিযুক্ত চাণ্ডাল। যদি তুমি যথার্থ দেখিতে পাও বা আমাকে বুঝিতে পার, তবে আমাকে বধ করিও না ॥ ৪৭

পবিত্রচিত্ত সেই মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করত চাণ্ডাল অতিশয় সম্ভ্রমসহকারে নিজ শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকটে আসিল ॥ ৪৮

এই সময় সে অতিশয় সম্মানসহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে বলিল,—ব্রহ্মন্! এই রাত্রিকালে আপনার কোন্ কার্য্য করিবার বাসনা জাগিয়াছে? ৪৯

বিশ্বামিত্র চাণ্ডালকে সান্ত্বনাদান করিতে করিতে বলিলেন,—আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত। আমার প্রাণ যেন বহির্গত হইতেছে, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা লইয়া যাইব ॥ ৫০

ক্ষুধিত হইয়া এই পাপকর্ম্ম করিবার জন্ত আসিয়াছি। ভোজন করিতে অভিলাষী ক্ষুধার্ত্ত মানুষের পক্ষে কোনও কার্য্য করিতে লজ্জা হয় না। ক্ষুধা আমাকে কলঙ্কিত করিতেছে; অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা লইয়া যাইব ॥ ৫১

অবসীদন্তি মে প্রাণাঃ শ্রুতির্মে নশ্যতি ক্ষুধা।
দুর্বলো নষ্টসংজ্ঞশ্চ ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবর্জিতঃ ॥ ৫২
সোঽধর্মং বুদ্ধ্যমানোঽপি হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্।
অটন্ ভৈক্ষ্যং ন বিন্দামি যদা যুষ্মাকমালয়ে ॥ ৫৩
তদা বুদ্ধিঃ কৃতা পাপে হরিষ্যামি শ্বজাঘনীম্।
অগ্নির্মুখং পুরোধাশ্চ দেবানাং শুচিষাড্ বিভুঃ ॥ ৫৪
যথাবৎ সর্ব্বভুগ্ ব্রহ্ম তথা মাং বিদ্ধি ধর্মতঃ।
তমুবাচ স চাণ্ডালো মহর্ষে শৃণু মে বচঃ ॥ ৫৫
শ্রুত্বা তৎ ত্বং তথাঽঽতিষ্ঠ যথা ধর্মো ন হীয়তে।
ধর্মং তবাপি বিপ্রর্ষে শৃণু যৎ তে ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫৬
শৃগালাদধমং শ্বানং প্রবদন্তি মণীষিণঃ।
তস্যাপ্যধম উদ্দেশঃ শরীরস্য শ্বজাঘনী ॥ ৫৭
নেদং সম্যগ্ ব্যবসিতং মহর্ষে ধর্মগর্হিতম্।
চাণ্ডালস্বস্য হরণমভক্ষ্যস্য বিশেষতঃ ॥ ৫৮
সাধ্বন্যমনুপশ্য ত্বমুপায়ং প্রাণধারণে।
ন মাংসলোভাৎ তপসো নাশস্তে স্যান্মহামুনে ॥ ৫৯
জানতা বিহিতং ধর্মং ন কার্য্যো ধর্মসঙ্করঃ।
মা স্ম ধর্মং পরিত্যাক্ষীস্ত্বং হি ধর্মভৃতাং বরঃ ॥ ৬০
বিশ্বামিত্রস্ততো রাজন্নিত্যুক্তো ভরতর্ষভ
ক্ষুধার্ত্তঃ প্রত্যুবাচেদং পুনরেব মহামুনিঃ ॥ ৬১
নিরাহারস্য সুমহান্ মম কালোঽভিধাবতঃ
ন বিদ্যতেঽপ্যুপায়শ্চ কশ্চিন্মে প্রাণধারণে ॥ ৬২
যেন যেন বিশেষেণ কর্মণা যেন কেনচিৎ।
অভ্যুজ্জীবেৎ সাদ্যমানঃ সমর্থো ধর্মমাচরেৎ ॥ ৬৩
ঐন্দ্রো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং ব্রাহ্মণানামথাগ্নিকঃ।
ব্রহ্মবহ্নির্মম বলং ভক্ষ্যামি শময়ন্ ক্ষুধাম্ ॥৬৪

আমার প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। ক্ষুধা আমার শ্রবণশক্তি নষ্ট করিয়া দিতেছে। আমি দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। আমার চেতনা যেন নষ্ট হইয়া যাইতেছে; অতএব এখন আমার ভক্ষ্য ও অভক্ষ্য বিচার করিবার সময় নাই ॥ ৫২

আমি জানি, ইহা আমার অধর্ম, তথাপি আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা লইয়া যাইব। আমি তোমাদের সকলের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়াও যখন কোন কিছু পাইলাম না, তখন আমি এই পাপ কর্ম করিবার চিন্তা করিলাম। অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা লইয়া যাইব ॥ ৫৩½

অগ্নিদেব দেবগণের মুখ ও পুরোহিত। তিনি পবিত্র দ্রব্যই গ্রহণ করেন এবং অতিশয় প্রভাবশালী, তথাপি তিনি যেরূপ অবস্থার বৈপরীত্যে সর্ব্বভক্ষী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ব্রাহ্মণ হইয়াও সর্ব্বভক্ষী হইব, সুতরাং তুমি ধর্মানুসারে আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিবে ॥ ৫৪½

তখন চাণ্ডাল তাঁহাকে বলিল,—মহর্ষে! আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন এবং উহা শ্রবণ করত এরূপ কার্য্য করুন, যাহাতে আপনার ধর্ম নষ্ট না হয় ॥ ৫৫½

ব্রহ্মর্ষে! আমি আপনার জন্য যে ধর্মযুক্ত বাক্য বলিব, তাহা শ্রবণ করুন। মনীষী পুরুষগণ বলেন যে, কুকুর শৃগাল হইতেও অধম। কুকুরের দেহেও আবার তাহার জঙ্ঘা অংশ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ ৫৬-৫৭

মহর্ষি! আপনি যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, উহা যথার্থ নহে; কারণ, চাণ্ডালের ধন, উহাতেও আবার বিশেষভাবে অভক্ষ্য পদার্থ অপহরণ ধর্মের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম ॥ ৫৮

মহামুনে! নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য অন্য কোন উত্তম উপায় অনুসন্ধান করুন। মাংসের লোভে আপনার তপস্যা নাশ যেন না হয় ॥ ৫৯

আপনি শাস্ত্রবিহিত ধর্ম জানেন, অতএব আপনার দ্বারা ধর্মসঙ্কর উৎপন্ন হওয়া উচিত নয়। আপনি ধর্ম পরিত্যাগ করিবেন না; কারণ, আপনি ধর্মাত্মাগণের শ্রেষ্ঠ ॥ ৬০

রাজন্ ভরতশ্রেষ্ঠ! চাণ্ডাল এই কথা বলিলে পর ক্ষুধায় পীড়িত মহামুনি বিশ্বামিত্র তাহাকে এইরূপ উত্তরদান করিলেন ॥ ৬১

আমি কোনরূপ আহার্য্য বস্তু না পাইয়া এদিক্ ওদিক্ ধাবিত হইতেছি। এই কার্য্যে আমার বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষার জন্য এখন আর কোনও উপায় নাই ॥ ৬২

যে ব্যক্তির ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সেই ব্যক্তি যে কোন বিশেষ উপায়ে বা যে কোনও কর্মের দ্বারা সম্ভব হইবে, নিজের জীবন রক্ষা করিবে, তারপর পুনরায় সমর্থ হইলে সেই ব্যক্তি ধর্মাচরণ করিবে। ৬৩

ইন্দ্রদেবের যে পালন ধর্ম, উহা ক্ষত্রিয়গণেরও ধর্ম এবং অগ্নিদেবের যে সর্ব্বভক্ষিত্ব নামক গুণ, উহা হইল ব্রাহ্মণগণের। আমার বল বেদরূপী অগ্নি, অতএব আমি ক্ষুধার শান্তির জন্য এখন সব কিছুই ভক্ষণ করিব ॥ ৬৪

যথা যথৈব জীবেদ্ধি তৎ কর্তব্যমহেলয়া।
জীবিতং মরণাচ্ছ্রেয়ো জীবন্ ধর্মমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৫
সোঽহং জীবিতমাকাঙ্ক্ষন্ ভক্ষ্যস্যাপি ভক্ষণম্।
ব্যবস্যে বুদ্ধিপূর্বং বৈ তদ্ ভবাননুমন্যতাম্ ॥ ৬৬
বলবন্তং করিষ্যামি প্রণোৎস্যাম্যশুভানি তু।
তপোভির্বিদ্যয়া চৈব জ্যোতীংষীব মহত্তমঃ ॥ ৬৭
শ্বপচ উবাচ।
নৈতৎ খাদন্ প্রাপ্স্যতে দীর্ঘমায়ু-
র্নৈব প্রাণান্নামৃতস্যেব তৃপ্তিঃ।
ভিক্ষামন্যাং ভিক্ষ মা তে মনোঽস্তু
শ্বভক্ষণে শ্বা হ্যভক্ষ্যো দ্বিজানাম্ ॥ ৬৮
বিশ্বামিত্র উবাচ।
ন দুর্ভিক্ষে সুলভং মাংসমন্য-
চ্ছ্বপাক মন্যে ন চ মেঽস্তি বিত্তম্।
ক্ষুধার্তশ্চাহমগতির্নিরাশঃ
শ্বমাংসে চাস্মিন্ ষড়্ রসান্ সাধু মন্যে ॥৬৯
শ্বপচ উবাচ।
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ বিশঃ।
যথা শাস্ত্রং প্রমাণং তে মা ভক্ষ্যে মানসং কৃথাঃ ॥ ৭০
বিশ্বামিত্র উবাচ।
অগস্ত্যেনাসুরো জগ্ধো বাতাপিঃ ক্ষুধিতেন বৈ।
অহমাপদ্গতঃ ক্ষুব্ধো ভক্ষয়িষ্যে শ্বজাঘনীম্ ॥ ৭১
শ্বপচ উবাচ।
ভিক্ষামন্যামাহরেতি ন চ কর্তুমিহার্হসি।
ন নূনং কার্যমেতদ্ বৈ হর কামং শ্বজাঘনীম্ ॥ ৭২
বিশ্বামিত্র উবাচ।
শিষ্টা বৈ কারণং ধর্মে তদ্বৃত্তমনুবর্তয়ে।
পরাং মেধ্যাশনামেনাং ভক্ষ্যাং মন্যে শ্বজাঘনীম্ ॥ ৭৩

যেভাবে যেভাবে জীবন সুরক্ষিত থাকিবে, সেই বিষয়ে কোনরূপ অবহেলা না করিয়াই উহা পালন করা কর্তব্য। মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা জীবিত থাকা শ্রেষ্ঠ ; কারণ, জীবিত পুরুষ পুনরায় ধর্মাচরণ করিতে পারিবে ॥ ৬৫

সেইজন্য আমি জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক এই অভক্ষ্য পদার্থও ভক্ষণ করিতে স্থির করিয়াছি। ইহা তুমি অনুমোদন কর ॥ ৬৬

যেরূপ সূর্য্যাদি জ্যোতির্ময় গ্রহগণ ঘোরতর অন্ধকার নাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও পুনরায় তপস্যা ও বিদ্যার দ্বারা যখন নিজেকে নিজেই সবল করিয়া লইব, তখন সমস্ত অশুভ কর্ম্মকে নাশ করিব ॥ ৬৭

চাণ্ডাল বলিল,—মুনে! এই কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিয়া আপনি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহার দ্বারা প্রাণশক্তিও পাইবেন না এবং অমৃতের ন্যায় তৃপ্তিও ইহার দ্বারা আপনার হইবে না অতএব আপনি কোন অন্য বস্তু ভিক্ষা করুন। কুকুরের মাংস ভোজনের দিকে আপনার মন যাওয়া উচিত নয়। কুকুর দ্বিজগণের পক্ষে অভক্ষ্য ॥ ৬৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—চাণ্ডাল! সমগ্র দেশে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে, অতএব অন্য কোন মাংস সুলভ হইবে না, ইহাই আমি মনে করি। আমার নিকট কোন ধনও নাই, যাহার দ্বারা আমি ভোজ্য বস্তু ক্রয় করিতে সমর্থ হইব। অন্যদিকে আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি এবং আমি নিরাশ্রয় বলিয়া বা অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া আমার আশা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আমি মনে করি, এই কুকুরের মাংসেই ষড়্ রস ভোজনের আনন্দ আমার সর্ব্বতোভাবে হইবে ॥ ৬৯

চাণ্ডাল বলিল,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের পক্ষে আপৎকালে পঞ্চনখবিশিষ্ট শশক, শল্যক, গোধা, গণ্ডার ও কূর্ম—এই পঞ্চ প্রাণী ভক্ষণীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি আপনি শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তবে এই অভক্ষ্য কুকুরের মাংস ভক্ষণের দিকে মনকে সঞ্চালিত করিবেন না ॥৭০

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—ক্ষুধিত মহর্ষি অগস্ত্য বাতাপি নামে এক অসুরকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আমিও ক্ষুধারই জন্য অত্যন্ত বিপদে পতিত হইয়াছি, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা অবশ্যই ভক্ষণ করিব ॥ ৭১

চাণ্ডাল বলিল,—মুনে। আপনি অন্য ভিক্ষা গ্রহণ করুন। এই কুকুরের মাংস গ্রহণ করা আপনার উচিত নহে। আপনার ইচ্ছা হয় ত', আপনি এই কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করুন ; কিন্তু আমি ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতেছি যে, আপনার ইহা ভক্ষণ করা উচিত নয় ॥ ৭২

বিশ্বামিত্র বলিলেন, শিষ্ট পুরুষগণই ধর্ম্মে প্রবৃত্তির কারণ, আমি তাঁহাদেরই আচারকে অনুসরণ করি, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘাকেই পবিত্র ভোজনের তুল্য বলিয়া মনে করি ॥৭৩

শ্বপচ উবাচ।

অসতা যৎ সমাচীর্ণং ন চ ধর্মঃ সনাতনঃ।
নাকার্য্যমিহ কার্য্যং বৈ মা ছলেনাশুভং কৃথাঃ ॥৭৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

ন পাতকং নাবমতমৃষিঃ সন্ কর্তুমর্হতি।
সমৌ চ শ্ব-মৃগৌ মন্যে তস্মাদ্ ভোক্ষ্যে শ্বজাঘনীম্ ॥৭৫

শ্বপচ উবাচ।

যদ্ ব্রাহ্মণার্থে কৃতমর্থিতেন
তেনর্ষিণা তদবস্থাধিকারে।
স বৈ ধর্মো যত্র ন পাপমস্তি
সর্বৈরুপায়ৈর্গুরবো হি রক্ষ্যাঃ ॥ ৭৬

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মিত্রঞ্চ মে ব্রাহ্মণস্যায়মাত্মা
প্রিয়শ্চ মে পূজ্যতমশ্চ লোকে।
তং ধর্তুকামোহহমিমাং জিহীর্ষে
নৃশংসানামীদৃশানাং ন বিভ্যে ॥ ৭৭

শ্বপচ উবাচ।

কামং নরা জীবিতং সন্ত্যজন্তি
ন চাভক্ষ্যে ক্বচিৎ কুর্বন্তি বুদ্ধিম্।
সর্বান্ কামান্ প্রাপ্নুবন্তীহ বিদ্বন্
প্রিয়স্ব কামং সহিতঃ ক্ষুধৈব ॥৭৮

বিশ্বামিত্র উবাচ।

স্থানে ভবেৎ সংশয়ঃ প্রেত্যভাবে
নিঃসংশয়ঃ কর্মণাং বৈ বিনাশঃ।
অহং পুনর্ব্রতনিত্যঃ শমাত্মা
মূলং রক্ষ্যং ভক্ষয়িষ্যাম্যভক্ষ্যম্ ॥ ৭৯

বুদ্ধ্যাত্মকে ব্যক্তমস্তীতি পুণ্যং
মোহাত্মকে যত্র যথা শ্বভক্ষ্যে।
যদ্যপ্যেতৎ সংশয়াত্মা চরামি
নাহং ভবিষ্যামি যথা ত্বমেব ॥ ৮০

চাণ্ডাল বলিল,—কোন অসাধু পুরুষ যদি কোন অনুচিত কার্য্য করে, তবে উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয় না, অতএব আপনি ছলের আশ্রয় গ্রহণ করত কোনরূপ পাপ কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইবেন না ॥ ৭৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—কোন শ্রেষ্ঠ ঋষি এরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না, যাহা পাপযুক্ত এবং কাহারও দ্বারা নিন্দিত হইয়া থাকে। কুকুর ও মৃগ উভয়েই পশু হওয়ায় আমার মতে উভয়েই সমান, অতএব আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা অবশ্যই ভক্ষণ করিব ॥৭৫

চাণ্ডাল বলিল,—মহর্ষি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থিত হইলে পর সে অবস্থায় তিনি বাতাপিকে ভক্ষণরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন (তাঁহার এই কার্য্যকরণে বহু ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইয়াছিলেন; অন্যথায় সেই রাক্ষস সকল ব্রাহ্মণকেই ভক্ষণ করিয়া ফেলিত; অতএব মহর্ষির সেই কার্য্য ধর্ম্মোচিতই ছিল)। ধর্ম্ম হইলেন তাহাই, যাহাতে লেশমাত্রও পাপ নাই। ব্রাহ্মণগণ হইলেন সকল বর্ণেরই গুরু; অতএব তাঁহাদের সর্ব্ব প্রকার উপায়ে রক্ষা করা উচিত (এবং তাঁহাদের ধর্ম্মকেও সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য) ॥ ৭৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—(যদি অগস্ত্য ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিবার জন্যই সেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে আমিও মিত্রকে রক্ষা করিবার জন্য এই কার্য্য করিব) এই ব্রাহ্মণের শরীর আমার মিত্র। আর এই জগৎ আমার পরম প্রিয় এবং আদরণীয়। ইহাকে জীবিত রাখিবার জন্যই আমি এই কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব এইরূপ নৃশংস কার্য্যের জন্য আমার অল্পও ভয় হইতেছে না ॥ ৭৭

চাণ্ডাল বলিল,—বিদ্বন্! উত্তম মনুষ্যগণ নিজেদের প্রাণও ত্যাগ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা অভক্ষ্য-ভক্ষণ করিতে বুদ্ধিস্থির করেন না। ইহার দ্বারা তাঁহারা সমস্ত কামনাসমূহ লাভ করিতে সমর্থ হন, অতএব আপনিও ক্ষুধার সহিতই—উপবাসের দ্বারা নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করুন ॥ ৭৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যদি উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করা হয়, তবে মৃত্যুর পর কি হইবে? ইহাতে সংশয় আছে; কিন্তু এরূপ করিলে পুণ্য কর্ম্মসকলের ক্ষয় হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই, (কারণ, শরীরই ধর্ম্মাচরণের মূল), অতএব আমি জীবনরক্ষার পর প্রতিদিন ব্রত এবং শম-দমাদিতে নিরত থাকিয়া পাপ কর্ম্মসকলের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই সময় ত' ধর্ম্মের মূলভূত শরীরকেই রক্ষা করা আবশ্যক; অতএব আমি এই অভক্ষ্য পদার্থকে ভক্ষণ করিব ॥ ৭৯

এই কুকুরের মাংসভক্ষণ দুই প্রকারে হইতে পারে, প্রথম হইল বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা চিন্তা করত ধর্ম্মের মূল এবং জ্ঞান-প্রাপ্তির সাধনভূত শরীরের রক্ষায় পুণ্য, এই কথা স্বতই স্পষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ মোহ এবং আসক্তি পূর্ব্বক সেই কার্য্যে

শ্বপচ উবাচ।

গোপনীয়মিদং দুঃখমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
দুষ্কৃতোহব্রাহ্মণঃ সন্তং যত্ত্বামহমুপালভে ॥৮১

বিশ্বামিত্র উবাচ।

পিবন্ত্যেবোদকং গাবো মণ্ডূকেষু রুবৎস্বপি।
ন তেহধিকারো ধর্মেহস্তি মা ভূরাত্মপ্রশংসকঃ ॥ ৮২

শ্বপচ উবাচ।

সুহৃদ্ ভূত্বানুশাসে ত্বাং কৃপা হি ত্বয়ি মে দ্বিজ।
যদিদং শ্রেয় আধৎস্ব মা লোভাৎ পাতকং কৃথাঃ ॥ ৮৩
সুহৃন্মে ত্বং সুখেপ্সুশ্চেদাপদো মাং সমুদ্ধর।
জানেহহং ধর্মতোহহত্মানং শৌনীমুৎসৃজ জাঘনীম্ ॥৮৪

শ্বপচ উবাচ।

নৈবোৎসহে ভবতো দাতুমেতাং
নোপেক্ষিতুং হ্রিয়মাণং স্বমন্নম্।
উভৌ স্যাবঃ পাপলোকাবলিপ্তৌ
দাতা চাহং ব্রাহ্মণস্তুং প্রতীচ্ছন্ ॥৮৫

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অদ্যাহমেতদ্ বৃজিনং কর্ম কৃত্বা
জীবংশ্চরিষ্যামি মহাপবিত্রম্।
স পূতাত্মা ধর্মমেবাভিপৎস্যে
যদেতয়োর্গুরু তদ্ বৈ ব্রবীহি ॥ ৮৬

শ্বপচ উবাচ।

আত্মৈব সাক্ষী কুলধর্মকৃত্যে
ত্বমেব জানাসি যদত্র দুষ্কৃতম্।
যো হ্যাদ্রিয়াদ্ ভক্ষ্যমিতি শ্বমাংসং
মন্যে ন তস্যাস্তি বিবর্জনীয়ম্ ॥ ৮৭

বিশ্বামিত্র উবাচ।

উপাদানে খাদনে চাস্তি দোষঃ
কার্য্যাত্যয়ে নিত্যমত্রাপরাদঃ।
যস্মিন্ হিংসা নানৃতং বাচ্যলেশো-
হভক্ষ্যক্রিয়া যত্র ন তদ্গরীয়ঃ ॥ ৮৮

প্রবৃত্ত হইলে দোষ হইবে—ইহাও স্পষ্ট। যদিও আমি মনে সংশয় লইয়া এই কার্য্য করিতে যাইতেছি, তথাপি আমার এই বিশ্বাস যে, আমি এই মাংস ভক্ষণ করত তোমার ন্যায় চাণ্ডাল হইয়া যাইব না।(তপস্যার দ্বারা সেই দোষ ক্ষালন করিয়া দিব) ॥ ৮০

চাণ্ডাল বলিল,—এই কুকুরের মাংসভক্ষণ আপনার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক পাপ। ইহা হইতে আপনার নিজেকে রক্ষা করা উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত। সেইজন্য আমি মহাপাপী ও ব্রাহ্মণেতর হইলে পরও আপনাকে বারংবার তিরস্কার করিতেছি। (যদিও এইভাবে ধর্মের উপদেশ করা আমার পক্ষে উচিত নহে।) ॥ ৮১

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—মণ্ডূকের দল (ব্যাঙের দল) জলমধ্যে শব্দ করিতে থাকিলেও গোসকল যেরূপ জলাশয়ে জলপান করিয়া থাকে (সেইরূপ তুমি নানারূপ উপদেশ বাক্যের শব্দ করিতে থাকিলেও আমি অবশ্যই এই কুকুরের জঙ্ঘা ভক্ষণ করিব)। ধর্মোপদেশ করিবার অধিকার তোমার নাই, অতএব তুমি নিজের আত্মপ্রশংসা করিও না ॥৮২

চাণ্ডাল বলিল,—ব্রহ্মন্! আমি ত' আপনার হিতৈষী সুহৃদ্ হইয়া এই ধর্মাচরণের উপদেশ করিতেছি; কারণ, আপনার উপর আমার দয়া হইতেছে। আমি এই যে কল্যাণকারী বাক্য বলিতেছি, আপনি ইহা গ্রহণ করুন। লোভবশতঃ পাপকার্য্য করিবেন না ॥ ৮৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—যদি তুমি আমার হিতৈষী সুহৃদ্ হও এবং আমাকে সুখদান করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর। আমি নিজের ধর্ম জানি। তুমি এই কুকুরের জঙ্ঘা আমাকে প্রদান কর ॥৮৪

চাণ্ডাল বলিল,—আমি অভক্ষ্য বস্তু আপনাকে প্রদান করিতে পারিব না এবং আমার এই খাদ্য আপনার দ্বারা অপহৃত হউক, আমি ইহারও উপেক্ষা করিতে পারিব না। ইহার দাতা আমি এবং গ্রহণকারী ব্রাহ্মণ আপনি—এই আমরা উভয়েই পাপলিপ্ত হইয়া নরকে পতিত হইব ॥ ৮৫

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আজ এই পাপ কর্ম করিয়াও যদি আমি জীবিত থাকি, তবে পরম পবিত্র ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিব। ইহাতে আমার দেহ মন পবিত্র হইয়া যাইবে এবং ধর্মেরই ফল লাভ করিব। জীবিত থাকিয়া ধর্মাচরণ করা এবং উপবাস করিয়া প্রাণদান করা—এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, ইহা আমাকে বল ॥ ৮৬

চাণ্ডাল বলিল,—কোন্ বংশের পক্ষে কোন্ কার্য্য ধর্ম, সে বিষয়ে এই আত্মাই সাক্ষী। এই অভক্ষ্য-ভক্ষণে যে পাপ হয়, উহাও আপনি জানেন। আমি মনে করি, যে ব্যক্তি কুকুরের মাংসকে ভক্ষণীয় বলিয়া উহার সমাদর করে, তাহার পক্ষে এ জগতে কিছুই ত্যাজ্য নহে ॥ ৮৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন,—আমি ইহা মনে করি যে, তোমার নিকট হইতে দান গ্রহণ করা এবং এই অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ করা এই

শ্বপচ উবাচ।

যস্তেষ হেতুস্তব খাদনে স্যা-

ন্ন তে বেদঃ কারণং নার্য্যধর্মঃ।

তস্মাদ্ ভক্ষ্যেঽভক্ষণে বা দ্বিজেন্দ্র

দোষং ন পশ্যামি যথেদমত্র ॥ ৮৯

বিশ্বামিত্র উবাচ।

নৈবাতিপাপং ভক্ষ্যমাণস্য দৃষ্টং

সুরাং তু পীত্বা পততীতি শব্দঃ।

অন্যোন্যকার্য্যাণি যথা তথৈব

ন পাপমাত্রেণ কৃতং হিনস্তি ॥ ৯০

শ্বপচ উবাচ।

অস্থানতো হীনতঃ কুৎসিতাদ্ বা

তদ্ বিদ্বাংসং বাধতে সাধুবৃত্তম্।

শ্বানং পুনর্যো লভতেঽভিষঙ্গাৎ

তেনাপি দণ্ডঃ সহিতব্য এব ॥ ৯১

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্ত্বা নিববৃতে মাতঙ্গঃ কৌশিকং তদা।

বিশ্বামিত্রো জহারৈব কৃতবুদ্ধিঃ শ্বজাঘনীম্ ॥ ৯২

ততো জগ্রাহ স শ্বাঙ্গং জীবিতার্থী মহামুনিঃ।

সদারস্তামুপাহৃত্য বনে ভোক্তুমিয়েষ সঃ ॥ ৯৩

অথাস্য বুদ্ধিরভবদ্ বিধিনাহং শ্বজাঘনীম্।

ভক্ষয়ামি যথাকামং পূর্বং সন্তর্প্য দেবতাঃ ॥ ৯৪

ততোঽগ্নিমুপসংহৃত্য ব্রাহ্মেণ বিধিনা মুনিঃ।

ঐন্দ্রাগ্নেয়েন বিধিনা চরুং শ্রপয়ত স্বয়ম্ ॥ ৯৫

ততঃ সমারভৎ কর্ম দৈবং পিত্র্যঞ্চ ভারত।

আহূয় দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাগং ভাগং বিধিক্রমাৎ ॥ ৯৬

উভয়েতেই দোষ আছে। কিন্তু যেস্থলে ভক্ষণ না করিলে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে, সেস্থলে শাস্ত্রে সর্ব্বদা এই অপবাদ বাক্যও পাওয়া যায়। যাহার মধ্যে হিংসা ও অসত্যে কোন দোষ নাই, পরন্তু উহাতে কেবল লেশমাত্র নিন্দারূপ দোষ রহিয়াছে। প্রাণ যাইবার সময়েও যে অভক্ষ্য ভক্ষণ নিষেধকারী বাক্য আছে, উহা গুরুতর বা আদরণীয় নহে। ৮৮

চাণ্ডাল বলিল,—দ্বিজেন্দ্র! যদি এই অভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ বিষয়ে আপনার প্রাণরক্ষারূপ হেতুই প্রধান হয়, তবে আপনার মতে বেদ প্রমাণ-স্বরূপ নহে এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের আচারও ধর্ম্মস্বরূপ নহে। অতএব আমি আপনার পক্ষে ভক্ষ্য বস্তুর অভক্ষণে অথবা অভক্ষ্য বস্তুর ভক্ষণে কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না, যাহার ফলে এস্থানে আপনার এই মাংসের জন্য অতিশয় আগ্রহ দেখা যাইতেছে ॥ ৮৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, অথাদ্য বস্তু ভোজনকারীর ব্রহ্মহত্যাদি তুল্য মহাপাতক স্পর্শ করে, এরূপ কোন শাস্ত্রীয় বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য, সুরাপান করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, এতাদৃশ শাস্ত্রবাক্য স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হয়, অতএব সেই সুরা পান অবশ্যই ত্যাজ্য। যেরূপ অন্যান্য কর্ম্মসমূহও নিষিদ্ধ আছে, সেইরূপ অভক্ষণও নিষিদ্ধ। আপৎকালে কৃত একবার কোন সামান্য পাপের দ্বারা কাহারও আজীবন ধরিয়া কৃত পুণ্য কর্ম্ম-সমূহের নাশ হয় না ॥ ৯০

চাণ্ডাল বলিল, যে ব্যক্তি অযোগ্য স্থান হইতে, অনুচিত কর্ম্ম হইতে এবং নিন্দিত পুরুষ হইতে কোন নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়, সেই বিদ্বানের সদাচারই তাদৃশ কর্ম্ম হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে থাকে। (অতএব আপনি জ্ঞানী ও ধর্ম্মাত্মা বলিয়া স্বয়ংই এই নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে দূরে থাকুন।) কিন্তু যে ব্যক্তি বারংবার অত্যন্ত আগ্রহ করত কুকুরের মাংস গ্রহণ করে, তাহাকে তাহার দণ্ডও সহ্য করিতে হইবে। (আমার ইহাতে কোনও দোষ নাই) ॥ ৯১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া চাণ্ডাল মুনিকে নিষেধ করা হইতে নিবৃত্ত হইল। বিশ্বামিত্র কুকুরের জঙ্ঘা গ্রহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে বুদ্ধি স্থির করিয়াছিলেন, অতএব তিনি উহা গ্রহণ করিয়া লইয়া যাইলেন ॥ ৯২

জীবিত থাকিতে অভিলাষী মহামুনি বিশ্বামিত্র কুকুরের সেই একাংশ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে বনে লইয়া গমন করত পত্নী সহ ভোজন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। ৯৩

এই সময়ে তাঁহার মনে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, আমি কুকুরের এই জঙ্ঘামাংস বিধিপূর্ব্বক প্রথমে দেবতাগণকে অর্পণ করিব এবং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া পরে নিজের ইচ্ছানুসারে উহা ভোজন করিব ॥ ৯৪

এই কথা চিন্তা করত মুনি বেদোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নি স্থাপন করিলেন এবং অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে স্বয়ংই চরুপাক প্রস্তুত করিলেন ॥ ৯৫

হে ভারত! তারপর তিনি দেবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করত তাঁহাদের জন্য ক্রমশঃ বিধিপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাগ অর্পিত করিলেন। ৯৬

এতস্মিন্নেব কালে তু প্রববর্ষ স বাসবঃ।
সঞ্জীবয়ন্ প্রজাঃ সর্বা জনয়ামাস চৌষধীঃ ॥ ৯৭
বিশ্বামিত্রোহপি ভগবাংস্তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
কালেন মহতা সিদ্ধিমবাপ পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ৯৮
স সংহৃত্য চ তৎ কর্ম অনাস্বাদ্য চ তদ্ধবিঃ।
তোষয়ামাস দেবাংশ্চ পিতৄংশ্চ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৯৯
এবং বিদ্বানদীনাত্মা ব্যসনস্থো জিজীবিষুঃ।
সর্বোপায়ৈরুপায়জ্ঞো দীনমাত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ১০০

সেই সময় ইন্দ্র সমস্ত প্রজাগণকে জীবন দান করিতে করিতে প্রচুর জল বর্ষণ করিলেন এবং অন্নাদি ওষধিসমূহ উৎপন্ন করিলেন ॥ ৯৭

ভগবান্ বিশ্বামিত্রও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিরাহার ব্রত ও তপস্যা করত নিজের সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯৮

সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনি উক্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করত সেই হবিস্ত আস্বাদন না করিয়াই দেবতা ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং তাঁহাদেরই করুণায় পবিত্র ভোজন প্রাপ্ত হইয়া তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করিলেন ॥ ৯৯

রাজন্! এইভাবে জীবনসঙ্কটে পতিত হইয়া জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ পুরুষের পক্ষে দীনচিত্ত না হইয়া কোন উপায় অন্বেষণ করা উচিত এবং সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করত নিজেকে নিজেরই আপৎকাল হইতে উদ্ধার করা উচিত ॥ ১০০

এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় জীবিতব্যং সদা ভবেৎ।
জীবন্ পুণ্যমবাপ্নোতি পুরুষো ভদ্রমশ্নুতে ॥ ১০১
তস্মাৎ কৌন্তেয় বিদুষা ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ে।
বুদ্ধিমাস্থায় লোকেহস্মিন্ বর্তিতব্যং কৃতাত্মনা ॥ ১০২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি বিশ্বামিত্রশ্বপচসংবাদে একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪১

এই বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত সদা জীবিত থাকিবার প্রযত্ন করা উচিত; কারণ, জীবিত পুরুষই পুণ্য কর্ম্ম করিবার সুযোগ পায় এবং কল্যাণভাগী হইয়া থাকে ॥ ১০১

কুন্তীনন্দন! নিজের মনকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ বিদ্বান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল যে, তিনি জগতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নির্ণয় করিবার জন্য নিজেরই বিশুদ্ধ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত যথাযোগ্য আচরণ করিবেন ॥ ১০২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে বিশ্বামিত্র ও কুকুরের সংবাদ-বিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[আপৎকালে রাজ্ঞো ধর্ম্মনিশ্চয়ঃ, ব্রাহ্মণান্ সেবিতুমুপদেশশ্চ ।)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যদি ঘোরং সমুদ্দিষ্টমশ্রদ্ধেয়মিবানৃতম্ ।
অস্তি স্বিদ্ দস্যুমর্য্যাদা যামহং পরিবর্জয়ে ॥ ১

সম্মুহ্যামি বিষীদামি ধর্মো মে শিথিলীকৃতঃ ।
উদ্যমং নাধিগচ্ছামি কদাচিৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ ।

নৈতচ্ছ্রুত্বাঽঽগমাদেব তব ধর্মানুশাসনম্ ।
প্রজ্ঞাসমবহারোঽয়ং কবিভিঃ সম্ভৃতং মধু ॥ ৩

বহ্ব্যঃ প্রতিবিধাতব্যাঃ প্রজ্ঞা রাজ্ঞা ততস্ততঃ ।
নৈকশাখেন ধর্মেণ যাত্রৈষা সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৪

বুদ্ধিসংজননো ধর্ম আচারশ্চ সতাং সদা ।
জ্ঞেয়ো ভবতি কৌরব্য সদা তদ্ বিদ্ধি মে বচঃ ॥ ৫

বুদ্ধিশ্রেষ্ঠা হি রাজানশ্চরন্তি বিজয়ৈষিণঃ ।
ধর্মঃ প্রতিবিধাতব্যো বুদ্ধ্যা রাজ্ঞা ততস্ততঃ ॥ ৬

নৈকশাখেন ধর্মেণ রাজ্ঞো ধর্মো বিধীয়তে ।
দুর্বলস্য কুতঃ প্রজ্ঞা পুরস্তাদনুপাহৃতা ॥ ৭

অদ্বৈধজ্ঞঃ পথি দ্বৈধে সংশয়ং প্রাপ্তুমর্হতি ।
বুদ্ধিদ্বৈধং বেদিতব্যং পুরস্তাদেব ভারত ॥ ৮

পার্শ্বতঃ করণং প্রাজ্ঞো বিষ্টম্ভিত্বা প্রকারয়েৎ ।
জনস্তচ্চরিতং ধর্মং বিজানাত্যন্যথান্যথা ॥ ৯

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[আপৎকালে রাজার ধর্ম নিশ্চয় এবং ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবার উপদেশ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যদি মহাপুরুষগণের পক্ষেও মিথ্যার ন্যায় অশ্রদ্ধেয় এইরূপ ভয়ঙ্কর কর্ম (সঙ্কটকালে) কর্ত্তব্যরূপে বর্ণিত হয়, তবে দুরাচারী দস্যুগণের দুষ্কর্ম-সকলের কীদৃশ সীমা থাকে, যাহা সর্ব্বদা আমার ত্যাগ করা উচিত ? (ইহা হইতে অধিক দুষ্কর্মও দস্যুরা করিতে পারে না ।) ॥ ১

আপনার মুখ হইতে এই উপাখ্যান শ্রবণ করত আমি মোহিত ও বিষাদগ্রস্ত হইতেছি। আপনি আমার ধর্মবিষয়ক উৎসাহ শিথিল করিয়া দিয়াছেন। আমি নিজের মনকে বারংবার বুঝাইয়াও কোনরূপে ধর্মবিষয়ক উদ্যমের জন্য উৎসাহ বোধ করিতেছি না ॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস ! আমি কেবল শাস্ত্র হইতেই শ্রবণ করত তোমার জন্য এই ধর্মোপদেশ করিতেছি না। যেরূপ অনেক স্থান হইতে অনেক প্রকারের পুষ্পের রস গ্রহণ করত মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চয় করে, সেইরূপ বিদ্বান্‌গণ এই নানাপ্রকারের বুদ্ধি সঙ্কলন করিয়াছেন। (এইরূপ বুদ্ধি কদাচিৎ সঙ্কটকালে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপদেশ করা হয় নাই, অতএব তোমার মনে মোহ ও বিষাদ করা উচিত হইবে না।) ॥ ৩

যুধিষ্ঠির ! রাজার এদিক্ ওদিকে নানাপ্রকারের মনুষ্যগণের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বুদ্ধি শিক্ষা করা উচিত। তাঁহার একশাখাবিশিষ্ট ধর্মকে লইয়া বসিয়া থাকা উচিত হইবে না। যে রাজার মধ্যে সঙ্কটসময়ে এই বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তাঁহার আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায়ও উদ্‌ভাবিত হইয়া থাকে ॥ ৪

কুরুনন্দন ! ধর্ম ও সৎপুরুষগণের আচার এই বুদ্ধি হইতেই উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বদা ইহারই দ্বারা উহা জানিবার যোগ্য। তুমি আমার এই কথাকে উত্তমরূপে জান ॥ ৫

বিজয়াভিলাষী ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ সকল রাজাই ধর্মের আচরণ করিয়া থাকেন। অতএব বুদ্ধির দ্বারা এদিক্ ওদিক্ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করত রাজার সর্ব্বতোভাবে ধর্মপালন করা উচিত ॥৬

একশাখাবিশিষ্ট (একদেশীয়) ধর্ম হইতে রাজার ধর্ম নির্ব্বাহ হয় না। যিনি প্রথমে অধ্যয়নকালে একদেশীয় ধর্মবিষয়ক বুদ্ধির শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দুর্ব্বল রাজার পূর্ণ প্রজ্ঞা কোথা হইতে হইবে ? ৭

একই ধর্ম বা কর্ম কোন সময়ে ধর্ম বলিয়া গণ্য হয় এবং কোন সময় অধর্ম বলিয়া গণ্য হয়। তাহার এই যে দুই প্রকার স্থিতি, উহার নাম হইল 'দ্বৈধ'। যিনি এই দ্বিবিধ তত্ত্ব জানেন না, তিনি দ্বৈধ মার্গে উপস্থিত হইয়া সংশয়ে পতিত হন্। হে ভারত ! বুদ্ধির দ্বৈধকে প্রথমেই উত্তমরূপে জানিতে হইবে ॥৮

বুদ্ধিমান্ পুরুষ বিচার করিবার সময় প্রথমে নিজের প্রত্যেক কার্য্যকে গুপ্ত রাখিয়া উহা আরম্ভ করিবেন ; তারপর উহা সর্ব্বত্র প্রচার করিবেন ; অন্যথা উহার দ্বারা আচরিত ধর্মকে সকল লোকে অন্যরূপ বুঝিতে থাকিবে ॥ ৯

অমিথ্যাজ্ঞানিনঃ কেচিন্মিথ্যাবিজ্ঞানিনঃ পরে।
তদ্ বৈ যথাযথং বুদ্ধ্বা জ্ঞানমাদদতে সতাম্ ॥ ১০

পরিমুষ্ণন্তি শাস্ত্রাণি ধর্মস্য পরিপন্থিনঃ।
বৈষম্যমর্থবিদ্যানাং নিরর্থাঃ খ্যাপয়ন্তি তে ॥ ১১

আজিজীবিষবো বিদ্যাং যশঃ কামৌ সমন্ততঃ।
তে সর্বে নৃপ পাপিষ্ঠা ধর্মস্য পরিপন্থিনঃ ॥ ১২

অপক্বমতয়ো মন্দা ন জানন্তি যথাতথম্।
যথা হ্যশাস্ত্রকুশলাঃ সর্বত্রাযুক্তিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৩

পরিমুষ্ণন্তি শাস্ত্রাণি শাস্ত্রদোষানুদর্শিনঃ।
বিজ্ঞানমর্থবিদ্যানাং ন সম্যগিতি বর্ততে ॥ ১৪

নিন্দয়া পরবিদ্যানাং স্ববিদ্যাং খ্যাপয়ন্তি চ।
বাগস্ত্রা বাক্‌ছুরীভূতা দুগ্ধবিদ্যাফলা ইব ॥ ১৫

তান্ বিদ্যাবণিজো বিদ্ধি রাক্ষসানিব ভারত।
ব্যাজেন সদ্ভির্বিহিতো ধর্মস্তে পরিহাস্যতি ॥ ১৬

ন ধর্মবচনং বাচা নৈব বুদ্ধ্যেতি নঃ শ্রুতম্।
ইতি বার্হস্পতং জ্ঞানং প্রোবাচ মঘবা স্বয়ম্ ॥ ১৭

ন ত্বেব বচনং কিঞ্চিদনিমিত্তাদিহোচ্যতে।
সুবিনীতেন শাস্ত্রেণ ন ব্যবস্যন্ত্যথাপরে ॥ ১৮

লোকযাত্রামিহৈকে তু ধর্মং প্রাহুর্মনীষিণঃ।
সমুদ্দিষ্টং সতাং ধর্মং স্বয়মূহেত পণ্ডিতঃ ॥ ১৯

অমর্ষাচ্ছাস্ত্রসম্মোহাদবিজ্ঞানাচ্চ ভারত।
শাস্ত্রং প্রাজ্ঞস্য বদতঃ সমূহে যাত্যদর্শনম্ ॥ ২০

আগতাগময়া বুদ্ধ্যা বচনেন প্রশস্যতে।
অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানহেতুত্বাদ্ বচনং সাধু মন্যতে ॥ ২১

কিছু লোক যথার্থ জ্ঞানী হন্ এবং কিছু লোক মিথ্যা জ্ঞানী হয়। এই বিষয় যথাযথভাবে বুঝিয়া রাজা সত্যজ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষগণের জ্ঞানকেই গ্রহণ করিবেন ॥ ১০

ধর্মদ্রোহী মনুষ্যরা শাস্ত্রসকলের প্রামাণিকতারই উপর দস্যুবৃত্তি করে, তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য ও অমান্য করে। এই সব অর্থজ্ঞানশূন্য মনুষ্য অর্থশাস্ত্রের বিফলতার মিথ্যা প্রচার করে ॥ ১১

হে নৃপ! যাহারা জীবিকার ইচ্ছায় বিদ্যা অর্জন করে, সমস্ত দিক্‌সমূহে সেই বিদ্যার বলে যশোলাভ করিতে ইচ্ছা করে এবং মনোবাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে অভিলাষ করে, তাহারা সকলে পাপাত্মা ও ধর্মদ্রোহী ॥ ১২

যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই, সেই মন্দমতি মানবগণ যথার্থ তত্ত্ব জানে না। তাহারা শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ না হইয়া সর্বত্র অসঙ্গত যুক্তিই অবলম্বন করে ॥ ১৩

নিরন্তর শাস্ত্রের দোষদর্শনকারী মনুষ্যগণ শাস্ত্রের মর্য্যাদা হরণ করে এবং বলিতে থাকে যে, অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান সমীচীন নহে ॥ ১৪

বাক্যই যাহাদের অস্ত্র এবং যাহাদের বাক্য বাণের ন্যায় হৃদয়ে আঘাত করে, তাহারা যেন বিদ্যার ফল তত্ত্বজ্ঞানের সহিত বিদ্রোহ করে। এরূপ ব্যক্তিগণ অপরের বিদ্যার নিন্দা করত নিজের বিদ্যার মিথ্যা সুখ্যাতি করিতে থাকে ॥ ১৫

হে ভারত! এরূপ মনুষ্যদিগকে তুমি বিদ্যার ব্যবসায়কারী এবং রাক্ষসদের ন্যায় পরদ্রোহী বলিয়াই মনে কর। তাহাদের ছল চাতুরীতে তোমার সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিপাদিত ও আচরিত ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ১৬

আমরা শুনিয়াছি যে, কেবল বাক্যের দ্বারা অথবা কেবল বুদ্ধির (তর্কের) দ্বারাই ধর্মের নির্ণয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য ও তর্ক উভয়ের সমুচ্চয়ের দ্বারা ধর্মের নির্ণয় হইয়া থাকে—ইহা বৃহস্পতির অভিমত, যাহা স্বয়ং ইন্দ্রই উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৭

বিদ্বান্ পুরুষ অকারণ কোন বাক্য বলেন না এবং অপর বহু মানুষ উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত শাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিবার চেষ্টা করে না ॥ ১৮

এ জগতে কোন কোন মনীষী পুরুষ শিষ্ট পুরুষগণের দ্বারা পরিচালিত লোকাচারকেই ধর্ম বলেন, কিন্তু বিদ্বান্ পুরুষ স্বয়ংই ঊহাপোহ (তর্ক-বিতর্ক) করত সৎপুরুষগণের শাস্ত্রবিহিত ধর্মের নিশ্চয় করিয়া থাকেন ॥ ১৯

হে ভারত! যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ হইয়া শাস্ত্রকে যথার্থ রূপে না বুঝিয়াই মোহে আবদ্ধ হইয়া অতিশয় অমর্ষ সহকারে শাস্ত্রের প্রবচন করে, তাহার সেই বাক্যের লোক-সমাজে কোনই প্রভাব পড়ে না ॥ ২০

বেদ-শাস্ত্রসমূহের দ্বারা অনুমোদিত তর্কযুক্ত বুদ্ধির দ্বারা যে বাক্য কথিত হয়, উহার দ্বারা শাস্ত্রের প্রশংসা হইয়া থাকে অর্থাৎ শাস্ত্রের সেই বাক্য মানুষের মনে রেখাপাত করে। অপর মানুষ অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানের জন্য কেবল তর্ককেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, কিন্তু ইহা তাহার না বুঝারই ফল ॥ ২১

অনয়া হতমেবেদমিতি শাস্ত্রমপার্থকম্ ।
দৈতেয়ানুশনা প্রাহ সংশয়চ্ছেদনং পুরা ॥ ২২
জ্ঞানমপ্যপদিশ্যং হি যথা নাস্তি তথৈব তৎ ।
তং তথা ছিন্নমূলেন সন্নোদয়িতুমর্হসি ॥ ২৩
অনব্যবহিতং যো বা নেদং বাক্যমুপাশ্নুতে ।
উগ্রায়ৈব হি সৃষ্টোঽসি কর্মণে ন ত্বমীক্ষসে ॥ ২৪
অঙ্গ মামন্ববেক্ষস্ব রাজন্যায় বুভূষতে ।
যথা প্রমুচ্যতে ত্বন্যো যদর্থং ন প্রমোদতে ॥ ২৫
অজোঽশ্বঃ ক্ষত্রমিত্যেতৎ সদৃশং ব্রহ্মণা কৃতম্
তস্মাদভীক্ষ্ণং ভূতানাং যাত্রা কাচিৎ প্রসিধ্যতি ॥ ২৬
যস্ত্ববধ্যবধে দোষঃ স বধ্যস্যাবধে স্মৃতঃ ।
সা চৈব খলু মর্য্যাদা যাময়ং পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৭
তস্মাৎ তীক্ষ্ণঃ প্রজা রাজা স্বধর্মে স্থাপয়েৎ ততঃ ।
অন্যোন্যং ভক্ষয়ন্তো হি প্রচরেয়ুর্বৃকা ইব ॥ ২৮
যস্য দস্যুগণা রাষ্ট্রে ধ্বাংক্ষা মৎস্যান্ জলাদিব ।
বিহরন্তি পরস্বানি স বৈ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ ॥ ২৯
কুলীনান্ সচিবান্ কৃত্বা বেদবিদ্যাসমন্বিতান্ ।
প্রশাধি পৃথিবীং রাজন্ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥ ৩০
বিহীনং কর্মণান্যায়ং যঃ প্রগৃহ্লাতি ভূমিপঃ ।
উপায়স্যাবিশেষজ্ঞং তদ্ বৈ ক্ষত্রং ন পুংসকম্ ॥ ৩১
নৈবোগ্রং নৈব চানুগ্রং ধর্মেণেহ প্রশস্যতে ।
উভয়ং ন ব্যতিক্রামেদুগ্রো ভূত্বা মৃদুর্ভব ॥ ৩২

সেই ব্যক্তি কেবল তর্কের প্রধানতা দিয়া অমুক যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রের এই বাক্য খণ্ডন হইয়া যায়, সেইজন্য উহা 'ব্যর্থ' এরূপ বলিয়া থাকে ; কিন্তু এই কথাও অজ্ঞানের কারণ (অতএব তর্কের দ্বারা শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের দ্বারা তর্ক না বুঝিয়া উভয়ের সহযোগে যে কর্ত্তব্য বোধ হইবে, উহাই পালন করা উচিত।) পুরাকালে এই সংশয়নাশক বাক্য স্বয়ং শুক্রাচার্য্য দৈত্যদিগকে বলিয়াছিলেন ॥ ২২

সংশয়াত্মক যে জ্ঞান, উহা হওয়া না হওয়া—সমানই, অতএব তুমি সেই সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করত উহাকে দূরে অপসারিত কর অর্থাৎ সংশয়হীন জ্ঞান অবলম্বন কর ॥ ২৩

যদি তুমি আমার এই নীতিযুক্ত বাক্য স্বীকার না কর, তবে তোমার এরূপ আচারণ করা উচিত নহে ; কারণ, তুমি (ক্ষত্রিয় বলিয়া) উক্ত হিংসাপূর্ণ কর্ম্ম করিবার জন্যই বিধাতার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছ। এই বিষয়ের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত করিতেছ না ॥ ২৪

বৎস যুধিষ্ঠির! আমার দিকে লক্ষ্য কর, আমি কোন্ কর্ম্ম করিয়াছি ? ভূমণ্ডলের রাজ্যকামী ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত আমি সেইরূপ আচরণই করিয়াছি, যাহাতে তাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন (অর্থাৎ তাঁহাদের সকলকে আমি যুদ্ধস্থলে বধ করত স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছি।) যদিও আমার এই কার্য্য অনেক ব্যক্তি অনুমোদন করেন না, অর্থাৎ আমাকে ক্রূর ও হিংস্র বলিয়া আমার নিন্দা করেন (, তথাপি আমি সেই সব গণ্য না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, সেইরূপ তুমিও নিজের কর্ত্তব্যে দৃঢ়তাসহকারে স্থির থাক) ॥২৫

ছাগল, অশ্ব ও ক্ষত্রিয় এই তিন প্রাণীকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা একপর্য্যায় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা অন্য সমস্ত প্রাণিগণের পুনঃ পুনঃ কোন না কোন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে থাকে ॥ ২৬

অবধ্য মানুষকে বধ করিলে যে দোষ হইয়া থাকে, সেই দোষই হইবে যদি বধ্যকে বধ করা না হয়। অকর্ত্তব্যের ইহাই মর্য্যাদা (সীমা), যাহা ক্ষত্রিয় রাজার পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২৭

অতএব তীক্ষ্ণ স্বভাববিশিষ্ট রাজাই প্রজাগণকে নিজ নিজ ধর্ম্মে স্থাপিত করিতে পারেন ; অন্যথা প্রজাবর্গের সকল লোক চিতাবাঘসকলের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে থাকিবে ॥ ২৮

যাঁহার রাজ্যে দস্যুগণ জল হইতে মৎস্যদিগকে ধরিতে সমর্থ বকসকলের ন্যায় পরের ধন অপহরণ করে, সেই রাজা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়কুলের কলঙ্কস্বরূপ ॥ ২৯

রাজন্! উত্তমকুলে উৎপন্ন এবং বেদবিদ্যাসম্পন্ন পুরুষগণকে মন্ত্রী করিয়া প্রজাদিগকে ধর্ম্মানুসারে পালন করিতে করিতে তুমি এই পৃথিবীকে শাসন কর ॥ ৩০

যে রাজা সৎকর্ম্মহীন, ন্যায়শূন্য এবং কার্য্যসাধন করিবার উপায়সমূহে অনভিজ্ঞ পুরুষকে মন্ত্রিরূপে গ্রহণ করেন, তিনি হইলেন নপুংসক ক্ষত্রিয় ॥ ৩১

যুধিষ্ঠির! রাজধর্ম্মের অনুসারে কেবল উগ্রভাব অথবা কেবল মৃদুভাবের প্রশংসা করা হয় নাই। এই উভয়ের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। সেইজন্য তুমি প্রথমে উগ্র হইয়া পরে পুনরায় মৃদু হইয়া যাও ॥ ৩২

কষ্টঃ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোঽয়ং সৌহৃদং ত্বয়ি মে স্থিতম্ ।
উগ্রকর্ম্মণি সৃষ্টোঽসি তস্মাদ্ রাজ্যং প্রশাধি বৈ ॥ ৩৩

অনিষ্টনিগ্রহো নিত্যং শিষ্টস্য পরিপালনম্ ।
এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অস্তি চেদিহ মর্য্যাদা যামন্যো নাভিলঙ্ঘয়েৎ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং সতাং শ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥৩৫

ভীষ্ম উবাচ ।

ব্রাহ্মণানেব সেবেত বিদ্যাবৃদ্ধাংস্তপস্বিনঃ ।
শ্রুতচারিত্রবৃত্তাঢ্যান্ পবিত্রং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩৬

যা দেবতাসু বৃত্তিস্তে সাস্তু বিপ্রেষু নিত্যদা ।
ক্রুদ্ধৈর্হি বিপ্রৈঃ কর্ম্মাণি কৃতানি বহুধা নৃপ ॥ ৩৭

প্রীত্যা যশো ভবেন্মুখ্যমপ্রীত্যা পরমং ভয়ম্ ।
প্রীত্যা হ্যমৃতবদ্ বিপ্রাঃ ক্রুদ্ধাশ্চৈব বিষং যথা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ববণি আপদ্ধর্ম্মপর্ববণি দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪২

বৎস ! এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কষ্টসাধ্য। তোমার উপর আমার অত্যন্ত স্নেহ আছে, সেইজন্য বলিতেছি। বিধাতা তোমাকে উগ্র কর্ম্ম করিবার জন্যই উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই কারণে তুমি নিজের ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া রাজ্য শাসন কর ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপৎকালেই সর্ব্বদা দুষ্টগণের দমন ও শিষ্ট পুরুষদিগের পালন করা উচিত, এরূপ কথাই বুদ্ধিমান্ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন ॥ ৩৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ ! এ জগতে যদি এরূপ কোন মর্য্যাদা থাকে, যাহাকে অন্য কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, তবে আমি উহা জানিবার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি উহা আমাকে বলুন ॥ ৩৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ ! তুমি বিদ্যায় প্রবীণ, তপস্বী এবং শাস্ত্র-জ্ঞান, উত্তম চরিত্র ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের সেবা করিবে, ইহাই উত্তম ও পবিত্র কার্য্য ॥ ৩৬

হে নৃপ ! দেবগণের উপর তোমার যাহা আচরণীয় ব্যবহার আছে, সেই ভাব ও ব্যবহার ব্রাহ্মণগণের প্রতিও তোমার হওয়া উচিত, কারণ, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণসকল অনেক প্রকারের অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ৩৭

ব্রাহ্মণগণের প্রসন্নতায় সর্ব্বোত্তম যশের বিস্তার হইয়া থাকে। তাঁহাদের অপ্রসন্নতায় মহাভয়প্রাপ্তি হয়। প্রসন্ন থাকিলে পর ব্রাহ্মণগণ অমৃতের ন্যায় জীবনদায়ক হন্ এবং ক্রুদ্ধ হইলে পর বিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর মৃত্যুদায়ক হইয়া থাকেন ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শরণাগতরক্ষণবিষয়ে ব্যাধ-কপোত-কপোতীনাং সংবাদারম্ভঃ, অত্র প্রসঙ্গে শীতপীড়িতস্যৈকস্য ব্যাধস্য কস্যচিদ্ বৃক্ষস্য তলে শয়নঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ।
শরণং পালয়ানস্য যো ধর্মস্তং বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

মহান্ ধর্মো মহারাজ শরণাগতপালনে।
অর্হঃ প্রষ্টুং ভবাংশ্চৈব প্রশ্নং ভরতসত্তম ॥ ২

শিবিপ্রভৃতয়ো রাজন্ রাজানঃ শরণাগতান্।
পরিপাল্য মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥৩

শ্রূয়তে চ কপোতেন শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
পূজিতশ্চ যথান্যায়ং স্বৈশ্চ মাংসৈর্নিমন্ত্রিতঃ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং কপোতেন পুরা শত্রুঃ শরণমাগতঃ।
স্বমাংসং ভোজিতঃ কাঞ্চ গতিং লেভে স ভারত ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যাং সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
নৃপতের্মুচুকুন্দস্য কথিতাং ভার্গবেণ বৈ ॥ ৬
ইমমর্থং পুরা পার্থ মুচুকুন্দো নরাধিপঃ।
ভার্গবং পরিপপ্রচ্ছ প্রণতঃ পুরুষর্ষভ ॥ ৭
তস্মৈ শুশ্রূষমাণায় ভার্গবোঽকথয়ৎ কথাম্।
ইমাং যথা কপোতেন সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা নরাধিপ ॥ ৮

মুনিরুবাচ।

ধর্মনিশ্চয়সংযুক্তাং কামার্থসহিতাং কথাম্।
শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ গদতো মে মহাভুজ ॥ ৯
কশ্চিৎ ক্ষুদ্রসমাচারঃ পৃথিব্যাং কালসম্মিতঃ।
বিচচার মহারণ্যে ঘোরঃ শকুনিলুব্ধকঃ ॥ ১০
কাকোল ইব কৃষ্ণাঙ্গো রক্তাক্ষঃ কালসম্মিতঃ।
দীর্ঘজঙ্ঘো হ্রস্বপাদো মহাবক্ত্রো মহাহনুঃ ॥ ১১

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

[শরণাগতকে রক্ষা করিবার বিষয়ে এক ব্যাধ ও কপোত কপোতীর সংবাদ আরম্ভ এবং এই প্রসঙ্গে গ্রীষ্মে পীড়িত হইয়া এক ব্যাধের কোন এক বৃক্ষের তলায় যাইয়া শয়ন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— পিতামহ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ; অতএব আপনি আমাকে এই কথা বলুন যে, শরণাগতকে রক্ষাকারী ব্যক্তির কোন্ ধর্ম লাভ হয়?১

ভীষ্ম বলিলেন, মহারাজ! শরণাগতকে রক্ষা করিলে পর মহান্ ধর্ম পালিত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমিই এরূপ প্রশ্ন করিবার যথার্থ অধিকারী ॥ ২

রাজন্! শিবি প্রভৃতি মহাত্মা রাজারা ত' শরণাগতকে রক্ষা করিয়াই পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ৩

এরূপ এক উপাখ্যান শুনা যায় যে, কোন এক কপোত (পায়রা) শরণাগত শত্রু ব্যাধের যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছিল এবং নিজের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিল ॥ ৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! পুরাকালে এক কপোত শরণাগত শত্রুকে কি প্রকারে নিজের মাংস ভক্ষণ করাইয়াছিল এবং এরূপ করিলে পর তাহার কিরূপ সদ্‌গতি লাভ হইয়াছিল?৫

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সেই দিব্য কথা শ্রবণ কর, যাহা সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে। ভৃগুবংশজাত পরশুরাম* রাজা মুচুকুন্দকে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ৬

পুরুষপ্রবর কুন্তীনন্দন! পুরাকালের ঘটনা, একদিন রাজা মুচুকুন্দ পরশুরামকে প্রণাম করত তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৭

হে নরাধিপ! তখন পরশুরাম শুনিবার জন্য উৎসুক মুচুকুন্দকে কপোত যেভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া শুনাইলেন ॥ ৮

মুনি পরশুরাম বলিলেন,—এই কথা ধর্মনির্ণয়সংযুক্ত এবং অর্থ ও কামসম্পর্কযুক্ত। রাজন্! তুমি সাবধান হইয়া এই বিষয় বর্ণনাকারী আমার নিকট হইতে তুমি শ্রবণ কর ॥ ৯

কোন এক সময়ের কথা, একদিন বিশাল ঘোর বনে কোন এক ভয়ঙ্কর পক্ষিঘাতক ব্যাধ চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল। সে অতিশয় নীচ আচার-পরায়ণ ছিল এবং সে পৃথিবীতে কালের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ১০

তাহার সর্ব্বাঙ্গ দাঁড়-কাকের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ছিল। সে দেখিতে কালের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। তাহার জঙ্ঘাদ্বয় দীর্ঘ, পদযুগল ক্ষুদ্র, মুখ বিশাল এবং গ্রীবা বৃহৎ ছিল ॥১১

* কেহ কেহ এস্থলে ভার্গব-শব্দের অর্থ শুক্রাচার্য্য করিয়াছেন।

নৈব তস্য সুহৃৎ কশ্চিন্ন সম্বন্ধী ন বান্ধবাঃ ।
স হি তৈঃ সম্পরিত্যক্তস্তেন রৌদ্রেণ কর্মণা ॥ ১২
নরঃ পাপসমাচারস্ত্যক্তব্যো দূরতো বুধৈঃ ।
আত্মানং যোঽভিসন্ধত্তে সোঽন্যস্য স্যাৎ কথং হিতঃ॥১৩
যে নৃশংসা দুরাত্মানঃ প্রাণিপ্রাণহরা নরাঃ ।
উদ্বেজনীয়া ভূতানাং ব্যালা ইব ভবন্তি তে ॥ ১৪
স বৈ ক্ষারকমাদায় দ্বিজান্ হত্বা বনে সদা ।
চকার বিক্রয়ং তেষাং পতঙ্গানাং জনাধিপ ॥ ১৫
এবং তু বর্তমানস্য তস্য বৃত্তিং দুরাত্মনঃ ।
অগমৎ সুমহান্ কালো ন চাধর্মমবুধ্যত ॥ ১৬
তস্য ভার্য্যাসহায়স্য রমমাণস্য শাশ্বতম্ ।
দৈবযোগবিমূঢ়স্য নান্যা বৃত্তিররোচত ॥ ১৭
ততঃ কদাচিৎ তস্যাথ বনস্থস্য সমন্ততঃ ।
পাতয়ন্নিব বৃক্ষাংস্তান্ সুমহান্ বাতসম্ভ্রমঃ ॥ ১৮

তাহার কোন সুহৃৎ ছিল না, সম্বন্ধী ছিল না এবং ভ্রাতাদি বান্ধবও ছিল না। সে অতিশয় ক্রূর কর্ম করিত বলিয়া তাহাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছিল ॥ ১২

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি পাপাচারী, সেই মানুষকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা জ্ঞানী পুরুষগণের কর্তব্য। যে নিজেকে নিজেই দুরভিসন্ধিতে আবদ্ধ করে, সে অপরের হিতৈষী হইবে কি করিয়া? ১৩

যে সকল মানুষ ক্রূর, দুরাত্মা ও অন্য সকল প্রাণীর প্রাণ অপহরণ করে, তাহারা হিংস্র জীবজন্তু বা সর্পগণের ন্যায় সকল জীবেরই উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৪

নরনাথ! সে প্রতিদিন জাল লইয়া বনে গমন পূর্ব্বক বহু সংখ্যক পক্ষীকে বিনাশ করিয়া সেই সব পক্ষীকে বিক্রয় করিত । ১৫

ইহাই ছিল তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। এই বৃত্তিতে অবস্থান করত সেই দুরাত্মার সেখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া যাইল, কিন্তু সে নিজের এই কার্য্যকে অধর্ম বলিয়া মনে করিত না ॥ ১৬

সদা নিজের স্ত্রীর সহিত বিহার করিতে করিতে সেই ব্যাধ দৈবযোগে এরূপ মূঢ় হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার আর অন্য কোন বৃত্তিই ভাল লাগিত না ॥১৭

তদনন্তর একদিন যখন সেই ব্যাধ বনেই বিচরণ করিতেছিল, তখন চারিদিক্ হইতেই প্রবল বায়ু (প্রচণ্ড ঝড়) উত্থিত হইল।

মেঘসঙ্কুলমাকাশং বিদ্যুন্মণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
সংছন্নস্তু মুহূর্তেন নৌসার্থৈরিব সাগরঃ ॥ ১৯
বারিধারাসমূহেন সম্প্রবিষ্টঃ শতক্রতুঃ ।
ক্ষণেন পূরয়ামাস সলিলেন বসুন্ধরাম্ ॥ ২০
ততো ধারাকুলে কালে সম্ভ্রমন্ নষ্টচেতনঃ ।
শীতার্তস্তদ্ বনং সর্বমাকুলেনান্তরাত্মনা ॥ ২১
নৈব নিম্নং স্থলং বাপি সোঽবিন্দত বিহঙ্গহা ।
পূরিতো হি জলৌঘেন তস্য মার্গো বনস্য চ ॥ ২২
পক্ষিণো বর্ষবেগেন হতা লীনাস্তদাভবন্ ।
মৃগ-সিংহ-বরাহাশ্চ স্থলমাশ্রিত্য শেরতে ॥ ২৩
মহতা বাতবর্ষেণ ত্রাসিতাস্তে বনৌকসঃ ।
ভয়ার্তাশ্চ ক্ষুধার্তাশ্চ বভ্রমুঃ সহিতা বনে ॥ ২৪
স তু শীতহতৈর্গাত্রৈর্ন জগাম ন তস্থিবান্ ।
দদর্শ পতিতাং ভূমৌ কপোতীং শীতবিহ্বলাম্ ॥ ২৫

সেই সময় বায়ুর তীব্র বেগ যে বনের সমস্ত বৃক্ষকে ধরাশায়ী করিতেছিল ॥ ১৮

আকাশ মেঘমালায় পূর্ণ হইয়া যাইল এবং বিদ্যুন্মণ্ডলে সেই আকাশের অপূর্ব্ব শোভা হইতেছিল। যেরূপ সমুদ্র নৌকারোহী বণিক্ সমুদায়ের দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই জলধারাসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া ইন্দ্রদেব ব্যোমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি এই পৃথিবীকে জল-রাশিতে পূর্ণ করিয়া দিলেন ॥ ১৯-২০

সেই সময় মুসল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছিল, ইহাতে শীতে পীড়িত ব্যাধ যেন অচেতন হইয়া পড়িল এবং ব্যাকুলহৃদয়ে সে বনে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২১

বনের যে পথ দিয়া সে যাইতেছিল, উহা জলের প্রবাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে ব্যাধের উচ্চ নিম্নভূমি কিছু বোধ রহিল না ॥ ২২

বর্ষার বেগে বহু সংখ্যক পক্ষী নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। বহু পক্ষী আবার নিজের বাসায় প্রবিষ্ট হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মৃগ, সিংহ ও শূকর স্থলভূমি আশ্রয় করত শয়ন করিয়া রহিল ॥ ২৩

ভয়ঙ্কর বায়ু ও বর্ষণে আতঙ্কিত বনবাসী জীবজন্তুগণ ভয়ার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দলে দলে একসঙ্গে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৪

ব্যাধের সর্ব্বাঙ্গ শীতে অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল সেইজন্য সে চলিতে পারিতেছিল না এবং একত্রে দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিতে-

দৃষ্ট্বাঽর্তোঽপি হি পাপাত্মা স তাং পঞ্জরকেঽক্ষিপৎ।
স্বয়ং দুঃখাভিভূতোঽপি দুঃখমেবাকরোৎ পরে ॥ ২৬
পাপাত্মা পাপকারিত্বাৎ পাপমেব চকার সঃ।
সোঽপশ্যৎ তরুখণ্ডেষু মেঘনীলবনস্পতিম্ ॥ ২৭
সেব্যমানং বিহঙ্গৌঘৈশ্ছায়াবাসফলার্থিভিঃ।
ধাত্রা পরোপকারায় স সাধুরিব নির্মিতঃ ॥ ২৮
অথাভবৎ ক্ষণেনৈব বিয়দ্ বিমলতারকম্।
মহৎসর ইবোৎফুল্লং কুমুদচ্ছুরিতোদকম্ ॥ ২৯
তারাঢ্যং কুমুদাকারমাকাশং নির্মলং বহু।
ঘনৈর্মুক্তং নভো দৃষ্ট্বা লুব্ধকঃ শীতবিহ্বলঃ ॥ ৩০

দিশো বিলোকয়ামাস বিগাঢং প্রেক্ষ্য শর্বরীম্।
দূরতো মে নিবেশশ্চ অস্মাদ্ দেশাদিতি প্রভো ॥৩১
কৃতবুদ্ধিৰ্দ্রুমে তস্মিন্ বস্তুং তাং রজনীং ততঃ।
সাঞ্জলিঃ প্রণতিং কৃত্বা বাক্যমাহ বনস্পতিম্ ॥ ৩২
শরণং যামি যান্যস্মিন্ দৈবতানি বনস্পতৌ।
স শিলায়াং শিরঃ কৃত্বা পর্ণান্যাস্তীর্য্য ভূতলে।
দুঃখেন মহতাঽঽবিষ্টস্ততঃ সুষ্বাপ পক্ষিহা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতলুব্ধকসংবাদোপক্রমে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩

ছিল না। এই অবস্থায় সে ধরাতলে পতিত একটি কপোতীকে দেখিতে পাইল, এই কপোতী শীতের কষ্টে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ২৫

সেই পাপাত্মা ব্যাধ যদিও নিজে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, তথাপি সে সেই কপোতীকে তুলিয়া লইয়া পিঞ্জর-মধ্যে রাখিয়া দিল। স্বয়ং দুঃখে পীড়িত হইতে থাকিলেও সে অন্য প্রাণীর দুঃখোৎপাদনই করিতে লাগিল। সর্ব্বদা পাপেই প্রবৃত্ত থাকায় সেই পাপাত্মা ব্যাধ পাপকার্য্যই করিতে থাকিল ॥ ২৬২৭

এই সময়ে সে বৃক্ষসকলের মধ্যে মেঘখণ্ড তুল্য নীল এক বনস্পতিকে দেখিতে পাইল। এই বৃক্ষকে বহুসংখ্যক পক্ষী ছায়া, নিবাস ও ফলের ইচ্ছায় সেবা করিত। বিধাতা যেন পরোপকারের জন্যই সাধুতুল্য এই বিশাল বৃক্ষকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭-২৮

তদনন্তর এককক্ষণের মধ্যেই আকাশ হইতে মেঘমণ্ডল সরিয়া যাইল এবং উহাতে নির্ম্মল তারকাসকল সমুদিত হইল। ইহাতে মনে হইতেছিল—কুমুদ (শালুক) পুষ্পসমূহে সুশোভিত জলপূর্ণ কোন এক সরোবর যেন প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ২৯

প্রভো! তারাসমূহে পূর্ণ অত্যন্ত নির্ম্মল আকাশ বিকসিত কুমুদপুষ্পসকলে সুশোভিত সরোবরের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। আকাশকে মেঘমুক্ত হইতে দেখিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই ব্যাধ সম্পূর্ণ দিক্‌সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাত্রিকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—আমার বাসভূমি ত' এ স্থান হইতে বহু দূরে ॥ ৩০-৩১

ইহার পর ব্যাধ সেই বৃক্ষেরই তলায় রাত্রিতে বাস করিবার বিষয় স্থির করিল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করত সেই বনস্পতিকে বলিল—এই বৃক্ষে যে সমস্ত দেবতাগণ আছেন, আমি তাঁহাদের সকলের শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৩২২৩

এই কথা বলিয়া সেই ব্যাধ ভূতলে পত্রসকল বিছাইয়া এক শিলাখণ্ডে নিজের মস্তক স্থাপন করত অত্যন্ত দুঃখের সহিত নিদ্রিত হইল ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে কপোত (পায়রা) ও ব্যাধের সংবাদ আরম্ভ-বিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কপোতেন স্বভার্য্যায়া গুণগানম্, পতিব্রতায়াঃ স্ত্রিয়ঃ প্রশংসা চ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

অথ বৃক্ষস্য শাখায়াং বিহঙ্গঃ সসুহৃজ্জনঃ ।
দীর্ঘকালোষিতো রাজংস্তত্র চিত্রতনূরুহঃ ॥ ১

তস্য কল্যগতা ভার্য্যা চরিতুং নাভ্যবর্তত ।
প্রাপ্তাঞ্চ রজনীং দৃষ্ট্বা স পক্ষী পর্য্যতপ্যত ॥ ২

বাতবর্ষং মহচ্চাসীন্ন চাগচ্ছতি মে প্রিয়া ।
কিং নু তৎ কারণং যেন সাদ্যাপি ন নিবর্ততে ॥ ৩

অপি স্বস্তি ভবেৎ তস্যাঃ প্রিয়ায়া মম কাননে ।
তয়া বিরহিতং হীদং শূন্যমদ্য গৃহং মম ॥ ৪

পুত্র-পৌত্র-বধূ-ভৃত্যৈরাকীর্ণমপি সর্বতঃ ।
ভার্য্যাহীনং গৃহস্থস্য শূন্যমেব গৃহং ভবেৎ ॥৫

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।
গৃহং তু গৃহিণীহীনমরণ্যসদৃশং মতম্ ॥ ৬

যদি সা রক্তনেত্রান্তা চিত্রাঙ্গী মধুরস্বরা
অদ্য নায়াতি মে কান্তা ন কার্য্যং জীবিতেন মে ॥৭

ন ভুঙ্‌ক্তে ময্যভুক্তে যা নাস্নাতে স্নাতি সুব্রতা ।
নাতিষ্ঠত্যুপবিষ্টে‌ত শেতে চ শয়িতে ময়ি ॥ ৮

হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা দুঃখিতে ময়ি দুঃখিতা ।
প্রোষিতে দীনবদনা ক্রুদ্ধে চ প্রিয়বাদিনী ॥ ৯

পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতে রতা ।
যস্য স্যাৎ তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি ॥১০

সা হি শ্রান্তং ক্ষুধার্তঞ্চ জানীতে মাং তপস্বিনী ।
অনুরক্তা স্থিরা চৈব ভক্তা স্নিগ্ধা যশস্বিনী ॥ ১১

চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[পায়রা কর্ত্তৃক নিজের ভার্য্যার গুণগান এবং পতিব্রতা স্ত্রীর প্রশংসা।]

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্! সেই বৃক্ষের শাখায় বহুদিন হইতে এক কপোত (পায়রা) নিজের সুহৃদ্‌বর্গের সহিত বাস করিতেছিল। তাহার দেহের রোমসকল বিচিত্র ছিল ॥ ১

তাহার ভার্য্যা প্রাতঃকালেই আহার সংগ্রহের জন্য গিয়াছিল, কিন্তু সে তখনও ফিরিয়া আসে নাই; এখন রাত্রি হইতে দেখিয়া সেই পায়রা তাহার জন্য অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ২

পায়রা দুঃখিত হইয়া এইভাবে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল যে, অহো! আজ তীব্র ঝড় উঠিয়াছিল এবং প্রচণ্ড বৃষ্টিও হইয়াছে; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা এস্থানে ফিরিয়া আসে নাই। এরূপ কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, সে এখন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিল না? ৩

আমার সেই প্রিয়া ভার্য্যা এই বনে কুশলেই আছে ত? আজ আমার এই গৃহ সেই ভার্য্যা ব্যতীত সব শূন্য বোধ হইতেছে ॥ ৪

পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ ও ভরণ-পোষণযোগ্য অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ থাকিলেও গৃহস্থ ব্যক্তির এই গৃহ তাহার পত্নী ব্যতীত শূন্য বলিয়াই মনে হয় ॥ ৫

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানিগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহে অবস্থিত ভার্য্যাকেই গৃহ বলিয়া থাকেন। গৃহে যদি ভার্য্যা না থাকে, তবে সেই গৃহ অরণ্যতুল্য বলিয়া মহাত্মাগণ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৬

যাহার নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ ঈষৎ রক্তবর্ণ, অঙ্গসকল বিচিত্র এবং কণ্ঠস্বর মধুর, সেই আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা যদি আজ না আসে, তবে আমার এই জীবনের প্রয়োজন কি? ৭

আমার সেই ভার্য্যা উত্তম ব্রত পালনকারিণী পতিব্রতা ছিল, সেইজন্য সে আমাকে ভোজন না করাইয়া ভোজন করিত না, আমি স্নান না করিলে স্নান করিত না, আমি না বসিলে সে উপবেশন করিত না এবং আমি শয়ন করিলে পরই সে শয়ন করিত ॥ ৮

আমি হৃষ্ট থাকিলে সে হর্ষলাভ করিত এবং আমি দুঃখিত থাকিলে সে দুঃখিতা হইত। আমি যখন বাহিরে যাইতাম, তখন তাহার মুখে দীনতা দেখা যাইত এবং আমি যদি কোন কারণে ক্রোধ প্রকাশ করিতাম, তথাপি সে প্রিয় কথাই বলিয়া যাইত ॥ ৯

সে পতিব্রতা ছিল, পতি ব্যতীত তাহার আর কোন গতি (অবলম্বন) ছিল না এবং সর্ব্বদা পতির প্রিয় ও হিতেই নিরত থাকিত। যাহার এরূপ পত্নী লাভ হয়, সেই পুরুষ ধন্য হইয়া যায় ॥ ১০

সেই তপস্বিনী ইহা জানিত যে, আমি শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধায়

বৃক্ষমূলেঽপি দয়িতা যস্য তিষ্ঠতি তদ্ গৃহম্ ।
প্রাসাদোঽপি তয়া হীনঃ কান্তার ইতি নিশ্চিতম্ ॥১২
ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী ।
বিদেশগমনে চাস্য সৈব বিশ্বাসকারিকা ॥ ১৩
ভার্য্যা হি পরমো হ্যর্থঃ পুরুষস্যেহ পঠ্যতে ।
অসহায়স্য লোকেঽস্মিংল্লোকযাত্রাসহায়িনী ॥ ১৪
তথা রোগাভিভূতস্য নিত্যং কৃচ্ছ্রগতস্য চ ।
নাস্তি ভার্য্যাসমং কিঞ্চিন্নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥ ১৫
নাস্তি ভার্য্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যাসমা গতিঃ ।
নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে ॥ ১৬
যস্য ভার্য্যা গৃহে নাস্তি সাধ্বী চ প্রিয়বাদিনী ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বণি ভার্য্যাপ্রশংসায়াং চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪

পীড়িত, তথাপি জানিনা কেন সে এখনও আসিল না ? আমার প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাহার বুদ্ধি স্থির ছিল এবং সেই যশস্বিনী ভার্য্যা আমার প্রতি স্নেহপরায়ণা ও আমার পরম ভক্ত ছিল ॥ ১১

যাহার সহিত পত্নী থাকে, বৃক্ষের মূলও তাহার গৃহ এবং অতিশয় বৃহৎ অট্টালিকাও যদি স্ত্রীশূন্য থাকে, তবে উহাও নিশ্চয় দুর্গম গহন বনসদৃশ ॥ ১২

পুরুষের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সময়ে তাহার পত্নীই তাহার মুখ্য সহায়িকা। বিদেশ গমনকালেও সেই পত্নীই তাহার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য অবলম্বন ॥ ১৩

এ জগতে পুরুষের প্রধান সম্পত্তি তাহার স্ত্রীকেই বলা হইয়াছে। এই ভূলোকে যে ব্যক্তি অসহায়, তাহার লোকযাত্রায় সহায়কারিণী তাহার স্ত্রীই হইয়া থাকে ॥ ১৪

যে পুরুষ রোগে পীড়িত এবং দীর্ঘকাল বিপদে পতিত আছে, সেই পীড়িত মানুষের পক্ষে স্ত্রীসদৃশ অন্য কোন ঔষধি নাই ॥ ১৫

জগতে ভার্য্যা তুল্য কোন বন্ধু (উপকারী) নাই, স্ত্রীসদৃশ কোন আশ্রয় নাই এবং ধর্ম্ম সংগ্রহের সহায়কও স্ত্রীর সমান অপর আর কেহ নাই ॥ ১৬

যাহার গৃহে সাধ্বী ও প্রিয়ভাষিণী ভার্য্যা নাই, তাহার ত' বনে চলিয়া যাওয়াই উচিত, কারণ, তাহার নিকট যেমন গৃহ, সেইরূপই বন ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ভার্য্যার প্রশংসাবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[কপোতসমীপে কপোত্যা শরণাগতব্যাধস্য সেবার্থং প্রার্থনা ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

এবং বিলপতস্তস্য শ্রুত্বা তু করুণং বচঃ ।
গৃহীতা শকুনিঘ্নেন কপোতী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

কপোত্যুবাচ ।

অহোঽতীব সুভাগ্যাহং যস্যা মে দয়িতঃ পতিঃ ।
অসতো বা সতো বাপি গুণানেবং প্রভাষতে ॥ ২

ন সা স্ত্রী হ্যভিমন্তব্যা যস্যাং ভর্তা ন তুষ্যতি ।
তুষ্টে ভর্তরি নারীণাং তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৩

অগ্নিসাক্ষিকমিত্যেব ভর্তা বৈ দৈবতং পরম্ ।
দাবাগ্নিনেব নির্দগ্ধা সপুষ্পস্তবকা লতা ॥ ৪

ভস্মীভবতি সা নারী যস্যা ভর্তা ন তুষ্যতি ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য দুঃখার্তা ভর্তারং দুঃখিতং তদা ॥ ৫

কপোতী লুব্ধকেনাপি গৃহীতা বাক্যমব্রবীৎ ।
হন্ত বক্ষ্যামি তে শ্রেয়ঃ শ্রুত্বা তু কুরু তৎ তথা ॥ ৬

শরণাগতসন্ত্রাতা ভব কান্ত বিশেষতঃ ।
এষ শাকুনিকঃ শেতে তব বাসং সমাশ্রিতঃ ॥ ৭

শীতার্তশ্চ ক্ষুধার্তশ্চ পূজামস্মৈ সমাচর ।
যো হি কশ্চিদ্ দ্বিজং হন্যাদ্ গাঞ্চ লোকস্য মাতরম্ ॥৮

শরণাগতঞ্চ যো হন্যাৎ তুল্যং তেষাঞ্চ পাতকম্ ।
অস্মাকং বিহিতা বৃত্তিঃ কাপোতী জাতিধর্মতঃ ॥ ৯

সা ন্যায্যাঽঽত্মবতা নিত্যং ত্বদ্বিধেনানুবর্তিতুম্ ।
যস্তু ধর্মং যথাশক্তি গৃহস্থো হ্যনুবর্ততে ॥ ১০

স প্রেত্য লভতে লোকানক্ষয়ানিতি শুশ্রুম ।
স ত্বং সন্তানবানদ্য পুত্রবানসি চ দ্বিজ ॥ ১১

তৎ স্বদেহে দয়াং ত্যক্ত্বা ধর্মার্থৌ পরিগৃহ্য চ ।
পূজামস্মৈ প্রযুঙ্ক্ষ্ব ত্বং প্রীয়েতাস্য মনো যথা ॥ ১২

পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় ।

[কপোতীকর্তৃক কপোতের নিকট শরণাগত ব্যাধের সেবার জন্য প্রার্থনা ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এইভাবে বিলাপরত সেই কপোতের (পায়রার) করুণাযুক্ত বাক্য শ্রবণ করত ব্যাধ কর্তৃক গৃহীতা কপোতী বলিল ॥ ১

কপোতী (পায়রার ভার্য্যা) বলিল, অহো! আমি অতিশয় সৌভাগ্যশালিনী যে, আমার প্রিয়তম পতিদেব এইভাবে আমার গুণসকল, তাহাতে সেই সব গুণ আমার থাকুক বা না থাকুক, উহাদের গান করিতেছেন ॥ ২

সেই স্ত্রীকে স্ত্রী বলিয়া মনে করা উচিত হইবে না, যাহার পতি তাহার উপর সন্তুষ্ট না থাকেন ; কারণ, পতি সন্তুষ্ট থাকিলে পর স্ত্রীগণের প্রতি সমস্ত দেবতাগণ তুষ্ট থাকেন ॥ ৩

অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া স্ত্রীর যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তিনিই তাঁহার পতি এবং তিনিই সেই স্ত্রীর পরম দেবতা। যাহার পতি তুষ্ট থাকেন না, সেই নারী দাবানলে দগ্ধ পুষ্পস্তবক-সমূহের সহিত লতাসকলের ন্যায় ভস্মীভূতা হইয়া যায় ॥ ৪½

এইরূপ চিন্তা করিয়া দুঃখপীড়িতা ও ব্যাধ কর্তৃক গৃহীতা পায়রা ভার্য্যা নিজের দুঃখিত পতিকে সেই সময় এইভাবে বলিল ॥ ৫½

প্রাণনাথ! আমি আপনার কল্যাণের কথা বলিতেছি, আপনি উহা শ্রবণ করত তাহার পালন করুন। এই সময় বিশেষ প্রযত্ন করত এক শরণাগত প্রাণীকে রক্ষা করুন ॥ ৬½

এই ব্যাধ আপনার বাসস্থানে আসিয়া শীত ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। আপনি ইহার যথোচিত সেবা করুন ॥ ৭½

যে কোনও মানুষ ব্রাহ্মণ, যে কোন মানুষ লোকমাতা গাভী ও যে কোন মানুষ শরণাগতকে হত্যা করে, তবে এই তিন জনেরই সমানভাবে পাতক হইয়া থাকে ॥ ৮½

বিধাতা জাতিধর্মানুসারে আমাদের কপোতী-বৃত্তি (পায়রার বৃত্তি) স্থির করিয়া দিয়াছেন। আপনার ন্যায় মনস্বী পুরুষের সর্ব্বদা সেই বৃত্তি পালন করা উচিত ॥ ৯½

যে গৃহস্থ যথাশক্তি নিজের ধর্ম্ম পালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর অক্ষয় লোকসকল লাভ করেন, ইহা আমরা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১০½

পক্ষিপ্রবর! আপনি এখন সন্তানবান্ এবং পুত্রবান্ হইয়াছেন। অতএব আপনি নিজের দেহের উপর দয়া না করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই ব্যাধকে সেই ভাবে সমাদর করুন, যাহাতে ইহার মন প্রীত হইয়া থাকে ॥ ১১-১২

মৎকৃতে মা চ সন্তাপং কুর্বীথাস্ত্বং বিহঙ্গম।
শরীরযাত্রাকৃত্যর্থমন্যান্ দারানুপৈষ্যসি ॥ ১৩
ইতি সা শকুনী বাক্যং পঞ্জরস্থা তপস্বিনী।
অতিদুঃখান্বিতা প্রোক্ত্বা ভর্তারং সমুদৈক্ষত ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতং প্রতি কপোতীবাক্যে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৫

বিহঙ্গম (গগনবিহারিন্)! আপনি আমার জন্য সন্তাপ করিবেন না। আপনার নিজের শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অন্য স্ত্রী মিলিয়া যাইবে ॥ ১৩

এইভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ সেই তপস্বিনী কপোতী পতিকে এই কথা বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ সহকারে পতির মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিল ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কপোতের প্রতি কপোতীর বাক্যবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কপোতস্যাতিথিসৎকারঃ, ব্যাধায় স্বস্য দেহত্যাগশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

স পত্ন্যা বচনং শ্রুত্বা ধর্মযুক্তিসমন্বিতম্।
হর্ষেণ মহতা যুক্তো বাষ্পব্যাকুললোচনঃ ॥ ১
তং বৈ শাকুনিকং দৃষ্ট্বা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
স পক্ষী পূজয়ামাস যত্নাৎ তং পক্ষিজীবিনম্ ॥ ২
উবাচ স্বাগতং তেঽদ্য ব্রূহি কিং করবাণি তে।
সন্তাপশ্চ ন কর্তব্যঃ স্বগৃহে বর্তসে ভবান্ ॥ ৩
তদ্ ব্রবীতু ভবান্ ক্ষিপ্রং কিং করোমি কিমিচ্ছসি।
প্রণয়েন ব্রবীমি ত্বাং ত্বং হি নঃ শরণাগতঃ ॥ ৪
অরাবপ্যুচিতং কার্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুমপ্যাগতে ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ ॥ ৫
শরণাগতস্য কর্তব্যমাতিথ্যং হি প্রযত্নতঃ।
পঞ্চযজ্ঞপ্রবৃত্তেন গৃহস্থেন বিশেষতঃ ॥ ৬
পঞ্চযজ্ঞাংস্তু যো মোহান্ন করোতি গৃহাশ্রমে।
তস্য নায়ং ন চ পরো লোকো ভবতি ধর্মতঃ ॥ ৭
তদ্ ব্রূহি মাং সুবিস্রব্ধো যৎ ত্বং বাচা বদিষ্যসি।
তৎ করিষ্যাম্যহং সর্বং মা ত্বং শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৮

ষট্ চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়

[কপোতকর্ত্তৃক অতিথি সৎকার এবং নিজের দেহকে ব্যাধের জন্য পরিত্যাগ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পত্নীর সেই ধর্ম্মানুকূল ও যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করত কপোত (পায়রা) অতিশয় হর্ষান্বিত হইল। তাহার নেত্রদ্বয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল ॥ ১

সেই পক্ষী পক্ষিগণের হিংসায় জীবন নির্ব্বাহকারী সেই ব্যাধের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যত্ন সহকারে তাহার পূজা করিল ॥ ২

এবং সেই পক্ষী ব্যাধকে বলিল আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? বলুন, আপনার কি সেবা করিব? আপনার সন্তাপ করা উচিত নয়; যেহেতু আপনি বর্ত্তমানে আপনার গৃহেই আছেন ॥ ৩

অতএব শীঘ্র বলুন, আপনি কি ইচ্ছা করেন? আমি আপনার কি সেবা করিব? আমি প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কারণ, এখন আপনি আমারই গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৪

যদি শত্রুও গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার যথাযোগ্য আদর সৎকার করা উচিত। ছেদন করিবার জন্য যে ব্যক্তি বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপর হইতেও বৃক্ষ নিজের ছায়া সরাইয়া নেয় না ॥ ৫

যে ব্যক্তি গৃহে আসিয়াছে, তাহার প্রতি যত্নসহকারে অতিথিজনোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়, যেহেতু ভূত যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞের অধিকারী গৃহস্থের ইহাই প্রধান ধর্ম্ম ॥ ৬

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে ইহলোকে সুখভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭

অতএব আপনি পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে আপনার কথা

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা শকুনের্লুব্ধকোঽব্রবীৎ ।
বাধতে খলু মে শীতং সন্ত্রাণং হি বিধীয়তাম্ ॥ ৯
এবমুক্তস্ততঃ পক্ষী পর্ণান্যাস্তীর্য্য ভূতলে ।
যথাশক্ত্যা হি পর্ণেন জ্বলনার্থং দ্রুতং যযৌ ॥ ১০
স গত্বাঙ্গারকর্মান্তং গৃহীত্বাগ্নিমথাগমৎ ।
ততঃ শুষ্কেষু পর্ণেষু পাবকঃ সোঽপ্যদীপয়ৎ ॥ ১১
স সন্দীপ্তং মহৎ কৃত্বা তমাহ শরণাগতম্ ।
প্রতাপয় সুবিশ্রব্ধঃ স্বগাত্রাণ্যকুতোভয়ঃ ॥ ১২
স তথোক্তস্তথেত্যুক্ত্বা লুব্ধো গাত্রাণ্যতাপয়ৎ ।
অগ্নিং প্রত্যাগতপ্রাণস্ততঃ প্রাহ বিহঙ্গমম্ ॥ ১৩
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো বাক্যং ব্যাকুললোচনঃ ।
তথেমং শকুনিং দৃষ্ট্বা বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১৪
দত্তমাহারমিচ্ছামি ত্বয়া ক্ষুদ্ বাধতে হি মাম্ ।
স তদ্বচঃ প্রতিশ্রুত্য বাক্যমাহ বিহঙ্গমঃ ॥ ১৫

ন মেঽস্তি বিত্তবো যেন নাশয়েয়ং ক্ষুধাং তব ।
উৎপন্নেন হি জীবামো বয়ং নিত্যং বনৌকসঃ ॥ ১৬
সঞ্চয়ো নাস্তি চাস্মাকং মুনীনামিব ভোজনে ।
ইত্যুক্ত্বা তং তদা তত্র বিবর্ণবদনোঽভবৎ ॥ ১৭
কথং ন খলু কর্তব্যমিতি চিন্তাপরস্তদা ।
বভূব ভরতশ্রেষ্ঠ গর্হয়ন্ বৃত্তিমাত্মনঃ ॥ ১৮
মুহূর্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু স পক্ষী পক্ষিঘাতিনম্ ।
উবাচ তর্পয়িষ্যে ত্বাং মুহূর্তং প্রতিপালয় ॥ ১৯
ইত্যুক্ত্বা শুষ্কপর্ণৈস্তু সমুজ্জ্বাল্য হুতাশনম্ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টঃ স পক্ষী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২০
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ পিতৄণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
শ্রুতঃ পূর্বং ময়া ধর্মো মহানতিথিপূজনে ॥ ২১
কুরুষ্বানুগ্রহং সৌম্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ।
নিশ্চিতা খলু মে বুদ্ধিরতিথিপ্রতিপূজনে ॥ ২২

বলুন। আপনি আমাকে যাহা কিছু বলিবেন, আমি তৎসমস্তই সম্পন্ন করিব, অতএব আপনি মনে শোক করিবেন না ॥ ৮

পায়রার এই বাক্য শ্রবণ করত ব্যাধ বলিল,—এই সময় আমার শীতে কষ্ট হইতেছে, অতএব ইহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন এক উপায় স্থির কর ॥ ৯

ব্যাধ এই কথা বলিলে পর পক্ষী ভূতলে বহু পত্র একত্রে করিয়া পাতিয়া রাখিল এবং অগ্নি আনিবার জন্য নিজের পক্ষ দ্বারা যথাশক্তি তীব্র গতিতে উড়িতে লাগিল ॥ ১০

সে লৌহ-কর্মকারের গৃহে যাইয়া অগ্নি গ্রহণ করত আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুষ্ক পত্রসকলের উপর সেই অগ্নি রাখিয়া উহা প্রজ্বলিত করিয়া দিল ॥ ১১

এইভাবে সতেজে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পায়রা শরণাগত অতিথিকে বলিল; এখন আপনার কোন ভয় নাই। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিতে সন্তাপিত করুন ॥ ১২

তখন সেই ব্যাধ 'আচ্ছা, তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া সর্ব্বাঙ্গ সন্তাপিত করিল। অগ্নিসন্তাপ গ্রহণ করিয়া তাহার দেহে যেন প্রাণ পুনরায় ফিরিয়া আসিল এবং তখন সে পায়রাকে বলিল ॥ ১৩

শাস্ত্রবিধি অনুসারে সৎকার লাভ করত সেই ব্যাধ অতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইল এবং আনন্দে অধীর নয়নে পায়রার দিকে দৃষ্টিপাত করত বলিল ॥ ১৪

এখন আমাকে ক্ষুধা পীড়াদান করিতেছে; সেইজন্য তোমার দত্ত কোন কিছু বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া পায়রা বলিল,—আমার নিকট কোন ধন-সম্পত্তি নাই, যাহার দ্বারা আমি আপনার ক্ষুধা নিবৃত্ত করিব। আমরা বনবাসী পক্ষী। প্রতিদিন লব্ধ শস্যকণাদির দ্বারাই জীবননির্ব্বাহ করিয়া থাকি। মুনিগণের ন্যায় আমাদের নিকটও কোন ভোজন সংগৃহীত থাকে না ॥ ১৫-১৬½

এই কথা বলিয়া পায়রা বিবর্ণবদন হইয়া উঠিল। তখন সে চিন্তা করিতে লাগিল, আমার এখন কি করা কর্তব্য? ভরতশ্রেষ্ঠ! সে এই সময় নিজের কপোতী বৃত্তির নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭-১৮

মুহূর্তকাল পরে সে পুনরায় নিজের জ্ঞান ফিরিয়া পাইল এবং সেই পক্ষী ব্যাধকে বলিল—আচ্ছা, আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমি আপনাকে তৃপ্তিদান করিব ॥ ১৯

এই কথা বলিয়া সেই পায়রা শুষ্ক পত্রসকলের দ্বারা পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিল এবং অতিশয় হর্ষসহকারে ব্যাধকে বলিল ॥ ২০

আমি ঋষি, দেবতা, পিতৃগণ ও মহাত্মাদিগের মুখ হইতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, অতিথির পূজা করিলে মহান্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় ॥ ২১

সৌম্য! অতএব আমিও আজ অতিথির উত্তম পূজা করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছি। আপনি আমাকেই গ্রহণ

ততঃ কৃতপ্রতিজ্ঞো বৈ স পক্ষী প্রহসন্নিব।
তমগ্নিং ত্রিঃ পরিক্রম্য প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥ ২৩
অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্টং তু লুব্ধো দৃষ্ট্বা তু পক্ষিণম্।
চিন্তয়ামাস মনসা কিমিদং বৈ ময়া কৃতম্ ॥ ২৪
অহো মম নৃশংসস্য গর্হিতস্য স্বকর্মণা।
অধর্মঃ সুমহান্ ঘোরো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৫
এবং বহুবিধং ভূরি বিললাপ স লুব্ধকঃ।
গর্হয়ন্ স্বানি কর্মাণি দ্বিজং দৃষ্ট্বা তথাগতম্ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভরতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতলুব্ধকসংবাদে ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬

করিয়া আমার উপর কৃপা করুন। ইহা আমি আপনাকে সত্য কথা বলিতেছি ॥ ২২

এই কথা বলিয়া অতিথিপূজার প্রতিজ্ঞা করত সেই পরম বুদ্ধিমান্ পক্ষী তিনবার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া যেন হাস্য করিতে করিতেই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল ॥ ২৩

পক্ষীকে অগ্নির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ব্যাধ মনে মনেই চিন্তা করিতে লাগিল—ইহা আমি কি করিলাম? ২৪

অহো! আমি নিজের কর্ম্মের দ্বারা নিন্দিত, ক্রুরকর্ম্মা ব্যাধ; তাহারপর এই ঘটনায় আমার জীবনে আজ সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর মহাপাপ হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৫

এইভাবে পায়রার অবস্থা দেখিয়া নিজের কার্য্যের নিন্দা করিতে করিতে সেই ব্যাধ অনেক প্রকার কথা বলিয়া বহু ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কপোত ও ব্যাধের সংবাদবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাধস্য বৈরাগ্যম্।]

ভীষ্ম উবাচ।
ততঃ স লুব্ধকঃ পশ্যন্ ক্ষুধয়াপি পরিপ্লুতঃ।
কপোতমগ্নিপতিতং বাক্যং পুনরুবাচ হ ॥ ১
কিমীদৃশং নৃশংসেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা।
ভবিষ্যতি হি মে নিত্যং পাতকং কৃতজীবিনঃ ॥ ২
স বিনিন্দংস্তথাত্মানং পুনঃ পুনরুবাচ হ।
অবিশ্বাস্যঃ সুদুর্বুদ্ধিঃ সদা নিকৃতিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩
শুভং কর্ম পরিত্যজ্য সোঽহং শকুনিলুব্ধকঃ।
নৃশংসস্য মমাদ্যায়ং প্রত্যাদেশো ন সংশয়ঃ ॥৪
দত্তঃ স্বমাংসং দহতা কপোতেন মহাত্মনা।
সোঽহং ত্যক্ষ্যে প্রিয়ান্ প্রাণান্ পুত্রান্ দারাংস্তথৈব চ ॥৫

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্যাধের বৈরাগ্য।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ক্ষুধায় ব্যাকুল হইলে পরও ব্যাধ যখন দেখিল যে, কপোত অগ্নিতে পতিত হইয়াছে, তখন সে দুঃখিত হইয়া পুনরায় এই কথা বলিল ॥ ১

হায়! ক্রুর ও বুদ্ধিহীন আমি কিরূপ পাপ করিয়াছি? আমি নিজের জীবনকে এরূপ করিয়া রাখিলাম, যাহাতে আমার এই পাপ চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে ॥ ২

এইভাবে পুনঃ পুনঃ নিজের নিন্দা করিতে থাকিয়া ব্যাধ পুনরায় বলিল,—আমি অতিশয় দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, আমার উপর আর কাহারও বিশ্বাস থাকিবে না। শঠতা ও ক্রুরতাই আমার জীবনের কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে ॥ ৩

উত্তম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি পক্ষিগণকে বিনাশ করিবার কার্য্য ও উহাদের ধরিবার কার্য্যই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ক্রুর ও কুকর্ম্মকারী আমাকে মহাত্মা পায়রা নিজের শরীরকে আহুতি দিয়া নিজের মাংস অর্পিত করিয়াছে। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই অপূর্ব্ব ত্যাগের দ্বারা সে আমাকে ধিক্কার দান করিতে করিতে ধর্ম্মাচরণ করিবার আদেশ দিয়াছে ॥ ৪½

এখন আমি পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্ত্রী, পুত্র ও নিজের প্রিয় প্রাণকেও পরিত্যাগ করিব। মহাত্মা পায়রা আমাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছে ॥ ৫½

উপদিষ্টো হি মে ধর্মঃ কপোতেন মহাত্মনা।
অদ্যপ্রভৃতি দেহং স্বং সর্বভোগৈর্বিবর্জিতম্ ॥ ৬
যথা স্বল্পং সরো গ্রীষ্মে শোষয়িষ্যাম্যহং তথা।
ক্ষুৎপিপাসাতপসহঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ ॥ ৭
উপবাসৈর্বহুবিধৈশ্চরিষ্যে পারলৌকিকম্।
অহো দেহপ্রদানেন দর্শিতাতিথিপূজনা ॥ ৮
তস্মাদ্ ধর্মং চরিষ্যামি ধর্মো হি পরমা গতিঃ।
দৃষ্টো ধর্মো হি ধর্মিষ্ঠে যাদৃশো বিহগোত্তমে ॥ ৯

এবমুক্ত্বা বিনিশ্চিত্য রৌদ্রকর্মা স লুব্ধকঃ।
মহাপ্রস্থানমাশ্রিত্য প্রযযৌ সংশিতব্রতঃ ॥ ১০
ততো যষ্টিং শলাকাঞ্চ ক্ষারকং পঞ্জরং তথা।
তাঞ্চ বদ্ধাং কপোতীং স প্রমুচ্য বিসসর্জ হ ॥ ১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি লুব্ধকোপরতৌ সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭

আজ হইতে আমি নিজের দেহকে সমস্ত ভোগসকল হইতে বঞ্চিত করিয়া সেইভাবে শুষ্ক করিব, যেরূপ গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র পুষ্করিণী শুষ্ক হইয়া যায় ॥ ৬½

ক্ষুধা, পিপাসা ও রৌদ্রাদির তাপ সহ্য করিতে করিতে দেহকে এরূপ শুষ্ক করিয়া দিব যে, দেহমধ্যস্থিত নাড়ীসকল স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইবে। আমি বারংবার অনেক প্রকারের উপবাস ব্রত পালন করত পরলোকে সুখদানকারী পুণ্য কর্ম করিব ॥ ৭½

অহো! মহাত্মা পায়রা নিজের শরীরকে দান করত আমার সম্মুখে অতিথি সৎকারের এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, অতএব আমিও এখন ধর্মাচরণই করিব; কারণ, ধর্মই পরম গতি। সেই ধর্মাত্মা শ্রেষ্ঠ পক্ষীর মধ্যে যেরূপ ধর্ম দেখা গিয়াছে, উহাই আমার অভীষ্ট ॥ ৮-৯

এই কথা বলিয়া ধর্মাচরণের নিশ্চয় করত সেই ভয়ানক কর্মকারী ব্যাধ কঠোর ব্রতের আশ্রয় গ্রহণ করত মহাপ্রস্থানের পথে গমন করিল ॥ ১০

সেই সময় ব্যাধ সেই বৃদ্ধা কপোতীকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া নিজের যষ্টি (লাঠি), শলাকা, জাল, পিঞ্জর সব কিছু পরিত্যাগ করিল ॥ ১১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ব্যাধের বৈরাগ্যবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

[কপোত্যা বিলাপঃ, অগ্নিপ্রবেশঃ, তয়োঃ কপোত-কপোত্যাঃ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততো গতে শাকুনিকে কপোতী প্রাহ দুঃখিতা।
সংস্মৃত্য সা চ ভর্তারং রুদতী শোককর্শিতা ॥ ১
নাহং তে বিপ্রিয়ং কান্ত কদাচিদপি সংস্মরে।
সর্বাপি বিধবা নারী বহুপুত্রাপি শোচতে ॥ ২
শোচ্যা ভবতি বন্ধূনাং পতিহীনা তপস্বিনী।
লালিতাহং ত্বয়া নিত্যং বহুমানাচ্চ পূজিতা ॥ ৩
বচনৈর্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈরসংক্লিষ্টমনোহরৈঃ।
কন্দরেষু চ শৈলানাং নদীনাং নির্ঝরেষু চ ॥ ৪

অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

[কপোতীর বিলাপ ও অগ্নিতে প্রবেশ এবং তাহাদের উভয়ের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! সেই ব্যাধ চলিয়া যাইলে পর কপোতী নিজের পতিকে স্মরণ করিয়া শোকে কাতরা হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিল ॥ ১

প্রিয়তম! আপনি কখনও আমার অপ্রিয় করিয়াছেন, ইহা আমার স্মরণ হয় না। সকল নারীই নিজের নিজের বহুপুত্র থাকিলেও পতিহীনা হইলে পরই শোকগ্রস্তা হইয়া যান ॥ ২

পতিহীনা তপস্বিনী নারী নিজের ভ্রাতাদি বন্ধুগণেরও শোচনীয়া হইয়া যান। আপনি সর্বদা আমার লালন-পালন করিয়াছেন এবং সর্বতোভাবে সম্মানের সহিত আমাকে সমাদর করিতেন ॥ ৩

আপনি স্নেহসিক্ত, সুখদ, মনোহর ও মধুর বাক্যসমূহের দ্বারা আমাকে আনন্দিতা করিয়াছেন। আমি আপনার সহিত পর্বতসকলের গুহাসমূহে, নদীসকলের তীরে, ঝরণাসমূহের

ক্রমাগ্রেষু চ রম্যেষু রহিতাহং ত্বয়া সহ।
আকাশগমনে চৈব বিহৃতাহং ত্বয়া সুখম্ ॥ ৫
রমামি স্ম পুরা কান্ত তন্মে নাস্ত্যদ্য কিঞ্চন।
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ ॥৬
অমিতস্য হি দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ।
নাস্তি ভর্তৃসমো নাথো নাস্তি ভর্তৃসমং সুখম্ ॥ ৭
বিসৃজ্য ধনসর্বস্বং ভর্তা বৈ শরণং স্ত্রিয়াঃ।
ন কার্য্যমিহ মে নাথ জীবিতেন ত্বয়া বিনা ॥ ৮
পতিহীনা তু কা নারী সতী জীবিতুমুৎসহেৎ।
এবং বিলপ্য বহুধা করুণং সা সুদুঃখিতা ॥ ৯
পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনম্।
ততশ্চিত্রাঙ্গদধরং ভর্তারং সান্বপশ্যত ॥ ১০
বিমানস্থং সুকৃতিভিঃ পূজ্যমানং মহাত্মভিঃ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥ ১১
বিমানশতকোটীভিরাবৃতং পুণ্যকর্মভিঃ।
ততঃ স্বর্গং গতঃ পক্ষী বিমানবরমাস্থিতঃ।
কর্মণা পূজিতস্তত্র রেমে স সহ ভার্য্যয়া ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কপোতস্বর্গগমনে অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮

সমীপে এবং বৃক্ষসকলের সুরম্য শাখাসমূহে রমণ করিয়াছি। আকাশযাত্রা সময়েও আমি সদা আপনার সহিত সুখ পূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছি ॥ ৪-৫

প্রাণনাথ! পূর্ব্বে আমি যে ভাবে আপনার সহিত আনন্দ সহকারে রমণ করিয়াছি, এখন সেই সব সুখের মধ্যে আর কিছু মাত্রও আমার পক্ষে অবশিষ্ট নাই। পিতা, ভ্রাতা ও পুত্র—ইঁহারা সকলেই নারীকে পরিমিত সুখদান দান করিয়া থাকেন, কেবল পতিই তাঁহাকে অপরিমিত বা অসীম সুখ প্রদান করেন। সুতরাং এরূপ পতিকে কোন্ স্ত্রী পূজা না করিবেন? ৬২

স্ত্রীর পক্ষে পতিতুল্য আর কোন রক্ষক নাই এবং পতিতুল্য কোনও সুখও নাই। এইজন্য ধন ও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পতিই একমাত্র স্ত্রীলোকের আশ্রয় ॥ ৭২

নাথ! এখন তুমি ব্যতীত আমার এই জীবনের কি প্রয়োজন? এরূপ কোন্ পতিব্রতা স্ত্রী আছেন, যিনি পতিহীনা হইয়া জীবিত থাকিতে সমর্থা হন্ ॥ ৮২

এইভাবে অনেক প্রকারে করুণাজনক বিলাপ করত অত্যন্ত দুঃখিতা সেই পতিব্রতা কপোতী প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯২

তদনন্তর কপোতী নিজের পতিকে দেখিতে পাইল। তিনি বিচিত্র অঙ্গদ ধারণ করত বিমানে উপবিষ্ট ছিলেন এবং বহু সংখ্যক পুণ্যাত্মা মহাত্মা তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে ছিলেন ॥ ১০২

তিনি বিচিত্র হার ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিধ আভরণে বিভূষিত ছিলেন। অর্ব্বুদসংখ্যক পুণ্যকর্ম্মা পুরুষগণের দ্বারা আরূঢ় বিমানে তিনি পরিবৃত ছিলেন ॥ ১১২

এইভাবে শ্রেষ্ঠ বিমানে উপবিষ্ট সেই পক্ষী নিজের স্ত্রীর সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন এবং নিজের সৎকর্ম্মের দ্বারা পূজিত হইয়া সেস্থানে আনন্দ সহকারে বাস করিতে লাগিলেন ॥১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কপোতের স্বর্গগমনবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়

[ব্যাধস্য স্বর্গলোকপ্রাপ্তিঃ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

বিমানস্থৌ তু তৌ রাজঁল্লুব্ধকঃ খে দদর্শ হ ।
দৃষ্ট্বা তৌ দম্পতী রাজন্ ব্যচিন্তয়ত তাং গতিম্ ॥ ১

ঈদৃশেনৈব তপসা গচ্ছেয়ং পরমাং গতিম্ ।
ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য গমনায়োপচক্রমে ॥ ২

মহাপ্রস্থানমাশ্রিত্য লুব্ধকঃ পক্ষিজীবকঃ ।
নিশ্চেষ্টো মরুদাহারো নির্মমঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩

ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণং হৃদ্যং পদ্মাভিভূষিতম্ ।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং সরঃ শীতজলং শিবম্ ॥ ৪

পিপাসার্তোঽপি তদ্ দৃষ্ট্বা তৃপ্তঃ স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ।
উপবাসকৃশোঽত্যর্থং স তু পার্থিব লুব্ধকঃ ॥ ৫

অনবেক্ষ্যৈব সংহৃষ্টঃ শ্বাপদাধ্যুষিতং বনম্ ।
মহান্তং নিশ্চয়ং কৃত্বা লুব্ধকঃ প্রবিবেশ হ ॥ ৬

প্রবিশন্নেব স বনং নিগৃহীতঃ সকণ্টকৈঃ ।
স কণ্টকৈর্বিভিন্নাঙ্গো লোহিতার্দ্রীকৃতচ্ছবিঃ ॥ ৭

বভ্রাম তস্মিন্ বিজনে নানামৃগসমাকুলে ।
ততো দ্রুমাণাং মহতা পবনেন বনে তদা ॥ ৮

উদতিষ্ঠত সঙ্ঘর্ষাৎ সুমহান্ হব্যবাহনঃ ।
তদ্ বনং বৃক্ষসম্পূর্ণং লতাবিটপসঙ্কুলম্ ॥ ৯

দদাহ পাবকঃ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ ।
স জ্বালৈঃ পবনোদ্ভূতৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈঃ সমন্ততঃ ॥ ১০

দদাহ তদ্ বনং ঘোরং মৃগপক্ষিসমাকুলম্ ।
ততঃ স দেহমোক্ষার্থং সম্প্রহৃষ্টেন চেতসা ॥ ১১

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

[ব্যাধের স্বর্গলোকপ্রাপ্তি ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! ব্যাধ সেই দুই পক্ষীকে দিব্যরূপ ধারণ করত বিমানের উপর আরোহণ করিতে ও আকাশমার্গে যাইতে দেখিল। সেই দিব্য দম্পতিকে দর্শন করত ব্যাধ তাহাদের সদ্গতি বিষয়ে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। ১

আমিও এইভাবে তপস্যা করত পরম গতি প্রাপ্ত হইব, এইরূপ নিজ বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পক্ষিগণের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহকারী সেই ব্যাধ সেস্থান হইতে মহাপ্রস্থানের পথের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। সে আহারসংগ্রহের সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া দিল। কেবল বায়ু পান করত অবস্থান করিতে লাগিল। স্বর্গের অভিলাষের জন্য অন্য সব বস্তুসমূহের মমতা সে বিসর্জন দিয়াছিল। ২-৩

তারপর অগ্রসর হইতে হইতে সে সম্মুখে এক বিস্তৃত ও মনোরম সরোবর দেখিতে পাইল। এই সরোবর বহু পদ্মে সুশোভিত ছিল এবং নানাবিধ জলচর পক্ষী উহাতে কলরব করিতেছিল। শীতলজলে পরিপূর্ণ এই সরোবর সকলেরই অত্যন্ত সুখপ্রদ ছিল। ৪

রাজন্! যে কোন মানুষ যতই পিপাসার্ত্ত থাকুক না কেন এই সরোবর দেখিবামাত্রই নিঃসন্দেহে তৃপ্ত হইয়া যায়। অন্যদিকে ব্যাধ উপবাসের জন্য অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল, তথাপি উহার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই অতিশয় হর্ষের সহিত হিংস্র জন্তুসমূহে পূর্ণ বনে প্রবেশ করিল। বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া ব্যাধ বনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইল। সে বনে প্রবেশ করিতে করিতেই কণ্টকজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। কণ্টক সকলের দ্বারা বিদীর্ণ হইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আপ্লুত হইলে পর তাহার আকৃতি আর্দ্র হইয়া পড়িল। ৫-৭

নানাবিধ বনজাত পশুসকলে পূর্ণ সেই নির্জন বনে ব্যাধ এদিক্ ওদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রচণ্ড বায়ুর বেগে বৃক্ষসকলের পরস্পর ঘর্ষণ হওয়ায় অতিশয় বিশাল অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই অগ্নির বড় বড় শিখাসমূহ উপরের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রলয়কালের সংবর্ত্তক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত এবং কুপিত অগ্নিদেব লতা, শাখা ও বৃক্ষসকলে পরিব্যাপ্ত সেই বনকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ৮-৯½

বায়ুর দ্বারা উড্ডীয়মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ ও জ্বালাসকলের দ্বারা চারিদিকে বিস্তৃত সেই দাবানল পশু-পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর সেই বনকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ১০½

ব্যাধ নিজের শরীর পরিত্যাগ করিবার জন্য হর্ষ ও উল্লাস-পূর্ণ মনে সেই ক্রম বর্দ্ধমান অগ্নির দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। ১১½

অভ্যধাবত বর্দ্ধন্তং পাবকং লুব্ধকস্তদা।
ততস্তেনাগ্নিনা দগ্ধো লুব্ধকো নষ্টকল্মষঃ।
জগাম পরমাং সিদ্ধিং ততো ভরতসত্তম ॥ ১২
ততঃ স্বর্গস্থমাত্মানমপশ্যদ্ বিগতজ্বরঃ।
যক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধানাং মধ্যে ভ্রাজন্তমিন্দ্রবৎ ॥ ১৩
এবং খলু কপোতশ্চ কপোতী চ পতিব্রতা।
লুব্ধকেন সহ স্বর্গং গতাঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ১৪
যাপি চৈবংবিধা নারী ভর্তারমনুবর্ততে।
বিরাজতে হি সা ক্ষিপ্রং কপোতীব দিবি স্থিতা ॥ ১৫
এবমেতৎ পুরাবৃত্তং লুব্ধকস্য মহাত্মনঃ।
কপোতস্য চ ধর্মিষ্ঠা গতিঃ পুণ্যেন কর্মণা ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সেই অগ্নিতে প্রজ্বলিত হওয়ায় ব্যাধের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইল এবং উহাতে সে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥ ১২

তাহার পর নিজেকে নিজে দেখিতে পাইল যে, সে অতিশয় আনন্দ সহকারে স্বর্গলোকে বিরাজমান রহিয়াছে এবং বহু যক্ষ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ১৩

এইরূপ ধর্ম্মাত্মা কপোত, পতিব্রতা কপোতী ও ব্যাধ—এই তিন প্রাণী একসঙ্গে নিজ নিজ পুণ্যকর্ম্মবলে স্বর্গলোকে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৪

এইভাবে যে স্ত্রী নিজ পতির অনুসরণ করেন, তিনি কপোতীর তুল্য শীঘ্রই স্বর্গলোকে অবস্থান করত নিজ তেজে প্রকাশিত হইতে থাকেন ॥ ১৫

যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চেদং পরিকীর্ত্তয়েৎ।
নাশুভং বিদ্যতে তস্য মনসাপি প্রমাদতঃ ॥ ১৭
যুধিষ্ঠির মহানেষ ধর্মো ধর্মভৃতাং বর।
গোঘ্নেষপি ভবেদস্মিন্নিষ্কৃতিঃ পাপকর্মণঃ ॥ ১৮
ন নিষ্কৃতির্ভবেৎ তস্য যো হন্যাচ্ছরণাগতম্।
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পুণ্যং পাপপ্রণাশনম্।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি লুব্ধকস্বর্গগমনে একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯

এই প্রাচীন বৃত্তান্ত (পরশুরাম মুচুকুন্দকে শুনাইয়াছিলেন) যথার্থভাবে এইরূপই ছিল। ব্যাধ ও মহাত্মা কপোত তাহাদের পুণ্য কর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্মাত্মাদিগের গতি প্রাপ্ত হইল ॥ ১৬

যে মানুষ প্রতিদিন এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করে এবং যে মানুষ ইহার বর্ণনা করে, তাহাদের উভয়ের মনের দ্বারাও প্রমাদজনিত অশুভ প্রাপ্তি হয় না ॥ ১৭

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই শরণাগতের পালন মহান্ ধর্ম্ম। এইরূপ করিলে পর গোবধকারী পুরুষগণের পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি শরণাগতকে বধ করে, তাহার কখনও সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয় না। এই পাপনাশক পুণ্যময় ইতিহাস শ্রবণ করিলে পর মানুষ কখনও দুর্গতি লাভ করে না ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ব্যাধের স্বর্গলোক-গমনবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রোতমুনিনা রাজ্ঞো জনমেজয়স্য তিরস্কারঃ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অবুদ্ধিপূর্বং যৎ পাপং কুর্য্যাদ্ ভরতসত্তম ।
মুচ্যতে স কথং তস্মাদেতৎ সর্বং বদস্ব মে ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

অত্র তে বর্তয়িষ্যামি পুরাণমৃষিসংস্তুতম্ ।
ইন্দ্রোতঃ শৌনকো বিপ্রো যদাহ জনমেজয়ম্ ॥২
আসীদ্ রাজা মহাবীর্য্যঃ পরিক্ষিজ্জনমেজয়ঃ ।
অবুদ্ধিপূর্বামাগচ্ছদ্ ব্রহ্মহত্যাং মহীপতিঃ ॥ ৩
ব্রাহ্মণাঃ সর্ব এবৈতে তত্যজুঃ সপুরোহিতাঃ ।
স জগাম বনং রাজা দহ্যমানো দিবানিশম্ ॥ ৪
প্রজাভিঃ স পরিত্যক্তশ্চকার কুশলং মহৎ ।
অতিবেলং তপস্তেপে দহ্যমানঃ স মন্যুনা ॥ ৫
ব্রহ্মহত্যাপনোদার্থমপৃচ্ছদ্ ব্রাহ্মণান্ বহূন্
পর্য্যটন্ পৃথিবীং কৃৎস্নাং দেশে দেশে নরাধিপঃ ॥৬
তত্রেতিহাসং বক্ষ্যামি ধর্মস্যাস্যোপবৃংহণম্ ।
দহ্যমানঃ পাপকৃত্যা জগাম জনমেজয়ঃ ॥ ৭
চরিষ্যমাণ ইন্দ্রোতং শৌনকং সংশিতব্রতম্ ।
সমাসাদ্যোপজগ্রাহ পদয়োঃ পরিপীড়য়ন্ ॥ ৮
ঋষির্দৃষ্ট্বা নৃপং তত্র জগর্হে সুভৃশং তদা ।
কর্তা পাপস্য মহতো ভ্রূণহা কিমিহাগতঃ ॥ ৯
কিং ত্বয়াস্মাসু কর্তব্যং মা মাং স্প্রাক্ষীঃ কথঞ্চন ;
গচ্ছ গচ্ছ ন তে স্থানং প্রীণাত্যস্মানিতি ব্রুবন্ ॥ ১০
রুধিরস্যেব তে গন্ধঃ শবস্যেব চ দর্শনম্ ।
অশিবঃ শিবসঙ্কাশো মৃতো জীবন্নিবাটসি ॥ ১১
ব্রহ্মমৃত্যুরশুদ্ধাত্মা পাপমেবানুচিন্তয়ন্ ।
প্রবুধ্যসে প্রস্বপিষি বর্তসে পরমে সুখে ॥ ১২

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

[ইন্দ্রোত মুনি কর্তৃক রাজা জনমেজয়কে তিরস্কার ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! যদি কোন পুরুষ না জানিয়া কোন পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তবে সে সেই পাপ হইতে কিভাবে মুক্তিলাভ করিবে ? এ সমস্ত আমাকে বলুন । ১

ভীষ্ম বলিলেন,- রাজন্ ! এ বিষয়ে ঋষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত এক প্রাচীন ইতিহাস ও উপদেশ তোমাকে শুনাইব, যাহা শুনক-বংশী বিপ্রবর ইন্দ্রোত রাজা জনমেজকে বলিয়াছিলেন ।। ২

পুরাকালে পরিক্ষিতের পুত্র রাজা জনমেজয় অতিশয় পরাক্রমশালী ছিলেন। (এই পরিক্ষিৎ ও জনমেজয় অর্জুনের পৌত্র এবং প্রপৌত্র নহে।) কিন্তু এই ভূপতি না জানিয়াই ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইয়াছিলেন ।। ৩

ইহা জানিয়া পুরোহিতসহ সকল ব্রাহ্মণ জনমেজয়কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা চিন্তায় দিবা-রাত্রি জ্বলিতে জ্বলিতে বনে চলিয়া যাইলেন ।। ৪

প্রজাগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলেন ; অতএব তিনি বনে অবস্থিত থাকিয়া প্রভূত পুণ্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। দুঃখে দগ্ধ হইতে থাকিয়া তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তপস্যায় নিরত ছিলেন ।। ৫

রাজা সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে ভ্রমণ করিয়া বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মহত্যা-নিবারণের পুণ্য উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬

রাজন্ ! এ বিষয়ে আমি যে এখন এক ইতিহাস বর্ণনা করিব, উহা ধর্ম্মের বৃদ্ধিকারী। রাজা জনমেজয় নিজ পাপ-কর্ম্মে দগ্ধ হইতে হইতে এবং বনে বিচরণ করিতে করিতে কঠোর ব্রতপালনকারী শুনকবংশীয় ইন্দ্রোত মুনির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭½

সে স্থানে যাইয়া তিনি মুনির দুই পদ ধারণ করিলেন এবং ধীরে ধীরে উহা টিপিতে লাগিলেন। ঋষি সেস্থানে রাজাকে দেখিয়া সেই সময় তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিলেন। তিনি বলিলেন,—অরে ! তুমি ত' অতিশয় পাপাচারী ও ব্রহ্মহত্যাকারী। এস্থানে কিরূপে আসিলে ? আমাদের মধ্যে তোমার আবার কি কর্ত্তব্য আছে ? আমাকে কোনরূপেই স্পর্শ করিবে না। যাও, যাও, তোমার এস্থানে থাকা আমাদের ভাল লাগিতেছে না ॥ ৮-১০

তোমার দেহ হইতে রক্তের গন্ধের ন্যায় গন্ধ বাহির হইতেছে। তোমার দর্শনও সেইরূপ, যেরূপ মৃতদেহের দর্শন। তুমি দেখিতে মঙ্গলসদৃশ হইলেও পরন্তু তুমি মূর্তিমান্ অমঙ্গলের স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে তুমি মরিয়া গিয়াছ, কিন্তু জীবিতের ন্যায় এদিক্ ওদিক্ পর্য্যটন করিতেছ ॥ ১১

তুমি ব্রাহ্মণের মৃত্যুর কারণ, তোমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত

মোঘং তে জীবিতং রাজন্ পরিক্লিষ্টশ্চ জীবসি ।
পাপায়ৈব হি সৃষ্টোঽসি কর্মণে হি যবীয়সে ॥ ১৩
বহুকল্যাণমিচ্ছন্তি ঈহন্তে পিতরঃ সুতান্ ।
তপসা দৈবতেজ্যাভির্বন্দনেন তিতিক্ষয়া ॥ ১৪
পিতৃবংশমিমং পশ্য ত্বৎকৃতে নরকং গতম্ ।
নিরর্থাঃ সর্ব এবৈষামাশাবন্ধাস্তদাশ্রয়াঃ ॥ ১৫
যান্ পূজয়ন্তো বিন্দন্তি স্বর্গমায়ুর্যশঃ প্রজাঃ ।
তেষু ত্বং সততং দ্বেষ্টা ব্রাহ্মণেষু নিরর্থকঃ ॥ ১৬
ইমং লোকং বিমুচ্য ত্বমবাঙ্ মূর্দ্ধা পতিষ্যসি ।
অশাশ্বতীঃ শাশ্বতীশ্চ সমাঃ পাপেন কর্মণা ॥ ১৭
অর্দ্যমানো যত্র গৃধ্রৈঃ শিতিকণ্ঠৈরয়োমুখৈঃ ।
ততশ্চ পুনরাবৃত্তঃ পাপযোনিং গমিষ্যসি ॥ ১৮
যদিদং মন্যসে রাজন্ নায়মস্তি কুতঃ পরঃ ।
প্রতিস্মারয়িতারস্ত্বাং যমদূতা যমক্ষয়ে ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ইন্দ্রোতপারিক্ষিতীয়সংবাদে পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০

অতএব। তুমি পাপের কথাই চিন্তা করিতে করিতে জাগরিত হও এবং ইহাতেই নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে কর। ১২

রাজন্! তোমার জীবনই বৃথা এবং অত্যন্ত ক্লেশভোগের জন্যই জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছ। তুমি পাপের জন্যই উৎপন্ন হইয়াছ এবং নীচ কর্ম্ম করিবার জন্যই তোমার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৩

মাতা ও পিতা তপস্যা, দেবপূজা, নমস্কার এবং সহনশীলতা বা ক্ষমা প্রভৃতির দ্বারা বহু পুত্রলাভ করিতে বাসনা করেন। পুত্রলাভের পর তাঁহারা সেই পুত্রগণের দ্বারা পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন ॥ ১৪

কিন্তু তোমার জন্য তোমার এই পিতৃবংশই নরকে পতিত হইয়াছে। তুমি ইহা প্রত্যক্ষ কর। তোমার পিতৃগণ তোমার নিকট হইতে যাহা যাহা আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সেই সব আশা আজ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে ॥ ১৫

যাঁহাদিগের পূজা করত সকল প্রাণী স্বর্গ, আয়ু, যশ ও সন্তান লাভ করে, সেই ব্রাহ্মণগণকে তুমি দ্বেষ কর, অতএব তোমার জীবনই বৃথা ॥ ১৬

তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর স্বীয় পাপ কর্ম্মের ফলস্বরূপ অনন্ত বর্ষকাল অধোমস্তকে নরকে পতিত থাকিবে ॥ ১৭

সেখানে লৌহসদৃশ চঞ্চুযুক্ত শকুনি ও ময়ূরসকল তোমাকে আঘাত পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে করিতে পীড়িত করিতে থাকিবে এবং ইহার পরও নরক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তোমাকে কোনও পাপযোনিতে জন্মলাভ করিতে হইবে ॥ ১৮

রাজন্! তুমি যে এই মনে করিতেছ, যখন এই লোকে পাপের ফল লাভ হইতেছে না, তখন পরলোকের অস্তিত্ব কোথায়? এই ধারণার বিপরীত যমলোকে যাইলে পর যমরাজের দূত তোমাকে এই সমস্ত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবে ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ইন্দ্রোত মুনি ও পারিক্ষিতের সংবাদবিষয়ক পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মহত্যাপরাধেনাপরাধিনা জনমেজয়েনেন্দ্রোতমুনেঃ শরণগ্রহণম্, 'ব্রাহ্মণদ্রোহং ন করিষ্যামী'তি প্রতিজ্ঞায়ে-ন্দ্রোতমুনিনা তস্মৈ শরণদানঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ তং মুনিং জনমেজয়ঃ।
গর্হ্যং ভবান্ গর্হয়তে নিন্দ্যং নিন্দতি মাং পুনঃ ॥ ১
ধিক্কার্য্যং মাং ধিক্কুরুতে তস্মাৎ ত্বাহং প্রসাদয়ে।
সর্বং হীদং দুষ্কৃতং মে জ্বলামগ্নাবিবাহিতঃ ॥ ২
স্বকর্মাণ্যভিসন্ধায় নাভিনন্দতি মে মনঃ।
প্রাপ্যং ঘোরং ভয়ং নূনং ময়া বৈবস্বতাদপি ॥ ৩
তত্তু শল্যমনিহৃত্য কথং শক্ষ্যামি জীবিতুম্
সর্বং মন্যুং বিনীয় ত্বমভি মাং বদ শৌনক ॥৪
মহানাসং ব্রাহ্মণানাং ভূয়ো বক্ষ্যামি সাম্প্রতম্।
অস্তু শেষং কুলস্যাস্য মা পরাভূদিদং কুলম্ ॥ ৫
ন হি নো ব্রহ্মশপ্তানাং শেষং ভবিতুমর্হতি।
স্তুতীরলভমানানাং সংবিদং বেদনিশ্চিতান্ ॥ ৬
নির্বিদ্যমানঃ সুভৃশং ভূয়ো বক্ষ্যামি শাশ্বতম্।
ভূয়শ্চৈবাভিরক্ষন্তু নির্ধনান্ নির্জনা ইব ॥ ৭
ন হ্যযজ্ঞা অমুং লোকং প্রাপ্নুবন্তি কথঞ্চন।
আপাতান্ প্রতিতিষ্ঠন্তি পুলিন্দশবরা ইব ॥ ৮
অবিজ্ঞায়ৈব মে প্রজ্ঞাং বালস্যেব স পণ্ডিতঃ।
ব্রহ্মন্ পিতেব পুত্রস্য প্রীতিমান্ ভব শৌনক ॥ ৯

শৌনক উবাচ।

কিমাশ্চর্য্যং যদপ্রাজ্ঞো বহু কুর্য্যাদসাম্প্রতম্।
ইতি বৈ পণ্ডিতো ভূত্বা ভূতানাং নানুকুপ্যতে ॥ ১০

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[ব্রহ্মহত্যার অপরাধে অপরাধী জনমেজয় কর্তৃক ইন্দ্রোত মুনির শরণ গ্রহণ এবং ব্রাহ্মণদ্রোহ না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া ইন্দ্রোত মুনি কর্তৃক তাঁহাকে শরণ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মুনিবর ইন্দ্রোত এই কথা বলিলে পর জনমেজয় তাঁহাকে ইহার উত্তরে বলিলেন,—মুনে! আমি তিরস্কারের যোগ্য, সেইজন্য আপনি আমায় তিরস্কার করুন। আমি নিন্দার পাত্র, অতএব আপনি বারংবার আমার নিন্দা করিতেছেন। আমি ধিক্কারের যোগ্য, সুতরাং আপনি ধিক্কারদান করিতেছেন, সেইহেতু আমিও আপনাকে প্রসন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১½

আমার মধ্যে সমস্ত পাপ বিদ্যমান আছে, অতএব আমি চিন্তায় সেই ভাবে জ্বলিতেছি, যেন কেহ আমাকে অগ্নির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছে। নিজের কুকর্মের কথা স্মরণ করিয়া আমার মন আনন্দিত হইতেছে না ॥ ২½

নিশ্চয়ই আমার যমরাজ হইতে ভয়ঙ্কর ভয় প্রাপ্তি হইবে, এই কথা আমার হৃদয়ে কণ্টকের ন্যায় বিদ্ধ করিতেছে। নিজের হৃদয় হইতে ইহাকে নিঃসারিত করিতে না পারিলে আমি কি ভাবে জীবিত থাকিব? হে শৌনক! আপনি সমস্ত ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে উদ্ধারের কোন উপায় বলুন। ৩-৪

আমি ব্রাহ্মণগণের অতিশয় ভক্ত; সেইজন্য এই সময়ে পুনরায় আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, আমার এই বংশের অল্প ভাগও অবশ্যই অবশিষ্ট থাকুক। এই বংশের সম্পূর্ণ পরাভব বা বিনাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ॥ ৫

ব্রাহ্মণগণ শাপদান করিলে পর আমার বংশের আর কিছু অবশেষ থাকিবে না। আমি নিজের পাপের জন্য সমাজে প্রশংসা লাভ করিতে পারিতেছি না এবং সজাতীয় বন্ধুবর্গের সহিত একমত হইতেও পারিতেছি না। অতএব আমি অত্যন্ত খেদ ও বিরক্তি লাভ করিয়া পুনরায় বেদসমূহের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান-ভাজন আপনার ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদা ইহাই বলিব যে, যেরূপ নির্জন স্থানে অবস্থিত যোগী ব্যক্তি পাপী পুরুষ-সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনারাও দয়াবশতই আমার ন্যায় দুঃখী মানুষকে রক্ষা করুন ॥৬-৭

যে সব ক্ষত্রিয় নিজেদের পাপের জন্য যজ্ঞের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহারা পুলিন্দ ও শবরগণের ন্যায় নরকে পতিত হয়। কোনরূপ পরলোকে উত্তম গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৮

ব্রহ্মন্! শৌনক! আপনি বিদ্বান্ ও আমি মূর্খ। আপনি আমার অপক্কমতি বালক-বুদ্ধির কথা চিন্তা না করিয়া যেরূপ পিতা পুত্রের প্রতি স্বভাবতই সন্তুষ্ট থাকেন, সেইরূপ আমার প্রতিও আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৯

শৌনক বলিলেন,—যদি অজ্ঞান মানুষ অনুচিত কার্য্য করিয়াও থাকে, তবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতে জনান্।
জগতীস্থানিবাদ্রিস্থঃ প্রজ্ঞয়া প্রতিপৎস্যতি ॥ ১১
ন চোপলভ্যতে তেন ন চাশ্চর্য্যাণি কুর্বতে।
নির্বিণ্ণাত্মা পরোক্ষো বা ধিক্‌কৃতঃ পূর্বসাধুষু ॥ ১২
বিদিতং ভবতো বীর্য্যং মাহাত্ম্যং বেদ আগমে।
কুরুষ্বেহ যথাশান্তি ব্রহ্মা শরণমস্তু তে ॥১৩
তদ্ বৈ পারত্রিকং তাত ব্রাহ্মণানামকুপ্যতাম্।
অথবা তপ্যসে পাপে ধর্মমেবানুপশ্য বৈ ॥ ১৪
জনমেজয় উবাচ।
অনুতপ্যে চ পাপেন ন চ ধর্মং বিলোপয়ে।
বুভূষুং ভজমানঞ্চ প্রীতিমান্ ভব শৌনক ॥ ১৫
শৌনক উবাচ।
ছিত্ত্বা দম্ভঞ্চ মানঞ্চ প্রীতিমিচ্ছামি তে নৃপ।
সর্বভূতহিতং তিষ্ঠ ধর্মঞ্চৈব প্রতিস্মরন্ ॥ ১৬
ন ভয়ান্ন কার্পণ্যান্ন লোভাৎ ত্বামুপাহ্বয়ে।
তাং মে দৈবীং গিরং সত্যাং শৃণু ত্বং ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥১৭
সোঽহং ন কেনচিচ্চার্থী ত্বাঞ্চ ধর্মাদুপাহ্বয়ে।
ক্রোশতাং সর্বভূতানাং হা হা ধিগিতি জল্পতাম্ ॥১৮
বক্ষ্যন্তি মামধর্মজ্ঞং ত্যক্ষ্যন্তি সুহৃদো জনাঃ।
তা বাচঃ সুহৃদঃ শ্রুত্বা সংজ্বরিষ্যন্তি মে ভৃশম্ ॥ ১৯
কেচিদেব মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রতিজ্ঞাস্যন্তি তত্ত্বতঃ।
জানীহি মৎকৃতং তাত ব্রাহ্মণান্ প্রতি ভারত ॥ ২০
যথা তে মৎকৃতে ক্ষেমং লভন্তে তে তথা কুরু।
প্রতিজানীহি চাদ্রোহং ব্রাহ্মণানাং নরাধিপ ॥২১

অতএব এই রহস্য-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি প্রাণিগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না ॥ ১০

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির অট্টালিকায় আরোহণ করত স্বয়ং শোক-রহিত হইয়া অন্য দুঃখী মনুষ্যগণের জন্য শোক করিয়া থাকেন, তিনি নিজের জ্ঞানবলে সব কিছুই সেইভাবে জানিতে পারেন, যেরূপ পর্ব্বত-শিখরে আরোহণকারী মানুষ সেই পর্ব্বতে চারিদিকের ভূমিতে অবস্থিত সকল মানুষকে দেখিতে পায় ॥ ১১

যে ব্যক্তি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে থাকে এবং তাঁহাদের দ্বারা ধিক্‌কার প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার জ্ঞানের উপলব্ধি হয় না ও এরূপ পুরুষের জন্য অন্য মনুষ্য কোন আশ্চর্য্য কার্য্যসকলও করে না ॥ ১২

ব্রাহ্মণগণের শক্তির জ্ঞান তোমার আছে। বেদে ও শাস্ত্রে তাঁহাদের যে মহিমা উপলব্ধ হইয়া থাকে, উহাও তোমার জানা আছে; অতএব তুমি শান্তিসহকারে এরূপ প্রযত্ন কর। যাহাতে ব্রাহ্মণজাতি তোমাকে শরণদান করিতে পারেন ॥ ১৩

তাত! ক্রোধহীন ব্রাহ্মণগণের সেবার জন্য যাহা কিছু করা হয়, উহা পারলৌকিক লাভেরই হেতু হইয়া থাকে অথবা যদি তোমার পাপের জন্য অনুতাপ হইতে থাকে, তবে নিরন্তর ধর্ম্মের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ ॥ ১৪

জনমেজয় বলিলেন,—শৌনক! নিজের পাপের জন্য আমার অতিশয় অনুতাপ হইতেছে, এখন আমি ধর্ম্মের কখনও বিলোপ সাধন করিব না। কল্যাণ লাভ করিবার আমার বাসনা জাগিয়াছে; অতএব আপনি ভক্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১৫

শৌনক বলিলেন,—হে নৃপ! আমি তোমার দম্ভ ও অভিমান নাশ করিয়া তোমায় প্রিয় করিতে অভিলাষী। তুমি নিরন্তর ধর্ম্মকে স্মরণ করিতে করিতে সমস্ত প্রাণিগণের হিতসাধন কর ॥১৬

রাজন্! আমি ভয়, দীনতা ও লোভবশতঃ তোমাকে নিজের নিকটে আসিতে বলি নাই। তুমি এই ব্রাহ্মণগণের সহিত দৈবী বাণী-সদৃশ আমার এই সত্য কথা শ্রবণ কর ॥ ১৭

আমি তোমার নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা পোষণ করি না। যদি সমস্ত প্রাণী আমাকে নীচ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, হায়, হায় বলিয়া আমার নিন্দা করিতে থাকে এবং ধিক্‌কার দান করিতেও থাকে, তবে আমি তাহাদের অবহেলা করত কেবল ধর্ম্মের জন্য তোমাকে আমার নিকটে আমন্ত্রিত করিতেছি ॥ ১৮

আমাকে অনেক মানুষ অধর্ম্মজ্ঞ বলিবে। আমার হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ দানের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত রোষে আমার প্রতি সুহৃদ্‌গণ জলিয়া উঠিবেন ॥ ১৯

তাত! ভারত! কোন কোন মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষগণই আমার অভিপ্রায়কে যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবে। ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভাল করিবার জন্যই আমার এই সমগ্র চেষ্টা। ইহা তুমি বিশেষভাবে জান ॥ ২০

আমার জন্য ব্রাহ্মণগণ যাহাতে কুশল সহকারে থাকিতে পারেন, সেইরূপ ...ই তুমি কর। নরাধিপ! তুমি আমার

জনমেজয় উবাচ।

নৈব বাচা ন মনসা পুনর্জাতু ন কর্মণা।
দ্রোগ্ধাস্মি ব্রাহ্মণান্ বিপ্র চরণাবপি তে স্পৃশে ॥২১

সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি এখন হইতে ব্রাহ্মণগণকে কখনও দ্রোহ করিব না ॥ ২১

জনমেজয় বলিলেন,—বিপ্রবর আমি আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি মন, বাক্য ও ক্রিয়ার দ্বারা কখনও ব্রাহ্মণগণকে দ্রোহ করিব না ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ইন্দ্রোতপারিক্ষিতীয়ে একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে ইন্দ্রোতমুনি ও পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সংবাদ-বিষয়ক একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[ইন্দ্রোত-মুনের্ধর্ম্মোপদেশেন জনমেজয়স্যাশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানম্, নিষ্পাপস্য রাজ্ঞো জনমেয়স্য পুনঃ স্ব-রাজ্যে প্রবেশশ্চ।]

শৌনক উবাচ

তস্মাৎ তেঽহং প্রবক্ষ্যামি ধর্মমাবৃতচেতসে।
শ্রীমান্ মহাবলস্তুষ্টঃ স্বয়ং ধর্মমবেক্ষসে ॥ ১
পুরস্তাদ্ দারুণো ভূত্বা সুচিত্রতরমেব তৎ।
অনুগৃহ্ণাতি ভূতানি স্বেন বৃত্তেন পার্থিবঃ ॥ ২
কৃৎস্নং নূনং স দহতি ইতি লোকো ব্যবস্যতি।
যত্র ত্বং তাদৃশো ভূত্বা ধর্মমেবানুপশ্যসি ॥ ৩
হিত্বা তু সুচিরং ভক্ষ্যং ভোজ্যাংশ্চ তপ আস্থিতঃ।
ইত্যেতদভিভূতানামদ্ভুতং জনমেজয় ॥ ৪
যোঽদুর্লভো ভবেদ্ দাতা কৃপণো বা তপোধনঃ।
অনাশ্চর্যাং তদিত্যাহুর্নাতিদূরেণ বর্ততে ॥৫
এতদেব হি কার্পণ্যং সমগ্রমসমীক্ষিতম্।
যচ্চেৎ সমীক্ষয়ৈব স্যাদ্ ভবেৎ তস্মিংস্ততো গুণঃ ॥ ৬
যজ্ঞো দানং দয়া বেদাঃ সত্যঞ্চ পৃথিবীপতে।
পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি ষষ্ঠং সুচরিতং তপঃ ॥ ৭
তদেব রাজ্ঞাং পরমং পবিত্রং জনমেজয়।
তেন সম্যগ্ গৃহীতেন শ্রেয়াংসং ধর্মমাপ্স্যসি ॥ ৮

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রোতমুনির ধর্ম্মোপদেশে জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং নিষ্পাপ রাজা জনমেজয়ের পুনরায় স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ।]

শুনকবংশীয় মুনি ইন্দ্রোত বলিলেন,—রাজন্! তুমি যখন এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তোমার মন পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য আমি আজ তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ করিব; কারণ, তুমি শ্রীসম্পন্ন, মহাবলবান্ ও সন্তুষ্টচিত্ত এবং তুমি ধর্ম্মের দিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছ ॥১

রাজা প্রথমে কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পরে কোমলভাব অবলম্বন করত নিজের সদ্ব্যবহারে যে সমস্ত প্রাণিগণের উপর অনুগ্রহ করেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ২

দীর্ঘকাল তীক্ষ্ণ স্বভাব অবলম্বনকারী রাজা নিশ্চয়ই নিজের সব কিছু প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মীভূত করেন, ইহাই সকল লোকের ধারণা; কিন্তু তুমি সেরূপ হইয়াও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছ। (ইহাও অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়) ॥ ৩

জনমেজয়! তুমি যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রভৃতি পদার্থসকল পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিরত আছ, ইহা পাপের দ্বারা অভিভূত মনুষ্যগণের নিকট এক অদ্ভুত বিষয় ॥৪

যদি ধনধান্যসম্পন্ন ব্যক্তি দাতা হন্ এবং কৃপণ বা দরিদ্র মানুষ তপস্যার ধনে ধনী হন, তবে ইহা কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কারণ, এরূপ পুরুষের পক্ষে দানী ও তপস্বী হওয়া কঠিন নয় ॥৫

যদি সমগ্র বিষয়ের উপর পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তবে উহাতে কার্পণ্য দোষ হয় এবং যদি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কার্য্য করা হয়, তবে উহাতে গুণ হয় ॥ ৬

ভূপতে! যজ্ঞ, দান, দয়া, বেদ ও সত্য এই পাঁচটিকে পবিত্র বলিয়া বলা হইয়াছে। ইহাদের সহিত উত্তমরূপে আচরিত তপস্যাও ষষ্ঠ পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৭

জনমেজয়! রাজাদের পক্ষে এই ষষ্ঠ বস্তুই পরম পবিত্র। ইহাতে উত্তমরূপে আচরণ করিলে পর তুমি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৮

পুণ্যদেশাভিগমনং পবিত্রং পরমং স্মৃতম্ ।
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমাং গাথাং গীতাং যযাতিনা ॥ ৯
যো মর্ত্যঃ প্রতিপদ্যেত আয়ুর্জীবিতমাত্মনঃ ।
যজ্ঞমেকান্ততঃ কৃত্বা তৎ সংন্যস্য তপশ্চরেৎ ॥ ১০
পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতীম্ ।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্ ॥ ১১
যত্রাবগাহ্য পীত্বা চ নৈনং শ্বোমরণং তপেৎ ।
মহাসরঃ পুষ্করাণি প্রভাসোত্তরমানসে ॥ ১২
কালোদকঞ্চ গন্তাসি লব্ধায়ুর্জীবিতে পুনঃ ।
সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোঃ সঙ্গমো মানসঃ সরঃ ॥ ১৩
স্বাধ্যায়শীলঃ স্থানেষু সর্বেষু সমুপস্পৃশেৎ ।
ত্যাগধর্মঃ পবিত্রাণাং সংন্যাসং মনুরব্রবীৎ ॥ ১৪

পুণ্য তীর্থসমূহে গমনও পরম পবিত্র কর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এ বিষয়ে রাজা যযাতি কর্ত্তৃক গীত এক গাথা মহাত্মাগণ উদাহরণ দিয়া থাকেন ॥ ৯

যে মানুষ নিজের জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করে, সেই মানুষ যত্নসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করত তাহার পর উহা পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিবে ॥ ১০

কুরুক্ষেত্রকে পবিত্র তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র হইতেও অধিক পবিত্র তীর্থ সরস্বতী নদী, উহা হইতেও অধিক পবিত্র উহার ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ। সেই সব তীর্থের মধ্যে অন্যান্য অপেক্ষা 'পৃথূদক' তীর্থ অতিশয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১১

এই তীর্থে স্নান করিলে এবং উহার জল পান করিলে মানুষের আগামী কালের মৃত্যুর ভয় তাহাকে সন্তাপিত করিতে পারে না। সেইজন্য সে মৃত্যুকে ভয় করে না। যদি তুমি মহাসরোবর পুষ্কর, প্রভাস, উত্তরমানস, কালোদক, দৃষদ্বতী ও সরস্বতীর সঙ্গম এবং মানসসরোবরাদি তীর্থে গমন করত স্নান কর, তবে তুমি পুনরায় নিজের জীবনের জন্য দীর্ঘায়ু লাভ করিতে সমর্থ হইবে ॥ ১২-১৩

সমস্ত তীর্থস্থানে স্বাধ্যায়শীল হইয়া স্নান করিবে। মনু বলিয়াছেন যে সর্ব্বস্বত্যাগ রূপ সন্ন্যাস সমস্ত পবিত্র ধর্ম্ম সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৪

এই বিষয়েও সত্যবান্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গাথাসমূহের উদাহরণ বিদ্বান্‌গণ দিয়া থাকেন। যেরূপ বালক রাগ-দ্বেষশূন্য হওয়ায়

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথাঃ সত্যবতা কৃতাঃ ।
যথা কুমারঃ সত্যো বৈ নৈব পুণ্যো ন পাপকৃৎ ॥ ১৫
ন হ্যস্তি সর্বভূতেষু দুঃখমস্মিন্ কুতঃ সুখম্ ।
এবং প্রকৃতিভূতানাং সর্বসংসর্গযায়িনাম্ ॥ ১৬
ত্যজতাং জীবিতং শ্রেয়ো নিবৃত্তে পুণ্যপাপকে ।
যত্ত্বেব রাজ্ঞো জ্যায়িষ্ঠং কার্য্যাণাং তদ্ ব্রবীমি তে ॥১৭
বলেন সংবিভাগৈশ্চ জয় স্বর্গং জনেশ্বর ।
যস্যৈব বলমোজশ্চ স ধর্মস্য প্রভুর্নরঃ ॥ ১৮
ব্রাহ্মণানাং সুখার্থং হি ত্বং পাহি বসুধাং নৃপ ।
যথৈবৈতান্ পুরাক্ষেপ্সীস্তথৈবৈতান্ প্রসাদয় ॥ ১৯
অপি ধিক্ ক্রিয়মাণোঽপি ত্যজ্যমানোঽপ্যনেকধা ।
আত্মনো দর্শনাদ্ বিপ্রান্ন হন্তাস্মীতি মার্গয় ।
ঘটমানঃ স্বকার্য্যেষু কুরু নিঃশ্রেয়সং পরম্ ॥ ২০

সদা সত্যপরায়ণ থাকে এবং সে পাপকার্য্য ও পুণ্য কার্য্য করে না, সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও হওয়া আবশ্যক ॥ ১৫

এ জগতে যখন সমস্ত প্রাণিগণের মধ্যে দুঃখই নাই, তখন সুখ কোথা হইতে হইবে? এই সুখ ও দুঃখ উভয়ই প্রকৃতিস্থ প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যাহা সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ দোষ স্বীকার করত তাহার অনুসারে চলিয়া থাকে। যাহারা মমতা ও অহঙ্কারাদির সহিত সব কিছু পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে, সেই সব পুরুষের জীবন কল্যাণময় হয় ॥ ১৬ই

এখন আমি রাজার কার্য্যসকলের মধ্যে যাহা প্রধান, উহা বর্ণনা করিব। জনেশ্বর! তুমি ধৈর্য্যযুক্ত বল ও দানের দ্বারা স্বর্গলোক জয় কর। যাহার বল (শারীরিক) ও ওজ (মানসিক তেজ ও ধৈর্য্য) আছে, সেই মানুষ ধর্ম্মাচরণে সমর্থ ॥ ১৭-১৮

হে নৃপ! তুমি ব্রাহ্মণগণের সুখের জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পালন কর। যেরূপ পূর্ব্বে এই ব্রাহ্মণগণের উপর তুমি অত্যাচার করিয়াছিলে, এখন তুমি তাঁহাদের সকলকে সদ্‌ব্যবহারের দ্বারা প্রসন্ন কর ॥ ১৯

তাঁহারা বারংবার তোমাকে ধিক্‌কারদান করিলেন এবং তোমাকে বহুবার পরিত্যাগ করিলেও তুমি তাঁহাদের উপর আত্মদৃষ্টি রাখিয়া এই নিশ্চয় কর যে, এখন আমি এই ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করিব না। নিজের কর্ত্তব্য পালনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করিতে করিতে তুমি পরম কল্যাণ সাধন কর ॥ ২০

হিমাগ্নিঘোরসদৃশো রাজা ভবতি কশ্চন ।
লাঙ্গলাশনিকল্পো বা ভবেদন্যঃ পরন্তপ ॥ ২১
ন বিশেষেণ গন্তব্যমবিচ্ছিন্নেন বা পুনঃ ।
ন জাতু নাহমস্মীতি সুপ্রসক্তমসাধুষু ॥ ২২
বিকর্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্যতে ।
নৈতৎ কার্য্যং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥২৩
করিষ্যে ধর্মমেবেতি তৃতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ।
শুচিস্তীর্থান্যনুচরন্ বহুত্বাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ২৪
কল্যাণমনুকর্তব্যং পুরুষেণ বুভূষতা ।
যে সুগন্ধীনি সেবন্তে তথা গন্ধা ভবন্তি তে ॥২৫
যে দুর্গন্ধীনি সেবন্তে তথাগন্ধা ভবন্তি তে ।
তপশ্চর্য্যাপরঃ সদ্যঃ পাপাদ্ বিপরিমুচ্যতে ॥ ২৬
সংবৎসরমুপাস্যাগ্নিমভিশস্তঃ প্রমুচ্যতে ।
ত্রীণি বর্ষাণ্যুপাস্যাগ্নিং ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ২৭
মহাসরঃ পুষ্করাণি প্রভাসোত্তরমানসে ।
অভ্যেত্য যোজনশতং ভ্রূণহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ২৮
যাবতঃ প্রাণিনো হন্যাৎ তজ্জাতীয়াংস্তু তাবতঃ ।
প্রমীয়মানামুন্মোচ্য প্রাণিহা বিপ্রমুচ্যতে ॥ ২৯
অপি চাপ্সু নিমজ্জেত জপংস্ত্রিরঘমর্ষণম্ ।
যথাশ্বমেধাবভৃথস্তথা তন্মনুরব্রবীৎ ॥ ৩০
তৎ ক্ষিপ্রং নুদতে পাপং সৎকারং লভতে তথা ।
অপি চৈনং প্রসীদন্তি ভূতানি জড়মূকবৎ ॥৩১
বৃহস্পতিং দেবগুরুং সুরাসুরাঃ
সর্বে সমেত্যাভ্যনুযুজ্য রাজন্ ।
ধর্ম্যং ফলং বেত্থ ফলং মহর্ষে
তথৈব তস্মিন্নরকে পারলোক্যে ॥৩২

শক্রতাপন ! কোন রাজা হিমের (বরফের) ন্যায় শীতল হন, কোন রাজা অগ্নি-সদৃশ তেজস্বী হন্, কোন রাজা যমরাজের ন্যায় ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হন্, কোন রাজা তৃণ-গুল্মাদির মূলোচ্ছেদকারী হলতুল্য দুষ্টগণের সমূলে উচ্ছেদ করেন এবং কোন রাজা আবার পাপাচারীদিগের উপর অকস্মাৎ বজ্রের ন্যায় নিপতিত হন ॥ ২১

আমার যাহাতে কখনও অভাব না হয়, ইহা জানিয়া রাজার কর্তব্য হইল—তিনি কখনও দুষ্ট পুরুষগণের সঙ্গ করিবেন না। তিনি কখনও তাহাদের বিশেষ গুণের উপর আকৃষ্ট হইবেন না, তাহাদের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত করিবেন না এবং তাহাদের উপর অত্যন্ত আসক্তও হইবেন না ২২

যদি কেহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করেন, তবে তিনি যদি পরে অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হন। ইহাতেও যদি দ্বিতীয় বার পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে 'অতঃপর আমি এরূপ কার্য্য করিব না' এতাদৃশ প্রতিজ্ঞা করিলে পর সেই ব্যক্তি পাপ মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৩

আজ হইতে কেবল ধর্মাচরণই করিব, এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলে পর সেই ব্যক্তি তৃতীয় বার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪

সুখাভিলাষকারী পুরুষের কর্তব্য হইল—তিনি সতত কল্যাণকারী কর্মসকলের অনুষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি সুগন্ধিত পদার্থসকলের সেবন করে, তাহার দেহ হইতে সুগন্ধ নির্গত হয় এবং যে ব্যক্তি সর্বদা দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থসকলের সেবন করে, তাহার নিজ দেহ হইতে দুর্গন্ধই নির্গত হইতে থাকে। যে মানুষ তপস্যায় নিরত থাকে, সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৫-২৬

অবিচ্ছিন্নভাবে এক বর্ষ পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র কার্য্য করিলে পর কলঙ্কিত মানুষ নিজের উপর আরোপিত কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তিন বর্ষ পর্য্যন্ত অগ্নির উপাসনা করিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায় ॥২৭

মহাসরোবর পুষ্কর, প্রভাসতীর্থ ও উত্তর মানস সরোবর আদি তীর্থে শতযোজন পর্য্যন্ত পদব্রজে যাত্রা করিলে পর ভ্রূণহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ২৮

প্রাণিহত্যাকারী মানুষ যত প্রাণীকে হত্যা করে, সে যদি সেই সেই জাতির তত সংখ্যক প্রাণীকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয় ॥ ২৯

যদি মানুষ তিনবার অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে জলে অবগাহন স্নান করে, তবে সেই মানুষ অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভৃথ-স্নানের ফল লাভ করে, এই কথা মনু বলিয়াছেন ॥ ৩০

এই অঘমর্ষণ-মন্ত্রজপকারী মানুষ সত্বরই নিজের সমস্ত পাপ অপসারিত করে এবং সে সর্বত্র সম্মান লাভ করে। সকল প্রাণী জড় ও মূকের ন্যায় তাহার উপর প্রসন্ন হইয়া যায় ॥ ৩১

রাজন্ ! এক সময় সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ অতিশয় সমাদরের সহিত দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট গমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—মহর্ষে ! আপনি ধর্মের ফল জানেন। এইরূপ

উভে তু যস্য সদৃশে ভবেতাং
কিংস্বিৎ তয়োস্তত্র জয়োঽথ ন স্যাৎ।
আচক্ষ্ব নঃ পুণ্যফলং মহর্ষে
কথং পাপং নুদতে ধর্মশীলঃ ॥৩৩
বৃহস্পতিরুবাচ।
কৃত্বা পাপং পূর্বমবুদ্ধিপূর্বং
পুণ্যানি চেৎ কুরুতে বুদ্ধিপূর্বম্।
স তৎ পাপং নুদতে কর্মশীলো
বাসো যথা মলিনং ক্ষারযুক্তম্ ॥ ৩৪
পাপং কৃত্বাভিমন্যেত নাহমস্মীতি পূরুষঃ
তচ্চিকীর্ষতি কল্যাণং শ্রদ্দধানোঽনসূয়কঃ ॥ ৩৫
ছিদ্রাণি বিবৃতান্যেব সাধূনাং চাবৃণোতি যঃ।
যঃ পাপং পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে ॥ ৩৬
যথাদিত্যঃ প্রাতরুদ্যংস্তমঃ সর্বং ব্যপোহতি।
কল্যাণমাচরন্নেবং সর্বপাপং ব্যপোহতি ॥ ৩৭
ভীষ্ম উবাচ।
এবমুক্ত্বা তু রাজানমিন্দ্রোতো জনমেজয়ম্।
যাজয়ামাস বিধিবদ্ বাজিমেধেন শৌনকঃ ॥ ৩৮
ততঃ স রাজা ব্যপনীতকল্মষঃ
শ্রেয়োবৃতঃ প্রজ্বলিতাগ্নিরূপবান্।
বিবেশ রাজ্যং স্বমমিত্রকর্ষণো
যথা দিবং পূর্ণবপুর্নিশাকরঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ইন্দ্রোতপারিক্ষিতীয়ে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫২

পরলোকে যাইয়া পাপসমূহের ফলস্বরূপ যে নরকের কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহাও আপনার অবিদিত নাই; কিন্তু যে যোগীর নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান বোধ হয়; তিনি এই উভয়ের কারণস্বরূপ পুণ্য ও পাপকে জয় করেন। মহর্ষে! আপনি আমাদের সম্মুখে পুণ্যের ফল বর্ণন করুন এবং ইহাও বলুন যে, ধর্ম্মাত্মা পুরুষ কিভাবে নিজের পাপসমূহ বিনষ্ট করেন? ৩২-৩৩

বৃহস্পতি বলিলেন,—যদি মানুষ প্রথমে না জানিয়া শুনিয়া পাপ করত পরে জানিয়া পুণ্যকর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, তবে সেই সৎকর্ম্মপরায়ণ মানুষ নিজের পাপকে সেইভাবে ক্ষালিত করে, যেরূপ ক্ষার (সোডা, সাবনাদি) সংযোগ করিলে পর বস্ত্রের মলিনতা ক্ষালিত হইয়া থাকে ॥ ৩৪

মানুষের কর্ত্তব্য হইল—সে কোন পাপকার্য্য করিয়া তাহার জন্য অহঙ্কারপ্রকাশ করিবে না, পরন্তু দোষদৃষ্টি পরিত্যাগ করত কল্যাণময় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইবে ॥ ৩৫

যে মানুষ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের উদ্‌ঘাটিত ছিদ্রকে আবৃত করে অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকাশিত দোষসকলকে গোপন করিবার চেষ্টা করে এবং যে ব্যক্তি পাপ করত পরে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণময় কর্ম্মে নিরত হয়, ইহারা উভয়ে পাপহীন হইয়া যায় ॥৩৬

যেরূপ সূর্য্য প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সমস্ত অন্ধকারকে নষ্ট করিয়া থাকেন, সেইরূপ শুভকর্ম্মের আচরণকারী মানুষ নিজের সমস্ত পাপকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ৩৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই কথা বলিয়া শুনকবংশীয় মুনিবর ইন্দ্রোত রাজা জনমেজয়কে দিয়া বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৩৮

ইহার দ্বারা রাজা জনমেজয়ের সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যাইল, তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারের শ্রেয় প্রাপ্ত হইলেন। যেরূপ পূর্ণ চন্দ্র আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া থাকে, সেইরূপ শত্রুসূদন জনমেজয় পুনরায় নিজরাজ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে ইন্দ্রোতমুনি ও পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের সংবাদবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[মৃতস্য পুনর্জীবনপ্রাপ্তিবিষয়ে কস্যচিদেকস্য ব্রাহ্মণ-বালকস্য জীবনলাভস্য বৃত্তান্তকথনম্, তত্র গৃধ্র-শৃগালয়োর্বুদ্ধিমত্তা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কচ্চিৎ পিতামহেনাসীচ্ছ্রুতং বা দৃষ্টমেব চ।
কচ্চিন্মর্ত্ত্যো মৃতো রাজন্ পুনরুজ্জীবিতোঽভবৎ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু পার্থ যথাবৃত্তমিতিহাসং পুরাতনম্।
গৃধ্রজম্বুকসংবাদং যো বৃত্তো নৈমিষে পুরা ॥ ২
কস্যচিদ্ ব্রাহ্মণস্যাসীদ্ দুঃখলব্ধঃ সুতো মৃতঃ।
বাল এব বিশালাক্ষো বালগ্রহনিপীড়িতঃ ॥৩
দুঃখিতাঃ কেচিদাদায় বালমপ্রাপ্তযৌবনম্।
কুলসর্ব্বস্বভূতং বৈ রুদন্তঃ শোকবিহ্বলাঃ ॥ ৪
বালং মৃতং গৃহীত্বাথ শ্মশানাভিমুখাঃ স্থিতাঃ।
অঙ্কেনৈব চ সংক্রম্য রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৫
শোচন্তস্তস্য পূর্ব্বোক্তান্ ভাষিতাংশ্চাসকৃৎ পুনঃ।
তং বালং ভূতলে ক্ষিপ্য প্রতিগন্তুং ন শক্নুযুঃ ॥৬
তেষাং রুদিতশব্দেন গৃধ্রোঽভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ।
একাত্মজমিমং লোকে ত্যক্ত্বা গচ্ছত মা চিরম্ ॥৭
ইহ পুংসাং সহস্রাণি স্ত্রীসহস্রাণি চৈব হ।
সমানীতানি কালেন হিত্বা বৈ যান্তি বান্ধবাঃ ॥ ৮
সম্পশ্যত জগৎ সর্বং সুখদুঃখৈরধিষ্ঠিতম্।
সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ পর্য্যায়েণোপলভ্যতে ॥ ৯
গৃহীত্বা যে চ গচ্ছন্তি যে যান্তি চ তান্ মৃতান্।
তেঽপ্যায়ুষঃ প্রমাণেন স্বেন গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥ ১০
অলং স্থিত্বা শ্মশানেঽস্মিন্ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুলে।
কঙ্কালবহুলে রৌদ্রে সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করে ॥১১
ন পুনর্জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ।
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী ॥১২

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়

[মৃতের পুনর্জীবনপ্রাপ্তিবিষয়ে এক ব্রাহ্মণ বালকের জীবন লাভের কথা, সে বিষয়ে গৃধ্র ও শৃগালের বুদ্ধিমত্তা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! আপনি কি কখনও ইহা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন যে, কোন মানুষ মরিয়া গিয়া পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিয়াছে? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির! প্রাচীনকালে নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে গৃধ্র ও শৃগালের যে সংবাদ হইয়াছিল, উহা শ্রবণ কর। ইহা এক পূর্ব্বঘটিত যথার্থ ইতিহাস ॥ ২

কোন এক ব্রাহ্মণের অতিশয় কষ্টে এক পুত্র লাভ হইয়াছিল। কিন্তু বিশাল নেত্রশোভিত সেই বালক বালগ্রহে পীড়িত হইয়া বাল্যকালেই নিহত হয় ॥ ৩

যে যুবাবস্থায় তখনও উপনীত হয় নাই এবং যে নিজের কুলের সর্ব্বস্ব ছিল, সেই মৃত বালককে লইয়া তাহার দুঃখিত বহু বান্ধব শোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪

সেই মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহারা শ্মশানের দিকে গমন করিলেন এবং সেস্থানে যাইয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

তাঁহারা সেই বালকের পূর্ব্ববিষয় বারংবার স্মরণ করত শোকমগ্ন হইলেন; সেইজন্য তাহাকে শ্মশানে রাখিয়া ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৬

তাঁহাদের রোদনের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া একটি গৃধ্র (শকুনি) সেস্থানে আসিল এবং এই কথা বলিল,—এ সংসারে এই একমাত্র পুত্রকে এস্থানে পরিত্যাগ করত ফিরিয়া যাও, বিলম্ব করিও না। এস্থানে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষ কালের দ্বারা আনীত হইয়াছে এবং তাহাদের সকলকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের ভ্রাতাদি বন্ধুরা ফিরিয়া গিয়াছে ॥ ৭-৮

দেখ, এই সমগ্র জগৎই সুখ ও দুঃখে ব্যাপ্ত, এস্থানে সকলেই পর্য্যায়ক্রমে সংযোগ ও বিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯

যাহারা নিজেদের মৃত আত্মীয়দিগকে লইয়া শ্মশানে গমন করে এবং করে না, সেই জীবজন্তু সকলেই নিজ নিজ আয়ু শেষ হইলে পর এই সংসার হইতে চলিয়া যায় ॥১০

গৃধ্র ও শৃগালে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর শ্মশানে সর্ব্বদিকে অসংখ্য নরকঙ্কাল পড়িয়া আছে। এই স্থানসকল প্রাণীর পক্ষে ভয়দায়ক। এস্থানে তোমাদের অবস্থান করা উচিত নহে এবং অবস্থান করিলে পর কোনও লাভও হইবে না ॥ ১১

নিজের প্রিয় অথবা দ্বেষপাত্র—কেহই কালধর্ম্ম (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় জীবিত হয় নাই। সমস্ত প্রাণীর ইহাই গতি ॥১২

সর্বেণ খলু মর্তব্যং মর্ত্যলোকে প্রসূয়তা।
কৃতান্তবিহিতে মার্গে মৃতং কো জীবয়িষ্যতি ॥ ১৩
কর্মান্তবিরতে লোকে অস্তং গচ্ছতি ভাস্করে।
গম্যতাং স্বমধিষ্ঠানং সুতস্নেহং বিসৃজ্য বৈ ॥ ১৪
ততো গৃধ্রবচঃ শ্রুত্বা প্রাক্রোশন্তস্তদা নৃপ।
বান্ধবাস্তেঽভ্যগচ্ছন্ত পুত্রমুৎসৃজ্য ভূতলে ॥১৫
বিনিশ্চিত্যাথ চ তদা বিক্রোশন্তস্ততস্ততঃ।
মৃতমিত্যেব গচ্ছন্তো নিরাশাস্তস্য দর্শনে ॥ ১৬
নিশ্চিতার্থাশ্চ তে সর্বে সন্ত্যজন্তঃ স্বমাত্মজম্।
নিরাশা জীবিতে তস্য মার্গমাবৃত্য ধিষ্ঠিতাঃ। ১৭
ধ্বাঙ্ক্ষপক্ষসবর্ণস্তু বিলান্নিঃসৃত্য জম্বুকঃ।
গচ্ছমানান্ স্ম তানাহ নির্ঘৃণাঃ খলু মানুষাঃ ॥ ১৮
আদিত্যোঽয়ং স্থিতো মূঢ়াঃ স্নেহং কুরুত মা ভয়ম্।
বহুরূপো মুহূর্তশ্চ জীবেদপি কদাচন ॥ ১৯
যূয়ং ভূমৌ বিনিক্ষিপ্য পুত্রস্নেহবিনাকৃতাঃ।
শ্মশানে সুতমুৎসৃজ্য কস্মাদ্ গচ্ছত নির্ঘৃণাঃ ॥২০
ন বোঽস্ত্যস্মিন্ সুতে স্নেহো বালে মধুরভাষিণি।
যস্য ভাষিমাত্রেণ প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥২১
তে পশ্যত সুতস্নেহো যাদৃশঃ পশুপক্ষিণাম্।
ন তেষাং ধারয়িত্বা তান্ কশ্চিদস্তি ফলাগমঃ ॥ ২২
চতুষ্পাৎপক্ষিকীটানাং প্রাণিনাং স্নেহসঙ্গিনাম্।
পরলোকগতিস্থানাং মুনিযজ্ঞক্রিয়া ইব ॥ ২৩
তেষাং পুত্রাভিরামাণামিহলোকে পরত্র চ।
ন গুণো দৃশ্যতে কশ্চিৎ প্রজাঃ সন্ধারয়ন্তি চ ॥ ২৪
অপশ্যতাং প্রিয়ান্ পুত্রাংস্তেষাং শোকো ন তিষ্ঠতি।
ন চ পুষ্ণন্তি সংবৃদ্ধাস্তে মাতাপিতরৌ ক্বচিৎ ॥ ২৫

যে এই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে একদিন না একদিন মরিতে হইবেই। কালদ্বারা নির্ম্মিত পথে মৃত্যুবরণকারী প্রাণীকে কোন্ ব্যক্তি জীবিত করিতে সমর্থ হয়? ১৩

সূর্য্যদেব অস্ত গমন করিতেছেন, জগতের সকল প্রাণী দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত করত তাহা হইতে বিরত হইতেছে; অতএব তোমরাও এখন পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর ॥ ১৪

হে নৃপ! তখন গৃধ্রের কথা শ্রবণ করত সেই মৃতের বন্ধুগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নিজের পুত্রকে ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া গৃহের দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাঁহারা এদিক্ ওদিকে রোদন করিতে করিতে এই নিশ্চয়ে উপনীত হইলেন যে, এখন ত' এই বালক নিহতই হইয়াছে, অতএব তাহার দর্শনবিষয়ে নিরাশ হইয়া সে স্থান হইতে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন ॥ ১৬

যখন তাঁহাদের এই নিশ্চয় হইল যে, এখন এই বালক আর বাঁচিতে সমর্থ হইবে না, তখন তাঁহারা তাহার জীবন হইতে নিরাশ হইয়া নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করত গৃহে যাইবার জন্য পথে গিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭

এই সময়ে কাকের পক্ষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের একটি শৃগাল নিজ গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া সেই প্রত্যাবর্ত্তনরত বান্ধবগণকে বলিল, —মনুষ্যগণ! তোমরা অতিশয় নির্দ্দয় ॥ ১৮

অরে মূর্খগণ! এখন ত' সূর্য্যাস্তও হয় নাই; অতএব ভীত হইও না, পুত্রকে স্নেহ কর। বহুপ্রকারের মুহূর্ত্ত আসিয়া থাকে। সুতরাং সম্ভব হইলে হয় ত' কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এই বালক জীবিত হইয়া উঠিবে ॥ ১৯

তোমরা কিরূপ নির্দ্দয় মানুষ? পুত্রস্নেহ ত্যাগ করত এই মৃত বালককে শ্মশান ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া এবং এই শ্মশানে নিজ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ? ২০

মনে হইতেছে, এই মধুরভাষী বালকপুত্রের উপর তোমাদের অল্পও স্নেহ নাই। এ সেই শিশু বালক, যাহার (মিষ্টি মধুর) বাক্য স্ফুরিত হইবামাত্রই তোমাদের হৃদয় হর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠিত ॥ ২১

পশু ও পক্ষীদেরও নিজ নিজ শিশুপুত্রের উপর যেরূপ স্নেহ থাকে, তাহা তোমরা দেখ। যদ্যপি স্নেহে আসক্ত সেই পশু-পক্ষী-কীটাদি প্রাণিগণের নিজ নিজ শিশুপুত্রদিগকে পালন-পোষণ করিলে পরও পরলোকে সেরূপ কোন ফললাভ হয় না, যেরূপ পরলোকের গতিতে অবস্থিত মুনিগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২-২৩

যদিও পুত্রের উপর স্নেহাবদ্ধ পশু-পক্ষী প্রভৃতির পক্ষে ইহলোক ও পরলোকে সন্তান লালন-পালনে কোন লাভ দেখা যায় না, তথাপি তাহারা নিজ নিজ পুত্রদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে ॥ ২৪

যদিও তাহাদের পুত্রগণ বড় হইয়া যাইলে নিজেদের মাতা-পিতাকে পালন-পোষণ করে না, তথাপি তাহারা নিজ নিজ প্রিয় পুত্রদিগকে না দেখিলে পর তাহাদের শোক আয়ত্তে থাকে না ॥ ২৫

মানুষাণাং কুতঃ স্নেহো যেষাং শোকো ভবিষ্যতি ।
ইমং কুলকরং পুত্রং ত্যক্ত্বা ক্ব নু গমিষ্যথ ॥ ২৬
চিরং মুঞ্চত বাষ্পঞ্চ চিরং স্নেহেন পশ্যত ।
এবংবিধানি হীষ্টানি দুস্ত্যজানি বিশেষতঃ ॥ ২৭
ক্ষীণস্যার্থাভিযুক্তস্য শ্মশানাভিমুখস্য চ ।
বান্ধবা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্রান্যো নাধিতিষ্ঠতি ॥ ২৮
সর্বস্য দয়িতাঃ প্রাণাঃ সর্বঃ স্নেহঞ্চ বিন্দতি ।
তির্য্যগ্‌যোনিষ্বপি সতাং স্নেহং পশ্যত যাদৃশম্ ॥২৯
ত্যক্ত্বা কথং গচ্ছথেমং পদ্মলোলায়তাক্ষিকম্ ।
যথা নবোদ্বাহকৃতং স্নানমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ৩০
জম্বুকস্য বচঃ শ্রুত্বা কৃপণং পরিদেবতঃ ।
ন্যবর্তন্ত তদা সর্বে শবার্থং তে স্ম মানুষাঃ ॥ ৩১

গৃধ্র উবাচ

অহো বত নৃশংসেন জম্বুকেনাল্পমেধসা ।
ক্ষুদ্রেণোক্তা হীনসত্ত্বা মানুষাঃ কিং নিবর্তথ ॥ ৩২
পঞ্চেন্দ্রিয়পরিত্যক্তং শুষ্কং কাষ্ঠত্বমাগতম্ ।
কস্মাচ্ছোচথ তিষ্ঠন্তমাত্মানং কিং ন শোচথ ॥ ৩৩
তপঃ কুরুত বৈ তীব্রং মুচ্যধ্বং যেন কিল্বিষাৎ ।
তপসা লভ্যতে সর্বং বিলাপঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৪
অনিষ্টানি চ ভাগ্যানি জাতানি সহ মূর্ত্তিনা ।
যেন গচ্ছতি বালোঽয়ং দত্ত্বা শোকমনন্তকম্ ॥ ৩৫
ধনং গাবঃ সুবর্ণঞ্চ মণিরত্নমথাপি চ ।
অপত্যঞ্চ তপোমূলং তপোযোগাচ্চ লভ্যতে ॥৩৬
যথাকৃতা চ ভূতেষু প্রাপ্যন্তে সুখদুঃখিতা ।
গৃহীত্বা জায়তে জন্তুর্দুঃখানি চ সুখানি চ ॥৩৭
ন কর্মণা পিতুঃ পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকর্মণা ।
মার্গেণানেন গচ্ছন্তি বদ্ধাঃ সুকৃতদুষ্কৃতৈঃ ॥ ৩৮

কিন্তু মনুষ্যদের মধ্যে এরূপ স্নেহ কোথায়, যাহার ফলে তাহাদের পুত্রগণের জন্য শোক হইবে? অরে! এই তোমাদের বংশধর বালককে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ ?২৬

এই নিজ বালকের জন্য বহুকাল ধরিয়া অশ্রুত্যাগ কর এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে নিরীক্ষণ কর; কারণ, এতাদৃশ প্রিয় পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ॥ ২৭

যে শরীর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, যাহার উপর অর্থের অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং যে শ্মশানের দিকে যাইতেছে, এরূপ সময়ে পিত্রাদি বন্ধুগণই তাহার সঙ্গে থাকেন। অন্য আর কেহও থাকে না ॥ ২৮

সকলেরই নিজ নিজ প্রাণ প্রিয় এবং সকলেই অন্যের নিকট হইতে স্নেহ লাভ করে। পশু-পক্ষীর যোনিতেও যে সকল প্রাণী থাকে, তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণের প্রতি কিরূপ প্রেম আছে, উহা দেখ ॥ ২৯

এই বালকের কমলতুল্য চঞ্চল ও বিশাল নয়নদ্বয় কিরূপ সুন্দর। ইহার শরীর স্নান ও পুষ্পমাল্য প্রভৃতিতে বিভূষিত নূতন বিবাহ করিয়া উপস্থিত বরের ন্যায় কিরূপ মনোমুগ্ধকর। এতাদৃশ মনোহর বালককে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ ? ৩০

করুণাপূর্ণ বিলাপকারী সেই শৃগালের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই সব মানুষ মৃত বালকের শরীর দেখিতে দেখিতে পুনরায় সেখানে ফিরিয়া আসিল ॥ ৩১

গৃধ্র বলিল,—অহো! সেই মন্দবুদ্ধি ও ক্রূরস্বভাব ক্ষুদ্র শৃগালের বাক্যে তোমরা কেন ফিরিয়া আসিতেছ? মনুষ্যগণ! তোমরা অতিশয় অধৈর্য্য ॥ ৩২

এই বালকের দেহ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় তোমার সম্মুখে পতিত রহিয়াছে। তোমরা ইহার জন্য শোক করিতেছ কেন? একদিন তোমাদেরও এরূপ অবস্থা আসিবে, সুতরাং নিজেদের জন্য শোক করিতেছ না কেন ? ৩৩

তোমরা তীব্র তপস্যা কর, যাহাতে সমস্ত পাপসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। তপস্যার দ্বারা সব কিছুই লাভ হয়। তোমাদের এই বিলাপ কি করিতে পারিবে ? ৩৪

ভাগ্য শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনিষ্ট ফলও সঙ্গে সঙ্গে আসে, যাহার জন্য এই বালক তোমাদের অপরিসীম শোক দান করিয়া যাইতেছে ॥ ৩৫

ধন, গো, স্বর্ণ, মণি, রত্ন ও পুত্র—এই সবের মূল কারণ হইল তপস্যা। তপস্যার যোগেই ইহাদের লাভ হয় ॥ ৩৬

জীব নিজ নিজ পূর্বজন্মের কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। সমস্ত প্রাণী সুখ ও দুঃখের ভোগ কর্ম্মানুসারেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৭

পিতার কর্মের দ্বারা পুত্র ও পুত্রের কর্মের দ্বারা পিতার কোন সম্বন্ধ নাই। নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের বন্ধনে বদ্ধ জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন মার্গে গমন করে ॥ ৩৮

ধর্মং চরত যত্নেন ন চাধর্মে মনঃ কৃথাঃ।
বর্তধ্বঞ্চ যথাকালং দৈবতেষু দ্বিজেষু চ ॥ ৩৯
শোকং ত্যজত দৈন্যঞ্চ সুতস্নেহান্নিবর্তত।
ত্যজ্যতাময়মাকাশে ততঃ শীঘ্রং নিবর্তত ॥ ৪০
যৎ করোতি শুভং কর্ম তথা কর্ম সুদারুণম্।
তৎ কর্তৈব সমশ্নাতি বান্ধবানাং কিমত্র হ ॥ ৪১
ইহ ত্যক্ত্বা ন তিষ্ঠন্তি বান্ধবা বান্ধবং প্রিয়ম্।
স্নেহমুৎসৃজ্য গচ্ছন্তি বাষ্পপূর্ণাবিলক্ষণাঃ ॥৪২
প্রাজ্ঞো বা যদি বা মূর্খঃ সধনো নির্ধনোঽপি বা
সর্বঃ কালবশং যাতি শুভাশুভসমন্বিতঃ ॥ ৪৩
কিং করিষ্যথ শোচিত্বা মৃতং কিমনুশোচথ।
সর্বস্য হি প্রভুঃ কালো ধর্মতঃ সমদর্শনঃ ॥ ৪৪
যৌবনস্থাংশ্চ বালাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি।
সর্বানাবিশতে মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ ॥ ৪৫

তোমরা যত্নসহকারে ধর্মাচরণ কর এবং অধর্মে কখনও মনঃসংযোগ করিও না। দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় যথাসময়ে আত্মনিয়োগ কর। ৩৯

শোক ও দীনতা পরিত্যাগ কর এবং পুত্রস্নেহ হইতে মনকে অপসারিত কর। এই বালককে শূন্যস্থানে ত্যাগ কর এবং তারপর শীঘ্র প্রত্যাবর্তন কর। ৪০

প্রাণী যে শুভ বা অশুভ কর্ম করে, তাহার ফলও তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। এবিষয়ে ভ্রাতা-বন্ধুগণের কি আছে? ৪১

বন্ধুগণ এ জগতে প্রিয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা স্নেহ পরিত্যাগ করত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে এ স্থান হইতে চলিয়া যান। ৪২

বিদ্বান্ হউন্ অথবা মূর্খ, ধনবান্ হউক বা নির্ধন, সকলকেই নিজ নিজ শুভ অথবা অশুভ কর্মসকলের সহিত কালের অধীন হইয়া যাইতে হয়। ৪৩

আচ্ছা, তোমরাই বল, তোমরা শোক করিয়া কি করিবে? (তোমরা কি ইহাকে জীবিত করিতে পারিবে?) তবে কেন মৃতের জন্য শোক করিতেছ? কালই সকলের প্রভু—শাসক ও স্বামী, যিনি ধর্মানুসারে সকলের উপর সমান দৃষ্টি রাখেন। ৪৪

এই মরণাত্মক কাল যুবক, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভস্থ শিশু—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করিতে পারেন। এই দৃশ্যমান জগৎ এইরূপই। ৪৫

জম্বুক উবাচ।

অহো মন্দীকৃতঃ স্নেহো গৃধ্রেণেহাল্পবুদ্ধিনা।
পুত্রস্নেহাভিভূতানাং যুষ্মাকং শোচতাং ভৃশম্ ॥ ৪৬
সমৈঃ সম্যক্প্রযুক্তৈশ্চ বচনৈঃ প্রত্যয়োত্তরৈঃ।
যদ্ গচ্ছতি জনশ্চায়ং স্নেহমুৎসৃজ্য দুস্ত্যজম্ ॥ ৪৭
অহো পুত্রবিয়োগেন মৃতশূন্যোপসেবনাৎ।
ক্রোশতাং সুভৃশং দুঃখং বিবৎসানাং গবামিব ॥ ৪৮
অদ্য শোকং বিজানামি মানুষাণাং মহীতলে।
স্নেহং হি কারণং কৃত্বা মমাপ্যশ্রূণ্যথাপতন্ ॥ ৪৯
যত্নো হি সততং কার্য্যস্ততো দৈবেন সিধ্যতি।
দৈবং পুরুষকারশ্চ কৃতান্তেনোপপদ্যতে ॥ ৫০
অনির্বেদঃ সদা কার্য্যো নির্বেদাদ্ধি কুতঃ সুখম্।
প্রযত্নাৎ প্রাপ্যতে হ্যর্থঃ কস্মাদ্ গচ্ছথ নির্দয়ম্ ॥ ৫১

ইহার পর শৃগাল বলিল,—অহো! এই মন্দবুদ্ধি গৃধ্র কি তোমাদের স্নেহকে শিথিল করিয়া দিল? তোমরা ত' পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়া তাহার জন্য অতিশয় শোক করিতেছ। ৪৬

গৃধ্রের উত্তম যুক্তিসমূহে যুক্ত, ন্যায়সঙ্গত ও বিশ্বাসোৎপাদক বাক্যসকলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই সব মানুষ যে দুস্ত্যজ স্নেহ পরিত্যাগ করত চলিয়া যাইতেছে, ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয়! ৪৭

অহো! পুত্রের বিয়োগে পীড়িত হইয়া মৃতগণের এই শূন্যস্থানে আগমন করত অত্যন্ত দুঃখে রোদনকারী এই ভূতলবাসী মনুষ্যগণের হৃদয়ে বৎসহীনা গাভীদিগের ন্যায় কিরূপ শোক হইয়া থাকে, তাহার অনুভব আজ আমার হইতেছে। কারণ, ইহাদের স্নেহকে নিমিত্ত করিয়া আমার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছে ॥৪৮-৪৯

নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হয়, তখন দৈবযোগে সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষার্থ—এই উভয়কে কালই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ৫০

খেদ ও শৈথিল্যকে কখনও নিজের মনে স্থান দিবে না; কারণ মনের মধ্যে খেদ থাকিলে কোথা হইতে সুখলাভ হইবে? প্রচেষ্টার দ্বারাই অভিলষিত অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব তোমরা এই বালককে রক্ষা করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নির্দয় সহকারে কোথায় চলিয়া যাইতেছ? ৫১

আত্মমাংসোপবৃত্তঞ্চ শরীরার্ধময়ীং তনুম্।
পিতৄণাং বংশকর্তারং বনে ত্যক্ত্বা ক যাস্যথ ॥ ৫২

অথবাস্তংগতে সূর্য্যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
ততো নেষ্যথ বা পুত্রমিহস্থা বা ভবিষ্যথ ॥ ৫৩

গৃধ্র উবাচ।

অদ্য বর্ষসহস্রং মে সাগ্রং জাতস্য মানুষাঃ।
ন চ পশ্যামি জীবন্তং মৃতং স্ত্রীপুংনপুংসকম্ ॥ ৫৪

মৃতা গর্ভেষু জায়ন্তে জাতমাত্রা ম্রিয়ন্তি চ।
চঙ্ক্রমন্তো ম্রিয়ন্তে চ যৌবনস্থাস্তথা পরে ॥ ৫৫

অনিত্যানীহ ভাগ্যানি চতুষ্পাৎপক্ষিণামপি।
জঙ্গমানাং নগানাং বাপ্যায়ুরগ্রেঽবতিষ্ঠতে ॥ ৫৬

ইষ্টদারবিযুক্তাশ্চ পুত্রশোকান্বিতাস্তথা।
দহ্যমানাঃ স্ম শোকেন গৃহং গচ্ছন্তি নিত্যশঃ ॥ ৫৭

এই বালক তোমার নিজের রক্ত-মাংসের দ্বারা উৎপন্ন, অর্দ্ধ শরীর-তুল্য এবং পিতৃগণের বংশবৃদ্ধিকর, ইহাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ ?৫২

আচ্ছা, আপাততঃ তোমরা ইহাই কর যে, যতক্ষণ না সূর্য্যাস্ত হয় এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ তোমরা এস্থানেই থাক; তারপর এই পুত্রকে তোমরা লইয়া যাইবে অথবা তোমরাই এস্থানে থাকিবে। ৫৩

গৃধ্র বলিল,—মনুষ্যগণ! আমার জন্মের আজ এক হাজার বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আমি কখনও কোন স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক কাহাকেও মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইতে দেখি নাই। ৫৪

কিছু গর্ভেই মৃত্যুবরণ করত জন্মগ্রহণ করে, কিছু প্রাণী আবার জন্মিয়াই মরিয়া যায়, কিছু প্রাণী আবার চঙ্ক্রমণ করিতে করিতে (হামাগুঁড়ি দিতে দিতে) মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কিছু প্রাণী পূর্ণ যৌবনে মৃত্যুবরণ করে। ৫৫

এ জগতে পশু ও পক্ষিগণের ভাগ্যফল অনিত্য। স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগের জীবনে আয়ুরই প্রধানতা থাকে।৫৬

প্রিয় পত্নীর বিয়োগ ও পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া কত প্রাণী প্রতিদিন শোকাগ্নিতে জলিতে থাকিয়া এই শ্মশানভূমি হইতে গৃহে ফিরিয়া যায়। ৫৭

বহু ভ্রাতাদি বন্ধুগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এস্থানে সহস্র সহস্র

অনিষ্টানাং সহস্রাণি তথেষ্টানাং শতানি চ।
উৎসৃজ্যেহ প্রযাতা বৈ বান্ধবা ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৫৮

ত্যজ্যতামেষ নিস্তেজাঃ শূন্যঃ কাষ্ঠত্বমাগতঃ।
অন্যদেহবিষক্তং হি শাবং কাষ্ঠত্বমাগতম্ ॥ ৫৯

ত্যক্তজীবস্য চৈবাস্য কস্মাদ্ধিত্বা ন গচ্ছত।
নিরর্থকো হ্যয়ং স্নেহো নিষ্ফলশ্চ পরিশ্রমঃ ॥ ৬০

চক্ষুর্ভ্যাং ন চ কর্ণাভ্যাং সংশৃণোতি সমীক্ষতে।
কস্মাদেনং সমুৎসৃজ্য ন গৃহান্ গচ্ছতাশু বৈ ॥ ৬১

মোক্ষধর্মাশ্রিতৈর্বাক্যৈর্হেতুমদ্ভিঃ সুনিষ্ঠুরৈঃ।
ময়োক্তা গচ্ছত ক্ষিপ্রং স্বং স্বমেব নিবেশনম্ ॥ ৬২

প্রজ্ঞাবিজ্ঞানযুক্তেন বুদ্ধিসংজ্ঞাপ্রদায়িনা।
বচনং শ্রাবিতা নূনং মানুষাঃ সংনিবর্তত।
শোকো দ্বিগুণতাং যাতি দৃষ্ট্বা স্মৃত্বা চ চেষ্টিতম্ ॥ ৬৩

অপ্রিয় ব্যক্তি এবং শত শত প্রিয় ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে ॥ ৫৮

তেজোহীন এই মৃত বালক শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। ইহাকে পরিত্যাগ কর। ইহার প্রাণ অন্য দেহে আসক্ত হইয়াছে। এই নিষ্প্রাণ বালকের এই শব (মৃতদেহ) কাষ্ঠের সদৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমরা ইহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ না কেন? তোমাদের এই স্নেহ নিরর্থক এবং তোমাদের এই পরিশ্রমেরও কোন ফল নাই। ৫৯-৬০

এই বালক এখন নিজের চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছে না এবং নিজের কর্ণের দ্বারা কিছু শুনিতেও সমর্থ হয় না। অতএব ইহাকে ত্যাগ করিয়া তোমরা কেন অতি সত্বর নিজ গৃহে গমন করিতেছ না? ৬১

আমার এই কথা যদি অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইতেছে, তথাপি ইহাতে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে এবং মোক্ষ-ধর্মের সহিত ইহারা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও আছে, অতএব ইহাকে মানিয়া তোমরা নিজ নিজ গৃহে সত্বর গমন কর। ৬২

মনুষ্যগণ! আমি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন এবং অপর ব্যক্তিদিগকেও জ্ঞানদান করিতে সমর্থ। আমি তোমাদের বিবেক উৎপন্ন করিতে সমর্থ বহু কথা শুনাইয়াছি। এখন তোমরা ফিরিয়া যাও। নিজের মৃত স্বজনের শব দেখিয়া এবং তাহার চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া শোক দ্বিগুণ হইয়া যায়। ৬৩

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সংনিবৃত্তাস্তু মানুষাঃ।
অপশ্যৎ তং তদা সুপ্তং দ্রুতমাগত্য জম্বুকঃ ॥ ৬৪

জম্বুক উবাচ।

ইমং কনকবর্ণাভং ভূষণৈঃ সমলঙ্কৃতম্।
গৃধ্রবাক্যাৎ কথং পুত্রং ত্যজধ্বং পিতৃপিণ্ডদম্ ॥ ৬৫
ন স্নেহস্য চ বিচ্ছেদো বিলাপরুদিতস্য চ।
মৃতস্যাস্য পরিত্যাগাৎ তাপো বৈ ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ৬৬
শ্রূয়তে শম্বুকে শূদ্রে হতে ব্রাহ্মণদারকঃ।
জীবিতো ধর্ম্মমাসাদ্য রামাৎ সত্যপরাক্রমাৎ ॥ ৬৭
তথা শ্বেতস্য রাজর্ষের্বালো দৃষ্টান্তমাগতঃ
শ্বেতেন ধর্ম্মনিষ্ঠেন মৃতঃ সঞ্জীবিতঃ পুনঃ ॥ ৬৮
তথা কশ্চিল্লভেৎ সিদ্ধো মুনির্বা দেবতাপি বা।
কৃপণানামনুক্রোশং কুর্য্যাদ্ বো রুদতামিহ ॥ ৬৯

গৃধ্রের এই বাক্য শ্রবণ করত এই সব মানুষ গৃহের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন শৃগাল অতিক্রত আসিয়া সেই সুপ্ত বালককে দেখিতে লাগিল ॥ ৬৪

শৃগাল বলিল,—এই বালকের গাত্রবর্ণ স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জল। নানাবিধ আভরণে বিভূষিত ও পিতৃগণের পিণ্ডদাতা এই বালক পুত্রকে গৃধ্রের কথায় কেন তোমরা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ? ৬৫

এই মৃত বালককে ত্যাগ করিয়া যাইলে তোমাদের স্নেহের বিলুপ্তি হইবে না, তোমাদের বিলাপ করা ও ক্রন্দন করাও বন্ধ হইবে না। বরং তোমাদের আরও সন্তাপ বাড়িয়া যাইবে—ইহা সুনিশ্চিত ॥ ৬৬

শুনা যায়, সত্যপরাক্রমশালী শ্রীরামচন্দ্র শম্বুক নামক শূদ্রকে বিনাশ করিবার পরে সেই ধর্ম্মের প্রভাবে এক মৃত ব্রাহ্মণ-বালক জীবিত হইয়াছিল। ৬৭

এইরূপ রাজর্ষি শ্বেতেরও বালক-পুত্র নিহত হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মনিষ্ঠ শ্বেত তাহাকে পুনরায় জীবিত করিয়াছিলেন ॥৬৮

সেইরূপ সম্ভব হইলে কোন সিদ্ধ মুনি বা দেবতা যদি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি দীন-দুঃখী তোমাদের উপর করুণা করিতে পারেন। ৬৯

শৃগাল এই কথা বলিলে পর সেই পুত্রবৎসল বান্ধবগণ শোকে পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই মৃত বালকের মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের

ইত্যুক্তাস্তে ন্যবর্ত্তন্ত শোকার্ত্তাঃ পুত্রবৎসলাঃ।
অঙ্কে শিরঃ সমাধায় রুরুদুর্বহুবিস্তরম্।
তেষাং রুদিতশব্দেন গৃধ্রোঽভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ ॥৭০

গৃধ্র উবাচ।

অশ্রুপাতপরিক্লিন্নঃ পাণিস্পর্শপ্রপীড়িতঃ।
ধর্ম্মরাজপ্রয়োগাচ্চ দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেশিতঃ ॥ ৭১
তপসাপি হি সংযুক্তা ধনবন্তো মহাধিয়ঃ।
সর্ব্বে মৃত্যুবশং যান্তি তদিদং প্রেতপত্তনম্ ॥ ৭২
বালবৃদ্ধসহস্রাণি সদা সন্ত্যজ্য বান্ধবাঃ।
দিনানি চৈব রাত্রীশ্চ দুঃখং তিষ্ঠন্তি ভূতলে ॥ ৭৩
অলং নির্বন্ধমাগত্য শোকস্য পরিধারণে।
অপ্রত্যয়ং কুতো হ্যস্য পুনরদ্যেহ জীবিতম্ ৭৪
মৃতস্যোৎসৃষ্টদেহস্য পুনর্দেহো ন বিদ্যতে।
নৈব মূর্ত্তিপ্রদানেন জম্বুকস্য শতৈরপি ॥ ৭৫

এই রোদনধ্বনি শ্রবণ করত গৃধ্র নিকটে আসিল এবং এই কথা বলিল ॥ ৭০

গৃধ্র বলিল,—তোমাদের অশ্রুপাতের দ্বারা যাহার দেহ আর্দ্র হইয়া গিয়াছে এবং যে তোমাদের হস্তের দ্বারা সবলে ধৃত হইয়াছে, সেই এই বালক ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় চির নিদ্রায় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥৭১

তপস্বী, ধনবান্ ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণও এ সংসারে মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকেন; সুতরাং ইহা একটি প্রেতনগর ।৭২

এই ভূতলে সমস্ত পিতা-ভ্রাতাদি বন্ধুগণ সর্ব্বদা সহস্র সহস্র বালক ও বৃদ্ধগণকে পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি দুঃখে অবস্থান করেন। ৭৩

দুরাগ্রহবশতঃ বারংবার ফিরিয়া আসিয়া শোকভার বহন করিলে কোন লাভ নাই। এখন ইহার জীবনলাভের কোনও আশা নাই। আজ ইহার এখানে পুনর্জীবন লাভ কিরূপে হইবে? ৭৪

যে ব্যক্তি একবার এই দেহকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু বরণ করে, তাহার পক্ষে পুনরায় সেই দেহে ফিরিয়া আসা সম্ভব হয় না। শত শত শৃগাল যদি নিজেদের শরীর বলিদান করেও, তথাপি শত বর্ষকালেও এই বালককে জীবিত করিতে সমর্থ হইবে না। ৭৫

শক্যং জীবয়িতুং হ্যেষ বালো বর্ষশতৈরপি।
অথ রুদ্রঃ কুমারো বা ব্রহ্মা বা বিষ্ণুরেব চ ॥ ৭৬
বরমস্মৈ প্রযচ্ছেয়ুস্ততো জীবেদয়ং শিশুঃ।
নৈব বাষ্পবিমোক্ষেণ ন বা শ্বাসকৃতেন চ ॥ ৭৭
ন দীর্ঘরুদিতেনায়ং পুনর্জীবং গমিষ্যতি।
অহঞ্চ ক্রোষ্টুকশ্চৈব যূয়ং যে চাস্য বান্ধবাঃ ॥ ৭৮
ধর্মাধর্মৌ গৃহীত্বেহ সর্বে বর্তামহেঽধ্বনি।
অপ্রিয়ং পুরুষং চাপি পরদ্রোহং পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৭৯
অধর্মমনৃতং চৈব দূরাৎ প্রাজ্ঞো বিবর্জয়েৎ।
ধর্মং সত্যং শ্রুতং ন্যায্যং মহতীং প্রাণিনাং দয়াম্ ॥ ৮০
অজিহ্মত্বমশাঠ্যঞ্চ যত্নতঃ পরিমার্গত।
মাতরং পিতরং বাপি বান্ধবান্ সুহৃদস্তথা ॥ ৮১
জীবতো যে ন পশ্যন্তি তেষাং ধর্মবিপর্য্যয়ঃ।
যো ন পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং নেঙ্গতে চ কথঞ্চন ॥ ৮২
তস্য নিষ্ঠাবসানান্তে রুদন্তঃ কিং করিষ্যথ।

যদি ভগবান্ শিব, কুমার কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা ও ভগবান্ বিষ্ণু ইহাকে বর দান করেন, তবে এই বালক জীবিত হইতে পারে। ৭৬½

না অশ্রু মোচনে, না দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগে এবং না দীর্ঘকাল রোদনের দ্বারা এই বালক জীবিত হইবে। ৭৭½

আমি, এই শৃগাল ও ইহার বন্ধুবর্গ তোমরা সকলে—এই আমরা সকলে ধর্ম ও অধর্ম লইয়া এ জগতে নিজ নিজ পথে চলিতেছি। ৭৮½

বুদ্ধিমান্ পুরুষ অপ্রিয় আচরণ, কঠোর বচন, অপরের সহিত দ্রোহ, পরের স্ত্রী, অধর্ম ও অসত্য ভাষণ দূর হইতেই এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। ৭৯½

তোমরা সকলে ধর্ম, সত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, ন্যায়পূর্ণ আচরণ, সমস্ত প্রাণীর প্রতি অতিশয় দয়া, অকৌটিল্য ও অশঠতা—এই সব সদ্গুণসমূহকে যত্নসহকারে অনুসরণ কর। ৮০½

যে ব্যক্তি জীবিত মাতা-পিতা, সুহৃদ্গণ ও ভ্রাতাদি বন্ধুবর্গকে সহানুভূতির সহিত দেখাশুনা করে না, তাহার ধর্মের হানি হয়। ৮১½

গৃধ্র এই কথা বলিলে পর সেই শোকমগ্ন বন্ধুগণ নিজের সেই পুত্রকে ধরাতলে শয়ন করাইয়া তাহার স্নেহে দগ্ধ হইতে হইতে নিজেদের গৃহ-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ৮২-৮৩

ইত্যুক্তাস্তে সুতং ত্যক্ত্বা ভূমৌ শোকপরিপ্লুতাঃ।
দহ্যমানাঃ সুতস্নেহাৎ প্রযযুর্বান্ধবা গৃহম্ ॥ ৮৩

জম্বুক উবাচ।

দারুণো মর্ত্যলোকোঽয়ং সর্বপ্রাণিবিনাশনঃ।
ইষ্টবন্ধুবিয়োগশ্চ তথেহাল্পঞ্চ জীবিতম্ ॥ ৮৪
বহ্বলীকমসত্যং চাপ্যতিবাদপ্রিয়ংবদম্
ইমং প্রেক্ষ্য পুনর্ভাবং দুঃখশোকবিবর্ধনম্ ॥ ৮৫
ন মে মানুষলোকোঽয়ং মুহূর্তমপি রোচতে।
অহো ধিগ্ গৃধ্রবাক্যেন যথৈবাবুদ্ধয়স্তথা ॥ ৮৬
কথং গচ্ছত নিঃস্নেহাঃ সুতস্নেহং বিসৃজ্য চ।
প্রদীপ্তাঃ পুত্রশোকেন সংনিবর্তত মানুষাঃ ॥ ৮৭
শ্রুত্বা গৃধ্রস্য বচনং পাপস্যেহাকৃতাত্মনঃ।
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ॥ ৮৮
সুখদুঃখাবৃতে লোকে নেহাস্ত্যেকমনন্তরম্।
ইমং ক্ষিতিতলে ত্যক্ত্বা বালং রূপসমন্বিতম্ ॥ ৮৯

শৃগাল বলিল,—এই মর্ত্যলোক অতিশয় ভয়ঙ্কর। এখানে সমস্ত প্রাণীরই নাশ হইয়া থাকে। প্রিয় বন্ধুগণের বিয়োগ কষ্টও প্রাপ্ত হইতে হয়। এখানে জীবন অল্প। ৮৪

এসংসারে সব কিছুই অসত্য ও অত্যন্ত অরুচিকর। এখানে বহু কিছুই অতিশয়োক্তি করিয়া বলা হয়, কিন্তু প্রিয়ভাষী লোক অতিশয় বিরল। এখানকার ভাব দুঃখ ও শোকবৃদ্ধিকারী, ইহা দেখিয়া আমার এই মনুষ্যলোক মুহূর্তকালও ভাল লাগিতেছে না। ৮৫½

অহো! ধিক্ তোমাদের। তোমরা গৃধ্রের বাক্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া ও মূর্খগণের ন্যায় স্নেহহীন হইয়া পুত্রস্নেহ পরিত্যাগ করত কিরূপে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছ? ৮৬½

মনুষ্যগণ! এই গৃধ্র ত' অতিশয় পাপী ও অপবিত্রহৃদয়। ইহার কথা শ্রবণ করত তোমরা পুত্রশোকে জ্বলিতে থাকিয়াও কেন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছ? ৮৭½

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিয়া থাকে। সুখ ও দুঃখে পরিবৃত এই জগতে নিরন্তর সুখ বা দুঃখ ইহাদের মধ্যে কোন কিছুই একক থাকে না ৮৮½

এই সুন্দর বালক তোমার কুলের শোভা বর্দ্ধনকারী। সে রূপ ও যৌবনসম্পন্ন এবং নিজ কান্তিতে প্রকাশিত হইতেছে।

কুলশোভাকরং মূঢ়াঃ পুত্রং ত্যক্ত্বা ক্ব যাস্যথ।
রূপযৌবনসম্পন্নং দ্যোতমানমিব শ্রিয়া ॥ ৯০
জীবন্তমেব পশ্যামি মনসা নাত্র সংশয়ঃ।
বিনাশো নাস্য ন হি বৈ সুখং প্রাপ্স্যথ মানুষাঃ ॥ ৯১
পুত্রশোকাভিতপ্তানাং মৃতানামদ্য বঃ ক্ষমম্।
সুখসম্ভাবনং কৃত্বা ধারয়িত্বা সুখং স্বয়ম্।
ত্যক্ত্বা গমিষ্যথ ক্বাদ্য সমুৎসৃজ্যাল্পবুদ্ধিবৎ ॥ ৯২
ভীষ্ম উবাচ।
তথা ধর্মবিরোধেন প্রিয়মিথ্যাভিধায়িনা।
শ্মশানবাসিনা নিত্যং রাত্রিং মৃগয়তা নৃপ ॥ ৯৩
ততো মধ্যস্থতাং নীতা বচনৈরমৃতোপমৈঃ।
জম্বুকেন স্বকার্য্যার্থং বান্ধবাস্তস্য ধিষ্ঠিতাঃ ॥ ৯৪
গৃধ্র উবাচ।
অয়ং প্রেতসমাকীর্ণো যক্ষ-রাক্ষসসেবিতঃ।
দারুণঃ কাননোদ্দেশঃ কৌশিকৈরভিনাদিতঃ ॥ ৯৫
ভীমঃ সুঘোরশ্চ তথা নীলমেঘসমপ্রভঃ।
অস্মিংস্তবং পরিত্যজ্য প্রেতকার্য্যাণ্যুপাসত ॥৯৬
ভানুর্যাবৎ প্রযাত্যস্তং যাবচ্চ বিমলা দিশঃ।
তাবদেনং পরিত্যজ্য প্রেতকার্য্যাণ্যুপাসত ॥ ৯৭
নদন্তি পরুষং শ্যেনাঃ শিবাঃ ক্রোশন্তি দারুণম্।
মৃগেন্দ্রাঃ প্রতিনন্দন্তি রবিরস্তঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৯৮
চিতাধূমেন নীলেন সংরজ্যন্তে চ পাদপাঃ।
শ্মশানে চ নিরাহারাঃ প্রতিনর্দন্তি দেহিনঃ ॥ ৯৯
সর্বে বিকৃতদেহাশ্চাপ্যস্মিন্ দেশে সুদারুণে।
যুষ্মান্ প্রধর্ষয়িষ্যন্তি বিকৃতা মাংসভোজিনঃ ॥ ১০০
ক্রূরশ্চায়ং বনোদ্দেশো ভয়মদ্য ভবিষ্যতি।
ত্যজ্যতাং কাষ্ঠভূতোঽয়ং মৃষ্যতাং জাম্বুকং বচঃ ॥১০১

মূর্খ মনুষ্যগণ! এই পুত্রকে ভূতলে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ? ৮৯-৯০

মনুষ্যগণ! আমি ত' নিজের মনে এই বালককে জীবিতই দেখিতে পাইতেছি, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ইহার নাশ হইবে না। তোমরা অবশ্যই সুখলাভ করিবে। ৯১

পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া তোমরা নিজেরাই মৃততুল্য হইয়া গিয়াছ, অতএব তোমাদের পক্ষে এইভাবে ফিরিয়া যাওয়া উচিত নহে। এই বালক হইতে সুখের সম্ভাবনা করিয়া সুখ লাভের সুদৃঢ় আশা ধারণ করত তোমরা সকলে অল্পবুদ্ধি মনুষ্যতুল্য স্বয়ংই এই বালককে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? ৯২

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই শৃগাল সর্ব্বদা শ্মশান ভূমিতেই বাস করিত এবং নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য রাত্রিকালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, অতএব সে ধর্মবিরোধী, মিথ্যা ও অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া সেই বালকের পিত্রাদি বান্ধবগণকে পথিমধ্যেই নিবারিত করিয়া রাখিল। তাঁহারা তখন গৃহে যাইতেও পারিতেছিলেন না এবং শ্মশান-ভূমিতে অবস্থান করিতেও সাহস পাইতে ছিলেন না। কিন্তু শেষে তাঁহারা অবস্থান করিতেই বাধ্য হইলেন। ৯৩-৯৪

গৃধ্র বলিল,—মনুষ্যগণ! এই বন্য প্রদেশ প্রেতগণে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে বহু যক্ষ ও রাক্ষস বাস করে এবং বহু পেচক কর্কশ শব্দ করিতেছে; অতএব এস্থান অতিশয় ভয়ঙ্কর। ৯৫

এই বন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ভীষণ ও নীলবর্ণ মেঘ-সদৃশ অন্ধকারে পরিপূর্ণ। এই মৃতকে এ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা প্রেত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। ৯৬

যতক্ষণ না সূর্য্যদেব অস্তমিত হন্ এবং যতক্ষণ দিক্সকল নির্মল আছে, ততক্ষণের মধ্যে তোমরা এই মৃত বালককে এস্থানে পরিত্যাগ করিয়া ইহার প্রেত কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান কর। ৯৭

এই বনে বাজপক্ষীরা স্বীয় কঠোর স্বরে নিনাদ করিতেছে, শৃগালগণ ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে 'হুক্কা হুয়া' শব্দ করিতেছে, সিংহসকল গর্জন করিতেছে এবং সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন। ৯৮

চিতার কৃষ্ণবর্ণ ধূমে সেখানকার সকল বৃক্ষ নীল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল। শ্মশান ভূমিতে এখানকার নিরাহার প্রাণীরা (প্রেত-পিশাচাদি) অতিশয় গর্জন করিতেছে। ৯৯

এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে অবস্থানকারী সকল প্রাণী অতিশয় বিকরাল দেহধারী। ইহারা সকলেই মাংসাশী ও বিকৃত অঙ্গবিশিষ্ট। ইহারা তোমাদের সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। ১০০

বনের এই অংশ ক্রূর প্রাণিগণে পরিপূর্ণ। এখন তোমাকে অতিশয় ভয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই বালক ত' এখন কাষ্ঠ-সদৃশ নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে। ইহাকে পরিত্যাগ কর এবং শৃগালের বাক্য সহ্য কর অর্থাৎ তাহার কথার লোভে পতিত হইও না। ১০১

যদি জম্বুকবাক্যানি নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ।
শ্রোষ্যথ ভ্রষ্টবিজ্ঞানাস্ততঃ সর্বে বিনঙ্ক্ষ্যথ ॥ ১০২

জম্বুক উবাচ ।

স্থীয়তাং নেহ ভেত্তব্যং যাবৎ তপতি ভাস্করঃ ।
তাবদস্মিন্ সুতে স্নেহাদনির্বেদেন বর্ততঃ ॥ ১০৩
স্বৈরং রুদন্তো বিশ্রব্ধাশ্চিরং স্নেহেন পশ্যত ।
(দারুণেঽস্মিন্ বনোদ্দেশে ভয়ং বো ন ভবিষ্যতি
অয়ং সৌম্যো বনোদ্দেশঃ পিতৄণাং নিধনাকরঃ ॥)
স্থীয়তাং যাবদাদিত্যঃ কিঞ্চ ক্রব্যাদভাষিতৈঃ ॥১০৪
যদি গৃধ্রস্য বাক্যানি তীব্রাণি রভসানি চ ।
গৃহ্লীত মোহিতাত্মানঃ সুতো বো ন ভবিষ্যতি ॥ ১০৫

ভীষ্ম উবাচ ।

গৃধ্রোঽস্তমিত্যাহ গতো গতো নেতি চ জম্বুকঃ ।
মৃতস্য তং পরিজনমূচতুস্তৌ ক্ষুধার্দিতৌ ॥ ১০৬
স্বকার্যবদ্ধকক্ষৌ তৌ রাজন্ গৃধ্রোঽথ জম্বুকঃ ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ শাস্ত্রমালম্ব্য জল্পতঃ ॥ ১০৭
তয়োর্বিজ্ঞানবিদুষোর্দ্বয়োর্মৃগপতত্রিণোঃ ।
বাক্যৈরমৃতকল্পৈস্তৈঃ প্রাতিষ্ঠন্তি ব্রজন্তি চ ॥১০৮
শোকদৈন্যসমাবিষ্টা রুদন্তস্তস্থিরে তদা ।
স্বকার্য্যকুশলাভ্যাং তে সম্ভ্রাম্যন্তেহ নৈপুণাৎ ॥১০৯
তথা তয়োর্বিবদতোর্বিজ্ঞানবিদুষোর্দ্বয়োঃ ।
বান্ধবানাং স্থিতানাং চাপ্যুপাতিষ্ঠত শঙ্করঃ ॥ ১১০
দেব্যা প্রণোদিতো দেবঃ কারুণ্যার্দ্রীকৃতেক্ষণঃ ।
ততস্তানাহ মনুজান্ বরদোঽস্মীতি শঙ্করঃ ॥ ১১১
তে প্রত্যূচুরিদং বাক্যং দুঃখিতাঃ প্রণতাঃ স্থিতাঃ ।
একপুত্রবিহীনানাং সর্বেষাং জীবিতার্থিনাম্ ॥ ১১২

যদি তোমরা বিবেকভ্রষ্ট হইয়া শৃগালের মিথ্যা ও নিষ্ফল বাক্য শুনিতে থাক, তবে তোমরা সকলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। ১০২

শৃগাল বলিল,—অবস্থান কর, অবস্থান কর। যতক্ষণ এস্থানে সূর্য্যের প্রকাশ থাকিবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও ভয় নাই। সেই সময় পর্য্যন্ত তোমরা এই বালকের প্রতি স্নেহবশতঃ মমতাপূর্ণ আচরণ কর। নির্ভয় হইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহাকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতে থাক এবং স্বচ্ছন্দানুসারে ক্রন্দন কর। যদ্যপি এই বন্য প্রদেশ ভয়ঙ্কর, তথাপি এস্থানে তোমাদের কোন ভয় নাই, কারণ, এই ভূ-ভাগ পিতৃগণের নিবাসস্থান বলিয়া শ্মশান হইয়াও অতিশয় সুন্দর। যতক্ষণ সূর্য্যদেব আছেন, ততক্ষণ এস্থানে অবস্থান কর। এই মাংসভক্ষী গৃধ্রের বাক্য শুনিয়া কি ফল লাভ হইবে? ১০৩-১০৪

যদি তুমি মোহিতচিত্ত হইয়া এই গৃধ্রের ভয়ঙ্কর ও বিভ্রান্তিকর বাক্যসকল যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ কর, তবে তোমরা এই পুত্রকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ১০৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই গৃধ্র ও শৃগাল উভয়েই ক্ষুধার্ত্ত ছিল এবং নিজ নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মৃতের বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত কথা বলিতেছিল। গৃধ্র বলিতেছিল যে, সূর্য্যাস্ত হইয়া গিয়াছে এবং শৃগাল বলিল যে, না, এখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই। ১০৬

রাজন্! গৃধ্র ও শৃগাল নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিতে কটিবদ্ধ করিয়াছিল অর্থাৎ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোমর বাঁধিয়া যুক্তিজাল বিস্তার করিতেছিল। উভয়কেই ক্ষুধা ও পিপাসা পীড়িত করিতেছিল এবং উভয়েই শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। ১০৭

ইহাদের মধ্যে একজন পশু ও একজন পক্ষী ছিল; উভয়েই জ্ঞানের কথা জানিত। এই উভয়ের অমৃতরূপী বাক্যের প্রভাবে সেই মৃত বালকের বান্ধবগণ কখনও গৃহ-অভিমুখে যাইতেছিলেন এবং কখনও অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১০৮

শোক ও দীনতায় আবিষ্ট হইয়া তাঁহারা সেই সময় রোদন করিতে করিতে অবস্থান করিলেন; নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধি-বিষয়ে নিপুণ গৃধ্র ও শৃগাল নিজেদের চাতুর্য্যের দ্বারা তাঁহাদিগকে ঘুরাইতে লাগিল। ১০৯

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই দুই জন্তুর এইভাবে বাদ-বিবাদ চলিতেছিল এবং মৃতের বান্ধবগণও সেস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়েই ভগবতী শ্রীপার্ব্বতীদেবীর প্রেরণায় ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তখন তাঁহার নেত্রত্রয় করুণাবশে আর্দ্র ছিল। বরদাতা ভগবান্ শঙ্কর সেই মনুষ্য-দিগকে বলিলেন,—আমি তোমাদের বরদান করিব। ১১০-১১১

তখন সেই দুঃখিত মনুষ্যগণ ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করত অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—প্রভো! এই একমাত্র পুত্রহীন হইয়া আমরা মৃততুল্য হইয়াছি। আপনি আমাদের পুত্রকে জীবিত করিয়া জীবনার্থী আমাদের সকলকে জীবনদান করিতে কৃপা করুন। ১১২

পুত্রস্য নো জীবদানাজ্জীবিতং দাতুমর্হসি।
এবমুক্তঃ স ভগবান্ বারিপূর্ণেন চক্ষুষা ॥ ১১৩
জীবিতং স্ম কুমারায় প্রাদাদ্ বর্ষশতানি বৈ।
তথা গোমায়ু-গৃধ্রাভ্যাং প্রাদদৎ ক্ষুদ্‌বিনাশনম্ ॥১১৪
বরং পিনাকী ভগবান্ সর্বভূতহিতে রতঃ।
ততঃ প্রণম্য তে দেবং প্রায়ো হর্ষসমন্বিতাঃ ১১৫
কৃতকৃত্যাঃ সুখং হৃষ্টাঃ প্রাতিষ্ঠন্ত তদা বিভো।
অনির্বেদেন দীর্ঘেণ নিশ্চয়েন ধ্রুবেণ চ ॥ ১১৬
দেবদেবপ্রসাদাচ্চ ক্ষিপ্রং ফলমবাপ্যতে।
পশ্য দৈবস্য সংযোগং বান্ধবানাঞ্চ নিশ্চয়ম্ ॥ ১১৭
কৃপণানাং তু রুদতাং কৃতমশ্রুপ্রমার্জনম্।
পশ্য চাল্পেন কালেন নিশ্চয়ান্বেষণেন চ ॥ ১১৮
প্রসাদং শঙ্করাৎ প্রাপ্য দুঃখিতাঃ সুখমাপ্নুবন্।
তে বিস্মিতাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ পুত্রসঞ্জীবনাৎ পুনঃ ॥ ১১৯
বভূবুর্ভরতশ্রেষ্ঠ প্রসাদাচ্ছঙ্করস্য বৈ।
ততস্তে ত্বরিতা রাজংস্ত্যক্ত্বা শোকং শিশুং বৃতম্ ॥১২০
বিবিশুঃ পুত্রমাদায় নগরং হৃষ্টমানসাঃ।
এষা বুদ্ধিঃ সমস্তানাং চাতুর্বর্ণ্যে নিদর্শিতা ॥ ১২১
ধর্মার্থমোক্ষসংযুক্তমিতিহাসমিমং শুভম্।
শ্রুত্বা মনুষ্যঃ সততমিহামুত্র চ মোদতে ॥ ১২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি গৃধ্রগোমায়ুসংবাদে কুমারসঞ্জীবনে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩

তাঁহারা যখন অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভগবান্ শঙ্করের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি সেই বালককে জীবিত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে শতবর্ষ আয়ু প্রদান করিলেন ॥১১৩½

কেবল ইহাই নহে, সর্ব্বভূতহিতকারী পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর গৃধ্র ও শৃগালকেও ক্ষুধা-নিবারক বর দান করিলেন ॥১১৪½

প্রভাবশালী যুধিষ্ঠির! তখন তাঁহারা সকলে হর্ষে উল্লসিত ও কৃতকার্য্য হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করত সুখ ও প্রসন্নতার সহিত সেস্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। ১১৫½

যদি মানুষ অনুদ্বিগ্নচিত্তে দৃঢ় ও প্রবল নিশ্চয়তার সহিত প্রচেষ্টা করিয়া যায়, তবে দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্করের প্রসাদে সেই মানুষ অতি সত্বর মনোবাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া থাকে ॥১১৬½

দেখ, দৈবের সংযোগ ও বন্ধু-বান্ধবগণের দৃঢ়নিশ্চয়, যাহার ফলে দীনতার সহিত রোদনকারী মনুষ্যগণের অশ্রু অল্পকালের মধ্যেই মার্জিত হইল। ইহা নিশ্চয়তার সহিত কৃত অনুসন্ধান ও প্রযত্নের ফল। ১১৭-১১৮

ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় সেই দুঃখিত মনুষ্যগণ সুখলাভ করিলেন। পুত্রের পুনর্জীবনে তাঁহারা বিস্মিত ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। ১১৯

রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় সেই সব মনুষ্যগণ অতি সত্বর পুত্রশোক ত্যাগ করত প্রসন্নচিত্তে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নিজ নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২০½

ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণে উৎপন্ন সকল মানুষের পক্ষেই এই বুদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ ও মোক্ষ সম্বন্ধযুক্ত এই শুভ ইতিহাস সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে মনুষ্য ইহলোক ও পরলোকে আনন্দ অনুভব করেন। ১২১-১২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে গৃধ্র ও শৃগালের সংবাদপ্রসঙ্গে মৃত বালকের পুনর্জীবনলাভবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

নারদস্য শাল্মলিবৃক্ষসমীপে তস্য প্রশংসাপূর্ব্বকং প্রশ্নঃ

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বলিনঃ প্রত্যমিত্রস্য নিত্যমাসন্নবর্ত্তিনঃ।
উপকারাপকারাভ্যাং সমর্থস্যোদ্যতস্য চ॥ ১

মোহাদ্ বিকত্থনামাত্রৈরসারোঽল্পবলো লঘুঃ।
বাগ্ভিরপ্রতিরূপাভিরভিদ্রুহ্য পিতামহ॥ ২

আত্মনো বলমাস্থায় কথং বর্ত্তেত মানবঃ।
আগচ্ছতোঽতিক্রুদ্ধস্য তস্যোদ্ধরণকাময়া॥ ৩

ভীষ্ম উবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
সংবাদং ভরতশ্রেষ্ঠ শাল্মলেঃ পবনস্য চ॥ ৪

হিমবন্তং সমাসাদ্য মহানাসীদ্ বনস্পতিঃ।
বর্ষপূগাভিসংবৃদ্ধঃ শাখী স্কন্ধী পলাশবান্॥ ৫

তত্র স্ম মত্তমাতঙ্গা ধর্ম্মার্ত্তাঃ শ্রমকর্শিতাঃ।
বিশ্রাম্যন্তি মহাবাহো তথান্যা মৃগজাতয়ঃ॥৬

নল্বমাত্রপরীণাহো ঘনচ্ছায়ো বনস্পতিঃ।
সারিকাশুকসংজুষ্টঃ পুষ্পবান্ ফলবানপি॥ ৭

সাথিকা বণিজশ্চাপি তাপসাশ্চ বনৌকসঃ।
বসন্তি তত্র মার্গস্থাঃ সুরম্যে নগসত্তমে॥ ৮

তস্য তা বিপুলাঃ শাখা দৃষ্ট্বা স্কন্ধঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অভিগম্যাব্রবীদেনং নারদো ভরতর্ষভ॥ ৯

অহো নু রমণীয়স্ত্বমহো চাসি মনোহরঃ।
প্রীয়ামহে ত্বয়া নিত্যং তরুপ্রবর শাল্মলে॥ ১০

সদৈব শকুনাস্তাত মৃগাশ্চাথ তথা গজাঃ।
বসন্তি তব সংহৃষ্টা মনোহর মনোহরাঃ॥ ১১

তব শাখা মহাশাখ স্কন্ধাংশ্চ বিপুলাংস্তথা।
ন বৈ প্রভগ্নান্ পশ্যামি মারুতেন কথঞ্চন॥ ১২

কিং নু তে পবনস্তাত প্রীতিমানথবা সুহৃৎ।
ত্বাং রক্ষতি সদা যেন বনেঽত্র পবনো ধ্রুবম॥ ১৩

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক শাল্মলিবৃক্ষের নিকটে তাহার প্রশংসাপূর্ব্বক প্রশ্ন]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! যাহারা বলবান্ নিত্য নিকটবর্ত্তী, উপকার ও অপকার করিতে সমর্থ এবং নিত্য উদ্যোগশীল, এরূপ শত্রুদের সহিত যদি কোন অল্প বলশালী, অসার ও সকল বিষয়ে ক্ষুদ্র মনোভাব প্রকাশকারী মানুষ মোহবশতঃ আত্মপ্রশংসামূলক অযোগ্য কথা বলিয়া শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং সেই বলবান্ শত্রু অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই দুর্ব্বল মানুষকে উৎখাত করিবার জন্য যদি আক্রমণ করিয়া থাকে, তবে সেই আক্রান্ত মানুষ নিজেরই বলেরই সাহায্যে সেই আক্রমণকারীর সহিত কিরূপ আচরণ করিবে? (যাহাতে তাহার রক্ষা হইতে পারে॥) ১-৩

ভীষ্ম বলিলেন, এই বিষয়ে জ্ঞানী পুরুষগণ বায়ু ও শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষের সংবাদরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ দিয়া থাকেন॥ ৪

হিমালয়ের পর্ব্বতে এক অতি বৃহৎ বনস্পতি ছিল। এই বৃক্ষটি বহু বর্ষ ধরিয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং শাখা, স্কন্ধ ও পত্রসমূহে এই বৃক্ষ পরিপূর্ণ ছিল॥ ৫

মহাবাহো! ইহার নিম্নে বহুসংখ্যক মদমত্ত হস্তী এবং অন্যান্য বহু পশু রৌদ্রতাপে পীড়িত ও পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে॥ ৬

এই বৃক্ষ চারি শত হস্ত লম্বা এবং ইহার ছায়া অতিশয় ঘন ছিল। ইহার উপর সারি ও শুক পক্ষীর দল বাসা করিয়া বাস করিত। এই বৃক্ষ ফল ও পুষ্পসমূহে পূর্ণ ছিল॥ ৭

দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যের জন্য গমনকারী বণিক্, বনবাসী তপস্বী এবং অন্যান্য পথিকগণও সেই রমণীয় ও শ্রেষ্ঠ বৃক্ষের নিম্নে নিবাস করিত॥ ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বৃক্ষের বহু বিশালকায় শাখা ও বিরাট স্কন্ধ দেখিয়া দেবর্ষি নারদ তাহার নিকট গমন করিলেন এবং এই কথা বলিলেন॥ ৯

অহো! শাল্মলে! তুমি অতিশয় রমণীয় ও মনোহর। তরুপ্রবর! তোমার দ্বারা আমরা সর্ব্বদা প্রীতিলাভ করি॥ ১০

তাত! মনোহর বৃক্ষরাজ! তোমার শাখাসমূহে সর্ব্বদাই বহু পক্ষী এবং নিম্নে বহু মৃগ ও হস্তী অতিশয় আনন্দের সহিত বাস করে॥ ১১

বিশাল শাখাসমূহে সুশোভিত বৃক্ষপ্রবর! আমি দেখিতেছি যে, তোমার শাখাসকল ও বিশাল স্কন্ধসকল বায়ুদেবও কোনরূপেই ভগ্ন করেন না॥ ১২

তাত! পবনদেব কি কারণে তোমার উপর বিশেষ প্রসন্ন

ভগবান্ পবনঃ স্থানাদ্ বৃক্ষানুচ্চাবচানপি ।
পর্বতানাঞ্চ শিখরাণ্যাচালয়তি বেগবান্ ॥ ১৪
শোষয়ত্যেব পাতালং বহন্ গন্ধবহঃ শুচিঃ ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব সাগরাংশ্চ তথৈব চ ॥ ১৫
সংরক্ষতি ত্বাং পবনঃ সখিত্বেন স সংশয়ঃ ।
তস্মাৎ ত্বং বহুশাখোঽপি পর্ণবান্ পুষ্পবানপি ॥ ১৬
ইদঞ্চ রমণীয়ং তে প্রতিভাতি বনস্পতে ।
যদিমে বিহগাস্তাত রমন্তে মুদিতা স্তুয়ি ॥ ১৭
এষাং পৃথক্ সমস্তানাং শ্রূয়তে মধুরস্বর ।
পুষ্পসম্মোদনে কালে বাশতাং সুমনোহরম ॥ ১৮

তথেমে গর্জিতা নাগাঃ স্বযূথকলশোভিতাঃ ।
ধর্মার্তাস্ত্বাং সমাসাদ্য সুখং বিন্দন্তি শাল্মলে ॥ ১৯
তথৈব মৃগজাতীভিরন্যাভিরভিশোভসে ।
তথা সর্বাধিবাসৈশ্চ শোভসে মেরুবদ্‌দ্রুম ॥ ২০
ব্রাহ্মণৈশ্চ তপঃসিদ্ধৈস্তাপসৈঃ শ্রমণৈস্তথা ।
ত্রিবিষ্টপসমং মন্যে তবায়তনমেব হি ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪

আছেন অথবা তিনি তোমার সুহৃৎ, যাহার জন্য এই বনে সর্ব্বদা তিনি তোমাকে নিশ্চিতরূপে রক্ষা করেন ? ১৩

ভগবান্ বায়ু এতাদৃশ বেগশালী যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষসকলের কথা কি বলিবার আছে, তিনি পর্ব্বতসমূহের সমস্ত শিখরকেও স্বস্থান হইতে চালিত করিতে পারেন ॥ ১৪

গন্ধবহনকারী ও পবিত্র পবন পাতাল, সরোবর, নদী ও সমুদ্র সকলকেও শুষ্ক করিতে সমর্থ হন ॥ ১৫

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, বায়ুদেব তোমাকে নিজের মিত্র বলিয়া মনে করায় তোমাকে রক্ষা করেন ; সেইজন্য তুমি বহু শাখাসমূহে সম্পন্ন এবং পত্র ও পুষ্পসকলে পূর্ণ রহিয়াছ ॥ ১৬

তাত বনস্পতে ! তোমার নিকটে এই অতিশয় রমণীয় দৃশ্য অনুভূত হইতেছে যে, এই সব পক্ষী তোমার শাখাসমূহের উপরে অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে রমণ করিতেছে ॥ ১৭

বসন্ত ঋতুতে অত্যন্ত মনোরম কূজনকারী এই পক্ষিগণের পৃথক্ পৃথক্ আবার কখনও সকলের একসঙ্গে মধুর স্বর শুনা যাইতেছে ॥ ১৮

শাল্মলে ! নিজের যূথসমূহে সুশোভিত গর্জনকারী এই সব গজরাজগণ অত্যন্ত রৌদ্রতাপে পীড়িত হইয়া তোমার নিকটে আগমন করত সুখলাভ করে ॥ ১৯

বৃক্ষপ্রবর ! তুমি এইরূপ অন্যান্য জাতির পশুগণের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে শোভাপ্রাপ্ত হইতেছ এবং তুমি সকলের নিবাসস্থান হওয়ায় মেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছ ॥ ২০

তপস্যার দ্বারা সিদ্ধ (অথবা শুদ্ধ) তাপস, ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকগণের দ্বারা সংবৃত হইয়া তোমার এই স্থান স্বর্গের ন্যায় মনে হইতেছে ॥ ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে বায়ু-শাল্মলির সংবাদবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[শাল্মলিবৃক্ষস্যাহঙ্কারং দৃষ্টা নারদেন তস্য তিরস্কারঃ ।]

নারদ উবাচ ।

বন্ধুত্বাদথবা সখ্যাচ্ছাল্মলে নাত্র সংশয়ঃ ।
পালয়ত্যেব সততং ভীমঃ সর্বত্রগোঽনিলঃ ॥ ১

ন্যগ্‌ভাবং পরমং বায়োঃ শাল্মলে ত্বমুপাগতঃ ।
তবাহমস্মীতি সদা যেন রক্ষতি মারুতঃ ॥ ২

ন তং পশ্যাম্যহং বৃক্ষং পর্বতং বেশ্ম চেদৃশম্ ।
যং ন বায়ুবলাদ্‌-ভগ্নং পৃথিব্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৩

ত্বং পুনঃ কারণৈর্নূনং রক্ষ্যসে শাল্মলে যথা ।
বায়ুনা সপরীবারস্তেন তিষ্ঠস্যসংশয়ম্ ॥ ৪

শাল্মলিরুবাচ ।

ন মে বায়ুঃ সখা ব্রহ্মন্ ন বন্ধুর্ন চ মে সুহৃৎ ।
পরমেষ্ঠী তথা নৈব যেন রক্ষতি বানিলঃ ॥ ৫

মম তেজো বলং ভীমং বায়োরপি হি নারদ ।
কলামষ্টাদশীং প্রাণৈর্ন মে প্রাপ্নোতি মারুতঃ ॥ ৬

আগচ্ছন্ পুরুষো বায়ুর্ময়া বিষ্টম্ভিতো বলাৎ ।
ভঞ্জন্ দ্রুমান্ পর্বতাংশ্চ যচ্চান্যদপি কিঞ্চন ॥ ৭

স ময়া বহুশো ভগ্নঃ প্রভঞ্জন্ মে প্রভঞ্জনঃ ।
তস্মান্ন বিভ্যে দেবর্ষে ক্রুদ্ধাদপি সমীরণাৎ ॥ ৮

নারদ উবাচ ।

শাল্মলে বিপরীতং তে দর্শনং নাত্র সংশয়ঃ ।
ন হি বায়োর্বলেনাস্তি ভূতং তুল্যবলং ক্বচিৎ ॥ ৯

ইন্দ্রো যমো বৈশ্রবণো বরুণশ্চ জলেশ্বরঃ ।
নৈতেঽপি তুল্যা মরুতঃ কিং পুনস্ত্বং বনস্পতে ॥ ১০

যচ্চ কিঞ্চিদীহ প্রাণী চেষ্টতে শাল্মলে ভুবি ।
সর্বত্র ভগবান্ বায়ুশ্চেষ্টাপ্রাণকরঃ প্রভুঃ ॥ ১১

পঞ্চ পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

[শাল্মলিবৃক্ষের অহঙ্কার দেখিয়া তাহাকে নারদের তিরস্কার ।]

নারদ বলিলেন, শাল্মলে ! ইহাতে কোনও সংশয় নাই যে, তোমাকে নিজের বন্ধু (উপকারকারী) এবং মিত্র (সহায়তাকারী) বলিয়া মনে করায় সর্ব্বত্র গমনকারী ভয়ানক বায়ুদেব সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ১

শাল্মলে ! মনে হইতেছে, তুমি বায়ুর সম্মুখে অত্যন্ত বিনম্র হইয়া বলিয়া থাক যে, 'আমি ত' আপনারই,' সেই কারণে তিনি তোমাকে রক্ষা করেন ॥ ২

আমি এ পৃথিবীতে এরূপ কোন বৃক্ষ, পর্ব্বত বা গৃহ দেখি নাই, যাহা বায়ুর বলে ভগ্ন না হয় । আমার এই বিশ্বাস আছে যে, বায়ুদেব সকলকেই ভগ্ন করিতে পারেন ॥ ৩

শাল্মলে । কিছু এরূপ কারণ অবশ্যই আছে, যাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া বায়ুদেব সর্ব্বদা পরিবারবর্গের সহিত তোমাকে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন । এই কারণের জন্য নিঃসন্দেহে তুমি অবস্থান করিতেছ ॥ ৪

শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষ বলিল,—ব্রহ্মন্ ! বায়ু আমার সাহায্যকারী মিত্র নন্, উপকারকারী বন্ধু নন্ এবং একত্রে বিচরণকারী ও ক্রীড়াকারী সুহৃদ্‌ও নন্ । আর তিনি ব্রহ্মাও নন্ যে, আমাকে রক্ষা করিবেন ॥ ৫

নারদ ! আমার তেজ ও বল বায়ু হইতেও ভয়ঙ্কর । বায়ু নিজের প্রাণশক্তির দ্বারা আমার আঠার ভাগের একভাগকেও লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ৬

যে সময় নিষ্ঠুর বায়ুদেব বৃক্ষ, পর্ব্বত ও অন্যান্য বস্তুসকলকে ভগ্ন করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন্, সেই সময় আমি তাঁহার গতিকে নিজ বলে প্রতিরোধ করি ॥ ৭

দেবর্ষে ! এইভাবে আমি নানারূপে ভগ্নকারী বায়ুর গতিকে বহুবার রুদ্ধ করিয়াছি, অতএব তিনি যদি কুপিত হন্, তবে উঁহাতে আমি ভীত হই না ॥ ৮

নারদ বলিলেন,—শাল্মলে ! এই বিষয়ে তোমার দৃষ্টি বিপরীত অর্থাৎ বোধশক্তি (ধারণা) বিপরীত, ইহাতে কোনও সংশয় নাই, কারণ, বায়ুর বলসদৃশ কোনও প্রাণীরই বল নাই ॥ ৯

বনস্পতে ! ইন্দ্র, যম, কুবের ও জলাধিপতি বরুণ—ইঁহারা সকলেও বায়ুতুল্য বলশালী নহেন, সুতরাং তোমার ন্যায় এক সাধারণ বৃক্ষের কথা আর কি বলিবার আছে ? ১০

শাল্মলে ! প্রাণীরা এই জগতে যাহা কিছু চেষ্টা করে, সেই চেষ্টায় শক্তি ও প্রাণদানকারী হইলেন সর্ব্বত্র সামর্থ্যশালী ভগবান্ পবনদেব ॥ ১১

এষ চেষ্টয়তে সম্যক্ প্রাণিনঃ সম্যগায়তঃ।
অসম্যগায়তো ভূয়শ্চেষ্টতে বিকৃতং নৃষু ॥ ১২
স ত্বমেবংবিধং বায়ুং সর্বসত্ত্বভৃতাং বরম্।
ন পূজয়সি পূজ্যং তং কিমন্যদ্ বুদ্ধিলাঘবাৎ ॥ ১৩
অসারশ্চাপি দুর্মেধাঃ কেবলং বহু ভাষসে।
ক্রোধাদিভিরবচ্ছন্নো মিথ্যা বদসি শাল্মলে ॥ ১৪
মম রোষঃ সমুৎপন্নস্ত্বয্যেবং সম্প্রভাষতি।
ব্রবীম্যেষ স্বয়ং বায়োস্তব দুর্ভাষিতং বহু ॥ ১৫
চন্দনৈঃ স্যন্দনৈঃ শালৈঃ সরলৈর্দেবদারুভিঃ।
বেতসৈর্ধন্বনৈশ্চাপি যে চান্যে বলবত্তরাঃ ॥ ১৬
তৈশ্চাপি নৈবং দুর্বুদ্ধে ক্ষিপ্তো বায়ুঃ কৃতাত্মভিঃ।
তেঽপি জানন্তি বায়োশ্চ বলমাত্মন এব চ ॥ ১৭
তস্মাৎ তং বৈ নমস্যন্তি শ্বসনং তরুসত্তমাঃ।
ত্বং তু মোহান্ন জানীষে বায়োর্বলমনন্তকম্।
এবং তস্মাদ্ গমিষ্যামি সকাশং মাতরিশ্বনঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবন-শাল্মলিসংবাদে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫

ইনি যখন দেহমধ্যে প্রকৃতভাবে প্রাণাদিরূপে বিস্তার লাভ করেন, তখন সমস্ত প্রাণীরাই সর্বতোভাবে চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। কিন্তু ইনি যখন প্রকৃতভাবে বিস্তার লাভ না করেন, তখন প্রাণিগণের দেহে বিকৃতি আসিতে থাকে। ১২

এইরূপ সমস্ত বলবান্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় বায়ুদেবের তুমি যে সমাদর করিতেছ না, ইহা তোমার বুদ্ধির লঘুতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ১৩

শাল্মলে! তুমি সারহীন (ধৈর্য্যহীন) ও দুর্মতি, কেবল বহু কথা বলিতেছ এবং ক্রোধাদি দুর্গুণে প্রেরিত হইয়া মিথ্যা কথা বলিয়া যাইতেছ ॥ ১৪

তোমার এইরূপ কথাবার্ত্তায় আমার মনে রোষ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আমি স্বয়ংই বায়ুর সম্মুখে তোমার এই সব দুর্বচনকে বলিয়া শুনাইব। ১৫

চন্দন, স্যন্দন (তিনিশ), শাল, সরল, দেবদারু, বেতস (বেত) ধন্বন এবং অন্য যে সব বলবান্ বৃক্ষ আছে, সেই শিক্ষিতবুদ্ধি বৃক্ষগণও কখনও এইভাবে বায়ুদেবের প্রতি নিন্দা বাক্য প্রয়োগ করে নাই। দুর্বুদ্ধে! তাহারাও নিজেদের এবং বায়ুর বল উত্তমরূপে জানে, সেই কারণে এই সব শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ বায়ুদেবের সম্মুখে মস্তক নত করিয়া থাকে। ১৬-১৭

তুমি ত' মোহবশতঃ বায়ুর অনন্ত বলের কিছুই বুঝিতে পার নাই, অতএব এখন আমি এস্থান হইতেই বায়ুর নিকটে গমন করিব। ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে পবন ও শাল্মলির সংবাদবিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[নারদবাক্যমাকর্ণ্য বায়ুনা শাল্মলেস্তিরস্কারঃ, বায়ুং তিরস্কৃতবতঃ শাল্মলেশ্চিন্তা চ ।]

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু রাজেন্দ্র শাল্মলিং ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
নারদঃ পবনে সর্বং শাল্মলের্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১

নারদ উবাচ ।

হিমবৎপৃষ্ঠজঃ কশ্চিচ্ছাল্মলিঃ পরিবারবান্ ।
বৃহন্মূলো বৃহচ্ছায়ঃ স ত্বাং বায়োঽবমন্যতে ॥ ২

বহুন্যাক্ষেপযুক্তানি প্রাহ বচনানি সঃ ।
ন যুক্তানি ময়া বায়ো তানি বক্তুং তবাগ্রতঃ ॥ ৩

জানামি ত্বামহং বায়ো সর্বপ্রাণভৃতাং বরম্
বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ ক্রোধে বৈবস্বতং যথা ॥ ৪

ভীষ্ম উবাচ ।

এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা নারদস্য সমীরণঃ ।
শাল্মলিং তমুপাগম্য ক্রুদ্ধো বচনমব্রবীৎ ॥ ৫

বায়ুরুবাচ ।

শাল্মলে নারদো গচ্ছংস্ত্বয়োক্তো মদ্বিগর্হণম্ ।
অহং বায়ুঃ প্রভাবং তে দর্শয়াম্যাত্মনো বলম্ ॥ ৬

অহং ত্বামভিজানামি বিদিতশ্চাসি মে দ্রুম ।
পিতামহঃ প্রজাসর্গে ত্বয়ি বিশ্রান্তবান্ প্রভুঃ ॥ ৭

তস্য বিশ্রমণাদেষ প্রসাদো মৎকৃতস্তব ।
রক্ষ্যসে তেন দুর্বুদ্ধে নাত্মবীর্য্যাদ্ দ্রুমাধম ॥ ৮

যন্মাং ত্বমবজানীষে যথান্যং প্রাকৃতং তথা ।
দর্শয়াম্যেষ চাত্মানং যথা মাং নাবমন্যসে ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তস্ততঃ প্রাহ শাল্মলিঃ প্রহসন্নিব ।
পবন ত্বঞ্চ মে ক্রুদ্ধো দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥ ১০

ময়ি বৈ ত্যজ্যতাং ক্রোধঃ কিং মে ক্রুদ্ধঃ করিষ্যসি ।
ন তে বিভেমি পবন যদ্যপি ত্বং স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১১

বলাধিকোঽহং ত্বত্তশ্চ ন ভীঃ কার্য্যা ময়া তব ।
যে তু বুদ্ধ্যা হি বলিনস্তে ভবন্তি বলীয়সঃ ॥ ১২

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

[নারদের বাক্য শ্রবণ করত বায়ুকর্ত্তৃক শাল্মলির তিরস্কার এবং বায়ুকে তিরস্কারকারী শাল্মলির চিন্তা ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র ! শাল্মলিকে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদ বায়ুদেবের নিকট গমন করত তাঁহাকে সব কথা বলিলেন ॥ ১

নারদ বলিলেন,—বায়ুদেব ! হিমালয়ের পৃষ্ঠে উৎপন্ন একটি শাল্মলি (শিমুল) বৃক্ষ আছে । সে পত্র, পুষ্প ও ফলে পরিপূর্ণ ; ইহার বৃহৎ মূল ও ঘন ছায়া বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে ; সেই বৃক্ষ তোমাকে অপমান করিতেছে ॥২

সে তোমাকে এরূপ বহু নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছে, যাহা তোমার সম্মুখে বলা আমারও উচিত নহে ॥ ৩

বায়ো ! আমি তোমাকে জানি ; তুমি সমস্ত প্রাণধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহান্ ও গৌরবমণ্ডিত এবং ক্রোধে তুমি সূর্য্যপুত্র যমের ন্যায় ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! নারদের এই কথা শ্রবণ করত বায়ুদেব শাল্মলির নিকটে গমন করত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ॥ ৫

বায়ু বলিলেন,—শাল্মলে ! তুমি এস্থান দিয়া গমনকারী নারদের নিকট আমার নিন্দা করিয়াছ ; আমি বায়ু ; তোমাকে আমার নিজের বল ও প্রভাব দেখাইতেছি ॥ ৬

বৃক্ষ ! আমি তোমাকে ভালভাবেই জানি ; তোমার বিষয়ে আমার সব কিছুই জানা আছে ; ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার সময় তোমার ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ৭

দুর্বুদ্ধে ! তিনি বিশ্রাম করায় আমি তোমার উপর এই কৃপা করিয়াছি, ইহাতে তোমার রক্ষা হইতেছে ; বৃক্ষাধম ! তুমি নিজের বলে নিজে রক্ষিত হইতেছ না ॥ ৮

কিন্তু তুমি এক সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় আমার যে অপমান করিতেছ ; ইহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের সেই স্বরূপ দেখাইব, যাহার দ্বারা তুমি আর কখনও আমার অপমান করিবে না ॥ ৯

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! পবনদেব এই কথা বলিলে পর শাল্মলি যেন হাস্য করিতে করিতেই বলিল—পবন ! তুমি কুপিত হইয়া তোমার পূর্ণ শক্তি দেখাও ॥ ১০

আমার উপর তোমার ক্রোধ পরিত্যাগ কর ; তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবে ? পবন ! যদ্যপি তুমি স্বয়ং অতিশয় প্রভাবশালী , তথাপি আমি তোমাকে ভয় করি না ॥ ১১

আমি তোমা অপেক্ষা অধিক বলশালী, অতএব তোমাকে আমার ভয় করা উচিত নহে ; যে বুদ্ধির বলে বলীয়ান্,তাহাকেই বলিষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে হয় ; যাহার মধ্যে কেবল শারীরিক

প্রাণমাত্রবলা যে বৈ নৈব তে বলিনো মতাঃ।
ইত্যেবমুক্তঃ পবনঃ শ্ব ইত্যোবাব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৩
দর্শয়িষ্যামি তে তেজস্ততো রাত্রিরুপাগমৎ।
অথ নিশ্চিত্য মনসা শাল্মলীর্বাতকারিতম্ ॥ ১৪
পশ্যমানস্তদাত্মানমসমং মাতরিশ্বনা।
নারদে যন্ময়া প্রোক্তং বচনং প্রতি তন্মৃষা ॥ ১৫
অসমর্থো হ্যহং বায়োর্বলেন বলবান্ হি সঃ।
মারুতো বলবান্ নিত্যং যথা বৈ নারদোঽব্রবীৎ ॥ ১৬
অহং তু দুর্বলোঽন্যেভ্যো বৃক্ষেভ্যো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং তু বুদ্ধ্যা সমো নাস্তি ময়া কশ্চিদ্ বনস্পতিঃ ॥ ১৭
তদহং বুদ্ধিমাস্থায় ভয়ং মোক্ষ্যে সমীরণাৎ।
যদি তাং বুদ্ধিমাস্থায় তিষ্ঠেয়ুঃ পর্ণিনো বনে ॥ ১৮
অরিষ্টাঃ স্যুঃ সদা ক্রুদ্ধাৎ পবনান্নাত্র সংশয়ঃ।
তে তু বালা ন জানন্তি যথা বৈ তান্ সমীরণঃ।
সমীরয়তি সংক্রুদ্ধো যথা জানাম্যহং তথা ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৬

বল বিদ্যমান আছে, সে প্রকৃতপক্ষে বলবান্ বলিয়া খ্যাত নহে ॥ ১২½

শাল্মলি এই কথা বলিলে পর বায়ুদেব বলিলেন,—আচ্ছা, আগামী কাল আমি তোমাকে নিজের পরাক্রম দেখাইব। ইহার পর রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৩½

সেই সময় শাল্মলি বায়ুর সব কিছু কার্য্য মনে মনে বিচার করত নিজেকে বায়ুর তুল্য বলবান্ না দেখিয়া চিন্তা করিল ॥ ১৪½

অহো! আমি নারদকে যে কথা বলিয়াছিলাম, উহা মিথ্যা ছিল। আমি বায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ; কারণ, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক বলশালী ॥ ১৫½

নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন, বায়ুদেব সর্ব্বদাই বলবান্। আমি ত' অন্য বৃক্ষ হইতেও দুর্ব্বল, ইহাতে কোনও সংশয় নাই; কিন্তু বুদ্ধিতে কোন বৃক্ষই আমার সমান নহে ॥ ১৬-১৭

আমি বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করত বায়ুর ভয় হইতে মুক্তি পাইব। যদি বনে স্থিত অন্য বৃক্ষেরাও সেই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে, তবে নিঃসন্দেহে কুপিত বায়ু হইতে তাহাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না ॥ ১৮

কিন্তু তাহারা মূর্খ, অতএব বায়ুদেব কুপিত হইয়া যেভাবে তাহাদিগকে উদ্বেলিত করে, উহা তাহারা জানে না, আমি কিন্তু ভালভাবেই জানি ॥ ১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে বায়ু ও শাল্মলির সংবাদবিষয়ক ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[শাল্মলেঃ পরাজয়স্বীকারঃ, বলবতা সহ শত্রুতা ন করণীয়েত্যুপদেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
ততো নিশ্চিত্য মনসা শাল্মলিঃ ক্ষুভিতস্তদা।
শাখাঃ স্কন্ধান্ প্রশাখাশ্চ স্বয়মেব ব্যশাতয়ৎ ॥ ১
স পরিত্যজ্য শাখাশ্চ পত্রাণি কুসুমানি চ।
প্রভাতে বায়ুমায়ান্তং প্রত্যৈক্ষত বনস্পতিঃ ॥ ২
ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্বসন্ বায়ুঃ পাতয়ন্ বৈ মহাদ্রুমান্।
আজগামাথ তং দেশমাস্তে যত্র স শাল্মলিঃ ॥ ৩
তং হীনপর্ণং পতিতাগ্রশাখং
নিশীর্ণপুষ্পং প্রসমীক্ষ্য বায়ুঃ।
উবাচ বাক্যং স্ময়মান এবং
মুদা যুতঃ শাল্মলিমুগ্রশাখম্ ॥ ৪

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[শাল্মলির পরাজয় স্বীকার এবং বলবানের সহিত শত্রুতা না করিবার উপদেশ দান।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! মনে মনে এরূপ পরামর্শ করত শাল্মলি ক্ষুভিত হইয়া নিজের শাখা, স্কন্ধ, প্রশাখাসকলকে স্বয়ংই নিম্নে পাতিত করিয়া দিল ॥ ১

সেই বনস্পতি নিজের শাখা, পত্র ও পুষ্পসমূহ ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে বায়ুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ॥ ২

তাহার পর প্রাতঃকালে বায়ুদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বড় বড় বৃক্ষ সকলকে ধরাশায়ী করিতে করিতে সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে সেই শিমুল বৃক্ষ ছিল ॥ ৩

তারপর বায়ু দেখিলেন যে, শিমুলের পত্রসকল পতিত

বায়ুরুবাচ।
অহমপ্যেবমেব ত্বাং কুর্ব্বাণঃ শাল্মলে রুষা।
আত্মনা যৎকৃতং কৃচ্ছ্রং শাখানামপকর্ষণম্ ॥ ৫
হীনপুষ্পাগ্রশাখস্ত্বং শীর্ণাঙ্কুরপলাশকঃ।
আত্মদুর্ম্মন্ত্রিতেনেহ মদ্বীর্য্যবশগঃ কৃতঃ ॥ ৬
ভীষ্ম উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো বায়োঃ শাল্মলির্ব্রীড়িতস্তদা।
অতপ্যত বচঃ স্মৃত্বা নারদো যৎ তদাব্রবীৎ ॥ ৭
এবং হি রাজশার্দূল দুর্ব্বলঃ সন্ বলীয়সা।
বৈরমারভতে বালস্তপ্যতে শাল্মলির্যথা ॥ ৮
তস্মাদ্ বৈরং ন কর্ব্বীত দুর্বলো বলবত্তরৈঃ।
শোচেদ্ধি বৈরং কুর্বাণো যথা বৈ শাল্মলিস্তথা ॥
ন হি বৈরং মহাত্মানো বিবৃণ্বন্ত্যপকারিষু
শনৈঃ শনৈর্মহারাজ দর্শয়ন্তি স্ম তে বলম্ ॥ ১০
বৈরং ন কুর্বীত নরো দুর্বুদ্ধির্বুদ্ধিজীবিনা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতো যাতি তৃণেম্বিব হুতাশনঃ ॥ ১১
ন হি বুদ্ধ্যা সমং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে পুরুষে নৃপ।
তথা বলেন রাজেন্দ্র ন সমোঽস্তীহ কশ্চন ॥ ১২
তস্মাৎ ক্ষমেত বালায় জড়ান্ধবধিরায় চ।
বলাধিকায় রাজেন্দ্র তদ্ দৃষ্টং ত্বয়ি শত্রুহন্ ॥ ১৩
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ সপ্ত চৈব মহাদ্যুতে।
বলেন ন সমা রাজন্নর্জুনস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৪
নিহতাশ্চৈব ভগ্নাশ্চ পাণ্ডবেন যশস্বিনা।
চরতা বলমাস্থায় পাকশাসনিনা মৃধে ॥ ১৫
উক্তাশ্চ তে রাজধর্মা আপদ্ধর্মাশ্চ ভারত।
বিস্তরেণ মহারাজ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭

হইয়াছে, তাহার শ্রেষ্ঠ শাখাসমূহও ভূপাতিত হইয়াছে এবং সে পুষ্পহীনও হইয়া পড়িয়াছে। তখন তিনি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া যাহার শাখাসকল পূর্ব্বে ভয়ঙ্কর ছিল, সেই শিমুল বৃক্ষকে ঈষৎ হাস্যসহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ৪

বায়ু বলিলেন,—শাল্মলে! আমি আজ রোষভরে তোমাকে এইরূপই করিতে বাসনা করিয়াছিলাম। তুমি স্বয়ই এই কষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছ, তোমার শাখাসকল ভূপাতিত হইয়াছে তোমার পুষ্প, পত্র, প্রশাখা ও অঙ্কুরসমূহও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি নিজেরই কুবুদ্ধির ফলে এই বিপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমাকে আমার বল ও পরাক্রমে বশীভূত হইতে হইয়াছে ॥৫-৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! বায়ুর এই কথা শ্রবণ করত শিমুল সেই সময় লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং নারদ যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিল।

নৃপশ্রেষ্ঠ! এইভাবে যে মূর্খ মানুষ স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কোন বলবানের সহিত শত্রুতা করে, সে শিমুলবৃক্ষেরই ন্যায় সন্তাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৮

অতএব দুর্ব্বল মানুষ বলবানের সহিত কথনও শত্রুতা করিবে না। যদি কেহ শত্রুতা করে, তবে তাহাকে শিমুলের ন্যায় শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া শোকমগ্ন হইতে হইবে। ॥ ৯

মহারাজ! মহাত্মাগণ নিজেদের অপকারকারীদিগের উপর শত্রুতা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা ধীরে ধীরে নিজেদের বল দেখাইয়া থাকেন ॥ ১০

দুর্মতি মানুষ কোন বুদ্ধিজীবী মানুষের সহিত শত্রুতা করিবে না, কারণ, তৃণানিতে প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে ॥ ১১

হে নৃপ। হে রাজেন্দ্র! পুরুষের বুদ্ধির ন্যায় দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। জগতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিবলযুক্ত, তাহার তুল্য অন্য কেহই আর হইতে পারে না ॥ ১২

শত্রুনাশক রাজেন্দ্র! যে বালক, জড়, অন্ধ, বধির ও বলে স্বীয় অপেক্ষা অধিক, তাহার দ্বারা কৃত প্রতিকূল ব্যবহারও ক্ষমা করা উচিত; এই ক্ষমাভাব তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে ॥ ১

মহাতেজস্বী রাজন্ যুধিষ্ঠির। আঠার অক্ষৌহিণী সৈন্যও বলে মহাত্মা অর্জুনের তুল্য নহে ॥ ১৪

ইন্দ্র ও পাণ্ডুর যশস্বী পুত্র অর্জুন নিজের বলের সাহায্যে যুদ্ধে বিচরণ করিতে করিতে এস্থানে সেই সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়াছে ও বিতাড়িত করিয়াছে ॥ ১৫

হে ভরতবংশধর মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি তোমায় নিকটে রাজধর্ম ও আপদ্ধর্ম বিস্তারের সহিত বর্ণনা করিয়াছি। এখন তুমি আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা কর? ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে বায়ু ও শাল্মলির সংবাদবিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সর্ব্বানর্থকারণং লোভ ইত্যুক্ত্বা তেন জাতানাং পাপানাং বর্ণনম্, শ্রেষ্ঠমহাপুরুষলক্ষণনিরূপণঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পাপস্য যদধিষ্ঠানং যতঃ পাপং প্রবর্ত্ততে ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

পাপস্য যদধিষ্ঠানং তচ্ছৃণুষ নরাধিপ ।
একো লোভো মহাগ্রাহো লোভাৎ পাপং প্রবর্ত্ততে ॥২
অতঃ পাপমধর্মশ্চ তথা দুঃখমনুত্তমম্ ।
নিকৃত্যা মূলমেতদ্ধি যেন পাপকৃতো জনাঃ ॥ ৩
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রবর্ততে ।
লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানঃ স্তম্ভঃ পরাসুতা ॥ ৪
অক্ষমা হ্রীপরিত্যাগঃ শ্রীনাশো ধর্মসংক্ষয়ঃ ।
অভিধ্যাপ্রখ্যতা চৈব সর্বং লোভাৎ প্রবর্ততে ॥ ৫
অত্যাগশ্চাতিতর্ষশ্চ বিকর্মসু চ যাঃ ক্রিয়াঃ ।
কুলবিদ্যামদশ্চৈব রূপৈশ্বর্য্যমদস্তথা ॥ ৬
সর্বভূতেষ্বভিদ্রোহঃ সর্বভূতেষ্বসৎকৃতিঃ ।
সর্বভূতেষ্ববিশ্বাসঃ সর্বভূতেষ্বনার্জবম্ ॥ ৭
হরণং পরবিত্তানাং পরদারাভিমর্শনম্ ।
বাগ্‌বেগো মনসো বেগো নিন্দাবেগস্তথৈব চ ॥৮
উপস্থোদরয়োর্বেগো মৃত্যুবেগশ্চ দারুণঃ ।
ঈর্ষ্যাবেগশ্চ বলবান্ মিথ্যাবেগশ্চ দুর্জয়ঃ ॥ ৯
রসবেগশ্চ দুর্বার্য্যঃ শ্রোত্রবেগশ্চ দুঃসহঃ ।
কুৎসা বিকথা মাৎসর্য্যং পাপং দুষ্করকারিতা ॥১০
সাহসানাঞ্চ সর্বেষামকার্য্যাণাং ক্রিয়াস্তথা ।
জাতৌ বাল্যে চ কৌমারে যৌবনে চাপি মানবাঃ॥১১
ন সন্ত্যজন্ত্যাত্মকর্ম যো ন জীর্যতি জীর্য্যতঃ ।
যো ন পূরয়িতুং শক্যো লোভঃ প্রাপ্ত্যা কুরূদ্বহ ॥ ১২
নিত্যং গম্ভীরতোয়াভিরাপগাভিরিবোদধিঃ ।
ন প্রহৃষ্যতি যে লাভৈঃ কামৈশ্চ ন তৃপ্যতি ॥ ১৩

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ।

[সমস্ত অনর্থের কারণ লোভ—ইহা বলিয়া তাহার দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন পাপসমূহের বর্ণন এবং শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণের লক্ষণ-নিরূপণ ।]

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি যথার্থরূপে ইহা জানিতে অভিলাষী যে, পাপের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) কি ? এবং যাহার দ্বারা উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ? ১

ভীষ্ম বলিলেন,—হে নরাধিপ ! পাপের যাহা অধিষ্ঠান, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি উহা শ্রবণ কর। একমাত্র লোভই পাপের অধিষ্ঠান। উহা মানুষকে গ্রাস করিবার জন্য একটি বিশাল গ্রাহ। লোভ হইতেই পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২

লোভ হইতেই পাপ, অধর্ম এবং আত্যন্তিক দুঃখের উদ্ভব হয়। শঠতা ও ছলকপটতার মূল কারণ হইল লোভ। ইহার জন্যই মানুষ পাপাচারী হইয়া থাকে ॥ ৩

লোভ হইতেই ক্রোধ জন্মায়, লোভ হইতেই কামের প্রবৃত্তি হয় এবং লোভ হইতেই মায়া, মোহ, অভিমান, ঔদ্ধত্য ও পরাধীনতা প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪

ক্ষমা না করা, লজ্জাত্যাগ, সম্পত্তিবিনাশ, ধর্মক্ষয়, চিন্তা ও অপযশ—এই সব লোভ হইতেই উদ্ভূত হয় ॥ ৫

লোভ হইতেই কৃপণতা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তি, কুল ও বিদ্যাবিষয়ক অভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার সমস্ত প্রাণিগণের উপর দ্রোহ, সকলকে তিরস্কার, সকলের প্রতি অবিশ্বাস ও কুটিলতাপূর্ণ আচরণ হইয়া থাকে ॥ ৬ ৭

পরধন অপহরণ, পরস্ত্রীর প্রতি বলাৎকার, বাক্যবেগ, মনের বেগ, নিন্দা করিবার বিশেষ প্রবৃত্তি, জননেন্দ্রিয়ের বেগ, উদরের বেগ, মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বেগ অর্থাৎ আত্মহত্যা, ঈর্ষ্যার প্রবল বেগ, মিথ্যার দুর্জয় বেগ, অনিবার্য্য রসনেন্দ্রিয়ের বেগ, দুঃসহ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বেগ, ঘৃণা, নিজের প্রশংসার জন্য বাক্য বলা, মাৎসর্য্য, পাপ, দুষ্কর্মে প্রবৃত্তি এবং অকার্য্য করা—এ সবেরই মূল হইল লোভ ॥ ৮-১০½

কুরুশ্রেষ্ঠ ! মনুষ্য জন্মকালে, বাল্যকালে, কৌমারে ও যৌবনে যাহার জন্য নিজের দুষ্কর্মসকল পরিত্যাগ করে না, যে মানুষ বৃদ্ধ হইলেও জীর্ণ হয় না, উহা হইল লোভ। যেরূপ গভীর জলযুক্তা নদীসকলের মিলনেও সমুদ্র পূর্ণ হইয়া উঠে না, সেইরূপ যত পদার্থই লাভ হউক না, উহাতে লোভ কখনও পূর্ণ হয় না ॥ ১১-১২½

লোভী মানুষ বহু কিছু লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট হয় না। ভোগের দ্বারাও কখনও তৃপ্ত হয় না। হে নৃপ ! না দেবতা, না গন্ধর্ব,

যো ন দেবৈর্ন গান্ধর্বৈর্নাসুরৈর্ন মহোরগৈঃ।
জ্ঞায়তে নৃপ তত্ত্বেন সর্বৈর্ভূতগণৈস্তথা ॥১৪
স লোভঃ সহ মোহেন বিজেতব্যো জিতাত্মনা।
দম্ভো দ্রোহশ্চ নিন্দা চ পৈশুন্যং মৎসরস্তথা ॥ ১৫
ভবন্ত্যেতানি কৌরব্য লুব্ধানামকৃতাত্মনাম্।
সুমহান্ত্যপি শাস্ত্রাণি ধারয়ন্তি বহুশ্রুতাঃ ॥ ১৬
ছেত্তারঃ সংশয়ানাঞ্চ ক্লিশ্যন্তীহাল্পবুদ্ধয়ঃ
দ্বেষ-ক্রোধপ্রসক্তাশ্চ শিষ্টাচারবহিষ্কৃতাঃ ॥ ১৭
অন্তঃক্রুরা বাঙ্মধুরাঃ কূপাশ্ছন্নাস্তৃণৈরিব।
ধর্মবৈতংসিকাঃ ক্ষুদ্রা মুষ্ণন্তি ধ্বজিনো জগৎ ॥ ১৮
কুর্বতে চ বহূন্ মার্গাংস্তান্ হেতুবলমাশ্রিতাঃ
সতাং মার্গান্ বিলুম্পন্তি লোভাজ্ঞানেষু নিষ্ঠিতাঃ ১৯
ধর্মস্য হ্রিয়মাণস্য লোভগ্রস্তৈর্দুরাত্মভিঃ।
যা যা বিক্রিয়তে সংস্থা ততঃ সাপি প্রপদ্যতে। ২০

না অসুর, না মহানাগ এবং না সমস্ত ভূতগণের দ্বারা এই লোভের স্বরূপ জানিতে পারা যায় ॥ ১৩ ১৪

যিনি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার কর্তব্য—মোহসহ লোভকে জয় করা। কুরুনন্দন। দম্ভ, দ্রোহ, নিন্দা, খলতা ও মাৎসর্য—এ সমস্ত দোষ অজিতেন্দ্রিয় লোভী পুরুষদের মধ্যেই থাকে ॥ ১৫½

বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ অতিশয় বিশাল শাস্ত্রসকলও কণ্ঠস্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সমস্ত সংশয় ছেদন করেন। কিন্তু তাঁহারাও যদি লোভগ্রস্ত হন, তবে তাঁহাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে থাকেন ॥ ১৬½

দ্বেষ ও ক্রোধে আসক্ত মানুষ হইয়া শিষ্টাচার পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং উপরে উপরে মধুর বাক্য বলিতে থাকিলেও অন্তরে অন্তরে কিন্তু অতিশয় ক্রুর হইয়া যায়। তাহাদের অবস্থা তখন তৃণসকলে আবৃত কূপের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহারা ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারণা করিতে থাকে এবং নীচাশয় ও ধর্মধ্বজী হইয়া জগৎকে লুণ্ঠন করে ॥ ১৭-১৮

যুক্তিবলের আশ্রয় করত সেই সব মানুষ বহুসংখ্যক অসৎপথ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং লোভ ও অজ্ঞানে অবস্থান করত সৎ পুরুষগণের স্থাপিত মার্গসকল (ধর্মমর্য্যাদা) লোপ করিয়া দেয় ॥১৯

লোভগ্রস্ত দুরাত্মা পুরুষগণের দ্বারা অপহৃত (বিকৃত) ধর্মের যে যে স্থিতি বিকৃত বা পরিবর্তিত হইয়া যায়, উহা সেইরূপেই প্রতিপন্ন হইতে থাকে ॥ ২০

দর্পঃ ক্রোধো মদঃ স্বপ্নো হর্ষঃ শোকোঽতিমানিতা।
এত এব হি কৌরব্য দৃশ্যন্তে লুব্ধবুদ্ধিষু ॥ ২১
এতানশিষ্টান্ বুধ্যস্ব নিত্যং লোভসমন্বিতান্।
শিষ্টাংস্তু পরিপৃচ্ছেথা যান্ বক্ষ্যামি শুচিব্রতান্ ॥ ২২
যেষাবৃত্তিভয়ং নাস্তি পরলোকভয়ং ন চ।
নামিষেষু প্রসঙ্গোঽস্তি ন প্রিয়েষ্বপ্রিয়েষু চ ॥ ২৩
শিষ্টাচারঃ প্রিয়ো যেষু দমো যেষু প্রতিষ্ঠিতঃ।
সুখং দুঃখং সমং যেষাং সত্যং যেষাং পরায়ণম্ ॥ ২৪
দাতারো ন গ্রহীতারো দয়াবন্তস্তথৈব চ।
পিতৃদেবাতিথেয়াশ্চ নিত্যোদ্যুক্তাস্তথৈব চ ॥ ২৫
সর্বোপকারিণো বীরাঃ সর্বধর্মানুপালকাঃ।
সর্বভূতহিতাশ্চৈব সর্বদেয়াশ্চ ভারত ॥ ২৬
ন তে চালয়িতুং শক্যা ধর্মব্যাপারকারিণঃ।
ন তেষাং ভিদ্যতে বৃত্তং যৎপুরা সাধুভিঃ কৃতম ॥ ২৭

কুরুনন্দন। যাহাদের বুদ্ধি লোভগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সব মানুষের মধ্যে দর্প, ক্রোধ, মদ, দুঃস্বপ্ন, হর্ষ, শোক এবং অত্যন্ত অভিমান—এই সব দোষ দেখা যায় ॥ ২১

যাহারা সর্বদা লোভগ্রস্ত থাকে, এইরূপ মনুষ্যদিগকে তুমি অশিষ্ট বলিয়া জানিবে। শিষ্ট পুরুষগণের নিকটেই তোমার মনের শঙ্কা জিজ্ঞাসা করা উচিত। পবিত্র নিয়মসমূহ পালনকারী সেই শিষ্ট পুরুষগণের পরিচয় আমি প্রদান করিতেছি ॥ ২২

যাঁহাদের পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণের ভয় থাকে না, যাঁহাদের পরলোকের ভয় নাই, যাঁহাদের ভোগে আসক্তি নাই এবং প্রিয়ে অনুরাগ ও অপ্রিয়ে দ্বেষ নাই (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৩

যাঁহাদের শিষ্টাচার প্রিয়, যাঁহাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়সংযম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাঁহাদের সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান এবং সত্যই যাঁহাদের পরম আশ্রয় (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৪

যাঁহারা কেবল দান করেন, কিন্তু কোন কিছু দানীয় বস্তু গ্রহণ করেন না, যাঁহাদের স্বভাবই হইল দয়ায় পূর্ণ, যাঁহারা দেবতা ও পিতৃগণ এবং অতিথিসকলের সেবক ও যাঁহারা সৎকর্ম করিবার জন্য সর্বদা উদ্যত থাকেন (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৫

হে ভারত! যাঁহারা বীর পুরুষ, সকলের উপকারী, সমস্ত ধর্মের রক্ষক এবং প্রাণিগণের হিতৈষী। যাঁহারা পরের হিতের জন্য নিজেদের সর্বস্ব দান করিয়া থাকেন (তাঁহারা শিষ্ট) ॥ ২৬

তাঁহাদিগকে সৎকর্ম হইতে বিচলিত করিতে পারা যায় না, তাঁহারা কেবল ধর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকেন, পুরাকালে শ্রেষ্ঠ

ন ত্রাসিনো ন চপলা ন রৌদ্রাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
তে সেব্যাঃ সাধুভির্নিত্যং যেষ্বহিংসা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮
কাম-ক্রোধব্যপেতা যে নির্ম্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ।
সুব্রতাঃ স্থিরমর্য্যাদস্তানুপাস্ব চ পৃচ্ছ চ ॥ ২৯
ন ধনার্থং যশোঽর্থং বা ধর্ম্মস্তেষাং যুধিষ্ঠির।
অবশ্যং কার্য্য ইত্যেব শরীরস্য ক্রিয়াস্তথা ॥ ৩০
ন ভয়ং ক্রোধচাপল্যে ন শোকস্তেষু বিদ্যতে।
ন ধর্ম্মধ্বজিনশ্চৈব ন গুহ্যং কিঞ্চিদাস্থিতাঃ ॥ ৩১
যেষ্বলোভস্তথামোহো যে চ সত্যার্জবে স্থিতাঃ
তেষু কৌন্তেয় রজ্যেথা যেষাং ন ভ্রশ্যতে পুনঃ ॥ ৩১
যে ন হৃষ্যন্তি লাভেষু নালাভেষু ব্যথন্তি চ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারাঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৩৩
লাভালাভৌ সুখ-দুঃখে চ তাত
প্রিয়াপ্রিয়ে মরণং জীবিতঞ্চ।
সমানি যেষাং স্থিরবিক্রমাণাং
বুভুৎসতাং সত্ত্বপথে স্থিতানাম্ ॥ ৩৪
ধর্ম্মপ্রিয়াংস্তান্ সুমহানুভাবান্
দান্তোঽপ্রমত্তশ্চ সমর্চয়েথাঃ।
দৈবাৎ সর্বে গুণবন্তো ভবন্তি
শুভাশুভে বাক্‌প্রলাপাস্তথান্যে ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি আপন্মূলভূতদোষকথনে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৮

পুরুষগণ যাহার পালন করিয়াছেন, সেই সদাচারকে ইঁহারাও পালন করেন। তাঁহাদের আচার কখনও নষ্ট হয় না ॥ ২৭

যাঁহারা কাহাকেও ভয় দেখান না, চপলতা প্রকাশ করেন না, যাঁহাদের স্বভাব কখনও ভয়ঙ্কর হয় না, যাঁহারা সর্ব্বদা সৎপথে অবস্থান করেন এবং অহিংসা যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে (শিষ্টগণকে)-ই সতত সেবা করা কর্ত্তব্য ॥ ২৮

যাঁহারা কাম-ক্রোধ-রহিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, উত্তম ব্রত-পালনকারী এবং ধর্ম্ম-মর্য্যাদায় সদা স্থির, সেই মহাপুরুষগণেরই তুমি সঙ্গ কর এবং তাঁহাদিগকে নিজের সন্দেহ জিজ্ঞাসা কর ॥ ২৯

যুধিষ্ঠির! তাঁহাদের ধর্ম্মপালন ধনার্জ্জনের জন্য নহে কিংবা যশোলাভের জন্যও নহে। তাঁহারা ধর্ম্ম ও শরীরের সুস্থতা বা কর্ম্মণ্যতার জন্য করণীয় কার্য্যসকল অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে পালন করেন ॥ ৩০

তাঁহাদের মধ্যে ভয়, ক্রোধ, চপলতা এবং শোক থাকে না। তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী (পাষণ্ড) হন না ও কোন গোপনীয় (দুর্বৃত্তদের আচরণীয়) ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন না ॥ ৩১

কুন্তীনন্দন! যাঁহাদের মধ্যে লোভ ও মোহ নাই, যাঁহারা সত্যে ও সরলতায় অবস্থিত এবং সদাচার হইতে ভ্রষ্ট হন না, এরূপ পুরুষগণের উপর তুমি অনুরাগ রাখিবে ॥ ৩২

বৎস যুধিষ্ঠির! যাঁহারা লাভে হর্ষবশতঃ উৎফুল্ল এবং ক্ষতিতে ব্যথিত হন না, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, যাঁহারা সর্ব্বদা সত্ত্বগুণে স্থিত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাঁহাদের দৃষ্টিতে লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, প্রিয়-অপ্রিয় এবং জীবন-মরণ সমান, যাঁহারা সুদৃঢ় পরাক্রমশালী, আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে ইচ্ছুক, সত্যপথে স্থিত, সেই ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবগণকে তুমি সাবধান হইয়া এবং জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া সেবা করিবে। এইসব মহাপুরুষগণ স্বভাবতই অতিশয় গুণবান্ হইয়া থাকেন। শুভ ও অশুভ বিষয়ে তাঁহাদের বাক্য সত্য হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য সব মানুষ ত' কেবল কথাই বলিয়া থাকে ॥ ৩৩-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে আপদের মূলভূত দোষসকল বর্ণন-বিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[অজ্ঞানং লোভশ্চেত্যুভয়য়োঃ সমতাপ্রতিপাদনম্, অনয়োরুভয়য়োঃ সমস্তদোষাণাং কারণনিরূপণঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অনর্থানামধিষ্ঠানমুক্তো লোভঃ পিতামহ ।
অজ্ঞানমপি বৈ তাত শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ ।

করোতি পাপং যোঽজ্ঞানান্নাত্মনো বেত্তি চ ক্ষয়ম্ ।
প্রদ্বেষ্টি সাধুবৃত্তাংশ্চ স লোকস্যৈতি বাচ্যতাম্ ॥ ২

অজ্ঞানান্নিরয়ং যাতি তথাজ্ঞানেন দুর্গতিম্ ।
অজ্ঞানাৎ ক্লেশমাপ্নোতি তথাপৎসু নিমজ্জতি ॥ ৩

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিঞ্চ স্থানং বৃদ্ধি-ক্ষয়োদয়ৌ
মূলং যোগং গতিং কালং কারণং হেতুমেব চ ॥ ৪

শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন যথাবদিহ পার্থিব ।
অজ্ঞানপ্রসবং হীদং যদ্ দুঃখমুপলভ্যতে ॥ ৫

ভীষ্ম উবাচ ।

রাগো দ্বেষস্তথা মোহো হর্ষঃ শোকোঽভিমানিতা ।
কামঃ ক্রোধশ্চ দর্পশ্চ তন্দ্রী চালস্যমেব চ ॥ ৬

ইচ্ছা দ্বেষস্তথা তাপঃ পরবৃদ্ধ্যুপতাপিতা ।
অজ্ঞানমেতন্নির্দিষ্টং পাপানাং চৈব যাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭

এতস্য বা প্রবৃত্তেশ্চ বৃদ্ধ্যাদীন্ যাংশ্চ পৃচ্ছসি ।
বিস্তরেণ মহারাজ শৃণু তচ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮

উভাবেতৌ সমফলৌ সমদোষৌ চ ভারত ।
অজ্ঞানং চাতিলোভশ্চাপ্যেকং জানীহি পার্থিব ॥ ৯

লোভপ্রভবমজ্ঞানং বৃদ্ধং ভূয়ঃ প্রবর্দ্ধতে ।
স্থানে স্থানং ক্ষয়ে ক্ষৈণ্যমুপৈতি বিবিধাং গতিম্ ॥১০

মূলং লোভস্য মোহো বৈ কালাত্মগতিরেব চ ।
ছিন্নে ভিন্নে তথা লোভে কারণং কাল এব চ ॥ ১১

একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[অজ্ঞান ও লোভ এই উভয়ের সমতাপ্রতিপাদন এবং এই উভয়কেই সমস্ত দোষের কারণ নিরূপণ ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ ! আপনি সমস্ত অনর্থের আধারভূত লোভের বর্ণনা করিলেন, এখন অজ্ঞানের কথাও যথাযথরূপে বর্ণনা করুন, আমি তাহারও পরিণাম শুনিতে বাসনা করি ॥ ১

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! যে মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ পাপ করে এবং তাহা হইতে নিজের যে ক্ষতি হয়, তাহা যে বুঝিতে পারে না এবং যে শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে দ্বেষ করে, তাহার জগতে অত্যন্ত নিন্দা হইতে থাকে ॥ ২

অজ্ঞান হইতেই জীব নরকে পতিত হয়, অজ্ঞান হইতেই তাহার দুর্গতি হয়, অজ্ঞান হইতেই কষ্ট লাভ হয় এবং বিপদসমূহে নিমগ্ন হয় ॥ ৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভূপাল ! অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, উদ্গম, মূল, যোগ, গতি, কাল, কারণ এবং হেতু কি ? ৪

পৃথ্বীনাথ ! আমি এই বিষয়ে যথাযথরূপে তত্ত্বের পর্য্যালোচনার সহিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, কারণ, এই যে দুঃখ উপলব্ধ হইতেছে, তাহার উৎপত্তির কারণ অজ্ঞান ॥ ৫

ভীষ্ম বলিলেন, রাজন্ ! রাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, শত্রুতা, অপরের উন্নতি দেখিয়া জ্বলিতে থাকা এবং পাপাচার করা—এ সমস্তকে (অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া) অজ্ঞান বলা হইয়াছে ॥ ৬-৭

মহারাজ ! এই অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতির বিষয়ে যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, উহার সম্বন্ধে বিশেষ বিস্তারের সহিত রচিত আমার বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ৮

ভারত ! পৃথ্বীনাথ ! অজ্ঞান ও অত্যন্ত লোভ এই উভয়কে একই বলিয়া জানিও, কারণ, ইহাদের পরিণাম ও দোষ সমানই ॥ ৯

লোভ হইতেই অজ্ঞান জন্মে এবং লোভ বর্দ্ধিত হইলে পর সেই অজ্ঞানও বর্দ্ধিত হয়। যতক্ষণ লোভ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানও বিদ্যমান থাকে এবং যখন লোভ ক্ষয় হইয়া যায়, তখন অজ্ঞানও ক্ষীণ হইয়া থাকে। অজ্ঞান ও লোভের জন্যই জীব নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১০

মোহই নিঃসংশয়ে লোভের মূল কারণ। সেই কালস্বরূপ মোহাত্মক অজ্ঞানই মনুষ্যের অধোগতির কারণ। যদি লোভ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াও যায়, তবে উহারও কারণ হইল কাল ॥ ১১

তস্যাজ্ঞানাদ্ধি লোভো হি লোভাদজ্ঞানমেব চ।
সর্বদোষাস্তথা লোভাৎ তস্মাল্লোভং বিবর্জয়েৎ ॥১১

জনকো যুবনাশ্বশ্চ বৃষাদর্ভিঃ প্রসেনজিৎ।
লোভক্ষয়াদ্ দিবং প্রাপ্তাস্তথৈবান্যে নরাধিপাঃ ॥ ১৩

মূঢ় মানুষের অজ্ঞান হইতে লোভ এবং লোভ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোভ হইতেই সমস্ত দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইজন্য লোভকে ত্যাগ করা উচিত ॥ ১২

জনক, যুবনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ এবং অন্যান্য নরপতিগণও লোভের ক্ষয়বশতই দিব্যলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৩

প্রত্যক্ষং তু কুরুশ্রেষ্ঠ ত্যজ লোভমিহাত্মনা।
ত্যক্ত্বা লোভং সুখং লোকে প্রেত্য চানুচরিষ্যসি ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি অজ্ঞানমাহাত্ম্যে একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯

কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি স্বয়ং প্রযত্ন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচরীভূত লোভকে পরিত্যাগ কর। লোভ ত্যাগ করিয়া এই মনুষ্যলোকে সুখ এবং মৃত্যুর পর পরলোকেও আনন্দ লাভ করত সুখের সহিত বিচরণ করিবে ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মনস ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমাত্মক-দমস্য মাহাত্ম্যবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায়ে কৃতযত্নস্য নরস্য চ পিতামহ।
ধর্মকামস্য ধর্মাত্মন্ কিং নু শ্রেয় ইহোচ্যতে ॥ ১

বহুধা দর্শনে লোকে শ্রেয়ো যদিহ মন্যসে।
অস্মিল্লোঁকে পরে চৈব তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ২

মহানয়ং ধর্মপথো বহুশাখশ্চ ভারত।
কিংস্বিদেবেহ ধর্মাণামনুষ্ঠেয়তমং মতম্ ॥ ৩

ধর্মস্য মহতো রাজন্ বহুশাখস্য তত্ত্বতঃ।
যন্মূলং পরমং তাত তৎ সর্ব্বং ব্রূহ্যশেষতঃ ॥৪

ভীষ্ম উবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যেন শ্রেয়ো হ্যবাপ্স্যসি।
পীত্বামৃতমিব প্রাজ্ঞো জ্ঞানতৃপ্তো ভবিষ্যসি ॥ ৫

ধর্মস্য বিধয়ো নৈকে যে বৈ প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণম্ ॥ ৬

দমং নিঃশ্রেয়সং প্রাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ দমো ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ৭

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমরূপ দমের মাহাত্ম্য বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মাত্মা পিতামহ! যে মানুষ স্বাধ্যায়ের জন্য যত্নশীল এবং ধর্ম্মপালনের অভিলাষী, সেই মানুষের পক্ষে এজগতে শ্রেয় কাহাকে বলা হয়? ১

পিতামহ! জগতে শ্রেয় প্রতিপাদনকারী অনেক প্রকার দর্শন (মতবাদ) আছে, কিন্তু আপনি যাহাকে শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, যাহা ইহলোক ও পরলোকে কল্যাণকারী হইবে, উহা আমাকে বলুন ॥ ২

ভারত! ধর্ম্মের এই পথ অতিশয় বৃহৎ। ইহা হইতে বহু শাখা নির্গত হইয়াছে। এই সব ধর্ম্ম হইতে কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তম এবং অবশ্য পালনীয় বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে? ৩

রাজন্! বহুসংখ্যক শাখাসমূহে যুক্ত এই মহান্ ধর্ম্মের প্রকৃত পক্ষে মূল কারণ কি? তাত! এই সব কথা আমাকে পূর্ণরূপে বলুন ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! আমি অতিশয় আনন্দের সহিত তোমাকে সেই উপায় বলিতেছি, যাহার দ্বারা তুমি কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যেরূপ অমৃত পান করিলে পূর্ণ তৃপ্তি হয়, সেইরূপ তুমি জ্ঞান লাভ করত এই জ্ঞানামৃতে তৃপ্ত হইয়া যাইবে ॥ ৫

মহর্ষিগণ নিজ নিজ জ্ঞানানুসারে ধর্ম্মকে এক নহে, অনেকবিধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু সেই সকলেরই আধার হইল দম (মন ও ইন্দ্রিয়সংযম) ॥ ৬

ধর্ম্মের সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ বৃদ্ধ পুরুষগণ দমকে নিঃশ্রেয়সের (পরম কল্যাণের) সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে দমই ত' সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৭

দমাৎ তস্য ক্রিয়াসিদ্ধির্যথাতত্ত্বপলভ্যতে ।
দমো দানং তথা যজ্ঞানধীতং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৮
দমস্তেজো বর্দ্ধয়তি পবিত্রঞ্চ দমঃ পরম্ ।
বিপাপ্মা তেজসা যুক্তঃ পুরুষো বিন্দতে মহৎ ॥ ৯
দমেন সদৃশং ধর্ম্মং নান্যং লোকেষু শুশ্রুম ।
দমো হি পরমো লোকে প্রশস্তঃ সর্বধর্মিণাম্ ॥ ১০
প্রেত্য চাত্র মনুষ্যেন্দ্র পরমং বিন্দতে সুখম্ ।
দমেন হি সমাযুক্তো মহান্তং ধর্ম্মমশ্নুতে ॥ ১১
সুখং দান্তঃ প্রস্বপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে ।
সুখং পর্য্যেতি লোকাংশ্চ মনশ্চাস্য প্রসীদতি ॥১২
অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশমভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে ।
অনর্থাংশ্চ বহূনন্যান্ প্রসৃজত্যাত্মদোষজান্ ॥ ১৩
আশ্রমেষু চতুর্ষ্বাহুর্দমমেবোত্তমং ব্রতম্ ।

দমেরই দ্বারা তাঁহার নিজ শুভ কর্ম্মের যথাযথ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দম ব্রাহ্মণের পক্ষে দান, যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় হইতেও অধিক ॥ ৮

দম তেজকে বর্দ্ধিত করে, দম পরম পবিত্র সাধন, দমের দ্বারা পাপহীন হইয়া তেজস্বী পুরুষ পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

আমরা এ জগতে দমের সদৃশ অন্য কোন ধর্ম্ম শ্রবণ করি নাই। জগতে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী মহাত্মাগণ দমকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। সকলেই তাহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন ॥১০

নরেন্দ্র! দমের দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সংযমের দ্বারা সংযুক্ত মানুষ সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। তিনি ইহলোক ও পরলোকেও সুখলাভ করেন ॥ ১১

যিনি নিজের মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছেন, তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে জাগরিত হন এবং সুখের সহিত লোকসকলে বিচরণ করেন। তাঁহার মনও সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে ॥ ১২

যাহার ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত নহে, সেই ব্যক্তি নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করে এবং নিজেরই দোষসমূহে উৎপন্ন অন্যান্য বহু অনর্থ সৃষ্টি করে ॥ ১৩

ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমে দমকেই উত্তম তপস্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন আমি ইন্দ্রিয়দমন এবং মনোনিগ্রহের সেই লক্ষণসমূহ বলিব, যাহাদের উৎপত্তিকেই দম বলা হইয়াছে ॥ ১৪

তস্য লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥ ১৪
ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জ্জবম্ ।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দাক্ষ্যং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ১৫
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ।
অবিহিংসানসূয়া চাপ্যেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥ ১৬
গুরুপূজা চ কৌরব্য দয়া ভূতেষ্বপৈশুনম্ ।
জনবাদং মৃষাবাদং স্তুতিনিন্দাবিসর্জনম্ ॥ ১৭
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ দর্পং স্তম্ভং বিকত্থনম্ ।
রোষমীর্ষ্যাবমানঞ্চ নৈব দান্তো নিষেবতে ॥ ১৮
অনিন্দিতো হ্যকামাত্মা নাল্পেষ্বর্থ্যনসূয়কঃ ।
সমুদ্রকল্পঃ স নরো ন কথঞ্চন পূর্য্যতে ॥১৯
অহং ত্বয়ি ময়ি ত্বঞ্চ ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ।
পূর্বসম্বন্ধিসংযোগং নৈতদ্ দান্তো নিষেবতে ॥ ২০

ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্যবাদিতা, সরলতা, ইন্দ্রিয়জয়, দক্ষতা, কোমলতা, লজ্জা, স্থিরতা, উদারতা, ক্রোধহীনতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কোন প্রাণীকে কষ্ট না দেওয়া এবং অপরের দোষ না দেখা—এই সব সদ্‌গুণের উদয়কেই দম বলা হয় ॥ ১৫-১৬

কুরুনন্দন! যিনি মন ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে গুরুপূজা অর্থাৎ গুরুজনগণের প্রতি সমাদরভাব, সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, কাহারও প্রতি খলতা না করা—এই সব প্রবৃত্তির উদয় হয়। তিনি জনাপবাদ, অসত্যভাষণ, নিন্দা ও স্তুতিতে প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, জড়তা, আত্মপ্রশংসা, রোষ, ঈর্ষ্যা এবং অন্যকে অপমান—এই সব দুর্গুণের কখনও অনুরাগী হন না ॥ ১৭-১৮

ইন্দ্রিয় ও মনের সংযমকারী ব্যক্তির কখনও নিন্দা হয় না। তাঁহার মনে কোন কামনা থাকে না। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন না অথবা তুচ্ছ বিষয়-সুখাভিলাষ করেন না, অপরের দোষ দর্শন করেন না, সেই মানুষ সমুদ্রের ন্যায় অগাধ গাম্ভীর্য্য ধারণ করেন, যেরূপ সমুদ্র অনন্ত জলরাশি পাইয়াও পূর্ণ হয় না, সেইরূপ তিনিও নিরন্তর ধর্ম্মসঞ্চয়ে কখনও তৃপ্ত হন না ॥ ১৯

'আমি তোমাকে স্নেহ করি, তুমি আমাকে স্নেহ কর। তাহারা আমার উপর অনুরক্ত, আমি তাহাদের উপর অনুরাগী,' এইভাবে পূর্ব্বের সম্বন্ধিগণের সম্বন্ধ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ চিন্তা করেন না ॥ ২০

সর্বাগ্রাম্যাস্তথারণ্যা যাশ্চ লোকে প্রবৃত্তয়ঃ।
নিন্দাং চৈব প্রশংসাঞ্চ যো নাশ্রয়তি মুচ্যতে ॥ ২১
মৈত্রোঽথ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্চ যঃ।
মুক্তস্য বিবিধৈঃ সঙ্গৈস্তস্য প্রেত্য ফলং মহৎ ॥ ২২
সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্ বুধঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সৎকারং সুগতিং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৩
কর্ম যচ্ছুভমেবেহ সদ্ভিরাচরিতঞ্চ যৎ।
তদেব জ্ঞানযুক্তস্য মুনের্বর্ত্ম ন হীয়তে ॥ ২৪
নিষ্ক্রম্য বনমাস্থায় জ্ঞানযুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কালাকাঙ্ক্ষী চরত্যেবং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৫
অভয়ং যস্য ভূতেভ্যো ভূতানামভয়ং যতঃ।
তস্য দেহাদ্ বিমুক্তস্য ভয়ং নাস্তি কুতশ্চন ॥২৬
অবাচিনোতি কর্ম্মাণি ন চ সম্প্রচিনোতি হ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মৈত্রায়ণগতিশ্চরেৎ ॥ ২৭
শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরস্য চ।
যথা গতির্ন দৃশ্যেত তথা তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ২৮
গৃহানুৎসৃজ্য যো রাজন্ মোক্ষমেবাভিপদ্যতে।
লোকাস্তেজোময়াস্তস্য কল্পন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥ ২৯
সংন্যস্য সর্বকর্মাণি সংন্যস্য বিধিবৎ তপঃ।
সংন্যস্য বিবিধা বিদ্যাঃ সর্ব্বং সংন্যস্য চৈব হ ॥ ৩০
কামে শুচিরনাবৃত্তঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিচ্ছুচিঃ।
প্রাপ্যেহ লোকে সৎকারং স্বর্গং সমভিপদ্যতে ॥ ৩১
যচ্চ পৈতামহং স্থানং ব্রহ্মরাশিসমুদ্ভবম্।
গুহায়াং বিহিতং নিত্যং তদ্ দমেনাভিগম্যতে ॥ ৩২
জ্ঞানারামস্য বুদ্ধস্য সর্বভূতাবিরোধিনঃ।
নাবৃত্তিভয়মস্তীহ পরলোকভয়ং কুতঃ ॥ ৩৩

জগতে গ্রামবাসী মনুষ্যগণের ধন জন প্রভৃতির উপরে ও বনবাসিগণের ফল-মূলাদির উপরে যে প্রবৃত্তি হয়, যে ব্যক্তি সেই সমস্তের সেবন করেন না, অপরের নিন্দা ও প্রশংসা হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখেন, তাঁহার মুক্তিলাভ হয় ॥ ২১

যিনি সকলের প্রতি মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখেন ও সুশীল, যাঁহার মন প্রসন্ন, যিনি নানাপ্রকার আসক্তিসমূহ হইতে মুক্ত ও আত্মজ্ঞানী, তিনি মৃত্যুর পর মোক্ষরূপ মহৎ ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২২

যিনি সদাচারী, শীলবান্, প্রসন্নচিত্ত এবং আত্মজ্ঞানী, সেই বিদ্বান্ পুরুষ এ জগতে সমাদর লাভ করত পরলোকে পরম গতি প্রাপ্ত হন ॥ ২৩

এ জগতে যাহা কেবল শুভ (কল্যাণকারী) কর্ম্ম এবং সৎপুরুষগণ যাহার আচরণ করিয়াছেন, উহাই জ্ঞানী মুনির পথ। তিনি স্বভাবতই উহার আচরণ করেন। তাহা হইতে কখনও বিচ্যুত হন না ॥ ২৪

জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বনের আশ্রয় গ্রহণ করত সেস্থানে মৃত্যুকালের পরীক্ষা করিতে করিতে নির্দ্বন্দ্ব হইয়া বিচরণ করিবেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইবেন ॥ ২৫

যাঁহা হইতে সমস্ত প্রাণীর ভয় হয় না, যাঁহার অপর কোন প্রাণিগণের নিকট হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না, দেহত্যাগের পরও সেই মহাত্মা পুরুষের কোথা হইতেও ভয় হয় না ॥ ২৬

তিনি উপভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মসকল ক্ষয় করিয়া থাকেন এবং কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসক্তিহীন হওয়ায় তাঁহার নূতন কর্ম্মের সঞ্চয় হয় না। সকল প্রাণীর উপর সমানভাব রাখিয়া সকলকেই মিত্রের ন্যায় অভয় দান করিতে করিতে ধরাতলে বিচরণ করেন ॥ ২৭

যেরূপ আকাশে পক্ষিগণের ও জলে মৎস্যাদি জলচর জন্তুগণের পদচিহ্ন দেখা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানী মহাত্মার গতিও জানিতে পারা যায় না, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৮

রাজন্! যিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গই আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অনন্ত বর্ষকালের জন্য দিব্য তেজোময় লোক প্রাপ্ত হন্ ॥ ২৯

যাঁহার আচার বিচার শুদ্ধ এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল, যাঁহার সকল কামনা শুদ্ধ এবং যিনি ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, সেই আত্মজ্ঞানী পুরুষ সমস্ত কর্ম্ম, তপস্যা ও নানাবিধ বিদ্যাকে বিধি অনুসারে সন্ন্যাস (ত্যাগ) করত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ইহলোকে সম্মান লাভপূর্ব্বক পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ (ব্রহ্মধাম) প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ৩১

ব্রহ্মরাশি হইতে (ব্রহ্মার তপঃপ্রভাব হইতে) উৎপন্ন পিতামহ ব্রহ্মার যে উত্তম ধাম, উহা হৃদয়গুহায় আবৃত আছে। উহার প্রাপ্তি সর্ব্বদা দমের (ইন্দ্রিয় সংযম ও মনোনিগ্রহের) দ্বারা হইয়া থাকে ॥ ৩২

যাঁহার কোনও প্রাণীর সহিত বিরোধ নাই, যিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেই রমণ করেন, এরূপ জ্ঞানীর এই লোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার ভয় থাকে না ; সুতরাং তাঁহার পরলোকের ভয় কিরূপে হইতে পারে ? ৩৩

এক এব দমে দোষো দ্বিতীয়ো নোপপদ্যতে ।
যদেনং ক্ষময়া যুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥ ৩৪
একোঽস্য সুমহাপ্রাজ্ঞ দোষঃ স্যাৎ সুমহান্ গুণঃ ।
ক্ষময়া বিপুলা লোকাঃ সুলভা হি সহিষ্ণুতা ॥ ৩৫
দান্তস্য কিমরণ্যেন তথাদান্তস্য ভারত ।
যত্রৈব নিবসেদ্ দান্তস্তদরণ্যং স চাশ্রমঃ ॥ ৩৬

দম অর্থাৎ সংযমের একটাই দোষ আছে, দ্বিতীয় নাই। তাহা হইল এই যে, ক্ষমাশীল হওয়ায় তাহাকে লোকে অসমর্থ বলিয়া মনে করে ॥ ৩৪

মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির। উহার এই এক দোষ, ইহা আবার মহান্ গুণও হইতে পারে। ক্ষমা ধারণ করায় উঁহার বহু পুণ্যলোক সুলভ হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে ক্ষমার দ্বারা সহিষ্ণুতাও আসিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৩৫

ভারত। সংযমী পুরুষের বনে যাইবার কি আবশ্যকতা আছে? যে অসংযমী, তাহার আবার বনে থাকিয়া কি লাভ হইতে পারে? সংযমী পুরুষ যেস্থানে অবস্থান করেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে বন ও আশ্রম ॥ ৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতদ্ ভীষ্মস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
অমৃতেনেব সন্তৃপ্তঃ প্রহৃষ্টঃ সমপদ্যত ॥ ৩৭
পুনশ্চ পরিপপ্রচ্ছ ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্ ।
তপঃ প্রতি স চোবাচ তস্মৈ সর্ব্বং কুরূদ্বহ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি দমকথনে ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়। ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তিনি যেন তখন অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইলেন ॥ ৩৭

কুরুশ্রেষ্ঠ। তাহার পর তিনি ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পুনরায় তপস্যাবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভীষ্ম তাঁহাকে সেই বিষয়ে সব কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে দমের বর্ণনাবিষয়ক ষষ্টাধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[তপোমহিমবর্ণনম্ ।]

ভীষ্ম উবাচ।
সর্ব্বমেতৎ তপোমূলং কবয়ঃ পরিচক্ষতে ।
ন হ্যতপ্তুতপা মূঢ়ঃ ক্রিয়াফলমবাপ্নুতে ॥ ১
প্রজাপতিরিদং সর্ব্বং তপসৈবাসৃজৎ প্রভুঃ
তথৈব বেদানৃষয়স্তপসা প্রতিপেদিরে ॥ ২

একষষ্ট্যাধিক শততম অধ্যায়

[তপস্যার মহিমা বর্ণন]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! এই সম্পূর্ণ জগতের মূল কারণ হইল তপস্যা, ইহাই বিদ্বান্ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন। যে মূঢ় ব্যক্তি তপস্যা করে না, তাহার স্বীয় শুভ কর্মসকলের ফললাভ হয় না ॥ ১

ভগবান্ প্রজাপতি তপস্যারই দ্বারা এই সমস্ত জীবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঋষিগণ তপস্যার দ্বারাই বেদসকলের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২

তপসৈব সসর্জান্নং ফলমূলানি যানি চ ।
ত্রীঁল্লোঁকাংস্তপসা সিদ্ধাঃ পশ্যন্তি সুসমাহিতাঃ ॥ ৩
ঔষধান্যগদাদীনি ক্রিয়াশ্চ বিবিধাস্তথা ।
তপসৈব হি সিধ্যন্তি তপোমূলং হি সাধনম্ ॥ ৪
যদ্ দুরাপং ভবেৎ কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং তপসো ভবেৎ
ঐশ্বর্য্যমৃষয়ঃ প্রাপ্তাস্তপসৈব ন সংশয়ঃ ॥৫

যে সমস্ত ফল, মূল ও অন্ন আছে, তৎসমস্তই বিধাতা তপস্যার দ্বারা উৎপন্ন করিয়াছেন। তপঃসিদ্ধ একাগ্রচিত্ত মহাত্মাগণ তিন লোক প্রত্যক্ষ দর্শন করেন ॥ ৩

ঔষধ, আরোগ্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি এবং নানাবিধ ক্রিয়াসকল তপস্যার দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কারণ, প্রত্যেক সাধনের মূল হইল তপস্যা ॥ ৪

জগতে যাহা কিছু দুর্লভ বস্তু আছে, তৎসমস্তই তপস্যার দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে। ঋষিগণ তপস্যারই দ্বারা অণিমা,

সুরাপোঽসম্মতাদায়ী ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ।
তপসৈব সুতপ্তেন নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬
তপসো বহুরূপস্য তৈস্তৈর্দ্বারৈঃ প্রবর্ত্ততঃ।
নিবৃত্ত্যা বর্ত্তমানস্য তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৭
অহিংসা সত্যবচনং দানমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতেভ্যো হি মহারাজ তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ৮
ন দুষ্করতরং দানান্নাতিমাতরমাশ্রয়ঃ।
ত্রৈবিদ্যেভ্যঃ পরং নাস্তি সংন্যাসঃ পরমং তপঃ ॥ ৯
ইন্দ্রিয়াণীহ রক্ষন্তি স্বর্গধর্মাভিগুপ্তয়ে।
তস্মাদর্থে চ ধর্ম্মে চ তপো নানশনাৎ পরম্ ॥ ১০
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মনুষ্যা মৃগপক্ষিণঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ১১
তপঃপরায়ণাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্তি তপসা চ তে।
ইত্যেবং তপসা দেবা মহত্ত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ১২
ইমানীষ্টবিভাগানি ফলানি তপসঃ সদা।
তপসা শক্যতে প্রাপ্তুং দেবত্বমপি নিশ্চয়াৎ ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি তপঃপ্রশংসায়ামেক-ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

মহিমা, প্রাপ্তি, লঘিমা, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব ও বশিত্ব—এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫

সুরাপায়ী, কাহারও সম্মতি বিনা তাহার বস্তু গ্রহণকারী (চোর), ভ্রূণহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী মানুষও উত্তমরূপে কৃত তপস্যার দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৬

তপস্যার অনেক রূপ আছে। ভিন্ন ভিন্ন সাধন ও উপায়-সকলের দ্বারা মানুষ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু যিনি নিবৃত্তি মার্গে গমন করেন, তাহার পক্ষে উপবাস হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোন তপস্যা নাই ॥ ৭

মহারাজ! অহিংসা, সত্যভাষণ, দান ও ইন্দ্রিয়সংযম—এসব অপেক্ষাও তপস্যা অধিক (প্রধান) এবং উপবাস হইতে অধিক কোন তপস্যা নাই ॥ ৮

দান হইতে অধিক কোন দুষ্কর ধর্ম্ম নাই, মাতৃসেবা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন আশ্রয় নাই, তিন বেদের বিদ্যায় বিদ্বান্ হইতে শ্রেষ্ঠ কোন বিদ্বান্ নাই এবং সন্ন্যাস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা ॥ ৯

এ জগতে ধার্ম্মিক পুরুষ স্বর্গের সাধনভূত ধর্ম্মের রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়দিগকে সুরক্ষিত করিয়া রাখেন (সংযমশীল হন)। কিন্তু ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়ের সিদ্ধির জন্য তপস্যাই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং উপবাস হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তপস্যা নাই ॥ ১০

ঋষিগণ ও পিতৃগণ এবং মনুষ্য, পশু পক্ষী ও অন্যান্য যে সব চরাচর প্রাণী আছেন, তাঁহারা সকলে তপস্যাতে নিরত থাকেন। তপস্যারই দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। এইরূপ দেবগণও তপস্যার দ্বারা মহত্ত্বপূর্ণ পদলাভ করিয়াছেন ॥ ১১-১২

এই যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন অভীষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই কেবল তপস্যার দ্বারা সুলভ হইয়া থাকে। তপস্যার দ্বারা সুনিশ্চিতভাবে দেবত্বও লাভ করা যাইতে পারে ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে তপস্যার প্রশংসাবিষয়ক একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[সত্যস্য লক্ষণ-স্বরূপ-মহিমবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সত্যং ধর্ম্মং প্রশংসন্তি বিপ্রর্ষিপিতৃদেবতাঃ।
সত্যমিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥ ১

সত্যং কিংলক্ষণং রাজন্ কথং বা তদবাপ্যতে।
সত্যং প্রাপ্য ভবেৎ কিঞ্চ কথং চৈব তদুচ্যতাম্॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

চাতুর্বর্ণস্য ধর্মাণাং সঙ্করো ন প্রশস্যতে।
অবিকারিতমং সত্যং সর্ববর্ণেষু ভারত॥ ৩

সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ॥ ৪

সত্যং ধর্ম্মস্তপো যোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৫

আচারানিহ সত্যস্য যথাবদনুপূর্বশঃ।
লক্ষণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি সত্যস্যেহ যথাক্রমম্॥ ৬

প্রাপ্যতে চ যথা সত্যং তচ্চ শ্রোতুমিহার্হসি।
সত্যং ত্রয়োদশবিধং সর্বলোকেষু ভারত॥ ৭

সত্যঞ্চ সমতা চৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্য্যং ক্ষমা চৈব হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়তা॥ ৮

ত্যাগো ধ্যানমথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং স্থিরা।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ॥ ৯

সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যমবিকারি তথৈব চ।
সর্বধর্মাবিরুদ্ধেন যোগেনৈতদবাপ্যতে॥ ১০

আত্মনীষ্টে তথানিষ্টে রিপৌ চ সমতা তথা।
ইচ্ছাদ্বেষক্ষয়ং প্রাপ্য কামক্রোধক্ষয়ং তথা॥ ১১

দমো নান্যস্পৃহা নিত্যং গাম্ভীর্য্যং ধৈর্য্যমেব চ।
অভয়ং রোগশমনং জ্ঞানেনৈতদবাপ্যতে॥ ১২

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[সত্যের লক্ষণ, স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পিতামহ! ব্রাহ্মণ, ঋষি, পিতৃগণ ও দেবতাগণ—ইঁহারা সকলে সত্যভাষণরূপ ধর্মের প্রশংসা করেন, অতএব আমি এখন ইহা শুনিতে অভিলাষী যে, সত্য কি? তাহা আমাকে বলুন॥ ১

রাজন্! সত্যের লক্ষণ কি? উহা কিভাবে লাভ করা যায়? সত্যপালন করিলে কি ফল লাভ হয়? এবং উহা কি প্রকার? ইহা আমাকে বলুন॥ ২

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভারত! ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যে ধর্ম, উহার পরস্পর সঙ্কর (সংমিশ্রণ) উত্তম বলিয়া কথিত হয় না। (নির্বিকার চিরকাল একভাবে স্থিত) সত্য কিন্তু সকল বর্ণে সাধারণ ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ৩

সৎপুরুষগণের মধ্যে সদা সত্যরূপ ধর্মই বিদ্যমান থাকেন। সত্যই হইলেন সনাতন ধর্ম। সত্যকেই নমস্কার করিবে, কারণ, সত্যই হইলেন জীবের পরম গতি॥ ৪

সত্যই ধর্ম, তপস্যা ও যোগ। সত্যই সনাতন ব্রহ্ম। সত্যকেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলা হইয়াছে এবং সব কিছুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে॥ ৫

এখন আমি তোমাকে ক্রমশঃ সত্যের আচারসমূহ ও লক্ষণ যথাযথভাবে অনুপূর্বিক বর্ণনা করিব॥ ৬

সেই সঙ্গে ইহাও তোমাকে বলিব যে, সেই সত্য কিভাবে লাভ হইয়া থাকে? তুমি উহা শ্রবণ করিবার অধিকারী। ভারত! সর্ব লোকে সত্যের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে॥ ৭

রাজেন্দ্র! সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা (সহনশীলতা), অনসূয়া, ত্যাগ, পরমাত্মার ধ্যান, আর্য্যতা (শ্রেষ্ঠ আচরণ), নিরন্তর স্থির ধৈর্য্য এবং অহিংসা—এই ত্রয়োদশটি হইল সত্যেরই স্বরূপ, ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৮-৯

নিত্য এক রস, অবিনাশী ও অবিকারী হইল সত্যের লক্ষণ। সমস্ত ধর্মের অনুকূল কর্তব্য পালনরূপ যোগের দ্বারা এই সত্য লাভ হইয়া থাকে॥ ১০

নিজের প্রিয় মিত্র ও অপ্রিয় শত্রুতে সমানভাব রাখা হইল সমতা। ইচ্ছা (রাগ), দ্বেষ, কাম ও ক্রোধকে নষ্ট করিয়া দেওয়াই হইল সমতার প্রাপ্তির উপায়॥ ১১

অপরের কোন বস্তু গ্রহণ করিবার ইচ্ছা না করা, সদা গাম্ভীর্য্য ভাব ও ধৈর্য্য ধারণ করা, ভয় ত্যাগ করা এবং মনের রোগ-

অমাৎসর্য্যং বুধাঃ প্রাহুর্দানে ধর্মে চ সংযমঃ।
অবস্থিতেন নিত্যঞ্চ সত্যেনামৎসরী ভবেৎ ॥ ১৩
অক্ষমায়াঃ ক্ষমায়াশ্চ প্রিয়াণীহাপ্রিয়াণি চ।
ক্ষমতে সম্মতঃ সাধুঃ সাধ্বাপ্নোতি চ সত্যবাক্ ॥ ১৪
কল্যাণং কুরুতে বাঢ়ং ধীমান্ ন গ্লায়তে কচিৎ।
প্রশান্তবাক্মনা নিত্যং হ্রীস্তু ধর্মাদবাপ্যতে ॥ ১৫
ধর্মার্থহেতোঃ ক্ষমতে তিতিক্ষা ক্ষান্তিরুচ্যতে।
লোকসংগ্রহণার্থং বৈ সা তু ধৈর্য্যেণ লভ্যতে ॥ ১৬
ত্যাগঃ স্নেহস্য যৎ ত্যাগো বিষয়াণাং তথৈব চ
রাগদ্বেষপ্রহীণস্য ত্যাগো ভবতি নান্যথা ॥ ১৭
আর্য্যতা নাম ভূতানাং যঃ করোতি প্রযত্নতঃ
শুভং কর্ম নিরাকারো বীতরাগস্তথৈব চ ॥ ১৮
ধৃতির্নাম সুখে দুঃখে যথা নাপ্নোতি বিক্রিয়াম্
তাং ভজেত সদা প্রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ ভূতিমাত্মনঃ ॥ ১৯
সর্বথা ক্ষমিণা ভাব্যং তথা সত্যপরেণ চ।
বীতহর্ষভয়ক্রোধো ধৃতিমাপ্নোতি পণ্ডিতঃ ॥ ২০
অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ২১
এতে ত্রয়োদশাকারাঃ পৃথক্ সত্যৈকলক্ষণাঃ।
ভজন্তে সত্যমেবেহ বৃংহয়ন্তে চ ভারত ॥ ২২
নান্তঃ শক্যো গুণানাঞ্চ বক্তুং সত্যস্য পার্থিব।
অতঃ সত্যং প্রশংসন্তি বিপ্রাঃ সপিতৃ-দেবতাঃ ॥২৩
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
স্থিতির্হি সত্যং ধর্মস্য তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ ॥ ২৪
উপৈতি সত্যাদ্ দানং হি তথা যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ।
ত্রেতাগ্নিহোত্রং বেদাশ্চ যে চান্যে ধর্মনিশ্চয়াঃ ॥ ২৫

সকলকে শান্ত করা—ইহাই 'দমের' (মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমের) লক্ষণ। জ্ঞানের দ্বারা ইহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১২

দান ও ধর্ম কার্য্য করিবার সময় মনকে সংযমে রাখা অর্থাৎ এবিষয়ে অপর কাহাকেও ঈর্ষ্যা না করা— ইহাকে বিদ্বান্ ব্যক্তি 'অমাৎসর্য্য' বলেন। সদা সত্য পালন করিলেই মানুষ মাৎসর্য্য-হীন হইয়া থাকে ॥ ১৩

যে ব্যক্তি ক্ষমা ও অক্ষমাযোগ্য ব্যবহার এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্যকে সমানরূপে সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই সর্বসম্মত ক্ষমাশীল শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া কথিত হন। সত্যভাষী পুরুষেরই উত্তমরীতিতে ক্ষমাভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্বতোভাবে অপরের কল্যাণ করেন, মনে কোনরূপ গ্লানি পোষণ করেন না, যাঁহার মন ও বাক্য সর্বদা শান্ত থাকে, তাঁহাকে 'লজ্জাশীল' বলা হয়। এই লজ্জা-নামক গুণ ধর্মের আচরণে লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫

ধর্ম ও অর্থের জন্য মানুষ যে কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে, তাহার এই সহনশীলতাকে 'তিতিক্ষা' বলা হয়। লোকসকলের সম্মুখে আদর্শ উপস্থাপিত করিবার জন্য উহা অবশ্য পালন করিতে হয়। ধৈর্য্যের দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬

'কাহারও দোষ দর্শন না করাকে 'অনসূয়া' বলে। বিষয়-সমূহে আসক্তির যে ত্যাগ, উহাই প্রকৃত 'ত্যাগ'। রাগ-দ্বেষ হীন হইলে পরই ত্যাগের সিদ্ধি হয়, অন্যথা নহে ॥ ১৭

(পরমাত্মচিন্তনের নাম ধ্যান।) যে ব্যক্তি নিজেকে সকলের সম্মুখে প্রকাশ না করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত প্রাণি-গণের মঙ্গল করিয়া থাকেন, তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ ভাব ও আচরণের নামই হইল 'আর্য্যতা'। উহা আসক্তিত্যাগের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৮

সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তি হইলে পর মনে কোন বিকার না আসাকে 'ধৃতি' বলে। যিনি নিজের শ্রীল কামনা করেন, সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ সর্বদা 'ধৃতি'র সেবা করিবেন ॥ ১৯

মানুষের সর্বদা ক্ষমাশীল হওয়া এবং সত্যপরায়ণ হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ এই তিনটিকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষেরই ধৈর্য্য লাভ হয় ॥ ২০

মন, বাক্য ও ক্রিয়া দ্বারা সকল প্রাণিগণের সহিত কখনও দ্রোহ না করা এবং দয়া ও দান ইহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষের সনাতন ধর্ম ॥ ২১

আমি এই পৃথক পৃথকভাবে সত্যের ত্রয়োদশটি প্রকার বর্ণনা করিলাম। ভারত! এ জগতে সত্যাশ্রয়ী মহাত্মাগণ সত্যেরই সেবা করেন এবং উহার দ্বারা উন্নতিলাভ করেন ॥ ২২

পৃথ্বীনাথ! সত্যের গুণসকলের সীমা বলিতে পারা যায় না। সেইজন্য পিতৃগণ ও দেবতাগণের সহিত সকল ব্রাহ্মণ সত্যেরই প্রশংসা করেন ॥ ২৩

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ কোন ধর্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে অধিক কোন পাপ নাই। সত্যই ধর্মের আধার, অতএব সত্যকে লোপ করিও না ॥ ২৪

দান, দক্ষিণাসহ যজ্ঞ, ত্রিবিধ (গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়)

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি সত্যপ্রশংসায়াং দ্বিষষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬২

অগ্নিতে হোম, বেদসমূহের স্বাধ্যায় এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধর্ম্মের নির্ণয়কারী শাস্ত্র আছে, সেই সকলেরও অধ্যয়নের ফল মানুষ সত্যের দ্বারা লাভ করে ॥ ২৫

যদি একদিকে এক হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যদিকে একমাত্র সত্যকে রাখিয়া তুলাদণ্ডে ওজন করা হয়, তবে একহাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষা একমাত্র সত্যই অধিক ভার-বহরূপে নির্ণীত হইবে ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[কাম-ক্রোধাদিত্রয়োদশপ্রকারদোষাণাং নিরূপণম্, তেষাং নাশোপায়বর্ণনঞ্চ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।
যতঃ প্রভবতি ক্রোধঃ কামো বা ভরতর্ষভ ।
শোক-মোহৌ বিধিৎসা চ পরাসুত্বং তথা মদঃ ॥১
লোভো মাৎসর্য্যমীর্ষ্যা চ কুৎসাসূয়া কৃপা তথা ।
এতৎ সর্বং মহাপ্রাজ্ঞ যাথাতথ্যেন মে বদ ॥
ভীষ্ম উবাচ ।
ত্রয়োদশৈতেঽতিবলাঃ শত্রবঃ প্রাণিনাং স্মৃতাঃ ।
উপাসন্তে মহারাজ সমন্তাৎ পুরুষানিহ ॥ ৩
এতে প্রমত্তং পুরুষমপ্রমত্তাস্তুদন্তি চ ।
বৃকা ইব বিলুম্পন্তি দৃষ্ট্বৈব পুরুষং বলাৎ ॥ ৪
এভ্যঃ প্রবর্ত্ততে দুঃখমেভ্যঃ পাপং প্রবর্ত্ততে ।
ইতি মর্ত্যো বিজানীয়াৎ সততং পুরুষর্ষভ ॥ ৫
এতেষামুদয়ং স্থানং ক্ষয়ঞ্চ পৃথিবীপতে ।
হন্ত তে কথয়িষ্যামি ক্রোধস্যোৎপত্তিমাদিতঃ ॥ ৬
যথাতত্ত্বং ক্ষিতিপতে তদিহৈকমনাঃ শৃণু ।
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি পরদোষৈরুদীর্য্যতে ॥৭
ক্ষময়া তিষ্ঠতে রাজন্ ক্ষময়া বিনিবর্ত্ততে ।
সঙ্কল্পাজ্জায়তে কামঃ সেব্যমানো বিবর্ধতে ॥ ৮

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় ।

[কাম-ক্রোধাদি ত্রয়োদশপ্রকার দোষসমূহের নিরূপণ এবং উহাদের নাশের উপায় বর্ণন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পরম জ্ঞানী পিতামহ! ক্রোধ, কাম, শোক, মোহ, বিধিৎসা (শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা), পরাসুতা (অপরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা), মদ, লোভ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ্যা, নিন্দা, দোষদৃষ্টি ও কৃপণতা—এই সব দোষ কি ভাবে উৎপন্ন হয়? ইহা আমাকে যথাযথভাবে বলুন ॥ ১-২

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! তোমার দ্বারা কথিত এই ত্রয়োদশ প্রকার দোষ প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রবল শত্রু বলিয়া কথিত হয়। ইহারা মনুষ্যগণকে সর্ব্বদিক্ দিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩

ইহারা সর্ব্বদা সাবধানে থাকিয়া প্রমাদে পতিত মানুষকে অত্যন্ত পীড়াদান করে। মনুষ্যদিগকে দেখিয়াই ইহারা চিতাবাঘের ন্যায় তাহাদের উপর সবলে আক্রমণ করে ॥ ৪

নরশ্রেষ্ঠ! ইহাদের দ্বারা সকলের দুঃখ প্রাপ্তি হয়, ইহাদেরই প্রেরণায় মনুষ্যগণের পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানুষ সতত এই বিষয় মনে রাখিবে ॥ ৫

পৃথিবীপতে! এখন আমি ইহা বলিতেছি যে, ইহাদের উৎপত্তি কিভাবে হয়? ইহারা কিভাবে স্থির থাকে? এবং কিরূপে ইহাদের বিনাশ হয়? সর্ব্ব প্রথমে আমি তোমাকে ক্রোধের উৎপত্তির কথা বলিব। ভূপতে! তুমি এখন একাগ্রচিত্ত হইয়া এই বিষয় শ্রবণ কর ॥ ৬½

রাজন্! লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। যদি অপরের দোষ দেখিতে থাকে, তবে উহা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ক্ষমা করিলে শান্ত হইয়া যায় এবং ক্ষমারই দ্বারা উহা নিবৃত্ত হয় ॥৭½

কাম সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হয়। যদি উহার সেবা করা হয়,

যদা প্রাজ্ঞো বিরমতে তদা সদ্যঃ প্রণশ্যতি।
পরাসূয়া ক্রোধ-লোভাবন্তরা প্রতিমুচ্যতে ॥ ৯
দয়য়া সর্ব্বভূতানাং নির্বেদাদ্ বিনিবর্ত্ততে।
অবদ্যদর্শনাদেতি তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ ধীমতাম্ ॥ ১০
অজ্ঞানপ্রভবো মোহঃ পাপাভ্যাসাৎ প্রবর্ত্ততে।
যদা প্রাজ্ঞেষু রমতে তদা সদ্যঃ প্রণশ্যতি ॥ ১১
বিরুদ্ধানীহ শাস্ত্রাণি যে পশ্যন্তি কুরূদ্বহ।
বিধিৎসা জায়তে তেষাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে ॥ ১২
প্রীত্যা শোকঃ প্রভবতি বিয়োগাৎ তস্য দেহিনঃ।
যদা নিরর্থকং বেত্তি তদা সদ্যঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৩
পরাসুতা ক্রোধ-লোভাদভ্যাসাচ্চ প্রবর্ত্ততে।
দয়য়া সর্বভূতানাং নির্বেদাৎ সা নিবর্ত্ততে ॥ ১৪
সত্যত্যাগাৎ তু মাৎসর্য্যমহিতানাঞ্চ সেবয়া।
এতৎ তু ক্ষীয়তে তাত সাধূনামুপসেবনাৎ ॥ ১৫
কুলাজ্জ্ঞানাৎ তথৈশ্বর্য্যান্মদো ভবতি দেহিনাম্।
এভিরেব তু বিজ্ঞাতৈঃ স চ সদ্যঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৬
ঈর্ষ্যা কামাৎ প্রভবতি সংহর্ষাচ্চৈব জায়তে।
ইতরেষাং তু সত্ত্বানাং প্রজ্ঞয়া সা প্রণশ্যতি ॥ ১৭
বিভ্রমাল্লোকবাহ্যানাং দ্বেষ্যৈর্বাক্যৈরসম্মতৈঃ।
কুৎসা সঞ্জায়তে রাজল্লোঁকান্ প্রেক্ষ্যাভিশাম্যতি ॥ ১৮
প্রতিকর্ত্তুং ন শক্যা যে বলস্থায়াপকারিণে।
অসূয়া জায়তে তীব্রা কারুণ্যাদ্ বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৯
কৃপণান্ সততং দৃষ্ট্বা ততঃ সঞ্জায়তে কৃপা।
ধর্মনিষ্ঠাং যদা বেত্তি তদা শাম্যতি সা কৃপা ॥ ২০
অজ্ঞানপ্রভবো লোভো ভূতানাং দৃশ্যতে সদা।
অস্থিরত্বঞ্চ ভোগানাং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা নিবর্ত্ততে ॥ ২১

তবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং যখন বুদ্ধিমান্ পুরুষ উহা হইতে বিরক্ত হইয়া যান, তখন এই কাম তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮½

ক্রোধ ও লোভ এই উভয় হইতে অপরের প্রতি অসূয়া উৎপন্ন হয়। সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়ার দ্বারা ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিবৃত্ত হয়। নিন্দনীয় বস্তু দর্শনেও ইহার উৎপত্তি হয় এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৯-১০

মোহ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় এবং পাপের অভ্যাসে উহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন মানুষ বিদ্বান্‌গণের উপর অনুরক্ত হয়, তখন এই মোহ সত্বই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! যাহারা ধর্মবিরুদ্ধ শাস্ত্রসকল নিরীক্ষণ করে, তাহাদের মনে অনুচিত কর্ম্ম করিবার ইচ্ছারূপে বিধিৎসা (শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার ইচ্ছা) উৎপন্ন হয়। উহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় ॥ ১২

যাহার উপর প্রীতি আছে, সেই প্রাণীর বিয়োগ হইতেই শোক উদ্ভূত হয়। কিন্তু যখন মানুষ ইহা বুঝিতে পারে যে, শোক ব্যর্থ অর্থাৎ উহার দ্বারা কোনই লাভ হয় না, তখন অতি সত্বর শোকের শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩

ক্রোধ, লোভ ও অভ্যাস হইতে পরাসুতা অর্থাৎ অপরকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা জাগরিত হয়। সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া ও বৈরাগ্যের উদয় হইলে পর এই পরাসুতা নিবৃত্ত হয় ॥ ১৪

সত্য ত্যাগ করিলে এবং দুষ্টগণের সংসর্গ করিলে পর মাৎসর্য্য দোষের উদ্ভব হয়। বৎস যুধিষ্ঠির! শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের সেবা ও তাঁহাদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিলে এই মাৎসর্য্য দোষ ক্ষীণ হইয়া যায় ॥ ১৫

নিজের উত্তম কুল, উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের অভিমান হইলে পর দেহাভিমানী মনুষ্যগণের মদ উদ্ভূত হয়। কিন্তু এই সকলের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা মদ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬

মনে বাসনা জন্মিলে এবং অপর মানুষের সুখ-আহ্লাদ দেখিলে ঈর্ষ্যার উৎপত্তি হয়। বিবেকশীল বুদ্ধির দ্বারা উহার নাশ হইয়া থাকে ॥ ১৭

রাজন্! সমাজ হইতে বহিষ্কৃত নীচ মনুষ্যগণের দ্বেষ-পূর্ণ ও অপ্রামাণিক বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া ভ্রমে পতিত হইলে কুৎসা (নিন্দা) উৎপন্ন হয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সন্দর্শনে উহা শান্ত হইয়া যায় ॥ ১৮

যে ব্যক্তি নিজের অপকারকারী বলবান্ মনুষ্যের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, তাহার হৃদয়ে তখন তীব্র অসূয়া (দোষ দর্শন প্রবৃত্তি) জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু দয়াভাব জাগরিত হইলে পর উহার নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ১৯

সর্ব্বদা কৃপণ মনুষ্যদিগকে দেখিলে নিজেরও মধ্যে দৈন্য-ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষগণের উদার ভাব যখন সে জানিতে পারে, তখন তাহার সেই দৈন্যভাব চলিয়া যায় ॥ ২০

প্রাণিগণের ভোগের প্রতি যে লোভ দেখা যায়, উহা অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ভোগসমূহের অস্থিরতা দেখিলে ও জানিলে পর উহার নিবৃত্তি হয় ॥ ২১

এতাস্বেব জিতাস্বাহুঃ প্রশমাচ্চ ত্রয়োদশ।
এতে হি ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সর্ব্বে দোষাস্ত্রয়োদশ ॥ ২২
ত্বয়া সত্যার্থিনা নিত্যং বিজিতা জ্যেষ্ঠসেবনাৎ ॥ ২৩

মহাত্মাগণ বলেন যে, শান্তভাব ধারণ করিলে এই ত্রয়োদশ প্রকার দোষ জয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকলের মধ্যে এই সর্ব্ববিধ দোষ বর্ত্তমান ছিল এবং তুমি সত্যকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলে, সেইজন্য তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেবার দ্বারা এই সব দোষ জয় করিয়াছ ॥ ২২-২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি লোভনিরূপণে ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে লোভ-নিরূপণবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

(নৃশংসপুরুষলক্ষণকথনম্।)

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং বিজানামি দর্শনেন সতাং সদা।
নৃশংসান্ন বিজানামি তেষাং কর্ম চ ভারত ॥ ১
কণ্টকান্ কূপমগ্নিঞ্চ বর্জয়ন্তি যথা নরাঃ।
তথা নৃশংসকর্মাণং বর্জয়ন্তি নরা নরম্ ॥ ২
নৃশংসো দহ্যতে নিত্যং প্রেত্য চেহ চ ভারত।
তস্মাৎ ত্বং ব্রূহি কৌরব্য তস্য ধর্ম্মবিনিশ্চয়ম্ ॥৩

ভীষ্ম উবাচ।

স্পৃহা স্যাদ্ গর্হিতা চৈব বিধিৎসা চৈব কর্মণাম্।
আক্রোষ্টা ক্রুশ্যতে চৈব বঞ্চিতো বুধ্যতে স চ ॥ ৪
দত্তানুকীর্ত্তিবিষমঃ ক্ষুদ্রো নৈকৃতিকঃ শঠঃ।
অসংবিভাগী মানী চ তথা সঙ্গী বিকত্থনঃ ॥ ৫
সর্বাতিশঙ্কী পুরুষো বলীশঃ কৃপণোঽথবা।
বর্গপ্রশংসী সততমাশ্রমদ্বেষসঙ্করী ॥ ৬
হিংসাবিহারঃ সততমবিশেষগুণাগুণঃ।
বহ্বলীকোঽমনস্বী চ লুব্ধোঽত্যর্থং নৃশংসকৃৎ ॥ ৭
ধর্ম্মশীলং গুণোপেতং পাপমিত্যবগচ্ছতি।
আত্মশীলপ্রমাণেন ন বিশ্বসিতি কস্যচিৎ ॥ ৮

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[নৃশংস অর্থাৎ অত্যন্ত নীচ পুরুষের লক্ষণ কথন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত! সদা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেবা ও দর্শনে আমি এই কথা জানিতে পারিয়াছি যে, বিনম্র ব্যবহার কিরূপে করা যায়, কিন্তু নৃশংস মনুষ্যগণ ও তাহাদের কর্ম্ম-সকলের আমার বিশেষ জ্ঞান নাই ॥ ১

যেরূপ সকল মনুষ্য পথে চলিবার সময় কণ্টক, কূপ ও অগ্নি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে গমন করে, সেইরূপ মানুষেরা নৃশংস কর্ম্মকারী মানুষকে ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ২

ভারত! কুরুনন্দন! নৃশংস মনুষ্য ইহলোকে ও পরলোকেও সর্ব্বদা শোকাগ্নিতে জ্বলিতে থাকে; অতএব আপনি আমাকে নৃশংস মনুষ্য ও তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মের যথাযথ পরিচয় দান করুন ॥ ৩

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যাহার মনে অত্যন্ত ঘৃণিত ইচ্ছা থাকে, যে হিংসাপ্রধান কুৎসিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, নিজে অপরের নিন্দা করে এবং অন্যে তাহার নিন্দা করে, যে নিজেকে দৈব হইতে বঞ্চিত বলিয়া মনে করে, পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দান করিবার পর যে পুনঃ পুনঃ তাহার সুখ্যাতি করে, যাহার মন বিষমতায় পূর্ণ আছে, যে নীচ কর্ম্মকারী, যে অপরের জীবিকা নাশ করে, যে শঠ, যে ভোগ্য বস্তু অপরকে না দিয়া স্বয়ং একাকী ভোগ করে, যাহার মধ্যে অভিমানে পূর্ণ, যে বিষয়সমূহে আসক্ত, যে নিজের প্রশংসার জন্য বৃথা গৌরব-সূচক নানাপ্রকার কথা বলে, যাহার মনে সকলের প্রতি সন্দেহ আছে, যে কাকের ন্যায় বঞ্চনাকারী দৃষ্টিবিশিষ্ট, যাহার মধ্যে কৃপণতা বর্ত্তমান আছে, যে নিজেরই দলের লোকজনের প্রশংসা করে, সদা আশ্রমসকলের উপর হিংসা করে, যে বর্ণ সঙ্করতা উৎপন্ন করে, যে সর্ব্বদা হিংসার জন্যই ইতস্ততঃ বিচরণ করে, যে গুণকেও অবগুণ বলিয়া মনে করে, যে বহু মিথ্যা কথা বলে, যাহার মনে কোন উদারতা নাই এবং যে অত্যন্ত লোভী, এরূপ মানুষকেই নৃশংস কর্ম্মকারী বলে ॥ ৪-৭

এই নৃশংস মানুষ ধর্ম্মাত্মা ও গুণবান্ ব্যক্তিকেই পাপী বলিয়া মনে করে এবং নিজের স্বভাবকেই আদর্শ মনে করিয়া কাহার উপর বিশ্বাস করে না ॥ ৮

পরেষাং যত্র দোষঃ স্যাৎ তদ্ গুহ্যং সম্প্রকাশয়েৎ।
সমানেষ্বেব দোষেষু বৃত্ত্যর্থমুপঘাতয়েৎ ॥ ৯
তথোপকারিণং চৈব মন্যতে বঞ্চিতং পরম্।
দত্ত্বাপি চ ধনং কালে সন্তপত্যুপকারিণে ॥ ১০
ভক্ষ্যং পেয়মথালেহ্যং যচ্চান্যৎ সাধু ভোজনম্।
প্রেক্ষমাণেষু যোঽশ্নীয়ান্নৃশংসমিতি তং বদেৎ ॥ ১১
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদায়াগ্রং যঃ সুহৃদ্ভিঃ সহাশ্নুতে।
স প্রেত্য লভতে স্বর্গমিহ চানন্ত্যমশ্নুতে ॥ ১২
এষ তে ভরতশ্রেষ্ঠ নৃশংসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সদা বিবর্জনীয়ো হি পুরুষেণ বিজানতা ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি নৃশংসাখ্যানে চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪

যেখানে অপর ব্যক্তিগণের দোষ কীর্ত্তন হয়, সেস্থানে তাহাদের গুপ্ত দোষ-সকলও প্রকাশ করিয়া দেয় এবং নিজের ও অপরের অপরাধ সমান হইলেও সে জীবিকার জন্য অপরেরই সর্ব্বনাশ করে ॥ ৯

যে তাহার উপকার করে, তাহাকে সে নিজের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে করে এবং উপকারীকে যদি কখনও কোনও ধন দেয়, তবে সে তাহার জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে থাকে ॥ ১০

যে ব্যক্তি অপরে দেখিতে থাকিলেও উত্তম ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য ও অন্যায় ভোজ্য পদার্থসকল একাকীই ভোজন করিতে থাকে, তাহাকেও নৃশংস বলিতে হইবে ॥ ১১

যিনি প্রথমে ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করত পরে নিজের সুহৃদ্‌বৃন্দের সহিত স্বয়ং ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে সুখভোগ করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গমন করেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ তোমার প্রশ্নের অনুসারে এস্থলে নৃশংস মানুষের পরিচয় দান করিলাম। বিজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—তিনি নিজেকে সর্ব্বদা নৃশংস ব্যক্তির নিকট হইতে রক্ষা করিয়া চলিবেন ॥ ১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে নৃশংসের বর্ণনা বিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিবিধপাপানাং তৎপ্রায়শ্চিত্তানাঞ্চ বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

হৃতার্থো যক্ষ্যমাণশ্চ সর্ববেদান্তগশ্চ যঃ।
আচার্য্য-পিতৃকার্য্যার্থং স্বাধ্যায়ার্থমথাপি চ ॥১
এতে বৈ সাধবো দৃষ্টা ব্রাহ্মণা ধর্মভিক্ষবঃ।
নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যা চ ভারত
অন্যত্র দক্ষিণাদানং দেয়ং ভরতসত্তম।
অন্যেভ্যোঽপি বহির্বেদি চাকৃতান্নং বিধীয়তে ॥ ৩
সর্বরত্নানি রাজা হি যথার্হং প্রতিপাদয়েৎ।
ব্রাহ্মণা এব বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যং বিভবাচারা যজন্তে গুণতঃ সদা ॥ ৪

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[নানাবিধ পাপ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! সমস্ত বেদ ও উপনিষদের পারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি যজ্ঞকারী হন এবং তাঁহার ধন চোরে চুরি করে, তবে রাজার কর্ত্তব্য হইল—তাঁহাকে তিনি আচার্য্যের দক্ষিণা দিবেন, পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য এবং বেদশাস্ত্রসকলের স্বাধ্যায় করিবার জন্য ধনদান করিবেন। হে ভারত! এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কেবল ধর্ম্মের জন্যই ধনের ভিক্ষা করেন। এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণগণকে রাজা দান করিবেন এবং বিদ্যাধ্যয়নের জন্যও তাঁহাদিগকে ধন দিবেন ১-২

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণকে কেবল দক্ষিণা দেওয়া উচিত এবং ব্রাহ্মণেতর মনুষ্যগণকেও যজ্ঞবেদীর বাহিরে অপক্ব অন্ন দানের বিধান আছে ॥ ৩

রাজার কর্ত্তব্য হইল—তিনি ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে সর্ব্বপ্রকার রত্নসমূহ দান করিবেন; কারণ, ব্রাহ্মণগণ হইলেন বেদ ও বহু দক্ষিণ-বিশিষ্ট যজ্ঞের স্বরূপ। নিজ সম্পত্তি অনুসারে সমস্ত কার্য্যের আয়োজনকারী এই ব্রাহ্মণগণ সতত পরস্পর মিলিত হইয়া গুণযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৪

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং চাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি ॥ ৫
যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ স্যাদংশেনৈকেন যজ্বনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ ধার্মিকে সতি রাজনি ॥ ৬
যো বৈশ্যঃ স্যাদ্ বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাৎ তস্য তদ্ বিত্তং যজ্ঞার্থং পার্থিবো হরেৎ ॥ ৭
আহরেদথ নো কিঞ্চিৎ কামং শূদ্রস্য বেশ্মনঃ।
ন হি যজ্ঞেষু শূদ্রস্য কিঞ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ ॥ ৮
যোঽনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।
তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্ ॥ ৯
অদাতৃভ্যো হরেদ্ বিত্তং বিখ্যাপ্য নৃপতিঃ সদা।
তথৈবাচরতো ধর্ম্মো নৃপতেঃ স্যাদথাখিলঃ ॥ ১০

যে ব্রাহ্মণের নিকট নিজের পালনীয় আত্মীয় স্বজনগণের ভরণ-পোষণের জন্য তিন বর্ষ পর্য্যন্ত উপভোগ-যোগ্য পর্য্যাপ্ত ধন অথবা তাহা হইতেও অধিক বৈভব বিদ্যমান থাকে, তিনিই সোমপানের অধিকারী অর্থাৎ তিনিই সোমযাগের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৫

যদি ধর্ম্মাত্মা রাজা বর্ত্তমান থাকিতে কোন যজ্ঞকর্ত্তার, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ ধনের জন্য ব্যাহত হয় এবং যজ্ঞের একাংশের পূর্ত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে রাজার কর্ত্তব্য হইল—তাঁহার রাজ্যে যে বহু পশু ও বৈভবসম্পন্ন বৈশ্য বাস করিতেছেন, যদি তিনি যজ্ঞ ও সোমযাগরহিত হন, তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে সেই সব ধন যজ্ঞের জন্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৬-৭

কিন্তু রাজা নিজের ইচ্ছানুসারে শূদ্রের গৃহ হইতে অল্পও ধন গ্রহণ করিয়া আনিবেন না, কারণ, যজ্ঞে শূদ্রের কিঞ্চিন্মাত্রও অধিকার নাই ॥ ৮

যে বৈশ্যের নিকটে এক শত ধেনু আছে অথচ তিনি অগ্নিহোত্র করেন না এবং যাঁহার নিকট হাজার গরু আছে, কিন্তু তিনি যজ্ঞ করেন না, এই উভয়ের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে রাজা বিনা বিচারে ধন গ্রহণ করিয়া আনিবেন ॥ ৯

যে সব ব্যক্তি ধন থাকিতেও উহা দান করে না, তাহাদের এই দোষ বিজ্ঞাপিত করিয়া রাজা সর্ব্বদা ধর্ম্মের জন্য তাহাদের ধন গ্রহণ করিবেন, এরূপ আচরণকারী রাজা সম্পূর্ণ ধর্ম প্রাপ্ত হন ॥ ১০

যুধিষ্ঠির! এইরূপ আমি এই সব বিষয়ে যে কথা বলিতেছি,

তথৈব শৃণু মে ভক্তং ভক্তানি ষড়নশ্নতঃ।
অশ্বস্তনবিধানেন হর্ত্তব্যং হীনকর্ম্মণঃ ॥ ১১
খলাৎ ক্ষেত্রাৎ তথা রামাদ্ যতো বাপ্যুপপদ্যতে।
আখ্যাতব্যং নৃপস্যৈতৎ পৃচ্ছতেঽপৃচ্ছতেঽপি বা ॥ ১২
ন তস্মৈ ধারয়েদ্ দণ্ডং রাজা ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
ক্ষত্রিয়স্য তু বালিশ্যাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্লিশ্যতে ক্ষুধা ॥ ১৩
শ্রুতশীলে সমাজ্ঞায় বৃত্তিমস্য প্রকল্পয়েৎ।
অথৈনং পরিরক্ষেত পিতা পুত্রমিবৌরসম্ ॥ ১৪
ইষ্টিং বৈশ্বানরীং নিত্যং নির্বপেদব্দপর্য্যয়ে।
অনুকল্পঃ পরো ধর্ম্মো ধর্মবাদৈস্তু কেবলম্ ॥ ১৫
বিশ্বৈর্দেবৈশ্চ সাধ্যৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আপৎসু মরণাদ্ ভীতৈর্বিধিঃ প্রতিনিধীকৃতঃ ॥ ১৬

উহা শ্রবণ কর। যদি ব্রাহ্মণ অন্নাভাবের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে ছয় বার ভোজন সময় পর্য্যন্ত উপবাস করেন, তবে তিনি সেই অবস্থায় কোন নিকৃষ্ট কর্মকারী মনুষ্যের গৃহ হইতে সেই পরিমাণ ধন অপহরণ করিতে পারেন, যাহার দ্বারা তাঁহার সেদিনের ভোজন সমাধা হইতে পারে এবং অন্য দিনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে ॥ ১১

উদূখল-মুষল হইতে, ক্ষেত্র হইতে, উপবন হইতে অথবা যেস্থান হইতে সম্ভব হইবে, সেস্থান হইতেই তিনি ভোজন মাত্রের জন্য অন্ন গ্রহণ করিবেন এবং তাহার পর রাজা জিজ্ঞাসা করুন বা না করুন, তাঁহার নিকট গমন করত নিজের সেই কার্য্যের কথা বলিবেন ॥ ১২

সেই অবস্থায় ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে দণ্ডদান করিবেন না, কারণ, ক্ষত্রিয়-রাজারই না জানার ফলে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন ॥ ১৩

রাজা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বভাবের যথার্থ পরিচয় গ্রহণ করত তাঁহার পক্ষে যথাযোগ্য জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন এবং যেরূপ পিতা নিজের ঔরসজাত পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তিনি সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবেন ॥ ১৪

প্রতিবর্ষ করণীয় আগ্রয়ণাদি যজ্ঞ যদি না হয়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে প্রতিদিন বৈশ্বানরী ইষ্টি সম্পাদিত করিবেন। মুখ্য কার্য্য-স্থলে যে গৌণ কার্য্য করা হয়, তাহার নাম হইল অনুকল্প। ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষগণ কর্তৃক কথিত অনুকল্পই পরম ধর্ম ॥ ১৫

কারণ, বিশ্বেদেব, সাধ্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ—ইঁহারা সকলে

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পে ন বর্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্মতের্বিদ্যতে ফলম্ ॥ ১৭
ন ব্রাহ্মণো নিবেদেত কিঞ্চিদ্ রাজনি বেদবিৎ।
স্ববীর্য্যাদ্ রাজবীর্য্যাচ্চ স্ববীর্য্যং বলবত্তরম্ ॥ ১৮
তস্মাদ্ রাজ্ঞঃ সদা তেজো দুঃসহং ব্রহ্মবাদিনাম্।
কর্তা শাস্তা বিধাতা চ ব্রাহ্মণো দেব উচ্যতে ॥ ১৯
তস্মিন্নাকুশলং ব্রূয়ান্ন শুষ্কামীরয়েদ্ গিরম্।
ক্ষত্রিয়ো বাহুবীর্য্যেণ তরেদাপদমাত্মনঃ ॥ ২০
ধনৈর্বৈশ্যশ্চ শূদ্রশ্চ মন্ত্রৈর্হোমৈশ্চ বৈ দ্বিজঃ।
নৈব কন্যা ন যুবতীর্নামন্ত্রজ্ঞো ন বালিশঃ ॥ ২১
পরিবেষ্টাগ্নিহোত্রস্য ভবেন্নাসংস্কৃতস্তথা।
নরকং নিপতন্ত্যেতে জুহ্বানাঃ স চ যস্য তৎ।
তস্মাদ্ বৈতানকুশলো হোতা স্যাদ্ বেদপারগঃ ॥ ২২

মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া আপৎকাল বিষয়ে প্রত্যেক বিধির প্রতিনিধি স্থির করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৬

যে ব্যক্তি মুখ্য বিধি অনুসারে কর্ম করিতে সমর্থ হইয়াও গৌণ বিধি অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করে, সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি পারলৌকিক ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইল,—তিনি রাজার নিকটে নিজের আবশ্যকতা নিবেদন করিবেন না ; কারণ, ব্রাহ্মণের নিজ শক্তি ও রাজার শক্তি এই উভয়ের মধ্যে তাঁহার নিজেরই শক্তি প্রবল ॥ ১৮

অতএব ব্রহ্মবাদিগণের তেজ রাজার পক্ষে সর্ব্বদা দুঃসহ। ব্রাহ্মণ এই জগতের কর্তা, শাসক, ধারণ-পোষণকারী ও দেবতা বলিয়া কথিত হন ॥ ১৯

সেইকারণে তাঁহার প্রতি অমঙ্গলসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিবে না এবং রূক্ষ বাক্যও বলিবে না। ক্ষত্রিয় নিজ বাহুবলের দ্বারা, বৈশ্য ও শূদ্র ধনের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্র ও হোমের শক্তি-বলে নিজ নিজ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন ॥ ২০

না কন্যা, না যুবতী, না অমন্ত্রজ্ঞ, না মূর্খ এবং না সংস্কারহীন পুরুষ অগ্নিতে হোম করিবার অধিকারী ॥ ২১

যদি ইহারা হোম করে, তবে নরকে পতিত হইবে। যাহার সেই যজ্ঞ, সে-ও নরকে পতিত হয়। অতএব যিনি যজ্ঞ-কর্মে নিপুণ ও বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্, তিনিই হোতা হইবার অধিকারী ॥ ২২

প্রাজাপত্যমদত্ত্বাশ্বমগ্ন্যাধেয়স্য দক্ষিণাম্।
অনাহিতাগ্নিরিতি স প্রোচ্যতে ধর্মদর্শিভিঃ ॥ ২৩
পুণ্যানি যানি কুর্বীত শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অনাপ্তদক্ষিণৈর্যজ্ঞৈর্ন যজেত কথঞ্চন ॥ ২৪
প্রজাঃ পশূংশ্চ স্বর্গঞ্চ হন্তি যজ্ঞো হ্যদক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণি যশঃ কীর্ত্তিমায়ুশ্চাপ্যবকৃন্ততি ॥ ২৫
উদক্যামাসতে যে চ দ্বিজাঃ কেচিদনগ্নয়ঃ
হোমং চাশ্রোত্রিয়ং যেষাং তে সর্বে পাপকর্ম্মণি ॥ ২৬
উদপানোদকে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ।
উষিত্বা দ্বাদশ সমাঃ শূদ্রকর্মৈব গচ্ছতি ॥ ২৭
অভার্য্যাং শয়নে বিভ্রচ্ছূদ্রং বৃদ্ধঞ্চ বৈ দ্বিজঃ।
অব্রাহ্মণং মন্যমানস্তৃণেষ্বাসিত পৃষ্ঠতঃ ॥
তথা সংশুধ্যতে রাজন্ শৃণু চাত্র বচো মম ॥ ২৮

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আরম্ভ করিয়া প্রজাপতি দেবতার জন্য অশ্বরূপ দক্ষিণা দান করেন না, ধর্ম্মদর্শী পুরুষ তাঁহাকে 'অনাহিতাগ্নি" বলিয়া থাকেন ॥ ২৩

মানুষ যে সকল ধর্মকার্য্য করিবেন, তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্য শ্রদ্ধাসহকারে ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া করা কর্ত্তব্য এবং সেই সব কার্য্যে প্রভূত দক্ষিণাদান করিবে, কখনও অল্প দক্ষিণা দিবে না ॥ ২৪

দক্ষিণাহীন যজ্ঞ প্রজা ও পশুগণকে নাশ করে এবং স্বর্গ-প্রাপ্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কেবল ইহাই নহে, সেইরূপ যজ্ঞ ইন্দ্রিয়সকল, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ুকেও ক্ষীণ করিয়া দেয় ॥ ২৫

যে ব্রাহ্মণগণ রজস্বলা স্ত্রীর সহিত সমাগম করেন, যাঁহারা গৃহে অগ্নি স্থাপন করেন না এবং অবৈদিক রীতিতে হোম করেন, তাঁহারা সকলেই পাপাচারী ॥ ২৬

যে গ্রামে একই কূপের জল সকলে পান করে, সেস্থানে বার বৎসর বাস করিলে এবং শূদ্র জাতির স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণও শূদ্র হইয়া যান ॥ ২৭

যদি ব্রাহ্মণ নিজের স্ত্রী ব্যতীত অপর স্ত্রীকে শয্যায় শয়ন করাইলে পর অথবা বৃদ্ধ শূদ্রকে বা ব্রাহ্মণেতর ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকে সম্মান দান করিতে করিতে তাঁহাদের উচ্চাসনে বসাইয়া স্বয়ং তৃণাসনে নিম্নে উপবেশন করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হন। রাজন্! তাঁহার বুদ্ধি যেরূপ হয়, তাহাও আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৮

যদেকরাত্রেণ করোতি পাপং
নিকৃষ্টবর্ণং ব্রাহ্মণঃ সেবমানঃ।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ ব্রতী স
ত্রিভির্বর্ষৈঃ শময়েদাত্মপাপম্ ॥ ২৯
ন নর্মযুক্তমনৃতং হিনস্তি
ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
ন গুর্বর্থং নাত্মনো জীবিতার্থে
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ ৩০
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাং হীনাদপি সমাপ্নুয়াৎ।
সুবর্ণমপি চামেধ্যাদাদদীতাবিচারয়ন্ ॥ ৩১
স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাচ্চাপি বিষাদপ্যমৃতং পিবেৎ।
অদুষ্যা হি স্ত্রিয়ো রত্নমাপ ইত্যেব ধর্মতঃ। ৩২
গোব্রাহ্মণহিতার্থঞ্চ বর্ণানাং সঙ্করেষু চ।
বৈশ্যো গৃহ্ণীত শস্ত্রাণি পরিত্রাণার্থমাত্মনঃ ॥৩৩
সুরাপানং ব্রহ্মহত্যা গুরুতল্পমথাপি বা।
অনির্দেশ্যানি মন্যন্তে প্রাণান্তমিতি ধারণা ॥ ৩৪
সুবর্ণহরণং স্তৈন্যং বিপ্রস্বং চেতি পাতকম্।
বিহরন্ মদ্যপানাচ্চ অগম্যাগমনাদপি ॥ ৩৫
পতিতৈঃ সম্প্রয়োগাচ্চ ব্রাহ্মণীযোনিতস্তথা।
অচিরেণ মহারাজ পতিতো বৈ ভবত্যুত ॥ ৩৬
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদ্ যৌনান্ন তু যানাসনাশনাৎ ॥ ৩৭
এতানি হিত্বাতোঽন্যানি নির্দেশ্যানীতি ভারত।
নির্দেশ্যানেন বিধিনা কালেনাব্যসনী ভবেৎ ॥ ৩৮
অন্নং বীর্য্যং গ্রহীতব্যং প্রেতকর্মণ্যপাতিতে।
ত্রিষু ত্বেতেষু পূর্বেষু ন কুর্বীত বিচারণাম্ ॥ ৩৯

যদি ব্রাহ্মণ এক রাত্রিও কোন নীচ বর্ণের মনুষ্যের সেবা করেন অথবা তাঁহার সহিত একই স্থানে অবস্থান করেন কিংবা একই আসনে উপবেশন করেন, তবে তাহাতে তাঁহার যে পাপ হয়, উহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত ব্রত পালন করিতে করিতে ভূতলে (নানা তীর্থে) বিচরণ করিলে শান্ত হইয়া যায় ॥ ২৯

রাজন্! পরিহাস ছলে, স্ত্রীর নিকটে, বিবাহের সময়ে, গুরুর হিতের জন্য অথবা নিজের প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে কথিত অসত্য (মিথ্যা) হানিকর হয় না। এই পাঁচ স্থলে মিথ্যা কথা বলিলে পাপ হয় না ॥ ৩০

নীচ বর্ণের মানুষের নিকটও যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তবে উহা শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিবে এবং স্বর্ণ যদি অপবিত্র স্থানেও পতিত থাকে, তাহা হইলে কোন বিচার না করিয়াই উহা গ্রহণ করিবে ॥ ৩১

নীচকুল হইতেও উত্তম স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে, বিষের স্থান হইতেও যদি অমৃত পাওয়া যায়, তবে উহা পান করিবে; কারণ, স্ত্রী, রত্ন ও জল ইহারা ধর্ম্মানুসারে দূষণীয় হয় না ॥ ৩২

গো ও ব্রাহ্মণগণের হিতের জন্য, বর্ণসঙ্করতানিবারণ এবং নিজের রক্ষার জন্য বৈশ্যগণও অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন ॥ ৩৩

মদ্যপান, ব্রহ্মহত্যা ও গুরুপত্নীগমন—এই মহাপাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই। যে কোন উপায়ে নিজের প্রাণকে বিনাশ করিয়া দিলে এই সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, ইহাই বিদ্বানগণের ধারণা ॥ ৩৪

সুবর্ণাপহরণ, অন্য কোন বস্তু অপহরণ, এবং ব্রাহ্মণের ধন চুরি করা—ইহা পাপ। মহারাজ! মদ্যপান, অগম্যা স্ত্রীর সহিত সমাগম, পতিতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং ব্রাহ্মণেতর হইয়াও ব্রাহ্মণীর সহিত সমাগম করিলে পর স্বেচ্ছাচারী পুরুষ শীঘ্রই পতিত হইয়া যায় ॥ ৩৫-৩৬

পতিতের সহিত অবস্থান করিলে, তাহাকে যজ্ঞ করাইলে এবং তাহাকে অধ্যয়ন করাইলে মানুষ একবর্ষ মধ্যে পতিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার সন্তানের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিলে, এক যানে বা এক আসনে উপবেশন করিলে এবং তাহার সহিত ভোজন করিলে পর সেই মানুষ এক বৎসরে নহে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পতিত হয় ॥ ৩৭

হে ভারত! উপরোক্ত পাপ অনির্দেশ্য (প্রায়শ্চিত্তরহিত) বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আরও যে সব পাপ আছে, সেই সমস্ত হইল নির্দেশ্য শাস্ত্রে তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপবাসন ত্যাগ করিতে হয় ॥ ৩৮

পূর্বোক্ত (মদ্যপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী ও গুরুপত্নীগামী) তিন পাপীর মরণ হইলে তাহাদের দাহাদি কার্য্য না করিয়াই স্বজনগণ তাহাদের অন্ন ও ধন অধিকার করিবে। ইহাতে অন্য কিছু আর বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ৩৯

অমাত্যান্ বা গুরূন্ বাপি জহ্যাদ্ ধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণৈর্নৈতৈরর্হতি সংবিদম্ ॥ ৪০
অধর্ম্মকারী ধর্ম্মেণ তপসা হন্তি কিল্বিষম্।
ব্রুবন্ স্তেন ইতি স্তেনং তাবৎ প্রাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪১
অস্তেনং স্তেন ইত্যুক্ত্বা দ্বিগুণং পাপমাপ্নুয়াৎ।
ত্রিভাগং ব্রহ্মহত্যায়াঃ কন্যা প্রাপ্নোতি দুষ্যতী ॥ ৪২
যস্তু দূষয়িতা তস্যাঃ শেষং প্রাপ্নোতি পাপ্মনঃ।
ব্রাহ্মণানবগর্হ্যেহ স্পৃষ্ট্বা গুরুতরং ভবেৎ ॥ ৪৩
বর্ষাণাং হি শতং তাবৎ প্রতিষ্ঠাং নাধিগচ্ছতি।
সহস্রং চৈব বর্ষাণাং নিপত্য নরকং বসেৎ ॥ ৪৪
তস্মান্নৈবাবগর্হ্যেত নৈব জাতু নিপাতয়েৎ।
শোণিতং যাবতঃ পাংশূন্ সংগৃহ্লীয়াৎ দ্বিজক্ষতাৎ ॥৪৫
তাবতীঃ স সমা রাজন্ নরকে প্রতিপদ্যতে।
ভ্রূণহাহহবমধ্যে তু শুধ্যতে শস্ত্রপাততঃ ॥ ৪৬
আত্মানং জুহুয়াদগ্নৌ সমিদ্ধে তেন শুধ্যতে।
সুরাপো বারুণীমুষ্ণাং পীত্বা পাপাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ৪৭
তয়া স কার্য্যে নির্দগ্ধে মৃত্যুং বা প্রাপ্য শুধ্যতি।
লোকাংশ্চ লভতে বিপ্রো নান্যথা লভতে হি সঃ ॥ ৪৮
গুরুতল্পমধিষ্ঠায় দুরাত্মা পাপচেতনঃ।
সূর্ম্যাকারাং প্রতিমাং লিঙ্গ্য মৃত্যুনা সোহভিশুধ্যতি॥৪৯
অথবা শিশ্নবৃষণাবাদায়াঞ্জলিনা স্বয়ম্ ॥ ৫০
নৈঋর্তীং দিশমাস্থায় নিপতেৎ স ত্বজিহ্মগঃ।
ব্রাহ্মণার্থেহপি বা প্রাণান্
সন্ত্যজেৎ তেন শুধ্যতি ॥ ৫১
অশ্বমেধেন বাপীষ্ট্বা অথবা গোসবেন বা।
অগ্নিষ্টোমেন বা সম্যগিহ প্রেত্য চ পূজ্যতে ॥৫২

ধার্ম্মিক রাজা নিজের মন্ত্রী ও গুরুজনগণও পতিত হইয়া যাইলে পর ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিবেন এবং যতকাল না তাঁহারা নিজেদের পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, ততকাল তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিবেন ॥ ৪০

পাপাচারী মানুষ যদি ধর্ম্মাচরণ ও তপস্যা করে, তবে সে নিজের পাপকে নষ্ট করিতে সমর্থ হয়। চোরকে 'এ চোর' এই কথা বলিলে পর চোরেরই তুল্য পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৪১

যে চোর নহে, তাহাকে চোর বলিলে মানুষের চোর হইতে দ্বিগুণ পাপ হয়। কুমারী কন্যা যদি নিজের ইচ্ছায় চরিত্রভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার তিন ভাগের এক ভাগ পাপ হয় ॥ ৪২

যে সেই কন্যাকে কলঙ্কিত করে, সেই পুরুষ অবশিষ্ট দুই ভাগ পাপভাগী হয়। এ জগতে ব্রাহ্মণদিগকে কটুকাটব্য ভাষায় তিরস্কার করিতে করিতে (অর্থাৎ গালিগালাজ করিতে করিতে) তাঁহাদিগকে সবলে ধাক্কা দিলে গুরুতর পাপ হয় ॥৪৩

শতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রেত হইয়া থাকিতে হয়, তাহার কোন অবস্থানের স্থান থাকে না। তাহার পর এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে পতিত হইয়া থাকিতে হয় ॥ ৪৪

অতএব ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিবে না এবং তাঁহাকে কখনও ক্রোধে আঘাত করত ভূতলে পাতিত করিবে না। রাজন্! (আঘাত করত ভূপতিত করিলে পর) তাহাতে যদি ব্রাহ্মণের দেহে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তবে সেস্থান হইতে রক্ত নিঃসারিত হইয়া যত ধূলিকণা ভিজাইয়া দিবে, ব্রাহ্মণকে আঘাতকারী মানুষ তত সংখ্যক বর্ষকাল নরকে পতিত থাকে ॥ ৪৫½

গর্ভস্থ শিশুহত্যাকারী যদি যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়, তবে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া থাকে অথবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে যদি লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিজেকে নিজেই হোম করে, তাহা হইলেও সে শুদ্ধি লাভ করে। ৪৬½

মদ্যপানকারী পুরুষ যদি মদ্যকে অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া পান করে, তবে পাপ হইতে সে শুদ্ধ হইবে। এইভাবে শুদ্ধ হইলে পর সেই ব্রাহ্মণ উত্তম লোকসকল লাভ করেন, অন্যথা নহে ॥ ৪৭-৪৮

পাপপূর্ণচিত্ত দুরাত্মা পুরুষ যদি গুরুপত্নীগমনের পাপ করে, তবে সে তপ্ত-লৌহনির্ম্মিত নারী প্রতিমা আলিঙ্গন করত মৃত্যু লাভ করিলে পর সেই পাপ হইতে শুদ্ধ হইবে ॥ ৪৯

অথবা নিজের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষ নিজেই ছেদন করত অঞ্জলিমধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক অবক্রভাবে নৈঋর্ত কোণের দিকে গমন করিতে করিতে পতিত হয় কিংবা ব্রাহ্মণের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করে, তবে শুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৫০-৫১

অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোসব নামক যজ্ঞ বা অগ্নিষ্টোমনামক যজ্ঞের দ্বারা উত্তমরূপে যজন করে, তবে সে ইহলোক ও পরলোকে পূজিত হয় । ৫২

তথৈব দ্বাদশসমাঃ কপালী ব্রহ্মহা ভবেৎ।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং স্বকর্ম খ্যাপয়ন্ মুনিঃ ॥ ৫৩
এবং বা তপসা যুক্তো ব্রহ্মহা সবনী ভবেৎ।
এবং তু সমভিজ্ঞাতামাত্রেয়ীং বা নিপাতয়েৎ ॥ ৫৪
দ্বিগুণা ব্রহ্মহত্যা বৈ আত্রেয়ীনিধনে ভবেৎ :
সুরাপো নিয়তাহারো ব্রহ্মচারী ক্ষিতীশয়ঃ ॥ ৫৫
ঊর্ধ্বং ত্রিভ্যোঽপি বর্ষেভ্যো যজেতাগ্নিষ্টুতা পরম্।
ঋষভৈকসহস্রং বা গা দত্ত্বা শৌচমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬
বৈশ্যং হত্বা তু বর্ষে দ্বে ঋষভৈকশতঞ্চ গাঃ।
শূদ্রং হত্বাব্দমেবৈকমৃষভঞ্চ শতঞ্চ গাঃ ॥ ৫৭
শ্ব-বরাহ-খরান্ হত্বা শৌদ্রমেব ব্রতং চরেৎ।
মার্জার-চাষ-মণ্ডূকান্ কাকং ব্যালঞ্চ মূষিকম্ ॥ ৫৮

ব্রহ্মহত্যাকারী মানুষ সেই নিহত ব্রাহ্মণের মাথার খুলি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের পাপ কর্ম্মসকল লোককে শুনাইতে শুনাইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল ও দ্বিপ্রহর—এই তিন সময়ে স্নান করিবে। এই ভাবে সে তপস্যায় নিরত থাকিবে। ইহাতে সে শুদ্ধিলাভ করিবে ॥ ৫৩২

এইরূপ যে সকল বিষয় জানিয়া গর্ভিণী স্ত্রীকে হত্যা করে, তাহার সেই গর্ভিণী বধের জন্য দুইটি ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়া থাকে ॥ ৫৪২

মদ্যপানকারী মানুষ মিতাহারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া ভূতলে শয়ন করিবে। এই ভাবে তিন বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিবার পর 'অগ্নিষ্টোম' যজ্ঞ করিবে। তাহার পর এক হাজার বৃষ ও এক হাজার গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করিলে পর সে শুদ্ধ হইবে ॥ ৫৫-৫৬

যদি বৈশ্যকে হত্যা করে, তবে দুই বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অবস্থান করিবার পর তাহাকে এক শত বৃষ ও এক শত গাভী দান করিতে হইবে। আর যদি শূদ্র হত্যা করে, তবে হত্যাকারী ব্যক্তি এক বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অবস্থানের পর একটি বৃষ ও এক শত গাভী দান করিবে ॥ ৫৭

কুকুর, শূকর ও গর্দভ হত্যা করত মানুষ শূদ্র-বধতুল্য ব্রতই আচরণ করিবে। রাজন্! বিড়াল, নীলকণ্ঠ, ভেক (ব্যাঙ্), কাক, সর্প ও ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণিগণকে বধ করিলে পরও পূর্ব্বোক্ত পশুবধ-তুল্যই পাপ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫৮২

এখন অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত সকলও ক্রমশঃ বর্ণনা করিতেছি।

উক্তঃ পশুসমো দোষো রাজন্ প্রাণিনিপাতনাৎ।
প্রায়শ্চিত্তান্যথান্যানি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্বশঃ ॥ ৫৯
অল্পে বাপ্যথ শোচেত পৃথক্ সংবৎসরং চরেৎ।
ত্রীণি শ্রোত্রিয়ভার্য্যায়াং পরদারে চ দ্বে স্মৃতে ॥ ৬০
কালে চতুর্থে ভুঞ্জানো ব্রহ্মচারী ব্রতী ভবেৎ।
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেৎ ত্রিরহ্নোভ্যুপয়ন্নপঃ।
এবমেব নিরাকর্ত্তা যশ্চাগ্নীনপবিধ্যতি ॥৬১
ত্যজত্যকারণে যশ্চ পিতরং মাতরং গুরুম্।
পতিতঃ স্যাৎ স কৌরব্য যথা ধর্মেষু নিশ্চয়ঃ ॥ ৬২
গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রং তু দদ্যাদিতি নিদর্শনম্।
(ব্রহ্মচারী দ্বিজেভ্যশ্চ দত্ত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে।)
ভার্য্যায়াং ব্যভিচারিণ্যাং নিরুদ্ধায়াং বিশেষতঃ।
যৎ পুংসঃ পরদারেষু তদেনাং চারয়েদ্ ব্রতম্ ॥ ৬৩

না জানিয়া কীটাদি বধ প্রভৃতি যদি ক্ষুদ্র পাপ হইয়া যায়, তবে তাহার জন্য অনুতাপ করিবে। ইহাতে তাহার শুদ্ধি হইবে। গোবধ ব্যতীত অন্য যত উপপাতক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এক এক বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতাচরণ করিতে হইবে। শ্রোত্রিয়-পত্নীর সহিত ব্যভিচারকারী ব্যক্তি তিন বৎসর এবং অন্য পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিলে দুই বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে দিনের চতুর্থ প্রহরে একবার ভোজন করিবে। নিজের জন্য পৃথক্ স্থান ও আসনের ব্যবস্থা রাখিয়া পর্য্যটন করিতে থাকিবে। দিনে তিনবার জলের দ্বারা স্নান করিবে। এরূপ করিলে পরই সে পূর্ব্বোক্ত পাপসকলকে নাশ করিতে সমর্থ হইবে। যে অগ্নিকে নষ্ট করে, তাহার পক্ষেও এই প্রায়শ্চিত্ত (অথবা যে ব্যক্তি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, সে-ও উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে) ॥ ৫৯-৬১

কুরুনন্দন! যে ব্যক্তি অকারণ পিতা, মাতা ও গুরুকে পরিত্যাগ করে, সে পতিত হয়; তাহাকে কেবল অন্ন ও বস্ত্র দিবে এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবে। সে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি দান করিবে। (এবং তাহার পর পিতা মাতা ও গুরুকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিবে।) ইহার দ্বারা সে উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে—ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্ণয় ॥ ৬২২

যদি পত্নী ব্যভিচার করে ও বিশেষতঃ এই কার্য্যে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীগমনকারী পুরুষের যে প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, উহাই সেই পত্নীকে দিয়া করাইবে ॥ ৬৩

শ্রেয়াংসং শয়নং হিত্বা যান্যং পাপং নিগচ্ছতি।
শ্বভিস্তামর্দয়েদ্ রাজা সংস্থানে বহুবিস্তরে ॥ ৬৪
পুমাংসমুন্নয়েৎ প্রাজ্ঞঃ শয়নে তপ্ত আয়সে।
অপ্যাদধীত দারূণি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥ ৬৫
এষ দণ্ডো মহারাজ স্ত্রীণাং ভর্তৃব্যতিক্রমাৎ।
সংবৎসরাভিশস্তস্য দুষ্টস্য দ্বিগুণো ভবেৎ ॥ ৬৬
দ্বে তস্য ত্রীণি বর্ষাণি চত্বারি সহসেবিনি।
কুচরঃ পঞ্চবর্ষাণি চরেদ্ ভৈক্ষ্যং মুনিব্রতঃ ॥ ৬৭
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যা চৈব পরিবিদ্যতে।
পাণিগ্রহাস্তধর্মেণ সর্বে তে পতিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬৮
চরেয়ুঃ সর্ব এবৈতে বীরহা যদ্ ব্রতং চরেৎ।
চান্দ্রায়ণং চরেন্মাসং কৃচ্ছ্রং বা পাপশুদ্ধয়ে ॥ ৬৯

যে নিজের শ্রেষ্ঠ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পাপীর শয্যায় শয়ন করে, সেই কুলটা স্ত্রীকে বিশাল ও বিস্তৃত কোন স্থানে তাহাকে রাখিয়া রাজা কুকুরগণের দ্বারা পীড়িতা করিবেন ॥ ৬৪

এইরূপ ব্যভিচারী পুরুষকেও বুদ্ধিমান্ রাজা তপ্ত লৌহার খট্টায় শয়ন করাইয়া উপরে কাষ্ঠ-খণ্ডসকল স্থাপন করাইবেন এবং অগ্নি জ্বালাইয়া দিবেন, যাহাতে সেই পাপী জ্বলিয়া ভস্মীভূত হয়। পতিকে অবহেলা করিয়া পর-পুরুষগণের সহিত ব্যভিচারকারিণী স্ত্রীদিগের পক্ষেও এইরূপ দণ্ডের বিধান। পূর্ব্বে যে সব দুষ্টগণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহাও বিহিত আছে যে, এক বর্ষমধ্যে প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর দুষ্ট ব্যক্তির দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি দুই, তিন, চার বা পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত পতিত ব্যক্তির সংসর্গে থাকে, সেই ব্যক্তি মুনিজনোচিত ব্রত ধারণ করত তত বর্ষকাল পর্য্যন্ত ভূতলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবননির্ব্বাহ করিবে ॥ ৬৫-৬৭

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধর্ম্মানুসারে বিবাহ করে, তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে 'পরিবিত্তি' বলে। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে 'পরিবেত্তা' বলা হয় এবং তাহার স্ত্রীকে পরিবেদন (গ্রহণ) করা হইয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিবেদনীয়া বলা হয়। ইহারা সকলেই পতিত ॥ ৬৮

এই তিন জনের পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ শুদ্ধির জন্য সেই ব্রত আচরণ কর্ত্তব্য, যে ব্রত যজ্ঞহীন ব্রাহ্মণের পক্ষে উল্লিখিত হইয়াছে

পরিবেত্তা প্রযচ্ছেত তাং স্নুষাং পরিবিত্তয়ে।
জ্যেষ্ঠেন ত্বভ্যনুজ্ঞাতো যবীয়ানপ্যনন্তরম্ ॥
এবঞ্চ মোক্ষমাপ্নোতি তৌ চ সা চৈব ধর্মতঃ ॥ ৭০
অমানুষীষু গোবর্জ্যমনাবৃষ্টির্ন দুষ্যতি।
অধিষ্ঠাতারমন্তারং পশূনাং পুরুষং বিদুঃ ॥ ৭১
পরিধায়োর্ধ্ববালং তু পাত্রমাদায় মৃন্ময়ম্।
চরেৎ সপ্তগৃহান্নিত্যং স্বকর্ম পরিকীর্ত্তয়ন্ ॥ ৭২
তত্রৈব লোভভোজী স্যাদ্ দ্বাদশাহাৎ স শুধ্যতি।
চরেৎ সংবৎসরং চাপি তদ্ ব্রতং যেন কুন্ততি ॥ ৭৩
ভবেত্তু মানুষেষ্বেবং প্রায়শ্চিত্তমনুত্তমম্।
দানং বা দানশক্তেষু সর্বমেতৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ৭৪

অথবা তাহারা এক মাস ধরিয়া চান্দ্রায়ণ বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ করিবে ॥ ৬৯

পরিবেত্তা পুরুষ সেই নববধূকে পুত্রবধূরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সমর্পণ করিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞালাভ হইলে পর তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলে পর তাহারা তিন জনে ধর্ম্মানুসারে পাপ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৭০

পশুজাতির মধ্যে গো-ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর অজ্ঞাতসারে হিংসা (বধ) হইয়া যায়, তবে উহা দোষাবহ নহে ; কারণ, মানুষকে পশুগণের অধিষ্ঠাতা ও পালক বলা হইয়াছে ॥ ৭১

গোবধকারী পাপী সেই গোরুর পুচ্ছকে এই ভাবে ধারণ করিবে, যাহাতে তাহার অগ্রভাগ উপরের দিকে থাকে। তারপর হস্তে মৃত্তিকাপাত্র ধারণ করত প্রতিদিন সপ্ত গৃহ ভিক্ষা করিবে এবং নিজের পাপ-কর্ম্মের কথা বলিয়া লোককে শুনাইবে। সেই সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিয়া যে অন্ন পাওয়া যাইবে, তাহাই ভোজন করত অবস্থান করিবে। এরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বার দিনে শুদ্ধ হইয়া যাইবে। যদি পাপ অধিক হইয়া যায়, তবে এক বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রতানুষ্ঠান করিবে, তাহাতে নিজের পাপ নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৭২-৭৩

এইভাবে মনুষ্যগণের জন্য সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দান করিতে সমর্থ, তাহাদের জন্য দানেরও বিধি আছে। এই সব প্রায়শ্চিত্ত বিচার সহকারে অনুষ্ঠান করিতে হইবে ॥ ৭৪

অনাস্তিকেষু গোমাত্রং দানমেকং প্রচক্ষতে।
শ্ব-বরাহ-মনুষ্যাণাং কুক্কুটস্য খরস্য চ ॥ ৭৫
মাংসং মূত্রং পুরীষঞ্চ প্রাশ্য সংস্কারমর্হতি।
ব্রাহ্মণস্তু সুরাপস্য গন্ধমাদায় সোমপঃ ॥ ৭৬
অপস্ত্র্যহং পিবেদুষ্ণং ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পিবেৎ।
ত্র্যহমুষ্ণং পয়ঃ পীত্বা বায়ুভক্ষো ভবেৎ ত্র্যহম্ ॥ ৭৭
এবমেতৎ সমুদ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং সনাতনম্।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ যদজ্ঞানেন সম্ভবেৎ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি প্রায়শ্চিত্তীয়ে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫

অনাস্তিক পুরুষদিগের জন্ত এক গোদান মাত্রই প্রায়শ্চিত্ত বলা হইয়াছে। কুকুর, শূকর, মনুষ্য, কুক্কুট (মুরগ) ও গাধার মাংস এবং মল-মূত্র ভোজন করিলে পর দ্বিজের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) পুনরায় সংস্কার করিতে হইবে ৭৫।

সোমপানকারী ব্রাহ্মণ যদি কোন মদ্যপায়ীর গন্ধও আঘ্রাণ করেন, তবে তিনি তিন দিন উষ্ণ জল পান করিয়া অবস্থান করিবেন। তারপর তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবেন। তিন দিন উষ্ণ দুগ্ধ পানের পর তিন দিন কেবল পান করত অবস্থান করিবেন। ইহার দ্বারা তিনি শুদ্ধ হইয়া যাইবেন ॥ ৭৬-৭৭

এইভাবে এই সনাতন প্রায়শ্চিত্তসকলের জন্য কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের জন্তই ইহার বিশেষরূপে বিধান রহিয়াছে। না জানিয়া যে পাপ তাহার জন্তই এই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে॥ ৭৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে প্রায়শ্চিত্তবিধিবিষয়ক পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[খড়্গস্যোৎপত্তিঃ, তৎপ্রাপ্তিমহিমবর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
কথান্তরমথাসাদ্য খড়্গযুদ্ধবিশারদঃ।
নকুলঃ শরতল্পস্থমিদমাহ পিতামহম্ ॥ ১
নকুল উবাচ।
ধনুঃ প্রহরণং শ্রেষ্ঠমতীবাত্র পিতামহ।
মতস্তু মম ধর্মজ্ঞ খড়্গ এব সুশংসিতঃ ॥ ২
বিশীর্ণে কার্মুকে রাজন্ প্রক্ষীণেষু চ বাজিষু।
খড়্গেন শক্যতে যুদ্ধে সাধ্বাত্মা পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩
শরাসনধরাংশ্চৈব গদাশক্তিধরাংস্তথা।
একঃ খড়্গধরো বীরঃ সমর্থঃ প্রতিবাধিতুম্ ॥ ৪
অত্র মে সংশয়শ্চৈব কৌতূহলমতীব চ।
কিংস্বিৎ প্রহরণং শ্রেষ্ঠং সর্বযুদ্ধেষু পার্থিব ॥ ৫
কথং চোৎপাদিতঃ খড়্গঃ কস্মৈ চার্থায় কেন চ।
পূর্বাচার্য্যঞ্চ খড়্গস্য প্রব্রূহি প্রপিতামহ ॥ ৬

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

[খড়্গের উৎপত্তি এবং প্রাপ্তিমহিমা বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কথাপ্রসঙ্গের সমাপ্তির সুযোগ পাইয়া খড়্গযুদ্ধনিপুণ নকুল বাণশয্যায় শয়নকারী পিতামহ ভীষ্মকে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন ॥ ১

নকুল বলিলেন,—ধর্মজ্ঞ পিতামহ! যদিও এ জগতে ধনুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র বলা হইয়াছে, তথাপি আমার ত' অত্যন্ত তীক্ষ্ণ খড়্গই উত্তম বলিয়া মনে হইতেছে ॥ ২

রাজন্! যখন ধনু ভাঙিয়া যায় এবং অশ্বগণও নষ্ট হইয়া যায়, তখনও যুদ্ধস্থলে খড়্গের দ্বারাই নিজের দেহকে ভালভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে ॥ ৩

খড়্গধারী বীর একাকী ধনু, গদা ও শক্তিধারী বহু যোদ্ধাকে বাধাদান করিতে সমর্থ ॥ ৪

পৃথিবীপালক! এ বিষয়ে আমার মনে এই সংশয় ও কৌতূহলও রহিয়াছে যে, সমস্ত যুদ্ধে কিরূপ অস্ত্র শ্রেষ্ঠ ॥ ৫

পিতামহ! খড়্গের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে এবং কি প্রয়োজনেই বা উদ্ভূত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন? খড়্গযুদ্ধের প্রথম আচার্য কে ছিলেন? এ সমস্তই আপনি আমাকে বলুন ॥ ৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মাদ্রীপুত্রস্য ধীমতঃ।
স তু কৌশলসংযুক্তং সুক্ষ্মচিত্রার্থসম্মতম্ ॥ ৭
ততস্তস্যোত্তরং বাক্যং স্বরবর্ণোপপাদিতম্।
শিক্ষয়া চোপপন্নায় দ্রোণশিষ্যায় ভারত ॥ ৮
উবাচ স তু ধর্মজ্ঞো ধনুর্বেদস্য পারগঃ।
শরতল্পগতো ভীষ্মো নকুলায় মহাত্মনে ॥ ৯

ভীষ্ম উবাচ।

তত্ত্বং শৃণুষ্ব মাদ্রেয় যদেতৎ পরিপৃচ্ছসি।
প্রবোধিতোঽস্মি ভবতা ধাতুমানিব পর্বতঃ ॥ ১০
সলিলৈকার্ণবং তাত পুরা সর্বমভূদিদম্।
নিষ্প্রকম্পমনাকাশমনির্দেশ্যমহীতলম্ ॥ ১১
তমসাবৃতমস্পর্শমতিগম্ভীরদর্শনম্।
নিঃশব্দং চাপ্রমেয়ঞ্চ তত্র জজ্ঞে পিতামহঃ ॥ ১২
সোঽসৃজদ্ বাতমগ্নিঞ্চ ভাস্করং চাপি বীর্য্যবান্।
আকাশমসৃজচ্চোর্ধ্বমধো ভূমিঞ্চ নৈঋর্তীম্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত জনমেজয়! বুদ্ধিমান্ মাদ্রী-পুত্র নকুলের এই বাক্য কৌশলপূর্ণ ছিল এবং সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অর্থসম্পন্নও ছিল। ইহা শ্রবণ করত বাণশয্যাশায়ী, ধনুর্বেদের পারদর্শী বিদ্বান্ ও ধর্মজ্ঞ ভীষ্ম শিক্ষাপ্রাপ্ত মহাত্মা দ্রোণশিষ্য নকুলকে সুন্দর স্বর ও বর্ণসমূহে যুক্ত বাক্যে এইরূপ উত্তরদান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭-৯

ভীষ্ম বলিলেন,-মাদ্রীনন্দন! তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছ, ইহার যথার্থ বিষয় শ্রবণ কর। আমি রক্তে আপ্লুত হইয়া গৈরিক ধাতুরসের দ্বারা রঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় পতিত আছি। তুমি এই প্রশ্ন করিয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ ॥ ১০

বৎস! পুরাকালে এই সম্পূর্ণ জগৎ একমাত্র জলের মহাসাগররূপে অবস্থিত ছিল। সেই সময় ইহার মধ্যে কোন কম্পন ছিল না। আকাশেরও কোন চিহ্ন ছিল না এবং মহীতলেরও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না ॥ ১১

সমস্ত কিছুই অন্ধকারে আবৃত ছিল। শব্দ ও স্পর্শেরও কোনরূপ অনুভব ছিল না। এই একার্ণব দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর ছিল। উহার কোন সীমাও ছিল না। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পিতামহ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ১২

নভঃ সচন্দ্রতারঞ্চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
সংবৎসরানৃতূন্ মাসান্ পক্ষানথ লবান্ ক্ষণান্ ॥ ১৪
ততঃ শরীরং লোকস্থং স্থাপয়িত্বা পিতামহঃ।
জনয়ামাস ভগবান্ পুত্রানুত্তমতেজসঃ ॥ ১৫
মরীচিমৃষিমত্রিঞ্চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বসিষ্ঠাঙ্গিরসৌ চৌভৌ রুদ্রঞ্চ প্রভুমীশ্বরম্ ॥ ১৬
প্রাচেতসস্তথা দক্ষঃ কন্যাষষ্টিমজীজনৎ।
তা বৈ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বাঃ প্রজার্থং প্রতিপেদিরে ॥ ১৭
তাভ্যো বিশ্বানি ভূতানি দেবাঃ পিতৃগণাস্তথা।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব রক্ষাংসি বিবিধানি চ ॥ ১৮
পতত্রিমৃগমীনাশ্চ প্লবঙ্গাশ্চ মহোরগাঃ।
তথা পক্ষিগণাঃ সর্বে জলস্থলবিচারিণঃ ॥ ১৯
উদ্ভিদঃ স্বেদজাশ্চৈব সাণ্ডজাশ্চ জরায়ুজাঃ।
জজ্ঞে তাত জগৎ সর্বং তথা স্থাবর-জঙ্গমম্ ॥ ২০
ভূতসর্গমিমং কৃত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।
শাশ্বতং বেদপঠিতং ধর্মং প্রযুযুজে ততঃ ॥ ২১

এই শক্তিশালী পিতামহ বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্যকে সৃষ্টি করিলেন। আকাশ, ঊর্দ্ধ, নিম্ন, ভূমি ও রাক্ষসগণকেও সৃজন করিলেন ॥ ১৩

চন্দ্র ও তারাসকলের সহিত আকাশ, নক্ষত্র, গ্রহ, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, লব ও ক্ষণসমূহের সৃষ্টিও তিনি করিলেন ॥ ১৪

তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা লৌকিক শরীর ধারণ করত মুনিবর মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও প্রভাব এবং ঐশ্বর্য্যশালী রুদ্র—এই তেজস্বী পুত্রগণকে উৎপন্ন করিলেন ॥১৫-১৬

প্রচেতার পুত্র দক্ষ যাট কন্যার জন্ম দিয়াছিলেন। প্রজাগণের উৎপত্তির জন্য এই সব কন্যাগণকে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মর্ষিগণ পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭

এই সব কন্যাগণ হইতেই সমস্ত প্রাণী, দেবতা, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নানাপ্রকার রাক্ষস, পশু, পক্ষী, মৎস্য, বানর, মহাসর্প, জল ও স্থলে বিচরণকারী সর্ব্ববিধ পক্ষিগণ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং জরায়ুজ প্রাণিগণ উৎপন্ন হন্। তাত! এইভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সম্পূর্ণ জগৎ উদ্ভূত হয় ॥ ১৮-২০

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই সমস্ত প্রাণিগণকে সৃষ্টি করত তাহাদের উপর বেদোক্ত সনাতন ধর্ম পালন করিবার ভার ন্যস্ত করিলেন ॥ ২১

তস্মিন্ ধর্মে স্থিতা দেবাঃ সহাচার্য্যপুরোহিতাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সসাধ্যা মরুদশ্বিনঃ॥ ২২
ভৃগ্বত্র্যাঙ্গিরসঃ সিদ্ধাঃ কাশ্যপাশ্চ তপোধনাঃ।
বসিষ্ঠ-গৌতমাগস্ত্যাস্তথা নারদ-পর্বতৌ॥২৩
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ প্রভাসাঃ সিকতাস্তথা।
ঘৃতপাঃ সোমবায়ব্যা বৈশ্বানরমরীচিপাঃ॥ ২৪
অকৃষ্টাশ্চৈব হংসাশ্চ ঋষয়ো বাগ্নিযোনয়ঃ।
বানপ্রস্থাঃ পৃশ্নয়শ্চ স্থিতা ব্রহ্মানুশাসনে॥ ২৫
দানবেন্দ্রাস্ত্বতিক্রম্য তৎ পিতামহশাসনম্।
ধর্মস্যাপচয়ং চক্রুঃ ক্রোধলোভসমন্বিতাঃ॥ ২৬
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব হিরণ্যাক্ষো বিরোচনঃ।
শম্বরো বিপ্রচিত্তিশ্চ বিরাধো নমুচির্বলিঃ॥ ২৭
এতে চান্যে চ বহবঃ সগণা দৈত্য-দানবাঃ।

আচার্য্য ও পুরোহিতবৃন্দের সহিত দেবতা, আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য ও মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমার—ইঁহারা সকলে সেই সনাতন ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন॥ ২২

ভৃগু, অত্রি ও অঙ্গিরা—এই সিদ্ধ মুনিগণ, তপোধন কাশ্যপগণ, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য, দেবর্ষি নারদ, পর্ব্বত, বালখিল্য ঋষিগণ, প্রভাস, সিকত, ঘৃতপ (ঘৃতপান করিয়া জীবিত), সোমপ (সোমপানকারী), বায়ব্য (বায়ুপানকারী), মরীচিপ (সূর্য্যের রশ্মিপানকারী), বৈশ্বানর, অকৃষ্ট (কর্ষণ না করিয়া উৎপন্ন অন্নের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহকারী), হংসমুনি (সন্ন্যাসী), অগ্নি হইতে উৎপন্ন ঋষিসকল, বানপ্রস্থ ও পৃশ্নিগণ ইঁহারা সকলে মহাত্মা ব্রহ্মার আজ্ঞাধীনে অবস্থান করত সনাতন-ধর্ম্মপালন করিতে লাগিলেন॥ ২৩-২৫

কিন্তু দানবেশ্বরগণ ক্রোধ ও লোভে যুক্ত হইয়া ব্রহ্মার সেই আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করত ধর্ম্মের হানি করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৬

হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, বিরাধ, নমুচি এবং বলি ইঁহারা ও আরও অন্যান্য বহু দৈত্য এবং দানবগণ নিজ নিজ দলের সহিত ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্ম করিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করত আমোদ-প্রমোদ জীবন-যাপন করিতে লাগিলেন॥ ২৭-২৮

এই সব দৈত্যগণ বলিতে থাকিলেন যে, আমরা ও দেবগণ একই জাতীয়, অতএব যেরূপ দেবগণ, সেইরূপই আমরা।

ধর্মসেতুমতিক্রম্য রেমিরেঽধর্মনিশ্চয়াঃ॥ ২৮
সর্বে তুল্যাভিজাতীয়া যথা দেবাস্তথা বয়ম্।
ইত্যেবং ধর্মমাস্থায় স্পর্ধমানাঃ সুরর্ষিভিঃ॥ ২৯
ন প্রিয়ং নাপ্যনুক্রোশং চক্রুর্ভূতেষু ভারত।
ত্রীনুপায়ানতিক্রম্য দণ্ডেন রুরুধুঃ প্রজাঃ॥ ৩০
ন জগ্মুঃ সংবিদং তৈশ্চ দর্পাদসুরসত্তমাঃ।
অথ বৈ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিভিরুপস্থিতঃ॥ ৩১
তদা হিমবতঃ শৃঙ্গে সুরম্যে পদ্মতারকে।
শতযোজনবিস্তারে মণিরত্নচয়াচিতে॥ ৩২
তস্মিন্ গিরিবরে পুত্র পুষ্পিতদ্রুমকাননে।
তস্থৌ স বিবুধশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মা লোকার্থসিদ্ধয়ে॥৩৩
ততো বর্ষসহস্রান্তে বিতানমকরোৎ প্রভুঃ।
বিধিনা কল্পদৃষ্টেন যথাবচ্চোপপাদিতম্॥ ৩৪

এইরূপ একই জাতীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করত দৈত্যেরা দেবর্ষিগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৯

হে ভারত! তাঁহারা প্রাণিসকলের প্রিয়ও করিতেছিলেন না এবং তাহাদের প্রতি দয়াভাবও দেখাইতেছিলেন না। ইঁহারা সাম, দান ও ভেদ—এই তিন উপায় অতিক্রম করিয়া কেবল দণ্ডের দ্বারা সমস্ত প্রজাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন॥ ৩০

সেই সব অসুরশ্রেষ্ঠগণ দর্পবশতঃ প্রজাদিগের সহিত কোন কথাবার্ত্তাও বলিতে ছিলেন না। তদনন্তর ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা হিমালয়ের সুরম্য শিখরের উপর উপস্থিত হইলেন। সেই শিখর এতাদৃশ উচ্চ ছিল যে, তাহার উপর আকাশের সকল তারা বিকসিত পদ্মপুষ্পের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। ইহার বিস্তার শত যোজন পরিমিত ছিল এবং এই শিখর মণি ও রত্নসমূহে ব্যাপ্ত ছিল॥ ৩১-৩২

পুত্র নকুল! এ স্থানের বৃক্ষ ও বন পুষ্পসমূহে পূর্ণ ছিল, এই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত শিখরের উপরে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সমস্ত জগতের কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৩৩

তদনন্তর বহু বর্ষ সহস্রের শেষে ভগবান্ ব্রহ্মা শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সেস্থানে এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যজ্ঞকুশল মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণ যথাযথরূপে বিধি অনুসারে সেই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন॥ ৩৪

ঋষিভির্যজ্ঞপটুভির্যথাবৎ কর্মকর্তৃভিঃ।
সমিদ্ভিঃ পরিসঙ্কীর্ণং দীপ্যমানৈশ্চ পাবকৈঃ ॥ ৩৫
কাঞ্চনৈর্যজ্ঞভাণ্ডৈশ্চ ভ্রাজিষ্ণুভিরলঙ্কৃতম্।
বৃতং দেবগণৈশ্চৈব প্রবরৈর্যজ্ঞমণ্ডলম্ ॥ ৩৬
তথা ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব সদস্যৈ রূপশোভিতম্।
তত্র ঘোরতমং বৃত্তমৃষীণাং মে পরিশ্রুতম্ ॥ ৩৭
চন্দ্রমা বিমলং ব্যোম যথাভ্যুদিততারকম্।
বিকীর্য্যাগ্নিং তথা ভূতমুত্থিতং শ্রূয়তে তদা ॥৩৮
নীলোৎপলসবর্ণাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং কৃশোদরম্।
প্রাংশুং সুদুর্দ্ধর্ষতরং তথৈব হ্যমিতৌজসম্ ॥ ৩৯
তস্মিন্নুৎপতমানে চ প্রচচাল বসুন্ধরা।
মহোর্মিকলিতাবর্তশ্চুক্ষুভে স মহোদধিঃ ॥ ৪০
পেতুরুল্কা মহোৎপাতাঃ শাখাশ্চ মুমুচুর্দ্রুমাঃ।
অপ্রাশান্তা দিশঃ সর্বাঃ পবনশ্চাশিবো ববৌ ॥ ৪১

সে স্থানে যজ্ঞবেদীর উপরে বহু সমিধ্ পরিব্যাপ্ত ছিল। স্থানে স্থানে অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। দেদীপ্যমান স্বর্ণনির্ম্মিত যজ্ঞপাত্রসকল যজ্ঞমণ্ডপের শোভা বর্দ্ধন করিতে ছিল। সেই যজ্ঞ মণ্ডলশ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ও সভাসদ্ মহর্ষিবৃন্দের দ্বারা সুশোভিত হইতেছিল ॥ ৩৫-৩৬½

সেই সময় সেস্থানে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, যাহা আমি ঋষিগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। যেরূপ নক্ষত্রসকলের উদয়ের নির্ম্মল আকাশে চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ উক্ত যজ্ঞ মণ্ডপে অগ্নিকে এদিক্ ওদিকে বিকীরণ করিয়া এক ভয়ঙ্কর ভূত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা শুনা যায় ॥ ৩৭-৩৮

তাঁহার শরীরের বর্ণ নীলপদ্মসদৃশ ছিল, দন্তসকল তীক্ষ্ণ ছিল এবং তাঁহাদের উদর অতিশয় কৃশ ছিল তিনি অতিশয় উচ্চ দুর্দ্ধর্ষ ও অমিত তেজস্বী ছিলেন ॥ ৩৯

তিনি উৎপন্ন হইলে পর পৃথিবী কম্পিতা হইলেন, সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং উহাতে উত্তালতরঙ্গমালা সহ ঘূর্ণী হইতে লাগিল ॥ ৪০

আকাশ হইতে বহু উল্কা পতিত হইতে থাকিল, প্রচণ্ড উৎপাতসমূহ উত্থিত হইল, বৃক্ষসকল স্বয়ংই নিজ নিজ শাখা-সমূহকে অধঃপাতিত করিতে আরম্ভ করিল, সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল অশান্ত হইয়া উঠিল এবং অমঙ্গলকারী বায়ু তীব্র বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪১

মুহুর্মুহুশ্চ ভূতানি প্রাব্যথন্ত ভয়াৎ তথা।
ততঃ স তুমুলং দৃষ্ট্বা তঞ্চ ভূতমুপস্থিতম্ ॥ ৪২
মহর্ষিসুরগন্ধর্বানুবাচেদং পিতামহঃ।
ময়ৈবং চিন্তিতং ভূতমসির্নামৈষ বীর্য্যবান্ ॥ ৪৩
রক্ষণার্থায় লোকস্য বধায় চ সুরদ্বিষাম্।
ততস্তদ্রূপমুৎসৃজ্য বভৌ নিস্ত্রিংশ এব সঃ ॥ ৪৪
বিমলস্তীক্ষ্ণধারশ্চ কালান্তক ইবোদ্যতঃ।
ততঃ স শিতিকণ্ঠায় রুদ্রায়ার্ষভকেতবে ॥ ৪৫
ব্রহ্মা দদাবসিং তীক্ষ্ণমধর্মপ্রতিবারণম্।
ততঃ স ভগবান্ রুদ্রো মহর্ষিজনসংস্তুতঃ ॥ ৪৬
প্রগৃহ্যাসিমমেয়াত্মা রূপমন্যচ্চকার হ।
চতুর্বাহুঃ স্পৃশন্ মূর্দ্ধ্না ভূস্থিতোঽপি দিবাকরম্ ॥ ৪৭
ঊর্ধ্বদৃষ্টির্মহালিঙ্গো মুখাজ্জ্বালাঃ সমুৎসৃজন্।
বিকুর্বন্ বহুধা বর্ণান্ নীলপাণ্ডুরলোহিতান্ ॥ ৪৮

সকল প্রাণীই ভীত হইয়া বারংবার ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ভয়ানক ভূতকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া পিতামহ ব্রহ্মা মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণকে বলিলেন ॥ ৪২½

আমিই এই ভূতকে চিন্তা করিয়াছিলাম। ইহা 'অসি' নামধারী প্রবল অস্ত্র। আমি সম্পূর্ণ জগৎকে রক্ষা এবং দেবদ্রোহী অসুরদিগের বধের জন্য ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছি ॥ ৪৩½

তাহার পর সেই ভূত সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিংশৎ অঙ্গুলি হইতে কিছু অধিক বিশাল খড়্গ হইয়া কাল ও অন্তকের ন্যায় উদ্যত রহিল ॥ ৪৪½

ইহার পর ব্রহ্মা অধর্ম্ম নিবারণ করিবার জন্য সেই তীক্ষ্ণ-তরবারি বৃষভচিহ্নযুক্ত ধ্বজবিশিষ্ট নীলকণ্ঠ ভগবান্ রুদ্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৪৫½

সেই সময় মহর্ষিগণ রুদ্রদেবের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ রুদ্র সেই তরবারি গ্রহণ করত অপর এক চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করিলেন, যাহা ভূতলে অবস্থিত হইয়া নিজের মস্তকের দ্বারা সূর্য্যদেবকে স্পর্শ করিতেছিলেন ॥ ॥ ৪৬-৪৭

তাঁহার দৃষ্টি উপরের দিকে ছিল, তিনি মহৎ চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে-ছিল এবং নিজের দেহ হইতে নীল, শ্বেত ও লোহিত (রক্তবর্ণ) অনেক প্রকারের বর্ণ উদ্ভূত হইতেছিল ॥ ৪৮

বিভ্রৎকৃষ্ণাজিনং বাসো হেমপ্রবরতারকম্‌ ।
নেত্রং চৈকং ললাটেন ভাস্করপ্রতিমং বহন্‌ ॥ ৪৯

শুশুভাতেঽতিবিমলে দ্বে নেত্রে কৃষ্ণপিঙ্গলে ।
ততো দেবো মহাদেবঃ শূলপাণির্ভগাক্ষিহা ॥ ৫০

সম্প্রগৃহ্য তু নিস্ত্রিংশং কালাগ্নিসমবর্চসম্‌ ।
ত্রিকূটং চর্ম চোদ্যম্য সবিদ্যুতমিবাম্বুদম্‌ ।
চচার বিবিধান্‌ মার্গান্‌ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫১
বিধুন্বন্নসিমাকাশে তথা যুদ্ধচিকীর্ষয়া ।

তস্য নাদং বিনদতো মহাহাসঞ্চ মুঞ্চতঃ ॥ ৫২
বভৌ প্রতিভয়ং রূপং তদা রুদ্রস্য ভারত ।
তদ্রূপধারিণং রুদ্রং রৌদ্রকর্মচিকীর্ষয়া ॥ ৫৩

নিশম্য দানবাঃ সর্বে হৃষ্টাঃ সমভিদুদ্রুবুঃ ।
অশ্মভিশ্চাভ্যবর্ষন্ত প্রদীপ্তৈশ্চ তথোল্মুকৈঃ ৫৪

ঘোরৈঃ প্রহরণৈশ্চান্যৈঃ ক্ষুরধারৈরয়োময়ৈঃ ।
ততস্তু দানবানীকং সম্প্রণেতারমচ্যুতম্‌ ॥ ৫৫
রুদ্রং দৃষ্ট্বা বলোদ্ভূতং প্রমুমোহ চচাল চ ।

চিত্রং শীঘ্রপদত্বাচ্চ চরন্তমসিপাণিনম্‌ ॥ ৫৬
তমেকমসুরাঃ সর্বে সহস্রমিতি মেনিরে ।

ছিন্দন্‌ ভিন্দন্‌ রুজন্‌ কৃন্তন্‌ দারয়ন্‌ পোথয়ন্নপি ॥ ৫৭
অচরদ্‌ বৈরিসঙ্ঘেষু দাবাগ্নিরিব কক্ষগঃ ।
অসিবেগপ্রভগ্নাস্তে ছিন্নবাহূরুবক্ষসঃ ॥ ৫৮

সম্প্রকীর্ণান্ত্রগাত্রাশ্চ পেতুরুর্ব্যাং মহাবলাঃ ।
অপরে দানবা ভগ্নাঃ খড়্গপাতাবপীড়িতাঃ ॥ ৫৯
অন্যোন্যমভিনর্দন্তো দিশঃ সম্প্রতিপেদিরে ।
ভূমিং কেচিৎ প্রবিবিশুঃ পর্বতানপরে তথা ॥ ৬০

তিনি কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম বস্ত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাতে স্বর্ণনির্মিত তার সংযুক্ত ছিল। তিনি নিজ ললাটে সূর্য্যের ন্যায় এক তেজস্বী নেত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত তাঁহার কৃষ্ণ এবং পিঙ্গল বর্ণের দুইটি অত্যন্ত নির্মল নেত্র শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৯½

তদনন্তর ভগদেবতার চক্ষুনাশক, অত্যন্ত বল ও পরাক্রমশালী, শূলপাণি ভগবান্‌ মহাদেব কাল এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী খড়্গকে এবং বিদ্যুৎসহ মেঘসদৃশ দেদীপ্যমান তিন কোণ যুক্ত চালকে হস্তে গ্রহণ করত নানাবিধ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই তরবারি আকাশে ঘুরাইতে থাকিলেন ॥ ৫০-৫১½

হে ভারত! সেই সময় তীব্র স্বরে গর্জনকারী এবং প্রচণ্ড রূপে অট্টহাস্যকারী রুদ্রদেবের স্বরূপ অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৫২½

ভয়ানক কর্ম করিতে অভিলাষী হইয়া এতাদৃশরূপ ধারণ করত বিরাজমান রুদ্রদেবকে দর্শন করিয়া সমস্ত দানবগণ হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিল ॥ ৫৩½

কিছু দানব তখন প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল, কিছু দানব প্রজ্বলিত উল্কা নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, কাহারা অন্যান্য ভয়ঙ্কর অস্ত্র-সকলের দ্বারা যুদ্ধ করিতে থাকিল এবং লৌহনির্মিত তীক্ষ্ণধার ছুরিকার দ্বারা বহু দানব আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৫৪½

তাহার পর দানব-সৈন্যগণ দেখিল যে, দেবসেনাপতির কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে উৎকট বলশালী রুদ্রদেব যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপসরণ করিতেছেন না, তখন তাহারা মোহিত ও বিচলিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৫½

অতিদ্রুত পদ সঞ্চালন করিতেছিলেন বলিয়া বিচিত্র গতিতে বিচরণকারী একমাত্র খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত রুদ্রদেবকে সেই সব অসুরগণ সহস্র সহস্র সংখ্যায় বিরাজমান বলিয়া মনে করিতে লাগিল ॥ ৫৬½

যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ ও তৃণগুচ্ছে সংযোজিত দাবানল বনের সমস্ত বৃক্ষকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, সেইরূপ ভগবান্‌ রুদ্র শত্রুদলের মধ্যে দৈত্যদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে করিতে, পীড়িত ও বিদারিত করিতে করিতে এবং ছেদন ও পোথন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭½

তরবারির বেগে তাহাদের মধ্যে ভাঙনের সৃষ্টি হইল। কত দানবের বাহু ও জঙ্ঘা ছিন্ন হইয়া যাইল। বহু দৈত্যের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল এবং বহু দৈত্যের দেহ হইতে অন্ত্রসকল বাহির হইয়া আসিয়াছিল। এইভাবে নিহত হইয়া সেই সব দানবগণ ধরাশায়ী হইল ॥ ৫৮½

অপর বহু দানব তরবারির আঘাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পলায়ন করিল এবং পরস্পর গর্জন করিতে করিতে তাহারা সকলে নানাদিকের আশ্রয় গ্রহণ করিল ॥ ৫৯½

কত দৈত্য এই সময় ধরাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, বহু দৈত্য পর্ব্বতে আত্মগোপন করিল, বহু দৈত্য আকাশ-পথে উড়িয়া যাইল এবং অপর বহু দানব জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ৬০

অপরে জগ্মুৰাকাশমপরেঽস্তঃ সমাবিশন্।
তস্মিন্ মহতি সংবৃত্তে সমরে ভৃশদারুণে ॥ ৬১
বভূব ভূঃ প্রতিভয়া মাংসশোণিতকর্দমা।
দানবানাং শরীরৈশ্চ পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ॥ ৬১
সমাকীর্ণা মহাবাহো শৈলৈরিব সকিংশুকৈঃ।
স রুদ্রো দানবান্ হত্বা কৃত্বা ধর্মোত্তরং জগৎ ॥ ৬৩
রৌদ্রং রূপমথোৎক্ষিপ্য চক্রে রূপং শিবং শিবঃ।
ততো মহর্ষয়ঃ সর্বে সর্বে দেবগণাস্তথা ॥ ৬৪
জয়েনাদ্ভুতকল্পেন দেবদেবং তথার্চয়ন্।
ততঃ স ভগবান্ রুদ্রো দানবক্ষতজোক্ষিতম্ ॥ ৬৫
অসিং ধর্ম্মস্য গোপ্তারং দদৌ সংকৃত্য বিষ্ণবে।
বিষ্ণুর্মরীচয়ে প্রাদান্মরীচির্ভগবানপি ॥ ৬৬
মহর্ষিভ্যো দদৌ খড়্গমৃষয়ো বাসবায় চ।
মহেন্দ্রো লোকপালেভ্যো লোকপালাস্তু পুত্রক ॥ ৬৭

মনবে সূর্যপুত্রায় দদুঃ খড়্গং সুবিস্তরম্।
উচুশ্চৈনং তথা বাক্যং মানুষাণাং ত্বমীশ্বরঃ ॥ ৬৮
অসিনা ধর্মগর্ভেণ পালয়স্ব প্রজা ইতি।
ধর্মসেতুমতিক্রান্তাঃ স্থূলসূক্ষ্মাত্মকারণাৎ ॥ ৬৯
বিভজ্য দণ্ডং রক্ষ্যাস্তু ধর্মতো ন যদৃচ্ছয়া।
দুর্বাচা নিগ্রহো দণ্ডো হিরণ্যবহুলস্তথা ॥ ৭০
ব্যঙ্গতা চ শরীরস্য বধো বানল্পকারণাৎ।
অসেরেতানি রূপাণি দুর্বাচাদীনি নির্দিশেৎ ॥ ৭১
অসেরেবং প্রমাণানি পরিপাল্য ব্যতিক্রমাৎ।
স বিসৃজ্যাথ পুত্রং স্বং প্রজানামধিপং ততঃ ॥ ৭২
মনুঃ প্রজানাং রক্ষার্থং ক্ষুপায় প্রদদাবসিম্।
ক্ষুপাজ্জগ্রাহ চেক্ষ্বাকুরিক্ষ্বাকোশ্চ পুরূরবাঃ ॥ ৭৩
আয়ুশ্চ তস্মাল্লেভে তং নহুষশ্চ ততো ভুবি।
যযাতির্নহুষাচ্চাপি পুরুস্তস্মাচ্চ লব্ধবান্ ॥ ৭৪

সেই অত্যন্ত নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর ভূতলে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম উৎপন্ন হইয়া যাইল। যাহার দ্বারা সেই স্থল অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল ॥ ৬১ ॥

মহাবাহো! রক্তে আপ্লুত হইয়া পতিত দানবগণের মৃত দেহে পরিব্যাপ্ত এই ভূমি পলাশপুষ্পযুক্ত পর্ব্বত-শিখরসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ৬২ ॥

দানবগণকে বধ করিয়া জগতে ধর্ম্মের প্রধানতা স্থাপিত করিবার পর ভগবান্ রুদ্রদেব সেই রৌদ্র (ভয়ঙ্কর) রূপ পরিত্যাগ করিলেন। তারপর সেই মঙ্গলময় রুদ্র নিজের মাঙ্গলিক রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

তদনন্তর সমস্ত মহর্ষি ও দেবতাগণ সেই অদ্ভুত জয়ে সন্তুষ্ট হইয়া দেবাধিদেব মহাদেবের পূজা করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তাহার পর ভগবান্ রুদ্র দানবগণের রক্তে রঞ্জিত হইয়া সেই ধর্ম্মরক্ষক খড়্গকে অতিশয় সমাদরের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৬৫ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু মরীচিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে ও মহর্ষিরা ইন্দ্রকে সেই খড়্গ প্রদান করিলেন ॥ ৬৬ ॥

পুত্র! তারপর মহেন্দ্র লোকপালগণকে ও লোকপালগণ সূর্য্য-পুত্র মনুকে সেই বিশাল খড়্গ প্রদান করিলেন ॥ ৬৭ ॥

খড়্গদান করত এই সব লোকপালগণ মনুকে বলিলেন,— তুমি মনুষ্যগণের শাসক হও; অতএব এই ধর্ম্মযুক্ত খড়্গের দ্বারা প্রজাদিগকে পালন কর ॥ ৬৮ ॥

যে সব মানুষ নিজ নিজ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সুখের জন্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে তুমি ন্যায়ানুসারে পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডদান করিবে। তুমি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রজাগণকে রক্ষা করিবে। কাহারও প্রতি স্বেচ্ছাচার করিবে না। কটু বাক্যের দ্বারা অপরাধীর দমনকে 'বাগ্‌দণ্ড' বলা হয়। যে স্থলে অপরাধীর নিকট বহু সুবর্ণ দণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়, সে স্থলে উহাকে 'অর্থদণ্ড' বলে। শরীরের কোন অঙ্গবিশেষের ছেদন করাকে বলে 'কায়দণ্ড'। কোন গুরুতর অপরাধের জন্য অপরাধীকে যদি বধ করা হয়, তবে উহাকে 'প্রাণদণ্ড' বলে। এই কথা সমস্ত প্রজাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত ॥ ৬৯-৭১ ॥

যখন প্রজার দ্বারা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন হইবে, তখন খড়্গের দ্বারা প্রমাণিত (সাধিত) এই দণ্ডকে যথাযোগ্য রূপে প্রয়োগ করত ধর্ম্মের রক্ষা করা উচিত। এই কথা বলিয়া লোকপালগণ নিজ পুত্র প্রজাপালক মনুকে পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর মনু প্রজার রক্ষার জন্য সেই খড়্গ ক্ষুপকে প্রদান করিলেন। ক্ষুপ হইতে ইক্ষ্বাকু ও ইক্ষ্বাকু হইতে পুরূরবা সেই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

তারপর পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ, নহুষ হইতে যযাতি এবং যযাতি হইতে পুরু এই ভূতলে সেই খড়্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৪

অমূর্ত্তরয়সস্তস্মাত্ততো ভূমিশয়ো নৃপঃ।
ভরতশ্চাপি দৌষ্মন্তির্লেভে ভূমিশয়াদসিম্ ॥ ৭৫
তস্মাল্লেভে চ ধর্মজ্ঞো রাজৈলবিলস্তথা।
ততস্ত্বৈলবিলাল্লেভে ধুন্ধুমারো নরেশ্বরঃ ॥ ৭৬
ধুন্ধুমারাচ্চ কাম্বোজো মুচুকুন্দস্ততোঽলভৎ।
মুচুকুন্দান্মরুত্তশ্চ মরুত্তাদপি রৈবতঃ ॥ ৭৭
রৈবতাদ্ যুবনাশ্বশ্চ যুবনাশ্বাত্ততো রঘুঃ।
ইক্ষ্বাকুর্বংশজস্তস্মাদ্ধরিণাশ্বঃ প্রতাপবান্ ॥ ৭৮
হরিণাশ্বাদসিং লেভে শুনকঃ শুনকাদপি।
উশীনরো বৈ ধর্মাত্মা তস্মাদ্ ভোজঃ স যাদবঃ ॥ ৭৯
যদুভ্যশ্চ শিবির্লেভে শিবেশ্চাপি প্রতর্দনঃ।
প্রতর্দনাদষ্টকশ্চ পৃষদশ্বোঽষ্টকাদপি ॥ ৮০
পৃষদশ্বাদ্ ভরদ্বাজো দ্রোণস্তস্মাৎ কৃপস্ততঃ।
ততস্ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং পরমাসিমবাপ্তবান্ ॥ ৮১
কৃত্তিকাস্তস্য নক্ষত্রমসেরগ্নিশ্চ দৈবতম্।
রোহিণী গোত্রমস্যাথ রুদ্রশ্চ গুরুরুত্তমঃ ॥ ৮২
অসেরষ্টৌ হি নামানি রহস্যানি নিবোধ মে।
পাণ্ডবেয় সদা যানি কীর্তয়ন লভতে জয়ম্ ॥ ৮৩
অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালস্তথৈব চ ॥ ৮৪
অগ্র্যঃ প্রহরণানাঞ্চ খড়্গো মাদ্রবতীসুত।
মহেশ্বরপ্রণীতশ্চ পুরাণে নিশ্চয়ং গতঃ ॥ ৮৫
(এতানি চৈব নামানি পুরাণে নিশ্চিতানি বৈ।)
পৃথুস্তূৎপাদয়ামাস ধনুরাদ্যমরিন্দমঃ।
তেনেয়ং পৃথিবী দুগ্ধা শস্যানি সুবহূন্যপি।
ধর্মেণ চ যথাপূর্বং বৈণ্যেন পরিরক্ষিতা ॥ ৮৬
তদেতদার্ষং মাদ্রেয় প্রমাণং কর্তুমর্হসি।
অসেশ্চ পূজা কর্তব্যা সদা যুদ্ধবিশারদৈঃ ॥ ৮৭
ইত্যেষ প্রথমঃ কল্পো ব্যাখ্যাতস্তে সুবিস্তরাৎ।
অসেরুৎপত্তিসংসর্গো যথাবদ্ ভরতর্ষভ ॥ ৮৮

পুরু হইতে অমূর্ত্তরয়া, অমূর্ত্তরয়া হইতে রাজা ভূমিশয় এবং ভূমিশয় হইতে দুষ্মন্তকুমার ভরত সেই খড়্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৫

রাজন্! সেই ভরত হইতে ধর্মজ্ঞ ঐলবিল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ঐলবিল হইতে মহারাজ ধুন্ধুমার লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭৬

ধুন্ধুমার হইতে কাম্বোজ, কাম্বোজ হইতে মুচুকুন্দ, মুচুকুন্দ হইতে মরুত্ত, মরুত্ত হইতে রৈবত, রৈবত হইতে যুবনাশ্ব, যুবনাশ্ব হইতে ইক্ষ্বাকু বংশজাত রঘু, রঘু হইতে প্রতাপশালী হরিণাশ্ব, হরিণাশ্ব হইতে শুনক, শুনক হইতে ধর্মাত্মা উশীনর, উশীনর হইতে যদুবংশীয় ভোজ, যদুবংশীয়গণ হইতে শিবি, শিবি হইতে প্রতর্দন, প্রতর্দন হইতে অষ্টক এবং অষ্টক হইতে পৃষদশ্ব সেই খড়্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৭৭-৮০

পৃষদশ্ব হইতে ভরদ্বাজবংশীয় দ্রোণাচার্য্য এবং দ্রোণাচার্য্য হইতে কৃপাচার্য্য খড়্গবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর কৃপাচার্য্য হইতে ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি সেই উত্তম খড়্গ বিদ্যা লাভ করিয়াছ ॥ ৮১

সেই 'অসির' নক্ষত্র হইল কৃত্তিকা, দেবতা হইলেন অগ্নি, গোত্র হইল রোহিণী এবং রুদ্রদেব হইলেন উত্তম গুরু ॥ ৮২

পাণ্ডুনন্দন! অসির আটটি গোপনীয় নাম আছে। উহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। সেই সকল নাম কীর্ত্তন করিলে পর মানুষ যুদ্ধে জয় লাভ করে ॥ ৮৩

অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্মপাল এই সেই আটটি অসির নাম ॥ ৮৪

মাদ্রীনন্দন! খড়্গ সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ রুদ্র সর্ব্ব প্রথমে ইহার সঞ্চালন করিয়াছিলেন। পুরাণে ইহার শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত নামই পুরাণমধ্যে নিশ্চিতরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ৮৫

শত্রুদমন পৃথু সর্ব্ব প্রথমে ধনুর উৎপাদন করিয়াছিলেন। এবং তিনিই এই পৃথিবী হইতে নানা প্রকার শস্য (অন্নসমূহের বীজ) দোহন করিয়াছিলেন। সেই বেণনন্দন পৃথু পূর্ব্বের ন্যায় ধর্মানুসারে এই পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৮৬

মাদ্রীনন্দন! ইহাই হইল ঋষিগণের অভিমত। ইহাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ইহার উপর বিশ্বাস করিও। যুদ্ধ বিশারদ যোদ্ধাগণের সর্ব্বদাই এই খড়্গের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৮৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে আমি অসির উৎপত্তির বৃত্তান্ত তোমাকে সবিস্তারে যথাযথভাবে বলিলাম। ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে, খড়্গই অস্ত্রসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৮৮

সর্বথৈতদিদং শ্রুত্বা খড়্গসাধনমুত্তমম্ ।
লভতে পুরুষঃ কীর্ত্তিং প্রেত্য চানন্ত্যমশ্নুতে ॥৮৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি খড়্গোৎপত্তিকথনে ষট্ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৬

খড়্গ-প্রাপ্তির এই উত্তম প্রসঙ্গ সর্ব্ব প্রকারে শ্রবণ করিয়া মানুষ এ জগতে কীর্ত্তি লাভ করে এবং দেহত্যাগের পর অক্ষয় সুখভোগ করিয়া থাকে ॥ ৮৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে খড়্গের উৎপত্তি-কথনবিষয়ে ষট্ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে বিদুরস্য পাণ্ডবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথগভিমতবর্ণনম্, শেষে যুধিষ্ঠিরস্য তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্তজ্ঞাপনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্তবতি ভীষ্মে তু তূষ্ণীভূতে যুধিষ্ঠিরঃ ।
পপ্রচ্ছাবসথং গত্বা ভ্রাতৄন্ বিদুরপঞ্চমান্ ॥ ১

ধর্মে চার্থে চ কামে চ লোকবৃত্তিঃ সমাহিতা ।
তেষাং গরীয়ান্ কতমো মধ্যমঃ কো লঘুশ্চ কঃ ॥ ২

কস্মিংশ্চাত্মা নিধাতব্যস্ত্রিবর্গবিজয়ায় বৈ ।
সংহৃষ্টা নৈষ্ঠিকং বাক্যং যথাবদ্ বক্তুমর্হথ ॥ ৩

ততোঽর্থগতিতত্ত্বজ্ঞঃ প্রথমং প্রতিভানবান্ ।
জগাদ বিদুরো বাক্যং ধর্মশাস্ত্রমনুস্মরন্ ॥ ৪

বিদুর উবাচ ।

বাহুশ্রুত্যং তপস্ত্যাগঃ শ্রদ্ধা যজ্ঞক্রিয়া ক্ষমা ।
ভাবশুদ্ধির্দয়া সত্যং সংযমশ্চাত্মসম্পদঃ ॥ ৫

এতদেবাভিপদ্যস্ব মা তেঽভূচ্চলিতং মনঃ ।
এতন্মূলৌ হি ধর্মার্থাবেতদেকপদং হি মে ॥ ৬

ধর্মেণৈবর্ষয়স্তীর্ণা ধর্মে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
ধর্মেণ দেবা ববৃধুর্ধর্মে চার্থঃ সমাহিতঃ ॥ ৭

ধর্মো রাজন্ গুণঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমো হ্যর্থ উচ্যতে ।
কামো যবীয়ানিতি চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৮

তস্মাদ্ ধর্মপ্রধানেন ভবিতব্যং যতাত্মনা ।
তথা চ সর্বভূতেষু বর্তিতব্যং যথাত্মনি ॥ ৯

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায় ।

[ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয়ে বিদুর এবং পাণ্ডবগণের পৃথক্ পৃথক্ অভিমত বর্ণন এবং শেষে যুধিষ্ঠিরের তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয় ! এই কথা বলিয়া ভীষ্ম যখন নীরব হইলেন, তখন রাজা যুধিষ্ঠির গৃহে গমন করত নিজের চারি ভ্রাতা ও পঞ্চম ব্যক্তি বিদুরকে প্রশ্ন করিলেন । ১

সকল মানুষের প্রবৃত্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামেই হইয়া থাকে । কিন্তু এই তিনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (উত্তম) কোন্‌টি ? কোন্‌টি মধ্যম এবং লঘু (অধম) কোনটি ? ২

এই তিনটিকে জয় করিবার জন্য কাহার উপর বিশেষভাবে মনঃসংযোগ করিতে হইবে ? তোমরা সকলে অতিশয় হর্ষ ও উৎসাহের সহিত এই প্রশ্নের যথাযথভাবে উত্তর দান কর এবং এরূপ বাক্য বল, যাহার উপর তোমাদের পূর্ণ আস্থা আছে ? ৩

তখন অর্থের গতি ও তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ প্রতিভাশালী বিদুর ধর্ম্মশাস্ত্র স্মরণ করত সর্ব্ব প্রথমে উত্তর দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪

বিদুর বলিলেন, রাজন্ ! বহু শাস্ত্রের অনুশীলন, তপস্যা, ত্যাগ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞকর্ম্ম, ক্ষমা, ভাবশুদ্ধি, দয়া, সত্য ও সংযম— এ সমস্ত আত্মার সম্পত্তি ॥ ৫

যুধিষ্ঠির ! তুমি এই দশবিধ সম্পদ লাভ কর । এই সব হইতে তোমার মন যেন বিচলিত না হয় । ধর্ম্ম ও অর্থের মূল ইহারাই । আমার মতে ইহাই পরম পদ ॥ ৬

ধর্ম্মেরই দ্বারা ঋষিগণ সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছেন । ধর্ম্মেরই উপর লোকসকল প্রতিষ্ঠিত আছে । ধর্ম্মের দ্বারা দেবতাদিগেরও উন্নতি হইয়াছে এবং ধর্ম্মেই অর্থ সম্পূর্ণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৭

রাজন্ ! ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ গুণ, মধ্যম হইল অর্থ এবং কাম সর্ব্বাপেক্ষা লঘু—ইহাই মনীষী পুরুষগণ বলিয়াছেন ॥ ৮

অতএব মনকে বশীভূত রাখিয়া ধর্ম্মকে নিজের প্রধান ধ্যেয়-

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সমাপ্তবচনে তস্মিন্নর্থশাস্ত্রবিশারদঃ।
পার্থো ধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞো জগৌ বাক্যং প্রচোদিতঃ॥ ১০
অর্জুন উবাচ।
কর্মভূমিরিয়ং রাজন্নিহ বার্তা প্রশস্যতে।
কৃষির্বাণিজ্যগোরক্ষং শিল্পানি বিবিধানি চ॥ ১১
অর্থ ইত্যেব সর্বেষাং কর্মণামব্যতিক্রমঃ।
ন হ্যতেঽর্থেন বর্তেতে ধর্ম-কামাবিতি শ্রুতিঃ॥ ১২
বিষয়ৈরর্থবান্ ধর্মমারাধয়িতুমুত্তমম্।
কামঞ্চ চরিতুং শক্তো দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ॥ ১৩
অর্থস্যাবয়বাবেতৌ ধর্ম-কামাবিতি শ্রুতিঃ।
অর্থসিদ্ধ্যা বিনির্বৃত্তাবুভাবেতৌ ভবিষ্যতঃ॥ ১৪
তদ্গতার্থং হি পুরুষং বিশিষ্টতরযোনয়ঃ।
ব্রহ্মাণমিব ভূতানি সততং পর্যুপাসতে॥ ১৫
জটাজিনধরা দান্তাঃ পঙ্কদিগ্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মুণ্ডা নিস্তন্তবশ্চাপি বসন্ত্যর্থার্থিনঃ পৃথক্॥ ১৬
কাষায়বসনাশ্চান্যে শ্মশ্রুলা হ্রীনিষেবিণঃ।
বিদ্বাংসশ্চৈব শান্তাশ্চ মুক্তাঃ সর্বপরিগ্রহৈঃ॥ ১৭
অর্থার্থিনঃ সন্তি কেচিদপরে স্বর্গকাঙ্ক্ষিণঃ।
কুলপ্রত্যাগমাশ্চৈকে স্বং স্বং ধর্মমনুষ্ঠিতাঃ॥ ১৮
আস্তিকা নাস্তিকাশ্চৈব নিয়তাঃ সংযমে পরে।
অপ্রজ্ঞানং তমোভূতং প্রজ্ঞানং তু প্রকাশিতা॥ ১৯
ভৃত্যান্ ভোগৈর্দ্বিষো দণ্ডৈর্যো যোজয়তি সোঽর্থবান্।
এতন্মতিমতাং শ্রেষ্ঠ মতং মম যথাতথম্।
অনয়োস্তু নিবোধ ত্বং বচনং বাক্য-কণ্ঠয়োঃ॥ ২০
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো ধর্মার্থকুশলৌ মাদ্রীপুত্রাবনন্তরম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ বাক্যং জগদতুঃ পরম্॥ ২১

রূপে গণ্য করিবে। সমস্ত প্রাণিগণের সহিত এরূপ ব্যবহারই করিবে, যেরূপ আমরা নিজের জন্য করিয়া থাকি॥ ৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে জনমেজয়! বিদুরের এই কথা শেষ হইলে পর ধর্ম ও অর্থ তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ অর্থশাস্ত্রবিশারদ অর্জুন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পাইয়া বলিলেন॥ ১০

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! এই পৃথিবী কর্ম্মভূমি। এস্থানে জীবিকার উপায়স্বরূপ কর্ম্ম-সকলেরই প্রশংসা করা হয়। ক্ষেত্র (জমি), বাণিজ্য, গোপালন ও নানাবিধ শিল্প—এ সমস্তই হইল অর্থপ্রাপ্তির উপায়॥ ১১

অর্থই সমস্ত কর্ম্মসকলের মর্য্যাদাপালনের সহায়ক। অর্থ ব্যতীত ধর্ম্ম এবং কামও সিদ্ধ হয় না, ইহাই শ্রুতির অভিমত॥ ১২

ধনবান্ মানুষ ধনের দ্বারা উত্তম ধর্ম্মের পালন ও অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে দুর্লভ কামনাসকল লাভ করিয়া থাকে॥ ১৩

শ্রুতি বলেন ধর্ম্ম ও কাম অর্থেরই দুইটি অবয়ব। অর্থের সিদ্ধিতে এই উভয়েরই সিদ্ধি হইয়া থাকে॥ ১৪

যেরূপ সকল প্রাণী সর্ব্বদা ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকে, সেইরূপ উত্তম জাতির মনুষ্যগণও সর্ব্বদা ধনবান্ পুরুষের উপাসনা করে॥ ১৫

জটা ও মৃগচর্ম্মধারী, জিতেন্দ্রিয়, সংযতচিত্ত, শরীরে পঙ্ক ধারণ করত মুণ্ডিতমস্তক এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরাও অর্থাভিলাষী হইয়া পৃথক্ পৃথক ভাবে বাস করেন॥ ১৬

সর্ব্বপ্রকার সংগ্রহহীন, লজ্জাশীল, শান্ত, গেরুয়া বস্ত্রধারী ও শ্মশ্রুশোভিত বিদ্বান্ পুরুষগণও ধনাভিলাষী হইয়া অবস্থান করেন। অন্য এরূপ বহু পুরুষ আছেন, যাঁহারা স্বর্গলাভের কামনা করেন এবং কুল-পরম্পরাগত নিয়মসকল পালন করিতে করিতে নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহারাও ধনকামনা করেন॥ ১৭-১৮

অপর এরূপ বহু সংখ্যক আস্তিক-নাস্তিক সংযম-নিয়মপরায়ণ পুরুষ আছেন, যাঁহারা অর্থ কামনা করেন। অর্থের প্রধানতা না জানা তমোময় 'অজ্ঞান' আর অর্থের প্রধানতা-জ্ঞান হইল প্রকাশময়॥ ১৯

তিনিই ধনবান্ পুরুষ, যিনি নিজের ভৃত্যগণকে উত্তম ভোগ-সকল এবং শত্রুদিগকে দণ্ডদান করত তাহাদের সকলকে বশীভূত করিয়া রাখেন। বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমার এই মত যথার্থই সত্য। আপনি এখন এই দুই জনের অভিমত শ্রবণ করুন। ইঁহাদের বাক্য কণ্ঠগত হইয়াছে অর্থাৎ ইঁহারা বলিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া পড়িয়াছে॥ ২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর ধর্ম্ম ও অর্থের জ্ঞানে নিপুণ মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব নিজেদের উত্তম বাক্য এই ভাবে উপস্থাপিত করিলেন॥ ২১

নকুল-সহদেবাবূচতুঃ।

আসীনশ্চ শয়ানশ্চ বিচরন্নপি বা স্থিতঃ।
অর্থযোগং দৃঢ়ং কুর্য্যাদ্‌ যোগৈরুচ্চাবচৈরপি ॥২২

অস্মিংস্তু বৈ বিনির্বৃত্তে দুর্লভে পরমপ্রিয়ে।
ইহ কামানবাপ্নোতি প্রত্যক্ষং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩

যোঽর্থো ধর্মেণ সংযুক্তো ধর্মো যশ্চার্থসংযুতঃ।
তদ্ধি ত্বামৃতসংবাদং তস্মাদেতৌ মতাবিহ ॥ ২৪

অনর্থস্য ন কামোঽস্তি তথার্থোঽধর্মিণঃ কুতঃ।
তস্মাদুদ্বিজতে লোকো ধর্মার্থাদ্‌ যো বহিষ্কৃতঃ ॥২৫

তস্মাদ্‌ ধর্মপ্রধানেন সাধ্যোঽর্থঃ সংযতাত্মনা।
বিশ্বস্তেষু হি ভূতেষু কল্পতে সর্ব্বমেব হি ॥ ২৬

ধর্মং সমাচরেৎ পূর্বং ততোঽর্থং ধর্মসংযুতম্‌।
ততঃ কামং চরেৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থঃ স হি তৎপরম্‌ ॥২৭

নকুল ও সহদেব বলিলেন,—মহারাজ! মানুষ উপবেশন শয়ন ও বিচরণ করিতে করিতে অথবা অবস্থান করিতে করিতে সব সময় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ববিধ উপায়ে ধনের সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিবে ॥২২

ধন অত্যন্ত প্রিয় ও দুর্লভ বস্তু। তাহার প্রাপ্তি অথবা সিদ্ধি হইলে পর মানুষ সংসারে নিজের সমস্ত কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩

যে ধন ধর্ম্মযুক্ত এবং যে ধর্ম্ম ধনসম্পন্ন, উহা নিশ্চিতরূপে আপনার পক্ষে অমৃততুল্য হইবে—ইহাই আমাদের উভয়ের অভিমত ॥ ২৪

নির্ধন মানুষের কামনা পূর্ণ হয় না এবং ধর্ম্মহীন মানুষের ধনই বা কিভাবে লাভ হইবে? যে মানুষ ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ধন হইতে বঞ্চিত, তাহা হইতে সকল লোকে উদ্বিগ্ন হয় ॥ ২৫

সেইজন্য মানুষ নিজের মনকে সংযমে রাখিয়া জীবনে ধর্ম্মের প্রধানতা দানপূর্ব্বক প্রথমে ধর্ম্মাচরণ করত পরে ধনের অর্জন করিবে; কারণ, ধর্ম্মপরায়ণ পুরুষেরই প্রতি সমস্ত প্রাণীর বিশ্বাস থাকে এবং সকল প্রাণী যখন বিশ্বাস করিতে থাকে, তখন মানুষের সকল কার্য্য স্বতই সিদ্ধ হইয়া যায় ॥ ২৬

অতএব সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মাচরণ করিবে, পরে ধর্ম্মযুক্ত ধন সংগ্রহ করিবে। ইহার পর উভয়েরই আনুকূল্য করিতে করিতে কামের উপভোগ করিবে। এইভাবে ত্রিবর্গের সংগ্রহের দ্বারা মানুষ সফলমনোরথ হইয়া যায় ॥ ২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিরেমতুস্তু তদ্‌ বাক্যমুক্ত্বা তাবশ্বিনোঃ সুতৌ।
ভীমসেনস্তদা বাক্যমিদং বক্তুং প্রচক্রমে ॥ ২৮

ভীমসেন উবাচ।

নাকামঃ কাময়ত্যর্থং নাকামো ধর্ম্মমিচ্ছতি।
নাকামঃ কাময়ানোঽস্তি তস্মাৎ কামো বিশিষ্যতে ॥ ২৯

কামেন যুক্তা ঋষয়স্তপস্যেব সমাহিতাঃ।
পলাশফলমূলাদা বায়ুভক্ষাঃ সুসংযতাঃ ॥ ৩০

বেদোপবেদেষ্বপরে যুক্তাঃ স্বাধ্যায়পারগাঃ।
শ্রাদ্ধযজ্ঞক্রিয়ায়াঞ্চ তথা দানপ্রতিগ্রহে ॥ ৩১

বণিজঃ কর্ষকা গোপাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা।
দেবকর্মকৃতশ্চৈব যুক্তাঃ কামেন কর্মসু ॥ ৩২

সমুদ্রং বা বিশন্ত্যন্যে নরাঃ কামেন সংযুতাঃ।
কামো হি বিবিধাকারো সর্বং কামেন সন্ততম্‌ ॥ ৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই কথা বলিয়া নকুল ও সহদেব বিরত হইলেন। তখন ভীমসেন এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥২৮

ভীমসেন বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ! যাহার মনে কোন কামনা নাই, তাহার ধনার্জনের কোন ইচ্ছা থাকে না এবং ধর্ম্মাচরণেরও কোনরূপ অভিলাষ হয় না। কামনাহীন মানুষ তো কামের (ভোগের)-ও বাসনা করে না, সেইজন্য ত্রিবর্গের মধ্যে কামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ২৯

কোন না কোন কামনায় সংযুক্ত হইয়াই ঋষিগণ তপস্যায় মনঃসংযোগ করেন। তাঁহারা ফল, মূল ও পত্র ভোজন করেন এবং বায়ুমাত্র পান করত মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিয়া রাখেন ॥ ৩০

কামনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই সকল মানুষ বেদ ও উপবেদসমূহের স্বাধ্যায় করেন এবং উহাতে পারদর্শী বিদ্বান্‌ হন্‌। কামনার জন্যই শ্রাদ্ধকর্ম্ম, যজ্ঞকর্ম্ম, দান ও প্রতিগ্রহে মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩১

বণিক্‌, কৃষক, গোপ, কারু ও শিল্পিগণ এবং দেবসম্বন্ধী কার্য্যকারী মনুষ্যগণ কামনানুসারে নিজ নিজ কর্ম্মে নিরত থাকে ॥৩২

কামনাযুক্ত অপর বহু মানুষ সমুদ্রেও প্রবিষ্ট হয়। কামনা বিবিধ রূপবিশিষ্ট এবং সমস্ত কার্য্যই কামনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥৩৩

নাস্তি নাসীন্নাভবিষ্যদ্ ভূতং কামাত্মকাৎ পরম্ ।
এতৎ সারং মহারাজ ধর্মার্থাবত্র সংস্থিতৌ ॥ ৩৪
নবনীতং যথা দধ্নস্তথা কামোঽর্থধর্মতঃ ।
শ্রেয়স্তৈলং হি পিণ্যাকাদ্ ঘৃতং শ্রেয় উদশ্বিতঃ ॥
শ্রেয়ঃ পুষ্পফলং কাষ্ঠাৎ কামো ধর্মার্থয়োর্বরঃ ॥ ৩৫
পুষ্পতো মধ্বিব রসঃ কাম আভ্যাং তথা স্মৃতঃ ।
কামো ধর্মার্থয়োর্যোনিঃ কামশ্চাথ তদাত্মকঃ ॥ ৩৬
নাকামতো ব্রাহ্মণাঃ স্বন্নমর্থা-
ন্নাকামতো দদতি ব্রাহ্মণেভ্যঃ ।
নাকামতো বিবিধা লোকচেষ্টা
তস্মাৎ কামঃ প্রাক্ ত্রিবর্গস্য দৃষ্টঃ ॥ ৩৭
সুচারুবেশাভিরলঙ্কৃতাভি-
র্মদোৎকটাভিঃ প্রিয়দর্শনাভিঃ
রমস্ব যোষাভিরুপেত্য কামং
কামো হি রাজন্ পরমো ভবেন্নঃ ॥ ৩৮

বুদ্ধির্মমৈষা পরিখাস্থিতস্য
মা ভূদ্ বিচারস্তব ধর্মপুত্র ।
স্যাৎ সংহিতং সদ্ভিরফল্গুসারং
সমেতি বাক্যং পরমানৃশংসম্ ॥ ৩৯
ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
যো হ্যেকভক্তঃ স নরো জঘন্যঃ ।
তয়োস্তু দাক্ষ্যং প্রবদন্তি মধ্যং
স উত্তমো যোঽভিরতস্ত্রিবর্গে ॥ ৪০
প্রাজ্ঞঃ সুহৃচ্চন্দনসারলিপ্তো
বিচিত্রমাল্যাভরণৈরুপেতঃ ।
ততো বচঃ সংগ্রহবিস্তরেণ
প্রোক্ত্বাথ বীরান্ বিররাম ভীমঃ ॥৪১
ততো মুহূর্তাদথ ধর্মরাজো
বাক্যানি তেষামনুচিন্ত্য সম্যক্ ।
উবাচ বাচাবিতথং স্ময়ন্ বৈ
লব্ধশ্রুতো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪২

সকল প্রাণীই কামনাযুক্ত। সকাম হইতে ভিন্ন নিষ্কাম প্রাণী কেহই নাই, কেহ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইবে না; অতএব এই কামই ত্রিবর্গের সার। মহারাজ! ধর্ম ও অর্থও এই কামেরই উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিত আছে ॥ ৩৪

যেরূপ দধির সার মাখন, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থের সার হইল কাম। যেরূপ পিণ্যাক (খোল) হইতে শ্রেষ্ঠ তৈল, তক্র (ঘোল) হইতে শ্রেষ্ঠ ঘৃত এবং বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ তাহার পুষ্প ও ফল, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থ এই উভয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইল কাম ॥ ৩৫

যেরূপ পুষ্প হইতে উহার মধুতুল্য রস শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ধর্ম ও অর্থ হইতে কামই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাম ধর্ম ও অর্থের কারণ, অতএব উহাই ধর্ম এবং অর্থস্বরূপ ॥ ৩৬

কোন কামনা না করিয়া ব্রাহ্মণগণ উত্তম অন্ন ভোজন করেন না এবং কোন কামনা না করিয়া কেহই ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করেন না। জগতে প্রাণিগণের যে নানাপ্রকার চেষ্টা দেখা যায়, উহাও বিনা কামনায় হয় না, অতএব ত্রিবর্গের মধ্যে কামেরই প্রথম প্রধান স্থান দেখা যায় ॥ ৩৭

রাজন্! অতএব আপনি কাম অবলম্বন করত সুন্দর বেশধারিণী, আভরণে বিভূষিতা, দেখিতে মনোহরা ও মদমত্তা যুবতীগণের সহিত বিহার করুন। আমাদের এ জগতে কামকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা উচিত ॥ ৩৮

ধর্মপুত্র! আমি পরিখামধ্যে অবস্থান করত অর্থাৎ পরিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা অনুশীলন করত এরূপ নিশ্চয় করিয়াছি। আমার এই অভিমত আপনার কোনরূপ বিচার বিবেচনা করা উচিত নহে। আমার এই বাক্য উত্তম, কোমল, শ্রেষ্ঠ, তুচ্ছতাহীন এবং সারভূত, অতএব শ্রেষ্ঠ পুরুষও ইহাই স্বীকার করেন ॥ ৩৯

আমার বিচার হইতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের একই সঙ্গে সেবন করা উচিত। যে ব্যক্তি এই ত্রিবর্গের মধ্যে একেরই সেবা করে, সেই ব্যক্তি অধম, যে ব্যক্তি দুইটির সেবা করে, সে মধ্যম এবং যে ত্রিবর্গে সমানভাবে অনুরক্ত, সেই মানুষ উত্তম ॥৪০

বুদ্ধিমান্, সুহৃৎ, চন্দনসারে চর্চিত, বিচিত্র মাল্য ও আভরণে বিভূষিত ভীমসেন সেই বীর বন্ধুগণকে সংক্ষেপ এবং বিস্তার সহকারে পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া নীরব হইলেন ॥ ৪১

যিনি মহাত্মাগণের নিকট হইতে ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন, সেই ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্তকাল বক্তাদিগের সকল বাক্য সর্বতোভাবে পর্যালোচনা করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে এই যথার্থ বাক্য বলিলেন ॥ ৪২ নিজের

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নিঃসংশয়ং নিশ্চিতধর্ম্মশাস্ত্রাঃ
সর্ব্বে ভবন্তো বিদিতপ্রমাণাঃ।
বিজ্ঞাতুকামস্তু মমেহ বাক্য-
মুক্তং যদ্ বৈ নৈষ্ঠিকং তচ্ছ্রুতং মে।
ইদং ত্ববশ্যং গদতো মমাপি
বাক্যং নিবোধধ্বমনন্যভাবাঃ॥ ৪৩

যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে
নার্থে ন ধর্ম্মে মনুজো ন কামে।
বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্টকাঞ্চনো
বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ॥ ৪৪

ভূতানি জাতিস্মরণাত্মকানি
জরাবিকারৈশ্চ সমন্বিতানি।
ভূয়শ্চ তৈস্তৈঃ প্রতিবোধিতানি
মোক্ষং প্রশংসন্তি ন তঞ্চ বিদ্মঃ॥ ৪৫

স্নেহেন যুক্তস্য ন চাস্তি মুক্তি-
রিতি স্বয়ম্ভূর্ভগবানুবাচ।
বুধাশ্চ নির্ব্বাণপরা ভবন্তি
তস্মান্ন কুর্য্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ॥ ৪৬

এতৎ প্রধানঞ্চ ন কামকারো
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।
ভূতানি সর্ব্বাণি বিধিনিযুঙ্‌ক্তে
বিধির্ব্বলীয়ানিতি বিত্ত সর্ব্বে॥ ৪৭

ন কর্ম্মণাপ্নোত্যনবাপ্যমর্থং
যদ্ ভাবি তদ্ বৈ ভবতীতি বিত্ত।
ত্রিবর্গহীনোঽপি হি বিন্দতেঽর্থং
তস্মাদহো লোকহিতায় গুহ্যম্॥ ৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তদগ্র্যং বচনং মনোনুগং
সমস্তমাজ্ঞায় ততো হি হেতুমৎ।
তদা প্রণেদুশ্চ জহর্ষিরে চ তে
কুরুপ্রবীরায় চ চাক্রুরেঽঞ্জলিম্॥ ৪৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, আপনারা সকলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের উপর বিচার করত এই নিশ্চয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনারা সর্ব্ববিধ প্রমাণেরও জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। আমি সকলের অভিপ্রায় জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, সেই আমার সম্মুখে এই যে আপনারা নিজ নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তৎসমস্তই আমি একমনে শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমি যাহা কিছু বলিব, আমার সেই বাক্য আপনারা একাগ্রচিত্ত হইয়া অবশ্যই শ্রবণ করুন॥ ৪৩

যিনি পাপে নিরত থাকেন না এবং পুণ্যেও রত থাকেন না, যিনি অর্থোপার্জনে তৎপর থাকেন না, যিনি কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না ও যিনি নিজেরও কামনা পুরণে চেষ্টা করেন না, সেই সর্ব্ববিধ দোষশূন্য মানুষ দুঃখ এবং সুখপ্রদ সিদ্ধি হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া যান। এই সময় তাঁহার মৃত্তিকা ও স্বর্ণে সমান ভাব উদয় হয়॥ ৪৪

যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের বিষয় স্মরণ করিতে সমর্থ এবং জরাবিকার-যুক্ত, সেই সব মনুষ্যগণ নানাপ্রকার সাংসারিক দুঃখসমূহের উপভোগ হইতে নিরন্তর পীড়িত হইয়া মুক্তিরই প্রশংসা করেন, কিন্তু আমরা সেই মোক্ষের বিষয়ে কিছুই জানি না॥ ৪৫

স্বয়ম্ভু ভগবান্ ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যাহার মনে আসক্তি আছে, তাহার কখনও মুক্তি হয় না। আসক্তিশূন্য জ্ঞানী মানুষই মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন। অতএব মুমুক্ষু পুরুষের কর্ত্তব্য হইল—কাহারও প্রিয় অথবা অপ্রিয় না করা॥ ৪৬

এইরূপ বিচার করাই মোক্ষের প্রধান উপায়, স্বেচ্ছাচার করা নহে। বিধাতা আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি সেই কার্য্য করি, অতএব আপনাদের সকলের ইহা জানা আবশ্যক যে, বিধাতাই সর্ব্বত্র বলবান্॥ ৪৭

মানুষ কর্ম্মের দ্বারা অপ্রাপ্য অর্থ লাভ করিতে পারে না। যাহা হইবার, উহা হইবেই; এই বিষয় আপনারা অবগত হউন। মানুষ ত্রিবর্গশূন্য হইলে পরই আবশ্যক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব মোক্ষপ্রাপ্তির গূঢ় উপায় (জ্ঞান)-ই জগতের বাস্তবিক কল্যাণ করিয়া থাকে॥ ৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কথিত বাক্য অতিশয় উত্তম, যুক্তিযুক্ত ও মনের অনুকূল। উহা পূর্ণরূপে বুঝিয়া সেই সব ভ্রাতা তখন প্রসন্ন হইয়া হর্ষনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে কুরুকুলের প্রধান বীর যুধিষ্ঠিরকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া প্রণাম করিলেন॥ ৪৯

সুচারুবর্ণাক্ষরচারুভূষিতাং
মনোনুগাং নির্ধুতবাক্যকণ্টকাম্।
নিশম্য তাং পার্থিব পার্থভাষিতাং
গিরং নরেন্দ্রাঃ প্রশশংসুরেব তে ॥ ৫০
স চাপি তান্ ধর্মসুতো মহামনা—
স্তদা প্রতীতান্ প্রশশংস বীর্য্যবান্।

জনমেজয়! যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্যে কোনরূপ দোষ ছিল না। এই বাক্য অত্যন্ত সুন্দর স্বর ও অক্ষর সকলের সন্নিবেশে বিভূষিত এবং মনের অনুকূল ছিল, ইহা শ্রবণ করত সমস্ত রাজগণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৫০

পুনশ্চ পপ্রচ্ছ সরিদ্বরাসুতং
ততঃ পরং ধর্মমহীনচেতসম্ ॥ ৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি ষড়্‌জগীতায়াং সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৬৭

পরাক্রমশালী ধর্মপুত্র মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও সেই সব বিশ্বাসপাত্র নরপতিগণ এবং বন্ধুদিগের প্রশংসা করিলেন ও পুনরায় উদারচেতা গঙ্গানন্দন ভীষ্মের নিকট গমন করত উত্তম ধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন ॥ ৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে ষড়্‌জগীতাবিষয়ক সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

সন্ধেয়াসন্ধেয়পুরুষাণাং লক্ষণবর্ণনম্, কৃতঘ্ন-গৌতমস্য বৃত্তান্তারম্ভশ্চ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।
পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ কুরূণাং প্রীতিবর্ধন।
প্রশ্নং কঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
কীদৃশা মানবাঃ সৌম্যাঃ কৈঃ প্রীতিঃ পরমা ভবেৎ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ কে ক্ষমাস্তান্ বদস্ব মে ॥২
ন হি তত্র ধনং স্ফীতং ন চ সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ।
তিষ্ঠন্তি যত্র সুহৃদস্তিষ্ঠন্তীতি মতির্মম ॥ ৩

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[সন্ধি করিবার যোগ্য ও অযোগ্য পুরুষের লক্ষণ বর্ণন এবং কৃতঘ্ন গৌতমের কথা আরম্ভ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কৌরবকুলের প্রীতিবর্দ্ধন মহাজ্ঞানী পিতামহ! আমি আরও কিছু প্রশ্ন আপনার সম্মুখে উপস্থাপিত করিব। আপনি আমার এই প্রশ্নের বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া উত্তর দান করুন ॥ ১

মনুষ্যগণ কিভাবে সৌম্য-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে? কাহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন করা কল্যাণজনক হইয়া থাকে? বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে কিরূপ মনুষ্যগণ উপকার করিতে সমর্থ হয়? এ সমস্তই আমার নিকট বর্ণন করুন। ২

আমার ত' এই ধারণা আছে যে, যেস্থানে সুহৃদগণ বর্ত্তমান থাকে, সেস্থানে প্রভূত ধনও কোন কিছু কার্য্য করিতে পারে না এবং সম্বন্ধী ও বন্ধু-বান্ধবগণ অবস্থান করিতে পারেন না। ৩

দুর্লভো হি সুহৃচ্ছ্রোতা দুর্লভশ্চ হিতঃ সুহৃৎ।
এতদ্ ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ সর্বং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪
ভীষ্ম উবাচ।
সন্ধেয়ান্ পুরুষান্ রাজন্নসন্ধেয়াংশ্চ তত্ত্বতঃ।
বদতো মে নিবোধ ত্বং নিখিলেন যুধিষ্ঠির ॥ ৫
লুব্ধঃ ক্রূরস্ত্যক্তধর্মা নিকৃতিঃ শঠ এব চ।
ক্ষুদ্রঃ পাপসমাচারঃ সর্বশঙ্কী তথালসঃ ॥ ৬

হিতবাক্য শ্রবণকারী সুহৃদ্ দুর্লভ এবং হিতকারী সুহৃদ্‌ও দুর্লভ। ধর্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পিতামহ! এই সব প্রশ্নবিষয়ে আপনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করত উত্তর দান করুন ॥ ৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! কোন্ পুরুষগণের সহিত সন্ধিস্থাপন (মিত্রতা) করা উচিত এবং কাহাদের সহিত উচিত নহে? এই কথা আমি তোমাকে যথাযথভাবে বলিব। তুমি সব কিছু একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ৫

যে ব্যক্তি লোভী, ক্রূর, ধর্মত্যাগী, কপটী, শঠ, ক্ষুদ্র, পাপাচারী, সকলের প্রতি সন্দেহকারী, অলস, দীর্ঘসূত্রী, কুটিল, নিন্দিত, গুরুপত্নীগামী, সঙ্কটের সময় যে পরিত্যাগ করিয়া যায়, যে দুরাত্মা, নির্লজ্জ, সর্ব্বদিকে পাপপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন, নাস্তিক, বেদনিন্দাকারী, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত না করিয়া ইচ্ছানুসারে বিচরণকারী, মিথ্যাবাদী, সকলের দ্বেষপাত্র, নিজের

দীর্ঘসূত্রোঽনৃজুঃ ক্রুষ্টো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ।
ব্যসনে যঃ পরিত্যাগী দুরাত্মা নিরপত্রপঃ॥ ৭
সর্ব্বতঃ পাপদর্শী চ নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।
সম্প্রকীর্ণেন্দ্রিয়ো লোকে যঃ কামং নিরতশ্চরেৎ॥ ৮
অসত্যো লোকবিদ্বিষ্টঃ সময়ে চানবস্থিতঃ।
পিশুনোঽথাকৃতপ্রজ্ঞো মৎসরী পাপনিশ্চয়ঃ॥ ৯
দুঃশীলোঽথাকৃতাত্মা চ নৃশংসঃ কিতবস্তথা।
মিত্রৈরপকৃতির্নিত্যমিচ্ছতেঽর্থং পরস্য যঃ॥ ১০
দদতশ্চ যথাশক্তি যো ন তুষ্যতি মন্দধীঃ।
অধৈর্য্যমপি যো যুঙ্‌ক্তে সদা মিত্রং নরর্ষভ॥ ১১
অস্থানক্রোধনোঽযুক্তো যশ্চাকস্মাদ্‌ বিরুধ্যতে।
সুহৃদশ্চৈব কল্যাণানাশু ত্যজতি কিল্বিষী॥ ১২
অল্পেঽপ্যপকৃতে মূঢ়স্তথাজ্ঞানাৎ কৃতেঽপি চ।
কার্য্যসেবী চ মিত্রেষু মিত্রদ্বেষী নরাধিপঃ॥ ১৩
শত্রুর্মিত্রমুখো যশ্চ জিহ্মপ্রেক্ষী বিলোচনঃ।
ন বিরজ্যতি কল্যাণে যস্ত্যজেৎ তাদৃশং নরম্‌॥ ১৪
পানপো দ্বেষণঃ ক্রোধী নির্ঘৃণঃ পরুষস্তথা।
পরোপতাপী মিত্রধ্রুক্‌ তথা প্রাণিবধে রতঃ॥ ১৫
কৃতঘ্নশ্চাধমো লোকে ন সন্ধেয়ঃ কদাচন।
ছিদ্রান্বেষী হ্যসন্ধেয়ঃ সন্ধেয়ানপি মে শৃণু॥ ১৬
কুলীনা বাক্যসম্পন্না জ্ঞানবিজ্ঞানকোবিদাঃ।
রূপবন্তো গুণোপেতাস্তথাঽলুব্ধা জিতশ্রমাঃ॥ ১৭
সন্মিত্রাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ সর্বজ্ঞা লোভবর্জিতাঃ।
মাধুর্য্যগুণসম্পন্নাঃ সত্যসন্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ॥ ১৮
ব্যায়ামশীলাঃ সততং কুলপুত্রাঃ কুলোদ্বহাঃ।
দোষৈঃ প্রমুক্তাঃ প্রথিতাস্তে গ্রাহ্যাঃ পার্থিবৈর্নরাঃ॥১৯
যথাশক্তি সমাচারাঃ সম্প্রতুষ্যন্তি হি প্রভো।
নাস্থানে ক্রোধবন্তশ্চ ন চাকস্মাদ্‌ বিরাগিণঃ।
বিরক্তাশ্চ ন দুষ্যন্তি মনসাপ্যর্থকোবিদাঃ॥ ২০
আত্মানং পীড়য়িত্বাপি সুহৃৎকার্য্যপরায়ণাঃ।
বিরজ্যন্তি ন মিত্রেভ্যো বাসো রক্তমিবাবিকম্‌॥২১

প্রতিজ্ঞায় স্থির থাকে না, খল, অপবিত্রবুদ্ধি, ঈর্ষালু, পাপপূর্ণ সিদ্ধান্তকারী, দুষ্টস্বভাব, মনকে বশীভূত রাখিতে অসমর্থ, নৃশংস, ধূর্ত্ত, মিত্রগণের অনিষ্টকারী, সর্ব্বদা অপরের ধন গ্রহণ করিতে অভিলাষী, যথাশক্তি দানকারীর উপরও অসন্তুষ্ট, অসাবধান, মন্দবুদ্ধি, মিত্রকেও সতত ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিয়া থাকে, অস্থানে ক্রোধপ্রকাশকারী, অকস্মাৎ বিরোধী হইয়া কল্যাণকারী সুহৃদ্‌গণকেও সত্বর পরিত্যাগ করে, না জানিয়া অল্পও অপরাধ করিলে মিত্রের অনিষ্টকারী, পাপী, নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই মিত্রগণের সহিত সদ্‌ভাবস্থাপনকারী, প্রকৃতপক্ষে মিত্রদ্বেষী, মুখে মিত্রতার কথা বলিয়া অন্তরে শত্রুতা পোষণকারী, কুটিলদৃষ্টি, বিপরীতদর্শী, উপকার করা হইতে অবিরত মিত্রকে পরিত্যাগকারী, মদ্যপায়ী, দ্বেষী, ক্রোধী, নির্দ্দয়, ক্রূর, অপরকে সন্তাপদায়ী, মিত্রদ্রোহী, প্রাণিগণের হিংসায় তৎপর, কৃতঘ্ন ও নীচ, জগতে এরূপ মানুষের সহিত কখনও সন্ধি স্থাপন করিবে না। যে অপরের ছিদ্রান্বেষী, সেই ব্যক্তিও সন্ধির যোগ্য নহে। এখন সন্ধিস্থাপনের যোগ্য পুরুষের কথা বলিব, তুমি শ্রবণ কর॥ ৬-১৬

যাঁহারা কুলীন, বলিতে সমর্থ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুশল, রূপবান্‌, গুণবান্‌, লোভহীন, শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া শ্রান্ত হন্‌ না, উত্তম মিত্রসম্পন্ন, কৃতজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, নির্লোভ, মধুর স্বভাববিশিষ্ট, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সতত ব্যায়ামশীল, উত্তম বংশের সন্তান, নিজের কুলের ভার বহন করিতে সমর্থ, দোষহীন ও লোকবিখ্যাত, এরূপ ব্যক্তিদিগকে রাজা নিজের মিত্ররূপে গ্রহণ করিবেন॥ ১৭-১৯

প্রভো! যাঁহারা নিজের শক্তি অনুসারে কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, অকারণ ক্রোধ করেন না, অকস্মাৎ স্নেহত্যাগ করেন না, উদাসীন হইলে পরও মনে কখনও কাহাকে দোষারোপ করেন না, অর্থতত্ত্ব-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, নিজেকে কষ্টমধ্যে পাতিত করিয়াও হিতৈষী পুরুষগণের কার্য্যসিদ্ধি করেন, যেরূপ রক্তবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র কখনও নিজের বর্ণ ত্যাগ করে না, সেইরূপ যাঁহারা কখনও মিত্রদের প্রতি বিরক্ত হন্‌ না, যাঁহারা ক্রোধবশতঃ মিত্রের অনর্থ করিতে প্রবৃত্ত হন্‌ না, লোভ ও মোহের বশীভূত হইয়া মিত্রের যুবতীগণের প্রতি নিজের আসক্তিভাব দেখান না, যাঁহারা মিত্রের বিশ্বাসপাত্র, ধর্ম্মে অনুরক্ত, যাঁহাদের দৃষ্টিতে মৃত্তিকা ও স্বর্ণ উভয়ই সমান, যাঁহারা সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি সর্ব্বদা সুস্থির বুদ্ধিসম্পন্ন, সকলের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রের অনুসারে শাস্ত্রপথে চলেন,

ক্রোধাচ্চ লোভ-মোহাভ্যাং নানর্থে যুবতীষু চ।
ন দর্শয়ন্তি সুহৃদো বিশ্বস্তা ধর্মবৎসলাঃ ॥ ২২
লোষ্টকাঞ্চনতুল্যার্থাঃ সুহৃৎসু দৃঢ়বুদ্ধয়ঃ।
যে চরন্ত্যভিমানানি সৃষ্টার্থমনুষঙ্গিণঃ ॥ ২৩
সংগৃহ্নন্তঃ পরিজনং স্বাম্যর্থপরমাঃ সদা।
ঈদৃশৈঃ পুরুষশ্রেষ্ঠৈর্যঃ সন্ধিং কুরুতে নৃপঃ ॥ ২৪
তস্য বিস্তীর্যতে রাজ্যং জ্যোৎস্না গ্রহপতেরিব।
শাস্ত্রনিত্যা জিতক্রোধা বলবন্তো রণে সদা ॥ ২৫
জন্মশীলগুণোপেতাঃ সন্ধেয়াঃ পুরুষোত্তমাঃ।
যে চ দোষসমাযুক্তা নরাঃ প্রোক্তা ময়ানঘ ॥ ২৬
তেষামপ্যধমা রাজন্ কৃতঘ্না মিত্রঘাতকাঃ।
ত্যক্তব্যাস্তু দুরাচারঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বিস্তরেণাথ সম্বন্ধং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যঃ প্রোক্তস্তদ্ বদস্ব মে ॥ ২৮

ভীষ্ম উবাচ।

হন্ত তে বর্তয়িষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
উদীচ্যাং দিশি যদ্ বৃত্তং ম্লেচ্ছেষু মনুজাধিপ ॥ ২৯
ব্রাহ্মণো মধ্যদেশীয়ঃ কশ্চিদ্ বৈ ব্রহ্মবর্জিতঃ।
গ্রামং বৃদ্ধিযুতং বীক্ষ্য প্রাবিশদ্ ভৈক্ষ্যকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৩০
তত্র দস্যুর্ধনযুতঃ সর্ববর্ণবিশেষবিৎ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ দানে চ নিরতোঽভবৎ ॥ ৩১
তস্য ক্ষয়মুপাগম্য ততো ভিক্ষামযাচত।
প্রতিশ্রয়ঞ্চ বাসার্থং ভিক্ষাং চৈবাথ বার্ষিকীম্ ॥ ৩২
প্রাদাৎ তস্মৈ স বিপ্রায় বস্ত্রঞ্চ সদৃশং নবম্।
নারীং চাপি বয়োপেতাং ভর্ত্রা বিরহিতাং তথা ॥৩৩
এতৎ সম্প্রাপ্য হৃষ্টাত্মা দস্যোঃ সর্বং দ্বিজস্তথা।
তস্মিন্ গৃহবরে রাজংস্তয়া রেমে স গৌতমঃ ॥৩৪
কুটুম্বার্থঞ্চ দাস্যাশ্চ সাহায্যং চাপ্যথাকরোৎ।
তত্রাবসৎ স বর্ষাংশ্চ সমৃদ্ধে শবরালয়ে ॥ ৩৫
বাণবেধে পরং যত্নমকরোচ্চৈব গৌতমঃ।
চক্রাঙ্গান্ স চ নিত্যং বৈ সর্বতো বনগোচরান্ ॥ ৩৬

প্রারব্ধবশতঃ প্রাপ্ত ধনেই সন্তুষ্ট থাকেন, কুটুম্ব সংগ্রহ করিতে করিতে সদা নিজের সুহৃদ্ ও প্রভুর কার্য্য-সাধনে তৎপর থাকেন, এরূপ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সহিত যে রাজা সন্ধি করেন, তাঁহার রাজ্য সেইভাবে বর্দ্ধিত হয়, যেরূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্না ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে ॥ ২০-২৪½

যাঁহারা প্রতিদিন শাস্ত্রের স্বাধ্যায় করেন, ক্রোধকে সংযত রাখেন এবং যুদ্ধে সর্ব্বদা প্রবল থাকেন, যাঁহারা উত্তম কুলে জন্মলাভ করিয়াছেন, শীলবান্ ও শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন, এই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণই সন্ধি স্থাপনের যোগ্য ॥ ২৫½

নিষ্পাপ রাজন্! আমি যে সব দোষযুক্ত মনুষ্যগণের কথা বলিয়াছি, তাহারা সকলেই অধম ও কৃতঘ্ন। তাহারা মিত্রদিগকে হত্যা পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। এরূপ দুরাচারী নরাধমদিগকে দূর হইতেই পরিত্যাগ করা উচিত। ইহাই সমস্ত মনীষী পুরুষগণের নিশ্চয় ॥ ২৬-২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন, -পিতামহ! আপনি যাকে মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন বলিয়াছেন, তার যথার্থ ইতিহাস আমি সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা করিয়া উহা আমাকে বলুন ।২৮

ভীষ্ম বলিলেন,—নরেশ্বর! আমি প্রীতির সহিত তোমাকে এক পুরাতন ইতিহাস বলিব। এই ঘটনা উত্তর দিকে ম্লেচ্ছ দেশে সংঘটিত হইয়াছিল ॥ ২৯

মধ্যপ্রদেশের বেদাধ্যয়নহীন এক ব্রাহ্মণ কোন এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দেখিয়া সেস্থানে ভিক্ষার ইচ্ছা করিয়া গমন করিলেন ॥ ৩০

সেই গ্রামে এক ধনী দস্যু বাস করিত। এই দস্যু সমস্ত বর্ণের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান্ ছিল। দস্যু হইলেও সে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও দানী ছিল ॥ ৩১

ব্রাহ্মণ তাহার গৃহে যাইয়া ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন। দস্যু ব্রাহ্মণকে বাসোপযোগী একটি গৃহ দিয়া বর্ষকালব্যাপী ভোগযোগ্য অন্নের ভিক্ষার ব্যবস্থা করিল, উপযুক্ত নূতন বস্ত্র দিল এবং তাঁহার সেবা করিবার জন্য পতিহীন এক যুবতী দাসীও প্রদান করিল ॥ ৩২-৩৩

রাজন্! দস্যুর নিকট হইতে এই সমস্ত বস্তু লাভ করত ব্রাহ্মণ মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং সুন্দর গৃহে দাসীর সহিত সেই ব্রাহ্মণ গৌতম আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন ।৩৪

তিনি দাসীর কুটুম্বগণের জন্য সাহায্যও করিতে থাকিলেন। ব্রাহ্মণ সেই সমৃদ্ধিশালী শবরালয়ে বহু বর্ষকাল বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৫

গৌতম এস্থানে বাণ নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার জন্য বিশেষ অভ্যাস করিলেন। রাজন্! গৌতমও দস্যুদের

জঘান গৌতমো রাজন্ যথা দস্যুগণাস্তথা।
হিংসাপটুর্ঘৃণাহীনঃ সদা প্রাণিবধে রতঃ ॥৩৭
গৌতমঃ সংনিকর্ষেণ দস্যুভিঃ সমতামিয়াৎ।
তথা তু বসতস্তস্য দস্যুগ্রামে সুখং তদা ॥ ৩৮
অগমন্ বহবো মাসা নিঘ্নতঃ পক্ষিণো বহূন্।
ততঃ কদাচিদপরো দ্বিজস্তং দেশমাগতঃ ॥ ৩৯
জটাচীরাজিনধরঃ স্বাধ্যায়পরমঃ শুচিঃ।
বিনীতো নিয়তাহারো ব্রহ্মণ্যো বেদপারগঃ ॥ ৪০
স ব্রহ্মচারী তদ্দেশ্যঃ সখা তস্যৈব সুপ্রিয়ঃ।
তং দস্যুগ্রামমগমদ্ যত্রাসৌ গৌতমোঽবসৎ ॥ ৪১
স তু বিপ্রগৃহান্বেষী শূদ্রান্নপরিবর্জকঃ।
গ্রামে দস্যুসমাকীর্ণে ব্যচরৎ সর্বতোদিশম্ ॥ ৪২
ততঃ স গৌতমগৃহং প্রবিবেশ দ্বিজোত্তমঃ।
গৌতমশ্চাপি সম্প্রাপ্তস্তাবন্যোন্যেন সঙ্গতৌ ॥ ৪৩

চক্রাঙ্গভারস্কন্ধং তং ধনুষ্পাণিং ধৃতায়ুধম্।
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং গৃহদ্বারমুপাগতম্ ॥ ৪৪
তং দৃষ্ট্বা পুরুষাদাভমপধ্বস্তং ক্ষয়াগতম্।
অভিজ্ঞায় দ্বিজো ব্রীড়ন্নিদং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৪৫
কিমিদং পুরুষো মোহাদ্ বিপ্রস্ত্বং হি কুলোদ্বহঃ।
মধ্যদেশপরিজ্ঞাতো দস্যুভাবং গতঃ কথম্ ॥ ৪৬
পূর্বান্ স্মর দ্বিজ জ্ঞাতীন্ প্রখ্যাতান্ বেদপারগান্।
তেষাং বংশেঽভিজাতস্ত্বমীদৃশঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৪৭
অববুধ্যাত্মনাঽঽত্মানং সত্ত্বং শীলং শ্রুতং দমম্।
অনুক্রোশঞ্চ সংস্মৃত্য ত্যজ বসমিমং দ্বিজ ॥ ৪৮
স এবমুক্তঃ সুহৃদা তেন তত্র হিতৈষিণা।
প্রত্যুবাচ ততো রাজন্ বিনিশ্চিত্য তদার্তবৎ ॥ ৪৯
নির্ধনোঽস্মি দ্বিজশ্রেষ্ঠ নাপি বেদবিদপ্যহম্।
বিত্তার্থমিহ সম্প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং দ্বিজসত্তম ॥ ৫০

ন্যায় প্রতিদিন বনের চারিদিকে বিচরণ করিতে করিতে হংস শিকার করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই ব্রাহ্মণ হিংসাবৃত্তিতে অতিশয় নিপুণ হইয়া উঠিলেন, ক্রমশঃ নির্দ্দয় হইয়া পড়িলেন, এবং সর্ব্বদা প্রাণিগণকে বধ করিবার জন্য উদ্যত থাকিলেন ॥ ৩৬-৩৭

দস্যুগণের নিকটে বাস করিতে থাকায় গৌতমও তাহাদের ন্যায় দস্যু হইয়া উঠিলেন। দস্যুগণের গ্রামে সুখের সহিত বাস করত প্রতিদিন বহু সংখ্যক পক্ষীকে বধ করিতে করিতে তাঁহার বহু মাস অতিবাহিত হইয়া যাইল ॥ ৩৮½

তদনন্তর একদিন অন্য এক জটা, বল্কল ও মৃগচর্ম্মধারী ব্রাহ্মণ সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বাধ্যায়-পরায়ণ, পবিত্র, বিনয়ী, নিয়মানুকূল ভোজনকারী, ব্রাহ্মণভক্ত এবং বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন ॥ ৩৯-৪০

এই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ গৌতমেরই গ্রামবাসী ও তাঁহার পরম প্রিয় মিত্র ছিলেন। তিনি ভিক্ষাদির জন্য ভ্রমণ করিতে করিতে দস্যুদের সেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে গৌতম বাস করিতেছেন ॥ ৪১

তিনি শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতেন না, সেইজন্য দস্যুগণে পূর্ণ সেই গ্রামে ব্রাহ্মণের গৃহ অন্বেষণ করিতে করিতে চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪২

তারপর সেই দ্বিজোত্তম যখন গৌতমের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গৌতমও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইভাবে সেই দিনে তাঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল ॥ ৪৩

ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—গৌতমের স্কন্ধে মৃত হংস আছে, হস্তে ধনু ও বাণ রহিয়াছে এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তে সিক্ত হইয়াছে; গৃহের দ্বারে উপস্থিত গৌতম নরভক্ষী রাক্ষসের ন্যায় প্রতীত হইতেছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় গৃহে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥৪৪-৪৫

অরে! তুমি মোহবশতঃ এ কি করিতেছ? তুমি মধ্যদেশের বিখ্যাত ও কুলীন ছিলে, অথচ কিভাবে তুমি দস্যু হইয়া যাইলে? ৪৬

দ্বিজ! তুমি নিজের পূর্ব্বজগণের কথা স্মরণ কর। তাঁহাদের কিরূপে খ্যাতি ছিল, তাঁহারা কীদৃশ বেদসকলের পারদর্শী বিদ্বান্ ছিলেন! আর তুমি তাঁহাদের বংশে জন্মলাভ করিয়া এরূপ কুলকলঙ্ক হইয়াছ? ৪৭

এখন তুমি নিজেকে নিজে জানিবার জন্য সচেষ্ট হও। তুমি দ্বিজ (ব্রাহ্মণ), অতএব দ্বিজোচিত সত্ত্ব, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সংযম ও দয়াভাব স্মরণ করত নিজের এই বাসভূমি পরিত্যাগ কর ॥ ৪৮

রাজন্! নিজের সেই হিতৈষী সুহৃৎ এইরূপ বলিলে পর গৌতম মনে মনে কিছু নিশ্চয় করত যেন আর্ত্ত হইয় বলিলেন ॥ ৪৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি নির্ধন এবং বেদও জানি না। দ্বিজপ্রবর!

ত্বদ্দর্শনাৎ তু বিপ্রেন্দ্র কৃতার্থোঽস্ম্যত্র বৈ দ্বিজ ।
আবাং হি সহ যাস্যাবঃ শ্বো বসস্বাত্র শর্বরীম্ ॥ ৫১
স তত্র ন্যবসদ্ বিপ্রো ঘৃণী কিঞ্চিদসংস্পৃশন্ ।
ক্ষুধিতশ্ছন্দ্যমানোঽপি ভোজনং নাভ্যনন্দত ॥ ৫২

অতএব আমি ধনার্জন করিবার জন্যই এদিকে আসিয়াছি বলিয়া জান ॥ ৫০

বিপ্রেন্দ্র! আজ আপনার দর্শনে আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। ব্রহ্মন্! আজ রাত্রিতে এ স্থানেই বাস করুন, আগামী কাল আমরা উভয়ে একত্রে গমন করিব ॥ ৫১

সেই ব্রাহ্মণ দয়ালু ছিলেন। গৌতমের অনুরোধে তিনি সেখানে অবস্থান করিলেন, কিন্তু সেখানকার কোনও বস্তু তিনি স্পর্শও করিলেন না। যদিও তিনি ক্ষুধার্ত ছিলেন এবং গৌতম ভোজনের জন্য তাঁহাকে অতিশয় অনুনয় বিনয় করিতেছিলেন, তথাপি কোনরূপেই সেখানকার অন্ন গ্রহণ করিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

সমুদ্রং প্রতি গৌতমস্য প্রস্থানম্, সন্ধ্যায়াং কস্যচিদ্ বক-পক্ষিণো গৃহে আতিথ্যগ্রহণঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে।
নিষ্ক্রম্য গৌতমোঽগচ্ছৎ সমুদ্রং প্রতি ভারত ॥ ১
সামুদ্রিকান্ স বণিজস্ততোঽপশ্যৎ স্থিতান্ পথি।
স তেন সহ সার্থেন প্রযযৌ সাগরং প্রতি ॥ ২
স তু সার্থো মহান্ রাজন্ কস্মিংশ্চিদ্ গিরিগহ্বরে।
মত্তেন দ্বিরদেনাথ নিহতঃ প্রায়শোঽভবৎ ॥ ৩
স কথঞ্চিদ্ ভয়াৎ তস্মাদ্ বিমুক্তো ব্রাহ্মণস্তথা।
কান্দিগ্‌ভূতো জীবিতার্থী প্রদুদ্রাবোত্তরাং দিশম্ ॥৪
স তু সার্থপরিভ্রষ্টস্তস্মাদ্ দেশাৎ তথা চ্যুতঃ।
একাকী ব্যচরৎ তত্র বনে কিংপুরুষো যথা ॥ ৫
স পন্থানমথাসাদ্য সমুদ্রাভিসরং তদা।
আসসাদ বনং রম্যং দিব্যং পুষ্পিতপাদপম্ ॥ ৬

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[সমুদ্রের দিকে গৌতমের প্রস্থান এবং সন্ধ্যার সময় এক দিব্য বকপক্ষীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! যখন রাত্রি অতিবাহিত হইয়া প্রাতঃকাল হইল এবং সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইলেন, তখন গৌতমও গৃহত্যাগ করত সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন ॥ ১

পথে তিনি দেখিলেন, সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসবাসকারী বহু বণিক্ বৈশ্য অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের এই দলের সহিত সমুদ্রের দিকে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২

রাজন্! বৈশ্যদের সেই বিশাল দল কোন এক পর্ব্বতগুহায় শিবির স্থাপন করিল। এই সময়ে এক মদমত্ত হস্তী তাহাদের উপর আক্রমণ করিল। সেই দলের তখন অধিকাংশ মনুষ্যই এই হস্তীর দ্বারা নিহত হয় ॥ ৩

গৌতম ব্রাহ্মণ কোনরূপে সেই ভয় হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই সময় তিনি বিভ্রান্ত হইয়া কোন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না যে, তিনি কোন্ দিকে যাইবেন? নিজের প্রাণরক্ষার জন্য তিনি উত্তরদিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪

বণিক্‌দিগের দল হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়াছিলেন, অতএব সেই দেশ হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া তিনি একাকীই সেই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন; ইহাতে মনে হইতেছিল, যেন কোন এক কিম্পুরুষ বিচরণ করিতেছে ॥ ৫

সেই সময় সমুদ্রদিগ্‌গামী একটি পথ তিনি পাইলেন এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এক দিব্য ও রমণীয় বনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার সমস্ত বৃক্ষ সুন্দর পুষ্পসমূহে সুশোভিত ছিল ॥ ৬

সর্বর্তু কৈরাম্রবণৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্।
নন্দনোদ্দেশসদৃশং যক্ষ-কিন্নরসেবিতম্ ॥ ৭
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কালাগুরুবনৈস্তথা।
চন্দনস্য চ মুখ্যস্য পাদপৈরুপশোভিতম্ ॥
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু তেষু তেষু সুগন্ধিষু। ৮
সমন্ততো দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তত্রাকূজন্ত বৈ তদা।
মনুষ্যবদনাশ্চান্যে ভারুণ্ডা ইতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৯
ভূলিঙ্গশকুনাশ্চান্যে সামুদ্রাঃ পর্বতোদ্ভবাঃ।
স তান্যভিমনোজ্ঞানি বিহগানাং রুতানি বৈ ॥ ১০
শৃণ্বন্ সুরমণীয়ানি বিপ্রোঽগচ্ছত গৌতমঃ।
ততোঽপশ্যৎ সুরম্যেষু সুবর্ণসিকতাচিতে ॥ ১১
দেশে সমে সুখে চিত্রে স্বর্গোদ্দেশসমে নৃপ।
শ্রিয়া জুষ্টং মহাবৃক্ষং ন্যগ্রোধঞ্চ সুমণ্ডলম্ ॥ ১২
শাখাভিরনুরূপাভির্ভূয়িষ্ঠং ছত্রসন্নিভম্।
তস্য মূলঞ্চ সংসিক্তং বরচন্দনবারিণা ॥ ১৩
দিব্যপুষ্পান্বিতং শ্রীমৎ পিতামহসভোপমম্।
তং দৃষ্ট্বা গৌতমঃ প্রীতো মনঃকান্তমনুত্তমম্ ॥ ১৪
মেধ্যং সুরগৃহপ্রখ্যং পুষ্পিতৈঃ পাদপৈর্বৃতম্।
তমাসাদ্য মুদা যুক্তস্তস্যাধস্তাদুপাবিশৎ ॥ ১৫
তত্রাসীনস্য কৌন্তেয় গৌতমস্য সুখঃ শিবঃ।
পুষ্পাণি সমুপস্পৃশ্য প্রববাবনিলঃ শুভঃ।
হ্লাদয়ন্ সর্বগাত্রাণি গৌতমস্য তদা নৃপ ॥ ১৬
স তু বিপ্রঃ প্রশান্তশ্চ স্পৃষ্টঃ পুণ্যেন বায়ুনা।
সুখমাসাদ্য সুষ্বাপ ভাস্করশ্চাস্তমভ্যয়াৎ ॥ ১৭
ততোঽস্তং ভাস্করে যাতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
আজগাম স্বভবনং ব্রহ্মলোকাৎ খগোত্তমঃ ॥ ১৮
নাড়ীজঙ্ঘ ইতি খ্যাতো দয়িতো ব্রহ্মণঃ সখা।
বকরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ কশ্যপস্যাত্মসম্ভবঃ ॥ ১৯
রাজধর্মেতি বিখ্যাতো বভূবাপ্রতিমো ভুবি।
দেবকন্যাসুতঃ শ্রীমান্ বিদ্বান্ দেবসমপ্রভঃ ॥ ২০

সকল ঋতুতে পুষ্প-ফলপ্রদাতা আম্রবৃক্ষসমূহের শ্রেণী সেই বনের শোভা আরও বর্দ্ধিত করিতেছিল যক্ষ ও কিন্নরগণের দ্বারা সেবিত সেই প্রদেশ নন্দনবনের ন্যায় মনোরম মনে হইতেছিল ॥ ৭

শাল, তাল, তমাল, কাল অগুরুর বন ও শ্রেষ্ঠ চন্দন বৃক্ষসকল সেই বনকে সুশোভিত করিতেছিল। সেখানকার রমণীয় ও সুগন্ধিত পর্ব্বতীয় সমতল প্রদেশে চারিদিকে উত্তমোত্তম পক্ষীরা কলরব করিতেছিল। ৮½

কোথাও মনুষ্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট 'ভারুণ্ড' নামক পক্ষিসকল রব করিতেছে। কোথাও সমুদ্রতীরে ও পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত ভুলিঙ্গ পক্ষিগণ ও অন্য বিহঙ্গমগণ কূজন করিতেছে ॥৯½

পক্ষিগণের সেই মধুর মনোহর এবং রমণীয় কলরব শ্রবণ করিতে করিতে গৌতম ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥১০½

নৃপ! তদনন্তর সেই রমণীয় প্রদেশে এরূপ এক স্থান দেখিতে পাইলেন, যাহা সুবর্ণময় বালুকারাশিতে পূর্ণ, সমতল, সুখদ, বিচিত্র এবং স্বর্গীয় ভূমির ন্যায় মনোহর ছিল। এস্থানে গৌতম এক অত্যন্ত সুশোভিত বিশাল বটবৃক্ষ দেখিলেন। এই বৃক্ষ চারিদিকে মণ্ডলাকারে বিস্তৃত ছিল। নিজের বহু সুন্দর শাখা-সকলের দ্বারা এই বটবৃক্ষ এক বিশাল ছত্রের ন্যায় মনে হইতেছিল। ইহার মূল চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা সিক্ত ছিল ॥ ১১-১৩

ব্রহ্মার সভার ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত এই বৃক্ষ দিব্যপুষ্পসমূহে সুশোভিত ছিল। এই মনোরম অত্যুত্তম বটবৃক্ষকে দর্শন করত গৌতম অতিশয় প্রীত হইলেন ॥ ১৪

এই পবিত্র, দেবগৃহসদৃশ সুন্দর ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিবেষ্টিত বৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া তিনি আনন্দসহকারে তাহার তলায় ছায়াতে উপবেশন করিলেন ॥১৫

কুন্তীনন্দন! গৌতম সেস্থানে বসিলে পর পুষ্পস্পর্শ পূর্ব্বক সুন্দর মন্দ ও সুগন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। হে নৃপ! সেই গৌতমের সমস্ত অঙ্গসকল তখন আহ্লাদিত হইয়া উঠিল ॥১৬

সেই পবিত্র বায়ুর স্পর্শ লাভ করত গৌতম অতিশয় শান্তি-লাভ করিলেন। তিনি সুখ অনুভব করিতে করিতে সেস্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অন্যদিকে সূর্য্যদেবও তখন অস্তমিত হইলেন ॥ ১৭

তদনন্তর সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলে সন্ধ্যাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময় ব্রহ্মলোক হইতে এক শ্রেষ্ঠ পক্ষী সেস্থানে আসিলেন। সেই বৃক্ষই এই পক্ষীর আবাস-স্থল ছিল ॥১৮

এই পক্ষী মহর্ষি কশ্যপের পুত্র এবং ব্রহ্মার প্রিয় সখা ছিলেন। তাঁহার নাম নাড়ীজঙ্ঘ এবং তিনি বকসকলের রাজা ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। ১৯

সেই অনুপম পক্ষী ভূতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। দেবকন্যা হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহার শরীরের কান্তি দেবতুল্য ছিল। তিনি বিদ্বান্ ও দিব্য তেজে সম্পন্ন ছিলেন ॥ ২০

মুক্তাভরণসম্পন্নো ভূষণৈরর্কসন্নিভৈঃ।
ভূষিতঃ সর্বগাত্রেষু দেবগর্ভঃ শ্রিয়া জ্বলন্ ॥ ২১
তমাগতং খগং দৃষ্ট্বা গৌতমো বিস্মিতোঽভবৎ
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তো হিংসার্থী চাভ্যবৈক্ষত ২২
রাজধর্মোবাচ।
স্বাগতং ভবতো বিপ্র দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মে গৃহম্।
অস্তঞ্চ সবিতা যাতঃ সন্ধ্যেয়ং সমুপস্থিতা ॥ ২৩
মম ত্বং নিলয়ং প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিরনিন্দিতঃ।
পূজিতো যাস্যসি প্রাতর্বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি পবনশাল্মলিসংবাদে
একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯

তাঁহার অঙ্গসমূহে সূর্য্যদেবের কিরণাবলি-সদৃশ সমুজ্জ্বল আভরণসমূহ শোভা পাইতেছিল। সেই দেবকুমার নিজের সকল অঙ্গে বিশুদ্ধ ও দিব্য আভরণসকলে বিভূষিত হইয়া দিব্য দীপ্তিতে দেদীপ্যমান হইতেছিল ॥ ২১

সেই পক্ষীকে আসিতে দেখিয়া গৌতম বিস্মিত হইলেন। সেই সময় তিনি ক্ষুধা, পিপাসা ও পথশ্রমে পরিশ্রান্ত ছিলেন। অতএব রাজধর্মাকে বধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ॥ ২২

রাজধর্মা (নিকটে আসিয়া) বলিলেন, বিপ্রবর! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? ইহা আমার গৃহ আপনি এখানে আসিয়াছেন, ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৩

আপনি আমার গৃহে আগত প্রিয় ও উত্তম অতিথি। অতএব আমি শাস্ত্রবিধি অনুসারে আপনার আজ পূজা করিব। রাত্রিতে আমার আতিথ্য গ্রহণ করত আগামীকাল প্রাতঃকালে আপনি অন্যত্র গমন করিবেন ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক একোন সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজধর্ম্মণা গৌতমস্যাতিথিসংকারঃ, রাক্ষসরাজবিরূপাক্ষস্য ভবনে তস্য প্রবেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
গিরং তাং মধুরাং শ্রুত্বা গৌতমো বিস্মিতস্তদা।
কৌতূহলান্বিতো রাজন্ রাজধর্মাণমৈক্ষত ॥ ১
রাজধর্মোবাচ।
ভোঃ কশ্যপস্য পুত্রোঽহং মাতা দাক্ষায়ণী চ মে।
অতিথিস্ত্বং গুণোপেতঃ স্বাগতং তে দ্বিজোত্তম ॥২

ভীষ্ম উবাচ।
তস্মৈ দত্ত্বা স সংকারং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।
শালপুষ্পময়ীং দিব্যাং বৃসীং বৈ সমকল্পয়ৎ ॥ ৩
ভগীরথরথাক্রান্তদেশান্ গঙ্গানিষেবিতান্।
যে চরন্তি মহামীনাস্তাংশ্চ তস্যান্বকল্পয়ৎ ॥ ৪
বহ্নিং চাপি সুসন্দীপ্তং মীনাংশ্চাপি সুপীবরান্।
স গৌতমায়াতিথয়ে ন্যবেদয়ত কাশ্যপিঃ ॥ ৫

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজধর্মাকর্ত্তৃক গৌতমের আতিথি সংকার এবং রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের ভবনে তাঁহার প্রবেশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পক্ষীর সেই মধুর বাণী শ্রবণ করত সেই সময় গৌতম বিস্মিত হইলেন। তখন তিনি কৌতূহলচিত্তে রাজধর্মাকে দেখিতে লাগিলেন ॥ ১

রাজধর্মা বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি মহর্ষি কশ্যপের পুত্র। আমার মাতা হইলেন দক্ষপ্রজাপতির কন্যা দাক্ষায়ণী। আপনি গুণবান্ অতিথি, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত'? ২

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া রাজধর্মা শাস্ত্রবিধি অনুসারে গৌতমের সংকার করিলেন এবং শালপুষ্প-নির্ম্মিত একটি আসন তাঁহাকে বসিবার জন্য প্রদান করিলেন ॥ ৩

রাজা ভগীরথের রথের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে ভূভাগ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছিলেন, সেই স্থানে গঙ্গার জলে যে সব বৃহৎ মৎস্য বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কিছু মৎস্য আনিয়া রাজধর্মা গৌতমের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৪

কশ্যপের এই পুত্র রাজধর্মা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিশালকায় বহু মৎস্য আনয়ন পূর্ব্বক নিজের অতিথি গৌতমকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫

ভুক্তবন্তঞ্চ তং বিপ্রং প্রীতাত্মানং মহাতপাঃ
ক্লমাপনয়নার্থং স পক্ষাভ্যামভ্যবীজয়ৎ ॥ ৬
ততো বিশ্রান্তমাসীনং গোত্রপ্রশ্নমপৃচ্ছত।
সোঽব্রবীদ্ গৌতমোঽস্মীতি ব্রহ্ম নান্যদুদাহরৎ ॥ ৭
তস্মৈ পর্ণময়ং দিব্যং দিব্যপুষ্পাধিবাসিতম্ ;
গন্ধাঢ্যং শয়নং প্রাদাৎ স দিশ্যে তত্র বৈ সুখম্ ॥ ৮
অথোপবিষ্টং শয়নে গৌতমং ধর্মরাট্ তদা।
পপ্রচ্ছ কাশ্যপো বাগ্মী কিমাগমনকারণম্ ॥ ৯
ততোঽব্রবীদ্ গৌতমস্তং দরিদ্রোঽহং মহামতে।
সমুদ্রগমনাকাঙ্ক্ষী দ্রব্যার্থমিতি ভারত ॥ ১০
তং কাশ্যপোঽব্রবীৎ প্রীতো নোৎকণ্ঠাং কর্তুমর্হসি।
কৃতকার্য্যো দ্বিজশ্রেষ্ঠ সদ্রব্যো যাস্যসে গৃহান্ ॥ ১১
চতুর্বিধা হ্যর্থসিদ্ধির্বৃহস্পতিমতং যথা।
পারম্পর্য্যং তথা দৈবং কাম্যং মৈত্রমিতি প্রভো ॥ ১২
প্রাদুর্ভূতোঽস্মি তে মিত্রং সুহৃত্ত্বঞ্চ মম ত্বয়ি।
সোঽহং তথা যতিষ্যামি ভবিষ্যসি যথার্থবান্ ॥ ১৩
ততঃ প্রভাতসময়ে সুখং দৃষ্ট্বাব্রবীদিদম্।
গচ্ছ সৌম্য পথানেন কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি ॥ ১৪
ইতস্ত্রিযোজনং গত্বা রাক্ষসাধিপতির্মহান্।
বিরূপাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সখা মম মহাবলঃ ॥ ১৫
তং গচ্ছ দ্বিজমুখ্য ত্বং স মদ্বাক্যপ্রচোদিতঃ।
কামানভীপ্সিতাংস্তুভ্যং দাতা নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ রাজন্ গৌতমো বিগতক্লমঃ।
ফলান্যমৃতকল্পানি ভক্ষয়ন্ স যথেষ্টতঃ ॥ ১৭
চন্দনাগুরুমুখ্যানি ত্বক্‌পত্রাণাং বনানি চ।
তস্মিন্ পথি মহারাজ সেবমানো দ্রুতং যযৌ ॥ ১৮

যখন সেই ব্রাহ্মণ বহু মৎস্য প্রাপ্ত হইয়া ভোজন করিলেন এবং উহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা তৃপ্ত হইলেন, তখন সেই মহাতপস্বী পক্ষী তাঁহার শ্রম অপনোদনের জন্য নিজের পক্ষের দ্বারা বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬

বিশ্রামের পর যখন তিনি উপবেশন করিলেন, তখন রাজধর্মা তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতম বলিলেন,—আমার নাম গৌতম এবং আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহার অধিক আমি আর কিছু বলিতে পারিব না ॥ ৭

তখন পক্ষী তাঁহার জন্য পত্রসকলের দ্বারা এক দিব্য শয্যা প্রস্তুত করিলেন। এই শয্যা পুষ্পসমূহে অধিবাসিত হওয়ায় সুগন্ধে পরিপূর্ণ ছিল। এই শয্যা তিনি গৌতমকে প্রদান করিলেন এবং তিনিও উহাতে সুখের সহিত শয়ন করিলেন ॥ ৮

ধর্মরাজ! যখন গৌতম সেই শয্যায় উপবিষ্ট হইলেন, তখন বাক্যালাপে নিপুণ কশ্যপনন্দন রাজধর্মা জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রাহ্মণ! আপনি এদিকে কি কারণে আসিয়াছেন? ৯

ভারত! গৌতম তখন তাঁহাকে বলিলেন,—মহামতে! আমি দরিদ্র এবং ধনের জন্য সমুদ্রতীরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ১০

ইহা শ্রবণ করত কশ্যপপুত্র রাজধর্মা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন আপনি সেস্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইবেন না, এস্থানেই আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইবে। আপনি এস্থানেই ধনগ্রহণ করত গৃহে যাইবেন ॥ ১১

প্রভো! বৃহস্পতির মতানুসারে অর্থের সিদ্ধি চারিপ্রকারে হইয়া থাকে,—বংশপরম্পরায়, প্রারব্ধের আনুকূল্যে, ধনের জন্য কৃত সকাম কর্মের দ্বারা এবং মিত্রের সহযোগিতায় ॥ ১২

আমি আপনার মিত্র হইয়া গিয়াছি, আপনার উপর আমার সৌহার্দ্দও বর্দ্ধিত হইয়াছে; অতএব এরূপ প্রযত্ন করিব, যাহাতে আপনার অর্থের প্রাপ্তি হইয়া যাইবে ॥ ১৩

তদনন্তর যখন প্রাতঃকাল হইল, তখন রাজধর্মা ব্রাহ্মণের সুখের উপায় চিন্তা করত এই কথা বলিলেন,—সৌম্য! এই পথে গমন করুন, ইহাতে আপনার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। এস্থান হইতে তিন যোজন দূরে যে নগর প্রাপ্ত হইবেন, সেস্থানে বিখ্যাত মহাবল রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ অবস্থান করিতেছেন, তিনি আমার সখা ॥ ১৪-১৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। তিনি আমার কথানুসারে আপনাকে যথেষ্ট ধন দান করিবেন এবং আপনার মনোবাঞ্ছিত কামনাসকল পূর্ণ করিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬

রাজন্! রাজধর্মা এই কথা বলিলে পর গৌতম সেস্থান হইতে গমন করিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম অপনোদিত হইয়াছিল। মহারাজ! পথে যেস্থানে চন্দন ও অগুরু বৃক্ষসকলের প্রাধান্য ছিল, সেই তেজপাতার বনে বিশ্রাম করিতে করিতে এবং ইচ্ছানুসারে অমৃততুল্য মধুর ফল ভক্ষণ করিতে করিতে তিনি অতিশয় তেজের সহিত দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮

ততো মেরুব্রজং নাম নগরং শৈলতোরণম্।
শৈলপ্রাকারবপ্রঞ্চ শৈলযন্ত্রাকুলং তথা ॥ ১৯
বিদিতশ্চাভবৎ তস্য রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
প্রহিতঃ সুহৃদা রাজন্ প্রীয়মাণঃ প্রিয়াতিথিঃ ॥ ২০
ততঃ স রাক্ষসেন্দ্রঃ স্বান্ প্রেষ্যানাহ যুধিষ্ঠিরঃ।
গৌতমো নগরদ্বারাচ্ছীঘ্রমানীয়তামিতি ॥ ২১
ততঃ পুরবরাৎ তস্মাৎ পুরুষাঃ শ্যেনচেষ্টনাঃ।
গৌতমেত্যভিভাষন্তঃ পুরদ্বারমুপাগমন্ ॥ ২২
তে তমূচুর্মহারাজ রাজপ্রেষ্যাস্তদা দ্বিজম্।
ত্বরস্ব তূর্ণমাগচ্ছ রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ২৩
রাক্ষসাধিপতির্বীরো বিরূপাক্ষ ইতি শ্রুতঃ।
স ত্বাং ত্বরতি বৈ দ্রষ্টুং তৎ ক্ষিপ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥২৪
ততঃ স প্রাদ্রবদ্ বিপ্রো বিস্ময়াদ্ বিগতক্লমঃ।
গৌতমঃ পরমর্দ্ধিং তাং পশ্যন্ পরমবিস্মিতঃ ॥ ২৫
তৈরেব সহিতো রাজ্ঞো বেশ্ম তূর্ণমুপাদ্রবৎ।
দর্শনং রাক্ষসেন্দ্রস্য কাঙ্ক্ষমাণো দ্বিজস্তদা ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে
সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭০

তারপর তিনি যাইতে যাইতে মেরুব্রজনামক নগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরের চারিদিকে প্রস্তরসমূহের প্রাচীর ও স্তূপ ছিল। তাহার তোরণদ্বারও প্রস্তরেরই ছিল। নগরের রক্ষার জন্য চারিদিকে শিলার বড় বড় যন্ত্র পরিব্যাপ্ত ছিল ॥ ১৯

পরম বুদ্ধিমান্ রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ সেবকগণের দ্বারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজন্। আপনার মিত্র রাজধর্ম্মা আপনার নিকট নিজের এক প্রিয় অতিথিকে পাঠাইয়াছেন। সেই অতিথি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন ॥ ২০

যুধিষ্ঠির। এই সংবাদ পাইয়াই রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নিজের সেবকদিগকে বলিলেন—গৌতমকে নগর দ্বার হইতে সত্বর এখানে লইয়া এস ॥ ২১

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই রাজসেবকগণ গৌতমকে আহ্বান করিতে করিতে বাজপক্ষীর ন্যায় তীব্র গতিতে সেই শ্রেষ্ঠ নগরের তোরণ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২২

মহারাজ! রাজার সেই সব সেবকগণ তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ত্বরা করুন এবং সত্বর আগমন করুন। রাজা আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ২৩

বিরূপাক্ষনামে প্রসিদ্ধ বীর রাক্ষসরাজ আপনাকে দর্শন করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছেন, অতএব আপনি সত্বর চলুন ॥ ২৪

আহ্বানের কথা শ্রবণ করিয়াই গৌতমের পরিশ্রম নষ্ট হইল। তিনি বিস্মিত হইয়া তখন ধাবিত হইতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের সেই মহাসমৃদ্ধি দর্শন করত গৌতম অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৫

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় সেই ব্রাহ্মণ গৌতম সেবকগণের সহিত সত্বর রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাক্ষসরাজসমীপতঃ সুবর্ণরাশিমাদায় গৌতমস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, স্বমিত্রং বকং হন্তুং মনসি ক্রুরভিসন্ধিপোষণঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ স বিদিতো রাজ্ঞঃ প্রবিশ্য গৃহমুত্তমম্।
পূজিতো রাজসেন্দ্রেণ নিষসাদাসনোত্তমে॥ ১
পৃষ্টশ্চ গোত্রচরণং স্বাধ্যায়ং ব্রহ্মচারিকম্।
ন তত্র ব্যাজহারান্যদ্ গোত্রমাত্রাদৃতে দ্বিজঃ॥ ২
ব্রহ্মবর্চসহীনস্য স্বাধ্যায়োপরতস্য চ।
গোত্রমাত্রবিদো রাজা নিবাসং সমপৃচ্ছত॥ ৩

রাক্ষস উবাচ

ক তে নিবাসঃ কল্যাণ কিংগোত্রা ব্রাহ্মণী চ তে।
তত্ত্বং ব্রূহি ন ভীঃ কার্য্যা বিশ্বসস্ব যথাসুখম্॥ ৪

গৌতম উবাচ।

মধ্যদেশপ্রসূতোঽহং বাসো মে শবরালয়ে।
শূদ্রা পুনর্ভূর্ভার্য্যা মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥ ৫
ততো রাজা বিমমৃশে কথং কার্য্যমিদং ভবেৎ।
কথং বা সুকৃতং মে স্যাদিতি বুদ্ধ্যাম্বচিন্তয়ৎ॥ ৬
অয়ং বৈ জন্মনা বিপ্রঃ সুহৃৎ তস্য মহাত্মনঃ।
সম্প্রেষিতশ্চ তেনায়ং কাশ্যপেন মমান্তিকম্॥ ৭
তস্য প্রিয়ং করিষ্যামি স হি মমাশ্রিতঃ সদা।
ভ্রাতা মে বান্ধবশ্চাসৌ সখা চ হৃদয়ঙ্গমঃ॥ ৮
কার্ত্তিক্যামদ্য ভোক্তারঃ সহস্রং মে দ্বিজোত্তমাঃ।
তত্রায়মপি ভোক্তা চ দেয়মস্মৈ চ মে ধনম্॥ ৯
স চাদ্য দিবসঃ পুণ্যো হ্যতিথিশ্চায়মাগতঃ।
সঙ্কল্পিতং চৈব ধনং কিং বিচার্য্যমতঃ পরম্॥ ১০

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাক্ষসরাজের নিকট হইতে সুবর্ণরাশি লইয়া গৌতমের প্রত্যাবর্ত্তন এবং নিজের মিত্র বককে বধ করিবার ঘৃণ্য অভিপ্রায় মনে পোষণ করা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর রাজা বিরূপাক্ষকে গৌতমের আগমনের বার্ত্তা জানান হইল এবং তিনি রাজার উত্তম ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ তাঁহার বিধি অনুসারে পূজা করিলেন। তাহার পর তিনি এক শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হইলেন॥ ১

বিরূপাক্ষ গৌতমকে তাঁহার গোত্র, শাখা ও ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক কৃত স্বাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু তিনি গোত্র (জাতি) ব্যতীত আর কিছু বলেন নাই॥ ২

তখন যিনি ব্রাহ্মণোচিত তেজোহীন, স্বাধ্যায় হইতে উপরত (বিরত), কেবল গোত্র অথবা জাতি ইহাই যিনি জানেন, সেই ব্রাহ্মণকে রাজা তাঁহার নিবাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ বলিলেন,—ভদ্র! তোমার নিবাস কোথায়? তোমার পত্নী কোন্ গোত্রের কন্যা? এ সমস্ত যথাযথ ভাবে বল। ভয় করিও না। আমার প্রতি বিশ্বাস কর এবং এখানে সুখে অবস্থান কর॥ ৪

গৌতম বলিলেন,—রাক্ষসরাজ! আমার জন্ম হইয়াছে মধ্যদেশে, কিন্তু আমি এক শবরালয়ে (দস্যুগৃহে) বাস করি। আমার স্ত্রী শূদ্র জাতির এবং আমার পূর্ব্বে সে অন্য একজনের ভার্য্যা ছিল। এই সত্য কথা আমি আপনাকে বলিলাম॥৫

ভীষ্ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! এই কথা শ্রবণ করত রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি করা যায়? কি ভাবে আমার পুণ্য লাভ হইবে? এইরূপে তিনি বুদ্ধি অনুসারে বারংবার চিন্তা করিতে থাকিলেন॥ ৬

তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইনি কেবল জন্মেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু মহাত্মা রাজধর্ম্মার সুহৃৎ। সেই কশ্যপপুত্র রাজধর্ম্মাই ইহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন; অতএব তাঁহার প্রিয় কার্য্য আমি অবশ্যই করিব। তিনি সর্ব্বদা আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন এবং আমার ভ্রাতা, উপকারী বন্ধু ও হৃদয়গ্রাহী সুহৃৎ॥ ৭-৮

আজ কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। আজ সহস্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে ভোজন করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যক্তিও ভোজন করিবে; তাঁহাদের সহিত ইহাকেও তখন ধনদান করিতে হইবে। আজ পুণ্য দিবস। ইনি অতিথিরূপে আমার আলয়ে আসিয়াছেন এবং আমি ধনদান করিব বলিয়া সঙ্কল্পও করিয়া রাখিয়াছি। এখন ইহার পর আর কি বিচার করিতে হইবে? ৯-১০

ততঃ সহস্রং বিপ্রাণাং বিদুষাং সমলঙ্কৃতম্।
স্নাতানামনুসম্প্রাপ্তং সুমহৎ ক্ষৌমবাসসাম্ ॥ ১১
তানাগতান্ দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ বিরূপাক্ষো বিশাম্পতে।
যথার্হং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥ ১২
বৃস্যস্তেষাং তু সংন্যস্তা রাক্ষসেন্দ্রস্য শাসনাৎ।
ভূমৌ বরকুশাঃ স্তীর্ণাঃ প্রেষ্যৈর্ভরতসত্তম ॥ ১৩
তাসু তে পূজিতা রাজ্ঞা নিষণ্ণা দ্বিজসত্তমাঃ।
তিলদর্ভোদকেনাথ অর্চিতা বিধিবদ্ দ্বিজাঃ ॥ ১৪
বিশ্বেদেবাঃ সপিতরঃ সাগ্নয়শ্চোপকল্পিতাঃ।
বিলিপ্তাঃ পুষ্পবন্তশ্চ সুপ্রচারাঃ সুপূজিতাঃ।
ব্যরাজন্ত মহারাজ নক্ষত্রপতয়ো যথা ॥ ১৫
ততো জাম্বূনদীঃ পাত্রীর্বজ্রাঙ্কা বিমলাঃ শুভাঃ।
বরান্নপূর্ণা বিপ্রেভ্যঃ প্রাদান্মধুঘৃতপ্লুতাঃ ॥ ১৬
তস্য নিত্যং সদাঽঽষাঢ্যাং মাঘ্যাঞ্চ বহবো দ্বিজাঃ।
ঈপ্সিতং ভোজনবরং লভন্তে সৎকৃতং সদা ॥ ১৭
বিশেষতস্তু কার্ত্তিক্যাং দ্বিজেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।
শরদ্ব্যপায়ে রত্নানি পৌর্ণমাস্যামিতি শ্রুতিঃ ॥১৮
সুবর্ণং রজতং চৈব মণীনথ চ মৌক্তিকান্ ॥ ১৯
বজ্রান্ মহাধনাংশ্চৈব বৈদূর্য্যাজিনরাঙ্কবান্।
রত্নরাশীন্ বিনিক্ষিপ্য দক্ষিণার্থে স ভারত ॥ ২০
ততঃ প্রাহ দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ বিরূপাক্ষো মহাবলঃ।
গৃহ্নীত রত্নান্যেতানি যথোৎসাহং যথেষ্টতঃ ॥ ২১
যেষু যেষু চ ভাণ্ডেষু ভুক্তং বো দ্বিজসত্তমাঃ।
তান্যেবাদায় গচ্ছধ্বং স্ববেশ্মানিতি ভারত ॥ ২২
ইত্যুক্তবচনে তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রে মহাত্মনি।
যথেষ্টং তানি রত্নানি জগৃহুর্ব্রাহ্মণর্ষভাঃ ॥ ২৩
ততো মহার্হৈস্তে সর্বে রত্নৈরভ্যর্চিতাঃ শুভৈঃ।
ব্রাহ্মণা মৃষ্টবসনাঃ সুপ্রীতাঃ স্ম ততোঽভবন্ ॥ ২৪
ততস্তান্ রাক্ষসেন্দ্রশ্চ দ্বিজানাহ পুনর্বচঃ।
নানাদেশগতান্ রাজন্ রাক্ষসান্ প্রতিষিধ্য বৈ ॥ ২৫

তদনন্তর ভোজনের সময় সহস্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ স্নান করত ক্ষৌম (রেশমী) বস্ত্র ও অলঙ্কার ধারণ করত সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

প্রজানাথ! বিরূপাক্ষ সে স্থানে সমাগত সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পাদ্যাদি দ্বারা যথাযোগ্য স্বাগত সৎকার করত গ্রহণ করিলেন ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষের আদেশে সেবকগণ ভূমিতে তাঁহাদের জন্য সুন্দর কুশাসনসকল পাতিত করিল ॥ ১৩

রাজার দ্বারা সম্মানিত সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যখন সেই আসনসকলের উপর উপবিষ্ট হইলেন, তখন বিরূপাক্ষ তিল, কুশ ও জল গ্রহণ করত বিধি অনুসারে তাঁহাদের পূজা করিলেন ॥ ১৪

তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বদেব, পিতৃগণ ও অগ্নিদেবের ভাবনা করত তাঁহাদিগকে চন্দনে লিপ্ত ও পুষ্পমালো শোভিত করিলেন এবং সুন্দর রীতিতে তাঁহাদের পূজা করিলেন। মহারাজ! সেই কুশাসনে উপবিষ্ট সেই সব ব্রাহ্মণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

তাহার পর তিনি হীরকে মণ্ডিত স্বর্ণের নির্মল সুন্দর পাত্রে ঘৃতপক্ব মধুর ও সর্ব্বোত্তম অন্ন সেই সব ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন ॥ ১৬

রাজা বিরূপাক্ষের ভবনে আষাঢ় ও মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে সর্ব্বদা বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ সসম্মানে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে উত্তম ভোজন লাভ করিতেন ॥ ১৭

বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে যখন শরদ্ ঋতু শেষ হইয়া যাইত, তখন তিনি ব্রাহ্মণগণকে বহু রত্ন দান করিতেন, ইহা শুনা যায় ॥ ১৮

ভারত! ভোজনের পর ব্রাহ্মণগণের সম্মুখে বহু স্বর্ণ, রূপা, মণি, মুক্তা, বহুমূল্য হীরক, বৈদূর্য্য মণি, রঙ্কুমৃগের চর্ম এবং রত্নসমূহের বহু রাশি স্থাপন করত মহাবল বিরূপাক্ষ সেই সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন —দ্বিজবরগণ! আপনারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ও উৎসাহের সহিত এই সব রত্ন গ্রহণ করুন এবং যাহাতে আপনারা ভোজন করিলেন, সেই স্বর্ণ পাত্রও আপনারা নিজ নিজ গৃহে লইয়া যাইবেন ॥ ১৯-২২

সেই মহাত্মা রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ এই কথা বলিলে পর সেই সব ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পূর্ব্বোক্ত রত্নসকল গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩

তাহার পর সেই সুন্দর ও মহামূল্যবান্ রত্নসকলের দ্বারা পূজিত হইয়া সেই সব উজ্জ্বল বস্ত্রধারী ব্রাহ্মণগণ অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২৪

রাজন্! ইহার পর রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ নানা দেশসমূহ

অদ্যৈকং দিবসং বিপ্রা ন বোহস্তীহ ভয়ং কচিৎ।
রাক্ষসেভ্যঃ প্রমোদধ্বমিষ্টতো যাত মা চিরম্ ॥ ২৬
ততঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে বিপ্রসঙ্ঘাঃ সমন্ততঃ।
গৌতমোহপি সুবর্ণস্য ভারমাদায় সত্বরঃ ॥ ২৭
কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্বহন্ ভারং ন্যগ্রোধং সমুপাগমৎ।
ন্যষীদচ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্লান্তশ্চ ক্ষুধিতশ্চ সঃ ॥ ২৮
ততস্তমভ্যগাদ্ রাজন্ রাজধর্মা খগোত্তমঃ।
স্বাগতেনাভিনন্দংশ্চ গৌতমং মিত্রবৎসলঃ ॥ ২৯
তস্য পক্ষাগ্রবিক্ষেপৈঃ ক্লমং ব্যপনয়ৎ খগঃ।
পূজাং চাপ্যকরোদ্ ধীমান্ ভোজনং চাপ্যকল্পয়ৎ ॥৩০
স ভুক্তবান্ সুবিশ্রান্তো গৌতমোহচিন্তয়ৎ তদা।
হাটকস্যাভিরূপস্য ভারোহয়ং সুমহান্ ময়া ॥ ৩১
গৃহীতো লোভমোহাভ্যাং দূরঞ্চ গমনং মম।
ন চাস্তি পথি ভোক্তব্যং প্রাণসন্ধারণং মম ॥ ৩২
কিং কৃত্বা ধারয়েয়ং বৈ প্রাণানিত্যভ্যচিন্তয়ৎ।
ততঃ স পথি ভোক্তব্যং প্রেক্ষমাণো ন কিঞ্চন ॥ ৩৩
কৃতঘ্নঃ পুরুষব্যাঘ্র মনসেদমচিন্তয়ৎ।
অয়ং বকপতিঃ পার্শ্বে মাংসরাশিঃ স্থিতো মহান্ ॥ ৩৪
ইমং হত্বা গৃহীত্বা চ যাস্যেহহং সমভিদ্রুতম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্বণি আপদ্ধর্মপর্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে একসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭১

হইতে আগত রাক্ষসগণকে হিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়া সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, বিপ্রগণ! আজ একদিনের জন্য আপনাদের এই রাক্ষসদিগের নিকট হইতে কোনও ভয় নাই, অতএব আনন্দ করুন এবং শীঘ্র নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না। ২৫-২৬

এই কথা শ্রবণ করত সেই সব ব্রাহ্মণসঙ্ঘ চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। গৌতমও সুবর্ণের অতিশয় ভার বহন করিতে করিতে অতি কষ্টে দ্রুত গতিতে গমন করত সেই বটবৃক্ষের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেস্থানে আসিয়াই তিনি ক্লান্তিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন তিনি ক্ষুধার পীড়িত ছিলেন এবং ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিলেন ॥ ২৭-২৮

রাজন্! তাহার পর পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিত্রবৎসল রাজধর্মা গৌতমের নিকটে আসিলেন এবং স্বাগত সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ২৯

সেই বুদ্ধিমান্ পক্ষী নিজের পক্ষের অগ্রভাগ সঞ্চালন করিতে করিতে তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সমস্ত ক্লান্তি অপসারিত করিলেন। তারপর তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৩০

ভোজনের পর বিশ্রাম করত গৌতম এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'অহো! আমি লোভ ও মোহে প্রেরিত হইয়া সুন্দর সুবর্ণের এই বিপুল ভার গ্রহণ করিয়াছি। এখন আমাকে বহু দূর যাইতে হইবে। পথে ভোজন করিবার আমার কিছুই নাই, যাহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে ॥ ৩১-৩২

এখন আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব? এইভাবে তিনি চিন্তান্বিত হইলেন। পুরুষসিংহ! তদনন্তর পথে ভোজন করিবার জন্য কিছুও না দেখিয়া সেই কৃতঘ্ন মনে মনে এরূপ স্থির করিল যে, এই বকের রাজা রাজধর্মা আমারই পার্শ্বে রহিয়াছে। ইহাতে মাংসের এক বিরাট রাশি আছে। ইহাকে বধ করত গ্রহণ করিব এবং অতিদ্রুত এস্থান হইতে চলিয়া যাইব ॥ ৩৩-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৃতঘ্নেন গৌতমেন মিত্রস্য রাজধর্মণো বধঃ, রাক্ষসৈর্গৌতমস্য বিনাশঃ, কৃতঘ্নস্য মাংসমভক্ষ্যমিতি নিরূপণঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

অথ তত্র মহার্চিষ্মাননলো বাতসারথিঃ।
তস্যাবিদূরে রক্ষার্থং খগেন্দ্রেণ কৃতোঽভবৎ ॥ ১
স চাপি পার্শ্বে সুষ্বাপ বিশ্বস্তো বকরাট্ তদা।
কৃতঘ্নস্তু স দুষ্টাত্মা তং জিঘাংসুরথাগ্রতঃ ॥ ২
ততোঽলাতেন দীপ্তেন বিশ্বস্তং নিজঘান তম্।
নিহত্য চ মুদা যুক্তঃ সোঽনুবন্ধং ন দৃষ্টবান্ ॥৩
স তং বিপক্ষরোমাণং কৃত্বাগ্নাবপচৎ তদা।
তং গৃহীত্বা সুবর্ণঞ্চ যযৌ দ্রুততরং দ্বিজঃ ॥ ৪
(ততো দাক্ষায়ণীপুত্রং নাগতং তং তু ভারত।
বিরূপাক্ষশ্চিন্তয়ন্ বৈ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥)
ততোঽন্যস্মিন গতে চাহ্নি বিরূপাক্ষোঽব্রবীৎ সুতম্
ন প্রেক্ষে রাজধর্মাণমদ্য পুত্র খগোত্তমম্ ॥ ৫
স পূর্বসন্ধ্যাং ব্রহ্মাণং বন্দিতুং যাতি সর্ব্বদা।
মাং বা দৃষ্ট্বা কদাচিৎ স ন গচ্ছতি গৃহং খগঃ ॥ ৬
উভে দ্বিরাত্রিসন্ধ্যে বৈ নাভ্যগাৎ স মমালয়ম্।
তস্মান্ন শুদ্ধ্যতে ভাবো মম স জ্ঞায়তাং সুহৃৎ ॥ ৭
স্বাধ্যায়েন বিযুক্তো হি ব্রহ্মবর্চসবর্জিতঃ।
তদ্‌গ্রতস্তত্র মে শঙ্কা হন্যাৎ তং স দ্বিজাধমঃ ॥ ৮
দুরাচারস্তু দুর্বুদ্ধিরিঙ্গিতৈর্লক্ষিতো ময়া।
নিষ্কৃপো দারুণাকারো দুষ্টো দস্যুরিবাধমঃ ॥৯
গৌতমঃ স গতস্তত্র তেনোদ্বিগ্নং মনো মম।
পুত্র শীঘ্রমিতো গত্বা রাজধর্মনিবেশনম্ ॥ ১০

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[কৃতঘ্ন গৌতম কর্ত্তৃক মিত্র রাজধর্ম্মাকে বধ, রাক্ষসগণের দ্বারা গৌতমের বিনাশ এবং কৃতঘ্নের মাংস অভক্ষ্য বলিয়া নিরূপণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পক্ষিরাজ রাজধর্ম্মা নিজের মিত্র গৌতমকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট হইতে কিছু দূরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তাঁহার পক্ষ বায়ু সাহায্য পাইয়া বৃহৎ বৃহৎ শিখাসমূহ উত্থিত হইতে লাগিল ॥১

বকরাজ রাজধর্ম্মার মিত্রের উপর বিশ্বাস ছিল, সেইজন্য তিনি তাহার পার্শ্বেই শয়ন করিয়াছিলেন। অন্যদিকে সেই দুষ্টাত্মা কৃতঘ্ন তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উত্থিত হইল এবং বিশ্বাস সহকারে নিদ্রিত রাজধর্ম্মার সম্মুখে প্রজ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করত উহার দ্বারা বধ করিল। তাঁহাকে বধ করিয়া কৃতঘ্ন গৌতম আনন্দিত হইল, মিত্রের বধে যে পাপ হয়, উহা সে দেখিল না। ২-৩

কৃতঘ্ন মৃত পক্ষীর পক্ষ ও লোমসমূহ উৎপাটিত করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিল এবং উহাকে সঙ্গে লইয়া সুবর্ণের ভার বহন করত সেই ব্রাহ্মণ গৌতম অতিদ্রুত গমন করিতে লাগিল ॥ ৪

(ভারত! সেই দিন দক্ষায়ণীর পুত্র রাজধর্ম্মা নিজের মিত্র বিরূপাক্ষের ভবনে যাইতে পারেন নাই, সেইজন্য বিরূপাক্ষ ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

তদনন্তর দ্বিতীয় দিনও অতিক্রান্ত হইলে পর বিরূপাক্ষ নিজের পুত্রকে বলিলেন,—পুত্র! আমি আজ পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্মাকে দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫

সেই পক্ষিপ্রবর প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মাকে বন্দনা করিবার জন্য গমন করেন এবং সেস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে আমার সহিত মিলিত না হইয়া গৃহে যান না ॥ ৬

আজ দুই রাত্রি ও সন্ধ্যা চলিয়া যাইল, কিন্তু তিনি আমার গৃহে আসেন নাই, অতএব আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। তুমি আমার মিত্রের সংবাদ জানিয়া এস ॥ ৭

সেই অধম ব্রাহ্মণ গৌতম স্বাধ্যায়হীন, ব্রহ্মতেজ-শূন্য এবং হিংসুক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার উপর আমার এই সন্দেহ হইতেছে যে, সে আমার মিত্রকে বধ করিয়া না থাকে ॥ ৮

তাহার সকল চেষ্টা আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আমার তাহাকে দুর্বুদ্ধি, দুরাচারী ও দয়াহীন বলিয়া মনে হইতেছিল। সে আকৃতিতেও অতি ভয়ঙ্কর ছিল এবং দুষ্ট দস্যুর ন্যায় অধম বলিয়া প্রতীত হইতেছিল ॥ ৯

নীচ গৌতম এস্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করত তাঁহারই নিবাসস্থানে গিয়াছিল, সেইজন্য আমার মনে উদ্বেগ হইতেছে। পুত্র! তুমি শীঘ্র যাও এবং সংবাদ নাও যে, সেই শুদ্ধাত্মা পক্ষিরাজ জীবিত আছেন কি না? এই কার্য্যে বিলম্ব করিও না ॥ ১০½

জ্ঞায়তাং স বিশুদ্ধাত্মা যদি জীবতি মা চিরম্ ।
স এবমুক্তস্তরিতো রক্ষোভিঃ সহিতো যযৌ ॥ ১১
ন্যগ্রোধং তত্র চাপশ্যৎ কঙ্কালং রাজধর্ম্মণঃ ।
স রুদন্নগমৎ পুত্রো রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ১২
ত্বরমাণঃ পরং শক্ত্যা গৌতমগ্রহণায় বৈ
ততোঽবিদূরে জগৃহুর্গৌতমং রাক্ষসাস্তদা ॥ ১৩
রাজধর্ম্মশরীরঞ্চ পক্ষাস্থিচরণোজ্ঝিতম্ ।
তমাদায়াথ রক্ষাংসি দ্রুতং মেরুব্রজং যযুঃ ॥ ১৪
রাজ্ঞশ্চ দর্শয়ামাসুঃ শরীরং রাজধর্ম্মণঃ ।
কৃতঘ্নং পুরুষং তঞ্চ গৌতমং পাপকারিণম্ ॥ ১৫
রুরোদ রাজা তং দৃষ্ট্বা সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ ।
আর্ত্তনাদশ্চ সুমহানভূৎ তস্য নিবেশনে ॥ ১৬
সস্ত্রীকুমারঞ্চ পুরং বভূবাস্বস্থমানসম্ ।
অথাব্রবীন্নৃপঃ পুত্রং পাপোঽয়ং বধ্যতামিতি ॥ ১৭
অস্য মাংসৈরিমে সর্ব্বে বিহরন্তু যথেষ্টতঃ ।
পাপাচারঃ পাপকর্ম্মা পাপাত্মা পাপসাধনঃ ॥ ১৮
হন্তব্যোঽয়ং মম মতির্ভবদ্ভিরিতি রাক্ষসাঃ ।
ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসা ঘোরবিক্রমাঃ ॥ ১৯
নৈচ্ছন্ত তং ভক্ষয়িতুং পাপকর্ম্মাণমিত্যুত ।
দস্যূনাং দীয়তামেষ সাধ্বদ্য পুরুষাধমঃ ॥ ২০
ইত্যূচুস্তে মহারাজ রাক্ষসেন্দ্রং নিশাচরাঃ ।
শিরোভিঃ প্রণতাঃ সর্ব্বে ব্যাহরন্ রাক্ষসাধিপম্ ॥ ২১
ন দাতুমর্হসি ত্বং নো ভক্ষণায়াস্য কিল্বিষম্ ।
এবমস্ত্বিতি তানাহ রাক্ষসেন্দ্রো নিশাচরান্ ॥ ২২
দস্যূনাং দীয়তামেষ কৃতঘ্নোঽদ্যৈব রাক্ষসাঃ ।
ইত্যুক্তো রাক্ষসাস্তেন শূলপট্টিশপাণয়ঃ ॥ ২৩
কৃত্বা তং খণ্ডশঃ পাপং দস্যুভ্যঃ প্রদদুস্তদা ।
দস্যবশ্চাপি নৈচ্ছন্ত তমত্তুং পাপকারিণম্ ।
ক্রব্যাদা অপি রাজেন্দ্র কৃতঘ্নং নোপভুঞ্জতে ॥ ২৪
ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা ।
নিষ্কৃতির্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ২৫

পিতার এতাদৃশ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুত্র অতি দ্রুত রাক্ষসগণের সহিত সেই বটবৃক্ষের নিকটে আসিল। সেস্থানে সে রাজধর্ম্মার কঙ্কাল অর্থাৎ তাঁহার পক্ষ, অস্থি ও পদযুগল দেখিতে পাইল ॥ ১১½

রাক্ষসরাজের বুদ্ধিমান্ পুত্র রাজধর্ম্মার সেই দশা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল এবং সে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া গৌতমকে সত্বর ধরিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল ॥ ১২½

তদনন্তর কিছুদূর যাইলে পর রাক্ষসগণ গৌতমকে ধরিতে সমর্থ হইল। এই সঙ্গে তাহারা পক্ষ, পদ ও অস্থিসমূহ-রহিত রাজধর্ম্মার দেহও প্রাপ্ত হইল ॥ ১৩½

গৌতমকে লইয়া সেই রাক্ষসগণ অতিসত্বর মেরুব্রজে গমন করিল। সেস্থানে তাহারা রাজা বিরূপাক্ষকে রাজধর্ম্মার মৃত শরীর দেখাইল এবং পাপাচারী কৃতঘ্ন গৌতমকেও তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিল ॥ ১৪-১৫

নিজের মিত্রকে সেই দশায় দেখিয়া মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রাজা বিরূপাক্ষ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তঃপুরে অতিশয় আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। স্ত্রী ও বালকগণের সহিত সম্পূর্ণ নগর শোকমগ্ন হইল। কাহারও মন তখন স্বস্থ ছিল না ॥ ১৬½

তখন রাজা নিজের পুত্রকে আজ্ঞা দিলেন—পুত্র! এই পাপীকে বিনাশ কর। আর এই সব রাক্ষসগণ ইহার মাংস যথেচ্ছভাবে গ্রহণ করুক ॥ ১৭½

রাক্ষসগণ! এই ব্যক্তি পাপাচারী, পাপকর্ম্মা ও পাপাত্মা। ইহার সমস্ত সাধনই পাপময়, অতএব তোমাদের ইহাকে বধ করা উচিত, ইহাই আমার অভিমত ॥ ১৮½

রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ এইরূপ আদেশ করিলে পর ভয়ানক পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ গৌতমকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল না; কারণ, সে অতিশয় পাপাচারী ছিল ॥ ১৯½

মহারাজ! সেই নিশাচরগণ রাক্ষসরাজকে বলিলেন,—প্রভো! এই নরাধমের মাংস দস্যুদিগকে দান করুন। আপনি আমাদের এই পাপীর মাংস ভোজন করিতে দিবেন না। এইভাবে সমস্ত রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজকে মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিল ॥ ২০-২১

ইহা শ্রবণ করত রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ সেই নিশাচরগণকে বলিলেন,—রাক্ষসগণ! ইহাই হউক। এই কৃতঘ্নকে আজই দস্যুদিগকে সমর্পণ কর ॥ ২২½

রাজার এরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া হস্তে শূল ও পট্টিশ ধারণ করত রাক্ষসগণ পাপী গৌতমকে খণ্ড খণ্ড করত দস্যুদিগকে সমর্পণ করিল ॥ ২৩½

রাজেন্দ্র! সেই দস্যুগণও এই পাপাচারী কৃতঘ্নের মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইল না। মাংসাহারী জীব-জন্তুরাও কৃতঘ্নের মাংস ভক্ষণ করিল না ॥ ২৪

রাজন্! ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চোর ও ব্রতভঙ্গকারীর জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু কৃতঘ্নের উদ্ধারের কোন উপায় কথিত হয় নাই ॥ ২৫

মিত্রদ্রোহী নৃশংসশ্চ কৃতঘ্নশ্চ নরাধমঃ।
ক্রব্যাদৈঃ কৃমিভিশ্চৈব ন ভুজ্যন্তে হি তাদৃশাঃ ॥ ২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্মপর্ব্বণি কৃতঘ্নোপাখ্যানে দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২

রাজন্! ব্রহ্মহত্যাকারী, নৃশংস, নরাধম ও কৃতঘ্ন—এরূপ মনুষ্যগণের মাংস মাংসভক্ষী জীব-জন্তু এবং কৃমিরাও ভোজন করে না ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্মপর্ব্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(রাজধর্মণো গৌতমস্য চ পুনর্জীবনলাভঃ।)

ভীষ্ম উবাচ।

ততশ্চিতাং বকপতেঃ কারয়ামাস রাক্ষসঃ।
রত্নৈর্গন্ধৈশ্চ বহুভির্বস্ত্রৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্ ॥ ১
ততঃ প্রজ্বাল্য নৃপতির্বকরাজং প্রতাপবান্
প্রেতকার্য্যাণি বিধিবদ্ রাক্ষসেন্দ্রশ্চকার হ ॥ ২
তস্মিন্ কালে চ সুরভির্দেবী দাক্ষায়ণী শুভা।
উপরিষ্টাৎ ততস্তস্য সা বভূব পয়স্বিনী ॥ ৩
তস্যা বক্ত্রাচ্চ্যুতঃ ফেনঃ ক্ষীরমিশ্রস্তদানঘ।
সোঽপতদ্ বৈ ততস্তস্যাং চিতায়াং রাজধর্মণঃ ॥ ৪
ততঃ সঞ্জীবিতস্তেন বকরাজস্তদানঘ।
উৎপত্য চ সমীয়ায় বিরূপাক্ষং বকাধিপঃ ॥ ৫
ততোঽভ্যায়াদ্ দেবরাজো বিরূপাক্ষপুরং তদা।
প্রাহ চেদং বিরূপাক্ষং দিষ্ট্যা সঞ্জীবিতস্ত্বয়া ॥ ৬
শ্রাবয়ামাস চেন্দ্রস্তং বিরূপাক্ষং পুরাতনম্।
যথা শাপঃ পুরা দত্তো ব্রহ্মণা রাজধর্মণঃ ॥ ৭
যদা বকপতী রাজন্ ব্রহ্মাণং নোপসর্পতি।
ততো রোষাদিদং প্রাহ খগেন্দ্রায় পিতামহঃ ॥ ৮
যস্মান্মূঢ়ো মম সভাং নাগতোঽসৌ বকাধমঃ।
তস্মাদ্ বধং স দুষ্টাত্মা নচিরাৎ সমবাপ্স্যতি ॥ ৯
তদয়ং তস্য বচনান্নিহতো গৌতমেন বৈ।
তেনৈবামৃতসিক্তশ্চ পুনঃ সঞ্জীবিতো বকঃ ॥ ১০
রাজধর্মা বকঃ প্রাহ প্রণিপত্য পুরন্দরম্।
যদি তেঽনুগ্রহকৃতা ময়ি বুদ্ধিঃ সুরেশ্বর ॥ ১১
সখায়ং মে সুদয়িতং গৌতমং জীবয়েৎ তদা।
সভাগ্যোপস্করং রাজংস্তমাসাদ্য বকাধিপঃ ॥ ১৩

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

[রাজধর্ম্মা ও গৌতমের পুনরায় জীবনলাভ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর বিরূপাক্ষ বকরাজের জন্য এক চিতা প্রস্তুত করাইলেন এবং উহাকে বহু রত্ন, সুগন্ধিত চন্দন ও বস্ত্রসকলের দ্বারা সজ্জিতাও করাইলেন। ১

তাহার পর বকরাজের শবদেহকে তাহার উপর রাখিয়া প্রতাপশালী রাক্ষসম্রাজ বিরূপাক্ষ তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন এবং বিধিঅনুসারে মিত্র রাজধর্ম্মার দাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন ॥ ২

সেই সময় দিব্য ধেনু দক্ষকন্যা সুরভিদেবী সেস্থানে আসিয়া আকাশে উক্ত চিতার উপরে দণ্ডায়মান হইলেন ॥ ৩

অনঘ! তখন তাঁহার মুখ হইতে যে দুগ্ধমিশ্রিত ফেন নিঃসৃত হইয়া সেই রাজধর্ম্মার চিতার উপরে পতিত হইল ॥ ৪

নিষ্পাপ নরেশ! ইহাতে সেই সময় বকরাজ জীবিত হইয়া উঠিলেন এবং তিনি উড়িয়া আসিয়া বিরূপাক্ষের সহিত মিলিত হইলেন। ৫

সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিরূপাক্ষের নগরে আসিয়াছিলেন এবং তখন বিরূপাক্ষকে এই কথা বলিলেন, অতিশয় সৌভাগ্যের কথা এই যে, তোমার দ্বারা বকরাজ জীবিত হইয়াছে ॥ ৬

ইন্দ্র বিরূপাক্ষকে এক প্রাচীন বৃত্তান্ত শুনাইলেন, যদনুসারে ব্রহ্মা পূর্ব্বে রাজধর্ম্মাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ॥ ৭

রাজন্! এক সময় যখন বকরাজ ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হয় নাই, তখন পিতামহ রোষবশতঃ সেই পক্ষিরাজকে শাপদান করত বলিলেন ॥ ৮

এই মূর্খ ও নীচ বক আমার সভায় এখনও আসে নাই; সেইজন্য অতিসত্বর সেই দুষ্টকে বধের কষ্টভোগ করিতে হইবে ॥ ৯

ব্রহ্মার সেই বাক্যের দ্বারা গৌতম তাহাকে বধ করে এবং ব্রহ্মাও পুনরায় অমৃত সিক্ত করিয়া রাজধর্ম্মাকে জীবন দান করেন ॥ ১০

তদনন্তর বক রাজধর্ম্মা ইন্দ্রকে প্রণাম করত বলিলেন,—সুরেশ্বর! যদি আমার উপর আপনার করুণা থাকে, তবে আমার প্রিয় গৌতমকেও আপনি জীবিত করিয়া দিন ১১-১২

পুরুষপ্রবর! তাঁহার অনুরোধ স্বীকার করত দেবরাজ ইন্দ্র

সম্পরিষজ্য সুহৃদং প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
অথ তং পাপকর্ম্মাণং রাজধর্ম্মা বকাধিপঃ ॥ ১৪
বিসর্জয়িত্বা সধনং প্রবিবেশ স্বমালয়ম্।
যথোচিতঞ্চ স বকো যযৌ ব্রহ্মসদস্তথা ॥ ১৫
ব্রহ্মা চৈনং মহাত্মানমাতিথ্যেনাভ্যপূজয়ৎ।
গৌতমশ্চাপি সম্প্রাপ্য পুনস্তং শবরালয়ম্।
শূদ্রায়াং জনয়ামাস পুত্রান্ দুষ্কৃতকারিণঃ ॥ ১৬
শাপশ্চ সুমহাংস্তস্য দত্তঃ সুরগণৈস্তদা।
কুক্ষৌ পুনর্ভ্বাঃ পাপোঽয়ং জনয়িত্বা চিরাৎ সুতান্ ॥১৭
নিরয়ং প্রাপ্স্যতি মহৎ কৃতঘ্নোঽয়মিতি প্রভো।
এতৎ প্রাহ পুরা সর্ব্বং নারদো মম ভারত ॥ ১৮
সংস্মৃত্য চাপি সুমহদাখ্যানং ভরতর্ষভ।
ময়াপি ভবতে সর্ব্বং যথাবদনুবর্ণিতম্ ॥ ১৯
কৃতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নো হি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ২০

মিত্রদ্রোহো ন কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিশেষতঃ।
মিত্রধ্রুঙ্ নরকং ঘোরমনন্তং প্রতিপদ্যতে ॥ ২১
কৃতজ্ঞেন সদা ভাব্যং মিত্রকামেন চৈব হ।
মিত্রাচ্চ লভতে সর্ব্বং মিত্রাৎ পূজাং লভতে চ ॥২২
মিত্রাদ্ ভোগাংশ্চ ভুঞ্জীত মিত্রেণাপৎসু মুচ্যতে।
সৎকারৈরুত্তমৈর্মিত্রং পূজয়েত বিচক্ষণঃ ॥ ২৩
পরিত্যাজ্যো বুধৈঃ পাপঃ কৃতঘ্নো নিরপত্রপঃ।
মিত্রদ্রোহী কুলাঙ্গারঃ পাপকর্ম্মা নরাধমঃ ॥ ২৪
এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ প্রোক্তঃ পাপো ময়া তব।
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নো বৈ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তদা বাক্যং ভীষ্মেণোক্তং মহাত্মনা।
যুধিষ্ঠিরঃ প্রীতমনা বভূব জনমেজয় ॥ ২৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
শান্তিপর্ব্বণি আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বণ কৃতঘ্নোপাখ্যানে
ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩

গৌতম ব্রাহ্মণকেও অমৃত সিক্ত করিয়া জীবিত করিলেন ॥ ১২½

রাজন্! বর্ত্তন ও সুবর্ণাদি সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সহ প্রিয় সুহৃৎকে প্রাপ্ত হইয়া বকরাজ প্রীতিসহকারে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৩½

তারপর বকরাজ রাজধর্ম্মা সেই পাপাচারীকে ধন সহ পরিত্যাগ করিয়া নিজের গৃহে প্রবেশ করিলেন। ১৪½

তদনন্তর বকরাজ যথোচিত রীতিতে ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন এবং ব্রহ্মা সেই মহাত্মার আতিথ্য সৎকার করিলেন ॥ ১৫½

গৌতমও পুনরায় শবরালয়ে (দস্যুগৃহে) গমন করত বাস করিতে লাগিল। সেস্থানে সে সেই শূদ্র জাতির স্ত্রী হইতেই অনেক পাপাচারী পুত্র উৎপন্ন করিল ॥ ১৬

তখন দেবতাগণ গৌতমকে গুরুতর অভিশাপ দান করিতে করিতে বলিলেন,—এই পাপী কৃতঘ্ন ও অন্যের বিবাহিতা শূদ্র জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বহু দিন হইতে সন্তান উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। এই পাপের জন্য সে ঘোর নরকে পতিত হইবে। ১৭½

ভারত! এই সম্পূর্ণ প্রসঙ্গ পুরাকালে আমাকে মহর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বিশাল উপাখ্যান স্মরণ করত আমি তোমার সম্মুখে সমস্তই যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিলাম ॥ ১৮-১৯

কৃতঘ্নে! কোথা হইতে যশোলাভ হইবে? উহার কিভাবে স্থানলাভ ও সুখের উপলব্ধি হইবে? কৃতঘ্ন বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে না। কৃতঘ্নের উদ্ধারের জন্য শাস্ত্রে কোনও প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই ॥ ২০

মানুষের পক্ষে বিশেষ ভাবে মিত্রদ্রোহ করা উচিত নয়। মিত্রদ্রোহী মানুষ অনন্তকাল ধরিয়া নরক ভোগ করে ॥২১

প্রত্যেক মানুষের সদা কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং মিত্রের কামনা করা আবশ্যক; কারণ, মিত্র হইতে সব কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিত্রের সহযোগে সদা সম্মান হয় ॥ ২২

মিত্রের সহায়তায় ভোগসকলও ভোগ করিবার সুযোগ আসে এবং মিত্রদ্বারা মানুষ বিপদ হইতেও মুক্তি লাভ করে, অতএব বুদ্ধিমান্ মানুষ উত্তম সৎকারের দ্বারা মিত্রকে পূজা করিবেন ॥ ২৩

যে পাপী, কৃতঘ্ন, নির্লজ্জ, মিত্রদ্রোহী, কুলাঙ্গার ও পাপাচারী, এরূপ অধম মানুষকে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের ত্যাগ করা উচিত ॥ ২৪

ধর্ম্মাত্মাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এইরূপে আমি তোমাকে পাপী, মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন পুরুষের পরিচয় দিলাম। এখন আর কি শুনিতে বাসনা কর? ২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মহাত্মা ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করত রাজা যুধিষ্ঠির মনে মনে অতিশয় প্রসন্ন হইলেন ॥ ২৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত আপদ্ধর্ম্মপর্ব্বে কৃতঘ্নের উপাখ্যানবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।